[প্রথম খণ্ড।

অষ্টাদশপুরাণম্।

জেলা ঢাকার অন্তর্গত রুতুনীনিবাসী
শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়-কর্ত্তৃক সংগৃহীত
ও তৎকর্ত্তৃক যোড়াসাঁকো হইতে প্রকাশিত।

"নিস্তারায় তু লোকানাং স্বয়ং নারায়ণঃ প্রভুঃ।
ব্যাসরূপেণ কৃতবান্ পুরাণানি মহীতলে॥"

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোমন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চাপি পুরাণং পঞ্চলক্ষণং॥"

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার তর্কালঙ্কার-কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

কলিকাতা,
যোড়াসাঁকো, শিবকৃষ্ণ দাঁর লেন, ৭ নং, জ্যোতিষপ্রকাশ যন্ত্রে
শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল-দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮৯ সাল, জ্যৈষ্ঠ।

প্রতিখণ্ডের নগদমূল্য ৯/০ টাকা। নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি, প্রতিখণ্ডের মূল্য ।।০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

তন্ত্রসার ও বিবিধতন্ত্রসংগ্রহ।

কৃষ্ণানন্দবিদ্যাবাগীশকৃত বৃহৎ তন্ত্রসার, সংস্কৃত মূল, বাঙ্গালা অনুবাদ, অন্যান্য তন্ত্রহইতে প্রয়োজনানুযায়ী প্রমাণ, সমস্ত যন্ত্র ও দেবতাগণের প্রতিকৃতির সহিত এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে পৃথগ্রূপে নানাবিধ অপরাপর তন্ত্র পূর্ণ্ণ খণ্ডে প্রতিমাসে জ্যোতিষপ্রকাশ যন্ত্রালয়হইতে প্রকাশিত হইতেছে। যে যে তন্ত্র এবং যন্ত্র ও দেবতাবর্গের প্রতিকৃতি এক্ষণে প্রকাশিত হইতেছে ও পরে হইবার সম্ভাবনা আছে, তন্মধ্যহইতে কতিপয় তন্ত্রের ও যন্ত্রের নাম নিম্নে লিখিত হইল।

তন্ত্রের নাম।	তন্ত্রের নাম।	তন্ত্রের নাম।	যন্ত্রের নাম।	যন্ত্রের নাম।
শাক্তানন্দতরঙ্গিণী	নির্ব্বাণতন্ত্র	বীরতন্ত্র	রুদ্রভৈরবীযন্ত্র	ত্রিপুটাযন্ত্র
শ্যামারহস্য	আগমতত্ত্ববিলাস	উড্ডামরেশ্বরতন্ত্র	ষট্‌কূটাভৈরবী	ভুবনেশ্বরী
তারারহস্য	মহাচীনতন্ত্র	জপরহস্য	চৈতন্যভৈরবী	কূর্ম্ম
ত্রিপুরাসারসমুচ্চয়	চীনাচারতন্ত্র	তোড়লতন্ত্র	ত্রিপুরাভৈরবী	মাতৃকা
যোগিনীতন্ত্র	কুলার্ণবতন্ত্র	গুপ্তসাধনতন্ত্র	বটুক	সর্ব্বতোভদ্র-
গৌতমীয়তন্ত্র	নিগমকল্পদ্রুম	যোনিতন্ত্র	বরাহ	মণ্ডল
মহানীলতন্ত্র	মাতৃকাভেদতন্ত্র	সনৎকুমার	গোপাল	স্বল্প-
বৃহন্নীল	ফেৎকারিণী	কুব্জিকাতন্ত্র	শ্রীকৃষ্ণ	সর্ব্বতোভদ্র-
নীলতন্ত্র	প্রপঞ্চসার	কামাখ্যাতন্ত্র	গণেশ	মণ্ডল
রুদ্রযামল	শ্যামাপ্রদীপ	লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র	বাগীশ্বরী	নবনাভমণ্ডল
ব্রহ্মযামল	পিচ্ছিলাতন্ত্র	কামধেনুতন্ত্র	বজ্রপ্রস্তারিণী	সামান্যপূজাযন্ত্র
আদিযামল	অন্নদাকল্প	নিরুত্তরতন্ত্র	নিত্যা	ইত্যাদি।
মহানির্ব্বাণতন্ত্র	কৌলিকার্চ্চনদীপিকা	কৌলাবলী	ত্বরিতা	
ক্রমদীপিকা	মুণ্ডমালা	গন্ধর্ব্বতন্ত্র		
মেরুতন্ত্র	মন্ত্রকোষ	কঙ্কালমালিনী		
বীরভদ্রেশ্বরতন্ত্র	গায়ত্রীতন্ত্র	সংমোহনতন্ত্র ইত্যাদি।		

এই গ্রন্থখানি অনুমান ৩৭, ৩৮. সাঁইত্রিশ, আটত্রিশ খণ্ডে সম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা। পুস্তকের আকার চারি পেজী ডিমাই, ১২ বার ফর্ম্মায় এক এক খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। গ্রাহকগণের পক্ষে প্রতিখণ্ডের মূল্য ৸০ বার আনা, অপরের পক্ষে ১৲ এক টাকা, ডাকমাশুল /০ এক আনা। এক্ষণে মূল্যমধ্যে অগ্রিম ১২৲ বার টাকা দিতে হইবে। ঐ মূল্য পরিশোধ হইলে পর পুনর্ব্বার ক্রমশঃ অবশিষ্ট মূল্য দিতে হইবে।

ইংরাজী সামুদ্রিক।

ইংরাজী সামুদ্রিক। এইগ্রন্থে ৫২ খানার অধিক হস্তপাঞ্জা অঙ্কিত আছে। এই গ্রন্থ বহু অন্বেষণে ইংলণ্ড দেশ হইতে আনয়ন করা হইয়াছে। ইহার মুদ্রাঙ্কণকার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। নিয়মাবলী পশ্চাৎ প্রকাশিত করা হইবে।

আশ্রব

জ্যোতিষপ্রকাশযন্ত্র,
শিবকৃষ্ণদাঁর লেন, যোড়াসাঁকো,
কলিকাতা।

শ্রীরসিকমোহনচট্টোপাধ্যায়,
পামিষ্ট্রি, এষ্ট্রলজি, ফলিতজ্যোতিষ, ইন্দ্রজালাদিসংগ্রহ, তন্ত্রসার ও বিবিধ-
তন্ত্রসংগ্রহ, অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণ-প্রভৃতির সম্পাদক।

গরুড়পুরাণ-পূর্ব্বখণ্ডস্য সূচীপত্রম্ ।

গরুড়পুরাণ-পূর্ব্বখণ্ডস্য সূচীপত্রং সম্পূর্ণং ॥

গরুড়পুরাণোত্তরখণ্ডস্য সূচীপত্রম্।

গরুড়পুরাণোত্তরখণ্ডস্য সূচিপত্রং সমাপ্তং।

ভূমিকা।

সৃষ্টি, প্রলয়, বংশাবলী, বংশানুচরিত, মন্বন্তরপ্রভৃতির বিবরণ পুরাণশাস্ত্রে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। ফলতঃ যে গ্রন্থে স্থাবর, জঙ্গম, দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, মনুষ্য আদির আদি বৃত্তান্ত এবং সৃষ্টিবিবরণ, ব্রহ্মানুসন্ধান, ব্রহ্মের সাকার ও নিরাকার বর্ণন, ক্রিয়াযোগ, আত্মতত্ত্বনির্ণয়, জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান, পূর্ব্বতন রাজবর্গের বংশাবলী-প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় সবিশেষ লিখিত আছে এবং যদ্দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান অবস্থা পরিজ্ঞান, জ্ঞানের নির্ম্মলতা ও বুদ্ধির প্রাখর্য্য জন্মে এবং ক্রিয়ানুষ্ঠান ও ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে পারে, তাহার নাম পুরাণ। এই শাস্ত্র ব্যাসাদি মুনিগণের প্রণীত। ইহাতে বেদার্থ সবিশেষ বর্ণিত আছে। সৃষ্টি, প্রলয়, বংশবিস্তার, মন্বন্তর ও বংশের চরিত্র, এই পঞ্চলক্ষণান্বিত শাস্ত্রকে পুরাণ কহে। যথা—"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোমন্বন্তরাণি চ। বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণং॥"

পুরাণশাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত।—মহাপুরাণ ও উপপুরাণ। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে মহাপুরাণের দশলক্ষণ বর্ণিত আছে,—সর্গ ১, বিসর্গ ২, বৃত্তি ৩, রক্ষা ৪, অন্তর ৫, বংশ ৬, বংশানুচরিত ৭, সংস্থা ৮, হেতু ৯ এবং অপাশ্রয় ১০। যথা,—

"এতদুপপুরাণানাঞ্চ লক্ষণঞ্চ বিদুর্বুধাঃ। মহতাঞ্চ পুরাণানাং লক্ষণং কথয়ামি তে। সৃষ্টিশ্চাপি বিসৃষ্টিশ্চ স্থিতিস্তেষাঞ্চ পালনং। কর্ম্মণাং বাসনা বার্ত্তা মনূনাঞ্চ ক্রমেণ চ। বর্ণনং প্রলয়ানাঞ্চ মোক্ষস্য চ নিরূপণম্। উৎকীর্ত্তনং হরেরেব দেবানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্। দশাধিকং লক্ষণঞ্চ মহতাং পরিকীর্ত্তিতম্॥"

মহাপুরাণের সংখ্যা অষ্টাদশ। সেই সকল মহাপুরাণের নাম ও শ্লোক সংখ্যা বিবৃত হইতেছে—"সংখ্যানঞ্চ পুরাণানাং নিবোধ কথয়ামি তে। পরং ব্রহ্মপুরাণঞ্চ সহস্রাণাং দশৈব চ। পঞ্চোনষষ্টিসাহস্রং পাদ্মমেব প্রকীর্ত্তিতং। ত্রয়োবিংশতিসাহস্রং বৈষ্ণবঞ্চ বিদুর্ব্বুধাঃ। চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রং শৈবমেব নিরূপিতং। গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রং শ্রীমদ্ভাগবতং বিদুঃ। পঞ্চবিংশতিসাহস্রং নারদীয়ং প্রকীর্ত্তিতং। মার্কণ্ডং নবসাহস্রং পুরাণং পণ্ডিতা বিদুঃ। চতুঃশতাধিকং পঞ্চদশসাহস্রমেব চ। পরমগ্নিপুরাণঞ্চ রুচিরং পরিকীর্ত্তিতং। চতুর্দ্দশসহস্রাণি পরং পঞ্চশতাধিকং। পুরাণপ্রবরঞ্চৈব ভবিষ্যং পরিকীর্ত্তিতং। অষ্টাদশসহস্রঞ্চ ব্রহ্মবৈবর্ত্তমীরিতং। সর্ব্বেষাঞ্চ পুরাণানাং সারমেব বিদুর্ব্বুধাঃ। একাদশসহস্রঞ্চ পরং লিঙ্গপুরাণকং। চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রং বারাহং পরিকীর্ত্তিতং। একাশীতিসহস্রঞ্চ পরমেব শতাধিকং। বরং স্কন্দপুরাণঞ্চ সদ্ভিরেবং নিরূপিতং। বামনং দশসাহস্রং কৌর্ম্মং সপ্তদশৈব তু। মাৎস্যং চতুর্দ্দশং প্রোক্তং পুরাণং পণ্ডিতৈস্তথা। ঊনবিংশতিসাহস্রং গারুড়ং পরিকীর্ত্তিতং। পরং দ্বাদশসাহস্রং ব্রহ্মাণ্ডং পরিকীর্ত্তিতং। এবং পুরাণসংখ্যানং চতুর্লক্ষমুদাহৃতং। অষ্টাদশপুরাণানামেবমেব বিদুর্ব্বুধাঃ। এবঞ্চোপপুরাণানামষ্টাদশ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

ব্রাহ্মে দশসহস্র, পাদ্মে পঞ্চপঞ্চাশৎ সহস্র, বৈষ্ণবে ত্রয়োবিংশতিসহস্র, শৈবে চতুর্ব্বিংশতিসহস্র, ভাগবতে অষ্টাদশসহস্র, নারদীয়ে পঞ্চবিংশতিসহস্র, মার্কণ্ডেয়ে নবসহস্র, আগ্নেয়ে চতুঃশতাধিকপঞ্চদশসহস্র, ভবিষ্যে পঞ্চশতাধিকচতুর্দ্দশসহস্র, ব্রহ্মবৈবর্ত্তে অষ্টাদশসহস্র, লৈঙ্গে একাদশসহস্র, বারাহে চতুর্ব্বিংশতিসহস্র, স্কান্দে শতাধিকৈকাশীতিসহস্র, বামনে দশসহস্র, কৌর্ম্মে সপ্তদশসহস্র, মাৎস্যে চতুর্দ্দশসহস্র, গারুড়ে ঊনবিংশতিসহস্র এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে দ্বাদশসহস্র শ্লোক আছে। সমুদায়পুরাণে চতুর্লক্ষ শ্লোক।

উপপুরাণের সংখ্যাও অষ্টাদশ। এই সকল পুরাণ অন্যান্য ঋষিগণকর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। গারুড়ে ২২৭ অধ্যায়ে যথা,—

"আদ্যং সনৎকুমারোক্তং নারসিংহমথাপরম্। তৃতীয়ং স্কান্দমুদ্দিষ্টং কুমারেণ তু ভাষিতম্। চতুর্থং শিবধর্ম্মাখ্যং সাক্ষান্নন্দীশভাষিতম্। দুর্ব্বাসসোক্তমাশ্চর্য্যং নারদোক্তমতঃ পরম্। কাপিলং বামনঞ্চৈব তথৈবোশনসেরিতং। ব্রহ্মাণ্ডং বারুণঞ্চাথ কালিকাহ্বয়মেব চ। মাহেশ্বরং তথা শাম্বং সৌরং সর্ব্বার্থসঞ্চয়ম্। পরাশরোক্তমপরং মারীচং ভার্গবাহ্বয়ম্॥

অন্যচ্চ কূর্ম্মপুরাণে যথা,—অন্যান্যুপপুরাণানি মুনিভিঃ কথিতান্যপি। আদ্যং সনৎকুমারোক্তং নারসিংহং ততঃ পরম্। তৃতীয়ং বায়বীয়ঞ্চ কুমারেণ চ ভাষিতম্। চতুর্থং শিবধর্ম্মাখ্যং সাক্ষান্নন্দীশভাষিতম্। দুর্ব্বাসসোক্তমাশ্চর্য্যং নারদীয়মতঃ পরম্। নন্দিকেশ্বরযুগ্মঞ্চ তথৈবোশনসেরিতম্। কাপিলং বারুণঞ্চৈব কালিকাহ্বয়মেব চ। মাহেশ্বরং তথা শাম্বং দৈবং সর্ব্বার্থসিদ্ধিদম্। পরাশরোক্তমপরং মারীচং ভাস্করাহ্বয়ম্॥”

মহাপুরাণের নাম ও শ্লোকসংখ্যা।

১। ব্রহ্মপুরাণ ... ১০০০০	৭। মার্কণ্ডেয়পুরাণ ... ৯০০০	১৩। স্কন্দপুরাণ (বৃহৎ)... ৮১১০০
২। পদ্মপুরাণ ... ৫৫০০০	৮। অগ্নিপুরাণ ... ১৫৪০০	১৪। বামনপুরাণ (বৃহৎ) ১০০০০
৩। বিষ্ণুপুরাণ ... ২৩০০০	৯। ভবিষ্যপুরাণ ... ১৪৫০০	১৫। কূর্ম্মপুরাণ ... ১৭০০০
৪। শিবপুরাণ (বৃহৎ) ... ২৪০০০	১০। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ... ১৮০০০	১৬। মৎস্যপুরাণ ... ১৪০০০
৫। শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ (বৃহ)১৮০০০	১১। লিঙ্গপুরাণ ... ১১০০০	১৭। গরুড়পুরাণ ... ১৯০০০
৬। নারদপুরাণ (বৃহৎ)... ২৫০০০	১২। বরাহপুরাণ ... ২৪০০০	১৮। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ (বৃহৎ) ১২০০০

উপপুরাণ।

১। সনৎকুমারপুরাণ।	৭। কাপিলপুরাণ।	১৩। মাহেশ্বরপুরাণ।
২। নারসিংহপুরাণ।	৮। বামনপুরাণ।	১৪। শাম্বপুরাণ।
৩। স্কন্দপুরাণ।	৯। ঔশানসপুরাণ।	১৫। সৌরপুরাণ।
৪। শৈবধর্ম্মপুরাণ।	১০। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।	১৬। পরাশরপুরাণ।
৫। দৌর্ব্বাসসপুরাণ।	১১। বারুণপুরাণ।	১৭। মারীচপুরাণ।
৬। নারদীয়পুরাণ।	১২। কালিকাপুরাণ।	১৮। ভার্গবপুরাণ।

অতিরিক্তপুরাণ।

নন্দিকেশ্বরপুরাণ।	আদিপুরাণ।	দেবীভাগবতপুরাণ।
শুক্রপুরাণ।	শম্ভুপুরাণ।	ভাগবতভূষণপুরাণ।
বশিষ্ঠপুরাণ।	বশিষ্ঠলিঙ্গপুরাণ।	ভাগবতামৃতপুরাণ।
ভাণ্ডরিপুরাণ।	বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরপুরাণ।	ভাগবতামৃতসারপুরাণ।
মনুপুরাণ।	বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।	মহাভাগবতপুরাণ।
বায়ুপুরাণ।	ধর্ম্মপুরাণ।	শ্রীভাগবতপুরাণ।
মাহেশপুরাণ।	গৌরীপুরাণ।	কালীপুরাণ।
কল্কীপুরাণ।	নীলপুরাণ।	দেবীপুরাণ।
শৈবপুরাণ।	গণেশপুরাণ।	ভাস্করপুরাণ।
আদিত্যপুরাণ।	আত্মাপুরাণ।	

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, পুরাণসকল ত্রিবিধ—তামস, সাত্ত্বিক ও রাজস। তামসপুরাণসকল যথা—“মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্কান্দং তথৈব চ। আগ্নেয়ঞ্চ ষড়েতানি তামসানি নিবোধত॥” সাত্ত্বিকপুরাণসকল যথা—“বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভং। গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনে। সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি বৈ॥” রাজসপুরাণসকল যথা—“ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈব চ। ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি নিবোধত॥ সাত্ত্বিকা-মোক্ষদাঃ প্রোক্তা-রাজসাঃ স্বর্গদাঃ শুভাঃ। তথৈব তামসা-দেবি নিরয়প্রাপ্তিহেতবঃ॥”

যে যে পুরাণপাঠে যে যে বিষয় অবগত হওয়া যাইতে পারে এবং তাহা পাঠকরিলে যে ফলশ্রুতি লিখিত আছে, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

১। প্রথমং ব্রহ্মপুরাণং। ব্রাহ্মং পুরাণং তত্রাদৌ সর্ব্বলোকহিতায় বৈ। ব্যাসেন বেদবিদুষা সমাখ্যাতং মহাত্মনা। তদ্বৈ সর্ব্বপুরাণাগ্র্যং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদং। নানাখ্যানেতিহাসাঢ্যং দশসাহস্রমুচ্যতে॥

তৎপূর্ব্বভাগে। দেবানামসুরাণাঞ্চ যত্রোৎপত্তিঃ প্রকীর্ত্তিতা। প্রজাপতীনাঞ্চ তথা দক্ষাদীনাং মুনীশ্বর। ততো লোকেশ্বরস্যাত্র সূর্য্যস্য পরমাত্মনঃ। বংশানুকীর্ত্তনং পুণ্যং মহাপাতকনাশনং। যত্রাবতারঃ কথিতঃ পরমানন্দরূপিণঃ। শ্রীমতো রামচন্দ্রস্য চতুর্ব্যূহাবতারিণঃ। ততশ্চ সোমবংশস্য কীর্ত্তনং যত্র বর্ণিতং। কৃষ্ণস্য জগদীশস্য চরিতং কল্মষাপহং। দ্বীপানাঞ্চৈব সিন্ধূনাং বর্ষাণাং চাপ্যশেষতঃ। বর্ণনং যত্র পাতালস্বর্গাণাঞ্চ প্রদৃশ্যতে। নরকাণাং সমাখ্যানং সূর্য্যস্তুতিকথানকং। পার্ব্বত্যাশ্চ তথা জন্ম বিবাহশ্চ নিগদ্যতে। দক্ষাখ্যানং ততঃ প্রোক্তমেকাম্রক্ষেত্রবর্ণনং। পূর্ব্বভাগোঽয়মুদিতঃ পুরাণস্যাস্য মানদ॥

তদুত্তরভাগে। অস্যোত্তরে বিভাগে তু পুরুষোত্তমবর্ণনং। বিস্তরেণ সমাখ্যাতং তীর্থযাত্রাবিধানতঃ। অত্রৈব কৃষ্ণচরিতং বিস্তরাৎ সমুদীরিতং। বর্ণনং যমলোকস্য পিতৃশ্রাদ্ধবিধিস্তথা। বর্ণাশ্রমাণাং ধর্ম্মাশ্চ কীর্ত্তিতা যত্র বিস্তরাৎ। বিষ্ণুধর্ম্মযুগাখ্যানং প্রলয়স্য চ বর্ণনং। যোগানাঞ্চ সমাখ্যানং সাঙ্খ্যানাঞ্চাপি বর্ণনং। ব্রহ্মবাদসমুদ্দেশঃ পুরাণস্য চ শংসনং। এতদ্‌ব্রহ্মপুরাণস্য ভাগদ্বয়সমৰ্চিতং। বর্ণিতং সর্ব্বপাপঘ্নং সর্ব্বসৌখ্যপ্রদায়কং॥

তৎফলশ্রুতিঃ। সূতশৌনকসংবাদং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কং। লিখিত্বৈতৎ পুরাণং যো বৈশাখ্যাং হেমসংযুতং। জলধেনুযুতঞ্চাপি ভক্ত্যা দদ্যাদ্দ্বিজাতয়ে। পৌরাণিকায় সম্পূজ্য বস্ত্রভোজ্যবিভূষণৈঃ। স বসেদ্‌ব্রহ্মণো লোকে যাবচ্চন্দ্রার্কতারকং। যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি ব্রাহ্মানুক্রমণীং দ্বিজ। সোঽপি সর্ব্বপুরাণস্য শ্রোতুর্বক্তুঃ ফলং লভেৎ। শৃণোতি যঃ পুরাণন্তু ব্রাহ্মং সর্ব্বং জিতেন্দ্রিয়ঃ। হবিষ্যাশী চ নিয়মাৎ স লভেদ্‌ব্রহ্মণঃ পদং। কিমত্র বহুনোক্তেন যদ্‌যদিচ্ছতি মানবঃ। তৎ সর্ব্বং লভতে বৎস পুরাণস্যাস্য কীর্ত্তনাৎ॥ ইতি শ্রীনারদীয়পুরাণে পূর্ব্বভাগে বৃহদুপাখ্যানে চতুর্থপাদে ৯২ অধ্যায়ঃ॥ ১॥

২। দ্বিতীয়ং পদ্মপুরাণং। শ্রীব্রহ্মোবাচ। শৃণু পুত্র প্রবক্ষ্যামি পুরাণং পদ্মসংজ্ঞকং। মহৎপুণ্যপ্রদং নৃণাং শৃণ্বতাং পঠতাং মুদা। যথা পঞ্চেন্দ্রিয়ঃ সর্ব্বঃ শরীরীতি নিগদ্যতে। তথেদং পঞ্চভিঃ খণ্ডৈরুদিতং পাপনাশনং॥

তত্র প্রথমে সৃষ্টিখণ্ডে। পুলস্ত্যেন তু ভীষ্মায় সৃষ্ট্যাদিক্রমতো দ্বিজ। নানাখ্যানেতিহাসাদ্যৈর্যত্রোক্তো ধর্ম্মবিস্তরঃ। পুষ্করস্য চ মাহাত্ম্যং বিস্তরেণ প্রকীর্ত্তিতং। ব্রহ্মযজ্ঞবিধানঞ্চ বেদপাঠাদিলক্ষণং। দানানাং কীর্ত্তনং যত্র ব্রতানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্। বিবাহঃ শৈলজায়াশ্চ তারকাখ্যানকং মহৎ। মাহাত্ম্যঞ্চ গবাদীনাং কীর্ত্তিতং সর্ব্বপুণ্যদং। কালকেয়াদিদৈত্যানাং বধো যত্র পৃথক্ পৃথক্। গ্রহাণামর্চ্চনং দানং যত্র প্রোক্তং দ্বিজোত্তম। তৎসৃষ্টিখণ্ডমুদ্দিষ্টং ব্যাসেন সুমহাত্মনা॥

দ্বিতীয়ে ভূমিখণ্ডে। পিতৃমাত্রাদিপূজ্যত্বে শিবশর্ম্মকথা পুরা। সুব্রতস্য কথা পশ্চাৎ বৃত্রস্য চ বধস্তথা। পৃথোর্বেণস্য চাখ্যানং ধর্ম্মাখ্যানং ততঃ পরং। পিতৃশুশ্রূষণাখ্যানং নহুষস্য কথা ততঃ। যযাতিচরিতঞ্চৈব গুরুতীর্থনিরূপণং। রাজ্ঞা জৈমিনিসংবাদো বহ্বাশ্চর্য্যকথাযুতঃ। কথা হ্যশোকসুন্দর্য্যা হুণ্ডদৈত্যবধাচিতা। কামোদাখ্যানকং তত্র বিহুণ্ডবধসংযুতং। কুঞ্জলস্য চ সংবাদশ্চ্যবনেন মহাত্মনা। সিদ্ধাখ্যানং ততঃ প্রোক্তং খণ্ডস্যাস্য ফলোহনং। সূতশৌনকসংবাদং ভূমিখণ্ডমিদং স্মৃতং॥

তৃতীয়ে স্বর্গখণ্ডে। ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তিরুদিতা যত্রর্ষিভিশ্চ সৌতিনা। সভূমিলোকসংস্থানং তীর্থাখ্যানং ততঃ পরং। নর্ম্মদোৎপত্তিকথনং তত্তীর্থানাং কথা পৃথক্। কুরুক্ষেত্রাদিতীর্থানাং কথাঃ পুণ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। কালিন্দীপুণ্যকথনং কাশীমাহাত্ম্যবর্ণনং। গয়ায়াশ্চৈব মাহাত্ম্যং প্রয়াগস্য চ পুণ্যকং। বর্ণাশ্রমানুরোধেন কর্ম্মযোগনিরূপণং। ব্যাসজৈমিনিসংবাদঃ পুণ্যকর্ম্মকথাচিতঃ। সমুদ্রমথনাখ্যানং ব্রতাখ্যানং ততঃ পরং। ঊর্জ্জপঞ্চাহমাহাত্ম্যং স্তোত্রং সর্ব্বপরাধনুৎ। এতৎ স্বর্গাভিধং বিপ্র সর্ব্বপাতকনাশনং॥

চতুর্থে পাতালখণ্ডে। রামাশ্বমেধে প্রথমং রামরাজ্যাভিষেচনং। অগস্ত্যাদ্যাগমশ্চৈব পৌলস্ত্যাচয়কীর্ত্তনং। অশ্বমেধোপদেশশ্চ হয়চর্য্যা ততঃ পরং। নানারাজকথাঃ পুণ্যা জগন্নাথানুবর্ণনং। বৃন্দাবনস্য মাহাত্ম্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। নিত্যলীলানুকথনং যত্র কৃষ্ণাবতারিণঃ। মাধবস্নানমাহাত্ম্যে স্নানদানার্চ্চনে ফলং। ধরাবরাহসংবাদো যমব্রাহ্মণয়োঃ কথা। সংবাদো রাজদূতানাং কৃষ্ণস্তোত্রনিরূপণং। শিবশম্ভুসমাযোগো দধীচ্যাখ্যানকং ততঃ। ভস্মমাহাত্ম্যমতুলং শিবমাহাত্ম্যমুত্তমং। দেবরাতসুতাখ্যানং পুরাণজ্ঞপ্রশংসনং। গৌতমাখ্যানকঞ্চৈব শিবগীতা ততঃ স্মৃতা। কল্পান্তরী রামকথা ভারদ্বাজাশ্রমাশ্রিতৌ। পাতালখণ্ডমেতদ্ধি

শৃণ্বতাং জ্ঞানিনাং সদা। সর্ব্বপাপপ্রশমনং সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদং

পঞ্চমে উত্তরখণ্ডে। পর্ব্বতাখ্যানকং পূর্ব্বং গৌর্য্যৈ প্রোক্তং শিবেন বৈ। জালন্ধরকথা পশ্চাচ্ছ্রীশৈলাদ্যনুকীর্ত্তনং। সগরস্য কথা পুণ্যা ততঃ পরমুদীরিতং। গঙ্গাপ্রয়াগকাশীনাং গয়ায়াশ্চাধিপুণ্যকং। আম্রাদিদানমাহাত্ম্যং তদ্বদ্দ্বাদশীব্রতং। চতুর্বিংশৈকাদশীনাং মাহাত্ম্যং পৃথগীরিতং। বিষ্ণুধর্ম্মসমাখ্যানং বিষ্ণুনামসহস্রকং। কার্ত্তিকব্রতমাহাত্ম্যং মাঘস্নানফলন্ততঃ। জম্বুদ্বীপস্য তীর্থানাং মাহাত্ম্যং পাপনাশনং। সাভ্রমত্যাশ্চ মাহাত্ম্যং নৃসিংহোৎপত্তিবর্ণনং। দেবশর্ম্মাদিকাখ্যানং গীতামাহাত্ম্যবর্ণনে। ভক্ত্যাখ্যানঞ্চ মাহাত্ম্যে শ্রীমদ্ভাগবতস্য হ। ইন্দ্রপ্রস্থস্য মাহাত্ম্যং বহুতীর্থকথাচিতং। মন্ত্ররত্নাভিধানঞ্চ ত্রিপাদ্ভূত্যনুবর্ণনং। অবতারকথা পুণ্যা মৎস্যাদীনামতঃ পরং। রামনামশতং দিব্যং তন্মাহাত্ম্যঞ্চ বাড়ব। পরীক্ষণঞ্চ ভৃগুণা শ্রীবিষ্ণোর্বৈভবস্য চ। ইত্যেতদুত্তরং খণ্ডং পঞ্চমং সর্ব্বপুণ্যদং॥

তৎফলশ্রুতিঃ। পঞ্চখণ্ডযুতং পাদ্মং যঃ শৃণোতি নরোত্তমঃ। স লভেদ্বৈষ্ণবং ধাম ভুক্ত্বা ভোগানিহেপ্সিতান্। এতদ্বৈ পঞ্চপঞ্চাশৎসহস্রং পদ্মসংজ্ঞকং। পুরাণং লেখয়িত্বা বৈ জ্যৈষ্ঠ্যাং স্বর্ণাব্জসংযুতং। যঃ প্রদদ্যাৎ সুসৎকৃত্য পুরাণজ্ঞায় মানদ। স যাতি বৈষ্ণবং ধাম সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ। পদ্মানুক্রমণীমেতাং যঃ পঠেৎ শৃণুয়াৎ তথা। সোঽপি পদ্মপুরাণস্য লভেচ্ছ্রবণজং ফলং॥ ইতি শ্রীনারদীয়পুরাণে পূর্ব্বভাগে বৃহদুপাখ্যানে চতুর্থপাদে ৯৩ অধ্যায়ঃ॥ ২॥

৩। তৃতীয়ং বিষ্ণুপুরাণং। শ্রীব্রহ্মোবাচ। শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি পুরাণং বৈষ্ণবং মহৎ। ত্রয়োবিংশতিসাহস্রং সর্ব্বপাতকনাশনং। যত্রাদিভাগে নির্দ্দিষ্টাঃ ষড়ংশাঃ শক্ত্রজেন হ। মৈত্রেয়ায়াদিমে তত্র পুরাণস্যাবতারিকাঃ॥

তত্র প্রথমভাগস্য প্রথমাংশে। আদিকারণসর্গশ্চ দেবাদীনাঞ্চ সম্ভবঃ। সমুদ্রমথনাখ্যানং দক্ষাদীনাং ততশ্চয়াঃ। ধ্রুবস্য চরিতং চৈব পৃথোশ্চরিতমেব চ। প্রাচেতসং তথাখ্যানং প্রহ্লাদস্য কথানকং। পৃথগ্রাজ্যাধিকারাখ্যা প্রথমোঽংশ ইতীরিতঃ॥ প্রথমভাগস্য দ্বিতীয়াংশে। প্রিয়ব্রতাচয়াখ্যানং দ্বীপবর্ষনিরূপণং। পাতালনরকাখ্যানং সপ্তস্বর্গনিরূপণং। সূর্য্যাদিচারকথনং পৃথগ্লক্ষণসংযুতং। চরিতং ভরতস্যাথ মুক্তিমার্গনিদর্শনং। নিদাঘঋভুসংবাদো-দ্বিতীয়োঽংশ-উদাহৃতঃ॥ প্রথমভাগস্য তৃতীয়াংশে। মন্বন্তরসমাখ্যানং বেদব্যাসাবতারকং। নরকোদ্ধারকং কর্ম্ম গদিতঞ্চ ততঃ পরং। সগরস্যৌর্বসংবাদে সর্ব্বধর্ম্মনিরূপণং। শ্রাদ্ধকল্পং তথোদ্দিষ্টং বর্ণাশ্রমনিবন্ধনে। সদাচারশ্চ কথিতো মায়ামোহকথা ততঃ। তৃতীয়োঽংশোঽয়মুদিতঃ সর্ব্বপাপপ্রণাশনঃ॥ প্রথমভাগস্য চতুর্থাংশে। সূর্য্যবংশকথা পুণ্যা সোমবংশানুকীর্ত্তনং। চতুর্থেঽংশে মুনিশ্রেষ্ঠ নানারাজকথাচিতং॥ প্রথমভাগস্য পঞ্চমাংশে। কৃষ্ণাবতারসংপ্রশ্নো-গোকুলীয়া কথা ততঃ। পূতনাদিবধো-বাল্যে কৌমারেঽঘাদিহিংসনং। কৈশোরে কংসহননং মাথুরং চরিতং তথা। ততস্তু যৌবনে প্রোক্তা লীলা দ্বারবতীভবা। সর্ব্বদৈত্যবধো-যত্র বিবাহাশ্চ পৃথগ্বিধাঃ। যত্র স্থিত্বা জগন্নাথঃ কৃষ্ণো-যোগেশ্বরেশ্বরঃ। ভূভারহরণং চক্রে পরস্বহননাদিভিঃ। অষ্টাবক্রীয়মাখ্যানং পঞ্চমোঽংশ ইতীরিতঃ॥ প্রথমভাগস্য ষষ্ঠাংশে। কলিজং চরিতং প্রোক্তং চাতুর্ব্বিধ্যং লয়স্য চ। ব্রহ্মজ্ঞানসমুদ্দেশঃ খাণ্ডিক্যস্য নিরূপিতঃ। কেশিধ্বজেন চেত্যেষঃ ষষ্ঠোঽংশঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

তস্য দ্বিতীয়ভাগে। অতঃ পরস্তু সূতেন শৌনকাদিভিরাদরাৎ। পৃষ্টেন চোদিতাঃ শশ্বদ্বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাহ্বয়াঃ। নানাধর্ম্মকথাঃ পুণ্যা ব্রতানি নিয়মা যমাঃ। ধর্ম্মশাস্ত্রং চার্থশাস্ত্রং বেদান্তং জ্যোতিষং তথা। বংশাখ্যানং প্রকরণাৎ স্তোত্রাণি মনবস্তথা। নানাবিদ্যাশ্রয়াঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বলোকোপকারকাঃ। এতদ্বিষ্ণুপুরাণং বৈ সর্ব্বশাস্ত্রার্থসংগ্রহং॥

তৎফলশ্রুতিঃ। বারাহকল্পবৃত্তান্তং ব্যাসেন কথিতং ত্বিহ। যো নরঃ পঠতে ভক্ত্যা যঃ শৃণোতি চ সাদরং। তাবুভৌ বিষ্ণুলোকং হি ব্রজেতাং ভুক্তভোগকৌ। তল্লিখিত্বা চ যো দদ্যাদাষাঢ্যাং ঘৃতধেনুনা। সহিতং বিষ্ণুভক্তায় পুরাণার্থবিদে দ্বিজ। স যাতি বৈষ্ণবং ধাম বিমানেনার্কবর্চ্চসা। যশ্চ বিষ্ণুপুরাণস্য সমনুক্রমণীং দ্বিজ। কথয়েচ্ছৃণুয়াদ্বাপি স পুরাণফলং লভেৎ॥ ইতি শ্রীনারদীয়পুরাণে পূর্ব্বভাগে বৃহদুপাখ্যানে চতুর্থপাদে ৯৪ অধ্যায়ঃ॥ ৩

৪। চতুর্থং বায়ুপুরাণং। ব্রহ্মোবাচ। শৃণু বিপ্র প্রবক্ষ্যামি পুরাণং বায়বীয়কং। যস্মিন্ শ্রুতে লভেদ্ধাম রুদ্রস্য পরমাত্মনঃ। চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রং তৎপুরাণং প্রকীর্ত্তিতং। শ্বেতকল্পপ্রসঙ্গেন ধর্ম্মান্যত্রাহ মারুতঃ। তদ্বায়বীয়মুদিতং ভাগদ্বয়সমাচিতং॥

তস্য পূর্ব্বভাগে। সর্গাদিলক্ষণং যত্র প্রোক্তং বিপ্র সবিস্তরং। মন্বন্তরেষু বংশাশ্চ রাজ্ঞাং যে যত্র কীর্ত্তিতাঃ। গয়াসুরস্য হননং বিস্তরাদ্যত্র কীর্ত্তিতং। মাসানাঞ্চৈব মাহাত্ম্যং মাঘস্যোক্তং

ফলাধিকং। দানধর্ম্মা রাজধর্ম্মা বিস্তরেণোদিতাস্তথা। ভূপাতাল-ককুর্ব্যোমচারিণাং যত্র নির্ণয়ঃ। ব্রতাদীনাঞ্চ পূর্ব্বোঽয়ং বিভাগঃ সমুদাহৃতঃ॥

উত্তরভাগে। উত্তরে তস্য ভাগে তু নর্ম্মদাতীর্থবর্ণনং। শিবস্য সংহিতাখ্যা বৈ বিস্তরেণ মুনীশ্বর। যো দেবঃ সর্ব্বদেবানাং দুর্বিজ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ। স তু সর্ব্বাত্মনা যস্যাস্তীরে তিষ্ঠতি সন্ততং। ইদং ব্রহ্মা হরিরিদং সাক্ষাচ্চেদং পরোহরঃ। ইদং ব্রহ্ম নিরাকারং কৈবল্যং নর্ম্মদাজলং। ধ্রুবং লোকহিতার্থায় শিবেন স্বশরীরতঃ। শক্তিঃ কাপি সরিদ্রূপা রেবেয়মবতারিতা। যে বসন্ত্যুত্তরে কূলে রুদ্রস্যানুচরা হি তে। বসন্তি যাম্যতীরে যে লোকং তে যান্তি বৈষ্ণবং। ওকারেশ্বরমারভ্য যাবৎ পশ্চিমসাগরং। সঙ্গমাঃ পঞ্চ চ ত্রিংশন্নদীনাং পাপনাশনাঃ। দশৈকমুত্তরে তীরে ত্রয়োবিংশতি দক্ষিণে। পঞ্চত্রিংশত্তমঃ প্রোক্তো-রেবাসাগরসঙ্গমঃ। সঙ্গমৈঃ সহিতান্যেবং রেবাতারদ্বয়েঽপি চ। চতুঃশতানি তীর্থানি প্রসিদ্ধানি চ সন্তি হি। ষষ্টিতীর্থসহস্রাণি ষষ্টিকোট্যো-মুনীশ্বর। সন্তি চান্যানি রেবায়াস্তীরযুগ্মে পদে পদে। সংহিতেয়ং মহাপুণ্যা শিবস্য পরমাত্মনঃ। নর্ম্মদাচরিতং যত্র বায়ুনা পরিকীর্ত্তিতং॥

তৎফলশ্রুতিঃ। লিখিত্বেদং পুরাণন্তু গুড়ধেনুসমাচিতং। শ্রাবণ্যাং যো-দদেদ্ভক্ত্যা ব্রাহ্মণায় কুটুম্বিনে। রুদ্রলোকে বসেৎ সোঽপি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। যঃ শ্রাবয়েদ্বা শৃণুয়াদ্বায়বীয়মিদং নরঃ। নিয়মেন হবিষ্যাশী স রুদ্রো-নাত্র সংশয়ঃ। যশ্চানুক্রমণীমেতাং শৃণোতি শ্রাবয়েত বা। সোঽপি সর্ব্বপুরাণস্য ফলং শ্রবণজং লভেৎ॥ ইতি শ্রীনারদীয়পুরাণে পূর্ব্বভাগে বৃহদুপাখ্যানে চতুর্থপাদে ৯৫ অধ্যায়ঃ॥ ৪॥

৫। পঞ্চমং শ্রীভাগবতপুরাণং। শ্রীব্রহ্মোবাচ। মরীচে শৃণু বক্ষ্যামি বেদব্যাসেন যৎ কৃতং। শ্রীমদ্ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতং। তদষ্টাদশসাহস্রং কীর্ত্তিতং পাপনাশনং। সুরপাদপরূপোঽয়ং স্কন্ধৈর্দ্বাদশভির্যুতঃ॥ ভগবানেব বিপ্রেন্দ্র বিশ্বরূপী সমীরিতঃ॥

তস্য প্রথমস্কন্ধে। তত্র তু প্রথমে স্কন্ধে সূতর্ষীণাং সমাগমঃ। ব্যাসস্য চরিতং পুণ্যং পাণ্ডবানাং তথৈব চ। পারীক্ষিতমুপাখ্যানমিতীদং সমুদাহৃতং॥ দ্বিতীয়স্কন্ধে। পরীক্ষিচ্ছুকসংবাদে সৃতিদ্বয়নিরূপণং। ব্রহ্মনারদসংবাদেঽবতারচরিতামৃতং। পুরাণলক্ষণঞ্চৈব সৃষ্টিকারণসম্ভবঃ। দ্বিতীয়োঽয়ং সমুদিতঃ স্কন্ধো-ব্যাসেন ধীমতা॥ তৃতীয়স্কন্ধে। চরিতং বিদুরস্যাথ মৈত্রেয়েণাস্য সঙ্গমঃ। সৃষ্টিপ্রকরণং পশ্চাদ্ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ। কাপিলং সাংখ্যমপ্যত্র তৃতীয়োঽয়মুদাহৃতঃ॥ চতুর্থস্কন্ধে। সত্যাশ্চরিতমাদৌ তু ধ্রুবস্য চরিতং ততঃ। পৃথোঃ পুণ্যসমাখ্যানং ততঃ প্রাচীনবর্হিষঃ। ইত্যেষ তুর্য্যো গদিতোবিসর্গে স্কন্ধ উত্তমঃ॥ পঞ্চমস্কন্ধে। প্রিয়ব্রতস্য চরিতং তদ্বংশ্যানাঞ্চ পুণ্যদং। ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতানাঞ্চ লোকানাং বর্ণনস্ততঃ। নরকস্থিতিরিত্যেষ সংস্থানে পঞ্চমো মতঃ॥ ষষ্ঠস্কন্ধে। অজামিলস্য চরিতং দক্ষসৃষ্টিনিরূপণং। বৃত্রাখ্যানং ততঃ পশ্চান্মরুতাং জন্ম পুণ্যদং। ষষ্ঠোঽয়মুদিতঃ স্কন্ধো ব্যাসেন পরিপোষণে॥ সপ্তমস্কন্ধে। প্রহ্লাদচরিতং পুণ্যং বর্ণাশ্রমনিরূপণং। সপ্তমোগদিতো বৎস বাসনাকর্ম্মকীর্ত্তনে॥ অষ্টমস্কন্ধে। গজেন্দ্রমোক্ষণাখ্যানং মন্বন্তরনিরূপণং। সমুদ্রমথনঞ্চৈব বলিবৈভববন্ধনং। মৎস্যাবতারচরিতমষ্টমোঽয়ং প্রকীর্ত্তিতঃ॥ নবমস্কন্ধে। সূর্য্যবংশসমাখ্যানং সোমবংশনিরূপণং। বংশ্যানুচরিতে প্রোক্তো নবমোঽয়ং মহামতে॥ দশমস্কন্ধে। কৃষ্ণস্য বালচরিতং কৌমারঞ্চ ব্রজস্থিতিঃ। কৈশোরং মথুরাস্থানং যৌবনং দ্বারকাস্থিতিঃ। ভূভারহরণঞ্চাত্র নিরোধে দশমঃ স্মৃতঃ॥ একাদশস্কন্ধে। নারদেন তু সংবাদো বসুদেবস্য কীর্ত্তিতঃ। যদোশ্চ দত্তাত্রেয়েণ শ্রীকৃষ্ণেনোদ্ধবস্য চ। যাদবানাং মিথোঽন্তশ্চ মুক্তাবেকাদশঃ স্মৃতঃ॥ দ্বাদশস্কন্ধে। ভবিষ্যকলিনির্দ্দেশো-মোক্ষো-রাজ্ঞঃ পরীক্ষিতঃ। বেদশাখাপ্রণয়নং মার্কণ্ডেয়তপঃ স্মৃতঃ। সৌরী বিভূতিরুদিতা সাত্বতী চ ততঃ পরং। পুরাণসঙ্খ্যাকথনমাশ্রয়ে দ্বাদশো হ্যয়ং। ইত্যেবং কথিতং বৎস শ্রীমদ্ভাগবতং তব॥

তৎফলশ্রুতিঃ। বক্তুঃ শ্রোতুশ্চোপদেষ্টুরনুমোদিতুরেব চ। সাহায্যকর্ত্তুর্গদিতং ভক্তিভুক্তিবিমুক্তিদং। প্রৌষ্ঠপদ্যাং পূর্ণিমায়াং হেমসিংহসমাচিতং। দেয়ং ভাগবতায়েদং দ্বিজায় প্রীতিপূর্ব্বকং। সংপূজ্য বস্ত্রহেমাদ্যৈর্ভগবদ্ভক্তিমিচ্ছতা। যোঽপ্যনুক্রমণীমেতাং শ্রাবয়েচ্ছৃণুয়াত্তথা। স পুরাণশ্রবণজং প্রাপ্নোতি ফলমুত্তমং॥ ইতি শ্রীনারদীয়পুরাণে পূর্ব্বভাগে বৃহদুপাখ্যানে চতুর্থপাদে ৯৬ অধ্যায়ঃ॥ ৫॥

৬। ষষ্ঠং নারদীয়পুরাণং। শ্রীব্রহ্মোবাচ। শৃণু বিপ্র প্রবক্ষ্যামি পুরাণং নারদীয়কং। পঞ্চবিংশতিসাহস্রং বৃহচ্চিত্রকথাশ্রয়ং॥

তত্র পূর্ব্বভাগে প্রথমপাদে। সূতশৌনকসংবাদঃ সৃষ্টিসংক্ষেপবর্ণনং। নানাধর্ম্মকথাঃ পুণ্যাঃ প্রবৃত্তে সমুদাহৃতাঃ। প্রাগ্‌ভাগে প্রথমে পাদে সনকেন মহাত্মনা॥ পূর্ব্বভাগে দ্বিতীয়পাদে। দ্বিতীয়ে মোক্ষধর্ম্মাখ্যে মোক্ষোপায়নিরূপণং। বেদাঙ্গানাঞ্চ

কথনং শুকোৎপত্তিশ্চ বিস্তরাৎ। সনন্দনেন গদিতা নারদায় মহাত্মনে॥ পূর্ব্বভাগে তৃতীয়পাদে। মহাতন্ত্রে সমুদ্দিষ্টং পশুপাশবিমোক্ষণং। মন্ত্রাণাং শোধনং দীক্ষা মন্ত্রোদ্ধারশ্চ পূজনং। প্রয়োগাঃ কবচং নামসহস্রং স্তোত্রমেব চ। গণেশসূর্য্যবিষ্ণূনাং শিবশক্ত্যোরনুক্রমাৎ। সনৎকুমারমুনিনা নারদায় তৃতীয়কে॥ পূর্ব্বভাগে চতুর্থপাদে। পুরাণলক্ষণঞ্চৈব প্রমাণং দানমেব চ। পৃথক্ পৃথক্ সমুদ্দিষ্টং দানকালপুরঃসরং। চৈত্রাদিসর্ব্বমাসেষু তিথীনাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্। প্রোক্তং প্রতিপদাদীনাং ব্রতং সর্ব্বাঘনাশনং। সনাতনেন মুনিনা নারদায় চতুর্থকে। পূর্ব্বভাগোঽয়মুদিতো-বৃহদাখ্যানসংজ্ঞিতঃ॥

তদুত্তরভাগে। অস্তোত্তরে বিভাগে তু প্রশ্ন-একাদশীব্রতে। বশিষ্ঠেনাথ সংবাদো মান্ধাতুঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। রুক্মাঙ্গদকথা পুণ্যা মোহিন্যুৎপত্তিকস্য চ। বসুশাপশ্চ মোহিন্যৈ পশ্চাদুদ্ধরণক্রিয়া। গঙ্গাকথা পুণ্যতমা গয়াযাত্রানুকীর্ত্তনং। কাশ্যা মাহাত্ম্যমতুলং পুরুষোত্তমবর্ণনং। যাত্রাবিধানং ক্ষেত্রস্য বহ্বাখ্যানসমন্বিতং। প্রয়াগস্যাথ মাহাত্ম্যং কুরুক্ষেত্রস্য তৎপরং। হরিদ্বারস্য চাখ্যানং কামোদাখ্যানকং তথা। বদরীতীর্থমাহাত্ম্যং কামাখ্যায়াস্তথৈব চ। প্রভাসস্য চ মাহাত্ম্যং পুরাণাখ্যানকং ততঃ। গৌতমাখ্যানকং পশ্চাদ্বেদপাদস্তবস্ততঃ। গোকর্ণক্ষেত্রমাহাত্ম্যং লক্ষ্মণাখ্যানকং তথা। সেতুমাহাত্ম্যকথনং নর্ম্মদাতীর্থবর্ণনং। অবন্ত্যাশ্চৈব মাহাত্ম্যং মথুরায়াস্ততঃ পরং। বৃন্দাবনস্য মহিমা বসোর্ব্রহ্মান্তিকে গতিঃ। মোহিনীচরিতং পশ্চাদেবং বৈ নারদীয়কং॥

তৎফলশ্রুতিঃ। যঃ শৃণোতি নরো-ভক্ত্যা শ্রাবয়েদ্বা সমাহিতঃ। স যাতি ব্রহ্মণো-ধাম নাত্র কার্য্যা বিচারণা। যস্ত্বেতদিষপূর্ণায়াং ধেনূনাং সপ্তকাচিতং। প্রদদ্যাদ্দ্বিজবর্য্যায় স লভেন্মোক্ষমেব চ। যশ্চানুক্রমণীমেতাং নারদীয়স্য বর্ণয়েৎ। শৃণুয়াদ্বৈকচিত্তেন সোঽপি স্বর্গগতিং লভেৎ॥ ইতি শ্রীনারদীয়পুরাণে পূর্ব্বভাগে বৃহদুপাখ্যানে চতুর্থপাদে ৯৭ অধ্যায়ঃ॥ ৬॥

৭। সপ্তমং মার্কণ্ডেয়পুরাণং। শ্রীব্রহ্মোবাচ। অথ তে সংপ্রবক্ষ্যামি মার্কণ্ডেয়াভিধং মুনে। পুরাণং সুমহৎ পুণ্যং পঠতাং শৃণ্বতাং সদা। যত্রাধিকৃত্য শকুনীন্ সর্ব্বধর্ম্মনিরূপণং। মার্কণ্ডেয়েন মুনিনা জৈমিনেঃ প্রাক্ সমীরিতং। পক্ষিণাং ধর্ম্মসংজ্ঞানাং ততো-জন্মনিরূপণং। পূর্ব্বজন্মকথা চৈষাং বিক্রিয়া চ দিবস্পতেঃ। তীর্থযাত্রা বলস্যাতো দ্রৌপদেয়কথানকং। হরিশ্চন্দ্রকথা পুণ্যা যুদ্ধমাড়ীবকাভিধং। পিতাপুত্রসমাখ্যানং দত্তাত্রেয়কথা ততঃ। হৈহয়স্যাথ চরিতং মহাখ্যানসমাচিতং। মদালসাকথাপ্রোক্তা হ্যলর্কচরিতা চিতা। সৃষ্টিসংকীর্ত্তনং পুণ্যং নবধা পরিকীর্ত্তিতং। কল্পান্তকালনির্দ্দেশো যক্ষসৃষ্টিনিরূপণং। রুদ্রাদিসৃষ্টিরপ্যুক্তা দ্বীপবর্ষানুকীর্ত্তনং। মনূনাঞ্চ কথা নানা কীর্ত্তিতাঃ পাপহারিকাঃ। তাসু দুর্গাকথাত্যন্তং পুণ্যদা চাষ্টমেঽন্তরে। তৎপশ্চাৎ প্রণবোৎপত্তিস্ত্রয়ীতেজঃসমুদ্ভবঃ। মার্ত্তণ্ডস্য চ জন্মাখ্যা তন্মাহাত্ম্যসমাচিতা। বৈবস্বতাচরশ্চাপি বৎসপ্র্যাশ্চরিতং ততঃ। বৎসপ্রীস্থানে বৎসধ্রী চ পাঠঃ। খনিত্রস্য ততঃ প্রোক্তা কথা পুণ্যা মহাত্মনঃ। অবিক্ষিচ্চরিতং চৈব কিমিচ্ছব্রতকীর্ত্তনং। নারষ্যন্তস্য চরিতং ইক্ষ্বাকুচরিতং ততঃ। তুলস্যাশ্চরিতং পশ্চাদ্রামচন্দ্রস্য সৎকথা। কুশবংশসমাখ্যানং সোমবংশানুকীর্ত্তনং। পুরূরবঃ কথা পুণ্যা নহুষস্য কথাদ্ভুতা। যযাতিচরিতং পুণ্যং যদুবংশানুকীর্ত্তনং। শ্রীকৃষ্ণবালচরিতং মাথুরং চরিতং ততঃ। দ্বারকাচরিতঞ্চাথ কথা সর্ব্বাবতারজা। ততঃ সাঙ্খ্যসমুদ্দেশঃ প্রপঞ্চাসত্ত্বকীর্ত্তনং। মার্কণ্ডেয়স্য চরিতং পুরাণশ্রবণে ফলং॥

তৎফলশ্রুতিঃ। যঃ শৃণোতি নরো-ভক্ত্যা পুরাণমিদমাদরাৎ। মার্কণ্ডেয়াভিধং বৎস স লভেৎ পরমাং গতিং। যস্তু ব্যাকুরুতে চৈতচ্ছৈবং স লভতে পদং। তৎ প্রযচ্ছেল্লিখিত্বা যঃ সৌবর্ণকরিসংযুতং। কার্ত্তিক্যাং দ্বিজবর্য্যায় স লভেদ্ব্রহ্মণঃ পদম্। শৃণোতি শ্রাবয়েদ্বাপি যশ্চানুক্রমণীমিমাং। মার্কণ্ডেয়পুরাণস্য স লভেদ্বাঞ্ছিতং ফলং॥ ইতি শ্রীনারদীয়পুরাণে পূর্ব্বভাগে বৃহদুপাখ্যানে চতুর্থপাদে ৯৮ অধ্যায়ঃ॥ ৭॥

৮। অষ্টমং আগ্নেয়পুরাণং। শ্রীব্রহ্মোবাচ। অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি তবাগ্নেয়পুরাণকং। ঈশানকল্পবৃত্তান্তং বশিষ্ঠায়ানলোঽব্রবীৎ। তৎ পঞ্চদশসাহস্রং নাম্নাং চরিতমদ্ভুতং। পঠতাং শৃণ্বতাঞ্চৈব সর্ব্বপাপহরং নৃণাং। প্রশ্নপূর্ব্বং পুরাণস্য কথা সর্ব্বাবতারজা। সৃষ্টিপ্রকরণং চাথ বিষ্ণুপূজাদিকং ততঃ। অগ্নিকার্য্যং ততঃ পশ্চাম্মন্ত্রমুদ্রাদিলক্ষণং। সর্ব্বদীক্ষাবিধানঞ্চ অভিষেকনিরূপণং। লক্ষণং মণ্ডলাদীনাং কুশাপা-মার্জ্জনং ততঃ। পবিত্রারোপণবিধিদেবালয়বিধিস্ততঃ। শালগ্রামাদিপূজা চ মূর্ত্তিলক্ষ্ম পৃথক্ পৃথক্। ন্যাসাদীনাং বিধানঞ্চ প্রতিষ্ঠা পূর্ত্তকা ততঃ। বিনায়কাদিদীক্ষাণাং বিধিশ্চোয়স্ততঃ পরং। প্রতিষ্ঠা সর্ব্বদেবানাং ব্রহ্মাণ্ডস্য নিরূপণং। গঙ্গাদিতীর্থমাহাত্ম্যং জম্ব্বাদিদ্বীপবর্ণনং। ঊর্দ্ধাধোলোকরচনা জ্যোতিশ্চক্রনিরূপণং। জ্যোতিষঞ্চ ততঃ প্রোক্তং শাস্ত্রং যুদ্ধজয়ার্ণবং। ষট্‌কর্ম্ম চ ততঃ প্রোক্তং মন্ত্রযন্ত্রৌ-

ব্রতীগণঃ। কুজিকাদিসমর্চ্চা চ ষোড়াক্সাসবিধিস্তথা। কোটি-হোমবিধানঞ্চ তদন্তরনিরূপণং। ব্রহ্মচর্য্যাদিধর্ম্মাশ্চ শ্রাদ্ধকল্প-বিধিস্ততঃ। গ্রহযজ্ঞস্ততঃ প্রোক্তো বৈদিকস্মার্ত্তকর্ম্ম চ। প্রায়-শ্চিত্তানুকথনং তিথীনাঞ্চ ব্রতাদিকং। বারব্রতানুকথনং নক্ষত্র-ব্রতকীর্ত্তনং। মাসিকব্রতনির্দ্দেশো দীপদানবিধিস্তথা। নব-ব্যূহার্চ্চনং প্রোক্তং নরকাণাং নিরূপণং। ব্রতানাঞ্চাপি দানানাং নিরূপণমিহোদিতং। নাড়ীচক্রসমুদ্দেশঃ সন্ধ্যাবিধিরনুত্তমঃ। গায়ত্র্যর্থস্ত নির্দ্দেশো লিঙ্গস্তোত্রং ততঃ পরং। রাজাভিষেক-মন্ত্রোক্তির্ধর্ম্মকৃত্যঞ্চ ভূভুজাং। স্বপ্নাধ্যায়স্ততঃ প্রোক্তঃ শকুনাদি-নিরূপণং। মণ্ডলাদিকনির্দ্দেশো-রণদীক্ষাবিধিস্ততঃ। রামোক্ত-নীতিনির্দ্দেশো রত্নানাং লক্ষণং ততঃ। ধনুর্ব্বিদ্যা ততঃ প্রোক্তা ব্যবহারপ্রদর্শনং। দেবাসুরবিমর্দ্দাখ্যা হ্যায়ুর্ব্বেদনিরূ-পণং। গজাদীনাং চিকিৎসা চ তেষাং শান্তিস্ততঃ পরং। গোন-স্যাদিচিকিৎসা চ নানাপূজাস্ততঃ পরং। শান্তয়শ্চাপি বিবিধা ছন্দঃশাস্ত্রমতঃ পরং। সাহিত্যঞ্চ ততঃ পশ্চাদেকার্ণাদিসমা-হ্বয়াঃ। সিদ্ধশিষ্টানুশিষ্টিশ্চ কোষঃ স্বর্গাদিবর্গকে। প্রলয়ানাং লক্ষণঞ্চ শারীরকনিরূপণং। বর্ণনং নরকাণাঞ্চ যোগশাস্ত্রমতঃ পরং। ব্রহ্মজ্ঞানং ততঃ পশ্চাৎ পুরাণশ্রবণে ফলং। এতদাগ্নেয়কং বিপ্র পুরাণং পরিকীর্ত্তিতঃ॥

তৎফলশ্রুতিঃ। তল্লিখিত্বা তু যো-দদ্যাৎ সুবর্ণকমলা-চিতং। তিলধেনুযুতং বাপি মার্গশীর্ষ্যাং বিধানতঃ। পুরা-ণার্থবিদে সোঽথ স্বর্গলোকে মহীয়তে। এষানুক্রমণী প্রোক্তা তবাগ্নেয়স্ত ভক্তিদা। শৃণ্বতাং পঠতাঞ্চৈব নৃণাঞ্চেহ পরত্র চ॥ ইতি শ্রীনারদীয়পুরাণে পূর্ব্বভাগে বৃহদুপাখ্যানে চতুর্থপাদে ৯৯ অধ্যায়ঃ॥ ৮॥

৯। নবমং ভবিষ্যপুরাণং। শ্রীব্রহ্মোবাচ। অথ তে সংপ্রব-ক্ষ্যামি পুরাণং সর্ব্বসিদ্ধিদং। ভবিষ্যং ভবতঃ সর্ব্বলোকাভীষ্ট-প্রদায়কং। যত্রাহং সর্ব্বদেবানামাদিকর্ত্তা সমুদ্যতঃ। সৃষ্ট্যর্থং তত্র সঞ্জাতো মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ পুরা। স মাং প্রণম্য পপ্রচ্ছ ধর্ম্মং সর্ব্বার্থসাধকং। অহং তস্মৈ তদা প্রীতঃ প্রাবোচং ধর্ম্ম-সংহিতাং। পুরাণানাং যদা ব্যাসো ব্যাসঞ্চক্রে মহামতিঃ। তদা তাং সংহিতাং সর্ব্বাং পঞ্চধা ব্যভজন্মুনিঃ। অঘোরকল্পবৃত্তান্ত-নানাশ্চর্য্যকথাচিতাং॥

তত্র প্রথমপর্ব্বণি। তত্রাদিমং স্মৃতং পর্ব্ব ব্রাহ্ম্যং যত্রাপ্যুপ-ক্রমঃ। সূতশৌনকসংবাদে পুরাণপ্রশ্নসংক্রমঃ। আদিত্য-চরিত্রং প্রায়ঃ সর্ব্বাখ্যানসমাচিতঃ। সৃষ্ট্যাদিলক্ষণোপেতঃ শাস্ত্রসর্ব্বস্বরূপকঃ। পুস্তলেখকলেখানাং লক্ষণঞ্চ ততঃ পরং। সংস্কারাণাঞ্চ সর্ব্বেষাং লক্ষণঞ্চাত্র কীর্ত্তিতং। পক্ষত্যাদিতিথী-নাঞ্চ কল্পাঃ সপ্ত চ কীর্ত্তিতাঃ। অষ্টম্যাদ্যাঃ শেষকল্পা-বৈষ্ণবে পর্ব্বণি স্মৃতাঃ। শৈবে চ কামতো-ভিন্নাঃ সৌরে চান্ত্যকথা-চয়ঃ। প্রতিসর্গাহ্বয়ং পশ্চান্নানাখ্যানসমাচিতং। পুরাণস্যোপ-সংহারসহিতং পর্ব্ব পঞ্চমং। এষু পঞ্চসু পূর্ব্বস্মিন্ ব্রহ্মণো-মহিমাধিকঃ। দ্বিতীয়তৃতীয়চতুর্থপঞ্চমপর্ব্বসু। ধর্ম্মে কামে চ মোক্ষে তু বিষ্ণোশ্চাপি শিবস্য চ। দ্বিতীয়ে চ তৃতীয়ে চ সৌরো-বর্গচতুষ্টয়ে। প্রতিস্বর্গাহ্বয়ং ত্বন্ত্যং প্রোক্তং সর্ব্বকথাচিতং। সভবিষ্যং বিনির্দ্দিষ্টং পর্ব্ব ব্যাসেন ধীমতা। চতুর্দ্দশসহস্রন্তু পুরাণং পরিকীর্ত্তিতং। ভবিষ্যং সর্ব্বদেবানাং সাম্যং যত্র প্রকী-র্ত্তিতং। গুণানাং তারতম্যেন সমং ব্রহ্মেতি হি শ্রুতিঃ॥

তৎফলশ্রুতিঃ। তল্লিখিত্বা তু যো-দদ্যাৎ পৌষ্যাং বিদ্বান্ বিমৎসরঃ। গুড়ধেনুযুতং হেম বস্ত্রমাল্যবিভূষণৈঃ। বাচকং পুস্তকঞ্চাপি পূজয়িত্বা বিধানতঃ। গন্ধাদ্যৈর্ভোজ্যভক্ষ্যৈশ্চ কৃত্বা নীরাজনাদিকং। যো বৈ জিতেন্দ্রিয়ো-ভূত্বা সোপবাসঃ সমা-হিতঃ। অথ বৈ যো-নরো ভক্ত্যা কীর্ত্তয়েচ্ছৃণুয়াদপি। স মুক্তঃ পাতকৈর্ঘোরৈঃ প্রয়াতি ব্রহ্মণঃ পদং। যোঽপ্যনুক্রমণীমেতাং ভবিষ্যস্য নিরূপিতাং। পঠেদ্বা শৃণুয়াচ্চৈতৌ ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ বিন্দতঃ॥ ইতি শ্রীনারদীয়পুরাণে পূর্ব্বভাগে বৃহদুপাখ্যানে চতুর্থ-পাদে ১০০ অধ্যায়ঃ॥ ৯॥

১০। দশমং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণং। শ্রীব্রহ্মোবাচ। শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি পুরাণং দশমং তব। ব্রহ্মবৈবর্ত্তকং নাম বেদমার্গানু-দর্শকং। সাবর্ণির্যত্র ভগবান্ সাক্ষাদ্দেবর্ষয়েঽর্থিতঃ। নারদায় পুরাণার্থং প্রাহ সর্ব্বমলৌকিকং। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সারঃ প্রীতির্হরৌ হরে। তয়োরভেদসিদ্ধ্যর্থং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমুত্তমং। রথ-ন্তরস্য কল্পস্য বৃত্তান্তং যন্ময়োদিতং। শতকোটিপুরাণে তৎ সংক্ষিপ্য প্রাহ বেদবিৎ। ব্যাসশ্চতুর্দ্ধা সংব্যস্য ব্রহ্মবৈবর্ত্তসংজ্ঞিতং। অষ্টাদশসহস্রন্তৎ পুরাণং পরিকীর্ত্তিতং। ব্রহ্মপ্রকৃতিবিঘ্নেশকৃষ্ণখণ্ড-সমাচিতং। তত্র সূতর্ষিসংবাদে পুরাণোপক্রমো মতঃ॥

তত্র প্রথমে ব্রহ্মখণ্ডে। সৃষ্টিপ্রকরণং ত্বাদ্যং ততো-নারদ-বেধসোঃ। বিবাদঃ সুমহান্ যত্র দ্বয়োরাসীৎ পরাভবঃ। শিবলোকগতিঃ পশ্চাজ্জ্ঞানলাভঃ শিবাত্মনেঃ। শিববাক্যেন তৎপশ্চান্মরীচে নারদস্য তু। মননঞ্চৈব সাবর্ণের্জ্ঞানার্থং সিদ্ধ-সেবিতে। আশ্রমে সুমহৎপুণ্যে ত্রৈলোক্যাশ্চর্য্যকারিণি। এতদ্ধি ব্রহ্মখণ্ডং হি শ্রুতং পাপবিনাশনং॥

দ্বিতীয়ে প্রকৃতিখণ্ডে। ততঃ সাবর্ণিসংবাদো নারদস্য সমীরিতঃ। কৃষ্ণমাহাত্ম্যসংযুক্তো-নানাখ্যানকথোত্তরঃ। প্রকৃতেরংশভূতানাং কলানাঞ্চাপি বর্ণিতং। মাহাত্ম্যং পূজনাদ্যঞ্চ বিস্তরেণ যথাস্থিতং। এতৎ প্রকৃতিখণ্ডং হি শ্রুতং ভূতিবিধায়কং ॥

তৃতীয়ে গণেশখণ্ডে। গণেশজন্মসংপ্রশ্নঃ সপুণ্যকমহাব্রতং। পার্ব্বত্যাঃ কার্ত্তিকেয়েন সহ বিঘ্নেশসম্ভবঃ। চরিতং কার্ত্তবীর্য্যস্য জামদগ্ন্যস্য চাদ্ভুতং। বিবাদঃ সুমহান্ পশ্চাজ্জামদগ্ন্যগণেশয়োঃ। এতদ্বিঘ্নেশখণ্ডং হি সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনং ॥

চতুর্থে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে। শ্রীকৃষ্ণজন্মসংপ্রশ্নো জন্মাখ্যানং ততোঽদ্ভুতং। গোকুলে গমনং পশ্চাৎ পূতনাদিবধোঽদ্ভুতঃ। বাল্যকৌমারজা লীলা বিবিধাস্তত্র বর্ণিতাঃ। রাসক্রীড়া চ গোপীভিঃ শারদী সমুদাহৃতা। রহস্যে রাধয়া ক্রীড়া বর্ণিতা বহুবিস্তরা। সহাক্রূরেণ তৎপশ্চান্মথুরাগমনং হরেঃ। কংসাদীনাং বধে বৃত্তে সাদ্যস্য দ্বিজসংস্কৃতিঃ। কাশ্যসান্দীপনেঃ পশ্চাদ্বিদ্যোপাদানমদ্ভুতং। যবনস্য বধঃ পশ্চাদ্দ্বারকাগমনং হরেঃ। নরকাদিবধস্তত্র কৃষ্ণেন বিহিতোঽদ্ভুতঃ। কৃষ্ণখণ্ডমিদং বিপ্র নৃণাং সংসারখণ্ডনং ॥

তৎফলশ্রুতিঃ। পঠিতঞ্চ শ্রুতং ধ্যাতং পূজিতং চাভিবর্ণিতং। ইত্যেতদ্ব্রহ্মবৈবর্ত্তং পুরাণং চাত্যলৌকিকং। ব্যাসোক্তং চাদিসম্ভূতং পঠন্ শৃণ্বন্ বিমুচ্যতে। বিজ্ঞানজ্ঞানশমনাদ্-ঘোরাৎ সংসারসাগরাৎ। লিখিত্বেদঞ্চ যো-দদ্যান্মাঘ্যাং ধেনুসমন্বিতং। ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি স মুক্তোঽজ্ঞানবন্ধনাৎ। যশ্চানুক্রমণীং বাপি পঠেদ্বা শৃণুয়াদপি। সোঽপি কৃষ্ণপ্রসাদেন লভতে বাঞ্ছিতং ফলং ॥ ইতি শ্রীনারদীয়পুরাণে পূর্ব্বভাগে বৃহদুপাখ্যানে চতুর্থপাদে ১০১ অধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

১১। একাদশং লিঙ্গপুরাণং। শ্রীব্রহ্মোবাচ। শৃণু পুত্র প্রবক্ষ্যামি পুরাণং লিঙ্গসংজ্ঞিতং। পঠতাং শৃণ্বতাঞ্চৈব ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কং। যচ্চ লিঙ্গাভিধং তিষ্ঠন্ বহ্নিলিঙ্গে হরোঽভ্যধাৎ। মহ্যং ধর্ম্মাদিসিদ্ধ্যর্থং অগ্নিকল্পকথাশ্রয়ং। তদেব ব্যাসদেবেন ভাগদ্বয়সমাচিতং। পুরাণং লিঙ্গমুদিতং বহ্বাখ্যানবিচিত্রিতং। তদেকাদশসাহস্রং হরমাহাত্ম্যসূচকং। পরং সর্ব্বপুরাণানাং সারভূতং জগত্রয়ে। পুরাণোপক্রমে প্রশ্নঃ সৃষ্টিসংক্ষেপতঃ পুরা।

তত্র পূর্ব্বভাগে। যোগাখ্যানং ততঃ প্রোক্তং কল্পাখ্যানং ততঃ পরং। লিঙ্গোদ্ভবস্তদর্চ্চা চ কীর্ত্তিতা হি ততঃ পরং। সনৎকুমারশৈলাদিসংবাদশ্চাথ পাবনঃ। ততো-দধীচিচরিতং যুগধর্ম্মনিরূপণং। ততো-ভুবনকোষাখ্যা সূর্য্যাসোমান্বয়স্ততঃ। ততশ্চ বিস্তরাৎ সর্গস্ত্রিপুরাখ্যানকং তথা। লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা চ ততঃ পশুপাশবিমোক্ষণং। শিবব্রতানি চ তথা সদাচারনিরূপণং। প্রায়শ্চিত্তান্যরিষ্টানি কাশীশ্রীশৈলবর্ণনং। অন্ধকাখ্যানকং পশ্চাদ্বারাহ-চরিতং পুনঃ। নৃসিংহচরিতং পশ্চাজ্জলন্ধরবধস্ততঃ। শৈবং সহস্রনামাথ দক্ষযজ্ঞবিনাশনং। কামস্য দহনং পশ্চাদ্ গিরিজায়াঃ করগ্রহঃ। ততো-বিনায়কাখ্যানং নৃত্যাখ্যানং শিবস্য চ। উপমন্যুকথা চাপি পূর্ব্বভাগ-ইতীরিতঃ॥

তদুত্তরভাগে। বিষ্ণুমাহাত্ম্যকথনং অম্বরীষকথা ততঃ। সনৎকুমারনন্দীশসংবাদশ্চ পুনর্মুনে। শিবমাহাত্ম্যসংযুক্তস্নানযাগাদিকং ততঃ। সূর্য্যপূজাবিধিশ্চৈব শিবপূজা চ মুক্তিদা। দানানি বহুধোক্তানি শ্রাদ্ধপ্রকরণস্ততঃ। প্রতিষ্ঠা তত্র গদিতা ততোঽঘোরস্য কীর্ত্তনং। ব্রজেশ্বরী মহাবিদ্যা গায়ত্রীমহিমা ততঃ। ত্র্যম্বকস্য চ মাহাত্ম্যং পুরাণশ্রবণস্য চ। এতস্যোপরিভাগস্তে লৈঙ্গস্য কথিতো ময়া। ব্যাসেন হি নিবদ্ধস্য রুদ্রমাহাত্ম্যসূচিনঃ ॥

তৎফলশ্রুতিঃ। লিখিত্বৈতৎ পুরাণন্তু তিলধেনুসমন্বিতং। ফাল্গুন্যাং পূর্ণিমায়াঞ্চ যো দদ্যাদ্ভক্ত্যা দ্বিজাতয়ে। স লভেচ্ছিবসাযুজ্যং জরামরণবর্জ্জিতঃ। যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি লৈঙ্গং পাপাপহং নরঃ। স ভুক্তভোগো লোকেঽস্মিন্নন্তে শিবপুরং ব্রজেৎ। লিঙ্গানুক্রমণীমেতাং পঠেদ্যঃ শৃণুয়াৎ তথা। তাবুভৌ শিবভক্তৌ তু লোকদ্বিতয়ভোগিনৌ। জায়েতাং গিরিজাভর্ত্তুঃ প্রসাদান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ইতি শ্রীনারদীয়পুরাণে পূর্ব্বভাগে বৃহদুপাখ্যানে চতুর্থপাদে ১০২ অধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

১২। দ্বাদশং বরাহপুরাণং। শ্রীব্রহ্মোবাচ। শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি বারাহং বৈ পুরাণকং। ভাগদ্বয়যুতং শশ্বদ্বিষ্ণুমাহাত্ম্যসূচকং। মানবস্য তু কল্পস্য প্রসঙ্গং মৎকৃতং পুরা। নিববন্ধ পুরাণেঽস্মিংশ্চতুর্বিংশসহস্রকে। ব্যাসো-হি বিদুষাং শ্রেষ্ঠঃ সাক্ষান্নারায়ণো ভুবি। তত্রাদৌ শুভসংবাদঃ স্মৃতো-ভূমিবরাহয়োঃ ॥

তত্র পূর্ব্বভাগে। অথাদিকৃতবৃত্তান্তে রভ্যস্য চরিতং ততঃ। দুর্জ্জয়স্য চ তৎপশ্চাচ্ছ্রাদ্ধকল্প-উদীরিতঃ। মহাতপস-আখ্যানং গৌর্য্যুৎপত্তিস্ততঃ পরং। বিনায়কস্য নাগানাং সেনান্যাদিত্যয়োরপি। গণানাঞ্চ তথা দেব্যা ধনদস্য বৃষস্য চ। আখ্যানং সত্যতপসো-ব্রতাখ্যানসমন্বিতং। অগস্ত্যগীতা তৎপশ্চাদ্রুদ্রগীতা প্রকীর্ত্তিতা। মহিষাসুরবিধ্বংসে মাহাত্ম্যঞ্চ ত্রিশক্তিজং। পর্ব্বাধ্যায়স্ততঃ শ্বেতোপাখ্যানং গোপ্রদানিকং। ইত্যাদিকৃতবৃত্তান্তং প্রথমোদ্দেশনামকং। ভগবদ্ধর্ম্মকে পশ্চাদ্ব্রততীর্থ-

কথানকং। দ্বাত্রিংশদপরাধানাং প্রায়শ্চিত্তং শরীরকং। তীর্থানাঞ্চাপি সর্ব্বেষাং মাহাত্ম্যং পৃথগীরিতং। মথুরায়া-বিশেষেণ শ্রাদ্ধাদীনাং বিধিস্ততঃ। বর্ণনং যমলোকস্য ঋষিপুত্রপ্রসঙ্গতঃ। বিপাকঃ কর্ম্মণাঞ্চৈব বিষ্ণুব্রতনিরূপণং। গোকর্ণস্য চ মাহাত্ম্যং কীর্ত্তিতং পাপনাশনং। ইত্যেষ পূর্ব্বভাগোঽস্য পুরাণস্য নিরূপিতঃ॥

উত্তরভাগে। উত্তরে প্রবিভাগে তু পুলস্ত্যকুরুরাজয়োঃ। সংবাদে সর্ব্বতীর্থানাং মাহাত্ম্যং বিস্তারাৎ পৃথক্। অশেষধর্ম্মাশ্চাখ্যাতাঃ পৌষ্করং পুণ্যপর্ব্ব চ। ইত্যেবং তব বারাহং প্রোক্তং পাপবিনাশনং॥

তৎফলশ্রুতিঃ। পঠতাং শৃণ্বতাঞ্চৈব ভগবদ্ভক্তিবর্দ্ধনং। কাঞ্চনং গরুড়ং কৃত্বা তিলধেনুসমাচিতং। লিখিত্বৈতচ্চ গো-দদ্যাচ্চৈত্র্যাং বিপ্রায় ভক্তিতঃ। স লভেদ্বৈষ্ণবং ধাম দেবর্ষিগণবন্দিতঃ। যোঽপ্যনুক্রমণীমেতাং শৃণোত্যপি পঠত্যপি। সোঽপি ভক্তিং লভেদ্বিষ্ণৌ সংসারোচ্ছেদকারিণীং॥ ইতি শ্রীনারদীয়পুরাণে-পূর্ব্বভাগে বৃহদুপাখ্যানে চতুর্থপাদে ১০৩ অধ্যায়ঃ॥ ১২॥

১৩। ত্রয়োদশং স্কন্দপুরাণং। শ্রীব্রহ্মোবাচ। শৃণু বক্ষ্যে মরীচে চ পুরাণং স্কন্দসংজ্ঞিকং। যস্মিন্ প্রতিপদং সাক্ষান্মহাদেবো-ব্যবস্থিতঃ। পুরাণে শতকোটৌ তু যচ্ছৈবং বর্ণিতং ময়া। লক্ষিতস্যার্থজাতস্য সারো-ব্যাসেন কীর্ত্তিতঃ। স্কন্দাহ্বয়স্তত্র খণ্ডাঃ সপ্তৈব পরিকল্পিতাঃ। একাশীতিসহস্রন্তু স্কান্দং সর্ব্বাঘকৃন্তনং। যঃ শৃণোতি পঠেদ্বাপি স তু সাক্ষাচ্ছিবঃ স্থিতঃ। যত্র মাহেশ্বরা ধর্ম্মাঃ ষণ্মুখেন প্রকাশিতাঃ। কল্পে তৎপুরুষে বৃত্তাঃ সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়কাঃ॥

তত্র প্রথমে মাহেশ্বরখণ্ডে। তস্য মাহেশ্বরশ্চাদ্যঃ খণ্ডঃ পাপপ্রণাশনঃ। কিঞ্চিন্ন্যূনার্কসাহস্রো-বহুপুণ্যো বৃহৎকথঃ। সুচরিত্রশতৈর্যুক্তঃ স্কন্দমাহাত্ম্যসূচকঃ। যত্র কেদারমাহাত্ম্যে পুরাণোপক্রমঃ পুরা। দক্ষযজ্ঞকথা পশ্চাচ্ছিবলিঙ্গার্চ্চনে ফলং। সমুদ্রমথনাখ্যানং দেবেন্দ্রচরিতং ততঃ। পার্ব্বত্যাঃ সমুপাখ্যানং বিবাহস্তদনন্তরং। কুমারোৎপত্তিকথনং ততস্তারকসঙ্গরঃ। ততঃ পশুপতাখ্যানঃ চণ্ডাখ্যানসমাচিতং। দ্যূতপ্রবর্ত্তনাখ্যানং নারদেন সমাগমঃ। ততঃ কুমারমাহাত্ম্যে পঞ্চতীর্থকথানকং। ধর্ম্মবর্ম্মনৃপাখ্যানং নদীসাগরকীর্ত্তনং। ইন্দ্রদ্যুম্নকথা পশ্চান্নাড়ীজঙ্ঘকথাচিতা। প্রাদুর্ভাবস্ততো মহ্যাঃ কথা দমনকস্য চ। মহীসাগরসংযোগঃ কুমারেশকথা ততঃ। ততস্তারকযুদ্ধঞ্চ নানাখ্যানসমাচিতং। বধশ্চ তারকস্যাথ পঞ্চলিঙ্গনিবেশনং। দ্বীপাখ্যানং ততঃ পুণ্যং ঊর্দ্ধলোকব্যবস্থিতঃ। ব্রহ্মাণ্ডস্থিতিমানঞ্চ বর্করেশকথানকং। মহাকালসমুদ্ভূতিঃ কথা চাস্য মহাদ্ভুতা। বাসুদেবস্য মাহাত্ম্যং কোটিতীর্থং ততঃ পরং। নানাতীর্থসমাখ্যানং গুপ্তক্ষেত্রে প্রকীর্ত্তিতং। পাণ্ডবানাং কথা পুণ্যা মহাবিদ্যাপ্রসাধনং। তীর্থযাত্রাসমাপ্তিশ্চ কৌমারমিদমদ্ভুতং। অরুণাচলমাহাত্ম্যে সনকব্রহ্মসংকথা। গৌরীতপঃসমাখ্যানং তত্তত্তীর্থনিরূপণং। মহিষাসুরজাখ্যানং বধশ্চাস্য মহাদ্ভুতঃ। শোণাচলে শিবাস্থানং নিত্যদা পরিকীর্ত্তিতং। ইত্যেষ কথিতঃ স্কান্দে খণ্ডো মাহেশ্বরোঽদ্ভুতঃ॥

দ্বিতীয়ে বৈষ্ণবখণ্ডে। দ্বিতীয়ো-বৈষ্ণবঃ খণ্ডস্তস্যাখ্যানানি মে শৃণু। প্রথমং ভূমিবারাহং সমাখ্যানং প্রকীর্ত্তিতং। যত্র রোচককুধ্রস্য মাহাত্ম্যং পাপনাশনং। কমলায়াঃ কথা পুণ্যা শ্রীনিবাসস্থিতিস্ততঃ। কুলালাখ্যানকং চাত্র সুবর্ণমুখরীকথা। নানাখ্যানসমাযুক্তা ভারদ্বাজকথাদ্ভুতা। মতঙ্গাঞ্জনসংবাদঃ কীর্ত্তিতঃ পাপনাশনঃ। পুরুষোত্তমমাহাত্ম্যং কীর্ত্তিতং চোৎকলে ততঃ। মার্কণ্ডেয়সমাখ্যানং অম্বরীষস্য ভূপতেঃ। ইন্দ্রদ্যুম্নস্য চাখ্যানং বিদ্যাপতিকথা শুভা। জৈমিনেঃ সমুপাখ্যানং নারদস্যাপি বাড়ব। নীলকণ্ঠসমাখ্যানং নারসিংহোপবর্ণনং। অশ্বমেধকথা রাজ্ঞো-ব্রহ্মলোকগতিস্তথা। রথযাত্রাবিধিঃ পশ্চাজ্জন্মস্নানবিধিস্তথা। দক্ষিণামূর্ত্ত্যুপাখ্যানং গুণ্ডিচাখ্যানকং ততঃ। রথরক্ষাবিধানঞ্চ শয়নোৎসবকীর্ত্তনং। শ্বেতোপাখ্যানমত্রোক্তং বহ্ন্যুৎসবনিরূপণং। দোলোৎসবো-ভগবতো-ব্রতং সাংবৎসরাভিধং। পূজা চ কামিভির্বিষ্ণোরুদ্দালকনিয়োগকঃ। মোক্ষসাধনমত্রোক্তং নানাযোগনিরূপণং। দশাবতারকথনং স্নানাদিপরিকীর্ত্তনং। ততো বদরিকায়াশ্চ মাহাত্ম্যং পাপনাশনং। অগ্ন্যাদিতীর্থমাহাত্ম্যং বৈনতেয়শিলাভবং। কারণং ভগবদ্বাসে তীর্থং কাপালমোচনং। পঞ্চধারাভিধং তীর্থং মেরুসংস্থাপনং তথা। ততঃ কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে মাহাত্ম্যং মদনালসং। ধূম্রকেশসমাখ্যানং. দিনকৃত্যানি কার্ত্তিকে। পঞ্চভীষ্মব্রতাখ্যানং কীর্ত্তিদং ভুক্তিমুক্তিদং। তদ্‌ব্রতস্য চ মাহাত্ম্যে বিধানং স্নানজং তথা। পুণ্ড্রাদিকীর্ত্তনং চাত্র মালাধারণপুণ্যকং। পঞ্চামৃতস্নানপুণ্যং ঘণ্টানাদাদিজং ফলং। নানাপুষ্পার্চ্চনফলং তুলসীদলজং ফলং। নৈবেদ্যস্য চ মাহাত্ম্যং হরিবাসরকীর্ত্তনং। অখণ্ডৈকাদশীপুণ্যং তথা জাগরণস্য চ। মৎস্যোৎসববিধানঞ্চ নামমাহাত্ম্যকীর্ত্তনং। ধ্যানাদিপুণ্যকথনং মাহাত্ম্যং মথুরাভবং। মথুরাতীর্থমাহাত্ম্যং পৃথগুক্তং ততঃ

পরং। বনানাং দ্বাদশানাঞ্চ মাহাত্ম্যং কীর্ত্তিতং ততঃ। শ্রীমদ্ভাগবতস্যাত্র মাহাত্ম্যং কীর্ত্তিতং পরং। বজ্রশাণ্ডিল্যসংবাদং অন্তর্লীলাপ্রকাশকং। ততো মাঘস্য মাহাত্ম্যং স্নানদানজপোদ্ভবং। নানাখ্যানসমাযুক্তং দশাধ্যায়ে নিরূপিতং। ততো বৈশাখমাহাত্ম্যে শয্যাদানাদিজং ফলং। জলদানাদিবিধয়ঃ কামাখ্যানমতঃ পরং। শ্রুতদেবস্য চরিতং ব্যাধোপাখ্যানমদ্ভুতং। তথাক্ষয়তৃতীয়াদের্বিশেষাৎ পুণ্যকীর্ত্তনং। ততস্ত্বযোধ্যামাহাত্ম্যে চক্রব্রহ্মাহ্বতীর্থকে। ঋণপাপবিমোক্ষাখ্যে তথাধারসহস্রকং। স্বর্গদ্বারং চন্দ্রহরির্ধর্ম্মহর্য্যপবর্ণনং। স্বর্ণবৃষ্টেরুপাখ্যানং তিলোদা সরযূযুতিঃ। সীতাকুণ্ডং গুপ্তহরিঃ সরযূর্ঘর্ঘরাচয়ঃ। গোপ্রচারঞ্চ দুগ্ধোদং গুরুকুণ্ডাদিপঞ্চকং। ঘোষার্কাদীনি তীর্থানি ত্রয়োদশ ততঃ পরং। গয়াকূপস্য মাহাত্ম্যং সর্ব্বাঘবিনিবর্ত্তকঃ। মাণ্ডব্যাশ্রমপূর্ব্বাণি তীর্থানি তদনন্তরং। অজিতাদিমানসাদিতীর্থানি গদিতানি চ। ইত্যেষ বৈষ্ণবঃ খণ্ডো দ্বিতীয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

তৃতীয়ে ব্রহ্মখণ্ডে। অতঃ পরং ব্রহ্মখণ্ডং মরীচে শৃণু পুণ্যদং। যত্র বৈ সেতুমাহাত্ম্যে ফলং স্নানেক্ষণোদ্ভবং। গালবস্য তপশ্চর্য্যা রাক্ষসাখ্যানকং ততঃ। চক্রতীর্থাদিমাহাত্ম্যং দেবীপত্তনসংযুতং। বেতালতীর্থমহিমা পাপনাশাদিকীর্ত্তনং। মঙ্গলাদিকমাহাত্ম্যং ব্রহ্মকুণ্ডাদিবর্ণনং। হনূমৎকুণ্ডমহিমাগস্ত্যতীর্থভবং ফলং। রামতীর্থাদিকথনং লক্ষ্মীতীর্থনিরূপণং। শঙ্খাদিতীর্থমহিমা তথা সাধ্যামৃতাদিজঃ। ধনুষ্কোট্যাদিমাহাত্ম্যং ক্ষীরকুণ্ডাদিজং তথা। গায়ত্র্যাদিকতীর্থানাং মাহাত্ম্যং চাত্র কীর্ত্তিতম্। রামনাথস্য মহিমা তত্ত্বজ্ঞানোপদেশনং। যাত্রাবিধানকথনং সেতৌ মুক্তিপ্রদং নৃণাং। ধর্ম্মারণ্যস্য মাহাত্ম্যং ততঃ পরমুদীরিতং। স্থাণুঃ স্কন্দায় ভগবান্ যত্র তত্ত্বমুপাদিশৎ। ধর্ম্মারণ্যসুসংভূতিস্তৎপুণ্যপরিকীর্ত্তনং। কর্ম্মসিদ্ধেঃ সমাখ্যানং ঋষিবংশনিরূপণং। অপ্সরাতীর্থমুখ্যানাং মাহাত্ম্যং যত্র কীর্ত্তিতং। বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মতত্ত্বনিরূপণং। দেবস্থানবিভাগশ্চ বকুলার্ককথা শুভা। ছত্রা নন্দা তথা শান্তা শ্রীমাতা চ মতঙ্গিনী। পুণ্যদাত্র্যঃ সমাখ্যাতা যত্র দেব্যঃ সমাস্থিতাঃ। ইন্দ্রেশ্বরাদিমাহাত্ম্যং দ্বারকাদিনিরূপণং। লোহাসুরসমাখ্যানং গঙ্গাকূপনিরূপণং। শ্রীরামচরিতঞ্চৈব সত্যমন্দিরবর্ণনং। জীর্ণোদ্ধারস্য কথনং শাসনপ্রতিপাদনং। জাতিভেদপ্রকথনং স্মৃতিধর্ম্মনিরূপণং। ততস্তু বৈষ্ণবা ধর্ম্মা নানাখ্যানৈরুদীরিতাঃ। চাতুর্ম্মাস্যে ততঃ পুণ্যে সর্ব্বধর্ম্মনিরূপণং। দানপ্রশংসা তৎপশ্চাদ্ব্রতস্য মহিমা ততঃ। তপসশ্চৈব পূজায়াঃ সচ্ছিদ্রকথনং ততঃ। প্রকৃতীনাং ভিদাখ্যানং শালগ্রামনিরূপণং। তারকস্য বধোপায়োঽত্রাঙ্কার্চ্চা মহিমা তথা। বিষ্ণোঃ শাপশ্চ বৃক্ষত্বং পার্ব্বত্যনুনয়স্ততঃ। হরস্য তাণ্ডবং নৃত্যং রামনামনিরূপণং। হরস্য লিঙ্গপতনং কথাহৈ জবনস্য চ। পার্ব্বতীজন্মচরিতং তারকস্য বধোঽদ্ভুতঃ। প্রণবৈশ্বর্য্যকথনং তারকাচরিতং পুনঃ। দক্ষযজ্ঞসমাপ্তিশ্চ দ্বাদশাক্ষররূপণং। জ্ঞানযোগসমাখ্যানং মহিমা দ্বাদশার্ণজঃ। শ্রবণাদিকপুণ্যঞ্চ কীর্ত্তিতং শর্ম্মদং নৃণাং॥

তৃতীয়ে ব্রহ্মখণ্ডস্যোত্তরভাগে। ততো ব্রহ্মোত্তরে ভাগে শিবস্য মহিমাদ্ভুতঃ। পঞ্চাক্ষরস্য মহিমা গোকর্ণমহিমা ততঃ। শিবরাত্রেশ্চ মহিমা প্রদোষব্রতকীর্ত্তনং। সোমবারব্রতঞ্চাপি সীমন্তিন্যাঃ কথানকং। ভদ্রায়ূৎপত্তিকথনং সদাচারনিরূপণং। শিববর্ম্মসমুদ্দেশো ভদ্রায়ুদ্বাহবর্ণনং। ভদ্রায়ুমহিমা চাপি ভস্মমাহাত্ম্যকীর্ত্তনং। শবরাখ্যানকঞ্চৈব উমামাহেশ্বরব্রতং। রুদ্রাক্ষস্য চ মাহাত্ম্যং রুদ্রাধ্যায়স্য পুণ্যকং। শ্রবণাদিকপুণ্যঞ্চ ব্রহ্মখণ্ডোঽয়মীরিতঃ॥

চতুর্থে কাশীখণ্ডে। অতঃ পরং চতুর্থন্তু কাশীখণ্ডমনুত্তমং। বিন্ধ্যনারদয়োর্যত্র সংবাদঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। সত্যলোকপ্রভাবশ্চাগস্ত্যাবাসে সুরাগমঃ। পতিব্রতাচরিত্রঞ্চ তীর্থচর্য্যাপ্রশংসনং। ততশ্চ সপ্তপুর্য্যাখ্যা সংযমিন্যা নিরূপণং। ব্রধ্নস্য চ তথেন্দ্রাগ্ন্যোর্লোকাপ্তিঃ শিবশর্ম্মণঃ। অগ্নেঃ সমুদ্ভবশ্চৈব ক্রব্যাদ্বরুণসম্ভবঃ। গন্ধবত্যলকাপুর্য্যোরীশ্বর্য্যাশ্চ সমুদ্ভবঃ। চন্দ্রোড়ুবুধলোকানাং কুজেজ্যার্কভুবাং ক্রমাৎ। সপ্তর্ষীণাং ধ্রুবস্যাপি তপোলোকস্য বর্ণনং। ধ্রুবলোককথা পুণ্যা সত্যলোকনিরীক্ষণং। স্কন্দাগস্ত্যসমালাপো মণিকর্ণীসমুদ্ভবঃ। প্রভাবশ্চাপি গঙ্গায়া গঙ্গানামসহস্রকং। বারাণসীপ্রশংসা চ ভৈরবাবির্ভবস্ততঃ। দণ্ডপাণিজ্ঞানবাপ্যোরুদ্ভবঃ সমনন্তরং। ততঃ কলাবত্যাখ্যানং সদাচারনিরূপণং। ব্রহ্মচারিসমাখ্যানং ততঃ স্ত্রীলক্ষণানি চ। কৃত্যাকৃত্যবিনির্দ্দেশো হ্যবিমুক্তেশবর্ণনং। গৃহস্থযোগিনোর্ধর্ম্মাঃ কালজ্ঞানং ততঃ পরং। দিবোদাসকথা পুণ্যা কাশীবর্ণনমেব চ। যোগিচর্চ্চা চ লোলার্কোত্তরশাম্বার্কজা কথা। দ্রুপদার্কস্য তার্ক্ষ্যাখ্যারুণার্কস্যোদয়স্ততঃ। দশাশ্বমেধতীর্থাখ্যা মন্দরাচ্চ গণাগমঃ। পিশাচমোচনাখ্যানং গণেশপ্রেষণস্ততঃ। মায়া গণপতেশ্চাথ ভূরি প্রাদুর্ভবস্ততঃ। বিষ্ণুমায়াপ্রপঞ্চোঽথ দিবোদাসবিমোক্ষণং। ততঃ পঞ্চনদোৎপত্তির্বিন্দুমাধবসম্ভবঃ। ততো বৈষ্ণবতীর্থাখ্যা শূলিনঃ কাশিকাগমঃ। জৈগীষব্যেণ

সংবাদো জ্যেষ্ঠেশাখ্যো মহেশিতুঃ। ক্ষেত্রাখ্যানং কন্দুকেশব্যাঘ্রেশ্বরসমুদ্ভবঃ। শৈলেশরত্নেশ্বরয়োঃ কৃত্তিবাসস্য চোদ্ভবঃ। দেবতানামধিষ্ঠানং দুর্গাসুরপরাক্রমঃ। দুর্গায়া বিজয়শ্চাথ ওঙ্কারেশস্য বর্ণনং। পুনরোংকারমাহাত্ম্যং ত্রিলোচনসমুদ্ভবঃ। কেদারাখ্যা চ ধর্ম্মেশকথা বিশ্বভুজোদ্ভবা। বীরেশ্বরসমাখ্যানং গঙ্গামাহাত্ম্যকীর্ত্তনং। বিশ্বকর্ম্মেশমহিমা দক্ষযজ্ঞোদ্ভবস্তথা। সতীশস্যামৃতেশাদের্ভুজস্তম্ভঃ পরাশরেঃ। ক্ষেত্রতীর্থকদম্বশ্চ মুক্তিমণ্ডপসংকথা। বিশ্বেশবিভবশ্চাথ ততো যাত্রাপরিক্রমঃ॥

পঞ্চমে অবন্তীখণ্ডে। অতঃ পরং ত্ববন্ত্যাখ্যং শৃণু খণ্ডঞ্চ পঞ্চমং। মহাকালবনাখ্যানং ব্রহ্মশীর্ষচ্ছিদা ততঃ। প্রায়শ্চিত্তবিধিশ্চাগ্নেরুৎপত্তিশ্চ সুরাগমঃ। দেবদীক্ষা শিবস্তোত্রং নানাপাতকনাশনং। কপালমোচমাখ্যানং মহাকালবনস্থিতিঃ। তীর্থং কলকলেশস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনং। কুণ্ডমপ্সরসংজ্ঞঞ্চ সর্গে রুদ্রস্য পুণ্যদং। কুটুম্বেশঞ্চ বিদ্যাধ্রমর্কটেশ্বরতীর্থকং। স্বর্গদ্বারং চতুঃসিন্ধুতীর্থং শঙ্করবাপিকা। সংকরাকগন্ধবতীতীর্থম্পাপপ্রণাশনং। দশাশ্বমেধৈকানংশাতীর্থে চ হরিসিদ্ধিদং। পিশাচকাদিযাত্রাচ হনূমৎকষমেশ্বরৌ। মহাকালেশযাত্রা চ হনূমৎকষমেশ্বরৌ। মহাকালেশযাত্রা চ বল্মীকেশ্বরতীর্থকং। শুক্রেশভেশোপাখ্যানং কুশস্থল্যাঃ প্রদক্ষিণং। অক্রূরমন্দাকিন্যঙ্কপাদচন্দ্রার্কবৈভবং। করভেশকুক্কুটেশলড্ডুকেশাদিতীর্থকং। মার্কণ্ডেশং যজ্ঞবাপী সোমেশং নরকান্তকং। কেদারেশ্বররামেশসৌভাগ্যেশনরার্ককং। কেশার্কং শক্তিভেদঞ্চ স্বর্ণক্ষরমুখানি চ। ওঙ্কারেশাদিতীর্থানি অন্ধকস্তুতিকীর্ত্তনং। কালারণ্যে লিঙ্গসংখ্যা স্বর্ণশৃঙ্গাভিধানকং। কুশস্থল্যা অবন্ত্যাশ্চোজ্জয়িন্যাঅভিধানকং। পদ্মাবতী কুমুদ্বত্যমরাবতীতিনামকং। বিশালাপ্রতিকল্পাভিধানে চ জ্বরশান্তিকং। শিপ্রাস্নানাদিকফলং নাগোদ্মীতা শিবস্তুতিঃ। হিরণ্যাক্ষবধাখ্যানং তীর্থং সুন্দরকুণ্ডকং। নীলগঙ্গা পুষ্করাখ্যং বিন্ধ্যবাসনতীর্থকং। পুরুষোত্তমাধিমাসং তত্তীর্থঞ্চাঘনাশনং। গোমতীবামনে কুণ্ডে বিষ্ণোর্নামসহস্রকং। বীরেশ্বরসরঃ কালভৈরবস্য চ তীর্থকে। মহিমা নাগপঞ্চম্যাং নৃসিংহস্য জয়ন্তিকা। কুঠুরেশ্বরযাত্রা চ দেবসাধককীর্ত্তনং। কর্করাজাখ্যতীর্থঞ্চ বিঘ্নেশাদিসুরোহণং। রুদ্রকুণ্ডপ্রভৃতিষু বহুতীর্থনিরূপণং। যাত্রাষ্টতীর্থজা পুণ্যা রেবামাহাত্ম্যমুচ্যতে। ধর্ম্মপুত্রস্য বৈরাগ্যে মার্কণ্ডেয়েন সঙ্গমঃ। প্রাগনুভবাখ্যানং অমৃতাপরিকীর্ত্তনং। কল্পে কল্পে পৃথক্ নামনর্ম্মদায়াঃ প্রকীর্ত্তিতং। স্তবমার্ষং নার্ম্মদঞ্চ কালরাত্রিকথা ততঃ। মহাদেবস্তুতিঃ পশ্চাৎ পৃথক্কল্পকথাদ্ভুতা। বিশল্যাখ্যানকং পশ্চাজ্জালেশ্বরকথা তথা। গৌরীব্রতসমাখ্যানং ত্রিপুরজ্বালনস্ততঃ। দেহপাতবিধানঞ্চ কাবেরীসঙ্গমস্ততঃ। দারুতীর্থং ব্রহ্মবর্ত্তং যন্ত্রেশ্বরকথানকং। অগ্নিতীর্থং রবিতীর্থং মেঘনাদং দ্বিদারুকং। দেবতীর্থং নর্ম্মদেশং কপিলাখ্যং করঞ্জকং। কুণ্ডলেশং পিপ্পলাদং বিমলেশঞ্চ শূলভিৎ। শচীহরণমাখ্যাতমন্ধকস্য বধস্ততঃ। শূলভেদোদ্ভবো যত্র দানধর্ম্মাঃ পৃথগ্বিধাঃ। আখ্যানং দীর্ঘতপস-ঋষ্যশৃঙ্গকথা ততঃ। চিত্রসেনকথা পুণ্যা কাশিরাজস্য মোক্ষণং। ততো দেবশিলাখ্যানং শবরীচরিতাচিতং। ব্যাধাখ্যানং ততঃ পুণ্যং পুষ্করিণ্যর্কতীর্থকং। আপিত্তোশ্বরতীর্থঞ্চ শক্রতীর্থং করোটিকং। কুমারেশমগস্ত্যেশং চ্যবনেশঞ্চ মাতৃজং। লোকেশং ধনদেশঞ্চ মঙ্গলেশঞ্চ কামজং। নাগেশঞ্চাপি গোপারং গৌতমং শঙ্খচূড়জং। নারদেশং নন্দিকেশং বরুণেশ্বরতীর্থকং। দধিস্কন্দাদিতীর্থানি হনূমন্তেশ্বরস্ততঃ। রামেশ্বরাদিতীর্থানি সোমেশং পিঙ্গলেশ্বরং। ঋণমোক্ষং কপিলেশং পূতিকেশং জলেশয়ং। চণ্ডার্কযমতীর্থঞ্চ কহ্লোড়ীশঞ্চ নান্দিকং। নারায়ণঞ্চ কোটীশং ব্যাসতীর্থং প্রভাসিকম্। নাগেশং সঙ্কর্ষণকং মন্মথেশ্বরতীর্থকং। এরণ্ডীসঙ্গমং পুণ্যং সুবর্ণাশিলতীর্থকং। করঞ্জং কামহং তীর্থং ভাণ্ডীরং রোহিণীভবং। চক্রতীর্থং ধৌতপাপং স্কান্দমাঙ্গিরসাহ্বয়ং। কোটিতীর্থময়োন্যাখ্যমঙ্গারাখ্যং ত্রিলোচনং। ইন্দ্রেশং কম্বুকেশঞ্চ সোমেশং কোহনেশকং। নার্ম্মদং চার্কমাগ্নেয়ং ভার্গবেশ্বরসত্তমং। ব্রাহ্মং দৈবঞ্চ ভাগেশং আদিবারাহণং করে। রামেশমথ সিদ্ধেশং আহল্যং কঙ্কটেশ্বরং। শাক্রং সৌম্যঞ্চ নান্দেশং তাপেশং রুক্মিণীভবং। যোজনেশং বরাহেশং দ্বাদশীশিব তীর্থকে। সিদ্ধেশং মঙ্গলেশঞ্চ লিঙ্গবারাহতীর্থকং। কুণ্ডেশং শ্বেতবারাহং ভার্গবেশং রবীশ্বরং। শুক্লাদীনি চ তীর্থানি হুঁকারস্বামিতীর্থকং। সঙ্গমেশং নারকেশং মোক্ষং সার্পঞ্চ গোপকং। নাগং শাম্বঞ্চ সিদ্ধেশং মার্কণ্ডাক্রূরতীর্থকে। কামোদশূলারোপাখ্যে মাণ্ডব্যং গোপকেশ্বরং। কপিলেশং পিঙ্গলেশং ভূতেশং গাঙ্গগৌতমে। অশ্বমেধং ভৃগুকচ্ছং কেদারেশঞ্চ পাপহুং। থনথলেশং জালেশং শালগ্রামং বরাহকং। চন্দ্রপ্রভাসমাদিত্যং শ্রীপত্যাখ্যঞ্চ হংসকং। মূলস্থানঞ্চ শূলেশমাগ্নেয়ং চিত্রদৈবিকং। শিখীশং কোটিতীর্থঞ্চ দশকন্যং সুবর্ণকং। ঋণমোক্ষং ভারভূতিরত্রাষ্টৈ পুংথমুণ্ডিমং। আমলেশং কপালেশং শৃঙ্গেরণ্ডীভবস্ততঃ। কোটিতীর্থং লোটনেশং ফলস্তুতিরতঃ।

পরং। দুমিজ্জলমাহাত্ম্যে রোহিতাশ্বকথা ততঃ। ধুন্ধুমার-
সমাখ্যানং বধোপায়স্ততোঽস্য চ। বধো ধুন্ধোস্ততঃ পশ্চাৎ
ততশ্চিত্রবহোদ্ভবঃ। মহিমাস্য ততশ্চণ্ডীশপ্রভাবো রতীশ্বরঃ।
কেদারেশো লক্ষতীর্থং ততো বিষ্ণুপদীভবং। মুখারং চাবনা-
ক্ষ্যাং ব্রহ্মণশ্চ সরস্ততঃ। চক্রাখ্যং ললিতাখ্যানং তীর্থঞ্চ বহু-
গোময়ং। রুদ্রাবর্ত্তঞ্চ মার্কণ্ডং তীর্থং পাপপ্রণাশনং। রাবণেশং
শুদ্ধপটং দেবাক্সুপ্রেততীর্থকং। জিহ্বোদতীর্থসম্ভূতিঃ শিবো-
দ্ভেদং ফলস্তুতিঃ। এষ খণ্ডো হ্যবন্ত্যাখ্যঃ শৃণ্বতাং পাপনাশনঃ॥

ষষ্ঠে নাগরখণ্ডে। অতঃ পরং নাগরাখ্যঃ খণ্ডঃ ষষ্ঠোঽ-
ভিধীয়তে। লিঙ্গোৎপত্তিসমাখ্যানং হরিশ্চন্দ্রকথা শুভা।
বিশ্বামিত্রস্য মাহাত্ম্যং ত্রিশঙ্কুস্বর্গতিস্তথা। হাটকেশ্বরমাহাত্ম্যে
বৃত্রাসুরবধস্তথা। নাগবিলং শঙ্খতীর্থং অচলেশ্বরবর্ণনং। চমৎ-
কারপুরাখ্যানং চমৎকারকরং পরং। গয়শীর্ষং বালশাখ্যং বাল-
মণ্ডং মৃগাহ্বয়ং। বিষ্ণুপাদঞ্চ গোকর্ণং যুগরূপং সমাশ্রয়ঃ।
সিদ্ধেশ্বরং নাগসরঃ সপ্তার্ষেয়ং হ্যগস্ত্যকং। ভ্রূণগর্ত্তং নলেশঞ্চ
ভৈষ্মং দুর্ব্বেরমর্ককং। শাম্মিষ্ঠং শোভনাথঞ্চ দৌর্গমানর্জ্জকেশ্বরং।
জমদগ্নিবধাখ্যানং নৈঃক্ষত্রিয়কথানকং। রামহ্রদং নাগপুরং
জর্ড়লিঙ্গঞ্চ যজ্ঞভূঃ। মুণ্ডীরাদিত্রিকার্কঞ্চ সতীপরিণয়স্তথা। বাল-
খিল্যঞ্চ যাগেশং বালখিল্যঞ্চ গারুড়ং। লক্ষ্মীশাপঃ সাপ্তবিংশ্যং
সোমপ্রাসাদমেব চ। অম্বাবৃদ্ধং পাদুকাখ্যং আগ্নেয়ং ব্রহ্ম-
কুণ্ডকং। গোমুখং লোহযষ্ট্যাখ্যং অজাপালেশ্বরী তথা। শানৈ-
শ্চরং রাজবাপী রামেশো লক্ষ্মণেশ্বরঃ। কুশেশাখ্যং লবেশাখ্যং
লিঙ্গং সর্ব্বোত্তমোত্তমং। অষ্টষষ্টিসমাখ্যানং দময়ন্ত্যাস্ত্রিজাতকং।
ততোঽম্বা রেবতী চাত্র ভট্টিকাতীর্থসম্ভবং। ক্ষেমঙ্করী চ কেদারং
শুক্রতীর্থং মুখারকং। সত্যসন্ধেশ্বরাখ্যানং তথা কর্ণোৎপলাকথা।
অটেশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং গৌর্য্যং গাণেশমেব চ। ততো বাস্তুপদা-
খ্যানং অজাগৃহকথানকং। সৌভাগ্যান্ধুকশূলেশং ধর্ম্মরাজ-
কথানকং। মিষ্টান্নদেশ্বরাখ্যানং গাণপত্যত্রয়ং ততঃ। জাবালি-
চরিতঞ্চৈব মকরেশকথা ততঃ। কালেশ্বর্য্যন্ধকাখ্যানং কুণ্ড-
মাপ্সরসন্তথা। পুষ্যাদিত্যং রৌহিতাশ্বং নাগরোৎপত্তিকীর্ত্তনং।
ভার্গবং চরিতং চৈব বৈশ্বামিত্রং ততঃ পরং। সারস্বতং পৈপ্প-
লাদং কংসারীশঞ্চ পৈণ্ডকং। ব্রহ্মণো যজ্ঞচরিতং সাবিত্র্যাখ্যান-
সংযুতং। রৈবতং ভর্ত্তৃযজ্ঞাখ্যং মুখ্যতীর্থনিরীক্ষণং। কৌরবং
হাটকেশাখ্যং প্রভাসং ক্ষেত্রকত্রয়ং। পৌষ্করং নৈমিষং ধার্ম্ম-
মরণ্যত্রিতয়ং স্মৃতং। বারাণসী দ্বারকাখ্যাবন্ত্যাখ্যেতি পুরী-
ত্রয়ং। বৃন্দাবনং খাণ্ডবাখ্যমদ্বৈকাখ্যং বনত্রয়ং। কল্পঃ শাল-
স্তথা নন্দো গ্রামত্রয়মনুত্তমং। অসিশুক্লপিতৃসংজ্ঞং তীর্থত্রয়-
মুদাহৃতং। শ্রীমার্ব্বুদো রৈবতশ্চৈব পর্ব্বতত্রয়মুত্তমং। নদীনাং
ত্রিতয়ং গঙ্গা নর্ম্মদা চ সরস্বতী। সার্দ্ধকোটিত্রয়ফলমেকৈকস্মৈষু
। কূপিকা শঙ্খতীর্থঞ্চামরকং বালমণ্ডনং। হাটকেশ-
ক্ষেত্রফলপ্রদং প্রোক্তং চতুষ্টয়ং। শাম্বাদিত্যং শ্রাদ্ধকল্পং যৌধি-
ষ্ঠিরমথান্ধকং। জলশায়ি চতুর্ম্মাস্যং অশূন্যশয়নব্রতং। মঙ্কণেশং
শিবরাত্রিস্তুলাপুরুষদানকং। পৃথ্বীদানং বাণকেশং কপালমোচ-
নেশ্বরং। পাপপিণ্ডং সাপ্তলৈঙ্গং যুগমানাদিকীর্ত্তনং। নিম্বেশ-
শাকম্ভর্য্যাখ্যা রুদ্রৈকাদশকীর্ত্তনং। দানমাহাত্ম্যকথনং দ্বাদশা-
দিত্যকীর্ত্তনং। ইত্যেষ নাগরঃ খণ্ডঃ প্রভাসাখ্যোঽধুনোচ্যতে॥

সপ্তমে প্রভাসখণ্ডে। সোমেশো যত্র বিশ্বেশোঽর্কস্থলং
পুণ্যদং মহৎ। সিদ্ধেশ্বরাদিকাখ্যানং পৃথগত্র প্রকীর্ত্তিতং। অগ্নি-
তীর্থং কপর্দ্দীশং কেদারেশং গতিপ্রদং। ভীমভৈরবচণ্ডীশ-
ভাস্করাঙ্গারকেশ্বরাঃ। বুধেজ্যভৃগুসৌরেন্দুশিখীশা হরিবিগ্রহাঃ।
সিদ্ধেশ্বরাদ্যাঃ পঞ্চান্যে রুদ্রাস্তত্র ব্যবস্থিতাঃ। বরারোহা হ্যজা-
পালা মঙ্গলা ললিতেশ্বরী। লক্ষ্মীশো বাড়বেশশ্চার্ঘীশঃ কামে-
শ্বরস্তথা। গৌরীশবরুণেশাখ্যং উষীষঞ্চ গণেশ্বরং। কুমারেশঞ্চ
শাকল্যং শকুলোতঙ্কগৌতমং। দৈত্যঘ্নেশং চক্রতীর্থং সন্নি-
হত্যাহ্বয়ং তথা। ভূতেশাদীনি লিঙ্গানি আদিনারায়ণাহ্বয়ং।
ততশ্চক্রধরাখ্যানং শাম্বাদিত্যকথানকং। কথা কণ্টকশোধিন্যা-
মহিষঘ্ন্যাস্ততঃ পরং। কপালীশ্বরকোটীশবালব্রহ্মাহ্বসৎকথা।
নরকেশসম্বর্ত্তেশনিধীশ্বরকথা ততঃ। বলভদ্রেশ্বরস্যাথ গঙ্গায়া-
গণপস্য চ। জাম্ববত্যাখ্যসরিতঃ পাণ্ডুকূপস্য সৎকথা। শত-
মেধলক্ষমেধকোটিমেধকথা তথা। দুর্ব্বাসার্কযদুস্থানহিরণ্যাসঙ্গ-
মোৎকথা। নগরাকস্য কৃষ্ণস্য সঙ্কর্ষণসমুদ্রয়োঃ। কুমার্য্যাঃ
ক্ষেত্রপালস্য ব্রহ্মেশস্য কথা পৃথক্। পিঙ্গলাসঙ্গমেশস্য শঙ্করার্ক-
ঘটেশয়োঃ। ঋষিতীর্থস্য নন্দার্কত্রিতকূপস্য কীর্ত্তনং। শশো-
পানস্য পর্ণার্কন্যঙ্কুমত্যোঃ কথাদ্ভুতা। বারাহস্বামিবৃত্তান্তং
ছায়ালিঙ্গাখ্যগুল্ফয়োঃ। কথা কনকনন্দায়াঃ কুন্তীগঙ্গেশয়ো-
স্তথা। চমসোদ্ভেদবিদুরত্রিলোকেশকথা ততঃ। মঙ্কণেশ-
ত্রৈপুরেশষণ্ডতীর্থকথাস্তথা। সূর্য্যপ্রাচীত্রীক্ষণয়োরুমানাথকথা
তথা। ভূদ্ধারশূলস্থলয়োশ্চ্যবনার্কেশয়োস্তথা। অজাপালেশ্ব-
বালার্ককুবেরস্থলজা কথা। ঋষিতোয়াকথা পুণ্যা সঙ্গালেশ্বর-
কীর্ত্তনং। নারদাদিত্যকথনং নারায়ণনিরূপণং। তপ্তকুণ্ডস্য
মাহাত্ম্যং মূলচণ্ডীশবর্ণনং। চতুর্ম্মুখগণাধ্যক্ষকলম্বেশ্বরয়োঃ
কথা। গোপালস্বামিবকুলস্বামিনোর্ম্মরুতীকথা। ক্ষেমার্কোন্নত-

বিশ্বেশজলস্বামিকথা ততঃ। কালমেঘস্য রুক্মিণ্যা উর্ব্বশীশ্বর-ভদ্রয়োঃ। শঙ্খাবর্ত্তমোক্ষতীর্থগোষ্পদাচ্যুতসদ্মনাং। জালেশ্বরস্য হুঁকারকূপচণ্ডীশয়োঃ কথা। আশাপুরস্থবিঘ্নেশকলাকুণ্ড-কথাদ্ভুতা। কপিলেশস্য চ কথা জরদ্গবশিবস্য চ। নলকর্কোটেশ্বরয়োর্হাটকেশ্বরজা কথা। নারদেশমন্ত্রভূষা দুর্গকূটগণেশজা। সুপর্ণেলাখ্যভৈরব্যোর্ভল্লতীর্থভবা কথা। কীর্ত্তনং কর্দ্দমালস্য গুপ্তসোমেশ্বরস্য চ। বহুস্বর্ণেশশৃঙ্গেশকোটীশ্বরকথা ততঃ। মার্কণ্ডেশ্বরকোটীশদামোদরগৃহোৎকথা। স্বর্ণরেখা ব্রহ্মকুণ্ডং কুন্তীভীমেশ্বরৌ তথা। মৃগীকুণ্ডঞ্চ সর্ব্বস্বং ক্ষেত্রে বস্ত্রাপথে স্মৃতং। দুর্গাবিঘ্নেশগঙ্গেশরৈবতানাং কথাদ্ভুতা। ততোঽর্ব্বুদেশ্বরকথা অচলেশ্বরকীর্ত্তনং। নাগতীর্থস্য চ কথা বশিষ্ঠাশ্রমবর্ণনং। ভদ্রং কর্ণস্য মাহাত্ম্যং ত্রিনেত্রস্য ততঃ পরং। কেদারস্য চ মাহাত্ম্যং তীর্থগমনকীর্ত্তনং। কোটীশ্বররূপতীর্থহৃষীকেশকথাস্ততঃ। সিদ্ধেশশুক্রেশ্বরয়োর্ম্মণিকর্ণীশকীর্ত্তনং। পঙ্গুতীর্থযমতীর্থবারাহতীর্থবর্ণনং। চন্দ্রপ্রভাসপিণ্ডোদশ্রীমাতাশুক্লতীর্থজং। কাত্যায়ন্যাশ্চ মাহাত্ম্যং ততঃ পিণ্ডারকস্য চ। ততঃ কনখলস্যাথ চক্রমানুষতীর্থয়োঃ। কপিলাগ্নিতীর্থকথা তথা রক্তানুবন্ধজা। গণেশপার্থেশ্বরয়োর্যাত্রায়ামুদ্দালকস্য চ। চণ্ডীস্থানং নাগভবশিবঃকুণ্ডমহেশজা। কামেশ্বরস্য মার্কণ্ডেয়োৎপত্তেশ্চ কথা ততঃ। উদ্দালকেশসিদ্ধেশগততীর্থকথাঃ পৃথক্। শ্রীদেবমাতোৎপত্তিশ্চ ব্যাসগৌতমতীর্থয়োঃ। কুলসন্তারমাহাত্ম্যং রামকোটিগাহ্বতীর্থয়োঃ। চন্দ্রোদ্ভেদেশানশৃঙ্গব্রহ্মস্থানোদ্ভবোহনং। ত্রিপুষ্করুদ্রহ্রদগুহেশ্বরকথা শুভা। অবিমুক্তস্য মাহাত্ম্যমুমামাহেশ্বরস্য চ। মহৌজসঃ প্রভাবশ্চ জম্বুতীর্থস্য বর্ণনং। গঙ্গাধরমিশ্রকয়োঃ কথাশ্চাথ ফলস্তুতিঃ। দ্বারকায়াশ্চ মাহাত্ম্যে চন্দ্রশর্ম্মকথানকং। জাগরাদ্যাখ্যব্রতঞ্চ ব্রতমেকাদশীভবং। মহাদ্বাদশিকাখ্যানং প্রহ্লাদর্ষিসমাগমঃ। দুর্ব্বাসস-উপাখ্যানং যাত্রোপক্রমকীর্ত্তনং। গোমত্যুৎপত্তিকথনং তস্যাং স্নানাদিজং ফলং। চক্রতীর্থস্য মাহাত্ম্যং গোমত্যুদধিসঙ্গমঃ। সনকাদিহ্রদাখ্যানং নৃগতীর্থকথা ততঃ। গোপ্রচারকথা পুণ্যা গোপীনাং দ্বারকাগমঃ। গোপীসরঃসমাখ্যানং ব্রহ্মতীর্থাদিকীর্ত্তনং। পঞ্চনদসঙ্গমাখ্যানং নানাখ্যানসমাচিতং। শিবলিঙ্গমহাতীর্থকৃষ্ণপূজাদিকীর্ত্তনং। ত্রিবিক্রমস্য মূর্ত্ত্যাখ্যা দুর্ব্বাসঃকৃষ্ণসংকথা। কুশদৈত্যবধোহর্চ্চাখ্যা বিশেষার্চ্চনজং ফলং। গোমত্যাং দ্বারকায়াঞ্চ তীর্থাগমনকীর্ত্তনং। কৃষ্ণমন্দিরসংপ্রেক্ষা দ্বারবত্যাভিষেচনং। তত্র তীর্থাবাসকথা দ্বারকাপুণ্যকীর্ত্তনং। ইত্যেষ সপ্তমঃ প্রোক্তঃ খণ্ডঃ প্রাভাসিকো দ্বিজ। স্কান্দে সর্ব্বোত্তরকথা শিবমাহাত্ম্যবর্ণনে॥

তৎফলশ্রুতিঃ। লিখিত্বৈতত্তু যো দদ্যাদ্ধেমশূলসমাচিতং। মাঘ্যাং সংকৃত্য বিপ্রায় স শৈবে মোদতে পদে॥ ইতি শ্রীনারদীয়পুরাণে পূর্ব্বভাগে বৃহদুপাখ্যানে চতুর্থপাদে ১০৪ অধ্যায়ঃ॥ ১৩॥

১৪। চতুর্দ্দশং বামনপুরাণং। শ্রীব্রহ্মোবাচ। শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি পুরাণং বামনাভিধং। ত্রিবিক্রমচরিত্রাঢ্যং দশসাহস্রসঙ্খ্যকং। কূর্ম্মকল্পসমাখ্যানং বর্গত্রয়কথানকং। ভাগদ্বয়সমাযুক্তং বক্তৃশ্রোতৃশুভাবহং॥

তত্র পূর্ব্বভাগে। পুরাণপ্রশ্নঃ প্রথমং ব্রহ্মশীর্ষচ্ছিদা ততঃ। কপালমোচনাখ্যানং দক্ষযজ্ঞবিহিংসনং। হরস্য কালরূপাখ্যা কামস্য দহনং ততঃ। প্রহ্লাদনারায়ণয়োর্যুদ্ধং দেবাসুরাহ্বয়ম্। সুকেশ্যর্কসমাখ্যানং ততো ভুবনকোষকং। ততঃ কাম্যব্রতাখ্যানং শ্রীদুর্গাচরিতং ততঃ। তপতীচরিতং পশ্চাৎ কুরুক্ষেত্রস্য বর্ণনং। সরোমাহাত্ম্যমতুলং পার্ব্বতীজন্মকীর্ত্তনং। তপস্তস্যা বিবাহশ্চ গৌর্য্যুপাখ্যানকং ততঃ। ততঃ কৌশিক্যুপাখ্যানং কুমারচরিতং ততঃ। ততোঽন্ধকবধাখ্যানং সাধ্যোপাখ্যানকং ততঃ। জাবালিচরিতং পশ্চাদরজায়াঃ কথাদ্ভুতা। অন্ধকেশ্বরয়োর্যুদ্ধং গণত্বং চান্ধকস্য চ। মরুতাং জন্মকথনঃ বলেশ্চ চরিতং ততঃ। ততস্তু লক্ষ্ম্যাশ্চরিতং ত্রৈবিক্রমমতঃ পরং। প্রহ্লাদতীর্থযাত্রায়াং প্রোচ্যন্তে তৎকথাঃ শুভাঃ। ততশ্চ ধুন্ধুচরিতং প্রেতোপাখ্যানকং ততঃ। নক্ষত্রপুরুষাখ্যানং শ্রীদামচরিতং ততঃ। ত্রিবিক্রমচরিত্রান্তে ব্রহ্মপ্রোক্তঃ স্তবোত্তমঃ। প্রহ্লাদবলিসংবাদে সুতলে হরিশংসনং। ইত্যেষ পূর্ব্বভাগোঽস্য পুরাণস্য তবোদিতঃ॥

তথোত্তরে ভাগে বৃহদ্বামনাখ্যে। শৃণু তস্যোত্তরং ভাগং বৃহদ্বামনসংজ্ঞকং। মাহেশ্বরী ভাগবতী সৌরী গাণেশ্বরী তথা। চতস্রঃ সংহিতাশ্চাত্র পৃথক্ সাহস্রসঙ্খ্যয়া। মাহেশ্বর্য্যান্তু কৃষ্ণস্য তদ্ভক্তানাঞ্চ কীর্ত্তনং। ভাগবত্যাং জগন্মাতুরবতারকথাদ্ভুতা। সৌর্য্যাং সূর্য্যস্য মহিমা গদিতঃ পাপনাশনঃ। গাণেশ্বর্য্যাং গণেশস্য চরিতঞ্চ মহেশিতুঃ। ইত্যেতদ্বামনং নাম পুরাণং সুবিচিত্রকং। পুলস্ত্যেন সমাখ্যাতং নারদায় মহাত্মনে। ততো নারদতঃ প্রাপ্তং ব্যাসেন সুমহাত্মনা। ব্যাসাত্তু লব্ধবান্ বৎস তচ্ছিষ্যো রোমহর্ষণঃ। স চাখ্যাস্যতি বিপ্রেভ্যো নৈমিষীয়েভ্য এব চ। এবং পরম্পরাপ্রাপ্তং পুরাণং বামনং শুভং॥

তৎফলশ্রুতিঃ। যে পঠন্তি চ শৃণ্বন্তি তেঽপি যান্তি পরাং গতিং। লিখিত্বৈতৎ পুরাণন্তু যঃ শরদ্বিষুবেঽর্পয়েৎ। বিপ্রায় বেদবিদুষে ঘৃতধেনুসমাচিতং। স সমুদ্ধৃত্য নরকান্নয়েৎ স্বর্গং পিতৄন্ স্বকান্। দেহান্তে ভুক্তভোগোঽসৌ যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদং॥ ইতি শ্রীনারদীয়পুরাণে পূর্ব্বভাগে বৃহদুপাখ্যানে চতুর্থপাদে ১০৫ অধ্যায়ঃ॥ ১৪॥।

১৫। পঞ্চদশং কূর্ম্মপুরাণং। শ্রীব্রহ্মোবাচ। শৃণু বৎস মরীচেঽদ্য পুরাণং কূর্ম্মসংজ্ঞিতং। লক্ষ্মীকল্পানুচরিতং যত্র কূর্ম্মবপুর্হরিঃ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং মাহাত্ম্যঞ্চ পৃথক্ পৃথক্। ইন্দ্রদ্যুম্নপ্রসঙ্গেন প্রাহর্ষিভ্যো দয়াস্তিকং। তৎসপ্তদশসাহস্রং সুচতুঃসংহিতং শুভং। যত্র ব্রাহ্ম্যাং পুরা প্রোক্তা ধর্ম্মা নানাবিধা মুনে। নানাকথাপ্রসঙ্গেন নৃণাং সদ্গতিদায়কাঃ॥

তৎপূর্ব্বভাগে। তত্র পূর্ব্ববিভাগে তু পুরাণোপক্রমঃ পুরা। লক্ষ্মীপ্রদ্যুম্নসংবাদঃ কূর্ম্মর্ষিগণসঙ্কথা। বর্ণাশ্রমাচারকথা জগদুৎপত্তিকীর্ত্তনং। কালসঙ্খ্যা সমাসেন লয়ান্তে স্তবনং বিভোঃ। ততঃ সঙ্ক্ষেপতঃ সর্গঃ শাঙ্করং চরিতং তথা। সহস্রনাম পার্ব্বত্যা-যোগস্য চ নিরূপণং। ভৃগুবংশসমাখ্যানং ততঃ স্বায়ম্ভুবস্য চ। দেবাদীনাং সমুৎপত্তির্দক্ষযজ্ঞাহতিস্ততঃ। দক্ষসৃষ্টিকথা পশ্চাৎ কশ্যপান্বয়কীর্ত্তনং। আত্রেয়বংশকথনং কৃষ্ণস্য চরিতং শুভং। মার্কণ্ডকৃষ্ণসংবাদো ব্যাসপাণ্ডবসংকথা। যুগধর্ম্মানুকথনং ব্যাসজৈমিনিকী কথা। বারাণস্যাশ্চ মাহাত্ম্যং প্রয়াগস্য ততঃ পরং। ত্রৈলোক্যবর্ণনঞ্চৈব বেদশাখানিরূপণং॥

তদুত্তরভাগে। উত্তরেঽস্য বিভাগে তু পুরা গীতেশ্বরী ততঃ। ব্যাসগীতা ততঃ প্রোক্তা নানাধর্ম্মপ্রবোধনী। নানাবিধানাং তীর্থানাং মাহাত্ম্যঞ্চ পৃথক্ ততঃ। নানাধর্ম্মপ্রকথনং ব্রাহ্মীয়ং সংহিতা স্মৃতা। অতঃ পরং ভগবতী সংহিতার্থনিরূপণে। কথিতা যত্র বর্ণানাং পৃথগ্বৃত্তিরুদাহৃতা॥

তদুত্তরভাগীয়ভগবত্যাখ্যদ্বিতীয়সংহিতায়াঃ পঞ্চপাদেষু। পাদেঽস্যাঃ প্রথমে প্রোক্তা ব্রাহ্মণানাং ব্যবস্থিতিঃ। সদাচারাত্মিকা বৎস ভোগসৌখ্যবিবর্দ্ধনী॥ দ্বিতীয়ে ক্ষত্রিয়াণান্তু বৃত্তিঃ সম্যক্ প্রকীর্ত্তিতা। যয়া ত্বাশ্রিতয়া পাপং বিধূয়েহ ব্রজেদ্দিবং॥ তৃতীয়ে বৈশ্যজাতীনাং বৃত্তিরুক্তা চতুর্ব্বিধা। যয়া চরিতয়া সম্যগ্লভন্তে গতিমুত্তমাং॥ চতুর্থেঽস্যাস্তথা পাদে শূদ্রবৃত্তিরুদাহৃতা। যয়া সন্তুষ্যতি শ্রীশো নৃণাং শ্রেয়োবিবর্দ্ধনঃ। পঞ্চমেঽস্যাস্ততঃ পাদে বৃত্তিঃ সঙ্করজোদিতা। যয়া চরিতয়াপ্নোতি ভাবিনামুত্তমাং জনিং॥ ইত্যেষা পঞ্চপদ্যুক্তা দ্বিতীয়া সংহিতা মুনে। তৃতীয়াত্রোদিতা সৌরী নৃণাং কামবিধায়িনী। ষোঢ়া ষট্‌কর্ম্মসিদ্ধিং সা বোধয়ন্তী চ কামিনাং। চতুর্থী বৈষ্ণবী নাম মোক্ষদা পরিকীর্ত্তিতা। চতুষ্পদী দ্বিজাদীনাং সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মস্বরূপিণী। তাঃ ক্রমাৎ ষট্‌চতুর্দ্বীষু সাহস্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

তৎফলশ্রুতিঃ। এতৎকূর্ম্মপুরাণন্তু চতুর্ব্বর্গফলপ্রদং। পঠতাং শৃণ্বতাং নৃণাং সর্ব্বোৎকৃষ্টগতিপ্রদং। লিখিত্বৈতৎ যো ভক্ত্যা হেমকূর্ম্মসমন্বিতং। ব্রাহ্মণায়ায়নে দদ্যাৎ স যাতি পরমাং গতিং॥ ইতি শ্রীনারদীয়পুরাণে পূর্ব্বভাগে বৃহদুপাখ্যানে চতুর্থপাদে ১০৬ অধ্যায়ঃ॥ ১৫॥

১৬। ষোড়শং মৎস্যপুরাণং। শ্রীব্রহ্মোবাচ। অথ মাৎস্যং পুরাণং তে প্রবক্ষ্যে দ্বিজসত্তম। যত্রোক্তং সত্যকল্পানাং বৃত্তং সঙ্ক্ষিপ্য ভূতলে। ব্যাসেন বেদবিদুষা নরসিংহোপবর্ণনং। উপক্রম্য তদুদ্দিষ্টং চতুর্দ্দশসহস্রকং। মনুমৎস্যসুসংবাদো ব্রহ্মাণ্ডবর্ণনন্ততঃ। ব্রহ্মদেবাসুরোৎপত্তির্ম্মারুতোৎপত্তিরেব চ। মদনদ্বাদশী তদ্বল্লোকপালাভিপূজনং। মন্বন্তরসমুদ্দেশো বৈণ্যরাজ্যাভিবর্ণনং। সূর্য্যবৈবস্বতোৎপত্তির্ব্বুধসঙ্গমনং তথা। পিতৃবংশানুকথনং শ্রাদ্ধকালস্তথৈব চ। পিতৃতীর্থপ্রচারশ্চ সোমোৎপত্তিস্তথৈব চ। কীর্ত্তনং সোমবংশস্য যযাতিচরিতং তথা। কার্ত্তবীর্য্যস্য চরিতং সৃষ্টং বংশানুকীর্ত্তনং। ভৃগুশাপস্তথা বিষ্ণোর্দশধা জন্ম চ ক্ষিতৌ। কীর্ত্তনং পুরুবংশস্য বংশো হৌতাশনঃ পরঃ। ক্রিয়াযোগস্ততঃ পশ্চাৎ পুরাণং পরিকীর্ত্তিতং। ব্রতং নক্ষত্রপুরুষং মার্ত্তণ্ডশয়নং তথা। কৃষ্ণাষ্টমীব্রতং তদ্বদ্রোহিণীচন্দ্রসংজ্ঞিতং। তড়াগবিধিমাহাত্ম্যং পাদপোৎসর্গ এব চ। সৌভাগ্যশয়নং তদ্বদগস্ত্যব্রতমেব চ। তথানন্ততৃতীয়া রসকল্যাণিনীব্রতং। তথৈবানন্দকর্য্যাশ্চ ব্রতং স্বারস্বতং পুনঃ। উপরাগাভিষেকশ্চ সপ্তমীশয়নং তথা। ভীমাখ্যা দ্বাদশী তদ্বদনঙ্গশয়নং তথা। অশূন্যশয়নং তদ্বৎ তথৈবাঙ্গারকব্রতং। সপ্তমীসপ্তকং তদ্বদ্বিশোকদ্বাদশীব্রতং। মেরুপ্রদানং দশধা গ্রহশান্তিস্তথৈব চ। গ্রহস্বরূপকথনং তথা শিবচতুর্দ্দশী। তথা সর্ব্বফলত্যাগঃ সূর্য্যবারব্রতং তথা। সংক্রান্তিস্নপনং তদ্বদ্বিভূতিদ্বাদশীব্রতং। ষষ্টিব্রতানাং মাহাত্ম্যং তথা স্নানবিধিক্রমঃ। প্রয়াগস্য তু মাহাত্ম্যং দ্বীপলোকানুবর্ণনং। তথান্তরীক্ষচারশ্চ ধ্রুবমাহাত্ম্যমেব চ। ভবনানি সুরেন্দ্রাণাং ত্রিপুরোদ্দ্যোতনং তথা। পিতৃপ্রবরমাহাত্ম্যং মন্বন্তরবিনির্ণয়ঃ। চতুর্যুগস্য সম্ভূতির্যুগধর্ম্মনিরূপণং। বজ্রাঙ্গস্য তু সম্ভূতিস্তারকোৎপত্তিরেব চ। তারকাসুরমাহাত্ম্যং ব্রহ্মদেবানুকীর্ত্তনং। পার্ব্বতীসম্ভবস্তদ্বত্তথা শিব-

তপোবনং। অনঙ্গদেহদাহশ্চ রতিশোকস্তথৈব চ। গৌরী-তপোবনং তদ্বচ্ছিবেনাথ প্রসাদনং। পার্ব্বতীঋষিসংবাদস্তথৈ-বোদ্বাহমঙ্গলং। কুমারসম্ভবস্তদ্বৎ কুমারবিজয়স্তথা। তারকস্য বধো ঘোরো নরসিংহোপবর্ণনং। পদ্মোদ্ভবিসর্গস্তু তথৈবান্ধক-ঘাতনং। বারাণস্যাস্তু মাহাত্ম্যং নর্ম্মদায়াস্তথৈব চ। প্রবরানু-ক্রমস্তদ্বৎ পিতৃগাথানুকীর্ত্তনং। তথোভয়মুখীদানং দানং কৃষ্ণা-জিনস্য চ। ততঃ সাবিত্র্যুপাখ্যানং রাজধর্ম্মাস্তথৈব চ। বিবি-ধোৎপাতকথনং গ্রহশান্তিস্তথৈব চ। যাত্রানিমিত্তকথনং স্বপ্ন-মঙ্গলকীর্ত্তনং। বামনস্য তু মাহাত্ম্যং বারাহস্য ততঃ পরং। সমুদ্রমথনং তদ্বৎ কালকূটাভিশান্তনং। দেবাসুরবিমর্দশ্চ বাস্তু-বিদ্যা তথৈব চ। প্রতিমালক্ষণং তদ্বদ্দেবতাস্থাপনং তথা। প্রাসাদলক্ষণং তদ্বন্মণ্ডপানাঞ্চ লক্ষণং। ভবিষ্যরাজ্ঞামুদ্দেশো-মহাদানানুকীর্ত্তনং। কল্পানুকীর্ত্তনং তদ্বৎ পুরাণেঽস্মিন্ প্রকী-র্ত্তিতং ॥

তৎফলশ্রুতিঃ। পবিত্রমেতৎ কল্যাণমায়ুঃকীর্ত্তিবিবর্দ্ধনং। যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি স যাতি ভবনং হরেঃ। লিখিত্বৈতত্তু স্নেহ-দদ্যাদ্ধেমমৎস্যগবাচিতং। বিপ্রায়াভ্যর্চ্চ্য বিষুবে স যাতি পরমং পদং ॥ ইতি শ্রীনারদীয়পুরাণে পূর্ব্বভাগে বৃহদুপাখ্যানে চতুর্থ-পাদে ১০৭ অধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

১৭। সপ্তদশং গরুড়পুরাণং। শ্রীব্রহ্মোবাচ। মরীচে শৃণু বচ্ম্যদ্য পুরাণং গারুড়ং শুভং। গরুড়ায়াব্রবীৎ পৃষ্টো ভগবান্ গরুড়া-সনঃ। একোনবিংশসাহস্রং তার্ক্ষ্যকল্পকথাচিতং ॥

তত্র পূর্ব্বখণ্ডে। পুরাণোপক্রমো যত্র সর্গসংক্ষেপতস্ততঃ। সূর্য্যাদিপূজনবিধির্দীক্ষাবিধিরতঃ পরম্। শ্র্যাদিপূজা ততঃ পশ্চা-ন্নবব্যূহার্চ্চনং দ্বিজ। পূজাবিধানঞ্চ তথা বৈষ্ণবং পঞ্জরং ততঃ। যোগাধ্যায়স্ততো বিষ্ণোর্নামসাহস্রকীর্ত্তনং। ধ্যানং বিষ্ণোস্ততঃ সূর্য্যপূজা মৃত্যুঞ্জয়ার্চ্চনং। মালামন্ত্রাঃ শিবার্চ্চাথ গণপূজা ততঃ পরং। গোপালপূজা ত্রৈলোক্যমোহনশ্রীধরার্চ্চনং। বিষ্ণ্বর্চ্চা পঞ্চতত্ত্বার্চ্চা চক্রার্চ্চা দেবপূজনং। ন্যাসাদিসন্ধ্যোপাস্তিশ্চ দুর্গা-র্চ্চাথ সুরার্চ্চনং। পূজা মাহেশ্বরী চাতঃ পবিত্রারোহণার্চ্চনং। মূর্ত্তিধ্যানং বাস্তুমানং প্রাসাদানাঞ্চ লক্ষণং। প্রতিষ্ঠা সর্ব্ব-দেবানাং পৃথক্পূজাবিধানতঃ। যোগোঽষ্টাঙ্গো দানধর্ম্মঃ প্রায়-শ্চিত্তং বিধিক্রিয়া। দ্বীপেশনরকাখ্যানং সূর্য্যব্যূহশ্চ জ্যোতিষং। সামুদ্রিকং স্বরজ্ঞানং নবরত্নপরীক্ষণং। মাহাত্ম্যমথ তীর্থানাং গয়ামাহাত্ম্যমুত্তমং। ততো মন্বন্তরাখ্যানং পৃথক্ পৃথগ্‌বিভা-গশঃ। পিত্রাখ্যানং বর্ণধর্ম্মা দ্রব্যশুদ্ধিঃ সমর্পণং। শ্রাদ্ধং বিনা-য়কস্যার্চ্চা গ্রহযজ্ঞস্তথাশ্রমাঃ। মলহাখ্যা প্রেতাশৌচং নীতি-সারো ব্রতোক্তয়ঃ। সূর্য্যবংশঃ সোমবংশোঽবতারকথনং হরেঃ। রামায়ণং হরিবংশো ভারতাখ্যানকস্ততঃ। আয়ুর্ব্বেদে নিদানং প্রাক্ চিকিৎসাদ্রব্যজা গুণাঃ। রোগঘ্নং কবচং বিষ্ণোর্গারুড়ং ত্রৈপুরো মনুঃ। প্রশ্নচূড়ামণিশ্চান্তে হয়ায়ুর্ব্বেদকীর্ত্তনং। ঔষ-ধীনামকথনং ততো ব্যাকরণোহনং। ছন্দঃশাস্ত্রং সদাচারস্ততঃ স্নানবিধিঃ স্মৃতঃ। তর্পণং বৈশ্বদেবঞ্চ সন্ধ্যা পার্ব্বণকর্ম্ম চ। নিত্যশ্রাদ্ধং সপিণ্ডাখ্যং ধর্ম্মসারোঽঘনিষ্কৃতিঃ। প্রতিসংক্রম-উক্তোঽস্মাদ্যুগধর্ম্মাঃ কৃতেঃ ফলম্। যোগশাস্ত্রং বিষ্ণুভক্তির্নম-স্কৃতিফলং হরেঃ। মাহাত্ম্যং বৈষ্ণবঞ্চাথ নারসিংহস্তবোত্তমং। জ্ঞানামৃতং গুহ্যাষ্টকং স্তোত্রং বিষ্ণ্বর্চ্চনাহ্বয়ং। বেদান্তসাংখ্য-সিদ্ধান্তং ব্রহ্মজ্ঞানং তথাত্মকং। গীতাসারফলোৎকীর্ত্তিঃ পূর্ব্ব-খণ্ডোঽয়মীরিতঃ ॥

উত্তরখণ্ডে প্রেতকল্পে। অথাস্যৈবোত্তরে খণ্ডে প্রেতকল্পঃ পুরোদিতঃ। যত্র তার্ক্ষ্যেণ সংপৃষ্টো ভগবানাহ বাড়ব। ধর্ম্ম-প্রকটনং পূর্ব্বযোর্নানাং গতিকারণং। দানাধিকং ফলঞ্চাপি প্রোক্তমত্রৌর্দ্ধদেহিকং। যমলোকস্য মার্গস্য বর্ণনঞ্চ ততঃ পরং। ষোড়শশ্রাদ্ধফলকং বৃত্তানাঞ্চাত্র বর্ণিতং। নিষ্কৃতির্যমমার্গস্য ধর্ম্ম-রাজস্য বৈভবং। প্রেতপীড়াবিনির্দ্দেশঃ প্রেতচিহ্ননিরূপণং। প্রেতানাং চরিতাখ্যানং কারণং প্রেততাং প্রতি। প্রেতকৃত্য-বিচারশ্চ সপিণ্ডীকরণোক্তয়ঃ। প্রেতত্বমোক্ষণাখ্যানং দানানি চ বিমুক্তয়ে। আবশ্যকোত্তমং দানং প্রেতসৌখ্যকরং হিতং। শারীরকবিনির্দ্দেশো যমলোকস্য বর্ণনং। প্রেতত্বোদ্ধারকথনং কর্ম্মকর্ত্তৃবিনির্ণয়ঃ। মৃত্যোঃ পূর্ব্বক্রিয়াখ্যানং পশ্চাৎ কর্ম্মনিরূ-পণং। মধ্যং ষোড়শকং শ্রাদ্ধং স্বর্গপ্রাপ্তিক্রিয়োহনং। সূতক-স্যাথ সঙ্খ্যানং নারায়ণবলিক্রিয়া। বৃষোৎসর্গস্য মাহাত্ম্যং নিষিদ্ধ-পরিবর্জ্জনং। অপমৃত্যুক্রিয়োক্তিশ্চ বিপাকঃ কর্ম্মণাং নৃণাং। কৃত্যাকৃত্যবিচারশ্চ বিষ্ণুধ্যানং বিমুক্তয়ে। স্বর্গতো বিহিতা-খ্যানং স্বর্গসৌখ্যনিরূপণং। ভূর্লোকবর্ণনঞ্চৈব সপ্তধা লোক-বর্ণনং। পঞ্চোর্দ্ধলোককথনং ব্রহ্মাণ্ডস্থিতিকীর্ত্তনং। ব্রহ্মাণ্ডা-নেকচরিতং ব্রহ্মজীবনিরূপণং। আত্যন্তিকলয়াখ্যানং ফলস্তুতি-নিরূপণং। ইত্যেতদ্গারুড়ং নাম পুরাণং ভুক্তিমুক্তিদং ॥

তৎফলশ্রুতিঃ। কীর্ত্তিতং পাপশমনং পঠতাং শৃণ্বতাং নৃণাং। লিখিত্বৈতৎ পুরাণন্তু বিষুবে যঃ প্রযচ্ছতি। সৌবর্ণ হংসযুগ্মাঢ্যং বিপ্রায় স দিবং ব্রজেৎ ॥ ইতি শ্রীনারদীয়পুরাণে পূর্ব্বভাগে বৃহদুপাখ্যানে চতুর্থপাদে ১০৮ অধ্যায় ॥ ১৭ ॥

১৮। অষ্টাদশং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণং। শ্রীব্রহ্মোবাচ। শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মাণ্ডাখ্যং পুরাতনং। যচ্চ দ্বাদশসাহস্রং ভাবিকল্প-কথাযুতং। প্রক্রিয়াখ্যোঽনুষঙ্গাখ্য উপোদ্ঘাতস্তৃতীয়কঃ। চতুর্থ-উপসংহারঃ পাদাশ্চত্বার এব হি। পূর্ব্বপাদদ্বয়ং পূর্ব্বোভাগোঽত্র সমুদাহৃতঃ। তৃতীয়ো মধ্যমো ভাগশ্চতুর্থস্তূত্তরোমতঃ॥

তত্র পূর্ব্বভাগে প্রক্রিয়াপাদে। আদৌ কৃত্যসমুদ্দেশো-নৈমিষাখ্যানকং ততঃ। হিরণ্যগর্ভোৎপত্তিশ্চ লোককল্পনমেব চ। এষ বৈ প্রথমঃ পাদো দ্বিতীয়ং শৃণু মানদ॥

পূর্ব্বভাগে অনুষঙ্গপাদে। কল্পমন্বন্তরাখ্যানং লোকজ্ঞানং ততঃ পরং। মানসীসৃষ্টিকথনং রুদ্রপ্রসববর্ণনং। মহাদেববিভূতিশ্চ ঋষিসর্গস্ততঃ পরং। অগ্নীনাং বিচয়শ্চাথ কালসদ্ভাববর্ণনং। প্রিয়ব্রতান্বয়োদ্দেশঃ পৃথিব্যায়ামবিস্তরঃ। বর্ণনং ভারতস্যাস্য ততোঽন্যেষাং নিরূপণং। জম্ব্বাদিসপ্তদ্বীপাখ্যা ততোঽধোলোক-বর্ণনং। ঊর্দ্ধলোকানুকথনং গ্রহচারস্ততঃ পরং। আদিত্য-ব্যূহকথনং দেবগ্রহানুকীর্ত্তনং। নীলকণ্ঠাহ্বয়াখ্যানং মহাদেবস্য বৈভবং। অমাবাস্যানুকথনং যুগতত্ত্বনিরূপণং। যজ্ঞপ্রবর্ত্তনং চ.. যুগয়োরন্ত্যয়োঃ কৃতিঃ। যুগপ্রজালক্ষণঞ্চ ঋষিপ্রবরবর্ণনং। বেদানাং ব্যসনাখ্যানং স্বায়ম্ভুবনিরূপণং। শেষমন্বন্তরাখ্যানং পৃথিবীদোহনস্ততঃ। চাক্ষুষেঽদ্যতনে সর্গো দ্বিতীয়োঽঙ্ঘ্রিঃ পুরোদলে॥

মধ্যমভাগে উপোদ্ঘাতপাদে। অথোপোদ্ঘাতপাদে তু সপ্তর্ষিপরিকীর্ত্তনং। প্রাজাপত্যান্বয়স্তস্মাদ্দেবাদীনাং সমুদ্ভবঃ। ততো জয়াভিব্যাহৃতৌ মরুদুৎপত্তিকীর্ত্তনং। কাশ্যপেয়ানুকথনং ঋষিবংশনিরূপণং। পিতৃকল্পানুকথনং শ্রাদ্ধকল্পস্ততঃ পরং। বৈবস্বতসমুৎপত্তিঃ সৃষ্টিস্তস্য ততঃ পরং। মনুপুত্রান্বয়শ্চাতো গান্ধর্ব্বস্য নিরূপণং। ইক্ষ্বাকুবংশকথনং বংশোঽত্রেঃ সুমহাত্মনঃ। অমাবসোরান্বয়শ্চ রজেশ্চরিতমদ্ভুতং। যযাতিচরিতঞ্চাথ যদুবংশ-নিরূপণং। কার্ত্তবীর্য্যস্য চরিতং জামদগ্ন্যং ততং পরং। বৃষ্ণি-বংশানুকথনং সগরস্যাথ সম্ভবঃ। ভার্গবস্যানুচরিতং তথা কার্য্য-বধাশ্রয়ং। সমরস্যাথ চরিতং ভার্গবস্য কথা পুনঃ। দেবাসুরা-হবকথা কৃষ্ণাবির্ভাববর্ণনে। ইনস্য চ স্তবঃ পুণ্যঃ শুক্রেণ পরি-কীর্ত্তিতঃ। বিষ্ণুমাহাত্ম্যকথনং বলিবংশনিরূপণং। ভবিষ্যরাজ-চরিতং সংপ্রাপ্তেঽপ কলৌ যুগে। এবমুদ্ঘাতপাদোঽয়ং তৃতীয়ো-মধ্যমে দলে॥

উত্তরভাগে উপসংহারপাদে। চতুর্থমুপসংহারং বক্ষ্যে খণ্ডে তথোত্তরে। বৈবস্বতান্তরাখ্যানং বিস্তরেণ যথাতথং। পূর্ব্বমেব সমুদ্দিষ্টং সঙ্ক্ষেপাদিহ কথ্যতে। ভবিষ্যাণাং মনূনাঞ্চ চরিতং হি ততঃ পরং। কল্পপ্রলয়নির্দ্দেশঃ কালমানং ততঃ পরং। লোকাশ্চতুর্দ্দশ ততঃ কথিতা মানলক্ষণৈঃ। বর্ণনং নরকাণাঞ্চ বিকর্ম্মাচরণৈস্ততঃ। মনোময়পুরাখ্যানং লয়ঃ প্রাকৃতিকস্ততঃ। শৈবস্যাথ পুরস্যাপি বর্ণনঞ্চ ততঃ পরং। ত্রিবিধাদ্গুণসম্বন্ধা-জ্জন্তূনাং কীর্ত্তিতা গতিঃ। অনির্দ্দেশ্যাপ্রতর্ক্যস্য ব্রহ্মণঃ পর-মাত্মনঃ। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বর্ণনং হি ততঃ পরং। ইত্যেষ উপসংহারঃ পাদো বৃত্তঃ স চোত্তরঃ। চতুষ্পাদং পুরাণং তে ব্রহ্মাণ্ডং সমুদাহৃতং॥

অষ্টাদশমনৌপম্যং সারাৎসারতরং দ্বিজ। ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ চতু-র্লক্ষং পুরাণত্বেন পঠ্যতে। তদেব ব্যস্য গদিতমত্রাষ্টাদশধা পৃথক্। পারাশর্য্যেণ মুনিনা সর্ব্বেষামপি মানদ। বস্তুদ্রষ্ট্রাথ তেনৈব মুনীনাং ভাবিতাত্মনাং। মত্তঃ শ্রুত্বা পুরাণানি লোকেভ্যঃ প্রচকাশিরে। মুনয়ো ধর্ম্মশীলাস্তে দীনানুগ্রহকারিণঃ। ময়া চেদং পুরাণন্তু বশিষ্ঠায় পুরোদিতং। তেন শক্তিসুতায়োক্তং জাতূ-কর্ণায় তেন চ। ব্যাসো লব্ধ্বা ততশ্চৈতৎ প্রভঞ্জনমুখোদ্গতং। প্রমাণীকৃত্য লোকেঽস্মিন্ প্রাবর্ত্তয়দনুত্তমং॥

তৎফলশ্রুতিঃ। য ইদং কীর্ত্তয়েদ্বৎস শৃণোতি চ সমাহিতঃ। স বিধূয়েহ পাপানি যাতি লোকমনাময়ং। লিখিত্বৈতৎ পুরাণন্তু স্বর্ণসিংহাসনস্থিতং। পত্রেণাচ্ছাদিতং যস্তু ব্রাহ্মণায় প্রযচ্ছতি। স যাতি ব্রহ্মণো লোকং নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

মরীচেঽষ্টাদশৈতানি ময়া প্রোক্তানি যানি তে। পুরাণানি তু সঙ্ক্ষেপাচ্ছ্রোতব্যানি চ বিস্তরাৎ। অষ্টাদশপুরাণানি যঃ শৃণোতি নরোত্তমঃ। কথয়েদ্বা বিধানেন নেহ ভূয়ঃ স জায়তে। সূত্রমেতৎ পুরাণানাং যন্ময়োক্তং তবাধুনা। তন্নিত্যং শীলনীয়ং হি পুরাণফলমিচ্ছতা। ন দাম্ভিকায় পাপায় দেব-গুর্ব্বনুসূয়বে। দেয়ং কদাপি সাধূনাং দ্বেষিণে ন শঠায় চ। শান্তায় রামচিত্তায় শুশ্রূষাভিরতায় চ। নির্ম্মৎসরায় শুচয়ে দেয়ং সদ্বৈষ্ণবায় চ॥ ইতি শ্রীনারদীয়পুরাণে পূর্ব্বভাগে বৃহদুপাখ্যানে চতুর্থপাদে ১০৯ অধ্যায়ঃ॥ ১৮॥

আখ্যানাদিভিঃ সহ ব্যাসঃ পুরাণং চক্রে।—"আখ্যানৈশ্চা-প্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পশুদ্ধিভিঃ। পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরা-ণার্থবিশারদঃ॥ প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোঽভূৎ সূতো বৈ লোম-হর্ষণঃ। পুরাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ॥ সুমতি-শ্চাগ্নিবর্চ্চাশ্চ মিত্রায়ুঃ শাংসপায়নঃ। অকৃতব্রণোঽথ সাবর্ণিঃ ষট্‌শিষ্যা-স্তস্য চাভবন্॥ কাশ্যপঃ সংহিতাকর্ত্তা সাবর্ণিঃ

শাংসপায়নঃ॥ কাশ্যপোহকৃতব্রণঃ॥ লোমহর্ষণিকা চান্যা তিসৃণাং মূলসংহিতা॥ চতুষ্টয়েনাপ্যেতেন সংহিতানামিদং মুনে॥ এতাসাং কাশ্যপাদিকৃতানাং সংহিতানামর্থচতুষ্টয়েনাপি মূলভূতেন তৎ সারোদ্ধারাত্মকং ইদং বিষ্ণুপুরাণং মুনে মৈত্রেয় ময়াকৃতমিতি-শেষঃ। আদ্যং সর্ব্বপুরাণানাং পুরাণং ব্রাহ্মমুচ্যতে। অষ্টাদশপুরাণানি পুরাণজ্ঞাঃ প্রচক্ষতে॥”—বিষ্ণুপুরাণে ৩ অংশে ৬ অধ্যায়ঃ॥

গরুড়পুরাণ পাঠে যে যে বিষয় অবগত হওয়া যাইতে পারে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পুরাণানুক্রমণিকাহইতে বঙ্গ-ভাষায় অনুবাদিত করিয়া সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকগণের বিদিতার্থে নিম্নে লিখিত হইল।

পূর্ব্বখণ্ডে—

পুরাণোপক্রম।	চক্রপূজা।	খগোলভূগোলাদিশাস্ত্র	চন্দ্রবংশবর্ণনা।	পার্ব্বণকর্ম্ম।
সূর্য্যাদির পূজাবিধি।	দেবপূজা।	সামুদ্রিকশাস্ত্র।	হরির অবতার কীর্ত্তন।	নিত্যশ্রাদ্ধ।
দীক্ষাবিধি।	ন্যাসাদি।	স্বরোদয়শাস্ত্র।	রামায়ণ।	সপিণ্ডন।
কমলাদি পূজা।	সন্ধ্যা।	স্বরজ্ঞান।	হরিবংশ।	ধর্ম্মসার।
নবব্যূহার্চ্চনা।	উপাসনা।	নবরত্নপরীক্ষা।	মহাভারত।	প্রতিসংক্রম।
পূজাবিধান।	দুর্গার অর্চ্চনা।	তীর্থমাহাত্ম্য।	আয়ুর্ব্বেদ। নিদান।	যুগধর্ম্ম।
বৈষ্ণবপঞ্জর।	সুরপূজা।	গয়ামাহাত্ম্য।	চিকিৎসাশাস্ত্র।	যোগশাস্ত্র।
যোগাধ্যায়।	মাহেশ্বরীর অর্চ্চনা।	মন্বন্তরকথন।	দ্রব্যগুণনির্ণয়।	বিষ্ণুভক্তি।
বিষ্ণুর সহস্রনাম।	মূর্ত্তিধ্যান।	পিত্রাখ্যান।	রোগনাশককবচ।	বিষ্ণুনমস্কারফল।
বিষ্ণুর ধ্যান।	বাস্তুমান।	বর্ণধর্ম্ম।	গারুড় ও ত্রৈপুরমন্ত্র।	বিষ্ণুমাহাত্ম্য।
সূর্য্যের পূজা।	প্রসাদলক্ষণ।	দ্রব্যশুদ্ধি।	প্রশ্নচূড়ামণি।	নৃসিংহস্তব।
মৃত্যুঞ্জয়ের অর্চ্চনা।	সর্ব্বদেবপ্রতিষ্ঠা।	শ্রাদ্ধ।	ঘোটকায়ুর্ব্বেদশাস্ত্র।	জ্ঞানামৃত।
মালামন্ত্র।	অষ্টাঙ্গযোগশাস্ত্র।	বিনায়কপূজা।	ঔষধসকলের নাম-কথন।	গুহ্যাষ্টকস্তোত্র।
শিবের অর্চ্চনা।	দানধর্ম্ম।	গ্রহযাগ।	ব্যাকরণ।	বেদান্ত ও সাঙ্খ্যদর্শন-সিদ্ধান্ত।
গণপূজা।	প্রায়শ্চিত্ত।	আশ্রমকীর্ত্তন।	ছন্দঃশাস্ত্র।	ব্রহ্মজ্ঞান।
গোপালের পূজা।	নিধিক্রিয়া।	প্রেতাশৌচ।	সদাচারকথন।	আত্মজ্ঞান।
শ্রীধরের অর্চনা।	দ্বীপনবকাদির বর্ণনা।	নীতিসার।	স্নানবিধি।	গীতাসারের ফলকীর্ত্তন প্রভৃতি।
বিষ্ণুর পূজা।	সূর্য্যব্যূহ।	ব্রতকথা।	বৈশ্বদেবতর্পণ।	
পঞ্চতত্ত্বের অর্চ্চনা।	জ্যোতিষশাস্ত্র।	সূর্য্যবংশবর্ণনা।		

উত্তরখণ্ডে—

ধর্ম্মকথন।	প্রেতপীড়া ও প্রেত-চিহ্ননিরূপণ।	শারীরকস্থাননির্দ্দেশ।	বৃষোৎসর্গের মাহাত্ম্য।	পঞ্চঊর্দ্ধলোকের বিবরণ।
পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মের গতি-কথন।	প্রেতগণের চরিত-কথন।	যমলোকের বিবরণ।	নিষিদ্ধবর্জ্জন।	ব্রহ্মাণ্ডসংস্থানবর্ণনা।
দানাদিফল।	প্রেতত্বপ্রাপ্তির কারণ-নির্দ্দেশ।	প্রেতত্বহইতে উদ্ধার-প্রাপ্তি।	অপমৃত্যুক্রিয়া।	ব্রহ্মাণ্ডানেকচরিত।
ঊর্দ্ধদৈহিকী ক্রিয়া।	প্রেতকৃত্যের বিচার।	মৃত্যুর পূর্ব্বক্রিয়া ও মৃত্যুর পশ্চাৎ কর্ম্ম নিরূপণ।	মানবগণের কর্ম্ম-বিপাককথন।	ব্রহ্মজীবনির্দ্দেশ।
যমলোকের ও যম-লোকপথের বর্ণনা।	সপিণ্ডীকরণ।	ষোড়শশ্রাদ্ধ।	কার্য্যাকার্য্যবিচার।	আত্যন্তিকপ্রলয়।
ষোড়শশ্রাদ্ধফল।	প্রেতত্বমোক্ষ ও তন্নিমিত্ত দান।	স্বর্গপ্রাপ্তিক্রিয়া।	মুক্তিনিমিত্তক বিষ্ণু-ধ্যান।	ফলশ্রুতি প্রভৃতি।
যমমার্গহইতে নিষ্কৃতি-লাভ।	প্রেতসৌখ্যকরদান।	সূতকসঙ্খ্যান।	স্বর্গসৌখ্যনিরূপণ।	—
ধর্ম্মরাজের বৈভব।		নারায়ণবলিক্রিয়া।	ভূর্লোকবর্ণন।	
			সপ্তলোকবর্ণন।	

শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়,
অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণ, তন্ত্রসারাদিবিবিধতন্ত্রসংগ্রহ, ইন্দ্রজালাদিসংগ্রহ, ফলিতজ্যোতিষ, এষ্ট্রলজী, পামিষ্ট্রি প্রভৃতির সম্পাদক
সাং বুতনী জেলা ঢাকা। বৈশাখ, ১২৮৯ সাল।

গরুড়পুরাণম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

ওঁ নমো-গণেশায়। অজমজরমনন্তং জ্ঞানরূপং মহান্তং শিবমমলমনাদিং ভূতদেহাদিহীনং। সকল-করণহীনং সর্ব্বভূতস্থিতং তং হরিমমলমমায়ং সর্ব্বগং বন্দএকং॥ ১॥ নমস্যামি হরিং রুদ্রং ব্রহ্মাণঞ্চ গণাধিপং। দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব মনোবাক্‌কর্ম্মভিঃ সদা॥ ২॥ সূতং পৌরাণিকং শান্তং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদং। বিষ্ণুভক্তং মহাত্মানং নৈমিষারণ্যমাগতং॥ ৩॥ তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন উপবিষ্টং শুভাসনে। ধ্যায়ন্তং বিষ্ণুমনঘং তমভ্যর্চ্চ্যাস্তুবন্ কবিং॥ ৪॥ শৌনকাদ্যা-মহাভাগা-নৈমিষীয়াস্তপোধনাঃ। মুনয়োরবিসঙ্কাশাঃ শান্তা-যজ্ঞপরায়ণাঃ॥ ৫॥

ঋষয়-ঊচুঃ॥ ৬॥ সূত জানাসি সর্ব্বং ত্বং-পৃচ্ছাম স্ত্বা-মতোবয়ং। দেবতানাং হি কোদেব ঈশ্বরঃ পূজ্য-এব কঃ॥ ৭॥ কোধ্যেয়ঃ কোজগ্রৎস্রষ্টা জগৎ পাতি চ হস্তি কঃ। কস্মাৎ প্রবর্ত্ততে ধর্ম্মো-দুষ্টহন্তা চ কঃ স্মৃতঃ॥ ৮॥ তস্য দেবস্য কিং রূপং জগৎ সর্গঃ কথং মতঃ। কৈর্ব্রতৈঃ স তু তুষ্টঃ স্যাৎ কেন যোগেন বাপ্যতে॥ ৯॥ অবতারাশ্চ কে তস্য কথং বংশাদিসম্ভবঃ। বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মাণাং কঃ পাতা কঃ প্রবর্ত্তকঃ॥ ১০॥ এতৎ সর্ব্বং তথান্যচ্চ ব্রূহি সূত মহামতে। নারায়ণকথাঃ সর্ব্বাঃ কথয়াস্মাকমুত্তমাঃ॥ ১১॥

সূত-উবাচ॥ ১২॥ পুরাণং গারুড়ং বক্ষ্যে সারং বিষ্ণুকথাশ্রয়ং। গরুড়োক্তং কশ্যপায় পুরা ব্যাসাচ্ছু তং ময়া॥ ১৩॥ একোনারায়ণো-দেবো-দেবানা-

যিনি জন্মজরাবিহীন, অনাদি, অনন্ত, জ্ঞানস্বরূপ, মহৎ, নির্ম্মল, পাঞ্চভৌতিকদেহশূন্য, নিরিন্দ্রিয়, সর্ব্বভূতব্যাপী ও মায়াবিমুক্ত, সেই সর্ব্বগ হরি ও হরকে বন্দনা করি (১) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, গণাধিপতি ও দেবী সরস্বতী, এই সকল দেবতাদিগকে কর্ম্মমনোবাক্য-দ্বারা নমস্কার করি (২) একদা পুরাণবিৎ, শান্তশীল, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, বিষ্ণুভক্ত, মহাত্মা সূত ঋষি তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইয়া শুভাসনে উপবেশন করিয়া বিষ্ণুচিন্তনতৎপর ছিলেন (৩) এমত সময়ে তত্রত্য-তপোধন, যজ্ঞশীল, শান্তিপরায়ণ, সূর্য্যসমতেজাঃ, মহাভাগ শৌনকাদি ঋষিগণ কবি সূত ঋষিকে অর্চনা করিয়া স্তব করিয়াছিলেন (৪-৫) অনন্তর মুনিগণ বলিলেন, হে সূত! আপনার সর্ব্বতত্ত্ব বিদিত আছে, আমাদিগের প্রশ্নসমূহের যথোচিত উত্তর প্রদান করিয়া সংশয় ভঞ্জন করুন (৬-৭) এই জগতে দেবতাদিগের দেবতা কে? ঈশ্বরই বা কে? কাহাকেই বা পূজা করা যায়? ধ্যানের যথার্থ পাত্র কে? কেই বা পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতেছেন? কোন্ ব্যক্তিহইতে সনাতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে? কোন্ ব্যক্তি দুষ্টকে বিনাশ করিয়া থাকেন? (৮) সেই দেবতার রূপ কি? কি রূপেই বা জগৎ সৃষ্টি হইল? কোন্ কোন্ ব্রতানুষ্ঠান করিলে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন? কোন যোগদ্বারাই বা তাঁহাকে লাভ করা যায়? (৯) সেই জগৎকর্ত্তা কি কি রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন? কি প্রকারে তাঁহার বংশসম্ভব হয়? এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমধর্ম্মের রক্ষক কে ও প্রবর্ত্তক কে? (১০) হে মহামতি সূত! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের নিকট পূর্ব্বোক্ত বিষয়সকল সবিস্তর বর্ণন করুন (১১)।

সূত কহিলেন, আমি গরুড়পুরাণ বর্ণন করিব। এই পুরাণ সর্ব্বপুরাণপ্রধান এবং বিষ্ণুকথায় পরিপূর্ণ। এই পৌরাণিক-কথা পূর্ব্বকালে কশ্যপের নিকট গরুড় বলিয়াছিলেন এবং আমি ব্যাসের নিকট শ্রবণ করিয়াছি (১২-১৩) একমাত্র

মীশ্বরেশ্বরঃ। পরমাত্মা পরংব্রহ্ম জন্মাদ্যস্য যতো-ভবেৎ॥ ১৪ ॥ জগতো-রক্ষণার্থায় বাসুদেবোঽ-জরোঽমরঃ। স কুমারাদিরূপেণ অবতারান্ করো-ত্যজঃ॥ ১৫ ॥ হরিঃ স-প্রথমং দেবঃ কৌমারং সর্গ-মাস্থিতঃ। চচার দুশ্চরং ব্রহ্মন্ ব্রহ্মচর্য্যমখণ্ডিতং॥১৬॥ দ্বিতীয়স্তু ভবায়াস্য রসাতলগতাং মহীং। উদ্ধরিষ্য-ন্নুপাদত্তে যজ্ঞেশঃ শৌকরং বপুঃ॥ ১৭॥ তৃতীয়-মৃষিসর্গন্তু দেবর্ষিত্ব-মুপেত্য সঃ। তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্টে নৈষ্কর্ম্ম্যং কর্ম্মণাং যতঃ॥ ১৮॥ নরনারায়ণো-ভূত্বা তুর্য্যে তেপে তপোঽহরিঃ। ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায় পূজিতঃ স সুরাসুরৈঃ॥ ১৯॥ পঞ্চমঃ কপিলোনাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতং। প্রোবাচ সুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রাম-বিনির্ণয়ং॥ ২০॥ ষষ্ঠমত্রেরপত্যত্বং দত্তঃ প্রাপ্তোঽন-সূয়য়া। আন্বীক্ষিকীমলর্কায় প্রহ্লাদাদিভ্য-উচি-বান্॥ ২১॥ ততঃ সপ্তম-আকূত্যাং রুচের্যজ্ঞো-ঽভ্যজায়ত। সত্যামাত্যৈঃ সুরগণৈর্যষ্টা স্বায়ম্ভুবা-ন্তরে॥ ২২॥ অষ্টমে মেরুদেব্যান্তু নাভের্জাত-উরু-ক্রমঃ। দর্শয়ন্ ধর্ম্ম নারীণাং * সর্ব্বাশ্রমনমস্কৃতম্॥২৩॥ ঋষিভির্যাচিতো-ভেজে নবমং পার্থিবং বপুঃ। দুগ্ধে-মহৌষধের্বিপ্রাস্তেন সংজীবিতাঃ প্রজাঃ॥ ২৪॥ রূপং স-জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুষান্তরসংপ্লবে। নাব্যারোপ্য মহীময্যা-মপাদ্বৈবস্বতং মনুং॥ ২৫॥ সুরাসুরাণা-মুদধিং মথ্নতাং মন্দরাচলং। দধ্রে কমঠরূপেণ পৃষ্ঠ-একাদশে বিভুঃ॥ ২৬॥ ধান্বন্তরং দ্বাদশমং ত্রয়ো-দশমমেব চ। আপ্যায়য়ৎ সুরানন্যান্মোহিন্যা মোহয়ন্ স্ত্রিয়া॥ ২৭॥ চতুর্দ্দশং নারনিংহং দৈত্যদৈত্যেন্দ্র-মূর্জ্জিতং। দদার করজৈরুগ্র-এরকাং কটকৃদ্‌যথা॥২৮॥

নারায়ণ দেবতাদিগেরও দেবতা, ঈশ্বরেরও ঈশ্বর এবং তিনিই পরমাত্মা পর-ব্রহ্ম, তাঁহাহইতেই এই জগতের উৎপত্তি হই-য়াছে (১৪) সেই অজরামর বাসুদেব জগদ্রক্ষণার্থ কুমারাদি নানারূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন (১৫) হরি প্রথমে কুমার অবতার হন। এই অবতারে ভগবান্ বাসুদেব কৌমার অবস্থা অবলম্বন করিয়া দুশ্চর ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন (১৬) দ্বিতীয়ে ভূতভাবন যজ্ঞেশ্বর হরি জগৎ রক্ষা করিবার নিমিত্ত রসাতলগতা পৃথিবীকে উদ্ধার করিব, এই অভিপ্রায়ে বরাহ-শরীর ধারণ করেন (১৭) তৃতীয়ে দেবর্ষিত্ব পরিগ্রহ করিয়া ভগবান্ সাত্বত তন্ত্র বিস্তার করিয়াছেন। ঐ তন্ত্রে নিষ্কাম কর্ম্মের প্রাধান্য বর্ণিত আছে (১৮) চতুর্থে নরনারায়ণাবতার। এই অবতারে নারায়ণ ধর্ম্মরক্ষণার্থ কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সুরাসুরগণ অর্চ্চনা করিয়াছিল (১৯) পঞ্চমে কপিলাবতার। এই অবতারে ভগবান্ সাংখ্যদর্শন প্রণয়নকরিয়া কালকৃত ধর্ম্মবিপ্লব নিবার-ণার্থ পণ্ডিতবর্গকে তত্ত্বনির্ণয়দ্বারা ধর্ম্মমার্গে আনয়ন করিয়া-ছিলেন (২০) ষষ্ঠে দত্তাত্রেয়াবতার। নারায়ণ অত্রি ঋষির ঔরসে অনসূয়ার গর্ভে দত্তাত্রেয় নামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। দত্তা-ত্রেয় প্রহ্লাদাদির নিমিত্ত অলর্ককে আন্বীক্ষিকীবিদ্যার উপদেশ প্রদান করেন (২১) সপ্তমে স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরে নারায়ণ আকূতীর গর্ভে ও রুচির ঔরসে যজ্ঞনামে জন্ম গ্রহণ করিয়া অমাত্য সত্য-গণও সুরগণের সহিত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন (২২) অষ্টমাব-তারে নাভির ঔরসে মেরুদেবীর গর্ভে উরুক্রম নামে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সর্ব্বাশ্রমোচিত নারীধর্ম্ম প্রদর্শন করেন (২৩) নবমে নারায়ণ ঋষিগণের প্রার্থনানুসারে পৃথুনামে জন্মগ্রহণ করিয়া মহোষধিরূপ দুগ্ধদ্বারা প্রজাবর্গকে জীবিত করিয়াছিলেন (২৪) দশমে চাক্ষুষমন্বন্তরের মহাপ্রলয়কালে ভগবান্ মৎস্যরূপী হইয়া মৃণ্ময়ী নৌকাতে আরোপিত করিয়া বৈবস্বত মনুকে রক্ষা করেন (২৫) একাদশে কূর্ম্মাবতার। যৎকালে দেব ও দানবগণ একত্রে মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থন করেন, ঐ সময়ে ভগবান্ নারায়ণ কূর্ম্মরূপ পরিগ্রহ করিয়া পৃষ্ঠদেশে মন্দরাচল ধারণ করিয়াছিলেন (২৬) দ্বাদশে ধান্বন্তরাবতার। হরি ধন্বন্তরিরূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবতাদিগের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশে বিশ্বপতি নারায়ণ মোহিনী-রূপধারণ করিয়া সুরাসুরদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন (২৭) চতুর্দ্দশে ভগবান্ নরসিংহরূপে অবতীর্ণ হইয়া, যেরূপ কট-কারী ব্যক্তি শরতৃণ ছেদকরে, সেইরূপ নখদ্বারা দৈত্যরাজ দৈত্যপতি বলদৃপ্ত হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া তাহার প্রাণসংহার করেন (২৮) পঞ্চদশে বামনাবতার।

* বর্ম্ম বীরণাং।

পঞ্চদশং বামনকো-ভূত্বাগাদধ্বরং বলেঃ। পাদত্রয়ং যাচমানঃ প্রত্যাদিৎসুস্ত্রিপিষ্টপং ॥ ২৯ ॥ অবতারে ষোড়শমে পশ্যন্ ব্রহ্মদ্রুহো নৃপান্। ত্রিঃ সপ্তকৃত্বঃ কুপিতো-নিঃক্ষত্রামকরোন্মহীং ॥ ৩০ ॥ ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ। চক্রে বেদতরোঃ শাখাং দৃষ্ট্বা পুংসোঽল্পমেধসঃ ॥ ৩১ ॥ নরদেবত্বমাপন্নঃ সুরকার্য্যচিকীর্ষয়া। সমুদ্রনিগ্রহাদীনি চক্রে কার্য্যাণ্যতঃ পরং ॥ ৩২ ॥ একোনবিংশে বিংশতিমে বৃষ্ণিষু প্রাপ্য জন্মনী। রামকৃষ্ণাবিতি ভুবো-ভগবানহরদ্ভরং ॥ ৩৩ ॥ ততঃ কলেস্তু সন্ধ্যান্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাং। বুদ্ধোনাম্না জিনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥ ৩৪ ॥ অথ সোঽষ্টমসন্ধ্যায়াং নষ্টপ্রায়েষু রাজসু। ভবিতা বিষ্ণুযশসো-নাম্না কল্কী জগৎপতিঃ ॥ ৩৫ ॥ অবতারাহ্যসংখ্যেয়া-হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ। মনুবেদবিদোহ্যাদ্যাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুকলাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৬ ॥ তস্মাৎ সর্গাদয়ো-জাতাঃ সংপুজ্যাশ্চ ব্রতাদিনা। অষ্টৌ শ্লোকসহস্রাণি তথা চাষ্টৌ শতানি চ। পুরাণং গারুড়ং ব্যাসঃ পুরাঽসৌ মাং ব্রবীদিদং ॥ ৩৭ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

হরি বামনরূপ ধারণ করিয়া বলির যজ্ঞে গমন করেন এবং ত্রিপাদ-ভূমি প্রার্থনাকরিয়া বলিকে দমন ও দেবতাদিগকে স্ব-স্ব-অধিকারে পুনঃস্থাপনপূর্ব্বক রক্ষাকরিয়াছিলেন। ২৯। ষোড়শে ভগবান্ পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন, নৃপতিগণ ব্রহ্মদ্রোহী হইয়াছে। ভার্গব তাহাতে কুপিত হইয়া একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেন। ৩০। সপ্তদশে নারায়ণ সত্যবতীর গর্ভে পরাশরের ঔরসে ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হন। ব্যাসদেব সমস্ত মনুষ্যকে অল্পমেধা বিবেচনাকরিয়া বেদের বিভাগ করেন। ৩১। অষ্টাদশে দেবতাদিগের কার্য্য-সাধনার্থ নরনারায়ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া সমুদ্রনিগ্রহ-প্রভৃতি অশেষহিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন। ৩২। উনবিংশতি ও বিংশতি অবতারে জনার্দ্দন বৃষ্ণিবংশে জন্ম পরিগ্রহকরিয়া বলরাম ও কৃষ্ণ নামে বিখ্যাত হইয়া পৃথিবীর ভার হরণকরিয়াছিলেন। ৩৩। একবিংশতি অবতারে ভগবান্ কলির সন্ধ্যাবসানে দেবদ্বেষিদিগের মোহনার্থ মগধদেশে জিনসুত বুদ্ধরূপে আবির্ভূত হইবেন। ৩৪। অনন্তর কলির অবসানকালে রাজবর্গ নষ্টপ্রায় হইলে, জগৎপতি কল্কিনামে বিষ্ণুযশানামক ব্রাহ্মণের ভবনে অবতীর্ণ হইবেন। ৩৫। হে বিপ্রগণ! হরির কতিপয় অবতারের কথা বর্ণিত হইল। বাস্তবিক সেই সর্ব্বময় জগৎপাতা জগদীশ্বরের অবতার অসংখ্য। মনুপ্রভৃতি বেদবিদ্-আদি মহাত্মগণ সকলেই বিষ্ণুর অংশস্বরূপ। ৩৬। সেই মন্বাদিহইতেই এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে, এজন্যই তাঁহারা ব্রতনিয়মাদিদ্বারা পূজনীয় হইয়াছেন। এই গরুড়পুরাণে অষ্টশতাধিক অষ্টসহস্র সংখ্যক শ্লোক আছে। পূর্ব্বকালে ব্যাসদেব আমার নিকটে এই গরুড়পুরাণ বলিয়াছিলেন। ৩৭।

ইতি প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ঋষয়-উচুঃ ॥ ১ ॥ কথং ব্যাসেন কথিতং পুরাণং গারুড়ং তব। এতৎ সর্ব্বং সমাখ্যাহি পরং বিষ্ণুকথাশ্রয়ং ॥ ২ ॥

সূত-উবাচ ॥ ৩ ॥ অহং হি মুনিভিঃ সার্দ্ধং গতো-বদরিকাশ্রমম্। তত্র দৃষ্টোময়া ব্যাসো-ধ্যায়মানঃ পরেশ্বরং। তং প্রণম্যোপবিষ্টোঽহং পৃষ্টবান্ হি মুনীশ্বরং ॥ ৪ ॥

সূত-উবাচ ॥ ৫ ॥ ব্যাস ব্রূহি হরেরূপং জগৎ-

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন, মহাত্মন্! সূত! ব্যাসদেব কি নিমিত্ত আপনার নিকটে গরুড়োক্ত বিষ্ণুকথাময় পৌরাণিক ইতিবৃত্ত বলিয়াছিলেন, তাহা আমাদিগের সমীপে প্রকাশ করুন। ১-২।

সূত বলিলেন, আমি একদা মুনিগণের সহিত বদরিকাশ্রমে গিয়াছিলাম। সেখানে দেখিলাম, ভগবান্ ব্যাসদেব ঈশ্বর-চিন্তায় তৎপর আছেন। আমি মুনীশ্বর ব্যাসকে যথাবিধি সম্মানপুরঃসর প্রণামকরিয়া উপবেশনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসাকরিলাম (৩-৪), মহাভাগ! ব্যাসদেব! আপনি পরমাত্মা হরির

সর্গাদিকং ততঃ। মন্যে ধ্যায়সি ত্বং যস্মাত্তস্মাজ্জানাসি তং বিভুং ॥ ৬ ॥ এবং পৃষ্টো-যথা প্রাহ তথা বিপ্রা-নিবোধত ॥ ৭ ॥

ব্যাস-উবাচ ॥ ৮ ॥ শৃণু সূত প্রবক্ষ্যামি পুরাণং গারুড়ং তব। সহ নারদদক্ষাদ্যৈর্ব্রহ্মা মামুক্তবান্ যথা ॥ ৯ ॥

সূত-উবাচ ॥ ১০ ॥ দক্ষনারদমুখ্যৈস্তু যুক্তং ত্বাং কথমুক্তবান্। ব্রহ্মা শ্রীগারুড়ং পুণ্যং পুরাণং সারবাচকং ॥ ১১ ॥

ব্যাস-উবাচ ॥ ১২ ॥ অহং হি নারদো-দক্ষো-ভৃগ্বাদ্যাঃ প্রণিপত্য তং। সারং ব্রূহীতি পপ্রচ্ছু-র্ব্রহ্মাণং ব্রহ্মলোকগং ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১৪ ॥ পুরাণং গারুড়ং সারং পুরা রুদ্রঞ্চ মাং যথা। সুরৈঃ সহাব্রবীদ্বিষ্ণুস্তথাহং ব্যাস বচ্মি তে ॥ ১৫ ॥

ব্যাস-উবাচ ॥ ১৬ ॥ কথং রুদ্রং সুরৈঃ সার্দ্ধমব্রবীদ্বা হরিঃ পুরা। পুরাণং গারুড়ং সারং ব্রূহি ব্রহ্মন্ মহার্থকং ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১৮ ॥ অহং গতোঽদ্রিকৈলাসমিন্দ্রাদ্যৈ-র্দৈবতৈঃ সহ। তত্র দৃষ্টোময়া রুদ্রো-ধ্যায়মানঃ পরং পদং ॥ ১৯ ॥ পৃষ্টো-নমস্কৃতঃ কিং ত্বং দেবং ধ্যায়সি শঙ্কর। ত্বত্তোনান্যং পরং দেবং জানামি ব্রূহি মাং ততঃ। সারাৎ সারতরং তত্ত্বং শ্রোতুকামঃ সুরৈঃ সহ ॥ ২০ ॥

রুদ্র-উবাচ ॥ ২১ ॥ অহং ধ্যায়ামি তং বিষ্ণুং পরমাত্মানমীশ্বরং। সর্ব্বদং সর্ব্বগং সর্ব্বং সর্ব্বপ্রাণি-হৃদিস্থিতং ॥ ২২ ॥ ভস্মোদ্ধূলিতদেহস্তু জটামণ্ডল-

---

রূপ ও জগৎসৃষ্টিপ্রভৃতি সবিশেষ বর্ণন করিয়া আমার অভিলাষ পরিপূর্ণ করুন্। আপনি সেই পরমপুরুষ হরিকে চিন্তাকরিতেছেন; সুতরাং তাঁহার স্বরূপ আপনার অপরিজ্ঞাত নাই। ৫-৬। হে দ্বিজগণ! আমি ব্যাসদেবের নিকট এইরূপ প্রশ্ন করিলে, তিনি যেরূপ আমাকে বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৭।

বেদব্যাস বলিলেন, হে সূত! আমি তোমার নিকট গরুড়োক্ত পৌরাণিক ইতিবৃত্ত বর্ণন করিব, শ্রবণ কর। এই পৌরাণিক বিবরণ নারদ ও দক্ষপ্রভৃতি প্রজাপতির সমক্ষে ব্রহ্মা আমাকে বলিয়াছিলেন। ৮-৯।

সূত জিজ্ঞাসাকরিলেন, ভগবন্! দ্বৈপায়ন! আপনি কি কারণে দক্ষনারদাদির সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং কেনই বা ব্রহ্মা আপনার নিকট পুণ্যকথাশ্রয় সারতর গরুড়পুরাণ বলিয়াছিলেন? ১০-১১।

ব্যাস কহিলেন, একদা আমি, নারদ, দক্ষ, ভৃগু-প্রভৃতি মুনিগণ সমবেত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসাকরিলাম যে, প্রভো! আমাদিগের নিকট সারতত্ত্ব বর্ণনকরুন্। ১২-১৩।

ব্রহ্মা বলিলেন, হে বৎস! গরুড়পুরাণ সর্ব্বপুরাণের সারভূত। পূর্ব্বকালেভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণু যে প্রকারে সুরগণের সহিত আমাকে ও মহাদেবকে এই সারতর পৌরাণিক কথা বলিয়াছিলেন, হে ব্যাস! আমিও তাহা অবিতথরূপে তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি। ১৪-১৫।

পুনর্ব্বার ব্যাস জিজ্ঞাসাকরিলেন, ব্রহ্মন্! কি নিমিত্ত বাসুদেব সুরবৃন্দের সহিত মহাদেবের নিকটে গরুড়পুরাণ বলিয়াছিলেন, আপনি অনুকম্পাকরিয়া সেই বিষয় আমাকে বলুন। ১৬-১৭।

ব্রহ্মা বলিলেন, ব্যাস! আমি একদা ইন্দ্রাদি-দেববৃন্দের সহিত কৈলাস পর্ব্বতে গমনকরিয়া দেখিলাম, রুদ্রদেব পরংপদ চিন্তাকরিতেছেন। ১৮-১৯। আমি তাহাকে ধ্যাননিষ্ঠ দেখিয়া নমস্কারকরিয়া জিজ্ঞাসাকরিলাম, শঙ্কর! আপনি কাহার চিন্তা করিতেছেন? আমি আপনি-ভিন্ন অন্য কোন দেবতাকে জানি না। যদি আপনাহইতে প্রধানতর অন্য কোন দেবতা থাকেন, তবে তাহা আমার নিকটে অকপটে প্রকাশ করুন। সেই সারতত্ত্ব শুনিতে অমরবর্গের ও আমার শ্রবণস্পৃহা বলবতী হইতেছে। ২০।

শঙ্কর বলিলেন, আমি সেই সর্ব্বফলপ্রদ, সর্ব্বগ, সর্ব্বান্তরস্থ, পরমাত্মা, পরমেশ্বর বিষ্ণুকে চিন্তাকরিতেছি। ২১-২২। হে পিতামহ! আমি সেই জগদাধার বিষ্ণুর আরাধনার্থ অঙ্গে ভস্ম

মণ্ডিতঃ। বিষ্ণোরারাধনার্থং মে ব্রতচর্য্যা পিতামহ ॥২৩॥ তমেব গত্বা প্রচ্ছামঃ সারং যং চিন্তয়াম্যহং। বিষ্ণুং জিষ্ণুং পদ্মনাভং হরিং দেহবিবর্জ্জিতং ॥ ২৪ ॥ শুচিং শুচিপদং হংসং তৎপদং পরমেশ্বরং। যুক্ত্বা সর্ব্বাত্মনাত্মানং তং দেবং চিন্তয়াম্যহং ॥ ২৫ ॥ যস্মিন্ বিশ্বানি ভূতানি তিষ্ঠন্তি চ বিশন্তি চ। গুণভূতানি ভূতেশে সূত্রে মণিগণাইব ॥ ২৬ ॥ সহস্রাক্ষং সহস্রাঙ্ঘ্রিং সহস্রোরুং বরাননং। অণীয়সামণীয়াংসং স্থবিষ্ঠঞ্চ স্থবীয়সাং। গরীয়সাং গরিষ্ঠঞ্চ শ্রেষ্ঠঞ্চ শ্রেয়সামপি ॥২৭॥ যং বাক্যেষনুবাক্যেষু নিষৎস্বপনিষৎসু চ। গৃণন্তি সত্যকর্ম্মাণং সত্যং সত্যেষু সামসু ॥ ২৮ ॥ পুরাণপুরুষঃ প্রোক্তো-ব্রহ্মা প্রোক্তো-দ্বিজাতিষু। ক্ষয়ে সঙ্কর্ষণঃ প্রোক্তস্তমুপাস্য-মুপাস্মহে ॥ ২৯ ॥ যস্মিন্ লোকাঃ স্ফুরন্তীমে জলেষু শকুলো-যথা। ঋতমেকাক্ষরং ব্রহ্ম যত্তৎ সদসতঃ পরং। অর্চ্চয়ন্তি চ যং দেবাযক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ ॥ ৩০ ॥ যস্যাগ্নিরাস্যং দ্যৌর্ম্মূর্দ্ধা খং নাভিশ্চরণৌ ক্ষিতিঃ। চন্দ্রাদিত্যৌ চ নয়নে তং দেবং চিন্তয়াম্যহং ॥ ৩১ ॥ যস্য ত্রিলোকী জঠরে যস্য কাষ্ঠাশ্চ বাহবঃ। যস্যোচ্ছ্বাসশ্চ পবনঃ তং দেবং চিন্তয়াম্যহং ॥ ৩২ ॥ যস্য কেশেষু জীমূতা-নদ্যঃ সর্ব্বাঙ্গসন্ধিষু। কুক্ষৌ সমুদ্রাশ্চত্বারস্তং দেবং চিন্তয়াম্যহং ॥ ৩৩ ॥ পরঃ কালাৎ পরোযজ্ঞাৎ পরঃ সদসতশ্চ যঃ। অনাদিরাদির্বিশ্বস্য তং দেবং চিন্তয়াম্যহং ॥ ৩৪ ॥ মনসশ্চন্দ্রমা যস্য চক্ষুষোশ্চ দিবাকরঃ। মুখাদগ্নিশ্চ সংযজ্ঞে তং দেবং চিন্তয়াম্যহং ॥ ৩৫॥ পদ্ভ্যাং যস্য ক্ষিতির্জাতা শ্রোত্রাভ্যাঞ্চ তথা দিশঃ। মূর্দ্ধভাগাদ্দিবং যস্য তং দেবং চিন্তয়াম্যহং ॥৩৬॥ সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোমন্বন্তরাণি চ। বংশানুচরিতং যস্মাত্তং দেবং চিন্তয়াম্যহং ॥ ৩৭ ॥ যং ধ্যায়াম্যহমেতস্মাদ্‌জ্জামঃ সারমীক্ষিতুং ॥ ৩৮ ॥

লেপন ও মস্তকে জটাকলাপ ধারণকরিয়া ব্রতচর্য্যায় নিরত আছি। ২৩। আমরা সকলে মিলিত হইয়া যে পাঞ্চভৌতিকদেহবিহীন পদ্মনাভ হরির নিকটে গমনকরিয়া সারতত্ত্ব জিজ্ঞাসাকরিব, আমি সেই পরাৎপর বিষ্ণুকে চিন্তাকরিতেছি। ২৪। যিনি নির্ম্মল, শুদ্ধপদ, পরমেশ্বর, সেই হরিকে সর্ব্বপ্রকারে আত্মার সহিত যুক্ত করিয়া চিন্তাকরিতেছি। ২৫। যাঁহাতে সকল ভূত বর্ত্তমান আছে, প্রলয়কালেও যাঁহাতে ঐ ভূতসমূহ প্রবেশকরে এবং যে সর্ব্বভূতেশ্বরে সকল গুণ সূত্রে গ্রথিত মণিগণের ন্যায় আবদ্ধ আছে, সেই বিশ্বনাথকে চিন্তাকরিতেছি। ২৬। সেই মহাপুরুষ সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ, সহস্রোরু ও শ্রেষ্ঠবদন। তিনি সূক্ষ্মহইতে সূক্ষ্মতম, স্থূলহইতে স্থূলতম, গুরুহইতে গুরুতম এবং শ্রেষ্ঠহইতে শ্রেষ্ঠতম। ২৭। বেদোপনিষদাদিবাক্যে যে সত্যকর্ম্মা সত্যময় জনার্দ্দনের গুণ বর্ণিত আছে, যিনি আদিপুরুষ, সেই সঙ্কর্ষণ পরমারাধ্য ব্রহ্মের উপাসনা করিতেছি। ২৯। যেরূপ জলেতে শকুল মৎস্য ভাসমান থাকে, সেইরূপ সমস্তলোক সেই পরমাত্মা পুরম পুরুষে প্রকাশ পাইতেছে। দেব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগগণ যে একাক্ষর সত্য ও নিত্য পরংব্রহ্মকে অর্চ্চনা করে (৩০), অগ্নি যাঁহার মুখ, স্বর্গ যাঁহার মস্তক, আকাশ যাঁহার নাভি, পৃথিবী যাঁহার চরণ এবং চন্দ্র ও সূর্য্য যাঁহার নয়নদ্বয়, সেই দেবদেব সনাতন বিষ্ণুকে চিন্তাকরিতেছি।৩১। যাঁহার জঠরে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল, এই ত্রিলোক বর্ত্তমান আছে, কাষ্ঠসকল যাঁহার বাহু ও পবন যাঁহার নিশ্বাস, সেই অদ্বিতীয় নারায়ণকে চিন্তাকরিতেছি।৩২। মেঘসকল যাঁহার কেশ, নদীসকল যাঁহার অঙ্গসন্ধি ও লবণাদি চারি সমুদ্র যাঁহার উদর, সেই দেবাদিদেব অজরামর হরিকে চিন্তাকরিতেছি। ৩৩। যিনি কালের পরবর্ত্তী, যজ্ঞাদিদ্বারা অপ্রাপ্য, জগতে সৎ ও অসৎ যে কিছু পদার্থ আছে, তৎসমুদায়েরই অতিরিক্ত, এবং জগতের আদি ও যাহার আদি কিছুই নাই, সেই বিশ্বনিয়ন্তা জনার্দ্দনকে চিন্তাকরিতেছি। ৩৪। যাহার মনঃহইতে চন্দ্র, চক্ষুঃহইতে সূর্য্য এবং মুখহইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই অনাথনাথ জগন্নাথকে চিন্তাকরিতেছি। ৩৫। যাঁহার চরণদ্বয়হইতে পৃথিবী, শ্রবণহইতে দিক্ এবং মস্তকহইতে স্বর্গ সৃষ্টিহইয়াছে, সেই ত্রিলোকীনাথ বাসুদেবকে চিন্তাকরিতেছি।৩৬। যিনি জগৎসৃষ্টির আদিকারণ, দক্ষাদিপ্রজাপতিবর্গকে যিনি সৃষ্টিকরিয়াছেন এবং যাঁহাহইতে বংশ ও মন্বন্তর প্রবর্ত্তিত ও বংশানুচরিত কীর্ত্তিত হয়, সেই অনাদি বিশ্বনিদান জগৎপাতাকে চিন্তাকরিতেছি। ৩৭। আমি সারতত্ত্ব অবগতির নিমিত্তই সেই পরাৎপর বিষ্ণুর চিন্তায় নিরত রহিয়াছি। ৩৮।

ব্রহ্মো-বাচ ॥ ৩৯ ॥ ইত্যুক্তো-ঽহং পুরা রুদ্রঃ শ্বেতদ্বীপনিবাসিনং। স্তুত্বা প্রণম্য তং বিষ্ণুং শ্রোতুকামাঃ কিল স্থিরাঃ ॥ ৪০ ॥ অস্মাকং মধ্যতো-রুদ্র-উবাচ পরমেশ্বরং। সারাৎসারতরং বিষ্ণুং পৃষ্টবাং-স্তং প্রণম্য বৈ ॥ ৪১ ॥

ব্রহ্মোবাচ ॥ ৪২ ॥ যথা পৃচ্ছসি মাং ব্যাসস্তথাসৌ ভগবান্ ভবঃ। পপ্রচ্ছ বিষ্ণুং দেবাদ্যৈঃ শৃণ্বতো-মম-ৈব সহ ॥ ৪৩ ॥

রুদ্র-উবাচ ॥ ৪৪ ॥ হরে কথয় দেবেশ দেবদেবঃ ক-ঈশ্বরঃ। কোধ্যেয়ঃ কশ্চ বৈ পূজ্যঃ কৈর্ব্রতৈস্তুষ্যতে পরঃ ॥ ৪৫ ॥ কৈর্দ্ধর্ম্মৈঃ কৈশ্চ নিয়মৈঃ কয়া বা ধর্ম্মপূজয়া। কেনাচারেণ তুষ্টঃ স্যাৎ কিং তদ্রূপঞ্চ তস্য বৈ ॥ ৪৬ ॥ কস্মাদ্দেবাজ্জগজ্জাতং জগৎ পালয়তে চ কঃ। কীদৃশৈরবতারৈশ্চ কস্মিন্ যাতি লয়ং জগৎ ॥৪৭॥ সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোমন্বন্তরাণি চ। কস্মাদ্দেবাৎ প্রবর্ত্তন্তে কাস্মন্নেতৎ প্রাতষ্ঠিতং। এতৎ সর্ব্বং হরে ব্রূহি যচ্চান্যদপি কিঞ্চন ॥ ৪৮ ॥ পরমেশ্বরমাহাত্ম্যং যুক্তযোগাদিকন্তথা। তথাষ্টাদশবিদ্যাশ্চ হরীরুদ্রং ততোঽব্রবীৎ ॥ ৪৯ ॥

হরিরুবাচ ॥ ৫০ ॥ শৃণু রুদ্র প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মণা চ সুরৈঃ সহ। অহং হি দেবোদেবানাং সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বরঃ ॥ ৫১ ॥ অহং ধ্যেয়শ্চ পূজ্যশ্চ স্তুত্যোঽহং স্তুতিভিঃ সুরৈঃ। অহং হি পূজিতো-রুদ্র দদামি পরমাং গতিং ॥ ৫২ ॥ নিয়মৈশ্চ ব্রতৈস্তুষ্ট-আচারেণ চ মানবৈঃ। জগৎস্থিতেরহং বীজং জগৎকর্ত্তা ত্বহং শিব ॥ ৫৩ ॥ দুষ্টনিগ্রহকর্ত্তা হি ধর্ম্মগোপ্তা ত্বহং হর। অবতারৈশ্চ মৎস্যাদ্যৈঃ পালয়াম্যখিলং জগৎ ॥ ৫৪ ॥ অহং মন্ত্রাশ্চ মন্ত্রার্থঃ পূজাধ্যানপরোহ্যহং। স্বর্গাদীমাশ্চ কর্ত্তাহং স্বর্গাদীন্যঽমেব চ ॥ ৫৫ ॥ জ্ঞাতা শ্রোতা তথা মন্তা বক্তা বক্তব্যমেব চ। সর্ব্বঃ সর্ব্বাত্মকো-দেবো-

ব্রহ্মা বলিলেন, আমাকে রুদ্র এইরূপ বলিলেন। অনন্তর রুদ্র, দেবনিকর এবং আমি সমবেত হইয়া শ্বেতদ্বীপনিবাসী বিষ্ণুকে প্রণতিপূর্ব্বক স্তবকরিয়া সারতত্ত্ব-শ্রবণমানসে দণ্ডায়মান রহিলাম।৩৯-৪০। কিয়ৎকাল-পরে আমাদিগের মধ্যে মহাদেব পরাৎপর বিষ্ণুকে প্রণামকরিয়া সারতত্ত্ব জিজ্ঞাসাকরিলেন।৪১।

পুনর্ব্বার ব্রহ্মা ব্যাসদেবকে বলিলেন, হে সত্যবতীনন্দন! তুমি যেরূপ আমাকে জিজ্ঞাসাকরিলে, ভবানীপতি শিব দেবগণের সহিত সেইরূপ বিষ্ণুর নিকটে প্রশ্নকরিয়াছিলেন, সেই সকল কথা আমি বলিতেছি, শ্রবণকর। ৪২-৪৩।

মহাদেব নারায়ণকে বলিলেন, দেবপতে! আপনি আমার প্রশ্নের সদুত্তর প্রদানকরুন। দেবাদিদেব ঈশ্বর কে? কাহাকেই বা ধ্যান ও পূজা করা যায়? কিরূপ ব্রতানুষ্ঠানে, কিরূপ ধর্ম্মাবলম্বন, কিরূপ নিয়মাচরণে, কিপ্রকারে পূজা করিলে ও কোন্ কোন্ আচার আশ্রয়করিলে, তিনি সন্তুষ্ট থাকেন এবং সেই ঈশ্বরের রূপ কি (৪৪-৪৬)? কোন্ দেবহইতে এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে? কোন্ দেবই বা কি কি রূপে অবতীর্ণ হইয়া এই অখিল সংসার পালনকরিতেছেন এবং কোন্ দেবেই বা অন্তসময়ে সমস্ত ভুবন বিলীন হয়? ৪৭। নারায়ণ! আদিসৃষ্টি, প্রজাপতিসৃষ্টি, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত কোন্ দেবহইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং কোন্ দেবেই বা এই সকল প্রতিষ্ঠিত আছে? এই সকল এবং অন্যান্য সারতত্ত্ব আমার নিকটে প্রকাশকরিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন। ৪৮। অনন্তর বিশ্বকর্ত্তা হরি মহাদেবের নিকটে পরমেশ্বরমাহাত্ম্য, যুক্তযোগাদি ও অষ্টাদশ বিদ্যা বলিলেন। ৪৯।

হরি বলিলেন, হে রুদ্র! হে ব্রহ্মন্! হে দেবগণ! তোমরা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। আমিই দেবগণের দেবতা। আমিই নিখিলভুবনের ঈশ্বর। ৫০-৫১। অমরগণ আমাকেই ধ্যান, পূজা ও স্তব করিয়া থাকেন। হে শঙ্কর! আমাকেই আরাধনাকরিলে, আমি পরমা গতি প্রদানকরি। ৫২। মানবগণ ব্রত, নিয়ম ও আচারদ্বারা আমাকেই সন্তুষ্ট করিয়া থাকে। হে শিব! আমিই এই অনন্ত জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি করিতেছি। ৫৩। আমিই দুষ্টনিগ্রহার্থ যুগে যুগে মৎস্যাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম রক্ষণ ও অখিল সংসার পালন-করিতেছি। ৫৪। আমি মন্ত্র, মন্ত্রপ্রতিপাদ্য যে দেবতা, তাহাও আমি এবং ধ্যানিপরায়ণ পূজকও আমি। আমি স্বর্গাদি সৃষ্টিকরিয়াছি এবং সেই সৃষ্ট স্বর্গাদিও আমার রূপভেদমাত্র। ৫৫। দর্শন-শ্রবণমননাদি-জন্য জ্ঞানের আশ্রয় যে আত্মা, তাহাও আমি। বক্তা

ভুক্তিমুক্তিকরঃ পরঃ ॥ ৫৬ ॥ ধ্যানং পুজোপহারোঽহং মণ্ডলান্যহমেব চ। ইতিহাসান্যহং রুদ্র সর্ব্বদেবোঽপ্যহং শিব ॥ ৫৭ ॥ সর্ব্বজ্ঞানান্যহং শম্ভো ব্রহ্মাত্মাহ-মহং শিব। অহং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকঃ সর্ব্বদেবাত্মকোঽপ্যহং ॥৫৮॥ অহং সাক্ষাৎ সদাচারো ধর্ম্মোঽহং বৈষ্ণবোঽপ্যহং। বর্ণাশ্রমাস্তথা চাহং তদ্ধর্ম্মোঽহং পুরাতনঃ ॥ ৫৯ ॥ যমোঽহং নিয়মোরুদ্র ব্রতানি বিবিধানি চ। অহং সূর্য্যস্তথা চন্দ্রো মঙ্গলাদীন্যহং তথা ॥ ৬০ ॥ পুরা মাং গরুড়ঃ পক্ষী তপসারাধয়দ্ভুবি। তুষ্ট-উচে বরং ব্রূহি মত্তো-বব্রে বরং স চ ॥ ৬১ ॥

গরুড়-উবাচ ॥ ৬২ ॥ মম মাতা চ বিনতা নাগৈর্দাসীকৃতা হরে। যথাহং দৈবতান্ জিত্বা চামৃতং হ্যানয়াম্যি তং ॥ ৬৩ ॥ দাস্যাদ্বিমোক্ষয়িষ্যামি যথাহং বাহনস্তব। মহাবলো মহাবীর্য্যঃ সর্ব্বজ্ঞো নাগদারণঃ। পুরাণসংহিতাকর্ত্তা যথাহং স্যাং তথা কুরু ॥ ৬৪ ॥

বিষ্ণুরুবাচ.॥ ৬৫ ॥ যথা ত্বয়োক্তং গরুড় তথা সর্ব্বং ভবিষ্যতি। নাগদাস্যান্মাতরং ত্বং বিনতাং মোক্ষয়িষ্যসি ॥ ৬৬ ॥ দেবাদীন্ সকলান্ জিত্বা চামৃতং হ্যানয়িষ্যসি। মহাবলো বাহনস্ত্বং ভবিষ্যসি বিষার্দ্দনঃ ॥৬৭॥ পুরাণং মৎপ্রসাদাচ্চ মম মাহাত্ম্যবাচকং। যদুক্তং মৎস্বরূপঞ্চ তব চাবির্ভবিষ্যতি ॥৬৮॥ গারুড়ং তব নাম্না তল্লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি। যথাহং দেবদেবানাং শ্রীঃ খ্যাতা বিনতাসুত। তথা খ্যাতিং পুরাণেষু গারুড়ং গরুড়েষ্যতি ॥ ৬৯ ॥ যথাহং কীর্ত্তনীয়োঽথ তথা ত্বং

আমি ও বক্তব্যবিষয়ও আমি। এই জগতে যতপ্রকার পদার্থ আছে, সেই সকল আমারই স্বরূপ। সর্ব্বদেব আমি এবং আমিই সাধকদিগকে ভুক্তি ও মুক্তি প্রদানকরিয়া থাকি। ৫৬। হে রুদ্র! ধ্যান, পূজা, উপহারাদি সকলই আমার অংশ। হে শিব! আমি সর্ব্বময়; আমিভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই। পৌরাণিক ইতিহাসে আমারই চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। হে শম্ভো! আমি সর্ব্বদেবস্বরূপ এবং সর্ব্বজ্ঞানময় পরমাত্মা পরংব্রহ্ম। আমিই ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মাসৃষ্ট সমস্তলোকও আমি। ৫৭-৫৮। আমি সাক্ষাৎ সদাচার, আমি ধর্ম্ম, আমি বৈষ্ণব, আমি সর্ব্ববর্ণাশ্রম এবং আমিই সর্ব্ববর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম ও পুরাণপুরুষ। ৫৯। হে চন্দ্রশেখর! আমিই যমনিয়মাদি বিবিধ ব্রত। আমি সূর্য্য, আমি চন্দ্র এবং আমিই মঙ্গলাদিগ্রহ। ৬০। পূর্ব্বকালে একদা পক্ষিরাজ গরুড় কঠোর তপস্যাদ্বারা আমার আরাধনা করিয়াছিল। আমি খগরাজের তপশ্চরণে পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলাম, হে বিনতানন্দন! তুমি আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। অনন্তর আমার নিকটে বিহঙ্গরাজ বরগ্রহণে প্রবৃত্ত হইল। ৬১।

গরুড় বলিলেন, নারায়ণ! আমার মাতা বিনতা নাগলোকে দাসীবৃত্তি অবলম্বনকরিয়া কাল যাপনকরিতেছেন। আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর প্রদানকরুন যে, আমি যেন দেবতাদিগকে পরাজয়করিয়া অমৃত আনায়নকরিতে পারি (৬২-৬৩), আমি জননীকে দাস্যহইতে বিমোচিত করিয়া আপনার বাহন হইয়া থাকি, মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া নাগসকলকে বিদারণকরিতে পারি, আমার সর্ব্বজ্ঞতা-শক্তি জন্মে ও আমি পুরাণ প্রণয়নকরিতে পারি, এই সকল আমার প্রার্থনীয়। ভগবন্! আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনকরিয়া আমাকে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসমূহে শক্তি প্রদানকরুন। ৬৪।

বিহগরাজ গরুড় এইরূপ বর প্রার্থনাকরিলে, বিষ্ণু বলিলেন, বৈনতেয়! তোমার কথিত বিষয়সকল সফল হইবে, আমি তোমাকে অভিলষিত বর প্রদানকরিলাম। তুমি নাগলোকগতা জননী বিনতাকে দাস্যহইতে পরিত্রাণ করিতে পারিবে (৬৫-৬৬), দেবগণকে জয়করিয়া অমৃতানয়নে তোমার ক্ষমতা জন্মিবে, মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া আমার বাহন হইতে পারিবে এবং তোমার নাগবিদারণে শক্তি হইবে। ৬৭। হে খগেশ্বর! তুমি আমার প্রসাদে পুরাণসংহিতা প্রণয়নকরিয়া আমার মাহাত্ম্য বর্ণনকরিবে। আমার যে স্বরূপ উক্ত আছে, সেই স্বরূপ তোমাতেও আবির্ভূত হইবে, তুমি জ্ঞাননেত্রে আমার স্বরূপ দেখিতে পাইবে। ৬৮। তোমার প্রণীত পুরাণ গরুড়পুরাণ নামে লোকে বিখ্যাত হইবে। হে বিনতাতনয়! যেরূপ দেবতাদিগের মধ্যে আমার শ্রী বিখ্যাত আছে, সেইরূপ সর্ব্বপুরাণের মধ্যে গারুড় পুরাণ খ্যাতি লাভকরিবে। ৬৯। যেরূপ লোকে আমাকে কীর্ত্তনকরে, সেইরূপ তুমিও জগতে কীর্ত্তনীয় হইবে।

গরুড়াত্মনা। মাং ধ্যাত্বা পক্ষিমুখোদং পুরাণং গদ গারুড়ং ॥ ৭০ ॥

ইত্যুক্তো-গরুড়োরুদ্র কশ্যপায়াহ পৃচ্ছতে। কশ্যপো-গারুড়ং শ্রুত্বা বৃক্ষং দগ্ধমজীবয়ৎ ॥ ৭১ ॥ স্বয়ঞ্চান্যমনা-ভূত্বা বিদ্যয়ান্যান্যজীবয়ৎ ॥ যক্ষি ওঁ উং স্বাহা জাপী বিদ্যেয়ং গারুড়ী পরা। গরুড়োক্তং গারুড়ং হি শৃণু রুদ্র মহাত্মকং ॥ ৭২ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে প্রশ্নাধ্যায়োনাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ ইতি রুদ্রাজজোবিষ্ণোঃ শুশ্রাব ব্রহ্মণোমুনিঃ। ব্যাসোব্যাসাদহং বক্ষ্যে হস্ত শৌনক নৈমিষে ॥ ২ ॥ মুনীনাং শৃণ্বতাং মধ্যে সর্গাদ্যং দেব-পূজনং। তীর্থং ভুবনকোষঞ্চ মন্বন্তর-মিহোচ্যতে ॥৩॥ বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মাংশ্চ দানরাজ্যাদিধর্ম্মকাঃ। ব্যবহারো-ব্রতং বংশা বৈদ্যকং সনিদানকং ॥৪॥ অঙ্গানি প্রলয়ো-ধর্ম্মকামার্থজ্ঞানমুত্তমং। সপ্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চং কৃতং বিষ্ণোর্নিগদ্যতে। পুরাণে গারুড়ে সর্ব্বং গরুড়ো ভগ-বান্ হরিঃ ॥ ৫ ॥ বাসুদেবপ্রসাদেন সামর্থ্যাতিশয়ৈ-র্যুতঃ। ভূত্বা হরের্ব্বাহনঞ্চ সর্গাদীনাঞ্চ কারণং। দেবান্ বিজিত্য গরুড়ো অমৃতাহরণস্তথা ॥ ৬ ॥ চক্রে ক্ষুধাহতং যস্য ব্রহ্মাণ্ডমুদরে হরেঃ। যং দৃষ্ট্বা স্মৃত-মাত্রেণ নাগাদীনাঞ্চ সংক্ষয়ং ॥ ৭ ॥ কশ্যপোগারুড়া-দ্বৃক্ষং দগ্ধং চাজীবয়দ্যতঃ। গরুড়ঃ স হরিস্তেন প্রোক্তং শ্রীকশ্যপায় চ ॥ ৮ ॥ তৎ শ্রীমদ্গারুড়ং পুণ্যং সর্ব্বদং পঠিতং তব। হরীরিতিঞ্চ রুদ্রায় শৃণু শৌনক তদ্-যথা ॥ ৯ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

হে পক্ষিশ্রেষ্ঠ! তুমি আমাকে চিন্তাকরিয়া পুরাণ প্রণয়নকর, তবেই তুমি সকলপ্রযত্ন হইতে পারিবে। ৭০।

ভগবান্ বিষ্ণু গরুড়কে এইরূপ উপদেশ দিলেন। অনন্তর কশ্যপ জিজ্ঞাসাকরিলে, খগরাজ কশ্যপকে পুরাণ-ইতিবৃত্ত বলি-লেন। কশ্যপ গরুড়পুরাণ শ্রবণকরিয়া মৃতসঞ্জীবনী-বিদ্যাবলে একটি দগ্ধবৃক্ষ সঞ্জীবিত করিলেন এবং স্বয়ং অন্যমনাহইয়া বহুল মৃত পদার্থ বাঁচাইলেন। "যক্ষি ওঁ উং স্বাহা" এইটি গরুড়োক্ত সঞ্জীবনী-মন্ত্র; এই মন্ত্র জপকরিবে। হে রুদ্র! গরুড় স্বরচিত পুরাণে যে যে বিষয় বলিয়াছেন, সেই সমুদয় তোমার নিকটে বলিতেছি, শ্রবণকর। ৭১-৭২।

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

সূত বলিলেন, এইরূপে ব্রহ্মা ও মহাদেব গরুড়োক্ত পৌরা-ণিক ইতিবৃত্ত বিষ্ণুর নিকটে শুনিয়াছিলেন; মুনিবর ব্যাসদেব ব্রহ্মার সমীপে শ্রবণকরেন; হে শৌনক! আমি ব্যাসের প্রসাদে এই পৌরাণিক বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, এই নৈমিষক্ষেত্রে তোমা-দের সমীপে বলিতেছি, শ্রবণকর। ১-২। সৃষ্টি, স্থিত ও প্রলয়, দেবার্চ্চন, তীর্থমাহাত্ম্য, ভুবনবৃত্তান্ত ও মন্বন্তর এইক্ষণ কথিত হইতেছে (৩) এবং বর্ণ-ধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম, দানধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, ব্যবহার, ব্রত, বংশানুচরিত, চিকিৎসাশাস্ত্র, নিদানশাস্ত্র, ষড়ঙ্গ, প্রলয়, ধর্ম্মকামার্থজ্ঞান, বিষ্ণুর স্থূল ও সূক্ষ্ম-স্বরূপ ইত্যাদি সমস্ত গরুড়পুরাণে নিগদিত হইবে। ৪-৫। গরুড় বাসুদেবের প্রসাদে ও স্বীয় সামর্থ্যের আতিশয্যহেতু বিষ্ণুর বাহন হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ হইয়াছিলেন এবং দেবাসুর জয়করিয়া অমৃত আহরণকরেন। ৬। যে বিশ্বম্ভরের উদরে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড বর্ত্তমান আছে, গরুড় সেই ভগবান্‌কেও ক্ষুধাহত করিয়া-ছিলেন। গরুড়কে দর্শন অথবা তাঁহাকে স্মরণ-করিলে, সর্প-গণ বিনাশ পায়। ৭। গারুড়মন্ত্রবলে কশ্যপ দগ্ধবৃক্ষ সঞ্জী-বিত করিয়াছিলেন। এই পুরাণ প্রথমে গরুড় কশ্যপের নিকটে বলেন, হরি কশ্যপের নিকট-শ্রবণ করেন। হরি যেরূপে মহা-দেবকে বলিয়াছিলেন, শৌনক! আমিও সেইরূপ তোমাদি-গের নিকটে বলিতেছি, শ্রবণকর। ৮-৯।

ইতি তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থোঽধ্যায়।

রুদ্র-উবাচ ॥ ১ ॥ সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোমন্বন্তরাণি চ। বংশানুচরিতঞ্চৈব এতদ্ ব্রূহি জনার্দ্দন ॥২॥

হরিরুবাচ ॥ ৩ ॥ শৃণু রুদ্র প্রবক্ষ্যামি সর্গাদীন্ পাপনাশনাম্। সর্গস্থিতিপ্রলয়ান্তাং বিষ্ণোঃ ক্রীড়াং পুরাতনীং ॥ ৪ ॥ নরনারায়ণো-দেবো-বাসুদেবো-নিরঞ্জনঃ। পরমাত্মা পরংব্রহ্ম জগজ্জনিলয়াদিকৃৎ ॥৫॥ যদেতৎ সর্ব্বমেবৈতদ্ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপবৎ। তথা পুরুষরূপেণ কালরূপেণ চ স্থিতং ॥ ৬ ॥ ব্যক্তং বিষ্ণুস্তথাব্যক্তং পুরুষঃ কালএব চ। ক্রীড়তোবালকস্যেব চেষ্টাস্তস্য নিশাময় ॥ ৭ ॥ অনাদিনিধনোধাতা ত্বনন্তঃ পুরুষোত্তমঃ। তস্মাদ্ভবতি চাব্যক্তং তস্মাদাত্মাপি জায়তে ॥ ৮॥ তস্মাদ্ বুদ্ধির্ম্মনস্তস্মাত্ততঃ খং পবনস্ততঃ। তস্মাত্তেজস্ততস্তাপস্ততোভূমিস্ততোঽসৃজৎ ॥৯॥ অণ্ডো-হিরণ্ময়োরুদ্র তস্যান্তঃ স্বয়মেব হি। শরীরগ্রহণং পূর্ব্বং সৃষ্ট্যর্থং কুরুতে প্রভুঃ ॥ ১০ ॥ ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখোভূত্বা রজোমাত্রাধিকঃ সদা। শরীরগ্রহণং কৃত্বাঽসৃজদেতচ্চরাচরং ॥ ১১ ॥ অণ্ডস্যান্তর্জ্জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষং। স্রষ্টা সৃজতি চাত্মানং বিষ্ণুঃ পাল্যঞ্চ পাতি চ। উপসংহ্রিয়তে চান্তে সংহর্ত্তা চ স্বয়ং হরিঃ ॥ ১২ ॥ ব্রহ্মা ভূত্বাসৃজদ্বিষ্ণুর্জ্জগৎ পাতি হরিঃ স্বয়ং। রুদ্ররূপী চ কল্পান্তে জগৎ সংহরতে প্রভুঃ॥১৩॥ ব্রহ্মা তু সৃষ্টিকালেঽস্মিন্ জলমধ্যগতাং মহীং। দংষ্ট্রোদ্ধরতি যে জ্ঞাত্বা বারাহীমাস্থিতং তনুং ॥ ১৪ ॥ দেবাদিসর্গান্বক্ষ্যেঽহং সংক্ষেপাচ্ছৃণু শঙ্কর। প্রথমোমহতঃ সর্গো-বিরূপো ব্রহ্মণস্তু সঃ॥১৫॥ তন্মাত্রাণাং দ্বিতীয়স্তু ভূতসর্গোহি সঃ স্মৃতঃ। বৈকারিক স্তৃতীয়স্তু সর্গশ্চেন্দ্রিয়কঃ স্মৃতঃ ॥১৬॥ ইত্যেষঃ প্রাকৃতঃ সর্গঃ সম্ভূতো-বুদ্ধিপূর্ব্বকঃ। মুখ্য-সর্গশ্চতুর্থস্তু মুখ্যাবৈ স্থাবরাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৭ ॥ তির্য্যক্

চতুর্থ অধ্যায়।

মহাদেব বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসাকরিলেন, জনার্দ্দন! আপনি সৃষ্টির আদিবিবরণ, প্রজাপতিদিগের উৎপত্তি, সেই সকল প্রজাপতিহইতে বংশবিস্তার ও মন্বন্তরবৃত্তান্ত আমার নিকটে বর্ণনকরুন। ১-২।

হরি বলিলেন, রুদ্র! আমি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়রূপা পাপনাশিনী বিষ্ণুর পুরাতনী ক্রীড়া বলিতেছি, শ্রবণকর। ৩-৪। নরনারায়ণ, জ্যোতির্ম্ময়, পরমাত্মা, পরংব্রহ্ম, দেবাদিদেব বাসুদেব এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতেছেন। ৫। সেই পরংব্রহ্মই ব্যক্ত ও অব্যক্ত-নিখিল-জগৎস্বরূপ। তিনিই পুরুষরূপে এবং কালরূপে এই জগতে বিদ্যমান আছেন। ৬। সেই বিষ্ণু ব্যক্তপুরুষস্বরূপ ও অব্যক্ত-কালস্বরূপ। শিশুগণ যেরূপ ক্রীড়াকালে নানাকার্য্য করিয়া থাকে, তিনিও সেইরূপ যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণকর। ৭। সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরের আদি ও অবসান নাই, তিনিই এই জগতের বিধাতা, অনন্ত ও পুরুষোত্তম। সেই পরমেশ্বরহইতে ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগৎ ও আত্মার উৎপত্তি হইয়াছে। ৮। সেই আত্মাহইতে বুদ্ধি, বুদ্ধিহইতে মনঃ, মনঃহইতে আকাশ, আকাশহইতে বায়ু, বায়ুহইতে তেজঃ, তেজঃহইতে জল এবং জলহইতে ভূমি উৎপন্ন হইল। ৯। হে রুদ্র! অনন্তর হিরণ্ময় অণ্ড সমুৎপন্ন হইল। সেই অণ্ডের মধ্যে স্বয়ং প্রভু জগৎসৃষ্টির নিমিত্ত শরীর গ্রহণকরিলেন। ১০। পরে প্রভু চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মারূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া রজোগুণাশ্রয়-পূর্ব্বক এই দৃশ্যমান চরাচর জগৎ সৃষ্টিকরিয়াছিলেন। ১১। সেই অণ্ডমধ্যে দেবাসুরমানুষসমবেত চরাচর জগৎ উৎপন্ন হইল। এইরূপে ব্রহ্মা সৃষ্টিকরিতেছেন, স্বয়ং বিষ্ণু পালনকরিতে থাকিলেন এবং হরি স্বয়ং রুদ্ররূপী হইয়া অন্তসময়ে নিখিল জগৎ সংহারকরিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১২। একমাত্র স্বয়ং জগন্নাথ প্রভু ব্রহ্মরূপে সৃষ্টি, বিষ্ণুরূপে পালন এবং কল্পাবসানে রুদ্ররূপে সংহার করেন। ১৩। ব্রহ্মা সৃষ্টিকালে বরাহরূপ ধারণ করিয়া জলমগ্না পৃথিবীকে দন্তদ্বারা উদ্ধারকরিয়াছিলেন। ১৪। হে শঙ্কর! আমি দেবাদি সৃষ্টি সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণকর। প্রথমে পরমেশ্বরহইতে মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। ঐ মহত্তত্ত্ব ব্রহ্মের বিকারস্বরূপ। ১৫। দ্বিতীয়ে তন্মাত্র-সৃষ্টি, অর্থাৎ ক্ষিত্যাদিপঞ্চভূত উৎপন্ন হইল। ইহা ভূতসৃষ্টিশব্দে আখ্যাত হয়। তৃতীয়ে বৈকারিক-সৃষ্টি, অর্থাৎ ঐ ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতহইতে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়। ১৬। এই সকল সৃষ্টিকেই প্রাকৃত সৃষ্টি বলা যায়। প্রাকৃত-সৃষ্টি বুদ্ধিসম্বলিত। চতুর্থে মুখ্য-সৃষ্টি, অর্থাৎ পর্ব্বত মহীরুহ আদি স্থাবর পদার্থসকল উৎপন্ন হইল। ১৭। পঞ্চমে পশুপক্ষিপ্রভৃতির

শ্রোতস্তু যঃ প্রোক্তস্তির্য্যগ্‌যোন্যঃ স উচ্যতে। তদূর্দ্ধ-শ্রোতসাং ষষ্ঠো দেবসর্গস্তু স স্মৃতঃ ॥১৮॥ ততোঽর্ব্বাক্-শ্রোতসাং সর্গঃ সপ্তমঃ স তু মানুষঃ। অষ্টমোঽনুগ্রহঃ সর্গঃ সাত্ত্বিকস্তামসস্তু সঃ ॥ ১৯ ॥ পঞ্চৈতে বৈকৃতাঃ সর্গাঃ প্রাকৃতাস্তু ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ। প্রাকৃতো-বৈকৃতশ্চাপি কৌমারোনবমঃ স্মৃতঃ ॥ ২০ ॥ স্থাবরান্তাঃ সুরাদ্যাস্তু প্রজা-রুদ্র চতুর্ব্বিধাঃ। ব্রহ্মণঃ কুর্ব্বতঃ সৃষ্টিং জজ্ঞিরে মানসাঃ সুতাঃ ॥২১॥ ততো দেবাসুরপিতৄন্ মানুষাংশ্চ চতুষ্টয়ং। সিসৃক্ষুরম্ভাংস্যেতানি স্বমাত্মানমপূজয়ৎ ॥২২॥ যুক্তাত্মনস্তমোমাত্রায়া মুদ্রিক্তাভূৎ প্রজাপতেঃ। সিসৃক্ষো-র্জ্জঘনাৎ পূর্ব্বং মসুরাজজ্ঞিরে ততঃ ॥ ২৩ ॥ উৎসসর্জ্জ ততস্তাস্তু তমোমাত্রাত্মিকাং তনুম্। তমোমাত্রা তনু-স্ত্যক্তা শঙ্করাভূদ্বিভাবরী ॥ ২৪ ॥ সিসৃক্ষুরন্যদেহস্থঃ প্রীতিমাপ ততঃ সুরাঃ। সত্ত্বোদ্রিক্তাস্তু মুখতঃ সংভূতা ব্রহ্মণোহর ॥২৫॥ সত্ত্বপ্রায়া তনুস্তেন সংত্যক্তা সাপ্যভূ-দ্দিনং। ততোহি বলিনোরাত্রাবসুরা-দেবতা-দিবা ॥২৬॥ সত্ত্বমাত্রান্তরং গৃহ্য পরতশ্চ ততোঽভবন্। সা চোৎ-সৃষ্টাভবৎ সন্ধ্যা দিননক্তান্তরস্থিতা ॥ ২৭ ॥ রজোমাত্রা-ন্তরং গৃহ্য মনুষ্যাস্ত্বভবংস্ততঃ। সা ত্যক্তা চাভব-জ্জ্যোৎস্না প্রাক্‌সন্ধ্যা যাভিধীয়তে॥ ২৮ ॥ জ্যোৎস্না রাত্র্যহনী সন্ধ্যা শরীরাণি তু তস্য বৈ। রজোমাত্রান্তরং গৃহ্য ক্ষুদভূৎ কোপএব চ ॥ ২৯ ॥ ক্ষুৎক্ষামানসৃজদ্ব্রহ্মা রাক্ষসান্ রক্ষণাচ্চ সঃ। যক্ষাখ্যা-যক্ষণাজ্জ্ঞেয়াঃ সর্পা-বৈ কেশসর্পণাৎ॥ ৩০ ॥ জাতাঃ কোপেন ভূতাদ্যা-গন্ধর্ব্বা যজ্ঞিরে ততঃ। পিবন্তো যজ্ঞিরে বাচং গন্ধর্ব্বা-

উৎপত্তি হয়। ঐ সকল পশুপক্ষিপ্রভৃতি জীবগণ তির্য্যগ্‌যোনি বলিয়া অভিহিত। ইহার নাম তির্য্যক্‌স্রোতঃ-সৃষ্টি। ষষ্ঠে ঊৰ্দ্ধস্রোতের সৃষ্টি হয়। দেবসৃষ্টিকে ঊৰ্দ্ধস্রোতঃ-সৃষ্টি বলা যায়। ১৮। তৎপরে সপ্তমে অর্ব্বাক্‌স্রোতঃ-সৃষ্টি, অর্থাৎ মনুষ্যগণ উৎপন্ন হইল। অষ্টমে অনুগ্রহ-সৃষ্টি, অর্থাৎ সাত্ত্বিক ও তামস উভয়স্বভাবাপন্ন অষ্টবিধ দেবসৃষ্টি হইল। ১৯। মুখ্যসৃষ্টি-প্রভৃতিকে বৈকৃত সৃষ্টি বলা যায়। এই বিকৃতসৃষ্টি পাঁচ প্রকার এবং প্রাকৃত, অর্থাৎ প্রকৃতিসম্বন্ধিনী সৃষ্টি তিন প্রকার। কৌমার সৃষ্টিকে নবম সৃষ্টি বলা যায়। এই নববিধ সৃষ্টির মধ্যে কতক প্রাকৃত ও কতক বৈকৃত। ২০। হে রুদ্র! প্রজাপতি যৎকালে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, সেই সময়ে তাঁহার ইচ্ছায় দেবগণ, মনুষ্যগণ, তির্য্যগ্‌যোনিগণ ও স্থাবরগণ, এই চতুর্ব্বিধ প্রজা সমুৎপন্ন হইল। ২১। অনন্তর ব্রহ্মা অম্ভোনামে বিখ্যাত দেবগণ, অসুরগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণ, এই চতুর্ব্বিধ প্রজা সৃষ্টিকরিতে অভিলাষী হইয়া আত্মাতে মনঃ সমাধানকরিলেন। ২২। পরে ব্রহ্মা সেই সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ তমোগুণ তাঁহাকে আশ্রয়করাতে প্রথমতঃ তাঁহার জঘনদেশহইতে অসুরগণ সমুৎপন্ন হইল। ২৩। তৎপরে, তিনি তমোময়ভাব পরিত্যাগকরিলেন। শঙ্কর! সেই তমোময় ভাব পরিত্যক্ত হইয়া রাত্রিরূপে অবস্থিতিকরিতে লাগিল। ২৪। অনন্তর তিনি অন্যভাব আশ্রয়-পূর্ব্বক প্রীতিমান্ হইয়া সৃষ্টির ইচ্ছা করিলে, তাঁহার মুখহইতে সত্ত্বগুণান্বিত দেবগণের উৎপত্তি হইল। ২৫। তখন তিনি সত্ত্বপ্রায়, অর্থাৎ প্রকাশাত্মকভাব পরিত্যাগকরিলে, তাহা দিবসরূপে পরিণত হইল। এই কারণে অসুরগণ রাত্রিকালে ও দেবগণ দিবাতে প্রবল হইয়া থাকেন। ২৬। অনন্তর ব্রহ্মা সাত্ত্বিকভাব অবলম্বনকরিলে, তাঁহার (উভয় পার্শ্বহইতে) পিতৃগণের সৃষ্টি হইল। পরে তিনি সত্ত্বভাব পরিত্যাগকরিলেন। ঐ পরিত্যক্ত সত্ত্বভাব দিবা ও রাত্রির মধ্যগত সন্ধ্যারূপে পরিণত হইল। ২৭। তৎপরে প্রজাপতি রজোগুণ আশ্রয়করিলে, রজোগুণোদ্ধত মনুষ্য সৃষ্ট হইল। তখন তিনি রাজসিকভাব পরিত্যাগকরিলেন। ঐ রাজসিকভাব পূর্ব্বসন্ধ্যা নামে বিখ্যাত হইয়া জ্যোৎস্নারূপে পরিণত হইল। ২৮। জ্যোৎস্না, দিন, রাত্রি ও সন্ধ্যা, এই চারিটি প্রভু ব্রহ্মার শরীরস্থ গুণের পরিণামমাত্র। পরে ব্রহ্মা অন্যান্য রজোগুণ আশ্রয়করিলেন। তাহাতেই ক্ষুধা ও কোপের উৎপত্তি হইল। ২৯। অনন্তর ভগবান্ ক্ষুধাতুর রাক্ষসাদি প্রাণী সৃষ্টিকরিলেন। ইহারা রক্ষণহেতু রাক্ষসনামে প্রথিত হইয়াছে। পরে যক্ষগণ সমুৎপন্ন হইল। ইহারা যক্ষণ, অর্থাৎ ভক্ষণহেতু যক্ষনামে প্রসিদ্ধ হইল। ব্রহ্মার কেশসর্পণহইতে সর্পগণ জন্মিল। ৩০। অনন্তর সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার কোপদ্বারা ভূত-গন্ধর্ব্ব-প্রভৃতি প্রাণিগণ সমুৎপন্ন হইল। এই সকল প্রাণী গানপ্রিয়, অতএব ইহাদিগকে গন্ধর্ব্ব বলিয়া থাকে। ৩১।

স্তেন তেঽনঘ ॥ ৩১ ॥ অবয়োবক্ষসশ্চক্রে মুখতোঽজাঃ স সৃষ্টবান্। সৃষ্টবানুদরাদ্‌গাশ্চ পার্শ্বাভ্যাঞ্চ প্রজাপতিঃ ॥ ৩২ ॥ পদ্ভ্যাঞ্চাশ্বান্ স মাতঙ্গান্ গর্দ্দভোষ্ট্রাদিকাংস্তথা। ওষধ্যঃ ফলমূলিন্যোরোমভ্যস্তস্য জজ্ঞিরে॥ ৩৩ ॥ গৌরজঃ পুরুষোমেষঃ অশ্বাশ্বতরগর্দ্দভাঃ। এতান্ গ্রাম্যান্ পশূন প্রাহুরারণ্যাংশ্চ নিবোধ মে ॥ ৩৪ ॥ শ্বাপদং দ্বিখুরং হস্তিবানরাঃ পক্ষিপঞ্চমাঃ। ঔদকাঃ পশবঃ ষষ্ঠাঃ সপ্তমাশ্চ সরীসৃপাঃ ॥ ৩৫ ॥ পূর্ব্বাদিভ্যোমুখেভ্যস্তু ঋগ্বেদাদ্যাঃ প্রজজ্ঞিরে। আস্যাদ্বৈ ব্রাহ্মণাজাতা বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়াঃ স্মৃতাঃ। ঊরুভ্যাস্তু বিশঃ সৃষ্টাঃ শূদ্রঃ পদ্ভ্যামজায়ত ॥৩৬॥ ব্রাহ্মোলোকো-ব্রাহ্মণানাং শাক্রঃ ক্ষত্রিয়জন্মনাম্। মারুতঞ্চ বিশাং স্থানং গান্ধর্ব্বং শূদ্রজন্মনাং ॥ ৩৭ ॥ ব্রহ্মচারিব্রতস্থানাং ব্রহ্মলোকঃ প্রজায়তে। প্রাজাপত্যং গৃহস্থানাং যথা-বিহিতকারিণাং ॥৩৮॥ স্থানং সপ্তঋষীণাঞ্চ তথৈব বনবাসিনাং। যতীনামক্ষয়ং স্থানং যদৃচ্ছাগামিনাং সদা ॥৩৯॥ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চমোঽধ্যায়

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ কৃত্বেহামুত্রসংস্থানং প্রজাসর্গন্তু মানসং। অথাসৃজৎ প্রজাকর্ত্তৄন্ মানসাংস্তনয়ান্ প্রভুঃ ॥ ২ ॥ ধর্ম্মং রুদ্রং মনুঞ্চৈব সনকং স সনাতনং। ভৃগুং সনৎকুমারঞ্চ রুচিং শুদ্ধস্তথৈব চ ॥ ৩ ॥ মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুং। বশিষ্ঠং নারদঞ্চৈব পিতৄন্ বর্হিষদস্তথা ॥ ৪ ॥ অগ্নিষ্বাত্তাংশ্চ কব্যাদানাজ্যপাংশ্চ সুকালিনঃ। উপহূতাংস্তথা দীপ্যাংস্ত্রয়োমূর্ত্তিবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৫ ॥ সমূর্ত্তয়শ্চ চত্বারো-ঽপ্যঙ্গুষ্ঠাদ্দক্ষমীশ্বর। বামাঙ্গুষ্ঠাত্তস্য ভার্য্যামসৃজৎ পদ্মসম্ভবঃ ॥ ৬ ॥ তস্যান্তু জনয়ামাস দক্ষোদুহিতরঃ শুভাঃ। দদৌ তা-ব্রহ্মপুত্রেভ্যঃ সতীং রুদ্রায়

ভগবান্ প্রজাপতি স্বীয় বক্ষঃস্থলহইতে মেষ, মুখহইতে ছাগ, উদর ও পার্শ্বদেশহইতে গো, পদদ্বয়হইতে অশ্ব, মাতঙ্গ, গর্দ্দভ, উষ্ট্র আদি জীবগণ সৃষ্টিকরিলেন। তাঁহার রোমহইতে ফলমূলশালী ওষধিসকল জন্মিল ।৩২-৩৩। গো, অজ, মনুষ্য, মেষ, অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দ্দভ, ইহারা গ্রাম্য জন্তু। আরণ্য জন্তুর বিষয় বলিতেছি, শ্রবণকর। ৩৪। প্রথম শ্বাপদ, অর্থাৎ ব্যাঘ্র-প্রভৃতি হিংস্র জন্তু; দ্বিতীয় দ্বিখুর, অর্থাৎ যাহাদের খুর খণ্ডিত, এইরূপ জন্তু; তৃতীয় হস্তী; চতুর্থ বানর; পঞ্চম পক্ষী; ষষ্ঠ কূর্ম্মপ্রভৃতি জলচর জন্তু; এবং সপ্তম সর্পাদি সরীসৃপ প্রাণী, ইহারা বন্যজন্তুমধ্যে পরিগণিত। ৩৫। সেই সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতির পূর্ব্বাদি মুখ-চতুষ্টয়হইতে ঋগাদি বেদচতুষ্টয়ের উদ্ভব হয়। ব্রহ্মার মুখহইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয়হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরুদ্বয়হইতে বৈশ্য এবং পদদ্বয়হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইল। ৩৬। অনন্তর ব্রহ্মা ব্রাহ্মণদিগের নিমিত্ত ব্রাহ্মলোক, ক্ষত্রিয়দিগের নিমিত্ত ঐন্দ্রলোক, বৈশ্যদিগের নিমিত্ত বায়ুলোক ও শূদ্রদিগের নিমিত্ত গান্ধর্ব্বলোক সৃষ্টিকরিলেন ।৩৭। ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী মুনিদিগের বাসার্থ ব্রহ্মলোক ও স্বধর্ম্মরত গৃহস্থদিগের নিমিত্ত প্রাজাপত্যলোক এবং সপ্তর্ষি, বনবাসী ও যতিদিগের নিবাসার্থ যথোপযুক্ত অক্ষয় লোকসকল বিহিত হইল। তাঁহারা স্ব-স্ব-ইচ্ছানুসারে অভিলষিত স্থানে বাসকরিলেন ।৩৮-৩৯।

ইতি চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়।

হরি বলিলেন, ব্রহ্মা এইরূপে সৃষ্টি সংস্থাপনকরিয়া প্রজা সৃষ্টিকরিতে মানসকরিলেন। অনন্তর প্রভু প্রজাপতিস্বরূপ মানসপুত্র সৃষ্টিকরিলেন। ১-২। অনন্তর সৃষ্টিকর্ত্তা ধর্ম্ম, রুদ্র, মনু, সনক, সনাতন, ভৃগু, সনৎকুমার, রুচি, শুদ্ধ, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, নারদ এবং বর্হিষদ, অগ্নিষ্বাত্তা, কব্যাদ, আজ্যপ, সুকালিন, উপহূত ও দীপ্য-নামা পিতৃগণ, এই সকল প্রজাপতির সৃষ্টি করিলেন। বর্হিষদ-প্রভৃতি পিতৃগণের সংখ্যা সপ্ত। তন্মধ্যে তিনটি মূর্ত্তিবিহীন ও চারিটি মূর্ত্তিমান্। পরে পদ্মযোনি দক্ষাঙ্গুষ্ঠহইতে দক্ষপ্রজাপতি এবং বামাঙ্গুষ্ঠহইতে তদ্ভার্য্যাকে সৃষ্টিকরিলেন। ৩-৬। অনন্তর দক্ষপ্রজাপতি স্বীয় ভার্য্যার গর্ভে কতকগুলি কন্যা উৎপাদন করিয়া, সেই কন্যাগণকে ব্রহ্মার মানসপুত্র ধর্ম্ম-প্রভৃতিকে প্রদানকরেন।

দত্তবান্। রুদ্রপুত্রাবভূবুর্হি অসংখ্যাতা-মহাবলাঃ ॥৭॥ ভৃগবে চ দদৌ খ্যাতিং রূপেণাপ্রতিমাং শুভাং। ভৃগোধাতাবিধাতারৌ জনয়ামাস সা শুভা ॥ ৮ ॥ শ্রিয়ঞ্চ জনয়ামাস পত্নী নারায়ণস্য যা। তস্যাং বৈ জনয়ামাস বলোন্মাদৌ হরিঃ স্বয়ং ॥৯॥ আয়তির্নিয়তিশ্চৈব মনোঃ কন্যে মহাত্মনঃ। ধাতৃবিধাত্রোস্তে ভার্য্যে তয়োর্জ্জাতৌ সুতাবুভৌ। প্রাণশ্চৈব মৃকণ্ডুশ্চ মার্কণ্ডেয়ো-মৃকণ্ডুতঃ ॥ ১০ ॥ পত্নী মরীচেঃ সম্ভূতিঃ পৌর্ণমাসমসূয়ত। বিরজঃ সর্ব্বগশ্চৈব তস্য পুত্রা-মহাত্মনঃ ॥১১॥ স্মৃতেশ্চাঙ্গিরসঃ পুত্রাঃ প্রসূতাঃ কন্যকাস্তথা। সিনীবালী কুহূশ্চৈব রাকা চানুমতিস্তথা ॥ ১২ ॥ অনসূয়া তথৈবাত্রের্জজ্ঞে পুত্রানকল্মষান্। সোমং দুর্ব্বাসসঞ্চৈব দত্তাত্রেয়ঞ্চ যোগিনং ॥ ১৩ ॥ প্রীত্যাং পুলস্ত্যভার্য্যায়াং দত্তোলিস্তৎসুতোঽভবৎ। কর্ম্মণশ্চার্থবীরশ্চ সহিষ্ণুশ্চ সুতত্রয়ং। ক্ষমা তু সুষুবে ভার্য্যা পুলহস্য প্রজাপতেঃ ॥ ১৪ ॥ ক্রতোশ্চ সুমতির্ভার্য্যা বালিখিল্যানসূয়ত। ষষ্টিং বালিসহস্রাণি ঋষীণা মূর্দ্ধরেতসাং। অঙ্গুষ্ঠপর্ব্ব-মাত্রাণাং জ্বলদ্ভাস্করবর্চ্চসাং ॥ ১৫ ॥ ঊর্জ্জায়াস্তু বশিষ্ঠস্য সপ্তাজায়ন্ত বৈ সুতাঃ। রজোগাত্রোর্দ্ধবাহুশ্চ শরণশ্চানঘস্তথা। সুতপাঃ শুক্র-ইত্যেতে সর্ব্বে সপ্তর্ষয়োমতাঃ ॥১৬॥ স্বাহাং প্রাদাৎ স দক্ষোঽপি সশরীরায় বহ্নয়ে। তস্মাৎ স্বাহা সুতান্ লেভে ত্রীনুদারৌজসোঽগ্ন। পাবকং পবমানঞ্চ শুচিঞ্চাপি জলাশিনং ॥ ১৭ ॥ পিতৃভ্যশ্চ স্বধা জজ্ঞে মেনাং বৈতরণীং তথা। তে উভে ব্রহ্মবাদিন্যৌ মেনাগাত্তু হিমাচলং ॥ ১৮ ॥ ততো ব্রহ্মাত্মসম্ভূতং পূর্ব্বং স্বায়ম্ভুবং প্রভুঃ। আত্মানমেব কৃতবান্ প্রজাপাল্যে মনুং দ্বর ॥ ১৯ ॥ শতরূপাঞ্চ তাং নারীং তপোনির্হতকল্মষাং। স্বায়ম্ভুবো মনুর্দ্দেবঃ পত্নীত্বে জগৃহে ততঃ ॥ ২০ ॥ তস্মাচ্চ পুরুষা-

তিনি সতীনাম্নী একটী যে কন্যা রুদ্রকে সমর্পণকরিয়াছিলেন, তাহাতে রুদ্রের মহাবল পরাক্রান্ত অসংখ্য পুত্র উৎপন্ন হয়। ৭। দক্ষরাজের অসামান্য রূপবতী খ্যাতিনামে যে দুহিতা ছিলেন, দক্ষ ঐ কন্যা ভৃগুকে অর্পণকরেন। খ্যাতি ভৃগুর ঔরসে ধাতা ও বিধাতা-নামে পুত্রদ্বয় উৎপাদনকরিয়াছিলেন (৮) এবং তাঁহার গর্ভেই নারায়ণপত্নী লক্ষ্মীর জন্ম হয়। নারায়ণ লক্ষ্মীর গর্ভে বল ও উন্মাদ নামে দুই পুত্র উৎপাদনকরিয়াছিলেন। ৯। মহাত্মা মনুর আয়তি ও নিয়তি নামে দুই কন্যা ছিলেন। তাহাদের ভৃগুনন্দন ধাতা আয়তিকে ও বিধাতা নিয়তিকে পরিণয়করেন। কালক্রমে আয়তির গর্ভে প্রাণ-নামে এক পুত্র জন্মে এবং নিয়তির মৃকণ্ডুনামে এক সন্তান হয়। এই মৃকণ্ডুর পুত্রের নাম মার্কণ্ডেয়। ১০। দক্ষরাজের সম্ভূতিনামে যে কন্যা ছিলেন, তাঁহাকে মরীচি বিবাহকরেন। সম্ভূতি পৌর্ণমাসনামে এক অপত্য প্রসবকরেন। মহাত্মা পৌর্ণমাসের বিরজঃ ও সর্ব্বগ-নামে দুই মহাত্মা পুত্র উৎপন্ন হয়। ১১। ঋষিরাজ অঙ্গিরা দক্ষকন্যা স্মৃতির পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার অনেকগুলি পুত্র-সন্তান উৎপন্ন হয় এবং সিনীবালী, কুহূ, রাকা ও অনুমতি নামে কন্যাচতুষ্টয় জন্মে। ১২। অত্রি মুনি দক্ষকন্যা অনসূয়াকে বিবাহ-করেন। তাঁহাদের চন্দ্র, দুর্ব্বাসা ও দত্তাত্রেয়-নামে তিন পুত্রের জন্ম হয়। ইহাঁরা সকলেই নিষ্পাপী এবং দত্তাত্রেয় পরমযোগী ছিলেন। ১৩। পুলস্ত্যভার্য্যা প্রীতির গর্ভে দত্তোলিনামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। প্রজাপতি পুলহের গেহিনী ক্ষমা কর্ম্মণ, অর্থবীর ও সহিষ্ণু-নামে পুত্রত্রয় প্রসবকরেন। ১৪। প্রজাপতিপ্রবর ক্রতু দক্ষ-কন্যা সুমতিকে ভার্য্যা করিয়াছিলেন। সুমতি ষষ্টিসহস্র বালি-খিল্য-নামে ঋষি প্রসবকরেন। ঐ মুনিগণ ঊর্দ্ধরেতাঃ, অঙ্গুষ্ঠপর্ব্ব-পরিমিতদেহ এবং মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী। ১৫। ঋষিবর বশিষ্ঠের ঔরসে ও তৎপরিণীতা দক্ষকন্যা ঊর্জার গর্ভে রজঃ, গাত্র, ঊর্দ্ধবাহু, শরণ, অনঘ, সুতপা ও শুক্র, এই সপ্ত পুত্রের জন্ম হয়। ইহাঁরা সপ্তর্ষি বলিয়া বিখ্যাত। ১৬। দক্ষ-প্রজাপতি স্বাহানাম্নী স্বীয়কন্যা শরীরধারী অগ্নিকে সমর্পণ-করেন; স্বাহাদেবী অগ্নি হইতে উদারকীর্ত্তি পাবক, পবমান ও শুচি-নামে তিন পুত্র লাভকরেন। ১৭। স্বধানাম্নী দক্ষকন্যা পিতৃগণকর্তৃক পরিণীতা হইয়া মেনা ও বৈতরণী-নামে দুইটী কন্যা প্রাপ্ত হন। ঐ উভয় কন্যাই ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। তাঁহা-দিগের মধ্যে মেনা হিমাচলাঙ্গনা হন। ১৮। অনন্তর প্রভু ব্রহ্মা আত্মশরীরহইতে পূর্ব্বোৎপন্ন আত্মস্বরূপ স্বায়ম্ভুব মনুকে প্রজাপালনকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ১৯। ভগবান্ দেব স্বায়ম্ভুব মনু, ব্রহ্মদেহোৎপন্না তপোবলে-পাপস্পর্শপরিশূন্যা শতরূপানাম্নী নারীকে পত্নীত্বে গ্রহণকরিলেন। পরে

দেবী শতরূপা ব্যজায়ত। প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ প্রসূত্যাকূতিসংজ্ঞিতে ॥ ২১ ॥ দেবহুতিং মনুস্তাসু আকূতিং রুচয়ে দদৌ। প্রসূতিঞ্চৈব দক্ষায় দেবহূতিঞ্চ কর্দ্দমে ॥ ২২ ॥ রুচের্যজ্ঞো দক্ষিণাভূদ্দক্ষিণায়াঞ্চ যজ্ঞতঃ। অভবন্ দ্বাদশ সুতা যমোনাম মহাবলাঃ ॥ ২৩ ॥ চতুর্ব্বিংশতিকন্যাশ্চ সৃষ্টবান্ দক্ষ-উত্তমঃ। শ্রদ্ধা লক্ষ্মীর্ধৃতি-স্তুষ্টিঃ পুষ্টির্ম্মেধা ক্রিয়া তথা ॥ ২৪ ॥ বুদ্ধি-র্লজ্জা বপুঃ শান্তি-ঋর্দ্ধিঃ কীর্ত্তিস্ত্রয়োদশী। পত্ন্যর্থং প্রতিজগ্রাহ ধর্ম্মোদাক্ষায়ণঃ প্রভুঃ ॥ ২৫ ॥ খ্যাতিঃ সত্যশ্চ সম্ভূতিঃ স্মৃতিঃ প্রীতিঃ ক্ষমা তথা। সন্নতিশ্চানসূয়া চ উর্জ্জা স্বাহা স্বধা তথা ॥ ২৬ ॥ ভৃগুর্ভবোমরীচিশ্চ তথা চৈবাঙ্গিরা মুনিঃ। পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব ক্রতু-শ্চর্ষিবর-স্তথা ॥ ২৭ ॥ অত্রির্ব্বশিষ্ঠোবহ্নিশ্চ পিতরশ্চ যথাক্রমং। খ্যাত্যাদ্যাজগৃহুঃ কন্যা মুনয়োমুনিসত্তমাঃ ॥ ২৮ ॥ শ্রদ্ধা কামং চলা দর্পং নিয়মং ধৃতিরাত্মজং। সন্তোষঞ্চ তথা তুষ্টির্লোভং পুষ্টি-রসূয়ত ॥ ২৯ ॥ মেধা শ্রুতং ক্রিয়া দণ্ডং লয়ং বিনয়মেব চ। বোধং বুদ্ধিস্তথা লজ্জা বিনয়ং বপুরাত্মজং ॥ ৩০ ॥ ব্যবসায়ং প্রজজ্ঞে বৈ ক্ষেমং শান্তিরসূয়ত। সুখমৃদ্ধির্যশঃ কীর্ত্তিরিত্যেতে ধর্ম্মসূনবঃ। কামস্য চ রতির্ভার্য্যা তৎপুত্রোহর্ষ-উচ্যতে ॥ ৩১ ॥ ঈজে কদাচিদ্ যজ্ঞেন হয়মেধেন দক্ষকঃ। তস্য যামাতরঃ সর্ব্বে যজ্ঞং জগ্মুর্নিমন্ত্রিতাঃ ॥ ৩২ ॥ ভার্য্যাভিঃ সহিতাঃ সর্ব্বে রুদ্রং দেবীং সতীং বিনা। অনাহূতা সতী প্রাপ্তা দক্ষেণৈবাবমানিতা ॥ ৩৩ ॥ ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জাতা মেনায়াস্ত হিমালয়াৎ। শম্ভো-র্ভার্য্যাভবদ্‌গৌরী তস্যাজজ্ঞে বিনায়কঃ ॥ ৩৪ ॥ কুমারশ্চৈব ভৃঙ্গীশঃ ক্রুদ্ধোরুদ্রঃ প্রতাপবান্। বিধ্বংস্য যজ্ঞং দক্ষন্তু তং শশাপ পিণাকধৃক্। ধ্রুবস্যান্বয়সম্ভূতো মনু-

---

স্বায়ম্ভুব মনুর ঔরসে ও শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ-নামক দুই পুত্র এবং প্রসূতি, আকূতি ও দেবহূতি-নামক কন্যাত্রয় জন্ম পরিগ্রহকরিল। স্বায়ম্ভুব মনু কন্যাত্রয়ের মধ্যে রুচির সহিত আকূতির, দক্ষের সহিত প্রসূতির এবং কর্দ্দমের সহিত দেবহূতির পরিণয়ক্রিয়া সম্পাদনকরিলেন। ২১-২২। রুচি আকূতির পাণিগ্রহণ করিলে, তাঁহাদের যজ্ঞনামক পুত্র ও দক্ষিণানাম্নী কন্যা উৎপন্ন হইল। যজ্ঞ দক্ষিণার পাণিগ্রহণ করিলেন। দক্ষিণার গর্ভে যজ্ঞের ঔরসে দ্বাদশ পুত্র জন্মপরিগ্রহ-করিল। ঐ দ্বাদশ পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত ও যম-নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। ২৩। দক্ষের ঔরসে প্রসূতির গর্ভে চতুর্ব্বিংশতি কন্যা উৎপন্ন হইল। এই চতুর্ব্বিংশতি কন্যার নাম কীর্ত্তিত হইতেছে। শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ, শান্তি, ঋদ্ধি ও কীর্ত্তি, এই ত্রয়োদশ কন্যা দক্ষতনয় ভগবান্ ধর্ম্ম বিবাহকরিলেন। ২৪-২৫। অবশিষ্ট একাদশ কন্যার নাম এই,—খ্যাতি, সতী, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনসূয়া, উর্জ্জা, স্বাহা ও স্বধা। ২৬। ভৃগু, মহাদেব, মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অত্রি, বশিষ্ঠ, অগ্নি ও পিতৃগণ, ইহাঁরা যথাক্রমে খ্যাতিপ্রভৃতি ঐ একাদশ দক্ষকন্যার পাণিগ্রহণ করেন, অর্থাৎ ভৃগু খ্যাতিকে, মহাদেব সতীকে, মরীচি সম্ভূতিকে, অঙ্গিরা স্মৃতিকে, পুলস্ত্য প্রীতিকে, পুলহ ক্ষমাকে, ক্রতু সন্নতিকে, অত্রি অনসূয়াকে, বশিষ্ঠ উর্জ্জাকে, অগ্নি স্বাহাকে ও পিতৃগণ স্বধাকে বিবাহকরেন। ২৭-২৮। অনন্তর শ্রদ্ধা কামনামক পুত্র, লক্ষ্মী দর্পনামক পুত্র, ধৃতি নিয়ম-নামক পুত্র, তুষ্টি সন্তোষনামক পুত্র, পুষ্টি লোভনামক পুত্র, মেধা শ্রুতনামক পুত্র, ক্রিয়া দণ্ড, লয় ও বিনয়-নামক পুত্রত্রয়, বুদ্ধি বোধনামক পুত্র, লজ্জা বিনয়নামক পুত্র, বপুঃ ব্যবসায়নামক পুত্র, শান্তি ক্ষেমনামক পুত্র, ঋদ্ধি সুখনামক পুত্র এবং কীর্ত্তি যশোনামক পুত্র প্রসবকরিলেন। ধর্ম্মহইতে তাঁহার ত্রয়োদশ পত্নীর গর্ভে এই ষোড়শ পুত্রের উৎপত্তি হয়। ধর্ম্মতনয় কামের ভার্য্যা রতি। তাঁহাদের হর্ষনামে এক পুত্র জন্মে। ২৯-৩১। অনন্তর দক্ষপ্রজাপতি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকরিয়া সতী ও রুদ্রভিন্ন স্বীয় (কন্যা ও) যামাতৃবর্গকে নিমন্ত্রণকরিয়াছিলেন। যামাতৃগণ আহূত হইয়া স্ব স্ব-ভার্য্যার সহিত যজ্ঞসন্দর্শন-করিতে উপস্থিত হইলেন। সতী পিতৃনিমন্ত্রণের অপেক্ষা না করিয়া যজ্ঞ দর্শন-মানসে গমনকরিলেন। দক্ষ অনাহূতা সতীকে উপস্থিত দেখিয়া যথেষ্ট তিরস্কারকরিয়াছিলেন। ৩২-৩৩। সতী দক্ষকৃত অপমানে স্বীয় দেহ পরিত্যাগকরিয়া পুনর্ব্বার হিমালয়হইতে মেনকার গর্ভে জন্মপরিগ্রহ করিলেন। সতী হিমালয়গৃহে গৌরী-নাম পরিগ্রহপূর্ব্বক শম্ভুর গেহিনী হন। তাঁহার গর্ভে গণেশ, কার্ত্তিকেয় ও ভৃঙ্গীশ, এই তিন পুত্র জন্মে। সতীর দেহ-

ষস্তং ভবিষ্যসি॥ ৩৫ ॥ ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ॥ ১ ॥ উত্তানপাদাদভবৎ সুরুচ্যামুত্তমঃ সুতঃ। সুনীত্যাস্তু ধ্রুবঃ পুত্রঃ স লেভে স্থানমুত্তমং॥ ২ ॥ মুনিপ্রসাদাদারাধ্য দেবদেবং জনার্দ্দনং। ধ্রুবস্য তনয়ঃ শ্লিষ্টির্ম্মহাবলপরাক্রমঃ॥ ৩ ॥ তস্য প্রাচীনবর্হিস্তু পুত্রস্তস্যাপ্যুদারধীঃ। দিবঞ্জয়স্তস্য সুতস্তস্য পুত্রোরিপুঃ স্মৃতঃ॥৪॥ রিপোঃ পুত্রস্ততঃ শ্রীমাংশ্চাক্ষুষঃ কীর্ত্তিতোমনুঃ। রুরুস্তস্য সুতঃ শ্রীমানঙ্গস্তস্য তথাত্মজঃ॥ ৫ ॥ অঙ্গস্য বেণঃ পুত্রস্তু নাস্তিকোধর্ম্মবর্জ্জিতঃ। অধর্ম্মকারী বেণশ্চ মুনিভিশ্চ কুশৈর্হতঃ॥৬॥ ঊরুং মমন্থুঃ পুত্রার্থে ততোঽস্য তনয়োঽভবৎ। হ্রস্বোঽতিমাত্রঃ কৃষ্ণাঙ্গো নিষীদেতি ততোঽব্রুবন্। নিষাদস্তেন বৈ জাতো বিন্ধ্যশৈলনিবাসকঃ॥ ৭ ॥ ততোঽস্য দক্ষিণং পাণিং মমন্থুঃ সহসা দ্বিজাঃ। তস্মাত্তস্য সুতোজাতো বিষ্ণোর্ম্মানসরূপধৃক্॥ ৮ ॥ পৃথুরিত্যেব নামা স বেণঃ পুত্রাদ্দিবং যযৌ। দুদোহ পৃথিবীং রাজা প্রজানাং জীবনায় হি॥ ৯ ॥ অন্তর্দ্ধানঃ পৃথোঃ পুত্রোহবির্দ্ধান স্তদাত্মজঃ। প্রাচীনবর্হিস্তৎপুত্রঃ পৃথিব্যামেকরাড়্বভৌ॥ ১০ ॥ উপযেমে সমুদ্রস্য লবণস্য স বৈ সুতাং। তস্মাৎ সুসাব সামুদ্রী দশ প্রাচীনবর্হিষঃ॥১১॥ সর্ব্বে প্রাচেতসোনাম ধনুর্ব্বেদস্য পারগাঃ। অপৃথগ্ধর্ম্মচরণা-স্তে তপ্যন্ত মহত্তপঃ॥ ১২ ॥ দশবর্ষসহস্রাণি সমুদ্রসলিলেশয়াঃ। প্রজাপতিত্বং সংপ্রাপ্য ভার্য্যা তেষাঞ্চ মারিষা॥ ১৩॥ অভবদ্-ভবশাপেন তস্যাং দক্ষোঽভবত্ততঃ। অসৃজন্মনসা দক্ষঃ প্রজাঃ

ত্যাগকালে মহাতেজা পিণাকপাণি রুদ্র কুপিত হইয়া যজ্ঞ বিনাশপূর্ব্বক দক্ষকে অভিশাপ প্রদানকরেন,—"দক্ষরাজ! তুমি ধ্রুবের বংশে মনুষ্য হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিবে"। ৩৪-৩৫।

ইতি পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

হরি কহিলেন, উত্তানপাদের সুরুচী-নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে উত্তম-নামে পুত্র এবং সুনীতির গর্ভে ধ্রুবনামে পুত্র উৎপন্ন হয়। ধ্রুব সপ্তর্ষির প্রসাদে দেবদেব জনার্দ্দনের আরাধনাকরিয়া উত্তম স্থান লাভকরিয়াছিলেন। ধ্রুবের মহাবল পরাক্রান্ত শ্লিষ্টি-নামে এক তনয় জন্মে। ১-৩। তৎপরে শ্লিষ্টির একপুত্র উৎপন্ন হয়, তাহার নাম প্রাচীনবর্হিঃ। প্রাচীনবর্হির পুত্র উদারধী, তাঁহার পুত্র দিবঞ্জয়, দিবঞ্জয়ের পুত্র রিপু, রিপুর পুত্র চাক্ষুষ। ইনি চাক্ষুষ-মনু-নামে বিখ্যাত হন। চাক্ষুষ মনুর তনয় রুরু, রুরুর পুত্র অঙ্গ।৪-৫। অঙ্গের বেণ-নামে একপুত্র উৎপন্ন হয়। বেণ নাস্তিক, অর্থাৎ ঈশ্বর স্বীকার করিতেন না, ধর্ম্মবর্জ্জিত ও অধর্ম্মকারী ছিলেন। মুনিগণ তাঁহাকে কুশদ্বারা বিনাশকরিয়াছিলেন। ৬। অনন্তর তাপসনিকর তাঁহার পুত্রোৎপাদনার্থ উরুদেশ মন্থনকরিলে, তাহাহইতে খর্ব্বাকৃতি কৃষ্ণাঙ্গ এক তনয় উদ্ভূত হইল। পরে মুনিগণ তাহাকে "নিষীদ," অর্থাৎ উপবেশনকর, এই কথা বলিয়াছিলেন। সেইহেতু "নিষাদ" তাহার নাম হইল। নিষাদ বিন্ধ্যাচলে বসতিকরিতে থাকিল। ৭। অনন্তর ঋষিগণ পুনর্ব্বার বেণের দক্ষিণ হস্ত মন্থনকরিলেন। তাহাতে বিষ্ণুর মানসরূপধারী এক পুত্র উৎপন্ন হইল। ৮। সেই বেনতনয় পৃথু নামে বিখ্যাত হইলেন। বেণরাজ পুত্রের জন্মহেতু পুন্নাম নরকহইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে গমনকরেন। পৃথুরাজ প্রজাবর্গের জীবনরক্ষার্থ পৃথিবীকে দোহনকরিয়াছিলেন। ৯। পরে পৃথুরাজের এক পুত্র জন্মিল; তাঁহার নাম অন্তর্দ্ধান। অন্তর্দ্ধানের পুত্র হবির্দ্ধান এবং হবির্দ্ধানের পুত্র প্রাচীনবর্হিঃ। ইনি পৃথিবীতে একমাত্র রাজা (সম্রাট্) ছিলেন। ১০। প্রাচীনবর্হিঃ লবণসমুদ্রতনয়া সামুদ্রীকে বিবাহকরেন। সামুদ্রী প্রাচীনবর্হিঃহইতে দশ তনয় প্রসবকরেন।১১। প্রাচীনবর্হিতনয়গণ সকলেই প্রাচেতস নামে বিখ্যাত হইয়া ধনুর্ব্বিদ্যায় পারগ হইয়াছিলেন। তাঁহারা একধর্ম্মাবলম্বী হইয়া তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ১২। প্রাচেতসগণ দশসহস্রবর্ষপর্য্যন্ত সাগরসলিলে শয়ান থাকিয়া তপস্যাকরেন এবং ঐ তপোবলে প্রজাপতিত্ব লাভকরিয়া মারিষা-নাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণকরেন। ১৩। হরশাপগ্রস্ত দক্ষ মারিষার গর্ভে জন্মপরিগ্রহণকরিয়া প্রথমে চতুর্ব্বিধ মানসপ্রজা সৃষ্টিকরিয়া

পূর্ব্বং চতুর্ব্বিধাঃ ॥ ১৪ ॥ নাবর্দ্ধন্ত চ তাস্তস্ত অপধ্যাতা হরেণ তু। মৈথুনেন ততঃ সৃষ্টিং কর্ত্তুমৈচ্ছৎ প্রজাপতিঃ ॥ ১৫ ॥ অসিক্নীমাবহদ্ভার্য্যাং বীরণস্ত প্রজাপতেঃ। তস্ত পুত্রসহস্রন্তু বৈরণ্যাং সমপদ্যত ॥১৬॥ নারদোক্তা-ভুবশ্চান্তং গতা-জ্ঞাতুঞ্চ নাগতাঃ। দক্ষপুত্রসহস্রঞ্চ তেষু নষ্টেষু সৃষ্টবান্ ॥ ১৭ ॥ শবলাশ্বাস্তেঽপি গতা ভ্রাতৄণাং পদবীং হর। দক্ষঃ ক্রুদ্ধঃ শশাপাথ নারদং জন্ম চাপ্স্যসি ॥ ১৮ ॥ নারদোহভবৎ পুত্রঃ কশ্যপস্ত মুনেঃ পুনঃ। যজ্ঞে ধ্বস্তেঽথ দক্ষোঽপি শশাপোগ্রং মহেশ্বরং ॥১৯॥ যষ্ট্বা ত্বামুপচারৈশ্চ অপত্রক্ষন্তি হি দ্বিজাঃ। জন্মান্তরেঽপি বৈরাণি ন বিনশ্যন্তি শঙ্কর ॥২০॥ অসিক্ন্যাং জনয়ামাস দক্ষো দুহিতরং হ্যথ। ষষ্টিং কন্যাং রূপযুতাং দ্বে চৈবাঙ্গিরসে দদৌ ॥ ২১ ॥ দ্বে প্রাদাৎ স কৃশাশ্বায় দশ ধর্ম্মায় চাপ্যথ। ত্রয়োদশ কশ্যপায় সপ্তবিংশত্তথেন্দবে ॥ ২২ ॥ প্রদদৌ বহুপুত্রায় সুপ্রভাং ভামিনীং তথা। মনোরমাং ভানুমতীং বিশালাং বহুদামথ ॥২৩॥ দক্ষঃ প্রাদান্মহাদেব চতস্রোঽরিষ্টনেমিনে। স কৃশাশ্বায় চ প্রাদাৎ সুপ্রজাঞ্চ তথা জয়াং ॥ ২৪ ॥ অরুন্ধতী বসুর্যামী লম্বা ভানুর্ম্মরুত্বতী। সঙ্কল্পা চ মুহূর্ত্তা (বিকল্পা) চ সাধ্যা বিশ্বা চ তা দশ ॥২৫॥ ধর্ম্মপত্ন্যঃ সমাখ্যাতাঃ কশ্যপস্ত বদাম্যহং। অদিতির্দিতির্দনুঃ কালাহ্বনায়ুঃ সিংহিকা মুনিঃ। কদ্রুঃ প্রাধা ইরা ক্রোধা বিনতা সুরভিঃ খগা ॥ ২৬ ॥ বিশ্বেদেবাস্তু বিশ্বায়াঃ সাধ্যা সাধ্যান্ ব্যজায়ত। মরুত্বত্যাং মরুত্বন্তো-বসোস্তু বসবস্তথা ॥২৭॥ ভানোস্তু ভানবোরুদ্র মুহূর্ত্তাশ্চ মুহূর্ত্তজাঃ। লম্বায়াশ্চৈব ঘোষোঽথ নাগবীথি তু যামিতঃ ॥ ২৮ ॥ পৃথিবীবিষয়ং সর্ব্বমরুন্ধত্যাং ব্যজায়ত। সঙ্কল্পায়াস্তু সর্ব্বাত্মা জজ্ঞে সঙ্কল্প এব হি ॥২৯॥ আপোধ্রুবশ্চ সোমশ্চ ধবশ্চৈবানিলোঽনলঃ। প্রত্যুষশ্চ

ছিলেন।১৪। অনন্তর যখন প্রজাপতি দক্ষ দেখিলেন যে, হরশাপে তাঁহার মানসপ্রজার বৃদ্ধি হইল না, তখন তিনি স্ত্রীপুরুষসহযোগে প্রজা সৃষ্টিকরিতে মানস করিলেন।১৫। পরে প্রজাপতি দক্ষ বীরণনামক প্রজাপতির কন্যা অসিক্নীকে বিবাহকরেন। ঐ অসিক্নীর গর্ভে দক্ষের সহস্র পুত্র উৎপন্ন হইল। ১৬। তাঁহারা নারদের কথানুসারে পৃথিবীর আদ্যন্তপরিমাণপরিজ্ঞানার্থ গমনকরিলেন, কিন্তু প্রত্যাগত হইলেন না। এইরূপে সহস্র পুত্র নষ্ট হইলে, দক্ষ পুনর্ব্বার সহস্র তনয় সৃষ্টিকরিলেন। ইহাঁরা শবলাশ্বনামে অভিহিত হইয়া ভ্রাতৃবর্গের পন্থা অনুসরণকরিলেন। তাহাতে দক্ষ কুপিত হইয়া "নারদ! তুমি মনুষ্যলোকে জন্ম গ্রহণকরিবে," এই বলিয়া নারদকে অভিসম্পাতকরেন।১৭-১৮। নারদ দক্ষশাপে অভিভূত হইয়া কশ্যপ মুনির পুত্ররূপে পুনর্ব্বার জন্ম পরিগ্রহকরিলেন। দক্ষ স্বীয় যজ্ঞবিনাশের পর মহাদেবকেও শাপ প্রদান করিয়াছিলেন,—"মহাদেব! যে ব্রাহ্মণগণ উপচারদ্বারা তোমার অর্চ্চনাকরিবে, তাহারা জগতে অপ্রতিষ্ঠ ও সকলের বৈরভাজন হইবে, জন্মান্তরেও তাঁহাদের সেই বৈরভাব বিনষ্ট হইবে না"। ১৯-২০। অনন্তর দক্ষ অসিক্নীর গর্ভে রূপবতী তপঃশালিনী ষষ্টি কন্যা উৎপাদনকরেন। দক্ষ ঐ কন্যাগণের মধ্যে দুই কন্যা অঙ্গিরাকে, দুই কন্যা কৃশাশ্বকে, দশকন্যা ধর্ম্মকে, ত্রয়োদশ কন্যা কশ্যপকে, সপ্তবিংশতি কন্যা চন্দ্রকে এবং সুপ্রভা ও ভামিনী নাম্নী দুই কন্যা বহুপুত্রকে ও মনোরমা, ভানুমতী, বিশালা ও বহুদা, এই চারি কন্যা অরিষ্টনেমিকে প্রদানকরিয়াছিলেন। কৃশাশ্বের পত্নীদিগের নাম সুপ্রজা ও জয়া। ২১-২৪। অরুন্ধতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, মরুত্বতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্ত্তা (বিকল্পা,) সাধ্যা ও বিশ্বা, ইহাদিগকে ধর্ম্ম বিবাহকরেন, ইহারা ধর্ম্মপত্নী-নামে বিখ্যাত। কশ্যপপত্নীদিগের নাম কীর্ত্তনকরিতেছি,—অদিতি, দিতি, দনু, কালা, অনায়ু, সিংহিকা, মুনি, কদ্রু, প্রাধা, ইরা, ক্রোধা, বিনতা, সুরভি ও খগা। ২৫-২৬। ধর্ম্মপত্নীদিগের গর্ভে যে যে সন্তান উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদিগের নাম কীর্ত্তিত হইতেছে। বিশ্বার গর্ভে বিশ্বেদেবগণ, সাধ্যার গর্ভে সাধ্যগণ, মরুত্বতীর গর্ভে মরুত্বদ্গণ, বসুহইতে বসুগণ, ভানুহইতে ভানুগণ, মুহূর্ত্তাহইতে মুহূর্ত্তগণ, লম্বাহইতে ঘোষ ও যামীহইতে নাগবীথি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ২৭-২৮। এই পৃথিবীতে যাহা কিছু দেখিতেছ, সেই সমুদায়ই অরুন্ধতীহইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সর্ব্বাত্মা সঙ্কল্প সঙ্কল্পানাম্নী ধর্ম্মপত্নীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। ২৯। পূর্ব্বোল্লিখিত বসুগণের নাম,—আপ, ধ্রুব, সোম, ধব, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভাস, এই অষ্ট বসু

প্রভাসশ্চ বসবোনামভিঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩০ ॥ আপস্য পুত্রো বৈতুণ্ড্যঃ শ্রমঃ শ্রান্তোধ্বনিস্তথা। ধ্রুবস্য পুত্রো ভগবান্ কালোলোকস্য কালনঃ। সোমস্য ভগবান্ বর্চ্চা বর্চ্চস্বী যেন জায়তে ॥ ৩১ ॥ ধবস্য পুত্রো-রুহিণো হুতহব্যবহস্তথা। মনোহরায়াং শিশিরঃ প্রাণোঽথ রমণস্তথা ॥ ৩২ ॥ অনিলস্য শিবা ভার্য্যা তস্যাঃ পুত্রঃ পুলোমজঃ। অবিজ্ঞাতগতিশ্চৈব দ্বৌ পুত্রাবনিলস্য তু ॥ ৩৩ ॥ অগ্নিপুত্রঃ কুমারস্তু শরস্তম্বে ব্যজায়ত। তস্য শাখোবিশাখশ্চ নৈগমেয়শ্চ পৃষ্ঠতঃ। অপত্যং কৃত্তিকানাস্তু কার্ত্তিকেয় ইতি স্মৃতঃ ॥ ৩৪ ॥ প্রত্যুষস্য বিদুঃ পুত্রমৃষিং নাম্না তু দেবলং। বিশ্বকর্ম্মা প্রভাসস্য বিখ্যাতো দেববর্দ্ধকিঃ ॥ ৩৫ ॥ অজৈকপাদহির্ব্রধ্নস্ত্বষ্টা রুদ্রশ্চ বীর্য্যবান্। ত্বষ্টুশ্চাপ্যাত্মজঃ পুত্রোবিশ্বরূপো মহাতপাঃ ॥ ৩৬ ॥ হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চাপরাজিতঃ। বৃষাকপিশ্চ শম্ভুশ্চ কপর্দ্দী রৈবত-স্তথা। মৃগব্যাধশ্চ শর্ব্বশ্চ কপালী চ মহামুনে। একাদশৈতে কথিতা রুদ্রাস্ত্রিভুবনেশ্বরাঃ ॥ সপ্তবিংশতি সোমস্য পত্ন্যো-নক্ষত্রসংজ্ঞিতাঃ ॥ ৩৭ ॥ অদিত্যাং কশ্যপাচ্চৈব সূর্য্যা দ্বাদশ জজ্ঞিরে। বিষ্ণুঃ শক্রোঽর্য্যমা ধাতা ত্বষ্টা পূষা তথৈব চ ॥৩৮॥ বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রো-বরুণ-এব চ। অংশুমাংশ্চ ভগশ্চৈব আদিত্যাদ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥ ৩৯ ॥ হিরণ্যকশিপুর্দ্দিত্যাং হিরণ্যাক্ষোঽভবত্তদা। সিংহিকা চাভবৎ কন্যা বিপ্রচিত্তিপরিগ্রহা ॥ ৪০ ॥ হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাশ্চত্বারঃ পৃথুলৌজসঃ। অনুহ্রাদশ্চ হ্রাদশ্চ প্রহ্রাদশ্চৈব বীর্য্যবান্। সংহ্রাদশ্চাভবত্তেষাং প্রহ্রাদো বিষ্ণুতৎপরঃ ॥ ৪১ ॥ সংহ্রাদপুত্র-আয়ুষ্মান্ শিবির্ব্বাস্কল এব চ। বিরোচনশ্চ প্রাহ্রাদির্ব্বলির্জ্জজ্ঞে বিরোচনাৎ। বলেঃ পুত্রশতং ত্বাসীদ্বাণ-জ্যেষ্ঠং বৃষধ্বজ ॥ ৪২ ॥ হিরণ্যাক্ষসুতাশ্চাসন্ সর্ব্ব-এব মহাবলাঃ। উৎকুরঃ শকুনিশ্চৈব ভূতসন্তাপনস্তথা।

স্ব-স্ব-নামে প্রথিত আছেন। ৩০। ইহাঁদিগের মধ্যে আপের পুত্র বৈতুণ্ড্য, শ্রম, শ্রান্ত ও ধ্বনি। ধ্রুবের পুত্র লোকসংহর্ত্তা ভগবান্ কাল। সোমের পুত্র ভগবান্ বর্চ্চা। ইহাঁহইতে মনুষ্য বর্চ্চস্বী, অর্থাৎ কান্তিমান্ হইয়া থাকে। ৩১। মনোহরার গর্ভে ধবের যে পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হন, তাঁহাদের নাম রুহিণ, হুতহব্যবহ, শিশির, প্রাণ ও রমণ। ৩২। অনিলের ভার্য্যার নাম শিবা। ঐ শিবার গর্ভে অনিলহইতে পুলোমজ ও অবিজ্ঞাতগতি-নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হন। ৩৩। অগ্নির পুত্র কুমার, ইনি শরস্তম্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয় নামে তিনটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। কুমার কৃত্তিকাগণ-কর্ত্তৃক পুত্ররূপে পরিপালিত হইয়াছিলেন, এজন্য তিনি কার্ত্তিকেয় এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৩৪। প্রত্যুষের পুত্র মহর্ষি দেবল। প্রভাসের পুত্র বিখ্যাত-নামা বিশ্বকর্ম্মা; ইনি দেববর্দ্ধক। ৩৫। বিশ্বকর্ম্মার চারি পুত্র উৎপন্ন হন, ইহাঁদের নাম অজৈকপাদ, অহির্ব্রধ্ন, ত্বষ্টা ও রুদ্র। ইহাঁরা সকলেই মহাবলশালী। ইহাঁদের মধ্যে ত্বষ্টাহইতে মহাতপাঃ বিশ্বরূপ উৎপন্ন হইলেন।৩৬। (বিশ্বকর্ম্মার তনয় রুদ্র একাদশ অংশে বিভক্ত হন।) ইহাঁদিগকে একাদশ রুদ্র বলা যায়। ইহাঁদিগের নাম,—হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দ্দী, রৈবত, মৃগব্যাধ, শর্ব্ব ও কপালী, এই একাদশ রুদ্র ত্রিভুবনের ঈশ্বর বলিয়া বিখ্যাত। দক্ষ যে সপ্তবিংশতি কন্যা চন্দ্রকে অর্পণকরেন, তাঁহারা নক্ষত্র-নামে প্রথিত হন। ৩৭। অদিতির গর্ভে কশ্যপহইতে দ্বাদশ সূর্য্য সমুৎপন্ন হন। তাঁহাদের নাম বিষ্ণু, শক্র, অর্য্যমা, ধাতা, ত্বষ্টা, পূষা, বিবস্বান্, সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশুমান্ ও ভগ। ইহাঁদিগকে দ্বাদশ আদিত্য বলে। ৩৮-৩৯। কশ্যপের ঔরসে দিতির গর্ভে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ-নামে দুই পুত্র এবং সিংহিকা-নামে এক কন্যা উৎপন্ন হয়। বিপ্রচিত্তি এই কন্যার পাণিগ্রহণ করে। ৪০। হিরণ্যকশিপুর চারি পুত্র জন্মে। ইহারা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত। ঐই চারি পুত্রের নাম অনুহ্রাদ, হ্রাদ, প্রহ্রাদ, ও সংহ্রাদ। এই পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রহ্রাদ বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন।৪১। সংহ্রাদের তিন পুত্র জন্মে। তাহাদের নাম আয়ুষ্মান্, শিবি ও বাস্কল। প্রহ্রাদের এক পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহার নাম বিরোচন। বিরোচনহইতে বলির জন্ম হয়। বলির একশত পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে বাণ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। ৪২। হিরণ্যাক্ষের কতিপয় পুত্র জন্মিয়াছিল; তাহারা সকলেই মহাবলশালী। তাহাদের নাম উৎকুর, শকুনি, ভূতসন্তাপন, মহানাভ, মহাবাহু ও কালনাভ,

মহানাভো মহাবাহুঃ কালনাভস্তথাপরঃ ॥ ৪৩ ॥ অভবন্ দনুপুত্রাশ্চ দ্বিমূৰ্দ্ধা শঙ্করস্তথা। অয়োমুখঃ শঙ্কুশিরাঃ কপিলঃ সম্বরস্তথা ॥ ৪৪ ॥ একচক্রো মহাবাহুস্তারকশ্চ মহাবলঃ। স্বর্ভানুর্বৃষপর্ব্বা চ পুলোমা চ মহাসুরঃ। এতে দনোঃ সুতাঃ খ্যাতা বিপ্রচিত্তিশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৪৫ ॥ স্বর্ভানোঃ সুপ্রভা কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপার্ব্বণী। উপদানবী হয়শিরাঃ প্রখ্যাতা বরকন্যকাঃ ॥৪৬॥ বৈশ্বানরসুতে চোভে পুলোমা কালকা তথা। উভে তে তু মহাভাগে মারীচেস্তু পরিগ্রহঃ ॥ ৪৭ ॥ তাভ্যাং পুত্রসহস্রাণি ষষ্টির্দানবসত্তমাঃ। পৌলোমাঃ কালকঞ্জাশ্চ মারীচতনয়াঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৮ ॥ সিংহিকায়াং সমুৎপন্না বিপ্রচিত্তিসুতাস্তথা। ব্যংশঃ শল্যশ্চ বলবান্ নভশ্চৈব মহাবলঃ ॥ ৪৯ ॥ বাতাপির্নমুচিশ্চৈব ইল্বলঃ খসৃমস্তথা। অঞ্জকো নরকশ্চৈব কালনাভ-স্তথৈব চ। নিবাতকবচা-দৈত্যাঃ প্রহ্লাদস্য কুলেঽভবন্ ॥ ৫০ ॥ ষট্সুতাশ্চ মহাসত্ত্বা-স্তাম্রায়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। শুকী শ্যেনী চ ভাসী চ সুগ্রীবী শুচিগৃধ্রিকা ॥ ৫১ ॥ শুকী শুকানজনয়-দুলূকী প্রত্যুলূককান্। শ্যেনী শ্যেনাংস্তথা ভাসী ভাসান্ গৃধ্রাংশ্চ গৃধ্র্যপি ॥ ৫২ ॥ শুচ্যোদকান্ পক্ষিগণান্ সুগ্রীবী তু ব্যজায়ত। অশ্বানুষ্ট্রান্ গর্দ্দভাংশ্চ তাম্রাবংশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৫৩॥ বিনতায়াস্তু পুত্রৌ দ্বৌ বিখ্যাতৌ গরুড়ারুণৌ। সুরসায়াঃ সহস্রন্তু সর্পাণামমিতৌজসাং ॥ ৫৪ ॥ কাদ্রবেয়াশ্চ ফণিনঃ সহস্রমমিতৌজসঃ। তেষাং প্রধানোভূতেশ শেষবাসুকিতক্ষকাঃ ॥ ৫৫ ॥ শঙ্খঃ শ্বেতোমহাপদ্মঃ কম্বলাশ্বতরৌ তথা। এলাপত্রস্তথা নাগঃ কর্কোটকধনঞ্জয়ৌ। গণং ক্রোধবশং বিদ্ধি তে চ সর্ব্বে চ দংষ্ট্রিণঃ ॥ ৫৬ ॥ ক্রোধা তু জনয়ামাস পিশাচাংশ্চ মহাবলান্। গাস্তু বৈ জনয়ামাস সুরভীর্মহিষাংস্তথা ॥৫৭॥ ইরা বৃক্ষলতাবল্লীস্তৃণজাতীশ্চ সর্ব্বশঃ। খগা চ যক্ষরক্ষাংসি মুনিরপ্সরসস্তথা ॥ অরিষ্টা তু মহাসত্ত্বান্ গন্ধর্ব্বান্ সমজীজনৎ ॥৫৮॥ দেব্যা

ইহারা দৈত্য-নামে খ্যাত। ৪৩। দনুর অনেকগুলি পুত্র উৎপন্ন হয়; তাহাদের নাম দ্বিমূৰ্দ্ধা, শঙ্কর, অয়োমুখ, শঙ্কুশিরাঃ, কপিল, সম্বর, একচক্র, মহাবাহু, মহাবল, তারক, স্বর্ভানু, বৃষপর্ব্বা, মহাসুর পুলোমা ও বিপ্রচিত্তি। ইহারা দনুপুত্র (দানব) বলিয়া বিখ্যাত। ঐ সকল পুত্রগণের মধ্যে বিপ্রচিত্তি অতিবীর্য্যবান্। ৪৪-৪৫। ইহাদিগের মধ্যে স্বর্ভানুর কন্যার নাম সুপ্রভা ও বৃষপর্ব্বার কন্যার নাম শর্ম্মিষ্ঠা। এতদ্ব্যতীত বৃষপর্ব্বার রূপলাবণ্যবতী আর দুইটী কন্যা ছিল, তাহাদের একটীর নাম উপদানবী ও অন্যার নাম হয়শিরা। ৪৬। বৈশ্বানরের যে দুইটী কন্যা জন্মিয়াছিল, তাহাদের নাম পুলোমা ও কালকা। এই দুইটী মহাসৌভাগ্যশালিনী ছিল। মরীচিতনয় কশ্যপ এই দুইটী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ৪৭। তাহাদের গর্ভে ষষ্টিসহস্র অসুর সমুৎপন্ন হয়। এই সকল মারীচতনয় অসুরগণ পৌলোম ও কালকঞ্জ-নামে বিখ্যাত। ৪৮। সিংহিকার গর্ভে বিপ্রচিত্তি-হইতে যে সকল পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাদের নাম,—ব্যংশ, শল্য, বলবান্, নভ, মহাবল, বাতাপি, নমুচি, ইল্বল, খসৃমর, অঞ্জক, নরক, কালনাভ; নিবাতকবচপ্রভৃতি দৈত্য সকল প্রহ্লাদকুলোৎপন্ন। ৪৯-৫০। তাম্রার ছয়টী কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাদের প্রভাব অতি-আশ্চর্য্য। ইহাদিগের নাম শুকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, শুচি ও গৃধ্রিকা। ৫১। ইহাদের মধ্যে শুকীহইতে শুকগণ, পেচকগণ ও কাকগণ; শ্যেনীহইতে শ্যেনগণ, ভাসীহইতে ভাসগণ, গৃধ্রীহইতে গৃধ্রগণ, শুচিহইতে জলচর পক্ষিগণ, সুগ্রীবীহইতে অশ্ব, উষ্ট্র ও গর্দ্দভগণ উৎপন্নহয়। ইহারা তাম্রার বংশ। ৫২-৫৩। বিনতার গর্ভে জগদ্বিখ্যাত দুই পুত্র উৎপন্ন হন। তাঁহাদের প্রথমের নাম অরুণ ও দ্বিতীয়ের নাম গরুড়। সুরসার গর্ভে অমিততেজস্বী সহস্র সর্পের উৎপত্তি হয়। ৫৪। কদ্রুর গর্ভেও অমিততেজস্বী সহস্র সর্প উৎপন্ন হয়। ভূতনাথ! তাহাদের মধ্যে শেষ, বাসুকি, তক্ষক, শঙ্খ, শ্বেত, মহাপদ্ম, কম্বল, অশ্বতর, এলাপত্র, ককোর্টক ও ধনঞ্জয় এই কয়েকটি প্রধান। এই সকল সর্প ক্রোধপরবশ ও দংষ্ট্রাযুধ। ৫৫ ৫৬। ক্রোধা মহাবলশালী মাংসাশী পিশাচগণ এবং সুরভী গোগণ ও মহিষগণ প্রসবকরিয়াছিলেন। ৫৭। ইরাহইতে সমুদয় বৃক্ষ, লতা, বল্লী ও তৃণ-জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল। ঐরূপ খগানাম্নী কশ্যপগেহিনীহইতে যক্ষগণ ও রাক্ষসগণ এবং মুনিনাম্নী স্ত্রীর গর্ভে অপ্সরোগণের উৎপত্তি হইয়াছে। অরিষ্টা মহাসত্ত্ব গন্ধর্ব্বগণকে প্রসবকরেন। ৫৮। অনন্তর দিতির

একোনপঞ্চাশন্মরুতোহভবন্নিতি। একজ্যোতির্দ্বিজ্যোতিশ্চ ত্রিচতুর্জ্যোতিরেব চ ॥ ৫৯ ॥ একশুক্রো দ্বিশুক্রশ্চ ত্রিশুক্রশ্চ মহাবলঃ। ঈদৃক্ চান্যাদৃক্ সদৃক্ চ ততঃ প্রতিসদৃক্ তথা। ॥ ৬০ ॥ মিতশ্চ সমিতশ্চৈব সুমিতশ্চ মহাবলঃ। ঋতজিৎ সত্যজিচ্চৈব সুষেণঃ সেনজিত্তথা ॥ ৬১ ॥ অতিমিত্রোঽপ্যমিত্রশ্চ দূরমিত্রোঽজিতস্তথা। ঋতশ্চ ঋতধর্ম্মা চ বিহর্ত্তা বরুণোধ্রুবঃ ॥৬২॥ বিধারণশ্চতুর্থোঽয়ং গৃহমেকগণঃ স্মৃতঃ। ঈদৃক্ষশ্চ সদৃক্ষশ্চ এতাদৃক্ষোমিতাশনঃ ॥৬৩॥ এতনঃ প্রসদৃক্ষশ্চ সুরতশ্চ মহাতপাঃ। তাদৃগুগ্রোধ্বনির্ভাসো বিমুক্তোবিক্ষিপঃ সহঃ ॥ ৬৪ ॥ দ্যুতির্বসুর্বলাধৃষ্যো-লাভঃ কামো-জয়ী বিরাট্। উদ্বেষণোগণোনাম বায়ুস্কন্ধে তু সপ্তমে ॥৬৫॥ এতৎ সর্ব্বং হরেরূপং রাজানো-দানবাঃ সুরাঃ। সূর্য্যাদিপরিবারেণ মন্বাদ্যা-ইজিরে হরিং ॥ ৬৬ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

গর্ভে একোনপঞ্চাশৎ মরুৎ নামে দেবগণের উৎপত্তি হয়। এই মরুদ্গণের নাম,—একজ্যোতিঃ, দ্বিজ্যোতিঃ, ত্রিজ্যোতিঃ, চতুর্জ্যোতিঃ, একশুক্র, দ্বিশুক্র, ত্রিশুক্র, ঈদৃক্, অন্যাদৃক্, সদৃক্, প্রতিসদৃক, মিত, সমিত, সুমিত, ঋতজিৎ, সত্যজিৎ, সুষেণ, সেনজিৎ, অতিমিত্র, অমিত্র, দূরমিত্র, অজিত, ঋত, ঋতধর্ম্মা, বিহর্ত্তা, বরুণ, ধ্রুব, বিধারণ, ঈদৃক্ষ, সদৃক্ষ, এতাদৃক্ষ, এতন, প্রসদৃক্ষ, সুরত, তাদৃক্, উগ্র, ধ্বনি, ভাস, বিমুক্ত, বিক্ষিপ, সহ, দ্যুতি, বসু, বলাধৃষ্য, লাভ, কাম, জয়ী, বিরাট্ ও উদ্বেষণ। ৫৯-৬৫। এই উনপঞ্চাশৎ বায়ু হরির অংশস্বরূপ। রাজা, দানব, দেব, সূর্য্য, মনুপ্রভৃতি সকলেই পরিবারবর্গের সহিত হরির অর্চ্চনা করেন। ৬৬।

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

রুদ্র-উবাচ ॥ ১ ॥ সূর্য্যাদিপূজনং ব্রূহি স্বায়ম্ভুবাদিভিঃ কৃতং। ভুক্তিমুক্তিপ্রদং সারং ব্যাস সংক্ষেপতঃ শৃণু ॥ ২ ॥

হরিরুবাচ ॥ ৩ ॥ সূর্য্যাদিপূজাং বক্ষ্যামি ধর্ম্মকামাদিকারিকাং। ওঁ সূর্য্যাসনায় নমঃ ওঁ নমঃ সূর্য্যমূর্ত্তয়ে ওঁ হ্রাং হ্রীং সঃ সূর্য্যায় নমঃ। ওঁ সোমায় নমঃ ওঁ মঙ্গলায় নমঃ ওঁ বুধায় নমঃ ওঁ বৃহস্পতয়ে নমঃ শুক্রায় নমঃ ওঁ শনৈশ্চরায় নমঃ ওঁ রাহবে নমঃ ওঁ কেতবে নমঃ। ওঁ তেজশ্চণ্ডায় নমঃ ॥ আসনাবাহনং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনন্তথা। স্নানং বস্ত্রোপবীতঞ্চ গন্ধপুষ্পঞ্চ ধূপকং ॥ দীপকঞ্চ নমস্কারং প্রদক্ষিণবিসর্জ্জনে। সূর্য্যাদীনাং সদা কুর্য্যাদিতি মন্ত্রৈর্ষধ্বজ ॥ ওঁ হাং শিবাসনায় নমঃ। ওঁ হাং শিবমূর্ত্তয়ে নমঃ। ওঁ হাং হৃদয়ায় নমঃ ওঁ হীং শিরসে স্বাহা ওঁ হুং শিখায়ৈ বষট্ ওঁ হৈং কবচায় হুঁ ওঁ হৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ ওঁ হঃ অস্ত্রায় নমঃ। ওঁ হাং সদ্যোজাতায় নমঃ। ওঁ হীঁ বামদেবায় নমঃ। ওঁ হুঁ অঘোরায় নমঃ। ওঁ হৈং তৎপুরুষায় নমঃ। ওঁ হৌং ঈশানায় নমঃ। ওঁ হাং গৌর্য্যৈ নমঃ ওঁ হাং গুরুভ্যো নমঃ ওঁ হাং ইন্দ্রায় নমঃ ওঁ হাং চণ্ডায় নমঃ ওঁ হাং অঘোরায় নমঃ। ওঁ বাসুদেবাসনায় নমঃ ওঁ বাসুদেবমূর্ত্তয়ে নমঃ। ওঁ অং ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ। ওঁ আং ওঁ নমো ভগবতে সঙ্কর্ষণায় নমঃ। ওঁ অং ওঁ নমোভগবতে প্রদ্যুম্নায় নমঃ। ওঁ অং ওঁ নমো ভগবতে অনিরুদ্ধায় নমঃ।

সপ্তম অধ্যায়।

রুদ্র কহিলেন, স্বায়ম্ভুবাদিকৃত সূর্য্যাদিপূজা বল। এই সূর্য্যাদিপূজা ভুক্তিমুক্তিপ্রদ ও সকল পূজার সারভূত। হে ব্যাস!, তুমি সংক্ষেপে সেই সূর্য্যপূজা শ্রবণ কর। ১-২। হরি কহিলেন ধর্ম্মার্থকামমোক্ষপ্রদ সূর্য্যাদিপূজা বলিব। ওঁ সূর্য্যায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে আসন, আবাহন, পাদ্য, অর্ঘ্য,

ওঁ নারায়ণায় নমঃ ওঁ তৎসদ্ব্রহ্মণে নমঃ ওঁ হূং বিষ্ণবে নমঃ ওঁ ক্ষ্রৌঁ নমো ভগবতে নরসিংহায় নমঃ। ওঁ ভূঃ ওঁ নমো ভগবতে বরাহায় নমঃ। ওঁ কং টং পং শং বৈনতেয়ায় নমঃ ওঁ জং খং বং সুদর্শনায় নমঃ ওঁ খং ঠং ফং ষং গদায়ৈ নমঃ ওঁ বং লং মং ক্ষং পাঞ্চজন্যায় নমঃ ওঁ ঘং ঢং ভং হং শ্রিয়ৈ নমঃ ওঁ গং ডং বং সং পুষ্ট্যৈ নমঃ ওঁ ধং ষং বং সং বনমালায়ৈ নমঃ ওঁ সং দং লং শ্রীবৎসায় নমঃ ওঁ ঠং চং ভং যং কৌস্তুভায় নমঃ। ওঁ গুরুভ্যো নমঃ ওঁ ইন্দ্রাদিভ্যো নমঃ ওঁ বিশ্বক্সেনায় নমঃ। আসনাদীন্ হরেরেতৈর্ম্মন্ত্রৈর্দদ্যাদ্বৃষধ্বজ! ॥ ৪ ॥ বিষ্ণুশক্ত্যাঃ সরস্বত্যাঃ পূজাং শৃণু শুভপ্রদাং। ওঁ হ্রীঁ সরস্বত্যৈ নমঃ ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ওঁ হ্রীং শিরসে নমঃ ওঁ হ্রূং শিখায়ৈ নমঃ ওঁ হ্রৈং কবচায় নমঃ ওঁ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় নমঃ ওঁ হ্রঃ অস্ত্রায় নমঃ ॥ ৫ ॥ শ্রদ্ধা ঋদ্ধিঃ কলা মেধা তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ প্রভা মতিঃ। ওঁকারাদ্যা-নমোঽন্তাশ্চ সরস্বত্যাশ্চ শক্তয়ঃ ॥৬॥ ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ ওঁ গুরুভ্যো-নমঃ ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ ॥৭॥ পদ্মস্থায়াঃ সরস্বত্যা-আসনাদ্যং প্রকল্পয়েৎ। সূর্য্যাদীনাং স্বকৈর্ম্মন্ত্রৈঃ পবিত্রারোহণন্তথা ॥ ৮ ॥ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ ॥১॥ ভূমিষ্ঠে মণ্ডপে স্নাত্বা মণ্ডলে বিষ্ণুমর্চ্চয়েৎ। পঞ্চরঙ্গিকচূর্ণেন বজ্রনাভন্তু মণ্ডলং ॥ ২ ॥ ষোড়শৈঃ কোষ্ঠকৈস্তত্র সংমিতং রুদ্র কারয়েৎ। চতুর্থপঞ্চকোণেষু সূত্রপাতন্তু কারয়েৎ ॥ ৩ ॥ কোণসূত্রাদুভয়তঃ কোণা যে তত্র সংস্থিতাঃ। তেষু চৈব প্রকুর্ব্বীত সূত্রপাতং বিচক্ষণঃ ॥৪॥ তদনন্তরকোণেষু এবমেব হি কারয়েৎ। প্রথমা নাভিরুদ্দিষ্টা মধ্যে রেখাপ্রসঙ্গমে ॥ ৫ ॥ অন্তরেষু চ সর্ব্বেষু অষ্টৌ চৈব তু নাভয়ঃ। পূর্ব্বমধ্যমনাভিভ্যা-মথ সূত্রন্তু ভ্রাময়েৎ ॥ ৬ ॥ অন্তরেষু দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ পাদোনং ভ্রাময়েদ্ধর ! । অনেন নাভিসূত্রস্ত

আচমন, স্নান, বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ ও দীপদ্বারা অর্চ্চনা ও নমস্কার-পূর্ব্বক প্রদাক্ষণকরিয়া বিসর্জ্জনকরিবে। বৃষধ্বজ ! এই প্রকারে উল্লিখিত মন্ত্রে সর্ব্বদা সূর্য্যাদি দেবতার পূজা করিতে হইবে। হ্রাং শিবায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে আসনাদিদ্বারা হরির অর্চ্চনা করিবে। ৪। হে বৃষধ্বজ ! অতঃপর বিষ্ণুশক্তি সরস্বতীর পূজা শ্রবণকর। এই পূজা শুভপ্রদ। ওঁ হ্রাঁ সরস্বত্যৈ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে সরস্বতীর অর্চ্চনাকরিবে। ৫। সরস্বতী দেবীর আটটী শক্তি আছে, তাহাদের নাম শ্রদ্ধা, ঋদ্ধি, কলা, মেধা, তুষ্টি, পুষ্টি, প্রভা ও মতি। প্রতিশক্তির নামের আদিতে ওঁকার এবং অন্তে নমঃ যোগ করিয়া, অর্থাৎ ওঁ শ্রদ্ধায়ৈ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে এই অষ্ট শক্তির পূজা করিতে হইবে। ৬। ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ প্রভৃতি মন্ত্রে ক্ষেত্রপাল, গুরু ও পরমগুরুর অর্চ্চনা করিবে। ৭। অতঃপর শ্বেতকমলবাসিনী সরস্বতীদেবীকে আসনাদি উপহার প্রদানকরিবে। সূর্য্যাদি দেবতার স্ব-স্ব মন্ত্রে অর্চ্চনা এবং পবিত্রারোহণ করা কর্ত্তব্য। ৮।

ইতি সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

হরি বলিলেন, সাধক যথাবিধি স্নানকার্য্য সমাপনকরিয়া ভূমিস্থিত মণ্ডপে মণ্ডল নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেই মণ্ডলে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে। পঞ্চবর্ণচূর্ণদ্বারা বজ্রনাভমণ্ডল প্রস্তুত করিতে হইবে। ১ ২। রুদ্র ! মণ্ডলঅঙ্কনপ্রণালী এই, একহস্তপরিমিত চতুরস্র অঙ্কিত করিয়া, তাহাকে ষোড়শ কোষ্ঠায় বিভক্ত করিবে। অনন্তর চতুর্থ ও পঞ্চম কোণে সূত্রপাত করিয়া রেখা অঙ্কিত করিবে। ৩। পরে কোণসূত্রের উভয় পার্শ্বে যে সকল কোণ আছে, তাহাতে সূত্রপাত করিয়া রেখা দিবে এবং তন্মধ্যগত কোষ্ঠাতে কোণসূত্রপাত করিয়া রেখা অঙ্কিত করিতে হইবে। এইরূপ কোণসূত্রদ্বয়ের নাভিস্থলে সূত্রপাত করিয়া রেখা অঙ্কিত করিবে। ৪-৫। এইরূপ সূত্রপাত ও রেখা অঙ্কিত হইলে, দেখিতে পাইবে যে, মধ্যনাভির * চতুষ্পার্শ্বে ঐরূপ আটটী নাভি হইয়াছে। মধ্যনাভিহইতে পূর্ব্বনাভিপর্য্যন্ত সূত্রপাত করিয়া, সেই সূত্র ভ্রামিত করিয়া বৃত্তাকার রেখা দিবে। ৬। হে হর ! বিপ্রবর পূজক ঐ বৃত্তান্তর্গত

* যে স্থলে কোণসূত্রদ্বয় মিলিত হয়, সেই মিলনস্থলকে নাভি বলে।

কর্ণিকাং ভ্রাময়েচ্ছিব ॥৭॥ কর্ণিকায়া-দ্বিভাগেন কেশরাণি বিচক্ষণঃ। তদগ্রেণ সদা বিদ্বান্ দলান্যেব সমালিখেৎ ॥৮॥ সর্ব্বেষু নাভিক্ষেত্রেষু মানেনানেন সুব্রত। পদ্মানি তানি কুর্ব্বীত দেশিকঃ পরমার্থবিৎ ॥৯॥ আদিসূত্রবিভাগেন দ্বারাণি পরিকল্পয়েৎ। দ্বারশোভাস্তথা তত্র তদর্দ্ধেন তু কল্পয়েৎ ॥১০॥ কর্ণিকাং পীতবর্ণেন সিতরক্তাদিকেশরান্। অন্তরং নীলবর্ণেন দলানি অসিতেন চ ॥১১॥ কৃষ্ণবর্ণেন রজসা চতুরস্রং প্রপূরয়েৎ। দ্বারাণি শুক্লবর্ণেন রেখাঃ পঞ্চ চ মণ্ডলে ॥১২॥ সিতা রক্তা তথা পীতা কৃষ্ণা চৈব যথাক্রমং। কৃত্বৈব মণ্ডলঞ্চাদৌ ন্যাসং তত্রার্চ্চয়েদ্ধরিং ॥১৩॥ হৃন্মধ্যে তু ন্যসেদ্বিষ্ণুং মধ্যে সঙ্কর্ষণ-স্তথা। প্রদ্যুম্নং শিরসি ন্যস্য শিখায়া-মনিরুদ্ধকং ॥১৪॥ ব্রহ্মাণং সর্ব্বগাত্রেষু করয়োঃ শ্রীধরং তথা। অহং বিষ্ণুরিতি ধ্যাত্বা কর্ণিকায়াং ন্যসেদ্ধরিম্ ॥১৫॥ ন্যস্যেৎ সঙ্কর্ষণং পূর্ব্বে প্রদ্যুম্নঞ্চৈব দক্ষিণে। অনিরুদ্ধং পশ্চিমে চ ব্রহ্মাণঞ্চোত্তরে ন্যসেৎ ॥১৬॥ শ্রীধরং রুদ্রকোণেষু ইন্দ্রাদীন্ দিক্ষু বিন্যসেৎ। ততোঽভ্যর্চ্চ্য চ গন্ধাদ্যৈঃ প্রাপ্নুয়াৎ পরমং পদং ॥১৭॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ ॥১॥ সময়ং দীক্ষিতঃ শিষ্যো বন্ধনেত্রস্তু বাসসা। অষ্টাহুতিশতং তস্য মূলমন্ত্রেণ হোময়েৎ ॥২॥ দ্বিগুণং পুত্রকে হোমং ত্রিগুণং সাধকে মতং। নির্ব্বাণদেশিকে রুদ্র! চতুর্গুণ-মুদাহৃতং। গুরুবিষ্ণুদ্বিজস্ত্রীণাং

স্থানের পাদ, অর্থাৎ চতুর্থাংশ পরিত্যাগকরিয়া সূত্রভ্রামণপূর্ব্বক রেখাপাতদ্বারা আর একটি বৃত্ত করিয়া লইবে। এইরূপ নাভির চতুর্দ্দিকে সূত্রকে ভ্রামিত করিয়া বৃত্তাকার কর্ণিকাক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হইবে।৭। কর্ণিকার দ্বিভাগপরিমিত কেশরক্ষেত্র হইবে। কেশরের অগ্রে দল, অর্থাৎ পদ্মের পত্র লিখিবে।৮। হে সুব্রত! পরমতত্ত্ববেত্তা সাধক এইরূপ অষ্টনাভি-স্থানে উক্ত পরিমাণে অষ্ট পদ্মক্ষেত্র অঙ্কিত করিয়া পদ্ম অঙ্কিত করিবে।৯। তৎপরে আদিসূত্র, অর্থাৎ চতুরস্ররেখার বিভাগানুসারে দ্বার অঙ্কিত করিয়া, তদর্দ্ধপরিমাণে শোভা ও উপশোভা অঙ্কিত করিয়া লইবে। চতুরস্রের চতুর্দ্দিকেই দ্বার, শোভা ও উপশোভা করিতে হইবে।১০। এইরূপে মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া, ঐ মণ্ডল পঞ্চবর্ণচূর্ণদ্বারা * রঞ্জিত করিবে। পীতবর্ণচূর্ণদ্বারা কর্ণিকা রঞ্জিত করিয়া, কেশরসকল শুক্লবর্ণ কিম্বা রক্তবর্ণ করিবে। সন্ধিস্থানসকল নীলবর্ণ ও পদ্মপত্রগুলি কৃষ্ণবর্ণ করিয়া চিত্রিত করিবে।১১। চতুরস্রের অবকাশস্থানসকল কৃষ্ণবর্ণ এবং দ্বারগুলি শুক্লবর্ণ করিয়া মণ্ডলের বহির্ভাগে পাঁচটী রেখা অঙ্কিত করিতে হইবে।১২। ঐ রেখাগুলী যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ ও শ্যামলবর্ণ চূর্ণদ্বারা রঞ্জিত করিবে। এইরূপে মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া সেই মণ্ডলমধ্যে হরির অর্চ্চনা করিতে হইবে।১৩। প্রথমে ন্যাস করিবে, সেই ন্যাসের প্রণালী এই, হৃদয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, মধ্যে ওঁ সঙ্কর্ষণায় নমঃ, মস্তকে ওঁ প্রদ্যুম্নায় নমঃ, শিখাস্থানে ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ, সর্ব্বগাত্রে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, হস্তদ্বয়ে ওঁ শ্রীধরায় নমঃ, এইরূপে স্বীয় শরীরে ন্যাসকরিয়া স্বীয় আত্মাকে হরির স্বরূপ ধ্যানকরিয়া কর্ণিকাস্থানে হরিকে স্থাপনকরিবে।১৪ ১৫। মণ্ডলের পূর্ব্বদ্বারে সঙ্কর্ষণ, দক্ষিণদ্বারে প্রদ্যুম্ন, পশ্চিমদ্বারে অনিরুদ্ধ, উত্তরদ্বারে ব্রহ্মা এবং ঈশানকোণে শ্রীধর, এই সকল দেবতা স্থাপনকরিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বদিকে ইন্দ্র, অগ্নিকোণে অগ্নি, দক্ষিণদিকে যম, নৈর্ঋতকোণে নির্ঋতি, পশ্চিমদিকে বরুণ, বায়ুকোণে বায়ু, উত্তরদিকে কুবের এবং ঈশানকোণে ঈশান, এই অষ্টদিক্‌পাল স্থাপন-পূর্ব্বক গন্ধাদি উপহারে অর্চ্চনাকরিলে, পরম পদ প্রাপ্ত হইবে।১৬-১৭।

ইতি অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

হরি বলিলেন, সাধক যথাসময়ে দীক্ষিত হইয়া বস্ত্রদ্বারা নেত্র বন্ধনপূর্ব্বক তাহার মূলমন্ত্রে অষ্টশত আহুতি প্রদানকরিয়া হোমকরিবে।১-২। হে রুদ্র! পুত্রকামী ব্যক্তি দ্বিগুণ অর্থাৎ ষোড়শশত, দৈবতাসাধনে ত্রিগুণ অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতিশত এবং নির্ব্বাণমুক্তিকামনায় চতুর্গুণ অর্থাৎ দ্বাত্রিংশৎশতসংখ্যক হোম নির্দ্ধারিত আছে। যদি কোন ব্যক্তি দীক্ষিত না হইয়া হোম-

* শুক্ল, পীত, রক্ত, কৃষ্ণ ও শ্যামল।

হন্তা বধ্য-স্ব-দীক্ষিতৈঃ ॥ ৩ ॥ অথ দীক্ষাং প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মাধর্ম্মক্ষয়ঙ্করীং। উপবেশ্য বহিঃ শিষ্যান্ধারণাং তেষ্ কারয়েৎ ॥৪॥ বায়ব্যা কলয়া রুদ্র ! শোচ্যমানান্ বিচিন্তয়েৎ। আগ্নেয্যা দহ্যমানাংশ্চ প্লাবিতানম্ভসা পুনঃ ॥ ৫ ॥ তেজস্তেজসি তং জীব-মেকীকৃত্য সমাক্ষিপেৎ। প্রণবং চিন্তয়েদ্ব্যোম্নি শরীরেঽন্যত্তু কারণম্ ॥ ৬ ॥ একৈকং যোজয়েত্তত্র ক্ষেত্রজ্ঞং দেহকারণাৎ। উৎপাদ্য যোজয়েৎ পশ্চা-দেকৈকং বৃষভধ্বজ ! ॥ ৭ ॥ মণ্ডলাদি-স্বশক্তস্তু কল্পয়িত্বার্চ্চয়েদ্ধরিং। চতুর্দ্বারং ভবেত্তচ্চ ব্রহ্মতীর্থাদনুক্রমাৎ ॥ ৮ ॥ হস্তং পদ্মং সমাখ্যাতং পত্রাণ্যঙ্গুলয়ঃ স্মৃতাঃ। কর্ণিকাতলহস্তস্তু নখান্যস্য তু কেশরাঃ ॥৯॥ তত্রার্চ্চয়েদ্ধরিং ধ্যাত্বা সূর্য্যেন্দ্বগ্ন্যন্তরেব চ। তং হস্তং পাতয়েন্মূর্দ্ধ্নি শিষ্যস্য তু সমাহিতঃ ॥ ১০ ॥ হস্তে বিষ্ণুঃ স্থিতো-যস্মাদ্বিষ্ণুহস্তস্ততস্ত্বয়ং। নশ্যন্তি

করে, সেই ব্যক্তি গুরু, বিষ্ণু, ব্রাহ্মণ ও স্ত্রী-ঘাত-জন্য পাপভাগী হয়। ৩।

অনন্তর ধর্ম্মাধর্ম্মবিনাশিনী দীক্ষার বিধি বলিতেছি। শিষ্যগণকে বহির্দ্দেশে উপবেশিত করিয়া, তাহাদের শরীরে এইরূপ চিন্তাকরিবে।—রুদ্র ! বায়বীয়কলা (যং বীজ)-দ্বারা শিষ্যগণকে শোষ্যমান, আগ্নেয়কলা (রং বীজ)-দ্বারা দহ্যমান এবং বারুণকলা (বং বীজ)-দ্বারা প্লাবমান চিন্তাকরিবে। ৪-৫। পরে তেজোরাশিতে তেজঃ নিক্ষেপকরিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যজ্ঞান করিবে। অনন্তর ওঁ এই মন্ত্র জপকরিয়া আকাশাদিহইতে স্বশরীরে আকাশাদি গ্রহণকরিবে। এইরূপে এক এক ভূত আকর্ষণপূর্ব্বক যোগকরিয়া নূতন শরীর বিধানকরিবে এবং তাহাতে আত্মা স্থাপনকরিয়া নূতন দেহ চিন্তাকরিবে। ৬ ৭। বৃষধ্বজ ! যে ব্যক্তি মণ্ডলাদি নির্ম্মাণকরিতে অশক্ত হইবে, সেই সাধক মানসিক-মণ্ডল কল্পনাকরিয়া হরির অর্চনা করিবে। সেই মানসিকমণ্ডল চতুর্দ্বারবিশিষ্ট হইবে এবং তাহাকে ব্রহ্মতীর্থস্বরূপ জ্ঞানকরিবে। ৮। গুরুর স্বীয় হস্তকে পদ্মস্বরূপ, অঙ্গুলিসকলকে পত্রস্বরূপ, হস্ততলকে কর্ণিকাস্বরূপ ও নখসকলকে কেসরস্বরূপ জ্ঞানকরিয়া, সেই হস্তপদ্মে হরির ধ্যানকরিয়া অর্চ্চনা করিবে। গুরু সংযতমনে ঐ হস্ত শিষ্যের মস্তকে স্থাপনকরিবে। ৯-১০। হস্তে স্বয়ং বিষ্ণু অবস্থিতিকরিতেছেন, অতএব ঐ হস্ত

স্পর্শনাত্তস্য পাতকান্যখিলানি চ ॥ ১১ ॥ গুরুঃ শিষ্যং সমভ্যর্চ্চ্য নেত্রে বন্ধে তু বাসসা। দেবস্য প্রমুখং কৃত্বা পুষ্পাণি মোচয়েত্ততঃ। পুষ্পং নিপতিতং যত্র মূর্দ্ধা দেবস্য শার্ঙ্গিণঃ ॥ ১২ ॥ তন্নাম কারয়েত্তস্য স্ত্রীণাং নামাঙ্কিতং স্বকং। শূদ্রাণাং দাসসংযুক্তং কারয়েত্তু বিচক্ষণঃ ॥ ১৩ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে নবমোঽধ্যায়ঃ।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ ॥১॥ শ্র্যাদিপূজাং প্রবক্ষ্যামি স্থণ্ডিলাদিষু সিদ্ধয়ে। ওঁ শ্রীঁ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ। শ্রাঁ শ্রীঁ শ্রূঁ শ্রৈঁ শ্রৌঁ শ্রঃ। ক্রমাদ্ধৃদয়ঞ্চ শিরঃ শিখাং কবচং। নেত্রমস্ত্রঞ্চ আসনং মূর্ত্তিমর্চ্চয়েৎ ॥২॥ মণ্ডলে পদ্মগর্ভে চ চতুর্দ্বারি রজোঽন্বিতে। চতুঃষষ্ট্যন্তমষ্টাদি খাক্ষেখান্যাদি মণ্ডলং। খীক্ষীন্দুসূর্য্যগং সর্ব্বং খাদিবেদেন্দ্রবর্ত্তনাৎ ॥ ৩ ॥

বিষ্ণুস্বরূপ। হস্তস্পর্শমাত্র অখিল পাতক বিনষ্ট হইয়া যায়। ১১। গুরু শিষ্যকে অর্চ্চনাকরিয়া বস্ত্রদ্বারা শিষ্যের নেত্রদ্বয় বন্ধকরিয়া দেবতার সম্মুখে পুষ্পাঞ্জলি পাতিত করিবে। অঞ্জলিস্থপুষ্প যে স্থলে পতিত হইবে, তাহাই দেব বিষ্ণুর মস্তক। ১২। তৎপরে গুরু শিষ্যের নামকরণ করিবে। ব্রাহ্মণাদির নামে দেবশর্ম্মাদি উপাধি ও শূদ্রনামে দাস শব্দ যোগকরিতে হইবে। ১৩।

ইতি নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

হরি কহিলেন, লক্ষ্ম্যাদিপূজা বলিব। মন্ত্রসিদ্ধির নিমিত্ত মণ্ডল কিম্বা স্থণ্ডিলাদিতে পূজাকরা কর্ত্তব্য। শ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, শ্রীং শিরসে স্বাহা, শ্রূং শিখায়ৈ বষট্, শ্রৈং কবচায় হুঁ, শ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, শ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ এবং শ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি। এই প্রকারে করাঙ্গন্যাস করিয়া ওঁ শ্রীঁ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ, এই মন্ত্রে পূজাকরিতে হইবে। ১-২। পদ্মগর্ভ চতুর্দ্বারবিশিষ্ট মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া, সেই মণ্ডল পঞ্চবর্ণচূর্ণদ্বারা রঞ্জিত করিয়া, ঐ মণ্ডলে পূজাকরিবে। ৩। মণ্ডলমধ্যে লক্ষ্মী ও

লক্ষ্মীমঙ্গানি চৈকস্মিন্ কোণে দুর্গাং গণং গুরুং। ক্ষেত্রপালমথাগ্ন্যাদৌ হোমাজ্জুহাব কামভাক্। ওঁ ঘং টং ডং হং মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ। অনেন পূজয়েল্লক্ষ্মীং পূর্ব্বোক্তপরিবারকৈঃ॥ ৪॥ ওঁ সৌং সরস্বত্যৈ নমঃ। ওঁ হ্রীঁ সৌং সরস্বত্যৈ নমঃ। ওঁ হ্রীঁ বদ বদ বাগ্বাদিনি স্বাহা। ওঁ হ্রীঁ সরস্বত্যৈ নমঃ॥ ৫॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে দশমোঽধ্যায়ঃ।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ॥ ১॥ নবব্যূহার্চ্চনং বক্ষ্যে যদুক্তং কশ্যপায় (কপিলায়) হি। জীবমুৎক্ষিপ্য মূর্দ্ধন্যা নাভ্যাং ব্যোম্নি নিবেশয়েৎ॥ ২॥ ততো রমিতি বীজেন দগ্ধ্বেদ্ভূতাত্মকং বপুঃ। যমিত্যনেন বীজেন তচ্চ সর্ব্বং বিনাশয়েৎ॥ ৩॥ লমিত্যনেন বীজেন প্লাবয়েৎ সচরাচরং। বমিত্যনেন বীজেন চিন্তয়েদমৃতং ততঃ॥ ৪॥ ততো-বুদ্বুদমধ্যে তু পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ। অহং মতস্তথা স্নানং ধ্যানেন পরিচিন্তয়েৎ॥৫॥ মন্ত্রন্যাসং ততঃ কুর্য্যাৎ ত্রিবিধং করদেহয়োঃ। দ্বাদশাক্ষরবীজেন উক্তবীজৈরনন্তরং। ষড়ঙ্গেন ততঃ কুর্য্যাৎ সাক্ষাদ্-যেন হরির্ভবেৎ॥৬॥ দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠমারভ্য মধ্যাঙ্গুষ্ঠং দলে ন্যসেৎ। মধ্যে বীজদ্বয়ং ন্যস্য ন্যসেদঙ্গে ততঃ পুনঃ॥৭॥ হৃচ্ছিরসি শিখাবর্ম্মবক্ত্রাক্ষ্যুদরপৃষ্ঠতঃ। বাহ্বোশ্চ করয়োর্জান্বোঃ পাদয়োশ্চাপি বিন্যসেৎ॥৮॥ পদ্মাকারৌ করৌ কৃত্বা মধ্যেঽঙ্গুষ্ঠং নিবেশয়েৎ। চিন্তয়েত্তত্র সর্ব্বেশং পরং তত্ত্বমনাময়ং॥ ৯॥ ক্রমাচ্চৈতানি বীজানি তর্জ্জন্যাদিষু বিন্যসেৎ। ততো-মূর্দ্ধাক্ষিবক্ত্রেষু কণ্ঠেষু হৃদয়ে তথা। নাভৌ গুহ্যে তথা জান্বোঃ পাদয়োর্বিন্যসেৎ ক্রমাৎ॥১০॥ পাণ্যোঃ ষড়ঙ্গবীজানি ন্যস্য কায়ে ততোন্যসেৎ। অঙ্গুষ্ঠাদি কনিষ্ঠান্তং বিন্যসে-দ্বীজপঞ্চকং॥ ১১॥ করমধ্যে নেত্রবীজ-মঙ্গন্যাসে-ঽপ্যয়ং

তাঁহার অঙ্গদেবতার পূজা করিয়া কোণে দুর্গা ও তাঁহার গণদেবতার পূজা করিবে। তৎপরে অগ্ন্যাদিকোণে গুরু ও ক্ষেত্রপালের পূজা করিয়া হোম করিতে হইবে। ইহদ্বারা সর্ব্বাভীষ্ট সম্পন্ন হইবে। অনন্তর ওঁ ঘং টং ডং হং মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত পরিবারগণের সহিত লক্ষ্মীর পূজা করিবে। ৪। পরে ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে সরস্বতীদেবীর পূজা করিবে। ৫।

ইতি দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

হরি বলিলেন, গরুড় কশ্যপের নিকট যে নবব্যূহার্চ্চন বলিয়াছিল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমে জীবাত্মাকে ঊর্দ্ধে নীত করিয়া নাভিদেশদিয়া আকাশে নিবেশিত করিবে। ১২। পরে রং এই বীজদ্বারা পাঞ্চভৌতিক দেহ দগ্ধ করিয়া, যং এই বীজে সমস্ত দেহ বিনাশকরিতে হইবে। ৩। অনন্তর লং এই বীজদ্বারা সমুদায় দেহ অমৃতাপ্লাবিত করিবে, পরে বং এই স্বহৃদয়মধ্যে আত্মাকে পীতাম্বর ও চতুর্ভুজরূপে চিন্তাকরিয়া স্নান করাইয়া ধ্যান করিতে হইবে। ৫। মন্ত্রন্যাস, করন্যাস ও অঙ্গন্যাস, এই ত্রিবিধ ন্যাসকরা কর্ত্তব্য। দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণদ্বারা মন্ত্র ন্যাসকরিয়া ষড়ঙ্গন্যাস করিতে হইবে। এই ন্যাস করিলে সাধক সাক্ষাৎ নারায়ণতুল্য হয়। ৬। দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিতে আরম্ভকরিয়া মধ্যমাঙ্গুলিপর্য্যন্ত ন্যাসকরিবে। পরে মধ্যে বীজদ্বয় ন্যাসকরিয়া ঐ সকল বীজ পুনর্ব্বার অঙ্গে ন্যাসকরিতে হইবে। ৭। তৎপরে হৃদয়ে, মস্তকে, শিখাস্থানে, কবচস্থানে, মুখে, চক্ষুতে, উদরে, পৃষ্ঠে, বাহুদ্বয়ে, করদ্বয়ে, জানুদ্বয়ে ও পদদ্বয়ে ন্যাসকরিবে। ৮। হস্তদ্বয় পদ্মাকার করিয়া, মধ্যে অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি নিবেশিত করিবে। এইরূপ মুদ্রাবন্ধন করিয়া, সেই মুদ্রাতে পরমতত্ত্বময় আময়শূন্য সর্ব্বেশ্বর নারায়ণকে চিন্তাকরিবে। ৯। ক্রমতঃ ঐ সকল বীজ তর্জ্জন্যাদি অঙ্গুলিতে ন্যাসকরিবে। পরে মস্তকে, চক্ষুতে, মুখে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, নাভিতে, গুহ্যে, জানুদ্বয়ে ও পাদদ্বয়ে ক্রমতঃ ঐ সকল বীজ ন্যাসকরিতে হইবে। ১০। হস্তদ্বয়ে করন্যাস ও ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া স্বীয় শরীরে ঐ সকল বীজ ন্যাসকরা বিধেয়। অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিহইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলিপর্য্যন্ত পঞ্চ-

ক্রমঃ। হৃদয়ে হৃদয়ং ন্যস্য শিরঃ শিরসি বিন্যসেৎ ॥১২॥ শিখায়াস্তু শিখাং ন্যস্য কবচং সর্ব্বতন্তনৌ। নেত্রে নেত্রে বিধাতব্যে অস্ত্রঞ্চ করয়োর্দ্বয়োঃ ॥১৩॥ তেনৈব চ দিশো বদ্ধা পূজাবিধি-মথারভেৎ। হৃদয়ে চিন্তয়েৎ পূর্ব্বং যোগপীঠং সমাহিতঃ ॥১৪॥ ধর্ম্মং জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্য-মৈশ্বর্য্যঞ্চ যথাক্রমং। আগ্নেয়াদৌ চ পূর্ব্বাদা-বধর্ম্মাদীংশ্চ বিন্যসেৎ ॥১৫॥ এভিঃ পরিচ্ছন্নতনুং পীঠভূতং তদাত্মকং। অনন্তং বিন্যসেৎ পশ্চাৎ পূর্ব্বকায়োন্নতং স্থিতং ॥১৬॥ ততোবিদ্যাসরোজাতং দলাষ্টসমদিগ্দলং। সিতাব্জং শতপাদাঢ্যং বিপ্রকীর্ণোদ্ধকর্ণিকং ॥১৭॥ ধ্যাত্বা বেদাদিনা পশ্চাৎ সূর্য্যসোমানলাত্মনাং। মণ্ডলানি ক্রমাদেব-মুপর্য্যুপরি চিন্তয়েৎ ॥ ১৮ ॥ ততঃ পূর্ব্বাদি-দিক্সংস্থাঃ শক্তীঃ কেশবগোচরাঃ। বিমলাদ্যান্ন্যসেদষ্টৌ নবমীং কর্ণিকাগতাং ॥ ১৯ ॥ এবং ধ্যাত্বা সমভ্যর্চ্চ্য যোগপীঠ-মনন্তরং। মনসাবাহ্য তত্রেশং হরিং শার্ঙ্গং ন্যসেৎ পুনঃ ॥ ২০ ॥ হৃদয়াদীনি পূর্ব্বাদিচতুর্দ্দিগ্দল-যোগতঃ। মধ্যে নেত্রন্তু কোণেষু অস্ত্রমস্ত্রং ন্যসেত্ততঃ ॥ ২১॥ সঙ্কর্ষণাদিবীজানি পূর্ব্বাদিক্রমযোগতঃ। দ্বারি পূর্ব্বে পরে চৈব বৈনতেয়ন্তু বিন্যসেৎ ॥২২॥ সুদর্শনং সহস্রারং দক্ষিণে দ্বারি বিন্যসেৎ। শ্রিয়ং দক্ষিণতোন্যস্য লক্ষ্মী-মুত্তরতস্তথা ॥২৩॥ দ্বার্য্যুত্তরে গদাং ন্যস্য শঙ্খং কোণেষু বিন্যসেৎ। দেবদক্ষিণতঃ শার্ঙ্গং বামে চৈব সুধী-র্ন্যসেৎ ॥ ২৪ ॥ তদ্বৎ খড়্গান্তথা চক্রং ন্যসেৎ পার্শ্বদ্বয়োর্দ্বয়ং। ততোঽস্তর্লোকপালাংশ্চ স্বদিগ্ভেদেন বিন্যসেৎ ॥২৫॥ বজ্রাদীন্যায়ুধাংশ্চৈব তথৈব বিনিবেশয়েৎ। ঊর্দ্ধং ব্রহ্ম তথানন্ত-মধশ্চ পরিচিন্তয়েৎ ॥ ২৬ ॥ সর্ব্বং ধ্যাত্বেতি সংপূজ্য মুদ্রাঃ সন্দর্শয়েত্ততঃ। অঞ্জলিঃ প্রথমা মুদ্রা ক্ষিপ্রাং দেবপ্রসাদনী ॥ ২৭ ॥ বন্দনী হৃদয়াশক্তা সার্দ্ধং দক্ষিণ-উন্নতা। ঊর্দ্ধাঙ্গুষ্ঠা বামমুষ্টি-র্দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠবন্ধনঃ ॥ ২৮ ॥

করবে। অঙ্গন্যাসে এইরূপ ক্রম জানিবে। হৃদয়ে নমঃ, মস্তকে স্বাহা, শিখাস্থানে বষট্, সর্ব্বশরীরে হুঁ, নেত্রে বৌষট্, হস্তদ্বয়ে ফট্, এই সকল বীজে তত্তৎস্থানে ন্যাসকরিতে হইবে। ১২-১৩। ফট্ এই মন্ত্রে দিগ্বন্ধন করিয়া পূজাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। প্রথমে অনন্যমনাঃ হইয়া স্বহৃদয়ে যোগপীঠ চিন্তাকরিবে। ১৪। অগ্ন্যাদিকোণে ধর্ম্মাদি এবং পূর্ব্বাদিদিকে অধর্ম্মাদি ন্যাসকরিবে, অর্থাৎ অগ্নিকোণে ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, নৈর্ঋতকোণে ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, বায়ুকোণে ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ এবং ঈশানকোণে ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ এবং পূর্ব্বদিকে ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ, দক্ষিণদিকে ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ, পশ্চিমদিকে ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ এবং উত্তর-দিকে ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ, এইরূপ ন্যাসকরিতে হইবে। ১৫। এইরূপ ন্যাসে শুদ্ধদেহ হইয়া আপনাকে পীঠস্বরূপ জ্ঞান-করিবে। পরে স্বহৃদয়ে অনন্তদেবকে চিন্তা-পূর্ব্বক পূর্ব্বকায় উন্নত করিয়া উপবিষ্ট হইবে। ১৬। তৎপরে বিদ্যাসরোবরজাত, অষ্টদল-বিশিষ্ট, চতুর্দ্দিকে সমপরিমাণান্বিত, উদ্ধকর্ণিক-শ্বেতপদ্মযুক্ত, শতপদান্বিত ও বিস্তীর্ণ চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি-ময় মণ্ডলত্রয় ক্রমতঃ উপর্য্যুপরি চিন্তাকরিবে। ১৭-১৮। অনন্তর পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে বিমলাদি কেশবের অষ্ট শক্তি ন্যাসকরিয়া কর্ণিকাতে নবমী শক্তির বিন্যাসকরিতে হইবে। ১৯। এইরূপ যোগপীঠ চিন্তা ও পূজা করিয়া পরে মনে মনে ঈশ্বর শার্ঙ্গধর হরির আবাহন-পূর্ব্বক মণ্ডলে বিন্যাসকরিবে। ২০। পূর্ব্বাদিচতুর্দ্দিগ্বর্ত্তী চতু-র্দলে হৃদয়াদি ন্যাসকরিবে, অর্থাৎ পূর্ব্বদলে হৃদয়ায় নমঃ, দক্ষিণদলে শিরসে স্বাহা, পশ্চিমদলে শিখায়ৈ বষট্, উত্তর-দলে কবচায় হুঁ ও মধ্যে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ এবং কোণে ওঁ অস্ত্রায় ফট্, এইরূপে ন্যাসকরিতে হইবে। ২১। পূর্ব্বাদিদিক্-ক্রমে সঙ্কর্ষণাদি বীজ ন্যাসকরিবে। পূর্ব্বদ্বারে ওঁ বৈনতেয়ায় নমঃ, পশ্চিমদ্বারে ওঁ সুদর্শনায় নমঃ, দক্ষিণদ্বারে ওঁ সহস্রারায় নমঃ এবং ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ, উত্তরদ্বারে ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ এবং ওঁ গদায়ৈ নমঃ, কোণে ওঁ শঙ্খায় নমঃ, দেবতার দক্ষিণে ও বামে ওঁ শার্ঙ্গায় নমঃ, দক্ষিণপার্শ্বে ওঁ খড়্গায় নমঃ, বামপার্শ্বে ওঁ চক্রায় নমঃ, মণ্ডলমধ্যে তত্তদ্দিকে ইন্দ্রাদিদিক্পালের পূজা করিবে। এইরূপে বজ্রাদি অস্ত্রপূজা করিয়া ঊর্দ্ধে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ও অধোদেশে ওঁ অনন্তায় নমঃ, এই মন্ত্রে পূজা-করিতে হইবে। ২২-২৬। উক্ত দেবতাগণের ধ্যান ও পূজা করিয়া মুদ্রা প্রদর্শনকরিবে। অঞ্জলিবদ্ধ করিলে, সেই প্রথম মুদ্রা হইবে। এই মুদ্রা প্রদর্শনমাত্র দেবতা প্রসন্ন হন। ২৭। পূর্ব্ব-মুদ্রা হৃদয়াশক্ত হইলে, বন্দনী মুদ্রা হয়। এই মুদ্রা দক্ষিণভাগে কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া বামহস্তে মুষ্টিবন্ধন করিয়া অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি ঊর্দ্ধ-দিকে রাখিবে এবং দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠাগ্রদ্বারা বন্ধন করিবে। ২৮।

সব্যস্থ তস্য চাঙ্গুষ্ঠো যঃ স-ঊর্দ্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। ত্রিভিঃ সাধারণাহ্যেতামূর্ত্তিভেদেন কল্পিতাঃ ॥ ২৯ ॥ কনিষ্ঠাদিপ্রয়োগেণ অষ্টৌ মুদ্রা-যথাক্রমং। অষ্টানাং পূর্ব্ববীজানাং ক্রমশস্ত্ববধারয়েৎ ॥ ৩০ ॥ অঙ্গুষ্ঠেন কনিষ্ঠান্তং নাময়িত্বাঙ্গুলিত্রয়ং। মুদ্রেয়ং নরসিংহস্য ন্যুব্জং কৃত্বা করদ্বয়ং ॥ ৩১ ॥ সব্যহস্তং তথোত্তানং কৃত্বোর্দ্ধং ভ্রাময়েচ্ছনৈঃ। নবমীয়ং স্মৃতা মুদ্রা বরাহাভিমতা সদা ॥৩২॥ মুষ্টিদ্বয়-মথোত্তান-মুন্মেকৈকেন মোচয়েৎ। কুঞ্চয়েৎ সর্ব্বমুদ্রাশ্চ অঙ্গমুদ্রেয়-মুচ্যতে ॥ ৩৩ ॥ মুষ্টিদ্বয়-মথো বদ্ধা এব-মেবানুপূর্ব্বশঃ। দশানাং লোকপালনাং মুদ্রাশ্চ ক্রমযোগতঃ ॥৩৪॥ স্বরমাদ্যং দ্বিতীয়ঞ্চ উপান্ত্যঞ্চান্ত-মেব চ। বাসুদেবো-বলঃ কামো-হ্যনিরুদ্ধো-যথাক্রমং ॥ ৩৫ ॥ প্রণবস্তৎসদিত্যেতৎ হুঁ ক্ষ্রৌঁ ভুরিতি মন্ত্রকাঃ। নারায়ণস্তথা ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ সিংহোবরাহরাট্ ॥ ৩৬ ॥ সিতারুণহরিদ্রাভা-নীলশ্যামললোহিতাঃ মেঘাগ্নিমধুপিঙ্গাভা-বর্ণতোমবনামকাঃ ॥৩৭॥ কং টং জং পং শং গরুত্মান্ স্যা-জ্জং খং বং চ সুদর্শনং। খং চং ফং ষং গদা দেবী বং লং মং ক্ষং চ শঙ্খকং ॥৩৮॥ ঘং ঢং বং ভং হং ভবেৎ শ্রীশ্চ গং জং ডং বং শং চ পুষ্টিকা। ধং বং চ বনমালা স্যাৎ শ্রীবৎসং দং সং ভবেৎ ॥ ৩৯ ॥ ছং ডং পং যং কৌস্তুভঃ প্রোক্তশ্চানন্তো হ্যহমেব চ। ইত্যঙ্গানি যথাযোগং দেবদেবস্য বৈ দশ ॥৪০॥ গরুড়োঽম্বুজসঙ্কাশো গদা চৈবাসিতাকৃতিঃ। পুষ্টিঃ শিরীষপুষ্পাভা লক্ষ্মীঃ কাঞ্চনসন্নিভা ॥৪১॥ পূর্ণচন্দ্রনিভঃ শঙ্খঃ কৌস্তুভস্ত্বরুণদ্যুতিঃ। চক্রং সূর্য্যসহস্রাভং শ্রীবৎসঃ কুন্দসন্নিভঃ। পঞ্চবর্ণনিভা মালা হ্যনন্তো-মেঘসন্নিভঃ ॥ ৪২ ॥ বিদ্যুদ্রূপাণি চাস্ত্রাণি যানি নোক্তানি বর্ণতঃ। অর্ঘ্যপাদ্যাদি বৈ দদ্যাৎ পুণ্ডরীকাক্ষবিদ্যয়া ॥ ৪৩ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে একাদশোঽধ্যায়ঃ।

পূর্ব্ববৎ মুদ্রা বন্ধনকরিয়া দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ ঊর্দ্ধদিকে রাখিবে। এই সাধারণ ত্রিবিধ মুদ্রা দেবতার মূর্ত্তিবিশেষে কল্পনাকরিবে। ২৯। কনিষ্ঠাদি অঙ্গুলি প্রয়োগদ্বারা ক্রমতঃ অষ্ট প্রকার মুদ্রা বন্ধনকরিবে। এই অষ্ট মুদ্রার সহিত পূর্ব্বোক্ত অষ্ট বীজ যুক্ত করিবে। ৩০। উভয় হস্ত অধোমুখ করিয়া অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিদ্বারা মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা, এই অঙ্গুলিত্রয়কে নম্র করিয়া রাখিবে। ইহা নরসিংহদেবের মুদ্রা নামে কথিত হয়। ৩১। দক্ষিণ হস্ত উত্তানীকৃত করিয়া ঊর্দ্ধে বারম্বার ভ্রামিত করিবে। এই মুদ্রা বরাহদেবের অতিপ্রিয়। ইহা নবমী মুদ্রা। ৩২। উভয় হস্তের মুষ্টি উত্তানভাবে রাখিয়া ক্রমতঃ একএকটী অঙ্গুলি সরল করিয়া মুষ্টিদ্বয় মোচনকরিবে। পুনর্ব্বার ঐরূপে সকল অঙ্গুলিকে আকুঞ্চিত করিয়া লইবে। ইহার নাম অঙ্গমুদ্রা। ৩৩। পূর্ব্বক্রমানুসারে মুষ্টিদ্বয় বন্ধনকরিলে ক্রমতঃ দশদিক্‌পালের দশ মুদ্রা হইবে। ৩৪। (উক্তরূপে মুদ্রা প্রদর্শনকরিয়া) অং বাসুদেবায় নমঃ, আং বলায় নমঃ, অং কামায় নমং, অঃ অনিরুদ্ধায় নমঃ, ওঁ নারায়ণায় নমঃ, তৎসৎ ব্রহ্মণে নমঃ, হুঁ বিষ্ণবে নমঃ, ক্ষ্রৌং নরসিংহায় নমঃ, ভূঃ বরাহায় নমঃ, এই সকল মন্ত্রে পূজাকরিতে হইবে। ৩৫-৩৬। উক্ত নব দেবতার বর্ণ কথিত হইতেছে,—বাসুদেব শ্বেতবর্ণ, বলদেব অরুণবর্ণ, কামদেব হরিদ্রাবর্ণ, অনিরুদ্ধ নীলবর্ণ, নারায়ণ শ্যামলবর্ণ, ব্রহ্মা রক্তবর্ণ, বিষ্ণু মেঘবর্ণ, নরসিংহ অগ্নিবর্ণ এবং বরাহ পিঙ্গলবর্ণ। ৩৭। কং টং জং পং শং এইমন্ত্রে গরুড়, জং খং বং এই মন্ত্রে সুদর্শন, খং চং ফং ষং এই মন্ত্রে গদা, বং লং মং ক্ষং এই মন্ত্রে শঙ্খ, ঘং ঢং বং ভং হং এই মন্ত্রে লক্ষ্মী, গং জং ডং বং শং এই মন্ত্রে পুষ্টি, ধং বং এইমন্ত্রে বনমালা, দং সং এই মন্ত্রে শ্রীবৎস ও ছং পং ডং ধং এই মন্ত্রে কৌস্তুভের পূজা করিবে। এই উক্ত নব দেবতা ও অনন্ত, এই দশটী দেবদেবের অঙ্গদেবতা। অনন্ত আমারই নামান্তরমাত্র। ৩৮-৪০। গরুড় পদ্মকান্তি, গদা কৃষ্ণবর্ণা, পুষ্টি শিরীষপুষ্পাভা, লক্ষ্মী সুবর্ণবর্ণা, শঙ্খ পূর্ণচন্দ্রাভ, কৌস্তুভ নবোদিততপনসমবর্ণ, চক্র সহস্রসূর্য্যাভ, শ্রীবৎস কুন্দপুষ্পসঙ্কাশ, বনমালা পঞ্চবর্ণবিশিষ্টা, অনন্ত মেঘবর্ণ এবং যে সকল অস্ত্রের বর্ণ উক্ত হইল না, সেই সকল অস্ত্র বিদ্যুৎপ্রভ। অর্ঘ্যপাদ্যাদিদ্বারা পুণ্ডরীকাক্ষ-মন্ত্রে ইহাদিগের পূজাকরিবে। ৪১-৪৩।

ইতি একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ পূজানুক্রমসিদ্ধ্যর্থং পূজানুক্রমউচ্যতে। ওঁ নম-ইত্যাদৌ পরমাত্মনঃ সংস্মৃতিঃ ॥২॥ যং বং লং রমিতি কায়শুদ্ধিঃ। ওঁ নম ইতি চতুর্ভুজাত্মনির্ম্মাণং ॥৩॥ ততস্ত্রিবিধাকারবিন্যাসঃ। ততোহৃদিস্থযোগপীঠপূজা ॥ ৪ ॥ ওঁ অনন্তায় নমঃ ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ ওঁ জ্ঞানায় নমঃ ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ। ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ ওঁ পদ্মায় নমঃ ওঁ আদিত্যমণ্ডলায় নমঃ ওঁ চন্দ্রমণ্ডলায় নমঃ ওঁ বহ্নিমণ্ডলায় ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ ওঁ উৎকর্ষিণ্যৈ নমঃ ওঁ জ্ঞানায় নমঃ ওঁ ক্রিয়ায়ৈ নমঃ ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ ওঁ অক্রিয়ায়ৈ নমঃ ওঁ যোগায়ৈ নমঃ ওঁ প্রহ্বৈ্য নমঃ ওঁ সত্যায়ৈ নমঃ ওঁ ঈশানায়ৈ নমঃ ওঁ সর্ব্বতোমুখ্যৈ নমঃ সাঙ্গোপাঙ্গায় হরেরাসনায় নমঃ। ততঃ কর্ণিকায়াং অং বাসুদেবায় নমঃ আং হৃদয়ায় নমঃ ঈং শিরসে নমঃ ঊং শিখায়ৈ নমঃ ঐঁ কবচায় নমঃ ঔঁ নেত্রত্রয়ায় নমঃ অঃ ফট্ অস্ত্রায় নমঃ। আং সঙ্কর্ষণায় নমঃ অং প্রদ্যুম্নায় নমঃ অঃ অনিরুদ্ধায় নমঃ ওঁ অঃ নারায়ণায় নমঃ। ওঁ তৎ সৎ ব্রহ্মণে নমঃ ওঁ হুঁ বিষ্ণবে নমঃ ক্ষ্রৌঁ নরসিংহায় ভূর্ব্বরাহায় কং টং জং শং বৈনতেয়ায় জং খং বং সুদর্শনায় খং চং ফং যং গদায়ৈ বং লং মং ক্ষং পাঞ্চজন্যায় ঘং ঢং ভং হং শ্রিয়ৈ গং ডং বং শং পুষ্ট্যৈ ধং বং বনমালায়ৈ দং শং শ্রীবৎসায় ছং ডং যং কৌস্তুভায় শং শার্ঙ্গায় ইং ইষুধিভ্যাং চং চর্ম্মণে খং খড়্গায় সুরাধিপতয়ে ধাং ধনদায় ধনাধিপতয়ে হাং ঈশানায় বিদ্যাধিপতয়ে ওঁ বজ্রায় ওঁ শচ্যৈ ওঁ দণ্ডায় ওঁ খড়্গায় ওঁ পাশায় ধ্বজায় গদায়ৈ ত্রিশূলায় লং অনন্তায় পাতালাধিপতয়ে খং ব্রহ্মণে সর্ব্বলোকাধিপতয়ে ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ। ওঁ ওঁ নমঃ ওঁ নং নমঃ ওঁ মোং নমঃ ওঁ ভং নমঃ ওঁ গং নমঃ ওঁ বং নমঃ ওঁ তেং নমঃ ওঁ বাং নমঃ ওঁ সুং নমঃ ওঁ দেং নমঃ ওঁ বাং নমঃ ওঁ য়ং নমঃ। ওঁ ওঁ নমঃ ওঁ নং নমঃ ওঁ মোং নমঃ ওঁ নাং নমঃ ওঁ রাং নমঃ ওঁ য়ং নমঃ ওঁ ণাং নমঃ ওঁ য়ং নমঃ। ওঁ নমো নারায়ণায় ওঁ নমঃ পুরুষোত্তমায় নমঃ ॥৫॥ নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে বিশ্বভাবন। সুব্রহ্মণ্য নমস্তেঽস্তু মহাপুরুষ পূর্ব্বজ ॥ ৬ ॥ হোমকর্ম্মণি চৈতেষাং স্বাহান্তমুপকল্পয়েৎ। এবং জপ্ত্বা বিধানেন শতমষ্টোত্তরন্তথা। অর্ঘন্দত্ত্বা জিতস্তেন প্রণামঞ্চ পুনঃ পুনঃ ॥৭॥ ততোঽগ্নাবপি সংপূজ্য তং যজেত যথাবিধি। দেবদেবং স্ববীজেন অঙ্গাদিভি-র্যথাচ্যুতং ॥৮॥ পূর্ব্বমুদ্দীপ্য চাভ্যুক্ষ্য প্রণবেন তু মন্ত্রবিৎ। ভ্রাময়িত্বানলং কুণ্ডে পূজয়েচ্চ শুভৈঃ ফলৈঃ ॥ ৯ ॥ পূর্ব্বস্তৎ সকলং ধ্যাত্বা

দ্বাদশ অধ্যায়।

হরি কহিলেন, পূজানুক্রমসিদ্ধির নিমিত্ত পূজাবিধি কথিত হইতেছে। ওঁ নমঃ এই মন্ত্রে পরমাত্মার স্মরণ করিবে ১-২। যং বং লং রং এই মন্ত্রে শরীরশুদ্ধি করিয়া, ওঁ নমঃ এই মন্ত্রে স্বায় আত্মাকে দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করিবে। ৩। পরে আত্মশরীরে ত্রিবিধ ন্যাসকরিয়া স্বহৃদয়ে যোগপীঠ পূজাকরিতে হইবে।৪। ওঁ অনন্তায় নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত তত্তদ্বীজপূর্ব্বক দেবতার নামোল্লেখ করিয়া পূজাকরিবে।৫। উপরি-উক্ত প্রণালীতে পূজাকরিয়া প্রণামকরিবে। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি জগতের কারণ, হে ব্রহ্মণ্যদেব! হে মহাপুরুষ! তুমি সকলের আদি, তোমাকে নমস্কারকরি। ৬। হোমকার্য্যে উক্ত দেবতাদিগের নামের অন্তে স্বাহা শব্দ যোগকরিয়া, অর্থাৎ অনন্তায় স্বাহা, এই বলিয়া আহুতি প্রদানকরিতে হইবে। এইরূপে হোমাবসানে বিধিঅনুসারে অষ্টোত্তরশত মন্ত্র জপকরিয়া অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ নমস্কারকরিবে। ৭। পরে যথাবিধি অগ্নি স্থাপনকরিয়া, সেই অগ্নিতে দেবতার পূজা করিয়া হোমকরিবে। স্বীয় বীজ উচ্চারণকরিয়া অঙ্গদেবতার সহিত দেবদেব অচ্যুতের হোম করিবে। ৮। প্রথমে দেবতার উদ্দেশে ওঁ এই মন্ত্রে অগ্নি গ্রহণপূর্ব্বক অভ্যুক্ষণ ও পরিভ্রামিত করিয়া কুণ্ডে অগ্নি স্থাপনকরিতে হইবে এবং উত্তম ফলদ্বারা অগ্নির পূজা করিবে। ৯। অগ্নে

মণ্ডলে মনসা ন্যসেৎ। বাসুদেবাখ্যতন্ত্রেন হুত্বা চাষ্টোত্তরং শতং ॥১০॥ সঙ্কর্ষণাদিবীজেন যজেৎ ষট্কং তথৈবচ। ত্রয়ং ত্রয়ং তথাঙ্গানা মেকৈকং দিক্‌পতীং-স্তথা ॥ ১১ ॥ পূর্ণাহুতিং তথৈবান্তে দদ্যাৎ সম্যগুপস্থিতঃ। বাগতীতে পরে তত্ত্বে আত্মানঞ্চ লয়ং নয়েৎ ॥ ১২ ॥ উপবিশ্য পুনর্মুদ্রাং দর্শয়িত্বা নমেৎ পুনঃ। নিত্যমেবং বিধং হোমং নৈমিত্তং দ্বিগুণং ভবেৎ ॥ ১৩ ॥ গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং যত্র দেবো নিরঞ্জনঃ। গচ্ছন্তু দেবতাঃ সর্বাঃ স্বস্থানস্থিতিহেতবে ॥ ১৪ ॥ সুদর্শনঃ শ্রীহরিশ্চ অচ্যুতঃ সত্রিবিক্রমঃ। চতুর্ভুজো-বাসুদেবঃ ষষ্ঠঃ প্রদ্যুম্ন-এব চ ॥ ১৫ ॥ সঙ্কর্ষণঃ পুরুষোঽথ নবব্যূহোদশাত্মকঃ। অনিরুদ্ধো দ্বাদশাত্মা অত-ঊর্দ্ধ মনন্তকঃ ॥ ১৬ ॥ এতে একাদিভিশ্চক্রৈর্ব্বিজ্ঞেয়া লক্ষিতাঃ সুরাঃ। চক্রাঙ্কিতৈঃ পূজিতৈঃ স্যাদ্‌গৃহে রাক্ষসদানবৈঃ ॥ ১৭ ॥ ওঁ চক্রায় স্বাহা ওঁ বিচক্রায় স্বাহা ওঁ সুচক্রায় স্বাহা ওঁ মহাচক্রায় স্বাহা ওঁ অসুরান্তকৃৎ হুঁ ফট্ ওঁ হুঁ সহস্রার হুঁ ফট্। দ্বারকাচক্রপুজেয়ং গৃহে রক্ষাকরী শুভা ॥ ১৮ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

হরি-রুবাচ ॥ ১ ॥ প্রবক্ষ্যাম্যধুনা হেতদ্বৈষ্ণবং পঞ্জরং শুভং। নমোনমস্তে গোবিন্দ চক্রং গৃহ্য সুদর্শনং। প্রাচ্যাং রক্ষস্ব মাং বিষ্ণো ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ২ ॥ গদাং কৌমোদকীং গৃহ্ন পদ্মনাভ নমোঽস্তুতে। যাম্যাং রক্ষস্ব মাং বিষ্ণো ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৩ ॥ হলমাদায় সৌনন্দং নমস্তে পুরুষোত্তম। প্রতীচ্যাং রক্ষ মাং বিষ্ণো ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৪ ॥ মুষলং শাতনং গৃহ্য পুণ্ডরীকাক্ষ রক্ষ মাং। উত্তরস্যাং জগন্নাথ ভবন্তং শরণং গতঃ ॥ ৫ ॥ খড়্গমাদায় চর্ম্মাথ অস্ত্রশস্ত্রাদিকং হরে। নমস্তে রক্ষ রক্ষোঘ্ন ঐশান্যাং

মণ্ডলে সকল দেবতার মানসিক মূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক ধ্যানকরিয়া বাসুদেব-মন্ত্রে অষ্টোত্তর শত হোমকরিবে। ১০। সঙ্কর্ষণাদি বীজদ্বারা ষড়াহুতি প্রদানকরিয়া অঙ্গদেবতা ও দিক্‌পালগণের নামে তিন তিন আহুতি দিবে। ১১। উত্তমরূপে উপবিষ্ট হইয়া হোমান্তে পূর্ণাহুতি প্রদানকরিয়া সেই বাক্যের অতীত পরমাত্মাতে জীবাত্মাকে লয়করিবে। ১২। পরে উপবেশনকরিয়া পুনর্ব্বার মুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার নমস্কারকরিবে। যেরূপ হোমবিধি কথিত হইল, ইহা নিত্যহোমে জানিবে; কিন্তু কাম্যহোমে নিত্যহোমের দ্বিগুণ সংখ্যায় হোমকরা বিধেয়। ১৩। হে দেব! যেখানে নির্ব্বিকার পরমাত্মা বিদ্যমান আছেন, সেই পরম ধামে গমনকর এবং দেবগণ অবস্থিতির নিমিত্তে স্বস্থানে প্রস্থানকরুন। ১৪। সুদর্শন, শ্রীহরি, অচ্যুত, ত্রিবিক্রম, চতুর্ভুজ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ, পুরুষোত্তম ও অনিরুদ্ধ, এই দশ দেবতাকে নবব্যূহ বলে। অতঃপর আদিত্য ও অনন্ত দেবের পূজাকরিতে হইবে। একাদিচক্রে এই সকল দেবতার অর্চ্চনা করিবে। গৃহেতে চক্র অঙ্কিত করিয়া এই সকল দেবতার অর্চ্চনা করিলে, রাক্ষস ও দানবাদির ভয় থাকে না। ওঁ চক্রায় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে পূজাকরিবে। ইহা দ্বারকাচক্রপূজা। এই পূজা করিলে গৃহরক্ষা হইয়া থাকে। ১৫-১৮।

ইতি দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

হরি কহিলেন, এই ক্ষণ বিষ্ণুপঞ্জরস্তোত্র বলিব। এই স্তোত্র শুভপ্রদ। হে গোবিন্দ! তোমাকে নমস্কারকরি, তুমি সুদর্শন চক্র গ্রহণকরিয়া আমার পূর্ব্বদিক রক্ষাকর। আমি তোমার শরণাগত হইলাম। ১-২। হে পদ্মনাভ! তোমাকে নমস্কারকরি। তুমি কৌমোদকী গদা ধারণকরিয়া আমার দক্ষিণদিক্ রক্ষাকর। আমি তোমার শরণাগত হইলাম। ৩। হে পুরুষোত্তম! তুমি সৌনন্দ হল গ্রহণকরিয়া আমার পশ্চিমদিক্ রক্ষাকর। আমি তোমার শরণাগত হইলাম। ৪। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি শাতন মুষল গ্রহণকরিয়া উত্তরদিক্ রক্ষাকর। হে জগন্নাথ! আমি তোমার শরণাগত হইলাম। ৫। হে হরে! আমি তোমাকে নমস্কারকরি। তুমি খড়্গ চর্ম্মাদি অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণকরিয়া আমার ঈশাণকোণ রক্ষাকর। হে রাক্ষসকুলধূমকেতো! আমি তোমার

শরণং গতঃ ॥৬॥ পাঞ্চজন্যং মহাশঙ্খমনুদ্বোধঞ্চ পঙ্কজং। প্রগৃহ্য রক্ষ মাং বিষ্ণো আগ্নেয্যাং রক্ষ শূকর ॥ ৭ ॥ চন্দ্রসূর্য্যং সমাগৃহ্য খড়্গং চান্দ্রমসং তথা। নৈর্ঋত্যাং মাঞ্চ রক্ষস্ব দিব্যমূর্ত্তে নৃকেশরিন্ ॥ ৮ ॥ বৈজয়ন্তীং সংপ্রগৃহ্য শ্রীবৎসং কণ্ঠভূষণং। বায়ব্যাং রক্ষ মাং দেব হয়গ্রীব নমোঽস্তু তে ॥ ৯ ॥ বৈনতেয়ং সমারুহ্য ত্বন্তরীক্ষে জনার্দ্দন। মাঞ্চ রক্ষাজিত সদা নমস্তেঽস্ত্বপরাজিত ॥ ১০ ॥ বিশালাক্ষং সমারুহ্য রক্ষ মাং ত্বং রসাতলে। অকূপার নমস্তুভ্যং মহামীন নমোঽস্তু তে ॥১১॥ করশীর্ষাদ্য(ভ্য)ঙ্গুলেষু সত্য ত্বং বাহুপঞ্জরং। কৃত্বা রক্ষস্ব মাং বিষ্ণো নমস্তে পুরুষোত্তম ॥১২॥ এবমুক্তং শঙ্করায় বৈষ্ণবং পঞ্জরং মহৎ। পুরা রক্ষার্থমীশান্যাঃ কাত্যায়ন্যা-বৃষধ্বজ! ॥১৩॥ নাশয়ামাস সা যেন চামরং মহিষাসুরং। দানবং রক্তবীজঞ্চ অন্যাংশ্চ সুরকণ্টকান্ এতজ্জপন্নরোভক্ত্যা শত্রূন্ বিজয়তে সদা ॥ ১৪ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে ত্রয়োদশাধ্যায়ঃ।

শরণাগত হইলাম। ৬। হে শূকররূপ বিষ্ণো! তুমি পাঞ্চজন্য শঙ্খ ও অনুদ্বোধ-নামক পদ্ম গ্রহণকরিয়া আমার অগ্নিকোণ রক্ষাকর। ৭। হে দিব্যশরীর নৃসিংহ! তুমি চন্দ্র, সূর্য্য ও চান্দ্রমস খড়্গ গ্রহণকরিয়া আমাকে নৈর্ঋত কোণে রক্ষাকর। ৮। হে হয়গ্রীব! তোমাকে নমস্কারকরি। তুমি পতাকা ও শ্রীবৎস নামক কণ্ঠভূষণ ধারণকরিয়া আমাকে বায়ুকোণে রক্ষাকর। ৯। হে জনার্দ্দন! তুমি বিনতানন্দন গরুড়ে আরোহণকরিয়া আমাকে শূন্যপথে রক্ষাকর। হে অজিত! তুমি আমাকে রক্ষাকর। হে অপরাজিত! আমি তোমাকে নমস্কারকরি। ১০। হে মহাকূর্ম্মরূপধর! হে মহামীনরূপ! তোমাকে নমস্কারকরি। তুমি বিশালাক্ষে আরোহণকরিয়া আমাকে রসাতলে রক্ষাকর। ১১। হে পুরুষোত্তম! সত্যময়! তোমাকে নমস্কারকরি। তুমি হস্ত, মস্তক, অঙ্গুলি, বাহু, পঞ্জর-প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট আমার দেহকে রক্ষাকর। ১২। হে বৃষকেতো! পূর্ব্বে এই বিষ্ণুপঞ্জরস্তব মহাদেবের নিকট ভগবতী কাত্যায়নীর রক্ষার নিমিত্ত কথিত হইয়াছিল। ১৩। কাত্যায়নী এই স্তববলে চামর, মহিষাসুর, রক্তবীজ, ও অন্যান্য দেবশত্রু দানবগণকে বিনাশকরিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি এই বিষ্ণুপঞ্জরস্তব পাঠকরে, সে সকল শত্রু পরাজয়করিতে পারে। ১৪।

ইতি ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ অথ যোগং প্রবক্ষ্যামি ভুক্তিমুক্তিকরং পরং। ধ্যায়িভিঃ প্রোচ্যতে ধ্যেয়ো ধ্যানেন হরিরীশ্বরঃ ॥ ২ ॥ তচ্ছৃণুষ্ব মহেশান সর্ব্বপাপবিনাশনঃ। বিষ্ণুঃ সর্ব্বেশ্বরোঽনন্তঃ ষড়ূর্ম্মিপরিবর্জ্জিতঃ ॥৩॥ বাসুদেবো জগন্নাথো ব্রহ্মাত্মাস্মিহমেব হি। দেহিদেহস্থিতোনিত্যঃ সর্ব্বদেহবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৪ ॥ দেহধর্ম্মবিহীনশ্চ ক্ষরাক্ষরবিবর্জ্জিতঃ। ষড়্বিধেষু স্থিতোদ্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা হ্যতীন্দ্রিয়ঃ ॥৫॥ তদ্ধর্ম্মরহিতঃ স্রষ্টা নামগোত্রবিবর্জ্জিতঃ। মন্তা মনঃস্থিতোদেবো মনসা পরিবর্জ্জিতঃ ॥ ৬ ॥ মনোধর্ম্মবিহীনশ্চ বিজ্ঞানং জ্ঞানমেব চ। বোদ্ধা বুদ্ধিস্থিতঃ সাক্ষী সর্ব্বজ্ঞো বুদ্ধিবর্জ্জিতঃ ॥৭॥ বুদ্ধিধর্ম্মবিহীনশ্চ সর্ব্বঃ সর্ব্বগতো মনঃ। সর্ব্বপ্রাণি-

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

হরি বলিলেন, অনন্তর যোগ বলিব। এই যোগ ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ। যোগিগণ ধ্যানদ্বারা হরিকে পরমধ্যেয় ঈশ্বর বলিয়া থাকেন। ১-২। হে মহেশ্বর! এই যোগ শ্রবণকর। এই যোগে সর্ব্ব পাপ বিনষ্ট হয়। আমি বিষ্ণু, সকলের ঈশ্বর, অনন্ত ও পাদস্থানবিহীন। ৩। আমিই বাসুদেব, জগদাশ্রয় ও ব্রহ্মস্বরূপ। আমি প্রাণিবর্গের দেহস্থিত, সনাতন, আত্মা ও সর্ব্বদেহবিহীন। ৪। আমি দেহধর্ম্মবিহীন ও চলাচলবর্জ্জিত। আমি ষড়্বিধ প্রত্যক্ষে দ্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, ইত্যাদিরূপে বর্ত্তমান আছি। আমি অতীন্দ্রিয়, অর্থাৎ চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের অবিষয়। ৫। আমি ইন্দ্রিয়ধর্ম্মবিবর্জ্জিত ও জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। আমার কোন নাম কিম্বা গোত্রাদি নাই। আমি জ্ঞানের আশ্রয় এবং মনের বিষয়ীভূত দেবতা, কিন্তু আমার মনঃ নাই। ৬। আমার মানসিক ধর্ম্ম নাই। আমি বিজ্ঞাতা ও জ্ঞানস্বরূপ। আমি সর্ব্ববোধের কর্ত্তা ও বোধের বিষয়ীভূত, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বজ্ঞ, কিন্তু বুদ্ধিবিহীন। ৭। আমি বুদ্ধিধর্ম্মবিহীন, জগৎস্বরূপ,

বিনির্ম্মুক্তঃ প্রাণধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৮ ॥ প্রাণিপ্রাণো-মহাশান্তো ভয়েন পরিবর্জ্জিতঃ। অহঙ্কারাদিহীনশ্চ তদ্ধর্ম্মপরিবর্জ্জিতঃ ॥৯॥ তৎসাক্ষী তন্নিয়ন্তা চ পরমানন্দরূপকঃ। জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিস্থ-স্তৎসাক্ষী তদ্বিবর্জ্জিতঃ ॥১০॥ তুরীয়ঃ পরমোধাতা দৃগ্‌রূপো গুণবর্জ্জিতঃ। মুক্তো বুদ্ধোঽজরো-ব্যাপী সত্য-আত্মা-স্যহং শিবঃ ॥ ১১ ॥ এবং যে মানবা বিজ্ঞা ধ্যায়ন্তীশং পরং পদং। প্রাপ্নুয়ুস্তে চ তদ্রূপং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥১২॥ ইতি ধ্যানং সমাখ্যাতং তব শঙ্কর সুব্রত। পঠেদ্য-এতৎ সততং বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ১৩ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

রুদ্র-উবাচ ॥ ১ ॥ সংসারসাগরাদ্ ঘোরান্মুচ্যতে

সর্ব্বগ, মনঃ, সর্ব্বপ্রাণিবিবর্জ্জিত ও প্রাণধর্ম্মবিহীন। ৮। আমি প্রাণিগণের প্রাণস্বরূপ, শান্তিপর ও ভয়বিহীন। আমি অহঙ্কারাদিবর্জিত ও অহঙ্কারগতধর্ম্মবিহীন। ৯। আমি জগতের সাক্ষী, জগতের নিয়ন্তা ও পরমানন্দস্বরূপ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, সকল অবস্থাতে আমি জগতের সাক্ষিস্বরূপ। কিন্তু আমার জাগ্রদাদি কোন অবস্থাই নাই। ১০। আমি ব্রহ্ম ও বিধাতা। আমি জগতের চক্ষুঃস্বরূপ, নির্গুণ, সংসারাতীত, নিত্যজাগরিত, জরাবিহীন, সর্ব্বব্যাপী, সত্য, পরমাত্মা ও মঙ্গলময়। ১১। এইরূপে যে সকল ধীসম্পন্ন মনুষ্য পরমপদ পরমেশ্বরকে ধ্যান করে, তাহারা নিশ্চয় ঈশ্বরের সাযুজ্য লাভ করে। ১২। হে শঙ্কর! হে সুব্রত! এই ধ্যানযোগ কথিত হইল, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা এই স্তব পাঠকরে, সেই ব্যক্তি বিষ্ণুলোকে গমনকরে। ১৩।

ইতি চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

রুদ্র কহিলেন, হে প্রভো! মনুষ্য কোন্ মন্ত্র জপ করিলে

কিং জপন্ প্রভো। নরস্তন্মে পরং জপ্যং কথয় ত্বং জনার্দ্দন ॥ ২ ॥

হরিরুবাচ ॥ ৩ ॥ ঈশ্বরং পরমং ব্রহ্ম পরমাত্মানমব্যয়ং। বিষ্ণুং নামসহস্রেণ স্তুবন্ মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ৪ ॥ যৎ পবিত্রং পরং জপ্যং কথয়ামি বৃষধ্বজ। শৃণুষ্বাবহিতো-ভূত্বা সর্ব্বপাপবিনাশনং ॥৫॥ বাসুদেবো মহাবিষ্ণুর্ব্বামনো বাসবোবসুঃ। বালচন্দ্রনিভোবালো বলভদ্রো বলাধিপঃ ॥ ৬ ॥ বলিবন্ধনকৃদ্বেধা বরেণ্যো-বেদবিৎ কবিঃ। বেদকর্ত্তা বেদরূপো বেদ্যোবেদপরিপ্লুতঃ ॥ ৭ ॥ বেদাঙ্গবেত্তা বেদেশো বলাধারো-বলার্দ্দনঃ। অবিকারো বরেশশ্চ বরদো বরুণাধিপঃ ॥ ৮ ॥ বীরহা চ বৃহদ্বীরো বন্দিতঃ পরমেশ্বরঃ। আত্মা চ পরমাত্মা চ প্রত্যগাত্মা বিয়ৎ পরঃ ॥ ৯ ॥ পদ্মনাভঃ পদ্মনিধিঃ পদ্মহস্তো গদাধরঃ। পরমঃ পরভূতশ্চ পুরুষোত্তম-ঈশ্বরঃ ॥ ১০ ॥ পদ্মজঙ্ঘঃ পুণ্ডরীকঃ পদ্মমালাধরঃ প্রিয়ঃ। পদ্মাক্ষঃ পদ্মগর্ভশ্চ পর্জ্জন্যঃ পদ্মসংস্থিতঃ ॥ ১১ ॥ অপারঃ পরমার্থশ্চ পরাণাঞ্চ পরঃ প্রভুঃ। পণ্ডিতঃ পণ্ডিতেভ্যশ্চ পবিত্রঃ পাপমর্দ্দকঃ ॥১২॥

ঘোর সংসারসাগরহইতে মুক্ত হইতে পারে, হে জনার্দ্দন! সেই পরম জপ্য মন্ত্র আমার নিকট কীর্ত্তন করুন্। ১-২।

হরি বলিলেন, পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা, নিত্য, পরমেশ্বর বিষ্ণুকে সহস্রনামদ্বারা স্তবকরিলে মনুষ্য ভবসাগর পার হইতে পারে। ৩-৪। হে বৃষধ্বজ! পবিত্র ও পরমজপ্য এই সহস্রনাম স্তব বলিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণকর। এই স্তব পাঠে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। ৫। (বিষ্ণুর সহস্র নাম এই)—বাসুদেব, মহাবিষ্ণু, বামন, বাসব, বসু, বালচন্দ্রনিভ, বাল, বলভদ্র, বলাধিপ, বলিবন্ধনকৃৎ, বেধাঃ, বরেণ্য, বেদবিৎ, কবি, বেদকর্ত্তা, বেদরূপ, বেদ্য, বেদপরিপ্লুত, বেদাঙ্গবেত্তা, বেদেশ, বলাধার, বলার্দ্দন, অবিকার, বরেশ, বরদ, বরুণাধিপ, বীরহা, বৃহৎ, বীর, বন্দিত, পরমেশ্বর, আত্মা, পরমাত্মা, প্রত্যগাত্মা, বিয়ৎ, পর, পদ্মনাভ, পদ্মনিধি, পদ্মহস্ত, গদাধর, পরম, পরভূত, পুরুষোত্তম, ঈশ্বর, পদ্মজঙ্ঘ, পুণ্ডরীক, পদ্মমালাধর, প্রিয়, পদ্মাক্ষ, পদ্মগর্ভ, পর্জ্জন্য, পদ্মসংস্থিত, অপার, পরমার্থ, পরাৎপর, প্রভু, পণ্ডিত, পণ্ডিতপবিত্র, পাপমর্দ্দক, শুদ্ধ,

শুদ্ধঃ প্রকাশরূপশ্চ পবিত্রঃ পরিরক্ষকঃ। পিপাসা-বর্জ্জিতঃ পাদ্যঃ পুরুষঃ প্রকৃতিস্তথা॥ ১৩॥ প্রধানং পৃথিবীপদ্মং পদ্মনাভঃ প্রিয়প্রদঃ। সর্ব্বেশঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্বঃ সর্ব্ববিৎ সর্ব্বদঃ পরঃ॥ ১৪॥ শর্ব্বশ্চ জগতোধাম সর্ব্বদর্শী চ সর্ব্বভৃৎ। সর্ব্বানুগ্রহকৃদ্দেবঃ সর্ব্বভূতহৃদিস্থিতঃ॥ ১৫॥ সর্ব্বপঃ সর্ব্বপূজ্যশ্চ সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ। সর্ব্বস্য জগতোমূলং সকলো নিষ্কলোঽনলঃ॥১৬॥ সর্ব্বগোপ্তা সর্ব্বনিষ্ঠঃ সর্ব্বকারণকারণং। সর্ব্বধ্যেয়ঃ সর্ব্বমিত্রঃ সর্ব্বদেবস্বরূপধৃক্॥ ১৭॥ সর্ব্বাধ্যক্ষঃ সুরাধ্যক্ষঃ সুরাসুরনমস্কৃতঃ। দুষ্টানাঞ্চাসুরাণাঞ্চ সর্ব্বদা ঘাতকোঽন্তকঃ॥ ১৮॥ সত্যপালশ্চ সন্নাভঃ সিদ্ধেশঃ সিদ্ধবন্দিতঃ। সিদ্ধসাধ্যঃ সিদ্ধসিদ্ধঃ সিদ্ধসিদ্ধ(সাধ্য)-হৃদীশ্বরঃ॥১৯॥ শরণং জগতশ্চৈব শ্রেয়ঃ ক্ষেমস্তথৈব চ। শুভকৃচ্ছোভনঃ সৌম্যঃ সত্যঃ সত্যপরাক্রমঃ॥ ২০॥ সত্যস্থঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সত্যবিৎ সত্যদস্তথা। ধর্ম্মোধর্ম্মী চ কর্ম্মী চ সর্ব্বকর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ॥ ২১॥ কর্ম্মকর্ত্তা চ কর্ম্মৈব ক্রিয়া কার্য্যস্তথৈব চ। শ্রীপতির্নৃপতিঃ শ্রীমান্ সর্ব্বস্য পতিবর্জ্জিতঃ॥ ২২॥ স দেবানাং পতিশ্চৈব বৃষ্ণীনাং পতি-রীড়িতঃ। পতিহিরণ্যগর্ভস্য ত্রিপুরান্তপতিস্তথা॥২৩॥ পশূনাঞ্চ পতিঃ প্রায়ো বসূনাং পতি-

প্রকাশরূপ, পবিত্র, পরিরক্ষক, পিপাসাবর্জ্জিত, পাদ্য, পুরুষ, প্রকৃতি, প্রধান, পৃথিবীপদ্ম, পদ্মনাভ, প্রিয়প্রদ, সর্ব্বেশ, সর্ব্বগ, সর্ব্ব, সর্ব্ববিদ্, সর্ব্বদ, পর, সর্বজগদ্ধাম, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বভৃৎ, সর্ব্বানুগ্রহকৃৎ, দেব, সর্ব্বভূতহৃদিস্থিত, সর্ব্বপ, সর্ব্বপূজ্য, সর্বদেবনমস্কৃত, সর্ব্বজগন্মূল, সকল, নিষ্কল, অনল, সর্ব্বগোপ্তা, সর্বনিষ্ঠ, সর্ব্বকারণকারণ, সর্ব্বধ্যেয়, সর্বমিত্র, সর্বদেবস্বরূপধৃক্, সর্বাধ্যক্ষ, সুরাধ্যক্ষ, সুরাসুরনমস্কৃত, দুষ্টঘাতক, অসুরান্তক, সত্যপাল, সন্নাভ, সিদ্ধেশ, সিদ্ধবন্দিত, সিদ্ধসাধ্য, সিদ্ধসিদ্ধ, সাধ্যসিদ্ধ, হৃদীশ্বর, জগচ্ছরণ্য, শ্রেয়, ক্ষেম, শুভকৃৎ, শোভন, সৌম্য, সত্য, সত্যপরাক্রম, সত্যস্থ, সত্যসঙ্কল্প, সত্যবিৎ, সত্যদ, ধর্ম্ম, ধর্ম্মী, কর্ম্মী, সর্ব্বকর্ম্মবিবর্জ্জিত, কর্ম্মকর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া, কার্য্য, শ্রীপতি, নৃপতি, শ্রীমান্, সর্ব্বপতিবর্জ্জিত, দেবপতি, বৃষ্ণিপতি, হিরণ্যগর্ভপতি, ত্রিপুরান্তপতি, পশুপতি,

রেব চ। পতিরাখণ্ডলস্যৈব বরুণস্য পতিস্তথা॥ ২৪॥ বনস্পতীনাঞ্চ পতিরনিলস্য পতিস্তথা। অনলস্য পতিশ্চৈব যমস্য পতিরেব চ॥ ২৫॥ কুবেরস্য পতিশ্চৈব নক্ষত্রাণাং পতিস্তথা। ওষধীনাং পতিশ্চৈব বৃক্ষাণাঞ্চ পতিস্তথা॥ ২৬॥ নাগানাঞ্চ পতিরর্কস্য দক্ষস্য পতিরেব চ। সুহৃদাঞ্চ পতিশ্চৈব নৃপাণাঞ্চ পতিস্তথা॥২৭॥ গন্ধর্ব্বাণাং পতিশ্চৈব অসূনাং পতিরুত্তমঃ। পর্ব্বতানাং পতিশ্চৈব নিম্নগানাং পতিস্তথা॥ ২৮॥ সুরাণাঞ্চ পতিঃ শ্রেষ্ঠঃ কপিলস্য পতিস্তথা। লতানাঞ্চ পতিশ্চৈব বীরুধাঞ্চ পতিস্তথা॥ ২৯॥ মুনীনাঞ্চ পতিশ্চৈব সূর্য্যস্য পতিরুত্তমঃ। পতিশ্চন্দ্রমসঃ শ্রেষ্ঠঃ শুক্রস্য পতিরেব চ॥ ৩০॥ গ্রহাণাঞ্চ পতিশ্চৈব রাক্ষসানাং পতিস্তথা। কিন্নরাণাং পতিশ্চৈব দ্বিজানাং পতিরুত্তমঃ॥ ৩১॥ সরিতাঞ্চ পতিশ্চৈব সমুদ্রাণাং পতিস্তথা। সরসাঞ্চ পতিশ্চৈব ভূতানাঞ্চ পতিস্তথা॥ ৩২॥ বেতালানাং পতিশ্চৈব কুষ্মাণ্ডানাং পতিস্তথা। পক্ষিণাঞ্চ পতিঃ শ্রেষ্ঠঃ পশূনাং পতিরেব চ॥৩৩॥ মহাত্মা মঙ্গলোমেয়োমন্দরোমন্দরেশ্বরঃ। মেরু-র্ম্মাতা প্রমাণঞ্চ মাধবোমনোবর্জ্জিতঃ॥ ৩৪॥ মালাধরো মহাদেবো মহাদেবেন পূজিতঃ। মহাশান্তো মহাভাগো মধুসূদনএব চ॥ ৩৫॥ মহাবীর্য্যো মহাপ্রাণো মার্কণ্ডেয়প্রবন্দিতঃ। মায়াত্মা

বসুপতি, ইন্দ্রপতি, বরুণপতি, বনস্পতিপতি, অনিলপতি, অনলপতি, যমপতি, কুবেরপতি, নক্ষত্রপতি, ওষধিপতি, বৃক্ষপতি, নাগপতি, অর্কপতি, দক্ষপতি, সুহৃৎপতি, নৃপপতি, গন্ধর্বপতি, অসুপতি, উত্তম; পর্বতপতি, নদীপতি, দেবপতি, শ্রেষ্ঠ, কপিলপতি, লতাপতি, বীরুধ্পতি, মুনিপতি, সূর্য্যপতি, চন্দ্রপতি, শুক্রপতি, গ্রহপতি, রাক্ষসপতি, কিন্নরপতি, দ্বিজপতি, সরিৎপতি, সমুদ্রপতি, সরোবরপতি, ভূতপতি, বেতালপতি, কুষ্মাণ্ডপতি, পক্ষিপতি, পশুপতি, মহাত্মা, মঙ্গল, মেয়, মন্দর, মন্দরেশ্বর, মেরু, মাতা, প্রমাণ, মাধব, মনোবর্জ্জিত, মালাধর, মহাদেব, মহাদেবপূজিত, মহাশান্ত, মহাভাগ, মধুসূদন, মহাবীর্য্য, মহাপ্রাণ, মার্কণ্ডেয়প্রপূজিত, মায়াত্মা, মায়া

মায়য়া বদ্ধো মায়য়া তু বিবর্জ্জিতঃ ॥ ৩৬ ॥ মুনিস্তুতো-মুনির্মৈত্রো মহানাসো মহাহনুঃ। মহাবাহুর্ম্মহাদন্তো-মরণেন বিবর্জ্জিতঃ ॥ ৩৭ ॥ মহাবক্ত্রো মহানাত্মা-মহাকায়ো মহোদরঃ। মহাপাদো মহাগ্রীবো মহামানী মহামনাঃ ॥ ৩৮ ॥ মহামতির্ম্মহাকীর্ত্তির্ম্মহারূপো মহাস্বরঃ। মধুশ্চ মাধবশ্চৈব মহাদেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৩৯ ॥ মখেষ্টোমখরূপী চ মাননীয়ো মখেশ্বরঃ। মহাবাতো-মহাভাগো মহেশোঽতীতমানুষঃ ॥৪০॥ মানবশ্চ মনুশ্চৈব মানবানাং প্রিয়ঙ্করঃ। মৃগশ্চ মৃগপূজ্যশ্চ মৃগাণাঞ্চ পতিস্তথা ॥ ৪১ ॥ বুধস্য তু পতিশ্চৈব পতিশ্চৈব বৃহস্পতেঃ। পতিঃ শনৈশ্চরস্যৈব রাহোঃ কেতোঃ পতিস্তথা ॥ ৪২ ॥ লক্ষ্মণো লক্ষণশ্চৈব লম্বৌষ্ঠো ললিতস্তথা। নানালঙ্কারসংযুক্তো নানাচন্দনচর্চ্চিতঃ ॥ ৪৩ ॥ নানারসোজ্জ্বলদ্বক্ত্রো-নানাপুষ্পোপশোভিতঃ। রামো-রমাপতিশ্চৈব সভার্য্যঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৪৪ ॥ রত্নদো-রত্নহর্ত্তা চ রূপী রূপবিবর্জ্জিতঃ। মহারূপোগ্ররূপশ্চ সৌম্যরূপ স্তথৈব চ ॥ ৪৫ ॥ নীলমেঘনিভঃ শুদ্ধঃ কালমেঘনিভস্তথা। ধূম্রবর্ণঃ পীতবর্ণো নানারূপোহ্যবর্ণকঃ ॥ ৪৬ ॥ বিরূপোরূপদশ্চৈব শুক্লবর্ণস্তথৈব চ। সর্ব্ববর্ণো মহাযোগী যজ্ঞোযজ্ঞকৃদেব চ ॥৪৭॥ সুবর্ণোবর্ণবাংশ্চৈব সুবর্ণাখ্যস্তথৈব চ। সুবর্ণাবয়বশ্চৈব সুবর্ণঃ স্বর্ণমেখলঃ ॥ ৪৮ ॥ সুবর্ণস্য প্রদাতা চ সুবর্ণাংশস্তথৈব চ। সুবর্ণস্য প্রিয়শ্চৈব সুবর্ণাঢ্যস্তথৈব চ ॥৪৯॥ সুপর্ণী চ মহাপর্ণঃ সুপর্ণস্য চ কারণং। বৈনতেয় স্তথাদিত্য-আদিরাদিকরঃ শিবঃ ॥ ৫০ ॥ কারণং মহতশ্চৈব পুরাণস্য চ কারণং। বুদ্ধীনাং কারণঞ্চৈব কারণং মনসস্তথা ॥ ৫১ ॥ কারণং চেতসশ্চৈব অহঙ্কারস্য কারণং। ভূতানাং কারণং তদ্বৎ কারণঞ্চ বিভাবসোঃ ॥৫২॥ আকাশকারণং তদ্বৎ পৃথিব্যাঃ কারণং পরং। অণ্ডস্য কারণঞ্চৈব প্রকৃতেঃ কারণস্তথা ॥ ৫৩ ॥ দেহস্য কারণঞ্চৈব চক্ষুষশ্চৈব কারণং। শ্রোত্রস্য কারণং তদ্বৎ কারণঞ্চ ত্বচ-স্তথা ॥ ৫৪ ॥ জিহ্বায়াঃ কারণঞ্চৈব প্রাণস্যৈব চ কারণং। হস্তয়োঃ কারণং তদ্বৎ পাদয়োঃ কারণস্তথা ॥ ৫৫ ॥ বাচশ্চ কারণং তদ্বৎ পায়োশ্চৈব তু কারণং। ইন্দ্রস্য কারণঞ্চৈব কুবেরস্য চ কারণং ॥৫৬॥ যমস্য কারণঞ্চৈব ঈশানস্য চ কারণং। যক্ষাণাং কারণঞ্চৈব রক্ষসাং কারণং পরং ॥ ৫৭ ভূষাণাং কারণং শ্রেষ্ঠং ধর্ম্মস্যৈব তু কারণং। জন্তুনাং কারণঞ্চৈব বসুনাং কারণং পরং ॥৫৮॥ মনূনাং কারণঞ্চৈব পক্ষিণাং কারণং পরং। মুনীনাং কারণং শ্রেষ্ঠং যোগিনাং কারণং পরং ॥ ৫৯ ॥ সিদ্ধানাং কারণঞ্চৈব যক্ষাণাং কারণং পরং। কারণং কিন্নরাণাঞ্চ গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ

বদ্ধ, মায়াবিবর্জ্জিত, মুনিস্তুত, মুনি, মৈত্র, মহানাস, মহাহনু, মহাবাহু, মহাদন্ত, মরণবিবর্জ্জিত, মহাবক্ত্র, মহাত্মা, মহাকায়, মহোদর, মহাপাদ, মহাগ্রীব, মহামানী, মহামনাঃ, মহামতি, মহাকীর্ত্তি, মহারূপ, মহাস্বর, মধু, মাধব, মহাদেব, মহেশ্বর, মখেষ্টি, মখরূপী, মাননীয়, মখেশ্বর, মহাবাত, মহাভাগ, মহেশ, অতীতমানুষ, মানব, মনু, মানবপ্রিয়ঙ্কর, মৃগ, মৃগপূজ্য, মৃগপতি, বুধপতি, বৃহস্পতিপতি, শনৈশ্চরপতি, রাহুপতি, কেতুপতি, লক্ষ্মণ, লক্ষণ, লম্বৌষ্ঠ, ললিত, নানালঙ্কারসংযুক্ত, নানাচন্দনচর্চ্চিত, নানারসোজ্জ্বলদ্বক্ত্র, নানাপুষ্পোপশোভিত, রাম, রমাপতি, সভার্য, পরমেশ্বর, রত্নদ, রত্নহর্ত্তা, রূপী, রূপবিবর্জ্জিত, মহারূপ, উগ্ররূপ, সৌম্যরূপ, নীলমেঘনিভ, শুদ্ধ, কালমেঘনিভ, ধূম্রবর্ণ, পীতবর্ণ, নানারূপ, অবর্ণক, বিরূপ, রূপদ, শুক্লবর্ণ, সর্ববর্ণ, মহাযোগী, যজ্ঞ, যজ্ঞকৃৎ, সুবর্ণ, বর্ণবান্, সুবর্ণাখ্য, সুবর্ণাবয়ব, স্বর্ণ, স্বর্ণমেখল, সুবর্ণপ্রদাতা, সুবর্ণাংশ, সুবর্ণপ্রিয়, সুবর্ণাঢ্য, সুপর্ণী, মহাপর্ণ, সুপর্ণকারণ, বৈনতেয়, আদিত্য, আদি, আদিকর, শিব, মহৎকারণ, পুরাণকারণ, বুদ্ধিকারণ, মনঃকারণ, চিত্তকারণ, অহঙ্কারকারণ, ভূতকারণ, বিভাবসুকারণ, আকাশকারণ, পৃথিবীকারণ, অণ্ডকারণ, প্রকৃতিকারণ, দেহকারণ, চক্ষুঃকারণ, শ্রোত্রকারণ, ত্বক্‌কারণ, জিহ্বাকারণ, ঘ্রাণকারণ, হস্তদ্বয়কারণ, পাদদ্বয়কারণ, বাক্যকারণ, পায়ুকারণ, ইন্দ্রকারণ, কুবেরকারণ, যমকারণ, ঈশানকারণ, যক্ষকারণ, রাক্ষসকারণ, ভূষণকারণ, ধর্ম্মকারণ, জন্তুকারণ, বসুকারণ, পরমকারণ, মনুকারণ, পক্ষিকারণ, মুনিকারণ, শ্রেষ্ঠকারণ, যোগিকারণ, সিদ্ধগণকারণ, যক্ষগণকারণ, কিন্নরগণ-

কারণং ॥ ৬০ ॥ নদানাং কারণঞ্চৈব নদীনাং কারণং পরং। কারণঞ্চ সমুদ্রাণাং বৃক্ষাণাং কারণন্তথা ॥৬১॥ কারণং বিরুধাঞ্চৈব লোকানাং কারণং তথা। পাতাল-কারণঞ্চৈব দেবানাং কারণন্তথা ॥৬২॥ সর্পাণাং কারণ-ঞ্চৈব শ্রেয়সাং কারণন্তথা। পশূনাং কারণঞ্চৈব সর্ব্বেষাং কারণন্তথা ॥ ৬৩ ॥ দেহাত্মা চেন্দ্রিয়াত্মা চ আত্মা বুদ্ধি-স্তথৈব চ। মনসশ্চ তথৈবাত্মা চাত্মাহঙ্কারচেতসঃ ॥৬৪॥ জাগ্রতঃ স্বপতশ্চাত্মা মহদাত্মা পরস্তথা। প্রধানস্য পরাত্মা চ আকাশাত্মা হ্যপাস্তথা ॥৬৫॥ পৃথিব্যাঃ পরমাত্মা চ রসস্যাত্মা তথৈব চ। গন্ধস্য পরমাত্মা চ রূপস্যাত্মা পরস্তথা ॥ ৬৬ ॥ শব্দাত্মা চৈব বাগাত্মা স্পর্শাত্মা পুরুষ-স্তথা। শ্রোত্রাত্মা চ ত্বগাত্মা চ জিহ্বায়াঃ পরম-স্তথা ॥ ৬৭ ॥ ঘ্রাণাত্মা চৈব হস্তাত্মা পাদাত্মা পরমস্তথা। উপস্থস্য তথৈবাত্মা পায়ুাত্মা পরমস্তথা ॥ ৬৮ ॥ ইন্দ্রাত্মা চৈব ব্রহ্মাত্মা রুদ্রাত্মা চ মনোস্তথা। দক্ষপ্রজাপতেরাত্মা সত্যাত্মা পরমস্তথা ॥৬৯॥ ঈশাত্মা পরমাত্মা চ রৌদ্রাত্মা মোক্ষবিদ্‌ যতিঃ। যত্নবাংশ্চ তথা যত্নশ্চর্ম্মী খড়্গাসুরা-ন্তকঃ ॥ ৭০ ॥ হ্রীপ্রবর্ত্তনশীলশ্চ যতীনাঞ্চ হিতেরতঃ। যতিরূপী চ যোগী চ যোগিধ্যেয়ো হরিঃ শিতিঃ ॥ ৭১ ॥ সম্বিন্মেধা চ কালশ্চ উষ্মা বর্ষা মতিস্তথা। সম্বৎসরো-মোক্ষকরো মোহপ্রধ্বংসকস্তথা ॥ ৭২ ॥ মোহকর্ত্তা চ দুষ্টানাং মাণ্ডব্যো বড়বামুখঃ। সম্বর্ত্তকঃ কালকর্ত্তা গৌতমো ভৃগুরঙ্গিরাঃ ॥ ৭৩ ॥ অত্রির্ব্বশিষ্ঠঃ পুলহঃ পুলস্ত্যঃ কুৎসএব চ। যাজ্ঞবল্ক্যো দেবলশ্চ ব্যাসশ্চৈব পরাশরঃ ॥ ৭৪ ॥ শর্ম্মদশ্চৈব গাঙ্গেয়ো হৃষীকেশো বৃহ-চ্ছ্রবাঃ। কেশবঃ ক্লেশহন্তা চ সুকর্ণঃ কর্ণবর্জ্জিতঃ ॥৭৫॥ নারায়ণো মহাভাগঃ প্রাণস্য পতিরেব চ। অপানস্য পতিশ্চৈব ব্যানস্য পতিরেব চ ॥ ৭৬ ॥ উদানস্য পতিঃ শ্রেষ্ঠঃ সমানস্য পতিস্তথা। শব্দস্য চ পতিঃ শ্রেষ্ঠঃ স্পর্শস্য পতিরেব চ ॥ ৭৭ ॥ রূপাণাং ক্ষপতিশ্চাদ্যঃ খড়্গপাণির্হলায়ুধঃ। চক্রপাণিঃ কুণ্ডলী চ শ্রীবৎসাঙ্ক-স্তথৈব চ ॥ ৭৮ ॥ প্রকৃতিঃ কৌস্তুভগ্রীবঃ পীতাম্বরধর-স্তথা। সুমুখো দুর্ম্মুখশ্চৈব মুখেন তু বিবর্জ্জিতঃ ॥৭৯॥ অনন্তোঽনন্তরূপশ্চ সুনখঃ সুরমন্দরঃ। সুকলাপো বিভু-র্জ্জিষ্ণু র্ভ্রাজিষ্ণুশ্চেষুধীস্তথা ॥ ৮০ ॥ হিরণ্যকশিপো-র্হন্তা হিরণ্যাক্ষবিমর্দ্দকঃ। নিহন্তা পুতনায়াশ্চ ভাস্ক-রান্তবিনাশনঃ ॥ ৮১ ॥ কেশিনো দলনশ্চৈব মুষ্টিকস্য বিমর্দ্দকঃ। কংসদানবভেত্তা চ চানূরস্য প্রমর্দ্দকঃ ॥৮২॥ অরিষ্টস্য নিহন্তা চ অক্রূরপ্রিয়এব চ। অক্রূরঃ ক্রূর-রূপশ্চ অক্রূরপ্রিয়বন্দিতঃ ॥ ৮৩ ॥ ভগহা ভগবান্‌

কারণ, গন্ধর্বগণকারণ, নদকারণ, নদীকারণ, সমুদ্রকারণ, বৃক্ষ-গণকারণ, বীরুধ্‌কারণ, লোককারণ, পাতালকারণ, দেবকারণ, সর্পগণকারণ, মঙ্গলকারণ, পশুগণকারণ, সর্বকারণ, দেহাত্মা, ইন্দ্রিয়াত্মা, আত্মা, বুদ্ধি, মনআত্মা, অহঙ্কারাত্মা, চেতআত্মা, জাগ্রদাত্মা, স্বপ্নাত্মা. মহাত্মা, পরাত্মা, প্রাধানাত্মা, পরমাত্মা, আকাশাত্মা, জলাত্মা, পৃথিব্যাত্মা, পরমাত্মা, রসাত্মা, গন্ধাত্মা, পরমাত্মা, রূপাত্মা, পরাত্মা, শব্দাত্মা, বাগাত্মা, স্পর্শাত্মা, পুরুষাত্মা, শ্রোত্রাত্মা, ত্বগাত্মা, জিহ্বাত্মা, ঘ্রাণাত্মা, হস্তাত্মা, পাদাত্মা, উপস্থাত্মা, পায়্বাত্মা, ইন্দ্রাত্মা, ব্রহ্মাত্মা, রুদ্রাত্মা, মনঃআত্মা, দক্ষাত্মা, সত্যাত্মা, ঈশাত্মা, পরমাত্মা, রৌদ্রাত্মা, মোক্ষবিদ্‌, যতি, যত্নবান্‌, যত্ন, চর্ম্মী, খড়্গী, অসুরান্তক, হ্রীপ্রবর্ত্তনশীল, যতিহিতরত, যতিরূপী, যোগী, যোগিধ্যেয়, হরি, শিতি, সম্বিৎ, মেধা, কাল, উষ্মা, বর্ষা, মতি, সম্বৎসর, মোক্ষকর, মোহ-প্রধ্বংসক, দুষ্টমোহকর্ত্তা, মাণ্ডব্য, বড়বামুখ, সম্বর্ত্তক, কাল-কর্ত্তা, গৌতম, ভৃগু, অঙ্গিরাঃ, অত্রি, বশিষ্ঠ, পুলহ, পুলস্ত্য, কুৎস, যাজ্ঞবল্ক্য, দেবল, ব্যাস, পরাশর, শর্ম্মদ, গাঙ্গেয়, হৃষী-কেশ, বৃহচ্ছ্রবা, কেশব, ক্লেশহন্তা, সুকর্ণ, কর্ণবর্জ্জিত, নারায়ণ, মহাভাগ, প্রাণপতি, অপানপতি, ব্যানপতি, উদানপতি, সমান-পতি, শব্দপতি, স্পর্শপতি, রূপপতি, ক্ষপতি, আদ্য, খড়্গপাণি, হলায়ুধ, চক্রপাণি, কুণ্ডলী, শ্রীবৎসাঙ্ক, প্রকৃতি, কৌস্তুভগ্রীব, পীতাম্বরধর, সুমুখ, দুর্ম্মুখ, মুখবিবর্জ্জিত, অনন্ত, অনন্তরূপ, সুনখ, সুরসুন্দর, সুকলাপ, বিভু, জিষ্ণু, ভ্রাজিষ্ণু, ইষুধী, হিরণ্যকশিপুহন্তা, হিরণ্যাক্ষবিমর্দ্দক, পুতনানিহন্তা, ভাস্করান্ত-বিনাশন, কেশিদলন, মুষ্টিকবিমর্দ্দক, কংসদানবভেত্তা, চানূর-প্রমর্দ্দক, অরিষ্টনিহন্তা, অক্রূরপ্রিয়, অক্রূর, ক্রূররূপ, অক্রূর-বন্দিত, ভগহা, ভগবান্‌, ভানু, ভাগবত, উদ্ধব, উদ্ধবেশ, উদ্ধব-

ভানুস্তথা ভাগবতঃ স্বয়ং। উদ্ধবশ্চোদ্ধবস্যেশো হ্যদ্ধবেন বিচিন্তিতঃ ॥ ৮৪ ॥ চক্রধৃক্ চঞ্চলশ্চৈব চলাচলবিবর্জ্জিতঃ। অহঙ্কারো মতিশ্চিত্তং গগনং পৃথিবী জলং ॥ ৮৫ ॥ বায়ুশ্চক্ষুস্তথা শ্রোত্রং জিহ্বা চ ঘ্রাণমেব চ। বাক্ পাণিপাদোজবনঃ পায়ুপস্থস্তথৈব চ ॥ ৮৬॥ শঙ্করশ্চৈব খর্ব্বশ্চ ক্ষান্তিদঃ ক্ষান্তিকৃন্নরঃ। ভক্তপ্রিয়স্তথা ভর্ত্তা ভক্তিমান্ ভক্তিবর্দ্ধনঃ ॥৮৭॥ ভক্তস্তুতো ভক্তপরঃ কীর্ত্তিদঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ। কীর্ত্তির্দীপ্তিঃ ক্ষমা কান্তি-র্ভক্তিশ্চৈব দয়া পরা ॥৮৮॥ দানং দাতা চ কর্ত্তা চ দেবদেবপ্রিয়ঃ শুচিঃ। শুচিমান্ সুখদোমোক্ষঃ কামশ্চার্থঃ সহস্রপাৎ ॥ ৮৯ ॥ সহস্রশীর্ষা বৈদ্যশ্চ মোক্ষদ্বারস্তথৈব চ। প্রজাদ্বারং সহস্রান্তঃ সহস্রকরএব চ ॥ ৯০ ॥ শুক্রশ্চ সুকিরীটী চ সুগ্রীবঃ কৌস্তুভস্তথা। প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ হয়গ্রীবশ্চ শূকরঃ ॥ ৯১ ॥ মৎস্যঃ পরশুরামশ্চ প্রহ্লাদো বলিরেব চ। শরণ্যশ্চৈব নিত্যশ্চ বুদ্ধোমুক্তঃ শরীরভৃৎ ॥ ৯২ ॥ খরদূষণহন্তা চ রাবণস্য প্রমর্দ্দনঃ। সীতাপতিশ্চ বর্দ্ধিষ্ণু-র্ভরতশ্চ তথৈব চ ॥ ৯৩ ॥ কুম্ভেন্দ্রজিন্নিহন্তা চ কুম্ভকর্ণপ্রমর্দ্দনঃ। নরান্তকান্তকশ্চৈব দেবান্তকবিনাশনঃ ॥ ৯৪ ॥ দুষ্টাসুরনিহন্তা চ শম্বরারিস্তথৈব চ। নরকস্য নিহন্তা চ ত্রিশীর্ষস্য বিনাশনঃ ॥ ৯৫ ॥ যমলার্জ্জুনভেত্তা চ তপোহিতকরস্তথা। বাদিত্রশ্চৈব বাদ্যঞ্চ বুদ্ধশ্চ বৈ বরপ্রদঃ ॥ ৯৬ ॥ সারঃ সারপ্রিয়ঃ সৌরঃ কালহন্তা নিকৃন্তনঃ। অগস্ত্যোর্দেবলশ্চৈব নারদোনারদপ্রিয়ঃ ॥ ৯৭ ॥ প্রাণোঽপানস্তথা ব্যানোরজঃ সত্বং তমঃ শরৎ। উদানশ্চ সমানশ্চ ভেষজশ্চ ভিষক্তথা ॥ ৯৮ ॥ কূটস্থঃ স্বচ্ছরূপশ্চ সর্ব্বদেহবিবর্জ্জিতঃ। চক্ষুরিন্দ্রিয়হীনশ্চ বাগিন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতঃ ॥ ৯৯ ॥ হস্তেন্দ্রিয়বিহীনশ্চ পাদাভ্যাঞ্চ বিবর্জ্জিতঃ। পায়ূপস্থবিহীনশ্চ মহাতপোবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১০০ ॥ প্রবোধেন বিহীনশ্চ বুদ্ধ্যা চৈব বিবর্জ্জিতঃ। চেতসা বিগতশ্চৈব প্রাণেন চ বিবর্জ্জিতঃ ॥ ১০১ ॥ অপানেন বিহীনশ্চ ব্যানেন চ বিবর্জ্জিতঃ। উদানেন বিহীনশ্চ সমানেন বিবর্জ্জিতঃ ॥ ১০২ ॥ আকাশেন বিহীনশ্চ বায়ুনা পরিবর্জ্জিতঃ। অগ্নিনা চ বিহীনশ্চ উদকেন বিবর্জ্জিতঃ ॥ ১০৩ ॥ পৃথিব্যা চ বিহীনশ্চ শব্দেন চ বিবর্জ্জিতঃ। স্পর্শেন চ বিহীনশ্চ সর্ব্বরূপবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১০৪ ॥ রাগেণ বিগতশ্চৈব অঘেন পরিবর্জ্জিতঃ। শোকেন রহিতশ্চৈব বচসা পরিবর্জ্জিতঃ ॥১০৫॥ রজোবিবর্জ্জিতশ্চৈব বিকারৈঃ ষড়্ভিরেব চ। কামেন বর্জ্জিতশ্চৈব ক্রোধেন পরিবর্জ্জিতঃ ॥ ১০৬ ॥ লোভেন বিগতশ্চৈব দম্ভেন চ বিবর্জ্জিতঃ। সূক্ষ্মশ্চৈব সুসূক্ষ্মশ্চ

চিন্তিত, চক্রধৃক্, চঞ্চল, চলাচলবিবর্জ্জিত, অহঙ্কার, মতি, চিত্ত, গগন, পৃথিবী, জল, বায়ু, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাক্, পাণি, পাদ, জবন, পায়ু, উপস্থ, শঙ্কর, খর্ব্ব, ক্ষান্তিদ, ক্ষান্তিকৃৎ, নর, ভক্তপ্রিয়, ভর্ত্তা, ভক্তিমান্, ভক্তিবর্দ্ধন, ভক্তস্তুত, ভক্তপর, কীর্ত্তিদ, কীর্ত্তিবর্দ্ধন, কীর্ত্তি, দীপ্তি, ক্ষমা, কান্তি, ভক্তি, দয়া, দান, দাতা, কর্ত্তা, দেবদেবপ্রিয়, শুচি, শুচিমান্, সুখদ, মোক্ষ, কাম, অর্থ, সহস্রপাৎ, সহস্রশীর্ষা, বৈদ্য, মোক্ষদ্বার, প্রজাদ্বার, সহস্রান্ত, সহস্রকর, শুক্র, সুকিরীটী, সুগ্রীব, কৌস্তুভ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, হয়গ্রীব, শূকর, মৎস্য, পরশুরাম, প্রহ্লাদ, বলি, শরণ্য, নিত্য, বুদ্ধ, মুক্ত, শরীরভৃৎ, খরদূষণহন্তা, রাবণপ্রমর্দ্দন, সীতাপতি, বর্দ্ধিষ্ণু, ভরত, কুম্ভনিহন্তা, ইন্দ্রজিন্নিহন্তা, কুম্ভকর্ণপ্রমর্দ্দন, নরান্তকান্তক, দেবান্তকবিনাশন, দুষ্টাসুরনিহন্তা, শম্বরারি, নরকনিহন্তা, ত্রিশীর্ষবিনাশন, যমলার্জ্জুনভেত্তা, তপোহিতকর, বাদিত্র, বাদ্য, বুদ্ধ, বরপ্রদ, সার, সারপ্রিয়, সৌর, কালহন্তা, নিকৃন্তন, অগস্ত্য, দেবল, নারদ, নারদপ্রিয়, প্রাণ, অপান, ব্যান, রজঃ, সত্ব, তমঃ, শরৎ, উদান, সমান, ভেষজ, ভিষক্, কূটস্থ, স্বচ্ছরূপ, সর্ব্বদেহবিবর্জ্জিত, চক্ষুরিন্দ্রিয়হীন, বাগিন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত, হস্তেন্দ্রিয়বিহীন, পাদদ্বয়বিবর্জ্জিত, পায়ুবিহীন, উপস্থবিহীন, মহাতপবিবর্জ্জিত, প্রবোধবিহীন, বুদ্ধিবিবর্জ্জিত, চেতোবিহীন, প্রাণবিবির্জ্জিত, অপানবিহীন, ব্যানবিবর্জ্জিত, উদানবিহীন, সমানবিবর্জ্জিত, আকাশবিহীন, বায়ুপরিবর্জ্জিত, অগ্নিবিহীন, উদকবিবর্জ্জিত, পৃথিবীবিহীন, শব্দবিবর্জ্জিত, স্পর্শবিহীন, সর্ব্বরূপবিবর্জ্জিত, রাগবিগত, অঘপরিবর্জ্জিত, শোকরহিত, বচোবর্জিত, রজোবিবর্জ্জিত, ষড়্বিকাররহিত, কামবর্জ্জিত, ক্রোধপরিবর্জ্জিত, লোভবিগত,

স্থূলাৎ স্থূলতরস্তথা ॥ ১০৭॥ বিশারদো বলাধ্যক্ষঃ সর্ব্বস্ত ক্ষোভকস্তথা। প্রকৃতেঃ ক্ষোভকশ্চৈব মহতঃ ক্ষোভকস্তথা ॥ ১০৮ ॥ ভূতানাং ক্ষোভকশ্চৈব বুদ্ধেশ্চ ক্ষোভকস্তথা। ইন্দ্রিয়াণাং ক্ষোভকশ্চ বিষয়ক্ষোভকস্তথা ॥ ১০৯ ॥ ব্রহ্মণঃ ক্ষোভকশ্চৈব রুদ্রস্ত ক্ষোভকস্তথা। অগম্যশ্চক্ষুরাদেশ্চ শ্রোত্রাগম্যস্তথৈব চ ॥ ১১০॥ ত্বচা ন গম্যঃ কূর্ম্মশ্চ জিহ্বাগ্রাহ্যস্তথৈব চ। ঘ্রাণেন্দ্রিয়াগম্যএব বাচাগ্রাহ্যস্তথৈব চ ॥ ১১১ ॥ অগম্যশ্চৈব পাণিভ্যাং পাদাগম্যস্তথৈব চ। অগ্রাহ্যো মনসশ্চৈব বুদ্ধ্যগ্রাহ্যো হরিস্তথা ॥ ১১২ ॥ অহংবুদ্ধ্যা তথা গ্রাহ্যশ্চেতসা গ্রাহ্যএব চ। শঙ্খপাণি রব্যয়শ্চ গদাপাণিস্তথৈব চ ॥ ১১৩ ॥ শার্ঙ্গপাণিশ্চ কৃষ্ণশ্চ জ্ঞানমূর্ত্তিঃ পরন্তপঃ। তপস্বী জ্ঞানগম্যোহি জ্ঞানী জ্ঞানবিদেব চ। ১১৪ ॥ জ্ঞেয়শ্চ জ্ঞেয়হীনশ্চ জ্ঞপ্তিশ্চৈতন্যরূপকঃ। ভাবোভাব্যো ভবকরো ভাবনো ভবনাশনঃ ॥ ১১৫ ॥ গোবিন্দো গোপতির্গোপঃ সর্ব্বগোপীসুখপ্রদঃ। গোপালোগোপতিশ্চৈব গোমতির্গোধরস্তথা ॥ ১১৬ ॥ উপেন্দ্রশ্চ নৃসিংহশ্চ শৌরিশ্চৈব জনার্দ্দনঃ। আরণেয়োবৃহদ্ভানুর্ব্বৃহদ্দীপ্ত স্তথৈব চ ॥১১৭॥ দামোদরস্ত্রিকালশ্চ কালজ্ঞঃ কালবর্জ্জিতঃ। ত্রিসন্ধ্যো দ্বাপরং ত্রেতা প্রজাদ্বারং ত্রিবিক্রমঃ ॥ ১১৮ ॥ বিক্রমোদণ্ডহস্তশ্চ হ্যেকদণ্ডী ত্রিদণ্ডধৃক্। সামভেদস্তথোপায়ঃ সামরূপী চ সামগঃ ॥ ১১৯ ॥ সামবেদোহ্যথর্ব্বশ্চ সুকৃতঃ সুখরূপী চ। অথর্ব্ববেদবিচ্চৈব হ্যথর্ব্বাচার্য্যএব চ ॥ ১২০ ॥ ঋগ্রূপী চৈব ঋগ্বেদ ঋগ্বেদেষু প্রতিষ্ঠিতঃ। যজুর্ব্বেত্তা যজুর্ব্বেদো যজুর্ব্বেদবিদেকপাৎ ॥১২১॥ বহুপাচ্চ সুপাচ্চৈব তথা চৈব সহস্রপাৎ। চতুষ্পাচ্চ দ্বিপাচ্চৈব স্মৃতির্ন্যায়োপমোবলী ॥ ১২২ ॥ সন্ন্যাসী চৈব সন্ন্যাস শ্চতুরাশ্রমএব চ। ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বাণপ্রস্থশ্চ ভিক্ষুকঃ ॥ ১২৩ ॥ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যঃ শূদ্রোবর্ণস্তথৈব চ। শীলদঃ শীলসম্পন্নোদুঃশীলপরিবর্জ্জিতঃ ॥ ১২৪ ॥ মোক্ষোঽধ্যাত্মসমাবিষ্টঃ স্তুতিঃ স্তোতা চ পূজকঃ। পূজ্যো বাক্ করণঞ্চৈব বাচ্যশ্চৈব তু বাচকঃ ॥ ১২৫ ॥ বেত্তা ব্যাকরণঞ্চৈব বাক্যঞ্চৈব চ বাক্যবিৎ। বাক্যগম্য স্তীর্থবাসী তীর্থস্তীর্থী চ তীর্থবিৎ ॥ ১২৬ ॥ তীর্থাদিভূতঃ সাংখ্যশ্চ নিরুক্তং ত্বধিদৈবতং। প্রণবঃ প্রণবেশশ্চ প্রণবেণ প্রবন্দিতঃ ॥ ১২৭ ॥ প্রণবেন চ লক্ষ্যো বৈ গায়ত্রী চ গদাধরঃ। শালগ্রামনিবাসী চ শালগ্রামস্তথৈব চ ॥ ১২৮ ॥ জলশায়ী যোগশায়ী শেষশায়ী কুশেশয়ঃ। মহীভর্ত্তা চ কার্য্যঞ্চ কারণং পৃথিবীধরঃ ॥ ১২৯ ॥ প্রজাপতিঃ শাশ্ব-

---

দম্ভবিবর্জ্জিত, সূক্ষ্ম, সুসূক্ষ্ম, স্থূলাৎস্থূলতর, বিশারদ, বলাধ্যক্ষ, সর্ব্বক্ষোভক, প্রকৃতিক্ষোভক, মহৎক্ষোভক, ভূতক্ষোভক, বুদ্ধিক্ষোভক, ইন্দ্রিয়ক্ষোভক, বিষয়ক্ষোভক, ব্রহ্মক্ষোভক, রুদ্রক্ষোভক, চক্ষুরাদ্যগম্য, শ্রোত্রাগম্য ত্বগগম্য, কূর্ম্ম, জিহ্বাগ্রাহ্য, ঘ্রাণেন্দ্রিয়াগম্য, বাগগ্রাহ্য, হস্তদ্বয়াগম্য, পাদাগম্য, মনোঽগ্রাহ্য, বুদ্ধ্যগ্রাহ্য, হরি, অহংবুদ্ধিগ্রাহ্য, চেতোগ্রাহ্য, শঙ্খপাণি, অব্যয়, গদাপাণি, শার্ঙ্গপাণি, কৃষ্ণ, জ্ঞানমূর্ত্তি, পরন্তপ, তপস্বী, জ্ঞানগম্য, জ্ঞানী, জ্ঞানবিদ্, জ্ঞেয়, জ্ঞেয়হীন, জ্ঞপ্তি, চৈতন্যরূপক, ভাব, ভাব্য, ভবকর, ভাবন, ভাবনাশন, গোবিন্দ, গোপতি, গোপ, সর্ব্বগোপীসুখপ্রদ, গোপাল, গোপতি, গোমতি, গোধর, উপেন্দ্র, নৃসিংহ, শৌরি, জনার্দ্দন, আরণেয়, বৃহদ্ভানু, বৃহদ্দীপ্ত, দামোদর, ত্রিকাল, কালজ্ঞ, কালবর্জ্জিত, ত্রিসন্ধ্য, দ্বাপর, ত্রেতা, প্রজাদ্বার, ত্রিবিক্রম, বিক্রম, দণ্ডহস্ত, একদণ্ডী, ত্রিদণ্ডধৃক্, সাম, ভেদ, উপায়, সামরূপী, সামগ, সামবেদ, অথর্ব্ব, সুকৃত, সুখরূপী, অথর্ব্ববেদবিদ্, অথর্ব্বাচার্য্য, ঋগ্রূপী, ঋগ্বেদ, ঋগ্বেদপ্রতিষ্ঠিত, যজুর্ব্বেত্তা, যজুর্ব্বেদ, যজুর্ব্বেদবিদ্, একপাৎ, বহুপাৎ, সুপাৎ, সহস্রপাৎ, চতুষ্পাৎ, দ্বিপাৎ, স্মৃতি, ন্যায়োপম, বলী, সন্ন্যাসী, সন্ন্যাস, চতুরাশ্রম, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ, ভিক্ষুক, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বর্ণ, শীলদ, শীলসম্পন্ন, দুঃশীলপরিবর্জ্জিত, মোক্ষ, অধ্যাত্মসমাবিষ্ট, স্তুতি, স্তোতা, পূজক, পূজ্য, বাক্, করণ, বাচ্য, বাচক, বেত্তা, ব্যাকরণ, বাক্য, বাক্যবিৎ, বাক্যগম্য, তীর্থবাসী, তীর্থ, তীর্থী, তীর্থবিৎ, তীর্থাদিভূত, সাংখ্য, নিরুক্ত, অধিদৈবত, প্রণব, প্রণবেশ, প্রণব-প্রবন্দিত, প্রণবলক্ষ্য, গায়ত্রী, গদাধর, শালগ্রামনিবাসী, শালগ্রাম, জলশায়ী, যোগশায়ী, শেষশায়ী, কুশেশয়, মহীভর্ত্তা, কার্য্য, কারণ, পৃথিবীধর, প্রজাপতি, শাশ্বত, কাম্য,

তশ্চ কাম্যঃ কামযিতা বিরাট্। সম্রাট্ পূষা তথা স্বর্গো রথস্থঃ সারথির্বলং ॥ ১৩০ ॥ ধনী ধনপ্রদো-ধন্যো যাদবানাং হিতেরতঃ। অর্জ্জুনস্য প্রিয়শ্চৈব হ্যর্জ্জুনোভীমএব চ ॥ ১৩১ ॥ পরাক্রমো দুর্ব্বিসহঃ সর্ব্ব-শাস্ত্রবিশারদঃ। সারস্বতো মহাভীষ্মঃ পারিজাত-হরস্তথা ॥ ১৩২ ॥ অমৃতস্য প্রদাতা চ ক্ষীরোদঃ ক্ষীর-এব চ। ইন্দ্রাত্মজ স্তস্য গোপ্তা গোবর্দ্ধনধরস্তথা ॥১৩৩॥ কংসস্য নাশন স্তদ্বদ্ধস্তিপোহস্তিনাশনঃ। শিপিবিষ্টঃ প্রসন্নশ্চ সর্ব্বলোকার্ত্তিনাশনঃ ॥ ১৩৪ ॥ মুদ্রোমুদ্রাকর-শ্চৈব সর্ব্বমুদ্রাবিবর্জ্জিতঃ। দেহী দেহস্থিতশ্চৈব দেহস্য চ নিয়ামকঃ ॥১৩৫॥ শ্রোতা শ্রোত্রনিয়ন্তা চ শ্রোতব্যঃ শ্রবণস্তথা। ত্বক্স্থিতশ্চ স্পর্শয়িতা স্পৃশ্যশ্চ স্পর্শন-স্তথা ॥ ১৩৬ ॥ চক্ষুঃস্থো রূপদ্রষ্টা চ নিয়ন্তা চক্ষুষ-স্তথা। দৃশ্যশ্চৈব তু জিহ্বাস্থো রসজ্ঞশ্চ নিয়ামকঃ ॥১৩৭॥ ঘ্রাণস্থো ঘ্রাণকৃদ্ঘ্রাতা ঘ্রাণেন্দ্রিয়নিয়ামকঃ। বাক্স্থো-বক্তা চ বক্তব্যো বচনং বাঙ্নিয়ামকঃ ॥১৩৮॥ প্রাণিস্থঃ শিল্পকৃচ্ছিল্পো হস্তয়োশ্চ নিয়ামকঃ। পদব্যশ্চৈব গন্তা চ গন্তব্যং গমনং তথা ॥ ১৩৯ ॥ নিয়ন্তা পাদয়োশ্চৈব পাদ্যভাক্ চ বিসর্গকৃৎ। বিসর্গস্য নিয়ন্তা চ হ্যুপস্থস্থঃ সুখস্তথা ॥ ১৪০ ॥ উপস্থস্য নিয়ন্তা চ তদানন্দকরশ্চ হ। শত্রুঘ্নঃ কার্ত্তবীর্য্যশ্চ দত্তাত্রেয়স্তথৈব চ ॥ ১৪১ ॥ অলর্কস্য হিতশ্চৈব কার্ত্তবীর্য্যনিকৃন্তনঃ। কালনেমি-র্মহানেমির্মেঘোমেঘপতিস্তথা ॥ ১৪২ ॥ অন্নপ্রদো-২ন্নরূপী চ হ্যন্নাদোঽন্নপ্রবর্ত্তকঃ। ধূমকৃদ্ধূমরূপশ্চ দেবকী-পুত্র-উত্তমঃ ॥ ১৪৩ ॥ দেবক্যানন্দনোনন্দো রোহিণ্যাঃ প্রিয়এব চ। বসুদেবপ্রিয়শ্চৈব বসুদেবসুতস্তথা ॥১৪৪॥ দুন্দুভির্হাস(হংস)রূপশ্চ (অট্ট)পুষ্পহাসস্তথৈব চ। অট্ট-হাসপ্রিয়শ্চৈব সর্ব্বাধ্যক্ষঃ ক্ষরোঽক্ষরঃ ॥১৪৫॥ অচ্যুত-শ্চৈব সত্যেশং সত্যায়াশ্চ প্রিয়োবরঃ। রুক্মিণ্যাশ্চ পতিশ্চৈব রুক্মিণ্যাবল্লভস্তথা ॥ ১৪৬ ॥ গোপীনাং বল্লভশ্চৈব পুণ্যশ্লোকশ্চ বিশ্রুতঃ। বৃষাকপির্যমো-গুহ্যো মঙ্গলশ্চ বুধস্তথা ॥ ১৪৭ ॥ রাহুঃ কেতুর্গ্রহো-গ্রাহো গজেন্দ্রমুখমেলকঃ। গ্রাহস্য বিনিহন্তা চ গ্রামণীরক্ষকস্তথা ॥ ১৪৮ ॥ কিন্নরশ্চৈব সিদ্ধশ্চ ছন্দঃ স্বচ্ছন্দএব চ। বিশ্বরূপো বিশালাক্ষো দৈত্যসূদনএব চ ॥ ১৪৯ ॥ অনন্তরূপো ভূতস্থো দেবদানবসংস্থিতঃ। সুষুপ্তিস্থঃ সুষুপ্তিশ্চ স্থানং স্থানান্তএব চ ॥ ১৫০ ॥ জগৎস্থশ্চৈব জাগর্ত্তা স্থানং জাগরিতস্তথা। স্বপ্নস্থঃ স্বপ্নবিৎ স্বপ্নং স্থানস্থঃ সুস্থএব চ ॥ ১৫১ ॥ জাগ্রৎ-স্বপ্নসুষুপ্তেশ্চ বিহীনো বৈ চতুর্থকঃ। বিজ্ঞানং চৈত্ররূপশ্চ জীবোজীবয়িতা তথা ॥ ১৫২ ॥ ভুবনাধিপতিশ্চৈব

কাময়িতা, বিরাট্, সম্রাট্, পূষা, স্বর্গ, রথস্থ, সারথি, বল, ধনী, ধনপ্রদ, ধন্য, যাদবহিতেরত, অর্জ্জুনপ্রিয়, অর্জ্জুন, ভীম, পরাক্রম, দুর্ব্বিসহ, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, সারস্বত, মহাভীষ্ম, পারিজাতহর, অমৃতপ্রদাতা, ক্ষীরোদ, ক্ষীর, ইন্দ্রাত্মজ, ইন্দ্রাত্মজগোপ্তা, গোবর্দ্ধনধর, কংসনাশন, হস্তিপ, হস্তিনাশন, শিপিবিষ্ট, প্রসন্ন, সর্ব্বলোকার্ত্তিনাশন, মুদ্র, মুদ্রাকর, সর্ব্বমুদ্রাবিবর্জ্জিত, দেহী, দেহস্থিত, দেহনিয়ামক, শ্রোতা, শ্রোত্রনিয়ন্তা, শ্রোতব্য, শ্রবণ, ত্বক্স্থিত, স্পর্শয়িতা, স্পৃশ্য, স্পর্শন, চক্ষুঃস্থ, রূপদ্রষ্টা, চক্ষুর্নিয়ন্তা, দৃশ্য, জিহ্বাস্থ, রসজ্ঞ, নিয়ামক, ঘ্রাণস্থ, ঘ্রাণকৃৎ, ঘ্রাতা, ঘ্রাণেন্দ্রিয়নিয়ামক, বাক্স্থ, বক্তা, বক্তব্য, বচন, বাঙ্নিয়ামক, প্রাণিস্থ, শিল্পকৃৎ, শিল্প, হস্তদ্বয়নিয়ামক, পদব্য, গন্তা, গন্তব্য, গমন, পাদদ্বয়নিয়ন্তা, পাদ্যভাক্, বিসর্গকৃৎ, বিসর্গনিয়ন্তা, উপস্থস্থ, সুখ, উপস্থনিয়ন্তা, আনন্দকর, শত্রুঘ্ন, কার্ত্তবীর্য্য, দত্তাত্রেয়, অলর্কহিত, কার্ত্তবীর্য্যনিকৃন্তন, কালনেমি, মহানেমি, মেঘ, মেঘপতি, অন্নপ্রদ, অন্নরূপী, অন্নাদ, অন্নপ্রবর্ত্তক, ধূমকৃৎ, ধূমরূপ, দেবকীপুত্র, উত্তম, দেবকীনন্দন, নন্দ, রোহিণীপ্রিয়, বসুদেবপ্রিয়, বসুদেবসুত, দুন্দুভি, হংসরূপ, হাসরূপ, পুষ্পহাস, অট্টহাস, অট্টহাসপ্রিয়, সর্ব্বাধ্যক্ষ, ক্ষর, অক্ষর, অচ্যুত, সত্যেশ, সত্যাপ্রিয়, বর, রুক্মিণীপতি, রুক্মিণীবল্লভ, গোপীবল্লভ, পুণ্যশ্লোক, বিশ্রুত, বৃষাকপি, যম, গুহ্য, মঙ্গল, বুধ, রাহু, কেতু, গ্রহ, গ্রাহ, গজেন্দ্রমুখমেলক, গ্রাহবিনিহন্তা, গ্রামণী, রক্ষক, কিন্নর, সিদ্ধ, ছন্দঃ, স্বচ্ছন্দ, বিশ্বরূপ, বিশালাক্ষ, দৈত্যসূদন, অনন্তরূপ, ভূতস্থ, দেবদানবসংস্থিত, সুষুপ্তিস্থ, সুষুপ্তি, স্থান, স্থানান্ত, জগৎস্থ, জাগর্ত্তা, স্থান, জাগরিত, স্বপ্নস্থ, স্বপ্নবিৎ, স্বপ্ন, স্থানস্থ, সুস্থ, জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিবিহীন, চতুর্থক, বিজ্ঞান, চৈত্ররূপ, জীব,

ভুবনানাং নিয়ামকঃ। পাতালবাসী পাতালং সর্ব্বজ্বর-বিনাশনঃ ॥ ১৫৩ ॥ পরমানন্দরূপী চ ধর্ম্মাণাঞ্চ প্রবর্ত্তকঃ। সুলভোদুর্ল্লভশ্চৈব প্রাণায়ামপরস্তথা ॥ ১৫৪ ॥ প্রত্যাহারোধারকশ্চ প্রত্যাহারকরস্তথা। প্রভা কান্তিস্তথা হ্যর্চ্চিঃ শুদ্ধঃ স্ফটিকসন্নিভঃ ॥ ১৫৫ ॥ অগ্রাহ্যশ্চৈব গৌরশ্চ সর্ব্বঃ শুচিরভিষ্টুতঃ। বষট্ কারো বষট্ বৌষট্ স্বধা স্বাহা রতিস্তথা ॥ ১৫৬ ॥ পক্তা নন্দয়িতা ভোক্তা বোদ্ধা ভাবয়িতা তথা। জ্ঞানাত্মা চৈব ঊহাত্মা ভূমা সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ ॥ ১৫৭ ॥ নদী নন্দী চ নন্দীশো-ভারতস্তরুনাশনঃ। চক্রপঃ শ্রীপতিশ্চৈব নৃপশ্চ চক্রবর্ত্তিনাং ॥ ১৫৮ ॥ ঈশশ্চ সর্ব্বদেবানাং স্বাবকাশং স্থিতস্তথা। পুষ্করঃ পুষ্করাধ্যক্ষঃ পুষ্করদ্বীপএব চ ॥ ১৫৯ ॥ ভরতোজনকোজন্যঃ সর্ব্বাকারবিবর্জ্জিতঃ। নিরাকারো-নির্নিমিত্তো নিরাতঙ্কো নিরাশ্রয়ঃ ॥ ১৬০ ॥ ইতি নামসহস্রন্তে বৃষভধ্বজ কীর্ত্তিতং। দেবস্য বিষ্ণোরীশস্য সর্ব্বপাপবিনাশনম্ ॥ ১৬১ ॥ পঠন্ দ্বিজশ্চ বিষ্ণুত্বং ক্ষত্রিয়োজয়মাপ্নুয়াৎ। বৈশ্যোধনং সুখং শূদ্রো বিষ্ণুভক্তিসমন্বিতঃ ॥ ১৬২ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে শ্রীবিষ্ণোঃ সহস্রনামস্তোত্রং পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

জীবয়িতা, ভুবনাধিপতি, ভুবননিয়ামক, পাতালবাসী, পাতাল, সর্ব্বজ্বরবিনাশন, পরমানন্দরূপী, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, সুলভ, দুর্ল্লভ, প্রাণায়ামপর, প্রত্যাহার, ধারক, প্রত্যাহারকর, প্রভা, কান্তি, অর্চ্চিঃ, শুদ্ধ, স্ফটিকসন্নিভ, অগ্রাহ্য, গৌর, সর্ব্ব, শুচি, অভিষ্টুত, বষট্কার, বষট্, বৌষট্, স্বধা, স্বাহা, রতি, পক্তা, নন্দয়িতা, ভোক্তা, বোদ্ধা, ভাবয়িতা, জ্ঞানাত্মা, ঊহাত্মা, ভূমা, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, নদী, নন্দী, নন্দীশ, ভারত, তরুনাশন, চক্রপ, শ্রীপতি, চক্রবর্ত্তিরাজা, সর্ব্বদেবেশ, স্বাবকাশস্থিত, পুষ্কর, পুষ্করাধ্যক্ষ, পুষ্করদ্বীপ, ভরত, জনক, জন্য, সর্ব্বাকারবিবর্জ্জিত, নিরাকার, নির্নিমিত্ত, নিরাতঙ্ক, নিরাশ্রয়। ৬—১৬০। হে বৃষধ্বজ! তোমার নিকট দেবদেব, জগদীশ্বর বিষ্ণুর সর্ব্বপাপবিনাশন সহস্রনাম কীর্ত্তিত হইল। ১৬১। এই সহস্র নাম পাঠ করিলে, ব্রাহ্মণ বিষ্ণুত্ব, ক্ষত্রিয় জয়, বৈশ্য ধন ও শূদ্র সুখলাভ করে এবং বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হয়। ১৬২।

ইতি পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

রুদ্র-উবাচ ॥ ১ ॥ পুনর্ধ্যানং সমাচক্ষ্ব শঙ্খচক্রগদাধর। বিষ্ণোরীশস্য দেবস্য শুদ্ধস্য পরমাত্মনঃ ॥ ২ ॥

হরিরুবাচ ॥ ৩ ॥ শৃণু রুদ্র হরের্ধ্যানং সংসারতরুনাশনং। অদৃষ্টরূপঞ্চান্তঞ্চ সর্ব্বব্যাপ্যজমব্যয়ং ॥ ৪ ॥ অক্ষরং সর্ব্বগং নিত্যং মহদ্ব্রহ্মাস্তি কেবলং। সর্ব্বস্য জগতোমূলং সর্ব্বেশং পরমেশ্বরং ॥ ৫ ॥ সর্ব্বভূতহৃদিস্থং বৈ সর্ব্বভূতমহেশ্বরং। সর্ব্বাধারাং নিরাধারং সর্ব্বকারণকারণং ॥ ৬ ॥ অলেপকন্তথা মুক্তং মুক্তযোগিবিচিন্তিতং। স্থূলদেহবিহীনঞ্চ চক্ষুষা পরিবর্জ্জিতং ॥ ৭ ॥ প্রাণীন্দ্রিয়বিহীনঞ্চ প্রাণিধর্ম্মবিবর্জ্জিতং। পায়ূপস্থবিহীনঞ্চ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং ॥ ৮ ॥ মনোবিবর্হিতং তদ্বন্মনোধর্ম্মবিবর্জ্জিতং। বুদ্ধ্যা

ষোড়শ অধ্যায়।

রুদ্র বলিলেন, হে শঙ্খচক্রগদাধর! পরমাত্মা দেবদেব, শুদ্ধাত্মা, জগদীশ্বর বিষ্ণুর ধ্যান পুনর্ব্বার বলুন। ১-২। হরি বলিলেন, হে রুদ্র! হরির ধ্যান শ্রবণকর, এই ধ্যানে মনুষ্য সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। হরির রূপ কেহ দেখিতে পায় না, তাঁহার অন্ত নাই, তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন ও উৎপত্তিবিনাশবিহীন। ৩-৪। তিনি স্থিরপ্রকৃতি, সর্ব্বগ, নিত্য, মহৎ ও একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপ। পরমেশ হরি সমস্ত জগতের কারণ ও সকলের ঈশ্বর।৫। সেই হরি সর্ব্বপ্রাণির হৃদয়মন্দিরে বিদ্যমান আছেন। তিনি সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, সকলের আধার, কিন্তু তাঁহার কোন আধার নাই। তিনি সকল কারণের আদিকারণ।৬। হরি সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত, সর্ব্ববিষয়হইতে মুক্ত, ও নেত্রবিহীন। মুক্তযোগিগণ তাঁহাকে চিন্তা করেন। তাঁহার স্থূল দেহ নাই।৭। সাধারণ প্রাণিবর্গের যেরূপ মনঃ বুদ্ধি প্রভৃতি বুদ্ধীন্দ্রিয় আছে, তাঁহার সেইরূপ ইন্দ্রিয় নাই। তিনি ভোজনমৈথুনাদিপ্রাণিধর্ম্মবিহীন এবং পায়ুপস্থপ্রভৃতিকর্ম্মেন্দ্রিয়বর্জ্জিত।৮। হরির মনঃ ও মানসিক

বিহীনং দেবেশং চেতসা পরিবর্জ্জিতং ॥ ৯ ॥ অহঙ্কার-বিহীনং বৈ বুদ্ধিধর্ম্মবিবর্জ্জিতং। প্রাণেন রহিতঞ্চৈব হ্যপানেন বিবর্জ্জিতং। প্রাণাখ্যবায়ুহীনং বৈ প্রাণধর্ম্মবিবর্জ্জিতং ॥ ১০ ॥

হরিরুবাচ ॥ ১১ ॥ পুনঃ সূর্য্যার্চ্চনং বক্ষ্যে যদুক্তং ভৃগবে পুরা। ওঁ খখোল্কায় নমঃ। সূর্য্যস্য মূলমন্ত্রোঽয়ং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কঃ ॥১২॥ ওঁ খখোল্কায় ত্রিদশায় নমঃ। ওঁ বিচি ঠঠ শিরসে নমঃ। ওঁ জ্ঞানিনে ঠঠ শিখায়ৈ নমঃ। ওঁ সহস্ররশ্ময়ে ঠঠ কবচায় নমঃ। ওঁ সর্ব্ব-তেজোঽধিপতয়ে ঠঠ অস্ত্রায় নমঃ। ওঁ জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল ঠঠ নমঃ। অগ্নিপ্রকারমন্ত্রোঽয়ং সূর্য্যস্যাঘ-বিনাশনঃ ॥ ১৩ ॥ ওঁ আদিত্যায় বিদ্মহে বিশ্বভাবায় ধীমহি তন্নঃ সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ। সকলীকরণং কুর্য্যাদ্-গায়ত্র্যা ভাস্করস্য চ ॥১৪॥ ধর্ম্মাত্মনে চ পূর্ব্বস্মিন্ যমায়েতি চ দক্ষিণে। দণ্ডনায়কায় ততো বৈবর্ণায়েতি চোত্তরে। শ্যামপিঙ্গলমৈশান্যামাগ্নেয্যাং দীক্ষিতং যজেৎ। বজ্রপাণিঞ্চ নৈঋর্ত্যাং ভূর্ভুবঃ স্বশ্চ বায়বে ॥১৫॥ ওঁ চন্দ্রায়নক্ষত্রাধিপতয়ে নমঃ। ওঁ অঙ্গার-কায় ক্ষিতিসুতায় নমঃ। ওঁ বুধায় সোমপুত্রায় নমঃ। ওঁ বাগীশ্বরায় সর্ব্ববিদ্যাধিপতয়ে নমঃ। ওঁ শুক্রায় মহর্ষয়ে ভৃগুসুতায় নমঃ। ওঁ শনৈশ্চরায় সূর্য্যাত্মজায় নমঃ। ওঁ রাহবে নমঃ। ওঁ কেতবে নমঃ। পূর্ব্বাদীশান-পর্য্যন্তাএতে পূজ্যা বৃষধ্বজ ॥ ১৬ ॥ ওঁ অনুরুকায় নমঃ ওঁ প্রমথনাথায় নমঃ ওঁ বুদ্ধায় নমঃ ॥ ১৭ ॥ ওঁ ভগবন্ পরিমিতময়ূখমালিন্ সকলজগৎপতে সপ্তাশ্ববাহন চতুর্ভুজ পরমসিদ্ধিপ্রদ বিস্ফুলিঙ্গপিঙ্গল ভদ্র এহ্যেহি ইদমর্ঘ্যং নমঃ শিরসি গতং গৃহ্ণ গৃহ্ণ তেজউগ্ররূপং অনগ্ন জ্বল জ্বল ঠঠ নমঃ। অনেনাবাহ্য মন্ত্রেণ ততঃ সূর্য্যং বিসর্জ্জয়েৎ। ওঁ নমোভগবতে আদিত্যায় সহস্রকির-ণায় গচ্ছ সুখং পুনরাগমনায়েতি ॥ ১৮ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ পুনঃ সূর্য্যার্চ্চনং বক্ষ্যে যদুক্তং ধনদায় হি। অষ্টপত্রং লিখেৎ পদ্মং শুচৌ দেশে স-কর্ণিকং ॥ ২ ॥ আবাহনীং ততো বদ্ধা মুদ্রামাবাহয়ে-

---

কোন ধর্ম্ম নাই। তিনি দেবদেব। তাঁহার বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধিধর্ম্ম, জীব, প্রাণাদি বায়ু ও প্রাণধর্ম্ম নাই। ৯-১০।

হরি বলিলেন,—পুনর্ব্বার সূর্য্যার্চ্চন বলিব। এই সূর্য্যার্চ্চন পূর্ব্বকালে ভৃগুর নিকট কথিত হইয়াছিল। ওঁ খখোল্কায় নমঃ, এই সূর্য্যের মূল মন্ত্র। ইহা সাধকের ভুক্তিমুক্তিপ্রদ। ১১-১২। ওঁ খখোল্কায় ত্রিদশায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে পূজাকরিবে। সূর্য্যের এই অগ্নিপ্রকার মন্ত্র পাপবিনাশন। ১৩। ওঁ আদিত্যায় বিদ্মহে ইত্যাদি সূর্য্যগায়ত্রীদ্বারা সকলীকরণ করিবে। ১৪। পূর্ব্বদিকে ওঁ ধর্ম্মাত্মনে নমঃ, দক্ষিণে ওঁ যমায় নমঃ, পশ্চিমদিকে ওঁ দণ্ডনায়-কায় নমঃ, উত্তরদিকে ওঁ বৈবর্ণায় নমঃ, ঈশানকোণে ওঁ শ্যাম-পিঙ্গলায় নমঃ, অগ্নিকোণে ওঁ দীক্ষিতায় নমঃ, নৈঋর্তকোণে ওঁ বজ্রপাণয়ে নমঃ, বায়ুকোণে ওঁ ভূর্ভুবঃস্বর্নমঃ এইরূপে পূজা করিবে। ১৫। পরে পূর্ব্বদিকে ওঁ চন্দ্রায় নক্ষত্রাধিপতয়ে নমঃ, অগ্নিকোণে ওঁ অঙ্গারকায় ক্ষিতিসুতায় নমঃ, দক্ষিণদিকে ওঁ বুধায় সোমপুত্রায় নমঃ, নৈঋর্তকোণে ওঁ বাগীশ্বরায় সর্ব্ব-বিদ্যাধিপতয়ে নমঃ, পশ্চিমদিকে ওঁ শুক্রায় মহর্ষয়ে ভৃগুসুতায় নমঃ, বায়ুকোণে ওঁ শনৈশ্চরায় সূর্য্যাত্মজায় নমঃ, উত্তরদিকে ওঁ রাহবে নমঃ এবং ঈশানকোণে ওঁ কেতবে নমঃ, এইরূপ মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। ১৬। পরে ওঁ অনুরুকায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে অনুরুক, প্রমথনাথ ও বুদ্ধের পূজা করিবে। ১৭। ওঁ ভগবন্ পরিমিত ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্যদেবের আবাহন ও অর্ঘ্যপ্রদান করিবে। এইরূপে ভাস্করদেবের পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে পূজা করিয়া ওঁ নমোভগবতে ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা বিসর্জ্জন করিবে। ১৮।

ইতি ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

হরি কহিলেন, পুনর্ব্বার সূর্য্যার্চ্চন বলিব। এই সূর্য্যার্চ্চন কুবেরের নিকট কথিত হইয়াছিল। পবিত্র স্থানে কর্ণিকাযুক্ত অষ্টদলপদ্ম লিখিবে। ১-২। পরে আবাহনী মুদ্রা বন্ধন করিয়া সূর্য্য-

ন্ধরিং। খখোল্কং স্থাপয়েন্মধ্যে স্নাপয়েদ্ বস্ত্ররূপিণম্ ॥৩॥ আগ্নেয্যাং দিশি দেবস্য হৃদয়ং স্থাপয়েচ্ছিব। ঐশান্যাস্তু শিরঃ স্থাপ্যং নৈর্ঋত্যাং বিন্যসেৎ শিখাং ॥ ৪ ॥ পৌরন্দর্য্যাং ন্যসেদ্ধর্ম্মমেকাগ্রস্থিতমানসঃ। বায়ব্যাঞ্চৈব নেত্রন্তু বারুণ্যা মন্ত্রমেব চ ॥ ৫ ॥ ঐশান্যাং স্থাপয়েৎ সোমং পৌরন্দর্য্যান্তু লোহিতং। আগ্নেয্যাং সোমতনয়ং যাম্যাঞ্চৈব বৃহস্পতিং ॥ ৬ ॥ নৈর্ঋত্যাং দানবগুরুং বারুণ্যান্তু শনৈশ্চরং। বায়ব্যাঞ্চ তথা কেতুং কৌবের্য্যাং রাহুমেব চ ॥ ৭ ॥ দ্বিতীয়ায়ান্তু কক্ষায়াং সূর্য্যান্ দ্বাদশ পূজয়েৎ। ভগঃ সূর্য্যোঽর্য্যমা চৈব মিত্রোবৈ বরুণস্তথা ॥ ৮ ॥ সবিতা চৈব ধাতা চ বিবস্বাংশ্চ মহাবলঃ। ত্বষ্টা পূষা তথা চেন্দ্রো দ্বাদশো বিষ্ণুরুচ্যতে॥৯॥ পূর্ব্বাদাবর্চ্চয়েদ্দেবা-নিন্দ্রাদীন্ শ্রদ্ধয়া নরঃ। জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী চাপরাজিতা। শেষশ্চ বাসুকিশ্চৈব নাগানিত্যাদি পূজয়েৎ ॥ ১০ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

দেবের আবাহন করিতে হইবে। ঐ পদ্মমধ্যে সূর্য্যদেবকে স্থাপন করিয়া যন্ত্ররূপী দেবকে স্নান করাইবে।৩। হে শিব! পরে অগ্নিকোণে দেবের হৃদয়, ঈশান কোণে শিরঃ ও নৈর্ঋতকোণে শিখা বিন্যাস করিয়া পুনর্ব্বার একাগ্রচিত্তে পূর্ব্বদিকে ধর্ম্ম, বায়ুকোণে নেত্র ও পশ্চিমদিকে অস্ত্র মন্ত্র বিন্যাস করিবে।৪-৫। ঈশানকোণে সোম, পূর্ব্বদিকে লোহিত, অগ্নিকোণে সোমতনয় বুধ, দক্ষিণদিকে বৃহস্পতি, নৈর্ঋতকোণে দৈত্যগুরু শুক্র, পশ্চিমদিকে শনি, বায়ুকোণে কেতু ও উত্তরদিকে রাহুর পূজা করিবে। ৬-৭। দ্বিতীয় কক্ষাতে দ্বাদশ সূর্য্যের অর্চ্চনা করিবে। দ্বাদশ সূর্য্যের নাম এই—ভগ, সূর্য্য, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, সবিতা, ধাতা, বিবস্বান্, ত্বষ্টা, পূষা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু। ওঁ ভগায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে এই রূপে পূজা করিতে হইবে। ৮-৯। মনুষ্য শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পূর্ব্বাদিদিক্‌ক্রমে ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালের পূজা করিয়া জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, অপরাজিতা ও শেষ, বাসুকি প্রভৃতি নাগগণের পূজা করিবে। ১০।

ইতি সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ ॥ ১ ॥ গরুড়োক্তং কশ্যপায় বক্ষ্যে মৃত্যুঞ্জয়ার্চ্চনং। উদ্ধারপূর্ব্বকং পুণ্যং সর্ব্বদেবময়ং মতং ॥ ২ ॥ ওঙ্কারং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য জুঙ্কারং তদনন্তরং। সবিসর্গং তৃতীয়ং স্যা মৃত্যুদারিদ্র্যমর্দ্দনং ॥ ৩ ॥ অমৃতেশং মহামন্ত্রং ত্র্যক্ষরং পূজনং সমং। জপনান্মৃত্যুহীনাঃ স্যুঃ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৪ ॥ শতজপ্যাদ্বেদফলং যজ্ঞতীর্থফলং লভেৎ। অষ্টোত্তরশতং জপ্যাং ত্রিসন্ধ্যং মৃত্যুশত্রুজিৎ ॥ ৫ ॥ ধ্যায়েচ্চ সিতপদ্মস্থং বরদঞ্চাভয়ং করে। দ্বাভ্যাঞ্চামৃতকুম্ভন্তু চিন্তয়েদমৃতেশ্বরং ॥ ৬ ॥ তস্যৈবাঙ্গগতাং দেবী মমৃতামৃতভাষিণীং। কলসং দক্ষিণে হস্তে বামহস্তে সরোরুহং ॥ ৭ ॥ জপেদষ্টসহস্রং বৈ ত্রিসন্ধ্যং মাসমেকতঃ।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, গরুড় কশ্যপের নিকট যে মৃত্যুঞ্জয়ার্চ্চন বলিয়াছিল, সেইরূপ মন্ত্রোদ্ধারপূর্ব্বক মৃত্যুঞ্জয়শিবার্চ্চন বলিব। এই মৃত্যুঞ্জয়ার্চ্চন পুণ্যপ্রদ ও সর্ব্বদেবময়, অর্থাৎ এইরূপে পূজা করিলে সর্ব্বদেবার্চ্চনের ফল হয়। ১-২। মন্ত্রোদ্ধার কথিত হইতেছে—প্রথমে ওঙ্কার পরে জুং অনন্তর সঃ, ইহাতে ওঁ জুং সঃ এই মন্ত্র হইবে। উক্ত মন্ত্র জপ করিলে সাধকের মৃত্যুভয় থাকে না ও দারিদ্র্য বিনাশ হয়।৩। এই ত্র্যক্ষর মন্ত্রের নাম অমৃতেশমন্ত্র। উক্ত মহামন্ত্রদ্বারা পূজা করিলে মহৎফল হইয়া থাকে। এই মন্ত্র জপ করিলে সাধকের মৃত্যুভয় থাকে না এবং সর্ব্ব পাপ বিনাশ হয়। ৪। চতুর্ব্বেদ পাঠে, সর্ব্বযজ্ঞাচরণে ও সর্ব্বতীর্থদর্শনে যে যে ফল হয়, উক্ত ত্র্যক্ষর মন্ত্র শতবার জপ করিলে সেই সেই সুকৃতি জন্মিয়া থাকে এবং ত্রিসন্ধ্যা অষ্টোত্তর শতবার করিয়া জপ করিলে মৃত্যু ও শত্রুভয় পরাজিত হয়।৫। পরে শুক্লপদ্মস্থিত দেবের ধ্যান করিবে। তাঁহার হস্তদ্বয়ে বর ও অভয় এবং অপর হস্তদ্বয়ে অমৃতকুম্ভ আছে। এইরূপে অমৃতেশ্বর দেবের রূপ চিন্তা করিবে। তাঁহার বামাঙ্গে অমৃতভাষিণী দেবী আছেন। দেবীর দক্ষিণহস্তে কলস ও বামহস্তে পদ্ম আছে।৬-৭। হে শিব! যে ব্যক্তি উক্ত ত্র্যক্ষর অমৃতেশমন্ত্র প্রতিসন্ধ্যায় অষ্টোত্তরসহস্র করিয়া একমাস পর্য্যন্ত জপ করে, তাহার জরা, মৃত্যু, মহাব্যাধি,

জরামৃত্যুমহাব্যাধিশক্রজিজ্জীবশান্তিদঃ ॥ ৮ ॥ আস্থানং স্থাপনং রোধং সন্নিধানং নিবেশনং। পাদ্যমাচমনং স্নানমর্ঘ্যং অগুরুলেপনং। দীপাম্বরং ভূষণঞ্চ নৈবেদ্যং পানজীবনং ॥ ৯ ॥ মাত্রা মুদ্রা জপং ধ্যানং দক্ষিণাঞ্চাহুতিঃ স্তুতিঃ। বাদ্যং গীতঞ্চ নৃত্যঞ্চ ন্যাসং যোগং প্রদক্ষিণং। প্রণতিং মন্ত্রইজ্যা চ বন্দনঞ্চ বিসর্জ্জনং ॥১০॥ ষড়ঙ্গাদিপ্রকারেণ পূজনন্তু ক্রমোদিতং। পরমেশমুখোদীর্ণং যোজানাতি স পূজকঃ ॥ ১১ ॥ অর্ঘ্যপাদ্যার্চ্চনঞ্চাদৌ বস্ত্রেণৈব তু তাড়নং। শোধনং কবচেনৈব অমৃতীকরণন্ততঃ ॥ ১২ ॥ পূজা চাধারশক্ত্যাদেঃ প্রাণায়ামং তথাসনে। পিণ্ডশুদ্ধিং ততঃ কুর্য্যাচ্ছোষণাদ্যৈস্ততঃ স্মরেৎ ॥ ১৩ ॥ আত্মানং দেবরূপঞ্চ করাঙ্গন্যাসকঞ্চরেৎ। আত্মানং পূজয়েৎ পশ্চাজ্জ্যোতীরূপং হৃদজতঃ ॥১৪॥ মূর্ত্তৌ বা স্থণ্ডিলে বাপি ক্ষিপেৎ পুষ্পন্তু ভাস্বরং। আত্মানং দ্বারপূজার্থং পূজা চাধারশক্তিজা ॥ ১৫ ॥ সান্নিধ্যকরণং দেবে পরিবারস্য পূজনং। অঙ্গষট্কস্ত পূজার্থং কর্ত্তব্যা দিগ্বিভাগতঃ ॥ ১৬ ॥ ধর্ম্মাদয়শ্চ শক্রাদ্যাঃ সায়ুধাঃ পরিবারকাঃ। যুগবেদমুহূর্ত্তাশ্চ পূজ্যেয়ং ভুক্তিমুক্তিকৃৎ ॥১৭॥ মাতৃকায়া গণঞ্চাদৌ নন্দিগঙ্গে চ পূজয়েৎ। মহাকালঞ্চ যমুনাং দেহল্যাং পূজয়েৎ পুরা ॥ ১৮ ॥ ওঁ অমৃতেশ্বরভৈরবায় নমঃ। এবং ওঁ জুং সঃ সূর্য্যায় নমঃ। এবং শিবায় কৃষ্ণায় ব্রহ্মণে চ গণায় চ। চণ্ডিকায়ৈ সরস্বত্যৈ মহালক্ষ্ম্যাদি পূজয়েৎ ॥ ১৯ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে অমৃতেশপূজনং নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ প্রাণেশ্বরং গারুড়ঞ্চ শিবোক্তং প্রবদাম্যহং। (কালানাদৌ) স্থানাদ্যাদৌ প্রবক্ষ্যামি (নষ্টাং) নাগদষ্টো ন জীবতি ॥২॥ চিতাবল্মীকশৈলাদৌ

ও শত্রু পরাজিত হয়। এই মন্ত্র সর্ব্বজীবের শান্তিপ্রদ। ৮। আস্থান, স্থাপন, রোধন, সন্নিধান ও নিবেশন এই পঞ্চ আবাহন করিয়া পাদ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, অর্ঘ্য, অগুরু, দীপ, বস্ত্র, ভূষণ, নৈবেদ্য ও পানীয় জল এই সকল উপহারে পূজা করিবে। ৯। মাত্রা, মুদ্রাপ্রদর্শন, মন্ত্রজপ, ধ্যান, দক্ষিণা, হোম, স্তুতিপাঠ, বাদ্য, গীত, নৃত্য, ন্যাস, যোগ, প্রদক্ষিণ, প্রণাম, মন্ত্র, অর্চ্চনা, বন্দনা ও বিসর্জ্জন এই সকল পূজাঙ্গকার্য্য। ১০। ষড়ঙ্গাদিপ্রকারে কথিত পূজাক্রমানুসারে পূজা করিবে। যিনি পরমেশ্বরমুখনির্গত এই পূজাবিধি জানেন, তিনিই পূজক। ১১। আদিতে অর্ঘ্য পাদ্যাদিদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া বস্ত্রদ্বারা তাড়ন করিবে। অনন্তর কূর্চ্চমন্ত্রে (হুঁ) শোধন, অমৃতীকরণ, আধারশক্ত্যাদির পূজা, প্রাণায়াম, আসনোপবেশন, দেহশুদ্ধি, অর্থাৎ স্বদেহের শোষণ, দহন ও আপ্লাবন করিয়া আত্মাকে দেবরূপ চিন্তা করিবে। তৎপরে করাঙ্গন্যাস করিবে। পশ্চাৎ হৃদয়পদ্মে 'জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মারূপী দেবতার পূজা করিবে। অনন্তর দৈবমূর্ত্তিতে কিম্বা স্থণ্ডিলে সমুজ্জ্বল পুষ্প নিক্ষেপ করিয়া দ্বারপূজার্থ আত্মার এবং আধারশক্ত্যাদির পূজা করিবে। ১২-১৫। পরে দেবতার সান্নিধ্যকরণ, পরিবারপূজা ও দিগ্বিভাগে ষড়ঙ্গপূজা করিতে হইবে। ১৬। পরিবার ও অস্ত্রাদির সহিত ধর্ম্মাদি এবং ইন্দ্রাদির পূজা করিয়া যুগ, বেদ ও মুহূর্ত্ত, ইহাদিগের পূজা করিতে হইবে। এই পূজা সাধকের ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী। ১৭। আদিতে মাতৃকাগণের, নন্দির ও গঙ্গার পূজা করিয়া দেহলীতে মহাকাল ও যমুনার পূজা করিবে এবং ওঁ অমৃতেশ্বরভৈরবায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে পূজানন্তর কার্য্য শেষ করিবে। ১৮-১৯।

ইতি অষ্টাদশ অধ্যায়।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, মহাদেব যে গরুড়োক্ত প্রাণেশ্বর মন্ত্র বলিয়াছিলেন, সেই প্রাণেশ্বর মন্ত্র বলিতেছি। অগ্রে স্থানমাহাত্ম্য বলিব। এই সকল স্থানে যে ব্যক্তিকে সর্পে দংশন করে, * সেই ব্যক্তি জীবিত থাকিতে পারে না। ১-২। শ্মশানভূমি, বল্মীকস্থান, পর্ব্বত

---

* সর্পচিকিৎসা—আমার প্রকাশিত ইন্দ্রজালাদিসংগ্রহে কামরত্ন ৭৬ হইতে ৮০ পৃষ্ঠা, সাবর ১২ হইতে ১৭ পৃষ্ঠা এবং উড্ডীশ ২৮, ২৯ প্রভৃতি পৃষ্ঠা প্রকীর্ণ অংশ ৮৬ পৃষ্ঠা হইতে ৯০ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর।

কূপে চ বিবরে তরোঃ। দংশে রেখাত্রয়ং যস্য প্রচ্ছন্নং স ন জীবতি ॥৩॥ ষষ্ঠ্যাঞ্চ কর্কটে মেষে মূলাশ্লেষামঘাদিষু। কক্ষাশ্রোণিগলে সন্ধৌ শঙ্খকর্ণোদরাদিষু ॥৪॥ দণ্ডী শস্ত্রধরোভিক্ষুর্নগ্নাদিঃ কালদূতকঃ। বক্ত্রে বাহৌ চ গ্রীবায়াং পৃষ্ঠে চ নহি জীবতি ॥ ৫ ॥ পূর্ব্বং দিনপতির্ভুঙ্‌ক্তে অর্দ্ধযামং ততোঽপরে। শেষাগ্রহাঃ প্রতিদিনং

আদি, কূপ ও তরুকোটর, এই সকল স্থানে সর্প দংশন হইলে, এবং দংশন স্থানে রেখাত্রয় দৃষ্ট হইলে, সেই দংশনে কোন প্রাণী জীবিত থাকে না। ৩। ষষ্ঠী তিথিতে, কর্কট ও মেষ এই দুই রাশিতে ও মূলা, অশ্লেষা ও মঘা এই সকল নক্ষত্রে এবং কক্ষ স্থানে, কটীদেশে, গলে, অঙ্গসন্ধিতে, ললাটাস্থিতে, কর্ণে, উদরে, মুখে, বাহুতে, গ্রীবাদেশে, পৃষ্ঠস্থানে সর্প দংশন হইলে কোন প্রাণী বাঁচে না। দণ্ডী, শস্ত্রধারী, ভিক্ষুক, নগ্ন আদি ইহারা সাক্ষাৎ কালদূত স্বরূপ, অর্থাৎ দংশনকালে উক্তরূপ ব্যক্তি সকলকে দর্শন করিলে সেই দংশনে অবশ্য মৃত্যু হইয়া থাকে। ৪-৫। দিবসের প্রথম যামার্দ্ধের অধিপতি দিনাধিপতি গ্রহ * এবং প্রথমযামার্দ্ধাধিপতি হইতে ষড়াবৃত্তি গণনায় যে গ্রহ হইবে, সেই গ্রহই দ্বিতীয়যামার্দ্ধাধিপতি। দ্বিতীয়যামার্দ্ধাধিপতি হইতে ষড়াবৃত্তি গণনায় যে গ্রহ হইবে, সেই গ্রহই তৃতীয়যামার্দ্ধাধিপতি। এইরূপে পূর্ব্বযামার্দ্ধাধিপতি গ্রহ হইতে ষড়াবৃত্তি গণনা করিয়া পর পর যামার্দ্ধাধিপতি স্থির করিতে হইবে; যথা,—রবিবারে প্রথমযামার্দ্ধাধিপতি রবি, রবি হইতে ষষ্ঠগ্রহ শুক্র, ঐ শুক্রই দ্বিতীয়যামার্দ্ধাধিপতি। এইরূপে তৃতীয়যামার্দ্ধাধিপতি বুধ, চতুর্থযামার্দ্ধাধিপতি চন্দ্র, পঞ্চমযামার্দ্ধাধিপতি শনি ইত্যাদি। রাত্রিতে দিনাধিপতি গ্রহই প্রথমযামার্দ্ধাধিপতি। প্রথমযামার্দ্ধাধিপতি হইতে পঞ্চাবৃত্তিগণনায় যে গ্রহ হইবে, তাহাই দ্বিতীয়যামার্দ্ধাধিপতি। এইরূপে পূর্ব্বযামার্দ্ধাধিপতি গ্রহ হইতে পঞ্চাবৃত্তিগণনার পর পর যামার্দ্ধাধিপতি স্থির করিবে। যেমন রবিবারের রাত্রিতে প্রথম

* দিবসের যামার্দ্ধাধিপতি।

বারের নাম।	প্রথম যামার্দ্ধাধিপতি।	দ্বিতীয় যামার্দ্ধাধিপতি।	তৃতীয় যামার্দ্ধাধিপতি।	চতুর্থ যামার্দ্ধাধিপতি।	পঞ্চম যামার্দ্ধাধিপতি।	ষষ্ঠ যামার্দ্ধাধিপতি।	সপ্তম যামার্দ্ধাধিপতি।	অষ্টম যামার্দ্ধাধিপতি।
র, বারে	রবি	শুক্র	বুধ	সোম	শনি	গুরু	মঙ্গল	রবি
সো, বারে	সোম	শনি	গুরু	মঙ্গল	রবি	শুক্র	বুধ	সোম
ম, বারে	মঙ্গল	রবি	শুক্র	বুধ	সোম	শনি	গুরু	মঙ্গল
বু, বারে	বুধ	সোম	শনি	গুরু	মঙ্গল	রবি	শুক্র	বুধ
বৃ, বারে	গুরু	মঙ্গল	রবি	সোম	বুধ	সোম	শনি	গুরু
শু, বারে	শুক্র	বুধ	সোম	মঙ্গল	গুরু	মঙ্গল	রবি	শুক্র
শ, বারে	শনি	শুক্র	মঙ্গল	বুধ	শুক্র	বুধ	সোম	শনি

রাত্রির যামার্দ্ধাধিপতি।

বারের নাম।	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	চতুর্থ	পঞ্চম	ষষ্ঠ	সপ্তম	অষ্টম
রবি	রবি	গুরু	সোম	শুক্র	মঙ্গল	শনি	বুধ	রবি
চন্দ্র	সোম	শুক্র	মঙ্গল	শনি	বুধ	রবি	গুরু	সোম
মঙ্গল	মঙ্গল	শনি	বুধ	রবি	গুরু	সোম	শুক্র	মঙ্গল
বুধ	বুধ	রবি	গুরু	সোম	শুক্র	মঙ্গল	শনি	বুধ
গুরু	গুরু	সোম	শুক্র	মঙ্গল	শনি	বুধ	রবি	গুরু
শুক্র	শুক্র	মঙ্গল	শনি	বুধ	রবি	গুরু	সোম	শুক্র
শনি	শনি	বুধ	রবি	গুরু	সোম	শুক্র	মঙ্গল	শনি

ষট্‌সংখ্যাপারবত্তনেঃ ॥ ৬ ॥ নাগভোগঃ ক্রমাজ্‌জ্ঞেয়ো- রাত্রৌ বাণবিবর্ত্তনৈঃ। শেষোঽর্কঃ ফণিপশ্চন্দ্র- স্তক্ষকো ভৌম ঈরিতঃ ॥ ৭ ॥ কর্কোটোজ্ঞো গুরুঃ পদ্মো মহাপদ্মশ্চ ভার্গবঃ। শঙ্খঃ শনৈশ্চরো রাহুঃ কুলিকশ্চাগয়োগ্রহাঃ ॥৮॥ রাত্রৌ দিবা সুরগুরোর্ভাগে ‡

(ভোগে) স্বাদশরাত্রকং । শঙ্খোঃ কালো । দিবা রাহুঃ কুলিকেন সহ · স্থিতঃ। যামার্দ্ধার্দ্ধসন্ধিসংস্থঃ বেলাং কালবতীঞ্চরেৎ ॥ ৯ ॥ বাণদ্বিষট্‌বহ্নিবাজিযুগাম্ভুরেরু- ভাগতঃ। দিবা ষড়্‌বেদনেত্রাদ্রিপঞ্চত্রিমানুষাংশকৈঃ ॥ ১০ ॥ পাদাঙ্গুষ্ঠে পাদপৃষ্ঠে গুল্‌ফে জানুনি লিঙ্গকে ॥

যামার্দ্ধের অধিপতি রবি। রবি হইতে পঞ্চমগ্রহ বৃহস্পতি। ঐ বৃহস্পতি দ্বিতীয়যামার্দ্ধাধিপতি। ঐ বৃহস্পতির পঞ্চমগ্রহ চন্দ্র, ঐ চন্দ্র তৃতীয়যামার্দ্ধাধিপতি। এইরূপে চতুর্থযামার্দ্ধাধিপতি শুক্র, পঞ্চমযামার্দ্ধাধিপতি মঙ্গল ইত্যাদি।* । ৬। অষ্টনাগ অষ্টগ্রহ স্বরূপ, তাহার বিশেষ এই, শেষনাগ রবি, বাসুকিনাগ সোম, তক্ষকনাগ মঙ্গল, কর্কোটকনাগ বুধ, পদ্মনাগ বৃহস্পতি, মহাপদ্মনাগ শুক্র, শঙ্খনাগ শনৈশ্চর এবং কুলিকনাগ রাহু। ৭-৮। দিবাতে কিম্বা রাত্রিতে বৃহস্পতির ভাগে সর্পদংশন হইলে, সেই দংশনে দেবতাদিগেরও নিস্তার নাই। শনির অথবা রাহুর যামার্দ্ধে কিম্বা যামার্দ্ধসন্ধিতে সর্পদংশন হইলে নিশ্চয় সেই ব্যক্তি কালকবলে পতিত হয়। ৯। রবিবারে রাত্রিতে প্রথমযামার্দ্ধাধিপতি রবি, দ্বিতীয়যামার্দ্ধাধিপতি বৃহস্পতি, তৃতীয়যামার্দ্ধাধিপতি চন্দ্র, চতুর্থযামার্দ্ধাধিপতি শুক্র, পঞ্চমযামার্দ্ধাধিপতি মঙ্গল, ষষ্ঠযামার্দ্ধাধিপতি শনি, সপ্তমযামার্দ্ধাধিপতি বুধ ও অষ্টমযামার্দ্ধাধিপতি রবি এবং দিবাতে প্রথমাদি যামার্দ্ধাধিপতি রবি, শুক্র, বুধ, চন্দ্র, শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল ও রবি। ১০। প্রতি-

* দিনাধিপতি যামার্দ্ধাধিপতি প্রভৃতিনির্ণয় মৎপ্রকাশিত ফলিতজ্যোতিষে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। ঐ পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ৮৮ পৃষ্ঠা হইতে ৯০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ও ইংরাজী জ্যোতিষ প্রথম খণ্ড " Extracts from Works on Astrology " ২২৮ পৃষ্ঠা হইতে ২৩২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিলে উত্তমরূপে জানিতে পারিবেন।

‡ কশ্যপ উবাচ। অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি কালদষ্টস্য লক্ষণং। শৃণু গৌতম তত্ত্বেন যাদৃশো ভবতে নরঃ ॥ জিহ্বাভঙ্গো হৃদি শূলং চক্ষুর্ভ্যাঞ্চ ন পশ্যতি। দংশঞ্চ দগ্ধসংস্কাশং পক্বজম্বুফলোপমং ॥ বৈবর্ণং চৈব দন্তানাং শ্যামো ভবতি বর্ণতঃ। সর্ব্বেষ্বঙ্গেষু শৈথিল্যং পুরীষস্য চ ভেদনং ॥ ভগ্নস্কন্ধকটিগ্রীব ঊর্দ্ধদৃষ্টিরধোমুখঃ। দহ্যতে বেপতে চৈব স্বপতে চ মুহুর্মুহুঃ ॥ শস্ত্রেণ ছিদ্যমানস্য রুধিরং ন প্রবর্ত্ততে। দণ্ডেন তাড্যমানস্য দণ্ডরাজী ন জায়তে ॥ দংশে কাকপদে সুনীলমসকৃজ্জম্বুফলাভং ঘনং উচ্ছূনং রুধিরাঙ্গমেব- বহুলং কৃচ্ছ্রান্নিরোধো ভবেৎ। হিক্কাশ্বাসগলগ্রহশ্চ সুমহান্ যা হৃত্বচা দৃশ্যতে সংস্থানং প্রবদন্তি শাস্ত্রনিপুণাস্তৎ কালদষ্টং বিদুঃ ॥ দংশে যস্যাথ শোথঃ প্রবলিতবলিতং মণ্ডলং বা সুনীলং প্রস্বেদো গাত্রমেদঃ স্রবতি চ রুধিরং সানুনাসঞ্চ জল্পেৎ। দন্তোষ্ঠাভ্যাং বিয়োগো ভ্রমতি চ হৃদয়ং সন্নিরোধশ্চ তীব্রো দিব্যানামেষ দংশস্থলবিপুলময়ো বিদ্ধি তং কালদষ্টং ॥ হস্তৈর্দন্তান্ স্পৃশতি বহুশো দৃষ্টিরায়াসখিন্না স্থূলো দংষ্ট্রঃ স্রবতি রুধিরং কেকরং চক্ষুরেকং। প্রত্যাদিষ্টঃ শ্বসিতি সততং সানুনাসঞ্চ ভাষেৎ যদ্‌দ্রুতে সকৃদগদিতং কালদষ্টং তমাহুঃ ॥ বেপতে বেদনা তীব্রা রক্তনেত্রশ্চ জায়তে। গ্রীবাভঙ্গশ্চ লালাভিঃ কালদষ্টং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ দর্পণে সলিলে বাপি আত্মচ্ছায়াং ন পশ্যতি। মন্দরশ্মিং তথা দীপং তেজোহীনং দিবাকরং ॥ বেপতে বেদনাতস্য রক্তনেত্রশ্চ জায়তে। স যাতি নিধনং জন্তুঃ কালদষ্টং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ অষ্টম্যাঞ্চ নবম্যাঞ্চ কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশীং। নাগপঞ্চমীদষ্টানাং জীবিতস্য চ সংশয়ঃ ॥ আর্দ্রাশ্লেষামঘাভরণীকৃত্তিকাসু বিশেষতঃ। বিশাখা ত্রিষু পূর্ব্বাসু মূলাস্বাতিশতাত্মকে ॥ সর্পদষ্টা ন জীবন্তি বিষং পীতঞ্চ যৈস্তথা। শূন্যাগারে শ্মশানে চ শুষ্কবৃক্ষে তথৈব চ। ন জীবন্তি নরা দষ্টা নক্ষত্রে তিথিসংযুতে ॥ অষ্টোত্তরং মর্ম্মশতং প্রাণিনাং সমুদাহৃতং। তেষাং মধ্যে তু মর্ম্মাণি দশ দ্বে চাপি কীর্ত্তিতে ॥ শঙ্খে নেত্রে ভ্রুবোর্ম্মধ্যে বস্তিভ্যাং বৃষণান্তরে। কক্ষে স্কন্ধে হৃদি মধ্যে তালুকে চিবুকে গুদে ॥ এষু দ্বাদশমর্ম্মসু দষ্টঃ শস্ত্রেণ বা হতঃ। ন জীবন্তি নরা লোকে কালদষ্টং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ * ॥ অ-ক-চ-ট-ত-প-ম-য-শান্ বদন্তি প্রোক্ত্যা ন জীবন্তি হুতস্য গতং। ব্রূয়াদ্ যদি স্খলিতগিরা তস্য সংপ্রাপ্তকালঃ ॥ ভবতি চ যদি দূত উত্তমস্যাধমো বা যদি ভবতি চ দূত উত্তমো বাধমস্য। আদৌ দষ্টস্য নাম যদি ধনুষি কচিদ্বক্তি তস্যাথ পশ্চাৎ বর্ণাস্তং বর্ণভেদো যদি ভবতি সমঃ প্রাপ্তকালস্য দূতঃ ॥ দূতো বা দণ্ডহস্তো ভবতি চ যুগলং পাশহস্তস্তথা বা রক্তং বস্ত্রঞ্চ কৃষ্ণং অথ শিরসি গতং এক-

নাভৌ হৃদি স্তনপুটে কণ্ঠে নাসাপুটেঽক্ষিণি। কর্ণয়োশ্চ ভ্রুবোঃ শঙ্খে মস্তকে প্রতিপৎ ক্রমাৎ॥ ১১॥ তিষ্ঠেচ্চন্দ্রশ্চ জীবেন্ন পুংসোদক্ষিণভাগকে। কায়স্য বামভাগে তু স্ত্রিয়া বায়ুবহাৎ করাৎ। অমবস্তুৎকৃতো-মোহো নিবর্ত্তেত চ মর্দ্দনাৎ॥ ১২॥ আত্মনঃ পরমং বীজং হংসাখ্যং স্ফটিকামলং। জ্ঞাতব্যং বিষপাপঘ্নং বীজং তস্য চতুর্ব্বিধং॥ ১৩॥ বিন্দুপঞ্চস্বরযুত মাদ্যমুক্তং

পংতিথিতে পাদাঙ্গুষ্ঠে, দ্বিতীয়াতে পাদপৃষ্ঠে, তৃতীয়াতে গুল্ফে, চতুর্থীতে জানুতে, পঞ্চমীতে লিঙ্গে, ষষ্ঠীতে নাভিতে, সপ্তমীতে হৃদয়ে, অষ্টমীতে স্তনমণ্ডলে, নবমীতে কণ্ঠে, দশমীতে নাসিকায়, একাদশীতে চক্ষুতে, দ্বাদশীতে কর্ণে, ত্রয়োদশীতে ভ্রূদ্বয়ে, চতুর্দ্দশীতে ললাটাস্থিতে, পঞ্চদশীতে মস্তকে চন্দ্র বিদ্যমান থাকেন।১১। অতএব, ঐ সকল স্থানে ও উক্ত তিথিতে পুরুষের দক্ষিণভাগে ও স্ত্রীর বামভাগে সর্প দংশন হইলে তাহাতে অবশ্য মৃত্যু হয়। ঐ সকল স্থানে দংশনে মোহ উপস্থিত হয়, কিন্তু ঐ সকল স্থানে মর্দ্দন করিলেই মোহ নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ১২। হংসঃ এই মন্ত্র আত্মার পরম বীজ, ইহা বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল। এই বীজ বিষবিকার বিনষ্ট করে। উক্ত বীজ চতুর্ব্বিধ (১৩);—প্রথম বীজ বিন্দুসংযুক্ত, দ্বিতীয় পঞ্চমস্বরান্বিত,

দ্বিতীয়কং। ষষ্ঠারূঢ়ং তৃতীয়ং স্যাৎ সবিসর্গং চতুর্থকম্। ১৪॥ ওঁ কুরুকুন্দে স্বাহা। বিদ্যা ত্রৈলোক্যরক্ষার্থং গরুড়েন ধৃতা পুরা॥ ১৫॥ বধেপ্সুর্নাগনাগানাং মুখেঽথ প্রণবং ন্যসেৎ। গলে কুরু ন্যসেদ্ধীমান্ কুন্দে চ গুল্ফয়োঃ স্মৃতঃ। স্বাহা পাদযুগে চৈব যুগহা ন্যাস ঈরিতঃ॥১৬॥

তৃতীয় ষষ্ঠস্বরযুত এবং চতুর্থ মন্ত্র বিসর্গবিশিষ্ট,। ১৪। ওঁ কুরুকুন্দে স্বাহা, এই মহামন্ত্র ত্রিভুবন রক্ষার্থ পূর্ব্বকালে গরুড় প্রকাশ করিয়াছেন। ১৫। নাগবধার্থী ব্যক্তি মুখে প্রণব (ওঁ) মন্ত্রন্যাস করিয়া গলে "কুরু" এই মন্ত্র, গুল্ফদ্বয়ে "কুন্দে" এই মন্ত্র এবং পাদযুগে "স্বাহা" এই মন্ত্র ন্যাস করিবে। যে ব্যক্তি শরীরে এইরূপ মন্ত্রন্যাস করে, তাহার সর্পভয় থাকে না। ১৬। যে গৃহে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র লিখিত থাকে, সর্পগণ

মাসচতুষ্টয়ে। অণ্ডকানাং শতে দ্বে চ চত্বারিংশৎ প্রসূয়তে। সর্পা গ্রসন্তি সূতৌ তান্ বিনা স্ত্রীপুংনপুংসকান্। উন্মীলতেঽক্ষি সপ্তাহাৎ হৃষ্টো মাসাত্তবেদ্বহিঃ॥ দ্বাদশাহাৎ স্ববোধঃ স্যাদ্দন্তাঃ স্যুঃ সূর্য্যদর্শনাৎ। দ্বাত্রিংশদ্দিনবিংশত্যাশ্চতস্রস্তেষু দংষ্ট্রিকাঃ॥ করালী মকরী কালরাত্রী চ যমদূতিকাঃ। এতাস্তাঃ সবিষা দংষ্ট্রা বামদক্ষিণপার্শ্বগাঃ॥ ষণ্মাসান্মুঞ্চতে কৃত্তিং জীবেৎ ষষ্টিসমাদ্বয়ং। নাগাঃ সূর্য্যাদিবারেশাঃ সপ্ত উক্তা দিবানিশি॥ স্বৈসাং ষট্ প্রতিবারেষু কুলিকঃ সর্ব্বসন্ধিষু। শঙ্খেন বা মহাজ্ঞেন সহ তস্যোদয়োঽথবা॥ দ্বয়োর্ব্বা নাড়িকামন্ত্রমন্তরং কুলিকোদয়ঃ। দুষ্টঃ স কালঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদংশে বিনির্দ্দিশেৎ॥ কৃত্তিকা ভরণী স্বাতী মূলং পূর্ব্বত্রযাশ্বিনী। বিশাখার্দ্রা মঘাশ্লেষা চিত্রা শ্রবণরোহিণী॥ হস্তা মন্দকুজৌ বারৌ পঞ্চমী চাষ্টমী তিথিঃ। ষষ্ঠী রিক্তা শিবা নন্দা পঞ্চমী চ চতুর্দ্দশী॥ সন্ধ্যাচতুষ্টয়ং দুষ্টং দগ্ধযোগশ্চ রাশয়ঃ। একদ্বিবহবো দংশা দষ্টবিদ্ধঞ্চ খণ্ডিতং॥ অদংশমবগুপ্তং স্যাদ্দংশমেবং চতুর্ব্বিধং। ত্রয়ো দ্ব্যেকক্ষতা দংশা বেদনা রুধিরো নৃণাং॥ নক্তং দ্ব্যেকাঙ্ঘ্রিকূর্ম্মাভা দংশাশ্চ যমচোদিতাঃ॥ দাহী পিপীলিকা স্পর্শী কণ্ঠশোথরুজান্বিতঃ। সতোদো গ্রন্থিতো দংশঃ সবিষো ন্যস্তনির্ব্বিষঃ॥ দেবালয়ে শূন্যগৃহে বল্মীকোদ্যানকোটরে। রথ্যাসন্ধ্যাশ্মশানে চ শ্মশানে সিন্ধুসঙ্গমে॥ দ্বীপে চতুষ্পথে সৌধে গৃহেঽজ্জে পর্ব্বতাগ্রতঃ। বিলদ্বারে জীর্ণকূপে জীর্ণবেশ্মনি কুড্যকে॥ শিগ্রুশ্লেষ্মাতকাক্ষেষু জম্বুডুম্বরণেষু চ। বটে চ জীর্ণপ্রাকারে খাস্যহৃৎকক্ষজক্রণি॥ তালৌ শঙ্খে গলে

বস্ত্রশ্চ দূতঃ। তৈলাভ্যক্তশ্চ তদ্বদ্ যদি ত্বরিতগতির্মুক্তকেশশ্চ যাতি যঃ কুর্য্যাদ্ ঘোরশব্দং করচরণযুগৈঃ প্রাপ্তকালস্য দূতঃ॥ *॥

অপরঞ্চ। অগ্নি রুবাচ। নাগাদয়োঽথ তারাদিদশস্থানানি মর্ম্ম চ। সূতকং দষ্টচেষ্টেতি সপ্তলক্ষণমুচ্যতে॥ শেষবাসুকিতক্ষাখ্যাঃ কর্কটোঽব্জো মহাম্বুজঃ। শঙ্খপালশ্চ কুলিক ইত্যষ্টৌ নাগবর্য্যকাঃ॥ দশাষ্টপঞ্চত্রিগুণশতমূর্দ্ধান্বিতাঃ ক্রমাৎ। বিপ্রৌ নৃপৌ বিশৌ শূদ্রৌ দ্বৌ দ্বৌ নাগেষু কীর্ত্তিতৌ॥ তদন্বয়াঃ পঞ্চশতং তেভ্যো জাতা হ্যসঙ্খ্যকাঃ। ফণিমণ্ডলিরাজীলাবাতপিত্তকফাত্মকাঃ॥ ব্যন্তরা দোষমিশ্রাস্তে সর্পা দর্বীকরাঃ স্মৃতাঃ। রথাঙ্গলাঙ্গলচ্ছত্রস্বস্তিকাঙ্কুশধারিণঃ। গোনসা মন্দগা দীর্ঘামণ্ডলৈর্ব্বিবিধৈঃ স্থিতাঃ। রাজীলাশ্চিত্রিতাঃ স্নিগ্ধাস্তির্য্যগূর্দ্ধঞ্চ রাজিভিঃ॥ ব্যন্তরা মিশ্রচিহ্নাশ্চ ভূবর্ষাগ্নেরবায়বঃ। চতুর্ব্বিধাস্তে ষড়্বিংশভেদাঃ ষোড়শ গোনসাঃ॥ ত্রয়োদশ চ রাজীলা ব্যন্তরা একবিংশতিঃ। যেঽন্যমুক্তকালে জায়ন্তে সর্পাস্তে ব্যন্তরাঃ স্মৃতাঃ॥ আষাঢ়াদ্বিত্রিমাসৈঃ স্যাদ্গর্ভো

গৃহেঽপি লিখিতোযত্র তন্নাগাঃ সংত্যজন্তি চ। সহস্র-মন্ত্রং জপ্ত্বা তু কর্ণে সূত্রং ধৃতং তথা ॥ ১৭ ॥ যদ্গৃহে শর্করা জপ্তা ক্ষিপ্তা নাগাস্ত্যজন্তি তং। সপ্ত-লক্ষস্য জপ্যাদ্ধি সিদ্ধিঃ প্রাপ্তা সুরাসুরৈঃ ॥ ১৮ ॥ ওঁ সুবর্ণরেখে কুক্কুটবিগ্রহরূপিণি স্বাহা। এবঞ্চাষ্ট-দলে পদ্মে দলে বর্ণযুগং লিখেৎ। নাম্নৈতদ্বা-রিধারাভিঃ স্নাতো দষ্টো বিষং ত্যজেৎ॥ ১৯ ॥ ওঁ পক্ষি স্বাহা। অঙ্গুষ্ঠাদি কনিষ্ঠান্তং করে ন্যস্যাথ দেহকে। কে বক্ত্রে হৃদি লিঙ্গে চ পাদয়োর্গরুড়ঃ স হি ॥ ২০ ॥ নাক্রামন্তি চ তচ্ছায়াং স্বপ্নেঽপি বিষপন্নগাঃ। যস্তু লক্ষং জপেচ্চাস্যাঃ স দৃষ্ট্বা নাশয়েদ্বিষং ॥ ২১ ॥ ওঁ হ্রোং হ্রৌং হ্রীং ভিরুণ্ডায়ৈ স্বাহা। কর্ণে জপ্তা ত্বিয়ং বিদ্যা দষ্টকস্য বিষং হরেৎ ॥ ২২ ॥ অ আ ন্যসেত্তু পাদাগ্রে ই ঈ গুল্ফেঽথ জানুনি। উ ঊ এ ঐ কটিতটে ও নাভৌ হৃদি ঔ ন্যসেৎ ॥ ২৩ ॥ বক্ত্রে অমুত্তমাঙ্গে অঃ ন্যসেচ্চ হংস-সংযুতাঃ। হংসো বিষাদি চ হরেজ্জপ্তো ধ্যাতোঽথ পূজিতঃ ॥ ২৪ ॥ গরুড়োঽহমিতি ধ্যাত্বা কুর্য্যাদ্বিষহরীং ক্রিয়াং। হং মন্ত্রং গাত্রবিন্যস্তং বিষাদিহরমীরিতং ॥২৫॥

সেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। যে ব্যক্তি উক্ত মন্ত্রে সহস্রাভিমন্ত্রিত সূত্র কর্ণে ধারণ করে, তাহার সর্পভয় থাকে না। ১৭। একখণ্ড শর্করা (খোলা) উক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া যে গৃহে নিক্ষেপ করা যায়, সর্পগণ সেই গৃহ পরিত্যাগ করে। উক্ত মন্ত্র সপ্তলক্ষ জপ করিলে সুরাসুর সিদ্ধিলাভ করে। ১৮। একটি অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহার অষ্টপত্রে ওঁ সুবর্ণরেখে স্বাহা, এই মন্ত্রের দুই দুইটী বর্ণ এক এক পত্রে লিখিবে। পরে সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে জলধারাদ্বারা স্নান করাইবে। ইহাতে সেই ব্যক্তির শরীরগত বিষ বিনষ্ট হয়। ১৯। ওঁ পক্ষি স্বাহা, যে ব্যক্তি অঙ্গুষ্ঠাদি কনিষ্ঠা পর্য্যন্ত উক্ত মন্ত্রে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া মস্তকে, মুখে, হৃদয়ে, লিঙ্গে ও পাদদ্বয়ে ন্যাস করে, সেই ব্যক্তি সাক্ষাৎ গরুড়স্বরূপ। ২০। বিষধর সর্প স্বপ্নেও তাহার ছায়া স্পর্শ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি উক্ত মন্ত্র একলক্ষ জপ করে, সেই ব্যক্তি দর্শনমাত্র বিষ নষ্ট করিতে পারে। ২১। ওঁ হ্রোঁ হ্রৌঁ হ্রীঁ ভিরুণ্ডায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র সর্পদষ্ট ব্যক্তির কর্ণে সপ্তবার জপ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার বিষ বিনাশ পায়। ২২। পাদাগ্রে অ আ, গুল্ফে ই ঈ, জানুদ্বয়ে উ ঊ, কটীতে এ ঐ, নাভিতে ও, হৃদয়ে ঔ, মুখে অং এবং মস্তকে অঃ, এই সকল বর্ণ ন্যাস করিবে। ন্যাস কালে উক্তবর্ণসকলকে হংস মন্ত্র সংযুক্ত করিয়া ন্যাস করিতে হইবে। উক্ত হংসঃ মন্ত্রের ধ্যান, পূজা, অথবা জপ করিলে বিষ বিনষ্ট হয়। ২৩ ২৪। আমি স্বয়ং গরুড়, এইরূপ চিন্তা করিয়া বিষনিবারিণী ক্রিয়া করিবে। হং এই বীজ

মূর্দ্ধ্নি চিবুকে নাভিপাদয়োঃ। দংশোঽশুভঃ শুভো ভূতপুষ্পহস্তঃ সুবাক সুধীঃ ॥ লিঙ্গবর্ণসমানশ্চ শুক্লবস্ত্রোঽমলঃ শুচিঃ। অপ-দ্বারাগতঃ শস্ত্রী প্রমাদী ভূগতেক্ষণঃ ॥ বিবর্ণবাসাঃ পাশাদি-হস্তো গদ্গদবর্ণভাক্। শুষ্ককাষ্ঠাশ্রিতঃ খিন্নস্তিলাক্তককরাংশুকঃ ॥ আর্দ্রবাসাঃ কৃষ্ণরক্তপুষ্পো হেমশিরোরুহঃ। কুচমর্দ্দী নখচ্ছেদী গুদস্পৃক্ পাদলেখকঃ ॥ কেশলুঞ্চী তৃণচ্ছেদী দুষ্টা দূতাস্তথৈকতঃ। ইড়ান্যাবাহয়দ্দেধা যদি দূতস্য চাত্মনঃ ॥ আভ্যাং দ্বাভ্যাং পৃষ্টয়া-ন্যান্ বিদ্যাৎ স্ত্রীপুংনপুংসকান্। দূতঃ স্পৃশতি যদ্গাত্রং তস্মিন্ দংশমুদাহরেৎ ॥ দূতাঙ্ঘ্রি চলনং দুষ্টং সুখিভির্নিশ্চলা শুভা। জীবপার্শ্বে শুভো দূতো দুষ্টোঽন্যত্র সমাগতঃ ॥ জীবো গতাগতে দুষ্টঃ শুভো দূতনুবেদনে। দূতস্য বাক্ প্রদুষ্টা সা পূর্ব্বযামাৰ্দ্ধ-নিন্দিতা ॥ বিভক্তৈস্তস্য বাক্যান্তৈর্ব্বিষনির্ব্বিষকালতা। আদ্যৈঃ স্বরৈশ্চ কাদ্যৈশ্চ বর্গৈর্ভিন্নলিপির্দ্বিধা ॥ স্বরজোবসুমান্ বর্গী ইতি ক্ষেপ্যশ্চ মাতৃকাঃ। বাতাগ্নীন্দ্রজলাত্মানো বর্গেষু চ চতুষ্টয়ং ॥ নপুংসকাঃ পঞ্চমাঃ স্যুঃ স্বরাঃ শক্রাম্বুযোনয়ঃ। দুষ্টৌ দূতস্য বাক্পাদৌ বাতাগ্নৌ মধ্যমো হরিঃ ॥ প্রশস্তা বারুণা বর্ণা অতিদুষ্টা নপুংসকাঃ। প্রস্থানে মঙ্গলং বাক্যং গর্জ্জিতং মেঘ-হস্তিনোঃ ॥ প্রদক্ষিণং ফলে বৃক্ষে চাষস্য চ রুতং জিতং। শুভা গীতাদিশব্দাঃ স্যুরীদৃশং স্যাদসিদ্ধয়ে ॥ অনর্থগীতোঽথাক্রন্দো দক্ষিণে বিরুতং ক্ষুতং। বেশ্যা বিপ্রো নৃপঃ কন্যা গৌর্দন্তী মুরজধ্বজৌ ॥ ক্ষীরাজ্যদধিশঙ্খাম্বুচ্ছত্রং ভেরী ফলং সুরাঃ। তণ্ডুলা হেমরূপ্যঞ্চ সিদ্ধয়েঽভিমুখা অমী ॥ সকাষ্ঠঃ সানলঃ কারুর্ম্মলিনাম্বরভারভৃৎ। গলস্থটঙ্কো গোমায়ুগৃধ্রোলূককপর্দ্দিকাঃ। তৈলং কপালকার্পাসা নিষেধো ভস্মনষ্টয়ে। বিষবেগাশ্চ সপ্ত স্যুর্ধাতোর্দ্ধাত্বন্তরাপ্তিতঃ ॥ বিষদংশো ললাটং যাত্যতো নেত্রং ততো মুখং। আস্যাচ্চরণনাভী দ্বৌ ধাতূন্ প্রাপ্নোতি হি ক্রমাৎ ॥ ইত্যাগ্নেয়ে লক্ষণানি ॥

ন্যস্য হংসং বামকরে নাসামুখনিরোধকৃৎ। মন্ত্রো হরেদ্দষ্টকস্য • ত্বঙ্‌মাংসাদিগতং বিষং ॥ ২৬ ॥ স বায়ুনা সমাকৃষ্য দষ্টানাং গরলং হরেৎ। তনৌ ন্যসেদ্দষ্টকস্য নীলকণ্ঠাদি সংস্মরেৎ ॥ ২৭ ॥ পীতং প্রত্যঙ্গিরামূলং তণ্ডুলাম্ভির্ব্বিষাপহং। পুনর্নবাফলিনীনাং মূলং চক্রজমীদৃশং ॥ ২৮ ॥ মূলং শুক্লবৃহত্যাস্তু কর্কোট্যাগৈরিকর্ণিকং। অম্ভিঘৃষ্টং ঘৃতোপেতং লেপোঽয়ং বিষমর্দ্দনঃ ॥ ২৯ ॥ বিষবৃদ্ধিং ন ব্রজেচ্চ উষ্ণং পিবতি যো ঘৃতং। পঞ্চাঙ্গন্তু শিরীষস্য মূলং গৃঞ্জনজন্তথা। সর্ব্বাঙ্গলেপতশ্চাপি পানাদ্বা বিষহৃদ্ভবেৎ। হ্রীঁ গোনসাদিবিষহৃৎ ॥৩০॥ হ্মললাটুবিসর্গান্তং ধ্যাতং বশ্যাদিকৃদ্ভবেৎ। ন্যস্তং যোনৌ বশেৎ কন্যাং কুর্য্যান্মদজলাবিলাং ॥ ৩১ ॥ জপ্ত্বা সপ্তাষ্টসাহস্রং গরুত্মানিব সর্ব্বগঃ। কবিঃ স্যাচ্ছ্রুতিধারী চ বশ্যং স্ত্রী চ সমাপ্নুয়াৎ। বিষহৃৎ স্যাৎ কথাতত্ত্বং মুনের্ব্যাসস্য তে ধ্রুবং ॥ ৩২ ॥ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে প্রাণেশ্বরং সমাপ্তমূনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ বক্ষ্যে তৎ পরমং গুহ্যং শিবোক্তং মন্ত্রবৃন্দকং। পাশং ধনুশ্চ চক্রঞ্চ মুদ্গরং শূলপট্টিশং। এতৈরেবায়ুধৈর্যুদ্ধে মন্ত্রৈঃ শক্রুং জয়েন্নৃপঃ ॥২॥ মন্ত্রোদ্ধারং পদ্মপত্রে আদি পূর্ব্বাদিকে লিখেৎ। অষ্টবর্গঞ্চাষ্টমঞ্চ খ্যাতমীশানপত্রকে ॥ ৩ ॥ ওঁকারো ব্রহ্মবীজং স্যাৎ হ্রীংকারো বিষ্ণুরেব চ। হ্রীংকারশ্চ শিরঃ শূলিন্ ত্রি লিখেৎ তৎ ক্রমান্ন্যসেৎ। ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ॥ ৪ ॥ শূলং গৃহীত্বা হস্তেন ভ্রাম্য চাকাশসম্মুখং। তদ্দর্শনাদ্ গ্রহা

গাত্রে ন্যাস করিলে বিষাদি নিবৃত্তি হয় ॥২৫॥ হং সং এই মন্ত্র বামকরে ন্যাস করিলে সর্পের নাসা ও মুখ রোধ হইয়া থাকে। উক্ত মন্ত্রে সর্পদষ্ট ব্যক্তির চর্ম্ম ও মাংসাদিগত বিষ বিনাশ পায়। ২৬। সর্পদষ্টব্যক্তির বিষ বায়ুদ্বারা আকর্ষণ করিয়া শরীরে সংস্থাপনপূর্ব্বক নীলকণ্ঠাদি মন্ত্র স্মরণ করিয়া বিষহরণ করিবে। ।২৭। প্রত্যঙ্গিরার (লতাবিশেষ) মূল তণ্ডুলজলের সহিত পান করিলে বিষ বিনষ্ট হয়। পুনর্নবা, প্রিয়ঙ্গু, তগরবৃক্ষ, শুক্লবৃহতী, কুষ্মাণ্ড ও অপরাজিতা, ইহাদিগের মূল জলের সহিত পেষণ করিয়া ঘৃতমিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ বিষার্দ্দিত ব্যক্তির অঙ্গে লেপন করিলে, তাহার শারীরিক বিষ বিনাশ পায়। ২৮-২৯। যে বিষপীড়িত ব্যক্তি উষ্ণঘৃত পানকরে, তাহার বিষ বৃদ্ধি পাইতে পারে না। সর্পদষ্ট ব্যক্তি শিরীষবৃক্ষের ফল, মূল, পত্র, পুষ্প ও বল্কল এবং গৃঞ্জনবৃক্ষের মূল পেষণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন বা পান করিবে। ইহাতে বিষদোষ নিবারণ হয়। হ্রীঁ এই মন্ত্র গোনসাদি সর্পবিষহারী। এই মন্ত্রে উক্ত কার্য্য করিবে। ৩০। নমঃ অঃ এই মন্ত্র ধ্যানমাত্র বশীকরণ হয়। ইহা কোন পত্রাদিতে লিখিয়া স্ত্রীর যোনিদেশে স্থাপন করিলে সেই স্ত্রী বশীভূতা হয় এবং তাহার যোনিদেশ কামসলিলে আপ্লুত হইয়া পড়ে। ৩১। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র সপ্ত কিম্বা অষ্টসহস্র জপ করিলে সাধক গরুড়ের ন্যায় সর্ব্বগামী, কবি ও শ্রুতিধর হইয়া থাকে এবং এই মন্ত্রপ্রভাবে স্ত্রী বশীভূতা হইয়া নায়কের নিকটে স্বয়ং উপনীত হয় এই সকল ব্যাসবাক্য বিষপীড়া নিবারণ করে। ৩২।

ইতি ঊনবিংশ অধ্যায়।

বিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, শিবোক্ত অতিগুহ্য বিবিধ মন্ত্র বলিব। এই সকল মন্ত্রপ্রভাবে রাজা পাশ, ধনুঃ, চক্র, মুদ্গর, শূল ও পট্টিশ এই সকল অস্ত্রদ্বারা যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে। ১-২। মন্ত্রোদ্ধার করিয়া একটি অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহার অষ্টপত্রে পূর্ব্বাদিক্রমে অকারাদি অষ্ট বর্গ লিখিবে, অর্থাৎ পূর্ব্বপত্রে অকারাদি ষোড়শ স্বরবর্ণ, আগ্নেয় পত্রে ক, খ, গ, ঘ, ঙ ; দক্ষিণ পত্রে চ, ছ, জ, ঝ, ঞ ; নৈঋর্ত পত্রে ট, ঠ, ড, ঢ, ণ ; পশ্চিম পত্রে ত, থ, দ, ধ, ন ; বায়বীয় পত্রে প, ফ, ব, ভ, ম ; উত্তর পত্রে য, র, ল, ব, এবং ঈশান পত্রে শ, ষ, স, হ, ল, ক্ষ লিখিতে হইবে। ৩। ওঁ এই বীজ ব্রহ্মবীজস্বরূপ, হ্রীঁ এই মন্ত্র বিষ্ণুরূপী এবং হ্রূঁ এই বীজ স্বয়ং শিবস্বরূপ। এই বীজত্রয় ক্রমশঃ অঙ্গেন্যাস করিবে। ইহাতে ওঁ হ্রীঁ হ্রূঁ এই মন্ত্র হইল। ৪। সাধক স্বীয় হস্তে শূল গ্রহণ করিয়া উক্ত মন্ত্রে আকাশ সম্মুখে ভ্রামিত করিবে। সেই শূল দর্শন মাত্র

নাগাদুষ্টা বা নাশমাপ্নুয়ুঃ ॥ ৫ ॥ ধূম্রং ধনুঃ করমধ্যে ধৃত্বা খে চিন্তয়েন্নরঃ। দুষ্টানাগা গ্রহামেঘা বিনশ্যন্তি চ রাক্ষসাঃ। ত্রিলোকান্ রক্ষয়েন্মন্ত্রো মর্ত্যলোকস্য কা কথা ॥৬॥ ওঁ জুঁ সুঁ হুঁ ফট্। খাদিরান্ কীলকানষ্টৌ ক্ষেত্রে সংমন্ত্র্য বিন্যসেৎ। ন তত্র বজ্রপাতস্য স্ফুর্জথ্বা-দেরুপদ্রবঃ ॥ ৭ ॥ গরুড়োক্তং মহামন্ত্রং কীলকানষ্ট মন্ত্রয়েৎ। একবিংশতিবারাণি ক্ষেত্রে তু নিখনেন্নিশি। বিদ্যুন্মূষিকবজ্রাদিসমুপদ্রব এব চ ॥ ৮॥ হরক্ষরমলবমট্ বিন্দুযুক্তঃ সদাশিবঃ। ওঁ হ্রাং সদাশিবায় নমঃ। তর্জ্জন্যা বিন্যসেৎ পিণ্ডং দাড়িমীকুসুমপ্রভং ॥৯॥ তস্যৈব দর্শনা-দ্দুষ্টা মেঘবিদ্যুদ্বিষাদয়ঃ। রাক্ষসা ভুতডাকিন্যঃ প্রদ্র-ব্যন্তি দিশোদশ ॥ ১০ ॥ ওঁ হ্রীঁ গণেশায় নমঃ। ওঁ হ্রীঁ স্তম্ভনাদিচক্রায় নমঃ। ওঁঐঁ যৌঁ ত্রৈলোক্যডামরায় নমঃ। ভৈরবং পিণ্ডমাখ্যাতং বিষপাপগ্রহাপহং। ক্ষেত্রস্য রক্ষণং ভুতরাক্ষসাদেঃ প্রমর্দ্দনং ॥১১॥ ওঁ নমঃ। ইন্দ্রবজ্রং করে ধ্যাত্বা দুষ্টমেঘাদিবারণং। বিষশত্রুগণাভুতানশ্যন্তি-বজ্রমুদ্রয়া ॥ ১২ ॥ ওঁ ক্ষুং নমঃ। স্মরেৎ পাশং বাম-হস্তে বিষভুতাদি নশ্যতি ॥ ১৩ ॥ ওঁ হ্রাং নমঃ। হরেদুচ্চা-রণান্মন্ত্রো বিষমেঘগ্রহাদিকান্। ধ্যাত্বা কৃতান্তঞ্চ দহে-চ্ছেদকাস্ত্রেণ বৈ জগৎ ॥ ১৪ ॥ ওঁ ক্ষ নমঃ। ধ্যাত্বা তু ভৈরবং কুর্য্যাদ্‌গ্রহভুতবিষাপহং ॥১৫॥ ওঁ লসদ্বিজিহ্বাক্ষ স্বাহা। ক্ষেত্রাদিগ্রহভুতাদিবিষপক্ষিনিবারণং ॥ ১৬ ॥ ওঁ ক্ষাং নমঃ। রক্তেন পটহে লিখ্য শব্দস্তেন্ গ্রহাদয়ঃ ॥১৭॥ ওঁ মর মর মারয় মারয় স্বাহা। ওঁ হুঁ ফট্ স্বাহা। শূল-ঞ্চাষ্টশতৈর্ম্মন্ত্র্য মনসা শত্রুবৃন্দহৃৎ ॥ ১৮ ॥ ঊর্দ্ধশক্তি-নিপাতেন অধঃশক্তিং নিকুঞ্চয়েৎ। পূরকে পূরিতামন্ত্রাঃ কুম্ভকেন * সুমন্ত্রিতাঃ ॥ ১৯ ॥ প্রণবেনাপ্যায়িত স্তেন অনেন তন্তদীরিতাঃ। এবমাপ্যায়িতা মন্ত্রাভূত্যবং ফল-দায়কাঃ ॥ ২০ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে. বিংশোঽধ্যায়ঃ।

গ্রহ ও নাগগণ বিনাশ পায়। ৫। ধূম্রবর্ণ ধনুঃ করমধ্যে রাখিয়া আকাশে উত্তোলনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র চিন্তা করিবে। ইহাতে দুষ্ট নাগ, গ্রহ, মেঘ ও রাক্ষস বিনাশ পায়। উক্ত মন্ত্রপ্রভাবে ত্রিভুবন রক্ষিত হয়, মর্ত্যলোকের আর কথা কি? ৬। ওঁ জুঁ সুঁ হুঁ ফট্ এই মন্ত্রে খদিরকাষ্ঠকৃত অষ্ট কীলক অভিমন্ত্রিত করিয়া ক্ষেত্রের অষ্টদিকে প্রোথিত করিয়া রাখিবে। ইহাতে সেই ক্ষেত্রে বজ্র ও বিদ্যুৎপাতের উপদ্রব থাকে না। ৭। গরুড়োক্ত মহামন্ত্রে অষ্টকীলক একবিংশতিবার অভিমন্ত্রিত করিয়া রাত্রিকালে ক্ষেত্রমধ্যে পুঁতিয়া রাখিবে। ইহাতে সেই ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ, মূষিক, বজ্রাদির ভয় থাকে না। ৮। ওঁ হ্রাঁ সদাশিবায় নমঃ এই মন্ত্রে তর্জ্জনী অঙ্গুলীদ্বারা দাড়িমী-কুসুমপ্রভ একটি পিণ্ড প্রদর্শন করিবে। এই পিণ্ড প্রদর্শন-মাত্র মেঘ, বিদ্যুৎ, বিষাদি এবং দুষ্ট রাক্ষস, ভূত ও ডাকিনী প্রভৃতি দশদিকে পলায়ন করে। ৯-১০। ওঁ হ্রীঁ গণেশায় নমঃ; ওঁ হ্রীঁ স্তম্ভনাদি চক্রায় নমঃ, ওঁ ঐঁ যৌঁ ত্রৈলোক্যডামরায় নমঃ, এই সকল মন্ত্র ভৈরবপিণ্ড বলিয়া বিখ্যাত; উক্ত মন্ত্র সকল বিষপাপগ্রহাপহ, ক্ষেত্ররক্ষক ও ভূতরাক্ষসাদি নিবারক। ১১। ওঁ নমঃ, এই মন্ত্র জপ করিয়া বজ্রমুদ্রাদ্বারা করমধ্যে ইন্দ্রবজ্র ধ্যান করিলে দুষ্ট মেঘাদি নিবারণ হয় এবং বিষ, শত্রু ও ভূতাদি বিনাশ পায়। ১২। ওঁ ক্ষুঁ নমঃ এই মন্ত্রে বামহস্তমধ্যে পাশ চিন্তা করিবে। ইহাতে বিষ ও ভূতাদি বিনষ্ট হয়। ১৩। ওঁ হ্রাঁ নমঃ, এই মন্ত্র উচ্চারণমাত্র বিষ, মেঘ ও গ্রহাদি বিনাশ পায়। উক্ত মন্ত্র ধ্যান করিলে কৃতান্তকেও দগ্ধ করিতে পারা যায় ও ছেদকাস্ত্রদ্বারা জগৎ ছেদ করিতে সমর্থ হয়। ১৪। ওঁ ক্ষ নমঃ, এই ভৈরবমন্ত্র চিন্তা করিলে গ্রহ, ভূত ও বিষাদি নষ্ট হয়। ১৫। ওঁ লসদ্বিজি-হ্বাক্ষ স্বাহা, এইমন্ত্র ক্ষেত্রাদিগত গ্রহ, ভূতাদি, বিষ ও পক্ষী নিবারণ করে। ১৬। ওঁ ক্ষাং নমঃ, এই মন্ত্র রক্তদ্বারা পটহের অর্থাৎ ঢাকের পার্শ্বে লিখিবে। ঐ ঢাকে শব্দ উৎপাদন করিবে। এই শব্দে গ্রহাদি নিবারণ হয়। ১৭। ওঁ মর মর ইত্যাদি মন্ত্রে শূলাস্ত্রকে অষ্টোত্তর শতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই শূলদ্বারা মনে মনে শত্রুকে প্রহার করিবে। ইহাতে শত্রুগণ বিনাশ পায়। ১৮। ঊর্দ্ধেতে শক্তি নিপাত করিলে অধঃশক্তি

* কুম্ভকের বিষয় মৎপ্রকাশিত ইন্দ্রজালাদিসংগ্রহে ঘেরণ্ডসংহিতা ও শিব-সংহিতা প্রভৃতি যোগশাস্ত্রে সবিশেষ বর্ণিত আছে। উক্ত পুস্তক দৃষ্ট করিলে অবগত হইতে পারিবেন।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ ॥১॥ পঞ্চবক্ত্রার্চ্চনং বক্ষ্যে পৃথগ্‌ যদ্‌ভুক্তি-মুক্তিদং। ওঁ ভূর্ব্বিষ্ণবে আদিভূতায় সর্ব্বাধারায় মূর্ত্তয়ে স্বাহা। সদ্যোজাতস্য চাহ্বানমনেন প্রথমঞ্চরেৎ ॥ ২ ॥ ওঁ হাং সদ্যোজাতায়ৈব কলাহ্যষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ। সিদ্ধি-ঋদ্ধির্ধৃতি র্লক্ষ্মীর্ম্মেধা কান্তিঃ স্বধা স্থিতিঃ ॥ ৩ ॥ ওঁ হাং বামদেবায়ৈব কলাহ্যস্য ত্রয়োদশ। রাজা রক্ষা রতিঃ পাল্যা কান্তিস্তৃষ্ণা মতিঃ ক্রিয়া। কামা বুদ্ধিশ্চ রাত্রিশ্চ ত্রাসনী মোহিনী তথা ॥৪॥ মনোন্মনী অঘোরা চ তথা মোহা ক্ষুধা কলা। নিদ্রা মৃত্যুশ্চ মায়া চ অষ্টসংখ্যা ভয়ঙ্করা ॥৫॥ ওঁ হৈং তৎপুরুষায়ৈব। নিবৃত্তিশ্চ প্রতিষ্ঠা চ বিদ্যা শান্তির্ন কেবলা ॥৬॥ ওঁ হ্রৌঁ ঈশানায় নমো নিশ্চলা চ নিরঞ্জনা। শশিনী চাঙ্গনা চৈব মরীচি র্জ্বালিনী তথা ॥ ৭ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে পঞ্চবক্ত্রপূজনং একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

আকুঞ্চিত হয়। মন্ত্রসকল পূরকদ্বারা পূরিত করিয়া কুম্ভকদ্বারা সুমন্ত্রিত করিবে। ১৯। তৎপরে মন্ত্রকে প্রণব দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া সেই মন্ত্রদ্বারা তত্তৎ কার্য্যকরিবে। উক্ত প্রকারে আপ্যায়িত মন্ত্র ভৃত্যবৎ ফল প্রদান করিয়া থাকে। ১৯-২০।

ইতি বিংশ অধ্যায়।

একবিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন। পঞ্চবক্ত্রার্চ্চন বলিব। এই অর্চ্চন ভোগাভিলাষিকে ভোগ ও মুমুক্ষু ব্যক্তিকে মুক্তি প্রদান করে। ওঁ ভূর্ব্বিষ্ণবে আদিভূতায় সর্ব্বাধারায় মূর্ত্তয়ে স্বাহা, এই মন্ত্রে প্রথমে সদ্যোজাতদেবের আবাহন করিবে। ১-২। পরে ওঁ হাং সদ্যোজাতায় নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। সদ্যোজাতদেবের অষ্টশক্তি আছে। তাঁহাদিগের নাম,—সিদ্ধি, ঋদ্ধি, ধৃতি, লক্ষ্মী, মেধা, কান্তি, স্বধা ও স্থিতি। ওঁ সিদ্ধ্যৈ নমঃ ইত্যাদি প্রকারে উক্ত অষ্টকলার পূজা করা কর্ত্তব্য। ৩। ওঁ হাং বামদেবায় নমঃ, এই মন্ত্রে পূজা করিবে। বামদেবের ত্রয়োদশ কলা; তাহাদিগের নাম এই,—রাজা, রক্ষা, রতি, পাল্যা, কান্তি, তৃষ্ণা, মতি, ক্রিয়া, কামা, বুদ্ধি, রাত্রি, ত্রাসনী ও মোহিনী। ওঁ রাজায়ৈ নমঃ ইত্যাদি প্রকারে এই ত্রয়োদশ কলার পূজা করিতে হইবে।৪। বামদেবের অন্য অষ্টকন্যা এই,—মনোন্মনী, অঘোরা, মোহা, ক্ষুধা, নিদ্রা, মৃত্যু, মায়া ও ভয়ঙ্করী। ৫। পরে ওঁ হৈং তৎপুরুষায় নমঃ, ওঁ নিবৃত্ত্যৈ নমঃ, ওঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ, ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ, ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ, ওঁ হ্রৌঁ ঈশানায় নমঃ, ওঁ নিশ্চলায়ৈ নমঃ, ওঁ নিরঞ্জনায়ৈ নমঃ, ওঁ শশিন্যৈ নমঃ, ওঁ অঙ্গনায়ৈ নমঃ, ওঁ মরীচয়ে নমঃ, ওঁ জ্বালিন্যৈ নমঃ, এই সকল দেবতার পূজা করিবে। ৬-৭।

ইতি একবিংশ অধ্যায়।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ ॥ ১ ॥ শিবার্চ্চনং প্রবক্ষ্যামি ভুক্তি-মুক্তিকরং পরং। সাস্তং সর্ব্বগতং শূন্যং মাত্রাদ্বাদশকে স্থিতং। পঞ্চবক্ত্রাণি হ্রস্বানি দীর্ঘাণ্যঙ্গানি বিন্দুনা ॥২॥ সবিসর্গং বদেদস্ত্রং শিবউর্দ্ধং তথা পুনঃ। ষষ্ঠেনাধো মহামন্ত্রো হৌমিত্যেবাখিলার্থদঃ ॥৩॥ হস্তাভ্যাং সংস্পৃশেৎ পাদাবুর্দ্ধং পাদান্তমস্তকং। মহামুদ্রা হি সর্ব্বেষাং করাঙ্গন্যাসমাচরেৎ ॥ ৪ ॥ তালহস্তেন পৃষ্ঠঞ্চ অস্ত্রমন্ত্রেণ শোধয়েৎ। কনিষ্ঠাদিতঃ কৃত্বা তর্জ্জন্যঙ্গানি বিন্যসেৎ ॥৫॥ পূজনং সংপ্রবক্ষ্যামি কর্ণিকায়াং হৃদম্বুজে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, শিবার্চ্চন বলিব। এই অর্চ্চনাতে ভোগ ও মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। হৌং এই মহামন্ত্রে শিবের অর্চ্চনা করিবে। উক্ত মন্ত্রে নিখিল অর্থ প্রদান করে। ১-৩। উভয় হস্তদ্বারা উভয় পাদ স্পর্শ করিয়া পাদ অবধি মস্তকপর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে হইবে। ইহার নাম মহামুদ্রা। তৎপরে সর্ব্বদেহে করাঙ্গন্যাস করিবে। ৪। ওঁ ফট্‌ এই মন্ত্রে হস্ততলদ্বারা পৃষ্ঠ শোধন করিতে হইবে। কনিষ্ঠাঙ্গুলি হইতে তর্জ্জনী অঙ্গুলী পর্য্যন্ত অঙ্গন্যাস করিবে। ৫। অতঃপর পূজাবিধি বলিব। হৃদয়-

ধর্ম্মং জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যাদি হৃদার্চ্চয়েৎ ॥৬॥ আবাহনং স্থাপনঞ্চ পাদ্যমর্ঘ্যং হৃদার্পয়েৎ। আচামং স্নপনং পূজাং একাধারণতুল্যকাং ॥৭॥ অগ্নিকার্য্যবিধিং বক্ষ্যে অস্ত্রেণোল্লেখনঞ্চরেৎ। বর্ম্মণাভ্যুক্ষণং কার্য্যং শক্তিন্যাসং হৃদাচরেৎ ॥৮॥ হৃদি বা শক্তিগর্ভে চ প্রক্ষিপেজ্জাতবেদসং। গর্ভাধানাদিকং কৃত্বা নিষ্কৃতিঞ্চাস্য পশ্চিমাং॥ ৯॥ হৃদা কৃত্বা সর্ব্বকর্ম্ম শিবং সাঙ্গন্তু হোময়েৎ। পূজয়েন্মণ্ডলে শম্ভুং পদ্মগর্ভে গবাঙ্কিতং ॥১০॥ চতুঃষষ্ট্যন্তমষ্টাদি স্বাক্ষিস্বাধ্যাদিমণ্ডলং। থাক্ষীন্দ্রস্বর্য্যগং সর্ব্বখাদি বেদেন্দুবর্ত্তনাৎ ॥১১॥ আগ্নেয্যাং কারয়েৎ কুণ্ডমর্দ্ধচন্দ্রনিভং শুভং। অগ্নীশান্ত্র (যবাঅষ্টৌ) পরাশস্ত্র হৃদয়াদিগণোচ্যতে। অস্ত্রং দিশামুপান্তেষু কর্ণিকায়াং সদাশিবং ॥ ১২॥

দীক্ষাং বক্ষ্যে পঞ্চতত্ত্বে স্থিতাং ভুম্যাদিকাং পরে। নিবৃত্তির্ভুঃ প্রতিষ্ঠা চ বিদ্যাগ্নিঃ শান্তিরশ্মিনঃ ॥ ১৩ ॥ শান্ত্যতীতং ভবেদ্ধোমে তৎপরং শান্তমব্যয়ং। একৈকস্য শতং হোমমিত্যেবং পঞ্চ হোময়েৎ। পশ্চাৎ পূর্ণাহুতিং দত্ত্বা প্রাসাদেন শিবং স্মরেৎ ॥১৪॥ প্রায়শ্চিত্তবিশুদ্ধ্যর্থ মেকৈকমাহুতিং ক্রমাৎ। হোময়েদস্ত্রবীজেন এবং দীক্ষা সমাপ্যতে ॥১৫॥ যজনব্যতিরেকেণ গোপ্যং সংস্কারমুত্তমং। এবং সংস্কারশুদ্ধস্য শিবত্বং জায়তে ধ্রুবং ॥ ১৬ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ ॥১॥ শিবার্চ্চনং প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মকামাদিসাধনং। ত্রিভির্ম্মন্ত্রৈরাচামেৎ স্বাহান্তৈঃ প্রণবাদিকৈঃ ॥ ২ ॥ ওঁ হাং আত্মতত্ত্বায় বিদ্যাতত্ত্বায় হীন্তথা। ওঁ হূঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা হৃদা স্যাৎ শ্রোত্রবন্দনং ॥ ৩ ॥ ভস্মস্নানং তর্পণঞ্চ ওঁ হাং যাং স্বাহা সর্ব্বমন্ত্রকাঃ। সর্ব্বে

পদ্মের কর্ণিকাতে ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ এই সকল পূজা করিতে হইবে।৬। তৎপরে আবাহন ও স্থাপন করিয়া পাদ্য, অর্ঘ, আচমনীয় ও স্নানীয় প্রভৃতি উপচারে পূজা করিবে। ৭। অনন্তর অগ্নিকার্য্য অর্থাৎ হোমবিধি বলিব। ফট্ এই মন্ত্রে স্থণ্ডিল করিয়া হুঁ এই মন্ত্রে স্থাণ্ডিলাভ্যুক্ষণ করিতে হইবে। পরে শক্তি ন্যাস করিয়া স্থণ্ডিলে কিম্বা কুণ্ডে অগ্নি নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর গর্ভাধানাদি অগ্নি সংস্কার করিয়া কুশণ্ডিকোক্ত সমস্ত কার্য্য করিবে। ৮-৯। নমঃ এই মন্ত্রে সর্ব্ব কার্য্য সমাধান করিয়া অঙ্গদেবতার সহিত শিবের হোম করিতে হইবে। পরে পদ্মগর্ভমণ্ডলে বৃষবাহন শম্ভুর অর্চ্চনা করিবে। ১০। চতুঃষষ্টি পদান্বিত মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পূজা করিতে হইবে। অগ্নিকোণে অর্দ্ধচন্দ্রাকার সুশোভন কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া সেই কুণ্ডে অগ্নি ঈশ প্রভৃতি দেবগণের পূজা করিবে এবং মণ্ডলদিক্‌প্রান্তে অস্ত্র পূজা করিয়া কর্ণিকাতে সদাশিবের পূজা করিতে হইবে। ১১-১২।

অনন্তর পঞ্চতত্ত্ব দীক্ষা বলিব। প্রথমতঃ ভূম্যাদি পঞ্চতত্ত্বদীক্ষা করিয়া পরে নিবৃত্ত্যাদি দেবতার পূজা করিবে। ১৩। পূর্ব্বোক্ত দেবতাগণের প্রত্যেকে এক এক শত হোম করিবে এই রূপ পঞ্চশত হোম করিয়া পরে পূর্ণাহুতি প্রদানপূর্ব্বক হ্রৌঁ এই মন্ত্রে মহাদেবকে স্মরণ করিবে, অর্থাৎ উক্ত মন্ত্র জপ করিবে। ১৪। তৎপরে প্রায়শ্চিত্তার্থ প্রত্যেক দেবতার এক এক আহুতি প্রদান করিতে হইবে। ফট্ এই মন্ত্রে হোম করিয়া দীক্ষাকার্য্য সমাপন করিবে। ১৫। এই দীক্ষা প্রধান সংস্কার, ইহা যজনাদি কার্য্যব্যতিরেকে সর্ব্বদা গোপনে রাখিবে। এইরূপ দীক্ষাবিশুদ্ধ ব্যক্তি শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। ১৬।

ইতি দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন। শিবার্চ্চন বলিব। এই শিবার্চ্চনে ধর্ম্মকামাদি সিদ্ধি হয়। আত্মতত্ত্বাদি মন্ত্রত্রয়ের আদিতে ওঁ, ও অন্তে স্বাহা পদ যোগ করিয়া আচমন করিবে। যথা—ওঁ হাং আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ হীঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ হূঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা। এই মন্ত্রে আচমন করিয়া নমঃ এই মন্ত্রে কর্ণস্পর্শ করিবে। ১-৩। তৎপরে ভস্মস্নান ও তর্পণ করিতে হইবে। এই পূজাতে ওঁ হাং সাং এই

দেবাঃ সর্ব্বমুনির্নমোঽন্তো বৌষড়ন্তকঃ। স্বধান্তাঃ সর্ব্বপিতরঃ স্বধান্তাশ্চ পিতামহাঃ ॥৪॥ ওঁ হাং প্রপিতামহেভ্যস্তথা মাতামহাদয়ঃ। হাং নমঃ সর্ব্বমাতৃভ্যস্ততঃ স্যাৎ প্রাণসংযমঃ ॥৫॥ আচামং মার্জনঞ্চাথো গায়ত্রীঞ্চ জপেত্ততঃ। ওঁ হাং তন্মহেশায় বিদ্মহে বাগ্বিশুদ্ধায় ধীমহি তন্নোরুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৬ ॥ সূর্য্যোপস্থাপনং কৃত্বা সূর্য্যমন্ত্রৈঃ প্রপূজয়েৎ। ওঁ হাং হীং হুং হৈং হৌং হঃ শিবসূর্য্যায় নমঃ। ওঁ হং খখোল্কায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ। ওঁ হ্রাং হ্রীঁ সঃ সূর্য্যায় নমঃ। দণ্ডিনে পিঙ্গলে ত্বতিভুতানি নিয়মং স্মরেৎ। অগ্ন্যাদৌ বিমলেশান মারাধ্য পরমং সুখং ॥ ৭ ॥ যজেৎ পদ্মাঞ্চ রাং দীপ্তাং রীং সূক্ষ্মাং রূং জয়াঞ্চ রেং। ভদ্রাঞ্চ রৈং বিভূতিং রোং বিমলাং রৌমমোঘিকাং ॥৮॥ রং বিদ্যুতাঞ্চ পূর্ব্বাদৌ রো মধ্যে রং সর্ব্বতোমুখীং। অর্কাসনং সূর্য্যমূর্ত্তিং হ্রাং হ্রুং সঃ সূর্য্যমর্চ্চয়েৎ ॥৯॥ ওঁ আং হৃদয়ার্কায় চ শিরঃশিখায় চ ভূর্ভুবঃস্বরৌং ॥ ১০ ॥ জ্বালিনীং হুঁ কবচস্ত চাস্ত্রং রাজ্ঞীঞ্চ দীক্ষিতাং। যজেৎ সূর্য্যহৃদা সর্ব্বান্ সোং সোমঞ্চ মং মঙ্গলং ॥১১॥ বং বুধং বৃং বৃহস্পতিং ভং ভার্গবং শং শনৈশ্চরং। রং রাহুং কং যজেৎ কেতুং ওঁ তেজশ্চণ্ডমর্চ্চয়েৎ ॥ ১২ ॥ সূর্য্যমভ্যর্চ্চ্য চাচম্য কনিষ্ঠাতোঽঙ্গকান্ ন্যসেৎ। হাং হীং শিরো-হুঁ শিখা হৈঁ বর্ম্ম হৌং চ নৈত্রকং। হোঽস্ত্রং শক্তিস্থিতিং কৃত্বা ভুতশুদ্ধিং পুনর্ন্যসেৎ ॥ ১৩ ॥ অর্ঘ্যপাত্রং ততঃ কৃত্বা তদদ্ভিঃ প্রোক্ষয়েদ্‌যজেৎ। আত্মানং পদ্মসংস্থঞ্চ হৌং শিবায় ততো বহিঃ ॥১৪॥ দ্বারে নন্দিমহাকালৌ গঙ্গা চ যমুনাথ গীঃ। শ্রীবৎসং বাস্ত্বধিপতিং ব্রহ্মাণঞ্চ গণং গুরুং ॥ ১৫ ॥ শক্ত্যনন্তৌ যজেন্মধ্যে পূর্ব্বাদৌ ধর্ম্মকাদিকং। অধর্ম্মাদ্যঞ্চ বহ্ন্যাদৌ মধ্যে

মন্ত্রে সব্ব কর্ম্ম করা বিধেয়। সকল দেব ও সকল মুনির নমোঽন্ত ও বৌষড়ন্ত মন্ত্রে এবং পিতৃপিতামহগণকে স্বধান্ত মন্ত্রে তর্পণ করিবে। ৪। যথা—ওঁ হাং প্রপিতামহেভ্যঃ স্বধা, ওঁ হাং মাতামহেভ্যঃ স্বধা, ওঁ হাং সর্ব্বমাতৃভ্যো বৌষট্ ইত্যাদি প্রকারে তর্পণ করিয়া প্রাণায়াম করিবে। ৫। অনন্তর আচমন ও আপোমার্জ্জন করিয়া ওঁ হাং তন্মহেশায় বিদ্মহে ইত্যাদি গায়ত্রী জপ করিবে। ৬। পরে সূর্য্যোপস্থাপন করিয়া সূর্য্যমন্ত্রে সূর্য্যদেবের পূজা করিবে। যথা ওঁ হাং হীং হুং হৈং হৌং হঃ শিবসূর্য্যায় নমঃ, ওঁ হং খখোল্কায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ, ওঁ হ্রাং হ্রীঁ সঃ সূর্য্যায় নমঃ, ওঁ দণ্ডিনে নমঃ, ওঁ পিঙ্গলায় নমঃ, ওঁ অতিভূতেভ্যো নমঃ, অগ্ন্যাদিকোণে ওঁ বিমলায় নমঃ, ওঁ ঈশানায় নমঃ, এইরূপে পূজা করিবে। এই পূজাতে পরম সুখ হইয়া থাকে। ৭। তৎপরে রাং পদ্মায়ৈ নমঃ, রীং দীপ্তায়ৈ নমঃ, রূং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ, রেং জয়ায়ৈ নমঃ, রৈং ভদ্রায়ৈ নমঃ, রোং বিভূত্যৈ নমঃ, রৌং বিমলায়ৈ নমঃ, রং অমোঘিকায়ৈ নমঃ, রঃ বিদ্যুতায়ৈ নমঃ, পূর্ব্বাদিদিকে ও মধ্যে রং সর্ব্বতোমুখ্যৈ নমঃ, ওঁ অর্কাসনায় নমঃ, ওঁ সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ, হ্রাং হ্রুঁ সঃ সূর্য্যায় নমঃ, ওঁ আং হৃদয়ার্কায় নমঃ, ভূর্ভুবঃস্বরৌং শিরসে নমঃ, ভূর্ভুবঃস্বঃ শিখায়ৈ নমঃ, ওঁ হুঁ জ্বালিন্যৈ নমঃ, ওঁ হুঁ ফট্ রাজ্ঞ্যৈ নমঃ, ওঁ হুঁ ফট্ দীক্ষিতায়ৈ নমঃ। ওঁ সূর্য্যায় নমঃ, সোং সোমায় নমঃ, মং মঙ্গলায় নমঃ, বুং বুধায় নমঃ, বৃং বৃহস্পতয়ে নমঃ, ভং ভার্গবায় নমঃ, শং শনৈশ্চরায় নমঃ, রং রাহবে নমঃ, কং কেতবে নমঃ, ওঁ তেজশ্চণ্ডায় নমঃ। ৮-১২। উক্ত প্রকারে সূর্য্যদেবের অর্চ্চনা করিয়া আচমনপূর্ব্বক কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বারা অঙ্গন্যাস করিবে, যথা—হাং হৃদয়ায় নমঃ, হীং শিরসে স্বাহা, হুং শিখায়ৈ বষট্, হৈং কবচায় হুঁ, হৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, হঃ অস্ত্রায় ফট্। এইরূপে অঙ্গন্যাস করিয়া শক্তিস্থাপনপূর্ব্বক ভূতশুদ্ধি করিতে হইবে ॥ ১৩। অনন্তর অর্ঘ্য স্থাপন করিয়া অর্ঘ্যোদকদ্বারা আপন শরীর ও পূজোপকরণ দ্রব্য প্রোক্ষণ করিবে। পরে পদ্মমধ্যে হৌং শিবায় নমঃ, বহির্দ্বারে ওঁ নন্দিনে নমঃ, ওঁ মহাকালায় নমঃ, ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ, ওঁ যমুনায়ৈ নমঃ, ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ, ওঁ শ্রীবৎসায় নমঃ, ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ, ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ গণেশায় নমঃ, ওঁ গুরবে নমঃ, এই সকল মন্ত্রে পূজা করিবে। ১৪-১৫। পরে পদ্মমধ্যে ওঁ শক্ত্যৈ নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, পূর্ব্বদিকে ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, দক্ষিণে ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, পশ্চিমে ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, উত্তরে ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ, অগ্নিকোণে ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ, নৈর্ঋতে ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ, বায়ুকোণে ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ, ঈশানকোণে ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ, পদ্মকর্ণিকাতে ওঁ বামায়ৈ

পদ্মস্থ কর্ণিকে। বামা জ্যেষ্ঠা চ পূর্ব্বাদৌ রৌদ্রী কালী শিবাসিতা ॥ ১৬ ॥ ওঁ হৌঁ কলবিকরিণ্যৈ বলবিকরিণী ততঃ। বলপ্রমথিনী সর্ব্বভূতানাং দমনী ততঃ ॥ ১৭ ॥ মনোন্মনী যজেদেতাঃ পীঠমধ্যে শিবাগ্রতঃ। শিবাসনমহামূর্ত্তিং মূর্ত্তিমধ্যে শিবায় চ ॥ ১৮ ॥ আবাহনং স্থাপনঞ্চ সন্নিধানং নিরোধনং। সকলীকরণং মুদ্রাদর্শনঞ্চার্ঘ্যপাদ্যকং ॥ ১৯ ॥ আচামাভ্যঙ্গমুদ্বর্ত্তস্নানং নির্ম্মঞ্ছনঞ্চরেৎ। বস্ত্রং বিলেপনং পুষ্পং ধূপং দীপং চরুং দদেৎ ॥ ২০ ॥ আচামং মুখবাসঞ্চ তাম্বূলং হস্তশোধনং। ছত্রচামরোপবীতং পরমীকরণং চরেৎ ॥ ২১ ॥ রূপকল্পনকৈকত্বে জপোজপসমর্পণং। স্তুতির্নতিহৃদাদ্যৈশ্চ জ্ঞেয়ং নামাঙ্গপূজনং ॥২২॥ অগ্নীশরক্ষোবায়ব্যে মধ্যে পূর্ব্বাদিতন্ত্রকং। ইন্দ্রাদ্যাংশ্চ যজেচ্চণ্ডং তস্মৈ নির্ম্মাল্যমর্পয়েৎ ॥ ২৩ ॥ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ ত্বয়ি স্থিতে ॥ ২৪ ॥ যৎকিঞ্চিৎ কর্ম্ম হে দেব সদা সুকৃতদুষ্কৃতং। তন্মে শিবপদস্থস্য ক্ষয়ং কুরু যশস্কর ॥ ২৫ ॥ শিবো দাতা শিবো ভোক্তা শিবঃ সর্ব্বমিদং জগৎ। শিবো জয়তি সর্ব্বত্র যঃ শিবঃ সোঽহমেব চ ॥ ২৬ ॥ যৎ কৃতং যৎ করিষ্যামি তৎ সর্ব্বং সুকৃতন্তব। ত্বং ত্রাতা বিশ্বনেতা চ নান্যো নাথোঽস্তি মে শিব ॥ ২৭ ॥

অথান্যেন প্রকারেণ শিবপূজাং বদাম্যহং। গণঃ সরস্বতী নন্দী মহাকালোঽথ গঙ্গয়া ॥ ২৮ ॥ যমুনা তু বাস্ত্বধিপো দ্বারি পূর্ব্বাদিতস্ত্বিমে। ইন্দ্রাদ্যাঃ পূজনীয়াশ্চ তত্ত্বানি পৃথিবীজলং ॥ ২৯ ॥ তেজোবায়ুর্ব্যোম গন্ধোরসরূপে চ শব্দকঃ। স্পর্শো বাক্ পাণিপাদৌ চ পায়ূপস্থং শ্রুতিত্বচৌ ॥ ৩০ ॥ চক্ষুর্জিহ্বা ঘ্রাণমনোবুদ্ধিশ্চাহংপ্রকৃত্যপি। পুমান্ রাগো দ্বেষবিদ্যে কালা-

---

নমঃ, ওঁ জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ, পূর্ব্বাদিদিক্‌চতুষ্টয়ে ওঁ রৌদ্র্যৈ নমঃ, ওঁ কাল্যৈ নমঃ, ওঁ শিবায়ৈ নমঃ, ওঁ অসিতায়ৈ নমঃ, এই সকল মন্ত্রে পূজা করিবে। ১৬। তৎপরে ওঁ হৌঁ কলবিকরিণ্যৈ নমঃ, ওঁ বলবিকরিণ্যৈ নমঃ, ওঁ বলপ্রমথিন্যৈ নমঃ, ওঁ সর্ব্বভূতদমন্যৈ নমঃ, ওঁ মনোন্মন্যৈ নমঃ, পীঠমধ্যে এই সকল দেবতার পূজা করিয়া শিবাগ্রভাগে ওঁ শিবাসনমহামূর্ত্তয়ে নমঃ, এবং মূর্ত্তিতে ওঁ শিবায় নমঃ এইরূপ পূজা করিতে হইবে। ১৭-১৮। তৎপরে আবাহনী, স্থাপনী, সন্নিধাপনী, সন্নিরোধনী ও সকলীকরণী এই পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক অর্ঘ্য পাদ্যাদি নিবেদন করিতে হইবে। ১৯। অনন্তর আচমনীয় জল, অভ্যঙ্গ দ্রব্য, উদ্বর্ত্তন দ্রব্য, ও স্নানীয় জল প্রদান করিয়া নিস্মঞ্ছন করিবে এবং বস্ত্র, গন্ধাদি অনুলেপন, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও চরু প্রদান করিবে। পরে আচমনীয়, মুখোপবেশন, তাম্বূল, হস্তশোধনদ্রব্য, ছত্র, চামর ও যজ্ঞোপবীত প্রদান করিয়া পরমীকরণ করিবে। ২০-২১। অনন্তর আত্মা ও দেবতার একরূপ কল্পনা করিয়া মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ ও জপ সমর্পণ করিতে হইবে এবং স্তব পাঠ ও নমস্কার করিয়া হৃদয়াদি ষড়ঙ্গ পূজা করিবে। ২২। অগ্ন্যাদি চতুষ্কোণে, মধ্যে ও পূর্ব্বাদিদিক্ চতুষ্টয়ে ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা করিয়া ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ এই মন্ত্রে চণ্ডেশ্বরের পূজা ও তাঁহাকে নির্ম্মাল্য সমর্পণ করিতে হইবে এবং গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং ইত্যাদি মন্ত্রে জপাদি সমর্পণ করিবে। ২৩-২৪। হে দেব! আমি যে কিছু সদসৎ কর্ম্ম করিয়াছি, তুমি আমার সেই সকল কর্ম্মক্ষয় কর, আমি সর্ব্বদা শিবপদস্থ আছি। ২৫। শিব দানকর্ত্তা, শিব ভোক্তা এবং শিবই এই অখিলজগৎস্বরূপ। শিব সর্ব্বত্র জয়ী, অর্থাৎ সকলস্থানেই তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং আত্মাও শিবস্বরূপ। হে দেব! আমি যাহা কিছু করিয়াছি ও করিব, তৎসমুদায়ই তোমার কৃত ও কর্ত্তব্য। হে শিব! তুমি জগত্ত্রাণকর্ত্তা ও বিশ্বের নায়ক, তুমি ভিন্ন জগতের আশ্রয় কেহ নাই। ২৬-২৭।

অনন্তর অন্যপ্রকার শিবার্চ্চন বলিতেছি। গণেশ, সরস্বতী, নন্দী, মহাকাল, গঙ্গা, যমুনা ও বাস্তুপুরুষ পূর্ব্বাদিদ্বারচতুষ্টয়ে এই সকল দেবতার পূজা করিবে এবং ইন্দ্রাদি দেবগণের পূজা করিয়া পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, গন্ধ, রস, রূপ, শব্দ, স্পর্শ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, শ্রুতি, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, ঘ্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি, পুরুষ, রাগ, দ্বেষ, বিদ্যা, কাল, অকাল, নিয়তি, মায়া,

কালোনিয়ত্যপি ॥ ৩১ ॥ মায়া চ শুদ্ধবিদ্যা চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ। শক্তিঃ শিবশ্চ তান্ জ্ঞাত্বা মুক্তোজ্ঞানী শিবো ভবেৎ ॥ ৩২ ॥ যঃ শিবঃ স হরির্ব্রহ্মা সোঽহং ব্রহ্মাস্মি মুক্তিতঃ ॥ ৩৩ ॥

ভূতশুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি যয়া শুদ্ধঃ শিবো ভবেৎ। হৃৎপদ্ম সদ্যোমন্ত্রঃ স্যান্নিবৃত্তিশ্চ কলা ইড়া ॥ ৩৪ ॥ পিঙ্গলা দ্বে চ নাড্যৌ চ প্রাণোঽপানশ্চ মারুতৌ। ইন্দ্রদেহো ব্রহ্মদেহশ্চতুরস্রঞ্চ মণ্ডলং ॥ ৩৫ ॥ বজ্রেণ লাঞ্ছিতং দীপ্ত মেকোদ্ঘাতগুণাঃ শরাঃ। হৃৎস্থানসাত্ত্বিহনং শতকোষ্ঠপ্রবিস্তরং ॥ ৩৬ ॥ ওঁ হ্রীঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ হূঁ হঃ ফট্ ওঁ হ্রুং বিদ্যায়ৈ হূঁ হঃ ফট্। চতুরশীতিকোটীনামুচ্ছ্রয়ং ভূমিতন্তকং। তন্মধ্যে ভবরক্ষঞ্চ আত্মানঞ্চ বিচিন্তয়েৎ ॥ ৩৭ ॥ অধোমুখীং ততঃ পৃথ্বীং তত্তচ্ছুদ্ধং ভবেদ্ধ্রুবং। বামাদেবী প্রতিষ্ঠা চ সুষুম্না ধারিকা তথা ॥ ৩৮ ॥ সমানোদানবরুণৌ দেবতাবিষ্ণুকারণং। উদ্ঘাতাশ্চ গুণং বেদাঃ শ্বেতাধ্যানং তথৈব চ ॥৩৯॥ এবং কুর্য্যাৎ কণ্ঠপদ্ম মর্দ্ধচন্দ্রাখ্যমণ্ডলং। পদ্মাঙ্কিতং দ্বিশতকং কোটিবিস্তীর্ণবাংস্মরেৎ ॥ ৪০ ॥ চতুর্নবত্যুচ্ছ্রয়ঞ্চ আত্মানঞ্চ অধোমুখং। তাসু স্থানঞ্চ পদ্মঞ্চ অঘোরো বিদ্যয়ান্বিতঃ ॥ ৪১ ॥ নাভ্যোষ্ঠয়া হস্তিজিহ্বা ধ্যানো নাগোঽগ্নিদেবতা। রুদ্রহেতুস্ত্রিরুদ্ঘাতা স্ত্রিগুণারক্তবর্ণকং ॥ ৪২ ॥ জ্বালাকৃতে ত্রিকোণঞ্চ চতুঃকোটিশতানি চ। বিস্তীর্ণঞ্চ সমুৎসেধং রুদ্রতত্ত্বং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৪৩ ॥ ললাটে তু তৎপুরুষঃ শক্তির্যঃ শাদ্বলং বুধাঃ। কূর্ম্মশ্চ কৃকরো বায়ুর্দ্দেব ঈশ্বরকারণং ॥ ৪৪ ॥ দ্বিরুদ্ঘাতগুণৌ দ্বৌ চ বৃষং ষট্কোণমণ্ডলং। বিন্দ্বঙ্কিতঞ্চাষ্টকোটিবিস্তীর্ণঞ্চোচ্ছ্রয়স্তথা। চতুর্দ্দশাধিকং কোটি বায়ুতত্ত্বং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৪৫ ॥ দ্বাদশান্তে সরসিজে শান্ত্যতীতান্তথেশ্বরাঃ। কুহুশ্চ শঙ্খিনী নাড্যো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৪৬ ॥ শিখেশানকারণঞ্চ সদাশিব ইতি স্মৃতঃ। গুণএকস্তথোদ্ঘাতঃ শুদ্ধস্ফটিকবৎ স্মরেৎ ॥ ৪৭ ॥ ষোড়শং কোটিরিস্তীর্ণং পঞ্চবিংশতি চোচ্ছ্রয়ং। বর্ত্তুলঞ্চিন্তয়েদ্ধাম ভূতশুদ্ধিরুদাহৃতা ॥ ৪৮ ॥ গণগুরুর্ব্বীজগুরুঃ শক্ত্যনন্তৌ চ ধর্ম্মকঃ। জ্ঞানবৈরাগ্য-

শুদ্ধবিদ্যা, ঈশ্বর, সদাশিব, শক্তি ও শিব, যে ব্যক্তি এই সকল জানে, সেই ব্যক্তি মুক্ত, জ্ঞানী ও শিবস্বরূপ হয়। ২৮-৩২। যিনি শিব, তিনিই হরি, তিনিই ব্রহ্মা এবং আমিও সেই হরিহরব্রহ্মাত্মক ব্রহ্মস্বরূপ, এইরূপ চিন্তা করিবে। ৩৩।

অনন্তর ভূতশুদ্ধি বলিব, এই ভূতশুদ্ধিদ্বারা সাধক শুদ্ধচিত্ত ও সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ হইতে পারে। হৃৎপদ্ম, সদ্যোজাত মন্ত্র, নিবৃত্তি, কলা, ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী, প্রাণ ও অপান বায়ু, ইন্দ্রদেহ, ব্রহ্মদেহ, বজ্রচিহ্নিত প্রদীপ্ত চতুরস্রমণ্ডল, একোদ্ঘাতগুণ এবং শর, শতকোষ্ঠ বিস্তৃত হৃদয়ে এই সকল চিন্তা করিয়া তন্মধ্যে চতুরশীতিকোটি উচ্ছ্রয়বিশিষ্ট ভববৃক্ষস্বরূপ আত্মাকে চিন্তা করিবে। ৩৪-৩৭। তৎপরে অধোমুখী পৃথিবী, বামাদেবী, প্রতিষ্ঠা, সুষুম্না, ধারিকা, সমান ও উদান বায়ু, বরুণ ইত্যাদি ও অর্দ্ধচন্দ্রাখ্যমণ্ডলস্বরূপ পদ্মাঙ্কিত দ্বিশত কোটি বিস্তীর্ণ কণ্ঠপদ্ম ভাবনা করিয়া চতুর্নবতিকোটি উচ্ছ্রয়বিশিষ্ট অধোমুখ আত্মা, তৎস্থানগত পদ্ম ও সশক্তিক অঘোরাখ্য শিব চিন্তা করিতে হইবে। অনন্তর নাভি, ওষ্ঠ, হস্তিজিহ্বা, নাগ, অগ্নিদেবতা, রুদ্রহেতু, ত্রিসংখ্যক উদ্ঘাত, সত্ত্বরজস্তমো গুণ, রক্তবর্ণ ত্রিকোণমণ্ডল ও চতুঃকোটিশত বিস্তীর্ণ রুদ্রতত্ত্ব ভাবনা করিবে। ৩৮-৪৩। অনন্তর ললাটে ললাটস্থিত লিঙ্গরূপী শিব ও তৎশক্তি এবং কূর্ম্ম ও কৃকর বায়ু, ঈশ্বরকারণ, দ্বিরুদ্ঘাত অর্থাৎ সত্ত্ব ও রজোগুণ, বৃষ, বিন্দুচিহ্নিত, অষ্টকোটি বিস্তীর্ণ, অষ্টকোটি উচ্ছ্রয়বিশিষ্ট ষট্কোণাত্মক চতুর্দ্দশাধিককোটি বায়ুতত্ত্ব চিন্তা করিতে হইবে। ৪৪-৪৫। তৎপরে দ্বাদশদলপদ্মে শান্ত্যতীতা শক্তি, ঈশ্বরাখ্য শিব, কুহু ও শঙ্খিনী নাড়ী, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় বায়ু, এই সকল চিন্তা করিবে। ৪৬। শিখাদেশে ঈশানকারণ, সদাশিবাখ্য শিব, একোদ্ঘাত অর্থাৎ সত্ত্বগুণ, শুদ্ধস্ফটিকবৎ ষোড়শকোটিবিস্তীর্ণ পঞ্চবিংশতি উচ্ছ্রয়বিশিষ্ট বর্ত্তুলাকার ধাম চিন্তা করিতে হইবে। এই প্রকারে ভূতশুদ্ধি কথিত হইল। ৪৭-৪৮ *। উক্তরূপে ভূতশুদ্ধি করিয়া গণগুরু, বীজগুরু, শক্তি,

* ভূতশুদ্ধির বিষয় মৎপ্রকাশিত তন্ত্রসারে সবিশেষ বর্ণিত আছে। ঐ পুস্তকের ১৪৫—১৪৭ পৃষ্ঠা দৃষ্টিকরিলে ভূতশুদ্ধি পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন।

মৈশ্বর্য্যেস্ততঃ পূর্ব্বাদিপত্রকে ॥ ৪৯ ॥ অধোর্দ্ধ-বদনে দ্বে চ পদ্মকর্ণিককেশরং। বামাদ্যা আত্মবিদ্যা চ সদা ধ্যায়েৎ শিবাখ্যকং। তত্ত্বং শিবাসনে মূর্ত্তি-র্হোং হৌং বিদ্যাদেহায় নমঃ ॥ ৫০ ॥ বদ্ধপদ্মাসনাসীনঃ সিতঃ ষোড়শবর্ষকঃ। পঞ্চবক্ত্রঃ করাগ্রৈঃ স্বৈর্দশভি-শ্চৈব ধারয়ন্ ॥ ৫১ ॥ অভয়প্রসাদশক্তিং শূলং খট্বাঙ্গ-মীশ্বরঃ। দক্ষৈঃ করৈর্ব্বামকৈশ্চ ভুজগঞ্চাক্ষসূত্রকং। ডমরুকং নীলোৎপলং বীজপূরকমুত্তমং ॥ ৫২ ॥ ইচ্ছা জ্ঞানা ক্রিয়া শক্তিস্ত্রিনেত্রোহি সদাশিবঃ। এবং শিবা-র্চ্চনধ্যানী সর্ব্বদা কালবর্জ্জিতঃ ॥ ৫৩ ॥ ইহাহো-রাত্রিচারেণ ত্রীণি বর্ষাণি জীবতি। দিনদ্বয়স্য চারেণ জীবেদ্বর্ষদ্বয়ং নরঃ ॥৫৪॥ দিনত্রয়স্য চারেণ বর্ষমেকং স জীবতি। নাকালে শীতলে মৃত্যু রুক্ষে চৈব তু কারকে ॥ ৫৫ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে শিবাদিপূজা সমাপ্তা ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

অনন্ত, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য, এই সকল পূর্ব্বাদি পত্রে পূজা করিবে। অধঃ এবং ঊর্দ্ধবদনে পদ্মকর্ণিকা, পদ্মকেশর, বামাদি শক্তি, আত্মবিদ্যা ও শিবাখ্য লিঙ্গ, এই সকল ধ্যান করিয়া শিবাসনে তত্ত্ব ও মূর্ত্তির পূজা করিয়া হোং হৌং বিদ্যা-দেহায় নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। ৪৯ ৫০। তৎপরে বদ্ধপদ্মাসন হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক শুক্লবর্ণ, ষোড়শবর্ষীয় পঞ্চ-বক্ত্র শিবের ধ্যান করিতে হইবে। পঞ্চানন দশকরে অভয়াদি মুদ্রা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ৫১। ঈশ্বর দক্ষ পঞ্চ-হস্তে অভয় ও বরমুদ্রা, শক্তি, শূল ও খট্বাঙ্গ এবং বাম পঞ্চকরে সর্প, অক্ষমালা, ডমরু, নীলোৎপল ও বীজপূর ধারণ করিয়া-ছেন। ৫২। অনন্তর ইচ্ছা, জ্ঞানা, ক্রিয়া ও শক্তি এই সকল দেবতার পূজা করিয়া ত্রিনয়ন সদাশিবের পূজা করিবে। এই রূপে শিবার্চ্চন করিলে সাধক কালভয় হইতে মুক্ত হইতে পারে। ৫৩। এক দিবা ও রাত্রিতে উক্ত প্রকারে শিবার্চ্চন করিলে তিন বৎসর জীবিত থাকিতে পারে, দুই দিবস ঐরূপে শিবের পূজা করিলে দুই বৎসর প্রাণধারণ করিয়া থাকিতে পারে এবং তিন দিন উক্তরূপে পূজা করিলে একবৎসর আয়ুর্বৃদ্ধি হয় এবং তাহার অকালমৃত্যু হয় না। অতিশীতল কিম্বা অতিউষ্ণ স্থানেও তাহার মরণ ঘটে না। ৫৪-৫৫।

ইতি ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ ॥১॥ বক্ষ্যে গণাদিকাঃ পূজাঃ সর্ব্বদাঃ স্বর্গদাঃ পরাঃ। গণাসনং গণমূর্ত্তিং গণাধিপতিমর্চ্চ-য়েৎ ॥২॥ গামাদি হৃদয়াদ্যঙ্গং দুর্গায়া গুরুপাদুকাঃ। দুর্গাসনঞ্চ তন্মূর্ত্তিং হ্রীং দুর্গে দুর্গে রক্ষণীতি চ ॥ ৩ ॥ হৃদাদিকং অষ্টশক্ত্যো রুদ্রচণ্ডা প্রচণ্ডয়া। চণ্ডোগ্রা চণ্ড-নায়িকা চণ্ডা চণ্ডবতী ক্রমাৎ। চণ্ডরূপা চণ্ডিকাখ্যা দুর্গে দুর্গেঽথ রক্ষিণি ॥৪॥ বজ্রখড়্গাদিকা মুদ্রা শিবাদ্যা বহ্নিদেশতঃ। সদাশিবমহাপ্রেতপদ্মাসন মথাপি বা ॥৫॥ ঐঁ ক্লীং সৌস্ত্রিপুরায়ৈ নমঃ।ওঁ হ্রাঁ হ্রীঁ ক্লেঁ ক্লৈঁ স্ত্রীং স্কোঁ রোঁ স্ফেঁ স্ফোঁ শাং পদ্মাসনঞ্চ ত্রিপুরা-হৃদয়াদিকং ॥৬॥ পীঠাম্বুজে তু ব্রাহ্ম্যাদীর্ব্রহ্মাণী চ মহে-

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—গণেশাদি পূজা বলিব, এই পূজা করিলে সাধ-কের সর্ব্ববস্তু ও স্বর্গলাভ হয়। প্রথমে ওঁ গণাসনায় নমঃ, ওঁ গণ-মূর্ত্তয়ে নমঃ, ওঁ গণাধিপতয়ে নমঃ এই মন্ত্রে অর্চ্চনা করিবে। ১-২। অনন্তর গাং হৃদয়ায় নমঃ, গীং শিরসে স্বাহা, গূং শিখায়ৈ বষট্, গৈং কবচায় হুঁ, গৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, গঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ এইরূপে অঙ্গন্যাস করিয়া ওঁ দুর্গাগুরুপাদুকায়ৈ নমঃ, ও দুর্গাসনায় নমঃ, ওঁ দুর্গামূর্ত্তয়ে নমঃ, এই মন্ত্রে পূজা করিবে। পরে হ্রীং দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি রূপে অঙ্গন্যাস করিবে। অনন্তর রুদ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা ও অতিচণ্ডিকা এই অষ্ট-শক্তির দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা এই মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। ৩-৪। পরে বজ্র-খড়্গাদি মুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক অগ্নি-কোণে শিবাদি দেবতার পূজা করিয়া ওঁ সদাশিবমহাপ্রেত-পদ্মাসনায় নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ত্রিপুরায়ৈ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। ৫-৬। পরে পীঠপদ্মে ব্রাহ্ম্যাদি অষ্টশক্তি

শ্বরী। কৌমারী বৈষ্ণবী পূজ্যা বারাহী চেন্দ্রদেবতা। চামুণ্ডা চণ্ডিকা পূজ্যা ভৈরবাখ্যাংস্ততো যজেৎ ॥ ৭ ॥ অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধউন্মত্তভৈরবঃ। কপালী ভীষণশ্চৈব সংহারাশ্চাষ্টভৈরবাঃ ॥ ৮ ॥ রতিঃ প্রীতিঃ কামদেবঃ পঞ্চবাণাশ্চ যোগিনী। বটুকং দুর্গয়া বিঘ্নরাজোগুরুশ্চ ক্ষেত্রপঃ ॥৯॥ পদ্মগর্ভে মণ্ডলে চ ত্রিকোণে চিন্তয়েদ্‌হৃদি। শুক্লাং বরাক্ষসূত্রপুস্তকাভয়সমন্বিতাং। লক্ষজপ্যাচ্চ হোমাচ্চ ত্রিপুরা সিদ্ধিদা ভবেৎ ॥ ১০ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে ত্রিপুরাদিপূজা চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ ঐঁ ক্রীঁ শ্রীঁ স্ফেঁ ক্ষৌঁ অনন্তশক্তিপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ॥ ২ ॥ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ স্ফ্রোঁ ক্ষৌঁ আধারশক্তিপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ॥ ৩ ॥ ওঁ হ্রূঁ কালাগ্নিরুদ্রপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ॥ ৪ ॥ ওঁ হ্রীঁ হুঁ হাটকেশ্বরদেবপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ॥ ৫ ॥ ওঁ হ্রীঁ শেষভট্টারকপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ॥ ৬ ॥ ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পৃথিবী তদ্বর্ণভুবনদ্বীপসমুদ্রদিশাং অনন্তাখ্যমাসনং পূজয়ামি নমঃ ॥ ৭ ॥ হ্রীঁ শ্রীঁ নিবৃত্ত্যাদিকলা পৃথিব্যাদিতত্ত্বং অনন্তাদিভুবন মোঙ্কারাদিবর্ণং হকারাদিনবাত্মকঃ পদঃ সদ্যোজাতাদিমন্ত্রঃ ॥ ৮ ॥ হাং হৃদয়াদ্যঙ্গঃ। এবং মাহেশ্বরো মন্ত্রঃ সিদ্ধবিদ্যাত্মকঃ পরামৃতার্ণবঃ ॥ ৯ ॥ সর্ব্বতোদিক্‌সমস্তেষু ষড়ঙ্গং সদাশিবার্ণবপয়ঃপূর্ণোদধিপক্ষং শ্রীমানাস্পদাত্মকঃ ॥ ১০ ॥ বিদ্যোমাপূর্ণজত্বকর্ত্তৃকত্বলক্ষণজ্যেষ্ঠারূপচক্ররুদ্রশক্ত্যাত্মককর্ণিকোনবশক্তিশিবাদিত্রিশূলমণ্ডলত্রয়ঃ ॥১১॥ পঙ্কজাত্মকৌ ন্যস্তপদ্মাসনপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ॥১২॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে আসনপূজা পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ ॥১॥ অনন্তরং করন্যাসঃ বিদ্যাকরী শুদ্ধিঃ কার্য্যা পদ্মমুদ্রাং বদ্ধা মন্ত্রন্যাসং কুর্য্যাৎ। কৌং কনিষ্ঠায়ৈ নমঃ। নৌ। অনামিকায়ৈ নমঃ। মৌং মধ্যমায়ৈ

অর্থাৎ ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা ও চণ্ডিকা এই সকল দেবতার পূজা করিয়া অসিতাঙ্গাদ অষ্ট ভৈরবের পূজাকরিবে। যথা,— ও অসিতাঙ্গভৈরবায় নমঃ, ওঁ রুরুভৈরবায় নমঃ, ওঁ চণ্ডভৈরবায় নমঃ, ওঁ ক্রোধভৈরবায় নমঃ, ওঁ উন্মত্তভৈরবায় নমঃ, ওঁ কপালিভৈরবায় নমঃ, ওঁ ভীষণভৈরবায় নমঃ, ওঁ সংহারভৈরবায় নমঃ, এই সকল পূজা করিবে এবং রতি, প্রীতি, কামদেব, পঞ্চবাণ, যোগিনী, বটুক, দুর্গা, বিঘ্নরাজ, গুরু, ক্ষেত্রপাল, এই সকলের অর্চনা করিতে হইবে। ৭-৯। পরে হৃদয়মধ্যে পদ্মগর্ভমণ্ডলান্তর্গত ত্রিকোণ চিন্তা করিয়া তন্মধ্যে বর অক্ষমালা পুস্তক ও অভয়মুদ্রাধারিণী শুক্লবর্ণা ত্রিপুরাদেবীকে চিন্তা করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপে লক্ষসংখ্যক জপ ও হোম করিলে ত্রিপুরাদেবী সিদ্ধিপ্রদা হন। ১০।

ইতি চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

সূত বলিলেন, আসনপূজা কথিত হইতেছে। ঐঁ ক্রীঁ শ্রীঁ স্ফেঁ ক্ষৌঁ অনন্তশক্তিপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে পূজা করিয়া নিবৃত্ত্যাদি পঞ্চদশকলা, পৃথিব্যাদি তত্ত্ব, অনন্তাদি ভুবন ও ওঙ্কারাদিবর্ণের পূজা করিয়া সদ্যোজাতাদি মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। ১-৮। অনন্তর হাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া সদ্যোজাতমন্ত্রে পূজা করিবে। এই মাহেশ্বর মন্ত্র সিদ্ধবিদ্যাস্বরূপ ও পরামৃতার্ণব তুল্য। ৯। পরে দিক্‌চতুষ্টয়ে ষড়ঙ্গপূজাদি করিয়া পদ্মাসন পাদুকার পূজা করিতে হইবে। ১০-১২।

ইতি পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, অনন্তর করন্যাস ও ভূতশুদ্ধি করিয়া পদ্মমুদ্রাবন্ধনপূর্ব্বক মন্ত্রন্যাস করিতে হইবে। কৌং কনিষ্ঠায়ৈ,

নমঃ। ভৌং তর্জ্জন্যৈ নমঃ। অং অঙ্গুষ্ঠায়ৈ নমঃ। লাং করতলায়ৈ নমঃ। বাং করপৃষ্ঠায়ৈ নমঃ ॥ ২ ॥

অথ দেহন্যাসঃ। কং মণিবন্ধায় নমঃ। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কারস্করায় নমঃ। মহাতেজোরূপং হুঁ হুঁ কারেণ করস্ফালনং কুর্য্যাৎ ॥ ৩ ॥ ঐঁ হ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রৈঁ স্ফেঁ নমো ভগবতে স্ফেঁ কুব্জিকায়ৈ নমঃ। হ্রূঁ হ্রীঁ ক্রোঁ ঙ ঞ ণ নমে অঘোরামুখি হাং হীঁ কিলিকিলি বিচ্চৈস্ফৌ ব্যঙ্গস্ফৌ হ্রাঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ নমোভগবতে ঊর্দ্ধবক্ত্রায় নমঃ। স্ফোং কুব্জিকায়ৈ পূর্ব্ববক্ত্রায় নমঃ। হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ঙঞণ-নমেতি দক্ষিণবক্ত্রায় নমঃ। ওঁ হ্রাঁ শ্রীঁ কিলিকিলি পশ্চিমবক্ত্রায় নমঃ। ওঁ অঘোরামুখি উত্তরবক্ত্রায় নমঃ। ওঁ নমোভগবতে হৃদয়ায় নমঃ। স্ফেঁ ঐঁ কুব্জিকায়ৈ শিরসে স্বাহা। হ্রীঁ ক্রীঁ হ্রীং প্রাং ঙ ঞ ণ নমে শিখায়ৈ অঘোরমুখি কবচায় হুঁ। হৈঁ হৈঁ ঈঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। কিলিকিলি বিচ্চে অস্ত্রায় ফট্ ॥ ৪ ॥ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারমহাশূলমণ্ডলায় নমঃ। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বায়ুমণ্ডলায় নমঃ। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সোমমণ্ডলায় নমঃ। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মহাকুলবোধাবলিমণ্ডলায় নমঃ। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কৌলমণ্ডলায় নমঃ। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ গুরুমণ্ডলায় নমঃ। ঐঁ হ্রীঁ হ্রাঁ সামমণ্ডলায় নমঃ। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সমগ্রসিদ্ধ-যোগিনীপীঠোপপীঠক্ষেত্রোপক্ষেত্রসন্তানমণ্ডলায় নমঃ। এবং মণ্ডলানাং দ্বাদশকং ক্রমেণ পূজ্যং ॥ ৫ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে কুব্জিকাপূজা ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে ন্যাস করিবে। ২। তৎপরে কং মণিবন্ধায় নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে দেহন্যাস করিয়া মহাতেজোরূপং হুঁ হুঁ এই মন্ত্রে করস্ফালন করিবে। ৩। অনন্তর ঐঁ হ্রীঁ ইত্যাদি মন্ত্রে পুনর্ব্বার দেহন্যাস করিতে হইবে। এই দেহন্যাসের মন্ত্র ও ক্রম মূলে বিশদরূপে লিখিত আছে, দৃষ্টিমাত্র বোধগম্য হইবে।৪। তৎপরে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ইত্যাদি মন্ত্রে ক্রমতঃ দ্বাদশ মণ্ডলের পূজা করিতে হইবে। কুব্জিকাপূজা কথিত হইল। ৫। ইতি ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ ॥১॥ ওঁ কালবিকালকঙ্কালি চর্ব্বিণি ভূত-হারিণি ফণিবিষিণি বিরথনারায়ণি উমে দহ দহ হস্তে চণ্ডে রৌদ্রি মাহেশ্বরি মহামুখি জ্বালামুখি শঙ্কুকর্ণি শুকমুণ্ডে শত্রুং হন হন সর্ব্বনাশিনি খখ সর্ব্বাঙ্গশোণিতং নন্নিরীক্ষসি মনসাদেবি সম্মোহয় সম্মোহয় রুদ্রস্য হৃদয়ে জাতা রুদ্রস্য হৃদয়ে স্থিতা রুদ্রো রৌদ্রেণ রূপেণ ত্বং দেবি রক্ষ রক্ষ মাং হ্রুং মাং ফ ফ ঠ ঠ স্কন্দমেখলা-বান্ গ্রহশত্রুবিষহারি শালে মালে হর হর বিষোক হাং হাং শবরি হুঁ শবরি প্রকোণবিশরে সর্ব্বে বিষ্ণুমেঘ নীলে সর্ব্বনাগাদিবিষহরণং ॥ ২ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ ॥১॥ গোপালপূজাং বক্ষ্যামি ভুক্তিমুক্তি-প্রদায়িনীং। দ্বারে ধাতা বিধাতা চ গঙ্গা যমুনয়া সহ ॥ ২ ॥ শঙ্খপদ্মনিধী চৈব শারঙ্গঃ শরভঃ শ্রিয়া। পূর্ব্বে

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, ওঁ কালবিকাল ইত্যাদি মন্ত্র বিষনিবারক। উক্ত মন্ত্র প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার সর্পবিষ তৎক্ষণাৎ ভস্মী-ভূত হইয়া যায় এবং নাগগণ তথা হইতে পলায়ন করিয়া থাকে। ১২।

ইতি সপ্তবিংশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, এইক্ষণ গোপালপূজা বলিব। এই গোপাল-পূজা সাধককে ইহকালে বিবিধ ভোগ ও অন্তকালে মুক্তিপদ অর্পণ করে। প্রথমতঃ দ্বারদেশে ওঁ ধাত্রে নমঃ, ওঁ বিধাত্রে নমঃ, ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ, ওঁ যমুনায়ৈ নমঃ, এই মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। ১-২। পরে ওঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ, ওঁ পদ্মনিধয়ে নমঃ, ওঁ শারঙ্গায় নমঃ, ওঁ শরভায় নমঃ, ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ, এই সকল

ভদ্রঃ সুভদ্রোদ্বৌ দক্ষে চণ্ডপ্রচণ্ডকৌ ॥ ৩ ॥ পশ্চিমে বলপ্রবলৌ জয়শ্চ বিজয়ো যজেৎ। উত্তরে শ্রীশ্চতুর্দ্বারে গণোদুর্গা সরস্বতী ॥ ৪ ॥ ক্ষেত্রস্যাগ্ন্যাদিকোণেষু দিক্ষু নারদপূর্ব্বকং। সিদ্ধোগুরুর্নলকুবরং কোণে ভাগবতং যজেৎ ॥৫॥ পূর্ব্বে বিষ্ণুং বিষ্ণুতপো বিষ্ণুশক্তিং সমর্চ্চয়েৎ। ততোবিষ্ণুপরীবারং মধ্যে শক্তিঞ্চ কূর্ম্মকং ॥৬॥ অনন্তং পৃথিবীধর্ম্মং জ্ঞানং বৈরাগ্যমগ্নিতঃ। ঐশ্বর্য্যং বায়ুপূর্ব্বঞ্চ প্রকাশাত্মানমুত্তরে ॥৭॥ সত্বায় প্রকৃতাত্মনে রজসে মোহরূপিণে। তমসে পদ্মায় যজেদহঙ্কারকতত্ত্বকং ॥ ৮ ॥ বিদ্যাতত্বং পরং তত্বং সূর্য্যেন্দুবহ্নিমণ্ডলং। বিমলাদ্যা আসনঞ্চ প্রাচ্যাং শ্রীঁ হ্রীঁ সংপূজয়েৎ। গোপীজনবল্লভায় স্বহাস্তোমনুরুচ্যতে ॥ ৯ ॥ অঙ্গানি যথা আচক্রঞ্চ সুচক্রঞ্চ বিচক্রঞ্চ তথৈব চ। ত্রৈলোক্যরক্ষণং চক্রমসুরারিসুদর্শনং ॥ ১০ ॥ হৃদাদিপূর্ব্বকোণেষু অস্ত্রং শক্তিঞ্চ পূর্ব্বতঃ। রুক্মিণী সত্যভামা চ সুনন্দা নাগ্নজিত্যপি ॥ ১১ ॥ লক্ষ্মণা মিত্রবিন্দা চ জাম্ববত্যা সুশীলয়া শঙ্খচক্রগদাপদ্মং মুষলং শাঙ্গর্মর্চ্চয়েৎ ॥ ১২ ॥ খড়্গাং পাশাঙ্কুশং প্রাচ্যাং শ্রীবৎসং কৌস্তুভং যজেৎ। মুকুটং বনমালাঞ্চ ইন্দ্রাদ্যান্ ধ্বজমুখ্যকান্ ॥ ১৩ ॥ কুমুদাদ্যং বিশ্বক্সেনং কৃষ্ণং শ্রিয়া সংার্চ্চয়েৎ। জপ্যাদ্ধ্যানাৎ পূজনাচ্চ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণপূজনং অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ

মন্ত্রে পূজা করিয়া পূর্ব্বদ্বারে ওঁ ভদ্রায় নমঃ, ওঁ সুভদ্রায় নমঃ, দক্ষিণদ্বারে ওঁ চণ্ডায় নমঃ, ওঁ প্রচণ্ডায় নমঃ। ৩। পশ্চিমদ্বারে ওঁ বলায় নমঃ, ওঁ প্রবলায় নমঃ, ওঁ জয়ায় নমঃ, ওঁ বিজয়ায় নমঃ, উত্তরদ্বারে ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ, চতুর্দ্বারে ওঁ গণেশায় নমঃ, ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ, ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ। ৪। এই প্রকারে পূজাক্ষেত্রের অগ্ন্যাদিকোণে ও দিক্‌চতুষ্টয়ে নারদ, সিদ্ধগণ, গুরু, নলকুবর ও ভাগবত এই সকল দেবতার পূজা করিবে। ৫। পূর্ব্বদিকে বিষ্ণু, বিষ্ণুতপ ও বিষ্ণুশক্তির পূজা করিয়া বিষ্ণুপরিবারের পূজা করিবে। মধ্যে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, এই মন্ত্রে পূজা করিয়া অগ্নিকোণে ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, নৈঋতকোণে ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, বায়ুকোণে ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ এবং ঈশানকোণে ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ। এই সকল মন্ত্রে পূজা করিবে। উত্তরদিকে ওঁ প্রকাশাত্মনে নমঃ। ৬-৭। পরে ওঁ সত্বায় প্রকৃতাত্মনে নমঃ, ওঁ রজসে মোহরূপিণে নমঃ, ওঁ তমসে নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, ওঁ অহঙ্কারতত্বায় নমঃ, ওঁ বিদ্যাতত্বায় নমঃ, ওঁ পরতত্বায় নমঃ, ওঁ সূর্য্যমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ চন্দ্রমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ বিমলাদিভ্যো নমঃ, ওঁ আসনায় নমঃ, এই সকল মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। পরে পূর্ব্বদিকে শ্রীঁ শ্রীঁ গোপীজনবল্লভায় স্বাহা এই মন্ত্রে গোপালদেবের পূজা করিবে। ৮-৯। উক্ত গোপালপূজার করাঙ্গন্যাস এই—ওঁ আচক্রায় হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ সুচক্রায় শিরসে স্বাহা, ওঁ বিচক্রায় শিখায়ৈ বষট্, ওঁ ত্রৈলোক্যরক্ষণচক্রায় কবচায় হুঁ, ওঁ অসুরারিচক্রায় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ সুদর্শনচক্রায় অস্ত্রায় ফট্ এবং আচক্রায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি প্রকারে পূর্ব্বাদিদিক্‌ক্রমে করন্যাস করিতে হইবে। ১০। অনন্তর পূর্ব্বাদিক্রমে অস্ত্র ও শক্তি পূজা করিতে হইবে, যথা—ওঁ রুক্মিণ্যৈ নমঃ, ওঁ সত্যভামায়ৈ নমঃ, ওঁ সুনন্দায়ৈ নমঃ, ওঁ নাগ্নজিত্যৈ নমঃ, ওঁ লক্ষ্মণায়ৈ নমঃ, ওঁ মিত্রবিন্দায়ৈ নমঃ, ওঁ জাম্ববত্যৈ নমঃ, ওঁ সুশীলায়ৈ নমঃ, ওঁ শঙ্খায় নমঃ, ওঁ চক্রায় নমঃ, ওঁ গদায়ৈ নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, ওঁ মুষলায় নমঃ, ওঁ শার্ঙ্গায় নমঃ, ওঁ খড়্গায় নমঃ, ওঁ পাশায় নমঃ, ওঁ অঙ্কুশায় নমঃ, ওঁ শ্রীবৎসায় নমঃ, ওঁ কৌস্তুভায় নমঃ, ওঁ মুকুটায় নমঃ, ওঁ বনমালায়ৈ নমঃ, ওঁ ইন্দ্রাদিদিক্‌পালেভ্যো নমঃ, ওঁ ধ্বজমুখ্যকেভ্যো নমঃ, ওঁ কুমুদাদিভ্যো নমঃ, ওঁ বিশ্বক্সেনায় নমঃ, ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ, ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ, এই সকল মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। এইরূপে জপ, পূজা ও ধ্যান করিলে সাধক সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করে। ১১-১৪।

ইতি অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়।

হরিরুবাচ ॥১॥ ত্রৈলোক্যমোহিনীং বক্ষ্যে পুরুষোত্তমমুখ্যকাং। পূজামন্ত্রান্ শ্রীধরাদ্যান্ ধর্ম্মকামাদিদায়কান্ ॥ ২ ॥ ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ হ্রুঁ ওঁ নমঃ। পুরুষোত্তম অপ্রতিরূপ লক্ষ্মীনিবাস সকলজগৎক্ষোভণ সর্ব্বস্ত্রীহৃদয়বিদারণ ত্রিভুবনমদোন্মাদনকর সুরাসুরসুন্দরীজনমনাংসি তাপয় তাপয় শোষয় শোষয় মারয় মারয় স্তম্ভয় স্তম্ভয় দ্রাবয় দ্রাবয় আকর্ষয় আকর্ষয়, পরমশুভগ সৌভাগ্যকর সর্ব্বকামপ্রদ অমুকং হন হন চক্রেণ গদয়া খড়্গেন সর্ব্ববাণৈ র্ভিন্ধি ভিন্ধি পাশেন কট্ট কট্ট অঙ্কুশেন তাড়য় তাড়য় তুরু তুরু কিং তিষ্ঠসি তারয় তারয় যাবৎ সমীহিতম্মে সিদ্ধং ভবতি হ্রুং ফট্ নমঃ ॥ ৩॥ শ্রীঁ শ্রীধরায় ত্রৈলোক্যমোহনায় নমঃ। ক্লীঁ পুরুষোত্তমায় ত্রৈলোক্যমোহনায় নমঃ ॥ ৪ ॥ হ্রুঁ বিষ্ণবে ত্রৈলোক্যমোহনায় নমঃ ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ত্রৈলোক্যমোহনায় বিষ্ণবে নমঃ ॥ ৫ ॥ ত্রৈলোক্যমোহনামন্ত্রাঃ সর্ব্বে সর্ব্বার্থসাধকাঃ। সর্ব্বে চিন্ত্যাঃ পৃথগ্বাপি ব্যাস সংক্ষেপতোঽথবা ॥ ৬ ॥ আসনং মূর্ত্তিমন্ত্রঞ্চ হোমাদ্যঙ্গষড়ঙ্গকং। চক্রং গদাঞ্চ খড়্গাঞ্চ মুষলং শঙ্খশার্ঙ্গকং ॥ ৭ ॥ শরং পাশমঙ্কুশঞ্চ লক্ষ্মীগরুড়সংযুতং। বিশ্বক্সেনং বিস্তরাদ্দা নরঃ সর্ব্বমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৮ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে মোহিনীপূজনং নাম
একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

হরি বলিলেন, ত্রিভুবনমোহনকারিণী পুরুষোত্তমপূজা ও ধর্ম্মকামার্থপ্রদায়িনী শ্রীধরাদিপূজা বলিব। ১-২। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ইত্যাদি হ্রুং ফট্ নমঃ ইত্যন্ত মূলের লিখিত মন্ত্রে পুরুষোত্তমের পূজা করিয়া ওঁ শ্রীঁ শ্রীধরায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে শ্রীধরাদির পূজা করিবে। উক্ত মন্ত্রসকল ত্রৈলোক্যমোহনকারক ও সর্ব্বার্থসাধক। হে ব্যাস! পৃথক পৃথক কিম্বা সংক্ষেপে এই সকল মন্ত্রে আরাধনা করিবে। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রসমূহদ্বারা পূজা করিয়া আসন, মূর্ত্তি ও অস্ত্র পূজা করিবে। তৎপরে হোম ও ষড়ঙ্গ হোম এবং চক্র, গদা, খড়্গ, মুষল, শঙ্খ, শার্ঙ্গ, শর, পাশ ও অঙ্কুশ, এই সকল অস্ত্রপূজা করিবে। পরে লক্ষ্মী, গরুড় ও বিশ্বক্সেন এই সকল দেবতার পূজা করিবে। এইরূপে পূজা করিলে সাধক সর্ব্বাভীষ্ট ফললাভ করে। ৩-৮। ইতি একোনত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ ॥১॥ বিস্তরেণ প্রবক্ষ্যামি শ্রীধরস্যার্চ্চনং শুভং। পরিবারশ্চ সর্ব্বেষাং সমোজ্ঞেয়োহি পণ্ডিতৈঃ ॥ ২ ॥ ওঁ শ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ শ্রীঁ শিরসে স্বাহা। ওঁ শ্রূঁ শিখায়ৈ বষট্। ওঁ শ্রৈঁ কবচায় হুঁ। ওঁ শ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ শ্রঃ অস্ত্রায় ফট্ ॥৩॥ ইতি দর্শয়েদাত্মনো মুদ্রাং শঙ্খচক্রগদাদিকাং। ধ্যাত্বাত্মানং শ্রীধরাখ্যং শঙ্খচক্রগদাধরং ॥৪॥ ততস্তং পূজয়েদ্দেবং মণ্ডলে স্বস্তিকাদিকে। আসনং পূজয়েদাদৌ দেবদেবস্য শার্ঙ্গিণঃ। এভির্ম্মন্ত্রৈর্ম্মহাদেব তান্ মন্ত্রান্ শৃণু শঙ্কর ॥৫॥ ওঁ শ্রীধরাসনদেবতা আগচ্ছত। ওঁ সমস্তপরিবারায়াচ্যুতাসনায় নমঃ ॥৬॥ ওঁ ধাত্রে নমঃ ওঁ বিধাত্রে নমঃ ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ ওঁ যমুনায়ৈ নমঃ ওঁ আধারশক্ত্যৈ নমঃ ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ ওঁ অনন্তায় নমঃ ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ ওঁ জ্ঞানায় নমঃ ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ ওঁ অজ্ঞানায় ননঃ ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ ওঁ অনৈ-

ত্রিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, শুভপ্রদ শ্রীধরার্চ্চন সবিস্তর বর্ণন করিব। সর্ব্বদেবতার পরিবারপূজা এক প্রকার জানিবে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে পরিবারপূজা করিলেই হইবে। ১-২। পরে শ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া শঙ্খ চক্র গদাদি মুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বীয় আত্মাকে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শ্রীধরস্বরূপ চিন্তা করিবে। ৩-৪। পরে স্বস্তিক কিম্বা সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে শ্রীধরদেবের পূজা করিতে হইবে। মহাদেব! অগ্রে পশ্চাল্লিখিত মন্ত্রে দেবাদিদেব শ্রীধরের আসনপূজা করিবে। শঙ্কর! যে যে মন্ত্রে আসনপূজা করিতে হইবে, সেই সেই মন্ত্র শ্রবণ কর।৫। ওঁ শ্রীধরাসনদেবতা আগচ্ছত এই মন্ত্রে আবাহন করিয়া ওঁ সমস্তপরিবারায়াচ্যুতা-

শ্বর্য্যায় নমঃ ওঁ স্কন্দায় নমঃ ওঁ নীলায় নমঃ ওঁ পদ্মায় নমঃ ওঁ বিমলায়ৈঃ নমঃ ওঁ উৎকর্ষিণ্যৈ নমঃ ওঁ জ্ঞানায়ৈ নমঃ ওঁ ক্রিয়ায়ৈ নমঃ ওঁ যোগায়ৈ নমঃ ওঁ পুত্র্যৈ নমঃ ও প্রহ্ব্যৈ নমঃ ওঁ সত্যায়ৈ নমঃ ওঁ ঈশানায়ৈ নমঃ ওঁ অনুগ্রহায়ৈ নমঃ॥ ৭॥ অর্চ্চয়িত্বা সমং রুদ্র হরিমাবাহ্য সংযজেৎ। মন্ত্রৈরেভির্ম্মহাপ্রাজ্ঞঃ সর্ব্বপাপপ্রণাশনৈঃ। ওঁ শ্রীঁ শ্রীধরায় ত্রৈলোক্যমোহনায় বিষ্ণবে নমঃ॥ ৮॥ ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ ওঁ শ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ওঁ শ্রীঁ শিরসে নমঃ ওঁ শ্রূঁ শিখায়ৈ নমঃ ওঁ শ্রৈঁ কবচায় নমঃ ওঁ শ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় নমঃ ওঁ শ্রঃ অস্ত্রায় নমঃ ওঁ শঙ্খায় নমঃ ওঁ পদ্মায় নমঃ ওঁ চক্রায় নমঃ ওঁ গদায়ৈ নমঃ ওঁ শ্রীবৎসায় নমঃ ওঁ কৌস্তুভায় নমঃ ওঁ বনমালায়ৈ নমঃ ওঁ পীতাম্বরায় নমঃ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ওঁ নারদায় নমঃ ওঁ গুরুভ্যো নমঃ ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ ওঁ অগ্নয়ে নমঃ ওঁ যমায় নমঃ ওঁ নির্ঋতয়ে নমঃ ওঁ বরুণায় নমঃ ওঁ বায়বে নমঃ ওঁ সোমায় নমঃ ওঁ ঈশানায় নমঃ ওঁ অনন্তায় নমঃ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ওঁ সত্ত্বায় নমঃ ওঁ রজসে নমঃ ওঁ তমসে নমঃ ওঁ বিশ্বক্সেনায় নমঃ॥ ৯॥ ইতি।

অভিষেকং তথা বস্ত্রং ততো যজ্ঞোপবীতকং। গন্ধং পুষ্পং তথা ধূপং দীপমন্নং প্রদক্ষিণং॥ ১০॥ দত্ত্বাদেভির্ম্মহামন্ত্রৈঃ সমর্প্যাথ জপেন্মনুং। শতমষ্টোত্তরঞ্চাপি জপ্ত্বা হ্যথ সমর্পয়েৎ॥ ১১॥ ততো মুহূর্ত্তমেকন্তু ধ্যায়েদ্দেবং হৃদিস্থিতং। শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং সূর্য্যকোটিসমপ্রভং॥ ১২॥ প্রসন্নবদনং সৌম্যং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলং। কিরীটিনমুদারাঙ্গং বনমালাসমন্বিতং। পরং ব্রহ্মস্বরূপঞ্চ শ্রীধরং চিন্তয়েৎ সুধীঃ॥ ১৩॥ অনেন চৈব স্তোত্রেণ স্তুবীত পরমেশ্বরং। শ্রীনিবাসায় দেবায় নমঃ শ্রীপতয়ে নমঃ॥১৪॥ শ্রীধরায় সশার্ঙ্গায় শ্রীপ্রদায় নমো নমঃ। শ্রীবল্লভায় শান্তায় শ্রীমতে চ নমোনমঃ॥ ১৫॥ শ্রীপর্ব্বতনিবাসায় নমঃ শ্রেয়স্করায় চ। শ্রেয়সাম্পতয়ে চৈব হ্যাশ্রমায় নমোনমঃ॥ ১৬॥ নমঃ শ্রেয়ঃস্বরূপায় শ্রীকরায় নমোনমঃ। শরণ্যায় বরেণ্যায় নমো ভূয়ো নমোনমঃ॥ ১৭॥ স্তোত্রং কৃত্বা নমস্কৃত্য দেবদেবং বিসর্জ্জয়েৎ। ইতি রুদ্র সমাখ্যাতা পূজা বিষ্ণোর্ম্মহাত্মনঃ॥১৮॥ যঃ করোতি মহাভক্ত্যা স যাতি পরমং পদং। ইমং যঃ পঠতেঽধ্যায়ং বিষ্ণুপূজাপ্রকাশকং। স বিধূয়েহ পাপানি যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদং॥ ১৯॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সনায় নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। ৬-৭। হে রুদ্র! পূর্ব্বোক্ত দেবতা সকলের পূজা করিয়া হরির আবাহনপূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। ওঁ শ্রীঁ শ্রীধরায় ইত্যাদি সর্ব্বপাপনাশক মন্ত্রে শ্রীধরদেবের পূজা করিতে হইবে। ৮। পরে ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে লক্ষ্মীর অর্চ্চনা করিয়া ওঁ শ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ষড়ঙ্গপূজা ও ওঁ শঙ্খায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্র মূলের লিখিত অস্ত্র ও পরিবারপূজা করিবে। ৯।

অনন্তর শ্রীধরদেবের অভিষেক করিয়া বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও অন্ন নিবেদন করিয়া প্রদক্ষিণ করিবে। ১০। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে দ্রব্য সকল নিবেদন করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিতে হইবে। অষ্টোত্তরশত মন্ত্র জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবে।১১। অনন্তর একমুহূর্ত্তপর্য্যন্ত স্বহৃদয়ে বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় দেহকান্তি, কোটিসূর্য্যসদৃশ তেজোময়, প্রসন্নবদন, শান্তমূর্ত্তি, উজ্জ্বলমকরাকারকুণ্ডলবিশিষ্ট, মুকুটধারী, সুন্দরাঙ্গ ও বনমালাবিভূষিত পরংব্রহ্মস্বরূপ শ্রীধরদেবকে চিন্তা করিতে হইবে। ১২-১৩। তৎপরে এই স্তোত্রপাঠে স্তব করিবে। হে দেব! তুমি লক্ষ্মীর নিবাসস্থান ও শ্রীপতি, তোমাকে নমস্কার করি। ১৪। তুমি শ্রীধর, শার্ঙ্গধারী এবং সাধকের শ্রীপ্রদ, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি শ্রীবল্লভ, শান্তমূর্ত্তি ও শ্রীমান্, তোমাকে নমস্কার করি। ১৫। তুমি শ্রীপর্ব্বতে বসতি কর এবং সকলের মঙ্গল প্রদান কর, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের অধিপতি ও সর্ব্বমঙ্গলাশ্রয়, তোমাকে নমস্কার করি।১৬। তুমি মঙ্গলস্বরূপ ও মঙ্গলকর, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সকলের আশ্রয় ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। ১৭। এইরূপে স্তব ও নমস্কার করিয়া দেবদেব শ্রীধরকে বিসর্জ্জন করিবে। হে রুদ্র! মহাত্মা শ্রীধরদেবের পূজাবিধি কথিত হইল। ১৮। যে ব্যক্তি উক্ত পূজাবিধি অনুসারে মহাভক্তিপূর্ব্বক শ্রীধরদেবের অর্চ্চনা করে, সেই ব্যক্তি অন্তকালে পরম পদলাভ করে, এবং যে ব্যক্তি বিষ্ণুপূজাপ্রকাশক এই গরুড়পুরাণের ত্রিংশ

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

রুদ্র-উবাচ ॥১॥ ভূয়এব জগন্নাথপূজাং কথয় মে প্রভো। যয়া তরেয়ং সংসারসাগরং হ্যতিদুষ্করং ॥২॥ হরিরুবাচ ॥ ৩ ॥ অর্চ্চনং বিষ্ণুদেবস্য বক্ষ্যামি বৃষভধ্বজ। তচ্ছৃণুষ্ব মহাভাগ ভুক্তিমুক্তিপ্রদং শুভং ॥৪॥ কৃত্বা স্নানং ততঃ সন্ধ্যাং ততোযাগগৃহং ব্রজেৎ। প্রক্ষাল্য পাণী পাদৌ চ আচম্য চ বিশেষতঃ ॥ ৫ ॥ মূলমন্ত্রেং সমস্তস্য হস্তয়োর্ব্যাপকং ন্যসেৎ। মূলমন্ত্রঞ্চ দেবস্য শৃণু রুদ্র বদামি তে ॥৬॥ ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীধরায় বিষ্ণবে নমঃ। অয়ং মন্ত্রঃ সুরেশস্য বিষ্ণোরীশস্য বাচকঃ ॥ ৭ ॥ সর্ব্বব্যাধিহরশ্চৈব সর্ব্বগ্রহহরস্তথা। সর্ব্বপাপহরশ্চৈব ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কঃ ॥ ৮ ॥ অঙ্গন্যাসং ততঃ কুর্য্যাদেভির্ম্মন্ত্রৈর্ব্বিচক্ষণঃ। ওঁ হাং হৃদয়ায় নমঃ ওঁ হীং শিরসে স্বাহা ওঁ হুং শিখায়ৈ বষট্ ওঁ হৈং কবচায় হুং ওঁ হৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ ওঁ হঃ অস্ত্রায় ফট্ ॥৯॥ ইতি মন্ত্রঃ সমাখ্যাতোময়া তে প্রভবিষ্ণুনা। ন্যাসং কৃত্বাত্মনোমুদ্রাং দর্শয়েদ্বিজিতাত্মবান্ ॥ ১০ ॥ ততোধ্যায়েৎ পরং বিষ্ণুং হৃৎকোটরসমাশ্রিতং। শঙ্খচক্রসমাযুক্তং কুন্দেন্দুধবলং হরিং ॥১১॥ শ্রীবৎসকৌস্তুভযুতং বনমালাসমন্বিতং। রত্নহারকিরীটেন সংযুক্তং পরমেশ্বরং। অহং বিষ্ণুরিতি ধ্যাত্বা কৃত্বা বৈ শোধনাদিকং ॥ ১২ ॥ যং ক্ষং রমিতি বীজৈশ্চ কঠিনীকৃত্য নামভিঃ। অণ্ডমুৎপাদ্য চ ততঃ প্রণবেনৈব ভেদয়েৎ ॥১৩॥ তত্র পূর্ব্বোক্তরূপস্য ভাবয়িত্বা বৃষধ্বজ আত্মপূজাং ততঃ কুর্য্যাদ্‌গন্ধপুষ্পাদিভিঃ শুভৈঃ ॥ ১৪ আবাহ্য পূজয়েৎ সর্ব্বা দেবতা আসনস্য যাঃ। মন্ত্রৈরেভির্ম্মহাদেব তন্মন্ত্রং শৃণু শঙ্কর ॥ ১৫ ॥ বিষ্ণ্বাসনদেবতা আগচ্ছত। ওঁ সমস্তপরিবারায়াচ্যুতায় নমঃ ওঁ ধাত্রে নমঃ ওঁ বিধাত্রে নমঃ ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ ওঁ যমুনায়ৈ নমঃ। ওঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ ওঁ পদ্মনিধয়ে নমঃ ওঁ চণ্ডায় নমঃ ওঁ প্রচণ্ডায় নমঃ ওঁ দ্বারশ্রিয়ৈ নমঃ ওঁ আধারশক্ত্যৈ নমঃ। ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ ওঁ অনন্তায় নমঃ ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ ওঁ জ্ঞানায় নমঃ ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ

অধ্যায় পাঠ করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বপাপ ধৌত করিয়া অন্তে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়। ১৯। ইতি ত্রিংশ অধ্যায়

একত্রিংশ অধ্যায়।

রুদ্র বলিলেন, প্রভো! পুনর্ব্বার আমার নিকট জগন্নাথ পূজাবিধি বলুন, যে পূজাদ্বারা অতি দুস্তর সংসারসাগর হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি। ১-২।

হরি বলিলেন, বৃষবাহন! আমি বিষ্ণুদেবের অর্চ্চনাবিধি বলিব, মহাত্মন্! তুমি সেই ভুক্তিমুক্তিপ্রদ শুভকর পূজাবিধি শ্রবণ কর। ৩-৪। অগ্রে নিত্যকর্ত্তব্য স্নান ও সন্ধ্যাবন্দন করিয়া যাগমণ্ডপে প্রবেশ করিবে এবং হস্ত ও পাদ প্রক্ষালন করিয়া আচমনপূর্ব্বক মূলমন্ত্রে উভয় হস্তদ্বারা ব্যাপকন্যাস করিবে। হে রুদ্র! আমি তোমার নিকট মূলমন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৫-৬। ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীধরায় বিষ্ণবে নমঃ, সুরেশ্বর বিষ্ণুর এই মন্ত্র ঈশ্বরবাচক। এই মন্ত্রে দেবের আরাধনা করিলে সর্ব্বরোগবিনাশ হয় ও সর্ব্বগ্রহদোষ শান্তি হইয়া থাকে। উক্ত মন্ত্র সাধকের সর্ব্বপ্রকার পাপ হরণ করিয়া ভুক্তিমুক্তি প্রদান করে। ৭-৮। বিচক্ষণ ব্যক্তি হাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিবে। হে রুদ্র! এই অঙ্গন্যাস মন্ত্র তোমার নিকট কথিত হইল। বিজিতেন্দ্রিয় সাধক ন্যাসাদি সমাপনান্তে মুদ্রাপ্রদর্শন করিবে। ৯-১০। অনন্তর সাধক স্বহৃদয়ে বিষ্ণুর ধ্যান করিবে। দেবের আকার এইরূপ। হরি শঙ্খ-চক্রগদাপদ্মধারী, কুন্দকুসুম ও ইন্দুমণ্ডলের ন্যায় শুভ্রবর্ণ। বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তুভমণি বিরাজিত আছে। গলদেশে বনমালা ও রত্নহার লম্বমান রহিয়াছে। শিরঃপ্রদেশে মুকুট শোভা পাইতেছে। এইরূপে বিষ্ণুরূপী পরমেশ্বরকে স্বীয় আত্মস্বরূপ চিন্তা করিয়া দ্রব্যাদি শোধন করিবে। ১১-১২। যং ক্ষং রং এই বীজত্রয়দ্বারা স্বীয় নামে কঠিনীকৃত পিণ্ড উৎপাদন করিয়া ওঁ এই মন্ত্রে উক্ত পিণ্ডভেদ করিবে। ১৩। হে বৃষবাহন! উক্ত পিণ্ড পূর্ব্বোক্তরূপে দেবের মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া উত্তম গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা আত্মপূজা করিবে। ১৪। পরে আবাহন করিয়া আসনদেবতার পূজা করিতে হইবে। হে শঙ্কর! যে যে মন্ত্রে আসনদেবতার পূজা করিবে, সেই সকল মন্ত্র শ্রবণ কর। ১৫। ওঁ

ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ। ওঁ সং সত্ত্বায় নমঃ ওঁ রং রজসে নমঃ ওঁ তং তমসে নমঃ ওঁ কং স্কন্দায় নমঃ ওঁ নং নীলায় নমঃ ওঁ লাং পদ্মায় নমঃ ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় নমঃ ওঁ সং সোমমণ্ডলায় নমঃ ওঁ বং বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ ওঁ উৎকর্ষিণ্যৈ নমঃ ওঁ জ্ঞানায়ৈ নমঃ ওঁ ক্রিয়ায়ৈ নমঃ ওঁ যোগায়ৈ নমঃ ওঁ প্রহ্ব্যৈ নমঃ ওঁ সত্যৈ নমঃ ওঁ ঈশানায়ৈ নমঃ ওঁ অনুগ্রহায়ৈ নমঃ ॥ ১৬ ॥ গন্ধপুষ্পাদিভির্দ্রব্যৈস্তৈর্ম্মন্ত্রৈরেতাস্তু পূজয়েৎ। পূজয়িত্বা ততো বিষ্ণুং সৃষ্টিসংহারকারিণং ॥ ১৭॥ আবাহ্য মণ্ডলে রুদ্র পূজয়েৎ পরমেশ্বরং। অনেন বিধিনা রুদ্র সর্ব্বপাপহরং হরিং ॥ ১৮ ॥ যথাত্মনি তথা দেবে ন্যাসং কুর্ব্বীত চাদিতঃ। মুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ পশ্চার্দর্ঘ্যাদি দর্শয়েত্ততঃ ॥ ১৯ ॥ স্নানং কুর্য্যাত্ততোবস্ত্রং দত্ত্বাদাচমনন্ততঃ। গন্ধপুষ্পং তথা ধূপং দীপং দত্ত্বাচ্চরুন্ততঃ ॥ ২০ ॥ প্রদক্ষিণন্ততো জপ্যং ততস্তস্মিন্ সমর্পয়েৎ। অঙ্গাদীনাং স্বমন্ত্রৈশ্চ পূজাং কুর্ব্বীত সাধকঃ ॥ ২১ ॥ দেবস্য মূলমন্ত্রেণ হীতি বিদ্ধি বৃষধ্বজ। মন্ত্রান্ শৃণু ত্রিনেত্র ত্বং কথ্যমানান্ময়াধুনা ॥ ২২ ॥ ওঁ

বিষ্ণ্বাসনদেবতা আগচ্ছত এই মন্ত্রে আবাহন করিয়া ওঁ সমস্তপরিবারায়াচ্যুতাসনায় নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। ১৬। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এই পঞ্চোপচারে উক্ত আসনদেবতার পূজা করিয়া সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারী বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে। ১৭। হে রুদ্র! মণ্ডলমধ্যে দেবের আবাহন করিয়া বিষ্ণুরূপী পরমেশ্বরের পূজা করিতে হইবে। এইপ্রকারে অর্চ্চনা করিলে সাধকের সর্ব্বপাপ বিনাশ হয়। ১৮। প্রথমে যেরূপে আত্মশরীরে ন্যাস করিবে, সেইরূপ দেবশরীরেও ন্যাস করিবে। পরে মুদ্রাপ্রদর্শনপূর্ব্বক অর্ঘ্যাদিপ্রদান করিবে। ১৯। অনন্তর স্নানীয়, বস্ত্র, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ দিয়া চরু অর্পণ করিতে হইবে এবং প্রদক্ষিণপূর্ব্বক মূলমন্ত্র জপ করিয়া দেবতাতে জপ সমর্পণ করিবে। পরে সাধক স্বস্ব মন্ত্রে অঙ্গাদিপূজা করিবে। ২০-২১। হে বৃষকেতন! দেবের মূলমন্ত্রে পূজা করিবে। অধুনা অন্যান্য মন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। ওঁ

হাং হৃদয়ায় নমঃ ওঁ হীং শিরসে নমঃ ওঁ হূং শিখায়ৈ নমঃ ওঁ হৈং কবচায় নমঃ ওঁ হৌং নেত্রত্রয়ায় নমঃ ওঁ হঃ অস্ত্রায় নমঃ। ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ ওঁ শঙ্খায় নমঃ ওঁ পদ্মায় নমঃ ওঁ চক্রায় নমঃ ওঁ গদায়ৈ নমঃ ওঁ শ্রীবৎসায় নমঃ ওঁ কৌস্তুভায় নমঃ ওঁ বনমালায়ৈ নমঃ ওঁ পীতাম্বরায় নমঃ ওঁ খড়্গায় নমঃ ওঁ মুষলায় নমঃ ওঁ পাশায় নমঃ ওঁ অঙ্কুশায় নমঃ ওঁ শার্ঙ্গায় নমঃ ওঁ শরায় নমঃ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ওঁ নারদায় নমঃ ওঁ সর্ব্বসিদ্ধেভ্যো নমঃ ওঁ ভাগবতেভ্যো নমঃ ওঁ গুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ ওঁ ইন্দ্রায় সুরাধিপতয়ে সবাহনপরিবারায় নমঃ ওঁ অগ্নয়ে তেজোঽধিপতয়ে সবাহনপরিবারায় নমঃ। ওঁ যমায় প্রেতাধিপতয়ে সবাহনপরিবারায় নমঃ। ওঁ নিঋতয়ে রক্ষোঽধিপতয়ে সবাহনপরিবারায় নমঃ। ওঁ বরুণায় জলাধিপতয়ে সবাহনপরিবারায় নমঃ। ওঁ বায়বে প্রাণাধিপতয়ে সবাহনপরিবারায় নমঃ। ওঁ সোমায় নক্ষত্রাধিপতয়ে সবাহনপরিবারায় নমঃ। ওঁ ঈশানায় বিদ্যাধিপতয়ে সবাহনপরিবারায় নমঃ। ওঁ অনন্তায় নাগাধিপতয়ে সবাহনপরিবারায় নমঃ। ওঁ ব্রহ্মণে লোকাধিপতয়ে সবাহনপরিবারায় নমঃ। ওঁ বজ্রায় হুঁ ফট্ নমঃ ওঁ শক্ত্যৈ হুঁ ফট্ নমঃ। ওঁ দণ্ডায় হুঁ ফট্ নমঃ ওঁ খড়্গায় হুঁ ফট্ নমঃ। ওঁ পাশায় হুঁ ফট্ নমঃ ওঁ ধ্বজায় হুঁ ফট্ নমঃ ওঁ গদায়ৈ হুঁ ফট্ নমঃ ওঁ ত্রিশূলায় হুঁ ফট্ নমঃ ওঁ চক্রায় হুঁ ফট্ নমঃ ওঁ পদ্মায় হুঁ ফট্ নমঃ ওঁ বৌং বিশ্বক্সেনায় নমঃ ॥ ২৩ ॥ এভির্ম্মন্ত্রৈর্মহাদেব পূজা অঙ্গাদয়োনরৈঃ। পূজয়িত্বা মহাত্মানং বিষ্ণুং ব্রহ্মস্বরূপিণম্। স্তুবীত চানয়া স্তুত্যা পরমাত্মানমব্যয়ং ॥২৪॥

হাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গপূজা করিয়া ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। ২২-২৩। হে মহাদেব! পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে সাধক অঙ্গদেবতাদিগের অর্চ্চনা করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ অব্যয় পরমাত্মা পরমেশ্বর বিষ্ণুকে এইরূপে

বিষ্ণবে দেবদেবায় নমো বৈ প্রভবিষ্ণবে। বিষ্ণবে বাসুদেবায় নমঃ স্থিতিকরায় চ ॥ ২৫ ॥ গ্রসিষ্ণবে নমশ্চৈব নমঃ প্রলয়শায়িনে। দেবানাং প্রভবে চৈব যজ্ঞানাং প্রভবে নমঃ॥ ২৬ ॥ মুনীনাং প্রভবে নিত্যং যক্ষাণাং প্রভবিষ্ণবে। জিষ্ণবে সর্ব্বদেবানাং সর্ব্বগায় মহাত্মনে ॥২৭॥ ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রবন্দ্যায় সর্ব্বেশায় নমোনমঃ। সর্ব্বলোকহিতার্থায় লোকাধ্যক্ষায় বৈ নমঃ॥ ২৮ ॥ সর্ব্বগোপ্ত্রে সর্ব্বকর্ত্রে সর্ব্বদুষ্টবিনাশিনে। বরপ্রদায় শান্তায় বরেণ্যায় নমোনমঃ। শরণ্যায় স্বরূপায় ধর্ম্মকামার্থদায়িনে ॥ ২৯ ॥ স্তুত্বা ধ্যায়েৎ স্বহৃদয়ে ব্রহ্মরূপিণ মব্যয়ং। এবন্তু পূজয়েদ্বিষ্ণুং মূলমন্ত্রেণ শঙ্কর ॥ ৩০ ॥ মূলমন্ত্রং জপেদ্বাপি যঃ স যাতি নরোহরিং। এতত্তে কথিতং রুদ্র বিষ্ণোরর্চ্চন মুত্তমং ॥ ৩১ ॥ রহস্যং পরমং গুহ্যং ভুক্তিমুক্তিপ্রদং পরং। এতদ্‌যশ্চ পঠেদ্বিদ্বান্ বিষ্ণুভক্তঃ পুমান্ হর। শৃণুয়াৎ শ্রাবয়েদ্বাপি বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৩২ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

মহেশ্বর-উবাচ ॥১॥ পঞ্চতত্ত্বার্চ্চনং ব্রূহি শঙ্খচক্রগদাধর। যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ নরোযাতি পরং পদং॥২॥

হরিরুবাচ ॥ ৩ ॥ পঞ্চতত্ত্বার্চ্চনং বক্ষ্যে তব শঙ্কর সুব্রত। মঙ্গল্যং মঙ্গলং দিব্যং রহস্যং কামদং পরং। তচ্ছৃণুষ্ব মহাদেব পবিত্রং কলিনাশনং ॥৪॥ একএবাব্যয়ঃ শান্তঃ পরমাত্মা সনাতনঃ। বাসুদেবো ধ্রুবঃ শুদ্ধঃ সর্ব্বব্যাপী নিরঞ্জনঃ॥ ৫ ॥ স এব মায়য়া দেব পঞ্চধা সংস্থিতো হরিঃ। লোকানুগ্রহকৃদ্বিষ্ণুঃ সর্ব্বদুষ্টবিনাশনঃ ॥ ৬ ॥ বাসুদেবস্বরূপেণ তথা সঙ্কর্ষণেন চ। তথা প্রদ্যুম্নরূপেণানিরুদ্ধাখ্যেন চ স্থিতঃ। নারায়ণস্বরূপেণ

স্তব করিবে। ২৪। হে বাসুদেব! তুমি স্বয়ং বিষ্ণু, দেবাদিদেব ও জগতের প্রভু, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি বসুদেবতনয় ও জগৎপালন করিতেছ, তোমাকে নমস্কার করি। ২৫। তুমি অন্তিমসময়ে জগৎগ্রাস কর ও প্রলয়কালে শয়ান থাক, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি দেবতাদিগেরও প্রভু এবং যজ্ঞাদির কারণ, তোমাকে নমস্কার করি। ২৬। তুমি মুনিবর্গ ও যক্ষগণের প্রভু, সর্ব্বদেবজয়ী ও সর্ব্বগ, মহাত্মন্! তোমাকে নমস্কার করি। ২৭। তুমি ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও মহেশ্বরের বন্দনীয় ও সকলের ঈশ্বর, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সর্ব্বদা জগতের হিতসাধন করিতেছ, তুমি ত্রিভুবনের কর্ত্তা, তোমাকে নমস্কার করি। ২৮। তুমি সকলের রক্ষা করিতেছ, তুমি জগৎকর্ত্তা, তুমি সর্ব্বদুষ্ট বিনাশকর। তুমি বরপ্রদ, শান্তশীল ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সকলের আশ্রয়স্বরূপ এবং ধর্ম্মকামার্থপ্রদানকর, তোমাকে নমস্কার করি। ২৯। হে শঙ্কর! এইরূপে স্বহৃদয়ে ব্রহ্মরূপী অব্যয় বিষ্ণুর ধ্যান ও স্তব করিবে। এইপ্রকারে মূলমন্ত্রে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিতে হইবে। ৩০। যে ব্যক্তি হরির মূলমন্ত্র জপ করে, সেই ব্যক্তি অন্তকালে হরিপদ প্রাপ্ত হয়। হে রুদ্র! তোমার নিকট বিষ্ণুপূজা বলিলাম। ৩১। এই বিষ্ণুপূজা অতিগোপনীয় ও ভুক্তিমুক্তিপ্রদ। হে মহেশ্বর। যে বিষ্ণুভক্ত-সাধক এই বিষ্ণুস্তব পাঠ করে, কিম্বা শ্রবণ করে, অথবা শ্রবণ করায়, সেই মনুষ্য অন্তকালে বিষ্ণুলোকে গমন করে। ৩২।

ইতি একত্রিংশ অধ্যায়।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

মহাদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শঙ্খচক্রগদাধর! তুমি আমার নিকট পঞ্চতত্ত্বার্চ্চন বল। এই পঞ্চতত্ত্বার্চ্চন জানিতে পারিলে মনুষ্যগণ পরমপদলাভ করিয়া থাকে। ১-২।

হরি বলিলেন, হে মহাব্রত শঙ্কর! আমি পঞ্চতত্ত্বার্চ্চন বলিব। এই দিব্য পঞ্চতত্ত্বার্চ্চন মঙ্গলপ্রদ, মঙ্গলস্বরূপ, অতি গোপনীয় ও সাধকের অভীষ্টফলপ্রদ। মহাদেব! পবিত্র ও কলিদোষবিনাশক পঞ্চতত্ত্বার্চ্চন শ্রবণ কর। ৩-৪। সেই অদ্বিতীয়, অব্যয়, শান্তশীল, পরমাত্মা, সনাতন, বসুদেবতনয় বিষ্ণু নিশ্চল, শুদ্ধস্বভাব, সর্ব্বব্যাপী ও তেজোময়। ৫। মহাদেব! সেই এক বিষ্ণু ত্রিভুবনের হিতসাধনার্থ নিজমায়া দ্বারা পঞ্চরূপ আশ্রয় করিয়াছেন। ইনি সকলের প্রতি করুণা প্রকাশকরেন এবং সর্ব্বদোষ নিবারণ করেন। ৬। এক বিষ্ণু বাসুদেবরূপে, সঙ্কর্ষণরূপে প্রদ্যুম্নরূপে, অনিরুদ্ধরূপে ও নারায়ণরূপে বিভক্ত হইয়াছেন।

পঞ্চধা চ স্বয়ং স্থিতঃ ॥ ৭॥ এতেষাং বাচকা মন্ত্রা এতান্ শৃণু বৃষধ্বজ। ওঁ অং বাসুদেবায় নমঃ ওঁ আং সঙ্কর্ষণায় নমঃ ওঁ অং প্রদ্যুম্নায় নমঃ ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ ওঁ নারায়ণায় নমঃ ॥ ৮ ॥ পঞ্চমন্ত্রাঃ সমাখ্যাতা দেবানাং বাচকাস্তব। সর্ব্বপাপহরাঃ পুণ্যাঃ সর্ব্বরোগবিনাশনাঃ ॥ ৯ ॥

অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি পঞ্চতত্ত্বার্চ্চনং শুভং। বিধিনা যেন কর্ত্তব্যং যৈর্ব্বা মন্ত্রৈশ্চ শঙ্কর ॥ ১০ ॥ আদৌ স্নানং প্রকুর্ব্বীত স্নাত্বা সন্ধ্যাং সমাচরেৎ। অর্চ্চনাগারমাসাদ্য প্রক্ষাল্যাঙ্ঘ্র্যাদিকং তথা ॥ ১১ ॥ আচম্যোপবিশেৎ প্রাজ্ঞো বদ্ধাসনমভীপ্সিতং। শোষণাদি ততঃ কুর্য্যাৎ অং ক্ষ্রৌং রমিতি মন্ত্রকৈঃ ॥ ১২ ॥ সামান্যকঠিনীকৃত্য চাণ্ডমুৎপাদয়েৎ ততঃ। বিভিদ্যাণ্ডং ততোহণ্ডে ভাবয়েৎ পরমেশ্বরং ॥ ১৩ ॥ বাসুদেবং জগন্নাথং পীতকৌষেয়বাসসং। সহস্রাদিত্যসঙ্কাশং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলং ॥ ১৪ ॥ আত্মনো হৃদি পদ্মে তু ধ্যায়েত্তু পরমেশ্বরং। ততঃ সঙ্কর্ষণং দেবমাত্মানং চিন্তয়েৎ প্রভুং। প্রদ্যুম্নমনিরুদ্ধঞ্চ শ্রীমন্নারায়ণস্ততঃ ॥ ১৫ ॥ ইন্দ্রাদীংশ্চ সুরাংস্তস্মাদ্দেবদেবাৎ সমুত্থিতান্। চিন্তয়েচ্চ ততোন্যাসং কুর্য্যাদ্বৈ করয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ১৬ ॥ ব্যাপকং মূলমন্ত্রেণ চাঙ্গন্যাসং ততঃপরং। অঙ্গমন্ত্রৈর্মহাদেব তন্মন্ত্রান্ শৃণু সুব্রত ॥ ১৭ ॥ ওঁ আং হৃদয়ায় নমঃ ওঁ ঈং শিরসে নমঃ ওঁ ঊং শিখায়ৈ নমঃ ওঁ ঐঁ কবচায় নমঃ ওঁ ঔঁ নেত্রত্রয়ায় নমঃ ওঁ অঃ অস্ত্রায় ফট্ ॥ ১৮ ॥ ওঁ সমস্তপরিবারায়াচ্যুতায় নমঃ ওঁ ধাত্রে নমঃ ওঁ বিধাত্রে নমঃ ওঁ আধারশক্ত্যৈ নমঃ ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ ওঁ অনন্তায় নমঃ ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ ওঁ জ্ঞানায় নমঃ ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ। ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ অজ্ঞানায় নমঃ। ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ ওঁ অর্কমণ্ডলায় নমঃ ওঁ সোমমণ্ডলায় নমঃ ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ ওঁ বং বাসুদেবায় পরমব্রহ্মণে শিবায় তেজোরূপায় ব্যাপিনে সর্ব্বদেবাধিদেবায় নমঃ। ওঁ পাঞ্চজন্যায় নমঃ ওঁ সুদর্শনায় নমঃ ওঁ গদায়ৈ নমঃ ওঁ পদ্মায় নমঃ ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ ওঁ ক্রিয়ায়ৈ নমঃ ওঁ পুষ্ট্যৈ নমঃ ওঁ শক্ত্যৈ নমঃ ওঁ প্রীত্যৈ নমঃ ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ ওঁ অগ্নয়ে নমঃ ওঁ যমায় নমঃ ওঁ নৈর্ঋতায় নমঃ ওঁ বরুণায় নমঃ ওঁ বায়বে নমঃ ওঁ সোমায় নমঃ ওঁ ঈশানায় নমঃ ওঁ অনন্তায় নমঃ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ওঁ বিশ্বক্সেনায় নমঃ ওঁ পদ্মায় নমঃ ॥১৯॥

তাঁহার এই পূর্ব্বোক্ত পঞ্চরূপ আছে। ৭। বৃষবাহন! উক্ত পঞ্চরূপী জনার্দ্দনের পঞ্চমন্ত্র শ্রবণ কর। ওঁ বাসুদেবায় নমঃ ইত্যাদি পঞ্চমন্ত্রে উক্ত পঞ্চরূপী নারায়ণের পূজা করিতে হইবে। ৮। এই পঞ্চমন্ত্র পঞ্চদেবতার বাচক। উক্ত পঞ্চমন্ত্র স্মরণে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হইয়া পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে এবং সর্ব্বপ্রকার রোগবিনাশ পায়। ৯। শঙ্কর! এইক্ষণ যেরূপ বিধানে ও যে সকল মন্ত্রে পঞ্চতত্ত্বার্চ্চন করিতে হইবে, সেই প্রণালী ও মন্ত্রাদি বলিব, শ্রবণ কর। ১০। প্রথমতঃ যথাবিধি স্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া পূজালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক করচরণাদি প্রক্ষালন করিবে। ১১। প্রাজ্ঞ সাধক অগ্রে আচমন করিয়া বদ্ধপদ্মাসনে উপবেশনপূর্ব্বক অং ক্ষ্রৌং ও রং এই মন্ত্রে শোষণাদিদ্বারা ভূতশুদ্ধি করিবে। ১২। শোষণাদিদ্বারা শরীর বিনাশ করিয়া দৃঢ়অণ্ডাকার দেহ উৎপাদন করিবে। পরে ঐ অণ্ড ভেদ করিয়া ঐ অণ্ডমধ্যে পরমেশ্বররূপ চিন্তা করিবে। ১৩। দেবের আকার এইরূপ—জগৎকর্ত্তা বিষ্টুদেবতনয় বিষ্ণু পীতবর্ণ কৌষেয় বস্ত্রপরিধান করিয়া আছেন, সহস্র রবিকিরণের ন্যায় তাঁহার দেহকান্তি, কর্ণদেশে সমুজ্জ্বল মকরাকৃতি কুণ্ডল আছে। এইরূপে স্বীয় হৃৎপদ্মে বাসুদেবস্বরূপ আত্মাকে চিন্তা করিবে। এইরূপে স্বীয় আত্মাকে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও নারায়ণস্বরূপ ধ্যান করিতে হইবে। ১৪-১৫। অনন্তর ঐ সকল মূর্ত্তি হইতে সমুৎপন্ন ইন্দ্রাদিদেবগণকে চিন্তা করিয়া পরে করন্যাস করিতে হইবে। ১৬। তৎপরে মূলমন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করিয়া অঙ্গমন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিবে। মহাদেব! সেই সকল অঙ্গমন্ত্র বলিব, শ্রবণ কর। ১৭। তৎপরে ওঁ আং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিবে। এই সকল মন্ত্রকে অঙ্গমন্ত্র বলে। অনন্তর ওঁ সমস্তপরিবারায় অচ্যুতাসনায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ন্যাস ও পূজাদি করিতে হইবে। ১৮-১৯। হে রুদ্র! এই

এতে মন্ত্রাঃ সমাখ্যাতা স্তব রুদ্র সমাসতঃ। পূজা চৈব প্রকর্ত্তব্যা মণ্ডলে স্বস্তিকাদিকে ॥ ২০ ॥ অঙ্গন্যাসঞ্চ কৃত্বা তু মুদ্রাঃ সর্ব্বাঃ প্রদর্শয়েৎ। আত্মানং বাসুদেবঞ্চ ধ্যাত্বা চৈব পরেশ্বরং ॥ ২১ ॥ আসনং পূজয়েৎ পশ্চাদাবাহ্য বিধিবন্নরঃ। দ্বারে ধাতুর্বিধাতুশ্চ পূজ্যা কার্য্যা বৃষধ্বজ ॥ ২২ ॥ গরুড়ং পূজয়েদগ্রে বাসুদেবস্য শঙ্কর। শঙ্খাদি-পদ্মপর্য্যন্তং মধ্যদেশে প্রপূজয়েৎ ॥ ২৩ ॥ ধর্ম্মং জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং পূর্ব্বদেশতঃ। আগ্নেয়াদিষর্চ্চয়েদ্বৈ অধর্ম্মাদি চতুষ্টয়ং ॥ ২৪ ॥ মণ্ডলদ্বয়মধ্যে তু কীর্ত্তিতা হ্যাসনস্থিতিঃ। পূর্ব্বাদি পদ্মপত্রেষু পূজ্যাঃ সঙ্কর্ষণাদয়ঃ ॥ ২৫ ॥ কর্ণিকায়াং বাসুদেবং পূজয়েৎ পরমেশ্বরং। পাঞ্চ-জন্যাদয়ঃ পূজ্যাঃ ঐশান্যাদিষু সংস্থিতাঃ ॥ ২৬ ॥ শক্তয়শ্চৈব পূর্ব্বাদৌ দেবদেবস্য শঙ্কর। ইন্দ্রাদয়ো লোকপালাঃ পূজ্যাঃ পূর্ব্বাদিষু স্থিতাঃ ॥ ২৭ ॥ অধোনাগং তদূর্দ্ধন্তু ব্রহ্মাণং পূজয়েৎ সুধীঃ। ইতি স্থানক্রমোজ্ঞেয়ো মণ্ডলে শঙ্কর ত্বয়া ॥ ২৮ ॥ আবাহ্য মণ্ডলে দেবং কৃত্বা ন্যাসন্তু তস্য চ। মুদ্রাং প্রদর্শ্য পাদ্যাদীন্ দদ্যান্মূলেন শঙ্কর ॥ ২৯ ॥ স্নানং বস্ত্রং তথাচামং নমস্কারং প্রদক্ষিণং। কুর্য্যাচ্ছঙ্কর মূলেন জপঞ্চাপি সমর্পয়েৎ ॥ ৩০ ॥ ইদং স্তোত্রং জপেৎ পশ্চাদ্বাসুদেবমনুস্মরন্। ওঁ নমো বাসু-দেবায় নমঃ শঙ্কর্ষণায় চ ॥ ৩১ ॥ প্রদ্যুম্নায়াদিদেবায়া-নিরুদ্ধায় নমোনমঃ। নমো নারায়ণায়ৈব নরাণাং পতয়ে নমঃ ॥ ৩২ ॥ নরপূজ্যায় কীর্ত্যায় স্তুত্যায় বরদায় চ। অনাদিনিধনায়ৈব পুরাণায় নমোনমঃ ॥ ৩৩ ॥ সৃষ্টিসংহারকর্ত্রে চ ব্রহ্মণঃপতয়ে নমঃ। নমো বৈ বেদ-বেদ্যায় শঙ্খচক্রধরায় চ ॥ ৩৪ ॥ কলিকল্মষহর্ত্রে চ সুরেশায় নমোনমঃ। সংসারবৃক্ষচ্ছেত্রে চ মায়াভেত্রে নমোনমঃ ॥ ৩৫ ॥ বহুরূপায় তীর্থায় ত্রিগুণায় নমো-

---

সমস্ত মন্ত্র সংক্ষেপে তোমার নিকট বলিলাম। স্বস্তিক ও সর্ব্বতো-ভদ্র মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া উক্ত মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। ২০। তৎপরে অঙ্গন্যাস করিয়া সকল মুদ্রাপ্রদর্শন করিবে। পরে স্বীয় আত্মাকে পরমেশ্বর বাসুদেবস্বরূপ চিন্তা করিয়া আসনপূজা করিতে হইবে। হে বৃষধ্বজ! পরে সাধক মনুষ্য যথাবিধি আবা-হন করিয়া দ্বারদেশে ওঁ ধাত্রে নমঃ, ওঁ বিধাত্রে নমঃ, এই মন্ত্রে পূজা করিবে। ২১ ২২। হে শঙ্কর! বাসুদেবের অগ্রভাগে ওঁ গরুড়ায় নমঃ, মণ্ডলমধ্যে ওঁ শঙ্করায় নমঃ, ওঁ চক্রায় নমঃ, ওঁ গদায়ৈ নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, এই সকল মন্ত্রে অর্চ্চনা করিবে। ২৩। মণ্ডলের পূর্ব্বদিকে ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, দক্ষিণদিকে ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, পশ্চিমদিকে ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, উত্তরদিকে ও ঐশ্বর্য্যায় নমঃ, অগ্নিকোণে ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ, নৈঋতকোণে ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ, বায়ুকোণে ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ, ঈশান-কোণে ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ, এই সকল মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। ২৪। উভয়মণ্ডলমধ্যে দেবতার আসন স্থাপন করিয়া পদ্মের পূর্ব্বাদিপত্রে সঙ্কর্ষণাদি দেবতার পূজা করিবে। ২৫। পদ্মের কর্ণিকাতে পরাৎপর বাসুদেবের পূজা করিয়া ঈশানাদিকোণে পাঞ্চজন্যাদির পূজা করিবে। ২৬। হে শঙ্কর! মণ্ডলের পূর্ব্বাদি-দিকে দেবদেব বাসুদেবের শক্তিপূজা করিয়া ঐ পূর্ব্বাদিদিকে ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালের পূজা করিতে হইবে। ২৭। সাধক মণ্ডলের অধোদেশে অনন্ত ও ঊর্দ্ধভাগে ব্রহ্মার পূজা করিবে। হে শঙ্কর! এইপ্রকারে মণ্ডলে পূজাস্থান নিশ্চয় করিবে। ২৮। মণ্ডলে বাসুদেবের আবাহন ও যথোক্তবিধানে ন্যাসাদি করিয়া মুদ্রাপ্রদর্শনপূর্ব্বক মূলমন্ত্রে পাদ্যাদি নিবেদন করিবে। স্নানীয়, বস্ত্র ও আচমনীয় প্রদান করিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক নমস্কার করিবে। হে শঙ্কর! তৎপরে মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া পূজাসমর্পণ করিতে হইবে। ২৯-৩০। অনন্তর বাসুদেবকে স্মরণ করিতে করিতে পশ্চাল্লিখিত স্তব পাঠ করিবে। হে বাসুদেব! হে সঙ্ক-র্ষণ! তোমাকে নমস্কার করি। ৩১। হে প্রদ্যুম্ন! হে আদিদেব অনিরুদ্ধ! তোমাকে নমস্কার করি। হে নারায়ণ! হে নরপতে! তোমাকে নমস্কার করি। ৩২। হে প্রভো! তুমি মনুষ্যবর্গের পূজনীয় ও ত্রিভুবনের কীর্ত্তনীয়। তোমাকে দেবগণও স্তব করিয়া থাকেন এবং তুমি সকলের বরপ্রদ। তোমার আদি ও অন্ত নাই, তুমি পুরাণপুরুষ, তোমাকে নমস্কার করি। ৩৩। তুমি সমস্ত জগতের সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা, তুমি ব্রহ্মারও অধিপতি, তুমি বেদপ্রতিপাদ্য ও শঙ্খচক্রধারী, তোমাকে নমস্কার করি। ৩৪। তুমি কলিকৃত পাপ হইতে মনুষ্যগণকে ত্রাণ কর, তুমি দেবগণের ঈশ্বর, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সংসারবৃক্ষের ছেদনকর্ত্তা, তুমি ভবমায়া বিনাশকর, তোমাকে নমস্কার করি। ৩৫। তুমি অনন্তরূপী, তীর্থস্বরূপ ও ত্রিগুণময়, তোমাকে নম-

নমঃ। ব্রহ্মবিষ্ণুশিবরূপায় মোক্ষদায় নমোনমঃ॥ ৩৬॥ মোক্ষদ্বারায় ধর্ম্মায় নির্ব্বাণায় নমোনমঃ। সর্ব্বকামপ্রদায়ৈব পরং ব্রহ্মস্বরূপিণে॥ ৩৭॥ সংসারসাগরে ঘোরে নিমগ্নং মাং সমুদ্ধর। ত্বদন্যোনাস্তি দেবেশ নাস্তি ত্রাতা জগৎপ্রভো॥ ৩৮॥ ত্বামেব সর্ব্বগং বিষ্ণুং গতোঽহং শরণং গতঃ। জ্ঞানদীপপ্রদানেন তমোমুক্তং প্রকাশয়॥ ৩৯॥ এবং স্তুবীত দেবেশং সর্ব্বক্লেশবিনাশনং। অন্যৈশ্চ বৈদিকৈঃ স্তোত্রৈঃ স্তুত্বা চ নীললোহিত॥ ৪০॥ পঞ্চতত্ত্বসমাযুক্তং ধ্যায়েদ্বিষ্ণুং নরো হৃদি। বিসর্জ্জয়েত্ততো দেবমিতি পূজা প্রকীর্ত্তিতা॥৪১॥ সর্ব্বকামপ্রদা শ্রেষ্ঠা বাসুদেবস্য শঙ্কর। এতৎপূজনমাত্রেণ কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ॥৪২॥ ইদঞ্চ যঃ পঠেদ্রুদ্র পঞ্চতত্ত্বার্চ্চনং নরঃ। শৃণুয়াৎ শ্রাবয়েদ্বাপি বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ৪৩॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

রুদ্র-উবাচ॥ ১॥ সুদর্শনস্য পূজাং মে বদ শঙ্খগদাধর। গ্রহরোগাদিকং সর্ব্বং যৎ কৃত্বা নাশমেতি বৈ॥২॥

হরিরুবাচ॥ ৩॥ সুদর্শনস্য চক্রস্য শৃণু পূজাং বৃষধ্বজ। স্নানমাদৌ প্রকুর্ব্বীত পূজয়েচ্চ হরিস্ততঃ॥ ৪॥ মূলমন্ত্রেণ বৈ ন্যাসং মূলমন্ত্রং শৃণুষ্ব চ। সহস্রারং হুঁ ফট্ নমো মন্ত্রঃ প্রণবপূর্ব্বকঃ। কথিতঃ সর্ব্বদুষ্টানাং নাশকো মন্ত্রভেদকঃ॥ ৫॥ ধ্যায়েৎ সুদর্শনং দেবং হৃদি পদ্মেঽমলে শুভে। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং সৌম্যং কিরীটিনং॥ ৬॥ আবাহ্য মণ্ডলে দেবং পূর্ব্বোক্তবিধিনা হর। পূজয়েদ্গন্ধপুষ্পাদ্যৈরুপচারৈর্ম্মহেশ্বর॥ ৭॥ পূজয়িত্বা জপেন্মন্ত্রং শতমষ্টোত্তরং নরঃ। এবং যঃ কুরুতে রুদ্র চক্রস্যার্চ্চনমুত্তমং॥ ৮॥ সর্ব্বরোগবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং সমাপ্নুয়াৎ। এতৎ স্তোত্রং জপেৎ পশ্চাৎ

স্কার করি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই দেবত্রয় তোমার রূপভেদ মাত্র, তোমার প্রসাদে নরগণ মুক্তিলাভ করে, তোমাকে নমস্কার করি। ৩৬। তুমি মুক্তির দ্বারস্বরূপ, তুমিই একমাত্র ধর্ম্ম এবং তুমিই নির্ব্বাণমুক্তিস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সাধকবর্গের সর্ব্বাভিলাষ পূর্ণ কর এবং তুমিই সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার করি। ৩৭। হে নারায়ণ! আমি বিষমসংসারসাগরে নিমগ্ন আছি, আমাকে উদ্ধার কর। হে দেবেশ্বর! তুমি ভিন্ন ত্রাণকর্ত্তা আর কেহ নাই। ৩৮। তুমি সর্ব্বগ বিষ্ণু, আমি তোমার শরণাগত হইলাম, তুমি আমার জ্ঞানপ্রদীপ সমুজ্জ্বল করিয়া মোহান্ধকার বিনাশ কর। ৩৯। সাধক এইরূপে সর্ব্বক্লেশবিনাশন দেবেশ্বর বাসুদেবকে স্তব করিবে। হে মহাদেব! অন্যান্য বৈদিক স্তবদ্বারা বাসুদেবকে স্তব করিয়া পঞ্চতত্ত্বসমাযুক্ত বিষ্ণুকে স্বীয় হৃদয়ে ধ্যান করিয়া দেবদেব বাসুদেবকে বিসর্জ্জন করিবে। এইপ্রকার পঞ্চতত্ত্বযুক্ত বিষ্ণুর পূজা কথিত হইল। ৪০-৪১। হে শঙ্কর! উক্ত প্রকারে বাসুদেবের অর্চ্চনা করিলে সাধকের সর্ব্বাভিলাষ পরিপূর্ণ হয়। এই পূজা সর্ব্বপূজার শ্রেষ্ঠ। এইরূপে বিষ্ণুর পূজা করিলে মনুষ্যগণ চরিতার্থতা লাভ করে। ৪২। হে রুদ্র! যে সাধক মনুষ্য এই পঞ্চতত্ত্বার্চ্চন করিয়া উক্ত স্তব পাঠ বা শ্রবণ করে অথবা শ্রোতৃবর্গকে শ্রবণ করায়, সেই মনুষ্য অন্তকালে বিষ্ণুলোকে গমন করে। ৪৩। ইতি দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

মহাদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গদাধর! তুমি আমার নিকট সুদর্শনপূজা বল। এই সুদর্শনপূজা করিলে গ্রহদোষ ও রোগাদি বিনাশ পায়। ১-২। হরি বলিলেন, হে বৃষবাহন! সুদর্শনপূজা বলিতেছি, শ্রবণ কর। অগ্রে স্নান করিয়া পরে হরির অর্চ্চনা করিবে। ৩-৪। হে রুদ্র! মূলমন্ত্রদ্বারা ন্যাস করিবে, এইক্ষণ মূলমন্ত্র শ্রবণ কর। ওঁ অং হুঁ ফট্ নমঃ এই সুদর্শনদেবের মূলমন্ত্র কথিত হইল। উক্ত মন্ত্র সর্ব্বদুষ্টবিনাশক। ৫। সাধক স্বীয় নির্ম্মল হৃদয়পদ্মে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, সৌম্যমূর্ত্তি ও কিরীটধারী সুদর্শনদেবকে চিন্তা করিবে। ৬। পরে মণ্ডলমধ্যে সুদর্শনদেবের আবাহন করিয়া পূর্ব্বোক্তবিধানে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপাদি বিবিধ উপচারে পূজা করিবে। ৭। পূজান্তে সাধকমনুষ্য অষ্টোত্তরশত মূলমন্ত্র জপ করিবে। হে রুদ্র! এই প্রকারে যে সাধক সুদর্শনচক্রের পূজা করে, সেই সাধক ইহকালে সর্ব্বরোগ হইতে মুক্ত হইয়া পরকালে বিষ্ণুলোক লাভ

সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং ॥ ৯ ॥ নমঃ সুদর্শনায়ৈব সহস্রাদিত্যবর্চ্চসে। জ্বালামালাপ্রদীপ্তায় সহস্রারায় চক্ষুষে॥ ১০ ॥ সর্ব্বদুষ্টবিনাশায় সর্ব্বপাতকমর্দ্দিনে। সুচক্রায় বিচক্রায় সর্ব্বমন্ত্রবিভেদিনে॥ ১১ ॥ প্রসবিত্রে জগদ্ধাত্রে জগদ্বিধ্বংসিনে নমঃ। পালনার্থায় লোকানাং দুষ্টাসুরবিনাশিনে ॥ ১২ ॥ উগ্রায় চৈব সৌম্যায় চণ্ডায় চ নমোনমঃ। নমশ্চক্ষুঃস্বরূপায় সংসারভয়ভেদিনে॥ ১৩। মায়াপঞ্জরভেত্রে চ শিবায় চ নমোনমঃ। গ্রহাতিগ্রহরূপায় গ্রহাণাং পতয়ে নমঃ॥ ১৪ ॥ কালায় মৃত্যবে চৈব ভীমায় চ নমোনমঃ। ভক্তানুগ্রহদাত্রে চ ভক্তগোপ্ত্রে নমোনমঃ॥ ১৫ ॥ বিষ্ণুরূপায় শান্তায় চায়ুধানাং ধরায় চ। বিষ্ণুশস্ত্রায় চক্রায় নমো ভূয়ো নমোনমঃ ॥ ১৬ ॥ ইতিস্তোত্রং মহাপুণ্যং চক্রস্য তব কীর্ত্তিতং। যঃ পঠেৎ পরয়া ভক্ত্যা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ১৭ ॥ চক্রপূজাবিধিং যশ্চ পঠেদ্রুদ্র জিতেন্দ্রিয়ঃ। স পাপং ভস্মসাৎ কৃত্বা বিষ্ণুলোকায় কল্পতে॥ ১৮

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

করিয়া থাকে। অনন্তর পশ্চাল্লিখিত স্তব পাঠ করিবে, এই স্তবপাঠে সাধকের সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিবিনাশ হয়।৮-৯। সহস্র সূর্য্যতুল্য তেজোবিশিষ্ট সুদর্শনচক্রকে নমস্কার করি। সুদর্শন! তোমার স্বীয় কিরণজালে দিগন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে। তুমি সহস্র অরবিশিষ্ট ও চক্ষুঃস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার করি। ১০। হে সুদর্শনচক্র! তুমি সর্ব্বদুষ্টবিনাশ করিয়া বিবিধ পাপ নিবারণ কর। তুমি সুচক্র ও বিচক্রস্বরূপ, এবং তোমা হইতে সর্ব্বপ্রকার মন্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ১১। তুমি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতেছ, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি লোকপালনার্থ দুষ্ট অসুরদিগকে বিনাশ কর। ১২। তুমি দুষ্টদৈত্যাদির পক্ষে উগ্রমূর্ত্তি ও শান্তশীল দেবগণের পক্ষে সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ। তুমি চণ্ডমূর্ত্তি, জগতের চক্ষুঃস্বরূপ এবং সংসারভয় বিনাশকর, তোমাকে নমস্কার করি। ১৩। তুমি মায়াপঞ্জর ভেদকর, তুমি শিবস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি গ্রহদিগেরও গ্রহস্বরূপ ও গ্রহাধিপতি, তোমাকে নমস্কার করি। ১৪। তুমি কালস্বরূপ, মৃত্যুস্বরূপ ও ভীমরূপী, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি ভক্তবৃন্দের প্রতি অনুগ্রহপ্রদান করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাক, তোমাকে নমস্কার করি। ১৫। তুমি বিষ্ণুরূপী, শান্তশীল ও আয়ুধধারী, তুমি বিষ্ণুর প্রধান শস্ত্র, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। ১৬। হে সুদর্শন! তোমার এই মহা পুণ্যপ্রদ স্তব কথিত হইল। যে সাধক পরমভক্তিপূর্ব্বক এই স্তব পাঠ করে সেই ব্যক্তি অন্তকালে বিষ্ণুলোকে গমন করে। ১৭। হে রুদ্র! যে মনুষ্য জিতেন্দ্রিয় হইয়া এই চক্রপূজাবিধি পাঠ করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বপাপ ভস্মীভূত করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। ১৮। ইতি ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

রুদ্র-উবাচ ॥১॥ পুনর্দ্দেবার্চ্চনং ব্রূহি হৃষীকেশ গদাধর। শৃণ্বতোনাস্তি তৃপ্তির্ম্মে গদতস্তব পূজনং ॥ ২ ॥

হরিরুবাচ ॥৩॥ হয়গ্রীবস্য দেবস্য পূজনং কথয়ামি তে। তচ্ছৃণুষ জগন্নাথো যেন বিষ্ণুঃ প্রতুষ্যতি ॥ ৪ ॥ মূলমন্ত্রং মহাদেব হয়গ্রীবস্য বাচকং। প্রবক্ষ্যামি পরং পুণ্যং তদাদৌ শৃণু শঙ্কর ॥ ৫ ॥ ওঁ হৌঁ ক্ষ্রৌঁ শিরসে নমঃ ইতি প্রণবসংযুতঃ। অয়ং নবাক্ষরোমন্ত্রঃ সর্ব্ববিদ্যাপ্রদায়কঃ ॥ ৬ ॥ অস্যাঙ্গানি মহাদেব তান্ শৃণুষ

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

মহাদেব বলিলেন, হে হৃষীকেশ! হে গদাধর! পুনর্ব্বার দেবার্চ্চন বল। আমি তোমার নিকট পুনঃ পুনঃ দেবার্চ্চন শ্রবণ করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারি না। ১-২। হরি বলিলেন, হয়গ্রীব দেবের পূজা বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই পদ্ধতিক্রমে পূজা করিলে জগন্নাথ পরিতুষ্ট হন। ৩-৪। হে মহাদেব! এই মূল মন্ত্র হয়গ্রীববাচক। হে শঙ্কর! পুণ্যপ্রদ হয়গ্রীব মন্ত্র বলিব, শ্রবণ কর। ৫। ওঁ ওঁ হৌং ক্ষ্রৌং এই প্রণবদ্বয়সংযুক্ত নবাক্ষর মন্ত্র সর্ব্ববিদ্যাসিদ্ধিপ্রদ। এই মন্ত্রে আরাধনা করিলে সর্ব্বমন্ত্রসিদ্ধির ফল হইয়া থাকে। ৬। হে মহাদেব! উক্ত মন্ত্রের

বৃষধ্বজ। ওঁ ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ ও হ্রীঁ শিরসে স্বাহা-যুক্তং শিরঃ প্রোক্তং ক্রূং বষট্ তথা॥ ৭॥ ওঁকারযুক্তা দেবস্য শিখা জ্ঞেয়া বৃষধ্বজ। ওঁ ক্রৈঁ কবচায় হুঁ বৈ কবচং পরিকীর্ত্তিতং॥ ৮॥ ওঁ ক্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নেত্রং দেবস্য কীর্ত্তিতং। ওঁ হঃ অস্ত্রায় ফট্ অস্ত্রং দেবস্য কীর্ত্তিতং॥ ৯॥ পূজাবিধিং প্রবক্ষ্যামি তস্মে নিগদতঃ শৃণু। আদৌ স্নাত্বা তথাচম্য ততোযাগগৃহং ব্রজেৎ॥ ১০॥ ততঃ প্রবিশ্য বিধিবৎ কুর্য্যাদ্বৈ শোষণাদিকং। যং ক্ষ্রৌং রমিতি বীজৈশ্চ কঠিনীকৃত্য লমিতি॥ ১১॥ অণ্ডমুৎপাদ্য চ ততঃ ওঁকারেণৈব ভেদয়েৎ। অণ্ডমধ্যে হয়গ্রীবমাত্মানং পরিচিন্তয়েৎ॥ ১২॥ শঙ্খকুন্দেন্দুধবলং মৃণালরজতপ্রভং। শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মং ধারয়ন্তং চতুর্ভুজং॥ ১৩॥ কিরীটিনং কুণ্ডলিনং বনমালাসমন্বিতং। সুরক্তং সুকপোলঞ্চ পীতাম্বরধরং বিভুং॥ ১৪॥ ভাবয়িত্বা মহাত্মানং সর্ব্বদেবৈঃ সমন্বিতং। অঙ্গমন্ত্রৈস্ততো-ন্যাসং মূলমন্ত্রেণ বৈ তথা॥ ১৫॥ ততশ্চ দর্শয়েন্মুদ্রাং শঙ্খপদ্মাদিকাং শুভাং। ধ্যায়েদ্ধ্যাত্বার্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং মূলমন্ত্রেণ শঙ্কর॥ ১৬॥ ততশ্চাবাহয়েদ্রুদ্র দেবতা আসনস্য যাঃ। ওঁ হয়গ্রীবাসনস্য আগচ্ছত চ দেবতাঃ॥১৭॥ আবাহ্য মণ্ডলে তাস্তু পূজয়েৎ স্বস্তিকাদিকে। দ্বারে ধাতুর্বিধাতুশ্চ পূজা কার্য্যা বৃষধ্বজ॥ ১৮॥ সমস্তপরিবারায় অচ্যুতায় নম ইতি। অস্য মধ্যেঽর্চ্চনং কার্য্যং দ্বারে গঙ্গাঞ্চ পূজয়েৎ॥ ১৯॥ যমুনাঞ্চ মহাদেবীং শঙ্খপদ্মনিধী তথা। গরুড়ং পূজয়েদগ্রে মধ্যে শক্তিঞ্চ পূজয়েৎ॥ ২০॥ আধারাখ্যাং মহাদেব ততঃ কূর্ম্মং সমর্চ্চয়েৎ। অনন্তং পৃথিবীং পশ্চাদ্-ধর্ম্মজ্ঞানৌ ততোঽর্চ্চয়েৎ। বৈরাগ্য মথ চৈশ্বর্য্যং আগ্নেয়াদিষু পূজয়েৎ॥২১॥ অধর্ম্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যাদীংস্তু পূর্ব্বতঃ। সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব মধ্যদেশেঽথ পূজয়েৎ॥২২॥ নন্দং নালঞ্চ পদ্মঞ্চ মধ্যে চৈব প্রপূজয়েৎ।

অঙ্গন্যাস মন্ত্র শ্রবণ কর। ওঁ ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রীঁ শিরসে স্বাহা, ওঁ ক্রূং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ ক্রৈং কবচায় হুঁ, ওঁ ক্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ হঃ অস্ত্রায় ফট্। এই সকল মন্ত্রে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিবে। ৭-৯। এইক্ষণ পূজাবিধি বলিব, শ্রবণ কর। অগ্রে যথাবিধি স্নান করিয়া আচমনপূর্ব্বক পূজাগৃহে প্রবেশ করিবে। ১০। তৎপরে বিধিবৎ আসনে উপবেশন করিয়া দেহশোষণাদিক্রমে ভূতশুদ্ধি করিবে। যং ক্ষ্রৌং ও রং এই বীজত্রয়ে ক্রমতঃ শোষণাদিদ্বারা ভূতশুদ্ধি সমাপনান্তে লং এই মন্ত্রে শরীর সুদৃঢ় চিন্তা করিবে। ১১। তৎপরে মনে মনে একটি অণ্ড উৎপাদন করিয়া ওঁ এই মন্ত্রে সেই অণ্ডভেদ করিবে। এই অণ্ডমধ্যে স্বীয় আত্মাকে হয়গ্রীবস্বরূপ চিন্তাকরিবে। ১২। হয়গ্রীব দেবের আকার এইরূপ—তিনি শঙ্খ, কুন্দকুসুম ও চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় ধবলবর্ণ, মৃণাল ও রজতের ন্যায় তাঁহার দেহকান্তি। হয়গ্রীবদেব শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ও চতুর্ভুজ। তাঁহার শিরোদেশে রত্নমুকুট, কর্ণে সুবর্ণকুণ্ডল এবং কণ্ঠদেশে বনমালা বিলম্বিত আছে। এই দেবের কপোলদেশ ঈষৎ রক্তাভাবিশিষ্ট ও পরিধান পীতাম্বর। ১৩-১৪। এইরূপে সর্ব্বদেবসমন্বিত মহাত্মা হয়গ্রীবদেবকে চিন্তাকরিয়া পূর্ব্বোক্ত অঙ্গমন্ত্রে অঙ্গন্যাসাদি করিবে। তৎপরে মূলমন্ত্র স্মরণপূর্ব্বক শঙ্খপদ্মাদি মুদ্রা প্রদর্শনকরিবে। এইরূপে হয়গ্রীবরূপী বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্রে পূজাকরিতে হইবে। ১৫-১৬। হে রুদ্র! অনন্তর হয়গ্রীবদেবের আসনদেবতা সকলের আবাহন করিবে। ওঁ হয়গ্রীবস্য আসনদেবতাঃ আগচ্ছত এই মন্ত্রে স্বস্তিক কিম্বা সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলেআসনদেবতার আবাহন করিয়া পূজা-করিবে। হে বৃষবাহন! দ্বারদেশে ওঁ ধাত্রে নমঃ, ওঁ বিধাত্রে নমঃ এই মন্ত্রে পূজাকরিতে হইবে।১৭-১৮। পরে সমস্ত-পরিবারায় অচ্যুতায় নমঃ এই মন্ত্রে মণ্ডলমধ্যে অর্চ্চনা করিয়া দ্বারদেশে ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ, ওঁ যমুনায়ৈ নমঃ, ওঁ মহাদেব্যৈ নমঃ, ওঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ, ওঁ পদ্মনিধয়ে নমঃ, অগ্রভাগে ওঁ গরুড়ায় নমঃ, এই সকল মন্ত্রে পূজাকরিয়া মধ্যে আধারশক্তির পূজা করিবে। ১৯-২০। তৎপরে ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, এই সকল মন্ত্রে পূজাকরিবে। অগ্নিকোণে ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, নৈর্ঋতকোণে ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, বায়ুকোণে ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, ঈশানকোণে ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ। ২১। পরে পূর্ব্বদিকে ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ, দক্ষিণদিকে ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ, পশ্চিমদিকে ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ, উত্তরদিকে ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ, এই সকল মন্ত্রে পূজাকরিয়া মণ্ডলমধ্যে ওঁ

অর্কসোমাগ্নিসংজ্ঞানাং মণ্ডলানাং হি পূজনং। মধ্যদেশে প্রকর্ত্তব্য মিতি রুদ্র প্রকীর্ত্তিতং ॥২৩॥ বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়াযোগৌ বৃষধ্বজ। প্রহ্বী সত্যা তথেশানানুগ্রহাঃ শক্তয়োহমূঃ ॥ ২৪ ॥ পূর্ব্বাদিষু চ পত্রেষু পূজ্যাশ্চ বিমলাদয়ঃ। অনুগ্রহা কর্ণিকায়াং পূজ্যা শ্রেয়োহর্থিভির্নরৈঃ ॥ ২৫ ॥ প্রণবাদ্যৈর্নমোহন্তৈশ্চ চতুর্থ্যন্তৈশ্চ নামভিঃ। মন্ত্রৈরেতৈর্ম্মহাদেব আসনং পরিপূজয়েৎ ॥ ২৬ ॥ স্নানগন্ধপ্রদানেন পুষ্পধূপপ্রদানতঃ। দীপনৈবেদ্যদানেন আসনস্যার্চ্চনং শুভং ॥ ২৭ ॥ কর্ত্তব্যং বিধিনানেন ইতি হর প্রকীর্ত্তিতং। ততশ্চাবাহয়েদ্দেবং হয়গ্রীবং সুরেশ্বরং ॥ ২৮ ॥ বামনাসাপুটেনৈব আগচ্ছন্তং বিচিন্তয়েৎ। আগচ্ছতঃ প্রয়োগেণ মূলমন্ত্রেণ শঙ্কর ॥ ২৯ ॥ আবাহনং প্রকর্ত্তব্যং দেবদেবস্য শঙ্খিনঃ। আবাহ্য মণ্ডলে তস্য ন্যাসং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ ॥ ৩০ ॥ ন্যাসং কৃত্বা চ তত্রস্থং চিন্তয়েৎ পরমেশ্বরং। হয়গ্রীবং মহাদেবং সুরাসুরনমস্কৃতং ॥ ৩১ ॥ ইন্দ্রাদিলোকপালৈশ্চ সংযুক্তং বিষ্ণুমব্যয়ং। ধ্যাত্বা প্রদর্শয়েন্মুদ্রাঃ শঙ্খচক্রাদিকাঃ শুভাঃ ॥৩২॥ পাদ্যার্ঘাচমনীয়ানি ততো দদ্যাচ্চ বিষ্ণবে। স্নাপয়েচ্চ ততো দেবং পদ্মনাভ মনাময়ং ॥ ৩৩ ॥ দেবং সংস্থাপ্য বিধিবদ্বস্ত্রং দদ্যাদ্বৃষধ্বজ। ততোহাচমনং দদ্যাদুপবীতং ততঃ শুভং ॥৩৪॥ ততশ্চ মণ্ডলে রুদ্র ধ্যায়েদ্দেবং পরেশ্বরং। ধ্যাত্বা পাদ্যাদিকং ভূয়ো দদ্যাদ্দেবায় শঙ্কর ॥ ৩৫॥ দদ্যাদ্ভৈরবদেবায় মূলমন্ত্রেণ শঙ্কর। ওঁ ক্ষাং হৃদয়ায় নমঃ অনেন হৃদয়ং যজেৎ ॥৩৬॥ ওঁ ক্ষীং শিরসে নমশ্চ শিরসঃ পূজনং ভবেৎ। ওঁ ক্ষূং শিখায়ৈ নমশ্চ শিখামনেন পূজয়েৎ ॥৩৭॥ ওঁ ক্ষৈং কবচায় নমঃ কবচং পরিপূজয়েৎ। ওঁ ক্ষৌং নেত্রায় নমশ্চ নেত্রঞ্চানেন পূজয়েৎ॥ ৩৮ ॥ ওঁ ক্ষঃ অস্ত্রায় নমঃ ইতি অস্ত্রঞ্চানেন পূজয়েৎ। হৃদয়ঞ্চ শিরশ্চৈব শিখাঞ্চ কবচন্তথা ॥ ৩৯ ॥ পূর্ব্বাদিষু প্রদেশেষু হ্যেতাস্তু পরিপূজয়েৎ। কোণেষস্ত্রং যজেদ্রুদ্র নেত্রং মধ্যে প্রপূজয়েৎ॥ ৪০ ॥ পূজয়েৎ পরমাং দেবীং লক্ষ্মীং লক্ষ্মীপ্রদাং শুভাং। শঙ্খং পদ্মং

সত্ত্বায় নমঃ, ওঁ রজসে নমঃ, ওঁ তমসে নমঃ, ওঁ নন্দায় নমঃ, ওঁ নালায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, অর্কমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ সোমমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ অগ্নিমণ্ডলায় নমঃ এইরূপে পূজাকরিবে। অনন্তর হে রুদ্র! মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধক পূর্ব্বাদিপত্রে ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ, ওঁ উৎকর্ষিণ্যৈ নমঃ, ওঁ জ্ঞানায়ৈ নমঃ, ওঁ ক্রিয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ যোগায়ৈ নমঃ, ওঁ প্রহ্ব্যৈ নমঃ, ওঁ সত্যায়ৈ নমঃ, ওঁ ঈশানায়ৈ নমঃ, এবং পদ্মকর্ণিকাতে ওঁ অনুগ্রহায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে পূজাকরিবে। ২২-২৫। দেবতার নামের আদিতে ও এবং অন্তে নমঃ শব্দযোগ ও তন্তৎ নামে চতুর্থী বিভক্তিযোগ করিয়া পূজাকরিবে। ২৬। স্নানীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য প্রদান করিয়া আসনদেবতার অর্চ্চনা করিবে। ২৭। হে হর! তৎপরে যথোক্তবিধানে সুরেশ্বর হয়গ্রীবদেবের আবাহন করিতে হইবে। ২৮। বামনাসাপুটে শ্বাস আকর্ষণ করিয়া হয়গ্রীবদেবকে আগমনশীল চিন্তা করিবে। হে শঙ্কর! মূলমন্ত্রে শঙ্খধারী হয়গ্রীবদেবের আবাহন করা কর্ত্তব্য। এইরূপে মণ্ডলমধ্যে হয়গ্রীবদেবের আবাহন করিয়া সাবধানে ন্যাস করিবে। ২৯-৩০। যথাবিধি ন্যাস করিয়া মণ্ডলমধ্যে দেবাসুরনমস্কৃত দেবাদিদেব হয়গ্রীবদেবকে চিন্তা করিবে। ৩১। হয়গ্রীবদেব ইন্দ্রপ্রভৃতি দশদিক্‌পালে পরিবেষ্টিত আছেন। এইরূপ সনাতন বিষ্ণুরূপী হয়গ্রীবদেবকে ধ্যান করিয়া শঙ্খচক্রাদি মুদ্রাপ্রদর্শন করিতে হইবে। ৩২। পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, প্রদান করিয়া পদ্মনাভ হয়গ্রীবদেবকে স্নান করাইবে। ৩৩। হে বৃষবাহন! যথাবিধি হয়গ্রীবদেবকে স্থাপন করিয়া বস্ত্রনিবেদন করিতে হইবে। তৎপরে আচমন ও উত্তম যজ্ঞোপবীত প্রদান করিবে। ৩৪। হে রুদ্র! অনন্তর মণ্ডলমধ্যে পরমেশ্বর হয়গ্রীবদেবের ধ্যান করিবে। হে শঙ্কর! তৎপরে পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া পাদ্যাদিউপহারে পূজাকরিবে। ৩৫। হে শঙ্কর! তৎপরে মূলমন্ত্রে ভৈরবদেবকে পাদ্যাদিপ্রদান করিয়া ওঁ ক্ষাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিতমন্ত্রে ষড়ঙ্গপূজা করিতে হইবে। পূর্ব্বদিকে ওঁ ক্ষাং হৃদয়ায় নমঃ, দক্ষিণদিকে ওঁ ক্ষীং শিরসে নমঃ, পশ্চিমদিকে ওঁ ক্ষূং শিখায়ৈ নমঃ, উত্তরদিকে ওঁ ক্ষৈং কবচায় নমঃ, কোণে ওঁ ক্ষৌং নেত্রত্রয়ায় নমঃ, মধ্যে ওঁ ক্ষঃ অস্ত্রায় নমঃ। এইরূপে পূজা করিতে হইবে। ৩৬-৪০। তৎপরে শুভপ্রদায়িনী সম্পৎপ্রদা পরমাদেবী লক্ষ্মীর পূজা

তথা চক্রং গদাং পূর্ব্বাদিতোঽর্চ্চয়েৎ ॥ ৪১ ॥ খড়্গঞ্চ মুষলং পাশমঙ্কুশং সশরং ধনুঃ। পূজয়েৎ পূর্ব্বতোরুদ্র এভির্ম্মন্ত্রৈঃ স্বনামকৈঃ ॥ ৪২ ॥ শ্রীবৎসং কৌস্তুভং মালাং তথা পীতাম্বরং শুভং। পূজয়েৎ পূর্ব্বতোরুদ্র শঙ্খচক্রগদাধরং ॥ ৪৩ ॥ ব্রহ্মাণং নারদং সিদ্ধং গুরুং পরগুরুস্তথা। গুরোশ্চ পাদুকে তদ্বৎ পরমস্য গুরোস্তথা ॥ ৪৪ ॥ ইন্দ্রং সবাহনং বাথ পরিবারযুতস্তথা। অগ্নিং যমং নিঋতিঞ্চ বরুণং বায়ুমেব চ ॥ ৪৫ ॥ সোমমীশানমনাশঞ্চ ব্রহ্মাণং পরিপূজয়েৎ। পূর্ব্বাদি চোর্দ্ধপর্য্যন্তং পূজয়েদ্বৃষভধ্বজ ॥ ৪৬ ॥ বজ্রং শক্তিং তথা দণ্ডং খড়্গং পাশং ধ্বজং গদাং। ত্রিশূলঞ্চক্রপদ্মে চ আয়ুধান্যথ পূজয়েৎ ॥ ৪৭ ॥ বিশ্বক্সেনং ততো-দেবমৈশান্যাং দিশি পূজয়েৎ। এভির্ম্মন্ত্রৈর্নমোঽন্তৈশ্চ প্রণবাদ্যৈর্বৃষধ্বজ ॥৪৮॥ পূজা কার্য্যা মহাদেব হ্যনন্তস্য বৃষধ্বজ। দেবস্য মূলমন্ত্রেণ পূজা কার্য্যা বৃষধ্বজ। গন্ধং পুষ্পং তথা ধূপং দীপং নৈবেদ্যমেব চ ॥ ৪৯ ॥ প্রদক্ষিণং নমস্কারং জপ্যং তস্মৈ সমর্পণং। স্তবীত চানয়া স্তুত্যা প্রণবাদ্যৈর্বৃষধ্বজ ॥ ৫০ ॥ ওঁ নমোঽস্তু হয়শিরসে বিদ্যাধ্যক্ষায় বৈ নমঃ। নমোবিদ্যাস্বরূপায় বিদ্যাদাত্রে নমোনমঃ ॥ ৫১ ॥ নমঃ শান্তায় দেবায় ত্রিগুণায়াত্মনে নমঃ। সুরাসুরনিহন্ত্রে চ সর্ব্বদুষ্টবিনাশিনে ॥ ৫২ ॥ সর্ব্বলোকাধিপতয়ে ব্রহ্মরূপায় বৈ নমঃ। নমশ্চেশ্বরবন্দ্যায় শঙ্খচক্রধরায় চ ॥ ৫৩ ॥ নম আদ্যায় দান্তায় সর্ব্বসত্ত্বহিতায় চ। ত্রিগুণায়াগুণায়ৈব ব্রহ্মবিষ্ণুস্বরূপিণে। কর্ত্রে হর্ত্রে সুরেশায় সর্ব্বগায় নমোনমঃ ॥ ৫৪ ॥ ইত্যেবং সংস্তবং কৃত্বা দেবদেবং বিচিন্তয়েৎ। হৃৎপদ্মে বিমলে রুদ্র শঙ্খচক্রং গদাধরং ॥ ৫৫ ॥ সূর্য্য-

করিয়া পূর্ব্বদিকে ওঁ শঙ্খায় নমঃ, দক্ষিণদিকে ওঁ পদ্মায় নমঃ, পশ্চিমদিকে ওঁ চক্রায় নমঃ, উত্তরদিকে ওঁ গদায়ৈ নমঃ এইরূপে অর্চ্চনা করিতে হইবে। ৪১। পুনর্ব্বার পূর্ব্বদিকে ওঁ খড়্গায় নমঃ, দক্ষিণদিকে ওঁ মুষলায় নমঃ, পশ্চিমদিকে ওঁ পাশায় নমঃ, উত্তরদিকে ওঁ অঙ্কুশায় নমঃ, মধ্যে ওঁ সশরায় ধনুষে নমঃ। হে রুদ্র! এইরূপে স্ব স্ব নামে পূজা করিবে। ৪২। হে রুদ্র! পুনর্ব্বার পূর্ব্বাদিদিক্চতুষ্টয়ে শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বনমালা ও পীতাম্বর এই সকলের পূজাকরিয়া শঙ্খচক্রগদাধর হয়গ্রীবদেবের অর্চ্চনা করিতে হইবে। ৪৩। তৎপরে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ নারদায় নমঃ, ওঁ সিদ্ধায় নমঃ, ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ এবং ওঁ গুরুপাদুকাভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুপাদুকাভ্যো নমঃ, এই সকলমন্ত্রে পূজাকরিবে। ৪৪। অনন্তর ওঁ সবাহনপরিবারায় ইন্দ্রায় নমঃ। এইরূপে ওঁ সবাহনপরিবারায় অগ্নয়ে, যমায়, নৈঋতায়, বরুণায়, বায়বে, সোমায়, ঈশানায়, অনন্তায় ও ব্রহ্মণে নমঃ এই সকল মন্ত্রে পূজাকরিবে। বৃষকেতো! পূর্ব্বাদি ঊর্দ্ধপর্য্যন্ত দিক্সকলে এই সকল পূজাকরিতে হইবে। ৪৫-৪৬। অনন্তর ওঁ বজ্রায় নমঃ, ওঁ শক্তয়ে নমঃ, ওঁ দণ্ডায় নমঃ, ওঁ খড়্গায় নমঃ, ওঁ পাশায় নমঃ, ওঁ ধ্বজায় নমঃ, ওঁ গদায়ৈ নমঃ, ওঁ ত্রিশূলায় নমঃ, ওঁ চক্রায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ এই সকল মন্ত্রে অস্ত্রপূজা করিবে। ৪৭। পরে ঈশানকোণে ওঁ বিশ্বক্সেনায় নমঃ, এই মন্ত্রে পূজাকরিয়া প্রণবাদিনমোঽন্ত মন্ত্রে সমস্ত আবরণদেবতার পূজা করিতে হইবে। ৪৮। হে বৃষবাহন! এইরূপে মূলমন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যদ্বারা অনন্তদেবের পূজা করা বিধেয়। ৪৯। অনন্তর হয়গ্রীবদেবকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া যথাশক্তি জপ ও জপসমর্পণ করিবে। পরে পশ্চাল্লিখিত স্তোত্র পাঠ করিয়া দেবদেব হয়গ্রীবদেবকে স্তব করিবে। ৫০। সর্ব্ববিদ্যাধিপতি হয়গ্রীবদেবকে নমস্কার করি। হয়গ্রীবদেব বিদ্যাস্বরূপ ও বিদ্যাপ্রদানকর্ত্তা, তাঁহাকে নমস্কার করি। ৫১। তিনি শান্তমূর্ত্তি, ত্রিগুণময় ও আত্মস্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার করি। দেবাসুরনিগ্রহকর্ত্তা ও সর্ব্বদুষ্টবিনাশী হয়গ্রীবদেবকে নমস্কার করি। ৫২। হয়গ্রীবদেব সর্ব্বলোকাধিপতি ও ব্রহ্মস্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার করি। মহাদেব যে শঙ্খচক্রধারী হয়গ্রীবদেবকে বন্দনা করিয়াছেন, তাঁহাকে নমস্কার করি। ৫৩। আদিদেব, দান্ত, সর্ব্বপ্রাণির হিতসাধনতৎপর হয়গ্রীবদেবকে নমস্কার করি। তিনি ত্রিগুণ ও নির্গুণ এবং ব্রহ্মবিষ্ণুস্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার করি। জগৎকর্ত্তা, সর্ব্বহর্ত্তা, সুরেশ্বর, সর্ব্বগ হয়গ্রীবদেবকে নমস্কার করি। ৫৪। এইপ্রকারে স্তব করিয়া দেবদেব শঙ্খচক্রগদাধর হয়গ্রীবদেবকে স্বীয় হৃৎপদ্মমধ্যে চিন্তা-

কোটিপ্রতীকাশং সর্ব্বাবয়বসুন্দরম্। হয়গ্রীবং মহেশেশ পরমাত্মান মব্যয়ম্ ॥৫৬॥ ইতি তে কথিতা পূজা হয়গ্রীবস্য শঙ্কর। যঃ পঠেৎ পরয়া ভক্ত্যা স গচ্ছেৎ পরমং পদং ॥ ৫৭ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ ন্যাসাদিকং প্রবক্ষ্যামি গায়ত্র্যাঃ ছন্দএব চ। বিশ্বামিত্রঋষিশ্চৈব সবিতা চাথ দেবতা ॥ ২ ॥ ব্রহ্মশীর্ষা রুদ্রশিখা বিষ্ণোর্হৃদয়সংশ্রিতা। বিনিয়োগেকনয়না কাত্যায়নসগোত্রজা ॥ ৩ ॥ ত্রৈলোক্যচরণা জ্ঞেয়া পৃথিবীকুক্ষিসংস্থিতা। এবং জ্ঞাত্বা তু গায়ত্রীং জপেদ্দ্বাদশলক্ষকং ॥ ৪ ॥ ত্রিপদাষ্টাক্ষরা জ্ঞেয়া চতুষ্পাদা ষড়ক্ষরা। জপেচ্চ ত্রিপদা প্রোক্তা অর্চ্চনে চ চতুষ্পদা ॥ ৫ ॥ ন্যাসে জপে তথা ধ্যানে অগ্নিকার্য্যে তথার্চ্চনে। গায়ত্রীং বিন্যসেন্নিত্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীং ॥ ৬ ॥ পাদাঙ্গুষ্ঠে গুল্‌ফমধ্যে জঙ্ঘয়োর্ব্বিদ্ধি জানুনোঃ। উর্ব্বোর্গুহ্যে চ বৃষণে নাড্যাং নাভৌ তনূদরে ॥ ৭ ॥ স্তনয়োর্হৃদি কণ্ঠৌষ্ঠমুখে তালুনি বাংশয়োঃ। নেত্রে ভ্রুবোর্ললাটে চ পূর্ব্বস্যাং দক্ষিণোত্তরে। পশ্চিমে মূর্দ্ধ্নি চাকারং ন্যসেদ্বর্ণান্ বদাম্যহং ॥ ৮ ॥ ইন্দ্রনীলঞ্চ বহ্নিঞ্চ পীতং শ্যামঞ্চ কাপিলং। শ্বেতং বিদ্যুৎপ্রভং তারং কৃষ্ণং রক্তং ক্রমেণ তৎ ॥ ৯ ॥ শ্যামং শুক্লং তথা পীতং শ্বেতং বৈ পদ্মরাগমৎ। শঙ্খবর্ণং পাণ্ডরঞ্চ রক্তঞ্চাসবসন্নিভং। অর্কবর্ণং সমং সৌম্যং শঙ্খভং শ্বেতমেব চ ॥ ১০ ॥ যদ্যৎ স্পৃশ্যতি হস্তেন যঞ্চ পশ্যতি চক্ষুষা। পূতং ভবতি তৎ সর্ব্বং গায়ত্র্যা ন পরং বিদুঃ ॥ ১১ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

করিবে।৫৫। হয়গ্রীবদেব কোটিসূর্য্যের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সনাতন, পরমাত্মা ও ব্রহ্মস্বরূপ। ৫৬। হে শঙ্কর! এইরূপ হয়গ্রীবপূজা কথিত হইল। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে উক্তপ্রণালীতে পূজা করিয়া স্তবপাঠ করে, সেই সাধক পরপদলাভ করে। ৫৭। ইতি চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

হরি বলিলেন, গায়ত্রীর ন্যাসাদি ও ছন্দঃ বলিব। গায়ত্রীমন্ত্রের বিশ্বামিত্র ঋষি, ও সবিতা দেবতা। ১-২। গায়ত্রী ব্রহ্মার শীর্ষদেশে, মহেশ্বরের শিখাস্থানে ও বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে আশ্রয় করিয়া আছেন। ব্রহ্মবিজ্ঞানকার্য্যে ইঁহার বিনিয়োগ হয়। একনয়না গায়ত্রীদেবী কাত্যায়নগোত্রসম্ভূতা। ৩। স্বর্গাদিভুবনত্রয় ইঁহার ত্রিচরণ, এবং পৃথিবী ইহার উদরস্বরূপ। এইরূপে গায়ত্রীর ঋষ্যাদি পরিজ্ঞাত হইয়া দ্বাদশলক্ষ জপ করিবে। ৪। গায়ত্রীকে ত্রিপাদ করিলে প্রত্যেক পাদে অষ্টাক্ষর এবং চতুষ্পাদ করিলে এক এক পাদে ষড়ক্ষর করিয়া বিবেচনা করিবে। জপকালে ত্রিপাদ এবং অর্চ্চনসময়ে চতুষ্পাদ করিয়া কার্য্য করিবে। ৫। ন্যাসকার্য্যে, জপে, ধ্যানে, হোমে, ও পূজাকার্য্যে সর্ব্বদা সর্ব্বপাপবিনাশিনী গায়ত্রী ন্যাস করিবে। ৬। পাদাঙ্গুষ্ঠে, গুল্‌ফস্থানে, জঙ্ঘাদ্বয়ে, জানুদ্বয়ে, উরুদ্বয়ে, গুহ্যে, কোষে, নাড়ীতে, নাভীতে, সর্ব্বাঙ্গে, উদরে, স্তনদ্বয়ে, হৃদয়ে, কণ্ঠে, ওষ্ঠে, মুখে, তালুতে, স্কন্ধদ্বয়ে, নেত্রদ্বয়ে, ভ্রূযুগলে, ললাটে, ও পূর্ব্ব, দক্ষিণ, উত্তর, ও পশ্চিম এই দিক্‌চতুষ্টয়ে এবং মস্তকে গায়ত্রীবর্ণসকল ন্যাস করিবে।৭-৮। গায়ত্রীর বর্ণসকল এই—ইন্দ্রনীলমণিপ্রভ, অগ্নিবর্ণ, পীত, শ্যামল, কপিল, শ্বেত, বিদ্যুৎপ্রভ, তারকবর্ণ, কৃষ্ণ, রক্ত, শ্যাম, শুক্ল, পীত, শুভ্র, পদ্মরাগমণিনিভ, শঙ্খবৎ, পাণ্ডর, রক্ত, আসবতুল্য, সূর্য্যবর্ণ, সম, সৌম্য, শঙ্খাভ ও শ্বেত। ৯-১০। গায়ত্রীপাঠপূর্ব্বক হস্তদ্বারা যে যে বস্তু স্পর্শকরে এবং চক্ষুঃদ্বারা যে যে বস্তু অবলোকন করে, সেই সেই বস্তু গায়ত্রীর প্রসাদে পরম পবিত্রতা লাভ করে। ১১।

ইতি পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ সন্ধ্যাবিধিং প্রবক্ষ্যামি শৃণু রুদ্রাঘনাশনং। প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা সন্ধ্যাস্নানমুপক্রমেৎ ॥ ২ ॥ সপ্রণবাং সব্যাহৃতিং গায়ত্রীং শিরসা সহ। ত্রিঃ পঠেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে ॥ ৩ ॥ মনোবাক্‌কায়জং দোষং প্রাণায়ামৈর্দ্দহেদ্দ্বিজঃ। তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু প্রাণায়ামপরোভবেৎ ॥ ৪ ॥ সায়মগ্নিশ্চ মেত্যুক্ত্বা প্রাতঃ সূর্য্যেত্যপঃ পিবেৎ। আপঃ পুনন্তু মধ্যাহ্নে উপস্পৃশ্য যথাবিধি ॥ ৫ ॥ আপোহিষ্ঠেত্যৃচা কুর্য্যান্মার্জ্জনন্তু কুশোদকৈঃ। প্রণবেন তু সংযুক্তং ক্ষিপেদ্বারি পদে পদে ॥ ৬ ॥ রজস্তমঃস্বমোহোত্থান্ জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিজান্। বাঙ্মনঃকর্ম্মজান্ দোষান্ নবৈতান্নবভির্দ্দহেৎ ॥ ৭ ॥ সমুদ্ধৃত্যোদকং পাণৌ জপ্ত্বা চ দ্রুপদাক্ষিপেৎ। ত্রিষড়ষ্টৌ দ্বাদশধা বর্ত্তয়েদঘমর্ষণং ॥ ৮ ॥ উদুত্যং চিত্রমিত্যাভ্যা মুপতিষ্ঠেদ্দিবাকরং। দিবারাত্রৌ চ যৎ পাপং সর্ব্বং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৯ ॥ পূর্ব্বসন্ধ্যাং জপংস্তিষ্ঠেৎ পশ্চিমা মুপবিশ্য চ। মহাব্যাহৃতিসংযুক্তাং গায়ত্রীং

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

হরি বলিলেন,—হে রুদ্র! সন্ধ্যাবিধি বলিব, শ্রবণ কর। অগ্রে তিনবার প্রাণায়াম করিয়া সন্ধ্যাস্নান করিবে।১-২। প্রাণবায়ুসংযম করিয়া প্রণব (ওঁ) ও ব্যাহৃতি (ভূর্ভুবঃস্বঃ) সংযুক্ত এবং স্বাহা শব্দের সহিত গায়ত্রী তিনবার পাঠকরিলে প্রাণায়াম হয়।৩। ব্রাহ্মণ উক্তরূপে প্রাণায়ামকরিলে মানসিক, কায়িক ও বাচনিক এই ত্রিবিধ পাপ ভস্মীভূত করিতে পারে। অতএব সর্ব্বকাল ব্রাহ্মণ প্রাণায়ামপর হইয়া থাকিবে।৪। সায়ংকালে অগ্নিশ্চ মামন্যুশ্চ ইত্যাদি মন্ত্রে (১), প্রাতঃকালে সূর্য্যশ্চ মামন্যুশ্চ ইত্যাদি মন্ত্রে (২) এবং মধ্যাহ্নে আপঃ পুনন্তু ইত্যাদি মন্ত্রে (৩) জলপান করিয়া যথাবিধি আচমন করিবে।৫। পরে আপোহিষ্ঠাময়োভুব ইত্যাদি মন্ত্রত্রয়ে (৪) কুশজলদ্বারা আপোমার্জ্জন করিবে। আপোমার্জ্জনকালে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রসকলের সহিত ওঁ এই মন্ত্র যোগ করিয়া পাদদেশে জলক্ষেপ করিতে হইবে।৬। তিনবার প্রাণায়াম, তিনবার আচমন ও তিনবার আপোমার্জ্জন, এই নবকার্য্যদ্বারা রজোগুণোৎপন্ন, তমোগুণোদ্ভূত, মোহকৃত, জাগ্রদবস্থাকৃত, অর্থাৎ জ্ঞানকৃত, নিদ্রাবস্থাজন্য, সুষুপ্তিকালকৃত, কায়িক, মানসিক ও বাচনিক, এই নববিধ পাপ বিনষ্ট হয়।৭। স্বকীয়হস্তে জলগ্রহণ করিয়া দ্রুপদাদিবমুমুচান ইত্যাদি মন্ত্রে (৫) জলক্ষেপ করিবে। এইরূপ তিনবার, ছয়বার, অষ্টবার কিম্বা দ্বাদশবার জলনিক্ষেপ করিতে হইবে। ইহাকে অঘমর্ষণ বলে।৮। অনন্তর উদুত্যং ইত্যাদি (৬) ও চিত্রং দেবানামিত্যাদি মন্ত্রে (৭) সূর্য্যোপস্থান করিবে। এই সন্ধ্যাতে দিবাকৃত ও রাত্রিকৃত পাপসকল নষ্ট হইয়া থাকে। রাত্রিকৃতপাপ প্রাতঃসন্ধ্যায় ও দিবাকৃতপাপ সায়ংকালীন সন্ধ্যায় বিনষ্ট পায়।৯। দণ্ডায়মান হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা এবং উপবেশন করিয়া সায়ংকালীন সন্ধ্যা করিবে। প্রণব (ওঁ) ও মহাব্যাহৃতি(ভূর্ভুবঃস্বঃ)সংযুক্ত গায়ত্রী শতবার জপকরিলে

(১) ওঁ অগ্নিশ্চ মামন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং যদহ্না পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না রাত্রিস্তদবলুম্পতু যৎকিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা।

(২) ওঁ সূর্য্যশ্চ মামন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না অহস্তদবলুম্পতু যৎকিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা।

(৩) ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং পৃথ্বী পূতা পুনাতু মাং। পুনন্তু ব্রহ্মণঃ পতিং ব্রহ্মপূতা পুনাতু মাং। যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম। সর্ব্বং পুনন্তু মামাপোঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা।

(৪) ওঁ আপোহিষ্ঠাময়োভুবস্তান-উর্জে দধাত নঃ মহেরণায় চক্ষুষে। ওঁ যোবঃ শিবতমোরসস্তস্য ভাজয়তে হনঃ উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তস্মা-অরঙ্গমামবো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপোজনয়থা চন।

(৫) ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব পূতং পবিত্রেণে বাজ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ।

(৬) ওঁ উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্।

(৭) ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আপ্রাদ্যাবাপৃথিবীং চান্তরীক্ষং সূর্য্যাত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।

প্রণবান্বিতাং ॥ ১০ ॥ দশভির্জ্জন্মজনিতং শতেন তু পুরাকৃতং। ত্রিযুগন্তু সহস্রেণ গায়ত্রী হন্তি দুষ্কৃতং ॥ ১১ ॥ রক্তা ভবতি গায়ত্রী সাবিত্রী শুক্লবর্ণিকা। কৃষ্ণা সরস্বতী জ্ঞেয়া সন্ধ্যাত্রয় মুদাহৃতং ॥ ১২ ॥ ওঁ ভূর্ব্বিন্যস্য হৃদয়ে ওঁ ভুবঃ শিরসি ন্যসেৎ। ওঁ স্বরিতি শিখায়াঞ্চ গায়ত্র্যাঃ প্রথমং পদং ॥ ১৩ ॥ বিন্যসেৎ কবচে বিদ্বান্ দ্বিতীয়ং নেত্রয়োর্ন্যসেৎ। তৃতীয়েনাঙ্গবিন্যাসং চতুর্থং সর্ব্বতোন্যসেৎ ॥ ১৪ ॥ সন্ধ্যাকালে তু বিন্যস্য জপেদ্বৈ বেদমাতরং। শিবস্তস্যাস্তু সর্ব্বাঙ্গে প্রাণায়ামপরং ন্যসেৎ ॥ ১৫ ॥ ত্রিপদা যা তু গায়ত্রী ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরী। বিনিয়োগমৃষিচ্ছন্দো জ্ঞাত্বা তু জপমারভেৎ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৬ ॥ পরোরজসি সারং তং তুরীয়পদমীরিতং। তং হন্তি সূর্য্যঃ সন্ধ্যায়াং নোপাস্তিং কুরুতে তু যঃ ॥১৭॥ তুরীয়স্য পদস্যাপি ঋষিনির্ম্মলএব চ। ছন্দস্তু দেবী গায়ত্রী পরমাত্মা চ দেবতা ॥ ১৮ ॥ ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে সন্ধ্যাবিধিঃ ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

পূর্ব্বদশজন্মার্জ্জিত এবং সহস্রবার জপকরিলে যুগত্রয়কৃত পাপ বিনাশ হয়।১০-১১। প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল ও সায়ংকাল, এই তিনসময়ে তিনরূপে গায়ত্রীর ধ্যান করিবে। প্রাতঃকালে রক্তবর্ণা গায়ত্রী, মধ্যাহ্নকালে শুক্লবর্ণা সাবিত্রী এবং সায়ংকালে কৃষ্ণবর্ণা সরস্বতীরূপে ধ্যানকরিয়া সন্ধ্যাত্রয় করিবে।১২। গায়ত্রীর ষড়ঙ্গন্যাস এই—ওঁ ভূঃ হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ভুবঃ শিরসে স্বাহা, ওঁ স্বঃ শিখায়ৈ বষট্, ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং কবচায় হুঁ, ওঁ ভর্গোদেবস্য ধীমহি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ ধিয়োয়োনঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপে ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া সর্ব্বাঙ্গে সমস্ত গায়ত্রী ন্যাস করিবে।১৩-১৪। সন্ধ্যাসময়ে উক্তরূপে ন্যাস করিয়া প্রাণায়ামপূর্ব্বক বেদমাতাগায়ত্রীমন্ত্র জপকরিলে সর্ব্বাঙ্গীনমঙ্গল হয়।১৫। ত্রিপদা গায়ত্রী ব্রহ্মবিষ্ণুশিবরূপা। ইহার বিনিয়োগ, ঋষি ও ছন্দঃ সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইয়া জপকার্য্য করিবে। এইরূপ জপকরিলে সাধক সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমনকরে।১৬। যে ব্যক্তি সন্ধ্যার উপাসনা করে না, তাহাকে রজোগুণাতীত তুরীয় ব্রহ্ম সূর্য্যদেব বিনাশ করেন।১৭। তুরীয়ব্রহ্মমন্ত্রের নির্ম্মল ঋষি, গায়ত্রীচ্ছন্দঃ ও পরমাত্মা দেবতা।১৮। ইতি ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ গায়ত্রী পরমা দেবী ভুক্তিমুক্তিপ্রদা চ তাং। যো জপেত্তস্য পাপানি বিনশ্যন্তি মহান্ত্যপি ॥ ২ ॥ গায়ত্রীকল্পমাখ্যাস্যে ভুক্তিমুক্তিপ্রদঞ্চ তৎ। অষ্টোত্তরং সহস্রং বা অথবাষ্টশতং জপেৎ। ত্রিসন্ধ্যং ব্রহ্মলোকী স্যাচ্ছতজপ্তং জলং পিবেৎ ॥ ৩ ॥ সন্ধ্যায়াং সর্ব্বপাপঘ্নীং দেবীমাবাহ্য পূজয়েৎ। ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বমন্ত্রেণ যুতাং দ্বাদশনামভিঃ ॥ ৪ ॥ গায়ত্র্যৈ নমঃ সাবিত্র্যৈ সরস্বত্যৈ নমোনমঃ। বেদমাত্রে চ সাংকৃত্যৈ ব্রহ্মাণী কৌশিকী ক্রমাৎ ॥ ৫ ॥ সাধ্ব্যৈ সর্ব্বার্থসাধিন্যৈ সহস্রাক্ষ্যৈ চ ভূর্ভুবঃ। স্বরেব জুহুয়াদগ্নৌ সমিধাজ্যং হবিষ্যকং ॥ ৬ ॥ অষ্টোত্তরসহস্রং বাপ্যথবাষ্টশতং ঘৃতং। ধর্ম্মকামাদিসিদ্ধ্যর্থং জুহুয়াৎ

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

হরি বলিলেন, যে সাধক পরমাদেবী ভুক্তিমুক্তিপ্রদা গায়ত্রী জপকরে, তাহার মহাপাপ সকল বিনাশ পায়।১-২। অনন্তর গায়ত্রীপ্রকরণ বলিব। এই গায়ত্রীপ্রকরণানুসারে কার্য্য করিলে সাধকের ইহকালে বিবিধভোগ ও পরকালে মুক্তিলাভ হয়। ত্রিসন্ধ্যা অষ্টোত্তরসহস্র অথবা অষ্টোত্তরশত গায়ত্রী জপকরিবে এবং গায়ত্রীদ্বারা জল শতাভিমন্ত্রিত করিয়া পানকরিতে হইবে। ইহাতে সাধক ব্রহ্মলোক গমন করিতে পারে।৩। সন্ধ্যাসময়ে সর্ব্বপাপবিনাশিনী গায়ত্রীদেবীর আবাহনকরিয়া ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই স্বীয়মন্ত্রে দ্বাদশনাম উল্লেখ করিয়া পূজাকরিবে।৪। ওঁ গায়ত্র্যৈ নমঃ, ওঁ সাবিত্র্যৈ নমঃ, ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ, ওঁ বেদমাত্রে নমঃ, ওঁ সাংকৃত্যৈ নমঃ, ওঁ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ, ওঁ কৌষিক্যৈ নমঃ, ওঁ সাধ্ব্যৈ নমঃ, ওঁ সর্ব্বার্থসাধিন্যৈ নমঃ, ওঁ সহস্রাক্ষ্যৈ নমঃ এই সকলমন্ত্রে পূজাকরিয়া ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ এই মন্ত্রে ঘৃতসমিধদ্বারা অগ্নিতে হোমকরিবে।৫-৬। সাধক ধর্ম্মকামাদি সাধনার্থ অষ্টোত্তরসহস্র কিম্বা অষ্টোত্তরশত সংখ্যায় অগ্নিতে ঘৃতহোম করিবে। সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে এইরূপ হোমকরিলে

সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৭ ॥ প্রতিমাং চন্দনস্বর্ণনির্ম্মিতাং প্রতিপূজ্য চ। যথা লক্ষন্তু জপ্তব্যং পয়োমূলফলাশনৈঃ। অযুতদ্বয়হোমেন সর্ব্বকামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৮ ॥ উত্তরে শিখরে জাতা ভূম্যাং পর্ব্বতবাসিনী। ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথাসুখং ॥ ৯ ॥ ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে গায়ত্রীমাহাত্ম্যং সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ নবম্যাদৌ যজেদ্দুর্গাং হ্রীং দুর্গে রক্ষিণীতি চ। মাতস্মাতর্ব্বরে দুর্গে সর্ব্বকামার্থসাধনে। অনেন বলিদানেন সর্ব্বকামান্ প্রয়চ্ছ মে ॥ ২ ॥ গৌরী কালী উমা দুর্গা ভদ্রা কান্তিঃ সরস্বতী। মঙ্গলা বিজয়া লক্ষ্মীঃ শিবা নারায়ণী ক্রমাৎ। মার্গে তৃতীয়ামারভ্য পূজয়েন্ন বিয়োগভাক্ ॥ ৩ ॥ অষ্টাদশভুজাং খেটকং ঘণ্টাং দর্পণং তর্জ্জনীং। ধনুর্ধ্বজং ডমরুকং পরশুং পাশমেব চ ॥ ৪ ॥ শক্তিমুষলশূলানি কপালবজ্রকাঙ্কুশান্। শরং চক্রং শলাকাঞ্চ অষ্টাদশভুজাং স্মরেৎ ॥ ৫ ॥

মন্ত্রৈঃ শ্রীভগবত্যাশ্চ প্রবক্ষ্যামি জপাদিকং। ওঁ নমো ভগবতি চামুণ্ডে শ্মশানবাসিনি কপালহস্তে মহাপ্রেতসমারূঢ়ে মহাবিমানমালাকুলে কালরাত্রি বহুগণপরিবৃতে মহামুখে বহুভুজে ঘণ্টাডমরুকিঙ্কিণীকে অট্টাট্টহাসে কিলি কিলি হুঁ সর্ব্বনাদশব্দবহুলে গজচর্ম্মপ্রাবৃতশরীরে রুধিরমাংসদিগ্ধে লোলোগ্রজিহ্বে মহারাক্ষসি রৌদ্রদংষ্ট্রাকরালে ভীমাট্টহাসে স্ফুরিতবিদ্যুৎসমপ্রভে চল চল করালনেত্রে হিলি হিলি নলং প্রবেশয় হুঁ জিহ্বে ত্রিং ভ্রূকুটিমুখি ওঁকারভদ্রাসনে কপালমালাবেষ্টিতে জটামুকুটশশাঙ্কধারিণি অট্টাট্টহাসে কিলি কিলি হুঁ হুঁ দংষ্ট্রাঘোরান্ধকারিণি সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনি ইদং কর্ম্ম সাধয় সাধয় শীঘ্রং কুরু কুরু কহ কহ অঙ্কুশেন সমনুপ্রবেশয় বঙ্গ বঙ্গ কম্পয় কম্পয় চল চল চালয় চালয় রুধিরমাংসমদ্যপ্রিয়ে হন হন কুট্ট কুট্ট ছিন্দ ছিন্দ মারয় মারয় অনুক্রম বজ্রশরীরং সাধয় সাধয় ত্রৈলোক্যগতমপি দুষ্টং বা গৃহীতমগৃহীতং আবেশয় আবেশয় ক্রাময় ক্রাময় নৃত্য নৃত্য বন্ধ বন্ধ বল্গ বল্গ কোটরাক্ষি ঊর্দ্ধকেশি উলূকবদনে করকিঙ্কিণি করঙ্কমালাধারিণি দহ দহ পচ পচ গৃহ্ণ গৃহ্ণ মণ্ডলমধ্যে প্রবেশয় প্রবেশয় কিম্বিলম্বসি ব্রহ্মসত্যেন বিষ্ণুসত্যেন ঋষিসত্যেন রুদ্রসত্যেন আবেশয় আবেশয় কিলি কিলি খিলি খিলি মিলি মিলি চিলি চিলি বিকৃতরূপধারিণি কৃষ্ণভুজঙ্গবেষ্টিতশরীরে সর্ব্বগ্রহাবেশিনি প্রলম্বোষ্ঠি

সেই সেই কার্য্যসিদ্ধি হয়। ৭। চন্দন ও স্বর্ণদ্বারা প্রতিমানির্ম্মাণ করিয়া যথাবিধি পূজাকরিবে এবং দুগ্ধ, ফল ও মূল আহার করিয়া লক্ষজপ ও বিংশতিসহস্র হোম করিবে, ইহাতে সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিপূর্ণ হয়। ৮। হে দেবি! তুমি উত্তরশিখরে জন্মপরিগ্রহ করিয়া ভূমিতে ও পর্ব্বতে বাস করিতেছ, এইক্ষণ ব্রহ্মার অনুজ্ঞানুসারে অভিলষিতস্থানে গমন কর। এই বলিয়া গায়ত্রীকে বিসর্জ্জন করিবে। ৯।

ইতি সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

হরি কহিলেন, নবম্যাদিতিথিতে হ্রীং দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি স্বাহা এইমন্ত্রে দুর্গার পূজা করিবে। হে মাতঃ! দুর্গে! তুমি সর্ব্বকামার্থ সাধন কর। তুমি এই বলিদানে পরিতুষ্টা হইয়া আমার সর্ব্বাভিলাষ পূর্ণকর।১-২। ওঁ গৌর্য্যৈ নমঃ, ওঁ কাল্যৈ নমঃ, ওঁ উমায়ৈ নমঃ, ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ, ওঁ ভদ্রায়ৈ নমঃ, ওঁ কান্ত্যৈ নমঃ, ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ, ওঁ মঙ্গলায়ৈ নমঃ, ওঁ বিজয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ, ওঁ শিবায়ৈ নমঃ, ওঁ নারায়ণ্যৈ নমঃ, এই সকল মন্ত্রে অগ্রহায়ণমাসের তৃতীয়াতে পূজা আরম্ভ করিবে। এইরূপ পূজাকরিলে সাধক বিয়োগভাগী হয় না। ৩। অষ্টাদশভুজা দুর্গার পূজা করিতে হইবে। দেবীর অষ্টাদশহস্তে খেটক, ঘণ্টা, দর্পণ, তর্জ্জনীমুদ্রা, ধনুঃ, ধ্বজ, ডমরু, পরশু, পাশ, শক্তি, মুষল, শূল, নরকপাল, বজ্র, অঙ্কুশ, শর, চক্র ও শলাকা এই সকল অস্ত্র আছে। এই সকল অস্ত্রধারিণী দুর্গাদেবীকে চিন্তাকরিয়া পূজাকরিবে। ৪-৫। যে মন্ত্রে ভগবতীর পূজা ও জপাদি করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি। ওঁ নমো ভগবতি চামুণ্ডে ইত্যাদি।

ভ্রূভঙ্গনাসিকে বিকটমুখি কপিলজটে ব্রাহ্মি ভঞ্জ ভঞ্জ জ্বল জ্বল কালমুখি খল খল পাতয় পাতয় রক্তাক্ষি ঘূর্ণয় ঘূর্ণাপয় ভূমিং পাতয় পাতয় শিরো গৃহ্ন গৃহ্ন চক্ষু মীলয় মীলয় ভঞ্জ ভঞ্জ পাদৌ গৃহ্ন গৃহ্ন মুদ্রাং স্ফোটয় স্ফোটয় হুঁ হুঁ ফট্ বিদারয় বিদারয় ত্রিশূলেন ভেদয় ভেদয় বজ্রেণ হন হন দণ্ডেন তাড়য় তাড়য় চক্রেণ ছেদয় ছেদয় শক্তিনা ভেদয় ভেদয় দংষ্ট্রয়া দষ্টয় দষ্টয় কীলকেন কীলয় কীলয় কর্তৃকয়া পাটয় পাটয় অঙ্কুশেন গৃহ্ন গৃহ্ন শিরোক্ষি-জ্বরমৈকাহিকং দ্ব্যাহিকং ত্র্যাহিকং চাতুর্থিকং ডাকিনী-স্কন্দগ্রহান্ মুঞ্চাপয় মুঞ্চাপয় লন লন উত্থাপয় উত্থাপয় ভূমিং পাতয় পাতয় গৃহ্ন গৃহ্ন ব্রহ্মাণি এহি এহি মাহে-শ্বরি এহি এহি কৌমারি এহি এহি বারাহি এহি এহি ঐন্দ্রি এহি এহি চামুণ্ডে এহি এহি বৈষ্ণবি এহি এহি নারসিংহি এহি এহি শিবদূতি এহি এহি কপালিনি এহি এহি মহাকালি এহি এহি রেবতি এহি এহি শুষ্ক-রেবতি এহি এহি আকাশরেবতি এহি এহি হিমবন্ত-চারিণি এহি এহি কৈলাসচারিণি এহি এহি পর-মন্ত্রং ছিন্ধি ছিন্ধি কিলি কিলি বিচ্চে অঘোরে ঘোর-রূপিণি চামুণ্ডে রুরুক্রোধান্ধবিনিঃসৃতে অসুরক্ষয়ংকরি আকাশগামিনি পাশেন বন্ধ বন্ধ সময়ং তিষ্ঠ তিষ্ঠ মণ্ডলং প্রবেশয় প্রবেশয় পাতয় পাতয় গৃহ্ন গৃহ্ন মুখং বন্ধ বন্ধ চক্ষুর্বন্ধয় বন্ধয় হৃদয়ং বন্ধ বন্ধ হস্তপাদৌ বন্ধ বন্ধ দুষ্টগ্রহান্ সর্ব্বান্ বন্ধ বন্ধ দিশাং বন্ধ বন্ধ বিদিশাং বন্ধ বন্ধ ঊর্দ্ধং বন্ধ বন্ধ অধস্তাদ্বন্ধ বন্ধ ভস্মনা পানীয়েন মৃত্তিকয়া সর্ষপৈর্ব্বা আবেশয় আবেশয় পাতয় পাতয় চামুণ্ডে কিলি কিলি বিচ্চে হুঁ ফট্ স্বাহা। অষ্টোত্তরপদানাং হি মালামন্ত্রমহী জপা ॥ ৬॥

একৈকপদমষ্টসহস্রধা ত্রিমধুরাক্ততিলাষ্টসহস্রহোমঃ। মহামাংসেন ত্রিমধুরাক্তেন অষ্টোত্তরসহস্রঞ্চ একৈকঞ্চ পদং জপেৎ॥ তিলাংস্ত্রিমধুরাক্তাংশ্চ সহস্রাষ্টঞ্চ হোম-য়েৎ। মহামাংসং ত্রিমধুরাদথবা সর্ব্বকর্ম্মকৃৎ। বারি-সর্ষপভস্মাদিক্ষেপাদ্যুদ্ধাদিকে জয়ঃ ॥৭॥ অষ্টাবিংশভুজা ধ্যেয়া অষ্টাদশভুজাথবা। দ্বাদশাষ্টভুজা বাপি ধ্যেয়া বাপি চতুর্ভুজা ॥ ৮ ॥ অসিখেটান্বিতৌ হস্তৌ গদাদণ্ড-যুতৌ পরৌ। শরচাপযুতৌ চান্যৌ খড়্গামুদ্গরসংযুতৌ ॥ ৯॥ শঙ্খঘণ্টান্বিতৌ চান্যৌ ধ্বজদণ্ডযুতৌ পরৌ। অন্যৌ পরশুচক্রাঢ্যৌ ডমরুদর্পণান্বিতৌ ॥১০॥ শক্তিহস্তাশ্রিতৌ নটস্তী চান্যৌ মুষলান্বিতৌ। পাশতোমরসংযুতৌ ঢক্কা-পণবসংযুতৌ ॥ ১১ ॥ তর্জ্জয়ন্তী পরেণৈব অন্যৎ ফল-কলধ্বনিং। অভয়স্বস্তিকাদ্যৌ চ মহিষঘ্নী চ সিংহগা ॥ ১২ ॥ জয় ত্বং কলভূতেশে সর্ব্বভূতসমাবৃতে। রক্ষ মাং নিজভূতেভ্যো বলিং গৃহ্ন নমোঽস্তু তে ॥ ১৩ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

বিচ্চে হুঁ ফট্ স্বাহা ইত্যন্ত অষ্টোত্তরশতপদ মন্ত্রে রূপপূজাদি করিবে। ৬। প্রত্যেকপদে অষ্টোত্তর সহস্রবার অভিমন্ত্রিতস্তিল, ঘৃত, শর্করা ও মধু, এই ত্রিমধুযুক্ত করিয়া অষ্টোত্তরসহস্রসংখ্যায় হোমকরিবে। অথবা উক্ত ত্রিমধুমিশ্রিত মহামাংসদ্বারা হোম করিবে এবং অষ্টোত্তর সহস্রবার উক্ত এক এক পদ জপ করিবে। এইরূপ হোমে ও জপে সর্ব্বকার্য্যসিদ্ধি হয়। পূর্ব্বোক্তমন্ত্রে অভি-মন্ত্রিত জল, সর্ষপ, ভস্মপ্রভৃতি বিপক্ষদলমধ্যে নিক্ষেপকরিলে যুদ্ধে জয়লাভ হয়। ৭। উক্তপ্রকারে অষ্টাবিংশতিভুজা, অষ্টাদশ-ভুজা, দ্বাদশভুজা, অষ্টভুজা কিম্বা চতুর্ভুজা দুর্গাদেবীর ধ্যান করিয়া পূর্ব্বোক্তমন্ত্রে পূজাকরিবে। ৮। অষ্টাবিংশতিভুজাদেবীর হস্তে অসি, খেটক, গদা, দণ্ড, শর, চাপ, খড়্গ, মুদ্গর, শঙ্খ, ঘণ্টা, ধ্বজ, দণ্ড, পরশু, চক্র, ডমরু, দর্পণ, শক্তি, মুষল, পাশ, তোমর, ঢক্কা, পণব, এই সকল অস্ত্রাদি আছে। দেবী এক-হস্তদ্বারা শত্রুগণকে তর্জ্জন ও অন্য হস্তে কলকল ধ্বনি করিতে-ছেন, তাঁহার অন্য হস্তসকলে অভয়, স্বস্তিকাদি মুদ্রা রহিয়াছে। ওঁ জয় ত্বং কলভূতেশে ইত্যাদি মন্ত্রে সিংহবাহিনী মহিষমর্দ্দিনী দেবীর বলিপ্রদান করিয়া পূজা সমাপন করিবে। ৯-১৩।

ইতি অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

ঊনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

রুদ্র-উবাচ ॥ ১ ॥ পুনর্দ্দেবার্চ্চনং ব্রূহি সংক্ষেপেণ জনার্দ্দন। সূর্য্যস্য বিষ্ণুরূপস্য ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কং ॥২॥

বাসুদেব উবাচ ॥ ৩ ॥ শৃণু সূর্য্যস্য রুদ্র ত্বং পুনর্ব্বক্ষ্যামি পূজনং। ওঁ উচ্চৈঃশ্রবসে নমঃ ওঁ অরুণায় নমঃ ওঁ দণ্ডিনে নমঃ ওঁ পিঙ্গলায় নমঃ। এতে দ্বারে প্রপূজ্যা বৈ এভির্ম্মন্ত্রৈর্বৃষধ্বজ ॥৪॥ ওঁ অং ভূতায় নমঃ। ইমন্তু পূজয়েন্মধ্যে প্রভূতামলসংজ্ঞকং। ওঁ অং বিমলায় নমঃ ওঁ অং সারায় নমঃ ওঁ অং আধারায় নমঃ ওঁ অং পরমসুখায়ৈ নমঃ। ইত্যাগ্নেয়াদিকোণেষু পূজ্যা বৈ বিমলাদয়ঃ ॥ ৫ ॥ ওঁ পদ্মায় নমঃ ওঁ কর্ণিকায়ৈ নমঃ। মধ্যে তু পূজয়েদ্রুদ্র পূর্ব্বাদিষু তথৈব চ। দীপ্তাদ্যাঃ পূজয়েন্মধ্যে পূজয়েৎ সর্ব্বতোমুখীং। ওঁ বাং দীপ্তায়ৈ নমঃ ওঁ বীং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ ওঁ বূং ভদ্রায়ৈ নমঃ ওঁ বৈং জয়ায়ৈ নমঃ ওঁ বৌং বিভূত্যৈ নমঃ ওঁ বং অঘোরায়ৈ নমঃ ওঁ বং বিদ্যুতায়ৈ নমঃ ওঁ বঃ বিজয়ায়ৈ নমঃ। ওঁ সর্ব্বতোমুখ্যৈ নমঃ ॥৬॥ ওঁ অর্কাসনায় নমঃ ওঁ হ্রাং সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ। এতাস্তু পূজয়েন্মধ্যে হৃন্মন্ত্রান্ শৃণু শঙ্কর। ওঁ হং সং খং খখোল্কায় ক্রাং ক্রীং সঃ স্বাহা। সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ। অনেনাবাহনং কুর্য্যাৎ স্থাপনং সন্নিধানকং। সন্নিরোধনমন্ত্রেণ সকলীকরণন্তথা ॥ ৭ ॥ মুদ্রায়া দর্শনং রুদ্র মূলমন্ত্রেণ পূজয়েৎ। তেজোরূপং রক্তবর্ণং সিতপদ্মোপরি স্থিতং। একচক্ররথারূঢ়ং দ্বিবাহুং ধৃতপঙ্কজং ॥ ৮ ॥ এবং ধ্যায়েৎ সদা সূর্য্যং মূলমন্ত্রং শৃণুষ চ। ওঁ হ্রাং হ্রীং সঃ সূর্য্যায় নমঃ ॥ ৯ ॥ বারত্রয়ং পদ্মমুদ্রাং বিম্বমুদ্রাঞ্চ দর্শয়েৎ। ওঁ আং হৃদয়ায় নমঃ ওঁ অর্কায় শিরসে স্বাহা ওঁ অঃ ভূর্ভুবঃ স্বঃ জ্বালিনি শিখায়ৈ বষট্ ওঁ হুঁ কবচায় হুঁ ওঁ ভাং নেত্রাভ্যাং বৌষট্ ওঁ বঃ অস্ত্রায় ফট্ ইতি ॥ ১০ ॥ আগ্নেয্যামথবৈশান্যাং নৈঋর্ত্যামর্চ্চয়েদ্ধর। হৃদয়াদি হি বায়ব্যান্নেত্রঞ্চান্তঃ প্রপূজয়েৎ॥১১॥ দিক্ষ্বস্ত্রং পূজয়েদ্রুদ্র সোমস্য

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

রুদ্র বলিলেন! হে জনার্দ্দন! সংক্ষেপে পুনর্ব্বার দেবার্চ্চন বল। বিষ্ণুরূপী সূর্য্যদেবের পূজা করিলে ইহকালে ভোগ ও পরকালে মুক্তি লাভ হয়। আমার সেই সূর্য্যপূজা শ্রবণে অভিলাষ হইয়াছে। ১-২। বাসুদেব বলিলেন, হে রুদ্র! পুনর্ব্বার সূর্য্যার্চ্চন বলিব, শ্রবণকর। পূর্ব্বদ্বারে ওঁ উচ্চৈঃশ্রবসে নমঃ, দক্ষিণদ্বারে ওঁ অরুণায় নমঃ, পশ্চিমদ্বারে ওঁ দণ্ডিনে নমঃ এবং উত্তরদ্বারে ওঁ পিঙ্গলায় নমঃ। হে বৃষবাহন! এইপ্রকারে দ্বারদেবতার পূজা করিবে। ৩-৪। তৎপরে মধ্যে ওঁ অং ভূতায় নমঃ, অগ্নিকোণে ওঁ অং বিমলায় নমঃ, নৈঋর্তকোণে ওঁ অং সারায় নমঃ, বায়ুকোণে ওঁ অং আধারায় নমঃ, ঈশানকোণে ওঁ অং পরমসুখায়ৈ নমঃ। এইরূপে পূজাকরিবে। ৫। হে রুদ্র! মধ্যে ওঁ পদ্মায় নমঃ, ওঁ কর্ণিকায়ৈ নমঃ, এইরূপে পূজা করিয়া পূর্ব্বাদিদিক্‌কে দীপ্তাপ্রভৃতি ও মধ্যে সর্ব্বতোমুখী দেবতার পূজাকরিবে। যথা—পূর্ব্বদিকে ওঁ বাং দীপ্তায়ৈ নমঃ, অগ্নিকোণে ওঁ বীং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ, দক্ষিণদিকে ওঁ বূং ভদ্রায়ৈ নমঃ, নৈঋর্তকোণে ওঁ বৈং জয়ায়ৈ নমঃ, পশ্চিমদিকে ওঁ বৌং বিভূত্যৈ নমঃ, বায়ুকোণে ওঁ বং অঘোরায়ৈ নমঃ, উত্তরদিকে ওঁ বং বিদ্যুতায়ৈ নমঃ, ঈশাণকোণে ওঁ বঃ বিজয়ায়ৈ নমঃ। মধ্যে ওঁ সর্ব্বতোমুখ্যৈ নমঃ এবং ওঁ অর্কাসনায় নমঃ ও ওঁ হ্রাং সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ, মধ্যভাগে এই দুই দেবতার পূজাকরিবে। হে শঙ্কর! আবাহনমন্ত্র শ্রবণ কর। ওঁ হং সং খং ইত্যাদি মন্ত্রে আবহন, স্থাপন, সন্নিধান, সন্নিরোধন ও সকলীকরণ করিবে। ৬-৭। তৎপরে মুদ্রাপ্রদর্শন করিয়া মূলমন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। পরে দেবতার ধ্যান করিবে। সূর্য্যদেবের আকার এইরূপ—ভাস্করদেব তেজোময়, রক্তবর্ণ, শ্বেতপদ্মের উপরি উপবিষ্ট, একচক্র রথে আরূঢ়, দ্বিহস্তবিশিষ্ট ও পঙ্কজধারী। ৮। উক্তপ্রকারে সূর্য্যদেবের ধ্যান করিতে হইবে। হে রুদ্র! মূলমন্ত্র শ্রবণ কর। ওঁ হ্রাঁ হ্রীঁ সঃ সূর্য্যায় নমঃ, এই মন্ত্রে সূর্য্যের পূজা করিবে। ৯। পরে বারত্রয় পদ্মাদি মুদ্রাপ্রদর্শনপূর্ব্বক ওঁ আং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে ষড়ঙ্গপূজা করিবে। ষড়ঙ্গপূজার বিশেষ এই—অগ্নিকোণে ওঁ আং হৃদয়ায় নমঃ, ঈশানকোণে ওঁ অর্কায় শিরসে স্বাহা, নৈঋর্তকোণে ওঁ অঃ ভূর্ভুবঃ স্বঃ জ্বালিনি শিখায়ৈ বষট্, বায়ুকোণে ওঁ হুঁ কবচায় হুঁ, মধ্যে ওঁ ভাং নেত্রাভ্যাং বৌষট্

শ্বেতবর্ণকং। দলে পূর্ব্বেঽর্চ্চয়েদ্রুদ্র বুধং চামীকরপ্রভং ॥১২॥ দক্ষিণে পূজয়েদ্রুদ্র পীতবর্ণং গুরুং যজেৎ। পশ্চিমে চৈব ভূতেশং উত্তরে ভার্গবং সিতং ॥১৩॥ রক্তমঙ্গারকঞ্চৈব আগ্নেয়ে পূজয়েদ্ধর। শনৈশ্চরং কৃষ্ণবর্ণং নৈঋ‍ৎ্যাং দিশি পূজয়েৎ ॥ ১৪ ॥ রাহুং বায়ব্যদেশে তু নন্দ্যাবর্ত্তনিভং হর। ঐশান্যাং ধূম্রবর্ণন্তু কেতুং সংপরিপূজয়েৎ ॥ ১৫ ॥ এভির্ম্মন্ত্রৈর্ম্মহাদেব তচ্ছৃণুষ চ শঙ্কর। ওঁ সোং সোমায় নমঃ ওঁ বুং বুধায় নমঃ ওঁ বৃং বৃহস্পতয়ে নমঃ ওঁ ভং ভার্গবায় নমঃ ওঁ অং অঙ্গারকায় নমঃ ওঁ শং শনৈশ্চরায় নমঃ ওঁ রং রাহবে নমঃ ওঁ কং কেতবে নমঃ ইতি॥১৬॥ পাদ্যাদীন্ মূলমন্ত্রেণ দত্ত্বা সূর্য্যায় শঙ্কর। নৈবেদ্যান্তে ধেনুমুদ্রাং দর্শয়েৎ সাধকোত্তমঃ॥ ১৭ ॥ জপ্ত্বা চাষ্টসহস্রন্তু তচ্চ তস্মৈ সমর্পয়েৎ। ঐশান্যাদিষু ভূতেশ তেজশ্চণ্ডন্তু পূজয়েৎ। ওঁ তেজশ্চণ্ডায় হুঁ ফট্ স্বধা স্বাহা বৌষট্। নির্ম্মাল্যঞ্চার্পয়েত্তস্মৈ হ্যর্ঘ্যং দদ্যাত্ততোহর ॥ ১৮ ॥ তিলতণ্ডুলসংযুক্তং রক্তচন্দনচর্চ্চিতং। গন্ধোদকেন সংমিশ্রং পুষ্পধূপসমন্বিতং ॥ ১৯ ॥ কৃত্বা শিরসি তৎপাত্রং জানুভ্যামবলিঙ্গিতঃ। দত্ত্বাদর্ঘ্যন্তু সূর্য্যায় হৃন্মন্ত্রেণ বৃষধ্বজ ॥ ২০ ॥ গণং গুরূন্ প্রপূজ্যাথ সর্ব্বান্দেবান্ প্রপূজয়েৎ। ওঁ গং গণপতয়ে নমঃ। ওঁ অং গুরুভ্যো নমঃ। সূর্য্যস্য কথিতা পূজা কৃত্বৈতাং বিষ্ণুলোকভাক্ ॥ ২১ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ঊনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শঙ্কর-উবাচ ॥ ১ ॥ মাহেশ্বরীঞ্চ মে পূজাং বদ শঙ্খগদাধর। যাং জ্ঞাত্বা মানবাঃ সিদ্ধিং গচ্ছন্তি পরমেশ্বর ॥ ২ ॥

হরিরুবাচ ॥৩॥ শৃণু মাহেশ্বরীং পূজাং কথ্যমানাং বৃষধ্বজ। আদৌ স্নাত্বা তথাচম্য হ্যাসনে চোপবিশ্য চ। ন্যাসং কৃত্বা মণ্ডলে বৈ পূজয়েচ্চ মহেশ্বরং ॥ ৪ ॥ মন্ত্রেরেতৈর্ম্মহেশান পরিবারযুতং হরং। ওঁ হাং শিবাসনদেবতা আগচ্ছত ইতি। অনেনাবাহয়েদ্রুদ্র দেবতা আসনস্থ যাঃ ॥ ৫ ॥ ওঁ হাং গণপতয়ে নমঃ ওঁ

এবং দিকচতুষ্টয়ে ওঁ বঃ অস্ত্রায় ফট্। ১০-১১। এই সকল পূজা করিয়া পূর্ব্বদলে শ্বেতবর্ণ সোম, দক্ষিণদলে স্বর্ণবর্ণ বুধ, পশ্চিমদলে পীতবর্ণ বৃহস্পতি, উত্তরদলে শ্বেতবর্ণ শুক্র, অগ্নিকোণে রক্তবর্ণ মঙ্গল, নৈঋ‍ৎকোণে কৃষ্ণবর্ণ শনৈশ্চর, বায়ুকোণে তগরপুষ্পের ন্যায় শুভ্রবর্ণ রাহু এবং ঈশানকোণে ধূম্রবর্ণ কেতুর পূজা করিবে। ১২-১৫। হে শঙ্কর! উক্ত দেবগণের যে যে মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে, সেই সকল মন্ত্র শ্রবণ কর। ওঁ সোং সোমায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদিদ্বারা পূজা করিতে হইবে। ১৬। শঙ্কর! পরে সাধক সূর্য্যদেবকে মূলমন্ত্রদ্বারা পাদ্যাদি ও নৈবেদ্যান্ত প্রদান করিয়া ধেনুমুদ্রাপ্রদর্শন করিবে। ১৭। পরে অষ্টোত্তরসহস্র মূলমন্ত্র জপকরিয়া জপসমর্পণ করিবে। অনন্তর ঈশানকোণে ওঁ তেজশ্চণ্ডায় হুঁ ফট্ স্বধা, স্বাহা, বৌষট্ এই মন্ত্রে পূজা করিয়া তাহাতে নির্ম্মাল্য সমর্পণপূর্ব্বক অর্ঘ্যপ্রদান করিতে হইবে। ১৮। তিলতণ্ডুলযুক্ত, রক্তচন্দনান্বিত, গন্ধোদকমিশ্রিত ও পুষ্পধূপসমন্বিত অর্ঘ্যপাত্র মস্তকে ধারণ করিয়া জানুদ্বারা ভূমি অবলম্বনকরতঃ সূর্য্যদেবকে, সূর্য্যায় নমঃ, এই মন্ত্রে অর্ঘ্যপ্রদান করিবে। ১৯-২০। পরে গণপতি, গুরুগণ ও অন্যান্য সর্ব্বদেবের পূজা করিয়া পূজাসমাপন করিতে হইবে। ওঁ গং গণপতয়ে নমঃ ওঁ অং গুরুভ্যো নমঃ এই মন্ত্রে গণপতি ও গুরুর পূজা করিবে। এইরূপ সূর্য্যপূজা কথিত হইল। এই বিধানানুসারে সূর্য্যপূজা করিলে সাধক বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারে। ২১। ইতি ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

শঙ্কর বলিলেন, হে গদাধর! মহেশ্বরপূজা কীর্ত্তন করুন। এই পূজা পরিজ্ঞাত হইলে, সাধক সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধি লাভ করে। ১-২।

হরি বলিলেন, বৃষবাহন! মাহেশ্বরীপূজা বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমে যথাবিধি স্নান, আচমন ও বিশুদ্ধ আসনে উপবেশন করিয়া যথোক্ত ন্যাসকরণান্তে মণ্ডলে মহেশ্বরের পূজা করিবে। ৩-৪। পশ্চাৎ, কথিত মন্ত্রে পরিবারসহ মহাদেবের অর্চ্চনা করিতে হইবে এবং ওঁ হাং শিবাসনদেবতা আগচ্ছত এই মন্ত্রে আসনদেবতার আবাহন করিবে। ৫। হে হর! হাং

হাং সরস্বত্যৈ নমঃ ওঁ হাং নন্দিনে নমঃ ওঁ হাং মহাকালায় নমঃ ওঁ হাং গঙ্গায়ৈ নমঃ ওঁ হাং লক্ষ্ম্যৈ নমঃ ওঁ হাং অস্ত্রায় নমঃ ইতি। এতে দ্বারে প্রপূজ্যা বৈ স্নানগন্ধাদিভির্হর ॥ ৬॥ ওঁ হাং ব্রহ্মণে বাস্ত্বধিপতয়ে নমঃ। ওঁ হাং গুরুভ্যো নমঃ ওঁ হাং আধারশক্ত্যৈ নমঃ ওঁ হাং অনন্তায় নমঃ ওঁ হাং জ্ঞানায় নমঃ ওঁ হাং বৈরাগ্যায় নমঃ ওঁ হাং ঐশ্বর্য্যায় নমঃ ওঁ হাং অধর্ম্মায় নমঃ ওঁ হাং অজ্ঞানায় নমঃ ওঁ হাং অবৈরাগ্যায় নমঃ ওঁ হাং অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ। ওঁ হাং ঊর্দ্ধচ্ছন্দায় নমঃ ওঁ হাং অধশ্ছন্দায় নমঃ ওঁ হাং পদ্মায় নমঃ ওঁ হাং কর্ণিকায়ৈ নমঃ ওঁ হাং বামায়ৈ নমঃ ওঁ হাং জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ ওঁ হাং রৌদ্র্যৈ নমঃ। ওঁ হাং কাল্যৈ নমঃ ওঁ হাং কলবিকরিণ্যৈ নমঃ ওঁ হাং বলপ্রমথিন্যৈ নমঃ। ওঁ হাং সর্ব্বভূতদমন্যৈ নমঃ ওঁ হাং মনোন্মন্যৈ নমঃ ওঁ হাং মণ্ডলত্রিতয়ায় নমঃ ওঁ হাং হৌং হং শিবমূর্ত্তয়ে নমঃ ওঁ হাং বিদ্যাধিপতয়ে নমঃ ওঁ হাং হীং হৌং শিবায় নমঃ ওঁ হাং হৃদয়ায় নমঃ ওঁ হীং শিরসে নমঃ ওঁ হূং শিখায়ৈ নমঃ ওঁ হৈং কবচায় নমঃ ওঁ হৌং নেত্রদ্বয়ায় নমঃ ওঁ হঃ অস্ত্রায় নমঃ ওঁ সদ্যোজাতায় নমঃ ॥৭॥ ওঁ হাং সিদ্ধ্যৈ নমঃ ওঁ হাং ঋদ্ধ্যৈ নমঃ ওঁ হাং দ্যুতায়ৈ নমঃ ওঁ হাং লক্ষ্ম্যৈ নমঃ ওঁ হাং বোধায়ৈ নমঃ ওঁ হাং কাল্যৈ নমঃ ওঁ হাং স্বধায়ৈ নমঃ ওঁ হাং প্রভায়ৈ নমঃ। সদ্যস্যাষ্টৌ কলা জ্ঞেয়াঃ পূর্ব্বপূর্ব্বাদিষু স্থিতাঃ ॥৮॥ ওঁ হাং বামদেবায় নমঃ। ওঁ হাং রজসে নমঃ ওঁ হাং রক্ষায়ৈ নমঃ ওঁ হাং রত্যৈ নমঃ ওঁ হাং কন্যায়ৈ নমঃ ওঁ হাং কামায়ৈ নমঃ ওঁ হাং সঞ্জন্যৈ নমঃ ওঁ হাং ক্রিয়ায়ৈ নমঃ ওঁ হাং বৃদ্ধ্যৈ নমঃ ওঁ হাং কার্য্যায়ৈ নমঃ ওঁ হাং রাত্র্যৈ নমঃ ওঁ হাং ভ্রাম্যৈ নমঃ ওঁ হাং মোহিন্যৈ নমঃ ওঁ হাং স্বরায়ৈ নমঃ। বামদেবকলাজ্ঞেয়াস্ত্রয়োদশ বৃষধ্বজ ॥৯॥ ওঁ হাং তৎপুরুষায় নমঃ। ওঁ হাং বৃত্ত্যৈ নমঃ ওঁ হাং প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ ওঁ হাং বিদ্যায়ৈ নমঃ ওঁ হাং শান্ত্যৈ নমঃ। জ্ঞেয়াস্তৎপুরুষস্যৈব চতস্রো বৃষভধ্বজ ॥ ১০॥ ওঁ হাং অঘোরায় নমঃ। ওঁ হাং উমায়ৈ নমঃ ওঁ হাং ক্ষমায়ৈ নমঃ ওঁ হাং নিদ্রায়ৈ নমঃ ওঁ হাং ব্যাধ্যৈ নমঃ ওঁ হাং ক্ষুধায়ৈ নমঃ ওঁ হাং তৃষ্ণায়ৈ নমঃ। কলাষট্‌কং হ্যঘোরস্য বিজ্ঞেয়ং ভৈরবং হর ॥১১॥ ওঁ হাং ঈশানায় নমঃ। ওঁ হাং সমিত্যৈ নমঃ ওঁ হাং অঙ্গদায়ৈ নমঃ ওঁ হাং কৃষ্ণায়ৈ নমঃ ওঁ হাং মরিচ্যৈ নমঃ ওঁ হাং জ্বালায়ৈ নমঃ। ঈশানস্য কলাঃ পঞ্চ জানীহি বৃষভধ্বজ ॥ ১২ ॥ ওঁ হাং শিবপরিবারেভ্যো নমঃ। ওঁ হাং ইন্দ্রায় সুরাধিপতয়ে নমঃ। ওঁ হাং অগ্নয়ে তেজোঽধিপতয়ে নমঃ। ওঁ হাং যমায় প্রেতাধিপতয়ে নমঃ। ওঁ হাং নৈর্ঋতায় রক্ষোঽধিপতয়ে নমঃ। ওঁ হাং বরুণায় জলাধিপতয়ে নমঃ। ওঁ হাং বায়বে প্রাণাধিপতয়ে নমঃ। ওঁ হাং সোমায় নেত্রাধিপতয়ে নমঃ। ওঁ হাং ঈশানায় সর্ব্ববিদ্যাধিপতয়ে নমঃ। ওঁ হাং অনন্তায় নাগাধিপতয়ে নমঃ। ওঁ হাং ব্রহ্মণে সর্ব্বলোকাধিপতয়ে নমঃ ॥ ১৩ ॥ ওঁ হাং ধূলিচণ্ডেশ্বরায় নমঃ ইতি।

গণপতয়ে নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে দ্বারদেশে স্নানীয় ও গন্ধাদি-দ্বারা পূজাকরিতে হইবে। ৬। অনন্তর হাং ব্রহ্মণে নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত দেবতাদিগের পূজা করিবে। ৭। সিদ্ধিপ্রভৃতি অষ্টদেবতা সদ্যের অষ্টশক্তি। এই সকল দেবতা পূর্ব্বাদি অষ্টদিগ্‌ভাগে আছেন, অতএব পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে ওঁ সিদ্ধ্যৈ নমঃ, ইত্যাদি মন্ত্রে ঐ অষ্টশক্তির পূজাকরিবে। ৮। হে বৃষধ্বজ! অনন্তর ওঁ হাং বামদেবায় নমঃ, এই মন্ত্রে বামদেবের পূজাকরিয়া ওঁ হাং রজসে নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে বামদেবের ত্রয়োদশকলার পূজা করিবে। ৯। তৎপর ওঁ হাং তৎপুরুষায় নমঃ এই মন্ত্রে পূজাকরিয়া ওঁ হাং বৃত্ত্যৈ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে তৎপুরুষ দেবের কলাচতুষ্টয়ের পূজা করিতে হইবে। ১০। অনন্তর ওঁ হাং অঘোরায় নমঃ, এই মন্ত্রে অঘোরদেবের পূজাকরিয়া ওঁ হাং উমায়ৈ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে অঘোরদেবের ষট্‌কলার পূজাকরিবে। ১১। হে বৃষধ্বজ! ওঁ হাং ঈশানায় নমঃ এই মন্ত্রে ঈশানদেবের পূজাকরিয়া ওঁ হাং সমিত্যৈ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ঈশানদেবের পঞ্চকলার পূজা করিতে হইবে। ১২। অনন্তর ওঁ হাং শিবপরিবারেভ্যো নমঃ, এই মন্ত্রে পূজাকরিয়া ওঁ হাং ইন্দ্রায় সুরাধিপতয়ে নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে দশদিক্‌পালের পূজাকরিবে। ১৩। হে শঙ্কর! তৎপরে ওঁ হাং

আবাহনং স্থাপনঞ্চ সন্নিধানঞ্চ শঙ্কর। সন্নিরোধং তথা কুর্য্যাৎ সকলীকরণন্তথা। তত্ত্বন্যাসঞ্চ মুদ্রায়া দর্শনং ধ্যানমেব চ॥ ১৪॥ পাদ্যমাচমনং হ্যর্ঘ্যং পুষ্পাণ্যভ্যঙ্গদানকং। তত উদ্বর্ত্তনং স্নানং সুগন্ধঞ্চানুলেপনং। বস্ত্রালঙ্কারভোগাংশ্চ হ্যঙ্গন্যাসঞ্চ ধূপকং। দীপং নৈবেদ্যদানঞ্চ হস্তোদ্বর্ত্তনমেব চ। পাদ্যার্ঘ্যাচমনং গন্ধং তাম্বূলং গীতবাদনং॥ ১৫॥ নৃত্যং ছত্রাদিকরণং মুদ্রাণাং দর্শনন্তথা। রূপং ধ্যানং জপঞ্চাথ একবস্ত্রৈব এব চ। মূলমন্ত্রেণ বৈ কুর্য্যাজ্জপপূজাসমর্পণং। মাহেশী কথিতা পূজা রুদ্র পাপবিনাশিনী॥ ১৬॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

বাসুদেব-উবাচ॥ ১॥ ওঁ বিশ্বাবসুর্নাম গন্ধর্ব্বঃ কন্যানামধিপতির্লভামি তে। কন্যাং সমুৎপাদ্য তস্মৈ বিশ্বাবসবে স্বাহা। স্ত্রীলাভো মন্ত্রজপ্যাচ্চ কালরাত্রীং বদাম্যহং॥ ২॥ ওঁ নমো ভগবতি ঋক্ষকর্ণি চতুর্ভুজে। উর্দ্ধকেশি ত্রিনয়নে কালরাত্রি মানুষাণাং বসারুধিরভোজনে অমুকস্য প্রাপ্তকালস্য মৃত্যুপ্রদে হুঁ ফট্ হন হন দহ দহ মাংসরুধিরং পচ পচ ঋক্ষপত্রি স্বাহা। ন তিথির্ন চ নক্ষত্রং নোপবাসো বিধীয়তে॥ ৩॥ ক্রুদ্ধোরক্তেন সংমার্জ্জ্য করৌ তাভ্যাং প্রগৃহ্য চ। প্রদোষে সংজপেৎ লিঙ্গং আমপাত্রঞ্চ মারয়েৎ। ওঁ নমঃ সর্ব্বতো যন্ত্রাণ্যেতদ্যথা জম্ভনি মোহনি সর্ব্বশত্রুবিদারিণি রক্ষ রক্ষ মামমুকং সর্ব্বভয়োপদ্রবেভ্যঃ স্বাহা। শুক্রে নষ্টে মহাদেব বক্ষ্যেঽহং দ্বিজপাদিহ॥ ৪॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে নানাবিদ্যা সমাপ্তা একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়

হরিরুবাচ॥ ১॥ পবিত্রারোহণং বক্ষ্যে শিবস্যাশিবনাশনং। আচার্য্যঃ সাধকঃ কুর্য্যাৎ পুত্রকঃ সময়ী হর॥ ২॥ সম্বৎসরকৃতাং পূজাং বিঘ্নেশোহরতেঽন্যথা। আষাঢ়ে শ্রাবণে মাঘে কুর্য্যাদ্ভাদ্রপদেঽপি বা॥ ৩॥

ধূলিচণ্ডেশ্বরায় নমঃ, এই মন্ত্রে পূজাকরিয়া মহেশ্বরের আবাহন, স্থাপন, সন্নিধান, সন্নিরোধন ও সকলীকরণ করিয়া তত্ত্বন্যাসপূর্ব্বক মুদ্রাপ্রদর্শন ও ধ্যান করিবে। ১৪। অনন্তর পাদ্য ও আচমনীয়জল, অর্ঘ্য, পুষ্প, অভ্যঙ্গার্থ তৈল, উদ্বর্ত্তনদ্রব্য, স্নানীয়দ্রব্য, চন্দনাদিসুগন্ধি-অনুলেপন, বস্ত্র, অলঙ্কার, ভোজ্যদ্রব্য, অঙ্গরাগদ্রব্য, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও হস্তোদ্বর্ত্তনদ্রব্য প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, গন্ধ ও তাম্বুল নিবেদন করিয়া গীতবাদ্য করিবে। ১৫। পরে নৃত্যপ্রদর্শন ও ছত্রাদি নিবেদন করিয়া মুদ্রাপ্রদর্শন করিতে হইবে। দেবতা, ধ্যান ও মন্ত্রের ঐক্যজ্ঞানে মূলমন্ত্রে পূজা ও জপকরিয়া জপসমর্পণ করিবে। হে রুদ্র! এইরূপে মহেশ্বরপূজা কথিত হইল। এই পূজাকরিলে সাধকের সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। ১৬।

ইতি চত্বারিংশ অধ্যায়।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

বাসুদেব বলিলেন, ওঁ বিশ্বাবসুর্নাম গন্ধর্ব্ব ইত্যাদি মন্ত্র জপকরিলে স্ত্রীলাভ হইয়া থাকে। অতঃপর কালরাত্রি, অর্থাৎ মারণমন্ত্র, বলিতেছি। ১-২। ওঁ নমো ভগবতি ঋক্ষকর্ণি ইত্যাদি মন্ত্রকে কালরাত্রি মন্ত্র বলে। এই মন্ত্রদ্বারা কার্য্য করিতে তিথি ও নক্ষত্র বিবেচনার আবশ্যকতা নাই। সকল তিথি ও সকল নক্ষত্রেই এই কার্য্য করিতে পারে এবং এই প্রক্রিয়াতে উপবাস করিতে হয় না। কি ভুক্ত কি অভুক্ত সকল অবস্থাতেই এই কার্য্য করা বিধেয়। ৩। সাধক প্রদোষকালে ক্রুদ্ধ হইয়া রক্তদ্বারা হস্তদ্বয় মার্জ্জন করিয়া উভয় হস্তদ্বারা লিঙ্গধারণপূর্ব্বক মন্ত্র জপ করিবে। ওঁ নমঃ সর্ব্বতোযন্ত্রাণ্যেতদ্যথা ইত্যাদি মন্ত্রে জপ করিতে হইবে। ৪। ইতি একচত্বারিংশ অধ্যায়।

দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়।

হরি বলিলেন, শিবের পবিত্রারোহণ বলিব। এই পবিত্রারোহণে সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল নাশ হয়। আচার্য্য সাধক সময়বিশেষে এই কার্য্য করিবে। উক্ত কার্য্য একবৎসরপর্য্যন্ত করিতে হয়, অন্যথা বিঘ্নেশ্বর এই পূজাফল হরণ করিয়া থাকেন। আষাঢ়, শ্রাবণ, মাঘ কিম্বা ভাদ্রমাসে পবিত্রারোহণ করিবে। ২-৩।

সৌবর্ণরৌপ্যতাম্রঞ্চ সূত্রং কার্পাসিকং ক্রমাৎ। জ্ঞেয়ং কৃতাদৌ সংগৃহ্য কন্যয়া কর্ত্তিতঞ্চ যৎ ॥ ৪ ॥ ত্রিগুণং ত্রিগুণীকৃত্য ততঃ কুর্য্যাৎ পবিত্রকং। গ্রন্থয়ো বামদেবেন সত্যেন ক্ষালয়েচ্ছিব ॥ ৫ ॥ অঘোরেণ তু সংশোধ্য বন্ধস্তৎপুরুষাত্তবেৎ। ধূপয়েদীশমন্ত্রেণ তন্তুদেবা ইতি স্মৃতাঃ ॥৬॥ ওঁকারশ্চন্দ্রমা বহ্নি র্ব্রহ্মা নাগঃ শিখিধ্বজঃ। রবিৰ্ব্বিষ্ণুঃ শিবঃ প্রোক্তঃ ক্রমাত্তন্তুদেবতাঃ ॥ ৭ ॥ অষ্টোত্তরশতং কুর্য্যাৎ পঞ্চাশৎ পঞ্চবিংশতিং। রুদ্রোঽন্তমাদি বিজ্ঞেয়ং মানঞ্চ গ্রন্থয়োদশ ॥ ৮ ॥ চতুরঙ্গুলান্তরালাঃ স্যুর্গ্রন্থিনামানি চ ক্রমাৎ। প্রকৃতিঃ পৌরুষী বীরা চতুর্থী চাপরাজিতা ॥ ৯ ॥ জয়া চ বিজয়া রুদ্রা অজিতা চ সদাশিব। মনোন্মনী সর্ব্বমুখী দ্ব্যঙ্গুলাঙ্গুলতোঽথবা ॥ ১০ ॥ রঞ্জয়েৎ কুঙ্কুমাদ্যৈস্তু কুর্য্যাদ্গন্ধৈঃ পবিত্রকং। সপ্তম্যাং বা ত্রয়োদশ্যাং শুক্লপক্ষে তথেতরে ॥ ১১ ॥ ক্ষীরাদিভিঃ সংস্নাপ্য লিঙ্গং গন্ধাদিভির্যজেৎ। দদ্যাদ্গন্ধপবিত্রন্তু আত্মনে ব্রহ্মণে হর ॥ ১২ ॥ পুষ্পং গন্ধযুতং দদ্যান্মূলেনেশানগোচরে। পূর্ব্বে চ দণ্ডকাষ্ঠন্তু উত্তরে চামলকীফলং ॥ ১৩ ॥ মৃত্তিকাং পশ্চিমে দদ্যাদ্দক্ষিণে ভস্মভূতয়ঃ। নৈঋর্তে হ্যগুরুং দদ্যাচ্ছিখামন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ। বায়ব্যাং সর্ষপং দদ্যাৎ কবচেন বৃষধ্বজ ॥ ১৪ ॥ গৃহং সংবেষ্ট্য সূত্রেণ দদ্যাদ্গন্ধপবিত্রকং। হোমং কৃত্বাগ্নয়ে দত্ত্বা দদ্যাদ্ভূতবলিং তথা ॥ ১৫ ॥ আমন্ত্রিতোঽসি দেবেশ গণৈঃ সার্দ্ধং মহেশ্বর। প্রাতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি অত্র সন্নিহিতো ভব ॥১৬॥ নিমন্ত্র্যানেন তিষ্ঠেত্তু কুর্ব্বন্ গীতাদিকং নিশি। মন্ত্রিতানি পবিত্রাণি স্থাপয়েদ্দেবপার্শ্বতঃ ॥ ১৭ ॥ স্নাত্বাদিত্যং চতুর্দ্দশ্যাং প্রাক্ রুদ্রঞ্চ প্রপূজয়েৎ। ললাটস্থং বিশ্বরূপং ধ্যাত্বাত্মানং প্রপূজয়েৎ ॥ ১৮ ॥ অস্ত্রেণ প্রোক্ষিতাস্ত্বেবং হৃদয়েনার্চ্চিতা-

এই পবিত্রারোহণকার্য্যে যুগভেদে সূত্রনিয়ম আছে,—সত্যযুগে সুবর্ণসূত্র, ত্রেতাযুগে রৌপ্যসূত্র, দ্বাপরে তাম্রসূত্র এবং কলিযুগে কার্পাসসূত্র গ্রহণ করিবে। কার্পাসসূত্র অবিবাহিতা কন্যার হস্তে প্রস্তুত করাইয়া কার্য্য করিতে হইবে। ৪। পূর্ব্বোক্তরূপ সূত্রকে ত্রিগুণীকৃত করিয়া পুনর্ব্বার ত্রিগুণিত করিবে। ঐ ত্রিগুণ ত্রিগুণীকৃত সূত্রদ্বারা পবিত্র করিবে। বামদেবমন্ত্রে পবিত্রে গ্রন্থি বন্ধনকরিয়া সত্যমন্ত্রে প্রক্ষালন করিবে এবং অঘোরমন্ত্রে ঐ পবিত্র শোধন করিয়া তৎপুরুষমন্ত্রে বন্ধন ও ঈশানমন্ত্রে * ঐ পবিত্র ধূপিত করিবে। এই সকল মন্ত্রই সূত্রমন্ত্র। ৫-৬। ওঁকার, চন্দ্র, বহ্নি, ব্রহ্মা, অনন্ত, কার্ত্তিকেয়, সূর্য্য, বিষ্ণু ও শিব এই সকল সূত্রাধিষ্ঠিত দেবতা। ৭। অষ্টোত্তরশত, পঞ্চাশৎ অথবা পঞ্চবিংশতি গ্রন্থি দিবে। শিবপবিত্রে দশগ্রন্থি বিধেয়। ৮। শিবপবিত্রে চতুরঙ্গুলান্তর এক একটি গ্রন্থি বন্ধন করিতে হইবে। দশ গ্রন্থির নাম এই—প্রকৃতি, পৌরুষী, বীরা, অপরাজিতা, জয়া, বিজয়া, রুদ্রা, অজিতা, মনোন্মনী ও সর্ব্বতোমুখী। মতান্তরে দুই অঙ্গুলি অন্তরে এক এক গ্রন্থি বন্ধন কর্ত্তব্য। ৯-১০। ঐ পবিত্র কুঙ্কুম ও চন্দনাদি সুগন্ধিদ্রব্যদ্বারা রঞ্জিত করিয়া লইবে। শুক্লপক্ষের সপ্তমী ও কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীতে দুগ্ধাদিদ্বারা স্নান করাইয়া গন্ধাদিদ্বারা লিঙ্গপূজাকরিয়া গন্ধযুক্ত পবিত্র ব্রহ্মাকে নিবেদন করিবে। ১১-১২। মূলমন্ত্রে সগন্ধপুষ্প ঈশানকোণে, দণ্ডকাষ্ঠ পূর্ব্বদিকে, আমলকী ফল উত্তরদিকে, মৃত্তিকা পশ্চিমদিকে, ভস্ম দক্ষিণদিকে, অগুরু নৈঋর্তকোণে এবং সর্ষপ বায়ুকোণে নিক্ষেপ করিবে। ১৩-১৪। অনন্তর গৃহ সূত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া গন্ধযুক্ত পবিত্র প্রদান করিবে ও অগ্নিতে হোম করিয়া ভূতদিগকে বলিপ্রদান করিবে। ১৫। হে দেবেশ মহেশ্বর! তোমাকে সগণে আমন্ত্রণ করিলাম। প্রাতঃকালে তোমার অর্চ্চনা করিব, তুমি সন্নিহিত হও। ১৬। উক্তপ্রকারে নিমন্ত্রণ করিয়া গীতবাদ্যাদি করতঃ রাত্রিযাপন করিবে। পরে নিমন্ত্রিত পবিত্র দেবপার্শ্বে স্থাপনকরিতে হইবে। ১৭। চতুর্দ্দশীতিথিতে স্নান করিয়া প্রথমে সূর্য্যপূজা করিয়া রুদ্রপূজা করিবে। পরে ললাটে বিশ্বরূপ দেবের ধ্যান করিয়া পূজাকরিতে হইবে। ১৮। অনন্তর ফট্ এই মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিয়া নমঃ এই মন্ত্রে অর্চ্চনা করিবে।

* এই সকল মন্ত্র মৎপ্রকাশিত তন্ত্রসার ও বিবিধতন্ত্রসংগ্রহ নামকগ্রন্থে লিখিত আছে। ঐ সকল গ্রন্থ দৃষ্টি করিলেই মন্ত্র সকল জানিতে পারিবেন।

স্থথ। সংহৃতামাত্রতাস্থেব ধূপন্তান সমর্পয়েৎ ॥১৯॥ শিবতত্ত্বাত্মকং চাদৌ বিদ্যাতত্ত্বাত্মকং ততঃ। আত্মতত্ত্বাত্মকং পশ্চাদ্দেবকাখ্যং ততোঽর্চ্চয়েৎ। ওঁ হৌং শিবতত্ত্বায় নমঃ। ওঁ হ্রীং বিদ্যাতত্ত্বায় নমঃ। ওঁ হাং আত্মতত্ত্বায় নমঃ॥ ২০॥ ওঁ হাং হ্রীং হ্রূং ক্ষৌং সর্ব্বতত্ত্বায় নমঃ। ওঁ কালাত্মনা ত্বয়া দেব যদ্দৃষ্টং মামকে বিধৌ। কৃতং ক্লিষ্টং সমুৎসৃষ্টং হুতং গুপ্তঞ্চ যৎ কৃতং। সর্ব্বাত্মনাত্মনা শম্ভো পবিত্রেণ ত্বদিচ্ছয়া। ওঁ পুরয় পুরয় মখব্রতং তন্নিয়মেশ্বরায় সর্ব্বতত্ত্বাত্মকায় সর্ব্বকারণপালিতায় ওঁ হাং হ্রীং হ্রূং হৈং হৌং শিবায় নমঃ॥ ২১ ॥ পূর্ব্বৈরনেন যো দদ্যাৎ পবিত্রাণাং চতুষ্টয়ং। দত্ত্বা বহ্নেঃ পবিত্রঞ্চ গুরবে দক্ষিণাং দিশেৎ। বলিং দত্ত্বা দ্বিজান্ ভোজ্য চণ্ডং প্রার্চ্চ্য বিসর্জ্জয়েৎ॥ ২২ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ পবিত্রারোহণং বক্ষ্যে ভুক্তিমুক্তিপ্রদং হরেঃ। পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে ব্রহ্মাদ্যাঃ শরণং যযুঃ। বিষ্ণুশ্চ তেভ্যো দেবানাং ধ্বজং গ্রৈবেয়কং দদৌ॥ ২ ॥ এতৌ দৃষ্ট্বা বিলক্ষন্তি দানবানব্রবীদ্ধরিঃ। বিষ্ণুক্তে হ্যব্রবীন্নাগো বাসুকেরনুজস্তদা ॥ ৩ ॥ বৃণীত চ পবিত্রাখ্যং বরঞ্চেদং বৃষধ্বজ। গ্রৈবেয়ং হরিদত্তস্তু মন্নাম্না খ্যাতি মেষ্যতি। ইত্যুক্তে তেন দেবাংস্তান্নাম্না চ তদ্বরং দদৌ ॥ ৪ ॥ প্রাবৃট্কালে তু যে মর্ত্ত্যানার্চ্চিষ্যন্তি পবিত্রকৈঃ। তেষাং সাম্বৎসরী পূজা বিফলা চ ভবিষ্যতি। তস্মাৎ সর্ব্বেষু দেবেষু পবিত্রারোহণং ক্রমাৎ ॥ ৫ ॥ প্রতিপৎ পৌর্ণমাস্যান্তা যস্য যা তিথিরুচ্যতে। দ্বাদশ্যাং বিষ্ণবে কার্য্যং শুক্লে কৃষ্ণেঽথবা হর ॥ ৬ ॥ ব্যতীপাতেঽয়নে চৈব চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে শিব। বিষ্ণবে বৃদ্ধিকার্য্যে চ গুরোরাগমনে তথা। নিত্যং পবিত্রমুদ্দিষ্টং প্রাবৃট্কালে ত্ববশ্যকং ॥৭॥ কৌষেয়ং পট্টসূত্রম্বা কার্পাসং ক্ষৌমমেব বা। কুশসূত্রং দ্বিজানাং স্যাদ্রাজ্ঞাং কৌষেয়পট্টকং ॥৮॥

এবং কট্ নমঃ এই মন্ত্রে পবিত্র ধূপিত করিয়া সমর্পণ করিবে। ১৯। আদিতে শিবতত্ত্ব ও পরে বিদ্যাতত্ত্ব ও শেষে আত্মতত্ত্ব ও দেবতত্ত্ব, এই তত্ত্বচতুষ্টয়ের পূজা করিবে। এই তত্ত্বপূজার প্রণালী মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। ২০। পরে ওঁ হাঁ হ্রীঁ হ্রূঁ ক্ষৌঁ সর্ব্বতত্ত্বায় নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিয়া ওঁ কলাত্মনা ত্বয়া দেব ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পবিত্র নিবেদনকরিবে। ২১। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পবিত্রচতুষ্টয় নিবেদন করিয়া ও বহ্নিদেবকে পবিত্র প্রদানপূর্ব্বক গুরুকে দক্ষিণা দিবে। তৎপরে বলিপ্রাদনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া চণ্ডেশ্বরের অর্চ্চনান্তে বিসর্জ্জন করিতে হইবে। ২২।

ইতি দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

হরি বলিলেন, এইক্ষণ হরির পবিত্রারোহণ বলিব। এই কার্য্যে ইহকালে বিবিধভোগ ও পরকালে মুক্তিলাভ হয়। পূর্ব্বকালে দেবাসুরযুদ্ধসময়ে ব্রহ্মাদি দেবগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তাহাতে বিষ্ণু দেবগণকে গ্রীবাভূষণ ও ধ্বজ প্রদান করেন। ১-২। দানবগণ তাহা দর্শনকরিয়া সেই গ্রীবাভূষণ ও ধ্বজ গ্রহণ করিতে সমুৎসুক হইলে, হরি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা পবিত্রাখ্য বর প্রার্থনা কর। তখন বাসুকির অনুজ নাগ বলিল, হরিদত্তগ্রৈবেয় আমার নামে বিখ্যাত হইবে। বাসুকির কনিষ্ঠনাগ এই কথা বলিলে বিষ্ণু "তথাস্তু" বলিয়া বরপ্রদান করিলেন। ৩-৪। যে সকল মনুষ্য বর্ষাকালে পবিত্রার্চ্চন করে না, তাহাদিগের সম্বৎসরকৃত পূজা বিফল হইয়া যায়। অতএব ক্রমতঃ সকল দেবতার পবিত্রারোহণ করা বিধেয়। ৫। প্রতিপদাদি ও পূর্ণিমাপর্য্যন্ত যে যে তিথিতে যে যে দেবতার পবিত্রারোহণ কথিত আছে, সেই সেই তিথিতে সেই সেই দেবতার পবিত্রারোহণ করিবে। হে হর! শুক্ল অথবা কৃষ্ণপক্ষীয় দ্বাদশীতিথিতে বিষ্ণুর পবিত্রারোহণ করা কর্ত্তব্য। ৬। ব্যতীপাতযোগে, উত্তরায়ণ কি দক্ষিণায়ন সংক্রান্তিতে ও চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্য্যগ্রহণকালে বিষ্ণুর পবিত্রারোহণ করিলে অধিক পুণ্য হয়। বিবাহাদি মঙ্গলকার্য্যে এবং গুরুদেবের আগমনে পবিত্রারোহণ করিবে। বিশেষতঃ বর্ষাকালে পবিত্রারোহণ অবশ্য কর্ত্তব্য। ৭। কৌষেয়সূত্র, পট্টসূত্র, কার্পাসসূত্র, ক্ষৌমসূত্র অথবা কুশসূত্রদ্বারা নির্ম্মিত পবিত্র ব্রাহ্মণের, কৌষেয়সূত্র ও পট্টসূত্ররচিত পবিত্র ক্ষত্রিয়ের,

বৈশ্যানাঞ্চৌর্ণকং ক্ষৌমং শূদ্রাণাং নববল্কজং। কার্পাসং পদ্মজঞ্চৈব সর্ব্বেষাং শস্তমীশ্বর ॥ ৯ ॥ ব্রাহ্মণ্যা কর্ত্তিতং সূত্রং ত্রিগুণং ত্রিগুণীকৃতং। ওঁকারোঽথ শিবঃ সোমোঽগ্নির্ব্রহ্মা ফণীরবিঃ ॥ ১০ ॥ বিঘ্নেশোবিষ্ণুরিত্যেতে স্থিতাস্তন্তুষু দেবতাঃ। ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ত্রিসূত্রে দেবতাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১১ ॥ সৌবর্ণে রাজতে তাম্রে বৈণবে মৃণ্ময়ে ন্যসেৎ। অঙ্গুষ্ঠেন চতুঃষষ্টিঃ শ্রেষ্ঠং মধ্যং তদর্দ্ধতঃ ॥ ১২ ॥ তদর্দ্ধা তু কনিষ্ঠা স্যাৎ সূত্রমষ্টোত্তরং শতং। উত্তমং মধ্যমঞ্চৈব কন্যসং পূর্ব্ববৎ ক্রমাৎ ॥১৩॥ উত্তমোঽঙ্গুষ্ঠমানেন মধ্যমোমধ্যমেন তু। কন্যসে চ কনিষ্ঠেন অঙ্গুল্যা গ্রন্থয়ঃ স্মৃতাঃ। বিমানে স্থণ্ডিলে চৈব এতৎ সামান্যলক্ষণং ॥১৪॥ শিবোদ্ধতং পবিত্রন্তু প্রতিমায়াঞ্চ কারয়েৎ। হৃন্নাভিরুরুমানেন জানুভ্যামবলম্বিনী ॥ ১৫ ॥ অষ্টোত্তরসহস্রেণ চত্বারোগ্রন্থয়ঃ স্মৃতাঃ। ষট্‌ত্রিংশচ্চ চতুর্ব্বিংশদ্দ্বাদশ গ্রন্থয়োঽথবা ॥ ১৬ ॥ উত্তমাদিষু বিজ্ঞেয়াঃ পর্ব্বভির্ব্বা পবিত্রকং। চর্চ্চিতং কুঙ্কুমেনৈব হরিদ্রাচন্দনেন বা ॥ ১৭ ॥ সোপবাসঃ পবিত্রন্তু পাত্রস্থমধিবাসয়েৎ। অশ্বত্থপত্রপুটকে অষ্টদিক্ষু নিবেশিতং ॥ ১৮ ॥ দণ্ডকাষ্ঠং কুশাগ্রঞ্চ পূর্ব্বে সঙ্কর্ষণেন তু। রোচনাকুঙ্কুমেনৈব প্রদ্যুম্নেন তু দক্ষিণে ॥ ১৯ ॥ যুদ্ধার্থী ফলসিদ্ধার্থমনিরুদ্ধেন পশ্চিমে। চন্দনং নীলযুক্তঞ্চ তিলভস্মাক্ষতং তথা। আগ্নেয়াদিষু কোণেষু শ্রিয়াদীনাং ক্রমান্ন্যসেৎ ॥ ২০ ॥ পবিত্রং বাসুদেবেন অভিমন্ত্র্য সকৃৎ সকৃৎ। দৃষ্ট্বা পুনঃ প্রপূজ্যাথ বস্ত্রেণাচ্ছাদ্য যত্নতঃ ॥ ২১ ॥ দেবস্য পুরতঃ স্থাপ্যং প্রতিমামণ্ডলস্য বা। পশ্চিমে দক্ষিণে চৈব উত্তরে পূর্ব্ববৎ ক্রমাৎ ॥ ২২ ॥ ব্রাহ্মণাদীংশ্চ সংস্থাপ্য কলসঞ্চাথ পূজয়েৎ। অস্ত্রেণ মণ্ডলং কৃত্বা নৈবেদ্যঞ্চ সমর্পয়েৎ ॥ ২৩ ॥ অধিবাস্য পবিত্রন্তু ত্রিসূত্রেণ নবনে বা। বেদিকাং বেষ্টয়িত্বা তু আত্মানং কলসং যুতং ॥ ২৪ ॥ অগ্নিকুণ্ডং

ঔর্ণসূত্র ও ক্ষৌমসূত্র প্রস্তুত পবিত্র বৈশ্যের ও নববল্কলসূত্রকৃত পবিত্র শূদ্রের পক্ষে প্রশস্ত এবং কার্পাসসূত্র ও পদ্মসূত্ররচিত পবিত্র সর্ববর্ণের পক্ষে বিহিত ।৮-৯। ব্রাহ্মণীকর্তৃক নির্ম্মিত সূত্র ত্রিগুণিত করিয়া পুনর্ব্বার ঐ ত্রিগুণীকৃত সূত্রকে ত্রিগুণ করিয়া পবিত্র করিবে। ওঁকার, শিব, চন্দ্র, অগ্নি, ব্রহ্মা, অনন্ত, সূর্য্য, গণেশ ও বিষ্ণু, ইহাঁরা সূত্রস্থিত দেবতা এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই দেবত্রয় ত্রিগুণিত সূত্রে অধিষ্ঠিত আছেন ।১০-১১। সুবর্ণময়, রৌপ্যনির্ম্মিত, তাম্ররচিত, বংশপ্রস্তুত অথবা মৃণ্ময় পাত্রে পবিত্র স্থাপন করিতে হইবে। অঙ্গুষ্ঠদ্বারা শ্রেষ্ঠ পবিত্রে চতুঃষষ্টি, মধ্যম পবিত্রে দ্বাত্রিংশৎ ও কনিষ্ঠপবিত্রে ষোড়শগ্রন্থি দিবে। মতান্তরে শ্রেষ্ঠ পবিত্রে অষ্টোত্তরশত, মধ্যমে চতুঃপঞ্চাশৎ ও কনিষ্ঠপবিত্রে সপ্তবিংশতি গ্রন্থি দিতে হয়। ১২-১৩। উত্তম পবিত্রে অঙ্গুষ্ঠমানে, মধ্যম পবিত্রে মধ্যমাঙ্গুলিমানে এবং কনিষ্ঠপবিত্রে কনিষ্ঠাঙ্গুলিমানে গ্রন্থি দিতে হইবে। সামান্য পবিত্রের এই লক্ষণ লিখিত হইল; বিশেষ লক্ষণ পরে বর্ণিত হইবে। ১৪। প্রতিমাস্থলে মস্তকপরিমিত পবিত্র করিবে। অন্যত্র হৃদয়, নাভি, উরু ও জানুপর্যমিত পবিত্র করিতে হইবে। ১৫। অষ্টোত্তরসহস্র মন্ত্র জপকরিয়া পবিত্রে চারিটি গ্রন্থিবন্ধন করিবে, অথবা ষট্‌ত্রিংশৎ, চতুর্ব্বিংশতি ও দ্বাদশ গ্রন্থি দিয়া পবিত্র করিবে। ১৬। উত্তমাদি পবিত্রে যথানিয়মে পর্ব্বে পর্ব্বে গ্রন্থিবন্ধন করিয়া কুঙ্কুম, হরিদ্রা বা চন্দনদ্বারা রঞ্জিত করিবে। তৎপরে সাধক উপবাসী থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত পাত্রে পবিত্র সংস্থাপনপূর্ব্বক গন্ধাদিদ্বারা পবিত্রের অধিবাস করিবে। পরে অশ্বত্থপত্রনির্ম্মিতপুটমধ্যে দণ্ডকাষ্ঠ ও কুশাগ্র স্থাপনকরিয়া অষ্ট দিকে বিন্যস্ত করিতে হইবে। পূর্ব্বদিকে সঙ্কর্ষণমন্ত্রে পত্রপুটক স্থাপন করিবে। দক্ষিণদিকে গোরোচনা ও কুঙ্কুমের সহিত প্রদ্যুম্নমন্ত্রে, পশ্চিমদিকে ফল ও সর্ষপের সহিত অনিরুদ্ধমন্ত্রে, অগ্ন্যাদিকোণে চন্দন, নাল, তিল, ভস্ম ও তণ্ডুলের সহিত ক্রমতঃ লক্ষ্মী প্রভৃতির মন্ত্রে ঐ পুটক স্থাপন করিতে হইবে। ১৭-২০। পরে বাসুদেবমন্ত্রে পবিত্র অভিমন্ত্রিত করিয়া পুনর্ব্বার দর্শন, পূজা ও বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দেবপ্রতিমার পুরস্থে স্থাপন করিবে এবং পূর্ব্ববৎ ক্রমতঃ পশ্চিম দক্ষিণ ও উত্তরে স্থাপন করিতে হইবে। ২১-২২। পরে কলসস্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণাদিকে পূজা করিতে হইবে এবং অস্ত্রদ্বারা মণ্ডল করিয়া নৈবেদ্য নিবেদন করিতে হইবে। ২৩। উক্তরূপে পবিত্রের অধিবাস করিয়া নূতন সূত্রত্রয়দ্বারা বেদি বেষ্টনকরিয়া সাধক স্বীয় শরীর, কলস,

বিমানঞ্চ মণ্ডপং গৃহমেব চ। সূত্রমেকন্তু সংগৃহ্য দদ্যা-দ্দেবস্য মূর্দ্ধনি ॥ ২৫ ॥ দত্ত্বা পঠেদিমং মন্ত্রং পূজয়িত্বা মহেশ্বরং। আবাহিতোঽসি দেবেশ পূজার্থং পরমেশ্বর। তৎ প্রভাতেঽর্চ্চয়িষ্যামি সামগ্র্যাঃ সন্নিধৌ ভব ॥ ২৬ ॥ একরাত্রং ত্রিরাত্রম্বা অধিবাস্য পবিত্রকং। রাত্রৌ জাগরণং কৃত্বা প্রাতঃ সংপূজ্য কেশবং ॥ ২৭ ॥ আরোপয়েৎ ক্রমেণৈব জ্যেষ্ঠমধ্যকনীয়সং। ধূপয়িত্বা পবিত্রন্তু মন্ত্রেণৈবাভিমন্ত্রয়েৎ ॥২৮॥ প্রজপ্তগ্রন্থিকঞ্চৈব পূজয়েৎ কুসুমাদিভিঃ। গায়ত্র্যা চার্চ্চিতং তেন দেবং সংপূজ্য দাপয়েৎ ॥ ২৯ ॥ মম পুত্রকলত্রাদ্যৈঃ সূত্রপুচ্ছন্তু ধারয়েৎ। বিশুদ্ধগ্রন্থিকং রম্যং মহাপাতকনাশনং। সর্ব্বপাপক্ষয়ং দেব তবাগ্রে ধারয়াম্যহং ॥৩০॥ এবং ধূপাদিনাভ্যর্চ্চ্য মধ্যমাদীন্ সমর্পয়েৎ। পবিত্রং বৈষ্ণবন্তেজঃ সর্ব্বপাতকনাশনং। ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধ্যর্থং স্বকণ্ঠে ধারয়াম্যহং ॥ ৩১ ॥ বনমালাং সমভ্যর্চ্চ্য স্বেন মন্ত্রেণ দাপয়েৎ। নৈবেদ্যং বিবিধং দত্ত্বা কুসুমাদের্ব্বলিং হরেৎ ॥ ৩২ ॥ অগ্নিং সন্তর্প্য তত্রাপি দ্বাদশাঙ্গুলমানতঃ। অষ্টোত্তরশতেনৈব দদ্যাদেকপবিত্রকং ॥ ৩৩ ॥ আদৌ দত্ত্বার্ঘ্যমাদিত্যে তত্র চৈকং পবিত্রকং। বিশ্বক্সেনং ততঃ প্রার্চ্চ্য গুরুমর্ঘ্যাদিভির্হর। দেবস্যাগ্রে পঠেন্মন্ত্রং কৃতাঞ্জলিপুটস্থিতঃ ॥ ৩৪ ॥ জ্ঞানতোঽজ্ঞানতোবাপি পূজনাদি কৃতং ময়া। তৎ সর্ব্বং পূর্ণমেবাস্তু ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর ॥ ৩৫ ॥ মণিবিদ্রুমমালাভির্ম্মন্দারকুসুমাদিভিঃ। ইয়ং সাম্বৎসরী পূজা তবাস্তু গরুড়ধ্বজ ॥ ৩৬ ॥ বনমালা যথা দেব কৌস্তুভং সততং হৃদি। তদ্বৎ পবিত্রং তন্তূনাং মালাং ত্বং হৃদয়ে ধর ॥ ৩৭ ॥ এবং প্রার্থ্য দ্বিজান্ ভোজ্য দত্ত্বা তেভ্যশ্চ দক্ষিণাং। বিসর্জ্জয়েত্তু তেনৈব সায়াহ্নে ত্বপরেঽহনি ॥ ৩৮ ॥

অগ্নিকুণ্ড, বিমান, মণ্ডপ ও গৃহ এই সমুদয়ে সূত্রদ্বারা বেষ্টনকরিবে এবং একগাছী সূত্র লইয়া দেবতার মস্তকে দিবে।২৪-২৫। দেবের মস্তকে সূত্র প্রদানকরিয়া মহাদেবের পূজান্তে আবাহিতোঽসি দেবেশ ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিবে। হে পরমেশ্বর! আমি তোমাকে পূজার্থ আবাহন করিতেছি। প্রভাতকালে তোমার পূজা করিব। তুমি সামগ্রীর সন্নিধানে আবির্ভূত হও। ২৬। এইরূপে এক রাত্র কিম্বা ত্রিরাত্র পবিত্রের অধিবাস করিয়া রাত্রিজাগরণ পূর্ব্বক প্রাতঃসময়ে কেশবের পূজা করিয়া জ্যেষ্ঠ মধ্যম ও কনিষ্ঠ ক্রমে পবিত্রারোহণ করিবে। পরে ঐ পবিত্র ধূপিত করিয়া পূর্ব্বোক্তমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিতে হইবে।২৭-২৮। অনন্তর পবিত্র গ্রন্থিতে জপকরিয়া পুষ্পাদিদ্বারা পূজাকরিবে; তৎপরে গায়ত্রীমন্ত্রে পবিত্রের পূজা করিয়া সেই অর্চ্চিত পবিত্রদ্বারা দেবতার পূজান্তে পবিত্র দেবতাকে প্রদান করিবে। ২৯। পরে বিষ্ণুর নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিবে। আমি পুত্রকলত্রাদির সহিত পবিত্র ধারণ করি। হে দেব! আমি তোমার সমীপে বিশুদ্ধ গ্রন্থিযুক্ত, রমণীয়, মহাপাতকবিনাশকারী ও সর্ব্বপাপক্ষয়কারক এই পবিত্র ধারণ করি।৩০। এইরূপে প্রথম পবিত্র ধারণ করিয়া ধূপাদিদ্বারা অর্চ্চনপূর্ব্বক মধ্যমাদি পবিত্র বিষ্ণুকে সমর্পণ করিবে। সর্ব্বপাপবিনাশদক্ষ বিষ্ণুর তেজঃস্বরূপ পবিত্র আমি ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধ্যর্থ স্বীয় কণ্ঠে ধারণ করিতেছি, এই বলিয়া বিষ্ণুসমীপে স্তুতি পাঠকরিবে। ৩১। অনন্তর বনমালার অর্চ্চনা করিয়া স্বীয় মন্ত্রে নিবেদন করিবে। পরে বিবিধ নৈবেদ্যাদি উপহার নিবেদন করিয়া কুসুমাদি বলিপ্রদান করিতে হইবে। ৩২। তৎপরে অগ্নিসন্তর্পণপূর্ব্বক সেই অগ্নিতে দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত একটি পবিত্র অষ্টোত্তরশতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া প্রদান করিবে। ৩৩। অগ্রে সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া এক পবিত্র প্রদান করিতে হইবে; পরে বিশ্বক্সেনদেবের পূজা করিয়া অর্ঘ্যাদিদ্বারা গুরুর অর্চ্চনা করিবে এবং দেবের অগ্রে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত হইয়া পশ্চাল্লিখিত জ্ঞানতোঽজ্ঞানতোবাপি ইত্যাদি মন্ত্র পাঠকরিবে। ৩৪। হে দেবেশ্বর! আমি জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ যে পূজা করিয়াছি, তাহার যদি কোন অঙ্গভঙ্গ হইয়া থাকে, তবে তোমার প্রসাদে আমার সেই পূজার অঙ্গভঙ্গাদি সমস্ত দোষ নিবৃত্ত হইয়া সফল হউক। ৩৫। হে গরুড়ধ্বজ! মণি ও বিদ্রুমমালা ও মন্দারাদির কুসুমদ্বারা কৃত এই তোমার সাম্বৎসরী পূজা সফলা হউক। ৩৬। হে দেব! যেমন তোমার হৃদয়ে কৌস্তুভ ও বনমালা সর্ব্বদা বিরাজমান আছে, তেমন এই সূত্রময় পবিত্র হৃদয়ে ধারণ কর। ৩৭। এইরূপে প্রার্থনা করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজনপূর্ব্বক তাহাদিগকে দক্ষিণা প্রদান করিয়া পরদিন সায়ংকালে বিসর্জ্জন করিবে। ৩৭-৩৮।

সাম্বৎসরীমিমাং পূজাং সম্পাদ্য বিধিবন্ময়া। ব্রজ পবিত্রকেদানীং বিষ্ণুলোকং বিসর্জ্জিতঃ॥ ৩৯॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ॥ ১॥ পূজয়িত্বা পবিত্রাদ্যৈর্ব্রহ্ম ধ্যাত্বা হরির্ভবেৎ। ব্রহ্মধ্যানং প্রবক্ষ্যামি মায়াযন্ত্রপ্রমর্দ্দকং॥ ২॥ যচ্ছেদ্বাঙ্মনসা প্রাজ্ঞস্তং যচ্ছেৎ জ্ঞানমাত্মনি। জ্ঞানং মহতি সংযচ্ছেদ্‌য-ইচ্ছেদ্‌জ্ঞানমাত্মনি॥ ৩॥ দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিপ্রাণাহঙ্কারবর্জ্জিতং। বর্জ্জিতং ভূততন্মাত্রৈর্গুণজন্মাশনাদিভিঃ॥৪॥ স্বপ্রকাশং নিরাকারং সদানন্দমনাদি যৎ। নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধমুক্তং সত্যমানন্দমদ্বয়ং॥৫॥ তুরীয়মক্ষরং ব্রহ্ম অহমস্মি পরং পদং। অহং ব্রহ্মেত্যবস্থানং সমাধিরপি গীয়তে॥৬॥ আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াস্তেষু গোচরাঃ॥ ৭॥ আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তো ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ। যস্তু বিজ্ঞানবান্ হেন যুক্তেন মনসা সদা। স তু তৎপদমাপ্নোতি স হি ভূয়ো ন জায়তে॥ ৮॥ বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ। স্বর্ধুন্যাঃ পার মাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥৯॥ অহিংসাদি যমঃ প্রোক্তঃ শৌচাদি নিয়মঃ স্মৃতঃ। পদ্মাদ্যুক্তং আসনঞ্চ প্রাণায়ামো মরুজ্জয়ঃ॥ ১০॥ প্রত্যাহারো জয়ঃ প্রোক্তো ধ্যানমীশ্বরচিন্তনং। মনোধৃতির্ধারণা স্যাৎ সমাধি ব্রহ্মণি স্থিতিঃ॥ ১১॥ অমূর্ত্তৌ চেৎ স্থিরী স্যাত্তু ততো মূর্ত্তিং বিচিন্তয়েৎ। হৃৎপদ্মকর্ণিকামধ্যে শঙ্খচক্রগদাধরঃ॥ ১২॥ শ্রীবৎসকৌস্তভযুতো বনমালাশ্রিয়া যুতঃ। নিত্যঃ শুদ্ধো মুক্তিযুক্তঃ সত্যানন্দাদ্বয়ঃ পরঃ॥ ১৩॥ আত্মাহং পরমং ব্রহ্ম পরমজ্যোতিরেব তু। চতু-

---

হে পবিত্র! আমি এই বার্ষিকীপূজা বিধিপূর্ব্বক সম্পাদন করিয়া তোমাকে বিসর্জ্জন করিলাম। তুমি বিষ্ণুলোকে গমন কর। এই বলিয়া পূজা সাঙ্গ করিবে॥ ৩৯॥

ইতি ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

হরি বলিলেন, এইরূপে পবিত্রদ্বারা পূজাকরিয়া ব্রহ্মের ধ্যান করিলে সাধক বিষ্ণুপদ লাভকরিতে পারে। এইক্ষণ সেই ব্রহ্মধ্যান বলিব। এই ধ্যানবলে সাধকগণ সংসারমায়াহইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। ১-২। মনোবাক্যে সেই ব্রহ্মের অর্চ্চনা করিলে তিনি সাধককে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরজ্ঞান অভিলাষ করে, তাহাকে তত্ত্বজ্ঞান দিয়া থাকেন। ৩। সেই ব্রহ্মের শরীর, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি, প্রাণ ও অহঙ্কার কিছুই নাই। তিনি ভৌতিকসম্বন্ধবিহীন, নির্গুণ, অজ ও অশনাদিবর্জ্জিত। ৪। ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশমান, নিরাকার, সদানন্দময়, অনাদি, সনাতন, নির্ম্মল, কেবল বুদ্ধির বিষয়ীভূত, ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সত্য, আনন্দস্বরূপ ও অদ্বিতীয়। ৫। আমিই সেই তুরীয়াক্ষর পরমপদ ব্রহ্ম, এইরূপ ধ্যানাবস্থাকে সমাধি বলে। এই সমাধিতেই অহং ব্রহ্ম এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান হইয়া থাকে। ৬। স্বীয় আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ ও ইন্দ্রিয়গণকে অশ্বস্বরূপ জ্ঞান কর। এইরূপ রথচর্য্যাদ্বারা বিষয়জ্ঞান লাভ হয়। ৭। আত্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত পুরুষকে ভোক্তা বলিয়া থাকেন। বিজ্ঞান পূর্ব্বোক্ত রথের সারথি। যে ব্যক্তি বিজ্ঞানবাহিত ও মনের সহিত সংযুত হইয়া সর্ব্বদা বিচরণ করে, অর্থাৎ আত্মতত্ত্বানুসন্ধানে যাহার মনঃ সর্ব্বদা অনুরক্ত থাকে, সেই পুরুষ অনায়াসে ব্রহ্মপদলাভ করিতে পারে। তাহার পুনর্ব্বার সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। ৮। যে ব্যক্তি বিজ্ঞানকে সারথি ও মনঃকে অশ্বরজ্জু করিয়া তত্ত্বানুসন্ধানার্থ বিচরণ করে, সে ব্যক্তি স্বর্গনদীর পার প্রাপ্ত হয় এবং বিষ্ণুর পরমপদলাভ করে। ৯। হিংসাদিনিবৃত্তিকে সংযম, সদাচারপ্রতিপালনকে নিয়ম, পদ্মাদিকে আসন, বায়ুনিরোধকে প্রাণায়াম, বায়ুপরাজয়কে প্রত্যাহার, ঈশ্বরচিন্তাকে ধ্যান, মানসিকবেগনিবারণকে ধৃতি এবং ব্রহ্মে মনঃসংস্থাপনকে সমাধি বলে। ১০-১১। অমূর্ত্ত ঈশ্বরে মনঃ সংস্থাপনকরিয়া চিন্তা করা অতিদুষ্কর কার্য্য; অতএব মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া চিন্তা করিবে। হৃদয়পদ্মকর্ণিকামধ্যে শঙ্খচক্রগদাধর, শ্রীবৎস ও কৌস্তভযুক্ত, বনমালাধারী, সলক্ষ্মীক, সনাতন, নির্ম্মল, নিত্য, জ্ঞানস্বরূপ, সত্যানন্দময়, পরমপুরুষ, পরংব্রহ্ম, পরমজ্যোতির্ম্ময়,

র্বিংশতিমূর্ত্তিঃ স শালগ্রামশিলাস্থিতঃ ॥১৪॥ দ্বারকাদি-শিলাসংস্থো ধ্যেয়ঃ পুজ্যোঽপি বা হরিঃ। মনসোঽভী-প্সিতং প্রাপ্য দেবো বৈমানিকোভবেৎ। নিষ্কামো মুক্তিমাপ্নোতি মূর্ত্তিং ধ্যায়ন্ স্তবন্ জপন্ ॥ ১৫ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ প্রসঙ্গাৎ কথয়িষ্যামি শাল-গ্রামস্য লক্ষণং। শালগ্রামশিলাস্পর্শাৎ কোটিজন্মাঘ-নাশনং ॥ ২ ॥ শঙ্খচক্রগদাপদ্মী কেশবাখ্যো গদা-ধরঃ। সাব্জকৌমোদকীচক্রশঙ্খী নারায়ণোবিভুঃ ॥৩॥ সচক্রশঙ্খাব্জগদো মাধবঃ শ্রীগদাধরঃ। গদাব্জশঙ্খ-চক্রী বা গোবিন্দোঽর্চ্চ্যো গদাধরঃ ॥ ৪ ॥ পদ্মশঙ্খা-রিগদিনে বিষ্ণুরূপায় তে নমঃ। সশঙ্খাব্জগদাচক্র-মধুসূদনমূর্ত্তয়ে ॥ ৫ ॥ নমো গদারিশঙ্খাব্জমূর্ত্তিত্রৈ-বিক্রমায় চ। সারিকৌমোদকীপদ্মশঙ্খবামনমূর্ত্তয়ে ॥ ৬ ॥ চক্রাব্জশঙ্খগদিনে নমঃ শ্রীধরমূর্ত্তয়ে। হৃষীকেশায়াব্জ-গদাশঙ্খিনে চক্রিণে নমঃ ॥ ৭ ॥ সাব্জচক্রগদাশঙ্খ-পদ্মনাভস্বরূপিণে। দামোদরশঙ্খচক্রগদাপদ্মিন্নমো-নমঃ ॥ ৮ ॥ সারিশঙ্খগদাব্জায় বাসুদেবায় বৈ নমঃ। শঙ্খাব্জচক্রগদিনে নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ॥ ৯ ॥ সুশঙ্খসুগদা-ব্জারিধৃতে প্রদ্যুম্নমূর্ত্তয়ে। নমোঽনিরুদ্ধায় গদাশঙ্খা-ব্জারিবিধারিণে ॥ ১০ ॥ সাব্জশঙ্খগদাচক্রপুরুষোত্তম-মূর্ত্তয়ে। নমোঽধোঽক্ষজরূপায় গদাশঙ্খারিপদ্মিনে ॥ ১১ ॥ নৃসিংহমূর্ত্তয়ে পদ্মগদাশঙ্খারিধারিণে। পদ্মারি-শঙ্খগদিনে নমোঽস্ত্বচ্যুতমূর্ত্তয়ে ॥ ১২ ॥ সশঙ্খচক্রাব্জ-গদং জনার্দ্দন মিহানয়ে। উপেন্দ্রং সগদং সারিং পদ্মশঙ্খিন্নমোনমঃ ॥ ১৩ ॥ সুচক্রাব্জগদাশঙ্খযুক্তায় হরিমূর্ত্তয়ে। সগদাব্জারিশঙ্খায় নমঃ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তয়ে ॥ ১৪ ॥ শালগ্রামশিলাদ্বারগতলগ্নদ্বিচক্রধৃক্। শুক্লাভো-বাসুদেবাখ্যঃ সোঽব্যাদ্বঃ শ্রীগদাধরঃ ॥ ১৫ ॥ লগ্নদ্বি-

---

চতুর্ব্বিংশতিমূর্ত্তিবিশিষ্ট,শালগ্রামশিলাধিষ্ঠিত ও দ্বারকাদি শিলাতে অবস্থিত নারায়ণকে যে ব্যক্তি আত্মস্বরূপ ধ্যান করিয়া পূজা করে, সেই ব্যক্তি মনোঽভিলষিত বিষয়ভোগে বিতৃষ্ণ হইয়া বিমানচর দেবতুল্য হয় এবং নিষ্কামী হইয়া হরিকে ধ্যান, স্তব ও তাঁহার মন্ত্র জপ করিলে তাহার মুক্তিপদ লাভ হয়। ১২-১৫।

ইতি চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

হরি বলিলেন, প্রসঙ্গতঃ শালগ্রামলক্ষণ বলিব। একবার শালগ্রামশিলা স্পর্শ করিলে কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হয়। ১-২। যে শালগ্রাম শিলাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম এই চতুর্ব্বিধ চিহ্ন আছে, তাহার নাম কেশব। যে শিলাতে পদ্ম, গদা, চক্র ও শঙ্খাকার চিহ্ন থাকে, তাঁহাকে নারায়ণ বলে। ৩। চক্র, শঙ্খ, পদ্ম ও গদা চিহ্নধারী শিলার নাম মাধব এবং গদা, পদ্ম, শঙ্খ ও চক্রান্বিত শালগ্রামকে গোবিন্দ বলা যায়। ৪। যাহাতে পদ্ম, শঙ্খ, চক্র ও গদার ন্যায় অঙ্ক আছে, তাঁহার নাম বিষ্ণু। শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও চক্রাঙ্কিত শিলার নাম মধুসূদন-(৫); গদা, চক্র, শঙ্খ ও পদ্মচিহ্নান্বিত শিলার নাম ত্রিবিক্রম এবং চক্র, গদা, পদ্ম ও শঙ্খাঙ্কিত শালগ্রামের নাম বামন। ৬। চক্র, পদ্ম, শঙ্খ ও গদান্বিত শিলাকে শ্রীধর ও পদ্ম, গদা, শঙ্খ ও চক্র-যুক্ত শালগ্রামকে হৃষীকেশ বলে। ৭। পদ্ম, চক্র, গদা ও শঙ্খ-ধারী শিলাকে পদ্মনাভ এবং শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মবিশিষ্ট শাল-গ্রামকে দামোদর বলা যায়। ৮। চক্র, শঙ্খ, গদা ও পদ্মান্বিত শিলার নাম বাসুদেব; শঙ্খ, পদ্ম, চক্র ও গদাযুক্ত শিলার নাম সঙ্কর্ষণ (৯); শঙ্খ, গদা, পদ্ম ও চক্রচিহ্নিত শালগ্রামের নাম প্রদ্যুম্ন; গদা,শঙ্খ,পদ্ম ও চক্রলাঞ্ছিত শিলার নাম অনিরুদ্ধ (১০); পদ্ম,শঙ্খ,গদা ও চক্রবিশিষ্ট শিলার নাম পুরুষোত্তম; গদা, শঙ্খ, চক্র ও পদ্মচিহ্নিত শিলার নাম অধোঽক্ষজ (১১); পদ্ম, গদা, শঙ্খ ও চক্রধারী শিলার নাম নৃসিংহ; পদ্ম, চক্র, শঙ্খ ও গদা-ধারী শিলার নাম অচ্যুত (১২); শঙ্খ, চক্র, পদ্ম ও গদাচিহ্নিত শিলার নাম জনার্দ্দন; গদা, চক্র, পদ্ম ও শঙ্খচিহ্নান্বিত শিলার নাম উপেন্দ্র (১৩); চক্র, পদ্ম, গদা ও শঙ্খাকারচিহ্নযুক্ত শিলার নাম হরি এবং গদা,পদ্ম,চক্র ও শঙ্খচিহ্নিত শিলার নাম শ্রীকৃষ্ণ। ১৪। যে শুক্লাভ শালগ্রাম শিলার দ্বারদেশে চক্রাকার দুইটি চিহ্ন লগ্ন আছে, সেই শিলাকে শ্রীগদাধর বলা যায়। ১৫। সঙ্কর্ষণ

চক্রো রক্তাভঃ পূর্ব্বভাগস্ত পদ্মভৃৎ। সঙ্কর্ষণোঽথ প্রদ্যুম্নঃ সূক্ষ্মচক্রস্ত পীতকঃ॥ ১৬॥ সদীর্ঘঃ সশিরশ্ছিদ্রোযোঽনিরুদ্ধস্ত বর্ত্তুলঃ। নীলোদ্বারি ত্রিরেখশ্চ অথ নারায়ণোঽসিতঃ॥ ১৭॥ মধ্যে গদাকৃতীরেখা নাভিচক্রো মহোন্নতঃ। পৃথুবক্ষো নৃসিংহোবঃ কপিলোঽব্যাত্রিবিন্দুকঃ॥ ১৮॥ অথবা পঞ্চবিন্দুস্তৎ পূজনং ব্রহ্মচারিণঃ। বরাহশক্তিলিঙ্গোঽব্যাদ্বিষমদ্বয়চক্রকঃ॥ ১৯॥ নীলস্ত্রিরেখঃ স্থূলোঽথ কূর্ম্মমূর্ত্তিঃ সবিন্দুমান্। কৃষ্ণঃ স বর্ত্তুলাবর্ত্তঃ পাতু বোনতপৃষ্ঠকঃ॥ ২০॥ শ্রীধরঃ পঞ্চরেখোঽব্যাদ্বনমালী গদাঙ্কিতঃ। বামনো বর্ত্তুলো হ্রস্বো বামচক্রঃ সুরেশ্বরঃ॥ ২১॥ নানাবর্ণোঽনেকমূর্ত্তির্নাগভোগী ত্বনন্তকঃ। স্থূলোদামোদরো নীলো মধ্যে চক্রঃ সুনীলকঃ॥ ২২॥ সঙ্কীর্ণদ্বারকো বাব্যাদথ ব্রহ্মা সুলোহিতঃ। সদীর্ঘরেখঃ শুষির একচক্রাম্বুজঃ পৃথুঃ॥ ২৩॥ পৃথুচ্ছিদ্রঃ স্থূলচক্রঃ কৃষ্ণোবিন্দুশ্চ বিন্দুমৎ। হয়গ্রীবোঽঙ্কুশাকারঃ পঞ্চরেখঃ সকৌস্তুভঃ॥ ২৪॥ বৈকুণ্ঠো মণিরত্নাভ একচক্রাম্বুজোঽসিতঃ। মৎস্যোদীর্ঘোম্বুজাকারো দ্বাররেখশ্চ পাতু বঃ॥ ২৫॥ রামচক্রো দক্ষরেখঃ শ্যামোবোঽব্যাত্ত্রিবিক্রমঃ। শালগ্রামে দ্বারকায়াং স্থিতায় গদিনে নমঃ॥ ২৬॥ একদ্বারে চতুশ্চক্রং বনমালাবিভূষিতং। স্বর্ণরেখাসমাযুক্তং গোষ্পদেন বিরাজিতং। কদম্বকুসুমাকারং লক্ষ্মীনারায়ণোঽবতু॥ ২৭॥ একেন লক্ষিতো যোঽব্যাদ্‌গদাধারী সুদর্শনঃ। লক্ষ্মীনারায়ণোদ্বাভ্যাং ত্রিভির্মূর্ত্তেস্ত্রিবিক্রমঃ॥ ২৮॥ চতুর্ভিশ্চ চতুর্ব্যূহোবাসুদেবশ্চ পঞ্চভিঃ। প্রদ্যুম্নঃ ষড়্‌ভিরেব স্যাৎ সঙ্কর্ষণ ইতস্ততঃ॥ ২৯॥ পুরুষোত্তমোঽষ্টাভিঃ স্যান্নবব্যূহো নবাঙ্কিতঃ। দশাবতারো দশভিরনিরুদ্ধোঽবতাদথ॥ ৩০॥ দ্বাদশাত্মা দ্বাদশভি রতঊর্দ্ধমনন্তকঃ। বিষ্ণোর্ম্মূর্ত্তিময়ং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ স

নাম শিলাতে চক্রাকার দুইটি চিহ্ন লগ্ন থাকে। ইহা রক্তাভ এবং ইহার পূর্ব্বভাগে পদ্মচিহ্ন আছে। প্রদ্যুম্নশিলা পীতবর্ণ। ইহার সূক্ষ্মচক্র আছে। ১৬। অনিরুদ্ধাখ্য শালগ্রাম দীর্ঘ, অথচ বর্ত্তুল ও নীলাভ। শিরোদেশে একটি ছিদ্র ও চক্রদ্বারে তিনটি রেখা বিদ্যমান রহিয়াছে। নারায়ণ শিলা কৃষ্ণবর্ণ, মধ্যভাগে গদাকৃতি রেখা আছে এবং নাভি উন্নত। নৃসিংহাখ্য শালগ্রামের বক্ষঃস্থল বিস্তৃত। ঐ শিলা কপিলবর্ণ ও ত্রিবিন্দুযুক্ত। ১৭-১৮। বরাহশক্তিলিঙ্গ নামক শালগ্রাম পঞ্চবিন্দুযুক্ত। এই শিলার বিপরীতদিকে দুইটি চক্র আছে। এই শিলা ব্রহ্মচারিগণের পূজনীয়।১৯। কৃষ্ণাখ্যশালগ্রাম নীলবর্ণ, ত্রিরেখাভূষিত, স্থূল, কূর্ম্মবন্মূর্ত্তিবিশিষ্ট, বিন্দুযুক্ত, বর্ত্তুলাবর্ত্ত ও উন্নতপৃষ্ঠ।২০। শ্রীধরনামা শালগ্রাম পঞ্চরেখান্বিত, বনমালাবিভূষিত ও গদাকারচিহ্নাঙ্কিত। বামনশিলা বর্ত্তুলাকার, খর্ব্ব, বামভাগে চক্রান্বিত; এই শিলাময়মূর্ত্তি সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ। ২১। অনন্তাখ্য শালগ্রাম নানাবর্ণ ও বিবিধমূর্ত্তিবিশিষ্ট। দামোদর শালগ্রাম স্থূল ও নীলবর্ণ। এই শিলার মধ্যভাগে চক্র আছে।২২। ব্রহ্মাখ্য শালগ্রামের চক্রদ্বার অতিসঙ্কীর্ণ। এই শিলা লোহিতবর্ণ, দীর্ঘরেখান্বিত, সচ্ছিদ্র একচক্র ও পদ্ম-অন্বিত ও বিস্তৃত। ২৩। হয়গ্রীবাখ্য শালগ্রাম বিস্তৃতছিদ্রবিশিষ্ট, স্থূলচক্র, কৃষ্ণবর্ণ, বিন্দুযুক্ত, অঙ্কুশাকারপঞ্চরেখান্বিত ও কৌস্তুভভূষিত।২৪। বৈকুণ্ঠাখ্য শালগ্রাম, মণিরত্নাভ, একচক্রান্বিত, পদ্মচিহ্নাঙ্কিত, নীলবর্ণ, মৎস্যাকারদীর্ঘরেখাবিশিষ্ট, ও চক্রদ্বারে পদ্মাকৃতি রেখান্বিত।২৫। রামাখ্যশালগ্রামের দক্ষিণভাগে একটি রেখা আছে। ত্রিবিক্রমাখ্য শালগ্রাম শ্যামবর্ণ। এই লক্ষণ দ্বারকাসম্ভূত শিলাতেই দৃষ্ট হয়। এই চক্রে একটী গদাকার চিহ্ন আছে। ২৬। যে শালগ্রাম শিলাতে এক দ্বারে চারি চক্র এবং বনমালা, স্বর্ণরেখা ও গোষ্পদাকারচিহ্ন লক্ষিত হয় ও যে শিলা কদম্বকুসুমের ন্যায় বর্ত্তুলাকার, সেই শিলাকে লক্ষ্মীনারায়ণ বলে। ২৭। পূর্ব্ব কথিত শালগ্রামসকলের বিশেষ লক্ষণ কথিত হইতেছে। যে শিলাতে একটিমাত্র গদাকার চিহ্ন থাকে, তাহাকে সুদর্শন বলে। যে শিলাতে দুইটি রেখা দৃষ্ট হয়, তাহাকে লক্ষ্মীনারায়ণ বলে। তিন রেখা থাকিলে ত্রিবিক্রম, চারিরেখায় চতুর্ব্যূহ, পঞ্চরেখায় বাসুদেব, ছয় রেখায় প্রদ্যুম্ন, সপ্ত রেখায় সঙ্কর্ষণ, অষ্ট রেখায় পুরুষোত্তম, নব রেখায় নবব্যূহ, দশরেখায় দশাবতার, একাদশ রেখায় অনিরুদ্ধ ও দ্বাদশ রেখায় দ্বাদশাত্মা শালগ্রাম হয়। ইহাহইতে অধিকসংখ্যক চিহ্ন যে শিলাতে দৃষ্ট হয়, তাহাকে অনন্ত বলা যায়। যে ব্যক্তি এই বিষ্ণুর মূর্ত্তিময় স্তব পাঠ করে, তাহার স্বর্গপুরে গমন হয়। ২৮-৩৮।

দিবং ব্রজেৎ ॥ ৩১ ॥ ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখো দণ্ডী কমণ্ডলুযুগান্বিতঃ। মহেশ্বরঃ পঞ্চবক্ত্রো দশবাহুর্বৃষধ্বজঃ ॥ ৩২ ॥ যথায়ুধস্তথা গৌরী চণ্ডিকা চ সরস্বতী। মহালক্ষ্মীর্মাতরশ্চ পদ্মহস্তোদিবাকরঃ ॥ ৩৩ ॥ গজাস্যশ্চ গণঃ স্কন্দঃ ষণ্মুখোহনেকধাগুণাঃ। এতেঽর্চ্চিতাঃ স্থাপিতাশ্চ প্রাসাদে বাস্তুপূজিতে। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদ্যাঃ প্রাপ্যন্তে পুরুষেণ চ ॥ ৩৪ ॥ ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে বাসুদেবমূর্ত্তয়ঃ পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ বাস্তুং সংক্ষেপতো বক্ষ্যে গৃহাদৌ বিঘ্ননাশনং। ঈশানকোণাদারভ্য হ্যেকাশীতিপদে যজেৎ ॥ ২ ॥ ঈশানে চ শিরঃ পাদৌ নৈঋ তেঽগ্ন্যনিলে করৌ। আবাসবাসবেশ্মাদৌ পুরে গ্রামে বণিক্‌পথে ॥ ৩ ॥ প্রাসাদারামদুর্গেষু দেবালয়মঠেষু চ। দ্বাবিংশত্তু সুরান্ বাহ্যে তদন্তশ্চ ত্রয়োদশ ॥ ৪ ॥ ঈশশ্চৈবাথ পর্জ্জন্যো জয়ন্তঃ কুলিশায়ুধঃ। সূর্য্যঃ সত্যো ভৃগুশ্চৈব আকাশোবায়ুরেব চ ॥ ৫ ॥ পুষা চ বিতথশ্চৈব গ্রহক্ষেত্রযমাবুভৌ। গন্ধর্ব্বো ভৃগুরাজস্তু মৃগঃ পিতৃগণস্তথা ॥ ৬ ॥ দৌবারিকোঽথ সুগ্রীবঃ পুষ্পদন্তোগণাধিপঃ। অসুরঃ শেষপাদৌ চ রোগোঽহিমুখ্য এব চ ॥ ৭ ॥ ভল্লাটঃ সোমসর্পৌ চ অদিতিশ্চ দিতিস্তথা। বহির্দ্বাত্রিংশদেবে তু তদন্তশ্চতুরঃ শৃণু ॥ ৮ ॥ ঈশানাদিচতুষ্কোণসংস্থিতান্ পূজয়েদ্বুধঃ। আপশ্চৈবাথ সাবিত্রো-জয়োরুদ্রস্তথৈব চ ॥ ৯ ॥ মধ্যে নবপদে ব্রহ্মা তস্যাষ্টৌ চ সমীপগান্। দেবানেকোত্তরানেতান্ পূর্ব্বাদৌ নামতঃ শৃণু ॥ ১০ ॥ অর্য্যমা সবিতা চৈব বিবস্বান্ বিবুধাধিপঃ। মিত্রোঽথ রাজযক্ষ্মা চ তথা পৃথ্বীধরঃ ক্রমাৎ। অষ্টমশ্চাপবৎসশ্চ পরিতোব্রহ্মণঃ স্মৃতাঃ ॥ ১১ ॥

বাস্তুপ্রাসাদমধ্যে বাস্তুদেবের পূজা করিবে। চতুর্ম্মুখ, দণ্ডধারী, কমণ্ডলুদ্বয়ান্বিত ব্রহ্মা ও পঞ্চবক্ত্র, দশবাহু, বৃষবাহন মহেশ্বর এবং স্বস্ববাহন ও অস্ত্রান্বিত গৌরী, চণ্ডিকা, সরস্বতী, মহালক্ষ্মী, মাতৃগণ, পদ্মহস্ত দিবাকর, গজানন গণপতি ও ষড়ানন কার্ত্তিকেয়, এই সকল দেবতা সেই বাস্তুপূজিত প্রাসাদে অর্চ্চিত হইয়া স্থাপিত হন। যে পুরুষ বাস্তুপূজা করে, সেই পুরুষ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি লাভকরে। ইতি পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

হরি বলিলেন, সংক্ষেপে বাস্তুপূজাবিধি বলিব। গৃহারম্ভের পূর্ব্বে বাস্তুযাগ করিলে সেই গৃহে কোন বিঘ্ন থাকে না। একাশীতিপদবিশিষ্ট বাস্তুমণ্ডল করিয়া তাহার ঈশানকোণহইতে পূজা আরম্ভ করিবে। ১-২। ঐ মণ্ডলের ঈশানকোণে বাস্তুদেবের শিরঃ, নৈঋ তকোণে পাদদ্বয় এবং বায়ু ও অগ্নিকোণে হস্তদ্বয় কল্পনা করিয়া বাস্তুর পূজা করিতে হইবে। আবাসগৃহ, বাটী, পুর, গ্রাম, বাণিজ্যস্থান, প্রাসাদ, উপবন, দুর্গ, দেবালয় ও মঠের আরম্ভসময়ে বাস্তুযাগ করিবে। এই পূজাতে মণ্ডলের বহির্ভাগে দ্বাত্রিংশৎ দেবতার আবাহন ও পূজা করিয়া তাহার মধ্যে ত্রয়োদশদেবতার আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিবে। ৩-৪। দ্বাত্রিংশৎ দেবতার নাম এই—ঈশান, পর্য্যণ্য, জয়ন্ত, ইন্দ্র, সূর্য্য, সত্য, ভৃগু, আকাশ, বায়ু, পুষা, বিতথ, গ্রহক্ষেত্র, যম, গন্ধর্ব্ব, ভৃগু, রাজা, মৃগ, পিতৃগণ, দৌবারিক, সুগ্রীব, পুষ্পদন্ত, গণাধিপ, অসুর, শেষ, পাদ, রোগ, অহিমুখ্য, ভল্লাট, সোম, সর্প, অদিতি ও দিতি। মণ্ডলের বহির্ভাগে এই দ্বাত্রিংশৎ দেবতার পূজা করিতে হইবে। তৎপরে মণ্ডলমধ্যে যে চারি দেবতার পূজা করিতে হইবে, তাহা শ্রবণ কর। ৫-৮। ঈশানকোণে আপঃ, অগ্নিকোণে সাবিত্র, নৈঋ তকোণে জয় ও বায়ুকোণে রুদ্রের পূজা করিবে। ৯। মধ্যগত নবপদের মধ্যে ব্রহ্মার পূজা করিয়া তৎসমীপে অষ্টদেবতার পূজা করিবে। পূর্ব্বাদিদিকে একাদিক্রমে যে অষ্টদেবতার পূজা করিতে হইবে, তাহাদের নাম শ্রবণ কর। ১০। পূর্ব্বদিকে ওঁ অর্য্যম্নে নমঃ, অগ্নিকোণে ওঁ সবিত্রে নমঃ, দক্ষিণদিকে ওঁ বিবস্বতে নমঃ, নৈঋ তকোণে ওঁ বিবুধাধিপায় নমঃ, পশ্চিমদিকে ওঁ মিত্রায় নমঃ, বায়ুকোণে ওঁ রাজযক্ষ্মণে নমঃ, উত্তরদিকে ওঁ পৃথ্বীধরায় নমঃ ও ঈশানকোণে ওঁ অপবৎসায় নমঃ, এই সকল মন্ত্রে পূজাকরিতে হইবে। উক্ত দেবগণ ব্রহ্মার পরিবার। ১১।

ঈশানকোণাদারভ্য দুর্গে চ বংশ উচ্যতে। আগ্নেয়কোণাদারভ্য বংশোভবতি দুর্দ্ধরঃ ॥ ১২ ॥ * অদিতিং হিমবন্তঞ্চ জয়ন্তঞ্চ ইদং ত্রয়ং। নায়িকা কালিকা নাম শক্রাদ্গন্ধর্ব্বগাঃ পুনঃ। বাস্তুদেবান্ পূজ-

দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে হইলে গৃহাদিনির্ম্মাণের ন্যায় অবিকল এই একাশীতিপদ বাস্তুমণ্ডলই করিতে হইবে। তাহাতে কেবল বিশেষ এই,—বাস্তুমণ্ডলের ঈশানকোণহইতে নৈঋতকোণপর্য্যন্ত এবং অগ্নিকোণ হইতে বায়ুকোণপর্য্যন্ত সূত্রপাত করিয়া দুইটী রেখা অঙ্কিত করিবে। এই রেখার নাম 'বংশ'। ১২। গৃহের একাশীতিপদ বাস্তুমণ্ডলে বহির্ভাগস্থ দ্বাত্রিংশৎপদের যে পঞ্চপদে অদিতি, দিতি, ঈশ, পর্য্যণ্য ও জয়ন্ত, এই পঞ্চদেবতা আছে, দুর্গের একাশীতিপদ বাস্তুমণ্ডলেও সেই পঞ্চপদে ঐ পঞ্চদেবতার স্থলে অদিতি, হিমবান্, জয়ন্ত, নায়িকা ও কালিকা, এই পঞ্চদেবতা সন্নিবিষ্ট হইবে; অপর সপ্তবিংশতিপদে ইন্দ্র (কুলিশায়ুধ) গন্ধর্ব্বপ্রভৃতিহইতে সর্পরাজপর্য্যন্ত এই সপ্তবিংশতি দেবতার

* ঋষয় উচুঃ। প্রাসাদভবনাদীনাং নিবেশং বিস্তরান্ নৃপ। কুর্য্যাৎ কেন বিধানেন কশ্চ বাস্তুরুদাহৃতঃ॥ সূত উবাচ। ভৃগুরত্রি র্ব্বশিষ্ঠশ্চ বিশ্বকর্ম্মা ময়স্তথা। নারদো নগ্নজিচ্চৈব বিশালাক্ষঃ পুরন্দরঃ। ব্রহ্মা কুমারো নন্দীশঃ শৌনকো গর্গ এব চ। বাসুদেবোঽনিরুদ্ধশ্চ তথা শুক্রবৃহস্পতী। অষ্টাদশৈতে বিখ্যাতা-বাস্তুশাস্ত্রোপদেশকাঃ। সংক্ষেপেণোপদিষ্টং যন্মনবে মৎস্যরূপিণা। তদিদানীং প্রবক্ষ্যামি বাস্তুশাস্ত্রমনুত্তমং। পুরান্ধকবধে ঘোরে ঘোররূপস্য শূলিনঃ। ললাটস্বেদসলিলমপতদ্ভুবি ভীষণং। করালবদনং তস্মাৎ সমুদ্ভূতং সমুল্বনং। গ্রসমানমিবাকাশং সপ্তদ্বীপাং বসুন্ধরাং। ততোঽন্ধকানাং রুধিরমপিবৎ পতিতং ক্ষিতৌ। তেন তৎসমরে সর্ব্বং পতিতং যন্মহীতলে। তথাপি তৃপ্তিমগমত্তদ্ভূতং ন তদা যদা। তদা শিবস্য পুরতস্তপশ্চক্রে সুদারুণং। ক্ষুধাবিষ্টস্তু তদ্ভূতমাহর্ত্তুং জগতাং ত্রয়ং। ততঃ কালেন সন্তুষ্টো ভৈরবস্তস্য চাদরাৎ। বরং বৃণীষ ভদ্রং তে যদভীষ্টং তবানঘ। তমুবাচ ততো ভূতং ত্রৈলোক্যগ্রসনক্ষমং। ভবামি দেবদেবেশ তথেত্যুক্তঞ্চ শূলিনা। ততস্তৎ ত্রিদিবং সর্ব্বং ভূমণ্ডলমশেষতঃ। স্বদেহেনান্তরীয়ঞ্চ বন্ধানং প্রাপতদ্ভুবি। ভাতভীতৈস্ততো দেবৈর্ব্রহ্মণা বাথ শূলিনা। দানবাসুররক্ষোভিরবষ্টব্ধং সমন্ততঃ। যেন যত্রৈব চাক্রান্তং স তত্রৈবাভবৎ পুনঃ। নিবাসাৎ সর্ব্বদেবানাং বাস্তুরিত্যভিধীয়তে। অবষ্টব্ধেন তেনাপি বিজ্ঞপ্তাঃ সর্ব্বদেবতাঃ। প্রসীদধ্বং সুরাঃ সর্ব্বে যুষ্মাভির্নিশ্চলীকৃতাঃ। স্থাস্যামি কিং যদাহারমবষ্টব্ধমধোমুখং। ততো ব্রহ্মাদিভিঃ প্রোক্তং বাস্তুমধ্যে তু যো বলিঃ। আহারো বৈশ্বদেবান্তে ন্যূনমস্মিন্ ভবিষ্যতি। বাস্তূপশমনো যজ্ঞস্তবাহারো ভবিষ্যতি। এবমুক্তস্ততো হৃষ্টঃ স বাস্তুরভবত্তদা। বাস্তুযজ্ঞঃ স্মৃতস্তস্মাৎ ততঃ প্রভৃতি শান্তয়ে॥ ইতি মাৎস্যে বাস্তুভূতোদ্ভবো নাম ২২৬ অধ্যায়ঃ ॥

সূত উবাচ। অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি গৃহকালবিনির্ণয়ং। যথাকালং শুভং জ্ঞাত্বা সদা ভবনমারভেৎ। চৈত্রে ব্যাধিমবাপ্নোতি যো গৃহং কারয়েন্নরঃ। বৈশাখে ধনরত্নানি জ্যৈষ্ঠে মৃত্যুং তথৈব চ। আষাঢ়ে ভৃত্যরত্নানি পশুবর্জ্জমবাপ্নুয়াৎ। শ্রাবণে ভৃত্যলাভঞ্চ হানিং ভাদ্রপদে তথা। পত্নীনাশোঽশ্বযুজে বিন্দ্যাৎ কার্ত্তিকে ধনধান্যকং। মার্গশীর্ষে তথা ভক্তং পৌষে তস্করতো ভয়ং। লাভঞ্চ বহুশো বিন্দ্যাদগ্নিং মাঘে বিনির্দ্দিশেৎ। ফাল্গুনে কাঞ্চনং পুত্রানিতি কালবলং স্মৃতং। অশ্বিনী রোহিণী মূলমুত্তরাত্রয়মৈন্দবং। স্বাতী হস্তানুরাধা চ গৃহারম্ভে প্রশস্যতে। আদিত্যভৌমবর্জ্জন্তু সর্ব্বে বারাঃ শুভাবহাঃ। বজ্রব্যাঘাতশূলেষু ব্যতীপাতাতিগণ্ডয়োঃ। বিষ্কম্ভগণ্ডপরিঘবর্জ্জং যোগেষু কারয়েৎ। শ্বেতে মৈত্রেয় মাহেন্দ্রে গান্ধর্ব্বেঽভিজিদ্রৌহিণে। তথা বৈরাজসাবিত্রে মুহূর্ত্তে গৃহমারভেৎ। চন্দ্রাদিত্যবলং লব্ধা লগ্নং শুভনিরীক্ষিতং। স্তম্ভোচ্ছ্রায়াদি কর্ত্তব্যমন্যত্র পরিবর্জ্জয়েৎ। প্রাসাদেষ্বেবমেব স্যাৎ কূপবাপীষু চৈব হি। পূর্ব্বং ভূমিং পরীক্ষেত পশ্চাদ্বাস্তুং প্রকল্পয়েৎ। শ্বেতা রক্তা তথা পীতা কৃষ্ণা চৈবানুপূর্ব্বশঃ। বিপ্রাদেঃ শস্যতে ভূমিরতঃ কার্য্যং পরীক্ষণং। বিপ্রাণাং মধুরাস্বাদা কষায়া ক্ষত্রিয়স্য চ। কষায়কটুকা তদ্বদ্ বৈশ্যশূদ্রেষু শস্যতে। রত্নিমাত্রে তু বৈ গর্ত্তেঽনুলিপ্তে তু সর্ব্বতঃ। ঘৃতমামশরাবস্থং কৃত্বা বর্ত্তিচতুষ্টয়ং। জ্বালয়েৎ ভূপরীক্ষার্থং পূর্ব্বং তৎসর্ব্বদিঙ্মুখং। দীপ্তাং পূর্ব্বাদি গৃহ্নীয়াদ্বর্ণানামনুপূর্ব্বশঃ। বাস্তুঃ সামূহিকো নাম দীপ্যতে সর্ব্বতস্তু যঃ। শুভদঃ সর্ব্ববর্ণানাং প্রাসাদেষু গৃহেষু চ। রত্নিমাত্রমধো গর্ত্তং পরীক্ষ্যং খাতপূরণে। অধিকে শ্রেয়মাপ্নোতি ন্যূনে হানি সমে সমং। হলকৃষ্টেঽথবা দেশে সর্ব্ববীজানি বাপয়েৎ। ত্রিপঞ্চসপ্তরাত্রেণ যত্র রোহন্তি তান্যপি। জ্যেষ্ঠোত্তমা কনিষ্ঠা ভূর্বর্জ্জনীয়তরা মতা। পঞ্চগব্যৌষধিজলৈঃ পরীক্ষিত্বা চ সেচয়েৎ। একাশীতিপদং কৃত্বা রেখাভিঃ

য়িত্বা গৃহপ্রাসাদকৃদ্ভবেৎ ॥১৩॥ সুরেজ্যঃ পুরতঃ কার্য্যো-দিশ্যাগ্নেয্যাং মহানসং। (রূপ) কপিনির্গমনে যেন পূর্ব্বতঃ সত্রমণ্ডপং ॥ ১৪ ॥ গন্ধপুষ্পগৃহং কার্য্যমৈশান্যাং

স্থলে অন্য কোন দেবতার নাম পরিবর্ত্তিত হইবে না। এই দ্বাত্রিংশৎ বাস্তুদেবতার পূজা করিয়া গৃহ ও প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবে।১৩। বাস্তুর পুরোভাগে দেবালয়, অগ্নিকোণে পাকশালা, পূর্ব্বদিকে প্রবেশ ও নির্গমণ-পথ এবং যাগমণ্ডপ, ঈশানকোণে পট্টবস্ত্র-সংযুক্ত গন্ধপুষ্পালয়, উত্তরদিকে ভাণ্ডারগৃহ, বায়ুকোণে

কনকেন তু। পশ্চাৎ পিষ্টেন চালিপ্যেৎ সূত্রেণালোড্য সর্ব্বতঃ। দশ পূর্ব্বায়তা রেখা দশ চৈবোত্তরায়তাঃ। সর্ব্বা বাস্তুবিভাগেষু বিজ্ঞেয়া নবকা নব। একাশীতিপদং কৃত্বা বাস্তুবিৎ সর্ব্ববাস্তুষু। পদস্থান্ পূজয়েদ্দেবাংস্ত্রিংশৎ পঞ্চদশৈব তু। দ্বাত্রিংশদ্বাহ্যতঃ পূজ্যাঃ পূজ্যাশ্চান্তস্ত্রয়োদশ। নামতস্তান্ প্রবক্ষ্যামি স্থানানি চ নিবোধত। ঈশানকোণাদিষু তান্ পূজয়েদ্ধবিষা নরঃ। শিখী চৈবাথ পর্জ্জন্যো জয়ন্তঃ কুলিশায়ুধঃ। সূর্য্যসত্যৌ ভৃশশ্চৈব আকাশো বায়ুরেব চ। পূষা চ বিতথশ্চৈব গৃহক্ষতযমাবুভৌ। গন্ধর্ব্বো ভৃঙ্গরাজশ্চ মৃগঃ পিতৃগণস্তথা। দৌবারিকোঽথ সুগ্রীবঃ পুষ্পদন্তো জলাধিপঃ। অসুরঃ শেষপাপৌ চ রোগোঽহির্মুখ্য এব চ। ভল্লাটঃ সোমসর্পৌ চ অদিতিশ্চ দিতিস্তথা। বহির্দ্বাত্রিংশদেতে তু তদন্তশ্চতুরঃ শৃণু। ঈশানাদিচতুষ্কোণে সংস্থিতান্ পূজয়েদ্যথা। আপশ্চৈবাথ সাবিত্রো জয়ো ভদ্রস্তথৈব চ। মধ্যে নবপদো ব্রহ্মা তস্যাষ্টৌ চ সমীপগান্। সাধ্যানৈকান্তরান্ বিদ্যাৎ পূর্ব্বাদ্যান্ নামতঃ শৃণু। অর্য্যমা সবিতা চৈব বিবস্বান্ বিবুধাধিপঃ। মিত্রোঽথ রাজযক্ষ্মা চ তথা পৃথ্বীধরঃ স্মৃতঃ। অষ্টমস্ত্বাপবৎসস্তু পরিতো ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ। আপশ্চৈবাপবৎসশ্চ পর্জ্জন্যোঽগ্নির্দিতিস্তথা। পদিকানাঞ্চ বর্গোঽয়মেবং কোণেষ্বশেষতঃ। তন্মধ্যে তু বহির্বিংশৎ দ্বিপদাস্তে তু সর্ব্বতঃ। অর্য্যমা চ বিবস্বাংশ্চ মিত্রঃ পৃথ্বীধরস্তথা। ব্রহ্মণঃ পরিধৌ দিক্ষু ত্রিপদাস্তে তু সর্ব্বতঃ। বংশানিদানীং বক্ষ্যামি ঋজুনপি পৃথক্ পৃথক্। বায়ুং যাবত্তথা রোগাৎ পিতৃভ্যঃ শিখিনং পুনঃ। মুখ্যাদ্ভৃশমথো শেষাৎ বিতথং যাবদেব তু। সুগ্রীবাদদিতিং যাবৎ ভৃগোঃ পর্জ্জন্যমেব চ। এতে বংশাঃ সমাখ্যাতাঃ ক্বচিদ্দুর্জ্জয় এব চ। এতেষাং যস্তু সম্পাতঃ পদং মধ্যং সমন্ততঃ। মর্ম্ম চৈতৎ সমাখ্যাতং ত্রিশূলং কোণগঞ্চ যৎ। স্তম্ভন্যাসে তু বর্জ্জ্যানি তুলাবিধিষু সর্ব্বদা। কীলোচ্ছি-

পট্টসংযুতং। ভাণ্ডাগারঞ্চ কৌবের্য্যাং গোষ্ঠাগারঞ্চ বায়বে ॥১৫॥ উদগাশ্রয়ং বারুণ্যাং বাতায়নসমন্বিতং। সমিৎকুশেন্ধনস্থানমায়ুধানাঞ্চ নৈর্ঋতে ॥ ১৬ ॥ অভ্যাগতালয়ং রম্যং সশয্যাসনপাদুকং। তোয়াগ্নিদীপসদ্ভৃত্যৈর্যুক্তং দক্ষিণতো ভবেৎ ॥ ১৭ ॥ গৃহান্তরাণি

গোশালা, পশ্চিমদিকে বাতায়নযুক্ত জলাগার, নৈর্ঋতকোণে সমিধ্ কুশা ও কাষ্ঠের গৃহ এবং অস্ত্রশালা এবং দক্ষিণ দিকে মনোহর অতিথিশালা প্রস্তুত করিবে। ঐ গৃহে শয্যা, আসন, পাদুকা, জল, অগ্নি, দীপ ও উপযুক্ত ভৃত্য রাখিবে। ১৪-১৭।

ষ্টোপঘাতানি বর্জ্জয়েদ্যত্নতো নরঃ। সর্ব্বত্র বাস্তুর্নির্দ্দিষ্টঃ পিতৃবৈশ্বানরায়তঃ। মূর্দ্ধন্যগ্নিঃ সমাবিষ্টো মুখে চাপঃ সমাহিতঃ। পৃথ্বীধরোঽর্য্যমা চৈব তয়োস্তাবদধিষ্ঠিতৌ। বক্ষঃস্থলে চাপবৎসঃ পূজনীয়ঃ সদা বুধৈঃ। নেত্রয়োর্দ্দিতিপর্জ্জন্যৌ শ্রোত্রেঽদিতিজয়ন্তকৌ। সর্পেন্দ্রাবংশসংস্থৌ চ পূজনীয়ৌ প্রযত্নতঃ। সত্যরোগাদয়স্তদ্বদ্বাহ্বোঃ পঞ্চ চ পঞ্চ চ। রুদ্রশ্চ রাজযক্ষ্মা চ বামহস্তে সমাস্থিতৌ। সাবিত্রঃ সবিতা তদ্বদ্ধস্তং দক্ষিণমাশ্রিতৌ। বিবস্বানথ মিত্রশ্চ জঠরে সংব্যবস্থিতৌ। পূষা চ পাপযক্ষ্মা চ হস্তয়োর্মণিবন্ধনে। তথৈবাসুরসোমৌ চ বামপার্শ্বে সমাস্থিতৌ। পার্শ্বে তু দক্ষিণে তদ্বদ্বিতথঃ সগৃহক্ষতঃ। ঊর্ব্বোঽর্য্যমাম্বুপৌ জ্ঞেয়ৌ জান্বোর্গন্ধর্ব্বপুষ্পকৌ। জঙ্ঘয়োর্ভৃঙ্গসুগ্রীবৌ স্ফিক্‌স্থৌ দৌবারিকো মৃগঃ। জয়শক্রৌ তথা মেঢ্রে পাদয়োঃ পিতরস্তথা। মধ্যে নবপদো ব্রহ্মা হৃদয়ে স তু পূজ্যতে। চতুঃষষ্টিপদো বাস্তুঃ প্রাসাদে ব্রহ্মণা স্মৃতঃ। ব্রহ্মা চতুষ্পদস্তত্র কোণেষ্বর্দ্ধপদাস্ততঃ। বহিষ্কোণে তু চাষ্টৌ তু সার্দ্ধাংশোভয়সংস্থিতাঃ। বিংশতির্দ্বিপদাশ্চৈষাং চতুঃষষ্টিপদে স্মৃতাঃ। গৃহারম্ভে তু কণ্ডূতিঃ স্বাম্যঙ্গে যত্র জায়তে। শল্যন্ত্বপনয়েত্তত্র প্রাসাদে ভবনেঽপি বা। সশল্যং ভয়দং তস্মাদশল্যং শুভদায়কং। হীনাধিকাঙ্গভাবাংস্তু সর্ব্বথা তু বিবর্জ্জয়েৎ। নগরগ্রামদেশেষু সর্ব্বত্রৈবং প্রকল্পয়েৎ। চতুঃশালং ত্রিশালন্তু দ্বিশালঞ্চৈকশালকং। নামতস্তানি বক্ষ্যামি স্বরূপেণ দ্বিজোত্তমাঃ। ইতি মাৎস্যে একাশীতিপদবাস্তুনির্ণয়ো নাম ২২৭ অধ্যায়ঃ ॥১ ২

সূত উবাচ। চতুঃশালং প্রবক্ষ্যামি স্বরূপন্নামতস্তথা। চতুঃশালং দ্বয়দ্বারৈরনির্দ্দিষ্টং সর্ব্বতোমুখং। নাম্না তৎ সর্ব্বতোভদ্রং শুভং দেবনৃপালয়ে। পশ্চিমদ্বারহীনন্তু নন্দ্যাবর্ত্তং প্রচক্ষ্যতে।

সর্ব্বাণি সজলৈঃ কদলাগৃহৈঃ। পঞ্চবর্ণৈশ্চ কুসুমৈঃ শোভিতানি প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৮ ॥ প্রাকারস্তদ্বহির্দিক্ষ্যাৎ পঞ্চহস্তপ্রমাণতঃ। এবং বিষ্ণ্বাশ্রমং কুর্য্যাদ্বনৈশ্চোপবনৈর্যুতং ॥ ১৯ ॥

গৃহসকলের অবকাশস্থান সজল কদলীবৃক্ষ ও পঞ্চবর্ণ কুসুমদ্বারা শোভিত করিতে হইবে। ১৮। বাস্তমণ্ডলের বহির্দ্দেশে চতুর্দ্দিকে প্রাকার নির্ম্মাণ করিবে। ইহা ঊর্দ্ধে পঞ্চহস্তপরিমিত হইবে। এইরূপে বিষ্ণুগৃহও নির্ম্মাণ করিবে। ইহার চতুঃপার্শ্ব বন ও উপবনদ্বারা শোভিত করিতে হইবে। ১৯।

দক্ষিণদ্বারহীনং তদূর্দ্ধমানমুদাহৃতং। পূর্ব্বদ্বারবিহীনস্তৎ স্বস্তিকং নাম বিশ্রুতং। রুচকং চোত্তরদ্বারবিহীনং তৎ প্রচক্ষ্যতে। সৌম্যশালাবিহীনন্তু ত্রিশালং ধন্যকঞ্চ তৎ। ক্ষেমবৃদ্ধিকরং নৃণাং বহুপুত্রফলপ্রদং। শালয়া পূর্ব্বয়া হীনং সুক্ষেত্রমিতি বিশ্রুতং। ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং শোকমোহবিনাশনং। চুল্লী তু যাম্যয়া হীনং বিশালং শালয়া তু যৎ। কুলক্ষয়করং নৃণাং সর্ব্বব্যাধিভয়াবহং। হীনং পশ্চিময়া যত্ত পক্ষঘ্নং নাম তৎ পুনঃ। মিত্রবন্ধুসুতান্ হন্তি তথা সর্পভয়াবহং। যাম্যাপরাভ্যাং শালাভ্যাং ধনধান্যফলপ্রদম্। ক্ষেমবৃদ্ধিকরং নৃণাং তথা পুত্রফলপ্রদং। যমং সূর্য্যঞ্চ বিজ্ঞেয়ং পশ্চিমোত্তরশালকং। রাজাগ্নিভয়দং নৃণাং কুলক্ষয়করঞ্চ তৎ। উদকপূর্ব্বে তু শালে দ্বে দণ্ডাখ্যে যত্র তদ্ভবেৎ। অকালমৃত্যুভয়দং পরচক্রভয়াবহং। ধনাখ্যং যামপূর্ব্বাভ্যাং শালাভ্যাং যদ্দ্বিশালকং। তচ্ছস্ত্রভয়দং নৃণাং পরাভবভয়াবহং। চুল্লী পূর্ব্বাপরাভ্যান্তু সা ভবেৎ মৃত্যুসূচনী। বধবন্ধায় শস্ত্রাণামনেকভয়কারকং। কাচমুত্তরযাম্যাভ্যং শালাভ্যাং ভয়দং নৃণাং। সিদ্ধার্থবর্জ্জ্যং বর্জ্জ্যানি দ্বিশালানি সদা বুধৈঃ।

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি ভবনং পৃথিবীপতেঃ। পঞ্চপ্রকারং তৎ প্রোক্তমুত্তমাদিবিভেদতঃ। অষ্টোত্তরং হস্তশতং বিস্তারশ্চোত্তমো মতঃ। চতুর্ব্বন্যেষু বিস্তারো হীয়তে চাষ্টভিঃ করৈঃ। চতুর্থাংশাধিকং দৈর্ঘ্যং পঞ্চস্বপি নিগদ্যতে। যুবরাজস্য বক্ষ্যামি তথা ভবনপঞ্চকং। ষড়্‌ভিঃ ষড়্‌ভিস্তথাশীতির্হীয়তে যত্র বিস্তরাৎ। ত্র্যংশেন চাধিকং দৈর্ঘ্যং পঞ্চস্বপি নিগদ্যতে। সেনাপতেঃ প্রবক্ষ্যামি সদা ভবনপঞ্চকং। চতুঃষষ্টিস্তু বিস্তারাৎ ষড়্‌ভিঃ ষড়্‌ভিস্তু হীয়তে। পঞ্চস্বেতেষু দৈর্ঘ্যঞ্চ ষড়্‌ভাগোনাধিকং ভবেৎ। মন্ত্রিণামথ বক্ষ্যামি তথা ভবনপঞ্চকং। চতুশ্চতুর্ভির্হীনা স্যাৎ করষষ্টিঃ প্রবিস্তরে। অষ্টাংশেনাধিকং দৈর্ঘ্যং পঞ্চস্বপি নিগদ্যতে। সামন্তামাত্যলোকানাং বক্ষ্যে ভবনপঞ্চকং। চত্বারিংশত্তথাষ্টৌ চ চতুর্ভির্হীয়তে ক্রমাৎ। চতুর্থাংশাধিকং দৈর্ঘ্যং পঞ্চস্বেতেষু শস্যতে। শিল্পিনাং কঞ্চুকীনাঞ্চ বেশ্যানাং গৃহপঞ্চকং। অষ্টাবিংশৎ করাণান্তু দ্বিহীনং বিস্তরেণ তৎ। দ্বিগুণং দৈর্ঘ্যমেবোক্তং মধ্যমেষ্বেবমেব তু। দূত-কর্ম্মান্তিকাদীনাং বক্ষ্যে ভবনপঞ্চকং। চতুর্থাংশাধিকং দৈর্ঘ্যং বিস্তারো দ্বাদশৈব তু। অধ্যর্দ্ধকরহানিঃ স্যাৎ বিস্তারাৎ পঞ্চসু ক্রমাৎ। দৈবজ্ঞগুরুবৈদ্যানাং সভাস্তারপুরোধসাং। তেষামপি প্রবক্ষ্যামি সদা ভবনপঞ্চকং। চত্বারিংশচ্চ বিস্তারাচ্চতুর্ভির্হীয়তে ক্রমাৎ। পঞ্চস্বেতেষু দৈর্ঘ্যঞ্চ ষড়্‌ভাগেনাধিকং ভবেৎ। চতুর্ব্বর্ণস্য বক্ষ্যামি সামান্যং গৃহপঞ্চকং। দ্বাত্রিংশকং করাণান্তু চতুর্ভির্হীয়তে ক্রমাৎ। আষোড়শাদিতি পরং নূনমন্ত্যাবসায়িনাং। দশাংশেনাষ্টভাগেন ত্রিভাগেণাথ পাদিকং। অধিকং দৈর্ঘ্যমিত্যাহুর্ব্রাহ্মণাদেঃ প্রশস্যতে। সেনাপতের্নৃপস্যাপি গৃহয়োরন্তরেণ তু। নৃপবাসগৃহং কার্য্যং ভাণ্ডাগারস্তথৈব চ। সেনাপতের্গৃহস্যাপি চাতুর্ব্বর্ণস্য চান্তরং। বাসকোষগৃহং কার্য্যং রাজপূজ্যেষু সর্ব্বদা। অন্তরপ্রভবাণাঞ্চ স্বপিতুর্দ্দরমিষ্যতে। তথা হস্তশতাদর্ব্বাক্ গদিতং বনবাসিনাং। সেনাপতের্নৃপস্যাপি সপ্তত্যা সহিতেঽম্বিতে। চতুর্দ্দশহৃতে ব্যাসে শালান্যাসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। পঞ্চত্রিংশদ্ধৃতে তস্মিন্ অলিন্দঃ সমুদাহৃতঃ। তথা ষট্‌ত্রিংশদ্ধস্তাত্তু সপ্তাঙ্গুলসমন্বিতঃ। বিপ্রস্য মহতী শালা ন দৈর্ঘ্যং পরতো ভবেৎ। দশাঙ্গুলাধিকা তদ্বৎ ক্ষত্রিয়স্য বিধীয়তে। পঞ্চত্রিংশৎ করা বৈশ্যে অঙ্গুলানি ত্রয়োদশ। তাবৎ করৈস্তু শূদ্রস্য যুতা পঞ্চদশাঙ্গুলৈঃ। শালায়াস্ত্র ত্রিভাগেণ যস্যাগ্রে বীথিকা ভবেৎ। সোষ্ণীষং নাম তদ্বাস্তু পশ্চাচ্ছায়োচ্ছ্রয়ন্তবেৎ। পার্শ্বয়োর্বীথিকা যত্র সাবষ্টম্ভন্তদুচ্যতে। সমন্তাদ্বীথিকা যত্র সুস্থিতং তদিহোচ্যতে। শুভদং সর্ব্বমেতৎ স্যাৎ চাতুর্ব্বর্ণ্যঞ্চতুর্ব্বিধং। বিস্তরাৎ ষোড়শো ভাগস্তথা হস্তচতুষ্টয়ং। প্রথমে ভূমিকোচ্ছ্রায় উপবিষ্টাৎ প্রহীয়তে। দ্বাদশাংশেন সর্ব্বাসু ভূমিকাসু তথোচ্ছ্রয়ং। পক্কেষ্টকে ভবেদ্‌ভিত্তিঃ ষোড়শাংশেন বিস্তরাৎ। দারবেণু বিকল্পঃ স্যাৎ তথা মৃণ্ময়ভিত্তিকে। গর্ভমানেন মানন্তু সর্ব্ববাস্তুষু শস্যতে। গৃহবাসস্য পঞ্চাশদষ্টাদশভিরঙ্গুলৈঃ। সংযুতো দ্বারনিষ্কম্ভো দ্বিগুণশ্চোচ্ছ্রয়ো ভবেৎ। দ্বারশাখাসু বাহুল্যমুচ্ছ্রায়ং করসম্মিতৈঃ। অঙ্গুলৈঃ

চতুঃষষ্টিপদোবাস্তুঃ প্রাসাদাদৌ প্রপূজিতঃ। মধ্যে চতুষ্পদো ব্রহ্মা দ্বিপদাস্ত্বর্য্যমাদয়ঃ॥ ২০ ॥

প্রাসাদাদি নির্ম্মাণে চতুঃষষ্টিপদ বাস্তুমণ্ডল করিয়া তাহাতে বাস্তুদেবের পূজা করিবে। ঐ মণ্ডলের মধ্যগত চতুষ্পদে ব্রহ্মা ও তাঁহার সমীপস্থ প্রতিপদদ্বয়ে অর্য্যমাদিদেবের অর্চ্চনা করিবে।২০।

কর্ণে চৈবাথ শিখ্যাদ্যা স্তথা দেবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। তেভ্যোহ্যুভয়তঃ সার্দ্ধাদন্যেঽপি দ্বিপদাঃ সুরাঃ। চতুঃষষ্টিপদা দেবা-ইত্যেব পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥২১॥ চরকী

ঐ বাস্তুমণ্ডলের ঈশানাদি চারিকোণে চারিটি পদে এক একটি কর্ণরেখা পাতনদ্বারা অর্দ্ধ অর্দ্ধভাগে বিভক্ত করিয়া প্রতিকোণে দুইটি করিয়া আটটি পদ করিবে। ঐ আটপদে ঈশানাদিকোণ-হইতে আরম্ভ করিয়া শিখী-প্রভৃতি দেবতা স্থাপিত করিবে। ঐ শিখীপ্রভৃতি দেবগণ ও তাহার উভয়পার্শ্বে প্রতিপদদ্বয়ে অন্যান্য দেবতাদিগের পূজা করিবে। এইরূপে চতুষষ্টিপদ বাস্তুমণ্ডল করিতে হইবে।২১। এই মণ্ডলের ঈশানাদি চারিকোণে চরকী,

সর্ব্ববাস্তূনাং পৃথুত্বং শস্যতে বুধৈঃ। উডুম্বরোত্তরাঙ্গে চ তদর্দ্ধার্দ্ধং প্রবিস্তরৈঃ॥ ইতি মাৎস্যে বাস্তুবিদ্যাসু গৃহমাননির্ণয়ো নাম ২২৮ অধ্যায়ঃ॥

সূত উবাচ। অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি স্তম্ভমানবিনির্ণয়ং। কৃত্বা স্বভবনোচ্ছ্রায়ং সদা সপ্তগুণং বুধঃ। অশীতাস্তং পৃথুত্বং স্যাদগ্রে নবগুণৈঃ সহ। রুচকশ্চতুরস্রঃ স্যাদষ্টাংশো বজ্র উচ্যতে। দ্বিবজ্রঃ ষোড়শাস্রস্তু দ্বাদশাস্রঃ প্রলীনকঃ। মধ্যপ্রদেশে যঃ স্তম্ভো বৃত্তো বৃত্ত ইতি স্মৃতঃ। এতে পঞ্চ মহাস্তম্ভাঃ প্রশস্তাঃ সর্ব্ববাস্তুষু। পদ্মবল্লী লতা কার্য্যা পত্রদর্শনরূপিতা। স্তম্ভস্য নবমাংশেন পদ্মকুম্ভোত্তরাণি চ। স্তম্ভতুল্যা তুলা প্রোক্তা হীনাশ্চোপতুলা ততঃ। ত্রিভাগেনেহ সর্ব্বত্র চতুর্ভাগেণ বা পুনঃ। হীনং হীনঞ্চতুর্থাংশাত্তথা সর্ব্বাসু ভূমিষু। বাসগেহানি সর্ব্বেষাং প্রবেশে দক্ষিণেন তু। দ্বারাণি তু প্রবক্ষ্যামি প্রশস্তানীহ যানি তু। পূর্ব্বেণেন্দ্রং জয়ন্তঞ্চ দ্বারং সর্ব্বত্র শস্যতে। যাম্যঞ্চ বিতথঞ্চৈব দক্ষিণেন বিদুর্ব্বুধাঃ। পশ্চিমে পুষ্পদন্তঞ্চ বারুণঞ্চ প্রশস্যতে। উত্তরেণ তু ভল্লাটং সৌম্যঞ্চ শুভদং ভবেৎ। তথা বাস্তুষু সর্ব্বত্র বেধং দ্বারস্য বর্জ্জয়েৎ। দ্বারে তু রথ্যয়া বিদ্ধে ভবেৎ সর্ব্বকুলক্ষয়ঃ। তরুণা দোষবাহুল্যং শোকঃ পঙ্কেন জায়তে। অপস্মারো ভবেন্নূনং কূপবেধেন সর্ব্বদা। ব্যথা প্রস্রবণেন স্যাৎ কীলেনাগ্নিভয়ন্তবেৎ। বিনাশো দেবতাবিদ্ধে স্তম্ভেন স্ত্রীদ্রুতো ভবেৎ। গৃহভর্ত্তুর্বিনাশঃ স্যাৎ গৃহেণ চ গৃহে কৃতে। অমেধ্যাবস্করৈর্বিদ্ধে গৃহিণীবন্ধনস্তবেৎ। তথা শাস্ত্রভয়ং বিদ্যাদন্ত্যজস্য গৃহেণ তু। উচ্ছ্রায়দ্বিগুণাং ভূমিং ত্যক্ত্বা বেধো ন বিদ্যতে। স্বয়মুদ্ঘাটিতে দ্বারে উন্মাদো গৃহমেধিনাং। স্বয়ঞ্চ পিহিতে বিন্দ্যাৎ কুলনাশং বিচক্ষণঃ। মানাধিকে রাজভয়ং নীচে তস্করতো ভয়ং। দ্বারোপরি চ যদ্দ্বারং তদন্তকমুখং স্মৃতং। আধ্বানং মধ্যদেশে তু অধিকো যস্য বিস্তরঃ। বজ্রস্তু শকটং মধ্যে সদ্যো ভর্ত্তৃবিনাশনং। তথান্যপীড়িতদ্বারং বহুদোষকরস্তবেৎ। মূলদ্বারং তথান্যস্তু নাধিকং শোভনন্তবেৎ। কুম্ভশ্রীপর্ণিবল্লীভির্মূলদ্বারন্তু শোভয়েৎ। পূজয়েচ্চাপি তন্নিত্যং বলিনা চাক্ষতোদকৈঃ। ভবনস্য বটঃ পূর্ব্বে দিগ্‌ভাগে সার্ব্বকালিকঃ। উড়ুম্বরস্তথা যাম্যে বারুণে পিপ্পলঃ শুভঃ। প্লক্ষশ্চোত্তরতো ধন্যো বিপরীতস্ত্বসিদ্ধয়ে। কণ্টকী ক্ষীরবৃক্ষশ্চ আসন্নঃ সফলো দ্রুমঃ। ভয়ং হানিং প্রজাহানিং কুর্ব্বন্তি ক্রমশঃ সদা। ন চ্ছিন্দ্যাদ্যদি তানন্যানন্তরে স্থাপয়েৎ শুভান্। পুন্নাগাশোকবকুলশমীতিলকচম্পকান্। দাড়িমী পিপ্পলী দ্রাক্ষা তথা কুসুমমণ্ডপং। জম্বীরপূগপনসদ্রুমকেতকীভির্জাতীসরোজশতপত্রিকমল্লিকাভিঃ। যন্নারিকেলকদলীদলপাটলাভির্যুক্তং তদত্র ভবনং শ্রিয়মাতনোতি॥ ইতি মাৎস্যে বাস্তুবিদ্যাসু বেধপরিবর্জ্জনো নাম ২২৯ অধ্যায়ঃ॥

সূত উবাচ। উদগাদিপ্লবং বাস্তু সমানশিরসস্তথা। পরীক্ষ্য পূর্ব্ববৎ কুর্য্যাৎ স্তম্ভোচ্ছ্রায়ং বিচক্ষণঃ। ন দেবধূর্ত্তসচিবচত্বরাণাং সমীপতঃ। কারয়েদ্ভবনং প্রাজ্ঞো দুঃখশোকভয়ং যতঃ। তস্য প্রবেশশ্চত্বারস্তস্যোৎসঙ্গোঽগ্রতঃ শুভঃ। পৃষ্ঠতঃ পৃষ্ঠভঙ্গস্তু সব্যাবর্ত্তঃ প্রশস্যতে। অপসব্যো বিনাশায় দক্ষিণে শীর্ণকস্তথা। সর্বকামফলো নৃণাং সম্পূর্ণো নাম বামতঃ। এবং প্রবেশমালোক্য যত্নেন গৃহমারভেৎ। অথ সম্বৎসরে পূর্ণে মুহূর্ত্তে শুভলক্ষণে। রত্নোপরি শিলাং কৃত্বা সর্ববীজসমন্বিতাং। চতুর্ভির্ব্রাহ্মণৈস্তম্ভং বস্ত্রালঙ্কারপূজিতং। শুক্লাম্বরধরঃ শিল্পী সহিতো বেদপারগৈঃ। স্থাপিতং বিন্যসেৎ তদ্বৎ সর্ব্বৌষধিসমন্বিতং। নানাক্ষতফলোপেতং বস্ত্রতাম্বূলসংযুতং। ব্রহ্মঘোষেণ বাদ্যেন গীতমঙ্গলনিস্বনৈঃ। পায়সং ভোজয়েদ্বিপ্রান্ হোমস্তু মধুসর্পিষা। বাস্তোষ্পতে প্রতিজানীহি মন্ত্রেণানেন সর্বদা। সূত্রপাতে তথা কার্য্যমেবং স্তম্ভোদয়ে পুনঃ। দ্বারবন্ধোচ্ছ্রয়ে তদ্বৎ প্রবেশসময়ে তথা। বাস্তুপ-

চ বিদারী চ পূতনা পাপরাক্ষসী। ঈশানাদ্যাস্ততো-বাহ্যে দেবাশ্চ হেতুকাদয়ঃ ॥ ২২ ॥ হেতুকস্ত্রিপুরান্তশ্চ অগ্নিবেতালকৌ যমঃ। অগ্নিজিহ্বঃ কালকশ্চ করা-লোহ্যেকপাদকঃ ॥ ২৩ ॥ ঐশান্যাং ভীমরূপস্তু পাতালে

বিদারী, পূতনা ও পাপরাক্ষসী, এই চারিটীর পূজা করিবে। তৎপরে বহির্ভাগে ঈশানাদি ও হেতুকাদি দেবের পূজা করিতে হইবে। ২২। হেতুকাদিগণ এই—হেতুক, ত্রিপুরান্তক, অগ্নি, বেতাল, যম, অগ্নিজিহ্ব, কালক, করাল ও একপাদ এবং

শমনে তদ্বৎ বাস্তু যজ্ঞস্তু পঞ্চধা। ঈশানে সূত্রপাতঃ স্যাদাগ্নেয়ে স্তম্ভরোপণং। প্রদক্ষিণঞ্চ কুর্ব্বীত বাস্তোঃ পদবিলেখনং। তর্জ্জনী মধ্যমা চৈব তথাঙ্গুষ্ঠস্তু দক্ষিণে। প্রবালরত্নকনকং ফলপিষ্টকুতো-দকং। সর্ব্ববাস্তুবিভাগেষু শস্তম্পদবিলেখনে। ন ভস্মাঙ্গারকা-ষ্ঠেন॰ন শস্ত্রনখচর্ম্মভিঃ। ন চ সাঙ্গিকপালেন ক্বচিদ্বাস্তু প্রলেখ-য়েৎ। এভির্ব্বিলেখিতং কুর্য্যাদ্ দুঃখশোকাময়াদিকং। যদা গৃহ-প্রবেশঃ স্যাচ্ছিল্পী তত্রোপলেখয়েৎ। স্তম্ভসূত্রাদিকে তদ্বৎ শুভা-শুভফলোদয়ং। আদিত্যাভিমুখং রৌতি শকুনঃ পরুষং যদি। তুল্যকালং স্পৃশেদঙ্গং গৃহভর্ত্তুঃ সমাত্মনঃ। বাস্ত্বঙ্গে তদ্বিজানীয়া-ন্নরশল্যং ভয়প্রদং। শকুনানন্তরং যত্র হ্যস্যাশ্বশ্বাপদস্তবেৎ। তদঙ্গ-সম্ভবং বিদ্যাত্তত্র শল্যং বিচক্ষণঃ। প্রসার্য্যমাণে সূত্রে তু শ্বগো-মায়ুবিলঙ্ঘিতে। তত্র শল্যং বিজানীয়াৎ খরশব্দে চ ভৈরবে। যদাশাস্তেঽর্থ দিগ্‌ভাগে মধুরং রৌতি বায়সঃ। ধনন্তত্র বিজা-নীয়াদঙ্গে বা স্বাম্যধিষ্ঠিতে। সূত্রচ্ছেদে ভবেন্মৃত্যুর্ব্যাধিঃ কীলে ত্বধোমুখে। অঙ্গারেষু তথোন্মাদং কপালেষু চ সম্ভ্রমং। কম্বু-শল্যে চ জানীয়াৎ পুংশ্চল্যং স্ত্রীষু বাস্তুবিৎ। গৃহভর্ত্তুর্গৃহস্যাপি বিনাশঃ শিল্পিসম্ভ্রমে। স্তম্ভস্থানে চ্যুতে কুম্ভে শিরোরোগং বিনি-র্দ্দিশেৎ। কুম্ভাপহারে সর্ব্বস্য কুলস্যাপি ক্ষয়ো ভবেৎ। মৃত্যুং স্থানচ্যুতে কুম্ভে ভগ্নে বন্ধং বিদুর্ব্বুধাঃ। করসংখ্যাবিনাশে তু নাশং গৃহপতের্বিদুঃ। বীজৌষধবিহীনে তু ভূতেভ্যো ভয়মাদি-শেৎ। প্রাগ্দক্ষিণেন বিন্যস্য স্তম্ভে ছত্রং নিবেশয়েৎ। ততঃ প্রদক্ষিণেনান্যন্ন্যসেৎ স্তম্ভং বিচক্ষণঃ। যস্মাদ্ভয়করং নৃণাং যোজি-তান্যপ্রদক্ষিণং। রক্ষাং কুর্ব্বীত যত্নেন স্তম্ভোপদ্রবনাশিনীং। তথা ফলবতীং শাখাং স্তম্ভোপরি নিবেশয়েৎ। প্রাগুদক্প্লবনং কার্য্যং শ্বিমুখস্তু ন কারয়েৎ। স্তম্ভন্বা ভবনম্বাপি দ্বারম্বা স্বগৃহ-স্তথা। দিঙ্মূঢ়ে কুলনাশঃ স্যান্ন চ সম্বর্দ্ধয়েদ্গৃহং। যদি সম্ব-র্দ্ধয়েদ্গেহং সর্ব্বদিক্ষু বিবর্দ্ধয়েৎ। পূর্ব্বেণ বর্দ্ধিতং বাস্তু মৃত্যবে স্যান্ন সংশয়ঃ। পশ্চাদ্‌বৃদ্ধস্তু যদ্বাস্তু তদর্থক্ষয়কারকং। বর্দ্ধায়িতং তথা সৌম্যে বহুসন্তাপকারকং। আগ্নেয়ে যত্র বৃদ্ধিঃ স্যাৎ তদগ্নি-ভয়দস্তবেৎ। বর্দ্ধিতং রাক্ষসে কোণে শিশুক্ষয়করস্তবেৎ। বর্দ্ধা-স্থিতস্তু বায়ব্যে বাতব্যাধিপ্রকোপকৃৎ। ঈশানে তু প্রজাহানি-র্বাস্তৌ সম্বর্দ্ধিতে সদা। ঈশানে দেবতাগারং তথা শান্তিগৃহং ভবেৎ। মহানসং তথাগ্নেয়ে তৎপার্শ্বে চোত্তরং জলং। গৃহ-স্যোপস্করং সর্ব্বং নৈঋর্তে স্থাপয়েদ্‌বুধঃ। বন্ধস্থানং বহিঃ কুর্য্যাৎ স্নানমণ্ডপমেব চ। ধনধান্যঞ্চ বায়ব্যে কর্ম্মশালা ততো বহিঃ। এবম্বাস্তুনিবেশঃ স্যাদ্ গৃহভর্ত্তুঃ শুভাবহঃ॥ ইতি মাৎস্যে বাস্তু-বিদ্যাগৃহনির্ণয়ো নাম ২৩০ অধ্যায়ঃ॥

সূত উবাচ। অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি দার্ব্বাহরণমুত্তমং। ধনিষ্ঠা-পঞ্চকং ত্যক্ত্বা বিষ্ট্যাদিকমতঃ পরং। ততঃ সাম্বৎসরোদ্দিষ্টে দিনে যায়াদ্বনং বুধঃ। প্রথমং বলিপূজাস্তু কুর্য্যাৎ বৃক্ষায় সর্ব্বদা। পূর্ব্বোত্তরেণ পতিতং গৃহে দারু প্রশস্যতে। অন্যথা ন শুভং বিদ্যাদ্‌যাম্যাপরনিপাতনে। ক্ষীরবৃক্ষোদ্ভবং দারু ন গৃহে বিনি-বেশয়েৎ। কৃতাধিবাসং বিহগৈরনিলানলপীড়িতং। গজাব-ভগ্নঞ্চ তথা বিদ্যুন্নির্ঘাতপীড়িতং। অর্দ্ধশুষ্কং তথা দারু ভগ্নশুষ্কং তথৈব চ। চৈত্যদেবালয়োৎপন্নং নদীসঙ্গমজস্তথা। শ্মশানকূপ-নিলয়ং তড়াগাদিসমুদ্ভবং। বর্জ্জয়েৎ সর্ব্বথা দারু যদীচ্ছেদ্বিপুলাং শ্রিয়ং। তথা কণ্টকিনো বৃক্ষান্নীপনিম্ববিভীতকান্। শ্লেষ্মাতকান্ এলতরূন্ বর্জয়েদ্ গৃহকর্ম্মণি। অশনং শাকমধুকসর্জ্জশালাঃ শুভা-বহাঃ। চন্দনং পনসং ধন্যং সুরদারুহরিদ্রকা। দ্বাভ্যামেকেন বা কুর্য্যাৎ ত্রিভির্ব্বা ভবনং শুভং। বহুভিঃ কারিতং যস্মাদনেক-ভয়দং ভবেৎ। একৈকং শিংশপা ধন্যা শ্রীপর্ণী তিন্দুকী তথা। এতা নান্যসমাযুক্তাঃ কদাচিচ্ছুভকারিকাঃ। স্যন্দনঃ পনসস্তদ্বৎ সরলার্জ্জুনপদ্মকাঃ। এতে নান্যসমাযুক্তা বাস্তুকার্য্যে শুভপ্রদাঃ। তরুচ্ছেদে মহাপাতে গোধাং বিদ্যাদ্বিচক্ষণঃ। মাঞ্জিষ্ঠবর্ণে ভেকঃ স্যাৎ নীলে সর্পম্বিনির্দ্দিশেৎ। অরুণে সরটং বিদ্যাৎ মুক্তাভে শুকমাদিশেৎ। কপিলে মূষিকাং বিদ্যাৎ খড়্গাভে জলমাদিশেৎ। এবম্বিধং সগর্ত্তস্তু বর্জ্জয়েদ্বাস্তুকর্ম্মণি। পূর্ব্বং ছিন্নন্তু গৃহ্ণীয়াৎ নিমিত্তং শকুনৈঃ শুভৈঃ। ব্যাসেন গুণিতে দৈর্ঘ্যে অষ্টভির্বৈ হৃতে তথা। যচ্ছেষমায়ং তং বিদ্যাদষ্টভেদং বদামি বঃ। ধ্বজো ধূমশ্চ সিংহশ্চ শ্বা বৃষঃ খর এব চ। হস্তী ধ্বাঙ্ক্ষশ্চ পূর্ব্বাদ্যাঃ করিশেষা ভব-

প্রেতনায়কঃ। আকাশে গন্ধমালী স্যাৎ ক্ষেত্রপালাং স্ততো যজেৎ ॥ ২৪ ॥

ঈশানকোণে ভীমরূপ, পাতালে প্রেতনায়ক এবং আকাশে গন্ধমালী ও ক্ষেত্রপাল, এই সকলের পূজা করিবে। ২৩-২৪।

বিস্তারাভিহতং দৈর্ঘ্যং রাশিং বাস্তোস্তু কারয়েৎ। কৃত্বা চ বসুভির্ভাগং শেষঞ্চৈবায়মাদিশেৎ ॥২৫॥

বাস্তুর বিস্তারের পরিমাণদ্বারা দৈর্ঘপরিমাণকে গুণকরিবে। এই গুণফলই "বাস্তুরাশি" অর্থাৎ "বাস্তুক্ষেত্রফল" হইবে। এই বাস্তুফলকে আটদ্বারা ভাগ করিবে। উহার ভাগশেষাঙ্ককে

স্বামী। ধ্বজঃ সর্ব্বমুখো ধন্যঃ প্রত্যগ্দ্বারো বিশেষতঃ। উদঙ্মুখো ভবেৎ সিংহঃ প্রাঙ্মুখো বৃষভো ভবেৎ। দক্ষিণাভিমুখো হস্তী সপ্তভিঃ স উদাহৃতঃ। একেন ধ্বজ উদ্দিষ্টস্ত্রিভিঃ সিংহ উদাহৃতঃ। পঞ্চভির্বৃষভঃ প্রোক্তো বিকোণস্থাংস্তু বর্জ্জয়েৎ। তমেবাষ্টগুণং কৃত্বা বিদ্যাদ্রাশিং বিচক্ষণঃ। সপ্তবিংশদ্ধৃতে ভাগে ঋক্ষং বিদ্যাদ্বিচক্ষণঃ। অষ্টভির্ভাজিতে ঋক্ষে যচ্ছেষং স ব্যয়ো মতঃ। ব্যয়াধিকং ন কুর্ব্বীত যতো দোষকরস্তবেৎ। আয়াধিকে ভবেচ্ছান্তিরিত্যাহ ভগবান্ হরিঃ॥ কৃত্বাগ্রতো দ্বিজবরানথ পূর্ণকুম্ভং দধ্যক্ষতাম্রদলপুষ্পফলোপশোভং। দত্বা হিরণ্যবসনানি তথা দ্বিজেভ্যো মাঙ্গল্যশান্তিনিলয়ায় গৃহং বিশেচ্চ॥ গৃহ্যোক্তহোমবিধিনা বলিকর্ম্ম কুর্য্যাৎ প্রাসাদবাস্তুশমনে চ বিধির্য উক্তঃ। সন্তর্পয়েদ্ দ্বিজবরানথ ভক্ষ্যভোজ্যৈঃ শুক্লাম্বরশ্চ ভবনং প্রবিশেৎ সধূমঃ॥ ইতি মাৎস্যে বাস্তুবিদ্যানুকীর্ত্তনং সমাপ্তং ২৩১ অধ্যায়ঃ॥

অন্যচ্চ। অথ বাস্তুযুক্তিঃ। তত্র স্থাননির্ণয়ঃ। নদীশ্মশানশৈলানাং বনস্য নিকটে তথা। ন বাস্তুকর্ম্ম কুর্ব্বীত ন দ্বন্দনগরান্তয়োঃ। তত্র দিঙ্ নির্ণয়ঃ। রাক্ষসানিলবহ্নীনাং যমস্য দিশি বেশ্মনঃ। নারম্ভং কারয়েদ্রাজা ভীরুগ্দাহক্ষয়প্রদং। তথা হি। ভোগঃ কীর্ত্তির্ধনং রোগঃ স্থিরতা চ ভয়ং ক্ষয়ঃ। দাহ ইত্যেব কথিতো দিশি বাস্তুফলোদ্ভবঃ। ভোজে চ। যল্লগ্নে জায়তে রাজা তস্য লগ্নস্য যঃ পতিঃ। যা দিক্ তস্য নৃপস্তস্যাং বাস্ত্বারম্ভং সমাচরেৎ। এবঞ্চ। কুজাধিপতিকে মেষলগ্নে জাতস্য ভূপতেঃ। কুজাধিপতিকায়াং দক্ষিণস্যামপি বাস্তুন দুষ্যতীতি। পরাশরস্তু। যদ্দশাজনিতো রাজা বাস্তুস্তস্য তদ্দিশি। এতেন সূর্য্যাদিজনিতস্য নৃপতেঃ পূর্ব্বাদিদিক্ষু বাস্তুকরণং। তেন শুক্রদশায়াং জাতস্যাগ্নেয্যামপি ন দুষ্যতি॥

অথ লক্ষণং। বাস্তু কুর্য্যান্মহীপালঃ সমং সুস্নিগ্ধমৃত্তিকং। প্রাগুদক্প্লবনং রম্যং রম্যবৃক্ষোপশোভিতং। লক্ষ্মীর্দাহঃ ক্ষয়ো ভীতির্ধননাশোঽভ্যশূন্যতা। সম্পদ্বৃদ্ধিরিতি প্রোক্তং পূর্ব্বাদিককুভাং ফলং। তথা হি প্লবনমন্যৎ। জন্মলগ্নেন দিক্ পশ্চাৎ রাজ্ঞাং বাস্তুপ্লবো মতঃ। এতেন সূর্য্যাধিপতিতুলালগ্নে জাতস্য নৃপতেঃ সূর্য্যাধিপতেঃ পূর্ব্বস্যাঃ পশ্চাৎ পশ্চিমপ্লবোঽপি ন দুষ্যতি। অন্যে তু। যদ্দশাজনিতো রাজা তদ্দিশোগ্রপ্লবো মতঃ। এতেন গুরুদশাজাতস্য নৃপতের্দ্দক্ষিণপ্লবোঽপি ন দুষ্যতি। অন্যত্র তু। ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্শূদ্রাঃ পূর্ব্বাদিদিগ্যুগে ক্রমাৎ। বাস্তুপ্লবনমিচ্ছন্তি নিজসম্পত্তিহেতবে। নীতিশাস্ত্রে চ। বাস্তুকর্ম্ম নৃপঃ কুর্য্যাদ্বলবদ্বৈরিণো দিশি। দীর্ঘা বা চতুরস্রা বা বাস্তুভূমির্মহীক্ষিতাং। এতয়োর্লক্ষণং তদ্বৎ ফলঞ্চ নগরে যথা॥

অথ মানং। রাজকাণ্ডেন নৃপতির্ব্বাস্ত্বারম্ভং সমাচরেৎ। জয়ো ভঙ্গঃ সুখং দুঃখং প্রীতির্ভীতিশ্চ যঃ স্থিরঃ। ইত্যষ্টৌ বাস্তুনামানি রাজকাণ্ডৈরনুক্রমাৎ। অন্যত্র তু। জন্মলগ্নে মহীভর্ত্তুর্দণ্ডয়োরস্ত এব হি। রাজকাণ্ডৈস্তু তাবদ্ভির্ব্বাস্তুং কুর্য্যান্মহীপতিঃ। সুদর্শাচ্ছন্দসংখ্যেন রাজপট্টেন ভূপতেঃ। বাস্তুকর্ম্মসমারম্ভো ধনধান্যজয়প্রদঃ। এতয়োরপি পূর্ব্ববদ্ব্যাখ্যানং। রাজচ্ছত্রেণ কুত্রাপি বাস্তুপত্তনমিষ্যতে। তস্যাপি পূর্ব্ববন্মানমিতি ভাগুরিভাষিতং॥

অথ দোষগুণৌ। পরনির্ম্মিতবাস্তুস্থো ন তিষ্ঠতি চিরং নৃপঃ। ন সুখায় ন ধর্ম্মায় তত্তস্য ভুবি জায়তে। অন্যত্রাপি। রাজান্যবীর্য্যপ্রত্যাশী পরবাস্তুকৃতস্থিতিঃ। ন সুখায় ভবেন্নৃণাং যথা পরগৃহে গ্রহঃ। যঃ স্বনির্ম্মিতবাস্তুস্থো নিজলগ্নাদিসংযুতঃ। বিচারিতপুরো রাজা স চিরং সুখমশ্নুতে। অন্যত্রাপি। রাজা স্ববাহুবীর্য্যাঢ্যো নিজনির্ম্মিতবাস্তুভাক্। স চিরং তনুতে সৌখ্যং স্বগৃহস্থো গ্রহো যথা॥

অথ কালঃ। বর্ষান্তেঽভ্যুদিতে শুক্রে কেন্দ্রে সুরগুরৌ শুভে। বাস্তুকর্ম্মসমারম্ভং শুক্রচন্দ্রার্কভূমিজে। গ্রহযুক্তৌ যঃ সময়ঃ কর্ত্তব্যস্তত্র বৈ শুভে। বাস্ত্বারম্ভঃ কার্য্যঃ শুভসম্পত্তিকামিনা রাজ্ঞা। ইতি বাস্তুযুক্তৌ বাস্তূদ্দেশঃ। অন্যেষাং যথা। যদাহু বাস্তুকুণ্ডল্যাং। স্বামিহস্তৈশ্চতুর্ভিঃ স্যাদ্দণ্ডস্তেনৈব মাপয়েৎ। ক্ষেমোৎভয়ক্ষয়ো ভব্যঃ শোককৃদ্বিজয়ঃ শুচিঃ। বংশকৃৎ পাপকারী চ বিকারী শোভনঃ শিবঃ। কুণপঃ কামদো ধূম্রো ধৌম্যো ধনহরস্তথা। ধনদঃ সুখকৃচ্চেতি বাট্যোঽষ্টাদশ কীর্ত্তিতাঃ। তদ্-

পুনর্গুণিতমষ্টাভি-র্ঋক্ষভাগস্তু ভাজয়েৎ। যচ্ছেষস্ত-স্তবেদৃক্ষং ভাগৈর্হৃত্বা ব্যয়স্তবেৎ ॥ ২৬॥ ঋক্ষং চতু-র্গুণং কৃত্বা নবভির্ভাগহারিতং। শেষমংশং বিজা-নীয়াদ্দেবলস্য মতং যথা ॥ ২৭ ॥ অষ্টাভির্গুণিতং

আয়" কহে। পুনর্ব্বার ঐ বাস্তুরাশিকে আটদ্বারা গুণকরিয়া যে গুণফল হইবে, তাহাকে ঋক্ষ, অর্থাৎ সাতাইশদ্বারা ভাগ করিবে। ঐ ভাগশেষাঙ্ককে "বাস্তুনক্ষত্ররাশি" কহে। ঐ ভাগশেষ, অর্থাৎ বাস্তুনক্ষত্ররাশিকে ঐ আটদ্বারা হরণ করিবে। ঐ হৃতশেষাঙ্ককে "ব্যয়" কহে। ঐ বাস্তুনক্ষত্ররাশিকে চারিদ্বারা গুণকরিবে। ঐ গুণফলকে নয়দ্বারা হরণ করিবে। উহাতে যে হৃত-শেষাঙ্ক থাকিবে, তাহার নাম "স্থিতি"। এই স্থিতি অঙ্কদ্বারাই বাস্তুমণ্ডলের অংশ নির্ণীত হইবে। ইহা দেবলনামা ঋষির মত। ২৫-২৭। পূর্ব্বোক্ত বাস্তুরাশিকে ৮ আট এই অঙ্কদ্বারা গুণ-

যথা। আয়ামপরিণাহাভ্যাং যোঽঙ্কপিণ্ডোঽভিজায়তে। উন-বিংশদ্ধৃতে ভাগে শেষৈর্নৈতা যথাক্রমং। ক্ষেমে সর্ব্বার্থসংসিদ্ধি-র্ভয়কারী ভয়ঙ্করঃ। ভব্যো ভোগং প্রকুরুতে শোককৃদ্বন্ধুনাশনঃ। বিজয়ঃ কুরুতে বৃদ্ধিং শুচিঃ সর্ব্বসুখং বহেৎ। বংশকৃৎ কুরুতে বংশং পাপকারী কুলাপহঃ। বিকারী কুরুতে দুঃখং শোভনঃ শুভমাবহেৎ। শিবঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধ্যৈ স্যাৎ কুণপঃ সর্ব্বনাশনঃ। কামদোঽভীষ্টলাভঃ স্যাদ্ ধূম্রো দহতি সর্ব্বশঃ। ধৌম্যে ধর্ম্মমতিঃ সৌখ্যং দুঃখং ধনহরে ভবেৎ। ধনদে ধনলাভঃ স্যাৎ সুখকৃৎ সুখকারকঃ। ইতি প্রোক্তোঽতিসংক্ষেপাদ্বাস্তুলক্ষণসংগ্রহঃ। ভোজস্তু। দণ্ডমানং তথৈব কিন্তু যুক্তিরন্যা। স্বদশাদ্ধতো দ্বিগুণৈস্তৈঃ শুভাবহশ্চতুরস্র এব নববাস্তু শিষ্যতে। কিমু লগ্ন-দণ্ডমিতদণ্ডসম্মিতঃ প্রকরোতি বাস্তুরতিসৌখ্যসম্পদং। উষরা বালুকা ক্লিন্না ত্রয়মেতদ্বিনিন্দিতং। ত্রিকোণো বর্ত্তুলো দীর্ঘো যবমধ্যো বৃহন্মুখঃ। তথা ডমরুরূপশ্চ সর্পাকারস্তথৈব চ। ছিন্নো ভিন্নো মধ্যনিম্নো ব্যজনাভশ্চতুষ্পথঃ। ত্রিপথো জনদোষী চ বৃক্ষদোষী তথা পরঃ। গজশুণ্ডাকৃতিশ্চৈবোপদ্রবাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। বাস্তুখণ্ডে মহাদোষা হেয়াস্তস্মাদ্বিচক্ষণৈঃ। চতুরস্রঃ শুভো-দীর্ঘগুল্যঃ প্রান্তঃ সমাশ্রিতঃ। দোষৈর্বিহীনো বিজ্ঞেয়ো বাস্তুখণ্ডঃ সুখাবহঃ। ইতি যুক্তিকল্পতরৌ বাস্তুযুক্তিঃ। তত্র কালনির্ণয়ঃ। বৈশাখশ্রাবণাষাঢ়মার্গফাল্গুনকার্ত্তিকাঃ। সুপ্রশস্তা গৃহারম্ভে পত্নী-পুত্রসমৃদ্ধিদাঃ। শুক্লপক্ষে ভবেৎ সৌখ্যং কৃষ্ণে চ লভতে ভয়ং। আদিত্যভৌমবর্জ্জস্তু সর্ব্বে বারাঃ শুভাবহাঃ। তথান্যত্র। পূর্ণি-মাদ্যষ্টমীং যাবৎ পূর্ব্বাস্যং বর্জ্জয়েদ্‌গৃহং। উত্তরাস্যং ন কুর্ব্বীত নবম্যাদিচতুর্দ্দশীং। অমাবস্যাষ্টমীং যাবৎ পশ্চিমাস্যং বিবর্জ্জয়েৎ। নবম্যাদি তথা যাম্যং যাবৎ শুক্লচতুর্দ্দশীং। বজ্রব্যাঘাতশূলে চ ব্যতীপাতাতিগণ্ডয়োঃ। বিষ্কম্ভগণ্ডয়োশ্চৈব গৃহারম্ভং ন কার-য়েৎ। আদিত্যদ্বয়রোহিণী মৃগশিরো জ্যেষ্ঠা ধনিষ্ঠোত্তরা রেব-ত্যাথ মঘানুরাধহরিভিঃ শুদ্ধৈঃ স্বভাবাদিভিঃ। সৌম্যানাং দিবসেঽথ পাপরহিতে যোগে বিরিক্তে তিথৌ বিষ্টিত্যক্তদিনে বদন্তি মুনয়ো বেশ্মাদিকার্য্যং শুভং। মৎস্যপুরাণেঽপি। চন্দ্রা-দিত্যবলং লব্ধ্বা লগ্নং শুভনিরীক্ষিতং। স্তম্ভোচ্ছ্রায়াদি কর্ত্তব্যম-ন্যত্র তু বিবর্জ্জয়েৎ। অশ্বিনী রোহিণী মূলমুত্তরাত্রয়মৈন্দবং। স্বাতির্হস্তানুরাধা চ বাস্তুকর্ম্মণি শস্যতে। তথা চ। ত্রিভিস্ত্রিভি-র্ব্বেশ্মনি কৃত্তিকাদ্যৈরশেষপুত্রাপ্তিধনানি শোকাঃ। শত্রোর্ভয়ং রাজভয়ঞ্চ মৃত্যুঃ সুখং প্রবাসশ্চ নব প্রভেদাঃ। নাশং দিশন্তি মকরালিকুলীরলগ্নে মেষে ধটে ধনুষি কর্ম্মসু দীর্ঘসূত্রং। কন্যাঝষে মিথুনকে ধ্রুবমর্থলাভো জ্যোতির্ব্বিদঃ কলসসিংহবৃষেষু বৃদ্ধিং। লগ্নেঽর্কে বজ্রসম্পাতঃ কোষহানিশ্চ শীতগৌ। মৃত্যুর্ব্বসুন্ধরা-পুত্রে চন্দ্রজে শুভসম্পদঃ। জীবে ধর্ম্মার্থকামাশ্চ সুতোৎপত্তিশ্চ ভার্গবে। শনৈশ্চরে তু দারিদ্র্যং রাহাবস্ত্রং প্রবর্ত্ততে।

অথ প্রবেশকালঃ। শুদ্ধৈর্দ্বাদশকেন্দ্রগৈর্গ্নিধনগৈঃ পাপৈ-স্ত্রিষষ্ঠায়গৈর্লগ্নে কেন্দ্রগতেঽথবা সুরগুরৌ দৈত্যেযশুক্রোঽপি বা। সর্ব্বারম্ভফলপ্রসিদ্ধিরুদয়ে রাশৌ চ ভর্ত্তুঃ শুভে স্বগ্রাম্য-স্থিরতোদয়ে চ ভবনং কার্য্যং প্রবেশোঽপি বা। পৌষ্ণে ধনিষ্ঠা অথ বারুণেষু স্বায়ম্ভুবর্ক্ষে ত্রিষু চোত্তরেষু। অক্ষীণচন্দ্রে শুভ-বাসরে চ তথা বিরিক্তে চ গৃহপ্রবেশঃ। তিথির্ব্বারশ্চ লগ্নাদি সমারম্ভে যথোদিতং। প্রবেশেঽপি গৃহস্যাহুস্তথা জ্যোতির্ব্বিদো জনাঃ।

অথ দ্বারং। নৈকদ্বারং বাস্তুখণ্ডং ন চতুর্দ্বারমারভেৎ। একদ্বারং দুঃশরণং চতুর্দ্বারং দুরাবরং। ত্রিদ্বারমেব নৃপতের্ব্বাস্তু-কর্ম্ম প্রশস্যতে। দ্বে মুখ্যে তত্র চান্যৎ স্যাদমুখ্যমিতি নির্ণয়ঃ। রাজদ্বারস্তু তত্রৈকো যমদ্বারস্তথা পরঃ। অপদ্বারং তথান্যৎ স্যাদিতি দ্বারস্য নির্ণয়ঃ। ব্রহ্মক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং প্রাগুদক্‌পশ্চিমৈঃ ক্রমাৎ। মুখ্যদ্বারং দক্ষিণস্যাং পরং তস্যাপি দক্ষিণে। বলবদ্বৈ বৈরিমুখ্যং দ্বারমিত্যন্যসম্মতং। রাজদ্বারেঽন্যভূপানাং শিষ্টানাঞ্চ প্রবেশনং। যাত্রাপ্রসাদপর্ব্বাণি রাজদ্বারেষু কারয়েৎ। যম-

পিণ্ডং ষষ্টিভির্ভাগহারিতং। যচ্ছেষস্তদ্ ভবেজ্জীবং মরণং ভূতহারিতং ॥ ২৮ ॥ বাস্তুক্রোড়ে গৃহং কুর্য্যান্ন পৃষ্ঠে মানবঃ সদা। বামপার্শ্বেন স্বপিতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৯ ॥ সিংহকন্যাতুলায়াঞ্চ দ্বারং শুদ্ধে-

করিলে যে অঙ্ক হইবে, তাহাকে "পিণ্ডাঙ্ক" বলে। ঐ পিণ্ডাঙ্ককে ৬৪ দিয়া ভাগ করিলে যে অঙ্ক ভাগাবশিষ্ট থাকিবে, তাহাদ্বারা গৃহস্বামির জীবন এবং ঐ পিণ্ডাঙ্ককে ৫ পাঁচ দিয়া ভাগ করিলে যাহা ভাগশেষ থাকিবে, তাহাদ্বারা গৃহির মরণ নিশ্চয় করিবে। এইরূপে আয়, ব্যয়, স্থিতি, জীবন ও মরণ নির্ণীত হয়। ২৮। বাস্তুর ক্রোড়ে গৃহ করিবে, বাস্তুপৃষ্ঠে গৃহ করিবে না। বাস্তুদেব সর্পাকারে পতিত ও বামপার্শ্বে শয়ান থাকেন, ইহার অন্যথা হয় না। ২৯। গৃহ ও প্রাসাদের দ্বারকরণের নিয়ম এই—সিংহ, কন্যা ও তুলা অর্থাৎ ভাদ্র, আশ্বিন ও

দ্বারে ছিদ্রাকর্ম্ম দ্বিষতাঞ্চ প্রবেশনং। নিঃসারণং মৃতানাঞ্চ দুষ্টানাঞ্চ নিবন্ধনং। অপদ্বারেঽপরোধস্য গমনাগমনক্রিয়া। রাজ্ঞো বিলাসযাত্রা চ মর্ম্মজ্ঞস্য প্রবেশনং।

অথ প্রাচীরনির্ণয়ঃ। গজৈরভেদ্যা মনুজৈরলঙ্ঘ্যাঃ প্রাচীর-খণ্ডা নৃপতের্ভবন্তি। রাজদণ্ডোন্নতাঃ সর্ব্বে প্রাচীরাঃ পৃথিবী-ভুজঃ। বিংশতিস্তে তু পঞ্চাগ্রে পার্শ্বয়োঃ পঞ্চ পঞ্চ চ। পশ্চাৎ পঞ্চ চ বিজ্ঞেয়াঃ প্রাচীরাঃ পৃথিবীভুজঃ। সর্ব্বপ্রান্তে স্বাবরণো নাম প্রাচীর উচ্যতে। প্রতিপ্রাকারসংস্থানং দ্বারং নাভিমুখ-স্থিতং। তত্র জয়াখ্যস্য দীর্ঘবাস্তুখণ্ডস্য নির্ণয়ঃ। তদ্যথা। রাজচ্ছত্রান্তরে পঞ্চ রাজদ্বারে মহীপতেঃ। রাজদণ্ডত্রয়ে সার্দ্ধজয়-দ্বারে প্রতিষ্ঠিতাঃ। অদ্বারে রাজদণ্ডার্থে প্রাচীরাঃ পৃথিবীপতেঃ। এবং ব্যবস্থিতে স্থানে মধ্যমেতদ্ধি তিষ্ঠতি। রাজচ্ছত্রদ্বয়ং সার্দ্ধ-মায়ামে জয়বাস্তুনি। পরিণাহে পঞ্চরাজদণ্ডাস্তিষ্ঠন্তি মধ্যতঃ। রাজপট্টাভিধানেন স্থানমেতন্নিগদ্যতে। অস্মিন্ গৃহং নৃপঃ কৃত্বা সুচিরং সুখমশ্নুতে। অজ্ঞানাদ্ দস্ততো রাজা যোঽন্যত্র গৃহমারভেৎ। সোঽচিরান্মৃত্যুমাপ্নোতি রোগং শোকং ভয়ং তথা। যমদণ্ডোদয়দণ্ডৌ কেনাহতিরুপপ্লবঃ। যে চান্যে বাস্তু-দোষাঃ স্যুঃ স্থানে দোষাশ্চ যে পুনঃ। ন স্পৃশ্যন্তে রাজপট্টস্থৈঃ সর্পৈর্গরুড়ো যথা। দ্বিগুণাদিরতোঽপি স্যাৎ ক্রমান্তঙ্গাদিবাস্তুষু। রাজচ্ছত্রমিতেঽপ্যেবং প্রাচীরে গুণদোষকৌ ॥

অথ জয়াখ্যস্য চতুরস্রস্য বাস্তুখণ্ডস্যনির্ণয়ঃ। রাজদ্বারে হি প্রাকারা রাজচ্ছত্রান্তরে মতাঃ। যমদ্বারে সার্দ্ধরাজচ্ছত্রান্তরে চ যে নৃপাঃ। অপদ্বারে রাজদণ্ডং জিতাঃ আরম্ভিতাঃ পুনঃ। অদ্বারে ভূপতেস্তস্য রাজদণ্ডত্রয়ান্তরে। এবং ব্যবস্থিতে স্থানে মধ্যমে তৎ প্রদৃশ্যতে। আয়ামে রাজচ্ছত্রাণি চত্বারি পরিণাহতঃ। রাজ-চ্ছত্রৈকমানেন রাজদণ্ড উদাহৃতঃ। অয়ঞ্চ সপ্তমো ভাগো বাস্তো-র্ভবতি শোভনঃ। অস্মিন্ গৃহং নৃপঃ কৃত্বা সুচিরং পাতি মেদিনীং। অস্মিন্ বিজয়বৃদ্ধিঞ্চ সৌখ্যঞ্চ সমবাপ্নুয়াৎ। যো রাজা দস্ততোঽন্যত্র বেশ্মারম্ভং সমাচরেৎ। য উক্তো রাজদণ্ডো-ঽয়ং তস্যেদং স্থানপঞ্চকং। গজো ব্যাঘ্রশ্চ সিংহশ্চ মৃগো ভৃঙ্গো যথাক্রমং। সিংহে সিংহাসনং স্থানং ব্যাঘ্রে স্যাদ্ দ্বারমন্দিরং। গজে যাত্রালয়ং কুর্য্যাৎ মৃগে কেলিনিকেতনং। ভ্রমরেঽন্তঃ-পুরং কুর্য্যাৎ ক্রমেণ পৃথিবীপতেঃ। তেন মধ্যমেব সিংহা-সনং দীর্ঘস্য চতুরস্রকৈঃ। তত্র ভবিষ্যোত্তরে। মেষাদিচন্দ্রে জাতস্য নৃপতেঃ স্যুরনুক্রমাৎ। দ্বাদশৈব গৃহান্ বক্ষ্যে তেষাং লক্ষণমগ্রতঃ। সুনন্দঃ সর্ব্বতোভদ্রো ভব্যো নান্দীমুখস্তথা। বিনোদশ্চ বিলাসশ্চ বিজয়ো বিমলস্তথা। রঙ্গঃ কেলির্জয়ো বীরো দ্বাদশৈতে প্রকীর্ত্তিতাঃ। অথৈষাং লক্ষণানি। যদ্যদ্যৈ-বোচ্যতে মানং তস্য তেনৈব কল্পনা। রাজ্ঞঃ স্বহস্তমেকন্তু দীর্ঘে সব্বত্র নিঃক্ষিপেৎ। আয়ামেন সুন্দরঃ স্যাৎ রাজহস্তৈশ্চ পঞ্চভিঃ। পরিণাহে চতুর্ভিশ্চ রাজহস্তৈঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। অস্যাধি-দেবতা ভৌমো রক্ষতীদং বসুন্ধরা। দ্বারাণি বিংশতিশ্চাস্য রক্তচিত্রাবৃতানি চ। রক্তপট্টাবৃতো গেহঃ সকলার্থপ্রসাধকঃ। অত্র স্থিত্বা মহীপালঃ সুচিরং পাতি মেদিনীং। দীর্ঘং ৫১। প্রস্থং ৪০। ইতি সুন্দরঃ। দ্বৌ রাজহস্তাবায়ামে পরিণাহে তথৈব চ। ইত্যয়ং সর্ব্বতোভদ্রঃ শুক্রশ্চাস্যাধিদেবতা। দানবা রক্ষ-কাশ্চৈব পূজ্যাস্তে চাত্র যত্নতঃ। চতুর্দ্দশাস্য দ্বারাণি কৃষ্ণচিত্রা-বৃতানি চ। পীতপট্টাবৃতো হ্যেষ সর্ব্বানিষ্টবিনাশনঃ। অত্র স্থিত্বা মহীপালঃ সব্বান্ শত্রূন্ নিকৃন্ততি। দীর্ঘং ২১। প্রস্থং ২০। ইতি সর্ব্বতোভদ্রঃ। অষ্টকোণো ভবেদ্ভব্যঃ কোণে-হস্তচতুষ্টয়ঃ। রাজহস্তোন্নতঃ কার্য্যো বুধশ্চাস্যাধিদেবতা। রক্ষকা বসবশ্চাস্য পূজ্যাস্তেঽত্র প্রযত্নতঃ। অষ্টৌ দ্বারাণি চাস্য স্যুঃ পীতচিত্রাবৃতানি চ। পীতপট্টাবৃতো হ্যেষ সর্ব্বানিষ্টবিনাশনঃ। অত্র স্থাতা ক্ষিতিপতির্নরিষ্টৈরবমৃদ্যতে। রাজদণ্ডো ভবেদ্দীর্ঘঃ প্রসরে রাজহস্তকঃ। রাজহস্তে রাজহস্তে প্রকোষ্ঠান্ তত্র কার-

দথোত্তরম্। এবঞ্চ বৃশ্চিকাদৌ স্যাৎ পূর্ব্বদক্ষিণপশ্চিমং॥৩০॥ দ্বারং দীর্ঘার্দ্ধবিস্তারং দ্বারাণ্যষ্টৌ স্মৃতানি চ॥৩১॥ স্বতল্পে প্লবনীচত্বং সর্পেণ (শয়ানং) সুত্রভাজনং। পুত্রহীনস্তু রৌদ্রেণ বীর্য্যঘ্নং দক্ষিণে তথা॥৩২॥

কার্ত্তিক এই তিনমাসে বাস্তুনাগ পূর্ব্বদিকে মস্তক রাখিয়া, উত্তরদিকে পৃষ্ঠ করিয়া, দক্ষিণদিকে ক্রোড় করিয়া ও পশ্চিমদিকে চরণ করিয়া শায়িত থাকেন। ঐ তিনমাসে দক্ষিণদিকে উত্তরদ্বারী গৃহকরিবে। বৃশ্চিক, ধনুঃ ও মকর অর্থাৎ অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘে বাস্তুনাগের শিরঃ দক্ষিণে, পৃষ্ঠ পূর্ব্বে, ক্রোড় পশ্চিমে ও পাদ উত্তরে থাকে। এই তিনমাসে পশ্চিমদিকে পূর্ব্বদ্বারী গৃহ করিবে। কুম্ভ, মীন ও মেষ অর্থাৎ ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখে বাস্তুনাগের পশ্চিমে মস্তক, দক্ষিণে পৃষ্ঠ, উত্তরে ক্রোড় ও পূর্ব্বে পদ থাকে। এই তিনমাসে উত্তরদিকে দক্ষিণদ্বারী গৃহ করিবে। বৃষ, মিথুন ও কর্কট অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণে বাস্তুনাগের মস্তক উত্তরে, পৃষ্ঠ পশ্চিমে, ক্রোড় পূর্ব্বে ও পদ দক্ষিণে থাকে। এই তিনমাসে পূর্ব্বদিকে পশ্চিমদ্বারী গৃহ করিবে। ৩০। গৃহের দ্বার যত পরিমাণে দীর্ঘ হইবে, তাহার অর্দ্ধপরিমাণে দ্বারের বিস্তার করিবে। এইরূপে অষ্টদ্বারবিশিষ্ট গৃহকরা বিধেয়। ৩১। যে মাসে যে দিকে পৃষ্ঠ করিয়া বাস্তুনাগ শায়িত থাকে, সেই মাসে সেই দিকে প্লবন (অর্থাৎ জল গড়াইয়া যাইতে পারে এরূপ নিম্ন) করিয়া গৃহের অঙ্গনভূমি নির্ম্মাণ করিবে। বাটীর ঈশানকোণে প্লবন হইলে পুত্রহানি, দক্ষিণে বীর্য্যহীনতা (৩২), অগ্নিকোণে বন্ধন, বায়ুকোণে

য়েৎ। অয়ং নান্দীমুখো নাম চন্দ্রশ্চাস্যাধিদেবতা। নক্ষত্রলোকঃ পূজ্যোঽত্র স যস্মাদস্য রক্ষকঃ। দ্বাবিংশতিস্তু দ্বারাণি দীর্ঘে দশ তথান্তরে। অন্তস্তু দীর্ঘে একং স্যাৎ প্রসরে একমেব চ। দীর্ঘদ্বিতয়ে দশ দ্বারাণি প্রসরদ্বিতয়ে একং কৃত্বা দ্বিতয়ং এবং ২২ দ্বারাণি। শুক্লচিত্রেণ সহিতঃ শুক্লপট্টেন শোভিতঃ। সর্ব্বার্থসাধকো রাজ্ঞাং লক্ষ্মীবিজয়বর্দ্ধনঃ। দীর্ঘং ১১। প্রস্থং ১০। ইতি নান্দীমুখঃ। দীর্ঘে ত্রয়ো রাজহস্তাঃ প্রসরে দ্বৌ প্রতিষ্ঠিতৌ। বিনোদ এষ দ্বারাণি ত্রিংশৎকোষ্ঠদ্বয়ং ভবেৎ। রক্তচিত্রেণ চিত্রাঙ্গো রক্তবস্ত্রোপগূহিতঃ। অত্র স্থাতা নরপতির্ভবেৎ কীর্ত্তিপ্রতাপবান্। সূর্য্যোঽধিদেবতা চাস্য রক্ষকাঃ সকলগ্রহাঃ। দীর্ঘং ৩১। প্রস্থং ২০। দীর্ঘেণ রাজদণ্ডার্দ্ধং প্রসরে রাজহস্তকৌ। বিলাস এষ দ্বারাণি চত্বারিংশদবুধা বিদুঃ। গন্ধর্ব্বা রক্ষকাশ্চাস্য প্রকোষ্ঠত্রিতয়ং ভবেৎ। চিত্রপট্টেন শস্তেন চিত্রবস্ত্রেণ শোভিতঃ। দুর্ভিক্ষশমনো হ্যেষ শস্যসম্পত্তিকারকঃ। তত্র স্থিত্বা নরপতিঃ প্রচুরং সুখমশ্নুতে। দীর্ঘং ৫১। প্রস্থং ২০। ইতি বিলাসগৃহং। দ্বাদশহস্তাঃ প্রসরে দীর্ঘে দ্বৌ রাজহস্তকৌ কথিতৌ। বিজয়ে দ্বাদশ ভবনদ্বারাণি স্যুর্জয়প্রদান্যত্র। সূর্য্যোঽধিদেবতা চাস্য রক্ষতীমং বিহঙ্গরাট্। অরুণাম্ভোজচিত্রাঙ্গোঽরুণাম্বরবিভূষিতঃ। তত্র স্থিত্বা নরপতিঃ কৃৎস্নাং শাস্তি বসুন্ধরাং। দীর্ঘং ২১। প্রস্থং ১২। আয়ামে রাজদণ্ডৌ দ্বৌ প্রসরে রাজদণ্ডকঃ। শতদ্বারোপসহিতঃ প্রকোষ্ঠৈর্দশভির্যুতঃ। দিক্পালা রক্ষকাশ্চাস্য কুঞ্জশ্চাস্যাধিদেবতা। নানাবর্ণেন চিত্রেণ বসনেন বিভূষিতঃ। অত্র স্থিত্বা নরপতিঃ সুচিরং সুখমশ্নুতে। যস্মিন্নাজ্যে প্রতিষ্ঠেত বিমলো গৃহসত্তমঃ। দুর্ভিক্ষং নাত্র জায়েত নেতয়োন চ বিপ্লবঃ। ন রোগো নাপি শোকশ্চ নৈবোৎপাতভয়ন্তথা। ইত্যাদি গুণবাহুল্যমস্যাত্র কথিতং বুধৈঃ। দীর্ঘং ২০০। প্রস্থং ১০০। আয়ামপরিণাহাভ্যাং রাজ্ঞঃ ষোড়শহস্তকঃ। দ্বারাণি ষোড়শৈবাস্য গুরুরস্যাধিদেবতা। রক্ষিকা দেবতা চাস্য শুক্লবস্ত্রৈর্বিভূষণং। অত্র স্থিত্বা নরপতিঃ সর্ব্বার্থান্ ভুবি সাধয়েৎ। দীর্ঘং ১৭। প্রস্থং ১৬। ইতি রঙ্গঃ। আয়ামে রাজদণ্ডঃ স্যাৎ প্রসরে চ তদর্দ্ধকং। দশ প্রকোষ্ঠা দ্বারাণি শনিরস্যাধিদেবতা। পিশাচা রক্ষকাশ্চাস্য নীলবস্ত্রাদিভূষণং। নাম্নায়ং কেলিরাখ্যাতো ভয়রোগবিনাশনঃ। অত্র স্থিত্বা নরপতিঃ সুখং বিজয়তে রিপূন্। দীর্ঘং ১০০। প্রস্থং ৫০। রাজহস্তেন কোণঃ স্যাদেবং কেলিশ্চতুর্দ্দশ। চতুর্দ্দশৈব দ্বারাণি রাহুরস্যাধিদেবতা। নক্তঞ্চরা রক্ষকাস্তু নানাবর্ণাম্বরাদিকং। অয়ং জয়ঃ প্রকটিতঃ সর্ব্বত্রৈব জয়প্রদঃ। আয়ামে রাজহস্তঃ স্যাৎ পরিণাহেঽষ্টহস্তকঃ। নানারূপঃ কুটীরূপো বীরো নাম জয়প্রদঃ। বৃহস্পতির্দেবতাস্য রক্ষকাশ্চাস্য খেচরাঃ। বিচিত্রবসনোপেতঃ সর্ব্বকামার্থদায়কঃ। দীর্ঘং ১১। প্রস্থং ৮। ইতি বীরঃ। যো যস্য গদিতো বর্ণস্তথা স্যাচ্চামরোঽপি চ। রাজহস্তান্তরে পঞ্চ চামরাঃ স্যুর্ম্মহীভুজাং। চন্দ্রোঽপি দর্পণে হস্ত উপরি ক্রমতো ন্যসেৎ। পতাকাধ্বজযুক্তাশ্চ গৃহরক্ষকরক্ষসাং। ছত্রযুক্তং গৃহং রাজ্ঞাং স্থিতিশ্চৈবং চক্রবর্ত্তিনাং। এষাং নিয়মঃ পরবৎ। ইতি দ্বাদশ চিহ্নানি গৃহাণাং কথিতানি বৈ। বিমৃশ্যৈতানি নৃপতির্গৃহারম্ভং সমাচরেৎ। ইতি সিংহাসনস্থানমিতি রাষ্ট্রস্য মস্তকং। ইতো-

বহ্নৌ বন্ধশ্চ বায়ৌ চ পুত্রলাভঃ সুতৃপ্তিদঃ। ধনদে নৃপ-পীড়াদং বন্ধনং রোগদং জলে ॥ ৩৩ ॥ নৃপভীতির্মৃতা-

---

পুত্রলাভ ও সুতৃপ্তিপ্রাপ্তি, উত্তরে রাজভয় এবং পশ্চিমে পীড়া, বন্ধন ইত্যাদি ফল হইয়া থাকে। ৩৩। গৃহের উত্তরদিকে

হন্যে চিত্তহর্ষার্থাঃ প্রাসাদাঃ পৃথিবীভুজঃ। জলযন্ত্রাদয়ো যেঽন্যে তেষাং নাস্তি বিনিশ্চয়ঃ। স্বজন্মগেহসংস্থো যো নৃপতিঃ শুভচেতনঃ। স চিরং পৃথিবীং শাস্তি সর্ব্বার্থান্ সাধয়ত্যপি। যো বা তৎপরগেহস্থো দুর্ম্মোহাৎ ধরণীপতিঃ। ন চিরং পাতি বসুধাং ঘোরং রোগঞ্চ বিন্দতি। স্থলগ্নপতির্মিত্রস্য গৃহবারো ন দুষ্যতি। পরঞ্চ। হীরকস্য বিশুদ্ধস্য ব্রহ্মজাতের্মহাদ্যুতেঃ। সূর্য্যাঙ্গস্পর্শমাত্রেণ বমতো দীপ্তির্মচ্ছিখাঃ। গৃহাগ্রে ধারয়েদ্রাজা তদ্বজ্রং বজ্রবারণং। বাৎস্যস্য। গৃহেষু মণিবিন্যাসো বিজ্ঞেয়ো ন চ দণ্ডবৎ। বিশুদ্ধহীরকন্যাসো বিধেয়ঃ সদনোপরি। তেন সর্ব্বাণি নশ্যন্তি অরিষ্টানি মহীভুজাং। ভোজোঽপি। বাস্তু-খণ্ডোঽন্তরূপঃ স্যাদ্ যথার্থৈর্নামভিঃ স্বকৈঃ। যমদ্বারাৎ সমারভ্য যাবদ্দ্বারমিষ্যতে। তদ্যথা। মৃত্যুর্ভয়ঃ স্থিরশ্চণ্ডো ধনং বিভব এব চ। বীরস্তাপশ্চ ইত্যষ্টৌ বাস্তুভাগা যথাক্রমং। যমনৈর্ঋত-তোয়েশবায়ুযক্ষেশশঙ্করাঃ। ইন্দ্রো বহ্নিরিতি প্রোক্তা বিভাগানা-মধীশ্বরাঃ। মৃত্যৌ কারালয়ং কুর্য্যাদ্ ভয়স্থানে চ পত্তয়ঃ। স্থিরে সহচরান্ রক্ষেৎ চণ্ডে বাজিগজাদয়ঃ। ধনে ধান্যাদিকং রক্ষেদ্ বিভবে কোষরক্ষণং। রাজপট্টে ভবেদ্বীরো তাপে কশ্চিন্ন-রালয়ং। প্রাচীরপ্রতিভাগান্তে ইতি ভোজস্য সম্মতং। ইতি যুক্তিকল্পতরৌ রাজগৃহযুক্তিঃ। বাস্তুমানেন নিয়মো গৃহমানেন নির্ণয়ঃ। তত্র বাস্তুপ্লবলক্ষণং। পূর্ব্বপ্লবো বৃদ্ধিকরো ধনদশ্চোত্তর-প্লবঃ। দক্ষিণে মৃত্যুদো বাস্তুর্দ্ধনহা পশ্চিমপ্লবঃ। কোণে রেখাদ্বয়ং কৃত্বা মধ্যে রেখাদ্বয়ং তথা। ঐশানকোণতো রেখা দক্ষিণাদ্যোধ্বজান্তথা। না চামরো না মণিশ্চ না পতাকাপি না ধ্বজঃ। না কুম্ভাদির্না বিতানো না চিত্রো নাতিচিত্রধৃক্। নাত্যুচ্চো নাতিনীচো বা নাপ্রকীর্ণপ্রকীর্ণকঃ। না ধাতুর্না গবাক্ষশ্চ ন চৈকানেকদ্বারভাক্। নিয়মোঽস্য মহীন্দ্রাণাং সর্ব্বসম্পত্তিহেতবে। ইতি রাজগৃহযুক্তিঃ। অন্যেষান্তু যথা বাস্তু-মানেন নিয়মঃ। ধ্বজো ধূমস্তথা সিংহঃ শ্বা বৃষো গর্দ্দভো গজঃ। কাক ইত্যেব গদিতো বাস্তুস্থানস্য নির্ণয়ঃ। অযুগ্মে সুখসম্পত্তি-র্যুগ্মঞ্চ বিপদাস্পদং। এবমন্যত্রাপি। ধ্বজে বিভূতির্বিপদশ্চ ধূমে সিংহে বিভোগঃ শুনি সর্ব্বনাশঃ। বৃষে সুখং গর্দ্দভতো

পত্যং হনপত্যঞ্চ বৈরিদং। অর্থদে চার্থহানিশ্চ দোষদং পুত্রমৃত্যুদং। দ্বারাণ্যুত্তরসংজ্ঞানি পূর্ব্বদ্বারাণি বচম্যহং ॥৩৪॥ অগ্নিভীতির্ব্বহুকন্যা ধনসম্মানকং পদং।

দ্বার করিলে, নৃপহইতে ভয়, নষ্টসন্তানতা, সন্তানহীনত্ব, শত্রু-বৃদ্ধি, ধনহানি, কলঙ্ক, পুত্রবিনাশ প্রভৃতি নানাবিধ অশুভ ফল ফলিয়া থাকে। এক্ষণে পূর্ব্বদ্বারী গৃহের ফল বলিতেছি।৩৪। গৃহের

বিনাশো গজে ধনং কাকপদে চ মৃত্যুঃ। কোণরেখা কোণশুচিঃ সুখসম্পত্তিনাশিনী। পূর্ব্বপশ্চিমতো দণ্ড উদয়াখ্যঃ সুখাবহঃ। দক্ষিণোত্তরতো দণ্ডো বংশহা যমদণ্ডকঃ। গৃহাণি পাতয়েদ্ধী-মানেষাং দণ্ডব্যধান্তরে। একা চেদ্দক্ষিণে শালা দ্বে চ দক্ষিণ-পশ্চিমে। ত্রিস্রশ্চেৎ পূর্ব্বতো হীনাশ্চতুঃশালং সুখাবহং। পশ্চি-মাস্যং ধ্বজে বেশ্ম সিংহে তূদঙ্মুখং শুভং। পূর্ব্বালয়ং বৃষস্থানে দক্ষিণাভিমুখং গজে। পদাঘাতঃ পরিখাঘাতঃ পথাঘাতস্তথৈব চ। জলদোষো বৃক্ষদোষো দোষা ইত্যেবমাদয়ঃ। গচ্ছতাং পদতালস্য শ্রবণং যদি বেশ্মনি। পদাঘাতো নাম দোষঃ পুত্র-পৌত্রধনাপহঃ। পরিখাদণ্ডয়োর্ঘাতো বাস্তুনোঃ প্রতিবেশিনোঃ। পরিখাঘাতো নাম দোষঃ কুলবীর্য্যধনাপহঃ। পথাঘাতো নাম দোষ আঘাতো বাস্তুনঃ পথঃ। স হন্তি ভোগং বংশঞ্চ তস্য ভেদমতঃ শৃণু। একমার্গঃ সুখং কুর্য্যাদ্ দ্বিপথং কুলবর্দ্ধনং। ত্রিপথং কুলনাশায় সর্ব্বনাশশ্চতুষ্পথে। স্ববাট্যাং পরবাট্যাঞ্চ যস্তিষ্ঠতি জলাশয়ঃ। তদ্দোষো জলদোষঃ স্যাৎ স হন্তি কুল-সম্পদঃ। ঋদ্ধিমানসুখৈশ্বর্য্যমৃত্যুক্লেশভয়াময়াঃ। এতে জলা-শয়ে দোষাঃ পূর্ব্বাদিদিক্ষু চ ক্রমাৎ। স্ববাস্তুবৃক্ষতো দোষঃ কুলসম্পত্তিনাশনঃ। বর্জ্জয়েৎ পূর্ব্বতোঽশ্বত্থং প্লক্ষং দক্ষিণত-স্তথা। ঐশান্যাং রক্তপুষ্পঞ্চ আগ্নেয্যাং ক্ষীরিণস্তথা। যত্র তত্র স্থিতা বৃক্ষা বিল্বদাড়িমকেশরাঃ। পনসা নারিকেলাশ্চ শুভং কুর্ব্বন্তি নিশ্চয়ং। নিশা নীলী পলাশশ্চ চিঞ্চা শ্বেতাপরাজিতা। কোবিদারশ্চ সর্ব্বত্র সর্ব্বং নিঘ্নন্তি মঙ্গলং। গৃহপাতনমিচ্ছন্তি নাগস্য স্বপনে ক্রমাৎ। পূর্ব্বাদিষু শিরঃ কৃত্বা নাগঃ শেতে ত্রিভিস্ত্রিভিঃ। ভাদ্রাদ্যৈর্ব্বামপার্শ্বেন তস্য ক্রোড়ে গৃহং শুভং। তত্র প্রমাণং। স্বামিহস্তপ্রমাণেন জ্যেষ্ঠপত্নীকরেণ বা। গৃহা-ভ্যন্তরসংস্থানং মাপয়েদভিতো নরঃ।" তত্র সামান্যলক্ষণং। গৃহভূমিসমাহৃতপিণ্ডপদং বসুলোচনরন্ধ্রগজৈর্গুণিতং। রবিভূধর-ত্রিংশদযোগহৃতং ভবনায়ব্যয়স্থিতিঋক্ষপদং। একাশীতিগুণে হস্তে দ্বিবাণৈকহৃতে চ তে। ষড়িন্দুযুগ্মসন্তক্তে পিণ্ডঃ স্যাৎ

রাজঘ্নং রোগদং পূর্ব্বে ফলন্তোদ্বারমীরিতং ॥ ৩৫ ॥ ঈশানাদৌ ভবেৎ পূর্ব্বং আগ্নেয়াদৌ তু দক্ষিণং। নৈঋ-ত্যাদৌ পশ্চিমং স্যাদ্বায়ব্যাদৌ তু চোত্তরং। অষ্টভাগে কৃতে ভাগে দ্বারাণাঞ্চ ফলাফলং ॥ ৩৬ ॥ অশ্বত্থপ্লক্ষ-

পূর্ব্বদিকে দ্বারকরিলে অগ্নিদাহের ভয়, অনেককন্যালাভ, ধনপ্রাপ্তি, সম্মানবৃদ্ধি, পদোন্নতি, রাজবিনাশ, রোগ আদি ফল, হইয়া থাকে। ৩৫। গৃহদ্বারনির্ণয়সম্বন্ধে ঈশান-অবধি পূর্ব্বপর্য্যন্ত দিগ্‌ভাগকে পূর্ব্বদিক, অগ্নিহইতে দক্ষিণপর্য্যন্ত দক্ষিণ, নৈঋত অবধি পশ্চিমপর্য্যন্ত পশ্চিম এবং বায়ুহইতে উত্তরপর্য্যন্ত উত্তরদিক্ নামে নির্দ্দিষ্ট হয়। এইরূপ বাটীর চারিদিক্ অষ্টভাগ করিয়া দ্বার প্রস্তুত করিবার ফলাফল বিজ্ঞাত হইবে। ৩৬।

সর্ব্ববেশ্মনঃ। তদ্যথা। ধ্বজাদিগেহসংস্থানে গৃহমানং শুভাবহং। দীর্ঘে ভানুঃ পরীণাহে সপ্ত চৈবাঙ্গুলিদ্বয়ং। ইদং পুত্রফলং গেহং বৃষস্থানেঽপ্যুদীরিতং। দীর্ঘে ষট্‌প্রসরে পঞ্চ চতস্রোঽঙ্গুলয়োঽপি চ। ইদং পুত্রফলং গেহং গজস্থানে প্রকীর্ত্তিতং। দীর্ঘে ত্রয়োদশ ভুজাঙ্গুলয়শ্চৈকবিংশতিঃ। প্রসরেঽষ্টৌ সুখফলং গজস্থানে গৃহং বিদুঃ। ইতি দ্বাদশকং প্রোক্তং গৃহাণাং সর্ব্বসংমতং। এবং গৃহং সমাচর্য্য গৃহস্থঃ শুভমিচ্ছতি। ভোজস্তু। অয়ামপরিণাহাভ্যাং যোঽঙ্কপিণ্ডো বিজায়তে। যেন কেনাপি চাঙ্কেন শোধনীয়ঃ স ইষ্যতে। একদ্বিপঞ্চসপ্তানি শুভাস্থানি চান্যথা। আয়ামপরিণাহাভ্যাং সার্দ্ধদ্বাদশহস্তকং। এতত্তু মঙ্গলং নাম গৃহং সুখবিবর্দ্ধনং। আয়ামপরিণাহাভ্যাং সার্দ্ধহস্তচতুর্দ্দশ। ইদং কমলকং নাম গৃহং সম্পত্তিকারকং। আয়ামপরিণাহাভ্যাং সার্দ্ধহস্তাস্তু ষোড়শ। ইদং হি সর্ব্বতোভদ্রং স্বামিনঃ সুখকারকং। আয়ামপরিণাহাভ্যাং সার্দ্ধাষ্টাদশহস্তকং। কল্যাণনামবেশ্মেদং ধনধান্যসুখপ্রদং। আয়ামপরিণাহাভ্যাং সার্দ্ধবিংশতিহস্তকং। ইদং হি সুখদং নাম ভর্ত্তুঃ সুখবিবর্দ্ধনং। ময়া যদিদমুদ্দিষ্টং গৃহপঞ্চকমদ্ভুতং। ন তেষু স্থাননিয়মঃ সর্ব্বেষ্বেতানি কারয়েৎ। স্থানং মানঞ্চ দোষাশ্চ যে প্রোক্তাস্তু ময়া ক্রমাৎ। তদ্বিচার্য্য গৃহং কৃত্বা গৃহস্থঃ সুখমশ্নুতে। অজ্ঞানাদথ মোহাদ্বা যোঽন্যথা গৃহমাচরেৎ। স বিষীদতি নশ্যেত তস্য কীর্ত্তিঃ কুলং বলং। প্রাচীরাণাং ন নিয়মো গৃহস্থানাঞ্চ বিদ্যতে। যথাবাস্তু যথাশক্তি প্রাচীরান্নচয়েদ্‌গৃহী। গৃহরোধো যথা ন স্যাৎ তথা প্রাচীরকল্পনা। ইতি যুক্তিকল্পতরৌ গৃহযুক্তিঃ।

অথ বাস্তুযাগপ্রমাণং। লৈঙ্গে। চতুঃষষ্টিপদং বাস্তু সর্ব্বদেবগৃহং প্রতি। একাশীতিপদং বাস্তু মানুষং প্রতি সিদ্ধিদং। অগ্রতঃ শোধয়েদ্বাস্তুভূমিঃ যস্য পুরোদিতাংশ চতুর্হস্তং দ্বিহস্তং বা জলান্তং বাপি শোধ্য চ। সুসমঞ্চ তদা কৃত্বা সদার্চ্চনং ততো ভবেৎ। পুরোদিতাং ব্রাহ্মণাদিভেদেন প্রশস্তত্বেনোপপাদিতাং। তথা চ মৎস্যপুরাণং। অরত্নিমাত্রে গর্ত্তে বৈ অনুলিপ্তে চ সর্ব্বশঃ। ঘৃতমামশরাবস্থং কৃত্বা বর্ত্তিচতুষ্টয়ং। জ্বালয়েত্তু পরীক্ষার্থং পূর্ব্বং তৎ সর্ব্বদিঙ্মুখং। দীপ্ত্যা পূর্ব্বাদি গৃহ্ণীয়াৎ বাস্তুনামপূর্ব্বশঃ। বাস্তুঃ সমৃদ্ধিকো নাম দীপ্যতে সর্ব্বতো হি যঃ। শুভদঃ সর্ব্ববর্ণানাং প্রাসাদেষু গৃহেষু চ। বাস্তুকর্ত্তুররত্নিমাত্রে গর্ত্তে তত্রৈব স্থাপিতে আমশরাবে পূর্ব্বাদিক্রমেণ বর্ত্তিচতুষ্টয়ং কৃত্বা গব্যঘৃতেনাপূর্য্য বর্ত্তিচতুষ্টয়ং প্রজ্বালয়েৎ। তত্র প্রাচ্যাং দীপশিখায়া উজ্জ্বলত্বে তদ্বাস্তু ব্রাহ্মণস্য প্রশস্তং। এবং দক্ষিণাদিদিশি শিখায়াস্তথাত্বে ক্ষত্রিয়াদেঃ। সর্ব্বশিখাসমত্বে সর্ব্ববর্ণানাং স বাস্তুদেশঃ প্রশস্তঃ। জলান্তমিতি তু মৎস্যপুরাণপরিভাষিতং প্রাসাদপরং। তথা চ মাৎস্যে। পুরুষাধঃস্থিতং শল্যং ন গৃহে দোষদং ভবেৎ। প্রাসাদে দোষদং শল্যং ভবেদ্যাবজ্জলান্তিকং। প্রাসাদভবনাদীনাং নিবেশং বিস্তরাদ্বদ। কুর্য্যাৎ কেন বিধানেন কশ্চ বাস্তুরুদাহৃতঃ। ইত্যুপক্রম্য বাপ্যাদীনামভিধানাদাদিপদাৎ কূপাদয়ো গৃহ্যন্তে। প্রাসাদেঽপ্যেবমেব স্যাৎ কূপবাপীষু চৈব হি। ইত্যভিধানাচ্চ কূপাদাবপি। বাস্তুপুরুষশ্চ। কশ্যপস্য গৃহিণী তু সিংহিকা রাহুবাস্তুতনয়াববীজনৎ। পূর্ব্বজো হরিনিকৃত্তকন্ধরো দৈবতৈরবরজো নিপাতিতঃ। তথা। চৈত্রে ব্যাধিমবাপ্নোতি যো গৃহং কারয়েন্নরঃ। বৈশাখে ধনরত্নানি জ্যৈষ্ঠে মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ। আষাঢ়ে ভৃত্যরত্নানি পশুবর্জ্জমবাপ্নুয়াৎ। শ্রাবণে মিত্রলাভস্তু হানির্ভাদ্রপদে তথা। আশ্বিনে পত্নীনাশঃ স্যাৎ কার্ত্তিকে ধনধান্যকং। মার্গশীর্ষে তথা ভক্তং পৌষে তস্করতো ভয়ং। মাঘে চাগ্নিভয়ং বিদ্যাৎ কাঞ্চনং ফাল্গুনে সুতান্। শুক্লপক্ষে ভবেৎ সৌখ্যং কৃষ্ণে তস্করতো ভয়ং। অশ্বিনী রোহিণী মূলমুত্তরাত্রয়-মৈন্দবং। স্বাতী হস্তানুরাধা চ গৃহারম্ভে প্রশস্যতে। আদিত্যভৌমবর্জ্জন্তু সর্ব্বে বারাঃ শুভাবহাঃ। বজ্রব্যাঘাতশূলে চ ব্যতীপাতাতিগণ্ডয়োঃ। বিষ্কম্ভগণ্ডপরিঘবর্জ্জং সর্ব্বযোগেষু কার-

ন্যগ্রোধাঃ পূর্ব্বাদৌ স্যাদুড়ুম্বরঃ। গৃহস্য শোভনঃ প্রোক্ত- ঈশানে চৈব শাল্মলিঃ। পূর্জিতো বিঘ্নহারী স্যাৎ প্রাসাদস্য গৃহস্য চ ॥ ৩৭ ॥

বাটীর পূর্ব্বদিকে অশ্বত্থ, দক্ষিণে প্লক্ষ, পশ্চিমে ন্যগ্রোধ, উত্তরে উড়ুম্বর ও ঈশানকোণে শাল্মলিবৃক্ষ রোপণ করিবে। এইরূপে গৃহের চতুর্দ্দিকে শোভা সম্পাদন করিবে। এই বিধিক্রমে গৃহ ও প্রাসাদনির্ম্মাণে বাস্তুদেব অর্চ্চিত হইলে সমস্ত বিঘ্ন বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৩৭।

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে বাস্তুমানলক্ষণং ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ইতি ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

য়েৎ। শ্বেতমৈত্রেয়গান্ধর্ব্বেধভিজিদ্‌রৌহিণেঽপি চ। তথা বিজয়সাবিত্রে মুহূর্ত্তে গৃহমারভেৎ। চন্দ্রাদিত্যবলং লগ্নং তথা শুভনিরীক্ষিতং। প্রাসাদেঽপ্যেবমেব স্যাৎ কূপবাপীষু চৈব হি। ঐন্দবং মৃগশিরঃ। মুহূর্ত্তে সম্বর্ত্তঃ। রৌদ্রঃ শ্বেতশ্চ মৈত্রেয়স্তথা শানকটঃ স্মৃতঃ। সাবিত্রশ্চ জয়ন্তশ্চ গান্ধর্ব্বঃ কুতপস্তথা। রৌহিণশ্চ বিরিঞ্চিশ্চ বিজয়ো নৈর্ঋতস্তথা। মাহেন্দ্রো বরুণশ্চৈব বটঃ পঞ্চদশ স্মৃতাঃ। তেন দ্বিতীয়তৃতীয়সপ্তমাষ্টমনবমৈকাদশপঞ্চমান্যতমমুহূর্ত্তে শ্বেতাদৌ বাস্তুকর্ম্ম কুর্য্যাৎ। চৈত্রাদিফলন্ত নরগৃহে দেবগৃহে তু প্রতিষ্ঠাকালবশাৎ তৎকালপরিগ্রহঃ। তথা চ কল্পতরৌ দেবীপুরাণং। যস্য দেবস্য যঃ কালঃ প্রতিষ্ঠাধ্বজরোপণে। গর্ত্তাপূরশিলান্যাসে শুভদস্তস্য পূজিতঃ। যস্য দেবস্য প্রতিষ্ঠাধ্বজরোপণে যঃ কালঃ শুভদস্তস্য গর্ত্তাপূরশিলান্যাসে গৃহারম্ভে স কালঃ পূজিত ইতি। প্রতিষ্ঠাকালশ্চ মাৎস্যে। চৈত্রে বা ফাল্গুনে বাপি জ্যৈষ্ঠে বা মাধবে তথা। মাঘে বা সর্ব্বদেবানাং প্রতিষ্ঠা শুভদা ভবেৎ। প্রাপ্য পক্ষং শুভং শুক্লমতীতে চোত্তরায়ণে। পঞ্চমী চ দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া সপ্তমী তথা। দশমী পৌর্ণমাসী চ তথা শ্রেষ্ঠা ত্রয়োদশী। আসু প্রতিষ্ঠা বিধিবৎ কৃতা বহুফলা ভবেৎ। প্রতিষ্ঠাসমুচ্চয়ে। মাঘে বা ফাল্গুনে বাপি চৈত্রবৈশাখয়োরপি। জ্যৈষ্ঠাষাঢ়কয়োর্ব্বাপি প্রতিষ্ঠা শুভদা ভবেৎ। কল্পতরৌ দেবীপুরাণং। মহিষাসুরহন্ত্র্যাশ্চ প্রতিষ্ঠা দক্ষিণায়নে। জ্যোতিষে। গুরোর্ভৃগোরস্তবাল্যে বার্দ্ধকে সিংহকে গুরৌ। গুর্ব্বাদিত্যে দশাহে তু বক্রিজীবাষ্টবিংশকে। পূর্ব্বরাশাবনায়াতাতিচারিগুরুবৎসরে। প্রাগ্‌রাশিগস্তুজীবস্য চাতিচারে ত্রিপক্ষকে। কম্পাদ্যদ্ভুতসপ্তাহে নীচস্থেজ্যে মলিম্লুচে। পৌষাদিকচতুর্ম্মাসে চরণাঙ্কিতবর্ষণে। একেনাহ্না চৈকদিনে দ্বিতীয়েন দিনত্রয়ে। তৃতীয়েন তু সপ্তাহে মাঙ্গল্যানি বিবর্জ্জয়েৎ। ব্রতারম্ভপ্রতিষ্ঠে চ গৃহারম্ভপ্রবেশনে। প্রতিষ্ঠারম্ভণে দেবকূপাদেঃ পরিবর্জ্জয়েৎ। স্মৃতিসাগরে। উল্কাপাতে চ ভূকম্পে অকালবর্ষগর্জ্জিতে। বজ্রকেতুদ্গমোৎপাতে গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ। প্রয়াণন্ত ত্যজেৎ শূদ্রঃ সপ্তরাত্রমতঃ পরং। ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্যজেৎ কর্ম্ম ত্রিরাত্রকং। শূদ্রস্ত্যক্ত্বা চৈকরাত্রং ততঃ কর্ম্ম সমাচরেৎ। পয়াশরঃ। প্রয়াণে সপ্তরাত্রন্ত ত্রিরাত্রং ব্রতবন্ধনে। একরাত্রং পরিত্যজ্য কুর্য্যাৎ পাণিগ্রহং গৃহী। মৎস্যপুরাণে। নবগ্রহমখং কৃত্বা ততঃ কর্ম্ম সমাচরেৎ। অন্যথা ফলদং পুংসাং ন কাম্যং জায়তে কচিৎ। নব্যবর্দ্ধমানধৃতবচনং। পিতৃভ্যো বৃদ্ধয়ে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং দত্ত্বা সদক্ষিণং। ক্রূরভূতবলিঞ্চৈব সংপূজ্য বাস্তুদেবতাঃ। একদিনে বাস্তুযাগগৃহোৎসর্গয়োঃ করণে সকৃদেব বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং করণীয়ং। গণশঃ ক্রিয়মাণে তু মাতৃভ্যঃ পূজনং সকৃৎ। সকৃদেব ভবেৎ শ্রাদ্ধমাদৌ ন পৃথগাদিষু। ইতি ছান্দোগপরিশিষ্টাৎ। মাৎস্যে। ঊহাপোহার্থতত্ত্বজ্ঞো বাস্তুশাস্ত্রস্য পারগঃ। আচার্য্যশ্চ ভবেন্নিত্যং সর্ব্বদা দোষবর্জ্জিতঃ। দেবীপুরাণং। প্রাসাদে চ চতুঃষষ্টিরেকাশীতিপদং গৃহে। চতুরস্রীকৃতে ক্ষেত্রে চাষ্টধা নবধা কৃতে। কোণে রেখাস্তুতো দত্ত্বা নব ভাগান্ প্রকল্পয়েৎ। ঈশঃ কোণার্দ্ধতো জ্ঞেয়ঃ পর্জ্জন্যঃ পদসংস্থিতঃ। দ্বিপদস্থো জয়ন্তশ্চ শক্রঃ স্যাদেককোষ্ঠগঃ। ভাস্করশ্চ পদো জ্ঞেয়ো দ্বিপদঃ সত্য উচ্যতে। ভৃশঃ পদস্থো জ্ঞাতব্যো ব্যোম চৈব পদার্দ্ধকং। হুতাশনঃ পদার্দ্ধে তু পূষা চ পদসংস্থিতঃ। বিতথো দ্বিপদো জ্ঞেয়ঃ পদৈকস্থো গৃহক্ষতঃ। বৈবস্বতঃ পদৈকস্থো গন্ধর্ব্বো দ্বিপদস্থিতঃ। ভৃঙ্গশ্চৈকপদো জ্ঞেয়ো মৃগশ্চার্দ্ধপদস্থিতঃ। পিতরোঽর্দ্ধপদে জ্ঞেয়াঃ পদে দৌবারিকস্তথা। সুগ্রীবো হি পদে জ্ঞেয়ঃ পদস্থঃ পুষ্পদন্তকঃ। পয়সাংপতিরেকস্থোঽসুরো দ্বিপদসংস্থিতঃ। শোষশ্চৈকপদো জ্ঞেয়ঃ পাপোঽর্দ্ধপদ উচ্যতে। রোগশ্চার্দ্ধপদো জ্ঞেয়ো নাগশ্চাপি পদে স্থিতঃ। দ্বিপদে বিশ্বকর্ম্মা তু ভল্লাটঃ পদসংস্থিতঃ। যজ্ঞেশ্বরঃ পদো জ্ঞেয়ো নাগরাড়্‌দ্বিপদস্থিতঃ। পাদস্থা শ্রীর্ম্মহাদেবী দিতিশ্চার্দ্ধপদস্থিতা। আপান্তপাদসংস্থঃ স্যাদাপবৎসঃ পদস্থিতঃ।

চতুষ্পদস্থো বিজ্ঞেয়শ্চার্য্যমা মধ্যপূর্ব্বগঃ। সাবিত্রস্তু পদো জ্ঞেয়ঃ সাবিত্রী পদসংস্থিতা। ততো বিবস্বান্ বিজ্ঞেয়শ্চতুষ্কৈর্ম্মধ্যসংস্থিতঃ। ইন্দ্রশ্চেন্দ্রাত্মজশ্চোভাবেকৈকপদসংস্থিতৌ। মিত্রশ্চতুষ্পদশ্চৈব পশ্চিমে চ ব্যবস্থিতঃ। রুদ্রশ্চৈকপদো জ্ঞেয়ো রাজযক্ষ্মা পদ-স্থিতঃ। ধরাধরশ্চ বিজ্ঞেয় উত্তরে চ চতুষ্পদে। চতুষ্পদশ্চতুর্হস্তো মধ্যে জ্ঞেয়ঃ প্রজাপতিঃ। দেবতানুচরা বাহ্যে সব্বে চাস্তুস্তথা-সুরাঃ। এবং প্রগৃহ্য কোষ্ঠানি রজসাপূর্য্য দেশিকঃ। এতেষা-মেব দেবানাং বলিং দদ্যাত্তু কামিকং। রজসেতি পঞ্চবর্ণ-রজোভিঃ। তথা চ শারদায়াং। উক্তানামপি দেবানাং পদান্যা-পূর্য্য পঞ্চভিঃ। রজোভিস্তৈর্যথোক্তেভ্যঃ পায়সান্নৈর্ব্বলিং হরেৎ। তথা। পীতং হরিদ্রাচূর্ণং স্যাৎ সিতং তণ্ডুলসম্ভবং। কুসুম্ভচূর্ণ-মরুণং কৃষ্ণং দগ্ধপুলাকজং। বিল্বাদিপত্রজং শ্যামমিত্যুক্তং বর্ণ পঞ্চকং। স্যাৎ পুলাকস্তুচ্ছধান্যে ইত্যমরোক্তেঃ তুচ্ছং অপকৃষ্টং। পূজ্যা মণ্ডলবাহ্যে তু পূর্ব্বাগ্নেয্যাদিকক্রমাৎ। স্কন্দশ্চৈব বিদারী চ অর্য্যমা পূতনা তথা। জম্ভকাপাপরাক্ষস্যৌ পিলিপিঞ্জশ্চর-ক্যাপি। মণ্ডলকরণাসামর্থ্যে শালগ্রামসমীপে সব্বে পূজ্যাঃ। শালগ্রামশিলারূপী যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ। তত্র দেবাসুরা যক্ষা ভুবনানি চতুর্দ্দশ। ইতি পদ্মপুরাণবচনাৎ। তত্রাবাহনবিসর্জ্জনে ন স্তঃ। শালগ্রামে স্থাবরে চ নাবাহনবিসর্জ্জনে। ইতি বচনাৎ। তদসম্ভবে ঘটাদ্দিজলে। প্রতিমাস্থানেষ্বপ্সু আবাহনবিসর্জ্জন-বর্জ্জং। ইতি বৌধায়নবচনাৎ। এবাং বিশেষবলিম্মৎস্যপুরাণ-দেবীপুরাণাভ্যামুক্তোঽপীদানীন্তনৈর্ন ব্যবহ্রিয়তে। ইতি ন লিখিতঃ। কিন্তু মৎস্যপুরাণোক্তপায়সবলির্দীয়তে। তথাচ। পায়সং বাপি দাতব্যং স্বনাম্না সর্ব্বতঃ ক্রমাৎ। নমস্কারেণ মন্ত্রেণ প্রণবাদ্যেন সর্ব্বতঃ। অতএব প্রাগুক্তশারদাবাক্যে পায়সমাত্র-মুক্তং তেন এষ পায়সবলিঃ ওঁ ঈশানায় নমঃ। ইত্যাদিনা প্রয়োগঃ। ন চ বাচস্পতিমিশ্রোক্তমমুকদেবতায়ৈ এব পায়স-বলির্নম ইত্যাদি। প্রণবাদিনমস্কারান্তস্বনামরূপমন্ত্রমধ্যে দেয়-প্রবেশস্যাযুক্তত্বাৎ। তথা চ ব্রহ্মপুরাণং। ওঁকারাদিসমাযুক্তং নমস্কারান্তকীর্ত্তিতং। স্বনাম সর্ব্বসত্ত্বানাং মন্ত্র ইত্যভিধীয়তে। দেবীপুরাণং। এবং ভূতগণানান্তু বলির্দেয়স্তু কামিকঃ। এতান্ প্রপূজয়েদ্দেবান্ কুশপুষ্পাক্ষতৈর্ব্বুধঃ। এবং প্রপূজিতা দেবাঃ শান্তিপুষ্টিপ্রদা নৃণাং। অপূজিতা বিনিঘ্নন্তি কারকং স্থাপকং তথা। এতান্ প্রপূজয়েদ্দেবান্ কুশপুষ্পাক্ষতৈস্তথা। অত্র প্রপূজায়া নিত্যত্বাং বক্ষ্যমাণমৎস্যপুরাণবচনে হোমানন্তরং বলি-দানাচ্চ বলেঃ কাম্যত্বাৎ পূজাহোমানন্তরং বলিদানাচারঃ।

তথাচ। ব্রহ্মস্থানে তথা কুর্য্যাদ্বাসুদেবস্য পূজনং। শিরাশ্চ পূজনং কুর্য্যাদ্বাসুদেবগণস্য চ। গন্ধার্ঘ্যপুষ্পনৈবেদ্যধূপাদ্যৈঃ সুরসত্তম। ততঃ সংপূজয়েৎ তস্মিন্ সর্ব্বলোকধরাং মহীং। সুরূপাং প্রমদারূপাং দিব্যাভরণভূষিতাং। ধ্যাত্বা তামর্চ্চয়েদ্দেবীং পরিতুষ্টাং স্মিতাননাং। ততঃ স্বনামমন্ত্রেণ সর্ব্বদেবময়ং হরিং। ধ্যাত্বা সমর্চ্চয়েত্তত্র যজ্ঞেশ্বাস্তনরং পরং। ব্রহ্মস্থানে ততো বিদ্বান্ কুর্য্যাদাধারমক্ষতৈঃ। তস্মিন্ সংস্থাপয়েৎ কুম্ভং বর্দ্ধন্যা সহ পূরিতং। হৈমং বা রাজতং পাত্রং মৃণ্ময়ং বা দৃঢ়ং শুভং। সর্ব্ব-বীজৌষধীযুক্তং সুবর্ণরজতান্বিতং। ব্রহ্মস্থানে ততো মন্ত্রী কলসং স্থাপ্য পূজয়েৎ। তস্মিং শ্চতুর্ম্মুখং দেবং প্রাজেশং মন্ত্রবিগ্রহং। গন্ধৈঃ পুষ্পৈশ্চ ধূপৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ সুমনোহরৈঃ। ততো মণ্ডল-বাহ্যে তু প্রতীচ্যাং প্রাঙ্মুখঃ স্থিতঃ। আচার্য্যো গৃহ্য সম্ভারং ব্রহ্মাদীংস্তর্পয়েৎ সুরান্। প্রাজেশং তর্পয়েদ্বিদ্বান্ আহুতীনাং শতেন চ। ইতরান্ দশভির্দ্দেবানাহুতিভিঃ প্রতর্পয়েৎ। ততঃ প্রণম্য বিজ্ঞাপ্য কৃত্বা বৈ স্বস্তিবাচনং। প্রগৃহ্য কর্করীং সম্যঙ্-গুলান্তঃপ্রদক্ষিণং। সূত্রমার্গেণ দেবেন তোয়াধারেণ কারয়েৎ। পূর্ব্ববৎ তেন মার্গেণ সপ্তবীজানি বাপয়েৎ। আরম্ভং তেন মার্গেণ তস্য খাতস্য কারয়েৎ। ততো গর্ত্তং খনেন্মধ্যে হস্তমান-প্রমাণতঃ। চতুরঙ্গুলমাত্রং তদধঃ খন্যাৎ সুসম্মিতং। গোময়েন প্রলিপ্যাথ চন্দনেন বিলেপিতং। মধ্যে দত্ত্বা তু পুষ্পাণি শুক্লান্যক্ষতমেব চ। আচার্য্যঃ প্রাঙ্মুখো ভূত্বা ধ্যায়েদ্দেবং চতু-র্ম্মুখং। তূর্য্যমঙ্গলঘোষেণ ব্রহ্মঘোষরবেণ চ। অর্ঘ্যং দদ্যাৎ সুরশ্রেষ্ঠ কুম্ভতোয়েন মন্ত্রবিৎ। প্রগৃহ্য কর্করীং তান্তু তৎ খাতং পূরয়েজ্জলৈঃ। সর্ব্বরত্নসমাযুক্তৈর্ব্বিমলৈশ্চ সুগন্ধিভিঃ। তস্মিন্ পুষ্পাণি শুক্লানি প্রক্ষিপেদোমিতি স্মরন্। তদাবর্ত্তং পরীক্ষেত দধিভক্তান্বিতং ক্ষিপেৎ। শুভং স্যাদ্দক্ষিণাবর্ত্তেঽশুভং বামে ভবেত্ততঃ। বীজৈঃ শালিযবাদীনাং গর্ত্তং তং পূরয়েত্ততঃ। ক্ষেত্রজাভিঃ পবিত্রাভির্মৃদ্ভির্গর্ত্তং প্রপূরয়েৎ। এবং নিষ্পাদ্য বিধিনা বাস্তুযাগং সুরোত্তম। সুবর্ণং গাঞ্চ বস্ত্রঞ্চ আচার্য্যায় নিবেদয়েৎ। ইতরানীশাদীন্ হোমস্তু প্রণবাদিস্বাহান্ততত্তন্না-মভিঃ। তথাচ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে। একৈকাং দেবতাং রাম সমুদ্দিশ্য যথাবিধি। চতুর্থ্যন্তেন ধর্ম্মজ্ঞো নাম্না চ প্রণবাদিনা। হোমদ্রব্য-স্যৈকৈকং শতসংখ্যন্তু হোময়েৎ। শতসংখ্যমিতি পূর্ব্বোক্ত-বচনানুসারেণ বাস্তুযাগেতরপরং। স্মৃতিঃ। স্বাহাবসানে জুহুয়াৎ ধ্যায়ন্ বৈ মন্ত্রদেবতাং। হৌমদক্ষিণাসম্প্রদানমাহ ছন্দোগ-পরিশিষ্টং। ব্রহ্মণে দক্ষিণা দেয়া যত্র যা পরিকীর্ত্তিতা।

কর্ম্মান্তেঽনুচ্যমানায়াং পূর্ণপাত্রাদিকা ভবেৎ। বিদধ্যাদ্ধোত্রমন্তশ্চেদ্দক্ষিণার্দ্ধহরো ভবেৎ। স্বয়ঞ্চেদুভয়ং কুর্য্যাদন্যস্মৈ প্রতিপাদয়েৎ।, অন্যো যজমানভিন্নঃ। উভয়ং ব্রহ্মকর্ম্ম হোতৃকর্ম্ম চ। উপসংহারে বাস্তুযাগমিতি শ্রুতেঃ সঙ্কল্পবাক্যে তেনৈবোল্লেখমাচরন্তি। অত্র মিলিতামিলিতদক্ষিণাদানাৎ ফলতারতম্যং। মাৎস্যে। ততঃ সর্ব্বৌষধিস্নানং যজমানস্য কারয়েৎ। দেবীপুরাণং। কালঞ্জস্বপর্ত্তা পূজ্যো বৈষ্ণবান্ শক্তিতোঽর্চ্চয়েৎ। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা তু নৃত্যগীতাদি কারয়েৎ। প্রাসাদং কারয়েদ্বিদ্বান্ গৃহং বাপি মনোহরং। কার্য্যস্তু পঞ্চভির্দ্বিত্রৈর্ব্বির্বীজৈরথাপি বা। হোমান্তে ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ বাস্তুযাগে বলিং হরেৎ। ইতি মৎস্যপুরাণে হোমান্তে বলিবিধানাৎ অত্রাপি হোমং কৃত্বা বল্যাদিপ্রাগুদিতসর্ব্বকর্ম্মকরণাচারং। অত্র প্রজাপতিনামাগ্নিঃ। প্রতিষ্ঠায়াং লোহিতশ্চ বাস্তুযাগে প্রজাপতিঃ। জলাশয়প্রতিষ্ঠায়াং বরুণঃ সমুদাহৃতঃ। ইতি মৎস্যসূক্তবচনাৎ। একাশীতিপদবাস্তুযাগে মৎস্যপুরাণং। ভূম্যধিকারে। পঞ্চগব্যৌষধিজলৈঃ পরীক্ষিত্বা তু সেচয়েৎ। একাশীতিপদং কৃত্বা রেখাভিঃ কনকেন তু। পশ্চাল্লেপ্যেন চালিপ্য সূত্রেণালোড্য সর্ব্বতঃ। দশ পূর্ব্বায়তা রেখা দশ চৈবোত্তরায়তাঃ। সর্ব্ববাস্তুবিভাগে তু বিজ্ঞেয়া নবধা নব। পঞ্চগব্যমন্ত্রমাহ শঙ্খঃ। গায়ত্র্যাদায় গোমূত্রং গন্ধদ্বারেতি গোময়ং। আপ্যায়স্বেতি চ ক্ষীরং দধিক্রাব্ণেতি বৈ দধি। তেজোঽসীতি ঘৃতঞ্চৈব দেবস্যত্বা কুশোদকং। ওষধীরাহ কাত্যায়নঃ। ব্রীহয়ঃ শালয়ো মুদ্গা গোধূমাঃ সর্ষপাস্তিলাঃ। যবাশ্চৌষধয়ঃ সপ্ত বিপদো ঘ্নন্তি ধারিতাঃ। ব্রীহিঃ শরৎপক্কধান্যং ষষ্টিকাখ্যং। শালয়ো হৈমন্তিকাঃ। দশেতি বাস্তুমণ্ডলবায়ব্যে উপবিশ্য পূর্ব্বাভিমুখো গুরুঃ উত্তরস্যামারভ্য দশ রেখাঃ প্রাঙ্মুখীর্যথাদক্ষিণং কুর্য্যাৎ। এবং নৈর্ঋত্যামুপবিশ্য পশ্চিমতঃ পূর্ব্বাপরগা দশোত্তরায়তা রেখাঃ কুর্য্যাৎ কনকশলাকাদিনা। রুদ্রযামলে তাসাং নামানি। শান্তা যশোবতী কান্তা বিশালা প্রাণবাহিনী। শচী সুমনসা নন্দা সুভদ্রা সুরথা তথা। ইত্যাদ্যা দশ রেখাঃ।. হিরণ্যা সুব্রতা লক্ষ্মীর্ব্বিভূতির্ব্বিমলা প্রিয়া। জয়া কলা বিশোকা চ ইড়া সংজ্ঞা দশোত্তরাঃ। ইত্যন্ত্যদশরেখাঃ। একাশীতিপদং কৃত্বা বাস্তুকৃৎ সর্ব্ববাস্তুষু। পদস্থান্ পূজয়েদ্দেবান্ ত্রিংশৎ পঞ্চদশৈব তু। দ্বাত্রিংশদ্বাহ্যতঃ পূজ্যাঃ পূজ্যাশ্চান্তস্ত্রয়োদশ। নামতস্তানি বক্ষ্যামি স্থানানি চ নিবোধ মে। ঈশানকোণাদিষু তান্ পূজয়েচ্চ বিধানতঃ। শিখী চৈবাথ পর্জ্জন্যো জয়ন্তঃ কুলিশায়ুধঃ। সূর্য্যঃ সত্যো ভৃশশ্চৈব আকাশো বায়ুরেব চ। পূষা চ বিতথশ্চৈব গৃহক্ষতযমাবুভৌ। গন্ধর্ব্বো ভৃঙ্গরাজশ্চ মৃগঃ পিতৃগণস্তথা। দৌবারিকোঽথ সুগ্রীবঃ পুষ্পদন্তো জলাধিপঃ। অসুরঃ শোষপাপৌ চ রোগোঽহির্ম্মুখ্য এব চ। ভল্লাটঃ সোমসর্পৌ চ অদিতিশ্চ দিতিস্তথা। বহির্দ্বাত্রিংশদেতে চ তদন্তশ্চতুরঃ শৃণু। ঈশানাদিচতুষ্কোণসংস্থিতান্ পূজয়েদ্বুধঃ। আপশ্চৈবাথ সাবিত্র্যো জয়ো রুদ্রস্তথৈব চ। মধ্যে নবপদে ব্রহ্মা তস্যাষ্টৌ চ সমীপগাঃ। সর্ব্বানেকান্তরান্ বিদ্যাৎ পূর্ব্বাদ্যান্নামতঃ শৃণু। অর্য্যমা সবিতা চৈব বিবস্বান্ বিবুধাধিপঃ। মিত্রোঽথ রাজযক্ষ্মা চ তথা পৃথ্বীধরঃ ক্রমাৎ। অষ্টমশ্চাপবৎসশ্চ পরিতো ব্রহ্মণঃ স্মৃতাঃ। আপশ্চৈবাপবৎসশ্চ পর্জ্জন্যোঽগ্নির্দিতিস্তথা। পাদিকানাঞ্চ বর্গোঽয়মেবং কোণেষু শেষতঃ। তন্মধ্যে তু বহির্বিংশদ্দ্বিপদাস্তে তু সর্ব্বতঃ। অর্য্যমা চ বিবস্বাংশ্চ মিত্রঃ পৃথ্বীধরস্তথা। ব্রহ্মণঃ পরিতো দিক্ষু ত্রিপদাস্তে তু সর্ব্বতঃ। এবমিতি যথা ঈশানকোণে কোষ্ঠচতুষ্টয়ে অন্তস্থিতৈককোষ্ঠসহিতে দেবতাপঞ্চকমেবমাগ্নেয়াদিকোণেষ্বপীত্যর্থঃ। দিক্ষু পূর্ব্বাদিদিক্ষু। বংশানিদানীং বক্ষ্যামি বহূনপি পৃথক্ পৃথক্। বায়ুং যাবৎ তথা রোগাৎ পিতৃভ্যঃ শিখিনং পুনঃ। মুখ্যাদ্ভৃশমথো শোষাদ্বিতথং যাবদেব তু। সুগ্রীবাদদিতিং যাবদ্ভৃঙ্গাজ্জয়ন্তমেব চ। এতে বংশাঃ সমাখ্যাতাঃ কচিজ্জঠর এব চ। এতেষাং চৈব সম্পাতঃ পদমধ্যে সমস্তথা। মর্ম্ম চৈতৎ সমাখ্যাতং ত্রিশূলং কোণগং চ যৎ। স্তম্ভন্যাসেষু বর্জ্জ্যানি তুলাবিধিষু সর্ব্বদা। কীলোচ্ছিষ্টোপঘাতানি বর্জ্জয়েদ্ যত্নতো নরঃ। সর্ব্বত্র বাস্তুনির্দ্দিষ্টঃ পিতৃবৈশ্বানরায়তঃ। মূর্দ্ধন্যগ্নিঃ সমাবিষ্টো মুখে চাপঃ সমাশ্রিতঃ। পৃথ্বীধরোঽর্য্যমা চৈব স্তনয়োস্তাবধিষ্ঠিতৌ। বক্ষঃস্থলে চাপবৎসঃ পূজনীয়স্তথা বুধৈঃ। নেত্রয়োর্দিতিপর্জ্জন্যৌ শ্রোত্রে দিতিজয়ন্তকৌ। সর্পেন্দ্রা বংশসংস্থৌ চ পূজনীয়ৌ প্রযত্নতঃ। সোমসূর্য্যাদয়স্তদ্বদ্বাহ্বোঃ পঞ্চ চ পঞ্চ চ। রুদ্রশ্চ রাজযক্ষ্মা চ বামহস্তসমাশ্রিতৌ। সাবিত্রঃ সবিতা তদ্বদ্ধস্তং দক্ষিণমাশ্রিতৌ। বিবস্বানথ মিত্রশ্চ জঠরে সংব্যবস্থিতৌ। পূষা চ পাপযক্ষ্মা চ হস্তয়োর্ম্মণিবন্ধকে। তথৈবাসুরশোষৌ চ বামপার্শ্বে সমাশ্রিতৌ। পার্শ্বে তু দক্ষিণে তদ্বদ্বিতথঃ সগৃহক্ষতঃ। উর্ব্বোর্যমাম্বুপৌ জ্ঞেয়ৌ জান্বোর্গন্ধর্ব্বপুষ্পকৌ। জঙ্ঘয়োর্ভৃঙ্গসুগ্রীবৌ কট্যাং দৌবারিকো মৃগঃ। জয়ঃ শক্রস্তথা মেঢ্রে পাদয়োঃ পিতরস্তথা। মধ্যে নবপদো ব্রহ্মা হৃদয়ে স তু পূজ্যতে। চরকীঞ্চ বিদারীঞ্চ পূতনাং পাপরাক্ষসীং। ঈশাগ্নেয়াদিকোণেষু মণ্ডলাদ্বাহ্যতো যজেৎ। পিতৃভ্য ইতি পিতৃগণাদারভ্য বহ্নিং যাবৎ যো

বংশঃ প্রসারিতস্তম্বদায়তো বাস্তুপুরুষঃ। অম্বুপো বরুণঃ। পুষ্পকঃ পুষ্পদন্তঃ। তথা। প্রদক্ষিণন্তু কুর্ব্বীত বাস্তোঃ পদবিলেখনং। কোষ্ঠানাং লিখনং প্রদক্ষিণং কার্য্যং। তথা। তর্জ্জনী মধ্যমা চৈব তথাঙ্গুষ্ঠশ্চ দক্ষিণঃ। প্রবালরত্নকনকং ফলপুষ্পাক্ষতোদকং। সব্যঞ্চ বামভাগেষু শস্তং পদবিলেখনে। তথা। বাস্তৌ পরীক্ষিতে সম্যগ্‌বাস্তুদেহে বিচক্ষণঃ। বাস্তুপশমনং কুর্য্যাৎ সমিদ্ভির্ব্বলিকর্ম্মণা। জীর্ণোদ্ধারে তথোদ্যানে তথা গৃহনিবেশনে। দ্বারাভিবর্দ্ধনে তদ্বৎ প্রাসাদেষু গৃহেষু চ। বাস্তুপশমনং কুর্য্যাৎ পূর্ব্বমেব বিচক্ষণঃ। একাশীতিপদং লেখ্যং লেখকৈর্ব্বাস্তুপিষ্টকৈঃ। হোমস্ত্রিমেখলে কার্য্যঃ কুণ্ডে হস্তপ্রমাণকে। বিশ্বকর্ম্মা। খাতাধিকে ভবেদ্রোগী হীনে ধেনুধনক্ষয়ঃ। বক্রকুণ্ডে তু সন্তাপো মরণং ছিন্নমেখলে। মেখলারহিতে শোকঃ হ্যধিকে বিত্তসংক্ষয়ঃ। ভার্য্যাবিনাশকং কুণ্ডং প্রোক্তং যোন্যা বিনা কৃতং। অপত্যধ্বংসনং প্রোক্তং কুণ্ডং যৎ কণ্ঠবর্জ্জিতং। বশিষ্ঠসংহিতায়াং। তস্মাৎ সম্যক্ পরীক্ষ্যৈবং কর্ত্তব্যং শুভবেদিকং। এবংবিধকুণ্ডাসম্ভবে ক্রিয়াসারঃ। কুণ্ডমেবংবিধং ন স্যাৎ স্থণ্ডিলং বা সমাশ্রয়েৎ। মৎস্যপুরাণং। যবৈঃ কৃষ্ণতিলৈস্তদ্বৎ সমিদ্ভিঃ ক্ষীরিসম্ভবৈঃ। পালাশৈঃ খাদিরৈরাপামার্গোডুম্বরসম্ভবৈঃ। কুশদূর্ব্বাময়ৈর্ব্বাপি মধুসর্পিঃসমন্বিতৈঃ। কার্য্যস্তু পঞ্চভির্বিল্বৈর্ব্বিল্ববীজৈরথাপি বা। হোমান্তে ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ বাস্তুদেশে বলিং হরেৎ। অত্র হোমে মন্ত্রানাহ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরং। বাস্তোষ্পতেন মন্ত্রেণ যজেচ্চ গৃহদেবতাং। বাস্তোষ্পতেন বাস্তোষ্পতিদৈবতেন পঞ্চমন্ত্রেণ। বলিদ্রব্যঞ্চ পায়সং প্রাগেব লিখিতং। ব্রহ্মস্থানে ততঃ কুর্য্যাদ্বাসুদেবস্য পূজনমিত্যাদি। সুবর্ণং গাং বস্ত্রযুগমাচার্য্যায় নিবেদয়েৎ। ইত্যস্তমত্রাপি বোধ্যং। কল্পতরৌ মৎস্যপুরাণং। ততঃ সর্ব্বৌষধিস্নানং যজমানস্য কারয়েৎ। দ্বিজাংশ্চ পূজয়েদ্‌ভক্ত্যা যে চান্যে গৃহমাগতাঃ। এতদ্বাস্তুপশমনং কৃত্বা কর্ম্ম সমাচরেৎ। প্রাসাদভবনোদ্যানপ্রারম্ভে পরিবর্ত্তনে। পুরবেশ্মপ্রবেশেষু সর্ব্বদোষাপনুত্তয়ে। ইতি বাস্তুপশমনং কৃত্বা সূত্রেণ বেষ্টয়েৎ। ইতি মৎস্যপুরাণে উপক্রমোপসংহারয়োর্বাস্তুপশমনস্যৈবাভিধানাৎ বাস্তুপশমনং কর্ম্মণো নামধেয়ং ইতি তেনৈবোল্লেখঃ সর্ব্বদোষাপনুত্তয়ে ইতি শ্রুতেশ্চ বাস্তুসর্ব্বদোষাপনোদনং ফলঞ্চ স্বকল্পে তু তদুল্লেখঃ কার্য্যঃ। এতত্তু প্রারম্ভপ্রবেশান্যতরস্মিন্নবশ্যং কর্ত্তব্যং। আবশ্যকত্বে প্রমাণং প্রাগেবোক্তং।

ইতি শ্রীরঘুনন্দনভট্টাচার্য্যবিরচিতং বাস্তুযাগতত্ত্বং সমাপ্তং।

অথ বাস্তুপ্রয়োগতত্ত্বং। অথ দেবগৃহারম্ভে চতুঃষষ্টিপদবাস্তুযাগপ্রয়োগঃ। তত্রাদৌ প্রাগুক্তদীপবর্ত্তিপরীক্ষিতাং ভূমিং চতুর্হস্তং দ্বিহস্তং জলান্তং বা খাত্বা সংশোধ্য কালশুদ্ধৌ কর্ত্তা শুভদিনে কৃতস্নানাদির্যজমানঃ কৃতসগণাধিপমাতৃগণপূজঃ প্রসাধিতবসোর্ধারঃ বিহিতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধ আচম্য প্রাঙ্মুখ উদঙ্মুখঃ ব্রাহ্মণত্রয়ং গন্ধাদিনা পরিতোষ্য স্বস্তিং বাচয়েৎ। ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ বাস্তুযাগকর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তোক্রবন্ত ইতি ত্রিঃ শ্রাবয়েৎ। ওঁ পুণ্যাহমিতি ত্রিস্তৈরুক্তে এবং ঋদ্ধিং স্বস্তিঞ্চ বাচয়েৎ ওঁ স্বস্তিন ইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবা ইত্যাদি পঠিত্বা ওঁ স্বস্তি ইতি ত্রিবারমুক্ত্বাক্ষতান্ বিকিরেৎ। তত ওঁ সূর্য্যঃ সোমোযমঃ কালঃ সন্ধ্যেভূতান্যহঃ ক্ষপা। পবনোদিক্‌পতির্ভূমি রাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিং। অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু। তত ওঁ তদ্বিষ্ণোরিতি বিষ্ণুং স্মৃত্বা সংকল্পং কুর্য্যাৎ। ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা এতদ্বিষ্ণুবেশ্মসর্বদোষোপশমনকামো বাস্তুযাগকর্ম্মাহং করিষ্যে। ইতি সংকল্পসূক্তং পঠিত্বা ভূতশুদ্ধ্যাদিকং বিধায় নবগ্রহান্ সংপূজ্য সগণাধিপমাতৃকাপূজাবসোর্ধারাসম্পাতনায়ুষ্যসূক্তজপাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ। বিষ্ণুবেশ্ম ইত্যত্র জলাশয়াদ্যুহ্যং। ততো বরণং আদৌ ব্রহ্মবরণং তত্র ক্রমঃ। উদঙ্মুখব্রাহ্মণসমীপে আসনমানীয়াভ্যুক্ষ্য যজমানঃ প্রাঙ্মুখঃ কৃতাঞ্জলির্ব্বদেৎ। ওঁ সাধুভবানাস্তাং। ওঁ সাধ্বহমাসে ইতি প্রতিবচনং। ব্রহ্মা দর্ভাসনে উপবিশেৎ। ততো যজমান ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামোভবন্তং ইতি বদেৎ। ওঁ অর্চ্চয় ইতি প্রতিবচনং। ততো গন্ধপুষ্পবস্ত্রালঙ্কারাদ্যৈরভ্যর্চ্চ্য অন্বারব্ধপূর্ব্বকং ব্রহ্মণো দক্ষিণং জানু স্পৃষ্ট্বা বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুগৃহারম্ভে এতদ্বাস্তুসর্ব্বদোষোপশমনবাস্তুযাগাঙ্গহোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রং অমুকপ্রবরং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণ মভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে। ওঁ বৃতোঽস্মীতি প্রতিবচনং। ওঁ যথাবিহিতং ব্রহ্মকর্ম্ম কুরু। ওঁ যথাজ্ঞানং করবানীতি প্রতিবচনং। স্বয়ং হোমাসামর্থ্যে হোতুর্ব্বরণমপি তথৈব কর্ত্তব্যং। কর্ম্মকারয়িত্রাচার্য্যস্যাপি তন্ত্রধারকত্বেন বরণং কার্য্যং। শক্তশ্চেৎ সদস্যস্যাপি কার্য্যং। ততঃ কর্ত্তা হোতাচার্য্যো বা পঞ্চগব্যং শোধয়েৎ। গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকং। পঞ্চগব্য মিদং প্রোক্তং মহাপাতকনাশন মিতি। তত্র প্রথমং গায়ত্র্যা গোমূত্রং। ১। ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীং। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ং। ইতি গোময়ং। ২। ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যং

ভবাবাজস্য সঙ্গথে। ইতি দুগ্ধং। ৩। ওঁ দধিক্রাব্ণোহকার্ষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভিনো মুখাকরৎ প্রণতায়ংষিতার্ষৎ। অনেন দধি। ৪। ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি প্রিয়ং দেবানা মনাধৃষ্টং দেবযজনমসি। ইত্যনেন ঘৃতং। ৫। ওঁ দেবস্যত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণোহস্তাভ্যা মাদদে। ইত্যনেন কুশোদকং। ৬। অনেন পঞ্চগব্যং সংশোধ্য প্রণবেন সর্ব্বমেকীকৃত্য ওঁ বেদ্যাবেদী সমাপ্যতে বর্হিষা বর্হিরিন্দ্রিয়ং যূপেন যূপাপ্যতে প্রণীতোঽগ্নিরগ্নিনা। ইত্যনেন বেদীমণ্ডলাদীনভ্যুক্ষ্য। তেন পূর্ব্বকল্পিতভূমিং গায়ত্র্যা সংপ্রোক্ষ্য 'শরৎপক্কধান্য-হৈমন্তিকধান্য-মুদ্গ-গোধূম-শ্বেতসর্ষপ-তিলযবমিশ্রিতজলৈরেকৈকজলৈর্ব্বা পরিষেচয়েৎ। ততো নবগ্রহাদীনাং পূজা কার্য্যা। মণ্ডলচতুষ্কোণেষু ঐশানীতো দ্বাদশাঙ্গুলিকঃ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্তখাদিরাদিশঙ্কুচতুষ্টয়ং গৃহীত্বা ওঁ বিশন্তু তে তলে নাগা লোকপালাশ্চ কামগাঃ। অস্মিন্ প্রাসাদে তিষ্ঠন্তু আয়ুর্ব্বলকরাঃ সদা। ইত্যনেন প্রত্যেকং ন্যসেৎ। তৎপার্শ্বেষু ওঁ অগ্নিভ্যোঽপ্যথ সর্পেভ্যো যে চান্যে তৎসমাশ্রিতাঃ। তেভ্যো বলিং প্রযচ্ছামি পুণ্যমোদনমুত্তমং। ইতি মন্ত্রেণ প্রত্যেকং মাসভক্তবলিং দদ্যাৎ। মণ্ডলাকরণাভাবেঽপি শঙ্কুবলিঃ কার্য্যঃ। এবং বক্ষ্যমাণভূতবলিরপি। যথা ভূতেভ্যো বলিদানং। ততো যজ্ঞভূমের্বহিঃ পূর্ব্বাদিদিক্ষু মাসভক্তবলির্দ্দেয়ঃ তত্র মন্ত্রঃ। ওঁ ভূতা যে রাক্ষসাবাপি যে চ তিষ্ঠন্তি কেচন। তে গৃহ্নন্তু বলিং সর্ব্বে বাস্তু গৃহ্নাম্যহং পুনঃ। তত শ্চতুঃষষ্টিপদবাস্তুমণ্ডলং নির্ম্ময়েৎ যথা। শঙ্কুচতুষ্টয়মধ্যে ডোরকপাতেন কনকশলাকয়া বা উত্তরস্যামারভ্য নব প্রাগায়তাঃ পশ্চিমায়ামারভ্য নবোত্তরায়তা রেখাঃ কুর্য্যাৎ। ততঃ শুক্লবর্ণিকাক্তেন সূত্রেণ তাঃ সম্যঙ্নির্ম্মায় অষ্টাভিরষ্টাভিশ্চতুঃষষ্টিপদানি কুর্য্যাৎ। এবং বাস্তুমণ্ডলং বিধায় ঈশানকোণার্দ্ধপদমারভ্য স্বস্বপদেষু তত্তদ্বর্ণগুণ্ডিকয়া তত্তদ্দেবতাঃ স্থাপয়েৎ। এতদ্রূপবাস্তুমণ্ডলং লিখেৎ তত্র ক্রমঃ। পূর্ব্বস্যাং দিশি ঈশানকোণাদারভ্যাধোমুখপতিতবাস্তুপুরুষশিরঃস্থানে ঈশং শুক্লমর্দ্ধপদং।১। তদ্দক্ষিণে নেত্রে পর্য্যণ্যং পীতমেকপদং। ২। ততো দক্ষিণক্রমেণ তদ্দক্ষিণোর্দ্ধাধঃপদয়োর্দ্দক্ষিণশ্রোত্রে ধূম্রং জয়ন্তং দ্বিপদং। ৩। তদ্দক্ষিণে দক্ষাংশে শক্রং পীতমেকপদং। ৪। তদ্দক্ষিণে দক্ষবাহুমূলে ভাস্করং রক্তমেকপদং। ৫। তদ্দক্ষিণে কূর্পরে শ্বেতং সত্যং ঊর্দ্ধাধোদ্বিপদং। ৬। তদ্দক্ষিণে মণিবন্ধে ভৃশং শুক্লং একপদং। ৭। তদ্দক্ষিণে অঙ্গুলিমূলে অগ্নিকোণস্থ পূর্ব্বার্দ্ধপদে ব্যোম কৃষ্ণ মর্দ্ধপদং। ৮। ততো মণ্ডলাগ্নিকোণস্থ দক্ষিণকোণার্দ্ধপদে দক্ষাঙ্গুল্যগ্রে হুতাশনং রক্তমর্দ্ধপদং। ৯। মণ্ডলদক্ষিণভাগে দক্ষমণিবন্ধে হুতাশনপদাদধঃপদে পূষণং রক্তমেকপদং।১০। তদধঃপদতদুত্তরপদয়োঃ দক্ষকক্ষে বিতথং কৃষ্ণং দ্বিপদং।১১। তদধঃপদে দক্ষপার্শ্বে গৃহক্ষতং শ্বেতমেকপদং। ১২। তদধঃপদে দক্ষোরৌ যমং কৃষ্ণমেকপদং। ১৩। তদধঃপদতদুত্তরপদয়োর্জ্জানুনি পীতং গন্ধর্ব্বং দ্বিপদং। ১৪। তদধঃপদে দক্ষজঙ্ঘায়াং ভৃঙ্গরাজং শ্যামমেকপদং। ১৫। তদধঃপদে নৈর্ঋতকোণস্থ দক্ষভাগে কট্যাং পীতং মৃগমর্দ্ধপদং। ১৬। মণ্ডলপশ্চিমভাগে নৈর্ঋতকোণস্থ বামভাগে দক্ষবামোভয়পদয়োঃ শ্বেতং পিতৃগণমর্দ্ধপদং। ১৭। মণ্ডলপশ্চিমভাগে নির্ঋতিকোণস্যোত্তরপদে বামকট্যাং দৌবারিকং শ্বেতমেকপদং।১৮। তদুত্তরপদতদূর্দ্ধপদয়োর্ব্বামজঙ্ঘায়াং সুগ্রীবং কৃষ্ণং দ্বিপদং। ১৯। তদুত্তরে বামজানৌ পুষ্পদন্তং পীতমেকপদং। ২০। তদুত্তরপদে বামোরৌ বরুণং শ্বেতমেকপদং। ২১। তদুত্তরপদে বামপার্শ্বে অসুরং কৃষ্ণং দ্বিপদং।২২। তদুত্তরপদে বামকক্ষে শোষং কর্ব্বুরমেকপদং। ২৩। তদুত্তরে বায়ুকোণস্থ পশ্চিমার্দ্ধকোণপদে বামমণিবন্ধে পাপং কৃষ্ণমর্দ্ধপদং।২৪। মণ্ডলোত্তরভাগে বায়ুকোণস্থ উত্তরার্দ্ধকোণপদে বামহস্তাঙ্গুল্যগ্রে রোগং শ্যামমর্দ্ধপদং। ২৫। বায়ুকোণাদূর্দ্ধপূর্ব্বপদে বামাঙ্গুলিমূলে নাগং রক্তমেকপদং। ২৬। তদূর্দ্ধপূর্ব্বপদতদ্দক্ষিণপদয়োর্দ্দ্বিপদয়োর্ব্বামমণিবন্ধে বিশ্বকর্ম্মাণং পীতং দ্বিপদং। ২৭। তদূর্দ্ধপূর্ব্বপদে বামকূর্পরে ভল্লাটং পীতমেকপদং। ২৮। তদূর্দ্ধপূর্ব্বপদে বামবাহুমূলে যজ্ঞেশ্বরং শুক্লমেকপদং।২৯। তদূর্দ্ধপূর্ব্বপদে তদ্দক্ষিণপদয়োর্দ্দ্বয়োর্ব্বামাংশে নাগরাজং শ্বেতং দ্বিপদং।৩০। তদূর্দ্ধপূর্ব্বপদে বামশ্রোত্রে শ্রিয়ং পীতামেকপদাং।৩১। তদূর্দ্ধপূর্ব্বঈশানকোণস্থ উত্তরপশ্চিমার্দ্ধপদে বামনেত্রে দিতিং শ্যামামর্দ্ধপদাং। ৩২। এবং দ্বাত্রিংশৎ পদেষু চতুর্ব্বিংশতিএকপাদান্ অষ্টৌ দ্বিপদান্ লিখেৎ। ততঃ পর্জ্জন্যপদাদধঃপদে গলদেশে আপং শুক্লমেকপদং। ৩৩। তস্যাধঃ দ্বিতীয়পদে যজ্ঞেশ্বরস্য দক্ষিণপদে আপবৎসং পীতমেকপদং। ৩৪। ততঃ পূর্ব্বস্যাং শক্রভাস্করয়োরধশ্চতুষ্পদে অর্য্যমণং রক্তং চতুষ্পদং। ৩৫। ভৃশপদাদধঃ পদে সাবিত্রং রক্তমেকপদং। তদধোদ্বিতীয়ে গৃহক্ষতস্যোত্তরপদে সাবিত্রীং শুক্লামেকপদাং।৩৭। সত্যস্যাধোঽধঃক্রমেণ পদচতুষ্টয়ে বিবস্বন্তং কৃষ্ণং চতুষ্পদং। ৩৮। দৌবারিকপদাদূর্দ্ধপদে ভৃঙ্গঃস্যোত্তরে পদে পায়ৌ ইন্দ্রং পীতমেকপদং।৩৯। তদূর্দ্ধদ্বিতীয়ে যমস্যোত্তরপদে জয়ন্তং পীতমেকপদং।৪০। ততঃ পশ্চিমায়াং পুষ্পদন্তবরুণয়োরূর্দ্ধচতুষ্কে মিত্রং রক্তং চতু-

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ॥১॥ প্রাসাদানাং লক্ষণঞ্চ বক্ষ্যে শৌনক! তচ্ছৃণু। চতুঃষষ্টিপদং কৃত্বা দিগ্বিদিক্ষূপলক্ষিতং॥ ২॥ চতুষ্কোণং চতুর্ভিশ্চ দ্বারাণি সূর্য্যসংখ্যয়া। চত্বারিংশাৎ-ষ্টভিশ্চৈব ভিত্তীনাং কল্পনা ভবেৎ॥ ৩॥ ঊর্দ্ধক্ষেত্র-

---

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন। হে শৌনক! দেবপ্রাসাদের লক্ষণ ও তন্নির্ম্মাণ-প্রণালী বলিব, শ্রবণ কর। যেস্থানে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে হইবে, সেই স্থানকে সমচতুষ্কোণ ও সমচতুরস্র করিয়া তাহাকে চতুঃষষ্টিভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। এইরূপে ভাগকরিতে হইবে যে, বিভক্ত স্থানগুলিও যেন সমচতুষ্কোণ হয়। ইহাতে ঐ ক্ষেত্রটী চতুঃষষ্টিপদবিশিষ্ট হইবে।১-২। দেবপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকে সমচতুরস্র দ্বাদশটী দ্বার করিতে হইবে। চতুঃষষ্টিপদবিভক্ত ক্ষেত্রের বহিঃস্থ অষ্টাবিংশতি পদ ও তদন্তর্ব্বর্ত্তী বিংশতি পদ, এই অষ্টচত্বারিংশৎ পদে মন্দিরের ভিত্তি নির্ম্মাণকরিবে।৩। মন্দিরের

ন্দং। ৪১। শোষপদাদূর্দ্ধনাগপদাদ্দক্ষিণপদে রুদ্রং শুক্লমেকপদং। ৪২। তদূর্দ্ধদ্বিতীয়ে ভল্লাটস্য দক্ষিণপদে রাজযক্ষ্মাণং পীতমেকপদং। ৪৩। জয়ন্তস্যাধোঽধঃ ক্রমেণ উত্তরচতুষ্কে ধরাধরং পীতং চতুষ্পদং। ৪৪। মধ্যে ব্রহ্মাণং রক্তং চতুষ্পদং। ৪৫। এবং পঞ্চচত্বারিংশদ্দেবতাস্থাপনানন্তরং মণ্ডলাদ্বহিঃকোণচতুষ্টয়ে কলসচতুষ্টয়ং বস্ত্রমাল্যাদ্যলঙ্কৃতং স্থাপয়েৎ। মণ্ডলাদ্বহিঃ পূর্ব্বস্যাং শক্রসূর্য্যয়োর্ম্মধ্যে পূর্ব্বে স্কন্দং পীতং। আগ্নেয্যাং কলসসমীপে বিদারীং কৃষ্ণাং। দক্ষিণস্যাং রক্তমর্য্যমণং। নৈঋর্ত্যাং কলসসমীপে কৃষ্ণাং পূতনাং। পশ্চিমায়াং কৃষ্ণং জম্ভকং। বায়ব্যাং কলসসমীপে কৃষ্ণাং পাপরাক্ষসীং। উত্তরস্যাং কৃষ্ণং পিলিপিঞ্জং। ঐশান্যাং কলসসমীপে কৃষ্ণাং চরকীং স্থাপয়েৎ। ততো ভূতেভ্যো বলিদানং। ততো যজ্ঞভূমের্ব্বহিঃ পূর্ব্বাদিদিক্ষু মাসভক্তবলির্দ্দেয়ঃ। তত্র মন্ত্রঃ। ওঁ ভূতা যে রাক্ষসা বাপি যে চ তিষ্ঠন্তি কেচন। তে গৃহ্নন্তু বলিং সর্ব্বে বাস্তুং গৃহ্নাম্যহং পুনঃ।

অথ পূজা। তত্রাদৌ সামান্যার্ঘ্যাসনশুদ্ধিবিঘ্ননিবারণাদিভূতশুদ্ধিমাতৃকান্যাস-প্রাণায়ামাঙ্গকরন্যাসৌ কৃত্বা ঈশাদীন্ মণ্ডলস্থান্ দেবতাঃ ক্রমেণ পূজয়েৎ। যথা পুষ্পাক্ষতান্ গৃহীত্বা ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ঈশ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ ইত্যাদ্যাবাহ্য এতৎ পাদ্যং ওঁ ঈশানায় নমঃ। এবং নৈবেদ্যান্তং সংপূজ্য পুষ্পাঞ্জলিং দদ্যাৎ। মণ্ডলকরণাসামর্থ্যে শালগ্রামে জলে বা আবাহনবিসর্জ্জনে বিনা পাদ্যাদিনা পূজয়েৎ। অসামর্থ্যে গন্ধপুষ্পাভ্যাং বা এবং ক্রমশঃ পর্য্যন্যায়, জয়ন্তায়, শক্রায়, ভাস্করায়, সত্যায়, ভৃশায়, ব্যোম্নে, অগ্নয়ে, পূষ্ণে, বিতথায়, গৃহক্ষতায়, যমায়, গন্ধর্ব্বায়, ভৃঙ্গায়, মৃগায়, পিতৃভ্যঃ, দৌবারিকায়, সুগ্রীবায়, পুষ্পদন্তায়, বরুণায়, অসুরায়, শোষায়, পাপায়, রোগায়, নাগায়, বিশ্বকর্ম্মণে, ভল্লাটায়, যজ্ঞেশ্বরায়, নাগরাজায়, শ্রিয়ৈ, দিত্যৈ, আপায়, আপবৎসায়, অর্য্যম্নে, সাবিত্রায়, সাবিত্র্যৈ, বিবস্বতে, ইন্দ্রায়, ইন্দ্রাত্মজায় (জয়ন্তায়), মিত্রায়, রুদ্রায়, রাজযক্ষ্মণে, ধরাধরায়, ব্রহ্মণে, বাহ্যে স্কন্দায়, বিদার্য্যৈ, অর্য্যম্নে, পূতনায়ৈ, জম্ভকায়, পাপরাক্ষস্যৈ, পিলিপিঞ্জায়, চরক্যৈ এবং ক্রমেণ তান্ সংপূজ্য পূজামণ্ডলমধ্যে ঘটং স্থাপয়েৎ। তত্র মন্ত্রাঃ। ভূমিং ধৃত্বা পঠেৎ। ওঁ ভূরসি ভূমিরস্য দিতিরসি বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধরিত্রীং পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃংহঃ পৃথিবীং মা হিংসীঃ। ইতি ভূমেঃ। ততো ধান্যস্য। ওঁ ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্ ধিনুহি যজ্ঞং ধিনুহি যজ্ঞপতিং ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যং। ইতি তত্র ধান্যং বিকিরেৎ। ততো ঘটস্য। ওঁ আজিঘ্র কলসং মহ্যাত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ। পুনরূর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব সানঃ সহস্রং ধুক্ষোরুধারা পয়স্বতী পুনর্ম্মা বিশতাদ্রয়িঃ। ইতি তত্র ঘটং স্থাপয়েৎ। ততো জলপূরণস্য। ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভঃ সর্জ্জনীস্থো বরুণস্য ঋতসদন্যসি বরুণস্য ঋতসদনমসি বরুণস্য ঋতসদন মাসীদ। ইতি জলেন পূরয়েৎ। ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ। হ্রদাঃ প্রস্রবণাঃ পুণ্যাঃ স্বর্গপাতালভূগতাঃ। ঘটে কুর্ব্বন্তু সন্নিধিং। ততঃ পল্লবস্য। ওঁ ধন্বনাগা ধন্বনা জিশ্বয়েম ধন্বনা তীব্রাঃ সমদোজয়েম। ধন্বঃ শত্রোরপকামং কৃণোতু ধন্বনা সর্পর্ব্বা সমদোজয়েম। ইত্যনেন তদুপরি পল্লবং দদ্যাৎ। ততঃ ফলস্য। ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতিঃ প্রসূতাস্তানোমুঞ্চন্ত্বংহসঃ। অনেন তদুপরি ফলং দদ্যাৎ। ততঃ সিন্দূরস্য। ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনেশূঘনাসোবাতপ্রমীয়ঃ পতয়ন্তি জুহ্বা (অহ্বা) ঘৃতস্য ধারা অরুশোণবাজী কাষ্ঠা ভিন্দন্নূর্ম্মিভির্ম্মধুমৎপিন্বমানঃ। অনেন সিন্দূরং দদ্যাৎ। ততঃ পুষ্পস্য। ওঁ শ্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা অহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাপ্তং ইষ্ণুন্নিশানামুম্মঈশানঃ সর্ব্বলোকম্মঈশানঃ। অনেন পুষ্পং দদ্যাৎ। ততঃ স্থিরীকরণং। ওঁ সর্ব্বতীর্থময়ং বারি সর্ব্বদেব- . .

সমা জঙ্ঘা তদূর্দ্ধে দ্বিগুণং ভবেৎ। গর্ভবিস্তারবিস্তীর্ণা শুকাঙ্ঘ্রিশ্চ বিধীয়তে॥ ৪ ॥ তস্ত্রিভাগেন কর্ত্তব্যঃ

উচ্চতার পরিমাণ কথিত হইতেছে। ভূমিহইতে গৃহতলপর্য্যন্ত যে উচ্চতা তাহাকে জঙ্ঘা কহে। জঙ্ঘার (পোঁতার) উচ্চতার পরিমাণ যত, তদূর্দ্ধে তাহার দ্বিগুণ প্রাসাদের উচ্চতার পরিমাণ হইবে; এবং প্রাসাদগর্ভের (মেঝের) বিস্তার-পরিমাণ যত, তৎপরিমাণে শুকাঙ্ঘ্রি অর্থাৎ শিখরের (চূড়ার) মূল (বনিয়াদ) করিবে। অঙ্ঘ্রিশব্দের অর্থ বনিয়াদ। একচূড় মন্দিরস্থলে এইরূপ পরিমাণ জানিবে। ৪। ত্রিচূড় কিম্বা পঞ্চচূড় মন্দিরনির্ম্মাণে

সমন্বিতং। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ। ওঁ স্থিরোভব বিড়ঙ্গ আশুর্ভব পৃথুর্ভব। বাহর্ব্বন্ সুখদস্ত্বমগ্নে পুরীষবাহন। ওঁ হ্রাং হ্রীং স্থিরোভব। ততোঽঙ্কুশমুদ্রয়া সূর্য্যমণ্ডলাত্তীর্থমাবাহয়েৎ। ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ। সর্ব্বে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি চ নদাহ্রদাঃ। আয়াস্তু যজমানস্য দুরিতক্ষয়কারকাঃ। যে চ পুণ্যশীলা স্তীর্থা ঘটে কুর্ব্বন্তু সন্নিধিং। ওঁ গঙ্গে চেত্যাদিনা চ। অশক্তৌ গায়ত্র্যা কুর্য্যাৎ। ইতি ব্রহ্মস্থানে দধ্যক্ষতসুবর্ণরজতান্বিতং সর্ব্বৌষধিযুক্তং ঘটং সংস্থাপ্য তত্র বাসুদেবং ধ্যাত্বাবাহ্য ষোড়শোপচারৈঃ গন্ধাদিভির্ব্বা পূজয়েৎ। লক্ষ্মীঞ্চ ষোড়শোপচারৈঃ পূজয়েৎ। ওঁ বাসুদেবগণেভ্যো নম ইতি সংপূজ্য ব্রহ্মস্থানে ওঁ সর্ব্বলোকধরাং সুরূপাং প্রমদারূপাং দিব্যাভরণভূষিতাং ধরাং ধ্যায়েৎ। ধ্যানং যথা—ধ্যায়েত্তাং বসুধাং দেবীং ত্রিদশৈরপি পূজিতাং। প্রিয়ঙ্গুকলিকশ্যামাং মুকুটাদ্যৈ রলঙ্কৃতাং। দিব্যবস্ত্রপরীধানাং দিব্যগন্ধানুলেপনাং। যজ্ঞপুণ্যপ্রদাং সৌম্যাং পীনোন্নতপয়োধরাং। দ্বিভুজাং তারিণীং দেবীং সর্ব্বলোকৈকমাতরং। ইতি ধ্যাত্বাবাহ্য ষোড়শোপচারৈঃ সংপূজ্য। সর্ব্বদেবময়ং হরিং ধ্যাত্বাবাহ্য সংপূজ্য বাস্তুপুরুষমাবাহ্য পূজয়েৎ। ততস্তৎকুম্ভে চতুর্ম্মুখদেবমাবাহ্য পূজয়েৎ। ততঃ পুনঃ পূজাস্থানে কুণ্ডোত্তরদেশে দধ্যক্ষতাবিভূষিতং চূতাশ্বত্থবটপ্লক্ষোডুম্বরপল্লবসংছন্নং ফলবস্ত্রযুগাচ্ছাদিতং অন্তঃক্ষিপ্তপঞ্চরত্নং সুবর্ণরজতম্বা অশ্বস্থান-গজস্থান-বল্মীক-নদীসঙ্গম-হ্রদ-গোকুল রথ্যাভ্যো মৃদ্যাহৃত্য সপ্তমৃদন্তঃক্ষিপ্তং সর্ব্বৌষধিক্ষিপ্তঞ্চ পূর্ব্ববৎ শান্তিকুম্ভং স্থাপয়েৎ। ততোমণ্ডলপশ্চিমভাগে দেবোন সবিতা উর্দ্ধোয়ানস্য সবিতা বদস্তিভির্ব্বায়ুভির্ব্বিজয়ামহে। ইতি মন্ত্রেণ হস্তাতপং উষ্ণীষঞ্চ বদ্ধা মণ্ডলপশ্চিমায়াং দিশি তাম্রকুণ্ডে হস্তপ্রমাণস্থণ্ডিলে বা হোমং কুর্য্যাৎ। তত্র মণ্ডলপশ্চিমায়াং

পঞ্চভাগেন বা পুনঃ। নির্গমস্তু শুকাঙ্ঘ্রেশ্চ উচ্ছ্রায়ঃ শিখরার্দ্ধগঃ॥ ৫ ॥ চতুর্দ্ধা শিখরং কৃত্বা ত্রিভাগে বেদিবন্ধনং। চতুর্থে পুনরস্যৈব কণ্ঠমামূলসাধনং॥ ৬ ॥

গর্ভবিস্তারপরিমাণের ত্রিভাগ কিম্বা পঞ্চভাগ-পরিমাণে চূড়ার বনিয়াদ করিবে। শিখরদেশে যে দ্বার করিবে, তাহার উচ্চতার পরিমাণ শিখরপরিমাণের অর্দ্ধ হইবে। ৫। শিখরের উচ্চতার পরিমাণকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার তিনভাগে শিখরের বেদি ও চতুর্থভাগে কণ্ঠ করিবে। ৬।

দিশি উপবিশ্য স্থণ্ডিলং গোময়েনোপলিপ্য হস্তমিতাং বালুকাময়ীং ভূমিং কুশত্রয়েণ সংমৃজ্য ঐশান্যাং ক্ষিপেৎ। ততঃ স্ফ্যেন কুশেন বা প্রাদেশপ্রমাণং প্রাগগ্রং রেখাত্রয়ং উত্তরোত্তরক্রমেণ কৃত্বা রেখাসুৎকরং তত্রোৎকীর্ণবালুকাং দক্ষিণহস্তানামিকাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং ক্রমেণোদ্ধৃত্য ঐশান্যাং প্রক্ষিপ্য বারিণাভ্যুক্ষ্য আত্মদক্ষিণে কাংস্যপাত্রস্থং শরাবস্থং বা জলদগ্নিমানীয় তস্মাজ্জ্বলদিন্ধনং ক্রব্যাদমগ্নিং গৃহীত্বা ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ। ইত্যনেন ক্রব্যাদাংশং দক্ষিণস্যাং প্রক্ষিপ্য শেষমপরমগ্নিং গৃহীত্বা ওঁ ইহৈবায় মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্। ইত্যনেনাগ্নিং স্বাভিমুখং কৃত্বা মধ্যরেখোপরি স্থাপয়েৎ। অত্র প্রজাপতিনামাগ্নিঃ। প্রতিষ্ঠায়াং লোহিতশ্চ বাস্তুযাগে প্রজাপতিঃ। জলাশয়প্রতিষ্ঠায়াং বরুণঃ সমুদাহৃতঃ। ইতি মৎস্যসূক্তে। ততো যথোক্তং বাস্তুযাগে অগ্নে ত্বং প্রজাপতিনামাসীতি নাম কৃত্বা অথবা বিশেষনামাজ্ঞানে অগ্নে ত্বং বিশ্বরূপনামাসীতি নাম কৃত্বা ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ। ইতি ধ্যাত্বা ওঁ বিশ্বরূপনামন্নগ্নে ইহাগচ্ছেত্যাদিনা বাহ্য গন্ধাদিভিঃ সংপূজ্য ওঁ সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ। বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু। ইতি পঠিত্বা ধারাসহিতমুদকপাত্রং গৃহীত্বা দক্ষিণাবর্ত্তেন অগ্নের্দ্দক্ষিণদেশং গত্বা অরত্নিমাত্রান্তরিতে দেশে পূর্ব্বাভিমুখীং বারিধারাং দত্ত্বা তদুপরি প্রাগগ্রকুশযুক্তং ব্রহ্মাসনং স্থাপয়েৎ। ব্রহ্মাণমগ্নিপ্রদক্ষিণমানীয় ব্রহ্মন্নত্রোপবিশ্যতাং ইতি বদেৎ। ততো ব্রহ্মা। ওঁ অহো দৈধিসব্যোদর্ত্তাস্তিষ্ঠাম্য সদনে সীদয়োঽম্মাৎ পাকৃতর ইতি পঠন্ অগ্নিং প্রদক্ষিণীকৃত্য গত্বা ব্রহ্মসদন মীক্ষতে। ব্রহ্মা অগ্ন্যভিমুখ. মুপবিশেৎ। পশ্চিমাভিমুখোঽয়মুপবিষ্টো বামহস্তানামিকাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং তস্মাদা সনাদা-স্তীর্ণকুশপত্রেভ্যঃ। কুশপত্র

অথবাপি সমং বাস্তুং কৃত্বা ষোড়শভাগিকং। তস্য মধ্যে চতুর্ভাগ মাদৌ গর্ভন্তু কারয়েৎ ॥ ৭ ॥ ভাগদ্বাদশিকাং ভিত্তিং ততস্তু পরিকল্পয়েৎ। চতুর্ভাগেন ভিত্তীনা মুচ্ছ্রায়ঃ স্যাৎ প্রমাণতঃ ॥৮॥ দ্বিগুণঃ শিখরো-

প্রকারান্তরে প্রাসাদনির্ম্মাণ প্রণালী এই। বাস্তুক্ষেত্রকে ষোড়শভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার মধ্যগত চতুর্ভাগ মন্দিরের গর্ভ করিবে। ৭। বাহিরের দ্বাদশভাগে ভিত্তিকল্পনা করিতে হইবে। ক্ষেত্রের চতুর্থভাগের যত পরিমাণ হইবে, ভিত্তির উচ্চতার পরিমাণ তত হইবে। ৮। ভিত্তির উচ্চতার পরিমাণের দ্বিগুণ

মেকং গৃহীত্বা ওঁ নিরস্তপাপ্মা সহ তেন বয়ং দ্বিষ্ম ইত্যনেন নৈর্ঋত্যাং প্রক্ষিপ্য ততো ব্রহ্মা ওঁ ইদমহং বৃহস্পতেঃ সদনে সীদামি প্রসূতো দেবেন সবিত্রা তদগ্নয়ে প্রব্রবীমি তদ্বায়বে তৎ পৃথিব্যৈ ইত্যনেনাগ্ন্যভিমুখমুপবিশতি। যদি ব্রহ্মা অযজ্ঞীয় বাগ্বচনং বদতি তদা ওঁ ইদং বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুলে। ইতি পঠেৎ। ব্রহ্মাসত্ত্বে আচার্য্যঃ স্বয়ং পঠেৎ। ততো হোতা ব্রহ্মাণং গন্ধাদিভিঃ পূজয়েৎ। ইতি ব্রহ্মস্থাপনং। ততোঽগ্নেরুত্তরে প্রস্তরণভূমিমতীত্য কুশানাস্তীর্য্য তত্র বারুণকাষ্ঠময়ষড়ঙ্গুলবিস্তার-বিংশত্যঙ্গুলদীর্ঘ চতুরঙ্গুল (খাতা) দণ্ডাত্মকমূলচমসস্থং মৃণ্ময়পাত্রস্থং বা জলং কুশৈরাচ্ছাদ্য প্রণীতাপাত্রং বামহস্তে কৃত্বা দক্ষিণহস্তেন জলৈরাপূর্য্য কুশৈরাচ্ছাদ্যাগ্নেরুত্তরে ব্রহ্মণো মুখমবলোক্যাসঙ্করে দেশে কুশোপরি সংস্থাপয়েৎ। ততঃ সকৃদাচ্ছিন্নকুশানাস্তরণং যথা প্রাগগ্রকুশৈঃ পূর্ব্বস্যাং দিশি আগ্নেয়কোণাদীশানকোণান্তং দক্ষিণস্যাং দিশি ব্রহ্মণঃ সকাশাদগ্নিকোণপর্য্যন্তং পশ্চিমায়াং দিশি নৈর্ঋতকোণাদ্বায়ুকোণান্তং উত্তরস্যাং দিশি বায়ব্যা দগ্নেঃ প্রণীতাপর্য্যন্তং যাবৎ মূল মগ্রেণাচ্ছাদয়ন্ বারত্রয় মাস্তরেৎ। ততোঽগ্নেরুত্তরস্যাং দিশি পূর্ব্বপূর্ব্বক্রমেণ প্রয়োজনদ্রব্যাণ্যা সাদয়েৎ। যথা পবিত্রচ্ছেদনকুশাঃ পবিত্রার্থং সাগ্রং গর্ভশূন্যং কুশপত্রদ্বয়ং সম্মার্জ্জনকুশাঃ ষট্ উপযমনকুশাস্ত্রয়োদশ প্রাদেশমাত্রং সমিত্রয়ং প্রোক্ষণীপাত্রং আজ্যস্থালী আজ্যং স্রুক্ স্রুবঃ মধুতিলযবাঃ ব্রহ্মদক্ষিণার্থং পূর্ণপাত্রং হোতৃদক্ষিণা বস্ত্রযুগং কাংস্যপাত্রং সুবর্ণানি বিল্বপঞ্চকং এতান্যাসাদয়েৎ। ততঃ পূর্ব্বাসাদিতসাগ্রগর্ভশূন্যকুশপত্রদ্বয়ং তাদৃশকুশাস্তরেণ বেষ্টিতং পবিত্রচ্ছেদনকুশেন প্রাদেশমাত্রং ওঁ পবিত্রে স্থোবৈষ্ণব্যৌ ইত্যনেনানখলোহচ্ছিন্নং ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতে স্থঃ ইতি সংপ্রোক্ষ্য প্রোক্ষণীপাত্রে সংস্থাপ্য তত্র প্রণীতোদকং কিঞ্চিদ্দত্বা বামহস্তানামিকাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং পবিত্রাগ্রং দক্ষিণহস্তানামিকাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং তন্মূলং ধৃত্বা পবিত্রমধ্যেন প্রোক্ষণীপাত্রাৎ কিঞ্চিজ্জলং ভূমৌ ত্রিঃ প্রক্ষিপ্য বামহস্ততলে প্রোক্ষণীপাত্রং নিধায় সপবিত্রদক্ষিণহস্তেন প্রোক্ষণীপাত্রাৎ কিঞ্চিজ্জলমুত্তোল্য বারত্রয়ং তদুদকেন আসাদিত দ্রব্যাণি সংপ্রোক্ষ্য আত্মবামে ভূমৌ প্রণীতাদক্ষিণে প্রোক্ষণীপাত্রং সংস্থাপয়েৎ। ততঃ আজ্যপাত্রে ঘৃতং নিক্ষিপ্য অগ্নৌ জ্বলদগ্নিং গৃহীত্বা তেন ঈশানকোণাৎ স্বদক্ষিণাবর্ত্তেন আজ্যপাত্রং ত্রিঃ পরিবেষ্ট্য তমগ্নিং তত্রৈবাগ্নৌ ক্ষিপেৎ। ততঃ স্রুবং অধোমুখমগ্নৌ প্রতপ্য সম্মার্জ্জনকুশপত্রদ্বয়েন মূলাদগ্রং অগ্রান্মূলং সম্মার্জ্য কুশাবগ্নৌ প্রক্ষিপ্য পুনঃ স্রুবং প্রতপ্য প্রণীতোদকেনাভ্যুক্ষ্য পুনঃ প্রতপ্য প্রোক্ষণ্যুত্তরে স্থাপয়েৎ। ইত্থমেব বারত্রয়ং সংস্কুর্য্যাৎ। ততঃ প্রোক্ষণীপাত্রস্থং পবিত্রং অগ্রে দক্ষিণহস্তানামিকাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং মূলে বামহস্তানামিকাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং গৃহীত্বা দক্ষিণহস্তোপরিভাবেনাধোমুখব্যস্তপাণিঃ পবিত্রমধ্যেনাজ্যমুত্তোলনরূপমুৎপবনং কৃত্বা ওঁ সবিতুর্ব্বঃ প্রসব উৎপুনাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা। ইতি মন্ত্রেণাজ্যমবেক্ষ্য প্রোক্ষণীপ্রণীতাজলঞ্চ তথৈব পবিত্রমধ্যেনোত্তোল্য উৎপূয় পুনঃ পবিত্রং তথৈব প্রোক্ষণ্যাং স্থাপয়েৎ। ততো হোমসমাপ্তিং যাবৎ হোতাবামহস্তস্য মধ্যমানামিকাভ্যাং উপযমনকুশান্ গৃহীত্বা প্রকৃতকর্ম্মণি পাকযজ্ঞে চ সাহসঃ ইতি নামকরণং। ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ। ইত্যাদিত্যপুরাণীয়ং ধ্যাত্বা বাস্তুযাগকর্ম্মণি অগ্নে ত্বং সাহসনামাসি ইতি নাম কৃত্বা ওঁ ভূর্ভুবঃ সাহসনামন্নগ্নে ইহাগচ্ছেত্যাদিনাবাহ্য এতৎ পাদ্যং ওঁ সাহসনাম্নে অগ্নয়ে নমঃ ইত্যাদিনা সংপূজ্য ঘৃতাক্তং প্রাদেশপ্রমাণং সমিত্রয়ং প্রাগগ্রং উত্তিষ্ঠন্নগ্নৌ তূষ্ণীং প্রক্ষিপ্য পূর্ব্ববদুপবিশ্য প্রোক্ষণীপাত্রস্থং পবিত্রং দক্ষিণহস্তেন গৃহীত্বা পূর্ব্বোক্তেন। ওঁ সবিতুর্ব্বঃ প্রসব ইত্যাদিনা তজ্জলেনেশানাদিতো-দক্ষিণাবর্ত্তেনাগ্নিং পরিবেষ্ট্য ইত্যগ্নিপর্য্যুক্ষণং কৃত্বা তৎ পবিত্রং প্রণীতায়াং নিধায় সংস্রবণার্থং অগ্নেরুত্তরে স্থাপয়েৎ। ততো দক্ষিণজানু ভূমৌ পাতয়িত্বা ব্রহ্মণোঽন্বারম্ভপূর্ব্বকং স্রুবং গৃহীত্বা স্রুবেণাঘারাবাজ্যভাগৌ জুহুয়াৎ। প্রজাপতিং মনসা ধ্যায়ন্ ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা ইত্যনেনাগ্নের্ব্বায়ুকোণাদারভ্য অগ্নিকোণপর্য্যন্তং মধ্যবর্ত্তেনাগ্নৌ ঘৃতধারাং দদ্যাৎ। ইদং প্রজাপতয়ে।..

চ্ছ্রায়ো ভিত্ত্যুচ্ছ্রায়াচ্চ মানতঃ। শিখরার্দ্ধস্য চার্দ্ধেন বিধেয়াস্তু প্রদক্ষিণাঃ ॥৯॥ চতুর্দ্দিক্ষু তথা জ্ঞেয়ো নির্গমস্তু তথা বুধৈঃ। পঞ্চভাগেন সংভজ্য গর্ভমানং বিচক্ষণঃ ॥ ১০ ॥ ভাগমেকং গৃহীত্বা তু নির্গমং কল্পয়েৎ

পরিমাণে শিখরের উচ্চতা করিবে। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে শিখরের উচ্চতার চতুর্থাংশ পরিমাণে বিস্তৃত প্রদক্ষিণার্থ রক্ রাখিবে।৯। দেবপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকেই নির্গম ও প্রবেশার্থ দ্বার করিতে হইবে। মন্দিরমধ্যে চারিভাগ ও সম্মুখে একভাগ, এই পঞ্চভাগকে গর্ভমান বলে। ১০। পুনর্ব্বার একভাগ

এবং দেবতোদ্দেশঃ সর্ব্বত্র কার্য্যঃ। প্রত্যাহুতিশেষসংস্রবান্ প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপয়েৎ। ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা। ইত্যনেনাগ্নে নৈর্ঋতিকোণাদ্দারভ্য ঈশানকোণপর্য্যন্তং পূর্ব্ববন্মধ্যবর্ত্তেনাগ্নৌ ঘৃতধারাং দদ্যাৎ। ইদমিন্দ্রায়। হুতশেষহবিঃ প্রোক্ষণ্যাং স্থাপয়েৎ। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। ইত্যনেনাগ্নেরুত্তরতঃ পশ্চিমাদিপ্রাচ্যন্তং ঘৃতধারাং দদ্যাৎ। ইদমগ্নয়ে। ইতি হুতশেষহবিঃ প্রোক্ষণ্যাং স্থাপয়েৎ। ওঁ সোমায় স্বাহা। অনেনাগ্নের্দ্দক্ষিণতঃ পূর্ব্বাদিপশ্চিমান্তাং ঘৃতধারাং দদ্যাৎ। ইদং সোমায়। ইতি দেবোদ্দেশঃ হুতশেষহবিঃসংস্রবং প্রোক্ষণ্যাং স্থাপয়েৎ। ততো অন্বারম্ভত্যাগপূর্ব্বকং মহাব্যাহৃতিহোমং কুর্য্যাৎ। ওঁ ভূঃস্বাহা। ইদমগ্নয়ে। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ইদং বায়বে। ওঁ স্বঃ স্বাহা। ইদং সূর্য্যায়। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা। ইদং অগ্নিবায়ুসূর্য্যেভ্যঃ। ততো ঘৃতমধুমিশ্রিততিলযবৈঃ সমিদ্ভির্ব্বা মণ্ডলস্থঈশাদিপূজিতদেবতাভ্যঃ প্রত্যেকং দশাহুতীর্জুহুয়াৎ। যজুষাং দেবতোদ্দেশঃ সর্ব্বত্র। ততো বাসুদেবায়। লক্ষ্ম্যৈ। বাসুদেবগণেভ্যঃ। ধরায়ৈ। হরয়ে। বাস্তুপুরুষায়। চতুর্ম্মুখায়। ততঃ সঙ্কল্প্য ব্রহ্মণেঽষ্টোত্তরশতেন জুহুয়াৎ। আবরণদেবতাভ্যঃ। ততঃ প্রত্যঙ্গদেবতাভ্যঃ। ততো মহাব্যাহৃতিহোমং কৃত্বা প্রায়শ্চিত্তহোমং কুর্য্যাৎ। তত্র সঙ্কল্পঃ। অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতেঽস্মিন্ বাস্তুযাগকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় ওঁ ত্বন্নোঽগ্নে ইত্যাদি পঞ্চভির্ম্মন্ত্রৈঃ প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিষ্যামি। ইতি সঙ্কল্প্য সূক্তং পঠিত্বা অগ্নে ত্বং বিধুনামাসীতি নাম কৃত্বাবাহ্য সংপূজ্য ত্বন্নোঽগ্নে ইত্যস্য বামদেবঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নিবরুণৌ দেবতে আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ত্বন্নোঽগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেলোঽবযাসি সীষ্ঠা। যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ সোশুচানো বিশ্বা দ্বেষাংসি প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ স্বাহা। ইদমগ্নিবরুণাভ্যাং।১। সত্বন্নোঽগ্নে ইত্যস্য বামদেবঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নিবরুণৌ দেবতে আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সত্বন্নোঽগ্নেঽবমো ভবতীনেদিষ্ঠো অস্যা উষসোব্যুষ্টৌ। অবযক্ষ্ব নো বরুণং ররাণো বীহি মৃলীকং সুহবো ন এধি স্বাহা। ইদমগ্নিবরুণাভ্যাং।২। অয়াশ্চাগ্নে ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ পংক্তিচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়াশ্চাগ্নেঽস্যনভিঃ স্বস্তিপাশ্চ সত্বমিথময়া অসি। অয়ানোযজ্ঞং বহাস্যয়ানোধেহি ভেষজং স্বাহা। ইদমগ্নয়ে।৩। যেতেশতমিত্যস্য শুনঃশেফঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোবরুণাদয়োদেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যেতেশতং বরুণয়ে সহস্রং যজ্ঞিয়াঃ পাশাবিততামহান্তঃ। তেভির্নোঽদ্য সবিতোত বিষ্ণুর্বিশ্বে মুঞ্চন্তু মরুতঃ স্বর্কাঃ স্বাহা। ইদং বরুণায়। সবিত্রে বিষ্ণবে বিশ্বেভ্যো মরুদ্ভ্যঃ স্বর্কেভ্যঃ। ৪। উদুত্তমিত্যস্য শুনঃশেফঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোবরুণোদেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদুত্তমং বরুণপাশ মস্মদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায় অথাবয়ং দিত্যব্রতে তবানাগসোঽদিতয়ে স্যাম স্বাহা। ইদং বরুণায়। ৫। ইতি প্রায়শ্চিত্তহোমঃ। ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে। ইতি মনসা। ইতি প্রাজাপত্য হোমঃ। ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা। ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে। ইতি স্বিষ্টকৃদ্ধোমঃ। ততো বাস্তোর্ব্বিল্বপঞ্চকহোমঃ। ওঁ বাস্তোষ্পতে ইতি ঋক্‌পঞ্চকস্য বিশ্বামিত্র ঋষিরতিজগতিচ্ছন্দোবাস্তোষ্পতির্দ্দেবতা বাস্তুপ্রীতয়ে বিল্বপঞ্চকহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বাস্তোষ্পতে প্রতিজানীহ্যস্মানস্বাবেশঅনমীবো ভবানঃ। যত্তেমহে প্রতিতন্নো জুষস্ব শন্নোভব দ্বিপদেশং চতুষ্পদে স্বাহা। ইদং বাস্তোষ্পতয়ে। ১। ওঁ বাস্তোষ্পতে প্রতরণোনএধি গয়স্ফানোগোভিরশ্বেভিরিন্দোঃ। অজরা সস্তে সখ্যে স্যাম পিতেব পুত্রান্ প্রতিতন্নো জুষস্ব স্বাহা। ইদং বাস্তোষ্পতয়ে।২। বাস্তোষ্পতেস্তময়া সংজাতে সমক্ষীমহি। হিরণ্য যা গাতু মদ্যা পাহি ক্ষেম উতযোগে বরেণ্যোযূয়ং প্রাতঃ স্বস্তিভিঃ স দানঃ স্বাহা। ইদং বাস্তোষ্পতয়ে।৩। ওঁ অমীরহা বাস্তোষ্পতে বিরূপাস্যাবিশন্। সখাসুখে বা এধিনঃ স্বাহা। ইদং বাস্তোষ্পতয়ে।৪। ওঁ বাস্তোষ্পতে ধ্রুববাস্তূনাং শত্রং সৌম্যানাং। এপ্সঃ পুরাভেত্তা শাশ্বতীনামিন্দ্রো মুনীনাং সখা স্বাহা। ইদং বাস্তোষ্পতয়ে। ৫। ইতি মধুঘৃতাক্তবিল্বপঞ্চকহোমঃ। সামগানাং স্বগৃহ্যোক্তোদীচ্যং কর্ম্ম সমাপ্য। ততো যজমানঃ সংস্রবং প্রাশ্য স্নাত্বা বা আচম্য প্রণীতাপাত্রাৎ পবিত্রমানীয় তজ্জলেন ওঁ সুমিত্রিয়ান

পুনঃ। গর্ভসূত্রসমোভাগাদগ্রতো মুখমণ্ডপঃ। এতৎ সামান্য-মুদ্দিষ্টং প্রাসাদস্য হি লক্ষণং ॥ ১১ ॥

লিঙ্গমানমথো বক্ষ্যে পীঠোলিঙ্গসমোভবেৎ। দ্বিগুণেন ভবেদ্‌গর্ত্তঃ সমন্তচ্ছৌনক ধ্রুবং। তদ্বিধা চ ভবোভিত্তির্জ্জঙ্ঘা তদ্বিস্তরার্দ্ধগা ॥১২॥ দ্বিগুণং শিখরং প্রোক্তং জঙ্ঘায়াঃ শৈচব শৌনক। পীঠগর্ভাবরং কর্ম্ম তম্মানেন শুকাঙ্ঘ্রিকাং ॥ ১৩ ॥ নির্গমস্তু সমাখ্যাতঃ শেষং পূর্ব্ববদেব তু। লিঙ্গমানঃ স্মৃতোহ্যেষ, দ্বারমানমথোচ্যতে ॥ ১৪ ॥ করাগ্রং বেদবৎ কৃত্বা দ্বারং ভাগা-

গ্রহণ করিয়া নির্গমার্থ দ্বার করিবে। গর্ভস্থানের সমসূত্রে অগ্রভাগে মণ্ডপের সম্মুখস্থান হইবে। যে সকল প্রাসাদলক্ষণ কথিত হইল, ইহা সামান্য লক্ষণ বলিয়া জানিবে। ইহা ভিন্ন স্বেচ্ছানুসারে মঠ রথাকার প্রভৃতি নানাবিধ দেবমন্দির করিতে পারে। ১১।

অনন্তর লিঙ্গপরিমাণ বলিব। লিঙ্গের যত পরিমাণ, পীঠের পরিমাণও তত হইবে। হে শৌনক! পীঠপরিমাণের দ্বিগুণ করিয়া চতুর্দ্দিকে পীঠগর্ভ করিবে। পীঠগর্ভের যে পরিমাণ হইবে, সেই পরিমাণে ভিত্তি ও বিস্তারের অর্দ্ধপরিমাণে জঙ্ঘা করিবে। ১২। হে শৌনক! জঙ্ঘার দ্বিগুণ পরিমাণে শিখর এবং পীঠ ও গর্ভ এই উভয়ের অন্তর পরিমাণ যত হইবে, তৎপরিমাণে শিখরের বনিয়াদ করা বিধেয়। ১৩। দ্বারপরিমাণ পূর্ব্ববৎ করিবে। এইরূপে লিঙ্গপরিমাণ কথিত হইল, এইক্ষণ দ্বারপরিমাণ কথিত হইতেছে। ১৪।

আপঃ ওষধয়ঃ সন্তু। ইতি শিরসি সিঞ্চেৎ। ও দুর্ম্মিত্রিয়া আপ স্তস্মৈ সন্তু। ইত্যধো ভূমৌ সিঞ্চেৎ। ওঁ যোহস্মান্ দ্বেষ্টি যঞ্চ বয়ং দিষ্ম। ইত্যৈশান্যাং প্রণীতাপাত্রং ন্যুব্জীকুর্য্যাৎ। ততো বর্হির্হোমঃ। ততস্তরণক্রমেণ বর্হিরুত্থাপ্য আজ্যেনাভিঘার্য্য ওঁ দেবাগাতু বিদোগাতু মিত্বাগাতু মিতোবলং। বনস্পত ইমং দেব যজ্ঞং স্বাহা। ওঁ বাতেধাভব স্বাহা। ইতি বর্হির্হোমং কৃত্বা। ততো মহাব্যাহৃতিহোমং কৃত্বা পূর্ণাহুতিং দদ্যাৎ। যথা অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসীতি নাম কৃত্বা ধ্যাত্বাবাহ্য সংপূজ্য ফলতাম্বূলযুক্তঘৃতপূর্ণস্রুচা উত্থায় প্রজ্বলিতেহগ্নৌ ওঁ মূর্দ্ধানং দিবোহরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃতং। আজাতমগ্নিং কবিং সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্নাঃ পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে। ইত্যনেন পূর্ণাহুতিং দত্ত্বা পূর্ণপাত্রং দক্ষিণাং দদ্যাৎ। ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বাস্তুহোমকর্ম্মণি কৃতাকৃতাবেক্ষণব্রহ্মকর্ম্মণাং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রং অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে। ওঁ স্বস্তি ইতি প্রতিবচনং। ওঁ ব্রহ্মন্ ক্ষমস্ব ইত্যগ্নিং বিসৃজ্য অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ। ওঁ যজ্ঞং গচ্ছ যজ্ঞপতিং গচ্ছ স্বাং যোনিং গচ্ছ স্বাহা। ওঁ এষতে যজ্ঞোযজ্ঞপতিঃ সহসূক্তবাক্ সর্ব্ববীরস্তং জুষস্ব স্বাহা। মাহিভূর্ম্মাপৃষদাও। ইত্যনেনাগ্নৌ ঐশান্যাং দধ্না দুগ্ধেন বা ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব। অনেন দদ্যাৎ। ততো বাস্তুদেবতাভ্যঃ পায়সেন বলিং দদ্যাৎ। এষ পায়সবলিঃ ওঁ ঈশানায় নমঃ। ইত্যাদি চরকীপর্য্যন্তেভ্যোবলিং দদ্যাৎ। ততঃ ব্রহ্মণে বাসুদেবাদি চতুস্তম্ভেভ্যো বলিং দদ্যাৎ। ততঃ শান্তিং কুর্য্যাৎ। পুণ্যাহং ঋদ্ধিং স্বস্তিং চ বাচয়েৎ। তত আচার্য্যঃ প্রাঙ্মুখং পুত্রাদিসহিতং যজমানং শান্তিকলসজলেনাভিষিঞ্চেৎ। তত্র মন্ত্রাঃ। ওঁ সুরাস্ত্বামভিসিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা শঙ্কর্ষণো বিভুঃ। প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে। ১। আখণ্ডলোহগ্নির্ভগবান্ যমোবৈ নৈঋতস্তথা। বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ। ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিক্‌পালাঃ পান্তু তে সদা। ২। কীর্ত্তিলক্ষ্মীর্ধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ। বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তিস্তুষ্টিঃ পুষ্টিশ্চ মাতরঃ। এতাস্ত্বামভিসিঞ্চন্তু দেবপত্ন্যঃ সমাগতাঃ। ৩। আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধোজীবসিতার্কজাঃ। গ্রহাস্ত্বামভিসিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ। ৪। দেবদানবগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ। ঋষয়ো মুনয়োগাবো দেবমাতর এব চ। দেবপত্ন্যোদ্রুমানাগা দৈত্যাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ। অস্ত্রাণি সর্ব্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ। ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে। সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদানদাঃ। এতে ত্বা মাভিসিঞ্চন্তু সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে।৫। ততঃ কয়ানশ্চিত্রেত্যাদিনা স্বস্তি ন ইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবেত্যাদিনা চ শান্তিং কৃত্বা তিলকং দদ্যাৎ যথা। স্রুবলগ্নসঘৃতভস্মনা ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং ইতি শিরসি ললাটে। ওঁ যমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং ইতি কণ্ঠে। ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং ইতি বাহুমূলয়োঃ। ওঁ তন্মেহস্তু ত্র্যায়ুষং ইতি হৃদি অন্যকর্ত্তৃকপাঠে তস্মে ইত্যত্র ততে ইতি বিশেষঃ উহ্যং। ওঁ তস্মৈ সন্তু ত্র্যায়ুষং ইতি অন্যত্র তিলকং দদ্যাৎ। ততঃ পুনরপি পুণ্যাহং ঋদ্ধিং স্বস্তিঞ্চ বাচয়িত্বা সনালকর্করীং গৃহীত্বা সূত্রমার্গেণ জলধারাং

ষ্টমং ভবেৎ। বিস্তরেণ সমাখ্যাতং দ্বিগুণং স্বেচ্ছয়া ভবেৎ॥ ১৫॥ দ্বারবৎ পীঠমধ্যে তু শেষং শুষিরকং ভবেৎ। পাদিকং শেষিকং ভিত্তির্দ্বারার্দ্ধেন পরিগ্রহাৎ॥১৬॥ তদ্বিস্তারসমা জঙ্ঘা শিখরং দ্বিগুণং ভবেৎ। শুকাঙ্ঘ্রিঃ পূর্ব্ববজ্জ্ঞেয়া নির্গমোচ্ছ্রায়কং ভবেৎ। উক্তং মণ্ডপমানন্তু স্বরূপং চাপরং বদ॥ ১৭॥

ত্রৈবেদং কারয়েৎ ক্ষেত্রং যত্র তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ। ইত্থং কৃতেন মানেন বাহ্যভাগবিনির্গতং॥ ১৮॥ নেমিঃ

প্রসাদসীমার চারিহস্ত অন্তরে বাস্তুক্ষেত্রের অষ্টম ভাগে বহির্দ্বার হইবে। অঙ্ঘ্রি (বনিয়াদ) প্রভৃতির বিষয় প্রাসাদবর্ণনস্থলে সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। বহির্দ্বার মন্দিরদ্বারের দ্বিগুণ, অথবা ইচ্ছানুসারে যথাসম্ভব পরিমাণবিশিষ্ট করিবে। ১৫। বহির্দ্বারের পীঠ অর্থাৎ কপাট সচ্ছিদ্র করা বিধেয়। দ্বারের অর্দ্ধ পরিমাণে দ্বারের শেষভিত্তি করিতে হইবে। ১৬। বহির্দ্বারের বিস্তারপরিমাণ যত হইবে, তাহার জঙ্ঘাও তত পরিমাণবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। জঙ্ঘা যত উচ্চ হইবে, শিখর (চূড়া) তাহার দ্বিগুণ উচ্চ হইবে। প্রাসাদশিখরের অঙ্ঘ্রি (বনিয়াদ) ও দ্বারের উচ্চতাদি যেরূপ কথিত হইয়াছে, দ্বারশিখরের অঙ্ঘ্রি ও উচ্চতাদিও তদ্রূপ করিতে হইবে। মণ্ডপের পরিমাণাদি কথিত হইল, এইক্ষণ তাহার স্বরূপ বলিতেছি। ১৭।

প্রাসাদক্ষেত্রের বহির্ভাগের বিবরণ কথিত হইতেছে। দেবপ্রাসাদে সর্ব্বদা দেবগণ বিদ্যমান আছেন। পূর্ব্বোক্তপ্রকারে দেবমন্দির প্রস্তুত করিয়া নিম্নলিখিত প্রণালীতে বাহ্যভাগ নির্ম্মাণ করিবে। ১৮। প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে তাহার চতুর্থাংশ

দত্ত্বা আকাশপদে হস্তমাত্রং অধশ্চতুরঙ্গুলখাতং গোময়েনোপলিপ্য চন্দনেন বিলেপয়েৎ। মধ্যে শুক্লপুষ্পাক্ষতানি নিঃক্ষিপেৎ। তত আচার্য্যশ্চতুর্ম্মুখং দেবং ধ্যাত্বা তূর্য্যমঙ্গলঘোষেণ ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মকলস বনস্পতে দেবযজন্তস্তেমহে। উপপ্রয়ান্তু মরুতঃ সুদানব ইন্দ্রপ্রাশুর্ভবাসচা। ইতি মন্ত্রেণ ব্রহ্মাণমুত্থাপ্য ব্রহ্মস্থানাৎ কুম্ভমানীয় জানুভ্যাং ধরণীং গত্বা যজমানঃ এষোঽর্ঘঃ ওঁ আয়াহি ভগবন্ দেব তোয়মূর্ত্তে জলেশ্বর। গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং পরিতোষায় তে নমঃ। ওঁ বরুণায় নমঃ। ইতি ঘটে অর্ঘ্যং দদ্যাৎ। ততঃ কর্করীং গৃহীত্বা তৎ খাতং জলেনাপূর্য্য ওমিতি স্মরন্ তত্র শুক্লপুষ্পাণি নিঃক্ষিপেৎ। দক্ষিণাবর্ত্তে জলে ভ্রমস্তি তদা শুভং। বামাবর্ত্তেঽশুভং। তত ইষ্টকং গৃহীত্বা ওঁ ইষ্টকেয়ং প্রয়চ্ছেষ্টং প্রতিষ্ঠাং কারয়াম্যহং। দেশস্বামি-পুরস্বামি-গৃহস্বামিপরিগ্রহে। মনুষ্যধনহস্ত্যশ্বপশুবৃদ্ধিকরীভব। ওঁ যথাচলো গিরির্মেরুর্হিমবাংশ্চ যথাচলঃ। তথা ত্বমচলো ভূত্বা তিষ্ঠ চাত্র শুভায় মে। ইতি পঠিত্বা তৎখাতে পঞ্চরত্নং দধ্যোদনং নিঃক্ষিপ্য শালিযবাদিবীজৈঃ শুদ্ধমৃত্তিকয়া চ খাতং পূরয়েৎ। তত আচার্য্যঃ পূজিতদেবগণং বিসর্জ্জয়েৎ। ওঁ যান্তু দেবগণাঃ সর্ব্বে পূজামাদায় যাজ্ঞিকাৎ। ইষ্টকামপ্রসিদ্ধ্যর্থং পুনরাগমনায় চ। ওঁ গচ্ছধ্বমমরাঃ সর্ব্বে গৃহীত্বার্চ্চাং স্বমালয়ং। সন্তুষ্টা বরমস্মাকং দত্ত্বেদানীং সুপূজিতাঃ। ওঁ সর্ব্বে দেবাঃ ক্ষমধ্বং ইতি পঠিত্বা বিসর্জ্জয়েৎ। ততো দক্ষিণাং কুর্য্যাৎ। ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকদেবশর্ম্মা কৃতৈতদ্বাস্তুযাগকর্ম্মণি হোতৃকর্ম্মসাঙ্গতার্থং অথবা বাস্তুদোষোপশমনার্থং বাস্তুযাগকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং বস্ত্রযুগকাংশুসুবর্ণং বৃহস্পতিচন্দ্রদৈবতং অমুকগোত্রায় অমুকদেবশর্ম্মণে হোত্রে আচার্য্যায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে। সদস্যস্যাপিচ। ততো মূলদক্ষিণা। অদ্যেত্যাদি কৃতৈতদ্বাস্তুদোষোপশমনবাস্তুযাগকর্ম্মপ্রতিষ্ঠার্থং বা সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথা সম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে। স্বস্তীতি প্রতিবচনং। ততোঽচ্ছিদ্রাবধারণং কুর্য্যাৎ। বৈগুণ্যদোষনাশার্থং বিষ্ণুং স্মরেৎ। যদসাঙ্গমিত্যাদি। ওঁ প্রীয়তামিত্যাদি। ততঃ কর্ম্মফলং ভগবতি সমর্পণং। ততঃ প্রণমেৎ। ততঃ সর্ব্বোষধিজলেন যজমানঃ স্নায়াৎ। ততো দৈবজ্ঞগ্রহপতিং পরিতোষ্য ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ॥

ইতি বাস্তুযাগপ্রয়োগঃ সমাপ্তঃ।

মনুষ্যগৃহারম্ভে একাশীতিপদবাস্তুমণ্ডলস্য বিশেষঃ। চতুঃষষ্টিপদবাস্তুপদ্ধত্যুক্তকীলকপার্শ্বেষু মাসভক্তবলিদানান্তং কীলকচতুষ্টয়মধ্যে কার্পাসডোরেণ কনকশলাকয়া বা উত্তরস্যামারভ্য শান্তা যশোবতী কান্তা বিশালা প্রাণবাহিনী শচী সুমনসা নন্দা সুভদ্রা সুরথা সংজ্ঞিকা দশ প্রগায়তাঃ। পশ্চিমায়ামারভ্য হিরণ্যা সুব্রতা লক্ষ্মীর্বিভূতি-র্বিমলা প্রিয়া জয়া সকলা বিশোকা ইড়া সংজ্ঞকা দশোত্তরায়তাঃ রেখাঃ কুর্য্যাৎ। ততঃ শুক্লবর্ণাক্তেন সূত্রেণ তা রেখাঃ সম্যগুন্নিম্নায় নবনবকৈ-রেকাশীতিপদানি কুর্য্যাৎ। এবং বাস্তুমণ্ডলং বিধায় শিখিপ্রভৃতিদিত্যন্তং দ্বাত্রিংশৎ পার্শ্বে মধ্যে ত্রয়োদশ এবং পঞ্চচত্বারিংশৎ পদিকান্ দেবান্ স্বস্ব-

পাদেন বিস্তীর্ণা প্রাসাদস্য সমন্ততঃ। গর্ভন্তু দ্বিগুণং কুর্য্যান্নেম্যামানং ভবেদিহ। সএব ভিত্তেরুৎসেধো শিখরোদ্বিগুণোমতঃ॥ ১৯॥

প্রাসাদানাঞ্চ বক্ষ্যামি মানং যোনিঞ্চ মানতঃ। বৈরাজঃ পুষ্পকাখ্যশ্চ কৈলাসোমালিকাহ্বয়ঃ। ত্রিপিষ্টপঞ্চ পঞ্চৈতে প্রাসাদাঃ সর্ব্বযোনয়ঃ॥ ২০॥ প্রথমশ্চতুরস্রো হি দ্বিতীয়স্তু তদায়তঃ। বৃত্তোবৃত্তায়তশ্চান্যোঽষ্টাস্রশ্চেহ চ পঞ্চমঃ॥ ২১॥ এতেভ্যএব সম্ভূতাঃ প্রাসাদাঃ সুমনোহরাঃ। সর্ব্বপ্রকৃতিভূতেভ্যশ্চত্বারিংশচ্চএব চ॥ ২২॥ মেরুশ্চ মন্দরশ্চৈব বিমানশ্চ তথাপরঃ। ভদ্রকঃ সর্ব্বতোভদ্রো রুচকো-নন্দনস্তথা॥ ২৩॥ নন্দিবর্দ্ধনসংজ্ঞশ্চ শ্রীবৎসশ্চ নবেত্যমী। চতুরস্রাঃ সমুদ্ভূতা বৈরাজাদিতি গম্যতাং॥২৪॥ বড়ভী গৃহরাজশ্চ শালাগৃহঞ্চ মন্দিরং। বিমানঞ্চ

বিস্তীর্ণ নেমি অর্থাৎ জলনির্গমার্থ পয়ঃপ্রণালী করিবে। ঐ নেমি বৃত্তাকার হইবে। নেমির গর্ভপরিমাণ বিস্তারের দ্বিগুণ করা বিধেয়। গর্ভপরিমাণ যত হইবে। নেমির ভিত্তিপরিমাণও তত হইবে এবং শিখরপরিমাণও তাহার দ্বিগুণ করা কর্ত্তব্য। ১৯।

এইক্ষণ প্রাসাদের নাম ও নামভেদে বিশেষ লক্ষণ বলিতেছি। দেবমন্দির পঞ্চবিধ; তাহার নাম এই—বৈরাজ, পুষ্পক, কৈলাস, মালক ও ত্রিপিষ্টপ। এই পঞ্চমন্দির সর্ব্বদেবের আশ্রয়। ২০। বৈরাজনামক মন্দির সমচতুরস্র, পুষ্পকাখ্য দেবালয় আয়ত অর্থাৎ অন্য সমস্তই পূর্ব্ববৎ কেবল বিস্তার হইতে অধিক দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট। কৈলাসাখ্য মন্দির বৃত্তাকার। মালকনামক মন্দির বৃত্তাভাস অর্থাৎ ডিম্বাকার এবং ত্রিপিষ্টপ নামে যে দেবপ্রাসাদ, তাহা অষ্টাস্র অর্থাৎ অষ্টভুজবিশিষ্ট। ২১। এই পঞ্চ প্রাসাদ সর্ব্বপ্রাসাদের প্রকৃতিস্বরূপ। এই সকল প্রাসাদ হইতেই চত্বারিংশৎপ্রকার মনোহর প্রাসাদ উৎপন্ন হয়। ২২। মেরু, মন্দর, বিমান, ভদ্রক, সর্ব্বতোভদ্র, রুচক, নন্দন, নন্দিবর্দ্ধন ও শ্রীবৎস, এই নবসংখ্যক মন্দির চতুরস্র এবং বৈরাজাখ্য মন্দির হইতে সমুৎপন্ন। ২৩-২৪। বড়ভী, গৃহরাজ, শালাগৃহ, মন্দির, বিমান,

---

পদেষু লিখেৎ। তত্র ক্রমঃ। ঈশানকোণাদারভ্যাধোমুখপতিত বাস্তুপুরুষশিরঃস্থানে ঈশানে রক্তং শিখিনমেকপদং। তদ্দক্ষিণপদে দক্ষিণনেত্রে পীতং পর্জন্যং একপদং। তদ্দক্ষিণপদতদধঃপদয়োর্দক্ষিণশ্রোত্রে শুক্লং জয়ন্তং দ্বিপদং। তদ্দক্ষিণে উর্দ্ধাধো দ্বিপদয়োঃ দক্ষাংশে পীতং কুলিশায়ুধং দ্বিপদং। তদ্দক্ষিণে উর্দ্ধাধো দ্বিপদয়োর্দ্দক্ষবাহুমূলে রক্তং সূর্য্যং দ্বিপদং। তদ্দক্ষিণে উর্দ্ধাধো দ্বিপদয়োর্দ্দক্ষকূর্পরে বাহৌ চ শ্বেতং সত্যং দ্বিপদং। তদ্দক্ষিণে উর্দ্ধাধোদ্বিপদয়োর্দ্দক্ষমণিবন্ধে পীতং ভৃশং দ্বিপদং। তদ্দক্ষিণোর্দ্ধৈকপদে দক্ষহস্তাঙ্গুলিমূলে শুক্লমাকাশমেকপদং। তদ্দক্ষিণৈকপদে আগ্নেয়কোণে দক্ষাঙ্গুল্যগ্রে ধূম্রং বায়ুমেকপদং। মণ্ডলদক্ষিণভাগে বায়ুপদাদধঃপদে দক্ষমণিবন্ধে রক্তং পূষণমেকপদং। তদধঃপদতদুত্তরপদয়োর্দ্বিপদে দক্ষকক্ষে কৃষ্ণং বিতথং দ্বিপদং। তদধঃপদতদুত্তরপদয়োর্দ্বিপদয়োর্দ্দক্ষিণপার্শ্বে শ্বেতং গৃহক্ষতং। তদধঃপদতদুত্তরপদয়োর্দ্বিপদে দক্ষিণোরৌ কৃষ্ণং যমং দ্বিপদং। তদধোদক্ষিণোত্তরদ্বিপদয়োর্দ্দক্ষজানৌ পীতং গন্ধর্ব্বং দ্বিপদং। তদধো দক্ষিণোত্তরয়োঃ পদয়োর্দ্দক্ষজঙ্ঘায়াং শ্বেতং ভৃঙ্গরাজং দ্বিপদং। তদধোদক্ষিণৈকপদে দক্ষকট্যাং পীতং মৃগমেকপদং। তদধঃপদে নৈর্ঋতকোণে দক্ষিণবামচরণয়োঃ শ্বেতং পিতৃগণং। মণ্ডলপশ্চিমভাগে নৈর্ঋতকোণাদুত্তরপদে বামকট্যাং কৃষ্ণং দৌবারিকমেকপদং। তদুত্তরতদূর্দ্ধয়োর্দ্বিপদয়োর্বামজঙ্ঘায়াং শ্বেতং সুগ্রীবং দ্বিপদং। তদুত্তর তদূর্দ্ধয়োর্দ্বিপদয়োর্ব্বামজানৌ রক্তং পুষ্পদন্তং দ্বিপদং। তদুত্তরে উর্দ্ধাধোদ্বিপদে বামোরৌ শ্বেতং বরুণং দ্বিপদং। তদুত্তরতদূর্দ্ধপদয়োর্দ্বিপদে বামপার্শ্বে রক্তমসুরং দ্বিপদং। তদুত্তরপদতদূর্দ্ধপদয়োর্দ্বিপদে বামকক্ষে কৃষ্ণং শোষং দ্বিপদং। তদুত্তরৈকপদে বামমণিবন্ধে কৃষ্ণং পাপমেকপদং। তদুত্তরৈকপদে বায়ুকোণে বামহস্তাঙ্গুল্যগ্রে ধূম্রং রোগমেকপদং। মণ্ডলোত্তরভাগে বায়ুকোণাদূর্দ্ধৈকপদে বামহস্তাঙ্গুলিমূলে পীতমহিমেকপদং। তদূর্দ্ধপদতদ্দক্ষিণপদয়োর্দ্বিপদে বামহস্তমণিবন্ধে রক্তং মুখ্যং দ্বিপদং। তদূর্দ্ধপদতদ্দক্ষিণপদয়োর্দ্বিপদে বামকূর্পরে বাহৌ চ পীতং ভল্লাটং দ্বিপদং। তদূর্দ্ধপদতদ্দক্ষিণপদয়োর্দ্বিপদে বামবাহুমূলে শুক্লং সোমং দ্বিপদং। তদূর্দ্ধপদতদ্দক্ষিণপদয়োর্দ্বিপদে বামাংশে কৃষ্ণং সর্পরাজং দ্বিপদং। তদূর্দ্ধপদতদ্দক্ষিণপদয়োর্দ্বিপদে বামশ্রোত্রে রক্তামদিতিং দ্বিপদাং। তদূর্দ্ধৈকপদে বামনেত্রে শ্যামাং দিতিমেকপদাং। এবং দ্বাত্রিংশৎপদিষু কোণচতুষ্টয়ে দ্বাদশ একপদান্। দিক্চতুষ্টয়ে বিংশতিদ্বিপদান্। ইতি দ্বিপঞ্চাশৎপদাঃ। ততঃ শিখিপদাদধঃস্থিতকোণমুখে পর্জন্যপদাদধঃ এক-

তথা ব্রহ্মমন্দিরং ভবনস্তথা। উত্তুঙ্গং শিবিকাবেশ্ম নবৈতে পুষ্পকোদ্ভবাঃ ॥ ২৫ ॥ বলয়োদুন্দুভিঃ পদ্মো মহাপদ্মস্তথাপরঃ। মুকুলী চাস্য উষ্ণীশী শঙ্খশ্চ কলস স্তথা। গুবাবৃক্ষস্তথান্যশ্চ বৃত্তাঃ কৈলাসসম্ভবাঃ ॥ ২৬ ॥ গজোঽথ বৃষভো হংসো গরুড়ঃ সিংহনামকঃ। ভূমুখো ভূধরশ্চৈব শ্রীজয়ঃ পৃথিবীধরঃ। বৃত্তায়তাঃ সমুদ্ভূতা নবৈতে মালকাহ্বয়াৎ ॥ ২৭ ॥ বজ্রং চক্রং তথান্যচ্চ মুষ্টিকং বক্রসংজ্ঞিতং। বক্রঃ স্বস্তিকখড়্গৌ চ গদা শ্রীবৃক্ষ এব চ। বিজয়ো নামতঃ শ্বেতস্ত্রিপিষ্টপ-সমুদ্ভবাঃ ॥ ২৮ ॥ ত্রিকোণং পদ্মমর্দ্ধেন্দুশ্চতুষ্কোণং দ্বির-

ব্রহ্মমন্দির, ভবন, উত্তুঙ্গ ও শিবিকাবেশ্ম, এই নবমন্দির পুষ্প-কাখ্য মন্দির হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। ২৫। বলয়, দুন্দুভি, পদ্ম, মহাপদ্ম, মুকুলী, উষ্ণীশী, শঙ্খ, কলস ও গুবাবৃক্ষনামক মন্দির বৃত্তাকার এবং কৈলাসাখ্য মূলমন্দির হইতে উদ্ভূত। ২৬। গজ, বৃষভ, হংস, গরুড়, সিংহ, ভূমুখ, ভূধর, শ্রীজয় ও পৃথিবী-ধর নামে এই নবমন্দির বৃত্তায়ত অর্থাৎ ডিম্বাকার। এই নবমন্দির কাখ্য প্রকৃতি মন্দির হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ২৭। বজ্র, মালচক্র, মুষ্টিক, বভ্রু, বক্র, স্বস্তিক, খড়্গ, গদা, শ্রীবৃক্ষ, বিজয় ও শ্বেত এই সকল মন্দির ত্রিপিষ্টপ নামক আদি মন্দির হইতে উদ্ভূত। ২৮। পূর্ব্বোক্তপ্রকারে কতিপয় মন্দির বর্ণিত হইল,

পদে গলদেশে শ্বেতমাপমেকপদং। বায়ুপদাদধঃস্থিতকোণে আকাশপদাদধঃপদৈকপদে দক্ষিণহস্তে রক্তং সাবিত্রমেকপদং। পিতৃগণোর্দ্ধনির্ঋতিকোণে দৌবারিকস্য উর্দ্ধে মৃগস্যোত্তরপদে পায়ৌ শ্বেতং জয়ন্তমেকপদং। রোগপদাদূর্দ্ধকোণমুখে পাপপদস্যোর্দ্ধে অহিপদস্য দক্ষিণৈকপদে বামহস্তে রক্তং রুদ্রমেকপদং। এবমেব চতুরঃ পদান্। ততঃ কুলিশায়ুধসূর্য্যসত্যপদানাং ষট্-পদাদধস্ত্রিপদে জঠরোর্দ্ধে পাণ্ডুরমর্য্যমণং ত্রিপদং। ইতি পূর্ব্ব-দিক্। তদ্দক্ষিণৈকপদে দ্বিপদী ভৃশপদাদধঃপদে দ্বিপদী বিতথ-পদাদুত্তরৈকপদে কূর্পরে পীতং সবিতারমেকপদং। তদধঃপদ-ত্রয়ে অধোঽধঃক্রমেণ জঠরদক্ষিণে গৃহক্ষতযমগন্ধর্ব্বাণাং দ্বিপ-দীনামুত্তরে রক্তং বিবস্বন্তং ত্রিপদং। তদধঃপদৈকপদে সুগ্রীব-স্যোর্দ্ধে ভৃঙ্গরাজস্যোত্তরে নৈর্ঋতে মেঢ্রদেশে পীতং বিবুধাধিপ-মেকপদং। তদুত্তরপদত্রয়ে উত্তরোত্তরক্রমেণ দ্বিপদীনাং অসুর-বরুণপুষ্পদন্তানামূর্দ্ধে জঠরাধো বামভাগে এবং পদত্রয়ে শুক্লং মিত্রং ত্রিপদং। তদুত্তরৈকপদে বায়ুকোণে দ্বিপদী শোষস্যোর্দ্ধে দ্বিপদী মুখস্য দক্ষিণে বামকূর্পরে পীতং রাজযক্ষ্মাণমেকপদং। তদূর্দ্ধপদত্রয়ে উর্দ্ধোর্দ্ধক্রমেণ দ্বিপদী সর্পরাজসোমভল্লাটানাং দক্ষিণে জঠরস্যোত্তরে শ্বেতং পৃথ্বীধরং ত্রিপদং। তদূর্দ্ধে ঈশানে দ্বিপদী জয়ন্তস্যাধো দ্বিপদী অদিতের্দ্দক্ষিণৈকপদে বক্ষসি গৌরং আপবৎসমেকপদং। এবং চতুরস্ত্রিপদান্। চতুর একপদান্ ইতি ষোড়শপদান্ ॥ ততো মধ্যে নবপদেষু জঠরস্থানে রক্তং ব্রহ্মাণং নবপদং সংস্থাপয়েৎ। ইতি একাশীতিপদিষু পঞ্চ-চত্বারিংশদ্দেবানাং সংস্থাপনং। ততো মণ্ডলাদ্বহিঃ কোণচতু-ষ্টয়ে ঈশানাদিপ্রদক্ষিণক্রমেণ বস্ত্রমাল্যালঙ্কৃতং কলসচতুষ্টয়ং সংস্থাপ্য ঐশান্যাং কলসসমীপে রক্তাং চরকীং। আগ্নেয্যাং কলসসমীপে রক্তাং বিদারীং। নৈর্ঋত্যাং কলসসমীপে শ্যামাং পূতনাং। বায়ব্যাং কলসসমীপে পীতাং পাপরাক্ষসীং স্থাপয়েৎ। ইতি একোনপঞ্চাশদ্দেবানাং স্থাপনং। ততো ভূতেভ্যো বলি-দানং। ততো যজ্ঞভূমের্ব্বহিঃ পূর্ব্বাদিদিক্ষু ওঁ ভূতা যে রাক্ষসা বাপি যে চ তিষ্ঠন্তি কেচন। তে গৃহ্ণন্তু বলিং সর্ব্বে বাস্তুং গৃহ্ণা-ম্যহং পুনঃ। ইত্যনেন মাষভক্তবলিং দদ্যাৎ ॥

অথ পূজা। তত্রাদৌ সামান্যার্ঘ্যাসনশুদ্ধিভূতশুদ্ধ্যাদিকং বিধায় শিখ্যাদীন্ মণ্ডলস্থান্ দেবগণান্ পূজয়েৎ। যথা। পুষ্পা-ক্ষতান্ গৃহীত্বা ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ শিখিন্ ইহাগচ্ছেত্যাদিনাবাহ্য এতৎ পাদ্যং ওঁ শিখিনে নমঃ। এবং নৈবেদ্যান্তং সংপূজ্য পুষ্পাঞ্জলিং দদ্যাৎ। মণ্ডলকরণাসামর্থ্যে শালগ্রামে জলে বা আবাহনবিসর্জ্জনে বিনা পূজয়েৎ। অশক্তৌ গন্ধপুষ্পাভ্যাং বা এবং ক্রমশঃ পর্জ্জন্যায়, জয়ন্তায়, কুলিশায়ুধায়, সূর্য্যায়, সত্যায়, ভৃশায়, আকাশায়, বায়বে, পূষ্ণে, বিতথায়, গৃহক্ষতায়, যমায়, গন্ধর্ব্বায়, ভৃঙ্গরাজায়, মৃগায়, পিতৃভ্যঃ, দৌবারিকায়, সুগ্রীবায়, পুষ্পদন্তায়, বরুণায়, অসুরায়, শোষায়, পাপায়, রোগায়, অহয়ে, মুখ্যায়, ভল্লাটায়, সোমায়, সর্পায়, অদিত্যৈ, দিত্যৈ, আপায়, সাবিত্রায়, জয়ন্তায়, রুদ্রায়, অর্য্যম্ণে, সবিত্রে, বিবস্বতে, বিবুধা-ধিপায়, মিত্রায়, রাজযক্ষ্মণে পৃথ্বীধরায়, আপবৎসায়, ব্রহ্মণে। ইতিমণ্ডলে। তত ঈশানাদিকোণচতুষ্টয়ে চরক্যৈ বিদার্য্যৈ পূতনায়ৈ, পাপরাক্ষস্যৈ, তত্ত্বে ব্রহ্মস্থানে বাস্তুদেবাবাহনাদি চতুঃষষ্টিপদোক্তং সর্ব্বং কর্ত্তব্যং ॥ ইতি সমাপ্তোঽয়ং বিধিঃ ॥

ষ্টকং। যত্র তত্র বিধাতব্যং সংস্থানং মণ্ডপস্য তু ॥২৯॥ রাজ্যঞ্চ বিভবশ্চৈব হ্যায়ুর্ব্বর্দ্ধনমেব চ। পুত্রলাভঃ স্ত্রিয়ঃ পুষ্টিস্ত্রিকোণাদিক্রমাদ্ভবেৎ ॥ ৩০ ॥ কুর্য্যাদ্ ধ্বজাদিকং খ্যাত্যা দ্বারি গর্ব্ভগৃহস্তথা। মণ্ডপঃ সমসংখ্যাভি-র্গুণিতঃ সূত্রতস্তথা ॥ ৩১ ॥ মণ্ডপস্য চতুর্থাংশাদ্ভদ্রঃ কার্য্যো বিজানতা। সার্দ্ধগবাক্ষকোপেতো নির্গ-বাক্ষোঽথবা ভবেৎ ॥ ৩২ ॥ সার্দ্ধভিত্তিপ্রমাণেন ভিত্তি-মানেন বা পুনঃ। ভিত্তের্দ্বৈগুণ্যতোবাপি কর্ত্তব্যা-মণ্ডপাঃ ক্বচিৎ ॥ ৩৩ ॥ প্রাসাদে মঞ্জরী কার্য্যা চিত্রা বিষমভূমিকা। পরিমাণবিরোধেন রেখা বৈষম্য-ভূষিতা ॥৩৪॥ আধারস্তু চতুর্দ্বারশ্চতুর্ম্মণ্ডপশোভিতঃ। শতশৃঙ্গসমাযুক্তো মেরুঃ প্রাসাদ উত্তমঃ ॥ ৩৫ ॥ মণ্ডপাস্তস্য কর্ত্তব্যা ভদ্রৈস্ত্রিভিরলঙ্কৃতাঃ। গঠনাকার-মানানাং ভিন্নাস্তিন্না ভবন্তি তে ॥ ৩৬ ॥ কিয়ন্তো যেষু চাধারা নিরাধারাশ্চ কেচন। প্রতিচ্ছন্দকভেদেন প্রাসাদাঃ সম্ভবন্তি তে ॥ ৩৭ ॥ অন্যান্যসংস্কারা-স্তেষাং গঠনানামভেদতঃ। দেবতানাং বিশেষায় প্রাসাদা বহবঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৮ ॥ প্রাসাদে নিয়মো নাস্তি দেবতানাং স্বয়ম্ভুবাং। তানেব দেবতানাঞ্চ পূর্ব্ব মানেন কারয়েৎ ॥ ৩৯ ॥ চতুরস্রায়তাস্তত্র চতুষ্কোণ সমন্বিতাঃ। চন্দ্রশালান্বিতা কার্য্যা ভেরীশিখরসংযুতা ॥ ৪০ ॥ পুরতো বাহনানাঞ্চ কর্ত্তব্যা লঘুমণ্ডপাঃ। নাট্য-শালা চ কর্ত্তব্যা দ্বারদেশসমাশ্রয়া ॥ ৪১ ॥ প্রাসাদে দেবতানাঞ্চ কার্য্যা দিক্ষু বিদিক্ষ্বপি। দ্বারপালাশ্চ কর্ত্তব্যা মুখ্যা গত্বা পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪২ ॥ কিঞ্চিদদূরতঃ কার্য্যা মঠাস্তত্রোপজীবিনাং। প্রাবৃতা জগতী কার্য্যা ফলপুষ্পজলান্বিতা ॥ ৪৩ ॥ প্রাসাদেষু সুরান্ স্থাপ্যান্

এক্ষণে ত্রিকোণ, পদ্মমধ্য, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, চতুষ্কোণ, অষ্টকোণ ও ষোড়শকোণ মণ্ডপ যেরূপ করিতে হইবে এবং ঐসকল মন্দিরের ফল বর্ণিত হইতেছে। সমস্থানেই মণ্ডপ সংস্থাপন করিতে পারে। ২৯। ত্রিকোণাকার মণ্ডপ করিয়া তাহাতে দেবস্থাপন করিলে রাজ্যলাভ, পদ্মমধ্য দেবপ্রাসাদ নির্ম্মাণে সর্ব্বত্র বিজয় ও সম্পৎপ্রাপ্তি, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ও চতুষ্কোণমন্দিরে দেবপ্রতিষ্ঠা করিলে আয়ুর্বৃদ্ধি, অষ্টকোণ মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া দেবতা-স্থাপনে পুত্রলাভ এবং ষোড়শকোণ মন্দিরে দেবপ্রতিষ্ঠায় স্ত্রীর পুষ্টি হইয়া থাকে।৩০। দ্বারপ্রদেশে ধ্বজাদিসহ গর্ভ গৃহ করিবে। মণ্ডপের কোণ গুলি সূত্রদ্বারা পরিমাণ করিয়া যাহাতে সকল কোণ সমসংখ্যাবিশিষ্ট হয়, এইরূপ করিয়া মণ্ডপ প্রস্তুত করিতে হইবে। ৩১। বিচক্ষণ ব্যক্তি মণ্ডপের চতুর্থাংশ পরিমাণে ভদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করিবে। ঐ গৃহ অর্দ্ধ গবাক্ষযুক্ত কিম্বা গবাক্ষবিহীন করিতে হইবে। ৩২। কখন ভিত্তির দেড় গুণ পরিমাণে, কখনও বা ভিত্তির সমপরিমাণে, কোন সময়ে ভিত্তির দ্বিগুণ পরিমাণে মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে। ৩৩। প্রাসাদের গাত্রে সমস্থানে নানাবর্ণে চিত্রিত লতা অঙ্কিত করিবে। ঐ লতার কোন পরিমাণ নাই। যেরূপে সুদৃশ্য হয় সেইরূপে চিত্রিত করিয়া বিষমরেখায় বিভূষিত করিতে হইবে। ৩৪। মণ্ডপের আধারস্থানের চতুর্দ্দিকে চারিদ্বার ও ঐ চারিদ্বারে চারি গৃহ নির্ম্মাণ করিবে। মেরুপ্রাসাদ শত শৃঙ্গযুক্ত করিতে হইবে। ৩৫। মেরুমণ্ডপের প্রান্তভাগে ভদ্রত্রয়ে অলঙ্কৃত কতিপয় মণ্ডপ করিবে। গঠন আকার ও পরিমাণ ভেদে মন্দির নানাপ্রকার হয়। ৩৬। কতিপয় মণ্ডপ আধারবিশিষ্ট ও কতিপয় মন্দির আধারবিহীন করিবে। প্রতি-কৃতির বিভিন্নতাবশতঃ প্রাসাদ নানারূপে নির্ম্মিত হয়। ৩৭। দেবপ্রাসাদের গঠন, নাম ও সংস্কারের বিভিন্নতা হেতু বহুবিধ দেবপ্রাসাদ নির্ম্মিত হইতে পারে। দেবতা ও কার্য্যভেদে মণ্ডপও বিশেষ বিশেষ হইয়া থাকে। ৩৮। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি স্বয়ম্ভুদেবগণের মন্দিরের কোন বিশেষ নিয়ম নাই। পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়া উক্ত দেবগণের মন্দির প্রস্তুত করিতে হইবে। ৩৯। প্রায় সমস্ত মণ্ডপই চতুরস্র ও সমচতুষ্কোণ করিয়া নির্ম্মাণ করিবে। দেবমন্দির সকল চন্দ্রশালাযুক্ত ও শিখরপ্রদেশে ভেরী-বিশিষ্ট করিতে হইবে। ৪০। দেবপ্রাসাদের অগ্রভাগে সেই সেই দেবতার বাহন স্থাপনার্থ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করিবে। দেববাটীর দ্বারপ্রদেশে নাট্যশালা প্রস্তুত করিবে। ৪১। দেবপ্রাসাদের পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে ও ঈশা-নাদি চতুষ্কোণে পৃথক্ পৃথক্ দ্বারপালগণের মন্দির করিতে হইবে এবং ঐ সকল গৃহে দ্বারপালগণ স্থাপন করিতে হইবে। ৪২। দেবপ্রাসাদের কিঞ্চিৎ দূরে দেবালয়স্থ উপজীবিগণের আবাসার্থ মঠ নির্ম্মাণ করিবে। দেবমন্দিরের চতুর্দ্দিকে ফল, পুষ্প, জলাশয় ও সমন্বিত লতাপ্রতানবিশিষ্ট প্রাবরণদ্বারা বেষ্টন করিতে..

পূজাভিঃ পূজয়েন্নরঃ। বাসুদেবঃ সর্ব্বদেবঃ সর্ব্বভাক্ তদ্গৃহাদিকৃৎ ॥৪৪॥ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে প্রাসাদ-কীর্ত্তনং নাম সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

সূত-উবাচ ॥১॥ প্রতিষ্ঠাং সর্ব্বদেবানাং সংক্ষেপেণ বদাম্যহং। সুতিথ্যাদৌ সুরম্যাঞ্চ প্রতিষ্ঠাং কারয়েদ্গুরুঃ॥ ২॥ ঋত্বিগ্‌ভিঃ সহ চাচার্য্যং বরয়েন্মধ্য-দেশগং। স্বশাখোক্তবিধানেন অথবা প্রণবেণ তু ॥৩॥ পঞ্চভির্ব্বহুভির্ব্বাথ কুর্য্যাৎ পাদ্যার্ঘমেব চ। মুদ্রিকাভিস্তথা বস্ত্রৈর্গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ। মন্ত্রন্যাসং গুরুঃ কৃত্বা ততঃ কর্ম্ম সমারভেৎ॥ ৪॥ প্রাসাদস্যাগ্রতঃ কুর্য্যান্মণ্ডপং দশহস্তকং। কুর্য্যাদ্দ্বাদশহস্তং বা স্তম্ভৈঃ ষোড়শভির্যুতং। ধ্বজাষ্টকৈশ্চতুর্হস্তাং মধ্যে বেদিঞ্চ কারয়েৎ॥ ৫ ॥ নদীসঙ্গমতীরোত্থাং বালুকাং তত্র দাপয়েৎ। চতুরস্রং কার্ম্মুকাভং বর্ত্তুলং কমলাকৃতিঃ ॥৬॥ পূর্ব্বাদিতঃ সমারভ্য কর্ত্তব্যং কুণ্ডপঞ্চকং। অথবা চতুরস্রাণি সর্ব্বাণ্যেতানি কারয়েৎ ॥৭॥ শান্তি-কর্ম্মবিধানেন সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে। শিরঃস্থানে তু দেবস্য আচার্য্যো হোমমাচরেৎ। ঐশান্যাং কেচিদিচ্ছন্তি উপলিপ্যাবনীং শুভাং॥ ৮ ॥ দ্বারাণি চৈব চত্বারি কৃত্বা বৈ তোরণান্তিকে। ন্যগ্রোধোডুম্বরাশ্বত্থ-বৈল্বপালাশখাদিরাঃ॥ ৯ ॥ তোরণাঃ পঞ্চহস্তাশ্চ বস্ত্রপুষ্পাদ্যলঙ্কৃতাঃ। নিখনেদ্ধস্তমেকৈকং চত্বারশ্চতুরোদিশঃ॥ ১০ ॥ পূর্ব্বদ্বারে মৃগেন্দ্রন্তু হয়রাজন্তু দক্ষিণে। পশ্চিমে গোপতির্নাম সুরশার্দ্দূলমুত্তরে ॥১১॥ অগ্নিমীলেতি মন্ত্রেণ প্রথমং পূর্ব্বতোন্যসেৎ। ইষেত্বেতি চ মন্ত্রেণ দক্ষিণস্যাং দ্বিতীয়কং॥ ১২ ॥ অগ্ন-আয়াহি মন্ত্রেণ পশ্চিমস্যাং তৃতীয়কং। শন্নোদেবীতি মন্ত্রেণ উত্তরস্যাং চতুর্থকং॥ ১৩॥ পূর্ব্বে অম্বুদবৎ

হইবে। ৪৩। দেবমন্দিরে দেবপ্রতিষ্ঠা করিয়া বিবিধ উপচারে পূজা করিবে। বাসুদেব সর্ব্বদেবময়। যে ব্যক্তি দেবমন্দির প্রস্তুতকরিয়া তন্মধ্যে বাসুদেবমূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক পূজাকরে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বদেবপ্রতিষ্ঠার ফলভাগী হয়। ৪৪।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, এইক্ষণ সংক্ষেপে সর্ব্বদেবপ্রতিষ্ঠা বলিতেছি। গুরু প্রশস্ত তিথি নক্ষত্রাদিতে বিধানানুসারে উত্তম রূপে দেবপ্রতিষ্ঠা করিবে। ১-২। দেবপ্রতিষ্ঠা কার্য্যে কর্ত্তা স্ববেদোক্ত বিধি অনুসারে ঋত্বিগ্‌বর্গের সহিত মধ্যদেশগত আচার্য্যকে বরণ করিবে। ৩। পাদ্য অর্ঘ্যাদি পঞ্চ উপচার কিম্বা বহুবিধ উপচারদ্বারা যথোক্ত মুদ্রায় বস্ত্র, গন্ধ, মাল্য ও অনুলেপনদ্বারা পূজাকরিয়া মন্ত্রন্যাসপূর্ব্বক গুরু প্রকৃত কর্ম্ম আরম্ভ করিবে। ৪। দেবপ্রাসাদের সম্মুখে দশ হস্ত অথবা দ্বাদশহস্ত পরিমাণবিশিষ্ট, ষোড়শ স্তম্ভযুক্ত ও অষ্টধ্বজোপশোভিত মণ্ডপ করিয়া তন্মধ্যে চতুর্হস্তপরিমিত বেদী প্রস্তুত করিবে। ৫। বেদীর উপরিভাগে নদী-সঙ্গম স্থলস্থিত বালুকা আস্তৃত করিয়া তদুপরি পূর্ব্বদিকে চতুরস্র, দক্ষিণে ধনুরাকার, পশ্চিমে বর্ত্তুল ও উত্তরে পদ্মাকৃতি এই সকল কুণ্ড নির্ম্মাণ করিবে। অথবা সকল কুণ্ডই চতুরস্র করিয়া প্রস্তুত করিবে। ৬-৭। আচার্য্য সর্ব্বকামার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত শান্তি-কার্য্যোক্ত বিধানে দেবতার শিরঃ স্থানে হোম করিবে। কোন কোন আচার্য্য ঈশানকোণে ভূভাগ লেপন করিয়া সেই স্থানে হোম ইচ্ছা করেন। ৮। মণ্ডপের তোরণ সমীপে চারি দ্বার করিবে। বট ওডুম্বর, অশ্বত্থ, বিল্ব, পলাশ অথবা খদির কাষ্ঠদ্বারা তোরণস্তম্ভ করিবে। তোরণ স্তম্ভগুলি পঞ্চহস্ত পরিমিত হওয়া বিধেয়। তাহার এক হস্ত ভূমিতে প্রোথিত করিয়া চারিহস্ত উপরে রাখিবে। ঐ স্তম্ভ সকল বস্ত্র পুষ্পাদিদ্বারা সুসজ্জিত করিয়া মণ্ডপের চতুর্দ্দিকে সংস্থাপন করিবে। ৯-১০। পূর্ব্বতোরণের নাম মৃগেন্দ্র, দক্ষিণ তোরণের নাম হয়রাজ, পশ্চিম তোরণের নাম গোপতি এবং উত্তর তোরণের নাম সুরশার্দ্দূল। ১১। অগ্নি মীলে ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্বদিকে প্রথম তোরণ, ইষেত্বোর্যেত্বা ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণে দ্বিতীয় তোরণ, অগ্নআয়াহিবীতয়ে ইত্যাদি মন্ত্রে পশ্চিমে তৃতীয় তোরণ এবং শন্নোদেবী ইত্যাদি মন্ত্রে উত্তরে চতুর্থ তোরণ বিন্যাস করিবে। ১২-১৩। প্রতিষ্ঠামণ্ডপের পূর্ব্বদিকে মেঘবর্ণ, অগ্নিকোণে ধূম্রবর্ণ, দক্ষিণে কৃষ্ণবর্ণ, নৈঋতকোণে শ্যামবর্ণ, পশ্চিমদিকে পাণ্ডরবর্ণ, বায়ুকোণে পীতবর্ণ, উত্তরদিকে রক্তবর্ণ, ঈশানকোণে শুক্লবর্ণ ও মধ্যে নানাবর্ণ পতাকাদ্বারা মণ্ডপকে সুশোভিত

কার্য্যা আগ্নেয্যাং ধূম্ররূপিণী। যাম্যাং বৈ কৃষ্ণরূপা তু নৈঋর্ত্যাং শ্যামলা ভবেৎ॥ ১৪॥ বারুণ্যাং পাণ্ডরাজ্ঞেয়া বায়ব্যাং পীতবর্ণিকা। উত্তরে রক্তবর্ণা তু শুক্লৈশী চ পতাকিকা। বহুরূপা তথা মধ্যে ইন্দ্রবিষ্ণেতি পূর্ব্বিকা॥ ১৫॥ অগ্নিং সংস্থুপ্তিমন্ত্রেণ যমোনাগেতি দক্ষিণে। পূজ্যা রক্ষোহনাবেতি পশ্চিমে উত্তরেহপি চ॥১৬॥ বাতইত্যভিষিচ্যাথ আপ্যায়স্বেতি চোত্তরে। তমীশানমতশ্চৈব বিষ্ণুর্লোকেতি মধ্যমে॥১৭॥ কলসৌ তু ততো দ্বৌ দ্বৌ নিবেশ্যৌ তোরণান্তিকে বস্ত্রযুগ্মসমাযুক্তাশ্চন্দনাদ্যৈঃ স্বলঙ্কৃতাঃ॥ ১৮॥ পুষ্পৈর্ব্বিতানৈর্ব্বহুলৈরাদিবর্ণাভিমন্ত্রিতাঃ। দিক্পালাশ্চ ততঃ পূজ্যাঃ শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা॥ ১৯॥ ত্রাতারমিন্দ্রমন্ত্রেণ অগ্নির্মূর্দ্ধেতি চাপরে। অস্মিন্ বৃক্ষ ইতশ্চৈব প্রচারীতি পরা স্মৃতা॥ ২০॥ কিঞ্চেদধাতু আচন্থা ভিন্নাদেবীতি সপ্তমী। ইমারুদ্রেতি দিক্পালান্ পূজয়িত্বা বিচক্ষণঃ। হোমদ্রব্যাণি বায়ব্যে কুর্য্যাৎ সোপস্করাণি চ॥ ২১॥ শঙ্খান্ শাস্ত্রোদিতান্ শ্বেতান্ নেত্রাভ্যাং বিন্যসেদ্গুরুঃ। আলোকনেন দ্রব্যাণি শুদ্ধিং যান্তি ন সংশয়ঃ॥ ২২॥ হৃদয়াদীনি চাঙ্গানি ব্যাহৃতিপ্রণবেন চ। অস্ত্রেণৈব সমস্তানাং ন্যাসোঽয়ং সর্ব্বকামিকঃ॥২৩॥ অক্ষতান্ বিষ্টরশ্চৈব অস্ত্রেণৈবাভিমন্ত্রিতান্। বিষ্টরেণ স্পৃশেদ্দ্রব্যান্ যাগমণ্ডপসংযুতান্। অক্ষতান্ বিকিরেৎ পশ্চাৎ অস্ত্রপূতান্ সমন্ততঃ॥২৪॥ শাক্রীংদিশমথারভ্য যাবদীশানগোচরং। অবকীর্য্যাক্ষতান্ সর্ব্বান্ লেপয়েন্মণ্ডপং ততঃ॥ ২৫॥ গন্ধাদ্যৈ রর্ঘ্যপাত্রে চ মন্ত্রগ্রামং ন্যসেদ্গুরুঃ। তেনার্ঘ্যপাত্রতোয়েন প্রোক্ষয়েদ্ যাগমণ্ডপং॥ ২৬॥ প্রতিষ্ঠা যস্য দেবস্য তদাখ্যং কলসং ন্যসেৎ। ঐশান্যাং পূজয়েদ্যাম্যে অস্ত্রেণৈব চ বর্দ্ধনীং। কলসং বর্দ্ধনীঞ্চৈব গ্রহান্ বাস্তোষ্পতিস্তথা॥ ২৭॥ আসনে তানি সর্ব্বাণি প্রণবাখ্যং জপেদ্গুরুঃ।

করিবে।১৪-১৫। ঐ সকল পতাকাতে পূর্ব্বাদিক্রমে ইন্দ্রাদির পূজা করিতে হইবে। ওঁ অগ্নি সংস্থুপ্তি ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্বে ইন্দ্রের ওঁ যমোনাগ ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণে যমের, ওঁ রক্ষোহনো বলগহনো ইত্যাদি মন্ত্রের পশ্চিমে বরুণের পূজা করিয়া বাত আবাত ইত্যাদি মন্ত্রে অভিষেক পুরঃসর ওঁ আপ্যায়স্ব ইত্যাদি মন্ত্রে উত্তরে কুবেরের, ওঁ তমীশান ইত্যাদি মন্ত্রে ঈশানকোণে শিবের এবং ওঁ বিষ্ণুর্লোক ইত্যাদি মন্ত্রে মধ্যে বিষ্ণুর পূজা করিবে।১৬-১৭। প্রতিদ্বারে তোরণ সমীপে বস্ত্র যুগাচ্ছাদিত চন্দনাদি চর্চ্চিত দুই দুইটী কলসী স্থাপন করিবে। ১৮। প্রতিষ্ঠা মণ্ডপকে পুষ্প, চন্দ্রাতপাদি বিবিধ ভূষণে সুসজ্জিত করিয়া পদ্ধতির লিখিত নিয়মে ইন্দ্রাদি দশদিক্পালের পূজা করিতে হইবে। ১৯। ওঁ ত্রাতারমিন্দ্র মিত্যাদি মন্ত্রে ইন্দ্রের ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নির, ওঁ অস্মিন্ বৃক্ষ ইত্যাদি মন্ত্রে যমের ওঁ প্রাচীরীতি ইত্যাদি মন্ত্রে নিঋর্তির, ওঁ কিঞ্চেদধাতু ইত্যাদি মন্ত্রে বরুণের, ওঁ আচন্থা ইত্যাদি মন্ত্রে বায়ুর, ওঁ ভিন্নাদেবী ইত্যাদি মন্ত্রে কুবেরের এবং ওঁ ইমা রুদ্রায় ইত্যাদি মন্ত্রে শিবের পূজা করিবে। এইরূপে দিক্পালগণের পূজা করিয়া বিচক্ষণ আচার্য্য বায়ুকোণে হোমদ্রব্য ও প্রতিষ্ঠা বিধির অন্যান্য উপকরণ সামগ্রী সংস্থাপন করিয়া রাখিবে।২০-২১। গুরু সুলক্ষণাক্রান্ত শ্বেতবর্ণ শঙ্খ স্থাপন করিয়া নেত্রদ্বয়দ্বারা সমস্ত পূজাদ্রব্য অবলোকন করিবে ইহাতে ঐ সকল দ্রব্য বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। ২২। অনন্তর গুরু এইরূপে হৃদয়াদি ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। যথা—ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, ভূঃ শিরসে স্বাহা, ভুবঃ শিখায়ৈ বষট্, স্বঃ কবচায় হুঁ, ভূর্ভুবঃ স্বঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ভূর্ভুবঃ স্বঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপে ন্যাস করিলে সর্ব্বকাম সিদ্ধি হয়।২৩। পরে অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রে তণ্ডুল ও বিষ্টরদ্বারা যাগদ্রব্য ও যাগমণ্ডপ স্পর্শ করিবে এবং ঐ মন্ত্রে তণ্ডুল চতুর্দ্দিকে বিকিরণ করিতে হইবে।২৪। পূর্ব্বদিক্ হইতে দক্ষিণাদি ক্রমে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত অষ্টদিকে তণ্ডুল বিক্ষিপ্ত করিয়া যাগমণ্ডপ লেপন করিতে হইবে। ২৫। পরে গুরু গন্ধাদিদ্বারা অর্ঘ্যপাত্র পূজা করিয়া অর্ঘ্যপাত্রে মন্ত্রন্যাস করিবেন এবং অর্ঘ্যপাত্রস্থ জলদ্বারা যাগমণ্ডপ প্রোক্ষণ করিবেন। ২৬। যে দেবতার প্রতিষ্ঠা হইবে সেই দেবতার নামে ঈশানকোণে কুম্ভ ও দক্ষিণদিকে অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রে বর্দ্ধনী স্থাপন করিবে। কুম্ভ, বর্দ্ধনী, আদিত্যাদি নবগ্রহ ও বাস্তুপুরুষ এই সকলের পূজা করিবে। ২৭। গুরু বিশুদ্ধ আসনে উপবেশন করিয়া ওঁ এই মন্ত্র জপ

সূত্রগ্রীবং রত্নগর্ভং বস্ত্রমুখ্যেন বেষ্টিতং। সর্ব্বৌষধিগন্ধলিপ্তং পূজয়েৎ কলসং গুরুঃ ॥ ২৮ ॥ দেবস্তু কলসে পূজ্যো বর্দ্ধন্যা বস্ত্রমুত্তমং। বর্দ্ধন্যা তু সমাযুক্তং কলসং ভ্রাময়েদনু ॥ ২৯ ॥ বর্দ্ধনীধারয়া সিঞ্চন্নগ্রতো ধারয়েত্ততঃ। অভ্যর্চ্চ্য বর্দ্ধনীং কুম্ভং স্থণ্ডিলে দেবমর্চ্চয়েৎ ॥৩০॥ ঘটঞ্চাবাহ্য বায়ব্যাং গণানাত্বেতি সদ্‌গণং। দেবমীশানকোণে তু জপেদ্বাস্তুপতিং বুধঃ। বাস্তোষ্পতীতিমন্ত্রেণ বাস্তুদোষোপশান্তয়ে ॥ ৩১ ॥ কুম্ভস্য পূর্ব্বতো ভূতং গণদেবং বলিং হরেৎ। পঠেদ্বিতি চ বিপ্রাশ্চ কুর্য্যাদালভনং বুধঃ ॥ ৩২ ॥ যোগে যোগেতি মন্ত্রেণ সংস্তরন্ জ্বলনৈঃ কুশৈঃ। আচার্য্য ঋত্বিগ্ভিঃ সার্দ্ধং স্নানপীঠে হরস্তথা ॥ ৩৩ ॥ বিবিধৈর্ব্রহ্মঘোষৈশ্চ পুণ্যাহজয়মঙ্গলৈঃ। কৃত্বা ব্রহ্মরথে দেবং প্রতিষ্ঠন্তি ততোদ্বিজাঃ ॥ ৩৪ ॥ ঐশান্যামানয়েৎ পীঠং মণ্ডপে বিন্যসেদ্‌গুরুঃ। ভদ্রং কর্ণেত্যথ স্নাত্বা সূত্রবন্ধনজেন তু। সংস্থাপ্য লক্ষণে দ্বারং কুর্য্যাদ্দূরাভিবাদনৈঃ ॥৩৫॥ মধুসর্পিঃসমাযুক্তং কাংস্যে বা তাম্রভাজনে। অক্ষিণী চাঞ্জয়েচ্চাস্য সুবর্ণস্য শলাকয়া ॥ ৩৬ ॥ অগ্নির্জ্যোতীতি-মন্ত্রেণ নেত্রোদ্‌ঘাটন্তু কারয়েৎ। লক্ষণে ক্রিয়মাণে তু নামৈকং স্থাপকো বদেৎ ॥ ৩৭ ॥ ইমম্মে গাঙ্গমন্ত্রেণ নেত্রয়োঃ শীতলক্রিয়া। অগ্নিমূর্দ্ধেতিমন্ত্রেণ দদ্যাদ্বল্মীক-মৃত্তিকাং ॥ ৩৮ ॥ বিল্বোড়ুম্বরমশ্বত্থং বটং পালাশ মেব চ। যজ্ঞাযজ্ঞেতি মন্ত্রেণ দদ্যাৎ পঞ্চকষায়কং ॥ ৩৯ ॥ পঞ্চগব্যৈঃ স্নাপয়েচ্চ সহদেব্যাদিভিস্ততঃ। সহদেবী বলা চৈব শতমূলী শতাবরী ॥৪০॥ কুমারী চ গুড়ূচী চ সিংহী ব্যাঘ্রী তথৈব চ। যাওষধীতি মন্ত্রেণ স্নান-মোষধিমজ্জলৈঃ। যাঃ ফলিনীতি মন্ত্রেণ ফলস্নানং বিধীয়তে ॥৪১॥ দ্রুপদাদিবেতি মন্ত্রেণ কার্য্যমুদ্বর্ত্তনং বুধৈঃ। কলসেষু চ বিন্যস্য উত্তরাদিষ্বনুক্রমাৎ। রত্নানি চৈব

করিবেন। কুম্ভের গলদেশ সূত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া গর্ভে পঞ্চরত্ন নিক্ষেপ করিবেন এবং কুম্ভকে বস্ত্রযুগ্মদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া সর্ব্বৌষধি ও সুগন্ধি চন্দনাদি অনুলেপনদ্বারা অনুলিপ্ত করিয়া গুরুকুম্ভের পূজা করিবেন। ২৮। কলসে প্রতিষ্ঠেয় দেবতার পূজা করিয়া বর্দ্ধনীকে বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিবে। পরে বর্দ্ধনী-সহিত কলস ভ্রামিত করিবে। ২৯। বর্দ্ধনীর জলধারায় কুম্ভ সিঞ্চন করিয়া অগ্রভাগে বর্দ্ধনী স্থাপন করিবে। পরে বর্দ্ধনী-ও কুম্ভের অর্চ্চনা করিয়া স্থণ্ডিলে মূলদেবের পূজা করিবে। ৩০। বায়ুকোণে একটি ঘটস্থাপন করিয়া সেই ঘটে গণপতির আবাহনপূর্ব্বক ওঁ গণানান্ত্বা ইত্যাদি মন্ত্রে গণপতির পূজা করিয়া ঈশানকোণে ঘটস্থাপন করিয়া বাস্তোষ্পতীত্যাদি মন্ত্রে বাস্তু-দোষোপশমনার্থ বাস্তুদেবের অর্চ্চনা করিতে হইবে। ৩১। কুম্ভের পূর্ব্বভাগে ভূত এবং গণদেবের বলিপ্রদান করিয়া বেদধ্বনি পুরঃসর বেদিকালম্ভন করিবে। ৩২। পরে যোগে যোগে ইত্যাদি মন্ত্রে প্রজ্বলিত কুশদ্বারা আস্তরণ করিয়া আচার্য্য অন্যান্য ঋত্বিগ্‌-বর্গের সহিত স্নানপীঠে দেবস্থাপনপূর্ব্বক বিবিধ ব্রহ্মঘোষ, পুণ্যাহবাচন ও জয়মঙ্গলধ্বনি করিয়া দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিবে। ৩৩-৩৪। পরে পীঠ সহিত দেবমূর্ত্তি মণ্ডপে আনিয়া ঈশাণকোণে সংস্থাপনপূর্ব্বক ভদ্রং কর্ণেভিঃ ইত্যাদি মন্ত্রে স্নান করাইয়া দেবকে সর্ব্বলক্ষণলক্ষিত করিয়া দূরে অভিবাদন করিবে। ৩৫। কাংস্যপাত্রে কিম্বা তাম্রপাত্রে মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া সুবর্ণ শলাকাদ্বারা দেবপ্রতিমার চক্ষুর্দ্বয় অঞ্জিত করিবে। ৩৬। অগ্নির্জ্যোতিঃ ইত্যাদি মন্ত্রে নেত্রোদ্‌ঘাটন করিবে। এইরূপে দেবপ্রতিমূর্ত্তি সর্ব্বলক্ষণ লক্ষিত হইলে প্রতিষ্ঠাপক ব্যক্তি সেই দেবের একটি নামকরণ করিবে। ৩৭। ইমম্মে গঙ্গে ইত্যাদি মন্ত্রে দেবের নেত্রে শীতলক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অগ্নি-র্মূর্দ্ধা ইত্যাদি মন্ত্রে দেবমূর্ত্তিকে বল্মীক মৃত্তিকাদ্বারা স্নান করা-ইবে। ৩৮। যজ্ঞাযজ্ঞে ইত্যাদি মন্ত্রে বিল্ব, ওড়ুম্বর, অশ্বত্থ, বট ও পলাশ এই পঞ্চ কষায়দ্বারা স্নান করাইবে। ৩৯। অনন্তর পঞ্চ গব্যদ্বারা স্নান করাইয়া, সহদেবী, বেড়েলা, শতমূলী, শতাবরী, ঘৃতকুমারী, গুড়ূচী, বার্ত্তাকী, কণ্টকারী এই সকল দ্রব্যের কষায়দ্বারা স্নান করাইবে এবং যাওষধি ইত্যাদি মন্ত্রে সর্ব্বৌষধি মিশ্রিত জলদ্বারা ও যাঃ ফলিনী ইত্যাদি মন্ত্রে ফলোদকদ্বারা স্নান করাইতে হইবে। ৪০-৪১। অনন্তর দ্রুপদাদিব মুমুচান ইত্যাদি মন্ত্রে উদ্বর্ত্তন করিয়া উত্তরাদিক্রমে কলস-চতুষ্টয় স্থাপনপূর্ব্বক কলসে পঞ্চরত্ন, ধান্য, সর্ব্বৌষধি ও শতপুষ্পিকা (শুলফা) নিক্ষেপ করিয়া সেই সেই কলসস্থ জলদ্বারা

ধান্যানি ওষধীং শতপুষ্পিকাং ॥ ৪২ ॥ সমুদ্রাংশ্চৈব বিন্যস্য চতুরশ্চতুরোদিশঃ। ক্ষীরং দধি ক্ষীরোদস্য ঘৃতোদস্যেতি বা পুনঃ ॥ ৪৩ ॥ আপ্যায়স্ব দধিক্রাব্ণো যা ওষধীরিতীতি চ। তেজোঽসীতি চ মন্ত্রৈশ্চ কুম্ভশ্চৈবাভিমন্ত্রয়েৎ। সমুদ্রাখ্যৈশ্চতুর্ভিশ্চ স্নাপয়েৎ কলসৈঃ পুনঃ ॥ ৪৪ ॥ স্নাতশ্চৈব সুবেশশ্চ ধূপো দেয়শ্চ গুগ্গুলুঃ। অভিষেকায় কুম্ভেষু তত্তত্তীর্থানি বিন্যসেৎ ॥৪৫॥ পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতঃ সাগরাস্তথা। যা ওষধীতি মন্ত্রেণ কুম্ভশ্চৈবাভিমন্ত্রয়েৎ। তেন তোয়েন যঃ স্নায়াৎ স মুচ্যেৎ সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ৪৬ ॥ অভিষিচ্য সমুদ্রৈশ্চ চার্ঘ্যং দদ্যাত্ততঃ পুনঃ। গন্ধদ্বারেতি গন্ধঞ্চ ন্যাসং বৈ বেদমন্ত্রকৈঃ ॥ ৪৭ ॥ স্বশাস্ত্রবিহিতৈঃ প্রাপ্তেরিমং মন্ত্রেতি বস্ত্রকং। কবিংগবিতিমন্ত্রেণ আনয়েন্মণ্ডপং শুভং ॥ ৪৮ ॥ শন্তবায়েতি মন্ত্রেণ শয্যায়াং বিনিবেশয়েৎ। বিশ্বতশ্চক্ষুমন্ত্রেণ কুর্য্যাৎ সকলনিষ্কলং ॥ ৪৯ ॥ স্থিত্বা চৈব পরে তত্ত্বে মন্ত্রন্যাসন্ত কারয়েৎ। স্বশাস্ত্রবিহিতো মন্ত্রোন্যাসস্তস্মিংস্তথোদিতঃ ॥ ৫০ ॥ বস্ত্রেণাচ্ছাদয়িত্বা তু পূজনীয়ঃ স্বভাবতঃ। যথাশাস্ত্রং নিবেদ্যানি পাদমূলে তু দাপয়েৎ ॥ ৫১ ॥ অথ প্রণবসংযুক্তং বস্ত্রযুগ্মেন বেষ্টিতং। কলসং সহিরণ্যঞ্চ শিরঃস্থানে নিবেদয়েৎ ॥ ৫২ ॥ স্থিত্বা কুণ্ডসমীপেঽথ অগ্নেঃ স্থাপনমাচরেৎ। স্বশাস্ত্রবিহিতৈর্মন্ত্রৈর্ব্বেদোক্তৈর্ব্বাথ বা গুরুঃ ॥ ৫৩ ॥ শ্রীসূক্তং পাবমানঞ্চ বাসং দাস্তং সহাজিনং। বৃষাকপিঞ্চ মিত্রঞ্চ বহ্বৃচঃ পূর্ব্বতো জপেৎ ॥ ৫৪ ॥ রুদ্রং পুরুষসূক্তঞ্চ শ্লোকাধ্যায়ঞ্চ সুক্রিয়ঃ। ব্রহ্মাণং পিতৃমৈত্রঞ্চ অধ্বর্য্যু র্দক্ষিণে জপেৎ ॥ ৫৫ ॥ বেদব্রতং বামদেব্যং জ্যেষ্ঠসামরথন্তরং। ভেরুণ্ডানি চ সামানি ছন্দোগঃ পশ্চিমে জপেৎ ॥ ৫৬ ॥ অথর্ব্বশিরসশ্চৈব কুম্ভসূক্তমথর্ব্বণঃ।

স্নান করাইবে। ৪২। পরে চতুর্দ্দিকে চারিটি কুম্ভ বিন্যাস করিয়া তাহার প্রথম কুম্ভকে ক্ষীরসমুদ্র, দ্বিতীয় কুম্ভকে দধিসমুদ্র, তৃতীয় কুম্ভকে উদক সমুদ্র এবং চতুর্থ কুম্ভকে ঘৃতসমুদ্র স্বরূপ কল্পনা করিয়া প্রথম কুম্ভকে আপ্যায়স্ব ইত্যাদি মন্ত্রে, দ্বিতীয় কুম্ভকে দধিক্রাব্ণ ইত্যাদি মন্ত্রে, তৃতীয় কুম্ভকে যাওষধি ইত্যাদি মন্ত্রে, এবং চতুর্থ কুম্ভকে তেজোঽসি ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া সমুদ্রাত্মক সেই কলসচতুষ্টয় দ্বারা দেবমূর্ত্তিকে স্নান করাইবে। ৪৩-৪৪। এই প্রকার স্নান ও বেশভূষাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া গুগ্গুলু ধূপ প্রদান করিতে হইবে। পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত অভিষিক্ত কুম্ভে সরিৎ, সাগর ও পৃথিবীস্থ যাবতীয় তীর্থ বিন্যাস করিয়া যাওষধি ইত্যাদি মন্ত্রে কুম্ভ চতুষ্টয়কে অভিমন্ত্রিত করিবে। এই সকল কুম্ভস্থ জলদ্বারা যে ব্যক্তি স্নান করিবে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্তি পায়। ৪৫-৪৬। উক্ত রূপে দেবের অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক গন্ধদ্বারা ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্রে সুগন্ধি চন্দন দ্বারা অনুলেপন করিতে হইবে। ৪৭। এইরূপে স্ববেদ বিহিত মন্ত্রে সমুদায় দ্রব্য নিবেদন করিয়া বস্ত্র প্রদান করিবে। অনন্তর দেব প্রতিমা মণ্ডপে আনিয়া শন্তবার ইত্যাদি মন্ত্রে শয্যাতে বিনিবেশিত করিবে। পরে বিশ্বতশ্চক্ষুঃ ইত্যাদি মন্ত্রে দেবমূর্ত্তির যে যে অঙ্গ বিকল থাকিবে, সেই সেই অঙ্গ পরিপূরণ করিতে হইবে। ৪৮-৪৯। তৎপর পরম তত্ত্ব ধ্যান করিয়া মন্ত্রন্যাস করিবে এবং প্রতিষ্ঠেয় দেবতার পূজাপদ্ধতির লিখিত সমস্তন্যাস করিয়া দেবমূর্ত্তি বস্ত্র দ্বারা সমাচ্ছাদন পূর্ব্বক স্বীয় বিভবানুসারে পূজা করিতে হইবে। শাস্ত্রোক্ত নিয়মে উপকরণ দ্রব্য সকল নিবেদন করিয়া নিবেদিত বস্তুজাত দেবের পাদমূলে প্রদান করিবে। ৫০-৫১। অনন্তর প্রণব সংযুক্ত কলসকে বস্ত্রযুগ্মদ্বারা আচ্ছাদিত ও হিরণ্যসমন্বিত করিয়া দেবতার শিরঃসমীপে স্থাপন করিয়া রাখিবে। ৫২। তৎপরে গুরু কুণ্ডসমীপে উপবেশন করিয়া স্ববেদোক্ত মন্ত্রে অগ্নি স্থাপন করিবে। ৫৩। ঋগ্বেদবিদ্ আচার্য্য পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তি কুণ্ডসমীপে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীসূক্ত, পাবমানীসূক্ত, রুদ্রসূক্ত, বিষ্ণুসূক্ত, ও সূর্য্যসূক্ত পাঠ করিবে। ৫৪। যজুর্ব্বেদী আচার্য্য দক্ষিণদিক্স্থিত কুণ্ডসমীপে বসিয়া পুরুষসূক্ত শ্লোকাধ্যায়, ব্রহ্মসংহিতা, পিতৃসংহিতা ও সূর্য্যসংহিতা পাঠ করিবে। ৫৫। সামবেদাধ্যায়ী পুরোহিত পশ্চিম কুণ্ডসমীপে উপবিষ্ট হইয়া বেদব্রতসূক্ত, বামদেব্য গান, জ্যেষ্ঠসাম, রথান্তরসংহিতা, ভেরুণ্ড মন্ত্র প্রভৃতি সামবেদ পাঠ করিবে। ৫৬। অথর্ব্ববেদবিদ্ আচার্য্য উত্তরকুণ্ডসমীপে উপ-

নীলরুদ্রাংশ্চ মৈত্রঞ্চ অথর্ব্বশোত্তরে জপেৎ ॥ ৫৭ ॥ কুণ্ডং চাস্ত্রেণ সংপ্রোক্ষ্য আচার্য্যস্তু বিশেষতঃ। তাম্রপাত্রে শরাবে বা যথাবিভবতোঽপি বা। জাতবেদং সমানীয় অগ্রতস্তন্নিবেশয়েৎ ॥ ৫৮ ॥ অস্ত্রেণ জ্বালয়েদ্বহ্নিং কবচেন তু বেষ্টয়েৎ। অমৃতীকৃত্য তং পশ্চান্মন্ত্রৈঃ সর্ব্বৈশ্চ দেশিকঃ ॥ ৫৯ ॥ পাত্রং গৃহ্য করাভ্যাঞ্চ কুণ্ডং ভ্রাম্য ততঃ পুনঃ। বৈষ্ণবেন তু যোগেন পরং তেজস্তু নিক্ষিপেৎ ॥ ৬০ ॥ দক্ষিণে স্থাপয়েদ্ব্রহ্ম প্রণীতাঞ্চোত্তরেণ তু। সাধারণেন মন্ত্রেণ স্বশাস্ত্রবিহিতেন বা। দিক্ষু দিক্ষু ততো দদ্যাৎ পরিধিং বিষ্টরৈঃ সহ ॥ ৬১ ॥ ব্রহ্মবিষ্ণুহরেশানাঃ পূজ্যাঃ সাধারণেন তু। দর্ভেষু স্থাপয়েদ্বহ্নিং দর্ভৈশ্চ পরিবেষ্টিতং। দর্ভতোয়েন সংস্পৃষ্টো মন্ত্রহীনোপি শুধ্যতি ॥ ৬২ ॥ প্রাগগ্রৈরুদগগ্রৈশ্চ প্রত্যগগ্রৈরখণ্ডিতৈঃ। বিততৈর্ব্বেষ্টিতো বহ্নিঃ স্বয়ং সান্নিধ্যতাং ব্রজেৎ ॥ ৬৩ ॥ অগ্নেস্তু রক্ষণার্থায় যদুক্তং কর্ম্মমন্ত্রবিৎ। আচার্য্যাঃ কেচিদিচ্ছন্তি জাতকর্ম্মাদনন্তরং ॥ ৬৪ ॥ পবিত্রস্তু ততঃ কৃত্বা কুর্য্যাদাজ্যস্য সংস্কৃতিং। আচার্য্যোঽথ নিরীক্ষ্যাপি নীরাজমভিমন্ত্রিতং ॥ ৬৫ ॥ আজ্যভাগাভিঘারান্তু মবেক্ষেতাজ্যসিদ্ধয়ে। পঞ্চ পঞ্চাহুতীর্হুত্বা আজ্যেন তদনন্তরং ॥ ৬৬ ॥ গর্ভাধানাদিতস্তাবদ্ যাবদ্ গোদানিকং ভবেৎ। স্বশাস্ত্রবিহিতৈর্ম্মন্ত্রৈঃ প্রণবেণাথ হোময়েৎ ॥ ৬৭ ॥ ততঃ পূর্ণাহুতিং দত্ত্বা পূর্ণাৎ পূর্ণমনোরথঃ। এবমুৎপাদিতো বহ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মসু সিদ্ধিদঃ ॥ ৬৮ ॥ পূজয়িত্বা ততো বহ্নিং কুণ্ডেষু বিহরেত্তথা। ইন্দ্রাদীনাং স্বমন্ত্রৈশ্চ অথাহুতিশতং শতং ॥ ৬৯ ॥ পূর্ণাহুতিং শতস্যান্তে সর্ব্বেষাঞ্চৈব হোময়েৎ। স্বামাহুতিং অথাজ্যেষু হোতা তৎকলসে ন্যসেৎ ॥ ৭০ ॥ দেবতাশ্চৈব মন্ত্রাংশ্চ তথৈব জাতবেদসং। আত্মানমেকতঃ কৃত্বা ততঃ পূর্ণাং প্রদাপয়েৎ ॥ ৭১ ॥ নিষ্ক্রম্য বহিরাচার্য্যো দিক্পালানাং বলিং হরেৎ। ভূতানাঞ্চৈব দেবানাং নাগানাঞ্চ প্রয়ো-

---

বেশন করিয়া অথর্ব্ববেদোক্ত কুম্ভসূক্ত, নীলরুদ্রসংহিতা ও সূর্য্যসূক্ত পাঠ করিবে। ৫৭। গুরু ফট্ এই মন্ত্রে কুণ্ড প্রোক্ষণ করিয়া তাম্রপাত্রে শরাবে অথবা বিভবানুসারে অন্য কোন ধাতুনির্ম্মিত পাত্রস্থিত অগ্নি আনিয়া আত্মসম্মুখে স্থাপন করিবে। ৫৮। পরে ফট্ এই মন্ত্রে বহ্নি প্রজ্বালিত করিয়া হুঁ এই মন্ত্রে অগ্নিবেষ্টন করিবে এবং অমৃতীকরণ করিয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক উভয় হস্তে অগ্নি গ্রহণ করিয়া কুণ্ডপরিভ্রামণানন্তর বৈষ্ণবযোগে জাজ্বল্যমান অগ্নি কুণ্ডমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। ৫৯-৬০। অগ্নির দক্ষিণে ব্রহ্মা এবং উত্তরে প্রণীতাপাত্র স্থাপন করিয়া স্ববেদোক্ত সাধারণ পদ্ধতির লিখিত মন্ত্রে চতুর্দ্দিকে বিষ্টরের সহিত পরিধি পরিস্তরণ করিবে। ৬১। পরে গুরু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবের পূজা করিয়া দর্ভোপরি অগ্নিস্থাপন করিবে। ঐ অগ্নিকে দর্ভদ্বারা বেষ্টন করিয়া দর্ভোদকদ্বারা প্রোক্ষণ করিবে। ইহাতে গুরু, অগ্নি ও পূজোপকরণ সামগ্রী বিশুদ্ধ হয়। ৬২। পরে পূর্ব্বাগ্র, উত্তরাগ্র, পশ্চিমাগ্র ও দক্ষিণাগ্র অখণ্ড দর্ভদ্বারা অগ্নিকে পরিবেষ্টন করিবে। ইহাতে সেই স্থানে অগ্নিদেবের সান্নিধ্য হইয়া থাকে। ৬৩। কোন কোন আচার্য্য বলেন যে, অগ্নিরক্ষণার্থ যে সকল কর্ম্ম উক্ত আছে, জাতকর্ম্মের পর সেই সকল কার্য্য করিতে হইবে। ৬৪। পরে আচার্য্য পবিত্র ছেদন করিয়া আজ্যসংস্কার করিবে এবং ঐ আজ্য অবলোকন করিয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আজ্যাভিমন্ত্রণ করা কর্ত্তব্য। ৬৫। অনন্তর আজ্যশোধনার্থ আজ্যদ্বারা আঘারাহুতি প্রদান করিয়া পাঁচ পাঁচ আহুতি প্রদান করিবে। ৬৬। পরে, জাতকর্ম্মাদি বিবাহান্ত অগ্নির দশ সংস্কার করিয়া সপ্রণব স্বশাখোক্ত মন্ত্রে হোম করিতে হইবে। ৬৭। তৎপরে পূর্ণাহুতি দিবে। পূর্ণাহুতি প্রদানে যজমান পূর্ণমনোরথ হইয়া থাকে। এই রূপে সমুৎপন্ন বহ্নি সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধি প্রদান করে। ৬৮। অনন্তর কুণ্ডস্থ বহ্নির অর্চ্চনা করিয়া স্বস্বমন্ত্রে ইন্দ্রাদি দেবতার প্রত্যেকে শতসংখ্যক আহুতি দিতে হইবে। ৬৯। এই প্রকারে শতাহুতি প্রদান করিয়া পূর্ণাহুতি প্রদান পূর্ব্বক অন্যান্য দেবতাকে এক এক আহুতি দিবে। হোতা মূল দেবতাকে যে আহুতি দিবে, তাহার প্রত্যাহুতি কলসে নিক্ষেপ করিবে। ৭০। পূর্ণাহুতি প্রদান কালে দেবতা, মন্ত্র, অগ্নি ও আত্মাকে অভেদ জ্ঞান করিয়া আহুতি দিতে হইবে। ৭১। পরে আচার্য্য বহির্গমন করিয়া দিক্পালগণের বলি প্রদান করিবে এবং বিধানক্রমে

গতঃ ॥ ৭২ ॥ তিলাশ্চ সমিধশ্চৈব হোমদ্রব্যং দ্বয়ং স্মৃতং। আজ্যং তয়োঃ সহকারি তৎপ্রধানং যদস্তয়োঃ ॥ ৭৩ ॥ পুরুষসূক্তং পূর্ব্বেণৈব রুদ্রঞ্চৈব তু দক্ষিণে। জ্যেষ্ঠসাম চ ভীরুণ্ডং তন্নয়ামীতি পশ্চিমে ॥ ৭৪ ॥ নীলরুদ্রো মহামন্ত্রঃ কুম্ভসূক্তমথর্ব্বণঃ। হুত্বা সহস্রমেকৈকং দেবং শিরসি কল্পয়েৎ ॥ ৭৫ ॥ এবং মধ্যে তথা পাদে পূর্ণাহুত্যা তথা পুনঃ। শিরঃস্থানেষু জুহুয়াদাবিশেচ্চ অনুক্রমাৎ ॥৭৬॥ দেবানামাদিমন্ত্রৈর্ব্বা মন্ত্রৈর্ব্বা অথবা পুনঃ। স্বশাস্ত্রবিহিতৈর্ব্বাপি গায়ত্র্যা বাথ তে দ্বিজাঃ। গায়ত্র্যা বাথ বা চার্য্যো ব্যাহৃতিপ্রণবেন তু ॥ ৭৭ ॥ এবং হোমবিধিং কৃত্বা ন্যসেন্মন্ত্রাংস্তু দেশিকঃ। চরণাবগ্নিমীলে তু ঈষেত্বো গুল্ফয়োঃ স্থিতাঃ ॥ ৭৮ ॥ অগ্ন-আয়াহি জঙ্ঘে দ্বে শন্নোদেবীতি জানুনী। বৃহদ্রথন্তরে উরূ উদরেঘাতিলো ন্যসেৎ ॥ ৭৯ ॥ দীর্ঘায়ুষ্ট্বায় হৃদয়ে শ্রীশ্চতে গলকে ন্যসেৎ। ত্রাতারমিন্দ্রং বক্ষে চ নেত্রাভ্যাস্তু ত্রিযুগ্মকং। মূর্দ্ধাভব তথা মূর্দ্ধ্নি আলয়াদ্ধোমমাচরেৎ ॥ ৮০ ॥ উত্থাপয়েত্ততোদেবমুত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণঃ পতে। বেদপুণ্যাহশব্দেন প্রাসাদানাং প্রদক্ষিণং ॥ ৮১ ॥ পিণ্ডিকালভনং কৃত্বা দেবস্যত্বেতি মন্ত্রবিৎ। দিক্পালান্ সহ রত্নৈশ্চ ধাতুনৌষধয়স্তথা। লোহবীজানি সিদ্ধানি পশ্চাদ্দেবন্তু বিন্যসেৎ ॥ ৮২ ॥ ন গর্ভে স্থাপয়েদ্দেবং ন গর্ভন্তু পরিত্যজেৎ। ঈষন্মধ্যং পরিত্যজ্য ততো দোষাপনস্তু তং ॥ ৮৩ ॥ তিলস্য তু সমাত্রন্তু উত্তরং কিঞ্চিদানয়েৎ। ওঁ স্থিরোভব শিবোভব প্রজাভ্যশ্চ নমোনমঃ ॥ ৮৪ ॥ দেবস্য ত্বা সবিতুর্ব্বঃ ষড়্‌ভ্যো বৈ বিন্যসেদ্গুরুঃ। তত্ত্ববর্ণকলামাত্রং প্রজানি ভুবনাত্মজে ॥ ৮৫ ॥ ষড়্‌ভ্যো বিন্যস্য সিদ্ধার্থং ধ্রুবার্থে রভিমন্ত্রয়েৎ। সম্পাতকলসেনৈব স্নাপয়েৎ সুপ্রতিষ্ঠিতং ॥ ৮৬ ॥ দীপধূপসুগন্ধৈশ্চ নৈবেদ্যৈশ্চ প্রপূজয়েৎ। অর্ঘ্যং দত্ত্বা নমস্কৃত্য ততোদেবং ক্ষমাপয়েৎ ॥ ৮৭ ॥ পাত্রং বস্ত্র-

---

ও, দেবতা ও নাগদিগকে বলি নিবেদন করিবে। ৭২। এই কার্য্যে তিল ও সমিধ এই দ্বিবিধ হোমদ্রব্যের প্রয়োজন। ঘৃত সহযোগে উক্ত দুই দ্রব্যদ্বারা হোম করিতে হইবে। এই হোমই উক্ত কার্য্যে প্রধান হোম বলিয়া বিখ্যাত। ৭৩। পূর্ব্বকুণ্ডে পুরুষসূক্তদ্বারা, দক্ষিণকুণ্ডে রুদ্রসূক্তদ্বারা, পশ্চিমকুণ্ডে জ্যেষ্ঠসাম ও ভেরুণ্ডসংহিতাদ্বারা এবং উত্তরকুণ্ডে নীলরুদ্রসূক্ত ও অথর্ব্বোক্ত কুম্ভসূক্তদ্বারা হোম করিবে। উক্তপ্রকার প্রতি কুণ্ডে এক এক সহস্র হোম করিয়া দেবমূর্ত্তি মস্তকে ধারণ করিবে। ৭৪। ৭৫। এই হোমের মধ্যে মধ্যে পুনঃ পুনঃ পূর্ণাহুতি দিতে হইবে। পুনর্ব্বার শিরঃস্থিতকুণ্ডে হোম করিয়া ক্রমানুসারে মণ্ডপে প্রবেশ করিবে। ৭৬। দেবগণের আদি মন্ত্রে অথবা স্বশাস্ত্রলিখিত মন্ত্রে কিম্বা গায়ত্রী মন্ত্রে অথবা প্রণব সংযুক্ত ব্যাহৃতিমন্ত্রে হোম করিবে। ৭৭। এইরূপে হোমক্রিয়া সমাপন করিয়া দেবশরীরে মন্ত্রন্যাস করিতে হইবে। চরণদ্বয়ে অগ্নিমীলে ইত্যাদি মন্ত্র, গুল্ফদ্বয়ে ঈষেত্বোর্যেত্বা ইত্যাদি মন্ত্র, জঙ্ঘাদ্বয়ে অগ্ন আয়াহি ইত্যাদি মন্ত্র, জানুদ্বয়ে শন্নোদেবী রভিষ্টয়ে ইত্যাদি মন্ত্র, উরুদ্বয়ে বৃহদ্রথন্তর মন্ত্র, উদরে আতিল ইত্যাদি মন্ত্র হৃদয়ে দীর্ঘায়ুষ্ট্বায় ইত্যাদি মন্ত্র, গলদেশে শ্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা ইত্যাদি মন্ত্র, বক্ষঃস্থলে ত্রাতারমিন্দ্র ইত্যাদি মন্ত্র, নেত্রদ্বয়ে ত্রিযুগ্ম মন্ত্র, মস্তকে মূর্দ্ধাভব ইত্যাদি মন্ত্র ন্যাস করিয়া পুনর্ব্বার হোম করিতে হইবে। ৭৮-৮০। অনন্তর উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণঃপতে এই মন্ত্রে দেবমূর্ত্তি উত্থাপন করিয়া বেদধ্বনি ও পুণ্যাহ শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক মণ্ডপ ও প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করিবে। ৮১। দেবস্য ত্বা ইত্যাদি মন্ত্রে পিণ্ডিকালম্ভন করিয়া দিক্পালপূজা পূর্ব্বক রত্ন, ধাতু, ওষধি প্রভৃতি দেবের পশ্চাদ্ভাগে বিন্যস্ত করিবে। ৮২। মন্দিরের গর্ভভাগে দেবস্থাপন করিবে না অথচ গর্ভভাগ পরিত্যাগও করিবে না, কিঞ্চিন্মধ্যভাগ পরিত্যাগ করিয়া দেবস্থাপন করিবে, তাহাতে কার্য্যের দোষশান্তি হইয়া থাকে। ৮৩। তিলপ্রমাণে কিঞ্চিৎ উত্তরভাগে দেবপ্রতিমা আনয়ন করিয়া ওঁ স্থিরোভব ইত্যাদি মন্ত্রে ও দেবস্য ত্বা ইত্যাদি ষট্ মন্ত্রে গুরু দেবমূর্ত্তি বিন্যাস করিবেন। ৮৪। ৮৫। ধ্রুবার্থ ষট্‌মন্ত্রে দেবতাকে অভিমন্ত্রিত করিয়া পূর্ব্বস্থাপিত কলসদ্বারা দেবমূর্ত্তিকে স্নান করাইয়া প্রতিষ্ঠিত করিবে। ৮৬। দীপ, সুগন্ধি ধূপ ও নৈবেদ্যদ্বারা দেবের পূজা, অর্ঘ্যপ্রদান ও নমস্কার করিয়া দেবতার নিকট স্তুতিপাঠপূর্ব্বক ক্ষমাপ্রার্থনা করিবে। ৮৭। যজমান স্বীয় শক্তির অনুরূপ বস্ত্র-

যুগং ছত্রং তথা দিব্যাঙ্গুরীয়কং। ঋত্বিগ্‌ভ্যশ্চ প্রদাতব্যা দক্ষিণা চৈব শক্তিতঃ ॥ ৮৮ ॥ চতুর্থীং জুহুয়াৎ পশ্চাদ্ যজমানঃ সমাহিতঃ। আহুতীনাং শতং হুত্বা ততঃ পূর্ণাং প্রদাপয়েৎ ॥ ৮৯ ॥ নিষ্ক্রম্য বহিরাচার্য্যো দিক্‌পালানাং বলিং হরেৎ। আচার্য্যঃ পুষ্পহস্তস্তু ক্ষমস্বেতি বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৯০ ॥ যাগান্তে কপিলাং দদ্যাদাচার্য্যায় চ চামরং। মুকুটং কুণ্ডলং ছত্রং কেয়ূরং কটিসূত্রকং। ব্যজনং গ্রামবস্ত্রাদীন্ সোপস্কারং সমণ্ডলং ॥ ৯১ ॥ ভোজনঞ্চ মহৎ কুর্য্যাৎ কৃতকৃত্যোপজায়তে। যজমানো বিমুক্তঃ স্যাৎ স্থাপকস্য প্রসাদতঃ ॥ ৯২ ॥ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে প্রতিষ্ঠাপ্রকরণং অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

ঊনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ ॥১॥ সর্গাদিকৃদ্ধরিশ্চৈব পূজ্যঃ স্বায়ম্ভুবাদিভিঃ। বিপ্রাদ্যৈঃ স্বেন ধর্ম্মেণ তদ্ধর্ম্মং ব্যাস বৈ শৃণু ॥ ২ ॥ যজনং যাজনং দানং ব্রাহ্মণস্য প্রতিগ্রহঃ। অধ্যাপনঞ্চাধ্যয়নং ষট্‌কর্ম্মাণি দ্বিজোত্তম ॥ ৩ ॥ দানমধ্যয়নং যজ্ঞো ধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ। দণ্ডস্তথা ক্ষত্রিয়স্য কৃষির্ব্বৈশ্যস্য শস্যতে ॥ ৪ ॥ শুশ্রূষৈব দ্বিজাতীনাং শূদ্রাণাং ধর্ম্মসাধনং। কারুকর্ম্ম তথা জীবোঽপাকযজ্ঞোঽপি ধর্ম্মতঃ ॥ ৫ ॥ ভিক্ষাচর্য্যাথ শুশ্রূষা গুরোঃ স্বাধ্যায় এব চ। সন্ন্যাসকর্ম্মাগ্নিকার্য্যঞ্চ ধর্ম্মোঽয়ং ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ৬ ॥ সর্ব্বেষামাশ্রমাণাঞ্চ দ্বৈবিধ্যন্তু চতুর্ব্বিধং। ব্রহ্মচার্য্যুপকুর্ব্বাণো নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মতৎপরঃ ॥৭॥ যোঽধীত্য বিধিবদ্বেদান্ গৃহস্থাশ্রমমাব্রজেৎ। উপকুর্ব্বাণকো জ্ঞেয়ো নৈষ্ঠিকো মরণান্তিকঃ॥ ৮ ॥ অগ্নয়োঽতিথিশুশ্রূষা যজ্ঞো দানং সুরার্চ্চনং। গৃহস্থস্য সমাসেন ধর্ম্মোঽয়ং দ্বিজসত্তম ॥ ৯ ॥ উদাসীনঃ সাধকশ্চ গৃহস্থো দ্বিবিধো ভবেৎ। কুটুম্বভরণে যুক্তঃ সাধকোঽসৌ

যুগ্ম, ছত্র ও অঙ্গুরীয়ক এই সকল দ্রব্য পুরোহিতবর্গকে দক্ষিণা স্বরূপে প্রদান করিবে। ৮৮। অনন্তর যজমান সংযত হইয়া চতুর্থীহোম করিবে। চতুর্থীহোমে শত আহুতি প্রদান করিয়া পূর্ণাহুতি দিবে। ৮৯। পরে আচার্য্য বহির্দ্দেশে গমন করিয়া দিক্‌পালগণকে বলিপ্রদানপূর্ব্বক পুষ্পহস্ত হইয়া ক্ষমস্ব এই বাক্যে বিসর্জ্জন করিবে। ৯০। যজমান যজ্ঞ সমাপনান্তে আচার্য্যকে কপিলা ধেনু, চামর, মুকুট, কুণ্ডল, ছত্র, কেয়ূর, কটিসূত্র, ব্যজন, ও সুসজ্জিত সমণ্ডল গ্রাম এই সকল দ্রব্য দক্ষিণা দিবে। ৯১। পরে আচার্য্য পুরোহিতদিগকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং ভোজন করিবে। যজমান এইরূপে প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পাদন করিলে কৃতকার্য্য হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে। ৯২।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কারী হরিকে স্বায়ম্ভুবাদি মনু ও ব্রাহ্মণাদিবর্ণ স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। হে ব্যাস! ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সেই স্ব স্ব ধর্ম্ম বলিতেছি, শ্রবণ কর।১।২। যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন এই ষট্ কর্ম্ম ব্রাহ্মণের স্বধর্ম্ম। ৩। দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ এই কর্ম্মত্রয় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সাধারণ ধর্ম্ম, তন্মধ্যে ক্ষত্রিয়ের রাজ্যশাসন ও বৈশ্যের কৃষিকার্য্য বিশেষ ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত আছে। ৪। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষাই শূদ্রজাতির প্রশস্ত ধর্ম্ম। শিল্পকার্য্য শূদ্রবর্গের জীবিকা তাহারা ধর্ম্মোদ্দেশে অপাক যজ্ঞ করিতে পারে। ৫। ভিক্ষাচরণ গুরুশুশ্রূষা, স্বাধ্যায়, সন্ন্যাসকর্ম্ম ও অগ্নিক্রিয়া এই সকল ব্রহ্মচারিদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য।৬। যে সকল আশ্রমধর্ম্ম কথিত হইল তাহাদের প্রত্যেকেরই প্রকারভেদ আছে। কোন কোন আশ্রম ধর্ম্ম দ্বিবিধ ও কোন কোন ধর্ম্ম চতুর্ব্বিধ তন্মধ্যে ব্রহ্মচারী, উপকুর্ব্বাণ, নৈষ্ঠিক ও ব্রততৎপর এই কয়েকটি প্রধান। ৭ যাহারা বিধিপূর্ব্বক বেদপাঠ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করে তাহারা উপকুর্ব্বাণ ও যাহারা আজীবন বেদ অধ্যয়ন করে তাহারা নৈষ্ঠিক বলিয়া বিখ্যাত। ৮। অগ্নিকার্য্য, অতিথিসেবা, যজ্ঞ, দান ও দেবার্চ্চন এই সকল গৃহস্থদিগের সংক্ষিপ্ত ধর্ম্ম। ৯। গৃহস্থ দ্বিবিধ, উদাসীন ও সাধক। যে গৃহী ব্যক্তি

গৃহী ভবেৎ ॥১০॥ ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য ত্যক্ত্বা ভার্য্যাধনাদিকং। একাকী যস্তু বিচরেদুদাসীনঃ স-মৌক্ষিকঃ॥ ১১ ॥ ভূমৌ মূলফলাশিত্বং স্বাধ্যায়-স্তপ-এব চ। সম্বিভাগো যথান্যায়ং ধর্ম্মোঽয়ং বনবাসিনঃ॥ ১২ ॥ তপস্তপ্যতি যোঽরণ্যে যজেদ্দেবান্ জুহোতি চ। স্বাধ্যায়ে চৈব নিরতো বনস্থস্তাপসোত্তমঃ॥১৩॥ তপসা কর্ষিতোঽত্যর্থং যস্তু ধ্যানপরো ভবেৎ। সন্ন্যাসী স হি বিজ্ঞেয়ো-বাণপ্রস্থাশ্রমে স্থিতঃ॥ ১৪ ॥ যোগাভ্যাসরতো নিত্যমারুরুক্ষুর্জ্জিতেন্দ্রিয়ঃ। জ্ঞানায় বর্ত্ততে ভিক্ষুঃ প্রোচ্যতে পারমেষ্ঠিকঃ॥ ১৫ ॥ যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যান্নিত্যতৃপ্তো মহামুনিঃ। সম্যক্ চন্দন-সম্পন্নঃ স-যোগী ভিক্ষুরুচ্যতে॥ ১৬ ॥ ভৈক্ষ্যং শ্রুতঞ্চ মৌনিত্বং তপোধ্যানং বিশেষতঃ। সম্যক্ চ জ্ঞানবৈরাগ্যং ধর্ম্মোঽয়ং ভিক্ষুকে মতঃ॥ ১৭ ॥ জ্ঞানসন্ন্যাসিনঃ কেচিদ্বেদসন্ন্যাসিনোঽপরে। কর্ম্মসন্ন্যাসিনঃ কেচিত্রিবিধঃ পারমেষ্ঠিকঃ॥ ১৮ ॥ যোগী চ ত্রিবিধো জ্ঞেয়ো ভৌতিকঃ ক্ষত্র এব চ। তৃতীয়োঽন্ত্যাশ্রমী প্রোক্তো যোগমূর্ত্তিসমাশ্রিতঃ॥ ১৯ ॥ প্রথমা ভাবনা পূর্ব্বে মোক্ষে দুষ্করভাবনা। তৃতীয়ে চান্তিমা প্রোক্তা ভাবনা পারমেশ্বরী॥২০॥ ধর্ম্মাৎ সংজায়তে মোক্ষোহ্র্থাৎ কামোঽভিজায়তে। প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকং। জ্ঞানপূর্ব্বং নিবৃত্তং স্যাৎ প্রবৃত্তগ্নাগ্নিদৈবকৃৎ॥২১॥ ক্ষমা দমো-দয়া-দানমলোভাভ্যাস এব চ। আর্জ্জবঞ্চানসূয়া চ তীর্থানুসরণন্তথা॥ ২২ ॥ সত্যং সন্তোষ-আস্তিক্যং তথা চেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। দেবতাভ্যর্চ্চনং পূজা ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ॥ ২৩॥ অহিংসা প্রিয়বাদিত্বমপৈশুন্যমরুক্ষতা। এতে আশ্রমিকা ধর্ম্মাশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং ব্রবীম্যতঃ॥ ২৪ ॥ প্রাজাপত্যং ব্রাহ্মণানাং স্মৃতং স্থানং ক্রিয়াবতাং। স্থানমৈন্দ্রং ক্ষত্রিয়াণাং সংগ্রামেষ্বপলায়িনাং॥ ২৫ ॥ বৈশ্যানাং মারুতং স্থানং স্বধর্ম্মমনুবর্ত্ততাং। গান্ধর্ব্বং শূদ্রজাতীনাং

আত্মকুটুম্ববর্গের ভরণপোষণে তৎপর থাকে, সেই ব্যক্তি সাধক।১০। যে গৃহস্থ ব্যক্তি পিতৃঋণ, ঋষিঋণ ও দেবঋণ এই ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইয়া ভার্য্যাধনাদি সংসার পরিত্যাগ করিয়া একাকী ধর্ম্মাচরণ করে, তাহাকে মোক্ষকামী উদাসীন বলে।১১। ফলমূলাহার, স্ববেদাদি অধ্যয়ন, তপস্যা ও যথোচিত সম্বিভাগ এই সকল বন বাসির ধর্ম্ম।১২। যে ব্যক্তি বনবাসী হইয়া তপস্যাচরণ, দেবার্চ্চণা ও হোম করিয়া স্বাধ্যায় কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তিনি বনস্থ তপস্বিগণের প্রধান।১৩। যিনি তপস্যাচরণ দ্বারা অতিশয় ক্লিষ্টদেহ হইয়া সর্ব্বদা ঈশ্বরধ্যানে নিরত থাকেন, তাঁহাকে বাণপ্রস্থাশ্রমী সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে।১৪। যে ভিক্ষুক অভ্যাসদ্বারা প্রাণাদি বায়ু নিরোধপূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইয়া সর্ব্বদা যোগাভ্যাসে নিরত থাকে বা ব্রহ্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করেন, তাঁহাকে পারমেষ্ঠিক বলে।১৫। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা আত্মতত্ত্বানুসন্ধানে পরিতৃপ্ত থাকিয়া চন্দনাদি দ্বারা উত্তমরূপে স্বদেহ বিভূষিত করে, তাহাকে ভিক্ষুক বলা যায়।১৬। ভিক্ষাচরণ, বেদপাঠ, মৌনাবলম্বন, তপস্যা, ঈশ্বরচিন্তন, জ্ঞানানুসন্ধান ও সংসারবৈরাগ্য এই সকল ভিক্ষুকের ধর্ম্ম।১৭। পারমেষ্ঠিক ত্রিবিধ—প্রথম কতগুলি জ্ঞানসন্ন্যাসী, দ্বিতীয় কতিপয় বেদসন্ন্যাসী ও তৃতীয় কতগুলি কর্ম্মসন্ন্যাসী।১৮। যোগী ত্রিবিধ, প্রথম ভৌতিক যোগী, দ্বিতীয় ক্ষত্রযোগী ও তৃতীয় বাণপ্রস্থাশ্রমী ইহারা যোগমূর্ত্তিধারী।১৯। ভাবনা তিনপ্রকার, প্রথম ভাবনা, মধ্য ভাবনা, ও তৃতীয় ভাবনা, মনুষ্য মাত্রেরই প্রথমে সংসারভাবনা হইয়া থাকে। তৎপরে মোক্ষভাবনা এই ভাবনা অতিদুষ্কর। অন্তিমে পরমেশ্বরের চিন্তা, ইহাকেই তৃতীয় ভাবনা বলে।২০। ধর্ম্মাচরণ করিলে মোক্ষপদ প্রাপ্তি হয়, অর্থোপার্জ্জনে ঐহিক অভিলাষ পূর্ণহইয়া থাকে। বৈদিক কর্ম্ম দ্বিবিধ, প্রবৃত্তিজনক ও নিবৃত্তিসাধন। জ্ঞানপূর্ব্বক যে কার্য্য তাহা প্রবৃত্তিজনক ও দেবাগ্নি সম্বন্ধী যে কার্য্য তাহা নিবৃত্তিসাধন।২১। ক্ষমা, দম, (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ) দয়া, দান, লোভাভাব, বেদাভ্যাস, সরলতা, অহিংসা, তীর্থপর্য্যটন, সত্যব্রতপালন, সন্তোষ, আস্তিকতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দেবার্চ্চন ও পূজা এই সকল ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।২২।।২৩। অহিংসা, প্রিয়বাদিত্ব, খলতাপরিহার, রৌক্ষভাবপরিবর্জ্জন এই সকল সর্ব্বাশ্রমবিহিত ধর্ম্ম। অতঃপর চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্ম বলিতেছি।২৪। ব্রাহ্মণ পূর্ব্বোক্ত আশ্রমধর্ম্ম পালন করিলে অন্তিমে প্রজাপত্য স্থান প্রাপ্ত হয়, যে সকল ক্ষত্রিয় সংগ্রামভীরু নহে, অথচ স্বধর্ম্মতৎপর তাহারা ইন্দ্রলোক লাভ করে।২৫। বৈশ্যগণ স্বধর্ম্মানুরক্ত হইলে অন্তে তাহাদিগের বায়ু

পরিচারে চ বর্ত্ততাং ॥২৬॥ অষ্টাশীতিসহস্রাণা-মৃষীণা-মূর্দ্ধ্বরেতসাং। স্মৃতং তেষান্তু যৎ স্থানং তদেব গুরুবাসিনাং ॥ ২৭ ॥ সপ্তর্ষীণান্তু যৎ স্থানং স্থানং তদ্বৈ বনৌকসাং। যতীনাং যতচিত্তানাং ন্যাসিনা-মূর্দ্ধরেতসাং। আনন্দং ব্রহ্ম তৎ স্থানং যস্মান্না-বর্ত্ততে মুনিঃ॥২৮॥ যোগিনামমৃতস্থানং ব্যোমাখ্যং পরমাক্ষরং। আনন্দমৈশ্বরং যস্মান্মুক্তো না বর্ত্ততে নরঃ॥ ২৯ ॥ মুক্তিরষ্টাঙ্গবিজ্ঞানাৎ সংক্ষেপাত্তদ্বদে শৃণু। যমাঃ পঞ্চত্বহিংসাদ্যা অহিংসা প্রাণ্য-হিংসনং ॥ ৩০ ॥ সত্যং ভূতহিতং বাক্যমস্তেয়ং স্বাগ্রহং পরং। অমৈথুনং ব্রহ্মচর্য্যং সর্ব্বত্যাগো-পরিগ্রহঃ ॥ ৩১ ॥ নিয়মাঃ পঞ্চ সত্যাদ্যা বাহ্য-মাভ্যন্তরং দ্বিধা। শৌচং সত্যঞ্চ সন্তোষস্তপশ্চেন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ ॥ ৩২ ॥ স্বাধ্যায়ঃ স্যাম্মন্ত্রজাপঃ প্রণিধানং হরের্যজিঃ। আসনং পদ্মকাদ্যুক্তং প্রাণায়ামোমরু-জ্জয়ঃ॥ ৩৩ ॥ মন্ত্রধ্যানযুতোগর্ভো বিপরীতোহ্যগ-র্ভকঃ। এবং দ্বিধা ত্রিধাপ্যুক্তং পূরণাৎ পূরকঃ স চ। কুম্ভকো-নিশ্চলত্বাচ্চ রেচনাদ্রেচকস্ত্রিধা ॥ ৩৪ ॥ লঘুর্দ্বাদশমাত্রঃ স্যাচ্চতুর্ব্বিংশতিকঃ পরঃ।, ষট্‌ত্রিং-শন্মাত্রিকঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রত্যাহারশ্চ রোধনং ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মাত্মচিন্তা ধ্যানং স্যাদ্ধারণা মনসোধৃতিঃ। অহং ব্রহ্মেত্যবস্থানং সমাধির্ব্রহ্মণঃ স্থিতিঃ॥ ৩৬॥ অহ-মাত্মা পরং ব্রহ্ম সত্যং জ্ঞানমনন্তকং। ব্রহ্মবিজ্ঞান-মানন্দঃ স তত্ত্বমসি কেবলং॥ ৩৭॥ অহং ব্রহ্মাস্ম্যহং ব্রহ্ম অশরীরমনিন্দ্রিয়ং। অহং মনো-বুদ্ধিমহদহ-ঙ্কারাদিবর্জ্জিতং ॥ ৩৮ ॥ জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদিযুক্ত-জ্যোতিস্তদীয়কং। নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধিযুক্তং সত্য-মানন্দমদ্বয়ং॥ ৩৯॥ যোসাবাদিত্যপুরুষঃ সোসাবহ-মখণ্ডিতং। ইতি ধ্যায়ন্ বিমুচ্যেত ব্রহ্মণো-ভব-

লোকে গমন হয়, শূদ্রগণ ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের পরিচর্য্যায়, নিরত থাকিলে পরকালে গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হয়। ২৬। অষ্টাশীতি সহস্র ঋষিগণ স্বীয় তপঃপ্রভাবে যে যে স্থান লাভ করে, গুরুধামবাসী মানব সেই সেই স্থান প্রাপ্ত হয়।২৭। মরীচি, অত্রিপ্রভৃতি সপ্তর্ষি-বর্গ স্বীয় তপস্যাবলে যে স্থান লাভ করেন, বনবাসী তপস্বীরাও সেই স্থান প্রাপ্ত হন, সংযতচিত্ত, যতি ও ঊর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসিগণ নিত্যানন্দময় ব্রহ্মধাম প্রাপ্ত হন। সেই স্থান হইতে মুনিগণের পুনর্ব্বার সংসারাবৃত্তি হয় না। ২৮। যাঁহারা সর্ব্বদা যোগানুসন্ধানে নিরত থাকেন, তাঁহাদিগের ব্যোমাখ্য অক্ষয় মোক্ষপদ লাভ হইয়া থাকে। মুক্ত ব্যক্তির কখনও সংসারাবৃত্তি হয় না। ২৯। অষ্টাঙ্গযোগের পরিজ্ঞানে মানবগণের মুক্তি হইয়া থাকে। এইক্ষণে সংক্ষেপে সেই অষ্টাঙ্গ যোগ বলিতেছি, শ্রবণ কর। সংযম, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অমৈথুন, ব্রহ্মচর্য্য, সর্ব্বত্যাগ ও পরিগ্রহ ইহাদিগকে অষ্টাঙ্গযোগ বলে। পঞ্চেন্দ্রিয়ের নিগ্রহকে সংযম, প্রাণিমাত্রের হিংসাভাবকে অহিংসা, সর্ব্ব ভূতের হিত বাক্যকে সত্য, পরদ্রব্য গ্রহণাভাবকে অস্তেয়, মৈথুনাভাবকে ব্রহ্মচর্য্য ও সর্ব্বত্যাগকে পরিগ্রহবলে। ৩০। ৩১। সত্যাদি পঞ্চ নিয়ম দ্বিবিধ। বাহ্য ও আভ্যন্তরিক। সত্যকে শৌচ, পরিতুষ্টি সাধনকে সন্তোষ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহকে তপস্যা, মন্ত্রজপকে স্বাধ্যায়, হরির অর্চ্চনাকে প্রণিধান, পদ্মকাদিকে আসন ও বায়ুনিরোধকে প্রাণায়াম বলে। ৩২। ৩৩। প্রাণায়াম দ্বিবিধ, সগর্ভ ও অগর্ভ। মন্ত্র ও ধ্যানযুক্ত প্রাণায়ামকে সগর্ভ ও তদ্বিপরীত অর্থাৎ মন্ত্রধ্যান বিহীন প্রাণায়ামকে অগর্ভ বলে। ঐ প্রাণায়ামের ত্রিবিধ অবান্তর প্রভেদ আছে। যথা—পূরক, কুম্ভক ও রেচক। বায়ু পূরণকে পূরক, বায়ুনিরোধ পূর্ব্বক দেহেন্দ্রিয়ের স্থিরীভাবকে কুম্ভক এবং বায়ুরেচনকে রেচক কহে। ৩৪। দ্বাদশবারজপে যে প্রাণাম হয়, তাহা লঘু, চতুর্ব্বিংশতি বার জপে মধ্যম এবং ষট্‌ত্রিশদ্বার জপে শ্রেষ্ঠ প্রাণায়াম হইয়া থাকে। বায়ু নিরোধ হইলেই প্রত্যাহার হয়। ৩৫। ব্রহ্মের সহিত আত্মার অভেদ চিন্তাই ধ্যান, মনের ধৈর্য্যাবলম্বনই ধারণা, অহংব্রহ্ম এইরূপ অভেদ জ্ঞানে যে ব্রহ্মেতে চিত্তস্থাপন তাহাই সমাধি ৩৬। "আমিই পরমাত্মা পরংব্রহ্ম" এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান হইলে সেই নিত্য জ্ঞানের কদাচ বিনাশ হয় না ব্রহ্মবিজ্ঞানই পরমানন্দ, এবং আত্মাই ব্রহ্মস্বরূপ। ৩৭। আমি ব্রহ্ম, আমিই অশরীরী ইন্দ্রিয়বিহীন; ব্রহ্ম, 'আমি মনঃ, বুদ্ধি অহঙ্কারাদিবর্জ্জিত। আমি জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদি যুক্ত, ব্রহ্ম-তেজঃস্বরূপ আমি নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত, অদ্বিতীয় নিত্যানন্দস্বরূপ, তদীয় তেজঃস্বরূপ যে আদিত্য পুরুষ, তাহাও আমি।। যে ব্রাহ্মণ

বন্ধনাৎ ॥ ৪০ ॥ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে অষ্টাঙ্গযোগ-ঊনপঞ্চাশদধ্যায়ঃ ॥

পঞ্চাশদধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ অহন্যহনি যঃ কুর্য্যাৎ ক্রিয়াং সংজ্ঞানমাপ্নুয়াৎ। ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় ধর্ম্মমর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ ॥ ২ ॥ চিন্তয়েদ্ধৃদিপদ্মস্থ-মানন্দমজরং হরিং। উষঃকালে তু সংপ্রাপ্তে কৃত্বাচাবশ্যকং বুধঃ। স্নায়ান্নদীষু শুদ্ধাসু শৌচং কৃত্বা যথাবিধি ॥ ৩ ॥ প্রাতঃ স্নানেন পূয়ন্তে যেঽপি পাপকৃতোজনাঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন প্রাতঃ স্নানং সমাচরেৎ ॥ ৪ ॥ প্রাতঃ স্নানং প্রশংসন্তি দৃষ্টাদৃষ্টকরং হি তৎ। সুখাৎ সুপ্তস্য সততং লালাদ্যাঃ সংস্রবন্তি হি। অতোনৈবাচরেৎ কর্ম্মাণ্যকৃত্বা স্নানমাদিতঃ ॥ ৫ ॥ অলক্ষ্মীঃ কালকর্ণী চ দুঃস্বপ্নং দুর্ব্বিচিন্তিতং। প্রাতঃ স্নানেন পাপানি ধূয়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬ ॥ নচ স্নানং বিনা পুংসাং প্রাশস্ত্যং কর্ম্ম সংস্মৃতং। হোমে জপ্যে বিশেষেণ তস্মাৎ স্নানং সমাচরেৎ ॥ ৭ ॥ অশক্তাবশিরস্কন্তু স্নানমস্য বিধীয়তে। আর্দ্রেণ বাসসা বাপি মার্জ্জনং কায়িকং স্মৃতং ॥ ৮ ॥ ব্রাহ্মমাগ্নেয়-মুদ্দিষ্টং বায়ব্যং দিব্যমেবচ। বারুণং যৌগিকং তদ্বৎ ষড়ঙ্গং স্নানমাচরেৎ ॥ ৯ ॥ ব্রাহ্মন্তু মার্জ্জনং মন্ত্রৈঃ কুশৈঃ সোদকবিন্দুভিঃ। আগ্নেয়ং ভস্মনা পাদমস্তকাদ্দেহধূননং ॥ ১০ ॥ গবাং হি রজসা প্রোক্তং বায়ব্যং স্নানমুত্তমং। যত্তু সাতপবর্ষেণ স্নানং তদ্দিব্য মুচ্যতে ॥ ১১ ॥ বারুণঞ্চাবগাহঞ্চ মানসং স্বাত্মবেদনং। যৌগিকং স্নানমাখ্যাতং যোগেন হরিচিন্তনং। আত্মতীর্থমিতিখ্যাতং সেবিতং ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ১২ ॥ ক্ষীরবৃক্ষসমুদ্ভূতং মালতী সম্ভবং শুভং। অপামার্গঞ্চ বিল্বঞ্চ করবীরঞ্চ ধারণং ॥ ১৩ ॥ উদঙ্মুখঃ

এইরূপ ধ্যান করে, সেই ব্রাহ্মণ পূর্ণব্রহ্মের ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। ৩৮-৩৯-৪০।

পঞ্চাশদধ্যায়।

ব্রাহ্মা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন নিত্যকর্ত্তব্য ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। নিত্যক্রিয়া প্রণালী এই—ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া ধর্ম্ম ও অর্থ চিন্তা করিবে। ১-২। দ্বিজাতিগণ প্রভাতকাল উপস্থিত হইলে, হৃৎপদ্মমধ্যে সনাতন হরিকে চিন্তা করিবে। পরে শৌচাদিক্রিয়া সমাপনান্তে যথাবিধি আচমন ও পুণ্যসলিলা নদীতে স্নান করিয়া শুদ্ধদেহ হইবে। ৩। প্রাতঃস্নান করিলে পাপাত্মা ব্যক্তিও পবিত্র হইতে পারে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে অবশ্য প্রাতঃস্নান করিবে। ৪। যেহেতু প্রাতঃস্নান ঐহিক ও পারত্রিক ফলপ্রদান করে, অতএব সকলেই প্রাতঃস্নানকে প্রশংসাকরিয়া থাকেন। রজনীতে সুখপ্রসুপ্ত মানবের লালাস্রাব হইয়া থাকে, তাহাতে সকলেরই দেহ অপবিত্র হয়। অতএব অগ্রে স্নান না করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি কোন কার্য্য করিবে না। ৫। প্রাতঃস্নান করিলে অলক্ষ্মী পিশাচাদির দৃষ্টি, দুঃস্বপ্ন ও দুশ্চিন্তা প্রভৃতি পাপ নিঃসংশয় ধৌত হইয়া যায়। ৬। স্নানব্যতিরেকে জপহোমাদি মনুষ্য কৃত কোন কর্ম্মের প্রশস্ততা হয় না, অতএব জপহোমাদি সর্ব্ব কর্ম্মের প্রারম্ভে বিশেষরূপে স্নান করিয়া কার্য্য করিবে। ৭। যাহারা অবগাহন স্নানে অশক্ত, তাহাদিগের পক্ষে অশিরস্ক স্নান বিধেয়। তাহারা আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা শরীর মার্জ্জন করিলেই স্নান সিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাকেই কায়িক স্নান বলে। ৮। স্নান ষড়্‌বিধ, যথা—ব্রাহ্ম, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, বারুণ ও যৌগিক পাত্রবিশেষে এই ষট্‌প্রকার স্নানের অন্যতম স্নানের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। ৯। মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক কুশাদ্বারা অঙ্গে জলসেক করিয়া অঙ্গমার্জ্জন করিলেই ব্রাহ্মস্নান হয়। ভস্মদ্বারা মস্তক হইতে পাদপর্য্যন্ত অঙ্গমার্জ্জনকে আগ্নেয়স্নান, গোময় দ্বারা অঙ্গমার্জ্জনকে বায়ব্য স্নান, আতপ সেবন (সর্ব্বাঙ্গে রৌদ্রসংস্পর্শন) কে দিব্য স্নান, অবগাহন স্নানকে বারুণ স্নান, এবং ঈশ্বরে আত্মনিবেদনকে যৌগিক স্নান বলে। যোগাবলম্বন করিয়া শ্রীহরিকে চিন্তা করিলেই যৌগিক স্নান সিদ্ধ হয়। ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ আত্মাকে তীর্থ বলিয়া সেবা করিয়া থাকেন। ১০—১২। ওড়ুম্বরাদি ক্ষীরীবৃক্ষকাষ্ঠ, মালতীকাষ্ঠ, অপামার্গকাষ্ঠ করবীরকাষ্ঠ অথবা বিল্বকাষ্ঠদ্বারা উত্তরমুখে কিম্বা পূর্ব্বমুখে দন্তধাবন করিতে হইবে। দন্তধাবনের পর সংযত হইয়া মুখপ্রক্ষালন-

প্রাঙ্মুখো বা ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনং। প্রক্ষাল্য ভুক্তা তজ্জহ্যাচ্ছুচৌ দেশে সমাহিতঃ॥ ১৪॥ স্নাত্বা সন্তর্পয়েদ্দেবানৃষীন্ পিতৃগণাংস্তথা। আচম্য বিধিবন্নিত্যং পুনরাচম্য বাগ্‌যতঃ॥ ১৫॥ সংমার্জ্য মন্ত্রৈরাত্মানং কুশৈঃ সোদকবিন্দুভিঃ। আপোহিষ্ঠাব্যাহৃতিভিঃ সাবিত্র্যা বারুণৈঃ শুভৈঃ॥ ১৬॥ ওঁ কারব্যাহৃতিযুতাং গায়ত্রীং বেদমাতরং। জপ্ত্বা জলাঞ্জলিং দত্ত্বা ভাস্করং প্রতি তন্মনাঃ॥ ১৭॥ প্রাতঃকালে ততঃ স্থিত্বা দর্ভেষু সুসমাহিতঃ। প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা ধ্যায়েৎ সন্ধ্যামিতি শ্রুতিঃ॥ ১৮॥ যা সন্ধ্যা সা জগৎসূতির্মায়াতীতা হি নিষ্কলা। ঐশ্বরী কেবলাশক্তিস্তত্ত্বত্রয়সমুদ্ভবা॥ ১৯॥ ধ্যাত্বা রক্তাং সিতাং কৃষ্ণাং গায়ত্রীং বৈ জপেদ্বুধঃ। প্রাঙ্মুখঃ সততং বিপ্রঃ সন্ধ্যোপাসনমাচরেৎ॥ ২০॥ সন্ধ্যাহীনোঽশুচি নিত্যমনর্হঃ সর্ব্ব কর্ম্মসু। যদন্যৎ কুরুতে কিঞ্চিন্ন তস্য ফলভাগ্‌ভবেৎ॥ ২১॥ অনন্যচেতসঃ সন্তো ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। উপাস্য বিধিবৎ সন্ধ্যাং প্রাপ্তাঃ পূর্ব্বপরাং গতিং॥ ২২॥ যোঽন্যত্র কুরুতে যত্নং ধর্ম্মকার্য্যে দ্বিজোত্তমঃ। বিহায় সন্ধ্যাপ্রণতিং স যাতি নরকাযুতং॥ ২৩॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সন্ধ্যোপাসনমাচরেৎ। উপাসিতো-ভবেত্তেন দেবো যোগতত্তনুঃ পরঃ॥ ২৪॥ সহস্রপরমাং নিত্যাং শতমধ্যাং দশাপরাং। গায়ত্রীং বৈ জপেদ্বিদ্বান্ প্রাঙ্মুখঃ প্রয়তঃ শুচিঃ॥ ২৫॥ অথোপতিষ্ঠেদাদিত্যমুদয়স্থং সমাহিতঃ। মন্ত্রৈস্তু বিবিধৈঃ সারৈঃ ঋগ্‌যজুঃসামসংজ্ঞিতৈঃ॥ ২৬॥ উপস্থায় মহাযোগং দেবদেবং দিবাকরং। কুর্ব্বীত প্রণতিং ভূমৌ মূর্দ্ধানমভিমন্ত্রিতঃ॥ ২৭॥ ওঁ খদ্যোতায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে। নিবেদয়ামি চাত্মানং নমস্তে জ্ঞানরূপিণে॥ ২৮॥ ত্বমেব ব্রহ্ম পরমমাপোজ্যোতীরসোঽমৃতং। ভূর্ভুবঃস্বস্ত্ব-মোঙ্কারঃ সর্ব্বোরুদ্রঃ সনাতনঃ॥ ২৯॥ এতদ্বৈ সূর্য্যং হৃদয়ে জপ্ত্বা স্তবনমুত্তমং। প্রাতঃকালে চ মধ্যাহ্নে নমস্কুর্য্যা-

---

পূর্ব্বক শুদ্ধস্থানে দন্তকাষ্ঠ নিক্ষেপ করিবে। ১৩। ১৪। তৎপরে স্নান করিয়া দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করিতে হইবে। অনন্তর সংযতবাক্য হইয়া বিধিপূর্ব্বক আচমন করিয়া পুনর্ব্বার আচমন করিবে। ১৫। পরে কুশাদ্বারা জলসেক করিয়া অঙ্গমার্জ্জন করিবে। আপোহিষ্ঠা ময়োভুবঃ ইত্যাদি মন্ত্রে আপোমার্জ্জন করিয়া ওঁকার ও ব্যাহৃতি (ভূর্ভুবঃস্বঃ)-যুক্ত বেদমাতা গায়ত্রী জপ করিবে। গায়ত্রী জপান্তে অনন্যচিত্ত হইয়া ভাস্কর দেবের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে হইবে। ১৬-১৭। প্রাতঃকালে দর্ভাসনে উপবিষ্ট হইয়া সংযতচিত্তে প্রাণায়াম করিয়া সাবিত্রীর ধ্যান করিবে ইহাই সন্ধ্যা বলিয়া শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ আছে। ১৮। সন্ধ্যা মায়াতীতা, নিষ্কলা, জগৎপ্রসূতিস্বরূপা এই সন্ধ্যা সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তত্ত্বত্রয়সম্ভূতা ঐশ্বরীশক্তি। ১৯। ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বমুখ হইয়া প্রাতঃকালে রক্তবর্ণা, মধ্যাহ্নে কৃষ্ণবর্ণা এবং সায়াহ্নে শুক্লবর্ণা গায়ত্রীর ধ্যান করিয়া, সন্ধ্যার উপাসনা করিবে। ২০। সন্ধ্যাহীন ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা অশুচি, তাঁহার কোন কার্য্যের অধিকার নাই। সে ব্যক্তি যে কিছু কার্য্য করে তাহার ফললাভ করিতে পারে না। ২১। বেদপারগ ব্রাহ্মণ প্রশান্তচিত্ত হইয়া অনন্যমনে বিধিপূর্ব্বক সন্ধ্যোপাসনা করিলে ইহকালে ও পরকালে উত্তম গতি লাভ করিতে পারে। ২২। যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যোপাসন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য ধর্ম্ম কার্য্যে নিরত হয়, সেই ব্রাহ্মণ অযুত নরকভোগ করে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সন্ধ্যোপাসনা করিলে উপাসকের প্রতি দেবগণ প্রসন্ন থাকেন। ২৩-২৪। বিদ্বান ব্রাহ্মণ পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিয়া ও সংযত হইয়া বিশুদ্ধান্তঃকরণে সহস্র, শত অথবা দশবার গায়ত্রী জপ করিবে। উক্তরূপে সহস্র জপ করিলে উৎকৃষ্ট ফল, শতজপে মধ্যমফল ও দশবার জপ করিলে অধম ফল হইয়া থাকে। ২৫। অনন্তর সংযতচিত্ত হইয়া ঋগ্‌ যজুঃ সাম বেদান্তর্গত বিবিধ মন্ত্রে উদয়কালীন সূর্য্যদেবের উপাসনা করিবে। ২৬। এইরূপ দেবাদিদেব সর্ব্বযোগময় দিবাকরের আরাধনা করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ভূমিতে মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার করিবে। ২৭। হে সূর্য্যদেব! তুমি প্রশান্তমূর্ত্তি ও কারণত্রয়ের কারণ। তুমি জ্ঞানরূপী তোমাকে নমস্কার করিয়া আত্মসমর্পণ করিলাম। হে দিবাকর! তুমি পরঃব্রহ্ম, তুমি আপ, জ্যোতিঃ, রস ও অমৃতস্বরূপ, তুমি ভূর্ভুবঃস্ব এই ব্যাহৃতি মন্ত্ররূপী, তুমি ওঁঙ্কারস্বরূপ তুমি একাদশ রুদ্ররূপী, তুমি সনাতন। ২৮-২৯। এইরূপে আত্ম-

দিবাকরং ॥ ৩০ ॥ অথাগম্য গৃহং বিপ্রঃ সমাচম্য যথাবিধি। প্রজ্বাল্য বহ্নিং বিধিবজ্জুহুয়াজ্জাতবেদসং ॥৩১॥ ঋত্বিক্ পুত্রোঽথ পত্নী বা শিষ্যোবাপি সহোদরঃ। প্রাপ্যানুজ্ঞাং বিশেষেণ জুহুয়াদ্বা যথাবিধি। বিনা তন্ত্রেণ যৎ কর্ম্ম নামুত্রেহ ফলপ্রদং ॥ ৩২ ॥ দৈবতানি নমস্কুর্য্যাদুপহারান্নিবেদয়েৎ। গুরুঞ্চৈবাপ্যুপাসীত হিতঞ্চাস্য সমাচরেৎ ॥ ৩৩॥ বেদাভ্যাসং ততঃ কুর্য্যাৎ প্রযত্নাচ্ছক্তিতোদ্বিজঃ। জপেদধ্যাপয়েচ্ছিষ্যান্ ধারয়েদ্বৈ বিচারয়েৎ ॥ ৩৪ ॥ অবেক্ষ্যেত চ শাস্ত্রাণি ধর্ম্মাদীনি দ্বিজোত্তম। বৈদিকাংশ্চৈব নিগমান্ বেদাঙ্গানি চ সর্ব্বশঃ ॥ ৩৫ ॥ উপেয়াদীশ্বরঞ্চৈব যোগক্ষেমপ্রসিদ্ধয়ে। সাধয়েদ্বিবিধানর্থান্ কুটুম্বার্থং ততো দ্বিজঃ ॥ ৩৬ ॥ ততো মধ্যাহ্নসময়ে স্নানার্থং মৃদমাহরেৎ। পুষ্পাক্ষতান্ তিলকুশান্ গোময়ং শুদ্ধমেবচ ॥ ৩৭ ॥ নদীষু দেবখাতেষু তড়াগেষু সরঃসু চ। স্নানং সমাচরেন্নৈব পরকীয়ে কদাচন। পঞ্চ পিণ্ডানমুদ্ধৃত্য স্নানং দুষ্যন্তি নিত্যশঃ ॥ ৩৮ ॥ মৃদৈকয়া শিরঃ ক্ষাল্যং দ্বাভ্যাং নাভেস্তথোপরি। অধশ্চ তিসৃভিঃ ক্ষাল্যং পাদৌ ষড়্ভিস্তথৈব চ ॥ ৩৯ ॥ মৃত্তিকা চ সমুদ্দিষ্টা বৃদ্ধামলকমাত্রিকা। গোময়স্য প্রমাণন্তু তেনাঙ্গং লেপয়েত্ততঃ। প্রক্ষাল্যাচম্য বিধিবত্ততঃ স্নায়াৎ সমাহিতঃ ॥ ৪০ ॥ লেপয়িত্বা তু তীরস্থস্তল্লিঙ্গৈরেব মন্ত্রতঃ। অভিমন্ত্র্য জলং মন্ত্রৈরালিঙ্গৈর্ব্বারুণৈঃ শুভৈঃ। স্নানকালে স্মরেদ্বিষ্ণুমাপো-নারায়ণো-যতঃ ॥ ৪১ ॥ প্রেক্ষ্য ওঙ্কারমাদিত্যং ত্রির্নিমজ্জেজ্জলাশয়ে। আচান্তঃ পুনরাচামেন্মন্ত্রেণানেন মন্ত্রবিৎ ॥ ৪২ ॥ অন্তশ্চরসি ভূতেষু গুহায়াং বিশ্বতো মুখং। ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্কার-আপো-জ্যোতী-রসোঽমৃতং ॥ ৪৩ ॥ দ্রুপদাম্বা ত্রিরভ্যস্যেদ্ব্যাহৃতিপ্রণবা-

হৃদয়ে সূর্য্যদেবের ধ্যান করিয়া স্তব করিতে হইবে। এইপ্রকারে প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে সূর্য্যদেবকে নমস্কার করিতে হইবে। ৩০। ব্রাহ্মণগণ এইরূপে যথাবিধি সন্ধ্যোপাসনা সমাপন পূর্ব্বক গৃহে গমন করিয়া পুনর্ব্বার বিধানক্রমে আচমন করিবে। পরে বহ্নি প্রজ্বালন পূর্ব্বক যথাবিধি অগ্নিতে হোম করিবে। ৩১। হোম কার্য্যে স্বয়ং অশক্ত হইলে পুরোহিত, পুত্র, পত্নী, শিষ্য অথবা সহোদর ইহারা কর্ত্তার অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া বিধিপূর্ব্বক হোম করিতে পারে। বিধিবিহীন কোন কর্ম্মই ইহ কালে বা পরকালে ফলপ্রদ হয় না। ৩২। অনন্তর দেবতাদিগকে নমস্কার করিয়া বিবিধ উপহার নিবেদন করিবে এবং গুরুদেবের উপাসনা করিয়া তাঁহার হিত সাধনে প্রবৃত্ত হইবে। ৩৩। তৎপর বিপ্রবর্গ যত্নপূর্ব্বক বেদপাঠ ও ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া শিষ্যবর্গের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইবে। ৩৪। অনন্তর ব্রাহ্মণ ধর্ম্মশাস্ত্রাদি দর্শন করিয়া বৈদিক, নিগম ও বেদাদি শাস্ত্র অবলোকন করিবে। ৩৫। পরে যোগসিদ্ধির মঙ্গলকামনায় কিয়ৎক্ষণ ঈশ্বরচিন্তা করিয়া কুটুম্ববর্গের ভরণপোষণার্থ অর্থোপার্জন করিতে হইবে। ৩৬। তৎপর মধ্যাহ্ন সময় উপস্থিত হইলে স্নানার্থ মৃত্তিকা, পুষ্প, অক্ষত, তিল, কুশ, গোময় প্রভৃতি শোধন দ্রব্য আহরণ করিবে। নদী, দেবখাত, হ্রদ, ও সরোবরে স্নান করিবে, কদাচ পরকীয় খাতে স্নান করিবে না। পরকীয় খাতে স্নান করিতে হইলে ঐ খাত হইতে পঞ্চ মৃত্তিকাপিণ্ড উদ্ধৃত করিয়া স্নান করিতে হইবে। পঞ্চ মৃৎপিণ্ড উদ্ধৃত না করিয়া পরকীয় খাতে অবগানকরিলে সেই স্নান বিশুদ্ধ হয় না। ৩৭।৩৮। স্নানকালে যে, মৃত্তিকা দ্বারা অঙ্গ ক্ষালন করিতে হইবে, তাহার নিয়ম এই—মস্তকে একবার, নাভীতে ও তাহার উপরিভাগে দুইবার, অধোদেশে তিনবার, ও পাদদ্বয়ে ছয়বার মৃত্তিকা লেপনকরিয়া ধৌত করিবে। একটি পরিপক্ক আমলকী প্রমাণে মৃত্তিকা গ্রহণ করা বিধেয়। ঐ পরিমাণে গোময়াদি লইয়া তাহা দ্বারা অঙ্গলেপন করিয়া গাত্র প্রক্ষালন পূর্ব্বক যথাবিধি স্নান করিবে। ৩৯। ৪০। মন্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ স্নানান্তর তীরে উঠিয়া পুনর্ব্বার মৃত্তিকা দ্বারা অঙ্গলেপন পূর্ব্বক বারুণ মন্ত্রে জলাভিমন্ত্রণ করিয়া সেই জলদ্বারা গাত্র ধৌত করিবে। স্নানকালে জলকে অবশ্য বিষ্ণুরূপে স্মরণ করা বিধেয়, যেহেতু জল স্বয়ং নারায়ণস্বরূপ। ৪১। পরে ওঁকারমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সূর্য্যদর্শনপূর্ব্বক জলাশয়ে তিনবার নিমগ্ন হইয়া মন্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ অন্তশ্চরসি ইত্যাদি মন্ত্রে আচমনান্তে পুনর্ব্বার আচমন করিবে। ৪২। হে জল তুমি সর্ব্বভূতের অন্তররূপ, গুহামধ্যে অবস্থিত আছ। সর্ব্বত্রই তোমার গতি আছে। তুমি যজ্ঞ, তুমি বষটকার মন্ত্রস্বরূপ,

ন্বিতাং। সাবিত্রীং বা জপেদ্বিদ্বাংস্তথাচৈবাঘমর্ষণং ॥ ৪৪ ॥ ততঃ সংমার্জ্জনং কুর্য্যাদাপোহিষ্ঠা ময়োভুবঃ। ইদমাপঃ প্রবহত ব্যাহৃতিভি-স্তথৈব চ। ততোঽভিমন্ত্রিতং তোয়মাপোহিষ্ঠাদিমন্ত্রকৈঃ ॥ ৪৫ ॥ অন্তর্জ্জলমবাগগ্নৌ জপেত্রিরঘমর্ষণং। দ্রুপদাম্বাথ সাবিত্রীং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং। আবর্ত্তয়েদ্বা প্রণবং দেবদেবং স্মরেদ্ধরিং ॥ ৪৬ ॥ আপঃ পাণৌ সমাদায় জপ্ত্বা বৈ মার্জ্জনে কৃতে। বিন্যস্য মূর্দ্ধ্নি তত্তোয়ং মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ৪৭ ॥ সন্ধ্যা মুপাস্য চাচম্য সংস্মরেন্নিত্যমীশ্বরীং। অথোপতিষ্ঠেদাদিত্যমূর্দ্ধপুষ্পান্বিতাঞ্জলিঃ ॥ ৪৮ ॥ প্রক্ষিপ্যালোকয়েদ্দেব-মুদয়স্থং ন শক্যতে। উদুত্যং চিত্রমিত্যেব তচ্চক্ষুরিতি মন্ত্রতঃ ॥ ৪৯ ॥ হংসঃ শুচিঃ সদেতেন সাবিত্র্যা চ বিশেষতঃ। অন্যৈঃ সৌরৈর্ব্বৈদিকৈশ্চ গায়ত্রীঞ্চ ততো জপেৎ ॥ ৫০ ॥ মন্ত্রাংশ্চ বিবিধান্ পশ্চাৎ প্রাক্কুলে চ কুশাসনে। তিষ্ঠংশ্চ বীক্ষ্যমাণোঽর্কং জপং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ ॥ ৫১ ॥ স্ফটিকাজাক্ষরুদ্রাক্ষৈঃ পুত্রংজীবসমুদ্ভবৈঃ। 'কর্ত্তব্যাত্বক্ষমালাস্যাদন্তরা তত্র সা স্মৃতা ॥ ৫২ ॥ যদি স্যাৎ ক্লিন্নবাসা বৈ বারিমধ্যগত-শ্চরেৎ। অন্যথা চ শুচৌ ভূম্যাং দর্ভেষু চ সমাহিতঃ ॥ ৫৩ ॥ প্রদক্ষিণং সমাবৃত্য নমস্কুর্য্যাত্ততঃ ক্ষিতৌ। আচম্য চ যথাশাস্ত্রং শক্ত্যা স্বাধ্যায়-মাচরেৎ ॥ ৫৪ ॥ ততঃ সন্তর্পয়েদ্দেবানৃষীন্ পিতৃগণাংস্তথা। আদাবোঙ্কারমুচ্চার্য্য নমোঽন্তে তর্পয়ামি চ ॥ ৫৫ ॥ দেবান্ ব্রহ্মঋষীংশ্চৈব তর্পয়েদক্ষতোদকৈঃ। পিতৄন্ দেবান্ মুনীন্ ভক্ত্যা স্বসূত্রোক্তবিধানতঃ। দেবর্ষীং-স্তর্পয়েদ্ধীমানুদকাঞ্জলিভিঃ পিতৄন্ ॥ ৫৬ ॥ যজ্ঞোপবীতী দেবানাং নিবীতী ঋষিতর্পণে। প্রাচীনাবীতী পিত্র্যে তু তেন তীর্থেন ভারত ॥

তুমি জ্যোতির্ম্ময় ও, তুমি সর্ব্বরসের আধার। ৪৩। পরে ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচান ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া ওঁকার ও ব্যাহৃতি (ভূর্ভুবঃ স্বঃ)-পূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করিবে। তৎপর অঘমর্ষণ করিয়া আপোহিষ্ঠাময়োভুবঃ ইত্যাদি মন্ত্রে আপোমার্জ্জন করিবে। পুনর্ব্বার ইদমাপঃ প্রবহত ইত্যাদি ও ভূর্ভবঃস্বঃ এই মন্ত্র দ্বয়দ্বারা জল অভিমন্ত্রিত করিয়া ওঁ আপোহিষ্ঠা ময়োভুবঃ ইত্যাদি মন্ত্রে আপো মার্জন করিতে হইবে। ৪৪। ৪৫। পরে মৌনী হইয়া তিনবার অঘমর্ষণ করিয়া দ্রুপদাদিব মুমুচান ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গায়ত্রী ও তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া প্রণব মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দেবদেব হরিকে স্মরণ করিবে। ৪৬। অনন্তর হস্তে জল লইয়া তদুপরি গায়ত্রী জপ করিয়া সেই জল মস্তকে নিক্ষেপ করিবে। ইহাতে ব্রাহ্মণ সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। ৪৭। দ্বিজাতিগণ এইরূপে সন্ধ্যার উপাসনা করিয়া আচমন পূর্ব্বক প্রতিদিন ইষ্টদেবকে চিন্তা করিবে। অনন্তর ঊর্দ্ধহস্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া সূর্য্যদেবের উপাসনা করিবে। ৪৮। সূর্য্যোপস্থান কালে দিবাকরের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে; কিন্তু উদয়কালে সূর্য্যাবলোকন করিবে না। উদুত্যং জাতবেদসং ইত্যাদি, চিত্রন্দেবানামিত্যাদি, তচ্চক্ষুর্দেবহিতমিত্যাদি ও হংসঃশুচিঃ ইত্যাদি সূর্য্যোপস্থানমন্ত্রে সূর্য্যোপস্থান করিতে হইবে এবং অন্যান্য সূর্য্যোপাসন বৈদিকমন্ত্রে সূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে। ৪৯।৫০। পরে কুশাসনোপরি পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিয়া সংযতচিত্তে আদিত্য দেবকে দর্শন করতঃ বিবিধ মন্ত্রপাঠ করিয়া জপ করিতে হইবে ৫১। স্ফটিক, পদ্মাক্ষ, রুদ্রাক্ষ কিম্বা জীব পুত্রিকা দ্বারা জপমালা প্রস্তুত করিয়া গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। প্রতিমালার পরে এক একটি গ্রন্থি দিয়া মালাগুলি পৃথক্ পৃথক্ বিন্যাস করিবে। ৫২। যদি সাধকের বস্ত্র আর্দ্র থাকে, তাহা হইলে জলমধ্যস্থ হইয়া জপাদি করিবে, অন্যথা পবিত্র স্থানে দর্ভাসনে উপবিষ্ট হইয়া সংযতচিত্তে কার্য্য করিবে। ৫৩। অনন্তর সাধক প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক দণ্ডবৎ হইয়া ভাস্করদেবের উদ্দেশে ভূমিতে নমস্কার করিয়া যথাশাস্ত্র আচমনান্তে স্বীয় শক্তি অনুসারে বেদ পাঠাদি স্বাধ্যায় কর্ম্মে নিযুক্ত হইবে। ৫৪। পরে দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে। "ওঁ নমঃ পিতৄন তর্পয়ামি ওঁ নমো দেবাং-স্তর্পয়ামি" ইত্যাদি বাক্যে তর্পণ করা বিধেয়। ৫৫। অক্ষতযুক্ত জলদ্বারা দেবতর্পণ ও ব্রহ্মর্ষি তর্পণ কর্ত্তব্য স্বশাখোক্ত সূত্রবিধানে ভক্তি পূর্ব্বক দেবতর্পণ, পিতৃতর্পণ ও মুনিতর্পণ করিতে হইবে। একাঞ্জলি জলদ্বারা দেবতর্পণ ও ঋষিতর্পণ এবং তিন অঞ্জলি জলদ্বারা পিতৃতর্পণ কর্ত্তব্য। ৫৬। বামস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত রাখিয়া দেবতর্পণ, যজ্ঞোপবীতকে মালাবৎ কণ্ঠলম্বিত করিয়া ঋষিতর্পণ এবং দক্ষিণস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত রাখিয়া পিতৃতর্পণ করিতে হইবে। দৈবতীর্থে

৫৭॥ নিষ্পীড্য স্নানবস্ত্রং বৈ সমাচম্য চ বাগ্যতঃ। স্বৈর্ম্মন্ত্রৈরর্চ্চয়েদ্দেবান্ পুষ্পৈঃ পত্রৈস্তথাম্বুভিঃ॥ ৫৮॥ ব্রহ্মাণং শঙ্করং সূর্য্যং তথৈব মধুসূদনং। অন্যাংশ্চাভিমতান্দেবান্ ভক্ত্যাচাক্রোধনোহর॥ ৫৯॥ প্রদদ্যাদ্বাথ পুষ্পাদি সূক্তেন পুরুষেণ তু। আপো বা দৈবতাঃ সর্ব্বস্তেন সম্যক্ সমর্চ্চিতাঃ॥ ৬০॥ ধ্যাত্বা প্রণবপূর্ব্বং বৈ দেবং পরিসমাহিতঃ। নমস্কারেণ পুষ্পাণি বিন্যসেদ্বৈ পৃথক্ পৃথক্॥ ৬১॥ নর্ত্তে হ্যারাধনাৎ পুণ্যং বিদ্যতে কর্ম্ম বৈদিকং। তস্মাত্ত্বাদিমধ্যান্তে চেতসা ধারয়েদ্ধরিং॥ ৬২॥ তদ্বিষ্ণোরিতি মন্ত্রেন সূক্তেন পুরুষেণ তু। নিবেদয়েচ্চ আত্মানং বিষ্ণবেঽমলতেজসে॥ ৬৩॥ তদধ্যাতমনাঃ শান্তস্তদ্বিষ্ণোরিতি মন্ত্রিতঃ। দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞং তথৈবচ। মানুষং ব্রহ্মযজ্ঞঞ্চ পঞ্চ যজ্ঞান্ সদাচরেৎ॥ ৬৪॥ যদি স্যাত্তর্পণাদর্ব্বাক্ ব্রহ্মযজ্ঞং কৃতোভবেৎ। কৃত্বা মনুষ্যোযজ্ঞং বৈ ততঃ স্বাধ্যায় মাচরেৎ॥ ৬৫॥ বৈশ্বদেবস্তু কর্ত্তব্যো দেবযজ্ঞঃ স-তু স্মৃতঃ। ভূতযজ্ঞঃ স-বৈ জ্ঞেয়োভূতেভ্যোযস্ত্বয়ং বলিঃ॥ ৬৬॥ শ্বভ্যশ্চ শ্বপচেভ্যশ্চ পতিতাদিভ্য-এব চ। দদ্যাদ্ভূমৌ বহিস্ত্বন্নং পক্ষিভ্যশ্চ দ্বিজোত্তমঃ॥ ৬৭॥ একস্তু ভোজয়েদ্বিপ্রং পিতৃনুদ্দিশ্য সত্তমঃ। নিত্যশ্রাদ্ধং তদুদ্দিশ্য পিতৃযজ্ঞো গতিপ্রদঃ॥ ৬৮॥ উদ্ধৃত্য বা যথাশক্তি কিঞ্চিদন্নং সমাহিতঃ বেদতত্ত্বার্থবিদুষে দ্বিজায়ৈবোপপাদয়েৎ॥ ৬৯॥ পূজয়েদতিথিং নিত্যং নমস্যেদর্চ্চয়েদ্দ্বিজং। মনোবাক্কর্ম্মভিঃ শান্তং স্বাগতৈঃ স্বগৃহন্ততঃ॥ ৭০॥ ভিক্ষামাহুর্গ্রাসমাত্র-মন্নং তস্য চতুর্গুণং। পুষ্কলং হন্তমাত্রন্তু তচ্চতুর্গুণমুচ্যতে॥ ৭১॥ গোদোহমাত্রকালোবৈ প্রতীক্ষে-দতিথিঃ স্বয়ং। অভ্যাগতান্ যথাশক্তি পূজয়েদতিথিং তথা॥ ৭২॥ ভিক্ষাং বৈ

(অঙ্গুলীর অগ্রভাগে) দেবতর্পণ, পিতৃতীর্থে (অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যপ্রদেশে) পিতৃতর্পণ এবং কায়তীর্থে (কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মূলে) ঋষিতর্পণ করিবে। ৫৭। এইরূপে দেবাদিতর্পণান্তে স্নান বস্ত্র নিষ্পীড়ন করিয়া সেই বস্ত্রনিষ্পীড়িত জলদ্বারা তর্পণ করিয়া সংযতবাক্য হইয়া আচমনপূর্ব্বক স্বস্বমন্ত্রে পুষ্প, পত্র ও জলদ্বারা দেবার্চ্চনা করিতে হইবে। ৫৮। হে হর! ভক্তিযুক্ত ও ক্রোধহীন হইয়া ব্রহ্মা, শঙ্কর, সূর্য, বিষ্ণু ও অন্যান্য অভীষ্ট দেবগণের অর্চ্চনা করিবে। ৫৯। অনন্তর পুরুষসূক্তমন্ত্রে পুষ্প প্রদান করিবে। জল সর্ব্বদেবময়, অতএব সকলেই জলের আদর করিয়া থাকেন। ।৬০। সুসংযত হইয়া জলে দেবতার ধ্যান করিয়া ওঁশব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক পূজা করিবে এবং নমস্কারান্তে সর্ব্বদেবতাকে পৃথক পৃথক পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে হইবে। ৬১। দেবারাধনা ব্যতীত বেদোক্ত কোন পুণ্যজনক কর্ম্ম নাই। অতএব, আদি, মধ্য ও অন্তে স্বীয় চিত্তে হরিকে চিন্তা করিবে। ৬২। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ইত্যাদি মন্ত্র ও পুরুষসূক্ত মন্ত্রদ্বারা অমলতেজস্বী বিষ্ণুকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে।৬৩। সাধক বিষ্ণুধ্যানপরায়ণ ও তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত হইয়া, দেবযজ্ঞ ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞ এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে।৬৪। তর্পণান্তে মানুষযজ্ঞ করিলে ব্রহ্মযজ্ঞ হইতে পারে না। সুতরাং অগ্রে ব্রহ্মযজ্ঞ করিয়া পরে মানুষযজ্ঞ সমাপনান্তে বেদপাঠাদি স্বাধ্যায় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে।৬৫। ব্রাহ্মণ বৈশ্বাদেবকে অবশ্য বলিপ্রদান করিবে। বৈশ্বদেবের বলিপ্রদানকে দেবযজ্ঞ বলে। ভূতযজ্ঞ অর্থাৎ প্রাণিবর্গকে যে বলিপ্রদান করা যায়, তাহাই ভূতযজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত।৬৬। শ্বগণ, শ্বপচগণ ও পতিতদিগকে ভোজনদ্রব্য নিবেদন করিয়া বহির্দ্দেশে ভূমিতে পক্ষিদিগকে আহার প্রদান করিতে হইবে, ইহাই ভূত বলি। ৬৭। প্রতিদিন পিতৃলোকের উদ্দেশে একটি করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে এবং প্রত্যহ পিতৃগণকে উদ্দেশ করিয়া শ্রাদ্ধ করিলেই পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন হয়, এই পিতৃযজ্ঞ পরকালে উৎকৃষ্ট গতি প্রদান করিয়া থাকে। ৬৮। ব্রাহ্মণ একাগ্রচিত্ত হইয়া অন্ন উদ্ধৃত করিয়া বেদতত্ত্বার্থবিদ্ ব্রাহ্মণে প্রদান করিবে। প্রতিদিন অতিথিসৎকার করিয়া নমস্কারপূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে সন্ন্যাসী স্বগৃহাগত ব্রাহ্মণকে অর্চ্চনা করিবে।৬৯-৭০। ভিক্ষা প্রদানকালে একগ্রাস অন্ন দিবে। চারিগ্রাস অন্নপ্রদান করিলেই পুষ্কল ভিক্ষা প্রদান করা হয়। অথবা একমুষ্টি পরিমিত তণ্ডুলাদি প্রদান করিলেও ভিক্ষাদান সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৭১। কোন অতিথি উপস্থিত হইয়া একটি গোদোহন কালমাত্র অপেক্ষা করিবে। গৃহস্থ ব্যক্তি আপন শক্তি

ভিক্ষবে দদ্যাদ্বিধিবদ্ব্রহ্মচারিণে। দদ্যাদন্নং যথা-শক্তি অর্থিভ্যো-লোভবর্জ্জিতঃ। ভুঞ্জীত বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং বগ্যতোঽন্নমকুৎসয়ন্ ॥ ৭৩ ॥ অকৃত্বা তু দ্বিজঃ পঞ্চ মহাযজ্ঞান্ দ্বিজোত্তমঃ। ভুঞ্জতে চেৎ স মূঢ়াত্মা তির্য্যগ্ যোনিঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৭৪ ॥ বেদাভ্যাসোঽন্বহং শক্ত্যা মহাযজ্ঞক্রিয়াক্ষমাঃ। নাশয়ন্ত্যাশু পাপানি দেবানা-মর্চ্চনং তথা ॥ ৭৫ ॥ যো-মোহাদথবালস্যাদকৃত্বা দেবতার্চ্চনং। ভুঙ্‌ক্তে স-যাতি নরকান্ শূকরাদেব জায়তে ॥ ৭৬ ॥

অশৌচং সংপ্রবক্ষ্যামি অশুচিঃ পাতকী সদা। অশৌচং চৈব সংসর্গাচ্ছুচিঃ সংসর্গবর্জ্জনাৎ ॥ ৭৭ ॥ দশাহং প্রাহুরাশৌচং সর্ব্বে বিপ্রা-বিপশ্চিতঃ। মৃতেষু বাথ জাতেষু ব্রাহ্মণানাং দ্বিজোত্তম ॥ ৭৮ ॥ আদন্তজননাৎ সদ্য আচূড়াদেকরাত্রকং ত্রিরাত্র-মৌপনয়নাদ্দশরাত্র-মতঃ পরং ॥ ৭৯ ॥ ক্ষত্রিয়ো দ্বাদশাহেন দশভিঃ পঞ্চভির্ব্বিশঃ। শুধ্যেন্মাসেন বৈ শূদ্রো যতীনাং নাস্তি পাতকং। রাত্রিভির্ম্মাসতুল্যাভির্গর্ভস্রাবেষু শৌচকং ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

একপঞ্চাশদধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি দানধর্ম্ম-মনুত্তমং। অর্থানা-মুচিতে পাত্রে শ্রদ্ধয়া প্রতিপাদনং ॥ ২ ॥ দানস্ত কথিতং তজ্জ্ঞৈ র্ভুক্তি-মুক্তি-ফলপ্রদং। ন্যায়েনোপার্জ্জয়েদ্বিত্তং দানভোগফলঞ্চ তৎ ॥ ৩ ॥ অধ্যাপনং যাজনঞ্চ বৃত্তমাহুঃ প্রতিগ্রহং। কুসীদং কৃষি-

---

অনুসারে অভ্যাগত ব্যক্তির অর্চ্চনা করিবে। ৭২। গৃহী ব্যক্তি ব্রহ্মচারী ভিক্ষার্থিকে যথাবিধি ভিক্ষা প্রদান করিয়া নির্লোভ-চিত্তে যাচকদিগকে যথাশক্তি অন্নপ্রদান করিবে, পরে, মৌনী হইয়া বন্ধুবর্গের সহিত ভোজন করিবে। ভোজনকালে অন্নাদি আহারীয় দ্রব্যকে নিন্দা করিবে না। এই সকল কার্য্য করিলেই পঞ্চ মহাযজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়। ৭৩। যে ব্রাহ্মণ পঞ্চ মহাযজ্ঞ না করিয়া স্বয়ং ভোজন করে, সেই বিপ্র মূঢ়াত্মা এবং অন্ত-কালে তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ৭৪। যে ব্রাহ্মণ পঞ্চ-মহাযজ্ঞে নিরত থাকিয়া প্রতিদিন বেদ পাঠ করে, সেই বিপ্র পাপরাশি বিনাশিত করিয়া নিখিল দেবার্চ্চনার ফলভোগী হয়। ৭৫। যে বিপ্র অজ্ঞানতঃ অথবা আলস্যবশতঃ দেবা-র্চ্চনাদি না করিয়া ভোজন করে, সেই ব্রাহ্মণ নরকভোগ করিয়া শূকর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। ৭৬।

অনন্তর অশৌচবিবরণ বলিব। দেহের শৌচাশৌচ বিবেচনা করিয়া বৈদিক কার্য্য করা বিধেয়। অশুচি ব্যক্তি সর্ব্বদা পাতকী থাকে। অশুচি ব্যক্তির সংসর্গেও নিজের অশৌচ হয় এবং অশুচির সংসর্গ পরিত্যাগ করিলে নিজদেহ পবিত্র থাকে। ৭৭। ব্রাহ্মণের জন্ম মরণে জ্ঞাতিবর্গের দশাহ অশৌচ থাকে। ইহাই প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। ৭৮। মরণাশৌচের বিশেষ নিয়ম এই—বালকের দন্তোৎপত্তির পূর্ব্বে মরণ হইলে সদ্যঃ জ্ঞাতি বর্গের অশৌচ পরিত্যাগ হয়, দন্ত জননের পর চূড়া কালের পূর্ব্বে কোন শিশুর মৃত্যু হইলে, জ্ঞাতিগণের একরাত্রি অশৌচ থাকে। চূড়া কালের পর উপনয়ন কাল পর্যন্ত ত্রিরাত্র অশৌচ এবং উপনয়নের পর মৃত্যু হইলে দশরাত্র অশৌচ হয়। ৭৯। ক্ষত্রিয়ের জননমরণে জ্ঞাতি বর্গের দ্বাদশাহ, বৈশ্যের পঞ্চদশাহ এবং শূদ্রজাতির একমাস অশৌচ থাকে। যতী ও বাণপ্রস্থদিগের জ্ঞাতির জনন কিম্বা মরণ হইলে অশৌচ নাই। গর্ভস্রাবে মাসসমসংখ্যক দিনে অশৌচ নিবৃত্তি হয়। অর্থাৎ একমাসে এক রাত্রি, দুইমাসে দুই রাত্রি এবং তিনমাসে গর্ভ-স্রাব হইলে তিনরাত্রি অশৌচ থাকে। এইরূপে চতুর্থাদি মাসের ব্যবস্থা জানিবে॥

একপঞ্চাশদধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিয়াছেন, অতঃপর সর্ব্বোত্তম দানধর্ম্ম বলিব। উপ-যুক্ত পাত্রে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্থ সমর্পণ করাকে দানধর্ম্মবিৎ পণ্ডিত-গণ দান বলিয়া থাকেন। দানধর্ম্মদ্বারা দাতার ইহকালে ভোগ ও অন্তকালে মোক্ষপদ লাভ হয়। সদুপায়ে ধন উপার্জ্জন করিয়া সেই ধনের দান ও ভোগ করিলেই তাহা সফল হয়। ১-২-৩। অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ, এই বৃত্তিত্রয় ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। ক্ষত্রিয়জাতি কুসীদ (সুধগ্রহণ) কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য প্রভৃতি বৃত্তি

বাণিজ্যং ক্ষত্রব্রতোঽথবার্জ্জয়েৎ * ॥ ৪ ॥ যদ্দীয়তে তু পাত্রেভ্যস্তদ্দানং সাত্ত্বিকং বিদুঃ। নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং বিমলং দানমীরিতং ॥ ৫ ॥ অহন্যহনি যৎকিঞ্চিদ্দীয়তেঽনুপকারিণে। অনুদ্দিশ্য ফলং তস্মাদ্ব্রাহ্মণায় তু নিত্যশঃ ॥ ৬ ॥ যত্তু পাপোপশান্ত্যৈ চ দীয়তে বিদুষাং করে। নৈমিত্তিকং তদুদ্দিষ্টং দানং সদ্ভিরনুষ্ঠিতং ॥ ৭ ॥ অপত্য-বিজয়ৈশ্বর্য্য-স্বর্গার্থং যৎ প্রদীয়তে। দানং তৎ কাম্যমাখ্যাতং ঋষিভি-র্ধর্ম্মচিন্তকৈঃ ॥ ৮ ॥ ঈশ্বর-প্রীণনার্থায় ব্রহ্মবিৎসু প্রদীয়তে। চেতসা সত্ত্বযুক্তেন দানং তদ্বিমলং শিবং ॥ ৯ ॥ ইক্ষুভিঃ সন্ততাং ভূমিং যবগোধূমশালিনীং। দদাতি বেদবিদুষে স-ন ভূয়োঽভিজায়তে। ভূমিদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ১০ ॥ বিদ্যাং দত্ত্বা ব্রাহ্মণায় ব্রহ্মলোকে মহীয়তে। দদ্যাদহরহস্তাস্ত শ্রদ্ধয়া ব্রহ্মচারিণে। সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্তো-ব্রহ্মস্থান-মবাপ্নুয়াৎ ॥ ১১ ॥ বৈশাখ্যাং পৌর্ণমাস্যান্ত ব্রাহ্মণান্ সপ্ত-পঞ্চ চ। উপোষ্যাভ্যর্চ্চয়ে-দ্বিদ্বান্ মধুনা তিলপিষ্টকৈঃ। গন্ধাদিভিঃ সমভ্যর্চ্চ্য বাচয়েদ্বা স্বয়ং বদেৎ ॥১২॥ প্রীয়তাং ধর্ম্মবাচাভিস্তথা মনসি বর্ত্ততে। যাবজ্জীবং কৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ১৩ ॥ কৃষ্ণাজিনে তিলান্ কৃত্বা হিরণ্যমধুসর্পিষা। দদাতি যস্তু বিপ্রায় সর্ব্বং তরতি দুষ্কৃতং ॥ ১৪ ॥ ঘৃতান্নমুদকঞ্চৈব বৈশা-

(যাহা বৈশ্যজাতির বৃত্তি বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে) অবলম্বন করিয়াও অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে। ৪। সৎপাত্র উদ্দেশ করিয়া যে দান করা যায়, সেই দানকে সাত্ত্বিক দান বলে। সাত্ত্বিক দান চতুর্ব্বিধ,—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও বিমল। ৫। প্রতিদিন কোন উপকারের প্রত্যাশা কিম্বা কোন ফলাভিলাষ না করিয়া ব্রাহ্মণকে যাহা কিছু দান করা যায় সেই দানই নিত্য দান বলিয়া বিখ্যাত হয়। ৬। কোন প্রকার পাপশান্তির নিমিত্ত বিদ্বদ্বৃন্দের হস্তে যে দান করা যায়, সেই দানকে সদ্ব্যক্তিরা নৈমিত্তিক দান বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ৭। সন্তান, বিজয়, ঐশ্বর্য্য ও স্বর্গ কামনায় যে দান করা যায়, দানধর্ম্মবিদ্ ঋষিগণ সেই দানকে কাম্যদান বলিয়া থাকেন। ৮। ঈশ্বরপ্রীতির আশয়ে সত্ত্বযুক্তচিত্তে ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণকে যে দান করা যায়, সেই দানকে বিমল দান বলে। এই দান মনুজগণের মঙ্গলপ্রদ। ৯। যে ব্যক্তি ইক্ষু, যব, গোধূমাদি শস্যশালিনী ভূমি বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে দান করে, তাহার পুনর্জন্ম হয় না। সর্ব্বপ্রকার দান মধ্যে ভূমিদান অতি প্রশস্ত। ভূমিদান হইতে উৎকৃষ্ট দান কোন কালে হয় নাই এবং হইবে না। ১০। ব্রাহ্মণকে বিদ্যা প্রদান করিলে ব্রহ্মলোকে তাহার বসতি হয়। যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে প্রতিদিন ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকে বিদ্যা প্রদান করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মস্থান প্রাপ্ত হয়। ১১। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে উপবাসী থাকিয়া পঞ্চ কিম্বা সপ্ত ব্রাহ্মণকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া মধু ও তিলপিষ্টক দ্বারা ভোজন করাইবে, পুনর্ব্বার গন্ধাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া অধ্যাপন ও স্বয়ং অধ্যয়ন করিবে। ধর্ম্মযুক্ত বাক্যে তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া স্বয়ং সন্তুষ্ট থাকিবে। এইরূপ করিলে আজন্মকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। ১২-১৩। যে ব্যক্তি কৃষ্ণসারচর্ম্মে মধু ও ঘৃত যুক্ত তিল ও সুবর্ণ রাখিয়া ব্রাহ্মণকে দান করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বপাপ হইতে পরিত্রাণ পায়। ১৪। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা

* যদা ভগবান্ পুরুষরূপেণ সৃষ্টিং কৃতবান্ তদাস্য শরীরাৎ চত্বারো বর্ণা উৎপন্নাঃ। মুখতো ব্রাহ্মণাঃ বাহুতঃ ক্ষত্রিয়াঃ ঊরুতো বৈশ্যাঃ পাদতঃ শূদ্রা জাতাঃ। এতেষাং বর্ণানাং ধর্ম্মঃ শাস্ত্রেষু নিরূপিতাঃ সন্তি। তত্র ব্রাহ্মণধর্ম্মা উচ্যন্তে। অধ্যয়নং যজনং দানঞ্চেতি। জীবিকাস্ত্রয়ঃ অধ্যাপনং যাজনং প্রতিগ্রহশ্চেতি। ১। ক্ষত্রিয়স্য ত্রয়ো ধর্ম্মাঃ। অধ্যয়নং যজনং দানঞ্চ। প্রজানাং রক্ষণং জীবিকা। ২। বৈশ্যস্য ত্রয়ো ধর্ম্মাঃ। অধ্যয়নং যজনং দানঞ্চ। চতস্রো জীবিকাঃ। কৃষিঃ গোরক্ষণং বাণিজ্যং কুশীদঞ্চেতি। ৩। শূদ্রস্য তু ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং শুশ্রূষা ধর্ম্মো জীবিকা চ। ৪। ব্রাহ্মণা আশ্রমচতুষ্টয়বন্তো ভবন্তি। ব্রহ্মচারী গৃহস্থঃ বানপ্রস্থঃ সন্ন্যাসী চ। তত্র উপনয়নানন্তরং নিয়মং কৃত্বা যো গুরোঃ সন্নিধৌ স্থিত্বা সাঙ্গবেদাধ্যয়নং করোতি স ব্রহ্মচারীত্যুচ্যতে। ১। সাঙ্গবেদাধ্যয়নং সমাপ্য যো দারপরিগ্রহং কৃত্বা স্বধর্ম্মাচরণং করোতি স গৃহস্থ উচ্যতে। ২। পুত্রমুৎপাদ্য যো বনবাসং কৃত্বা অকৃষ্টপচ্যফলাদি ভক্ষয়িত্বা ঈশ্বরারাধনং করোতি স বানপ্রস্থ উচ্যতে। ৩। যঃ সর্ব্বং গৃহাদিকং ত্যক্ত্বা মুণ্ডিতমুণ্ডো গৈরিককৌপীনাচ্ছাদনং দণ্ডং কমণ্ডলুঞ্চ বিভ্রৎ ভিক্ষাবৃত্তির্নির্জ্জনে তীর্থে বা স্থিত্বা কেবলমীশ্বরারাধনং করোতি স সন্ন্যাসীত্যুচ্যতে। ৪। ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োস্তু প্রথমাশ্রমত্রয়ং বিহিতং। শূদ্রস্যৈক এব গৃহাশ্রমঃ। ঈশ্বরারাধনন্তু সর্ব্বেষাং বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ সাধারণো ধর্ম্মঃ। তন্মধ্যে যস্তু বিষ্ণূপাসকঃ স বৈষ্ণব উচ্যতে। শিবোপাসকঃ শৈবঃ। দুর্গাদিশক্ত্যুপাসকঃ শাক্তঃ। সূর্য্যোপাসকঃ সৌরঃ। গণেশোপাসকো গাণপত্য উচ্যতে। ইতি পুরাণার্থপ্রকাশঃ।

খ্যাঞ্চ বিশেষতঃ। নির্দ্দিশ্য ধর্ম্মরাজায় বিপ্রেভ্যো মুচ্যতে ভয়াৎ ॥ ১৫ ॥ দ্বাদশ্যামর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুমুপোষ্যাঘ-প্রণাশনং। সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্তো নরো ভবতি নিশ্চিতং ॥ ১৬ ॥ যোহি যাং দেবতামিচ্ছেৎ সমারাধয়িতুং নরঃ। ব্রাহ্মণান্ পুজয়েদ্‌যত্নাদ্ভোজয়েদ্ যোষিতঃ সুরান্ ॥ ১৭ ॥ সন্তানকামঃ সততং পুজয়েদ্বৈ পুরন্দরং। ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্তু ব্রাহ্মণান্ ব্রহ্মনিশ্চয়াৎ ॥ ১৮ ॥ আরোগ্যকামোঽথ রবিং ধনকামো হুতাশনং। কর্ম্মণাং সিদ্ধিকামস্তু পূজয়েদ্বৈ বিনায়কং ॥ ১৯ ॥ ভোগকামো হি শশিনং বলকামঃ সমীরণং। মুমুক্ষুঃ সর্ব্বসংসারাৎ প্রযত্নেনার্চ্চয়েদ্ধরিং। অকামঃ সর্ব্বকামো বা পুজয়েত্তু গদাধরং ॥ ২০ ॥ বারিদস্তৃপ্তিমাপ্নোতি সুখমক্ষয্যমন্নদঃ। তিলপ্রদঃ প্রজামিষ্টাং দীপদশ্চক্ষুরুত্তমং ॥ ২১ ॥ ভূমিদঃ সর্ব্বমাপ্নোতি দীর্ঘমায়ুর্হিরণ্যদঃ। গৃহদোঽগ্র্যাণি বিশ্মানি রূপ্যদোরূপমুত্তমং ॥ ২২ ॥ বাসোদশ্চন্দ্রসালোক্য-মশ্বিসালোক্য মশ্বদঃ। অনডুদ্দঃ শ্রিয়ং পুষ্টাং গোদো ব্রধ্নস্য পিষ্টপং ॥ ২৩ ॥ যানশয্যাপ্রদো ভার্য্যা-মৈশ্বর্য্য-মভয়প্রদঃ। ধান্যদঃ শাশ্বতং সৌখ্যং ব্রহ্মদোব্রহ্মশাশ্বতং ॥ ২৪ ॥ বেদবিৎসু দদজ্ জ্ঞানং স্বর্গলোকে মহীয়তে। গবাং ঘাসপ্রদানেন সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। ইন্ধনানাং প্রদানেন দীপ্তাগ্নি র্জায়তে নরঃ ॥ ২৫ ॥ ঔষধং স্নেহমাহারং রোগিরোগপ্রশান্তয়ে। দদানোরোগরহিতঃ সুখী দীর্ঘায়ুরেব চ ॥ ২৬ ॥ অসিপত্রবনং মার্গং ক্ষুরধারসমন্বিতং। তীক্ষ্ণাতপঞ্চ তরতি ছত্রোপানৎপ্রদানতঃ। ॥ ২৭ ॥ যদ্‌যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাস্য দয়িতং গৃহে। তত্তদ্‌গুণবতে দেয়ং তদেবাক্ষয়মিচ্ছতা ॥ ২৮ ॥ অয়নে বিষুবে চৈব গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ। সংক্রান্ত্যাদিষু কালেষু দত্তং ভবতি চাক্ষয়ং ॥ ২৯ ॥ প্রয়াগাদিষু তীর্থেষু গয়ায়াঞ্চ বিশেষতঃ। দানধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মো ভূতানাং নেহ বিদ্যতে ॥ ৩০ ॥ স্বর্গাদচ্যুতিকামেন দেবং পাপোপশান্তয়ে। দীয়মানন্তু যো মোহাদ্বিপ্রাগ্নিষ্বধ্বরেষু চ।

তিথিতে সঘৃত অন্ন ও জল ধর্ম্মরাজের উদ্দেশে ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলে সর্ব্বভয় হইতে মুক্তি পায়। ১৫। একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে বিষ্ণুর অর্চনা করিলে মনুষ্যগণ নিশ্চয় সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। ১৬। যে ব্যক্তি যে দেবতার আরাধনা করিতে অভিলাষ করে, সেই ব্যক্তি যত্নপূর্বক ব্রাহ্মণকে অর্চনা করিলে এবং ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীকে ভোজন করাইলে সেই দেবতার পূজার ফলভাগী হইবে।১৭। সন্তানকামী ব্যক্তি ইন্দ্রদেবের পূজা করিবে এবং ব্রহ্মবর্চস কামনায় ব্রহ্মবৎনিশ্চয় পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের, আরোগ্য কামনায় সূর্য্যের, ধনকামনায় অগ্নির, কর্ম্মসিদ্ধির কামনায় গণেশের, ভোগকামনায় চন্দ্রের, বলকামনায় বায়ুর ও সংসারমুক্তি কামনায় যত্নপুরঃসর হরির আরাধনা করিবে। নিষ্কামী অথবা সর্ব্বকামী ব্যক্তি গদাধর নারায়ণের অর্চ্চনা করিবে। ১৮-২০। জল প্রদান করিলে তৃপ্তিলাভ, অন্ন প্রদানে অক্ষয় স্বর্গলাভ, তিল প্রদানে অভীষ্ট প্রজাপ্রাপ্তি, দীপ প্রদান করিলে উত্তম নেত্রলাভ, ভূমিদানে সর্ব্বাভিলষিত দ্রব্যভোগ, হিরণ্যদানে দীর্ঘায়ুঃ প্রাপ্তি, গৃহপ্রদানে উৎকৃষ্ট লোক লাভ ও রৌপ্যপ্রদানে উত্তম রূপপ্রাপ্তি হয়। ২১-২২। বস্ত্র প্রদান করিলে চন্দ্রলোকে গমন, অশ্ব প্রদানে অশ্বিনীকুমারলোক প্রাপ্তি, বৃষপ্রদানে বিপুল সম্পত্তিলাভ, গোদানে সূর্য্যলোক প্রাপ্তি, যান ও শয্যাপ্রদানে ভার্য্যালাভ, অভয়দানে ঐশ্বর্য্যলাভ, ধান্য দানে নিত্য সুখ প্রাপ্তি, বেদ প্রদানে নিত্য ব্রহ্মলোকগমন, বেদবিদ্ ব্রাহ্মণদিগকে জ্ঞানোপদেশ করিলে স্বর্গলাভ, গোকে ঘাস প্রদান করিলে সর্ব্বপাপ বিমুক্তি, কাষ্ঠপ্রদানে উদরাগ্নির উদ্দীপন হয় এবং রোগী ব্যক্তির রোগ শান্তির নিমিত্ত ঔষধ, তৈল ও সুপথ্য আহার প্রদান করিলে দাতা নীরোগী, সুখী ও দীর্ঘায়ুঃ হইয়া থাকে। ছত্র ও পাদুকা প্রদান করিলে ক্ষুরধারাযুক্ত অসিপত্রবন ও তীক্ষ্ণরৌদ্র বিশিষ্ট পন্থা নামক নরকদ্বয় হইতে পরিত্রাণ পায়। যে যে বস্তু যাহার প্রিয়, সেই ব্যক্তি সেই সেই দ্রব্য গুণশালী ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। ইহাতে পরজন্মে স্ব স্ব অভিলষিত বস্তু লাভ হইয়া থাকে।২৩-২৮। উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন, মহাবিষুব প্রভৃতি সংক্রান্তিতে এবং চন্দ্রসূর্য্য গ্রহণকালে দান করিলে সেই দানে অক্ষয় ফল লাভ হয়। ২৯। প্রয়াগাদিমহাতীর্থে ও গয়াক্ষেত্রে দান করিলে যেরূপ পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে, তাহা হইতে অধিক পুণ্য এই জগতে আর নাই।৩০। কোন ব্যক্তি স্বর্গ বিচ্যুতি নিবারণার্থ ও সর্ব্বপাপ শান্তির নিমিত্ত যজ্ঞাদি করিয়া দেবতার উদ্দেশে বা ব্রাহ্মণ ও অগ্নিকে

নিবারয়তি পাপাত্মা তির্য্যগ্‌যোনিং ব্রজেন্নরঃ॥ ৩১॥ যস্তু দুর্ভিক্ষবেলায়ামন্নাদ্যং ন প্রয়চ্ছতি। ম্রিয়মাণেষু বিপ্রেষু ব্রহ্মহা স তু গর্হিতঃ॥ ৩২॥ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে দানধর্ম্মঃ একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ॥ ১॥ অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি প্রায়শ্চিত্তবিধিং দ্বিজাঃ। ব্রহ্মহা চ সুরাপশ্চ স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ। পঞ্চপাতকিনস্ত্বেতে তৎসংযোগী চ পঞ্চমঃ। উপপাপানি গোহত্যাপ্রভৃতীনি সুরা জগুঃ॥২॥ ব্রহ্মহা দ্বাদশাব্দানি কুটীং কৃত্বা বনে বসেৎ। কুর্য্যাদনশনম্বাথ ভৃগোঃ পতনমেব চ। জ্বলন্তং বা বিশেদগ্নিং জলং বা প্রবিশেৎ স্বয়ম্॥ ৩॥ ব্রাহ্মণার্থে গবার্থে বা সম্যক্ প্রাণান্ পরিত্যজেৎ। দত্ত্বা চান্নঞ্চ বিদুষে ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ৪॥ অশ্বমেধাবভৃথকে স্নাত্বা বা মুচ্যতে দ্বিজঃ। সর্ব্বস্বম্বা বেদবিদে ব্রাহ্মণায় প্রদাপয়েৎ॥৫॥ সরস্বত্যাস্তরঙ্গিণ্যাঃ সঙ্গমে লোকবিশ্রুতে। শুদ্ধে ত্রিসবনস্নাত-স্ত্রিরাত্রোপোষিতো দ্বিজঃ॥ ৬॥ সেতুবন্ধে নরঃ স্নাত্বা মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া। কপালমোচনে স্নাত্বা বারাণস্যাং তথৈব চ॥৭॥ সুরাপস্তু সুরাং পীত্বা অগ্নিবর্ণাং দ্বিজোত্তমঃ। পয়ো ঘৃতং বা গোমূত্রং তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে॥৮॥ সুবর্ণস্তেয়ী মুক্তঃ স্যান্মুষলেন হতো নৃপৈঃ। চীরবাসা দ্বিজোঽরণ্যে চরেদ্‌ব্রহ্মহনব্রতম্॥৯॥ গুরুভার্য্যাং সমারুহ্য ব্রাহ্মণঃ কামমোহিতঃ। অবগ্রহেৎ স্ত্রিয়ং তপ্তাং দীপ্তাং কার্ষ্ণায়সীং কৃতাম্॥ ১০॥ গুর্ব্বঙ্গনাগামিনশ্চ

দান করিতেছে, এমন সময়ে যদি কোন পাপাত্মা মোহবশতঃ দাতাকে নিবারণ করে, সেই পাপিষ্ঠ তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করে। ৩১। দুর্ভিক্ষ কালে আহারাভাবে কোন ব্রাহ্মণের প্রাণবিয়োগ হইতেছে, ইহা অবলোকন করিয়াও যদি কোন ব্যক্তি সেই ম্রিয়মাণ বিপ্রকে অন্ন আদি প্রদান না করে, তবে সেই ব্যক্তি ব্রহ্মবধজনিত পাপভাগী হয়। ৩২।

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন—বিপ্রবৃন্দ! অতঃপর প্রায়শ্চিত্তবিধি বলিব। ব্রহ্মবধকারী, মদ্যপায়ী, চৌর ও গুর্ব্বঙ্গনাগামী ইহারা পাতকী এবং যে ব্যক্তি ব্রহ্মবধকারি-প্রভৃতির সংসর্গ করে, তাহাকেও পাতকী বলিয়া জানিবে। উক্ত পঞ্চ পাতকী প্রায়শ্চিত্তার্হ। দেবগণ গোহত্যা প্রভৃতি পাপকে উপপাতক বলিয়াছেন। ১-২। ব্রহ্মবধকারী ব্যক্তি পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দ্বাদশবর্ষ বনে বাস করিবে। পরে অনশনে প্রাণপরিত্যাগ করিবে অথবা উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন দিবে কিম্বা প্রজ্বলিত হুতাশনে দেহ নিক্ষেপ করিবে অথবা জলে প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করিবে। ব্রাহ্মণ অথবা গোবধজনিত পাপে লিপ্ত হইলে উক্ত অন্যতম উপায় অবলম্বন করিয়া মৃত্যু স্বীকার করিলে ঐ পাপ হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে অন্নপ্রদান করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে নিষ্কৃতি হয়। ৩-৪। ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপের অপর প্রায়শ্চিত্ত এই—ব্রহ্মঘ্ন ব্যক্তি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া তদন্তে স্নানাচরণ করিলে শুদ্ধিলাভ করে, পক্ষান্তরে বেদবিদ্‌ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিলে ব্রহ্মবধোৎপন্ন পাপ বিনাশ হয়। ৫। যে স্থলে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই নদীত্রয় মিলিত হইয়াছে, সেই লোকবিশ্রুত ও পবিত্র মহাতীর্থে ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপের মোচন হয়। ৬। সেতুবন্ধতীর্থে স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ বিনাশ পায় এবং কপালমোচনতীর্থে ও বারাণসীতেও স্নান করিয়া ব্রহ্মবধজনিত পাপ হইতে মুক্তি পায়। ৭। মদ্যপায়ী ব্যক্তি অগ্নিবর্ণ প্রতপ্ত সুরা পানকরিয়া দুগ্ধ, ঘৃত বা গোমূত্র পান করিলে মদ্যপানজনিত পাপ হইতে পরিত্রাণ পায়। ৮। সুবর্ণচৌর ব্রাহ্মণকে রাজা মুষলদ্বারা আঘাত করিবে, পরে ঐ ব্রাহ্মণ ছিন্নবস্ত্রধারী হইয়া ব্রহ্মহনন ব্রত অর্থাৎ পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দ্বাদশবৎসর বনে বাস করিবে। এইরূপ কঠোরব্রত আচরণ করিলে সুবর্ণচৌরের প্রায়শ্চিত্ত হয়। ৯। যে ব্রাহ্মণ কামমোহিত হইয়া গুরুপত্নী গমনে পাপিষ্ঠ হইয়াছে সেই ব্যক্তি লৌহময়ী স্ত্রীপ্রতিমাকে অগ্নিবৎ প্রতপ্ত ও প্রদীপ্ত করিয়া আলিঙ্গন করিবে। গুরুপত্নীগামী ব্যক্তি এইরূপ কঠোর

চরেদুর্ব্রহ্মহা ব্রতম্। চান্দ্রায়ণানি বা কুর্য্যাৎ পঞ্চ চত্বারি বা পুনঃ ॥ ১১ ॥ পতিতেন চ সংসর্গং কুরুতে যস্তু বৈ দ্বিজঃ। স তৎ পাপাপনোদার্থং তস্যৈব ব্রতমাচরেৎ ॥ ১২ ॥ তপ্তকৃচ্ছ্রং চরেদ্বাথ সম্বৎসর মতন্দ্রিতঃ। সর্ব্বস্বদানং বিধিবৎ সর্ব্বপাপবিশোধনম্ ॥ ১৩ ॥ চান্দ্রায়ণঞ্চ বিধিনা কৃতং চৈবাতিকৃচ্ছ্রকম্। পুণ্যক্ষেত্রে গয়াদৌ চ গমনং পাপনাশনম্ ॥১৪॥ অমাবস্যাং তিথিং প্রাপ্য যঃ সমারাধয়েদ্ভবম্। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা তু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৫ ॥ উপোষিতশ্চতুর্দ্দশ্যাং কৃষ্ণপক্ষে সমাহিতঃ। যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ। বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ ॥১৬॥ প্রত্যেকং তিলসংযুক্তান্ দদ্যাৎ সপ্ত জলাঞ্জলীন্। স্নাত্বা নদ্যাস্তু পূর্ব্বাহ্নে মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥১৭॥ ব্রহ্মচর্য্যমধঃশয্যা মুপবাসদ্বিজার্চ্চনম্। ব্রতেম্বেতেষু কুর্ব্বীত শান্তঃ সংযতমানসঃ ॥ ১৮ ॥ ষষ্ঠ্যামুপোষিতো দেবং শুক্লপক্ষে সমাহিতঃ। সপ্তম্যামর্চ্চয়েদ্ভানুং মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ১৯ ॥ একাদশ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যর্চ্চ্য জনার্দ্দনং। দ্বাদশ্যাং শুক্লপক্ষস্য মহাপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২০ ॥ ততো জপং তীর্থসেবা দেবব্রাহ্মণপূজনম্। গ্রহণাদিষু কালেষু মহাপাতকনাশনম্ ॥ ২১ ॥ যঃ সর্ব্বপাপযুক্তোঽপি পুণ্যতীর্থেষু মানবঃ। নিয়মেন ত্যজেৎ প্রাণান্ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ২২ ॥ ব্রহ্মঘ্নং বা কৃতঘ্নং বা মহাপাতকদূষিতম্। ভর্ত্তার-মুদ্ধরেন্নারী প্রবিষ্টা সহ পাবকম্ ॥২৩॥ পতিব্রতা তু যা নারী ভর্ত্তৃঃ শুশ্রূষণোৎসুকা। ন তস্যা-বিদ্যতে পাপমিহ লোকে পরত্র চ ॥ ২৪ ॥ যথা রামস্য সুভগা সীতা ত্রৈলোক্যবিশ্রুতা। পত্নী দাশরথের্দ্দেবী বিজিগ্যে রাক্ষসেশ্বরম্ ॥ ২৫ ॥ ফল্গুতীর্থাদিষু

ব্রতাচরণ করিয়া পূর্ব্ববৎ ব্রহ্মবধোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিলে, অথবা পাঁচ কিম্বা চারিবার চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিলে গুরুগেহিনী-গমনজনিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। ১০-১১। যে ব্রাহ্মণ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চপাতকির সংসর্গে পাপিষ্ঠ হইয়াছে, সেই ব্যক্তি স্বীয় পাপ বিনাশার্থ যেরূপ পাপির সংসর্গে পতিত হইয়াছে সেই সেই পাপের যথোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বিশুদ্ধ হইবে, অথবা পতিত সংসর্গী ব্যক্তি সম্বৎসর পর্য্যন্ত তপ্ত কৃচ্ছ ব্রতাচরণ করিবে কিম্বা সর্ব্বপাপ বিনাশার্থ বিধিপূর্ব্বক সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়া যথাবিধি চান্দ্রায়ণব্রতাচরণান্তে অতিকৃচ্ছ ব্রতাচরণপূর্ব্বক গয়াদি পুণ্যক্ষেত্রে গমনাদিদ্বারা দুষ্কৃতি হইতে মুক্তি লাভ করিবে। ১২-১৪। যে ব্যক্তি অমাবস্যা তিথিতে মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া ব্রাহ্মণকে ভোজন করায় সেই ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। ১৫। যে ব্যক্তি কৃষ্ণ পক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে উপবাস করিয়া সুসংযত চিত্তে ওঁ যমায় নমঃ ওঁ ধর্ম্মরাজায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে যম, ধর্ম্মরাজ, মৃত্যু, অন্তক, বৈবস্বত, কাল ও সর্ব্বভূতক্ষয় ইহাদিগের তর্পণ করিয়া দিবসের পূর্ব্বভাগে নদীতে স্নান করিবে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তি পায়। এই তর্পণে প্রত্যেককে তিলোদকদ্বারা সপ্ত জলাঞ্জলি প্রদান করিতে হইবে। পূর্ব্বাহ্নে নদীতে স্নান করিয়া সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। ১৬-১৭। পূর্ব্বোক্ত ব্রতাচরণ কালে ব্রতী শান্ত ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য, ভূমিতে শয়ন, উপবাস ও দ্বিজার্চ্চন এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিবে। ১৮। সংযতমানস হইয়া শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে উপবাস করিয়া সপ্তমী তিথিতে সূর্য্যদেবের অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। ১৯। শুক্লপক্ষীয় একাদশীতিথিতে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশীতিথিতে জনার্দ্দনের অর্চনা করিলে মহাপাপ হইতে মুক্ত হয়। ২০। চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণকালে ইষ্টমন্ত্র জপ, তীর্থসেবা, দেবার্চ্চন ও ব্রাহ্মণ পূজা করিলে মহাপাতক বিনষ্ট হয়। ২১। কোন ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার পাপে যুক্ত হইয়াও যদি নিয়মপূর্ব্বক পুণ্যতীর্থে প্রাণপরিত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে সেই মনুষ্য অন্তে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পুণ্যধামে বাস করে। ২২। যদি কোন নারী স্বীয় পতির সহিত অগ্নি প্রবেশ করিতে পারে তাহা হইলে সেই রমণী তাহার পতি ব্রহ্মহত্যাকারী কৃতঘ্ন ও মহাপাতকদূষিত হইলেও তাহাকে উদ্ধার করিতে পারে। ২৩। যে পতিব্রতা নারী ঔৎসুক্য সহকারে ভর্ত্তার শুশ্রূষা কার্য্যে নিরতা থাকে সেই কামিনীর ইহকালে কিম্বা পরকালে কোন প্রকার পাপ ভোগ করিতে হয় না। ২৪। দশরথতনয় রামের পত্নী জগদ্বিখ্যাতা সতী সীতাদেবী যেরূপ রাক্ষসাধিপতি দশাননকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ পতিপরায়ণা কামিনী পাপরাশি বিনাশ করিতে পারে। ২৫।

স্নাতঃ সর্ব্বাচারফলং লভেৎ। ইত্যাহ ভগবান্‌ বিষ্ণুঃ পুরা মম যতব্রতাঃ ॥ ২৬ ॥ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে প্রায়শ্চিত্তং নাম দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ এবং ব্রহ্মা ব্রবীচ্ছ্রুত্বা হরেরষ্ট-নিধীংস্তথা ॥ ২ ॥ তত্র পদ্মমহাপদ্মৌ তথা মকরকচ্ছপৌ। মুকুন্দনন্দৌ নীলশ্চ শঙ্খশ্চৈবাপরো নিধিঃ। সত্যারব্ধৌ ভবন্ত্যেতে স্বরূপং কথয়াম্যহং ॥৩॥ পদ্মেন লক্ষিতশ্চৈব সাত্ত্বিকো জায়তে নরঃ। দাক্ষিণ্যসারঃ পুরুষঃ সুবর্ণাদিকসংগ্রহং। রূপ্যাদি কুর্য্যাদ্দদ্যাত্তু যতিদেবাদিযজ্বনাং ॥ ৪ ॥ মহাপদ্মাঙ্কিতোদদ্যাদ্ধনাদ্যং ধার্ম্মিকায় চ। নিধী পদ্মমহাপদ্মৌ সাত্ত্বিকৌ পুরুষৌ স্মৃতৌ ॥ ৫ ॥ মকরেণাঙ্কিতঃ খড়্গবাণকুন্তাদিসংগ্রহী। দদ্যাচ্ছ্রুতায় মৈত্রীঞ্চ যাতি নিত্যঞ্চ রাজভিঃ ॥ ৬ ॥ দ্রব্যাণাং শত্রুণাং নাশং সংগ্রামে চাপি সংব্রজেৎ। মকরঃ কচ্ছপশ্চৈব তামসৌ তু নিধী স্মৃতৌ ॥ ৭ ॥ কচ্ছপী বিশ্বসেন্নৈব ন ভুঙ্‌ক্তে ন দদাতি চ। নিধান মুর্ব্ব্যাং কুরুতে নিধিঃ সোঽপ্যেক পুরুষঃ ॥ ৮ ॥ রাজসেন মুকুন্দেন লক্ষিতো রাজ্য সংগ্রহী। মুক্তভোগো গায়নেভ্যো দদ্যাদ্বেশ্যাদিকাসু চ ॥ ৯ ॥ রজস্তমো মহানন্দী আধারঃ স্যাৎ কুলস্য চ। স্তুতঃ প্রীতো ভবতি বৈ বহুভার্য্যা ভবন্তি চ। পূর্ব্বমিত্রেষু শৈথিল্যং প্রীতিমন্যৈঃ করোতি চ ॥ ১০ ॥ নীলেন চাঙ্কিতঃ সত্ত্বতেজসা সংযুতো ভবেৎ। বস্ত্র ধান্যাদিসংগ্রাহী তড়াগাদি করোতি চ। ত্রিপৌরুষো নিধিশ্চৈব আম্রারামাদি কারয়েৎ ॥ ১১ ॥ একস্য স্যান্নিধিঃ শঙ্খঃ স্বয়ং ভুঙ্‌ক্তে ধনাস্তকং। কদন্নভুক্‌ পরিজনো ন চ শোভনবস্ত্রধৃক্‌ ॥ ১২ ॥ স্বপোষণপরঃ

ফল্গু প্রভৃতি তীর্থজলে স্নান করিলে সর্ব্বপ্রকার আচারজনিত ফল লাভ করিতে পারে। হে সংশিতব্রত ঋষিবৃন্দ! ভগবান্‌ বিষ্ণু পূর্ব্বকালে আমার নিকটে এই সকল ব্রতাচরণের ফল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। ২৬।

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়।

সূত বলিলেন,—ব্রহ্মা যে হরির নিকট অষ্টনিধির ফল বর্ণন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া বলিতেছি। ১-২। পদ্ম, মহাপদ্ম, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, নন্দ, নীল ও শঙ্খ এই অষ্টনিধির নাম কথিত হইল, এইক্ষণ তাহাদিগের স্বরূপ বলিব।১-৩। পদ্মচিহ্নে চিহ্নিত নর অতি সাত্ত্বিক ও সকলের সহায় হয়। সেই ব্যক্তি সুবর্ণ রজতাদি সংগ্রহ করিয়া যতি, দেবতা ও যাজ্ঞিকদিগকে দান করে। ৪। মহাপদ্ম লক্ষিত পুরুষ ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যকে ধনাদি দান করিয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তির শরীরে পদ্ম ও মহাপদ্ম চিহ্ন থাকে তাহা হইলে সেই পুরুষ অতি সাত্ত্বিক হয়। ৫। মকর লক্ষণে চিহ্নিত মনুষ্য খড়্গ, বাণ, কুন্ত আদি সংগ্রহ করিয়া বেদবিদ্‌ ব্রাহ্মণকে দান করে এবং রাজার সহিত সর্ব্বদা তাহার মিত্রতা হইয়া থাকে। ৬। মকর ও কচ্ছপ এই উভয় নিধি তামস। যাহার শরীরে এই উভয় চিহ্ন থাকে সেই ব্যক্তি তামসিক কার্য্যে তৎপর হয়। সে সর্ব্বদা সংগ্রামে যায়, তাহাতে নানা দ্রব্য ও শত্রুবর্গের বিনাশ হয়। ৭। কচ্ছপ চিহ্নাঙ্কিত ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে না, স্বয়ং ভোজন করে না এবং কিঞ্চিৎ দানও করে না, কেবল ধনসঞ্চয় করিয়া মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখে। ৮। মুকুন্দচিহ্নে লক্ষিত পুরুষ রজোগুণান্বিত হয়, রাজ্য সংগ্রহ করিতে পারে এবং নিজে কোন বস্তু ভোগ করে না, গায়ক ও বেশ্যা প্রভৃতিকে দান করিতে ভাল বাসে। ৯। নন্দচিহ্নে চিহ্নিত মানব রাজসিক ও তামসিক কার্য্যে নিরত থাকে; সে কুলশ্রেষ্ঠ ও সকলের মাননীয় হয় এবং বহু কন্যা বিবাহ করিয়া প্রসন্নমনে কালযাপন করে। তাহার পূর্ব্ব বন্ধুবর্গের সহিত মিত্রতার লাঘব হইয়া যায় ও অপরের সহিত বন্ধুতা জন্মে। ১০। নীল চিহ্নে অঙ্কিত মনুষ্য সত্ত্বগুণান্বিত হইয়া বস্ত্র ধান্যাদি সংগ্রহ করিতে থাকে এবং দীর্ঘিকা প্রভৃতি জলাশয় ও আম্র বাগান করিতে ভাল বাসে। ১১। শঙ্খচিহ্নাঙ্কিত ব্যক্তি আপনি ধন সঞ্চয় করিয়া স্বয়ং সকল ধন ভোগ করে। তাহার পরিবারবর্গ কদন্ন আহার ও কুৎসিত বস্ত্র পরিধান করে। ১২। শঙ্খ চিহ্নাঙ্কিত

শঙ্খী দদ্যাৎ পরনরে বৃথা। মিশ্রাবলোকনাম্মিশ্রে স্বভাবফলদায়িনঃ ॥ ১৩॥ নিধীনাং রূপমুক্তন্তু হরিণাপি হরাদিকে। হরিভুর্বনকোষাদি যথোবাচ তথাবদে ॥ ১৪॥ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ অগ্নিধ্রশ্চাগ্নিবাহুশ্চ বপুষ্মান্ দ্যুতিমাং স্তথা। মেধা মেধাতিথি র্ভব্যঃ শবলঃ পুত্র এব চ। জ্যোতিষ্মান্ দশমো জাতঃ পুত্রাহ্যেতে প্রিয়ব্রতাৎ॥ ২ ॥ মেধাগ্নিবাহুপুত্রাস্ত ত্রয়ো যোগপরায়ণাঃ। জাতিস্মরা মহাভাগা ন রাজ্যায় মনোদধুঃ। বিভজ্য সপ্তদ্বীপানি সপ্তানাং প্রদদৌ নৃপঃ ॥ ৩॥ যোজনানাং প্রমাণেন পঞ্চাশৎকোটিরাপ্লুতা। জলোপরি মহী যাতা নৌরিবাস্তে সরিজ্জলে ॥ ৪ ॥ জম্বুপ্লক্ষৌ হ্বয়ৌ দ্বীপৌ শাল্মলশ্চাপরোহর। কুশঃ ক্রৌঞ্চ স্তথা শাকঃ পুষ্করশ্চৈব সপ্তমঃ॥ ৫ ॥ এতে দ্বীপাঃ সমুদ্রৈস্তু সপ্তসপ্তভিরাবৃতাঃ। লবণেক্ষুসুরা সর্পির্দধিদুগ্ধজলান্তকাঃ॥ ৬ ॥ দ্বীপাত্তু দ্বিগুণোদ্বীপঃ সমুদ্রশ্চ বৃষধ্বজ। জম্বুদ্বীপে স্থিতোমেরু র্লক্ষযোজন বিস্তৃতঃ ॥ ৭ ॥ চতুরশীতিসাহস্রৈ র্যোজনৈরস্য চোচ্ছ্রয়ঃ। প্রবিষ্টঃ ষোড়শাধস্তা দ্দ্বাত্রিংশন্মূর্দ্ধি বিস্তৃতঃ ॥ ৮ ॥ অধঃ ষোড়শসাহস্রঃ কর্ণিকাকার সংস্থিতঃ। হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিষধশ্চাস্য দক্ষিণে। নীলঃ শ্বেতশ্চ শৃঙ্গী চ উত্তরে বর্ষপর্ব্বতাঃ ॥ ৯ ॥ প্লক্ষাদিষু নরারুদ্র যে বসন্তি সনাতনাঃ। শঙ্করোঽথ ন তেষ্বস্তি যুগাবস্থা কথঞ্চন ॥ ১০ ॥ জম্বুদ্বীপেশ্বরাৎ পুত্রা হ্যগ্নিধ্রাদভবন্নব। নাভিঃ কিংপুরুষশ্চৈব হরিবর্ষ ইলাবৃতঃ ॥ ১১ ॥ রম্যোহিরণ্বান্ ষষ্ঠশ্চ কুরুর্ভদ্রাশ্ব

পুরুষ আপনার পোষণে তৎপর থাকে। অপর মনুষ্যকে কিঞ্চিন্মাত্র দান করিতে পারে না। মিশ্রচিহ্ন থাকিলে মিশ্রফল হয়। ১৩। হরি হরাদিকে যে সকল নিধির ফলাদি বলিয়াছেন সেই সকল কথিত হইল, অনন্তর যেরূপে হরি ভুবনকোষাদি বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি। ১৪।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হরি বলিলেন,—রাজা প্রিয়ব্রতের দশ পুত্র জন্মে, তাহাদের নাম এই—অগ্নিধ্র, অগ্নিবাহু, বপুষ্মান্, দ্যুতিমান্, মেধস্, মেধাতিথি, ভব্য, শবল, পুত্র ও জ্যোতিষ্মান্। ১-২। পূর্ব্বোক্ত দশ তনয়ের মধ্যে মেধস্, অগ্নিবাহু ও পুত্র এই তিন তনয় যোগ সাধনে নিরত হইলেন, ইহাঁরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মবৃত্তান্ত বিস্মৃত হন নাই। সকলেই মহাভাগ্যধর, রাজ্য গ্রহণে ইহাদিগের অভিলাষ ছিল না। রাজা প্রিয়ব্রত স্বীয় রাজ্য সপ্তভাগে (জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মল আদি নামক সপ্তদ্বীপে) বিভক্ত করিয়া আপনার সপ্ত পুত্রকে প্রদান করিলেন। ৩। কালক্রমে পঞ্চাশৎ কোটি যোজন বিস্তীর্ণা পৃথিবী জলে আপ্লুতা হইয়া নদীজলে নৌকার ন্যায় ভাসিতেছিল। ৪। অনন্তর জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মল, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর এই সপ্তদ্বীপ সমুৎপন্ন হইল। ৫। উক্ত সপ্তদ্বীপ লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পিঃ, দধি, দুগ্ধ ও জল এই সপ্ত সমুদ্রদ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। ৬। হে বৃষবাহন! জম্বু প্রভৃতি সপ্ত দ্বীপ এবং লবণাদি সপ্ত সমুদ্র পরস্পরই পরস্পর হইতে দ্বিগুণ পরিমাণে বিস্তৃত। জম্বুদ্বীপের মধ্যভাগে লক্ষযোজন বিস্তৃত সুমেরু পর্ব্বত আছে। এই সুমেরুর উচ্চতার পরিমাণ চতুরশীতি সহস্র যোজন। ইহার অধোভাগ ষোড়শ সহস্র যোজন নিম্নে প্রবিষ্ট হইয়াছে ও মূর্দ্ধাদেশ দ্বাত্রিংশৎ সহস্র যোজন বিস্তৃত আছে। ইহার অধোদেশের বিস্তারও ষোড়শ সহস্র যোজন। সুমেরু গিরি (পৃথিবী রূপ পদ্মের) কর্ণিকাকারে বিস্তৃত রহিয়াছে। সুমেরুর দক্ষিণে হিমালয়, হেমকূট ও নিষধ, এই তিন বর্ষ পর্ব্বত বিদ্যমান রহিয়াছে। সুমেরু গিরির উত্তরে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান্ এই তিন বর্ষ পর্ব্বত বিদ্যমান আছে। ৭-৯। প্লক্ষ প্রভৃতি দ্বীপে যে সকল মনুষ্য বাস করে তাহাদিগের পক্ষে কোনরূপ যুগ ভেদ ব্যবস্থা আদরণীয় নহে। ১০। জম্বুদ্বীপাধিপতি অগ্নিধ্রের নব পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাদের নাম এই—নাভি, কিংপুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্য, হিরণ্বান্, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল। রাজা ইহাদিগকে

এব চ। কেতুমালো নৃপস্তেভ্যো স্বৎসংজ্ঞান্ খণ্ডকান্ দদৌ॥ ১২॥ নাভেস্তু মেরুদেব্যাস্তু পুত্রোঽভূদৃষভো হর। তৎপুত্রো ভরতো নাম শালগ্রামে স্থিতো ব্রতী॥ ১৩॥ সুমতির্ভরতস্যাভূত্তৎপুত্রস্তেজসোঽভবৎ। ইন্দ্রদ্যুম্নশ্চ তৎপুত্রঃ পরমেষ্ঠী ততঃ স্মৃতঃ। প্রতীহারশ্চ তৎপুত্রঃ প্রতিহর্ত্তা তদাত্মজঃ। সুতস্তস্মাদখো জাতঃ প্রস্তারস্তৎসুতোবিভুঃ। পৃথুশ্চ তৎসুতো নক্তো নক্তস্যাপি গয়ঃ স্মৃতঃ। নরো গয়স্য তনয়স্তৎপুত্রো বুদ্ধিরাট্ ততঃ। ততো ধীমান্ মহাতেজা ভৌবনস্তস্য চাত্মজঃ। ত্বষ্টা ত্বষ্টুশ্চ বিরজারজস্তস্যাপ্যভূৎ সুতঃ। শতজিদ্রজসস্তস্য বিশ্বগ্জ্যোতিঃ সুতঃ স্মৃতঃ॥ ১৪॥ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ॥ ১॥ মধ্যে ত্বিলাবৃতো বর্ষো ভদ্রাশ্বঃ পূর্ব্বতোভবেৎ। পূর্ব্বদক্ষিণতো বর্ষো হিরণ্বান্ বৃষভধ্বজ॥ ২॥ ততঃ কিম্পুরুষোবর্ষো মেরোর্দ্দক্ষিণতঃ স্মৃতঃ। ভারতো দক্ষিণে প্রোক্তো হরির্দ্দক্ষিণ পশ্চিমে। পশ্চিমে কেতুমালশ্চ রম্যকঃ পশ্চিমোত্তরে॥ ৩॥ উত্তরে চ কুরোর্ব্বর্ষঃ কল্পবৃক্ষসমাবৃতঃ। সিদ্ধিঃ স্বাভাবিকী রুদ্র বর্জয়িত্বা তু ভারতম্॥ ৪॥ ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুমাংস্তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্। নাগদ্বীপঃ কটাহশ্চ সিংহলো বারুণস্তথা। অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ॥ ৫॥ পূর্ব্বে কিরাতাস্তস্যান্তে পশ্চিমে যবনাঃ স্থিতাঃ। অন্ধ্রাদক্ষিণতো রুদ্র তুরস্কাস্থপি চোত্তরে। ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চান্তরবাসিনঃ॥ ৬॥ মহেন্দ্রোমলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমানৃক্ষ পর্ব্বতঃ। বিন্ধ্যশ্চ পারিভদ্রশ্চ সপ্তাত্র কুলপর্ব্বতাঃ॥ ৭॥ বেদস্মৃতির্নর্ম্মদা চ বরদা সুরসা শিবা। তাপী পয়োষ্ণী সরযূ কাবেরা গোমতী তথা॥ ৮॥ গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণবর্ণা মহানদী। কেতুমালা তাম্রপর্ণী চন্দ্রভাগা সরস্বতী॥ ৯॥ ঋষিকুল্যা চ কাবেরী মৃতগঙ্গা পয়স্বিনী। বিদর্ভা চ শতদ্রুশ্চ নদ্যঃ পাপ-

---

এক এক ভূখণ্ড প্রদান করেন। উক্ত নাভি প্রভৃতির নামানুসারে প্রাপ্ত ভূমিভাগের নাভিবর্ষ, কিংপুরুষ বর্ষ ইত্যাদি নাম হইয়াছে। ১১-১২। মেরুদেবীর গর্ভে নাভির ঔরসে এক পুত্র জন্মে, তাহার নাম ঋষভ। ঋষভের পুত্রের নাম ভরত, ইনি ব্রতাচরণ পূর্ব্বক শালগ্রাম তীর্থে বসতি করেন। ১৩। ভরতের এক পুত্র হয়, তাহার নাম সুমতি, সুমতির পুত্র তেজস, তেজসের পুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন, ইন্দ্রদ্যুম্নের পুত্র পরমেষ্ঠী, পরমেষ্ঠীর পুত্র প্রতীহার, প্রতীহারের পুত্র প্রতিহর্ত্তা, প্রতিহর্ত্তার পুত্র প্রস্তার, প্রস্তারের তনয় বিভু, বিভুর পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র নক্ত, নক্তের পুত্র গয়, গয়ের পুত্র নর, নরের পুত্র বুদ্ধিরাট্, বুদ্ধিরাটের পুত্র মহাতেজাঃ ধীমান্ ভৌবন, ভৌবনের পুত্র ত্বষ্টা, ত্বষ্টার পুত্র বিরজা, বিরজার পুত্র রজস্, রজসের পুত্র শতজিৎ ও শতজিতের পুত্র বিশ্বগ্জ্যোতিঃ। ১৪।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হরি বলিলেন,—জম্বুদ্বীপের মধ্যভাগে ইলাবৃত বর্ষ। এই বর্ষেই সুমেরু পর্ব্বত সংস্থিত আছে। সুমেরুর পূর্ব্বভাগে ভদ্রাশ্ব বর্ষ, পূর্ব্ব দক্ষিণ ভাগে হিরণ্বান্ বর্ষ, দক্ষিণে কিম্পুরুষবর্ষ ও ভারতবর্ষ, দক্ষিণপশ্চিমে হরিবর্ষ, পশ্চিমে কেতুমাল বর্ষ, পশ্চিমোত্তরে রম্যক বর্ষ ও উত্তরে কুরুবর্ষ। এই ভূভাগ কল্পবৃক্ষ সমূহে সমাবৃত আছে। ভারতবর্ষ ভিন্ন সকল বর্ষেই স্বাভাবিক সিদ্ধি হইয়া থাকে। ১-৪। ভারতবর্ষ নবভাগে বিভক্ত হইয়াছে, তাহাদের নাম এই,—ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরুমান্, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, কটাহ, সিংহল ও বারুণ। নবম ভাগের নাম সাগর দ্বীপ, ইহা প্রায় সাগরদ্বারা বেষ্টিত। ৫। ভারতবর্ষের পূর্ব্বভাগে কিরাতদিগের বসতি এবং পশ্চিমে যবন, দক্ষিণে অন্ধ্রজাতি ও উত্তরে তুরস্ক জাতি বাস করে। ইহার মধ্য ভাগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি অবস্থিতি করে। ৬। মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিভদ্র এই সপ্ত কুল পর্ব্বত। ৭। বেদস্মৃতি, নর্ম্মদা, বরদা, সুরসা, শিবা, তাপী, পয়োষ্ণী, সরযূ, কাবেরা, গোমতী, গোদাবরী, ভীমরথী, কৃষ্ণবর্ণা, মহানদী, কেতুমালা, তাম্রপর্ণী, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, ঋষিকুল্যা, কাবেরী, মৃতগঙ্গা, পয়-

হরাঃ শুভাঃ। আসাং পিবন্তি সলিলং মধ্যদেশাদয়োজনাঃ ॥ ১০ ॥ পাঞ্চালাঃ কুরবো মৎস্যা যৌধেয়াঃ সপটচ্চরাঃ। কুন্তয়ঃ শূরসেনাশ্চ মধ্যদেশজনাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১১ ॥ বৃষধ্বজ জনাঃ পাদ্মাঃ সূতমাগধচেদয়ঃ। কাষায়াশ্চ বিদেহাশ্চ পূর্ব্বস্যাং কোশলাস্তথা ॥ ১২ ॥ কলিঙ্গবঙ্গপুণ্ড্রাঙ্গা বৈদর্ভা মূলকাস্তথা। বিন্ধ্যান্তর্নিলয়াদেশাঃ পূর্ব্বদক্ষিণতঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৩ ॥ পুলিন্দাশ্মকজীমূতনয়রাষ্ট্রনিবাসিনঃ। কার্ণাটাঃ কাম্বোজাঘাটা দক্ষিণাপথবাসিনঃ ॥ ১৪ ॥ অম্বষ্ঠদ্রবিড়া লাটাঃ কম্ভোজা স্ত্রীমুখাঃ শকাঃ। আনর্ত্তবাসিনশ্চৈব জ্ঞেয়া দক্ষিণপশ্চিমে ॥ ১৫ ॥ স্ত্রৈরাজ্যাঃ সৈন্ধবা ম্লেচ্ছা নাস্তিকাযবনাস্তথা। পশ্চিমেন চ বিজ্ঞেয়া মাথুরা নৈষধৈঃ সহ ॥ ১৬ ॥ মাণ্ডব্যাশ্চ তুষারাশ্চ মূলিকাশ্চ মুষাঃ খশাঃ। মহাকেশা মহানাদা দেশাস্তূত্তরপশ্চিমে ॥ ১৭ ॥ লম্বকাস্তননাগাশ্চ মাদ্রগান্ধারবাহ্লিকাঃ। হিমাচলালয়াম্লেচ্ছা উদীচীংদিশমাশ্রিতাঃ ॥ ১৮ ॥ ত্রিগর্ত্তনীলকোলাভব্রহ্মপুত্রাঃ সটঙ্কণাঃ। অভীষাহাঃ সকাশ্মীরা উদকপূর্ব্বেণ কীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৯ ॥ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

ষট্‌পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ সপ্ত মেধাতিথেঃ পুত্রাঃ প্লক্ষদ্বীপেশ্বরস্য চ। জ্যেষ্ঠঃ শান্তভবো নাম শিশিরস্তদনন্তরঃ ॥ ২ ॥ সুখোদয়স্তথা নন্দঃ শিবঃ ক্ষেমক এব চ। ধ্রুবশ্চ সপ্তমস্তেষাং প্লক্ষদ্বীপেশ্বরাহি তে ॥ ৩ ॥ গোমেদশ্চৈব চন্দ্রশ্চ নারদোদুন্দুভিস্তথা। সোমকঃ সুমনাঃ শৈলো বৈভ্রাজশ্চাত্র সপ্তমঃ ॥ ৪ ॥ অনুতপ্তা শিখী চৈব বিপাশা ত্রিদিবা ক্রমুঃ। অমৃতা সুকৃতা চৈব সপ্তৈতাস্তত্র নিম্নগাঃ ॥ ৫ ॥ বপুষ্মান্ শাল্মলস্যেশস্তৎসুতাবর্ষনামকাঃ। শ্বেতোঽথ হরিতশ্চৈব জীমূতো রোহিতস্তথা। বৈদ্যুতো মানসশ্চৈব সপ্রভশ্চাপি সপ্তমঃ ॥ ৬ ॥ কুমুদশ্চোন্নতোদ্রোণো মহিষোঽথ বলাহকঃ। কঙ্কঃ ককুদ্মান্ হ্যেতে বৈ গিরয়ঃ সরিত-

---

স্বিনী, বিদর্ভা ও শতদ্রু এই সকল নদী সর্ব্ব প্রকার পাপ হরণ করে। মধ্যপ্রভৃতি দেশবাসী মানবগণ এই সকল নদীর জল পান করিয়া থাকে। ৮-১০। পঞ্চাল, কুরু, মৎস্য, যৌধেয়, পটচ্চর, কুন্তি ও শূরসেন এই সকল দেশ ভারতবর্ষের মধ্যভাগে আছে। ইহাদের একটি সাধারণ নাম মধ্যদেশ। ১১। হে হর! পদ্ম, সূত, মাগধ, চেদি, কাষায়, বিদেহ ও কোশল এই সকল দেশ ভারতবর্ষের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত আছে। ১২। কলিঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, অঙ্গ, বিদর্ভ ও মূলক এই সকল দেশ এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতের অন্তর্গত দেশ সকল ভারতবর্ষের পূর্ব্বদক্ষিণ ভাগে অবস্থিত আছে। ১৩। পুলিন্দ, অশ্মক, জীমূত, নয়রাষ্ট্র, কর্ণাট, কাম্বোজ, ঘাট, দক্ষিণাপথ, অম্বষ্ঠ, দ্রবিড়, লাট, কম্ভোজ, স্ত্রীমুখ, শক এবং আনর্ত্ত এই সকল দেশ ভারতবর্ষের দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত আছে। ১৪-১৫। স্ত্রীরাজ্য, সিন্ধু ও ম্লেচ্ছ, নাস্তিক ও যবনগণের দেশ এবং মাথুর ও নিষধ এই সকল দেশ ভারতবর্ষের পশ্চিমদিগ্‌ভাগে অবস্থিত আছে। ১৬। মাণ্ডব্য, তুষার, মূলিক, মুষ, খশ, মহাকেশ ও মহানাদ এই সকল দেশ ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত আছে। ১৭। লম্বক, স্তন, নাগ, মদ্র, গান্ধার ও বাহ্লিক এই সকল দেশ এবং হিমালয়বাসী ম্লেচ্ছগণের দেশ ভারতবর্ষের উত্তর দিগ্‌ভাগে অবস্থিত আছে। ১৮। ত্রিগর্ত্ত, নীল, কোলাভ, ব্রহ্মপুত্রের সন্নিহিত দেশ, টঙ্কণ, অভীষাহ ও কাশ্মীর এই সকল দেশ ভারতবর্ষের পূর্ব্বোত্তরদিগ্ ভাগে অবস্থিত আছে। ১৯।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হরি বলিলেন,—প্লক্ষদ্বীপাধিপতি মেধাতিথির সপ্ত পুত্র জন্মে। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শান্তভব, দ্বিতীয় শিশির, তৃতীয় সুখোদয়, চতুর্থ নন্দ, পঞ্চম শিব, ষষ্ঠ ক্ষেমক ও সপ্তম ধ্রুব। ইহাঁরা সকলেই প্লক্ষ দ্বীপের অধিপতি। ১-৩। গোমেদ, চন্দ্র, নারদ, দুন্দুভি, সোমক, সুমনাঃ ও বৈভ্রাজ এই সপ্ত গিরি প্লক্ষ দ্বীপে বিদ্যমান আছে। ৪। উক্ত প্লক্ষ দ্বীপে অনুতপ্তা, শিখী, বিপাশা, ত্রিদিবা, ক্রমু, অমৃতা ও সুকৃতা এই সপ্ত নদী বর্ত্তমান রহিয়াছে। ৫। বপুষ্মান্ শাল্মলদ্বীপের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাঁহার সপ্ত পুত্রের নামানুসারে শাল্মল দ্বীপস্থ সপ্ত বর্ষের নাম হইয়াছে। ঐ সপ্তপুত্রের নাম এই—শ্বেত, হরিত, জীমূত, রোহিত, বৈদ্যুত, মানস ও সপ্রভ। ৬। এই দ্বীপে সপ্ত বর্ষ পর্ব্বত আছে; প্রথমের নাম কুমুদ, দ্বিতীয় উন্নত, তৃতীয় দ্রোণ, চতুর্থ মহিষ, পঞ্চম

ত্বিমাঃ ॥ ৭ ॥ যোনিস্তোয়া বিতৃষ্ণা চ চন্দ্রা শুক্লা বিমোচনী। বিধৃতিঃ সপ্তমী তাসাং স্মৃতাঃ পাপপ্রশান্তিদাঃ ॥ ৮ ॥ জ্যোতিষ্মতঃ কুশদ্বীপে সপ্তপুত্রাঃ শৃণুষ্ব তান্। উদ্ভিদোবেণুমাংশ্চৈব দ্বৈরথোলম্বনো ধৃতিঃ। প্রভাকরোঽথ কপিলস্তন্নামা বর্ষপদ্ধতিঃ ॥৯॥ বিক্রমোহেমশৈলশ্চ দ্যুতিমান্ পুষ্পমাংস্তথা। কুশেশয়ো হরিশ্চৈব সপ্তমোমন্দরাচলঃ ॥ ১০ ॥ ধৃতপাপা শিবা চৈব পবিত্রা সম্মতিস্তথা। বিদ্যুদস্তা মহী কাশা সর্ব্বপাপহরাস্ত্বিমাঃ ॥ ১১ ॥ ক্রৌঞ্চদ্বীপে দ্যুতিমতঃ পুত্রাঃ সপ্ত মহাত্মনঃ। কুশলোমন্দগশ্চোষ্ণঃ পীবরোঽথান্ধকারকঃ। মুনিশ্চ দুন্দুভিশ্চৈব সপ্তৈতে তৎসুতাহর ॥ ১২ ॥ ক্রৌঞ্চশ্চ বামনশ্চৈব তৃতীয়শ্চান্ধকারকঃ। দেবাবৃচ্চ মহাশৈলো দুন্দুভিঃ পুণ্ডরীকবান্ ॥ ১৩ ॥ গৌরী কুমুদ্বতী চৈব সন্ধ্যা রাত্রির্ম্মনোজবা। খ্যাতিশ্চ পুণ্ডরীকা চ সপ্তৈতা বর্ষনিম্নগাঃ ॥ ১৪ ॥ শাকদ্বীপেশ্বরাদ্ভব্যাৎ সপ্ত পুত্রাঃ প্রজজ্ঞিরে। জলদশ্চ কুমারশ্চ সুকুমারো মণীবকঃ। কুসুমোদঃ সমোদার্কিঃ সপ্তমশ্চ মহাদ্রুমঃ ॥ ১৫ ॥ সুকুমারী কুমারী চ নলিনী ধেনুকা চ যা। ইক্ষুশ্চ বেণুকা চৈব গভস্তী সপ্তমী তথা ॥ ১৬ ॥ শবলাৎ পুষ্করেশাচ্চ মহাবীরশ্চ ধাতকিঃ। অভূদ্বর্ষদ্বয়ঞ্চৈব মানসোত্তরপর্ব্বতঃ ॥ ১৭ ॥ যোজনানাং সহস্রাণি ঊর্দ্ধং পঞ্চাশদুচ্ছ্রিতঃ। তাবচ্চৈব চ বিস্তীর্ণঃ সর্ব্বতঃ পরিমণ্ডলঃ ॥ ১৮ ॥ স্বাদূদকেনোদধিনা পুষ্করঃ পরিবেষ্টিতঃ। স্বাদূদকস্য পুরতো দৃশ্যতে লোকসংস্থিতিঃ ॥ ১৯ ॥ দ্বিগুণা কাঞ্চনী ভূমিঃ সর্ব্বজন্তুবিবর্জ্জিতা ॥ ২০ ॥ লোকালোকস্ততঃ শৈলোযোজনাযুতবিস্তৃতঃ। তমসা পর্ব্বতোব্যাপ্তস্তমোঽপ্যণ্ড-

বলাহক, ষষ্ঠ কঙ্ক ও সপ্তম ককুদ্মান্। উক্ত দ্বীপে যে সপ্ত নদী আছে তাহাদিগের নাম এই—যোনি, তোয়া, বিতৃষ্ণা, চন্দ্রা, শুক্লা, বিমোচনী ও বিধৃতি। এই সকল নদী সর্ব্বপ্রকার পাপবিনাশিনী। ৭-৮। জ্যোতিষ্মান্ কুশদ্বীপের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাঁহার সাতটি পুত্র জন্মিয়াছিল, ঐসকল পুত্রের নাম শ্রবণ কর। উদ্ভিদ, বেণুমান্, দ্বৈরথ, লম্বন, ধৃতি, প্রভাকর ও কপিল। ইহাদিগের নামানুসারে কুশদ্বীপস্থ সপ্ত বর্ষের নাম করণ হইয়াছে। ৯। এই কুশদ্বীপে সপ্ত বর্ষ পর্ব্বত আছে, তাহাদের নাম—বিক্রম, হেমশৈল, দ্যুতিমান্, পুষ্পবান্, কুশেশয়, হরি ও মন্দরাচল। ১০। উক্ত কুশদ্বীপে সপ্তনদী আছে তাহাদিগের নাম এই—ধৃতপাপা, শিবা, পবিত্রা, সম্মতি, বিদ্যুদস্তা, মহী ও কাশা এই নদী গুলি সকল পাপ বিনাশ করে। ১১। হে মহেশ্বর! ক্রৌঞ্চদ্বীপাধিপতি মহাত্মা দ্যুতিমানের সপ্ত পুত্র জন্মে, তাহাদিগের নাম এই—কুশল, মন্দগ, উষ্ণ, পীবর, অন্ধকারক, মুনি এবং দুন্দুভি। ঐ সপ্ত পুত্রের নামানুসারে তত্রত্য সপ্তবর্ষের নামকরণ হইয়াছে। ১২। ঐ সপ্ত বর্ষে যে সপ্ত বর্ষাচল আছে, তাহাদিগের নাম কীর্ত্তিত হইতেছে।—ক্রৌঞ্চ, বামন, অন্ধকারক, দেবাবৃৎ, মহাশৈল, দুন্দুভি ও পুণ্ডরীকবান্। ১৩। উক্ত দ্বীপে সাতটি প্রধান নদী আছে, তাহাদিগের নাম এই—গৌরী, কুমুদ্বতী, সন্ধ্যা, রাত্রি, মনোজবা, খ্যাতি ও পুণ্ডরীকা এই সাতটি নদী বর্ষ নদী নামে বিখ্যাত। ১৪। শাক দ্বীপের অধিপতি ভব্য, তাঁহার সপ্ত পুত্র জন্মিয়াছিল। জলদ, কুমার, সুকুমার, মণীবক, কুসুমোদ, মোদার্কি ও মহাদ্রুম এই সপ্ত পুত্রের নামানুসারে তত্রত্য সপ্ত বর্ষের নাম হইয়াছে। ১৫। এই সকল বর্ষে সাতটি নদী আছে, তাহাদিগের নাম এই—সুকুমারী, কুমারী, নলিনী, ধেনুকা, ইক্ষু, বেণুকা ও গভস্তী এই সপ্ত নদী এই দ্বীপের বর্ষ নদী। ১৬। পুষ্কর দ্বীপের অধিপতি শবল, তাঁহার দুইটী পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহাদের একের নাম মহাবীর ও অপরের নাম ধাতকি। এই পুত্রদ্বয়ের নামানুসারে উক্ত দ্বীপে মহাবীর বর্ষ ও ধাতকি বর্ষ নামে দুইটি বর্ষ হইয়াছে। এই দ্বীপে এক মাত্র বর্ষ পর্ব্বত আছে, তাহার নাম মানসোত্তর গিরি। ১৭। এই পর্ব্বত পঞ্চাশৎ সহস্র যোজন উচ্চ এবং ঐ পরিমাণে চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে বিস্তৃত। ১৮। এই পুষ্করদ্বীপ স্বাদূদক নামক সমুদ্রে পরিবেষ্টিত। ঐ সমুদ্রের জল অতি সুস্বাদু। ঐ সুস্বাদু সলিল পূর্ণ সাগরের পুরোভাগে লোকের বসতি আছে। ১৯। ঐ সমুদ্র প্রান্তে সমুদ্রের দ্বিগুণপরিমাণে বিস্তৃত কাঞ্চনী ভূমি আছে। উহা কাঞ্চনময়ী। উক্ত কাঞ্চনী ভূমিতে কোন প্রকার জন্তুর আবাস নাই। ২০। ঐ কাঞ্চনময়ী ভূমির প্রান্তে দশ সহস্র যোজন ও চতুর্দ্দিকে বলয়াকারে বিস্তৃত লোকালোক

কটাহতঃ ॥ ২১ ॥ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ সপ্ততিস্তু সহস্রাণি ভূম্যুচ্ছ্রায়োঽপি কথ্যতে। দশসাহস্রমেকৈকং পাতালং বৃষভধ্বজ ॥ ২ ॥ অতলং বিতলঞ্চৈব নিতলঞ্চ গভস্তিমৎ। মহাখ্যং সুতলঞ্চাগ্র্যং পাতালঞ্চাপি সপ্তমং ॥ ৩ ॥ কৃষ্ণা শুক্লারুণা পীতা শর্করা শৈলকাঞ্চনা। ভূময়স্তত্র দৈতেয়া বসন্তি চ ভুজঙ্গমাঃ ॥৪॥ রৌদ্রে তু পুষ্করদ্বীপে নরকাঃ সন্তি তান্ শৃণু। রৌরবঃ শূকরো-বোধ স্তালো বিশসনস্তথা ॥ ৫ ॥ মহাজ্বাল-স্তপ্তকুম্ভো লবণোঽথ বিমোহিতঃ। রুধিরোঽথ বৈতরণী কৃমিশঃ কৃমিভোজনঃ। অসিপত্রবনঃ কৃষ্ণো নানাভক্ষশ্চ দারুণঃ। তথা পূয়বহঃ পাপো বহ্নিজ্বালো স্তবোঽশিবঃ ॥ ৭ ॥ সংদংশঃ কৃষ্ণসূত্রশ্চ তমশ্চাবীচিরেব চ। শ্বভোজনোঽথাপ্রতিষ্ঠো-রুবীচির্নরকাঃ স্মৃতাঃ। পাপিনস্তেষু পচ্যন্তে বিষ-শস্ত্রাগ্নিদায়িনঃ ॥ ৮ ॥ উপর্য্যুপরি বৈ লোকারুদ্র ভূতাদয়ঃ স্থিতাঃ ॥ ৯ ॥ বারিবহ্ন্যনিলাকাশে বৃতং ভূতাদিনা চ তৎ। তদণ্ডং মহতা রুদ্র প্রধানেন চ বেষ্টিতং। অণ্ডং দশগুণং ব্যাপ্তং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥ ১০ ॥ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

পর্ব্বত বিদ্যমান আছে। উক্ত গিরির অন্য পার্শ্বে চতুর্দ্দিকেই নিবিড় অন্ধকারময় স্থান সুবিস্তৃত রহিয়াছে। ঐ তিমিরাবৃত স্থান অণ্ডকটাহ কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত আছে। ২১।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হরি কহিলেন,—সপ্ততি সহস্র যোজন পৃথিবীর উচ্চতা কথিত আছে। হে হর! পৃথিবীর অধোভাগে সপ্ত পাতাল আছে ঐ সপ্ত পাতালের অন্তর্গত এক একটি পাতাল দশ সহস্র যোজন বিস্তৃত।১-২। ঐ সপ্তপাতালের নাম—অতল, বিতল নিতল, গভস্তিমৎ, মহাতল, সুতল ও পাতাল। ঐ সকল পাতালে যথাক্রমে কৃষ্ণবর্ণা, শুক্লবর্ণা, রক্তবর্ণা, পীতবর্ণা, শর্করাময়ী, শৈলময়ী ও কাঞ্চনময়ী মৃত্তিকা আছে। ঐ সপ্ত পাতালে দৈত্য ও ভুজঙ্গমগণ বাস করে। ৩-৪। ভয়ঙ্কর পুষ্করদ্বীপে যে সকল নরক আছে তাহার বিবরণ শ্রবণ কর। উক্ত দ্বীপে রৌরব, শূকর, রোধ, তাল, বিশসন, মহাজ্বাল, তপ্তকুম্ভ, লবণ, বিমোহিত, রুধির, বৈতরণী, কৃমিশ, কৃমিভোজন, অসিপত্রবন, কৃষ্ণ, নানাভক্ষ্য, দারুণ, পূয়বহ, পাপ, বহ্নিজ্বাল, স্তব, অশিব, সংদংশ, কৃষ্ণসূত্র, তমঃ, অবীচি, শ্বভোজন, অপ্রতিষ্ঠ এবং উরুবীচি নামে অনেকগুলি নরক আছে। যে সকল পাপী বিষ, অগ্নি ও অস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা অকারণে জীবহিংসা করে তাহারা এই সকল নরকে পতিত হইয়া থাকে।৫-৮। হে রুদ্র! পৃথিবীর ঊর্দ্ধ দেশে ভূতাদিগণের লোক যথাক্রমে উপর্য্যুপরি অবস্থিত আছে। ৯। এই চতুর্দ্দশভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড ঊর্দ্ধ অধঃ ও পার্শ্বে চতুর্দ্দিকে অণ্ডকটাহে পরিবৃত রহিয়াছে। হে রুদ্র! ঐ অণ্ডকটাহ চতুর্দ্দিকে জল দ্বারা বেষ্টিত; ও ঐ জলাবরণও চতুর্দ্দিকে অগ্নিদ্বারা আবৃত আছে। ঐ রূপ অগ্নি বায়ুদ্বারা, বায়ু আকাশদ্বারা এবং আকাশ ভূতাদি দ্বারা পরিবৃত আছে, অর্থাৎ আকাশ অহঙ্কার দ্বারা ও অহঙ্কার মহত্তত্ত্বদ্বারা পরিবৃত আছে। এই সপ্ত আবরণের পরিমাণ প্রত্যেকেই পরস্পরের দশগুণ, অর্থাৎ অণ্ডকটাহের দশগুণ পরিমিত জলাবরণ, জলের দশগুণ পরিমিত অনলাবরণ ইত্যাদি। (সর্ব্বশেষে) ঐ মহত্তত্ত্ব আবরণ প্রধান (প্রকৃতি) দ্বারা পরিবৃত রহিয়াছে। ঐ প্রধান আবরণ অপরিমেয়। ঐ প্রধানে এই ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে। ঐ প্রধান (প্রকৃতি) সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত আছে। ১০।

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ বক্ষ্যে প্রমাণসংস্থানে সূর্য্যাদীনাং শৃণুষ মে। যোজনানাং সহস্রাণি ভাস্করস্য রথোনব ॥২॥

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হরি কহিলেন,—এক্ষণে সূর্য্যাদি গ্রহের পরিমাণ ও সংস্থান বলিতেছি, শ্রবণ কর। সূর্য্যের রথের পরিমাণ নব সহস্র

ঈশাদণ্ডস্তথৈবাস্য দ্বিগুণো বৃষভধ্বজ ! সার্দ্ধ-কোটিস্তথা সপ্তনিযুতান্যধিকানি চ। যোজনানান্তু তস্যাক্ষস্তত্র চক্রং প্রতিষ্ঠিতং ॥ ৩॥ ত্রিনাভিমতি-পঞ্চারে ষণ্নেমিন্যক্ষয়াত্মকে। সম্বৎসরময়ে কৃৎস্নং কালচক্রং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৪॥ চত্বারিংশৎসহস্রাণি দ্বিতীয়োঽক্ষো বিবস্বতঃ। পঞ্চান্যানি তু সার্দ্ধানি স্যন্দনস্য বৃষধ্বজ ॥৫॥ অক্ষপ্রমাণমুভয়োঃ প্রমাণন্তু যুগার্দ্ধয়োঃ। হ্রস্বোঽক্ষস্তদ্যুগার্দ্ধেন ধ্রুবাধারে রথস্য বৈ। দ্বিতীয়েঽক্ষে তু তচ্চক্রং সংস্থিতং মানসাচলে ॥৬॥ গায়ত্রী সবৃহত্যুষ্ণিগ্জগতী ত্রিষ্টুবেব চ। অনুষ্টুপ্ পংক্তিরিত্যুক্তাশ্ছন্দাংসি হরয়ো রবেঃ॥ ৭ ॥ ধাতা ক্রতুস্থলা চৈব পুলস্ত্যো বাসুকিস্তথা। রথকৃদ্গ্রামণীর্হেতি স্তম্বুরু-শ্চৈত্রমাসকে ॥৮॥ অর্য্যমা পুলহশ্চৈব রথৌজাঃ পুঞ্জিকাস্থলা। প্রহেতিঃ কচ্ছনীরশ্চ নারদশ্চৈব মাধবে ॥ ৯ ॥ মিত্রোঽত্রিস্তক্ষকোরক্ষঃ পৌরুষেয়োঽথ মেনকা। হাহা রথস্বনশ্চৈব জ্যৈষ্ঠে ভানো রথে স্থিতঃ॥ ১০ ॥ বরুণো বশিষ্ঠোরম্ভা সহজন্যা কুহুর্বুধঃ। রথচিত্রস্তথা শুক্রো বসন্ত্যাষাঢ়সংজ্ঞিতে॥ ১১ ॥ ইন্দ্রো বিশ্বাবসুঃ স্রোত এলাপত্রস্তথাঙ্গিরাঃ। প্রম্লোচা চ নভস্যেতে সর্পাশ্চার্কে তু সন্তি বৈ ॥ ১২ ॥ বিবস্বানুগ্রসেনশ্চ ভৃগুরাপুরণস্তথা। অনুম্লোচা শঙ্খপালো ব্যাঘ্রোভাদ্রপদে তথা ॥ ১৩ ॥ পুষা চ সুরুচির্ধাতা গৌতমোঽথ ধনঞ্জয়ঃ। সুষেণোঽন্যো ঘৃতাচী চ বসন্ত্যাশ্বযুজে রবৌ ॥ ১৪ ॥ বিশ্বাবসুর্ভরদ্বাজঃ পর্য্যণ্যৈরাবতৌ তদা। বিশ্বাচী সেনজিচ্চাপঃ কার্ত্তিকে চাধিকারিণঃ ॥ ১৫ ॥ অংশুঃ কাশ্যপস্তার্ক্ষ্যশ্চ মহাপদ্মস্তথোর্ব্বশী। চিত্রসেনস্তথা বিদ্যুন্মার্গশীর্ষাধিকারিণঃ ॥ ১৬ ॥ ক্রতুর্ভর্গ-

---

যোজন এবং তাহার ঈষাদণ্ড অর্থাৎ যাহাতে অক্ষযুগের সন্ধি হয় তাহার পরিমাণ রথপরিমাণের দ্বিগুণ অর্থাৎ অষ্টাদশ সহস্র যোজন। তাহার অক্ষ পরিমাণ দেড়কোটি সপ্তনিযুত অর্থাৎ দুইকোটি বিংশতি লক্ষ যোজন, তাহাতেই চক্র প্রতিষ্ঠিত আছে। ১-৩। সেই চক্রের পূর্ব্বাহ্ন মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্নরূপ তিন নাভি আছে, সংবৎসর পরিবৎসর প্রভৃতি পঞ্চ অর অর্থাৎ চক্র শলাকা এবং ছয় ঋতু ছয়টি নেমি অর্থাৎ চক্রের প্রান্ত বলয় আছে। ইহা অক্ষয় ও সংবৎসরময়, সুতরাং ইহাতেই সমুদায় কালচক্র প্রতিষ্ঠিত আছে। ৪। দিবাকরের রথের দ্বিতীয় অক্ষের পরিমাণ চত্বারিংশৎ সহস্র যোজন। হে বৃষভধ্বজ ! অন্যান্য অক্ষের পরিমাণ সার্দ্ধ পঞ্চ সহস্র যোজন। ৫। (ঈষাদণ্ডের অগ্রভাগে বক্রভাবে অশ্ব বন্ধনার্থ যে দণ্ড নিবদ্ধ থাকে তাহার নাম যুগ।) অক্ষের পরিমাণ যত দুই পার্শ্বস্থ দুই যুগার্দ্ধের পরিমাণও সেইরূপ। পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র অক্ষ ঐ যুগার্দ্ধের সহিত বায়ু রাশিতে নিবদ্ধ হইয়া ধ্রুবাধাররূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। দ্বিতীয় অক্ষ ও তচ্চক্র মানসাচলে সংস্থিত আছে। তাহাতে ঐ রবিরথ সংস্থাপিত আছে। ৬। সপ্ত ছন্দঃ দিবাকরের সপ্ত অশ্ব, তাহাদিগের নাম এই—গায়ত্রী, বৃহতী, উষ্ণীক্, জগতী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ ও পংক্তি। ৭। মাসবিশেষে সূর্য্যরথ যে সকল দেবাদিগণকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হয়, তাহা বিবৃত হইতেছে।—চৈত্র মাসে ধাতা, ক্রতুস্থলা, পুলস্ত্য নামে প্রধান রাক্ষস, বাসুকি, রথকৃৎ নামে যক্ষ, হেতি ও তুম্বুরু এই সাত জন সূর্য্য রথে বাসকরে। ৮। অর্য্যমা, পুলহনামে যক্ষ, রথৌজাঃ, পুঞ্জিকাস্থলা নামক রাক্ষস, প্রহেতি, কচ্ছনীর ও নারদ ইহারা বৈশাখ মাসে সূর্য্য রথে অবস্থিত থাকে। ৯। মিত্র, অত্রি, তক্ষক নামক নাগ, পৌরুষেয় নামক রাক্ষস, মেনকা, হাহা ও রথস্বন ইহারা জ্যৈষ্ঠ মাসে আদিত্য রথে অধিষ্ঠান করে। ১০। বরুণ, বশিষ্ঠ, রম্ভা, সহজন্যা, কুহু, বুধ ও চিত্র রথ শুক্র এই সাতজন আষাঢ় মাসে রবিরথে বাস করিয়া থাকে। ১১। ইন্দ্র, বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব্ব, স্রোতঃ, এলাপত্র, অঙ্গিরা, প্রম্লোচা ও সর্প ইহারা শ্রাবণ মাসে সূর্য্য রথে অধিষ্ঠান করে। ১২। বিবস্বান্, উগ্রসেন নামক গন্ধর্ব্ব, ভৃগু, আপুরণ নামক যক্ষ, অনুম্লোচা, শঙ্খপাল ও ব্যাঘ্র নামে রাক্ষস, এই সকল ভাদ্রমাসে আদিত্য রথে অবস্থান করে। ১৩। পূষা, সুরুচি, ধাতা, গৌতম, ধনঞ্জয়, সুষেণ ও ঘৃতাচী এই সাতজন আশ্বিন মাসে সূর্য্য রথে অবস্থিতি করে। ১৪। বিশ্বাবসু, ভরদ্বাজ, পর্জ্জন্য, ঐরাবত, বিশ্বাচী, সেনজিৎ ও চাপ নামে রাক্ষস ইহারা কার্ত্তিক মাসে সূর্য্য রথের অধিকারী। ১৫। অংশু, কাশ্যপ, তার্ক্ষ্য ও মহাপদ্ম নামে নাগ, উর্ব্বশী, চিত্রসেন নামে গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যুৎ নামে রাক্ষস ইহারা অগ্রহায়ণ মাসে সূর্য্য রথের অধিষ্ঠাতা। ১৬।

স্তথোর্ণায়ুঃ স্ফূর্জঃ কর্কোটকস্তথা। অরিষ্টনেমি-শ্চৈবান্যা পূর্ব্বচিত্তির্বরাপ্সরাঃ। পৌষমাসে বসন্ত্যেতে সপ্ত ভাস্করমণ্ডলে ॥ ১৭॥ ত্বষ্টাথ জমদগ্নিশ্চ কম্বলোঽথ তিলোত্তমা। ব্রহ্মাপেতোঽথ ঋতজিদ্ ধৃতরাষ্ট্রশ্চ সপ্তমঃ। মাঘমাসে বসন্ত্যেতে সপ্ত ভাস্করমণ্ডলে ॥ ১৮॥ বিষ্ণুরশ্বতরোরম্ভা সূর্য্যবর্চ্চাথ সত্যজিৎ। বিশ্বামিত্র-স্তথা রক্ষো যজ্ঞাপেতোহি ফাল্গুণে ॥ ২০॥ সবিতুর্ম্মণ্ডলে ব্রহ্মন্ বিষ্ণুশক্ত্যুপবৃংহিতাঃ। স্তুবন্তি মুনয়ঃ সূর্য্যং গন্ধর্ব্বৈর্গীয়তে পুরঃ ॥ ২১॥ নৃত্যন্ত্যোঽপ্সরসো যান্তি সূর্য্যস্যানু নিশাচরাঃ। বহন্তি পন্নগা যক্ষৈঃ ক্রিয়তেঽভীষুসংগ্রহঃ। বালিখিল্যাস্তথৈবৈনং পরিবার্য্য সমাসতে ॥ ২২॥ রথস্ত্রিচক্রঃ সোমস্য কুন্দাভস্তস্য বাজিনঃ। বামদক্ষিণতোযুক্তা দশ তেন চরত্যসৌ ॥ ২৩॥ বায়ুগ্নিদ্রব্যসম্ভূতো রথশ্চন্দ্রসুতস্য চ। পিশঙ্গৈস্তুরগৈর্যুক্তঃ সোঽষ্টাভির্বায়ুবেগিভিঃ ॥২৪॥ সবরূথঃ সানুকর্ষো যুক্তোভূমিভবৈর্হয়ৈঃ। সোপাসঙ্গপতাকস্তু শুক্রস্যাপি রথোমহান্ ॥ ২৫॥ রথোভূমিসুতস্যাপি তপ্তকাঞ্চনসন্নিভঃ। অষ্টাশ্বঃ কাঞ্চনঃ শ্রীমান্ ভৌমস্যাপি রথোমহান্। পদ্মরাগারুণৈরশ্বৈঃ সংযুক্তো বহ্নিসম্ভবৈঃ ॥ ২৬॥ অষ্টাভিঃ পাণ্ডরৈর্যুক্তৈ র্বাজিভিঃ কাঞ্চনে রথে। তিষ্ঠংস্তিষ্ঠতি বর্ষং বৈ রাশৌ রাশৌ বৃহস্পতিঃ ॥ ২৭॥ আকাশসম্ভবৈরশ্বৈঃ শবলৈঃ স্যন্দনং যুতং। সমারুহ্য শনৈর্যাতি মন্দগামী শনৈশ্চরঃ ॥ ২৮॥ স্বর্ভানোস্তুরগাহ্যষ্টৌ ভৃঙ্গাভা ধূসরং রথং। সকৃদ্যুক্তাস্তু ভূতেশ বহন্ত্যবিরতং সদা ॥ ২৯॥ তথা কেতুরথস্যাশ্বা অষ্টৌ তে বাতরংহসঃ। পলালধূমবর্ণাভা লাক্ষা

ক্রতু, ভর্গ, ঊর্ণায়ুঃ নামক গন্ধর্ব্ব, স্ফূর্জ নামক রাক্ষস, কর্কোটক নামক সর্প, অরিষ্ট-নেমি নামক যক্ষ ও পূর্ব্বচিত্তি নামে প্রধান অপ্সরা এই সাতজন পৌষ মাসে রবিমণ্ডলে অবস্থান করে। ১৭। ত্বষ্টা. জমদগ্নি, কম্বল, তিলোত্তমা, ব্রহ্মাপেত নামক রাক্ষস, ঋতজিৎ নামক যক্ষ ও ধৃতরাষ্ট্র নামে গন্ধর্ব্ব এই সাতজন দিবাকর মণ্ডলে মাঘ মাসে অবস্থিতি করিয়া থাকে। ১৮। বিষ্ণু, অশ্বতর নামক সর্প, রম্ভা, সূর্য্যবর্চ্চাঃ নামে গন্ধর্ব্ব, সত্যজিৎ নামক যক্ষ, বিশ্বামিত্র এবং যজ্ঞাপেত নামক রাক্ষস ইহারা ফাল্গুণ মাসে সূর্য্য মণ্ডলে অবস্থান করিয়া থাকে. । ২০। ব্রহ্মন্! চৈত্রাদি দ্বাদশ মাসে উক্ত সপ্ত সপ্তগণ বিষ্ণুশক্তি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া সূর্য্যমণ্ডলে অধিষ্ঠান করিয়া থাকে। সূর্য্যের গমন কালে মুনি গণ সূর্য্যদেবের স্তব করেন এবং গন্ধর্ব্ব গণ তাহার সম্মুখে গান করিতে থাকে। অপ্সরোগণ নৃত্য এবং রাক্ষস গণ তাঁহার অনুগমন করিয়া থাকে। সর্পগণ বহন করিয়া থাকে এবং যক্ষগণ অশ্বরশ্মি সংযোজনা করিয়া দেয়। বালিখিল্য নামক ষষ্টিসহস্র মুনি সূর্য্যদেবের গমন কালে চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া থাকেন। ২১—২২। চন্দ্রের রথ ত্রিচক্র, তাহার অশ্ব দশটী। অশ্বগুলি কুন্দপুষ্পের ন্যায় ধবল, তাহারা বাম ও দক্ষিণ উভয় পার্শ্বে সংযোজিত আছে। শশধর সেই সকল অশ্ব দ্বারা গমন করিতেছেন। ২৩। চন্দ্রতনয় বুধের রথ বায়ু ও অগ্নি এই দুই দ্রব্য দ্বারা নির্ম্মিত। সেই রথে বায়ুতুল্য বেগগামী পিঙ্গলবর্ণ অষ্ট অশ্ব যোজিত আছে। ২৪। শুক্রের রথ অতি বৃহৎপ্রমাণ, এই রথের অশ্বগুলি ভূমিসম্ভূত, ইহাতে বরূথ অর্থাৎ রথগুপ্তি (যদ্দ্বারা রথারূঢ় ব্যক্তি তিরোহিত হইয়া থাকে) এবং অনুকর্ষ অর্থাৎ রথের অধঃস্থিত কাষ্ঠ ও পতাকার সহিত উপাসঙ্গ (রথ চূড়াস্থিত কাষ্ঠ) বিদ্যমান আছে। ২৫। ভূমিতনয় মঙ্গলের রথ প্রতপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় । এই রথ অতি প্রকাণ্ড ও সুদৃশ্য। এই রথে কাঞ্চনময় অষ্ট অশ্ব যোজিত আছে। ঐ অশ্বগুলি পদ্মরাগ মণির ন্যায় অরুণ বর্ণ। এই অশ্ব সকল অগ্নি হইতে সম্ভূত হইয়াছে। ২৬। বৃহস্পতির রথ সুবর্ণরচিত, এই রথে পাণ্ডর বর্ণ অষ্ট সংখ্যক অশ্ব সংযোজিত আছে। এই রথে আরোহণ করিয়া বৃহস্পতি প্রতি বৎসর এক এক রাশিতে ভ্রমণ করেন। ২৭। মন্দগামী শনৈশ্চর যে রথে আরোহণ করিয়া গমন করেন, তাহা আকাশসম্ভূত কর্ব্বুরবর্ণ অশ্বদ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। ২৮। 'হে ভূতেশ্বর!' রাহুর রথে আটটি অশ্ব সংযুক্ত আছে। ঐ অশ্ব গুলি ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। রাহুর রথ ধূসর বর্ণ, ঐ সকল অশ্ব একবারই মাত্র যোজিত হইয়া চিরকাল রথ বহন করিতেছে। ২৯। কেতুগ্রহের রথে আটটি অশ্ব যোজিত আছে, তাহারা বায়ুতুল্য বেগবান্।

রসনিভারুণাঃ ॥৩০॥ দ্বীপনদ্যদ্রিদেহস্তো ভুবনানি হরেস্তনুঃ ॥৩১॥ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে ভুবনকোষঃ অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

ঊনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ ॥ ১ ॥ জ্যোতিশ্চক্রং ভুবো মানমুক্ত্বা প্রোবাচ কেশবঃ। চতুর্লক্ষং জ্যোতিষস্য সারং রুদ্রায় সর্ব্বদঃ ॥ ২ ॥

হরিরুবাচ ॥ ৩ ॥ কৃত্তিকাস্বগ্নিদৈবত্যা রোহিণ্যো ব্রহ্মণঃ স্মৃতাঃ। ইল্বলাঃ সোমদৈবত্যা রৌদ্রং চান্দ্রমুদাহৃতং ॥ ৪ ॥ পুনর্ব্বসুস্তথাদিত্য স্তিষ্য শ্চ গুরুদৈবতঃ। অশ্লেষাঃ সর্পদৈবত্যা মঘাশ্চ পিতৃদেবতাঃ ॥৫॥ ভাগ্যাশ্চ পূর্ব্বফল্গুণ্যঃ অর্য্যমা চ তথোত্তরঃ। সাবিত্রশ্চ তথা হস্তা চিত্রা ত্বষ্টা প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৬ ॥ স্বাতী চ বায়ুদৈবত্যা নক্ষত্রং পরিকীর্ত্তিতং। ইন্দ্রাগ্নিদেবতা প্রোক্তা বিশাখা বৃষভধ্বজ ॥ ৭ ॥ মৈত্র মৃক্ষমনুরাধা জ্যেষ্ঠা শাক্রং প্রকীর্ত্তিতং। তথা নিঋ‘তিদৈবত্যো মূলস্তজ্জেরুদাহৃতঃ ॥ ৮ ॥ আপ্যাস্ত্বাষাঢ় পূর্ব্বাস্ত উত্তরা বৈশ্বদেবতাঃ। ব্রাহ্মশ্চৈবাভিজিৎ প্রোক্তঃ শ্রবণা বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ ॥৯॥ বাসবস্তু তথা ঋক্ষং ধনিষ্ঠা প্রোচ্যতে বুধৈঃ। তথা শতভিষা প্রোক্তং নক্ষত্রং বারুণং শিব ॥ ১০ ॥ আজ্যস্তাদ্রপদা পূর্ব্বা অহির্ব্রধ্ন্য তথোত্তরা। পৌষ্ণঞ্চ রেবতী ঋক্ষমশ্বযুক্ চাশ্বদৈবতং। ভরণ্যশ্চ তথা যাম্যং প্রোক্তাস্তে ঋক্ষদেবতাঃ ॥ ১১ ॥ ব্রহ্মাণী সংস্থিতা পূর্ব্বে প্রতিপন্নবমী তিথৌ। মাহেশ্বরী চোত্তরে চ দ্বিতীয়াদশমীতিথৌ ॥ ১২ ॥ পঞ্চম্যাঞ্চ ত্রয়োদশ্যাং বারাহী দক্ষিণে স্থিতা। ষষ্ঠ্যাঞ্চৈব চতুর্দ্দশ্যামিন্দ্রাণী পশ্চিমে স্থিতা ॥ ১৩ ॥ সপ্তম্যাং পৌর্ণমাস্যাঞ্চ চামুণ্ডা বায়ুগোচরে। অষ্টম্যমাবাস্যযোগে মহালক্ষ্মীশগোচরে ॥ ১৪ ॥ একা-

---

অশ্ব গুলি পলালধূমের ন্যায় ধূম্রবর্ণ ও লাক্ষারসের ন্যায় অরুণ বর্ণ। ৩০। দ্বীপ, নদী, পর্ব্বত, সমুদ্রাদি সমন্বিত ভুবন সকল হরির শরীর স্বরূপ। ৩১।

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

সূত বলিলেন—সর্ব্বপ্রদাতা কেশব জ্যোতিশ্চক্র ও পৃথিবীর পরিমাণ বলিয়া জ্যোতির্ম্মণ্ডলের সারভূত চতুর্লক্ষ জ্যোতিষের বিষয় মহাদেবের নিকট বিবৃত করিয়াছেন। ১-২।

হরি বলিলেন—এইক্ষণ নক্ষত্র গণের দেবতা কথিত হইতেছে। কৃত্তিকা নক্ষত্রের দেবতা অগ্নি, রোহিণী নক্ষত্রের দেবতা ব্রহ্মা। মৃগশিরা নক্ষত্রের দেবতা চন্দ্র ও আর্দ্রা নক্ষত্রের দেবতা শিব। ৩-৪। পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের দেবতা আদিত্য। এইরূপ পুষ্যার গুরু, অশ্লেষার সর্প, মঘার দেবতা পিতৃ, পূর্ব্বফল্গুনীর দেবতা ভগ, উত্তরফল্গুনীর অর্য্যমা, হস্তার সবিতা, চিত্রার ত্বষ্টা, স্বাতীর বায়ু, বিশাখার দেবতা ইন্দ্রাগ্নি, অনুরাধার মিত্র, জ্যেষ্ঠার শক্র, মূলার নিঋ‘তি, পূর্ব্বাষাঢ়ার দেবতা অপ্, উত্তরাষাঢ়ার বিশ্বদেব, অভিজিৎ নামক নক্ষত্রের দেবতা ব্রহ্মা, শ্রবণার বিষ্ণু, ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের দেবতা বাসব, শতভিষার দেবতা বরুণ, পূর্ব্বভাদ্রের দেবতা অজ, উত্তরভাদ্রের অহিব্রধ্ন, রেবতীর দেবতা পূষা, অশ্বিনীর দেবতা অশ্ব এবং ভরণী নক্ষত্রের দেবতা যম। এইরূপে নক্ষত্রগণের দেবতা জানিয়া কার্য্য করিবে। ৫-১১।

এইক্ষণে যোগিনীস্থিতি নির্ণয় কথিত হইতেছে। ব্রহ্মাণী প্রভৃতি অষ্ট যোগিনী নির্দ্দিষ্ট আছে, তিথিবিশেষে অষ্টদিকে ঐ অষ্ট যোগিনীর অবস্থান হইয়া থাকে। প্রতিপৎ ও নবমী তিথিতে ব্রহ্মাণী যোগিনী পূর্ব্বদিকে অবস্থিতি করেন। দ্বিতীয়া ও দশমী তিথিতে মাহেশ্বরী নাম্নী যোগিনী উত্তর দিগ্‌ভাগে, পঞ্চমী ও ত্রয়োদশী তিথিতে বারাহী যোগিনী দক্ষিণ দিকে, ষষ্ঠী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে ইন্দ্রাণী যোগিনী পশ্চিমদিকে, সপ্তমী ও পূর্ণিমা তিথিতে চামুণ্ডা যোগিনী বায়ুদিকে, অষ্টমী ও অমাবস্যা তিথিতে মহালক্ষ্মী যোগিনী ঈশান কোণে, একাদশী ও তৃতীয়া তিথিতে বৈষ্ণবী যোগিনী অগ্নিকোণে এবং দ্বাদশী ও চতুর্থী তিথিতে কৌমারী যোগিনী নৈর্ঋতকোণে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। এই সকল যোগিনীর স্থিতি নির্ণয় করিয়া যাত্রাদি কার্য্য করিবে। যোগিনী সম্মুখে থাকিলে গমন করিবে না। গমনকালে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে,

দশ্যাং তৃতীয়ায়ামগ্নিকোণে তু বৈষ্ণবী। দ্বাদশ্যাঞ্চ চতুর্থ্যান্তু কৌমারী নৈর্ঋতে তথা। যোগিনীসম্মুখে নৈব গমনাদি প্রকারয়েৎ ॥ ১৫ ॥ অশ্বিনীমৈত্র-রেবত্যো মৃগমূলা পুনর্ব্বসুঃ। পুষ্যা হস্তা তথা জ্যেষ্ঠা প্রস্থানশ্রেষ্ঠমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥ হস্তাদি পঞ্চ ঋক্ষাণি উত্তরাত্রয়মেবচ। অশ্বিনী রোহিণী পুষ্যা ধনিষ্ঠা চ পুনর্ব্বসুঃ। বস্ত্রপ্রাবরণে শ্রেষ্ঠো নক্ষত্রাণাং গণঃ স্মৃতঃ ॥১৭॥ কৃত্তিকা ভরণ্যশ্লেষা মঘা মূলবিশাখয়োঃ। ত্রীণি পূর্ব্বা তথা চৈব অধো বক্ত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥১৮॥ এষ-বাপীতড়াগাদি কূপভূমিতৃণানি চ। দেবাগারস্য খননং নিধানখননং তথা ॥১৯॥ গণিতং জ্যোতিষারম্ভং খনিবিলপ্রবেশনং। কুর্য্যাদধোগতান্যেব অন্যানি চ বৃষধ্বজ ॥২০॥ রেবতী চাশ্বিনী চিত্রা স্বাতী হস্তা পুনর্ব্বসুঃ। অনুরাধা মৃগো জ্যেষ্ঠা এতে পার্শ্বমুখাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২১ ॥ গজোষ্ট্রাশ্ববলীবর্দ্দদমনং মহিষস্য চ। বীজানাং বপনং কুর্য্যাদ্ দমনাগমনাদিকং ॥ ২২ ॥ চক্রযন্ত্র রথানাঞ্চ নাবাদীনাং প্রবাহণং। গবাং দমনকর্ম্মাণি কুর্য্যাদেতেষু তান্যপি ॥ ২৩ ॥ রোহিণ্যার্দ্রা তথা পুষ্যা ধনিষ্ঠা চোত্তরাত্রয়ং। বারুণং শ্রবণঞ্চৈব নব চোর্দ্ধমুখাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৪ ॥ এষু রাজ্যাভিষেকঞ্চ পট্টবন্ধঞ্চ কারয়েৎ! ঊর্দ্ধমুখ্যান্যুশ্রিতানি সর্ব্বাণ্যেতেষু কারয়েৎ ॥ ২৫ ॥ চতুর্থী চাশুভা ষষ্ঠী অষ্টমী নবমী তথা। অমাবাস্যা পূর্ণিমা চ দ্বাদশী চ চতুর্দ্দশী ॥ ২৬ ॥ অশুক্লা প্রতিপৎ শ্রেষ্ঠা দ্বিতীয়া চন্দ্রসূনুনা। তৃতীয়া ভূমিপুত্রেণ চতুর্থী চ শনৈশ্চরে ॥ ২৭ ॥ গুরৌ শুভা পঞ্চমী স্যাৎ ষষ্ঠী মঙ্গলশুক্রয়োঃ। সপ্তমী সোমপুত্রেণ অষ্টমী কুজভাস্করৌ ॥ ২৮ ॥ নবমী চন্দ্রবারেণ দশমী তু গুরৌ শুভা। একাদশ্যাং গুরুঃ শুদ্ধো দ্বাদশ্যাঞ্চ পুনর্ব্বুধঃ ॥ ২৯ ॥ ত্রয়োদশী শুক্রভৌমৌ শনৌ শ্রেষ্ঠা চতুর্দ্দশী। পৌর্ণমাস্যপ্যমাবাস্যা শ্রেষ্ঠা স্যাচ্চ বৃহস্পতৌ ॥ ৩০ ॥

গমন কালীন তিথিতে যোগিনী কোন্ দিকে আছে। তখন যদি পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে গন্তব্যদিকে যোগিনীর স্থিতি বোধ হয় তাহা হইলে সেই তিথিতে সেইদিকে গমন করিবে না।১২-১৫। অশ্বিনী, অনুরাধা, রেবতী, মৃগশিরা, মূলা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, হস্তা ও জ্যেষ্ঠা এই সকল নক্ষত্র যাত্রাতে প্রশস্ত।১৬। হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্র, অশ্বিনী, রোহিণী, পুষ্যা, ধনিষ্ঠা ও পুনর্ব্বসু এই সকল নক্ষত্র নব বস্ত্রাদি পরিধানে শ্রেষ্ঠ। ১৭। কৃত্তিকা, ভরণী, অশ্লেষা, মঘা, মূলা, বিশাখা, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া ও পূর্ব্বভাদ্র এই সকল নক্ষত্র অধোমুখগণ বলিয়া কীর্ত্তিত। অধোমুখ গণোক্ত নক্ষত্রে পুষ্করিণী, সরোবর, কূপ ও ভূমি খনন আরম্ভ করিলে শুভ দায়ক হয়। ধান্যাদি তৃণ ছেদন, দেবালয়ারম্ভ নিধি খনন প্রভৃতি কার্য্যও উক্ত অধোমুখ নক্ষত্রে শুভকর হইয়া থাকে। হে বৃষধ্বজ! জ্যোতিশ্চক্রের গণনারম্ভ ও খনি বিল প্রবেশ প্রভৃতি কার্য্যে এই অধোমুখগণোক্ত নক্ষত্র প্রশস্ত। ১৮-২০। রেবতী, অশ্বিনী, চিত্রা, স্বাতী, হস্তা, পুনর্ব্বসু, অনুরাধা, মৃগশিরা ও জ্যেষ্ঠা এই সকল নক্ষত্র পার্শ্বমুখগণ বলিয়া বিখ্যাত। এই পার্শ্বমুখগণোক্ত নক্ষত্রে গজ, অশ্ব, উষ্ট্র, বৃষ ও মহিষ দমনাদি কার্য্য আরম্ভ করিলে তাহাতে শুভ ফল হইয়া থাকে। বীজবপন, গমনাগমন ও চক্র, যন্ত্র, রথ, নৌকা প্রভৃতির কার্য্যারম্ভ এই সকল কার্য্য উক্ত পার্শ্বমুখ নক্ষত্রে করা প্রশস্ত এবং এই সকল নক্ষত্রে গো প্রভৃতি পশুদমন কার্য্য করিলে সফল হইয়া থাকে। ২১-২৩। রোহিণী আর্দ্রা, পুষ্যা, ধনিষ্ঠা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্র, শতভিষা ও শ্রবণা এই নয়টী নক্ষত্র ঊর্দ্ধমুখ বলিয়া বিখ্যাত।২৪। ঊর্দ্ধমুখ নক্ষত্রে রাজ্যাভিষেক ও পট্টবন্ধ প্রভৃতি শুভ কার্য্য করিলে শুভ ফল হইয়া থাকে। এই সকল নক্ষত্র সর্ব্বকার্য্যেই প্রশস্ত।২৫। চতুর্থী, ষষ্ঠী, অষ্টমী, নবমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী ও চতুর্দ্দশী, এই সকল তিথি অশুভদায়িনী, এই সকল তিথিতে কোন প্রকার শুভকার্য্য করিবে না। ২৬। যাত্রাকার্য্যে শুক্ল প্রতিপৎ বর্জ্জনীয়। কৃষ্ণ প্রতিপদে যাত্রা করিলে সেই যাত্রা শুভ ফল প্রদান করে। বুধবারে দ্বিতীয়া, মঙ্গল বারে তৃতীয়া, শনিবারে চতুর্থী, বৃহস্পতিবারে পঞ্চমী, মঙ্গল ও শুক্রবারে ষষ্ঠী, বুধবারে সপ্তমী, মঙ্গল ও রবিবারে অষ্টমী, সোমবারে নবমী, বৃহস্পতিবারে দশমী ও একাদশী, বুধবারে দ্বাদশী, শুক্র ও মঙ্গলবারে ত্রয়োদশী, শনিবারে চতুর্দ্দশী ও বৃহস্পতিবারে পূর্ণিমা কি অমাবস্যা তিথি হইলে শুভযোগ হয়।২৭-৩০। এই রূপ দিন মধ্যে

দ্বাদশীং ....ুঃ শশী চৈকাদশীং দহেৎ। কুজো-দহেচ্চ দশমীং নবমীঞ্চ বুধোদহেৎ ॥ ৩১ ॥ অষ্টমীং দহতে জীবঃ সপ্তমীং ভার্গবোদহেৎ। সূর্য্যপুত্রো দহেৎ ষষ্ঠীং গমনাত্তাসু নাস্তি বৈ ॥ ৩২ ॥ প্রতিপন্নবমীষেব চতুর্দ্দশ্যষ্টমীষু চ। বুধবারে চ প্রস্থানং দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৩৩ ॥ মেষে কর্কটকে ষষ্ঠী কন্যায়াং মিথুনেঽষ্টমী। বৃষে কুম্ভে চতুর্থী চ দ্বাদশী মকরে তুলে॥ ৩৪ ॥ দশমী বৃশ্চিকে সিংহে ধনুর্মীনে চতুর্দ্দশী। এতা দগ্ধা ন গন্তব্যং কিল জীবাদিমানবৈঃ ॥ ৩৫ ॥ বিশাখাত্রয়মাদিত্যে পূর্ব্বাষাঢ়াত্রয়ে শশী। ধনিষ্ঠাত্রিতয়ং ভৌমে বুধে বৈ রেবতীত্রয়ং ॥ ৩৬ ॥ রোহিণ্যাদিত্রয়ং জীবে শুক্রে পুষ্যাত্রয়ং শিব। শনিবারে বর্জ্জয়েচ্চ উত্তরাফল্গুনীত্রয়ং। এষ ঔৎপাতিকো যোগো মৃত্যুরোগাদিকং ভবেৎ ॥ ৩৭ ॥ মূলেঽর্কঃ শ্রবণে চন্দ্রঃ প্রোষ্ঠপদ্যুত্তরে কুজঃ। কৃত্তিকাসু বুধশ্চৈব গুরৌ রুদ্র পুনর্ব্বসুঃ ॥ ৩৮ ॥ পূর্ব্বফল্গুনী শুক্রে চ স্বাতিশ্চৈব শনৈশ্চরে। এতে চামৃতযোগাঃ স্যুঃ সর্ব্বকার্য্যপ্রসাধকাঃ ॥ ৩৯ ॥ বিষ্কম্ভে ঘটিকাঃ পঞ্চ শূলে সপ্ত প্রকীর্ত্তিতাঃ। ষড়্ গণ্ডে চাতিগণ্ডে চ নব ব্যাঘাতবজ্রয়োঃ ॥ ৪০ ॥ ব্যতীপাতে পরীঘে চ বৈধৃতে চ দিনে দিনে। এতে মৃত্যুযুতাস্তেষু সর্ব্বকর্ম্মাণি বর্জ্জয়েৎ ॥ ৪১ ॥ হস্তেঽর্কশ্চ গুরুঃ পুষ্যে অনুরাধা বুধে শুভা। রোহিণী চ শনৌ শ্রেষ্ঠা সৌমং সোমেন বৈ শুভং ॥ ৪২ ॥ শুক্রে চ রেবতী শ্রেষ্ঠা অশ্বিনী মঙ্গলে শুভা। এতেষু সিদ্ধিযোগা বৈ সর্ব্বদোষবিনাশনাঃ ॥ ৪৩ ॥ ভার্গবে ভরণী চৈব সোমে চিত্রা বৃষধ্বজ। ভৌমে চৈবোত্তরাষাঢ়া ধনিষ্ঠা চ বুধে হর ॥ ৪৪ ॥ গুরৌ শতভিষগ্রুদ্র শুক্রে বৈ রোহিণী তথা। শনৌ চ রেবতী শম্ভো বিষযোগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ * ॥ ৪৫ ॥ পুষ্যঃ পুনর্ব্বসুশ্চৈব রেবতী চিত্রয়া

কথিত হইতেছে। রবিবারে দ্বাদশী, সোমবারে একাদশী, মঙ্গলবারে দশমী, বুধবারে নবমী, বৃহস্পতিবারে অষ্টমী, শুক্রবারে সপ্তমী ও শনিবারে ষষ্ঠীতিথি হইলে দিন দগ্ধ দোষ হয়। দগ্ধদিনে যাত্রাদি কার্য্য করিবে না। ৩১-৩২। শুক্ল প্রতিপৎ, নবমী, চতুর্দ্দশী ও অষ্টমী এই সকল তিথিতে এবং বুধবারে যাত্রাকার্য্য নিষিদ্ধ। ৩৩। বৈশাখ ও শ্রাবণ মাসে ষষ্ঠী, আশ্বিন ও আষাঢ় মাসে অষ্টমী, জ্যৈষ্ঠ ও ফাল্গুনমাসে চতুর্থী, মাঘ ও কার্ত্তিকমাসে দ্বাদশী, অগ্রহায়ণ ও ভাদ্রমাসে দশমী এবং পৌষ ও চৈত্রমাসে চতুর্দ্দশী হইলে দগ্ধ দোষ হয়, দগ্ধ দোষে কদাচ কেহ গমন করিবে না। ৩৪-৩৫। রবিবারে বিশাখা, অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠা; সোমবারে পূর্ব্বাষাঢ়া উত্তরাষাঢ়া ও শ্রবণা; মঙ্গলবারে ধনিষ্ঠা শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্র; বুধবারে রেবতী অশ্বিনী ও ভরণী; বৃহস্পতিবারে রোহিণী, মৃগশিরা ও আর্দ্রা; শুক্রবারে পুষ্যা, অশ্লেষা ও মঘা, এবং শনিবারে উত্তরফল্গুনী, হস্তা ও চিত্রা নক্ষত্র হইলে ঔৎপাতিক যোগ হয়। এই যোগে গমন করিলে মৃত্যু কিম্বা রোগাদি হইয়া থাকে। ৩৬-৩৭। রবিবারে মূলা নক্ষত্র, সোমবারে শ্রবণা নক্ষত্র, মঙ্গলবারে উত্তরভাদ্র, বুধবারে কৃত্তিকা, বৃহস্পতিবারে পুনর্ব্বসু, শুক্রবারে পূর্ব্বফল্গুনী ও শনিবারে স্বাতী নক্ষত্র হইলে অমৃত যোগ হয়। এই অমৃত যোগ সর্ব্বকার্য্যে প্রশস্ত। ৩৮-৩৯। বিষ্কম্ভাদি ২৭ সাতাইশটী যোগের মধ্যে বিষ্কম্ভ যোগের প্রথম ৫ পাঁচদণ্ড, শূলযোগে ৭ সাত দণ্ড, গণ্ডযোগে ও অতিগণ্ডযোগে ৬ ছয় দণ্ড, ব্যাঘাত ও বজ্রযোগে ৯ নয় দণ্ড এবং ব্যতীপাত, পরিঘ ও বৈধৃতি যোগে সমস্ত দিন পরিবর্জ্জন করিবে। এই সকল সময়ে কোন কার্য্য আরম্ভ করিলে কর্ত্তার মৃত্যু হইয়া থাকে। ৪০-৪১। রবিবারে হস্তা নক্ষত্র, বৃহস্পতিবারে পুষ্যা নক্ষত্র, বুধবারে অনুরাধা, শনিবারে রোহিণী, সোমবারে মৃগশিরা, শুক্রবারে রেবতী ও মঙ্গলবারে অশ্বিনী নক্ষত্র হইলে সিদ্ধি যোগ হয়। এই সিদ্ধি যোগে কোন কার্য্য আরম্ভ করিলে সর্ব্ব দোষ বিনাশ হইয়া থাকে। ৪২-৪৩। শুক্রবারে ভরণী, সোমবারে চিত্রা, মঙ্গলবারে উত্তরাষাঢ়া, বুধবারে ধনিষ্ঠা, বৃহস্পতিবারে শতভিষা, শুক্রবারে রোহিণী ও শনিবারে রেবতী নক্ষত্র হইলে বিষ যোগ হয়। ৪৪-৪৫।

---

* অথ সিদ্ধিযোগঃ। শুক্রে নন্দা বুধে ভদ্রা শনৌ রিক্তা কুজে জয়া। গুরৌ পূর্ণা চ সংযুক্তা সিদ্ধিযোগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। তিথ্যমৃতযোগঃ। চন্দ্রার্কয়োর্ভবেৎ পূর্ণা কুজে ভদ্রা জয়া গুরৌ। বুধমন্দৌ চ নন্দায়াং শুক্রে রিক্তামৃততিথিঃ ॥ নক্ষত্রামৃতযোগঃ। ধ্রুবগুরুকরমূলাপৌষ্ণভান্যর্কবারে হরিযুগবিধিযুগ্মে ফল্গুণীভাদ্রযুগ্মে। দিবসকরতুরঙ্গৌ শর্ব্বরীনাথবারে গুরুযুগনলবাতোপা-

সহ। শ্রবণা চ ধনিষ্ঠা চ হস্তাশ্বিনী মৃগস্তথা। কুর্য্যাচ্ছতভিষায়াঞ্চ জাতকর্ম্মাদি মানবঃ ॥ ৪৬ ॥ বিশাখা চোত্তরা ত্রীণি মঘার্দ্রা ভরণী তথা। অশ্লেষা কৃত্তিকা রুদ্র প্রস্থানে মরণপ্রদাঃ ॥ ৪৭ ॥ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে ঊনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

পুষ্যা, পুনর্ব্বসু, রেবতী, চিত্রা, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, হস্তা, অশ্বিনী, মৃগশিরা ও শতভিষা এই সকল নক্ষত্র জাতকর্ম্মাদি কার্য্যে প্রশস্ত। ৪৬। হে রুদ্র! বিশাখা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, মঘা, আর্দ্রা, ভরণী, অশ্লেষা ও কৃত্তিকা এই সকল নক্ষত্রে যাত্রা করিলে কর্ত্তার মৃত্যু হইয়া থাকে। ৪৭।

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ ষড়াদিত্যে দশাজ্ঞেয়া সোমে পঞ্চদশ স্মৃতাঃ। অষ্টাবঙ্গারকে চৈব বুধে সপ্তদশ স্মৃতাঃ ॥ ২ ॥ শনৈশ্চরে দশ জ্ঞেয়া গুরোরেকোনবিংশতিঃ। রাহোর্দ্বাদশবর্ষাণি একবিংশতি ভার্গবে ॥ ৩ ॥ রবের্দ্দশা দুঃখদা স্যাদুদ্বেগনৃপনাশকৃৎ। কন্যালিমৃগাস্যমীন বৃষে চ কৃষ্ণাতিথয়ঃ প্রদগ্ধাঃ ॥ ওজে শুক্লা পরে কৃষ্ণা মাসদগ্ধাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ইতি বা ॥ মহাদগ্ধাফলং। এভির্জাতো ন জীবেত যদি শক্রসমোভবেৎ। বিবাহে বিধবা নারী যাত্রায়াং মরণং ধ্রুবং। কৃষ্যারম্ভে ফলং নাস্তি বিদ্যারম্ভে চ মূর্খতা। গৃহপ্রবেশে ভঙ্গঃ স্যাৎ চূড়ায়াং মরণং ধ্রুবং। ঋণদানে ফলং নাস্তি ব্রতদানে চ নিষ্ফলং। শুভকর্ম্মাণি সর্ব্বাণি নৈব কুর্য্যাৎ বিচক্ষণঃ ॥ অশুভযোগাদিপ্রতিপ্রসবঃ। যমঘণ্টে ত্যজেদষ্টৌ মৃত্যৌ দ্বাদশ নাড়িকাঃ। অন্যেষাং পাপযোগানাং মধ্যাহ্নাৎ পরতঃ শুভং। অযোগেষু চ সর্ব্বেষু পূর্ব্বযামং পরিত্যজেৎ। অযোগাশ্চ বিনশ্যন্তি চন্দ্রশুদ্ধি হুতাশনে। করকচা মৃত্যুযোগাশ্চ দিনদগ্ধং তথৈবচ। শুভে চন্দ্রে বিনশ্যন্তি বৃক্ষা-বজ্রহতাইব। বারর্ক্ষতিথিযোগেষু যাত্রায়া মেব বর্জ্জয়েৎ। বিবাহাদীনি কুর্ব্বীত গর্গাদীনা মিদং বচঃ ॥

ষষ্টিতম অধ্যায়।

হরি বলিলেন,—রবির দশা কাল ৬ ছয় বৎসর, চন্দ্রের ১৫ পঞ্চদশ বৎসর, মঙ্গলের ৮ অষ্ট বৎসর, বুধের ১৭ সপ্তদশ বৎসর, শনির ১০ দশবৎসর, বৃহস্পতির ১৯ ঊনবিংশতি বৎসর, রাহুর ১২দ্বাদশ বৎসর, ও শুক্রের একবিংশতি বৎসর দশা ভোগের কাল নিরূপিত আছে। ১। ২। ৩। রবির দশাতে মনুষ্যের

স্ত্যপৌষ্ণানি কৌজে। দহনবিধিশতাখ্যামৈত্রভং সৌম্যবারে মরুদদিতিভপুষ্যামৈত্রভং জীববারে। ভগযুগজযুগশ্বোবিষ্ণুমৈত্রে সিতাহে শ্বসনকমলযোনিঃ সৌরিবারেঽমৃতানি ॥ ত্র্যমৃতযোগঃ। ভূমিপুত্রার্কয়োরহ্নি নন্দামরুদ্বারুণার্দ্রান্ত্যমিত্রাহি মূলাগ্নিভিঃ। ভার্গবৈণাঙ্কয়োরহ্নি ভদ্রা ভবেৎ বস্তুযুগ্মাজযুগ্মোড়ুভিঃ সংযুতাঃ। সোমপুত্রস্য বারে জয়া স্যান্মৃগোপেন্দ্রগুর্ব্বিন্দ্রযাম্যাভিজিদ্বাজিভিঃ গীষ্পতেরহ্নি রিক্তা চ যুক্তা যদা বিশ্বশক্রাগ্নিযুক্‌পিত্র্যাদিত্যাম্বুভিঃ॥ সর্ব্বামৃতযোগফলং। যদি বিষ্টিব্যতীপাতৌ দিনস্বাপ্যশুভং ভবেৎ। হন্যতেঽমৃতযোগেন ভাস্করেণ তমো যথা। সর্ব্বং দেশবিশেষেণ ফলং স্যাৎ শুভযোগজং। মিলিতসিদ্ধিযোগামৃতযোগফলং। অমৃতং সিদ্ধিযোগশ্চ যদ্যেকস্মিন্ দিনে ভবেৎ। তদ্দিনন্তু ভবেৎ দুষ্টং মধুসর্পির্যথা বিষং ॥ মৃত্যুযোগঃ। আদিত্যভৌময়োর্নন্দা ভদ্রা শুক্রশশাঙ্কয়োঃ। বুধে জয়া গুরৌ রিক্তা শনৌ পূর্ণা চ মৃত্যুদা ॥ দিনদগ্ধা। দ্বাদশ্যেকদাশী চৈব দশমী চ ত্রিষষ্ঠিকা। দ্বিতীয়া সপ্তমী চৈব দগ্ধা সূর্য্যাদিবারতঃ ॥ কালঘণ্টযোগঃ। ষষ্ঠীং শীতাংশুবারে পরিহর দশমীং সপ্তমীং ভার্গবেঽপি অষ্টম্যাং দেবপূজ্যং বুধদিননবমীং সৌরিবারে দশম্যাং। একাদশ্যাঞ্চ ভৌমো দশশতকিরণে বর্জ্জয়েদ্দ্বাদশীঞ্চ সব্বারম্ভং ন কুর্য্যাৎ জনয়তি বিপদং কালঘণ্টোহি যোগঃ ॥ ত্র্যহস্পর্শফলং। ত্র্যহস্পৃশং নাম যদেতদুক্ত মত্র প্রযত্নঃ কৃতিভির্ব্বিধেয়ঃ। বিবাহযাত্রোৎসবপুষ্টিকর্ম্ম সর্ব্বং ন কুর্য্যাৎ ত্রিদিনস্পৃশে তু ॥ করকচা যোগাঃ। বাজিচিত্রোত্তরাষাঢ়া মূলাপাশীজ্য ভান্তকাঃ। রব্যাদি দিবসৈর্যুক্তা যোগাঃ করকচাঃ স্মৃতাঃ ॥ মহাদগ্ধা। দ্বিতীয়া মীন ধনুষোশ্চতুর্থী বৃষকুম্ভয়োঃ। মেষকর্কটয়োঃ ষষ্ঠী কন্যা মিথুনকেঽষ্টমী। দশমী বৃশ্চিকে সিংহে দ্বাদশী মকরে তুলে। রাশ্যোশ্চন্দ্রস্য চ রবেঃ স্থিত্যাবাচ্যং ফলং বুধৈঃ। শুক্লাতু বিবরে প্রোক্তা সমে কৃষ্ণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ পক্ষভেদে মহাদগ্ধা। মেষে দিনেশে মৃযুগে মৃগেন্দ্রে যূকে ধনুঃস্থে কলসে চ শুক্লা। কুলীর-

বিভুতিদা শোমদশা * সুখমিষ্টান্নদা তথা ॥ ৪ ॥

নানাপ্রকার দুঃখ, উদ্বেগ ও রাজার বিনাশ হইয়া থাকে। চন্দ্রের দশা কালে বিবিধ সম্পত্তি ও মিষ্টান্ন লাভ হইয়া থাকে। ৪।

* গরুড়পুরাণে দশা মাত্র উল্লেখ দেখা যাইতেছে, এ নিমিত্ত ফলিতজ্যোতিষ হইতে যত প্রকার দশা আছে, তাহা পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। বাহুল্যপ্রযুক্ত ইহার অনুবাদ প্রকটিত করা হইল না। প্রয়োজন হইলে উহা পাঠক ফলিতজ্যোতিষের তৃতীয় খণ্ডের ২০১ পৃষ্ঠা হইতে ২০৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিলে সমস্তই পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন।

* যুগভেদে দশাবিশেষো যথা। সত্যে লগ্নদশা চৈব ত্রেতায়াং হরগৌরিকা। দ্বাপরে যোগিনী চৈব কলৌ নাক্ষত্রিকা দশা ॥

দশধা দশা যথা।—যোগিনী, বার্ষিকী, নাক্ষত্রিকী, লাগ্নিকী, মুকুন্দা, বিংশোত্তরা, ত্রিংশোত্তরা, পতাকী, হরগৌরী, এবং দিন দশা।০ অথ মুকুন্দাদশা। রবিশ্চন্দ্রঃ কুজঃ সৌম্যঃ শনিরিজ্যস্তমো ভৃগুঃ। ইন্দ্রেশাদ্যষ্টরেখাসু সর্ব্বং বর্ষমিহোদিতং। দিক্ষু দিক্ষু ত্রয়ং দেয়ং বিদিক্ষু চ চতুষ্টয়ং। কৃত্তিকাদি প্রদাতব্যং দিগম্বর মতা দশা ॥১॥ বর্ষমেকং রবে র্ভোগ্যং চন্দ্রস্য চ তথৈব চ। এবং ক্রমেণ বোদ্ধব্যমষ্টবর্ষং যথা ভবেৎ। নবমে তু পুনঃ সূর্য্যো মুকুন্দা কথিতা দশা ॥০ অথ মুকুন্দাদশাফলং। রবির্ভ্রাময়তে দেশং নরং রোগসমন্বিতং। নিধনং কুরুতে লোকং পুরতো নিজ বৎসরে। রাজ্যং দদাতি হস্ত্যশ্বগোভূমিধনসঞ্চয়ান্। নিজ সংবৎসরে চন্দ্রঃ পূর্ণো জন্মনি কামিনীং। মঙ্গলো মঙ্গলং হস্তি ভূমিং নাশয়তে ধ্রুবং। শুভদো জন্মকালেশঃ শুভদো নিজ বৎসরে। বুধো দদাতি সদ্বুদ্ধিং ধনধান্যসুখানি চ। সর্ব্বসম্পৎ করীং নিত্যং সুন্দরীং নিজবৎসরে। মন্দো মন্দফলং দদ্যাৎ সর্ব্বং নাশয়তি ধ্রুবং। স্ত্রীপুত্রবান্ধবৈর্হীনং কুরুতে নিজ বৎসরে। নিজসংবৎসরে জীবো রাজ্যাদিপদসংযুতং। কুরুতে নৃপতুল্যং বা নৃপতিং গোচরে শুভঃ। রাহোঃ সংবৎসরে লোকঃ সর্ব্বশোকসমন্বিতঃ। কলহং দেহহানিং বা প্রাপ্নোতি সহ বান্ধবৈঃ। শুক্রঃ শুভকরো নিত্যং নানাসুখসমন্বিতং। আরোগ্যমর্থলাভঞ্চ কুরুতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ মতান্তরে মুকুন্দাদশাফলং। শিরোরোগং বিত্তনাশং সদা দুঃখং প্রযচ্ছতি। আত্মপীড়া জ্বরশ্চৈব স্বদশায়াং দিবাকরঃ। মিষ্টান্নলাভং সম্মানং বন্ধুপ্রাপ্তিঃ ক্ষয়েঃ ফলং। সর্ব্বামোদসুখং দদ্যাৎ কফধাতুর্নিশাকরঃ। বৈকল্যং চাপকীর্ত্তিঞ্চ সভায়াং রাজতোঽপি বা। দুঃখং

দুঃখপ্রদা স্যাৎ কুজদশা রাজ্যাদেঃ স্যাদ্বিনাশিনী।

মঙ্গলের দশাতে দুঃখ ভোগ ও রাজ্যাদির বিনাশ হয়।

মানসমাদদ্যাদ্ ভূমিজঃ স্বদশান্তরে। দিব্যবাহনভূষাঢ্যো নিত্যোৎসবপরায়ণঃ। কাসশ্চ কফবৃদ্ধিশ্চ দশায়াঞ্চ বুধস্য চ। চিত্তোদ্বেগং বিত্তনাশং জ্বরঞ্চ বায়ুনা মহৎ। স্থানান্তরগতং কুর্য্যাদ্ দশায়াং রবিনন্দনঃ। দানধর্ম্মাদিকঞ্চৈব মধ্যমং সুখদুঃখয়োঃ। জ্ঞানলাভঞ্চ কুরুতে স্বদশায়াং বৃহস্পতিঃ। ব্রণরক্তপ্রপাতশ্চ কলহঃ প্রিয়বান্ধবৈঃ। কার্য্যসিদ্ধিঃ পরোলাভো বিবেকী রাহুবৎসরে। বিদ্যাবুদ্ধিবিবৃদ্ধিশ্চ কফপিত্তঞ্চ জায়তে। রৌপ্যাদিধনযুক্তঞ্চ কুরুতে ভৃগুনন্দনঃ ॥ অথ মুকুন্দান্তর্দশা। রবের্নখাশ্চন্দ্রমসঃ খবাণৌ কুজেঽষ্টযুগ্মং বিদি ষট্চ পঞ্চ। শনৈগুর্ণাগ্নী গুরুতোঽগ্নিকালৌ রাহোঃ খবেদা ভৃগুশূন্যশৈলাঃ। যস্য যত্রাধিপো-বর্ষে তদাদি গণয়েদ্দশাং। এবং বর্ষবিভাগেষু বাচ্যং তস্য শুভাশুভং ॥

অথ যোগিনীদশা। স্বর্ক্ষং পিনাকিবদনৈঃ সংযোজ্য বসুভির্হরেৎ। শেষেণ যোগিনী জ্ঞেয়া তস্যা ভোগস্তু বৎসরঃ ॥ পাঠান্তরে। স্বর্ক্ষং পিনাকিনয়নৈঃ সংযোজ্য বসুভির্হরেৎ। শেষে তু যোগিনী জ্ঞেয়াস্তস্যা ভোগশ্চ বৎসরঃ। মঙ্গলা পিঙ্গলা ধন্যা ভ্রামরী ভদ্রিকা তথা। উল্কা সিদ্ধা শঙ্কটা চ যোগিন্যোঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ। বর্ষমেকং মঙ্গলায়াঃ পিঙ্গলায়াদ্বয়ন্তথা। ধন্যায়াশ্চ ত্রয়ং বর্ষং ভ্রামর্য্যাশ্চ তুরীয়কং। ভদ্রিকায়াঃ পঞ্চবর্ষং উল্কায়া ঋতুসংজ্ঞকং। সিদ্ধায়াঃ সপ্তবর্ষাণি শঙ্কটায়াস্তথাষ্টকং ॥ মঙ্গলাবর্ষ ১।০। ফলং—সুখং প্রীতির্যশো-লাভং নিত্যং মঙ্গলকারিণী। মঙ্গলা কুরুতে নিত্যং সর্ব্বমঙ্গলকারিণী ॥ পিঙ্গলাবর্ষ ।২।০। ফলং—দুঃখং ধনবিনাশঞ্চ সর্ব্বত্রাকুশলং ভবেৎ। পিঙ্গলা কুরুতে নিত্যং সর্ব্বামঙ্গলকারিণী। ধন্যাবর্ষ ।৩।০।ফলং—সুখং দুঃখং প্রিয়ং প্রীতিং সম্মানং ধনমেব চ। ধন্যা চ কুরুতে পুত্রং সর্ব্বকল্যাণকারিণী ॥ ভ্রামরীবর্ষ ।৪।০।ফলং—বিদেশগমনং দুঃখং কার্য্যনাশং মনঃক্ষতিং। ভ্রামরী কুরুতে দুঃখং সর্ব্বদা দুঃখদায়িনী ॥ ভদ্রিকাবর্ষ ।৫।০।ফলং—সুখং লাভং যশোধর্ম্মং ভোগং পুত্রং সভার্য্যকং। ভদ্রিকা নিত্যমাদত্তে নানাহর্ষপ্রদায়িনী ॥ উল্কাবর্ষ ।৬।০। ফলং—ব্যাধিং দুঃখং ভয়ং শোকং ধননাশং রিপোর্ভয়ং। উল্কা প্রকুরুতে তাপং সর্ব্বদা রোগশোকদা। সিদ্ধাবর্ষ ।৭।০। ফলং—ধ্যানং ধনং যশোধর্ম্মং ভূতং কান্তং সুখং বহু। সিদ্ধা দত্তে মহাসৌখ্যং রাজপূজাং

দিব্যস্ত্রীদা বুধদশা রাজ্যদা কোষবৃদ্ধিদা ॥ ৫ ॥

বুধের দশাতে দীব্যস্ত্রীলাভ, রাজ্য প্রাপ্তি ও কোষ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ৫

জনাদরং ॥ শঙ্কটাবর্ষং।৮।০। ফলং—রোগং শোকং মনোদুঃখং সংশয়ং নাশমেব চ। শঙ্কটা শঙ্কটং দত্তে যদি দৈবাত্তু জীবতি ॥

অথ যোগিন্যন্তর্দ্দশা। স্বদশাং স্বদশাভিশ্চ ঋতু-বহ্নি-হৃতা-স্ততঃ। লব্ধং যৎ প্রাপ্যতে তত্র মঙ্গলান্তর্দ্দশাক্রমম ॥ অথ ধ্বজাদি বর্ষং। স্বনক্ষত্রে পঞ্চদশবসুভিঃ পরিশোধয়েৎ। শেষে চ বৎসরো জ্ঞেয়ো ধ্বজাদীনাং বিপশ্চিতা। ধ্বজো ধূম্রশ্চ সিংহশ্চ শ্বা বৃষঃ খরএব চ। গজঃ কাকঃ পদশ্চৈব ধ্বজাদিবৎসরক্রমাৎ! জন্মবর্ষাব্দদেদাযুর্গণয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ মতান্তরে। বয়োবর্ষং স্ব নক্ষত্রং বাণং দত্বা বসুভির্হরেৎ ॥ অথ ধ্বজাদানাং ফলং। ধ্বজে বিভূতির্ম্মরণঞ্চ ধোম্রে সিংহে জয়ঃ শ্বা প্রকরোত্যনর্থং। বৃষে চ ভোগঃ খরে দেহপীড়া সিদ্ধিগজে কাকপদে চ মৃত্যুঃ ॥

অথ নাক্ষত্রিকী দশা। ষট্ সূর্য্যস্য দশা প্রোক্তা শশিনো দশ পঞ্চ চ। অষ্টাবঙ্গারকে প্রোক্তা বুধে সপ্তদশ স্মৃতাঃ। শনৈশ্চরে দশ প্রোক্তা গুরোরেকোনবিংশতিঃ। রাহোর্দ্বাদশবর্ষাণি ভৃগো-রপ্যেকবিংশতিঃ। দিক্ষু দিক্ষু ত্রয়ং দদ্যাদ্ বিদিক্ষু চ চতুষ্টয়ং। কৃত্তিকাদি প্রদাতব্যং দিগম্বরমতা দশা। সূর্য্যোপপ্লবভৌমার্কি দশা কষ্টপ্রদা নৃণাং। গুরুজ্ঞচন্দ্রশুক্রাণাং যথোপ্সিতফলপ্রদা। স্বশাকহানশাকাব্দাৎ প্রত্যব্দং পঞ্চবাসরান্। তিথীংশ্চ চন্দ্র-শিখিনো স্বাগুণৌ চ কৃতাগ্নিনৌ। দণ্ডপলবিপল্যাত্যনুপলানি চ সাবনেন। বদ্ধয়িত্বা ঋক্ষশেষো ভোগ্যস্ত গণনক্রমঃ। কৃত্তি-কাদিত্রয়ে সূর্য্যঃ শশী রৌদ্রচতুষ্টয়ে। মঘাদিত্রিতয়ে ভৌমো বুধো হস্তাচতুষ্টয়ে। অনুরাধাত্রয়ে শৌরির্গুরুঃ পূর্ব্বচতুষ্টয়ে। ধনিষ্ঠাত্রিতয়ে রাহুঃ শুক্রঃ শেষচতুষ্টয়ে। নক্ষত্রভুক্তভোগ্যং যৎ ভবেদ্দণ্ডাদিকং শুভে। সার্দ্ধং দ্বিগুণিতং পাপে দশামানেন পূরয়েৎ। দণ্ডাদিকং ভবেত্তত্তু ত্রিংশতা চ হৃতে পুনঃ। অর্ক-মানৈর্দ্দশাবর্ষাদিকং তত্তুক্তমেষ্যকং ॥ অন্যপ্রকারং। গুরোর্ব্বর্ষং চতুর্ভাগং পূর্ব্বাষাঢ়ৈকভাগকং। অন্যত্রিভাগং দ্বিঃ কৃত্বা শেষ-য়োশ্চ সমং ন্যসেৎ ॥ অন্যচ্চ। উত্তরে তদ্বিভাগার্দ্ধং ন্যসেৎ শেষং দ্বয়োঃ সমং। ইতি অগ্নিপুরাণাৎ। সূর্য্যারসূর্য্যাত্মজরাহুকাণাং দ্বিঘ্না দশাব্দা দিবসাশ্চ তেষ্যঃ। চন্দ্রজ্ঞজীবাস্ফুজিতাঞ্চ সার্দ্ধা ভুক্তি নক্ষত্রগণস্য দণ্ডে ॥

অথ গ্রহাণাং দশাফলং। রবেঃ। উদ্বিগ্নচিত্তপরিখেদিত

শনের্দ্দশা রাজ্যনাশো বন্ধুদুঃখকরী ভবেৎ।

শনির দশাতে রাজ্য নাশ ও বন্ধুর দুঃখ হইয়া থাকে।

বিত্তনাশং ক্লেশ-প্রবাস-গদভীতি-মহাভিঘাতান্। দুঃখপ্রয়োগ বধবন্ধ-ভয়ানি চৈব ভানোর্দ্দশা প্রকুরুতে খলু রাজপীড়াং ॥ চন্দ্রস্য। কুর্য্যাদ্বিভূতিবরবাহন-রত্নছত্র-ক্ষেম-প্রতাপ-ধনবীর্য্যসম-ন্বিতানি। মিষ্টান্ন-পান-শয়নাসন-ভোজনানি চান্দ্রী দশা প্রকু-রুতে বিপুলাঞ্চ সিদ্ধিং ॥ মঙ্গলস্য। শস্ত্রাভিঘাতবধবন্ধভয়ং বিধত্তে চিন্তাজ্বরং বিকলতাঞ্চ গৃহে করোতি। চৌরাগ্নিদাহ ভয়ভঙ্গ-বিবাদ রোগ-কীর্ত্তি-প্রতাপধনহা চ দশা কুজস্য। বুধস্য। দিব্যাঙ্গনাবদন-পঙ্কজ-ষট্পদত্বং লীলাবিলাসবরভোগ সুখো-দয়ঞ্চ। নানাপ্রকার-বিভবাগম-কোষবৃদ্ধিং ক্ষিপ্রং সৃজে-দ্বুধদশা বিপুলাঞ্চ সিদ্ধিং ॥ শনেঃ। মিথ্যাপ্রবাদ-বধবন্ধ-নিবাশ্রয়ত্বং চৌরাদি-ভূপতি-ভুজঙ্গম-ভীতিমগ্নং। আশানিরাশ-মথ চার্জ্জন-কার্য্যহানিং সূর্য্যাত্মজঃ প্রকুরুতে নিয়তং নরাণাং ॥ বৃহস্পতেঃ। রাজ্যাস্পদং তনয়বিত্ত-বিশাল-ভোগান্ পর্য্যাপ্ত সৌখ্য-ধনধান্য-সমাশ্রয়ঞ্চ। ধর্ম্মার্থকাম-সুখভোগ-বহু-প্রয়োগং যাবদ্বৃহস্পতিদশা পুরুষো হি তাবৎ ॥ রাহোঃ। ভার্য্যাদি ভূষণনিমিত্ত বিবাদ-বন্ধু শস্ত্রাভিঘাতভয়হীন-পরাক্রমঞ্চ। অপ্রাপ্ত সৌখ্য-ধনকাঞ্চন-হীনদেহো রাহোর্দ্দশা ভবতি জীবনসংশয়ায় ॥ শুক্রস্য। মন্ত্রপ্রভুত্ববিপুলং প্রমদাবিলাসং শ্বেতাতপত্রনৃপ-পূজিতকোষবৃদ্ধিং। হস্ত্যশ্বযানপরিপূর্ণ-মনোরথঞ্চ শৌক্রী দশা সৃজতি নিশ্চলরাজলক্ষ্মীম্॥

অথ অন্তর্দ্দশা।—স্বদশাভির্দ্দশাং হত্বা নবভির্ভাগমাহরেৎ। লব্ধা মাসাস্তু তচ্ছেষং পূরয়িত্বা চ ত্রিংশতা। অঙ্কৈর্হৃত্বা দিনং লভ্যং তচ্ছেষে ষষ্টিপূরিতে। নবভিশ্চ হৃতে লব্ধো জ্ঞেয়ো দণ্ড-স্তদন্তরে ॥ রবের্দ্দশায়াং রব্যাদীনামন্তর্দ্দশাবিভাগঃ। রবেঃ ষড়্বর্ষমধ্যে তু বেদমাসা রবের্নিজাঃ। চন্দ্রস্য দশমাসাশ্চ দিগ্দিনং পঞ্চমাসকাঃ। কুজস্য জ্ঞস্য রুদ্রস্তু মাসা দিগ্দিবসাঃ শনেঃ। ঋতুমাসা বিংশতিশ্চ গুরোর্ব্বর্ষস্তু বিংশতিঃ। রাহো-র্মাসাষ্টকা জ্ঞেয়া ভৃগোর্ব্বর্ষস্তু মাসকৌ। এবং গ্রহাণামন্যেষামু-হ্যাশ্চৈবান্তরোদয়াঃ ॥ সামান্যান্তর্দ্দশাবিভাগঃ। যদ্গ্রহস্যান্তরে যস্য যৎসংখ্যং কালমাপ্তবান্। তৎসংখ্যস্যান্তরে তস্মৈ স দদ্যা-দিতি নিশ্চয়ঃ ॥ রবের্দ্দশায়াং রবেরন্তর্দ্দশা। ৪ মাস। ফলং। দণ্ডো রাজকুলাদিভ্যো মনস্তাপঞ্চ বন্ধনং। প্রবাসং দেবনং দুঃখং স্বদশায়াং দিবাকরঃ ॥ রবের্দ্দশায়াং চন্দ্রস্যান্তর্দ্দশা। ১০

গুরোর্দ্দশা রাজ্যদা স্যাৎ সুখধর্ম্মাদিদায়িনী। রাহোর্দ্দশা রাজ্যনাশো ব্যাধিদা দুঃখদা ভবেৎ ॥ ৬ ॥

বৃহস্পতির দশাতে রাজ্য লাভ, সুখ ও ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়। রাহুর দশাতে রাজ্যনাশ, পীড়া ও দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। ৬

মাস। ফলং—শত্রুনাশং রুজোগানিং বিত্তলাভং সুখোদয়ম্। কুরুতে কুশলং নৃণাং রবেরন্তর্গতঃ শশী। মতান্তরে। গদশঙ্কটসন্ত্রাসং স্বেচ্ছাহানিং মনঃক্ষতিং। কুরুতে রজনীনাথো ভানোরন্তর্দ্দশাংগতঃ। রবের্দ্দশায়াং কুজস্যান্তর্দ্দশা। ৫ মাস ১০ দিন। ফলং—সর্ব্বেষাং তিলকো ভূত্বা মণিরত্নপ্রবালকং। প্রাপ্নোতি ধনাধান্যানি রবেরন্তগতে কুজে। রবের্দ্দশায়াং বুধস্যান্তর্দ্দশা। ১১ মাস ১০ দিন। ফলং—দারিদ্রং দুঃখিতং নিত্যং সর্ব্বগাত্রে বিচর্চ্চিকা নশ্যন্তি সর্ব্বকর্ম্মাণি রবেরন্তর্গতে বুধে। মতান্তরে। কিব্বিষৈঃ শত্রুভিঃ কুষ্ঠৈঃ পাপৈর্ব্বিচর্চ্চিকাদিভিঃ। গাত্রোপদ্রবকং ক্ষুদ্রং সূর্য্যস্যান্তর্গতে বুধে। রবের্দ্দশায়াং শনেরন্তর্দ্দশা। মাস ৬। ২০ দিন। ফলং—রাজ্যোভয়ঞ্চ সততং শক্তিধৃতিধনক্ষয়ং। সর্ব্বদা তস্য বৈকল্যং রবেরন্তর্গতে শনৌ। মতান্তরে। সন্তাপং বিত্তনাশঞ্চ বন্ধুনাশং পরাজয়ং। সৌরঃ করোতি বৈকল্যং ভানোরন্তর্দ্দশাঃ গতঃ। রবের্দ্দশায়াং বৃহস্পতেরন্তর্দ্দশা। বর্ষ ১। ০। ২০ দিন। ফলং—সম্পদো ব্যাধিহানিঞ্চ বিশ্বাসং লভতে নরঃ। প্রাপ্নোতি ধর্ম্মপদবীং রবেরন্তগতে গুরৌ। মতান্তরে। ধর্ম্মার্থকামসৌখ্যানি দদাতি বিবুধার্চ্চিতঃ। কুষ্ঠাদি ব্যাধিহন্তা চ ভানোঃ পাকদশাং গতঃ। রবের্দ্দশায়াং রাহোরন্তর্দ্দশা। মাস ৮। ফলং—রোগং শোকং ভয়ং দত্তে মরণঞ্চাশুভং সদা। বিত্তনাশকরো নিত্যং ভানোরন্তর্গতস্তমঃ ॥ রবের্দ্দশায়াং শুক্রস্যান্তর্দ্দশা বর্ষ ১। ২ মাস। ফলং—শিরো জঠররোগাদৌ জ্বরাতিসারশূলকৈঃ। শরীরং নশ্যতি ক্ষিপ্রং রবেরন্তগতে ভৃগৌ ॥ চন্দ্রস্য দশায়ামন্তর্দ্দশাফলং। চন্দ্রস্য নিজান্তর্দ্দশা। বর্ষ ২। ১ মাস। দদাতি বহুসম্পত্তিং বরস্ত্রীং কনকান্বিতাং। নির্ভয়েণ যশোবৃদ্ধিং স্বদশায়াং নিশাকরঃ ॥ চন্দ্রস্য দশায়াং কুজস্যান্তর্দ্দশা। বর্ষ ১। ১। ১০ ॥ ফলং—অপূর্ব্বং ভয়মাপ্নোতি চৌরাদিভ্যো ভয়ং সদা। শরীরক্লেশ মাপ্নোতি চন্দ্রস্যান্তর্গতে কুজে ॥ মতান্তরে। পিত্তশোণিতপীড়াঃ স্যুশ্চৌরাদীনাং ভয়ং তথা। মঙ্গলঃ কুরুতে নিত্যং বিধোরন্তর্দ্দশাং গতঃ ॥ চন্দ্রস্য দশায়াং বুধস্যান্তর্দ্দশা। বর্ষ ২। ৪। ১০। ফলং—প্রভুত্বং সুখসম্পত্তি-গজাশ্বগোধনাদিকং। দদাত্যন্তর্গতো নিত্যং শশিনঃ শশিনন্দনঃ ॥ চন্দ্রস্য দশায়াং শনেরন্তর্দ্দশা। বর্ষ ১। ৪। ২০। ফলং—বুদ্ধিক্ষয়ো সুহৃদ্দ্বেষী শোকাকুলো মহাপদি। ভবেন্নরো ন সন্দেহশ্চন্দ্রস্যান্তর্গতে শনৌ ॥ মতান্তরে। বন্ধুক্লেশং নৃপাদ্ভীতিং ব্যসনং শোকশঙ্কটং। বিনাশং কুরুতে সৌরিশ্চন্দ্রস্যান্তর্দ্দশাং গতঃ। চন্দ্রস্য দশায়াং গুরোরন্তর্দ্দশা। বর্ষাদি ২। ৭। ২০। ফলং—ধনধর্ম্মাদি সৌখ্যঞ্চ বস্ত্রালঙ্কারশোভিতং। প্রাপ্যতে চ নরো-নিত্যং চন্দ্রস্যান্তর্গতে গুরৌ ॥ মতান্তরে। দানসৌখ্যানি সম্ভোগং বস্ত্রালঙ্কারভূষণং। কুরুতে বিবুধাচার্য্যো-বিধোরন্তর্দ্দশাং গতঃ ॥ চন্দ্রস্য দশায়াং রাহোরন্তর্দ্দশা। বর্ষাদি ১। ৮। ফলং—সর্ব্বরোগো ভবেন্নিত্যং বন্ধুনাশো-ধনক্ষয়ঃ। ন কিঞ্চিৎ সুখমাপ্নোতি চন্দ্রস্যান্তর্গতস্তমঃ ॥ মতান্তরে। বহ্নিশত্রুভয়ং দুঃখং শোকং বন্ধুধনক্ষয়ঃ। কুরুতে রাহুরত্যর্থং চন্দ্রপাকদশাং গতঃ ॥ চন্দ্রস্য দশায়াং শুক্রস্যান্তর্দ্দশা। বর্ষাদি ২। ১১। ফলং—বরাঙ্গনাভিঃ সংযোগো-ধনধান্যঞ্চ বিন্দতি। মুক্তাহারমণিঞ্চৈব চন্দ্রস্যান্তর্গতে ভৃগৌ ॥ মতান্তরে। সেব্যতে বরনারীভির্নরো লক্ষ্মীঃ প্রবর্ত্ততে। মুক্তাহারমণিপ্রাপ্তির্ব্বিধোরন্তর্গতে সিতে ॥ চন্দ্রস্য দশায়াং রবেরন্তর্দ্দশা। মাসাদি। ০। ১০। ফলং—ভূপপ্রসাদসৌখ্যঞ্চ ঐশ্বর্য্যমতুলং ভবেৎ। করোতি ধনসম্পত্তিং চন্দ্রস্যান্তর্গতো-রবিঃ ॥ মতান্তরে। ঐশ্বর্য্যং রাজপূজা চ ব্যাধিনাশমরিক্ষয়ং। নৃপতেজো-রবিঃ কুর্য্যাদ্ বিধোঃ পাকদশাং গতঃ ॥ মঙ্গলস্য দশায়ামন্তর্দ্দশা তস্য নিজান্তর্ম্মাসাদি। ০। ৭। ৩। ২০। ফলং—মঙ্গলস্য দশায়াস্তু কলহো বন্ধুভিঃ সহ। অগ্নিদাহাদি পীড়াঞ্চ লভতে নিয়তং নরঃ ॥ মঙ্গলস্য দশায়াং বুধস্যান্তর্দ্দশা। বর্ষাদি। ১। ৩। ২০। ফলং—নৃপচৌরাদিশত্রুভ্যঃ শৃঙ্গিভ্যো-ভয়মেব চ। হৃত্তাপঞ্চ জ্বরঞ্চৈব কুজস্যান্তর্গতে বুধে ॥ মতান্তরে। পরমৈশ্বর্য্যমতুলং নানাবিধসুখাশ্রয়ং। করোতি সোমপুত্রশ্চ ক্ষিতিজান্তর্দ্দশাং গতঃ। মঙ্গলস্য দশায়াং শনেরন্তর্দ্দশা। মাসাদি। ০। ৮। ২৬। ৪০। ফলং—ধননাশো-মনস্তাপো-হৃদি পীড়াদিকং ভবেৎ। করোতি বিবিধং দুঃখং কুজস্যান্তর্গতঃ শনিঃ ॥ মতান্তরে। রিপুচৌরাগ্নভীতিশ্চ রোগমন্থরমন্থরং। মহাজনকৃতোদ্বেগং কুজস্যান্তর্গতে শনৌ ॥ মঙ্গলস্য দশায়াং গুরোরন্তর্দ্দশা। বর্ষাদি। ১। ৪। ২৬। ৬০। ফলং—পুণ্যতীর্থসমাযোগো-দেবব্রাহ্মণপূজকঃ। ভৌমস্যান্তর্দ্দশাং প্রাপ্তে জীবে কিঞ্চিন্ন পাতয়ং। মতান্তরে। পুষ্পধূপান্নবস্ত্রাদ্যৈর্দেব-

ব্রাহ্মণ-পূজনং। নৃপতুল্যত্বমাপ্নোতি কুজস্যান্তর্গতে গুরৌ।
মঙ্গলস্য দশায়াং রাহোরন্তর্দ্দশা। মাসাদি ০।১০।২০। ফলং—শস্ত্রাগ্নিচৌরশত্রুভ্যো-ভয়ঞ্চার্থবিনাশনং। করোতি চাণ্ডভং নিত্যং কুজস্যান্তর্গতস্তমঃ॥ মতান্তরে। কার্য্যার্থনাশমুদ্বেগং বন্ধচৌরাদিসাধনং। কুরুতে সিংহিকাপুত্রো-ভৌমস্যান্তর্দ্দশাং গতঃ॥ মঙ্গলস্য দশায়াং শুক্রস্যান্তর্দ্দশা। বর্ষাদি। ১। ৬। ২০। ফলং—ধননাশং তথা ব্যাধিঃ শত্রুভ্যঃ সমুপদ্রবং। ভয়ং রাজকুলেভ্যোঽপি কুজস্যান্তর্গতে ভৃগৌ॥ মতান্তরে। ধনবৃদ্ধিং সুখাদীংশ্চ নানাবস্ত্রবরস্ত্রিয়ঃ। প্রাপ্নোতি বিপুলাং লক্ষ্মীং কুজস্যান্তর্গতে ভৃগৌ॥ মঙ্গলস্য দশায়াং রবেরন্তর্দ্দশা। মাসাদি ০।৫। ১০। ০। ফলং—প্রচণ্ডৈশ্বর্য্যমতুলং নৃপপূজাদিকং ভবেৎ। স্ত্রীলাভঃ পদবীবৃদ্ধিঃ কুজস্যান্তর্গতে রবৌ॥ মতান্তরে। নানারত্নঞ্চ সৌখ্যঞ্চ ভূমিলাভমথাপি বা। নৃপপূজামবাপ্নোতি কুজস্যান্তর্গতে রবৌ॥ মঙ্গলস্য দশায়াং চন্দ্রস্যান্তর্দ্দশা। ১। ১। ১০। ০। ফলং—নানাবিত্তং সুহৃৎ সৌখ্যং মুক্তামণিবিভূষিতং। চন্দ্রমাঃ কুরুতে নিত্যং ভৌমস্যান্তর্দ্দশাং গতঃ॥ মতান্তরে। ধনলাভং সুখং ভোগং শরীরারোগ্যমেব চ। লোকানন্তমবাপ্নোতি ক্ষিতিজান্তর্গতে বিধৌ॥ অথ বুধস্য দশায়ামন্তর্দ্দশাফলং। নিজান্তর্বর্ষ। ২। ৮। ৩। ২০। ফলং—বুধো-ধর্ম্মসমাযোগং বুদ্ধিলাভং ধনাগমং। সুভগং বিপুলং বিত্তং স্বদশায়াং করোতি বৈ॥ বুধস্য দশায়াং শনেরন্তর্দ্দশা। বর্ষাদি। ১। ৬। ২৬। ৪০ দণ্ড। ফলং—বাতশ্লেষ্মকৃতা পীড়া বিবাদো-বন্ধুভিঃ সহ। বিদেশগমনঞ্চাপি বুধস্যান্তর্গতে শনৌ॥ বুধস্য দশায়াং বৃহস্পতেরন্তর্দ্দশা। বর্ষাদি। ২।১১। ২৬। ৪০ দণ্ড। ফলং—ব্যাধিশত্রুভয়ৈস্ত্যক্তো-ধনাঢ্যো-নৃপবল্লভঃ। লভেদ্ভার্য্যাং সুপুত্রঞ্চ বুধস্যান্তর্গতে গুরৌ॥ অথ বুধস্য দশায়াং রাহোরন্তর্দ্দশা। বর্ষাদি। ১।১০। ২০ দিন। ফলম্—অকস্মাদগ্নিভীতিশ্চ ব্যাধিপীড়া চ বন্ধনং। বিত্তনাশো-মহাক্লেশো-বুধস্যান্তর্গতে খরে॥ মতান্তরে। বন্ধুনাশং মনস্তাপং দেশত্যাগঞ্চ বন্ধনং। করোতি বহুদুঃখানি বুধস্যান্তর্গতস্তমঃ॥ অথ বুধস্য দশায়াং শুক্রস্যান্তর্দ্দশা। বর্ষাদি। ৩। ৩। ২০ দিন। ফলং—ধনাঢ্যং বহুপুত্রঞ্চ ধর্ম্মরত্নং ধনাগমং। কুরুতে দানবাচার্য্যো বুধস্যান্তর্দ্দশাং গতঃ॥ অথ বুধস্য দশায়াং রবেরন্তর্দ্দশা। ১১ মাস ১০ দিন। ফলং—সুবর্ণবিক্রমঞ্চৈব যশঃ প্রাপ্নোতি পুষ্কলং। শ্রীমান্ পরধনাভোগী বুধস্যান্তর্গতে রবৌ॥ মতান্তরে। স্ত্রিয়া পরময়া যুক্তং গজবাজিধনান্বিতং। প্রভাকরঃ করোত্যাশু বুধস্যান্তর্দ্দশাং গতঃ॥ বুধস্য দশায়াং চন্দ্রস্যান্তর্দ্দশা। বর্ষাদি ২। ৪। ১০ দিন। কণ্টকাদিপ্রবেশঞ্চ শৃঙ্গিভ্যো-ভয়মেব চ। নিশাকরঃ করোত্যাশু বুধপাকদশাংগতঃ॥ মতান্তরে। বহুবিত্তং মহাবুদ্ধিং দাসদাসীসমন্বিতং। গজাশ্ববহুলং দত্তে বুধস্যান্তর্গতঃ শশী॥ বুধস্য দশায়াং মঙ্গলস্যান্তর্দ্দশা। বর্ষাদি। ১। ৩। ৩। ২০ দণ্ড। শিরো-হৃদয়-রোগঞ্চ দস্যুতস্করতো-ভয়ং। জঙ্ঘে পীড়া পদে চৈব বুধস্যান্তর্গতে কুজে॥ মতান্তরে। কফপিত্তসমুদ্ভূতাং শিরঃপীড়াং ভয়াবহাং। মাহেয়ঃ কুরুতে শোকং বুধস্যান্তর্দ্দশাং গতঃ॥ শনের্দ্দশায়ামন্তর্দ্দশা। তস্য নিজান্তর্দ্দশামাসাদি। ১১। ৬। ২০। ফলং—সৌরিঃ করোতি বৈকুল্যং পুত্রদারস্য নিগ্রহং। অর্থবন্ধুবিনাশঞ্চ বিদেশগমনং তথা॥ শনের্দ্দশায়াং গুরোরন্তর্দ্দশা। বর্ষ। ১। ৯। ৩। ২০ দণ্ড। ফলং—দেবতাসুরতং শাস্ত্রং নানাপ্রাপ্তিং করোতি চ। করোতি রিপুনাশঞ্চ শনেরন্তর্গতে গুরুঃ॥ শনের্দ্দশায়াং রাহোরন্তর্দ্দশা। বর্ষাদি। ১। ১। ১০। দিন। ফলং—বিদেশগমনং দুঃখং বন্ধুদ্বেষং সুহৃদ্ভয়ং। অকস্মাদগ্নিদাহঞ্চ শনেরন্তর্গতস্তমঃ॥ মতান্তরে। নৃপাদ্ভয়ং জ্বরং রোগং দুঃখঞ্চ প্রাণসংশয়ং। ধনক্ষয়ঞ্চ কুরুতে শনেরন্তর্গতস্তমঃ॥ শনের্দ্দশায়াং শুক্রস্যান্তর্দ্দশা। বর্ষাদি ১। ১১। ১০ দিন। সুহৃজ্জনসমাযোগং ভার্য্যাবিত্তসমন্বিতং। সুখসম্পত্তিসৌভাগ্যং শনেরন্তর্গতো ভৃগুঃ॥ মতান্তরে। সুহৃদ্বন্ধুধনৈঃ পূর্ণো ভার্য্যাবিত্তসমন্বিতঃ। স্বর্ণং সুখঞ্চ লভতে সৌরস্যান্তর্গতে সিতে॥ শনের্দ্দশায়াং রবেরন্তর্দ্দশা। মাস ৬। দিন ২০। ধনপুত্রবিনাশঞ্চ করোতি দুঃখবর্দ্ধনং। জীবনঞ্চ বলং হন্তি শনেরন্তর্গতো রবিঃ॥ মতান্তরে। পরদারাভিগমনং করোতি খরদীধিতিঃ। জীবনস্য চ সন্দেহং শনেরন্তর্দ্দশাং গতঃ॥ শনের্দ্দশায়াং চন্দ্রস্যান্তর্দ্দশা। বষ। ১। ৪। ২০ দিন। মরণং বন্ধুবিচ্ছেদং স্ত্রীনাশং কলহং সদা। কোপং রোগং করোত্যেব শনেরন্তর্গতঃ শশী॥ মতান্তরে। স্ত্রী-নাশং কুক্ষিরোগঞ্চ কফপিত্তগদং শশী। বন্ধুদ্বেষঞ্চ কুরুতে পঙ্গোরন্তর্দ্দশাং গতঃ॥ শনের্দ্দশায়াং মঙ্গলস্যান্তর্দ্দশা। মাস ৮।২৬।৪০। দণ্ড। দেশত্যাগং তথা ব্যাধিং নানাদুঃখসমন্বিতং। শনেরন্তর্দ্দশাং প্রাপ্য মঙ্গলঃ কুরুতে সদা॥ মতান্তরে। দেহকৈশ্যং মহাঘোরং নানাদুঃখানি ভূমিজঃ। ধননাশঞ্চ কুরুতে শনেরন্তর্দ্দশাংগতঃ॥ শনের্দ্দশায়াং বুধস্যান্তর্দ্দশা। বর্ষাদি। ১। ৬। ২৬। ৪০ দণ্ড। সৌভাগ্যং কুরুতে নিত্যং নানাসম্মান এব চ। পুত্রং পৌত্রং কলত্রঞ্চ শনেরন্তর্গতো বুধঃ॥ মতান্তরে। আরোগ্যং বিজয়ং রাজ্যং বহুবিত্তানি সোমজঃ।

হস্ত্যশ্বদা শুক্রদশা রাজ্যস্ত্রীলাভদা ভবেৎ ॥ ৭ ॥

শুক্রের দশাতে হস্তী, অশ্ব, রাজ্য ও স্ত্রীলাভ হইয়া থাকে। ৭।

করোতি স্বাদরং লোকে শনেরন্তর্দ্দশাং গতঃ ॥ গুরোর্দ্দশায়া-মন্তর্দ্দশা। ০ নিজান্তর্ব্বর্ষাদি। ৩। ৪। ৩। ২০। ফলং—কুরুতে পুত্রসৎপুত্রং তপঃ খ্যাতিঞ্চ পৌরুষং। গজাশ্ববাহনং সৌখ্যং স্বদশায়াং বৃহস্পতিঃ ॥ গুরোর্দ্দশায়াং রাহোরন্তর্দ্দশা। বর্ষাদি। ০। ১। ১০। ০। ফলং—অকস্মাত্তিরমাপ্নোতি রাজপীড়াং করোতি বৈ। বন্ধনং হৃদি সন্তাপং গুরোরন্তর্গতস্তমঃ ॥ মতান্তরে। ফলং—বন্ধুদ্বেষং মৃষাবাদং স্থানভ্রংশং নিরাশ্রয়ং। কলহং কারয়েদ্রাহুর্গুরোরন্তর্দ্দশাং গতঃ ॥ গুরোর্দ্দশায়াং শুক্রস্যান্তর্দ্দশা। বর্ষাদি। ৩। ৮। ১০। ফলং—রিপোর্ভয়ং বন্ধুনাশং নানাব্যাধি-সমাকুলং। ভার্য্যাবিয়োগদুঃখঞ্চ গুরোরন্তর্গতো-ভৃগুঃ ॥ মতান্তরে। ফলং—কলহং শত্রুভিঃ সার্দ্ধং বিত্তনাশং মনঃক্ষতিং। স্ত্রীবিয়োগঞ্চ কুরুতে জীবস্যান্তর্গতে ভৃগুঃ ॥ গুরোর্দ্দশায়াং রবেরন্তর্দ্দশা। বর্ষাদি। ১। ০। ২০। ফলং—বহুমিত্রং বহুধনং সুভার্য্যাং রাজবল্লভং। কুরুতে ভাস্করঃ শান্তিং গুরোরন্তর্দ্দশাং গতঃ ॥ অন্যচ্চ। শত্রুপীড়াং রোগদুঃখং বধবন্ধভয়াদিকং। চৌরশত্রু-ভয়ং নিত্যং জীবস্যান্তর্গতো-রবিঃ ॥ গুরোর্দ্দশায়াং চন্দ্রস্যান্ত-র্দ্দশা। বর্ষাদি। ২। ৭। ২০। ফলং—বরস্ত্রীণাং ভবেল্লাভো-রিপু-রোগবিবর্জ্জিতং। নৃপতুল্যং প্রকুরুতে জীবস্যান্তর্গতঃ শশী ॥ অন্যচ্চ। ভোগাঢ্যো-বহুভার্য্যঃ স্যা দ্রিপুরোগবিবর্জ্জিতঃ। নৃপতুল্যো-ভবেচ্চৈব গুরোরন্তর্দ্দশাং গতঃ ॥ গুরোর্দ্দশায়াং কুজ-স্যান্তর্দ্দশা। বর্ষাদি। ১। ৩। ২৬। ৪০। ফলং—তীক্ষ্ণরোষো-রিপোর্হন্তা গজবন্তীমদর্দ্দনঃ। সুখসৌভাগ্যসংযুক্তো-গুরোরন্তর্গতে কুজে ॥ গুরোর্দ্দশায়াং বুধস্যান্তর্দ্দশা। বর্ষাদি। ২। ১১। ২৬। ৪০। ফলং—সুস্নেহসুস্থঃ সুখী দুঃখী শত্রুবৃদ্ধিঃ পুনঃ পুনঃ। দেবা-র্চ্চনপরোনিত্যং জীবস্যান্তর্গতে বুধে ॥ গুরোর্দ্দশায়াং শনেরন্ত-র্দ্দশা। বর্ষাদি। ১। ৯। ৩। ২০। ফলং—বেশ্যাজনাশ্রয়াৎ সৌখ্যং ভবেদ্বিত্তবিবর্জ্জিতঃ। লুপ্তধর্ম্মমনা-নিত্যং গুরোরন্তর্গতে শনৌ ॥

রাহোর্দ্দশায়ামন্তর্দ্দশা নিজান্তর্ব্বর্ষাদি। ১। ৪। ০। ফলং—রাহৌ স্ত্রীবন্ধুনাশশ্চ রিপুরোগভয়ং তথা। ভবেদর্থস্য নাশশ্চ স রাহুঃস্বদশাং গতঃ ॥ রাহোর্দ্দশায়াং শুক্রস্যান্তর্দ্দশা। বর্ষাদি। ২। ৪। ০। ফলং—সুহৃদ্ভাবোদ্বিজৈঃ সার্দ্ধং স্ত্রীলাভোবিত্ত-সঞ্চয়ঃ। রাহোরন্তর্গতে শুক্রে স্নেহো-বন্ধুজনৈঃ সহ ॥ মতান্তরে। শিরোরোগং কুদেহঞ্চ কুর্য্যাদ্ ভার্য্যাঞ্চ চঞ্চলাং। বান্ধবৈঃ কলহো-নিত্যং রাহোরন্তর্গতে ভৃগৌ ॥ রাহোর্দ্দশায়াং রবের-ন্তর্দ্দশা। মাস। ৮। ০। ফলং—রিপুরোগভয়ং ঘোরং অর্থ-নাশো-নৃপাদ্ভয়ং। গুরুব্যথাং শিরোরোগং রাহোরন্তর্গতো-রবিঃ ॥ মতান্তরে। ফলং—শিরোরোগং ভয়ং ঘোরং মৃত্যুং শোকঞ্চ দারুণং। বৃহদগ্নিভয়ং কুর্য্যাদ্ রাহোরন্তর্গতে রবৌ ॥ রাহোর্দ্দশায়াং চন্দ্রস্যান্তর্দ্দশা। বর্ষাদি। ১। ৮। ০। ফলং—স্ত্রীনাশং কলহং ক্লেশং পাপচিত্তং কুভোজনং। রিপুবন্ধুবিহীনঞ্চ রাহোরন্তর্গতঃ শশী ॥ মতান্তরে। স্ত্রীপুত্রকলহঞ্চৈব বিত্তনাশং মনঃক্ষতিং। করোতি ক্লেশমত্যর্থং রাহোরন্তর্গতে বিধৌ ॥ রাহোর্দ্দশায়াং মঙ্গলস্যান্তর্দ্দশা। মাসাদি। ১০। ২০। ফলং—বিষ-শস্ত্রাগ্নিচৌরেভ্যো-নিয়তং দারুণং ভয়ং। নরোনিত্যমবাপ্নোতি রাহোরন্তর্গতে কুজে ॥ রাহোর্দ্দশায়াং বুধস্যান্তর্দ্দশা। বর্ষাদি। ১। ১০। ২০। ফলং—কফপিত্তসমুদ্ভূতাং শিরঃপীড়াং ভয়া-বহাং। রাহোরন্তর্গতং প্রাপ্য কুরুতে সোমনন্দনঃ ॥ মতান্তরে। জ্বরক্ষুধাগ্নিসংপীড়াং কলহং সুজনৈঃ সহ। ভৃত্যাপত্যেষু বিদ্বেষং রাহোরন্তর্গতে বুধে ॥ রাহোর্দ্দশায়াং শনেরন্তর্দ্দশা। বর্ষাদি। ১। ১১। ১০। ফলং—বেশ্যাজনাশ্রয়ো-নিত্যং ভবেদ্বিত্তবিব-র্জ্জিতঃ। লুপ্তধর্ম্মমনা-নিত্যং রাহোরন্তর্গতে শনৌ ॥ মতান্তরে। স্ত্রীপুত্রৈঃ কলহো-নিত্যং বান্ধবৈঃ সহ বৈরতা। ভবেত্তু বহুধা দুঃখং রাহোরন্তর্গতে শনৌ ॥ রাহোর্দ্দশায়াং গুরোরন্তর্দ্দশা। বর্ষাদি। ২। ১। ১০। ফলং—ব্যাধিশত্রুভয়ৈস্ত্যক্তো-দেবব্রাহ্মণ-পূজকঃ। নানাধর্ম্মমনা-নিত্যং রাহোরন্তর্গতে গুরৌ ॥

শুক্রস্য দশায়াং শুক্রস্যান্তর্দ্দশা। বর্ষাদি। ৪। ১। ফলং—নীতি-কীর্ত্তিযশোলাভং বনিতাভোগবর্দ্ধনং। কুরুতে সর্ব্বলাভঞ্চ স্বদশায়াং গতো-ভৃগুঃ ॥ শুক্রস্য দশায়াং রবেরন্তর্দ্দশা। বর্ষাদি। ১। ২। ফলং—অক্ষিরোগো-মহান্ দোষো-বন্ধনঞ্চ মহদ্ভয়ম্। সর্ব্বত্রাকুশলং নিত্যং ভৃগোরন্তর্গতে রবৌ ॥ মতান্তরে। দেহ-স্তীব্রব্রণাক্রান্তস্তীব্রতাপো-ধনান্বিতঃ। ত্যক্তঃ স্যা-দ্বান্ধবৈঃ সর্ব্বৈ-র্ভার্গবান্তর্গতে রবৌ ॥ শুক্রস্য দশায়াং চন্দ্রস্যান্তর্দ্দশা। বর্ষাদি। ২। ১১। ফলং—নখদন্তশিরোরোগং দেহপীড়াং করোতি বৈ। বিবাদং স্বজনৈর্নিত্যং ভৃগোরন্তর্গতঃ শশী ॥ মতান্তরে। সম্মান-ন্যাশো-রোগশ্চ কার্য্যনাশশ্চ নিত্যশঃ। শুক্রস্যান্তর্গতে চন্দ্রে স্ত্রীনাশো-নিয়তং ভবেৎ ॥ শুক্রস্য দশায়াং মঙ্গলস্যান্তর্দ্দশা। বর্ষাদি। ১। ৬। ২০। ফলং—উত্তমায়া-স্ত্রিয়োলাভং ভূমিলাভং তথৈব চ। বীর্য্যহানিঞ্চ কুরুতে ভার্গবান্তর্গতঃ কুজঃ ॥ মতান্তরে। উৎসাহী ধনধান্যাঢ্যঃ কল্যশ্চ সুমনাঃ সুখী। ভূমিলাভো-ভবে-

চৈব শুক্রস্যান্তর্গতে কুজে॥ শুক্রস্য দশায়াং বুধস্যান্তর্দশা। বর্ষ ৩।০।২০ দিন। বরবস্ত্রসমাযুক্তং ধনধান্যসমাকুলং। মানং পুষ্টিস্তথা মেধা শুক্রস্যান্তর্গতে বুধে॥ মতান্তরে। সর্ব্বত্র লভতে সৌখ্যং মানসঞ্চয়-এব চ। ভার্য্যা সুশীলতা মেতি ভার্গবান্তর্গতে বুধে॥ শুক্রস্য দশায়াং শনেরন্তর্দশা। বর্ষাদি ১।১১।১০ দিন। সুন্দরীভিঃ সহ ক্রীড়া নগরে শোভনে গৃহে। শত্রুনাশং সুহৃল্লাভো-ভৃগো-রন্তর্গতে শনৌ॥ মতান্তরে। শত্রুক্ষয়মবাপ্নোতি মিত্রবৃদ্ধিশ্চ জায়তে। চৌরাদ্বিত্তস্য লাভঃ স্যাচ্ছুক্রস্যান্তর্গতে শনৌ॥ শুক্রস্য দশায়াং গুরোরন্তর্দশা। বর্ষাদি ৩।৮।২০ দিন। বরবস্ত্রসমাযুক্তং ধনধান্যঞ্চ বিন্দতি। নিত্যং বন্ধুসমাকীর্ণং ভৃগো রন্তর্গতে গুরৌ॥ মতান্তরে। রাজপূজা সুখং প্রীতিঃ কন্যা-জনন-মেব চ। ভার্গবান্তর্গতে জীবে চৌরান্নষ্টঞ্চ লব্ধবান্‌॥ শুক্রস্য দশায়াং রাহোরন্তর্দশা। বর্ষাদি ২।৪ মাস। বিদেশগমনং দুঃখং সম্পর্কং চান্ত্যজৈঃ সহ। পাপচিত্তং সদৈবেতি শুক্রস্যান্তর্গতস্তমঃ॥ মতান্তরে। বন্ধনং বহুপুত্রাদে-র্ব্বন্ধুনাশোরিপোর্ভয়ং। শরীরদৈন্যমাপ্নোতি ভার্গবান্তর্গতস্তমঃ॥ ইতি অন্তর্দ্দশা সমাপ্তা।

অথান্তর্দশারিষ্টং। পাপগ্রহদশায়ান্তু পাপস্যান্তর্দশা যদি। অরিযোগে ভবেন্মৃত্যু-র্ম্মিত্রযোগে চ সংশয়ঃ॥ বিলগ্নাধিপতেঃ শত্রুর্গ্রস্যান্তর্দ্দশাং গতঃ। করোত্যকস্মান্মরণং সত্যাচার্য্যঃ প্রভাষতে॥ দশারিষ্টভঙ্গযোগঃ। প্রবেশে বলবান্‌ খেটঃ শুভৈর্ব্বা সন্নিরীক্ষিতঃ। যদি সৌম্যাধিমিত্রস্য মৃত্যবে ন ভবেত্তদা॥

অথ প্রত্যন্তর্দ্দশা। গ্রহান্তরং দিনং কৃত্বা ষষ্টিলব্ধং ধ্রুবং ভবেৎ। ধ্রুবাণি গণয়েদ্ধীমান্‌ রব্যাদি ক্রমশো যথা॥ অন্যচ্চ। অগুর্ম্মাসার্দ্ধসংখ্যাকং দিনং স্যাদ্দিনসংখ্যকাঃ। দণ্ডাঃ স্যুর্দ্দণ্ডসংখ্যাকং পলং স্যাত্‌ ধ্রুবং ভবেৎ। রবৌ চ বেদা-বসবঃ সুধাংশৌ কুজে চ বাণা-নব চন্দ্রপুত্রে। শনৌ রসা দিক্‌ চ বৃহস্পতৌ স্যাদ্রাহৌ তুরঙ্গা ভৃগুজে চ রুদ্রাঃ॥ রবেরন্তরমধ্যে তু বসবশ্চ রবের্নিজাঃ। চন্দ্রস্য ষোড়শ প্রোক্তাঃ কুজস্য তু দশ স্মৃতাঃ। বুধস্যাষ্টাদশ প্রোক্তাঃ ক্রমাদ্দ্বাদশকং শনেঃ। গুর্ব্বোর্হি বিংশতিশ্চৈব রাহোশ্চতুর্দ্দশ স্মৃতাঃ। এষ এব বিধিঃ প্রোক্তো-ভৃগোর্দ্বাবিংশতিঃ ক্রমাৎ। এবং দিনানি চান্যেষাং জ্ঞাত্বা প্রত্যন্তরে যথা। তৎসংখ্যকং ফলং বাচ্যং শুভাশুভমিতি ক্রমাৎ॥ মতান্তরে। প্রত্যন্তর্দ্দশাবিভাগং। অন্তর্দ্দশাং দিনং কৃত্বা চাষ্টোত্তরশতৈর্হরেৎ। লব্ধাঙ্কং ধ্রুবনাম স্যাদ্দশাবর্ষৈঃ প্রপূরয়েৎ। প্রত্যন্তরী দশা জ্ঞেয়া দিনদণ্ডপলানি চ। নাক্ষত্রিকীদশামধ্যে ফলং জ্ঞেয়ং বিচক্ষণৈঃ॥

অথ হরগৌরীদশা। ঈশ্বর উবাচ। নব গ্রহাঃ সমাখ্যাতাঃ সূর্য্যসোমারদানবাঃ। গুর্ব্বার্কিসামজাশ্চৈব কেতুশ্চ ভৃগুনন্দনঃ॥ এতে প্রাণভৃতামায়ুঃ প্রযচ্ছন্তি স্বভাগতঃ। সম্পূর্ণমন্দ্যমং বাপি কনিষ্ঠঞ্চ বরাননে॥ বিংশাধিকং শতং ভদ্রে পরমায়ুঃ প্রকীর্ত্তিতম। নবসংখ্যান্যগ্নিভাদৌ ত্রিরাবৃত্তিপরিভ্রমাৎ॥ সপ্তবিংশতিভৈস্তত্র ক্রমাত্তানি চ পান্বতি। শুক্লপক্ষে প্রসূতস্য গণনং কৃত্তিকাদিতঃ॥ কৃষ্ণপক্ষে ভবেজ্জাতশ্চাশ্বিন্যাদি প্রকীর্ত্তিতম্‌॥ এতজ্জন্মর্ক্ষমারভ্য গণনা চ প্রবর্ত্ততে। যস্তাভিজিন্মধ্যগতো-গণ্যতে তৎসমানকং॥ গণনা সর্ব্বকার্য্যেষু কর্ত্তব্যা-বীরবন্দিতে। অথান্তরে চ মরণং দশাচ্ছিদ্রস্য কারণম্‌। ষষ্ঠাষ্টমদশাপ্রাপ্তো বলবান্মৃত্যুদঃ স্মৃতঃ। বলহীনে বিত্তনাশং করোতি বরবর্ণিনি॥ মধ্যমেন বলেনৈব পীড়াযুক্তকরঃ স্মৃতঃ। সোচ্চরাশিগতস্যাপি কিঞ্চিদূনবলস্য চ॥ পূর্ণানাম দশা জ্ঞেয়া ধনবৃদ্ধিকরী শুভা। নীচরাশিগতস্যাপি কিঞ্চিদূনবলস্য চ॥ রিক্তানাম দশা জ্ঞেয়া ধননাশস্য কারিণী। অন্তর্দ্দশায়াং যদি খেচরস্য পাপস্য পাপং কুরুতে প্রবেশং। তদারিযোগে মরণং প্রদিষ্টং মিত্রস্য যোগেঽপি চ সংশয়ায়। শনৈশ্চরাস্তঃ ক্ষিতিজপ্রবেশে নিঃসংশয়ং মৃত্যুমুদাহরন্তি॥ ষষ্ঠাষ্টমক্রূরগৃহস্থিতশ্চেৎ ক্রূরোঽপি দৃষ্টো মৃতয়ে স্বপাকাৎ॥ দশাক্রমমাহ। ষড়্‌বর্ষাণি সহস্রাংশোদ্দশেন্দোঃ সপ্ত ভূভুবঃ। রাহোরষ্টাদশ প্রোক্তং গুরোরেকোনবিংশতিঃ। সৌরে সপ্তদশ জ্ঞেয়ং বিধুপুত্রস্য ষোড়শ। কেতোশ্চ সপ্তবর্ষাণি দৈত্যাচার্য্যস্য বিংশতিঃ॥ অথান্তর্দ্দশা। দশাভিশ্চ দশাং হত্বা দশাভিঃ পরিশোধয়েৎ॥ তচ্ছেষং ত্রিংশতা পূর্য্যং ক্রমেণান্তর্দ্দশাং বিদুঃ॥ স্বদশা ষড়্‌গুণা কার্য্যা দিবসাঃ সম্ভবন্তি চ। স্বক্ষস্য ভুক্তদণ্ডেন গুণিত্বা গৃহ্যতে দশা॥ এবংক্রমেণ বোদ্ধব্যং দশাভোগস্য বৎসরম্‌। অতঃপরং ক্রমেণৈব দশাফলমুদীরয়েৎ॥ নীচোচ্চাদিবিবিক্তৈব শত্রুমিত্রবলাবলম্‌। স্বস্বদশায়াং মতিমান্‌ চিন্তয়েত্তু প্রযত্নতঃ॥

অথ বিংশোত্তরী দশা। ইনশশিকুজদৈত্যা-জীবমন্দজ্ঞকেতুভৃগুজ-ইতি নরাণাং কৃত্তিকাদিক্রমেণ। রসদশ গরিধৃত্যাচায্যঙ্কিশোনসপ্তদশমুনিগণসংখ্যাঃ স্যুর্দ্দশা-মানবানাং॥ সূর্য্যগ্রহদশাবর্ষং স্বদশাগুণিতং ক্রমাৎ। ভাগ-মন্তর্দ্দশাবর্ষে গৃহ্ণীয়াচ্চ খসূর্য্যকৈঃ। শেষে রবিগুণে মাসান্‌ পুনস্ত্রিংশদ্গুণে দিনং। ততঃ ষষ্টিগুণে দণ্ডং ফল-মন্তর্দ্দশাস্বপি॥

অথ আর্দ্রাদি অষ্টোত্তরী দশা। চত্বারি তানি পাপেষু শুভেষু

ত্রীণি জায়তে। রৌদ্রাদি মৃগপর্য্যন্তং লিখেদভিভক্তা সহ। ষড়াদিত্যে চ বর্ষাণি বিধৌ পঞ্চদশৈব তু। মঙ্গলস্যাষ্টবর্ষাণি বুধে সপ্তদশৈব তু। শনেশ্চ দশবর্ষাণি গুরোরেকোনবিংশতিঃ। রাহোর্দ্বাদশবর্ষাণি ভার্গবে চৈকবিংশতিঃ। পরমায়ুঃ প্রমাণেন গুণয়েদ্দত্তনাড়িকাঃ। নক্ষত্রস্য হরেদ্ভাগং নবত্যাপ্তং বিশোধয়েৎ। আর্দ্রাচতুষ্কমাদিত্যে জ্ঞেয়ং চন্দ্রে মঘাত্রয়ং। ভৌমে হস্তাচতুষ্কং স্যাদনুরাধাত্রিকে বুধঃ। পূর্ব্বার্চ্চতুষ্কং মন্দে চ ধনিষ্ঠাত্রিতয়ং গুরোঃ। রাহোশ্চত্তরচত্বারি কৃত্তিকাত্রিতয়ং ভৃগোঃ। দশা দশাহতা কার্য্যা ভাগো-নন্দৈর্ব্বিধীয়তে। অন্তর্দ্দশায়াং তস্যৈব প্রথমং জায়তে দশা॥

অথ ত্রিংশোত্তরী দশা। ত্রিংশোত্তরী দশার গণনা যেরূপে করিতে হইবে, তাহা বলা যাইতেছে।—অষ্টোত্তরী নাক্ষত্রিকী দশার ন্যায় জন্মনক্ষত্রানুসারে প্রথমতঃ দশা নিরূপণ করিতে হইবে, কেবল দশাভোগের কালের বিভিন্নতা আছে। নাক্ষত্রিকী দশাতে রবির ৬ ছয় বৎসর, চন্দ্রের ১৫ বৎসর, ইত্যাদি। এই দশাতে যে কয়টী নক্ষত্রে জন্ম হইলে যে গ্রহের দশা হইবে, সেই গ্রহের দশাভোগের কালকে সেই কয়টী নক্ষত্রদ্বারা ভাগ করিলে যত বৎসর যত মাস হইবে, তত বৎসর তত মাস সেই গ্রহের দশাভোগের কাল জানিবে, যথা,—রবির ২ বৎসর, চন্দ্রের ৩।৯, মঙ্গলের ২।৮, বুধের ৫।৩, শনির ৩।৪, বৃহস্পতির ৪।৯, রাহুর ৯।০, শুক্রের ৫।৩, এই সকল দশার সমষ্টি ৩০ বৎসর। সুতরাং ত্রিশ বৎসরে সমস্ত গ্রহের দশাভোগ শেষ হয়, পুনর্ব্বার সেই সেই গ্রহের দশা ভোগ হইবে। ফলং—জন্মনি হংসো-গুরুশ্চৈব কর্ম্মণি সৈংহিকভাস্করৌ। আধানে বুধমন্দৌ চ জন্তোর্ম্মরণ-মাদিশেৎ॥ যাহার যে নক্ষত্রে জন্ম হইবে, সেই নক্ষত্রাবধি দশাকে জন্মদশা, জন্মনক্ষত্রহইতে দশম নক্ষত্রের দশাকে কর্ম্মদশা ও জন্মনক্ষত্র হইতে ষোড়শ নক্ষত্রের দশাকে আধানদশা বলে। যাহার যে বৎসরে জন্মদশায় রবি বা বৃহস্পতি, কর্ম্মদশাতে রাহু বা রবি ও আধানদশাতে বুধ বা শনি অধিপতি হয়, সেই বৎসরে তাহার মৃত্যু হইবে।*

অথ নিত্যদশা। ঋক্ষং চতুগুর্ণং কৃত্বা তিথিবারসমন্বিতম্। নবভিশ্চ হৃতাল্লব্ধা শেষে দিনদশা ভবেৎ॥ রবিশ্চন্দ্রঃ কুজোরাহুর্জীবোমন্দোবুধস্তথা। কেতুর্ভৃগুসুতশ্চৈব ক্রমাদ্দিনদশা ভবেৎ। চন্দ্রশুদ্ধ্যা শুভফলং চন্দ্রাহশুদ্ধ্যাহশুভং ভবেৎ॥ মিত্রারিযোগাচ্চন্দ্রস্য জ্ঞেয়ং দিনদশাসু চ। শুভাশুভযুতস্যাপি মিশ্রং জ্ঞেয়ং দিনর্ক্ষগাৎ॥ ফলম্—রবৌ দুঃখং মনস্তাপং শুষ্কান্নাদিকুভোজনম্। বিরোধোবন্ধনং ত্রাসঃ কলহো-বন্ধুভিঃ সহ॥ মিষ্টান্নং সুখসংভোগঃ স্ত্রিয়া দধ্যাদিভোজনম্। স্ত্রীবস্ত্রভূরিলাভশ্চ সুখং শশিদশাসু চ॥ মঙ্গলস্য দশায়ান্তু ঘাতপাতাদিদুঃখভাক্। কার্য্যহানিঃ সুহৃদ্ভেদঃ কাঞ্জীশুষ্কান্নভোজনম্॥ রাহোর্দ্দিনদশায়ান্তু সন্নিপাতাদিরুগ্‌ভবেৎ। রক্তপাতশ্চ দাহশ্চ শস্ত্রাঘাতশ্চ বেদনা॥ বিদ্যার্থরাজমান্যাদ্যা প্রীতিলাভোমহৎসুখম্। গুরোর্দ্দিনদশায়ান্তু সুখী ভবতি নিশ্চিতম্॥ দিনান্তে ভোজনং দুঃখং রাজোপদ্রববন্ধনম্। শিরঃপীড়াদিরোগশ্চ শনের্দ্দিনদশাসু চ॥ মুদ্রামুক্তাদিলাভঃ স্যাৎ স্ত্রীলাভশ্চ মহাসুখী। বস্ত্রলাভঃ সুহৃল্লাভোবুধস্য দিনদশা শুভা॥ কেতোর্দ্দিনদশায়ান্তু মহাদুঃখী ধনক্ষতিঃ। পরান্নভোজী কলহো-বন্ধুনা চ রুজান্বিতঃ॥ বস্ত্রালঙ্কারভূষাঢ্যোবন্ধুসঙ্গোনৃপূজিতঃ। বিদ্যার্থলাভঃ স্ত্রীলাভো-মিষ্টান্নাদিসুভোজনম্॥ সঙ্কেতং। আ ১ চং ২ ভো ৩ রা ৪ জী ৫ শং ৬ বু ৭ কে ৮ শু ৯॥ ইতি কেরলীসংমতা দিনদশা। অপরঞ্চ। ঋক্ষং চতুর্ভির্গুণিতং তিথিবারসমন্বিতম্। নবভিশ্চ হরেদ্ভাগং শেষে দিনদশা ভবেৎ॥ ফলম্—রবৌ শোকং সুখং চন্দ্রে ভৌমে শস্ত্রাগ্নিজং ভয়ম্। রাহৌ বিত্তবিনাশঃ স্যাদ্ বস্ত্রলাভং গুরাবপি। দুঃখং মন্দে বুধে পুণ্যং ক্লেশং কেতৌ ভৃগৌ সুখম্॥ অন্যচ্চ। তিথিবারঞ্চ নক্ষত্রং স্বনক্ষত্রেণ সংযুতম্। অষ্টাভিশ্চ হরেদেনং শেষা দিনদশা ভবেৎ॥ সূর্য্যোবিত্তবিনাশনং প্রকুরুতে ধর্ম্মার্থবৃদ্ধিং শশী ভৌমঃ শস্ত্রবিঘাতরোগকরণং সোমাত্মজঃ সম্পদং। মন্দোমন্দমতিং গুরুশ্চ বিভবং রাহুশ্চ সর্ব্বার্ত্তিকৃৎ শুক্রঃ সর্ব্বসুখাগমং প্রকুরুতে গর্গাদিভির্ভাষিতম্॥ ক্রমং র চ ম বু শ বৃ রা শু॥ ইতি নিত্যদশা।

অথ লাগ্নিকদশা।—দশাবিজ্ঞানতঃ সর্ব্বং দেহভাজং শুভাশুভং। ফলং নির্ণীয়তে যস্মাদতোবচ্মি দশাক্রমং॥ তদায়ুর্যেন যদ্দত্তং তস্য খেটস্য সা দশা। গ্রহাশ্চ গুণদোষাভ্যাং স্বদশায়াং ফলপ্রদাঃ॥ লগ্নার্কশশিনাং মধ্যে যো-বলী তস্য চাগ্রতঃ। তৎকেন্দ্রাদিকসংস্থানাং দশা; সূর্য্যবলবৎ ক্রমাৎ॥ তত্রাপি বলসাম্যঞ্চেদায়ুর্যস্যাধিকং ভবেৎ। দশা তস্যায়ুষঃ সাম্যেহযঃ পূর্ব্বং সবিতুশ্চ্যুতঃ॥ তত্র স্বমিত্ররাশ্যংশে দশা শ্রেষ্ঠফলা

*বিংশোত্তরী মতে গ্রহাদির নিজ, অন্তর প্রত্যন্তর ইত্যাদি দশার ফল আমার কলিত জ্যোতিষের ৩য় খণ্ডের ২৭৫ পৃষ্ঠা হইতে ২৯০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিলে জ্ঞাত হইতে পারিবেন। উপরে যে সকল দশা সংক্ষেপে কথিত হইল, তাহার বিশেষ বিবরণ ফলিতজ্যোতিষের ৩য় খণ্ডে লিখিত আছে।

ভবেৎ। নীচচ্যুতস্ত চারোহা ভদাত্যন্তশুভাবহা॥ শক্রনীচগৃহাংশস্থগ্রহস্য কষ্টদা দশা। তুঙ্গাস্তৃষ্টা তত্রাপ্যবরোহাস্থ্যুক-প্রদা। শুভদৃষ্টযুতস্ফূর্জ্জৎকরবীর্য্যাধিকে গ্রহে। ইষ্টাধিকেঽপি শুভদা দশা স্যাদশুভান্যথা॥ অথ গ্রহাণাং বলসাধনম্। মিশ্রে মিশ্রদশা জ্ঞেয়া ন্যূনাধিক্যঞ্চ কল্পয়েৎ। দশাক্রমবিধৌ বীর্য্যং যথাকার্য্যং তদুচ্যতে॥ আদ্যা দশা চেল্লগ্নস্য তদা ভাবফলৈর্নির্জ্জৈঃ। হেতং বীর্য্যং হরেৎ ষষ্ঠ্যা তদ্বীর্য্যং স্যা-দশা ক্রমে॥ আদ্যার্কস্ত বিধোর্ব্বা চেৎ তদা তৎসংস্কৃতং বলং। হোরাদীশবলাঢ্যেন ক্ষেত্রেশদ্বিগুণৌজসা॥ গজোদ্ধৃতেন গুণিতং দশাক্রমবিধৌ বলং। এবং স্যাৎ কেন্দ্রগাদীনাং গ্রহাণামুদয়স্য চ॥ অথ লাগ্নিকান্তর্দ্দশা। অধুনান্তর্দ্দশাভাগো যথাক্রমমুদার্য্যতে। একরাশৌ স্থিতোঽপ্যংশং রামভাগং ত্রিকোণয়োঃ॥ সপ্তমে সপ্তমং ভাগং চতুর্থং চতুরস্রয়োঃ। খেটোলগ্নঞ্চ লভতে বলান্নান্যত্র কশ্চন॥ একরাশৌ যদা খেটা-স্ত্যাদয়ঃ স্যুশ্চ সোদরাঃ। এক-এব ভবেদ্ভাগী বলাবাংস্তত্র যো-মতঃ॥ একঃ পুত্রে তপস্যন্যো-যদি ত্র্যংশাপহারকৌ। লভতে বীর্য্যবানাদৌ তৎপশ্চাদ্দুর্ব্বলোহি যঃ। চতুর্থে নিধনে বাপি ক্রমোঽয়ং পরিকীর্ত্তিতঃ। ভাগিনো-ভাগভাগেন বেদাষ্টৌ বিহৃতাঃ পৃথক্॥ তদৈক্যং বেদনাগাঢ্যং স্যাদ্ধারোঽন্তর্দ্দশাবিধৌ। দশা বেদাষ্টগুণিতা হারাপ্তান্তর্দ্দশা নিজা॥ সা হৃতা ভাগিনাং ছাগৈস্তেষামন্তর্দ্দশা ভবেৎ। দশা-প্রবেশকালীনাঃ কার্য্যাঃ সলগ্নখেচরাঃ॥ তদা চান্তর্দ্দশারম্ভে তত্র নির্ণয়-উচ্যতে। দশারম্ভবিলগ্নস্থো-দশেশশ্চেদ্দশা শুভা॥ দশারম্ভবিলগ্নাদ্বা ত্রিষষ্ঠদশলাভগঃ। লগ্নে দশেশবর্গো-বা দশানাথস্য বা সুহৃৎ। শুভগ্রহো-বা ভবতি সা দশা শুভদা দশা॥ দশেশে শুভগশ্চন্দ্রস্তন্মিত্রবর্গগোঽপি বা। দশানাথাত্রিপুত্রারিস্মরধর্ম্মখলাভগঃ। দশারম্ভে যদীন্দুঃ স্যাদ্দশা সৎফলদায়িনী॥ উক্তরাশিগতশ্চন্দ্রো-দশারম্ভে দশেশতঃ। জন্মলগ্নাৎ স যো-ভাবস্তদ্ভাববৃদ্ধিকৃদ্ভবেৎ॥ দশারম্ভে দশানাথাৎ ধস্থধাষ্টান্ত্যমূর্ত্তিগঃ। চন্দ্রো-জন্মতনোর্ব্বা স্যাদ্ ভাবস্তদ্ভাবহানিকৃৎ॥ দশারম্ভে শুভে চন্দ্রে সৌখ্যস্ত্রীধনলাভদা। স্ত্রীদোষদা সদা কৌজে বৌধে বিদ্যাসুখাপ্তিদা॥ শৌক্রেঽন্নপানসৌখ্যাপ্তি-নিজগেহবিলাসদা। ধনবান্ সুখসংপ্রাপ্তিঃ সদা জীবগৃহে দশা॥ দুর্গারণ্যপথক্লেশস্ত্রীপুত্রকলহপ্রদা। সিংহে চান্দ্রে শমিক্ষেত্রে কুৎসিতস্ত্রীপ্রদা সদা॥ ইতি দিগ্দর্শনাজ্জ্ঞেয়ে বিস্তারো-জাতকোদিতঃ॥ রাঘবীয়ামিমাং তুষ্টিপ্রদাং জাতকপদ্ধতিং। বিজ্ঞায় রাজমান্যঃ স্যাদ্ধীরঃ কীর্ত্তিঞ্চ বিন্দতি॥ অথ বৃহজ্জাতকোক্তনৈসর্গিকী দশা। একং দ্বৌ নব বিংশতির্ধৃতিকৃতী পঞ্চাশদেষাং ক্রমাৎ চন্দ্রারেন্দুজশুক্রজীবদিনকৃদ্দৈবাকরীণাং সমাঃ। স্বৈঃ স্বৈঃ পুষ্টফলা নিসর্গকথিতৈঃ পংক্তির্দ্দশানাং ক্রমাদন্তে লগ্নদশা শুভেতি যবনা নেচ্ছন্তি কেচিত্তথা॥ অথ দশানির্ণয়ঃ। লগ্নার্কশীতরশ্মীনাং যদি পূর্ব্ববলো-ভবেৎ। তদা সত্যমতং শ্রেষ্ঠং অন্যথান্যে পরা দশা। স্বোচ্চ-স্বরাশি-নিজভাগ-সুহৃদ্গৃহস্থো-সম্পূর্ণবীর্য্যরুচিরা-বলিনঃ স্বকালে। মিত্রোচ্চভাগসহিতাঃ শুভদৃষ্টযুক্তাঃ শ্রেষ্ঠা দশা বিদধাতি স্ববয়ঃ স্বখেটাঃ॥ নীচশত্রুগৃহং প্রাপ্তশক্রনিম্নাংশ-সূর্য্যগাঃ। বিবর্ণঃ পাপসম্বন্ধো-দশাং কুর্য্যাদশোভনাং॥ সর্ব্বৈর্ব্বর্ণৈরুপেতস্য পরমোচ্চগতস্য চ। সম্পূর্ণাখ্যা দশা জ্ঞেয়া ধনারোগ্যবিবর্দ্ধিনী॥ সর্ব্বৈর্ব্বলৈর্ব্বিহীনস্য নীচরাশিগতস্য চ। রিক্তা নাম দশা জ্ঞেয়া ধনারোগ্য-বিনাশিনী॥ স্বোচ্চরাশিগতস্যাথ কিঞ্চিদ্বলগতস্য চ। পূর্ণানাম দশা জ্ঞেয়া ধনবৃদ্ধিকরী শুভা। যস্মাৎ পরমনীচস্থস্তথা চারিনবাংশকে। তস্যানিষ্টফল্যনাম ব্যাধ্যনর্থবিবর্দ্ধিনী॥ অথ বৃহজ্জাতকোক্তলাগ্নিকদশাফলম্। রবেঃ। সৌর্য্যাং স্বং নখদন্তচর্ম্মকনকক্রৌর্য্যাধ্বভূপাবহং তৈক্ষ্ণ্যং ধৈর্য্যমজস্রমুদ্যমরতিঃ খ্যাতিঃ প্রতাপোন্নতিঃ। ভার্য্যাপুত্রধনাবিশস্ত্রহুতভুগ্ভূপোত্থবাধ্যাপদ-স্ত্যাগী পাপরতিঃ সভৃত্যকলহোহৃৎক্রোড়পীড়াময়াঃ॥ চন্দ্রস্য। ইন্দোঃ প্রাপ্য দশাং ফলানি লভতে মন্ত্রদ্বিজাত্যুদ্ভবানিক্ষুক্ষীরবিকারবস্ত্রকুসুমক্রীড়াতিলান্নশ্রমৈঃ। নিদ্রালস্যমৃদুদ্বিজামররুচিঃ স্ত্রীজন্মমেধাবিতা কীর্ত্ত্যর্থোপচয়ক্ষয়ৌ চ বলিভির্ব্বৈরঃ স্বপক্ষেণ চ॥ মঙ্গলস্য। ভৌমস্যারিবিমর্দ্দভূপসহজক্ষিত্যাবিকাজৈর্ধনং প্রদ্বেষঃ সুতমিত্রদারসহজৈর্ব্বিবদ্ গুরুদ্বেষ্টিতা। তৃষ্ণাসৃগ্জ্বরপিত্তভঙ্গজনিতা-রোগাঃ পরস্ত্রীকৃতাঃ প্রীতিঃ পাপরতৈরধর্ম্মনিরতিঃ পারুষ্যতৈক্ষ্ণ্যানি চ॥ বুধস্য। বৌধ্যাং দৌত্যসুহৃদ্গুরুদ্বিজধনং বিদ্বৎপ্রশংসা যশো-যুক্তিদ্রব্যসুবর্ণবৈসরমহী সৌভাগ্যসৌখ্যাপ্তয়ঃ। হাস্যোপাসনকৌশলং মতিচয়ো-ধর্ম্মক্রিয়াসিদ্ধয়ঃ পারুষ্যং শ্রমবন্ধমানসশুচঃ পীড়া চ ধাতুত্রয়াৎ॥ জীবস্য। জৈব্যাং মানগুণোদয়ো-মতিচয়ঃ কান্তিঃ প্রতাপোন্নতি-র্মাহাত্ম্যোদ্যমমন্ত্রনীতিনৃপতিস্বাধ্যায়মন্ত্রৈর্ধনং। হেমাশ্বাত্মজকুঞ্জরাম্বরচয়ঃ প্রীতিশ্চ সদ্ভূমিপৈঃ সূক্ষ্মেহাগমনাশ্রয়ঃ শ্রবণরুগ্বৈরং বিধর্ম্মাশ্রিতৈঃ॥ শুক্রস্য। শৌক্র্যাং গীতরতিঃ প্রমোদসুরভিদ্রব্যান্নপানাম্বরঃ স্ত্রীরত্নদ্যুতিমন্মথোপকরণজ্ঞানেষ্টমিত্রাগমাঃ। কৌশল্যং ক্রয়বিক্রয়ে কৃষিনিধি-প্রাপ্তি ধনস্যাগমো-বৃন্দৌর্ব্বীশনিষাদধর্ম্মরহিতৈর্ব্বৈরং শুচঃ স্নেহতঃ॥ শনেঃ। সৌরীং প্রাপ্য খরোষ্ট্রপক্ষিমহিষীবৃদ্ধাঙ্গনাবাপ্তয়ঃ শ্রেণী-

গ্রামপুরাধিকারজনিতা পূজা কুধাঁগ্যাগমঃ। শ্লেষ্মের্ষানিজকোপমোহমলিনব্যাপত্তিতন্দ্রাশ্রমাঙ্কৃত্যাপত্যকলত্রভং সনমপিপ্রাপ্নোতি চ বাঙ্গত্যং॥ হোরাসু শস্তাসু শুভানি কুর্ব্বন্ত্যনিষ্টসংজ্ঞা স্বশুভানি চৈবং। মিশ্রাসু মিশ্রাণি দশাফলানি হোরাফলং লগ্নপতেঃ সমানং॥ সংজ্ঞাধ্যায়ে যস্য যদ্দ্রব্যমুক্তং কর্ম্মাজীবে যশ্চ-যস্যোপদিষ্টঃ। ভাবস্থানালোকযোগোদ্ভবঞ্চ তত্তৎ সর্ব্বং তস্য যোজ্যং দশায়াং॥ ছায়াং মহাভূতকৃতাঞ্চ সর্ব্বেঽভিব্যঞ্জয়ন্তি স্বদশামবাপ্য। ক্ষ্মগ্নিবায়্বম্বরজান্ গুণাংশ্চ নাসাস্যদৃক্‌ত্বক্-শ্রবণানুমেয়াৎ॥ শুভফলদদশায়াং তাদৃগেবাপ্তরাত্মা বহু জনয়তি পুংসাং সৌখ্যমর্থাগমঞ্চ। কথিতফলবিপাকে-স্তর্কয়েদ্বর্ত্তমানাং পরিণমতি ফলোক্তিঃ স্বপ্নচিন্তা স্ববীর্য্যৈঃ॥ একগ্রহস্য সদৃশে ফলয়োর্ব্বিরোধে নাশং বদেদ্যদধিকং পরিপচ্যতে তৎ। নাস্যো-গ্রহঃ সদৃশমন্যফলং হিনস্তি স্বাং স্বাং দশামুপগতাঃ স্বফলপ্রদাঃ স্যুঃ॥ ইতি বৃহজ্জাতকোক্ত-লাগ্নিকদশা ফলং।

অথান্তর্দ্দশাফলং। অথ রবের্দ্দশায়াং চন্দ্রস্যান্তর্দ্দশাফলং। শময়তি রিপু-প্রতাপ-মরোগিত্বং করোতি ধনলাভং। ভানুদশায়াং চন্দ্রে প্রবিশতি তন্নাস্তি যন্ন শুভং॥ অথ রবের্দ্দশায়াং মঙ্গলস্যান্তর্দ্দশাফলং। বিদ্রুমসুবর্ণমণয়ঃ সংগ্রামজয়প্রচণ্ডতা পুংসঃ। অসৃজোদশাপ্রবেশে সূর্য্যদশায়াং নৃপতিসৌখ্যং॥ অথ রবের্দ্দশায়াং বুধস্যান্তর্দ্দশাফলং। দদ্রুবিচর্চ্চিকাদ্যৈঃ পামাকুষ্ঠৈশ্চ গর্হিতশরীরঃ। তরণিদশায়াং বুধো প্রবিশতি যদাস্যাদরিবৃদ্ধিঃ॥ অথ রবের্দ্দশায়াং বৃহস্পতেরন্তর্দ্দশাফলং। ব্যসনৈর্ব্ব্যাধিভি-ররিভিঃ পাপৈশ্চ বিমুচ্যতে মহালক্ষ্ম্যা। অনুযাতি ধর্ম্মপদবীং জীবস্যান্তর্দ্দশাভানৌ॥ অথ রবের্দ্দশায়াং শুক্রস্যান্তর্দ্দশাফলং। শিরসো-রুগ্‌গলরোধঃ শ্বিত্রং সহসা জ্বরস্তথা শূলং। তপনদশায়াং শুক্রে দেশত্যাগোভবেদরিভিঃ॥ অথ রবের্দ্দশায়াং শনেরন্তর্দ্দশাফলং। আদিত্যস্য দশায়াং শনেরন্তর্দ্দশা প্রতাপয়তি। নৃপপরিভূতং দীনং বিপক্ষৈঃ সার্থেন সহ শক্তিং॥ ইতি রবে-রবের্দ্দশায়াং অন্তর্দ্দশাফলং॥ অথ চন্দ্রস্য দশায়াং রবেরন্তর্দ্দশা-ফলং। ক্ষয়রোগভয়ং সৌখ্যং নৃপতিপ্রভবং সদা মহাভিভবং। চন্দ্রদশায়াং পুংসো ভানুঃ কুরুতেঽর্থলাভঞ্চ॥ অথ চন্দ্রস্য দশায়াং মঙ্গলস্যান্তর্দ্দশাফলং॥ পিত্তাস্যবহ্নিভয়ং কোষভ্রংশং করোতি ভৌমদশা। চন্দ্রদশায়াঞ্চ ভয়ং স্বদোষণৈশ্চব চৌরৈশ্চ। অথ চন্দ্রস্য দশায়াং বুধস্যান্তর্দ্দশাফলং। চন্দ্রস্য দশায়াং জ্ঞদশা প্রবেশনে চিহ্নমুত্তমোলাভঃ। গজবাজিস্বজনানাং সংপ্রাপ্তিঃসৌখ্যমুত্তমঞ্চ॥ অথ চন্দ্রস্য দশায়াং বৃহস্পতেরন্তর্দ্দশাফলং। চন্দ্রদশায়াং সুরেজ্যদশা বহুধা করোতি বহুধনলাভং। যস্ত্রোপাত্তমযন্ত্রান্নপানালঙ্কার-বিবিধহস্ত্যশ্বং॥ অথ চন্দ্রস্য দশায়াং শুক্রস্যান্তর্দ্দশাফলং। তুহিনকরস্য দশায়াং প্রবিশত্যন্তর্দ্দশা যদা ক্ষুজিতঃ। জলযানহার ভূষণবহুপত্নীভিঃ সমাগমং লভতে॥ অথ চন্দ্রস্য দশায়াং শনেরন্তর্দ্দশাফলং। স্বজনায়াসবিয়োগজরোগাভিভবং তথা মহাব্যসনং। চন্দ্রদশায়াং সৌরিঃ করোতি নিঃসংশয়ং পুংসাং॥ ইতি চন্দ্রদশায়ামন্তর্দ্দশাফলং॥ অথ মঙ্গলস্য দশায়াং রবেরন্তর্দ্দশাফলং। চণ্ডং সাহসনিরতং নরেন্দ্র-সংগ্রাম-পূজিতং ধন্যং। বিবিধধনাগমযুক্তং ভৌমদশায়াং করোতি সূর্য্যঃ॥ অথ মঙ্গলস্য-দশায়াং চন্দ্রস্যান্তর্দ্দশাফলং। বিবিধ-ধনাগম-লাভং সৌখ্যং বহুমিত্ররত্নসংপ্রাপ্তিঃ। বক্রদশায়াং চন্দ্রঃ করোতি মুক্তামণিপ্রভৃতান্॥ অথ মঙ্গলস্য দশায়াং বুধস্যান্তর্দ্দশাফলং। দিশতি ভয়ং শত্রুভ্যো গজবাজিবিমোষণং রণে ভঙ্গং। বক্রদশায়াং সৌম্যঃ করোতি কর্ম্মাণি ন শুভানি॥ অথ মঙ্গলস্য দশায়াং বৃহস্পতেরন্তর্দ্দশাফলং। বক্রদশায়াং জীবে স্বচরিতকরণেন ভবতি মুনিধর্ম্মা। নৃপতিবিশুদ্ধচেতাঃ করোতি পুণ্যান্যনন্তানি॥ অথ মঙ্গলস্য দশায়াং শুক্রস্যান্তর্দ্দশাফলং। রুধিরদশায়াং শুক্রপ্রবেশনে ভবতি সঙ্গরভয়ার্ত্তঃ। ব্যাধিব্যসনায়াসৈর্ধনাপহারপ্রবাদৈশ্চ॥ অথ মঙ্গলস্য দশায়াং শনেরন্তর্দ্দশাফলং। ব্যসনানি ব্যসনানাং ভবন্ত্যপরিজনবিনাশঃ। বক্রদশায়াং রবিজে প্রবিশতি চান্তর্দ্দশায়ান্তু॥ ইতি মঙ্গলস্য দশায়ামন্তর্দ্দশাফলং। অথ বুধস্য দশায়াং রবেরন্তর্দ্দশাফলং। ইন্দুসুতস্য দশায়াং প্রবিশতি ভানুর্যদা তদা চিহ্নং। কনকাশ্ব-বিক্রম-গজান্ বিদধাতি শ্রেয়মকস্মাৎ॥ অথ বুধস্য দশায়াং চন্দ্রস্যান্তর্দ্দশাফলং। প্রবিশতি চন্দ্রদশা বুধস্য কণ্ডুং করোতি কুষ্ঠঞ্চ। ক্ষয়রোগমঙ্গভঙ্গং গজাদ্ভয়ং বাহনবিনাশনম॥ অথ বুধস্যদশায়াং মঙ্গলস্যান্তর্দ্দশা ফলং। মস্তকশূলবিষৈ-র্নানাক্লেশৈশ্চ যুজ্যতে জন্তুঃ॥ ইন্দুসুতস্য দশায়াং ভৌমস্যান্তর্দ্দশায়ান্তু॥ অথ বুধস্য দশায়াং বৃহস্পতে-রন্তর্দ্দশাফলং। রিপুরোগপাপমুক্তঃ পুণ্যানি করোতি ভূপতের্ম্মন্ত্রী। জীবে চরতি দশায়াং বুধস্য পুরুষো ভবেন্নিয়তম্॥ অথ বুধস্য দশায়াং শুক্রস্যান্তর্দ্দশাফলং। গুরুবিবুধাতিথিভক্তো বস্ত্রালঙ্কারগন্ধপুষ্পরুচিঃ। ইন্দুসুতস্য দশায়াং শুক্রস্যান্তর্দ্দশায়ান্তু॥ অথ বুধস্য দশায়াং শনেরন্তর্দ্দশাফলং॥ প্রচণ্ডসুখকামসেবী বিলুপ্তধর্ম্মার্থভোগসুখচেষ্টঃ। ভবতি নরোঽত্র দশায়াং বুধস্য মন্দো যদা চরতি॥ ইতি বুধস্য দশায়াং অন্তর্দ্দশাফলং। অথ বৃহস্পতের্দ্দশায়াং রবেরন্তর্দ্দশাফলং। রিপুভয়কলহৈর্ম্মুক্তঃ

প্রয়াতি গুরুতাং সদা নরেন্দ্রস্য। বিক্রমসাহসসৌখ্যো জীব দশায়াং রবৌ ভবতি॥ অথ বৃহস্পতের্দ্দশায়াং চন্দ্রস্যান্তর্দ্দশা ফলং। পত্নীসহস্রভর্ত্তা জিতরোগরিপুঃ পরোন্নতিং লভতে। প্রকটয়তি রাজচিহ্নং চন্দ্রদশা গুরুদশায়াং॥ অথ বৃহস্পতের্দ্দশায়াং মঙ্গলস্যান্তর্দ্দশাফলং। তীক্ষ্ণঃ পরপ্রতাপী শূরো রণলব্ধবিজয়কীর্ত্তিধনঃ। সৌখ্যমনন্তং লভতে জীবদশায়াং কুজে ভবতি॥ অথ বৃহস্পতের্দ্দশায়াং বুধস্যান্তর্দ্দশাফলং। ভবতি সুরেজ্যদশায়াং বুধে চ কুষ্ঠঞ্চ রাজপুত্রী চ। পদ্মাক্ষীনয়নানাং পুরুষব্যাধির্দশনরোগঃ॥ অথ বৃহস্পতের্দ্দশায়াং শুক্রস্যান্তর্দ্দশাফলং। রিপুধনবিনাশহৃষ্টৈরভিভূতো ব্রাহ্মণোপজীবী চ। জীবদশায়াং শুক্রঃ প্রবিশতি নিত্যং ভবেৎ পুরুষঃ॥ অথ বৃহস্পতের্দ্দশায়াং শনেরন্তর্দ্দশাফলং। সুরতদ্যূতব্যসনৈঃ কুৎসিতবৃত্তিঃ সুখেন হীনশ্চ। পুরুষো বিলুপ্তধর্ম্মা জীবদশায়াং শনৌ ভবতি॥ ইতি বৃহস্পতের্দ্দশায়া-মন্তর্দ্দশাফলং। অথ শুক্রস্য দশায়াং রবেরন্তর্দ্দশাফলং। গণ্ডোদরাক্ষিরোগৈশ্চ ক্ষিতিপতিতো বন্ধনাদিভিস্তপ্তঃ। শুক্রদশায়াং সূর্য্যে বিচরতি নূনং ভবেৎ পুরুষঃ॥ অথ শুক্রস্য দশায়াং চন্দ্রস্যান্তর্দ্দশাফলং। অন্তর্দ্দশায়াং সিতস্য শশিনোযদা ভবতি। গলদশনশিরোরোগঃ সম্ভবতি কাসলোব্যাধিঃ॥ অথ শুক্রস্য দশায়াং মঙ্গলস্যান্তর্দ্দশাফলং। পিত্তাসৃক্‌কফরোগৌ ভৃত্যাগঃ সংশয়ো নৃপতেশ্চ। শুক্রদশায়াং ভৌমে মন্দোৎসাহঃ পুমান্ জয়তি॥ অথ শুক্রস্য দশায়াং বুধস্যান্তর্দশাফলং। শুক্রদশায়াং পুংসো বুধস্যান্তর্দ্দশা যদা ভবতি। ভবতি তদা ধনবৃদ্ধিঃ সৌখ্যঞ্চ মনোরথাভিগতং॥ অথ শুক্রস্য দশায়াং বৃহস্পতেরন্তর্দ্দশাফলং। ভৃগোর্দ্দশায়ামন্তর্দ্দশা গুরোর্ধনী ন সম্প্রাপ্তিঃ। বিদধাতি বিষয়রাজ্যং পুংসাং ধনমুন্নতিং সৌখ্যং॥ অথ শুক্রস্য দশায়াং শনেরন্তর্দ্দশাফলং। বৃদ্ধস্ত্রীভিঃ ক্রীড়াং পুরনগরাধিপত্যমবিশেষং। শুক্রদশায়াং শৌরিঃ করোতি বহুমিত্রসংযোগং॥ ইতি শুক্রস্য দশায়ামন্তর্দশাফলং॥ অথ শনের্দ্দশায়াং রবেরন্তর্দ্দশাফলং। ধনপুত্রদারনাশং ভয়মতুলং বিদধাতি পুরুষস্য। রবিপুত্রস্য দশায়াং সূর্য্যস্য দশা ন সন্দেহঃ॥ অথ শনের্দ্দশায়াং চন্দ্রস্যান্তর্দ্দশাফলং। স্ত্রীমরণং হরণঞ্চ বন্ধুবিয়োগং পুনঃ পুনঃ কলহং। অন্তর্দ্দশা চ দশায়াং শনেঃ শশাঙ্কস্য বিদধাতি॥ অথ শনের্দ্দশায়াং মঙ্গলস্যান্তর্দ্দশাফলং। দেশভ্রংশং ব্যাধিং দুঃখানি করোত্যনেকরূপাণি। রবিজস্যান্তর্দ্দশায়াং মহীসুতঃ কল্যোত্যেবং॥ অথ শনের্দ্দশায়াং বুধস্যান্তর্দ্দশাফলং। সৌভাগ্যসৌখ্যদ্বিজয়প্রবোধ-সৎকার-মানধনলাভং। সৌরিদশায়াং সৌম্যো বিদধাত্যুদ্দশাং প্রাপ্তঃ॥ অথ শনের্দ্দশায়াং বৃহস্পতেরন্তর্দ্দশাফলং। অনুযাতি শিষ্টপদবীং গ্রামাদিসৌখ্যকলত্রসম্পন্নঃ। রবিতনয়স্য দশায়াং প্রবিশতি জীবে ভবেৎ পুরুষঃ॥ অথ শনের্দ্দশায়াং শুক্রস্যান্তর্দ্দশাফলং। বর্দ্ধয়তি মিত্রপক্ষং ভিনত্তি শোকান্ যশঃ প্রকাশয়তি। সৌরিদশায়াং শুক্রঃ পত্নীধনবিষয়লাভকরঃ॥ ইতি শনের্দ্দশায়ামন্তর্দ্দশাফলং। অন্তর্দশা শুভায়াং মূলদশায়াং শুভা যদা ভবতি। ভবতি তদা সৌখ্যং বহুধনলব্ধিরতীব পুরুষাণাং॥ দশাপতেঃ শুভায়ামন্তর্দ্দশাপি যদি শুভা তদাতীব শুভফলং। মিশ্রে মিশ্রমশুভায়ামশুভা চেত্তদাতীবাশুভং। ইতি নাগ্নিকদশান্তর্দ্দশাফলং।

অথ অন্তর্দ্দশারিষ্টং। ক্রূরদশায়াং ক্রূরঃ প্রবিশ্য চান্তর্দ্দশাং যদা কুরুতে। পুংসাং স্যাৎ সন্দেহস্তদা বিয়োগ এব মহান্। রবিতনয়দশায়াং ক্ষিতিজস্যান্তর্দ্দশা যদা ভবতি। বহুকালজীবিনামপি মরণং নিঃসংশয়ং কুরুতে॥ ক্রূররাশৌ স্থিতঃ পাপঃ ষষ্ঠে বা নিধনে তথা। তৎস্থিতেনারিণা দৃষ্টঃ স্বপাকে মৃত্যুদোগ্রহঃ॥ বিলগ্নাধিপতেঃ শত্রুর্লগ্নস্যান্তর্দ্দশাং গতঃ। করোত্যকস্মান্মরণং সত্যাচার্য্যঃ প্রভাষতে॥ অষ্টমেন্দোর্দ্দশা মৃত্যুর্বন্ধমস্তমিতস্য চ। শুভস্য বক্রিণোরাজ্যং পাপস্য ব্যসনাটনে॥ অঙ্গপ্রত্যঙ্গানাং ছেদং বিদধাতি ষষ্ঠশত্রুদশা। দ্যূনারিদশাকোণং পঙ্গুত্বং নিধনারিদশা শিরশ্ছেদং॥ অথ রিষ্টভঙ্গঃ। প্রবেশে বলবান্ খেটঃ শুভৈর্ব্বা সন্নিরীক্ষিতঃ। সৌম্যাদিমিত্রবর্গস্থো মৃত্যবে ন ভবেত্তদা॥ অথ গ্রহাণাং পাকবিচারঃ। পাকং দ্বাদশধা বদন্তি যবনা দিগ্‌ভেদভিন্নাস্তথা মাণিথাঃ খলুবাদরায়ণমুনিস্তঞ্চাষ্টধা প্রোক্তবান্। ষড়্‌ভেদং কিল সিদ্ধসেনবিবুধস্তং দেবলাদ্যাঃ পুনর্ভেদৈরব্ধিমিতৈরুদারধিষণঃ শ্রীবিষ্ণুগুপ্তস্ত্রিভিঃ॥ পাকং দ্বিভেদং পুনরাহ সত্যস্তচ্ছাস্ত্রদৃষ্ট্যা কথয়াম্যথাতঃ॥ নৈসর্গিকঃ স্যাৎ প্রথমোঽত্র ভেদো দশাক্রমাখ্যস্তু ততো দ্বিতীয়ঃ। অন্তর্দ্দশাখ্যঃ কথিতস্তৃতীয়ঃ প্রোক্তশ্চতুর্থো বিদশাভিধানঃ॥ উদাসিসংজ্ঞঃ খলু পঞ্চমঃ স্যাৎ ষষ্ঠস্তথা ভাবফলাখ্যভেদঃ। যোগাভিধঃ স্যাদিহ সপ্তমোঽপি তত্রাষ্টমো দৃষ্টিফলাহ্বয়শ্চ॥ প্রোক্তোঽষ্টবর্গো নবমো মুনীন্দ্রৈর্হোরাদিবর্গো দশমো গ্রহাণাং। প্রত্যব্দমাস-দ্যুনিশাফলৈঃ স্যাদেকাদেশো ভোজনমৈথুনাদ্যঃ। সদ্বাদশঃ সত্ত্বশরীরধাতুরূপপ্রভেদো গদিতোঽত্র তজ্জ্ঞৈঃ॥ *

* ইহার বঙ্গানুবাদ ফলিতজ্যোতিষের তৃতীয়খণ্ড পাঠে জানিতে পারিবেন।

মেষমঙ্গারকক্ষেত্রং * বৃষং শুক্রস্য কীর্ত্তিতং। মিথুনস্য বুধোজ্ঞেয়ঃ সোমঃ কর্কটকস্য চ ॥ ৮ ॥ সূর্য্যক্ষেত্রং ভবেৎ সিংহঃ কন্যাক্ষেত্রং বুধস্য চ। ভার্গবস্য তুলা ক্ষেত্রং বৃশ্চিকোঽঙ্গারকস্য চ ॥ ৯ ॥ ধনুঃ সুরগুরোশ্চৈব শনের্ম্মকরকুম্ভকৌ। মীনঃ সুরগুরোশ্চৈব গ্রহক্ষেত্রং প্রকীর্ত্তিতং ॥ ১০ ॥

মেষ রাশি মঙ্গলের ক্ষেত্র, বৃষ রাশি শুক্রের ক্ষেত্র, মিথুন বুধের, কর্কট চন্দ্রের, সিংহ রবির, কন্যা বুধের, তুলা শুক্রের, বৃশ্চিক মঙ্গলের, ধনুঃ বৃহস্পতির, মকর ও কুম্ভ শনির ও মীনরাশি বৃহস্পতির ক্ষেত্র হয়। ৮—১০
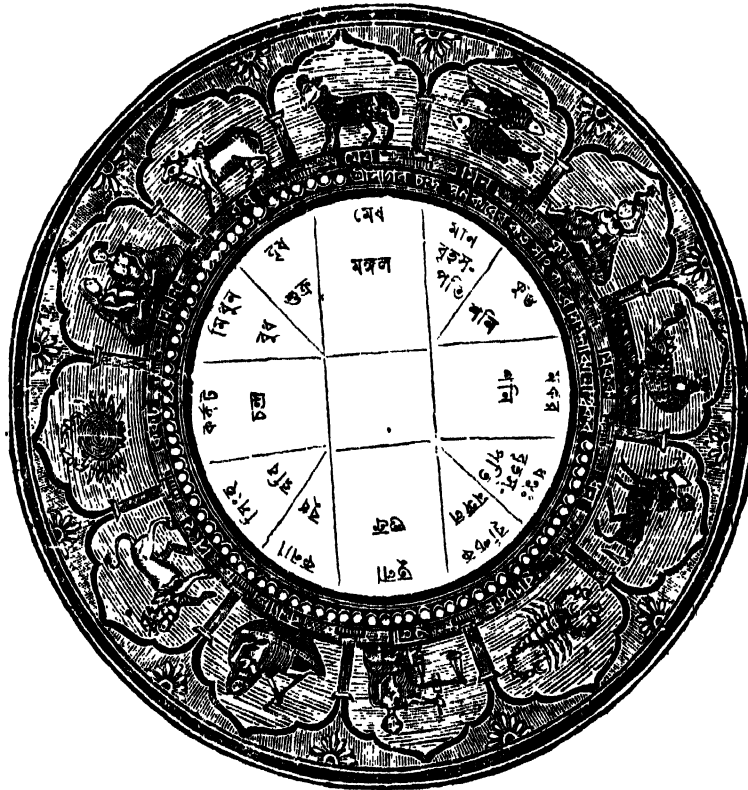
* এ স্থলে রাশিদিগের অধিপতির নামমাত্রের উল্লেখ দেখাযাইতেছে, কিন্তু রাশি ও গ্রহের স্বরূপ, সংজ্ঞা ও তাহাদিগের অংশ দ্রেক্কাণ আদি ষড়বর্গ লিখিত হয় নাই; এজন্য ঐ সকল বিষয় পাঠক বর্গের অবগতির জন্য আমার প্রকাশিত ফলিতজ্যোতিষের প্রথম ও তৃতীয়খণ্ডহইতে উদ্ধৃত করিলাম। বাহুল্যভয়ে এস্থলে অনুবাদ দেওয়া হইল না, অতএব পাঠকবর্গের প্রয়োজন হইলে ফলিতজ্যোতিষ দৃষ্টিকরিবেন। ঐসকলরাশিদিগের সংজ্ঞার উপপত্তি, অর্থাৎ ঐ রূপ নামকরণের কারণ জানিতে হইলে আমার প্রকাশিত "Extracts from Works on Astrologyর" প্রথম খণ্ড দৃষ্টি করিবেন।

অথ রাশ্যাদিনির্ণয়ঃ। অত্রাদৌ রাশিনামান্যাহ।—মেষো-বৃষোঽথ মিথুনং কর্কটঃ সিংহ এবচ। কন্যা তুলা বৃশ্চিকশ্চ ধনুর্মকর এব চ ॥ কুম্ভো মীনশ্চ বিজ্ঞেয়া রাশয়ো দ্বাদশৈব তে ॥ অথ রাশীনাং বিভাগমাহ। সপাদদ্বয়নক্ষত্রৈ-রশ্বিন্যাদিভিরেবচ। রাশয়ঃ কথিতা হ্যেতে মেষাদি দ্বাদশ ক্রমাৎ ॥ যথা—অশ্বিন্যা সহ ভরণী কৃত্তিকাপাদশ্চ কীর্ত্তিতো মেষঃ। বৃষভঃ কৃত্তিকাশেষং রোহিণ্যর্দ্ধঞ্চ মৃগশিরসঃ ॥ মৃগশিরসোঽর্দ্ধং চার্দ্রা পুনর্ব্বসোস্ত্রি-পাদং মিথুনং। পাদঃ পুনর্ব্বসোরন্ত্যঃ পুষ্যোঽশ্লেষা চ কর্কটঃ সিংহোঽথ মঘা পূর্ব্বফল্গুণী পাদ উত্তরায়াঃ। তচ্ছেষং হস্তা চিত্রার্দ্ধঞ্চ কন্যকাখ্যঃ ॥ তৌলিনি চিত্রার্দ্ধং স্বাতী বিশাখায়াঃ পাদত্রয়ং। অলিনি বিশাখা পাদস্তথানুরাধান্বিতা জ্যেষ্ঠা ॥ মূলং পূর্ব্বষাঢ়া প্রথমশ্চাপ্যুত্তরাংশকো ধন্বী। মকরস্তৎ পরিশেষং শ্রবণা চার্দ্ধং ধনিষ্ঠায়াঃ ॥ ধনিষ্ঠার্দ্ধং শতভিষা পূর্ব্ব-ভাদ্রপদপাদত্রয়ং কুম্ভঃ। পূর্ব্বভাদ্রপদাশেষস্তথোত্তরা রেবতী মীনঃ ॥ মেষাদীনাং বিশেষনামকথনং। ক্রিয়-তাবুরি জিতুম কুলীর-লেয়-পাথেয় যুককৌর্পাখ্যাঃ। তৌক্ষিক আকোকেরো-

হৃদ্রোগশ্চান্ত্যভং চেথং॥ রাশ্যধিষ্ঠাতৃদেবতাকথনং। মৎস্যৌ ঘটী নৃমিথুনং সগদং সবীণং চাপী নরোঽশ্বজঘনো মকরো-মৃগাস্যঃ। 'তৌলী সশস্যদহনা প্লবগা চ কন্যা শেষাঃ স্বনাম সদৃশাঃ খচরাশ্চ সর্ব্বে॥ রাশিস্বরূপমাহ। মেষাকারোহি মেষস্তু বৃষাকারো বৃষস্তথা। বীণাগদাভৃন্মিথুনং কর্কটঃ কর্কটাকৃতিঃ॥ সিংহঃ সিংহঃ সশস্যাগ্নির্মৌস্থা কন্যা প্রকীর্ত্তিতা। তুলা তুলাবান্ পুরুষো বৃশ্চিকো বৃশ্চিকাকৃতিঃ॥ ধনুর্ধর্ব্যশ্বজঘনো মৃগাস্যো মকরস্তথা। কুম্ভধারী পুমান্ কুম্ভো মীনো মীনদ্বয়াকৃতিঃ॥

মেষস্য।—পুমাংশ্চরোগ্নিঃ সুদৃঢ়শ্চতুষ্পাদ্রক্তোষ্ণপিত্তোঽতি-রবোদ্রিরুগ্রঃ। পীতোদিনং প্রাগ্বিষ-মোদয়োঽল্পঃ সঙ্গপ্রজোরূক্ষনৃপঃ সমোজঃ॥

অন্যচ্চ—আদ্যঃ স্মৃতো মেষ-সমানমূর্ত্তিঃ কালস্য মূর্দ্ধা গদিতঃ পুরাণৈঃ। সোজাবিকাসঞ্চরকন্দরা-দ্রিস্তেনাগ্নিধাত্বাকররত্নভূমিঃ॥

'বৃষস্য।—বৃষঃ স্থিরঃ স্ত্রী ক্ষিতিশীতরুক্ষো যাম্যেট্ স্বভূর্বায়ু-নিশাচতুষ্পাৎ। শ্বেতোঽতিশব্দো-বিষমোদয়শ্চ মধ্যপ্রজাসঙ্গশুভোঽপি বৈশ্যঃ॥

অন্যচ্চ—বৃষাকৃতিস্তু প্রথিতো-দ্বিতীয়ঃ সবক্ত্রকণ্ঠায়তনং বিধাতুঃ।' বনাদ্রিসানুদ্বিপগোকুলানাং কৃষীবলানামধিবাসভূমিঃ॥

মিথুনস্য।—প্রত্যক্ সমীরঃ শুকভা দ্বিপন্না দ্বন্দ্বংদ্বিমূর্ত্তির্বিষ-মোদয়োষ্ণঃ। মধ্যপ্রজাসঙ্গবনস্থ-শূদ্রো দীর্ঘস্বনঃ স্নিগ্ধদিনেট্ তথোগ্রঃ॥

অন্যচ্চ।—বীণাগদাভৃন্মিথুনং তৃতীয়ঃ প্রজাপতেঃ স্কন্ধভুজাংশ-দেশঃ। প্রনর্ত্তকোগায়নশিল্পকর্ত্রী ক্রীড়া রতি দ্যূত বিহারভূমিঃ॥

কর্কটস্য।—বহুপ্রজাসঙ্গপদঃ কুলীরশ্চরোঽঙ্গনাপাটলহীন-শব্দঃ। শুভঃ কফী স্নিগ্ধজলাম্বু-চারী সমোদয়ো বিপ্র নিশোত্তরেশঃ॥
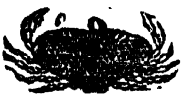
অন্যচ্চ।—কর্কঃ কুলীরাকৃতিরম্বু-সংস্থো-বক্ষঃপ্রদেশে বিহিতশ্চ ধাতুঃ কেদার-বাপী-পুলিনানি তস্য দেবাঙ্গনা-রম্য-বিহারভূমিঃ॥

সিংহস্য।—পুমান্ স্থিরোঽগ্নির্দিনপীতরূক্ষঃ পিত্তোষ্ণপূর্ব্বেশ-দৃঢ়শ্চতুষ্পাৎ। সমোদয়ো দীর্ঘ-রবোঽল্পসঙ্গপ্রজোহরিঃ শৈলনৃপো-গ্রধূম্রঃ॥

অন্যচ্চ।—সিংহশ্চ শৈলেট্ হৃদয়-প্রদেশং প্রজাপতেঃ পঞ্চমমাহু-রাদ্যাঃ। তস্যাটবী দুর্গগুহা-বনাদ্রিব্যাধাবনী-দুর্গবন-প্রদেশঃ

কন্যায়াঃ।—পাণ্ডুর্দ্বিপাৎ স্ত্রীদ্বিতনুর্যমাশা নিশামরুৎ শীত-সমোদয়ক্ষ্মা। কন্যার্দ্ধশব্দা শুভ-ভূমিবৈশ্যা রূক্ষাল্পসঙ্গপ্রসবা শুভা চ॥

অন্যচ্চ।—প্রদীপিকাং গৃহ্য-করেণ কন্যা নৌস্থা জলে ষষ্ঠমিতি ব্রুবন্তী। কলার্থধীরা জঠরং বিধাতুঃ সশাদ্বলা স্ত্রী রতিশিল্পভূমিঃ॥

তুলায়াঃ।—পুমাংশ্চরশ্চিত্রসমোদয়োষ্ণঃ প্রত্যঙ্মরুৎস্নিগ্ধ-রবো ন বন্যঃ। স্বল্পপ্রজাসঙ্গম-শূদ্র উগ্রস্তুলোদ্যবীর্য্যো দ্বিপদঃ সমানঃ॥

অন্যচ্চ।—বীথ্যাং তুলাপণ্য-ধরোমনুষ্যঃ স্থিতঃ সনাভীকটিবস্তি দেশে। শুক্লার্থবীথ্যাপণপট্টনাধ্ব সার্থাধিবাসোন্নতশস্যভূমিঃ॥

বৃশ্চিকস্য।—স্থিরঃ সিতঃ স্ত্রী জলমুত্তরেশোঃ নিশারবো নো বহুপাৎ কফী চ। সমোদয়ো বারি-চরোঽতিসঙ্গপ্রজঃ শুভঃ স্নিগ্ধতনুর্দ্বি-জোঽলিঃ॥

অন্যচ্চ।—খভ্রোষ্টমোবৃশ্চিক বিগ্রহস্তু প্রোক্তঃ প্রভোর্মেঢ্রগুদপ্রদেশে। গুহাবিলশ্বভ্রবিষাশ্মগুপ্তির্বল্মীক-কীটাজগরাহিভূমিঃ॥

ধনুষঃ।—না স্বর্ণভাঃ শৈলসমোদয়োঽতিশব্দোদিনং প্রাগ্ দৃঢ় রূক্ষপীতঃ। রাজোষ্ণপিত্তো ধনু-রল্পস্তুতিসঙ্গোদ্বিমূর্ত্তির্দ্বিপদোঽগ্নি-রুগ্রঃ॥

অন্যচ্চ।—ধন্বী মনুষ্যোহয়-পশ্চিমার্দ্ধস্তমাহুরূরুভুবনপ্রণেতুঃ। সমস্থিত-ব্যস্ত-সমস্ত-বাজী শূরাস্ত্র-ভৃদ্যজ্ঞরথাশ্বভূমিঃ॥

মকরস্ত।—মৃগশ্চরঃ স্বার্দ্ধরবো-যমাশা স্ত্রী পিঙ্গরুক্ষঃ শুভ-
ভূমিশীতঃ। স্বল্পপ্রজাসঙ্গসমীর-
স্বাত্রিরাদৌ চতুষ্পাদ্বিষমোদয়ো-বিট্॥
অন্যচ্চ।—মৃগার্দ্ধপূর্ব্বোমকরো-
ঽম্বুগার্দ্ধো জানুপ্রদেশং তমুশস্তি
ধাতুঃ। নদীবনারণ্যসরস্তনূপশ্বভ্রা-
ধিবাসো-দশমঃ প্রদিষ্টঃ॥

কুম্ভস্য।—কুম্ভোঽপদো-না দিনমধ্যসঙ্গপ্রসূঃ স্থিরঃ কর্ব্বুর-
বন্যবায়ুঃ। স্নিগ্ধোঝ্ঝখণ্ডস্বরতুল্য-
ধাতুঃ শূদ্রঃ প্রতীচী বিষমো-
দয়োগ্রঃ॥
অন্যচ্চ।—স্কন্ধেঽতিরিক্তঃ পুরুষস্ত
কুম্ভো-জজ্ঞে তমেকাদশমাহুরাদ্যাঃ।
উষ্ণোদকাধারকুজস্য পক্ষিস্ত্রীশৌ-
ণ্ডিকদ্যূত-নিবাস-ভূমিঃ॥
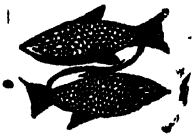
মীনস্ত।—মীনোঽপদঃ স্ত্রী কফবারি রাত্রি-র্নিঃশব্দবভ্রু-
দ্বিতন্মূর্দ্ধলস্থঃ। স্নিগ্ধোঽতিসঙ্গ-
প্রসবোঽপি বিপ্রঃ শুভোত্তরাশেট্
বিষমোদয়শ্চ॥
অন্যচ্চ।—জলে তু মীনদ্বয়মৎস্য-
রাশিঃ কালস্ত পাদৌ বিহিতৌ
বরিষ্ঠৌ। স পূণ্যদেবদ্বিজতীর্থ-
ভূমির্নদীসমুদ্রাম্বুধরাধিবাসঃ॥

রাশীনাং মিত্রামিত্রকথনং। ধরাম্বুনোরগ্নিসমীরয়োশ্চ বর্গে
সুহৃত্বং পরতোঽরিভাবঃ। চাপান্ত্যভাগস্ত চতুষ্পদত্বং জ্ঞেয়ং মৃগা-
স্ত্যস্ত জলেচরত্বং॥ অথ রাশীনামোজযুগ্মাদিসংজ্ঞা। ওজো-
ঽপ যুগ্মং পুরুষোঽঙ্গনা চ ক্রূরোঽথ সৌম্যো-বিষমঃ সমশ্চ। চর-
স্থিরদ্ব্যাত্মক-সংজ্ঞকাঃ স্যুঃ ক্রমেণ মেষাদিক-রাশয়োঽমী॥
পুণ্যাদিবিবেকঃ। পুণ্যশ্চ পুষ্করশ্চৈব আধানাখ্যস্তথৈবচ। শ্রুত্যা
যুক্তা ভবন্ত্যেতে নিত্যং দ্বাদশ রাশয়ঃ॥ দ্বিপদ-চতুষ্পদ-রাশি-
কথনং। মিথুনতুলাঘটকন্যা দ্বিপদাখ্যাশ্চাপপূর্ব্বভাগশ্চ।
মৃগধনুরাদ্যন্তার্দ্ধে বৃষাজসিংহা-শ্চতুশ্চরণাঃ॥ কীটসরীসৃপরাশি-
কথনং। কর্কটবৃশ্চিকমীনা-মকরান্ত্যার্দ্ধঞ্চ কীটসংজ্ঞাঃ স্যুঃ।
বৃশ্চিকরাশির্মুনিভিঃ সরীসৃপত্বেন নির্দ্দিষ্টঃ॥ রাশীনাং বশ্যাবশ্য-
কথনং। দ্বিপদবশগাঃ সর্ব্বে সিংহং বিহায় চতুষ্পদাঃ। সলিল-
নিলয়া ভক্ষ্যা-বশ্যাঃ-সরীসৃপজাতয়ঃ॥ মৃগপতিবশে তিষ্ঠন্ত্যেতে
বিহায় সরীসৃপান্। অকথিতগৃহেষূহ্যং বশ্যং জনব্যবহারতঃ॥
গ্রামারণ্যজলজরাশিকথনং। গ্রাম্যা-মিথুনতুলাস্ত্রীচাপালিঘটা-
নিশাসু বৃষমেষৌ। মকরাদিমার্দ্ধসিংহৌ বন্যৌ দিবসেঽজ-
বৃষভৌ চ জলজৌ কর্কটমীনৌ মকরান্ত্যার্দ্ধঞ্চ॥ শিবমতে
কুম্ভঃ। রাশীনাং হ্রস্বদীর্ঘকথনং। হ্রস্বাস্তিমিগোঽবিঘটা-মিথুন-
ধনুঃকর্কিমৃগমুখাশ্চ সমাঃ। বৃশ্চিককন্যামৃগপতিবণিজোদীর্ঘাঃ
সমাখ্যাতাঃ॥ দিগধিপলগ্নকথনং। প্রাগাদিককুভাং নাথা-
যথাসংখ্যং প্রদক্ষিণং। মেষাদ্যা-রাশয়ো-জ্ঞেয়াস্ত্রিরাবৃত্তিপরি-
ভ্রমাৎ॥ অন্যচ্চ।—মেষসিংহো-ধনুশ্চৈব ত্রয়ঃ পূর্ব্বদিগীশ্বরাঃ।
বৃষকন্যামৃগাশ্চৈব ত্রয়াণাং দক্ষিণেশ্বরাঃ॥ যুগ্মযুকঘটাশ্চৈতে
রাশয়ঃ পশ্চিমাধিপাঃ। উত্তরাদিগধীশাস্ত মীনকর্কটবৃশ্চিকাঃ॥
নিশাদিসংজ্ঞাকথনং। অজো-গোপতিযুগ্মঞ্চ কর্কিধম্বিমৃগাস্তথা।
নিশাসংজ্ঞাঃ স্মৃতাশ্চৈতে শেষাশ্চান্যে দিনাত্মকাঃ॥ নিশাসংজ্ঞা-
বিমিথুনাঃ স্মৃতাঃ পৃষ্ঠোদয়াস্তথা। শেষাঃ শীর্ষোদয়া-হেন্তে
মীনশ্চোভয়সংজ্ঞকঃ। অথ রাশীনাং বর্ণমাহ। মেষোঽরুণোবৃষঃ
শুক্লো-মিথুনং হরিতস্তথা। কর্কটঃ পাটলঃ সিংহঃ পাণ্ডুরঃ পরি-
কীর্ত্তিতঃ॥ বিচিত্রা কন্যকা প্রোক্তা তৌলী কৃষ্ণস্তথৈব চ।
পিষঙ্গো-বৃশ্চিকশ্চৈব পিঙ্গলঃ কার্ম্মুকস্তথা॥ মকরঃ কর্ব্বুরঃ
কুম্ভোবভ্রুকোমলিনোরুচঃ॥ অন্যচ্চ দীপিকায়াং। অরুণসিত-
হরিতপাটলপাণ্ডুরবিচিত্রাঃ সিতেতরপিষঙ্গৌ। পিঙ্গলকর্ব্বুর-
বভ্রুমলিনা-রুচয়োযথাসংখ্যং॥ পৃষ্ঠোদয়াদিসংজ্ঞামাহ। মেষো-
বৃষঃ কর্কটশ্চ ধনুর্মকর-এব চ। পৃষ্ঠোদয়া শ্চ তে বৈতে মীনশ্চাপি
তথৈব চ॥ মিথুনং কেশরী কন্যা তুলাবৃশ্চিকভস্তথা। কুম্ভো-
ঽথ মীন এবৈতে সপ্তশীর্ষোদয়াঃ স্মৃতাঃ॥ এষাং মধ্যে বর্জ্জিত-
পাপক্ষেত্রে মিথুনতুলাকন্যালিমীনাঃ শুভক্ষেত্রাণি। অথোচ্চ-
নীচস্থানান্যাহ দীপিকায়াং। সূর্য্যাদ্যুচ্চান্ ক্রিয়বৃষমৃগস্ত্রীকুলী-
রান্ত্যযূকে। দিগ্বহ্নীন্দ্রদ্বয়তিথিশরান্ সপ্তবিংশাংশ্চ বিংশান্॥
অংশানেতান্ বদতি যবনশ্চান্ত্যতুঙ্গান্ সুতুঙ্গান্। তানেবাংশা-
ন্মদনভবনেষ্বাহ নীচান্ সুনীচান্॥ অন্যচ্চ।—রবের্মেষতুলে
প্রোক্তে চন্দ্রস্য বৃষবৃশ্চিকৌ। ভৌমস্য মৃগকর্কৌ চ কন্যামীনৌ
বুধস্য চ। জীবস্য কর্কিমকরৌ মীনকন্যৌ সিতস্য তু। তুলামেষৌ চ
মন্দস্য উচ্চনীচে উদাহৃতে। অথ মূলত্রিকোণস্থানান্যাহ।
সিংহগোমেষবনিতাধন্বুর্যূকঘটাস্তথা। মূলত্রিকোণভবনান্যাহুঃ
সূর্য্যাদিতঃ ক্রমাৎ॥ অন্যচ্চ।—সিংহো-বৃষশ্চ মেষশ্চ কন্যা
ধন্বী ধটো-ঘটঃ। অর্কাদীনাং ত্রিকোণানি মূলানি রাশয়ঃ
ক্রমাৎ॥ অথ কালপুরুষস্যাঙ্গ-বিভাগমাহ। মেষঃ শিরো-

বৃষোবক্ত্রং মিথুনং বাহুযুগ্মকং। কর্কটো-হৃদয়ঞ্চৈব সিংহস্তূদরমেব চ ॥ কন্যা কটিস্থলা বস্তির্ধ্বিশ্চকো গুহ্যমেব চ। ধনুরূরূ মৃগো জানু কুম্ভো জঙ্ঘে প্রকীর্ত্তিতে ॥ মীনঃ পাদদ্বয়ঞ্চৈব কালাঙ্গানি যথাক্রমাৎ ॥ রাশীনাং স্থানবলমাহ।

কেন্দ্রস্থান্ প্রবলান্ রাশীন্ মধ্যান্ পনফরাশ্রিতান্। আপোক্লিমদ্বয়ঞ্চৈব কালাঙ্গানি যথাক্রমাৎ ॥ রাশীনাং স্থানবলমাহ। আপোক্লিমগতান্ গার্গিঃ সর্ব্বান্ হীনবলান্ বদেৎ॥ অথ রাশীনাং বর্ণকথনং। কর্কিমীনালয়োবিপ্রাঃ ক্ষত্রাঃ সিংহতুলাধনুঃ। বৈশ্যাঃ কুম্ভাজযুগ্মাখ্যাঃ শূদ্রা বৃষমৃগাঙ্গনাঃ ॥

অথ ষড়্‌বর্গকথনং। ক্ষেত্রং হোরাথ দ্রেক্কাণো নবাংশো-দ্বাদশাংশকঃ। ত্রিংশাংশকশ্চ ষড়বর্গস্ত্যাদিপ্রাপ্ত্যা ফলপ্রদাঃ॥ অথ ক্ষেত্রং কুজশুক্রবুধেন্দ্বর্ক-সৌম্য-শুক্রাবনীভুবাং। জীবার্কিভানুজেজ্যানাং ক্ষেত্রাণি স্যুরজাদয়ঃ॥ হোরামাহ। বিষমর্ক্ষেষু চ প্রথমাহোরাঃ স্যুশ্চগুরোশ্চিয়ঃ। দ্বিতীয়া শশিনো যুক্তু ব্যত্যয়াদগণয়েৎ সদা ॥ অন্যচ্চ।—হোরে বিষমেঽর্কেন্দ্বোঃ সমরাশৌ চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ক্রমশঃ॥ অথ দ্রেক্কাণকথনং। দ্রেক্কাণাঃ প্রথমপঞ্চমনবমানাং। অন্যচ্চ।—স্বপঞ্চনবমানাং যে রাশীনামধিপাগ্রহাঃ। তে দ্রেক্কাণাধিপাজ্ঞেয়া দ্রেক্কাণাস্ত্রয় এব হি॥ অথ নবাংশকথনং যথা দীপিকায়াং—চরাণাং স্বত্রিকোণানাং তচ্চরাদ্যা নবাংশকাঃ। রাশীনাং স্বনবাংশোযঃ স-বর্গোত্তমসংজ্ঞকঃ॥ অন্যচ্চ।—মেষকর্কশরচাপানাং মেষাদ্যস্তু নবাংশকাঃ। বৃষকন্যামৃগাণাঞ্চ মকরাদ্যা নবাংশকাঃ। তুলামিথুনকুম্ভানাং তুলাদ্যাঃ সমুদাহৃতাঃ। কর্কিবৃশ্চিকমীনানাং কর্কটাদ্যা নবাংশকাঃ॥ অথ দ্বাদশাংশকথনং। স্বগৃহদ্বাদশভাগাঃ স্যুঃ। অথ ত্রিংশাংশকথনং। কুজযমজীবজ্ঞসিতাঃ পঞ্চেন্দ্রিয়বসুমুনীন্দ্রিয়াংশানাং। বিষমেষু সমর্ক্ষেষুৎক্রমতস্ত্রিংশাংশকাঃ কল্প্যাঃ। কুজার্কিগুরুসৌম্যানাং ভাগাঃ শুক্রস্য চ ক্রমাৎ। পঞ্চপঞ্চাষ্টসপ্তেষু জ্ঞেয়মোজঃসু রাশিষু। ত্রিংশাংশা ব্যত্যয়াদেতে যুগ্মরাশিষু কীর্ত্তিতাঃ।*

অথ গ্রহাদিনির্ণয়ঃ তত্রাদৌ গ্রহনামান্যাহ। সূর্য্যশ্চন্দ্রো-মঙ্গলশ্চ বুধশ্চাপি বৃহস্পতিঃ॥ শুক্রঃ শনৈশ্চরো-রাহুঃ কেতুশ্চাপি নবগ্রহাঃ॥ অথ গ্রহাণাং বিশেষসংজ্ঞামাহ॥ বৃহজ্জাতকে—হেলিঃ সূর্য্যশ্চন্দ্রমাঃ শীতরশ্মি র্হেম্না বিজ্ঞো বোধনশ্চেন্দুপুত্রঃ। আরোবক্রঃ ক্রূরদৃক্ চাবনেয়ঃ কোণোমন্দঃ সূর্য্যপুত্রোঽসিতশ্চ। জীবোঽঙ্গিরাঃ সুরগুরু-র্বচসাং পতীজ্যো শুক্রোভৃগু-র্ভৃগুসুতঃ সিত আস্ফুজিশ্চ॥ রাহুস্তমোঽগুরুসুরশ্চ শিখী চ কেতুঃ। পর্য্যায়মন্যমুপলভ্য বদেচ্চ লোকাৎ॥ অথ গ্রহাণাং পাপসৌম্যকথনং। অর্দ্ধোনেন্দ্বারমন্দার্কাঃ পাপাস্তৎসংযুতোবুধঃ। রাহুকেতু সদা পাপৌ শেষাঃ সর্ব্বে শুভাবহাঃ। অন্যচ্চ—দীপিকায়াং। অর্দ্ধোনেন্দ্বর্কসৌরারাঃ পাপাস্তৈর্যুতোঽপরে। শুভাঃ পাপৌ তমঃকেতূ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোদিতৌ॥ অথ গ্রহাণাং কালাঙ্গত্বং নৃপাদিসংজ্ঞাঞ্চাহ। কালাত্মা রবিরিন্দুরেব হৃদয়ং শৌর্য্যং মহীজো-বুধো বাক্যং জ্ঞানসুখে গুরু র্ভৃগুসুতঃ কামস্ত দুঃখং শনিঃ। রাজানৌ শশিভাস্করৌ ধরণিজঃ সেনাপতিশ্চন্দ্রজঃ কৌমারো-গুরুভার্গবৌ তু সচিবৌ প্রেষ্যোহি তিগ্মাংশুজঃ॥ অন্যচ্চ। কালাত্মা দিনকৃন্মনস্তুহিনগুঃ সত্বং কুজোজ্ঞোবচো জীবোজ্ঞানসুখে সিতশ্চ মদনো-দুঃখং দিনেশাত্মজঃ। রাজানৌ রবিশীতগূঃ ক্ষিতিসুতো নেতা কুমারো বুধঃ সূরির্দ্দানবপূজিতশ্চ সচিবৌ প্রেষ্যো দিনেশাত্মজঃ॥ বলাবলাদ্‌গ্রহাণাং স্যাদাত্মাদীনাং বলাবলং। নৃপাদ্যাঃ প্রবলাঃ কুর্য্যুঃ স্বং রূপং শ নরস্তথা॥ অথ গ্রহাণাং বর্ণকথনং। যথা দীপিকায়াং। রক্তঃ শ্যামো ভাস্করো গৌর ইন্দুর্নাত্যুচ্চাঙ্গো রক্তগৌরশ্চ বক্রঃ। দূর্ব্বাশ্যামোজ্ঞো গুরুর্গৌরগাত্রঃ শ্যামঃ শুক্রো ভাস্করিঃ কৃষ্ণদেহঃ॥ কৃষ্ণবর্ণো ভবেদ্রাহুঃ কেতুশ্চ ধূম্রবর্ণকঃ॥ অথ গ্রহাণাং স্ত্রীপুংনপুংসকজ্ঞানং। কুজার্কজীবাঃ পুরুষা যুবতী চন্দ্রভার্গবৌ। জাতকাদৌ বিজানীয়াদ্বুধসৌরী নপুংসকে॥ অন্যচ্চ। পুংসাং সূর্য্যারবাগীশা যোষিতাং চন্দ্রভার্গবৌ। ক্লীবানাং বুধমন্দৌ চ পতয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ অথ গ্রহাণাং গুণাধিপরসাধিপত্বমাহ।

* ফলিতজ্যোতিষের প্রথমখণ্ডে অনুবাদ ও দৃষ্টান্ত সহ বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

চন্দ্রার্ক-জীবজ্ঞ-সিতৌ কুজার্কৌ যথাক্রমং সত্ত্বরজস্তমাংসি। কটুলবণতিক্তমিশ্রা-মধুরাম্লৌ চ কষায়োঽর্কতঃ॥ অন্যচ্চ। কটুস্বাদু কুজার্কৌ চ জীবজ্ঞৌ মধুরৌ স্মৃতৌ। ক্ষীরাম্লৌ শশিশুক্রৌ চ তিক্তৌ রাহুশনৈশ্চরৌ॥ অথ গ্রহাণাং প্রভাতাদিসংজ্ঞামাহ। প্রভাত মিন্দুজগুরৌ মধ্যাহ্নৌ রবিভূমিজৌ। অপরাহ্নং ভার্গবেন্দূ সন্ধ্যা চান্ধভুজঙ্গমৌ॥ অথ গ্রহাণাং পৈত্তিকাদিকথনং। পিত্তৌ প্রভাকরক্ষ্মাজৌ শ্লেষ্মাণৌ চন্দ্রভার্গবৌ। গুরুজ্ঞসমধাতূ চ পবনৌ রাহুমন্দগৌ॥ অথ গ্রহাণাং তির্য্যঙ্মুখাদিকথনং। তির্য্যগদৃশৌ বুধসিতৌ ভৌমার্কৌ ব্যোমদর্শিনৌ। জীবেন্দূ সমদৃষ্টী চ শনিরাহূ হ্যধোদৃশৌ॥ অথ গ্রহাণাং যুবাদিকথনং। যুবা কুজঃ শিশুঃ সৌম্যঃ শশিশুক্রৌ চ মধ্যমৌ। মন্দমার্ত্তণ্ডদেবেজ্যাঃ ফলেন স্থবিরা বিদুঃ॥

অথ গ্রহাণাং জলচরাদিমাহ। ভার্গবেন্দূ জলচরৌ জ্ঞজীবৌ গ্রামচারিণৌ। শনিঃ সূর্য্যঃ কুজোরাহুঃ কথ্যন্তে বনচারিণঃ॥ অথ গ্রহাণাং দ্বিপদাদিমাহ। দ্বিপদৌ গুরুশুক্রৌ চ ভূমিজার্কৌ চতুষ্পদৌ। পক্ষিণৌ বুধসৌরী চ চন্দ্ররাহূ সরীসৃপৌ॥ অথ গ্রহাণাং স্থূলত্বাদিমাহ। চন্দ্রঃ স্থূলঃ কৃশঃ শুক্রো বক্রার্কৌ চতুরস্রগৌ। বর্ত্তুলৌ বুধজীবৌ চ দীর্ঘৌ রাহুশনৈশ্চরৌ॥ অথ গ্রহাণাং আকৃতিমাহ। বর্ত্তুলং ভাস্করে জ্ঞেয়ং অর্দ্ধচন্দ্রং নিশাকরে। ত্রিকোণং ভূমিপুত্রে চ বুধে চ ধনুরাকৃতিঃ॥ গুরৌ পদ্মাকৃতিং বিদ্যাচ্চতুষ্কোণন্তু ভার্গবে। শনৌ দণ্ডাকৃতিং বিদ্যাদ্রাহৌ চ মকরাকৃতিং। কেতৌ সর্পাকৃতিং বিদ্যাদ্গ্রহাণাং মূর্ত্তিলক্ষণং॥ অথ গ্রহাণাং দিক্পতিমাহ। সূর্য্যঃ শুক্রঃ ক্ষমাপুত্রঃ সৈংহিকেয়ঃ শনিঃ শশী। সৌম্যস্ত্রিদশমন্ত্রী চ প্রাচ্যাদিদিগধীশ্বরাঃ॥ অন্যচ্চ।—রবিঃ শুক্রঃ কুজো রাহুঃ শনিঃ সোমো বুধো গুরুঃ। ক্রমাদষ্টৌ গ্রহাশ্চৈতে পূর্ব্বাদ্যষ্টদিগীশ্বরাঃ॥ অথ গ্রহাণাং জাত্যধিপমাহ। ব্রাহ্মণৌ শুক্রবাগীশৌ ক্ষত্রিয়ৌ ভৌমভাস্করৌ। চন্দ্রো বৈশ্যো বুধঃ শূদ্রঃ পতির্ম্মন্দোঽন্ত্যজে জনে॥ অথ গ্রহাণাং বেদাধিপমাহ। ঋগ্বেদাধিপতির্জীবো যজুর্ব্বেদাধিপঃ সিতঃ। সামবেদাধিপোভৌমঃ শশিজোঽথর্ব্ববেদরাট্॥ অথ গ্রহাণাং নৈসর্গিক-মিত্র-কথনং। মিত্রাণি সূর্য্যাচ্ছশিভৌমজীবাঃ সূর্য্যেন্দুজৌ সূর্য্যশশাঙ্কজীবাঃ। আদিত্যশুক্রৌ রবিচন্দ্রভৌমাবুধার্কজৌ চন্দ্রজভার্গবৌ চ॥ অথ গ্রহাণাং নৈসর্গিকশত্রুসমকথনং। সিতাসিতৌ চন্দ্রমসোন কশ্চিদ্বুধঃ শশী সৌম্যসতো রবীন্দূ। রবীন্দুভৌমারবিতত্বমিত্রা মিত্রারিশেষাশ্চ সমঃ প্রদিষ্টঃ॥ অথ রাহোরুচ্চনীচমিত্রামিত্রকথনং। উচ্চং নৃযুগ্মং ঘটকং ত্রিকোণং কন্যাগৃহং শুক্রশনী চ মিত্রে। সূর্য্যঃ শশাঙ্কোধরণীসুতশ্চ রাহোরিপুর্ব্বিংশতিকঃ পরাংশঃ॥ অথ কেতো রুচ্চনীচমিত্রামিত্রকথনং। সিংহাস্ত্রিকোণং ধনুরুচ্চসংজ্ঞং মীনোগৃহং শুক্রশনী বিপক্ষৌ। সূর্য্যারচন্দ্রাঃ সুহৃদঃ সমানৌ জীবেন্দুজৌ ষট্ শিখিনঃ পরাংশাঃ॥ অথ তৎকালমিত্রাদিকথনং। চতুর্থদশবিত্তান্ত্যত্রিলাভস্থাঃ পরস্পরং। তৎকালমিত্রাণ্যুচ্চস্থঃ কৈশ্চিদুক্তোঽন্যথা রিপুঃ॥ অথ গ্রহাণাং অধিমিত্রাদিমাহ। হিত-সম-রিপু-সংজ্ঞা যে নিসর্গে নিরুক্তাঃ অধিহিতহিতমধ্যাস্তেঽপি তৎকালমিত্রৈঃ। রিপুসমসুহৃদাখ্যা যে নিসর্গে নিরুক্তাঃ অধিরিপুরিপুমধ্যাঃ শত্রুভিশ্চিন্তনীয়াঃ॥ অথ গ্রহাণাং স্থানবলকথনং। স্বোচ্চত্রিকোণহিতভস্বগৃহাদিবর্গসংস্থাঃ সমে শশিসিতৌ বিষমেঽবশেষাঃ। পুংস্ত্রীনপুংসকথগাভমুখান্তমধ্যসংস্থাঃ শুভেক্ষিতযুতাঃ স্থিতিবীর্য্যবন্তঃ॥ অন্যচ্চ। স্বোচ্চে স্থিতাঃ শ্রেষ্ঠবলা ভবন্তি মূলত্রিকোণে স্বগৃহে চ মধ্যাঃ। ইষ্টেক্ষিতা মিত্রগৃহাশ্রিতা বা বীর্য্যং কনীয়ঃ সমুপাবহন্তি॥ অথ গ্রহাণাং দিগ্বলকথনং। লগ্নে সৌম্যসুরাচার্য্যৌ কুজার্কৌ দশমে তথা। দ্যূনে সৌরিশ্চতুর্থে চ সিতেন্দূ দিগ্বলান্বিতৌ॥ অথ গ্রহাণাং চেষ্টাবলমাহ। নরযুবতিবিহঙ্গা রাশিষট্কে মৃগাদৌ। শনিরথ শশিভাদৌ চন্দ্রজস্তূভয়স্থঃ॥ বিমলবিপুলদেহা বক্রিণঃ সূর্য্যমুক্তাঃ শশিযুতিজয়ভাজশ্চেষ্টয়া বীর্য্যবন্তঃ॥ অথ গ্রহাণাং কালবলমাহ। সৌম্যাঃ সিতেঽন্যতোঽন্যে বৎসরমাসহ্যকালহোরেশাঃ। বলিনোঽহ্ন্যর্কেজ্যসিতাহ্যনিশং জ্ঞোনক্তমিন্দুকুজসৌরাঃ॥ অথ গ্রহাণাং বর্ষাধিপতিকথনং। শাকন্তু দ্বিগুণীকৃত্য দ্বৌ দত্ত্বা মুনিভির্হরেৎ। শেষারব্যাদিতো বর্ষাধিপাঃ প্রোক্তামনীষিভিঃ॥ অথ গ্রহাণাং ঋতুবলমাহ। শনিশুক্রকুজেন্দুজ্ঞগুরবঃ শিশিরাদিষু। ভবন্তি কালবলিনো-গ্রীষ্মে সূর্য্যস্তথৈব চ॥ অথ গ্রহাণাং যামবলাদিকথনং। বলিনঃ সৌম্যাঃ সৌমাঃ ক্রমেণ পূর্ব্বাপরার্দ্ধয়োঃ হ্যনিশোঃ। জ্ঞরবিশনীন্দুসিতাস্ত্র্যংশেষু গুরুস্তু সর্ব্বত্র॥ অথ গ্রহাণাং নিসর্গবলমাহ॥ বৃহজ্জাতকে। মন্দারসৌম্যবাক্পতিসিতচন্দ্রার্কা যথোত্তরং বলিনঃ। নৈসর্গিকবলমেতল্লগ্নস্য স্বামিনা চিন্ত্যং॥ অত্রায়ং বিভাগঃ। মন্দাবনীসূনুশশাঙ্কপুত্রবাগীশশুক্রেন্দুদিবাকরাণাং। একোত্তরং রূপমগৈর্ব্বিভক্তং নৈসর্গিকং বীর্য্যমুদাহরন্তি॥ অথ চন্দ্রস্য বিশেষবলমাহ। মাসে তু শুক্লপ্রতিপৎপ্রবৃত্তে পূর্ব্বে শশী মধ্যবলো দশাহে। শ্রেষ্ঠো দ্বিতীয়েঽল্পবল স্তৃতীয়ে সৌম্যৈস্তু দৃষ্টো-বলবান্ সদৈব॥ অথ গ্রহাণাং দৃষ্টিস্থানকথনং। তৃতীয়ে দশমে

চৈব পাদদৃষ্টিরুদাহৃতা। অর্দ্ধদৃষ্টিশ্চ নবমে পঞ্চমে চ প্রকীর্ত্তিতা॥ চতুর্থে চাষ্টমে চৈব পাদোনা পরিকীর্ত্তিতা। সপ্তমে পরিপূর্ণা চ ক্রমমেবং প্রকল্পয়েৎ॥ তৃতীয়দশমাবার্কিঃ পশ্যন্ পূর্ণফলপ্রদঃ। ত্রিকোণগান্ গুরুশ্চৈব চতুর্থাষ্টমগান্ কুজঃ॥ পাদৈকদৃষ্টির্দশমস্তৃতীয়ে দ্বিপাদদৃষ্টির্নবপঞ্চকে তু। ত্রিপাদদৃষ্টিশ্চতুরষ্টকে তু সংপূর্ণদৃষ্টিঃ সমসপ্তকে স্যাৎ॥ সুতমদননবান্ত্যে পূর্ণদৃষ্টিঃ সুরারের্গলদশমরাশৌ দৃষ্টিমাত্রং ত্রিপাদং। সহজরিপুচতুর্থে চাষ্টমে চার্দ্ধদৃষ্টিঃ স্থিতিভবনমুপান্ত্যং নৈব দৃশ্যং হি রাহোঃ॥ ত্রিদশে সূর্য্যপুত্রস্য ত্রিকোণে চ বৃহস্পতৌ। চতুরস্রে মহীজস্য পূর্ণদৃষ্টিঃ প্রকল্পিতা॥ অথ গ্রহাণাং অদৃষ্টিস্থানকথনং। স্বস্থানঞ্চ দ্বিতীয়ঞ্চ ষষ্ঠমেকাদশন্তথা। দ্বাদশঞ্চ ন পশ্যন্তি সর্ব্ব এব কিল গ্রহাঃ॥ অথ উপচয়সংজ্ঞামাহ। অথোপচয়সংজ্ঞা স্যাৎ ত্রিলাভরিপুকর্ম্মণাম্। ন চেদ্ভবন্তি তে দৃষ্টাঃ পাপস্য স্বামিশত্রুভিঃ। কেন্দ্রাদিসংজ্ঞামাহ। কেন্দ্রং চতুষ্টয়ং কণ্টকঞ্চ লগ্নাস্তদশচতুর্থানাং সংজ্ঞা। পরতঃ পনফরমাপোক্লিমসংজ্ঞং তৎপরতঃ॥ অন্যচ্চ। পনফরং দ্বিতীয়াষ্টপঞ্চমৈকাদশং বিদুঃ। তৃতীয়ষষ্ঠনবমমন্ত্যঞ্চাপোক্লিমং বিদুঃ॥ অথ ত্রিকোণাদিকথনং। যথা দীপিকায়াং।—পঞ্চমং নবমঞ্চৈব ত্রিকোণং সমুদাহৃতং। চতুর্থমষ্টমঞ্চৈব চতুরস্রং বিদুর্বুধাঃ॥ অথ চতুর্থাদিপর্য্যায়মাহ। পাতালং হিবুকঞ্চৈব সুহৃদ্বন্ধুচতুর্থকং। ত্রিত্রিকোণঞ্চ নবমং দুশ্চিক্যং স্যাৎ তৃতীয়কং॥ ধীস্থানং পঞ্চমং জ্ঞেয়ং যামিত্রং সপ্তমং স্মৃতং। দ্যূনং দ্যূনং তথা স্বাধ্যং ষট্‌কোণং রিপুমন্দিরং॥ কর্ম্মস্থানঞ্চ দশমং খং মেষূরণমাস্পদং। ছিদ্রাখ্যমষ্টমং স্থানং রিপ্ফাখ্যং দ্বাদশঃ স্মৃতঃ॥ চতুর্থমষ্টমঞ্চৈব চতুরস্রং বিদুর্বুধাঃ।

অথ গ্রহাণাং আকৃত্যাদিকথনং বৃহজ্জাতকে। মধুপিঙ্গলদৃক্ চতুরস্রতনুঃ পিত্তপ্রকৃতিঃ সবিতাল্পকচঃ। তনুবৃত্ততনুর্বহুবাতকফঃ প্রাজ্ঞশ্চ শশী মৃদুবাক্ শুভদৃক্। ক্রূরদৃক্ তরুণমূর্ত্তিরুদারঃ পৈত্তিকঃ সুচপলঃ কৃশমধ্যঃ। শ্লিষ্টবাক্ সততহাস্যরুচিজ্ঞঃ পিত্তমারুতকফপ্রকৃতিশ্চ॥ বৃহত্তনুঃ পিঙ্গলমূর্দ্ধজেক্ষণো-বৃহস্পতিঃ শ্রেষ্ঠমতিঃ কফাত্মকঃ। ভৃগুঃ সুখী কান্তবপুঃ সুলোচনঃ কফানিলাত্মাসিতবক্রমূর্দ্ধজঃ॥ মন্দোঽলসঃ কপিলদৃক্ কৃশদীর্ঘগাত্রঃ স্থূলদ্বিজঃ পরুষো রোমকচোঽনিলাত্মা। স্নায়্বস্থ্যসৃক্ত্বগথ শুক্রবসাঃ সমজ্জামন্দার্কচন্দ্রবুধশুক্রসুরেজ্যভৌমাঃ॥ দেবাম্ব্বগ্নিবিহারকোষশয়ন-ক্ষিত্যুৎকরেশাঃ ক্রমাদ্বস্ত্রং স্থূলমভুক্তমগ্নিকহতং মধ্যং দৃঢ়ং স্ফাটিতং। তাম্রং স্যান্মণিহেমযুক্তিরজসাঽর্কাচ্চ মুক্তায়সী দ্রেক্কাণৈঃ শিশিরাদয়ঃ শশুক্রচন্দ্রধাদিষুদ্যৎসু বা॥

পৌর্ণমাস্যাদ্বয়ং যত্র পূর্ব্বাষাঢ়াদ্বয়ং ভবেৎ। দ্বিরাষাঢ়ঃ স বিজ্ঞেয়ো-বিষ্ণুঃ স্বপিতি কর্ক্কটে॥১১॥ অশ্বিনী রেবতী চিত্রা ধনিষ্ঠা স্যাদলংকৃতৌ॥১২॥ মৃগাহিকপিমার্জ্জারশ্বানঃ শূকরপক্ষিণঃ। নকুলো-মূষিকশ্চৈব যাত্রায়াং দক্ষিণে শুভঃ॥ ১৩॥ বিপ্রকন্যা শবা-রুদ্র শঙ্খভেরীবসুন্ধরাঃ। বেণুস্ত্রীপূর্ণকুম্ভানাং যাত্রায়াং দর্শনং শুভং।

যে মাসে পূর্ণিমা ও পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র দুইবার পতিত হয়, সেই মাসকে "দ্বিরাষাঢ়" বলে। যে বর্ষে দ্বিরাষাঢ় হয়, সেই বর্ষে শ্রাবণ মাসে বিষ্ণু শয়ন করেন। ১১। অশ্বিনী, রেবতী, চিত্রা ও ধনিষ্ঠা এই সকল নক্ষত্র অলঙ্কারাদি পরিধাপনে প্রশস্ত। ১২। মৃগ, সর্প, বানর, মার্জ্জার, কুক্কুর, শূকর, পক্ষী, নকুল ও মূষিক যাত্রাকালে এই সকল জীব দক্ষিণ ভাগে দৃষ্ট হইলে, সেই যাত্রায় শুভফল হইয়া থাকে। ১৩। ব্রাহ্মণকন্যা,

অথ গ্রহাণাং স্বরূপং। সূর্য্যোনৃপোনা চতুরস্রমধ্যং দিনেন্দুদিক্ স্বর্ণচতুষ্পদোগ্রঃ। সত্বং স্থিরস্তিক্তপশুক্ষিতিস্ত পিত্তং জরন্ পাটলমূলবন্যঃ॥ বৈশ্যঃ শশী স্ত্রীজলভৃত্তপক্ষী গৌরোঽপরাহ্ণমৃগধাতুসত্বং। বায়ব্যদিক্ শ্লেষ্মভুজঙ্গরূপঃ স্থূলো যুবা ক্ষারশুভঃ সিতাভঃ॥ ভৌমস্তমঃ পিত্তযুবোগ্রবন্যো মধ্যাহ্নধাতুর্যমদিক্ চতুষ্পাৎ। নারাট্ চতুষ্কোণসুবর্ণকারো দগ্ধাবনীর্ব্যঙ্গকটুশ্চ রক্তঃ। গ্রাম্যঃ শুভোনীলসুবর্ণবৃত্তঃ শিখিষ্টকোচ্চঃ সমধাতুজীবঃ। শ্মশানযোষোত্তরদিক্প্রভাতং শূদ্রঃ খগঃ সর্ব্বরসোরজোজ্ঞঃ॥ গুরুঃ প্রভাতং নৃশুভেশদিগ্ দ্বিজঃ পীতো দ্বিপাদ্গ্রাম্যসুবৃত্তজীবঃ। বাণিজ্য-মাধুর্য্য-সুরালয়েশো বৃদ্ধঃ সুরক্তঃ সমধাতুসত্বং॥ শুক্রঃ শুভঃ স্ত্রীজনগোঽপরাহ্ণঃ শ্বেতঃ কফী রূপ্যরজোঽম্লমূলং। বিপ্রোঽগ্নিদিঙ্মধ্যবয়া রতীশো জলাবনীস্নিগ্ধরুচির্দ্বিপাচ্চ॥ শনির্ব্বিহঙ্গোঽনিলবন্যসন্ধ্যা শূদ্রাঙ্গনা ধাতুসমঃ স্থিরশ্চ। ক্রূরঃ প্রতীচী তুবরোঽতিবৃদ্ধোৎকরক্ষিতীট্ দীর্ঘসুনীললৌহঃ॥ রাহুস্বরূপং শনিবন্নিষাদজাতির্ভুজঙ্গোঽস্থিপনৈর্ঋতীশঃ। কেতুঃ শিখী তদ্বদনেকরূপঃ খগস্বরূপাৎ ধূম্রমুহুর্মিশ্রঃ॥ * ইতি নীলকণ্ঠোক্তাজকম্।

* এই সকল বচনের অনুবাদ ফলিতজ্যোতিষে প্রথমখণ্ডে এবং তৃতীয়খণ্ডে নীলকণ্ঠোক্তাজকের ৩১৪ পৃষ্ঠা হইতে ৩১৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

জম্বুকোষ্ট্রখরাদ্যাশ্চ যাত্রায়াং বামকে শুভাঃ ॥ ১৪ ॥
কার্পাসৌষধিতৈলঞ্চ পক্কাঙ্গারভুজঙ্গমাঃ। মুক্তকেশীং
রক্তমাল্যং নগ্নাদ্যশুভমীক্ষিতং * ॥১৫॥ হিক্কায়ালক্ষণং
বক্ষ্যে লভেৎ পূর্ব্বে মহাফলং। আগ্নেয়ে শোকসন্তাপৌ
দক্ষিণে হানিমাপ্নুয়াৎ ॥১৬॥ নৈঋ্ব্ঁত্যে শোকসন্তাপৌ
মিষ্টান্নঞ্চৈব পশ্চিমে। অর্থং প্রাপ্নোতি বায়ব্যে উত্তরে

শব, শঙ্খ, ভেরী, বসুন্ধরা, বেণু ও পূর্ণকুম্ভান্বিতা স্ত্রী যাত্রা-কালে দর্শনকরিলে, সেই যাত্রায় শুভফল হয়। যাত্রাসময়ে বামভাগে শৃগাল, উষ্ট্র, গর্দ্দভ আদি দর্শনকরিলে উত্তম ফল জানিবে।১৪। যাত্রা সময়ে যদি কার্পাস,ঔষধি, তৈল, দগ্ধ অঙ্গার, সর্প,মুক্তকেশী স্ত্রী, রক্তমাল্য,*উলঙ্গ পুরুষ আদি দর্শন করে,তাহা হইলে সেই যাত্রায় অশুভ ফল হইয়া থাকে।১৫। অনন্তর হিক্কার ফলাফল বলিব। যাত্রাকালে পূর্ব্বদিকে হিক্কা শ্রবণকরিলে মহাফল হয় এবং অগ্নিকোণে শোক ও সন্তাপ, দক্ষিণে হানি, নৈর্ঋতকোণে শোক ও সন্তাপ, পশ্চিমে মিষ্টান্ন ভোজন, বায়ু-কোণে অর্থপ্রাপ্তি, উত্তরে কলহ ও ঈশানকোণে হিক্কাধ্বনি

* কীর্ত্তনাচ্ছ্রবণতো-বিলোকনাৎ স্পর্শনাৎ সমধিকং সমোত্তরং।
মঙ্গলায় দধিচন্দনাদিকং স্যাৎ প্রবাসভবনপ্রবাসয়োঃ ॥

প্রবাসগমন কিম্বা নিজগৃহে প্রত্যাগমনকালে দধি চন্দনাদি মঙ্গলদ্রব্যের কীর্ত্তন, শ্রবণ, দর্শন ও স্পর্শনে উত্তরোত্তর সমধিক ফল হয়; অর্থাৎ কীর্ত্তনহইতে শ্রবণে অধিক ফল, শ্রবণহইতে দর্শনে অধিক ফল এবং দর্শনহইতে স্পর্শনে অধিক ফল জানিবে।

আদায় রিক্তং কলসং জলার্থী যদি ব্রজেৎ কোঽপি সহাধ্বগেন।
পূর্ণং সমাদায় নিবর্ত্ততেঽসৌ যথা কৃতার্থঃ পথিকস্তথৈব ॥

গমনকালে যদি অন্য কোন ব্যক্তি শূন্য কলসী লইয়া পথিকের সহিত গমনকরে এবং কলসী পূর্ণ করিয়া ঐ ব্যক্তি প্রত্যাগমনকরে, তাহা হইলে পথিকও কৃতকার্য্য হইয়া নির্ব্বিঘ্নে পুনরাগমনকরিবে।

অঙ্গারভস্মেন্ধনরজ্জুপঙ্কপিণ্যাককার্পাসতুষাস্থিবিষ্ঠাঃ।
কৃষ্ণায়সাবস্করকৃষ্ণধান্যপাষাণকেশাভুজগৌষধানি ॥
তৈলং গুড়ং চর্ম্মবসাবিভিন্নং রিক্তঞ্চ ভাণ্ডং লবণং তৃণঞ্চ।
তক্রার্গলাশৃঙ্খলবৃষ্টিবাতাঃ কার্য্যে কচিত্রিংশদ্দিনে ন শস্তাঃ ॥

অঙ্গার, ভস্ম, কাষ্ঠ, রজ্জু, কর্দ্দম, খৈল, কার্পাস, তুষ, অস্থি, বিষ্ঠা, মলিন ব্যক্তি, লৌহ, আবর্জ্জনরাশি, কৃষ্ণধান্য, প্রস্তর, কেশ, সর্প, ঔষধ, তৈল, গুড়, চর্ম্ম, বসা, শূন্যভাণ্ড, লবণ, তৃণ, তক্র, অর্গলা, শৃঙ্খল, বৃষ্টি ও বাতাস, এই ত্রিংশৎ দ্রব্য যাত্রাকালে প্রশস্ত নহে ॥

দৃষ্টে শবে রোদনশব্দহীনে মহার্থসিদ্ধিঃ কথিতোদ্যমেষু।
গৃহপ্রবেশেষু শবঃ শবত্বং রুজং সদীর্ঘামথবা দদাতি ॥

যাত্রাকালে রোদনশব্দহীন শব দর্শন হইলে, সেই যাত্রাতে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয়। গৃহে প্রবেশকালে শব দর্শন হইলে, মৃত্যু অথবা মহৎ রোগ হয় ॥

গণ্ডূষমাবর্জ্জয়তাং নরাণামন্তর্গলং চেৎ প্রবিশত্যকস্মাৎ।
ভবেত্তদাভীপ্সিতসৌখ্যলাভো যঃ কৌতুকী তেন নিরূপ্য মেতৎ ॥

যাত্রাকালে গণ্ডূষজলদ্বারা কুলি করিলে যদি অকস্মাৎ কিঞ্চিৎ জল গলাধঃকরণ হয়, তাহা হইলে অভীষ্টকার্য্য সিদ্ধি ও সুখ লাভ হয়। এই বিষয়ে কৌতুকী হইয়া যাত্রার শুভাশুভ নিরূপণ করা উচিত।

অভ্যুপগচ্ছতি হি যস্য যানে স্ত্রী পুরুষোঽপ্যথবা ফলহস্তঃ।
সর্ব্বসমীহিতসিদ্ধি-রবশ্যং তস্য নরস্য ভবত্যচিরেণ ॥

যাহার গমনকালে নর কিম্বা নারী ফল হস্তে করিয়া সম্মুখে আগমনকরে, তাহার অভিলষিত কার্য্য অবশ্য সত্বরে সিদ্ধি হয়।

গচ্ছতি পৃষ্ঠে পুরতস্তথৈব বাগীদৃশী কেনচিদুচ্যমানা।
সর্ব্বাশিষশ্চাতিশয়েন তাভ্য-শ্চিত্তস্য তুষ্টির্ব্বিজয়ায় পুংসাং ॥

যাহার গমনকালে পৃষ্ঠদেশে কিম্বা অগ্রভাগে দণ্ডায়মান হইয়া কোন ব্যক্তি যদি "গমন কর" এইরূপ বাক্য বলে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির সকলপ্রকার মঙ্গল, সন্তোষ ও বিজয় লাভ হইয়া থাকে।

সিদ্ধ্যৈ বিরাবা জহি ছিন্ধি ভিন্ধি চেত্যাদয়ঃ শত্রুবধোদ্যতানাং।
ক যাসি মা গচ্ছত চৈব মাদ্যাঃ প্রয়োজনারম্ভনিবারণার্থাঃ ॥

শত্রুবধার্থ যাত্রা করিলে, যদি সেই সময়ে কোন ব্যক্তি মার, কাট, ভেদকর ইত্যাদি শব্দকরে, তাহা হইলে কার্য্য সিদ্ধি হয়। কোথায় যাইতেছ? যাইও না ইত্যাদি শব্দে স্বকর্ত্তব্য কার্য্যের নিবারণ বোধ হয় ॥

কলহোভবেৎ। ঈশানে মরণং প্রোক্তং হিক্কায়াশ্চ ফলাফলং † ॥ ১৭ ॥ বিলিখ্য রবিচক্রন্ত ভাস্করো-নর-

সন্নিভঃ। যস্মিন্নৃক্ষে রবেস্তস্মাৎত্রীদাদি ত্রীণি মস্তকে ॥১৮॥ ত্রয়ং বক্তে, প্রদাতব্যমেকৈকং স্কন্ধয়োর্ন্যসেৎ। একৈকং

শ্রবণে মরণ হয়। ১৬—১৭। অতঃপর রবিচক্র কথিত হইতেছে। সূর্য্যের একটি নরাকার চক্র অঙ্কিত করিয়া, তাহার অঙ্গে নিম্নলিখিত নিয়মে নক্ষত্র স্থাপনকরিবে। জন্মকালে যে নক্ষত্রে রবি

অবস্থিতিকরেন, সেই নক্ষত্রহইতে তিন নক্ষত্র মস্তকে (১৮), তৎপর তিন নক্ষত্র মুখে, এক একটি স্কন্ধদ্বয়ে, এক একটি বাহুদ্বয়ে,একএকটি হস্তদ্বয়ে(১৯), পঞ্চ নক্ষত্র হৃদয়ে, একটি নাভিতে,

---

স্থৈর্য্যে স্থিরাথাদ্গমনং তদর্থাদ্বাক্যান্নিবৃত্তির্ব্বিনিবর্ত্তিতার্থাৎ।
লাভং জয়ঃ ভঙ্গ-মমঙ্গলং বা বুধ্যেত তত্তৎপ্রতিপাদনার্থাৎ॥

যাত্রাকালে লাভ, জয়, মঙ্গল ও অমঙ্গল ইত্যাদি সূচক বাক্যদ্বারা তত্তৎফলের শুভাশুভ স্থির করিবে।

উগ্রং ভবেদ্রোদনমগ্রভাগে ভয়ং ভবেদ্বহ্নিবিভাগভূতে।
নৈঋর্ত্যকোণে রণমার্গরোধো-বায়ব্যকোণে রুদিতং সমৃদ্ধ্যৈ॥

যাত্রাকালে অগ্রভাগে রোদনধ্বনি শ্রবণ হইলে উপদ্রব, অগ্নিকোণে রোদন শ্রুত হইলে ভয়, নৈঋর্তকোণে যুদ্ধযাত্রানিবারণ এবং বায়ুকোণে রোদনশ্রবণে সমৃদ্ধি লাভ হয়।

মৃত্যুঃ সুতানাং রুদিতে তু পৃষ্ঠে লাভো-ভবেত্তন্ন নিবর্ত্তনেন।
মৃত্যুস্তদগ্রে রুদিতেন গন্তুঃ সিদ্ধিং বিধত্তে রুদিতং রিপূণাং॥

যাত্রাকালে পৃষ্ঠদেশে রোদন শ্রবণে সন্তানমৃত্যু, যাত্রাকালে ক্রন্দনধ্বনি নিবৃত্ত হইলে লাভ, গমনকালে অগ্রে রোদনধ্বনি শ্রবণ হইলে মৃত্যু বোধ হয়। গমনকালে শত্রুগণের ক্রন্দন শুনিলে কার্য্যসিদ্ধি জানা যায়।

ঊর্দ্ধং করং যঃ কুরুতেঽথবা যো ধত্তে করং দক্ষিণদন্তভাগে।
যোৰা ভবেদ্বৃংহিতপূরিতাশঃ করী ভবেদধ্বগপূরিতাশঃ॥

যে হস্তী ঊর্দ্ধদিকে শুণ্ড উত্তোলনকরে, অথবা দক্ষিণ দন্তোপরি শুণ্ডাগ্র সংস্থাপনকরিয়া দণ্ডায়মান থাকে, কিম্বা উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিয়া দিক্‌সকল পূর্ণ করে, যাত্রাকালে ঐ রূপ হস্তিকে দর্শনকরিলে পথিকের মনোরথ পরিপূর্ণ হয়।

অনর্থহেতুর্গতিশব্দহীনঃ সদা শৃগালঃ খলু দৃষ্টমাত্রঃ।
শস্তা হি বামা গতিরস্য শস্তো-বামো-নিনাদো-নিশি যো বহূনাম্॥

যাত্রাকালে শব্দহীন শৃগাল দৃষ্টিমাত্রেই কোন অনর্থ উপস্থিত হয়, বামভাগে শৃগালের গতি দৃষ্ট হইলে যাত্রাদি সর্ব্বকার্য্যে শুভ এবং রাত্রিকালে যদি অনেক শৃগাল একত্র হইয়া বামদিকে শব্দ করে, তাহা হইলেও শুভ জানিবে।

যে ষট্‌পদাদ্যাঃ শকুনানি তেষ্বা-মাশ্চর্য্যরূপাণি নিরূপয়ামঃ।
স্রবেত বামো-যদি মঞ্জু গুঞ্জন্ পশ্যেত বা বামদিশং প্রসর্পন্॥

অনন্তর ভ্রমরাদি শাকুন নিরূপণকরিতেছি। যদি ভ্রমর বামদিকে মনোহর গুণগুণ শব্দ করিয়া কোন স্থানে স্থিত থাকে অথবা ভ্রমণ করে, ঐরূপ ভ্রমরকে যাত্রাকালে দর্শন করিলে, শুভ হয়।

সর্পেচ্ছয়া পঞ্চনখাভিধেয়ঃ প্রয়াণকালে স তু বামভাগে।
দৃষ্টঃ শুভঃ সিদ্ধিকৃদুন্নতাগ্র-স্তিষ্ঠেদ্-যথোর্দ্ধে যদি,রাজ্যলাভঃ॥

যাত্রাকালে সর্প কিম্বা পঞ্চনখী অর্থাৎ শশক, শজারু, স্বর্ণগোধিকা, কূর্ম্ম ও গণ্ডার যদি বামভাগে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে শুভ হয় এবং ঊর্দ্ধস্থানে উন্নতমস্তক ঐ সর্প প্রভৃতি দৃষ্ট হইলে রাজ্যলাভের সম্ভাবনা থাকিলেও গমন নিবৃত্তি করিবে।

† ছিক্ কাকা রেওতা বোলি তিনি একই ভাও।
গো বার সো পূর্ব্বে দিবে এগুনে পিছাও।
ভয় কহে ভানু, ভালা কহে চন্দা।
মঙ্গল কহে উৎপাত হো, বুধে আনন্দা॥
জীব কহে সব্বসিদ্ধি, শুক্র কহে গোণা।
শনি কহে আওতে হেঁ, রাহু কহে মণা॥

যাত্রাকালে হাঁচী, টিক্‌টীকী ও কাকের রব শ্রবন করিয়া এই প্রণালীমতে গণনাকরিলে প্রত্যক্ষ ফল লাভ হইবে।—যে বারে যাত্রা করিবে, সেই বার প্রথমতঃ পূর্ব্বদিকে স্থাপনকরিয়া দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে, তাহার

বাহুযুগ্মে তু একৈকং হস্তয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ১৯ ॥ হৃদয়ে পঞ্চঋক্ষাণি একং নাভৌ প্রদাপয়েৎ। ঋক্ষমেকং ন্যসেদ্ গুহ্যে একৈকং জানুকে ন্যসেৎ ॥ ২০ ॥ নক্ষত্রাণি চ শেষাণি রবিপাদে নিয়োজয়েৎ। চরণস্থেন ঋক্ষেণ অল্পায়ুর্জায়তে নরঃ ॥ ২১ ॥ বিদেশগমনং জানৌ গুহ্যস্থে পরদারবান্। নাভিস্থেনাল্পসন্তুষ্টো হৃৎস্থেন স্যান্মহেশ্বরঃ ॥ ২২ ॥ পাণিস্থেন ভবেচ্চোরঃ স্থানভ্রষ্টো-ভবেদ্ভুজে। স্কন্ধস্থিতে ধনপতির্মুখে মিষ্টান্ন-মাপ্নুয়াৎ। মস্তকে পট্টবস্ত্রন্তু নক্ষত্রং স্যাদ্ যদি স্থিতং ॥ ২৩ ॥ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

একটি গুহ্যেও এক একটি জানুদ্বয়ে লিখিয়া (২০) অবশিষ্ট নক্ষত্র-সকল রবিচক্রের পাদদ্বয়ে লিখিবে। এই রূপে নক্ষত্রাঙ্গ বিন্যাসকরিয়া শুভাশুভ ফল নির্ণয় করিবে। যাহার জন্ম-নক্ষত্র রবিচক্রের চরণে পতিত হয়, সেই ব্যক্তি অল্পায়ুঃ হইয়া থাকে। ২১। এইরূপ জানুতে বিদেশগমন, গুহ্যে পরদাররতি, নাভিতে অল্প সন্তোষ, হৃদয়ে মহৈশ্বর্য্য (২২), হস্তে চৌর, ভুজে স্থানচ্যুতি, স্কন্ধে ধনলাভ, মুখে মিষ্টান্নপ্রাপ্তি এবং মস্তকে জন্ম-নক্ষত্র দৃষ্ট হইলে পট্টবস্ত্র লাভ হয়। ২৩।

পর পর বার এবং রাহুগ্রহ পরবর্ত্তী দিক্‌সমূহে বিন্যস্ত করিবে। কিন্তু শনির পর রাহুগ্রহ স্থাপনকরিতে হইবে। পশ্চাৎ দেখিবে যে, কোন্ দিকে হাঁচী টিক্‌টিকী বা কাকরব হইয়াছে। সেই দিকে পূর্ব্বোক্ত বার স্থাপনক্রমে, কোন্ গ্রহ পতিত হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞাত হইবে। যদি সেই দিকে রবি পতিত হইয়া থাকে, তবে যে কার্য্যের জন্য যাত্রার অনুষ্ঠান করা হইয়াছে, তাহাতে ভয়, সোম পতিত হইলে, সেই কর্ম্মের শুভ, মঙ্গল হইলে উৎপাত, বুধ হইলে আনন্দ, অর্থাৎ সেই কার্য্যে জয়লাভ, বৃহস্পতি হইলে সর্ব্বকার্য্যসিদ্ধি, শুক্র হইলে কার্য্যের গৌণ, শনি হইলে সেই কার্য্য তৎক্ষণাৎ হইবে এবং রাহু হইলে সেই কার্য্যের বিনাশ বুঝাইবে।

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ সপ্তমোপচয়াদ্যস্থশ্চন্দ্রঃ সর্ব্বত্র শোভনঃ। শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়স্তু পঞ্চমো-নবমস্তথা। সংপূজ্যমানো লোকৈস্তু গুরুবদ্দৃশ্যতে শশী ॥ ২ ॥ চন্দ্রস্য দ্বাদশাবস্থা ভবন্তি শৃণু তা অপি। ত্রিষু ত্রিষু চ ঋক্ষেষু অশ্বিন্যাদি বদাম্যহং ॥ ৩ ॥ প্রবাসস্থং পুনর্নষ্টং মৃতাবস্থং জয়াবহং। হাস্যাবস্থং ক্রীড়াবস্থং প্রমোদা-বস্থ মেবচ ॥ বিষাদাবস্থভোগস্থে জ্বরাবস্থং ব্যবস্থিতং। কম্পাবস্থং স্বস্থাবস্থং দ্বাদশাবস্থগং ভবেৎ ॥ ৪ ॥ প্রবাসোহানির্মৃত্যুশ্চ জয়োহাসো রতিঃ সুখং। শোকো ভোগো জ্বরঃ কম্পঃ সুস্থাবস্থা ক্রমাৎ ফলং ॥৫॥ জন্মস্থঃ কুরুতে তুষ্টিং দ্বিতীয়ে নাস্তি নির্বৃতিঃ। তৃতীয়ে রাজ-

---

একষষ্টিতম অধ্যায়।

হরি বলিলেন,—চন্দ্রশুদ্ধির বিবরণ কথিত হইতেছে। চন্দ্র জন্মরাশিহইতে সপ্তম, তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম, কিম্বা একাদশ রাশিস্থিত অথবা জন্মরাশিস্থিত হইলে, উভয়পক্ষে চন্দ্রশুদ্ধি হয়। শুক্লপক্ষে উক্ত সপ্তমাদি রাশিস্থিত এবং দ্বিতীয় পঞ্চম কিম্বা নবম রাশিগত হইলে, চন্দ্র শুদ্ধি হইয়া থাকে। যাত্রাদি কার্য্যে চন্দ্রশুদ্ধি না থাকিলে, চন্দ্রের অর্চ্চনা করিয়া চন্দ্রকে গুরুবৎ অবলোকনকরিবে; তাহাতে চন্দ্রাশুদ্ধির দোষ বিগত হয়। ১—২। চন্দ্রের দ্বাদশ অবস্থা নির্দিষ্ট আছে। হে রুদ্র! ঐ দ্বাদশ অবস্থা ও তাহার শুভাশুভ ফল বলিতেছি, শ্রবণ কর। অশ্বিনী আদি তিন তিন নক্ষত্রে এক-একটী অবস্থা হইয়া থাকে। ৩। দ্বাদশ অবস্থা এই—প্রবাসাবস্থা, নষ্টাবস্থা, মৃতাবস্থা, জয়াবস্থা, হাস্যাবস্থা, ক্রীড়াবস্থা, প্রমোদাবস্থা, বিষাদাবস্থা, ভোগাবস্থা, জ্বরাবস্থা, কম্পাবস্থা ও স্বাস্থ্যাবস্থা, চন্দ্রের এই দ্বাদশপ্রকার অবস্থা হইয়া থাকে। ৪। যে সময়ে চন্দ্র যে অবস্থায় অবস্থিত থাকেন, সে সময়ে মনুষ্যের তদনুরূপ ফল হয়। তাহার বিশেষ এই—প্রবাসাবস্থায় প্রবাস, নষ্টাবস্থায় হানি, মৃতাবস্থায় মৃত্যু, জয়াবস্থায় জয়, হাস্যাবস্থায় হাস্য, ক্রীড়াবস্থায় রতি, প্রমোদাবস্থায় সুখ, বিষাদাবস্থায় শোক, ভোগাবস্থায় ভোগ, জ্বরাবস্থায় জ্বর, কম্পাবস্থায় কম্প ও সুস্থাবস্থায় স্বাস্থ্য-লাভ হইয়া থাকে। ৫। চন্দ্র জন্মরাশিস্থিত হইলে সন্তোষ লাভ হয়, দ্বিতীয় চন্দ্রে অর্থের অনটন, তৃতীয় চন্দ্রে রাজসম্মান, চতুর্থ চন্দ্রে,

সম্মানং চতুর্থে কলহাগমঃ ॥৬॥ পঞ্চমেন স্ত্রীকেণ ত্রা-লাভোবৈ তথা ভবেৎ। ধনধান্যাগমঃ ষষ্ঠে রতিঃ পূজা চ সপ্তমে। অষ্টমে প্রাণসন্দেহো-নবমে কোষসঞ্চয়ঃ ॥ ৭॥ দশমে কার্য্যনিষ্পত্তি-র্ধ্রুব মেকাদশে জয়ঃ। দ্বাদশেন শশাঙ্কেন মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ ॥৮॥ কৃত্তিকাদৌ চ পূর্ব্বেণ সপ্তর্ক্ষাণি চ বৈ ব্রজেৎ। মঘাদৌ দক্ষিণে গচ্ছেদনু-রাধাদি পশ্চিমে ॥৯॥ প্রশস্তা চোত্তরে যাত্রা ধনিষ্ঠাদি চ সপ্তসু ॥১০॥ অশ্বিনী রেবতী চিত্রা ধনিষ্ঠা সমলঙ্কৃতৌ। মৃগাশ্বিচিত্রাপুষ্যাশ্চ মূলা হস্তা শুভাঃ সদা। কন্যাপ্রদানে যাত্রায়াং প্রতিষ্ঠাদিষু কর্ম্মসু ॥১১॥ শুক্রচন্দ্রৌ জন্মস্থৌ শুভদৌ চ দ্বিতীয়কে। শশিজ্ঞশুক্রজীবাশ্চ রাশৌ চাথ তৃতীয়কে॥১২॥ ভৌমমন্দশশাঙ্কার্কা-বুধঃ শ্রেষ্ঠশ্চতুর্থকে। শুক্রজীবৌ পঞ্চমৌ চ চন্দ্রকেতুসমাহিতৌ ॥ ১৩ ॥ মন্দার্কৌ চ কুজঃ ষষ্ঠে গুরুচন্দ্রৌ চ সপ্তমে। জ্ঞশুক্রা-বষ্ঠমে শ্রেষ্ঠো নবমস্থো গুরুঃ শুভঃ ॥ ১৪ ॥ অর্কাক-চন্দ্রাদশমে একাদশেঽখিলাগ্রহাঃ। বুধোঽথ দ্বাদশে চৈব ভার্গবঃ সুখদোভবেৎ ॥১৫॥ সিংহেন মকরঃ শ্রেষ্ঠঃ কন্যয়া মেষ উত্তমঃ। তুলয়া সহ মীনস্তু কুম্ভেন সহ কর্কটঃ॥১৬॥ ধনুষা বৃষভঃ শ্রেষ্ঠো-মিথুনেন চ বৃশ্চিকঃ। এতৎ ষড়ষ্টকং প্রীত্যৈ ভবত্যেব ন সংশয়ঃ * ॥১৭॥ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

কলহ, পঞ্চম চন্দ্রে স্ত্রীলাভ, ষষ্ঠ চন্দ্রে ধনধান্যাগম, সপ্তম চন্দ্রে রতি ও সম্মান, অষ্টম চন্দ্রে প্রাণসংশয়, নবম চন্দ্রে কোষবৃদ্ধি, দশম চন্দ্রে কার্য্যসিদ্ধি, একাদশ চন্দ্রে জয় ও দ্বাদশ চন্দ্রে নিশ্চয় মৃত্যু হইয়া থাকে। ৬—৮। কৃত্তিকাদি অর্থাৎ কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা ও অশ্লেষা এই সপ্ত নক্ষত্রে পূর্ব্বদিগে গমনকরিবে। মঘা, পূর্ব্বফল্গুণী, উত্তরফল্গুণী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী ও বিশাখা এই সপ্ত নক্ষত্রে দক্ষিণ দিকে গমন প্রশস্ত। অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা ও অভিজিৎ এই সপ্ত নক্ষত্রে পশ্চিমদিকে গমন করিলে শুভ হয়। ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্র, উত্তরভাদ্র, রেবতী, অশ্বিনী ও ভরণী এই সপ্ত নক্ষত্রে উত্তর দিকে যাত্রা করিবে। ৯—১০। অশ্বিনী, রেবতী, চিত্রা ও ধনিষ্ঠা এই সকল নক্ষত্র অলঙ্কারাদি ধারণে প্রশস্ত। মৃগশিরা অশ্বিনী, চিত্রা, পুষ্যা, মূলা ও হস্তা এই সকল নক্ষত্র কন্যাদান, যাত্রা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্য্যে শুভপ্রদান করে। ১১। শুক্র ও চন্দ্র জন্মরাশিস্থিত হইলে শুভপ্রদ হয়, এইরূপ দ্বিতীয় রাশিতে চন্দ্র, বুধ, শুক্র ও বৃহস্পতি; তৃতীয় রাশিতে মঙ্গল, শনি, চন্দ্র ও সূর্য্য; চতুর্থ রাশিতে বুধ; পঞ্চম স্থানে শুক্র, বৃহস্পতি, চন্দ্র ও কেতু; ষষ্ঠে শনি, রবি ও মঙ্গল; সপ্তমে বৃহস্পতি ও চন্দ্র; অষ্টমে বুধ ও শুক্র; নবমস্থানে বৃহস্পতি; দশম রাশিতে রবি, শনি ও চন্দ্র অবস্থিত হইলে শুভ ফল প্রদানকরে। একাদশস্থানে সকল গ্রহই শুভকর হইয়া থাকে। দ্বাদশ স্থানে বুধ ও শুক্র অবস্থিতি করিলে উত্তম ফল প্রদানকরে। ১২—১৫। কন্যার জন্মরাশি সিংহ, বরে জন্মরাশি মকর, বরের রাশি কন্যা, কন্যার রাশি মেষ, কন্যার রাশি তুলা,* বরের রাশি মীন, কন্যার রাশি কুম্ভ, বরের রাশি কর্কট, কন্যার রাশি ধনুঃ, বরের রাশি বৃষ, কন্যার রাশি মিথুন, বরের রাশি বৃশ্চিক হইলে, ষড়ষ্টকযোগ হয়, এই যোগ বিবাহে বিচারণীয়। বিবাহকালে বরকন্যার জন্মরাশি লইয়া উক্তরূপে বিচারকরিয়া বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিলে, সেই বিবাহে স্ত্রীপুরুষের অতিশয় প্রণয় হইয়া থাকে। ১৬—১৭।

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ উদয়াত্তু সমারভ্য রাশৌ ভানুঃ স্থিতো-হর। স্বরাশ্যাদ্যৈর্ব্রজেদহ্নি ষড়্ভিঃ ষড়্ভিস্তথা নিশাং ॥২॥ মীনে মেষে চ পঞ্চ স্যুশ্চতস্রো বৃষকুম্ভয়োঃ। মকরে মিথুনে তিস্রঃ পঞ্চ চাপে চ কর্কটে ॥৩॥ সিংহে

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

হরি বলিতেছেন,—উদয়রাশি হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্য-দেব প্রতিরাশিতে ভ্রমণ করেন, দিবাতে উদয়রাশি হইতে ৬ ছয়রাশি এবং রাত্রিতে ৬ ছয়রাশি ভ্রমণ করেন। ১-২। এইক্ষণ দ্বাদশরাশির পরিমাণ কথিত হইতেছে। মীন ও মেষরাশির পরিমাণ ৫ পাঁচদণ্ড, বৃষ ও কুম্ভরাশির পরিমাণ ৪ চারিদণ্ড,

---

* বিষমসংকযোগঃ—সপ্তকে মেষতুলে যুগ্মহয়ে তথা। সিংহঘটৌ সদা বর্জ্জ্যৌ মৃতিং তত্রাব্রবীচ্ছিবঃ ॥

চ বৃশ্চিকে ষট্ চ সপ্ত কন্যাতুলে তথা। এতাল্লগ্নপ্রমাণেন ঘটিকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ৪॥ রসপূর্ব্বাবসানেষু, রবাব্ধীষরিসাগরাঃ। লঙ্কোদয়াহি তদ্বত্তু লগ্নামেষাদয়োঽথবা॥ ৫॥ মেষলগ্নে ভবেদ্বন্ধ্যা বৃষে ভবতি কামিনী। মিথুনে সুভগা কন্যা বেশ্যা ভবতি কর্কটে॥৬॥ সিংহে চৈবাল্পপুত্রা চ কন্যায়াং রূপসংযুতা। তুলায়াং রূপমৈশ্বর্য্যং বৃশ্চিকে কর্কশা ভবেৎ॥ ৭॥ সৌভাগ্যং ধনুষি স্যাচ্চ মকরে নীচগামিনী। কুম্ভে চৈবাল্পপুত্রা স্যান্মীনে বৈরাগ্যসংযুতা॥ ৮॥ তুলাকর্কটকো মেষো মকরশ্চৈব রাশয়ঃ। চরকার্য্যাণি কুর্য্যাচ্চ স্থিরকার্য্যাণি চৈক হি॥ ৯॥ পঞ্চাননো বৃষঃ কুম্ভো বৃশ্চিকঃ স্যুঃ স্থিরাণি হি। কন্যা ধনুশ্চ মীনশ্চ মিথুনং দ্বিস্বভাবতা॥ ১০॥ দ্বিস্বভাবানি কর্ম্মাণি কুর্য্যাদেষু বিচক্ষণঃ॥ যাত্রা চরেণ কর্ত্তব্যা প্রবেষ্টব্যং স্থিরেণ তু। দেবস্থাপনবৈবাহং দ্বিস্বভাবেন কারয়েৎ॥১১॥ প্রতিপচ্চাথ ষষ্ঠী চ নন্দা চৈকাদশী স্মৃতা। দ্বিতীয়া সপ্তমী ভদ্রা দ্বাদশী বৃষভধ্বজ॥ ১২॥ জয়াষ্টমী তৃতীয়া চ স্মৃতা রুদ্র ত্রয়োদশী। চতুর্থী নবমী রিক্তা সা বর্জ্জ্যাথ চতুর্দ্দশী। পঞ্চমী দশমী পূর্ণা পূর্ণিমা চ শুভাঃ স্মৃতাঃ॥ ১৩॥ চরঃ সৌম্যো গুরুঃ ক্ষিপ্রো মৃদুঃ শুক্রো রবির্ধ্রুবঃ। শনিশ্চ দারুণোজ্ঞেয়ো ভৌম উগ্রঃ শশী সমঃ॥১৪॥ চরক্ষিপ্রৈঃ প্রযাতব্যং প্রবেষ্টব্যং মৃদুধ্রুবৈঃ। দারুণোগ্রৈশ্চ যোদ্ধব্যং ক্ষত্রিয়ৈর্জ্জয়কাঙ্ক্ষিভিঃ। নৃপাভিষেকোঽগ্নিকার্য্যঞ্চ সমবারে প্রশস্যতে॥ ১৫॥ সোমে তুলে প্রমাণঞ্চ কুর্য্যাচ্চৈব গৃহাদিকং। সৈনাপত্যং শৌর্য্যযুদ্ধং শস্ত্রাভ্যাসঃ কুজে স্মৃতঃ॥ ১৬॥ সিদ্ধিকার্য্যঞ্চ মন্ত্রশ্চ যাত্রা চৈব বুধে

মকর ও মিথুনলগ্নের পরিমাণ ৩ তিনদণ্ড, ধনুঃ ও কর্কটের পরিমাণ ৫ পাঁচদণ্ড, সিংহ ও বৃশ্চিকের পরিমাণ ৬ ছয়দণ্ড এবং কন্যা ও তুলার পরিমাণ ৭ সাতদণ্ড এইরূপে লগ্ন পরিমাণ নির্ণয় করিয়া কার্য্যকরিবে। ৩-৪। মতান্তরে মীন ও মেষের পরিমাণ ৬ ছয়দণ্ড বৃষ ও কুম্ভের পরিমাণ ৬ ছয়দণ্ড, মকর ও মিথুনের ৪ চারিদণ্ড, ধনু ও কর্কটের ৫ পাঁচদণ্ড, বৃশ্চিক ও সিংহের পরিমাণ ৬ ছয়দণ্ড এবং কন্যা ও তুলার পরিমাণ ৭ সাতদণ্ড। এই লগ্ন পরিমাণকে লঙ্কোদয় পরিমাণ বলিয়া জানিবে।৫। মেষলগ্নে বন্ধ্যা, বৃষলগ্নে সুন্দরী, মিথুনে সৌভাগ্যশালিনী, কর্কটে বেশ্যা, সিংহে অল্পপুত্রা, কন্যাতে রূপবতী, তুলাতে সৌন্দর্য্যশালিনী ও বিভববতী, বৃশ্চিকে কর্কশা, ধনুতে সৌভাগ্যবতী, মকরে নীচগামিনী, কুম্ভে অল্পপুত্রা ও মীনরাশিতে বিবাহ হইলে বৈরাগ্যযুক্তা হয়। ৬-৮। তুলা, কর্কট, মেষ ও মকর এই সকল চররাশি। উক্ত চারিলগ্নে যাত্রাদি চরকার্য্য করিবে। ৯। সিংহ, বৃষ, কুম্ভ ও বৃশ্চিক এইগুলি স্থিররাশি। কন্যা, ধনুঃ মীন ও মিথুন এই চারি রাশি দ্ব্যাত্মক। চরলগ্নে চরকার্য্য, স্থিরলগ্নে স্থিরকার্য্য ও দ্ব্যাত্মকলগ্নে দ্বিস্বভাব কার্য্য করিবে। চরলগ্নে যাত্রা, স্থিরলগ্নে গৃহপ্রবেশ এবং দ্ব্যাত্মকলগ্নে দেবস্থাপন ও বিবাহ কার্য্যকরিবে। ১০-১১। প্রতিপৎ, ষষ্ঠী ও একাদশী এই সকল নন্দাতিথি। দ্বিতীয়া, সপ্তমী ও দ্বাদশী এই তিন তিথি ভদ্রা। হে রুদ্র! তৃতীয়া, অষ্টমী ও ত্রয়োদশী এই সকল তিথি জয়া। চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী এই তিন তিথি রিক্তা এবং পঞ্চমী, দশমী ও পূর্ণিমা এই সকল তিথি পূর্ণা। ১২-১৩। বুধ চরসংজ্ঞক, বৃহস্পতি ক্ষিপ্রনামা, শুক্র মৃদুগ্রহ, রবি ধ্রুবসংজ্ঞক, শনি দারুণগ্রহ, মঙ্গল উগ্র ও চন্দ্র সমগ্রহ। ১৪। বুধ ও বৃহস্পতিবারে যাত্রা এবং শুক্র ও রবিবারে গৃহপ্রবেশ করিবে। জয়কাঙ্ক্ষী ক্ষত্রিয়গণ শনি ও মঙ্গলবারে যুদ্ধযাত্রা করিবে। সোমবারে রাজ্যাভিষেক যজ্ঞাদি অগ্নিকার্য্য প্রশস্ত। ১৫। সোমবারে তুলারোহণ ও গৃহকার্য্য করিবে। মঙ্গলবারে সেনাপতিত্ব পদে অভিষেক, শৌর্য্য, যুদ্ধ ও অস্ত্রশিক্ষা এই সকল কার্য্য আরম্ভ করিলে শুভফল হয়। বুধবারে সিদ্ধিকার্য্য মন্ত্রণা ও যাত্রা প্রশস্ত। বৃহস্পতিবারে বেদপাঠ, দেবপূজা, বস্ত্র-

* মিত্রষড়ষ্টক যোগঃ। মকর সমেতং মিথুনং কন্যাকলসৌ মৃগেন্দ্রমীনৌ চ। বৃষভতুলেঽলিকীটৌ কর্কটধনুষী মিত্রবিধৌ॥ অরিষড়ষ্টক যোগঃ। মকরকরিকুলরিপুণা কন্যামেষেণ সহ বাস ঝষয়োঃ। কর্কিঘটৌ বৃষধনুষী বৃশ্চিকমিথুনে চারিবিধৌ। যদি কন্যাষ্টমে ভর্ত্তা ভর্ত্তুঃ ষষ্ঠে চ কন্যকা। ষড়ষ্টকং বিজানীয়াদ্ গর্হিতং ত্রিদশৈরপি॥ দ্বিদ্বাদশ যোগঃ। পুংসো গৃহাৎ সুতগৃহে সুতহা চ কন্যা। ধর্ম্মে স্থিতা সুতবতী পতিবল্লভা চ। দ্বিদ্বাদশে ধনগৃহে ধনহা চ কন্যা। রিপ্ফে স্থিতা ধনবতী পতিবল্লভা চ।

স্মৃতা। পঠনং দেবপুজা চ বস্ত্রাদ্যাভরণং গুরৌ ॥১৭॥ কন্যাদানং গজারোহঃ শুক্রে স্যাৎ সময়ঃ স্ত্রিয়াঃ। স্থাপ্যং গৃহপ্রবেশশ্চ গজবন্ধঃ শনৌ শুভঃ ॥ ১৮ ॥ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ। নরস্ত্রীলক্ষণং বক্ষ্যে সংক্ষেপাচ্ছৃণু শঙ্কর। অস্বেদিনৌ মৃদুতলৌ কমলোদরসন্নিভৌ ॥ শ্লিষ্টাঙ্গুলী তাম্রনখৌ সুগুল্ফৌ শিরয়োজ্ঝিতৌ। কুর্ম্মোন্নতৌ চ চরণৌ স্যাতাং নৃপবরস্য হি ॥ ৩ ॥ বিরূক্ষপাণ্ডরনখৌ বক্রৌ চৈব শিরোন্নতং। সূর্পাকারৌ চ চরণৌ সংশুষ্কৌ চরণাঙ্গুলী। দুঃখদারিদ্র্যদৌ স্যাতাং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৪ ॥ অল্পরোমযুতা শ্রেষ্ঠা জঙ্ঘা হস্তিকরোপমা। রোমৈকৈকং কুপকে স্যাদ্ভূপানাস্তু মহাত্মনাং ॥ ৫ ॥ দ্বে দ্বে রোমে পণ্ডিতানাং শ্রোত্রীয়াণাং তথৈবচ। রোমত্রয়ং দরিদ্রাণাং রোগী নির্ম্মাংসজানুকঃ ॥ ৬ ॥ অল্পলিঙ্গে চ ধনবান্ স্যাচ্চ পুত্রাদিবর্জ্জিতঃ। স্থূললিঙ্গো দরিদ্রঃ স্যাদ্দুঃখ্যেকবৃষণী ভবেৎ ॥ ৭ ॥ বিষমে স্ত্রীচঞ্চলোবৈ নৃপঃ স্যাদ্বৃষণে সমে। প্রলম্ববৃষণোঽল্পায়ুঃ নির্দ্রব্যঃ কুমণির্ভবেৎ। পাণ্ডরৈর্ম্মলিনৈশ্চৈব মণিভিশ্চ সুখী নরঃ ॥ ৮ ॥ নিঃস্বস্য শব্দমূত্রাঃ স্যু নৃ‌পা নিঃশব্দধারয়ঃ। ভোগাঢ্যাঃ সমজঠরা নিঃস্বাঃ স্যুর্ঘটসন্নিভাঃ ॥ ৯ ॥ সর্পোদরা দরিদ্রাঃ স্যু রেখাভিশ্চায়ুরুচ্যতেঃ। ললাটে যস্য দৃশ্যন্তে তিস্রোরেখাঃ সমা-

---

পরিধান ও আভরণধারণ এই সকল কার্য্যকরিবে। শুক্রবারে কন্যাদান, গজারোহণ ও স্ত্রীসহবাস এই সকল কার্য্য শুভপ্রদ হয়। শনিবারে গৃহারম্ভ, গৃহপ্রবেশ ও গজবন্ধ এই সকলকার্য্য প্রশস্ত। ১৬-১৮।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

হরি বলিলেন,হে শঙ্কর। নরলক্ষণ ও স্ত্রীলক্ষণ সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণকর। যাহার চরণদ্বয়ের তল ভাগ কোমল, পদ্মমধ্যের ন্যায় সুদৃশ্য হয় এবং তাহাতে যদি ঘর্ম্ম না হয়; অঙ্গুলিগুলি পরস্পর সংযোজিত; উপরিভাগ কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় উন্নত, নখ তাম্রবর্ণ; গুল্ক সুন্দর ও চরণ শিরাশূন্য সেই ব্যক্তি রাজা হইয়া থাকে। ১-৩। যে ব্যক্তির কয়চরণের নখগুলি রুক্ষ ও পাণ্ডরবর্ণ, মুখের শিরাসকল উন্নত, পাদদ্বয় সূর্পবৎ বিস্তৃত ও পাদদ্বয়ের অঙ্গুলিসকল শুষ্ক সেই মনুষ্য নিশ্চয় দারিদ্র্য ও দুঃখভোগ করে। ৪। যাহার জঙ্ঘা হস্তিশুণ্ডের ন্যায় সুগোল ও অল্পরোমযুক্ত এবং রোমকূপে একএকটি রোম থাকে সেই ব্যক্তি রাজা হইয়া থাকে। ৫। যাহার একএকটি রোমকূপে দুইদুইটি করিয়া রোম থাকে, সেই ব্যক্তি শ্রোত্রীয় বা পণ্ডিত হয়। যাহার একএক রোমকূপে তিনটি করিয়া রোম দৃষ্ট হয় সেই ব্যক্তি দরিদ্র এবং যাহার জানুযুগ অতিকৃশ সেই ব্যক্তি চিরকাল রোগ ভোগকরে। ৬। যাহার লিঙ্গ ক্ষুদ্র সেই ব্যক্তি ধনবান্ হয় কিন্তু তাহার সন্তান জন্মে না। যাহার লিঙ্গ অতিস্থূল সেই মনুষ্য দরিদ্র ও যাহার একটিমাত্র কোষ থাকে সেই ব্যক্তি চিরকাল দুঃখভোগ করে। ৭। যাহার কোষদ্বয় বিষম অর্থাৎ একটি ছোট ও একটি বড় তাহার স্ত্রী চঞ্চলা হয় এবং যাহার কোষ দুইটি সমানাকার সেই মনুষ্য রাজা হইয়া থাকে। যাহার কোষদ্বয় প্রলম্বিত সেই ব্যক্তি অল্পায়ুঃ হয়। লিঙ্গমণি কুদৃশ্য হইলে মনুষ্য দ্রব্যহীন হয়। যাহার লিঙ্গমণি পাণ্ডুবর্ণ অথবা মলিন সেই ব্যক্তি সুখী হইয়া থাকে। ৮। যাহার মূত্র শব্দকরিয়া পতিত হয় সে দরিদ্র হয়। যাহার মূত্রত্যাগকালে অধিক শব্দ না হয় সেই মনুষ্য ভূপতি হয়। যাহার উদর সমানাকার সেই ব্যক্তি ভোগবান্ ও যাহার জঠর কুম্ভের ন্যায় সেই ব্যক্তি নির্ধন হইয়া থাকে। ৯। যাহার উদর সর্পোদরের ন্যায় সেই ব্যক্তি দরিদ্র হয়। রেখাদ্বারা আয়ুঃ নির্ণয় হইয়া থাকে। যাহার ললাটে সমানাকার তিনটি রেখা দৃষ্ট হয় সেই ব্যক্তি সুখী ও পুত্রাদি সমন্বিত হইয়া ষষ্টিবর্ষ জীবিত থাকে। ১০। যাহার

হিতাঃ। সুখী পুত্রসমাযুক্তঃ স ষষ্টিং জীবতে নরঃ ॥১০॥ চত্বারিংশচ্চ বর্ষাণি দ্বিরেখাদর্শনান্নরঃ। বিংশত্যব্দ মেকরেখা আকর্ণান্তা গতায়ুষঃ। আকর্ণান্তরিতা রেখা- স্তিস্রশ্চ স্যুঃ শতায়ুষঃ ॥ ১১ ॥ সপ্তত্যায়ু দ্বিরেখা তু ষষ্ট্যায়ুস্তিসৃভির্ভবেৎ। ব্যক্তাব্যক্তাভী রেখাভি- র্বিংশত্যায়ুর্ভবেন্নরঃ ॥ ১২ ॥ চত্বারিংশচ্চ বর্ষাণি হীন- রেখস্তু জীবতি। ভিন্নাভিশ্চৈব রেখাভি রপমৃত্যুর্নরস্য হি ॥ ১৩ ॥ ত্রিশূলং পট্টিশং বাপি ললাটে যস্য দৃশ্যতে। ধনপুত্রসমাযুক্তঃ স জীবে চ্ছরদঃ শতং ॥১৪॥ তর্জ্জন্যা- মধ্যমাঙ্গুল্যা আয়ুরেখা তু মধ্যতঃ। সংপ্রাপ্তা যা ভবেদ্রুদ্র স জীবেচ্ছরদঃ শতম্ ॥ ১৫ ॥ প্রথমা জ্ঞান রেখা তু অঙ্গুষ্ঠাদনুবর্ত্ততে। মধ্যমামূলগা রেখা আয়ু- রেখা অতঃপরং ॥ ১৬ ॥ কনিষ্ঠায়াং সমাশ্রিত্য আয়ু- রেখা সমাবিশেৎ। অচ্ছিন্না বা বিভক্তা বা স জীবে- চ্ছরদঃ শতং ॥ ১৭ ॥ যস্য পাণিতলে রেখা আয়ুস্তস্য

ললাটে দুইটি রেখা দৃষ্ট হয় তাহার ৪০ চল্লিশবৎসর আয়ুঃ হয়। যাহার কপালে একটিমাত্র রেখা থাকে সে ব্যক্তি ২০ বিংশতিবর্ষ জীবিত থাকে। যে ব্যক্তির কপালস্থ একটী রেখা আকর্ণ বিস্তৃত হয় সেই মনুষ্য অতি অল্পায়ুঃ হয়। যাহার কপালে আকর্ণান্ত বিস্তৃত তিনটী রেখা থাকে সে ব্যক্তি শত বৎসর জীবিত থাকে। ১১। যাহার ললাটে দুইটি রেখা থাকে তাহার ৭০ সপ্ততিবৎসর, যাহার তিনটি রেখা থাকে তাহার ৬০ ষষ্টিবৎসর পরমায়ুঃ জানিবে। যাহার কপালস্থ রেখাগুলির কতক অংশ ব্যক্ত ও কতক অংশ অব্যক্ত থাকে সেই ব্যক্তি ২০ বিংশতি বৎসরের অধিক জীবিত থাকে না। ১২। যাহার কপালে এক- টিও রেখা দৃষ্ট হয় না সেই ব্যক্তি ৪০ চল্লিশ বৎসর জীবিত থাকে এবং যে ব্যক্তির কপালস্থিত রেখা ছিন্ন ভিন্ন দৃষ্ট হয়, তাহার অপমৃত্যু হইয়া থাকে। ১৩। যাহার কপালে ত্রিশূল অথবা পট্টিশাকার চিহ্ন থাকে, সেই ব্যক্তি ধনপুত্র- সমন্বিত হইয়া শত বৎসর জীবিত থাকে*। ১৪। হে রুদ্র! যাহার আয়ুরেখা তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত আয়ত, সে ব্যক্তি শত বৎসর জীবিত থাকে। ১৫। অঙ্গুষ্ঠের মূল হইতে প্রথম যে রেখা নির্গত হইয়াছে, তাহার নাম জ্ঞানরেখা। মধ্যমাঙ্গুলীর মূল গত যে রেখা তাহাকে আয়ুরেখা বলে। এই রেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মূল হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যাহার আয়ু রেখা বিচ্ছিন্ন বা বিভক্ত নহে, সেই ব্যক্তির শতবর্ষ পরমায়ুঃ হয়।

* এস্থলে কপালের সামান্য রেখা ও কোন কোন চিহ্ন দৃষ্টে আয়ুঃ ও শুভাশুভ গণনা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু মানবের কপালের ও মুখ মণ্ডলের নির্ণীত স্থান (যাহা গ্রহরাশিকর্তৃক বিভক্ত হইয়াছে) এবং ঐ সকল স্থানে তাহাদিগের স্বীয় স্বীয় চিহ্নাদিদৃষ্টে শুভাশুভগণনার প্রণালী কিছু মাত্র

♋ কর্কট কপালের উ ভা।
♌ সিংহ দক্ষিণভ্রূ।
♍ কন্যা দক্ষিণ গণ্ড।
♎ তুলা দক্ষিণ কর্ণ।
♏ বৃশ্চিক নাসিকা।
♐ ধনুঃ দক্ষিণ চক্ষুঃ।
♑ মকর চিবুক।
♒ কুম্ভ বামভ্রূ।
♓ মীন বাম গণ্ড।
♈ মেষ বামকর্ণ।
♉ বৃষ কপালের মধ্যস্থল।
♊ মিথুন বামচক্ষুঃ।

♂ মঙ্গল কপাল।
☉ রবি দক্ষিণ চক্ষুঃ।
☽ চন্দ্র বামচক্ষুঃ।
♃ বৃহস্পতি দক্ষিণ কর্ণ।
♄ শনি বাম কর্ণ।
♀ শুক্র নাসিকা।
☿ বুধ মুখ।

বর্ণিত হয় নাই; অতএব ঐ শাস্ত্র পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক হইলে আমার প্রকাশিত Extracts from Works on Palmistry, Physiognomy and Metoposcopy, গ্রন্থের ইংরাজি এবং সংস্কৃত বচনাদি পাঠকরিলে মানবের শুভাশুভবিচার ও নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারকরিতে পারিবেন। এস্থলে মানবের মুখমণ্ডলের ও কপালের লিখিত স্থান যেরূপে গ্রহরাশিকর্তৃক বিভক্ত হইয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য দুইটি প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিলাম। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের, ২০১ ও ২০২ পৃষ্ঠা দৃষ্টি করিলে বিশেষ অবগত হইতে পারিবেন।

প্রকাশয়েৎ। শতং বর্ষাণি জীবেচ্চ ভোগী রুদ্র ন সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥ কনিষ্ঠিকাং সমাশ্রিত্য। মধ্যমায়ামুপাগতা। ষষ্টিবর্ষায়ুষং কুর্য্যাদায়ুরেখা তু মানবঃ ॥ ১৯ ॥ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

হে রুদ্র! যাহার পাণিতলগত আয়ুরেখা সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয় সেই ব্যক্তির শতবর্ষ কাল আয়ুঃ হইয়া থাকে। ইহাতে কোন সংশয় নাই। যাহার আয়ুরেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল হইতে মধ্যমাঙ্গুলির মূল পর্য্যন্ত আয়ত, সেই মানব ৬০ ষষ্টিবর্ষ জীবিত থাকে *। ১৬—১৯।

নং ১

নং ২
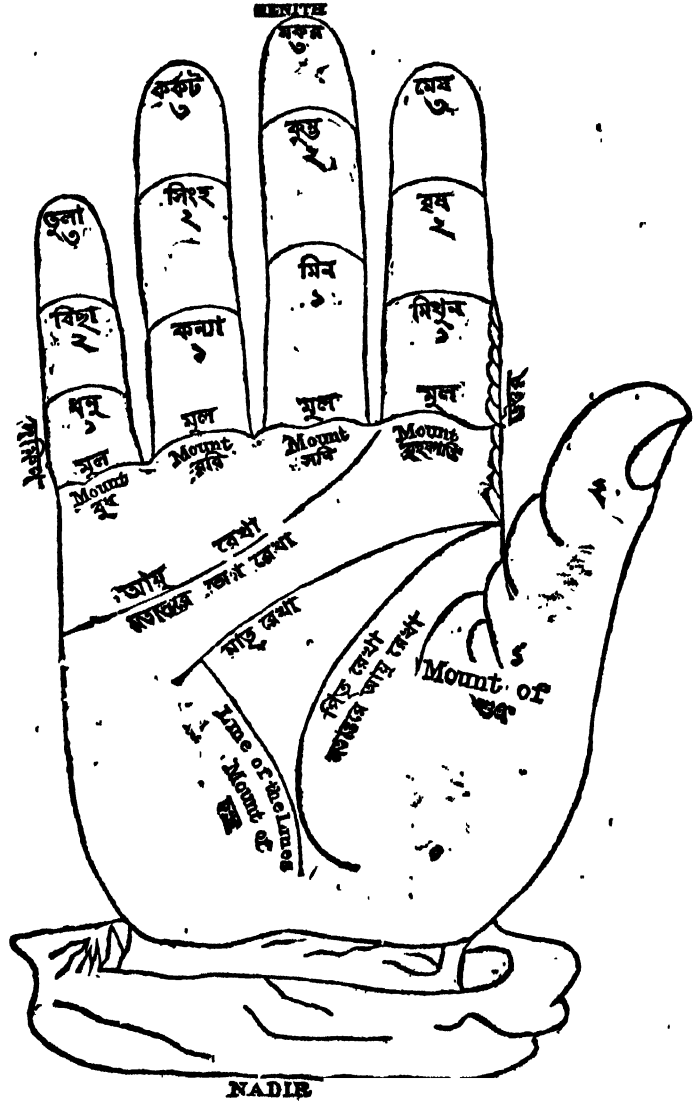
* স্বীয় ও ভিন্ন দেশীয় সামুদ্রিকবেত্তা পণ্ডিতগণের মধ্যে করতলের আয়ুরেখা সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন যে মত আছে, তাহা ও করতলের প্রধান প্রধান রেখা কয়েকটীর নাম পাঠকবর্গের পরিজ্ঞানার্থ তুইটী হস্ত পাঞ্জা অঙ্কিত করিলাম। ১ম হস্তপাঞ্জার ক—খ রেখাকে স্বদেশীয় সামুদ্রিকবেত্তাগণ আয়ুরেখা বলিয়া নিরূপণকরিয়াছেন, গ—ব রেখা মাতৃরেখা, প—ব রেখা পিতৃরেখা, বলিয়া নিরূপিত আছে; কিন্তু এই রেখাটীকে ভিন্নদেশীয় ও স্বদেশীয় কোন কোন পণ্ডিত আয়ুরেখা বলিয়া থাকেন। র—স রেখাকে ঊর্দ্ধরেখা এবং ধ—ন রেখাকে পরস্বাপ্তিরেখা বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। ২য় হস্তপাঞ্জার অঙ্গুলির পর্ব্ব ও হস্তপাঞ্জার মধ্যে দ্বাদশ রাশির ও গ্রহদিগের স্থান নিরূপিত আছে। এই সকল বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া যেরূপে মানবের শুভাশুভ গণনা করিতে হইবেক, তাহা আমার প্রকাশিত ইংরাজি ও বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত সামুদ্রিক শাস্ত্র অর্থাৎ Extracts from Works on Palmistry, Physiognomy and Metoposcopy নামক গ্রন্থে ও ফলিতজ্যোতিষে বিশেষ রূপ বর্ণিত হইয়াছে এবং নষ্টকোষ্ঠি উদ্ধারের প্রমাণাদিও বিশেষরূপ লিখিত আছে। বাহুল্যপ্রযুক্ত এস্থলে লিখিত হইল না।

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ ॥১॥ যস্যাস্তু কুঞ্চিতাঃ কেশা-মুখঞ্চপরিমণ্ডলং। নাভিশ্চ দক্ষিণাবর্ত্তা সা কন্যা কুলবর্দ্ধিনী ॥ ২ ॥ যা চ কাঞ্চনবর্ণাভা রক্তহস্তসরোরুহা। সহস্রাণাস্তু নারীণাং ভবেৎ সাপি পতিব্রতা ॥ ৩ ॥ বক্রকেশা চ যা কন্যা মণ্ডলাক্ষী চ যা ভবেৎ। ভর্ত্তা চ ম্রিয়তে তস্যা নিয়তং দুঃখভাগিনী ॥ ৪ ॥ পূর্ণচন্দ্রমুখী কন্যা বালসূর্য্যসমপ্রভা। বিশালনেত্রা বিম্বৌষ্ঠী সা কন্যা লভতে সুখং ॥ ৫ ॥ রেখাভির্ব্বহুভিঃ ক্লেশং স্বল্পাভির্ধনহীনতা। রক্তাভিঃ সুখমাপ্নোতি কৃষ্ণাভিঃ প্রেষ্যতাং ব্রজেৎ ॥ ৬ ॥ কার্য্যেঽপি মন্ত্রী পত্নী স্যাৎ সখী স্যাৎ করণেষু চ। স্নেহেষু ভার্য্যা মাতা স্যাদ্‌ বেশ্যা চ শয়নে শুভা ॥ ৭ ॥ অঙ্কুশং মণ্ডলং চক্রং যস্যাঃ পাণিতলে ভবেৎ। পুত্রঃ প্রসূয়তে নারী নরেন্দ্রং লভতে পতিং ॥ ৮ ॥ যস্যাস্তু রোমশৌ পার্শ্বৌ রোমশৌ চ পয়োধরৌ। উন্নতৌ চাধরোষ্ঠৌ চ ক্ষিপ্রং মারয়তে পতিং ॥৯॥ যস্যাঃ পাণিতলে রেখা প্রাকারং তোরণং ভবেৎ। অপি দাসকুলে জাতা রাজ্ঞীত্ব-মুপগচ্ছতি ॥১০॥ উদ্বৃত্তা কপিলা যস্যা রোমরাজী নিরন্তরং। অপি রাজকুলে জাতা দাসীত্ব-মুপগচ্ছতি ॥১১॥ যস্যা অনামিকাঙ্গুষ্ঠৌ পৃথিব্যাং নৈব তিষ্ঠতঃ। পতিং মারয়তে ক্ষিপ্রং স্বেচ্ছাচারেণ বর্ত্ততে ॥ ১২ ॥ যস্যাগমনমাত্রেণ ভূমিকম্পঃ প্রজায়তে। পতিং মারয়তে ক্ষিপ্রং ম্লেচ্ছাচারেণ বর্ত্ততে ॥ ১৩ ॥ চক্ষুঃস্নেহেন সৌভাগ্যং দন্তস্নেহেন ভোজনং। ত্বচঃস্নেহেন শয্যাঞ্চ পাদস্নেহেন বাহনং ॥ ১৪ ॥ স্নিগ্ধো-

---

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

হরি বলিলেন, যে কামিনীর কেশ আকুঞ্চিত, মুখ মণ্ডলাকার ও নাভি দক্ষিণাবর্ত্ত, সেই নারী কুলবর্দ্ধিনী হয়।১-২। যে রমণীর দেহকান্তি সুবর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল ও হস্ত রক্তপদ্মের ন্যায়, সেই কামিনী পতিব্রতা ও সহস্রনারীর প্রধানা হইয়া থাকে। ৩। যে স্ত্রীর কেশ বক্র ও চক্ষুঃ মণ্ডলাকার, অচিরে সেই নারীর ভর্ত্তার মরণ হয় এবং সেই স্ত্রী চিরকাল দুঃখ ভোগকরে। ৪। যে কন্যার মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুদৃশ্য, দেহপ্রভা নবোদিতসূর্য্যের ন্যায় রক্তিম, নেত্রদ্বয় বিশাল ও ওষ্ঠ বিম্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ, সেই কন্যা চিরকাল সুখ ভোগকরে।৫। যাহার করতলে অসংখ্য রেখা দৃষ্ট হয়, সে ক্লেশ ভোগকরে; যাহার করতলে অতি অল্পমাত্র রেখা থাকে, সে ধনহীন হয়; যাহার পাণিতলগতরেখা রক্তবর্ণ, সে সুখ ভোগকরে; এবং করতলগতরেখা কৃষ্ণবর্ণ হইলে, সেই ব্যক্তি দাসবৃত্তি অবলম্বনকরিয়া জীবিকা নির্ব্বাহকরে।৬। যে সৎপত্নী হয়, সে ভর্ত্তার বিষয়কার্য্যে মন্ত্রী ও প্রিয়সম্ভাষণে সখীস্বরূপা হইয়া ব্যবহার করে এবং মাতার ন্যায় স্নেহকরে ও শয়নকালে বেশ্যাবৎ সুখ বর্দ্ধনকরিয়া থাকে।৭। যে নারীর পাণিতলে অঙ্কুশ, মণ্ডল ও চক্রাকার চিহ্ন থাকে, সেই কামিনী রাজপত্নী ও রাজমাতা হয়।৮। যে কামিনীর পার্শ্বদ্বয় ও স্তনযুগল রোমাবৃত এবং ওষ্ঠ ও অধর সমুন্নত, শীঘ্র সেই নারীর পতির মরণ হইয়া থাকে। ৯। যে রমণীর করতলে প্রাকার ও তোরণাকার রেখা দৃষ্ট হয়, সেই কামিনী দাসবংশে জন্মিয়াও রাজপত্নী হইয়া থাকে। ১০। যে নারীর রোমাবলী নাভিদেশহইতে অচ্ছিন্নভাবে উদ্গত হইয়াছে এবং ঐ রোমরাজী যদি কপিলবর্ণ ও উর্দ্ধদিকে বৃত্তাকার হয়, তাহা হইলে সেই নারী রাজকন্যা হইলেও দাসীবৃত্তি আশ্রয় করে।১১। যে কামিনীর গমনকালে পাদদ্বয়ের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি মৃত্তিকা স্পর্শকরে না, সেই রামা শীঘ্র পতিকে বিনাশ করিয়া স্বাধীনবৃত্তি আশ্রয়করিয়া থাকে। ১২। যে রমণীর গমনকালে পদভরে ভূভাগ কম্পিত হয়, সেই নারী বিধবা হইয়া ম্লেচ্ছের আচার গ্রহণকরে।১৩। যাহার চক্ষুঃ সমুজ্জ্বল, সে ব্যক্তি সৌভাগ্যশালী হইয়া থাকে। যাহার দন্ত চাকচক্যশালী, তাহার উত্তম ভোজন লাভ হয়, যাহার গাত্রচর্ম্ম উজ্জ্বল সে উত্তম শয্যা ভোগকরে; এবং যে ব্যক্তির পাদদ্বয় স্নেহযুক্ত সে ব্যক্তি উত্তম বাহন প্রাপ্ত হয়।১৪। নারীর চরণদ্বয় সমুন্নত ও স্নিগ্ধ, নখ তাম্রবর্ণ

স্নতৌ তাম্রনখৌ নার্য্যাশ্চ চরণৌ শুভৌ। মৎস্যাঙ্কুশাব্জচিহ্নৌ চ চক্রলাঙ্গললক্ষিতৌ। অস্বেদিনৌ মৃদুতলৌ প্রশস্তৌ চরণৌ স্ত্রিয়াঃ * ॥১৫॥ শুভে জঙ্ঘে বিরোমে চ উরূ হস্তিকরোপমৌ। অশ্বত্থপত্রসদৃশং বিপুলং গুহ্যমুত্তমং ॥ ১৬ ॥ নাভিঃ প্রশস্তা গম্ভীরা দক্ষিণাবর্ত্তিকা শুভা। অরোমা ত্রিবলী নার্য্যা-হৃৎস্তনৌ রোমবর্জ্জিতৌ ॥ ১৭ ॥ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ ॥১॥ সমুদ্রোক্তং প্রবক্ষ্যামি নরস্ত্রীলক্ষণং শুভং। যেন বিজ্ঞাতমাত্রেণ অতীতানাগতাশ্রমাঃ ॥২॥

এবং তাহাতে মৎস্য, অঙ্কুশ, পদ্ম, চক্র ও লাঙ্গলচিহ্ন দৃষ্ট হইলে, সেই স্ত্রীকে শুভলক্ষণা বলিয়া জানিবে। স্ত্রীলোকের চরণতল কোমল ও স্বেদশূন্য হইলে প্রশস্ত হয়। ১৫। নারীর জঙ্ঘা ও উরুযুগল রোমশূন্য ও হস্তিশুণ্ডের ন্যায় সুবৃত্ত, গুহ্যদেশ অশ্বত্থপত্রের ন্যায় বিস্তৃত, নাভি গভীর ও দক্ষিণাবর্ত্ত, উদরে রোমশূন্য ত্রিবলী এবং হৃদয় ও স্তনযুগল রোমশূন্য হইলে তাহা শুভলক্ষণ বলিয়া জানিবে। ১৬ ১৭।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

হরি বলিলেন। অনন্তর সমুদ্রোক্ত স্ত্রী ও পুরুষের শুভাশুভ লক্ষণ বলিতেছি। এই সামুদ্রিক শাস্ত্র অবগতি মাত্র ভূত ও ভাব-

* চন্দ্রার্দ্ধং কলসং ত্রিকোণধনুষী খং গোষ্পদং প্রোষ্ঠিকং শঙ্খং সব্যপদেহথ দক্ষিণপদে কোণাষ্টকং স্বস্তিকং। চক্রং ছত্রযবাঙ্কুশং ধ্বজকুলী জম্বূর্দ্ধরেখাম্বুজং বিভ্রাণো হরিরূনবিংশতিমহালক্ষ্ম্যার্চ্চিতাঙ্ঘ্রির্ভবেৎ ॥
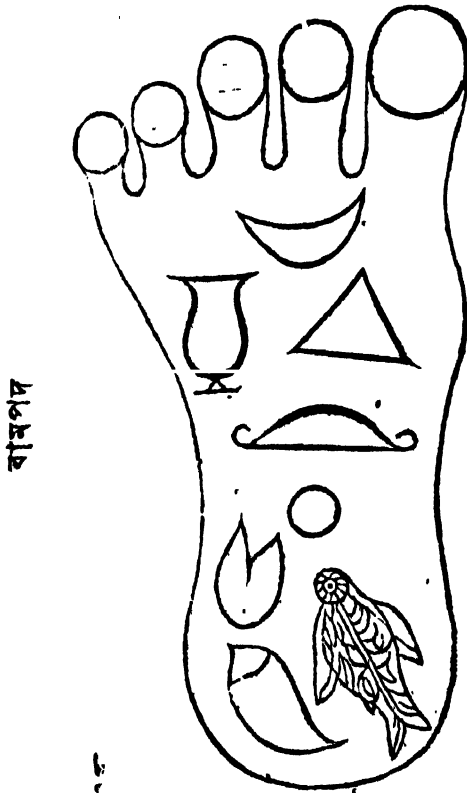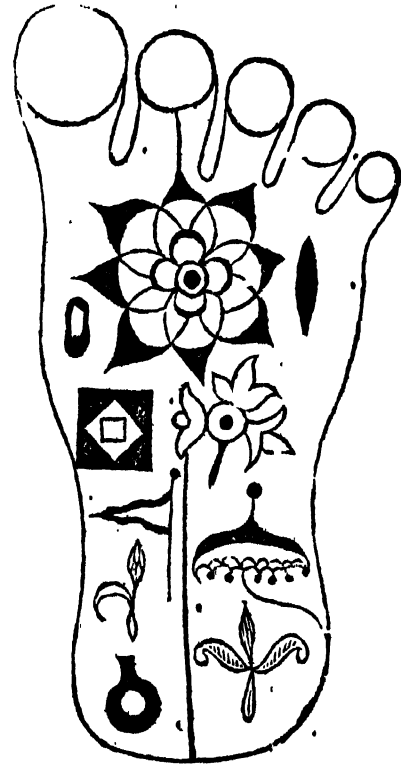
বামপদ

দক্ষিণপদ।

* বামপদে অর্দ্ধচন্দ্র, কলস, ত্রিকোণ, ধনুঃ, শূন্য, গোষ্পদ, প্রোষ্ঠিমৎস্য ও শঙ্খ, এই আটপ্রকার চিহ্ন এবং দক্ষিণপাদে অষ্টকোণ, স্বস্তিক, চক্র, ছত্র, যব, অঙ্কুশ, ধ্বজ, বজ্র, জম্বু, ঊর্দ্ধরেখা ও পদ্ম এই একাদশ প্রকার চিহ্ন সমুদায়ে ঊনবিংশতি চিহ্ন যাহার পদতলে দৃষ্ট হয়, মহালক্ষ্মী তাহার পাদসেবা করেন।

অস্বেদিনৌ মৃদুতলৌ কমলোদরসন্নিভৌ। শ্লিষ্টাঙ্গুলী তাম্রনখৌ পাদাবুষ্ণৌ শিরোজ্ঝিতৌ। কূর্ম্মোন্নতৌ গূঢ়গুল্ফৌ সুপার্ষ্ণী নৃপতেঃ স্মৃতৌ ॥ ৩ ॥ সূর্পাকারৌ বিরূক্ষৌ চ বক্রৌ পাদৌ শিরালকৌ। সংশুষ্কৌ পাণ্ডুরনখৌ নিঃস্বস্য বিরলাঙ্গুলী ॥ ৪ ॥ মার্গায়োৎকটকৌ পাদৌ কষায়সদৃশৌ তথা। বিচ্ছিন্নৌ চৈব বংশস্য ব্রহ্মঘ্নৌ শঙ্কুসন্নিভৌ ॥ ৫ ॥ যুগস্যায়তনে তুল্যা জঙ্ঘা বিরলরোমিকা। মৃদুরোমা সমা জঙ্ঘা তথা করিকরপ্রভা। ঊরবোজানবস্তুল্যা নৃপস্যোপচিতাঃ স্মৃতাঃ॥ ৬॥ নিঃস্বস্য শৃগালজঙ্ঘা রোমৈকৈককূপকে। নৃপাণাং শ্রোত্রিয়াণাঞ্চ দ্বে দ্বে শ্রিয়ে চ ধীমতাং। ত্র্যাদ্যৈর্নিঃস্বা মানবাঃ স্যুর্দুঃখভাজশ্চ নিন্দিতাঃ ॥ ৭ ॥ কেশাশ্চৈব কুঞ্চিতাশ্চ প্রবাসে ম্রিয়তে নরঃ। নির্ম্মাংসজানুঃ সৌভাগ্য-মল্পৈর্নিম্নৈ রতস্ত্রিয়াঃ। বিকটৈশ্চ দরিদ্রাঃ স্যুঃ সমাংসৈরাজ্যমেব চ ॥ ৮ ॥ মহদ্ভি-রায়ু-রাখ্যাতং হ্রস্বলিঙ্গোধনী নরঃ। অপত্যরহিতশ্চৈব স্থূললিঙ্গোধনোজ্ঝিতঃ ॥ ৯ ॥ মেঢ্রে বামনতে চৈব সুতার্থরহিতো-ভবেৎ। বক্রেঽন্যথা পুত্রবান্ স্যাদ্দারিদ্র্যং বিনতে ত্বধঃ ॥১০॥ অল্পে তু তনয়ৌলিঙ্গে শিরালেঽথ সুখী নরঃ। স্থূলগ্রন্থিযুতে লিঙ্গে ভবেৎ পুত্রাদিসংযুতঃ॥ ১১॥ কোষগূঢ়ে নৃপোদীর্ঘৈর্ভুগ্নৈশ্চ ধনবর্জ্জিতাঃ। বলবান্ যুদ্ধশীলশ্চ লঘুশেফঃ স-এবচ ॥ ১২ ॥ দুর্ব্বলস্ত্বেকবৃষণো বিষমাভ্যাঞ্চলস্ত্রিয়ঃ। সমাভ্যাং ক্ষিতিপঃ প্রোক্তঃ প্রলম্বেন শতাব্দবান্ ॥১৩॥ ঊর্দ্ধং দ্বাভ্যাং বহুম্বায়ুরক্তৈর্ম্মণিভিরীশ্বরাঃ। পাণ্ডরৈর্ম্মণিভির্নিঃস্বা মলিনৈঃ সুখভাগিনঃ ॥ ১৪॥ সশব্দনিঃশব্দমূত্রাঃ স্যুর্দরিদ্রাশ্চ

আদি বিষয় প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হয়।।১—২। যাহার পদতলে কদাচ ঘর্ম্ম হয় না এবং তাহা যদি কোমল ও পদ্মগর্ভ সদৃশ হয়, অঙ্গুলিগুলি সংযুক্ত, নখ তাম্র বর্ণ, পাদদ্বয় উষ্ণ ও শিরাবিহীন এবং পাদদ্বয়ের উপরিভাগ কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় সমুন্নত, গুল্ফদ্বয় গূঢ় ও পার্ষ্ণিযুগল সুবর্ত্তুল, সেই ব্যক্তিকে রাজলক্ষণ লক্ষিত বলিয়া জানিবে।৩। যে ব্যক্তির পদদ্বয় সূর্পাকার, রূক্ষ,বক্র, শিরাবিশিষ্ট ও শুষ্ক এবং নখসকল পাণ্ডর বর্ণ ও অঙ্গুলী সকল বিরল, সেই ব্যক্তি নির্ধন হইয়া থাকে।৪। যাহার গমনকালে চরণযুগল বিষম ভাবে পতিত হয় এবং চরণের বর্ণ রক্ত ও পীত-মিশ্রিত, সেই ব্যক্তির বংশ থাকে না। যাহার পদদ্বয় শঙ্কুর ন্যায়, সে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাকারী হয়।৫। যাহার জঙ্ঘা যুগের (জোয়ালের) ন্যায় আয়ত সমানাকার অথবা হস্তিশুণ্ডের ন্যায় সুগোল এবং বিরল ও কোমল রোমবিশিষ্ট, সেই ব্যক্তি রাজা হইয়া থাকে উরু স্থূল, ও জানুদেশ সমানাকৃতি হইলে মনুষ্য রাজা হয় ।৬। যাহার । শৃগালজঙ্ঘার ন্যায় এবং এক এক রোমকূপে একটি করিয়া রোম থাকে,সেই ব্যক্তি নির্ধন এবং যাহার এক এক রোমকূপে দুইটি করিয়া রোম দৃষ্ট হয়,সেই ব্যক্তি রাজা শ্রোত্রিয় ধীমান্ ও ক্ত হয়। যাহার প্রত্যেক রোমকূপে তিনটি বা ততোঽধিক রোম দৃষ্ট হয়,সেই ব্যক্তি নির্ধন,দুঃখী ও নিন্দিত হইয়া থাকে। ৭। যে মানবের কেশ আকুঞ্চিত সেই পুরুষের বিদেশে মৃত্যু হয়। যাহার জানুযুগল কৃশ, সেই ব্যক্তি ভাগ্যবান্ এবং যাহার জানু অতি খর্ব্ব, সেই ব্যক্তি নিত্য স্ত্রী রত থাকে। যে পুরুষের জানু বিকটাকার, সেই ব্যক্তি দরিদ্র ও যাহার জানু স্থূল, সেই মনুষ্য রাজা হয়।৮। যাহার লিঙ্গ বৃহৎ, সেই মনুষ্য দীর্ঘায়ুঃ এবং যাহার লিঙ্গ লঘু, সেই ব্যক্তি ধনবান্ হয়। যাহার লিঙ্গ অতিস্থূল, সেই মানব সন্তনবিহীন ও দরিদ্র হইয়া থাকে। ৯। যাহার মেঢ্র বামনত, সেই ব্যক্তির সন্তান জন্মে না ও অর্থ সংগ্রহ হয় না। যাহার শিশ্ন বক্র, তাহার পুত্র এবং যাহার লিঙ্গ অধোনত, তাহার ধন থাকে না।১০। যাহার লিঙ্গ লঘু, সেই ব্যক্তির অনেক সন্তান উৎপন্ন হয় এবং যাহার শিশ্ন শিরাল, সেই মনুষ্য সুখী হইয়া থাকে। যাহার লিঙ্গ স্থূল অথচ গ্রন্থিযুক্ত, সেই ব্যক্তি পুত্রবান্ হয়।১১। যাহার কোষ গূঢ়, সেই ব্যক্তি রাজা এবং যাহার কোষ দীর্ঘ ও ভুগ্ন, সেই ব্যক্তি ধনহীন হইয়া থাকে। যাহার শিশ্ন লঘু, সেই ব্যক্তি বলবান্ ও যুদ্ধবিশারদ হয়।১২। যে ব্যক্তির কোষ একটি সেই ব্যক্তি দুর্ব্বল হয়, যাহার কোষদ্বয়ের মধ্যে একটি, ছোট ও অপরটি বড় তাহার স্ত্রী চঞ্চলা হইয়া থাকে। যাহার কোষদ্বয় সমান সেই ব্যক্তি রাজা ও যাহার কোষ লম্বমান, সেই ব্যক্তি শতবর্ষ জীবিত থাকে।১৩। যাহার অণ্ডদ্বয় কোষাধারের ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত থাকে, সেই ব্যক্তি দীর্ঘায়ুঃ হয়। যাহার লিঙ্গমণি রক্ত সেই পুরুষ ধনবান্, পাণ্ডরবর্ণ মণিবিশিষ্ট পুরুষ নির্ধন এবং মলিনমণিযুক্ত পুরুষ সুখী হইয়া থাকে।১৪। যে সকল মনুষ্যের মূত্রত্যাগকালে অধিক শব্দ হয় বা কিঞ্চিন্মাত্র শব্দ হয় না,

মানবাঃ। একদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চষড়্ভির্ধারাভিরেব চ ॥ ১৫॥ দক্ষিণাবর্ত্তচলিতমূত্রাভিশ্চ নৃপাঃ স্মৃতাঃ। বিকীর্ণ-মূত্রা নিঃস্বাশ্চ প্রধানসুখদায়িকাঃ ॥ ১৬॥ এক-ধারাশ্চ বনিতাঃ স্নিগ্ধৈর্মণিভিরুন্নতৈঃ। সমৈঃ স্ত্রীরত্ন-ধনিনোমধ্যে নিম্নৈশ্চ কন্যকাঃ ॥ ১৭ ॥ শুক্রৈর্নিঃস্বা বিশুক্রৈশ্চ দুর্ভগাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ। পুষ্পগন্ধে নৃপাঃ শুক্রে মধুগন্ধে ধনং বহু ॥১৮॥ পুত্রাঃ শুক্রে মৎস্যগন্ধে তন্ন শুক্রে চ কন্যকাঃ। মহাভোগী মাংসগন্ধে যজ্বা স্যান্মদগন্ধিনি ॥ ১৯ ॥ দরিদ্রঃ ক্ষারগন্ধে চ দীর্ঘায়ুঃ শীঘ্রমৈথুনী। অশীঘ্রমৈথুন্যল্পায়ুঃ স্থূলস্ফিক্ স্যাদ্ধনো-জ্ঝিতঃ ॥ ২০ ॥ মাংসলস্ফিক্ সুখী স্যাচ্চ সিংহস্ফিক্ ভূপতিঃ স্মৃতঃ। ভবেৎ সিংহকটী রাজা নিঃস্বঃ কপি-কটির্নরঃ ॥ ২১ ॥ সর্পোদরা দরিদ্রাঃ স্যুঃ পিঠরৈশ্চ ঘটৈঃ সমাঃ। ধনিনো বিপুলৈঃ পার্শ্বৈর্নিঃস্বা রক্তৈশ্চ নিম্নগৈঃ ॥ ২২ ॥ সমকক্ষাশ্চ ভোগাঢ্যা নিম্নকক্ষাধনো-জ্ঝিতাঃ। নৃপাশ্চোন্নতকক্ষাঃ স্যুর্জিহ্মাবিষমকক্ষকাঃ ॥ ২৩ ॥ মৎস্যোদরা বহুধনা নাভিভিঃ সুখিনঃ স্মৃতাঃ। বিস্তীর্ণাভির্বহুলাভির্নিম্নাভিঃ, ক্লেশভাগিনঃ ॥ ২৪ ॥ বলিমধ্যগতো নাভিঃ শূলবাধাং করোতি হি। বামা-বর্ত্তশ্চ সাধ্যং বৈ মেধাং দক্ষিণতস্তথা ॥ ২৫ ॥ পার্শ্বা-য়তা চিরায়ুঃ স্যাদুপরিষ্টাদ্ধনেশ্বরঃ। অধোগবাঢ্যং কুর্য্যাচ্চ নৃপত্বং পদ্মকর্ণিকা ॥ ২৬ ॥ একবলিঃ শতায়ুঃ স্যাৎ শ্রীভোগী দ্বিবলিঃ স্মৃতঃ। ত্রিবলিঃ ক্ষাপ-আচার্য্য-ঋজুভির্ব্বলিভিঃ সুখী। অগম্যাগামী জিহ্মবলিঃ ভূপাঃ পার্শ্বৈশ্চ মাংসলৈঃ ॥২৭ ॥ মৃদুভিঃ সুসমৈশ্চৈব দক্ষিণা-বর্ত্তরোমভিঃ। বিপরীতৈঃ পরপ্রেষ্যা নির্দ্রব্যাঃ সুখ-

তাহারা দরিদ্র হয়। যাহার মূত্র এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ কিম্বা ছয় ধারাবিশিষ্ট হইয়া দক্ষিণাবর্ত্তে ভূমিতে পতিত হয়, সেই ব্যক্তি রাজা হইয়া থাকে। যাহাদিগের মূত্র বিকীর্ণ হইয়া ভূমিতে পতিত হয়, তাহারা দরিদ্র ও দুঃখভাগী হইয়া থাকে। স্ত্রীর মূত্র একধারে ভূমিতে নিপতিত হইলে, সেই রমণী সুখ-ভাগিনী হয়। লিঙ্গমণি স্নিগ্ধ ও উন্নত হইলে, সে পুরুষ ধন-শালী ও শুভলক্ষণাক্রান্ত হয়। যাহার লিঙ্গমণি সম (নিম্ন বা উন্নত নহে) সে মনুষ্য স্ত্রী ও রত্নাদি ধনশালী হইয়া থাকে। স্ত্রীর মণি মধ্যনিম্ন হইলে সেই নারী শুভলক্ষণবতী হয়।১৫-১৭। যাহাদিগের শুক্র শুষ্ক, তাহারা দরিদ্র ও ভাগ্যহীন হইয়া থাকে। শুক্রে পুষ্পগন্ধ অনুভূত হইলে, সেই ব্যক্তি রাজা এবং যাহার শুক্রে মধুবৎ গন্ধ প্রতীত হয়, তাহার বহু ধন হইয়া থাকে।১৮। যাহার শুক্রে মৎস্যগন্ধ আছে, তাহার পুত্র জন্মে এবং শুক্রে মদগন্ধ না থাকিলে, সেই ব্যক্তির কন্যা হয়। যাহার শুক্র মাংসবৎ গন্ধবিশিষ্ট সেই ব্যক্তি মহাভোগী ও যাহার শুক্র মদগন্ধযুক্ত, সেই মনুষ্য যজ্ঞশীল হয়।১৯। শুক্র ক্ষারগন্ধযুক্ত হইলে, দরিদ্র হয়। যে ব্যক্তির শীঘ্র মৈথুনক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সেই ব্যক্তি দীর্ঘজীবী ও যাহার মৈথুনকার্য্যে অধিক সময় অতি-পাত হয়, সে পুরুষ অল্পকাল জীবিত থাকে। যাহার নিতম্ব স্থূল, সেই পুরুষ ধনহীন হইয়া থাকে। যাহার নিতম্ব মাংসল সেই ব্যক্তি সুখী, যাহার নিতম্ব সিংহের ন্যায় সে পুরুষ রাজা। যাহার কটীদেশ সিংহকটীর ন্যায় সে মানব ভূপতি হইয়া থাকে এবং যাহার কটী বানরকটীর তুল্য সে মনুষ্য নির্ধন হয়।২০-২১। যাহার উদর সর্পোদরের ন্যায়, স্থালীবৎ বিস্তৃত কিম্বা ঘটাকার, সেই ব্যক্তি দরিদ্র হয়। যাহার পার্শ্বদেশ বিপুল, সেই মানব ধনী ও যাহার পার্শ্ব নিম্ন ও রক্তবর্ণ সে পুরুষ নির্ধন হইয়া থাকে।২২। যাহার কক্ষ সমান, সে পুরুষ ভোগী; যাহার কক্ষপ্রদেশ নিম্ন, সে ধনহীন; যাহার কক্ষ উন্নত, সে রাজা এবং যাহার কক্ষ বিষম সে মানব খল হয়।২৩। যাহা-দিগের উদর মৎস্যের উদরের ন্যায় তাহারা বহুধনশালী হয়, যাহার নাভি বিস্তীর্ণ সেই ব্যক্তি সুখী এবং যাহার নাভি নিম্ন সে পুরুষ ক্লেশভাগী হইয়া থাকে।২৪। যাহার নাভি বলি-মধ্যগত, সেই ব্যক্তির শূলরোগ হয়। নাভি বামাবর্ত্তচিহ্নিত হইলে শক্তিসম্পন্ন, দক্ষিণাবর্ত্ত রেখাঙ্কিত হইলে মেধাবী, পার্শ্বদেশে বিস্তৃত হইলে চিরজীবী, উন্নত হইলে ঐশ্বর্য্যবান্, অধোমুখ হইলে গোধনসমন্বিত, এবং পদ্মের অভ্যন্তরভাগের ন্যায় গভীর ও মনোহর হইলে সেই ব্যক্তি ভূপতি হইয়া থাকে। ২৫—২৬। যে মানবের উদরে একটিমাত্র বলি দৃষ্ট হয়, সেই পুরুষ শতবর্ষ জীবিত থাকে, এইরূপ দ্বিবলিবিশিষ্ট পুরুষ শ্রীব-সম্পন্ন ও ত্রিবলিযুক্ত মনুষ্য রাজা অথবা অধ্যাপক হইয়া থাকে। ঐ সকল বলি সরল হইলে সেই ব্যক্তি সুখী হয়। যাহার উদরস্থ বলি বক্র থাকে, সেই ব্যক্তি অগম্যাগামী হয় এবং

বর্জ্জিতাঃ ॥ ২৮ ॥ অনুন্নতৈশ্চ চূচুকৈশ্চ ভবন্তি সুভগা নরাঃ। নির্ধনা বিষমৈর্দীর্ঘৈঃ পীতোপচিতকৈর্নরৈঃ ॥ ২৯॥ সমোন্নতঞ্চ হৃদয়মকম্পং মাংসলং পৃথু। নৃপাণামধমানাঞ্চ খররোমশিরালকং ॥৩০॥ অর্থবান্ সমবক্ষাঃ স্যাৎ পীনৈর্ব্বক্ষোভিরূর্জ্জিতঃ। বক্ষোভির্বিষমৈর্নিঃস্বাঃ শস্ত্রেণ নিধনাস্তথা ॥ ৩১ ॥ বিষমৈর্জত্রুভির্নিঃস্বা অস্থিনদ্ধৈশ্চ মানবাঃ। উন্নতৈর্ভোগিনো নিম্নৈর্নিঃস্বাঃ পীনৈর্ধনান্বিতাঃ ॥ ৩২ ॥ নিঃস্বশ্চিপিটকণ্ঠঃ স্যাচ্ছিরাশুষ্কগলঃ সুখী। শূরঃ স্যান্মহিষগ্রীবঃ শাস্ত্রান্তোম্মৃগকণ্ঠকঃ ॥ ৩৩ ॥ কম্বুগ্রীবশ্চ নৃপতির্লম্বকণ্ঠোঽতিভক্ষকঃ। অরোমশাগ্রপৃষ্ঠং শুভঞ্চাশুভমন্যথা ॥ ৩৪ ॥ কক্ষাভুশ্বথদলা শ্রেষ্ঠা সুগন্ধির্মৃগরোমিকা। অন্যথা স্বথহীনানাং দারিদ্র্যস্য চ কারণং ॥ ৩৫ ॥ সমাংসৌ চৈব ভুগ্নাংসৌ শ্লিষ্টৌ চ বিপুলৌ শুভৌ। আজানুলম্বিতৌ বাহূ বৃত্তৌ পীনৌ নৃপেশ্বরে। নিঃস্বানাং রোমশৌ হ্রস্বৌ শ্রেষ্ঠৌ করিকরপ্রভৌ ॥ ৩৬॥ হস্তাঙ্গুলয়-এব স্যুর্বায়ুদ্বারনিভাঃ শুভাঃ। মেধাবিনাঞ্চ সূক্ষ্মাঃ স্যুর্ভৃত্যানাং চিপিটাঃ স্মৃতাঃ। স্থূলাঙ্গুলীভির্নিঃস্বাঃ স্যুর্নতাঃ স্যুঃ সুকৃশৈস্তদা ॥ ৩৭ ॥ কপিতুল্যকরা নিঃস্বা ব্যাঘ্রতুল্যকরৈর্ব্বলং। পিতৃবিত্তবিনাশশ্চ নিম্নাৎ করতলান্নরাঃ॥৩৮॥ মণিবন্ধৈর্নিগূঢ়ৈশ্চ সুশ্লিষ্টৈঃ শুভগন্ধিভিঃ। নৃপাহীনাঃ করচ্ছেদৈঃ সশব্দৈর্ধনবর্জ্জিতাঃ ॥ ৩৯ ॥ সম্বৃতৈশ্চৈব নিম্নৈশ্চ ধনিনঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। প্রোত্তানকরদাতারো বিষমৈর্ব্বিষমা-

যাহাদিগের পার্শ্বদ্বয় স্থূল সেই সকল মনুষ্য রাজা হইয়া থাকে। ২৭। যাহার উদরে কোমল, সুন্দর ও দক্ষিণাবর্ত্ত রোমশ্রেণী থাকে, সেই ব্যক্তি রাজা হয়, ইহার বিপরীতে অর্থাৎ উদরস্থ রোমসকল কর্কশ কুৎসিত ও বামাবর্ত্ত হইলে সেই ব্যক্তি পরের ভৃত্য, নির্দ্ধন ও দুঃখী হইয়া থাকে। ২৮। যে পুরুষের স্তনের অগ্র উন্নত নহে, সেই পুরুষ সৌভাগ্যবান্ হইয়া থাকে এবং যাহার স্তনদ্বয়ের অগ্রভাগ বিষম, দীর্ঘ, পীতবর্ণ, স্থূল ও বিস্তৃত, সেই ব্যক্তি নির্ধন হয়।২৯। যাহার হৃদয় সম অর্থাৎ বন্ধুর নহে, উন্নত, মাংসল, বিস্তৃত এবং অকম্প অর্থাৎ কোন প্রকার বিভীষিকাদি দর্শনে কম্পিত হয় না, সেই ব্যক্তি রাজা হইয়া থাকে। যাহার হৃদয়ের রোমগুলি কর্কশ ও শিরাসকল সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়, সেই মনুষ্য দরিদ্র হয়।৩০। যাহার বক্ষঃস্থল সমতল, সেই ব্যক্তি অর্থবান্, যাহার বক্ষঃ স্থূল, সেই মনুষ্য বলশালী, যাহার বক্ষঃস্থল বিষম অর্থাৎ বন্ধুর, সেই পুরুষ নির্ধন এবং যাহার বক্ষঃস্থল বিষম তাহার অস্ত্রাঘাতে নিধন হইয়া থাকে।৩১। জত্রু (স্কন্ধসন্ধি) অসমান ও অস্থিসংলগ্ন হইলে দরিদ্র, উন্নত হইলে ভোগী, নিম্ন হইলে নির্দ্রব্য এবং স্থূল হইলে সেই ব্যক্তি ধনী হইয়া থাকে।৩২। যাহার কণ্ঠ চিপিটাকার সেই ব্যক্তি নির্ধন; যাহার গলদেশ শুষ্ক ও শিরাগুলি উন্নত, সেই মনুষ্য সুখী, যাহার গ্রীবা মহিষগ্রীবার ন্যায় সেই পুরুষ বলবান্, এবং যাহার কণ্ঠদেশ মৃগকণ্ঠের ন্যায় সেই মানব বিবিধ শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া থাকে।৩৩। যাহার গ্রীবাদেশ শঙ্খের ন্যায় সেই ব্যক্তি রাজা হইয়া থাকে, যাহার কণ্ঠদেশ লম্বমান সে পুরুষ ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। পৃষ্ঠদেশ রোমশ বা ভুগ্ন না হইলে তাহা শুভলক্ষণ বলিয়া জানিবে। ইহার বিপরীতে অর্থাৎ পৃষ্ঠদেশ রোমযুক্ত ও ভুগ্ন হইলে তাহাকে অশুভ লক্ষণ বলিয়া স্থির করিবে।৩৪। কক্ষদেশ অশ্বত্থপত্রের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট সুগন্ধযুক্ত ও মৃগরোমের ন্যায় রোমসমন্বিত হইলে তাহা অতিপ্রশস্ত। ইহার বিপরীত হইলে তাহা অশুভ লক্ষণ বলিয়া জানিবে।৩৫। যাহার বাহুযুগল মাংসল, কিঞ্চিৎ বক্র, সুমিলিত, বিশাল, জানুপর্য্যন্ত লম্বিত, সুগোল ও স্থূল সেই ব্যক্তি সম্রাট্ হয়। যাহার বাহুদ্বয় রোমশ ও খর্ব্ব সেই ব্যক্তি নির্দ্ধন হয়। বাহুযুগল হস্তিশুণ্ডের ন্যায় সুবৃত্ত হইলে তাহা শুভচিহ্ন জানিবে।৩৬। যাহার হস্তাঙ্গুলির অগ্রভাগ সূক্ষ্ম সে ব্যক্তি মেধাবী, যাহার হস্তাঙ্গুলি চিপিটাকার সেই পুরুষ ভৃত্য, যাহার হস্তাঙ্গুলি স্থূল সেই মনুষ্য নির্দ্ধন ও যাহার হস্তাঙ্গুলি কৃশ, সেই ব্যক্তি বিনয়ী হইয়া থাকে।৩৭। যাহার কর বানরকরের ন্যায় সেই ব্যক্তি নির্ধন, যাহার হস্ত ব্যাঘ্রহস্তের ন্যায় সেই মনুষ্য বলবান্ এবং যাহার করতল নিম্ন তাহার পিতৃবিত্ত বিনাশ হইয়া থাকে। ৩৮। যাহাদিগের মণিবন্ধ নিগূঢ়, সুগঠিত ও সুগন্ধযুক্ত, সেই সকল মনুষ্য ভূপতি হয়। যাহার মণিবন্ধ শব্দযুক্ত ও হস্তে ছেদ থাকে, সেই ব্যক্তি অধম ও নির্দ্ধন হয়।৩৯। যাহার করতল সুবৃত অথচ নিম্ন, সেই ব্যক্তি ধনশালী হইয়া থাকে।

নরাঃ॥ ৪০॥ করৈঃ করতলৈশ্চৈব লাক্ষাভৈরীশ্বর-স্তনৈঃ। পরদাররতাঃ পীতৈ রূক্ষৈর্নিঃস্বা নরা মতাঃ॥ ৪১॥ তুষতুল্যনখাঃ ক্লীবাঃ কুটিলৈঃ স্ফুটিতৈর্নরাঃ। নিঃস্বাশ্চ কুনখৈস্তদ্বদ্বিবর্ণৈঃ পরতর্ককাঃ॥৪২॥ তাম্রৈ-র্ভূপা ধনাঢ্যাশ্চ অঙ্গুষ্ঠৈঃ যবৈস্তথা। অঙ্গুষ্ঠমূলজৈঃ পুত্রী স্যাদ্দীর্ঘাঙ্গুলিপর্ব্বকাঃ॥ ৪৩॥ দীর্ঘায়ুঃ শুভগশ্চৈব নির্ধনো বিরলাঙ্গুলিঃ। ঘনাঙ্গুলিশ্চ সধন-স্তিস্রো রেখাশ্চ যস্য বৈ। নৃপতেঃ করতলগা মণিবন্ধাৎ সমুত্থিতাঃ॥ ৪৪॥ যুগমীনাঙ্কিতনরো ভবেৎ সত্রপ্রদো নরঃ। বজ্রাকারাশ্চ ধনিনাং মৎস্যপুচ্ছ-নিভা বুধে॥ ৪৫॥ শঙ্খাতপত্রশিবিকাগজপদ্মোপমা নৃপে। কুম্ভাঙ্কুশপতাকাভা-মৃণালাভা-নিধীশ্বরে॥ ৪৬॥ দামাভাশ্চ গবাঢ্যানাং স্বস্তিকাভা-নৃপেশ্বরে। চক্রা-সিতোমরধনুর্দ্দন্তাভা নৃপতেঃ করে *॥ ৪৭॥ উদূখ-

যাহার করতল উন্নত, সেই মনুষ্য দাতা হয়। করতল বিনম হইলে তাহা অশুভচিহ্ন বলিয়া জানিবে। ৪০। যাহার কর, করতল ও স্তন লাক্ষার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, সেই ব্যক্তি ধনবান্ হয়। করতল পীতবর্ণ হইলে পরস্ত্রীরত এবং রূক্ষ হইলে সেই মনুষ্য নির্ধন হইয়া থাকে। ৪১। যাহার নখগুলি তুষের ন্যায় অতিলঘু, সেই ব্যক্তি ক্লীব, যাহার নখ বক্র ও স্ফুটিত সেই মনুষ্য নির্দ্ধন হয়। কুনখী ও বিবর্ণনখবিশিষ্ট পুরুষ, পরতর্ককারী হইয়া থাকে। ৪২। যাহার অঙ্গুষ্ঠ রক্তবর্ণ ও অঙ্গুষ্ঠমূল যবচিহ্ন যুক্ত, সেই মানব রাজা বা ধনাঢ্য হয়। যাহার অঙ্গুলির পর্ব্বগুলি দীর্ঘ, সেই ব্যক্তি পুত্রবান্ হইয়া থাকে। ৪৩। যাহার অঙ্গুলিসকল বিরল সেই ব্যক্তি দীর্ঘজীবী ও পুত্রপৌত্রাদি সৌভাগ্যশালী, কিন্তু নির্ধন হইয়া থাকে। যাহার অঙ্গুলিসকল ঘন, সেই মনুষ্য ধনবান্ হয়, এবং যাহার মণিবন্ধহইতে তিনটি রেখা সমুত্থিত হইয়া করতলে বিস্তৃত থাকে, সেই মনুষ্য রাজা হইয়া থাকে।৪৪। যাহার করতলে যোয়াল বা মৎস্তের ন্যায় চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি যজ্ঞশীল হইয়া থাকে। যাহার হস্তে বজ্রাকার চিহ্ন থাকে, সে ধনী এবং যাহার পাণিতলে মীনপুচ্ছাকার চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি পণ্ডিত হইয়া থাকে। ৪৫। পাণিতলে শঙ্খ, ছত্র, শিবিকা (পাল্কী) গজ ও পদ্মাকার চিহ্ন দৃষ্ট হইলে সেই ব্যক্তি রাজা হইবে। আর যাহার হস্তে কুম্ভ অঙ্কুশ পতাকা ও মৃণালতুল্য চিহ্ন থাকে, সে পুরুষ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া থাকে।৪৬।

যে মনুষ্যের করতলে রজ্জুবৎ চিহ্ন লক্ষিত হয়, সে পুরুষ অধিক গোধনের অধিকারী হয়। যাহার হস্তে স্বস্তিক চিহ্ন থাকে, সেই মনুষ্য চক্রবর্ত্তী রাজা হয় এবং করতলে চক্র, অসি, তোমর, ধনুঃ ও বাণ চিহ্ন দৃষ্ট হইলে, সেই ব্যক্তি রাজা হইয়া থাকে। ৪৭। যাহার হস্তে উদূখলাকার চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি
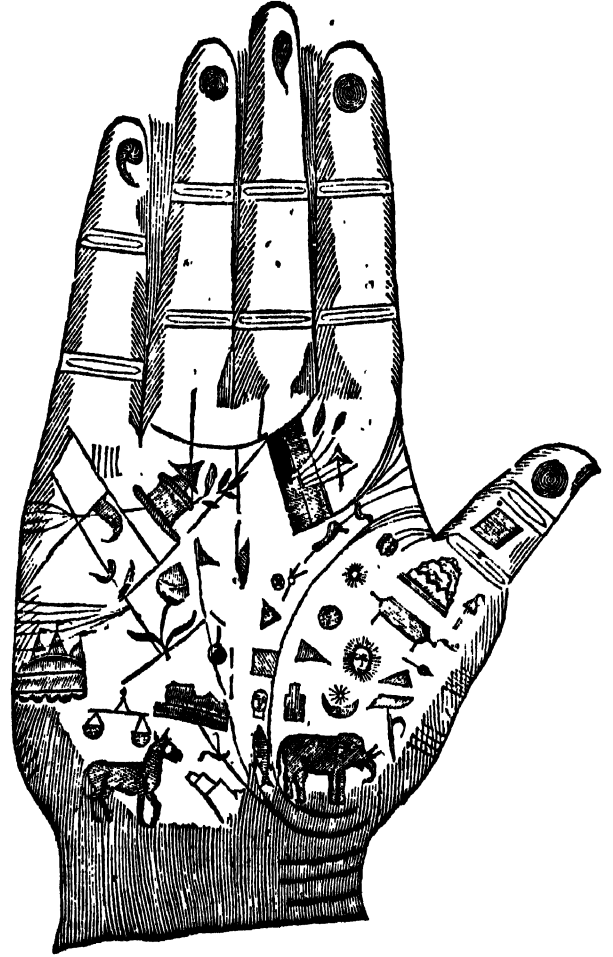
* কৃষীবলস্য পত্নী স্যাচ্ছকটেন যুগেন বা
চামরাঙ্কুশকোদণ্ডৈরাজপত্নী ভবেদ্ধ্রুবম্॥

যাহার হস্তে চামরচিহ্ন, অঙ্কুশচিহ্ন বা চাপচিহ্ন থাকে, সে রাজপত্নী হয়, সন্দেহ নাই। যে নারীর করতলে শকটচিহ্ন বা যুগচিহ্ন (যোত চিহ্ন) থাকে, সে কৃষিজীবীর পত্নী হয়।

ত্রিশূলাসিগদাশক্তিদুন্দুভ্যাকৃতিরেখয়া।
নিতম্বিনী কীর্ত্তিমতী করেণ পৃথিবীতলে॥

যে রমণীর করতলে ত্রিশূলচিহ্ন, অসিচিহ্ন, গদাচিহ্ন, শক্তিচিহ্ন,

লাভা যজ্ঞাঢ্যা বেদীভাশ্চাগ্নিহোত্রিণি। বাপীদেবকুল্যাভাশ্চ ত্রিকোণাভাশ্চ ধার্ম্মিকে ॥ ৪৮ ॥ অঙ্গুষ্ঠ-

যজ্ঞশীল হয় এবং যাহার করে বেদীবৎ চিহ্ন দেখা যায়, সে পুরুষ অগ্নিহোত্র যজ্ঞে নিযুক্ত থাকিবে। যাহার পাণিতলে পুষ্করিণী, দেবনদী, ও ত্রিকোণাকার চিহ্ন লক্ষিত হয়, সেই ব্যক্তি অতিধার্ম্মিক হইয়া থাকে। ৪৮। যাহার অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীর মূলে রেখা

দুন্দুভিচিহ্ন অঙ্কিত থাকে, সেই কামিনী অবনীমণ্ডলমধ্যে যশস্বিনী ও কীর্ত্তিমতী হইয়া থাকে ॥

যস্য মীনসমা রেখা কর্ম্মসিদ্ধিশ্চ জায়তে।
ধনাঢ্যশ্চ সবিজ্ঞেয়ো-বহুপুত্রো-ন সংশয়ঃ ॥

যে পুরুষের করতলে প্রথমে এবং মধ্যে মীন অর্থাৎ মৎস্যাকার রেখা থাকে, সে ব্যক্তি এ জগতে যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহাই সুসম্পন্ন হইবে। এবং তিনি ধনবান্ ও পুত্রবান্ হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারিবেন ॥

তুলাগ্রামং তথা বজ্রং করমধ্যে চ দৃশ্যতে।
তস্য বাণিজ্যসিদ্ধিঃ স্যাৎ পুরুষস্য ন সংশয়ঃ ॥

যে ব্যক্তির হস্তরেখার মধ্যে তুলা (অর্থাৎ, তৌল করিবার দণ্ডবিশেষ) কিম্বা বজ্রাকার চিহ্ন থাকে এবং গ্রাম ও নগরের সদৃশ চতুষ্কোণ চিহ্ন, অথবা বজ্রের ন্যায় কোন চিহ্ন থাকে, সে এই সংসারে যেপ্রকার ব্যবসায় অবলম্বন করিবে, তাহাই সুসপন্ন হইবে। এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই ॥

পদ্মচাপাদিশঙ্খাশ্চ অষ্টকোণাদি দৃশ্যতে।
স্ত্রিয়শ্চ পুরুষস্যাপি ধনবান্ স সুখী নরঃ ॥

যাহার হস্তমধ্যে পদ্মের কিম্বা ধনুকের আকার চিহ্ন, অথবা খড়্গ ও অন্য কোনরূপ অষ্টকোণ চিহ্ন থাকে, সে নিশ্চয়ই ধনবান্ এবং সুখী হইবে।

চক্রশঙ্খধ্বজাকারা মাষাকারাশ্চ দৃশ্যন্তে।
সর্ব্ববিদ্যাপ্রদানেন বুদ্ধিমান্ স ভবেন্নরঃ ॥

যাহার করতলে শঙ্খ, চক্র, ধ্বজ এবং গজ ও মাষাকার রেখা দেখা যায়, সেই ব্যক্তি সকলশাস্ত্রে পারদর্শী হইবে, সুতরাং জ্ঞানী বলিয়া পরিগণিত হইবে।

ত্রিশূলং করমধ্যে তু তেন রাজা প্রবর্ত্ততে।
যজ্ঞে ধর্ম্মে চ দানে চ দেবদ্বিজপ্রপূজনে ॥

যাহার হস্তে ত্রিশূলের চিহ্ন থাকে, সেই ব্যক্তি রাজা হইবে এবং হোমাদি ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে, এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণ সেবায়

মূলগা রেখাঃ পুত্রাশ্চ সুখদায়কাঃ। প্রদেশিনীগতা রেখা কনিষ্ঠামূলগামিনী। শতায়ুষঞ্চ কুরুতে ছিন্নয়া তরুতোভয়ং ॥ ৪৯ ॥ নিঃস্বাশ্চ বহুরেখাঃ স্যুর্নির্দ্দ্র ব্যা-

দৃষ্ট হয়, সেই মনুষ্য পুত্রদ্বারা সুখভোগ করে। যাহার কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মূলগত রেখা তর্জ্জনীর মূলপর্য্যন্ত গমন করিয়াছে, সেই ব্যক্তি শতবর্ষ জীবিত থাকে। আর ঐ রেখা যদি কোন স্থানে ছিন্ন থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির বৃক্ষ হইতে ভয় থাকে। ৪৯। যাহার করতলে বহু রেখা দৃষ্ট হয়, সেই মনুষ্য নির্ধন

রত হইয়া জনসমাজে দাতা ও ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইবে।

শক্তিতোমরবাণশ্চেৎ করমধ্যে প্রদৃশ্যতে।
রথচক্রধ্বজাকারং স চ রাজ্যং লভেন্নরঃ ॥

যদি কোন ব্যক্তির হস্তে শক্তি চিহ্ন, অথবা তোমর (অস্ত্রবিশেষ) চিহ্ন থকে, কিম্বা বাণের চিহ্ন থাকে, তবে সেই ব্যক্তি রাজ্য লাভ করিবে এবং রথচক্র ও ধ্বজের চিহ্ন থাকিলেও রাজ্য লাভকরিবে।

অঙ্কুশং কুণ্ডলং ছত্রং যস্য হস্ততলে ভবেৎ।
তস্য রাজ্যং মহাশ্রেষ্ঠং সামুদ্রবচনং যথা ॥

যদি কোন লোকের হস্তে অঙ্কুশ কিম্বা কুণ্ডলের চিহ্ন অথবা চক্রের চিহ্ন থাকে, তবে সেই ব্যক্তি মহারাজচক্রবর্ত্তী হইয়া সাম্রাজ্য ভোগকরিবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু উক্ত তিন প্রকার রেখা থাকিলে পূর্ব্বোক্তরূপ ফলভোগী হইবে। তাহা না থাকিলে সম্পূর্ণ ফল লাভ হইবেক না। প্রাগুক্ত দুই চিহ্ন থাকিলে রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবে ; এক চিহ্ন থাকিলে সামান্য দাসত্ব ভোগকরিবে। ক্ষীরসমুদ্রবাসী ভগবান নারায়ণের এই বচন ; ইহাতে সন্দেহ নাই।

গিরিকঙ্কণযোনীনাং নরমুণ্ডঘটস্য চ।
করে বৈ যস্য চিহ্নানি রাজমন্ত্রী ভবেন্নরঃ ॥

যাহার হস্তে পর্ব্বত, কঙ্কণ, যোনি, নরমুণ্ড, কিম্বা ঘটের চিহ্ন থাকে, সে রাজমন্ত্রী হয়।

সূর্য্যচন্দ্রলতানেত্রমষ্টকোণত্রিকোণকম্।
মন্দিরাশ্বগজেন্দ্রাণাং চিহ্নং স্যাৎ স সুখী নরঃ ॥

যদি কোন ব্যক্তির করতলে সূর্য্য, চন্দ্র, লতা, চক্ষুঃ অষ্টকোণ, ত্রিকোণ, মন্দির, ঘোটক বা গজেন্দ্রের চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে সেই মনুষ্য সুখী হইবে।

শ্চিবুকৈঃ কৃশৈঃ। মাংসলৈশ্চ ধনোপেতা আরক্তৈ-রধরৈর্নৃপাঃ ॥ ৫০ ॥ বিম্বোপমৈশ্চ স্ফুটিতৈরোষ্ঠৈ-রূক্ষৈশ্চ খণ্ডিতৈঃ। বিষমৈর্ধনহীনাশ্চ দন্তাঃ স্নিগ্ধা-ঘনাঃ শুভাঃ। তীক্ষ্ণাদন্তাঃ সমাশ্রেষ্ঠা-জিহ্বারক্তাসমাঃ শুভাঃ ॥৫১-৫২॥ শ্লক্ষ্ণা দীর্ঘা চ বিজ্ঞেয়া তালুঃশ্বেতোধন-ক্ষয়ে। কৃষ্ণা চ পরুষা বক্ত্রং সমং সৌম্যঞ্চ সংবৃতং। ভূপানামমলংশ্লক্ষ্ণং বিপরীতঞ্চ দুঃখিনাং ॥৫৩॥ মহাদুঃখং দুর্ভগাণাং স্ত্রীমুখং পুত্রমাপ্নুয়াৎ। আঢ্যানাং বর্ত্তুলং বক্ত্রং নির্দ্রব্যাণাঞ্চ দীর্ঘকম্ ॥৫৪॥ ভীরুবক্ত্রঃপাপকর্ম্মা ধূর্ত্তানাঞ্চতুরস্রকম্। নিম্নং বক্ত্রমপুত্রাণাং কৃপণানাঞ্চ হ্রস্বকম্ ॥৫৫॥ সম্পূর্ণং ভোগিনাং কান্তং শ্মশ্রু স্নিগ্ধং শুভং মৃদু সংহতঞ্চাস্ফুটিতাগ্রং রক্তশ্মশ্রুশ্চ চৌরকঃ। রক্তাল্পপরুষশ্মশ্রুঃ কর্ণাঃ স্যুঃ পাপমৃত্যবঃ ॥৫৬॥ নির্মাং-সৈশ্চিপিটৈর্ভোগাঃ কৃপণাহ্রস্বকর্ণকাঃ। শঙ্কুকর্ণাশ্চ রাজানো রোমকর্ণা গতায়ুষঃ ॥৫৭॥ বৃহৎকর্ণাশ্চ ধনিনো রাজানঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। কর্ণৈঃ স্নিগ্ধৈরনদ্ধৈশ্চ ব্যাল-ম্বৈর্মাংসলৈর্নৃপাঃ ॥৫৯॥ ভোগী বৈ নিম্নগণ্ডঃ স্যান্মন্ত্রী সম্পূর্ণগণ্ডকঃ। শুকনাসঃ সুখী স্যাচ্চ শুষ্কনাসোঽতি-জীবনঃ ॥৫৮॥ ছিন্নাগ্রকূপনাসঃ স্যাদগম্যাগমনে রতঃ। দীর্ঘনাসে চ সৌভাগ্যং চৌরশ্চাকুঞ্চিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৬০॥ মৃত্যুশ্চিপিটনাসঃস্যাদ্ধীন ভাগ্যবতাং ভবেৎ। স্বল্পছিদ্রা সুপুটা চ অবক্রা চ নৃপেশ্বরে ॥৬১॥ ক্রুরে দক্ষিণবক্রা

হয় এবং যাহার চিবুক কৃশ, সে পুরুষ দ্রব্যহীন হইয়া থাকে। যাহার অধর স্থূল তাহার ধনসম্পত্তি হয়। যাহার অধর বিম্বতুল্য ঈষৎ রক্তবর্ণ সেই মনুষ্য রাজা হয়। ৫০। যাহার ওষ্ঠ বিষম স্ফুটিত রূক্ষ ও খণ্ডিত, সেই মানব নির্ধন হয়। দন্ত স্নিগ্ধ ও ঘন হইলে তাহা শুভ লক্ষণ বলিয়া জানিবে। দন্ত সকল তীক্ষ্ণ ও সমানাকার হইলে মনুষ্য অনেকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়, জিহ্বা সমতল রক্তবর্ণ সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ হইলে শুভ লক্ষন বলিয়া নিশ্চয় করিবে। যাহার তালু শ্বেতবর্ণ সেই ব্যক্তির ধনক্ষয় হইয়া থাকে। ৫১—৫২। যাহার মুখ শ্যামলবর্ণ ও অকর্কশ, সম, শান্ত, ও সংবৃত সেই ব্যক্তি রাজা হয়, এবং যাহার বদন মলযুক্ত, সূক্ষ্ম ও পূর্ব্বোক্ত লক্ষণের বিপরীত সেই মনুষ্য মহাদুঃখী হইয়া থাকে। ৫৩। যাহাদিগের মুখমণ্ডল অতিভীষণ তাহারা হতভাগ্য হইয়া থাকে। যাহাদিগের মুখ স্ত্রীমুখাকৃতি তাহারা পুত্রসম্পন্ন হয়। যাহা-দিগের মুখ বর্ত্তুল, তাহারা সম্পত্তিশালী হইয়া থাকে। যাহাদিগের মুখ দীর্ঘ, তাহাদিগের কোনরূপ দ্রব্য সংস্থান হয় না। ৫৪। যে সকল মনুষ্যের মুখ দেখিলে, তাহাদিগকে ভয়-শীল বলিয়া বোধ হয়, তাহারা নিশ্চয় পাপকর্ম্মা হইয়া থাকে। যে মনুষ্যের মুখ, চতুরস্র সেই মনুষ্যকে ধূর্ত্ত বলিয়া জানিবে। যাহাদিগের মুখ, নিম্ন তাহারা অপুত্র হয়। যাহাদিগের বদন হ্রস্ব, তাহারা অতিশয় কৃপণ হইয়া থাকে। ৫৫। যাহাদিগের শ্মশ্রু (দাড়ি) সংপূর্ণ, স্নিগ্ধ, কোমল ও দেখিতে অতিশয় সুন্দর, পরস্পর মিলিত ও অগ্রভাগ স্ফুটিত নহে সেই সকল মনুষ্য মহাভোগে কালযাপন করে এবং যাহার শ্মশ্রু রক্ত বর্ণ সেই ব্যক্তি চোর হয়। যাহাদিগের শ্মশ্রু ও কেশ রক্তবর্ণ, বিরল ও কর্কশ, পাপকার্য্যে তাহাদিগের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ৫৬। যে সকল মনুষ্যের কর্ণ, চিপিটাকার ও অধিক মাংসযুক্ত নহে তাহারা ভোগবান্ হইয়া থাকে। যাহাদিগের কর্ণ অতি ছোট তাহারা অতিশয় কৃপণ হয়। যাহাদিগের কর্ণ, শঙ্কুর ন্যায় তাহারা রাজা হইয়া থাকে এবং যাহার কর্ণে অধিক রোম দৃষ্ট হয় সে ব্যক্তি অল্পায়ুঃ হয়। ৫৭। যে সকল মনুষ্যের কর্ণ বৃহৎ তাহারা ধনশালী অথবা রাজা হয়, কর্ণদ্বয় স্নিগ্ধ, বিস্তৃত মাংসল ও লম্বমান হইলে তাহা রাজচিহ্ন বলিয়া স্থির করিবে। ৫৮। গণ্ড দেশ নিম্ন হইলে মনুষ্য ভোগী ও পূর্ণ হইলে মন্ত্রী হয়। যে স্ত্রীর নাসিকা সমান অর্থাৎ নিম্নোন্নত নহে ও নাসারন্ধ্রদ্বয় সমান এবং লাবণ্যপূর্ণ সেই নারী ভাগ্যবতী হয়। যে পুরু-ষের নাসিকা শুকনাসার ন্যায় সেই ব্যক্তি অতি সুখী এবং যাহার নাসিকা শুষ্ক সেই ব্যক্তি অল্পায়ুঃ হইয়া থাকে। ৫৯। যাহার নাসিকার অগ্রভাগ ছিন্ন ও নাসারন্ধ্রদ্বয় কূপের ন্যায় গভীর বোধ হয় সেই ব্যক্তি অগম্যা স্ত্রীগমনে রত থাকে। যাহার নাসিকা দীর্ঘ সেই পুরুষ ভাগ্যবান্ ও যাহার নাসিকা বক্র সেই ব্যক্তি চৌর কার্য্যে রত হয়। ৬০। পুরুষের নাসা চিপিটাকার হইলে স্ত্রীবিয়োগ হইয়া থাকে ও সুন্দরাকার হইলে ভোগী হয়। যাহার নাসিকার ছিদ্র সূক্ষ্ম, সুগোল ও অবক্র সেই ব্যক্তি রাজ চক্রবর্ত্তী হইয়া থাকে। ৬১।

স্যাদ্বলিনাঞ্চ ক্ষুতং সকৃৎ। স্যাদ্বিনিষ্পিণ্ডিতং হ্লাদী সানুনাদঞ্চ জীবকৃৎ॥ ৬২॥ বক্রান্তৈঃ পদ্মপত্রাভৈর্লোচনৈঃ সুখভাগিনঃ। মার্জারলোচনৈঃ পাপা দুরাত্মা মধুপিঙ্গলৈঃ॥৬৩॥ ক্রূরাঃ কেকরনেত্রাশ্চ হরিতাক্ষাঃ সকল্মষাঃ। জিহ্মৈশ্চ লোচনৈঃ শূরাঃ সেনান্যোগজলোচনাঃ॥ ৬৪॥ গম্ভীরাক্ষা-ঈশ্বরাঃ স্যু-র্মন্ত্রিণঃ স্থূলচক্ষুষঃ। নীলোৎপলাক্ষা-বিদ্বাংসঃ সৌভাগ্যং শ্যামচক্ষুষাং॥৬৫॥ স্যাৎ কৃষ্ণতারকাক্ষাণা-মক্ষা-মুৎপাটনং কিল। মণ্ডলাক্ষাশ্চ পাপাঃ স্যু-র্নিঃস্বাঃ স্যুর্দীনলোচনাঃ॥ ৬৬॥ ত্বক্স্নিগ্ধা বিপুলা-ভোগা-অল্পায়ুর্নাভিরুন্নতা॥ ৬৭॥ বিশাল্যোন্নতাঃ সুখিনো-দরিদ্রা-বিষমভ্রুবঃ। ধনী দীর্ঘাসংসক্তভ্রূর্বালেন্দূন্নতসুভ্রুবঃ॥ ৬৮॥ আঢ্যো-নিঃস্বশ্চ খণ্ডভ্রূ-র্মধ্যে চ বিনতভ্রুবঃ। স্ত্রীষ্বগম্যাস্বাসক্তাঃ স্যুঃ সুতার্থে পরিবর্জ্জিতাঃ॥ ৬৯॥ উন্নতৈর্বিপুলৈঃ শঙ্খৈর্ললাটৈর্বিষমৈস্তথা। নির্ধনাধনবন্তশ্চ অর্দ্ধেন্দুসদৃশৈর্নরাঃ॥ ৭০॥ আচার্য্যাঃ শুক্তিবিশালৈঃ শিরালৈঃ পাপকারিণঃ। উন্নতাভিঃ শিরাভিশ্চ স্বস্তিকাভির্ধনেশ্বরাঃ॥ ৭১॥ নিম্নৈর্ললাটৈর্বধার্হাঃ ক্রূরকর্ম্মরতাস্তথা। সম্বৃতৈশ্চ ললাটৈশ্চ কৃপণা-উন্নতৈর্নৃপাঃ॥৭২॥ অনশ্রুস্নিগ্ধরুদিতমদীনমশুভং নৃণাং। প্রচুরস্বেদিনং রুক্ষং রুদিতঞ্চ সুখাবহম্॥৭৩॥ অকম্পং হসিতং শ্রেষ্ঠং নিমীলিতমঘাবহম্। অসকৃদ্ধসিতং দুষ্টং সোন্মাদস্য হ্যনেকধা॥ ৭৪॥ ললাটোপসৃতা-স্তিস্রো-

যাহার নাসিকা দক্ষিণভাগে বক্র সেই ব্যক্তি ক্রূর হয়। যে ব্যক্তির এক সময়ে একটিমাত্র ক্ষুৎ (হাঁচি) হয় সেই ব্যক্তি বলবান্ হইয়া থাকে। যাহার এককালে অনেক হাঁচি হয় সেই ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্ত ও যাহার কথা সানুসাসিক হইয়া উচ্চারিত হয়, সেই ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। ৬২। যাহাদিগের নেত্রের প্রান্তদ্বয় ঈষদ্বক্র ও চক্ষুঃ পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তৃত, তাহারা সুখভোগী হয়। যাহার চক্ষুঃ মার্জারচক্ষুর ন্যায়, সেই ব্যক্তি পাপাত্মা ও যাহার চক্ষুঃ পিঙ্গলবর্ণ সে অতিদুঃশীল হইয়া থাকে। ৬৩। যাহার চক্ষুঃ কেকর (ট্যারা) সে ব্যক্তি অতি ক্রূর হয়, যাহার চক্ষুঃ হরিদ্বর্ণ সে ব্যক্তি পাপাত্মা, যাহার লোচন বক্র, সে অতিবলবান্ ও যাহার নেত্রযুগল গজলোচনের ন্যায় সে ব্যক্তি সেনাপতি হইয়া থাকে। ৬৪। যাহাদিগের চক্ষুঃ গভীর তাহারা অনেকের প্রভু, যাহাদিগের নেত্র স্থূল তাহারা সুমন্ত্রী, যাহাদিগের লোচন নীলোৎপলের ন্যায় তাহারা বিদ্বান্ ও যাহাদিগের চক্ষুঃ শ্যামবর্ণ তাহারা সৌভাগ্যশালী হইয়া থাকে। ৬৫। যে সকল মনুষ্যের চক্ষুর তারকা কৃষ্ণবর্ণ তাঁহাদিগের চক্ষুঃ উৎপাটিত হয়, যাহার চক্ষুঃ মণ্ডলাকার সেই পুরুষ পাপিষ্ঠ ও যাহার নেত্র দীনভাবাপন্ন সেই ব্যক্তি নির্ধন হইয়া থাকে। ৬৬। যাহার দেহচর্ম্ম স্নিগ্ধ, তাহার বিপুল ভোগ হয় এবং যাহার নাভি উন্নত সেই ব্যক্তি অল্পায়ুঃ হইয়া থাকে। ৬৭। যাহাদিগের ভ্রূযুগল বিশাল ও উন্নত তাহারা সুখী ও যাহাদিগের ভ্রূদ্বয় বিষম তাহারা দরিদ্র, যাহাদিগের ভ্রূযুগল দীর্ঘ, অসংলগ্ন ও বালচন্দ্রের ন্যায় সুদৃশ্য ও উন্নত তাহারা ধনবান্ হইয়া থাকে। যাহার ভ্রূ মধ্যভাগে ছিন্ন থাকে সেই ব্যক্তি নির্ধন এবং যাহার ভ্রূযুগল অবনত সেই ব্যক্তি প্রথমে অগম্যাস্ত্রীতে আসক্ত থাকে, পরে পুত্রের ভয়ে ঐ কার্য্য পরিত্যাগ করে। ৬৮-৬৯। যে ব্যক্তির ললাটাস্থি উন্নত ও বিশাল এবং কপাল উচ্চনীচ অথবা অর্দ্ধচন্দ্রাকার হয়, সেই ব্যক্তি নির্ধন হইলেও পরে বিভবশালী হইয়া থাকে। ৭০। যাহার কপাল ঝিনুকের ন্যায় আকারবিশিষ্ট ও বিপুলায়ত হয় সেই ব্যক্তি অধ্যাপক হইয়া থাকে। ললাটদেশ অনেক শিরাবিশিষ্ট হইলে সেই মনুষ্য পাপী হয়। স্বস্তিকনামক মাঙ্গল্য দ্রব্যের ন্যায় চিহ্ন যাহার কপালে দৃষ্ট হয় এবং উহা যদি উন্নত শিরাসমূহে পরিব্যাপ্ত থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি মহাধনবান্ হয়। ৭১। ললাটদেশ নিম্ন হইলে মনুষ্য বধযোগ্য ও নিষ্ঠুর কার্য্যে রত হয় এবং ললাট আবৃত হইলে কৃপণ ও উন্নত হইলে মনুষ্য রাজা হইয়া থাকে। ৭২। যাহাদিগের ক্রন্দনকালে অশ্রুপাত হয় না এবং ক্রন্দন শ্রবণে শোকপ্রকাশ পায় না সেই ব্যক্তি ভাগ্যহীন হয় এবং যাহার রোদনকালে অধিক অশ্রুপাত হয় ও রোদন শুনিলে শোকের উদ্দীপন হয় সেই ব্যক্তি ভাগ্যবান্ হইয়া থাকে। ৭৩। হাস্যকালে মস্তকাদি কম্পিত না হইলে তাহা শুভলক্ষণ বলিয়া নিশ্চয় করিবে। যাহার হাস্য সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় না, তাহার অন্তঃকরণে কোন দুরভিসন্ধি আছে ইহা জানা যায় আর যে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ হাসে তাহাকে অতিদুষ্ট অথবা উন্মত্ত জ্ঞান করিবে। ৭৪। ললাটে

রেখাঃ স্যুঃ শতবর্ষিণাম্‌। নৃপত্বং স্যাচ্চতসৃভি-রায়ুঃ পঞ্চনবত্যথ ॥ ৭৫ ॥ অরেখেনায়ুর্নবতির্বিচ্ছিন্নাভিশ্চ পুংশ্চলাঃ। কেশান্তোপগতাভিশ্চ অশীত্যায়ুর্নরো ভবেৎ॥৭৬॥ পঞ্চভিঃ সপ্তভিঃ ষড়্‌ভিঃ পঞ্চাশদ্বহুভিস্তথা। চত্বারিংশচ্চ রক্তাভিস্ত্রিংশদ্‌ভ্রূলগ্নগামিভিঃ। বিংশতির্বামবক্রাভিরায়ুঃ ক্ষুদ্রাভিরল্পকম্‌ ॥ ৭৭ ॥ ছত্রাকারৈঃ শিরোভিস্তু নৃপঃ শিবময়ো-ধনী। চিপিটৈশ্চ পিতুর্মৃত্যু-র্ধনাঢ্যঃ পরিমণ্ডলৈঃ। ঘটমূর্দ্ধা পাপরুচির্ধনাদ্যৈঃ পরিবর্জ্জিতঃ॥ ৭৮ ॥ কৃষ্ণৈরাকুঞ্চিতৈঃ কেশৈঃ স্নিগ্ধৈ-রেকৈকসম্ভবৈঃ। অভিন্নাগ্রৈশ্চ মৃদুভি-র্ন চাতিবহুভির্নৃপাঃ ॥ ৭৯ ॥ বহুমূলৈশ্চ বিষমৈঃ স্থূলাগ্রৈঃ কপিলৈস্তথা। নিম্নৈশ্চৈবাতিকুটিলৈর্ঘনৈরসিতমূর্দ্ধজৈঃ ॥ ৮০ ॥ যদ্‌যদ্‌গাত্রং মহারুক্ষং শিরালং মাংসবর্জ্জিতম্‌। তত্তৎ স্যাদশুভং সর্ব্বং শুভং সর্ব্বং ততোঽন্যথা ॥৮১॥ বিপুলস্ত্রিষু গম্ভীরো-দীর্ঘঃ সূক্ষ্মশ্চ পঞ্চসু। ষড়ুন্নতশ্চতুর্হ্রস্বোরক্তঃ সপ্তঃ সমোনৃপঃ ॥ ৮২ ॥ নাভিঃ স্বরশ্চ বুদ্ধিশ্চ ত্রয়ং গম্ভীরমীরিতম্‌। পুংসঃ স্যাদতিবিস্তীর্ণং ললাটং বদনং উরঃ ॥ ৮৩ ॥ চক্ষুঃকক্ষদন্তনাসাঃ ষট্‌ স্যুর্মুখকৃকাটিকাঃ। উন্নতানি চ হ্রস্বানি জঙ্ঘা গ্রীবা চ লিঙ্গকম্‌ ॥ ৮৪ ॥ পৃষ্ঠঞ্চত্বারি রক্তানি করকাম্বধরানখাঃ। নেত্রান্তপাদজিহ্বৌষ্ঠাঃ পঞ্চসূক্ষ্মাণি সন্তি বৈ ॥ ৮৫ ॥ দশনাঙ্গুলিপর্ব্বাণি নখকেশত্বচঃ শুভাঃ। দীর্ঘাঃ স্তনান্তরং বাহুদন্তলোচননাসিকাঃ ॥ ৮৬ ॥

নরাণাং লক্ষণং প্রোক্তং বদামি স্ত্রীষু লক্ষণম্‌। রাজ্ঞ্যাঃ স্নিগ্ধৌ সমৌ পাদৌ তলৌ তাম্রৌ নখৌ

তিনটি রেখা থাকিলে মনুষ্য একশতবর্ষজীবী, চারিটী রেখা থাকিলে পঞ্চনবতিবৎসরজীবী ও রাজা হয়। ৭৫। যাহার ললাটে রেখা দৃষ্ট হয় না সেই ব্যক্তি নবতীবৎসর জীবিত থাকে, যাহার ললাটরেখা বিচ্ছিন্ন থাকে সেই পুরুষ লম্পট হয় এবং যাহার ললাটরেখা কেশের প্রান্তভাগপর্য্যন্ত বিস্তৃত সেই মনুষ্য অশীতিবর্ষ জীবিত থাকে। ৭৬। যাহার ললাটে পাঁচটী, ছয়টী, সাতটী, অথবা অনেকগুলি রেখা থাকে, তাহার পঞ্চাশবৎসর পরমায়ুঃ হয়। ললাটে রক্তবর্ণ রেখা দৃষ্ট হইলে তাহার ৪০ চল্লিশবৎসর আয়ুঃ স্থির করিবে। ললাটরেখা ভ্রূতলপর্য্যন্ত আয়ত হইলে সেই মনুষ্যের পরমায়ুঃ ত্রিংশদ্বর্ষব্যাপী হয়। যাহার ললাটরেখা বামদিগে বক্র হইয়া অঙ্কিত আছে, তাহার বিংশতিবৎসর পরমায়ুঃ হয়। এই সকল রেখা ক্ষুদ্র হইলে পরমায়ুর পরিমাণ অতিঅল্প হইয়া থাকে। ৭৭। যাহার মস্তক ছত্রাকারে সেই ব্যক্তি রাজা, ধনী ও সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলশালী হয়। যাহার মস্তক চিপিটাকার সেই ব্যক্তির পিতার মৃত্যু হইয়া থাকে। যাহার মস্তক সুগোল সেই ব্যক্তি ধনাঢ্য ও যাহার মস্তক ঘটাকার সেই মনুষ্য পাপাশয় ও নির্ধন হইয়া থাকে। ৭৮। যে সকল মনুষ্যের কেশগুলি কৃষ্ণবর্ণ, আকুঞ্চিত, স্নিগ্ধ, একএকটি কেশ পৃথক্‌ উৎপন্ন, অগ্রভাগ অভিন্ন ও কোমল এবং যদি ঐ কেশ অতিবহুল না হয় তাহা হইলে সেই ব্যক্তি রাজা হইয়া থাকে। ৭৯। কেশগুলি বহুমূল অর্থাৎ দুই তিনটি কেশ একত্র উৎপন্ন, বিষম, স্থূলাগ্র, কপিলবর্ণ, নিম্ন, অতি কুটিল, ঘন বা অসিত হইলে তাহা অশুভ চিহ্ন বলিয়া জানিবে। ৮০। মনুষ্যের যে যে অঙ্গ মহারুক্ষ, শিরাবিশিষ্ট ও মাংসবিহীন হয় সেই সেই অঙ্গ অশুভসূচক বলিয়া নিশ্চয় করিবে। ইহার বিপরীতে অর্থাৎ অঙ্গসকল স্নিগ্ধ, নিম্নশির ও মাংসল হইলে তাহাকে শুভলক্ষণ বলিয়া জানিবে। ৮১। পুরুষের সমস্ত শরীরের মধ্যে তিনটি অঙ্গ বিশাল ও গভীর, পাঁচটি অঙ্গ দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম, ছয়টি অঙ্গ উন্নত, চারিটি অঙ্গ হ্রস্ব ও রক্তবর্ণ এবং সাতটি অঙ্গ পরিমাণে সমান হইলে সে ব্যক্তি নরপতি হয়। ৮২। নাভি, কণ্ঠস্বর ও বুদ্ধি মনুষ্যের এই তিনটি গম্ভীর হইলে উত্তম ও প্রশস্ত লক্ষণ হয়। পুরুষের কপাল, মুখ ও বক্ষঃস্থল এই তিনটি সুবিশাল হইলে শুভদায়ক হয়। চক্ষুঃ, কক্ষ, দন্ত নাসিকা, মুখ ও ঘাড় এই ছয়টি অঙ্গ উন্নত হইলে তাহা শুভচিহ্ন হয়। জঙ্ঘা, গ্রীবা, লিঙ্গ ও পৃষ্ঠ এই চারি অঙ্গ হ্রস্ব হইলে মনুষ্য সম্মান প্রাপ্ত হয়। করতল, তালু, অধর ও ওষ্ঠ, নখ, নয়নপ্রান্ত, চরণতল এবং জিহ্বা এই অষ্টস্থান রক্তবর্ণ হইলে শুভজনক হয়। দন্ত, অঙ্গুলিপর্ব্ব, নখ, কেশ ও চর্ম্ম এই পঞ্চস্থল সূক্ষ্ম হইলে শুভকর হয়। স্তনযুগলের মধ্যভাগ, বাহুদ্বয়, দন্তপংক্তি, নয়নদ্বয় এবং নাসিকা এই পঞ্চস্থান দীর্ঘ হইলে তাহা শুভলক্ষণ বলিয়া জানিবে। ৮৩-৮৬।

ইতিপূর্ব্বে পুরুষের করচরণাদি অবয়বের শুভাশুভচিহ্ন ও তাহার ফল বর্ণিত হইয়াছে, এইক্ষণ নারীদিগের ঐ সকল অঙ্গের শুভাশুভ লক্ষণ ও তাহার ফল কথিত হইতেছে। যে

তথা। শ্লিষ্টাঙ্গুলী চোন্নতাগ্রৌ তাং প্রাপ্য নৃপতির্ভবেৎ ॥ ৮৭ ॥ নিগূঢ়গুল্ফোপচিতৌ পদ্মকান্তিতলৌ শুভৌ। অস্বেদিনৌ মৃদুতলৌ মৎস্যাঙ্কুশধ্বজাঙ্কিতৌ। বজ্রাব্জহলচিহ্নৌ চ রাজ্ঞ্যাঃ পাদৌ ততোঽন্যথা ॥৮৮॥ জঙ্ঘে চ রোমরহিতে সুবৃত্তে বিশিরে শুভে। অনুল্বনং সন্ধিদেশং সমং জানুদ্বয়ং শুভং ॥৮৯॥ উরূ করিকরাকারাবরোমৌ চ সমৌ শুভৌ। অশ্বত্থপত্রসদৃশং বিপুলং গুহ্যমুত্তমং ॥ ৯০ ॥ শ্রোণীললাটকং স্ত্রীণাং উরঃ কূর্ম্মোন্নতং শুভং। গূঢ়োমণিশ্চ শুভদো নিতম্বশ্চ গুরুঃশুভঃ ॥৯১॥ বিস্তীর্ণা মাংসোপচিতা গম্ভীরা বিপুলা শুভা। নাভিঃ প্রদক্ষিণাবর্ত্তা মধ্যং ত্রিবলিশোভিতং ॥ ৯২ ॥ অরোমশৌ স্তনৌ পীনৌ ঘনাববিষমৌ শুভৌ। কঠিনারোমশা শস্তা মৃদুগ্রীবা চ কম্বুভা ॥৯৩॥ আরক্তাধরৌ শ্রেষ্ঠৌ মাংসলং বর্ত্তুলং মুখং। কুন্দপুষ্পসমা দন্তা ভাষিতং কোকিলাসমং ॥৯৪॥ দাক্ষিণ্যযুক্তমশঠং হংসশব্দসুখাবহং। নাসা সমা সমপুটা স্ত্রীণান্তু রুচিরা শুভা ॥৯৫॥ নীলোৎপলনিভং চক্ষুর্নাসলগ্নং শুভাবহং। ন পৃথু বালেন্দুনিভে ভ্রুবৌ চাথ ললাটকং। শুভমর্দ্ধেন্দুসংস্থানমতুঙ্গং স্যাদলোমকং ॥৯৬॥ অমাংসলং কর্ণযুগ্মং সমং মৃদু সমাহিতং। স্নিগ্ধনীলাশ্চ মৃদবো মূর্দ্ধজাঃ কুঞ্চিতাঃ শুভাঃ ॥৯৭॥ স্ত্রীণাং সমং শিরঃ শ্রেষ্ঠং পাদে পাণিতলেঽথবা। বাজিকুঞ্জরশ্রীবৃক্ষযূপেষুযবতোমরৈঃ ॥ ৯৮॥ ধ্বজচামরমালাভিঃ শৈলকুণ্ডলবেদিভিঃ। শঙ্খাতপত্রপদ্মৈশ্চ মৎস্যস্বস্তিকসদ্রথৈঃ। লক্ষণৈরঙ্কুশাদ্যৈশ্চ স্ত্রিয়ঃ স্যুরাজবল্লভাঃ ॥৯৯॥ নিগূঢ়মণিবন্ধৌ চ পদ্মগর্ভোপমৌ করৌ। ন নিম্নং নোন্নতং স্ত্রীণাং ভবেৎ করতলং শুভং। রেখান্বিতং ত্ববিধবাং কুর্য্যাৎ সংভোগিনীং স্ত্রিয়ং ॥১০০॥ রেখা যা মণিবন্ধোত্থা গতা মধ্যা-

---

নারীর চরণদ্বয় স্নিগ্ধ ও সমান, পাদতল ও নখ তাম্রবর্ণ, অঙ্গুলিগুলি পরস্পর মিলিত, পদের অগ্রভাগ উন্নত সেই নারী রাজপত্নী হয়, অথবা তাহাকে যে বিবাহ করে সেই পুরুষ রাজা হইয়া থাকে।৮৭। যাহার গুল্ফপ্রদেশ গূঢ় ও সুপ্রশস্ত, পাদতল পদ্মের ন্যায় মনোহর কোমল ও স্বেদবিহীন হয় এবং তাহাতে যদি মৎস্য, অঙ্কুশ, ধ্বজ, বজ্র, পদ্ম ও হলচিহ্ন অঙ্কিত থাকে তাহা হইলে সেই নারী রাজ্ঞী হইয়া থাকে। এই সকল চিহ্ন না থাকিলে সেই কামিনী রাজপত্নী হইতে পারে না। ৮৮। জঙ্ঘা রোমশূন্য, শিরাবিহীন, সরল, সুগোল ও সমান এবং জানুদ্বয় সমানাকার ও তাহার সন্ধিস্থান অনুচ্চ হইলে তাহা শুভলক্ষণ বলিয়া জানিবে। ৮৯। নারীগণের উরুযুগল হস্তিশুণ্ডের ন্যায় সুগোল, রোমবিহীন ও সমান হইলে তাহা শুভচিহ্ন এবং গুহ্যদেশ অশ্বত্থপত্রের ন্যায় বিস্তৃত হইলে তাহা প্রশস্ত। ৯০। স্ত্রীদিগের নিতম্ব, ললাট ও বক্ষঃস্থল কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় উন্নত হইলে তাহা শুভলক্ষণ। নারীর মণি গূঢ় ও নিতম্ব গুরুতর হইলে তাহা শুভচিহ্ন বলিয়া জানিবে। ৯১। যে স্ত্রীর নাভি বিস্তৃত, মাংসল, গভীর, বিপুল, দক্ষিণাবর্ত্ত ও মধ্যভাগে ত্রিবলিবেষ্টিত সেই কামিনীকে শুভলক্ষণা বলিয়া নিশ্চয় করিবে। ৯২। নারীগণের স্তনযুগল রোমশূন্য, স্থূল, ঘন এবং অবিষম (অর্থাৎ একটি ছোট ও অপরটি বড় নহে) হইলে শুভচিহ্ন বলিয়া জানিবে এবং নারীদিগের গ্রীবাদেশ, কঠিন, লোমযুক্ত, মৃদু (সুখস্পর্শ) ও শঙ্খের ন্যায় হইলে তাহা শুভলক্ষণ। ৯৩। নারীর অধর ঈষৎ রক্তবর্ণ, মুখ মাংসল ও বর্ত্তুল, দন্ত কুন্দপুষ্পের ন্যায় সুদৃশ্য, বাক্য কোকিলার কলরবের ন্যায় সুমধুর, দাক্ষিণ্যযুক্ত, অকপট, অথবা হংসশব্দের ন্যায় সুশ্রাব্য, নাসিকা ও নাসাপুট সমান এবং সুন্দর হইলে তাহা শুভচিহ্ন বলিয়া স্থির করিবে। ৯৪ ৯৫। স্ত্রীর চক্ষুঃ নীলোৎপলের ন্যায় ও নাসিকালগ্ন হইলে তাহা শুভচিহ্ন বলিয়া জানিবে। ভ্রূযুগল বালচন্দ্রের ন্যায় ও অতিবিস্তৃত না হইলে এবং ললাট অর্দ্ধচন্দ্রবৎ অনুচ্চ ও লোমবিহীন হইলে তাহা শুভলক্ষণ। ৯৬। যে নারীর কর্ণযুগল, অতি স্থূল নহে, অথচ সমানাকার ও কোমল সেই নারীকে শুভলক্ষণা বলিয়া জানিবে। কেশগুলি স্নিগ্ধ, নীলবর্ণ, কোমল ও আকুঞ্চিত হইলে শুভলক্ষণ হয়। ৯৭। নারীর মস্তক সমান হইলে তাহা প্রশস্ত হয় এবং করতলে অথবা পাদতলে অশ্ব, হস্তী, শ্রীবৃক্ষ, যূপ, বাণ, যব, তোমর, ধ্বজ, চামর, মালা, পর্ব্বত, কুণ্ডল, বেদী, শঙ্খ, ছত্র, পদ্ম, মৎস্য, স্বস্তিক, রথ, অঙ্কুশ প্রভৃতি চিহ্ন থাকিলে সেই স্ত্রী রাজপত্নী হইয়া থাকে। ৯৮-৯৯। স্ত্রীর মণিবন্ধ নিগূঢ়, হস্তদ্বয় পদ্মের ন্যায়, করতল নিম্ন ও উন্নত না হইলে তাহা শুভচিহ্ন বলিয়া জানিবে। স্ত্রীর করতলে অধিক রেখা দৃষ্ট হইলে সেই কামিনী যাবজ্জীবন সধবা থাকিয়া বিবিধভোগে কালযাপন

ঙ্গুলীকরে। গতা পাণিতলে যা চ যোর্দ্ধপাদতলে স্থিতা। স্ত্রীণাং পুংসাং তথা সা স্যাদ্রাজ্যায় চ সুখায় চ ॥ ১০১ ॥ কনিষ্ঠিকামূলভবা রেখা কুর্য্যাচ্ছতায়ুষং। প্রদেশিনীমধ্যমাভ্যামন্তরালগতা সতী ॥ ১০২ ॥ ঊনা ঊনায়ুষং কুর্য্যাদ্রেখা চাঙ্গুষ্ঠমূলগা। বৃহত্যঃ পুত্রাস্তাঃ ক্ষীণাঃ প্রমদাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১০৩ ॥ স্বল্পায়ুষো বহুচ্ছিন্না দীর্ঘাচ্ছিন্না মহায়ুষঃ। শুভন্তু লক্ষণং স্ত্রীণাং প্রোক্তমন্যশুভমন্যথা ॥ ১০৪ ॥ কনিষ্ঠিকানামিকা বা যস্যা ন স্পৃশতে মহীং। অঙ্গুষ্ঠং বা গতাতীত্য তর্জ্জনী কুলটা চ সা ॥১০৫॥ ঊর্দ্ধং দ্বাভ্যাং পিণ্ডিকাভ্যাং জঙ্ঘে চাতিশিরালকে। রোমশে চাতিমাংসে চ কুম্ভাকারং তথোদরং। বামাবর্ত্তং নিম্নমল্পং দুঃখিতানাঞ্চ গুহ্যকং ॥ ১০৬ ॥ গ্রীবয়া হ্রস্বয়া নিঃস্বা দীর্ঘয়া চ কুলক্ষয়ঃ। পৃথুলয়া প্রচণ্ডাশ্চ স্ত্রিয়ঃ স্যুর্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০৭ ॥ কেকরে পিঙ্গলে নেত্রে শ্যামে লোলেক্ষণাসতী। স্মিতে কূপে গণ্ডয়োশ্চ সা ধ্রুবং ব্যভিচারিণী ॥ ১০৮ ॥ প্রলম্বিনী ললাটে তু দেবরং হন্তি চাঙ্গনা। উদরে শ্বশুরং হন্তি পতিং হন্তি স্ফিচোর্দ্বয়োঃ ॥ ১০৯ ॥ যা তু রোমোত্তরৌষ্ঠী স্যান্ন শুভা ভর্ত্তুরেব হি। স্তনৌ সরোমাবশুভৌ কর্ণৌ চ বিষমৌ তথা ॥ ১১০ ॥ করালা-বিষমা-দন্তাঃ ক্লেশায় চ ভবন্তি তে। চৌর্য্যায় কৃষ্ণমাংসাশ্চ দীর্ঘা ভর্ত্তৃশ্চ মৃত্যবে ॥ ১১১ ॥ ক্রব্যাদ-রূপৈর্হস্তৈশ্চ বৃককাকাদিসন্নিভৈঃ। শিরালৈর্বিষমৈঃ শুষ্কৈর্বিত্তহীনা ভবন্তি হি। সমুন্নতোত্তরৌষ্ঠী যা কলহৈ-রূক্ষভাষিণী ॥ ১১২ ॥ স্ত্রীষু দোষা-বিরূপাসু যত্রাকারো

করিতে থাকে। ১০০। করতলে যে রেখা মণিবন্ধ হইতে উদ্গত হইয়া মধ্যমাঙ্গুলির মূলপর্য্যন্ত গমন করে, তাহার নাম ঊর্দ্ধরেখা। যে স্ত্রীর কিম্বা পুরুষের করতলে অথবা পদতলে ঐরূপ ঊর্দ্ধরেখা দৃষ্ট হয়, সেই স্ত্রী কিম্বা পুরুষ রাজ্যলাভ করিয়া সুখভোগে কালযাপন করে। ১০১। যাহার করতলের আয়ুরেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মূল হইতে উৎপন্ন হইয়া তর্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলীর মধ্যস্থান পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে সেই ব্যক্তি শতবর্ষ জীবিত থাকে। ১০২। যাহার আয়ুরেখা তর্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলীর মধ্যভাগ হইতে যে পরিমাণে ন্যূন থাকে, তাহার পরমায়ুর পরিমাণও সেই পরিমাণে ন্যূন হইয়া থাকে। যাহার আয়ুরেখা স্থূল থাকে তাহার অনেক পুত্র এবং যাহার ঐ রেখা ক্ষীণ হয় তাহার অনেক কন্যা জন্মে। ১০৩। যাহাদিগের আয়ুরেখা স্থানে স্থানে ছিন্ন থাকে তাহারা অল্পকালজীবী হয় এবং যাহাদিগের আয়ুরেখা অচ্ছিন্ন ও দীর্ঘ থাকে, তাহারা দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। যে সকল শুভলক্ষণ কথিত হইল, ইহার বিপরীত হইলে অশুভলক্ষণ বলিয়া জানিবে। ১০৪। যে নারীর গমনকালে কনিষ্ঠা কিম্বা অনামিকাঙ্গুলী ভূমি স্পর্শ করে না এবং পাদদ্বয়ের তর্জনী অঙ্গুষ্ঠা হইতে বৃহৎ সে রমণী বেশ্যা হইয়া থাকে। ১০৫। যে সকল নারীর পিণ্ডিকাদ্বয় জঙ্ঘার ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত, জঙ্ঘাদ্বয় শিরাল, রোমশ ও মাংসল, উদর কুম্ভের ন্যায়, গুহ্যদেশ বামাবর্ত্ত ও কিঞ্চিৎ নিম্ন, সেই সকল স্ত্রী দুঃখভাগিনী হয়। ১০৬। যে স্ত্রীর গ্রীবা খর্ব্ব সে কামিনী ধনহীনা ও যাহার গ্রীবা অতিদীর্ঘ সেই নারী কুলক্ষয়কারিণী এবং যাহার গ্রীবা বিস্তৃত সে নারী নিশ্চয় প্রচণ্ডা হইয়া থাকে। ১০৭। যে নারীর নয়ন কেকর (ট্যারা), পিঙ্গলবর্ণ, কিম্বা শ্যামলবর্ণ ও চঞ্চল সেই নারী নিশ্চয় অসতী হয়। যাহার হাস্যকালে গণ্ডদ্বয়ে কূপ দৃষ্ট হয় সেই কামিনী ব্যভিচারিণী হইয়া থাকে। ১০৮। যে স্ত্রীর ললাটে লম্বমান রেখা থাকে, তাহার দেবর নষ্ট হয়। উদরে ঐরূপ রেখা দৃষ্ট হইলে সেই কামিনীর শ্বশুর এবং যাহার নিতম্বদ্বয়ে উক্তরূপ রেখা থাকে, তাহার পতি বিনাশ পায়। ১০৯। যে স্ত্রীর অধরে রোম দৃষ্ট হয়, সে কদাচ স্বামির সুখবর্দ্ধন করিতে পারে না। স্ত্রীর স্তনদ্বয় রোমযুক্ত হইলে তাহা অশুভচিহ্ন বলিয়া জানিবে এবং কর্ণদ্বয় বিষম হইলে সেই স্ত্রীকে অশুভলক্ষণা জানিয়া পরিত্যাগ করিবে। ১১০। যে স্ত্রীর দন্ত করাল ও বিষম সেই নারী যাবজ্জীবন ক্লেশভাগিনী হয়। যাহার দন্তমাংস কৃষ্ণবর্ণ সে চৌর্য্যবৃত্তি আশ্রয়করে। যাহার দন্ত দীর্ঘ সে নারী পতিঘাতিনী হয়। ১১১। যাহাদিগের হস্ত রাক্ষস, ব্যাঘ্র অথবা কাকাদির হস্তের ন্যায়, শিরাবিশিষ্ট, বিষম ও শুষ্ক তাহারা ধনহীন হয়। যে স্ত্রীর উত্তরোষ্ঠ সমুন্নত সে নারী সর্ব্বদা লোকের সহিত কলহ করিয়া রূক্ষবাক্য প্রয়োগকরে। ১১২। যে সকল স্ত্রীর আকার কুৎসিত তাহাদিগের স্বভাবেও অনেক দোষ থাকে এবং যাহাদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল সুলক্ষণাক্রান্ত তাহাদিগের চরিত্র

গুণাস্ততঃ। নরস্ত্রীলক্ষণং প্রোক্তং বক্ষ্যে তু জ্ঞানদায়কং॥ ১১৩॥ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে নরস্ত্রীলক্ষণং নাম পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ॥ ১॥ নির্লক্ষণা শুভা স্যাচ্চ চক্রাঙ্কিতশিলার্চ্চনাৎ। আদৌ সুদর্শনো মূর্ত্তির্লক্ষ্মীনারায়ণঃ পরঃ॥২॥ ত্রিচক্রোঽসাবচ্যুতঃ স্যাচ্চতুশ্চক্রশ্চতুর্ভুজঃ। বাসুদেবশ্চ প্রদ্যুম্নস্ততঃ সঙ্কর্ষণঃ স্মৃতঃ॥ ৩॥ পুরুষোত্তমশ্চাষ্টমঃ স্যান্নববূ্যহোদশাত্মকঃ। একাদশোঽনিরুদ্ধঃ স্যাদ্দ্বাদশো দ্বাদশাত্মকঃ॥ ৪॥ অত ঊর্দ্ধমনন্তঃ স্যাচ্চক্রে রেখাদিকৈঃ ক্রমাৎ। সুদর্শনা-লক্ষিতাশ্চ পূজিতাঃ সর্ব্বকামদাঃ॥৫॥ শালগ্রামশিলা যত্র দেবো-দ্বারবতীভবঃ। উভয়োঃ সঙ্গমো যত্র তত্র মুক্তির্ন সংশয়ঃ॥ ৬॥ শালগ্রামো দ্বারকা চ নৈমিষং পুষ্করং গয়া। বারাণসী প্রয়াগঞ্চ কুরুক্ষেত্রঞ্চ শূকরং॥ ৭॥ গঙ্গা চ নর্ম্মদা চৈব চন্দ্রভাগা সরস্বতী। পুরুষোত্তমো-মহাকাল-স্তীর্থান্যেতানি শঙ্কর। সর্ব্বপাপহরাণ্যেব ভুক্তিমুক্তিপ্রদানি বৈ॥ ৮॥ প্রভবো-বিভবঃ* শুক্রঃ প্রমোদোঽথ প্রজাপতিঃ। অঙ্গিরাঃ শ্রীমুখো-ভাবঃ পুষা ধাতা তথৈব চ॥ ৯॥ ঈশ্বরোবহুধান্যশ্চ প্রমাথী

বিশুদ্ধ হয়। গুণসকল রূপের অনুগামী, এই মহাবাক্য প্রসিদ্ধ আছে। এইরূপে নরস্ত্রীলক্ষণ কথিত হইল, এই সকল লক্ষণ পরিজ্ঞাত থাকিলে মনুষ্যের অভিজ্ঞতা জন্মে। ১১৩।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

যদি কোন স্ত্রীর শরীরলক্ষণ অতিনিন্দিত হয়, তাহা হইলে শালগ্রামশিলোপরি বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিলে শুভফল হইয়া থাকে। সুদর্শন, লক্ষ্মীনারায়ণ, ত্রিচক্র, অচ্যুত, চতুশ্চক্র, চতুর্ভুজ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ, পুরুষোত্তম এই দশ চক্র একস্থানে সমাবেশিত হইলে নবব্যূহ হয়। একাদশ অনিরুদ্ধ দ্বাদশ দ্বাদশাত্মচক্র এবং ত্রয়োদশ অনন্তচক্র। রেখাদি লক্ষণদ্বারা চক্রসকল নির্ণীত হইয়া থাকে। উক্ত চক্রসকল অবলোকন করিয়া অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বকামনা পরিপূর্ণ হয়। ১-৫। যে স্থানে শালগ্রামশিলা ও দ্বারাবতীশিলা এই উভয়ের সঙ্গম হয়, সেই স্থানে মহাতীর্থ, সেই মহাতীর্থে নিশ্চয় মনুষ্যের মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। ৬। হে শঙ্কর! শালগ্রাম, দ্বারকা, নৈমিষ, পুষ্কর, গয়া, বারাণসী, প্রয়াগ, কুরুক্ষেত্র, শূকর, গঙ্গা, নর্ম্মদা, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, পুরুষোত্তম ও মহাকাল এই সকল স্থান পুণ্যতীর্থ। উক্ত পুণ্যতীর্থ দর্শনকরিলে সর্ব্বপ্রকার পাপ বিনষ্ট হয় এবং ভুক্তি ও মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। ৭-৮। অনন্তর বর্ষনাম কথিত হইতেছে। প্রভব, বিভব, শুক্র, প্রমোদ, প্রজাপতি, অঙ্গিরাঃ, শ্রীমুখ, ভাব, পুষা, ধাতা, ঈশ্বর, বহুধান্য, প্রমাথী, বিক্রম,

---

* ফলিতজ্যোতিষের দ্বিতীয়খণ্ডে নরপতিজয়চর্য্যাস্বরোদয়ে বাহুল্যরূপে প্রভবাদি বৎসরের বিশেষ ফলাফল লিখিত আছে, এস্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গের পরিজ্ঞানার্থ লিখিতেছি।

প্রভবাদিক্রমেণৈষাং স্বরাণামস্বরাদিতঃ। উদয়ো দ্বাদশাব্দানাং প্রত্যেকং দ্বাদশাব্দিকঃ। অস্যান্তরোদয়ো বর্ষমেকং মাসং দিনদ্বয়ম্। লোকাব্ধিঘটিকাঃ প্রোক্তাশ্চাষ্টত্রিংশৎ পলানি চ।

অইপ্রভৃতি পঞ্চস্বরের মধ্যে প্রত্যেক স্বরের উদয় দ্বাদশ বৎসর। ঐ প্রত্যেক দ্বাদশ বৎসর প্রভব, বিভব, শুক্র প্রভৃতি নামক বৎসর হইতে গণিত হইবে। এক এক স্বরের উদয়কালের অর্থাৎ প্রত্যেক দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে উক্ত পঞ্চস্বরের অন্তর্গত প্রত্যেক স্বরের যথাক্রমে ১ বৎসর ১ মাস ২ দিন ৪৩ দণ্ড ৩৮ পল ১ বিপল করিয়া ভোগ হয়। প্রত্যেক স্বরের দ্বাদশ বার্ষিক উদয় যেরূপে হইবে, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে— অস্বরে প্রভব ১, বিভব ২, শুক্র ৩, প্রমোদ ৪, প্রজাপতি ৫, অঙ্গিরা ৬, শ্রীমুখ ৭, ভাব ৮, পুষা ৯, ধাতা ১০, ঈশ্বর ১১, বহুধান্য ১২। ইস্বরে প্রমাথী ১৩, বিক্রম ১৪, বৃষ ১৫, চিত্রভানু ১৬, স্বর্ভানু ১৭, দারুণ ১৮, পার্থিব ১৯, ব্যয় ২০, সর্ব্বজিৎ ২১ সর্ব্বধারী ২২, বিরোধ ২৩, বিকৃত ২৪। উ স্বরে খর ২৫, নন্দন ২৬, বিজয় ২৭, জয় ২৮, মন্মথ ২৯, দুর্ম্মুখ ৩০, হেমলম্ব ৩১, বিলম্ব ৩২, বিকার ৩৩, শর্ব্বরী ৩৪, প্লব ৩৫, শুভকৃৎ ৩৬। এ স্বরে শোভন ৩৭, ক্রোধ ৩৮, বিশ্বাবসু ৩৯, পরাভব ৪০, প্লবঙ্গ ৪১, কীলক ৪২, সৌম্য ৪৩, সাধারণ ৪৪, বিরোধকৃৎ ৪৫, পরিধারী ৪৬, প্রমাথী ৪৭, আনন্দ ৪৮। ওস্বরে রাক্ষস ৪৯, নল ৫০, পিঙ্গল ৫১, কালযুক্ত ৫২, সিদ্ধার্থ ৫৩, রৌদ্র ৫৪, দুর্ম্মতি ৫৫, দুন্দুভি ৫৬, রুধিরোদ্গারী ৫৭, রক্তাক্ষ ৫৮, ক্রোধন ৫৯, ক্ষয় ৬০।

বিক্রমো বিধুঃ। চিত্রভানুঃ স্বর্ভানুশ্চ দারুণঃ প্রার্থিবো-ব্যয়ঃ ॥ ১০ ॥ সর্ব্বজিৎ সর্ব্বধারী চ বিরোধী বিকৃতঃ খরঃ। নন্দনো বিজয়শ্চৈব জয়ো-মন্মথদুর্ম্মুখৌ ॥ ১১ ॥

বিধু, চিত্রভানু, স্বর্ভানু, দারুণ, পার্থিব, ব্যয়, সর্ব্বজিৎ, সর্ব্ব-ধারী, বিরোধী, বিকৃত, খর, নন্দন, বিজয়, জয়, মন্মথ, দুর্ম্মুখ,

শকেন্দ্রকালঃ পৃথগাকৃর্তিঘ্নঃ শশাঙ্কনন্দাশ্বিযুগৈঃ সমেতঃ। শরাদ্রিবস্বিন্দুহৃতঃ সলব্ধঃ ষষ্ট্যাপ্তশেষে প্রভবাদয়োঽব্দাঃ।

যে শকের প্রভবাদি বৎসর গণনা করা আবশ্যক, সেই শককে দুই স্থানে রাখিবে। এক স্থানের অঙ্ককে ২২ বাইশ দ্বারা পূরণ করিয়া, ৪২৯১ চারি হাজার দুই শত একানব্বইর সহিত তাহার যোগ করিবে। পরে এই যুক্তাঙ্ককে ১৮৭৫ দিয়া ভাগ করিলে, যাহা লব্ধ হইবে, তাহা বর্ষ এবং যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে ১২ বার দিয়া পূরণকরিয়া ঐ ১৮৭৫ দ্বারা ভাগকরিলে লব্ধাঙ্ক মাস এবং অবশিষ্টাঙ্ককে ৩০ ত্রিশ দিয়া পূরণকরিয়া ১৮৭৫ দিয়া ভাগকরিলে লব্ধাঙ্ক দিন এবং অব-শিষ্টাঙ্ককে ৬০ ষাইট দ্বারা পূরণ করিয়া ১৮৭৫ দিয়া ভাগ করিলে লব্ধাঙ্ক দণ্ড এবং অবশিষ্টাঙ্ককে ৬০ ষাইট দ্বারা পূরণ করিয়া ১৮৭৫ দিয়া ভাগ করিলে লব্ধাঙ্ক পল এবং অবশিষ্টাঙ্ককে ৬০ ষাইট দ্বারা পূরণ করিয়া ১৮৭৫ দিয়া ভাগ করিলে লব্ধাঙ্ক বিপল হইবে। এই সমস্ত লব্ধাঙ্কের মধ্যে বর্ষটীর সহিত পূর্ব্বস্থাপিত শকটিকে যোগ করিবে এবং তাহাকে ষাইট দ্বারা ভাগ করিবে। অবশিষ্টাঙ্কই প্রভবাদি বৎসর হইবে, অর্থাৎ ১ এক থাকিলে প্রভব, ২ থাকিলে বিভব, ৩ থাকিলে শুক্ল ইত্যাদি এবং অবশিষ্ট মাসাদি তাহার পরের বর্ষের গত মাস, দিন, দণ্ড, পল, বিপল, ইত্যাদি হইবে, অর্থাৎ যদি ১।৮।৪।৪।৫ লব্ধ হয়, তাহা হইলে ১ অঙ্কে প্রভব বৎসর অতীত হইয়া বিভববৎসরের ৮ মাস ৪ দিন ৪ দণ্ড ৫ পল অতীত হইয়াছে, বিবেচনা করিতে হইবে।

প্রভবাদ্যব্দমেকৈকমুদয়স্বস্বরাদিতঃ। দ্বাদশাব্দস্ত বর্ষোনা তত্ত্বক্রির্ব্বার্ষিকস্বরে। অস্বরো দক্ষিণে স্বামী ঈশ্বরশ্চোত্ত-রায়ণে। বর্ষভুক্ত্যর্দ্ধমানেন ভোগঃ ষাণ্মাসিকস্বরে।

প্রত্যেক স্বরের উদয় যেমন প্রভবাদি ষষ্টি সংবৎসরের মধ্যে দ্বাদশ বৎসর, সেইরূপ প্রত্যেক স্বরের অন্তরোদয় দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে ১ বৎসর ১ মাস ২ দিন ৪৩ দণ্ড ৩৮ পল। দ্বাদশ অব্দ হইতে এক ন্যূন করিয়া তাহাদ্বারা ঐ দ্বাদশ বৎসরকে বিভক্ত করিয়া যত সময় হইবে, তাহাই প্রত্যেক স্বরের অন্তরো-দয় সময়ে ভোগ্য কাল। প্রত্যেক দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে যেমন স্বরদিগের অন্তরোদয় কথিত হইল, সেইরূপ প্রভব প্রভৃতি প্রত্যেক বৎসরেও ঐরূপ পঞ্চস্বরের উদয় হয়। এস্থলেও কোন্ স্বরের উদয়, কোন্ সময় এবং কোন্ স্বরের ভোগ কাল কত জানিতে হইলে, এক বৎসরকে ১১ এগার দ্বারা ভাগ দিতে হইবে। তাহাতে প্রত্যেক স্বরের ভোগ কাল ০।১।২।৪৩।৩৮।১০ বিপল হইবে। প্রত্যেক বৎসরে যেমন স্বরদিগের উদয় হয়, সেইরূপ প্রত্যেক অয়নেও উক্ত রীতিক্রমে পঞ্চস্বরের ভোগ হইয়া থাকে। অ স্বর দক্ষিণায়নের অধিপতি, ইস্বর উত্ত-রায়ণের অধিপতি। ছয় মাসকে পূর্ব্বের ন্যায় একাদশ দ্বারা বিভক্ত করিলে যত সময় হইবে, তাহাই প্রত্যেক স্বরের ভোগ-কাল। অর্থাৎ ০।০।১৬।২১।৪৯।৫ বিপল, ইহা ষাণ্মাসিক স্বরের অন্তর্ভোগ কাল।

হেমলম্বো বিলম্বশ্চ বিকারিঃ শর্ব্বরী প্লবঃ। শুভকৃচ্ছোভনঃ ক্রোধো বিশ্বাবসুঃ পরাভবঃ ॥ ১২ ॥ প্লবঙ্গঃ কীলকঃ

হেমলম্ব, বিলম্ব, বিকারী, শর্ব্বর, প্লব, শুভকৃৎ, শোভন, ক্রোধ, বিশ্বাবসু, পরাভব, প্লবঙ্গ, কীলক, সৌম্য, সাধারণ, বিরোধ-

অকারাদিস্বরাঃ পঞ্চ বসন্তাদিক্রমোদয়াঃ। একৈকস্মিন্ স্বরাঃ পঞ্চ দ্বিসপ্তর্ভির্দিনোদয়াঃ।

বসন্ত প্রভৃতি ঋতু সমুদায়ের প্রত্যেক ঋতুতে অ প্রভৃতি প্রত্যেক স্বরের ভোগ হইয়া থাকে। এই ঋতুর কালপরিমাণ ৭২ বাওয়াত্তর দিন। এই দ্বিসপ্ততি দিনের মধ্যেও ক্রমান্বয়ে পঞ্চস্বরের অন্তর্ভুক্তি হয়।

ষড়্দিনানি রদা নাড্যো বহ্নিবেদপলানি চ। অন্তরোদয় এতস্য ঋতুনাড়ী স্বরোদয়ে।

উক্ত প্রত্যেক ঋতুতে প্রত্যেক স্বরের অন্তর্ভুক্তি কত হইবে, তাহা জানিতে হইলে উক্ত ৭২ দ্বিসপ্ততিকে ১১ একাদশ ভাগ করিয়া এক অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ বসন্ত প্রভৃতি প্রত্যেক ঋতুতে প্রত্যেক স্বরের অন্তর্ভুক্তি ০।০।৬।৩২।৪৩ পল।

নভস্যমার্গবৈশাখেষ্বকারস্তোদয়ো ভবেৎ। আশ্বিনশ্রাবণা-ষাঢ়েঽধিকারো-নায়কঃ স্বরঃ। উকারশ্চৈত্রপৌষে স্যাদেকারো জ্যৈষ্ঠ কার্ত্তিকে। ওকারশ্চোদয়ং যাতি মাঘফাল্গুনমাসয়োঃ।

বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসে অকারাদি পঞ্চ স্বরের ভোগ হইয়া

সৌম্যঃ সাধারণবিরোধকৃৎ। পরিধারী প্রমাদী চ আনন্দো-রাক্ষসো-নলঃ ॥ ১৩ ॥ পিঙ্গলঃ কালসিদ্ধার্থৌ

দুর্ম্মতিঃ সুমতি-স্তথা। দুন্দুভী রুধিরোদ্গারী রক্তাক্ষঃ ক্রোধনোঽক্ষয়ঃ। শোভনাশোভনা জ্ঞেয়া নাম্নৈবৈতে

কৃৎ, পরিধারী, প্রমাদী, আনন্দ, রাক্ষস, নল, পিঙ্গল, কাল, সিদ্ধার্থ, রৌদ্র, দুর্ম্মতি, দুন্দুভি, রুধিরোদ্গারী, রক্তাক্ষ, ক্রোধন ও অক্ষয় এই সকল নামে বর্ষ বিখ্যাত হয়। নামানুসারে উক্ত বর্ষসমূহের শুভাশুভ ফল নির্ণীত হইয়া থাকে।৯-১৪। হে রুদ্র!

থাকে। যথা অস্বর ভাদ্র, অগ্রহায়ণ ও বৈশাখ এই তিন মাসের অধিপতি। ই স্বর আশ্বিন, শ্রাবণ ও আষাঢ় এই তিন মাসের অধিপতি। উস্বর চৈত্র ও পৌষ মাসের অধিপতি। এস্বর জ্যেষ্ঠ ও কার্ত্তিক মাসের অধিপতি। ওস্বর মাঘ ও ফাল্গুন মাসের অধিপতি। উক্ত মাসে উক্ত স্বরের ভোগ হইয়া থাকে এবং এক এক মাসের মধ্যে ঐ অকারাদি পঞ্চস্বরেরও অন্তর্ভুক্তি হয়। মাসের পরিমাণ ৩০ ত্রিশ দিন ইহাকে ১১ এগার দিয়া ভাগকরিলে লব্ধ দিনাদি ২।৪৩।৩৮ হয়। ইহাই অকারাদি প্রত্যেক স্বরের অন্তর্ভুক্তি।

অস্বরঃ কৃষ্ণপক্ষেশঃ শুক্লপক্ষেশঃ ই স্বরঃ। পক্ষাংশকস্বরে ভুক্তর্মাসভুক্ত্যর্দ্ধমানতঃ।

কৃষ্ণপক্ষে অস্বর ও শুক্লপক্ষে ইস্বর উদয় হইয়া থাকে। মাসাধিপতি স্বরের অন্তর্ভুক্তির অর্দ্ধেক (১।২১।৪৯) পক্ষ স্বরের অন্তর্ভুক্তি উদয় হয়।

অকারাদি ক্রমান্ন্যস্ত নন্দাদিতিথিপঞ্চকম্। দিনস্বরোদয়ো নিত্যং স্বস্বতিথ্যাদি জায়তে। তিথ্যাদৌ ঘটিকাঃপঞ্চ পলানি সপ্তবিংশতি। অন্তরোদয়-উক্তোঽসৌ দিনস্বরস্য সুরিভিঃ।

অকারাদি পঞ্চস্বরে নন্দাদি পঞ্চতিথির ভোগ হয়, যথা—অস্বরে নন্দা (প্রতিপৎ, ষষ্ঠী, একাদশী) ইস্বরে ভদ্রা (দ্বিতীয়া, সপ্তমী, দ্বাদশী) উস্বরে জয়া (তৃতীয়া, অষ্টমী ত্রয়োদশী) এস্বরে রিক্তা (চতুর্থী, নবমী, চতুর্দ্দশী,) ওস্বরে পূর্ণা (পঞ্চমী, দশমী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা)। এই সকল স্বরের এই এই তিথিতে উদয় এবং স্থূল ভোগ হয়। প্রত্যেক তিথির স্থূল ভোগ ৬০ দণ্ড ইহাকে ১১ দ্বারা বিভক্ত করিলে লব্ধাঙ্ক অন্তর্ভুক্তি হইবে। ঐ অন্তর্ভুক্তির কালপরিমাণ ৫।২৭।৭ পাঁচ দণ্ড, সাতাইশ পল, সাত বিপল।

তিথ্যস্বরোদয়মানেন উদয়ো ঘটিকাস্বরে। জ্ঞেয়মেবং বিধানেন সমুক্তশ্চাদিযামলে। ঘটিস্বরো-ঘটীপঞ্চ পলানি সপ্তবিংশতি। অস্যান্তরোদয়ঃ প্রোক্তো ঘটিকার্দ্ধপ্রমাণতঃ।৩০।৮

তিথিস্বরের অন্তরোদয়ে যত সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আদি যামলে ঘটীস্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ঘটীস্বরের অন্তরোদয় ৫ দণ্ড ২৭ পল। ইহার অন্তরোদয় অর্দ্ধদণ্ড।

দ্বাদশাব্দাদিনাড্যন্তাঃ স্বস্থানাচ্চ স্বকালতঃ। উদয়স্তেঽস্য ভোগেন একাদশান্তরোদয়ৈঃ। বর্ষং মাসং দিনং নাড়ী পলানি চ ক্রমাদিদম্। ভুক্তিকালপ্রমাণঞ্চ পঞ্চধাত্র প্রকীর্ত্তিতম্।

দ্বাদশাব্দ অবধি দণ্ড পর্য্যন্ত সম্পূর্ণকাল যেমন স্বরবর্ণের ভোগ হয়, সেইরূপ ঐ সমুদায় সময়কে একাদশ ভাগ করিয়া যত সময় হইবে, তাহাই তাহাদের অন্তরোদয় বিবেচনা করিবে। বর্ষ, মাস, দিন, দণ্ড, পল, এই পাঁচ প্রকার ভোগকালের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে।

দ্বাদশাব্দস্বরাদীনাং ভুক্তং পলময়ী কৃতম্। ভাজিতং স্বস্বভোগেন লব্ধং শেষং দ্বিকং ভবেৎ। লব্ধো ভুক্তঃ স্বরা-জ্ঞেয়াঃ শেষশ্চৈবোদিতঃ স্বরঃ। অস্মিন্ ষষ্ট্যাদিভুক্তেন ভুক্তঃ স্যাদুদিতঃ স্বরঃ।

দ্বাদশাব্দ স্বর, বর্ষস্বর প্রভৃতি ভোগকাল যত হইবে, তাহাকে পল করিয়া স্বস্বভুক্ত কাল দ্বারা ভাগ দিতে হইবে। পলভাগলব্ধ ফল একস্থানে ও ভাগাবশেষ অন্যস্থানে রাখিবে। যাহা ভাগলব্ধ হইয়াছে, তাহা ভুক্ত স্বর ও যাহা ভাগাবশেষ তাহা উদিত স্বর বিবেচনা করিবে। এই লব্ধ পলকে ষষ্ট্যাদিদ্বারা বিভক্ত করিয়া দণ্ডাদি করিলে ভুক্ত ও উদিত স্বরের সময় স্থির করা যাইবে।

উদিতস্য স্বরস্য স্যুর্নাম স্বরবশেন তাঃ। পঞ্চবালাদিকাবস্থাঃ স্বস্বকালপ্রমাণতঃ। আদ্যো-বালঃ কুমারশ্চ যুবা বৃদ্ধো মৃত-স্তথা। নিজাবস্থাস্বরূপেণ ফলদা নাত্র সংশয়ঃ।

উদিত স্বরের স্বস্বনির্দ্দিষ্ট কাল পরিমাণ অনুসারে বাল্যাবস্থা অবধি পঞ্চ অবস্থা হইয়া থাকে। এই পঞ্চ অবস্থা অনুসারে পঞ্চ সংজ্ঞা হইয়াছে, যথা—আদ্য বাল, দ্বিতীয় কুমার, তৃতীয় যুবা, চতুর্থ বৃদ্ধ, পঞ্চম মৃত। ইহারা স্বস্বঅবস্থা অনুসারে ফল প্রদান-করে, সন্দেহ নাই।

কিঞ্চিল্লাভকরো-বালঃ কুমারস্ত্বর্দ্ধলাভদঃ। সর্ব্বসিদ্ধিং যুবা-দত্তে বৃদ্ধে হানি-র্মৃতে ক্ষয়ঃ।

হি বৎসরাঃ ॥১৪॥ কালং বক্ষ্যামি সংসিদ্ধ্যৈ রুদ্র পঞ্চস্বরোদয়াৎ *। রাজা সাজা উদাসা চ পীড়া মৃত্যুস্তথৈব

লোকের শুভাশুভ নিরূপণার্থ পঞ্চস্বরার উদয়কাল নিরূপিত হইতেছে। রাজা, সাদা, উদাসা, পীড়া ও মৃত্যু পঞ্চস্বরের এই

* ফলিতজ্যোতিষের তৃতীয়খণ্ডে পঞ্চস্বরার গণনা যে অঙ্করূপে বিবৃত আছে, এস্থলে পাঠকবর্গের বিদিতার্থ ঐ গ্রন্থহইতে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া একটী চক্রসহ নিম্নে লিখিলাম।

বালক স্বরে কিঞ্চিৎ লাভ হয়। কুমার স্বর অর্দ্ধ লাভ প্রদান করে। যুবা সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধি প্রদান করে। বৃদ্ধ স্বরে কার্য্য হানি হয়। মৃত স্বরে ক্ষয় হয়, সন্দেহ নাই।

মতান্তরে—

পঞ্চাঙ্কং প্রথমং দত্ত্বা সর্ব্ববর্ণাংশ্চ বিন্যসেৎ।
আকাছাড়াদি দাতব্যমন্তে বোলোহো সংজ্ঞকং ॥

কিরূপে স্বরাদি নির্ণয়করিতে হয়, তাহা বলা যাইতেছে। প্রথমতঃ একাদি ক্রমে ৫ পাঁচটী অঙ্ক স্থাপন করিয়া তাহাদের নিম্নে ক্রমশঃ আ, কা, ছা, ড়াদি ক্রমে সকল বর্ণ সংস্থাপন করিবে।

কাদিহান্তাল্লিঁখেদ্বর্ণান্ স্বরাধো ঙঞণোজ্ঝিতান্।
তির্য্যক্পঙ্‌ক্তিক্রমেণৈব পঞ্চপঞ্চবিভাগতঃ ॥

পাঁচটী স্বরের নিম্নে ঙ ঞ ণ ভিন্ন ককারাদি হকার পর্য্যন্ত বর্ণ সকলকে পাঁচ ভাগ করিয়া সংস্থাপিত করিবে।

ন প্রোক্তা ঙ ঞ ণা বর্ণা নামাদৌ সন্তি তে ন হি।
চেদ্ভবন্তি তদা জ্ঞেয়া গজড়ান্তে যথাক্রমং ॥

ঙ ঞ ণ এই বর্ণ নামের আদিতে প্রায় সম্ভব হয় না; অতএব এই বর্ণ পরিত্যক্ত হইল। যদি কখনও উক্ত তিন বর্ণ কোন ব্যক্তির নামের আদিতে থাকে, তবে তাহাদের পরিবর্ত্তে গ জ ড এই তিন অক্ষর গ্রহণ করিতে হইবে।

যদি নাম্নি ভবেদ্বর্ণঃ সংযোগাক্ষরসম্ভবঃ।
গ্রাহ্যস্তত্রাদিমো বর্ণ ইত্যুক্তং ব্রহ্মযামলে ॥

যদি কাহারও নামের আদিতে সংযুক্ত অক্ষর থাকে, তবে সে স্থলেও যে যে বর্ণে সংযোগ হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যেটী আদিতে আছে, তাহাকে গ্রহণ করিয়া গণনা করিবে।

আকাছাড়াধাভাবা ইখিজিটিনিমিশি।
উগুঝুতুপুযুষু এঘেটেথেফেরেসে।
ও চো ঠো দো বো লো হো ॥

চ ॥ ১৫ ॥ আ ঈ উ ঐ ঔ স্বরাণি চ লিখেৎ পঞ্চাগ্নিকোষ্ঠকে। ঊর্দ্ধতির্য্যগ্‌গতৈস্তে রেখৈঃ ষড় বহ্নিক্রমমাগতৈঃ ॥ ১৬ ॥ তিথীএকাগ্নিকোষ্ঠেষু জয়োয়াজাথ

পঞ্চ নামান্তর নির্দ্দিষ্ট আছে। আ, ঈ, উ, ঐ এবং ঔ এই পাঁচটি স্বর লইয়া এই পঞ্চস্বরামতে গণনা করিবে। ঊর্দ্ধে ৬ ছয়রেখা এবং তির্য্যগ্‌ভাবে ৪ চারি রেখা অঙ্কিত করিয়া পঞ্চদশ কোষ্ঠায় বিভক্ত একটি চক্র অঙ্কিত করিবে। তাহাতে আ, ঈ, উ, ঐ এবং

প্রথম অঙ্কের নিম্নে অ ক ছ ড় ধ ভ ব এই সাতটী বর্ণ, দ্বিতীয় অঙ্কের নিম্নে ই খ জ ট ন ম শ, তৃতীয় অঙ্কের উ গ ঝ ত প য ষ, চতুর্থ অঙ্কের নিম্নে এ ঘ ট থ ফ র স, পঞ্চম অঙ্কের নিম্নে ও চ ঠ দ ব ল হ, এইরূপে বর্ণ বিন্যাসকরিয়া নামের আদ্য অক্ষর অনুসারে স্বর নির্ণয় করিবে। ইহাতে পাঁচ প্রকার স্বর নির্ণীত হইবে, যাহার নামের আদি অক্ষর যে স্থানে পড়িবে সেই স্থানের স্বরাঙ্ক গ্রহণ করিয়া 'সপ্তশূন্যাদি গণনা করিতে হইবে।

উদিতং ভ্রমিতং ভ্রান্তং সন্ধ্যান্তং তদনন্তরং।
(সংজ্ঞান্তরং) জন্ম কর্ম্ম চ আধানং পিণ্ডং ছিদ্রং ততঃপরং ॥

উক্ত পঞ্চস্বরের পাঁচটী নাম বলা হইতেছে—প্রথম স্বরের নাম উদিত, দ্বিতীয় স্বরের নাম ভ্রমিত, তৃতীয় স্বরের নাম ভ্রান্ত, চতুর্থ স্বরের নাম সন্ধ্যা ও পঞ্চম স্বরের নাম অস্ত; এবং উক্ত পঞ্চ স্বরের অন্য নাম জন্ম, কর্ম্ম, আধান, পিণ্ড ও ছিদ্র।

অস্বরোমেষসিংহালিরিঃ স্ত্রীমিথুনকর্কটাঃ।
উস্বরোধন্বিমীনৌ স্যাদেকারশ্চ তুলাবৃষৌ।
ও স্বরো মৃগকুম্ভৌ চ রাশীনান্ত গ্রহস্বরাঃ ॥

অকার স্বরের নিম্নে মেষ, সিংহ ও বৃশ্চিক, ইকার স্বরের নিম্নে কন্যা, মিথুন ও কর্কট, উকার স্বরের নিম্নে ধনুঃ ও মীন, একার স্বরের নিম্নে তুলা ও বৃষ এবং ওকার স্বরের নিম্নে মকর ও কুম্ভ রাশি সংস্থাপন করিবে।

স্বরাধঃ স্থাপয়েৎ খেটান্ রাশের্যো যস্য নায়কঃ।
স স্বরস্তস্য খেটস্য গ্রহস্বর ইহোচ্যতে ॥

উক্ত রূপে স্বরের রাশির নির্ণয় করিয়া স্বরের নিম্নে রাশি ও রাশির নিম্নে তাহাদের অধিপতি গ্রহ সকল সংস্থাপন করিবে। যে রাশির অধিপতি যে গ্রহ, সেই রাশির স্বরকে সেই গ্রহের স্বর বলা যায়।

রাজা	সাজা	উদাসা	পীড়া	মৃত্যু
মতান্তরে উদিত জন্ম	ভ্রমিত কর্ম্ম	ভ্রান্ত আধান	সন্ধ্যা পিণ্ড	অন্ত ছিদ্র
অ আ	ই ঈ	উ ঊ	এ ঐ	ও ঔ
অ ক ছ ড ধ ভ ব ৮১	ই খ জ ঢ ন ম শ ৮৭	উ গ ঝ ত প য ষ ৯৩	এ ঘ ট থ ফ র স ৯৯	ও চ ঠ দ ব ল হ ১০৫
৮১ নন্দা ৬ ১ প্রতিপদ ১৬ ৬ ষষ্ঠী ২১ ১১ একাদশী ২৬	৮৭ ভদ্রা ৬ ২ দ্বিতীয়া ১৭ ৭ সপ্তমী ২২ ১২ দ্বাদশী ২৭	৯৩ জয়া ৬ ৩ তৃতীয়া ১৮ ৮ অষ্টমী ২৩ ১৩ ত্রয়োদশী ২৮	৯৯ রিক্তা ৬ ৪ চতুর্থী ১৯ ৯ নবমী ২৪ ১৪ চতুর্দ্দশী ২৯	১০৫ পূর্ণা ৬ ৫ পঞ্চমী ২০ ১০ দশমী ২৫ ১৫ পৌর্ণমাসী অমা ৩০
২৭ রেবতী ১ অশ্বিনী ২ ভরণী ৩ কৃত্তিকা ৪ রোহিণী ৫ মৃগশিরা ৬ আর্দ্রা ৭	৭ পুনর্ব্বসু ৮ পুষ্যা ৯ অশ্লেষা ১০ মঘা ১১ পূর্ব্বফল্গুনী ৫	১২ উত্তরফল্গুনী ১৩ হস্তা ১৪ চিত্রা ১৫ স্বাতী ১৬ বিশাখা ৫	১৭ অনুরাধা ১৮ জ্যেষ্ঠা ১৯ মূলা ২০ পূর্ব্বাষাঢ়া ২১ উত্তরাষাঢ়া ৫	২২ শ্রবণা ২৩ ধনিষ্ঠা ২৪ শতভিষা ২৫ পূর্ব্বভাদ্রপদ ২৬ উত্তরভাদ্রপদ ৫
মঙ্গল ১।০ বুধাদি ০।২৪	বুধ শেষ ০।৩৬ গুর্ব্বাদি ০।৪৮	গুরোঃ শেষ ০।১২ শুক্র ১।০ শন্যাদি ০।১২	শনেঃ শেষ ০।৪৮ রব্যাদি ০।৩৬	রবেঃ শেষ ২৪ সোমস্য ১।০
মেষ ১ বৃষ ১ মিথুনাদি ০।৩০	মিথুন শেষ ০।৩০ কর্কট ১।০ সিংহ ১।০	কন্যা ১।০ তুলা ১।০ বিছা ০।৩০	বিছা শেষ ০।৩০ ধনুঃ ১।০ মকর ০।৩০	মকর শেষ ০।৩০ কুম্ভ ১।০ মীন ১।০
৮১ ২।৩০	৮৭ ২।৩০	৯৩ ২।৩০	৯৯ ২।০	১০৫ ২।৩০
কার্ত্তিক শেষ ০।৯ অগ্রহায়ণ ১।০ পৌষ ১।০ মাঘাদি ০।৩	মাঘ শেষ ০।২৭ ফাল্গুণ ১।০ চৈত্রাদি ০।১৫	চৈত্র শেষ ০।১৫ বৈশাখ ১।০ জ্যৈষ্ঠাদি ০।৩৭	জ্যৈষ্ঠ শেষ ০।৩ আষাঢ় ১।০ শ্রাবণ ১।০ ভাদ্রাদি ০।৯	ভাদ্র শেষ ০।৩০ আশ্বিন ১।০ কার্ত্তিকাদি ০।২১
৭২ ২।১২	৭২ ২।১২	৭২ ২।১২	৭২ ২।১২	৭২ ২।১২
১২ বৎসর	১২ বৎসর	১২ বৎসর	১২ বৎসর	১২ বৎসর
২ বৎসর ৪ মাস ২৪ দিন	২ বৎসর ৪ মাস ২৪ দিন	২ বৎসর ৪ মাস ২৪ দিন	২ বৎসর ৪ মাস ২৪ দিন	২ বৎসর ৪ মাস ২৪ দিন
৫ মাস ২২ দিন ৪৮ দণ্ড	৫ মাস ২২ দিন ৪৮ দণ্ড	৫ মাস ২২ দিন ৪৮ দণ্ড	৫ মাস ২২ দিন ৪৮ দণ্ড	৫ মাস ১২ দিন ৪৮ দণ্ড
২ মাস ১২ দিন	২ মাস ১২ দিন	২ মাস ১২ দিন	২ মাস ১২ দিন	২ মাস ১২ দিন
১৪ দিন ২৪ দণ্ড	১৪ দিন ২৪ দণ্ড	১৪ দিন ২৪ দণ্ড	১৪ দিন ২৪ দণ্ড	১৪ দিন ২৪ দণ্ড

সাজয়া। উদাসপীড়াম্বৃত্যুশ্চ কুজঃ সোমসুতঃ ক্রমাৎ॥১৭॥ গুরুশুক্রশনৈশ্চরা রবিচন্দ্রৌ যথোদিতং। রেবত্যাদিশিবান্তাশ্চ ঋক্ষে চ প্রথমা কলা॥ ১৮॥ পঞ্চপঞ্চান্যত্র ভানি চৈত্রান্ত-উদয়স্তথা। দ্বাদশাহোদি-

ও এই পঞ্চস্বর, রাজাসাজাদি পঞ্চনাম, নন্দা, জয়া, রিক্তা ও পূর্ণা এই সকল তিথি এবং মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রবি ও সোম এই সকল বার লিখিবে। অ স্বরে রেবতী হইতে আর্দ্রা পর্য্যন্ত ৭ নক্ষত্র, ই স্বরে পুনর্ব্বসু হইতে পূর্ব্বফল্গুনী পর্য্যন্ত ৫ নক্ষত্র,

যথা অস্বরে রবি ও মঙ্গল, ইস্বরে চন্দ্র ও বুধ, উস্বরে বৃহস্পতি, এ স্বরে শুক্র এবং ওস্বরে শনি, এইরূপ পঞ্চস্বরাচক্রে সংস্থাপন করিবে।

উদিতে বিজয়ো নিত্যং ভ্রমিতে লাভমেব চ।
ভ্রান্তে চ সিদ্ধিমাপ্নোতি সন্ধ্যান্তে মরণং ধ্রুবং॥

উদিতস্বরে সর্ব্বদা বিজয়, ভ্রমিতস্বরে লাভ, ভ্রান্তস্বরে কার্য্যসিদ্ধি ও সন্ধ্যাস্বরে মরণ জানিবে।

যত্র নামাক্ষরঃ প্রাপ্তস্তত্রৈব উদিতঃ স্বরঃ।
তস্মাদ্বর্ষং বিজানীয়াত্তস্মান্মাসং ভবেৎ পুনঃ॥

যে ঘরে যাহার নামের আদি অক্ষর প্রাপ্ত হইবে, সেই ঘরে যে স্বর থাকিবে তাহাই সেই ব্যক্তির সম্বন্ধে উদিত স্বর বলিয়া পরিগৃহীত হইবে এবং সেই স্বর অনুসারে বর্ষ মাসাদি স্থির করিবে।

মাসদ্বয়ং বিধাতব্যং দিনঞ্চ দ্বাদশোত্তরং।
এবং ক্রমেণ বোদ্ধব্যা বর্ষভাগাশ্চ পঞ্চসু॥

এক এক স্বরের নিম্নে দুই মাস ১২ বার দিন করিয়া সংস্থাপিত করিবে, এইরূপে পঞ্চ স্বরের নিম্নে স্থাপিত মাসাদিতে এক বৎসর পূর্ণ হইবে।

কার্ত্তিকান্তে দিনং গ্রাহ্যং নবভাগং যথা তথা।
মার্গং পৌষং তথা দেয়ং মাঘস্য চ দিনত্রয়ং॥
এবং ক্রমেণ দাতব্যং বর্ষপূর্ণং তথা ভবেৎ।
তিথিঃ প্রতিপদাদিশ্চ কুজাদের্ব্বারনির্ণয়ঃ॥

কার্ত্তিকের শেষ নয় দিন হইতে আরম্ভ করিয়া মাস স্থাপন করিতে হইবে, যথা—অকারস্বরে কার্ত্তিকের ৯ নয় দিন, অগ্রহায়ণ ও পৌষ সমস্ত এবং মাঘের তিন দিন। ইকার স্বরে মাঘের ২৭ সাতাইশ দিন, ফাল্গুন সমস্ত ও চৈত্রের ১৫ দিন। উকারস্বরে চৈত্রের ১৫ দিন, বৈশাখের ৩০ দিন, জ্যৈষ্ঠের ২৭ দিন। একারস্বরে জ্যৈষ্ঠের ৩ দিন, আষাঢ় সম্পূর্ণ, শ্রাবণ সমস্ত ও ভাদ্রের ৯ দিন। ওকারস্বরে ভাদ্রের ২১ দিন, আশ্বিন সমস্ত এবং কার্ত্তিকের ২১ দিন। এইরূপে প্রতি স্বরে ৭২ দিন করিয়া পাঁচ স্বরে সমস্ত বর্ষ পূর্ণ হইবে এবং প্রতিপদাদি তিথি ও কুজাদি বার সংস্থাপন করিবে।

নন্দাভদ্রাজয়ারিক্তাপূর্ণাশ্চাপি যথাক্রমং।
ক্রমেণাঙ্কং তথা দেয়ং গ্রাহ্যমঙ্কং যথাক্রমং॥

অকারস্বরে নন্দা অর্থাৎ প্রতিপদ, ষষ্ঠী ও একাদশী এই তিন তিথি, ইকারস্বরে ভদ্রা অর্থাৎ দ্বিতীয়া, সপ্তমী ও দ্বাদশী, উকারস্বরে জয়া, অর্থাৎ তৃতীয়া অষ্টমী ও ত্রয়োদশী, একারস্বরে রিক্তা অর্থাৎ চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী, ওকারস্বরে পূর্ণা অর্থাৎ পঞ্চমী, দশমী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষের এই সকল তিথি সংস্থাপন করিবে। এই স্থলে তিথির নাম ও তিথিবোধক অঙ্ক লিখিতে হইবে। যথা ১। ৬। ১১। ১৬। ২১। ২৬। ইত্যাদি।

চন্দ্রাষ্টৌ প্রথমং দেয়ং নগনাগৌ দ্বিতীয়কে।
তৃতীয়ে চাগ্নিনবকং চতুর্থে সগ্রহগ্রহং॥
পঞ্চোত্তরশতং দেয়ং ক্রমেণ পঞ্চমেস্বপি॥

প্রত্যেক স্বরের তিথির অঙ্ক পৃথক্ পৃথক্ যোগ করিলে অকারস্বরে ৮১ একাশী, ইকারস্বরে ৮৭ সাতাশী, উকারস্বরে ৯৩ তিরেনব্বই, একার স্বরে ৯৯ নিরেনব্বই, ওকারস্বরে ১০৫ এক শত পাঁচ অঙ্ক হইবে। এই সকল অঙ্কই স্বরাঙ্ক বলিয়া গৃহীত হইবে। কোন কোন গ্রন্থকারের মতে অকারস্বরে ১ এক, ইকারস্বরে ২ দুই, উকারস্বরে ৩ তিন, একারস্বরে ৪ চারি, ওকারস্বরে ৫ পাঁচ, এই কয়েকটীকে স্বরাঙ্ক বলা যায়।

গণিত্বা নির্ণয়েদ্বর্ষং তস্মাৎ সর্ব্বং বিধীয়তে।
পঞ্চভিশ্চ হৃতে শেষে মৃত্যুর্জ্ঞেয়ো ন চান্যথা॥

পঞ্চস্বরামতে মৃত্যুবৎসর নির্ণয় করিয়া নিম্ন লিখিত প্রণালী অনুসারে মৃত্যুর তিথিবারাদি নিশ্চয় করিবে। বয়সের অঙ্ক স্বরাঙ্ক ও রাশির অঙ্ক একত্র যোগ করিয়া পাঁচ দিয়া ভাগ করিয়া অবশিষ্টাঙ্কদ্বারা নন্দাদি তিথি নির্ণীত হইবে। যথা—এক অবশিষ্ট থাকিলে নন্দা তিথিতে মৃত্যু হইবে, দুই অবশিষ্ট থাকিলে ভদ্রা তিথিতে মৃত্যু জানিবে, এইরূপ তিন থাকিলে জয়া, চারি থাকিলে রিক্তা, ভাগশেষ শূন্য হইলে পূর্ণা তিথিতে মৃত্যু হইবে।

মাসেশ্চ নাম্ন আত্তক্ষরস্তথা॥ ১৯॥ কলালিঙ্গা চ যা তিষ্ঠেৎ পঞ্চমস্তস্ত বৈ স্মৃতিঃ। কলা তিথিস্তথা বারো- নক্ষত্রং মাসমেব চ। নামোদয়স্ত পূর্ব্বক্ত তথা ভবতি

উ স্বরে উত্তরফল্গুনী হইতে বিশাখা পর্য্যন্ত ৫ নক্ষত্র, এ স্বরে অনুরাধা হইতে উত্তরাষাঢ়া পর্য্যন্ত ৫ নক্ষত্র এবং ও স্বরে শ্রবণা হইতে উত্তরভাদ্রপদ পর্য্যন্ত ৫ নক্ষত্র অঙ্কিত করিবে। চৈত্র হইতে ২ দুই মাস ১২ বার দিন করিয়া এক এক স্বরের উদয় হয়। অ স্বরে থা কা ছা, ডা, ধা, ভা, বা; ই স্বরে ই, খি, জি, টি, নি, মি, শি; উ স্বরে উ গু ঝু, তু, পু, যু, ষু; এ স্বরে এ, ঘে, টে, থে, ফে, রে, সে এবং ও স্বরে ও চো, ঠো, দো, বো, লো, হো এইরূপে বর্ণ বিন্যাস করিয়া নামের আদ্য অক্ষর অনুসারে স্বর নির্ণয় করিবে। ইহার পাঁচ প্রকার স্বর নির্ণীত করিয়া শুভাশুভ গণনা করিবে। যাহার নামের আদি বর্ণ যে কোষ্ঠাতে দৃষ্ট হইবে, সেই কোষ্ঠার লিখিত মাস বার তিথি নক্ষত্রাদিতে শুভাশুভ ফল নির্ণয় করিবে। রাজা স্বরে বিজয়, সাজাস্বরে লাভ, উদাসাস্বরে কার্য্যসিদ্ধি, পীড়াস্বরে রোগ ও মৃত্যুস্বরে মৃত্যু

ষড়্ভির্হৃত্বা তিথির্গ্রাহ্যো বারো গ্রাহশ্চ সপ্ততঃ।
একং দেয়ঞ্চ হেয়ঞ্চা বর্ষে বা তিথিসংগ্রহে।
ন দেয়ঞ্চ ন হেয়ঞ্চ মধ্যে বা শুক্লকৃষ্ণয়োঃ।

বয়স, রাশি ও স্বরাঙ্ক একত্র যোগ করিয়া ৬ ছয় দ্বারা ভাগ করিলে অবশিষ্টাঙ্ক দ্বারা নন্দাদি তিথির মধ্যে কোন্ তিথিতে মৃত্যু হইবে, তাহা নির্ণীত হইবে।

যথা—এক অবশিষ্ট থাকিলে শুক্লা প্রতিপৎ, দুই অবশিষ্ট থাকিলে শুক্লা ষষ্ঠী, তিন অবশিষ্ট থাকিলে শুক্লা একাদশী, চারি অবশিষ্ট থাকিলে কৃষ্ণা প্রতিপৎ, পাঁচ অবশিষ্ট থাকিলে কৃষ্ণা ষষ্ঠী, শূন্য হইলে কৃষ্ণা একাদশীতে মৃত্যু হইবে। এইরূপে ভদ্রাদি তিথির মধ্যে কোন্ তিথিতে মৃত্যু হইবে তাহা নির্ণয় করা যাইবে। যথা—১ থাকিলে শুক্লা দ্বিতীয়, ২ থাকিলে শুক্লা সপ্তমী ইত্যাদি।

বয়সের, রাশির ও স্বরের অঙ্ক একত্র যোগ করিয়া ৭ সাত দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা মৃত্যু বার নির্ণীত হইবে, যথা—এক অবশিষ্ট থাকিলে রবিবার, দুই অবশিষ্ট থাকিলে সোম বার, ইত্যাদি। যে দিবসে মাস তিথি বারাদি মিলিত হইবে সেই দিনে মৃত্যু হইবে।

যদি গণিত তিথিতে বারের মিলন না হয়, তবে তিথি কিম্বা বারে এক যোগ বা বিয়োগ করিলে যাহাতে তিথি বার মিলিত হয়, এইরূপ করিয়া লইবে। অষ্টমী তিথিতে এক যোগ কিম্বা বিয়োগ করিতে হইবে না। অষ্টমী তিথি হইলে তাহাতে গণিত বার অবশ্যই মিলিত হইবে।

বয়োরাশিস্বরাঙ্কঞ্চ একীকৃত্য ত্রিধা লিখেৎ।
দ্বিচতুস্ত্রিভির্গুণিতং সপ্তাষ্টরসভাজিতং।
স্বরে কর্ম্মণি পঞ্চাঙ্কং আধানে নবমং তথা॥
সর্ব্বাঙ্কব্যাপিতং পিণ্ডে ছিদ্রে শ্রেণী ব্যবস্থিতা॥

বয়সের, রাশির ও স্বরের অঙ্ক একত্র যোগ করিয়া তিন স্থানে রাখিবে। পরে প্রথম স্থানের অঙ্ককে দ্বিগুণ করিয়া ৭ সাত দ্বারা ভাগ করিবে, অবশিষ্ট অঙ্ক প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থানে রাখিবে। দ্বিতীয় স্থানের অঙ্ককে চারি গুণ করিয়া ৮ আট দ্বারা ভাগ দিয়া অবশিষ্ট অঙ্ক প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় স্থানে রাখিবে। তৃতীয় স্থানের অঙ্ককে তিন গুণ করিয়া ৬ ছয় দ্বারা ভাগ দিবে। অবশিষ্ট অঙ্ক প্রথম শ্রেণীর তৃতীয় স্থানে রাখিবে। এইরূপ আদ্য স্বরের কোষ্ঠা প্রস্তুত করিবে।

বয়সের, রাশির ও স্বরের অঙ্ক এবং তাহার সহিত ৫ পাঁচ যোগ করিয়া পূর্ব্বমত তিন স্থানে রাখিবে। এবং প্রথম স্থানের অঙ্ককে দ্বিগুণ করিয়া সাত দ্বারা ভাগ দিবে, অবশিষ্ট অঙ্ক দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম স্থানে রাখিবে। দ্বিতীয় স্থানের অঙ্ককে চারিগুণ করিয়া ৮ আট দ্বারা ভাগ করিবে, অবশিষ্ট অঙ্ক দ্বিতীয় শ্রেণীর দ্বিতীয় স্থানে রাখিবে। তৃতীয় স্থানের অঙ্ককে তিনগুণ করিয়া ৬ ছয় দ্বারা ভাগ করিবে, অবশিষ্ট অঙ্ক দ্বিতীয় শ্রেণীর তৃতীয় স্থানে রাখিবে। এইরূপ গণনা করিয়া কর্ম্মস্বরের কোষ্ঠা প্রস্তুতকরিবে।

বয়সের, রাশির ও স্বরের অঙ্ক এবং তাহার সহিত ৯ নয় যোগ করিয়া পূর্ব্বমত তিন স্থানে রাখিবে এবং প্রথম স্থানের অঙ্ককে দ্বিগুণ করিয়া সাত দ্বারা ভাগ করিবে। অবশিষ্ট অঙ্ক তৃতীয় শ্রেণীর প্রথম স্থানে রাখিবে। পরে দ্বিতীয় স্থানের অঙ্ককে চারি গুণ করিয়া আট দ্বারা ভাগ করিবে। অবশিষ্ট অঙ্ক তৃতীয় শ্রেণীর দ্বিতীয় স্থানে রাখিবে। পরে তৃতীয় স্থানের অঙ্ককে তিন গুণ করিয়া ৬ ছয় দ্বারা ভাগ করিবে, অবশিষ্ট অঙ্ক তৃতীয় শ্রেণীর তৃতীয় স্থানে রাখিবেক। এইরূপ গণনা করিয়া আধানস্বরের কোষ্ঠা প্রস্তুতকরিবে।

পিণ্ডস্বরের কোষ্ঠা গণনা করিতে বয়সের, রাশির ও স্বরের

অঙ্ক পূর্ব্ববৎ গ্রহণ না করিয়া কেবল মাত্র জন্ম, কর্ম্ম ও আধান স্বরের কোঠায় যত অঙ্ক লিখিত হইয়াছে ঐ সমস্ত অঙ্ক যোগ করিয়া তিন স্থানে রাখিবে। পরে প্রথম স্থানের অঙ্ককে দ্বিগুণ করিয়া সাত দ্বারা ভাগকরিয়া অবশিষ্ট অঙ্ক চতুর্থ শ্রেণীর প্রথম স্থানে রাখিবে। দ্বিতীয় স্থানের অঙ্ককে চারিগুণ করিয়া ৮ আট দ্বারা ভাগদিয়া অবশিষ্ট অঙ্ক চতুর্থ শ্রেণীর দ্বিতীয় স্থানে রাখিবে। তৃতীয় স্থানের অঙ্ককে তিনগুণ করিয়া ৬ ছয় দ্বারা ভাগ দিয়া, অবশিষ্টাঙ্ক চতুর্থ শ্রেণীর তৃতীয় স্থানে রাখিবে। এইরূপে পিণ্ডস্বরের কোঠা অঙ্কিত করিবে

ছিদ্রস্বরে বয়সের অঙ্ক ও রাশির অঙ্ক, স্বরের অঙ্কের সহিত যোগ করিয়া তাহাতে জন্ম, কর্ম্ম, আধান এবং পিণ্ডস্বরের স্থাপিতাঙ্কের প্রথম শ্রেণীর অঙ্ক যোগ করিবে, পরে ঐ যুক্তাঙ্ককে দ্বিগুণ করিয়া তাহাকে ৭ সাত দ্বারা ভাগ দিয়া অবশিষ্টাঙ্ক পঞ্চম শ্রেণীর প্রথম স্থানে রাখিবে। পূর্ব্বমত বয়সের, রাশির ও স্বরের অঙ্ক এবং জন্ম, কর্ম্ম, আধান ও পিণ্ড স্বরের দ্বিতীয় শ্রেণীর অঙ্ক একত্র যোগ করিয়া যুক্তাঙ্ককে চারি গুণ করিবে। পরে তাহাকে আট দ্বারা ভাগ দিয়া অবশিষ্ট অঙ্ক পঞ্চম শ্রেণীর দ্বিতীয় স্থানে রাখিবে। তৎপরে বয়সের অঙ্ক, রাশির অঙ্ক, স্বরের অঙ্ক এবং জন্ম, কর্ম্ম, আধান ও পিণ্ড স্বরের তৃতীয় শ্রেণীর অঙ্ক একত্র যোগ করিয়া তিন গুণ করিবে। পরে তাহাকে ৬ ছয় দ্বারা ভাগ দিয়া অবশিষ্টাঙ্ক পঞ্চম শ্রেণীর তৃতীয় স্থানে রাখিবে। এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা ছিদ্র স্বরের কোঠা অঙ্কিত করিতে হইবে। সপ্ত শূন্যের লিখিত চৌদ্দটী কোঠা এই মতে গণনা করিয়া প্রস্তুত হইবে।

অথ রিষ্টভঙ্গ যোগঃ।

নির্ণীতে রিষ্টবর্ষস্তু প্রাপ্তমঙ্কং সমুচ্চয়ং।
একীকৃত্য শরৈর্হৃত্বা শেষশ্চোদিতমুথ্যকঃ।

পঞ্চস্বরা মতে রিষ্টবর্ষ নির্ণয় করিয়া সেই বৎসরে সপ্ত শূন্য কোঠায় যত অঙ্ক থাকিবে, সেই সকল অঙ্ক একত্র যোগ করিবে, পরে ঐ যুক্তাঙ্ককে ৫ পাঁচ দিয়া ভাগ করিয়া শেষাঙ্কদ্বারা রিষ্ট নির্ণয় করিবে।

একদ্বিত্র্যঙ্কশেষে চ ন চ রিষ্টং তদঙ্ককে।
শরবেদশেষকে রিষ্টং জ্ঞেয়ং রিষ্টস্তু বৎসরে।

উক্তরূপে ভাগ করিয়া যদি ১ এক, ২ দুই কিম্বা ৩ তিন ভাগ শেষ থাকে, তবে সেই বৎসরে রিষ্ট থাকিলেও মৃত্যু হইবে না। আর যদি ৪ চারি বা ৫ পাঁচ ভাগশেষ থাকে তবে সেই বৎসরে নিশ্চয় মৃত্যু জানিবে।

অথ মৃত্যুমাসনির্ণয়।

নিশ্চিতে রিষ্টবর্ষে তু মৃত্যুমাসাদিমানয়েৎ।
বয়ো রাশিস্বরাঙ্কঞ্চ পঞ্চভিশ্চ হরেদ্বুধঃ।
শেষসংখ্যস্বরে মাসে মৃত্যুমাসো ন বিস্ময়ঃ।

রিষ্টবর্ষ নির্ণয় করিয়া তাহার কোন্ মাসে মৃত্যু হইবে তাহা স্থির করিবে। বয়স, রাশি ও স্বরাঙ্ক একত্র যোগকরিয়া যুক্তাঙ্ককে ৫ পাঁচ দিয়া ভাগ করিলে মৃত্যু মাস নিশ্চয় জানা যায়। ভাগ করিয়া যত অবশিষ্ট থাকিবে, ততসংখ্যক স্বরে যে যে মাস পঞ্চস্বরা চক্রে দেখিতে পাইবে সেই সেই মাসে মৃত্যু হইবে।

যদ্যেকমবশিষ্টঞ্চ তদা স্যাদুদিতস্বরে।
যদি দ্বয়ং তদা জ্ঞেয়ং মাসে চ ভ্রমিতস্বরে।

যদি ১ এক অবশিষ্ট থাকে, তবে উদিত স্বরের মাসে মৃত্যু জানিবে। এইরূপ ২ দুই অবশিষ্ট থাকিলে ভ্রমিত স্বরের মাসে, ৩ তিন অবশিষ্ট থাকিলে ভ্রান্তস্বরের মাসে, ৪ চারি অবশিষ্ট থাকিলে সন্ধ্যাস্বরের মাসে, অবশিষ্ট শূন্য হইলে অস্ত স্বরের মাসে মৃত্যু হইবে।

মতান্তরে।—অস্তস্বরাঙ্কে বর্ষাঙ্কং রাশ্যঙ্কঞ্চ নিয়োজয়েৎ।
পঞ্চাঙ্কহৃতশেষাঙ্কং সমমাসোঽস্ত কস্য চ।

অস্ত স্বরাঙ্কে বয়সের অঙ্ক ও রাশ্যঙ্ক যোগকরিয়া যুক্তাঙ্ককে পাঁচ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাদ্বারা মাস নির্ণয় করিবে।

অথ মৃত্যুতিথি নির্ণয়।

বয়ো রাশি স্বরাঙ্কঞ্চ ঋতুভিঃ পরিশোধয়েৎ।
শেষাঙ্কে চ তিথির্জ্ঞেয়া নন্দাদি ক্রমতো বুধৈঃ।

বয়স, রাশি ও স্বরাঙ্ক একত্র যোগকরিয়া যুক্তাঙ্ককে ৬ ছয় দ্বারা ভাগ করিলে অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহাদ্বারা নন্দাদি তিথি নির্ণীত হইবে। এক অবশিষ্ট থাকিলে নন্দাতিথিতে মৃত্যু হইবে, এইরূপে ২ দুই অবশিষ্ট থাকিলে ভদ্রাতিথিতে, ৩ তিন অবশিষ্ট থাকিলে জয়া তিথিতে, ৪ চারি অবশিষ্ট থাকিলে রিক্তা তিথিতে এবং ৫ পাঁচ অবশিষ্ট থাকিলে পূর্ণাতিথিতে মৃত্যু হইবে।

মতান্তরে।—বর্ষরাশ্যঙ্কসংযুক্তস্বরঙ্কাস্তে স্বরাঙ্ককে। ষড়্-ভির্হৃতে তু যঃ শেষঃ সা তিথিঃ সাস্তকে স্বরে।

বয়সের অঙ্ক, রাশির অঙ্ক অস্ত স্বরাঙ্কে যোগ করিয়া যুক্তাঙ্ককে ৬ ছয় দ্বারা ভাগ করিলে অবশিষ্ট অঙ্ক দ্বারা পূর্ব্ববৎ তিথি নির্ণয় করিবে।

নান্যথা ॥২০॥ ওঁ ক্ষৌং শিবায় নমঃ। ক্ষামাত্মঙ্গশিবা-মীক্ষা বিষগ্রহমতেশ্বর। ত্রৈলোক্যমোহনং বীজং নৃসিংহস্য তু পদ্মগম্ ॥ ২১ ॥ মৃত্যুঞ্জয়ো গণোলক্ষ্মী রোচনাদ্যৈস্তু লেখিতঃ। ভূর্জ্জে তু ধারিতাঃ কণ্ঠে বাহৌ চেতি জয়াদিদাঃ ॥২২॥ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে ষট্-ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ জ্যোতিঃশাস্ত্রং সমাপ্তম্ ॥

হইয়া থাকে। *১৫—২০। ওঁ ক্ষৌং শিবায় নমঃ এই মন্ত্র গোরোচনা দ্বারা ভূর্জপত্রে লিখিয়া বাহুতে কিম্বা কণ্ঠে ধারণ করিলে সর্ব্বস্থানে বিজয় লাভ হয়। অথবা নৃসিংহবীজ ঐরূপে ধারণ করিলে ত্রিভুবন মোহিত করিতে পারে।২১—২২।

তিথিগণনার চক্র।

* যে কোন শকের বা সনের যে কোন মৃত্যুগণিত মাসের কোন্ তারিখে মৃত্যুগণিত তিথি হইবে, তাহা সহজে নিরূপণ করিবার জন্য একটি চক্র অঙ্কিত করিলাম। এই চক্র-দ্বারা মৃত্যুগণিত শক ও মাসের কোন্ তারিখে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা হইবে, তাহা প্রথমতঃ স্থির করিতে হইবে, পশ্চাৎ ঐ মৃত্যুতিথি কোন্ তারিখে ৬০ ষষ্টিদণ্ডের মধ্যে পতিত হইবে, তাহা বিজ্ঞাত হওয়া যাইবে। যেরূপে এই চক্রদৃষ্টে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা নিরূপণ করিতে হইবে এবং প্রয়োজনবশতঃ কোন্ শকের বা সনের কোন্ মাসের কোন্ তারিখে কোন্ তিথি হইবে, তাহার গণনার বিধি নিম্নে কতিপয় পংক্তি পাঠকরিলেই পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন। গণনাক্রমে মৃত্যুগণিত শক ও মাস নিরূপণ করিয়া তিথিগণনার চক্রে সেই শকের বা সনের সেই মাসের নিম্নে যে অঙ্ক আছে তাহা ৩০ ত্রিশ হইতে বাদ দিলে যাহা অব-শিষ্ট থাকিবে, সেই সংখ্যকদিনের ৬০ ষষ্টি-দণ্ডের মধ্যে অমাবস্যা হইবে এবং পূর্ণিমার দিবস নিরূপণ করিতে হইলে ঐ শক বা ঐ সনের ঐ মাসের নিম্নে যে অঙ্ক আছে তাহা ৩০ হইতে বিয়োগ করিলে যদি ১৫ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে ঐ মাসের ৩০ তারিখে পূর্ণিমা হইবে। যদি ঐ অবশিষ্ট অঙ্ক ১৫ অঙ্কের অধিক হয়, তাহা হইলে ঐ ১৫ পোনর অতিরিক্ত অঙ্ক যাহা হইবে সেই সংখ্যক অঙ্কে পূর্ণিমা হইবেক। যদি ১৫ অঙ্কের ন্যূন হয় তাহা হইলে ঐ অঙ্কের সহিত ১৫ পোনর যোগকরিলে যে সংখ্যা হইবে, সেই সংখ্যানুসারে মাসের সেই তারিখে পূর্ণিমা হইবে। এইরূপে মৃত্যুমাসের অমাবস্যা ও পূর্ণিমা নিরূপণ করিয়া পশ্চাৎ মৃত্যু-তিথির তারিখ সহজে বিজ্ঞাত হইতে পারিবেন।

সন শক	বৈশাখ।	জ্যৈষ্ঠ।	আষাঢ়।	শ্রাবণ।	ভাদ্র।	আশ্বিন।	কার্ত্তিক।	অগ্রহায়ণ।	পৌষ।	মাঘ।	ফাল্গুন।	চৈত্র।
১২৭০-১২৮৯-১৭৮৫-১৮০৪	২৫	২৬	২৮	০	২	৪	৫	৫	৪	৪	৫	৫
১২৭১-১২৯০-১৭৮৬-১৮০৫	৬	৭	৯	১১	১৩	১৫	১৬	১৬	১৫	১৫	১৬	১৬
১২৭২-১২৯১-১৭৮৭-১৮০৬	১৭	১৮	২০	২২	২৪	২৬	২৭	২৭	২৬	২৬	২৭	২৭
১২৭৩-১২৯২-১৭৮৮-১৮০৭	২৯	১	২	৪	৬	৮	৯	৯	৮	৮	৯	৯
১২৭৪-১২৯৩-১৭৮৯-১৮০৮	১০	১১	১৩	১৫	১৭	১৯	২০	২০	১৯	১৯	২০	২০
১২৭৫-১২৯৪-১৭৯০-১৮০৯	২১	২২	২৪	২৬	২৮	০	০	১	০	০	১	১
১২৭৬-১২৯৫-১৭৯১-১৮১০	২	৩	৫	৭	৯	১১	১২	১২	১১	১১	১২	১২
১২৭৭-১২৯৬-১৭৯২-১৮১১	১৩	১৪	১৬	১৮	২০	২২	২৩	২৩	২২	২২	২৩	২৩
১২৭৮-১২৯৭-১৭৯৩-১৮১২	২৪	২৫	২৭	২৯	১	৩	৪	৪	৩	৩	৪	৪
১২৭৯-১২৯৮-১৭৯৪-১৮১৩	৫	৬	৮	১০	১২	১৪	১৫	১৫	১৪	১৪	১৫	১৫
১২৮০-১২৯৯-১৭৯৫-১৮১৪	১৬	১৭	১৯	২১	২৩	২৫	২৬	২৬	২৫	২৫	২৬	২৬
১২৮১-১৩০০-১৭৯৬-১৮১৫	২৭	২৮	০	২	৪	৬	৭	৭	৬	৬	৭	৭
১২৮২-১৩০১-১৭৯৭-১৮১৬	৮	৯	১১	১৩	১৫	১৭	১৮	১৮	১৭	১৭	১৮	১৮
১২৮৩-১৩০২-১৭৯৮-১৮১৭	১৯	২০	২২	২৪	২৬	২৮	২৯	২৯	২৮	২৮	২৯	২৯
১২৮৪-১৩০৩-১৭৯৯-১৮১৮	০	১	৩	৫	৭	৯	১০	১১	৯	৯	১০	১০
১২৮৫-১৩০৪-১৮০০-১৮১৯	১১	১২	১৪	১৬	১৮	২০	২১	২১	২০	২০	২১	২১
১২৮৬-১৩০৫-১৮০১-১৮২০	২২	২৩	২৫	২৭	২৯	১	২	২	১	১	২	২
১২৮৭-১৩০৬-১৮০২-১৮২১	৩	৪	৬	৮	১০	১২	১৩	১৩	১২	১২	১৩	১৩
১২৮৮-১৩০৭-১৮০৩-১৮২২	১৪	১৫	১৭	১৯	২১	২৩	২৪	২৪	২৩	২৩	২৪	২৪

এই চক্রদ্বারা এতদ্ভিন্ন আরো যে কোন সন বা শকের যে কোন মাসের যে কোন তারিখের ৬০ ষষ্টিদণ্ডের মধ্যে তিথি অবগত হইবার প্রয়োজন হইবে, তাহাও অতিসহজে এবং অতি স্বল্পসময়ের মধ্যে জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারিবে। ইহার গণনা-প্রণালী এই যে, যে সনের বা শকের যে মাসের যে তারিখের তিথি জানিতে হইবে, সেই মাসের তারিখ এই চক্রের লিখিত মাসের নিম্নে যে অঙ্ক আছে, সেই অঙ্কের সহিত যোগ করিলে যে অঙ্ক হইবে তাহাই তিথির সংখ্যা। যদি যোগজাঙ্ক ৩০এর অধিক হয়, তাহা হইলে ৩০ বাদে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে সেই সংখ্যানুসারে তিথি জানা যাইবে এবং এইরূপ গণনার দ্বারা অমাবস্যার ও পূর্ণিমার তারিখ হইতে মৃত্যুতারিখ যাহা পূর্ব্বে গণনা-করা হইয়াছে, তাহা ঐক্য হইল কি না তাহা জানা যাইবেক।

অমাবস্যার ও পূর্ণিমার তারিখ জানিবার দৃষ্টান্ত। যথা ১৮০৫ শকের বা ১২৯০ সনের চৈত্রমাসের স্তম্ভে ১৬ অঙ্ক আছে, উহা ৩০ হইতে বিয়োগ করিলে ১৪ অবশিষ্ট থাকে, সুতরাং চৈত্রমাসের ১৪ তারিখের ৬০ ষষ্টিদণ্ডমধ্যে অমাবস্যা হইবে এবং ঐ শকের চৈত্রমাসের স্তম্ভের ১৬ অঙ্ক ৩০ হইতে বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট ১৪ থাকে, কিন্তু উহা ১৫ অঙ্কের ন্যূন হওয়াতে ঐ ১৪ অঙ্কের সহিত ১৫ যোগকরিলে ২৯ হইল, অতএব উপরের লিখিত বিধি-অনুসারে ২৯ চৈত্র পূর্ণিমা হইবে জানা গেল। এইরূপে গণিত মৃত্যুতিথি কোন্ তারিখে হইবে, তাহা সহজে নিরূপণ করা যাইতে পারিবে।

মাসের কোন্ তারিখে কোন্ তিথি হইবে তাহা জানিবার দৃষ্টান্ত। যথা—১৮০৫ শকের বা ১২৯০ সনের ৩রা চৈত্রে কি তিথি হইবে, জানিতে হইলে ১৮০৫ শকের চৈত্রমাসের স্তম্ভের ১৬ অঙ্ক ঐ মাসের ৩র সহিত যোগকরিলে ১৯ হইল। ঐ ১৯শে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থীতিথি জানা গেল। যদিচ এই চক্রে ১২৭০ হইতে ১২৮০ সন ও ১২৮৯ হইতে ১৩০৭ সন এবং ১৭৮৫ হইতে ১৮০৩ শকাব্দা ও ১৮৮৪ হইতে ১৮২২ শকাব্দা লিখিত আছে, কিন্তু ঐ সন বা শকের স্থানে ১৯ বৎসর পূর্ব্বে বা পরের সন বা শক ঐরূপ যথাক্রমে উনিশ উনিশ বৎসর করিয়া স্থাপন করিলে সেই সেই শকের বা সনের মাসের যে তারিখে অমাবস্যা বা পূর্ণিমা হইবে কিম্বা যে তারিখের যে তিথি জানিবার আবশ্যক হইবে, তাহা জ্ঞাত হওয়া যাইবে।

একাশী ইত্যাদি স্বরাঙ্ক মতে সপ্তশূন্য চক্র।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২ ৫ ৬ ৫ ৩ ৪ ০ ০ ০ ৪ ৩ ০ ০ ০ ০	৪ ০ ১ ৩ ৬ ০ ৪ ৪ ৪ ০ ০ ৩ ৩ ৩ ৩	৬ ২ ৩ ১ ২ ৪ ০ ০ ০ ৪ ৩ ০ ০ ০ ০	১ ৪ ৫ ৬ ৫ ০ ৪ ৪ ০ ০ ০ ৩ ৩ ০ ০	৩ ৬ ০ ৪ ১ ৪ ০ ০ ০ ৪ ৩ ০ ০ ০ ০	৫ ১ ২ ২ ৪ ০ ৪ ৪ ০ ০ ০ ৩ ৩ ০ ০	০ ৩ ৪ ০ ০ ৪ ০ ০ ০ ৪ ৩ ০ ০ ০ ০
সপ্তশূন্যরিষ্টম্ ক্লেশবর্ষং শুভযোগে রিষ্ট ভঙ্গঃ।	বুধবর্ষে বুধান্তর্দ্দশায়াং রিষ্টং। পাপদশারহিতে ইত্যর্থঃ।	সপ্তশূন্যং রিষ্টং রবিমন্দকুজেবর্ষে রাহৌ বা স্থান ত্রিত্রিগে রিষ্টং।	ষট্শূন্যং রিষ্টং পাপদ্বয়ে অন্তর্দ্দশায়াং কুজঃ চেত্তদা রিষ্টং।	পিণ্ডেবুধশূন্যদ্বয়ং রিষ্টং।	ষট্শূন্যং রিষ্টং গুরৌশূন্যদ্বয়ে অন্তে কুজঃ।	দশশূন্যং রিষ্টং শনিরবিকুজবর্ষে ক্লেশং।

৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
২ ৫ ৬ ৫ ৩ ০ ৪ ৪ ৪ ০ ০ ৩ ৩ ৩ ৩	৪ ০ ১ ৩ ৬ ৪ ০ ০ ০ ৪ ৩ ০ ০ ০ ০	৬ ২ ৩ ১ ২ ০ ৪ ৪ ৪ ০ ০ ৩ ৩ ৩ ৩	১ ৪ ৫ ৬ ৫ ৪ ০ ০ ৪ ৪ ৩ ০ ০ ৩ ৩	৩ ৬ ০ ৪ ১ ০ ৪ ৪ ৪ ০ ০ ৩ ৩ ৩ ৩	৫ ১ ২ ২ ৪ ৪ ০ ০ ৪ ৪ ৩ ০ ০ ৩ ৩	০ ৩ ৪ ০ ০ ০ ৪ ৪ ৪ ০ ০ ৩ ৩ ৩ ৩
চন্দ্রাদিশূন্যং দ্বয়ং রিষ্টং।	শুভবর্ষং রবিমন্দ কুজে বর্ষে হায়নে রিষ্টং।	শুক্রাদি শূন্যং দ্বয়ং রিষ্টং দ্বিতীয় স্বরসংযোগে পাপযোগে রিষ্টং।	শুভবর্ষং ভদ্রং অত্র বর্ষে।	কুজাদি শূন্যদ্বয়ং রিষ্টং। পাপবর্ষে কুজান্তর্দ্দশায়াং রিষ্টং।	কুজাদি শূন্যদ্বয়ং রিষ্টম্। পাপবর্ষে কুজান্তর্দ্দশায়াম্ রিষ্টম্।	শুভবর্ষে অন্তে কুজে সতি ক্লেশম্।

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ*। হরেঃ শ্রুত্বা হরো গৌরীং দেহস্থং জ্ঞানমব্রবীৎ ॥ ১॥ কুজো বহ্নী রবিঃ পৃথ্বী শৌরিরাপঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। বায়ুসংস্থঃ স্থিতো রাহুর্দক্ষরন্ধ্রাবভাষকঃ॥ ২॥ গুরুঃ শুক্র তথা সৌম্যশ্চন্দ্রশ্চৈব চতুর্থকঃ। বামনাড্যাস্তু মধ্যস্থান্ কারয়েদাত্মনস্তথা ॥ ৩॥ যদাচার ইড়াযুক্ত স্তদা কর্ম্ম সমাচরেৎ। স্থানসেবাং তথা ধ্যানং বাণিজ্যং রাজদর্শনম্। অন্যানি শুভকর্ম্মাণি কারয়েত্ত প্রযত্নতঃ॥ ৪॥ দক্ষনাড়ীপ্রবাহে তু শনিভৌমশ্চ সৈংহিকঃ। ইনশ্চৈব তথাপ্যেব পাপানামুদয়ো ভবেৎ॥ ৫॥ শুভাশুভবিবেকো হি জায়তে তু স্বরোদয়াৎ॥ ৬॥ দেহমধ্যে স্থিতা নাড্যো বহুরূপাঃ সুবিস্তরাঃ। নাভেরধস্তাদ্ য স্কন্দঃ অঙ্কুরা স্তত্র নির্গতাঃ। দ্বিসপ্ততিসহস্রাণি নাভিমধ্যে ব্যবস্থিতাঃ। চক্রবচ্চ স্থিতা স্তাস্তু সর্ব্বাঃ প্রাণহরাঃ স্মৃতাঃ॥ ৭॥ তাসাং মধ্যে ত্রয়ঃ শ্রেষ্ঠা বামদক্ষিণমধ্যমাঃ॥ ৮॥ বামা

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

সূত কহিতেছেন, মহাদেব হরির নিকট যে দেহনির্ণায়ক স্বরোদয়শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা পার্ব্বতীকে বলিতে লাগিলেন। ১। পিঙ্গলা নাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকাতে শ্বাসবহনকালে অগ্নিতত্ত্বের অধিপতি মঙ্গল, পৃথিবীতত্ত্বের অধিপতি সূর্য্য, জলতত্ত্বের অধিপতি শনি এবং বায়ুতত্ত্বের অধিপতি রাহু হয়। ২। ঈড়া নাড়ী অর্থাৎ বামনাসিকাতে শ্বাসবহনকালে বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ ও চন্দ্র এই চারিটী গ্রহ অধিপতি হইয়া থাকে। ৩। যখন ঈড়া নাড়ী অর্থাৎ বামনাসাপুটে শ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন স্থানসেবা (তীর্থযাত্রাদি) ধ্যান, বাণিজ্য, রাজদর্শন এবং অন্যান্য শুভকর্ম্ম অতীব যত্নের সহিত করিবে। ৪। পিঙ্গলানাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে সাষ প্রবহণকালে শনি, মঙ্গল, রাহু এবং সূর্য্য এই চারি পাপগ্রহের উদয় হইয়া থাকে। ৫। এই স্বরোদয় শাস্ত্র শিক্ষা করিলে, সমুদায় শুভ ও অশুভ কর্ম্মের জ্ঞান জন্মে, অর্থাৎ শুভগ্রহ শুভকার্য্যের ফল প্রদান করে। অতএব শুভকার্য্য করিতে হইলে, বামনাসাতে যখন শ্বাস প্রবাহিত হইবে তখন করিবে এবং পাপকার্য্য করিতে হইলে, দক্ষিণ নাসাতে যখন শ্বাস বহন হইবে, তখন করিবে। ৬। শরীরের মধ্যে অনেক প্রকার আকারের অনেকগুলি সুবিস্তৃত নাড়ী আছে। এই নাড়ীগুলি নাভির নিম্নে কন্দ (মূলাধার) হইতে নির্গত হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ নাড়ীর সংখ্যা বাহাত্তর হাজার। ইহারা চক্রের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে। ৭। এই সকল নাড়ীর মধ্যে বাম (ঈড়া), দক্ষিণ (পিঙ্গলা) ও মধ্যম (সুষুম্না) এই তিনটী নাড়ীই প্রধান। ৮।

---

* দেব দেব মহাদেব তত্ত্বজ্ঞ পরমেশ্বর।
কথয়স্ব প্রভো জ্ঞানং কৃপাং কৃত্বা মমোপরি॥

পার্ব্বতী বলিলেন,—হে দেবদেব, মহাদেব, তত্ত্বজ্ঞ পরমেশ্বর প্রভো! আমার প্রতি কৃপা করিয়া জ্ঞানকাণ্ড বিবৃত করুন।

কথং ব্রহ্মাণ্ড মুৎপন্নং কথং বা পরিবর্ত্ততে।
কথং বিলীয়তে দেব বদ ব্রহ্মাণ্ডনির্ণয়ম্॥

হে দেব! কেমন করিয়া ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইল, কি রূপেই বা পরিবর্ত্তিত হয় এবং কি প্রকারে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইত্যাদি ব্রহ্মাণ্ডনির্ণয় বিশেষ করিয়া বলুন।

শ্রীমহাদেব উবাচ। তত্ত্বাদ্ ব্রহ্মাণ্ড মুৎপন্নং তত্ত্বেন পরিবর্ত্ততে। তত্ত্বেন লীয়তে দেবি তত্ত্বাদ্ ব্রহ্মাণ্ডনির্ণয়ঃ॥

মহাদেব বলিলেন,—হে দেবি! তত্ত্বহইতে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, তত্ত্বদ্বারা পরিবর্ত্তিত হয় এবং তত্ত্বেই বিলীন হইয়া থাকে; অতএব তত্ত্বই ব্রহ্মাণ্ডনির্ণয়ের মূল।

দেব্যুবাচ। তত্ত্বমেব পরং মূলং নিশ্চিতং তত্ত্ববেদিভিঃ।
তত্ত্বস্বরূপং কিং দেব তত্ত্বমেব প্রকাশয়॥

দেবী বলিলেন,—তত্ত্বই প্রধান মূল, ইহা তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতগণ নির্ণীত করিয়াছেন। হে দেব! তত্ত্বের স্বরূপ কি, তাহা আপনি আমাকে প্রকাশ করিয়া বলুন।

ঈশ্বর উবাচ। নিরঞ্জনো নিরাকার একদেবো মহেশ্বরঃ।
তস্মাদাকাশমুৎপন্নং আকাশাদ্বায়ুসম্ভবঃ।
বায়োস্তেজ স্তত শ্চাপস্ততঃ পৃথ্বীসমুদ্ভবঃ॥

ঈশ্বর কহিলেন,—এক মহেশ্বর হইতেই আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি নিরঞ্জন এবং আকারশূন্য। আকাশ হইতে বায়ুর সৃষ্টি হইয়াছে, বায়ু হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবী সমুদ্ভূতা হয়।

এতানি পঞ্চতত্ত্বানি বিস্তীর্ণানি চ পঞ্চধা।
তেভ্যো ব্রহ্মাণ্ডমুৎপন্নং তৈরেব পরিবর্ত্ততে।
বিলীয়তে চ তত্রৈব তত্রৈব রমতে পুনঃ॥

সোমাত্মিকা প্রোক্তা দক্ষিণা রবিসন্নিভা। মধ্যমা চ ভবেদগ্নিঃ ফলত্বাৎ কালরূপিণী ॥ ৯ ॥ বামা অমৃতরূপা চ জগদাপ্যায়নে স্থিতা। দক্ষিণা রৌদ্রভাগেন জগচ্ছোষয়তে সদা। দ্বয়োর্বাহে তু মৃত্যুঃ স্যাৎ সর্ব্বকার্য্যবিনাশিনী। নির্গমে তু ভবেদ্বামা প্রবেশে দক্ষিণা স্মৃতা ॥ ১০॥ ঈড়াচারে তথা সৌম্যং চন্দ্রসূর্য্যগত তথা। কারয়েৎ ক্রূরকর্ম্মাণি প্রাণে পিঙ্গলসংস্থিতে ॥ ১১ ॥ যাত্রায়াং সর্ব্বকার্য্যেষু বিষাপহরণে ঈড়া। ভোজনে মৈথুনে যুদ্ধে পিঙ্গলা সিদ্ধিদায়িকা ॥ ১২ ॥ উচ্চাটমারণাদ্যেষু কর্ম্মস্বেতেষু পিঙ্গলা। মৈথুনে চৈব সংগ্রামে ভোজনে সিদ্ধিদায়িকা ॥ ১৩ ॥ শোভনেষু চ কার্য্যেষু যাত্রায়াং বিষকর্ম্মণি। শান্তিমুক্ত্যর্থসিদ্ধ্যৈ চ ঈড়া যোজ্যা নরাধিপৈঃ ॥ ১৪ ॥ স্বাত্যা-

ঈড়া নাড়ী চন্দ্র, পিঙ্গলা সূর্য্য এবং সুষুম্না অগ্নির তুল্য। এই সুষুম্না নাড়ীই কালরূপিণী। ৯। বামদিকের ঈড়া নাড়ী সুধারস স্বরূপা; জগতের তৃপ্তি সাধন ইহার কার্য্য। দক্ষিণদিগের পিঙ্গলানাড়ীতে শ্বাস বহনে মহাতাপ প্রকাশ পায়; জগতের পরিশোষণ করাই ইহার কার্য্য এবং উভয় নাসাপুটে শ্বাস-বহনকালে মৃত্যু এবং সর্ব্বকর্ম্ম ধ্বংস হয়। ১০। পিঙ্গলানাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসাবহনকালে ক্রূরকর্ম্মসকল করিবে এবং ঈড়ানাড়ী অর্থাৎ বামনাসাবহনসময়ে শুভ কার্য্যসকল করিবে, তাহাতে শুভ ফল হইবে। ১১। ঈড়ানাড়ীবহনকালে যাত্রা ও বিষহরণ এবং পিঙ্গলাতে অর্থাৎ দক্ষিণনাসাবহনসময়ে ভোজন, যুদ্ধ, শৃঙ্গার ইত্যাদি কার্য্য করিবে। ১২। পিঙ্গলানাড়ী বহনকালে উচ্চাটন, মারণ, মৈথুন, সংগ্রাম প্রভৃতি কর্ম্ম করিলে, সিদ্ধি হইবে। ১৩। ঈড়ানাড়ীতে অর্থাৎ বামনাসাবহনসময়ে শুভকার্য্য, যাত্রা, বিষপ্রয়োগ; শান্তিকার্য্য, মুক্তি ও অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত

ইহাদের নাম পঞ্চতত্ত্ব। এই পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চ প্রকারে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। এই সকল তত্ত্ব হইতেই ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, এই সকলের দ্বারাই পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, ইহাগিগের দ্বারাই বিলীন হইয়া থাকে এবং এই সকলেতেই ব্রহ্মাণ্ড পরিরমিত হয়।

পঞ্চতত্ত্বময়ে দেহে পঞ্চতত্ত্বানি সুন্দরি। সূক্ষ্মরূপেণ বর্ত্তন্তে জ্ঞায়তে তত্ত্বযোগিভিঃ। অতএব প্রবক্ষ্যামি শরীরস্থং স্বরোদয়ম্। হংসচারস্বরূপেণ ভবেৎ জ্ঞানং ত্রিকালগম্ ॥

সুন্দরি! পঞ্চতত্ত্বময় শরীরে এই পাচটি তত্ত্ব সূক্ষ্মরূপে রহিয়াছে, ইহা তত্ত্বজ্ঞানীরা জানিতেছেন। অধুনা শরীরস্থ স্বরোদয় বলিব। "হংস" এই প্রকারে সর্ব্বদা জীবের শরীরে শ্বাস বহন হইতেছে; তাহাদ্বারা ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমান এই ত্রিকালের জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে।

দেহমধ্যে স্থিতা নাড্যো বহুরূপাঃ সবিস্তরাঃ। জ্ঞাতব্যাশ্চ বুধৈর্নিত্যং স্বদেহজ্ঞানহেতবে। নাভিস্থানককন্দোর্দ্ধে মঙ্কুরা দেব নির্ম্মিতাঃ। দ্বিসপ্ততিসহস্রাণি দেহমধ্যে ব্যবস্থিতাঃ। নাড়ীস্থা কুণ্ডলী শক্তির্ভুজঙ্গাকারশায়িনী। ততো দশোর্দ্ধগানাড্যো দশৈবাধঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। দেহে তির্য্যগ্‌গতানাড্য শ্চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যয়া। প্রধানা দশনাড্যস্তু দশ বায়ুপ্রবাহকাঃ। তির্য্যগূর্দ্ধ মধ স্তাদ্বা বায়ুর্দেহসমন্বিতঃ। চক্রবত্তু স্থিতা দেহে সর্ব্বাঃ প্রাণসমাশ্রিতাঃ। তাসাং মধ্যে দশ শ্রেষ্ঠং দশানাং তিস্র উত্তমাঃ। ঈড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না চ তৃতীয়িকা। গান্ধারী হস্তিজিহ্বা চ পূষা চৈব যশস্বিনী। অলম্বষা কুহুশ্চৈব শঙ্খিনী দশমী তথা। ঈড়া বামে স্থিতা ভাগে দক্ষিণে পিঙ্গলা তথা। সুষুম্না মধ্যদেশে তু গান্ধারী বামচক্ষুষি। দক্ষিণে হস্তিজিহ্বা চ পূষা কর্ণে চ দক্ষিণে। যশস্বিনী বামকর্ণে আননে চাপ্যলম্বুষা। কুহুশ্চ লিঙ্গদেশে তু মূলস্থানে চ শঙ্খিনী। এবং দ্বারং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি দশনাড়িকাঃ। ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্না চ প্রাণমার্গে সমাশ্রিতাঃ। এতাহি দশনাড্য স্তু দেহমধ্যে ব্যবস্থিতাঃ ॥

শরীরের অভ্যন্তরে অনেক প্রকার সুবিস্তৃত নাড়ী আছে। শরীর বিজ্ঞানের নিমিত্ত সেই সকল নাড়ী পণ্ডিতগণের জ্ঞাত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। নাভির নিম্নে ও মূলাধারের উর্দ্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়া বাহাত্তর হাজার নাড়ী সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। নাড়ী স্থিত কুণ্ডলিনী শক্তি সর্পাকারে আছে। ইহাদর মধ্যে দশটী নাড়ী উর্দ্ধদিগে এবং অপর দশটী অধোদিগে প্রতিষ্ঠিত আছে। অন্য চতুর্ব্বিংশতি নাড়ী তির্য্যগ্‌ভাবে শরীরের সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রধান দশ নাড়ী হইতে দশ প্রকার বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। দেহমধ্যে সমস্ত বায়ু প্রবাহক নাড়ী তির্য্যক্ ঊর্দ্ধ ও অধোভাবে অবস্থিত হইয়া চক্রাকারে প্রাণবায়ুকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। এই সকল নাড়ীর মধ্যে দশটী প্রধান। এই দশটীর মধ্যে তিনটী উত্তম। এই তিনটী নাড়ীর নাম,—ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না।

শ্চৈব প্রবাহে চ ক্রূরসৌম্যবিবর্জ্জনে। বিষুবং তন্ত জানীয়াৎ সংস্মরেত্ত বিচক্ষণঃ ॥ ১৫ ॥ সৌম্যাদিশুভ- কার্য্যেষু লাভাদিজয়জীবিতে। গমনাগমনে চৈব বামা সর্ব্বত্র পূজিতা ॥ ১৬ ॥ যুদ্ধাদিভোজনে স্নাতে স্ত্রীণা-

কর্ম্মসকল করিলে শুভদায়ক হইবে। ১৪। উভয় নাড়ীতে অর্থাৎ উভয়নাসাবহন সময়ে শুভ কিম্বা অশুভ কোন কার্য্যই করিবে না, অর্থাৎ বিচক্ষণ ব্যক্তি সুষুম্নানাড়ী বহনকালে সর্ব্ব কার্য্য পরিত্যাগ করিবে। ১৫। লাভ, বিজয়, শুভ, আয়ুষ্করকার্য্য, গমন, আগমন ইত্যাদি বিষয়ে ঈড়ানাড়ীই প্রশস্ত। ১৬। যুদ্ধ, ভোজন,

উক্ত দশটী প্রধানা নাড়ীর মধ্যে অপর সাতটীর নাম,—গান্ধারী হস্তিজিহ্বা, পূষা, যশস্বিনী, অলম্বুষা, কুহু এবং শঙ্খিনী। বাম- দিকে ঈড়া, দক্ষিণ ভাগে পিঙ্গলা, মধ্যদেশে সুষুম্না, বামচক্ষুতে গান্ধারী, দক্ষিণ লোচনে হস্তিজিহ্বা, দক্ষিণ কর্ণে পূষা, বাম শ্রবণে যশস্বিনী, মুখে অলম্বুষা, লিঙ্গদেশে কুহু এবং মূলাধারে শঙ্খিনী—এই দশটী নাড়ী এইরূপে দশটি দ্বার আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে। ইহাদের মধ্যে ঈড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না প্রাণবায়ুর মার্গ অবলম্বন করিয়া আছে।

নামানি নাড়িকানান্ত বাতানাং প্রবদাম্যহম্। প্রাণো- ঽপানঃ সমানশ্চোদানোব্যান স্তথৈব চ। নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ। হৃদি প্রাণো বহেন্নিত্যমপানো গুদমণ্ডলে। সমানো নাভিদেশে চ উদানঃ কণ্ঠমধ্যগঃ। ব্যানো ব্যাপী শরীরেষু প্রধানাঃ পঞ্চবায়বঃ। প্রাণাদ্যাঃ পঞ্চবিখ্যাতা নাগাদ্যাঃ পঞ্চবায়বঃ। তেষামপি চ পঞ্চানাং স্থানানি চ বদাম্যহং। উদ্গারে নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম্ম উন্মীলনে স্মৃতঃ। কৃকরঃ ক্ষুৎকৃতো- জ্ঞেয়ো দেবদত্তো বিজৃম্ভণে। ন জহাতি মৃতে ক্বাপি সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ। এতে নাড়ীষু সর্ব্বাসু ভ্রমন্তে জীবরূপিণঃ ॥

নাড়ীর নাম কথিত হইল, এক্ষণে বায়ুসকলের নাম বলি তেছি।—প্রাণ, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয়,—এই দশটি বায়ুর নাম। হৃদয়ে প্রাণ, গুহ্যমণ্ডলে অপান, নাভিতে সমান, কণ্ঠমধ্যে উদান ও সর্ব্ব- শরীরে ব্যান, এই সকল বায়ু নিত্য বহিতেছে। প্রাণ অপান প্রভৃতি এই পাঁচটী বায়ুই প্রধান ও বিখ্যাত। নাগাদি আর পাঁচটী বায়ুর স্থান বলিতেছি।—উদ্গারে নাগবায়ু, চক্ষুর উন্মী- লনে কূর্ম্ম, ক্ষুৎকারে (হাঁচি) কৃকর, বিজৃম্ভণে (হাই তোলা) দেবদত্ত এবং সমস্ত শরীরে ধনঞ্জয়—এই পাঁচটী বায়ু, এই পঞ্চ স্থান অধিকৃত করিয়া রহিয়াছে। মনুষ্যের মৃত্যু হইলেও সর্ব্ব- ব্যাপী ধনঞ্জয় বায়ু দেহ পরিত্যাগ করে না। জীবিদিগের জীবন- রূপী এই সকল বায়ু সমস্ত নাড়ীতে ভ্রমণ করিতেছে।

প্রকটপ্রাণসঞ্চারং লক্ষয়েৎ দেহমধ্যতঃ।
ঈড়াপিঙ্গলাসুষুম্নাভির্নাড়ীভিস্তিসৃভির্ব্বুধঃ ॥

ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনটী নাড়ী দ্বারা স্বরতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিত শরীরের মধ্যে ব্যক্তরূপে বায়ুসঞ্চার অনুভব করেন।

ঈড়া বামে চ বিজ্ঞেয়া পিঙ্গলা দক্ষিণে স্মৃতা।
ঈড়ানাড়ীস্থিতা বামা ততোব্যস্তা চ পিঙ্গলা ॥

ঈড়ানাড়ী বামদিকে ও পিঙ্গলানাড়ী দক্ষিণদিকে অবস্থিত আছে।

ঈড়ায়াং সংস্থিতশ্চন্দ্রঃ পিঙ্গলায়াঞ্চ ভাস্করঃ।
সুষুম্না শম্ভুরূপেণ শম্ভুর্হংসস্বরূপকঃ ॥

বামনাসাপুটস্থিতা ঈড়া নাড়ীতে চন্দ্র এবং দক্ষিণনাসারন্ধ্র- স্থিতা পিঙ্গলা নাড়ীতে সূর্য্য অবস্থিত রহিয়াছেন। ব্রহ্মরন্ধ্র- গামিনী সুষুম্না নাড়ী শিবরূপে মেরুদণ্ডের মধ্যভাগে বিদ্যমান রহিয়াছে। শম্ভু (শিব) হংসরূপী।

হংকারোনির্গমে প্রোক্তঃ সকারস্ত প্রবেশনে।
হংকারঃ শিবরূপেণ সকারঃ শক্তিরুচ্যতে ॥

শ্বাসপতনকালে হংকার ও শ্বাসগ্রহণ সময়ে সকার উচ্চারিত হয়। হং শিবরূপী ও স শক্তিরূপী।

শক্তিরূপস্থিতশ্চন্দ্রো বামনাড়ীপ্রবাহকঃ।
দক্ষনাড়ী প্রবাহশ্চ শম্ভুরূপী দিবাকরঃ ॥

চন্দ্র শক্তিরূপে অবস্থিত হইয়া বাম (ঈড়া) নাড়ীতে প্রবাহিত হইতেছে। সূর্য্য শম্ভুরূপে দক্ষিণ (পিঙ্গলা) নাড়ীতে বহিতেছে।

শ্বাসে সকারসংস্থে তু যদ্দানং দীয়তে বুধৈঃ।
তদ্দানং জীবলোকেঽস্মিন্ কোটিকোটিগুণং ভবেৎ ॥

সকারে স্থিত শ্বাসে, অর্থাৎ শ্বাসগ্রহণ সময়ে, যাহা দান করা যায়, এই মর্ত্তলোকে তাহার ফল কোটিকোটিগুণ হইয়া থাকে।

অনেন লক্ষয়েদ্ যোগী চৈকচিত্তঃ সমাহিতঃ।
সর্ব্বমেব বিজানীয়াম্মার্গং তচ্চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ॥

ইহার দ্বারা যোগী ব্যক্তি সন্নিবিষ্টচিত্ত ও সমাধিযুক্ত হইয়া

ষৈব তু সঙ্গমে। প্রশস্তা দক্ষিণা নাড়ী প্রবেশে ক্ষুদ্র-কর্ম্মণি ॥ ১৭ ॥ শুভাশুভানি কার্য্যাণি লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। জীবো জীবার্য যৎ পৃচ্ছেৎ ন সিধ্যন্তি চ মধ্যমা ॥ ১৮ ॥ বামাচারেঽথবা দক্ষে প্রত্যয়ে যত্র

আঘাত, স্ত্রীসঙ্গম, প্রবেশ, যাদুকরণ প্রভৃতি ক্ষুদ্রকার্য্য দক্ষিণ নাসিকা বহনকালে করিলে, সুসিদ্ধ হইবে। ১৭। সুষুম্নানাড়ী বহনকালে শুভ ও অশুভ যে কোন কার্য্য, লাভ, অলাভ, জয়, পরাজয় ইত্যাদি সিদ্ধ হয় না এবং জীবসম্বন্ধীয় প্রশ্নেরও শুভ হয় না। ১৮। বামনাসাতে অথবা দক্ষিণনাসাতে শ্বাস

চন্দ্র ও সূর্য্যের পথ, অর্থাৎ ঈড়া ও পিঙ্গলানাড়ীর বহনকাল, লক্ষ করিয়া সমুদয় বিষয় বিদিত হইবে।

ধ্যায়েত্তত্ত্বং স্থিরে জীবে অস্থিরেণ কদাচন।
ইষ্টসিদ্ধির্ভবেত্তস্য মহালাভোজয়স্তথা ॥

যখন জাব (স্বর, শ্বাসবায়ু) স্থির থাকিবে, অর্থাৎ কুম্ভক করিবার সময়ে শ্বাস প্রবাহিত না হইয়া বদ্ধ থাকিবে, তখন পঞ্চতত্ত্ব চিন্তা করিবে আর যখন জীব অস্থির থাকিবে, অর্থাৎ শ্বাসবায়ু রেচক ও পূরক করিবার সময়ে প্রবাহিত হইতে থাকিবে, তখন পঞ্চতত্ত্বের ধ্যান করিবে না। তত্ত্ববিজ্ঞানদ্বারা তাহার ইষ্টসিদ্ধি, মহালাভ ও জয় হইবে।

চন্দ্রসূর্য্যৌ বদাভ্যাসৌ যে কুর্ব্বন্তি সদা নরাঃ।
অতীতানাগতজ্ঞানং তেষাং হস্তগতং সদা ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা চন্দ্র ও সূর্য্য অভ্যাস করে, তাহার ভূত ও ভবিষ্যদ্ জ্ঞান করতলপ্রাপ্ত থাকে।

বামে চামৃতরূপস্থা জগদাপ্যায়িনী পরা।
দক্ষিণা চরমে ভাগে জগদুৎপাদয়েৎ সদা।
মধ্যমা ভবতি ক্রূরা দুষ্টা সর্ব্বত্র কর্ম্মসু ॥

বামনাসাপুটস্থিতা ঈড়া নাড়ী শ্রেষ্ঠা, সুধারূপিণী ও জগতের তৃপ্তিদায়িনী, অর্থাৎ ইহাদ্বারা যাবতীয় শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। দক্ষিণনাসাবাহিনী পিঙ্গলা নাড়ী জগতের উৎপত্তিকারিণী। ইহার ফলও শুভ এবং ব্রহ্মরন্ধ্রগামিনী মধ্যমা সুষুম্না নাড়ী নিষ্ঠুরা ও সর্ব্বকর্ম্মে বিঘ্নকারিণী, অর্থাৎ ইহার দ্বারা সমস্ত অশুভ ফল ঘটিয়া থাকে।

সর্ব্বত্র শুভকার্য্যেষু বামা ভবতি পুষ্টিদা।
নির্গমে তু শুভা বামা প্রবেশে দক্ষিণা শুভা।
শুভকার্য্যে শুভা বামা দক্ষিণা ক্রূরকর্ম্মসু ॥

সর্ব্বত্র সকল শুভকার্য্যে ঈড়া নাড়ী শুভফল প্রদান করে। শ্বাসপতনসময়ে ঈড়া নাড়ী প্রশস্তা, ও স্বরপ্রবেশকালে পিঙ্গলা নাড়ী শুভফলদায়ক হয়। ঈড়া নাড়ীতে স্বরবহনসময়ে শুভকার্য্য করিবে এবং পিঙ্গলাবহনকালে ক্রূরকর্ম্ম করিবে।

চন্দ্রঃ সমস্তু বিজ্ঞেয়ো রবিস্তু বিষমঃ সদা।
চন্দ্রঃ স্ত্রী পুরুষঃ সূর্য্যশ্চন্দ্রোগৌরোঽরবিঃ সিতঃ।
ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্না চ তিস্রোনাড্যঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

ঈড়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র, সংজ্ঞা সম এবং পিঙ্গলানাড়ীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য্য, সংজ্ঞা বিষম। চন্দ্রনাড়ী স্ত্রী ও সূর্য্যনাড়ী পুরুষ। চন্দ্র গৌরবর্ণ ও সূর্য্য শুক্লবর্ণ। ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনটী নাড়ীর বিষয় কথিত হইল।

ঈড়ায়াশ্চ প্রবাহেণ সৌম্যকর্ম্মাণি কারয়েৎ।
পিঙ্গলায়াঃ প্রবাহেণ রৌদ্রকর্ম্মাণি কারয়েৎ।
সুষুম্নায়াঃ প্রবাহেণ সিদ্ধিমুক্তিফলানি চ ॥

ঈড়াতে শ্বাসবহনকালে শুভকর্ম্ম, পিঙ্গলানাড়ীতে স্বরবহন সময়ে ক্রূরকার্য্য এবং সুষুম্নাতে যখন শ্বাস গমনাগমন হইবে, তখন সিদ্ধি ও মুক্তিপ্রদ কর্ম্মসকল করিবে।

আদৌ চন্দ্রঃ সিতে পক্ষে ভাস্করস্তু সিতেতরে।
প্রতিপত্তোদিনান্যাহুঃ ত্রীণি ত্রীণি ক্রমোদয়ে ॥

শুক্লপক্ষে চন্দ্রনাড়ী, অর্থাৎ বামনাসিকাশ্বাস ও কৃষ্ণপক্ষে সূর্য্য নাড়ী, অর্থাৎ দক্ষিণনাসিকাশ্বাস প্রতিপদ অবধি তিনতিন দিন করিয়া ক্রমে ক্রমে উদিত হয়।

সার্দ্ধদ্বিঘটিকা জ্ঞেয়া শুক্লে কৃষ্ণে শশী রবিঃ।
বহত্যেকদিনেনৈব যথা ষষ্টিঘটিক্রমাৎ।
বহেত্তাবদ্ঘটীমধ্যে পঞ্চতত্ত্বানি নির্দ্দিশেৎ ॥

সমস্ত অহোরাত্রে ৬০ ষষ্টি দণ্ডে শুক্লপক্ষে চন্দ্র ও কৃষ্ণপক্ষে সূর্য্যনাড়ী আড়াই দণ্ড করিয়া ক্রমে উদিত হয়। এইরূপ জল, বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী ও আকাশ এই পাঁচ তত্ত্ব সমস্তদিবারাত্রে ষষ্টিদণ্ডমধ্যে প্রতি আড়াই দণ্ডে এক এক নাসিকায় উদিত হয়।

প্রতিপত্তোদিনান্যাহু র্ব্বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ ॥

এইরূপ প্রতিপদাদি তিথিতে বিপরীত হইলে বিপরীত ফল হয়, অর্থাৎ নিরূপিত সময়ে দক্ষিণনাসাপুটবহনসময়ে যদি বামনাসাবহন হয়, অথবা বামনাসাবহনকালে দক্ষিণনাসা বহন হয়, তাহা হইলে ফলের ব্যত্যয় হয়।

মায়কঃ। তনুস্থঃ পৃচ্ছতে যং তু তত্র সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ। বৈচ্ছন্দো বামদেবস্তু যদা বহতি চাত্মনি। তত্র ভাগে স্থিতঃ পৃচ্ছেৎ সিদ্ধির্ভবতি নিষ্ফলা॥ ১৯॥ বামে বা দক্ষিণে বাপি যত্র সংক্রমতে শিবা। ঘোরে ঘোরাণি কার্য্যাণি সৌম্যে বৈ মধ্যমানি চ। প্রস্থিতে ভাগতো

প্রবেশসময়ে যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রশ্ন করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে কার্য্য সুসিদ্ধ হইবে। ইহার বিপরীতে, অর্থাৎ শ্বাস নির্গমকালে এবং যে নাসিকাতে শ্বাসবহন হয়, সেই দিক হইতে কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করিলে, তাহা নিষ্ফল হইবে।১৯। বাম নাসা অথবা দক্ষিণনাসাতে বায়ু বহনসময়ে ক্রূরের উদয়ে ক্রূরকার্য্য এবং শুভের উদয়ে শুভকার্য্য করিবে এবং সুষুম্নার

অন্যমতে—কৃষ্ণপক্ষে প্রতিপদে প্রভাতে দক্ষিণনাসাবহন কালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, ১৫ পঞ্চদশদিনপর্য্যন্ত কোন পীড়া হয় না। যদি বামস্বরবহনকালে নিদ্রাভঙ্গ হয়, তবে শ্লেষ্মা জন্মিয়া পীড়া হইতে পারে। এইরূপ রোগোৎপত্তির নিবারণোপায়ও লিখিত হইল। যতদিন রোগ শান্তি না হইবে, ততদিনপর্য্যন্ত পুরাতন তুলাদ্বারা বামনাসাপুট বন্ধ রাখিবে। আর শুক্লপক্ষে প্রতিপদে বামস্বরবহনকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে পঞ্চদশদিন পর্য্যন্ত কোন পীড়া জন্মিবে না। দক্ষিণনাসাবহনকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে একপক্ষ শরীর উত্তপ্ত হইয়া রোগ হইবে। ইহারও নিষ্কৃতির পন্থা এই—যে পর্য্যন্ত না আরোগ্যলাভ হইবে, সে পর্য্যন্ত ঐ নাসা পুরাতন তুলাদ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিবে।

শুক্লপক্ষে বহেদ্বামা কৃষ্ণপক্ষে চ দক্ষিণা।
জানীয়াৎ প্রতিপৎ পূর্ব্বং যোগী তদ্গতমানসঃ॥

শুক্লপক্ষে বামনাড়ী ও কৃষ্ণপক্ষে দক্ষিণনাড়ী বহে। ইহা প্রতিপদাদি তিথীর পূর্ব্বে যোগী ব্যক্তি একাগ্রচিত্ত হইয়া জানিবে।

উদয়শ্চন্দ্রমার্গেণ সূর্য্যেণাস্তংগতোযদি।
দদাতি গুণসংঘাতং বিপরীতে বিপর্য্যয়ং॥

তিথি-অনুসারে বামনাসাপুটে স্বরের উদয় ও দক্ষিণনাসাপুটে স্বরের অস্ত হইলে, বহুগুণবিশিষ্ট শুভফল লাভ হইয়া থাকে। ইহার বিপরীতে বিপরীত ফল হয়।

শশাঙ্কং চারয়েদ্রাত্রৌ দিবাচার্য্যোদিবাকরঃ।
ইত্যভ্যাসে রতোযোগী স যোগী নাত্র সংশয়ঃ॥

রাত্রিতে ঈড়ানাড়ীতে এবং দিবসে পিঙ্গলানাড়ীতে স্বরচালন করিবে। এই স্বরচালন অভ্যাসে যে ব্যক্তি পারগ, সেই ব্যক্তিই যোগী। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সূর্য্যেণ বধ্যতে সূর্য্যশ্চন্দ্রশ্চন্দ্রেণ বধ্যতে।
যোজনাতি ক্রিয়ামেতাং ত্রৈলোক্যং জয়তে ক্ষণাৎ॥

দিবসে পিঙ্গলানাড়ী বদ্ধ করিবে, অর্থাৎ বামনাসাচালন করিবে ও রাত্রিতে ঈড়ানাড়ী বদ্ধ করিবে, অর্থাৎ পিঙ্গলাতে স্বরচালন করিবে। যে ব্যক্তি এই প্রক্রিয়া অবগত আছে, সে ক্ষণকালের মধ্যে ত্রিভুবন জয় করিতে সমর্থ হয়।

গুরুশুক্রবুধেন্দূনাং বাসরে বামনাড়িকা।
সিদ্ধিদা সর্ব্বকার্য্যেষু শুক্লপক্ষে বিশেষতঃ॥

সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে ঈড়ানাড়ী সকলকর্ম্মে শুভফলপ্রদান করে, অর্থাৎ বামনাসিকায় শ্বাসবহনকালে কোন কার্য্য করিলে, তাহাতে শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষতঃ শুক্লপক্ষেই ইহার অধিকতর সিদ্ধি হইয়া থাকে।

অর্কাঙ্গারকসৌরীণাং বাসরে দক্ষনাড়িকা।
স্মর্ত্তব্যা চরকার্য্যেষু কৃষ্ণপক্ষে বিশেষতঃ॥

রবি, মঙ্গল, শনিবারে পিঙ্গলানাড়ী সকল কার্য্যে সিদ্ধিদায়িনী হয়, অর্থাৎ দক্ষিণনাসায় স্বরবহনকালে যে সকল কার্য্য করা যায়, তাহাতে সিদ্ধি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষে ইহাতে সমধিক ফললাভ হয়।

ক্রমাদেকৈকনাড্যান্তু তত্ত্বানাং পৃথগুদ্ভবঃ।
অহোরাত্রস্য মধ্যে তু জ্ঞেয়া দ্বাদশসংক্রমাঃ॥

ক্রমে এক এক নাড়ীতে পাঁচটি তত্ত্ব পৃথক্ পৃথগ্‌রূপে উদিত হয় এবং দিনরাত্রে ৬০ ষষ্টি দণ্ডমধ্যে ১২ দ্বাদশবার সঞ্চার হয়।

বৃষকর্কটকন্যালিমৃগমীনে নিশাকরঃ। মেষসিংহে চ ধনুষি তুলায়াং মিথুনে ঘটে। উদয়োদক্ষিণে জ্ঞেয়ঃ শুভাশুভবিনির্ণয়ঃ॥

বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীন রাশিতে ঈড়ানাড়ী এবং মেষ, সিংহ, ধনুঃ, তুলা, মিথুন ও কুম্ভরাশিতে পিঙ্গলানাড়ীর উদয় জানিয়া শুভ ও অশুভফল নির্ণীত করিবে।

তিষ্ঠেৎ পূর্ব্বোত্তরে চন্দ্রঃ সূর্য্যোদক্ষিণপশ্চিমে। বামাচারপ্রবাহেণ ন গচ্ছেৎ পূর্ব্ব-উত্তরে। দক্ষনাড়ীপ্রবাহে তু ন গচ্ছেৎ যাম্যপশ্চিমে। পরিপন্থিভয়ং তস্য গতোঽসৌ ন নিবর্ত্ততে। তস্মাত্তত্র ন গন্তব্যং বুধৈঃ সর্ব্বহিতৈষুভিঃ। তদা তত্র তু সংঘাতমৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ॥

হংসে ত্বাভ্যাং বৈ সর্ব্ববাহিনি। তদা মৃত্যুং বিজানীয়াদ্‌যোগী যোগবিশারদঃ ॥ ২০ ॥ যত্র যত্র স্থিতঃ পৃচ্ছে দ্বামদক্ষিণসংমুখঃ। তত্র তত্র সমং দিশ্যাদ্বাতস্তো দয়নং সদা। অগ্রতো বামিকা শ্রেষ্ঠা পৃষ্ঠতো দক্ষিণা

বহনে মৃত্যু হইয়া থাকে, ইহা যোগবিশারদ ব্যক্তি জ্ঞাত আছেন। ২০। প্রশ্নকর্ত্তা বাম, দক্ষিণ অথবা সম্মুখে স্থিত হইয়া যখন প্রশ্ন করিবে, তখন কোন্ নাড়ীতে বায়ুর বহন হইতেছে, বিশেষ করিয়া দেখিবে। যদি বামনাসা বহনকালে সম্মুখ কিম্বা বাম-

পূর্ব্ব ও উত্তরদিকের অধিপতি চন্দ্র, অর্থাৎ ঈড়ানাড়ী এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকের অধিপতি সূর্য্য, অর্থাৎ পিঙ্গলানাড়ী। অতএব বামনাসাপুটে যখন স্বর বহিতে থাকিবে, তখন পূর্ব্ব ও উত্তরদিকে যাত্রা করিবে না। যখন দক্ষিণনাসাপুটে শ্বাসপ্রবাহিত হইতে থাকিবে, তখন দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে যাইবে না।

এই সকলদিকে শত্রুভয় হয়। যে ব্যক্তি এই সকল নিষিদ্ধদিকে গমন করে, সে আর প্রত্যাগত হয় না। এই নিমিত্ত মঙ্গলজনক কার্য্যের উদ্দেশে পণ্ডিতগণের এই সকলদিকে গমন করা কর্ত্তব্য নহে। গমন করিলে নিশ্চিতই ভয়ঙ্কর বিপদ হইবে।

সূর্য্যোদয়ে যদা সূর্য্যশ্চন্দ্রশ্চন্দ্রোদয়ে যদা।
সিধ্যন্তি সর্ব্বকার্য্যাণি দিবারাত্রিগতান্যপি ॥

বামস্বর বহিবার সময়ে বামস্বর এবং দক্ষিণস্বর বহিবার কালে দক্ষিণস্বর প্রবাহিত হইলে, দিবসে ও রাত্রিতে সমস্ত কার্য্যই সুসিদ্ধ হয়।

শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়ায়ামর্কে বহন্তি চন্দ্রমাঃ।
দৃশ্যতে লাভদঃ পুংসাং সোমে সৌখ্যং প্রজায়তে ॥

শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়া তিথিতে রবিবারে যদি ঈড়ানাড়ী বহে, তাহা হইলে পুরুষের লাভ হইবে। ঐ শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়া তিথিতে সোমবারে যদি ঈড়ানাড়ী প্রবাহিত হয়, তবে সুখভোগ হইবে।

চন্দ্রকালে যদা সূর্য্যঃ সূর্য্যশ্চন্দ্রোদয়ে ভবেৎ।
উদ্বেগঃ কলহো হানিঃ শুভং সর্ব্বং নিবারয়েৎ ॥

বামনাসায় শ্বাস বহিবার কালে দক্ষিণনাসায় শ্বাস বহিলে এবং দক্ষিণনাসায় শ্বাস বহিবার কালে বামনাসায় বহিলে, উদ্বেগ, কলহ, হানি ও অমঙ্গল উপস্থিত হয়।

বিপরীতলক্ষণং। যদা প্রত্যূষকালে তু বিপরীতোদয়োভবেৎ। চন্দ্রস্থানে বহত্যর্কো রবিস্থানে চ চন্দ্রমাঃ। প্রথমে মানসোদ্বেগং ধনহানির্দ্বিতীয়কে। তৃতীয়ে গমনং প্রোক্তং মিষ্টনাশং চতুর্থকে। পঞ্চমে রাজ্যবিধ্বংসং ষষ্ঠে সর্ব্বার্থনাশনং। সপ্তমে ব্যাধিদুঃখানি অষ্টমে মৃত্যুমাদিশেৎ ॥

প্রাতঃকালে যদি নাড়ীর বিপরীত উদয় হয়, অর্থাৎ বামনাসিকায় শ্বাসবহনকালে দক্ষিণনাসায় স্বর বহে এবং দক্ষিণনাসাপুটে বায়ুবহনকালে বামনাসাপুটে বায়ুবহন হয়, তাহা হইলে প্রথম সময়ে মানসিক উদ্বিগ্নতা, দ্বিতীয় সময়ে অর্থনাশ, তৃতীয় সময়ে গমন, চতুর্থ সময়ে অভিলষিতহানি, পঞ্চম সময়ে রাজ্যনাশ, ষষ্ঠ সময়ে সর্ব্বার্থহানি, সপ্তম সময়ে রোগ ও দুঃখ এবং অষ্টম সময়ে মৃত্যু হয়।

কালত্রয়ে দিনান্যষ্টৌ বিপরীতং যদা ভবেৎ।
তদা দুষ্টফলং প্রোক্তং কিঞ্চিন্ন্যূনে তু শোভনং ॥

এই অষ্টকালের মধ্যে যদি তিনকালে বিপরীত উদয় হয়, অর্থাৎ যে কালে যে স্বরের উদয় নিরূপিত আছে, সেই কালে সেই স্বরের উদয় না হইয়া অন্য স্বরের উদয় হয়, তাহা হইলে কিঞ্চিন্ন্যূনাতিরিক্ত মন্দ ফল হইবে।

প্রাতর্মধ্যাহ্নয়োশ্চন্দ্রঃ সায়ংকালে দিবাকরঃ।
তদা নিত্যং জয়ং লাভং বিপরীতন্তু দুঃখদং ॥

প্রভাতে ও মধ্যাহ্নে বামনাসায় এবং সায়াহ্নে দক্ষিণনাসায় স্বরবহন হইলে, নিত্য জয়লাভ হইবে এবং ইহার বিপরীত হইলে, অর্থাৎ প্রাতে ও দুইপ্রহর বেলায় দক্ষিণনাসা এবং সন্ধ্যাতে বামনাসা বহিলে, ইহার ফল দুঃখদায়ক হইবে।

দক্ষিণে যদি বা বামে যত্র সংক্রমতে শিবঃ।
তৎপাদমগ্রতঃ কৃত্বা নিঃসরেৎ নিজমন্দিরাৎ ॥

যাত্রাকালে দক্ষিণনাসায় বায়ুবহন হইলে, দক্ষিণ চরণ অগ্রে বাড়াইয়া, অথবা বামনাসায় শ্বাসবহন হইলে, বামপদ অগ্রে বাড়াইয়া, স্বগৃহ হইতে বহির্গত হইবে।

চন্দ্রঃ সম্পদকার্য্যাণি রবিস্তু বিষমঃ সদা।
পূর্ণপাদং পুরস্কৃত্য যাত্রা ভবতি সিদ্ধিদা ॥

সম্পদকার্য্যাদির নিমিত্ত যাত্রা করিতে হইলে, বামনাসাপুটে যখন স্বর বহিতে থাকিবে এবং বিষম ক্রূরকর্ম্মাদির নিমিত্ত যাত্রা করিতে হইলে, দক্ষিণনাসাপুটে যে সময়ে শ্বাস বহিতে থাকিবে, তখন যাত্রা করিবে, তাহা হইলে সে যাত্রাতে কর্ম্মসিদ্ধি হইবে।

শুভা। বামেন বামিকা প্রোক্তা দক্ষিণে দক্ষিণা শুভা। | জীবো জীবতি জীবেন যচ্ছূন্যং তৎ স্বরো ভবেৎ ॥২১॥

দিক হইতে এবং দক্ষিণনাসা বহনকালে পশ্চাদ্ভাগ অথবা দক্ষিণ দিক হইতে প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে শুভ হইবে। ২১। পূর্ণনাড়ী-

স্বর বহন হইবে, সেই দিকের বিধানমতে আরম্ভিত হইয়া

সপ্তপাদাঃ শনিশুক্রে জ্ঞাতব্যাশ্চ বিচক্ষণৈঃ।
চন্দ্রে রবৌ পদং রুদ্রং কুজে বুধে তথৈব চ।
সার্দ্ধং সদা গুরৌ পাদং জ্ঞাতব্যঞ্চ বিচক্ষণৈঃ॥

যাত্রাকালে বিচক্ষণ ব্যক্তি শনি ও শুক্রবারে সাতবার, রবি, সোম, মঙ্গল ও বুধবারে একাদশবার এবং বৃহস্পতিবারে অর্দ্ধবার মৃত্তিকাতে পদক্ষেপণ করিয়া বহির্গত হইবে, তাহা হইলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

যত্রাঙ্গে চরতে বায়ুস্তদঙ্গস্য করস্থলং।
সুপ্তোত্থিতোমুখং স্পৃষ্ট্বা লভতে বাঞ্ছিতং ফলং॥

যে দিকের নাসিকায় বায়ু বহিতে থাকিবে, সেই দিকের করতল মুখদেশে স্পর্শ করিয়া নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবে, তাহা হইলে তাহার ইষ্টফল লাভ হইবে।

লোকানাং শীঘ্রগন্তব্যঞ্চ কুশলায়াঙ্গমিষ্যতে। পরদলে তথা গ্রাহে হানিশ্চ কলহাগমে। যদাঙ্গে বহতে নাড়ী গ্রাহ্যং গতিকরং নৃণাম্। চন্দ্রচারে চতুষ্পাদং পঞ্চপাদাশ্চ ভাস্করে। এবন্তু গমনং শ্রেষ্ঠং সাধয়েদ্ ভুবনত্রয়ং। ন হানিঃ কলহোনৈব কণ্টকেনাপি ভিদ্যতে। নিবর্ত্ততে সুখেনৈব সর্ব্বাপত্তি বিবর্জ্জিতঃ॥

কোন স্থানে শীঘ্র গমন করিতে হইলে, শত্রুর সহিত বিবাদের জন্য যাইতে হইলে, অথবা হানির কারণ উপস্থিত হইলে, তখন যে নাসিকায় শ্বাসবহন হইবে, সেই অঙ্গে হস্ত স্পর্শ করিয়া যাত্রাকালে ঈড়ানাড়ী বহন সময়ে চারিবার এবং পিঙ্গলানাড়ী বহনকালে পঞ্চবার মৃত্তিকাতে পাদবিক্ষেপপূর্ব্বক গৃহ হইতে নির্গত হইবে। এবম্বিধ গমনই শ্রেষ্ঠ। ইহাতে ত্রিভুবনজয়পর্য্যন্তও হইবে এবং হানি বা কলহ কিছুই হইবে না; এমন কি একটি কণ্টকও ফুটিবে না, অর্থাৎ একটু সামান্য বিপদও ঘটিবে না। সকলপ্রকার বিপদবিহীন হইয়া স্বচ্ছন্দে গৃহে প্রত্যাগত হইবে।

গুরুবন্ধুনৃপামাত্যা অন্যেঽপীপ্সিতদায়িনঃ।
পূর্ণাঙ্গে খলু কর্ত্তব্যা কার্য্যসিদ্ধি র্মনীষিভিঃ॥

গুরু, বন্ধু, রাজা, মন্ত্রী ও অন্যান্য অভীষ্টকার্য্যক্ষম ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে কার্য্যসিদ্ধি করিতে হইলে, যে নাসিকায় কার্য্যাদি করিবে, করিলে সিদ্ধি হইবে।

আসনে শয়নে বাপি পূর্ণাঙ্গে বিনিবেশিতাঃ।
বশীভবন্তি কামিন্যো ন কর্ম্মনিয়মান্তরং॥

উপবেশনে, শয়নে কিম্বা কামিনীজন বশীকরণে যে দিকের শ্বাস বহন হইবে, সেই দিকের বিধানমতে কার্য্য করিবে।

অরিচৌরাধমাদ্যাশ্চ অন্যে উৎপাতবিগ্রহাঃ।
কর্ত্তব্যাঃ খলু রিক্তাঙ্গে জয়লাভসুখার্থিভিঃ।

শত্রু, চৌর, অধম প্রভৃতি ও অপর উপদ্রব যুদ্ধ আদির উপরে জয় ও সুখ লাভ করিতে যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, সে এই সকল কার্য্য যে নাসিকায় শ্বাস না বহিবে, সেই দিকের বিধান মতে করিবে।

দূরদেশে বিধাতব্যং গমনং তুহিনদ্যুতৌ।
অভ্যর্ণদেশে দীপ্তে তু তরণাবিতি কেচন॥

কোন মতে—ঈড়ানাড়ী অর্থাৎ বামনাসা বহিবার সময়ে দূরদেশে এবং পিঙ্গলানাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণ নাসা বহিবার সময়ে নিকটবর্ত্তী স্থানে যাত্রা করিবে।

যৎকিঞ্চিৎ পূর্ব্বমুদ্দিষ্টং লাভাদিসমরাগমঃ।
তৎসর্ব্বং পূর্ণনাড়ীষু জায়তে নির্ব্বিকল্পকম্॥

লাভ, সমর, আগমন আদি সম্বন্ধীয় যে সকল কার্য্য পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, সে সকল পূর্ণনাড়ীতে করিবে।

শূন্যনাড্যাং রিপুং জেতুং যৎপূর্ব্বং প্রতিপাদিতং।
জায়তে নান্যথা চৈব যথা সর্ব্বজ্ঞভাষিতং॥

শত্রুর পরাজয় প্রভৃতি কার্য্য পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা শূন্য নাড়ীর বিধান মতে করিবে। কোন অন্যথা নাই। ইহা ত্রিকালজ্ঞ ব্যক্তিরাই বলিয়াছেন।

ব্যবহারে খলোচ্চাটদ্বেষিবিদ্যাদিবঞ্চকাঃ।
কুপিতস্বামিচৌরাদ্যাঃ পূর্ণস্থাঃ স্যুর্ভয়ঙ্করাঃ॥

উচ্চাটনকারী, বিদ্বেষী, বিদ্যাদিবঞ্চক, খল, কুপিত, স্বামী, চৌর প্রভৃতির সহিত ব্যবহার পূর্ণনাড়ীতে করিবে না, তাহাতে বিপরীত ফল হইবে।

দূরাধ্বনি শুভশ্চন্দ্রোনির্ব্বিঘ্ন ইষ্টসিদ্ধিদঃ।
প্রবেশঃ কার্য্যহেতুঃ স্যাৎ সূর্য্যঃ শীঘ্রং প্রশস্যতে॥

যৎ কিঞ্চিৎ কার্য্যমুদ্দিষ্টং জয়াদিশুভলক্ষণম্। তৎসর্ব্বং পূর্ণনাড্যান্তু জায়তে নির্ব্বিকল্পতঃ। অন্যনাড্যাদিপর্য্যন্তং

বহনসময়ে জয় আদি শুভ লক্ষণ কার্য্য উদ্দেশ করিয়া প্রশ্ন কিম্বা কার্য্য করিলে, নিঃসন্দেহ সফল হইবে। পূর্ণা কিম্বা রিক্তা নাড়ীতে প্রশ্ন হইলে এই জয়াদি শুভলক্ষণকার্য্য সম্পন্ন হইবার তিন পক্ষ পর্য্যন্ত সময় স্বরোদয়শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট

ঈড়া অর্থাৎ বামনাসায় স্বরবহনকালে দূরপথে গমন করিবে, তাহা হইলে শুভ, নির্ব্বিঘ্নতা ও ইষ্টসিদ্ধি হইবে। পিঙ্গলা অর্থাৎ দক্ষিণনাসার শ্বাস প্রবেশসময়ে কোন কার্য্য করিলে তাহা শীঘ্র সফল হইবে।

অগ্রতোবামিকা শ্রেষ্ঠা পৃষ্ঠতোদক্ষিণা শুভা।
বামে চ-বামিকা প্রোক্তা দক্ষিণে দক্ষিণা স্মৃতা॥

বামনাসাপুটে বায়ু বহিবার সময়ে সম্মুখে থাকিয়া প্রশ্ন করিলে ও দক্ষিণনাসাপুটে বায়ু বহিবার কালে পশ্চাৎ হইতে প্রশ্ন করিলে, শুভ বুঝাইবে। বামনাসা বহনসময়ে বামদিকে থাকিয়া এবং দক্ষিণনাসা বহনকালে দক্ষিণদিকে থাকিয়া প্রশ্ন করিলেও শুভ বুঝাইবে।

চন্দ্রচারে বিষং হন্তি সূর্য্যে বালা বশং নয়েৎ।
সুষুম্নায়াং ভবেন্মোক্ষ একোবায়ুস্ত্রিধা স্মৃতঃ॥

বামনাসাবহনকালে সর্পাদি বিষনাশ করিবে, দক্ষিণনাসাবহনকালে বালিকা বশ করিবে ও সুষুম্না বহনকালে যোগাদি মুক্তিলাভের কার্য্য করিবে। একই বায়ু ত্রিবিধপথে থাকিয়া তিন প্রকার ফল দিয়া থাকে।

অযোগ্যে যোগ্যতা নাড়ী যোগ্যস্থানেঽপ্যযোগ্যতা। কার্য্যানুবন্ধতো জীবঃ কথমূর্দ্ধং সমাচরেৎ। শুভাশুভানি কার্য্যাণি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশং সদা। তদা কার্য্যানুবন্ধেন কার্য্যং নাড়ী প্রচালনং॥

শুভ ও অশুভ কার্য্যের অনুরোধে দিবারাত্রি এইরূপে নাড়ী চালনপূর্ব্বক জীবকে যোগ্যস্থান হইতে অযোগ্য স্থানে এবং অযোগ্য স্থান হইতে যোগ্যস্থানে চালন করিবে, অর্থাৎ বামনাসাপুটে যে স্বর বহিতেছে, তাহাকে দক্ষিণনাসাপুটে চালন করিবে ও দক্ষিণনাসাবাহী বায়ুকে বামনাসায় চালন করিবে।

স্থিরকর্ম্মণ্যলঙ্কারে দূরাধ্বগমনে তথা। আশ্রমে হর্ম্ম্যপ্রাসাদে বস্তূনাং সংগ্রহেঽপি চ। বাপীকূপতড়াগাদিপ্রতিষ্ঠা স্তম্ভদেবয়োঃ। যাত্রাদানে বিবাহে চ বস্ত্রালঙ্কারভূষণে। শান্তিকং পৌষ্টিকং চৈব দিব্যৌষধিরসায়নে। স্বামিদর্শনে মৈত্রে চ বাণিজ্যে ধনসংগ্রহে। গৃহপ্রবেশে সেবায়াং কৃষ্যাং বীজাদিবাপনে। শুভকর্ম্মাণি সন্ধৌ চ নির্গমে চ শুভঃ শশী॥

বামনাসিকায় শ্বাসবহনকালে যে যে কার্য্য করিতে হইবে এবং করিলে ফল প্রাপ্তি হইবে, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।—স্থিরকার্য্যকরণ, অলঙ্কারধারণ, দূরপথ গমন, আশ্রমে প্রবেশ, অট্টালিকা নির্ম্মাণ, রাজমন্দির নির্ম্মাণ, দ্রব্য-সংগ্রহকরা, কূপদীর্ঘিকা-বৃহজ্জলাশয়-দেবস্তম্ভাদির প্রতিষ্ঠা করা, যাত্রা, দানকরা, বিবাহকরা, বস্ত্রপরিধান, ভূষণধারণ, শান্তি ও পুষ্টিজনক কার্য্য, মহৌষধি সেবন, রসায়নকরণ, স্বামিদর্শন, বন্ধুত্বকরণ, বাণিজ্যকরণ, অর্থসংগ্রহ, গৃহপ্রবেশ, সেবাকার্য্য, কৃষিকর্ম্ম, বীজাদিবপন, শুভকর্ম্ম, সন্ধিস্থাপন ও বহির্গমন—এই সকল কার্য্য বামনাসাবহনকালে করিবে, করিলে শুভ ফল হইবে।

বিদ্যারম্ভাদি কার্য্যেষু বান্ধবানাঞ্চ দর্শনে। জলমোক্ষেষু ধর্ম্মেষু দীক্ষায়াং মন্ত্রসাধনে। কালবিজ্ঞানসূত্রেণ চতুষ্পাদগৃহাগমে। কালব্যাধিচিকিৎসায়াং স্বামিসম্বোধনে তথা। গজাশ্বারোহণে ধন্বী গজাশ্বানাঞ্চ বন্ধনে। পরোপকরণে চৈব নিধীনাং স্থাপনে তথা। গীতবাদ্যেঽপি নৃত্যে চ গীতশাস্ত্রবিচারণে। পুরগ্রামপ্রবেশে চ তিলকে সূত্রধারণে। পুত্রশোকে বিষাদে চ জ্বরিতে মূর্চ্ছিতেঽপি বা। স্বজনস্বামিসম্বন্ধে ধান্যাদিদারুসংগ্রহে। স্ত্রীণাং দন্তাদিভূষায়াং কৃষেরাগমনে তথা। গুরুপূজা বিষাদীনাং চালনঞ্চ বরাননে। ঈড়ায়াং সিদ্ধিদং প্রোক্তং যোগাভ্যাসাদিকর্ম্ম চ। তত্রাপি বর্জ্জয়েদ্বায়ুং তেজ-আকাশমেব চ। সর্ব্বকার্য্যাণি সিধ্যন্তি দিবারাত্রিগতান্যপি। সর্ব্বেষু শুভকার্য্যেষু চন্দ্রচারঃ প্রশস্যতে॥

বিদ্যা আরম্ভ প্রভৃতি কার্য্য, বন্ধুসন্দর্শন, জলদানাদি ধর্ম্মকার্য্য, দীক্ষাকার্য্য, মন্ত্রসিদ্ধি, চতুষ্পদ জন্তুদিগকে গৃহে আনয়ন, রোগের চিকিৎসা, প্রভু সম্বোধন, ধনুর্দ্ধর যোদ্ধার গজ ও অশ্বে আরোহণ, হস্তিঘোটকাদির বন্ধন, পরোপকার করা, ধনরত্নাদিসঞ্চয়, গীতবাদ্য ও নৃত্যকরণ, গীতশাস্ত্রের বিচার, নগর ও গ্রামে প্রবেশ, তিলক ও উপবীত ধারণ, পুত্র আদি শোকের জন্য রোদন করা, বিষাদ প্রকাশ করণ, জ্বরগ্রস্ত ও মূর্চ্ছিত হওন, সুহৃদ ও স্বামীর সহিত সম্বন্ধ করা, ধান্য কাষ্ঠ ইত্যাদির সঞ্চয়, স্ত্রীলোকের দন্ত-অধর আদির ভূষাকরণ, কৃষিদ্রব্যাদি আনয়ন,

পক্ষত্রয়ং মুদাহৃতম্। যাবৎ ষষ্ঠীস্তু পৃচ্ছায়াং পূর্ণায়াং

আছে। নাসাপুট স্বরপূর্ণ থাকিলে, তাহাকে পূর্ণা নাড়ী এবং শ্বাসশূন্য থাকিলে রিক্তা নাড়ী কহে। পূর্ণানাড়ীর ছয়ভাগ শ্বাস-

গুরুপূজাকরণ, বিষাদি চালন এবং যোগ অভ্যাস আদি কর্ম্ম বাম নাসিকায় শ্বাসবহনকালে করিবে, করিলে সিদ্ধি হইবে। কিন্তু ঈড়ানাড়ীতে অগ্নি, বায়ু ও আকাশতত্ত্বের উদয় সময়ে এই সকল কার্য্য করিবে না। এই তিন তত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়া কেবল জল ও পৃথিবীতত্ত্বের উদয়কালে এই সকল কার্য্য করিবে, করিলে শুভ হইবে। ইহার দিবস ও রাত্রিকালের প্রভেদ নাই। ফলতঃ ঈড়ানাড়ী বহনকালে সকলপ্রকার শুভকার্য্য করাই প্রশস্ত।

কঠিনক্রূরবিদ্যানাং পঠনে পাঠনে তথা। স্ত্রীসঙ্গে বেশ্যাগমনে মহানৌকাধিরোহণে। নষ্টকার্য্যে সুরাপানে বীরমন্ত্রাদ্যুপাসনে। বহ্নলধ্বংসদেশাদৌ বিষদানাদৌ বৈরিণি। শাস্ত্রাভ্যাসে চ গমনে মৃগয়াপশুবিক্রয়ে। ইষ্টকাকাষ্ঠপাষাণরত্নঘর্ষণদারণে। গীতাভ্যাসে যন্ত্রে তন্ত্রে দুর্গপর্ব্বতারোহণে। দ্যূতে চৌর্য্যে গজাশ্বাদিরথবাহনসাধনে। ব্যায়ামে মারণোচ্চাটে ষটকর্ম্মাদিকসাধনে। যক্ষিণীযক্ষবেতালবিষভূতাদিসংগ্রহে। খরোষ্ট্রমহিষাদীনাং গজাশ্বারোহণে তথা। নদীজলৌঘতরণে ভেষজে লিপিলেখনে। মারণে মোহনে স্তম্ভে বিদ্বেষোচ্চাটনে বশে। প্রেরণাকর্ষণে ক্ষোভে দানে চ ক্রয়বিক্রয়ে। খড়্গহস্তে বৈরিযুদ্ধে ভোগে বা রাজদর্শনে। ভোজ্যে স্নানে ব্যবহারে ক্রূরে দীপ্তে রবিঃ শুভঃ।

দক্ষিণনাসায় শ্বাসবহনকালে যে যে কার্য্য করিতে হইবে এবং করিলে ফল প্রাপ্তি হইবে, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।—কঠিন ও ক্রূরবিদ্যার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকরণ, স্ত্রীসহবাস, বেশ্যাগমন, বৃহন্নৌকায় আরোহণ, বিনাশকার্য্য, মদ্যপান, বীরাচারে মন্ত্রাদিদ্বারা উপাসনাকরণ, দেশাদির ধ্বংস, শত্রুকে বিষপ্রদান, শাস্ত্র অভ্যাসকরণ, গমন, মৃগয়াকরণ, পশুবিক্রয়করণ, ইষ্টককাষ্ঠপ্রস্তররত্ন প্রভৃতির ঘর্ষণ ও বিদারণ কার্য্য, গীতাভ্যাস, যন্ত্রতন্ত্রকরণ, দুর্গ ও পর্ব্বত আরোহণ, দ্যূতক্রীড়া করা, চুরীকরা, হস্তি-ঘোড়া-রথ-আদি যানে আরোহণ অভ্যাস করা, ব্যায়ামচর্চ্চা করা, মারণ-উচ্চাটন-স্তম্ভন-আদি ষটকর্ম্ম করা, যক্ষিণী-যক্ষ-বেতাল-ভূত প্রভৃতি সিদ্ধিকরণ, গর্দ্দভ-উষ্ট্র-মহিষ-হস্তি-প্রভৃতিতে আরোহণ, নদীপারহওন, ঔষধ সেবন, লিপি-লেখন, মারণমোহন-স্তম্ভন-বিদ্বেষণ-উচ্চাটন-বশীকরণ-প্রেরণ-আকর্ষণ ও ক্ষোভণ কার্য্য, দান করা, ক্রয় বিক্রয় করা, খড়্গহস্তে শত্রুর সহিত যুদ্ধ কার্য্য, ভোগকরা, রাজদর্শন, স্নান করা, ভোজন এবং ক্রূরাদি কার্য্য দক্ষিণনাসিকায় শ্বাসবহনকালে করিবে, করিলে সিদ্ধি হইবে।

প্রথমো জয়েৎ। রিক্তায়াস্তু দ্বিতীয়স্তু কথয়েত্তদশঙ্কিতঃ॥

পূর্ণ ও দশভাগ শ্বাসশূন্য হইয়াছে, এমন সময়ে জয়াদি প্রশ্ন হইলে, ঐ পক্ষত্রয়ের প্রথমেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে এবং রিক্তানাড়ীর

ভুক্তমাত্রেণ মন্দাগ্নৌ স্ত্রীণাং বশ্যাদিকর্ম্মণি। শয়নং সূর্য্যবাহেন কর্ত্তব্যন্তু সদা বুধৈঃ। ক্রূরাণি যানি কর্ম্মাণি চারাণি বিবিধানি চ। তানি সিধ্যন্তি সূর্য্যো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

ভোজনমাত্রে যে মন্দাগ্নি হয় তাহা নিবারণ, স্ত্রীবশ্যাদি কর্ম্ম ও শয়ন পণ্ডিতেরা পিঙ্গলানাড়ী বহন সময়ে করিবেন। অন্যান্য যে সকল বহুবিধ ক্রূরকার্য্য আছে, সে সকল এই দক্ষিণনাসায় স্বর বহন কালে করিলে সুসিদ্ধ হইবে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ক্ষণং বামে ক্ষণং দক্ষে যদা বহতি মারুতঃ। সুষুম্না সা চ বিজ্ঞেয়া সর্ব্বকার্য্যাহরা স্মৃতা। তস্যাং নাড্যাং স্থিতোবহ্নির্জ্বলন্তং কালরূপিণং। বিষুবন্তং বিজানীয়াৎ সর্ব্বকার্য্যবিনাশনং॥

সুষুম্নানাড়ীর উদয়কালে ক্ষণে বামনাসায় ও ক্ষণে দক্ষিণনাসায় স্বর বহিতে থাকিবে। এই সময়ে যে যে কার্য্য করিবে, তাহা বিনষ্ট হইবে। যেহেতু এই নাড়ীতে জ্বলন্ত অগ্নি কালরূপে অবস্থিতি করিতেছে। এই সুষুম্নানাড়ীর উদয়ে সকল কার্য্যের হানি হয়।

যদানুক্রমমুল্লঙ্ঘ্য যস্য নাড়ীদ্বয়ং বহেৎ।
তদা তস্য বিজানীয়াদশুভং সমুপস্থিতং॥

যখন শ্বাসের ব্যতিক্রমে যাহার ঈড়া ও পিঙ্গলা দুই নাড়ীই প্রবাহিত হয়, তখন তাহার অমঙ্গল ঘটনা উপস্থিত জানিবে।

ক্ষণং বামে ক্ষণং দক্ষে বিষমং ভাবমাদিশেৎ।
বিপরীতফলং জ্ঞেয়ং জ্ঞাতব্যঞ্চ বরাননে॥

ক্ষণে বামনাসায় ও ক্ষণে দক্ষিণনাসায় স্বর বহিলে বিষমভাব ঘটিবে। ইহাতে বিপরীত ফল হয়।

উভয়োরেব সঞ্চারে বিষুবন্তং সমাদিশেৎ।
ন কুর্য্যাৎ ক্রূরসৌম্যানি তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ॥

২২॥ বামাচারসমো বায়ু র্জায়ন্তে কর্ম্মসিদ্ধিদঃ। প্রবৃত্তে দক্ষিণে মার্গে বিষমে বিষমাক্ষরম্। অন্যত্র

সময়ে ঐরূপ প্রশ্ন হইলে পক্ষত্রয়ের শেষ ভাগে কার্য্যসিদ্ধি হইবে, অবগত হওয়া যায়। ২২। বাম নাসাবহনকালে প্রশ্ন অক্ষর গণনায় যদি যুগ্ম হয়, তাহা হইলে কর্ম্মসিদ্ধি হইবে

উভয় নাসিকায় শ্বাসবহনকে বিষুবযোগ কহে। এই কালে ক্রূর বা সৌম্য কোন কার্য্য করিবে না, করিলে সকলই নিষ্ফল হইবে।

জীবিতে মরণে প্রশ্নে লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
বিষুবে বৈপরীত্যং স্যাৎ সংস্মরেৎ জগদীশ্বরং॥

বিষুবযোগে অর্থাৎ উভয় নাসিকায় স্বর বহন সময়ে জীবন ও মৃত্যু, লাভ ও অলাভ এবং জয় ও পরাজয় প্রশ্ন হইলে, তাহার বিপরীত ফল হইবে। এই সময়ে কেবল পরমেশ্বরকে স্মরণ করিবে।

ঈশ্বরস্মরণং কার্য্যং যোগাভ্যাসাদি কর্ম্মসু।
অন্যৎ তত্র ন কর্ত্তব্যং জয়লাভসুখার্থিভিঃ॥ ৯৫॥

যে ব্যক্তি জয় লাভ ও সুখ কামনা করে, সে ব্যক্তি এই সময়ে অন্য কোন কার্য্য করিবে না। কেবল যোগাভ্যাসাদি কর্ম্মে ঈশ্বর স্মরণ করাই কর্ত্তব্য।

সূর্য্যেণ বহমানায়াং সুষুম্নায়াং মুহুর্মুহুঃ।
শাপং দদ্যাদ্ বরং দদ্যাৎ সর্ব্বথা চ তদন্যথা॥

পিঙ্গলানাড়ীতে সুষুম্না নাড়ীর বহন সময়ে শাপ বা বর প্রদান করিবে, করিলে সিদ্ধি হইবে।

নাড়ীসংক্রমণে কালে তত্ত্বসংক্রমণে তথা।
শুভং কিঞ্চিৎ ন কর্ত্তব্যং পুণ্যদানাদি কোটিধা॥

এক নাড়ী হইতে অন্য নাড়ীতে শ্বাসের সঞ্চারকালে এবং ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের উদয় সময়ে পুণ্য দান আদি শুভকর্ম্ম কিছুই করা কর্ত্তব্য নয়।

বিষমস্যোদয়ে যাত্রাং মনসাপি ন চিন্তয়েৎ।
যাত্রাহানিকরী তস্য মৃত্যুক্লেশো ন সংশয়ঃ॥

বিষম অর্থাৎ পিঙ্গলানাড়ীর উদয়কালে যাত্রার কথা মনেও চিন্তা করিবে না। যাত্রা করিলে হানি হইবে। যাত্রাকারীর মৃত্যুবৎ ক্লেশ নিঃসংশয় হইবে।

পুরোবামোর্দ্ধতশ্চন্দ্রো দক্ষাধঃপৃষ্ঠতো রবিঃ।
পূর্ণরিক্তবিবেকোঽয়ং জ্ঞাতব্যো দেশিকৈঃ সদা॥

সম্মুখ, বাম ও ঊর্দ্ধভাগের অধিপতি ঈড়ানাড়ী ও দক্ষিণ, অধঃ ও পশ্চাদ্ ভাগের অধিপতি পিঙ্গলানাড়ী এবং পূর্ণ ও শূন্য নাড়ী সাধক অগ্রে অবগত হইবে।

ঊর্দ্ধবামাগ্রতো দূতো জ্ঞেয়ো বামপথিস্থিতঃ।
পৃষ্ঠে দক্ষে তথাধস্তাৎ সূর্য্যবাহগতঃ শুভঃ॥

ঈড়ানাড়ী বহনসময়ে ঊর্দ্ধ, বাম বা অগ্রভাগে এবং পিঙ্গলা নাড়ী বহনকালে পশ্চাৎ, দক্ষিণ বা অধোদিকে দূত দণ্ডায়মান হইয়া প্রশ্ন করিলে শুভ হয়।

দেব্যুবাচ। দেবদেব মহাদেব সংসারার্ণবতারক।
ত্বদীয়হৃদয়ে স্থিতং রহস্যং বদ মে প্রভো॥

দেবী কহিলেন,—নাথ, ভবসাগরনাবিক, শঙ্কর, দেবদেব! আপনি যে অতিগোপনীয় স্বরবিজ্ঞানশাস্ত্র অবগত আছেন, তাহা কৃপা করিয়া আমার নিকটে বিবৃত করুন।

ঈশ্বর উবাচ। স্বরজ্ঞানং রহস্যং তু ন কিঞ্চিদিষ্টদেবতা।
স্বরজ্ঞানরতোযোগী স যোগী পরমোমতঃ॥

মহাদেব বলিলেন,—এই অতি গোপনীয় স্বরতত্ত্ব ইষ্টদেবতা হইতেও শ্রেষ্ঠ। স্বরশাস্ত্রবিজ্ঞাত হইয়া যে যোগী যোগ সাধন করেন, তিনিই প্রধান যোগী।

পঞ্চতত্ত্বাদ্ ভবেৎ সৃষ্টি স্তত্ত্বে তত্ত্বং বিলীয়তে।
পঞ্চতত্ত্বং পরং তত্ত্বং তত্ত্বাতীতং নিরঞ্জনং॥

পৃথ্বী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ—এই পাঁচটি তত্ত্ব হইতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে এবং এই পাঁচ তত্ত্বেই যাবতীয় সৃষ্টপদার্থ প্রলয়কালে বিলীন হইয়া যায়। এই পঞ্চতত্ত্বের পর যে তত্ত্ব, তাহা পৃথিব্যাদি তত্ত্বের অতীত ও নিরঞ্জন।

তত্ত্বানাং নাম বিজ্ঞেয়ং সিদ্ধিযোগেন যোগিনাম্।
ভূতানাং দুষ্টচিহ্নানি জানন্তি হি স্বরোত্তমাঃ॥

স্বরতত্ত্বব্যুৎপন্ন যোগী যোগসিদ্ধিদ্বারা তত্ত্বসমূহের নাম ও চিহ্ন সকল বিদিত হইবে।

পৃথিব্যাপস্তথা তেজোবায়ুরাকাশমেব চ।
পঞ্চভূতাত্মকং সর্ব্বং যোজানাতি স পূজিতঃ॥

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চভূত হইতে সমস্তই উৎপন্ন। পঞ্চতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তিই জগতে পূজ্য।

সর্ব্বলোকেষু জীবানাং ন দেহে ভিন্নতত্ত্বকম্।
ভূর্লোকাৎ সত্যপর্য্যন্তং নাড়ীভেদঃ পৃথক্ পৃথক্।
বামে বা দক্ষিণে বাপি উদয়াঃ পঞ্চ কীর্ত্তিতাঃ॥

বামবাহে তু নাম বৈ বিষমাক্ষরম্। তদাসৌ জয়মা- প্নোতি যোধঃ সংগ্রামমধ্যতঃ। দক্ষবাতপ্রবাহে তু যদি

এবং দক্ষিণনাসা বহন অথবা বাম নাসা বহন সময়ে যদি অযুগ্ম অক্ষরে প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে যোদ্ধা যুদ্ধে জয়প্রাপ্ত

ভূলোক-অবধি সত্যালোক-পর্য্যন্ত সকল জীবই এই পঞ্চতত্ত্বের অধীন। বামনাসা অথবা দক্ষিণনাসাপুটে পাঁচটি তত্ত্বের উদয় হয়।

অষ্টধা তত্ত্ববিজ্ঞানং শৃণু বক্ষ্যামি সুন্দরি। প্রথমে তত্ত্বসংখ্যায়াং দ্বিতীয়ে শ্বাসসন্ধিষু। তৃতীয়ে স্বরচিহ্নানি চতুর্থে স্থানমেব চ। পঞ্চমে তস্য বর্ণশ্চ ষষ্ঠে তু প্রাণমেব চ। সপ্তমে স্বাদসংযুক্তমষ্টমে গতিলক্ষণং। এবমষ্টবিধং প্রাণং বিষুবন্তং চরাচরম্। স্বরাৎ পরতরং দেবি নান্যথা ত্বম্বুজাননে। নিরীক্ষিতব্যং যত্নেন যদা প্রত্যূষকালতঃ। কালস্য বঞ্চনার্থায় কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি যোগিনঃ॥

সুন্দরি! তত্ত্বজ্ঞানের অষ্টপ্রকার উপায় আছে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমে তত্ত্বের সংখ্যা, দ্বিতীয়ে শ্বাসের সন্ধি, তৃতীয়ে স্বরের চিহ্ন, চতুর্থে স্থান, পঞ্চমে তত্ত্বের বর্ণ, ষষ্ঠে পরিমাণ, সপ্তমে স্বাদ ও অষ্টমে গতি—এই অষ্টবিধ তত্ত্বের লক্ষণ অবগত হইবে। পদ্মমুখি! স্বরশাস্ত্র-অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠতম শাস্ত্র কিছুই নাই। প্রভাতকালে যোগী এই সকল তত্ত্বের লক্ষণ যত্নপূর্ব্বক দর্শন করিয়া কর্ম্ম করিবে।

শ্রুত্যোরঙ্গুষ্ঠকৌ মধ্যাঙ্গুল্যৌ নাসাপুটদ্বয়ে। বদনপ্রান্তয়োরন্তে তর্জ্জন্যৌ তু দৃগন্তয়োঃ। অস্যান্তরং পার্থিবাদিতত্ত্বজ্ঞানং ভবেৎ ক্রমাৎ। পীতশ্বেতারুণশ্যামৈ র্ব্বিন্দুভির্নিরুপাধিকং॥

দুই হস্তের দুই বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বারা দুই কর্ণদেশ, দুই মধ্যমাঙ্গুলীদ্বারা দুই নাসাপুট, দুই অনামিকা ও দুই কনিষ্ঠাঙ্গুলীদ্বারা মুখ এবং দুই তর্জ্জনী অঙ্গুলীদ্বারা চক্ষুঃ বদ্ধ করিয়া পীতবর্ণ দৃষ্ট হইলে পৃথ্বী তত্ত্ব, শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হইলে জলতত্ত্ব, রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইলে অগ্নিতত্ত্ব, শ্যামবর্ণ দৃষ্ট হইলে বায়ুতত্ত্ব এবং বিন্দু বিন্দু বিবিধবর্ণ দৃষ্ট হইলে আকশতত্ত্বের উদয় জানিবে।

দর্পণেন সমালোক্য শ্বাসং তত্র বিনিক্ষিপেৎ। আকারৈস্তু বিজানীয়াৎ তত্ত্বভেদং বিচক্ষণঃ। চতুরস্রং চার্দ্ধচন্দ্রং ত্রিকোণং বর্ত্তুলং স্মৃতং। বিন্দুভিস্তু নভোজ্ঞেয়মাকারৈস্তত্ত্বলক্ষণং॥

দর্পণের উপরিভাগে শ্বাসত্যাগ করিলে, তাহাতে বাষ্প নিপতিত হয়। সেই পতিত বাষ্পের আকার চতুষ্কোণ হইয়া বিলীন হইলে পৃথ্বী, অর্দ্ধচন্দ্রবৎ হইলে জল, ত্রিকোণ হইলে অগ্নি, গোল হইলে বায়ু এবং বিন্দু বিন্দু হইলে আকাশতত্ত্বের উদয় তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন।

মধ্যে পৃথ্বী হ্যধশ্চাপশ্চোর্দ্ধং বহতি চানলঃ॥
তির্য্যগ্‌বায়ুপ্রচারশ্চ নভোবহতি সংক্রমে॥

অন্যপ্রকার তত্ত্বভেদের উপায় কথিত হইতেছে—নাসাপুটের মধ্যদেশ দিয়া শ্বাস প্রবাহিত হইলে পৃথ্বী, অধোদেশদিয়া প্রবাহিত হইলে জল, ঊর্দ্ধদেশদিয়া বহিলে অগ্নি, পার্শ্বভাগ দিয়া বহিলে বায়ু ও নাসাপুটের অভ্যন্তরভাগে শ্বাস বিঘূর্ণিত হইয়া অথচ বহির্গত না হইয়া প্রবাহিত হইলে আকাশ—এই পঞ্চবিধ তত্ত্বের উদয় হয়।

মাহেয়ং মধুরং স্বাদু কষায়ং জলমেব চ।
তিক্তং তেজশ্চ বায়ুম্লং আকাশং কটুকং তথা॥

পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়ে মিষ্ট, জলতত্ত্বে মিষ্ট ও কষায়, অগ্নিতত্ত্বে তিক্ত, বায়ুতত্ত্বে অম্ল ও আকাশতত্ত্বে কটু—এই পঞ্চপ্রকার স্বাদ অনুভূত হয়।

অষ্টাঙ্গুলং বহেদ্বায়ুরনলশ্চতুরঙ্গুলং।
দ্বাদশাঙ্গুলং মাহেয়ং ষোড়শাঙ্গুলং বারুণং॥

শ্বাসনিক্ষেপসময়ে অঙ্গুলিদ্বারা পরিমাণ করিলে, যদি উহা অষ্ট অঙ্গুলী-পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়, তবে বায়ুতত্ত্ব বহিতেছে বুঝিবে; এইরূপ চারি অঙ্গুলি-পরিমিত হইলে অগ্নিতত্ত্ব, দ্বাদশ অঙ্গুলি হইলে পৃথ্বী ও ষোড়শ অঙ্গুলী হইলে জলতত্ত্বের উদয় হইবে।

আপঃ শ্বেতাঃ ক্ষিতিঃ পীতা রক্তবর্ণোহুতাশনঃ।
মারুতো নীলজীমূত আকাশং ভূরিবর্ণকং॥

জলতত্ত্বের বর্ণ শুভ্র, পৃথ্বীতত্ত্বের পীত, অগ্নিতত্ত্বের রক্ত, বায়ুতত্ত্বের নীলমেঘবৎ এবং আকাশতত্ত্বের নানাবিধ বর্ণ হয়।

স্কন্ধদেশে স্থিতোবহ্নিঃ নাভিমূলে প্রভঞ্জনঃ।
জানুদেশে মহী তোয়ং পাদান্তে মস্তকে নভঃ॥

স্কন্ধে অগ্নিতত্ত্ব, নাভিমূলে বায়ু, জানুদেশে পৃথ্বী, চরণপ্রান্তে জল ও মস্তকে আকাশতত্ত্ব অবস্থিত রহিয়াছে। এই সকল স্থানদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্মে।

ঊর্দ্ধং মৃত্যুরধঃ শান্তিস্তির্য্যগুচ্চাটনং তথা।
মধ্যে স্তম্ভং বিজানীয়ান্ নভঃ সর্ব্বত্র মধ্যমং॥

অগ্নিতত্ত্বের উদয়ে মারণ, জলতত্ত্বের উদয়ে শান্তিকরণ, বায়ুতত্ত্বের উদয়ে উচ্চাটন, পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়ে স্তম্ভন এবং আকাশতত্ত্বের উদয়ে মধ্যমকার্য্য করিবে।

নাম সমাক্ষরম্। জায়তে নাত্র সন্দেহো নাড়ীমধ্যে তু লক্ষয়েৎ। পিঙ্গলান্তর্গতে প্রাণে শমনীয়াহবঞ্জয়েৎ।

হইবে। দক্ষিণনাসা বহনকালে যদি প্রশ্ন কিম্বা নাম সমান অক্ষরে হয়, তাহা হইলে সন্ধির উপযুক্ত যুদ্ধেও জয় হইবে।

পৃথিব্যাং স্থিরকর্ম্মাণি চরকর্ম্মাণি বারুণে। তেজসা সমকার্য্যাণি মারণোচ্চাটনেঽনিলে। ব্যোম্নি কিঞ্চিন্ন কর্ত্তব্যমভ্যসেৎ যোগসেবয়া। শূন্যতা সর্ব্বকার্য্যেষু নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়ে স্থিরকার্য্য, জলতত্ত্বে চরকার্য্য, অগ্নিতত্ত্বে ক্রূরকার্য্য ও বায়ুতত্ত্বে মারণ-উচ্চাটন-আদি কার্য্য করিবে এবং আকাশতত্ত্বের উদয়কালে কোন কার্য্য করিবে না। কেবল যোগাভ্যাস করিবে, ইহা-ব্যতীত অন্য কার্য্য করিলে নিশ্চিত নিষ্ফল হইবে।

পৃথ্বীজলাভ্যাং সিদ্ধঃ স্যান্মৃত্যুর্ব্বহ্নৌ ক্ষয়োঽনিলে।
নভসি নিষ্ফলং সর্ব্বং জ্ঞাতব্যং তত্ত্ববেদিভিঃ॥

পৃথ্বী ও জলতত্ত্বের উদয়কালে কোন কার্য্য করিলে সিদ্ধি হইবে, অগ্নিতত্ত্বের উদয়কালে মৃত্যু, বায়ুতত্ত্বে ক্ষয় এবং আকাশতত্ত্বে সর্ব্বকার্য্য হানি হইবে; ইহা তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

চিরলাভঃ ক্ষিতৌ জ্ঞেয় স্তৎক্ষণাত্তোয়তত্ত্বতঃ।
হানিঃ স্যাদ্বহ্নিবাতাভ্যাং নভসোনিষ্ফলং ভবেৎ॥

পৃথিতত্ত্বের উদয়ে ও বিলম্বে লাভ, জলতত্ত্বে তৎক্ষণাৎ লাভ, বহ্নি ও বায়ুতত্ত্বে হানি ও আকাশতত্ত্বে সর্ব্বকার্য্য বিফল হয়।

পীতঃ শনৈর্ম্মধ্যবাহী শৃণুয়াচ্চ গুরুধ্বনিম্।
কবোষ্ণঃ পার্থিবোবায়ুঃ স্থিরকার্য্যপ্রসাধকঃ॥

পৃথ্বীতত্ত্ব পীতবর্ণ, ক্রমে ক্রমে নাসার মধ্যদেশদিয়া বাহিত হয়, ইহার শব্দ গম্ভীর, ঈষৎ উষ্ণ এবং ইহার উদয়কালে স্থির-কার্য্য সম্পন্ন হয়।

অধোবাহী গুরুধ্বানঃ শীঘ্রগঃ শীতলঃ সিতঃ।
যঃ ষোড়শাঙ্গুলোবায়ুঃ স প্রায়ঃ শুভকর্ম্মকৃৎ॥

জলতত্ত্বে শ্বাস নাসাপুটের অধোভাগদিয়া বাহিত হয়, ইহা গম্ভীরধ্বনিযুক্ত, শীঘ্রগামী, শীতল ও শুক্লবর্ণ। ইহা পরিমাণ করিলে ষোড়শাঙ্গুল হয়। এই তত্ত্বের উদয়কালে সকল প্রকার শুভ কর্ম্ম করিবে।

আবর্ত্তগশ্চাত্যুষ্ণশ্চ শোণাভশ্চতুরঙ্গুলঃ।
ঊর্দ্ধবাহী তু যঃ ক্রূর কর্ম্মকারী স তৈজসঃ॥

অগ্নিতত্ত্বের উদয়কালে শ্বাস আবর্ত্তগামী হইয়া নাসাপুটের ঊর্দ্ধভাগ দিয়া প্রবাহিত হয়। ইহা অত্যন্ত উষ্ণ, রক্তবর্ণ ও পরিমাণে চারি অঙ্গুলী। এই তত্ত্বের উদয়কালে ক্রূর কর্ম্ম করিবে।

উষ্ণঃ শীতঃ কৃষ্ণবর্ণস্তির্য্যগ্গামী ষড়ঙ্গুলঃ।
বায়ুঃ পবনসংজ্ঞোযশ্চরকর্ম্মসু সিদ্ধিদঃ॥

বায়ুতত্ত্বের উদয়ে শ্বাস উষ্ণ ও শীতল, কৃষ্ণবর্ণ, বক্রগামী ও পরিমাণে ষড়ঙ্গুল দীর্ঘ হয়। ইহা নাসারন্ধ্রের পার্শ্বদিক দিয়া বহিতে থাকে। ইহার উদয়কালে সর্ব্বপ্রকার চরকার্য্য করিলে, সুসিদ্ধ হয়।

যঃ সমীরঃ সমরসঃ সর্ব্বতত্ত্বগুণাবহঃ।
অম্বরং তং বিজানীয়াদ্ যোগিনাং যোগদায়কং॥

আকাশতত্ত্বে পৃথ্বী, জল, অগ্নি ও বায়ু—এই কতিপয় তত্ত্বের গুণ বর্ত্তমান আছে। ইহার উদয়কালে যোগিদিগের যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে।

পীতঞ্চৈব চতুষ্কোণং মধুরং মধ্যমাশ্রয়ং।
ভোগদং পার্থিবং তত্ত্বং প্রবহেদ্দ্বাদশাঙ্গুলং॥

পৃথ্বীতত্ত্ব পীতবর্ণ, চতুষ্কোণ ও মিষ্টস্বাদবিশিষ্ট। ইহা নাসারন্ধ্রের মধ্যদেশ দিয়া বহিতে থাকে ও সর্ব্ব সৌভাগ্য প্রদান করে। প্রশ্বাসকালে ইহার দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণ হয়।

শ্বেতমর্দ্ধেন্দুসঙ্কাশং স্বাদু কষায়মাদকম্।
লাভকৃদ্বারুণং তত্ত্বং প্রবহেৎ ষোড়শাঙ্গুলং॥

জলতত্ত্ব ষোড়শাঙ্গুল পরিমাণে প্রশ্বাসিত হয়, ইহা বর্ণে শ্বেত, আকারে অর্দ্ধচন্দ্রসদৃশ, স্বাদে মিষ্ট ও কষায় এবং মাদক। ইহা সর্ব্বপ্রকার লাভ প্রদান করে।

রক্তং ত্রিকোণং তিক্তং স্যাদ্-ঊর্দ্ধমার্গপ্রবাহকং।
দীপ্তঞ্চ তৈজসং তত্ত্বং প্রবাহে চতুরঙ্গুলম্॥

অগ্নিতত্ত্ব রক্তবর্ণ, ত্রিকোণাকৃতি, তিক্তস্বাদ ও উজ্জ্বল। ইহা নাসাবিবরের ঊর্দ্ধদেশদিয়া বহে ও বহন সময়ে পরিমাণে চতুরঙ্গুল হইয়া থাকে।

নীলবর্ত্তুলসঙ্কাশং স্বাদ্বম্লং তির্য্যগাশ্রিতম্।
চপলং মারুতং তত্ত্বং প্রবাহেঽষ্টাঙ্গুলং স্মৃতং॥

যাবন্নাড্যোদয়ং চারস্তাং দিশং যাবদাপয়েৎ। ন দাতুং জায়তে সোঽপি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ২৩॥ অথ

যে দিকের নাসাপুটে প্রথমে স্বরের উদয় হয়, ঠিক সেই সময়ে সেই দিকে অবস্থিত হইয়া জয়াদি প্রশ্ন করিলে, সে যুদ্ধে অবশ্য জয় হইবে। সে রাজা কদাপিও বিপক্ষের হস্তে স্বীয় রাজ্য বা আত্ম সমর্পণ করিবে না।২৩। যুদ্ধপ্রশ্নসময়ে যে দিকের

বায়ুতত্ত্ব নীলবর্ণ, বর্ত্তুলাকার, অম্ল, চঞ্চল এবং অষ্টাঙ্গুলি-পরিমিত-প্রবাহবিশিষ্ট। ইহা নাসাপুটের পার্শ্বভাগ আশ্রয় করিয়া প্রবাহিত হয়।

বর্ণাকারং স্বাদুবাহং অব্যক্তং সর্ব্বগামি চ।
মোক্ষদং ব্যোমতত্ত্বং হি সর্ব্বকার্য্যেষু নিষ্ফলং॥

আকাশতত্ত্ব অব্যক্ত ও নাসাপুটের সকলদিকদিয়াই বহিয়া থাকে। ইহাতে মোক্ষফল প্রাপ্তি হয়, কিন্তু অন্য সকল প্রকার কার্য্য নিষ্ফল হইয়া থাকে।

পৃথ্বীজলে শুভে তত্ত্বে তেজোমিশ্রফলোদয়ে।
হানিমৃত্যুকরৌ পুংসামশুভৌ ব্যোমমারুতৌ॥

পৃথ্বী ও জলতত্ত্ব শুভফলদায়ক। অগ্নিতত্ত্বে শুভ ও অশুভ উভয়ই হয়। বায়ু ও আকাশতত্ত্বে হানি, মৃত্যু, অশুভাদি ফল হইয়া থাকে।

অপূর্ব্বা পশ্চিমে পৃথ্বী তেজশ্চ দক্ষিণে তথা।
বায়ুরুত্তরদিগ্‌ভাগে মধ্যকোণে গতং নভঃ॥

পূর্ব্বদিকের অধিপতি জলতত্ত্ব, পশ্চিমের পৃথ্বীতত্ত্ব, দক্ষিণের অগ্নিতত্ত্ব, উত্তর দিকের বায়ুতত্ত্ব, এবং অগ্নি, বায়ু, নৈর্ঋত, ঈশান, ঊর্দ্ধ ও অধঃ—এই কতিপয় বিদিকাদির অধিপতি আকাশতত্ত্ব হইয়া থাকে।

চিরলাভঃ ক্ষিতৌ জ্ঞেয় স্তৎক্ষণাত্তোয়তত্ত্বতঃ।
হানিঃ স্যাদ্বহ্নিবাতাভ্যাং নভসি নিষ্ফলং ভবেৎ॥

পৃথ্বীতত্ত্বে বিলম্বে লাভ, জলতত্ত্বে তৎক্ষণাৎ লাভ, অগ্নি ও বায়ুতত্ত্বে হানি ও আকাশতত্ত্বে অসিদ্ধি বুঝায়।

চন্দ্রে পৃথ্বীজলে স্যাতাং সূর্য্যে চাগ্নির্যদা ভবেৎ।
তদা সিদ্ধি র্ন সন্দেহঃ সৌম্যাসৌম্যেষু কর্ম্মসু॥

ঈড়ানাড়ীতে অর্থাৎ বাম নাসাপুটে বায়ু বহনকালে যদি পৃথ্বী ও জলতত্ত্ব এবং পিঙ্গলাতে অগ্নিতত্ত্বের উদয় হয়, তাহা হইলে শুভ ও ক্রূর কর্ম্মে নিঃসংশয় সিদ্ধি হইবে।

লাভঃ পৃথ্বীকৃতোবহ্নির্নিশায়াং লাভকৃজ্জলং।
বহ্নৌ মৃত্যুঃ ক্ষতির্ব্বায়ৌ নভঃ স্থানং দহেৎ ক্বচিৎ॥

পৃথ্বীতত্ত্বে লাভ, অগ্নি ও জলতত্ত্বে রজনীযোগে লাভ, অগ্নিতত্ত্বে মৃত্যু, বায়ুতত্ত্বে হানি ও আকাশতত্ত্বে কদাচিৎ স্থান দগ্ধ হয়।

জীবিতব্যে জয়ে লাভে কৃষ্যাঞ্চ ধনকর্ষণে।
মন্ত্রার্থে যুদ্ধপ্রশ্নে চ গমনাগমনে তথা॥

জীবিত থাকা, বিজয়, লাভ, কৃষিকার্য্য, ধনোপার্জ্জন, মন্ত্র, অর্থ, যুদ্ধের প্রশ্ন, গমন ও আগমন ইত্যাদি বিষয়ে পঞ্চতত্ত্ব নির্ণয় করিয়া ফলাফল বলিবে।

আয়াতি বারুণে তত্ত্বে তত্রস্থোঽপি শুভং ক্ষিতৌ।
প্রয়াতি বায়ুতোঽন্যত্র হানির্ম্মৃত্যুর্নভোঽনলে॥

জলতত্ত্বের উদয়ে প্রশ্ন হইলে আগন্তুক ব্যক্তি আসিতেছে, পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়ে সেই স্থানে উপস্থিত আছে ও শুভ বুঝায়, বায়ুতত্ত্বের উদয়ে অন্য স্থানে যাইতেছে এবং অগ্নি ও আকাশ তত্ত্বের উদয়ে তাহার হানি মৃত্যু ইত্যাদি বুঝাইয়া থাকে।

পৃথিব্যাং মূলচিন্তা স্যাজ্জীবস্য জলবাতয়োঃ।
তেজসা ধাতুচিন্তা স্যাৎ শূন্যমাকাশতো বদেৎ॥

পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়ে প্রশ্ন হইলে মূলচিন্তা, জল ও বায়ুতত্ত্বে জীবচিন্তা, অগ্নিতত্ত্বে ধাতুচিন্তা এবং আকাশতত্ত্বে শূন্য অর্থাৎ কোন চিন্তা নহে বলিবে।

পৃথিব্যাং বহুপাদাঃ স্যুর্দ্বিপদাস্তোয়বায়ুতঃ।
তেজসা চ চতুষ্পাদা নভসা পাদবর্জ্জিতাঃ॥

পৃথ্বীতত্ত্বে বহুপদ, জল ও বায়ুতত্ত্বে দ্বিপদ, অগ্নিতত্ত্বে চতুষ্পদ এবং আকাশতত্ত্বে পাদহীন জীব বুঝায়।

কুজোবহ্নীরবিঃ পৃথ্বী সৌরিরাপঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বায়ুস্থানস্থিতো রাহুর্দক্ষরন্ধ্রপ্রবাহকঃ॥
জলং চন্দ্রো বুধঃ পৃথ্বী গুরুর্ব্বাতঃ সিতোঽনলঃ।
বামনাড্যাং স্থিতাঃ সর্ব্বে সর্ব্বকার্য্যেষু নিশ্চিতাঃ॥

পিঙ্গলানাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসাপুটে শ্বাস বহনকালে অগ্নি-তত্ত্বের অধিপতি মঙ্গল, পৃথ্বীতত্ত্বের রবি, জলতত্ত্বের শনি ও বায়ু-তত্ত্বের অধিপতি রাহুগ্রহ হইয়া থাকে এবং বামনাসিকারন্ধ্রে শ্বাস প্রবাহিত হইলে জলতত্ত্বের অধিপতি চন্দ্র, পৃথ্বীতত্ত্বের বুধ, বায়ুতত্ত্বের বৃহস্পতি ও অগ্নিতত্ত্বের অধিপতি শুক্রগ্রহ হইয়া থাকে। এই সকল গ্রহ সকল কার্য্যেই নিশ্চয় শুভ করে।

সংগ্রামমধ্যে তু যত্র নাড়ী সদা বহেৎ। সা দিশা জয়মাপ্নোতি শূন্যে ভঙ্গং বিনির্দ্দিশেৎ। জাতচারে জয়ং বিদ্যা মৃতকে মৃতমাদিশেৎ। জয়ং পরাজয়ং চৈব যো জানাতি স পণ্ডিতঃ ॥ ২৪ ॥ বামে বা দক্ষিণে বাপ যত্র সঞ্চরতে শিবম্। কৃত্বা তৎ পাদমাপ্নোতি যাত্রা সন্ততশোভনা ॥ ২৫ ॥ শশিসূর্য্যপ্রবাহে তু সতি যুদ্ধং সমাচরেৎ। তত্রস্থঃ পৃচ্ছতে যস্তু স সাধু র্জয়তে ধ্রুবম্ ॥ ২৬ ॥ যাং দিশং বহতে বায়ুস্তাং দিশং যাবদা-

নাড়ী প্রবাহিত থাকিবে সেই দিকে জয় প্রাপ্ত হইবে এবং তাহার অন্যদিকে যুদ্ধ ভঙ্গ বুঝাইবে। ঈড়া বা পিঙ্গলা, যে কোন নাড়ীতে বায়ু বহমান থাকিলে, প্রশ্নের উল্লিখিত মতে জয় এবং সুষুম্না নাড়ী বহমান থাকিলে মৃত্যু বুঝাইবে। যে ব্যক্তি এই জয়পরাজয়বিবরণ অবগত আছেন, তিনিই পণ্ডিত। ২৪। যাত্রাকালে বাম অথবা দক্ষিণ, যে নাসাতে বায়ু বহিবে সেই দিকের পা অগ্রে ফেলিয়া যদি কোন ব্যক্তি গমন করে, তাহাতে অবশ্য শুভ হইবে। ২৫। ঈড়া কিম্বা পিঙ্গলা-নাড়ীতে বায়ু বহনসময়ে যুদ্ধ আচরণ করিবে এবং যে নাসাতে বায়ুবহন হইবে, সেই দিকে থাকিয়া প্রশ্ন করিলে সেই দিকে জয় হইবে। ২৬। যে নাসাতে বায়ু প্রবাহিত

পৃথিবীপলপঞ্চাশৎ চত্বারিংশদ্দাপস্তথা।
তেজস্ত্রিংশদ্বিজানীয়াদ্বায়োর্ব্বিংশতির্দ্দশনভঃ ॥

বাম কিম্বা দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাস উদিত হইয়া আড়াই দণ্ড-পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে। এই আড়াই দণ্ডের মধ্যে পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ তত্ত্বের উদয় হয়। যথা—পৃথ্বীতত্ত্ব উদিত হইয়া ৫০ পল, জলতত্ত্ব ৪০ পল, অগ্নিতত্ত্ব ২০ পল এবং আকাশ-তত্ত্ব ১০ পল অবস্থিতি করে।

পার্থিবে চিরকালেন লাভশ্চাপ্সু ক্ষণাদ্ভবেৎ।
জায়তে পবনাৎ স্বল্পঃ সিদ্ধোঽপ্যগ্নৌ বিনশ্যতি ॥

পৃথিবীতত্ত্বের পঞ্চাশ পলের মধ্যে প্রশ্ন হইলে বিলম্বে লাভ, ঐরূপ জলতত্ত্বের সময়ে হইলে তৎক্ষণাৎ লাভ ও বায়ুতত্ত্বে অল্পলাভ হয় এবং অগ্নিতত্ত্বে প্রশ্ন হইলে প্রাপ্তলাভও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বহ্নিবায়ুকৃতে প্রশ্নে লাভালাভৌ বদেদ্বুধঃ।
পরতো বারুণে লাভঃ স্থিরেণ চ বসুন্ধরে।
জ্ঞাতব্যং জীবনে শূন্যং সিদ্ধোব্যোম্নি বিনশ্যতি ॥

জলতত্ত্বের উদয়কালে প্রশ্ন হইলে পরের নিকট হইতে লাভ হয়। পৃথ্বীতত্ত্বের সময়ে নিশ্চিত লাভ, বায়ুতত্ত্বে অলাভ এবং আকাশতত্ত্বে লাভের সম্ভাবনা থাকিলেও লাভ হয় না।

ফুৎকারকৃৎ প্রস্ফুটিতা বিদীর্ণা পতিতা ধরা।
দদাতি সর্ব্বকার্য্যেষু অবস্থাসদৃশং ফলং ॥

যদি কোন কারণবশতঃ এই সকল তত্ত্বের বর্ণ সন্দর্শন না ঘটে তাহা হইলে মুখমধ্যে এক গণ্ডূষ জল গ্রহণ করিয়া ফুৎ-কারের সহিত ঐ জল ঊর্দ্ধদিকে নিক্ষিপ্ত করিবে। ঐ জল ধরণীতে পতিত হইবার সময়ে বিবিধবর্ণবিরঞ্জিত ইন্দ্রধনুর আকারে বিকশিত ও বিকীর্ণ হইয়া পতিত হইবে। শরীরের অভ্যন্তরে যখন যে তত্ত্ব প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন সেই ফুৎকার উৎক্ষিপ্ত জলবিন্দুতে সেই তত্ত্বের নির্দ্দিষ্ট বর্ণ অধিক-রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। যখন যে তত্ত্ব উদিত হইবে, তদনুসারে কার্য্যের ফল বলিবে।

বহন্নাড়ীস্থিতো দূতো যৎ পৃচ্ছতি শুভাশুভং।
তৎসর্ব্বং সিদ্ধিমায়াতি শূন্যে শূন্যং ন সংশয়ঃ ॥

যে নাসিকাতে শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে, সেই দিকে অব-স্থিত হইয়া দূত শুভাশুভের প্রশ্ন করিলে সমস্ত সুসিদ্ধ হয় এবং যে নাসিকাতে শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে না, সে দিকে অবস্থিত হইয়া দূত শুভাশুভ প্রশ্ন করিলে সমস্ত নিশ্চিত নিষ্ফল হইবে।

তত্ত্বে রামোজয়ং প্রাপ্তঃ সুতত্ত্বে চ ধনঞ্জয়ঃ।
কৌরবানিহতাঃ সর্ব্বে যুদ্ধে তত্ত্ব বিপর্য্যয়ে ॥

এই তত্ত্বগুণে রাম যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছেন ও এই সুতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে অর্জ্জুনের জয় প্রাপ্তি হয় এবং বিপরীত-তত্ত্বগুণে কুরুবংশীয়গণ যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছেন।

জন্মান্তরীয়সংস্কারাৎ প্রসাদাদথবা গুরোঃ।
কেষাঞ্চিজ্জায়তে তত্ত্বে বাসনা বিমলাত্মনাম্ ॥

পূর্ব্বজন্মের সংস্কার অথবা গুরুর প্রসাদ বলে কোন কোন বিশুদ্ধাত্মা ব্যক্তি স্বরতত্ত্ব সাধন সহজে জ্ঞাত হইয়া সুসিদ্ধ হইতে পারেন।

জয়েৎ। জায়তে নাত্র সন্দেহ ইন্দ্রো যদ্যগ্রতঃ স্থিতঃ ॥ ২৭ ॥ মেষ্যাদ্যা দশ যা নাড্যো দক্ষিণা

হইবে, সেই দিকে স্থিত হইয়া যদি কেহ প্রশ্ন করে, তাহা হইলে ইন্দ্রের সহিত যদি যুদ্ধ হয়, তাহাতেও নিঃসন্দেহ জয় বুঝাইবে। ২৭। বাম ও দক্ষিণ দিকের দশটী নাড়ীতে

হকারস্য সকারস্য বিনা ভেদং স্বরঃ কথং।
সোঽহং হংসঃ পদেনৈব জীবোজপতি সর্ব্বদা ॥

হকার ও সকার অর্থাৎ হংসঃ চারের ভেদ যে ব্যক্তি না অবগত আছেন, তাঁহার স্বরতত্ত্ব সিদ্ধি কি রূপে হইবে? নাসিকাতে শ্বাস প্রবেশকালে হংকার এবং নাসাহইতে শ্বাস নির্গম কালে সঃ-কার উচ্চারিত হয়। প্রকৃতি (শক্তিরূপিণী) দেবতার হংসঃ ও পুরুষ (শিবরূপী) দেবতার সোঽহম্—এই দুই বাক্য জপ হইয়া থাকে। সোঽহম্, অর্থাৎ তিনিই আমি, আমিই সেই পরমব্রহ্মরূপী—ইত্যাকার নিত্যজ্ঞান মহাযোগির হইয়া থাকে। সোঽহং এবং হংসঃ—এই দুই পদ প্রাণবায়ু (জীব) সর্ব্বদা জপ করিতেছে।

ঋতুকালভবা নাড়ী পঞ্চমেঽহ্নি যদা ভবেৎ।
সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্যোগে সেবনাৎ পুত্রসম্ভবঃ ॥

ঋতুর পঞ্চম দিবসে ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী যুক্ত করিয়া স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিলে সেই ঋতুতে পুত্র উৎপন্ন হয়।

সুষুম্না সূর্য্যগন্ধেন ঋতুদানঞ্চ যোজয়েৎ।
অঙ্গহীনঃ পুমান্ যস্য জায়তে কৃশবিগ্রহঃ ॥

সুষুম্না নাড়ীর দক্ষিণনাসাতে স্থিতিকালে যদি ঋতু রক্ষা হয় তবে সেই গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, সেই পুত্র অঙ্গহীন ও কৃশ হইবে।

বিষমাঙ্কে দিবারাত্রৌ বিষমাঙ্কে দিনাধিপঃ।
চন্দ্রনেত্রাগ্নিতত্ত্বেষু বন্ধ্যা পুত্রমবাপ্নুয়াৎ ॥

দিবা কিম্বা রাত্রি মধ্যে পিঙ্গলা অর্থাৎ রবিনাড়ীর বহনকালে পৃথ্বী জল ও অগ্নিতত্ত্বের বহন সময়ে ঋতু রক্ষা করিলে বন্ধ্যানারী পুত্র লাভ করে।

রতারম্ভে রবিঃ পুংসাং সুরতান্তে সুধাকরঃ।
অনেন ক্রমযোগেন নাদত্তে দৈবদণ্ডকঃ ॥

রতির আরম্ভকালে যদি পুরুষের দক্ষিণনাসাতে এবং রতির অন্তে বাম নাসিকাতে শ্বাস বহন হয় ও সেই সময়ে ঋতু রক্ষা করাও হয়, তাহা হইলে সেই ঋতুতে গর্ভগ্রহণ হয় না।

রতারম্ভে রবিঃ পুংসাং স্ত্রিয়াশ্চৈব সুধাকরঃ।
উভয়োঃ সঙ্গমে প্রাপ্তে বন্ধ্যা পুত্রমবাপ্নুয়াৎ ॥

রতির আরম্ভকালে পুরুষের দক্ষিণনাসাতে এবং স্ত্রীর বামনাসাতে শ্বাসবহন হইলে যদি ঐ সময়ে উভয়ের সঙ্গম হয় তবে বন্ধ্যা নারীও পুত্র লাভ করে।

চন্দ্রনাড়ী বহেৎ প্রশ্নে গর্ভে কন্যা তদা ভবেৎ।
সূর্য্যে ভবেত্তদা পুত্রঃ শূন্যে গর্ভোনিহন্যতে ॥

ঈড়ানাড়ী অর্থাৎ বামনাসাতে শ্বাসবহনকালে গর্ভ প্রশ্ন হয় তবে গর্ভে কন্যা এবং পিঙ্গলানাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসাতে শ্বাস বহনকালে প্রশ্ন হইলে পুত্র নিশ্চয় করিবে; এবং সুষুম্না নাড়ী অর্থাৎ উভয় নাসায় শ্বাস বহনকালে প্রশ্ন হইলে সেই গর্ভ নষ্ট হইয়া থাকে।

চন্দ্রে স্ত্রী পুরুষঃ সূর্য্যে মধ্যমার্গে নপুংসকঃ।
গর্ভপ্রশ্নে যদা দূতস্তদা পুত্রঃ প্রজায়তে ॥

ঈড়ানাড়ী অর্থাৎ বামনাসা বহনকালে গর্ভপ্রশ্ন হইলে কন্যা, পিঙ্গলানাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসা বহনকালে পুত্র এবং সুষুম্নানাড়ী বহনকালে প্রশ্ন করিলে গর্ভে নপুংসক স্থির করিবে। গর্ভ প্রশ্ন হইলে উক্তরূপ শ্বাস জানিয়া গর্ভস্থ পুত্র বা কন্যা নির্ণয় করিবে।

পৃথ্ব্যাং পুত্রী জলে পুত্রঃ কন্যকা তু প্রভঞ্জনে।
তেজসা গর্ভপাতঃ স্যান্নভস্যপি নপুংসকঃ।
শূন্যে শূন্যং যুগ্মে যুগ্মং গর্ভপাতস্য সংক্রমে ॥

পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়কালে গর্ভপ্রশ্ন করিলে সেই গর্ভে কন্যা, এইরূপ জলতত্ত্বের উদয়কালে পুত্র, বায়ুতত্ত্বের উদয়কালে কন্যা, অগ্নিতত্ত্বের উদয়কালে গর্ভপাত এবং আকাশতত্ত্বের উদয়কালে প্রশ্ন হইলে গর্ভে নপুংসক স্থির করিবে। শূন্য নাড়ীতে প্রশ্ন হইলে গর্ভ হয় নাই, যুগ্ম নাড়ীতে প্রশ্ন হইলে গর্ভে যমজ সন্তান নিশ্চয় করিবে এবং নাড়ীর সন্ধি সময়ে প্রশ্ন হইলে গর্ভপাত বুঝায়।

সূর্য্যভাগে কৃতে পুত্রশ্চন্দ্রচারে তু কন্যকা।
বিষুবে গর্ভপাতঃ স্যাদ্ ভাবী বাথ নপুংসকঃ।
তত্ত্বৈরথ বিজানীয়াৎ কথিতা তত্ত্ব সুন্দরি ॥

পিঙ্গলানাড়ী বহনকালে পুত্র, ঈড়ানাড়ী বহনকালে কন্যা এবং উভয় নাড়ী অর্থাৎ সুষুম্নানাড়ীর বহনকালে প্রশ্ন হইলে গর্ভপাত অথবা নপুংসক বুঝায়। স্বরতত্ত্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই সকল বিষয় নির্ণয় করিয়া থাকেন।

বামসংস্থিতাঃ। চরস্থিরদ্বিমার্গে তা স্তাদৃশে তাদৃশঃ ক্রমাৎ ॥ ২৮ ॥ নির্গমে র্নির্গমং যাতি সংগ্রহে সংগ্রহং

মেষ আদি রাশি এবং তাহাদের চর, স্থির ও দ্ব্যাত্মক সংজ্ঞাদি বিচার করিয়া প্রশ্নের ফলাফল বলিবে। ২৮। শ্বাসনির্গমসময়ে

গর্ভাধানং মারুতে স্যাচ্চ দুঃখী দিশা খ্যাতোবারুণে সৌখ্যযুক্তঃ। গর্ভস্রাবী স্বল্পজীবী চ বহ্নৌ ভোগী ভব্যঃ পার্থিবেনার্থযুক্তঃ ॥

বায়ুতত্ত্বের উদয়কালে গর্ভাধান হইলে, সেই গর্ভে যে সন্তান জন্মিবে, সেই সন্তান দুঃখী হইবে; জলতত্ত্বের উদয়কালে গর্ভাধান হইলে, সন্তান সুখী হয় ও তাহার খ্যাতি দিগন্তপর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; অগ্নিতত্ত্বের উদয়ে গর্ভগ্রহণ হইলে গর্ভস্রাব হয়, অথবা সেই গর্ভে যে সন্তান জন্মে, সে অল্পজীবী হয়; এবং পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়কালে গর্ভ হইলে, সেই সন্তান সুখী সৌভাগ্যবান্ ও ধনশালী হইয়া থাকে।

ধনবান্ সৌখ্যসংযুক্তোভোগবান্ গর্ভসংস্থিতঃ।
স্যান্নিত্যং বারুণে তত্ত্বে ব্যোম্নি গর্ভোনিহন্যতে ॥

জলতত্ত্বের উদয়কালে গর্ভাধান হইলে, গর্ভস্থ সন্তান ধনসম্পত্তিসম্পন্ন, ভোগবান্ ও সুখী হয়; এবং আকাশতত্ত্বের উদয়ে গর্ভনাশ হয়।

মাহেয়ে চ সুতোৎপত্তির্বারুণে দুহিতা ভবেৎ।
শেষেষু গর্ভহানিঃ স্যাজ্জাতমাত্রস্য বা মৃতিঃ ॥

পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়ে গর্ভাধান হইলে, পুত্র জন্মে; জলতত্ত্বের উদয়ে কন্যা এবং অন্যান্য তত্ত্বের অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু ও আকাশ তত্ত্বের উদয়কালে গর্ভহানি, অথবা জন্মমাত্র সন্তান নষ্ট হয়।

রবিমধ্যগতশ্চন্দ্রশ্চন্দ্রমধ্যগতোরবিঃ।
জ্ঞাতব্যং গুরুতঃ শীঘ্রং ন বিদ্যা শাস্ত্রকোটিভিঃ ॥

পিঙ্গলাতে ঈড়ানাড়ীর আনয়ন এবং ঈড়াতে পিঙ্গলার আনয়ন ক্রম যে স্বরোদয়শাস্ত্রে শিক্ষা করা যায়, সেই পরমবিদ্যা গুরুর সমীপহইতে সত্বরেই বিজ্ঞাত হইবে। এই তত্ত্বজ্ঞান, অন্যান্য কোটি কোটি শাস্ত্রে দর্শন থাকিলেও গুরুর উপদেশভিন্ন, লাভ হয় না।

চৈত্রশুক্লপ্রতিপদি প্রাতস্তত্ত্ববিভেদতঃ।
পশ্যেদ্বিচক্ষণোযোগী দক্ষিণে চোত্তরায়ণে।
চন্দ্রস্যোদয়বেলায়াং বহমানোঽথ তত্ত্বতঃ ॥

চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপৎতিথীর প্রভাতসময়ে অর্থাৎ চান্দ্র বৎসরের আরম্ভকালে এবং দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণের প্রারম্ভসময়ে বিচক্ষণ যোগী ব্যক্তি তত্ত্বসমূহ নির্ণয় করিয়া দেখিবে যে, ঈড়ানাড়ীর উদয়কালে অর্থাৎ বাম নাসিকারন্ধ্রে শ্বাসপ্রবহনসময়ে কোন্ তত্ত্বের বহন হইতেছে।

পৃথিব্যাপস্তথা বায়ুঃ সুভিক্ষ্যং সর্ব্বশস্যজং।
তেজোব্যোম্নি ভয়ং ঘোরং দুর্ভিক্ষ্যং কালতত্ত্বতঃ ॥

যদি ঐ সময়ে পৃথিবীতত্ত্ব, জলতত্ত্ব, বা বায়ুতত্ত্বের বহন হয়, তাহাহইলে পৃথিবী সর্ব্বপ্রকার শস্যে পরিপূর্ণা হইবে এবং সুভিক্ষ্য হইবে, আর যদি অগ্নি বা আকাশ তত্ত্বের উদয় ঐ সময়ে হয়, তবে পৃথিবীতে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ্য ও ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে।

এবং তত্ত্বফলং জ্ঞেয়ং বর্ষে মাসে দিনে তথা।
পৃথিব্যাদিকতত্ত্বেন দিনমাসাব্দজং ফলং।
শোভনঞ্চ তথা দুষ্টং ব্যোমমারুতবহ্নিভিঃ ॥

এরূপে বৎসর, মাস ও দিনের ফল তত্ত্বের উদয়ানুসারে বিজ্ঞাত হইবে। বর্ষ, মাস ও দিনের শুভ বা অশুভ ফল পৃথ্বী, আকাশ, বায়ু, অগ্নি আদি তত্ত্বের বহনদ্বারা পরিজ্ঞাত হইবে।

মধ্যমা ভবতি ক্রূরা দুষ্টা চ সর্ব্বকর্ম্মসু।
দেশভঙ্গমহারোগক্লেশকষ্টাদিদুঃখদা ॥

যদি ঐ সময়ে মধ্যমা অর্থাৎ সুষুম্নানাড়ী প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে সকল কর্ম্মেই ক্রূর ও অশুভ ফল হয় এবং রাষ্ট্রবিপ্লব, মহাপীড়া, ক্লেশ, কষ্ট, দুঃখ প্রভৃতি হইয়া থাকে।

মেষসংক্রান্তিদিবসে স্বরভেদং বিচারয়েৎ।
সম্বৎসরফলং ব্রূয়াল্লোকানাং তত্ত্বচিন্তকঃ ॥

লোকতত্ত্বচিন্তক যোগী মেষসংক্রমণদিবসে স্বরভেদ বিচার করিয়া সম্বৎসরের ফলাফল বলিবে; অর্থাৎ স্বরবিচার দ্বারা অব্দ, মাস ও দিনের সমস্ত ফল বলিতে পারা যায়।

সুভিক্ষ্যং রাষ্ট্রবৃদ্ধিঃ স্যাদ্ বহুশস্যা বসুন্ধরা।
বহুবৃষ্টিস্তথা সৌখ্যং পৃথ্বীতত্ত্বং বহেদ্ যদি ॥

এই মেষসংক্রান্তি সময়ে, পৃথিবীতত্ত্ব বহন হয়, তবে বহু বৃষ্টি, সুখ সৌভাগ্যবর্দ্ধন, সুভিক্ষ্য, রাজ্যবৃদ্ধি ও বসুধা বহুশস্যশালিনী হয়।

অতিবৃষ্টিঃ সুভিক্ষ্যং স্যাদারোগ্যং সৌখ্যমেব চ।
বহুশস্যা তথা পৃথ্বী জলতত্ত্বং বহেদ্ যদি ॥

বিদুঃ। প্রচ্ছকস্তু বচঃ শ্রুত্বা ঘণ্টাকারেণ লক্ষয়েৎ ॥ ২৯ ॥ বামে বা দক্ষিণে বাপি পঞ্চতত্ত্বস্থিতঃ শিবে।

প্রশ্ন হইলে সেই প্রশ্নে অশুভ এবং শ্বাসপ্রবেশকালে প্রশ্ন হইলে সেই প্রশ্নে শুভ জানা যাইবে। ২৯। বাম এবং দক্ষিণ,

ঐ কালে যদি জলতত্ত্বের বহন হয়, তবে অতিবৃষ্টি, সুভিক্ষ্য, নীরোগিতা, সুখবৃদ্ধি ও পৃথিবীতে অনেক শস্যের উৎপত্তি হইবে।

দুর্ভিক্ষ্যং রাষ্ট্রভঙ্গঃ স্যাদ্রোগোৎপত্তিস্তু দারুণা।
অল্পাদল্পতরা বৃষ্টিরগ্নিতত্ত্বং বহেদ্‌যদি ॥

ঐ সময়ে অগ্নিতত্ত্ব প্রবাহিত হইলে, দুর্ভিক্ষ্য, রাজ্যনাশ, দারুণ পীড়ার উৎপত্তি এবং অতি-অল্প বৃষ্টি হইয়া থাকে।

উৎপাতোপদ্রবোভীতিরল্পা বৃষ্টিঃ স্যুরীতয়ঃ।
মেষসংক্রান্তিবেলায়াং বায়ুতত্ত্বং বহেদ্‌যদি ॥

মেষসংক্রান্তিবেলাতে যদি বায়ুতত্ত্ব বহন হয়, তাহাহইলে প্রাকৃতিকঘটনা—ঝঞ্ঝা বাত্যা-বন্যা-দিগ্‌দাহ-নির্ঘাত- অশনি-উ-ল্কাপাত-আদি হইবে। উৎপাত, দুস্যু-শত্রুরাজা-প্রভৃতি-হইতে উপদ্রব, ভীতি এবং অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পঙ্গপাল, ইন্দুর ও পাক্ষি-হইতে শস্যনাশ ও প্রতিকূল-রাজা—এই ছয়টি ঈতিও হইয়া থাকে।

উদগারতাপজ্বরাভীতিরল্পা বৃষ্টিঃ ক্ষিতৌ ভবেৎ।
মেষসংক্রান্তিবেলায়াং ব্যোমতত্ত্বং বহেদ্‌যদি।
তত্রাপি শূন্যতা জ্ঞেয়া শস্যাদীনাং সুখস্য চ ॥

মেষসংক্রান্তিসময়ে যদি আকাশতত্ত্বের উদয় হয়, তাহা হইলে মনুষ্যবর্গের উদ্‌গার, তাপ, জ্বর, ভয় ও ক্লেশ এবং পৃথিবীতে অল্পবৃষ্টি ও শস্যাদির অনুৎপত্তি ঘটিয়া থাকে।

পূর্ণে প্রবেশনে শ্বাসে স্বস্বতত্ত্বেন সিদ্ধিদঃ ॥

যে নাসারন্ধ্রে শ্বাস বহন হয়, সেই নাসিকায় শ্বাস প্রবেশ-সময়ে স্বীয় স্বীয় তত্ত্বের উদয়ে সেই বৎসরে সর্ব্বশুভ হইয়া থাকে।

সূর্য্যে চন্দ্রেঽন্যথাভূতে সংগ্রহঃ সর্ব্বসিদ্ধিদঃ।
বিষমে বহ্নিতত্ত্বস্তু জায়তে কেবলং নভঃ।
তৎ কুর্য্যাদ্বস্তুসংগ্রাহং দ্বিমাসে চ মহার্ঘতা ॥

মেষসংক্রমণসময়ে, যেরূপ ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী প্রবাহিত হইয়া থাকে, তাহার বিপরীত হইলে, অর্থাৎ ঈড়া বহিবার সময়ে পিঙ্গলা বহিলে ও পিঙ্গলা বহিবার কালে ঈড়া বহিলে, সম্বৎসর ধরিয়া দুর্ভিক্ষ্য-মন্বন্তরাদি-জনিত নানাবিধ ক্লেশ মানব-গণের ভোগ করিতে হয়। অতএব বৎসরের প্রথম সময়েই শস্য-সামগ্রীপ্রভৃতি সংগ্রহ করিবে, তাহাহইলেই সমস্ত সুসিদ্ধ হইবে, কোন অমঙ্গল থাকিবে না। সুষুম্না নাড়ীতে যদি ঐ সময়ে অগ্নিতত্ত্বের উদয় হয়, তাহাহইলে কেবল আকাশতত্ত্বের ফল অবগত হইবে, অর্থাৎ সে বৎসর ঘোরতর অমঙ্গল সংঘটিত হইয়া থাকিবে। অতএব, বৎসরারম্ভেই দ্রব্যাদি সঞ্চয় করিবে; কারণ বৎসরের প্রথম দুই মাস না অতিবাহিত হইতে হইতেই শস্যাদি অতীব মহার্ঘ্য হইয়া যাইবে।

রবৌ সংক্রমণে নাড়া গলাস্তে চ প্রবর্ত্ততে।
সলিলে বহ্নিযোগেঽপি রৌরবং জগতীতলে ॥

মেষসংক্রমণকালে যদি নাড়ীতে জলতত্ত্ববহনসময়ে অগ্নিতত্ত্বের সংযোগ হয়, তাহাহইলে পৃথিবীতে রৌরবনামক ঘোরনরকতুল্য মহাক্লেশ উপস্থিত হইয়া থাকে।

আদৌ শূন্যগতং পৃচ্ছেৎ পশ্চাৎ পূর্ণোবিশেদ্‌যদি।
মূর্চ্ছিতেঽপি ধ্রুবং জীবেৎ যদর্থং পরিপৃচ্ছতি ॥

যেদিকে অবস্থিত হইয়া প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্ন করে, সেই দিকের নাসরন্ধ্র প্রশ্নের পূর্ব্বে যদি শূন্য থাকে এবং প্রশ্নের পরই পূর্ণ হইয়া বহন হয়, তাহাহইলে যাহার জন্য প্রশ্ন হইতেছে, সে ব্যক্তি মূর্চ্ছিত থাকিলেও নিশ্চয় জীবিত হইয়া উঠিবে।

চন্দ্রস্থানে স্থিতোজীবঃ সূর্য্যস্থানে চ পৃচ্ছতি।
তদা প্রাণবিনির্ম্মুক্তোযদি বৈদ্যশতৈর্ব্বৃতঃ ॥

রবিস্থানে অবস্থিত হইয়া যদি প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্ন করে ও সেই সময়ে যদি ঈড়ানাড়ী বহিতে থাকে, তাহাহইলে যাহার জন্য প্রশ্ন হইতেছে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবে, শতশত চিকিৎসকদ্বারা বেষ্টিত থাকিলেও অরোগিতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে না।

পিঙ্গলায়াং স্থিতোজীবোবামে দূতশ্চ পৃচ্ছতি।
তদাপি ম্রিয়তে রোগী যদি ত্রাতা মহেশ্বরঃ ॥

পিঙ্গলা অর্থাৎ দক্ষিণনাসারন্ধ্রে যদি বায়ু বহে ও প্রচ্ছক বামভাগে থাকিয়া প্রশ্ন করে, তবে সাক্ষাৎ মহাদেব পরিত্রাণ-কর্ত্তা থাকিলেও রোগির মৃত্যু হইবে।

দক্ষিণেন যদা বায়ুর্দুঃখং রৌদ্রাক্ষরং বদেৎ। তদা জীবতি জীবোঽসৌ চন্দ্রে সমফলংভবেৎ। জীবাকারঞ্চ বা ধৃত্বা জীবা-কারং বিলোকয়ন্। জীবস্থোজীবিতং পৃচ্ছেত্তস্যাজ্জীবস্তি তে ধ্রুবং ॥

উর্দ্ধেঽগ্নিরধআপশ্চ তির্য্যক্‌সংস্থঃ প্রভঞ্জনঃ। মধ্যে তু পৃথিবী জ্ঞেয়া নভঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥ ৩০॥ উর্দ্ধে

উভয় নাসিকাতেই পঞ্চ তত্ত্ব উদিত হইয়া থাকে। শ্বাস যখন নাসাপুটের উর্দ্ধদেশ স্পর্শ করিয়া প্রবাহিত হয় তখন অগ্নিতত্ত্বের উদয় হইবে, নাসাপুটের নিম্নদেশ স্পর্শ করিয়া বহিলে জলতত্ত্ব, পার্শ্বদেশ স্পর্শ করিয়া বহিলে বায়ুতত্ত্ব, মধ্য-স্থান দিয়া বহিলে পৃথিবীতত্ত্ব, এবং সর্ব্বত্র স্পর্শ করিয়া ঘূর্ণিত হইয়া বহিলে, আকাশতত্ত্বের উদয় হইবে। ৩০। অগ্নিতত্ত্বের

দক্ষিণনাসাতে যদি বায়ু বহিতে থাকে, ও বিষমবর্ণে প্রশ্ন হয় তাহাহইলে রোগী অতি কষ্টেই আরোগ্যলাভ করিতে সক্ষম হইবে; এবং বামনাসায় বায়ু বহনকালে বিষমাক্ষরে প্রশ্ন হইলে ও সমান ফল হইবে।

প্রশ্নে বাধঃস্থিতোজীবস্তদা জীবোহি জীবতি।
উর্দ্ধচারগতোজীবোযাতি জীবোযমালয়ং॥

অধঃস্থিত বায়ু বহনকালে প্রশ্ন করিলে, যাহার জন্য প্রশ্ন হইতেছে, সেই ব্যক্তি নীরোগী হইয়া জীবিত থাকিবে; এবং উর্দ্ধস্থিত বায়ু বহনকালে প্রশ্ন হইলে পীড়িত ব্যক্তি অবশ্য মৃত্যু-পথের পথিক হইবে।

বিপরীতাক্ষরং প্রশ্নে রিক্তায়াং প্রচ্ছকোযদি।
বিপর্য্যয়ঞ্চ বিজ্ঞেয়ং বিষমস্থোদয়ে সতি॥

যে দিকের নাসারন্ধ্র শ্বাসশূন্য থাকে, সেই দিকে অবস্থিত হইয়া যদি প্রচ্ছক বিপরীতবর্ণে (অর্থাৎ পিঙ্গলানাড়ীতে সম ও ঈড়ানাড়ীতে বিষম অক্ষরে) প্রশ্ন করে, তবে বিপরীত ফল অর্থাৎ অমঙ্গল হইবে এবং সুষুম্নানাড়ীর বহনেও ঐ ফল হইবে।

যস্মিন্ ভাগে চরেজ্জীবস্তত্রস্থঃ পরিপৃচ্ছতি।
তদা জীবতি জীবোঽসৌ যদি রোগৈঃ প্রপীড়িতঃ॥

যে দিকের নাসারন্ধ্রে শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে, সেই দিকে অবস্থিত হইয়া যদি প্রচ্ছক রোগির সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তবে সেই ব্যক্তি নানাবিধ পীড়ায় অভিভূত থাকিলেও অবশ্য রোগহইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে।

বাতোদয়ে বাতকরঞ্চ ভক্ষ্যং পিত্তোদয়ে পিত্তকরঞ্চ ভক্ষ্যং।
শ্লেষ্মোদয়ে শ্লেষ্মকরঞ্চ ভক্ষ্যং পুংসি প্রভুক্তে প্রভবন্তি রোগাঃ॥

বায়ুতত্ত্বের উদয়কালে যদি বায়ুজনক দ্রব্য, অগ্নিতত্ত্ব বহন-সময়ে পিত্তবর্দ্ধক বস্তু এবং জলতত্ত্ববহনকালে শ্লেষ্মকারক সামগ্রী ভক্ষণ করা যায়, তাহাহইলে সেই সেই রোগের বৃদ্ধি হইবে।

একস্য ভূতস্য বিপর্য্যয়েণ রোগাভিভূতির্ভবতীহ পুংসাম্।
তয়োর্দ্বয়োর্বন্ধুসুহৃদ্বিপত্তিঃ পক্ষত্রয়ে ব্যত্যয়তোমৃতিঃ স্যাৎ॥

একতত্ত্বের বিপরীত বহনে স্বকীয় পীড়ার বৃদ্ধি; এবং তত্ত্ব-দ্বয়ের বিপরীত উদয়ে মিত্র-স্বজন-প্রভৃতির বিপৎ বুঝাইবে। যদি ঐরূপ তত্ত্বের বিপরীত উদয় পক্ষত্রয় ব্যাপিয়া হইতে থাকে, তাহাহইলে নিশ্চয়ই মৃত্যু সংঘটিত হইবে।

মাসাদৌ বৎসরাদৌ চ পক্ষাদৌ চ যথাক্রমম্॥
কালক্ষয়ং পরীক্ষেত বায়ুচারবশাৎ সুধীঃ॥

বৎসরের আরম্ভে, মাসের আরম্ভে বা পক্ষের আরম্ভে স্বর-তত্ত্ব বহন বিচার করিয়া স্বরোদয়ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত মৃত্যুর সময় নির্ণয় করিবে।

মারুতং বন্ধয়িত্বা তু সূর্য্যং বন্ধয়তে যদি॥
অভ্যাসাজ্জীবতে জীবঃ সূর্য্যঃ কালেঽপি বঞ্চতে॥

যদি শ্বাসপ্রবহণ রোধ; অর্থাৎ কুম্ভক করিয়া সূর্য্য অর্থাৎ পিঙ্গলানাড়ী বদ্ধ করিতে পারে, তাহাহইলে যোগী ব্যক্তি এই অভ্যাসক্রমে দীর্ঘকালপর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়। পিঙ্গলানাড়ীর শ্বাসবহন বন্ধকরা কালক্রমে অভ্যাসদ্বারা সংসাধিত হয়। ইহাই মৃত্যুহস্তহইতে পরিত্রাণের প্রধান উপায়।

অহোরাত্রদ্বয়ং যস্য পিঙ্গলায়াং সদাগতিঃ॥
তস্য বর্ষদ্বয়ং জ্ঞেয়ং জীবিতং তত্ত্ববেদিভিঃ॥

বৎসর, মাস বা পক্ষের প্রথম দিনে যাহার দুই দিবারাত্রি ব্যাপিয়া পিঙ্গলা অর্থাৎ দক্ষিণনাসাপুটে বায়ু বাহিত হয়, সে ব্যক্তি সেই দিনহইতে দুই বৎসরপর্য্যন্ত জীবিত থাকে, ইহা স্বরশাস্ত্রবেত্তা যোগিগণই বলিয়া থাকেন।

ত্রিরাত্রং বহতে যস্য বায়ুরেকপুটে স্থিতঃ॥
বৎসরং যাবদায়ুঃ স্যাৎ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥

বৎসর, মাস বা পক্ষের প্রথম দিনে যাহার তিন রজনী ধরিয়া এক নাসিকারন্ধ্রে অর্থাৎ পিঙ্গলানাড়ীতে শ্বাস প্রবাহিত হয়, সেই ব্যক্তি সে দিনহইতে এক বৎসরমাত্র জীবনধারণ করিয়া থাকে; ইহা স্বরতত্ত্বজ্ঞানী যোগিরা বলিয়া থাকেন।

রাত্রৌ চন্দ্রোদিবা সূর্য্যোবহেদ্যস্য নিরন্তরম্।
বিজানীয়াত্তস্য মৃত্যুঃ ষণ্মাসাভ্যন্তরে সুধীঃ

বৎসর, মাস বা পক্ষের প্রথম দিনে যাহার রজনীযোগে ঈড়া

মৃত্যুরধঃ শান্তিস্তির্য্যক্ চোচ্চাটয়েৎ সুধীঃ। মধ্যে স্তম্ভং বিজানীয়া-ন্মোক্ষঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বগে॥ ৩১॥ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে পবনবিজয়াদিঃ সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥

উদয়ে মারণ, জলতত্ত্বের উদয়ে শান্তি, বায়ুতত্ত্বের উদয়ে উচ্চাটন, পৃথিবীতত্ত্বের উদয়ে স্তম্ভন এবং আকাশতত্ত্বের উদয়ে মোক্ষ, এই সকল কার্য্য করিবে। ৩১।

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ॥ ১॥ পরীক্ষাং বচ্মি রত্নানাং বলো* নামাসুরোঽভবৎ। ইন্দ্রাদ্যা নাজিতা-স্তেন নির্জ্জেতুং তৈর্ন শক্যতে॥ ২॥ বরব্যাজেন পশুতাং যাচিতঃ স সুরৈর্মখে। বলোদদৌ স্বপশুতামতিসত্ত্বোমখে হতঃ॥

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

সূত বলিলেন, রত্নসকলের পরীক্ষা বলিব। পূর্ব্বকালে বলনামে এক অসুর ছিল, সেই বলাসুর ইন্দ্রাদিদেবগণকে পরাজিত করিয়াছিল। কেহই বলাসুরকে জয়করিতে পারেন নাই। দেবগণ অন্য কোন উপায়ে তাহাকে বিনাশকরিতে না পারিয়া ছলনাপূর্ব্বক একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন এবং বলাসুরের নিকট উপস্থিত হইয়া যজ্ঞীয়পশুরূপে বলের শরীর

এবং দিনের বেলায় পিঙ্গলা নাড়ীতে বায়ু নিরন্তর বহিয়া থাকে, তাহার মৃত্যু সেই দিনহইতে ষণ্মাসের মধ্যে হয়।

একাদিষোড়শাহানি যদি ভানুর্নিরন্তরম্।
বহেদ্যস্য চ বৈ মৃত্যুঃ শেষাহেন চ মাসিকৈঃ॥

যাহার বৎসর, মাস বা পক্ষের প্রথম দিন-অবধি ষোল দিন-পর্য্যন্ত দক্ষিণনাসাপুটে শ্বাস নিরন্তর বহে, তাহার মৃত্যু সেই দিনহইতে এক মাসের শেষ দিবসে হইবে।

সম্পূর্ণং বহতে সূর্য্যশ্চন্দ্রমা নৈব দৃশ্যতে॥
পক্ষেণ জায়তে মৃত্যুঃ কালজ্ঞানেন ভাষিতম্॥

বৎসর, মাস বা পক্ষের প্রথম দিন যাহার দক্ষিণনাসাপুটে বায়ুর বহন অবিচ্ছেদে হয় এবং বামনাসাপুটে বায়ু প্রবাহিত হয় না, তাহার সেই দিবসহইতে এক পক্ষের মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে, ইহা স্বরজ্ঞানী যোগিগণ বলিয়াছেন।

সম্পূর্ণং বহতে চন্দ্রঃ সূর্য্যোনৈব চ দৃশ্যতে।
মাসেন দৃশ্যতে মৃত্যুঃ কালজ্ঞানেন ভাষিতম্॥

বৎসর, মাস বা পক্ষের প্রথমদিনে যাহার ঈড়ানাড়ী অর্থাৎ বামনাসারন্ধ্রে শ্বাস অবিচ্ছেদে বহে, কিন্তু দক্ষিণনাসারন্ধ্রে বায়ু বহন হয় না, তাহার সে দিনহইতে এক মাসমধ্যে আয়ুঃ শেষ হইয়া থাকে, ইহা কালজ্ঞ যোগিরাই কহিয়া থাকেন।

* অসীদ্দৈত্যো বলো নাম মহাবলপরাক্রমঃ। দেবগন্ধর্ব্বযক্ষাণাং চন্দ্রেন্দ্রভয়কারকঃ॥ যেন বিষ্ণুর্যমঃ সূর্য্যো ভয় আজৌ প্রপীড়িতাঃ। অনিলানলরক্ষশ্চ বরুণশ্চ বশীকৃতাঃ॥ সংযম্য যেন নাগেন্দ্রা মহাভোগা মহাবিষাঃ। গরুড়শ্চ কৃতো ভৃত্যঃ সদাজ্ঞামভিবর্জ্জিতঃ॥ যেন সংলিখ্য শৈলেন্দ্রঃ কন্দুকাকার-কারিতঃ। ক্রীড়ার্থং যেন বিপ্রেন্দ্র গিরয়ঃ প্রথিতা ভুবি॥ তেন দেবাঃ সব্রহ্মাদ্যা দিবঃ সর্ব্বে পলায়িতাঃ। দত্তং স্থানম্ভ পাতালং সময়ং শরদাং শতং॥ তথা তে ভয়মাপন্না মানং ত্যক্ত্বা গতা গুরুং। পৃচ্ছন্তি বিনয়াৎ সর্ব্বে শক্রস্য হিতকারিণঃ॥ কেনোপায়েন দেবানাং স্বর্গবাসো ভবেদ্দ্বিজ। ভবান্ হি নয়বেত্তা চ উপায়ং বদ পৃচ্ছতাং॥ ত্বমেব শাস্ত্রবেত্তা চ হিতঃ শক্রস্য নিত্যশঃ। শক্রোদধিনিমগ্নানামতিপোতো ভব দ্বিজ॥ এবং পৃষ্টঃ স দেবৈস্তু গুরুর্ব্বচনমব্রবীৎ॥ বৃহস্পতিরুবাচ। যদয়ং দানবঃ শক্রন্ যুদ্ধে ভবতো বশঃ। রণে ন ক্ষয়মায়াতি অজেয়ঃ সঙ্গরে যতঃ॥ অতঃ কপটমাস্থায় প্রার্থনীয়ঃ ক্রতুং প্রতি। দাতা সত্ত্ববলোপেতঃ স্বকায়মর্থিতেষ্বপি॥ অতস্তস্য প্রার্থয়িতা বিষ্ণুর্মায়ামহোদধিঃ। দ্বিজরূপধরো ভূত্বা যাচনায় বধায় চ॥ গুরুণা চোদিতা দেবাঃ স্তুতাস্তে নিধনপ্রতি। গতাঃ সর্ব্বে ততঃ শান্তা যত্র দেবোজনার্দ্দনঃ॥ মাধবেন তদাদেবা দৃষ্টা ভয়সমাকুলাঃ। ক্রমার্ঘ্যাসন-সংলাপৈঃ সর্ব্বে তে সংস্তুতা ভৃশং॥ সংপৃচ্ছিতাস্তদা সর্ব্বে কিমায়াতা বদন্ সুরাঃ। দেবা-উচুঃ। বলেন বলিনা দেব সর্ব্বে বিত্রাসিতা বয়ং। মায়াবী ত্বং বধে তস্য নান্যোপায়ো ভবেৎ ক্বচিৎ॥ বিষ্ণুরুবাচ। করোমি ভবতামিষ্টং কিন্ত্বসৌ বলসংযুতঃ। সাত্ত্বিকো নয়বেত্তা চ সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগঃ॥ গূঢ়-মন্ত্রবিচারী স্যাদ্দ্বৈর্ম্মৈককৃতনিশ্চয়ঃ। তস্য মায়া কথং কর্ত্তুং শক্যতে সুরসত্তমাঃ॥ পুরৈকা ভবতে বিদ্যা মম দত্তা তু শূলিনা। মোহিনী নাম বিখ্যাতা মোহং সা কুরুতে ভৃশং। ততোঽহং তস্য নাশায় স্মরামি পরমেশ্বরীং॥ স্মরিত্বা পরমাং

৩॥ পশুবৎ প্রবিশেৎ স্তম্ভে স্ববাক্যাশনিযন্ত্রিতঃ। বলোলোকোপকারায় দেবানাং হিতকাম্যয়া ॥ ৪ ॥ তস্য সত্ত্ববিশুদ্ধস্য বিশুদ্ধেন চ কর্ম্মণা। কায়স্যাবয়বাঃ সর্ব্বে রত্নবীজত্বমাযযুঃ ॥৫॥ দেবানামথ যক্ষাণাং সিদ্ধানাং পবনাশিনাং। রত্নবীজময়ং গ্রাহঃ সুমহানভবত্তদা ॥৬॥ তেষান্তু পততাং বেগাদ্বিমানেন বিহায়সা। যদ্‌যৎ পপাত রত্নানাং বীজং ক্বচন কিঞ্চন ॥৭॥ মহোদধৌ সরিতি বা পর্ব্বতে কাননেঽপি বা। তত্তদাকরতাং যাতং স্থানমাধেয়গৌরবাৎ ॥ ৮ ॥ তেষু রক্ষো

ভিক্ষাকরিয়া লইলেন। বলাসুর দেবগণের নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়া যজ্ঞীয়পশুরূপে স্বীয়শরীর প্রদানপূর্ব্বক পশুবৎ স্তম্ভসমীপে গমনকরিয়া দেবতাদিগের হিতসাধনার্থ স্বীয় শরীর বিসর্জ্জনপূর্ব্বক দেবলোকে গমনকরিলেন। এইরূপ উৎকট পুণ্যপ্রভাবে সেই মহাবল পরাক্রান্ত বলাসুরের শরীরের অবয়বসকল রত্নের বীজস্বরূপ হইল। ১—৫। উক্তরূপে রত্নের উৎপত্তি হওয়াতে দেব, যক্ষ, সিদ্ধ, নাগ প্রভৃতি সকলেরই মহোপকার সাধিত হইল। দেবগণ বিমানে আরোহণ করিয়া বলাসুরের মৃতদেহ লইয়া আকাশমার্গে গমনকরিলেন। তাঁহাদিগের গমনবেগে ঐ দেহ বিমান হইতে খণ্ডে খণ্ডে পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল। সমুদ্র, নদী, পর্ব্বত, কানন প্রভৃতি যে যে স্থানে বলাসুরের দেহখণ্ড পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে এক একটী রত্নের আকর হইল। ৬—৮। ঐ সকল আকরে বিবিধ রত্ন

বিদ্যাং দ্বিজভাবো জনার্দ্দনঃ। মধ্যকায়ঃ সুবেশশ্চ বেদপাঠী সবিষ্টরী॥ পরিগ্রাহী হুতাশস্ত ক্ষপয়ন্নো ব্রজেদ্দ্বজেৎ। যজ্ঞার্থং যাচনাং কস্ত করোমি কথ্যতাং মম॥ তং দৃষ্ট্বা সূর্য্যতেজোভমুক্তো বিপ্রৈর্ব্রজন্ স চ। বলস্তে যজ্ঞনিষ্পত্তিং করোতি দ্বিজসত্তম॥ হেমকূটে মহাশৈলে তিষ্ঠতে দানবোত্তমঃ। সর্ব্বজ্ঞোঽপি মহামায়ী বঞ্চনায় তদা গতঃ। মোহিনীং জপমানস্ত বিদ্যাং পরমসিদ্ধিদাং॥ বিচিত্রং দনুরাজস্ত পুরং সর্ব্ব পুরোত্তমং। প্রাবিশদ্বেদং বেদাত্মা পঠমানো জনার্দ্দনঃ॥ দানবস্ত পুরং রম্যং জ্ঞায়সে ত্বং গ্রহোত্তম। দ্বারং গতোঽসুরেন্দ্রস্ত কুর্য্যাং প্রাধ্যয়নং তদা॥ দ্বারপালো বদত্যেবং শ্রুত্বা বেদধ্বনিং শুভাং। পুরাণি রত্নানি শুভং দদামি যাচতাং বর॥ ইষ্টং দানং দ্বিজশ্রেষ্ঠ দুর্লভঞ্চ মহামতে। তেনোক্তং দর্শনং দ্বাস্ত দীয়তাং দনুসত্তমে। তদা স পূর্ব্বমাদিষ্টঃ প্রেষয়ামাস তং নৃপং। বলিনং বলসম্পন্নং দানবং সুরমর্দ্দনং॥ দানোদ্যতকরো ভদ্রং দৃষ্ট্বা প্রীত্যাবভাষত। কিমায়াতো ভবাংশ্চাত্র কার্য্যং বিপ্র তদুদ্দিশ॥ মোহিনীং জপমানস্তু বদতে দ্বিজকেশবঃ। ব্রহ্মোবাচ। অহং সংপেষয়ামাস রিদ্ধি মাং কশ্যপাত্মজং। যজ্ঞাঃ সেন্দ্রৈঃ সমারব্ধা ঋষিভিশ্চাসুরাধিপ॥ তস্ত নিষ্পত্তয়ে নাথ আগতোঽহং তবান্তিকং। দানং মে দীয়তাং রাজন্ সিদ্ধ্যতে যেন তন্মখঃ॥ বল-উবাচ। যেন সংসিদ্ধ্যতে যজ্ঞো দেবারব্ধো দ্বিজোত্তম। তথা চাহং ধনং দারান্ শিরোঽপ্যদ্য দদামি তে। ব্রহ্মোবাচ। যেন সংসিদ্ধ্যতে যজ্ঞো দেবানামসুরাধিপঃ। তদ্দেয়ং তচ্চ আদিষ্টং সত্যমস্ত্রবয়োরপি॥ বল-উবাচ। যাচ্যতাং যেন তে কার্য্যং সত্যং বিপ্র দদামি তেন সংস্মরন্ মোহিনীং বিদ্যাং বদতে দ্বিজসত্তমঃ॥ ব্রাহ্মণ-উবাচ। ন মে ধনৈঃ স্বদারৈর্ব্বা ন ভূম্যা গজবাজিভিঃ। রত্নৈঃ কার্য্যং মহাবাহো দেবযজ্ঞোঽসুরাধিপ॥ যেন নিষ্পাদ্যতে যজ্ঞঃ সুখদশ্চ দিবৌকসাং। তমহং যাচয়িষ্যামি দীয়তাং তদ্‌ব্রতং তব॥ এতৎ কার্য্যং মম ভদ্রং ঋষীণাঞ্চ বিশেষতঃ। দেবার্থং তব কায়েন সিদ্ধ্যতে তন্মখোত্তমঃ॥ তদা দত্ত্বা তনুস্তেন দানবেন মহাত্মনা। বিষ্ণুনাপি স্বচক্রেণ শিরস্তভিহতোঽসুরঃ॥ প্রাকৃতং দেহমুৎসৃজ্য দিব্যকায়স্বভূত্তদা। তস্যাবয়বসংজাতা বজ্রাদ্যা রত্নজাতয়ঃ॥ লোচনে সুরতেজাংসি পদ্মরাগাণি চাভবন্। বিশুদ্ধপাত্রদানেন কায়ো রত্নাকরোঽভবৎ॥ ইতি দেবীপুরাণে ৪৭ অধ্যায়ঃ॥

চতুর্দ্দশ মহারত্নানি যথা। কুশস্কোশ্চিত্ররথঃ তত্তনয়ঃ শশবিন্দুশ্চতুর্দ্দশমহারত্নশ্চক্রবর্ত্ত্যভবৎ। চতুর্দ্দশ মহান্তি রত্নানি যস্য সঃ। রত্নানি তু স্বজাতিশ্রেষ্ঠানি ধর্ম্মসংহিতোক্তানি। চক্রং রথো মণিঃ খড়্গশ্চর্ম্ম রত্নঞ্চ পঞ্চমং। কেতুর্নিধিশ্চ সপ্তৈবমপ্রাণানি প্রচক্ষতে॥ ভার্য্যা পুরোহিতশ্চৈব সেনানি রথকৃচ্চ যঃ। পত্ত্যশ্বৌ কলভশ্চেতি প্রাণিনঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ॥ চতুর্দ্দশৈতানি রত্নানি সর্ব্বেষাং চক্রবর্ত্তিনামিতি। ইতি বিষ্ণুপুরাণে ৪ অংশে ১২ অধ্যায়ঃ তট্টীকা চ॥

তদ্বিশেষো যথা। স্বচ্ছং বিদ্যুৎপ্রভং সৌন্দর্য্যং স্নিগ্ধং লঘু লেখিনং। ষড়ারস্তীক্ষ্ণধারঞ্চ সুশাম্যারং প্রিয়ং দিশেৎ॥ তস্য কুলক্ষণং যথা। ভস্মাভং কাকপাদঞ্চ রেখাক্রান্তঞ্চ বর্ত্তুলং। আধারমলিনং বিন্দু সংত্রাসে স্ফুটিতন্তথা। নীলাভং চিপিটং রূক্ষং তদ্বজ্রং দোমলং ত্যজেৎ॥ বজ্রস্য চতুর্ব্বর্ণলক্ষণং যথা।

বিষব্যালব্যাধিঘ্নান্যঘহানি চ। প্রাদুর্ভবন্তি রত্নানি তথৈব বিগুণানি চ ॥৯॥ বজ্রমুক্তা তু মণয়ঃ সপদ্মরাগাঃ সমরকতাঃ প্রোক্তাঃ। অপি চেন্দ্রনীলমণিবরবৈদূর্য্যাশ্চ পুষ্পরাগাশ্চ ॥ ১০ ॥ কর্কেতনং সপুলকং রুধিরাখ্য-

সমুৎপন্ন হইতে লাগিল। তাহাদিগের মধ্যে কতিপয় রত্ন বিষ-পীড়াদিনাশক, রাক্ষসসর্পাদি-ভয়নিবারক ও পাপনিবারক এবং কতকগুলি নির্গুণ। ৯। রত্নগুণাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ ঐ সকল আকরহইতে বজ্র, মুক্তা,মণি, পদ্মরাগ, মরকত, ইন্দ্রনীল, বৈদূর্য্য, পুষ্পরাগ, কর্কেতন পুলক, রুধিরাখ্য স্ফটিক, প্রবাল প্রভৃতি

শ্বেতলোহিতপীতমেচকতয়া ছায়াশ্চতস্রঃ ক্রমাদ্বিপ্রাদিত্বমিহাস্য যৎ সুমনসঃ শংসন্তি সত্যং ততঃ। স্ফীতাং কীর্ত্তিমনুত্তমাং শ্রিয়মিদং দত্তে যথা সংধৃতং মর্ত্ত্যানামবথাযথং তু কুলিশং পথ্যং হিতং জীর্য্যতঃ॥ তস্য পরীক্ষা যথা। যৎ পাষাণতলে নিকাশনিকরে নোদ্ঘৃষ্যতে নিষ্ঠুরে যচ্চান্যোপললোহমুদ্গরমুখৈর্নে থান্নয়াত্যাহনং। যচ্চান্যং নিজলীলয়েব দলয়েদ্বজ্রেণ বা ভিদ্যতে তজ্জাতং কুলিশং বদন্তি কুশলাঃ শ্লাঘ্যং মহার্ঘঞ্চ তৎ॥ তস্য বর্ণগুণৌ যথা। বিপ্রঃ সোঽপি রসায়নেষু বলবানষ্টাঙ্গসিদ্ধিপ্রদো রাজন্যস্ত নৃনাং বলী পলিতজিন্মৃত্যুং জয়েদঞ্জসা। দ্রব্যাকর্ষণসিদ্ধিদস্ত সুতরাং বৈশ্যোঽথ শূদ্রো ভবেৎ সর্ব্বব্যাধিহরস্তদেষ কথিতো, বজ্রস্য বর্ণো গুণঃ॥ ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ॥ অপি চ অথ বজ্রস্য নামলক্ষণগুণাঃ। হীরকঃ পুংসি বজ্রোঽস্ত্রী চন্দ্রোমণিবরশ্চ সঃ। স তু শ্বেতঃ স্মৃতো বিপ্রো লোহিতঃ ক্ষত্রিয়ো মতঃ। পীতো বৈশ্যোঽসিতঃ শূদ্রশ্চতুর্ব্বর্ণাত্মকশ্চ সঃ॥ রসায়নে মতো বিপ্রঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ। ক্ষত্রিয়ো ব্যাধিবিধ্বংসী জরামৃত্যুহরঃ পরঃ॥ বৈশ্যো ধনপ্রদঃ প্রোক্তস্তথা দেহস্য দার্ঢ্যকৃৎ। শূদ্রো নাশয়তি ব্যাধীন্ বয়ঃস্তম্ভং করোতি চ। পুংস্ত্রীনপুংসকাশ্চৈতে লক্ষণীয়ানি লক্ষণৈঃ॥ সুবৃত্তাঃ ফলসংপূর্ণাস্তেজোযুক্তা বৃহত্তরাঃ পুরুষাস্তে সমাখ্যাতা রেখাবিন্দুবিবর্জ্জিতাঃ॥ রেখাবিন্দুসমাযুক্তাঃ ষড়স্রাস্তে স্ত্রিয়ঃ স্মৃতাঃ। ষড়স্রাঃ, ষট্‌কোণাঃ। ত্রিকোণাশ্চ সুদীর্ঘাশ্চ তে বিজ্ঞেয়া নপুংসকাঃ॥ তেঽপি স্যুঃ পুরুষাঃ শ্রেষ্ঠা রসবন্ধনকারিণঃ। স্ত্রিয়ঃ কুর্ব্বন্তি কায়স্য কান্তিং স্ত্রীণাং সুখপ্রদাঃ॥ নপুংসকাস্ত্ববীর্য্যাঃ স্যুরকামাঃ সত্ত্ববর্জ্জিতাঃ। স্ত্রিয়ঃ স্ত্রীভ্যঃ প্রদাতব্যাঃ ক্লীবং ক্লীবে প্রযোজয়েৎ। সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বদা দেয়াঃ পুরুষা বীর্য্যবর্দ্ধনাঃ॥ অশুদ্ধং কুরুতে বজ্রং কুষ্ঠং পার্শ্বব্যথাং তথা। পাণ্ডুতাং

সমন্বিতম্ তথা স্ফটিকং। বিদ্রুমমণিশ্চ যত্নাদুদ্দিষ্টং সংগ্রহে তজ্জ্ঞৈঃ ॥ ১১ ॥ আকারবর্ণৌ প্রথমং গুণদোষৌ তৎফলং পরীক্ষ্য চ। মূল্যঞ্চ রত্নকুশলৈর্বিজ্ঞেয়ং সর্ব্বশাস্ত্রাণাম্ ॥১২॥ কুলগ্নেষূপজায়ন্তে যানি চোপহতে হহনি। দোষৈস্তানুপযুজ্যন্তে হীয়ন্তে গুণসম্পদা ॥ ১৩ ॥ পরীক্ষাপরিশুদ্ধানাং রত্নানাং পৃথিবীভুজা। ধারণং সংগ্রহোবাপি কার্য্যঃ শ্রিয়মভীপ্সতা ॥ ১৪ ॥ শাস্ত্রজ্ঞাঃ কুশলাশ্চাপি রত্নভাজঃ পরীক্ষকাঃ। তএব মূল্যমাত্রায়াবেত্তারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥১৫॥ মহাপ্রভাবং বিবুধৈর্যস্মাদ্বজ্রমুদাহৃতং। বজ্রপূর্ব্বা পরীক্ষেয়ং ততোঽস্মাভিঃ প্রকীর্ত্ত্যতে ॥ ১৬ ॥ তস্যাস্থিলেশোনিপপাত

বিবিধরত্ন সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ১০—১১। রত্নশাস্ত্র-পারদর্শী বুধগণ প্রথমতঃ ঐ সকল রত্নের আকার, বর্ণ, গুণ, দোষ ও ফল পরীক্ষাকরিয়া মূল্য নির্ণয়করিবেন। এইক্ষণ রত্ন-পরীক্ষা কথিত হইতেছে। ১২। কুলগ্নে ও অশুভদিনে যে সকল রত্নের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই সকল রত্ন দোষযুক্ত ও গুণ-হীন। শুভাভিলাষী রাজা রত্নের পরীক্ষা করিয়া ধারণ ও সংগ্রহ করিবেন। ১৩—১৪। যাঁহারা সুদক্ষ পরীক্ষক, তাঁহারাই রত্নের মূল্যের পরিমাণ করিতে পারেন। ১৫। যে মণির প্রভা অতি-সমুজ্জ্বল, তাহাকে পণ্ডিতগণ বজ্র (হীরক) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে প্রথমতঃ বজ্রপরীক্ষা কথিত হইতেছে। ১৬

পঙ্গুরত্বঞ্চ তস্মাৎ সংশোধ্য মারয়েৎ॥ মারিতস্য বজ্রস্য গুণাঃ। আয়ুঃ পুষ্টিং বলং বীর্য্যং বর্ণং সৌখ্যং করোতি চ। সেবিতং সর্ব্বরোগঘ্নং মৃতং বজ্রং ন সংশয়ঃ॥ ইতি ভাবপ্রকাশঃ॥ অন্যচ্চ অথ বজ্রগণনা। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—বজ্রং মরকতঞ্চৈব পদ্মরাগঞ্চ মৌক্তিকং। ইন্দ্রনীলং মহানীলং বৈদূর্য্যং গন্ধসংজ্ঞকং॥ চন্দ্রকান্তং সূর্য্যকান্তং স্ফাটিকং বলকং তথা। কর্কেতনং পুষ্পরাগং তথা জ্যোতীরসং দ্বিজ॥ স্ফাটিকং রাজবর্ত্তঞ্চ তথা রাজমতং শুভং। সৌগন্ধিকং তথা গঞ্জং শঙ্খব্রহ্মময়ং তথা॥ গোমেদং রুধিরাখ্যঞ্চ তথা ভল্লাতকং দ্বিজ। ধূলীমরকতঞ্চৈব তুথকং সীসমেব চ॥ পীলুং প্রবালকঞ্চৈব গিরিবজ্রঞ্চ ভার্গব। ভুজঙ্গমমণিঞ্চৈব তথা বজ্রমণিঃ শুভঃ॥ তিত্তিভঞ্চ তথা পান্ডং ভ্রামরঞ্চ তথোৎপলং। বজ্রাণ্যেতানি সর্ব্বাণি ধার্য্যাণ্যেব মহীভৃতা সুবর্ণপ্রতিবদ্ধানি জয়ারোগ্যসমৃদ্ধয়ে॥ ইতি যুক্তিকল্পতরুঃ॥

যেষু ভুবঃ প্রদেশেষু কথঞ্চিদেব। বজ্রাণি বজ্রায়ুধনির্জ্জিগীষোর্ভবন্তি নানাকৃতিমন্তি তেষু॥ ১৭ ॥ হৈমমাতঙ্গসৌরাষ্ট্রাঃ পৌণ্ড্রকালিঙ্গকোশলাঃ। বেণ্বাতটাঃ সসৌবীরাবজ্রস্যাষ্টবিহারকাঃ॥ ১৮॥ আতাম্রাহিমশৈলজাশ্চ শশিভা-বেণ্বাতটীয়াঃ স্মৃতাঃ সৌবীরে ত্বসিতাজমেঘসদৃশাস্তাম্রাশ্চ সৌরাষ্ট্রজাঃ। কালিঙ্গাঃ কনকাবদাতরুচিরাঃ পীতপ্রভাঃ কোশলে শ্যামাঃ পুণ্ড্রভবামতঙ্গবিষয়ে নাত্যন্তপীতপ্রভাঃ। ১৯। অত্যর্থং লঘু বর্ণতশ্চ গুণবৎ পার্শ্বেষু সম্যক্ সমম্ রেখাবিন্দুকলঙ্ককাকপদকত্রাসাদিভির্ব্বর্জ্জিতং। লোকেঽস্মিন্ পরমাণু মাত্রমপি যদ্বজ্রং ক্বচিদ্দৃশ্যতে তস্মিন্ দেবসমাশ্রয়োঽবিতথ স্তীক্ষ্ণাগ্রধারং যদি॥২০॥ বজ্রেষু বর্ণযুক্ত্যা দেবানামপি বিগ্রহঃ প্রোক্তঃ। বর্ণেভ্যশ্চ বিভাগঃ কার্য্যোবর্ণাশ্রয়াদেব॥২১॥ হরিৎশ্বেতপীতপিঙ্গশ্যামতাম্রাঃ স্বভাবতো রুচিরাঃ। হরিবরুণশক্রহুতবহপিতৃপতিমরুতাং স্বকাবর্ণাঃ॥ ২২॥ বিপ্রস্য শঙ্খকুমুদস্ফটিকাবদতঃ স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য শশবভ্রুবিলোচনাভঃ। বৈশ্যস্য কান্তকদলীদলসন্নিকাশঃ শূদ্রস্য ধৌতকরবালসমানদীপ্তিঃ॥২৩॥ দ্বৌ বজ্রবর্ণৌ পৃথিবীপতীনাং সদ্ভিঃ প্রদিষ্টৌ ন তু সার্ব্বজন্যৌ। যঃ স্যাজ্জবাবিদ্রুমভঙ্গশোণো যোবা হরিদ্রারসসন্নিকাশঃ॥ ২৪॥ ঈশত্বাৎ সর্ব্ববর্ণানাং গুণবৎ সার্ব্ববর্ণিকং। কামতো ধারয়েদ্রাজা ন ত্বন্যোঽস্যঃ কথঞ্চন॥ ২৫॥ অধরোত্তরবৃত্তোহি যাদৃক্ স্যাদ্বর্ণশঙ্করঃ। ততঃ কষ্টতরো বজ্রী বর্ণানাং শঙ্করোমতঃ॥ ২৬॥ ন চ মার্গবিভাগমাত্রবৃত্ত্যা বিদুষা বজ্রপরিগ্রহো বিধেয়ঃ। গুণবদ্গুণসম্পদাং বিভূতির্বিপরীতো ব্যসনোদয়স্য হেতুঃ॥ ২৭॥ একমপি যস্য শৃঙ্গং বিদলিতমবলোক্যতে বিশীর্ণস্থা। গুণবদপি তন্ন ধার্য্যং 'শ্রেয়োঽর্থিভি র্ভবনে॥ ২৮॥ স্ফুটিতাগ্নিবিশীর্ণশৃঙ্গদেশং মলবর্ণৈঃ প্রষতৈর্বপেতমধ্যং। ন হি বজ্রভৃতোঽপি বজ্রমাশু শ্রিয় মন্যাশ্রয়লালসাং ন কুর্য্যাৎ॥ ২৯॥

পৃথিবীর যে যে প্রদেশে ইন্দ্রবিজয়ী বলাসুরের অস্থিকণা পতিত হইয়াছিল, সেই সকলস্থানে বিবিধবর্ণ হীরকের উৎপত্তি হয়। ১৭। হিমালয়, মাতঙ্গ পর্ব্বত, সুরাষ্ট্র, পুণ্ড্র, কলিঙ্গ, কোশল, বেণ্বাতট ও সৌবীর দেশ, এই অষ্টস্থান হীরকের আকর। ১৮। হিমগিরিজাত হীরক ঈষৎতাম্রবর্ণ, বেণ্বাতটীয় হীরক শশিপ্রভ, সৌবীরদেশজাত হীরক নীলপদ্ম ও মেঘের ন্যায় আভাসপন্ন সুরাষ্ট্রদেশোৎপন্ন হীরক তাম্রবর্ণ, কলিঙ্গদেশজাত হীরক সুবর্ণবৎ মনোরম কান্তিবিশিষ্ট, কোশলদেশীয় হীরক পীতবর্ণ, পুণ্ড্রদেশজাত হীরক শ্যামবর্ণ, মতঙ্গদেশজাত হীরক ইষৎ পীতপ্রভ। ১৯। হীরক অপেক্ষাকৃত লঘু, সমুজ্জ্বল, পার্শ্বদেশে সমান এবং রেখা, বিন্দু, কলঙ্কাদি কোনরূপ চিহ্ন বিহীন এবং ত্রাসাদিমণিদোষবর্জ্জিত। যে স্থানে পরমাণুপরিমাণ ও তীক্ষ্ণধার হীরক দৃষ্ট হয়, সেই স্থানে নিশ্চয় দেবগণের অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। ২০। হীরকের বর্ণানুসারে দেবাধিষ্ঠান নিশ্চয় করিবে এবং ঐ বর্ণদৃষ্টে হীরকের জাতি বিভাগ হয়। হরিদ্বর্ণ হীরকে হরি, শ্বেতবর্ণে বরুণ, পীতবর্ণে ইন্দ্র, পিঙ্গলবর্ণে অগ্নি, শ্যামবর্ণে যম এবং তাম্রবর্ণ হীরকে বায়ুর অধিষ্ঠান আছে। ২১—২২। ব্রাহ্মণের পক্ষে শঙ্খ, কুমুদ ও স্ফটিকবৎ শুভ্রবর্ণ, ক্ষত্রিয়ের শশক ও নকুলের চক্ষুর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, বৈশ্যের কদলীপত্রবৎ কান্তিযুক্ত এবং শূদ্রের পক্ষে ধৌত করবালের ন্যায় আভাবিশিষ্ট হীরক প্রশস্ত। ২৩। পণ্ডিতগণ রাজার পক্ষে দ্বিবিধ হীরকের প্রশস্ততা বলিয়াছেন। জবাপুষ্প ও প্রবালের ন্যায় রক্তবর্ণ এবং হরিদ্রারসের তুল্য পীতবর্ণ, এই দ্বিবিধ হীরক কেবল রাজার পক্ষেই প্রশস্ত; অন্যবর্ণের নহে। ২৪। রাজা সর্ব্ববর্ণের অধীশ্বর; অতএব সর্ব্ববর্ণ ও সর্ব্বগুণযুক্ত হীরক ইচ্ছাকরিলে ধারণকরিতে পারেন; কিন্তু অন্যবর্ণের এই অধিকার নাই। ২৫। যে হীরকের পূর্ব্বাপরভাগ বৃত্তাকার ও নানাবর্ণ বিশিষ্ট, সেই হীরক ইন্দ্রেরও ক্লেশকর হয়, অতএব উক্তরূপ হীরক কেহ ধারণকরিবে না। ২৬। পণ্ডিতগণ কেবল হীরকের মাত্রাবিভাগানুসারে ধারণের ব্যবস্থা নিরূপণকরিবেন না, তাহার গুণদোষ বিচারকরিয়া ধারণের বিশেষ কল্পনা করিবেন। গুণসম্পন্ন হীরক সম্পৎ প্রদানকরে এবং দুষ্টহীরক দুঃখের কারণ হয়। ২৭। যে হীরকের একটীমাত্র শৃঙ্গ আছে এবং ঐ শৃঙ্গ যদি বিদলিত বা বিশীর্ণ দৃষ্ট হয়, সেই হীরক গুণসম্পন্ন হইলেও তাহা মঙ্গলার্থী পুরুষ ধারণকরিবে না। ২৮। যে হীরকের শৃঙ্গ স্ফুটিত, অগ্নিদগ্ধ অথবা মধ্যভাগে মলিন, বা তাহাতে

যস্যৈকদেশঃ ক্ষতজাবভাসো যদ্বা ভবে ল্লোহিতবর্ণ-চিত্রং। ন তন্ন কুর্য্যাদ্ধ্রিয়মাণ মাশু স্বচ্ছন্দমৃত্যোরপি জীবিতান্তং ॥ ৩০ ॥ কোট্যঃ পার্শ্বানি ধারাশ্চ ষড়ষ্টৌ দ্বাদশেতি চ। উত্তুঙ্গসমতীক্ষ্ণাগ্রা বজ্রস্যাকরজাগুণাঃ ॥ ৩১ ॥ ষট্‌কোটিশুদ্ধমমলং স্ফুটতীক্ষ্ণধারং বর্ণান্বিতং লঘু সুপার্শ্বমপেতদোষং। ইন্দ্রায়ুধাংশুবিসৃতিচ্ছুরিতান্তরীক্ষমেবংবিধন্তুবি ভবেৎ সুলভং ন বজ্রং ॥ ৩২॥ তীক্ষ্ণাগ্রং বিমল মপেতসর্ব্বদোষং ধত্তে যঃ প্রয়ততনুঃ সদৈব বজ্রং। বৃদ্ধিস্তং প্রতিদিন মেতি যাবদায়ুঃস্ত্রীসম্পৎসুতধনধান্যগোপশূনাং ॥ ৩৩ ॥ ব্যালবহ্নিবিষব্যাঘ্রতস্করাম্বুভয়ানি চ। দূরাত্তস্য নিবর্ত্তন্তে কর্ম্মাণ্যাথর্ব্বণানি চ ॥ ৩৪ ॥ যদি বজ্রমপেতসর্ব্বদোষং বিভূয়াত্তণ্ডুলবিংশতিং গুরুত্বে। মণিশাস্ত্রবিদোবদন্তি তস্য দ্বিগুণং রূপলক্ষণ মগ্রমূল্যং ॥ ৩৫ ॥ ত্রিভাগহীনার্দ্ধতদর্দ্ধশেষং ত্রয়োদশং ত্রিংশদতোঽর্দ্ধভাগাঃ। অশীতিভাগোঽথ শতাংশভাগঃ সহস্রভাগোহল্পসমানযোগঃ ॥ ৩৬ ॥ যত্তণ্ডুলৈর্দ্বাদশভিঃ কৃতস্য বজ্রস্য মূল্যং প্রথমং প্রদিষ্টং। দ্বাভ্যাং ক্রমাদ্ধানি মুপাগতস্য দ্বেকাবসানস্য বিনিশ্চয়োঽয়ং ॥ ৩৭ ॥ ন চাপি তণ্ডুলৈরেব বজ্রাণাং ধারণক্রমঃ। অষ্টাভিঃ সর্ষপৈ র্গৌরৈস্তণ্ডুলং পরিকল্পয়েৎ ॥ ৩৮॥ যত্তু সর্ব্বগুণৈর্যুক্তং বজ্রং তরতি বারিণি। রত্নবর্গে সমস্তেঽপি তস্য ধারণমিষ্যতে ॥ ৩৯ ॥ অল্পেনাপি হি দোষেণ লক্ষ্যালক্ষেণ দূষিতং। স্বমূল্যাদ্দশমং ভাগং বজ্রং লভতি মানবঃ ॥ ৪০ ॥ প্রকটানেকদোষস্য স্বল্পস্য মহতোঽপি বা। স্বমূল্যা চ্ছতশোভাগো বজ্রস্য ন বিধীয়তে ॥ ৪১॥ স্পৃষ্টদোষমলঙ্কারে বজ্রং যদ্যপি দৃশ্যতে। রত্নানাং পরিকল্পার্থং মূল্যং তস্য ভবেল্লঘু ॥ ৪২ ॥ প্রথমং গুণসম্পদাভ্যুপেতং প্রতিবদ্ধং সমুপৈতি যচ্চ দোষং। অলমাভরণেন তস্য রাজ্ঞো গুণহীনোঽপি মণির্ন্ন ভূষণায় ॥ ৪৩ ॥ নার্য্যা বজ্রমধার্য্যং গুণবদপি সুত-

বিন্দুচিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই হীরক ধারণে ইন্দ্রও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। ২৯। যে হীরক একদেশে রক্তবর্ণ অথবা রক্তবর্ণে চিত্রিত, সেই হীরক ধারণকরিলে ইচ্ছামৃত্যু ব্যক্তিরও জীবন বিনষ্ট হয়। ৩০। ষট্‌কোণ, অষ্টকোণ, দ্বাদশকোণ, ষট্‌পার্শ্ব, অষ্টপার্শ্ব, দ্বাদশপার্শ্ব, ষড়্‌ধার, অষ্টধার, দ্বাদশধার, উত্তুঙ্গ, সমতীক্ষ্ণ, সমানাগ্র প্রভৃতি নানা প্রকার হীরক আছে। ঐ সকলই হীরকের আকরজাত গুণ। আকরভেদে হীরকের আকারগত বিভিন্নতা হইয়াথাকে। ৩১। যে হীরক ষট্‌কোণ, বিশুদ্ধ, নির্ম্মল, তীক্ষ্ণধার, প্রশস্তবর্ণবিশিষ্ট, লঘু, শোভনপার্শ্ব ও দোষশূন্য এবং যাহার প্রভারাশি ইন্দ্রায়ুধের ন্যায় আকাশমার্গে প্রতিফলিত হয়, এই রূপ হীরক পৃথিবীতে অতি দুর্লভ। ৩২। যে হীরক তীক্ষ্ণাগ্র, নির্ম্মল ও দোষশূন্য, যে ব্যক্তি তাহা ধারণকরে, তাহার আয়ুঃ, সম্পৎ, স্ত্রী, পুত্র, ধন, ধান্য, গো, পশু প্রভৃতি প্রতিদিন বৃদ্ধিপাইতে থাকে এবং সর্প, অগ্নি, বিষ, ব্যাঘ্র, জল, তস্করাদির ভয় ও শত্রুকৃত অভিচার দূরে পলায়ন করে। ৩৩—৩৪। যে হীরক সর্ব্বদোষবিহীন ও গুরুত্বে বিংশতিতণ্ডুলপরিমিত, মণিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত তাহার মূল্যপরিমাণ অন্য হীরকের দ্বিগুণ নিশ্চয় করিয়া থাকেন। ৩৫। পূর্ব্বোক্ত পরিমাণের ত্রিভাগ, অর্দ্ধ, চতুর্থাংশ, ত্রয়োদশাংশ, ত্রিংশাংশ, ষষ্টিতমাংশ, অশীতিতমাংশ, শততমাংশ কিম্বা সহস্রতমাংশ ন্যূন অথবা অধিক হইলে মূল্যও সেই সেই পরিমাণে ন্যূন অথবা অধিক হইবে। ৩৬। দ্বাদশতণ্ডুলপরিমিত হীরক হইতেই হীরকের প্রথমমূল্য নির্দ্দিষ্ট হয়। পরে দুইতণ্ডুলপরিমাণ ন্যূনাধিক্যে মূল্যের তারতম্য হইয়া থাকে। ৩৭। সাক্ষাৎ তণ্ডুলদ্বারা হীরকের পরিমাণ করিবে না। অষ্টসংখ্যক শ্বেতসর্ষপে এক তণ্ডুল পরিকল্পনাকরিয়া ওজন করিবে। মণিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতের মতে অষ্টসংখ্যক শ্বেতসর্ষপের পারিভাষিক তণ্ডুল সংজ্ঞা নির্ণীত আছে। ৩৮। যে হীরক সর্ব্বগুণযুক্ত ও জলে নিক্ষেপ করিলে নিমগ্ন হয় না, সেই হীরকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং তাহাই ধারণকরিবে। ৩৯। যে হীরক অল্প বা লক্ষ্য কিম্বা অলক্ষ্য কোন দোষে দূষিত হয়, স্বাভাবিক মূল্য অপেক্ষা দশভাগের এক ভাগ তাহার মূল্য হইয়া থাকে। ৪০। যে বজ্রে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ দৃশ্যমান অনেক দোষ থাকে, স্বাভাবিক মূল্যের শতাংশও সেই হীরকের মূল্য হয় না। ৪১। আলঙ্কারিক হীরকে যদি কোনরূপ স্পর্শদোষ লক্ষিত হয়, তাহা হইলে সেই হীরকের মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়া থাকে। ৪২। কোন কোন হীরক প্রথমতঃ সর্ব্বগুণযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, পরে তাহার দোষ প্রকাশিত হইলে, সেই হীরককে রাজা গ্রহণ করিবেন না। গুণহীন মণি ভূষণের

প্রসুতি মিচ্ছন্ত্যা। অন্যত্র দীর্ঘচিপিটহ্রস্বাদ্গুণৈর্ব্বিমুক্তাচ্চ ॥৪৪॥ অয়সা পুষ্পরাগেণ তথা গোমেদকেন চ। বৈদূর্য্যস্ফটিকাভ্যাঞ্চ কাচৈশ্চাপি পৃথগ্বিধৈঃ ॥৪৫॥ প্রতিরূপাণি কুর্ব্বন্তি বজ্রস্য কুশলাজনাঃ। পরীক্ষা তেষু কর্ত্তব্যা বিদ্বদ্ভিঃ সুপরীক্ষকৈঃ। ক্ষারোল্লেখনশালাভিস্তেষাং কার্য্যং পরীক্ষণং ॥ ৪৬ ॥ পৃথিব্যাং যানি রত্নানি যে চান্যে লোহধাতবঃ। সর্ব্বাণি বিলিখেদ্বজ্রং তচ্চ তৈর্ন বিলিখ্যতে ॥ ৪৭ ॥ গুরুতা সর্ব্বরত্নানাং গৌরবাধারকারণম্ ॥ বজ্রে তাং বৈপরীত্যেন শূরয়ঃ পরিচক্ষতে ॥৪৮॥ জাতিরজাতিং বিলিখন্তি বজ্রকুরুবিন্দাঃ। বজ্রৈর্ব্বজ্রং বিলিখতি নান্যেন বিলিখ্যতে বজ্রং ॥ ৪৯ ॥ বজ্রাণি মুক্তামণয়ো যে চ কেচন জাতয়ঃ। ন তেষাং প্রতিবদ্ধানাং ভা ভবত্যূর্দ্ধগামিনী ॥ ৫০ ॥ তির্য্যক্‌ক্ষতত্বাৎ কেষাঞ্চিৎ কথঞ্চিদ্‌যদি দৃশ্যতে। তির্য্যগালিখ্যমানানাং স-পার্শ্বেষু বিহন্যতে ॥ ৫১ ॥ যদ্যপি বিশীর্ণকোটিঃ সবিন্দুরেখান্বিতো বিবর্ণো বা। তদপি ধনধান্যং পুত্রান্ করোতি সেন্দ্রায়ুধো বজ্রঃ ॥ ৫২ ॥ সৌদামিনীবিস্ফুরিতাভিরামং রাজা যথোক্তং কুলিশং দধানঃ। পরাক্রমাক্রান্তপরপ্রতাপঃ সমস্তসামন্তভুবং ভুনক্তি ॥৫৩॥ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে বজ্রপরীক্ষা নাম অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঊনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

সুতউবাচ ॥ ১॥ দ্বিপেন্দ্র জীমূতবরাহশঙ্খমৎস্যাহিশুক্ত্যুদ্ভবেণুজানি। মুক্তাফলানি প্রথিতানি লোকে তেষাঞ্চ শুক্ত্যুদ্ভব মেব ভূরি *॥২॥ তত্রৈব

শোভা বর্দ্ধনকরিতে পারে না। ৪৩। সন্তানাভিলাষিণী নারী দীর্ঘ, চিপিটাকার, হ্রস্ব ও গুণহীন হীরকভিন্ন অন্য হীরক ধারণ করিবে না। ৪৪। মণিশাস্ত্রকুশল ব্যক্তিগণ অয়স্কান্ত, পুষ্পরাগ, গোমেদ, বৈদূর্য্য, স্ফটিক ও বিবিধ বর্ণের কাচদ্বারা হীরকের প্রতিরূপ করিয়া থাকেন। পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া হীরক গ্রহণ করিবেন। ক্ষারদ্রব্যদ্বারা উল্লেখনকরিয়া হীরকের পরীক্ষা করিবে। ৪৫-৪৬। পৃথিবীতে যত প্রকার রত্ন ও লৌহপ্রভৃতি ধাতু আছে, হীরক সকলকেই বিলেখনকরিতে পারে, কিন্তু অন্য কোন রত্ন বা ধাতু হীরককে বিলেখন করিতে পারে না। ৪৭। গুরুত্বই সর্ব্বপ্রকার রত্নের গৌরবের কারণ; কিন্তু পণ্ডিতগণ হীরকসম্বন্ধে তাহার বৈপরীত্য বলিয়া থাকেন। অন্যান্য রত্ন যত ভারি হয়, ততই তাহার গৌরব বৃদ্ধিহয়; কিন্তু হীরক যত লঘু হইবে, ততই তাহার প্রাধান্য জানা যাইবে।৪৮। পদ্মরাগ ও হীরক অন্যান্য সকল মণি কর্ত্তনকরিতে পারে। হীরককে কেবল হীরকদ্বারাই কর্ত্তনকরা যায়, অন্যধাতুদ্বারা বজ্রকে কাটিতে পারা যায় না। ৪৯। হীরক, মণি, মুক্তা প্রভৃতি যতপ্রকার রত্নজাতি আছে, তাহার মধ্যে প্রতিবদ্ধ কোন রত্নেরই কিরণ উর্দ্ধগত হয় না। যদি কোন হীরক বক্রভাবে ভগ্ন হয়, অথবা বক্রাকার রেখা তাহাতে থাকে, তাহা হইলে সেই হীরকের পার্শ্বভাগে দীপ্তি থাকে না। ৫০—৫১। যদি হীরকের প্রান্তভাগ বিশীর্ণ হয় এবং তাহাতে বিন্দুযুক্ত রেখা থাকে, কিম্বা ঐ হীরক মলিন হয়, তাহা হইলেও সেই হীরক ধন, ধান্য ও লক্ষ্মী প্রদান করে।৫২। কোন রাজা বিদ্যুতের ন্যায় সমুজ্জ্বল ও সুলক্ষণান্বিত হীরক ধারণ করিলে, তিনি স্বীয় প্রতাপে শত্রুগণকে দমনকরিয়াও সামন্তগণকে বশবর্ত্তী করিয়া সসাগরা ধরা ভোগকরিতে পারেন।৫৩।

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায়।

সূত বলিলেন, হস্তী, মেঘ, শূকর, শঙ্খ, মৎস্য, সর্প, শুক্তি ও বেণু (বাঁশ), এই সকল দ্রব্যে মুক্তা উৎপন্ন হয়। এই সকল মুক্তার মধ্যে শুক্তিপ্রভূত মুক্তাই প্রধান। মুক্তাশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ বলেন, যতপ্রকার মুক্তা আছে, তাহাদিগের মধ্যে

---

* অপি চ। মৌক্তিকঞ্চ মধুরং সুশীতলং দৃষ্টিরোগশমনং বিষাপহং। রাজযক্ষ্মপরিকোপনাশনং ক্ষীণবীর্য্যবলপুষ্টিবর্দ্ধনং॥ অস্য লক্ষণং যথা। নক্ষত্রাভং শুদ্ধমত্যন্তমুক্তং স্নিগ্ধং স্থূলং নির্ম্মলং নির্ব্রণঞ্চ। ন্যস্তং ধত্তে গৌরবং যত্তুলায়াং তন্নির্ম্মৌল্যং মৌক্তিকং সৌখ্যদায়ি। অস্যা দোষলক্ষণং যথা। যদ্বিচ্ছায়ং মৌক্তিকং ব্যঙ্গকায়ং শুক্তিস্পর্শং রক্ততাঞ্চাতিধত্তে। মৎস্যাক্ষ্যাঙ্কং রুক্ষমুত্তানমত্রং নৈতদ্ধার্য্যং ধীমতা দোষদায়ি॥ অষ্টধা মৌক্তিকং

চৈকস্য হি মূলমাত্রা নিরিশ্যতে রত্নপরস্য জাতু। বেধ্যন্ত শুক্ত্যুদ্ভব মেব তেষাং শেষাণ্যবেধ্যানি বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ ॥ ৩ ॥ ত্বক্‌সারনাগেন্দ্রতিমি-প্রসূতং যচ্ছঙ্খজং যচ্চ বরাহজাতং। প্রায়োবিমুক্তানি ভবন্তি ভাসা শস্তানি মাঙ্গল্যতয়া তথাপি ॥ ৪ ॥ যা মৌক্তিকানামিহ জাতয়োঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতা রত্ন-বিনিশ্চয়জ্ঞৈঃ। কম্বূদ্ভবস্তেষধমং প্রদিষ্টমুৎপদ্যতে যচ্চ গজেন্দ্রকুম্ভাৎ ॥ ৫ ॥ স্বযোনিমধ্যচ্ছবিতুল্যবর্ণং শাঙ্খং বৃহৎকোণফলপ্রমাণং। উৎপদ্যতে বারণকুম্ভ মধ্যাদাপীতবর্ণং প্রভয়া বিহীনং ॥৬॥ যে কম্ববঃ শাঙ্গ মুখাবমর্ষপীতস্য শঙ্খপ্রবরস্য গোত্রে। মতঙ্গজাশ্চাপি বিশুদ্ধবংশ্যাস্তে মৌক্তিকানাং প্রভবাঃ প্রদিষ্টাঃ।

কেবল শুক্তিজন্য মুক্তাকেই বেধকরিতে পারা যায়, অন্য মুক্তাকে বিদ্ধ করাযায় না। ১-৩। বংশ, হস্তী, মৎস্য, শঙ্খ ও বরাহজাত মুক্তা অপেক্ষাকৃত ঔজ্জ্বল্যবিহীন, তথাপি মঙ্গলকার্য্যে এইসকল মুক্তাই প্রশস্ত।৪। রত্নশাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিতগণ যে অষ্ট প্রকার মুক্তা নির্ণীত করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে গজমুক্তা ও শঙ্খ-প্রভব মুক্তাই নিকৃষ্ট।৫। শঙ্খ হইতে যে মুক্তা উৎপন্ন হয়, তাহা স্বীয় উৎপত্তিস্থানের মধ্যভাগের ন্যায়, বৃহৎকোণ-বিশিষ্ট ও ফলপ্রমাণ হইয়া থাকে। হস্তিকুম্ভ হইতে উৎপন্ন মুক্তা ঈষৎপীতবর্ণ ও আভাবিহীন।৬। যে সকল মুক্তা শঙ্খজন্য, তাহারা প্রায়ই পীতশঙ্খপ্রভব আর যে সকল গজ বিশুদ্ধবংশ জাত, তাহাদেরই কুম্ভদেশে মৌক্তিক উৎপন্ন হইয়া থাকে। মৌক্তিকহস্তী অতিপ্রধান। গজমুক্তা

যথা। মাতঙ্গোরগমীনপোত্রিশিরস স্তক্‌সারশঙ্খাম্বুভৃচ্ছুক্তীনামুদরাচ্চ মৌক্তিকমণিঃ স্পষ্টং ভবত্যষ্টধা ॥ মৌক্তিকবিশেষো যথা। ছায়াপাটলনীলপীতধবলাস্তত্রাপি সামান্যতঃ সপ্তানাং বহুশো ন লব্ধিরিতি চেচ্ছৌক্তেয়কং তূল্বণং ॥ মৌক্তিকপরীক্ষা যথা। লবণক্ষারক্ষোদিনি পাত্রেঽজগোমূত্রপূরিতে ক্ষিপ্তং। মর্দ্দিতমপি শালীতুষৈর্যদবিকৃতং তন্মৌক্তিকং জাত্যং ॥ ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ ॥ তদুৎপত্তিস্থানানি যথা। শঙ্খো গজশ্চ ক্রোড়শ্চ ফণী মৎস্যশ্চ দর্দ্দুরঃ। বেণুরেতে সমাখ্যাতাস্তজ্জ্ঞৈর্মৌক্তিকযোনয়ঃ। ইতি ভাবপ্রকাশঃ ॥ বক্ষ্যে গজপরীক্ষায়াং গজজাতিশ্চতু-র্ব্বিধা। মৌক্তিকং তেষু জাতং হি চতুর্ব্বিধমুদীর্য্যতে ॥ ব্রাহ্মণং পীতশুক্লন্ত ক্ষত্রিয়ং পীতরক্তকং। পীতশ্যামন্ত বৈশ্যং স্যাৎ শূদ্রং স্যাৎ পীতনীলকং ॥ কাম্বোজকুম্ভসম্ভূতং ধাত্রীফলনিভং গুরু। অতিপিঞ্জরসচ্ছায়ং মৌক্তিকং মন্দদীধিতি ॥ ধারাধরেষু জায়েত মৌক্তিকং জলবিন্দুভিঃ। দুর্লভং তন্মনুষ্যাণাং দেবৈস্তৎ হ্রিয়তেঽম্বরাৎ ॥ কুক্কুটাণ্ডসমং বৃত্তং মৌক্তিকং নিবিড়ং গুরু। ঘনজং ভানুসঙ্কাশং দেবযোগ্যমমানুষং ॥ জলজ্যোতির্মরুজ্জানাং মেঘানাং ত্রিবিধং ভবেৎ। জলাধিকেঽধিকং স্বচ্ছং কোমলং পুরুকান্তিমৎ ॥ জ্যোতিষং কান্তিমদ্বৃত্তং দুর্নিরীক্ষং রবিপ্রভং। কান্তিমৎ কোমলং বৃত্তং মারুতং বিমলং লঘু ॥ ব্রহ্মাদিজাতিভেদেন বরাহোঽপি চতুর্ব্বিধঃ। তেষু জাতা ভবেন্মুক্তা সমাসেন চতুর্ব্বিধা ॥ ব্রাহ্মণঃ শুক্লবর্ণস্তু শূদ্রমস্তেঽস্য লক্ষ্যতে। ক্ষত্রিয়ঃ শুক্লরক্তস্তু স্পর্শে কর্কশ এব চ ॥ বৈশ্যঃ স্যাৎ শুক্লপীতস্তু কোমলঃ কোলসন্নিভঃ। শূদ্রঃ স্যাচ্ছুক্লনীলস্তু কর্কশঃ শ্যাম এব চ ॥ তথা চ। কোলজং কোল-সদৃশং তদ্দংষ্ট্রাসদৃশচ্ছবি। অলভ্যং মনুজৈ রম্যং মৌক্তিকং পুণ্য-বর্জ্জিতৈঃ ॥ বর্ষোপলসমং দীপ্ত্যা পাঞ্চজন্যকুলোদ্ভবং। কপোতাণ্ডপ্রমাণং তদতিকান্তি মনোহরং ॥ বিশেষো যথা। অশ্বিন্যাদিকনক্ষত্রে যে জাতাঃ কম্ববঃ শুভাঃ। মৌক্তিকং তেষু জাতং হি সপ্তবিংশতিভেদভাক্ ॥ শুক্লাশুক্লাঃ পীতরক্তা নীলা লোহিত-পিঞ্জরাঃ। আকর্ব্বুরাঃ পাটলাশ্চ নববর্ণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ মহন্মধ্য-লঘুন্মানৈঃ সপ্তবিংশতিধা ভবেৎ। ক্রমতস্তেষু বিজ্ঞেয়ং নক্ষত্রেষু মনীষিভিঃ ॥ গুঞ্জাফলকায়স্থৌল্যং মৌক্তিকং তিমিজং লঘু। পাটলাপুষ্পসঙ্কাশমল্পকান্তি সুবর্ত্তুলং ॥ বাতপিত্তকফদ্বন্দ্বসন্নি-পাতপ্রভেদতঃ। সপ্ত প্রকৃতয়ো মীনে সপ্তধা তেন মৌক্তিকং ॥ লঘিষ্ঠমরুণং বাতাৎ আপীতং মৃদু পিত্ততঃ। শুক্লং শ্লক্ষ্ণ কফো-দ্রেকাৎ বাতপিত্তান্মৃদুর্লঘুঃ ॥ বাতশ্লেষ্মভবং স্থূলং পিত্তশ্লেষ্ম-জমচ্ছকং। সর্ব্বলিঙ্গপ্রয়োগেণ সান্নিপাতিকমুচ্যতে ॥ একজাঃ শুভদাঃ প্রোক্তাস্তথা বৈ সান্নিপাতিকাঃ ॥ ভুজঙ্গমাস্তে বিষবেগ-তৃপ্তাঃ শ্রীবাসুকের্ব্বংশভবাঃ পৃথিব্যাং। কচিৎ কদাচিৎ খলু পুণ্যদেশে তিষ্ঠন্তি তে পশ্যতি তান্মনুষ্যঃ ॥ ফণিজং বর্ত্তুলং রম্যং নীলচ্ছায়ং মহাদ্যুতি। পুণ্যহীনা ন পশ্যন্তি বাসুকেঃ কুল-সম্ভবং ॥ শৃগালকোলামলকোলগুঞ্জাফলপ্রমাণাস্ত চতুর্ব্বিধাস্তে। স্যাব্রহ্মবাহূদ্ভববৈশ্যশূদ্রসর্পেষু জাতাঃ প্রবরাস্ত সর্ব্বে ॥ প্রাপ্যাপি রত্নানি ধনং শ্রিয়ম্বা রাজশ্রিয়ম্বা মহতীং দুরাপাং। তেজোঽন্বিতাঃ পুণ্যকৃতো ভবন্তি মুক্তাফলস্যাস্ত বিধারণেন ॥

উৎপদ্যতে মৌক্তিকমেষু বৃত্তমাপীতবর্ণং প্রভয়া বিহীনং॥৭॥ পাঠীনপৃষ্ঠস্য সমানবর্ণং মীনাৎ সুবৃত্তং লঘু চাতিসূক্ষ্মং। উৎপদ্যতে বারিচরাননেষু মৎস্যাশ্চ তে মধ্যচরাঃ পয়োধেঃ॥৮॥ বরাহদংষ্ট্রাপ্রভবং প্রদিষ্টং তস্যৈব দংষ্ট্রাঙ্কুরতুল্যবর্ণং। ক্বচিৎ কথঞ্চিৎ স ভুবঃ প্রদেশে প্রজায়তে শূকরবদ্বিশিষ্টঃ॥৯॥ বর্ষোপলানাং সমবর্ণশোভং ত্বক্‌সারপর্ব্বপ্রভবং প্রদিষ্টম্।

বৃত্তাকার, ঈষৎ পীতবর্ণ ও প্রভাবিহীন।৭। মৎস্যজাত মুক্তা পাঠীন মৎস্যের পৃষ্ঠের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, সুবৃত্ত, অতিসূক্ষ্ম ও অতিলঘু। যে সকল মৎস্যে মুক্তা সমুৎপন্ন হয়, তাহারা সাগরের মধ্যভাগে বিচরণ করে।৮। বরাহের দন্তে যে মুক্তা জন্মে, তাহা অতি প্রশস্ত এবং বরাহের নবোদ্গত দন্তের ন্যায় আভাবিশিষ্ট। সকলসময়ে সর্ব্বদেশজাত বরাহে মুক্তা জন্মে না, কখন কখন কোন কোন দেশজাত অতিপ্রাচীন বরাহে মুক্তা হইয়া থাকে।৯। বংশপর্ব্বপ্রভব মুক্তা বর্ষোপলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ও অতিশোভন। এই মুক্তা অতিমহৎ ব্যক্তির উপভোগ্য,

ভেকাদিষ্বপি জায়ন্তে মণয়ো যে কচিৎ কচিৎ। ভোজঙ্গমমণেস্তুল্যাস্তে বিজ্ঞেয়া বুধোত্তমৈঃ। নক্ষত্রমালেব দিবো বিশীর্ণা দন্তাবলী তস্য মহাসুরস্য। বিচিত্ররূপেষু বিচিত্রবর্ণা পয়ঃসু পত্যুঃ পয়সাং পপাত॥ সম্পূর্ণচন্দ্রাংশুকলাপকান্তের্মণিপ্রবেকস্য মহাগুণস্য। তচ্ছুক্তিমৎসুস্থিতিমাপ বীজমাসন্ পুরাপ্যন্যভবানি যানি॥ যস্মিন্ প্রদেশেঽম্বুনিধৌ পপাত সুচারুমুক্তামণিরত্নবীজং। তস্মিন্ পয়স্তোয়ধরাবকীর্ণং শুক্তৌ স্থিতং মৌক্তিকতামবাপ॥ সৈংহলিক পারলৌকিক সৌরাষ্ট্রিক তাম্রপর্ণপারসবাঃ। কৌবেরপাণ্ড্যবিরাটমুক্তা ইত্যাকরাশ্চাষ্টৌ॥ স্বাত্যাং স্থিতে রবৌ মেঘৈর্যে মুক্তা জলবিন্দবঃ। শীর্ণাঃ শুক্তিষু জায়ন্তে তৈর্মুক্তা নির্ম্মলত্বিষঃ॥ স্থূলা মধ্যাস্তথা সূক্ষ্মা বিন্দুমানানুসারতঃ। সুস্নিগ্ধমধুরচ্ছায়ং মৌক্তিকং সিংহলোদ্ভবং॥ পারলৌকিকসম্ভূতং মৌক্তিকং নিবিড়ং গুরু। সৌরাষ্ট্রিকভবং স্থূলং বৃত্তং স্বচ্ছং সিতং ঘনং॥ তাম্রপর্ণভবং তাম্রং পীতং পারসবোদ্ভবং। ঈষৎ শ্যামঞ্চ রুক্ষঞ্চ কৌবেরোদ্ভবমৌক্তিকং॥ পাণ্ড্যদেশোদ্ভবং পাণ্ডু সিতং রুক্ষং বিরাটজং। রুক্মিণ্যাখ্যা তু যা শুক্তিস্তৎপ্রসূতিঃ সুদুর্লভা॥ তত্র জাতং সিতং স্বচ্ছং জাতীফলসমং বরং। ছায়াবদ্বহুলং রম্যং নির্দ্দোষং যদি লভ্যতে॥ অমূল্যং তদ্বিনির্দ্দিষ্টং রত্নলক্ষণকোবিদৈঃ। দুর্লভং নৃপযোগ্যং স্যাদল্পভাগ্যৈর্ন লভ্যতে। ব্রহ্মাদিজাতিভেদেন শুক্তয়োঽপি চতুর্ব্বিধাঃ। তাসু সর্ব্বাসু জাতং হি মৌক্তিকং স্যাচ্চতুর্ব্বিধং॥ ব্রাহ্মণস্তু সিতঃ স্বচ্ছো গুরুঃ শুক্লঃ প্রভান্বিতঃ। আরক্তঃ ক্ষত্রিয়ঃ স্থূলস্তথারুণবিভান্বিতঃ॥ বৈশ্যস্ত্বাপীতবর্ণোঽপি স্নিগ্ধঃ শ্বেতঃ প্রভান্বিতঃ। শূদ্রঃ শুক্লবপুঃ সূক্ষ্মস্তথা স্থূলোঽসিতদ্যুতিঃ। বংশজং শশিসঙ্কাশং কঙ্কোলীফলমাত্রকং। প্রাপ্যতে বহুভিঃ পুণ্যৈস্তদ্রক্ষ্যং বেদমন্ত্রতঃ॥ পঞ্চভূতসমুদ্রেকাদংশে পঞ্চবিধে ভবেৎ। মুক্তা পঞ্চবিধা তাসাং যথা লক্ষণমুচ্যতে॥ পার্থিবী গুরুবৎসা চ তৈজসী তেজসা লঘুঃ। বায়বী চ মৃদুঃ স্থূলা গাগনী কোমলা লঘুঃ॥ আপ্যাঃ স্নিগ্ধা ভৃশং শুক্লাঃ পঞ্চৈতাঃ প্রবরা মতাঃ॥ আসাং ধারণমাত্রেণ ব্যাধিঃ কোঽপি ন জায়তে॥ এবমন্যত্রাপি। গজাহিকোলমৎস্যানাং শীর্ষে মুক্তাফলোদ্ভবঃ। ত্বক্‌সারশুক্তিশঙ্খানাং গর্ভে মুক্তাফলোদ্ভবঃ॥ ধারাধরেষু জায়েত মৌক্তিকং জলবিন্দুভিঃ। জীমূতে শুচিরূপঞ্চ গজে পাটলভাস্বরং॥ মৎস্যে শ্বেতঞ্চ নিস্তেজঃ ফণীন্দ্রে নীলভাস্বরং। হরিচ্ছ্বেতং তথা বংশে পীতশ্বেতঞ্চ শূকরে। শঙ্খশুক্ত্যুদ্ভবং শ্বেতং মুক্তারত্নমনুত্তমং॥ চতুর্ধা মৌক্তিকে ছায়া পীতা চ মধুরা সিতা। নীলা চৈব সমাখ্যাতা রত্নতত্ত্বপরীক্ষকৈঃ॥ পীতা লক্ষ্মীপ্রদা ছায়া মধুরা বুদ্ধিবর্দ্ধিনী। শুক্লা যশস্করী ছায়া নীলা সৌভাগ্যদায়িনী॥ সিতা ছায়া ভবেদ্বিপ্রে ক্ষত্রিয়শ্চারুরশ্মিমান্। পীতচ্ছায়া ভবেদ্বৈশ্যঃ শূদ্রঃ কৃষ্ণরুচিস্মৃতঃ॥ অথ গুণাঃ। সুতারঞ্চ সুবৃত্তঞ্চ স্বচ্ছঞ্চ নির্ম্মলং তথা। ঘনং স্নিগ্ধঞ্চ সচ্ছায়ং তথা স্ফুটিতমেব চ। অষ্টৌ গুণাঃ সমাখ্যাতা মৌক্তিকানামশেষতঃ॥ তদ্‌যথা। তারকাদ্যুতিসঙ্কাশং সুতারমিতি গদ্যতে। সর্ব্বতো বর্ত্তুলং যচ্চ সুবৃত্তং তন্নিগদ্যতে॥ স্বচ্ছং দোষবিনির্ম্মুক্তং নির্ম্মলং মলবর্জ্জিতং। গুরুত্বং তুলনে যস্য তদ্‌ঘনং মৌক্তিকং বরং॥ স্নেহেনৈব বিলিপ্তং যত্তৎ স্নিগ্ধমিতি গদ্যতে। ছায়াসমন্বিতং যচ্চ সচ্ছায়ং তন্নিগদ্যতে॥ ব্রণরেখাবিহীনং যত্তৎ স্যাদস্ফুটিতং স্ফুটং॥ ভ্রাজিষ্ণু কোমলং কান্তং মনোজ্ঞং স্ফুরতীব চ। দ্রবতীব চ সত্ত্বানি তন্মহারত্নসংজ্ঞিতং॥ শ্বেতকাচসমাকারং শুক্তাংশুশর্করাযোজিতং। শশিরাজপ্রতিচ্ছায়ং মৌক্তিকং দেবভূষণং। প্রমাণবদ্‌গৌরবরশ্মিযুক্তং সিতং সুবৃত্তং সমসূক্ষ্মরন্ধ্রং। অক্রেতুরপ্যাবহতি প্রমোদং যন্মৌক্তিকং তদ্‌গুণবৎ প্রদিষ্টং॥ এবং

তে বেণবোদব্যঞ্জনোপভোগে y স্থানে প্ররোহন্তি ন সার্ব্বজন্যে ॥১০॥ ভৌজঙ্গমং মীনবিশুদ্ধবৃত্তং সংস্থানতোঽত্যুজ্জ্বলবর্ণশোভং। নিতান্তধৌতপ্রবিকল্পমান-নিস্ত্রিংশধারাসমবর্ণকান্তি ॥ ১১ ॥ প্রাপ্যাতিরত্নানি মহাপ্রভাণি রাজ্যং শ্রিয়ম্বা মহতীং দুরাপাং। তেজোঽন্বিতাঃ পুণ্যকৃতো ভবন্তি মুক্তাফলস্যাহিশিরোভবস্য। ১২ ॥ জিজ্ঞাসয়া রত্নধনং বিধিজ্ঞৈঃ শুভে মুহূর্ত্তে প্রয়তৈঃ প্রযত্নাৎ। রক্ষাবিধানং সুমহদ্বিধায় হর্ম্ম্যোপরিষ্ঠং ক্রিয়তে যদা তৎ ॥ ১৩ ॥ তদা মহাদুন্দুভিমন্দ্রঘোষে বিদ্যুল্লতাবিস্ফুরিতান্তরালৈঃ। পয়োধরাক্রান্তিবিলম্বিনৈর্ঘনৈ-র্ঘনৈরাব্রিয়তেঽন্তরীক্ষং ॥ ১৪ ॥ ন তং ভুজঙ্গা ন তু জাতুধানা ন ব্যাধয়োনাপ্যুপসর্গদোষাঃ। হিংসন্তি যস্যাহিশিরঃসমুত্থং মুক্তাফলং তিষ্ঠতি কোষমধ্যে ॥ ১৫ ॥ নাভ্যেতি মেঘপ্রভবং ধরিত্রীং বিয়দ্গতং তদ্বিবুধা হরন্তি। অর্চ্চিঃপ্রভানাবৃতদিগ্বিভাগ-মাদিত্যবদ্দুঃখবিভাব্যবিম্বং ॥ ১৬ ॥ তেজস্তিরস্কৃত্য হুতাশনেন্দুনক্ষত্রতারাপ্রভবং সমগ্রং। দিবা যথা দীপ্তিকরস্তথৈব তমোঽবগাঢ়াস্বপি তন্নিশাসু ॥১৭॥ বিচিত্ররত্নদ্যুতিচারুতোয়া চতুঃসমুদ্রা ভবনাভিরামা। মূল্যং ন বা স্যাদিতি নিশ্চয়ো মে কৃৎস্না মহী তস্য সুবর্ণপূর্ণা ॥১৮॥ হীনোঽপি যস্তল্লভতে কদাচিদ্বিপাকযোগাম্ম-

স্থানবিশেষে ইহার উৎপত্তি হয়, সকল স্থানে এই মুক্তা জন্মে না। ১০। সর্পমুক্তা মীনমুক্তার ন্যায় বিশুদ্ধ ও বর্ত্তুলাকার। ইহা স্থানবিশেষে অতিসমুজ্জ্বল ও শোভান্বিত হয়, ইহা তীক্ষ্ণ অস্ত্রের ধারভাগের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট। ১১। সর্পশিরোভব মুক্তা ধারণ করিলে মানব মহাপ্রভান্বিত রত্ন, রাজ্য ও দুষ্প্রাপ্য মহাসম্পত্তি লাভ করিয়া অতিপ্রতাপশালী ও পুণ্যাত্মা হয়। ১২। রত্নের গুণাগুণ জানিতে হইলে বিশুদ্ধ রত্নশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতদ্বারা যত্নপূর্ব্বক শুভলগ্নে প্রাসাদোপরি স্থাপন করিয়া রত্নের পরীক্ষা করিবে। ১৩। এইরূপে সর্পমুক্তা প্রাসাদোপরি সংস্থাপন করিলে আকাশে মহা দুন্দুভি বাদ্য হইতে থাকে, বিদ্যুৎ বিস্ফুরিত হয় এবং প্রগাঢ় মেঘজালে নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। ১৪। যাহার কোষাগারে সর্পমুক্তা থাকে, সর্প ও রাক্ষস তাহাকে হিংসা করিতে পারে না, তাহার শরীরে কোন রোগ জন্মে না এবং কোন প্রকার উৎপাত দোষ অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। ১৫। মেঘপ্রভব মুক্তা পৃথিবীর অলভ্য, তাহা দেবগণ আকাশ হইতে হরণ করেন। তাহার প্রভায় দিগ্বিভাগ আলোকিত হইয়া থাকে এবং সূর্য্যের ন্যায় অতিকষ্টে তাহার প্রতি লক্ষ্য করা যায়। ১৬। মেঘভব মণি হুতাশন, শশী, নক্ষত্র ও তারাগণের সমস্ত আলোক তিরোহিত করিয়া প্রকাশ পায়। যেরূপ দিবাভাগে ইহার উজ্জ্বল আলোক থাকে মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকারাবৃত রজনীতেও তাহার অন্যথা হয় না। ১৭। যাহার গৃহে মেঘপ্রভব অমূল্য মুক্তা বিদ্যমান আছে, সে ব্যক্তি এই বিচিত্র রত্নপূর্ণা চতুঃসাগরা ও সুবর্ণপরিপূর্ণা পৃথীবীর অধীশ্বর হইয়া থাকে। ১৮। দরিদ্র ব্যক্তিও যদি মহাপুণ্যের পরিণামস্বরূপ

সমস্তেন গুণোদয়েন যন্মৌক্তিকং যোগমুপাগতং স্যাৎ। ন তস্য ভর্ত্তারমনর্থজাত একোঽপি দোষঃ সমুপৈতি সদ্যঃ ॥ এবং সর্ব্বোগুণোপেতং মৌক্তিকং যেন ধার্য্যতে। তস্যায়ুর্ব্বর্দ্ধতে লক্ষ্মীঃ সর্ব্বপাপং প্রণশ্যতি ॥ গুণবদ্গুরু যদ্দেহে মৌক্তিকৈককং হি তিষ্ঠতি। চঞ্চলাপি স্থিরা ভূত্বা কমলা তত্র তিষ্ঠতি ॥ দোষো যথা। চত্বারঃ স্যুর্মহাদোষাঃ ষণ্মধ্যাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ। এবং দশ সমাখ্যাতাস্তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণং ॥ যত্রৈকদেশে সংলগ্নঃ শুক্তিখণ্ডো বিভাব্যতে। শুক্তিলগ্নঃ সমাখ্যাতঃ স দোষঃ কুষ্ঠকারকঃ ॥ মীনলোচনসঙ্কাশো দৃশ্যতে মৌক্তিকে তু যঃ। মৎস্যাক্ষঃ স তু দোষঃ স্যাৎ পুত্রনাশকরো ধ্রুবং ॥ দীপ্তিহীনং গতচ্ছায়ং জঠরং তদ্বিদুর্ব্বুধাঃ। তস্মিন্ সংধারিতে মৃত্যুর্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ মৌক্তিকং বিক্রমচ্ছায়মতিরক্তং বিদুর্ব্বুধাঃ। দারিদ্র্যজনকং যস্মাৎ তস্মাত্তৎ পরিবর্জয়েৎ ॥ উপর্য্যুপরি তিষ্ঠন্তি বলয়ো যত্র মৌক্তিকে। ত্রিবৃত্তং নাম তস্যোক্তং সৌভাগ্যক্ষয়কারকং ॥ অবৃত্তং মৌক্তিকং যচ্চ চিপিটং যন্নিগদ্যতে। মৌক্তিকং ধ্রিয়তে যেন তস্যাকীর্ত্তির্ভবেৎ সদা ॥ ত্রিকোণং ত্র্যস্রমাখ্যাতং সৌভাগ্যক্ষয়কারকং। দীর্ঘং যত্তৎ কৃশং প্রোক্তং প্রজ্ঞাবিধ্বংসকারকং ॥ নির্ভগ্নমেকতো যচ্চ কৃশপার্শ্বং তদুচ্যতে। সদোষং মৌক্তিকং নিন্দ্যং

হতঃ শুভস্য। সাপত্ন্যহীনাং স মহীং সমগ্রাং ভুনক্তি তং তিষ্ঠতি যাবদেব ॥ ১৯ ॥ ন কেবলং তচ্ছুভরুন্ম্-পস্য ভাগ্যৈঃ প্রজানামপি তস্য জন্ম। তদ্‌যোজনানাং পরিতঃ সহস্রং সর্ব্বাননর্থান্ বিমুখীকরোতি ॥ ২০ ॥ নক্ষত্রমালেব দিবো বিশীর্ণা দন্তাবলী তস্য মহাসুরস্য। বিচিত্রবর্ণেষু বিশুদ্ধবর্ণা পয়ঃসু পত্যুঃ পয়সাং পপাত ॥ ২১ ॥ সংপূর্ণচন্দ্রাংশুকলপকান্তে র্মণিপ্রবেকস্য মহাগুণস্য। তচ্ছুক্তিমৎসু স্থিতিমাপ বীজ-মাসন্ পুরাঽপ্যন্যভবানি যানি ॥ ২২॥ যস্মিন্ প্রদেশে ঽম্বুনিধৌ পপাত সুচারুমুক্তামণিরত্নবীজং। তস্মিন্

উক্ত মণি লাভ করে, তাহা হইলে যাবৎ ঐ মণি তাহার গৃহে থাকে, তাবৎ নিষ্কণ্টকে সমস্ত পৃথিবী ভোগ করে। ১৯। এই মণি যে কেবল রাজার শুভপ্রদ এমত নহে, প্রজাবর্গের সৌভাগ্যবলেও রাজ্যমধ্যে উক্ত মণির জন্ম হয়। যে স্থানে উক্ত মণি থাকে তাহার সহস্র যোজনপর্য্যন্ত কোন প্রকার অমঙ্গল হয় না। ২০। সেই বলনামা মহাসুরের বিশুদ্ধ বর্ণ দন্তাবলী স্বর্গভ্রষ্ট নক্ষত্রমালার ন্যায় সমুদ্রের বিচিত্র বর্ণ জলে পতিত হইয়াছিল। ২১। সংপূর্ণ চন্দ্রের কিরণজালের ন্যায় উজ্জ্বল ও মণিতুল্য প্রভাবিশিষ্ট সমুদ্রের জলে পূর্ব্বে যে সকল মণি ছিল এবং ঐ পতিত দন্তাবলী, এই সমস্তই শুক্তিপ্রভব মুক্তার কারণ হইল।২২। সমুদ্রের যে ভাগের জলে ঐ মুক্তামণি ও রত্নাদির কারণীভূত বলাসুরের দন্তাবলী পাতত হইয়াছিল,

নিরুদ্যোগকরং হি তৎ। অবৃত্তং পীড়কোপেতং সর্ব্বসম্পত্তি-হারকং ॥ যত্র কৃত্রিমসন্দেহঃ ক্বচিদ্ভবতি মৌক্তিকে। উষ্ণে সলবণে স্নেহে নিশান্তম্বাসয়েজ্জলে ॥ ব্রীহিভির্ম্মর্দ্দনীয়ম্বা শুষ্কবস্ত্রোপবেষ্টিতং। যত্তু নায়াতি বৈবর্ণ্যং বিজ্ঞেয়ং তদ-কৃত্রিমং ॥ তথা হি ॥ ক্ষিপেদ্গোমূত্রভাণ্ডে তু লবণক্ষারসংযুতে। স্বেদয়েদ্বহ্নিনা বাপি শুষ্কবস্ত্রেণ বেষ্টয়েৎ ॥ হস্তে মৌক্তিকমাদায় ব্রীহিভিস্তোপমর্দ্দয়েৎ। কৃত্রিমং ভঙ্গমাপ্নোতি সহজঞ্চাতি দীপ্যতে ॥ কৃত্বা পচেৎ সুপিহিতে শুভদারুভাণ্ডে মুক্তাফলং সিহতনূতনশুক্তিকাণ্ডং। স্ফোটস্তথা প্রণিদধীত ততশ্চ ভাণ্ডাৎ সংস্থাপ্য ধান্যনিচয়ে চ তমেকমাসং ॥ আদায় তৎ সকলমেব ততোঽন্নভাণ্ডং জম্বীরজাতরসযোজনয়া বিপক্বং। ঘৃষ্টং ততো মৃদু তনূকৃতপিণ্ডমূলৈঃ কুর্য্যাদ্যথেচ্ছমিহ মৌক্তিকমাশু বিদ্ধং ॥ বৃন্নিগ্ধমৎস্যপুটমধ্যগতন্তু কৃত্বা পশ্চাৎ পচেত্তদনু ততশ্চ বিতান-শত্যা ॥ দুগ্ধে ততঃ পয়সি তদ্বিপচেৎ সুরায়াং পক্বস্ততোঽপি পয়সা শুচি চিক্কণেন ॥ শুদ্ধং ততো বিমলবস্ত্রনিঘর্ষণেন স্যা মৌক্তিকং বিমলসদ্‌গুণকান্তিজালং ॥ অথ মূল্যং। পঞ্চভির্ম্মাষকো জ্ঞেয়ো গুঞ্জাভির্ম্মাষকৈস্তথা। চতুর্ভিঃ শাণমাখ্যাতং মাষকৈ-র্মণিবেদিভিঃ ॥ একস্য শুক্তিপ্রভবস্য শুদ্ধমুক্তামণেঃ শাণকসম্মি-তস্য। মূল্যং সহস্রাণি কপর্দ্দকানি ত্রিভিঃ শতৈরভ্যধিকানি পঞ্চ ॥ যন্মাষকার্দ্ধেন ততো বিহীনং চতুঃসহস্রং লভতেঽস্য মূল্যং। যন্মাষকাংস্ত্রীন্ বিভৃয়াদ্‌গুরুত্বে যে তস্য মূল্যং পরমং প্রদিষ্টং ॥ অর্দ্ধাধিকৌ বহতোঽস্য মূল্যং ত্রিভিঃ শতৈরভ্যধিকং সহস্রং। দ্বিমাষকোন্মাপিতগৌরবস্য শতানি চাষ্টৌ কথিতানি মূল্যং ॥ অর্দ্ধাধিকমাষকসম্মিতস্য সপঞ্চবিংশং ত্রিংশং শতানাং। যন্মাষকোন্মাপিতমানমেকং তস্যাধিকং বিংশতিভিঃ শতং স্যাৎ ॥ গুঞ্জাশ্চ ষড়্ধারয়তঃ শতে দ্বে মূল্যং পরং তস্য বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ। গুঞ্জাশ্চতস্রো বিধৃতং শতার্দ্ধাদর্দ্ধং লভেতাপ্যধিকং ত্রিভিস্তু ॥ অতঃপরং স্যাদ্ধরণপ্রমাণং সংখ্যাবিনির্দ্দেশবিনিশ্চয়োক্তিঃ। ত্রয়োদশানাং ধরণে ধৃতানাং হিক্কেতি নাম প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ। অধ্যর্দ্ধমাত্রঞ্চ শতং কৃতং স্যান্মূল্যং গুণৈস্তস্য সমন্বিতস্য ॥ যদি ষোড়শভির্ভবেৎ সুপূর্ণং ধরণং তৎ প্রবদন্তি দার্ব্বিকাখ্যং। অধিকং দশভিঃ শতঞ্চ মূল্যং সমবাপ্নোত্যপি বালিশস্য হস্তাৎ ॥ যদি বিংশতিভির্ভবেৎ সুপূর্ণং ধরণং মৌক্তিকজং বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ। নবসপ্ততিমাপ্নুয়াৎ স্বমূল্যং যদি ন স্যাদ্‌গুণযুক্তিতো বিহীনং ॥ ত্রিংশতা ধরণং পূর্ণং শিক্যেতি পরিকীর্ত্যতে। চত্বারিংশৎপরং তস্য মূল্যমেব বিনিশ্চয়ঃ। চত্বারিংশদ্ ভবেৎ শিক্যা ত্রিংশন্মূল্যং লভেত সা। পঞ্চাশতু ভবেৎ সোমস্তস্য মূল্যন্তু বিংশতিঃ ॥ ষষ্টি-র্নিকরশীর্ষং স্যাত্তস্য মূল্যং চতুর্দ্দশ ॥ অশীতির্নবতিশ্চেতি কূপ্যেতি পরিকল্প্যতে ॥ একাদশ স্যুর্নব চ তয়োর্ম্মূল্যমনুক্রমাৎ। শত-মর্দ্ধাধিকং দ্বে চ চূর্ণোঽয়ং পরিকীর্ত্তিতঃ। সপ্ত পঞ্চ ত্রয়শ্চৈব তেষাং মূল্যমনুক্রমাৎ ॥ শাণাৎ পরং মাষকমেকমেকং যাবদ্বিব-র্দ্ধেত গুণৈরপীদং। মূল্যেন তাবদ্দ্বিগুণেন যোগমাপ্নোত্যনা-বৃষ্টিহতেঽপি দেশে ॥ সুস্নাতিসূক্ষ্মোত্তমমধ্যমানাং যন্মৌক্তিকা-নামিহ মূল্যমুক্তং। তজ্জাতিমাত্রেণ ন জাতু কার্য্যং গুণৈর্বিহীনস্য হি তৎ প্রদিষ্টং ॥ যত্তু চন্দ্রাংশুসঙ্কাশমীষদ্বিম্বফলাকৃতি। স্বমূ-ল্যাৎ সপ্তমং ভাগমবৃত্তস্যাল্লভেত তৎ ॥ পীতকস্য ভবেদর্দ্ধম-বৃত্তস্য ত্রিভাগতঃ ॥ বিষমব তজ্জাতীনাং ষড়্ভাগং মূল্যমাদিশেৎ ॥

'পয়স্তোয়ধরাবকীর্ণং শুক্তৌ স্থিতং মৌক্তিকতা মবাপ ॥ ২৩ ॥ সৈংহলিক পারলৌকিক সৌরাষ্ট্রিক তাম্রপর্ণপারশবাঃ। কৌবের পাণ্ড্যহাটকহেমকা ইত্যাকরাস্ত্বষ্টৌ ॥ ২৪ ॥ শুক্ত্যুদ্ভবং নাতি নিকৃষ্টবর্ণং প্রমাণসংস্থানগুণ প্রভাভিঃ। উৎপদ্যতে বর্দ্ধন-পারসীক-পাতাললোকান্তরসিংহলেষু ॥ ২৫ ॥ চিন্ত্যা ন তস্যাকরজা বিশেষা রূপে প্রমাণে চ যতেত বিদ্বান্। ন চ ব্যবস্থাস্তি গুণাগুণেষু সর্ব্বত্র সর্ব্বাকৃতয়ো ভবন্তি ॥ ২৬ ॥ একস্য শুক্তিপ্রভবস্য মুক্তাফলস্য শাণেন সমুন্মিতস্য। মূল্যং সহস্রাণি তু রূপকাণাং ত্রিভিঃ শতৈ রপ্যধিকানি পঞ্চ ॥ ২৭ ॥ যন্মাষকার্দ্ধেন ততো বিহীনং তৎপঞ্চভাগদ্বয়হীন-মূল্যং। যন্মাষকাংস্ত্রীন্ বিভৃয়াৎ সহস্রে দ্বে তস্য মূল্যং পরমং প্রদিষ্টং ॥২৮॥ অর্দ্ধাধিকৌ দ্বৌ বহতোঽস্য মূল্যং ত্রিভিঃ শতৈরপ্যধিকং সহস্রং। দ্বিমাষকোন্মাপিতগৌরবস্য শতানি চাষ্টৌ কথিতানি মূল্যং ॥২৯॥ অর্দ্ধাধিকং মাষকমুন্মিতস্য সপঞ্চবিংশৎ ত্রিতয়ং শতানাং। গুঞ্জাশ্চ ষড়্ ধারয়তঃ শতে দ্বে মূল্যং পরং তস্য বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ। অধ্যর্দ্ধমুন্মাপকৃতং শতং স্যান্মূল্যং গুণৈস্তস্য সমন্বিতস্য ॥ ৩০ ॥ যদি ষোড়শভি র্ভবেদনূনং ধরণং তৎ প্রবদন্তি দার্ব্বিকাখ্যং। অধিকং দশভিঃ শতঞ্চ মূল্যং সমাপ্নোত্যপি বালিশস্য হস্তাৎ ॥ ৩১ ॥ দ্বিগুণৈর্দশভির্ভবেদনূনং ধরণং তচ্চ-

সেই বিভাগস্থ জল শুক্তিমধ্যে প্রবেশ করিয়া মুক্তার বীজস্বরূপ হইল। ২৩। সিংহল, পারলোক, সৌরাষ্ট্র, তাম্রপর্ণ, পারশব, কৌবের, পাণ্ড্য, হাটক (হেমক বিরাট) এই অষ্ট দেশ মুক্তার আকর। এই সকল দেশের নিকটস্থ নদীতে মুক্তা উৎপন্ন হয়। ২৪। পুণ্ড্রবর্দ্ধন, পারসীক, পাতাললোক ও সিংহল এই সকল স্থানে যে মুক্তা উৎপন্ন হয় তাহা প্রমাণ, আকৃতি, গুণ ও প্রভায় অন্যান্য শুক্তিজাত মুক্তা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। ২৫। মুক্তার আকরজাত গুণ ও দোষ বিচার করিবে না; কেবল তাহার রূপ ও প্রমাণ বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিবে। মুক্তার দোষ ও গুণের কোন ব্যবস্থা নাই, সকল আকরেই সর্ব্বপ্রকার মুক্ত জন্মিয়া থাকে। ২৬। যে মুক্তার গুরুত্ব পরিমাণ শাণ অর্থাৎ অর্দ্ধতোলা তাহার মূল্য ১৩০৫৲ মুদ্রা। যে মুক্তার পরিমাণ অর্দ্ধমাষন্যূন তোলকার্দ্ধ তাহার মূল্য উক্ত মূল্যের পঞ্চভাগের দ্বিভাগ ন্যূন অর্থাৎ ৭৮৩৲ মুদ্রা। যাহার গুরুত্ব পরিমাণ তিনমাষা তাহার পরিমাণ দুই সহস্র ২০০০৲ মুদ্রা। ২৭।২৮। যে মুক্তার পরিমাণ সার্দ্ধ দুই মাষা তাহার মূল্য ত্রয়োদশ শত ১৩০০৲ মুদ্রা। যে মুক্তার গুরুত্ব পরিমাণ দুই মাষা তাহার মূল্য অষ্ট শত ৮০০৲ মুদ্রা। ২৯। যে মুক্তার পরিমাণ অর্দ্ধ মাষা তাহার মূল্য তিন শত পঞ্চ বিংশতি ৩২৫৲ মুদ্রা। মুক্তা ষড়্ গুঞ্জা পরিমিত হইলে পণ্ডিতগণ তাহার মূল্য দুই শত ২০০৲ মুদ্রা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। যে মুক্তা ত্রিগুঞ্জা পরিমিত, তাহার মূল্য শত ১০০৲ মুদ্রা। ৩০। যে মুক্তা উক্ত পরিমাণের ষোড়শাংশ তাহা দার্ব্বিকাখ্য বলিয়া কথিত হয়। ঐ মুক্তার মূল্য এক শত দশ ১১০৲ মুদ্রা। ৩১। যে মুক্তার পরিমাণ বিংশতি ভাগের একভাগ, তাহাকে ভবক বলে। যদি ঐ মুক্তা গুণহীন না হয়

অর্দ্ধরূপাণি সস্ফোটাৎ পঙ্কচূর্ণানি যানি চ। অসারাণি চ যানি স্যুঃ করকাকারবন্তি চ ॥ একদেশপ্রভাবন্তি সকলাশ্লেষিতানি চ। যানি চাতকবর্ণানি কাংস্যবর্ণানি যানি চ ॥ মীননেত্রসবর্ণানি গ্রন্থিভিঃ সংবৃতানি চ। সদোষাণি চ যানি স্যুস্তেষাং মূল্যং পদাংশিকং ॥ অন্যত্র তু। সঞ্চালী প্রোচ্যতে গুঞ্জা সা তিস্রো রূপকং ভবেৎ। রূপকৈর্দশভিঃ প্রোক্তঃ কলঞ্জো নাম নামতঃ ॥ কলঞ্জনামকং দ্রব্যমেকদেশে নিধাপয়েৎ। অন্যতো জলবিন্দুস্তু তোলনার্থং বিনিক্ষিপেৎ ॥ চত্বারি ত্রীণি যুগ্মম্বা তথৈকং বহু বা স্থিতং। সমং কলঞ্জমানেন তুলামানাদতঃ ক্রমাৎ ॥ নবমাৎ পঞ্চমং যাবৎ কলঞ্জেন সমং যদা। তৎক্রমাদুত্তমং জ্ঞেয়ং মৌক্তিকং রত্নবেদিভিঃ ॥ চতুর্দ্দশাৎ সমারভ্য দশসংখ্যাবধিং ক্রমাৎ। কলঞ্জস্য সমানং যা মৌক্তিকং মধ্যমং বিদুঃ ॥ আরভ্য বিংশতিতমাৎ ক্রমাৎ পঞ্চদশাবধি। লভ্যাস্তাঃ কথিতা মুক্তা মূল্যঞ্চ তদনুক্রমাৎ ॥ কলঞ্জদ্বয়মানেন যদ্যেকং মৌক্তিকং ভবেৎ। ন ধার্য্যং নরনাথৈস্তু দেবযোগ্যমমানুষং ॥ ইত্থং বিচার্য্য যো মুক্তাং পরিধত্তে নরাধিপঃ। তস্যায়ুশ্চ যশো বীর্য্যং বিপরীতমতোঽন্যথা ॥ ইতি যুক্তিকল্পতরুঃ ॥ অথ মুক্তাধারণদিনং। রেবত্যশ্বিধনিষ্ঠাসু হস্তাদিষু চ পঞ্চসু। শঙ্খবিদ্রুমমুক্তানাং পরিধানং প্রশস্যতে ॥ ইতি সময়প্রদীপঃ ॥

বকং বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ। নবসপ্ততি মাপ্নুয়াৎ স্বমূল্যং যদি ন স্যাদ্ গুণসম্পদা বিহীনং ॥ ৩২ ॥ ত্রিংশতা ধরণং পূর্ণং শিক্যন্তস্যেতি কীর্ত্তাতে। চত্বারিংশন্ত-বেত্তস্যাঃ পরোমূল্যো বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৩ ॥ চত্বারিংশদ্ ভবেচ্ছিকৃথো ত্রিংশন্মূল্যং লভেত সা। ষষ্টির্নিকর-শীর্ষং স্যাত্তস্য মূল্যং চতুর্দ্দশ ॥৩৪॥ অশীতির্নবতিশ্চৈব কুপ্যেত্যি পরিকীর্ত্তিতা। একাদশ স্যান্নব চ তয়োর্মূল্য-মনুক্রমাৎ ॥ ৩৫ ॥ আদায় তৎ সকলমেব ততোঽন্ন-ভাণ্ডং জম্বীরজাতরসযোজনয়া বিপক্বং। ঘৃষ্টং ততো মৃদুতনুকৃতপিণ্ডমূলৈঃ কুর্য্যাদ্‌যথেষ্টমনুমৌক্তিক-মাশু বিদ্ধং ॥ ৩৬ ॥ মৃল্লিপ্তমৎস্যপুটমধ্যগতস্তু কৃত্বা পশ্চাৎ পচেত্তনু ততশ্চ বিতানপত্যা। দুগ্ধে ততঃ পয়সি তৎ বিপচেৎ সুধায়াং পক্বং ততোঽপি পয়সাশুচিচিক্কণেন॥ ৩৭ ॥ শুদ্ধং ততো বিমলবস্ত্রনিঘর্ষণেন স্যান্মৌক্তিকং বিপুলসদ্‌গুণকান্তি যুক্তং। ব্যাড়ি র্জ্জগাদ জগতাং হি মহাপ্রভাবসিদ্ধোবিদগ্ধহিততৎপরয়া দয়ালুঃ ॥

৩৮ ॥ শ্বেতকাচসমস্তারং হেমাংশশতযোজিতং। রস-মধ্যে প্রধার্য্যেত মৌক্তিকং দেহভূষণং ॥ এবং হি সিংহলে দেশে কুর্ব্বন্তি কুশলাজনাঃ ॥ ৩৯ ॥ যস্মিন্ কৃত্রিমসন্দেহঃ ক্বচিদ্ভবতি মৌক্তিকে। উষ্ণে সলবণে স্নেহে নিশান্তদ্‌বাসয়েজ্জলে ॥ ৪০ ॥ ব্রীহিভির্ম্মর্দ্দনীয়ন্বা শুষ্কবস্ত্রোপবেষ্টিতং ॥ যত্তু নায়াতি বৈবর্ণ্যং বিজ্ঞেয়ং তদকৃত্রিমং ॥ ৪১ ॥ সিতং প্রমাণবৎ স্নিগ্ধং গুরু স্বচ্ছং সুনির্ম্মলং ॥ তেজোঽধিকং সুবৃত্তঞ্চ মৌক্তিকং গুণবৎ স্মৃতং ॥ ৪২ ॥ প্রমাণ বদ্‌গৌরবরশ্মিযুক্তং সিতং সুবৃত্তং সমসূক্ষ্ম বেধং। অক্রেতু রপ্যাবহতি প্রমোদং যন্মৌ-ক্তিকং তদ্‌গুণবৎ প্রদিষ্টং ॥ ৪৩ ॥ এবং সমস্তেন গুণোদয়েন যন্মৌক্তিকং যোগমুপাগতং স্যাৎ। ন তস্য ভর্ত্তার মনর্থজাত একোঽপি কশ্চিৎ সমুপৈতি দোষঃ ॥ ৪৪ ॥ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে মুক্তাফল-পরীক্ষা নাম ঊনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

তাহা হইলে উহার মূল্য ঊনাশীতি ৭৯ মুদ্রা হইয়া থাকে। ৩২। যাহার পরিমাণ ত্রিশ ভাগের এক ভাগ, তাহাকে শিক্য বলিয়া থাকে। উহার মূল্য চত্বারিংশৎ ৪০ মুদ্রা।৩৩। যে মুক্তা চত্বারিংশাংশ পরিমিত, তাহা শিকৃথ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়, উহার মূল্য ত্রিংশৎ ৩০ মুদ্রা। যে মুক্তা ষষ্টিতমাংশ পরিমিত তাহার নাম নিকরশীর্ষ। তাহার মূল্য চতুর্দ্দশ ১৪ মুদ্রা।৩৪। অশীতিতমাংশ ও নবতিতমাংশ পরিমিত মুক্তা কৃপ্য বলিয়া অভিহিত হয়। তাহাদিগের মূল্য যথাক্রমে একাদশ নব ও ১১৯ মুদ্রা।৩৫। মুক্তা সকল বিশুদ্ধ করিতে হইলে তাহাদিগকে অন্নভাণ্ডে রাখিয়া জম্বীর রসের সহিত পাক করিবে। তৎপরে ভেলার মূলে ঘর্ষণ করিলেই মুক্তা বিশুদ্ধ হইয়া সমুজ্জ্বল হয়। পরে ঐ মুক্তাতে আপন ইচ্ছানুসারে বেধ করিবে।৩৬। কোন মৎস্যের উদরমধ্যে মুক্তা রাখিয়া ঐ মৎস্য মৃত্তিকাদ্বারা লেপন করিয়া দগ্ধ করিবে। পরে ঐ মুক্তা বাহির করিয়া দুগ্ধে, জলে ও সুরামধ্যে পাক করিবে। পরে ঐ মুক্তা জলে ধৌত করিলেই সুচিক্বণ হইয়া থাকে।

পরে ঐ সকল মুক্তা পরিষ্কৃত বস্ত্রে ঘর্ষণ করিলে উজ্জ্বল কান্তিযুক্ত হয়। মহাপণ্ডিত দয়ালু ব্যাড়ি নামা মুনি এই রূপ মুক্তাশুদ্ধি আবিষ্কার করিয়াছেন।৩৭—৩৮। কাচের ন্যায় শ্বেত বর্ণ ও তারকার ন্যায় সমুজ্জ্বল মুক্তা স্বর্ণখণ্ডের সহিত যোজিত করিয়া রসমধ্যে স্থাপন করিবে। এইরূপ মুক্তা দেহ ভূষণ হইয়া থাকে। সিংহল দেশস্থ রত্নতত্ত্ববিৎ সুদক্ষ পণ্ডিতগণ এইরূপ মুক্তার ব্যবহার করিয়া থাকেন।৩৯। যদি কোন মুক্তাকে কৃত্রিম বলিয়া সংশয় হয়, তাহা হইলে ঐ মুক্তাকে লবণমিশ্রিত জলে এক রাত্রি রাখিবে। পরে ধান্যের সহিত মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিবে। এইরূপ করিলে যে মুক্তা বিবর্ণ হয় না, সেই মুক্তা অকৃত্রিম জানিবে। ৪০-৪১। যে মুক্তা শ্বেতবর্ণ, বৃহৎপ্রমাণ, স্নিগ্ধ, গুরু, স্বচ্ছ, সুনির্ম্মল, অধিক সমুজ্জ্বল ও সুবৃত্ত সেই মুক্তাই অধিক গৌরবান্বিত।৪২। যে মুক্তা বৃহৎপ্রমাণ, গুরু, চাকচক্যশালী, শ্বেতবর্ণ, সুবৃত্ত এবং সম ও সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত এবং তাহাকে দৃষ্টি করিলে সকলেরই আমোদ জন্মে, সেই মুক্তাই প্রশস্ত।৪৩। যে মুক্তা পূর্ব্বোক্ত সমস্ত গুণ যুক্ত তাহার স্বামীকে কোন প্রকার অনর্থ জাত দোষ আকর্ষণ করিতে পারে না।৪৪।

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ।॥ ১ ॥ দিবাকরস্তস্য মহামহিম্নো মহাসুরস্যোত্তমরত্নবীজং। অসৃগ্ গৃহীত্বা চরিতুং প্রতস্থে নিস্ত্রিংশনীলেন নভঃস্থলেন ॥ ২ ॥ জেত্রা সুরাণাং সমরেষ্বজস্রং বীর্য্যাবলেপোদ্ধতমানসেন। লঙ্কাধিপেনার্দ্ধপথং সমেত্য স্বর্ভানুনেব প্রসভং নিরুদ্ধঃ ॥৩॥ তৎ সিংহলীচারুনিতম্ব-বিম্ববিক্ষোভিতাগাধ-মহাহ্রদায়াং। পূগদ্রুমাবদ্ধতটদ্বয়ায়াং মুমোচ সূর্য্যঃ সরিদুত্তমায়াং ॥ ৪॥ ততঃ প্রভৃতি সা গঙ্গা তুল্যপুণ্যফলোদয়া। নাম্না রাবণগঙ্গেতি প্রথিমানমুপাগতা ॥ ৫ ॥ ততঃ প্রভৃত্যেব চ শর্ব্বরীষু কূলানি রত্নৈর্নিচিতানি তস্যাঃ। সুবর্ণনারাচশতৈ-রিবান্তর্বহিঃপ্রদীপ্তৈর্নিশি তানি ভান্তি ॥ ৬ ॥ তস্যাস্তটেষূজ্জ্বলচারুরাগা ভবন্তি তোয়েষু চ পদ্মরাগাঃ।* সৌগন্ধিকোত্থাঃ কুরুবিন্দজাশ্চ মহাগুণাঃ স্ফাটিকসংপ্রসূতাঃ ॥ ৭ ॥ বন্ধূকগুঞ্জাসকলেন্দ্রগোপজবাসমাসৃক্সমবর্ণশোভাঃ। ভ্রাজিভাসশ্চ ভবন্তি কেচিৎ। অন্যে পুনর্নাতিবিপুষ্পিতানাং তুল্যত্বিষঃ কোকনদোত্তমানাং ॥ প্রভাবকাঠিন্যগুরুত্বযোগৈঃ প্রায়ঃ সমানাঃ স্ফটিকোদ্ভবানাং।॰ আনীলরক্তোৎপলচারুভাসঃ সৌগন্ধিকাখ্যা মণয়ো ভবন্তি ॥ যো মন্দরাজঃ কুরুবিন্দজেষু স এব জাতঃ স্ফটিকোদ্ভবেষু। নিরর্চ্চিষোঽন্তর্ব্বহুলা ভবন্তি প্রভাববন্তোঽপি ন তৎসমানাঃ ॥ যে তু রাবণগঙ্গায়াং জায়ন্তে কুরুবিন্দকাঃ। পদ্মরাগঘনং রাগং বিভ্রাণাঃ স্ফুটার্চ্চিষঃ ॥ বর্ণানুযায়িনস্তেষামন্ধ্রদেশে তথাপরে। ন জায়ন্তে তু যে কেচিৎ মূল্যলেশমবাপ্নুয়ুঃ ॥ তথৈব স্ফটিকোত্থানাং দেশে তুম্বুরসংজ্ঞকে। সধর্ম্মাণঃ প্রজায়ন্তে স্বল্পমূল্যা হি তে স্মৃতাঃ ॥ অথ জাত্যাদি। মাণিক্যস্য প্রবক্ষ্যামি যথা জাতিচতুষ্টয়ং। ব্রহ্মক্ষত্রিয়বৈশ্যাশ্চ শূদ্রশ্চাথ যথাক্রমং ॥ রক্তশ্বেতো ভবেদ্বিপ্রস্ত্বতিরক্তস্তু ক্ষত্রিয়ঃ। রক্তপীতো ভবেদ্বৈশ্যো রক্তনীলস্তথান্ত্যজঃ। পদ্মরাগো ভবেদ্বিপ্রঃ কুরুবিন্দস্তু বাহুজঃ। সৌগন্ধিকো ভবেদ্বৈশ্যো মাংসখণ্ডস্তথান্ত্যজঃ ॥ শোণপদ্মসমাকারঃ খদিরাঙ্গারসপ্রভঃ। পদ্মরাগো দ্বিজঃ প্রোক্তশ্ছায়াভেদেন সর্ব্বদা ॥ গুঞ্জাসিন্দুর বন্ধূকনাগরঙ্গসমপ্রভঃ। দাড়িমীকুসুমাভাসঃ কুরুবিন্দস্তু বাহুজঃ ॥ হিঙ্গুলাভাশোকপুষ্পাভমীষৎপীতলোহিতং। জবালাক্ষারসপ্রায়ং বৈশ্যং সৌগন্ধিকং বি-

---

সপ্ততিতমোঽধ্যায়।

সূত বলিলেন। দিবাকর মহাবল পরাক্রান্ত বলাসুরের মহারত্নের বীজস্বরূপ শোণিত লইয়া নীলবর্ণ নভোমার্গ দিয়া প্রস্থান করিতেছিলেন। ১-২। এমন সময়ে অমরবিজয়ী লঙ্কেশ্বর রাবণ বলদর্পে গর্ব্বিত হইয়া অর্দ্ধ পথমধ্যে রাহুর ন্যায় সূর্য্যকে নিরোধ করিলেন। ৩। তখন দিবাকর সিংহলদেশীয় কোন সুবিখ্যাত নদীতে সেই বলাসুরের রক্ত নিক্ষেপ করিলেন। ঐ তটিনী অতিমনোহরা, তাহার জল সিংহল-কামিনীগণের জল কেলিতে বিপুলনিতম্বে বিক্ষোভিত হইয়া আন্দোলিত হইতেছে। তাহার উভয় কূলে পূগদ্রুমশ্রেণী শোভা পাইতেছে। ৪। সেই দিন হইতে ঐ নদী গঙ্গার ন্যায় পুণ্যপ্রদায়িনী এবং রাবণগঙ্গা নামে বিখ্যাত হইল। ৫। সেই দিন হইতে নিশাযোগে ঐ নদীর তটে রত্নরাশি সঞ্চিত হইয়া থাকিত। ঐ সকল রত্নরাশি কনকময় নারাচাস্ত্র রাশির ন্যায় স্বীয় প্রভায় রাত্রিকালে আলোকপূর্ণ হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। ৬। ঐ নদীর জলে পদ্মরাগ, সৌগন্ধিক, কুরুবিন্দ, স্ফটিক প্রভৃতি মহাগুণসম্পন্ন রত্ন সমুৎপন্ন হইল এবং রত্নের সুচারু প্রভায় নদীর তট আলোকিত হইত।৭॥ পদ্মরাগমণি বিবিধ, তন্মধ্যে কতিপয় বন্ধূকপুষ্পাভ, অপর কতকগুলি গুঞ্জাসমবর্ণ, অন্য কতিপয় জবাপুষ্প সদৃশ কান্তিযুক্ত, অপর কতকগুলি রক্ততুল্য বর্ণবিশিষ্ট ও দাড়িম্ববীজাভ এবং অন্য পদ্মরাগ

---

* তস্য বর্ণো যথা। সিংহলে তু ভবেদ্রক্তং পদ্মরাগমনুত্তমং। পীতং কাণপুরোদ্ভূতং কুরুবিন্দমিতি স্মৃতং ॥ অশোকপল্লবচ্ছায়মমুং সৌগন্ধিকং বিদুঃ। তুম্বুরে ছায়য়া নীলং নীলগন্ধি প্রকীর্ত্তিতং ॥ উত্তমং সিংহলোদ্ভূতং নিকৃষ্টং তুম্বুরোদ্ভবং। মধ্যমং মধ্যমং জ্ঞেয়ং মাণিক্যং ক্ষেত্রভেদতঃ ॥ তথাচ। বন্ধূকগুঞ্জাসকলেন্দ্রগোপজবাসমাসৃক্সমবর্ণশোভাঃ। ভ্রাজিষ্ণবো দাড়িমবীজবর্ণাস্তথাপরে কিংশুকপুষ্পভাসঃ ॥ সিন্দুরপদ্মোৎপলকুঙ্কুমানাং লাক্ষারসস্যাপি সমানবর্ণাঃ। সান্দ্রেপি রাগে প্রভয়া স্বয়ৈব ভান্তি স্বলক্ষ্যা স্ফুটমধ্যশোভাঃ ॥ ভানোশ্চ ভাসামনুবেধযোগমাসাদ্য রশ্মিপ্রকরেণ দূরং। পার্শ্বানি সর্ব্বাণ্যনুরঞ্জয়ন্তি গুণোপপন্নাঃ স্ফটিকপ্রসূতাঃ ॥ কুসুম্ভনীলীব্যতিমিশ্ররাগপ্রত্যগ্ররক্তাম্বরতুল্যভাসঃ। তথাপরে কৃষ্ণরকণ্টকারীপুষ্পত্বিষো হিঙ্গুলবত্ত্বিষোঽন্যে ॥ চকোরপুংস্কোকিলসারসানাং নেত্রাব-

ক্ষেযো দাড়িমবীজবর্ণাস্তথা পরে কিংশুকপুষ্পভাষঃ ॥ ৮ ॥ সিন্দূরপদ্মোৎপলকুঙ্কুমানাং লাক্ষারসস্যাপি সমানবর্ণাঃ। সান্দ্রেপি রাগে প্রভয়া স্বয়ৈব ভান্তি স্বলক্ষ্যা স্ফুটমধ্যশোভাঃ ॥ ৯ ॥ ভানোশ্চ ভাসা মনুবেধযোগমাসাদ্য রশ্মিপ্রকরেণ দূরং। পার্শ্বানি সর্ব্বাণ্যনুরঞ্জয়ন্তি গুণোপপন্নাঃ স্ফটিকপ্রসূতাঃ ॥ ১০ ॥ কুসুম্ভনীলব্যতিমিশ্ররাগপ্রত্যুগ্র রক্তাম্বুজতুল্যভাসঃ। তথাপরেঽরুষ্করকণ্টকারী পুষ্পত্বিষোহিঙ্গুলবত্ত্বিষোঽন্যে ॥ ১১ ॥ চকোরপুংস্কোকিলসারসানাং নেত্রাবভাসশ্চ ভবন্তি কেচিৎ। অন্যে পুনর্নাস্তি বিপুষ্পিতানাং তুল্যত্বিষঃ কোকনদোত্তমানাং ॥ ১২ ॥ প্রভাবকাঠিন্যগুরুত্বযোগৈঃ প্রায়ঃ সমানাঃ স্ফটিকোদ্ভবানাং। আনীলরক্তোৎপলচারুভাসঃ সৌগন্ধিকোত্থামণয়ো ভবন্তি ॥ ১৩ ॥ কামন্তু রাগঃ কুরুবিন্দজেষু স নৈব যাদৃক্ স্ফটিকোদ্ভবেষু। নিরর্চ্চিষোঽন্তর্বহলা ভবন্তি প্রভাববন্তোপি ন তৈঃ সমস্তৈঃ ॥ ১৪ ॥ যে তু বারণগঙ্গায়াং জায়ন্তে কুরুবিন্দকাঃ।

পলাশপুষ্পসমকান্তিযুক্ত। সকল পদ্মরাগই অতি সমুজ্জ্বল ॥ ৮ ॥ সিন্দূর, পদ্ম, উৎপল, কুঙ্কুম ও লাক্ষারসতুল্য পদ্মরাগ আছে, পদ্মরাগের বর্ণ ঘনীভূত হইলে তাহার স্বীয় প্রভায় শোভিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥ গুণসম্পন্ন স্ফটিকপ্রভব মণি সূর্য্য কিরণে সমুজ্জ্বল হইয়া স্বীয় রশ্মিজালে পার্শ্বস্থ দ্রব্য আলোকিত করে ॥ ১০ ॥ কতিপয় পদ্মরাগ রক্তনীলমিশ্রিত বর্ণবিশিষ্ট, অপর পদ্মরাগ রক্তপদ্মবৎ দীপ্তিশালী, অন্য পদ্মরাগ ভল্লাতকপুষ্প ও কণ্টকারী কুসুমের ন্যায় ও কোন কোন পদ্মরাগ হিঙ্গুল তুল্য কান্তিসম্পন্ন ॥ ১১ ॥ কোন কোন পদ্মরাগমণি কপোত, কোকিল ও সারস পক্ষির নেত্র তুল্য বর্ণযুক্ত। অন্য পদ্মরাগ কোকনদ সদৃশ কান্তি সম্পন্ন ॥ ১২ ॥ স্ফটিকপ্রভব মণি প্রভাব, কাঠিন্য ও গুরুত্বে সকল মণির প্রায় সমান। সৌগন্ধিকজাত মণি ঈষৎ নীলের আভাবিশিষ্ট ও রক্তোৎপলের ন্যায় বর্ণ যুক্ত ॥ ১৩ ॥ স্ফটিকসম্ভব মণিতে যেরূপ উজ্জ্বলতা দৃষ্ট হয়, কুরুবিন্দপ্রভব মণিতে সেই প্রভা থাকে না। তাহার প্রভা অন্তর্গত। কোন কোন কুরুবিন্দজমণি প্রভাবিশিষ্ট হয় বটে, কিন্তু স্ফটিক মণির ন্যায় নহে ॥ ১৪ ॥ রাবণগঙ্গাতে যে সকল কুরুবিন্দাখ্য

ন্তুঃ ॥ আরক্তঃ কান্তিহীনশ্চ চিক্কণশ্চ বিশেষতঃ। মাংসখণ্ডসমাভাসো হ্যস্তুজঃ পাপনাশনঃ ॥ মাংসখণ্ডস্ত নীলগন্ধৈঃ সজ্ঞা ॥ অথ দোষাঃ। মাণিক্যস্য সমাখ্যাতা অষ্টৌ দোষা মুনীশ্বরৈঃ। দ্বিচ্ছায়ঞ্চ দ্বিরূপঞ্চ সম্ভেদঃ কর্করস্তথা ॥ অশোভনং কোকিলঞ্চ জলং ধূম্রাভিধঞ্চ বৈ। গুণাশ্চত্বার আখ্যাতাশ্ছায়াঃ ষোড়শ কীর্ত্তিতাঃ ॥ ছায়াস্ত পূর্ব্বোক্তা এব। ছায়াদ্বিতয়সম্বন্ধাদ্দ্বিচ্ছায়ং বন্ধুনাশনং। দ্বিরূপং দ্বিপদস্তেন মাণিক্যেন পরাভবঃ ॥ সম্ভেদো ভিন্নমিত্যুক্তং শস্ত্রাঘাতবিধায়কঃ। কর্করং কর্করাযুক্তং পশুবন্ধুবিনাশকৃৎ ॥ দুগ্ধেনেব সমালিপ্ত মবনীপুটমুচ্যতে। অশোভনং সমুদ্দিষ্টং মাণিক্যং বহুদুঃখকৃৎ ॥ মধুবিন্দুসমচ্ছায়ং কোকিলং পরিকীর্ত্তিতং। আয়ুর্লক্ষ্মীযশো হন্তি সদোষং তন্ন ধারয়েৎ ॥ রাগহীনং জলং প্রোক্তং ধনধান্যাপবাদকৃৎ। ধূম্রং ধূমসমাকারং বৈদ্যুতং ভয়মাবহেৎ ॥ তথা। শোভাদ্বিতয়বন্তো যে মণয়ঃ ক্ষতিকারকাঃ। উভয়ত্র পদং যেষাং তেন চ স্যাৎ পরাভবঃ ॥ ভিন্নেন যুদ্ধে মৃত্যুঃ স্যাৎ কর্করন্ধননাশকৃৎ। দুগ্ধেনেব সমালিপ্তঃ পুটকে যস্ত সম্ভবেৎ ॥ দুঃখকৃৎ স সমাখ্যাতো ন নৃপৈ রক্ষণীয়কঃ। মধুবিন্দুসমা শোভা কোকিলানাং প্রকীর্ত্তিতাঃ। তেষাঞ্চ বহুভেদাঃ স্যুর্ন তে ধার্য্যাঃ কদাচন। অথ গুণাঃ। গুরুত্বং স্নিগ্ধতা চৈব বৈবর্ণমতিরক্ততা ॥ তথা চ। বর্ণাধিক্যং গুরুত্বঞ্চ স্নিগ্ধতা সমতাচ্ছতা। অর্চ্চিষ্মত্তা মহত্তা চ মণীনাং গুণসংগ্রহঃ ॥ ফলং। যে কর্করাশ্ছিদ্রমলোপদিগ্ধাঃ প্রভাবিমুক্তাঃ পরুষা বিবর্ণাঃ। ন তে প্রশস্তা মণয়ো ভবন্তি সমানতো জাতিগুণৈঃ সমস্তৈঃ ॥ দোষোপসৃষ্টং মণিমপ্রবোধাদ্বিভর্ত্তি যঃ কশ্চন কঞ্চিদেকং। তং বন্ধুদুঃখার্থ সবন্ধুবিত্তনাশাদয়ো দোষগণা ভজন্তে ॥ সপত্নমধ্যেঽপি কৃতাধিবাসং প্রমাদবৃত্তাবপি বর্ত্তমানং। ন পদ্মরাগস্য মহাগুণস্য ভর্ত্তারমাপৎ সমুপৈতি কাঞ্চিৎ ॥ দোষোপসর্গপ্রভবাশ্চ যে তে নোপদ্রবাস্তং সমভিদ্রবন্তি। গুণৈঃ সমুত্থৈঃ স কলৈরুপেতং যঃ পদ্মরাগং প্রযতো বিভর্ত্তি ॥ পরীক্ষা যথা। বালার্ককরসংস্পর্শাৎ যঃ শিখাং লোহিতাং বমেৎ। রঞ্জয়েদাশ্রমন্বাপি স মহাগুণ উচ্যতে ॥ দুগ্ধে শতগুণে ক্ষিপ্তো রঞ্জয়েদ্যঃ সমন্ততঃ। বমেচ্ছিখাং লোহিতাং বা পদ্মরাগঃ স উত্তমঃ ॥ অন্ধকারে মহাঘোরে যো ন্যস্তঃ সন্ মহামণিঃ। প্রকাশয়তি সূর্য্যাভঃ স শ্রেষ্ঠঃ পদ্মরাগকঃ ॥ পদ্মকোষে তু যন্ন্যস্তং বিকাশয়তি তৎক্ষণাৎ। পদ্মরাগবরো হ্যেষ দেবানামপি দুর্ল্লভঃ ॥ সর্ব্বারিষ্টপ্রশমনাঃ সর্ব্বসম্পত্তিদায়কাঃ চ-

পদ্মরাগঘনং রাগং বিভ্রাণাঃ স্ফটিকার্চ্চিষঃ ॥ ১৫ ॥ বর্ণানুযায়িনস্তেষাং অন্ধ্রদেশে তথা পরে। ন জায়ন্তে হি যে কেচিন্মূল্যলেশমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ১৬ ॥ তথৈব স্ফাটিকৌল্যানাং দেশে তুম্বুরুসংজ্ঞকে। সধর্ম্মাণঃ প্রজায়ন্তে স্বল্পমূল্যা হি তে স্মৃতাঃ ॥ ১৭ ॥ বর্ণাধিক্যং গুরুত্বঞ্চ স্নিগ্ধতা সমতাচ্ছতা। অর্চ্চিষ্মত্তা মহত্তা চ মণীনাং গুণসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥ যে কর্করচ্ছিদ্রমলোপদিগ্ধাপ্রভাবিমুক্তাঃ পরুষা বিবর্ণাঃ। ন তে প্রশস্তামণয়োভবন্তি সমানতো জাতিগুণৈঃ সমস্তৈঃ ॥১৯॥ দোষোপসৃষ্টং মণিমপ্রবোধাদ্বিভর্ত্তি যঃ কশ্চন কিঞ্চিদেব। তং শোকচিন্তাময়মৃত্যুবিত্তনাশাদয়ো দোষগণা ভবন্তি ॥ ২০ ॥ কামং চারুতরাঃ পঞ্চ জাতীনাং প্রতিরূপকাঃ। বিজাতয়ঃ প্রযত্নেন বিদ্বাংস্তানুপলক্ষয়েৎ ॥ ২১ ॥ কলসপুরোদ্ভব-সিংহল-তুম্বুরুদেশোত্থ-মুক্তপানীয়াঃ। শ্রীপূর্ণকাশ্চ সদৃশা বিজাতয়ঃ পদ্মরাগাণাং ॥ ২২ ॥ তুষোপসর্গাৎ কলসাভিধান-মাতাম্র-

মণি উৎপন্ন হয়, তাহারা পদ্মরাগের ন্যায় উজ্জ্বলতা ধারণকরে ॥ ১৫ ॥ অন্ধ্রদেশে যে সকল মণি উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের মধ্যে বর্ণানুসারে কোন কোন মণির কিঞ্চিন্মাত্র মূল্য হয় না ॥১৬॥ তুম্বুরু দেশে যে সকল স্ফটিক মণি উৎপন্ন হয়, তাহারা প্রায় স্ফটিকের ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া থাকে। ঐ সকল মণি অতিঅল্পমূল্য হয় ॥ ১৭ ॥ বর্ণাধিক্য, গুরুত্ব, স্নিগ্ধতা, সমবর্ত্তুলতা, নির্ম্মলতা তেজস্বিতা ও মহত্তা এই সকল মণির গুণ। যে সকল মণিতে উক্ত গুণরাশি বিদ্যমান থাকে, তাহাই লোকসমাজে আদরণীয় হয় ॥ ১৮ ॥ এক জাতীয় মণি সমান গুণসম্পন্ন হইলেও যদি সচ্ছিদ্র, উজ্জ্বলতাবিহীন, মসৃণতাশূন্য, ও বিবর্ণ হয়, তাহা হইলে সেই সকল মণি প্রশস্ত নহে। ১৯। যদি কোন ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ দোষযুক্ত মণি ধারণকরে, তবে তাহার শোক, চিত্তচাঞ্চল্য, রোগ, মৃত্যু চিত্তনাশ প্রভৃতি বিপদ ঘটিয়া থাকে। ২০। মণিজাতি দশবিধ, তন্মধ্যে পঞ্চজাতি উৎকৃষ্ট ও পঞ্চজাতি নিকৃষ্ট, মণিশাস্ত্রকুশলপণ্ডিতগণ তাহা পরীক্ষা করিয়া লইবেন। ২১। কলসপুর, সিংহল ও মরুদেশজাত, মুক্তপানীয় ও শ্রীপূর্ণক এই পঞ্চবিধ পদ্মরাগ বিজাতীয়। ২২। কলসপুরোদ্ভব মণি তুষোপসর্গে, তুম্বুরুদেশজাত পদ্মরাগ ঈষৎ

ত্বারস্ত ময়োদ্দিষ্টা গুণিনশ্চ যথোত্তরং ॥ যো মণির্দৃশ্যতে দূরাজ্জ্বলদগ্নিমলচ্ছবিঃ। বংশকান্তিঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বসম্পত্তিকারকঃ ॥ পঞ্চ সপ্ত নব বিংশতি রাগঃ ক্ষিপ্ত এব সকলঃ খলু বস্ত্রে। বর্জ্জয়েদ্বমতি বা করজালমুত্তরোত্তরমহাগুণিনস্তে ॥ নীলং রসং দুগ্ধরসং জলং বা যে রঞ্জয়ন্তি দ্বিশতপ্রমাণং। তে তে যথাপূর্ব্বমতিপ্রশস্তাঃ সৌভাগ্যসম্পত্তিবিধানদায়কাঃ ॥ পরিমাণং। গুঞ্জাফলপ্রমাণস্ত দশসপ্তত্রিগুঞ্জকান্। পদ্মরাগ-স্তলয়তি যথাপূর্ব্বং মহাগুণঃ ॥ ক্রোষ্টুকোলফলাকারো দ্বাদশাষ্টাদ্বিগুঞ্জকান্। পদ্মরাগস্তলয়তি যথাপূর্ব্বং মহাগুণঃ ॥ বদীরফলতুল্যো যঃ সরদিগষ্মাষকঃ। তথা ধাত্রীফলত্রিংশদ্বিংশতিদ্ব্যষ্টমাষকঃ ॥ তথাক্ষফলতুল্যো যো বহ্নিপক্ষৈকমাষকঃ। তাম্বূলফলমানো যশ্চতুস্ত্রিদ্বিকতোলকঃ ॥ বিম্বীফলসমাকারো বসুষড়্দশতোলকঃ। অতঃপরং প্রমাণেন মানেন চ ন লভ্যতে। যদি লভ্যেত পুণ্যেন তদা সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ কেচিচ্চারুতরাঃ সন্তি জাতীনাং প্রতিরূপকাঃ। বিজাতয়ঃ প্রযত্নেন বিদ্বাংস্তানুপলক্ষয়েৎ ॥ কলসপুরোদ্ভবসিংহলতুম্বুরুদেশোত্থ মুক্তমালীয়াঃ। শ্রীপর্ণিকাশ্চ সদৃশা বিজাতয়ঃ পদ্মরাগাণাং ॥ তুষোপসর্গাৎ কলসাভিধানমাতাম্রভাবাদপি তুম্বুরুত্থং। কার্ষ্ণ্যাত্তথা সিংহলদেশজাতং মুক্তাভিধানং নভসঃ স্বভাবাৎ। শ্রীপর্ণকং দীপ্তিনিরাকৃতিত্বাদ্বিজাতিলিঙ্গাশ্রয় এষভেদঃ ॥ তথা চ। স্নেহপ্রদেহো মৃদুতা লঘুত্বং বিজাতিলিঙ্গং খলু সার্ব্বজন্যং। যঃ শ্যামিকাং পুষ্যতি পদ্মরাগো যো বা তুষাণামিব চূর্ণমধ্যঃ ॥ স্নেহপ্রদিগ্ধো ন চ যো বিভাতি যো বা প্রমৃষ্টঃ প্রজহাতি দীপ্তিং। আক্রান্তমূর্দ্ধা চ তথাঙ্গুলিভ্যাং যঃ কালিকাং পার্শ্বগতাং বিভর্ত্তি ॥ সম্প্রাপ্য চোৎক্ষেপপথানুবৃত্তিং বিভর্ত্তি যঃ সর্ব্বগুণানতীব। তুল্যপ্রমাণস্য চ তুল্যজাতে র্যো বা গুরুত্বেন ভবেন্ন তুল্যঃ ॥ প্রাপ্যাপি রত্নাকরজাং স্বজাতিং লক্ষেদ্গুরুত্বেন গুণেন বিদ্বান্ ॥ অপ্রণশ্যতি সন্দেহে শিলায়াং পরিঘর্ষয়েৎ। ঘৃষ্টো যোঽত্যন্তশোভাবান্ গরিমাণং ন মুঞ্চতি স জ্ঞেয়ঃ শুদ্ধজাতিস্ত জ্ঞেয়াশ্চান্যে বিজাতয়ঃ ॥ স্বজাতকং সমুখেন বিলিখেদ্বা পরস্পরং বজ্রম্বা কুরুবিন্দম্বা বিমুচ্যান্যোন্যকেনচিৎ। ন শক্যং লেখনং কর্ত্তুং পদ্মরাগেন্দ্রনীলয়োঃ ॥ জাত্যস্য সর্ব্বেঽপি মণের্ন জাতু বিজাতয়ঃ কান্তিসমানবর্ণাঃ। তথাপি নামাকরণার্থমেবং ভেদপ্রকারঃ পরমঃ প্রদিষ্টঃ ॥ গুণোপপন্নেন সহাববদ্ধো মণিস্ত ধার্য্যো বিগুণেন জাত্যঃ। ন

ভাবাদপি তুম্বুরুথং। কাষ্ঠ্যাত্তথা সিংহলদেশজাতং মুক্তাভিধানং নভসঃ স্বভাবাৎ ॥ ২৩॥ শ্রীপূর্ণকং দীপ্তিবিনাকৃতত্বাদ্ বিজাতিলিঙ্গাশ্রয় এষ ভেদঃ। যস্তাম্রিকাং পুষ্যতি পদ্মরাগা যোগাত্তুষাণামিব পূর্ণমধ্যঃ॥ ২৪॥ স্নেহপ্রদিগ্ধঃ প্রতিভাতি যশ্চ যোবা প্রমৃষ্টঃ প্রজহাতি দীপ্তিং। আক্রান্তমূর্দ্ধা চ তথাঙ্গুলিভ্যাং যঃ কালিকাং পার্শ্বগতাং বিভর্ত্তি॥ ২৫॥ সংপ্রাপ্য চোৎক্ষিপ্য যথানুরত্তিং বিভর্ত্তি যঃ সর্ব্বগুণাংশতীব। তুল্যপ্রমাণস্য চ তুল্যন্যজাতে র্যোবা গুরুত্বেন ভবেত্তু তুল্যঃ। প্রাপ্যাপি রত্নাকরজাং স্বজাতিং লক্ষেদ্‌গুরুত্বেন গুণেন বিদ্বান্ ॥ ২৬॥ অপ্রণশ্যতি সন্দেহে শালায়াং পরিলেখয়েৎ। স্বজাতকসমুখেন লিখিত্বাপি পরস্পরং ॥ ২৭॥ বজ্রং বা কুরুবিন্দং বা বিমুচ্যানেন কেনচিৎ। নাশক্যং লেখনং কর্ত্তুং পদ্মরাগেন্দ্রনীলয়োঃ ॥ ২৮॥ জাতস্য সর্ব্বেঽপি মণেন্দ্র জাতু বিজায়ঃ সন্তি সমানবর্ণাঃ। তথাপি নামাকরণার্থমেব ভেদপ্রকারঃ পরমঃ প্রদিষ্টঃ ॥ ২৯॥ গুণোপপন্নেন সহাববদ্ধোমণিস্ত ধার্য্যো বিগুণোপি জাত্যঃ। ন কৌস্তুভেনাপি সহাববদ্ধং বিদ্বান্ বিজাতিং বিভূয়াৎ কদাচিৎ ॥ চণ্ডাল একোঽপি যথা দ্বিজাতীন্ সমেত্য ভূরীনপহন্ত্যযত্নাৎ। তথা মণীন্ ভূরিগুণোপপন্নান্ শক্নোতি বিদ্রাবয়িতুং বিজাতীঃ ॥ অথ মূল্যং। বালার্কাভিমুখং কৃত্বা দর্পণে ধারয়েন্মণিং। তত্রকান্তিবিভাগেন ছায়াভাগং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ বজ্রস্য যত্তণ্ডুলসংখ্যয়োক্তং মূল্যং সমুন্মাপিতগৌরবস্য। তৎপদ্মরাগস্য গুণান্বিতস্য স্যান্মাষকাখ্যা তুলিতস্য মূল্যং॥ যন্মূল্যং পদ্মরাগস্য সগুণস্য প্রকীর্ত্তিতং। তাবন্মূল্যং তথাশুদ্ধে কুরুবিন্দে বিধীয়তে॥ সগুণে কুরুবিন্দে চ যাবন্মূল্যং প্রকীর্ত্তিতং। তাবন্মূল্যচতুর্থাংশহীনং স্যাদ্বৈ সুস্কিকে॥ যাবন্মূল্যং সমাখ্যাতং বৈশ্যবর্ণে চ সূরিভিঃ। তাবন্মূল্যচতুর্থাংশং হীয়তে শূদ্রজন্মনি॥ পদ্মরাগঃ গণং যস্তু ধত্তে লাক্ষারসপ্রভঃ। কার্ষাপণসহস্রাণি ত্রিংশন্মূল্যং লভেত সঃ॥ ইন্দ্রগোপকসঙ্কাশঃ কর্ষত্রয়ধৃতো মণিঃ। দ্বাবিংশতিং সহস্রাণাং তস্য মূল্যং বিনির্দ্দিশেৎ। একোনো নূয়তে যস্তু জবাকুসুমসন্নিভঃ। কার্ষাপণসহস্রাণি তস্য মূল্যং চতুর্দ্দশ॥ বালাদিত্যদ্যুতিনিভঃ কর্ষং যস্তু প্রতুল্যতে। কার্ষাপণশতানাস্তু মূল্যং সদ্ভিঃ প্রকীর্ত্তিতং॥ যস্তু দাড়িমপুষ্পাভঃ কর্ষার্দ্ধেন তু সম্মিতঃ। কার্ষাপণশতানাস্তু বিংশতিং মূল্যমাদিশেৎ॥ চত্বারো মাষকা যস্তু রক্তোৎপলদলপ্রভঃ। মূল্যং তস্য বিধাতব্যং সূরিভিঃ শতপঞ্চকং॥ দ্বিমাষকো যস্তু গুণৈঃ সর্ব্বৈরেব সমন্বিতঃ। তস্য মূল্যং বিধাতব্যং দ্বিশতং তত্ত্ববেদিভিঃ॥ মাষকৈকমিতো যস্তু পদ্মরাগো গুণান্বিতঃ॥ শতৈকসম্মিতং বাচ্যং মূল্যং রত্নবিচক্ষণৈঃ॥ অতোঽন্যূনপ্রমাণাস্তু পদ্মরাগা গুণোত্তরাঃ। স্বর্ণদ্বিগুণমূল্যেন মূল্যং তেষাং প্রকল্পয়েৎ॥ কার্ষাপণঃ সমাখ্যাতঃ পুরাণদ্বয়সম্মিতঃ। অন্যে কুসুম্ভপানীয়মঞ্জিষ্ঠোদকসন্নিভাঃ॥ কাষায়া ইতি বিখ্যাতাঃ স্ফটিকপ্রভবাশ্চ তে। তেষাং দোষান্ গুণান্ বাপি পদ্মরাগবদাদিশেৎ॥ মূল্যমল্পন্তু বিজ্ঞেয়ং ধারণেঽল্পফলং তথা। ব্রহ্মক্ষত্রিয়বৈশ্যান্ত্যাশ্চতুর্ধা যে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ চতুর্বিধৈর্নৃপতিভির্ধার্য্যা সম্পত্তিহেতবে অতোঽন্যথা ধৃতঃ কুর্য্যাদ্রোগশোকভয়ক্ষয়ং॥ ইতি যুক্তিকল্পতরৌ পদ্মরাগপরীক্ষা॥

তাম্রবর্ণপ্রভায়, সিংহলদেশজাত মণি কৃষ্ণবর্ণতায়, মুক্তাভিধান পদ্মরাগ নভঃস্বভাবে এবং শ্রীপূর্ণক পদ্মরাগ দীপ্তিহীনতাবশতঃ উক্ত পঞ্চবিধ পদ্মরাগ বিজাতীয় ভাবপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে পদ্মরাগ পদ্মসহযোগে তাম্রবর্ণ হয়, সেই পদ্মরাগমণি পূর্ণমধ্য।২৩-২৪। যে মণিকে তৈলাদি স্নেহদ্রব্যদ্বারা মার্জনকরিলে প্রদীপ্ত এবং ঘর্ষণ করিলে দীপ্তিহীন হয়, যে মণি উর্দ্ধাধোভাগে অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা আক্রান্ত করিলে পার্শ্বদেশে কৃষ্ণবর্ণ হয়। মণিপ্রাপ্তিমাত্র তাহা উর্দ্ধে ক্ষেপণকরিলে সর্ব্ববর্ণ বিশিষ্ট পায়। যে যে মণি একজাতীয় তুল্যপরিমাণ এবং গুরুত্বেও তুল্য, পণ্ডিতবর্গ সেই মণি পাইয়া তাহার আকরজাত দোষ গুণ বিবেচনা করিয়া পরীক্ষা করিবে।২৫।২৬। মণিতে সন্দেহ বিদূরিত না হইলে তৎসজাতীয় অন্য মণি আনিয়া পরস্পর ঘর্ষণ করিবে। বজ্র কিম্বা কুরুবিন্দ মণিতে অন্য মণিদ্বারা লেখন হয়, কিন্তু পদ্মরাগ মণি ও ইন্দ্রনীলমণিতে অন্য মণিদ্বারা লেখন হয় না।২৭।২৮। একজাতীয় মণি সকলই সমান, কখন তাহাদিগের কোন বৈজাত্য দৃষ্ট হয় না, তথাপি পৃথক পৃথক নাম করণার্থ তাহাদিগের প্রকারভেদ কথিত আছে।২৯। গুণসম্পন্ন মণির সহিত গুণহীন ও বিজাতীয় মণি ধারণ করিবে না। বিদ্বান্ ব্যক্তি কি কখন মণিরাজ কৌস্তুভের সহিত অন্য

কদাচিৎ ॥ ৩০ ॥ চণ্ডাল একোঽপি যথা দ্বিজাতীন্ সমেত্য ভূরীনপি হন্ত্যযত্নাৎ। অথা মনীন্ ভূরিগুণোপপন্নান্ শক্নোতি বিপ্লাবয়িতুং বিজাতীঃ ॥ ৩১ ॥ সপত্নমধ্যেঽপি কৃতাধিবাসং প্রমাদবৃত্তাবপি বর্ত্তমানং। ন পদ্মরাগস্য মহাগুণস্য ভর্তারমাপৎ স্পৃশতীহ কাচিৎ ॥ ৩২ ॥ দোষোপসর্গপ্রভবাশ্চ যে তে নোপদ্রবাস্তং সমভিদ্রবন্তি। গুণৈঃ সমুত্তেজিতচারুরাগং যঃ পদ্মরাগং প্রয়তো বিভর্ত্তি ॥ ৩৩ ॥ বজ্রস্য যত্তণ্ডুলসংখ্যয়োক্তং মূল্যং সমুৎপাদিতগৌরবস্য। তৎ পদ্মরাগস্য মহাগুণস্য তন্মাষকল্যাকলিতস্য মূল্যং ॥ ৩৪ ॥ বর্ণদীপ্ত্যুপপন্নং হি মণিরত্নং প্রশস্যতে। তাভ্যামীষদপি ভ্রষ্টং মণির্ম্মূল্যাৎ প্রহীয়তে ॥ ৩৫ ॥ ইতি গারুড়ে পদ্মরাগপরীক্ষা নাম সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

এক সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ দানবাধিপতেঃ পিত্ত-মাদায় ভুজগাধিপঃ। দ্বিধা কুর্ব্বন্নিব ব্যোম সত্বরং বাসুকির্যযৌ ॥ ২ ॥ স-তদা স্বশিরোরত্ন প্রভাদীপ্তে নভোঽম্বুধৌ। রাজতঃ স-মহানেকঃ খণ্ডসেতুরিবাবভৌ ॥ ৩ ॥ ততঃ পক্ষনিপাতেন সংহরন্নিব রোদসী। গরুত্মান্ পন্নগেন্দ্রস্য প্রহর্ত্তুমুপচক্রমে ॥ ৪ ॥ সহসৈব মুমোচ তৎ ফণীন্দ্রঃ সুরসাদ্ধ্যুক্তুরুষ্কপাদপায়াং নলিকাবনগন্ধবাসিতায়াং বরমাণিক্য*গিরেরুপত্যকায়াং ॥ ৫ ॥ তস্য প্রপাতসমনন্তরকালমেব তদম্বরালয়মতীত্য রমা-

---

কোন বিজাতীয় ও বিগুণ মণি ধারণ করিয়া থাকেন? । ৩০ । যেমন এক চণ্ডালসংসর্গে অনেক ব্রাহ্মণ পতিত হয়, তেমন একটি বিজাতীয় ও বিগুণ মণি অনেক উৎকৃষ্ট মণির গৌরব বিনাশ করে। ৩১। যে ব্যক্তি পদ্মরাগমণি ধারণকরে, সে যদি অনেক শত্রুমধ্যে বাসকরে, অথবা কোন শঙ্কটে পতিত হয়, তথাপি তাহাকে কোনরূপ বিপদ স্পর্শকরিতে পারেনা। ৩২। যে ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক সুলক্ষণান্বিত সমুজ্জ্বল পদ্মরাগ মণি যত্নপূর্ব্বক ধারণকরে, দোষ ও উপসর্গ প্রভব উপদ্রব তাহার কোন বাধা জন্মাইতে পারেনা। ৩৩। যে রূপ তণ্ডুল দ্বারা পরিমাণ করিয়া গুরুত্বানুসারে হীরকের পরিমাণ নির্ণয় করিতে হয়, সেইরূপ পদ্মরাগমণির গুরুত্বের তারতম্যে মূল্যের ন্যূনাধিক্য নিশ্চয় করিবে। ৩৪। যে সকল মণি ও রত্ন উত্তমবর্ণ ও অতিউজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট, সেই সকল মণি ও রত্ন প্রশস্ত। বর্ণ ও উজ্জ্বলতার হ্রাস হইলেই মণির মূল্যের হ্রাস হইয়া থাকে। ৩৫।

এক সপ্ততিতমোঽধ্যায়।

সূত বলিলেন, ভুজঙ্গরাজ বাসুকি দানবপতি বলাসুরের পিত্ত গ্রহণকরিয়া সত্বরগমনে নভোমণ্ডল যেন দ্বিধা বিভক্ত করিয়া প্রস্থান করিতেছিলেন। ১-২। গমনকালে বাসুকির শিরোরত্ন প্রভায় প্রদীপ্ত গগনসাগরে যেন একটি বিস্তৃত রজত সেতু হইয়াছিল। পক্ষিরাজ গরুড় পক্ষবিস্তারদ্বারা স্বর্গমর্ত্ত্য নিরোধ করিয়া পন্নগরাজ বাসুকির গতিরোধ পূর্ব্বক তাহার নিকট সেই পিত্ত অপহরণ করিতে উপক্রম করিল। ৩-৪। ফণিরাজ বাসুকি খগপতির আক্রমণে চকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই বলাসুরের পিত্ত পরিত্যাগ করিল। সেইপিত্ত রসাল শিলারস পাদপে পরিশোভিত ও নলিকানামক গন্ধদ্রব্যে সুবাসিত মাণিক্যগিরির উপত্যকা প্রদেশে পতিত হইল। ৫। সেই স্থানে পতিত হইবামাত্র ঐ

---

* তস্য লক্ষণং যথা। স্নিগ্ধং গুরুগাত্রযুতং দীপ্তং স্বচ্ছং সমাঙ্গঞ্চ সুরঙ্গদঞ্চ। ইতি জাত্যমাণিক্যং কল্যাণং ধারণাৎ কুরুতে ॥ তস্য দোষো যথা। দ্বিচ্ছায়মভ্রপিহিতং কর্কশং শার্করিণং ভিন্নং ধূম্রঞ্চ। বিরূপং রাগবিমলং লঘু মাণিক্যং ন ধারয়েদ্ধীমান্ ॥ তস্য চতুর্ব্বিধা জাতির্যথা। তত্রক্তং যদি পদ্মরাগমথ তৎ পীতাতিরক্তং দ্বিধা জানীয়াৎ কুরুবিন্দকং যদরুণং স্যাদেষু সৌগন্ধিকং। তন্নীলং যদি নীলগন্ধিকমিতি জ্ঞেয়ং চতুর্ধা বুধৈর্ম্মাণিক্যং কষঘর্ষণেঽপ্যবিকলং রাগেণ জাত্যং জগুঃ ॥ ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ ॥ মতান্তরে তস্য দোষা যথা। মাণিক্যস্য সমাখ্যাতা অষ্টৌ দোষা মুনীশ্বরৈঃ। দ্বিচ্ছায়ঞ্চ দ্বিরূপঞ্চ সভেদঃ কর্করস্তথা ॥ অশোভনং কোকিলঞ্চ জলং ধূম্রাভিধঞ্চ বৈ। গুণাশ্চত্বার আখ্যাতাশ্ছায়াঃ ষোড়শ কীর্ত্তিতাঃ। ছায়াদ্বিতয়সম্বন্ধাদ্দ্বিচ্ছায়ং বন্ধুনাশনং। দ্বিরূপং দ্বিপদং তেন মাণিক্যেন পরাভবঃ ॥ সভেদো ভিন্নমিত্যুক্তং শস্ত্রাঘাতবিধায়কং। কর্করং কর্করাযুক্তং পশুবন্ধুবিনাশকৃৎ ॥ দুগ্ধেনেব সমালিপ্তমঘনীপুটমুচ্যতে। অশোভনং সমুদ্দিষ্টং মাণিক্যং বহুদুঃখকৃৎ ॥ মধুবিন্দুসমচ্ছায়ং কোকিলং পরিকীর্ত্তিতং। আয়ুর্লক্ষ্মীযশো হন্তি লদোষং তন্ন ধারয়েৎ ॥ রাগহীনং জলং প্রোক্তং ধনধান্যাপবা-

সমীপে। স্থানং ক্ষতেরুপপয়োনাধতীরলেখং তৎ প্রত্যয়ান্মরকতাকরতাং জগাম ॥ ৬ ॥ তত্রৈব কিঞ্চিৎ পততস্তু পিত্তাদুপেত্য জগ্রাহ ততো গরুত্মান্। মূর্চ্ছাপরীতঃ সহসৈব ঘোণারন্ধ্রদ্বয়েন প্রমুমোচ সর্ব্বং ॥ ৭ ॥ তত্রাকঠোরশুককণ্ঠশিরীষপুষ্প-খদ্যোত-পৃষ্ঠচর-শাদ্বলশৈবলানাং। 'কহ্লারশষ্পক-ভুজঙ্গ ভুজাঞ্চ পত্র-

পিত্ত সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া পয়োনিধিতীরে লক্ষ্মীর সমীপে উপস্থিত হইল সেই দিন হইতে ঐ সাগর মরকতমণির আকর হইল। ৬। যে সময় ফণিপতি বাসুকি পিত্ত পরিত্যাগকরেন, তখন সেই পিত্তের কিঞ্চিৎ অংশ গরুড় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাতে খগপতি মূর্চ্ছিত হইয়াপড়িল। এবং তাহার নাসারন্ধ্রদ্বারা ঐপিত্ত ভূমিতে পতিতহইল। ৭। পূর্ণবয়স্ক শুকপক্ষীর কণ্ঠ, শিরীষপুষ্প, খদ্যোতের পৃষ্ঠদেশ, তৃণপূর্ণক্ষেত্র, শৈবল, কহ্লার, নূতনঘাস ও ভুজঙ্গ এইসকল পদার্থে

দক্তং। ধূম্রং ধূমসমাকারং বৈদ্যুতং ভয়মাবহেৎ ॥ তথা। শোভান্বিতয়বস্তো যে মণয়ঃ ক্ষতিকারকাঃ। উভয়ত্র পদং যেষাং তেন চ স্যাৎ পরাভবঃ ॥ ভিন্নেন যুদ্ধে মৃত্যুঃ স্যাৎ কর্করন্ধননাশকৃৎ। দুগ্ধেনেব সমালিপ্তঃ পুটকে যস্ত সম্ভবেৎ॥ দুঃখকৃৎ স সমাখ্যাতো ন নৃপৈ-রক্ষণীয়কঃ। মধুবিন্দুসমা শোভা কোকিলানাং প্রকীর্ত্তিতা। তেষাঞ্চ বহুভেদাঃ স্যুর্ন তে ধার্য্যাঃ কদাচন ॥ অৎ গুণাঃ। গুরুত্বং স্নিগ্ধতা চৈব বৈমল্যমতিরক্ততা। তথা চ। বর্ণাধিক্যং গুরুত্বঞ্চ স্নিগ্ধতা চ তথাচ্ছতা। অর্চ্চিষ্মত্তা মহত্তা চ মণীনাং গুণসংগ্রহঃ ॥ ফলং। যে কর্করাশ্ছিদ্রমলোপদিগ্ধাঃ প্রভাবিমুক্তাঃ পরুষা বিবর্ণাঃ। ন তে প্রশস্তা মণয়ো ভবন্তি সমাসতো জাতিগুণৈঃ সমস্তৈঃ॥ দোষোপসৃষ্টং মণিমপ্রবোধাদ্বিভর্ত্তি যঃ কশ্চন কশ্চিদেকং। তং বন্ধুদুঃখাময়বন্ধুবিত্তনাশাদয়ো দোষগণা ভজন্তে ॥ সপত্নমধ্যেঽপি কৃতাধিবাসং প্রমাদবৃত্তাবপি বর্ত্তমানং। ন পদ্মরাগস্য মহাগুণস্য ভর্ত্তারমাপৎ সমুপৈতি কাচিৎ ॥ দোষোপসর্গপ্রভবাশ্চ যে তে নোপদ্রবাস্তং সমভিদ্রবন্তি। গুণৈঃ সমুখ্যৈঃ সকলৈরুপেতং যঃ পদ্মরাগং প্রযতো বিভর্ত্তি ॥ বালার্ককরসংস্পর্শাৎ যঃ শিখাঃ লোহিতাং বমেৎ। রঞ্জয়েদাশ্রমম্বাপি স মহাগুণ উচ্যতে ॥ দুগ্ধে শতগুণে ক্ষিপ্তো রঞ্জয়েদ্যঃ সমন্ততঃ। বমেচ্ছিখাং লোহিতাং বা পদ্মরাগঃ স উত্তমঃ ॥ অন্ধকারে মহাঘোরে যো ন্যস্তঃ সন্ মহামণিঃ। প্রকা-

প্রাপ্তাস্তেষোমরকতাঃ শুভদা ভবন্তি ॥ ৮ ॥ তদ্‌যত্র ভোগীন্দ্রভুজাভিযুক্তং পপাত পিত্তং দিতিজাধিপস্য। তস্যাকরস্যাতিতরাং স দেশো দুঃখোপলভ্যশ্চ গুণৈশ্চ যুক্তঃ ॥ ৯ ॥ তস্মিন্ মরকতস্থানে যৎ কিঞ্চি দুপজায়তে। তৎসর্ব্বং বিষরোগাণাং প্রশমায় প্রকীর্ত্ত্যতে ॥ ১০ ॥ সর্ব্বমন্ত্রৌষধিগণৈর্যন্ন শক্যং চিকিৎসিতুং। মহাহিদংষ্ট্রাপ্রভবং বিষং তত্তেন শাম্যতি ॥ ১১ ॥ অন্যদপ্যাকরে তত্র যদ্দোষৈরুপব-

যে যে বর্ণ দৃষ্টহয়, মরকতমণিতে সেইসমুদায় বর্ণ আছে। এইরূপ মরকতমণি শুভপ্রদ। ৮। যে যে স্থানে ভুজঙ্গভুক্ গরুড় দৈত্যাধিপের পিত্ত নিপাতিত করিয়াছিল, সেই সেই স্থানে মরকতমণি উৎপন্ন হইতে লাগিল। ঐসকল দেশ সর্ব্বগুণশালী হইল, কিন্তু যেসকল স্থান মরকতমণির আকর, তাহা অতিদুর্লভ। ৯। মরকতমণির আকরে যে উদ্ভিদাদি বস্তু উৎপন্নহয়, সেই সেই দ্রব্য বিষরোগের মহৌষধ। সেই সকল উদ্ভিদ সেবাকরিলে বিষপীড়ার শান্তি হইয়া থাকে। ১০। কোন মহাসর্প দংশন করিলে যে বিষপীড়া সমুৎপন্ন হয়, তাহা অন্যকোন ঔষধে নিবৃত্তি নাহইলেও মরকতমণির আকরজাত উদ্ভিদ সেবনকরিলে সেই বিষরোগ প্রশান্ত হইয়াথাকে। ১১। মরকতমণির আকরে অন্যান্য যেসকল দ্রব্য সমুৎপন্ন হয়, তৎ-

শয়তি সূর্য্যাভঃ স শ্রেষ্ঠঃ পদ্মরাগকঃ ॥ পদ্মকোষে তু যো ন্যস্তো বিকাশয়তি তৎক্ষণাৎ। পদ্মরাগবরো হ্যেষ দেবানামপি দুর্লভঃ ॥ সর্ব্বারিষ্টপ্রশমনাঃ সর্ব্বসম্পত্তিদায়কাঃ। চত্বারস্ত ময়োদ্দিষ্টা গুণিনশ্চ যথোত্তরং ॥ যো মণির্দৃশ্যতে দূরাজ্জ্বলদগ্নিসমচ্ছবিঃ। বংশকান্তিঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বসম্পত্তিদায়কঃ ॥ পঞ্চ সপ্তনববিংশতিরাগঃ সন্বৃতোঽপি সকলঃ খলু বস্ত্রে। বর্জয়েদ্ধমতি বা করজালং উত্তরোত্তরমহাগুণিনস্তে ॥ নীলীরসং দুগ্ধরসং জলং বা যে রঞ্জয়ন্তি দ্বিশতপ্রমাণং। তে তে যথাপূর্ব্বমতিপ্রশস্তাঃ সৌভাগ্যসম্পত্তিবিধানদায়কাঃ ॥ গুঞ্জাফলপ্রমাণস্তু দশসপ্তত্রিগুঞ্জকান্। পদ্মরাগস্তুলয়তি যথাপূর্ব্বং মহাগুণঃ ॥ ক্রোষ্ঠু কোলফলাকারো দ্বাদশাষ্টাদ্বিগুঞ্জকান্ পদ্মরাগস্তুলয়তি যথাপূর্ব্বং মহাগুণঃ ॥ বদরীফলতুল্যো যঃ শরদিখমুমাষকঃ। তথা ধাত্রীফলত্রিংশদ্বিঃশতিদ্ব্যষ্টমাষকঃ ॥ তথাক্ষফলতুল্যো যো বহ্নিপক্কৈকমাষকঃ। তাম্বুলফলমানো যশ্চতুস্ত্রিদ্বিকতোলকঃ। বিম্বী-

.র্জ্জিতং। জায়তে তৎ পবিত্রাণামুত্তমং পরিকীর্ত্তিতং॥ ১২॥ অত্যন্তহরিতবর্ণং কোমলমর্চ্চির্বিভেদজটিলঞ্চ। কাঞ্চনচূর্ণস্যান্তঃ পূর্ণমিব লক্ষ্যতে যচ্চ॥ ১৩॥ যুক্তং সংস্থানগুণৈঃ সমরাগং গৌরবেণ সবিতুঃ করসংস্পর্শাচ্ছুরয়তি সর্ব্বাশ্রমং দীপ্ত্যা॥ ১৪॥ হিত্বা চ হরিতভাবং

সমুদায়ই পবিত্র। তাহাদিগের স্পর্শাদিতে দেহ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। ১২। মরকতমণি হরিতবর্ণ ও কোমল বলিয়া বোধ হয়, তাহার উজ্জ্বলতা বক্ররেখার ন্যায় দৃষ্টহয়, এবং তাহা অন্তর্গত সুবর্ণ চূর্ণে পরিপূর্ণ প্রতীতহয়। যে মরকতমণি সুগঠিত, সর্ব্বগুণোপেত, সর্ব্বত্র সমান উজ্জ্বল, লঘু এবং সূর্য্যকিরণ সংস্পর্শে প্রদীপ্ত হইয়া সমস্ত আশ্রম আলোকিত করে। ১৩-১৪। ঐমণি হরিত-

যস্যান্তর্ব্বিনিহিতা ভবেদ্দীপ্তিঃ। অচিরপ্রভা প্রভাহতশাদ্বলসমন্বিতা ভাতি॥ ১৫॥ যচ্চ মনসঃ প্রসাদং বিদধাতি নিরীক্ষিতমতিমাত্রং তন্মরকতং মহাগুণমিতি রত্নবিদাং মনোবৃত্তিঃ॥ ১৬॥ বর্ণস্যাতিবহু-

প্রভা পরিত্যাগকরিয়া অচিরোপনত অন্তর্গত দীপ্তিদ্বারা তৃণপূর্ণক্ষেত্রের আভা তিরোহিত করিয়া দীপ্তিপাইয়া থাকে। ১৫। যে মরকতমণি দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ সাধারণের মনের প্রস-

ফলসমাকারো বসুষড়্দশতোলকঃ॥ অতঃ পরং প্রমাণেন মানেন চ ন লভ্যতে। যদি লভ্যেত পুণ্যেন তদা সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥ কেচিচ্চার্কিতরাঃ সন্তি জাত্যানাং প্রতিরূপকাঃ। বিজাতয়ঃ প্রযত্নেন সিদ্ধান্তা মূল্যমাহরেৎ॥ কাকলকাঃ সিংহলদেশোত্থমুক্তমালীয়াঃ। শ্রীপর্ণিকাশ্চ সদৃশা বিজাতয়ঃ পদ্মরাগাণাং॥ তুষোপসঙ্গাদ্দলনাভিধানং মণিঃ স্বভাবাদপি তুষ্মরুথঃ। কার্য্যাস্তথা সিংহলদেশজাতং মুক্তাভিধানং নভসঃ স্বভাবাৎ। শ্রীপর্ণকং দীপ্তিনিরাকৃতিত্বাদ্বিজাতিলিঙ্গাশ্রয়ভেদ এষঃ॥ তথা চ। স্নেহ প্রদেহো মৃদুতা লঘুত্বং বিজাতিলিঙ্গং খলু সার্ব্বজন্যং। যঃ শ্যামিকাং পুষ্যতি পদ্মরাগো যো বা তুষাণামিব চূর্ণমধ্যং॥ স্নেহপ্রদিগ্ধো ন চ যো বিভাতি যো বা প্রমৃজ্যঃ প্রজহাতি দীপ্তিং। আক্রান্তমূর্দ্ধা চ তথাঙ্গুলিভ্যাং যঃ কালিকাং পার্শ্বগতাং বিভর্ত্তি॥ সংপ্রাপ্য তার্ক্ষ্যোঽপি পথং স্ববৃত্তং বিভর্ত্তি যঃ সর্ব্বগুণানতীব। তুল্যপ্রমাণস্য চ তুল্যজাতের্যো বা গুরুত্বেন ভবেন্ন তুল্যঃ। প্রাপ্যাপি নানাকরদেশজাতং জ্ঞাত্বা বুধো জাতিগুণেন লক্ষেৎ॥ অপ্রণশ্যতি সন্দেহে শিলায়াং পরিঘর্ষয়েৎ। ঘৃষ্টা যোঽত্যন্ত শোভাবান্ পরিমাণং ন মুঞ্চতি॥ স জ্ঞেয়ঃ শুদ্ধজাতিস্ত জ্ঞেয়াশ্চান্যে বিজাতয়ঃ। স্বজাতকং সংমুখেন বিলিখেদ্বা পরস্পরং॥ বজ্রং বা কুরুবিন্দং বা বিমুচ্যান্যস্তকেন চেৎ। ন শক্যং লেখনং কর্ত্তুং পদ্মরাগেন্দ্রনীলয়োঃ॥ গুণোপপন্নেন সহাববদ্ধো মণিস্ত্বজাত্যো বিগুণেন জাত্যঃ। সুখং ন কুর্য্যাদপি কৌস্তুভেন বিদ্বান্ বিজাতিং ন ভূয়াদ্বুধস্তং॥ চণ্ডাল একোঽপি তথাভিজাতান্ সমেত্য দূরানপহন্তি যত্নাৎ। তথা মণীন্ ভূরিগুণোপপন্নান্ শক্তোঽতিবিদ্রাবয়িতুং বিজাতঃ॥ অথ মূল্যং। বালার্কাভিমুখং কৃত্বা দর্পণে

ধারয়েন্মণিং। তত্র কান্তিবিভাগেন ছায়াভাগং বিনির্দ্দিশেৎ॥ বজ্রস্য যত্তণ্ডুলসংখ্যয়োক্তং মূল্যং সমুন্নাপিতগৌরবস্য। তৎ পদ্মরাগস্য গুণান্বিতস্য স্যান্মাষকাখ্যাতুলিতস্য মূল্যং॥ যন্মূল্যং পদ্মরাগস্য সগুণস্য প্রকীর্ত্তিতং। তাবন্মূল্যং তথা শুদ্ধে কুরুবিন্দে বিধীয়তে॥ সগুণে কুরুবিন্দে চ যাবন্মূল্যং প্রকীর্ত্তিতং। তাবন্মূল্যং চতুর্থাংশহীনং স্যাদ্বৈ সুগন্ধিকে॥ যাবন্মূল্যং সমাখ্যাতং বৈশ্যবর্ণে চ সূরিভিঃ। তাবন্মূল্যচতুর্থাংশং হীয়তে শূদ্রজন্মনি পদ্মরাগঃ পণং যস্তু ধত্তে লাক্ষারসপ্রভঃ। কার্ষাপণসহস্রাণি ত্রিংশন্মূল্যং লভেত সঃ॥ ইন্দ্রগোপকসঙ্কাশঃ কর্ষত্রয়ধৃতো মণিঃ। দ্বাবিংশতিসহস্রাণি তস্য মূল্যং বিনির্দ্দিশেৎ॥ একোনো নূয়তে যস্তু জবাকুসুমসন্নিভঃ। কার্ষাপণসহস্রাণি তস্য মূল্যং চতুর্দ্দশ॥ বালাদিত্যদ্যুতিনিভঃ কর্ষং যস্তু প্রতুল্যতে। কার্ষাপণশতানাস্ত মূল্যং সদ্ভিঃ প্রকীর্ত্তিতং॥ যস্তু দাড়িমপুষ্পাভঃ কর্ষার্দ্ধেন তু সম্মিতঃ। কার্ষাপণশতানাস্ত বিংশতির্মূল্যমাদিশেৎ॥ চত্বারো মাষকা যস্তু রক্তোৎপলদলপ্রভঃ। মূল্যং তস্য বিধাতব্যং সূরিভিঃ শতপঞ্চকং॥ দ্বিমাষকো যস্তু গুণৈঃ সর্ব্বৈরেব সমন্বিতঃ। তস্য মূল্যং বিধাতব্যং দ্বিশতং তত্ত্ববেদিভিঃ॥ মাষকৈকমিতো যস্তু পদ্মরাগো গুণান্বিতঃ। শতৈকসম্মিতং বাচ্যং মূল্যং রত্নবিচক্ষণৈঃ॥ অতো ন্যূনপ্রমাণাস্ত পদ্মরাগা গুণোত্তরাঃ। স্বর্ণদ্বিগুণমূল্যেন মূল্যং তেষাং প্রকল্পয়েৎ॥ কার্ষাপণঃ সমাখ্যাতঃ পুরাণদ্বয়সম্মিতঃ। অন্যে কুসুম্ভপানীয়মঞ্জিষ্ঠোদরসন্নিভাঃ॥ কষায়া ইতি বিখ্যাতাঃ স্ফটিকপ্রভবাশ্চ তে। তেষাং দোষো গুণো বাপি পদ্মরাগবদাদিশেৎ॥ মূল্যমল্পন্তু বিজ্ঞেয়ং ধারণেঽল্পফলং তথা। ব্রহ্মক্ষত্রিয়বৈশ্যান্ত্যাশ্চতুর্দ্ধা যে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ চতুর্ব্বিধৈর্নৃপতিভির্ধার্য্যাঃ সম্পত্তিহেতবে। অতোঽন্যথা ধৃতঃ কুর্য্যাদ্রোগশোকভয়ক্ষয়ং॥ ইতি যুক্তিকল্পতরুঃ।

লত্বাদ্যস্যান্তঃ স্বচ্ছকিরণপরিধানং। সান্দ্রস্নিগ্ধবিশুদ্ধং কোমলবর্হিপ্রভাদিসমকান্তি ॥১৭॥ বর্ণোজ্জ্বলয়া কান্ত্যা সান্দ্রাকারো বিভাসয়া ভাতি। তদপি ন গুণবৎ-সংজ্ঞামাপ্নোতি যাদৃশীং পূর্ব্বকং ॥ ১৮ ॥ শবলকঠোর-মলিনং রূক্ষং পাষাণকর্করোপেতং। দিগ্ধঞ্চ শিলাজ-তুনা মরকতমেরম্বিধং বিগুণং ॥১৯॥ যংসন্ধিশেষিতং রত্নমন্যং মরকতান্ভবেৎ*। শ্রেয়স্কামৈর্ন তদ্ধার্য্যং ক্রেতব্যং বা কথঞ্চন ॥২০॥ ভল্লাতকীপুত্রিকাচ তদ্বর্ণসমযোগতঃ। মণের্ম্মরকতস্যৈতে লক্ষণীয়া বিজাতয়ঃ ॥২১॥ ক্ষৌমেণ বাসসা মৃষ্টা দীপ্তিং ত্যজতি পুত্রিকা। লাঘবেনৈব কাচস্য শক্যা কর্ত্তুং বিভাবনা ॥ ২২ ॥ কশ্চিদনেক-রূপৈর্ম্মরকতমনুগচ্ছতোঽপি গুণবর্ণৈঃ। ভল্লাতকপত্র-নিলৈর্বৈষম্যমুপৈতি বর্ণস্য ॥ ২৩ ॥ বজ্রাণি মুক্তাঃ সন্ত্যন্যে যে চ কেচিদ্বিজাতয়ঃ। তেষাং নাপ্রতিবদ্ধানাং ভা ভবত্যূর্দ্ধগামিনী ॥ ২৪ ॥ ঋজুত্বাচ্চৈব কেষাঞ্চিৎ

রক্তা হয়। রত্নবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণ সেই মণিকে সর্ব্বগুণসম্পন্ন জ্ঞানকরেন।১৬। যে মরকতমণির বর্ণের প্রগাঢ়তা হেতু অন্তর্গত নির্ম্মল কিরণ পরিক্ষিপ্ত হয়, তাহার কান্তি ঘনীভূত, স্নিগ্ধ, বিশুদ্ধ ও কোমল ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় শোভা সম্পন্ন হইয়া থাকে। ১৭। যে মরকতমণি বর্ণের উজ্জ্বলকান্তিতে গাঢ় আভাযুক্ত হইয়া দীপ্তিপায়। সেই মণি উৎকৃষ্টমণিমধ্যে পরিগণিত। ১৮। যে মরকতমণি কর্ব্বুর, অমসৃণ, মলিন, রূক্ষ, পাষণও কর্কর যুক্ত, এবং শিলাজতুসংসৃষ্ট, সেই মণি নির্গুণ অর্থাৎ নিকৃষ্ট মণি-মধ্যে গণ্য। ১৯। মরকত মণির সন্ধিশেষে যদি অন্য কোনরত্ন দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই মণি কেহ ধারণ বা ক্রয় করিবে না। ঐমণি ধারণ অথবা ক্রয় করিলে তাহার অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। ২০। যদি মরকতমণিতে ভল্লাতকফলের ন্যায় বর্ণদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেইমণি বিজাতীয় লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া জানিবে। ২১। কোন ক্ষৌমবস্ত্রে মণিমার্জ্জন করিলে তাহার দীপ্তির লাঘব হয়। কাচপাত্রে ঐমণির প্রতিবিম্ব পাতিত করিয়া ঐলঘুতা নিরূপণ করিবে।২২। এইরূপ অন্যকোন পদার্থ আছে যে, তাহাতে মর-কত মণির প্রায় সমস্ত গুণ ও বর্ণ দৃষ্টহয়, এই স্থানে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া লইবে। ঐ কৃত্রিম মণিতে ভল্লাতক পত্রের বাতাস দিলে বর্ণের বৈষম্য হইয়া থাকে। ২৩। অনেকপ্রকার বজ্র, মণি ও মুক্তা আছে। ঐ সকল মণি যদি কোন আচ্ছা-দনে সমাবৃত না থাকে, তবে তাহাদিগের প্রভা ঊর্দ্ধগামিনী হয়। ২৪। প্রায় সকলমণির দীপ্তি সরলভাবে এবং কোন কোন

* যস্তু ভাস্করসংস্পর্শাৎ হস্তন্যস্তো মহামণিঃ। রঞ্জয়েদাত্ম-পার্শ্বস্থং মহামরকতং হি তৎ ॥ চতুর্দ্ধা জাতিভেদস্তু মহামর-কতে মণৌ। ছায়াভেদেন বিজ্ঞেয়া চতুর্ব্বর্গস্তু লক্ষণৈঃ ॥ অথ ছায়া। ভবেদষ্টবিধা ছায়া মণের্ম্মরকতস্য চ। বর্হি-পুচ্ছসমভাসা চাসপক্ষসমাপরা ॥ হরিকোচনিভা চান্যা তথা শৈবালসন্নিভা। খদ্যোতপৃষ্ঠসঙ্কাসা বালকীরসমা তথা। নবশাদ্বলসচ্ছায়া শিরীষকুসুমোপমা। এবমষ্টৌ সমঃখ্যাতা শ্ছায়া মরকতাশ্রয়াঃ ॥ ছায়ার্দ্ধিযুক্তমেতাভিঃ শ্রেষ্ঠং মর-কতং ভবেৎ ॥ পদ্মরাগগতঃ স্বচ্ছো জলবিন্দুর্যথা ভবেৎ। তথা মরকতচ্ছায়া শ্যামলা হরিতামলা ॥ অথ দোষগুণাঃ। দোষাঃ সপ্ত ভবন্ত্যস্য গুণঃ পঞ্চবিধো মতঃ। অস্নিগ্ধং রূক্ষমিত্যুক্তং ব্যাধিস্তস্য ধৃতের্ভবেৎ ॥ বিস্ফোটঃ স্যাৎ সপিড়কে তত্র শস্ত্র-হতির্ভবেৎ। সপাষাণে ভবেদিষ্টনাশো মরকতে ধৃতে ॥ বিচ্ছায়ং মরকতং প্রাহুর্বার্য্যতে ন তু ধার্য্যতে। শর্করং কর্করাযুক্তং পুত্রশোকপ্রদং ধৃতং ॥ জঠরং কান্তিহীনন্তু দংষ্ট্রীবহ্নিভয়াবহং। কুল্মাষবর্ণং ধবলং ততো মৃত্যুভয়ং ভবেৎ ॥ ইতি দোষাঃ সমা-খ্যাতা বর্ণ্যন্তেঽথ মহাগুণাঃ। নির্ম্মলং কথিতং স্বচ্ছং গুরু স্যাদ্‌গুরুতাযুতং ॥ স্নিগ্ধং রূক্ষবিনির্ম্মুক্তমরজস্কমরেণুকং। সুরাগং রাগবহুলং মণেঃ পঞ্চ গুণা মতাঃ ॥ এতৈর্যুক্তং মরকতং সর্ব্ব-পাপভয়াপহং। গজবাজিরথান্দত্ত্বা বিপ্রেভ্যো বিত্তরাশি যে ॥ তৎ ফলং সমবাপ্নোতি শুদ্ধে মরকতে ধৃতে। ধনধান্যাদিকরণে তথা সৈন্যক্রিয়াবিধৌ ॥ বিষরোগোপশমনে কর্ম্মস্বাথর্ব্বণেষু চ শস্যতে মুনিভির্যস্মাদয়ং মরকতো মণিঃ ॥ তথা চ। স্বচ্ছতা গুরুতা কান্তিঃ স্নিগ্ধত্বং পিত্তকারণং। হরিদ্বর্ণিরঞ্জকত্বৈব সপ্ত মরকতে গুণাঃ ॥ অথ কৃত্রিমাকৃত্রিমপরীক্ষা। কৃত্রিমস্তং সহজত্বং দৃশ্যতে সূরিভিঃ কচিৎ। ঘর্ষয়েৎ প্রস্তরে বঙ্গকাচস্তস্মাদ্বিপদ্যতে ॥ লেখয়েল্লৌহভৃঙ্গেণ চূর্ণেনাথ বিলেপয়েৎ। সহজঃ কান্তি-মাপ্নোতি কৃত্রিমো মলিনায়তে বর্ণস্যাতিবহত্বাৎ যস্যান্তঃ স্বচ্ছ-কিরণপরিধানং। সান্দ্রস্নিগ্ধবিশুদ্ধং কোমলবর্হিপ্রভাদিসমকান্তি ॥ বর্ণোজ্জ্বলয়া কান্ত্যা সান্দ্রাকারং বিভাসয়া ভাতি। তদপি গুণবৎসংজ্ঞামাপ্নোতি হি যাদৃশীং পূর্ব্বং ॥ সকলকঠোরং মলিনং রূক্ষং পাষাণকর্করোপেতং। দিগ্ধঞ্চ শিলাজতুনা মরকতমেবম্বিধং

কথঞ্চিদুপজায়তে। তির্য্যগালোচ্যমানানাং সম্ভশ্চৈব প্রণশ্যতি॥ ২৫॥ স্নানাচমনজপ্যেষু রক্ষামন্ত্রক্রিয়াবিধৌ। দদদ্ভি-র্গোহিরণ্যানি কুর্বদ্ভিঃ সাধনানি চ॥ ২৬॥ দৈবপৈত্র্যাতিথেয়েষু গুরুসংপূজনেষু চ। বাধ্যমানেষু বিবিধৈ-র্দোষজাতৈ-র্বিষোদ্ভবৈঃ॥২৭॥ দোষৈর্হীনং গুণৈর্যুক্তং কাঞ্চনপ্রতিযোজিতং। সংগ্রামে বিচরদ্ভিশ্চ ধার্য্যং মরকতং বুধৈঃ॥ ২৮॥ তুলয়া

মণির প্রভা তির্য্যগ্‌ভাবে পতিত হয়। যে সকল মণির দীপ্তি তির্য্যক্‌ ভাবে বহির্গত হয়, তাহাদিগের তেজঃ চিরকাল থাকে না, শীঘ্র বিনষ্ট হইয়া যায়। ২৫। স্নান, আচমন, জপ ও রক্ষামন্ত্র পাঠপ্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ সমাপনকরিয়া গোহিরণ্যাদি প্রদানপূর্ব্বক অন্যান্য সাধনকার্য্য সমাপনান্তে, দৈব কার্য্য, পিতৃতর্পণ, অতিথিসেবা ও গুরুপূজা করিয়া নির্দ্দোষ ও গুণ সম্পন্ন, মরকত মণি স্বর্ণ সহযোগে ধারণকরিবে। এই মণি ধারণকরিলে বিষপীড়াদি উপদ্রব নিবারণ হইয়া যায় ও সংগ্রামে জয়লাভ হয়। ২৬-২৮। যেরূপ পরিমাণবিশিষ্ট পদ্ম-

দ্বিগুণং॥ যৎসন্ধিশ্লেষিতং রত্নমন্তংমরকতাত্তবেৎ। শ্রেয়স্কামৈর্ন তদ্ধার্য্যং ক্রেতব্যং বা কথঞ্চন। ভল্লাতকপুত্রিকা চ তদ্বর্ণসমযোগতঃ। মণের্ম্মরকতস্তৈতে লক্ষণীয়া বিজাতয়ঃ॥ ক্ষৌমেণ বাসসা ঘৃষ্টা দীপ্তিং ত্যজতি পুত্রিকা। লাঘবেনৈব কাচস্ত শক্যা কর্ত্তুং বিভাবনা॥ কস্যচিদনেকরূপৈর্ম্মরকতমনুগচ্ছতোঽপি গুণবর্ণৈঃ। ভল্লাতকস্ত নির্ন্নেতুর্বৈশদ্যমুপৈতি বর্ণস্ত॥ বজ্রাণি মুক্তাঃ সন্ত্যন্যে যে চ কেচিদ্বিজাতয়ঃ। তেষামপ্রতিবদ্ধানাং ভা ভবত্যূর্দ্ধগামিনী। ঋজুত্বাচ্চৈব কেষাঞ্চিৎ কথঞ্চিদুপজায়তে। তির্য্যগালোক্যমানানাং সদাশ্চৈব প্রণশ্যতি॥ স্নানাচমনজপ্যেষু রক্ষামন্ত্রক্রিয়াবিধৌ। দদদ্ভির্গোহিরণ্যানি কুর্ব্বদ্ভিঃ সাধনানি চ॥ দৈবপৈত্র্যাতিথেয়েষু গুরুসংপূজনেষু চ বাধ্যমানেষু বিষমৈর্দোষজাতৈর্ব্বিষোদ্ভবৈঃ॥ দোষৈর্হীনং গুণৈর্যুক্তং কাঞ্চনপ্রতিযোজিতং। সংগ্রামে বিচরদ্ভিশ্চ ধার্য্যং মরকতং বুধৈঃ॥ অথ মূল্যং। তুলয়া পদ্মরাগস্ত যন্মূল্যমুপজায়তে। লভতেঽভ্যধিকং তস্মাদ্ গুণৈর্ম্মরকতং স্মৃতং॥ তথা চ পদ্মরাগাণাং দোষৈর্মূল্যং প্রলীয়তে। ততোঽপ্যাপ্যধিকা হানির্দোষৈর্ম্মরকতে ভবেৎ॥ গুণপিণ্ডসমাযুক্তে হরিতশ্যামভাস্বরে। মূল্যং যার্দশকং প্রোক্তং জাতিভেদেন সূরিভিঃ॥ যবৈকেন-

পদ্মরাগস্ত যন্মূল্য-মুপজায়তে। লভতেঽভ্যাধকং তস্মাদ্‌গুণৈর্ম্মরকতং যুতং॥ ২৯॥ তথা চ পদ্মরাগাণাং দোষৈর্ম্মূল্যং প্রহীয়তে। ততোঽপ্যাপ্যধিকা হানির্দোষৈমরকতে ভবেৎ॥ ৩০॥ ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে মরকতপরীক্ষা নাম একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥

দ্বি সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ॥ ১॥ তত্রৈব সিংহলবধূকরপল্লবাগ্রব্যালূনবাললবলীকুসুমপ্রবালে। দেশে পপাত দিতিজস্ত নিতান্তকান্তং প্রোৎফুল্লনীরজসমদ্যুতি নেত্রযুগ্মং॥ ২॥ তৎপ্রত্যয়াদুভয়শোভনবীচিভাসা বিস্তারিণী জলনিধেরূপকচ্ছভুমিঃ। প্রোদ্ভিন্নকেতকবলপ্রতিবদ্ধলেখা সান্দ্রেন্দ্রনীলমণিরত্নবতী বিভাতি॥ ৩॥ তত্রাসিতাজহলভৃঙ্গসমানি ভৃঙ্গশার্ঙ্গায়ুধাঙ্গ-হরকণ্ঠকষায়পুষ্পৈঃ। শুদ্ধেতরৈশ্চ কুসুমৈর্গিরিকর্ণিকায়া-স্তস্মাস্তবন্তি মণয়ঃ সদৃশাবভাসঃ॥৪॥ অন্যে প্রসন্নপয়সঃ পয়সাং নিধাতু-

রাগমণির যত মূল্য হয়, সেইরূপ পরিমিত সগুণ মরকত মণির তদপেক্ষা অধিক মূল্য হইয়া থাকে। এবং পদ্মরাগের দোষানুসারে যেরূপ মূল্যের হানি হয়, সদোষ মরকত মণির মূল্য তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে ন্যূন হইয়া থাকে। ২৯। ৩০।

দ্বি সপ্ততিতম অধ্যায়।

সূত বলিলেন, যখন সিংহলকামিনীগণ স্বীয় হস্তে লবলীকুসুম ও পল্লব ছেদনকরিতেছিল, সেই সময়ে তাহাদিগের সমক্ষে প্রফুল্ল কমলকান্তিবিশিষ্ট বলাসুরে নয়নযুগলে পতিত হইয়াছিল। ১।২। সমুদ্রের তীরভূমিতে ঐ নেত্রদ্বয় পতিত হইয়াছিল। তরঙ্গমালার বিশদ প্রভায় সুশোভিত সাগরতট বলাসুরের নেত্রপাতে ইন্দ্রনীলমণির আকর হইয়া সমধিক সমুজ্জ্বল হইল॥ ৩॥ সেই স্থলে নীলপদ্ম, ভৃঙ্গ, হরকণ্ঠ ও অপরাজিতা পুষ্পের ন্যায় কান্তিযুক্ত ইন্দ্রনীল মণি সমুৎপন্ন হইল॥ ৪॥ সেই স্থানে অনেক প্রকার ইন্দ্রনীল মণি জন্মিল, তাহাদিগের মধ্যে অনেক

শতং পঞ্চসহস্রং দ্বিতয়ে যবে। ত্রিভিশ্চৈব সহস্রে দ্বে চতুর্ভিশ্চ চতুর্গুণং॥ ইতি যুক্তিকল্পতরুঃ॥

রম্যাশ্রয়ঃ শোধগণপ্রতিমাস্তথান্যে। নালারসপ্রভববুদ্বুদভাশ্চ কেচিৎ কেচিত্তথা সমদকোকিলকণ্ঠভাসঃ॥ ৫॥ একপ্রকারা বিস্পষ্টবর্ণশোভাবভাসিনঃ। জায়ন্তে মুনয়স্তস্মিন্নিন্দ্রনীলা মহাগুণাঃ॥ ৬॥ মৃৎপাষাণশিলারন্ধ্র-কর্করাত্রাসসংযুতাঃ। অভ্রিকাপটলচ্ছায়াবর্ণদোষৈশ্চ দূষিতাঃ॥ ৭॥ তত এব হি জায়ন্তে মণয়স্তত্র ভূরয়ঃ। শাস্ত্রসম্বোধিতধিয়স্তান্ প্রশংসন্তি সূরয়ঃ॥ ৮॥ ধার্য্যমাণস্য যে দৃষ্টা পদ্মরাগমণেগুর্ণাঃ। ধারণাদিন্দ্রনীলস্য তানেবাপ্নোতি মানবঃ॥ ৯॥ যথা চ পদ্মরাগাণাং জাতকত্রিতয়ং ভবেৎ। ইন্দ্রনীলেষপি তথা দ্রষ্টব্যমবিশেষতঃ॥ ১০॥ পরীক্ষাপ্রত্যয়ৈর্যৈশ্চ পদ্মরাগঃ পরীক্ষ্যতে। তত্রৈব প্রত্যয়া দৃষ্টা ইন্দ্রনীলমণেরপি॥ ১১॥ যাবন্তং চংক্রমেদগ্নিং পদ্মরাগোপযোগতঃ। ইন্দ্রনীলমণিস্তস্মাৎ ক্রমেত সুমহত্তরং॥ ১২॥ তথাপি ন পরীক্ষার্থং গুণানামভিবৃদ্ধয়ে। মণি রগ্নৌ সমাধেয়ঃ কথঞ্চিদপি কশ্চনঃ॥১৩॥ অগ্নিমাত্রাপারজ্ঞানে দাহদোষৈশ্চ দূষিতঃ। সোঽনার্থায় ভবেদ্ভর্তুঃ কর্ত্তুঃ কারয়িতুস্তথা॥ ১৪॥ কাচোৎপলকরবীরসস্ফটিকাদ্যা ইহ বুধৈঃ সবৈদূর্য্যাঃ। কথিতা বিজাতয়-ইমে সদৃশা মণিনেন্দ্রনীলেন॥ ১৫॥ গুরুভাবকঠিনভাবাবেতেষাং নিত্যমেব বিজ্ঞেয়ৌ। কাচাদ্‌যথাবদুত্তরবিবর্দ্ধমানৌ বিশেষেণ॥১৬॥ ইন্দ্রনীলা যথা কশ্চিদ্বিভর্ত্ত্যাতাম্রবর্ণতাং। রক্ষণীয়ৌ তথা তাম্রৌ করবীরোৎলাবুভৌ॥ ১৭॥ যস্য মধ্যগতা ভাতি নীলস্যেন্দ্রায়ুধপ্রভা। তমিন্দ্রনীলমিত্যাহু র্মহার্হং ভুবি দুর্লভং॥ ১৮॥ যস্য বর্ণস্য ভূয়স্ত্বাৎ ক্ষীরে শতগুণে স্থিতঃ। নীলতাং তন্নয়েৎ সর্ব্বং মহানীলঃ স উচ্যতে॥ ১৯॥ যৎ পদ্মরাগস্য মহাগুণস্য মূল্যং ভবেন্মাষসমন্বিতস্য। তদিন্দ্রনীলস্য মহাগুণস্য বর্ণস্য সংখ্যাকুলিতস্য মূল্যং॥ ২০॥ ইতি গারুড়ে ইন্দ্রনীলপরীক্ষা দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥

গুলি জলনিধির জলপ্রতিম, কতিপয় ময়ূরকণ্ঠবৎ প্রভাসম্পন্ন অপর কতকগুলি নীলীরসের বুদ্বুদসম কান্তিযুক্ত, অন্য কতিপয় প্রমত্ত কোকিলকণ্ঠের তুল্য ছবি সমন্বিত॥ ৫। যেসকল ইন্দ্রনীলমণি উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাদিগের সকলই বিস্পিষ্ট বর্ণ ও শোভাসম্পন্ন, সমানাকার ও মহাগুণশালী॥ ৬॥ যে সকল ইন্দ্রনীলমণি মৃত্তিকা ও পাষাণসংযুক্ত, শিরাল, সরন্ধ্র, কর্করান্বিত ও মেঘমালার ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট সেই, সকল মণি দূষিত॥ ৭॥ সেই স্থানে অনেক ইন্দ্রনীলমণি সমুৎপন্ন হইতে লাগিল, মণিশাস্ত্রকুশল পণ্ডিতগণ ঐ সকল মণির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন॥ ৮॥ পদ্মরাগমণি ধারণকরিলে যে সকল গুণ কীর্ত্তিত আছে, ইন্দ্রনীলমণি ধারণকরিলেও সেই সেই গুণ হইয়া থাকে॥ ৯॥ যেমন পদ্মরাগমণির ত্রিবিধ জাতি আছে, সেইরূপ ইন্দ্রনীলমণিতেও অনেক জাতি অনুমিত হইবে॥ ১০॥ যে যে উপায়ে পদ্মরাগমণির পরীক্ষা হইয়া থাকে, সেই সেই উপায় আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রনীল মণির পরীক্ষা করিবে॥ ১১॥ পদ্মরাগের উপযোগে যেরূপ অগ্নি আক্রান্ত হয়, ইন্দ্রনীলমণির সহযোগে তদপেক্ষা অধিক অগ্নি আক্রান্ত হইয়া থাকে॥ ১২॥ তথাপি মণি ও রত্নের পরীক্ষা করণার্থ অথবা গুণসম্বর্দ্ধনার্থ কদাচ কোনরূপ মণি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে না॥ ১৩॥ যদি কোন ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ মণিকে অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে মণিস্বামীর অনর্থ সংঘটন হয় এবং যে ব্যক্তি এই ক্রিয়ার প্রয়োজক, তাহারও অমঙ্গল হইয়া থাকে॥ ১৪॥ কাচ, উৎপল, করবীর, স্ফটিক বৈদূর্য্য এই সকল অনেকাংশে ইন্দ্রনীলমণির সদৃশ হইলেও মণিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে রত্নের বিজাতীয় বলিয়া থাকেন॥ ১৫॥ পূর্ব্বোক্ত মণি সকলের গুরুত্ব ও কাঠিন্য অবশ্য পরীক্ষা করিবে। সকল প্রকার মণি কাচ হইতে অধিক গৌরবান্বিত॥ ১৬॥ যেমন কোন ইন্দ্রনীলমণি ঈষত্তাম্রবর্ণ হইলে তাহা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে, সেইরূপ তাম্রবর্ণ করবীর ও উৎপলকে আদর করিয়া রাখিবে॥ ১৭॥ যে ইন্দ্রনীলমণির মধ্যে আয়ুধাকার নীলবর্ণ রেখা দৃষ্ট হয়, সেই ইন্দ্রনীলমণি মহামূল্য ও পৃথিবীতে অতিদুর্লভ॥ ১৮॥ প্রগাঢ় বর্ণবিশিষ্ট যে ইন্দ্রনীলমণি তাহা শতগুণ দুগ্ধমধ্যে রাখিলে ঐ সকল দুগ্ধ নীলবর্ণ হইয়া যায় ঐ মণিকে মহানীল মণি বলে॥ ১৯॥ যেরূপ মাষাদি পরিমাণানুসারে মহাগুণ পদ্মরাগমণির মূল্য নিরূপিত হইয়া থাকে, সেইরূপ মাষাদি পরিমাণে ইন্দ্রনীলমণিরও মূল্য নির্দ্ধারিত করিতে হয়॥ ২০॥

ত্রি সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ॥ ১॥ বৈদূর্য্যপুষ্পরাগাণাং কর্কেতভীষ্মকেপদে! পরীক্ষাং ব্রহ্মণা প্রোক্তাং ব্যাসেন কথিতাং দ্বিজ॥ ২॥ কল্পান্তকালক্ষুভিতাম্বুরাশের্নির্হ্রাদকল্পাদ্দিতিজস্য নাদাৎ। বৈদূর্য্যমুৎপন্নমনেকবর্ণং শোভাভিরামদ্যুতিবর্ণবীজং॥ ৩॥ অবিদূরে বিদূরস্য গিরেরুত্তুঙ্গরোধসঃ। কামভূতিকসীমানমনুতস্যাকরোভবেৎ॥ ৪॥ তস্য নামসমুত্থত্বাদাকরঃ সুমহাগুণঃ। অভুদ্ভুত্তরিতো লোকে লোকত্রয়বিভূষণঃ॥ ৫॥ তস্মৈব দানবপতে-র্নিনদানুরূপাঃ প্রাবৃট্পয়োদবরদাশত চারুরূপাঃ। বৈদূর্য্যরত্নমণয়োবিবিধাবভাসস্তস্মাৎ স্ফুলিঙ্গনিবহা ইব সংবভূবুঃ॥ ৬॥ পদ্মরাগমুপাদায় মণিবর্ণাহি যে ক্ষিতৌ। সর্ব্বাংস্তান্ বর্ণশোভাভির্বৈদূর্য্যমনুগচ্ছতি॥ ৭॥ তেষাং প্রধানং শিখিকণ্ঠনীলং যদ্বা ভবেদ্বেণুদলপ্রকাশং। চাষাগ্রপক্ষপ্রতিমশ্রিয়োয়ে ন তে প্রশস্তা মণিশাস্ত্রবিদ্ভিঃ॥ ৮॥ গুণবান্ বৈদূর্য্যমণির্যোজয়তি স্বামিনং বরভাগ্যৈঃ। দোষৈর্যুক্তো-

ত্রি সপ্ততিতম অধ্যায়।

সূত বলিলেন, দ্বিজবর! ব্রহ্মা বৈদূর্য্য,* পুষ্পরাগ প্রভৃতি মণির যে পরীক্ষা ব্যাসের নিকট বলিয়াছেন, সেই পরীক্ষা-প্রকরণ কথিত হইতেছে,॥ ১-২॥ কল্পাবসান কালে জলনিধি ক্ষোভিত হইয়া যেরূপ গভীর নাদে গর্জ্জন করিয়া থাকে, দিতি-তনয় বলাসুর প্রাণবিসর্জ্জনকালে সেইরূপ মহাগর্জ্জন করিয়াছিল, সেই গর্জ্জন হইতে অতিশোভাসম্পন্ন, সমুজ্জ্বল, বিচিত্র পুষ্পরাগমণি সমুৎপন্ন হয়॥ ৩॥ অতি উত্তুঙ্গ শেখর বিদূর-পর্ব্বতের অনতিদূরে কামভূতিক সীমার প্রান্তভাগে বৈদূর্য্যমণির আকর হইল॥ ৪॥ বলাসুরের নিনদোৎপন্ন সেই আকর মহাগুণসম্পন্ন ও ত্রিলোকের বিভূষণস্বরূপ হইয়াছিল॥ ৫॥ সেই আকরে বলাসুরের নিনাদানুকারী বর্ষাকালীন জলধররাশির ন্যায় চারুদর্শন, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় সমুজ্জ্বল, বিচিত্রবর্ণ বৈদূর্য্য মণি সমুৎপন্ন হইতে লাগিল॥ ৬॥ পৃথিবীতে পদ্মরাগ প্রভৃতি যে সকল মণি ও রত্ন বিদ্যমান আছে, বৈদূর্য্যমণি ঐ সকল মণির শোভার অনুকরণ করে॥ ৭॥ বৈদূর্য্যমণি পদ্মরাগাদি সকল মণির প্রধান, উহা ময়ূরকণ্ঠবৎ বর্ণবিশিষ্ট অথবা বংশপত্রবৎ সমুজ্জ্বল। যে সকল বৈদূর্য্যমণি চাষপক্ষীর পক্ষের ন্যায় বর্ণশালী, মণি শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ সেই সকল মণিকে অপ্রশস্ত মণিমধ্যে গণ্যকরিয়া থাকেন॥ ৮॥ গুণবান্ বৈদূর্য্য মণি তাহার স্বামীর সৌভাগ্য বৃদ্ধি করে। এবং দোষ

* অস্য গুণাঃ। অম্লত্বং। উষ্ণত্বং। কফবায়ুনাশিত্বং। গুল্মশূলপ্রশমনত্বং। ভূষিতশ্চেৎ শুভাবহত্বঞ্চ। ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ। অপি চ। মুক্তাবিদ্রুমবজ্রেন্দ্রবৈদূর্য্যস্ফটিকাদিকং। মণিরত্নং পরং শীতং কষায়ং স্বাদু লেখনং। চাক্ষুষ্যং ধারণাত্তচ্চ পাপালক্ষ্মীবিনাশনং। ইতি রাজবল্লভঃ। তচ্ছায়লক্ষণং যথা। একং বেণুপলাশকোমলরুচা মায়ূরকণ্ঠত্বিষা মার্জ্জারেক্ষণপিঙ্গলচ্ছবিরুষা জ্ঞেয়ং ত্রিধা চ্ছায়য়া। যদ্গাত্রং গুরুতাং দধাতি নিতরাং স্নিগ্ধস্তু দোষোজ্ঝিতং বৈদূর্য্যংবিশদং বদন্তি সুধিয়ঃ স্বচ্ছঞ্চ তচ্ছোভনং। তস্যাকুলক্ষণং যথা। বিচ্ছায়ং মৃচ্ছিলাগর্ভং লঘু রূক্ষঞ্চ সক্ষতং। সত্রাসং পরুষং কৃষ্ণং বৈদূর্য্যং দূরতাং নয়েৎ। তৎপরীক্ষা যথা। ঘৃষ্টং যদাত্মনা স্বচ্ছং স্বচ্ছায়াং নিকষাশ্মনি। স্ফুটং প্রদর্শয়েদেতদ্বৈদূর্য্যং জাতমুচ্যতে॥ ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ। অন্যচ্চ। সিতঞ্চ ধূম্রসঙ্কাশমীষৎকৃষ্ণমিতং ভবেৎ। বৈদূর্য্যং নাম তদ্রত্নং রত্নবিজ্ভিরুদাহৃতং॥ ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্শূদ্রজাতিভেদাচ্চতুর্ব্বিধং। সিত নীলো ভবেদ্বিপ্রঃ সিতারক্তস্তু বাহুজঃ॥ পীতানীলস্তু বৈশ্যঃ স্যাৎ নীল এব হি শূদ্রকঃ। অথ গুণাঃ। মার্জ্জারনয়নপ্রখ্যং রসোনপ্রতিমং হি বা। কলিলং নির্ম্মলং ব্যঙ্গং বৈদূর্য্যং দেবভূষণং॥ সুতারং ঘনমত্যচ্ছং কলিলং ব্যঙ্গমেব চ। বৈদূর্য্যাণাং সমাখ্যাতা এতে পঞ্চ মহাগুণাঃ॥ তদ্যথা। উদ্গিরন্নিব দীপ্তিং যোঽসৌ সুতার ইতি গদ্যতে। প্রমাণাতাল্পং গুরু যৎ ঘনমিত্যভিধীয়তে॥ কলঙ্কাদিবিহীনং তদত্যচ্ছমিতি কীর্ত্তিতং। ব্রহ্মশূত্রং বলাকারশ্চঞ্চলো যত্র দৃশ্যতে॥ কলিলং নাম তদ্রাজ্ঞং সর্ব্বসম্পত্তিকারকং। বিশ্লিষ্টাঙ্গন্তু বৈদূর্য্যং ব্যঙ্গমিত্যভিধীয়তে। কর্করং কর্কশং ত্রাসঃ কলঙ্কো দেহ ইত্যপি। এতে পঞ্চ মহাদোষা বৈদূর্য্যাণামুদীরিতাঃ শর্করাযুক্তমিব যৎ প্রতিভাতি চ কর্করং। স্পর্শেঽপি চ যত্তজ্জ্ঞেয়ং কর্কশং বন্ধুনাশনং। ভিন্নভ্রান্তিকরস্ত্রাসঃ স কুর্য্যাৎ কুলসংক্ষয়ং॥ বিরুদ্ধবর্ণো যস্তাঙ্কে কলঙ্কঃ ক্ষয়কারকঃ। মলদিগ্ধ ইবাভাতি দেহো দেহবিনাশনঃ॥ জয়ন্তি যদি সুবর্ণং ত্যাগহীনো যদা বা বহুবিধমণিহারী ভূপতির্ব্বা যতির্ব্বা। দধদপি ধৃতদোষং জাতু বৈদূর্য্যরত্নং প্রতিশতফলরূপঃ পাতমেধ্যত্যভাগ্যং॥ ইতি যুক্তিকল্পতরৌ বৈদূর্য্যপরীক্ষা॥

দোষৈস্তস্মাদ্যত্নাৎ পরীক্ষেত ॥ ৯ ॥ গিরিকাচশিশুপালৌ কাচস্ফটিকাশ্চ ধূমনির্ভিন্নাঃ। বৈদূর্য্যমণেরেতে বিজাতয়ঃ সন্নিভাঃ সন্তি ॥ ১০ ॥ লিখ্যাভাবাৎ কাচং লঘুভাবাৎ শৈশুপালকং বিদ্যাৎ। গিরিকাচমদীপ্তিত্বাৎ স্ফটিকং বর্ণোজ্জ্বলত্বেন ॥ ১১ ॥ যদিন্দ্রনীলস্য মহাগুণস্য সুবর্ণসংখ্যাকলিতস্য মূল্যং। তদেব বৈদূর্য্যমণেঃ প্রদিষ্টং পলদ্বয়োন্মাপিতগৌরবস্য ॥ ১২ ॥ জাত্যস্য সর্ব্বেপি মণেস্তু যাদৃগ্‌বিজতয়ঃ সন্তি সমান বর্ণাঃ। তথাপি নামাকরণানুমেয়ভেদপ্রকারঃ পরমঃ প্রদিষ্টঃ ॥ ১৩ ॥ সুখোপলক্ষ্যশ্চ সদা বিচার্য্যো হ্যয়ং প্রভেদো বিদুষা নরেণ। স্নেহপ্রভেদো লঘুতা মৃদুত্বং বিজাতিলিঙ্গং খলু সার্ব্বজন্যং ॥ ১৪ ॥ কুশলাকুশলৈঃ প্রপূর্য্যমাণাঃ প্রতিবদ্ধাঃ প্রতিসৎক্রিয়াপ্রয়োগৈঃ। গুণদোষসমুদ্ভবং লভন্তে মণয়োঽর্থান্তরমূল্যমেব ভিন্নাঃ ॥ ১৫ ॥ ক্রমশঃ সমতীতবর্ত্তমানাঃ প্রতিবদ্ধা মণিবন্ধকেন যত্নাৎ। যদি নাম ভবন্তি দোষহীনা মণয়ঃ ষড়্‌গুণমাপ্নুবন্তি মূল্যং ॥ ১৬ ॥ আকারান্ সমতীতানামুদধেস্তীরসন্নিধৌ। মূল্যমেতৎ মণীনান্তু ন সর্ব্বত্র মহীতলে ॥ ১৭ ॥ সুবর্ণো মমুনা যস্তু প্রোক্তঃ ষোড়শমাষকঃ। তস্য সপ্তমোভাগঃ সংজ্ঞারূপং করিষ্যতি ॥ ১৮ ॥ শাণশ্চতুর্ম্মাষমানো মাষকঃ পঞ্চকৃষ্ণলঃ। পলস্য দশমোভাগোধরণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ইতি মণিবিধিঃ প্রোক্তো-রত্নানাং মূল্যনিশ্চয়ে ॥ ১৯ ॥ ইতি গারুড়ে বৈদূর্য্যপরীক্ষাত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

চতুঃ সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ ॥ ১ ॥ পতিতায়া হিমাদ্রৌ তু ত্বচস্তস্য সুরদ্বিষঃ। প্রাদুর্ভবন্তি তাভ্যস্তু পুষ্পরাগা মহাগুণাঃ ॥ ২

যুক্ত বৈদূর্য্য স্বীয় প্রভুর অমঙ্গল সংঘটন করে। অতএব বিশেষ রূপে পরীক্ষাকরিয়া মণি ধারণকরিবে ॥ ৯ ॥ গিরিকাচ, শিশুপাল, কাচ ও স্ফটিক এই চতুর্ব্বিধ দ্রব্য বৈদূর্য্য মণির বিজাতীয় ॥ ১০ ॥ কাচে কোন রূপ লেখন হয় না, শিশুপাল অতিলঘু, গিরিকাচ দীপ্তিহীন এবং স্ফটিক সমধিক উজ্জ্বল। এই সকল গুণ দর্শনে গিরিকাচাদি নির্ণয় করিবে ॥ ১১ ॥ যেমন মহাগুণশালী ইন্দ্রনীল মণির পরিমাণানুসারে মূল্য নিরূপিত হইয়াছে, সেইরূপ মাষদ্বয় পরিমিত বৈদূর্য্যমণির মূল্য নিরূপিত হইবে ॥ ১২ ॥ যেমন একজাতীয় ও সমানগুণসম্পন্ন মণি প্রকারভেদে অনেক আছে, সেইরূপ বিজাতীয় মণিও অনেক প্রকার হইয়া থাকে। তাহাদিগের নামানুসারে মূল্য স্থিরীকৃত হয়। ১৩ ॥ মণিশাস্ত্রবিশারদ মনুষ্য এইরূপে সূক্ষ্ম বিচার পূর্ব্বক বৈদূর্য্য মণির জাতি ও বিজাতীয় নিরূপণ করিবে। যে সকল মণি লঘু ও মৃদু তাহারা বিজাতীয় বলিয়া স্থির করিবে ॥ ১৪ ॥ সবিশেষ পরীক্ষা দ্বারা মণির দোষ গুণ বিবেচনা করিয়া তদনুসারে মূল্য নির্ণয় করিবে। যে মণিতে যেরূপ দোষ গুণ লক্ষিত হয়, সেইরূপে সেই মণির মূল্যের তারতম্য হইয়া থাকে। ১৫ ॥ রত্নশাস্ত্র পারদর্শী পণ্ডিত কিছুদিন মণির পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। যদি মণির পূর্ব্বাবস্থা ও বর্ত্তমান ভাবের কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে সেই মণির মূল্য ষড়্‌গুণ হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥ আকরোৎপন্ন মণির যে মূল্য উক্ত হইল, সমুদ্রতীরসন্নিধানে ঐরূপ মূল্য হইয়া থাকে, পৃথিবীর সকল স্থানে ঐরূপ মূল্যের ব্যবস্থা হয় না ॥ ১৭ ॥ ষোড়শ মাষায় এক সুবর্ণ হয়, তাহার সপ্তম ভাগ দ্বারা বৈদূর্য্যের পরিমাণ করিবে ॥ ১৮ ॥ চারি মাষায় এক শাণ পরিমাণ হয়, পঞ্চ মাষায় এক কৃষ্ণল এবং পলের দশমভাগে এক ধরণ হইয়া থাকে মণিপরিমাণ কালে এইরূপ পরিমাণ লইয়া কার্য্য করিবে ॥ ১৯ ॥

চতুঃ সপ্ততিতম অধ্যায়।

সূত বলিলেন, হিমালয় পর্ব্বতে বলাসুরের যে সকল চর্ম্ম পতিত হইয়াছিল, ঐ সকল চর্ম্ম হইতে মহাগুণশালী পুষ্পরাগ*

---

* অস্য গুণাঃ। অম্লত্বং। শীতত্বং। বাতনাশিত্বং। দীপনত্বঞ্চ। তস্য ধারণগুণঃ। আয়ুঃশ্রীপ্রজ্ঞাকারিত্বং। তস্য লক্ষণং যথা। সুচ্ছায়পীতৃগুরুগাত্রসুরঙ্গশুদ্ধং স্নিগ্ধঞ্চ নির্ম্মলমতীব সুবৃত্তশীতং। যঃ পুষ্পরাগসকলং কলয়েদমুষ্য পুষ্ণাতি কীর্ত্তিমতিশৌর্য্যসুখায়ুরর্থান্। তস্য কুলক্ষণং যথা। কৃষ্ণবিন্দ্বঙ্কিতং রূক্ষং ধবলং মলিনং লঘু। বিচ্ছায়ং শর্করাগারং পুষ্পরাগং সদোষকং। তস্য

আপীতপাণ্ডুরুচিরঃ পাষাণঃ পদ্মরাগসংজ্ঞকঃ। কৌরুণ্ডকনামা স্যাৎ সএব যদি লোহিতস্তু পীতঃ ॥ ৩ ॥ আলোহিতস্তু পীতঃ স্বচ্ছঃ কাষায়কঃ স-এবোক্তঃ। আনীলশুক্লবর্ণঃ স্নিগ্ধঃ সোমানকঃ সগুণঃ ॥ ৪ ॥ অত্যন্তলোহিতোযঃ স-এব খলু পদ্মরাগসংজ্ঞঃ স্যাৎ। অপি চেন্দ্রনীলসংজ্ঞঃ স-এব কথিতঃ সুনীলঃ সন্ ॥ ৫ ॥ মূল্যং বৈদূর্য্যমণেরিব গদিতং হ্যস্য রত্নশাস্ত্রবিদা। ধারণফলঞ্চ তদ্বৎ কিন্তু স্ত্রীণাং সুতপ্রদো ভবতি ॥ ৬ ॥ ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে পুষ্পরাগপরীক্ষা চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

মণির উৎপত্তি হয়। ১-২। এই মণির নানাবিধ জাতি আছে, যে মণি ঈষৎ পীতবর্ণ, তাহার নাম পুষ্পরাগ এবং ঐ মণি যদি পীতের আভাযুক্ত লোহিতবর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহাকে কৌরুণ্ডক বলে। ৩। যে মণি লোহিতের আভাযুক্ত, পীতবর্ণ ও স্বচ্ছ তাহার নাম কাষায়। এবং যে মণি নীলের আভাযুক্ত, শুক্লবর্ণ, তাহাকে সোমানক মণি বলে। ৪। যে মণি অতিশয় লোহিতবর্ণ তাহার নাম পদ্মরাগ, এবং অতিনীলবর্ণ মণিকে ইন্দ্রনীল বলে। ৫। মণিশাস্ত্রকুশল পণ্ডিতবর্গ যেরূপে বৈদূর্য্যমণির মূল্যের নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, সেই নিয়মে পুষ্পরাগমণির মূল্য নিরূপিত করিবে। বৈদূর্য্যমণি ধারণে যেরূপ ফল কথিত আছে, এই মণিধারণেও তদনুরূপ ফল হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এই মণিধারণ করিলে নারী পুত্র প্রসব করে। ৬।

পরীক্ষালক্ষণে যথা। ঘৃষ্টো বিকাশয়েৎ পুষ্পরাগমধিকমাত্মীয়ং। ন খলু পুষ্পরাগো জাত্যতরা পরীক্ষকৈরুক্তঃ। ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ। প্রকারান্তরং। শণপুষ্পসমঃ কান্ত্যা স্বচ্ছভাবস্তু চিক্কণঃ। পুত্রদো ধনদঃ পুণ্যঃ পুষ্পরাগমণির্মতঃ। দৈত্যধাতুসমুদ্ভূতঃ পুষ্পরাগমণির্দ্বিধা। পদ্মরাগাকরে কশ্চিৎ কশ্চিত্তাক্ষ্যোপলাকরে। ঈষৎ পীতচ্ছবিচ্ছায়াস্বচ্ছং কান্ত্যা মনোহরং। পুষ্পরাগমিতি প্রোক্তং রাজসোমমহীভুজা। ব্রহ্মাদিজাতিভেদেন তদ্বিজ্ঞেয়ং চতুর্ব্বিধং। ছায়া চতুর্ব্বিধা তস্য সিতা পীতা সিতাসিতা। ইতি যুক্তিকল্পতরুঃ।

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ বায়ুর্নখান্ দৈত্যপতের্গৃহীত্বা চিক্ষেপ সৎপদ্মবনেষু হৃষ্টঃ। ততঃ প্রসূতং পবনোপপন্নং কর্কেতনং পূজ্যতমং পৃথিব্যাং ॥ ২ ॥ বর্ণেন তদ্রুধিরসোমমধুপ্রকাশমাতাম্রপীতদহনোজ্জ্বলিতং বিভাতি। নীলং পুনঃ খলু সিতং পরুষং বিভিন্নং ব্যাধ্যাদিদোষকরণে ন চ তদ্বিভাতি ॥ ৩ ॥ স্নিগ্ধাবিশুদ্ধাঃ সমরাগিণশ্চ আপীতবর্ণা গুরবো বিচিত্রাঃ। ত্রাসব্রণব্যালবিবর্জ্জিতাশ্চ কর্কেতনাস্তে পরমং পবিত্রাঃ ॥ ৪ ॥ পাত্রেণ কাঞ্চনময়েন তু বেষ্টয়িত্বা তপ্তং যদা হুতবহে-র্ভবতি প্রকাশং। রোগপ্রণাশনকরং কলিনাশনস্তদায়ুষ্করং কুলকরঞ্চ সুখপ্রদঞ্চ ॥ ৫ ॥ এবম্বিধং বহুগুণং মণিমাবহন্তি কর্কেতনং শুভমলঙ্কৃতয়ে নরা যে। তে পূজিতা-বহুধনা-বহুবান্ধবাশ্চ নিত্যোজ্জ্বলাঃ প্রমুদিতা-অপি তে ভবন্তি ॥ ৬ ॥ একেঽপনষ্ট বিকৃতাকুলনীল-

---

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

সূত বলিলেন, পবনদেব দৈত্যপতি বলাসুরের নখ সকল গ্রহণ করিয়া প্রহৃষ্টমনে পদ্মবনে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই পদ্মবনে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্কেতন মণি সমুৎপন্ন হইল। ১-২। কর্কেতন মণি নানাবর্ণে বিভক্ত। রুধিরবর্ণ, চন্দ্রপ্রভ, মধুসমবর্ণবিশিষ্ট, ঈষত্তাম্রবর্ণ, পীতাভ, অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল, নীলবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ। এই মণি যদি পরুষ, ভিন্ন অথবা বিদ্ধ হয় তাহাহইলে ইহার দীপ্তি থাকে না। ৩। যে কর্কেতন মণি স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ, সমানবর্ণ, ঈষৎ পীতাভ, গুরু, বিচিত্র এবং ত্রাস, ব্রণ ও ব্যাল প্রভৃতি মণিদোষ বিহীন, সেই কর্কেতনমণি প্রশস্ত ও পবিত্র। ৪। কর্কেতনমণি স্বর্ণ পাত্রদ্বারা বেষ্টিত করিয়া অগ্নিতে প্রতপ্ত করিলে তাহার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়। এই মণিধারণ করিলে রোগ বিনাশ হয়, কলিদোষশান্তি হয়, আয়ুঃ বৃদ্ধি হয়, কুলরক্ষা হয় এবং সর্ব্বপ্রকার সুখসম্পত্তি বৃদ্ধিপায়। ৫। এইরূপ বহুগুণ সমন্বিত কর্কেতন মণি ধারণকরিয়া যাহারা শরীর অলঙ্কৃতকরে, তাহারা ধরণীতলে সর্ব্বজনের পূজ্য হইয়া ধনধান্যাদি বহুরত্নশালী হয় এবং বহুবান্ধবে পরিবৃত হইয়া নিত্যোৎসবে ও সন্তুষ্ট চিত্তে কাল অতিবাহিতকরে। ৬। অন্য কতিপয় মণি আছে,

ভাসঃ প্রম্লানরাগললিতাঃ কলুষা বিরূপাঃ। তেজো-হতিদীপ্তিকুলপুষ্টিবিহীনবর্ণাঃ কর্কেতনস্য সদৃশং বপু-রুদ্বহন্তি॥ ৭॥ কর্কেতনং যদি পরীক্ষিতবর্ণরূপং প্রত্যগ্রভাস্বরদিবাকরসুপ্রকাশং। তস্যোত্তমস্য মণি-শাস্ত্রবিদা মহিম্না তুল্যস্য মূল্যমুদিতং তুলিতস্য কার্য্যং॥৮॥ ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে কর্কেতনপরীক্ষা পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥

ষট্সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ॥ ১॥ হিমবত্যুত্তরে দেশে বীর্য্যং পতিতং সুরদ্বিষস্তস্য। সংপ্রাপ্তমুত্তমানামাকরতাং ভীষ্মরত্নানাং॥ ২॥ শুক্লাঃ শঙ্খাব্জনিভাঃ স্যোনাকসন্নিভাঃ প্রভা-বন্তঃ। প্রভবন্তি তত-স্তরুণা-বজ্রনিভা ভীষ্মপাষাণাঃ ৩॥ হেমাদিপ্রতিবদ্ধাঃ শুদ্ধমপি শ্রদ্ধয়া বিধত্তে যঃ। ভীষ্মমণিং গ্রীবাদিষু সম্পদং সর্ব্বদা লভতে॥ ৪॥ নিরীক্ষ্য পলায়ন্তে যে তমরণ্যনিবাসিনঃ সমীপে হপি। দ্বীপিবৃকশরভকুঞ্জরসিংহব্যাঘ্রাদয়ো-হিংস্রাঃ॥ ৫॥ তস্যোৎকলভকৃতিনোর্ভয়ং নচাপ্তীশমুপহসন্তি। ভীষ্মমণিগুণযুক্তো সম্যক প্রাপ্তাঙ্গুলীয়কলত্রস্থং॥ ৬॥ পিতৃতর্পণাপি পিতৃণাং তৃপ্তির্বহুবার্ষিকী ভবতি। শাম্যন্ত্যনন্তাম্যপি সর্পাণ্ডজাখুবৃশ্চিকবিষাণি॥ ৭॥ সলিলাগ্নিবৈরিতস্করভয়ানি ভীমানি নশ্যন্তি। শৈবল-বলাহকাভং পরুষং পীতপ্রভং প্রভাহীনং মলিন-দ্যুতি চ বিবর্ণং দূরাৎ পরিবর্জ্জয়েৎ প্রাজ্ঞঃ॥ ৮॥ মূল্যং প্রকল্প্যমেষাং বিবুধবরৈর্দেশকালবিজ্ঞানাৎ। দূরে ভূতানাং বহু কিঞ্চিন্নিকটপ্রসূতানাং॥ ৯॥ ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে বৈদূর্য্যপরীক্ষা ষট্সপ্ততিতমো-ঽধ্যায়ঃ॥

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ॥ ১॥ পুণ্যেষু পর্ব্বতবরেষু চ নিম্ন-গাসু স্থানান্তরেষু চ তথোত্তরদেশগাসু। সংস্থাপি-

---

তাহারাও কর্কেতন মণির সদৃশ, কিন্তু তাহাদিগের বর্ণ কর্কেতন মণির ন্যায় সমুজ্জ্বল নহে, পরন্তু সেই সকল মণি দীপ্তি, পুষ্টি ও বর্ণবিহীন এবং মলীন ও বিরূপ। ৭। পরীক্ষিত কর্কেতন মণি মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল। মণিশাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিত উত্তম কর্কেতনমণির মাহাত্ম্যদর্শনে পরিমাণ করিয়া মূল্য নিরূপিত করিবেন। ৮।

ষট্সপ্ততিতম অধ্যায়।

সূত বলিলেন, হিমালয় পর্ব্বতের উত্তরপ্রদেশে সুরারি বলাসুরের বীর্য্য পতিত হইয়াছিল, এইজন্য সেই স্থানে ভীষ্মক নামক উত্তম মহামণির আকর হইল। ১-২। সেই আকরে শঙ্খ ও শ্বেতপদ্মের ন্যায় শুক্লবর্ণ এবং তরুণাদিত্যের ন্যায় প্রভা-সম্পন্ন ভীষ্মকমণি প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। ৩। যে ব্যক্তি সুবর্ণাদিদ্বারা সম্বদ্ধ করিয়া বিশুদ্ধ ভীষ্মকমণি শ্রদ্ধাসহকারে কণ্ঠে ধারণকরে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বসম্পত্তি লাভকরে। ৪। যে এই ভীষ্মকমণি ধারণকরে তাহাকে দর্শন করিয়া অরণ্যচারী দ্বীপী, বৃক, রসভ, হস্তী সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রজন্তুগণ তৎক্ষণাৎ পলায়ন করে। ৫। ভীষ্মমণিকে অঙ্গুলীর রত্নরূপে ধারণ করিলে তাহার কোনরূপ হিংস্রজন্তুর ভয় থাকে না। ৬। এই মণি হস্তে ধারণকরিয়া পিতৃতর্পণ করিলে পিতৃলোকের বহু বার্ষিকী তৃপ্তি হইয়া থাকে এবং এই রত্নের ধারণবলে সর্ব্বপ্রকার ভৌতিক উপদ্রব শান্তি হয়, সর্প প্রভৃতি অণ্ডজ জন্তু, ইন্দুর ও বৃশ্চিকবিষ নিবারণ হইয়া থাকে এবং সলিল, তস্কর, শত্রু প্রভৃতির ভয় বিদূরিত হয়। ৭। যে ভীষ্মকমণি শৈবাল ও মেঘের ন্যায় বর্ণসমন্বিত, পরুষ, পীতবর্ণ, প্রভাহীন, মলিন অথবা বিবর্ণ, সেই ভীষ্মকমণিকে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি দূরহইতে পরি-বর্জ্জন করিবে। ৮। পণ্ডিতগণ দেশকালভেদে এই সকল মণির মূল্য নিরূপণ করিবেন। আকরের দূরবর্ত্তীস্থানে মূল্যের আধিক্য এবং নিকটস্থদেশে অল্পতা হইয়া থাকে। ৯।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

সূত বলিলেন, পুণ্যপর্ব্বত, পবিত্রনদী প্রভৃতি উত্তরদিগ্বর্ত্তী বিখ্যাত প্রদেশে সর্পগণ দানবাধিপতি বলাসুরের নখ সকল

তাশ্চ নখরাভুজগৈঃ প্রকাশং সংপুজ্য দানবপতিং প্রথিতে প্রদেশে ॥২॥ দাশার্ণবাগদরযমেকলকালগাদৌ-গুঞ্জাঞ্জনক্ষৌদ্রমৃণালবর্ণাঃ। গন্ধর্ব্ববহ্নিকদলীসদৃশা-বভাসা-স্ততে প্রশস্তাঃ পুলকাঃ প্রসূতাঃ ॥ ৩ ॥ শঙ্খাব্জ ভৃঙ্গার্কবিচিত্রভঙ্গাঃ সূত্রৈর্ব্বাপেতাঃ পরমাঃ পবিত্রাঃ। মঙ্গল্যযুক্তা বহুভক্তিচিত্রা-বৃদ্ধিপ্রদাস্তে পুলকা ভবন্তি ॥৪॥ কাকখরাসভশৃগালবৃকোগ্ররূপৈর্গৃধ্রৈঃ সমাংসরুধিরার্দ্র মুখৈরুপেতাঃ। মৃত্যুপ্রদাশ্চ বিদুষা পরিবর্জ্জনীয়া মূল্যং পলস্ত কথিতঞ্চ শতানি পঞ্চ ॥৫॥ ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে পুলকপরীক্ষা সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ হুতভুগ্রূপমাদায় দানবস্য যথেপ্সিতং। নর্ম্মদায়াং নিচিক্ষেপ কিঞ্চিদ্দীনাদি ভূমিষু ॥ ২ ॥ তত্রেন্দ্রগোপকলিতং শুকবক্ত্রবর্ণং সংস্থানতঃ প্রকটপীনসমানমাত্রং। নানাপ্রকারবিহিতং রুধিরাখ্যরত্নমুক্তত্য তস্য খলু সর্ব্বসমানমেব ॥ ৩ ॥ মধ্যেন্দুপাণ্ডরমতীব বিশুদ্ধবর্ণং তচ্চেন্দ্রনীলসদৃশং পটলং তুলে স্যাৎ। সৈশ্বর্য্যভৃত্যজননং কথিতং তদেব পক্কঞ্চ তৎকিল ভবেৎ সুরবজ্রবর্ণং ॥৪॥ ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে রুধিরাখ্যপরীক্ষা অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঊনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ কাবেরবিন্ধ্যযবনচীননেপাল-ভূমিষু। লাঙ্গলী ব্যকিরন্মেদো দানবস্য প্রযত্নতঃ ॥ ২ ॥ আকাশশুদ্ধং তৈলাখ্যমুৎপন্নং স্ফটিকং * ততঃ। মৃণাল-

---

স্থাপন করিয়াছিল। ১-২। যে যে স্থানে দানবাধীশের নখ পতিত হইয়াছিল; সেই সেই স্থানে নানাবর্ণে চিত্রিত ও সমুজ্জ্বল মণি উৎপন্ন হয়, ঐ সকল প্রশস্তমণিকে পুলক বলে। ৩। পুলকমণি শঙ্খ, পদ্ম, ভৃঙ্গ অথবা সূর্য্যের ন্যায় বর্ণসম্পন্ন। ঐ সকল পরমপবিত্র মণি সূত্রসংযুক্ত করিয়া ধারণ করিলে সর্ব্ববিষয়ে মঙ্গল ও বিশিষ্ট বুদ্ধি লাভ হয়। ৪। যে সকল মণি কাক, কুক্কুর, গর্দ্দভ, শৃগাল ব্যাঘ্রাদি বিরূটাকার জন্তু ও মাংসরুধিরে আর্দ্র মুখ গৃধ্রগণে পরিবেষ্টিত সেই সকল মণি মৃত্যুপ্রদ অতএব ঐ সকল মণিকে পণ্ডিতগণ বর্জন করিবে। এই পুলকমণির মূল্য নিরূপণের নিয়ম এই—একপল পরিমিত পুলকমণির মূল্য পঞ্চশতমুদ্রা নির্দ্দিষ্ট আছে। ৫।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়

সূত কহিলেন, অগ্নিদেব দানবাধীশের রূপ গ্রহণ করিয়া নর্ম্মদাপ্রদেশের নিম্নভূমিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ১।২। যে যে স্থানে দানবপতি বলাসুরের রূপ নিপতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে ইন্দ্রগোপমণি সমুৎপন্ন হইল। ঐ মণি শুকপক্ষীর তুণ্ডের ন্যায় বর্ণসমন্বিত ও পীলুফলের ন্যায় আকৃতিমান্। এবং ঐ স্থানে নানাপ্রকারে বিরচিত উক্ত ইন্দ্রগোপমণির সমানাকার রুধিরাখ্য মণি জন্মিয়াছিল। ৩। ঐ মণিমধ্যভাগে চন্দ্রের ন্যায় পাণ্ডুরবর্ণ, অতিবিশুদ্ধ ও ইন্দ্রনীলমণির সমানাকার। এই মণি ঐশ্বর্য্য ও ভৃত্যপ্রদ। উক্ত মণি পরিপক্ক হইলে সুরবজ্রের ন্যায় বর্ণশালী হয়। ৪।

-:০:-

উন অশীতিতম অধ্যায়।

সূত বলিলেন, কাবের, বিন্ধ্য, যাবন, চীন ও নেপাল দেশে বলরাম বলাসুরের মেদঃ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ১-২। যে যে প্রদেশে বলাসুরের মেদঃ নিপতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে তৈলস্ফটিক নামে মহামণি সমুৎপন্ন হইল। এই মণি মৃণাল ও

---

* অস্য গুণাদি যথা। স্ফটিকঃ সমবীর্য্যশ্চ পিত্তদাহার্ত্তিদোষনুৎ তস্যাক্ষমালাং জপতাং দত্তে কোটিগুণং ফলং। তৎপরীক্ষা যথা। যদ্গাঙ্গতোয়বিন্দুচ্ছবিবিমলতমং নিস্তুষং নেত্রহৃদ্যাং স্নিগ্ধং শুদ্ধান্তরালং মধুরমতিহিমং পিত্তদাহাস্রহারি। পাষাণে যন্নিঘৃষ্টং স্ফুটিতমপি নিজাং স্বচ্ছতাং নৈব জহ্যাৎ তজ্জাত্যং জাতু লভ্যং শুভমুপচিনুতে শৈবরত্নঞ্চ রত্নং। বিন্দুস্থানে বিদ্যাদিতি চ পাঠঃ। ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ। অপি চ। মুক্তাবিদ্রুমবজ্রেন্দ্রবৈদূর্য্যস্ফটিকাদিকং। মণিরত্নং সরং শীতং কষায়ং স্বাদু লেখনং। চক্ষুষ্যং ধারণাত্তচ্চ পাপালক্ষ্মীবিনাশনং। ইতি রাজবল্লভঃ। তথা। হিমালয়ে সিংহলে চ বিন্ধ্যাটবিতটে তথা। স্ফটিকং জায়তে চৈব নানারূপং সমপ্রভং। হিমাদ্রৌ চন্দ্রসংকাশং স্ফটিকং তদ্দ্বিধা ভবেৎ। সূর্য্যকান্তঞ্চ তত্রৈকং চন্দ্রকান্তং তথাপরং। সূর্য্যাং

শঙ্খধবলং কিঞ্চিদ্বর্ণান্তরান্বিতং॥ ৩॥ ন তত্তুল্যং হি রত্নঞ্চ অথবা পাপনাশনং। সংস্কৃতং শিল্পিনা সদ্যো-মূল্যং কিঞ্চিল্লভেত্ততঃ॥ ৪॥ ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে স্ফটিকপরীক্ষা ঊনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ॥ ১॥ আদায়শেষস্তস্যাস্ত্রং বলস্যা-কেরলাদিষু। চিক্ষেপ তত্র জায়ন্তে বিদ্রুমাঃ সুমহা-গুণাঃ॥ ২॥ তত্র প্রধানং শশলোহিতাভং গুঞ্জাজবা-পুষ্পনিভং প্রদিষ্টং। সনীসকং দেবকরোমকঞ্চ স্থানানি তেষু প্রভবং সুরাগং। অন্যত্র জাতঞ্চ ন তৎপ্রধানং মূল্যং ভবেচ্ছিল্পিবিশেষযোগাৎ॥ ৩॥ প্রসন্নং কো-মলং স্নিগ্ধং সুরাগং বিদ্রুমং হি তৎ। ধনধান্যকরং লোকে বিষার্ত্তিভয়নাশনং। স্ফটিকস্য বিদ্রুমস্য রত্ন-জ্ঞানায় শৌনক॥ ৪॥ ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে রত্ন-পরীক্ষা অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ॥ ১॥ সর্ব্বতীর্থানি * বক্ষ্যামি গঙ্গা-তীর্থোত্তমোত্তমা। সর্ব্বত্র সুলভা গঙ্গা ত্রিষু স্থানেষু

শঙ্খের ন্যায় ধবলবর্ণ কোন কোন স্ফটিক অন্য বর্ণ হইয়া থাকে। ৩। এই মণির তুল্য সর্ব্বপাপপ্রণাশন মণি আর নাই, শিল্পকার দ্বারা এই মণি সংস্কার করিলে মূল্য নিরূপিত হইয়া থাকে। ৪।

—:০:—

অশীতিতম অধ্যায়।

সূত বলিলেন, অনন্তদেব বলাসুরের অস্ত্র লইয়া কেরলাদি দেশে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। যে যে স্থানে বলাসুরের অস্ত্র পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে মহাগুণসম্পন্ন বিদ্রুম-মণি উৎপন্ন হইল। ১-২। এই মণি যদি জবাপুষ্প কিম্বা গুঞ্জাফলের ন্যায় অতি লোহিত বর্ণ হয়, তবেই সেই বিদ্রুমমণি সর্ব্ব-প্রধান হয়। রোমক ও দেবকপ্রদেশে যে বিদ্রুমমণি সমুৎপন্ন হয়, তাহা সুনীল বর্ণ। উক্ত কেরলাদি দেশে যে সকল বিদ্রুমমণি জন্মে, তাহারাই প্রধান, অন্যদেশজাত বিদ্রুম উৎকৃষ্ট নহে। ৩। যে বিদ্রুম প্রসন্ন, কোমলস্পর্শ, স্নিগ্ধ ও প্রগাঢ়রক্তবর্ণ, তাহা ধারণ করিলে ধনধান্যাদি লাভ হইয়া থাকে এবং শত্রুবিনাশ হয়। পুলকাখ্যমণি পরীক্ষার নিয়মানুসারে রুধিরাখ্য, স্ফটিক ও বিদ্রুমমণির পরীক্ষা করিবে। ৪।

—:০:—

একাশীতিতম অধ্যায়।

সূত বলিলেন, আমি সকল তীর্থের মাহাত্ম্যাদি বলিব। পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে, তন্মধ্যে গঙ্গা সর্ব্বতীর্থের প্রধান-ভূতা। সকল স্থানেই গঙ্গা সুলভ, কেবল হরিদ্বার, প্রয়াগ

শুস্পর্শমাত্রেণ বহ্নিং বমতি যৎ ক্ষণাৎ। সূর্য্যকান্তং তদাখ্যাতং স্ফটিকং রত্নবেদিভিঃ। পূর্ণেন্দুকরসংস্পর্শাদমৃতং স্রবতি ক্ষণাৎ। চন্দ্রকান্তং তদাখ্যাতং দুর্ল্লভং তৎ কলৌ যুগে। অশোক পল্লবচ্ছায়ং দাড়িমীবীজসন্নিভং। কিষ্ক্যাটবিতটে দেশে জায়তে মন্দকান্তিকং। সিংহলে জায়তে কৃষ্ণমাকরে গন্ধনীলকে। পদ্মরাগভবে স্থানে বিবিধং স্ফটিকং ভবেৎ।, অত্যন্তনির্ম্মলং স্বচ্ছং স্রবতীব জলং শুচি। জ্যোতির্জ্জ্বলনমাশ্লিষ্টং মুক্তাজ্যোতী-রসং দ্বিজ। তদেব লোহিতাকারং রাজাবর্ত্তমুদাহৃতং। আনীলং তত্ত্ব পাষাণং প্রোক্তং রাজময়ং শুভং। ব্রহ্মসূত্রময়ং যত্তু প্রোক্তং ব্রহ্মময়ং দ্বিজ। ইতি স্ফটিকপরীক্ষা। ইতি ভোজরাজকৃতযুক্তি-কল্পতরুঃ।

তীর্থতোয়স্য স্নানে পুণ্যত্বং যথা। নদীদেবনিখাতেষু তড়াগেষু সরঃসু চ। স্নানং সমাচরেন্নিত্যং গর্ত্তপ্রস্রবণেষু চ। নিপ্পানা-দুদ্ধৃতং পুণ্যং ততঃ প্রস্রবণাদিকং। ততোঽপি সারসং পুণ্যং ততো নাদেয়মুচ্যতে। তীর্থতোয়ং ততঃ পুণ্যং গঙ্গাতোয়ং ততোঽধিকং। ইত্যাদৌ বহ্নিপুরাণে স্নানবিধির্নাম চতুর্থো-ঽধ্যায়ঃ। জলসমীপস্থারত্নিমাত্রস্থানং। যথা আদিত্যপুরাণে। অরত্নিমাত্রং জলং ত্যক্ত্বা কুর্য্যাচ্ছৌচমনুদ্ধৃতে। পশ্চাচ্চ শোধয়ে-ত্তীর্থমন্যথা ন শুচির্ভবেৎ। তস্মিন্ দেশে শৌচং কর্ত্তব্যং যস্মাদরত্নিমাত্রব্যবহিতং জলং তৎ স্থলমেব তীর্থং জলসমীপস্থাৎ, ইত্যাহ্নিকাচারতত্ত্বং। পরাশরঃ। প্রভাসাদীনি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা। বিপ্রস্য দক্ষিণে কর্ণে বসন্তি মনু-রব্রবীৎ। ইত্যাহ্নিকাচারতত্ত্বং। হস্তস্থিততীর্থানি যথা। অঙ্গু-ল্যগ্রে তীর্থং দৈবং স্বল্পাঙ্গুল্যোর্মূলে কায়ং। মধ্যেঽঙ্গুষ্ঠা-

দুর্ল্লভা ॥ ২ ॥ হারদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে। প্রয়াগং পরমং তীর্থং মৃতানাং ভুক্তিমুক্তিদং ॥ ৩ ॥ সেবনাৎ কৃত্তাপগুনাং পাপভিৎ কামদং নৃণাং। বারাণসী পরং তীর্থং বিশ্বেশো যত্র কেশবঃ ॥ ৪ ॥ কুরু-

ও গঙ্গাসাগরসঙ্গম এই স্থানত্রয়ে দুর্ল্লভ, প্রয়াগ অতি পরম-তীর্থ, এই স্থানে যাহারা দেহ বিসর্জ্জনকরে, তাহাদিগের মুক্তি-লাভ হয়। ১-৩। এই মহাতীর্থে স্নানকরিয়া যাহারা পিতৃ-লোকের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদানকরে, তাহারা সর্ব্বপাপ বিনষ্টকরিয়া সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট লাভ করে। বারাণসী অতি পরমতীর্থ, এই তীর্থে বিশ্বেশ্বর ও কেশব সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন। ৪। কুরু-

ঙ্গুল্যোঃ পৈত্রং মূলে ত্বঙ্গুষ্ঠস্য ব্রাহ্মং। ইত্যমরঃ। তীর্থং ত্রিবিধং। যথা। জঙ্গমং ১ মানসং ২ স্থাবরং ৩। তথা চ। ব্রাহ্মণা জঙ্গমং তীর্থং নির্ম্মলং সার্ব্বকামিকং। যেষাং বাক্যোদকেনৈব শুধ্যন্তি মলিনো জনাঃ। অগস্তিরুবাচ। শৃণু তীর্থানি গদতো মানসানি মমানঘে। যেষু সম্যক্ নরঃ স্নাত্বা প্রয়াতি পরমাং গতিং। সত্যং তীর্থং ক্ষমা তীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। সর্ব্বভূতদয়া তীর্থং সর্ব্বত্রার্জ্জবমেব চ। দানং তীর্থং দমস্তীর্থং সন্তোষস্তীর্থমুচ্যতে ব্রহ্মচর্য্যং পরং তীর্থং তীর্থঞ্চ প্রিয়বাদিতা। জ্ঞানং তীর্থং ধৃতিস্তীর্থং পুণ্যং তীর্থমুদাহৃতং। তীর্থানামপি তত্তীর্থং বিশুদ্ধির্ম্মনসঃ পরা। এতত্তে কথিতং দেবি মানসং তীর্থলক্ষণং। ভৌমানামপি তীর্থানাং পুণ্যত্বে কারণং শৃণু। যথা শরীরস্যোদ্দেশাঃ কেচিন্মেধ্যতমাঃ স্মৃতাঃ। তথা পৃথিব্যামুদ্দেশাঃ কেচিৎ পুণ্যতমাঃ স্মৃতাঃ। প্রভাবাদদ্ভুতাদ্ভূমেঃ সলিলস্য চ তেজসা। পরিগ্রহান্মুনীনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যতা স্মৃতা। তস্মাদ্ভৌমেষু তীর্থেষু মানসেষু চ নিত্যশঃ। উভয়েষ্বপি যঃ স্নাতি স যাতি পরমাং গতিং। তীর্থাগমনে দোষা যথা। অনুপোষ্য ত্রিরাত্রাণি তীর্থান্যনভিগম্য চ। অদত্ত্বা কাঞ্চনং গাঞ্চ দরিদ্রো নাম জায়তে। তীর্থগমনে ফলং যথা। অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈরিষ্ট্বা বিপুলদক্ষিণৈঃ। ন তৎফলমবাপ্নোতি তীর্থাভিগমনেন যৎ। তীর্থান্যনুস্মরন্ ধীরঃ শ্রদ্দধানঃ সমাহিতঃ। কৃতপাপো বিশুধ্যেত কিং পুনঃ শুদ্ধকর্ম্মকৃৎ। তির্য্যগ্‌যোনিং ন বৈ গচ্ছেৎ কুদেশে ন চ জায়তে। ন দুঃখী স্যাৎ স্বর্গভাক্ চ মোক্ষোপায়ঞ্চ বিন্দতি। তীর্থফলভাগিনো যথা। যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতং। বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে। প্রতিগ্রহাদুপাবৃত্তঃ সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ। অহঙ্কারবিমুক্তশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে। অদাম্ভিকো নিরারম্ভো লঘাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ। বিমুক্তঃ সর্ব্বসঙ্গৈর্যঃ স তীর্থফলমশ্নুতে। অকোপনোঽমলমতিঃ সত্যবাদী দৃঢ়ব্রতঃ। আত্মোপমশ্চ ভূতেষু স তীর্থফলমশ্নুতে। অশ্রদ্দধানঃ পাপাত্মা নাস্তিকোঽচ্ছিন্নসংশয়ঃ। হেতুনিষ্ঠশ্চ পঞ্চৈতে ন তীর্থফলভাগিনঃ। ইতি কাশীখণ্ডং। তীর্থযাত্রাবিধানং যথা। যো যঃ কশ্চিত্তীর্থযাত্রান্তু গচ্ছেৎ সুসংযতঃ স চ পূর্ব্বং গৃহে স্বে। কৃতোপবাসঃ শুচিরপ্রমত্তঃ সংপূজয়েদ্ভক্তিনম্রো গণেশং। দেবান্ পিতৄন্ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব সাধূন্ ধীমান্ প্রীণয়ন্ বিত্তশক্ত্যা প্রযত্নাৎ। প্রত্যাগতশ্চাপি পুনস্তথৈব দেবান্ পিতৄন্ ব্রাহ্মণান্ পূজয়েচ্চ। এবং কুর্ব্বতস্তস্য তীর্থে যদুক্তং ফলং তৎ স্যান্নাত্র সন্দেহ এব। ইতি ব্রহ্মপুরাণং। প্রয়াগে তীর্থযাত্রায়াং পিতৃমাতৃবিয়োগতঃ। কচানাং বপনং কুর্য্যাৎ বৃথা ন বিকচো ভবেৎ। ইতি ভবিষ্যপুরাণং। তীর্থযাত্রাসমারম্ভে তীর্থাৎ প্রত্যাগমেঽপি চ। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং প্রকুর্ব্বীত বহুসর্পিঃসমন্বিতং। ইতি কূর্ম্মপুরাণং। ঐশ্বর্য্যলাভমাহাত্ম্যাদ্ গচ্ছেদ্যানেন যো নরঃ। নিষ্ফলং তস্য তত্তীর্থং তস্মাদ্যানং বিবর্জ্জয়েৎ। ইতি মৎস্যপুরাণং! সম্বৎসরং দ্বিমাসোনং পুনস্তীর্থং ব্রজেদ্যদি। মুণ্ডনঞ্চোপবাসঞ্চ তদা যত্নেন কারয়েৎ। ইতি গঙ্গাবাক্যাবলী। তীর্থপ্রাপ্ত্যনন্তরবিধানং যথা। ন পরীক্ষ্যো দ্বিজস্তীর্থেষ্বন্নার্থী ভোজ্য এব হি। শক্তুভিঃ পিণ্ডদানঞ্চ চরুণা পায়সেন চ। কর্ত্তব্যমৃষিভির্দৃষ্টং পিণ্যাকেন গুড়েন চ। শ্রাদ্ধং তত্র তু কর্ত্তব্যমর্ঘ্যাবাহনবর্জ্জিতং। অকালেঽপ্যথবা কালে তীর্থশ্রাদ্ধস্তু তর্পণং। অবিলম্বেন কর্ত্তব্যং নৈব বিঘ্নং সমাচরেৎ। যদহ্নি তীর্থপ্রাপ্তিঃ স্যাত্ততোঽহ্নঃ পূর্ব্ববাসরে। উপবাসশ্চ কর্ত্তব্যঃ প্রাপ্তেঽহ্নি শ্রাদ্ধদো ভবেদ। তীর্থোপবাসঃ কর্ত্তব্য শিরসো মুণ্ডনং তথা। শিরোগতানি পাপানি যান্তি মুণ্ডনতো যতঃ। তীর্থং প্রাপ্য প্রসঙ্গেন স্নানং তীর্থে সমাচরেৎ। স্নানজং ফলমাপ্নোতি তীর্থযাত্রাশ্রিতং ন তু। ইতি কাশীখণ্ডং। মুণ্ডনঞ্চোপবাসশ্চ সর্ব্বতীর্থেষ্বয়ং বিধিঃ। বর্জ্জয়িত্বা গয়াং গঙ্গাং বিশল্যাং বিরজাস্তথা। ইতি স্কান্দং। ষোড়শাংশং স লভতে যঃ পরার্থেন গচ্ছতি। অর্দ্ধং তীর্থফলং তস্য যঃ প্রসঙ্গেন গচ্ছতি। ইতি পৈঠীনসিঃ। স্নাপয়েৎ স্নিগ্ধমিত্রাদীন্ জ্ঞাতীংস্তীর্থে নরোত্তমঃ। অন্যথাপহরন্ত্যেতে বলাত্তীর্থভবং ফলং। ইতি স্কান্দং।

ক্ষেত্রং পরং তীর্থং দানাদ্যৈর্ভুক্তিমুক্তিদং। প্রভাসং পরমং তীর্থং সোমনাথোহি তত্র চ ॥ ৫ ॥ দ্বারকা চ পুরী রম্যা ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িকা। প্রাচী সরস্বতী পুণ্যা সপ্তসারস্বতং পরং ॥ ৬ ॥ কেদারং সর্ব্বপাপঘ্নং শাস্তল-

ক্ষেত্র অতিমহাতীর্থ, এই তীর্থে দানাদি করিলে সাধক ভুক্তি মুক্তি লাভ করে। প্রভাস অতি পুণ্যস্থান, এই তীর্থে সোমনাথ দেব বিদ্যমান আছেন। ৫। দ্বারকাপুরী বিখ্যাত পুণ্যভূমি, এই পুরী দর্শন করিলে সাধক ইহকালে বিবিধ ভোগ করিয়া অন্তে মুক্তি লাভ করে। সরস্বতী অতি পুণ্যপ্রদতীর্থ, এই তীর্থে স্নানাদি করিলে সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা লাভ হয়। ৬। শাস্তলগ্রামে

মাতরং পিতরং জায়াং ভ্রাতরং সুহৃদং গুরুং। যমুদ্দিশ্য নিমজ্জেত অষ্টভাগং লভেত সঃ। ইতি প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে মার্কণ্ডেয়পুরাণং। কলৌ তীর্থানাং পৃথিব্যাং স্থিতিকালো যথা। সরস্বতী পুণ্যক্ষেত্রমাজগাম চ ভারতং। গঙ্গা শাপেন কলয়া স্বয়ং তস্থৌ হরেঃ পদে। পশ্চাদ্ভগীরথানীতা মহীং ভাগীরথী শুভা। সমাজগাম কলয়া বাণী শাপেন নারদ। পদ্মা জগাম কলয়া সা চ পদ্মাবতী নদী। ভারতং ভারতী শাপাৎ স্বয়ং তস্থৌ হরেঃ পদে। কলেঃ পঞ্চসহস্রঞ্চ বর্ষং স্থিত্বা চ। ভারতে। জগ্মুস্তাশ্চ সরিদ্রূপং বিহায় শ্রীহরেঃ পদং। যানি সর্ব্বাণি তীর্থানি কাশীং বৃন্দাবনং বিনা। যাস্যন্তি তাভিঃ সার্দ্ধঞ্চ বৈকুণ্ঠমাজ্ঞয়া হরেঃ॥ তীর্থপ্রতিগ্রহে দোষা যথা। তত্র নারায়ণক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে হরেঃ পদে। বারাণস্যাং বদর্য্যাঞ্চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে॥ পুষ্করে ভাস্করক্ষেত্রে প্রভাসে রাসমণ্ডলে॥ হরিদ্বারে চ কেদারে সোমে বদরপাচনে॥ সরস্বতীনদীতীরে পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে। গোদাবর্য্যাঞ্চ কৌশিকাং ত্রিবেণ্যাঞ্চ হিমালয়ে॥ এতেষন্যেষু যো দানং প্রতিগৃহ্লাতিকামতঃ। স চ তীর্থপ্রতিগ্রাহী কুম্ভীপাকং প্রয়াতি চ॥ ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডং॥ যানাদিনা গমনে দোষা যথা। পুণ্যার্দ্ধং হরতে যানে তদর্দ্ধং ছত্রপাদুকে। তদর্দ্ধং তৈলমাংসাভ্যাং সর্ব্বং হরতি মৈথুনে॥ ইতি কর্ম্মলোচনং॥ যুগভেদে তীর্থবিশেষস্য শ্রেষ্ঠত্বং পাদ্মে। কৃতে তু পুষ্করং তীর্থং ত্রেতায়াং নৈমিষস্তথা। দ্বাপরে তু কুরুক্ষেত্রং কলৌ গঙ্গাং সমাশ্রয়েৎ॥ তীর্থসংখ্যা যথা। তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ। দিবি ভুব্যন্তরীক্ষে চ তানি তে সন্তি জাহ্নবি॥ অথ ভূমণ্ডলস্য প্রাদক্ষিণ্যেন তীর্থানি যথা। পুষ্করং তত্তু ব্রহ্মণঃ স্থানং তীর্থরাজেতি নাম্না খ্যাতং তত্র ত্রিসন্ধ্যং দশকোটিতীর্থাস্যায়ান্তি। তস্য ফলং অশ্বমেধতুল্যং ব্রহ্মলোকগমনঞ্চ। জম্বুমার্গঃ তস্য ফলং অশ্বমেধতুল্যং বিষ্ণুপ্রাপ্তিশ্চ। তণ্ডুলিকাশ্রমঃ তস্য ফলং দুর্গতিবিনাশঃ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিশ্চ। অগস্ত্যসরঃ তত্র ত্রিরাত্রোপবাসেন বাজপেয়তুল্যং ফলং শাকাহারেণ কৌমারলোকপ্রাপ্তিশ্চ। ধর্ম্মারণ্যং তত্তু কণ্বাশ্রমঃ তস্য ফলং প্রবেশমাত্রেণ পাপক্ষয়ঃ দেবপিতৃপূজনেন অশ্বমেধতুল্যং ফলং বিবুধলোকপ্রাপ্তিশ্চ। যযাতিপতনং তত্র গমনেন অশ্বমেধযজ্ঞতুল্যং ফলং। কোটিতীর্থং তত্র মহাকালস্তিষ্ঠতি স্নানেন অশ্বমেধতুল্যং ফলং। ভদ্রবটঃ তত্র উমাপতিস্তিষ্ঠতি তং দৃষ্ট্বা গোসহস্রদানফলং তস্য গানপত্যঞ্চ ভবতি। নর্ম্মদানদী তত্র পিতৃদেবতর্পণাৎ অগ্নিষ্টোমতুল্যং ফলং। দক্ষিণসিন্ধুঃ তত্র ব্রহ্মচর্য্যেণ অগ্নিষ্টোমতুলং ফলং ত্রিদিবপ্রাপ্তিশ্চ। চর্ম্মণ্বতী নদী তত্রেন্দ্রিয়সংযমনেন জ্যোতিষ্টোমফলং। হিমবৎসুতার্ব্বুদঃ তত্র বশিষ্ঠাশ্রমঃ তস্মিন্নেকরাত্রবাসেন গোসহস্রদানফলং। পিঙ্গতীর্থং তত্রেন্দ্রিয়সংযমনেন সবৎসশতকপিলাদানফলং। প্রভাসঃ তত্র হুতাশনস্তিষ্ঠতি তত্র স্নানেন অগ্নিষ্টোমাতিরাত্রয়োঃ ফলং। সরস্বতীসাগরসঙ্গমঃ তত্র স্নানেন গোসহস্রদানফলং ত্রিরাত্রোপবাসেন পিতৃদেবতর্পণেন চ অশ্বমেধফলং। বরদানং যত্র বিষ্ণবে দুর্ব্বাসসা বরো দত্তঃ তত্র স্নানেন গোসহস্রদানফলং। দ্বারবত্যাং পিণ্ডারকতীর্থং তত্র পদ্মচিহ্নযুক্তা মুদ্রাঃ শূলচিহ্নিতানি পদ্মানি অদ্যাপি দৃশ্যন্তে মহাদেবস্তিষ্ঠতি স্নানেন বহুসুবর্ণযজ্ঞফলং। সমুদ্রসিন্ধুসঙ্গমঃ তত্র স্নানেন পিতৃদেবতর্পণেন চ বরুণলোকপ্রাপ্তিঃ। দ্রিমিতীর্থং তত্র মহাদেবস্তিষ্ঠতি তত্র স্নানেনাশ্বমেধফলং মহাদেবদর্শনার্চ্চনাভ্যাং সর্ব্বপাপনাশঃ। বসুধারা তস্যা দর্শনেন অশ্বমেধফলং স্নানতর্পণাভ্যাং বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তিঃ। সিন্ধুত্তমং তত্র স্নানেন বহুসুবর্ণযজ্ঞফলং। যদুতুঙ্গং তত্র গমনেন ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিঃ। কুমারিকাশক্রতীর্থং তত্র স্নানেন বিমলত্বং ভবতি। পঞ্চনদঃ তত্র পঞ্চযজ্ঞফলং। ভীমাস্থানং তত্র স্নাত্বা নরো দেবীপুত্রো ভবতি গোসহস্রদানফলঞ্চ লভতে। গিরিকুঞ্জং তত্র ব্রহ্মা তিষ্ঠতি তস্য নত্যা গোসহস্রদানফলং। বিমলতীর্থং অদ্যাপি তত্র সৌবর্ণরাজতমৎস্যা দৃশ্যন্তে তত্র স্নানপানাভ্যাং বাজপেয়ফলং। বিতস্তা নদী তত্র তর্পণেন বাজপেয়ফলং স্বর্গপ্রাপ্তিশ্চ। কাশ্মীরে বিতস্তাখ্যং তক্ষকনাগসদনং তত্র স্নানেন বাজপেয়ফলং বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তিশ্চ। শমপরা তত্র সায়ংসন্ধ্যায়াং স্নানেন সপ্তার্চ্চিষে চরুনিবেদনেন চ অশ্বমেধসহস্রাধিকফলং। রুদ্রাপদং

শ্রাম-উত্তমং। নারায়ণং মহাতীর্থং মুক্ত্যৈ বদরিকাশ্রমং॥ ৭॥ শ্বেতদ্বীপং পুরী মায়া নৈমিষং পুষ্করং পরং। অযোধ্যা চাযস্তাথক্ত চিত্রকূটঞ্চ গোমতীং ॥৮॥ বৈনা-য়কং মহাতীর্থং রামগির্য্যাশ্রমং পরং। কাঞ্চীপুরী

কেদার তীর্থ আছে, এই তীর্থ সর্ব্বপ্রকার পাপ বিনাশ করে। বদরিকাশ্রম নারায়ণ তীর্থ, এই তীর্থ দর্শনকরিলে মুক্তি লাভ হয়। ৭। শ্বেতদ্বীপ, পুরী, মায়া, নৈমিষারণ্য, পুষ্কর, অযোধ্যা, চিত্রকূট, গোমতী, বৈনায়ক, রামগিরি, কাঞ্চীপুরী, তুঙ্গভদ্রা, শ্রীশৈল, সেতুবন্ধ, রামেশ্বর, কার্ত্তিকেয়তীর্থ, ভৃগুতুঙ্গ, কামতীর্থ,

তত্র মহাদেবদর্শনাৎ অশ্বমেধফলং। মণিমান্ পর্ব্বতঃ তত্র ত্রিরাত্রোপবাসেন জ্যোতিষ্টোমফলং। দেবিকা নদী তত্র মহাদেবস্থানং তত্র স্নানমহাদেবদর্শনাভ্যাং মহাদেবায় চরুনিবেদনেন চ সর্ব্বকামপ্রাপ্তির্দেবলোকপ্রাপ্তিশ্চ। দেবিকায়াং রুদ্রতীর্থং তত্র স্নানাৎ সিদ্ধিপ্রাপ্তিঃ। এবং দেবিকায়াং যজনযাজনব্রহ্মবালুকপুষ্পন্যাসসংজ্ঞকানি তীর্থানি তেষু স্নানাৎ মরণভয়বিনাশঃ। দীর্ঘসত্রং তত্র গমনাদেব দীর্ঘসত্রফলপ্রাপ্তিঃ রাজসূয়াশ্বমেধফলপ্রাপ্তিশ্চ। বিনশনং মেরুপৃষ্ঠে অন্তর্হিতা সরস্বতী যত্র যাতি সা চমসতীর্থে এবং শিরোদ্ভেদে নাগোদ্ভেদে চ দৃশ্যতে চমসে স্নানাৎ বাজপেয়ফলং নাগোদ্ভেদে স্নানাৎ নাগলোকপ্রাপ্তিঃ। শশপানতীর্থং তত্র স্নানাৎ শিববর্দ্ধীপ্তিঃ গোসহস্রদানফলপ্রাপ্তিশ্চ। কুমারকোটী তত্র স্নানেন পিতৃদেবপূজনেন চ গবাময়যাগফলপ্রাপ্তিঃ। রুদ্রকোটী যত্র কোটিঋষয়ো মিলিতা অহমগ্রে রুদ্রং দ্রক্ষ্যামীতি প্রস্থিতানাং তেষাং সন্তোষার্থং একো রুদ্রঃ কোটিমূর্ত্তয়োঽভবৎ। তত্র স্নানাৎ অশ্বমেধফলপ্রাপ্তিঃকুলোদ্ধরণঞ্চ। সরস্বতীসঙ্গমঃ তত্র জনার্দ্দনস্তিষ্ঠতি তত্র স্নানাৎ বহুসুবর্ণযাগফলপ্রাপ্তিঃ। সযাবসানং তত্র গমনাৎ গোসহস্রদানফলপ্রাপ্তিঃ। কুরুক্ষেত্রং তত্র গমনাৎ সর্ব্বপাপক্ষয়ঃ ততো মচক্রুকদ্বারপালস্য নমস্কারেণ গোসহস্রদানফলপ্রাপ্তিঃ। বিষ্ণুস্থানং তত্র স্নানাৎ বিষ্ণুদর্শনাৎ অশ্বমেধফলং বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তিশ্চ। পরিপল্লবং তত্র অগ্নিষ্টোমাতিরাত্রযাগফলপ্রাপ্তিঃ। পৃথিবীতীর্থং তত্র গোসহস্রদানফলং। শালুকিনীতীর্থং তত্র দশাশ্বমেধিকে স্নানাৎ গোসহস্রদানফলং। সপিদর্ব্বী সা নাগতীর্থং তত্র গমনেন অগ্নিষ্টোমফলং নাগলোকপ্রাপ্তিশ্চ। অবর্ণকদ্বারপালঃ তত্রৈকরাত্রবাসাৎ গোসহস্রদানফলপ্রাপ্তিঃ। পঞ্চনদং তত্র কোটিতীর্থে স্নানাৎ অশ্বমেধফলং। অশ্বিতীর্থং তত্র রূপপ্রাপ্তি। বরাহতীর্থং যত্র বরাহরূপী বিষ্ণুঃ স্থিতঃ তত্র স্নানাৎ অগ্নিষ্টোমফলপ্রাপ্তিঃ॥ জয়ন্ত্যাং তত্র সোমতীর্থে স্নানাৎ রাজসূয়ফলপ্রাপ্তিঃ। একহংসতীর্থং তত্র গোসহস্রদানফলপ্রাপ্তিঃ। কৃতশৌচং তত্র গমনাৎ পুণ্ডরীকযজ্ঞফলপ্রাপ্তিঃ। মুঞ্জাবটতীর্থং তত্র, মহাদেবস্থানং তত্রৈকরজনীবাসাৎ গাণপত্যপ্রাপ্তিঃ তত্রৈব বিশালাক্ষীযক্ষীদর্শনাৎ সর্ব্বকামপ্রাপ্তিঃ। জামদগ্ন্যাহৃতপুষ্করতীর্থং তত্র স্নানপূজনাভ্যাং হয়মেধফলং। রামহ্রদঃ যত্র রামেণ ক্ষাত্রমুৎসাদ্য তেষাং রক্তেন পঞ্চ হ্রদাঃ কৃতা তেষু স্নানতর্পণাভ্যাং পিতৃগণাৎ বরপ্রাপ্তিঃ বহুসুবর্ণযজ্ঞফলপ্রাপ্তিশ্চ। বংশমূলকং তত্র স্নানাৎ স্বকুলোদ্ধরণং। কায়শোধনং তত্র স্নানাৎ দেহশুদ্ধিঃ। লোকোদ্ধারঃ তত্র স্নানাৎ স্বকীয়লোকোদ্ধারঃ। শ্রীতীর্থং তত্র গমনাৎ উত্তমশ্রীপ্রাপ্তিঃ। কপিলাতীর্থং তত্র স্নানদেবপিতৃপূজনাভ্যাং কপিলাসহস্রদানফলং। সূর্য্যতীর্থং তত্র স্নানোপবাসপিতৃপূজনৈরগ্নিষ্টোমফলং দেবলোকপ্রাপ্তিশ্চ। গবাম্ভবনং তত্রাভিষেকেণ গোসহস্রদানফলং। শঙ্খিনীতীর্থং তত্র স্নানাৎ উত্তমবীর্য্যপ্রাপ্তিঃ। ব্রহ্মাবর্ত্তঃ তত্র স্নানাৎ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিঃ। সুতীর্থকং তত্র পিতৃদেবানাং সান্নিধ্যং তত্র স্নানপিতৃদেবপূজনৈরশ্বমেধফলং পিতৃলোকপ্রাপ্তিশ্চ। অম্বুমতী তত্র কাশীশ্বরতীর্থে স্নানাৎ সর্ব্বরোগনাশঃ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিশ্চ তত্রৈব মাতৃতীর্থং তত্র স্নানাৎ সন্তানবৃদ্ধিঃ শ্রীপ্রাপ্তিশ্চ। শীতবনং তত্র কেশাভ্যুক্ষণেন পবিত্রতা। শ্বানলোমাপহঃ তত্র স্নানাৎ পরমগতিপ্রাপ্তিঃ। দশাশ্বমেধিকং তত্র স্নানাৎ নিশ্চলগতিপ্রাপ্তিঃ। মানুষতীর্থং তত্র ব্যাধপীড়িতা কৃষ্ণমৃগা বিগাহ্য মানুষত্বং প্রাপ্তাঃ তত্র স্নানাৎ সর্ব্বপাপমুক্তিঃ স্বর্গবসতিশ্চ। আপগানদী তত্র দেবপিত্রুদ্দেশেনৈকব্রাহ্মণভোজনেন কোটিব্রাহ্মণভোজনসিদ্ধিঃ। প্লক্ষোড়ুম্বরঃ তত্র ব্রহ্মা তিষ্ঠতি তত্র সপ্তর্ষিকুণ্ডে স্নানাৎ সর্ব্বপাপনাশো ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিশ্চ। কপিলস্য কেদারং তত্র তপসা সর্ব্বপাপনাশঃ অন্তর্দ্ধানপ্রাপ্তিশ্চ। সরকং তত্র বৃষধ্বজপ্রণামেন সর্ব্বকামশিবলোকয়োঃপ্রাপ্তিঃ। ইলাস্পদং তত্র স্নানদেবপিতৃপূজনাভ্যাং দুর্গতিবিনাশঃ বাজপেয়ফলপ্রাপ্তিশ্চ। কিন্দানং তত্র স্নানাদপ্রমেয়দানফলং। কিংজপ্যং তত্র স্নানাৎ অপ্রমেয়জপফলং। অনাজন্মতীর্থং তৎ নারদস্থানং তত্র প্রাণত্যাগাৎ অনুত্তমলোকপ্রাপ্তিঃ। বৈতরণী নদী তত্র স্নানশূলপাণিপূজনাভ্যাং সর্ব্বপাপমুক্তিঃ পরমপদপ্রাপ্তিশ্চ। ফলকীতীর্থং ফলকীবনে দেবাস্তপশ্চরন্তি। মিশ্রকং তত্র নারদেন সর্ব্বতীর্থানি মিশ্রিতানি তত্র স্নানাৎ সর্ব্বতীর্থস্নানফলং।

তুঙ্গভদ্রা শ্রীশৈলং সেতুবন্ধনং ॥ ৯ ॥ বামেশ্বরং পরং তীর্থং কার্ত্তিকেয়ং তথোত্তমং। ভৃগুতুঙ্গং কামতীর্থং কামরং কটকন্তথা ॥ ১০ ॥ উজ্জয়িন্যাং মহাকালঃ কুব্জকে শ্রীধরোহরিঃ। কুব্জাম্রকং মহাতীর্থং কালসর্পিশ্চ কামদঃ ॥ ১১ ॥ মহাকেশী চ কাবেরী চন্দ্রভাগা বিপাশয়া। একাম্রঞ্চ তথাতীর্থং ব্রহ্মাণং দেব-

---

কামর, কণ্টক, উজ্জয়িনীস্থ মহাকাল, শ্রীধরতীর্থ, হরিতীর্থ, কুব্জাম্র, কালসর্পি, মহাকেশী, কাবেরী, চন্দ্রভাগা, বিপাশা, একাম্রকানন, ব্রহ্মক্ষেত্র, দেবকোঠক, মথুরাপুরী, সোমনাথ, মহানদ, ও জম্বুসর, এই সকল মহাতীর্থ কথিত হইল। উক্ত

মধুবটী সা দেবীস্থানং তত্র স্নানদেবপিতৃপূজনাভ্যাং গোসহস্রদানফলপ্রাপ্তিঃ। কৌশিকীদৃশদ্বতীসঙ্গমঃ তত্র স্নানাৎ সর্ব্বপাপমুক্তিঃ। কিন্দত্তকূপঃ তত্র তিলপ্রস্থদানাৎ ঋণত্রয়মুক্তিঃ পরমসিদ্ধিপ্রাপ্তিশ্চ। বেদীতীর্থং তত্র স্নানাৎ গোসহস্রদানফলপ্রাপ্তিঃ। অহঃ সুদিনং তীর্থদ্বয়ং তয়োঃ স্নানাৎ সূর্য্যলোকপ্রাপ্তিঃ। মৃগধূমঃ তত্র বিষ্ণুপদে স্নানাৎ বামনপূজনাচ্চ সর্ব্বপাপমুক্তিঃ রবিলোকপ্রাপ্তিশ্চ। সরস্বত্যাস্তীর্থং শ্রীকুঞ্জং তত্র স্নানাৎ স্বর্গবসতিঃ। নৈমিষকুঞ্জং তস্মিন্ স্নানাৎ হয়মেধফলপ্রাপ্তিঃ। কন্যাতীর্থং তত্র স্নানাৎ জ্যোতিষ্টোমফলপ্রাপ্তিঃ। ব্রহ্মস্থানং তত্র স্নানাৎ শূদ্রস্যাপি ব্রাহ্মণত্বং ব্রাহ্মণস্য পরমগতিঃ। সোমতীর্থং তত্র স্নানাৎ সোমযাগফলপ্রাপ্তিঃ। সপ্তসারস্বততীর্থং তত্র স্নানজপাভ্যাং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিঃ। ঔশনসকং তত্র ত্রিসন্ধ্যং কার্ত্তিকেয়স্য সন্নিধানং। কপালমোচনং তত্র স্নানাৎ সর্ব্বপাপনাশঃ। অগ্নিতীর্থং তত্র স্নানাৎ বহ্নিলোকপ্রাপ্তিঃ কুলোদ্ধরণঞ্চ। বিশ্বামিত্রতীর্থং তত্র স্নানাৎ ব্রহ্মণ্যপ্রাপ্তিঃ। ব্রহ্মযোনিঃ তত্র স্নানাৎ ব্রহ্মলোকে বাসঃ। পৃথূদকং তৎ কার্ত্তিকেয়স্থানং তত্রাভিষেকাৎ অশ্বমেধফলপ্রাপ্তিঃ পাপিনামপি স্বর্গপ্রাপ্তিঃ। মধুস্রবং তত্র স্নানাৎ গোসহস্রদানফলপ্রাপ্তিঃ। সরস্বত্যরুণাসঙ্গমঃ তত্র ত্রিরাত্রোপবাসস্নানাভ্যাং ব্রহ্মহত্যাপাপনাশঃ ॥ অবকীর্ণং তৎ দর্ভিমুনিনির্ম্মিতং দর্ভিণা চত্বারঃ সমুদ্রা আনীতাঃ তত্র স্নানাৎ দুর্গতিবিনাশঃ। শতসহস্রকং সাহস্রকং উভয়ত্র স্নানাৎ গোসহস্রদানফলং দানোপবাসৌ সহস্রগুণৌ ভবেৎ। রেণুকাতীর্থং তত্রাভিষেকপিতৃদেবপূজনাভ্যাং সর্ব্বপাপনাশঃ অগ্নিষ্টোমফলপ্রাপ্তিশ্চ। বিমোচনং তত্র স্নানাৎ সর্ব্বপ্রতিগ্রহকৃতপাপনাশঃ। পঞ্চবটতীর্থং তত্র গমনাৎ মহাপুণ্যপ্রাপ্তিঃ স্বর্গগমনঞ্চ। তৈজসং যত্র ব্রহ্মাদিভিঃ সৈন্যাপত্যে কার্ত্তিকেয়োঽভিষিক্তঃ। কুরুতীর্থং তত্র স্নানাৎ রুদ্রলোকপ্রাপ্তিঃ। স্বর্গদ্বারং তত্র গমনাৎ স্বর্গলোকাগ্নিষ্টোমফলপ্রাপ্তিঃ। অনরকং তত্র স্নানাৎ দুর্গতিনাশঃ। অস্থিপুরং তত্র পিতৃদেবতর্পণাৎ অগ্নিষ্টোমফলপ্রাপ্তিঃ। গঙ্গাহ্রদকূপঃ তত্র স্নানাৎ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিঃ। স্থাণুবটতীর্থং তত্র স্নানৈকরাত্রবাসাভ্যাং রুদ্রলোকপ্রাপ্তিঃ বদরীপাচনং তত্র বশিষ্ঠাশ্রমঃ তত্র ত্রিরাত্রোপবাসবদরভক্ষণাভ্যাং অশ্বমেধফলং হরলোকপ্রাপ্তিশ্চ। ইন্দ্রমার্গং তত্রাহোরাত্রোপবাসাৎ ইন্দ্রলোকপ্রাপ্তিঃ। আদিত্যাশ্রমঃ তত্র স্নানাৎ সূর্য্যলোকপ্রাপ্তিঃ। সোমতীর্থং তত্র স্নানাৎ সোমলোকপ্রাপ্তিঃ। কন্যাশ্রমঃ তত্র ত্রিরাত্রবাসোপবাসাভ্যাং কন্যাশতপ্রাপ্তিঃ ব্রহ্মলোকগমনঞ্চ। দধীচতীর্থং তত্র স্নানাৎ বাজপেয়ফলপ্রাপ্তিঃ সন্নিহিতাতীর্থং তত্র অমাবস্যায়াং সর্ব্বাণি তীর্থান্যায়ান্তি এবং সূর্য্যগ্রহণে স্নানাৎ শতাশ্বমেধফলপ্রাপ্তিঃ স্নানদানাভ্যাং স্বর্গলোকপ্রাপ্তিশ্চ। তত্রামাবস্যায়াং সূর্য্যগ্রহণে স্নানশ্রাদ্ধাভ্যাং অশ্বমেধসহস্রফলপ্রাপ্তিঃ। স্নানমাত্রাৎ সর্ব্বপাপনাশঃ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিশ্চ। গঙ্গাহ্রদঃ তত্র স্নানাৎ রাজসূয়াশ্বমেধফলপ্রাপ্তিঃ। কুরুক্ষেত্রং তৎ তরন্তুকারন্তুকয়োঃ এবং রামহ্রদমচক্রুকয়োরন্তরং এতৎ সমন্তপঞ্চকং পিতামহস্যোত্তরবেদিঃ। ধর্ম্মতীর্থং তত্র স্নানাদাসপ্তমকুলোদ্ধরণং। কারাপচনং তত্র স্নানাৎ অগ্নিষ্টোমফলং বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তিশ্চ। সৌগন্ধিকবনং যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ প্রত্যহমায়ান্তি তদ্বনপ্রবেশমাত্রেণ সর্ব্বপাপনাশঃ। প্লক্ষসরস্বতী তত্র স্নানপিতৃদেবপূজনাভ্যাং অশ্বমেধফলপ্রাপ্তিঃ। ঈশানাধ্যুষিতং তত্র শাকম্ভরী দেবী তত্র ত্রিরাত্রোপবাসশাকাহারাভ্যাং দ্বাদশবর্ষশাকাহারফলপ্রাপ্তিঃ। সবর্ণাখ্যং তত্র শিবস্তিষ্ঠতি তস্য পূজনাৎ অশ্বমেধফলগাণপত্যয়োঃ প্রাপ্তিঃ। ধূমাবতী তত্র ত্রিরাত্রোপবাসাৎ নমস্কামপ্রাপ্তিঃ। ধূমাবতী দক্ষিণার্দ্ধে রথাবর্ত্তঃ তত্রারোহণেন মহাদেবপ্রসাদাৎ পরমগতিপ্রাপ্তিঃ। ধারা তত্র স্নানাৎ শোকনাশঃ। গঙ্গাদ্বারং তত্র কোটিতীর্থে স্নানাৎ পুণ্ডরীকযাগফলপ্রাপ্তিঃ কুলোদ্ধরণং একরাত্রবাসেন গোসহস্রদানফলপ্রাপ্তিঃ। সপ্তগঙ্গং ত্রিগঙ্গং সপ্তাবর্ত্তঃ এতেষু পিতৃদেবতর্পণাৎ পুণ্যলোকপ্রাপ্তিঃ। গঙ্গা-

কোটকং। মথুরা চ পুরী রম্যা শোণশ্চৈব মহানদঃ॥ ১২॥ জম্বুসরো মহাতীর্থং তানি তীর্থানি বিদ্ধি চ। সূর্য্যঃ শিবো গণো দেবী হরির্যত্র চ তিষ্ঠতি॥১৩॥ এতেষু চ তথান্যেষু স্নানদানং জপস্তপঃ। পূজাশ্রাদ্ধং পিণ্ডদানং সর্ব্বং ভবতি চাক্ষয়ং॥ ১৪॥ শালগ্রামং সর্ব্বদং স্যাৎ তীর্থং পশুপতেঃ পরং। কোকামুখঞ্চ বারাহং ভাণ্ডীরং স্বামিসংজ্ঞকং॥ ১৫॥ মোহদণ্ডে মহাবিষ্ণুর্মন্দারে মধুসূদনঃ। কামরূপং মহাতীর্থং কামাক্ষা যত্র তিষ্ঠতি। পুণ্ড্রবর্দ্ধনকং তীর্থং কার্ত্তিকেয়শ্চ যত্র চ॥ ১৬॥ বিরজন্তু মহাতীর্থং তীর্থং শ্রীপুরুষোত্তমং। মহেন্দ্রপর্ব্বতস্তীর্থং কাবেরী চ নদীপরা॥ ১৭॥ গোদাবরী মহাতীর্থং পয়োষ্ণী বরদা নদী। বিন্ধ্যঃ পাপহরং তীর্থং নর্ম্মদাভেদ-উত্তমঃ॥ ১৮॥ গোকর্ণং পরমং তীর্থং তীর্থং মাহেষ্মতীপুরী। কালঞ্জরং মহাতীর্থং শুক্রতীর্থমনুত্তমং॥ ১৯॥ কৃতে শৌচে মুক্তিদশ্চ শার্ঙ্গধারী তদন্তিকে। বিরজং সর্ব্বদং তীর্থং স্বর্ণাক্ষং তীর্থমুত্তমং॥ ২০॥ নন্দিতীর্থং মুক্তিদঞ্চ কোটিতীর্থফলপ্রদং। নাসিক্যঞ্চ মহাতীর্থং গোবর্দ্ধনমতঃ পরং॥ ২১॥ কৃষ্ণবেণী ভীমরথা-গণ্ডকীয়া ত্বিরাবতী। তীর্থং বিন্দুসরঃ পুণ্যং বিষ্ণুপাদোদকং পরং॥ ২২॥ ব্রহ্মধ্যানং পরং তীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। দমস্তীর্থন্তু পরমং ভাবশুদ্ধিঃ সরস্তথা॥ ২৩॥ জ্ঞানহ্রদে ধ্যানজলে রাগদ্বেষমলাপহে। যঃ স্নাতি মানসে তীর্থে স যাতি পরমাং গতিং॥ ২৪॥ ইদং তীর্থমিদং নেতি যে নরা ভেদদর্শিনঃ। তেষাং বিধীয়তে তীর্থগমনং তৎফলঞ্চ

তীর্থসমূহে সর্ব্বদা সূর্য্য, শিব, গণপতি, দেবী পর্ব্বতনন্দিনী ও হরি অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ৮-১৩। পূর্ব্বকথিত তীর্থসমূহে এবং অন্যান্য তীর্থস্থলে স্নান, দান, জপ, তপঃ, পূজা, শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানাদি ক্রিয়া করিলে সেই সকল কার্য্য অক্ষয়-ফল প্রদান করে। ১৪। শালগ্রামতীর্থ ও পাশুপততীর্থ এই উভয়ই সর্ব্বফলপ্রদ। কোকামুখ, বারাহ, ভাণ্ডীর ও স্বামিতীর্থ এই সকল মহাতীর্থ বলিয়া বিখ্যাত আছে। মোহদণ্ডনামক মহাতীর্থে মহাবিষ্ণু এবং মন্দারতীর্থে মধুসূদন অবস্থিত আছেন। কামরূপ অতিপ্রধান তীর্থ, এই স্থানে কামাখ্যা দেবী সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন। পুণ্ড্রবর্দ্ধননামক মহাতীর্থে কার্ত্তিকেয় দেব সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেছেন। ১৫। ১৬। বিরজাতীর্থ, শ্রীপুরুষোত্তম, মহেন্দ্রপর্ব্বত, সরিদ্বরা কাবেরী, গোদাবরী, পয়োষ্ণী ও বরদা নদী এই সমুদায় মহাতীর্থ। বিন্ধ্যনামক যে মহাতীর্থ আছে, তাহা সর্ব্বপ্রকার পাপহারক। ১৭-১৮। গোকর্ণ, মাহেষ্মতী, কালঞ্জর ও শুক্রতীর্থ, এই সকল মহাতীর্থে স্নানাদিদ্বারা শুদ্ধদেহ হইলে অন্তকালে বিষ্ণু তাহাদিগকে মুক্তি-প্রদান করেন। বিরজ ও স্বর্ণাক্ষ এই মহাতীর্থদ্বয় সর্ব্বতীর্থোত্তম। ১৯-২০। নন্দিতীর্থ মুক্তিপ্রদ, এই স্থানে স্নানাদি করিলে কোটি-তীর্থের ফললাভ হয়। নাসিক্য, গোবর্দ্ধন, কৃষ্ণবেণী, ভীমরথা, গণ্ডকীয়া, ইরাবতী ও বিন্দুসরঃ এই সকল মহাপুণ্যজনক তীর্থ। উক্ত তীর্থবারি বিষ্ণুর পাদোদকস্বরূপ। ২১-২২। অবনীমণ্ডলে উক্তপ্রকার বহুবিধ তীর্থ আছে, পরন্তু ব্রহ্মধ্যান ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ মহাতীর্থ। পার্থিব তীর্থে যেরূপ ফলের প্রত্যাশা করা যায় না, ব্রহ্মধ্যানরূপ মহাতীর্থে মানুষের আশাতিরিক্ত ফল হইয়া থাকে। ভাবশুদ্ধি উক্ত তীর্থের সরোবর, জ্ঞান তাহার হ্রদ, উক্ত হ্রদের রাগদ্বেষাদিরূপ মলবিহীন ধ্যানস্বরূপ জলে যে ব্যক্তি স্নান করিতে পারে, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মপদপ্রাপ্তিরূপ পরমা গতি লাভ করে। ২৩-২৪। যাহারা এইটী মহাতীর্থ ও এইটী তীর্থ নহে এইরূপ ভেদ জ্ঞান করে, তাহাদিগের পক্ষে তীর্থগমন ও সেই সেই তীর্থের ফলভোগাকাঙ্ক্ষা বিধেয় এবং যাহারা সকল-

যমুনাসঙ্গমঃ তত্র স্নানাৎ দশাশ্বমেধফলপ্রাপ্তিঃ কুলোদ্ধরণঞ্চ। কনখলঃ, তত্র স্নানত্রিরাত্রোপবাসাভ্যাং বাজিমেধফলব্রহ্মলোকয়োঃ প্রাপ্তিঃ। কপিলাবটঃ তত্রৈকরাত্রবাসেন গোসহস্রদানফলপ্রাপ্তিঃ। কপিলানাগরাজঃ তত্রাভিষেকাৎ কপিলা-সহস্রদানফলপ্রাপ্তিঃ। ললিতিকা সা শান্তনুতীর্থং তত্র স্নানাৎ দুর্গতিবিনাশঃ। সুগন্ধা তত্র গমনাৎ সর্ব্বপাপবিশুদ্ধিঃ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিশ্চ। রুদ্রাবর্ত্তঃ তত্র স্নানাৎ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিঃ। গঙ্গাসরস্বতীসঙ্গমঃ তত্র স্নানাৎ অশ্বমেধফলপ্রাপ্তিঃ স্বর্গগমনঞ্চ। ভদ্রকর্ণহ্রদঃ তত্র স্নানশঙ্করপূজনাভ্যাং দুর্গতিনাশঃ বিষ্ণুলোক-

বৎ। সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যো বৈত্তি নাতীর্থং তস্য কিঞ্চন ॥ ২৫ ॥ এতেষু স্নানদানানি শ্রাদ্ধং পিণ্ডমথাক্ষয়ং। সর্ব্বানদ্যঃ সর্ব্বশৈলাঃ তীর্থং দেবাদিসেবিতং ॥ ২৬ ॥ শ্রীরঙ্গঞ্চ হরেস্তীর্থং তাপী শ্রেষ্ঠা মহানদী। সপ্তগোদাবরং তীর্থং তীর্থং কোণগিরিঃ পরং ॥ ২৭ ॥ মহালক্ষ্মীর্যত্র দেবী প্রণীতা পরমা নদী। সহ্যাদ্রৌ দেবদেবেশ একবীরঃ সুরেশ্বরী ॥ ২৮ ॥ গঙ্গাদ্বারে কুশাবর্ত্তে বিন্ধ্যকে নীলপর্ব্বতে। স্নানং কনখলে তীর্থে স ভবেন্ন পুনর্ভবে ॥ ২৯ ॥

সুত-উবাচ ॥ ৩০ ॥ এতান্যন্যানি তীর্থানি স্নানাদ্যৈঃ সর্ব্বদানি হি। শ্রুত্বাঽব্রবীদ্ধরেব্র্ব্রহ্মা ব্যাসং দক্ষাদিসংযুতং ॥ ৩১ ॥ এতান্যুক্ত্বা চ তীর্থানি পুনস্তীর্থোত্তমোত্তমং। গয়াখ্যং প্রাহ সর্ব্বেষামক্ষয়ং ব্রহ্মলোকদং ॥ ৩২ ॥ ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে সর্ব্বতীর্থমাহাত্ম্যং একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ সারাৎ সারতরং ব্যাস গয়ামাহাত্ম্যমুত্তমং। প্রবক্ষ্যামি সমাসেন ভুক্তিমুক্তিপ্রদং শৃণু ॥ ২ ॥ গয়াসুরোঽভবৎ পূর্ব্বং বীর্য্যবান্ পরমঃ স চ। তপস্তপ্যন্মহাঘোরং সর্ব্বভুতোপতাপনং ॥ ৩ ॥ তত্তপস্তাপিতা দেবাস্তদ্বধার্থং হরিং গতাঃ। শরণং

কেই ব্রহ্মময় তীর্থ বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাদিগের পক্ষে কোনপ্রকার তীর্থের প্রয়োজন নাই। ২৫। পূর্ব্বকথিত তীর্থসমূহে স্নান, দান, শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডপ্রদানাদি কার্য্য করিলে অক্ষয়ফল হইয়া থাকে। সর্ব্ব পর্ব্বত ও সর্ব্ব নদীই তীর্থ, যেহেতু পর্ব্বত ও নদী উভয়ই দেবসেবিত। যে সকল স্থান দেবগণের পরিষেবিত তাহাই তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। ২৬। শ্রীরঙ্গপত্তন একটি মহাতীর্থ, এই স্থানে হরি অবস্থিতি করেন। তাপ্তী, মহানদী, গোদাবরীর সপ্তশাখা এবং কোণপর্ব্বত এই সকলই মহাতীর্থ স্থান। কোণগিরিনামক মহাতীর্থে স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী নদীরূপে বিদ্যমান আছেন। সহ্য পর্ব্বতে একবীরনামক মহাতীর্থ আছে, তাহাতে ঐ দেবী বাস করেন।২৭।২৮। গঙ্গাদ্বার, কুশাবর্ত্ত, বিন্ধ্যপর্ব্বত, কনখল ও নীলগিরি এই সকল মহাতীর্থ বলিয়া বিখ্যাত। যে ব্যক্তি উক্ত মহাতীর্থে স্নান করে, তাহার আর সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না। ২৯।

সূত বলিলেন, যে সকল তীর্থ কথিত হইল এবং অন্যান্য তীর্থসকল স্নানাদি দ্বারা সর্ব্বপ্রদ হয়। অর্থাৎ যাহারা উক্ত তীর্থসমূহে স্নানাদি করে, তাহারা সর্ব্বপ্রকার অভিলষিত দ্রব্য লাভ করে। ব্রহ্মা হরির নিকট এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া দক্ষাদি সমন্বিত ব্যাসকে বলিয়াছিলেন। ৩০-৩১। এইরূপে সর্ব্বতীর্থের বিবরণ করিয়া পুনর্ব্বার সর্ব্বতীর্থোত্তম গয়াতীর্থ বলিতেছেন। এই তীর্থ ব্রহ্মলোকপ্রদ। এই স্থলে যে সকল পুণ্য উপার্জ্জিত হয়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। ৩২।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন, হে ব্যাস! আমি সর্ব্বতীর্থের সারভূত গয়ামাহাত্ম্য সংক্ষেপে বলিব, তুমি সেই ভুক্তিমুক্তিপ্রদ গয়ামাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ১-২। পূর্ব্বকালে গয়াসুর নামে মহাবলপরাক্রান্ত এক দৈত্য ছিল, ঐ দৈত্য এইরূপ উৎকট তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইল যে, তাহা দেখিয়া সকল প্রাণির হৃৎকম্প হইতে লাগিল। দেবগণ তাহার তপশ্চরণ দর্শনে ভীত হইয়া তাহার বিনাশসাধনমানসে হরির সমীপে উপস্থিত হইলেন। এবং দেববৃন্দ হরির নিকট গয়াসুরবৃত্তান্ত বর্ণন করিলে হরি তাহাদিগকে বলিলেন, ইহার দেহ পাতিত করিলে

প্রাপ্তিশ্চ। কুব্জাম্রকং তত্র গমনাৎ স্বর্গপ্রাপ্তিঃ। অরুন্ধতীবটঃ তত্রৈকরাত্রবাসাৎ গোসহস্রদানফলপ্রাপ্তিঃ কুলোদ্ধরণঞ্চ। সামুদ্রকং তত্র ত্রিরাত্রোপবাসেন গোসহস্রদানফলং কুলোদ্ধরণঞ্চ। ব্রহ্মাবর্ত্তঃ তত্র গমনাৎ অগ্নিষ্টোমফলং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিশ্চ। যমুনাপ্রভবঃ তত্র স্নানাৎ অশ্বমেধফলস্বর্গলোকয়োঃ প্রাপ্তিঃ। দর্ব্বীসংক্রমণং তত্র গমনাৎ বাজিমেধফলপ্রাপ্তিঃ ব্রহ্মলোকগমনঞ্চ। সিন্ধুপ্রভবঃ তত্র পঞ্চরাত্রবাসাৎ বহুসুবর্ণযজ্ঞফলপ্রাপ্তিঃ। অর্থবেদী তত্র গমনাৎ অশ্বমেধফলস্বর্গয়োঃ প্রাপ্তিঃ। বাশিষ্ঠী নদী তত্রৈব ঋষিকুল্যা বাশিষ্ঠীগমনাৎ সর্ব্ববর্ণানাং

হরিরূচে তান্ ভবিতব্যং শিবাত্মভিঃ ॥ ৪ ॥ পাতিতেহস্য মহাদেহে তথেত্যুচুঃ সুরা-হরিং। কদাচিচ্ছিবপূজার্থং ক্ষীরাব্ধেঃ কমলানি চ ॥ ৫ ॥ আনীয় কীকটে দেশে শয়নং চাকরোদ্বলী। বিষ্ণুমায়াবিমূঢ়োঽসৌ গদয়া বিষ্ণুনা হতঃ ॥ ৬ ॥ অতো গদাধরোবিষ্ণুর্গয়ায়াং মুক্তিদঃ স্থিতঃ। তস্য দেহোলিঙ্গরূপী স্থিতঃ শুদ্ধে পিতামহঃ ॥ ৭ ॥ জনার্দ্দনশ্চ কালেশস্তথান্যঃ প্রপিতামহঃ। বিষ্ণুরাহাথ মর্য্যাদাং পুণ্যক্ষেত্রং ভবিষ্যতি ॥ ৮ ॥ যজ্ঞং শ্রাদ্ধং পিণ্ডদানং স্নানাদি কুরুতে নরঃ। স স্বর্গং ব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছেন্ন নরকং নরঃ ॥ ৯ ॥ গয়াতীর্থং পরং জ্ঞাত্বা যাগং চক্রে পিতামহঃ। ব্রাহ্মণান্ পূজয়ামাস ঋত্বিগর্থমুপাগতান্ ॥ ১০ ॥ মহানদীং রসবহাং সৃষ্ট্বা বাপ্যাদিকং তথা। ভক্ষ্যভোজ্যফলাদীংশ্চ কামধেনুং তথাসৃজৎ। পঞ্চক্রোশং গয়াক্ষেত্রং ব্রাহ্মণেভ্যো-দদৌ প্রভুঃ ॥ ১১ ॥ ধর্ম্মযোগেষু লোভাত্তু প্রতিগৃহ্য ধনাদিকং ॥ ১২ ॥ স্থিতাবিপ্রাস্তদা শপ্তা গয়ায়াং ব্রাহ্মণাস্ততঃ। মাভূৎ ত্রৈপুরুষী বিদ্যা মাভূৎ ত্রৈপুরুষং ধনং। যুষ্মাকং স্যাদ্বারিবহা নদী পাষাণপর্ব্বতঃ ॥ ১৩ ॥ শপ্তৈস্তু প্রার্থিতোব্রহ্মানুগ্রহং কৃতবান্ প্রভুঃ। লোকাঃ পুণ্যা-গয়ায়াং হি শ্রাদ্ধিনো-ব্রহ্মলোকগাঃ। যুষ্মান্ বৈ পূজয়িষ্যন্তি তৈরহং পূজিতঃ সদা ॥ ১৪ ॥ ব্রহ্মজ্ঞানং গয়াশ্রাদ্ধং গোগ্রহে মরণং তথা। বাসঃ পুংসাং কুরুক্ষেত্রে মুক্তিরেষা চতুর্ব্বিধা ॥ ১৫ ॥ সমুদ্রাঃ সরিতঃ

এই অসুর শিবত্বপদ প্রাপ্ত হইবে। অনন্তর কোন সময়ে মহাবল গয়াসুর শিবপূজার্থ ক্ষীরসাগর হইতে কমল আনয়ন করিয়া কীকটদেশে শয়ন করিয়াছিল, বিষ্ণু তাহাকে স্বীয় মায়ায় বিমোহিত করিয়া গদাদ্বারা নিহত করিলেন। ৩-৬। সেই দিন হইতে গদাধর বিষ্ণু গয়াতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এবং তিনিই অনন্ত জীবের মুক্তিপ্রদান করেন। ঐ গয়াসুরের মহাদেহ শিবরূপী হইয়া জগতের শুদ্ধিসম্পাদন করিতে লাগিল। ৭। জনার্দ্দন সেই দিন হইতে কালেশ্বর নামে সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, বিষ্ণু বলিলেন অদ্য হইতে এইস্থান পুণ্যক্ষেত্র হইল। যে মনুষ্য এই পুণ্যক্ষেত্রে যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ, পিণ্ডদান ও স্নানাদি করে, সে সর্ব্বদা স্বর্গলোকে ও ব্রহ্মলোকে গমন করে, কদাচ তাহার নরক গমন হয় না। ৮-৯। অনন্তর পিতামহ গয়াক্ষেত্রকে পরম-তীর্থ জ্ঞান করিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং পৌরহিত্য কার্য্যার্থ সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিয়াছিলেন। ১০। অনন্তর চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত রসবতী মহানদী সৃষ্টি করিয়া ভক্ষ্য, ভোজ্য, ফলাদি ও কামধেনু সৃষ্টি করিলেন এবং পঞ্চক্রোশপরিমিত গয়াক্ষেত্র সেই সকল ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। প্রশস্ত ব্রাহ্মণগণ লোভপরতন্ত্র হইয়া সেই সকল যজ্ঞীয় ধনগ্রহণ পূর্ব্বক সেই স্থানে গঙ্গাতীরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা সেই সকল ব্রাহ্মণকে অভিশাপ প্রদান করিলেন, হে দ্বিজগণ! তোমাদিগের ত্রৈপুরুষীবিদ্যা ও ত্রৈপুরুষ ধন থাকিবে না, কেবল এই পর্ব্বতবহা নদী তোমাদিগকে জলপ্রদান করিবে। ১১-১৩। ব্রাহ্মণগণ পিতামহকর্ত্তৃক অভিশাপগ্রস্ত হইয়া বিনয়পূর্ব্বক ব্রহ্মার নিকট শাপবিমুক্তি প্রার্থনা করিলে কমলযোনি তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শাপবিমোচন পূর্ব্বক বলিলেন, যে সকল পুণ্যার্থী ব্রহ্মলোকগামী নর শ্রাদ্ধাভিলাষে এই গয়াক্ষেত্রে আগমন করিবে, তাহারা তোমাদিগের অর্চ্চনা করিবে, সেই অর্চ্চনাদ্বারা আমিও পূজিত হইব। ১৪। ব্রহ্মবিজ্ঞান, গয়াশ্রাদ্ধ, গোগৃহে মরণ ও কুরুক্ষেত্রে বাস এই চতুর্ব্বিধমুক্তির কারণ নিরূপতি আছে। ১৫। সপ্তসমুদ্র সর্ব্ব-

---

দ্বিজত্বপ্রাপ্তিঃ ঋষিকুল্যায়াং স্নানৈকমাসবাসশাকাহারৈঃ ঋষিলোকপ্রাপ্তিঃ। ভৃগুতুঙ্গং তত্র গমনাৎ বাজিমেধফলপ্রাপ্তিঃ। বীরপ্রমোক্ষঃ তত্র গমনাৎ সর্ব্বপাপপ্রণাশঃ। সন্ধ্যা সা বিদ্যাতীর্থং তত্র স্নানাৎ যত্র তত্রৈব বিদ্যাপ্রাপ্তিঃ। মহাশ্রমঃ তত্রৈককালনিরাহারাৎ শুভলোকপ্রাপ্তিঃ। মহালয়ঃ তত্র ষষ্ঠকালোপবাসেনৈকমাসবাসাৎ আত্মনা সহৈকবিংশতিপুরুষোদ্ধারঃ তত্রৈব মহেশ্বরদর্শনাৎ সর্ব্বপাপমরণভয়য়োর্ব্বিনাশঃ বহুসুবর্ণযাগফলপ্রাপ্তিশ্চ। বেতসীকা তত্র গমনাৎ অশ্বমেধফলং ঔশনসগতিপ্রাপ্তিশ্চ। সুন্দরিকা তত্র গমনাৎ রূপপ্রাপ্তিঃ। ব্রাহ্মণিকা

সর্ব্বা বাপীকূপহ্রদানি চ। স্নাতুকামা গয়াতীর্থং ব্যাস-যান্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥ ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ। পাপং তৎসঙ্গজং সর্ব্বং গয়াশ্রাদ্ধাদ্বিনশ্যতি ॥ ১৭ ॥ অসংস্কৃতা মৃতা যে চ পশুচৌরহতাশ্চ যে। সর্পদংষ্ট্রা গয়াশ্রাদ্ধান্মুক্তাঃ স্বর্গং ব্রজন্তি তে ॥ ১৮ ॥ গয়ায়াং পিণ্ডদানেন যৎ ফলং লভতে নরঃ। ন তচ্ছক্যং ময়া বক্তুং বর্ষকোটিশতৈরপি ॥১৯॥ ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে গয়ামাহাত্ম্যে দ্ব্যশীতিতমো-ঽধ্যায়ঃ ॥

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ কীকটেষু গয়া পুণ্যা পুণ্যং রাজগৃহং বনং। বিষয়শ্চারণঃ পুণ্যো নদীনাঞ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ২ ॥ মুণ্ডপৃষ্ঠস্ত পূর্ব্বস্মিন্ পশ্চিমে দক্ষিণোত্তরে। সার্দ্ধক্রোশদ্বয়ং মানং গয়ায়াং পরিকীর্ত্তিতং ॥ ৩ ॥ পঞ্চক্রোশং গয়াক্ষেত্রং ক্রোশমেকং গয়াশিরঃ। তত্র পিণ্ডপ্রদানেন পিতৃণাং পরমা গতিঃ। গয়াগমনমাত্রেণ পিতৃণামনৃণোভবেৎ ॥৪॥ গয়ায়াং পিতৃরূপেণ দেবদেবোজনার্দ্দনঃ। তং দৃষ্ট্বা পুণ্ডরীকাক্ষং মুচ্যতে বৈ ঋণত্রয়াৎ ॥ ৫ ॥ রথমার্গং গয়াতীর্থে দৃষ্ট্বা রুদ্রং পদাধিকে। কালেশ্বরঞ্চ কেদারং পিতৃণামনৃণোভবেৎ ॥ ৬ ॥ দৃষ্ট্বা পিতামহং দেবং সর্ব্ব[illegible]ঃ প্রমুচ্যতে। লোকং ত্বনামযং যাতি দৃষ্ট্বা চ প্রপিতামহং ॥৭

নদী ও বাপীকূপ তড়াগাদি যে সকল মহাতীর্থ পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে, যাহারা ঐ সকল মহাতীর্থে স্নানকামনা করে, তাহারা গয়াতীর্থে আগমন করিয়া থাকে। গয়াতীর্থ দর্শন করিয়া শ্রাদ্ধাদি করিলে উক্ত তীর্থ সকলে স্নানাদিজনিত পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে। ১৬। গয়াতীর্থে গমন করিলে ব্রহ্মহত্যা সুরাপান, স্তেয় ও গুরুপত্নীগমনজন্য পাপ ও ব্রহ্মহত্যাদি কারীর সংসৃর্গজনিত পাপ বিনাশ পায়। ১৭। যাহারা অসংস্কৃত অবস্থায় মরিয়াছে, যাহারা পশু ও চৌরকর্ত্তৃক নিহত এবং যাহারা সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, সেই সকল পাপীও গয়াশ্রাদ্ধে মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে। ১৮। গয়াতীর্থে পিতৃলোকের পিণ্ডদান করিলে মানবগণ যেরূপ পুণ্য লাভ করে, আমি শতকোটিবর্ষ বর্ণন করিলেও সেই সকল পুণ্য কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারি না। ১৯।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন, কীকটদেশে গয়াক্ষেত্র মহাপুণ্য স্থান, ঐ দেশে রাজগৃহ ও বননামে আর দুইটি মহাতীর্থ আছে। চারণদেশ মহাপুণ্যপ্রদ স্থান এবং ঐ দেশে যে সকল নদী আছে, তাহারাও অক্ষয় পুণ্যপ্রদান করে। ১-২। গয়াক্ষেত্রের প্রান্তচতুষ্টয়ে সার্দ্ধক্রোশদ্বয় ব্যাপিয়া মুণ্ডপৃষ্ঠ তীর্থ আছে ঐ সকল স্থান ও মহাতীর্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। ৩। গয়াক্ষেত্র পঞ্চক্রোশব্যাপী তন্মধ্যে একক্রোশ ব্যাপিয়া গয়াশিরঃ আছে। ঐ গয়াশিরে পিণ্ডপ্রদান করিলে পিতৃলোকের পরমাগতি লাভ হয়। যে ব্যক্তি গয়াতীর্থে গমন করে, তৎক্ষণাৎ সেই মনুষ্য পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ৪। গয়াক্ষেত্রে জনার্দ্দন পিতৃদেবরূপে বর্ত্তমান আছেন, সেই পুণ্ডরীকাক্ষকে দর্শন করিলে মনুষ্য ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইতে পারে। ৫। গয়াতীর্থে রথমার্গ, কালেশ্বর ও কেদারমূর্ত্তি দর্শন করিলে মনুষ্য পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ৬। গয়াক্ষেত্রে পিতামহদেবকে দর্শন করিলে মানবগণ সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। প্রপিতামহদেব কালেশ্বরকে দর্শন করিলে মানব অনাময় স্থানে গমন করে, সেইরূপ রমাপতি পুরুষোত্তম গদাধরকে দেখিলে সর্ব্ব-

---

তত্র গমনাৎ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিঃ। নৈমিষং তত্র ব্রহ্মা তিষ্ঠতি তত্র প্রবেশাৎ সর্ব্বপাপনাশঃ স্নানাৎ গবাময়যাগফলপ্রাপ্তিঃ সপ্তকুলোদ্ধারঃ উপবাসেন প্রাণত্যাগাৎ স্বর্গপ্রাপ্তিশ্চ। গঙ্গোদ্ভেদঃ তত্র ত্রিরাত্রোপবাসাৎ বাজিমেধফলপ্রাপ্তিঃ বিষ্ণুলোকবাসশ্চ। সরস্বতী তত্র পিতৃদেবতর্পণাৎ সারস্বতলোকবাসঃ। বাহুদা নদী তত্রৈকরাত্রিবাসাৎ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিঃ। গোপ্রচারতীর্থং তত্র সরযূতীরং তত্র স্নানাৎ সর্ব্বপাপনাশঃ দেবলোকপ্রাপ্তিশ্চ। গোমত্যাং রামতীর্থং তত্র স্নানাৎ অশ্বমেধফলপ্রাপ্তিঃ নিজকুলপাবনঞ্চ। সাহস্রবং তত্র গমনাৎ রাজসূয়াশ্বমেধফলপ্রাপ্তিঃ। রাজগৃহং তত্র স্নানাৎ কুবেরবদাহ্লাদ-

তথা গদাধরং দেবং মাধবং পুরুষোত্তমং। তং প্রণম্য প্রযত্নেন ন ভূয়ো জায়তে নরঃ॥ ৮॥ মৌনাদিত্যং মহাত্মানং কনকার্কং বিশেষতঃ। দৃষ্ট্বা মৌনেন বিপ্রর্ষে পিতৃণামনৃণোভবেৎ। ব্রহ্মাণং পূজয়িত্বা চ ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ॥ ৯॥ গায়ত্রীং প্রাতরুত্থায় যস্ত পশ্যতি মানবঃ। সন্ধ্যাং কৃত্বা প্রযত্নেন সর্ব্ববেদফলং লভেৎ॥ ১০॥ সাবিত্রীঞ্চৈব মধ্যাহ্নে দৃষ্ট্বা যজ্ঞফলং লভেৎ। সরস্বতীঞ্চ সায়াহ্নে দৃষ্ট্বা দানফলং লভেৎ॥ ১১॥ নগস্থমীশ্বরং দৃষ্ট্বা পিতৃণামনৃণো ভবেৎ। ধর্ম্মারণ্যে ধর্ম্মমীশং দৃষ্ট্বাস্মাদৃণনাশনং॥ ১২॥ দেবং গৃধ্রেশ্বরং দৃষ্ট্বা কো ন মুচ্যেত বন্ধনাৎ। ধেনুং দৃষ্ট্বা ধেনু-বনে ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃন্॥ ১৩॥ প্রভাসেশং প্রভাসে চ দৃষ্ট্বা যাতি পরাং গতিং। কোটীশ্বরং চাশ্বমেধং দৃষ্ট্বাস্মাদৃণনাশনং॥ ১৪॥ স্বর্গদ্বারেশ্বরং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ। রামেশ্বরং গদালোলং দৃষ্ট্বা স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ॥ ১৫॥ ব্রহ্মেশ্বরং তথা দৃষ্ট্বা মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া। মুণ্ডপৃষ্ঠে মহাচণ্ডীং দৃষ্ট্বা কামানবাপ্নুয়াৎ॥ ১৬॥ ফল্গ্বীশং ফল্গুচণ্ডীঞ্চ গৌরীং দৃষ্ট্বা চ মঙ্গলাং। গোমকং গোপতিন্দেবং পিতৃণামনৃণো ভবেৎ॥ ১৭॥ অঙ্গারেশঞ্চ সিদ্ধেশং গয়াদিত্যং গজন্তথা। মার্কণ্ডেয়েশ্বরং দৃষ্ট্বা পিতৃণামনৃণোভবেৎ॥ ১৮॥ ফল্গুতীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দেবং গদাধরং।

পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে এবং সেই বিষ্ণুকে যত্নপূর্ব্বক নমস্কার করিলে তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। ৭-৮। গয়াতে মৌনাদিত্য ও কনকার্ক নামে দেবতা আছে, যে ব্যক্তি মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক উক্ত দেবকে দর্শন করে, সেই ব্যক্তি পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। গয়াক্ষেত্রে ব্রহ্মার অর্চ্চনা করিলে ব্রহ্মলোকে বাস হইয়া থাকে। ৯। গয়াতে গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সরস্বতী নামে তিনটি তীর্থ আছে, যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া সেই গায়ত্রীতীর্থ দর্শন করে এবং যত্নপূর্ব্বক সেই তীর্থে প্রাতঃকালীন সন্ধ্যা করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি সর্ব্ববেদোক্ত ফল লাভ করে। ১০। মধ্যাহ্নকালে সাবিত্রীতীর্থ দর্শন করিয়া বিধিপূর্ব্বক সেই তীর্থে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা করিলে সর্ব্বযজ্ঞীয় ফলভোগ হয় এবং সায়ংকালে সরস্বতীতীর্থ দর্শন করিয়া সেই তীর্থে সায়ংকালীন সন্ধ্যা করিলে সর্ব্বদানজন্য ফললাভ করিতে পারে। ১১। পর্ব্বতস্থ শিবমূর্ত্তি দর্শন করিলে পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে এবং ধর্ম্মারণ্যস্থ ধর্ম্মমূর্ত্তি দর্শন করিলে ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ১২। গৃধ্রেশ্বর দেবকে দর্শন করিলে কোন্ ব্যক্তি না ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়? ধেনুবননামক মহাতীর্থে ধেনু দর্শন করিলে তাহার পিতৃলোক ব্রহ্মলোকে গমন করে। ১৩। প্রভাসতীর্থে প্রভাসেশ্বরকে অবলোকন করিলে উত্তম গতি পাইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কোটীশ্বর শিবলিঙ্গ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ দর্শন করে, সে ব্যক্তি ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ১৪। যে মনুষ্য স্বর্গদ্বারেশ্বরকে অবলোকন করে, সে আর সংসারমায়ায় বদ্ধ হয় না। সেতুবন্ধস্থানে রামেশ্বরকে নিরীক্ষণ করিলে মনুষ্য স্বর্গলাভ করিতে পারে। ১৫। ব্রহ্মেশ্বর শিবলিঙ্গ দেখিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে পরিত্রাণ পায়। মুণ্ডপৃষ্ঠে ও মহাচণ্ডীকে দর্শন করিলে সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিপূর্ণ হয়। ১৬। ফল্গ্বীশ্বর, ফল্গুচণ্ডী, গৌরী, মঙ্গলা, গোমক ও গোপতি দেবকে অবলোকন করিলে মনুষ্য পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারে। ১৭। অঙ্গারেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর গয়াদিত্য, গণদেব ও মার্কণ্ডেয়েশ্বর এই সকল দেবমূর্ত্তি অবলোকন করিলে পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ১৮। ফল্গুতীর্থে স্নান করিয়া গদাধর দেবকে দর্শন করিলে মুক্তিকামী

প্রাপ্তিঃ। মণিনাগঃ তত্র গমনাৎ গোসহস্রদানফলপ্রাপ্তিঃ। এবং তৎসমীপে নিত্যকর্ম্মকরণাৎ সর্পবিষভয়নাশঃ একরাত্রবাসাৎ সর্ব্বপাপনাশশ্চ। গোতমবনং তত্র অহল্যাহ্রদে স্নানাৎ পরমগতিপ্রাপ্তিঃ। শ্রীদেবী তত্র গমনাৎ শ্রীপ্রাপ্তিঃ। উদপানং তত্রাভিষেকাৎ বাজিমেধফলপ্রাপ্তিঃ। জনকরাজকূপঃ তত্রাভিষেকাৎ বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তিঃ। বিনশনং তত্র গমনাৎ বাজপেয়ফলপ্রাপ্তিঃ। বিশল্যা সা সর্ব্বতীর্থজলোদ্ভবা তত্র গমনাৎ বাজপেয়ফলপ্রাপ্তিঃ রবিলোকগমনঞ্চ। তপোবনং তত্রাধিবাসাৎ গুহ্যকলোকবাসঃ। কম্পনা নদী সা সিদ্ধনিষেবিতা তত্র গমনাৎ পুণ্ডরীকযাগফলপ্রাপ্তিঃ। বিশল্যা নদী তত্র গমনাৎ অগ্নিষ্টোমফলং দেবলোকে চিরবাসশ্চ। মাহেশ্বরী তত্র গমনাৎ অশ্বমেধফলপ্রাপ্তিঃ স্বকুলোদ্ধরণঞ্চ দিবৌকঃপুষ্করিণী

এতেন কিন্নপর্য্যাপ্তং নৃণাং সুকৃতিকারিণাং। ব্রহ্মলোকং প্রয়াস্তীহ পুরুষানেকবিংশতিং ॥১৯॥ পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি যে সমুদ্রাঃ সরাংসি চ। ফল্গুতীর্থং গমিষ্যন্তি বারমেকং দিনে দিনে ॥ ২০ ॥ পৃথিব্যাঞ্চ গয়াপুণ্যা গয়ায়াঞ্চ গয়াশিরঃ। শ্রেষ্ঠং তথা ফল্গুতীর্থং তন্মুখঞ্চ সুরস্য হি ॥ ২১ ॥ উদীচি কনকানদ্যো নাভিতীর্থন্তু মধ্যতঃ। পুণ্যব্রহ্মসদস্তীর্থং স্নানাৎ স্যাদ্ ব্রহ্মলোকদঃ ॥ ২২ ॥ কূপে পিণ্ডাদিকং কৃত্বা পিতৃণামনৃণো ভবেৎ। তথাক্ষয়বটে শ্রাদ্ধং ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃন্ ॥ ২৩ ॥ হংসতীর্থে নরঃ স্নাত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। কোটিতীর্থে গয়ালোকে বৈতরণ্যাঞ্চ গোমকে। ব্রহ্মলোকং নয়েৎ শ্রাদ্ধী পুরুষানেকবিংশতিং ॥ ২৪ ॥ ব্রহ্মতীর্থে রামতীর্থে আগ্নেয়ে সোমতীর্থকে। শ্রাদ্ধী রামহ্রদে ব্রহ্মলোকং পিতৃকুলং নয়েৎ ॥ ২৫ ॥ উত্তরে মানসে শ্রাদ্ধী ন ভূয়ো জায়তে নরঃ। দক্ষিণে মানসে শ্রাদ্ধী ব্রহ্মলোকং পিতৃন্নয়েৎ ॥ ২৬ ॥ ভীষ্মতর্পণকৃত্তস্য কূটে তারয়তে পিতৄন্। গৃধ্রেশ্বরে তথা শ্রাদ্ধী পিতৃণামনৃণো ভবেৎ ॥ ২৭ ॥ শ্রাদ্ধী চ ধেনুকারণ্যে ব্রহ্মলোকং পিতৃন্নয়েৎ। তিলধেনুপ্রদঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা ধেনুং ন সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥ ঐন্দ্রে বা নরতীর্থেষু বাসবে বৈষ্ণবে তথা। মহানদ্যাং কৃতশ্রাদ্ধো ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃন্ ॥ ২৯ ॥ গায়ত্রে চৈব সাবিত্রে তীর্থে সারস্বতে তথা। স্নানসন্ধ্যা-তর্পণকৃৎ শ্রাদ্ধী চৈকোত্তরং শতং। পিতৃণান্তু কুলং

ব্যক্তি কোন্ অভিলাষ পরিপূর্ণ না হয়? এবং তাহার পূর্ব্ব একবিংশতি পুরুষ ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করে। ১৯। পৃথিবীতে যে সকল মহাতীর্থ, সমুদ্র ও সরোবর আছে, সকলই প্রতি দিন একবার ফল্গুতীর্থে আগমন করিয়া থাকে। ২০। পৃথিবীতে যে সকল মহাতীর্থ আছে, তাহাদিগের মধ্যে গয়াতীর্থ প্রধান এবং গয়াক্ষেত্রমধ্যেও গয়াশিরঃ সর্ব্বপুণ্যপ্রদ। কিন্তু ফল্গুতীর্থ সর্ব্বপ্রধান, ঐ স্থানটি দেবগণের মুখস্বরূপ। ২১। উত্তরদিকে কনকা নদী এবং মধ্যস্থলে নাভিতীর্থ এই ব্রহ্মতীর্থদ্বয় মহাপুণ্যপ্রদ। এই সকল তীর্থে স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। ২২। ব্রহ্মকূপে পিণ্ডপ্রদান করিলে পিতৃঋণ হইতে বিমুক্তি পায় এবং অক্ষয়বটে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ২৩। মানবগণ হংসতীর্থে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি পায়, কোটিতীর্থস্বরূপ গয়াক্ষেত্রে, বৈতরণীতে, গোমকতীর্থে, পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিলে পূর্ব্ব একবিংশতি পুরুষের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ২৪। ব্রহ্মতীর্থে, রামতীর্থে, আগ্নেয়তীর্থে, সোমতীর্থে ও রামহ্রদে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। ২৫। উত্তরমানসে শ্রাদ্ধ করিলে তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না এবং দক্ষিণমানসে পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। ২৬ উক্ত তীর্থদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে ভীষ্মদেবকে উদ্দেশ করিয়া তর্পণ করিলে পিতৃগণকে পরিত্রাণ করিতে পারে। গৃধ্রেশ্বরে পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে মনুষ্য পিতৃঋণ হইতে মুক্তি পায়। ২৭। ধেনুকরণ্যে পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া স্নান ও তিলধেনু প্রদানপূর্ব্বক ধেনু দর্শন করিলে পিতৃলোকের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। ২৮। ঐন্দ্রতীর্থে, নরতীর্থে, বাসবতীর্থে, রামতীর্থে, বৈষ্ণবতীর্থে ও মহানদীতে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিলে মানবগণ পিতৃলোককে ব্রহ্মলোকে নয়ন করিতে পারে। ২৯। গায়ত্রীতীর্থ, সাবিত্রীতীর্থ ও সরস্বতীতীর্থে স্নান, সন্ধ্যা, তর্পণ ও শ্রাদ্ধ করিলে এক শত

তত্র গমনাৎ দুর্গতিবিনাশঃ বাজিমেধফলপ্রাপ্তিশ্চ। রামপদং তত্র গমনাৎ অশ্বমেধফলং। মাহেশ্বরপদং স্নীকযানাৎ অশ্বমেধফলং তত্র তীর্থকোটী তত্র স্নানাৎ তচ্চপুণ্ডরগফলপ্রাপ্তিঃ। নারায়ণস্থানং যত্র শালগ্রামনামা হরিস্তিষ্ঠতি তত্র গমনাৎ অশ্বমেধফলং বিষ্ণুলোকগমনঞ্চ। কুত্রৈব উদপানং যত্র চত্বারঃ সমুদ্রাঃ সন্নিহিতাঃ তত্র স্নানাৎ দুর্গতিনাশঃ তত্র মহাদেবস্তিষ্ঠতি তত্র গমনাৎ অশ্বমেধফলপ্রাপ্তিঃ ইন্দ্রলোকবাসশ্চ। জাতিস্মরঃ তত্র স্নানাৎ জাতিস্মরত্বপ্রাপ্তিঃ। বটেশ্বরপুরং তত্র কেশবস্য দর্শনপূজনাভ্যামুপবাসেন চ বাঞ্ছিতকামপ্রাপ্তিঃ। বামনতীর্থং তত্র গমনাৎ দুর্গতিবিনাশঃ বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তিশ্চ। তত্র কৌশিকী তিষ্ঠতি তস্যাঃ সেবনাৎ রাজসূয়যজ্ঞফলপ্রাপ্তিঃ। চম্পকারণ্যং তত্রৈকরাত্রবাসাৎ গোসহস্রপ্রদানফলপ্রাপ্তিঃ। গোষ্ঠীনং তত্রৈকরাত্রোপবাসাৎ অগ্নিষ্টোমফলপ্রাপ্তিঃ। তত্র দেব্যা সহ বিশ্বেশ্বরস্তিষ্ঠতি তস্য দর্শনাৎ মিত্রাবরুণলোকবাসঃ।

ব্রহ্মলোকং নয়তি মানবঃ ॥ ৩০ ॥ ব্রহ্মযোনিং বিনির্গচ্ছেৎ প্রয়তঃ পিতৃমানসঃ। তর্পয়িত্বা পিতৃন্দেবান্ন বিশেদ্‌যোনিশঙ্কটে ॥ ৩১ ॥ তর্পণে কাকজঙ্ঘায়াং পিতৃণাং তৃপ্তি রক্ষয়া। ধর্ম্মারণ্যে মতঙ্গস্য বাপ্যাং শ্রাদ্ধী দিবং ব্রজেৎ ॥ ৩২ ॥ ধর্ম্মযূপে চ কূপে চ পিতৃণামনৃণো ভবেৎ। প্রমাণং দেবতাঃ সন্তু লোকপালাশ্চ সাক্ষিণঃ। ময়াগত্য মতঙ্গেঽস্মিন্ পিতৃণাং নিষ্কৃতিঃ কৃতা ॥ ৩৩ ॥ রামতীর্থে নরঃ স্নাত্বা শ্রাদ্ধং কৃত্বা প্রভাসকে। শিলায়াং প্রেতভাবাঃ স্যুর্মুক্তাঃ পিতৃগণাঃ কিল ॥ ৩৪ ॥ শ্রাদ্ধকৃচ্চ স্বপুষ্টায়াং ত্রিঃসপ্তকুলমুদ্ধরেৎ। শ্রাদ্ধকৃন্মুণ্ডপৃষ্ঠাদৌ ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃন্ ॥ ৩৫ ॥ গয়ায়াং ন হি তৎ স্থানং যত্র তীর্থং ন বিদ্যতে। পঞ্চক্রোশে গয়াক্ষেত্রে যত্র তত্র তু পিণ্ডদঃ। অক্ষয়ং ফলমাপ্নোতি ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃন্ ॥ ৩৬ ॥ জনার্দ্দনস্য হস্তে তু পিণ্ডং দদ্যাৎ স্বকং নরঃ। এষ পিণ্ডো ময়া দত্তস্তব হস্তে জনার্দ্দন ॥ ৩৭ ॥ পরলোকং গতে মোক্ষমক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাৎ। ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি পিতৃভিঃ সহ নিশ্চিতম্ ॥ ৩৮ ॥ গয়ায়াং ধর্ম্মপৃষ্ঠে চ সরসি ব্রহ্মণস্তথা। গয়াশীর্ষেঽক্ষয়বটে পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ং ॥ ৩৯ ॥ ধর্ম্মারণ্যং ধর্ম্মপৃষ্ঠং ধেনুকারণ্য মেব চ। দৃষ্ট্বৈ তানি পিতৃংশ্চার্ঘ্যং বংশান্ বিং-

পুরুষ পর্য্যন্ত পিতৃলোক স্বর্গলোকে গমন করে। ৩০। যদি মনুষ্য সংযত হইয়া পিতৃগণের উদ্দেশে ব্রহ্মযোনিতে গমন করিয়া পিতৃতর্পণ ও দেবতর্পণ করে, সেই ব্যক্তি আর গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করে না। ৩১। কাকজঙ্ঘাতীর্থে তর্পণ করিলে পিতৃলোকের অক্ষয় তৃপ্তি হয়। ধর্ম্মারণ্যে ও মতঙ্গসরোবরে পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে মনুষ্য স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে। ৩২। ধর্ম্মযূপতীর্থে ও ধর্ম্মকূপতীর্থে স্নানাদি করিলে মনুষ্য পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয়। উক্ত তীর্থে স্নানকর্ম্ম সমাপন করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। হে দেবগণ, হে দিক্‌পালগণ! তোমরা আমার এই কার্য্যের সাক্ষী রহিলে, আমি পিতৃলোকের নিষ্কৃতিসাধন করিলাম। ৩৩। মানবগণ রামতীর্থে প্রভাসে ও প্রেতশিলাতে স্নান করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে প্রেতভাবাপন্ন পিতৃলোক মুক্ত হইয়া থাকে। ৩৪। স্বপুষ্টাতীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে একবিংশতিকুল উদ্ধার করিতে পারে। মুণ্ডপৃষ্ঠাদিতীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। ৩৫। পঞ্চক্রোশপরিমিত গয়াক্ষেত্রে এমন একবিন্দু স্থান নাই যে, যেস্থানে তীর্থ নাই, অতএব গয়াক্ষেত্রমধ্যে সর্ব্বস্থানে পিণ্ড প্রদান করিবে। ইহাতে পিতৃগণ অক্ষয়ফল প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মসদনে গমন করিয়া থাকেন। ৩৬। মনুষ্য জনার্দ্দন হস্তে স্বীয় পিণ্ডপ্রদান করিয়া বলিবে,—হে জনার্দ্দন! আমি তোমার হস্তে পিণ্ডপ্রদান করিলাম, যখন আমি পরলোকে গমন করিব, তখন যেন এই পিণ্ডপ্রদানপ্রভাবে পিতৃলোকের সহিত অক্ষয় ফলভোগ করিতে পারি। এইরূপে জীবিত অবস্থায় আপনার পরিত্রাণার্থ পিণ্ডপ্রদান করিলে মনুষ্য পিতৃলোকের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারে। ৩৭-৩৮। গয়াতীর্থে ধর্ম্মপৃষ্ঠে, ব্রহ্মসরোবরে, গয়াশীর্ষে এবং অক্ষয়বটে পিতৃলোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি করিলে তাহাতে পিতৃলোকের অক্ষয় স্বর্গ ভোগ হইয়া থাকে। ৩৯। ধর্ম্মারণ্য, ধর্ম্মপৃষ্ঠ ও ধেনুকারণ্য এই সকল তীর্থ দর্শন করিয়া পিতৃলোকের উদ্দেশে অর্ঘপ্রদান

কন্যাসম্বেদ্যং তত্রাহারজন্মাৎ মনুলোকপ্রাপ্তিঃ তত্রান্নদানমক্ষয়ং ভবতি। নিশ্চিরা নদী তত্র গমনাৎ অশ্বমেধফলপ্রাপ্তিঃ। স্বকুলোদ্ধরণঞ্চ। নিশ্চিরাসঙ্গমে অন্নদানেন ব্রহ্মলোকগমনং। তত্র বশিষ্ঠাশ্রমঃ তত্রাভিষেকাৎ বাজপেয়ফলপ্রাপ্তিঃ। দেবকূটং তত্র গমনাৎ বাজিমেধফলপ্রাপ্তিঃ কুলোদ্ধরণঞ্চ। কৌশিকমুনিহ্রদঃ তত্র মাসবাসাৎ অশ্বমেধফলপ্রাপ্তিঃ। সর্ব্বতীর্থবরহ্রদঃ তত্র বাসাৎ বহুসুবর্ণযাগফলপ্রাপ্তিঃ দুর্গতিবিনাশশ্চ। বীরাশ্রমঃ তত্র কুমারস্তিষ্ঠতি তত্র গমনাৎ অশ্বমেধফলপ্রাপ্তিঃ। অগ্নিধারা তত্র গমনাৎ অশ্বমেধফলপ্রাপ্তিঃ কুলোদ্ধরণঞ্চ। পিতামহসরঃ তত্র শৈলরাজপ্রতিষ্ঠিতৌ শিববিষ্ণূ তিষ্ঠতঃ তত্রাভিষেকাৎ অগ্নিষ্টোমফলপ্রাপ্তিঃ। তত্রৈব কুমারধারা তত্র স্নানাৎ কৃতাথতা ত্রিকালোপবাসেন ব্রহ্মহত্যানাশঃ। গৌরীশিখরং তত্রারোহণাৎ শুদ্ধতা তত্র কুণ্ডে স্নানপিতৃদেবার্চ্চনাভ্যাং অশ্বমেধফলপ্রাপ্তিঃ স্বর্গগমনঞ্চ। তাম্রারুণা তত্র গমনাৎ বাজিমেধফলপ্রাপ্তিঃ শক্রলোকগমনঞ্চ। নন্দিনী তত্র ত্রিদশসেবিতঃ কূপঃ তত্র গমনাৎ নরমেধফলপ্রাপ্তিঃ। * কৌশিক্যারুণসঙ্গমঃ

শতিমুদ্ধরেৎ ॥ ৪০ ॥ ব্রহ্মারণ্যং মহানদ্যাঃ পশ্চিমে ভাগ উচ্যতে। পূর্ব্বে ব্রহ্ম সদোভাগো নাগাদ্রির্ভরতাশ্রমঃ ॥ ৪১ ॥ ভরতস্যাশ্রমে শ্রাদ্ধী মতঙ্গস্য পদে ভবেৎ। গয়াশীর্ষাদ্দক্ষিণতো মহানদ্যাশ্চ পশ্চিমঃ ॥৪২ তৎ স্মৃতঞ্চম্পকবনং তত্র পাণ্ডুশিলাস্তি হি। শ্রাদ্ধী তত্র তৃতীয়ায়াং নিশ্চিরায়াশ্চ মণ্ডলে। মহাহ্রদে চ কৌশিক্যামক্ষয়ং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৩ ॥ বৈতরণ্যাশ্চোত্তরতস্তৃতীয়াখ্যো জলাশয়ঃ। পদানি তত্র ক্রৌঞ্চস্য শ্রাদ্ধী স্বর্গং নয়েৎ পিতৄন্‌ ॥ ৪৪ ॥ ক্রৌঞ্চপাদাদুত্তরতো নিশ্চিরাখ্যো জলাশয়ঃ। সকৃদ্‌ গয়াভিগমনং সকৃৎ পিণ্ডপ্রপাতনং। দুর্ল্লভং কিং পুনর্নিত্যং অস্মিন্নেব ব্যবস্থিতঃ ॥ ৪৫ ॥ মহানদ্যামপঃ স্পৃশ্য তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ। অক্ষয়ান্‌ প্রাপ্নুয়াল্লোকান্‌ কুলঞ্চাপি সমুদ্ধরেৎ। সাবিত্রে পঠ্যতে সন্ধ্যা কৃতাস্যাদ্দ্বাদশাব্দিকী ॥ ৪৬ ॥ শুক্লকৃষ্ণাবুভৌ পক্ষৌ গয়ায়াং যো বসেন্নরঃ। পুনত্যাসপ্তমঞ্চৈব কুলং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৭ ॥ গয়ায়াং মুণ্ডপৃষ্ঠঞ্চ অরবিন্দঞ্চ পর্ব্বতং। তৃতীয়ং ক্রৌঞ্চপাদঞ্চ দৃষ্ট্বা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪৮ ॥ মকরে বর্ত্তমানে চ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ। দুর্ল্লভং ত্রিষু লোকেষু গয়ায়াং পিণ্ডপাতনং ॥ ৪৯ ॥ মহাহ্রদে চ কৌশিক্যাং মূলক্ষেত্রে বিশেষতঃ। গুহায়াং গৃধ্রকূটস্য শ্রাদ্ধং সপ্ত মহাফলং ॥৫০ যত্র মাহেশ্বরী ধারা শ্রাদ্ধী তত্রানৃণোভবেৎ। পুণ্যাং বিশালা মাসাদ্য নদীং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতাং। অগ্নি-

করিলে একবিংশতিপুরুষ পরিত্রাণ পায়। ৪০। মহানদীর পশ্চিমভাগে ব্রহ্মারণ্য নামে মহাতীর্থ আছে, ঐ নদীর পূর্ব্বভাগে ব্রহ্মসদ, নাগাদ্রি, ভরতাশ্রম ও মতঙ্গাশ্রম নামে বহুবিধ তীর্থ আছে, ঐ সকল তীর্থে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিবে। গয়াশীর্ষের দক্ষিণে ও মহানদীর পশ্চিমে চম্পকবন নামে একটি তীর্থ আছে, সেই স্থানে পাণ্ডুশিলা বিদ্যমান রহিয়াছে, ঐ তীর্থে, মহাহ্রদে এবং কৌশিকীতীর্থে তৃতীয়াতে শ্রাদ্ধ করিলে অক্ষয়ফল লাভ হইয়া থাকে। ৪১-৪৩। বৈতরণী নদীর উত্তরপ্রান্তে তৃতীয়াখ্য জলাশয় আছে, ঐ জলাশয়ে ক্রৌঞ্চপদ নামে মহাতীর্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। ৪৪। ক্রৌঞ্চপদের উত্তরে নিশ্চিরাখ্য জলাশয় আছে, ইহাও একটি মহাতীর্থ। যে ব্যক্তি এক বার গয়াতে গমন করে, কিম্বা একবারমাত্র পিণ্ডপ্রদান করে, ইহলোকে তাহার কিছুই দুর্ল্লভ থাকে না। ৪৫। মহানদীর জলস্পর্শ করিয়া পিতৃদেবতার তর্পণ করিবে, ইহাতে পিতৃগণ অক্ষয়লোকপ্রাপ্ত হন এবং তাহার কুলের উদ্ধার হইয়া থাকে। সাবিত্রীতীর্থে সন্ধ্যা করিলে দ্বাদশ বৎসরের সন্ধ্যার ফল হয়। ৪৬। কৃষ্ণ কিম্বা শুক্লপক্ষে গয়াতীর্থে বাস করিলে নিশ্চয় তাহার সপ্তকুল পবিত্র হইয়া থাকে। ৪৭। গয়াতে মুণ্ডপৃষ্ঠ, অরবিন্দ পর্ব্বত ও ক্রৌঞ্চপাদতীর্থ দর্শন করিলে সেই ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তি পাইয়া থাকে। ৪৮। মকররাশিতে সূর্য্যের অবস্থানকালে এবং চন্দ্র কিম্বা সূর্য্যগ্রহণ সময়ে গয়াতে পিণ্ডদান করিলে স্বর্গে, মর্ত্ত্যে ও পাতালে তাহার কিছুই দুর্ল্লভ থাকে না। ৪৯। মহাহ্রদে, কৌশিকীতীর্থে, মূলক্ষেত্রে ও গৃধ্রকূটপর্ব্বতের গুহাতে শ্রাদ্ধ করিলে মহাপুণ্যসঞ্চয় হয়। ৫০। যে স্থানে মহেশ্বরের শিরোদেশ হইতে গঙ্গার ধারা পতিত হইয়াছিল, সেই স্থলে পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে পিতৃঋণ হইতে মুক্তি পায়। লোকত্রয় বিশ্রুত পুণ্যপ্রদা বিশালা নদীতে গমন

তত্র ত্রিরাত্রোপবাসাৎ সর্ব্বপাপমুক্তিঃ। উর্ব্বশীতীর্থং সোমাশ্রমঃ কুম্ভকর্ণাশ্রমঃ তেষু স্নানাৎ অশ্বমেধফলপ্রাপ্তিঃ স্বর্গগমনঞ্চ। কোকামুখং তত্র স্নানাৎ জাতিস্মরত্বং। নন্দা তত্র গমনাৎ কৃতার্থতা সর্ব্বপাপনাশঃ স্বর্গগমনঞ্চ। ঋষভদ্বীপঃ তত্র ক্রৌঞ্চনিস্বনসেবনাৎ সরস্বত্যাং স্নানাচ্চ বিমানে বিরাজঃ। ঔদ্দালকতীর্থং তত্রাভিষেকাৎ সর্ব্বপাপনাশঃ। ব্রহ্মতীর্থং তত্র গমনাৎ বাজপেয়ফলপ্রাপ্তিঃ। চম্পা তত্র গমনাৎ গোসহস্রদানফলপ্রাপ্তিঃ। নরেতিকা তত্র গমনাৎ বাজপেয়ফলং বিমানপ্রাপ্তিশ্চ। সংবিদ্যতীর্থং তত্র স্নানাৎ বিদ্যাপ্রাপ্তিঃ। লৌহিত্যং তত্র গমনাৎ বহুসুবর্ণযাগফলপ্রাপ্তিঃ। করতোয়া তত্র ত্রিরাত্রোপবাসাৎ বৃষৈকাদশদানফলপ্রাপ্তিঃ। কোশলায়াং কালতীর্থং তত্র গমনাৎ গোসহস্রদানফলপ্রাপ্তিঃ স্বর্গগমনঞ্চ। গঙ্গাসাগরসঙ্গমঃ তত্র গমনাৎ শতাশ্বমেধফলপ্রাপ্তিঃ। গঙ্গায়াঃ পরদ্বীপঃ তত্র স্নানত্রিরাত্রোপবাসাভ্যাং সর্ব্বকামপ্রাপ্তিঃ। বৈতরণী তত্র

ষ্টোমমবাপ্নোতি শ্রাদ্ধী প্রায়াদিবন্নরঃ ॥ ৫১ ॥ শ্রাদ্ধী-মাসপদে স্নাত্বা বাজপেয়ফলং লভেৎ। রবিপাদে পিণ্ডদানাৎ পতিতোদ্ধারণং ভবেৎ ॥ ৫২ ॥ যো গয়াস্থো দদাত্যন্নং পিতরস্তেন পুত্রিণঃ। কাঙ্ক্ষন্তে পিতরঃ পুত্রান্নরকান্তয়ভীরবঃ ॥ ৫৩ ॥ গয়াং যাস্যতি যঃ কশ্চিৎ সোঽস্মান্ সন্তারয়িষ্যতি। গয়াপ্রাপ্তং সুতং দৃষ্ট্বা পিতৃণামুৎসবো ভবেৎ ॥ ৫৪ ॥ পদ্ভ্যামপি জলং স্পৃষ্ট্বা অস্মভ্যং কিল দাস্যতি। আত্মজো বা তথান্যো বা গয়াকূপে যদা তদা ॥ ৫৫ ॥ যন্নাম্না পাতয়েৎ পিণ্ডং তন্নয়েদ্ ব্রহ্ম শাশ্বতং। পুণ্ডরীকং বিষ্ণুলোকং প্রাপ্নুয়াৎ কোটিতীর্থগঃ ॥ ৫৬ ॥ যা সা বৈতরনী নাম ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা। সাবতীর্ণা গয়াক্ষেত্রে পিতৃণাং তারণায় হি ॥ ৫৭ ॥ শ্রাদ্ধদঃ পিণ্ডদস্তত্র গোপ্রদানং করোতি যঃ। একবিংশতিবংশান্ স তারয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৮ ॥ যদি পুত্রো গয়াং গচ্ছেৎ কদাচিৎ কালপর্য্যয়ে। তানেব ভোজয়েদ্বিপ্রান্ ব্রহ্মণা যে প্রকল্পিতাঃ ॥ ৫৯ ॥ তেষাং ব্রহ্মসদঃ স্থানং সোমপানন্তথৈব চ। ব্রহ্মপ্রকল্পিতং স্থানং বিপ্রা ব্রহ্মপ্রকল্পিতাঃ। পূজিতৈঃ পূজিতাঃ সর্ব্বে পিতৃভিঃ সহ দেবতাঃ ॥ ৬০ ॥ তর্পয়েত্তু গয়াবিপ্রান্ হব্যকব্যৈ-

করিয়া শ্রাদ্ধ করিলে অগ্নিষ্টোম যাগের ফল হইয়া থাকে। ৫১। মাসপদতীর্থে স্নান করিয়া শ্রাদ্ধ করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল হয়। রবিপাদনামক মহাতীর্থে পিণ্ডদান করিলে পতিতগণের উদ্ধার হইয়া থাকে। ৫২। যে ব্যক্তি গয়াতীর্থে গমন করিয়া পিতৃলোককে অন্নপ্রদান করে, তাহাদ্বারাই পিতৃলোককে পুত্রবান্ বলা যায় এবং সেই ব্যক্তি যথার্থ পুত্রশব্দের বাচ্য, এই হেতু নরকভীরু পিতৃগণ পুত্রকামনা করিয়া থাকেন। ৫৩। আমাদিগের বংশের যে কোন ব্যক্তি গয়াতে গমন করিবে, সেই ব্যক্তি আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে, এই প্রত্যাশায় পিতৃগণ স্বীয় সন্তানকে গয়াতে উপস্থিত দর্শন করিলে তাঁহাদিগের উৎসব হইয়া থাকে। ৫৪। যদি বংশের সন্তান অথবা অন্য কোন ব্যক্তি গয়াক্ষেত্রে গমন করিয়া পাদদ্বারা জলস্পর্শ করিয়াও আমাদিগকে পিণ্ডপ্রদান করে, তথাপি যাহার নামে পিণ্ডদান করে, তাহার ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। গয়াতীর্থগামী ব্যক্তি কোটিতীর্থের ফললাভ করিয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। ৫৫-৫৬। ত্রিলোকবিশ্রুতা বৈতরণী নামে যে নদী আছে, সেই নদী পিতৃলোকের পরিত্রাণার্থ গয়াক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছে। যে ব্যক্তি সেই বৈতরণীতীর্থে শ্রাদ্ধ, পিণ্ডপ্রদান অথবা গোদান করে, সেই ব্যক্তি নিঃসংশয় একবিংশতি পুরুষকে পরিত্রাণ করিতে পারে। ৫৭-৫৮। যদি কোন ব্যক্তি কোনকালে গয়াতে গমন করিতে পারে, তবে সেই ব্যক্তি সেই সকল ব্রহ্মকল্পিত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। ৫৯। যাহারা সেই ব্রহ্মকল্পিত ব্রাহ্মণগণকে পূজা করে, তাহাদিগের ব্রহ্মলোকে বাস হয় এবং তাঁহারা সোমরস পানকরিয়া থাকেন এবং ঐ পূজাতে সর্ব্বদেব ও পিতৃগণ পূজিত হইয়া থাকেন। ৬০। গয়াতে হব্যকব্যদ্বারা বিধানক্রমে গয়াস্থব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন করিবে।

গমনাৎ সর্ব্বপাপনাশঃ। বিরজং তত্র গমনাৎ সর্ব্বপাপনাশঃ গোসহস্রদানফলং স্বকুলপাবনঞ্চ। শোণজ্যোতীরথীসঙ্গমঃ তত্র পিতৃদেবতর্পণাৎ অগ্নিষ্টোমফলপ্রাপ্তিঃ। শোণপ্রভবঃ নর্ম্মদাপ্রভবঃ বংশগুল্মঃ তত্র স্নানাৎ বাজিমেধফলপ্রাপ্তিঃ। ঋষভঃ তত্র গমনাৎ গোসহস্রদানফলপ্রাপ্তিঃ। পুষ্পবতী তত্র স্নানত্রিরাত্রোপবাসাভ্যাং গোসহস্রদানফলপ্রাপ্তিঃ। কুলোদ্ধরণঞ্চ বদরিকা তত্র স্নানাৎ দীর্ঘায়ুষ্প্রাপ্তিঃ স্বর্গগমনঞ্চ। মহেন্দ্রপর্ব্বতঃ তত্র রামতীর্থে স্নানাৎ বাজিমেধফলপ্রাপ্তিঃ। মতঙ্গকেদারং তত্র স্নানাৎ স্বর্গলোকপ্রাপ্তিঃ। শ্রীপর্ব্বতঃ তত্র নদীতীরে স্নানাৎ অশ্বমেধফলং পরমসিদ্ধিপ্রাপ্তিশ্চ তত্র মহাদেবো দেব্যা সহ তিষ্ঠতি তত্র দেবহ্রদে স্নানাৎ অশ্বমেধফলপ্রাপ্তিঃ শিবলোকগমনঞ্চ। পাণ্ড্যদেশে ঋষভপর্ব্বতঃ তত্র গমনাৎ বাজপেয়ফলপ্রাপ্তিঃ স্বর্গগমনঞ্চ। কাবেরী তত্র গমনাৎ গোসহস্রদানফলং। সমুদ্রতীরে কন্যাতীর্থং তত্র স্নানাৎ সর্ব্বপাপনাশঃ। সমুদ্রমধ্যে গোকর্ণতীর্থং তত্র শিবস্তিষ্ঠতি তস্য পূজনাৎ ত্রিরাত্রোপবাসাচ্চ দশাশ্বমেধতুল্যফলং গাণপত্যপ্রাপ্তিঃ দ্বাদশরাত্রোপবাসাৎ কৃতার্থতা চ। তত্র গায়ত্রীস্থানং তত্র ত্রিরাত্রোপবাসাৎ গোসহস্রদানফলপ্রাপ্তিঃ ব্রাহ্মণস্য গায়ত্রীপাঠাৎ সদা সম্পন্নতা অব্রাহ্মণস্য পাঠাৎ তস্য বিনাশঃ। সম্বর্ত্তবাপী তত্র গমনাৎ রূপসৌভাগ্যপ্রাপ্তিঃ। বেণ্বা তত্র পিতৃদেবতর্প-

র্ব্বিধানতঃ। স্থানং দেহপরিত্যাগে গয়ায়াস্তু বিধীয়তে॥ ৬১॥ যঃ করোতি বৃষোৎসর্গং গয়াক্ষেত্রে হ্যনুত্তমে। অগ্নিষ্টোমশতং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৬২॥ আত্মনোপি মহাবুদ্ধির্গয়ায়াস্তু তিলৈর্ব্বিনা। পিণ্ডনির্ব্বপনং কুর্য্যাদন্যেষামপি মানবঃ॥ ৬৩॥ যাবন্তো জ্ঞাতয়ঃ পিত্র্যা বান্ধবাঃ সুহৃদস্তথা। তেভ্যো ব্যাস গয়াভূমৌ পিণ্ডোদ্দেয়ো বিধানতঃ॥ ৬৪॥ রামতীর্থে নরঃ স্নাত্বা গোশতস্যাপ্নুয়াৎ ফলং। মতঙ্গবাপ্যাং স্নাত্বা চ গোসহস্রফলং লভেৎ॥ ৬৫॥ নিশ্চিরাসঙ্গমে স্নাত্বা ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃন্। বশিষ্ঠস্যাশ্রমে স্নাত্বা বাজপেয়ঞ্চ বিন্দতি। মহাকৌশ্যাং সমাবাসাদশ্বমেধফলং লভেৎ॥ ৬৬॥ পিতামহস্য সরসঃ প্রসূতা লোকপাবনী। সমীপে ত্বগ্নিধারেতি বিশ্রুতা কপিলা হি সা। অগ্নিষ্টোমফলং শ্রাদ্ধী স্নাত্বাত্র কৃতকৃত্যতা॥ ৬৭॥ শ্রাদ্ধী কুমারধারায়ামশ্বমেধফলং লভেৎ। কুমারমভিগম্যাথ মহামুক্তিমবাপ্নুয়াৎ॥৬৮॥ সোমকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা সোমলোকঞ্চ গচ্ছতি। সম্বর্ত্তস্য নরো বাপ্যাং সুভগঃ স্যাত্তু পিণ্ডদঃ॥৬৯॥ ধৌতপাপোনরো যাতি প্রেতকুণ্ডে চ পিণ্ডদঃ। দেবনদ্যাং লেলিহানে মথনে জানুগর্ত্তকে ॥ ৭০॥ এবমাদিষু তীর্থেষু পিণ্ডদস্তারয়েৎ পিতৃন্। নত্বা দেবং বশিষ্ঠেশং প্রভুতমৃণসংক্ষয়ং॥ ৭১॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে গয়ামহাত্ম্যে
ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

গয়াক্ষেত্র দেহ পরিত্যাগের প্রশস্ত স্থান বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ৬১। যে ব্যক্তি সর্ব্বোত্তমক্ষেত্র গয়াধামে বৃষোৎসর্গ করে, সেই ব্যক্তি শত অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করিতে পারে, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই। ৬২। মহাবুদ্ধি ব্যক্তি গয়াক্ষেত্রে আপনার উদ্দেশেও পিণ্ডদান করিতে পারে, কিন্তু স্বীয় পিণ্ডদানে তিল ব্যবহার করিবে না। সেইকালে তিল ব্যতিরেকে পিণ্ডপ্রদান করিবে। ৬৩। যাবতীয় পিতৃজ্ঞাতি, পিতৃবান্ধব ও পিতৃসুহৃদ আছে, তাহাদিগকেও গয়াতীর্থে বিধানক্রমে পিণ্ডপ্রদান করিবে। ৬৪। যদি কোন ব্যক্তি রামতীর্থে স্নান করিতে পারে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি শত গোদানের ফল লাভ করিয়া থাকে। এবং মতঙ্গসরোবরে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়। ৬৫। কোন ব্যক্তি নিশ্চিরাসঙ্গমস্থলে স্নান করিলে তাহার পিতৃলোক ব্রহ্মলোকে গমন করে এবং বশিষ্ঠাশ্রমে স্নান করিলে সেই ব্যক্তি বাজপেয় যজ্ঞের ফলভাগী হয়। মহাকৌশীতীর্থে এক বৎসর বাস করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হয়, ॥৬৬॥ ব্রহ্মসরোবর হইতে লোকপাবনী সর্ব্বলোকবিশ্রুতা যে অগ্নিধারানাম্নী নদী প্রসূতা হইয়াছে, তাহাকে কপিলা বলে, ঐ নদীতে স্নান করিয়া শ্রাদ্ধ করিলে অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল লাভ করিয়া মানবজন্মের সাফল্য হইয়া থাকে। ৬৭। কুমারধারা নদীতে শ্রাদ্ধ করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং কুমারতীর্থে গমন করিলে মানবগণ মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৬৮। মনুষ্য সোমকুণ্ডে স্নান করিলে চন্দ্রলোকে গমন করিতে পারে। সম্বর্ত্তসরোবরে স্নান করিয়া পিতৃলোকের পিণ্ডপ্রদান করিলে সেই ব্যক্তি মহাসৌভাগ্যশালী হয়। ৬৯। প্রেতকুণ্ডে পিতৃলোকের পিণ্ডপ্রদান করিলে মনুষ্য সর্ব্বপাপ বিধৌতকরিয়া পরমাগতি প্রাপ্ত হয়। দেবনদী লেলিহানতীর্থে, মথনতীর্থে ও জানুগর্ত্ত প্রভৃতি মহাতীর্থে পিণ্ডপ্রদান করিলে মনুষ্য পিতৃলোকের পরিত্রাণ করিতে পারে। ঐ সকল তীর্থের অধীশ্বর দেবতাকে নমস্কার করিলে সর্ব্বঋণ হইতে মুক্তি পায়। ৭০। ৭১।

ণাৎ ময়ূরহংসযুক্তবিমানপ্রাপ্তিঃ। গোদাবরী তত্র গমনেন গবাময়যজ্ঞফলপ্রাপ্তিঃ বায়ুলোকগমনঞ্চ। বেণ্বাসঙ্গমঃ তত্র স্নানাৎ সর্ব্বপাপনাশঃ। বরদাসঙ্গমঃ তত্র স্নানাৎ বাজিমেধফলপ্রাপ্তিঃ। ব্রহ্মস্থূণা তত্র ত্রিরাত্রোপবাসাৎ গোসহস্রদানফলপ্রাপ্তিঃ স্বর্গগমনঞ্চ। কুশপ্লবনং তত্র স্নানত্রিরাত্রোপবাসাভ্যাং চন্দ্রলোকপ্রাপ্তিঃ। দেবহ্রদঃ কৃষ্ণবেণ্বাসমুদ্ভববনং জ্যোতির্মাত্রহ্রদঃ কন্যাশ্রমঃ তেষু গমনাৎ অগ্নিষ্টোমফলপ্রাপ্তিঃ। দেবহ্রদে স্নানাৎ গোসহস্রদানফলপ্রাপ্তিঃ। জ্যোতির্মাত্রহ্রদে স্নানাৎ জাতিস্মরত্বং। পয়োষ্ণী নদী তত্র স্নানতর্পণাভ্যাং গোসহস্র-

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ ॥১॥ উদ্যতস্তু গয়াং গন্তুং শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানতঃ। বিধায় কার্পটং বেশং গ্রামস্যাপি প্রদক্ষিণং ॥২॥ ততোগ্রামান্তরং গত্বা শ্রাদ্ধশেষস্য ভোজনং। কৃত্বা প্রদক্ষিণং গচ্ছেৎ প্রতিগ্রহবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৩ ॥ গৃহাচ্চলিতমাত্রস্য গয়ায়াং গমনং প্রতি। স্বর্গারোহণসোপানং পিতৃণান্তু পদে পদে ॥ ৪ ॥ মুণ্ডনঞ্চোপবাসশ্চ সর্ব্বতীর্থেষ্বয়ং বিধিঃ। বর্জ্জয়িত্বা কুরুক্ষেত্রং বিশালাং বিরজাং গয়াং ॥৫॥ দিবা চ সর্ব্বদা রাত্রৌ গয়ায়াং শ্রাদ্ধকৃদ্ভবেৎ। বারাণস্যাং কৃতং শ্রাদ্ধং তীর্থে শোণনদে তথা। পুনঃ পুনর্ম্মহানদ্যাং শ্রাদ্ধী স্বর্গং পিতৄন্নয়েৎ ॥ ৬ ॥ উত্তরং মানসং গত্বা সিদ্ধিং প্রাপ্নোত্যনুত্তমাং। তস্মিন্নির্বর্ত্তয়েৎ শ্রাদ্ধং স্নানঞ্চ নিবর্ত্তয়েৎ। কামান্ স লভতে দিব্যান্ মোক্ষোপায়ঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ৭ ॥ দক্ষিণং মানসং গত্বা মৌনী পিণ্ডাদি কারয়েৎ। ঋণত্রয়াপকরণং লভেদ্দক্ষিণমানসে ॥ ৮ ॥ সিদ্ধানাং প্রীতিজননৈঃ পাপানাঞ্চ ভয়ঙ্করৈঃ। লেলিহানৈর্ম্মহাঘোরৈরক্ষতৈঃ পন্নগোত্তমৈঃ ॥ ৯ ॥ নাম্না কনখলং তীর্থং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতং। উদীচ্যাং মুণ্ডপৃষ্ঠস্য দেবর্ষিগণসেবিতং ॥ ১০ ॥ তত্র স্নাত্বা দিবং যাতি শ্রাদ্ধং দত্তমথাক্ষয়ং। সূর্য্যং নত্বা দ্বিদং কুর্য্যাৎ কৃতপিণ্ডাদিসৎক্রিয়ঃ ॥ ১১ ॥

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন, গয়াগমনে উদ্যত ব্যক্তি বিধানক্রমে শ্রাদ্ধ করিয়া কপটবেশে গ্রামের প্রদক্ষিণ করিবে, পরে গ্রামান্তরে গমন করিয়া শ্রাদ্ধশেষ ভোজনপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া গমন করিবে, কিন্তু কোনরূপ প্রতিগ্রহ করিবে না। ১-৩। গয়াগমনমানসে গৃহ হইতে চলিত হইয়া যত পদ গমন করে, সেই সেই পদসংখ্যায় পরকালে পিতৃলোকের স্বর্গারোহণের সোপান কল্পিত হইয়া থাকে। ৪। তীর্থমাত্রেই উপস্থিত হইয়া মুণ্ডন ও উপবাস করিবে কিন্তু কুরুক্ষেত্র, বিশালা, বিরজা ও গয়াতে তাহা করিবে না। ইহাই শাস্ত্রীয়বিধি। ৫। দিবা ও রাত্রি সর্ব্বকালেই গয়াতে শ্রাদ্ধ করিতে পারে। বারাণসী, শোণনদ ও মহানদীতে পুনঃ পুনঃ শ্রাদ্ধ করিলে মনুষ্যগণ পিতৃলোককে স্বর্গপুরে প্রস্থাপিত করিতে পারে। ৬। উত্তরমানসতীর্থে গমন করিলেই মানবের কার্য্যসিদ্ধি হয়, তাহাতে স্নান বা শ্রাদ্ধ কিছুই করিতে হয় না। তথাপি সেই ব্যক্তি সর্ব্বকামনা লাভ করিয়া মোক্ষপদ পাইয়া থাকে। ৭। দক্ষিণমানসে গমন করিয়া মৌনভাবে পিণ্ডদানাদি কার্য্য করিবে। দক্ষিণমানসে এইরূপে শ্রাদ্ধাদি করিলে, দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ এই ঋণত্রয় হইতে বিমুক্তিলাভ করিতে পারে। ৮। কনখলনামে একটি মহাতীর্থ আছে, ঐ তীর্থে লোলজিহ্ব মহাভয়ঙ্কর সর্পগণ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা দর্শন করিলে সিদ্ধপুরুষের প্রীতি ও পাপিষ্ঠগণের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয়। ঐ তীর্থ সর্ব্বলোকবিশ্রুত মুণ্ডপৃষ্ঠনামক মহাতীর্থের উত্তরদিকে অবস্থিত এবং দেবর্ষিগণ ঐ তীর্থ সর্ব্বদা সেবা করিয়া থাকেন। উক্ত কনখলতীর্থে স্নান করিলে মানব স্বর্গলোকে গমন করে এবং শ্রাদ্ধাদি করিলে তাহা অক্ষয়ফলপ্রদ হয়। সূর্য্যদেবকে নমস্কার করিয়া পিণ্ডদানাদি সৎক্রিয়া করিবে। ৯-১১। সোম,

---

দানফলপ্রাপ্তিঃ। দণ্ডকারণ্যং তত্র মহারাজে জলস্পর্শাৎ গোসহস্রদানফলপ্রাপ্তিঃ। শরভঙ্গাশ্রমঃ কুশাশ্রমঃ তত্র গমনাৎ দুর্গতিনাশিঃ কুলপবিত্রতা চ। শূর্পারকং তত্র রামতীর্থং তত্র স্নানাৎ বহুসুবর্ণযজ্ঞফলপ্রাপ্তিঃ। সপ্তগোদাবরং তত্র স্নানাৎ মহাপুণ্যপ্রাপ্তিঃ দেবলোকগমনঞ্চ। দেবপথং তত্র গমনেন দেবসত্রফলপ্রাপ্তিঃ। তুঙ্গকারণ্যং তত্র প্রবেশাৎ সদ্যঃ পাপনাশঃ মাসবাসাৎ স্বকুলস্য পবিত্রতা ব্রহ্মলোকগমনঞ্চ। মেধাবিকং তত্র পিতৃদেবতর্পণাৎ অগ্নিষ্টোমফলস্মৃতিমেধানাং প্রাপ্তিঃ। কালঞ্জরপর্ব্বতঃ তত্র দেবহ্রদে স্নানাৎ সূর্য্যলোকপ্রাপ্তিঃ। ত্রিকূটপর্ব্বতঃ তত্র মন্দাকিন্যাং স্নানপিতৃদেবতর্পণাভ্যাং অশ্বমেধফলপ্রাপ্তিঃ পরমগতিলাভশ্চ। ভর্তৃস্থানং তত্র কার্ত্তিকেয়স্তিষ্ঠতি তত্র গমনাৎ সর্ব্বকামপ্রাপ্তিঃ। কোটিতীর্থে স্নানাৎ গোসহস্রদানফলপ্রাপ্তিঃ। জ্যেষ্ঠস্থানং তত্র মহাদেবস্তিষ্ঠতি তদ্দর্শনাৎ চন্দ্রবদ্দীপ্তিঃ। তত্র কূপে চত্বারঃ সমুদ্রাস্তিষ্ঠন্তি তত্র

কব্যবাহাস্তথা সোমোযমশ্চৈবার্য্যমা তথা। অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদঃ সোমপাঃ পিতৃদেবতাঃ ॥ ১২ ॥ আগচ্ছন্তু মহাভাগা যুষ্মাভিরক্ষিতস্ত্বিহ। মদীয়াঃ পিতরো যে চ কুলে জাতাঃ সনাভয়ঃ॥ তেষাং পিণ্ড-প্রদাতাহ-মাগতোঽস্মি গয়ামিহ ॥ ১৩ ॥ কৃতপিণ্ডঃ ফল্গুতীর্থে পশ্যেদ্দেবং পিতামহং। গদাধরং ততঃ পশ্যেৎ পিতৃণামনৃণোভবেৎ॥ ১৪ ॥ ফল্গুতীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দেবং গদাধরং। আত্মানং তারয়েৎ সদ্যো-দশপূর্ব্বান্ দশাপরান্ ॥ ১৫ ॥ প্রথমে হি বিধিঃ

যম, অর্য্যমা, অগ্নিষ্বাত্তা, বর্হির্ষদ ও সোমপ এই সকল পিতৃ-দেবতা; ইঁহারা কব্য অর্থাৎ শ্রাদ্ধীয়দ্রব্য ভোজন করেন। গয়াশ্রাদ্ধকালে ঐ সকল দেবতাদিগকে প্রার্থনা করিবে,—হে মহাভাগ পিতৃদেবগণ! তোমরা আগমন করিয়া আমাকে রক্ষা কর। যাঁহারা আমার কুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া পিতৃ-লোকে গমন করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগের পিণ্ডপ্রদানার্থ গয়াক্ষেত্রে আগমনকরিয়াছি। ১২। ১৩। ফল্গুতীর্থে পিণ্ড-প্রদান করিয়া পিতামহদেবকে দর্শন করিবে। তৎপরে গদা-ধরকে অবলোকন করিলে মনুষ্য পিতৃঋণ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। ১৪। ফল্গুতীর্থে স্নান করিয়া গদাধরদেবকে দর্শন করিলে মনুষ্য পূর্ব্বতন দশপুরুষ ও অধস্তন দশপুরুষ এবং স্বয়ং স্নানর্কর্ত্তা এই একবিংশতি পুরুষকে পরিত্রাণ করিতে পারে। ১৫।

স্নানপ্রদক্ষিণাভ্যাং পরমগতিপ্রাপ্তিঃ। শৃঙ্গবেরপুরং যত্র রামো গঙ্গামুত্তীর্ণঃ তত্র স্নানাৎ সর্ব্বপাপনাশঃ বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তিশ্চ। মুঞ্জাবটঃ তত্র মহাদেবস্তিষ্ঠতি তস্য পূজনপ্রদক্ষিণাভ্যাং গাণ-পত্যপ্রাপ্তিঃ। তত্তীর্থে জাহ্নবীস্নানাৎ সর্ব্বপাপনাশঃ। প্রয়াগঃ তত্র ত্রীণ্যগ্নিকুণ্ডানি তত্র যমুনয়া গঙ্গা সঙ্গতা যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ সিদ্ধাঃ পিতরঃ সনৎকুমারমুখা ঋষয়ো নাগসুপর্ণসিদ্ধ-ক্রতুগন্ধর্ব্বাপ্সরসস্তিষ্ঠন্তি এবং বেদা যজ্ঞাশ্চ মূর্ত্তিমন্তঃ ব্রহ্মাণ-মুপাসন্তে। স সর্ব্বতীর্থেভ্যোঽধিকঃ। তস্য নামসংকীর্ত্তন-শ্রবণমৃত্তিকালম্ভনৈঃ সর্ব্বপাপনাশঃ তত্র স্নানাৎ ত্রিলোকে বেদবিদ্যাসু চ যৎ পুণ্যং তৎপ্রাপ্তিঃ রাজসূয়াশ্বমেধফলপ্রাপ্তিশ্চ তত্র মরণং শ্রেয়ঃ। ভোগবতী নাম বাসুকিতীর্থং তত্রাভি-

প্রোক্তোদ্বিতীয়দিবসে ব্রজেৎ। ধর্ম্মারণ্যং মতঙ্গস্য বাপ্যাং পিণ্ডাদিকৃদ্ভবেৎ ॥ ১৬ ॥ ধর্ম্মারণ্যং সমা-সাদ্য বাজপেয়ফলং লভেৎ। রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলং স্যাদ্ব্রহ্মতীর্থকে ॥ ১৭ ॥ শ্রাদ্ধং পিণ্ডোদকং কার্য্যং মধ্যে বৈ কূপযূপয়োঃ। কূপোদকেন তৎকার্য্যং পিতৃণাদত্তমক্ষয়ং ॥ ১৮ ॥ তৃতীয়েঽহ্নি ব্রহ্মসদো গত্বা স্নাত্বাথ তর্পণং। কৃত্বা শ্রাদ্ধাদিকং পিণ্ডং মধ্যে বৈ যূপকূপয়োঃ ১৯ ॥ গোপ্রচারসমীপস্থা আব্রহ্ম ব্রহ্মকল্পিতাঃ। তেষাং সেবনমাত্রেণ পিতরোমোক্ষ-গামিনঃ। যূপং প্রদক্ষিণীকৃত্য বাজপেয়ফলং লভেৎ ॥ ২০ ॥ ফল্গুতীর্থে চতুর্থেঽহ্নি স্নাত্বা দেবাদি তর্পণং। কৃত্বা শ্রাদ্ধং গয়াশীর্ষে দেবরুদ্রপদাদিষু ॥ ২১ ॥

তীর্থযাত্রার প্রথম দিবসে বিধিপূর্ব্বক নিয়মানুসারে সংযত থাকিয়া দ্বিতীয় দিবসে তীর্থগমন করিবে। ধর্ম্মারণ্য ও মতঙ্গ-সরোবরে গমন করিয়া পিণ্ডপ্রদান করিবে। ১৬। ধর্ম্মারণ্যে গমন করিলে বাজপেয়যজ্ঞের ফললাভ করে। ব্রহ্মতীর্থে স্নানাদি করিলে রাজসূয় ও অশ্বমেধযজ্ঞের ফল হয়। ১৭। কূপ-তীর্থ ও যূপতীর্থের মধ্যে পিণ্ডদান ও শ্রাদ্ধ করিবে। কূপতীর্থের জলদ্বারা পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিলে তাহা অক্ষয়ফলপ্রদ হয়। ১৮ তৃতীয় দিবসে ব্রহ্মতীর্থে গমন করিয়া শ্রাদ্ধ ও তর্পণক্রিয়া করিবে। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিয়া কূপতীর্থ ও যূপতীর্থের মধ্যে পিণ্ডপ্রদান করিবে। ১৯। গোপ্রচারসমীপস্থ ব্রহ্মকল্পিত আব্রহ্ম-ণের অর্চনা করিলে পিতৃগণ মোক্ষধামে গমন করেন। যূপতীর্থ প্রদক্ষিণ করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। ২০। চতুর্থ দিবসে ফল্গুতীর্থে স্নান করিয়া দেবাদির তর্পণ করিবে। এবং শ্রাদ্ধকার্য্য সমাপন করিয়া গয়াশীর্ষে পিণ্ডদান করিতে হইবে। ২১। ব্রহ্মা ব্যাসকে বলিয়াছেন, ব্যাস! প্রথমে

ষেকাৎ অশ্বমেধফলপ্রাপ্তিঃ। অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা। পুরী দ্বারবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ। তাসু বাসং প্রকুর্ব্বন্তি যে মৃতা বা নরাঃ পরং। লভন্তে ন পুনর্জন্ম মাতৃগর্ভেষু কুত্রচিৎ। ইতি পাদ্মে ভূমিখণ্ডং।

পিণ্ডান্ দেহি মুখে ব্যাস পঞ্চাগ্নৌ চ পদত্রয়ে। সূর্য্যেন্দুকার্ত্তিকেয়েষু কৃতং শ্রাদ্ধং তথাক্ষয়ং। শ্রাদ্ধন্তু নবদৈবত্যং কুর্য্যাদ্দ্বাদশদৈবতং ॥ ২২ ॥ আম্বষ্টকাসু বৃদ্ধৌ চ গয়ায়াং মৃতবাসরে। অত্র মাতুঃ পৃথক্ শ্রাদ্ধমন্যত্র পতিনা সহ ॥ ২৩ ॥ স্নাত্বা দশাশ্বমেধে-তু দৃষ্ট্বা দেবং পিতামহং। রুদ্রপাদং নরঃ স্পৃষ্ট্বা ন চেহাবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ২৪ ॥ ত্রিবিত্তপূর্ণাং পৃথিবীং দত্বা তৎফলমাপ্নুয়াৎ। স তৎফলমবাপ্নোতি কৃত্বা শ্রাদ্ধং গয়াশিরে ॥ ২৫ ॥ শমীপত্রপ্রমাণেন পিণ্ডং-দদ্যাৎ গয়াশিরে। পিতরোযান্তি দেবত্বং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৬ ॥ মুণ্ডপৃষ্ঠে পদং ন্যস্তং মহা-দেবেন ধীমতা। অল্পেন তপসা তত্র মহাপুণ্যমবা-প্নুয়াৎ ॥ ২৭ ॥ গয়াশীর্ষে তু যঃ পিণ্ডান্নাম্না যেষান্তু নির্ব্বপেৎ। নরকস্থা দিবং যান্তি স্বর্গস্থা মোক্ষ-মাপ্নুযুঃ ॥ ২৮ ॥ পঞ্চমেঽহ্নি গদালোলে স্নাত্বা বটতলে ততঃ। পিণ্ডং দদ্যাৎ পিতৃণাঞ্চ সকলং তারয়েৎ কুলং ॥ ২৯ ॥ বটমূলং সমাসাদ্য শাকেনোষ্ণোদকেন চ। একস্মিন্ ভোজিতে বিপ্রে কোটির্ভবতি ভোজিতা ॥ ৩০ ॥ কৃতে শ্রাদ্ধেঽক্ষয়বটে দৃষ্ট্বা চ প্রপিতামহং। অক্ষয়াঁল্লভতে লোকান্ কুলানামুদ্ধরে-চ্ছতং ॥ ৩১ ॥ দ্রষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোপি গয়াং ব্রজেৎ। যজেদ্ বা অশ্বমেধেন নীলম্বা বৃষমুৎ-সৃজেৎ ॥ ৩২ ॥ প্রেতঃ কশ্চিৎ সমুদ্দিশ্য বণিজং কঞ্চিদ-ব্রবীৎ। মম নাম্না গয়াশীর্ষে পিণ্ডনির্ব্বপনং কুরু। প্রেতভাবাদ্বিমুক্তঃ স্যাৎ স্বর্গদোদাত্তরেব চ ॥ ৩৩ ॥ শ্রুত্বা বণিগ্ গয়াশীর্ষে প্রেতরাজায় পিণ্ডকং। প্রদদা-বনুজৈঃ সার্দ্ধং স্বপিতৃভ্যস্ততো দদৌ ॥ ৩৪ ॥ সর্ব্বে-মুক্তা বিশালোপি সপুত্রোভুচ্চ পিণ্ডদঃ। বিশালায়াং বিশালোঽভুদ্রাজপুত্রোঽব্রবীদ্দ্বিজান্ ॥৩৫॥ কথং পুত্রা-

---

পঞ্চমাগ্নিতে ও পদত্রয়ে পিণ্ডপ্রদান করিবে। কার্ত্তিকের সংক্রমণ দিবসে শ্রাদ্ধ করিলে সেই শ্রাদ্ধ অক্ষয়ফল প্রদান করে। গয়াতে নবদৈবত ও দ্বাদশদৈবত শ্রাদ্ধ করিবে। ২২। অষ্টকাতে, বৃদ্ধিদিবসে, গয়াতে ও মৃতবাসরে মাতার পৃথক্ শ্রাদ্ধ করিবে। অন্যত্র পিতার সহিত মাতৃশ্রাদ্ধ করিবে। ২৩। দশাশ্বমেধে স্নান করিয়া পিতামহদেবের দর্শনপূর্ব্বক রুদ্রপাদস্পর্শ করিলে মানবগণ মুক্ত হইয়া যায়, তাহাদিগের পুনর্জ্জন্ম হয় না। ২৪। ত্রিবিধবিত্তপূর্ণা পৃথিবী প্রদান করিলে যে ফল হয়, একবার গয়াশিরে পিণ্ডপ্রদান করিলে সেই ফল হইয়া থাকে। ২৫। শমীপত্রপ্রমাণে গয়া-শিরে পিণ্ডপ্রদান করিবে, ইহাতে পিতৃগণের দেবত্ব প্রাপ্তি হয়, তাহার সন্দেহ নাই। ২৬। ধীমান্ মহাদেব বলিয়াছেন মুণ্ডপৃষ্ঠ তীর্থে গমন করিলে অল্পপুণ্য ব্যক্তিও মহাতপস্যার ফল পাইয়া থাকে। ২৭। যাহাদিগের নাম উল্লেখ করিয়া গয়াশীর্ষে পিণ্ডপ্রদান করা যায়, তাহারা নরকস্থ থাকিলেও স্বর্গলোকে গমন করে এবং স্বর্গস্থ পিতৃগণ মোক্ষপদ পায়। ২৮। পঞ্চম দিবসে স্নান করিয়া অক্ষয়বটমূলে পিণ্ডপ্রদান করিলে সমস্ত পিতৃকুল পরিত্রাণ পায়। ২৯। অক্ষয়বটমূলে গমন করিয়া কেবল শাক ও উষ্ণজলদ্বারা একটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেও কোটি ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল পায়। ৩০। অক্ষয়বটে শ্রাদ্ধ করিয়া প্রপিতামহদেবকে দর্শন করিলে অক্ষয়স্বর্গলোক লাভ হয় এবং শতকুল উদ্ধার করিতে পারে। ৩১। পুত্রগণের মধ্যে কেহ গয়াতে গমন করে, কেহ বা অশ্বমেধযজ্ঞ কিম্বা নীল বৃষ উৎসর্গ করে, এই নিমিত্ত লোকে বহুপুত্র ইচ্ছা করিয়া থাকে। ৩২। গয়া মাহাত্ম্য বর্ণন বিষয়ে প্রাচীন ইতিহাস আছে,— কোন প্রেতভাবাপন্ন ব্যক্তি গয়াগামী বিশাল নামা কোন বণিকের নিকটে বলিয়াছিল যে, তুমি গয়াশীর্ষে আমার নামে পিণ্ডপ্রদান করিও, প্রেত ব্যক্তির উদ্দেশে গয়াতে পিণ্ডদান করিলে সেই প্রেত মুক্তি পায় এবং সেই পিণ্ডদাতাও স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে। ৩৩। বণিক্ ঐ কথা শুনিয়া গয়াতে গমন পূর্ব্বক অগ্রে সেই প্রেতের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিয়া পরে আপন পিতৃপিতামহের উদ্দেশে পিণ্ডপ্রদান করিল। ৩৪। বণিকের সেই পিণ্ডপ্রদানফলে উক্ত প্রেত, বণিকের পিতৃপিতামহাদি এবং তাহার বন্ধু বান্ধব সকলই মুক্ত হইল এবং উক্ত বিশাল নামা বণিক পুত্র লাভ করিয়াছিল। কালান্তরে ঐ বণিক্ বিশাল দেশের রাজপুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে রাজপুত্র দ্বিজগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কার্য্য করিলে আমার

দয়ঃ স্যুস্মে যবপ্রাশ্যেচ্চুত্রশালকং। গয়ায়াং পিণ্ডদানেন তব সর্ব্বং ভবিষ্যতি। বিশালোঽয়ং গয়াশীর্ষে পিণ্ডদোভূচ্চপুত্রবান্॥৩৬॥ দৃষ্ট্বাকাশে সিতং রক্তং কৃষ্ণং পুরুষমব্রবীৎ। কেযূয়ং তেষু চৈবৈকঃ সিতঃ প্রোচেবিশালকং॥ ৩৭॥ অহং সিতস্তেজনক-ইন্দ্রলোকং গতঃ শুভাৎ। মম পুত্র পিতা রক্তো ব্রহ্মহা পাপকৃৎ পরঃ॥ ৩৮॥ অয়ং পিতামহঃ কৃষ্ণ ঋষয়োঽনেন ঘাতিতাঃ॥ অবীচিন্নরকং প্রাপ্তোমুক্তৌ জাতৌ চ পিণ্ডদঃ॥ ৩৯॥ মুক্তীকৃতাস্ততঃ সর্ব্বে ব্রজামঃ স্বর্গমুত্তমং। কৃতকৃত্যোবিশালোঽপি রাজ্যং কৃত্বা দিবং যযৌ॥ ৪০॥ যেঽস্মৎকুলে তু পিতরো লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ। যেচাপ্যকৃতচূড়াস্ত যে চ গর্ভাদ্বিনিঃসৃতাঃ॥৪১॥ যেষাং দাহোন ক্রিয়তে যেঽগ্নিদগ্ধাস্তথাপরে। ভূমৌদত্তেন পিতৃপ্যন্ত তৃপ্তাবাস্ত পরাং গতিং॥ ৪২॥ পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ। মাতা পিতামহী চৈব তথৈব প্রপিতামহী॥৪৩॥ তথা মাতামহশ্চৈব প্রপিতামহ এবচ। বৃদ্ধপ্রমাতামহশ্চাথ মাতামহী ততঃ পরং॥ ৪৪॥ প্রমাতামহী চ তথা বৃদ্ধপ্রমাতামহীতি বৈ। অন্যেষাঞ্চৈব পিণ্ডোঽয়মক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাং॥৪৫॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে গয়ামাহাত্ম্যে চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥

পুত্রাদি সম্পদ্ হইতে পারে। তখন ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, তুমি গয়াতে পিণ্ডদান কর, তাহা হইলে সেই পুণ্যপ্রভাবে তুমি পুত্রাদি সম্পত্তি লাভ করিতে পারিবে। অনন্তর বিশালনামা সেই বণিক্ গয়াতে পিণ্ডদান করিয়া পুত্রবান্ হইয়াছিল।৩৫-৩৬। পরে বিশাল এক দিবস আকাশে শ্বেত, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ কতিপয় পুরুষ দেখিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে? নভোমণ্ডলে নানা রূপে অবস্থিতি করিতেছ, আমি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। তখন সেই সকল পুরুষদিগের মধ্যে শুভ্রকায় এক ব্যক্তি বিশালকে বলিলেন, আমি তোমার পিতা, পিণ্ডদানজন্য সুকৃতি ফলে এই শুভ্র দেহে ইন্দ্রলোকে বাস করিয়া থাকি। হে পুত্র! এই যে রক্তবর্ণ পুরুষ দেখিতেছ, ইনি আমার পিতা, তোমার পিতামহ, ইনি ব্রহ্মবধকারী। সেই পাপেই লিপ্ত ছিলেন, অপর যে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দেখিতেছ, এই ব্যক্তি আমার পিতামহ ইনি ঋষিবধজনিত পাপে পতিত ছিলেন। ইহাঁরা উভয়েই চিরকাল নরক ভোগ করিতে ছিলেন, তোমার পিণ্ডদানফলে মুক্তি পাইয়াছেন। তুমি আমাদিগের সকলকেই মুক্ত করিয়াছ। সেই হেতু আমরা স্বর্গে বাসকরিতেছি। এই কথা শুনিয়া বিশাল কৃতকৃত্য হইয়া রাজ্যপালনপূর্ব্বক স্বর্গধামে গমন করিয়াছিলেন। ৩৭—৪০। গয়াতে পিণ্ডদানকালে প্রথমে পিতৃপিতামহাদি পরিজ্ঞাত ব্যক্তির প্রত্যেকের নামোল্লেখে পিণ্ড দান করিয়া পরে সাধারণতঃ এই মন্ত্রপাঠে পিণ্ডদান করিবে। যাঁহারা আমাদিগের কুলের পিতৃপুরুষ, পিণ্ডোদকদানাদি শ্রাদ্ধ ক্রিয়া বিহীন হইয়া আছেন, যাঁহারা অকৃত চূড়াবস্থার দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, যাঁহারা গর্ভ হইতে বিনিঃসৃত হইয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছেন, যাঁহাদিগের দাহাদি কার্য্য হয় নাই, এবং যাঁহারা অগ্নিদাহে দেহত্যাগ করিয়াছেন, এই ভূমিপ্রদত্ত পিণ্ডদান ফলে তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইয়া পরমাগতি লাভ করুন। ৪১।৪২। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতামহী, প্রমাতামহী এবং বৃদ্ধপ্রমাতামহী ও অন্যান্য সুহৃদ্বর্গ সকলকেই মৎপ্রদত্ত এই পিণ্ড অক্ষয়ফল প্রদান করুক। ৪৩—৪৫।

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ। ১। স্নাত্বা প্রেতশিলাদৌ তু বরুণাস্থামৃতেন চ। পিণ্ডং দদ্যাদিমৈর্ম্মন্ত্রৈরাবাহ্য চ পিতৄন্ পরান্॥ ২। অস্মৎকুলে মৃতা যে চ গতির্ষেষাং ন

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন, প্রেতশিলাদি মহাতীর্থে স্নান করিয়া বরুণানদীর জলদ্বারা পিতৃলোকের আবাহন পূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ মন্ত্রপাঠ করিয়া পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডপ্রদান করিবে।১-২। যাঁহারা আমাদিগের কুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছেন এবং

বিদ্যতে। তেষামাবাহয়িষ্যামি দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ॥ ৩॥ পিতৃবংশে মৃতা যে চ মাতৃবংশে চ যেমৃতাঃ। তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং॥ ৪॥ মাতামহকুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে। তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং॥ ৫॥ অজাতদন্তা যে কেচিৎ যে চ গর্ভে প্রপীড়িতাঃ। তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং॥ ৬॥ বন্ধুবর্গাশ্চ যে কেচিন্নামগোত্রবিবর্জ্জিতাঃ। স্বগোত্রে পরগোত্রে বা তেষাং পিণ্ডঃ প্রকল্পিতঃ॥ ৭॥ উদ্বন্ধনমৃতা যে চ বিষশস্ত্রহতাশ্চ যে। আত্মোপঘাতিনো যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং॥৮॥ অগ্নিদাহে মৃতা যে চ সিংহব্যাঘ্রহতাশ্চ যে। দংষ্ট্রিভিঃ শৃঙ্গিভির্বাপি তেষাং পিণ্ডং দদাম্যহং॥ ৯॥ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে কেচিন্নাগ্নিদগ্ধাস্তথাপরে। বিদ্যুচ্চৌরহতা যে চ তেষাং পিণ্ডং দদাম্যহং॥ ১০॥ রৌরবে চান্ধতামিস্রে কালসূত্রে চ যে মৃতাঃ। তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং॥ ১১॥ অসিপত্রবনে ঘোরে কুম্ভীপাকে চ যে মৃতাঃ। তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং॥ ১২॥ অন্যেষাং যাতনাস্থানাং প্রেতলোকনিবাসিনাং। তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং॥ ১৩॥ পশুযোনিং গতা যে চ পক্ষিকীটসরীসৃপাঃ। অথবা বৃক্ষযোনিস্থা-স্তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং॥ ১৪॥ অসংখ্যযাতনাসংস্থা যে নীতা যমশাসনৈঃ। তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং॥ ১৫॥ জাত্যন্তরসহস্রেষু ভ্রমন্তে স্বেন কর্ম্মণা। মানুষ্যং দুর্ল্লভং যেষাং তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং॥ ১৬॥ যে বান্ধবাবান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বা-

যাহাদিগের অন্য গতি নাই, আমি এই দর্ভপৃষ্ঠোপরি তিলোদক দ্বারা তাঁহাদিগকে আবাহন করি। ৩। আমাদিগের পিতৃকুলে জন্মিয়া যাঁহারা মরিয়াছেন এবং যে সকল ব্যক্তি মাতৃবংশে সমুৎপন্ন হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের উদ্ধার কামনায় এই পিণ্ডপ্রদান করিতেছি। ৪। যাঁহারা মাতামহকুলে উৎপন্ন হইয়া গতিবিহীন হইয়া নরকে পতিত আছেন, তাহাদিগের উদ্ধার মানসে এই পিণ্ডপ্রদান করিলাম। ৫। যাঁহারা দন্ত উৎপত্তির পূর্ব্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন এবং যাঁহারা মাতৃগর্ভে থাকিয়াই পরলোক গমন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের উদ্ধারণার্থ আমি এই পিণ্ডপ্রদান করিতেছি। ৬। যাঁহারা আমাদিগের বন্ধুকুলে উৎপন্ন হইয়াছেন, যাঁহাদিগের নামকরণাদি কোন সংস্কার হয় নাই এবং আমাদিগের স্বগোত্র কিম্বা পরগোত্রে যাঁহারা উৎপন্ন হইয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছেন, তাঁহাদিগের উদ্ধারণার্থ এই পিণ্ড প্রদত্ত হইল। ৭। যাহারা উদ্বন্ধনে, বিষপ্রয়োগে অথবা শস্ত্রাঘাতে দেহ বিসর্জন করিয়াছে এবং যাহারা আত্মঘাতী, তাহাদিগের পরিত্রাণার্থ এই পিণ্ডপ্রদান করিলাম। ৮। অগ্নিদাহে যাহাদিগের মৃত্যু হইয়াছে, সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু যাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছে, দংশকজন্তুর দন্তাঘাতে কিম্বা শৃঙ্গীজন্তুর শৃঙ্গপ্রহারে যাহাদিগের মরণ হইয়াছে, তাহাদিগের উদ্ধারসাধনার্থ এই পিণ্ডপ্রদান করিলাম। ৯। যাহারা অগ্নিদগ্ধ হইয়া মরিয়াছে, যাহাদিগের মরণান্তে অগ্নিসংস্কার হয় নাই, যাহারা বিদ্যুৎপাতে পঞ্চত্ব পাইয়াছে এবং যাহারা চৌরকর্ত্তৃক হত হইয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগের পরলোকে গতিলাভার্থ আমি এই পিণ্ডপ্রদান করিলাম। ১০। যাহারা অন্ধতামিস্র নামক নরকে পতিত আছে, যাহারা কালসূত্রে পতিত হইয়া মরিয়াছে, তাহাদিগের উদ্ধারার্থ আমি এই পিণ্ডপ্রদান করিলাম। ১১। যাঁহারা অসিপত্র নামক ঘোরতর নরকে কিম্বা কুম্ভীপাক নরকে পতিত আছেন, তাহাদিগের উদ্ধারণার্থ আমি এই পিণ্ডপ্রদান করিলাম। ১২। যাহারা প্রেতলোকে বাস করিয়া নানাপ্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহাদিগের উদ্ধার করণার্থ আমি এই পিণ্ডপ্রদান করিলাম। ১৩। যাহারা পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে কিম্বা পক্ষী, কীট ও সরীসৃপ যোনিতে জন্মিয়াছে, অথবা বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগের উদ্ধারণার্থ আমি এই পিণ্ড প্রদান করিলাম। ১৪। যাহারা যমশাসনে নীত হইয়া পাপ কর্ম্মের পরিণাম স্বরূপ অসংখ্য যাতনাভোগ করিতেছে, তাহাদিগের উদ্ধারণার্থ এই পিণ্ডপ্রদান করিলাম। ১৫। যাহারা স্বীয় কর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া সহস্র সহস্র জন্ম পরিভ্রমণ করিতেছে, তথাপি তাহাদিগের ভাগ্যে মনুষ্য জন্ম ঘটে না, সেই সকল পাপিগণের উদ্ধারণার্থ এই পিণ্ডপ্রদান করিলাম। ১৬। যাহারা আমাদিগের বন্ধু অথবা শত্রুবর্গের মধ্যে পরিগণিত ছিল এবং যাহারা জন্মান্তরেও আমাদিগের সহিত বন্ধুত্ববন্ধনে বদ্ধ ছিল,

ন্ধবাঃ। তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু পিণ্ডদানেন সর্ব্বদা॥১৭॥ যে কেচিৎ প্রেতরূপেণ বর্ত্তন্তে পিতরোমম। তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু পিণ্ডদানেন সর্ব্বদা॥ ১৮॥ যে মে পিতৃকুলে জাতাঃ কুলে মাতুস্তথৈব চ। গুরুশ্বশুরবন্ধূনাং যে চান্যে বান্ধবামৃতাঃ॥ ১৯॥ যে মে কুলে লুপ্তপিণ্ডাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ। ক্রিয়ালোপগতা যে চ জাতান্ধাঃ পঙ্গবস্তথা॥ ২০॥ বিরূপা আমগর্ভা যে জ্ঞাতাজ্ঞাতাঃ কুলে মম। তেষাং পিণ্ডং ময়াদত্ত-মক্ষয্য-মুপতিষ্ঠতাং॥ ২১॥ সাক্ষিণঃ সন্তু মে দেবা ব্রহ্মেশানাদয়স্তথা। ময়া গয়াং সমাসাদ্য পিতৃণাং নিষ্কৃতিঃ কৃতা॥ ২২॥ আগতোঽহং গয়াং দেব পিতৃকার্য্যে গদাধর। তস্মে সাক্ষী ভবত্বাদ্য অনৃণোঽহমৃণত্রয়াৎ॥২৩॥ মহানদীব্রহ্মসরোঽক্ষয়োবটঃ প্রভাসমুণ্ডস্তমহো গয়াশিরঃ। সরস্বতীধর্ম্মকধেনুপৃষ্ঠা এতে কুরুক্ষেত্রগতাগয়ায়াং॥ ২৪॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে গয়ামাহাত্ম্যে পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥

তাহারা এই পিণ্ডদান দ্বারা সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত থাকুক। ১৭। আমার পিতৃবংশমধ্যে যাহারা প্রেতলোকে বর্ত্তমান আছে, তাহারা এই পিণ্ডদান ফলদ্বারা সর্ব্বদা তৃপ্তিলাভ করুক। ১৮। যাহারা আমার পিতৃকুলে অথবা মাতৃকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, যাহারা আমার গুরুকুলে, শ্বশুরকুলে, বন্ধুকুলে কিম্বা বান্ধবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহারা আমার কুলে উৎপন্ন হইয়া পুত্রদারাবিহীনতাবশতঃ পিণ্ড এবং উদকক্রিয়ায় বিবর্জ্জিত হইয়া আছে, যাহারা ক্রিয়ালোপ হেতু দুর্গতিভোগ করিতেছে, যাহারা জন্মান্ধতা প্রযুক্ত সর্ব্বক্রিয়ার অনর্হ হইয়া নরকে বাস করিতেছে, যাহারা পঙ্গুরূপে জন্মিয়া ক্রিয়াহীনতা বশতঃ নরকে পতিত আছে, যাহারা বিকৃতরূপে উৎপন্ন হইয়া সর্ব্বকর্ম্মের অনধিকারবশতঃ নিরয়ভোগ করিতেছে, যাহারা অপক্ক গর্ভাবস্থায় জন্মিয়া নরকে পতিত আছে, এবং আমার কুলে জাত যে সকল ব্যক্তিকে আমি জানি এবং যাহারা আমার কুলেজাত হইয়াও আমার পরিজ্ঞাত নহে। আমি তাহাদিগের উদ্ধারণার্থে পিণ্ডপ্রদান করিলাম। এই পিণ্ডদান তাঁহাদিগের অক্ষয় ফল প্রদান করুক। ১৯-২১। ব্রহ্মা ও ঈশান প্রভৃতি দেবগণ তোমরা আমার এই কার্য্যে সাক্ষী রহিলে, আমি গয়াতে আগমন করিয়া পিতৃলোকের নিষ্কৃতিসাধন করিলাম। ২২। হে গদাধর! আমি পিতৃকার্য্য সম্পাদনার্থ গয়াতে আগমন করিয়াছি, তুমি আমার এই কার্য্যের সাক্ষী হও, আমি ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইলাম। ২৩। মহানদী, ব্রহ্ম সরোবর, অক্ষয়বট ও প্রভাস এই সকল তীর্থ গয়াশিরঃ আশ্রয় করিয়া আছে এবং সরস্বতী, ধর্ম্মতীর্থ ও ধেনুপৃষ্ঠ, কুরুক্ষেত্রস্থিত এই সকল মহাতীর্থ গয়াতে বিদ্যমান আছে। ২৪।

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ॥ ১॥ যেয়ং প্রেতশিলা খ্যাতা গয়ায়াং সা ত্রিধা স্থিতা। প্রভাসে প্রেতকুণ্ডে চ গয়াসুরশিরস্যপি॥২॥ ধর্ম্মেণ ধারিতা ভূত্যৈ সর্ব্বদেবময়ী শিলা। প্রেতত্বং যে গতা নৃণাং মিত্রাদ্যা বান্ধবাদয়ঃ। তেষামুদ্ধরণার্থায় যতঃ প্রেতশিলা ততঃ॥৩॥ অতোঽত্র মুনয়োভূপা রাজপত্ন্যাদয়ঃ সদা। তস্যাং শিলায়াং শ্রাদ্ধাদিকর্ত্তারো-ব্রহ্মলোকগাঃ॥ ৪॥ গয়াসুরস্য যন্মুণ্ডং তস্য পৃষ্ঠে শিলা-

---

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন গয়াতে প্রেতশিলা নামে যে ত্রিলোক বিখ্যাত তীর্থ আছে, তাহা তিনভাগে বিভক্ত হইয়া তিন স্থানে আছে। প্রভাসে, প্রেতকুণ্ডে ও গয়াসুরের মস্তকে এই তিন স্থানেই প্রেতশিলা নামক মহাতীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে।১।২। স্বয়ং ধর্ম্মদেব স্বীয় মাহাত্ম্য প্রকাশনার্থ এই সর্ব্বদেবময়ী শিলা ধারণ করিয়া বহিতেছেন। আমাদিগের বন্ধুবান্ধবের মধ্যে যাহারা প্রেতভাবাপন্ন হইয়া আছে, তাহাদিগের উদ্ধারার্থ প্রেতশিলাতে পিণ্ডপ্রদান করিবে। অতএব রাজা ও রাজপত্নী প্রভৃতি সকলেই প্রেতশিলাতে শ্রাদ্ধ করিবে। ইহাতে তাহাদিগের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়।৩।৪। গয়াসুরের মুণ্ডের পৃষ্ঠদেশে

যতঃ। মুণ্ডপৃষ্ঠোগিরিস্তস্মাৎ সর্ব্বদেবময়োহ্যয়ং ॥ ৫ ॥ মুণ্ডপৃষ্ঠস্য পাদেষু যতোব্রহ্মসরোমুখাঃ। অরবিন্দং বনন্তেষু তেন চৌরোপলক্ষিতঃ ॥ ৬ ॥ অরবিন্দো-গিরির্নাম ক্রৌঞ্চপাদাঙ্কিতোযতঃ। তস্মাদ্গিরিঃ ক্রৌঞ্চপাদঃ পিতৄণাং ব্রহ্মলোকদঃ ॥ ৭ ॥ গদাধরাদয়ো দেবা আদ্যা আদৌ ব্যবস্থিতাঃ। শিলারূপেণ চাব্যক্তাস্তস্মাদ্দেবময়ী শিলা ॥ ৮ ॥ গয়াশিরশ্ছাদয়িত্বা গুরুত্বাদাস্থিতাশিলা। কালান্তরেণ ব্যক্তশ্চস্থিত আদির্গদাধরঃ ॥ ৯ ॥ মহারুদ্রাদিদেবৈস্ত অনাদিনিধনোহরিঃ। ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায় অধর্ম্মাদিবিনষ্টয়ে ॥ ১০ ॥ দৈত্যরাক্ষসনাশার্থং মৎস্যপূর্ব্বং যথাভবৎ। কূর্ম্মোবরহোনৃহরির্ব্বামনোরামউর্জ্জিতঃ ॥ ১১॥ যথা দাশরথীরামঃ কৃষ্ণোবুদ্ধোথ কল্ক্যপি। তথা ব্যক্তোঽব্যক্তরূপী আসীদাদির্গদাধরঃ ॥ ১২ ॥ আদিরাদৌ পূজিতোত্র দেবৈর্ব্রহ্মাদিভির্যতঃ। পাদ্যাদ্যৈর্গন্ধপুষ্পাদ্যৈরত আদির্গদাধরঃ ॥ ১৩ ॥ গদাধরং সুরৈঃ সার্দ্ধং আদ্যং গত্বা দদাতি যঃ। অর্ঘ্যপাত্রঞ্চ পাদ্যঞ্চ গন্ধপুষ্পঞ্চ ধূপকং ॥ ১৪ ॥ দীপঞ্চ নৈবেদ্যমুৎকৃষ্টং মাল্যানি বিবিধানি চ। বস্ত্রাণি মুকুটং ঘণ্টা চামরং প্রেক্ষণীয়কং ॥ ১৫ ॥ অলঙ্কারাদিকং পিণ্ডমন্নদানাদিকন্তথা। তেষাং তাবদ্ধনং ধান্যমায়ুরারোগ্যসম্পদঃ ॥ ১৬ ॥ পুত্রাদিস্বস্ততিঃ শ্রেয়োবিদ্যার্থং কাম-ঈপ্সিতঃ। ভার্য্যাস্বর্গাদিবাসশ্চ স্বর্গাদাগত্য রাজ্যকং ॥ ১৭ ॥ কুলীনঃ সত্বসম্পন্নো রণেমর্দ্দিতশাত্রবঃ। বধবন্ধবিনির্মুক্তশ্চান্তে মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ শ্রাদ্ধপিণ্ডাদিকর্ত্তারঃ পিতৃভির্ব্রহ্মলোকগাঃ ॥ ১৮ ॥ বলভদ্রং যেঽর্চ্চয়ন্তি সুভদ্রাং বলভদ্রকং। জ্ঞানং প্রাপ্য শ্রিয়ং পুত্রান্ ব্রজন্তি পুরুষোত্তমং ॥ ১৯ ॥ পুরুষোত্তমস্য রাজস্য সূর্য্যস্য চ গণস্য চ। পুরতস্তত্র পিণ্ডাদি পিতৄণাং ব্রহ্মলোকদঃ ॥ ২০ ॥ নত্বা কপর্দ্দি

যে শিলা আছে, তাহার নাম মুণ্ডপৃষ্ঠ গিরি, ঐ গিরি সর্ব্ব দেবময়, অতএব উহা মহাতীর্থ বলিয়া বিখ্যাত।৫। মুণ্ডপৃষ্ঠগিরির পাদদেশে ব্রহ্মসরঃ প্রভৃতি যে সকল তীর্থ আছে, তাহাদিগের মধ্যে অরবিন্দবন নামক তীর্থ অতিপুণ্যপ্রদ। ৬। অরবিন্দগিরি ক্রৌঞ্চপক্ষীর পদচিহ্নদ্বারা অঙ্কিত, এই নিমিত্ত উহাকে ক্রৌঞ্চপাদতীর্থ বলিয়া থাকে। এই তীর্থে পিতৃলোকের উদ্দেশে কার্য্য করিলে তাহাদিগের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। ৭। গদাধর প্রভৃতি আদি দেবগণ এই শিলাতে অবস্থিত ছিলেন, এই জন্য সেই দেবময়ী শিলা অব্যক্ত ছিল। ঐ শিলা গয়াসুরের মস্তক আচ্ছাদন করিয়াছিল, কালান্তরে তাহা ব্যক্ত হয়। যে শিলাতে গদাধর অবস্থিতি করিয়াছিলেন, সেই শিলাই মহাতীর্থরূপে প্রকাশিত হইল। ৮—৯। যেমন অনাদিনিধন হরি ধর্ম্মরক্ষা, অধর্ম্মবিনাশ ও দৈত্য রাক্ষসাদির সংহারার্থ মহারুদ্রাদিদেবগণের সহিত যুগে যুগে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, বলরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেইরূপ লোক পরিত্রাণার্থ অব্যক্ত গদাধর গয়াতে ব্যক্তরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। ১০—১২। যে হেতু পূর্ব্বকালে ব্রহ্মাদি দেবগণ পাদ্য, অর্ঘ্য ও গন্ধাদি উপহারে গদাধরদেবকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ইনি আদি গদাধর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ১৩। যে ব্যক্তি গয়াতে গমন করিয়া অগ্রে দেবগণের সহিত গদাধরদেবকে অর্ঘ্য, পত্র, পাদ্য, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, উৎকৃষ্ট নৈবেদ্য, বিবিধ মাল্য, বস্ত্র, মুকুট, ঘণ্টা, চামর, দর্পণ, অলঙ্কার ও অন্নাদি প্রদান করে; তাহার ধন, ধান্য, আয়ুঃ, আরোগ্য, সম্পদ, পুত্রাদি সন্ততি, মঙ্গল, বিদ্যা, অর্থ, প্রভৃতি অভিলষিত সম্পদ্ লাভ হয় এবং ভার্য্যা স্বর্গবাস ও রাজ্য লাভ হইয়া থাকে। সেই ব্যক্তি কুলীন, বলবান্ হইয়া শত্রু বিমর্দ্দন করিতে পারে এবং বধ বন্ধনাদি হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া অন্তকালে স্বর্গলোকে বাস করে। যে ব্যক্তি গয়াতে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানাদি করে, সেই ব্যক্তি পিতৃলোকের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করে।১৪—১৮। যে ব্যক্তি সুভদ্রার সহিত বলভদ্রদেবের অর্চ্চনা করে, সেই ব্যক্তি পুত্র সম্পত্তি প্রভৃতি ঐহিক সুখভোগ করিয়া অন্তকালে জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হয়। ১৯। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আগমন করিয়া শ্রীপুরুষোত্তম, সূর্য্য ও গণপতিদেবের অগ্রে পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলে তাহাদিগের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়।২০। ঐ স্থানে মহাদেব ও বিঘ্নেশ্বরকে নমস্কার

বিঘ্নেশং সর্ব্ববিঘ্নৈঃ প্রমুচ্যতে। কার্ত্তিকেয়ং পূজয়িত্বা ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২১ ॥ দ্বাদশাদিত্যমভ্যর্চ্চ্য সর্ব্বরোগৈঃ প্রমুচ্যতে। বৈশ্বানরং সমভ্যর্চ্চ্য উত্তমাং দীপ্তিমাপ্নুয়াৎ ॥ ২২ ॥ রেবন্তং পূজয়িত্বাথ অশ্বানাপ্নোত্যনুত্তমান্‌। অভ্যর্চ্চ্যেন্দ্রং মহৈশ্বর্য্যং গৌরং সৌভাগ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৩ ॥ বিদ্যাং সরস্বতীং প্রার্চ্চ্য লক্ষ্মীং সংপূজ্য চ শ্রিয়ং। গরুড়ঞ্চ সমভ্যর্চ্চ্য বিষরন্দাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ২৪ ॥ ক্ষেত্রপালং সমভ্যর্চ্চ্য গ্রহবৃন্দৈঃ প্রমুচ্যতে। মুণ্ডপৃষ্ঠাং সমভ্যর্চ্চ্য সর্ব্বকামমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৫ ॥ নাগাষ্টকং সমভ্যর্চ্চ্য নাগদষ্টো বিমুচ্যতে। ব্রহ্মাণং পূজয়িত্বা চ ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৬ ॥ বলভদ্রং সমভ্যর্চ্চ্য বলারোগ্যমবাপ্নুয়াৎ। সুভদ্রাং পূজয়িত্বা তু সৌভাগ্যং পরমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৭ ॥ সর্ব্বান্‌ কামানবাপ্নোতি সংপূজ্য পুরুষোত্তমং ॥ নারায়ণন্তু সংপূজ্য নরাণামধিপো ভবেৎ ॥ ২৮ ॥ স্পৃষ্ট্বা নত্বা নারসিংহং সংগ্রামে বিজয়ী ভবেৎ। বরাহং পূজয়িত্বা তু ভূমিরাজ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৯ ॥ যোবা বিদ্যাধরৌ স্পৃষ্ট্বা বিদ্যাধরপদং ভবেৎ ॥ সর্ব্বান্‌ কামানবাপ্নোতি সংপূজ্যাদিগদাধরং ॥ ৩০ ॥ সোমনাথং সমভ্যর্চ্চ্য শিবলোকমবাপ্নুয়াৎ। রুদ্রেশ্বরং নমস্কৃত্য রুদ্রলোকে মহীতে ॥ ৩১ ॥ রামেশ্বরং নরোনত্বা রামবৎ সুপ্রিয়োভবেৎ। ব্রহ্মেশ্বরং নরঃ স্তুত্বা ব্রহ্মলোকায় কল্প্যতে ॥ ৩২ ॥ কালেশ্বরং সমভ্যর্চ্চ্য নরঃ কালঞ্জয়োভবেৎ। কেদারং পূজয়িত্বা তু শিবলোকে মহীয়তে। সিদ্ধেশ্বরঞ্চ সংপূজ্য সিদ্ধোব্রহ্মপুরং ব্রজেৎ ॥ ৩৩ ॥ আদৈরুদ্রাদিভিঃ সার্দ্ধং দৃষ্ট্বাহ্যাদিগদাধরং। কুলানাং শতমুদ্ধৃত্য নয়েদ্ব্রহ্মপুরং নরঃ ॥ ৩৪ ॥ ধর্ম্মার্থী প্রাপ্নুয়াদ্ধর্ম্মমর্থার্থী চার্থমাপ্নুয়াৎ। কামান্‌ সংপ্রাপ্নুয়াৎ কামী মোক্ষার্থী মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৫ ॥ রাজ্যার্থী রাজ্যমাপ্নোতি শান্ত্যর্থী শান্তিমাপ্নুয়াৎ। সর্ব্বার্থী সর্ব্বমাপ্নোতি সংপূজ্যাদিগদাধরং ॥ ৩৬ ॥ পুত্রান্‌ পুত্রার্থিনী স্ত্রী চ সৌভাগ্যঞ্চ তদর্থিনী। বংশা

করিলে সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন হইতে মুক্তি পায়। কার্ত্তিকেয় দেবের পূজা করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। ২১। পুরুষোত্তমক্ষেত্রে দ্বাদশাদিত্যের পূজা করিলে সর্ব্বরোগ হইতে মুক্তি পায় এবং অগ্নিদেবের পূজা করিলে উত্তম দীপ্তিলাভ হইয়া থাকে। ২২। ঐ স্থানে রেবন্তদেবের অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বোত্তম অশ্বলাভ হয় এবং ইন্দ্রদেবের অর্চ্চনাতে মহা ঐশ্বর্য্য ও গৌরীদেবীর অর্চ্চনাতে সৌভাগ্য প্রাপ্তি হয়। ২৩। সরস্বতীদেবীর পূজা করিলে বিদ্যা ও লক্ষ্মীর পূজা করিলে সম্পদ লাভ হয় এবং গরুড়ের পূজা করিলে সর্ব্বপ্রকার বিষরোগ হইতে বিমুক্ত পায়। ২৪। ক্ষেত্রপালের পূজা করিলে সর্ব্বগ্রহদোষ শান্তি হয় এবং মুণ্ডপৃষ্ঠা দেবীর অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। ২৫। অষ্টনাগের অর্চ্চনা করিলে নাগদষ্ট ব্যক্তি বিমুক্তি পায় এবং ব্রহ্মার পূজা করিলে ব্রহ্মলোকে গমন হয়। ২৬। বলভদ্রদেবের অর্চ্চনা করিলে বল ও আরোগ্য প্রাপ্ত হয় এবং সুভদ্রার পূজা করিলে পরম সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে। ২৭। পুরুষোত্তম ধামে শ্রীপুরুষোত্তমদেবকে পূজা করিলে সর্ব্বপ্রকার অভিলাষ সম্পূর্ণ হয় এবং নারায়ণের অর্চ্চনা করিলে সকল মনুষ্যের অধিপতি হইতে পারে। ২৮। নরসিংহদেবকে স্পর্শ করিয়া নমস্কার করিলে সংগ্রামে বিজয়ী হয় এবং বরাহদেবকে পূজা করিলে ভূমিসম্পত্তি লাভ হয়। ২৯। বিদ্যাধরের পূজা করিলে বিদ্যাধরত্বপদ লাভ হয় এবং আদি গদাধরের অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বপ্রকার মনোরথ পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। ৩০। সোমনাথদেবকে পূজা করিলে শিবলোক প্রাপ্তি হয় এবং রুদ্রেশ্বরকে নমস্কার করিলে রুদ্রলোকে বসতি করে। ৩১। মনুষ্য রামেশ্বর শিবকে নমস্কার করিলে রামের ন্যায় সর্ব্বলোকের প্রিয়পাত্র হইতে পারে এবং ব্রহ্মেশ্বরের স্তুতি করিলে মনুষ্য ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। ৩২। মানবগণ কালেশ্বরশিবের অর্চ্চনা করিলে কালকে জয় করিতে পারে এবং কেদারেশ্বরের পূজা করিলে মানবগণ শিবলোক প্রাপ্ত হয়। সিদ্ধেশ্বরশিবের অর্চ্চনা করিলে মনুষ্য সিদ্ধ হইয়া ব্রহ্মপুরে গমন করে। ৩৩। রুদ্রাদি আদ্য দেবগণের সহিত আদি গদাধরকে দর্শন করিলে মানবগণ শত কুল উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মপুরে গমন করে। ৩৪। আদি গদাধরকে অর্চ্চনা করিয়া যে যাহা কামনা করে, তাহার সেই মনোরথ সফল হইয়া থাকে এবং ধর্ম্মার্থী ব্যক্তি ধর্ম্ম, ধনার্থী ধন,

র্থিনী চ বংশান্ বৈ প্রাপ্নুয়াদ্যাদিগদাধরং ॥৩৭॥ শ্রাদ্ধেন পিণ্ডদানেন অন্নদানেন বারিদঃ। ব্রহ্মলোক মবাপ্নোতি সংপূজ্যাদিগদাধরং ॥ ৩৮ ॥ পৃথিব্যাং সর্ব্বতীর্থেভ্যোযথা শ্রেষ্ঠা গয়া পুরী। তথা শিলাদিরূপশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চৈব গদাধরঃ। তস্মিন্ দৃষ্টে শিলা দৃষ্টা যতঃ সর্ব্বং গদাধরঃ ॥ ৩৯ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে গয়ামাহাত্ম্য ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ চতুর্দ্দশমনূন্ বক্ষ্যে তৎসুতাংশ্চ সুকাদিকান্। মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ পূর্ব্বমগ্নীধ্রাদ্যাশ্চ তৎসুতাঃ ॥ ২ ॥ মরীচিরত্র্যঙ্গিরশ্চাঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ। বশিষ্ঠশ্চ মহাতেজা ঋষয়ঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ॥৩॥ জয়াখ্যাশ্চামিতাখ্যাশ্চ শুক্রোযামাস্তথৈব চ। গণা-দ্বাদশকাশ্চেতি চত্বারঃ সোমপায়িনঃ ॥৪॥ বিশ্বভুগ্বাম-দেবেন্দ্রোবাস্কলিস্তদরির্হ্যভূৎ। সহতো বিষ্ণুনা দৈত্যশ্চক্রেণ সুমহাত্মনা ॥৫॥ মনুঃ স্বারোচিষশ্চাথ তৎপুত্রো-মণ্ডলেশ্বরঃ। চৈত্রকো বিনতশ্চৈব কর্ণান্তো বিদ্যুতো-রবিঃ ॥ ৬ ॥ বৃহদ্গুণোনভশ্চৈব, মহাবলপরাক্রমঃ। ঊর্জ্জস্তম্বস্তথা প্রাণ ঋষভোনিচলস্তথা ॥ ৭ ॥ দন্তোলিশ্চার্ব্ববীরশ্চ ঋষয়ঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ। তুষিতাদ্বাদশ প্রেক্তোস্তথা পারাবতাশ্চ যে ॥ ৮ ॥ ইন্দ্রোবিপশ্চিদ্দেবানাং তদ্রিপুঃ পুরুকুৎ সরঃ। জঘান হস্তিরূপেণ ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥ ৯ ॥ উত্তমস্য মনোঃ পুত্রা আজশ্চ পরশুস্তথা। বিনীতশ্চ সুকেতুশ্চ সুমিত্রঃ সুবলঃ শুচিঃ ॥ ১০ ॥ দেবো দেবাবৃধোরুদ্র মহোৎসাহাজিত-স্তথা। রথৌজা ঊর্দ্ধবাহুশ্চ শরণশ্চানঘোমুনিঃ ॥ সুতপাঃ শঙ্কুরিত্যেতে ঋষয়ঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ ॥ ১১॥ বশ-

---

কামার্থী কাম, মোক্ষার্থী মোক্ষ, রাজ্যার্থী রাজ্য, শান্তিকামী শান্তিলাভ করে। এবং পুত্রার্থিনী কামিনী পুত্র, সৌভাগ্যাভিলাষিণী সৌভাগ্য লাভ করে এবং বংশার্থিনী নারীর বংশ বৃদ্ধি হয়। ৩৫-৩৭। আদি গদাধরকে পূজা করিয়া শ্রাদ্ধ, পিণ্ডদান, অন্নদান ও জলদান করিলে মানবগণ ব্রহ্মলোকে গমন করে। ৩৮। যেমন পৃথিবীর মধ্যে গয়াক্ষেত্র সর্ব্বপ্রধানতীর্থ, সেইরূপ শিলারূপী দেবগণের মধ্যে আদি গদাধর সর্ব্বপ্রধান। অতএব সেই গদাধরকে দর্শন করিলেই সর্ব্বদেব দর্শনের ফল হইয়া থাকে। ৩৯।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

হরি বলিলেন চতুর্দ্দশ মনু ও তাঁহাদিগের পুত্রগণের বিবরণ বলিব। পূর্ব্বকালে স্বায়ম্ভুব নামে মনু ছিল এবং অগ্নিধ্র প্রভৃতি তাহার কতিপয় পুত্র জন্মে। ১—২। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সপ্ত মহাতেজা ঋষি কীর্ত্তিত আছে। এই সপ্ত ঋষি অগ্নিধ্রাদির সন্তান। ৩। উক্ত সপ্তঋষি হইতে জয়াখ্য, অমিতাখ্য, শুক্র ও যম নামে সোমপায়ী চতুষ্টয়ের উৎপত্তি হয়। কালান্তরে ইহাদিগের সন্তান দ্বাদশগণে বিভক্ত হইয়া থাকে। ৪। অনন্তর বিশ্বভুক্, বামদেব ও ইন্দ্রের উৎপত্তি হয়, তাহাদিগের এক প্রবল শত্রু ছিল, তাহার নাম বাস্কলি। মহাত্মা বিষ্ণু চক্র দ্বারা সেই বাস্কলি নামক দৈত্যকে বিনাশ করে। ৫। স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকার কালের পর স্বারোচিষ মনুর আবির্ভাব হয়। তাহার পুত্রগণ সকলেই মণ্ডলেশ্বর হইয়াছিল। ঐ সকল পুত্রের নাম, চৈত্রক, বিনত, কর্ণান্ত, বিদ্যুত, রবি, বৃহদ্গণ ও নভ, ইহারা সকলেই মহাবল ও পরাক্রান্ত। পরে চৈত্রকাদি হইতে ঊর্জ্জ, স্তম্ব, প্রাণ, ঋষভ, নিচল, দন্তোলি ও অর্ব্ববীর এই সপ্ত মহর্ষির উৎপত্তি হয়। তৎপরে দ্বাদশ তুষিতগণ ও পারাবতগণের উদ্ভব হইয়াছিল। তৎপরে দেবরাজ ইন্দ্র সমুৎপন্ন হন। অনন্তর পুরুকুৎসর নামে এক প্রবল দৈত্য ইন্দ্রের শত্রুতা আচরণ করে, মধুসূদন হস্তিরূপ ধারণ করিয়া তাহাকে বিনাশ করেন। ৬—৯। স্বারোচিষ মনুর অধিকারের পর উত্তম নামে মনুর উৎপত্তি হয়। ঐ উত্তম মনুর কতিপয় পুত্র জন্মে, তাহাদিগের নাম আজ, পারশ্র, বিনীত, সুকেতু, সুমিত্র, সবল, শুচি, দেব, দেবাবৃধ, রুদ্র, মহোৎসাহ, অজিত, রথৌজা, ঊর্দ্ধবাহু, শরণ,

বর্ত্তিঃ স্বধামানঃ শিবাঃ সত্যাঃ প্রতর্দ্দনাঃ। পঞ্চ দেবগণাঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বে দ্বাদশকাস্তুতে ॥ ১২ ॥ ইন্দ্রঃ স্বশান্তিস্তচ্ছক্রঃ প্রলম্বোনাম দানবঃ। মৎস্যরূপী হরির্বিষ্ণুস্তং জঘান চ দানবং ॥ ১৩ ॥ তামসস্য মনোঃ পুত্রাজানুজঙ্ঘোথ নির্ভয়ঃ। নবখ্যাতি র্নয়শ্চৈব প্রিয়ভৃত্যো বিবিক্ষিপঃ ॥ ১৪ ॥ হবুস্কধিঃ প্রস্তলাক্ষঃ কৃতবন্ধুঃ কৃতস্তথা। জ্যোতির্দ্ধামা ধৃষ্টকাব্য শ্চৈত্রশ্চেতাগ্নিহেমকৌ ॥ ১৫ ॥ মুনয়ঃ কীর্ত্তিতাঃ সপ্ত সুরাগাঃ স্বধিয়স্তথা। হরয়ো দেবতানাঞ্চ চত্বারঃ পঞ্চবিংশকাঃ ॥১৬॥ গণইন্দ্রঃ শিবিস্তস্য শত্রুর্ভীমরথাঃ স্মৃতাঃ। হরিণা কূর্ম্মরূপেণ হতোভীমরথোঽসুরঃ ॥১৭॥ রৈবতস্য মনোঃ পুত্রা মহাপ্রাণশ্চ সাধকঃ॥ বনবন্ধুর্নিরমিত্রঃ প্রত্যঙ্গঃ পরহাশুচিঃ ॥ ১৮ ॥ দৃঢ়ব্রতঃ কেতুশৃঙ্গ ঋষয়স্তস্য বর্ণ্যতে। দেবশ্রীর্বেদবাহুশ্চ উর্দ্ধবাহুস্তথৈবচ। হিরণ্যরোমা পর্জ্জন্যঃ সত্যনামা স্বধাম চ॥ ১৯ ॥ অভুতরজসশ্চৈব তথা দেবাশ্বমেধসঃ। বৈকুণ্ঠশ্চামৃতশ্চৈব, চত্বারোদেবতাগণাঃ ॥২০॥ গণে চতুর্দ্দশসুরাবিভুরিন্দ্রঃ প্রতাপবান্। শান্তশত্রুর্হতোদৈত্যো হংসরূপেণ বিষ্ণুনা ॥ ২১ ॥ চাক্ষুষস্য মনোঃ পুত্রা উরুঃ পুরুর্ম্মহাবলঃ। শতদ্যুম্নস্তপস্বী চ সত্যবাহুঃ কৃতিস্তথা ॥ ২২ ॥ অগ্নিষ্ণু রতিরাত্রশ্চ সুদ্যুম্নশ্চ তথানরঃ। হবিষ্মান্ সুতনুঃ শ্রীমান্ স্বধামা বিরজস্তথা। অভিমানঃ সহিষ্ণুশ্চ মধুশ্রী ঋষয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৩ ॥ আর্য্যা প্রসূতা ভাব্যশ্চ লেখাশ্চ পৃথুকাস্তথা। অষ্টকস্য গণাঃ পঞ্চ তথা প্রোক্তা দিবৌকসাং ॥ ২৪ ॥ ইন্দ্রোমনোজবঃ শত্রুর্ম্মহাশালো মহাভুজঃ। অশ্বরূপেণ স হতো হরিণা লোকধারিণা ॥২৫ মনোর্বৈবস্বতস্যেতে পুত্রা বিষ্ণুপরায়ণাঃ। ইক্ষ্বাকুরথনাভাখ্যো বিষ্টির্ষজাতিরেব চ ॥ ২৬ ॥ লবিষ্যন্তস্তথা পাংশুর্নভোনেদিষ্ঠ এবচ। করূষশ্চ পৃষধ্রশ্চ সুদ্যুম্নস্য মনোঃ সুতাঃ। ২৭ । অত্রির্ব্বশিষ্ঠো ভগবান্ জামদগ্নিশ্চ কশ্যপঃ। গৌতমশ্চ ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রোথ

অনঘ, মুনি, সুতপাঃ ও শঙ্কু। ইহাদিগের মধ্যে রথৌজা প্রভৃতি সপ্তজন ঋষি। ১০-১১। তৎপরে বশবর্ত্তী, স্বধামা, শিব, সত্য, ও প্রতর্দ্দন এই পঞ্চ দেবগণের উদ্ভব হয়, ইহাদের প্রত্যেকেরই দ্বাদশ সংখ্যা আছে। ১২। ঐ সময়ে প্রলম্ব নামে দানব ইন্দ্রবৈরি হইয়াছিল, ভগবান্ বিষ্ণু মৎস্যরূপী হইয়া তাহাকে বিনাশ করেন। ১৩। তৎপরে তামস মনুর আবির্ভাব হয়, তাহার অনেকগুলি পুত্র জন্মে, তাহাদিগের নাম—জানু, জঙ্ঘ, নির্ভয়, নর, খ্যাতি, নয়, প্রিয়ভৃত্য, বিবিক্ষিপঃ, হবুস্কধি, প্রস্তলাক্ষ, কৃতবন্ধু, কৃত, জ্যোতির্ধামা, ধৃষ্টকাব্য, চৈত্র, চৈত্রাগ্নি ও হেম ইহারা সকলেই সুরপালক ও সমৃদ্ধিশালী। ইহাদিগের মধ্যে সপ্তজন ঋষি বলিয়া কীর্ত্তিত হন। ১৪—১৬। ঐ মনুর সময়ে সিবি নামে কোন ঋষি ইন্দ্রত্ব পাইয়াছিলেন, ভীমরথ নামে এক অসুর তাহার শত্রু হইল, হরি কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া সেই ভীমরথকে নিপাত করিয়াছিলেন। ১৭। অনন্তর রৈবত মনু আবির্ভূত হইলেন তাঁহার বহুসংখ্যক পুত্র জন্মে, তাহাদিগের নাম মহাপ্রাণ, সাধক, বনবন্ধু, নিরমিত্র, প্রত্যঙ্গ, পরহা, শুচি, দৃঢ়ব্রত, কেতুশৃঙ্গ। ইহার বংশে দেবশ্রী, দেববাহু, উর্দ্ধবাহু, হিরণ্যরোমা, পর্জ্জন্য, সত্য ও স্বধাম এই সপ্ত ঋষির উৎপত্তি হয়। ১৮—১৯। ঐ সপ্ত ঋষি হইতে অভূতরজঃ, দেবাশ্বমেধ, বৈকুণ্ঠ ও অমৃত এই চারি দেবগণ সমুৎপন্ন হইয়াছিল। ২০। পূর্ব্বোক্ত দেবগণ চতুর্দ্দশগণে বিভক্ত, বিভু নামা কোন সিদ্ধ ইন্দ্র হইয়াছিলেন, শান্ত নামে কোন দৈত্য তাঁহার শত্রু হইল, বিষ্ণু হংসরূপে তাহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ২১। চাক্ষুষ মনুর অনেক পুত্র জন্মে তাহাদিগের নাম,—উরু, পুরু, মহাবল, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবাহু, কৃতি, অগ্নিষ্ণু, অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন, হবিষ্মান, সুতনু, শ্রীমান্, স্বধামা, বিরজ, অভিমান, সহিষ্ণু, ও মধুশ্রী, ইহারা সকলেই ঋষি। ২২—২৩। আর্য্য, প্রসূত, ভাব্য, লেখ্য ও পৃথুক এই পঞ্চ দেবগণ। এই দেবগণ প্রত্যেকে অষ্ট সংখ্যা বিশিষ্ট। ২৪। ঐ সময়ে ভুজবীর্য্যশালী মহাকাল নামে এক দৈত্য ইন্দ্রশত্রু হইয়াছিল, লোকপালক হরি অশ্বরূপ ধারণ করিয়া তাহাকে বিনাশ করেন। ২৫। বৈবস্বত মনুর কতিপয় পুত্র জন্মে, ইহারা সকলেই বিষ্ণুপরায়ণ। তাহাদিগের নাম—ইক্ষ্বাকু, নাভাখ্য, বিষ্টি, সর্জ্জাতি, লবিষ্যন্ত, পাংশু, নভ, নৈর্দিষ্ঠ, করূষ, পৃষধ্র, সুদ্যুম্ন। ২৬—২৭। বৈবস্বত মনুর সময়ে অত্রি, বশিষ্ঠ, জমদগ্নি, কশ্যপ, গোতম, ভরদ্বাজ ও

সপ্তমঃ ॥ ২৮ ॥ তথাহ্যেকোনপঞ্চাশন্মরুতঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। আদিত্যাবসবঃ সাধ্যাগণাদ্বাদশকাস্ত্রয়ঃ॥২৯ একাদশ তথা রুদ্রা বসবোঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ। দ্বাবশ্বিনৌ বিনির্দ্দিষ্টৌ বিশ্বেদেবাস্তথা দশ। দশৈবাঙ্গিরসোদেবা নরদেবগণানি চ ॥ ৩০ ॥ তেজস্বী নাম বৈ শক্রো হিরণ্যাক্ষো রিপুঃ স্মৃতঃ। হতোবরাহরূপেণ হিরণ্যাখ্যোথ বিষ্ণুনা ॥৩১॥ বক্ষ্যেমনোর্ভবিষ্যস্য সাবর্ণ্যাখ্যস্য বৈস্সুতান্। বিজয়শ্চার্ব্ববীরশ্চ নির্দ্দেহঃ সত্যবাক্ কৃতিঃ। বরিষ্ঠশ্চ গরিষ্ঠশ্চ বাচঃ সগতিরেব চ ॥ ৩২ ॥ অশ্বত্থামা কৃপো ব্যাসো-গালবো দীপ্তিমানথ। ঋষ্যশৃঙ্গস্তথা রামঋষয়ঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩৩ ॥ সুতপা অমৃতাভাশ্চ মুখ্যাশ্চাপি তথা সুরাঃ। তেষাং গণস্তু দেবানাং একৈকোবিংশকঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৪ ॥ বিরোচনসুতস্তেষাং বলিরিন্দ্রো ভবিষ্যতি। দত্বেমাং যাচমানায় বিষ্ণবে যঃ পদত্রয়ং ঋদ্ধমিন্দ্রপদং হিত্বা ততঃ সিদ্ধিমবাপ্স্যতি ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বামিত্র এই সপ্ত ঋষি প্রাদুর্ভূত হন। ২৮। ঐ সময়ে একোনপঞ্চাশৎ দেবগণ, একাদশরুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দশ বিশ্বদেব দশ, আঙ্গিরস ও নব দেবগণ আবির্ভূত হইয়াছিল। ২৯—৩০। তখন মহাবল পরাক্রান্ত ইন্দ্রশত্রু অমিততেজা হিরণ্যাখ্য দৈত্য প্রাদুর্ভূত হয়, বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া তাহাকে বিনাশ করেন। ৩১। অনন্তর সাবর্ণিক মনুর পুত্রগণের বিবরণ বলিব। বিজয়, অব্ববীর, নির্দ্দেহ, সত্যবাক্, কৃতি, বরিষ্ঠ, গরিষ্ঠ, বাচ ও সগতি ইহারা সাবর্ণিক মনুর পুত্র। ৩২। অশ্বত্থামা, কৃপ, ব্যাস, গালব, দীপ্তিমান, ঋষ্যশৃঙ্গ ও রাম এই সপ্ত ঋষি সাবর্ণিক মনুর বংশসম্ভূত। ৩৩। এই বংশে সুতপা, অমৃতমুখ্য এই সকল অসুরগণ উৎপন্ন হয়। ইহাদিগের প্রত্যেক গণেরমধ্যে বিংশতি সংখ্যক অসুর আছে। ৩৪। এই সাবর্ণিক মন্বন্তরে বিরোচনসুত বলি ইন্দ্রত্ব লাভ করিবেন, এই আশায় যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞে বিষ্ণু বামনরূপধারণ করিয়া বলিরাজের নিকট পাদত্রয় পরিমিত ভূমি প্রার্থনা করিলে বলিরাজ তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুকে ঐ প্রার্থিত পাদত্রয় পরিমিত ভূমি প্রদান করিয়া সমৃদ্ধ ইন্দ্রত্বপদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিদ্ধিলাভ

বারুণের্দ্দক্ষসাবর্ণের্নবমস্য সুতান্ শৃণু। ধৃতিকেতুর্দীপ্তিকেতুঃ পঞ্চহস্তো নিরাকৃতিঃ। পৃথুশ্রবা বৃহদ্যুম্ন ঋচিকোবৃহতো গুণঃ ॥ ৩৬ ॥ মেধাতিথি-র্দ্যুতিশ্চৈব সবলোবসুরেব চ। জ্যোতিষ্মান্ হব্যকব্যৌচ ঋষয়োবিভুরীশ্বরঃ ॥ ৩৭ ॥ পরোমরীচির্গর্ভশ্চ স্বধর্ম্মাণশ্চ তেত্রয়ঃ। দেবশত্রুঃ কালকাক্ষ স্তদ্ধন্তা পদ্মনাভকঃ ॥৩৮॥ ধর্ম্মপুত্রস্য পুত্রাংস্তু দশমস্য মনোঃ শৃণু। সুক্ষেত্রশ্চোত্তমৌজাশ্চ ভূরিশ্রেণ্যশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৩৯ ॥ শতানীকো নিরামিত্রো বৃষসেনোজয়দ্রথঃ। ভূরিদ্যুম্নঃ সুবর্চ্চাশ্চ শান্তিরিন্দ্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪০ ॥ অয়োমূর্ত্তির্হবিষ্মাংশ্চ সুকৃতিশ্চাব্যয়স্তথা। লাভগোঽপ্রতিমশ্চৈব সৌরভ ঋষয়স্তথা ॥ ৪১ ॥ প্রাণাখ্যাঃ শতসংখ্যাস্তু দেবতানাং গণস্তদা। বলিশত্রুস্তং হরিশ্চ গদয়াঘাতয়িষ্যতি ॥ ৪২ ॥ রুদ্রপুত্রস্য তে পুত্রান্ বক্ষ্যাম্যেকাদশস্য তু। সর্ব্বত্রগঃ সুশর্ম্মা চ দেবানীকঃ পুরু-

করেন। ৩৫। অনন্তর দক্ষ সাবর্ণি নবম মনু বারুণির পুত্রগণের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। ধৃতিকেতু, দীপ্তিকেতু, পঞ্চহস্ত, নিরাকৃতি, পৃথুশ্রবা, বৃহদ্যুম্ন, ঋচিক, বৃহদ্গুণ এই সকল বারুণি মনুর অপত্য। ৩৬। বারুণিক মনুর বংশমধ্যে মেধাতিথি, দ্যুতি, সবল, বসু, জ্যোতিষ্মান, হব্য ও কব্য এই সপ্তজন ঋষি, ইহারা ঈশ্বরতুল্য বিভুশক্তিশালী। ৩৭। এই মনুর বংশে আর তিনটি ঋষি ছিলেন, তাঁহাদিগের নাম—মরীচি, গর্ভ ও স্বধর্ম্মা। ঐ সময়ে কালকাক্ষ নামে ইন্দ্রশত্রু প্রবল হয়, পদ্মনাভ নামা বিষ্ণু তাহাকে বিনাশ করেন। ৩৮। অনন্তর ধর্ম্মপুত্র দশম মনুর পুত্রগণের বিবরণ শ্রবণ কর। সুক্ষেত্র, উত্তমৌজা, ভূরিশ্রেণ্য, বীর্য্যবান, শতানীক, নিরমিত্র, বৃষসেন, জয়দ্রথ, ভূরিদ্যুম্ন, সুবর্চ্চা, শান্তি ও ইন্দ্র এই সকল দশম মনুর পুত্র। ইহারা সকলেই প্রতাপশালী। ৩৯—৪০। অয়োমূর্ত্তি, হবিষ্মান্, সুকৃতি, অব্যয়, লাভগ, প্রতিম ও সৌরভ ইহারা ঋষি। ৪১। এই বংশে শতসংখ্যক প্রাণাখ্য দেবগণ জন্মিয়াছিল। ঐ সময়ে বলিশত্রুনামে এক দৈত্য প্রবল হইয়া উঠে, হরি গদাঘাতে তাহাকে বিনাশ করেন। ৪২। অনন্তর রুদ্রপুত্র একাদশ মনুর পুত্রগণের বিবরণ শ্রবণ কর। সর্ব্বত্রগ, সুশর্ম্মা, দেবানীক,

গুরুঃ ॥ ৪৩ ॥ ক্ষেত্রবর্ণো দৃঢ়েষুশ্চ আর্দ্রকঃ পুত্রকস্তথা । হবিষ্মাংশ্চ হবিষ্যশ্চ বরুণোবিশ্ববিস্তরঃ ॥৪৪॥ বিষ্ণুশ্চৈবাগ্নিতেজাশ্চ ঋষয়ঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ । বিহঙ্গমাঃ কামগমা নির্ম্মাণরুচয়স্তথা ॥ ৪৫ ॥ একৈকরুচয়স্তেষাং গণশ্চেন্দ্রশ্চ বৈ বৃষঃ । দশগ্রীবো রিপুস্তস্য শ্রীরূপী ঘাতয়িষ্যতি ॥ ৪৬ ॥ মনোস্তু দক্ষপুত্রস্য দ্বাদশস্যাত্মজান্ শৃণু । দেববানুপদেবশ্চ দেবশ্রেষ্ঠো বিদূরথঃ ॥ ৪৭ ॥ মিত্রবান্ মিত্রদেবশ্চ মিত্রবিন্দশ্চ বীর্য্যবান্ । মিত্রবাহঃ প্রবহশ্চ দক্ষপুত্রমনোঃ সুতাঃ ॥৪৮॥ তপস্বী সুতপাশ্চৈব তপোমূর্ত্তি স্তপোরতিঃ । তপোধৃতির্দ্যুতিশ্চান্যঃ সপ্তর্ষয়স্তপোধনাঃ ॥ ৪৯ ॥ স্বধর্ম্মাণঃ সুতপসো হরিতো রোহিতস্তথা । সুরারয়োগণাশ্চৈতে প্রত্যেকং দশকো গণঃ ॥ ৫০ ॥ ঋতধামা চ ভদ্রেন্দ্র স্তারকোনাম তদ্রিপুঃ । হরির্নপুংসকো ভূত্বা ঘাতয়িষ্যতিশঙ্কর ॥ ৫১ ॥ ত্রয়োদশস্য রৌচ্যস্য মনোঃ পুত্রান্নিবোধ মে । চিত্রসেনো বিচিত্রশ্চ তপোধর্ম্মরতো ধৃতিঃ ॥ ৫২ ॥ সুনেত্র ক্ষেত্রবৃত্তিশ্চ সুনয়োধর্ম্মপোদৃঢ়ঃ । ধৃতিমানব্যয়শ্চৈব নিশারূপো নিরুৎসুকঃ ॥৫৩॥ নির্ম্মাণ স্তত্ত্বদর্শী চ ঋষয়ঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ । স্বরোমাণঃ স্বধর্ম্মাণঃ স্বকর্ম্মাণঃ স্তথামরাঃ ॥ ৫৪ ॥ ত্রয়স্ত্রিংশ দ্বিভেদাস্তে দেবানাস্তত্র বৈ গণাঃ । ইন্দ্রোদিবস্পতিঃ শত্রুস্ত্বিষ্টিভোনাম দানবঃ । মায়ূরেন চ রূপেণ ঘাতয়িষ্যতি মাধবঃ ॥ ৫৫ ॥ চতুর্দ্দশস্য ভৌত্যস্য শৃণু পুত্রান্মনোর্ম্মম । উরুর্গভীরো ধৃষ্টশ্চ তরস্বী গ্রাহ এব চ । অভিমানী প্রবীরশ্চ জিষ্ণুঃ সংক্রন্দনস্তথা । তেজস্বী দুর্লভশ্চৈব ভৌত্যস্যৈতে মনোঃ সুতাঃ ॥ ৫৬ ॥ অগ্নিধ্র শ্চাগ্নিবাহুশ্চ মাগধশ্চ তথা শুচিঃ । অজিতো মুক্তশুক্রৌ চ ঋষয়ঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ ॥ ৫৭ ॥ চাক্ষুষাঃ কর্ম্মনিষ্ঠাশ্চ পবিত্রাভ্রাজিনস্তথা । বাচাবৃধা দেবগণাঃ পঞ্চ প্রোক্তাস্ত সপ্তকাঃ ॥৫৮॥ শুচিরিন্দ্রো মহাদৈত্যোরিপুহন্তা হরিঃ স্বয়ং । একোদেবশ্চতুর্দ্ধা তু ব্যাস-

---

পুরু, শুরু, ক্ষেত্রবর্ণ, দৃঢ়েষু, আর্দ্রক এই সকল একাদশ মনুর পুত্র । এবং ঐ মন্বন্তরে হবিষ্মান্, হবিষ্য, বরুণ, বিশ্ব, বিস্তর, বিষ্ণু ও অগ্নিতেজা এই সপ্ত ঋষি জন্মগ্রহণ করেন । এই মনুর অধিকারকালে কামগামী বিহঙ্গমগণ উৎপন্ন হয়, উহা নির্ম্মাণ কৌশলের পারিপাট্যে অতিমনোহর দেহবিশিষ্ট এবং তাহাদিগের শ্রেণীভেদে আকারগত অনেক প্রভেদ আছে । দশগ্রীব নামে এক রাক্ষস ঐ সময়ে ইন্দ্রশত্রু হন, শ্রীরূপী বিষ্ণু তাহাকে বিনাশ করেন । ৪৩—৪৬। অনন্তর দক্ষপুত্র দ্বাদশ মনুর পুত্রগণের বিবরণ শ্রবণ কর । দেব, উপদেব, দেবশ্রেষ্ঠ, বিদূরথ, মিত্রবান্, মিত্রদেব, মিত্রবিন্দ, মিত্রবাহ, প্রবাহ এই সকল দ্বাদশ মনুর পুত্র । ৪৭-৪৮ । দ্বাদশ মন্বন্তরে তপস্বী সুতপা, তপোমূর্ত্তি, তমোরতি, তপোধৃতি, দ্যুতি ও অন্য এই সপ্ত ঋষি প্রাদুর্ভূত হন । ইহারা সকলেই তপোধন । ৪৯ । এই মন্বন্তরে স্বধর্ম্মা, সুতপা, হরিত ও রোহিত এই গণচতুষ্টয় দেবশত্রুরূপে উৎপন্ন হয়, ইহাদিগের প্রত্যেক গণ দশ সংখ্যাবিশিষ্ট । ৫০ । এই মন্বন্তরে ঋতধামা ও ভদ্রেন্দ্র নামে দুই ব্যক্তি উৎপন্ন হয় । তারক নামে এক দৈত্য দেবশত্রু হইয়াছিল, হরি নপুংসকরূপী হইয়া তাহাকে বিনাশ করেন । ৫১ । অনন্তর রুচিতনয় ত্রয়োদশ মনুর পুত্রগণের বিবরণ শ্রবণ কর । চিত্রসেন, বিচিত্র, ধর্ম্মরত, ধৃতি, সুমিত্র, ও ক্ষেত্রবৃত্তি ইহারা ত্রয়োদশ মনুর অপত্য । এই মনুর সন্তানবর্গের মধ্যে ধর্ম্মপ, ধৃতিমান, অব্যয়, নিশারূপ, নিরুৎসুক, নির্ম্মাণ ও তত্ত্বদর্শী এই সপ্তজন ঋষিবৃত্তি অবলম্বন করেন এবং স্বরোমা, স্বধর্ম্মা ও স্বকর্ম্মা এই গণত্রয় উদ্ভূতহয়, উক্তগণ প্রত্যেকে ত্রিংশৎ সংখ্যাবিশিষ্ট । এই সময়ে ইন্দ্র স্বর্গের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলে ইষ্টিভ নামে এক দানব তাঁহার সহিত শত্রুতায় প্রবৃত্ত হয় । মাধব মায়ূররূপ ধারণ করিয়া তাহাকে বিনাশ করেন । ৫২—৫৫ । অনন্তর চতুর্দ্দশ মনুর অপত্যগণের বিবরণ শ্রবণ কর । উরু, গভীর, ধৃষ্ট, তরস্বী, গ্রহ, অভিমানী, প্রবীর, জিষ্ণু, সংক্রন্দন, তেজস্বী, দুর্লভ এই সকল চতুর্দ্দশ মনুর তনয় । ৫৬ । অগ্নিধ্র, অগ্নিবাহু, মাগধ, অশুচি, অজিত, মুক্ত ও শুক্র, এই সপ্তজন ঋষিবৃত্তি আশ্রয় করেন । ৫৭ । এই সময়ে চাক্ষুষ, কর্ম্মনিষ্ঠ, পবিত্র, ভ্রাজী ও বাচাবৃধ এই পঞ্চ গণ উৎপন্ন হয়, এই পঞ্চ গণ প্রত্যেকে সপ্ত সংখ্যাবিশিষ্ট । ৫৮ । এই মন্বন্তরে শুচি নামে কোন ব্যক্তি ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হন এবং কোন মহাদৈত্য ইন্দ্রশত্রু

রূপেণ বিষ্ণুনা ॥ ৫৯ ॥ কৃতস্ততঃ পুরাণানি বিদ্যাশ্চাষ্টাদশৈব তু। অঙ্গানি চতুরো বেদা মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ ॥ ৬০ ॥ পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ আয়ুর্ব্বেদার্থশাস্ত্রকং। ধনুর্ব্বেদশ্চ গান্ধর্ব্বো বিদ্যাহ্যষ্টাদশৈব তাঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে মন্বন্তরনির্ণয়ে সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ ॥ ১ ॥ হরির্ম্মন্বন্তরাণ্যাহ ব্রহ্মাদিভ্যোহরায় চ। মার্কণ্ডেয়ঃ পিতৃস্তোত্রং ক্রৌঞ্চুকিং প্রাহ তচ্ছৃণু ॥ ২ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ ॥ ৩ ॥ রুচিঃ প্রজাপতিঃ পূর্ব্বং নির্ম্মমোনিরহঙ্কৃতিঃ। যত্রাস্তমিতশায়ী চ চচারপৃথিবীমিমাং ॥ ৪ ॥ অনগ্নিমনিকেতং তমেকাহারমনাশ্রমং। বিমুক্তসঙ্গং তং দৃষ্ট্বা প্রোচুঃ স্বপিতরো মুনিং ॥ ৫ ॥ পিতর উচুঃ ॥ ৬ ॥ বৎস কস্মাত্ত্বয়া পুণ্যো ন কৃতো দারসংগ্রহঃ। স্বর্গাপবর্গহেতুত্বাদ্বন্ধ স্তেনামিষং বিনা ॥ ৭ ॥ গৃহী সমস্তদেবানাং পিতৃণাঞ্চ তথার্হণং। ঋষীণামর্থিনাঞ্চৈব কুর্ব্বন্ লোকানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৮ ॥ স্বাহোচ্চারণতো দেবান্ স্বধোচ্চারণতঃ পিতৄন্। বিভজত্যন্নদানেন ভৃত্যাদ্যানতিথীনপি ॥ ৯ ॥ সত্বং দৈবাদৃণাদ্বন্ধমিমমস্মদৃণাদপি। অবাপ্তোঽসি মনুষ্যর্ষে ভূতেভ্যশ্চ দিনে দিনে ॥ ১০ ॥ অনুৎপাদ্য সুতান্ দেবান্ সন্তর্প্য চ পিতৄংস্তথা। অকৃত্বা চ কথং মৌঢ্যং স্বর্গতিং গন্তুমিচ্ছসি ॥ ১১ ॥ ক্লেশবোধৈককং পুত্র অন্যায়েন ভবেত্তব। মৃতস্য নরকং ত্যক্ত্বা ক্লেশএবান্যজন্মনি ॥ ১২ ॥ রুচিরুবাচ ॥ ১৩ ॥ পরিগ্রহোঽতিদুঃখায় পাপায়াধোগতেস্তথা। ভবত্যতোময়া পূর্ব্বং ন কৃতো দার-

---

হইলে হরি স্বয়ং তাহাকে বিনাশ করেন। এই সময়ে ব্যাসরূপধারী, বিষ্ণু এক বেদকে চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিয়া অষ্টাদশপুরাণ ও অষ্টাদশবিদ্যা প্রণয়ন করেন। ষট্ প্রকার অঙ্গশাস্ত্র, চারিবেদ, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, অর্থশাস্ত্র, ধনুর্বেদ ও গান্ধর্ব্বশাস্ত্র ইহাদিগকে অষ্টাদশ বিদ্যা বলে। ৫৯—৬১।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

সূত বলিলেন, হরি যে ব্রহ্মাদি দেবগণের সহিত ত্রিলোচনের নিকট চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের বিবরণ বলিয়াছিলেন, তাহা বলিলাম, এইক্ষণে মার্কণ্ডেয় ক্রৌঞ্চুকির নিকটে যে পিতৃস্তোত্র বলিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ১—২। মার্কণ্ডেয় বলিয়াছিলেন, পূর্ব্বকালে রুচি নামে এক মহামুনি সংসারমায়া পরিত্যাগ করিয়া নিরহঙ্কারচিত্তে পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অগ্নিসেবা ও গৃহাবস্থান পরিত্যাগ করিলেন। এক দিবারাত্রমধ্যে একবারমাত্র ফলমূলাদি যৎকিঞ্চিৎ আহার করিতেন, কখনও কোন আশ্রমে অবস্থিতি করিতেন না। তাহার পিতৃদেবগণ রুচিকে এইরূপ সর্ব্বকর্ম্ম বিহীন দেখিয়া তাহাকে বলিলেন। ৩—৫। বৎস! তুমি কি কারণে দারসংগ্রহ করিতেছ না, দারগ্রহণ মহাপুণ্যজনক কার্য্য, তাহা তুমি অবগত আছ। দারসংগ্রহ দ্বারাই লোক স্বর্গভোগ ও মোক্ষলাভ করিয়া থাকে। ৬—৭। গৃহীব্যক্তি দেবগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ ও অর্থিদিগের অর্চ্চনা করিবে, তাহা হইলেই সেই ব্যক্তি পরকালে সদ্গতি লাভ করিতে পারে। ৮। স্বাহা শব্দ উচ্চারণ দ্বারা দেবগণকে, স্বধা শব্দদ্বারা পিতৃগণকে এবং অন্নদান দ্বারা অতিথি ও ভৃত্যবর্গের পরিতুষ্টি করিবে। ৯। তুমি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছ, সুতরাং তোমাকে দেবঋণ ও পিতৃঋণে বদ্ধ থাকিতে হইবে। তুমি মনুষ্য, ঋষি ও ভূতবর্গের নিকট দিন দিন ঋণী হইতেছ। ১০। তুমি পুত্রোৎপাদন, দেবপূজা ও পিতৃতর্পণ না করিয়া স্বর্গলাভ ইচ্ছা করিতেছ। হে পুত্র! তুমি বৃথা ক্লেশ স্বীকার করিতেছ, ইহাতে তোমার সুখভোগের সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি ইহকালে মৃতপিতৃগণের নরকোদ্ধার না করে, তাহার পরজন্মে কেবল ক্লেশভোগ হইয়া থাকে। ১১—১২। রুচি বলিলেন—দারপরিগ্রহ করিলে তাহার দুঃখভোগ, পাপসঞ্চয় ও অন্তকালে

সংগ্রহঃ ॥ ১৪ ॥ আত্মনঃ সংশয়োপায়ঃ ক্রিয়তে ক্ষণ মন্ত্রণাৎ। স্বমুক্তিহেতুর্নভবত্যসাবপি পরিগ্রহাৎ ॥১৫॥ প্রক্ষাল্যতেঽনুদিবসং য আত্মা নিষ্পরিগ্রহঃ। মমত্ব পঙ্কদিগ্ধোপি বিদ্যাম্ভোভির্বরং হি তৎ ॥ ১৬॥ অনেক-ভব-সংভূতকর্ম্ম-পঙ্কাঙ্কিতোবুধৈঃ। আত্মাসত্বাসনা তোয়ৈঃ প্রক্ষাল্য নিয়তেন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ১৭ ॥ পিতর-উচুঃ ॥ ১৮ ॥ যুক্তং প্রক্ষালনং কর্ত্তুমাত্মনোপি যতেন্দ্রিয়ৈঃ। কিন্তুনোপায় মার্গোঽয়ং যতস্ত্বং পুত্র বর্ত্তসে ॥ ১৯ ॥ পঞ্চযজ্ঞৈস্তপোদানৈরশুভং নুদতস্তব। ফলাভিসন্ধি-রহিতৈঃ পূর্ব্বকর্ম্ম শুভাশুভৈঃ ॥ ২০ ॥ এবং ন বাধা ভবতি কুর্ব্বতঃ করণাত্মকং। ন চ বন্ধায় তৎকর্ম্ম ভবত্যনভিসন্নিভং ॥ ২১ ॥ পূর্ব্বকর্ম্ম কৃতং ভোগৈঃ ক্ষীয়তেহনিশস্তথা। সুখদুঃখাত্মকৈর্ব্বৎস পুণ্যাপুণ্যাত্মকং নৃণাং ॥ ২২ ॥ এবং প্রক্ষাল্যতে প্রাজ্ঞেরাত্মা বন্ধাচ্চ রক্ষ্যতে। বক্ষ্যশ্চ স্ববিবেকৈর্ন পাপপঙ্কেন দহ্যতে ॥ ২৩ ॥ রুচিরুবাচ ॥ ২৪ ॥ অবিদ্যা পচ্যতে বেদে কর্ম্মমার্গাঃ পিতামহাঃ। তৎকথং কর্ম্মণোমার্গে ভবন্তো যোজয়ন্তি মাং ॥ ২৫ ॥ পিতর-উচুঃ ॥ ২৬ ॥ অবিদ্যাসর্ব্বমেবৈতৎ কর্ম্মণৈতন্মৃষা বচঃ। কিন্তু বিদ্যা পরিব্যাপ্তৌ হেতুঃ কর্ম্ম ন সংশয়ঃ ॥ ২৭ ॥ বিহিতা করণানর্থো ন সন্তিঃ ক্রিয়তে তু যঃ। সংযমো মুক্তয়ে-যোঽন্যঃ প্রত্যুতাধোগতিপ্রদঃ ॥ ২৮ ॥ প্রক্ষালয়ামীতি ভাবান্ যদেতন্মন্যতে বরং। বিহিতাকরণোদ্ভূতৈঃ পাপৈস্ত্বমসি দহ্যসে ॥২৯॥ অবিদ্যাপ্যুপকারায় বিষব-জ্জায়তে নৃণাং। অনুষ্ঠানাভ্যুপায়েন বন্ধযোগ্যাপি

অধোগতি হইয়া থাকে। এই বিবেচনা করিয়া আমি এত-কাল দারগ্রহণ করি নাই। ১৩—১৪। স্ত্রী হইতে ক্ষণকাল মধ্যে আত্মসংশয় উপস্থিত হয়, অতএব সেই স্ত্রী কখনও মুক্তির কারণ হইতে পারে না, বরং সর্ব্বদাই ক্লেশের সম্ভব আছে।১৫। যে ব্যক্তি নিষ্পরিগ্রহ তাহার আত্মা মমতারূপপঙ্কে দূষিত হইলেও বিদ্যাবারিদ্বারা সর্ব্বদা আত্মাকে ধৌত করিয়া পবিত্র করিতে পারে। অতএব দারপরিগ্রহ করিয়া আত্মার পঙ্কিলতা সাধনহইতে জ্ঞানোপার্জ্জনদ্বারা আত্মোৎকর্ষসাধনই শ্রেয়স্কর।১৬। পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহ করিলে আত্মা কর্ম্মস্বরূপ পঙ্কে পঙ্কিল হয়। পণ্ডিতগণ জিতেন্দ্রিয় হইয়া তত্ত্বজ্ঞানরূপ সলিলদ্বারা সেই পঙ্কিল আত্মাকে ধৌত করিয়া পবিত্র করেন। ১৭। পিতৃগণ বলিলেন, বৎস! তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য। জিতেন্দ্রিয় হইয়া আত্মার মলিনতা শোধন বিধেয়, কিন্তু তদ্বিষয়ে তুমি যে পন্থা অবলম্বন করিতেছ, তাহা উৎকৃষ্ট উপায় নহে।১৮—১৯। যদি তুমি অশুভ নিবারণ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে ফল বাসনা রহিত হইয়া পঞ্চযজ্ঞ, তপস্যা ও দানাদি কর্ম্ম সমাচরণ কর। ২০। এইরূপ কার্য্য করিলে তোমার কোনরূপ অনিষ্ট হইবে না। ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলে সেই কর্ম্ম কখনও সাধককে সংসারে বদ্ধ করিতে পারে না। ২১। হে বৎস! মনুষ্যের পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্যাপুণ্য কর্ম্ম সকল সুখ দুঃখাদি ভোগদ্বারা ক্ষয় হইয়া থাকে। ভোগ না হইয়া কদাচ ফলাভিসন্ধিকর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। ২২। এইরূপে কর্ম্ম করিয়া প্রাজ্ঞব্যক্তি আত্মাকে বিশুদ্ধ করিবে, তাহাতে সেই ব্যক্তির ভববন্ধন বিমুক্ত হয়। যাহারা আত্মবিবেকশক্তিদ্বারা রক্ষিত হয়, তাহাদিগের আত্মা কদাচ পাপপঙ্কে মগ্ন হয় না। ২৩। রুচি বলিলেন, হে পিতৃগণ বেদ প্রমাণে জানা যায় যে, যাহারা কর্ম্মমার্গী ও অতত্ত্বদর্শী, তাহারা সংসারে পতিত থাকে। তবে কেন তোমরা আমাকে কর্ম্মমার্গে নিয়োজিত করিতেছ।২৪—২৫। পিতৃগণ বলিলেন কর্ম্মদ্বারা যে কেবল অবিদ্যা সঞ্চিত হয় এ কথা মিথ্যা, পরন্তু কর্ম্মই জ্ঞানোৎপত্তির কারণ, তাহার সংশয় নাই। কর্ম্ম ব্যতিরেকে কখনও জ্ঞানোৎপত্তি হয় না। ২৬—২৭। বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিলে অনর্থ সংঘটন হয়। এইনিমিত্ত সদ্ব্যক্তিরা অবিহিত কার্য্য করেন না। যে কার্য্য সাধুজনবিগর্হিত, তাহাই অবৈধ কার্য্যমধ্যে পরিগণিত হয়। প্রাণসংযমনই মুক্তির হেতু তদ্ভিন্ন অন্য কার্য্য মুক্তি প্রদান করিতে পারে না, বরং অধোগতি প্রদান করিয়া থাকে। ২৮। বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আত্মশোধন করিব, এইরূপ অভিলাষই শ্রেয়স্কর। তুমি বিহিতকার্য্যের অননুষ্ঠানজনিত পাপরাশিদ্বারা দগ্ধ হইতেছ। ২৯। যেমন অবস্থাবিশেষে বিষও লোকের উপকার সাধন করে, সেইরূপ অবিদ্যাও কখন কখন উপকার করিয়া থাকে, কার্য্যানুষ্ঠানের

নো হি সা ॥ ৩০ ॥ তস্মাদ্বৎস কুরুষ ত্বং বিধিবদ্দারসংগ্রহং। আজন্ম বিফলস্তেঽস্তু অসম্প্রাপ্যাস্তলৌকিকং ॥ ৩১ ॥ রুচিরুবাচ ॥৩২॥ বৃদ্ধোঽহং সাম্প্রতং কোমে পিতরঃ সংপ্রদাস্যতি। ভার্য্যাস্তথা দরিদ্রস্য দুষ্করো দারসংগ্রহঃ ॥৩৩॥ পিতর-উচুঃ ॥ ৩৪ ॥ অস্মাকং পতনং বৎস ভবতশ্চাপ্যধোগতিঃ। নূনং ভাবি ভবিত্রী চ নাভিনন্দসি নোবচঃ ॥ ৩৫ ॥ ইত্যুক্ত্বা পিতরস্তস্য পশ্যতো মুনিসত্তম। বভূবুঃ সহসাদৃশ্যা-দীপা বাতহতা ইব ॥ ৩৬ ॥ মুনিঃ ক্রৌঞ্চুকয়ে প্রাহ মার্কণ্ডেয়োমহাতপাঃ। রুচিবৃত্তান্তমখিলং পিতৃসম্বাদলক্ষণং ॥ ৩৭ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে রুচিস্তোত্রং নাম
অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

ঊননবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সুত-উবাচ ॥১॥ পৃষ্টঃ ক্রৌঞ্চুকিনোবাচ মার্কণ্ডেয়ঃ পুনশ্চ তং। স তেন পিতৃবাক্যেন ভৃশমুদ্বিগ্নমানসঃ ॥২॥ কন্যাভিলাষী বিপ্রর্ষিঃ পরিবব্রাম মেদিনীং। কন্যামলভমানোঽসৌ পিতৃবাক্যেন দীপিতঃ। চিন্তামবাপ মহতী-মতীবোদ্বিগ্নমানসঃ ॥৩॥ কিং করোমি ক্বগচ্ছামি কথং মে দারসংগ্রহঃ। ক্ষিপ্রং ভবেন্মৎপিতৃণাং মমাভ্যুদয়কারকং ॥৪॥ ইতি চিন্তয়তস্তস্য মতির্জ্জাতা মহাত্মনঃ। তপসারাধয়াম্যেনং ব্রহ্মাণং কমলোদ্ভবং ॥৫॥ ততো বর্ষশতং দিব্যং তপস্তেপে মহামনাঃ। তত্র স্থিতশ্চিরং কালং বনেষু নিয়মস্থিতঃ। আরাধনায় স তদা পরং নিয়মমাস্থিতঃ ॥ ৬ ॥ ততঃ প্রদর্শয়ামাস ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। উবাচাথ প্রসন্নোঽস্মীতুচ্যতামভিবাঞ্ছিতং ॥ ৭ ॥ ততোঽসৌ প্রণিপত্যাহ ব্রহ্মাণং

পদ্ধতিবিশেষে অবিদ্যাও সংসারবন্ধনের কারণ না হইতে পারে।৩০। হে বৎস! তুমি বিধিপূর্ব্বক দার পরিগ্রহ কর, যদি তুমি জন্মপরিগ্রহ করিয়া পরলোকের কোন কার্য্যই না করিলে, তবে তোমার এই জন্ম বিফল হইল।৩১। রুচি বলিলেন, হে পিতৃগণ! আমি সম্প্রতি বৃদ্ধ হইয়াছি, এই অবস্থায় কে আমাকে ভার্য্যা প্রদান করিবে? বিশেষতঃ আমি দরিদ্র, দরিদ্রের দার সংগ্রহ অতিদুষ্কর কার্য্য।৩২—৩৩। পিতৃগণ বলিলেন বৎস! তুমি দার পরিগ্রহ করিয়া সন্তান উৎপাদনদ্বারা পিতৃলোকের জল প্রত্যাশার উপায়বিধান না করিলে আমাদিগের পতন এবং তোমারও অধোগতি হইবে। অতএব তুমি আমাদিগের বাক্য রক্ষা করিয়া দারগ্রহণ কর। পিতৃগণ এইরূপে রুচিকে উপদেশ প্রদানকরিয়া তাহার সমক্ষেই বাতাহত প্রদীপের ন্যায় সহসা অদৃশ্য হইলেন।৩৪—৩৭। মহাতপা মার্কণ্ডেয় মুনি এইরূপে ক্রৌঞ্চুকি মুনিকে রুচির পিতৃবৃত্ত বলিয়াছিলেন।৩৭।

ঊননবতিতম অধ্যায়।

সুত বলিলেন। ক্রৌঞ্চুকি পুনর্ব্বার মার্কণ্ডেয় মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মন্! অতঃপর রুচির বিবরণ সবিস্তর বর্ণনকরুন। তখন মার্কণ্ডেয় বলিলেন, বিপ্রর্ষি রুচি পিতৃবাক্যে উদ্বিগ্ন হইয়া দারপরিগ্রহার্থ কন্যাভিলাষে মেদিনী পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া কোন স্থানেও কন্যা লাভকরিতে পারিলেন না এবং পিতৃবাক্যে উত্তেজিত হইয়া উদ্বিগ্নচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন।১-৩। এইক্ষণ কি করি, কোথায় যাই, কিরূপেই বা দারসংগ্রহ করিতে পারিব এবং কোন উপায় অবলম্বন করিলে শীঘ্র আমার ও পিতৃদেবগণের অভ্যুদয় হইতে পারে? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মহাত্মা রুচি মনে মনে স্থির করিলেন, দেবারাধনা ব্যতিরেকে অভীষ্টসিদ্ধির আর উপায় নাই। তবে এইক্ষণ তপস্যাদ্বারা কমলযোনি ব্রহ্মার আরাধনা করি, তাহা হইলেই আমার মনোরথ সফল হইতে পারে।৪—৫। অনন্তর মহামনা রুচি দিব্য পরিমাণে সতবর্ষ তপস্যা করিলেন এবং অনশনাদি নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক বনে বনে অবস্থিতি করিয়া কমলযোনির আরাধনায় তৎপর থাকিলেন।৬। তৎপর ব্রহ্মা রুচির প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহার সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইলেন এবং বলিলেন, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, তোমার অভিলষিত বিষয় আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল, আমি তোমার মনোরথ সফল করিব।৭। অনন্তর রুচি জগতের আশ্রয় ব্রহ্মাকে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন পিতৃগণ আমাকে দারপরিগ্রহ করিয়া সন্তান উৎপাদন দ্বারা পিতৃ-

জগতোগতিং। পিতৃণাং বচনাত্তেন যৎ কর্ত্তুমভিবাঞ্ছিতং॥ ৮ ॥ ব্রহ্মোবাচ। ৯ ॥ প্রজাপতিস্ত্বং ভবিতা-স্রষ্টব্যা ভবতা প্রজাঃ। সৃষ্ট্বা প্রজাঃ সুতান্‌ বিপ্রঃ সমুৎপাদ্য ক্রিয়াস্তথা ॥১০॥ কৃত্বা কৃতাধিকারস্ত্বং ততঃ সিদ্ধি-মবাপ্স্যসি। স ত্বং যথোক্তং পিতৃভিঃ কুরু দার-পরিগ্রহং॥ ১১॥ কামঞ্চেমমভিধ্যায় ক্রিয়তাং পিতৃ-পুজনং। তএব তুষ্টাঃ পিতরঃ প্রদাস্যন্তি তবেপ্সিতং॥ পত্নীং সুতাংশ্চ সন্তুষ্টাঃ কিং ন দদ্যুঃ পিতামহাঃ॥ ১২॥ মার্কণ্ডেয়-উবাচ॥ ১৩॥ ইত্যৃর্ষির্ব্বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মণো-ব্যক্তজন্মনঃ। নদ্যাবিবিক্তে পুলিনে চকার পিতৃ-তর্পণং॥ ১৪॥ তুষ্টাব চ পিতৃন্‌ বিপ্রঃ স্তবৈ-রেভিরথা-দৃতঃ। একাগ্রপ্রয়তো ভূত্বা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ॥ ১৫॥ রুচিরুবাচ॥১৬॥ নমস্যেঽহং পিতৃন্‌ ভক্ত্যা যে বসন্ত্যধি-দেবতাঃ। দেবৈরপি হি তর্প্যন্তে যে শ্রাদ্ধেষু স্বধো-ত্তরৈঃ॥ ১৭॥ নমস্যেঽহং পিতৃন্‌ স্বর্গে যে তর্প্যন্তে মহ-র্ষিভিঃ। শ্রাদ্ধৈর্ম্মনোময়ৈর্ভক্ত্যা ভক্তিমুক্তিমভীপ্সুভিঃ॥ ১৮॥ নমস্যেঽহং পিতৃন্‌ স্বর্গে সিদ্ধাঃ সন্তর্পয়ন্তি যান্‌। শ্রাদ্ধেষু দিব্যৈঃ সকলৈ রুপহারৈরনুত্তমৈঃ॥ ১৯॥ নমস্যেঽহং পিতৃন্‌ ভক্ত্যা যেঽর্চ্চ্যন্তে গুহ্যকৈর্দিবি। তন্ময়ত্বেন-বাঞ্ছন্তি ঋদ্ধিমাত্যন্তিকীং পরাং॥ ২০॥ নমস্যেঽহং পিতৃন্‌ মর্ত্ত্যৈ রর্চ্চ্যন্তে ভুবি যে সদা। শ্রাদ্ধেষু শ্রদ্ধয়া-ভীষ্টলোকপুষ্টি-প্রদায়িনঃ॥ ২১॥ নমস্যেঽহং পিতৃন্‌ বিপ্রৈরর্চ্চ্যন্তে ভুবি যে সদা। বাঞ্ছিতাভীষ্টলাভায় প্রাজাপত্যপ্রদায়িনঃ॥ ২২॥ নমস্যেঽহং পিতৃন্‌ যে বৈ তর্প্যন্তেঽরণ্যবাসিভিঃ। বন্যৈঃ শ্রাদ্ধৈর্যতাহারৈ-স্তপোনির্দ্ধূতকল্মষৈঃ॥ ২৩॥ নমস্যেঽহং পিতৃন্‌ বিপ্রৈর্নৈষ্ঠিকৈর্ধর্ম্মচারিভিঃ। যে সংযতাত্মভির্নিত্যং সন্তর্প্যন্তে সমাধিভিঃ॥২৪॥ নমস্যেঽহং পিতৃন্‌ শ্রাদ্ধৈ-

লোকের তৃপ্তি সাধনের উপায় করিতে আদেশ করিয়াছেন। অতএব আমি দারপরিগ্রহ করিব। ইহাই আমার বাঞ্ছনীয়। আপনি প্রসন্ন হইয়া বরপ্রদানপূর্ব্বক আমার অভিলাষ পরিপূর্ণ করুন। ৮। ব্রহ্মা বলিলেন, তোমাকে আমি বরপ্রদান করিলাম, তুমি প্রজাপতি হইয়া অসংখ্য প্রজা উৎপাদনকরিতে পারিবে। তুমি প্রজা সৃষ্টিকরিয়া সন্তান সমুৎপাদন পূর্ব্বক পিতৃকার্য্য করিয়া সর্ব্বত্র অধিকার স্থাপনপুরঃসর অন্তে সিদ্ধিলাভ করিবে। পিতৃগণ যে তোমাকে দারপরিগ্রহ করিতে আদেশ করিয়াছেন, তুমি তাহাই কর। ৯—১১। তুমি আপন মনোরথসিদ্ধি কামনায় পিতৃপূজা কর, তাহাহইলেই পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া তোমার অভিলাষ পরিপূর্ণ করিবেন। তোমার অর্চ্চনাদ্বারা পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইলে কি তাহারা তোমাকে পত্নী ও পুত্রপ্রদান করিবেন না?। ১২। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, বিপ্রর্ষি রুচি অব্যক্ত-জন্মা ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণকরিয়া বিজন পুলিন স্থানে পিতৃ তর্পণ করিলেন। এবং ভক্তিদ্বারা নম্রবদন হইয়া এ কাগ্রচিত্তে পিতৃগণের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৩—১৫। রুচি বলিলেন, যাঁহারা অধিদেবরূপে বাস করিতেছেন এবং দেবগণও শ্রাদ্ধকালে স্বধা শব্দ প্রয়োগদ্বারা যাঁহাদিগের তর্পণ করিয়া থাকনে। আমি সেই পিতৃগণকে নমস্কার করি। ১৬—১৭। স্বর্গ-পুরে মহর্ষিবর্গ ভক্তি মুক্তিকামনায় মনোময় শ্রাদ্ধ করিয়া পিতৃগণের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, আমি সেই পিতৃলোককে নমস্কার করি। ১৮। স্বর্গধামে সিদ্ধগণ শ্রাদ্ধকালে স্বর্গীয় বিবিধ অনুপম উপহার দ্বারা পিতৃদেবগণের তর্পণ করিয়া থাকেন, আমি সেই পিতৃদেবগণকে নমস্কার করি। ১৯। স্বর্গ-লোকে গুহ্যকগণ পরমসম্পদ-কামনায় ভক্তিপূর্ব্বক পিতৃদেবগণের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, আমি সেই পিতৃদেবগণকে নমস্কার করি। ২০। পৃথিবীতে মানবগণ পিতৃগণের অর্চ্চনা করেন, আমি সেই পিতৃগণকে নমস্কার করি। শ্রাদ্ধকালে ভক্তিপূর্ব্বক পিতৃগণের অর্চ্চনা করিলে তাঁহারা লোকের পুষ্টিদান করেন। ২১। পৃথিবীতে বিপ্রগণ অভীষ্টলাভ-কামনায় পিতৃগণের অর্চ্চনা করেন। ঐ অর্চ্চনাতে প্রজাপতিত্ব লাভ হয়, আমি সেই পিতৃগণকে নমস্কার করি। ২২। অরণ্যবাসী মুনিগণ তপস্যা দ্বারা সমস্ত পাপ বিদূরিত করিয়া সংযতাহার অবলম্বনপূর্ব্বক বনজাত শ্রাদ্ধীয়দ্রব্যদ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করেন, আমি সেই পিতৃদেবতাদিগকে নমস্কার করি। ২৩। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বিপ্রবর্গ সুসংযত হইয়া সর্ব্বদা সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক পিতৃগণের তর্পণ করিয়া থাকেন, আমি সেই পিতৃগণকে নমস্কার করি। ২৪। রাজন্যবর্গ বিবিধকব্যশ্রাদ্ধদ্বারা বিধিপূর্ব্বক পিতৃগণের তৃপ্তি

রাজন্যা-স্তর্পয়ন্তি যান্। কব্যৈরশেষৈর্বিধিবল্লোক-দ্বয়ফলপ্রদান্ ॥ ২৫ ॥ নমস্যেঽহং পিতৄন্ বৈশ্যৈ-রর্চ্চ্যন্তে ভুবি যে সদা। স্বকর্ম্মাভিরতৈর্নিত্যং পুষ্প-ধূপান্নবারিভিঃ ॥২৬॥ নমস্যেঽহং পিতৄন্ শ্রাদ্ধে শূদ্রৈর-পি চ ভক্তিতঃ। সন্তর্প্যন্তে জগৎ কৃৎস্নং নাম্না খ্যাতাঃ সুকালিনঃ ॥২৭॥ নমস্যেঽহং পিতৄন্ শ্রাদ্ধে পাতালে যে মহাসুরৈঃ। সন্তর্প্যন্তে সুধাহারাস্ত্যক্তদম্ভমদৈঃ-সদা ॥ ২৮ ॥ নমস্যেঽহং পিতৄন্ শ্রাদ্ধে রর্চ্চ্যন্তে যে রসাতলে। ভোগৈরশেষৈর্ব্বিধিবন্নাগৈঃ কামানভী-প্সুভিঃ ॥২৯॥ নমস্যেঽহং পিতৄন্ শ্রাদ্ধৈঃ সর্পৈঃ সন্তর্পি-তান্ সদা। তত্রৈব বিধিবন্মন্ত্রভোগসম্পৎ-সমন্বিতৈঃ ॥ ৩০॥ পিতৄন্নমস্যে নিবসন্তি সাক্ষাদ্‌যেদেবলোকেঽথ-মহীতলে বা। তথান্তরীক্ষে চ সুরারিপূজ্যাস্তে মে প্রতীচ্ছন্তু ময়োপনীতং ॥ ৩১ ॥ পিতৄন্নমস্যে পরমার্থভূতা যে বৈ বিমানে নিবসন্ত্যমূর্ত্তাঃ। যজন্তি যানস্তমলৈ-র্ম্মনোভির্যোগীশ্বরাঃ ক্লেশবিমুক্তিহেতুন্ ॥ ৩২ ॥ পিতৄন্ নমস্যে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভি-সন্ধৌ। প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং বিমুক্তিদা যেঽনভিসংহিতেষু ॥ ৩৩ ॥ তৃপ্যন্তু তেঽস্মিন্ পিতরঃ সমস্তা ইচ্ছাবতাং যে প্রদিশন্তি কামান্। সুরত্ব-মিন্দ্রত্ব-মিতোঽধিকং বা গজাশ্ব-রত্নানি মহাগৃহাণি ॥৩৪॥ সোমস্য যে রশ্মিষু যেঽর্কবিম্বে শুক্লে বিমানে চ সদা বসন্তি। তৃপ্যন্তু তেঽস্মিন্ পিতরোঽন্নতোয়ৈ-র্গন্ধা-দিনা পুষ্টিমিতো-ব্রজন্তু ॥ ৩৫ ॥ যেষাং হুতেঽগ্নৌ হবিষা চ তৃপ্তির্যে ভুঞ্জতে বিপ্রশরীরসংস্থাঃ। যে পিণ্ড-দানেন মুদং প্রয়ান্তি তৃপ্যন্তু তেঽস্মিন্ পিতরোন্ন-তোয়ৈঃ ॥ ৩৬ ॥ যে খড়্গমাংসেন সুরৈরভীষ্টৈঃ কৃষ্ণৈ-

---

সম্পাদন করেন, ইহাতে তাহাদিগের ঐহিক ও পারত্রিক উভয় বিধ ফলভোগ হয়, আমি সেই পিতৃদেবতাদিগকে নমস্কার করি। ২৫। স্বকর্ত্তব্য কার্য্যে অভিরত বৈশ্যগণ পৃথিবীতে পুষ্প, ধূপ, অন্ন ও জলদ্বারা পিতৃদেবদিগের অর্চ্চনা করেন, আমি তাঁহাদিগকে নমস্কার করি। ২৬। শূদ্রগণ ভক্তিপূর্ব্বক পিতৃ-দেবদিগের অর্চ্চনা করিয়া থাকে, সেই অর্চ্চনাতে অখিল ব্রহ্মাণ্ড পরিতৃপ্ত হয় এবং ঐ সকল শূদ্র সুকালিন নামে বিখ্যাত হয়। আমি সেই সকল পিতৃদেবকে নমস্কার করি। ২৭। পাতালে মহাসুর সকল দম্ভ ও মত্ততা পরিত্যাগ করিয়া সুধা-হারে পরিতৃপ্ত পিতৃগণের তর্পণ করেন, আমি সেই পিতৃগণকে নমস্কার করি। ২৮। রসাতলে নাগগণ নিষ্কামী হইয়া প্রাৰ্থনীয় বিবিধ ভোগ্যবস্তু দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া থাকে, আমি সেই পিতৃদেবগণকে নমস্কার করি। ২৯। নাগলোকে সর্পগণ মহাবিভবসম্পন্ন বিবিধ ভোগ্য-বস্তু দ্বারা মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া থাকেন, আমি সেই পিতৃদেবগণের চরণে প্রণিপাত করি। ৩০। পিতৃ-দেবগণ দেবলোকে মহীতলে ও অন্তরীক্ষে সর্ব্বদা বসতি করেন, সুরাসুরগণ সকলেই তাহাদিগের অর্চ্চনা করেন, আমি সেই পিতৃদেবগণের চরণে নমস্কার করি। তাহারা আমার প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করুন। ৩১। পরমার্থভূত যে পিতৃগণ অমূর্ত্ত-ভাবে বিমানে বসতি করিতেছেন, যোগিগণ নির্ম্মলান্তঃকরণে যাঁহাদিগের অর্চ্চনা করেন। যাঁহারা সাংসারিক ক্লেশবিমুক্তির কারণ, সেই সকল পিতৃগণকে নমস্কার করি। ৩২। যে পিতৃদেবগণ স্বর্গলোকে মূর্ত্তিমান্ দেবরূপে বাসকরেন, এবং যাঁহারা স্বধাশব্দ উচ্চারণে ভোজন অনুভব করেন, যাঁহারা সকামিদিগের কাম-ফল ও নিষ্কামিদিগের মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, আমি সেই সকল পিতৃদেবগণকে নমস্কার করি। ৩৩। যে ব্যক্তি যাহা অভিলাষ করিয়া থাকে, পিতৃগণ তাহাদিগের অভিলাষানুসারে সুরত্ব, ইন্দ্রত্ব অথবা গজ, অশ্ব, রত্ন ও গৃহাদি প্রদান করেন, সেই সকল পিতৃগণ আমার এই অর্চ্চনাতে তৃপ্তি লাভ করুন। ৩৪। যে পিতৃগণকে আমি নমস্কার করি, তাঁহারা চন্দ্রকিরণে, সূর্য্যপ্রতি-বিম্বে ও শুক্লবিমানে বাসকরেন, তাহারা এই অর্চ্চনাতে তৃপ্তি লাভ করুন এবং গন্ধাদিদ্বারা তাহাদিগের পুষ্টিসাধন হউক। ৩৫। যাঁহাদিগের উদ্দেশে আজ্যদ্বারা অগ্নিতে হোম করিলে, সেই সকল পিতৃদেব বিপ্রশরীরস্থিত হইয়া আহুত দ্রব্যসকল ভোজন করেন এবং যাঁহারা পিণ্ডদান করিলে হর্ষলাভ করেন, তাহারা এই শ্রাদ্ধে প্রদত্ত অন্নজলদ্বারা তৃপ্তিলাভ করুন। ৩৬। সুরগণ অভীষ্ট

স্তিলৈর্দিব্যমনোহরৈশ্চ। কালেন শাকেন মহর্ষিবর্য্যৈঃ সংপ্রীণিতাস্তে মুদমত্র যান্তু॥ ৩৭॥ কব্যান্যশেষাণি চ যান্যভীষ্টান্যতীব তেষাং মম পূজিতানাং। তেষাঞ্চ সান্নিধ্যমিহাস্তু পুষ্পগন্ধাম্বুভোজ্যেষু ময়া কৃতেষু॥ ৩৮॥ দিনে দিনে যে প্রতিগৃহ্নতেঽর্চ্চাং মাসান্তপূজ্যা ভুবি-যেঽষ্টকাসু। যে বৎসরান্তেঽভ্যুদয়ে চ পূজ্যাঃ প্রয়ান্তু তে মে পিতরোঽত্র তুষ্টিং॥ ৩৯॥ পূজ্যা দ্বিজানাং কুমুদেন্দুভাসো যে ক্ষত্রিয়াণাং জ্বলনার্কবর্ণাঃ। তথা বিশাং যে কনকাবদাতা নিলীভাঃ শূদ্রজনস্য যে চ॥৪০॥ তেঽস্মিন্‌ সমস্তা মম পুষ্পগন্ধধূপাম্বুভোজ্যাদিনিবেদনেন। তথাগ্নিহোমেন চ যান্তি তৃপ্তিং সদা পিতৃভ্যঃ প্রণতোঽস্মি তেভ্যঃ॥ ৪১॥ যে দেব পূর্ব্বাণ্যভিতৃপ্তি-হেতোরশ্নন্তি কব্যানি শুভাহৃতানি। তৃপ্তাশ্চ যে ভূতি-সৃজো ভবন্তি তৃপ্যন্তু তেঽস্মিন্‌ প্রণতোঽস্মি তেভ্যঃ॥ ৪২॥ রক্ষাংসি ভূতান্যসুরাংস্তথোগ্রান্নির্নাশয়ন্তু ত্বশিবং প্রজানাং। আদ্যাঃ সুরাণামমরেশপূজ্যা-স্তৃপ্যন্তু তেঽস্মিন্‌ প্রণতোঽস্মি তেভ্যঃ॥৪৩॥ অগ্নিস্বাত্তা বর্হিষদ-আজ্যপাঃ সোমপাস্তথা। ব্রজন্তু তৃপ্তিং শ্রাদ্ধেঽস্মিন্‌ পিতরস্তর্পিতা ময়া॥ ৪৪॥ অগ্নিস্বাত্তাঃ পিতৃগণাঃ প্রাচীং রক্ষন্তু মে দিশং। তথা বর্হিষদঃ পান্তু যাম্যাং মে পিতরঃ সদা। প্রতীচীমাজ্যপাস্তদ্বদুদীচীমপি সোমপাঃ॥ ৪৫॥ রক্ষোভূতপিশাচেভ্যস্তথৈবাসুর-দোষতঃ। সর্ব্বতঃ পিতরো রক্ষাং কুর্ব্বন্তু মম নিত্যশঃ॥ ৪৬॥ বিশ্বোবিশ্বভুগারাধ্যো ধর্ম্মোধন্যঃ শুভাননঃ। ভূতিদোভূতিকৃদ্ভূতিঃ পিতৃণাং যে গণা নব॥ ৪৭॥ কল্যাণঃ কল্যদঃ কর্ত্তা কল্যঃ কল্যতরাশ্রয়ঃ। কল্য-তাহেতুরনঘঃ ষড়িমে তে গণাঃ স্মৃতাঃ॥ ৪৮॥ বরো-বরেণ্যোবরদস্তুষ্টিদঃ পুষ্টিদস্তথা। বিশ্বপাতা তথা ধাতা সপ্তৈতে চ গণাঃ স্মৃতাঃ॥ ৪৯॥ মহান্মহাত্মা-

---

খড়্গমাংস ও মনোহর দিব্য কৃষ্ণতিলদ্বারা যে পিতৃগণের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, মহর্ষিবর্গের প্রদত্ত শাকদ্বারা যে পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন, তাঁহারা আমার কৃত এই শ্রাদ্ধে সন্তুষ্ট থাকুন। ৩৭। আমি যে পিতৃগণের অর্চ্চনা করিলাম, বিবিধ কব্য তাঁহাদিগের অভীষ্ট। আমার প্রদত্ত পুষ্প, গন্ধ, জলও ভোজ্যদ্রব্যে তাঁহাদিগের সান্নিধ্য হউক। ৩৮। যে পিতৃগণ প্রতিদিন অর্চ্চনা-গ্রহণ করেন, অমাবস্যা ও অষ্টকাতে যাঁহাদিগের অর্চ্চনা করিতে হয়। সংবৎসরান্তে যাহাদিগের অর্চ্চনা করা বিধেয় এবং বিবাহাদি মঙ্গলকার্য্যে যাহাদিগের অর্চ্চনা অবশ্যকর্ত্তব্য, সেই পিতৃগণ আমার এই শ্রাদ্ধে তুষ্টিলাভ করুন। ৩৯। পিতৃগণ ব্রাহ্মণের পক্ষে কুমুদ ও চন্দ্রের ন্যায় বিশুদ্ধ শুক্লবর্ণ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অগ্নি ও দিবাকরের প্রভাবৎ অতিশয় সমুজ্জ্বল, বৈশ্যের পক্ষে কনকের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট এবং শূদ্রের পক্ষে নীলবর্ণ। ব্রাহ্মণাদি বর্ণসকল এইরূপে ধ্যান করিয়া পিতৃদেবগণের অর্চ্চনা করিবে। সেই সকল পিতৃদেব আমার এই অর্চ্চনাতে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, জল ও ভোজ্য নিবেদন ও অগ্নি হোমদ্বারা তৃপ্তিলাভ করুন, আমি তাহাদিগকে প্রণাম করি। ৪০—৪১। যে পিতৃগণ শ্রাদ্ধকালে দৈবশ্রাদ্ধের পরে কব্য অশন করিয়া, তৃপ্তিলাভ করেন এবং পরিতৃপ্ত হইয়া মানবগণকে সম্পদপ্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহারা আমার এই শ্রাদ্ধে তৃপ্তিলাভ করুন, আমি তাহাদিগকে প্রণাম করি। ৪২। পিতৃগণ উগ্রস্বভাব, রাক্ষস, ভূত ও অসুরদিগকে বিনাশ করিয়া প্রজাপুঞ্জের অশুভ সংহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা দেবগণেরও আদ্য এবং দেবেন্দ্রের-পূজ্য। ঐ সকল পিতৃদেব আমার এই শ্রাদ্ধে তৃপ্তিলাভ করুন, আমি তাহাদিগকে প্রণাম করি। ৪৩। অগ্নিস্বাত্তা, বর্হিষদ, আজ্যপ ও সোমপ প্রভৃতি পিতৃদেব এই শ্রাদ্ধে তৃপ্তিলাভ করুন। আমি তাহাদিগের তর্পণ করিলাম। ৪৪। অগ্নিস্বাত্তা নামক পিতৃগণ আমার পূর্ব্বদিক রক্ষা করুন, বর্হিষদ সংজ্ঞক পিতৃদেবগণ আমার দক্ষিণদিক্, আজ্যপাভিধেয় পিতৃলোক পশ্চিমদিক্ এবং সোমপাখ্য পিতৃগণ উত্তরদিক্ রক্ষা করুন। ৪৫। রাক্ষস, ভূত, পিশাচ ও অসুরগণের উপদ্রব হইতে পিতৃগণ আমাকে সর্ব্বদা ও সর্ব্বস্থানে রক্ষা করুন। ৪৬। বিশ্ব, বিশ্বভুক্, আরাধ্য, ধর্ম্ম, ধন্য, শুভানন, ভূতিদ, ভূতিকৃৎ ও ভূতি এই নবপ্রকার এবং কল্যাণ, কল্যদ, কর্ত্তা, কল্য, কল্যতরাশ্রয়, কল্যতাহেতু ও অনঘ এই ষট্‌প্রকার পিতৃগণ কীর্ত্তিত আছে। ৪৭—৪৮। বর, বরেণ্য, বরদ, তুষ্টিদ, পুষ্টিদ, বিশ্বপাতা ও ধাতা এই সকল সপ্ত পিতৃগণমধ্যে কথিত আছে। ৪৯। মহান্,

মহিতো মহিমাবান্ মহাবলঃ। গণাঃ পঞ্চ তথৈবৈ-তে পিতৃণাং পাপনাশনাঃ ॥৫০॥ সুখদো ধনদশ্চান্যো-ধর্ম্মদোঽন্যশ্চ ভূতিদঃ। পিতৃণাং কথ্যতে চৈব তথা গণচতুষ্টয়ং ॥ ৫১ ॥ একত্রিংশৎ পিতৃগণা যৈর্ব্যাপ্ত-মখিলং জগৎ। তএবাত্র পিতৃগণাস্তুষ্যন্তু চ মদাহিতং ॥ ৫২ ॥ মার্কণ্ডেয়-উবাচ ॥ ৫৩ ॥ এবন্তু স্তুবত-স্তস্য তেজসোরাশিরুচ্ছ্রিতঃ। প্রাদুর্ব্বভূব সহসা গগন-ব্যাপ্তিকারকঃ ॥ ৫৪ ॥ তদ্দৃষ্ট্বা সুমহত্তেজঃ সমাচ্ছাদ্য স্থিতং জগৎ। জানুভ্যামবনীং গত্বা রুচিস্তোত্রমিদং জগৌ ॥ ৫৫ ॥ রুচিরুবাচ ॥ ৫৬ ॥ অর্চ্চিতানামমূর্ত্তানাং পিতৃণাং দীপ্ততেজসাং। নমস্যামি সদা তেষাং ধ্যানিনাং দিব্যচক্ষুষাং ॥ ৫৭ ॥ ইন্দ্রাদীনাঞ্চ নেতারো দক্ষমারীচয়োস্তথা। সপ্তর্ষীণাং তথান্যেষাং তান্ন-মস্যামি কামদান্ ॥ ৫৮ ॥ মন্বাদীনাঞ্চ নেতারঃ সূর্য্যা-চন্দ্রমসোস্তথা। তান্নমস্যাম্যহং সর্ব্বান্ পিতৄনপ্যু-দধার সঃ ॥ ৫৯ ॥ নক্ষত্রাণাং গ্রহাণাঞ্চ বায়ুগ্ন্যোর্নভস-স্তথা। দ্যাবা পৃথিব্যোশ্চ তথা নমস্যামি কৃতাঞ্জলিঃ ॥৬০ প্রজাপতেঃ কশ্যপায় সোমায় বরুণায় চ। যোগেশ্বরে-ভ্যশ্চ সদা নমস্যামি কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৬১ ॥ নমো-গণেভ্যঃ সপ্ত-ভ্যস্তথা লোকেষু সপ্তসু। স্বায়ম্ভুবে নমস্যামি ব্রহ্মণে যোগচক্ষুষে ॥ ৬২ ॥ সোমাধারান্ পিতৃগণান্ যোগ-মূর্ত্তিধরাংস্তথা। নমস্যামি তথা সোমং পিতরং জগতা-মহং ॥ ৬৩ ॥ অগ্নিরূপাংস্তথৈবান্যান্নমস্যামি পিতৄনহং। অগ্নীসোমময়ং বিশ্বং যতএতদশেষতঃ ॥ ৬৪ ॥ যে চ তেজসি যে চৈতে সোমসূর্য্যাগ্নিমূর্ত্তয়ঃ। জগৎস্বরূপিণ-শ্চৈব তথা ব্রহ্মস্বরূপিণঃ ॥ ৬৫ ॥ তেভ্যোঽখিলেভ্যো যোগিভ্যঃ পিতৃভ্যো যতমানসঃ। নমোনমোনমস্তেস্তু প্রসীদন্তু স্বধাভুজঃ ॥ ৬৬ ॥ মার্কণ্ডেয়-উবাচ ॥ ৬৭ ॥ এবংস্তুতাস্ততস্তেন তেজসো মুনিসত্তমাঃ। নিশ্চক্রমুস্তে পিতরো ভাষয়ন্তো দিশোদশ ॥৬৮॥ নিবেদনঞ্চ যত্তেন পুষ্পগন্ধানুলেপনং। তদ্ভূষিতানথ স তান্ দদৃশে

মহাত্মা, মহিত, মহিমাবান্ ও মহাবল এই সকল পঞ্চ পিতৃগণ মধ্যে খ্যাত। ইঁহারা সকলেই পাপনাশ করিয়া থাকেন। ৫০। সুখদ, ধনদ, ধর্ম্মদ ও ভূতিদ এই সকলকে গণচতুষ্টয়-মধ্যে গণনা করা যায়, সমুদায়ে এই একত্রিংশৎ পিতৃগণ। ইহাঁরাই অখিল জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। সেই একত্রিংশৎ পিতৃগণ আমার এই শ্রাদ্ধে সমাহৃত বস্তুজাত দ্বারা তৃপ্তিলাভ করুন।৫১। ৫২। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, রুচি এই রূপে পিতৃগণের স্তব করিতে করিতে তাহার দেহ হইতে তেজোরাশি সমুদ্ভূত হইয়া সমস্ত গগন পরিব্যাপ্ত করিল। তখন মহাতেজা রুচি সেই তেজোরাশিদ্বারা গগন সমাচ্ছাদিত দেখিয়া জানুদ্বারা অবনী অবলম্বন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার পিতৃগণের স্তব করিয়াছিলেন। ৫৩—৫৫। রুচি বলিলেন,—আমি অর্চ্চিত, অমূর্ত্ত, দীপ্ততেজা, ধ্যান-নিষ্ঠ ও দিব্যচক্ষুর্বিশিষ্ট পিতৃগণের চরণে নমস্কার করি।৫৬—৫৭। যে পিতৃগণ ইন্দ্রাদি দেবগণ, দক্ষমরীচিপ্রভৃতি প্রজাপতিবর্গ এবং সপ্তর্ষির অভিনায়ক, তাঁহাদিগকে নমস্কার করি। তাঁহারা সাধকের সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিপূর্ণ করেন। ৫৮। যে পিতৃগণ মনুপ্রভৃতি ধর্ম্মসংস্থাপকগণের অভিনায়ক এবং চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রকাশক, সেই সকল পিতৃদেবকে নমস্কার করি।৫৯। যে পিতৃ-গণ নক্ষত্র, গ্রহ, বায়ু, আকাশ, স্বর্গ ও পৃথিবীর অভিনায়ক আমি কৃতাঞ্জলিপুটে সেই সকল পিতৃদেবকে নমস্কার করি। ৬০। প্রজাপতি, কশ্যপ, সোম, বরুণ ও যোগেশ্বর ইহাদিগকে কৃতা-ঞ্জলিপুটে সর্ব্বদা নমস্কার করি। ৬১। আমি সপ্তলোকস্থিত সপ্তগণকে নমস্কার করি এবং স্বয়ম্ভু যোগচক্ষুঃ ব্রহ্মাকে নমস্কার করি। ৬২। যোগাধার যোগমূর্ত্তিধর পিতৃগণকে নমস্কার করি এবং জগতের পিতৃস্বরূপ সোমরূপী পিতৃগণকে নমস্কার করি। ৬৩। আমি অগ্নিস্বরূপ পিতৃগণকে নমস্কার করি, অগ্নিসোমময় এই অখিলবিশ্ব সেই পিতৃগণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ৬৪। সোম, সূর্য্য ও অগ্নিমূর্ত্তি পিতৃগণ তেজঃস্বরূপ, তাঁহারা অগ্নিস্বরূপ ও ব্রহ্মরূপী, আমি সংযত-চিত্ত হইয়া সেই পিতৃদেবগণকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। তাঁহারা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ৬৫—৬৬। মার্কণ্ডেয়মুনি বলিলেন, রুচি এইরূপে স্তব করিলে পিতৃগণ তেজঃস্বরূপে দশ-দিক্ সমুজ্জ্বল করিয়া তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন।৬৭-৬৮। রুচি পিতৃগণকে পুষ্প, গন্ধ ও অনুলেপনাদি যে সকল উপহার

পুরতঃ স্থিতান্ ॥ ৬৯ ॥ প্রণিপত্য রুচির্ভক্ত্যা পুনরেব কৃতাঞ্জলিঃ। নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যমিত্যাহ পৃথগাদৃতঃ ॥ ৭০ ততঃ প্রসন্নাঃ পিতরস্তমূচুর্ম্মুনিসত্তমং। বরং বৃণীষ্বেতি সতানুবাচানতকন্ধরঃ ॥ ৭১ ॥ রুচিরুবাচ ॥ ৭২॥ প্রজানাং সর্গকর্তৃত্বমাদিষ্টং ব্রহ্মণা মম। সোহং পত্নীমভীপ্সামি ধন্যাং দিব্যাং প্রজাবতীং ॥ ৭৩ ॥ পিতর-ঊচুঃ ॥ ৭৪ ॥ অত্রৈব সদ্যঃ পত্নী তে ভবত্বতিমনোরমা। তস্যাঞ্চ পুত্রোভবিতা ভবতো মুনিসত্তম ॥ ৭৫ ॥ মন্বন্তরাধীপো ধীমাংস্ত্বন্নাম্নৈবোপলক্ষিতঃ। রুচে রৌচ্য ইতি খ্যাতিং প্রয়াস্যতি জগত্রয়ে ॥৭৬॥ তস্যাপি বহবঃ পুত্রা মহাবলপরাক্রমাঃ। ভবিষ্যন্তি মহাত্মানঃ পৃথিবীপরিপালকাঃ ॥৭৭॥ ত্বঞ্চ প্রজাপতির্ভূত্বা প্রজাঃ সৃষ্ট্বা চতুর্ব্বিধাঃ। ক্ষীণাধিকারোধর্ম্মজ্ঞস্ততঃ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ৭৮ ॥ স্তোত্রেণানেন চ নরো যোস্মাংস্তোষ্যতি ভক্তিতঃ। তস্য তুষ্টা বয়ং ভোগানাত্মজং ধ্যানমুত্তমং ॥ ৭৯ ॥ আয়ুরারোগ্যমর্থঞ্চ পুত্রপৌত্রাদিকন্তথা। বাঞ্ছদ্ভিঃ সততং স্তব্যাঃ স্তোত্রেণানেন বৈ যতঃ ॥ ৮০ ॥ শ্রাদ্ধেষু য ইমং ভক্ত্যা অস্মৎপ্রীতিকরং স্তবং। পঠিষ্যতি দ্বিজাগ্র্যাণাং ভুঞ্জতাং পুরতঃ স্থিতঃ ॥ ৮১ ॥ স্তোত্রশ্রবণসংপ্রীত্যা সন্নিধানে পরে কৃতে। অস্মাভিরক্ষয়ং শ্রাদ্ধং তদ্ভবিষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৮২ ॥ যদ্যপ্যশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধং যদ্যপ্যুপহতং ভবেৎ। অন্যায়োপাত্তবিত্তেন যদি বা কৃতমন্যথা ॥ ৮৩ ॥ অশ্রাদ্ধার্হৈরুপহৈতরুপহারৈস্তথা কৃতৈঃ। অকালেপ্যথবা দেশে বিধিহীনমথাপি বা ॥ ৮৪ ॥ অশ্রদ্ধয়া বা পুরুষৈর্দম্ভমাশ্রিত্য যৎ কৃতং। অস্মাকং তৃপ্তয়ে শ্রাদ্ধন্তথাপ্যেতদুদীরণাৎ ॥ ৮৫ ॥ যত্রৈতৎ পঠ্যতে শ্রাদ্ধে স্তোত্রমস্মৎসুখাবহং। অস্মাকং জায়তে তৃপ্তিস্তত্র দ্বাদশ-

নিবেদন করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে সেই সকল উপহারে বিভূষিত এবং সম্মুখে উপস্থিত দেখিতে পাইলেন। ৬৯। রুচি পুনর্ব্বার কৃতাঞ্জলি হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন, আমি তোমাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ নমস্কার করি। ৭০। অনন্তর পিতৃগণ রুচির স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন,—আমরা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি আমাদিগের নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন রুচি নম্রশিরাঃ হইয়া পিতৃগণকে বলিলেন, ব্রহ্মা আমাকে প্রজাসৃষ্টি করিতে আদেশ করিয়াছেন, অতএব আমি কিরূপে সন্তানজনয়িত্রী মনোরমা পত্নী লাভ করিতে পারি, তাহার উপায় প্রদান করুন। ৭১—৭৩। তখন পিতৃগণ বলিলেন, তুমি এখনই মনোরমা পত্নী লাভ করিতে পারিবে। হে মুনিবর! সেই পত্নীতে তোমার পুত্র উৎপন্ন হইবে এবং তোমার সেই পুত্র মন্বন্তরের অধিপতি হইয়া ত্রিজগতে রৌচ্য নামে খ্যাতি লাভ করিবে। ৭৪—৭৬। কালক্রমে রৌচ্যমনুর মহাবলপরাক্রম বহুপুত্র উৎপন্ন হইবে, তাহারা সকলেই পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করিবে। ৭৭। তুমি প্রজাপতি হইয়া চতুর্ব্বিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে পারিবে এবং পরে প্রজাবর্গের অধিকার পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষসিদ্ধি করিবে। ৭৮। যে মনুষ্য এই স্তোত্রপাঠ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক আমাদিগকে স্তব করে, আমরা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বিবিধ ভোগ্যবস্তু, সন্তান, ধ্যানযোগ প্রদান করি। ৭৯। যাহারা আয়ুঃ, আরোগ্য, অর্থ, পুত্র, পৌত্রাদি বাঞ্ছা করে, তাহারা সর্ব্বদা এই রুচিপ্রণীত স্তোত্রপাঠ করিয়া আমাদিগের স্তব করিবে। ৮০। যে ব্যক্তি পিতৃশ্রাদ্ধদিবসে ব্রাহ্মণভোজনকালে তাহাদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া ভক্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বক আমাদিগের তৃপ্তিসাধন এই স্তব পাঠ করিবে, তাহার সেই স্তোত্রশ্রবণে আমরা প্রীতিলাভ করিয়া সেই স্থানে সমুপস্থিত হইব এবং আমাদিগের সন্নিধান হইলেই সেই শ্রাদ্ধে অক্ষয়ফল লাভ হইবে। ৮১—৮২। যে সকল শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মণবিহীন কিম্বা অন্য কোন কারণে উপহত হয়, যে শ্রাদ্ধ অন্যায় উপায়ে উপার্জ্জিত অর্থদ্বারা সম্পাদিত অথবা অনিয়মে সাধিত, যে শ্রাদ্ধ অনুপযুক্ত উপহারে নিষ্পন্ন, কিম্বা বিগর্হিত দ্রব্যদ্বারা সম্পাদিত, যে শ্রাদ্ধ অসময়ে ও অনুচিত স্থানে আচরিত অথবা বিধিবিহীন। এবং দম্ভ আশ্রয় করিয়া অনিচ্ছাপূর্ব্বক যে শ্রাদ্ধ সাধিত হইয়াছে; সেই সকল দূষিত শ্রাদ্ধও এই স্তোত্রপাঠে নির্দ্দুষ্ট হইয়া আমাদিগের তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকে। ৮৩—৮৫। যে শ্রাদ্ধে আমাদিগের সুখাবহ স্তোত্রপাঠ করে, সেই শ্রাদ্ধে আমাদিগের দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তি

বার্ষিকী ॥ ৮৬ ॥ হেমন্তে দ্বাদশাব্দানি তৃপ্তিমেতৎ প্রযচ্ছতি। শিশিরে দ্বিগুণাব্দানি তৃপ্তিং স্তোত্রমিদং শুভং ॥ ৮৭ ॥ বসন্তে ষোড়শসমাস্তৃপ্তয়ে শ্রাদ্ধকর্ম্মণি। গ্রীষ্মে চ ষোড়শৈবৈতৎ পঠিতং তৃপ্তিকারকং ॥ ৮৮ ॥ বিকলেপি কৃতে শ্রাদ্ধে স্তোত্রেণানেন সাধিতে। বর্ষাসু তৃপ্তিরস্মাকমক্ষয়া জায় তে রুচে ॥৮৯॥ শরৎকালেপি পঠিতং শ্রাদ্ধকালে প্রযচ্ছতি। অস্মাকমেতৎ পুরুষৈ-স্তৃপ্তিং পঞ্চদশাব্দিকীং ॥ ৯০ ॥ যস্মিন্ গেহে চ লিখিত-মেতত্তিষ্ঠতি নিত্যদা। সন্নিধানং কৃতে শ্রাদ্ধে তত্রাস্মাকং ভবিষ্যতি ॥ ৯১ ॥ তস্মাদেতত্ত্বয়া শ্রাদ্ধে বিপ্রাণাং ভুঞ্জতাং পুরঃ। শ্রাবণীয়ং মহাভাগ অস্মাকং পুষ্টিকারকং ॥ ৯২ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে পিতৃস্তোত্রে রুচিস্তোত্রং নাম ঊননবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয়-উবাচ ॥ ১ ॥ ততস্তস্মান্নদীমধ্যাৎ সমুত্তস্থৌ মনোরমা। প্রম্লোচানাম তন্বঙ্গী তৎসমীপে-বরাঙ্গরাঃ ॥ ২ ॥ সা চোবাচ মহাত্মানং রুচিং সুমধুরা-ক্ষরং। প্রসাদয়ামাস ভূয়ঃ প্রম্লোচা চ বরাঙ্গরাঃ ॥৩ অতীবরূপিণী কন্যা মৎপ্রসাদাদ্বরাঙ্গনা। জাতা বরুণ-পুত্রেণ পুষ্করেণ মহাত্মনা ॥ ৪ ॥ তাং গৃহাণ ময়া দত্তাং ভার্য্যার্থে বরবর্ণিনীং। মনুর্ম্মহামতিস্তস্যাং সমুৎপৎ-স্যতি তে সুতঃ ॥ ৫ ॥ মার্কণ্ডেয়-উবাচ ॥ ৬ ॥ তথেতি তেন সাপ্যুক্তা তস্মাত্তোয়াদ্বপুষ্মতীং। উদ্দধার ততঃ কন্যাং মানিনীং নাম নামতঃ ॥ ৭ ॥ নদ্যাশ্চ পুলিনে তস্মিন্ সমুনির্ম্মুনিসত্তমাঃ। জগ্রাহ পাণিং বিধিবৎ সমানীয় মহামুনিঃ ॥ ৮ ॥ তস্যাং তস্য সুতো যজ্ঞে

হয়। ৮৬। হেমন্তকালে শ্রাদ্ধ করিয়া এই স্তোত্রপাঠ করিলে দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তি হয়। শিশিরকালে এই স্তোত্রপাঠ করিলে চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিকী তৃপ্তি প্রদান করে। ৮৭। বসন্তকালে এই স্তোত্রপাঠ করিয়া শ্রাদ্ধ করিলে, তাহাতে ষোড়শবার্ষিকী তৃপ্তি হয় এবং গ্রীষ্মকালেও এই স্তোত্র পাঠ করিলে ষোড়শবর্ষ-পর্য্যন্ত পিতৃলোকের পরিতৃপ্তি হইয়া থাকে। ৮৮। কোনকারণ বশতঃ শ্রাদ্ধবিফল হইলে যদি এই স্তোত্র পাঠ করে, তাহাহইলে সেই বৈকল্যদোষ নিবারিত হয়। হে রুচে! বর্ষাকালে শ্রাদ্ধ করিয়া এই রুচিপ্রণীত স্তব পাঠ করিলে আমাদিগের পঞ্চদশ-বার্ষিকী তৃপ্তি প্রদান করে। ৯০। এই স্তব লিখিয়া যাহার গৃহেতে সর্ব্বদা সংস্থাপন করা যায়, সেই গৃহেতে আমাদিগের সন্নিধান থাকে, তাহাতে শ্রাদ্ধ করিলে আমাদিগের অক্ষয়তৃপ্তি হয়। ৯১। অতএব শ্রাদ্ধদিবসে ব্রাহ্মণভোজনকালে তাহাদিগের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া এই স্তব শ্রবণ করাইবে, তাহাতে সেই স্তোত্র আমাদিগের পুষ্টিসাধন করে। ৯২।

নবতিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—রুচি এইরূপে পিতৃদেবগণের স্তব করিলে, সেই নদী হইতে প্রম্লোচা নামে মনোরমা শোভনাঙ্গী এক অপ্সরা রুচির সমীপে সমুদ্ভূত হইল। ১—২। অনন্তর সেই প্রম্লোচা মহাত্মা রুচিকে বলিলেন এবং মধুরাক্ষরে তাহাকে প্রসন্ন করিয়া পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, এই কন্যা সাতিশয় রূপলাবণ্যবতী; আমার প্রসাদে মহাত্মা বরুণতনয় পুষ্কর ইহাকে সমুৎপাদন করিয়াছেন। আমি তোমাকে এই কন্যাপ্রদান করিলাম, তুমি এই বরবর্ণিনীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ কর। এই কন্যাতে তোমার পুত্র মহামতি মনু সমুৎপন্ন হইবেন। ৩—৫। তখন মার্কণ্ডেয় বলিলেন—রুচি প্রম্লোচার বাক্যে সম্মত হইয়া তথাস্তু বলিয়া কন্যাগ্রহণবিষয়ে প্রতিশ্রুত হইলে প্রম্লোচা সেই নদীর জল হইতে মানিনী নামে একটি কন্যা উদ্ধার করি-লেন। ৬—৭। অনন্তর মহামুনি রুচি সেই নদীর পুলিনভূমিতে বিধিবৎ সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। ৮। কালক্রমে সেই কন্যাতে মহাবলপরাক্রান্ত মহাতেজা রৌচ্য নামে রুচির

মহাবীর্য্যো মহাদ্যুতিঃ। রুচেরৌচ্য ইতিখ্যাতো যো ময়া পূর্ব্বমীরিতঃ ॥ ৯ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে পিতৃস্তোত্রং নাম নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ ॥১॥ স্বায়ম্ভুবাদ্যামুনয়ো হরিং ধ্যায়ন্তি-কর্ম্মণা। ব্রতাচারার্চ্চনাধ্যান-স্তুতিজপ্য-পরায়ণাঃ ॥২ দেহেন্দ্রিয়-মনো-বুদ্ধি-প্রাণাহঙ্কারবর্জ্জিতং। আকাশেন বিহীনং বৈ তেজসা পরিবর্জ্জিতং ॥ ৩ ॥ উদকেন বিহীনঞ্চ তদ্ধর্ম্মপরিবর্জ্জিতং। পৃথিবীরহিতঞ্চৈব সর্ব্ব-ভুতবিবর্জ্জিতং ॥ ৪ ॥ ভুতাধ্যক্ষং তথা বুদ্ধং নিয়ন্তারং প্রভুং বিভুং। চৈতন্যরূপতারূপং সর্ব্বাধ্যক্ষং নির-ঞ্জনং ॥ ৫ ॥ মুক্তসঙ্গং মহেশানং সর্ব্বদেবপ্রপূজিতং। তেজোরূপমসত্ত্বঞ্চ তপসা পরিবর্জ্জিতং ॥ ৬ ॥ রহিতং রজসা নিত্যং ব্যতিরিক্তং গুণৈস্ত্রিভিঃ। সর্ব্বরূপবিহী-নঞ্চ কর্ত্তৃত্বাদিবিবর্জ্জিতং ॥ ৭ ॥ বাসনারহিতং শুদ্ধং সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতং। পিপাসাবর্জ্জিতং তত্বচ্ছোক-মোহবিবর্জ্জিতং ॥ ৮ ॥ জরামরণহীনঞ্চ কূটস্থং মোহ-বর্জ্জিতং। উৎপত্তিরহিতঞ্চৈব প্রলয়েন বিবর্জ্জিতং ॥৯ স্থিত্যাচারহিতং সত্যং নিষ্কলং পরমেশ্বরং। জাগ্রৎ-স্বপ্নসুষুপ্ত্যাদিবর্জ্জিতং নামবর্জ্জিতং ॥ ১০ ॥ অধ্যক্ষং জাগ্রদাদীনাং শান্তরূপং সুরেশ্বরং। জাগ্রদাদি স্থিতং নিত্যং কার্য্যকারণবর্জ্জিতং ॥ ১১ ॥ সর্ব্বদৃষ্টস্তথা মূর্ত্তং সূক্ষ্মং সূক্ষ্মতরং পরং। জ্ঞানদৃক্ শ্রোত্রবিজ্ঞানং পরমা-নন্দরূপকং ॥ ১২ ॥ বিশ্বেন রহিতং তদ্বৎ তৈজসেন বিবর্জ্জিতং। প্রাজ্ঞেন রহিতঞ্চৈব তুরীয়ং পরমাক্ষরং ॥ ১৩ ॥ সর্ব্বগোপ্তৃ সর্ব্বহন্তৃ সর্ব্বভূতাত্মরূপি চ। বুদ্ধি-ধর্ম্মবিহীনঞ্চ নিরাধারং শিবং হরিং ॥ ১৪ ॥ বিক্রিয়া-

---

এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, এই রৌচ্যমনুর কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ৯।

একনবতিতম অধ্যায়।

সূত বলিলেন—স্বায়ম্ভুবাদি মুনিগণ ব্রত, আচার, অর্চ্চনা, ধ্যান, স্তুতি ও জপকার্য্যে তৎপর হইয়া হরিকে ধ্যান করিয়া-ছিলেন। ১—২। সেই হরি দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি ও অহ-ঙ্কারবিহীন। তাঁহার দেহ অলৌকিক, তাহাতে আকাশ, তেজঃ, উদক, বায়ু ও পৃথিবী এই পঞ্চভূতের কোনরূপ সংস্রব নাই। সেই হরিতে আকাশাদি পঞ্চভূত ও পাঞ্চভৌতিক ধর্ম্ম কিছুই নাই। ৩—৪। তিনি সর্ব্বভূতের কর্ত্তা ও সর্ব্বজ্ঞ। তাঁহা-রই নিয়মে বাধ্য হইয়া পঞ্চভূত সর্ব্বদা জগতে কার্য্যসম্পাদন করিতেছে। তিনি চৈতন্যময় সর্ব্বকর্ত্তা ও নিরঞ্জন অর্থাৎ সর্ব্ব-বিষয়ে নির্লিপ্ত। ৫। সেই হরি সর্ব্বসঙ্গবিহীন ও মহেশ্বর; দেবগণ তাঁহারই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তিনি তেজোময় ও সত্ত্বরহিত এবং তাঁহার কোনরূপ তপশ্চাচরণ নাই। ৬। তাঁহার কোন বিষয়ে অজ্ঞান নাই এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় তাঁহাকে আশ্রয় করিতে পারে না। তিনি সর্ব্বপ্রকার রূপ-বিহীন ও কর্ত্তৃত্বাদিবিবর্জ্জিত। ৭। তিনি সর্ব্বপ্রকার বাসনা-বিহীন, বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ও সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত, তাঁহার কোন রূপ পিপাসা কিম্বা শোক মোহ নাই। ৮। সেই হরি জরামরণ-বিহীন কূটস্থচৈতন্যস্বরূপ ও মোহবিবর্জ্জিত। তাঁহার উৎপত্তি বা প্রলয় কিছুই নাই। ৯। তিনি সর্ব্বপ্রকার আচারবিহীন, সত্যস্বরূপ, নিষ্কল ও পরমেশ্বর। তাঁহার জাগ্রৎ, স্বপ্ন বা সুষুপ্তি অবস্থা নাই এবং তিনি নামবিহীন। ১০। সেই হরি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষীস্বরূপ শান্তরূপী ও সর্ব্ব-দেবের ঈশ্বর। তিনি জাগ্রদাদি অবস্থায় বিদ্যমান থাকেন। তিনি নিত্য ও কার্য্যকারণস্বরূপ। ১১। হরি সকলের বাঞ্ছনীয়, মূর্ত্তিবিহীন এবং সূক্ষ্মতর। জ্ঞানদৃষ্টি ভিন্ন তাঁহাকে দর্শন করিতে পারা যায় না। শ্রবণে তাহারই মাহাত্ম্য শ্রুত হয়, তিনি পর-মানন্দরূপী। ১২। তিনি বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ ইহার কিছুই নহেন, অর্থাৎ তুরীয়ব্রহ্মস্বরূপ পরমাক্ষররূপী।১৩। তিনি সকলের গোপ্তা, সকলের হন্তা এবং সর্ব্বভূতের আত্মাস্বরূপ। তাঁহার বুদ্ধি নাই, ধর্ম্ম নাই, আধার নাই এবং অংশ নাই। ১৪। সেই হরি

রহিতঞ্চৈব বেদান্তৈর্বেদ্যমেব চ। বেদরূপং পরং ভূতমিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং শুভং ॥ ১৫ ॥ শব্দেন বর্জ্জিতঞ্চৈব রসেন চ বিবর্জ্জিতং। স্পর্শেন রহিতঞ্চৈবং রূপমাত্রবিবর্জ্জিতং ॥ ১৬ ॥ রূপেণ রহিতঞ্চৈব গন্ধেন পরিবর্জ্জিতং। অনাদি ব্রহ্মরন্ধ্রান্তমহং ব্রহ্মাস্মি কেবলং ॥ ১৭ ॥ এবং আত্মা মহাদেব ধ্যানং কুর্য্যাজ্জিতেন্দ্রিয়ঃ। ধ্যানং যঃ কুরুতে হেবং সভবেদ্ব্রহ্মমানবঃ ॥ ১৮ ॥ ইতি ধ্যানং সমাখ্যাতমীশ্বরস্য ময়া তব। অধুনা কথয়াম্যন্যৎ কিন্তদ্ ব্রূহি বৃষধ্বজ ॥ ১৯ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে হরিধ্যানং নাম একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

রুদ্র-উবাচ ॥ ১ ॥ বিষ্ণোর্ধ্যানং পুনর্ব্রূহি শঙ্খচক্রগদাধর। যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ ॥ ২ ॥ হরিরুবাচ ॥ ৩ ॥ প্রবক্ষ্যামি হরের্ধ্যানং মায়াতন্ত্রবিমর্দ্দকং। মূর্ত্তামূর্ত্তাদিভেদেন তদ্ধ্যানং দ্বিবিধং হর ॥ ৪ ॥ অমূর্ত্তং রুদ্র কথিতং হন্তামূর্ত্তং ব্রবীম্যহং। সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশো জিষ্ণুর্ভাজিষ্ণুরেকতঃ ॥ ৫ ॥ কুন্দগোক্ষীরধবলো হরির্ধ্যেয়ো মুমুক্ষুভিঃ। বিশালেন সুসৌম্যেন শঙ্খেন চ সমন্বিতঃ ॥ ৬ সহস্রাদিত্যতুল্যেন জ্বালামালোগ্ররূপিণা। চক্রেণ চান্বিতঃ শান্তো গদাহস্তঃ শুভাননঃ ॥ ৭ ॥ কিরীটেন মহার্হেন রত্নপ্রজ্বলিতেন চ। সায়ুধঃ সর্ব্বগো দেবঃ সরোরুহধরস্তথা ॥ ৮ ॥ বনমালাধরঃ শুভ্রঃ সমাংসোহেমভূষণঃ। সুবস্ত্রঃ শুদ্ধদেহশ্চ সুকর্ণঃ পদ্মসংস্থিতঃ ॥ ৯ হিরণ্ময়শরীরশ্চ চারুহারী শুভাঙ্গদঃ। কেয়ূরেণ-সমাযুক্তো বনমালাসমন্বিতঃ ॥ ১০ ॥ শ্রীবৎসকৌস্তুভযুতো লক্ষ্মীবক্ষোক্ষণান্বিতঃ। অনিমাদিগুণৈর্যুক্তঃ সৃষ্টিসংহারকারকঃ ॥ ১১ ॥ মুনিধ্যেয়োঽসুরধ্যেয়ো দেবধ্যেয়োতি সুন্দরঃ। ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত-ভূতজাত-হৃদি

বিকারবিহীন, বেদান্তবেদ্য ও চতুর্ব্বেদস্বরূপ। তিনি পরমব্রহ্ম, ইন্দ্রিয়গণের অতীত ও সর্ব্বশুভপ্রদ। ১৫। তিনি সর্ব্বপ্রকার শব্দবিবর্জ্জিত অর্থাৎ তাঁহাকে কোনরূপ শব্দদ্বারা প্রকাশ করিতে পারাযায় না কিম্বা তাঁহার কোনরূপ শব্দ নাই। ১৬। সেই অনাদিনিধন হরি রূপ ও গন্ধবিহীন কেবল অহং ব্রহ্মাস্মি এইরূপ জ্ঞানস্বরূপ। ১৭। জিতেন্দ্রিয় সাধকগণ এইরূপে হরিকে জানিয়া তাঁহার ধ্যান করিবে। যে এইরূপে ধ্যান করে, সেই ব্যক্তি সাক্ষাৎব্রহ্মময় হইয়া থাকে। ১৮। এইরূপে ঈশ্বররূপী হরির ধ্যান তোমার নিকট বলিলাম। হে বৃষধ্বজ! আর কি বলিব, তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর। ১৯।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

রুদ্র বলিলেন, হে শঙ্খচক্রগদাধর! এইক্ষণ বিষ্ণুর ধ্যান বল। যে ধ্যানবিজ্ঞানমাত্র মনুষ্য কৃতকৃত্য হইতে পারে। ১।২। হরি বলিলেন, হে শঙ্কর! সর্ব্বমায়াবিনাশন বিষ্ণুর ধ্যান বলিতেছি। মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তভেদে বিষ্ণুর ধ্যান দ্বিবিধ। হে রুদ্র! অমূর্ত্ত ধ্যান পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এইক্ষণ বিষ্ণুর মূর্ত্ত ধ্যান বলিব। বিষ্ণু কোটিসূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল, সর্ব্বত্র জয়শীল এবং কুন্দকুসুম ও দুগ্ধের ন্যায় ধবলবর্ণ। মুমুক্ষু মুনিগণ এইরূপে হরিকে ধ্যান করিয়া থাকেন। তাঁহার হস্তে অতিসুশোভন শঙ্খ বিদ্যমান আছে। ৩—৬। বিষ্ণু সহস্র সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান উগ্ররূপী চক্র এবং বিপুল গদা ধারণকরিয়াছেন। তিনি অতিশান্তমূর্ত্তি ও শুভানন। ৭। তাঁহার শিরোদেশ রত্নখচিত ও মহার্হমুকুটে সুশোভিত। এই দেব সর্ব্বায়ুধধারী ও পদ্মহস্ত। ৮। ইনি বনমালাধারী, শুভ্রদেহ, স্থূলকায়, হেমবিভূষণে কবিভূষিত, শুদ্ধবস্ত্র পরিহিত, শুদ্ধদেহ, শোভনকর্ণবিশিষ্ট ও পদ্মোপরি উপবিষ্ট। ৯। তাঁহার শরীর হিরণ্ময় এবং সুচারুহার ও সুশোভন অঙ্গদযুগলে বিভূষিত। বিষ্ণুদেব কেয়ূর এবং বনমালাদ্বারা সুসজ্জিত। ১০। তাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তুভমণিদ্বারা বিভূষিত এবং অকিঞ্চন সুষমাসম্পন্ন। অনিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য সর্ব্বদা তাঁহার অনুগত আছে, তিনিই এই জগতে সৃষ্টি ও সংহার করিতেছেন। ১১। মুনিগণ, অসুরগণ ও দেবগণ সর্ব্বদা তাঁহাকে ধ্যান করিতেছে, তাহার ন্যায় সুন্দর

স্থিতঃ॥ ১২॥ সনাতনোঽব্যয়ো মেধ্যঃ সর্ব্বানুগ্রহকৃৎ প্রভুঃ। নারায়ণো মহাদেবঃ স্ফুরন্মকরকুণ্ডলঃ॥ ১৩॥ শস্তাপনাশনোঽভ্যর্চ্চ্যো মঙ্গল্যোদুষ্টনাশনঃ। সর্ব্বাত্মা সর্ব্বরূপশ্চ সর্ব্বগো গ্রহনাশনঃ॥ ১৪॥ চার্ব্বঙ্গুলীয়-সংযুক্ত-সুদীপ্তনখ এব চ। শরণ্যঃ সুখকারী চ সৌম্যরূপো মহেশ্বরঃ॥ ১৫॥ সর্ব্বালঙ্কারসংযুক্তশ্চারুচন্দন-চর্চ্চিতঃ। সর্ব্বদেবসমাযুক্তঃ সর্ব্বদেবপ্রিয়ঙ্করঃ॥ ১৬॥ সর্ব্বলোকহিতৈষী চ সর্ব্বেশঃ সর্ব্বভাবনঃ। আদিত্য-মণ্ডলে সংস্থো অগ্নিস্থো বারিসংস্থিতঃ॥ ১৭॥ বাসুদেবো জগদ্ধাতা ধ্যেয়োবিষ্ণুর্ম্মুমুক্ষুভিঃ। বাসুদেবোঽহমস্মীতি আত্মাধ্যেয়ো হরির্হরিঃ॥ ১৮॥ ধ্যায়ন্ত্যেবঞ্চ যে বিষ্ণুং তে যান্তি পরমাঙ্গতিং। যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুরা হ্যেবং ধ্যাত্বা বিষ্ণুং সুরেশ্বরং। ধর্ম্মোপদেশ-

---

মুর্ত্তি আর নাই। তিনিই ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিতি করেন। ১২। তিনি সনাতন, অব্যয় ও পবিত্র এবং তিনিই জগতের প্রাণিবর্গের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনিই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয় কর্ত্তা। তিনি নারায়ণ ও সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ তাঁহার কর্ণযুগল মকরাকৃতিকুণ্ডলে সুশোভিত। ১৩। তিনি সকলের সন্তাপ বিনাশ করেন, তিনিই সকলের অর্চ্চনীয়, মঙ্গলময় ও দুষ্টবিনাশন। তিনি সকলের আত্মাস্বরূপ, সর্ব্বরূপী, সর্ব্বগ এবং সর্ব্বপ্রকার গ্রহদোষ বিনাশ করেন। ১৪। তাহার নখ সাতিশয় সমুজ্জ্বল এবং সুচারু অঙ্গুরীয়দ্বারা সুশোভিত, তিনি জগতের শরণ্য, সুখপ্রদ এবং সৌম্যমূর্ত্তি ও মহেশ্বর। তাঁহার দেহ সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কারে বিভূষিত ও সুচারুচন্দনে অনুলিপ্ত। দেবগণ সেই বিষ্ণুর সহচরভাবে বর্ত্তমান আছেন, তিনি সর্ব্বদা দেবগণের প্রিয়কার্য্যে তৎপর রহিয়াছেন। ১৫—১৬। তিনি সর্ব্বলোকের হিতৈষী, সকলের ঈশ্বর এবং সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি আদিত্যমণ্ডলস্থিত পরমজ্যোতিঃস্বরূপ, তিনিই অগ্নি তেজঃ এবং জলের শীতলতারূপে বিদ্যমান আছেন। ১৭। সেই বসুদেবতনয় জগতের ধাতা এবং মুমুক্ষু ব্যক্তিরা তাঁহাকেই ধ্যান করিয়া থাকে এবং "আমিই বাসুদেব" এইরূপে আত্মাকে হরিস্বরূপ চিন্তা করে। ১৮। এইরূপে যে ব্যক্তি হরিকে চিন্তা করে, সেই ব্যক্তি পরমগতি অর্থাৎ মুক্তিপদ লাভ করে। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি এইরূপে 'সুরেশ্বর

কর্তৃত্বং সংপ্রাপ্যাগাৎ পরংপদং॥ ১৯॥ তস্মাত্ত্বমপি দেবেশ বিষ্ণুং চিন্তয় শঙ্কর। বিষ্ণুধ্যানং পঠেদ্‌যস্তু প্রাপ্নোতি পরমাং গতিং॥ ২০॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে বিষ্ণুধ্যানং নাম দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

মহেশ্বর-উবাচ॥ ১॥ যাজ্ঞবল্ক্যেন বৈ পূর্ব্বং ধর্ম্মাঃ প্রোক্তাঃ কথং হরে। তন্মে কথয় কেশিঘ্ন যথা তত্ত্বেন মাধব॥ ২॥ হরিরুবাচ॥ ৩॥ যাজ্ঞবল্ক্যং নমস্কৃত্য মিথিলায়াং সমাস্থিতং। অপৃচ্ছন্‌ ঋষয়ো গত্বা বর্ণধর্ম্মানশেষতঃ। তেভ্যঃ স কথয়ামাস বিষ্ণুং ধ্যাত্বা জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৪॥ যাজ্ঞবল্ক্য-উবাচ॥ ৫॥ যস্মিন্‌ দেশে মৃগঃ কৃষ্ণ-স্তস্মিন্‌ ধর্ম্মং নিবোধত। পুরাণন্যায়-মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রার্থমিশ্রিতাঃ॥ ৬॥ বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ। বক্তারো ধর্ম্মশাস্ত্রাণাং মনুর্ব্বিষ্ণুর্যমোঽঙ্গিরাঃ॥ ৭॥ বসিষ্ঠদক্ষসম্বর্ত্তাঃ শাতাতপপরাশরাঃ। আপস্তম্বোশনো ব্যাসঃ কাত্যায়ন

বিষ্ণুর ধ্যানদ্বারা ধর্ম্মোপদেশের কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিপদ লাভ করিয়াছেন। ১৯। হে দেবেশ শঙ্কর! তুমিও বিষ্ণুকে চিন্তা কর। যে ব্যক্তি এই বিষ্ণুর ধ্যান পাঠ করে, সেই ব্যক্তিও মুক্ত হইয়া থাকে। ২০।

ত্রি নবতিতম অধ্যায়।

মহেশ্বর বলিলেন, হে হরে! পূর্ব্বকালে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি কিরূপ ধর্ম্মবলিয়াছেন, হে কেশিনিসূদন মাধব! তাহা যথার্থস্বরূপ আমার নিকট বল। ১—২। হরি বলিলেন, ঋষিগণ মিথিলাস্থিত যাজ্ঞবল্ক্যকে নমস্কার করিয়া সকলপ্রকার ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, জিতেন্দ্রিয় যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া সেই সকল সমাগত মুনিদিগকে সমস্ত ধর্ম্ম বলিয়াছিলেন। ৩—৪। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, যেদেশে কৃষ্ণ মৃগ বিচরণ করে, সেই দেশেতে ধর্ম্ম বিরাজমান আছেন, পুরাণ, ন্যায় ও মীমাংসা এই সকল

বৃহস্পতী ॥ ৮ ॥ গৌতমঃ শঙ্খলিখিতো হারীতোঽত্রির্ঋষিস্তথা । এতে বিষ্ণুসমারাধ্যা জাতা ধর্ম্মোপদেশকাঃ ॥ ৯ ॥ দেশকাল উপায়েন দ্রব্যং শ্রদ্ধাসমন্বিতং । পাত্রে প্রদীয়তে যত্তৎ সকলং ধর্ম্মলক্ষণং ॥ ১০ ইষ্টাচারোদমোঽহিংসা দানং স্বাধ্যায়কর্ম্ম চ । অয়ঞ্চ পরমো ধর্ম্মো যদ্‌যোগেনাত্মদর্শনং ॥ ১১ ॥ চত্বারো-বেদধর্ম্মজ্ঞাঃ পরাস্ত্রৈবিদ্যমেব বা । সত্রতে যৎ স্বধর্ম্মঃ স্যাদ্দেবৈরারাধ্যাত্মবিত্তমঃ ॥ ১২ ॥ ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিটশূদ্রা বর্ণাস্ত্বাদ্যাস্ত্রয়ো দ্বিজাঃ । নিষেকাদ্যাশ্মশানান্তাস্তেষাং বৈ মন্ত্রতঃ ক্রিয়া ॥ ১৩ ॥ গর্ভাধানমৃতৌ পুংসঃ সবনং স্পন্দনাৎ পুরা । ষষ্ঠেঽষ্টমে বা সীমন্তঃ প্রসবো জাতকর্ম্ম চ ॥ ১৪ ॥ অহন্যেকাদশে নাম চতুর্থে মাসি নিষ্ক্রমঃ । ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং মাসি চূড়াং কুর্য্যাৎ যথাকুলং ॥ ১৫ ॥ এবমেনঃ সমং যাতি বীজগর্ভসমুদ্ভবং । তুষ্ণীমেতাঃ ক্রিয়াঃ স্ত্রীণাং বিবাহশ্চ সমন্ত্রকঃ ॥ ১৬ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে বর্ণধর্ম্মোনাম
ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদ এবং চতুর্দ্দশ বিদ্যাই ধর্ম্মের স্থান । মনু, বিষ্ণু, যম, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, দক্ষ, সম্বর্ত্তঃ, শাতাতপ, পরাশর, আপস্তম্ব, উশনা, ব্যাস, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, গৌতম, শঙ্খলিখিত, হারীত ও অত্রি এই সকল মুনি ধর্ম্মবক্তা । ইঁহারা সকলেই বিষ্ণুর ন্যায় আরাধ্য । ৫—৯ । দেশ ও কালবিশেষে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সৎপাত্রে কোন দ্রব্যপ্রদান করাই ধর্ম্মলক্ষণ বলিয়া কথিত হয় । ১০ । ইষ্টাচার, দম, অহিংসা, দান ও স্বাধ্যায় কর্ম্ম এই সকলই পরমধর্ম্ম, এই সকল ধর্ম্মাচরণদ্বারা আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞান হয় । ১১ । পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মোপদেশকদিগের মধ্যে আদ্য চারিজন বেদধর্ম্মজ্ঞ, অপর সকলই ত্রিবিধ বিদ্যাজ্ঞ । যে ব্যক্তি স্বধর্ম্ম কার্য্যে নিরত আছেন, সেই ব্যক্তি দেবগণেরও আরাধ্য এবং তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞানীর প্রধান বলা যায় । ১২ । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বিধ জাতি আছে, তাহাদিগের মধ্যে আদ্য তিন জাতির দ্বিজসংজ্ঞা হয় । দ্বিজজাতির নিষেক হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত সকল কর্ম্মই সমন্ত্রক করিবে । ১৩ । স্ত্রীদিগের ঋতু উপস্থিত হইলে গর্ভাধান, গর্ভস্পন্দনের পূর্ব্বে পুংসবন ক্রিয়া, গর্ভাধান হইলে তাহার ষষ্ঠ কিম্বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন এবং প্রসব হইলে জাতকর্ম্ম করিবে । ১৪ । সন্তানপ্রসবের পর একাদশদিবসে নামকরণ, চতুর্থমাসে নিষ্ক্রামণ এবং ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন করিতে হইবে । তৎপর আপন কৌলিকনিয়মানুসারে চূড়াকার্য্য করা বিধেয় । ১৫ । এইরূপে স্ব স্ব কার্য্যের যথোক্ত সময়ে সেই সেই কার্য্য করিলে গর্ভসম্ভূত সমস্ত পাপ হইতে নিষ্কৃতি পায় । স্ত্রীদিগের পক্ষে উক্ত সমস্ত কার্য্যই অমন্ত্রক করিবে অর্থাৎ কোন কার্য্যেই স্ত্রী স্বয়ং মন্ত্র পাঠ করিবে না, কেবল বিবাহকার্য্যে স্ত্রীরও মন্ত্রপাঠ আছে । ১৬ ।

চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

যাজ্ঞবল্ক্য-উবাচ ॥ ১ ॥ গর্ভাষ্টমাষ্টমে বাব্দে ব্রাহ্মণস্যোপনায়নং । রাজ্ঞামেকাদশে সৈকে বিশামেকে যথাকুলং ॥ ২ ॥ উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং মহাব্যাহৃতিপূর্ব্বকং । বেদমধ্যাপয়েদেনং শৌচাচারাংশ্চ শিক্ষয়েৎ ॥ ৩ ॥ দিবা সন্ধ্যাসু কর্ণস্থব্রহ্মসূত্র উদঙ্মুখঃ । কুর্য্যান্মূত্রপুরীষে তু রাত্রৌ চেদ্দক্ষিণামুখঃ ॥ ৪ ॥ গৃহীতশিশ্নশ্চোত্থায় মৃদ্ভিরভ্যুদ্ধৃতৈর্জ্জলৈঃ । গন্ধলেপক্ষয়করং

চতুর্নবতিতম অধ্যায় ।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন । গর্ভাবধি অষ্টম অথবা জননাবধি অষ্টমবৎসরে ব্রাহ্মণের উপনয়ন কর্ত্তব্য এবং ক্ষত্রিয়ের একাদশে ও বৈশ্যের দ্বাদশবর্ষে উপনয়ন সংস্কার জানিবে, এতদ্বিষয়ে অন্য কোন মুনি বলেন—যার যেমন কৌলিক নিয়ম আছে, তদনুসারে উপনয়ন করাইবে, অষ্টমাদিবৎসরের নিয়ম অপেক্ষণীয় নহে । ১—২ । মহাব্যাহৃতিপাঠপূর্ব্বক উপনয়ন করাইয়া শিষ্যকে গুরুবেদ অধ্যয়ন করাইবেন এবং শৌচাচার অর্থাৎ স্বীয় স্বীয় বর্ণে বিহিত ইহা শুদ্ধ ও ইহা অশুদ্ধ ইত্যাদি শিক্ষাপ্রদান করিবেন । ৩ দ্বিজাতিকুল দক্ষিণকর্ণে যজ্ঞসূত্র সংস্থাপন করিয়া দিবা ও সন্ধ্যাসময়ে উত্তরাভিমুখে এবং রাত্রিতে দক্ষিণাভিমুখে মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে, তৎপর শুদ্ধাচার ব্রাহ্মণ উপস্থগ্রহণপূর্ব্বক উঠিয়া উদ্ধৃতজল ও মৃত্তিকাদ্বারা দুর্গন্ধ দূরীকরণার্থ হস্তমার্জ্জন ও শৌচ করিবে । ৪—৫ । জানুদ্বয়ের মধ্যে শরীর রাখিয়া পবিত্র স্থানে

শৌচং কুর্য্যান্মহাব্রতঃ ॥ ৫ ॥ অন্তর্জ্জানুঃ শুচৌ দেশ-উপবিষ্ট উদঙ্মুখঃ। প্রাগ্বা ব্রাহ্মেণ তীর্থেন দ্বিজোনিত্য-মুপস্পৃশেৎ॥ ৬ ॥ কনিষ্ঠাদেশিন্যঙ্গুষ্ঠমূলান্যগ্রং করস্য চ। প্রজাপতি-পিতৃব্রহ্ম-দৈবতীর্থান্যনুক্রমাৎ ॥ ৭ ॥ ত্রিঃ প্রাশ্যাপোদ্বিরন্মৃজ্য মুখান্যদ্ভিঃ সমুস্পৃশেৎ। অদ্ভিস্তু প্রকৃতিস্থাভিঃ হীনাভিঃ ফেণবুদ্বুদৈঃ ॥ ৮ ॥ হৃৎকণ্ঠতালুনাভিস্তু যথাসংখ্যং দ্বিজাতয়ঃ। শুদ্ধ্যেরন্ স্ত্রী চ শূদ্রশ্চ সকৃৎস্পৃষ্টাভি রন্ততঃ ॥ ৯ ॥ স্নানং তদ্দৈবতৈর্ম্মন্ত্রৈর্ম্মার্জ্জনং প্রাণসংযমঃ। সূর্য্যস্য চাপ্যুপস্থানং গায়ত্র্যাঃ প্রত্যহং জপঃ ॥১০॥ গায়ত্রীং শিরসা সার্দ্ধং জপেদ্ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকাং। প্রতিপ্রণবসংযুক্তাং ত্রিবায়ং প্রাণসংযমঃ ॥ ১১ ॥ প্রাণায়ামস্য সংশুদ্ধিস্ত্যচা তদ্দৈবতেন তু। জপেন্নাসীত সাবিত্রীং প্রত্যগাতারকোদয়াৎ ॥ ১২ ॥ সন্ধ্যাং প্রাক্প্রাতরেবং হি তিষ্ঠন্নাসূর্য্যদর্শনাৎ। অগ্নিকার্য্যং ততঃ কুর্য্যাৎ সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি ॥ ১৩ ॥ ততোঽভিবাদয়েদ্বৃদ্ধানসাবহমিতি ব্রুবন্। গুরুঞ্চৈবাপ্যুপাসীত স্বাধ্যায়ার্থং সমাহিতঃ ॥ ১৪ ॥ আহূতশ্চাপ্যধীয়ীত সর্ব্বঞ্চাস্মৈ নিবেদয়েৎ। হিতঞ্চাস্যাপরান্নিত্যং মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ ॥ ১৫ ॥ দণ্ডাজিনোপবীতানি মেখলাঞ্চৈব ধারয়েৎ। দ্বিজেষু চারয়েদ্ভৈক্ষ্যমনিন্দেষাত্মবৃত্তয়ে ॥ ১৬ ॥ আদি-মধ্যাবসানেষু ভবেচ্ছব্দোপলক্ষিতা। ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়-বিশাং ভৈক্ষং চর্য্যাদ্যথাক্রমং ॥ ১৭ ॥ কৃতাগ্নিকার্য্যো-ভুঞ্জীত বিনীতা গুর্ব্বনুজ্ঞয়া। আপোশানক্রিয়াপূর্ব্বং সৎকৃত্যান্নমকুৎসয়ন্ ॥ ১৮ ॥ ব্রহ্মচর্য্যাস্থিতোঽনৈক মন্নমদ্যাদনাপদি। ব্রাহ্মণঃ কামমশ্নীয়াৎ শ্রাদ্ধে ব্রতঞ্মপীড়য়ন্ ॥ ১৯ ॥ মধুমাংসং তথা স্বিন্নমিত্যাদি পরিবর্জ্জয়েৎ। স গুরুর্যঃ ক্রিয়াঃ কৃত্বা বেদমস্মৈ প্রযচ্ছতি ॥ ২০ ॥ উপনীয় দদাত্যেনমাচার্য্যঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ। একদেশ উপাধ্যায় ঋত্বিগ্‌যজ্ঞকৃদুচ্যতে ॥ ২১ ॥

উপবেশনপূর্ব্বক উত্তর অথবা পূর্ব্বমুখ হইয়া ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মতীর্থ অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূল স্থানদ্বারা আচমন করিবে। কনিষ্ঠাঙ্গুলি মূল প্রজাপতি তীর্থ, তর্জ্জনীমূল পিতৃতীর্থ, অঙ্গুষ্ঠমূল ব্রাহ্মতীর্থ এবং সর্ব্বাঙ্গুলির অগ্রভাগ দেবতীর্থ জানিবে। ৬—৭। পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মতীর্থে বারত্রয় কিঞ্চিৎ জলপানপূর্ব্বক বারদ্বয় ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া বিশুদ্ধ অর্থাৎ ফেণ ও বুদ্বুদ (পট্‌কা ভুড়্‌ভুড়ি) রহিত জলদ্বারা হৃদয়, কণ্ঠ, তালু ও নাভিদেশ ক্রমে স্পর্শ করিবে, স্ত্রী এবং শূদ্র অন্ততঃ একবার পর্য্যন্ত আচমন ও হৃদয়াদি স্পর্শ করিলেও শুদ্ধ হইবে।৮—৯। প্রত্যহ সেই সেই দেবতারমন্ত্রদ্বারা স্নান, অপোমার্জ্জন, প্রাণায়াম ও সূর্য্যোপস্থাপন তদনন্তর প্রথমে প্রণবযুক্ত করিয়া মহাব্যাহৃতি (ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ) সহিত গায়ত্রী জপদ্বারা ত্রিবার প্রাণায়াম করিবে।১০—১১। সেই দেবতার মন্ত্রদ্বারা প্রাণায়ামের শুদ্ধতা হইয়া থাকে, সায়ংসন্ধ্যার অনন্তর নক্ষত্রদর্শন পর্য্যন্ত গায়ত্রী জপ করিবে এবং প্রাতঃসন্ধ্যার পরে সূর্য্যোদয় যাবৎ জপকরণানন্তর উভয় সন্ধ্যায় নিত্য যজ্ঞনিষ্পাদনপূর্ব্বক "এই আমি প্রণত হইতেছি" বলিয়া তত্রত্য বৃদ্ধগণকে প্রণাম করিবে, তৎপর অধ্যয়নার্থ সমাহিত হইয়া গুরুর সন্নিহিত হইবে। অধ্যয়নার্থ আহূত হইয়া অধ্যয়ন করিবে এবং বাক্য, মনঃ ও কর্ম্মদ্বারা গুরুর হিততৎপর হইবে। ১২—১৫। গুরুকে চর্ম্ম ও যজ্ঞোপবীত প্রদানপূর্ব্বক মেখলাধারণ করাইবে, নিজের উপজীবিকানির্ব্বাহার্থ অনিন্দিত অর্থাৎ স্নাতক পাচকাদি ভিন্ন দ্বিজ হইতে ভিক্ষা করিবে, তাহাতেও এই নিয়ম রক্ষা করিতে হইবে যে, প্রথমে ব্রাহ্মণের নিকটে, মধ্যে ক্ষত্রিয়ের নিকটে, অন্তে বৈশ্যের নিকট উপস্থিত হইয়া "মহাশয়! আপনি আমাকে ভিক্ষাপ্রদান করুন" এই বলিয়া ভিক্ষা করিবে। পরে অগ্নিকার্য্য সমাধানপূর্ব্বক গুরুকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া আপোশানক্রিয়াপূর্ব্বক অন্নসংস্কার অর্থাৎ পাত্রে যথানিয়মে স্থাপন ও তুষাদি অপনয়ন করত অন্নের নিন্দা না করিয়া ভোজন করিবে। ১৬—১৮। ব্রহ্মচর্য্যনিয়মে নিরাপদে অবস্থিত হওয়া আবশ্যক বিধায় ব্রাহ্মণ অধিক আহার করিবে না। ব্রাহ্মণ স্বকীয় ব্রতোপঘাত না হয়, শ্রাদ্ধবিষয়ে এরূপ যদৃচ্ছা ভোজন করিবে, কিন্তু মদ্য, মাংস ও স্বিন্ন অর্থাৎ পর্য্যুসিতান্ন ইত্যাদি বর্জ্জন করিবে। যিনি বিধিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করান তিনি গুরু, যিনি উপনয়ন প্রদানপূর্ব্বক বেদশিক্ষা দেন তিনি আচার্য্য, যিনি কিয়দংশ অধ্যয়ন করান তিনি উপাধ্যায়, আর যিনি যজ্ঞকর্ত্তা তিনি ঋত্বিক্ নামে অভিহিত হয়েন, ইহারা সকলেই আনুপূর্ব্বিক

এতে মান্যা যথাপূর্ব্বমেভ্যোমাতা গরীয়সী। প্রতিবেদং ব্রহ্মচর্য্যং দ্বাদশাব্দানি পঞ্চ বা ॥ ২২ ॥ গ্রহণান্তিকমিত্যেকে কেশান্তশ্চৈব ষোড়শঃ। আষোড়শাদ্বিবিংশাচ্চ চতুর্ব্বিংশাচ্চ বৎসরাৎ ॥ ২৩ ॥ ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং কাল উপনায়নিকঃ পরঃ। অত ঊর্দ্ধং পতন্ত্যেতে সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতাঃ। সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ব্রাত্যস্তোমাদৃতে ক্রতোঃ ॥ ২৪ ॥ মাতুর্যদগ্রে জায়ন্তে দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনং। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশস্তস্মাদেতে দ্বিজাতয়ঃ ॥ ২৫ ॥ যজ্ঞানাং তপসাঞ্চৈব শুভানাঞ্চৈব কর্ম্মণাং। বেদএব দ্বিজাতীনাং নিঃশ্রেয়স-করঃ পরঃ ॥ ২৬ ॥ মধুনা পয়সা চৈব স দেবাংস্তর্পয়েদ্দ্বিজঃ। পিতৄন্মধুঘৃতাভ্যাঞ্চ ঋচোঽধীতে হি সোঽন্বহং ॥ ২৭ ॥ যজুঃ সাম পঠেত্তদ্বদথর্ব্বাঙ্গিরসং দ্বিজঃ। সন্তর্পয়েৎ পিতৄন্দেবান্ সোন্বহং হি ঘৃতামৃতৈঃ। ॥২৮॥ বেদবাক্যং পুরাণঞ্চ নারাশংসীশ্চ গাথিকাঃ। ইতিহাসাংস্তথা বেদান্ যোঽধীতে শক্তিতোঽন্বহং ॥ ২৯ ॥ সন্তর্পয়েৎ পিতৄন্ দেবান্ মাংসক্ষীরোদনাদিভিঃ। তে তৃপ্তাস্তর্পয়ন্ত্যেনং সর্ব্বকামফলৈঃ শুভৈঃ ॥ ৩০ ॥ যং যং ক্রতুমধীতে চ তস্য তস্যাপ্নুয়াৎ ফলং। ভুমিদানস্য তপসঃ স্বাধ্যায়ফলভাক্ দ্বিজঃ ॥ ৩১ ॥ নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মচারী তু বসেদাচার্য্যসন্নিধৌ। তদভাবেঽস্য তনয়ে পত্ন্যাং বৈশ্বানরেপি বা ॥ ৩২ ॥ অনেন বিধিনা দেহং সাধয়েদ্বিজেতেন্দ্রিয়ঃ। ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি ন চেহ জায়তে পুনঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে বর্ণধর্ম্মোনাম
চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

যাজ্ঞবল্ক্য-উবাচ ॥ ১ ॥ শৃণ্বন্তু মুনয়োধর্ম্মান্ গৃহ-

মাননীয় কিন্তু এই সকল হইতেও মাতাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতরা, প্রতিদিন বেদাধ্যয়ন করিবে অথবা দ্বাদশ বৎসর কিম্বা পঞ্চবর্ষ ব্রহ্মচর্য্যনিয়মে অবস্থিত থাকিবে। ২২। কোন মুনি বলেন, বেদাধ্যয়নসমাপ্তি পর্য্যন্ত, অপর কোন মুনি বলেন কেশচ্ছেদন সংস্কার যাবৎ ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিবে। ব্রাহ্মণের ষোড়শ বৎসর, ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশতিবৎসর, বৈশ্যের চতুর্ব্বিংশতিবৎসর পর্য্যন্ত উপনয়নের চরমকাল এই কালের মধ্যে উপনয়ন না হইলে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণই পতিত হয়; তখন তাহাদিগের কোন ধর্ম্মকর্ম্মের অধিকার থাকে না। তাহারা ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত আচরণ না করিলে সাবিত্রীপতিত হইয়া থাকে।২৩—২৪। মাতার উদর হইতে জাত হইয়া দ্বিতীয়বার মৌঞ্জীবন্ধন অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কারদ্বারা জন্মান্তর গ্রহণ হয়, এইহেতু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহারা দ্বিজাতি বলিয়া অভিহিত হয়। ২৫। যজ্ঞ, তপস্যা ও শুভকর্ম্ম এই সকল কার্য্যের মূলকারণ বেদ, অতএব একমাত্র বেদই দ্বিজাতিদিগের পরম শ্রেয়ঃসাধন।২৬। দ্বিজগণ মধু ও দুগ্ধদ্বারা দেবতাদিগের এবং মধু ও ঘৃতদ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করিবে। সেই ব্যক্তি প্রত্যহ মন্ত্রপাঠ করিয়া যজুর্ব্বেদ ও সামবেদীয় শ্রাদ্ধবিহিতাংশ ও অথর্ব্ববেদের আঙ্গিরস আখ্যান পাঠ করে, ঘৃতোদকদ্বারা পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিবে।২৭—২৮। দ্বিজগণ প্রতিদিন বৈদিক অধ্যায়, পুরাণ ও তত্ত্বগাথা, ইতিহাস ও বেদ অর্থাৎ প্রত্যহ যথাশক্তি গায়ত্রী পাঠ করিবে। ২৯। পিতৃদেবকে মাংস, ক্ষীরান্ন ও ঘৃতোদকদ্বারা পরিতৃপ্ত করিলে, পিতৃগণও সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে শ্রেয়স্কর সর্ব্বাভিলষিত ফলপ্রদানদ্বারা কৃতার্থ করিয়া থাকেন, ইহাতে যে যে যজ্ঞ কৃত এবং যে যে মন্ত্রাদি পঠিত হয়, শ্রাদ্ধকর্ত্তা তাহার সম্যক ফল লাভ করিবেন।৩০। কর্ম্মনিষ্ঠ ব্রহ্মচারী সেই সেই ক্রিয়া দ্বারা ভূমিদান ও তপস্যার ফলভোগ করতঃ আচার্য্য সন্নিধানে বাস করিবে। আচার্য্য না থাকিলে আচার্য্যপুত্র, তদভাবে আচার্য্যপত্নী অন্ততঃ যথাবিধি সংস্কৃতাগ্নি সন্নিধানে সম্যকস্থিত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য নিষ্পাদন করিবে। ৩১।৩২। পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে যে ব্রাহ্মণ সংযতেন্দ্রিয় হইয়া নিজ শরীর ও স্বভাবকে ধর্ম্মকর্ম্মের সাধন করে, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মলোকবাসী হইবে, তাহাকে পুনর্ব্বার ইহলোকে জন্ম ধারণ করিতে হইবে না।৩৩।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন। হে সত্যাচারপর মুনিগণ! এইক্ষণ

স্বস্থ যতব্রতাঃ। গুরবে চ ধনং দত্ত্বা স্নাত্বা চ তদনুজ্ঞয়া ॥ ২ ॥ সবিপ্লুতো ব্রহ্মচর্য্যো লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ। অনন্যপূর্ব্বিকাং কান্তা-মসপিণ্ডাং যবীয়সীং ॥৩॥ অরোগিণীং ভ্রাতৃমতীমসমানার্ষগোত্রজাং। পঞ্চমাৎ সপ্তমাদূর্দ্ধং মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা ॥ ৪ ॥ দ্বিপঞ্চনববিখ্যাতাৎ শ্রোত্রিয়াণাং মহাকুলাৎ। সবর্ণঃ শ্রোত্রিয়ো, বিদ্বান্ বরোদোষান্বিতো ন চ ॥ ৫ ॥ যদুচ্যতে দ্বিজাতীনাং শূদ্রাদারোপসংগ্রহঃ। ন তন্মম মতং যস্মাত্তত্রায়ং জায়তে স্বয়ং ॥ ৬ ॥ তিস্রোবর্ণানুপূর্ব্বেণ দ্বে তথৈকা যথাক্রমং। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ভার্য্যাং বা শূদ্রজন্মনঃ ॥ ৭ ॥ ব্রাহ্মোবিবাহ আহূয় দীয়তে শক্ত্যলঙ্কৃতা। তজ্জঃ পুনাত্যুভয়তঃ পুরুষানেকবিংশতিম্ ॥ ৮ ॥ যজ্ঞস্থায়র্ত্ত্বিজে দৈব মাদায়ার্ষস্তু গোযুগং। চতুর্দ্দশপ্রথমজঃ পুনাত্যুত্তরজশ্চ ষট্ ॥ ৯ ॥ ইত্যুক্ত্বা চ রতাং ধর্ম্মং সহ যা দীয়তেঽর্থিনে। সকায়ঃ পাবয়েৎ তজ্জং ষড়্বংশ্যানাত্মনা সহ ॥ ১০ ॥ আসুরো দ্রবিণাদানাদ্ গান্ধর্ব্বঃ সময়ান্মিথঃ। রাক্ষসো যুদ্ধহরণাৎ পৈশাচঃ কন্যকাচ্ছলাৎ ॥ ১১ ॥ চত্বারো ব্রাহ্মণস্যাদ্যাস্তথা গান্ধর্ব্বরাক্ষসৌ। রাজ্ঞস্তথাসুরো বশ্যে শূদ্রেচান্ত্যস্তু গর্হিতঃ ॥ ১২ ॥ পাণিগ্রাহ্যঃ সবর্ণাসু গৃহ্নীত ক্ষত্রিয়া শরং। বৈশ্যা প্রতোদমা-দদ্যাদ্বেদনে চাগ্রজন্মনঃ ॥ ১৩ ॥ পিতা পিতামহো ভ্রাতা সকুল্যোজননী তথা। কন্যাপ্রদঃ পূর্ব্বনাশে প্রকৃতিস্থঃ পরঃ-

---

গৃহস্থধর্ম্ম বলিতেছি শ্রবণ কর, শিষ্য গুরুকে দক্ষিণা প্রদান ও গুরুর অনুজ্ঞাগ্রহণ করিয়া বিধিপূর্ব্বক স্নান করতঃ ব্রহ্মচর্য্য সমাপনান্তে সুলক্ষণা অনন্যপূর্ব্বা (যে কন্যার সহিত পূর্ব্বে অন্য কাহারও বিবাহাবধারণ হয় নাই) কমনীয়া, অসপিণ্ডা, সদ্বংশজাতা, গুণজ্ঞা, অরোগিণী, সভ্রাতৃকা অর্থাৎ যাহার সহোদর আছে, অসমানগোত্রা ও ঋষিবংশীয়া কন্যা বিবাহ করিবে। মাতামহ হইতে পঞ্চম ও পিতা হইতে সপ্তম পুরুষ ত্যাগ করিয়া কন্যা পরিগ্রহ করিবে। ১—৪। শ্রোত্রিয়কুলোৎপন্ন সমানবর্ণ; বিদ্বান, শ্রোত্রিয় ও দোষরহিত বরকেই বিবাহকার্য্যে মনোনীতকরিবে। ৫। অন্য মুনিগণ যে "শূদ্রকন্যাকে ব্রাহ্মণ বিবাহ করিতে পারে" বলিয়া থাকেন, তাহা আমার মত নহে, যেহেতু ঐ শূদ্রা স্ত্রীতে পুত্ররূপে আত্মাই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, অতএব ব্রাহ্মণের শূদ্রকন্যা বিবাহ নিষিদ্ধ ॥ ৬ ॥ যেহেতু দ্বিজাতির শূদ্রাবিবাহ আমার অভিমত নহে, অতএব ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যা এই তিনটি বিবাহ করিবে। ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যা এই দুইটি এবং বৈশ্য কেবল বৈশ্যকন্যামাত্র বিবাহ করিতে পারে। শূদ্র কেবল শূদ্রকন্যাই বিবাহ করিবে। ৭। বরকে যথাবিধি আহ্বান করিয়া সাধ্যানুরূপ অলঙ্কৃতা কন্যা প্রদান করিবে এইরূপ বিবাহকে ব্রাহ্মবিবাহ বলিয়া থাকে। সেই ব্রাহ্মবিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র একবিংশতি পুরুষ অর্থাৎ পিতৃকুলের চতুর্দ্দশ পুরুষ, মাতামহকুলের ষট্ পুরুষ ও আপনাকে পাপ ও নরক হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকে। ৮। যজ্ঞস্থিত পুরোহিতের নিকট কন্যাসমর্পণকে দৈববিবাহ, বর হইতে দুইটী গো গ্রহণ করিয়া ঐ গো দ্বয়ের সহিত কন্যাদানকে আর্ষবিবাহ, দৈববিবাহে পরিণীতা কন্যার গর্ভজাত সন্তান চতুর্দ্দশপুরুষ এবং আর্ষবিবাহে বিবাহিত কন্যার গর্ভোৎপন্ন পুত্র ষট্পুরুষ পবিত্র করিয়া থাকে। ৯। "তুমি এই কন্যার সহিত ধর্ম্মাচরণ কর" এই নিয়ম পূর্ব্বক কন্যা সমর্পণকে প্রাজাপত্যবিবাহ বলে; প্রাজাপত্যবিবাহে পরিণীতা কন্যার গর্ভজাত পুত্র নিজের সহিত ষট্ পুরুষ উদ্ধার করে। ১০। ধনগ্রহণপূর্ব্বক কন্যাদান করিলে সেই বিবাহের নামআসুরবিবাহ। বরকন্যার পরস্পর অনুরাগবশতঃ যে বিবাহ সম্পন্ন হয়, তাহাকে গান্ধর্ব্ববিবাহ বলে। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বলপূর্ব্বক কন্যা হরণ করিয়া আনিয়া বিবাহ করিলে সেই বিবাহকে রাক্ষসবিবাহ বলা যায়। এবং ছল অর্থাৎ নিদ্রিতা, উন্মনা কিম্বা নির্জ্জনস্থানগতা বালাকে অনিচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিলে, তাহাকে পৈশাচবিবাহ কহে। ১১। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য এই ত্রিবিধ বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত, গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস এদ্বিবিধ বিবাহ ক্ষত্রিয়ের, আসুর বিবাহ বৈশ্যের এবং নিকৃষ্ট পৈশাচবিবাহ শূদ্রজাতির প্রশস্ত জানিবে। ১২। বিবাহ সময়ে ব্রাহ্মণকন্যা কেবল বরের হস্তগ্রহণ করিবে, ক্ষত্রিয়কন্যা শর, বৈশ্যবালিকা প্রতোদ অর্থাৎ অশ্বাদির তাড়নদণ্ড গ্রহণ করিবে। ১৩। কন্যাদানবিষয়ে প্রথমতঃ পিতা তৎপর পিতামহ, ভ্রাতা, সকুল্য (দশমপুরুষপর্য্যন্ত জ্ঞাতি) ও মাতা ইঁহারাই

পরঃ ॥ ১৪ ॥ অপ্রয়চ্ছন্ সমাপ্নোতি ভ্রূণহত্যা মৃতা-বৃতৌ। এষামভাবে দাতৄণাং কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ম্বরং ॥ ১৫ ॥ সকৃৎ প্রদীয়তে কন্যা হরংস্তাং চৌরদণ্ডভাক্। অদুষ্টাং হি ত্যজন্ দণ্ড্যঃ সুদুষ্টাস্তু পরিত্যজেৎ ॥ ১৬ ॥ অপুত্রাং গুর্ব্বনুজ্ঞাতো দেবরঃ পুত্রকাম্যয়া। সপিণ্ডো-বা সগোত্রো বা ঘৃতাভ্যক্তো ঋতাবিয়াৎ ॥ ১৭ ॥ আগর্ভসম্ভবং গচ্ছেৎ পতিতস্ত্বন্যথা ভবেৎ। অনেন বিধিনা জাতঃ ক্ষেত্রপস্য ভবেৎ সুতঃ ॥ ১৮ ॥ কৃতাধি-কারাং মলিনাং পিণ্ডমাত্রোপসেবিনীং। পরিভূতা-মধঃশয্যাং বাসয়েদ্ব্যভিচারিণীং ॥ ১৯ ॥ সোমঃ শৌচং দদৌ তাসাং গন্ধর্ব্বশ্চ শুভাংগিরং। পাবকঃ সর্ব্বদা-মেধ্যো মেধ্যা বৈ যোষিতো হ্যতঃ ॥ ২০ ॥ ব্যভিচারা-দৃতেঃশুদ্ধের্গর্ভত্যাগং করোতি যা। গর্ভভর্তৃবধে তাসাং তথা মহতি পাতকে ॥ ২১ ॥ সুরাপী ব্যাধিতা দ্বেষ্ট্রী বিহর্ত্তব্যা প্রিয়ম্বদা। ভর্ত্তব্যা চান্যথা হ্যেন ঋষ-য়োহি ভবেন্মহৎ ॥ ২২ ॥ যত্রাবিরোধং দম্পত্যোস্ত্রি-বর্গস্তত্র বর্দ্ধতে। মৃতে জীবতি যা পত্যৌ যা নান্যমুপ-গচ্ছতি ॥ ২৩ ॥ সেহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি মোদতে চোময়া-সহ। শুদ্ধাং ত্যজংস্তৃতীয়াংশং দদ্যাদাভরণং-স্ত্রিয়াঃ ॥ ২৪ ॥ স্ত্রীভির্ভর্তৃবচঃ কার্য্যমেষধর্ম্মঃ পরঃ স্ত্রিয়াঃ। ষোড়শর্ত্তু নিশাঃ স্ত্রীণাং তাসু যুগ্মাসু সংবিশেৎ ॥ ২৫ ॥ ব্রহ্মচারী চ পর্ব্বণ্যাদ্যাশ্চতস্রস্তু বর্জ্জয়েৎ। এবং

অধিকারী ইহাদের মধ্যে যাহারা প্রকৃতিস্থ অর্থাৎ পাতিত্যাদি-দোষ রহিত তাহাদিগের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিকারীর অভাবে পরবর্ত্তী ব্যক্তিকে কন্যাদানের অধিকারী জানিবে। ১৪। উক্ত কন্যাদানাধিকারীগণের মধ্যে যদি কেহ সময় মধ্যে কন্যাদান না করে, তবে ঐ কন্যার প্রতিঋতুতেই তাহারা ভ্রূণহত্যা-জনিত পাপভাগী হইবে। পূর্ব্বোক্ত কন্যাদানাধিকারীগণের মধ্যে কেহই না থাকিলে কন্যা স্বয়ম্বর স্বীকার করিবে।১৫। এক বারমাত্রই কন্যাদান করিবে, সেই বিবাহিত কন্যা যদি কেহ হরণ করে, তবে সেই ব্যক্তি চৌর্য্যদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে। আর যদি কোন ব্যক্তি অদুষ্টা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই পতিও দণ্ডনীয় হইবে। আর অত্যন্ত দুষ্টা স্ত্রীকে পরি-ত্যাগ করিবে। ১৬। অপুত্রা স্ত্রী যদি পুত্রাভিলাষিণী হয়, তবে শ্বশুরাদি গুরুজনের আজ্ঞাগ্রহণপূর্ব্বক ঘৃতদ্বারা অভ্যক্তদেহ দেবর কিম্বা সপিণ্ডদ্বারা পুত্রোৎপাদন করিবে। ১৭। যে পর্য্যন্ত গর্ভসঞ্চার হয়, সেই পর্য্যন্ত ঋতুকালে গমন করিবে, ইহার অন্যথা করিলে সেই ব্যক্তি পাপী হইবে, উক্ত নিয়মানু-সারে যে পুত্র উৎপাদিত হয়, সেই পুত্র ক্ষেত্রপতি অর্থাৎ স্বামীরই হইবে। ১৮। যদি কোন স্ত্রী আপন ইচ্ছাবশতঃ ব্যভিচারিণী হয়, তবে তাহাকে মলিন বস্ত্রাদি ও অন্নমাত্র প্রদান করিয়া নিজগৃহে ভূমিশয্যায় বাস করাইবে। ১৯। স্ত্রীগণ স্বভাবতঃই শুদ্ধা; যেহেতু চন্দ্র তাহাদিগকে পবিত্রতা ও গন্ধর্ব্ব মধুর বচন প্রদান করিয়াছেন, এজন্য ব্যভিচারাদি দোষ রহিতা যোষিদ্‌গণকে অগ্নির ন্যায় স্বভাব শুদ্ধা জানিবে। ২০। কিন্তু যদি স্ত্রী ব্যভিচারদোষে দূষিত হইয়া শুদ্ধির নিমিত্ত গর্ভ-বিনাশ করে, কিম্বা পতিঘাতিনী হয় এবং মহাপাপে লিপ্ত থাকে অর্থাৎ ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, সুবর্ণ চৌর্য্যাদি পাপকর্ম্ম করে কিম্বা পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ পাতকীর সংসর্গকারিণী হয় এবং মদ্যপায়িনী কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্তা ও ভর্ত্তৃদ্বেষিণী হয়, তবে তাহা-দিগকে পরিত্যাগ করিবে। আর যদি সেই স্ত্রী প্রিয়ভাষিণী হয়, তবে তাহাকে সমুচিত ভরণপোষণ করিবে। হে ঋষিগণ! তদন্যথায় স্বামীকে মহাপাতকী হইতে হইবে। ২১—২২। যে গৃহে স্বামী ও স্ত্রীর কলহ না থাকে, সেই গৃহে ধর্ম্ম ও অর্থ বর্দ্ধিত এবং মনস্কামনা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। যে রমণী স্বামীর মরণান্তে জীবিত থাকিয়া ইন্দ্রিয়চরিতার্থহেতু অন্য পুরুষকে আশ্রয় না করে, সেই নারী ইহলোকে যশস্বিনী হইয়া পর-লোকে ভগবতীর সহিত ক্রীড়া করিবে। আর শুদ্ধা অর্থাৎ সদ্‌গুণসম্পন্না ও পতিব্রতা স্ত্রীকে যদি স্বামী পরিত্যাগ করে, তবে ঐ স্ত্রীর ভরণপোষণের নিমিত্ত স্বামীকে দায়ী হইতে হইবে। ২৩—২৪। সর্ব্বদা ভর্ত্তার বাক্য রক্ষা করাই নারীগণের পরম ধর্ম্ম। ঋতুর প্রথম দিবস হইতে ষোড়শরাত্র স্ত্রীদিগের ঋতুকাল, তন্মধ্যে পুত্রকামী স্বামী যুগ্মদিনে স্ত্রীসংসর্গ করিবে।২৫ আর যাহারা ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয় করিবে, তাহারা পর্ব্ব অর্থাৎ চতু-র্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা পূর্ণিমা ও সংক্রান্তিতে জায়োপভোগ করিবে না এবং ব্রহ্মচারীর পক্ষে ঋতুর আদ্য রাত্রিচতুষ্টয়

গচ্ছন্ স্ত্রিয়ং কামান্মঘাং মূলাঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ২৬ ॥ লক্ষণ্যং জনয়েদেবং পুত্রং রোগবিবর্জ্জিতং। যথা-কামী ভবেদ্বাপি স্ত্রীণাং স্মরমনুস্মরন্ ॥ ২৭ ॥ স্বদার-নিরতশ্চৈব স্ত্রিয়োরক্ষ্যা যতস্ততঃ। ভর্ত্তৃ ভ্রাতৃ-পিতৃজ্ঞাতি-শ্বশ্রূশ্বশুরদেবরৈঃ ॥ ২৮ ॥ বন্ধুভিশ্চ স্ত্রিয়ঃ পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ। সংযতোপস্করা দক্ষা হৃষ্টা ব্যয়পরাঙ্মুখী ॥ ২৯ ॥ শ্বশ্রূশ্বশুরয়োঃ কুর্য্যাৎ পাদয়োর্বন্দনং সদা। ক্রীড়াশরীর-সংস্কার-সমাজোৎসব-দর্শনং ॥ ৩০ ॥ হাস্যং পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা। রক্ষেৎ কন্যাং পিতা বাল্যে যৌবনে পতি-রেব তাং ॥৩১॥ বার্দ্ধক্যে রক্ষতে পুত্রোহ্যন্যথা জ্ঞাত-য়স্তথা। পতিং বিনা ন তিষ্ঠেত দিবা বা যদি বা নিশি ॥ ৩২ ॥ জ্যেষ্ঠাং ধর্ম্মবিধৌ কুর্য্যান্ন কনিষ্ঠাং কদাচন। দাহয়েদগ্নিহোত্রেণ স্ত্রিয়ং বৃত্তবতীং পতিঃ ॥ ৩৩ ॥ আহরেদ্ বিধিবদ্দারানগ্নিঞ্চৈবাবিলম্বিতঃ। হিত্বা ভর্ত্তৃর্দ্দিবং গচ্ছেদিহ কীর্ত্তী রবাপ্য চ ॥ ৩৪ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে গৃহস্থধর্ম্মনির্ণয়োনাম পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

অত্যন্ত নিষিদ্ধ। ঋতুকালে পত্নীসম্ভোগে মঘানক্ষত্র ও মূলা নক্ষত্র পরিত্যাগ করিবে। ২৬। উক্ত নিয়মে উৎপাদিত সন্তান সুন্দর, সবল ও ব্যাধিরহিত হইবে। আর স্ত্রী যদি সম্ভোগেচ্ছা প্রকাশ করে, তবে স্বস্ত্রীতে অনুরক্ত স্বামী পূর্ব্বোক্ত যুগ্মরাত্রি ও নক্ষত্রবিচার পরিত্যাগ করিতে পারে। ২৭। সর্ব্বত্রই স্ত্রীগণকে স্বামী, ভ্রাতা, পিতা, জ্ঞাতি, শ্বশুর ও দেবর রক্ষা করিবে এবং অলঙ্কার, বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট ভোজনাদিদ্বারা সর্ব্বদা তাহাদিগের পরিতোষসাধন করিবে। ২৮—২৯। আর স্ত্রীগণও প্রতিদিন শ্বশুর ও শ্বশ্রূকে নমস্কার করিবে এবং গৃহোপকরণ সামগ্রী সকল যথাবৎ মার্জ্জনাদি সংস্কারপূর্ব্বক সুপ্রণালীতে রক্ষা করিবে। আর অত্যন্ত ব্যয়ে পরাঙ্মুখী অর্থাৎ মিতব্যয়ে যত্ন করিবে এবং ভর্ত্তা প্রবাসগমন করিলে পত্নী দ্যূতক্রীড়া, শরীর সংস্কার অর্থাৎ বেশভূষায় চাকচিক্য সাধন পরিত্যাগ করিবে এবং গীতবাদ্যাদির সভা ও বহুলোকসঙ্কীর্ণ উৎসবাদিবিশিষ্ট কোন গৃহে যাইবে না। এবং হাস্য পরিহাস এবং পরগৃহে গমন ও শয়নাদি সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে। নারীগণ বাল্য-কালে পিতাকর্ত্তৃক, যৌবনাবস্থায় স্বামীকর্ত্তৃক, বৃদ্ধাবস্থায় সন্তান-কর্ত্তৃক এ সমস্ত না থাকিলে অন্ততঃ জ্ঞাতিকর্ত্তৃক শাসিত হইয়া থাকিবে। রমণীগণ স্বামীর অসমভিব্যাহারে দিবা অথবা রাত্রিতে অন্য স্থানে থাকিবে না। ৩০—৩২। আবার স্বামীও স্বীয় পত্নীকে ধর্ম্মকর্ম্মাদিতে প্রশস্ততর জ্ঞান করিবে। কোনমতেই পতিব্রতা স্ত্রীর প্রতি অবজ্ঞা করিবে না এবং পত্নীর মৃত্যু হইলে অগ্নিহোত্র যজ্ঞানলদ্বারা স্ত্রীকে দাহ করিবে, পরে পুনর্ব্বার যথাবিধি অবিলম্বে দারগ্রহণ ও অগ্ন্যাধান করিবে, ভর্ত্তার হিতৈষিণী পত্নী ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে স্বর্গগামিনী হইবে ॥ ৩৩—৩৪ ॥

ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

যাজ্ঞবল্ক্য-উবাচ ॥ ১ ॥ বক্ষ্যে শঙ্করজাত্যাদি গৃহ-স্থাদিবিধিং পরং। বিপ্রাৎ মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি ক্ষত্রি-য়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াং ॥২॥ জাতোঽম্বষ্ঠস্তু শূদ্রায়াং নিষাদঃ পর্ব্বতোপি বা। মাহিষ্যঃ ক্ষত্রিয়াজ্জাতো বৈশ্যায়াং ম্লেচ্ছসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩ ॥ শূদ্রায়াং করণো বৈশ্যাদ্বিধানেষ বিধিঃ স্মৃতঃ। ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ সূতো বৈশ্যাদ্বৈ-দেহকস্তথা ॥ ৪ ॥ শূদ্রাজ্জাতস্তু চাণ্ডালঃ সর্ব্ববর্ণবিগ-র্হিতঃ। ক্ষত্রিয়ায়াং মাগধো বৈশ্যাচ্ছূদ্রা ক্ষেত্রাবমেব চ ॥ ৫ ॥ শূদ্র্যামায়োগবং বৈশ্যা জনয়ামাস বৈ সুতং।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন। অতঃপর সঙ্কর জাতির উৎপত্তি ও গৃহস্থ দিগের প্রকৃতধর্ম্ম বলিতেছি। বিপ্রহইতে ক্ষত্রিয়াতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকন্যাতে অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) আর শূদ্রাতে নিষাধ (ব্যাধ) অথবা পর্ব্বতনামক জাতি বিশেষ জন্মিয়াছে এবং বৈশ্যাতে ক্ষত্রিয় হইতে মাহিষ্য (ম্লেচ্ছ জাতি বিশেষ) জন্মিয়াছে। শূদ্রাতে বৈশ্য হইতে করণ, ব্রাহ্মণীতে ক্ষত্রিয় হইতে সূত, বৈশ্য হইতে বৈদেহ ও শূদ্র হইতে সর্ব্বধর্ম্মবহির্ম্মুখ চণ্ডাল উৎপন্ন হইয়াছে, আর ক্ষত্রিয়াতে মাগধ, শূদ্রাতে

মাহিষ্যেণ করণ্যান্তু রথকারঃ প্রজায়তে॥ ৬॥ অসৎ-স্তুতা স্তু বৈ জ্ঞেয়াঃ প্রতিলোমানুলোমজাঃ। জাত্যুৎ-কর্ষাদ্দ্বিজো জ্ঞেয়ঃ সপ্তমে পঞ্চমেঽপি বা॥৭॥ ব্যত্যয়ে কর্ম্মণাং সাম্যে পূর্ব্ববচ্চোত্তরাবরং। কর্ম্ম স্মার্ত্তং বিবাহাগ্নৌ কুর্ব্বীত প্রত্যহং গৃহী॥ ৮॥ দানকালা-হৃতে বাপি শ্রৌতং বৈবাহিকাগ্নিষু। শরীরচিন্তাং নির্ব্বর্ত্ত্য কৃতশৌচবিধির্দ্বিজঃ॥ ৯॥ প্রাতঃ সন্ধ্যা-মুপাসীত দন্তধাবনপূর্ব্বকং। হুত্বাগ্নৌ সূর্য্যদৈবত্যান্ জপেন্মন্ত্রান্ সমাহিতঃ॥ ১০॥ বেদার্থানধিগচ্ছেচ্চ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ। যোগক্ষেমাদিসিদ্ধ্যর্থমুপেয়া-দীশ্বরং গৃহী॥ ১১॥ স্নাত্বা দেবান্ পিতৃংশ্চৈব তর্পয়ে দর্চ্চয়েত্তথা। বেদানথ পুরাণানি সেতিহাসানি শক্তিতঃ॥ ১২॥ জপযজ্ঞানুসিদ্ধ্যর্থং বিদ্যাঞ্চাধ্যাত্মিকীং জপেৎ। বলিকর্ম্মস্বধাহোম-স্বাধ্যায়াতিথি-সৎক্রিয়াঃ॥ ১৩॥ ভূতপিত্রমরব্রহ্ম মনুষ্যাণাং মহামখাঃ। দেবে-ভ্যস্তু হুতং চাগ্নৌ ক্ষিপেৎ ভূতবলিং হরেৎ॥ ১৪॥ অন্নং ভূমৌ চ চাণ্ডালবায়সেভ্যশ্চ নিক্ষিপেৎ। অন্নং পিতৃমনুষ্যেভ্যো দেয়মপ্যন্বহং জলং॥ ১৫॥ স্বাধ্যা-য়মন্বহং কুর্য্যান্ন পচেচ্চান্নমাত্মনে। বালস্বধাসিনীবৃদ্ধ গর্ভিণ্যাতুরকন্যকাঃ॥ ১৬॥ সংভোজ্যাতিথিভৃত্যাংশ্চ দম্পত্যোঃ শেষভোজনং। প্রাণাগ্নিহোমবিধিনা-শ্নীয়াদন্নমকুৎসয়ন্॥ ১৭॥ মিতং বিপাকঞ্চ হিতং ভক্ষ্যং বালাদিপূর্ব্বকং। আপোসানেনোপরিষ্টা-দধস্তাচ্চৈব ভুজ্যতে॥ ১৮॥ অনগ্নমমৃতঞ্চৈব কার্য্যমন্নং দ্বিজন্মনা। অতিথিভ্যস্তু বর্ণেভ্যো দেয়ং শক্ত্যনু-পূর্ব্বশঃ॥ ১৯॥ অপ্রণম্যোঽতিথিঃ সোঽয়মপি নাত্র বিচারণা। সংহৃত্য ভিক্ষবে ভিক্ষা দাতব্যা সুব্রতায় চ॥ ২০॥ আগতান্ ভোজয়েৎ সর্ব্বান্ মহোক্ষং

বৈশ্য কর্ত্তৃক অয়োগব নামে জাতি বিশেষ উৎপন্ন হইয়াছে এবং এবং মাহিষ্য কর্ত্তৃক করণ জাতীয় স্ত্রীতে রথকার (সুতারের) জন্ম হয়।১-৬। এইরূপ অনুলোম বিলোমে যে সকল সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হয়, তাহারা অপকৃষ্ট জাতি মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। কর্ম্মের উৎকর্ষাপকর্ষে জাতিগত উৎকর্ষাপকর্ষ হইয়া থাকে। অতএব দ্বিজাতিগণ সকলের প্রধান হইয়াছে। যে উৎকৃষ্ট কর্ম্মকরে, তাহার উত্তম কুলে আর যে অপকৃষ্ট কর্ম্ম করে, তাহার অপকৃষ্ট কুলে জন্ম হয়। গৃহিগণ বিবাহ দিবসীয় সংস্কৃত অগ্নিকে রক্ষা করিয়া তাহাতে স্মৃত্যুক্ত নিত্য হোম করিবে। যদিকন্যা সংপ্রদান দিনে হোম না করাযায়, তবে বিবাহাগ্নিতে শ্রুত্যুক্ত হোম নির্ব্বাহ করিবে।৭—৯। ব্রাহ্মণ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া আগামী দিবসের শরীর চিন্তা নিষ্পাদন পূর্ব্বক শৌচাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে দন্তধাবন করিয়া প্রাতঃ সন্ধ্যার উপাসনা করিবে। তৎপর সূর্য্যাদি দেবতার হোম করিয়া মন্ত্র জপকরিবে এবং বেদাদি বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়নার্থ মনোনিবেশ করিবে। পরে যোগসাধনের মঙ্গলার্থ ঈশ্বরের উপাসনা করিবে।১০—১১। তৎ-পর মধ্যাহ্ন সময়ে স্নান করিয়া পিতৃতর্পণ, শ্রাদ্ধ, বেদ, পুরাণ, ইতি-হাস ও জপযজ্ঞাদি সিদ্ধ্যর্থ আধ্যাত্মিকা বিদ্যা পাঠ করিবে, এবং বলিবৈশ্বকর্ম্ম, অধ্যয়ন, হোম, অতিথিসৎকার ও পিত্রাদিরতর্পণ করিবে। ১২—১৩। ভূতগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, ব্রাহ্মণগণ ও মনুষ্যদিগের প্রীতিজনক কার্য্যদ্বারা দিনাতিপাত করিবে এবং অগ্নিতে দেবতার উদ্দেশে হোম করিয়া প্রাণিগণের তৃপ্ত্যর্থ বলিপ্রদান করিবে। ১৪। পরে কাক ও চণ্ডালগণের নিমিত্ত ভূমিতে অন্নক্ষেপ করিবে। এইরূপে প্রত্যহই পিতৃশ্রাদ্ধ, মনুষ্য-দিগকে অন্নদান ও জলদান করিবে। ১৫। প্রতিদিন অধ্যয়ন করিবে কিন্তু আপনার আহারার্থ অন্নপাক করিবে না, বালক, বালিকা, বৃদ্ধ, গর্ভিণী ও পীড়িত ব্যক্তিগণকে অগ্রে ভোজন করাইয়া গৃহস্বামী ও পত্নী সর্ব্বান্তে ভোজন করিবে। ভোজনের পূর্ব্বে পঞ্চপ্রাণকে পঞ্চাহুতি প্রদান করিয়া ভোজনীয় অন্নব্যঞ্জনের নিন্দা না করিয়া ভোজন করিবে। ১৬—১৭। পরি-মিত ও সুখজীর্ণ ভক্ষ্যবস্তু সন্তানসন্ততিকে অগ্রে ভোজন করাইয়া নিজে ভোজন করিবে এবং ভোজনের পূর্ব্বে ও ভোজনান্তে আপোশান কর্ম্ম অর্থাৎ আচমন করিবে। ১৮। ব্রাহ্মণগণ অন্নপাক করিয়া কোন পাত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে, সর্ব্ববর্ণ আগন্তু অতিথিকে যথাশক্তি অন্নপ্রদান করিবে। ১৯। সেই অতিথি যদি অনমস্য হয়, তথাপি সে অতিথিবিধায় মাননীয়, ইহাতে সন্দেহমাত্রও করিবে না। গৃহস্থ যদি অসম্পন্ন হয়, তথাপি আহরণ করিয়াও পবিত্রশীল ভিক্ষুকে ভিক্ষা প্রদান করিবে। ২০। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ অতিথি

শ্রোত্রিয়ায় চ। প্রতিসংবৎসরং ত্বর্চ্চ্যাঃ স্নাতকাচার্য্যপার্থিবাঃ ॥২১॥ প্রিয়োবিবাহ্যশ্চ তথা যঃ প্রত্যুদ্বিগুঞ্জঃ পুনঃ। অধ্বনীনোঽতিথিঃ প্রোক্তঃ শ্রোত্রিয়ো বেদপারগঃ ॥ ২২ ॥ মান্যাবেতৌ গৃহস্থস্য ব্রহ্মলোকমভীপ্সতঃ। পরপাকরুচির্নস্যাদনিন্দ্যামন্ত্রণাদৃতে ॥ ২৩ ॥ বাক্‌পাণিপাদচাপল্যং বর্জ্জয়েচ্চাতিভোজনং। শ্রোত্রিয়ম্বাতিথিং তৃপ্তমাসীমান্তাদনুব্রজেৎ ॥ ২৪ ॥ অহঃ শেষং সহাসীত শিষ্টৈরিষ্টৈশ্চ বন্ধুভিঃ। উপাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং হুত্বাগ্নৌ ভোজনন্ততঃ ॥ ২৫ ॥ কুর্য্যাদ্ভৃত্যৈঃ সমাযুক্তৈশ্চিন্তয়েদাত্মনো হিতং। ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় মান্যো বিপ্রোধনাদিভিঃ ॥ ২৬ ॥ বৃদ্ধার্ত্তানাং সমাদেয়ঃ পন্থা বৈ ভারবাহিনাং। ইজ্যাধ্যয়নদানাদি বৈশ্যস্য ক্ষত্রিয়স্য চ ॥ ২৭ ॥ প্রতিগ্রহোধিকো বিপ্রে যাজনাধ্যাপনে তথা। প্রধানং ক্ষত্রিয়ে ধর্ম্মঃ প্রজানাং প্রতিপালনং ॥ ২৮ ॥ কুসীদকৃষিবাণিজ্যং পশুপাল্যং বিশঃ স্মৃতং। শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা দ্বিজো যজ্ঞং ন হাপয়েৎ ॥ ২৯ ॥ অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়সংযমঃ। দমঃ ক্ষমার্জ্জবং দানং সর্ব্বেষাং ধর্ম্মসাধনং। আচরেৎ সদৃশীং বৃত্তিমজিহ্মামশঠাস্তথা ॥ ৩০ ॥ ত্রৈবার্ষিকাধিকান্নো যঃ স সোমং পাতু-মর্হতি। স্যাদন্নং বার্ষিকং যস্য কুর্য্যাৎ প্রাক্‌ সৌমিকীং ক্রিয়াং ॥ ৩১ ॥ প্রতিসম্বৎসরং সোমঃ পশুপ্রত্যয়নং তথা। কর্ত্তব্যা গ্রহণেষ্টিশ্চ চাতুর্ম্মাস্যানি যত্নতঃ ॥ ৩২ ॥ এষামসম্ভবে কুর্য্যাদিষ্টিং বৈশ্বানরীং দ্বিজঃ। হীনদ্রব্যং ন কুর্ব্বীত সতি দ্রব্যে ফলপ্রদং ॥ ৩৩ ॥ চাণ্ডালো জায়তে যজ্ঞকরণাচ্ছূদ্রভিক্ষিতাৎ। যজ্ঞার্থলব্ধমাদদ্যাস্তাসঃ কাকোঽপি বা ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥ কুশূলকুম্ভী ধান্যো বা ত্রৈহিকঃ

রূপে উপস্থিত হইলে তাহাকে ভোজনার্থ মহোক্ষ প্রদান করিবে, প্রতিবৎসর স্নাতক, আচার্য্য, রাজা, সুহৃৎ, বৈবাহিক ও বিপন্নব্যক্তিদিগকে ভোজনাদিদ্বারা প্রীত করা বিধেয়। বেদপারগব্রাহ্মণকে শ্রোত্রিয় এবং পথিককে অতিথি বলে।২১।২২। শ্রোত্রিয় ও অতিথি উভয়ই ব্রহ্মলোকাভিলাষী গৃহস্থের মাননীয় জানিবে। সাধুশীল ব্যক্তির নিমন্ত্রণভিন্ন পরকীয়পাকান্ন ভোজনে প্রবৃত্তি করিবে না।২৩। বাক্‌চাপল্য, হস্ত ও পাদচালন এবং অতিভোজন বর্জন করিবে। শ্রোত্রিয় কিম্বা অতিথির প্রীত্যর্থ তাঁহার প্রতিগমন সময় বাটীর সীমাপর্য্যন্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে। ২৪। শান্তশীল কুটুম্বাদির সহিত একত্র সুখোপবেশনে দিবার শেষভাগ অতিক্রম করিয়া সায়ংসন্ধ্যার উপাসনানন্তর হোমকার্য্য সমাধান করিবে। ২৫। তৎপর ভৃত্যগণের সহিত নিজের হিতার্থ পরামর্শ করিবে এবং ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া ধনদানাদিদ্বারা ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিবে এবং বৃদ্ধের রীতি (পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনা) আর্ত্তের রীতি (ঈশ্বরভক্তি) অবলম্বনপূর্ব্বক ভারবাহীররীতি অর্থাৎ দ্রুতগমনাদি পারিশ্রমিক কার্য্য করিবে।২৬।২৭। যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন ও দানাদি এই সকল বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্যকর্ম্ম। যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, প্রতিগ্রহ, যাজন ও অধ্যাপন এই সকল কর্ম্ম ব্রাহ্মণের এবং প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। কুসীদ (সুধগ্রহণ) কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য ও পশুপালন এই সকল বৈশ্যজাতির নিত্যকর্ম্ম। শূদ্রবর্গ কেবল দ্বিজজাতির শুশ্রূষা করিবে ইহাই তাহাদিগের প্রশস্তধর্ম্ম। দ্বিজগণ প্রতিদিবসীয় কর্ত্তব্য যজ্ঞ পরিত্যাগ করিবে না।২৮।২৯। অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, শৌচ, ইন্দ্রিয়সংযম, দম, ক্ষমা, সরলতা ও দান এই সকল সর্ব্ববর্ণের বিহিত ধর্ম্ম। সর্ব্ববর্ণই স্ব স্ব জাতীয়বৃত্তি আচরণ করিবে। যখন যে ব্যক্তি যাহা আচরণ করিবে, তখন তাহাতে শঠতা ও দর্প পরিত্যাগ করিতে হইবে।৩০। যে ব্যক্তি বর্ষত্রয়ের অধিক পুরাতন অন্নভোজন করে, সেই ব্যক্তি সোমরসপানের উপযুক্ত পাত্র। আর যে ব্যক্তি একবর্ষের পুরাতন অন্নভোজন করে, সেই ব্যক্তি সোমপানের পূর্ব্ব কর্ত্তব্য কার্য্যের অধিকারী।৩১। সোমযাগ, পশুযাগ, গ্রহণেষ্টি ও চাতুর্ম্মাস্যব্রত এই সকল কার্য্য প্রতিবৎসর করিতে হয়।৩২। বৎসরেরমধ্যে পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সকল করিতে না পারিলে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অবশ্য করিবে। অঙ্গীয় দ্রব্য সকলের সদ্ভাবে কোনরূপেও অঙ্গহীন কার্য্য করিবে না। তাহাহইলেই সেই কার্য্য ফলপ্রদান করিতে পারে।৩৩। শূদ্রের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া সেই ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যদ্বারা যোন যজ্ঞ

স্তনোপি বা। জীবেদ্বাপি শিলোঞ্ছেন শ্রেয়ানেষাং পরঃ পরঃ ॥ ৩৫ ॥ ন স্বাধ্যায়বিরোধ্যর্থ-মীহতে নয়তস্ততঃ। রাজান্তেবাসিগোত্রেভ্যঃ সীদন্নীচ্ছেন্ধনং ক্ষুধা। দম্ভহেতুক-পাষণ্ডি-বকবৃত্তীশ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ৩৬ ॥ শুক্লাম্বরধরোনীত্যং কেশশ্মশ্রুনখঃ শুচিঃ। ন ভার্য্যাদর্শনেহশ্নীয়াৎ নৈকবাসা ন সংস্থিতঃ ॥ ৩৭ ॥ অপ্রিয়ন্ন বদেজ্জাতু ব্রহ্মসূত্রী বিনীতবান্। দেবাদীন্ দক্ষিণান্ কুর্য্যাদ্যষ্টিমান্ সকমণ্ডলুঃ ॥৩৮॥ ন তু মেহেন্নদীচ্ছায়াভস্মগোষ্ঠাম্বুবর্ত্মসু। ন প্রত্যগ্ন্যর্কগোসোম সন্ধ্যাম্বুস্ত্রীদ্বিজন্মনাং ॥৩৯॥ নেক্ষতাগ্ন্যর্কনগ্নাং স্ত্রীং নচ সংসৃষ্টমৈথুনাং। ন মূত্রং পুরীষস্বাপি স্বপেৎ প্রত্যক্ শিরা ন চ ॥ ৪০ ॥ ষ্ঠীবনাসৃক্-শকৃন্মূত্র-বিষাণ্যপ্সু ন সংক্ষিপেৎ। পাদৌ প্রতাপয়েন্নাগ্নৌ নচৈনমভিলঙ্ঘয়েৎ ॥ ৪১ ॥ পিবেন্নাঞ্জলিনা তোয়ং ন শয়ানং প্রবোধয়েৎ। নাক্ষৈঃ ক্রীড়েচ্চ কিতবৈর্ব্ব্যাধিতৈশ্চ ন সংবিশেৎ ॥ ৪২ ॥ বিরুদ্ধং বর্জ্জয়েৎ কর্ম্ম প্রেতধূমং নদীতটং। কেশভস্মতুষাঙ্গারং কপালেষু চ সংস্থিতিং ॥৪৩॥ নাচক্ষীত ধয়ন্তীং গাং নাদ্বারেণাবিশেৎ ক্বচিৎ। ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্নীয়াল্লুব্ধস্যোচ্ছাস্ত্রবর্তিনঃ ॥৪৪ অধ্যায়ানামুপাকর্ম্ম শ্রাবণ্যাং শ্রবণে নচ। হস্তে চৌষধিভাবে বা পঞ্চম্যাং শ্রাবণস্য চ ॥ ৪৫। পৌষমাসস্য রোহিণ্যামষ্টকায়ামথাপি বা। জলান্তে ছন্দসাং কুর্য্যাদুৎসর্গং বিধিবদ্বহিঃ ॥ ৪৬ ॥ অনধ্যায়স্ত্র্যহং প্রেতে শিষ্যর্ত্বিগ্‌গুরুবন্ধুষু। উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে স্বশাখশ্রোত্রিয়ে মৃতে ॥ ৪৭ ॥ সন্ধ্যাগর্জ্জিতনির্ঘাত-ভূকম্পোল্কানিপাতনাৎ। সমাপ্য বেদং দ্যুনিশমারণ্যকমধীত্য চ ॥ ৪৮ ॥ পঞ্চদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যামষ্টম্যাং রাহু-

করিলে সেই যজ্ঞকর্ত্তা চাণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হয়। যজ্ঞার্থ আহৃত দ্রব্য ভক্ষণ করিলে সেই ব্যক্তি কাকরূপে জন্মপরিগ্রহ করে। ৩৪। যাহার কোষপূর্ণধান্য আছে, কিম্বা দিনত্রয়ের আহারোপযোগী শস্যসঞ্চিত রহিয়াছে, অথবা যাহার কেবল আগামী দিবসের আহারীয় দ্রব্যের সংগ্রহ আছে এবং যে ব্যক্তি উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রতিদিনের আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহ করে, এই সকল ব্যক্তির পরস্পর সুখের তারতম্য হইয়া থাকে। ৩৫। যাহাতে স্বাধ্যায়ের ব্যাঘাত হয়, এইরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিবে না। যদি অন্নাভাবে ক্ষুধাদ্বারা ক্লেশ হয়, তবে রাজা, ছাত্র কিম্বা স্বজাতীয় হইতেও অর্থ প্রার্থনা করিতে পারে। দাম্ভিকবৃত্তি অর্থাৎ দম্ভ করিয়া অর্থোপার্জ্জন, পাষণ্ডবৃত্তি ও ভণ্ডতপস্বীর বৃত্তি আশ্রয় করা কর্ত্তব্য নহে। ৩৬। সর্ব্বদা শুভ্রবস্ত্র পরিধান, কেশ, শ্মশ্রু ও পবিত্র নখধারণ করিবে, ভার্য্যার সম্মুখে ও একবস্ত্রধারী হইয়া ভোজন করিবে না। ৩৭। অপরাপরের প্রতি অপ্রিয়বাক্য কখনই প্রয়োগ করিবে না, সর্ব্বদা যজ্ঞসূত্রধারী ও বিনীত হওয়া উচিত। যষ্টি ও কমণ্ডলুধারী হইয়া দেবাদির প্রদক্ষিণ বিধেয়। ৩৮। নদীতে, বৃক্ষাদির ছায়ায়, ভস্মে, গোষ্ঠে, জলে ও পথে মূত্রত্যাগ করিবে না, অগ্নি, অর্ক, গো, চন্দ্র, পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিক্, জল, স্ত্রী ও ব্রাহ্মণের সম্মুখীন হইয়া মূত্র পরিত্যাগ বিধেয় নহে। ৩৯। অগ্নিবর্ণ অর্থাৎ উদয় ও অস্তোন্মুখ সূর্য্যদর্শন অবিধেয় এবং মৈথুনাশক্তা স্ত্রী, মূত্র ও পুরীষ কদাচ অবলোকন করিবে না, আর পশ্চিমশীর্ষ হইয়া শয়ন সর্ব্বদা নিষিদ্ধ। ৪০। ষ্ঠীবন, (থুথু) রক্ত, বিষ্ঠা মূত্র ও বিষ জলে, নিঃক্ষেপ করা নিতান্ত বিরুদ্ধ। পাদদ্বয় অগ্নিতে তাপন, অগ্নিউল্লঙ্ঘন, অঞ্জলিদ্বারা জলপান, নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগরণ, ধূর্ত্তব্যক্তির সহিত পাশক্রীড়া ও ব্যাধিত ব্যক্তির সহিত একত্র সংসর্গ বিধেয় নহে। ৪১।৪২। প্রেতদাহের ধূমগ্রহণ ও নদীতীরে বাস নিতান্ত বিরুদ্ধবিধায় বর্জ্জন করিবে। ছিন্নকেশ, ভস্ম, তুষ, অঙ্গার ও নৃকপালে অবস্থিতি করিবে না। ৪৩। জলপানাশক্ত গোকে বারণ করিবে না এবং দ্বারবিনা অন্যস্থান দিয়া গৃহাদিতে প্রবেশ করা উচিত নহে। শাস্ত্রলঙ্ঘনকারী ও লুব্ধরাজার নিকট ধন প্রার্থনা করিবে না। ৪৪। শ্রাবণীপূর্ণিমা, শ্রবণানক্ষত্র, হস্তানক্ষত্র, শ্রাবণপঞ্চমী, পৌষমাসের রোহিণী এবং অষ্টকাদিতে উপাকর্ম্ম অর্থাৎ সংস্কারপূর্ব্বক বেদপাঠ করিবে না এবং পুরীর বহির্ভাগে জলসমীপে বিধিপূর্ব্বক মূত্র পুরীষোৎসর্গ করিবে। ৪৫। —৪৬। শিষ্য, পুরোহিত, গুরু ও বন্ধুর মরণে ত্রিরাত্র, অনধ্যায় জানিবে, সংস্কারপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন সম্পূর্ণ হইলে এবং স্বশাখশ্রোত্রিয় মরণে, সন্ধ্যাগর্জ্জন, নির্ঘাত ও ভূকম্পন হইলে এবং উল্কাপাতে, বেদসমাপ্তে ও আরণ্যকোপনিষদ অধ্যয়নান্তে, অনধ্যায় গণ্য করিবে। ৪৭—৪৮। পূর্ণিমা, অমাবস্যা, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ ও ঋতুসন্ধিতে এবং ভোজনান্তে, শ্রাদ্ধীয়দ্রব্য গ্রহ

সূতকে। ঋতুসন্ধিষু ভুক্ত্বা বা শ্রাদ্ধিকং প্রতিগৃহ্য চ॥ ৪৯॥ পশুমণ্ডূকনকুলশ্বাহিমার্জ্জারশূকরৈঃ। কৃতেঽন্তরে ত্বহোরাত্রং শক্রপাতে তথোচ্ছ্রয়ে॥ ৫০॥ শ্বক্রোষ্টুগর্দ্দভোলূকসামবালার্ত্তনিস্বনে। অমেধ্যশবশূদ্রান্তে শ্মশান পতিতান্তিকে॥ ৫১॥ দেশেঽশুচৌ বর্ত্মনি চ বিদ্যুৎস্তনিতসংপ্লবে। ভুক্তার্দ্রপাণিরম্ভোঽন্তরর্দ্ধরাত্রেঽতিমারুতে॥ ৫২॥ দিগ্‌দাহে পাংশুবর্ষেষু সন্ধ্যানীহার ভীতিষু। ধাবতঃ পূতিগন্ধে চ শিষ্টে চ গৃহমাগতে॥৫৩ খরোষ্ট্রযানহস্ত্যশ্বনৌবৃক্ষগিরিরোহণে। সপ্তত্রিংশদনধ্যায়ানেতাংস্তাৎকালিকান্ বিদুঃ॥ ৫৪॥ বেদদিষ্টং তথাচার্য্যং রাজছায়াং পরস্ত্রিয়ং। নাক্রামেদ্রক্তবিন্মূত্রষ্ঠীবনোদ্বর্ত্তনানি চ॥ ৫৫॥ বিপ্রাহিক্ষত্রিয়াত্মানো-নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন। দূরাদুচ্ছিষ্টবিন্মূত্রপাদাম্ভাংসি সমুৎসৃজেৎ॥ ৫৬॥ শ্রুতিস্মৃত্যুক্তমাচারং কুর্য্যান্মর্ম্মণি ন স্পৃশেৎ। ন নিন্দাং তাড়নে কুর্য্যাৎ সুতং শিষ্যঞ্চ তাড়য়েৎ॥ ৫৭॥ আচরেৎ সর্ব্বদা ধর্ম্মং তদ্বিরুদ্ধন্তু নাচরেৎ। মাতাপিত্রতিথীভ্যুচ্চৈর্ব্বিবাদং নাচরেদ্‌গৃহী॥ ৫৮॥ পঞ্চ পিণ্ডাননুদ্ধৃত্য ন স্নায়াৎ পরবারিষু। স্নায়ান্নদীপ্রস্রবণদেবখাতহ্রদেষু চ॥ ৫৯॥ বর্জ্জয়েৎ পরশয্যাদি ন চাশ্নীয়াদনাপদি। কদর্য্যং বদ্ধবৈরাণাং তথাচানগ্নিকস্য চ॥ ৬০॥ বৈণাভিশস্তবার্দ্ধুষ্য গণিকাগণদীক্ষিণাং। পাত্রান্তরচিকিৎসানাং ক্লীবরঙ্গোপজীবিনাং॥ ৬১॥ ক্রূরোগ্রপতিত-ব্রাত্য-দাম্ভিকোচ্ছিষ্টভোজিনাং। শাস্ত্রবিক্রয়িণশ্চৈব স্ত্রীজিতগ্রামযাজিনাং॥৬২॥ নৃশংস-রাজরজক-কৃতঘ্ন-বধজীবিনাং। পিশুনানৃতিনোশ্চৈব সোমবিক্রয়িণস্তথা॥৬৩॥ বন্দিনাং স্বর্ণকারাণামন্নমেষাং কদাচন। ন ভোক্তব্যং বৃথা-মাংসং কেশকীটসমন্বিতং॥ ৬৪॥ ভক্তং পর্য্যুসিতোচ্ছিষ্টং শ্বস্পৃষ্টং পতিতোক্ষিতং। উদক্যাস্পৃষ্টসংঘৃষ্টং

ণের পর অধ্যয়ন করিবে না এবং পশু, মণ্ডূক, নকুল, কুক্কুর, সর্প, মার্জ্জার ও শূকর যদি পাঠকালে গুরুশিষ্যের মধ্য দিয়া গমন করে তাহা হইলে এবং বজ্রপাতান্তে অহোরাত্র অনধ্যায় জানিবে। ৪৯—৫০। কুক্কুর, শৃগাল, গর্দ্দভ, পেচক, বালক ও পীড়িত ব্যক্তির আর্ত্তরবে এবং অপবিত্র শব, শূদ্র ও পতিত ব্যক্তি নিকটবর্ত্তী হইলে অনধ্যায় হইবে। ৫১। অশুচি স্থানে, পথে, বিদ্যুদ্গর্জ্জনে, ভোজনান্তে, আর্দ্রহস্তে, জলমধ্যে, অর্দ্ধরাত্রে, ঝঞ্ঝাবাতপ্রবাহে, দিগ্দাহে, ধূলিমর্ষণে, সন্ধ্যাসময়ে এবং নীহার বর্ষায় অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। কদাচ ধাবমান উপাধ্যায়ের নিকট অধ্যয়ন করিবে না এবং সাধু ব্যক্তি স্বগৃহে সমাগত হইলে বেদাধ্যয়নের বিরাম করিবে।৫২—৫৩। গর্দ্দভ, উষ্ট্র, যান, হস্তী, অশ্ব, বৃক্ষ, নৌকা ও পর্ব্বতারোহণে অনধ্যায় জানিবে। যে সকল অধ্যায় উক্ত হইল, ইহা কেবল তাৎকালিক অনধ্যায় বলিয়া গণ্য হইবে। ৫৪। বেদোদিত কার্য্য, গুরুবাক্য, রাজা, ছায়া, পরস্ত্রী, রক্ত, বিষ্ঠা, মূত্র, নিষ্ঠীবন (থুথু) ও তৈলাদি উদ্বর্ত্তন সামগ্রী উলঙ্ঘন করিবে না। ৫৫। ব্রাহ্মণ, রাজা, সর্প ও জীবনকে কোনক্রমে অবজ্ঞা করিবে না, উচ্ছিষ্ট, বিষ্ঠা ও মূত্র দূর হইতেই অস্পৃশ্যজ্ঞানে পরিত্যাগ করিবে। ৫৬। বেদ ও স্মৃত্যুক্ত আচার করতঃ অন্তরে কোন অনুতাপ অনুভব করিবে না এবং উক্ত আচারের নিন্দাবাদও করিবে না, শাসনার্থ পুত্র ও শিষ্যকে তাড়ন করিবে। ৫৭। সর্ব্বদা স্বধর্ম্মাচরণ বিধেয়, অধর্ম্মাচরণ উচিত নহে। মাতা, পিতা ও অতিথির সহিত হেতু সত্ত্বেও অতিশয় উচ্চ বিবাদ করা অকর্ত্তব্য। ৫৮। পরকীয় জলাশয়ে পঞ্চ মৃৎপিণ্ড উদ্ধার না করিয়া স্নান বিধেয় নহে, কিন্তু নদী, পর্ব্বত, প্রস্রবণ, দেবখাত ও হ্রদে উক্তপ্রকার নিয়ম না করিলেও দোষ নাই। ৫৯। কদাচ পরশয্যায় শয়ন করিবে না এবং বিপদগ্রস্ত না হইলে কদর্য্য অন্ন, শত্রুর অন্ন ও নিরগ্নিক ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন করিবে না। ৬০। বেণুবাদ্যজীবী, পরদোষঘোষণকারী, বার্দ্ধুষিক অর্থাৎ সুহৃদ্গণভেদকারী, বেশ্যাগণের দীক্ষাদানকর্ত্তা ব্রাহ্মণ, চিকিৎসক, নপুংসক, রঙ্গজীব, দুষ্টাশয়, উগ্রস্বভাব, ব্রাত্য, (স্বকালাতিক্রমে যাহারা অনুপনীত,) দাম্ভিক, উচ্ছিষ্টভোজী, শাস্ত্রবিক্রয়ী, স্ত্রীবশ্য, গ্রামযাজী, ধূর্ত্তনৃপতি কৃতঘ্ন, রজক, বধজীবী, খল, মিথ্যাভাষী, সোমবিক্রয়ী, বন্দী এবং স্বর্ণকারগণের অন্ন কদাচ ভোজনীয় নহে। বৃথামাংস অর্থাৎ দেবাদির অনিবেদিতদ্রব্য ও কেশকীটাদিসংযুক্ত অন্ন কদাপি ভোজন কর্ত্তব্য নহে। ৬১—৬৪। পর্য্যুষিত (বাসি) ও উচ্ছিষ্ট

অপর্য্যাপ্তঞ্চ বর্জ্জয়েৎ। গোঘ্রাতং শকুনোচ্ছিষ্টং পাদস্পৃষ্টঞ্চ কামতঃ ॥ ৬৫ ॥ শূদ্রেষু দাসগোপাল-কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ। ভোজ্যান্নো নাপিতশ্চৈব যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥ ৬৬ ॥ অন্নং পর্য্যুষিতং ভোজ্যং স্নেহাক্তং চিরসংভৃতং। অস্নেহা নাপি গোধূম-যব-গোরসবিক্রিয়াঃ ॥৬৭॥ উষ্ট্রৈমেকশফং স্ত্রীণাং পয়শ্চ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ক্রব্যাদপক্ষিদাত্যূহশুকমাংসানি বর্জ্জয়েৎ ॥ ৬৮ ॥ সারসৈকশফান্ হংসান্ বলাকবকটিট্টিভান্। বৃথা কৃষরসংযাবপায়সাপূপসস্কুলীঃ ॥ ৬৯ ॥ কুররং জালপাদঞ্চ খঞ্জরীটমৃগদ্বিষঃ। চাসান্ মৎস্যান্রক্তপাদান্ জগ্ধ্বা বৈ কামতো নরঃ ॥৭০॥ বক্কুরং কামতো জগ্ধ্বা সোপবাসস্ত্র্যহং ভবেৎ পলাণ্ডুলশুনাদীনি জগ্ধ্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥৭১॥ শ্রাদ্ধে দেবান্ পিতৄন্ প্রার্চ্চ্য খাদেন্মাংসং ন দোষভাক্। বসেৎ স নরকে ঘোরে দিনানি পশুরোমতঃ ॥৭২॥ সম্মিতানি দুরাচারো যোহন্ত্যবিধিনা পশূন্। মাংসং সন্ত্যজ্য সংপ্রার্থ্য কামান্ যাতি ততো হরিং ॥ ৭৩ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

যাজ্ঞবল্ক্য-উবাচ ॥ ১ ॥ দ্রব্যশুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি তান্নিবোধত সত্তমাঃ। সৌবর্ণরাজতাজানাং শাকরজ্জ্বাদিচর্ম্মণাং। পাত্রাণাঞ্চাসনানাঞ্চ বারিণা শুদ্ধিরিষ্যতে ॥২॥ উষ্ণাভিঃ স্রুক্স্রুবয়োর্ধান্যানাং প্রোক্ষণেন চ। তক্ষণাদ্দারুশৃঙ্গাদের্যজ্ঞপাত্রস্য মার্জ্জনাৎ॥ ৩ ॥ সোষ্ণৈরুদকগোমূত্রৈঃ শুদ্ধ্যত্যাবিককৌষিকং।

অন্ন, কুক্কুরস্পৃষ্ট, পতিতব্যক্তিকর্ত্তৃক সিক্ত, রজস্বলাস্পৃষ্ট, অন্যকর্ত্তৃক ঘ্রাক্ষিত, অনিদ্দিষ্ট, গোকর্ত্তৃক আঘ্রাত, পক্ষির উচ্ছিষ্ট এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক চরণদ্বারা স্পৃষ্ট অন্নাদি, পরিত্যাগ করিবে, কদাচ তাহা ভোজন করিবে না। ৬৫। শূদ্রের অন্ন সর্ব্বদা বর্জনীয়, তন্মধ্যে দাস, গোপ, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীরী, নাপিত, এবং আত্মসমর্পণকারী শূদ্রের অন্ন ভোজন করিতে পারে। ৬৬। যে অন্নাদি পর্য্যুষিত ও চিরপক্ব, তাহাও ঘৃতসিক্ত করিয়া রাখিলে ভোজনে দোষ নাই এবং যব ও গোধূম ঘৃতশূন্য হইলে তাহা ভোজন করিবে না এবং দধি উদ্ধৃতসার হইলে তাহা ভোজনে অপ্রশস্ত। ৬৭। উষ্ট্র (উট্) এবং যে পশুর ক্ষুর অখণ্ড তাহার ও স্ত্রীলোকের দুগ্ধপান বিধেয় নহে। মাংসভোজী পক্ষী, দাত্যূহ (ডাহুক) শুক, সারস, একশফ হংস, কৃষ্ণবর্ণবক, টিট্টিভ এই সকলের মাংস ভোজন অবিধেয় জানিবে, দেব কিম্বা অতিথির অনিবেদিত কৃষর অর্থাৎ তিলতণ্ডুল, মিশ্রিত ভোজ্য দ্রব্যবিশেষ, যবাগু, মিষ্টান্ন ও পিষ্টক ভোজন করিবে না। সস্কুলী (মৎস্যবিশেষ) কুররপক্ষী রাজহংস, খঞ্জন ও কুক্কুরমাংস অখাদ্য। চাস (সোনাচড়ুই) শুকপক্ষী ও হংস ইচ্ছাপূর্ব্বক অর্থাৎ ঔষধার্থবিনা ভোজন করিলে দিনত্রয় উপবাসে নিষ্পাপ হইবে, পলাণ্ডু ও লশুনাদি ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়।৬৮—৭১।শ্রাদ্ধাদিতে দেবতা ও পিতৃলোকদিগকে নিবেদন করিয়া মাংস ভোজন করিলে দোষাবহ হয় না। কিন্তু অবৈধ পশুহত্যাকারী ব্যক্তির সেই নিহত পশুর রোম পরিমিত দিন ভয়ঙ্কর নরকে বাস করিতে হইবে, তৎপর নরকভোগান্তে মাংস পরিত্যাগপূর্ব্বক "হে ভগবন্ আর আমি বৃথা পশুহনন করিব না" এইরূপ সম্যক্ প্রার্থনাকরতঃ হরির কৃপায় পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। ৭২।৭৩।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, অনন্তর দ্রব্যশুদ্ধি বলিব, হে দ্বিজগণ! সেই দ্রব্যশুদ্ধিপ্রণালী শ্রবণ কর। সুবর্ণ, রজত, শঙ্খ, রজ্জু ও চর্ম্মনির্ম্মিত পাত্র এবং আসন সাধারণ জলদ্বারা প্রক্ষালন করিলেই শুদ্ধ হয়। ১।২। স্রুক্, স্রুব এবং ধান্য এই সকল দ্রব্য উষ্ণজলদ্বারা প্রক্ষালন করিলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে। কাষ্ঠ এবং শৃঙ্গনির্ম্মিত দ্রব্যসকল অপবিত্র হইলে তাহাদিগের কিঞ্চিৎ অংশ কর্ত্তন করিয়া ফেলিলে অশুদ্ধি দোষ বিনাশ হয়। যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল মার্জ্জন করিলে পবিত্র হইয়া থাকে। ৩। উষ্ণজল ও উষ্ণ গোমূত্রদ্বারা ধৌত করিলে কম্বল ও কৌষেয়বস্ত্রের বিশুদ্ধি

ভৈক্ষ্যং যোষিন্মুখং পশ্যন্ পুনঃ পাকান্মহীময়ং ॥ ৪ ॥ গোঘ্রাতেহন্নে তথা কেশমক্ষিকাকীটদূষিতে। ভস্মক্ষেপাদ্বিশুদ্ধিঃ স্যাৎ ভূশুদ্ধির্মার্জনাদিনা ॥ ৫ ॥ ত্রপুসীসকতাম্রাণাং ক্ষারাম্লোদকবারিভিঃ। ভস্মাদ্ভির্লোহকাংস্যানামজ্ঞাতঞ্চ সদা শুচি ॥ ৬ ॥ অমেধ্যাক্তস্য মৃত্তোয়ৈর্গন্ধলেপাপকর্ষণাৎ। শুচি গোতৃপ্তিদন্তোয়ং প্রকৃতিস্থং মহীগতং ॥ ৭ ॥ তথা মাংসং শ্বচাণ্ডালক্রব্যাদাদি-নিপাতিতং। রশ্মিরগ্নিরজচ্ছায়া গৌরশ্বশ্চৈব বসুধানি চ ॥৮॥ অশ্বাজবিপ্রুষোঽমেধ্যাস্তথা চ মলবিন্দবঃ। স্নাত্বা পীত্বা ক্ষুতে সুপ্তে ভুক্ত্বা রথ্যাপ্রসর্পণে ॥৯॥ আচান্তঃ পুনরাচামেৎ বাসোঽন্যৎ পরিধায় চ। ক্ষুতে নিষ্ঠীবনে স্বাপে পরিধানেঽশ্রুপাতনে ॥ ১০ ॥ পঞ্চস্বেতেষু নাচামেদ্দক্ষিণং শ্রবণং স্পৃশেৎ। তিষ্ঠন্ত্যগ্ন্যাদয়ো দেবা বিপ্রকর্ণে তু দক্ষিণে ॥ ১১ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে দ্রব্যশুদ্ধির্নাম সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

যাজ্ঞবল্ক্য-উবাচ ॥ ১ ॥ অথ দানবিধিং বক্ষ্যে তন্মে শৃণুত সুব্রতাঃ। অন্যেভ্যো ব্রাহ্মণাঃ শ্রেষ্ঠাস্তেভ্যশ্চৈব ক্রিয়াপরাঃ ॥ ২ ॥ ব্রহ্মবেত্তা চ তেভ্যোঽপি পাত্রন্বিদ্যাতপোন্বিতং। গোভূধান্যহিরণ্যাদি পাত্রে দাতব্যমর্চ্চিতং ॥ ৩ ॥ বিদ্যাতপোভ্যাং হীনেন ন তু গ্রাহ্যঃ প্রতিগ্রহঃ। গৃহ্নন্ প্রদাতারমধোনয়ত্যাত্মানমেব চ ॥ ৪ ॥ দাতব্যং প্রত্যহং পাত্রে নিমিত্তেষু বিশেষতঃ। যাচিতে চাপি দাতব্যং শ্রদ্ধাপূতন্তু শক্তিতঃ ॥ ৫ ॥ হেমশৃঙ্গী শফৈ রৌপ্যৈঃ সুশীলা বস্ত্রসংযুতা। সকাংস্যপাত্রা দাতব্যা ক্ষীরিণী গৌঃ সদক্ষিণা ॥ ৬ ॥ দশসৌবর্ণকং শৃঙ্গং শফং সপ্তপলৈঃ

সম্পাদন হয়। ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলাদি স্ত্রীমুখসন্দর্শনে এবং মৃণ্ময় পাত্র পুনর্ব্বার দগ্ধ করিলেই পবিত্র হইয়া থাকে। ৪। অন্ন গোকর্ত্তৃক আঘ্রাত অথবা কেশ, মক্ষিকা কিম্বা কীটাদিদ্বারা দূষিত হইলে তাহাতে ভস্মপ্রক্ষেপ করিলে শুদ্ধি হয়। এবং মার্জ্জনদ্বারা ভূমি পবিত্র হইয়া থাকে। ৫। পিত্তল, সীস ও তাম্রপাত্র ক্ষার ও অম্লোদকদ্বারা এবং কাংস্য ও লৌহপাত্র ভস্মোদকদ্বারা ধৌত করিলে শুদ্ধ হইয়া থাকে। অজ্ঞাত দ্রব্য সর্ব্বদাই শুচি থাকে। ৬। কোন দ্রব্য অশুদ্ধি বস্তুর সংস্পৃষ্ট হইলে মৃত্তিকামিশ্রিত জলদ্বারা প্রক্ষালন করিয়া সুগন্ধ অনুলেপনদ্বারা অনুলিপ্ত করিলে তাহার শুদ্ধি হয়। পৃথিবীস্থ স্বাভাবিক জল গোতৃপ্তিপ্রদ হইলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ খাতাদিস্থিত জলে কোনরূপ অশুদ্ধবস্তুর সংস্রব হইলে তাহাহইতে গোসকল জলপান করিলেই সেই জলের পবিত্রতা হয়। ৭। বৈধমাংস কুক্কুর, চাণ্ডাল, ও মাংসাদনিকৃষ্ট জীবকর্ত্তৃক নিপাতিত হইলেও তাহা অপবিত্র হয় না। রশ্মি, অগ্নি, অজচ্ছায়া, গোচ্ছায়া, অশ্ব, ছাগ, জলবিন্দু ও মলকণা ইহারা অপবিত্র নহে। সর্ব্বদাই এইসকল দ্রব্য শুদ্ধ থাকে। স্নানান্তে, পানাবসানে ক্ষুতে, শয়নাবসানে, ভোজনান্তে ও পথপর্য্যটনের পর আচমনান্তে পুনর্ব্বার আচমন করিয়া পরিধেয়বস্ত্র পরিত্যাগ ও অন্য বস্ত্র পরিধান করিবে। ক্ষুত (হাঁচি), নিষ্ঠীবন (থুথুত্যাগ) শয়ন, বস্ত্রপরিধান ও অশ্রুপাত এই পঞ্চ কার্য্যে আচমন করিবে না দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবে। ব্রাহ্মণের দক্ষিণকর্ণে সর্ব্বদা অগ্ন্যাদি দেবতা বসতি করেন। ৮—১১।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সুব্রত মুনিগণ! অনন্তর দানবিধান বলিতেছি, শ্রবণ কর, অন্যান্য বর্ণ হইতে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে যাহারা ক্রিয়ান্বিত তাহারাই প্রধান, আবার তন্মধ্যেও যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্বপরায়ণ এবং বিদ্যা ও তপস্যানিষ্ঠ তাহারাই সৎপাত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। গো, ভূমি, ধান্য, এবং সুবর্ণাদি অর্চ্চনপূর্ব্বক সৎপাত্রে প্রদান করাই শ্রেয়স্কর। ১—৩। বিদ্যা ও তপস্যাশূন্য ব্যক্তি প্রতিগ্রহ স্বীকার করিবে না। যদি প্রতিগ্রহ করে, তবে আপনাকে ও দাতাকে ও অধোগামী করে। ৪। প্রত্যহ অথবা কোন নিমিত্ত উপস্থিত হইলে সৎপাত্রে অবশ্যই দান করিবে এবং কোন ব্যক্তি প্রার্থনা করিলেও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আপন শক্ত্যনুসারে দান করা বিধেয়। ৫। হেমশৃঙ্গ, রৌপ্যক্ষুর, বস্ত্র ও কাংস্যপাত্রের সহিত দুগ্ধবতী সদক্ষিণা গাভী দান করিবে। ৬। দশপল সুবর্ণদ্বারা শৃঙ্গ, সপ্তপল রৌপ্যদ্বারা

কৃতং। পঞ্চাশৎ পলিকং পাত্রং কাংস্যং বৎসস্য কীর্ত্যতে॥ ৭॥ স্বর্ণপিপ্পলপাত্রেণ বৎসো বা বৎসিকাপি বা। অস্যা অপি চ দাতব্য মপত্যং রোগবর্জ্জিতং॥ ৮॥ দাতা স্বর্গমবাপ্নোতি বৎসরান্ রোমসংমিতান্। কপিলা চেত্তারয়তে ভূয়শ্চাসপ্তমং কুলং॥ ৯॥ যাবৎ বৎসস্য দ্বৌ পাদৌ মুখং যোন্যাং প্রদৃশ্যতে। তাবৎ গৌঃ পৃথিবী জ্ঞেয়া যাবদ্গর্ভং ন মুঞ্চতি॥ ১০॥ যথা কথঞ্চিদ্দত্বাগাং ধেনুং বা ধেনুমেব বা। অরোগামপরিক্লিষ্টাং দাতা স্বর্গে মহীয়তে॥ ১১॥ শ্রান্তসম্বাহনং রোগিপরিচর্য্যা সুরার্চ্চনং। পাদশৌচং দ্বিজোচ্ছিষ্টমার্জ্জনং গোপ্রদানবৎ॥ ১২॥ দ্বিজায় স্বমভীষ্টন্ত দত্ত্বা স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ। ভূদীপাংশ্চান্নবস্ত্রাণি সর্পির্দত্ত্বা ব্রজেৎ শ্রিয়ম্॥ ১৩॥ গৃহধান্যচ্ছত্রমাল্যবৃক্ষযানঘৃতং জলং। শয্যানুলেপনং দত্ত্বা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥১৪॥

ক্ষুর, পঞ্চাশৎপল কাংস্যদ্বারা পাত্র নির্ম্মাণ করিবে এবং উক্ত গাভীর সহিত একটি বৎসও দিতে হইবে। ৭। উক্ত গাভীর সহিত স্বর্ণপাত্র সংযুক্ত একটী বৎস অথবা বৎসিকা দান কর্ত্তব্য সেই বৎসটী রোগবিহীন হওয়া আবশ্যক। ৮। এই প্রকার রীত্যনুসারে দান করিলে দাতা গোরোমসমসংখ্যক বৎসর স্বর্গলোকে বসতি করিতে পারিবে। যদি ঐ ধেনু কপিলা হয়, তবে দাতার সপ্তকুল নরক হইতে উদ্ধার পায়। ৯। যে সময় গাভীর যোনিপথে উদরস্থ বৎসের মুখ ও পদদ্বয় পরিদৃশ্যমান হয়, অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত গর্ভমোচন না হয়, তদবস্থায় সেই গো পৃথিবীরূপিণী জানিবে অর্থাৎ সেই অর্দ্ধপ্রসূতা গো দান আর পৃথিবী দান দুইই তুল্য হইবে। ১০। ধেনু হউক কিম্বা ধেনুভিন্নই হউক যে কোনরূপ অপরিক্লিষ্টা ও রোগবিবর্জ্জিতা গো দান করিলে দাতা স্বর্গলোকে গমন করে। ১১। শ্রান্তব্যক্তির সম্বাহন (শরীরমর্দ্দন) রোগীর পরিচর্য্যা, দেবতার অর্চ্চনা, ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালন ও উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন এই সকল কার্য্য করিলে গোদানজন্য ফল লাভ হয়। ১২। ব্রাহ্মণকে স্বীয় অভীষ্ট দ্রব্য প্রদান করিলে স্বর্গলাভ হয় এবং ভূমি, প্রদীপ, অন্ন, বস্ত্র ও ঘৃতপ্রদান করিলে শ্রীলাভ হইয়া থাকে। ১৩। গৃহ, ধান্য, ছত্র, মাল্য, ফলবান্ বৃক্ষ, যান, ঘৃত, জল, শয্যা ও অনুলেপন, এই সকল দ্রব্য প্রদান করিলে স্বর্গলোকে গমন

ব্রহ্মদাতা ব্রহ্মলোকং প্রাপ্নোতি সুরদুর্ল্লভং। বেদার্থযজ্ঞশাস্ত্রাণি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চৈব হি। মূল্যেনাপি লিখেদ্দ্বাপি ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ॥ ১৫॥ এতন্মূলং জগদ্যস্মাদসৃজৎ পূর্ব্বমীশ্বরঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কার্য্যো বেদার্থসংগ্রহঃ॥ ১৬॥ ইতিহাসপুরাণম্বা লিখিত্বা যঃ প্রযচ্ছতি। ব্রহ্মদানসমং পুণ্যং প্রাপ্নোতি দ্বিগুণো ন্নতিং॥ ১৭॥ লোকায়তং কুতর্কঞ্চ প্রাকৃতং ম্লেচ্ছভাষিতং। ন শ্রোতব্যং দ্বিজেনৈতদধোনয়তি তং দ্বিজং॥ ১৮॥ সমর্থো যো ন গৃহ্ণীয়াদ্দাতৃলোকানবাপ্নুয়াৎ। কুশাঃ শাকং পয়োগন্ধাঃ প্রত্যাখ্যেয়া ন বারি চ॥ ১৯॥ অযাচিতাহৃতং গ্রাহ্যমপি দুষ্কৃতকর্ম্মণঃ। অন্যত্র কুলটাষণ্ডপতিতেভ্যোদ্বিষস্তথা। দেবাতিথ্যর্চ্চনকৃতে পিতৃতৃপ্ত্যর্থমেব চ॥ ২০॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে দানধর্ম্মোনাম অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥

করে। ১৪। যে ব্যক্তি বেদপ্রদান করে, সেই ব্যক্তি দেবদুর্ল্লভ ব্রহ্মলোক লাভ করে। বেদার্থ, যজ্ঞশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র যদি মূল্য গ্রহণ করিয়াও কেহ লিখিয়া প্রদান করে, তাহাহইলেও সেই ব্যক্তি ব্রহ্মলোক লাভ করে। ১৫। যেহেতু ঈশ্বরবেদকে মূল করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে বেদার্থ সংগ্রহ করিবে। ১৬। যে ব্যক্তি ইতিহাস ও পুরাণশাস্ত্র লিখিয়া প্রদান করে, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মদানসমপুণ্য ও দ্বিগুণ উন্নতি লাভ করে। ১৭। ব্রাহ্মণগণ লৌকিক অশ্লীলশব্দ, কুতর্ক, প্রাকৃত ও ম্লেচ্ছভাষা কদাচ শ্রবণ করিবে না। এই সকল শব্দ শ্রবণ করিলে ব্রাহ্মণের অধোগতি হয়। ১৮। যে ব্যক্তি সমর্থ হইয়াও প্রতিগ্রহ করে না, সেই ব্যক্তি দাতার অনুরূপ পুণ্যলাভ করে, পরন্তু কুশ, শাক, দুগ্ধ, গন্ধ ও জল এই সকল বস্তু উপস্থিত হইলে কদাচ তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে না। যদি কেহ ঐ সকল বস্তু প্রদান করিতে চাহে, দানীয় ব্যক্তি তাহা অবশ্য গ্রহণ করিবে। ১৯। প্রার্থনা না করিলে যদি কোন দুষ্কর্ম্মা ব্যক্তিও কিছু দিতে অভিলাষ করে, তাহা গ্রহণ করিতে কোন দোষ নাই; কিন্তু কুলটা, ক্লীব, পতিত ও শত্রুর নিকট কিছু গ্রহণ করিবে না। দেবার্চ্চনা, অতিথি সংকার ও পিতৃকৃত্যসাধনার্থ প্রতিগ্রাদির

নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

যাজ্ঞবল্ক্য-উবাচ ॥ ১ ॥ অথ শ্রাদ্ধবিধিম্বক্ষ্যে সর্ব্ব-পাপপ্রণাশনং। অমাবস্যাষ্টকাবৃদ্ধি-কৃষ্ণপক্ষায়নদ্বয়ং ॥ ২॥ দ্রব্যং ব্রাহ্মণসংপত্তির্বিষুবৎ সূর্য্যসংক্রমঃ। ব্যতীপাতো গজচ্ছায়া গ্রহণং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ। শ্রাদ্ধং প্রতি রুচিশ্চৈব শ্রাদ্ধকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩ ॥ অগ্র্যোঃ সর্ব্ব-দেবেষু শ্রোত্রিয়ো বেদবিদ্যুবা। বেদবিত্তিথিবিস্থে চ ত্রিমধুস্ত্রিসবর্ণিকঃ ॥ ৪ ॥ স্বস্রীয়ঋত্বিগ্‌জামাতাচার্য্য-শ্বশুরমাতুলাঃ। ত্রিণাচিকেতদৌহিত্রশিষ্যসম্বন্ধিবান্ধবাঃ ৫ ॥ কর্ম্মনিষ্ঠাঃ দ্বিজাঃ কেচিৎ পঞ্চাগ্নি ব্রহ্মচারিণঃ। পিতৃমাতৃপরাশ্চৈব ব্রাহ্মণাঃ শ্রাদ্ধদেবতাঃ ॥ ৬ ॥ রোগী হীনাতিরিক্তাঙ্গঃকানঃ পৌনর্ভবস্তথা। অবকীর্ণাদয়ো যে চ যে চাচারবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৭ ॥ অবৈষ্ণবাশ্চ যে সর্ব্বে শ্রাদ্ধার্হা ন কদাচন। নিমন্ত্রয়েচ্চ পূর্ব্বেদ্যু-দ্বি জৈর্ভাব্যং চ সংযতৈঃ ॥৮॥ আচান্তাশ্চৈব পূর্ব্বাহ্ণে হ্যাসনেষূপবেশয়েৎ। যুগ্মান্ দৈবে তথা পিত্র্যে স্বপ্র-দেশেষ্বশক্তিতঃ ॥ ৯ ॥ দ্বৌ দৈবে প্রাগুদক্ পিত্র্যে ত্রীণ্যেকক্ষোভয়োঃ পৃথক্। মাতামহানামপ্যেবং মন্ত্রস্বা বৈশ্যদেবিকং ॥ ১০ ॥ হস্তপ্রক্ষালনং দত্ত্বা বিষ্টরার্থে কুশানপি। আবাহ্য তদনুজ্ঞাতো বিশ্বদেবা মহানৃচা ॥ ১১ ॥ যবৈরন্নং বিকীর্য্যাথ ভাজনে সপবিত্রকে। সন্নোদেব্যা পয়ঃ ক্ষিপ্তা যবোসীতি যবাং-স্তথা ॥ ১২ ॥ যাদিব্যা ইতি মন্ত্রেণ হস্তেষ্বেব বিনিক্ষিপেৎ। গন্ধোদকেন তথা ধূপাদীন্ সপবিত্রকং ॥ ১৩ ॥ অপসব্যং ততঃ কৃত্বা পিতৃণামপ্রদক্ষিণং। দ্বিগুণাংস্তু কুশান্ দত্ত্বা উশন্তস্ত্বেত্যৃচা পিতৃন্ ॥ ১৪ ॥ আবাহ্য তদনুজ্ঞাতে র্জপেদায়ান্তনস্ততঃ। যবার্থস্তু তিলৈকার্য্যঃ কুর্য্যাদর্ঘ্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ১৫ ॥ দত্ত্বার্ঘ্যং সংশ্রবং হেষাং পাত্রে কৃত্বা বিধানতঃ। পিতৃভ্যঃ

নিকট প্রতিগ্রহ করিতে পারে। এবং আত্মরক্ষার্থ সাধারণের নিকট প্রতিগ্রহে কোন দোষ হইতে পারে না। ২০।

নবনবতিতম অধ্যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন। অতঃপর সর্ব্বপাপ বিনাশকারী শ্রাদ্ধ-বিধি বলিতেছি। অমাবস্যা, অষ্টকা, বৃদ্ধি, (পুত্রাদির বিবাহ) প্রেতপক্ষ, দক্ষিণায়ন, উত্তরায়ণ, উৎকৃষ্ট দ্রব্য (মাংসাদি) উপস্থিত হইলে, ব্রাহ্মণের সম্পত্তি অর্থাৎ বেদপারগ বিধিজ্ঞ ব্রাহ্মণ সমাগত হইলে, বিষুবদ্বয়, সূর্য্যসংক্রান্তি, ব্যতীপাতযোগ, গজচ্ছায়া (মঘাত্রয়োদশী) চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ আর যখন শ্রাদ্ধ করিতে বিশেষ প্রবৃত্তি হয়, এই সকল সময়ই শ্রাদ্ধকাল জানিবে। ১—৩। সর্ব্ববেদপারগ, শ্রোত্রিয়, বেদবিদ্, যুবা, তিথিজ্ঞ, ত্রিমধু, ত্রিসবর্ণ, ভাগিনেয়, পুরোহিত, জামাতা, আচার্য্য, শ্বশুর, মাতুল, ত্রিণাচিকেত, দৌহিত্র, শিষ্য, সম্বন্ধী ও বান্ধব এবং যে ব্রাহ্মণ ক্রিয়ানিষ্ঠ, অগ্নিহোত্র যাজী কিম্বা ব্রহ্মচারী; পিতৃমাতৃপরায়ণ তাদৃশ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধকার্য্যে পাত্রীয় ব্রাহ্মণ কল্পনা করিবে। ৪—৬ রোগী, অঙ্গহীন, অধিকাঙ্গ, কান, পৌনর্ভব, (যে স্ত্রী দ্বিতীয় পতিকে আশ্রয় করিয়াছে তদ্গর্ভজাত পুত্র) সঙ্কল্পিত ব্রত-হইতে বিচ্যুত, আচারভ্রষ্ট ও বিষ্ণুভক্তি রহিত ইহারা শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। যে দিবস শ্রাদ্ধ করিবে, তৎপূর্ব্বদিবস প্রাগুক্ত গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে অন্য ব্রাহ্মণদ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়া শ্রাদ্ধে নিয়োগ করিবে। ৭—৮। শ্রাদ্ধ সময়ে প্রথমতঃ শ্রাদ্ধকর্ত্তা কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক কৃতাচমন আহূত ব্রাহ্মণদিগকে স্বীয় স্বীয় আসনে উপবেশিত করাইয়া দেবপাত্রে দুইব্রাহ্মণ পূর্ব্বাভিমুখে, পিতৃপাত্রে তিন ব্রাহ্মণ উত্তরাভিমুখে পৃথক্ পৃথক্ স্থাপন করিতে হইবে, এপ্রকার মাতামহ পাত্রেও জানিবে। তৎপর হস্ত প্রক্ষালনার্থ জল ও উপবেশ নার্থ কুশাসন প্রদানকরিয়া সমন্ত্রক আবাহনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া পবিত্রযুক্ত পাত্রে যবদ্বারা বিকীর্ণ করিবে। তৎপর শন্নোদেবী ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা জল, যবোসি ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা যব এবং যাদিব্যা ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা ব্রাহ্মণহস্তে গন্ধ, জল, ধূপ, মাল্য ও পবিত্র প্রদান করিবে। ১০—১৪। তৎপর অপসব্য হস্তে বামাবর্ত্তক্রমে উশন্তস্ত্বা ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা পিত্রাবাহনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের অনুজ্ঞাত হইয়া আয়ান্তনঃ পিতরঃ ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। অর্ঘ্যাদিতে যবের কার্য্য তিলদ্বারা করিবে, বিধিপূর্ব্বক পাত্রে অর্ঘপ্রদানপূর্ব্বক পিতৃগণকে স্মরণ করিবে। তৎপর

স্থানমসীতি ন্যুব্জং পাত্রং করোত্যধঃ ॥ ১৬ ॥ অগ্নৌ করিষ্য আদায় পৃচ্ছত্যন্নং ঘৃতপ্লুতং। সব্যাহৃতীঞ্চ গায়ত্রীং মধুবাতে ত্র্যচস্তথা ॥ ১৭ ॥ জপ্ত্বা যথাসুখং বাচ্যং ভুঞ্জীরংস্তেপি বাগ্‌যতঃ। অন্নমিষ্টং হবিষ্যঞ্চ দদ্যাদক্রোধনো নরঃ ॥ ১৮ ॥ আতৃপ্তেস্তু পবিত্রাণি জপ্ত্বা পূর্ব্বজপস্তথা। অন্নমাদায় তৃপ্তাঃ স্থ শেষঞ্চৈবান্নমন্বহং ॥ ১৯ ॥ তদন্নং বিকিরেদ্ভূমৌ দদ্যাচ্চাপি সকৃৎ সকৃৎ। সর্ব্বমন্নমুপাদায় সতিলং দক্ষিণামুখঃ ॥ ২০ ॥ উচ্ছিষ্টসন্নিধৌ পিণ্ডান্ প্রদদ্যাৎ পিতৃযজ্ঞবৎ। মাতামহানামপ্যেবং দদ্যাচ্চাচমনন্ততঃ ॥ ২১ ॥ স্বস্তিবাচ্যস্ততো দদ্যাদক্ষয্যোদকমেব চ। দত্ত্বা চ দক্ষিণাং শক্ত্যা স্বধাকারমুদাহরেৎ ॥ ২২ ॥ বাচ্যতামিত্যনুজ্ঞাতঃ পিতৃভ্যশ্চ স্বধোচ্যতাং। বিপ্রৈরস্তুস্বধেত্যুক্তো ভূমৌ সিঞ্চেত্ততোজলং ॥ ২৩ ॥ প্রীয়ন্তামিতি চাহৈবং বিশ্বে দেবা জলং দদৎ। দাতারোনোভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ ॥ ২৪ ॥ শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্বহুদেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি। ইত্যুক্তোপি প্রিয়ম্বাচং প্রণিপত্য বিসর্জ্জয়েৎ ॥২৫॥ বাজে বাজে ইতি প্রীত্যা পিতৃপূর্ব্বং বিসর্জ্জনং। যস্মিংস্তে সংশ্রবাঃ পূর্ব্বমর্ঘ্যপাত্রে নিপাতিতাঃ। পিতৃপাত্রং তদুত্তানং কৃত্বা বিপ্রান্ বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ২৬ ॥ প্রদক্ষিণমনুস্তত্য ভুঞ্জীত পিতৃশেষিতং। ব্রহ্মচারী ভবেত্তত্র রজনীং ভার্য্যয়া সহ ॥২৭॥ এবং সদক্ষিণং কুর্য্যাদ্ বৃদ্ধৌ নন্দীমুখানপি। যজেৎ তদধিকর্কন্ধুমিশ্রাঃ পিণ্ডা য বৈঃশ্রিতাঃ ॥ ২৮ ॥ একোদ্দিষ্টং দৈবহীনং একান্নৈকপবিত্রকং। আবাহনাগ্নৌকরণরহিতং হ্যপসব্যবৎ ॥ ২৯ ॥ উপতিষ্ঠতামিত্য-

---

"পিতৃভ্যঃস্থানমসি" এই মন্ত্রদ্বারা ন্যুব্জীকৃত পাত্রকে অধঃস্থিত করিয়া ঘৃতাক্ত অন্ন গ্রহণপূর্ব্বক "অগ্নৌ করিষ্যে" এইরূপ পৃচ্ছা করিয়া ব্যাহৃতিসহ গায়ত্রী ও মধুবাতা ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার জপ করিবে। ১৬—১৭। পরে "যথা সুখং বাগ্‌যতঃ সদ" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কিয়ৎকাল নিঃশব্দ হইয়া থাকিবে, এই সময়ে পিতৃগণ সেই অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন। শ্রাদ্ধকর্ত্তা অকপটচিত্তে অভীষ্ট হবিষ্যান্নপ্রদান করিবে। ১৮। পিতৃলোকের তৃপ্তিপর্য্যন্ত পবিত্র হরিনামাদি জপ করিয়া পূর্ব্ববৎ মধুবাতা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। এবং অন্নগ্রহণ করিয়া "ওঁ তৃপ্তাঃস্থ" এই মন্ত্র পাঠান্তে সেই অন্ন ভূমিতে বিকিরণ করিবে। অনন্তর দক্ষিণাভিমুখ হইয়া সতিল অন্ন গ্রহণপূর্ব্বক উচ্ছিষ্টপাত্রের সন্নিধানে পিণ্ডপ্রদান করিতে হইবে। এইরূপে পিতৃপিতামহাদির পিণ্ডপ্রদান করিয়া মাতামহাদির উদ্দেশে পিণ্ডদান করিবে। অনন্তর আচমনীয়প্রদান করিতে হইবে। ১৯—২১। সকল কার্য্যেই ব্রাহ্মণ স্বস্তি শব্দ উচ্চারণ করিবে। অনন্তর অক্ষয্য দান করিয়া স্বীয় শক্তি অনুসারে দক্ষিণা দিবে। তৎপরে "স্বধাং বাচয়িষ্যে" এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণের নিকট প্রার্থনা করিলে ব্রাহ্মণ "বাচ্যতাং" এই বাক্যে অনুজ্ঞাপ্রদান করিবে। তখন ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া "পিতৃভ্যঃ স্বধোচ্যতাং" এই মন্ত্রে পূর্ব্বপ্রদত্ত পবিত্র মোচন করিবে। তৎপরে "ওঁ অস্তু স্বধা" এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ভূমিতে জল সিঞ্চন করিবে। ২২—২৩। অনন্তর জলপ্রদানপূর্ব্বক "বিশ্বে দেবাঃ প্রীয়ন্তাং" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া "দাতারোনোঽভিবর্দ্ধন্তাং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিলে ব্রাহ্মণ "ওঁ অস্তু" এই বাক্যে শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে অনুজ্ঞাদান করিবেন, তখন শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি প্রিয়বাক্যে প্রণিপাত করিয়া ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন করিবে। ২৪—২৫। তৎপরে বাজে বাজে ইত্যাদি মন্ত্রে পিত্রাদিক্রমে ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে। এবং পূর্ব্বে যে পিতৃপাত্রদ্বারা অর্ঘ্যপাত্রস্থ সংশ্রব জল আচ্ছাদন করিয়া স্থাপন করা হইয়াছিল, এইক্ষণ সেই আচ্ছাদিত পাত্র উন্মোচন করিয়া তাহা হইতে কিঞ্চিৎ জল মস্তকে ধারণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে। ২৬। অনন্তর প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া শ্রাদ্ধশেষ ভোজন করিবে। এবং রজনীযোগে স্বীয় ভার্য্যার সহিত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিবে। ২৭। এইরূপে বিবাহাদিকার্য্যেও সদক্ষিণ শ্রাদ্ধ করিবে, তাহাতে বিশেষ এই যে, পিত্রাদির নামোল্লেখের পূর্ব্বে নান্দীমুখ শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে এবং বদরী ফলসংযুক্ত পিণ্ডদান করিবে, এই শ্রাদ্ধের নাম নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ। ২৮। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে দৈবপক্ষ করিবে না এবং একপাত্র অন্ন ও একপত্রক পবিত্র দিতে হইবে। এই শ্রাদ্ধে আবাহন ও অগ্নৌকরণ করিতে হয় না। ইহার সমস্ত কার্য্য অপসব্য ক্রমে অর্থাৎ দক্ষিণস্কন্ধে উত্তরীয় রাখিয়া করিবে। ২৯। একো-

ক্ষয্যস্থানে বিপ্রান্ বিসর্জ্জয়েৎ। অভিরম্যতাং প্রক্রয়াৎ প্রোচুস্তেভিরতাঃ স্ম হ ॥ ৩০ ॥ গন্ধোদকতিলৈর্ম্মিশ্রং কুর্য্যাৎ পাত্রচতুষ্টয়ং। অর্ঘ্যার্থং পিতৃপাত্রেষু প্রেতপাত্রং প্রসেচয়েৎ ॥ ৩১ ॥ যে সমানা ইতি দ্বাভ্যাং শেষং পূর্ব্ববদাচরেৎ। এতৎ সপিণ্ডীকরণমেকোদ্দিষ্টং স্ত্রিয়া অপি ॥ ৩২ ॥ অর্ব্বাক্ সপিণ্ডীকরণং যস্য সম্বৎসরাদ্ভবেৎ। তস্যাপ্যন্নং সোদকুম্ভং দদ্যাৎ সম্বৎসরে দ্বিজঃ। পিণ্ডাংশ্চ গোজবিপ্রেভ্যো দদ্যাদগ্নৌ জলেপি বা ॥ ৩৩ ॥ হবিষ্যান্নেন বৈ মাসং পায়সেন তু বৎসরং। মাৎস্যহারিণঔরভ্রশাকুনছাগপার্ষতৈঃ ॥ ৩৪ ॥ ঐণরৌরববরাহশশমাংসৈর্যথাক্রমং। মাসবৃদ্ধ্যাপিতুষ্যন্তি দত্তৈরিহ পিতামহাঃ ॥৩৫॥ দদ্যাদ্বর্ষত্রয়োদশ্যাং মঘাসু চ ন সংশয়ঃ। প্রতিপৎপ্রভৃতিষ্বেবং কন্যাদীন্ শ্রাদ্ধদো লভেৎ ॥ ৩৬ ॥ শস্ত্রেণ নিহতানাং তু চতুর্দ্দশ্যাং প্রদীয়তে। স্বর্ণং সুপত্যযোগঞ্চ শৌর্য্যং ক্ষেত্রং বলন্তথা ॥ ৩৭ ॥ অরোগিত্বং যশো বীতশোকতাং পরমাং গতিং। ধনং বিদ্যাঞ্চ বাক্‌সিদ্ধিং কুপ্যং গোজাবিকন্তথা। অশ্বানায়ুশ্চ বিধিবদ্‌যঃ শ্রাদ্ধং সংপ্রতীচ্ছতি ॥ ৩৮ ॥ কৃত্তিকাদিভরণ্যন্তং সকামী প্রাপ্নুয়াদিমান্। বস্ত্রাঢ্যাঃ প্রীণয়ন্ত্যেব নবং শ্রাদ্ধকৃতং দ্বিজাঃ ॥ ৩৯ ॥ আয়ুঃ প্রজাধনং বিদ্যাং স্বর্গমোক্ষসুখানি চ। প্রয়চ্ছতি যথা রাজ্যং প্রীত্যা নিত্যং পিতামহঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে শ্রাদ্ধবিধির্নাম
নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ

দ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের অক্ষয্য দানকালে "উপতিষ্ঠতাঃ" এই বাক্য প্রয়োগ করা বিধেয় এবং ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জনকালে "অভিরম্যতাং" এই বাক্য উচ্চারণ করিলে ব্রাহ্মণ "অভিরতাঃ স্ম" এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে এইমাত্র বিশেষ, আর সমস্ত কার্য্যই পূর্ব্ববৎ করিতে হইবে। ৩০। সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধে বিশেষ এই যে, অর্ঘ্যপ্রদানকালে গন্ধোদক ও তিলমিশ্রিত পাত্রচতুষ্টয় স্থাপন করিয়া তন্মধ্যে একটি পাত্রকে প্রেতপাত্ররূপে কল্পনা করিবে। ৩১। পরে যে সমানা ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠপূর্ব্বক প্রেতার্ঘ্যবিভাগ এবং পিতামহাদি পাত্রের সহিত সংমিশ্রণ করিবে। সপিণ্ডীকরণের অন্যান্য কার্য্য পূর্ব্বোক্ত নিয়মে করিবে। অর্ঘ্যমিশ্রণের ন্যায় পিণ্ডমিশ্রণও করিতে হইবে। একোদ্দিষ্ট ও পার্ব্বণ এই উভয়াত্মক শ্রাদ্ধের নাম সপিণ্ডীকরণ। ৩২। একবৎসরের মধ্যে যাহার সপিণ্ডীকরণ হয়, তাহার বৎসরের পূর্ণ দিবসে জলপূর্ণ কুম্ভের সহিত অন্ন প্রদান করিতে হইবে। শ্রাদ্ধ কার্য্যের অবসানে গো, অজ অথবা ব্রাহ্মণকে পিণ্ড প্রদান করিবে কিম্বা অগ্নি অথবা জলেতে পিণ্ড নিক্ষেপ করিবে। ৩৩। হবিষ্যান্নদ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে একমাস এবং পায়সদ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে এক বৎসরপর্য্যন্ত পিতৃগণের পরিতৃপ্তি থাকে। মৎস্য, হরিণমাংস, মেষমাংস, শকুল মৎস্য, ছাগমাংস, পৃষত (মৃগবিশেষ) এণ (হরিণবিশেষ) মাংস, রুরু (এক জাতীয় হরিণ) মাংস, বরাহমাংস ও শশমাংসদ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে ক্রমশঃ এক একমাস অধিক পিতৃগণ পরিতৃপ্ত থাকেন। ৩৩—৩৫। প্রতিবৎসর মঘাত্রয়োদশীতে শ্রাদ্ধ করিবে। প্রেতপক্ষের প্রতিপৎ হইতে অমাবস্যাপর্য্যন্ত প্রতিদিন পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা কন্যাদি লাভ করে। ৩৬। যাহারা শস্ত্রদ্বারা আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, চতুর্দ্দশী তিথিতে তাহাদিগের শ্রাদ্ধ করিবে। তাহাতে সুবর্ণ, সন্তান, শৌর্য্য, ক্ষেত্র ও বল লাভ হয়। ৩৭। বিধিপূর্ব্বক পিতৃগণের শ্রাদ্ধক্রিয়া সাধন করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা নীরোগিতা ও যশোভাজন হইয়া শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমাগতি প্রাপ্ত হয় এবং ধন, বিদ্যা, বাক্‌সিদ্ধি, তাম্রাদিধাতু গো, অজ ও অশ্বাদিসম্পদ্ লাভ হয় এবং আয়ুঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ৩৮। সকামী ব্যক্তি কৃত্তিকাদি ভরণীপর্য্যন্ত প্রতি নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে উক্তরূপ সম্পদলাভ করে। যে ব্রাহ্মণ নবান্ন ও নবোদক শ্রাদ্ধ করে, তাহার পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইয়া তাহাকে আয়ুঃ, প্রজা, ধন, বিদ্যা, স্বর্গ, মোক্ষ সুখ ও রাজ্য প্রদান করেন। ৩৯—৪০।

শততমোঽধ্যায়ঃ।

যাজ্ঞবল্ক্য-উবাচ ॥ ১ ॥ বিনায়কোপসৃষ্টস্য লক্ষণানি বিবোধত। স্বপ্নেবগাহতেঽত্যর্থং জলং মুণ্ডাংশ্চ পশ্যতি ॥ ২ ॥ বিমনাবিফলারম্ভঃ সংসীদত্যনিমিত্ততঃ। রাজা রাজ্যং কুমারী চ পতিং পুত্রঞ্চ গুর্ব্বিণী ॥ ৩ ॥ নাপ্নুয়াৎ স্নপনস্তস্য পুণ্যেঽহ্নি বিধিপূর্ব্বকং। গৌরসর্ষপগন্ধেন সাজ্যেনোৎসারিতস্য তু। সর্ব্বৌষধৈঃ সর্ব্বগন্ধৈর্ব্বিলিপ্তশির স্তথা ॥ ৪ ॥ ভদ্রাসনোপবিষ্টস্য স্বস্তিবাচ্য দ্বিজান্ শুভান্। মৃত্তিকাং রোচনাং গন্ধান্ গুগ্‌গুলুঞ্চাপ্সু নিক্ষিপেৎ ॥ ৫ ॥ একাকৃত্যাহৃেকবর্ণৈশ্চতুর্ভিঃ কলসৈর্হ্রদাৎ। চর্ম্মণ্যানুদ্বহে রক্তে স্নাপ্যং ভদ্রাসনে তথা ॥ ৬ ॥ সহস্রাক্ষং শতধারমৃষিভিঃ পাবনং কৃতং। তেন ত্বামভিষিঞ্চামি পাবমান্যঃ পুনন্তু তে ॥ ৭ ॥ ভগবান্ বরুণোরাজা ভগং সূর্য্যোবৃহস্পতিঃ। ভগমিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ ভগং সপ্তর্ষয়ো দদুঃ ॥ ৮ ॥ যত্তে কেশেষু দৌর্ভাগ্যং সীমন্তে যচ্চ মূর্দ্ধনি। ললাটে কর্ণয়োরক্ষ্ণোর্নাশং তদ্‌যান্তু তে সদা ॥ ৯ ॥ স্নাতস্য সার্ষপন্তৈলং শ্রবণে মস্তকে তথা। জুহুয়ান্মূর্দ্ধনি কুশান্ সাজ্যান্ সংপরিগৃহ্য চ ॥ ১০ ॥ মিতঃ সংযমিতশ্চৈব তথা শালকটঙ্কটৈঃ। কুষ্মাণ্ডং রাজপুত্রাংশ্চ অন্তে স্বাহাসমন্বিতৈঃ ॥ ১১ ॥ দদ্যাচ্চতুষ্পথে ভূমৌ কুশানাস্তীর্য্য সর্ব্বশঃ। কৃতাকৃতস্তথা চৈব তণ্ডুলৌদনমেব চ ॥ ১২ ॥ পুষ্পং চিত্রং সুগন্ধঞ্চ সুরাঞ্চ ত্রিবিধামপি। দধিপায়সমন্নঞ্চ ঘৃতঞ্চ গুড়মোদকং ॥ ১৩ ॥ এতান্ সর্ব্বানুপাকৃত্য ভূমৌ কৃত্বা ততঃ শিবঃ। অম্বিকামুপতিষ্ঠেচ্চ দদ্যাদন্নং কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১৪ ॥ দূর্ব্বাসর্ষপপুষ্পৈশ্চ পুত্রজন্মভি রস্ততঃ। কৃতস্বস্ত্যয়নঞ্চৈব প্রার্থয়েদম্বিকাং সতীং ॥ ১৫ ॥ রূপন্দেহি

শততম অধ্যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, যাহার প্রতি বিনায়কের আবির্ভাব হয়, তাহার লক্ষণ বলিব, শ্রবণ কর। বিনায়কাভিভূত ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় জলাবগাহন, জল ও মুণ্ড দর্শন করে। ১। ২। যাহার প্রতি বিনায়কের দৃষ্টি হয়, সেই ব্যক্তি কখন বিমর্ষভাবে থাকে, কখন বা নিষ্প্রয়োজন কার্য্য করে এবং কখনও অকারণে দুঃখে নিমগ্ন হয়। বিনায়কাধিষ্ঠান হইলে রাজা রাজ্য, কুমারী পতি, ও গুর্ব্বিণী পুত্রলাভ করিতে পারে না। ইহার শান্তির নিমিত্ত পুণ্যতিথিতে বিধিপূর্ব্বক স্নান করাইবে। শ্বেতসর্ষপ, চন্দন ও ঘৃত এই সকল দ্রব্যদ্বারা বিনায়কাধিষ্ঠিত ব্যক্তির সর্ব্বশরীর অনুলিপ্ত করিয়া স্নান করাইতে হইবে এবং তাহার মস্তকে সর্ব্বৌষধি ও সর্ব্বপ্রকার অনুলেপন দ্রব্যদ্বারা বিলিপ্ত করিবে। ৩।৪। অনন্তর সেই ব্যক্তিকে কোন বিশুদ্ধ আসনে উপবিষ্ট করাইয়া ব্রাহ্মণগণ স্বস্তিবাচন করিবে। পরে কোন হ্রদহইতে একবর্ণ একাকার চারিটী কুম্ভে জল আনিয়া সেই জলে মৃত্তিকা, গোরোচনা, গন্ধ ও গুগ্‌গুলু নিক্ষেপ করিয়া সেই জলদ্বারা ভূতাবিষ্ট ব্যক্তিকে স্নান করাইবে। ৫। ৬। স্নানকালে ব্রাহ্মণগণ এই সকল মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করাইবে—ঋষিগণ যে জলদ্বারা পাবন করিয়া থাকেন, সেই জলদ্বারা তোমার অভিষেক করি, পাবমানীশক্তি তোমাকে পবিত্র করুন। ৭। ভগবান্ বরুণ, রাজা, সূর্য্য, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, বায়ু ও সপ্তর্ষিবর্গ তোমাকে সম্পৎ প্রদান করুন। ৮। তোমার কেশে, সীমন্তে, মস্তকে, ললাটে, কর্ণদ্বয়ে ও নেত্রযুগলে যে দৌর্ভাগ্য চিহ্ন বিদ্যমান আছে, তাহা এই স্নানে বিনষ্ট হউক্। ৯। এইরূপে ভূতাবিষ্ট ব্যক্তিকে স্নান করাইয়া তাহার কর্ণে ও মস্তকে সার্ষপতৈল লেপন করিবে এবং মস্তকে সঘৃত কুশপত্রের হোম করিতে হইবে। ১০। তৎপরে সংযত হইয়া হরিদ্রাদ্বারা কুষ্মাণ্ড ও রাজপুত্রকে স্বাহান্ত মন্ত্রে হোম করিবে। ১১ অনন্তর চতুষ্পথ ভূমিতে কুশাস্তরণ করিয়া পক্ক ও অপক্ক তণ্ডুল, বিচিত্র সুগন্ধপুষ্প, ত্রিবিধ সুরা, দধি, পায়স, অন্ন, ঘৃত, গুড় ও মোদক এই সকল দ্রব্য একত্র মস্তকে করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অম্বিকার আরাধনা করিয়া সেই সকল বলিদ্রব্য নিবেদন করিবে। ১২—১৪। অনন্তর দূর্ব্বা, সর্ষপ ও পুষ্পদ্বারা অম্বিকাদেবীর অর্চনা করিবে। এইরূপে স্বস্ত্যয়ন করিয়া অম্বিকাদেবীর নিকট প্রার্থনা করিবে। ভগবতি! আমাকে রূপ ও যশঃ প্রদান করুন। হে দেবি! আপনি পুত্র সৌভাগ্য প্রদান করিয়া আমার কামনা পরিপূর্ণ করুন।

যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে। পুত্রান্দেহি শ্রিয়ং দেহি সর্ব্বান্‌কামাংশ্চ দেহি মে ॥১৬॥ ব্রাহ্মণাং-স্তোষয়েৎ পশ্চাচ্ছুক্লবস্ত্রানুলেপনৈঃ। বস্ত্রং যুগ্মং গুরোর্দ্দদ্যাৎ সংপুজ্যশ্চ গ্রহস্তথা ॥ ১৭ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে বিনায়কোপসৃষ্টলক্ষণং নাম শততমোঽধ্যায়ঃ।

১৫। ১৬। পরে শুক্লবস্ত্র ও শুক্ল অনুলেপনদ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে সন্তুষ্ট করিবে এবং গুরুকে বস্ত্রযুগ্ম প্রদান করিয়া গ্রহগণের অর্চ্চনা করিবে। ১৭।

একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

যাজ্ঞবল্ক্য-উবাচ ॥ ১ ॥ শ্রীকামঃ শান্তিকামো বা গ্রহদৃষ্ট্যভিচারবান্। গ্রহযাগং সমং কুর্য্যাদ্‌গ্রহাশ্চৈতে বুধৈঃ স্মৃতাঃ ॥ ২ ॥ সূর্য্যঃ সোমোমঙ্গলশ্চ বুধশ্চৈব বৃহস্পতিঃ। শুক্রঃ শনৈশ্চরোরাহুঃ কেতুর্গ্রহগণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩ ॥ তাম্রকাংস্যস্ফাটিকাচ্চ রক্তচন্দন স্বর্ণকাৎ। রজতাদয়সঃ সীসাৎ কাংস্যাদ্দৃষ্টিঃ প্রশাম্যতি ॥ ৪ ॥ রক্তঃ শুক্লস্তথা রক্তঃ পীতঃ পীতঃ সিতাসিতঃ। কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ ক্রমাদ্বর্ণং নিবোধ মুনয়স্ততঃ ॥ ৫ ॥ স্নাপয়েদ্ধোময়েচ্চৈব গ্রহদ্রব্যৈর্ব্বিধানতঃ। সুবর্ণানি প্রদেয়ানি বাসাংসি কুসুমানি চ ॥ ৬ ॥ গন্ধাদিবলয়শ্চৈব ধূপোদেয়শ্চ গুগ্‌গুলুঃ। কর্ত্তব্যাস্তত্র মন্ত্রৈশ্চ অধিপ্রত্যধিদৈবতৈঃ ॥ ৭ ॥ আকৃষ্ণেন ইমং দেবা অগ্নির্ম্মূর্দ্ধাদিবঃ ককুৎ। উদ্বুধ্যস্বেতি জুহুয়াৎ ঋগ্‌ভিরেব যথাক্রমং ॥ ৮ ॥ বৃহস্পতে পরিদীয়েতি অন্নাৎ পরিশ্রুতোরসং। সন্নোদেবী কয়ানশ্চ কেতুক্তৃণ্বন্নিতি-ক্রমাৎ ॥ ৯ ॥ অর্কঃ পলাশঃ খদিরস্ত্বপামার্গোথ-পিপ্পলঃ। ওড়ুম্বরঃ শমী দূর্ব্বা কুশাশ্চ সমিধঃ ক্রমাৎ। হোতব্যা মধুসর্পির্ভ্যাং দধ্না চৈব সমন্বিতঃ ॥১০॥ গুড়ৌদনৌ পায়সঞ্চ হবিষ্যং ক্ষীরষষ্টিকং। দধ্যোদনং হবিঃ পুপান্মাংসং চিত্রান্নমেব চ ॥ ১১ ॥ দদ্যাদ্দ্বিজঃ ক্রমা-

একাধিকশততম অধ্যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, শ্রীকামী, শান্তিকামী অথবা গ্রহদৃষ্টিতে অভিভূত ব্যক্তি গ্রহযাগ করিবে। পণ্ডিতগণ গ্রহদিগের এই সকল নামকরণ করিয়া থাকেন। ১। ২। সূর্য্য, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনৈশ্চর, রাহু ও কেতু এই সকলই গ্রহ।৩। গ্রহদৃষ্টি হইলে রব্যাদিগ্রহের দোষ শান্ত্যর্থ তাম্রাদিদ্রব্য ধারণ করিবে। রবির দৃষ্টিতে তাম্র, চন্দ্রের, কাংস্য, মঙ্গলের স্ফটিক, বুধের রক্তচন্দন, বৃহস্পতির স্বর্ণ, শুক্রের রজত, শনির লৌহ, রাহুর সীস, এবং কেতুর দোষ শান্তির জন্য কাংস্য ধারণ করিবে, ইহাতে গ্রহদোষ শান্ত হয়। ৪। মুনিগণ! অনন্তর গ্রহদিগের বর্ণ শ্রবণ কর, রবি রক্তবর্ণ, চন্দ্র শুক্লবর্ণ, মঙ্গল রক্তবর্ণ, বুধ ও বৃহস্পতি পীতবর্ণ, শুক্র শ্বেতবর্ণ শনৈশ্চর, রাহু ও কেতু কৃষ্ণবর্ণ। ৫। গ্রহদৃষ্ট ব্যক্তিকে সেই সেই গ্রহের উল্লিখিত দ্রব্যদ্বারা স্নান করাইয়া গ্রহোক্তদ্রব্যদ্বারা হোম করিবে। এবং স্বর্ণ বস্ত্র ও পুষ্প প্রদান করিবে। ৬। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এই সকল উপহারে অর্চ্চনা করিতে হইবে। গ্রহদেবতার পূজাতে গুগ্‌গুলুদ্বারা ধূপ দিবে। স্ব স্ব মন্ত্রে গ্রহগণের পূজা করিয়া অধিদৈবত ও প্রত্যধি দেবতার অর্চ্চনা করিবে। ৭। আকৃষ্ণেনরজসা ইত্যাদি মন্ত্রে রবির, ইমং দেবা ইত্যাদি মন্ত্রে চন্দ্রের, অগ্নির্ম্মূর্দ্ধা ইত্যাদি মন্ত্রে মঙ্গলের, উদ্বুধ্যস্ব ইত্যাদি মন্ত্রে বুধের, বৃহস্পতে ইত্যাদি মন্ত্রে বৃহস্পতির, শুক্রস্তে অন্যৎ ইত্যাদি মন্ত্রে, শুক্রের শন্নোদেবীরভীষ্টয়ে ইত্যাদি মন্ত্রে শনৈশ্চরের, কয়ানশ্চিত্রা ইত্যাদি মন্ত্রে রাহুর এবং কেতুং কৃণ্বন ইত্যাদি মন্ত্রে কেতুর অর্চ্চনা ও হোম করিবে। ৮।৯। গ্রহের হোমীয় দ্রব্য এই—রবির আকন্দ, মঙ্গলের পলাশ, বুধের খাদর, বৃহস্পতির অপামার্গ, শুক্রের অশ্বত্থ, শনৈশ্চরের ওড়ুম্বর, রাহুর শমী ও কেতুর দূর্ব্বা হোমীয়দ্রব্য, এই সকল হোমীয় দ্রব্যের সহিত দধি, মধু ও ঘৃতমিশ্রিত করিয়া হোম করিতে হইবে। ১০। গ্রহদিগের বলিদ্রব্য এই—রবির গুড় ও অন্ন, চন্দ্রের পায়স, মঙ্গলের হবিষ্যান্ন, বুধের ক্ষীরান্ন, বৃহস্পতির দধি ও অন্ন, শুক্রের ঘৃত, শনির পিষ্টক, রাহুর মাংস এবং কেতুর বিচিত্র অন্ন বলিদ্রব্য জানিবে। ১১। দ্বিজগণ

দেতান্‌ গ্রহেভ্যো ভোজনন্ততঃ। ধেনুঃ শঙ্খস্তথা-নড্বান্‌ হেমবাসো-হয়স্তথা ॥ ১২ ॥ কৃষ্ণা গৌরায়সং ছাগ এতা বৈ দক্ষিণাঃ ক্রমাৎ। গ্রহাঃ পূজ্যাঃ সদা যস্মাদ্রাজাপি প্রাপ্যতে ফলম্‌ ॥ ১৩ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে গ্রহশান্তির্নাম একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

যাজ্ঞবল্ক্য-উবাচ ॥ ১ ॥ বাণপ্রস্থাশ্রমং বক্ষ্যে তৎ কুর্ব্বন্তু মহর্ষয়ঃ। পুত্রেষু ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা ॥২॥ বাণপ্রস্থো ব্রহ্মচারী সাগ্নিঃ শমদমক্ষমী। অর্চ্চয়েৎ সাগ্নিকান্‌ বিপ্রান্‌ পিতৃদেবাতিথীংস্তথা ॥৩॥ ভৃত্যাংস্তু তর্পয়েদশ্ম জটালোমভৃদাত্মবান্‌। দান্তস্ত্রিসবনং স্নায়াৎ নিবৃত্তশ্চ প্রতিগ্রহাৎ ॥৪॥ স্বাধ্যায়বান্‌ ধ্যানশীলঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ। অহ্নো মাসস্য মধ্যে বা কুর্য্যাৎ স্বার্থপরিগ্রহম্‌ ॥ ৫ ॥ নিরাশ্রয়ং স্বপেদ্ভূমৌ কর্ম্ম কুর্য্যাৎ ফলাদিনা। গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যস্থো বর্ষাসু স্থণ্ডিলে-শয়ঃ ॥ ৬ ॥ আর্দ্রবাসাস্তু হেমন্তে যোগাভ্যাসাদ্দিনং নয়েৎ। অক্রুদ্ধঃ পরিতুষ্টশ্চ সমস্তস্য চ তস্য চ ॥ ৭ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে বাণপ্রস্থধর্ম্মঃ দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

যাজ্ঞবল্ক্য-উবাচ ॥ ১ ॥ ভিক্ষোর্দ্ধর্ম্মং প্রবক্ষ্যামি তৎ নিবোধত সত্তমাঃ। বনাৎ প্রবৃত্য কৃত্বেষ্টিং সর্ব্ব-বেদপ্রদক্ষিণাম্‌ ॥ ২ ॥ প্রাজাপত্যান্তদন্তেঽপি অগ্নি-মারোপ্য চাত্মনি। সর্ব্বভূতহিতঃ শান্তস্ত্রিদণ্ডী স-কমণ্ডলুঃ। সর্ব্বায়াসং পরিত্যজ্য ভিক্ষার্থী গ্রামমাশ্র-য়েৎ ॥ ৩ ॥ অপ্রমত্তশ্চরেদ্ভৈক্ষ্যং সায়াহ্নে নাভি-

---

পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সকল গ্রহদিগকে ভোজনীয় দ্রব্যরূপে প্রদান করিবে। গ্রহযাগের দক্ষিণাদ্রব্য কথিত হইতেছে। রবির ধেনু, চন্দ্রের শঙ্খ, মঙ্গলের বৃষ, বুধের স্বর্ণ, বৃহস্পতির বস্ত্র, শুক্রের অশ্ব, শনৈশ্চরের কৃষ্ণগো, রাহুর লৌহ এবং কেতুর যাগে ছাগ দক্ষিণা দিবে। এইরূপে গ্রহদিগের অর্চ্চনা করিলে রাজাও তাহার সমুচিত ফল পাইয়া থাকেন। ১২। ১৩।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম বলিব, ঋষিগণ এই বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম আচরণ করেন। পুত্রের হস্তে ভার্য্যাকে সমর্পণ করিয়া অথবা ভার্য্যা সমভিব্যাহারে বনে গমন করিবে। ১। ২। বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া প্রতিদিন হোম করিতে হইবে, এবং শান্ত, দান্ত ও ক্ষমাশালী হইয়া থাকিবে, এবং সাগ্নিকব্রাহ্মণ, পিতৃগণ ও অতিথির অর্চ্চনা করিবে। ৩। আত্মতত্ত্বপরায়ণ বাণপ্রস্থ-ধর্ম্মাবলম্বী জটা ও শ্মশ্রু ধারণ করিয়া ভৃত্যবর্গের সন্তোষ সাধন করিবে এবং ত্রিসন্ধ্যা দান ও স্নান করিবে। কোনপ্রকার দানগ্রহণ করিবে না। ৪। বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে, স্বাধ্যায়নিরত ও ধ্যানশীল হইয়া সর্ব্বভূতের হিতকর কার্য্যে তৎপর থাকিবে এবং দিবসমধ্যে অথবা মাসমধ্যে স্বার্থ সংগ্রহ করিবে। ৫। রাত্রিকালে ভূমিতে নিরাশ্রয়ে শয়ন করিয়া থাকিবে, এবং ফলকামনায় কর্ম্ম করিবে। গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নিমধ্যে, বর্ষাকালে স্থণ্ডিলে শয়ন করিবে। ৬। হেমন্তঋতুতে আর্দ্রবস্ত্রে থাকিয়া যোগাভ্যাসদ্বারা দিনযাপন করিবে। সর্ব্বদা অক্রুদ্ধ ও পরিতুষ্ট থাকিবে। ৭।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, এইক্ষণে ভিক্ষুধর্ম্ম বলিব, হে তপোধনগণ! তাহা শ্রবণ কর। বন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সর্ব্ববেদ-দক্ষিণক যজ্ঞ সমাধান করিয়া অগ্ন্যাধানপূর্ব্বক প্রাজাপত্য যজ্ঞ করিবে। অনন্তর সর্ব্বভূতের হিতসাধনে তৎপর, শান্তশীল, ত্রিদণ্ডধারী হইয়া কমণ্ডলুগ্রহণপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার আবাস পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষার্থ গ্রাম আশ্রয় করিবে। ১—৩। ভিক্ষুধর্ম্মা-

লক্ষিতঃ। বাহিতৈর্ভিক্ষুকৈর্গ্রামে যাত্রামাত্রমলোলুপঃ ॥৪॥ ভবেৎ পরমহংসো বা একদণ্ডী যমাদিতঃ। সিদ্ধযোগস্ত্যজন্ দেহমমৃতত্বমিহাপ্নুয়াৎ ॥ ৫ ॥ যোগমভ্যস্য মিতভুক্ পরাং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ। দাতাতিথিপ্রিয়ো জ্ঞানী গৃহী শ্রাদ্ধেঽপি মুচ্যতে ॥ ৬ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—০:০—

চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

যাজ্ঞবল্ক্য-উবাচ ॥ ১ ॥ নরকাৎ পাতকোদ্ভূতাৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ ক্ষয়াৎ। ব্রহ্মহা শ্বা খরোষ্ট্রঃ স্যাম্মূকশ্চান্তে ভবিষ্যতি ॥ ২ ॥ স্বর্ণচৌরঃ কৃমিঃ কীটঃ তৃণাদির্গুরুতল্পগঃ। ক্ষয়রোগী শ্যাবদন্তঃ কুনখী শিপিবিষ্টকঃ। ব্রহ্মহত্যাক্রমাৎ স্যুশ্চ তৎসর্ব্বং বা শিশোর্ভবেৎ ॥৩॥ ধান্যহর্ত্তা ত্বনাহারী মূকো রাগাপহারকঃ। ধান্যহার্য্যতিরিক্তাঙ্গঃ পিশুনঃ পূতিনাসিকঃ ॥ ৪ ॥ তৈলাহারী তৈলপায়ী পূতিবক্ত্রস্তু সূচকঃ। জায়ন্তে লক্ষণভ্রষ্টা দরিদ্রাঃ পুরুষাধমাঃ। জায়ন্তে লক্ষণোপেতা ধনধান্যসমন্বিতাঃ॥ ৫ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—০:০—

পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

যাজ্ঞবল্ক্য-উবাচ ॥ ১ ॥ বিহিতস্যাননুষ্ঠানান্নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ। অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি ॥ ২ ॥ তস্মাদ্যত্নেন কর্ত্তব্যং প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে। এবমস্যান্তরাত্মা চ লোকশ্চৈব প্রসীদতি ॥ ৩ ॥ লোকঃ প্রসীদেদাত্মৈবং প্রায়শ্চিত্তৈরঘক্ষয়ঃ।

বনবাসী ব্যক্তি অপ্রমত্ত হইয়া অপরাহ্নে অনভিলক্ষিত অর্থাৎ কোনরূপ বেশভূষাদি না করিয়া ভিক্ষাচরণ করিবে ভিক্ষুকগণ গ্রামে যাইয়া ভিক্ষাচরণ করিবে কিন্তু লোভপরতন্ত্র হইবে না। ৪। ভিক্ষু ব্যক্তি যমনিয়মাদি অবলম্বন করিয়া ত্রিদণ্ডী হইয়া পরমহংস হইবে। অনন্তর যোগসিদ্ধি হইলেই দেহ পরিত্যাগ করিয়া মুক্তিপদ পায়। ৫। মিতাহারী হইয়া যোগাভ্যাস করিলে উত্তম গতিলাভ করিতে পারে। গৃহী ব্যক্তিও দাতা, অতিথিপ্রিয় ও জ্ঞানী হইলে মুক্ত হইয়া থাকে। ৬।

—০:০—

চতুরধিকশততম অধ্যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, পাপী ব্যক্তিরা নরকভোগের পর শেষ পাপক্ষয় পর্য্যন্ত নিকৃষ্ট যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে। ব্রহ্মহত্যাকারী ব্যক্তি নরকভোগের পর ক্রমশঃ কুক্কুর, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রযোনি প্রাপ্ত হয়, এবং পরিশেষে মূক হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করে। ১।২। যে ব্যক্তি সুবর্ণচৌর, সেই ব্যক্তি কৃমি ও কীটযোনি প্রাপ্ত হয়, আর যে ব্যক্তি গুরুপত্নীগামী, তৃণাদিরূপে তাহার জন্ম হয়। ব্রহ্মহত্যাকারী ক্ষয়রোগী, স্বর্ণচৌর ব্যক্তি শ্যাবদন্ত এবং গুরুপত্নীগামী ব্যক্তি কুনখী হইয়া থাকে। ৩। যে ব্যক্তি ইহজন্মে ধান্য হরণ করে, সেই ব্যক্তি পরজন্মে আহারে বঞ্চিত থাকে। আর যে ব্যক্তি সঙ্গীতকালে রাগহরণ করে, সেই ব্যক্তি মূক হয়। ধান্যাপহারী ব্যক্তি অধিকাঙ্গ ও খল হয় এবং তাহার নাসিকাতে অতি দুর্গন্ধ হইয়া থাকে। ৪। তৈলাপহারী ব্যক্তি তৈলপায়ী নামে কীট হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং অতি খলস্বভাব হয় এবং তাহার মুখে অতিশয় দুর্গন্ধ থাকে। যাহারা লক্ষণভ্রষ্ট, তাহারা দরিদ্র ও পুরুষাধম হয়। আর যাহারা সুলক্ষণান্বিত তাহারা ধনধান্যশালী হইয়া থাকে। ৫।

—০:০—

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, বিহিত কর্ম্মের আচরণ না করিয়া নিন্দিত কর্ম্মের সেবন করিলে এবং ইন্দ্রিয়সংযম করিতে না পারিলে মনুষ্যগণ নরকে পতিত হয়। ১—২। পাপাত্মা ব্যক্তি নরকে পতিত হয়, অতএব দেহবিশুদ্ধ্যর্থ সর্ব্বপ্রযত্নে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। প্রায়শ্চিত্ত করিলে অন্তরাত্মা পবিত্র হয়, তাহাতেই মনুষ্য প্রসন্ন হয়। ৩। প্রায়শ্চিত্তদ্বারা পাপক্ষয় হইয়া থাকে,

প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণাঃ পশ্চাত্তাপবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৪ ॥ নরকান্ যান্তি পাপা বৈ মহারৌরবরৌরবান্। তামিস্রং লোহশঙ্কুঞ্চ পুতিগন্ধসমাকুলং ॥৫॥ হংসাভং লোহিতোদঞ্চ সঞ্জীবননদীপথং। মহানিলয়কাকোলমন্ধতামিস্রবাপনং ॥ ৬ ॥ অবীচীং কুম্ভপাকঞ্চ যান্তি পাপান্বিতা নরাঃ। ব্রহ্মহা মদ্যপঃ স্তেয়ী সংযোগী গুরুতল্পগঃ ॥৭॥ গুরুনিন্দা বেদনিন্দা ব্রহ্মহত্যাসমে হ্যুভে। নিষিদ্ধভক্ষণং জিহ্মক্রিয়াচরণমেব চ ॥ ৮ ॥ রজস্বলা-মুখাস্বাদঃ সুরাপানসমানি তু। অশ্বাদিহরণং জ্ঞেয়ং সুবর্ণস্তেয়সম্মিতং ॥ ৯ ॥ সখিভার্য্যাকুমারীষু স্বযোনিষন্ত্যজাদিষু। সগোত্রাসু তথা স্ত্রীষু গুরুতল্পসমং স্মৃতং ॥ ১০ ॥ পিতুঃ স্বসারং মাতুশ্চ মাতুলানীং স্বসামপি। মাতুঃ সপত্নীং ভগিনীমাচার্য্যতনয়াস্তথা ॥১১॥ আচার্য্যপত্নীং স্বসুতাং গচ্ছংস্তু গুরুতল্পগঃ। ছিত্ত্বা লিঙ্গং বধস্তস্য সকামায়াঃ স্ত্রিয়াস্তথা ॥ ১২ ॥ গোবধো ব্রাহ্মণস্তেয়মৃণানাঞ্চ পরিক্রিয়া। অনাহিতাগ্নিতা পণ্যবিক্রয়ঃ পরিবেদনং ॥ ১৩ ॥ ভৃত্যাদধ্যায়নাদানং ভৃতকাধ্যাপনস্তথা। পারদার্য্যং পারিবিত্ত্যং বার্দ্ধুষ্যং লবণক্রিয়া ॥ ১৪ ॥ সচ্ছূদ্রবিট্‌ক্ষত্রবধো নিন্দিতার্থোপজীবিতা। স্থাসিত্বং ব্রতলোপশ্চ শূল্যং গোশ্চৈব বিক্রয়ঃ ॥ ১৫ ॥ পিতৃমাতৃসুহৃৎত্যাগস্তড়াগারামবিক্রয়ঃ। কন্যায়া ভূষণানাঞ্চ পরিবিন্দকযাজনং ॥ ১৬ ॥ কন্যাপ্রদানং তস্যৈব কৌটিল্যং ব্রতলোপনং। আত্মনোঽর্থে ক্রিয়ারম্ভো মদ্যপস্ত্রীনিষেবণং ॥ ১৭ ॥ স্বাধ্যায়াগ্নিসুতত্যাগো বান্ধবত্যাগএব চ। অসচ্ছাস্ত্রাভিগমনং ভার্য্যাত্মপরিবিক্রয়ঃ ॥১৮॥ উপপাপানি চোক্তানি প্রায়শ্চিত্তং নিবোধত। শিরঃকপালধ্বজবান্ ভিক্ষাশী কর্ম্ম বেদয়ন্ ॥১৯॥ ব্রহ্মহা দ্বাদশসমা মিতভুক্ শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ। সোমেভ্যঃ স্বাহেতি চ বা লোমবান্ বিভূয়াত্তনুং ॥ ২০ ॥ গ্রহাংশ্চ জুহুয়াদ্ বাপি

তাহাতেই আত্মা প্রসন্ন হয়। যে সকল পাপী ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তাচরণ করে না, ও পশ্চাৎ তাপ করে না, ৪ তাহারা মহান্ধকারময় লৌহকীলকান্বিত পুতিগন্ধযুক্ত রৌরবে পতিত হয়। ৫। হংসাভ, লোহিতোদক, সংজীবন, নদীপথ, মহানিলয়, কাকোল, অন্ধতামিস্র, অবীচি, কুম্ভীপাক প্রভৃতি নানাপ্রকার নরক আছে, পাপিগণ পাপবিশেষে এই সকল নরকে পতিত হয়। ব্রহ্মহত্যাকারী, মদ্যপায়ী, অগম্যাগামী ও গুর্ব্বঙ্গনাগামী, এই সকল পাপীরা পূর্ব্বোক্ত নরকভোগ করিয়া থাকে। ৬—৭। গুরুনিন্দা ও বেদনিন্দা এই উভয় কার্য্যে ব্রহ্মহত্যার তুল্য পাপ হয়। নিষিদ্ধ দ্রব্যভক্ষণ, কুৎসিতক্রিয়া আচরণ ও রজস্বলা নারীর মুখচুম্বন এই সকল কার্য্যে সুরাপানতুল্য পাপ হইয়া থাকে এবং অশ্বাদি রত্নহরণে স্বর্ণস্তেয়জনিত পাপ হয়। ৮—৯। বন্ধুপত্নী, কন্যা, ভগিনী, অন্ত্যজাতীয় স্ত্রী ও স্বগোত্র-ভার্য্যাগমনে গুরুপত্নী গমনজন্য পাপ হইয়া থাকে। পিতৃষ্বসা, মাতৃষ্বসা, মাতুলী, ভগিনী, বিমাতা, আচার্য্য-কন্যা আচার্য্যপত্নী, কন্যা ও গুর্ব্বঙ্গনা গমন করিলে, সেই সকল ব্যক্তির লিঙ্গচ্ছেদন করিয়া বধ করিবে এবং স্ত্রীও যদি ইচ্ছাবশতঃ কোন পুরুষকে উপভোগ করে, তাহারও উক্তরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ১০—১২। ব্রহ্মস্বাপহরণ, গোবধ, ঋণপরিক্রিয়া অর্থাৎ ঋণগ্রহণ করিয়া তাহা পরিশোধ না করা, সাগ্নিকত্ব পরিত্যাগ, পণ্যবিক্রয়, পরিবেদন, ভৃত্যের নিকট অধ্যয়ন, দানগ্রহণ, বৈতনভোগী হইয়া অধ্যাপন, পরদার, পরিবিত্তি, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ সহোদরের বিবাহের পূর্ব্বে কনিষ্ঠ সহোদরের বিবাহ, সুধগ্রহণ, লবণবিক্রয়, শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়বধ, নিন্দিত কার্য্যদ্বারা উপজীবিকা, গচ্ছিতধনাপহরণ, ব্রতভঙ্গ, শূল্যকর্ম্ম, গোবিক্রয়, পিতা, মাতা ও বন্ধু পরিত্যাগ, সরোবর ও উদ্যানবিক্রয়, কন্যার ভূষণবিক্রয়, পরিবিন্দক (জ্যেষ্ঠ সহোদরের বিবাহের পূর্ব্বে পরিণয়কারী কনিষ্ঠ) যাজন, পরিবিন্দকের নিকট কন্যাপ্রদান, কৌটিল্য, ব্রতলোপ, আত্মার্থে ক্রিয়ারম্ভ, মদ্যপান, পরস্ত্রীনিষেবণ, স্বাধ্যায়ত্যাগ, অগ্নিত্যাগ, পুত্রত্যাগ, বান্ধবত্যাগ, অসৎশাস্ত্রাধ্যয়ন, ভার্য্যাবিক্রয় ও পুত্রবিক্রয়, এই সকল উপপাতক কথিত হইল। এই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত শ্রবণ কর। পূর্ব্বোক্ত পাপে পাপী ব্যক্তি ভিক্ষাপাত্রধারণ করিয়া ভিক্ষাদ্বারা আহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। ১৩—১৯। পূর্ব্বোক্তরূপে দ্বাদশ বৎসর মিতাহারী হইয়া থাকিলে পাপ হইতে মুক্তি পায় এবং সোমেভ্যঃ স্বাহা এই মন্ত্রে হোম করিয়া কেশ, শ্মশ্রু ও নখাদি ধারণ করিয়া

স্বস্বমন্ত্রৈর্যথাক্রমং। শুদ্ধিঃ স্যাদ্ব্রহ্মহননাৎ কৃত্বৈবং শুদ্ধিরেব চ ॥ ২১ ॥ নিরাতঙ্কং দ্বিজং গাঞ্চ ব্রাহ্মণার্থে হতোঽপি বা। অরণ্যে নিয়তো জপ্ত্বা ত্রিঃকৃত্বো বেদসংমিতাং ॥ ২২ ॥ সরস্বতীং বা সংসেব্য ধনং পাত্রে সমর্পয়েৎ। যাগস্থক্ষত্রবিড়্ঘাতে চরেদ্ব্রহ্মহনো ব্রতং ॥ ২৩ ॥ গর্ভহা বা যথাবর্ণে তথা ত্রেয়ীনিসূদনং। চরেদ্ব্রতমহত্বাপি ঘাতনার্থমুপাগতঃ ॥ ২৪ ॥ দ্বিগুণং সবনস্থে তু ব্রাহ্মণে ব্রতমাচরেৎ। সুরাম্বুঘৃতগোমূত্রং পীত্বা শুদ্ধিঃ সুরাপিনঃ ॥ ২৫ ॥ অগ্নিবর্ণং মৃতে বাপি চীরবাসাজ্জটী ভবেৎ। ব্রতং ব্রহ্মহনং কুর্য্যাৎ পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥ ২৬ ॥ রেতোবিণ্মূত্রপানাচ্চ সুরাপা ব্রাহ্মণী তথা। পতিলোকপরিভ্রষ্টা গৃধ্রী স্যাচ্ছূকরী শুনী ॥ ২৭ ॥ স্বর্ণহারী দ্বিজো রাজ্ঞে দত্ত্বা তু মুষলস্তথা। কর্ম্মণঃ খ্যাপনং কৃত্বা হতস্তেন ভবেচ্ছুচিঃ। আত্মতুল্যং সুবর্ণং বা দত্ত্বা শুদ্ধিমিয়াদ্ দ্বিজঃ ॥ ২৮ ॥ শয়নে ক্রীড়মাণস্তু যোষিতং যোষিতা স্বপেৎ। উচ্ছেদ্য লিঙ্গং বৃষণং নৈর্ঋত্যামুৎসৃজেদ্দিশি ॥ ২৯ ॥ প্রাজাপত্যং চরেৎ কৃচ্ছ্রং সমাত্মা গুরুতল্পগঃ। চান্দ্রায়ণং বা ত্রীন্ মাসানভ্যসেৎ বেদসংহিতাং ॥ ৩০ ॥ পঞ্চগব্যং পিবেদ্গোঘ্নো মাসমাসীচ্চ সংযতঃ। গোষ্ঠেশয়ো গোঽনুগামী গোপ্রদানেন শুধ্যতি ॥ ৩১ ॥ উপপাতকশুদ্ধিঃ স্যাচ্চান্দ্রায়ণব্রতেন চ। পয়সা বাপি মাসেন পরাকেণাপি বা পুনঃ ॥ ৩২ ॥ ঋষভৈকং সহস্রং গা দদ্যাৎ ক্ষত্রবধে পুমান্। ব্রহ্মহত্যাব্রতং বাপি বৎসরত্রিতয়ং চরেৎ ॥ ৩৩ ॥ বৈশ্যহাব্দাংশ্চরেদেতদ্দদ্যাদ্বৈকশতং গবাং। ষণ্মাসাচ্ছূদ্রহা চৈতদ্দদ্যাদ্বা ধেনবো-

থাকিবে। এবং যথাক্রমে স্ব স্ব মন্ত্রে গ্রহগণের হোম করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্তি পায়। ২০—২১। নির্ভীকপক্ষী ও গো ব্রাহ্মণার্থে হনন করিলেও নিয়ত অরণ্যে বাস করিয়া ত্রিবেদসংস্থিত সমুদায় মন্ত্র জপ করিলে শুদ্ধি হইয়া থাকে। অথবা সরস্বতী দেবীর সেবা করিয়া সৎপাত্রে ধন দান করিবে। যাগস্থ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হনন করিলে ব্রহ্মবধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ২২—২৩। গর্ভহনন করিলে যে বর্ণের গর্ভ হনন করিবে, সেই বর্ণবধের উক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধ হয় এবং যে ব্যক্তি হননার্থ উদ্যুক্ত হয়, সেই ব্যক্তি হনন না করিলেও বধজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিবে। ২৪। কোন ব্রাহ্মণ যজ্ঞ সমাপন করিয়া স্নান করিতেছে, এমন সময়ে তাহাকে বধ করিলে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। সুরাপী ব্রাহ্মণ অগ্নিবর্ণ সুরা, জল, ঘৃত ও গোমূত্র পান করিয়া দেহ বিসর্জন করিলে পাপ বিনষ্ট হয়, আর অগ্নিবর্ণ সুরাদি পান করিলেও যদি তাহাতে মরণ না হয়, তাহা হইলে চীরবাস ও জটাধারণ করিয়া ব্রহ্মবধের প্রায়শ্চিত্ত করিবে। এইরূপ প্রায়শ্চিত্তদ্বারা বিশুদ্ধদেহ হইলে পুনর্ব্বার সমস্ত সংস্কার করিতে হইবে। ২৫—২৬। ব্রাহ্মণী রেতঃ, বিষ্ঠা, মূত্র ও সুরা পানকরিলে পতিলোক হইতে পরিভ্রষ্টহইয়া গৃধ্রী, শূকরী ও কুক্কুরী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ২৭। স্বর্ণচোর ব্রাহ্মণ রাজাকে একটি মুষল প্রস্তুত করিয়া দিয়া সেই চৌরকর্ম্মের ঘোষণা করিবে, রাজা সেই মুষলদ্বারা স্বর্ণচৌর ব্রাহ্মণকে আঘাত করিয়া বিনাশ করিবেন। এইরূপ করিলেই স্বর্ণ-চৌর্য্যজনিত পাপ হইতে শুদ্ধ হইতে পারে। অথবা স্বর্ণচৌর্য্যপাপে প্রলিপ্ত ব্যক্তি আত্মপরিমিত সুবর্ণ প্রদান করিলেও শুদ্ধ হইয়া থাকে। ২৮। কোন স্ত্রীর নিদ্রাকালে যদি কোন পুরুষ সেই স্ত্রীর সম্ভোগাভিলাষে তাহার সহিত শয়ন করে, তাহা হইলে সেই পাপিষ্ঠ পুরুষ তাহার লিঙ্গং ও অণ্ড চ্ছেদন করিয়া নৈর্ঋতদিকে নিক্ষেপ করিলে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। ২৯। গুরুপত্নী গমন করিলে কৃচ্ছ্রপ্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিবে। অথবা তিনমাসপর্য্যন্ত চান্দ্রায়ণব্রত আচরণ করিয়া বেদসংহিতা পাঠ করিবে। ৩০। গোবধজনিত পাপে পাপিষ্ঠ ব্যক্তি পঞ্চগব্যভোজন করিয়া গোষ্ঠেশয়ন করিয়া থাকিবে এবং সর্ব্বদা গোর অনুগমন করিবে। এইরূপে একমাস সংযত হইয়া থাকিলে গোবধজন্য পাপ হইতে মুক্তি পায়। ৩১। চান্দ্রায়ণব্রত আচরণ করিলে উপপাতকের বিশুদ্ধি হয়, অথবা একমাস কেবল দুগ্ধপান করিলে কিম্বা পরাকব্রত আচরণ করিলে উপপাতক হইতে শুদ্ধ হইতে পারে। ৩২। ক্ষত্রিয়বধজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে পাপী ব্যক্তি একটী বৃষ ও সহস্র ধেনু প্রদান করিবে, অথবা তিন বৎসর ব্রহ্মহত্যার ব্রতানুষ্ঠান করিবে। ৩৩। বৈশ্যঘাতী ব্যক্তি এক বৎসর ব্রহ্মহাব্রত আচরণ করিবে অথবা একশত ধেনু দান করিবে। শূদ্রহা ব্যক্তি ছয়মাস পূর্ব্বোক্ত ব্রতাচরণ করিবে অথবা দশ ধেনু প্রদান করিলে

দশ। অপ্রদুষ্টাং স্ত্রিয়ং হত্বা শূদ্রহত্যাব্রতঞ্চরেৎ ॥ ৩৪ ॥ মার্জ্জারগোধানকুলপশুমণ্ডূকশ্বাতনাৎ। পিবেৎ ক্ষীরং ত্র্যহং পাপী কৃচ্ছ্রং বাপ্যধিকঞ্চরেৎ ॥৩৫॥ গজে নীলান্ বৃষান্ পঞ্চ শুক্লবৎসং দ্বিহায়নং। খরাজমেষেষু বৃষো দেয়ঃ ক্রৌঞ্চে ত্রিহায়ণঃ ॥ ৩৬ ॥ বৃক্ষগুল্মলতা-বীরুৎ-ছেদনে জপ্যমৃক্শতং। অবকীর্ণী ভবেদ্দত্বা ব্রহ্মচারী চ যোষিতং ॥ ৩৭ ॥ গর্দ্দভং পশুমালভ্য নৈঋর্তঞ্চ বিশুধ্যতি। মধুমাংসাশনে কার্য্যং কৃচ্ছ্র-শেষং ব্রতানি চ ॥৩৮॥ কৃচ্ছ্রত্রয়ং গুরুঃ কুর্য্যাৎ ম্রিয়েত প্রহিতো যদি। প্রতিকূলং গুরোঃ কৃত্বা প্রসাদ্যৈব বিশুধ্যতি ॥ ৩৯ ॥ রিপূন্ ধান্যপ্রদানাদ্যৈঃ স্নেহাদ্যৈর্ব্বা-প্যুপক্রমেৎ। ক্রিয়মাণোপকারে চ মৃতে বিপ্রে ন পাতকং ॥ ৪০ ॥ মহাপাপোপপাপাভ্যাং যো বদেচ্চ

প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে। অদুষ্টা স্ত্রীকে বধ করিলে শূদ্রবধোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। ৩৪। মার্জ্জার, গোধা, নকুল, পশু ও মণ্ডূক হনন করিলে পাপী ব্যক্তি ত্রিরাত্র কেবল দুগ্ধপান করিয়া থাকিলে পাপ বিনষ্ট হয় অথবা কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিবে। ৩৫। গজহত্যাকারী ব্যক্তি নীলবর্ণ পঞ্চবৃষ ও শুক্লবর্ণ দ্বিবর্ষবয়স্ক একটি বৎস দান করিলে তাহার পাপ মোচন হয়। গর্দ্দভ, ছাগ ও মেষ হনন করিলে সেই সকল পাপ বিশুদ্ধির নিমিত্ত একটি বৃষ দান করিবে। বকহিংসক ব্যক্তি স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনবর্ষবয়স্ক বৃষ দান করিলে তাহার সেই পাপ বিনষ্ট হয়। ৩৬। বৃক্ষ, গুল্ম ও লতাপ্রভৃতি ছেদন করিলে শতবার গায়ত্রী জপ করিলেই পাপশান্তি হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারী ব্যক্তি স্ত্রীসংসর্গে অবকীর্ণ পাপে লিপ্ত হয় এবং তাহাদিগকে অবকীর্ণী বলে। ৩৭। একটি গর্দ্দভ স্পর্শ করিলে অবকীর্ণ পাপ হইতে পরিত্রাণ পায়। মধু ও মাংসাশন-দ্বারা কৃচ্ছ্রব্রতের শেষ কার্য্য সমাপন করিবে। ৩৮। কোন ব্যক্তিকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিলে যদি সেই প্রহিত ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তাহা হইলে প্রেরক ব্যক্তি কৃচ্ছ্রত্রয় প্রায়শ্চিত্ত করিবে। গুরুর প্রতিকূল কার্য্য করিলে গুরুকে সান্ত্বনা করিলেই সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। ৩৯। কোন শত্রু ব্যক্তির প্রতিকূল কর্ম্ম করিলে তাহাকে ধান্যাদি প্রদানদ্বারা অথবা সস্নেহবচনে শান্ত করিলেই পাপ বিমোচন হয়। উপকারী ব্যক্তির অনিষ্টা-

মৃষাবচঃ। অপ্রেক্ষ্যো মাসমাসীত অযাচী নিয়তে-ন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪১ ॥ অনিযুক্তো ভ্রাতৃভার্য্যাং গচ্ছংশ্চান্দ্রা-য়ণং চরেৎ। ত্রিরাত্রান্তে ঘৃতং প্রাশ্য গত্বোদক্যাং শুচি-র্ভবেৎ ॥৪২॥ গোষ্ঠে বসন্ ব্রহ্মচারী মাসমেকং পয়ো-ব্রতী। গায়ত্রীজপ্যনিরতো মুচ্যতেঽসৎপ্রতিগ্রহাৎ ॥ ৪৩ ॥ ত্রিঃকৃচ্ছ্রমাচরেদ্‌ব্রাত্যে যাজকোঽপি চরন্নপি। পঠেদ্ বেদং যথাশক্তি ত্যক্ত্বা চ শরণাগতান্ ॥ ৪৪ ॥ প্রাণায়ামত্রয়ং কুর্য্যাৎ খরযানোষ্ট্রাযানগঃ। নগ্নঃ স্নাত্বা চ শুধ্যেত গত্বা চৈব দিবা স্ত্রিয়ং ॥ ৪৫ ॥ গুরুং হুঁ কৃত্য হুঁ কৃত্য বিপ্রং নির্জ্জিত্য বাদতঃ। প্রসাদ্য তঞ্চ মুনয়স্ততো হ্যুপবসেদ্দিনং ॥৪৬॥ বিপ্রে দণ্ডোদ্যমে কৃচ্ছ্র-

চরণ করিলে তাহার মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত কথিত আছে। ৪০। যে ব্যক্তি মিথ্যাবাক্য উচ্চারণ করে, সেই ব্যক্তি মহাপাপ ও উপপাপ ভাগী হয়। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে পাপী ব্যক্তি সংযত হইয়া এক মাস কোন নির্জ্জনস্থানে বসিয়া থাকিবে। আহারার্থ যাচঞা করিবে না। ৪১। যে ব্যক্তি নিয়োগ ব্যতিরেকে ভ্রাতৃভার্য্যাগমন করে, সে চান্দ্রায়ণব্রত অনুষ্ঠান করিলে পাপ হইতে নিষ্কৃতি পায়। রজস্বলা স্ত্রীতে অভিগমন করিলে, ত্রিরাত্র উপবাসের পর ঘৃতপান করিয়া শুদ্ধ হইতে পারে। ৪২। অসৎপ্রতিগ্রহজনিত পাপ হইতে নিষ্কৃতির কামনা করিলে এক মাস ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক পয়োব্রত ধারণ করিয়া গোষ্ঠে বাসকরতঃ গায়ত্রী জপ করিবে, তাহা হইলেই অসৎপ্রতিগ্রহ-জনিত পাপ হইতে মুক্তি পায়। ৪৩। ব্রাত্যপাপে অর্থাৎ যথাকালে উপনয়ন সংস্কারের অভাবে কৃচ্ছ্রত্রয় প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ঐ ব্রতপতিত ব্যক্তিকে যাজন করিলে, সেই যাজকও পতিত হইয়া থাকে। অতএব তাহাকেও কৃচ্ছ্রত্রয় ব্রত পালন করিতে হইবে। যে ব্যক্তি শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, সে যথাশক্তি বেদপাঠ করিলে শুদ্ধ হইতে পারে। ৪৪। খরযান ও উষ্ট্রযানে গমন করিলে যে পাপ হয়, তিনবার প্রাণায়াম করিলে সেই সকল পাপ বিনাশ পায়। দিবাতে স্ত্রীগমন করিলে বস্ত্র পরি-ত্যাগপূর্ব্বক স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে। ৪৫। গুরুর প্রতি হুঙ্কার (ধমক) প্রয়োগ করিলে এবং ব্রাহ্মণকে বাক্যদ্বারা নির্জ্জিত করিলে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া এক দিবস উপবাস করিবে

মতিকৃচ্ছ্রং নিপাতনে। দেশং কালং বয়ঃ শক্তিং পাপঞ্চাবেক্ষ্য যত্নতঃ। প্রায়শ্চিত্তপ্রকল্পঃ স্যাদ্‌যত্র চোক্তা তু নিষ্কৃতিঃ॥৪৭॥ গর্ভত্যাগো ভর্তৃনিন্দা স্ত্রীণাং পতনকারণং। এষ গ্রহাস্তিকে দোষঃ তস্মাত্তাং দূতস্ত্যজেৎ॥ ৪৮॥ বিখ্যাতদোষঃ কুর্ব্বীত গুরোরনুমতং ব্রতং। অসংবিখ্যাতদোষস্তু রহস্যং ব্রতমাচরেৎ॥ ৪৯॥ ত্রিরাত্রোপোষণো জপ্ত্বা ব্রহ্মহা ত্বঘমর্ষণং। অন্তর্জ্জলে বিশুদ্ধে চ দত্ত্বা গাঞ্চ পয়স্বিনীং॥ ৫০॥ সোমেভ্যঃ স্বাহেতি ঋচা দিবসং মারুতাশনঃ। জলে স্থিত্বা তু জুহুয়াচ্চত্বারিংশদ্‌ঘৃতাহুতীঃ॥ ৫১॥ ত্রিরাত্রোপষণো হুত্বা কুষ্মাণ্ডীভির্ঘৃতং শুচিঃ। সুরাপঃ স্বর্ণহারী চ রুদ্রজাপী জলে স্থিতঃ॥৫২॥ অজ্ঞানকৃতপাপস্য নাশঃ সন্ধ্যাত্রয়ে কৃতে। রুদ্রৈকাদশজপ্যাদ্ধি পাপনাশো ভবেদ্দ্বিজঃ॥ ৫৩॥ সহস্রশীর্ষাজপ্যেন মুচ্যতে গুরুতল্পগঃ। প্রাণায়ামশতং কুর্য্যাৎ সর্ব্বপাপাপনুত্তয়ে॥৫৪॥ ওঙ্কারাভিযুতং সায়ং সলিলপ্রাশনাচ্ছুচিঃ। কৃচ্ছ্রোপবাসং রেতোবিণ্মূত্রাণাং প্রাশনে দ্বিজঃ॥ ৫৫॥ বেদাভ্যাসরতং শান্তং পঞ্চযজ্ঞক্রিয়াপরং। ন স্পৃশন্তি হি পাপানি চাশু স্মৃত্বাহ্যপোহিতঃ। জপ্ত্বা সহস্রগায়ত্রীং শুচির্ব্রহ্মহণাদৃতে॥ ৫৬॥ ব্রহ্মচর্য্যং দয়া ক্ষান্তির্ধ্যানং সত্যমকল্কতা। অহিংসাস্তেয়মাধুর্য্যদমশৈচতে যমাঃ স্মৃতাঃ॥ ৫৭॥ স্নানমৌনোপবাসেজ্যা স্বাধ্যায়েন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। তপোঽক্রোধো গুরোর্ভক্তিঃ শৌচঞ্চ নিয়মাঃ স্মৃতাঃ॥ ৫৮॥ পঞ্চগব্যন্তু গোক্ষীরং দধিমূত্রশকৃদ্‌ঘৃতং। জগ্ধ্বাপরেদ্যুপবসেৎ কৃচ্ছ্রং শান্তপনং দ্বিজঃ॥ ৫৯॥ পৃথক্‌ সন্তপনৈর্দ্রব্যৈঃ ষড়হঃ সোপবাসকঃ। সপ্তাহেন তু কৃচ্ছ্রোঽয়ং মহাসান্তপনঃ স্মৃতঃ॥ ৬০॥ পর্ণোডুম্বররাজীববিল্বপত্রকুশোদকৈঃ।

তাহা হইলেই সেই পাপ হইতে মুক্তি পায়। ৪৬। ব্রাহ্মণকে দণ্ডোদ্যম করিলে কৃচ্ছ্র ব্রত এবং তাড়ন করিলে অতিকৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিবে। দেশ, কাল, বয়স, শক্তি ও পাপ এই সকল বিবেচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নির্ণয় করিবে, তাহা হইলেই পাপের নিষ্কৃতি হয়। ৪৭। গর্ভপাত ও ভর্ত্তার নিন্দা করিলে স্ত্রী পতিতা হয়। যে স্ত্রীর উক্তপ্রকার দোষ থাকে, তাহাকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। ৪৮। বিখ্যাত পাপী ব্যক্তি প্রকাশ্যরূপে প্রায়শ্চিত্ত করিবে এবং অপ্রকাশ্য পাপে গুপ্তভাবে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ৪৯। ব্রহ্মহা ব্যক্তি ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া বিশুদ্ধজলে অবস্থিত হইয়া অঘমর্ষণমন্ত্র জপ করিবে এবং ব্রাহ্মণকে পয়স্বিনী গাভী দান করিবে। অনন্তর দিবসত্রয় বায়ুভক্ষণপূর্ব্বক জলেতে অবস্থিত হইয়া 'ওঁ সোমেভ্যঃ স্বাহা এই মন্ত্রে চত্বারিংশৎ বার ঘৃতাহুতি প্রদান করিবে। ইহাতে ব্রহ্মবধ জন্য পাপ বিনষ্ট হয়। ৫০—৫১। সুরাপী ও স্বর্ণাপহারী ব্যক্তি ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া জলেতে অবস্থান করিয়া রুদ্রমন্ত্র জপ করিবে, পরে ঘৃত প্রাশন করিয়া কুষ্মাণ্ডীমন্ত্রে হোম করিলে শুচি হইবে। ৫২। ব্রাহ্মণ নিয়ত ত্রিসন্ধ্যা করিলে অজ্ঞানকৃত পাপ বিনাশ হয় এবং একাদশ বার রুদ্রাধ্যায় জপ করিলেও পাপ বিনাশ হইয়া থাকে। গুরুপত্নীগমন করিলে সহস্রশীর্ষামন্ত্র জপ করিলে পাপ হইতে মুক্তি পায় এবং শতবার প্রাণায়াম করিলে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে নিষ্কৃতি হইয়া থাকে। ৫৩। ৫৪। রেতঃ বিষ্ঠা ও মূত্র ভক্ষণ করিলে উপবাস করিয়া সায়ংকালে ওঙ্কারমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জল পান করিবে। এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ শান্তি হয়। ৫৫। যে ব্যক্তি বেদাভ্যাসরত, শান্তিপরায়ণ ও পঞ্চযজ্ঞান্বিত সেই ব্যক্তিকে কোনপ্রকার পাপ স্পর্শ করিতে পারে না, তাহাকে স্মরণ করিলে পাপ সকল পলায়ন করে। এক সহস্র গায়ত্রী জপ করিলে ব্রহ্মহত্যা ব্যতীত সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। ৫৬। ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, ক্ষমা, ধ্যান, সত্য, অকপটতা, অহিংসা, অস্তেয়, মধুরবাক্য ও দম, এই সকলকে সংযম বলে। ৫৭। স্নান, মৌন, উপবাস, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, তপস্যা, অক্রোধ, গুরুভক্তি ও শৌচ এই সকলকে নিয়ম বলিয়া থাকে। ৫৮। গব্য দুগ্ধ, গব্য দধি, গব্য ঘৃত, গোমূত্র ও গোময় এই সকলের নাম পঞ্চ গব্য। পূর্ব্বদিবস কেবল পঞ্চ গব্য ভক্ষণ করিয়া পরদিবস উপবাস করিবে, ইহার নাম কৃচ্ছ্রসান্তপন ব্রত। ৫৯। প্রথম দিবসে দুগ্ধ, দ্বিতীয় দিবসে দধি, তৃতীয় দিবসে গোমূত্র, চতুর্থ দিবসে গোময় এবং পঞ্চম দিবসে ঘৃত ভক্ষণ করিয়া থাকিবে এবং ষষ্ঠ দিবসে উপবাস করিয়া সপ্তম দিবসে কৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিবে। এই রূপে সপ্তাহসাধ্য ব্রতের নাম মহাসান্তপন ব্রত। ৬০। পর্ণ, উডুম্বরপত্র, পদ্মপত্র, বিল্বপত্র ও কুশোদক, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে

প্রত্যেকং প্রত্যহাভ্যস্তৈঃ পর্ণকৃচ্ছ্র উদাহৃতঃ ॥ ৬১ ॥ তপ্তক্ষীরঘৃতাম্বুনামেকৈকং প্রত্যহং পিবেৎ। একরাত্রোপবাসশ্চ তপ্তকৃচ্ছ্রশ্চ পাবনঃ ॥ ৬২ ॥ একভক্তেন নক্তেন তথৈবাযাচিতেন চ। উপবাসেন চৈকেন পাদকৃচ্ছ্র উদাহৃতঃ ॥৬৩॥ যথা কথঞ্চিত্রিগুণঃ প্রাজাপত্যোঽয়মুচ্যতে। অয়মেবাতিকৃচ্ছ্রঃ স্যাৎ পাণিপূর্ণাম্বুভোজনাৎ ॥ ৬৪ ॥ কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রং পয়সা দিবসানেকবিংশতিং। দ্বাদশাহোপবাসৈশ্চ পরাকঃ সমুদাহৃতঃ ॥ ৬৫ ॥ পিণ্যাকাচামতক্রাম্বুশক্তূনাং প্রতিবাসরং। একৈকমুপবাসশ্চ কৃচ্ছ্রঃ শামোঽয়মুচ্যতে ॥ ৬৬ ॥ এষাং ত্রিরাত্রমভ্যাসাদেকৈকং স্যাদ্বথাক্রমাৎ। তুলাপুরুষ ইত্যেব জ্ঞেয়ঃ পঞ্চদশাহ্নিকঃ ॥ ৬৭ ॥ তিথিপিণ্ডাংশ্চরেদ্বৃদ্ধ্যা শুক্লে শিখ্যণ্ডসম্মিতান্‌। একৈকং হ্রাসয়েৎ কৃষ্ণে পিণ্ডঞ্চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥ ৬৮ ॥ যথাকথঞ্চিৎ পিণ্ডানাং চত্বারিংশচ্ছতদ্বয়ং। মাসেনৈবোপভুঞ্জীত চান্দ্রায়ণমথাপরং ॥ ৬৯ ॥ কুর্য্যাত্রিষবণং স্নানং পিণ্ডঞ্চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ। পবিত্রাণি জপেৎ পিণ্ডান্‌ গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ৭০ ॥ অনাদৃষ্টেষু পাপেষু শুদ্ধিশ্চান্দ্রায়ণেন তু। ধর্ম্মার্থী যশ্চরেদেতৎ চন্দ্রস্যৈতি সলোকতাং। কৃচ্ছ্রকৃদ্ধর্ম্মকামস্তু মহতীং শ্রিয়মশ্নুতে ॥ ৭১ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে প্রায়শ্চিত্তবিবেকোনাম পঞ্চাধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ।

এক এক দিবস ভোজন করিবে। এই রূপে পঞ্চাহ কেবল পঞ্চ দ্রব্য মাত্র ভক্ষণ করিলেই পর্ণকৃচ্ছ্রব্রত হয়। ৬১। প্রথম দিবসে তপ্ত দুগ্ধ, দ্বিতীয় দিবসে, তপ্তঘৃত এবং তৃতীয় দিবসে কেবল তপ্ত জলপান করিয়া চতুর্থ দিবসে উপবাসী থাকিবে, এই রূপ করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত হয়। এই ব্রত সর্ব্ব প্রকার পাপ বিনাশ করে। ৬২। প্রথম দিবস রাত্রিতে একবারমাত্র যৎকিঞ্চিৎ আহার করিবে, দ্বিতীয় দিবসে অযাচিতাহার এবং তৃতীয় দিবসে উপবাস করিয়া থাকিবে। ইহার নাম পাদকৃচ্ছ্র। ৬৩। পূর্ব্বোক্ত ব্রতের মধ্যে যে কোন ব্রতের ত্রিগুণ ব্রত আচরণ করিলেই প্রজাপত্য ব্রত হয়। এই ব্রতে এক অঞ্জলি জল পান করিলে অতিকৃচ্ছ্রব্রত হয়। ৬৪। এক বিংশতি দিবস কেবল জল পান করিয়া থাকিলে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র ব্রত হয়। দ্বাদশ উপবাসে এক পরাক ব্রত হইয়া থাকে। ৬৫। প্রথম দিবসে পিণ্যাক ভক্ষণ, দ্বিতীয় দিবস উপবাস, তৃতীয় দিবস তক্র ভক্ষণ চতুর্থ দিবস উপবাস, পঞ্চম দিবসে শক্তু ভক্ষণ ষষ্ঠ দিবসে উপবাস এইরূপ করিলে কৃচ্ছ্রশাম ব্রত হয়। ৬৬। প্রথম দিবসে পিণ্যাক দ্বিতীয় দিবসে তক্র এবং তৃতীয় দিবসে শক্তু ভক্ষণ করিবে, এইরূপে পঞ্চদশাহ ব্রতাচরণ করিলে তুলাপুরুষ ব্রত হয়। ৬৭। শুক্লপক্ষে তিথি বৃদ্ধিক্রমে বৃদ্ধি করিয়া কুক্কুটাণ্ডপ্রমাণ পিণ্ড ভক্ষণ করিবে এবং কৃষ্ণপক্ষে এক একটি হ্রাস করিয়া ভক্ষণ করিবে অর্থাৎ শুক্লপক্ষের প্রতিপৎ তিথিতে এক পিণ্ড, দ্বিতীয়াতে দুই পিণ্ড এবং তৃতীয়াতে তিন পিণ্ড; এইরূপে ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া পূর্ণিমাতিথিতে পঞ্চদশ পিণ্ড অন্ন ভক্ষণ করিবে এবং কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপৎ হইতে প্রতি তিথিতে এক একটি হ্রাস করিয়া অমাবস্যাতে এক পিণ্ডমাত্র ভক্ষণ করিবে। এইরূপ মাসসাধ্য ব্রতের নাম চান্দ্রায়ণ ব্রত। ৬৮। অপর প্রকার চান্দ্রায়ণ ব্রত এই—যে কোনরূপেই হউক, একমাসের মধ্যে কেবল দুইশত চল্লিশ গ্রাসমাত্র অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকিতে পারিলেই চান্দ্রায়ণ ব্রত হয়। ৬৯। ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া চান্দ্রায়ণব্রত আচরণ করিবে এবং পবিত্র মন্ত্র জপ করিয়া গায়ত্রীদ্বারা অভিমন্ত্রিত অন্ন ভক্ষণ করিবে। এইরূপ কার্য্য করিলে জ্ঞাতাজ্ঞাত সর্ব্বপ্রকার পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় ও দেহ পবিত্র হয়। ৭০। যে ব্যক্তি ধর্ম্মার্থী হইয়া চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করে, সেই ব্যক্তি চন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকে এবং ধর্ম্মকামার্থী ব্যক্তি কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিলে মহতী শ্রীলাভ করে। ৭১।

ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

যাজ্ঞবল্ক্য-উবাচ ॥ ১ ॥ প্রেতাশৌচং প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুধ্বং যত ব্রতাঃ। ঊনদ্বিবর্ষং নিখনেৎ ন কুর্য্যা-

---

ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, মুনিগণ! অনন্তর প্রেতকৃত্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। অপূর্ণ-দ্বিসংবৎসর বালকের মৃত্যু হইলে দাহ

ভুদকং ততঃ॥ ২॥ আশ্মশানাদনুব্রাহ্য ইতরৈর্জ্ঞাতিভির্যুতঃ। যমসূক্তং তথা জপ্যং জপদ্ভিলৌকিকাগ্নিনা। স দগ্ধব্য উপেতশ্চেদাহিতাগ্ন্যাবৃতার্থবৎ॥ ৩॥ সপ্তমাদ্দশমাদ্বাপি জ্ঞাতয়োঽভ্যুপষান্ত্যপঃ। অপনঃ শোশুচদঘমনেন পিতৃদিঙ্মুখাঃ॥ ৪॥ এবং মাতামহাচার্য্যপত্নীনাঞ্চোদকক্রিয়াঃ। কামোদকা সখিপুত্রস্বস্রীয়শ্বশুরত্বিজাঃ। নামগোত্রেণ হ্যদকং সকৃৎ সিঞ্চন্তি বাগ্যতাঃ॥ ৫॥ পাষণ্ডপতিতানান্তু ন কুর্য্যুরুদকক্রিয়াঃ। ন ব্রহ্মচারিণো ব্রাত্যা যোষিতঃ কামগাস্তথা॥ ৬॥ সুরাপাঃ স্বাত্মঘাতিন্যো ন শৌচেদেকভাজনাঃ। ততো ন রোদিতব্যং হি হ্বনিত্যা জীবসংস্থিতিঃ॥ ৭॥ ক্রিয়া কার্য্যা যথাশক্তি ততো গচ্ছেদ্গৃহান্ প্রতি। বিদার্য্য নিম্বপত্রাণি নিয়তাদ্বারি বেশ্মনঃ॥ ৮॥ আচম্যাথাগ্নিমুদকং গোময়ং গৌরসর্ষপান্। প্রবিশেয়ুঃ সমালভ্য কৃত্বাশ্মনি পদং শনৈঃ॥৯॥ প্রবেশনাদিকং কর্ম্ম প্রেতসংস্পর্শনাদপি। ঈক্ষতাং তৎক্ষণাচ্ছুদ্ধিঃ পরেষাং স্নানসংযমাৎ॥ ১০॥ ক্রীতলব্ধাশনা ভূমৌ স্বপেয়ুস্তে পৃথক্ পৃথক্। পিণ্ডং যজ্ঞকৃতা দেয়ং প্রেতায়ান্নং দিনত্রয়ং॥১১॥ জলমেকাহমাকাশে স্থাপ্যং ক্ষীরঞ্চ মৃণ্ময়ে। বৈতানোপাসনাঃ কার্য্যাঃ ক্রিয়াশ্চ শ্রুতিচোদিতাঃ॥ ১২॥ আদন্তজন্মনঃ সদ্যঃ আচূড়ং নৈশিকী স্মৃতা। ত্রিরাত্রমাব্রতাদেশাদ্দশরাত্রমতঃপরং॥ ১৩॥ ত্রিরাত্রং দশরাত্রং বা শাবমাশৌচমুচ্যতে। ঊনদ্বিবর্ষ উভয়োঃ সূতকং মাতুরেব হি। অন্তরা জন্মমরণে শেষাহোভির্বিশুধ্যতি॥ ১৪॥ দশদ্বাদশ বর্ণানাং তথা পঞ্চদশৈব চ। ত্রিংশদ্দিনানি চ তথা ভবতি প্রেতসূতকং॥ ১৫॥ অহস্ত্বদত্তকন্যাসু বালেষু চ বিশোধনং। গুর্ব্বন্তে-

---

না করিয়া মৃত্তিকাতে পুঁতিয়া রাখিবে, তাহার উদকক্রিয়া বা কোনপ্রকার শ্রাদ্ধ করিবে না। ১—২। দুই বৎসরের অধিকবয়স্ক বালকের মৃত্যু হইলে, তাহাকে জ্ঞাতিগণ সমবেত হইয়া শ্মশানাভিমুখে লইয়া যাইবে এবং যমসূক্ত জপ করিতে করিতে তাহার দাহক্রিয়া সমাপন করিবে। ৩। সপ্তম ও দশম পুরুষান্তর্গত জ্ঞাতিগণ অপনঃ সোশুচদঘ ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণাভিমুখ হইয়া উদকক্রিয়া করিবে। ৪। উক্তরূপে মাতামহ ও আচার্য্যপত্নীর উদকক্রিয়া করিতে হইবে। বন্ধু, পুত্র, ভাগিনেয় ও শ্বশুর ইহাদিগের নাম ও গোত্র উল্লেখ করিয়া সংযতবাক্যে এক এক জলাঞ্জলি প্রদান করিবে। ইহাদিগের উদকক্রিয়া ইচ্ছাধীন, না করিলেও প্রত্যবায় হয় না।৫। পাষণ্ড ও পতিতাদির উদকক্রিয়া করিবে না এবং ব্রহ্মচারীরও উদকক্রিয়া নিষিদ্ধ জানিবে। ব্রতপতিত স্ত্রীর উদককার্য্য ইচ্ছা হইলে করিবে এবং ইচ্ছা না হইলে করিবে না। ৬। মদ্যপায়ী ও আত্মঘাতীর জন্য শোক করিবে না এবং উদকক্রিয়াও করিবে না। তাহাদিগের নিমিত্ত রোদন করাও অবিধেয়। ৭। যথাশক্তি প্রেতকার্য্য করিয়া গৃহেতে প্রতিগমন করিবে এবং গৃহদ্বারে নিম্বপত্রবিদারণ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে। ৮। গৃহপ্রবেশ কালে আচমনপূর্ব্বক অগ্নি, জল, গোময় ও শ্বেতসর্ষপ স্পর্শ করিয়া শিলাতে পাদন্যাসপূর্ব্বক গৃহেতে প্রবেশ করিবে।৯। যাহারা মৃতদেহ স্পর্শ করে, তাহারা সকলেই গৃহপ্রবেশোক্ত কার্য্য সমুদায় করিবে। আর যাহারা মৃতদেহ দর্শন করে, তাহাদিগের তৎক্ষণাৎ শুদ্ধি হয় এবং অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গের স্নান ও সংযমদ্বারা শুদ্ধি হইয়া থাকে। ১০। পূর্ব্বোক্ত প্রেতক্রিয়া সমাপনান্তে গৃহপ্রবেশ করিয়া অশনাদি ব্যাপার সম্পাদনপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ ভূমিতে শয়ন করিয়া থাকিবে। তৎপরে দিনত্রয় পর্য্যন্ত প্রেতের উদ্দেশে অন্নদ্বারা পিণ্ডপ্রদান করিতে হইবে এবং আকাশে মৃণ্ময়পাত্রে জল ও দুগ্ধস্থাপন করিয়া রাখিবে। অনন্তর শ্রুতিবিহিত প্রেতের ঔর্দ্ধদেহিক শ্রাদ্ধাদি করিবে। ১১—১২। জন্মের পর দন্তজনন সময়ের মধ্যে মরণ হইলে সদ্যঃশুদ্ধি হয়, দন্তজননের পর চূড়াকালপর্য্যন্ত একরাত্র, চূড়াকালের পর উপনয়নকালপর্য্যন্ত ত্রিরাত্র এবং উপনয়নের পর দশরাত্র অশৌচ হইয়া থাকে। ১৩। সপিণ্ডাদি প্রভেদে ত্রিরাত্র কিম্বা দশরাত্র অশৌচ হয়, অর্থাৎ সপিণ্ডের দশরাত্র ও অন্যের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। দুই বৎসর বয়সের মধ্যে পুত্র অথবা কন্যার মরণ হইলে কেবল মাতার অশৌচ থাকিবে, অন্যের সদ্যঃশৌচ জানিবে। প্রথমাশৌচের মধ্যে দ্বিতীয় অশৌচ সম্ভব হইলে প্রথমাশৌচের অবশিষ্ট দিনে অশৌচনিবৃত্তি হইয়া থাকে। ১৪। জ্ঞাতির জন্ম অথবা মরণ হইলে, ব্রাহ্মণের দশাহ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশাহ বৈশ্যের পঞ্চদশাহ এবং শূদ্রের ত্রিংশৎ দিনে অশৌচের নিবৃত্তি হয়। ১৫।

বান্ধনুচান-মাতুল-শ্রোত্রিয়েষু চ ॥ ১৬ ॥ অনৌরসেষু পুত্রেষু ভার্য্যাস্বন্যগতাসু চ। নিরসে রাজনি তথা তদহঃ শুদ্ধিকারকং ॥ ১৭ ॥ হতানাং নৃপগোবিপ্রৈ রলক্ষং চাত্মঘাতিনাং। বিষাদ্যৈশ্চ হতানাঞ্চ নাশৌচং পৃথিবীপতেঃ ॥ ১৮ ॥ সত্রি-ব্রতি-ব্রহ্মচারি-দাতৃব্রহ্মবিদাস্তথা। দানে বিবাহে যজ্ঞে চ সংগ্রামে দেশবিপ্লবে ॥ ১৯ ॥ আপদ্যপি হতানাঞ্চ সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে। কালোঽগ্নিকর্ম্মমৃদ্বায়ুর্ম্মনোজ্ঞানন্তপো-জপঃ ॥ ২০ ॥ পশ্চাত্তপোনিরাহারঃ সর্ব্বেষাং শুদ্ধিহেতবঃ। অকার্য্যকারিণাং দানং বেগোনদ্যাস্তু শুদ্ধিকৃৎ ॥ ২১ ॥ ক্ষাত্রেণ কর্ম্মণা জীবেদ্বিশাম্বাপ্যাপদি দ্বিজঃ। ফলসোমক্ষৌমবীরুদ্ দধিক্ষীরং ঘৃতং জলং। তিলৌদনরসক্ষারমধুলাক্ষাযুতং হবিঃ ॥ ২২ ॥ বস্ত্রোপলাসবং পুষ্পং শাকমৃচ্চর্ম্মপাদুকং। এণত্বক্ কৌষেয়ং লবণং মাংসমেব চ ॥ ২৩ ॥ পিণ্যাকমূলগন্ধাংশ্চ বৈশ্যবৃত্ত্যো ন বিক্রয়েৎ। ধর্ম্মার্থং বিক্রয়ন্তেষাং তিলধান্যেন সংযুতং ॥ ২৪ ॥ লবণাদি ন বিক্রীয়াত্তথা চাপদ্গতো দ্বিজঃ। কুর্য্যাৎ কৃষ্যাদিকং তদ্বদবিক্রেয়াহয়াস্তথা ॥ ২৫ ॥ বুভুক্ষিতস্ত্র্যহং স্থিত্বা দৃষ্ট্বা বৃত্তিবিবর্জ্জিতং। রাজা ধর্ম্মান্ প্রকুর্ব্বীত বৃত্তিং বিপ্রাদিকস্য চ ॥ ২৬ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে বর্ণধর্ম্মোনাম
ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

অদত্তকন্যা ও বালকের মরণে একাহে শুদ্ধি হইয়া থাকে। গুরু, অন্তেবাসী, অনুচান অর্থাৎ যে ব্যক্তি সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিয়াছে, মাতুল, শ্রোত্রিয়, ঔরসভিন্ন পুত্র ও ব্যভিচারিণী ভার্য্যা এবং রাজার মরণে একাহে অশৌচের শুদ্ধি হয়। ১৬। ১৭। রাজা, গো ও বিপ্রকর্ত্তৃক আহত অথবা আত্মঘাতী ব্যক্তির অশৌচ জ্ঞাতিগণ গ্রহণ করিবে না এবং যাহারা বিষপ্রয়োগে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছে, তাহাদিগেরও অশৌচ অগ্রাহ্য। ১৮। যজ্ঞশীল, ব্রতপরায়ণ, ব্রহ্মচারী, দানব্রতে দীক্ষিত ও ব্রহ্মজ্ঞানী ইহাদিগের মরণে সদ্যঃশৌচ হইয়া থাকে। দানকালে, বিবাহসময়ে, যজ্ঞে, যুদ্ধে, দেশবিপ্লবে ও আপদে পতিত হইয়া যাহাদিগের মরণ হয়, তাহাদিগের জ্ঞাতিগণের সদ্যঃশৌচ হয়। কাল, অগ্নি, কর্ম্ম, মৃত্তিকা, বায়ুঃ, মনঃ, জ্ঞান, তপঃ, জপ, অনুতাপ ও নিরাহার এই সকল সর্ব্বপ্রকার শুদ্ধির কারণ এবং পাপী ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত ও নদীর বেগ শুদ্ধিকারণ হয়।১৯—২১। ব্রাহ্মণ আপদে পতিত হইলে ক্ষত্রিয়বৃত্তি অথবা বৈশ্যবৃত্তি আশ্রয় করিয়াও জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে। তন্মধ্যে বিশেষ এই—ফল, কর্পূর, রেশম, লক্ষী, দধি, ক্ষীর, ঘৃত, জল, তিল, ওদন, পারদ, ক্ষারদ্রব্য, মধু, লাক্ষা, অমৃত, হবনীয়দ্রব্য, বস্ত্র, পাষাণ, মদ্য, পুষ্প, শাক, মৃত্তিকা, চর্ম্মপাদুকা, হরিণচর্ম্ম, কৌষেয়বস্ত্র, লবণ, মাংস, পিণ্যাক (খোল) মূল, গন্ধদ্রব্য, এই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিবে না। ধর্ম্মার্থী হইলে তিল ও ধান্য সহকারে ঐ সকল বস্তু বিক্রয় করিতে পারে। ২২—২৪। ব্রাহ্মণ আপদ্গত হইলেও লবণাদি বিক্রয় করিবে না, বরং কৃষিবৃত্তি আশ্রয় করিতে পারে। কিন্তু কদাচ অশ্ব বিক্রয়করিবে না। ২৫। ব্রাহ্মণের সর্ব্বপ্রকার বৃত্তির অভাব হইলে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ত্রিরাত্রি উপবাসের পর রাজা যে প্রকার বৃত্তি নিরূপণ করিয়া দিবেন, সেই বৃত্তি আশ্রয় করিতে পারে। ২৬।

সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ পরাশরোঽব্রবীদ্ব্যাসং ধর্ম্মং বর্ণাশ্রমাদিকং। কল্পে কল্পে ক্ষয়োৎপত্তিঃ ক্ষীয়স্তে ন হ্যজাদয়ঃ ॥ ২ ॥ শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারো যঃ কশ্চিদ্বেদকর্ত্তৃকঃ। বেদাঃ স্মৃতা ব্রহ্মণাদৌ ধর্ম্মা মন্বাদিভিঃ সদা ॥ ৩ ॥ দানং কলিযুগে ধর্ম্মঃ কর্ত্তারঞ্চ কলৌ

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়ঃ।

লোমহর্ষণ কহিলেন, মহর্ষি পরাশর বেদব্যাসের নিকট বর্ণ-ধর্ম্ম আশ্রমধর্ম্ম প্রভৃতি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রতি কল্পেই পৃথিবীর প্রলয় হইতেছে। কিন্তু বিষ্ণু প্রভৃতির ক্ষয় নাই। ১।২ শ্রুতি, স্মৃতি ও সদাচার এ সমুদায় বেদে উক্ত আছে। সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মা বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তৎপরে মনুপ্রভৃতি মহর্ষিগণ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকাশ করেন। ৩। একমাত্র দানই কলিযুগের ধর্ম্ম।

ত্যজেৎ। পাপকৃত্যং তু তত্রৈব শাপং ফলতি বর্ষতঃ॥ ৪॥ আচারাৎ প্রাপ্নুয়াৎ সর্ব্বং ষট্‌কর্ম্মাণি দিনে দিনে। সন্ধ্যা স্নানং জপোহোমো দেবাতিথ্যাদি পূজনং॥ ৫॥ অপূর্ব্বঃ সব্রতী বিপ্রো হ্যপূর্ব্বা যতয়স্তদা। ক্ষত্রিয়ঃ পরসৈন্যানি জিত্বা পৃথ্বীং প্রপালয়েৎ। বণিক্ কৃষ্যাদি বৈশ্যে স্যাদ্ দ্বিজভক্তিশ্চ শূদ্রকে॥ ৬॥ অভক্ষ্যভক্ষণাচ্চৌর্য্যাদগম্যাগমনাৎ পতেৎ। কৃষিং কুর্ব্বন্ দ্বিজঃ শ্রান্তং বলীবর্দ্দং ন বাহয়েৎ॥ ৭॥ দিনার্দ্ধং স্নানযোগাদিকারী বিপ্রাংশ্চ ভোজয়েৎ। নির্ব্বপেৎ পঞ্চযজ্ঞানি ক্রূরে নিন্দাঞ্চ কারয়েৎ॥ ৮॥ তিলাজ্যং ন বিক্রীণীত সূনাযজ্ঞাদঘান্বিতঃ। রাজ্ঞো দত্ত্বা তু ষড়ভাগং দেবতানাঞ্চ বিংশতিং। ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ বিপ্রাণাং কৃষিকর্ত্তা ন লিপ্যতে॥ ৯॥ কর্ষকাঃ ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রাঃ খল্বদত্ত্বা তু চৌরকাঃ। দিনত্রয়েণ শুধ্যেত ব্রাহ্মণঃ প্রেতসূতকে॥১০॥ ক্ষত্রোদশাহাদ্বৈশ্যস্তু দ্বাদশাস্মাসি শূদ্রকঃ। জাতিবিপ্রো দশাহাত্তু ক্ষত্রো দ্বাদশকাৎ দিনাৎ॥ ১১॥ পঞ্চদশাহাদ্বৈশ্যস্তু শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি। একপিণ্ডাস্তু দায়াদাঃ পৃথগ্‌ভাবনিকেতনাঃ॥ ১২॥ জন্মনা চ বিপত্তৌ চ ভবেত্তেষাঞ্চ সূতকং। চতুর্থে দশরাত্রস্য ষন্নিশা পুংসি পঞ্চমে॥ ১৩॥ ষষ্ঠে চতুরহাচ্ছুদ্ধিঃ সপ্তমে চ দিনত্রয়ং। দেশান্তরে মৃতে বালে সদ্যঃ শুদ্ধির্যতো মৃতে॥ ১৪॥ অজাতদন্তা যে বালা যে চ গর্ভাদ্বিনিঃসৃতাঃ। ন তেষামগ্নিসংস্কারো ন পিণ্ডং নোদকক্রিয়া॥ ১৫॥ যদি গর্ভো বিপদ্যেত স্রবতে বাপি যোষিতঃ। যাবন্মাসান্ স্থিতো গর্ভস্তাবদ্দিনানি সূতকং॥ ১৬॥ আনামকরণাৎ সদ্যআচূড়ান্তাদহর্নিশং। আব্রতস্মাৎ ত্রিরাত্রেণ তদূর্দ্ধং দশভির্দ্দিনৈঃ॥ ১৭॥ আচতুর্থাৎ ভবেৎ স্রাবঃ পাতঃ

অন্য ধর্ম্ম কলিযুগে তিরোহিত হইবে, সমুদায় মনুষ্য পাপকার্য্যে নিরত হইবে, এক বৎসরে শাপের ফল হইবে। ৪। কলিযুগে বিশুদ্ধাচারে থাকিলেই সমুদায় ধর্ম্মকর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, দিনে দিনে ষট্‌কর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবে। সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, দেবতা অতিথির পূজা, এই সমুদায়ই কলিযুগে ধর্ম্মের সোপান। ৫। ব্রতপরায়ণ বিপ্র যতিগণ, কলিযুগে দুর্ল্লভ ও সর্ব্বপূজ্য। ক্ষত্রিয়গণ পরসৈন্য পরাজয়পূর্ব্বক পৃথিবী পালন করিবেন। বৈশ্যগণ বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবে, শূদ্র ভক্তিসহকারে দ্বিজশুশ্রূষা করিবে। ৬। যদি কেহ অভক্ষ্য ভক্ষণ, চৌর্য্য অথবা অগম্যাগমন করে, তাহাহইলে সে পতিত হইবে। দ্বিজগণ যদি কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হয়েন, তাহাহইলে শ্রান্ত বলীবর্দ্দকে হলে নিযুক্ত করিবেন না। ৭। তাঁহারা দ্বিপ্রহরের সময় স্নানপূর্ব্বক যোগসাধন প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম সাধন করিয়া পঞ্চযজ্ঞ করিবেন ও ব্রাহ্মণভোজন করাইবেন। পাপকার্য্যে ঘৃণা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ৮। দ্বিজগণ তিল ও ঘৃত বিক্রয় করিবেন না। পঞ্চসূনা নিবৃত্তির নিমিত্ত পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিলে পাপী হইতে হইবে। কৃষিকর্ত্তা রাজাকে ষষ্ঠভাগ, দেবতাদিগকে বিংশতিতম ভাগ, এবং ব্রাহ্মণগণকে ত্রয়স্ত্রিংশত্তম ভাগ, প্রদানকরিলে পাপে লিপ্ত হইবেন না। ৯। কৃষিকর্ম্মকারী ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কৃষিকার্য্যের নির্দ্দিষ্টভাগ প্রদান না করিলে চোরমধ্যে পরিগণিত হইবে। ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণ প্রেতাশৌচ ও জননাশৌচ হইলে তিনদিনে শুদ্ধিলাভ করিবেন। ১০। এইরূপ ব্রহ্মবিৎ ক্ষত্রিয় দশদিনে, ব্রহ্মবিৎ বৈশ্য দ্বাদশদিনে এবং ঐরূপ শূদ্র একমাসে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন। যিনি জাতিমাত্রে বিপ্র তিনি দশদিনে, যিনি জাতিমাত্রে ক্ষত্রিয় তিনি দ্বাদশ দিনে, যিনি জাতিমাত্রে বৈশ্য তিনি পঞ্চদশ দিনে, যিনি জাতিমাত্রে শূদ্র তিনি একমাসে শুদ্ধ হইবেন। সপিণ্ড জ্ঞাতিগণ পৃথক্ অন্নে ও পৃথক্ ভবনে থাকিলেও তাহাদের জননাশৌচ ও মরণাশৌচ সম্পূর্ণ হইবে। তৎপরে চতুর্থ পুরুষে দশরাত্রি, পঞ্চমপুরুষে ছয়রাত্রি, ষষ্ঠপুরুষে চারিরাত্রি, সপ্তম পুরুষে তিনদিনে শুদ্ধিলাভ করিবে। দেশান্তরে কোন বালক মরিলে তৎক্ষণাৎ শুদ্ধিলাভ হইবে। ১১—১৪। যে সকল বালকের দন্ত উদ্গত হয় নাই, যে বালক গর্ভহইতে নিঃসৃত হইয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তাহাদিগের অগ্নিসংস্কার নাই, পিণ্ড নাই এবং তর্পণও নাই। ১৫। যদি গর্ভমধ্যেই সন্তানের মৃত্যু হয়, অথবা যদি নারীর গর্ভস্রাব হয়, তাহাহইলে যত মাসের গর্ভ, তত দিন অশৌচ হইবে। ১৬। যে পর্য্যন্ত নামকরণ না হয়, সে পর্য্যন্ত সদ্যঃশৌচ এবং যে পর্য্যন্ত চূড়াকরণ না হয়, সে পর্য্যন্ত এক দিবারাত্রি অশৌচ, যে পর্য্যন্ত উপনয়নব্রতোপদেশ না হয়, সে

পঞ্চমষষ্ঠয়োঃ। ব্রহ্মচর্য্যাদগ্নিহোত্রান্নাশুদ্ধিঃ সঙ্গবর্জ্জনাৎ ॥ ১৮। শিল্পিনঃ কারবো বৈদ্যা দাসী দাসাশ্চ ভৃত্যকাঃ। অগ্নিমান্‌ শ্রোত্রিয়ো রাজা সদ্যঃশৌচাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৯ ॥ দশাহাচ্ছুধ্যতে মাতা স্নানাৎ সূতে পিতা শুচিঃ। সঙ্গাৎ সূতৌ সূতকং স্যাদুপস্পৃশ্য পিতা শুচিঃ ॥ ২০ ॥ বিবাহোৎসবযজ্ঞেষু অন্তরামৃতসূতকে। পূর্ব্বসংকল্পিতাদন্যবর্জ্জনঞ্চ বিধীয়তে ॥ ২১ ॥ মৃতেন শুধ্যতে সূতী মৃতকঞ্জাতকন্তুসৌ। গোগ্রহাদৌ বিপন্নানামেকরাত্রন্তু সূতকং ॥২২॥ অনাথ প্রেতবহনাৎ প্রাণায়ামেন শুধ্যতি। প্রেতশূদ্রস্য বহনাৎ ত্রিরাত্রমশুচির্ভবেৎ ॥২৩॥ আত্মঘাতি-বিষাদ্বন্ধ-কৃমিদষ্টে ন সংস্কৃতিঃ। গোহতক্রমিদষ্টঞ্চ স্পৃষ্ট্বা কৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতি ২৩॥ অদুষ্টাং পতিতাং ভার্য্যাং যৌবনে যঃ পরিত্যজেৎ। সপ্তজন্ম ভবেৎ স্ত্রীত্বং বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ ॥২৫॥ বালহত্যাত্বগমনাদৃতৌ চ স্ত্রী তু শূকরী। অগম্যা ব্রতকারিণ্যো ভ্রষ্টাপানোদকক্রিয়াঃ ॥ ২৬ ॥ ঔরসঃ ক্ষেত্রজঃ পুত্রঃ পিতৃজৌ পিণ্ডদৌ পিতুঃ। পরিবিত্তেস্তু কৃচ্ছ্রং স্যাৎ কন্যায়াঃ কৃচ্ছ্রমেব চ ॥ ২৭ ॥ অতিকৃচ্ছ্রং চরেদ্দাতা হোতা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ। কুব্জবামনষণ্ডেষু গদ্গদেষু জড়েষু চ। জাত্যন্ধবধিরে মূকে ন দোষঃ পরিবেদনে ॥ ২৮ ॥ নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে বা পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥ ২৯ ॥ ভর্ত্রা সহ মৃতা নারী রোমাব্দানি বসেদ্দিবি। শ্বাদিদষ্টস্তু গায়ত্র্যা

পর্য্যন্ত ত্রিরাত্রি অশৌচ হয়, তাহার পর সম্পূর্ণ দশরাত্রি অশৌচ হইয়া থাকে। ১৭। চারিমাসের মধ্যে গর্ভ নষ্ট হইলে তাহাকে গর্ভ স্রাব বলা যায়। পঞ্চম বা ষষ্ঠ মাসে গর্ভ নষ্ট হইলে তাহাকে গর্ভ পাত বলা হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারী বা অগ্নিহোত্রী হইলে তিনি সর্ব্বসঙ্গবিহীন বিধায় তাঁহার কোন প্রকার অশৌচ হয় না। ১৮। শিল্পকার, কারুকর, বৈদ্য, দাস, দাসী, ভৃত্য, অগ্নিহোত্রী শ্রোত্রিয়, রাজা ইহাদের অশৌচ নাই। ১৯। সূতকাশৌচ হইলে দশ দিন পরে মাতা এবং পিতা স্নানমাত্রে শুদ্ধ হইবেন। ২০। বিবাহ, যজ্ঞ ও উৎসবের সময় যদি মরণাশৌচ বা জননাশৌচ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বসংকল্পিত ভিন্ন অন্যকার্য্য বর্জ্জন করিবে। ২১। যদি সন্তান জন্মিয়া অশৌচের মধ্যে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়, তাহা হইলে প্রসূতি সেই মরণ দ্বারাই উভয় অশৌচ হইতে শুদ্ধি লাভ করেন। গোগ্রহাদিতে মৃত্যু হইলে এক রাত্রি অশৌচ হইবে। ২২। অনাথ ব্যক্তিকে দহন বহন করিলে প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। যদি কেহ শূদ্রের মৃত দেহ বহন করে, তাহা হইলে ত্রিরাত্রি অশৌচ হইবে। ২৩। যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করে, যে ব্যক্তি বিষদ্বারা, উদ্বন্ধন দ্বারা অথবা বিষপানদ্বারায় জীবন ত্যাগ করে এবং যে ব্যক্তি কৃমিদংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাদের অগ্নিসংস্কার হইতে পারে না। গোহত বা কৃমিদংশনে মৃত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ দ্বারা শুদ্ধি লাভকরিতে পারিবে। ২৪। যে ব্যক্তি অদুষ্টা ও অপতিতা যুবতী ভার্য্যা পরিত্যাগ করে, সে সপ্ত জন্ম স্ত্রীভাবে জন্মপরিগ্রহপূর্ব্বক বিধবা হইয়া থাকে। ২৫। ঋতুকালে, ভার্য্যাগমন না করিলে পুরুষের বালহত্যার পাতক হয়, নারীও জন্মান্তরে শূকরী হইয়া থাকে। যদি ঋতুকালে ঋতুগমনে বিরত হইয়া বেদবিহিত ব্রতাদির অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তাহার জলপান ও উদকক্রিয়া রহিত হয়। ২৬। ঔরস পুত্র ও ক্ষেত্রজ পুত্র পিতার ক্ষেত্রে জাত, সুতরাং ইহারা পিতার পিণ্ডদান করিতে পারিবে। যিনি জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার বিবাহের পূর্ব্বে আপনি বিবাহ করিবেন, তাঁহাকে ও কন্যাকে কৃচ্ছ্রব্রত অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ২৭। যিনি কন্যাদান করিবেন তাঁহাকে অতিকৃচ্ছ্রব্রত এবং চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিতে হইবে। জ্যেষ্ঠ সহোদর কুব্জ, বামন, ষণ্ড, গদ্‌গদ, জড়, জাত্যন্ধ, বধির ও মূক হইলে কনিষ্ঠ অগ্রে বিবাহ করিলে কোন দোষ নাই। ২৮। স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়, মৃত্যুমুখে পতিত হয়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব হয় অথবা পতিত হয় এই পাঁচপ্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে অন্য পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে। ২৯। যে রমণী পতির সহিত অনুমৃতা হয়, তাহা হইলে তাহার শরীরে যতগুলি লোম আছে, ততকাল সে পতির সহিত স্বর্গে বাস করে। যদি কাহাকেও কুকুর প্রভৃতি দংশন করে, তাহাহইলে গায়ত্রী জপ করিয়া

জপাচ্ছুদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥ ৩০ ॥ দাহ্যোলোকাগ্নিনা বিপ্রশ্চাণ্ডালাদ্যৈর্হতোঽগ্নিমান্। ক্ষীরৈঃ প্রক্ষাল্য তস্যাস্থি স্বাগ্নিনা মন্ত্রতো দহেৎ ॥ ৩১ ॥ প্রবাসে তু মৃতে ভূয়ঃ কৃত্বা কুশময়ন্দহেৎ। কৃষ্ণাজিনে সমাস্তীর্য্য ষট্‌শতানি-পলাশজাঃ ॥৩২॥ শমীং শিশ্নে বিনিক্ষিপ্য অরণিং বৃষণে ক্ষিপেৎ। কুণ্ডং দক্ষিণহস্তে তু বামহস্তে তথোপভৃৎ ॥ ৩৩ ॥ পার্শ্বে তূদূখলং দদ্যাৎ পৃষ্ঠে তু মুষলং দহেৎ। উরো নিক্ষিপ্য দৃশদং তণ্ডুলাজ্যতিলান্ মুখে ॥৩৪॥ শ্রোত্রে চ প্রোক্ষণীং দদ্যাদাজ্যস্থালীঞ্চ চক্ষুষোঃ। কর্ণে নেত্রে মুখে ঘ্রাণে হিরণ্যশকলান্ ক্ষিপেৎ ॥ ৩৫ ॥ অগ্নিহোত্রোপকরণাৎ ব্রহ্মলোকগতির্ভবেৎ। অসৌস্বর্গায় লোকায় স্বাহেত্যাজ্যাহুতিঃ সকৃৎ ॥ ৩৬ ॥ হংসসারসক্রৌঞ্চানাং চক্রবাকঞ্চ কুক্কুটং। ময়ুরমেষঘাতী চ অহোরাত্রেণ শুধ্যতি ॥ ৩৭ ॥ পক্ষিণঃ সকলান্ হত্বা অহোরাত্রেণ শুধ্যতি। সর্ব্বাংশ্চতুষ্পদান্ হত্বা অহোরাত্রোষিতো জপেৎ ॥ ৩৮ ॥ শূদ্রং হত্বা চরেৎ কৃচ্ছ্রমতিকৃচ্ছ্রন্তু বৈশ্যহা। ক্ষত্রং চান্দ্রায়ণং বিপ্রং দ্বাবিংশং ত্রিংশমাহরেৎ ॥ ৩৯ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে পরাশরোক্ত-ধর্ম্মোনাম সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ নীতিসারং প্রবক্ষ্যামি অর্থশাস্ত্রাদিসংশ্রিতং। রাজাদিভ্যো হিতং পুণ্যমায়ুঃ স্বর্গাদিদায়কং ॥ ২ ॥ সদ্ভিঃ সঙ্গং প্রকুর্ব্বীত সিদ্ধিকামঃ সদা নরঃ। নাসদ্ভিরিহলোকায় পরলোকায় বা হিতং ॥ ৩ ॥ বর্জ্জয়েৎ ক্ষুদ্রসম্বাদমদুষ্টস্য তু দর্শনং। বিরোধং সহ মিত্রেণ সংপ্রীতিং শত্রুসেবিনা ॥৪॥ মূর্খ-

---

শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। ৩০। ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে তাহাকে লৌকিক অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিবে। যদি কোন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ চাণ্ডালাদি কর্ত্তৃক নিহত হয়েন, তাহাহইলে তাঁহাকে লৌকিক অগ্নিরদ্বারা দগ্ধ করিয়া তাঁহার অস্থি ক্ষীরদ্বারা প্রক্ষালনপূর্ব্বক যথাবিহিত মন্ত্রপাঠ করিয়া দাহ করিতে হইবে। ৩১। যদি কোন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ প্রবাসে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাহইলে কুশদ্বারা তাঁহার শরীর নির্ম্মাণ করিয়া পুনর্ব্বার দাহ করিতে হইবে। প্রথমতঃ কৃষ্ণাজিনে ছয়শত পলাশপল্লব বিস্তীর্ণ করিয়া তাহাতে ঐ কুশময় ব্রাহ্মণকে স্থাপন করিবে। ৩২। পরে তাঁহার শিশ্নদেশে শমীস্থাপনপূর্ব্বক বৃষণদেশে অরণি স্থাপন করিতে হইবে, এইরূপ দক্ষিণহস্তে কুণ্ড, বামহস্তে উপভৃৎ (যজ্ঞপাত্র বিশেষ) এবং পার্শ্বে উদূখল, পৃষ্ঠে মুষল, বক্ষঃস্থলে প্রস্তর, মুখে আজ্য, তণ্ডুল ও তিল, কর্ণে প্রোক্ষণী, নয়নদ্বয়ে আজ্যস্থালী স্থাপন করিতে হইবে এবং কর্ণে, নেত্রে, মুখে ও নাসিকায় সুবর্ণখণ্ড প্রদান করিতে হইবে। ৩৩—৩৫। এইরূপে অগ্নিহোত্রের উপকরণ সমুদায় যথাস্থানে প্রদানপূর্ব্বক সৎকার করিলে মৃতব্যক্তি ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারিবে। "অসৌ স্বর্গায় লোকায় স্বাহা"! এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক একবার ঘৃতাহুতি প্রদান করিতে হইবে। ৩৬। হংস, সারস, বক, চক্রবাক, কুক্কুট, ময়ূর ও মেষ বধ করিলে এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। ৩৭। অন্যান্য পক্ষী সমুদায় বিনাশ করিলেও ঐরূপ এক অহোরাত্রে শুদ্ধিলাভ হইতে পারে। সমুদায় চতুষ্পদ জন্তু বিনাশ করিয়া এক অহোরাত্র উপবাসপূর্ব্বক জপ করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। ৩৮। শূদ্র হত্যা করিলে কৃচ্ছ্রব্রত, বৈশ্য বধ করিলে অতিকৃচ্ছ্রব্রত, ক্ষত্রিয় বধ করিলে চান্দ্রায়ণব্রত এবং ব্রাহ্মণ বধ করিলে দ্বাবিংশতি বা ত্রিংশৎ চান্দ্রায়ণ করিবে। ৩৯।

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়।

লোমহর্ষণ কহিলেন। ১। অর্থশাস্ত্র ও সমস্ত নীতিশাস্ত্র বলিতেছি, এই পবিত্র শাস্ত্র শ্রবণ করিলে রাজগণ ও অন্যান্য সকলের হিতসাধন হইয়া থাকে, ইহা হইতে ইহকালে আয়ুর্বৃদ্ধি ও পরকালে স্বর্গাদি লাভ হয়। ২। যিনি আপনার সিদ্ধি-কামনা করেন, তাঁহার পক্ষে সাধুসঙ্গ সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ও সাধুগণের সহিত সহবাস ইহলোক বা পরলোকের হিতকর হয় না। ৩। ক্ষুদ্রলোকের সহিত কথোপকথন এবং অত্যন্ত দুষ্ট ব্যক্তির মুখদর্শন করিবে না। যে ব্যক্তি শত্রুপক্ষের আশ্রিত, তাহার সহিত প্রণয় এবং মিত্রের সহিত বিরোধ

শিষ্যোপদেশেন দুষ্টস্ত্রীভরণেন চ। দুষ্টানাং সংপ্রয়োগেণ পণ্ডিতোঽপ্যবসীদতি ॥ ৫ ॥ ব্রাহ্মণং বালিশং ক্ষত্র মযোদ্ধারং বিশং জড়ং। শূদ্রমক্ষরসংযুক্তং দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৬ ॥ কালেন রিপুণা সন্ধিঃ কালে মিত্রেণ বিগ্রহঃ। কার্য্যকারণমাশ্রিত্য কালং ক্ষিপতি পণ্ডিতঃ ॥ ৭ ॥ কালঃ পচতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ। কালঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কালোহি দুরতিক্রমঃ ॥ ৮ ॥ কালেষু চরতে বীর্য্যং কালে গর্ভে চ বর্দ্ধতে। কালোজনয়তে সৃষ্টিং পুনঃ কালোঽপি সংহরেৎ ॥ ৯ ॥ কালঃ সূক্ষ্মগতির্নিত্যং দ্বিবিধশ্চেহ ভাব্যতে। স্থূলসংগ্রহচারেণ সূক্ষ্মাচারান্তরেণ চ ॥ ১০ ॥ নীতিসারং সুরেন্দ্রায় ইমমূচে বৃহস্পতিঃ। সর্ব্বজ্ঞো যেন চেন্দ্রোভূদ্দৈত্যান্ হত্বাপ্নুয়াদ্দিবং ॥ ১১ ॥ রাজর্ষিব্রাহ্মণৈঃ কার্য্যং দেববিপ্রাদিপূজনং। অশ্বমেধেন যষ্টব্যং মহাপাতকনাশনং ॥ ১২ ॥ উত্তমৈঃ সহ সাঙ্গত্যং পণ্ডিতৈঃ সহ সৎকথাং। অলুব্ধৈঃ সহ মিত্রত্বং কুর্ব্বাণোনাবসীদতি ॥ ১৩ ॥ পরদারং পরার্থঞ্চ পরিহাসঞ্চ পরস্ত্রিয়া। পরবেশ্মনি বাসঞ্চ ন কুর্ব্বীত কদাচন ॥ ১৪ ॥ পরোপি হিতবান্ বন্ধুর্ব্বন্ধুরপ্যহিতঃ পরঃ। অহিতো দেহজো ব্যাধির্হিতমারণ্যমৌষধং ॥ ১৫ ॥ স বন্ধুর্যো হিতে যুক্তঃ স পিতা যস্তু পোষকঃ। তন্মিত্রং যত্র বিশ্বাসঃ স দেশো যত্র জীব্যতে ॥ ১৬ ॥ স ভৃত্যো যো বিধেয়স্তু তদ্বীজং যৎ প্ররোহতি। সা ভার্য্যা যা প্রিয়ং ব্রূতে স পুত্রো যস্তু জীবতি ॥ ১৭ ॥ স জীবতি গুণা যস্য ধর্ম্মো যস্য সজীবতি। গুণধর্ম্মবিহীনো যো নিষ্ফলস্তস্য জীবনং ॥ ১৮ ॥ সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্য্যা যা প্রিয়ম্বদা। সা ভার্য্যা যা প্রিয়প্রাণা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা ॥ ১৯ ॥ হিতা স্নাতা সুগন্ধা চ নিত্যঞ্চ প্রিয়-

---

পরিত্যাগ করিবে। ৪। মূর্খ শিষ্যের প্রতি উপদেশ প্রদান করিলে দুষ্টা স্ত্রীর ভরণপোষণ করিলে এবং দুষ্টের অনুকূলে কোন কার্য্য করিলে পণ্ডিত ব্যক্তিও অধোগামী হয়েন। ৫। ব্রাহ্মণ যদি মূর্খ হয়, ক্ষত্রিয় যদি যুদ্ধপরাঙ্মুখ হয়, বৈশ্য জড় হয় এবং শূদ্র যদি বেদাক্ষর উচ্চারণ করে, তাহাহইলে দূর হইতে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। ৬। সময় বুঝিয়া শত্রুর সহিত সন্ধি এবং মিত্রের সহিত বিবাদ করিবে। পণ্ডিত ব্যক্তি কার্য্যকারণ আশ্রয় করিয়াই কালক্ষেপ করেন। ৭। কাল সমুদায় ব্যক্তিকেই পরিণত ও বর্দ্ধমান করিতেছে, আবার কালই সকলকে সংহার করিতেছে, সকল নিদ্রাগত হইলেও কাল জাগরিত থাকে, অতএব কালকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। ৮। কাল হইতেই বালক গর্ভমধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কালই সকলের বলবীর্য্য বৃদ্ধি করে, কালই সকলের সৃষ্টি করিতেছে, আবার কালই সকলের সংহার করিয়া থাকে। ৯। কালের গতি অতীব দুর্লক্ষ্য, কাল দুই প্রকার, স্থূল ও সূক্ষ্ম, কাল কোথাও স্থূলরূপে কোথাও সূক্ষ্মরূপে সঞ্চারিত হইতেছে। ১০। বৃহস্পতি দেবরাজকে এই নীতিসার প্রদান করিয়াছিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র এই নীতিসার পাঠপূর্ব্বক সর্ব্বজ্ঞ হইয়া দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া দেবলোকের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। ১১। ব্রাহ্মণগণ ও রাজর্ষিগণের কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করিবে এবং মহাপাতক নাশের নিমিত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন। ১২। যিনি উত্তমের সহিত সহবাস, পণ্ডিতের সহিত কথোপকথন ও অলুব্ধজনের সহিত মিত্রতা করেন, তিনি কখনই অবসন্ন হয়েন না। ১৩। পরদারগমন পরদ্রব্যগ্রহণ, পরস্ত্রীর সহিত পরিহাস, এবং পরগৃহে বাস, এই সমুদায় কখনই করিবে না। ১৪। শত্রুব্যক্তিও যদি হিতকরী হয়, তাহাহইলে তাহাকে বন্ধু বলা যাইতে পারে, বন্ধু ব্যক্তি যদি অনিষ্টাচরণ করে, তাহাহইলে তাহাকে শত্রু বলা যায়। শরীরসম্ভূত ব্যাধি মনুষ্যের শত্রু এবং অরণ্যজাত ঔষধ মনুষ্যের হিতকারী হইয়া থাকে। ১৫। যিনি হিতানুষ্ঠান করেন, তিনিই বন্ধু, যিনি ভরণপোষণ করেন, তিনিই পিতা, যিনি বিশ্বাসভাজন, তিনিই মিত্র, যেখানে জীবিকানির্ব্বাহ হইতে পারে, তাহাই নিজদেশ। ১৬। যে ব্যক্তি বশীভূত, তাহাকেই প্রকৃত ভৃত্য বলা যায়; যাহা অঙ্কুরিত হয়, তাহাই প্রকৃত বীজ; যিনি প্রিয়বাক্য বলেন, তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা; যে দীর্ঘজীবি হইয়া থাকে তাহাকে প্রকৃত পুত্র বলা যায়। ১৭। যিনি গুণবান্ ও ধার্ম্মিক তাঁহার জীবনই সার্থক, যে ব্যক্তি গুণহীন ও অধার্ম্মিক তাহার জীবন নিষ্ফল। ১৮। যিনি গৃহকার্য্যে দক্ষা, তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা, যিনি প্রিয়বাদিনী তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা, যিনি পতিগতপ্রাণা ও পতিব্রতা তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা। ১৯। যিনি নিত্য স্নানপূর্ব্বক সুগন্ধশালিনী

বাদিনী। অল্পভুক্তাল্পভাষী চ সততং মঙ্গলৈর্যুতা ॥ ২০ ॥ সততং ধর্ম্মবহুলা সততঞ্চ পতিপ্রিয়া। সততং প্রিয়বক্ত্রী চ সততং ঋতুকামিনী ॥ ২১ ॥ এতদাদিক্রিয়াযুক্তা সর্ব্বসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী। যস্যেদৃশী ভবেদ্ভার্য্যা দেবেন্দ্রো ন স মানুষঃ ॥ ২২ ॥ যস্য ভার্য্যা বিরূপাক্ষী কশ্মলা কলহপ্রিয়া। উত্তরোত্তরবাদাস্যা সা জরা নজরা জরা ॥ ২৩ ॥ যস্য ভার্য্যাশ্রিতান্যত্র পরবেশ্মাভিকাঙ্ক্ষিণী। কুক্রিয়া ত্যক্তলজ্জা চ সা জরা নজরা জরা ॥ ২৪ ॥ যস্য ভার্য্যা গুণজ্ঞা চ ভর্ত্তারমনুগামিনী। অল্পাল্পেন তু সন্তুষ্টা সা প্রিয়া ন প্রিয়া প্রিয়া ॥ ২৫ ॥ দুষ্টা ভার্য্যা শঠং মিত্রং ভৃত্যশ্চোত্তরদায়কঃ। সসর্পে চ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ ॥ ২৬ ॥ ত্যজ দুর্জ্জনসংসর্গং ভজ সাধুসমাগমং। কুরু পুণ্যমহোরাত্রং স্মর নিত্যমনিত্যতাং ॥ ২৭ ॥ ব্যালীকণ্ঠপ্রদেশাদপি

থাকেন, যিনি নিয়ত প্রিয়বাক্য বলেন, যিনি মিতাহারা ও মিতভাষিণী, যিনি সর্ব্বদা মাঙ্গলিককার্য্যে নিযুক্ত থাকেন ।২০। যিনি পতিপ্রণয়িনী হইয়া সতত ধর্ম্মসঞ্চয় করেন, যিনি সর্ব্বদাই প্রিয়বাক্য বলেন, যিনি ঋতুফলকামনা করেন, তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা। ২১। এই সমুদায় ও এইরূপ অন্যান্য গুণযুক্তা কামিনী সর্ব্বসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী হইয়া থাকেন। যাহার এরূপ ভার্য্যা আছে, তিনি দেবরাজ মনুষ্য নহেন। ২২। যে ভার্য্যা বিরূপাক্ষী, কশ্মলা, কলহপ্রিয়া এবং সমান উত্তরদায়িনী হয়, সেই নারীই পুরুষের জরা, বার্দ্ধক্যাবস্থা জরা নহে। ২৩। যে ভার্য্যা অন্যাশ্রিতা, পরগৃহাভিলাষিণী, কুক্রিয়াশক্তা, ও নির্লজ্জা তাহাকেই জরা বলা যায়, বার্দ্ধক্যাবস্থা জরা নহে। ২৪। যে ভার্য্যা গুণগ্রাহিণী পতির অনুগামিনী ও অল্পেই পরিতুষ্টা, তাহাকেই প্রিয়া বলা যায়, এতদ্ভিন্ন অন্য রমণীকে প্রিয়া বলা যায় না। ২৫। ভার্য্যা যদি দুষ্টা হয়, মিত্র যদি শঠ হয় ও ভৃত্য যদি উত্তরদায়ক হয় এবং সসর্পগৃহে যদি বাস করা যায়, তাহা হইলে তাহাই মৃত্যু সন্দেহ নাই। ২৬। দুর্জ্জনসংসর্গ পরিত্যাগ কর, সর্ব্বদা সাধুসমাগমে প্রবৃত্ত হও, দিবারাত্র পুণ্যসঞ্চয় কর এবং সর্ব্বদা এই জগতের অনিত্যতা স্মরণকরিয়া রাখ। ২৭। যে রমণী সর্পিণী হইতে এবং সর্পিণীর কণ্ঠপ্রদেশ হইতেও ভীষণা

চ কণভূতোভীষণা যা চ রৌদ্রী যা কৃষ্ণা ব্যাকুলাক্ষী রুধিরনয়নসংব্যাকুলা ব্যাঘ্রকল্পা। ক্রোধে নৈবোগ্রবক্ত্রাস্ফুরদনলশিখা কাকজিহ্বা করালা সেব্যা ন স্ত্রী বিদগ্ধা পরপুরগমনা ভ্রান্তচিত্তা বিরক্তা ॥ ২৮ ॥ ভুজঙ্গমে বেশ্মনি দৃষ্টিদৃষ্টে ব্যাধৌ চিকিৎসা বিনিবর্ত্তিতে চ। দেহে চ বাল্যাদিবয়োস্থিতে চ কালাবৃতোঽসৌ লভতে ধৃতিং কঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে নীতিসারে অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ ॥১॥ আপদর্থে ধনং রক্ষেদ্দারান্ রক্ষেদ্ধনৈরপি। আত্মানং সততং রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপি ॥ ২ ॥ ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ। গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ ॥ ৩ ॥

ও রৌদ্ররূপা, যে রমণী কৃষ্ণবর্ণা, চঞ্চলা, রক্তনয়না, ব্যাকুলা ও ব্যাঘ্রীর ন্যায় ভয়ঙ্করী, যাহার মুখ সর্ব্বদা ক্রোধভরে উগ্র, যে রমণী কাকজিহ্বা ও করালা, যে রমণী অনলশিখার ন্যায় ভীষণাকৃতি, যে রমণী পরপুরগামিনী, ভ্রান্তহৃদয়া ও বিরক্তা, পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাহাকে কখনই আশ্রয় করিবেন না। ২৮। যাহার গৃহে ভুজঙ্গম দৃষ্ট হইয়াছে, যাহার ব্যাধি ও অচিকিৎস্য হইয়া উঠিয়াছে, যাহার শরীরে বাল্য যৌবনবার্দ্ধক্য অবস্থা ভোগ হইয়াছে, সে কালকর্ত্তৃক আক্রান্ত সন্দেহ নাই। ঈদৃশ অবস্থায় কে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। ২৯।

নবাধিক শততম অধ্যায়।

লোমহর্ষণ কহিলেন, আপদের নিমিত্ত ধনরক্ষা করিবে, ধন ব্যয় করিয়াও স্ত্রীরক্ষণ করিবে, ধনদ্বারাই হউক অথবা স্ত্রীদ্বারাই হউক আপনাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে হইবে ।১-২। কুলরক্ষার নিমিত্ত এক ব্যক্তিকে ত্যাগ করিবে, গ্রামরক্ষার নিমিত্ত কুলও ত্যাগ করিতে পারিবে, জনপদ রক্ষার নিমিত্ত

বরং হি নরকে বাসো নতু দুশ্চরিতে গৃহে। নরকাৎ ক্ষীয়তে পাপং কুগৃহান্ন নিবর্ত্ততে ॥ ৪ ॥ চলত্যেকেন পাদেন তিষ্ঠত্যেকেন বুদ্ধিমান্‌। ন পরীক্ষ্য পরং স্থানং পূর্ব্বমায়াতনং ত্যজেৎ ॥ ৫ ॥ ত্যজেদ্দেশম সদ্বৃত্তং বাসং সোপদ্রবং ত্যজেৎ। ত্যজেৎ কৃপণরাজানং মিত্রং মায়াময়ং ত্যজেৎ ॥ ৬ ॥ অর্থেন কিং কৃপণহস্তগতেন পুংসাং জ্ঞানেন কিং বহুশঠাকুলসঙ্কুলেন। রূপেণ কিং গুণপরাক্রমবর্জ্জিতেন মিত্রেণ কিং ব্যসনকালপরাঙ্মুখেন ॥ ৭ ॥ অদৃষ্টপূর্ব্বা বহবঃ সহায়াঃ সর্ব্বে পদস্থস্য ভবন্তি মিত্রাঃ। অর্থৈর্ব্বিহীনস্য পদচ্যুতস্য ভবত্যকালে স্বজনোপি শত্রুঃ ॥ ৮ ॥ আপতস্নু মিত্রং জানীয়াৎ রণে শূরং রহঃ শুচিং। ভার্য্যাঞ্চ বিভবে ক্ষীণে দুর্ভিক্ষে চ প্রিয়াতিথিং ॥ ৯ ॥ বৃক্ষং ক্ষীণফলং ত্যজন্তি বিহগাঃ শুষ্কং সরঃ সারসাঃ নির্দ্রব্যং পুরুষং ত্যজন্তি বনিতা ভ্রষ্টং নৃপং মন্ত্রিণঃ। পুষ্পং পর্য্যুষিতং ত্যজন্তি মধুপাঃ দগ্ধং বনান্তং মৃগাঃ সর্ব্বঃ কার্য্যবশাজ্জনোহি রমতে কস্যাপি কো বল্লভঃ ॥ ১০ ॥ লুব্ধমর্থপ্রদানেন শ্লাঘ্যমঞ্জলিকর্ম্মণা। মূর্খং ছন্দানুবৃত্ত্যা চ যথাতথ্যেন পণ্ডিতং ॥ ১১ ॥ সদ্ভাবেন হি তুষ্যন্তি দেবাঃ সৎপুরুষদ্বিজাঃ। ইতরো খাদ্যপানেন বাক্‌প্রদানেন পণ্ডিতাঃ ॥ ১২ ॥ উত্তমং প্রণিপাতেন শঠং ভেদেন যোজয়েৎ। নীচং স্বল্পপ্রদানেন সমং তুল্যপরাক্রমৈঃ ॥ ১৩ ॥ যস্য যস্য হি যো ভাবস্তস্য তস্য হি তং বদন্‌। অনুপ্রবিশ্য মেধাবী ক্ষিপ্রমাত্মবশং নয়েৎ ॥ ১৪ ॥ নদীনাঞ্চ নখীনাঞ্চ শৃঙ্গিণাং শস্ত্রপাণিনাং। বিশ্বাসো নৈব গন্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু

গ্রাম ত্যাগ করিবে, আত্মরক্ষার নিমিত্ত সমুদায় পৃথিবীও ত্যাগ করিতে পারিবে। ৩। বরং নরকে বাস করাও শ্রেয়ঃ, তথাপি দুশ্চরিতের গৃহে বাস করা কর্ত্তব্য নহে, নরকে বাস করিলে পাপক্ষয় হইয়া মুক্তি হয় কিন্তু গৃহে বাস করিলে তাহার আর নিষ্কৃতি নাই।৪। বুদ্ধি মান্‌ ব্যক্তি একপদে আশ্রয় করিয়া গমনের নিমিত্ত অপরপদও উত্তোলন করে, অতএব পরবর্ত্তীস্থান পরীক্ষা না করিয়া পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগ করা উচিত নহে।৫। যে দেশ অসচ্চরিত্র জনগণে পরিপূর্ণ, সে দেশ পরিত্যাগ করিবে, সেখানে উপদ্রব আছে, তাদৃশ বাসস্থান পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য; কৃপণ রাজাকে পরিত্যাগ করা উচিত, মায়াবী মিত্রকেও পরিত্যাগ করিবে। ৬। কৃপণহস্তগত ধনে কি ফল? শঠতাপূর্ণ জ্ঞানেই বা কি কার্য্য? গুণ ও পরাক্রম বিরহিতরূপেই বা কি ফল? যে ব্যক্তি ব্যসনকালে পরাঙ্মুখ হয় তাদৃশ মিত্রেই বা কি প্রয়োজন? । ৭। যখন কোন ব্যক্তি উচ্চপদে আরূঢ় হয়েন, তখন তাঁহার অদৃষ্টানুসারে অনেক সহায় ঘটে এবং সকলেই সেই পদস্থ ব্যক্তির মিত্র হয়। আবার যখন সেই ব্যক্তি পদচ্যুত হইয়া অর্থহীন হয়, তখন আত্মপরিবারবর্গও তাহার সহিত শত্রুবৎ আচরণ করে।৮। বিপদ সময়ে মিত্রের পরীক্ষা হয়, যুদ্ধকালে বীরের বীরত্ব জানা যায়, নির্জ্জনস্থানে অবস্থিতি করিলে সাধুদিগের চরিত্রের পরীক্ষা হইয়া থাকে, ঐশ্বর্য্যক্ষীণ হইলে ভার্য্যার স্বভাব জানা যায় এবং দুর্ভিক্ষসময় উপস্থিত হইলে অতিথিপ্রিয়তা গুণ প্রকাশ পায়। ৮। বিহঙ্গমগণ নিষ্ফল বৃক্ষ সকল পরিত্যাগ করে, সরোবর শুষ্ক হইলে, তত্রত্য সারসপক্ষীরা তাহা পরিত্যাগ করে, নারীগণ নির্ধন স্বামীকে এবং মন্ত্রিগণ রাজ্যচ্যুত রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া যায়। ৯। ভ্রমরনিকর পর্য্যুষিতপুষ্প, পরিবর্জ্জন করে, মৃগসকল দগ্ধবন ছাড়িয়া যায়, সকলেই স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত স্থানে স্থানে বিহার করে, বাস্তবিক কেহ কাহার প্রিয় নহে। ১০। লুব্ধ ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ অর্থপ্রদান করিলেই বশীভূত হয়, গর্ব্বিত ব্যক্তিকে কৃতাঞ্জলিদ্বারা প্রণিপাত করিলে বশীভূত করা যায়, মূর্খকে তাহার অভিমত কার্য্যদ্বারা এবং যথার্থ আচরণদ্বারা পণ্ডিতকে বাধ্য করা যাইতে পারে। ১১। দেবতা, সৎপুরুষ ও ব্রাহ্মণ ইহাদিগের নিকট সদ্ভাব প্রকাশ করিলে তাঁহারা সন্তোষলাভ করেন, সাধারণ ব্যক্তিরা খাদ্য ও পানীয়দ্বারা এবং পণ্ডিতগণ সদ্বাক্যদ্বারা সন্তুষ্ট হয়েন। ১২। উত্তম ব্যক্তিকে প্রণিপাত এবং শঠের সহিত শঠতা করিয়া তাহাদিগকে বাধ্য করা যায়। নীচাশয়কে অল্প ধনদিলেই বশীভূত হয় এবং সমকক্ষ ব্যক্তিকে তুল্যরূপ পরাক্রম প্রদর্শন করিলে বাধ্য করা যায়।১৩। যে ব্যক্তির যেরূপ মনোগতভাব, তাহাদিগের নিকট সেইরূপ হিতবাক্য বলিয়া তাহাদিগের চিত্তে প্রবেশ করিতে পারিলেই পণ্ডিতগণ শীঘ্র তাহাদিগকে বশীভূত করিতে পারেন। ১৪। নদী, নখায়ুধ, শৃঙ্গীজন্তু, অস্ত্রধারী, স্ত্রী এবং রাজা ইহাদিগকে কদাচ

চ ॥ ১৫ ॥ অর্থনাশং মনস্তাপং গৃহে দুশ্চরিতানি চ। বঞ্চনঞ্চাপমানঞ্চ মতিমান্ন প্রকাশয়েৎ ॥ ১৬ ॥ হীন-দুর্জ্জনসংসর্গমত্যন্তবিরহাদরঃ। স্নেহোঽন্যগেহবাসশ্চ নারী সচ্ছীলনাশনং ॥ ১৭ ॥ কস্য দোষঃ কুলে নাস্তি ব্যাধিনা কো ন পীড়িতঃ। কেন ন ব্যসনং প্রাপ্তং শ্রিয়ঃ কস্য নিরন্তরাঃ॥১৮॥ কোঽর্থং প্রাপ্য ন গর্ব্বিতো ভুবি নরঃ কস্যাপদোস্তং গতাঃ স্ত্রীভিঃ কস্য ন খণ্ডিতং ভুবি মনঃ কো নামরাজ্ঞাং প্রিয়ঃ। কঃ কালস্য ন গোচরান্তরগতঃ কোঽর্থীগতো গৌরবং কো বা দুর্জ্জন-বাগুরানিপতিতঃ ক্ষেমেণ যাতঃ পুমান্ ॥ ১৯ ॥ সুহৃৎ-স্বজনবন্ধুর্ন বুদ্ধির্যস্য ন চাত্মনি। যস্মিন্ কর্ম্মণি সিদ্ধেঽপি নদৃশ্যেত ফলোদয়ং। বিপত্তৌ চ মহদ্দুঃখং তদ্বুধঃ কথমাচরেৎ ॥ ২০ ॥ যস্মিন্ দেশে ন সম্মানং ন প্রীতি-র্নচ বান্ধবাঃ। ন চ বিদ্যাগমঃ কশ্চিৎ তং দেশং পরি-বর্জ্জয়েৎ ॥ ২১ ॥ ধনস্য যস্য রাজভ্যো ভয়ং নাস্তি ন চৌরতঃ। মৃতঞ্চ যন্ন মুচ্যেত সমর্জ্জয়স্ব তদ্ধনং ॥ ২২ ॥ যদর্জ্জিতং প্রাণহরৈঃ পরিশ্রমৈর্ম্মৃতস্য তংবৈ বিভজন্তি রিক্‌থিনঃ। কৃতঞ্চ যদ্দুষ্কৃতমর্থলিপ্সয়া তদেব দোষা-পহতস্য যৌতুকং ॥ ২৩ ॥ সঞ্চিতং নিহিতং দ্রব্যং পরামৃষ্যং মুহুর্ম্মুহুঃ। আখোরিব কদর্য্যস্য ধনং দুঃখায় কেবলং ॥ ২৪ ॥ নগ্নাব্যসনিনোরুক্ষাঃ কপালাঙ্কিত-পাণয়ঃ। দর্শয়ন্তীহ লোকস্য অদাতুঃ ফলমীদৃশং ॥২৫॥ শিক্ষয়ন্তি চ যাচন্তি দেহীতি কৃপণাজনাঃ। অবস্থেয়-মদানস্য মাভূদেবং ভবানপি ॥ ২৬ ॥ সঞ্চিতং ক্রতু শতৈর্ন যুজ্যতে যাচিতং গুণবতে ন দীয়তে। তৎ

বিশ্বাস করিবে না। ১৫। অর্থনাশ, মনস্তাপ, গৃহচ্ছিদ্র, বঞ্চনা ও অপমান বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনও এই সকল প্রকাশ করিবে না। ১৬। নীচ ও দুষ্টাশয় লোকের সংসর্গ, বিরহকাতরতা, অতিশয় স্নেহ এবং পরগৃহে বসতি এই সকল স্ত্রীদিগের সুশীলতা বিনাশ করে। ১৭। কাহার কুলেই বা দোষ নাই? কোন ব্যক্তিই বা রোগদ্বারা পীড়িত হয় নাই? কেই বা দুঃখে পতিত হয় নাই? এবং কাহারই বা সর্ব্বদা সম্পৎ থাকে?। ১৮। ভূতলে কোন্ ব্যক্তি অর্থ পাইয়া গর্ব্বিত হয় না? কাহারই বা আপদ বিনষ্ট হইয়াছে? স্ত্রীগণ কাহার মনঃ আকর্ষণ করে নাই? কোন্ ব্যক্তিই বা রাজার প্রিয়পাত্র? কোন্ ব্যক্তি কালের করালকবলে কবলিত হয় না? কোন যাচকের গৌরব বৃদ্ধি পাইয়া থাকে? কোন্ ব্যক্তিই বা দুর্জ্জনের ষড়্‌জালে পতিত হয় নাই? এবং কেই বা সর্ব্বদা কুশলে কালকর্ত্তন করিতে পারে?। ১৯। যাহার বন্ধু ও স্বজন নাই এবং নিজের বুদ্ধিরও প্রখরতা নাই এবং কার্য্যসিদ্ধ হইলেও কোন ফলোদয় হয় না, সেই ব্যক্তি বিপদে পতিত হইয়া সর্ব্বদা মহাদুঃখভোগ করিয়া থাকে। সেই ব্যক্তি পণ্ডিত হইলেও তাহার কোন প্রতিকার করিতে পারে না। ২০। যে দেশে সম্মান নাই, প্রণয় নাই ও বন্ধু নাই এবং কোনরূপ বিদ্যা-শিক্ষার উপায় নাই, সেইদেশ পরিত্যাগ করিবে। ২১। যে ধন রাজা বা তস্কর অপহরণ করিতে পারে না এবং যে ধন মৃত ব্যক্তিকেও পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ ধন উপার্জ্জন কর। ২২। প্রাণান্তিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া যে ধন উপার্জ্জন করা যায়, মরণান্তে সেই ধন উত্তরাধিকারীরা বিভাগ করিয়া নেয়, অত-এব যে ব্যক্তি ধনলালসায় দুষ্কর্ম্ম করে, তাহার চিত্ত দূষিত হইয়া থাকে, ইহাই তাহার পুরস্কার। দুষ্কর্ম্ম করিয়া ধন উপার্জ্জন করিলে উপার্জ্জকের কেবল পাপলাভমাত্র ফল। ২৩। যে ব্যক্তি ধন উপার্জ্জন করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখে, কখনও সেই ধনের কিছু ব্যয় করে না, তাহার সেই ধন কেবল দুঃখপ্রদান করে তাহাতে উপার্জ্জনকর্ত্তার কিঞ্চিন্মাত্র সুখ হয় না। কেবল সর্ব্বদা সেই ধনের রক্ষণের জন্য বারম্বার ক্লেশ পাইতে হয়। যেমন মূষিক অর্থসংগ্রহ করিয়া রাখে, সেই অর্থ ভোগ করিতে পারে না, তাহার রক্ষণের নিমিত্ত ক্লেশ পাইয়া থাকে, সেইরূপ কৃপণ ব্যক্তি ধনের জন্য নানাপ্রকার দুঃখভোগ করে। ২৪। কৃপণ ব্যক্তির সঞ্চিত ধন নষ্ট হইলে তাহারা নগ্ন ও রুক্ষ হইয়া কপালে করাঘাত করিয়া লোককে ইহাই দেখায় যে, যাহারা ধন ব্যয় না করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখে, তাহাদিগের এইরূপ দশাই হয়। ঐ কৃপণ ব্যক্তি পুনর্ব্বার "দেহি দেহি" বলিয়া লোকের নিকট যাচ্‌ঞা করিয়া সাধারণকে এই শিক্ষা দেয় যে, যাহারা ধন দান না করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখে, তাহাদিগের এইরূপ অবস্থা ঘটে, অতএব তোমরা কেহ এইরূপ হইও না। ২৫। ২৬। যে ধন দান না করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখে সেই ধন কোন যজ্ঞাদি সৎকার্য্যে ব্যয়িত হয় না এবং গুণবান্ ব্যক্তি প্রার্থনা করি-লেও তাহা প্রদান করে না। কৃপণ ব্যক্তি এইরূপে ধন সঞ্চয়

কদর্য্যপরিরক্ষিতং ধনং চৌরপার্থিবগৃহে প্রযুজ্যতে॥ ২৭॥ ন দেবেভ্যো ন বিপ্রেভ্যো বন্ধুভ্যো নৈব চাত্মনি। কদর্য্যস্য ধনং যাতি অগ্নিতস্কররাজসু॥২৮॥ অতিক্লেশেন যেঽপ্যর্থা ধর্ম্মস্যাতিক্রমেণ চ। অরের্ব্বা প্রণিপাতেন মাভূবংস্তে কদাচন॥ ২৯॥ বিদ্যাঘাতো-হ্যনভ্যাসঃ স্ত্রীণাং ঘাতঃ কুচেলতা। ব্যাধীনাং ভোজ-নাজ্জীর্ণং শত্রোর্ঘাতঃ প্রপঞ্চতা॥ ৩০॥ তস্করস্য বধো-দণ্ডঃ কুমিত্রস্যাল্পভাষণং। পৃথক্ শয্যা তু নারীণাং ব্রাহ্মণস্যানিমন্ত্রণং॥ ৩১॥ দুর্জ্জনাঃ শিল্পিনোদাসা-দুষ্টাশ্চ পটহাঃ স্ত্রিয়ঃ। তাড়িতা মার্দ্দবং যান্তি ন তে সৎকারভাজনং॥ ৩২॥ জানীয়াৎ প্রেষণে ভৃত্যান্ বান্ধবান্ ব্যসনাগমে। মিত্রঞ্চাপদি কালে চ ভার্য্যাঞ্চ বিভবক্ষয়ে॥ ৩৩॥ স্ত্রীণাং দ্বিগুণ আহারঃ প্রজ্ঞা চৈব চতুর্গুণা। ষড়্গুণো ব্যবসায়শ্চ কামশ্চাষ্টগুণঃ স্মৃতঃ॥ ৩৪॥ ন স্বপ্নেন জয়েন্নিদ্রাং ন কামেন স্ত্রিয়ং জয়েৎ। নচেন্ধনৈর্ব্বহ্নিং ন মদ্যেন তৃষাং জয়েৎ॥ ৩৫॥ সমাংসৈর্ভোজনৈঃ স্নিগ্ধৈর্ম্মদ্যৈঃ সাধুসুরাসুরৈঃ। বস্ত্রৈর্ম্মনোরমৈর্ম্মাল্যৈঃ কামঃ স্ত্রীষু বিজৃম্ভতে॥ ৩৬॥ ব্রহ্মচর্য্যেঽপি বক্তব্যং প্রাপ্তং মন্মথচেষ্টিতং। হৃদ্যং হি পুরুষং দৃষ্ট্বা যোনিঃ প্রক্লিদ্যতে স্ত্রীয়াঃ॥ ৩৭॥ সুবেশং পুরুষং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং যদি বা সুতং। যোনিঃ ক্লিদ্যতি নারীণাং সত্যং সত্যং হি শৌনক॥৩৮॥ নদ্যশ্চ নার্য্যশ্চ সমস্বভাবাঃ স্বতন্ত্রভাবে গমনাদিকঞ্চ। তোয়ৈশ্চ দোষৈশ্চ নিপাতয়ন্তি নদ্যোহি কূলানি কুলানি নার্য্যঃ॥ ৩৯॥ নদী পাতয়তে কূলং নারী পাতয়তে কুলং। নারীণাঞ্চ নদীনাঞ্চ স্বচ্ছন্দা ললিতা গতিঃ॥ ৪০॥ নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাং নাপগানাং মহোদধিঃ।

করিয়া রাখে, অবশেষে সেই ধন তস্করে অপহরণ করে, কিম্বা রাজগৃহে স্থাপিত হয়। ২৭। কৃপণের ধন দেবার্চ্চনায় লাগে না, বিপ্রকে প্রদান করে না, তদ্দ্বারা বন্ধুদিগের কোন উপকার দর্শে না এবং আপনিও ভোগ করে না, অবশেষে রাজা, অগ্নি অথবা তস্কর ঐ ধন গ্রহণ করে। ২৮। যে অর্থ উপার্জ্জন করিতে সাতিশয় ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, যে অর্থ উপার্জ্জনে ধর্ম্ম নষ্ট হয় অথবা শত্রু ব্যক্তির উপাসনা করিয়া যে অর্থের উপার্জ্জন করা যায়, সেই অর্থের প্রয়োজন নাই। ২৯। শাস্ত্রের চর্চ্চা না করিলে বিদ্যা থাকে না, অর্থাৎ অনভ্যাসেই বিদ্যা বিনষ্ট হয়, স্ত্রীদিগের বস্ত্র অপকৃষ্ট হইলে তাহাদিগের রূপের শোভা হয় না, ভোজনান্তে আহারীয় দ্রব্য জীর্ণ হইলেই ব্যাধির বিনাশ হয় এবং প্রগল্‌ভতাই শত্রুর পরাভব করে। ৩০। তস্করের দণ্ড, কুমিত্রের সহিত অল্প আলাপ, নারীর পৃথক শয্যা এবং ব্রাহ্মণের অনিমন্ত্রণ এই সকল তাহাদিগের মৃত্যুস্বরূপ। ৩১। দুর্জ্জন, শিল্পজীবী, দাস, দুষ্ট ব্যক্তি, ঢক্কা ও স্ত্রী ইহাদিগকে তাড়ন করিলেই নম্র হইয়া থাকে, কিন্তু ইহারা সৎকারের পাত্র নহে। ৩২। কোন কার্য্যে প্রেরণ করিলে ভৃত্যের স্বভাব জানা যায়, দুঃখের দশাতে বন্ধুবান্ধবের পরীক্ষা হয়, আপৎকালে মিত্রের স্বভাব পরিজ্ঞাত হয় এবং সম্পত্তির বিনাশ হইলে ভার্য্যার ভাব জানা যায়। ৩৩। স্ত্রীদিগের আহার পুরুষের দ্বিগুণ, অর্থাৎ একজন পুরুষ একবারে যে পরিমাণে আহার করিতে পারে একজন স্ত্রী তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে ভোজন করে। তাহাদিগের বুদ্ধি পুরুষবুদ্ধির চতুর্গুণ, স্ত্রীর ব্যবসায় পুরুষের ষড়্গুণ এবং তাহাদিগের কাম পুরুষের অষ্টগুণ। ৩৪। নিদ্রাসেবাদ্বারা নিদ্রা, কামের চরিতার্থতাদ্বারা স্ত্রী, কাষ্ঠদ্বারা অগ্নি এবং মদ্যপানদ্বারা তৃষ্ণা জয় করিতে পারে না। ৩৫। মাংসাদি বিবিধ স্নিগ্ধকর ভোজনীয় দ্রব্য, নানাপ্রকার মদ্য, মনোহর বস্ত্র ও সুশোভন মাল্যদ্বারা স্ত্রীলোকের কাম প্রকাশ পায়। ৩৬। ব্রহ্মচর্য্য অবস্থাতেও পুরুষের কাম চেষ্টা প্রকাশ পায় এবং মনোহর পুরুষ দর্শন করিলে স্ত্রীলোকে যোনি আর্দ্র হইয়া থাকে। ৩৭। ভ্রাতা অথবা পুত্র কিম্বা অন্য কোন সুবেশ পুরুষকে দেখিলেও নারীদিগের যোনি ক্লিন্ন হয়। হে শৌনক! এই কথা সত্য সত্য জানিবে। ৩৮। নদী ও নারী ইহাদিগের স্বভাব তুল্য, কিন্তু গমনাদি স্বতন্ত্র। নদী কূল নিপাতিত করে এবং নারীও কুল নিপাতিত করিয়া থাকে। ৩৯। নদী কূল পাতিত করে এবং নারীও কুল পাতিত করিয়া থাকে, এই উভয়েরই গতি অতি ললিত ও স্বচ্ছন্দ। ৪০। অগ্নি কখনও কাষ্ঠদ্বারা তৃপ্তিলাভ করে না, তাহাতে যত কাষ্ঠ কেন প্রদান কর না সকলই ভস্মীভূত হইয়া যাইবে এবং আর কাষ্ঠের প্রয়োজন হয়। সমুদ্রেতে যত নদী পতিত হউক না কেন, কিছুতেই সেই সমুদ্র বিতৃষ্ণ হয় না। শমন সর্ব্বভূত সংহার করিলেও তাহার তৃপ্তি হয় না এবং অনন্তপুরুষ সম্ভোগেও নারীর আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি

নাস্তকঃ সর্ব্বভূতানাং ন পুংসাং বামলোচনা ॥ ৪১ ॥ ন তৃপ্তিরস্তি শিষ্টানাং ইষ্টানাং প্রিয়বাদিনাং। সুখানাঞ্চ সুতানাঞ্চ জীবিতস্য বরস্য চ ॥ ৪২ ॥ রাজা ন তৃপ্তো ধনসঞ্চয়েন ন সাগরস্তৃপ্তিমগাজ্জবেন। ন পণ্ডিতস্তৃপ্যতি ভাষিতেন তৃপ্তং ন চক্ষুর্ন্নৃপদর্শনেন ॥৪৩॥ স্বকর্ম্মধর্ম্মার্জ্জিতজীবিতানাং শাস্ত্রেষু দারেষু সদারতানাং। জিতেন্দ্রিয়াণামতিথিপ্রিয়াণাং গৃহেপি মোক্ষঃ পুরুষোত্তমানাং ॥ ৪৪ ॥ মনোঽনুকুলাঃ প্রমদারূপবত্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ। বাসঃ প্রাসাদপৃষ্ঠেষু স্বর্গঃ স্যাচ্ছুভকর্ম্মণঃ ॥৪৫॥ ন দানেন ন মানেন নার্জ্জবেন ন সেবয়া। ন শাস্ত্রেণ ন শস্ত্রেণ সর্ব্বথা বিষমাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৪৬ ॥ শনৈর্ব্বিদ্যা শনৈরর্থাঃ শনৈঃ পর্ব্বতমারুহেৎ। শনৈঃ কামঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ পঞ্চৈতানি শনৈঃ শনৈঃ ॥ ৪৭ ॥ শাশ্বতং দেবপূজাদি বিপ্রদানঞ্চ শাশ্বতং। শাশ্বতং সগুণা বিদ্যা সুহৃন্মিত্রঞ্চ শাশ্বতং ॥ ৪৮ ॥ যে বালভাবান্ন পঠন্তি বিদ্যাং যে যৌবনস্থা-হ্যধনাত্মদারাঃ। তে শোচনীয়া ইহ জীবলোকে মনুষ্যরূপেণ মৃগাশ্চরন্তি ॥ ৪৯ ॥ ভোজনে ভোজনং চিত্তং ন কুর্য্যাচ্ছাস্ত্রসেবকঃ। স দূরমপি বিদ্যার্থী ব্রজেদ্ গরুড়বেগবান্ ॥ ৫০ ॥ যে বালভাবান্ন পঠন্তি বিদ্যাং ফলোত্তরাযৌবননষ্টচিত্তাঃ। তে বৃদ্ধকালে পরিভূয়মানাঃ সংদহ্যমানাঃ শিশিরে যথাজং ॥ ৫২ ॥ তর্কঃ প্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নং। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥ ৫২ ॥ আকারৈরিঙ্গিতৈর্গত্যা চেষ্টয়া ভাষিতেন তু। নেত্রবক্ত্রবিকারাভ্যাং লক্ষ্যতেঽন্তর্গতং মনঃ ॥ ৫৩ ॥ অনুক্তমপ্যূহতি পণ্ডিতোজনঃ পরাঙ্গিতজ্ঞানফলাহি বুদ্ধয়ঃ। উদীরিতার্থঃ পশুনাপি গৃহ্যতে হয়াশ্চ নাগাশ্চ বহন্তি দেশিতং ॥৫৪॥

হইতে পারে না। ৪১। শিষ্টব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়া কেহ বিতৃষ্ণ হইতে পারেনা, সাধু ব্যক্তির সহিত যতই আলাপ করা যায় ততই আলাপ স্পৃহা বলবতী হইতে থাকে। ইষ্ট সুখ ও প্রিয়বাদী পুত্রদ্বারা কেহ পরিতৃপ্ত হয় না এবং আপন জীবনে কাহারও তৃপ্তি হয় না। যে ব্যক্তি অনেককাল বাঁচিয়া থাকে, তাহার আর বাঁচিতে ইচ্ছা হয়।৪২। রাজা ধনদ্বারা, মহাসাগর মহাবেগদ্বারা, পণ্ডিতব্যক্তি সৎকথাদ্বারা এবং চক্ষুঃ নৃপদর্শনদ্বারা কদাচ পরিতৃপ্ত হয় না। ৪৩। যাহারা স্বীয় ধর্ম্ম ও কর্ম্মেতে অনুরক্ত, শাস্ত্র ও দারাতে নিরত, জিতেন্দ্রিয় ও অতিথিপ্রিয় তাহারাই সকল পুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং গৃহে বসিয়াও মোক্ষপদ পায়। ৪৪। যাহারা সৎকর্ম্মা তাহারা আপন অনুকূলা রূপবতী অলঙ্কৃতা বনিতা পাইয়া প্রাসাদপৃষ্ঠে বাসকরতঃ স্বর্গ সুখভোগ করিয়া থাকে। ৪৫। স্ত্রীগণ সর্ব্বদাই বিষম, তাহাদিগকে কেহ দান ও সম্মানদ্বারা পরিতুষ্ট করিতে পারে না, সরল ব্যবহার ও সেবাদ্বারা বাধ্য করা যায় না অস্ত্রপ্রদর্শন ও শাস্ত্রোপদেশদ্বারা শাসন করিতে পারে না। ৪৬। বিদ্যাও একবার হয়, ধনাগমও একবারই হইয়া থাকে, একবারমাত্র পর্ব্বতে আরোহণ করিবে, একবার ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিবে এবং একবারই কামনা পূর্ণ হয়, এই পঞ্চ কার্য্যই এক একবার হইয়া থাকে। ৪৭। দেবপূজাদি করিলে অক্ষয়পুণ্য হয়, ব্রাহ্মণকে ধনপ্রদান করিলে তাহাতে অনন্তফল জন্মে, সগুণ বিদ্যা ও সুহৃৎ ব্যক্তি অক্ষয় সুখপ্রদান করে। ৪৮। যাহারা বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষা করে না, যাহারা যৌবনে দারা ও ধনরক্ষা করে না তাহারা ইহকালে অশেষ শোকে পতিত হয়। তাহারা পশুবৎ মর্ত্ত্যলোকে বিচরণ করে। ৪৯। যাহারা বিদ্যার্থী, তাহারা ভোজনদ্রব্যে অভিলাষ করিবে না এবং বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্তে গরুড়বেগে অতি দূরদেশেও গমন করিয়া থাকে। ৫০। যাহারা বাল্যকালে বিদ্যা অভ্যাস করে না যৌবনকালে কামাতুর হইয়া চিত্তকে কলুষিত করে, তাহারা বৃদ্ধকালে পরিভূত হইয়া শিশিরকালীন পদ্মের ন্যায় শীর্ণ হয়। ৫১। চিরকাল হইতেই ধর্ম্মবিষয়ে তর্ক চলিতেছে এবং তদ্বিষয়ে অনেক প্রকার শ্রুতিও আছে, তথাপি ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহাস্থিত নিধির ন্যায় অতিগুপ্ত রহিয়াছে। তাহা কেহই স্থির করিতে পারে না, অতএব পূর্ব্বতন মহাজনগণ যেরূপ পন্থা আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, সেই পন্থা আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে। ৫২। আকার, ইঙ্গিত, গমন, চেষ্টা, বাক্য ও মুখনেত্রাদির ভঙ্গী এই সকলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মানবের মনোগত ভাব জানা যাইতে পারে। ৫৩। মনোগতভাব বাক্যদ্বারা প্রকাশ না করিলেও পণ্ডিতগণ আকার ইঙ্গিতদ্বারা তাহা বুঝিতে পারেন। যেহেতু পরের ইঙ্গিত পরিজ্ঞানই বুদ্ধির কার্য্য। বুদ্ধিদ্বারা অনুক্ত বিষয়ও জানা যায়। যাহা সর্ব্বত্র প্রকাশিত আছে, পশুগণও তাহা বুঝিয়া থাকে। হস্তী

অর্থাদ্‌ভ্রষ্টস্তীর্থযাত্রাং তু গচ্ছেৎ সত্যাদ্‌ভ্রষ্টোরৌরবং বৈ ব্রজেচ্চ। যোগাদ্‌ভ্রষ্টঃ সত্যধৃতিঞ্চ গচ্ছেদ্রাজ্যাদ্‌ভ্রষ্টো-মৃগয়ায়াং ব্রজেচ্চ ॥ ৫৫ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে নীতিসারে নবাধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥

দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিসেবতে। ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেব চ ॥ ২ ॥ বাগ্‌যন্ত্রহীনস্য নরস্য বিদ্যা শস্ত্রং যথা কাপুরুষস্য হস্তে। ন তুষ্টিমুৎপাদয়তে শরীরে অন্ধস্য দারা-ইব দর্শনীয়াঃ ॥ ৩ ॥ ভোজ্যং ভোজনশক্তিশ্চ রতি-শক্তির্ব্বরাঃ স্ত্রিয়ঃ। বিভবো-দানশক্তিশ্চ নাল্পস্য তপসঃ ফলং ॥ ৪ ॥ অগ্নিহোত্রফলাবেদাঃ শীলবৃত্তিফলং শুভং। রতিপুত্রফলাদারা দত্তভুক্তফলং ধনং ॥ ৫ ॥ বরয়েৎ কুলজাং প্রাজ্ঞো বিরূপামপি কন্যকাং। সুরূপাং সুনিতম্বাঞ্চ নাকুলীনাং কদাচন ॥ ৬ ॥ অর্থেনাপি হি কিং তেন যস্যানর্থে তু সঙ্গতিং। কোহি নাম শিখাজাতং পন্নগস্য মণিং হরেৎ ॥ ৭ ॥ হবির্দ্দেবকুলাদ্‌গ্রাহ্যং বালাদপি সুভাষিতং। অমেধ্যাৎ কাঞ্চনং গ্রাহ্যং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥ ৮ ॥ বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং অমেধ্যাদপি কাঞ্চনং। নীচাদপ্যুত্তমাং বিদ্যাং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥ ৯ ॥ ন রাজ্ঞা সহ মিত্রত্বং ন সর্পোনির্ব্বিষঃ ক্বচিৎ। ন কুলং নির্ম্মলন্তত্র স্ত্রীজনো যত্র জায়তে ॥ ১০ ॥ কুলে নিয়োজয়েদ্‌ভক্তং পুত্রং বিদ্যাসু যোজয়েৎ। ব্যসনে যোজয়েচ্ছত্রুমিষ্টং ধর্ম্মে নিয়োজয়েৎ ॥ ১১ ॥ স্থানে-

---

ও ঘোটক ইহারাও অনায়াসে প্রভুর ইসারা বুঝিয়া কার্য্য করিয়া থাকে। ৫৪। ধনহীন ব্যক্তি তীর্থস্থানে গমন করিয়া আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকিবে, তাহার সংসারে কোনপ্রকার সুখের আশা নাই। সত্যভ্রষ্ট ব্যক্তি রৌরবনরকে গমন করিয়া থাকে। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি সত্য ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিবে এবং রাজ্যভ্রষ্ট ব্যক্তি মৃগয়াতে গমন করিবে। ৫৫।

দশাধিকশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন, যে ব্যক্তি আপনার স্থিরতর উপায় পরিত্যাগ করিয়া অনবস্থিত লাভের আশায় ধাবমান হয়, তাহার স্থিরতর উপায় নষ্ট হইয়া যায়, অনিশ্চিত উপায়ত নষ্টই আছে। ১—২। যেমন কাপুরুষের হস্তে অস্ত্র থাকিলে সেই অস্ত্রে কোন ফল দর্শে না, সেইরূপ বাগ্‌যন্ত্রবিহীন মনুষ্যের বিদ্যাদ্বারা কোন উপকার হয় না। সাতিশয় রূপলাবণ্যবতী কামিনী অন্ধজনের কোনরূপ তুষ্টিসাধন করিতে পারে না। ৩। উৎকৃষ্ট ভোজনদ্রব্য, ভোজনশক্তি, রতিশক্তি উত্তমা স্ত্রী, অতুলসম্পত্তি ও দানশক্তি এই সকল অল্প তপস্যার ফল নহে। যাহার জন্মান্তরীণ সমধিক সুকৃতি সঞ্চিত আছে, সেই ব্যক্তিরই এই সকল হইয়া থাকে। ৪। বেদাধ্যয়নের অধিকারই অগ্নিহোত্র যজ্ঞের ফল, সচ্চরিত্রতার ফল মঙ্গল, রতিসম্ভোগ ও পুত্রলাভ ইহাই দারপরিগ্রহের ফল এবং দান আর ভোগ ইহাই ধনলাভের ফল। ৫। প্রাজ্ঞব্যক্তি সৎকুলজাত কন্যা কুৎসিতা হইলেও সেই কন্যাকে বিবাহ করিবে। কিন্তু অসৎকুলসম্ভূতা কন্যা সুরূপা ও সুনিতম্বা হইলেও তাহাকে গ্রহণ করিবে না। ৬। যাহার অর্থগ্রহণ করিলে অনর্থ সংঘটন হয়, তাহার সেই অর্থে লালসা করিবে না। কোন্ ব্যক্তি ভুজঙ্গের শিখাস্থ মণি আহরণ করিতে ইচ্ছা করে? । ৭। দেবকুল হইতেও হবিঃ গ্রহণকরিতে পারে, বালকের নিকট সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিবে, অপবিত্রস্থান হইতে কাঞ্চনগ্রহণ করিবে এবং দুষ্কুল হইতেও উত্তমা স্ত্রীগ্রহণ করিতে পারে। ৮। বিষহইতে অমৃতগ্রহণ করিবে, অপবিত্রস্থান হইতে কাঞ্চনগ্রহণ করিবে, নীচজাতি হইতে উত্তম বিদ্যাগ্রহণ করিবে এবং দুষ্কুল হইতেও স্ত্রীরত্নগ্রহণ করিতে পারে। ৯। কদাচ রাজার সহিত মিত্রতা করিবে না, কখনও সর্পনির্ব্বিষ হয় না। কখনও কোন কুল নিষ্কলঙ্ক থাকে না, যেহেতু সেই কুলেতেই স্ত্রী জন্ম হয়। ১০। ভক্ত ব্যক্তিকে কুলে নিয়োজিত করিবে, পুত্রকে বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত করিবে, শত্রু ব্যক্তিকে ব্যসনকার্য্যে অভিরত করিবে এবং আপন ইষ্টবস্তুকে ধর্ম্মে নিয়োজিত করিবে। ১১। ভৃত্য ও

ষেব প্রয়োক্তব্যা ভৃত্যাশ্চাভরণানি চ। নহি চূড়ামণিঃ পাদে, প্রভবামীতি বুধ্যতে ॥ ১২ ॥ চূড়ামণিঃ সমুদ্রোগ্নির্ঘণ্টামাখণ্ডমম্বরং। অথবা পৃথিবীপালো মূর্দ্ধ্নি পাদং প্রমাদতঃ ॥ ১৩ ॥ কুসুমস্তবকস্যেব দ্বে গতী তু নমস্বিনঃ। মূর্দ্ধ্নি বা সর্ব্বলোকানাং শীর্ষতঃ পতিতোরণে ॥ ১৪ ॥ কর্ণভূষণসংগ্রহোচিতো যদি মণিস্তু পদে প্রতিবধ্যতে। ন শরীরো ন চাপি শোভতে ভবতি যোজয়িতুর্ব্বচনীয়তা ॥১৫॥ বাজিবারণলোহানাং কাষ্ঠপাষাণবাসসাং। নারীপুরুষতোয়ানামন্তরং মহদন্তরং ॥ ১৬ ॥ কদর্থিতস্যাপি হি ধৈর্য্যবৃত্তের্ন শক্যতে সর্ব্বগুণপ্রমাথঃ। অধঃ খলেনাপি কৃতস্য বহ্নের্নাধঃ শিখা যাতি কদাচিদেব ॥ ১৭ ॥ ন সদশ্বঃ কষাঘাতং সিংহো ন গজগর্জ্জিতং। বীরোবা পরনির্দ্দিষ্টং ন সহেদ্ভীমনিঃস্বনং ॥ ১৮ ॥ যদি বিভববিহীনঃ প্রচ্যুতোবাপ্ত দৈবান্নতু খলজনসেবাং প্রার্থয়েন্নৈব নীচং। ন তৃণমদতি সিংহঃ স ক্ষুধার্ত্তোপি কালে পিবতি রুধিরমুষ্ণং প্রায়শঃ কুঞ্জরাণাং ॥১৯॥ সকৃদ্দুষ্টঞ্চ যন্মিত্রং পুনঃ সন্ধানমিচ্ছতি। স মৃত্যুমেব গৃহ্ণীয়াৎ গর্ভমশ্বতরী যথা ॥ ২০ ॥ শত্রোরপত্যানি প্রিয়ম্বদানি নাপেক্ষিতব্যানি বুধৈর্ম্মনুষ্যৈঃ। তান্যেষু কালেষু বিপৎকরাণি বিষস্য পাত্রাণ্যপি দারুণানি ॥ ২১ ॥ উপকারগৃহীতেন শত্রুণা শত্রুমুদ্ধরেৎ। পাদলগ্নং করস্থেন কণ্টকেনৈব কণ্টকং ॥ ২২। অপকারেষু মায়ায়াং চিন্তয়েন্ন কদাচন। স্বয়মেব পতিষ্যন্তি কুলজাতাইবদ্রুমাঃ ॥ ২৩॥ অনর্থাশ্চার্থরূপেণ অর্থাশ্চানর্থরূপিণঃ। ভবন্তি তে বিনাশায় দৈবাত্তস্য রোচতে ॥২৪॥ কার্য্যকালোচিতা পাপৈর্ম্মতিবুদ্ধির্ব্বিহীয়তে। সানুকূলা তু বৈ

আভরণ যথাস্থানে প্রয়োগ করিবে। কেহ কখনও পদে চূড়ামণি ধারণ করে না এবং ভৃত্য কখনও আপনাকে প্রভু বলিয়া জ্ঞান করে না। ১২। চূড়ামণি, সমুদ্র, অগ্নি, ঘণ্টা ও রাজা ইহাদিগের মস্তক স্থাপনই স্বভাব, কদাচ পাদদ্বারা স্পর্শ করিবে না। ১৩। কুসুমস্তবকের ন্যায় মনস্বী ব্যক্তিদিগেরও দুইটী অবস্থা হইয়া থাকে, কখনও মস্তকে অবস্থান, কখন বা ভূতলে পতন হয়। ১৪। যে মণিকে স্বর্ণভূষণের মধ্যগত করিয়া উত্তমাঙ্গে ধারণ করা উচিত, তাহাকে যদি কেহ পাদে ধারণ করে তাহাতে যে শরীরের শোভাবর্দ্ধন না হয় এমত নহে, কিন্তু যে ব্যক্তি সেই মণিকে পাদে যোজনা করে, তাহাকেই লোকে নিন্দা করিয়া থাকে।১৫। অশ্ব, হস্তী, লৌহ, কাষ্ঠ, পাষাণ, বস্ত্র, নারী, পুরুষ ও জল ইহাদিগের পরস্পর মহান্ অন্তর জানা যায়।১৬। ধৈর্য্যশীল সাধুব্যক্তি তিরস্কৃত হইলেও তাহার গুণের ব্যতিক্রম হয় না। অগ্নিকে অধোদেশে স্থাপন করিলেও তাহার ঊর্দ্ধজ্বলন শক্তির অন্যথা হইয়া অধোগতি হয় না। অগ্নির শিখা সর্ব্বদা ঊর্দ্ধমুখেই থাকে। ১৭। সদশ্ব কষাঘাত সহিতে পারে না, সিংহ করিগর্জ্জন সহ্য করে না, এবং বীরপুরুষ অপরের ভীমনাদ শুনিতে পারে না। ১৮। উচ্চাশয় ব্যক্তি দৈবগতিবশতঃ হঠাৎ বিভববিহীন হইলেও খলের সেবা করে না ও নীচজনের নিকট প্রার্থনা করে না। সিংহ অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইলেও সে কদাচিৎ তৃণভক্ষণ করে না, কিন্তু উষ্ণ গজরুধিরই পান করিয়া থাকে। ১৯। কোন মিত্রের সহিত একবার শত্রুতা হইলে সেই মিত্রকে আর গ্রহণ করিবে না। সেই মিত্র সাক্ষাৎ মৃত্যুস্বরূপ। যেমন অশ্বতরীগর্ভ গ্রহণ করিলে তাহার মৃত্যু হয়, সেইরূপ দুষ্ট মিত্রকে গ্রহণ করিলেও তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। ২০। শত্রুব্যক্তির সন্তানগণ প্রিয়বাক্য বলিলেও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে, কখনও শত্রুসন্তানকে বিশ্বাস করিবে না। তাহারা অবশ্যই সময় পাইলে বিপৎপাতের চেষ্টা করে। যেমন বিষের পাত্রও অনিষ্টকর হয়, সেইরূপ শত্রুর সন্তানও অনিষ্টসাধন করিয়া থাকে।২১। শত্রু ব্যক্তিকে উপকারদ্বারা বাধ্য করিয়া তাহাদ্বারা অন্য শত্রুর উচ্ছেদসাধন করিবে। যেমন পাদতলে কণ্টকবিদ্ধ হইলে অপর কণ্টকদ্বারা সেই পাদবিদ্ধ কণ্টকের উৎখাত করিতে হয়, সেইরূপ এক শত্রুদ্বারা অন্য শত্রুর বিনাশসাধন করিবে।২২। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা পরের অপকার করিয়া থাকে, তাহার বিনাশের জন্য কোন উপায় চিন্তা করিতে হয় না। সেই পরাপকারী ব্যক্তি কূলজাত বৃক্ষের ন্যায় আপনিই পতিত হইয়া থাকে। ২৩। যখন দৈবদুর্ব্বিপাক উপস্থিত হয়, তখন অহিতকে হিত এবং হিতকে অহিত বলিয়া বোধ হয়। এবং সেই সকল কার্য্যেই অভিরুচি হইয়া থাকে ও উক্ত কার্য্য সকল কর্ত্তাকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হয়। ২৪। যখন দৈব অনুকূল হয়, তখন কার্য্যকালে অহিত বুদ্ধি বিনাশ পায়। এবং

দৈবাৎ পুংসঃ সর্ব্বত্র জায়তে ॥ ২৫ ॥ ধনপ্রয়োগকার্য্যে চ তথা বিদ্যাগমেষু চ। আহারে ব্যবহারে চ ত্যক্তলজ্জঃ সদৈবহি ॥ ২৬ ॥ ধনিনঃ শ্রোত্রিয়োরাজা নদী বৈদ্যস্তু পঞ্চমঃ। পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে ন কুর্য্যাত্তত্র সংস্থিতিং ॥ ২৭ ॥ লোকযাত্রা ভয়ং লজ্জা দাক্ষিণ্যং দানশীলতা। পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে ন তত্র দিবসং বসেৎ ॥ ২৮ ॥ কালবিচ্ছ্রোত্রিয়া রাজা নদী সাধুশ্চ পঞ্চমঃ। এতে যত্র ন বিদ্যন্তে তত্র বাসং ন কারয়েৎ ॥ ২৯ ॥ নৈকত্র পরিনিষ্ঠাস্তি জ্ঞানস্য কিলশৌনক। সর্ব্বঃ সর্ব্বং ন জানাতি সর্ব্বজ্ঞো নাস্তি কুত্রচিৎ ॥ ৩০ ॥ ন সর্ব্ববিৎ কশ্চিদিহাস্তি লোকে নাত্যন্তমূর্খো ভুবি চাপি কশ্চিৎ। জ্ঞানেন নীচোত্তমমধ্যমেন যোযৎ বিজানাতি স তেন বিদ্বান্ ॥ ৩১ ॥

ইতি গারুড়ে মাহাপুরাণে নীতিসারে দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

সৌভাগ্যবান্ পুরুষের সর্ব্বত্র উৎপন্ন হয়। ২৫। ধনপ্রয়োগে, বিদ্যাগমকালে, আহারসময়ে ও ব্যবহারকালে সর্ব্বথা লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া কার্য্য করিবে। ২৬। যে দেশেতে ধনী, ব্রাহ্মণ, রাজা, নদী ও চিকিৎসক নাই, সেই দেশে অবস্থিতি করিবে না। ২৭। যে দেশে লোকযাত্রা নাই এবং তদ্দেশবাসী লোকদিগের ভয়, লজ্জা, দয়া ও দানশক্তি নাই, সেই দেশে একদিবসও বাস করিবে না। ২৮। যে দেশেতে কালজ্ঞ, ব্রাহ্মণ, রাজা, নদী ও সাধুর অবস্থিতি নাই, সেই দেশে কদাচ বাস করিবে না। ২৯। হে শৌনক! কখনও এক ব্যক্তিতে সকল জ্ঞানের সমাবেশ হয় না। যেহেতু সকল ব্যক্তি সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ হইতে পারে না এবং কোন স্থলেও সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি নাই। ৩০। এই জগতে কেহই সর্ব্বজ্ঞ নহে এবং অত্যন্ত মূর্খও কেহ নাই। কাহার বা জ্ঞানের আধিক্য আছে, কোন ব্যক্তিরজ্ঞান মধ্যবিধ কেহ বা অল্প জ্ঞানসম্পন্ন। যে ব্যক্তি যে বিষয়ের যাহা কিছু জানে, তাহাকে সেই জ্ঞানদ্বারাই জ্ঞানবান্ বলা যায়। ৩১।

একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ পার্থিবস্য তু বক্ষ্যামি ভৃত্যানাঞ্চৈব লক্ষণং। সর্ব্বাণি যো মহীপালঃ সম্যঙ্নিত্যং পরীক্ষয়েৎ ॥ ২ ॥ রাজ্যং পালয়তে নিত্যং সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ। নির্জ্জিত্য পরসৈন্যানি ক্ষিতিং ধর্ম্মেণ পালয়েৎ ॥ ৩ ॥ পুষ্পাৎ পুষ্পং বিচিন্বীয়ান্মূলচ্ছেদং ন কারয়েৎ। মালাকার ইবারণ্যে ন যথাঙ্গারকারকঃ ॥ ৪ ॥ দোগ্ধারঃ ক্ষীরভুঞ্জানা বিকৃতং তন্ন ভুঞ্জতে। পররাষ্ট্রং মহীপালৈর্ভোক্তব্যং নচ দূষয়েৎ ॥ ৫ ॥ নোধশ্ছিন্দ্যাত্তু যো ধেন্বাঃ ক্ষীরার্থী লভতে পয়ঃ। এবং রাষ্ট্রং প্রয়োগেণ পীড্যমানং ন বর্দ্ধয়েৎ ॥ ৬ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পৃথিবীমনুপালয়েৎ। পালকস্য ভবেদ্ভূমিঃ কীর্ত্তিরায়ুর্যশোবলং ॥ ৭ ॥ অভ্যর্চ্চ্য বিষ্ণুং ধর্ম্মাত্মা

একাদশাধিকশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন, এইক্ষণ রাজা ও ভৃত্যের লক্ষণ বলিতেছি। রাজা সর্ব্বদা সম্যক্‌রূপে ভৃত্যের সেই সকল ভৃত্যের লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া কার্য্য করিবেন। ১-২। রাজা সত্যধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সর্ব্বদা রাজ্যপালন করিবেন এবং শত্রুসৈন্য জয় করিয়া ধর্ম্মরক্ষাপূর্ব্বক পৃথিবীকে রক্ষা করিবেন। ৩। যেমন মালাকার অরণ্যে পুষ্পবৃক্ষ হইতে পুষ্পগ্রহণ করে, কিন্তু সেই বৃক্ষের মূল উচ্ছেদ করে না, রাজাও সেইরূপ প্রজাদিগের নিকট এইরূপে করগ্রহণ করিবেন, তাহাতে যেন প্রজার অনিষ্ট না হয়। যেমন অঙ্গারকারী বৃক্ষের সমূলে ছেদন করে, রাজা সেইরূপ প্রজার সর্ব্বস্বান্ত করিয়া কর আদায় করিবেন না। ৪। যেমন দোগ্ধা পুরুষ দুগ্ধপান করে, কিন্তু সেই দুগ্ধ বিকৃত করিয়া পান করে না, সেইরূপ রাজা রাজ্যভোগ করিবেন, কিন্তু রাজ্যকে অত্যাচারাদিদ্বারা দূষিত করিবেন না। ৫। যেমন দুগ্ধার্থী ব্যক্তি গাভীর স্তন নিষ্পীড়নকরিয়া দুগ্ধগ্রহণ করে, কিন্তু কখনও ধেনুর স্তনছেদন করে না, সেইরূপ রাজা উপায় প্রয়োগ করিয়া পররাজ্যকে আপন শাসনে রাখিবেন, কদাচ সেই রাজ্যের উচ্ছেদসাধন করিবেন না। ৬। অতএব রাজা সর্ব্বপ্রযত্নে পৃথিবী পালন করিবেন, তাহাতে রাজ্যপালকের ভূমি লাভ হয়, এবং কীর্ত্তি, আয়ুঃ, যশঃ ও বল বৃদ্ধি পায়। ৭। যে ধর্ম্মাত্মা রাজা বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া গো এবং

গোব্রাহ্মণহিতে রতঃ। প্রজাঃ পালয়িতুং শক্তঃ পার্থিবো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৮ ॥ ঐশ্বর্য্যমধ্রুবং প্রাপ্য রাজা ধর্ম্মে মতিঞ্চরেৎ। ক্ষণেন বিভবো নশ্যেন্নাত্মায়ত্তং ধনাদিকং ॥ ৯ ॥ সত্যং মনোরমাঃ কামাঃ সত্যং রম্যা বিভূতয়ঃ। কিন্তু বৈ বনিতাপাঙ্গভঙ্গীলোলং হি জীবিতং ॥ ১০ ॥ ব্যাঘ্রীব তিষ্ঠতি জরা অপি তর্জ্জন্তী রোগাশ্চ শত্রব ইব প্রভবন্তি গাত্রে। আয়ুঃ পরিস্রবতি ভিন্নঘটাদিবাম্ভোলোকোন চাত্মহিতমাচরতীহ কশ্চিৎ॥ ১১ ॥ নিঃশঙ্কং কিং মনুষ্যাঃ কুরুত পরহিতে যুক্তমগ্রে হিতং যন্মোদধ্বং কামিনীভির্ম্মদনশরহতা মন্দমন্দাতিদৃষ্ট্যা। মাপাপং সংকুরুধ্বং দ্বিজহরিপরমাঃ সং ভজধ্বং সদৈব আয়ুর্নিঃশেষমেতি স্খলতি লজলঘটীমৃত্যুভূতচ্ছলেন ॥ ১২ ॥ মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্টবৎ। আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ১৩ ॥ এতদর্থং হি বিপ্রেন্দ্রা রাজ্যমিচ্ছন্তি ভূভৃতঃ। যদেষাং সর্ব্বকার্য্যেষু বচো ন প্রতিহন্যতে ॥ ১৪ ॥ এতদর্থং হি প্রকুর্ব্বন্তি রাজানো ধনসঞ্চয়ং। রক্ষয়িত্বা তু চাত্মানং যদ্ধনং তদ্দ্বিজাতয়ে ॥ ১৫ ॥ ওঁকারশব্দো বিপ্রাণাং যেন রাষ্ট্রং প্রবর্দ্ধতে। স রাজা বর্দ্ধতে যোগাদ্ব্যাধিভিশ্চ ন বধ্যতে ॥ ১৬ ॥ অসমর্থাশ্চ কুর্ব্বন্তি মুনয়োদ্রব্যসঞ্চয়ং। কিং পুনস্তু মহীপালঃ পুত্রবৎ পালয়ন্ প্রজাঃ ॥ ১৭ ॥ যস্যার্থাস্তস্য মিত্রাণি যস্যার্থাস্তস্য বান্ধবাঃ। যস্যার্থাঃ স পুমান্ লোকে যস্যার্থাঃ স চ পণ্ডিতঃ ॥ ১৮ ॥ ত্যজন্তি মিত্রাণি ধনৈর্ব্বিহীনং পুত্রাশ্চ দারাশ্চ সুহৃদজ্জনাশ্চ। তে চার্থবন্তং পুনরাশ্রয়ন্তি অর্থো হি লোকে পুরুষস্য বন্ধুঃ ॥ ১৯ ॥ অন্ধো হি রাজা ভবতি যস্তু শাস্ত্রবিবর্জ্জিতঃ। অন্ধঃ পশ্যতি চারেণ

ব্রাহ্মণের হিতসাধনে তৎপর থাকেন, সেই রাজাই সম্যক্‌রূপে প্রজাপালন করিতে সমর্থ হয়েন এবং রাজার জিতেন্দ্রিয়তা আবশ্যক। ৮। রাজা অস্থির ঐশ্বর্য্য পাইয়া তাহাতে মত্ত হইবে না, পরন্তু ধর্ম্মাচরণ করিবেন। যেহেতু বিভব ক্ষণভঙ্গুর, ধনাদি আপনার অধীন নহে। ৯। মনোহর কাম, সত্য এবং রম্য ঐশ্বর্য্য ও সত্য, কিন্তু এই জীবন বনিতার অপাঙ্গভঙ্গীদ্বারা অতিশয় চঞ্চল। ১০। জীবদেহে জরা ব্যাঘ্রীর ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে এবং সর্ব্বদাই তর্জ্জন করিতেছে, রোগসকল শরীরের প্রভু হইয়া শত্রুবৎ শরীরকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। যেমন ভগ্নঘট হইতে জল নিঃসৃত হইয়া যায়, সেইরূপ আয়ুঃ সর্ব্বদা গমন করিতেছে, তথাপি কোন লোক আত্মপনার হিতচিন্তা করে না। ১১। হে মনুষ্যগণ! তোমরা সর্ব্বদা নিঃশঙ্কভাবে কি করিতেছ? কেন মদনবাণে পরিহত হইয়া মন্দ মন্দ হাস্যপূর্ণ দৃষ্টি দ্বারা কামিনীদিগের সহিত আমোদপ্রমোদে ব্যাপৃত আছ, পরকালের পন্থা কিছুই দেখিতেছ না। পরকালের উপায় কি করিলে? আর পাপকার্য্য করিও না, দেবব্রাহ্মণের প্রতি অনুরক্ত হইয়া সর্ব্বদা ভজনা কর। তোমার আয়ুঃ প্রতিক্ষণেই ক্ষয় পাইতেছে, ঘটীযন্ত্র মৃত্যুস্বরূপে বিদ্যমান আছে। ১২। যে ব্যক্তি পরদারাকে মাতৃবৎ জ্ঞান করে, পরদ্রব্যকে লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করে এবং সর্ব্বপ্রাণীকে আত্মবৎ জ্ঞান করে, সেই ব্যক্তিকে যথার্থদর্শী বলা যায়। ১৩। কখনও রাজাদিগের বাক্য প্রতিহত না হয়, এইজন্যই রাজগণ রাজ্য ইচ্ছা করিয়া থাকেন। ১৪। রাজগণ ধনদ্বারা আপনাকে রক্ষা করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, সেই ধন ব্রাহ্মণকে দান করেন, এইরূপে আত্মরক্ষা ও দ্বিজাতিগণের ভরণপোষণার্থ রাজারা ধনসঞ্চয় করিয়া রাখেন। ১৫। ব্রাহ্মণগণ ওঙ্কার শব্দ উচ্চারণ করিবেন, কারণ ওঙ্কারই ব্রাহ্মণের শব্দ। এই ওঙ্কারের উপাসনাদ্বারা দ্বিজাতিগণ রাজার রাজ্যবর্দ্ধিত করিয়া থাকেন এবং রাজগণও সেই ওঙ্কার শব্দের যোগে বৃদ্ধি লাভ করেন, রাজা এই ওঙ্কারের যোগসাধন করিতে পারিলে তাঁহার শরীরকে কোনরূপ ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে না। ১৬। মুনিগণ সর্ব্বদা অর্থোপার্জ্জনে অসমর্থ, অতএব তাঁহারাও ধনসঞ্চয় করিয়া রাখেন, কিন্তু রাজারা প্রজাদিগকে পুত্রবৎ পালন করিবেন, অতএব তাঁহাদিগের ধনসঞ্চয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ১৭। যাহার অর্থ আছে, তাহার অনেক মিত্র আছে, যাঁহার অর্থ আছে, তাঁহার অনেক বন্ধু আছে, যাঁহার অর্থ আছে, তিনিই লোকে পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত এবং যাঁহার অর্থ আছে, তিনিই পণ্ডিত। ১৮। ধনবিহীন হইলে পুত্র, কলত্র, বন্ধু, বান্ধব সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করে এবং যখন আবার সেই পুরুষের ধনসঞ্চয় হয়, তখন আসিয়া অনেক বন্ধুবান্ধব উপস্থিত হয়। অতএব অর্থই পুরুষের বন্ধু, পুত্রকলত্রাদি কেহই বন্ধু নহে। ১৯।

শাস্ত্রহীনো ন পশ্যতি ॥ ২০ ॥ যস্য পুত্রাশ্চ ভৃত্যাশ্চ মন্ত্রিণশ্চ পুরোহিতাঃ। ইন্দ্রিয়াণি প্রসুপ্তানি তস্য রাজ্যং চিরং নহি ॥ ২১ ॥ যেনার্জ্জিতাস্ত্রয়োপ্যেতে পুত্রাভৃত্যাশ্চ বান্ধবাঃ। জিতাতেন সমং ভূপৈঃশ্চতুরব্ধির্ব্বসুন্ধরা ॥ ২২ ॥ লঙ্ঘয়েচ্ছাস্ত্রযুক্তানি হেতুযুক্তানি যানি চ। স হি নশ্যতি বৈ রাজা ইহ লোকে পরত্র চ ॥ ২৩ ॥ মনস্তাপং ন কুর্ব্বীত আপদং প্রাপ্য পার্থিবঃ। সমবুদ্ধিঃ প্রসন্নাত্মা সুখদুঃখে সমোভবেৎ ॥২৪॥ ধীরাঃ কষ্টমনুপ্রাপ্তা ন ভবন্তি বিষাদিনঃ। প্রবিশ্য বদনং রাহোঃ কিং নোদেতি পুনঃ শশী ॥ ২৫ ॥ ধিক্‌ধিক্‌ শরীর সুখলালিতলালিতেষু মা খেদয়েদ্বলকৃশং কটকর্কটে ন। সদারকাঃ পাণ্ডুসুতাঃ শ্রুতাস্তে দুঃখং বিহায় পুনরেতি সুখং প্রপন্নাঃ ॥ ২৬ ॥ গন্ধর্ব্ববিদ্যামালোক্য বাদ্যে চ গণিকাগণাঃ। ধনুর্ব্বেদার্থশাস্ত্রাণি প্রজা রক্ষেচ্চ ভূপতিঃ ॥ ২৭ ॥ কারণেন বিনা ভৃত্যে যস্তু কুপ্যতি পার্থিবঃ। সগৃহ্নাতি বিষোন্মাদং কৃষ্ণসর্পো যদর্পিতঃ ॥ ২৮ ॥ চাপলাদ্বারয়েৎ দৃষ্টিং মিথ্যাবাক্যং ন চাব্রবীৎ। মানবে শ্রোত্রিয়ে চৈব ভৃত্যবর্গে সুখায়তে ॥ ২৯ ॥ লীলাং করোতি যো রাজা ভৃত্যস্বজনগর্ব্বিতঃ। সম্বাদে বিহগে ক্ষিপ্রং রিপুভিঃ পরিভূয়তে ॥ ৩০ ॥ হুঁকারং ভ্রূকুটীং নৈব সদা কুর্ব্বীত পার্থিবঃ। বিনা দোষেণ যো ভৃত্যান্রাজা ধর্ম্মেণ পালয়েৎ ॥ ৩১ ॥ লীলাসুখানি ভোগ্যানি ত্যজেদিহ মহীপতিঃ। সুখপ্রবৃত্তাঃ সাধ্যন্তে শত্রবো বিগ্রহে স্থিতৈঃ ॥ ৩২ ॥ উদ্‌যোগং সাহসং ধৈর্য্যং বুদ্ধিঃ শক্তিঃ পরাক্রমঃ। ষড়বিধে যস্য উৎসাহস্তস্য দেবোপি শঙ্ক্যতে ॥ ৩৩ ॥ উদ্‌যোগেন কৃতে কার্য্যে সিদ্ধির্যস্য ন বিদ্যতে। দৈবং তস্য প্রমাণং হি কর্ত্তব্যং পৌরুষং সদা ॥ ৩৪ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে নীতিসারে একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

যে রাজা শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন, সেই রাজা অন্ধবৎ। অন্ধব্যক্তি চারদ্বারা জানিতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রবিহীন রাজা কিছুই জানিতে পারেন না। ২০। যে রাজার পুত্র, ভৃত্য, মন্ত্রী ও পুরোহিত ইহারা প্রসুপ্ত অর্থাৎ সর্ব্বদা সতর্ক নহে এবং যাহার ইন্দ্রিয়গণও সক্ষম নহে, সেই রাজার রাজ্য চিরকাল থাকে না। ২১। যাহার পুত্র, মিত্র, ভৃত্য স্ববশে থাকে, সেই ব্যক্তি সসাগরাধরা জয় করিতে পারে। ২২। যে রাজা শাস্ত্রসঙ্গত সযুক্তিক মত অতিক্রম করেন, সেই রাজা ইহকালে ও পরকালে বিনষ্ট হয়েন। ২৩। রাজার কোনরূপ বিপদ উপস্থিত হইলে, তিনি মনস্তাপ করিবেন না। রাজা সুখদুঃখেতে সমভাবে থাকিবেন, ইহাই রাজার উচিত কার্য্য।২৪। পণ্ডিতগণের ক্লেশ উপস্থিত হইলে তাহাতে বিষণ্ণ হইবেন না। সময়ে অবশ্যই তাঁহার সেই বিপদের অবসান হয়। শশীকে রাহু গ্রাস করে বটে, পুনর্ব্বার সেই চন্দ্রের কি উদয় হয় না? । ২৫। যাহারা সর্ব্বদা শরীরকে লালন করেন, তাঁহাদিগের প্রতি, ধিক্‌। শরীর কোন কারণে কৃশ হইলেও তাহাতে খেদ করিবে না। ইহা সকলেই শ্রবণ করিয়াছেন যে, পাণ্ডবগণ সপরিবারে বিপদে পতিত হইয়াও পুনর্ব্বার সম্পদ পাইয়াছেন। ২৬। রাজা গান্ধর্ব্ববিদ্যা দর্শন করিয়া গণিকাদিগকে এবং ধনুর্ব্বেদ ও অর্থশাস্ত্রদ্বারা প্রজাবর্গকে রক্ষা করিবেন। ২৭। যে রাজা অকারণে ভৃত্যবর্গের প্রতি কোপ করেন, তিনি বিষপ্রয়োগাদিদ্বারা বিপন্ন হইয়া থাকেন। ২৮। রাজা চাপল্য পরিত্যাগ করিবেন, কদাচ মিথ্যা বাক্য বলিবেন না। সর্ব্বদা প্রজা, ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যবর্গের প্রতি সুপ্রসন্ন থাকিবেন। ২৯। যে রাজা ভৃত্যবর্গ ও স্বজনদ্বারা গর্ব্বিত হইয়া আমোদে মত্ত হইয়া থাকেন, সেই রাজাকে শীঘ্রই রিপুগণ পরিভূত করিয়া থাকে। ৩০। রাজা সর্ব্বদা হুঙ্কার ও ভ্রূকুটী করিবেন না। রাজা ভৃত্যদিগকে রাজধর্ম্মদ্বারা পালন করিবেন। ৩১। রাজা লীলাসুখভোগে অনুরক্ত থাকিবেন না, সুখপ্রবৃত্ত রাজাকে শত্রুগণ পরাভূত করিয়া থাকে।৩২। উদ্‌যোগ, সাহস, ধৈর্য্য, বুদ্ধি, শক্তি ও পরাক্রম এই ষড়্‌বিধ কার্য্যে যাহার উৎসাহ আছে, দেবগণও তাহাকে শঙ্কা করেন। ৩৩। যে ব্যক্তি উদ্‌যোগ করিলেও কার্য্য সিদ্ধি হয় না তার দৈবপ্রতিকুল জানিবে, সেই সময়ে পুরুষকার করা কর্ত্তব্য। ৩৪।

দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ ভৃত্যাবহুবিধা জ্ঞেয়া উত্তমাধম-মধ্যমাঃ। নিয়োক্তব্যা যথার্থেষু ত্রিবিধেষেব কর্ম্মসু ॥ ২ ॥ ভৃত্যে পরীক্ষণং বক্ষ্যে যস্য যস্য হি যে গুণাঃ। তদ্মিমং সংপ্রবক্ষ্যামি যদ্যদা কথিতানি চ ॥ ৩ ॥ যথা চতুর্ভিঃ কনকং পরীক্ষ্যতে নির্ঘর্ষণচ্ছেদনতাপ-তাড়নৈঃ। তথা চতুর্ভির্ভৃতকং পরীক্ষয়েৎ ব্রতেন শীলেন কুলেন কর্ম্মণা ॥ ৪ ॥ কুলশীলগুণোপেতঃ সত্য-ধর্ম্মপরায়ণঃ। রূপবান্ সুপ্রসন্নশ্চ রাজাধ্যক্ষো বিধী-য়তে ॥ ৫ ॥ মূল্যরূপপরীক্ষাকৃদ্ভবেদ্রত্নপরীক্ষকঃ। বলা-বলপরিজ্ঞাতা সেনাধ্যক্ষো বিধীয়তে ॥ ৬ ॥ ইঙ্গিতা-কারতত্ত্বজ্ঞো বলবান্ প্রিয়দর্শনঃ। অপ্রমাদী প্রমাথী চ প্রতীহারঃ স উচ্যতে ॥ ৭ ॥ মেধাবী বাক্পটুঃ প্রাজ্ঞঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ। সর্ব্বশাস্ত্রসমালোকী-হ্যেষ সাধুঃ স লেখকঃ ॥ ৮ ॥ বুদ্ধিমান্ মতিমাংশ্চৈব পরচিত্তোপলক্ষকঃ। ক্রূরো যথোক্তবাদী চ এষ দূতো বিধীয়তে ॥ ৯ ॥ সমস্তকৃতশাস্ত্রজ্ঞঃ পণ্ডিতোঽথ জিতে-ন্দ্রিয়ঃ। শৌর্য্যবীর্য্যগুণোপেতো ধর্ম্মাধ্যক্ষো বিধী-য়তে ॥ ১০ ॥ পিতৃপৈতামহোদক্ষঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ সত্য-বাচকঃ। শুচিশ্চ কঠিনশ্চৈব সূপকারঃ স উচ্যতে ॥ ১১ ॥ আয়ুর্ব্বেদকৃতাভ্যাসঃ সর্ব্বেষাং প্রিয়দর্শনঃ। আয়ুঃশীলগুণোপেতো বৈদ্য এষ বিধীয়তে ॥ ১২ ॥ বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো জপহোমপরায়ণঃ। আশীর্ব্বাদ-পরো নিত্যমেষ রাজপুরোহিতঃ ॥ ১৩ ॥ লেখকঃ পাঠকশ্চৈব গণকঃ প্রতিবোধকঃ। গ্রহগ্রামপরো রাজা কর্ম্মণো বর্জ্জয়েৎ সদা ॥ ১৪ ॥ দ্বিজিহ্বমুদ্বেগ-করং ক্রূরমেকান্তদারুণং। খলস্যাহেশ্চ বদনমপ-কারায় কেবলং ॥ ১৫ ॥ দুর্জ্জনঃ পরিহর্ত্তব্যো বিদ্য-

---

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন। উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে নানাপ্রকার ভৃত্য আছে, তাহাদিগের মধ্যে যে ভৃত্য যে কার্য্যের উপযুক্ত, তাহাকে সেইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিবে। ১-২। পরীক্ষা করিয়া ভৃত্য নিযুক্ত করিবে। যে যে ভৃত্যের যে যে গুণ থাকা আবশ্যক উক্ত আছে, তাহা এইক্ষণ বলিব। ভৃত্যের পরীক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ৩। যেমন ঘর্ষণ, চেদন, তাপন ও তাড়নদ্বারা সুবর্ণের পরীক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ ব্যবহার, স্বভাব, কুল ও কর্ম্মদ্বারা ভৃত্যের পরীক্ষা করিবে। ৪। যে ব্যক্তি সৎকুলজাত, সৎস্বভাব, গুণশীল, সত্যবাদী, ধর্ম্মপরায়ণ, রূপবান্ ও প্রসন্নাত্মা সেই ব্যক্তিকে রাজা অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিবেন। ৫। যে ব্যক্তি সকল দ্রব্যের মূল্য পরীক্ষা করিতে পারেন, রত্নপরীক্ষা অবগত আছেন এবং বলাবল পরীক্ষায় পারদর্শী, তিনি সৈন্যাধ্যক্ষপদের উপযুক্ত। ৬। যে ব্যক্তি ইঙ্গিতদ্বারা প্রভুর অভিপ্রায় জানিতে পারে অথচ বলবান, সুন্দরাঙ্গ, সাবধান ও প্রমাথী অর্থাৎ যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ, তাহাকে দ্বারবানের কার্য্যে নিযুক্ত করিবে। ৭। যে ব্যক্তি মেধাবী, বাক্যরচনাচতুর, সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় এবং যাহার সর্ব্বশাস্ত্রে অধিকার আছে, সেই সাধু ব্যক্তিকে লেখকতা কার্য্যে নিযুক্ত করিবে। ৮। যিনি বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ, পরচিত্ত-পরিজ্ঞাতা, ক্রূর, উচিদ্বক্তা এইরূপ ব্যক্তি দূতকর্ম্মের উচিত পাত্র। ৯। যে ব্যক্তি সমস্ত শাস্ত্রের মর্ম্ম পরিজ্ঞাত আছেন, পণ্ডিত, জিতেন্দ্রিয় ও শৌর্য্যবীর্য্যাদিগুণশালী, তাঁহাকে ধর্ম্মাধ্য-ক্ষতা প্রদান করিবে। ১০। যিনি পিতৃপিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষের ইতিবৃত্ত অবগত আছেন, অথচ শাস্ত্রজ্ঞ, সত্যবাদী, শুদ্ধচিত্ত ও কঠিন হৃদয়, সেই ব্যক্তি পাচকতাকার্য্যের উপযুক্ত পাত্র। ১১। যে ব্যক্তি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, সকলের সমক্ষে প্রিয়দর্শন এবং আয়ুঃ ও স্বভাব পরিজ্ঞাত আছেন, তাহাকে বৈদ্যকার্য্যের পাত্র বলিয়া জানিবে। ১২। যিনি, বেদ-বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ, জপহোমপরায়ণ এবং আশীর্ব্বাদতৎ-পর অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদা রাজার হিতকামনা করেন, তিনি রাজ-পুরোহিতের যোগ্য। ১৩। লেখক, পাঠক, গণক, প্রতিবোধক প্রভৃতি রাজকর্ম্মকারকগণ যদি স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্যে অলসতা করে, তাহাহইলে রাজা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন। ১৪। খলের বদন ও সর্পের বদন সর্ব্বদাই পরের অপকার করে, এই উভয়েরই বদন দ্বিজিহ্ব, উদ্বেগকারী, ক্রূর ও পরমদারুণ। পরাপকার ভিন্ন ইহাদিগের কার্য্য নাই। ১৫। দুর্জ্জনব্যক্তি বিদ্বান্ হইলেও

রালঙ্কৃতো যদি। মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ ॥ ১৬ ॥ অকারণাবিষ্কৃতকোপধারিণঃ খলাস্তুয়ং কস্য ন নাম জায়তে। বিষং মহাহের্ব্বিষমস্য দুর্ব্বচঃ সুদুঃসহং সন্নিপতেৎ সদা মুখে ॥ ১৭ ॥ তুল্যার্থং তুল্যসামর্থ্যং মর্ম্মজ্ঞং ব্যসনায়িনং। অর্দ্ধরাজ্যহরং ভৃত্যং যো হন্যাৎ স ন হন্যতে ॥১৮॥ শৌবীর্য্যযুক্তা মৃদুমন্দবাক্যা জিতেন্দ্রিয়াঃ সত্যপরাক্রমাশ্চ। প্রাগেব পশ্চাদ্বিপরীতরূপা যে তে তু ভৃত্যা ন হিতা ভবন্তি ॥ ১৯ ॥ নিরালস্যাঃ সুসন্তুষ্টাঃ সুস্বপ্নাঃ প্রতিবোধকাঃ। সুখদুঃখসমা ধীরা ভৃত্যা লোকেষু দুর্লভাঃ ॥ ২০ ॥ ক্ষান্তিসত্যবিহীনশ্চ ক্রূরবুদ্ধিশ্চ নিন্দকঃ। দাম্ভিকঃ পেটুকশ্চৈব শঠশ্চ স্পৃহয়ান্বিতঃ। অশক্তো ভয়ভীতশ্চ রাজ্ঞা ত্যক্তব্য এব সঃ ॥ ২১ ॥ সুসন্ধানানি চার্থানি শস্ত্রাণি বিবিধানি চ। দুর্গে প্রবেশিতব্যানি নিত্যং

তাহাকে পরিত্যাগ করিবে, কারণ দুঃশীল ব্যক্তি সর্ব্বদাই অপরের অপকার করিয়া থাকে। সর্পকে মণিদ্বারা বিভূষিত করিলেও সেই সর্প কি ভয় উৎপাদন করে না? ।১৬। খলেরা অকারণে কোপপ্রকাশ করিয়া থাকে, অতএব খলের নিকট কাহার লাভের সম্ভব আছে? খলের মুখ হইতে সর্ব্বদা কৃষ্ণসর্পের বিষের ন্যায় দুঃসহ বাক্য নির্গত হয়। ১৭। যাহারা সমান ধনশালী, তুল্য সামর্থ্যবান্, মর্ম্মজ্ঞ, ব্যসনী এবং রাজার রাজ্যহরণ করে, সেই সকল ভৃত্যকে রাজা বিনাশ করিবেন। তাহাহইলে রাজা কখনও বিনষ্ট হয়েন না। ১৮। যাহারা বীর্য্যযুক্ত, মৃদুমন্দবাক্য, জিতেন্দ্রিয়, সত্যপরাক্রম, কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ স্বভাব ছিল, পরে সেই স্বভাবের বৈপরীত্য হইয়াছে, সেই সকল ভৃত্য রাজার হিতকারী হয় না। ১৯। আলস্যহীন, সন্তুষ্টচিত্ত, সুনিদ্র, শীঘ্রচেতন, সুখদুঃখে অচঞ্চল এবং ধীর এইরূপ ভৃত্য এই জগতে অতি দুর্লভ। ২০। যে ব্যক্তির ক্ষমাগুণ নাই, যিনি সত্যধর্ম্মবিহীন, ক্রূরবুদ্ধি, নিন্দক, দাম্ভিক, পেটুক, শঠ, লোভী, কার্য্যকরণে অশক্ত ও ভয়কাতর সেইরূপ ব্যক্তিকে রাজা পরিত্যাগ করিবেন, উক্তরূপ ব্যক্তিকে রাজার কোন কার্য্যে নিযুক্ত করা উচিত নহে। ২১। রাজা আপন দুর্গমধ্যে সুসন্ধানে অর্থ ও অস্ত্র সকল নিবেশিত করিয়া রাখিবেন, তাহাহইলেই সেই রাজা শত্রুনিপাত করিতে পারেন।

শত্রুং নিপাতয়েৎ ॥ ২২ ॥ ষণ্মাসমর্থবর্ষম্বা সন্ধিং কুর্য্যান্নরাধিপঃ। পশ্যন্ সঞ্চিতমাত্মানং পুনঃ শত্রুং নিপাতয়েৎ ॥ ২৩ ॥ মূর্খান্নিযোজয়েদ্‌যস্তু ত্রয়োপ্যেতে মহীপতেঃ। অযশশ্চার্থনাশশ্চ নরকে চৈব পাতনং ॥ ২৪ ॥ যৎ কিঞ্চিৎ কুরুতে কর্ম্ম শুভম্বা যদি বা শুভং। তেন স্ম বর্দ্ধতে রাজা সুক্ষ্মতশ্চৈব দুঃকৃতং ॥ ২৫ ॥ তস্মাদ্ভূমীশ্বরঃ প্রাজ্ঞং ধর্ম্মকামার্থসাধনে। নিয়োজয়তি সততং গোব্রাহ্মণহিতায় বৈ ॥ ২৬ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে নীতিসারে দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ গুণবন্তং নিযুঞ্জীত গুণহীনং বিবর্জ্জয়েৎ। পণ্ডিতস্য গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষাশ্চ কেবলাঃ ॥ ২ ॥ সদ্ভিরাসীত সততং সদ্ভিঃ কুর্ব্বীত

২২। রাজা শত্রুকর্ত্তৃক পরাভূত হইলে ষণ্মাস অথবা সম্বৎসরের জন্য সন্ধি করিবেন, পুনর্ব্বার আপনি সমর্থ হইয়া শত্রুবর্গকে নিপাতন করিতে পারেন। ২৩। যে রাজা মূর্খ ব্যক্তিকে আপনার কোন কার্য্যে নিযুক্ত করেন, তিনি অযশঃ, অর্থনাশ ও নরকপাত এই তিনটী লাভ করেন। ২৪। রাজা শুভ বা অশুভ যাহা কিছু কর্ম্ম করেন, সেই কর্ম্মদ্বারা তিনি বর্দ্ধিত হয়েন। শুভকর্ম্ম করিলে শুভভোগ এবং অশুভ কর্ম্মদ্বারা অশুভভোগ করেন। অতএব সুক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবেন। ২৫। রাজা গো এবং ব্রাহ্মণের হিতার্থ ধর্ম্মকামার্থসাধনে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকেই সর্ব্বদা কার্য্যে নিয়োজিত করিবেন। ২৬।

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন, রাজা গুণশীল ব্যক্তিকে কার্য্যে নিযুক্ত করিকরিবেন এবং গুণহীনকে পরিত্যাগ করিবেন। যেহেতু পণ্ডিতে সর্ব্বপ্রকার গুণ আছে এবং মূর্খেতে সকলই দোষ দেখা যায়। ১-২। সর্ব্বদা সদ্ব্যক্তির সহিত বাস করিবে, এবং

সঙ্গতিং। সদ্ভির্বিবাদং মৈত্রীঞ্চ নাসদ্ভিঃ কিঞ্চিদাচরেৎ ॥ ৩॥ পণ্ডিতৈশ্চ বিনীতৈশ্চ ধর্ম্মজ্ঞৈঃ সত্যবাদিভিঃ। বন্ধনস্থোপি তিষ্ঠেত ন তু রাজ্যং খলৈঃ সহ ॥ ৪॥ সাবশেষাণি কার্য্যাণি কুর্ব্বন্নর্থৈশ্চ যুজ্যতে। তস্মাৎ সর্ব্বাণি কার্য্যাণি সাবশেষাণি কারয়েৎ ॥ ৫॥ মধুহেব দুহেদ্রাষ্ট্রং কুসুমঞ্চ ন ঘাতয়েৎ। বৎসাপেক্ষী দুহেৎ ক্ষীরং ভূমিং গাঞ্চৈব পার্থিবঃ ॥ ৬॥ যথাক্রমেণ পুষ্পেভ্যশ্চিনুতে মধুষট্পদঃ। তথাবিত্তমুপাদায় রাজা কুর্ব্বীত সঞ্চয়ং ॥ ৭॥ বল্মীকং মধুজালঞ্চ শুক্লপক্ষে তু চন্দ্রমাঃ। রাজদ্রব্যঞ্চ ভৈক্ষঞ্চ স্তোকস্তোকেন বর্দ্ধতে ॥ ৮॥ অঞ্জনস্য ক্ষয়ং দৃষ্ট্বা বল্মীকস্য তু সঞ্চয়ং। অবন্ধ্যং দিবসং কুর্য্যাদ্দানাধ্যয়নকর্ম্মসু ॥ ৯॥ বনেপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং গৃহেপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ। অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনং ॥ ১০॥ সত্যেন রক্ষ্যতে ধর্ম্মো বিদ্যা যোগেন রক্ষ্যতে। মৃজয়া রক্ষ্যতে পাত্রং কুলং শীলেন রক্ষ্যতে ॥ ১১॥ বরং বিন্ধ্যাটব্যাং নিবসনমভুক্তস্য মরণং বরং সর্পাকীর্ণে শয়নমথ কূপে নিপতনং। বরং ভ্রান্তাবর্ত্তে সভয়জলমধ্যে প্রবিশনং ন তু স্বীয়ে পক্ষেষু ধনমনুদেহীতি কথনং ॥ ১২॥ ভাগ্যক্ষয়েষু ক্ষীয়ন্তে নোপভোগেন সম্পদঃ। পূর্ব্বার্জ্জিতানি সন্ত্যত্র সুকৃতানি চ দুষ্কৃতং ॥ ১৩॥ বিপ্রাণাং ভূষণং বিদ্যা পৃথিব্যা ভূষণং নৃপঃ। নভসো ভূষণং চন্দ্রঃ শীলং সর্ব্বস্য ভূষণং ॥ ১৪॥ এতে তে চন্দ্রতুল্যাঃ ক্ষিতিপতিতনয়া ভীমসেনার্জ্জুনাদ্যাঃ শূরাঃ সত্যপ্রতিজ্ঞা দিনকরবপুষঃ কেশবেনোপগূঢ়াঃ। তে বৈ পাত্রগ্রহস্থাঃ

মৈত্রী অথবা বিবাদ করিতে হইলে সদ্ব্যক্তির সহিত করা উচিত, কদাচ অসদ্ব্যক্তির সহিত কিছুই করিবে না। ৩। পণ্ডিত, বিনীত, ধর্ম্মজ্ঞ ও সত্যবাদী লোকদিগের সহিত বন্ধনদশাতে থাকাও শ্রেয়স্কর, কিন্তু খলের সহিত রাজ্যভোগ করাও শ্রেয়ঃ নহে। ৪। যে যখন যে কার্য্য করিবে, সেই ব্যক্তি সেই কার্য্যের শেষ না রাখিয়া সম্পূর্ণরূপে কার্য্যসাধন করিবে, তাহাহইলেই সেই ব্যক্তি অর্থশালী হইতে পারে। অতএব সকল কার্য্যই নিঃশেষ করিয়া করিবে। ৫। যেমন মধুকর পুষ্প হইতে মধু আহরণ করে, কিন্তু সেই পুষ্প নষ্ট করে করে না এবং যেমন দোগ্ধা ব্যক্তি বৎসের জন্য কিঞ্চিৎ রাখিয়া গো দহন করে, সেইরূপ রাজাও প্রজাবর্গকে রক্ষা করিয়া করগ্রহণ করিবেন। ৬। যেমন মধুমক্ষিকাগণ বিন্দু বিন্দু করিয়া মধু আহরণ করিয়া সঞ্চয় করে, সেইরূপ রাজা ক্রমশঃ ধনসঞ্চয় করিবে। ৭। যেমন বল্মীক, মধুচক্র ও শুক্লপক্ষের শশী প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া বৃদ্ধি পায়, সেই রাজ্য ও ভোজ্য ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত করিলেই রাজকোষ পরিপূর্ণ হয়। ৮। কালীর ক্ষয় ও বল্মীকের বৃদ্ধি দর্শন করিয়া প্রতিদিনই কিছু কিছু দানও অধ্যয়ন করিবে। যেমন লোকে প্রত্যহ অল্পমাত্রায় মসী ব্যয় করে, তাহাতে অল্পমাত্র মসীতেও অনেকদিন কার্য্য চলে, সেইরূপ অতি অল্পপরিমাণে প্রতিদিন দান করিলে অল্পধনেই বহুকালের দানকার্য্য চলিতে পারে। ৯। যাঁহারা বিষয়ানুরাগী, তাহারা বনে বাস করিলেও নানাপ্রকার দোষ ঘটিয়া থাকে এবং যাঁহারা ইন্দ্রিয়গণকে বাধ্য করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা গৃহে বসিয়াও তপস্যাসাধন করিতে পারেন, অতএব যাহাদিগের অন্তঃকরণ হইতে বিষয়ানুরাগ বিদূরিত হইয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে গৃহই তপোবন। ১০। সত্যপালন করিলেই ধর্ম্মরক্ষা হয়। সর্ব্বদা অভ্যাস রাখিলে বিদ্যারক্ষা হয়, মার্জ্জনাদ্বারা পাত্র রক্ষা হয়, সৎস্বভাবদ্বারা কুলরক্ষা হয়। ১১। বিন্ধ্যারণ্যে বসতি, অনাহারে মরণ, সর্পাকীর্ণ গৃহে শয়ন, কূপমধ্যে পতন ও বনে বনে ভ্রমণ করিয়া জলমধ্যে প্রবেশ, এই সকল কার্য্যও শ্রেয়স্কর, তথাপি আত্মীয়ের নিকট ধনপ্রার্থনা করা বিধেয় নহে। ১২। যখন ভাগ্য ক্ষীণ হয়, তখনই বিভব ক্ষয় পায়, উপভোগে সম্পত্তি বিনষ্ট হয় না। যেহেতু পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয় বিদ্যমান থাকে, যাবৎ সুকৃতির ক্ষয় না হয়, তাবৎ ভাগ্যপ্রসন্ন থাকে এবং সুকৃতি নষ্ট হইলেই দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়। ১৩। ব্রাহ্মণের ভূষণ বিদ্যা, পৃথিবীর ভূষণ রাজা, আকাশের ভূষণশশী এবং সুশীলতা সকলেরই ভূষণ। ১৪। ভীমসেন ও অর্জ্জুনাদি যে সকল রাজপুত্র ছিলেন, তাঁহারা সকলেই চন্দ্রতুল্যসুষমাসম্পন্ন, বলবান্ সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপশালী এবং স্বয়ং কেশব ইহাদিগকে পালন করিতেন, সেই সকল রাজপুত্রগণও কালেতে দুর্জ্জনের বশীভূত হইয়া ভিক্ষাচরণদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া-

কৃপণবশগতা ভৈক্ষ্যচর্য্যাং প্রযাতাঃ কো বা কস্মিন্ সমর্থো ভবতি বিধিবশাদ্ভ্রাময়েৎ কর্ম্মরেখা ॥ ১৫ ॥ ব্রহ্মা যেন কুলালবন্নিয়মিতো ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরে বিষ্ণুর্যেন দশাবতারগহনে ক্ষিপ্তো মহাশঙ্কটে। রুদ্রো যেন কপালপাণিরমরো ভিক্ষাটনং কারিতঃ সূর্য্যো ভ্রাম্যতি নিত্যমেব গগনে তস্মৈ নমঃ কর্ম্মণে ॥ ১৬ ॥ দাতা বলির্যাচনকো মুরারির্দ্দানং মহী বিপ্রমুখস্য মধ্যে। দত্ত্বা ফলং বন্ধনমেব লব্ধং নমোঽস্তু তে দৈব যথেষ্টকারিণে ॥ ১৭ ॥ মাতা যদি ভবেল্লক্ষ্মীঃ পিতা সাক্ষাজ্জনার্দ্দনঃ। কিং বুদ্ধিপ্রতিপত্তিঃ স্যাত্তদগুং তদ্ধৃতং পুরা ॥ ১৮ ॥ যেন যেন যথা যদ্বৎ পুরা কর্ম্ম সুনিশ্চিতং। তত্তদেবান্তরা ভুঙ্‌ক্তে স্বয়মাহিতমাত্মনঃ ॥১৯॥ আত্মনা বিহিতং দুঃখমাত্মনা বিহিতং সুখং। গর্ভশয্যামুপাদায় ভুঙ্‌ক্তে বৈ পৌর্ব্বদেহিকং ॥ ২০ ॥ ন চান্তরীক্ষে ন সমুদ্রমধ্যে ন পর্ব্বতানাং বিবিধপ্রদেশে। ন মাতৃমূর্দ্ধ্নি প্রধৃতস্তথাঙ্কে ত্যক্তুং ক্ষমঃ কর্ম্মকৃতং নরো হি ॥ ২১॥ দুর্গস্ত্রিকূটঃ পরিখা সমুদ্রো রক্ষাংসি যোধাঃ পরমা চ বৃত্তিঃ। শাস্ত্রঞ্চ নিত্যোশনসা সমগ্রং সরাবণঃ কালবশাদ্বিনষ্টঃ ॥ ২২ ॥ যস্মিন্ বয়সি যৎকালে যদি বা যচ্চ বা নিশি। যন্মুহূর্ত্তে ক্ষণে বাপি তত্তথা ন তদন্যথা ॥ ২৩ ॥ গচ্ছন্তি চান্তরীক্ষে বা প্রবিশন্তি মহীতলে। ধারয়ন্তি দিশঃ সর্ব্বা নাদত্তমুপলভ্যতে ॥ ২৪ ॥ পুরাধীতা চ যা বিদ্যা পুরা দত্তঞ্চ যদ্ধনং। পুরা কৃতানি কর্ম্মাণি অগ্রে ধাবন্তি ধাবতঃ ॥ ২৫ ॥ কর্ম্মাণ্যত্র প্রধানানি সম্যগৃক্ষে শুভগ্রহে। বশিষ্ঠদত্তে লগ্নেঽপি

ছেন, অতএব কোন্ ব্যক্তি স্বাধীন হইয়া চলিতে পারেন? সকলকেই কর্ম্ম বশীভূত করিয়া ভ্রমণ করাইতেছে। ১৫। যে কর্ম্মের বশীভূত হইয়া ব্রহ্মা কুলালচক্রের ন্যায় এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডে নিয়মিত হইয়া আছেন। যে কর্ম্মের বলে বিষ্ণু মহাসঙ্কট দশাবতাররূপ গ্রহণে পরিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, দেবদেব রুদ্র যে কর্ম্মের অধীনে থাকিয়া হস্তে কপালধারণপূর্ব্বক ভিক্ষাচরণার্থ অটন করিতেছেন, সূর্য্য যে কর্ম্মের অধীনতা স্বীকার করিয়া নিয়ত আকাশমার্গে ভ্রমণ করিতেছেন। সেই কর্ম্মকে নমস্কার করি। ১৬। বলিরাজ দাতা, দানীয়পাত্র বিষ্ণু, দানের বস্তু পৃথিবী এবং ব্রাহ্মণসাক্ষী; এমন অবস্থাতেও বলিরাজের সেই দানে বন্ধনরূপ ফলভোগ হইল। বলিরাজা শ্রীকৃষ্ণকে পৃথিবী প্রদান করিয়া পাতালে বদ্ধ থাকিলেন। অতএব দৈব তোমাকে নমস্কার করি। তুমি মনুষ্যের যথেষ্ট উপকার সাধন কর। বলিরাজা এইরূপ অসাধারণ দান করিয়াও কর্ম্মবলে পাতালে বদ্ধ থাকিলেন। ১৭। যাহার মাতা লক্ষ্মী এবং পিতা স্বয়ং জনার্দ্দন, তাহার আর বুদ্ধির প্রতিপত্তি কি? তাহার যে উন্নতি তাহা পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ১৮। পূর্ব্বে যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্ম করে, সেই ব্যক্তি সেই কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করিয়া থাকে। অতএব আপনিই আপনার ফলভোগের বিধাতা। ১৯। আপনি আপনার সুখ ও দুঃখের বিধানকর্ত্তা, যেহেতু গর্ভশয্যাতে শয়ান থাকিয়াও জীব আপনার পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মের ফলভোগ করে। ২০। আকাশে, সমুদ্রমধ্যে, পার্ব্বতীয় শঙ্কটপ্রদেশে মাতৃগর্ভে, কিম্বা জননীর ক্রোড়ে যে ব্যক্তি যেখানে থাকুন না কেন, কেহই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন না। ২১। যে রাবণের দুর্গ ত্রিকূট, দুর্গের পরিখা সমুদ্র, রাক্ষসগণ যোদ্ধা এবং স্বয়ং শুক্রাচার্য্য যাহাকে সমগ্র নীতিশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন, সেই রাবণও কালে নষ্ট হইয়াছেন। ২২। যে বয়সে, যে কালে, যে দিনে কি যে রাত্রিতে, যে মুহূর্ত্তে বা যেক্ষণে যে যে কর্ম্ম নিয়ত আছে, সেই বয়সে, সেই কালে, সেই দিনে কিম্বা সেই রাত্রিতে, সেই মুহূর্ত্তে ও সেই ক্ষণে সেই সকল কর্ম্ম অবশ্য ঘটিয়া থাকে, তাহার অন্যথা হয় না। ২৩। অন্তরীক্ষে অথ বা ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে পারে, অথবা সকলদিক ধারণ করিতে পারে, তথাপি দত্তবস্তু পুনর্ব্বার লাভ করিতে পারে না। ২৪। পূর্ব্বাধীত বিদ্যা, পূর্ব্বপ্রদত্ত ধন এবং পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ধাবমান ব্যক্তির অগ্রে ধাবিত হয়। যে ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মে, যে বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছেন, যেরূপ দান করিয়াছেন এবং যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছেন, পরজন্মেও সেই ব্যক্তি সেইরূপ বিদ্যা সেইরূপ দান ও সেইরূপ কর্ম্মফল পাইয়া থাকেন। ২৫। কর্ম্মই সকলের প্রধান, গ্রহনক্ষত্রাদি শুভ থাকিলে মনুষ্য কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করিয়া থাকে, জানকীর পরিণয়কালে স্বয়ং বশিষ্ঠ ঋষি লগ্ন বিবেচনা করিয়াছিলেন, তথাপি জানকী আপন কর্ম্ম-

জালকী দুঃখভাজনং॥ ২৬॥ স্থূলজঙ্ঘো যদা রামঃ শব্দগামী চ লক্ষ্মণঃ। ঘনকেশী যথা সীতা ত্রয়স্তে দুঃখভাজনং॥ ২৭॥ ন পিণ্ডকর্ম্মণা পুত্রঃ পিতা বা পুত্রকর্ম্মণা। কর্ম্মজন্মশরীরেষু রোগাঃ শারীরমানসাঃ॥২৮॥ শর ইব পতন্তীহ বিমুক্তা দৃঢ়ধন্বিনঃ। অন্যথা শাস্ত্রগর্ব্বিণ্যা ধিয়া ধীরোঽর্থমীহতে॥ ২৯॥ বালো যুবা চ বৃদ্ধশ্চ যঃ করোতি শুভাশুভং। তস্যাং তস্যামবস্থায়াং ভুঙ্‌ক্তে জন্মনি জন্মনি॥ ৩০॥ অনিচ্ছমানোপি নরো-বিদেশস্থোঽপি মানবঃ। স্বকর্ম্মপোতবাতেন নীয়তে যত্র তৎ ফলং॥ ৩১॥ প্রাপ্তব্যমর্থং লভতে মনুষ্যো দেবোপি তং বারয়িতুং নশক্তঃ। অতো ন শোচামি ন বিস্ময়ো মে ললাটলেখা ন পুনঃ প্রয়াতি (যদস্মদীয়ং ন তু তৎ পরেষাং)॥৩২॥ সর্পঃ কুপে গজঃ স্কন্ধে আখুর্ব্বিলঞ্চ ধাবতি। নরঃ শীঘ্রতরাদেব কর্ম্মণঃ কঃ পলায়তি॥৩৩ কিঞ্চাল্পয়তি সদ্বিদ্যা দীয়মানাপি বর্দ্ধতে। কূপস্থমিব পানীয়ং ভবত্যেব বহূদকং॥ ৩৪॥ যেঽর্থা ধর্ম্মেণ তে সত্যা যে ধর্ম্মেণ গতাঃ শ্রিয়ঃ। ধর্ম্মার্থী মহতো লোকে তৎস্মৃত্বা হ্যর্থকারণাৎ॥৩৫॥ অন্নার্থী যানি দুঃখানি করোতি কৃপণোজনঃ। তান্যেব যদি ধর্ম্মার্থী ন ভূয়ঃ ক্লেশভাজনং॥ ৩৬॥ সর্ব্বেষামেব শৌচানামন্নশৌচং বিশিষ্যতে। যোঽন্নার্থৈরশুচিঃ শৌচান্নমৃদা বারিণা শুচিঃ॥ ৩৭॥ সত্যঃ শৌচং মনঃ শৌচং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। সর্ব্বভূতে দয়া শৌচং জলশৌচঞ্চ পঞ্চমং॥ ৩৮॥ যস্য সত্যঞ্চ শৌচঞ্চ তস্য স্বর্গো ন দুর্লভঃ। সত্যং হি বচনং যস্য সোঽশ্বমেধাদ্বিশিষ্যতে॥ ৩৯॥ মৃত্তিকানাং সহস্রেণ উদকানাং শতেন চ। ন শুধ্যতি

ফলে চিরকাল দুঃখভোগ করিলেন। ২৬। রাম স্থূলজঙ্ঘ, লক্ষ্মণ শব্দগামী এবং সীতা ঘনকেশী ছিলেন, তথাপি এই তিন জনই নানাপ্রকার ক্লেশভোগ করিয়াছেন। স্থূলজঙ্ঘাদি শুভ লক্ষণ সত্ত্বেও কর্ম্মফলেই তাহাদিগের দুঃখভোগ হইয়াছিল।২৭। পুত্র পিণ্ডপ্রদানাদি কর্ম্মদ্বারা পিতার দুঃখনিবারণ করিতে পারে না এবং পিতাও যথোচিত স্নেহাদিদ্বারা পুত্রের দুঃখবিনাশ করিতে সমর্থ হয়েন না। এই শরীর কর্ম্মজালস্বরূপ, সকলেই আপন আপন কর্ম্মানুসারে শারীরিক ও মানসিক দুঃখভোগ করিয়া থাকেন। ২৮। যেমন দৃঢ়ধন্বী ব্যক্তিরা অতি দ্রুতবেগে শর নিক্ষেপ করিলেও সেই শর ভূতলে পতিত হয়, সেইরূপ যাহারা ধীর তাহারাও কথন কথন পতিত হইয়া থাকেন, অতএব পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া শাস্ত্রযুক্ত বুদ্ধিদ্বারা কার্য্য করিবেন। ২৯। বাল্য, বার্দ্ধক্য অথবা যৌবনপ্রভৃতি যে যে অবস্থাতে শুভাশুভ কর্ম্ম করা যায়, সেই সেই অবস্থাতে জন্মজন্মে সেই কর্ম্মের ফলভোগ হইয়া থাকে। ৩০। অনিচ্ছুক ও বিদেশস্থ ব্যক্তিকেও স্বীয় কর্ম্মবাতে কর্ম্মক্ষেত্রে লইয়া যায়। কর্ম্ম ফলভোগেচ্ছা না থাকিলে ও সেই কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, কোনরূপে তাহার অন্যথা হয় না। ৩১। সকলকে প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়, দেবগণও তাহা নিবারণ করিতে পারেন না। অতএব স্বকর্ম্ম ফলভোগ বিষয়ে আমি শোক বা আশ্চর্য্য জ্ঞান করি না, ললাট লেখা কেহ বারণ করিতে পারে না। ৩২। সর্প কূপে, গজ স্বীয় কটকে এবং মূষিক আপন গর্ত্তে পলায়ন করে, কিন্তু নর শীঘ্রগামী হইয়াও কর্ম্মের নিকট হইতে কোথায় পলায়ন করিবে। ৩৩। সদ্বিদ্যা কি কথন দান করিলে অল্প হয়? বরং দানদ্বারা তাহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে, যেমন কূপ হইতে জল ব্যয় করিলেই সেই কূপে পুনর্ব্বার বহু জলসঞ্চয় হয়, সেইরূপ সদ্বিদ্যা দান করিলেও তাহা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ৩৪। ধর্ম্মপালন করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করা যায়, সেই অর্থই যথার্থ অর্থ এবং যে সম্পদ ধর্ম্মে উপার্জ্জিত হয় সেই সম্পদই প্রকৃত সম্পদ, অতএব ধর্ম্ম স্মরণ করিয়াই অর্থ উপার্জ্জন করিবে। ৩৫। কৃপণ ব্যক্তি অন্নার্থী হইয়া যে দুঃখভোগ করে, যদি ধর্ম্ম উপার্জ্জনের নিমিত্ত সেইরূপ দুঃখ সহ্য করিত, তবে আর তাহাদিগের কথনও দুঃখভোগ হইত না। ৩৬। সর্ব্বপ্রকার শৌচের মধ্যে অন্নশৌচই প্রধান। যে ব্যক্তি অর্থেও অন্নে, অশুচি হইয়াছে, মৃত্তিকা অথবা জলদ্বারা সেই ব্যক্তি শুচি হইতে পারে না। ৩৭। সত্যব্রতপালন মনঃশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সর্ব্বভূতে দয়াপ্রকাশ ও জল এই পঞ্চবিধ শৌচ শাস্ত্রে উক্ত আছে। ৩৮। যে ব্যক্তি সত্যপরায়ণ ও শুচি, তাহার স্বর্গ দুর্ল্লভ হয় না। যে ব্যক্তি সত্যবচন বলে সেই ব্যক্তি অশ্বমেধ যজ্ঞকারী হইতেও শ্রেষ্ঠ। ৩৯। যে ব্যক্তি দুরাচার এবং যাহার চিত্ত দুঃশীলতাদ্বারা কলুষিত হইয়াছে, সেই

দুরাচারো ভাবোপহতচেতনঃ ॥ ৪০ ॥ যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতং। বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥ ৪১ ॥ ন প্রহৃষ্যতি সম্মানেনাবমানৈর্ন কুপ্যতি। ন ক্রুদ্ধঃ পরুষং ব্রূয়াদেতৎ সাধোস্তু লক্ষণং ॥ ৪২ ॥ দরিদ্রস্য মনুষ্যস্য প্রাজ্ঞস্য মধুরস্য চ। কালে শ্রুত্বা হিতং বাক্যং ন কশ্চিৎ প্রতিপদ্যতে ॥৪৩॥ ন মন্ত্রবলবীর্য্যেণ প্রজ্ঞয়া পৌরুষেণ চ। অলভ্যং লভ্যতে মর্ত্ত্যৈস্তত্র কা পরিবেদনা ॥ ৪৪ ॥ অযাচিতো ময়া লব্ধস্তৎপ্রেষিতপুনর্গতঃ। যত্রাগতস্তত্রগতস্তত্র কা পরিবেদনা ॥ ৪৫ ॥ একবৃক্ষে যদা রাত্রৌ নানাপক্ষিসমাগমঃ। প্রভাতে দশদিগ্‌যান্তি কা তত্র পরিবেদনা ॥ ৪৬ ॥ একস্বার্থপ্রয়াতানাং সর্ব্বেষাস্তত্র গামিনাং। যস্ত্বেকস্ত্বরিতো যাতি কা তত্র পরিবেদনা ॥ ৪৭ ॥ অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি শৌনক। অব্যক্তনিধনান্যেব কা তত্র পরিবেদনা ॥৪৮॥ নাপ্রাপ্তকালোম্রিয়তে বিদ্ধঃ শরশতৈরপি। কুশাগ্রেণ তু সংস্পৃষ্টঃ প্রাপ্তকালো ন জীবতি ॥ ৪৯ ॥ লব্ধব্যান্যেব লভতে গন্তব্যান্যেব গচ্ছতি। প্রাপ্তব্যান্যেব প্রাপ্নোতি দুঃখানি চ সুখানি চ ॥৫০॥ ততঃ প্রাপ্নোতি পুরুষঃ কিং প্রলাপঃ করিষ্যতি। অচোদ্যমানানি যথা পুষ্পাণি চ ফলানি চ। স্বকালং নাতিবর্ত্তন্তে যথা কর্ম্ম পুরাকৃতং ॥ ৫১ ॥ শীলং কুলং নৈব ন চৈব বিদ্যা জ্ঞানং গুণা নৈব ন বীজশুদ্ধিঃ। ভাগ্যানি পূর্ব্বং তপসার্জ্জিতানি কালে ফলন্তি পুরুষস্য যথৈব বৃক্ষাঃ ॥ ৫২ ॥ যত্র মৃত্যুর্যতোহন্তা যত্র শ্রীর্যত্র সম্পদঃ। তত্র তত্র স্বয়ং যাতি প্রেষ্যমাণঃ স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ৫৩ ॥ ভূতপূর্ব্বং কৃতং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুতিষ্ঠতি। যথা ধেনুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি

ব্যক্তি সহস্র মৃত্তিকা শতপ্রকার জলদ্বারা শুচি হইতে পারে না। ৪০। যাহার হস্ত, পাদ ও মনঃ সুসংযত এবং যাহার বিদ্যা, তপস্যা ও কীর্ত্তি আছে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বতীর্থাবগাহনের ফলভোগ করে। ৪১। যে ব্যক্তি সম্মানে হৃষ্ট হয় না, অপমানে কোপ করে না এবং ক্রুদ্ধ হইয়া কর্কশবাক্য বলে না, সেই ব্যক্তি প্রকৃত সাধু। ৪২। দরিদ্র ব্যক্তি যদি প্রাজ্ঞ ও মধুরভাষীও হয়, তথাপি তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কেহ কখন প্রীতিলাভ করে না। ৪৩। কোন মনুষ্য মন্ত্র, বল, বীর্য্য ও প্রজ্ঞাদ্বারা অলভ্য বস্তু লাভ করিতে পারে না। যাহার যে বস্তু লাভের অদৃষ্ট নাই, তাহার সেই বস্তু লাভ না হইলেও কোনরূপ মনস্তাপ করিবে না। ৪৪। কোন সময় যাচ্‌ঞা না করিয়াও লাভ করা যায়, কখন বা প্রার্থনা করিয়াও লাভ হয় না। যে বস্তু যে স্থানের উচিত, সেই বস্তু সেই স্থানে গমন করে। অতএব ইহাতে আর দুঃখের বিষয় কি? । ৪৫। রাত্রিকালে এক বৃক্ষেতে নানাপ্রকার পক্ষী বাস করে, কিন্তু প্রভাতকালে সেই সকল পক্ষী দিগ্‌দিগন্তরে গমন করে, তাহাতে কাহারই বা দুঃখ হইতে পারে? । ৪৬। এক বস্তুর অভিলাষে অনেক ব্যক্তি প্রস্থান করিলে যদি সেই সকল ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ ত্বরিত গমনে সর্ব্বাগ্রে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারে, তাহাতে অন্যের দুঃখ করা উচিত নহে। ৪৭। হে শৌনক! অনেক বস্তু ব্যক্ত ও অব্যক্তভাবে আছে এবং তাহাদিগের বিনাশও ব্যক্ত ও অব্যক্তভাবে হইতেছে, তাহাতে আর দুঃখ কি? ।৪৮। যাহার কাল পূর্ণ হয় নাই, সেই ব্যক্তিকে শতশরে বিদ্ধ করিলেও মরে না এবং যাহার কালপূর্ণ হইয়াছে, সে কুশাগ্রদ্বারা বিদ্ধ হইয়াও প্রাণত্যাগ করে। ৪৯। যে দ্রব্য লব্ধব্য, লোকে তাহাই লাভ করিয়া থাকে. যে স্থান গন্তব্য মনুষ্য সেই স্থানেই গমন করে, আর যে সকল সুখ ও দুঃখপ্রাপ্তব্য লোকে তাহাই পাইয়া থাকে। ৫০। মনুষ্য আপন প্রাপ্য বস্তু পাইয়া থাকে, তাহাতে প্রার্থনাবাক্য কি করিতে পারে? যেমন বৃক্ষের নিকট কেহ কখন প্রার্থনা করে না, তথাপি সেই বৃক্ষ ফল ও পুষ্পপ্রদান করে। সেইরূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। যখন যে বস্তু প্রাপ্তব্য, তখন সেই দ্রব্য পাওয়া যায়। ৫১। যে ব্যক্তি পূর্ব্বকালে যেমন কর্ম্ম করিয়াছে, সেই ব্যক্তি সেইরূপ ফল পাইবে। শীল, কুল, বিদ্যা, জ্ঞান ও গুণ ইহারা কিছুই করিতে পারে না, ভাগ্যই পুরুষের ফলপ্রদান করে। যেমন বৃক্ষ সাধারণকেই পুষ্প ও ফলপ্রদান করে, সেইরূপ ভাগ্য শীলাদি অপেক্ষা না করিয়া পূর্ব্বসঞ্চিত তপস্যানুসারে ফলপ্রদান করে। ৫২। যাহার যেখানে মৃত্যু, ঘাতক, শ্রী ও সম্পদ নিয়ত আছে; সেই ব্যক্তি কর্ম্মকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া স্বয়ং সেই স্থানে গমন করিয়া থাকে। ৫৩। পূর্ব্বে যে ব্যক্তি যে কর্ম্ম করিয়াছে, সেই কর্ম্ম কর্ত্তার অনুসরণ করে। সহস্র সহস্র ধেনু ও বৎস একস্থানে

মাতরং ॥ ৫৪ ॥ এবং পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুতিষ্ঠতি। সুকৃতং ভুঙ্ক্ষ্ব চাত্মীয়ং মূঢ়ঃ কিং পরিতপ্যসে ॥৫৫॥ যথা পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুতিষ্ঠতি। এবং পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম শুভম্বা যদি বা শুভং ॥ ৫৬ ॥ নীচঃ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যতি। আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥ ৫৭ ॥ রাগদ্বেষাদিযুক্তানাং ন সুখং কুত্রচিদ্দ্বিজ। বিচার্য্য খলু পশ্যামি তৎসুখং যত্র নির্বৃতিঃ ॥ ৫৮ ॥ যত্র স্নেহো ভয়ন্তত্র স্নেহো দুঃখস্য ভাজনং। স্নেহমূলানি দুঃখানি তস্মিংস্ত্যক্তে মহৎ সুখং ॥ ৫৯ ॥ শরীরমেবায়তনং দুঃখস্য চ সুখস্য চ। জীবিতঞ্চ শরীরঞ্চ জাত্যৈব সহ জায়তে ॥ ৬০ ॥ সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং। এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ ॥ ৬১ ॥ সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখং। সুখং দুঃখং মনুষ্যাণাং চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে ॥৬২॥ যদ্গতং তদতিক্রান্তং যদি স্যাত্তচ্চ দূরতঃ। বর্ত্তমানেন বর্ত্তেত ন স শোকেন বাধ্যতে ॥ ৬৩ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে নীতিসারে ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ ন কশ্চিৎ কস্য চিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্রিপুঃ। কারণাদেব জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা ॥ ২ ॥ শোকত্রাণং ভয়ত্রাণং প্রীতিবিশ্বাসভাজনং। কেন রত্নমিদং সৃষ্টং মিত্রমিত্যক্ষরদ্বয়ং ॥ ৩ ॥ সকৃদুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং। বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥ ৪ ॥ ন মাতরি ন

বাস করে বটে, কিন্তু দুগ্ধপানকালে বৎসগণ আপন আপন মাতাকে লাভ করিয়া থাকে। ৫৪। পূর্ব্বজন্মে যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, পরজন্মেও সেই ব্যক্তি সেইরূপ কর্ম্মফল ভোগ করে। পূর্ব্বে সুকৃত সঞ্চিত থাকিলে ইহকালে শুভফল ভোগ হয় এবং পূর্ব্বকালে দুষ্কৃত সঞ্চিত থাকিলে ইহকালে দুঃখভোগ হয়, এইজন্য মূঢ়ব্যক্তিরা কেন বৃথা শোক করে? । ৫৫। যেহেতু কর্ত্তা পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মের ফলভোগ করে, এইনিমিত্ত ইহকালে কেহ সুখভোগ করে, কেহ বা দুঃখভোগ করিয়া থাকে। ৫৬। নীচাশয় ব্যক্তিরা পরের সর্ষপমাত্র ছিদ্র দেখিলেও তাহা অনুসন্ধান করিয়া প্রকাশ করে, কিন্তু আপনার বিল্বপ্রমাণ ছিদ্র থাকিলেও তাহা দেখিয়াও দেখে না। নীচাশয় ব্যক্তিরা আপন দোষ চক্ষে দেখে না, কেবল পরের দোষ অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়। ৫৭। যাহারা রাগদ্বেষাদিদ্বারা অভিভূত, কোন স্থলেও তাহাদিগের সুখ হয় না। হে শৌনক! আমি বিচার করিয়া দেখিলাম, যাহার অন্তঃকরণ শান্তিগুণে বিভূষিত, তাহারই প্রকৃত সুখভোগ হইয়া থাকে। ৫৮। যাহার সমধিক স্নেহ আছে, তাহারই সর্ব্বদা ভয় থাকে, যেহেতু স্নেহই দুঃখের ভাজন এবং স্নেহই দুঃখের মূলকারণ। অতএব স্নেহ পরিত্যাগ করিলেই মহৎ সুখ হয়। ৫৯। এই শরীরই সুখ ও দুঃখের আয়তন। অতএব সেই শরীরের সহিত সুখ ও দুঃখ উৎপন্ন হয়। ৬০। পরের বশে থাকিয়া যাহা কিছু ভোগ করা যায়, তৎসমস্তই দুঃখ এবং স্বাধীন থাকিয়া দুঃখ পাইলেও তাহা সুখ বলিয়া বোধহয়। ইহাই সামান্যতঃ প্রকৃত সুখদুঃখের লক্ষণ জানিবে। ৬১। সুখভোগের অবসান হইলে দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং দুঃখের শেষ হইলে সুখভোগ হয়। মনুষ্যের সুখ ও দুঃখ চক্রবৎ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। ৬২। যে ব্যক্তি অতীত বিষয়কে অতিক্রান্ত বলিয়া জ্ঞান করে, ভবিষ্যদ্বিষয়ও অনেক দূরে আছে, ইহাই মনে করে এবং বর্ত্তমান বিষয়েও অনুরক্ত হয় না, সেই ব্যক্তি কোনপ্রকার শোকে অভিভূত হয় না। ৬৩।

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন। কোন ব্যক্তি কাহার মিত্র বা শত্রু নহে, কেবল আচরণদ্বারা শত্রু ও মিত্র জানা যায়। ১-২। বন্ধু ব্যক্তি শোক হইতে পরিত্রাণ করেন, ভয় হইতে রক্ষা করেন এবং প্রীতি ও বিশ্বাসের ভাজন। কোন ব্যক্তি এইরূপ মিত্ররত্ন সৃষ্টি করিয়াছেন? । ৩। যে ব্যক্তি একবারমাত্র "হরি" এই অক্ষরদ্বয় উচ্চারণ করে, সেই ব্যক্তি বদ্ধপরিকর হইয়া মুক্তিলাভে অগ্রসর হইয়াছে। ৪। অকৃত্রিমমিত্র যেরূপ বিশ্বাসের ভাজন,

দারেষু ন সোদর্য্যে ন চাত্মজে। বিশ্বাসস্তাদৃশঃ পুংসাং যাদৃঙ্মিত্রে স্বভাবজে ॥ ৫ ॥ যদীচ্ছেৎ শাশ্বতীং প্রীতিং ত্রীণি দোষাণি বর্জ্জয়েৎ। দ্যূতমর্থপ্রয়োগঞ্চ পরোক্ষে দারদর্শনং ॥ ৬ ॥ মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনে বসেৎ। বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥ ৭ ॥ বিপরীতরতিঃ কামঃ স্বায়ত্তেষু ন বিদ্যতে। যত্রাপায়ং বধো দণ্ডস্তথৈব হ্যনুবর্ত্ততে ॥ ৮ ॥ অপি বহ্বনি লস্যৈব তুরগস্য সহোদধেঃ। শক্যতে প্রসবোবোদ্ধং নানুরক্তস্য চেতসঃ ॥ ৯ ॥ ক্ষণং নাস্তি রহো নাস্তি নাস্তি চাপি নিমন্ত্রকঃ। তেন শৌনক নারীণাং সতীত্বমুপজায়তে ॥ ১০ ॥ অন্যং যত্নস্যমাকাঙ্ক্ষেদন্যচেতসি রোচতে। পুরুষাণামলাভেন তেন নারী পতিব্রতা ॥ ১১ ॥ জননী যানি কুরুতে রহস্যং মদনাতুরা। সুতৈস্তানি বিভাব্যন্তে শীলবিপ্রতিপত্তিভিঃ ॥ ১২ ॥ পরাধীনা নিদ্রা পরহৃদয়কৃত্যানুশরণং সদা হলাহাস্যং নিয়তমপি শোকেন রহিতং। পণে ন্যস্তঃ কায়ঃ করজনখরৈর্দ্দারিতগলোবহুৎকণ্ঠারত্তির্জ্জগতি গণিকায়া বহুমতঃ ॥ ১৩ ॥ অগ্নিরাপস্ত্রিয়ো মূর্খঃ সর্পা-রাজকুলানি চ। নিত্যং পরোপসেব্যানি সদ্যঃ প্রাণহরাণি ষট্ ॥ ১৪ ॥ কিং চিত্রং যদি শব্দশাস্ত্রকুশলো-বিপ্রো ভবেৎ পণ্ডিতঃ কিং চিত্রং যদি দণ্ডনীতিকুশলো রাজা ভবেদ্ধার্ম্মিকঃ। কিং চিত্রং যদি রূপযৌবনবতী যোষিন্ন সাধ্বী ভবেৎ কিং চিত্রং যদি নির্দ্ধনোপি পুরুষঃ পাপং ন কুর্য্যাৎ ক্বচিৎ ॥ ১৫ ॥ নাত্মছিদ্রং পরে দদ্যাদ্বিদ্যাচ্ছিদ্রং পরস্য চ। গূহে কূর্ম্ম ইবাঙ্গানি পরভাবঞ্চ লক্ষয়েৎ ॥ ১৬ ॥ পাতালতলবাসিন্যো বারপ্রকারনির্ম্মিতাঃ। যদি নো চিকুরোচ্ছেদঃ স্ত্রিয়ঃ কেনোপলভ্যতে ॥ ১৭ ॥ সমধর্ম্মা চ ধর্ম্মজ্ঞস্তীক্ষ্ণস্বজনকণ্টকঃ। ন তথা বাধতে শত্রুঃ কৃতবৈ-

মাতা, স্ত্রী, সহোদর ও পুত্র ইহারা কেহই সেইরূপ বিশ্বাসের পাত্র নহে। ৫। যদি কাহারও সহিত অকৃত্রিম প্রণয় ইচ্ছা কর, তবে তাহার সহিত দ্যূতক্রীড়া, অর্থপ্রয়োগ অথবা পরোক্ষে দারদর্শন করিও না। ৬। মাতা, ভগিনী অথবা কন্যা ইহাদিগের সহিত নির্জ্জন স্থানে একাসনে বাস করিবে না। মনুষ্যমাত্রেরই ইন্দ্রিয় বলবান্; পণ্ডিত ব্যক্তিকেও ইন্দ্রিয়গণ আকর্ষণ করিতে পারে। ৭। আপনার অধীন ব্যক্তির প্রতি বিপরীত অনুরাগ অথবা স্বার্থপর হইবে না। যাহার প্রতি বধাদি দণ্ডপ্রয়োগ করা যায়, তাহার অনুবর্ত্তন করা উচিত। ৮। বরং অনিলের গতি, তুরঙ্গের বেগও মহাসাগরের গভীরতা নির্ণয় করা যাইতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি অনুরক্ত নহে, তাহার চিত্তপরিজ্ঞাত হইতে পারা যায় না। ৯। হে শৌনক! যদি সময় না থাকে, নির্জ্জন স্থানের অসদ্ভাব হয় অথবা উপযাচক কেহ না থাকে, তাহা হইলেই নারীদিগের সতীত্ব রক্ষা হইতে পারে। ১০। স্ত্রী ও পুরুষের চিত্ত যদি পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত থাকে, তাহাহইলেই স্ত্রীকে পতিব্রতা বলা যাইতে পারে। ১১। মাতা যদি কামাতুরা হইয়া কোনরূপ রহস্য কার্য্য করেন, পুত্রগণ আপন সুশীলতাদ্বারা তাহা মনে মনেই চিন্তা করিবে, কদাচ জননীর রহস্য কার্য্য প্রকাশ করিবে না। ১২। গণিকাগণের নিদ্রা পরাধীন, পরচিত্তের অনুবর্ত্তনই তাহাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য, অন্তঃকরণে কোনপ্রকার শোক থাকিলেও হাস্যপরিহাসদ্বারা তাহা গোপন করিয়া রাখে, তাহাদিগের শরীর পণ্যগ্রহণে বিক্রীত এবং নানাপ্রকার উৎকণ্ঠা গণিকাদিগের চিত্তে বিদ্যমান থাকে। অবশেষে কাহার বা নখদ্বারা গলদেশ বিদারণ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে হয়। ইহাই তারা বহুজ্ঞান করে। ১৩। অগ্নি, জল, স্ত্রী, মূর্খ, সর্প ও রাজকুল এই সকল পরোপসেব্য হইলে যদি তাহা আবার কেহ সেবা করে, তবে সদ্যই তাহার প্রাণ বিনাশ হয়। ১৪। শব্দাদিশাস্ত্রকুশল ব্যক্তি যদি পণ্ডিত হয় তাহা আশ্চর্য্য নহে, যে রাজা দণ্ডনীতিকুশল তিনি যদি ধার্ম্মিক হয়েন, তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে, রূপযৌবনসম্পন্না স্ত্রী যদি অসতী না হয় এবং নির্ধন ব্যক্তিও যদি পাপাচরণ না করে, তাহা কি আশ্চর্য্য নহে? ১৫। কদাচ আত্মচ্ছিদ্র অপরের নিকট প্রকাশ করিবে না, কিন্তু বিদ্যাচ্ছিদ্র অবশ্য অপরকে জানাইবে। কূর্ম্ম যেমন আপন শরীর গোপন করিয়া রাখে, সেইরূপ আত্মপরাভব গোপন করিয়া রাখিবে। ১৬। পাতালতলে প্রাকারমধ্যে বাস করিলেও যদি স্ত্রীদিগের চিকুরোচ্ছেদনা হয়, তবে সেই স্ত্রীকে কে লাভ করিতে পারে। ১৭। সমধর্ম্মী ব্যক্তি উগ্র হইলে স্বজনবর্গের যেরূপ অনিষ্টসাধন করিতে পারে, হে শৌনক! শত্রু ব্যক্তি বৈরসাধন

রোপি শৌনক ॥ ১৮ ॥ সপণ্ডিতো যো হ্যনুরঞ্জয়েদ্বৈ সাস্থ্যেন বালান্ বিনয়েন শিষ্টং। অর্থেন নারীং তপসা হি দেবান্ সর্ব্বাংশ্চ লোকাংশ্চ সুসংগ্রহেণ ॥ ১৯ ॥ সাধ্যেন মিত্রং কলুষেণ ধর্ম্মং পরোপতাপেন সমৃদ্ধিভাবং। সুখেন বিদ্যাং পরুষেণ নারীং বাঞ্ছন্তি বৈ যে ন চ পণ্ডিতাস্তে ॥ ২০ ॥ ফলার্থী ফলিনং বৃক্ষং যশ্ছিন্দ্যাদ্দুর্ম্মতির্নরঃ। ন ছিন্দ্যাৎ তস্য তন্মূলং মহতো দোষমাপ্নুয়াৎ ॥ ২১ ॥ সধনশ্চ তপস্বী চ দূরতশ্চ কৃতাশ্রমঃ। মদ্যপা স্ত্রী সতীত্যেবং বিপ্র ন শ্রদ্দধাম্যহং ॥ ২২ ॥ নবিশ্বসে-দবিশ্বস্তে মিত্রস্যাপি ন বিশ্বসেৎ। কদাচিৎ কুপিতং মিত্রং সর্ব্বং গুহ্যং প্রকাশয়েৎ ॥ ২৩ ॥ সর্ব্বভুতেষু বিশ্বাসঃ সর্ব্বভুতেষু সাত্ত্বিকঃ। স্বভাবমাত্মনা গুহ্যং পরাপরস্য লক্ষণং ॥ ২৪ ॥ যস্মিন্ কস্মিন্ কৃতে কার্য্যে কর্ত্তারমনুবর্ত্ততে। সর্ব্বথা বর্ত্তমানোপি

তৎপর হইলেও সেইরূপ অনিষ্ট করিতে পারে না। ১৮। যে ব্যক্তি বালকদিগের স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে পারেন, শিষ্ট ব্যক্তিদিগকে বিনয়দ্বারা বশীভূত করিতে পারেন, নারীদিগকে অর্থদ্বারা বাধ্য করিতে পারেন, তপস্যাদ্বারা দেবগণকে সুপ্রসন্ন করিতে পারেন এবং সাধারণলোকদিগকে সদ্ব্যবহারদ্বারা আয়ত্ত করিতে পারেন, তিনিই পণ্ডিত। ১৯। যাঁহারা বলপ্রয়োগদ্বারা মিত্রকে বশীভূত করেন, কুৎসিত কার্য্যাকার্য্যদ্বারা ধর্ম্মসঞ্চয় করেন, অপরকে ক্লেশ দিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন, সুখসেব্যদ্বারা বিদ্যা লাভ করিতে চাহেন এবং পরুষব্যবহারদ্বারা নারীদিগকে বশীভূত করিতে বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা পণ্ডিত নহেন। ২০। যাহারা ফলার্থী হইয়া বৃক্ষের মূলছেদন করে, তাহারা অতি দুর্ম্মতি। অতএব কদাচ ফলবান্ বৃক্ষের মূল ছেদন করিবে না; তাহাতে মহাদোষ হইয়া থাকে। ২১। ধনবান্ ব্যক্তি তপস্বী এবং মদ্যপায়িনী স্ত্রী সতী, এই কথা কদাচ বিশ্বাসযোগ্য নহে। ২২। আপন বন্ধু ব্যক্তিও অবিশ্বস্ত হইলে তাহাকে বিশ্বাস করিবে না। অবিশ্বস্ত বন্ধুও কুপিত হইলে সকল গুহ্য কথা প্রকাশ করিতে পারে। ২৩। সকল প্রাণীর প্রতি বিশ্বাস, সর্ব্বভূতে সাত্ত্বিকভাব এবং আপনি আপনার স্বভাব গোপন করা এই সকল মহাপুরুষের লক্ষণ। ২৪। যে কোন কার্য্যই করা হয়, কর্ত্তাই তাহার শুভাশুভ ফলভাগী, অতএব কোন

ধৈর্য্যবুদ্ধিস্তু কারয়েৎ ॥ ২৫ ॥ বৃদ্ধাঃস্ত্রিয়ো নবং মদ্যং শুষ্কমাংসং ত্রিমূলকং। রাত্রৌ দধি দিবা স্বপ্নং বিদ্বান্ ষট্ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২৬ ॥ বিষং গোষ্ঠী দরিদ্রস্য বৃদ্ধস্য তরুণী বিষং। বিষং কুশিক্ষিতা বিদ্যা অজীর্ণে ভোজনং বিষং ॥ ২৭ ॥ প্রিয়ং দানমকুণ্ঠস্য নীচস্যোচ্ছাসনং প্রিয়ং। প্রিয়ং দানং দরিদ্রস্য বৃদ্ধস্য তরুণী প্রিয়া ॥ ২৮ ॥ অত্যম্বুপানং কঠিনাশনঞ্চ ধাতুক্ষয়ো বেগবিধারণঞ্চ। দিবাশয়ো জাগরণঞ্চ রাত্রৌ ষড়্ভির্নরাণাং নিবসন্তি রোগাঃ ॥ ২৯ ॥ বালাতপশ্চাপ্যতি মৈথুনঞ্চ শ্মশানধূমঃ করতাপনঞ্চ। রজস্বলাচবক্ত্রনিরীক্ষণঞ্চ সুদীর্ঘমায়ুস্ত্বপি কর্ষয়েচ্চ ॥ ৩০ ॥ শুষ্কমাংসং স্ত্রিয়ো বৃদ্ধা বালার্কস্তরুণং দধি। প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা সদ্যঃপ্রাণহরাণি ষট্ ॥ ৩১ ॥ সদ্যঃ পক্বঘৃতং দ্রাক্ষা বালা স্ত্রী ক্ষীরভোজনং। উষ্ণোদকং তরুচ্ছায়া সদ্যঃ প্রাণকরাণি ষট্ ॥ ৩২ ॥ কূপোদকং বটচ্ছায়া নারীণাঞ্চ পয়োধরং। শীতকালে ভবেদুষ্ণমুষ্ণকালে চ শীতলং ॥৩৩॥

কার্য্য করিতে হইলে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবে। ২৫। বৃদ্ধা স্ত্রী, নূতন মদ্য, শুষ্ক মাংস, ত্রিমূলক, রাত্রিতে দধি এবং দিবাতে নিদ্রা বিদ্বান্ ব্যক্তি এই ছয় দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে। ২৬। দরিদ্রের পক্ষে সভা, বৃদ্ধের পক্ষে যুবতী স্ত্রী, কুশিক্ষিত বিদ্যা এবং অজীর্ণে ভোজন এই সকল বিষস্বরূপ। ২৭। যাহারা ধনব্যয়ে কুণ্ঠিত নহে, তাহাদিগের পক্ষে দান করা প্রিয় কার্য্য, নীচ ব্যক্তির উন্নতি প্রিয়, দরিদ্রের দান প্রিয় এবং যাহারা বৃদ্ধ, তাহাদিগের পক্ষে যুবতী নারী প্রিয়। ২৮। অধিক জলপান, কঠিন দ্রব্য ভোজন, ধাতুক্ষয়, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, দিবাতে নিদ্রা এবং রাত্রিতে জাগরণ এই ষড়্বিধ কার্য্যদ্বারা মানবশরীরে রোগ সকল বাস করে। ২৯। বাল্যাতপ, অতিমৈথুন, শশ্মানধূম, করতাপ ও রজস্বলা স্ত্রীর মুখনিরীক্ষণ এই সকল অতিদীর্ঘ আয়ুও ক্ষয় করে। ৩০। শুষ্কমাংস, বৃদ্ধা স্ত্রী, বালার্ক, তরুণ দধি, প্রভাতকালে মৈথুন ও নিদ্রা ইহারা সদ্যঃ প্রাণহরণ করে। ৩১। সদ্যঃ সক্ক ঘৃত, দ্রাক্ষা, বালা স্ত্রী, ক্ষীরভোজন, উষ্ণোদক ও তরুচ্ছায়া এই সকল সেবন করিলে শরীরে বলাধান হয়। ৩২। কূপোদক, বটচ্ছায়া, নারীর স্তন,

সদ্যোবলকরাস্ত্রীণি বালাভ্যঙ্গসুভোজনং। সদ্যোবলহরাস্ত্রীণি অধ্বা চ মৈথুনং জ্বরঃ॥ ৩৪॥ শুষ্কমাংসং পয়ো নিত্যং ভার্য্যামিত্রৈঃ সহৈব তু। ন ভোক্তব্যং নৃপৈঃ সার্দ্ধং বিয়োগং কুরুতে ক্ষণাৎ॥৩৫॥ কুচৈলিনন্দন্তমলপাধারিণং বহ্বাশিনং নিষ্ঠুরবাক্যভাষিণং সূর্য্যোদয়ে হ্যস্তময়েঽপি শায়িনং বিমুঞ্চতি শ্রীরপি চক্রপাণিনং॥ ৩৬॥ নিত্যং ছেদস্তৃণানাং ধরণিবিলিখনং পাদয়োশ্চাপমার্ষ্টির্দন্তানামপ্যশৌচং মলিনবসনতা-রূক্ষতা মূর্দ্ধজানাং। দ্বে সন্ধ্যে চাপি নিদ্রা নিবসনশয়নং গ্রাসহাসাতিরেকঃ স্বাঙ্গে পীঠে চ বাদ্যং নিধনমুপনয়েৎ কেশবস্যাপি লক্ষ্মীং॥ ৩৭॥ শিরঃসুধৌতং চরণৌ সুমার্জ্জিতৌ বরাঙ্গনাসেবনমল্পভোজনং। অনগ্নশায়িত্বমপর্ব্বমৈথুনং চিরপ্রণষ্টাং শ্রিয়মানয়ন্তি ষট্॥ ৩৮॥ যস্য তস্য তু পুষ্পস্য পাণ্ডরস্য বিশেষতঃ। শিরসা ধার্য্যমাণস্য অলক্ষ্মীঃ প্রতিহন্যতে॥ ৩৯॥ দীপস্য পশ্চিমা ছায়া ছায়াশয্যাসনস্য চ। রজকস্য তু যত্তীর্থং মলক্ষ্মীস্তত্র তিষ্ঠতি॥ ৪০॥ বালাতপঃ প্রেতধূপঃ স্ত্রী বৃদ্ধা তরুণং দধি। আয়ুষ্কামো ন সেবেত তথা সম্মার্জ্জনীরজঃ॥ ৪১॥ গজাশ্বরথধান্যানাং গবাঞ্চৈব রজঃ শুভং। অশুভঞ্চ বিজানীয়াৎ খরোষ্ট্রাজাবিকেষু চ॥ ৪২॥ গবাং রজো ধান্যরজঃ পুত্রস্যাঙ্গভবং রজঃ। এতদ্রজো মহাশস্তং মহাপাতকনাশনং॥ ৪৩॥ অজারজঃ খররজো যত্তু সম্মার্জ্জনীরজঃ। এতদ্রজো মহাপাপং মহাকিল্বিষকারকং॥ ৪৪॥ শূর্পবাতো নখাগ্রাম্বু স্নানবস্ত্রঘটোদকং। মার্জ্জনীরেণু কেশাম্বু হন্তি পুণ্যং পুরা কৃতং॥ ৪৫॥ দ্বৌ বিপ্রৌ বিপ্রবহ্ন্যোশ্চ দম্পত্যো স্বামিনোস্তথা। অন্তরেণ ন গন্তব্যং হয়স্য বৃষভস্য চ॥ ৪৬॥ স্ত্রীষু রাজাগ্নিসর্পেষু স্বাধ্যায়ে শত্রুসেবনে। ভোগাস্বাদেষু বিশ্বাসং কঃ প্রাজ্ঞঃ কর্ত্তুমর্হতি॥ ৪৭॥ ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তং বিশ্বস্তে নাতিবিশ্বসেৎ। বিশ্বাসা-

এই সকল শীতকালে উষ্ণ এবং গ্রীষ্মকালে শীতল থাকে। ৩৩। বালা স্ত্রী, তৈলমর্দ্দন ও সুভোজন এই সকল সদ্যঃ বল প্রদান করে এবং পথপর্য্যটন, মৈথুন ও জ্বর ইহারা সদ্যঃ প্রাণ হরণ করিয়া থাকে। ৩৪। শুষ্কমাংস ও দুগ্ধ একত্র ভোজন করিবে না, বন্ধু ও ভার্য্যার সহিত একত্র ভোজনও নিষিদ্ধ এবং রাজার সহিত ভোজন করাও উচিত নহে। কারণ, ইহাদিগের সহিত একত্র ভোজন করিলে হঠাৎ বিয়োগ হইতে পারে। ৩৫। যে ব্যক্তি কুৎসিত বস্ত্র পরিধান করে, দন্তের মল পরিষ্কার করে না, বহু ভোজন করে, কটুবাক্য বলে এবং সূর্য্যোদয়কালেও সন্ধ্যার সময়ে শয়ন করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি চক্রপাণি তুল্য হইলেও লক্ষ্মী তাহাকে পরিত্যাগ করেন। ৩৬। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা নখদ্বারা তৃণচ্ছেদ করে, ভূমিতে লিখন করে, পাদদ্বয় মার্জ্জন করে না, দন্তমল দূর করে না, মলিন বসন পরিধান করে, কেশসংস্কার করে না, প্রভাতকালে ও সূর্য্যাস্তসময়ে নিদ্রা যায়, নগ্ন হইয়া শয়ন করিয়া থাকে, বৃহদ্গ্রাসে ভোজন করে, সর্ব্বদা অধিক হাস্য করে, স্বীয় শরীরে অথবা আসনে বাদ্য করে, সেই ব্যক্তি কেশব তুল্য হইলেও তাহার লক্ষ্মী অন্তর্দ্ধান পাইয়া থাকেন। ৩৭। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা মস্তক ও চরণদ্বয় পরিষ্কৃত রাখে, উত্তমাস্ত্রীর সহবাস করে, অল্প ভোজন করে, নগ্ন হইয়া শয়ন করে না এবং পর্ব্বদিনে মৈথুন পরিত্যাগ করে, তাহার চিরপ্রনষ্টা লক্ষ্মীও আগমন করেন। ৩৮। যে পুষ্পই হউক না কেন বিশেষতঃ পাণ্ডুরবর্ণ পুষ্প মস্তকে ধারণ করিলে তৎক্ষণাৎ অলক্ষ্মী বিনষ্ট হয়। ৩৯। পশ্চিমাভিমুখী দীপচ্ছায়া, শয্যাচ্ছায়া, আসনচ্ছায়া ও রজকের বস্ত্র ধৌত স্থান এই সকল স্থানে অলক্ষ্মী বাস করেন। ৪০। বালাতপ, শ্মশানধূম, বৃদ্ধা স্ত্রী, তরুণদধি ও সম্মার্জ্জনীর ধূলী, আয়ুষ্কাম ব্যক্তি এই সকল সেবা করিবে না। ৪১। গজ, অশ্ব, ধান্য ও গো ইহাদিগের রজঃ শুভপ্রদান করে, কিন্তু গর্দ্দভ, উষ্ট্র, ছাগ ও মেষ ইহাদিগের রজঃ অশুভকর। ৪২। গোরজঃ ধান্যরজঃ ও পুত্রের অঙ্গসংলগ্নরজঃ এই সকল শুভকর ও মহাপাতক নষ্ট করে। ৪৩। ছাগরজঃ গর্দ্দভরজঃ এবং সম্মার্জ্জনীরজঃ ইহারা পাপস্বরূপ ও পাপজনক। ৪৪। শূর্পবাত, নখস্পৃষ্ট জল, স্নানাবশিষ্ট জল, বস্ত্রনিষ্পীড়িত জল, সম্মার্জ্জনীর ধূলী ও কেশগলিত জল এই সকল স্পর্শ করিলে পূর্ব্বকৃত পুণ্য নষ্ট হয়। ৪৫। বিপ্রদ্বয়ের মধ্যে, বিপ্র ও অগ্নির মধ্যে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে এবং অশ্ব ও বৃষের মধ্যে কদাচ গমন করিবে না। ৪৬। স্ত্রী, রাজা, অগ্নি, সর্প, অধ্যয়ন, শত্রুসেবা, ভোগ এবং আস্বাদন এই সকল বিষয়ে প্রাজ্ঞব্যক্তি বিশ্বাস করিতে পারেন না। ৪৭। অবিশ্বস্ত ব্যক্তিকে

স্বয়মুৎপন্নং মূলাদপি নিকৃন্ততি ॥ ৪৮ ॥ বৈরিণা সহ সন্ধায় বিশ্বস্তো যদি তিষ্ঠতি। স বৃক্ষাগ্রে প্রসুপ্তোহি পতিতঃ প্রতিবুধ্যতে ॥ ৪৯ ॥ নাত্যন্তং মৃদুনা ভাব্যং নাত্যন্তং ক্রূরকর্ম্মণা। মৃদুনৈব মৃদুং হন্তি দারুণেনৈব দারুণং ॥ ৫০ ॥ নাত্যন্তং সকলৈর্ভাব্যং নাত্যন্তং মৃদুনা তথা। সরলাস্তত্র ছিদ্যন্তে কুব্জাস্তিষ্ঠন্তি পাদপাঃ ॥ ৫১ ॥ নমন্তি ফলিনো বৃক্ষা নমন্তি গুণিনোজনাঃ। শুষ্কবৃক্ষাশ্চ মূর্খাশ্চ ভিদ্যন্তে ন নমন্তি চ ॥ ৫২ ॥ অপ্রার্থিতানি দুঃখানি যথৈবায়ান্তি যান্তি চ। মার্জ্জার ইব লুম্পেত তথা প্রার্থয়তে নরঃ ॥৫৩॥ পূর্ব্বং পশ্চাচ্চরেদার্য্যে সদৈব বহুসম্পদঃ। বিপরীতমনার্য্যেষু যথেচ্ছসি তথা চর ॥৫৪॥ ষট্‌কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রশ্চতুঃ কর্ণশ্চ ধার্য্যতে। দ্বিকর্ণস্থ তু মন্ত্রস্থ ব্রহ্মাপ্যেকো ন বুধ্যতে ॥ ৫৫ ॥ তয়া গবা কিং ক্রিয়তে যা দোগ্ধ্রী ন চ গর্ভিণী। কোহর্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো ন বিদ্বান্ন ধার্ম্মিকঃ ॥ ৫৬ ॥ একেনাপি সুপুত্রেণ বিদ্যাযুক্তেন ধীমতা। কুলং পুরুষসিংহেন চন্দ্রেণ গগনং যথা ॥ ৫৭ ॥ একেনাপি সুবৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা। বনং সুবাসিতং সর্ব্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা ॥ ৫৮ ॥ একোহি গুণবানপুত্রো নির্গুণেন শতেন কিং। চন্দ্রোহন্তি তমাংস্যেকো নচ জ্যোতিঃসহস্রশঃ ॥ ৫৯ ॥ লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ। প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ ॥ ৬০ ॥ জায়মানো হরেদ্দারান্ বর্দ্ধমানো হরেদ্ধনং। ম্রিয়মাণো হরেৎ প্রাণান্নাস্তি পুত্রসমো রিপুঃ ॥ ৬১ ॥ কেচিন্মৃগমুখা ব্যাঘ্রাঃ কেচিদ্ব্যাঘ্রমুখা মৃগাঃ। তৎস্বরূপবিপর্য্যাসে বিশ্বাসস্তু পদে পদে ॥ ৬২ ॥ একঃ ক্ষমাবতাং দোষো দ্বিতীয়ো নোপপদ্যতে।

বিশ্বাস করিবে না এবং বিশ্বস্তকেও অতিবিশ্বাস করিবে না। অধিক বিশ্বাস ভয়ের কারণ এবং সেই বিশ্বস্ত ব্যক্তিও সমূলে বিনাশ করিতে পারে। ৪৮। যে ব্যক্তি শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া বিশ্বস্তভাবে থাকে, সেই ব্যক্তি বৃক্ষাগ্রে প্রসুপ্ত হইয়া পতনের পর প্রবোধিত হয়। ৪৯। অত্যন্ত মৃদু হইবে না এবং অতিশয় ক্রূরকর্ম্মাও হইবে না। কিন্তু মৃদু উপায়দ্বারা মৃদুকে এবং দারুণ উপায়দ্বারা দারুণ ব্যক্তিকে নির্যাতন করিবে। ৫০। কোন ব্যক্তিই অতিশয় সরল অথবা অত্যন্ত মৃদু হইবে না। সকলেই সরল বৃক্ষকে ছেদন করে, কিন্তু বক্রবৃক্ষ সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে। ৫১। ফলবান্ বৃক্ষ ও গুণবান্ মনুষ্য ইহারা নম্রভাবে থাকে। শুষ্কবৃক্ষ ও মূর্খমনুষ্য ইহারা ভগ্ন হয়, তথাপি নম্র হয় না। ৫২। সুখ ও দুঃখ প্রার্থনা না করিলেও আসিয়া উপস্থিত হয় এবং পরিত্যাগের ইচ্ছা না থাকিলেও প্রস্থান করে, তথাপি মনুষ্যগণ মার্জ্জারের ন্যায় লম্ফপ্রদান করিয়া সর্ব্বদা সুখপ্রার্থনা করে। ৫৩। সাধুব্যক্তির অগ্রে ও পশ্চাদ্ভাগে সর্ব্বদা সম্পদ্ বিচরণ করে এবং যাহারা অসাধু, তাহাদিগের পক্ষে উহা বিপরীত হয়, অতএব 'তুমি যাহা ভাল বিবেচনা কর তাহাই করিতে থাক। সাধুর ন্যায় আচরণ করিবে, কি অসাধুব্যবহার করিবে, তাহা তুমিই বুঝিতেছ। ৫৪। কোন গুপ্ত মন্ত্রণা ষটকর্ণগত হইলে তাহা প্রকাশিত হয়।' চারিকর্ণগত মন্ত্রণা স্থির থাকে এবং দ্বিকর্ণগত মন্ত্রণা ব্রহ্মাও জানিতে পারেন না। ৫৫। যে গো দুগ্ধবতী বা গর্ভিণী হয় না, সেই গোদ্বারা প্রয়োজন কি? যে পুত্র বিদ্বান্ অথবা ধার্ম্মিক নহে, সেই পুত্র জননে কি ফল আছে? । ৫৬। যেমন একমাত্র চন্দ্র আকাশমণ্ডল সুশোভিত করে, সেইরূপ ধীশক্তিসম্পন্ন বিদ্বান্ পুরুষশ্রেষ্ঠ একমাত্র সুপুত্রও কুল সমুজ্জ্বল করিতে পারে। ৫৭। যেমন বনমধ্যে সুপুষ্পিত ও সুগন্ধযুক্ত একটিমাত্র সুবৃক্ষ থাকিলেই সমুদায় বন সুবাসিত হয়, সেইরূপ একমাত্র সুপুত্র সকল কুল সমুজ্জ্বল করিয়া থাকে। ৫৮। গুণবান্ একটিমাত্র পুত্রও বরং ভাল, কিন্তু নির্গুণ বহুপুত্রে কোন প্রয়োজন নাই, এক চন্দ্র গগন আলোকিত করে, কিন্তু সহস্র সহস্র জ্যোতিষ্ক আকাশে বর্ত্তমান আছে, তাহারা আকাশ আলোকিত করিতে পারে না। ৫৯। পুত্রকে পঞ্চবর্ষপর্য্যন্ত লালন করিবে, দশবর্ষপর্য্যন্ত তাড়ন করিবে এবং পুত্র ষোড়শবর্ষবয়স্ক হইলে তাহাকে মিত্রের ন্যায় জ্ঞান করিবে। ৬০। পুত্র জন্মমাত্র স্ত্রীর যৌবন হরণ করে, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ধনহরণ করে, এবং ম্রিয়মাণ হইলে প্রাণ হরণ করে, অতএব পুত্রসম রিপু আর নাই। ৬১। কখন হরিণাকার ব্যাঘ্র এবং ব্যাঘ্রকার হরিণ দেখা যায়, ইহাদিগের স্বভাব পরিজ্ঞানে বিশ্বাসই কারণ। কেবল আকারদ্বারা কোন বিষয় নির্ণয় করা যায় না, স্বভাব

যদেনং ক্ষময়া যুক্তমশক্তং মন্যতে জনঃ ॥ ৬৩ ॥ এতদেবানুবর্ত্তেত ভোগা হি ক্ষণভঙ্গিনঃ। স্নিগ্ধেষু বিবিদগ্ধোঽস্য পতয়ো যন্ন মন্যতে ॥ ৬৪ ॥ জ্যেষ্ঠঃ পিতৃসমো ভ্রাতা মৃতে পিতরি শৌনক। সর্ব্বেষাং স পিতা হি স্যাৎ সর্ব্বেষামনুপালকঃ ॥ ৬৫ ॥ কনিষ্ঠাস্তত্র সর্ব্বেপি সমত্বেনানুবর্ত্ততে। সমোপভোগজীবেষু যথৈব তনয়স্তথা ॥ ৬৬ ॥ বহূনামল্পসারাণাং সমুদায়ো হি দারুণং। তৃণৈরাবেষ্টিতা রজ্জুস্তয়া নাগোপি বধ্যতে ॥ ৬৭ ॥ অপহৃত্য পরস্বং হি যস্তু দানং প্রযচ্ছতি। স দাতা নরকং যাতি যস্যার্থস্তস্য তৎফলং ॥ ৬৮ ॥ দেবদ্রব্যবিনাশায় ব্রহ্মস্বহরণায় চ। কুলান্যকুলতাং যান্তি ব্রাহ্মণাতিক্রমেণ চ ॥ ৬৯ ॥ ব্রহ্মঘ্নে চ সুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা। নিষ্কৃতির্ব্বিহিতা সদ্ভিঃ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥ ৭০ ॥ নাশ্নন্তি পিতরো দেবাঃ ক্ষুদ্রস্য বৃষলীপতেঃ। ভার্য্যাজিতস্য নাশ্নন্তি যস্যাশ্চোপপতির্গৃহে ॥ ৭১ ॥ অকৃতজ্ঞমনার্য্যঞ্চ দীর্ঘরোষমনার্জ্জবং। চতুরো বিদ্ধি চাণ্ডালান্ জাত্যা জায়তি পঞ্চমঃ ॥ ৭২ ॥ নোপেক্ষিতব্যো দুর্ব্বুদ্ধিঃ শত্রুরল্পোপ্যবজ্ঞয়া। বহ্নিরল্পোপ্যসংগ্রাহ্যঃ কুরুতে ভস্মসাজ্জগৎ ॥ ৭৩ ॥ নবে বয়সি যঃ শান্তঃ সশান্তঃ ইতি মে মতিঃ। ধাতুষু ক্ষীয়মাণেষু শমঃ কস্য ন জায়তে ॥ ৭৪ ॥ পন্থা ন ইব বিপ্রেন্দ্র সর্ব্বসাধারণাঃ স্ত্রিয়ঃ। তস্মাত্ত্বং নাম্ববধ্যেথা নাস্তীত্যভবনাশ্চ তাঃ ॥ ৭৫ ॥ চিত্তায়ত্তং ধাতুবশ্যং শরীরং চিত্তে নষ্টে ধাতবো যান্তি নাশং। তস্মাচ্চিত্তং সর্ব্বদা রক্ষণীয়ং স্বস্থে চিত্তে বুদ্ধয়ঃ সংভবন্তি ॥ ৭৬ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে নীতিসারে চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

জানিয়া কে কোন পদার্থ তাহা নিরূপণ করিতে হয়।৬২। ক্ষমাশীল ব্যক্তির একটিমাত্র দোষ আছে, তাহার দ্বিতীয় দোষ লক্ষিত হয় না। ক্ষমাবান্ ব্যক্তিকে লোকে অশক্ত বলিয়া জ্ঞান করে।৬৩। ভোগ সকল ক্ষণভঙ্গুর ইহাই সকলে মনে করিবে। অতএব স্নিগ্ধ ব্যক্তির প্রতি বিশেষ স্নেহ করিবে না।৬৪। হে শৌনক! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করিবে, যেহেতু পিতার মরণের পর সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই সকলকে প্রতিপালন করেন।৬৫। কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ সেই জ্যেষ্ঠের প্রতি অনুরক্ত থাকিবে এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও আপন তনয়ের ন্যায় কনিষ্ঠ সকলকে প্রতিপালন করিবেন।৬৬। অনেক অসারবস্তুও যদি একত্র মিলিত হয়, তাহাহইলে সেই অসারবস্তুরাশিও দারুণ হইয়া থাকে। তৃণদ্বারা রজ্জু নির্ম্মাণ করিলে সেই রজ্জুও হস্তীকে বান্ধিয়া রাখিতে পারে।৬৭। যে ব্যক্তি পরস্ব অপহরণ করিয়া দানকরে, সেই দাতা নরকে গমন করে এবং যাহার অর্থ, সেই ব্যক্তির স্বর্গ হইয়া থাকে।৬৮। দেবদ্রব্য বিনাশ, ব্রহ্মস্ব অপহরণ এবং ব্রাহ্মণের অতিক্রম এই সকল কার্য্য করিলে তাঁহার কুল নিপাত হয়।৬৯। যাহারা ব্রহ্মহা, সুরাপী, চোর ও ব্রতঘাতক, সদ্ব্যক্তিরা এই সকল পাপীদিগেরও নিষ্কৃতির উপায় বিধান করিয়াছেন, কিন্তু যাহারা কৃতঘ্ন, তাহাদিগের আর নিষ্কৃতির কোন উপায় নাই।৭০। পিতৃগণ ও দেবগণ বরং ক্ষুদ্রাশয় বৃষলীপতির প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু যে নারী গৃহে উপপতি রাখিয়া আপন স্বামীকে জয় করিয়াছে, সেই ভার্য্যাজিত ব্যক্তির প্রদত্ত দ্রব্য কেহ গ্রহণকরিবে না।৭১। যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন, যিনি সর্ব্বদা কুৎসিত কার্য্য করেন, যিনি নিতান্ত রোষপরবশ এবং যাহার অন্তঃকরণ সরল নহে, এই চারিপ্রকার মনুষ্যকে চণ্ডাল বলিয়া জ্ঞান করিবে। যে ব্যক্তি জাতিতে চণ্ডাল, তাহাকে পঞ্চমচণ্ডাল বলিয়া গণ্য করিবে।৭২। দুষ্টাশয় অল্প শত্রুকেও বিশ্বাস করিবে না। যেহেতু অল্পমাত্র অগ্নিও জগৎ ভস্মীভূত করিতে পারে।৭৩। যে ব্যক্তি নব্যবয়সে শান্ত হয়, তাহাকেই প্রকৃত শান্ত বলা যায়। ধাতুক্ষীণ হইয়া শরীর দুর্ব্বল হইলে কাহার না শান্তি হইয়া থাকে?।৭৪। পন্থা যেমন সর্ব্বসাধারণের অধিকার, সেইরূপ সাধারণ স্ত্রীতেও সকলের অধিকার আছে, অতএব সেই সকল স্ত্রীকে নিন্দা করিবে না।৭৫। ধাতু জন্য শরীর চিত্তের অধীন এবং চিত্ত বিনষ্ট হইলে ধাতু ক্ষয় হইয়া শরীর বিনষ্ট হয়, অতএব সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে চিত্ত রক্ষা করিবে। চিত্তের স্বাস্থ্য থাকিলেই বুদ্ধির শক্তি বৃদ্ধি পায়।৭৬।

পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ ॥ ১ ॥ কুভার্য্যাঞ্চ কুমিত্রঞ্চ কুরাজানং কুসৌহৃদং। কুবন্ধুঞ্চ কুদেশঞ্চ দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥২॥ ধর্ম্মঃ প্রব্রজিতস্তপঃ প্রচলিতং সত্যঞ্চ দূরঙ্গতং পৃথ্বী বন্ধফলা জনাঃ কপটিনো লৌল্যে স্থিতা ব্রাহ্মণাঃ। মর্ত্ত্যাস্ত্রীবশগাঃ স্ত্রিয়শ্চ চপলা নীচাজনা উন্নতাঃ হাকষ্টং খলু জীবিতং কলিযুগে ধন্যাজনা যে মৃতাঃ ॥৩॥ ধন্যাস্তে যে ন পশ্যন্তি দেশভঙ্গং কুলক্ষয়ং। পরচিত্তগতান্ দারান্ পুত্রং কুব্যসনে স্থিতং ॥ ৪ ॥ কুপুত্রে নির্ব্বৃতির্নাস্তি কুভার্য্যায়াং কুতো রতিঃ। কুমিত্রেণাস্তি বিশ্বাসঃ কুরাজ্যে নাস্তি জীবিতং ॥ ৫ ॥ পরান্নঞ্চ পরস্বঞ্চ পরশয্যাঃ পরস্ত্রিয়ঃ। পরবেশ্মনি বাসশ্চ শক্রাদপি শ্রিয়ং হরেৎ ॥ ৬ ॥ আলাপাদ্গাত্রসংস্পর্শাৎ সংসর্গাৎ সহ ভোজনাৎ। আসনাচ্ছয়নাদ্যানাৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাং ॥ ৭ ॥ স্ত্রিয়ো নশ্যন্তি রূপেণ তপঃ ক্রোধেন নশ্যতি। গাবো দূরপ্রচারেণ শূদ্রান্নেন দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৮ ॥ আসনাদেকশয্যায়া ভোজনাৎ পঙ্ক্তিসঙ্করাৎ। ততঃ সংক্রমতে পাপং ঘটাদ্ঘট ইবোদকং ॥ ৯ ॥ লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবো গুণাঃ। তস্মাচ্ছিষ্যঞ্চ পুত্রঞ্চ তাড়য়েন্ন তু লালয়েৎ ॥১০॥ অধ্বা জরা দেহবতাং পর্ব্বতানাং জলং জরা। অসংভোগশ্চ নারীণাং বস্ত্রাণামাতপো জরা ॥ ১১ ॥ অধমাঃ কলিমিচ্ছন্তি সন্ধিমিচ্ছন্তি মধ্যমাঃ। উত্তমা মানমিচ্ছন্তি মানো হি মহতাং ধনং ॥ ১২ ॥ মানো হি মূলমর্থস্য মানে সতি ধনেন কিং। প্রভ্রষ্টমানদর্পস্য কিংধনেন কিমায়ুষা ॥ ১৩ ॥ অধমা

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন, কুভার্য্যা, কুমিত্র, কুরাজা, কুসৌহৃদ, কুবন্ধু এবং কুদেশ এই সকল দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। ১।২। কলিকালে ধর্ম্ম পলায়িত, তপস্যা চলিত এবং সত্য বিদূরিত হইয়াছে পৃথিবীতে ফল জন্মে না, মনুষ্যগণ কপটচারী, ব্রাহ্মণগণ লোভী, মানবগণ স্ত্রীর বশীভূত, স্ত্রীগণ পাপাচরণে নিরত এবং নীচ ব্যক্তিরাই উন্নত পদারূঢ় হয়, এইরূপ ঘোর কলিকালে যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহাদিগেরই নিতান্ত ক্লেশ এবং যাঁহারা মরিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য। ৩। যাহারা দেশভঙ্গ, কুলক্ষয়, পরপুরুষাশক্ত স্ত্রী ও ব্যসনাশক্ত কুপুত্র দর্শন করেন না, তাঁহারাই ধন্য। ৪। যাহার পুত্র দুশ্চরিত্র, কখনও তাহার চিত্তের স্থিরতা নাই, যাহার ভার্য্যা পরপুরুষগামিনী তাহার রতিসুখ কোথায়? মিত্র দুঃশীল হইলে তাহাতে বিশ্বাস নাই এবং কুরাজ্যেতে জীবনের ভরসা নাই। ৫। সর্ব্বদা পরান্নভোজন, পরশয্যায় শয়ন, পরধনগ্রহণ, পরস্ত্রীতে রতি এবং পরগৃহে বসতি করিলে ইন্দ্রও ভ্রষ্টশ্রী হয়েন। ৬। সর্ব্বদা আলাপ, গাত্রস্পর্শ, সংসর্গ, একত্র ভোজন, একাসনে বাস, একশয্যায় শয়ন এবং একযানে গমন করিলে মনুষ্যের পাপ সংক্রামিত হয়। যাহার সহিত সর্ব্বদা আলাপাদি করা যায়, তাহার পাপের ভাগী হইতে হয়। ৭। অতিশয় রূপ থাকিলেই স্ত্রীর স্বভাব কলুষিত হয়, অধিক ক্রোধ তপস্বীর তপস্যা বিনাশ করে, অতিদূর গমনে গোসকল নষ্ট হয় এবং শূদ্রান্নদ্বারা ব্রাহ্মণত্ব বিনাশ পায়। ৮। পাপীর সহিত একাসনে উপবেশন, একশয্যায় শয়ন, একপঙ্ক্তিতে ভোজন করিলে পাপ সংক্রামিত হয়। যেমন একঘট হইতে অন্য ঘটে জল গমন করে, সেইরূপ এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে পাপ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। ৯। আপন সন্তানগণকে সর্ব্বদা লালন করিলে অনেক দোষ হইতে পারে এবং তাহাদিগকে তাড়ন করিয়া সুশাসনে রাখিলে সর্ব্বপ্রকার গুণের আবির্ভাব হয়, অতএব আপন শিষ্য ও পুত্রকে তাড়ন করিবে, লালন করিবে না। ১০। দেহধারীমাত্রের পথপর্য্যটনই জরাস্বরূপ। পথপর্য্যটনে শরীর ক্ষীণ হয়। পর্ব্বতের জরা জল, পর্ব্বতে অধিক জল সঞ্চিত থাকিলেই সেই পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া জল বহির্গত হয়। অসম্ভোগই নারীর জরা, স্ত্রীগণের সম্ভোগ না হইলে শীঘ্র শরীর জীর্ণ হয় এবং আতপই বস্ত্রের জরা। বস্ত্র সর্ব্বদা রৌদ্রে থাকিলে সেই বস্ত্র শীঘ্র বিনাশ পায়। ১১। অধম মনুষ্যগণ কলহ ইচ্ছা করে, মধ্যবিধলোক সকল সন্ধি কামনা করে এবং যাহারা উত্তম মনুষ্য তাহারা মান প্রার্থনা করে, যেহেতু মানই মহাত্মাদিগের ধন। ১২। মানই অর্থের মূল, যাহার মান আছে, তাহারই ধন হইয়া থাকে, অতএব যাহার মান আছে, তাহার ধনে প্রয়োজন কি? যাহার মান ও দর্প বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার ধনে ও জীবনে কোন ফল নাই। মানহীন ব্যক্তির মরণই শ্রেয়ঃকল্প। ১৩। অধম ব্যক্তিরা কেবল ধন ইচ্ছা করে, মানা-

ধনমিচ্ছন্তি ধনমানৌ হি মধ্যমাঃ। উত্তমা মানমিচ্ছন্তি মানোহি মহতাং ধনং ॥ ১৪ ॥ বনেপি সিংহা ন নমন্তি কর্ণং বুভুক্ষিতা নাংশনিরীক্ষণঞ্চ। ধনৈর্ব্বিহীনাঃ সুকুলেষু জাতা ন নীচকর্ম্মাণি সমারভবন্তি ॥ ১৫ ॥ নাভিষেকো ন সংস্কারঃ সিংহস্য ক্রিয়তে বনে। নিত্যমূর্জ্জিতসত্ত্বস্য স্বয়মেব মৃগেন্দ্রতা ॥ ১৬ ॥ বণিক্‌ প্রমাদী ভৃতকশ্চ মানী ভিক্ষুর্ব্বিলাসী অধনশ্চ কামী। বরাঙ্গনা চাপ্রিয়বাদিনী চ ন তে চ কর্ম্মণি সমারভন্তি ॥ ১৭ ॥ দাতা দরিদ্রঃ কৃপণোঽর্থযুক্তঃ পুত্রোঽবিধেয়ঃ কুজনস্য সেবা। পরাপকারেষু নরস্য মৃত্যুঃ প্রজায়তে দুশ্চরিতানি পঞ্চ ॥ ১৮ ॥ কান্তাবিয়োগঃ স্বজনাপমানং ঋণস্য শেষঃ কুজনস্য সেবা। দারিদ্র্যভাবাদ্বিমুখাশ্চ মিত্রা বিনাগ্নিনা পঞ্চ দহন্তি তীব্রাঃ ॥ ১৯ ॥ চিন্তাসহস্রাণি বহূনি মধ্যাচ্চিন্তাশ্চতস্রোঽপ্যসিধারতুল্যাঃ। নীচাপমানঃ ক্ষুধিতং কলত্রং ভার্য্যাবিরক্তা সহজোপরোধঃ ॥ ২০ ॥ বৈশ্যশ্চ পুত্রোঽর্থকরী চ বিদ্যা অরোগিতা সজ্জনসঙ্গতিশ্চ। ইষ্টা চ ভার্য্যা বশবর্ত্তিনী চ দুঃখস্য মূলোদ্ধরণানি পঞ্চ ॥ ২১ ॥ কুরঙ্গমাতঙ্গপতঙ্গভৃঙ্গা মীনাহতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ। একঃ প্রমাথী স কথং ন ঘাত্যো যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ ॥ ২২ ॥

কর্কশঃ স্তব্ধঃ কুচেলঃ স্বয়মাগতঃ। পঞ্চবিপ্রা ন পূজ্যন্তে বৃহস্পতিসমা যদি ॥ ২৩ ॥ আয়ুঃ কর্ম্ম চরিত্রঞ্চ বিদ্যা নিধনমেব চ। পঞ্চৈতানি বিবিচ্যন্তে জায়মানস্য দেহিনঃ ॥ ২৪ ॥ পর্ব্বতারোহণে তোয়ে গোকুলে স্থানবিগ্রহে। পতিতস্য ন সংখ্যানে শস্তাঃ পঞ্চ গুণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৫ ॥ অভ্রচ্ছায়া খলে প্রীতিঃ পরনারীষু সঙ্গতিঃ। পঞ্চৈতে অস্থিরা ভাবা যৌবনানি ধনানি চ ॥ ২৬ ॥ অস্থিরং জীবিতং লোকে অস্থিরং ধনযৌবনং। অস্থিরং পুত্রদারাদ্যং ধর্ম্মঃ কীর্ত্তির্যশঃ স্থিরং ॥ ২৭ ॥ শতং জীবিতমত্যল্পং রাত্রিস্তস্যার্দ্ধ-

দির প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, যে প্রকারেই হউক, তাহাদিগের অর্থ উপার্জ্জন হইলেই হয়, তাহারা সম্মান চাহে না। মধ্যবিধ ব্যক্তিরা মান ও ধন এই উভয়ই প্রার্থনা করিয়া থাকে। আর যাঁহারা উত্তম প্রকৃতির লোক, তাঁহারা কেবল সম্মান ইচ্ছা করেন, যেহেতু মানই মহাত্মাদিগের ধন। ১৪। বনবাসী সিংহ ক্ষুধার্ত্ত হইলেও কর্ণ নম্র করে না এবং মস্তক অবনত করিয়া আপন বাহুমূল নিরীক্ষণ করে না। উত্তম কুলজাত ব্যক্তি ধনহীন হইলেও নীচ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। ১৫। সিংহ বনে বাস করে, তাহার অভিষেক ও কোনরূপ সংস্কার নাই, তথাপি সেই তেজীয়ান্‌ সিংহ মৃগেন্দ্র অর্থাৎ পশুরাজ হইয়াছে। ১৬। বণিক্‌ অবিশ্বস্ত, ভৃত্য অভিমানী, ভিক্ষুক বিলাষী ও বারাঙ্গনা কটুভাষিণী হইলে, ইহারা স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিতে পারে না। ১৭। দাতা ব্যক্তি দরিদ্র, কৃপণ ব্যক্তি ধনবান্‌, পুত্র অবাধ্য, কুজনের সেবা এবং সর্ব্বদা পরের অপকার এই সকল সজ্জনের মৃত্যুস্বরূপ। ১৮। কান্তাবিয়োগ, স্বজনের অপমান, ঋণের শেষ, কুজনের সেবা এবং দারিদ্র্য দোষে মিত্রের বৈমুখ্য এই সকল অগ্নিব্যতিরেকেও মনুষ্যকে দগ্ধ করে। ১৯। মনুষ্যের সহস্র সহস্র চিন্তা আছে, তন্মধ্যে চারিটি চিন্তাই খড়্গাধারার ন্যায় ক্লেশপ্রদান করে। নীচজন কর্ত্তৃক অপমান, ক্ষুধিত ভার্য্যা, স্ত্রীর বিরক্তি, আর সহোদর কর্ত্তৃক উপরোধ এই সকল চিন্তা সমধিক কষ্টপ্রদ। ২০। বশ্য পুত্র, অর্থকরী বিদ্যা, আরোগ্য আর সর্ব্বদা সুজনের সহবাস এবং বশবর্ত্তিনী ভার্য্যা এই সকল সমূলে দুঃখবিনাশ করে। ২১। কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পতঙ্গ, ভৃঙ্গ ও মীন এই পঞ্চই পরস্পরের ঘাতক। মনুষ্য এই পঞ্চকে হনন করে, তাহাকে কেননা ঐ পঞ্চপ্রাণী হিংসা করিবে। মনুষ্য হিংসাবশতঃ সকল প্রাণীকেই হিংসা করে, সুতরাং মনুষ্যকেও সকলে হিংসা করিয়া থাকে। ২২। চঞ্চল, কর্কশভাষী, স্তব্ধ, কুবেশ ও অনাহূত এই পঞ্চবিধ ব্রাহ্মণ বৃহস্পতিতুল্য হইলেও কেহ আদর করে না। ২৩। আপন আয়ুঃ, কর্ত্তব্য কার্য্য, আপন চরিত্র, বিদ্যা এবং নিধন প্রাণিগণ এই সকল সর্ব্বদা চিন্তা করিবে। ২৪। পর্ব্বতে আরোহণ, জলসন্তরণ, গোষ্ঠস্থানে গমন, স্থানবিগ্রহ ও পতিত ব্যক্তির সমুত্থান এই সকল কার্য্যে যাহাদিগের ক্ষমতা আছে, তাহারা প্রশস্ত মনুষ্য। ২৫। মেঘের ছায়া, খলের সহিত প্রণয়, পরনারীতে সঙ্গতি, যৌবন ও ধন এই পঞ্চভাব অস্থির। ২৬। লোকের জীবন, ধন, যৌবন এবং পুত্রকলত্রাদি এই সকলই অস্থির। কিন্তু ধর্ম্ম, কীর্ত্তি ও যশঃ ইহারা চিরস্থায়ী। ২৭

হারিণী। ব্যাধিশোকজরায়াসৈরর্দ্ধং তদপি নিষ্ফলং॥ ২৮॥ আয়ুর্ব্বর্ষশতং নৃণাং পরিমিতং রাত্রৌ তদর্দ্ধং হৃতং তস্যার্দ্ধং স্থিতকিঞ্চিদর্দ্ধমধিকং বাল্যস্য কালে হৃতং। কিঞ্চিদ্বন্ধুবিয়োগদুঃখমরণৈর্ভূপালসেবাগতং শেষং বারিতরঙ্গগর্ভচপলং মানেন কিম্মানিনাং॥ ২৯॥ অহোরাত্রময়ো লোকে জরারূপেণ সঞ্চরেৎ। মৃত্যু-গ্রসতি ভূতানি পবনং পন্নগো যথা॥ ৩০॥ গচ্ছত-স্তিষ্ঠতো বাপি জাগ্রতঃ স্বপতো নয়েৎ। সর্ব্বসত্ত্ব হিতার্থায় পশোরিব বিচেষ্টিতং॥ ৩১॥ অহিতহিত-বিচারশূন্যবুদ্ধিঃ শ্রুতিসময়ে বহুভির্ব্বিবর্জ্জিতস্য। উদর-ভরণমাত্রতুষ্টবুদ্ধেঃ পুরুষপশোঃ পশোশ্চ কো বিশেষঃ॥ ৩২॥ শৌর্য্যে তপসি দানে চ যস্য ন প্রথিতং যশঃ। বিদ্যায়ামর্থলাভে বা মাতুরুচ্চার এব সঃ॥ ৩৩॥ সজ্জী-বিতং ক্ষণমপি প্রথিতং মনুষ্যৈর্ব্বিজ্ঞানবিক্রমযশোভি রভগ্নমানৈঃ। তন্নামজীবিতমিতি প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ কাকোপি জীবতি চিরঞ্চ বলিঞ্চ ভুঙ্ক্তে॥ ৩৪॥ কিং জীবিতেন ধনমানবিবর্জ্জিতেন মিত্রেণ কিং ভবতীতি সশঙ্কিতেন। সিংহব্রতঞ্চরত গচ্ছতমাবিষাদং কাকোপি জীবতি চিরঞ্চ বলিঞ্চ ভুঙ্ক্তে॥ ৩৫॥ যো বাত্মনীহ ন গুরৌ নচ ভৃত্যবর্গে দীনে দয়াং ন কুরুতে ন চ মিত্র-কার্য্যে। কিন্তস্য জীবিতফলেন মনুষ্যলোকে কাকোপি জীবতি চিরঞ্চ বলিঞ্চ ভুঙ্ক্তে॥ ৩৬॥ যস্য ত্রিবর্গ-শূন্যানি দিনান্যায়ান্তি যানি চ। স লৌহকারভস্ত্রেব-শ্বসন্নপি ন জীবতি॥ ৩৭॥ স্বাধীনবৃত্তেঃ সাফল্যং ন পরাধীনবৃত্তিতা। যে পরাধীনকর্ম্মাণো জীবন্তোপি চ তে মৃতাঃ॥ ৩৮॥ স্বপূরা বৈ কাপুরুষা স্বপূরো মূষিকাঞ্জলিঃ। অসন্তুষ্টঃ কাপুরুষঃ স্বল্পকেনাপি তুষ্যতি॥ ৩৯॥ অভ্রচ্ছায়া তৃণাদগ্নির্নীচসেবা পথে

শতবর্ষপরিমিত আয়ুঃও অতি অল্প বলিয়া বোধহয়, কারণ, পরিমিত আয়ুর অর্দ্ধ রাত্রিতে গত হয়, অবশিষ্ট অর্দ্ধ ব্যাধি জরা প্রভৃতি নিষ্ফল করিয়া রাখে। ২৮। মনুষ্যের শতবর্ষ পরিমিত আয়ুঃ নির্দ্ধারিত আছে, ঐ শতবর্ষের অর্দ্ধ নিদ্রাতে বিগত হয়। অবশিষ্ট অংশের কতক সময় বাল্যকাল, কতক বন্ধুবিয়োগ দুঃখে এবং কতক সময় রাজসেবাতে ব্যয়িত হয়, তৎপরে যে কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহাও জলতরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল, অতএব মনুষ্যের মান ও ধনদ্বারা প্রয়োজন কি? । ২৯। এই মনুষ্য-লোকে জরারূপে রাত্রি সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে এবং যেমন পন্নগ বায়ুকে গ্রাস করে, সেইরূপে মৃত্যু সর্ব্বভূতকে গ্রাস করি-তেছে। ৩০। গমনকালে, অবস্থিতি সময়ে, জাগ্রদবস্থায় ও স্বপ্নকালে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রাণীর হিতসাধনার্থ যত্ন করিবে, অযথা পশুর ন্যায় কেবল স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে কার্য্য করিবে না। ৩১। যাহার হিতাহিত বিবেচনার শক্তি নাই এবং আপন উদরের পোষণমাত্রেই সন্তুষ্ট হয়, সেই পুরুষপশু ও বন্যপশুর প্রভেদ কি? । ৩২। শৌর্য্যে, তপস্যাতে, দানে, বিদ্যাতে ও অর্থলাভে যাহার বিখ্যাত যশঃ নাই, সেই ব্যক্তি মাতার মলস্বরূপ। ৩৩। যাহারা বিজ্ঞান, বিক্রম ও যশঃদ্বারা বিখ্যাতনামা হইয়াছে, সেই ধন্য, আর যে মনুষ্য কেবল আপন উদরমাত্র পরিপোষণ করিয়াই নিবৃত্ত থাকে, সেই মনুষ্য মনুষ্যই নহে। কারণ, কাকও বলিভোজন করিয়া জীবিত থাকে। ৩৪। যে জীবনে ধন অথবা মান নাই সেই জীবন বিফল, যে মিত্র ভয়শঙ্কিত, সেই মিত্রের কোন প্রয়োজন নাই, অতএব সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী হও, বিষাদ করিও না। কারণ, কাকও বলিভোজন করিয়া চিরকাল জীবিত থাকে। ৩৫। যে ব্যক্তি আত্মাতে, গুরুতে, ভৃত্যবর্গে ও দীনের প্রতি দয়া করে না এবং কোন-প্রকার মিত্রের কার্য্য করে না, তাহার জীবনের ফল কি? কাকও বলিভোজন করিয়া চিরকাল জীবিত থাকে। ৩৬। যাহার দিন সকল নিরর্থক যাতায়াত করিতেছে, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গসাধন হয় না, সেই ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াও মৃতের ন্যায়। তাহার শ্বাস প্রশ্বাস কেবল লৌহকারের ভস্ত্রার-তুল্য। ৩৭। স্বাধীনবৃত্তিই সফল, পরাধীনবৃত্তির সফলতা নাই। যাহারা পরাধীনবৃত্তি আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহারা জীবিত থাকিয়াও মৃততুল্য। ৩৮। যাহারা আত্মোদরমাত্র পরিপূর্ণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে, তাহারা কাপুরুষ। যেহেতু মূষিকও আপনার অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া থাকে। আর যাহারা সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট থাকে, তাহারাও কাপুরুষের মধ্যে গণিত। আর সদাশয়ব্যক্তিরা অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকে। ৩৯। মেঘের ছায়া, তৃণের

• জলং। বেশ্যারাগঃ খলে প্রীতিঃ ষড়েতে বুদ্বুদোপমাঃ॥ ৪০॥ বাচা বিহিতসার্থেন লোকোন চ সুখায়তে। জীবিতং মানমূলং হি মানে ম্লানে কুতঃ সুখং॥ ৪১॥ অবলস্য বলং রাজা বালস্য রুদিতং বলং। বলং মূর্খস্য মৌনত্বং তস্করস্যানৃতং বলং॥ ৪২॥ যথা যথা হি পুরুষঃ শাস্ত্রং সমধিগচ্ছতি। তথা তথাস্য মেধা স্যাদ্বিজ্ঞানঞ্চাস্য রোচতে॥ ৪৩॥ যথা যথা হি পুরুষঃ কল্যাণে কুরুতে মতিং। তথা তথা হি সর্ব্বত্র শ্লিষ্যতে লোকসুপ্রিয়ঃ॥ ৪৪॥ লোভপ্রমাদবিশ্বাসৈঃ পুরুষো নশ্যতি ত্রিভিঃ। তস্মাল্লোভো ন কর্ত্তব্যঃ প্রমাদো নো ন বিশ্বসেৎ॥ ৪৫॥ তাবদ্ভয়স্য ভেতব্যং যাবদ্ভয়মনাগতং। উৎপন্নে তু ভয়ে তীব্রে স্থাতব্যং বৈরভীতবৎ॥ ৪৬॥ ঋণশেষঞ্চাগ্নিশেষং শক্রশেষং তথৈব চ। পুনঃ পুনঃ প্রবর্দ্ধন্তে তস্মাচ্ছেষং ন কারয়েৎ॥ ৪৭॥ কৃতে প্রতিকৃতং কুর্য্যাৎ হিংসিতে প্রতিহিংসিতং। ন তত্র দোষং পশ্যামি দুষ্টে দোষং সমাচরেৎ॥ ৪৮॥ পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনং। বর্জ্জয়েত্তাদৃশং মিত্রং মায়াময়মরিস্তথা॥ ৪৯॥ দুর্জ্জনস্য হি সঙ্গেন সুজনোঽপি বিনশ্যতি। প্রসন্নং জলমিত্যাহুঃ কর্দ্দমৈঃ কলুষীকৃতং॥ ৫০॥ সংভুঙ্ক্তে স দ্বিজো ভুঙ্ক্তে সমশেষনিরূপণাৎ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন দ্বিজঃ পূজ্যঃ প্রযত্নতঃ॥ ৫১॥ তদ্ভুজ্যতে যদ্ দ্বিজভুক্তশেষং স বুদ্ধিমান্ যো ন করোতি পাপং। তৎ সৌহৃদং যৎ ক্রিয়তে পরোক্ষে দম্ভৈর্ব্বিনা যঃ ক্রিয়তে স ধর্ম্মঃ॥ ৫২॥ ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধর্ম্মং। ধর্ম্মঃ স নো যত্র ন সত্যমস্তি নৈতৎ সত্যং যচ্ছলেনানুবিদ্ধং॥৫৩॥ ব্রাহ্মণোপি মনুষ্যাণামাদিত্যশ্চৈব তেজসাং। শিরোঽপি সর্ব্বগাত্রাণাং ব্রতানাং সত্যমুত্তমং॥ ৫৪॥ তন্মঙ্গলং যত্র মনঃ প্রসন্নং তজ্জীবনং যন্ন পরস্য সেবা। তদর্জ্জিতং যৎ স্বজনেন

অগ্নি, নীচসেবা, পথের জল, বেশ্যার অনুরাগ ও খলের সহিত প্রণয় ইহারা জলবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর। ৪০। যাহার সম্মান আছে, লোকে যাহার যশঃ কীর্ত্তন করে, সেই ব্যক্তিই সুখী। যেহেতু সম্মানই জীবনের মূল। যাহার মান নাই, তাহার সুখ কোথায়? ।৪১। দুর্ব্বলের পক্ষে রাজাই বল, বালকের বল রোদন, মৌনভাবই মূর্খের বল এবং মিথ্যাবাক্যই তস্করের বল। ৪২। মনুষ্য যে যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে, সেই সেই শাস্ত্রে দৃঢ় অভ্যস্ত করিয়া সংস্কার উৎপাদন করিবে। তাহাহইলেই শাস্ত্রে প্রকৃত জ্ঞান জন্মে। ৪৩। মনুষ্য যে যে স্থানে অবস্থান করিবে, সর্ব্বত্রই আপন মঙ্গলসাধনে তৎপর থাকিবে এবং তত্রত্য লোক সকলের সহিত সর্ব্বদা সম্মিলন রাখিয়া তাহাদিগের প্রিয়পাত্র হইবে। ৪৪। লোভ, প্রমাদ ও বিশ্বাসদ্বারা লোক বিনষ্ট হয়। অতএব লোভ পরিত্যাগ করিবে, সর্ব্বদা সাবধানে থাকবে এবং সাধারণের প্রতি বিশ্বাস করিবে না।৪৫। যাবৎ ভয় উপস্থিত না হয়, তাবৎ ভীত হইয়া কার্য্য করিবে। তীব্র ভয় উপস্থিত হইলেও নির্ভয়চিত্তের ন্যায় ভাবপ্রকাশ করিবে।৪৬। ঋণশেষ, অগ্নিশেষ ও শক্রশেষ রাখিবে না। এই সকল অবশিষ্ট থাকিলে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া পুনর্ব্বার অনিষ্টসাধন করিতে পারে। ৪৭। উপকারীর প্রতি উপকার, হিংস্রকের প্রতি হিংসা এবং দুষ্টের প্রতি দুষ্টব্যবহার করিলে কোন দোষ হইতে পারে না। ৪৮। যে ব্যক্তি পরোক্ষে কার্য্য নষ্ট করে এবং সমক্ষে প্রিয় বাক্য বলে, সেই কপটচারী শক্রকে যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। ৪৯। দুর্জ্জনের সহবাসে সুজনেরও চরিত্র দূষিত হয়। যেমন অতি নির্ম্মল জলও কর্দ্দমের সংসর্গে মলিন হইয়া যায়। ৫০। ব্রাহ্মণগণ যাহা কিছু ভোগ করেন, তাহাই সম্ভোগমধ্যে পরিগণিত হয়, অতএব যত্নপূর্ব্বক ব্রাহ্মণেকে অর্চ্চনা করিবে। ৫১। দ্বিজভুক্তাবশিষ্ট ভোজনই প্রকৃত ভোজন। যে ব্যক্তি পাপাচরণ না করে, সেই বুদ্ধিমান্; যে বন্ধু পরোক্ষে উপকারসাধন করে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বন্ধু এবং দম্ভ না করিয়া যে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করা যায়, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম। ৫২। যে সভাতে বৃদ্ধ নাই, সেই সভা সভাই নহে; যে বৃদ্ধ ধর্ম্মোপদেশ করে না, সেই বৃদ্ধ বৃদ্ধই নহে; যে ধর্ম্মেতে সত্য নাই, সেই কপট ধর্ম্মকে প্রকৃত ধর্ম্ম বলা যায় না। ৫৩। মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, তেজস্বিদিগের মধ্যে আদিত্য, শরীরের মধ্যে মস্তক এবং ব্রতের মধ্যে সত্য ব্রত প্রধান। ৫৪। যাহাতে মনঃ প্রসন্ন হয়, তাহাই মঙ্গল, যে জীবনে পরসেবা করে নাই, সেই জীবনই সার্থক; যে উপার্জ্জিত দ্রব্য স্বজনে ভোগ করে, তাহাকেই যথার্থ উপার্জ্জিত বলা যায় আর

ভুক্তং তদ্বর্জ্জিতং যৎ সমরে রিপুণাং ॥ ৫৫ ॥ সা স্ত্রী যা ন মদং কুর্য্যাৎ স সুখী তৃষ্ণয়োজ্ঝিতঃ। তন্মিত্রং যত্র বিশ্বাসঃ পুরুষঃ স জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫৬ ॥ তত্র মুক্তাদর-স্নেহো বিলুপ্তং তত্র সৌহৃদং। তদেব কেবলং শ্লাঘ্যং য আত্মা ক্রিয়তে স্তুতৌ ॥ ৫৭ ॥ নদীনামগ্নিহোত্রাণাং ভারতস্য কুলস্য চ। মূলান্বেষো ন কর্ত্তব্যো মূলাদ্দোষেণ হীয়তে ॥ ৫৮ ॥ লবণজলান্তা নদ্যঃ স্ত্রীভেদান্তঞ্চ মৈথুনং। পৈশুন্যং জনবার্ত্তান্তং বিত্তং দুঃখকৃতান্তকং ॥ ৫৯ ॥ রাজ্যশ্রীর্ব্রহ্মশাপান্তা পাপান্তং ব্রহ্মবর্চ্চসং। আচারং ঘোষবাসান্তং কুলস্যান্তং স্ত্রিয়ঃ প্রভুঃ ॥ ৬০ ॥ সর্ব্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রিতাঃ। সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তং হি জীবিতং ॥ ৬১ ॥ যদীচ্ছেৎ পুনরাগন্তুং নাতিদূরমনুব্রজেৎ। উদকান্তান্নিবর্ত্তেত স্নিগ্ধবর্ণাচ্চ পাদপাৎ ॥ ৬২ ॥ অনায়কে ন বস্তব্যং বস্তব্যং বহুনায়কে। স্ত্রীনায়কে ন বস্তব্যং বস্তব্যং বালনায়কে ॥ ৬৩ ॥ পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে। পুত্রস্তু স্থবিরে কালে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥ ৬৪ ॥ ত্যজেদ্বন্ধ্যামষ্টমেঽব্দে নবমে তু মৃতপ্রজাং। একাদশে স্ত্রীজননীং সদ্যশ্চাপ্রিয়বাদিনীং ॥ ৬৫ ॥ অনর্থিত্বান্মনুষ্যাণাং ভিয়া পরিজনস্য চ। অর্থাদপেতমর্য্যাদা ত্রয়স্তিষ্ঠতি ভর্ত্তৃষু ॥ ৬৬ ॥ অশ্বং শ্রান্তং গজং মত্তং গাবঃ প্রথমসূতিকাঃ। অনূদকে চ মণ্ডূকান্ প্রাজ্ঞো দূরেণ বর্জ্জয়েৎ ॥ ৬৭ ॥ অর্থাতুরাণাং ন সুহৃন্ন বন্ধুঃ কামাতুরাণাং ন ভয়ং ন লজ্জা। চিন্তাতুরাণাং ন সুখং ন নিদ্রা ক্ষুধাতুরাণাং লবণং ন তেজঃ ॥ ৬৮ ॥ কুতো নিদ্রা দরিদ্রস্য পরপ্রেষ্যকরস্য চ। পরনারীপ্রসক্তস্য পরদ্রব্যহরস্য চ ॥ ৬৯ ॥ সুখং স্বপিত্যনৃণবান্ ব্যাধিমুক্তশ্চ যো নরঃ। সাবকাসস্তু যো ভুঙ্ক্তে যস্তু দারৈর্ন সঙ্গতঃ ॥ ৭০ ॥ অন্তসঃ

যুদ্ধক্ষেত্রে যাহা শত্রুগণ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাই বর্জ্জিত। ৫৫। যে স্ত্রী কখনও মত্ততাপ্রকাশ করে নাই, সেই প্রশস্তা স্ত্রী; যাহার কোন বিষয়ে তৃষ্ণা নাই, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত সুখী; যে ব্যক্তি বিশ্বস্ত, তাহাকেই মিত্র বলা যায়; আর যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত পুরুষ।৫৬। যে ব্যক্তি কেবল আত্মশ্লাঘা ও আত্মপ্রশংসা করে, তাহাকে আদর অথবা স্নেহ করা উচিত নহে এবং তাহার সহিত মিত্রতাও করিবে না। ৫৭। নদী অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, ভারত ও কুল ইহাদিগের মূল অনুসন্ধান করিবে না, কারণ, ইহাদিগের মূল অন্বেষণ করিলে দোষ হইতে পারে। ৫৮। নদীর সীমা সমুদ্র, মৈথুনের সীমা স্ত্রীর দুশ্চরিত্রতা খলতার সীমা জনরব এবং বিত্তের সীমা দুঃখ।৫৯। ব্রহ্মশাপ হইলেই রাজ্যশ্রীর অবসান হয়, ব্রহ্মতেজঃ আবির্ভূত হইলে পাপের অন্ত হয়, ঘোষপল্লীতে বাস করিলেই আচারের শেষ হয় এবং স্ত্রী প্রধানা হইলেই কুলের বিনাশ হয়। ৬০। সঞ্চয়ের অন্ত ক্ষয়, উচ্চতার অন্ত পতন, সংযোগের অন্ত বিয়োগ এবং জীবনের অন্ত মরণ। ৬১। যদি পুনর্ব্বার আগমন করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে বহুদূর গমন করিবে না। উদকান্ত গমন করিয়া নিবর্ত্তিত হইবে এবং সুস্নিগ্ধ পাদপের নিকটেও বসতি করিবে না ৬২। যে দেশে নায়ক নাই অথবা বহুনায়ক, স্ত্রীনায়ক কিম্বা বাল-নায়ক সেই রাজ্যে বাস করিবে না। ৬৩। স্ত্রীর বাল্য অবস্থাতে পিতা পালন করেন, যৌবনকালে স্বামী এবং স্থবিরাবস্থাতে পুত্র রক্ষা করে। কদাচ স্ত্রী স্বাধীন হইয়া থাকিতে পারে না। ৬৪। বন্ধ্যা স্ত্রীকে অষ্টবর্ষপর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া পরিত্যাগ করিবে, মৃতবৎসা স্ত্রীকে নববর্ষের পরে বর্জ্জন করিবে এবং যে স্ত্রী কেবল কন্যা প্রসব করে, তাহাকে একাদশ বর্ষে পরিত্যাগ করিবে, কিন্তু যে স্ত্রী অপ্রিবাদিনী তাহাকে সদ্যঃ বর্জ্জন করিবে ৬৫। যে ব্যক্তি সৎমতুষা এবং সাধারণের ভর্ত্তা, তাহার নিকট যাচকের প্রার্থনা বিফল হয় না, সর্ব্বদা পরিজন প্রতিপালনের ভয় থাকে এবং কখনও অর্থের নিমিত্ত তাহার সম্মান নষ্টহয় না। ৬৬। পরিশ্রান্ত অশ্ব, মদমত্ত হস্তী, প্রথম প্রসূতিকা গাভী এবং অনুদকস্থ মণ্ডূক, প্রাজ্ঞব্যক্তি এই সকল দূরে পরিত্যাগ করিবে। ৬৭। অর্থকৃপণ ব্যক্তির সুহৃদ ও বন্ধুবিবেচনা নাই, কামাতুর ব্যক্তির লজ্জা ও ভয় নাই, চিন্তাতুর ব্যক্তির সুখ ও নিদ্রা নাই এবং ক্ষুধাতুর ব্যক্তির লবণ ও জাতিভেদ, বিচার নাই। ৬৮। যে ব্যক্তি দরিদ্র, পরের প্রেষ্য, পরনারীপ্রসক্ত ও পরদ্রব্যাপহারক, তাহার নিদ্রা কোনরূপেই হইতে পারে না। ৬৯। যে ব্যক্তি ঋণশূন্য, রোগমুক্ত, কোন কার্য্যোতে এবং স্ত্রীতে অনুরক্ত নহে, সেই ব্যক্তি সুখে নিদ্রাভোগ করিতে

পরিমাণেন উন্নতং কমলং ভবেৎ। স্বস্বামিনা বলবতা ভৃত্যো ভবতি গর্ব্বিতঃ ॥ ৭১ ॥ স্থানস্থিতস্য পদ্মস্য মিত্রৌ বরুণভাস্করৌ। স্থানচ্যুতস্য তস্যৈব ক্লেদশোষণকারকৌ ॥ ৭২ ॥ পদে স্থিতস্য মিত্রা যে তে তস্য রিপুতাং গতাঃ। ভানোঃ পদ্মে জলে প্রীতিঃ স্থলোদ্ধরণশোষণঃ ॥ ৭৩ ॥ স্থানস্থিতানি পূজ্যন্তে পূজ্যন্তে চ পদে স্থিতাঃ। স্থানভ্রষ্টা ন পূজ্যন্তে কেশা-দন্তা নখা নরাঃ ॥ ৭৪ ॥ আচারঃ কুলমাখ্যাতি দেশমাখ্যাতি ভাষিতং। সম্ভ্রমঃ স্নেহমাখ্যাতি বপুরাখ্যাতি ভোজনং ॥ ৭৫ ॥ বৃথা বৃষ্টিঃ সমুদ্রস্য তৃপ্তস্য ভোজনং বৃথা। বৃথা দানং সমৃদ্ধস্য নীচস্য সুকৃতং বৃথা ॥ ৭৬ ॥ দূরস্থোপি সমীপস্থো যো যস্য হৃদয়ে স্থিতঃ। হৃদয়াদপি নিষ্ক্রান্তঃ সমীপস্থোপি দূরতঃ ॥ ৭৭ ॥ মুখভঙ্গঃ স্বরোদীনো গাত্রস্বেদোমহদ্ভয়ং। মরণে যানি চিহ্নানি তানি চিহ্নানি যাচতঃ ॥ ৭৮ ॥ কুব্জস্য কীটঘাতস্য বাতাগ্নিক্ষাসিতস্য চ। শিখরে বসতস্তস্য বরং জন্ম ন যাচিতং ॥ ৭৯ ॥ জগৎপতির্হি যাচিত্বা বিষ্ণুর্ব্বামনতাঙ্গতঃ। কোঽন্যোধিকতরস্তস্য যোঽর্থী যাতি ন লাঘবং ॥ ৮০ ॥ মাতা বৈরী পিতা শত্রুর্ব্বালো যেন ন পাঠিতঃ। সভামধ্যে ন শোভন্তে হংসমধ্যে বকো যথা ॥ ৮১ ॥ বিদ্যা নাম কুরূপরূপমধিকং বিদ্যাতিগুপ্তং ধনং বিদ্যা সাধুকরী জনপ্রিয়করী বিদ্যা গুরূণাং গুরুঃ। বিদ্যাবন্ধুজনার্ত্তিনাশনকরী বিদ্যা পরং দেবতা বিদ্যারাজসু পূজিতা চ ধনিনাং বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ ॥ ৮২ ॥ গৃহে চাভ্যন্তরে দ্রব্যং লগ্নঞ্চৈব তু দৃশ্যতে। অশেষং হরণীয়ঞ্চ বিদ্যা ন হ্রিয়তে পরৈঃ ॥ ৮৩ ॥

পারে। ৭০। জলের পরিমাণানুসারে কমলনাল উন্নত হয় এবং আপন প্রভুর বলানুসারে ভৃত্যবর্গও গর্ব্বিত হইয়া থাকে। ৭১। যখন পদ্ম আপন আবাসস্থান জলেতে অবস্থিতি থাকে, তখন বরুণ ও ভাস্কর তাহার পক্ষে বন্ধুব্যবহার করেন, পরে যখন ঐ পদ্ম স্থানভ্রষ্ট হইয়া স্থলেতে অবস্থিতি করে, তখন বরুণ সেই পদ্মকে ক্লিন্ন ও ভাস্কর তাহাকে শোষণ করিতে থাকেন। ৭২। পদস্থ অবস্থাতে যাহারা বন্ধু থাকে, তাহারাই অপদস্থ অবস্থায় শত্রু হয়। পদ্ম যখন জলে থাকে, তখন তাহাতে ভানু প্রীতি-প্রকাশ করেন এবং যখন ঐ পদ্ম উদ্ধৃত করিয়া স্থলেতে নিক্ষেপ করে, তখন সেই ভাস্কর ঐ পদ্মকে শোষণ করিয়া বিনষ্ট করেন।৭৩। আপন স্থলেতে ও আপন পদেতে অবস্থিত হইলেই তাহাকে লোকে পূজা করিয়া থাকে, কিন্তু স্থানভ্রষ্ট হইলে তাহাকে কেহ আদর করে না। নখ, দন্ত ও কেশ ইহারা স্থানচ্যুত হইলে লোকে তাহা স্পর্শ করিতেও ঘৃণা করে। ৭৪। আচার কুল প্রকাশ করে, ভাষা দেশ বলে, সম্ভ্রম স্নেহ জানায় এবং শরীর ভোজন বিজ্ঞাপন করে, অর্থাৎ লোকের আচার দেখিলেই সৎকুলে জাত কি অসৎকুলে উৎপন্ন? তাহা জানাযায়। ভাষা শুনিলেই সেই ব্যক্তির কোন দেশে জন্ম, তাহা বুঝিতে পারা যায়; সম্ভ্রম দর্শন করিলেই স্নেহ প্রকাশ পায় এবং শরীরদর্শন করিলেই সেই ব্যক্তি কিরূপ ভোজন করে, তাহা বোধ হয়। ৭৫। সমুদ্রেতে বৃষ্টি বৃথা, তৃপ্তব্যক্তির ভোজন নিষ্প্রয়োজন, যে ব্যক্তি ধনশালী তাহাকে দান করাতে কোন ফল নাই এবং যে ব্যক্তি নীচাশয়, তাহার সুকৃত বৃথা। ৭৬। যে যাহার হৃদয়বর্ত্তী, সে দূরস্থ হইলেও তাহার নিকটস্থ আর যে ব্যক্তি যাহার অপ্রিয়, সেই ব্যক্তি নিকটস্থ হইলেও তাহার দূরস্থ। ৭৭। মুখবৈকৃত্য, স্বরভঙ্গ, গাত্রস্বেদও মহাভয় যাচক ব্যক্তির যাচনকালে এই সকল মরণচিহ্ন হইয়া থাকে। ৭৮। যে ব্যক্তি উচ্চপদস্থ, তাহাকে যদি কীটে ভক্ষণ করে, সে কুব্জ হইয়া থাকে, বাতপীড়িত হয়, অথবা দেহত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়, তাহাও সে ভাল জ্ঞান করে, কিন্তু তথাপি তাহার যাচ্ঞা করা সহ্য হয় না। ৭৯। যিনি জগৎপতি বিষ্ণু, তিনিও বলিরাজের যজ্ঞে যাচ্ঞা করিয়া খর্ব্ব হইয়া ছিলেন, অতএব সেই বিষ্ণু হইতে অধিক কে আছে যে, যাচনাতে লাঘব পায় না। ৮০। যে মাতা ও পিতা বালককে অধ্যাপনা করেন না, সেই মাতা ও পিতা শত্রুস্বরূপ এবং সেই বালক হংসশ্রেণীমধ্যে বকের ন্যায় সভামধ্যে শোভা পায় না। ৮১। বিদ্যা কুরূপ ব্যক্তিদিগের রূপ, বিদ্যা গুপ্ত ধন, বিদ্যা অসাধুকে সাধু এবং অপ্রিয়কে প্রিয় করে। বিদ্যা গুরুর গুরু, বিদ্যা বন্ধুজনের পীড়ানাশিনী, বিদ্যা পরম দেবতা, বিদ্যা রাজপূজাবিধায়িনী এবং বিদ্যা ধনীর ধন। কিন্তু যে ব্যক্তি বিদ্যাবিহীন, সে পশুতুল্য। ৮২। গৃহের অভ্যন্তরে যে সকল দ্রব্য থাকে, তাহা অনায়াসে তস্করে অপহরণ করিতে পারে, কিন্তু

শৌনকায় নীতিসারো বিষ্ণুঃ সর্ব্বব্রতানি চ। হরীরিতো হরাদেতে অস্মাদ্ব্যাসাচ্ছুভঃ স্মৃতঃ ॥ ৮৪ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে নীতিসারঃ পঞ্চদশাধিক শততমোঽধ্যায়ঃ।

—•—

ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ ব্রতানি ব্যাস বক্ষ্যামি হরির্যৈঃ সর্ব্বদো ভবেৎ। সর্ব্বমাসর্ক্ষতিথিষু বারেষু হরিরর্চ্চিতঃ ॥ ২ ॥ একভক্তেন নক্তেন উপবাসফলাদিনা। দদাতি ধনধান্যাদি পুত্ত্ররাজ্যজয়াশয়া ॥ ৩ ॥ বৈশ্বানরঃ প্রতিপদি কুবেরঃ পূজিতোর্থদঃ। উপোষ্য ব্রহ্মা প্রতিপদ্যর্চ্চিতঃ শ্রীস্তথাশ্বিনীং ॥ ৪ ॥ দ্বিতীয়ায়াং যমোলক্ষ্মীর্নারায়ণ ইহার্থদঃ। তৃতীয়ায়াং ত্রিদেবাংশ্চ গৌরী-বিঘ্নেশ-শঙ্করান্ ॥ ৫ ॥ চতুর্থ্যাঞ্চ চতুর্ব্ব্যূহঃ পঞ্চম্যামর্চ্চিতো হরিঃ। কার্ত্তিকেয়ো রবিঃ ষষ্ঠ্যাং সপ্তম্যাং ভাস্করোঽর্থদঃ ॥ ৬ ॥ দুর্গাষ্টম্যাং নবম্যাঞ্চ মাতরোঽথ দিশোর্থদাঃ। দশম্যাঞ্চ যমশ্চন্দ্র একাদশ্যা-মৃষীন যজেৎ ॥ ৭ ॥ দ্বাদশ্যাঞ্চ হরিঃ কামত্রয়োদশ্যাং মহেশ্বরঃ। চতুর্দ্দশ্যাং পঞ্চদশ্যাং ব্রহ্মা চ পিতরোর্থদাঃ ॥ ৮ ॥ অমাবস্যাং পূজনীয়া বারা বৈ ভাস্করাদয়ঃ। নক্ষত্রাণি চ যোগাশ্চ পূজিতাঃ সর্ব্বদায়কাঃ ॥৯॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে তিথ্যাদিব্রতানি ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ মার্গশীর্ষে সিতে পক্ষে ব্যাসানঙ্গত্রয়োদশী। মল্লিকাজং দন্তকাষ্ঠং ধুস্তূরৈঃ পূজয়েচ্ছিবং ॥২॥ অনঙ্গায়েঽতিনৈবেদ্যৈর্ম্মধুপ্রাস্যাথ পৌষকে।

বিদ্যা কেহ হরণ করিতে পারেনা। ৮৩। এইরূপে বিষ্ণু শৌনককে নীতিসার বলিয়াছেন, সেই হরিকথিত বাক্য মহাদেব শ্রবণ করেন, মহাদেবের নিকট ব্যাসদেব শুনিয়াছিলেন এবং ব্যাসের নিকট এই শুভপ্রদ নীতিসার আমরা শ্রবণ করিয়াছি। ৮৪।

—•—

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন, হে ব্যাস! এক্ষণে ব্রতবিধি বলিব, এই বিধি অনুসারে ব্রতাচরণ করিলে হরি তাঁহার পক্ষে সর্ব্বপ্রদ হয়েন। সর্ব্ব মাস, সকল নক্ষত্র ও সকল তিথিতে হরিকে অর্চ্চনা করিবে। ১। ২। সাধক একাহারী নক্তভোজী, উপবাসী অথবা ফলমূলাহারী হইয়া পুত্রলাভ ও রাজ্য জয়ের আশাতে হরিকে উদ্দেশ করিয়া ধনধান্যাদি দান করিবে। ৩। প্রতিপদতিথিতে বৈশ্বানর ও কুবেরের অর্চ্চনা করিলে তাঁহারা অর্থপ্রদান করেন এবং উপবাস করিয়া ব্রহ্মার পূজা করিলে ব্রহ্মা তাহাকে শ্রী এবং ঘোটকী প্রদান করেন। ৪। দ্বিতীয়াতিথিতে যম, লক্ষ্মী ও নারায়ণের পূজা করিলে তাঁহারা সাধককে অর্থদান করিয়া থাকেন এবং তৃতীয়াতিথিতে গৌরী বিঘ্ননাশন ও শঙ্কর এই দেবত্রয়ের পূজা করিতে হইবে। ৫। চতুর্থীতিথিতে চতুর্ব্যূহ, পঞ্চমীতিথিতে নারায়ণকে পূজা করিবে, ষষ্ঠীতিথিতে কার্ত্তিকেয় ও রবি এবং সপ্তমীতিথিতে ভাস্করের অর্চ্চনা করিলে অর্থপ্রদান করেন। ৬। দুর্গাষ্টমী ও নবমীতিথিতে মাতৃগণ ও দিক্‌পালগণের পূজা করিলে তাঁহারা সাধককে অর্থদান করিয়া থাকেন। দশমী তিথিতে যম, ও চন্দ্র এবং একাদশী তিথিতে ঋষিগণের অর্চ্চনা করিবে। ৭। দ্বাদশীতে হরি এবং কামত্রয়োদশীতে মহেশ্বরের অর্চ্চনা করিবে। চতুর্দ্দশী ও পঞ্চদশী তিথিতে ব্রহ্মা ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করিলে তাঁহারা অর্থপ্রদান করেন। ৮। অমাবস্যা তিথিতে রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, ও শনি এই সপ্ত বার এবং অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ও বিষ্কম্ভপ্রভৃতি যোগের অর্চ্চনা করিলে তাঁহারা সর্ব্বদ্রব্য প্রদান করিয়া থাকেন। ৯।

—•—

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন, হে ব্যাস! অগ্রহায়ণমাসের শুক্লপক্ষে অনঙ্গত্রয়োদশীতিথিতে মল্লিকা বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ নিবেদন করিয়া ধুস্তূরপুষ্পদ্বারা শিবের পূজা করিবে। ১। ২। পৌষ মাসে মধু-

যোগেশ্বরং পূজয়েচ্চ বিল্বপত্রৈঃ কদম্বজং। দন্তকাষ্ঠং চন্দনাদি নৈবেদ্যং শষ্কুলীং দদেৎ ॥ ৩ ॥ মাঘে নটেশ্বরায়ার্চ্চ্য কুন্দৈর্মৌক্তিকমালয়া। প্লক্ষেণ দন্তকাষ্ঠঞ্চ নৈবেদ্যং পুরিকা মুনে ॥ ৪ ॥ বীরেশ্বরং ফাল্গুনে তু পূজয়েত্তু মরুবকৈঃ। শর্করাশাকমণ্ডাংশ্চ চূতজং দন্তধাবনং ॥ ৫ ॥ চৈত্রে যজেৎ সুরূপায় কর্পূরং প্রাশয়েদিতি। দন্তধাবনবটজং নৈবেদ্যং শষ্কুলীং দদেৎ ॥ ৬ ॥ পূজা চ মোদকৈঃ শম্ভোর্বৈশাখেঽশোকপুষ্পকৈঃ। মহারূপায় নৈবেদ্যং গুড়ভক্তং হ্যড়ুম্বরং ॥ ৭ ॥ দন্তকাষ্ঠং প্রাশয়েচ্চ দদেজ্জাতীফলন্তথা। প্রদ্যুম্নং পূজয়েৎ জ্যৈষ্ঠে চম্পকৈর্বিল্বজন্দশেৎ ॥ ৮ ॥ লবঙ্গাশস্তথাষাঢ়ে উমাভদ্রেতিশাসনঃ। অগুরুং দন্তকাষ্ঠঞ্চ তমপামার্গকৈর্যজেৎ ॥ ৯ ॥ শ্রাবণে করবীরঞ্চ শম্ভবে শূলপাণয়ে। গন্ধাসনোঘৃতাদ্যৈশ্চ করবীরজশোধনং ॥ ১০ সদ্যোজাতং ভাদ্রপদে বকুলৈঃ পুপকৈর্যজেৎ। গন্ধর্ব্বা শোমদনজমাশ্বিনে চ সুরাধিপং ॥ ১১ ॥ চম্পকৈঃ স্বর্ণবার্য্যাদো যজেন্মোদকসংপ্রদঃ। খাদিরং দন্তকাষ্ঠঞ্চ কার্ত্তিকে রুদ্রমর্চ্চয়েৎ ॥ ১২ ॥ বদর্য্যা দন্তকাষ্ঠঞ্চ দশনো দশমাশনঃ। ক্ষীরশাকপ্রদঃ পদ্মৈরব্দান্তে শিবমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৩ ॥ রতিমুক্ত অনঙ্গঞ্চ স্বর্ণমণ্ডলসংস্থিতং। গন্ধাদ্যৈর্দশসাহস্রং তিলব্রীহ্যাদি হোময়েৎ ॥ ১৪ ॥ জাগরং গীতবাদিত্রং প্রভাতেঽভ্যর্চ্চ্য বেদয়েৎ। দ্বিজায় শয্যাং পাত্রঞ্চ ছত্রং বস্ত্রমুপানহৌ ॥ ১৫ ॥ গাদিজং ভোজয়েদ্ভক্ত্যা কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ। এতদুদ্যাপনং সর্ব্বং ব্রতেষু ধ্যেয়মীদৃশং। ফলঞ্চ শ্রীযুতারোগ্যসৌভাগ্যসর্ব্বভাগ্‌ভবেৎ ॥ ১৬ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে অনঙ্গত্রয়োদশীব্রতং সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

প্রাশন করিয়া বহুবিধ নৈবেদ্য অনঙ্গদেবকে নিবেদন করিয়া বিল্বপত্রদ্বারা যোগেশ্বরের অর্চ্চনা এবং কদম্ববৃক্ষসম্ভূত দন্তকাষ্ঠ, চন্দন, নৈবেদ্য ও শষ্কুলী (পিষ্টকবিশেষ) নিবেদন করিতে হইবে। ৩। মুনিবর! মাঘমাসে কুন্দপুষ্প ও মৌক্তিকমালাদ্বারা নাটেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া প্লক্ষবৃক্ষসম্ভূত দন্তকাষ্ঠ, নৈবেদ্য ও পুরিকা নিবেদন করিবে। ৪। ফাল্গুনমাসে মরুবকপুষ্পদ্বারা বীরেশ্বরের পূজা করিয়া শর্করা, শাক এবং মণ্ড নিবেদনপূর্ব্বক চূত বৃক্ষসম্ভূত দন্তধাবনকাষ্ঠ প্রদান করিবে। ৫। চৈত্র মাসেতে কর্পূর প্রাশন করিয়া সুরূপ দেবের পূজা করিবে এবং বটবৃক্ষসম্ভূত দন্তকাষ্ঠ, শষ্কুলী ও নৈবেদ্য নিবেদন করিবে। ৬। বৈশাখ মাসে মোদক ও অশোকপুষ্প দ্বারা শম্ভুর পূজা করিবে মহারূপায় নমঃ এই মন্ত্রে নৈবেদ্য ও গুড়ান্ন নিবেদন করিয়া ওডুম্বরবৃক্ষসম্ভূত দন্তকাষ্ঠ এবং জাতীফল নিবেদন করিতে হইবে। জৈষ্ঠমাসে চম্পক পুষ্পদ্বারা প্রদ্যুম্নদেবের পূজা করিয় বিল্ববৃক্ষসম্ভূত দন্তকাষ্ঠ নিবেদন করিবে। ৭। ৮। সাধক লবঙ্গাশী হইয়া অসাঢ় মাসে অগুরুকাষ্ঠসম্ভূত দন্তধাবন নিবেদন করিয়া অপামার্গপুষ্প দ্বারা উমাভদ্রায় নমঃ এই মন্ত্রে অর্চ্চনা করিবে। ৯। শ্রাবণমাসে শূলপাণয়ে শম্ভবে নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিয়া করবীরপুষ্প, ঘৃতাদি উপহার এবং করবীকাষ্ঠসম্ভূত দন্তধাবন নিবেদন করিবে। ১০। ভাদ্রমাসে বকুলপুষ্প ও পিষ্টক দ্বারা সদ্যোজাতায় নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিয়া মদনবৃক্ষসম্ভূত দন্তকাষ্ঠ নিবেদন করিবে। আশ্বিনমাসে চম্পকপুষ্প দ্বারা সুরাধিপের পূজা করিয়া মোদক নিবেদন পূর্ব্বক খদির বৃক্ষসম্ভূত দন্তকাষ্ঠ নিবেদন করিবে। কার্ত্তিক মাসে বদরীবৃক্ষসম্ভূত দন্তকাষ্ঠ নিবেদন করিয়া রুদ্রদেবের পূজা করিবে। এবং ক্ষীর ও শাক প্রদানকরিয়া বৎসরান্তে পদ্মপুষ্প দ্বারা শিবের পূজা করিতে হইবে। ১১। ১২। ১৩। রতিমুক্ত ব্যক্তি গন্ধাদি উপচার দ্বারা স্বর্ণ মণ্ডলস্থিত অনঙ্গ দেবের পূজা করিবে। এবং তিল ও ব্রীহিদ্বারা দশসহস্র হোম করিতে হইবে। অনন্তর রাত্রিতে জাগরণ করিয়া গীতবাদ্যাদি দ্বারা নিশা যাপন করিবে। পরে প্রভাত কালে পুনর্ব্বার অর্চ্চনা করিয়া ব্রাহ্মণকে শয্যা, পাত্র, ছত্র, বস্ত্র ও উপানহদ্বয় প্রদান করিতে হইবে। ১৪। ১৫। পরে গো এবং ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া ব্রতী আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিবে। এই রূপে এক বৎসর পর্য্যন্ত ব্রতানুষ্ঠান করিয়া বৎসরান্তে ব্রত উদ্‌যাপন করিবে। এই ব্রতের নাম মদনত্রয়োদশী ব্রত, এই ব্রত করিলে স্ত্রী, পুত্র, আরোগ্য ও সৌভাগ্য লাভ হয়। ১৬।

অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ ব্রতং কৈবল্যশমনমখণ্ডদ্বাদশীং বদে। মার্গশীর্ষে সিতে পক্ষে গব্যাশী সমুপোষিতঃ ॥ ২ ॥ দ্বাদশ্যাং পূজয়েদ্বিষ্ণুং দদ্যান্মাসচতুষ্টয়ং। পঞ্চব্রীহিযুতং পাত্রং বিপ্রায়েদমুদাহরেৎ ॥ ৩ ॥ সপ্তজন্মনি যৎ কিঞ্চিন্ময়াখণ্ডব্রতং কৃতং। ভগবংস্তৎপ্রসাদেন তদখণ্ডমিহাস্তু মে ॥ ৪ ॥ যথাখণ্ডং জগৎ সর্ব্বং ত্বমেব পুরুষোত্তমঃ। তথাখিলান্যখণ্ডানি ব্রতানি মম সন্ত্বত ॥ ৫ ॥ শক্তুপাত্রাণি চৈত্রাদৌ শ্রাবণাদৌ ঘৃতান্বিতান্। ব্রতকৃদ্‌ব্রতপূর্ণন্তু স্ত্রীপুত্রস্বর্গভাগ্‌ভবেৎ ॥৬

ইতি গারুড়েমহাপুরাণে অখণ্ডদ্বাদশীব্রতং অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন, অনন্তর কৈবল্যপ্রদ অখণ্ড দ্বাদশী ব্রত বলিতেছি। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষেতে কেবল পঞ্চ গব্য ভোজন করিয়া থাকিবে, পরে দ্বাদশী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া বিধি পূর্ব্বক বিষ্ণুর পূজা করিবে। পরে অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন এই চারি মাস পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণকে পঞ্চব্রীহিযুক্ত পাত্র প্রদান করিবে। ১। ২। ৩। আমি সপ্ত জন্ম পর্য্যন্ত যে কিছু সুকৃত করিয়াছি, হে ভগবন্! তোমার প্রাসাদে আমার সেই সকল সুকৃত অখণ্ড হউক। যেমন এই জগৎ অখণ্ড এবং তুমি পুরুষোত্তম, সেই রূপ আমার সমস্ত ব্রত অখণ্ড হউক। এই রূপে বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করিবে। ৪। ৫। পরে চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই চারি মাসে পূর্ব্ববৎ বিষ্ণুর পূজা করিয়া ব্রাহ্মণকে শক্তুপূর্ণ পাত্র প্রদান করিবে। অনন্তর শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই মাসচতুষ্টয়ে পূর্ব্বৎ ব্রাহ্মণকে ঘৃতপূর্ণ পাত্র প্রদান করিতে হইবে। এই রূপ একবৎসর পর্য্যন্ত ব্রত করিলে অখণ্ড দ্বাদশীব্রত হয়। এই ব্রত করিলে ব্রতী ব্যক্তি ইহকালে স্ত্রীপুত্রাদি সুখসম্পৃত্তি লাভ করিয়া অন্তকালে স্বর্গলোকে গমন করিতে পারে। ৬।

ঊনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ অগস্ত্যার্ঘব্রতং বক্ষ্যে ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কং। অপ্রাপ্তে ভাস্করে কন্যাং সতি ভাগে ত্রিভির্দিনৈঃ ॥ ২ অর্ঘ্যং দদ্যাদগস্ত্যায় মূর্ত্তিং সংপূজ্য বৈ মুনে। কাশপুষ্পময়ীং কুম্ভে প্রদোষে কৃতজাগরঃ ॥ ৩ ॥ দধ্যক্ষতাদ্যৈঃ সংপূজ্য উপোষ্য ফলপুষ্পকৈঃ। পঞ্চবর্ণসমাযুক্তং হেমরৌপ্যসমন্বিতং ॥ ৪ ॥ সপ্তধান্যযুতং পাত্রং দধিচন্দনচর্চ্চিতং। অগস্ত্যঃ খলমানেতি মন্ত্রেণার্ঘ্যং প্রদাপয়েৎ ॥ ৫ ॥ কাশপুষ্পপ্রতীকাশ অগ্নিমারুতসম্ভব। মিত্রাবরুণয়োঃ পুত্র কুম্ভযোনে নমোঽস্তু তে ॥ ৬ ॥ শূদ্রস্ত্র্যাদিরনেনৈব ত্যজেদ্ধান্যং ফলং রসং। দদ্যাদ্দ্বিজাতয়ে কুম্ভং সহিরণ্যং সদক্ষিণং। ভোজয়েচ্চ দ্বিজান্ সপ্ত বর্ষান্ কৃত্বা তু সর্ব্বভাক্ ॥ ৭ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে অগস্ত্যার্ঘ্যব্রতং ঊনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ঊনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিতেছেন, অনন্তর অগস্ত্যার্ঘ্য ব্রত বলিতেছি। এই ব্রত ভুক্তিমুক্তিপ্রদ। ভাস্কর কন্যা রাশি গত না হইতে অর্থাৎ ভাদ্রমাসের শেষ তৃতীয় ভাগ তিন দিন পর্য্যন্ত এই ব্রত করিবে। ১। ২। কুম্ভমধ্যে কাশপুষ্পময়ী অগস্ত্যপ্রতিমূর্ত্তি করিয়া প্রদোষ সময়ে পূজা করিবে। পরে অগস্ত্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া রাত্রিতে জাগরণ করিতে হইবে। ৩। ব্রতী ব্যক্তি উপবাস করিয়া দধি, অক্ষত, ফল, পুষ্পাদি নানাবিধ উপহারে অগস্ত্যের অর্চ্চনা করিয়া অর্ঘ প্রদান করিবে। অর্ঘপাত্র পঞ্চবর্ণ সংযুক্ত, স্বর্ণরৌপ্যসমন্বিত, সপ্তধান্যযুক্ত, এবং দধিচন্দনচর্চ্চিত করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে অর্ঘ প্রদান করিতে হইবে। ৪। ৫। হে অগস্ত্য! তুমি কাশ পুষ্পের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, অগ্নিমারুতসম্ভূত মিত্রাবরুণের পুত্র এবং কুম্ভযোনি, তোমাকে নমস্কার করি। এই মন্ত্রে অর্ঘ প্রদান করিতে হইবে। ৬। শূদ্র এবং স্ত্রীও এই রূপে ব্রতানুষ্ঠান করিতে পারে। এই ব্রতানুষ্ঠান কালে ব্রতী ধান্য, ফল ও রস পরিত্যাগ করিবে এবং ব্রাহ্মণকে সুবর্ণদক্ষি

বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ ॥১॥ রম্ভাতৃতীয়াং বক্ষ্যে চ সৌভাগ্য-শ্রীসুতাদিদাং। মার্গশীর্ষে সিতে পক্ষে তৃতীয়ায়া-মুপোষিতঃ ॥২॥ গৌরীং যজেদ্বিল্বপত্রৈঃ কুশোদককর-স্তুতঃ। কাদম্বদো গিরিসুতাং পৌষে মরুবকৈর্যজেৎ ॥৩॥ কর্পূরাদঃ কৃশরদো মল্লিকাদন্তকাষ্ঠকৃৎ। মাঘে সুভদ্রাং কহ্লারৈর্ঘৃতাশোমণ্ডকপ্রদঃ ॥ ৪ ॥ গীতীময়ং দন্তকাষ্ঠং ফাল্গুনে গোমতীং যজেৎ। কুন্দৈঃ কৃত্বা দন্তকাষ্ঠং জীবাশঃ শস্কুলীপ্রদঃ ॥ ৫ ॥ বিশালাক্ষীং মদনকৈশ্চৈত্রে কৃশরসম্প্রদঃ। দধিপ্রাশো দন্তকাষ্ঠং তগরং শ্রীমুখীং যজেৎ। বৈশাখে কর্ণিকারৈশ্চ অশোকশো রদপ্রদঃ ॥ ৬ ॥ জ্যৈষ্ঠে নারায়ণীমর্চ্চেৎ শতপত্রৈশ্চ খণ্ডদঃ। লবঙ্গাশো ভবেদেব আষাঢ়ে মাধবীং যজেৎ ॥ ৭ ॥ তিলাশো বিল্বপত্রৈশ্চ ক্ষীরান্নবটকপ্রদঃ। ঔডুম্বরং দন্তকাষ্ঠং তগর্য্যা শ্রাবণে শ্রিয়ং ॥ ৮ ॥ দন্ত-কাষ্ঠং মল্লিকায়া ক্ষীরদো হ্যুত্তমাং যজেৎ। পদ্মৈর্যজে-দ্ভাদ্রপদে শৃঙ্গদাশো গুড়াদিদঃ ॥ ৯ ॥ রাজপুত্রী-ঞ্চাশ্বযুজে জবাপুষ্পৈশ্চ জীরকং। প্রাশয়েন্নিশি নৈবেদ্যৈঃ কৃশরৈঃ কার্ত্তিকে যজেৎ ॥ ১০ ॥ জাতীপুষ্পৈঃ পদ্মজাঞ্চ পঞ্চগব্যাশনো যজেৎ। ঘৃতোদনঞ্চ বর্ষান্তে সপত্নীকান্ দ্বিজান্ যজেৎ ॥ ১১ ॥ উমামহেশ্বরং পূজ্য প্রদদ্যাচ্চ গুড়াদিকং। বস্ত্রছত্রসুবর্ণাদ্যৈ রাত্রৌ চ কৃতজাগরঃ। গীতবাদ্যৈর্দদেৎ প্রাতর্গবাদ্যং সর্ব্ব-মাপ্নুয়াৎ ॥ ১২ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে রম্ভাতৃতীয়াব্রতং বিংশ-ত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

পার সহিত কুম্ভদান করিতে হইবে। পরে ব্রাহ্মণ ভোজন করা-ইয়া ব্রত সাঙ্গ করিবে। এই রূপে সপ্ত বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রত করিলে ব্রতী সর্ব্ব সম্পত্তি লাভ করিতে পারে। ৭।

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিতেছেন, অনন্তর রম্ভাতৃতীয়া ব্রত বলিতেছি। এই ব্রত করিলে ব্রতী সৌভাগ্য, স্ত্রী এবং সুতাদি লাভ করিতে পারে। অগ্রহায়ণমাসের শুক্লপক্ষে তৃতীয়া তিথিতে উপবাস করিয়া কুশ এবং জলগ্রহণপূর্ব্বক বিল্বপত্র দ্বারা গৌরীর অর্চ্চনা করিয়া কদম্ববৃক্ষসম্ভূত দন্তকাষ্ঠ নিবেদন করিবে। পৌষমাসে গিরিরাজনন্দিনী মরুবক পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া কর্পূরাশী হইয়া কৃশর প্রদান করিবে এবং মল্লিকা কাষ্ঠের দন্তধাবন দিতে হইবে। মাঘমাসে কহ্লারপুষ্প দ্বারা সুভদ্রা দেবীর অর্চ্চনা করিয়া ঘৃতপ্রাশনপূর্ব্বক দেবীকে মণ্ড প্রদান করিয়া গীতময় দন্তকাষ্ঠ প্রদান করিবে। ফাল্গুন মাসে গোমতীর পূজা করিয়া কুন্দকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন নিবেদন করিতে হইবে এবং জবাপু ভক্ষণ করিয়া দেবীকে শষ্কুলী প্রদান করিবে। ১-৫। চৈত্র মাসে মদনপুষ্প দ্বারা বিশালাক্ষীর অর্চ্চনা করিয়া কৃশর প্রদান পূর্ব্বক দধিপ্রাশন করিয়া তগর কাষ্ঠের দন্ত ধাবন নিবেদন করিবে। বৈশাখ মাসে কর্ণিকার পুষ্প দ্বারা শ্রীমুখী দেবীর অর্চ্চনা করিয়া অশোক কলিকা ভক্ষণ পূর্ব্বক অশোক কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন নিবেদন করিবে। ৬। জ্যৈষ্ঠমাসে পদ্মপুষ্প দ্বারা নারায়ণী দেবীর পূজা করিয়া গুড়প্রদানপূর্ব্বক লবঙ্গপ্রশান করিয়া থাকিবে। আষাঢ়মাসে বিল্বপত্র দ্বারা মাধবী দেবীর পূজা করিবে। ৭। শ্রাবণমাসে তিলাশী হইয়া ক্ষীরান্নবটক প্রদানপূর্ব্বক ওডুম্বর বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ নিবেদন করিতে হইবে। এবং শ্রীর পূজা করিয়া তগরকাষ্ঠের দন্তধাবন প্রদান পূর্ব্বক ক্ষীর প্রদান করিবে। ভাদ্রমাসে মল্লিকাবৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ প্রদান-পূর্ব্বক পদ্মপুষ্প দ্বারা উত্তমার পূজা করিয়া গুড়াদি প্রদান করিতে হইবে। ৮। ৯। আশ্বিনমাসে জবাপুষ্প দ্বারা রাজ-পুত্রীর অর্চ্চনা করিয়া রাত্রিতে জীরক ভক্ষণ করিবে। কার্ত্তিক-মাসে কৃশর, নৈবেদ্য এবং জাতীপুষ্পদ্বারা পদ্মজা দেবীর পূজা করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। এই রূপে এক-বৎসর পর্য্যন্ত ব্রত করিয়া বৎসরান্তে ঘৃতোদন প্রদান করিবে এবং দ্বিজদম্পতীর পূজা করিতে হইবে। ১০। ১১। অনন্তর উমামহেশ্বরের পূজা করিয়া বস্ত্র, ছত্র, সুবর্ণাদি ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া গীত বাদ্যাদি দ্বারা রাত্রিতে জাগরণ করিতে হইবে। প্রাতঃকালে গবাদি দান করিবে। এই ব্রত করিলে সর্ব্বাভিলষিত দ্রব্য লাভ হয়। ১২।

একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ চাতুর্ম্মাস্যব্রতান্যাচে একাদশ্যাং সমাচরেৎ। আষাঢ্যাং পৌর্ণমাস্যাম্বা সর্ব্বেণ হরিমর্চ্চ্যচ ॥ ২ ॥ ইদং ব্রতং ময়া দেব গৃহীতং পুরতস্তব। নির্বিঘ্নং সিদ্ধিমাপ্নোতু প্রশন্নে ত্বয়ি কেশব ॥ ৩॥ গৃহীতেঽস্মিন্ ব্রতে দেব যদ্য পূর্ণে ম্রিয়াম্যহং। তন্মে ভবতু সম্পূর্ণং ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন ॥ ৪ ॥ এবমভ্যর্চ্চ্য গৃহ্ণীয়াৎ ব্রতার্চ্চনজপাদিকং। সর্ব্বাঘঞ্চ ক্ষয়ং যাতি চিকীর্ষেদ্ যো হরেব্র্ব্রতং ॥ ৫ ॥ স্নাত্বা যশ্চতুরোমাসানেকভক্তেন পূজয়েৎ। বিষ্ণুং স যাতি বিষ্ণোর্ব্বৈ লোকং মলবিবর্জ্জিতং ॥ ৬ ॥ মদ্যমাংসসুরাত্যাগী বেদবিদ্ধরিপূজনাৎ। তৈলবর্জ্জী বিষ্ণুলোকং বিষ্ণুভাক্ কৃচ্ছ্রপাদকৃৎ ॥ ৭ ॥ একরাত্রোপবাসাচ্চ দেবোবৈমানিকো ভবেৎ। শ্বেতদ্বীপং ত্রিরাত্রাত্তু ব্রজেৎ ষষ্ঠাস্নকৃন্নরঃ ॥ ৮ ॥ চান্দ্রায়ণাদ্ধরের্দ্ধাম লভেন্মুক্তিমযাচিতাং। প্রাজাপত্যং বিষ্ণুলোকং পরাকব্রতকৃদ্ধরিং ॥ ৯ ॥ শক্তু যাবকভিক্ষাশী পয়োদধিঘৃতাশনঃ। গোমূত্রযাবকাহারঃ পঞ্চগব্যকৃতাশনঃ ॥ শাকমূলফলত্যাগী রসবর্জ্জীচ বিষ্ণুভাক্ ॥ ১০ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতানি একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিতেছেন, এইক্ষণ চাতুর্ম্মাস্যব্রত বলিতেছি। আষাঢ় মাসের একাদশীতে অথবা পূর্ণিমাতে এই ব্রত আরম্ভ করিবে। ব্রতারম্ভকালে হরির অর্চ্চনা করিতে হইবে। ১। ২। ব্রতারম্ভকালে এই মন্ত্রত্রয় পাঠ করিবে। হে কেশব ! আমি তোমার নিকট এই ব্রত গ্রহণ করিলাম, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেই আমার এই ব্রত নির্বিঘ্নে সিদ্ধ হইতে পারে। ৩। হে দেব ! আমি এই ব্রত গ্রহণ করিলাম, যদি ব্রত সম্পূর্ণ না হইতে আমার মরণ হয়, তাহা হইলে তোমার প্রসাদে যেন আমার এই ব্রত সম্পূর্ণ হয়, ইহাই আমার প্রার্থনা। ৪। উক্ত প্রকারে ব্রত গ্রহণ করিয়া অর্চ্চনা জপাদি করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ চাতুর্ম্মাস্য ব্রত করে, তাহার সর্ব্বপাপ ক্ষয় পায়। ৫ যে ব্যক্তি আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই চারি মাস স্নান করিয়া একাহারী হইয়া বিষ্ণুর পূজা করে, সেই ব্যক্তি বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারে। ৬। বেদবিদ্ ব্যক্তি মদ্য, মাংস, সুরা ও তৈল পরিত্যাগ করিয়া হরির অর্চ্চনা করত এই ব্রতানুষ্ঠান করিলে, সেই ব্যক্তি বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া বিষ্ণুর সাযুজ্য লাভ করে। ৭। একমাত্র উপবাস করিলে সেই ব্যক্তি দেবত্ব প্রাপ্ত হয় এবং ত্রিরাত্র উপবাস করিলে শ্বেতদ্বীপে গমন করে। ৮ এই চাতুর্ম্মাস্য ব্রতমধ্যে চান্দ্রায়ণ করিলে অযাচিত মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। প্রাজাপত্য ব্রত করিলে বিষ্ণুলোকে গমন হয় এবং পরাক ব্রত করিলে হরিকে প্রাপ্ত হয়। ৯। এই ব্রতে শক্তু, যাবক, দধি, দুগ্ধ অথবা ঘৃত ভক্ষণ করিয়া থাকিবে কিম্বা ভিক্ষালব্ধ অন্ন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। অথবা গোমূত্র যাবক, পঞ্চগব্য ভোজন করিবে। শাক, মূল, ফল ও রস বর্জ্জন করিতে হইবে। এইরূপ ব্রত করিলে বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি হয়। ১০।

দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ ব্রতং মাসোপবাসাখ্যং সর্ব্বোৎকৃষ্টং বদামি তে। বাণপ্রস্থো যতির্নারী কুর্য্যান্মাসোপবাসকং ॥ ২ ॥ আশ্বিনস্য সিতে পক্ষে একাদশ্যামুপোষিতঃ। ব্রতমেতত্তু গৃহ্ণীয়াদ্ যাবত্রিংশদ্দিনানি তু ॥ ৩ ॥ অদ্যপ্রভৃত্যহং বিষ্ণোর্যাবদুত্থানকং তব। অর্চ্চয়ে ত্বা মনশ্চাংস্ত দিনানি ত্রিংশদেব তু ॥৪॥ কার্ত্তি-

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন সর্ব্বব্রতের প্রধান মাসোপবাসাখ্য ব্রত বলিতেছি। বাণপ্রস্থ, যতি ও নারী ইহারা এই মাসোপবাসাখ্য ব্রত করিবে। ১। ২। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতে উপবাস করিয়া এই ব্রত গ্রহণ করিবে। এবং এক মাস অর্থাৎ ত্রিশদিন পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়। ৩। ব্রতারম্ভকালে এই রূপে বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করিবে। হে বিষ্ণো ! আমি অদ্য হইতে তোমার উত্থানদিবস পর্য্যন্ত উপবাসী থাকিয়া তোমার

কাশ্বিনস্যের্দ্বিষ্ণো দ্বাদশ্যোঃ শুক্লয়োরহং। ম্রিয়ে যদ্যন্তরালেতু ব্রতভঙ্গোন মে ভবেৎ ॥ ৫ ॥ হরিং যজেৎ ত্রিষবণস্নায়ী গন্ধাদিভির্ব্রতী। গাত্রাভ্যঙ্গং গন্ধলেপং দেবতায়তনে ত্যজেৎ ॥ ৬ ॥ দ্বাদশ্যামথ সংপূজ্য প্রদদ্যাদ্দ্বিভোজনং। ততশ্চ পারণং কুর্য্যাদ্ধরের্মাসোপবাসকৃৎ ॥ ৭ ॥ দুগ্ধাদি প্রাশনং কুর্য্যাৎ ব্রতস্থো মূর্চ্ছিতোন্তরা। দুগ্ধাদ্যৈর্ন ব্রতং নশ্যেদ্ভুক্তিমুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৮ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে মাসোপবাসাখ্য ব্রতং দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ ব্রতানি কার্ত্তিকে বক্ষ্যে স্নাত্বা বিষ্ণুং প্রপূজয়েৎ। একভক্তেন নক্তেন মাসং বাযাচিতেন বা ॥ ২ ॥ দুগ্ধশাকং ফলাদ্যৈর্ব্বা উপবাসেন বা পুনঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ প্রাপ্তকামো হরিং ব্রজেৎ ॥ ৩ ॥ সদা হরের্ব্রতং শ্রেষ্ঠং ততঃ স্যাদ্দক্ষিণায়নে। চাতুর্ম্মাস্যে ততস্তস্মাৎ কার্ত্তিকে ভীষ্মপঞ্চকং ॥ ৪ ॥ ততঃ শ্রেষ্ঠব্রতং শুক্ল একাদশ্যাং সমাচরেৎ। স্নায়াত্রিকালং পিত্রাদীন্ যবাদ্যৈরর্চ্চয়েৎ হরিং ॥ ৫ ॥ যজেন্মৌনী ঘৃতাদ্যৈশ্চ পঞ্চগব্যেন বারিভিঃ। স্নাপয়িত্বাথকর্পূরমুখৈশ্চৈবানুলেপয়েৎ ॥ ৬ ॥ ঘৃতাক্তগুগ্‌গুলৈর্ধূপং দ্বিজঃ পঞ্চদিনং দহেৎ। নৈবেদ্যং পরমান্নন্তু জপেদষ্টোত্তরং শতং ॥ ৭ ॥ ওঁ নমো বাসুদেবায় ঘৃতব্রীহিতিলাদিকং। অষ্টাক্ষরেণ মন্ত্রেণ স্বাহান্তেন তু হোময়েৎ ॥ ৮ ॥ প্রথমেঽহ্নি হরেঃ পাদৌ যজেৎ পদ্মৈর্দ্বিতীয়কে। বিল্বপত্রৈর্জানুদেশং নাভিং গন্ধেন চাপরে ॥ ৯ ॥ স্কন্ধৌ বিল্ব-

---

অর্চ্চনা করিব ।৪। হে বিষ্ণো! আমি আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশী হইতে কার্ত্তিকমাসের শুক্লদ্বাদশী পর্য্যন্ত ব্রত করিব, যদি ইহার মধ্যে আমার মরণ হয়, তাহা হইলেও যেন আমার ব্রতভঙ্গ না হয়, ইহাই আমার প্রার্থনীয়। ৫। ব্রতী ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া গন্ধাদি দ্বারা হরিকে পূজা করিবে। এই ব্রতকালে গাত্রে তৈলসেবন ও গন্ধাদিধারণ পরিত্যাগ করিবে। ৬। আশ্বিনমাসের শুক্ল একাদশী হইতে কার্ত্তিকমাসের শুক্লাএকাদশী পর্য্যন্ত এক মাস উপবাস ও হরির পূজা করিয়া দ্বাদশী দিনে ব্রতী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া পারণ করিবে। এইরূপ একমাস নিয়মপালন করিয়া হরির পূজা ও উপবাস করিলেই মাসোপবাসাখ্য ব্রত হইয়া থাকে। ৭। ব্রতী ব্যক্তি একমাস পর্য্যন্ত উপবাসে অশক্ত হইলে দুগ্ধাদি পান করিতে পারে, তাহাতে ব্রতভঙ্গ হয় না। এই ব্রত করিলে ব্রতী ইহ কালে নানা প্রকার সুখভোগ করিয়া অন্তে মুক্তিপদ পায়। ৮।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলেন, অনন্তর কার্ত্তিকমাসে যে সকল ব্রত বিহিত আছে, সেই সকল ব্রত বলিব। কার্ত্তিকমাসে প্রাতঃস্নান করিয়া বিষ্ণুকে পূজা করিবে। কার্ত্তিকমাসে একমাস পর্য্যন্ত একাহারী অথবা নক্তাহারী হইয়া ব্রত করিবে। অথবা অযাচিত লভ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। ১। ২। কার্ত্তিক মাসে কেবল দুগ্ধ, শাক ও ফলাহার অথবা উপবাস করিয়া ব্রতাচরণ করিলে সেই ব্রতী সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতেমুক্ত হইয়া আপন কাম্য দ্রব্য প্রাপ্ত হয় এবং অন্তকালে হরিকে লাভ করিতে পারে ।৩। সর্ব্বদাই হরির ব্রতের শ্রেষ্ঠতা আছে। বিশেষতঃ দক্ষিণায়নে হরির ব্রত প্রশস্ত। সর্ব্বপ্রকার বার্ষিক ব্রতের মধ্যে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত প্রধান এবং চাতুর্ম্মাস্য ব্রত অপেক্ষা ভীষ্মপঞ্চক ব্রত সর্ব্ব প্রধান। কার্ত্তিকমাসের শুক্ল পক্ষের একাদশীতে এই ব্রত আচরণকরিবে এবং ত্রিসন্ধ্যা স্নানকরিয়া যবাদি দ্বারা পিতৃলোকেরঅর্চ্চনা করিতে হইবে। ৪। ৫। ব্রতী মৌনী হইয়া ঘৃতাদি, পঞ্চগব্য ও শুদ্ধ জল দ্বারা বিষ্ণুকে স্নানকরাইয়া কর্পূরাদি সুগন্ধি অনুলেপন দ্রব্য দ্বারা দেবতার অঙ্গ অনুলিপ্ত করিবে। ৬। পরে একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পঞ্চদিন ঘৃতাক্ত গুগ্‌গুল দ্বারা ধূপ প্রদান করিবে। এবং নৈবেদ্য ও পরমান্ন নিবেদন করিয়া অষ্টোত্তর শত মূল মন্ত্র জপ করিবে। ৭। ওঁ নমো বাসুদেবায় এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রে পূজা করিয়া ওঁ নমো বাসুদেবায় স্বাহা, এই মন্ত্রে সঘৃত ব্রীহি ও তিলাদি হোম করিবে। ৮। প্রথম দিবসে পদ্মপুষ্প দ্বারা হরির পাদদ্বয়ে পূজা করিবে, দ্বিতীয় দিবসে বিল্বপত্র দ্বারা হরির জানুদেশে অর্চ্চনা

জবাভিশ্চ পঞ্চমেঽহ্নি শিরোঽর্চ্চয়েৎ। মালত্যা ভূমশায়ী স্যাদ্‌গোময়ং প্রাশয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ১০ ॥ গোমূত্রং ক্ষীরদধি চ পঞ্চমে পঞ্চগব্যকং। নক্তং কুর্য্যাৎ পঞ্চদশ্যাং ব্রতী স্যাদ্ভুক্তিমুক্তিভাক্ ॥ ১১ ॥ একাদশীব্রতং নিত্যং তৎ কুর্য্যাৎ পক্ষয়োর্দ্বয়োঃ। অঘৌঘনরকং হন্যাৎ সর্ব্বদং বিষ্ণুলোকদং ॥ ১২ ॥ একাশী দ্বাদশী চ নিশান্তে চ ত্রয়োদশী। নিত্যমেকাদশী যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ ॥ ১৩ ॥ দশম্যেকাদশী যত্র তত্রস্থা শচাসুরাদয়ঃ। দ্বাদশ্যাং পারণং কুর্য্যাৎ সূতকে মৃতকে চরেৎ ॥ ১৪ ॥ চতুর্দ্দশী প্রতিপদি পূর্ব্বমিশ্রামুপাবসেৎ। পৌর্ণমাস্যামমাবাস্যাং প্রতিপন্মিশ্রিতা মুনে ॥ ১৫ ॥ ।দ্বতীয়াং তৃতীয়ায়ামশ্রাং তৃতীয়াঞ্চাপ্যুপাবসেৎ। চতুর্থ্যা সঙ্গতাম্নিত্যং চতুর্থীঞ্চানয়া যুতাং। পঞ্চমীং ষষ্ঠীসংযুক্তাং ষষ্ঠ্যা যুক্তাঞ্চ পঞ্চমীং ॥ ১৬ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ভীষ্মপঞ্চকাদিব্রতং ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ শিবরাত্রিব্রতং বক্ষ্যে কথাঞ্চ সর্ব্বকামদং। যথা চ গৌরী ভূতেশং পৃচ্ছতি স্ম পরং ব্রতং ॥ ২ ॥ ঈশ্বর-উবাচ ॥ ৩ ॥ মাঘফাল্গুণয়োর্ম্মধ্যে কৃষ্ণা যা তু চতুর্দ্দশী। তস্যাং জাগরণাদ্রুদ্রঃ পূজিতো ভুক্তিমুক্তিদঃ ॥ ৪ ॥ কামযুক্তো হরিঃ পূজ্যো দ্বাদশ্যামিব কেশবঃ। উপোষিতৈঃ পূজিতঃ সন্নরকা-

---

করিতে হইবে এবং তৃতীয় দিবসে গন্ধদ্বারা নাভি দেশে পূজা করিবে। ৯। চতুর্থদিবসে বিল্বপত্র ও জবাপুষ্প দ্বারা বিষ্ণুর স্কন্ধদেশে পূজা করিয়া পঞ্চম দিবসে মালতীপুষ্প দ্বারা নারায়ণের শিরোদেশে পূজা করিবে। এই ব্রতে ভূমিতে শয়ন করিয়া থাকিতে হইবে এবং পঞ্চদিনে ক্রমশঃ গোময়াদি পঞ্চ দ্রব্য ভক্ষণ করিবে। প্রথমদিনে গোময়, দ্বিতীয় দিবসে গোমূত্র, তৃতীয় দিবসে দুগ্ধ, চতুর্থ দিবসে দধি এবং পঞ্চমদিবসে রাত্রিতে পঞ্চগব্য আহার করিয়া থাকিবে। যে ব্যক্তি এইরূপে ব্রতাচরণ করে, সেই ব্যক্তি ইহ কালে বিবধ কাম্যদ্রব্য ভোগ করিয়া অন্তে মুক্তি লাভ করিতে পারে। ১০। ১১। একাদশী ব্রত নিত্য, অর্থাৎ কখনও একাদশী লঙ্ঘন করিবে না। শুক্ল ও কৃষ্ণ এই উভয় পক্ষেই একাদশী ব্রত করিবে। একাদশী ব্রত করিলে বিষ্ণু ব্রতীর সর্ব্বপ্রকার পাপরাশি বিনাশ করিয়া সর্ব্ব প্রকার অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করেন এবং অন্তকালে মুক্তি দিয়া থাকেন। ১২। একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে পারণ করিবে এবং নিশাবসানে ত্রয়োদশীতে যথাবৎ ব্যবহার করিবে। যে ব্যক্তি নিত্য একাদশী ব্রত করে, বিষ্ণু সর্ব্বদা তাহার সন্নিহিত থাকেন। ১৩। যে দিনেতে দশমী ও একাদশী সংযুক্ত হয়, সেই দিনে উপবাস করিলে আসুরিক উপবাস হয়, অতএব দশমীযুক্ত একাদশীতে উপবাস করা বিধেয় নহে। একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে পারণ করিবে। অশৌচাদিতে একাদশী ব্রতের বাধ হয় না। ১৪। চতুর্দ্দশী ও প্রতিপৎ এই দুই তিথি পূর্ব্বতিথিযুক্ত হইলে তাহাতে উপবাস করিবে। অর্থাৎ ত্রয়োদশীযুক্ত চতুর্দ্দশী এবং অমাবস্যা অথবা পূর্ণিমা যুক্ত প্রতিপৎই উপবাস ব্রতে গ্রাহ্য। পূর্ণিমা ও অমাবস্যা এই দুই তিথিও প্রতিপৎ তিথির সহিত যে দিনে যুক্ত হইবে, সেই দিনেই উপবাস করিবে। ১৫। তৃতীয়াযুক্ত দ্বিতীয়াতে উপবাস করা বিধেয়, এবং চতুর্থীসংযুক্তা তৃতীয়া উপবাস ব্রতাদিতে আদরণীয়। তৃতীয়াযুক্ত চতুর্থীতে উপবাস করিবে এবং পঞ্চমীযুক্ত ষষ্ঠী ও ষষ্ঠী পঞ্চমী যুক্ত হইলেই তাহাতে উপবাসাদি করিতে হইবে। ১৬।

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন, অনন্তর শিবরাত্রিব্রত ও উক্ত ব্রতের কথা বলিতেছি। এই ব্রত করিলে সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিপূর্ণ হয়। পূর্ব্বকালে গৌরী মহেশ্বরকে এই শিবরাত্রিব্রত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ১। ২। মহেশ্বর বলিয়াছিলেন, মাঘ ও ফাল্গুণমাসের মধ্যে যে কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী, তাহাতে উপবাস ও জাগরণ করিলে মহাদেব পূজিত হইয়া ভুক্তি মুক্তি প্রদান করেন। ৩। ৪। যেমন একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশীতে বিষ্ণুর পূজা করিলে সর্ব্বপ্রকার কামনাসিদ্ধি হয়। সেইরূপ

তারয়েত্তথা ॥ ৫ ॥ নিষাদশ্চার্ব্বুদে রাজা পাপী সুন্দরসেনকঃ। স কুক্কুরৈঃ সমাযুক্তো মৃগান্ হন্তুং বনং গতঃ॥ ৬॥ মৃগাদিকমসংপ্রাপ্য ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতো-গিরৌ। রাত্রৌ তড়াগতীরেষু নিকুঞ্জে জাগ্রদাস্থিতঃ ॥ ৭॥ তত্রাস্তি লিঙ্গং সংরক্ষঞ্চরীরঞ্চাক্ষিপত্ততঃ। পর্ণানি চাপতন্ মূর্দ্ধ্নি লিঙ্গস্যৈব নজানতঃ॥ ৮॥ তেন ধূলিনিরোধায় ক্ষিপ্তং নীরঞ্চ লিঙ্গকে। শরঃ প্রমাদেনৈকস্তু প্রচ্যুতঃ করপল্লবাৎ॥ ৯॥ জানুভ্যামবনীং গত্বা লিঙ্গং স্পৃষ্ট্বা গৃহীতবান্॥ এবং স্নানং স্পর্শনঞ্চ পূজনং জাগরো ভবৎ॥ ১০॥ প্রাতর্গৃহাগতো ভার্য্যাদত্তান্নং ভুক্তবান্ সচ। কালে মৃতো যমভটৈঃ পাশৈর্ব্বদ্ধা তু নীয়তে॥ ১১॥ তদা মম গণৈর্যুদ্ধে জিত্বা মুক্তীকৃতঃ সচ। কুক্কুরেণ সহৈবাভূদ্গণোমৎপার্শ্বগোঽমলঃ ॥১২॥ এবমজ্ঞানতঃ পুণ্যং জ্ঞানাৎপুণ্যমথাক্ষয়ং। ত্রয়োদশ্যাং শিবং পুজ্য কুর্য্যাত্তু নিয়মং ব্রতী॥ ১৩॥ প্রাতর্দ্দেব চতুর্দ্দশ্যাং জাগরিষ্যাম্যহং নিশি। পুজাং দানং তপোহোমং করিষ্যামাত্মশক্তিতঃ॥ ১৪॥ চতুর্দ্দশ্যাং নিরাহারো ভূত্বা শম্ভো পরেঽহনি। ভোক্ষ্যেঽহং ভুক্তিমুক্ত্যর্থং শরণং মে ভবেশ্বর॥ ১৫॥ পঞ্চগব্যামৃতৈঃ স্নাপ্য অন্তকালে গুরুং শ্রিতঃ। ওঁনমো নমঃ শিবায় গন্ধাদ্যৈঃ পূজয়েদ্ধরং॥ ১৬॥ তিলতণ্ডুলব্রীহীংশ্চ জুহুয়াৎ সঘৃতং চরুং। হুত্বা পূর্ণাহুতিং দত্ত্বা শৃণুয়াদ্গীতসৎকথাং॥ ১৭॥ অর্দ্ধরাত্রে ত্রিয়ামে চ চতুর্থে চ পুনর্যজেৎ। মূলমন্ত্রং তথা জপ্ত্বা প্রভাতেতু ক্ষমাপয়েৎ॥ ১৮॥ অবিঘ্নেন ব্রতং দেব ত্বৎপ্রসাদাদর্চ্চিতং।

শিবরাত্রিব্রত করিলে মহাদেব ব্রতীকে নরক হইতে ত্রাণ করেন। ৫। পূর্ব্বকালে অর্ব্বুদদেশে সুন্দরসেন নামক পাপিষ্ঠ নিষাদরাজ বাসকরিত। একদা ঐ নিষাদরাজ একটি কুক্কুরকে সঙ্গে করিয়া মৃগয়ার্থ বনে গিয়াছিল। ৬। দৈবযোগবশতঃ সেই ব্যাধ মৃগাদি কোন পশুই পাইল না এবং ক্ষুধা ও পিপাসাতে সমধিক কাতর হইয়াছিল। এমন সময়ে রাত্রি উপস্থিত হইলে নিষাদ উপায়ান্তর না দেখিয়া পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া কোন সরোবরে তীরে নিকুঞ্জমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৭। সেই নিকুঞ্জ মধ্যে একটি শিবলিঙ্গ ছিল, ব্যাধ আপন শরীররক্ষার্থ সেই নিকুঞ্জমধ্যে বাস করিতে লাগিল, তাহাতে সেই শিবলিঙ্গের উপরি পত্র সকল পতিত হইয়াছিল। ব্যাধ কিছুই জানিত না। ৮। সেই নিকুঞ্জমধ্যে অনেক ধূলি ছিল, ব্যাধ সেই ধূলি পরিষ্কার করণার্থ জলদ্বারা ধৌত করিল। প্রমাদবশতঃ ব্যাধের হস্ত হইতে একটি বাণ ভূতলে পতিত হইল, ব্যাধ জানুদ্বারা গমন করিয়া সেই বাণ গ্রহণ করিল, ইহাতে ব্যাধের শিবলিঙ্গ স্পর্শ হইল, এই সকল কারণে সেই দিনে ব্যাধের স্নান, স্পর্শন, পূজন ও জাগরণ সিদ্ধ হইল। ৯। ১০। অনন্তর রজনীপ্রভাত হইলে ব্যাধ আপন আবাসে গমন করিয়া ভার্য্যাপ্রদত্ত অন্ন গ্রহণকরিল। অনন্তর ব্যাধের আয়ুকাল পূর্ণ হইলে যমদূত আসিয়া ব্যাধকে পাশদ্বারা বন্ধনকরিয়া যমপুরে নয়নার্থ প্রস্থান করিল। এমন সময় আমার দূত যাইয়া যমদূতকে জয় করিয়া ব্যাধকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিল। অনন্তর সেই ব্যাধ কুক্কুরের সহিত মৎপুরে আগমন করিয়া আমার পার্শ্বচরগণ মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া রহিল। ১১। ১২। এইরূপে ব্যাধ অজ্ঞানতঃ উপবাস করিয়াও এইরূপ ফল পাইল, যাহারা জ্ঞানতঃ এই শিবরাত্রিব্রত করে, তাহাদিগের সর্ব্বপ্রকার পাপক্ষয় হইয়া থাকে। এই ব্রতানুষ্ঠানে ত্রয়োদশীদিনে ব্রতী শিবের অর্চ্চনা করিয়া সংযত হইয়া থাকিবে। ১৩। চতুর্দ্দশীদিবসে প্রাতঃকালে এইরূপে সঙ্কল্প করিবে। হেমহেশ্বর। আমি অদ্য চতুর্দ্দশী রাত্রিতে উপবাস পূর্ব্বক জাগরণ করিয়া আপন শক্তি অনুসারে পূজা, দান, জপ ও হোম করিব। ১৪। এইরূপে চতুর্দ্দশীদিনে উপবাস করিয়া পরাহে পারণ করিবে। পারণ কালে এইরূপে মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিবে। হে মহেশ্বর! আমি ভোজন করি, তুমি আমার ভুক্তিমুক্ত্যর্থ আশ্রয় প্রদান কর। ১৫। পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা শিবলিঙ্গ স্নানকরাইয়া অন্তকালে গুরুদেবের আশ্রয় লইবে। ওঁ নমঃ শিবায় এই মন্ত্রে গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিয়া তিলতণ্ডুল, ব্রীহি ও সঘৃতচরু দ্বারা হোম করিবে। অনন্তর পূর্ণাহুতি প্রদানকরিয়া কথা শ্রবণ করিবে। ১৬। ১৭। প্রদোষে অর্দ্ধরাত্রে, তৃতীয়যামে এবং চতুর্থপ্রহরে পূজা করিতে হইবে। পূজান্তে মূলমন্ত্র জপ করিয়া প্রভাতকালে দেবতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। ১৮। হেহর! তোমার প্রসাদতঃ আমার এইব্রত নির্ব্বিঘ্নে সাধিত

ক্ষমস্ব জগতাং নাথ ত্রৈলোক্যাধিপতে হর ॥ ১৯ ॥ যন্ময়াদ্য কৃতং পুণ্যং য রুদ্রস্য নিবেদিতং। ত্বৎ প্রদাদান্ময়া দেব ব্রতমদ্য সমর্পিতং ॥ ২০ ॥ প্রসন্নোভব মে শ্রীমন্ গৃহং প্রতি চ গম্যতাং। ত্বদালোকনমাত্রেণ পবিত্রোঽস্মি ন সংশয়ঃ। ভোজয়েদ্ধ্যাননিষ্ঠাংশ্চ বস্ত্রছত্রাদিকং দদেৎ ॥ ২১ ॥ দেবাদিদেব ভূতেশ লোকানুগ্রহকারক। যন্ময়া শ্রদ্ধয়া দত্তং প্রীয়তাং তেন মে প্রভুঃ ॥ ২২ ॥ ইতি ক্ষমাপ্য চ যতী কুর্য্যাৎ দ্বাদশবার্ষিকং। কীর্ত্তিশ্রীপুত্ররাজ্যাদি প্রাপ্য শৈবং পুরং ব্রজেৎ ॥ ২৩ ॥ দ্বাদশেষপি মাসেষু প্রকুর্য্যাদিহ জাগরং। যতীন্ দ্বাদশ সংভোজ্য দীপদঃ স্বর্গমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৪ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে শিবরাত্রিব্রতং চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হইল, তুমি ত্রিভুবনের অধীশ্বর, আমার প্রতি ক্ষমা কর। ১৯। আমি পূর্ব্ব যাহা কিছু পুণ্য করিয়াছি, তাহা ভগবান্ রুদ্রকে নিবেদন করিয়াছি। হেদেবদেব আমি তোমার অনুগ্রহে অদ্য আমার ব্রতাদি কার্য্য সকল তোমাকে সমর্পণ করিলাম। ২০। হে শ্রীমন্ হর! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও এবং আমি তোমাকে আহ্বান করিয়াছিলাম, এইক্ষণ তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর। আমি তোমাকে দর্শন করিয়া পবিত্র হইলাম্ এইরূপে মহাদেবকে বিসর্জ্জন করিয়া ধ্যাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া বস্ত্র ছত্রাদি প্রদান করিবে। ২১। হে দেবাদিদেব! হে ভূতেশ্বর! তুমি লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাক, আমি শ্রদ্ধাপুরঃসর যাহা কিছু দিয়াছি, তদ্দ্বারা আপনি প্রীত হউন। ২২। এইরূপে বিসর্জ্জন করিয়া দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত করিবে। তাহাতে ব্রতী ইহকালে কীর্ত্তি, সম্পদ ও রাজ্যাদি লাভকরিয়া, অন্তকালে শিবপুরে গমন করিতে পারে। ২৩। দ্বাদশ মাসেতে এইরূপে পূজা উপবাস ও জাগণ করিবে, অনন্তর দ্বাদশ ব্রতীকে ভোজন করাইয়া দীপ প্রদান করিবে, ইহাতে ব্রতী স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে। ২৪।

—০—

পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

পিতামহ-উবাচ ॥ ১ ॥ মান্ধাতা চক্রবর্ত্ত্যাসীদুপোষ্যৈকাদশীং নৃপঃ। একাদশ্যাং নভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥ ২ ॥ দশম্যেকাদশীমিশ্রা গান্ধার্য্যা সমুপোষিতা। তস্যাঃ পুত্রশতং নষ্টং তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৩ ॥ দশম্যেকাদশী যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ। বহুবাক্যবিরোধেন সন্দেহো জায়তে যদা ॥ ৪ ॥ দ্বাদশী তু তদা গ্রাহ্যা ত্রয়োদশ্যান্তু পারণং। একাদশী কলাপি স্যাদুপোষ্যা দ্বাদশী তথা ॥ ৫ ॥ একাদশী দ্বাদশী চ বিশেষেণ ত্রয়োদশী। ত্রিমিশ্রা সা তিথির্গ্রাহ্যা সর্ব্বপাপহরা শুভা ॥ ৬ ॥ একাদশীমুপোষ্যৈব দ্বাদশীমথবা দ্বিজ। ত্রিমিশ্রাঞ্চৈব কুর্ব্বীত ন দশম্যাযুতাং ক্বচিৎ ॥ ৭ ॥ রাত্রৌ জাগরণং কুর্ব্বন পুরাণশ্রবণং

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

পিতামহ বলিলেন, পূর্ব্বকালে মান্ধাতানামে রাজা ছিলেন, তিনি এই একাদশীতে উপবাস করিয়া সসাগরা ধরার অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়াছিলেন, অতএব শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের একাদশীতে কেহই ভোজন করিবে না। ১। ২। গান্ধারী দশমী সংযুক্তা একাদশীতে উপবাস করিয়াছিলেন, তাহাতে গান্ধারীর একশত পুত্র বিনষ্ট হইল, অতএব দশমী যুক্তা একাদশী বর্জ্জন করিবে। কেহ তাহাতে উপবাস করিবে না। ৩। "দশমীযুক্ত একাদশীতে হরি সন্নিহিত থাকেন" যখন এই রূপ বাক্য বিরোধ দৃষ্টে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে। যদি দ্বাদশীদিনে এক কলা একাদশীও থাকে, তথাপি দ্বাদশী দিনেই উপবাস করা বিধেয়। ৪। ৫। যে দিনেতে একাদশী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী এই তিথিত্রয়ের মিশ্রণ হয়, সেই দিনেতে উপবাস করিলে সর্ব্বপ্রকার পাপ বিনাশ হয়। ৬। যে দিনে শুদ্ধ একাদশী থাকে, সেই দিনেই উপবাস করা বিধেয়, অথবা দ্বাদশীযুক্ত একাদশীতেও উপবাস করিতে পারে কিম্বা যে দিনে একাদশী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী এই তিথিত্রয়ের মিলন হয়, সেই দিনে উপবাস করিবে, কিন্তু কদাচ দশমীযুক্তা একাদশীতে উপবাস করিবে না। ৭। রাত্রিতে জাগরণ, পুরাণশ্রবণ ও গদাধরের

নৃপঃ। গদাধরং পুজয়ংশ্চ উপোষ্যৈকাদশীদ্বয়ং। রুক্মাঙ্গদো যযৌ মোক্ষমন্তে চৈকাদশীব্রতং ॥ ৮ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে একাদশীমাহাত্ম্যং পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—•—

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ যেনার্চ্চনেন বৈলোক্যো জগাম পরমাং গতিং। তমর্চ্চনং প্রবক্ষ্যামি ভুক্তিমুক্তিকরং পরং ॥ ২ ॥ সামান্যমণ্ডলং ন্যস্য ধাতারং দ্বারদেশতঃ। বিধাতারং তথা গঙ্গাং যমুনাঞ্চ মহানদীং ॥ ৩ ॥ দ্বারশ্রিয়ঞ্চ দণ্ডঞ্চ প্রচণ্ডং বাস্তুপুরুষং। মধ্যে চাধারশক্তিঞ্চ কূর্ম্মঞ্চানন্তমর্চ্চয়েৎ ॥ ৪ ॥ ভুমিং ধর্ম্মং তথা জ্ঞানং বৈরাগ্যৈশ্বর্য্যমেব চ। অধর্ম্মাদীংশ্চ চতুরঃ কন্দনালঞ্চ পঙ্কজং ॥ ৫ ॥ কর্ণিকাং কেশরং সত্ত্ব রাজসন্তামসং গুণং। সূর্য্যাদিমণ্ডলান্যেব বিমলাদ্যাশ্চ শক্তয়ঃ ॥ ৬ ॥ দুর্গাং গণং সরস্বতীং ক্ষেত্রপালঞ্চ কোণকে। আসনং মূর্ত্তিমভ্যর্চ্চ্য বাসুদেবং বলং স্মরং ॥ ৭ ॥ অনিরুদ্ধং মহাত্মানং নারায়ণমথার্চ্চয়েৎ। হৃদয়াদীনি চাঙ্গানি শঙ্খাদীন্যায়ুধানি চ ॥ ৮ ॥ শ্রিয়ং পুষ্টিঞ্চ গরুড়ং গুরুং পরগুরুং যজেৎ। ইন্দ্রাদীন্‌ দিক্ষ্বধোনাগমূর্দ্ধং ব্রহ্মাণমর্চ্চয়েৎ ॥ ৯ ॥ বিশ্বক্‌-সেনমথৈশান্যাং প্রোক্তং পুজনমাগমে। সকৃদভ্যর্চ্চিতো দেবো-যেনৈবং বিধিপূর্ব্বকং ॥ ১০ ॥ ন তস্য সম্ভবোভূয়ঃ সংসারেঽস্মিন্মহাত্মনঃ। পুণ্ডরীকায় সংপুজ্য ব্রহ্মাণঞ্চ গদাধরং ॥ ১১ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ষড়্‌বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—

সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ মাঘমাসে শুক্লপক্ষে সূর্য্যর্ক্ষেণ যুতা পুরা। একাদশী তথা চৈকা ভীমেন সমুপোষিতা ॥ ২ ॥ আশ্চর্য্যন্তু ব্রতং কৃত্বা পিতৃণামনৃণোঽভবৎ।

অর্চ্চনা করিয়া একাদশীর উপবাস করিবে, এইরূপে একাদশীর উপবাস করিয়া রুক্মাঙ্গদ রজা মোক্ষপদ পাইয়াছিলেন। ৮।

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন, যে অর্চ্চনা দ্বারা মানবগণ পরমাগতি লাভ করিতে পারে, সেই ভুক্তিমুক্তিপ্রদ অর্চ্চনা বলিব। ১। ২। দ্বারদেশে সামান্য মণ্ডল করিয়া তাহাতে ধাতা, বিধাতা, গঙ্গা, যমুনা ও মহানদীর পূজা করিতে হইবে। ৩। পরে সেই মণ্ডলের দ্বারদেশে শ্রী, দণ্ড, প্রচণ্ড ও বাস্তুপুরুষের পূজা করিয়া মধ্যে কূর্ম্ম, আধারশক্তি অনন্ত ইহাদিগের পূজা করিবে। ৪। তৎপরে ভূমি, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য, কন্দ, নাল ও পঙ্কজ ইহাদিগের অর্চ্চনা করিবে। ৫। পরে কর্ণিকা, কেশর, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়, সূর্য্যমণ্ডল, চন্দ্রমণ্ডল, বহ্নিমণ্ডল এবং বিমলাপ্রভৃতি শক্তির পূজা করিতে হইবে। ৬। অনন্তর দুর্গা, গণেশ, সরস্বতী, ও ক্ষেত্রপাল কোণচতুষ্টয়ে এই চারিদেবতার পূজা করিবে। পরে আসন ও মূর্ত্তির পূজা করিয়া বাসুদেব, বলভদ্র ও স্মরের পূজা করিতে হইবে। ৭। পরে অনিরুদ্ধ, ও মহাত্মা নারায়ণের পূজা করিয়া হৃদয়াদি ষড়ঙ্গ ও শঙ্খাদি অস্ত্রের পূজা করিতে হইবে। পরে শ্রী, পুষ্টি, গরুড়, ও পরমগুরুর অর্চ্চনা করিয়া অষ্টদিকে ইন্দ্রাদি অষ্টদিক্‌পাল, অধোদেশে অনন্ত এবং উর্দ্ধে ব্রহ্মার পূজা করিবে। ৮। ৯। অনন্তর ঈশানকোণে বিশ্বক্‌সেনের পূজা করিতে হইবে। এইরূপে পূজাবিধি কথিত হইল, যে ব্যক্তি এইরূপ বিধি অনুসারে একবারমাত্র পূজা করে, সেই ব্যক্তি মহাত্মা, এই সংসারে তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। এই পূজাতে পুণ্ডরীক ও গদাধরের পূজা করিতে হইবে। ১০। ১১।

সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন, মাঘমাসের শুক্লপক্ষযুক্তা হস্তানক্ষত্রে একাদশীতে ভীম উপবাস করিয়াছিলেন, এজন্য ঐ একাদশীর নাম ভৈমী একাদশী হইয়াছে। ১। ২। ভীমসেন ঐ একা-

ভৈমদ্বাদশী বিখ্যাতা প্রাণিনাং পুণ্যবর্দ্ধিনী ॥ ৩ ॥ নক্ষত্রেণ বিনাপ্যেষা ব্রহ্মহত্যাদি নাশয়েৎ। বিনিহন্তি মহাপাপং কুনৃপোবিষয়ং যথা ॥ ৪ ॥ কুপুত্রস্তু কুলং যদ্বৎ কুভার্য্যা চ পতিং যথা। অধর্ম্মশ্চ যথা ধর্ম্মঃ কুমন্ত্রী চ যথা নৃপং ॥ ৫ ॥ অজ্ঞানেন যথা জ্ঞানং শৌচতাশৌচতাং যথা। অশ্রদ্ধয়া যথা শ্রাদ্ধং সত্যঞ্চৈবানৃতৈর্যথা ॥ ৬ ॥ হিমং যথোষ্ণমাহন্যাদনর্থং চার্থসঞ্চয়ঃ। যথা প্রকীর্ত্তনাদ্দানং তপোবৈ বিষয়াদ্যথা ॥ ৭ ॥ অশিক্ষয়া যথা পুত্রোগাবোদূরগতৈর্যথা। ক্রোধেন চ যথা শান্তির্যথাবিত্তমবর্দ্ধনাৎ ॥৮॥ জ্ঞানেনৈব যথাবিদ্যা নিষ্কামেন যথা ফলং। তথৈব পাপনাশায় প্রোক্তেয়ং দ্বাদশী শুভা ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ। যুগপদুপজানাতি ন নিহন্তি ত্রিপুষ্করং ॥ ১০ ॥ ন চাপি নৈমিষং ক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রং প্রভাসকং। কালিন্দী যমুনা গঙ্গা ন চৈব ন সরস্বতী ॥ ১১ ॥ ন চৈব সর্ব্বতীর্থানি একাদশ্যাঃ সমোনহি। ন দানং ন জপোহোমো ন চান্যং সুকৃতং ক্বচিৎ ॥ ১২ ॥ একতঃ পৃথিবীদানমেকতো হরিবাসরঃ। ততোপ্যেকা মহা পুণ্যা ইয়মেকাদশী বরা ॥ ১৩ ॥ অস্মিন্ বরাহপুরুষং কৃত্বা দেবস্তু হাটকং। ঘটোপরি নবে পাত্রে কৃত্বা বৈ-তাম্রভাজনে ॥ ১৪ ॥ সর্ব্ববীজভৃতোবিম্বাঃ সিত-বস্ত্রাবগুণ্ঠিতে। সহিরণ্যপ্রদীপাদ্যৈঃ কৃত্বা পূজাং প্রযত্নতঃ ॥ ১৫ ॥ বরাহায় নমঃ পাদৌ ক্রোড়াকৃতি নমঃ কটিং। নাভিং গভীরঘোষায় উরঃ শ্রীবৎসধারিণে ॥ ১৬ ॥ বাহুং সহস্রশিরসে গ্রীবাং সর্ব্বেশ্বরায় চ। মুখং

দশীর উপবাসরূপ আশ্চর্য্য ব্রত করিয়া পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয়েন। ঐ বিখ্যাত ভৈমী দ্বাদশী সৰ্ব্বলোকের পুণ্যবৰ্দ্ধন করেন। যে ব্যক্তি ঐ একাদশীতে উপাস করিয়া দ্বাদশীতে পারণ করে, তাহার পুণ্যবর্দ্ধন হইয়া থাকে। ৩। উক্ত নক্ষত্রযোগ না হইলেও কেবল একাদশীতে উপবাস করিবে। তাহাতেও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ বিনাশ পায়। যেমন রাজা কুমার্গগামী হইলে আপন বিষয় বিনাশ করে, সেইরূপ এই একাদশী সকলপ্রকার মহাপাপ বিনাশ করিয়া থাকে। ৪। যেমন কুপুত্র কুল নষ্ট করে, কুভার্য্যা পতিকে পাতিত করে, ধৰ্ম্ম অধৰ্ম্ম ক্ষয়করে, এবং কুমন্ত্রী রাজাকে বিনাশ করে। ৫। যেমন অজ্ঞান জ্ঞানের বিনাশ করে, শুচিতা অশৌচ নষ্টকরে অশ্রদ্ধা শ্রদ্ধা বিনাশ করে, সত্য অসত্যকে নষ্টকরে। ৬। যেমন গ্রীষ্ম হিমের বিনাশ করে, অসদাচরণ সঞ্চিত ধন বিনাশ করে, যেমন বাক্যদ্বারা কীর্ত্তন করিলে দানজফল বিনষ্ট হয় এবং বিষয়ানুরাগ তপস্যা বিনাশ পায়। ৭। যেমন শিক্ষাদানব্যতিরেকে পুত্র নষ্ট হয়, দূরগমনে গোসকল বিনাশ পায়, যেমন ক্রোধদ্বারা শান্তিগুণের নাশ হয়, এবং বৃদ্ধির উপায় না করিলে বিত্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৮। যেমন জ্ঞানদ্বারা অবিদ্যা বিনাশ পায় এবং কামনা না থাকিলে কৰ্ম্মের ফল নষ্ট হয়; সেইরূপ এই দ্বাদশী সমস্ত পাপ বিনাশ করে। ৯। ব্রহ্মহত্যা সুরাপান, স্বর্ণস্তেয় ও গুরুপত্নীগমন এই সকল পাপ একদা সমুৎপন্ন হইলে তাহা এই একাদশীব্রত ভিন্ন অন্যকোন কার্য্যে বিনাশ পায় না। ত্রিপুষ্করা হইলে সকল কুল বিনাশ করিতে পারে, তথাপি এই সকল পাপ বিনাশ করিতে পারে না। ১০। নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র, প্রভাসতীর্থ, কালিন্দী, যমুনা, গঙ্গা ও সরস্বতী এই সকল মহাতীর্থ উক্ত পাপ সকল বিনাশ করিতে পারে না, কেবল ভৈমী একাদশীই সকল প্রকার পাপ নাশকরিতে পারে। ১১। সৰ্ব্বপ্রকার তীর্থসেবা দান, জপ, হোম ও অন্যান্য সুকৃত কিছুই একাদশীর তুল্য নহে। একাদশীদিনে উপবাস করিলে যেরূপ ফল সাধন হয়, অন্যান্য কোন কার্য্যেই সেইরূপ ফলের প্রত্যাশা নাই। ১২। সমস্ত পৃথিবীদান ও একাদশী ব্রত তুলনা করিলে একাদশীব্রতই প্রধান বলিয়া বোধ হইবে। ১৩। এই উপবাস ব্রতে স্বর্ণময় বরাহদেবের প্রতিমূর্ত্তি করিয়া ঘটোপরি নূতন তাম্রপাত্র স্থাপন পূর্ব্বক পূজা করিতে হইবে। ১৪। ঐ প্রতিমূর্ত্তি শ্বেত বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া হিরণ্য প্রদীপাদি নানাবিধ উপচারে পূজা করিতে হইবে। ১৫। বরাহায় নমঃ এই মন্ত্রে সেই প্রতিমূর্ত্তির পাদদ্বয়ে পূজা করিয়া ক্রোড়াকৃতয়ে নমঃ এই মন্ত্রে কটিদেশের এবং গভীরঘোষায় নমঃ এই মন্ত্রে নাভিতে অর্চ্চনা করিবে। পরে শ্রীবৎসধারিণে নমঃ এই মন্ত্রে বক্ষঃস্থলে পূজা করিতে হইবে। ১৬। সহস্রশিরসে নমঃ এই মন্ত্রে বাহুতে, সৰ্ব্বেশ্বরায়নমঃ এই মন্ত্রে গ্রীবাতে,

সর্ব্বাত্মনে পূজ্যং ললাটং প্রভবায় চ ॥ ১৭ ॥ কেশাঃ শতময়ুখায় পূজ্যা দেবস্য চক্রিণঃ। বিধিনা পূজয়িত্বা তু কৃত্বা জাগরণং নিশি ॥ ১৮ ॥ শ্রুত্বা পুরাণং দেবস্য মাহাত্ম্যপ্রতিপাদকং। প্রাতর্ব্বিপ্রায় দত্বা চ যাচকায় শুভায় তৎ ॥ ১৯ ॥ কনকক্রোড়সহিতং সন্নিবেদ্যপরিচ্ছদং। পশ্চাত্তু পারণং কুর্য্যান্নাতিতৃপ্তঃ সকৃদ্‌ব্রতঃ ॥ ২০ ॥ এবং কৃত্বা নরোবিদ্বান্নভূয়স্তনপো ভবেৎ। উপোষ্যৈকাদশীং পুণ্যাং মুচ্যতে বৈশ্বণত্রয়াৎ। মনোভিলষিতাব্যাপ্তিঃ কৃত্বা সর্ব্বব্রতাদিকং ॥ ২১ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে একাদশীমাহাত্ম্যং সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ ব্রতানি ব্যাস বক্ষ্যামি যৈস্তুষ্টঃ সর্ব্বদোহরিঃ। শাস্ত্রোদিতো হি নিয়মো ব্রতং তচ্চ তপোমতং ॥ ২ ॥ নিয়মাস্তু বিশেষাঃ স্যুঃ ব্রতস্যস্য যমাদয়ঃ। নিত্যং ত্রিষবণং স্নায়াদধঃ শায়ী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩ ॥ স্ত্রীশূদ্রপতিতানাস্তু বর্জ্জয়েদভিভাষণং। পবিত্রাণি চ পঞ্চৈব জুহুয়াচ্চৈব শক্তিতঃ ॥ ৪ ॥ কৃচ্ছ্রাণ্যেতানি সর্ব্বাণি চরেৎ সুকৃতবান্নরঃ। কেশানাং রক্ষণার্থস্তু দ্বিগুণং ব্রতমাচরেৎ ॥ ৫ ॥ কাংস্যং মাসং মসুরঞ্চ চণকং কোরদুষকং। শাকং মধু পরান্নঞ্চ বর্জ্জয়েদুপবাসবান্ ॥ ৬ ॥ পুষ্পালঙ্কারবস্ত্রাণি ধূপগন্ধানুলেপনং। উপবাসেন দুষ্যেত্তু দন্তধাবনমঞ্জনং ॥ ৭ ॥ দন্তকাষ্ঠং পঞ্চগব্যং কৃত্বা প্রাতর্ব্রতঞ্চরেৎ। অসকৃজ্জলপানাচ্চ তাম্বূলস্য চ ভক্ষণাৎ। উপবাসঃ প্রদুষ্যেত দিবাস্বপ্নাচ্চমৈথুনাৎ ॥ ৮ ॥ ক্ষমা সত্যং দয়া দানং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। দেবপূজাগ্নিহবনে সন্তোষাস্তেয়মেব চ ॥ ৯ ॥ সর্ব্বব্রতেষ্বয়ং ধর্ম্মঃ সামান্যোদশধা স্মৃতঃ। নক্ষত্রদর্শনান্নক্তমনক্তং নিশিভোজনং ॥ ১০ ॥

সর্ব্বাত্মনেনমঃ এই মন্ত্রে মুখে, প্রভবায় নমঃ এই মন্ত্রে ললাটে পূজা করিবে। ১৭। শতময়ুখায় নমঃ এই মন্ত্রে কেশে পূজা করিয়া বিধান পূর্ব্বক বরাহদেবের পূজা এবং রাত্রিতে জাগরণ করিতে হইবে। ১৮। তৎপরে বরাহদেবের মাহাত্ম্য প্রকাশক পুরাণোক্ত সৎকথা শ্রবণ করিয়া প্রাতঃকালে পাঠক বিপ্রকে সসুবর্ণ পরিচ্ছদ প্রদান পূর্ব্বক ব্রতী স্বয়ং পারণ করিবে। পারণে অধিক ভোজন করিবে না এবং একবার মাত্র অল্পপরিমাণে ভোজন করিবে। ১৯। ২০। উক্তরূপে বিদ্বান্ ব্যক্তি ব্রত করিলে তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না! পুণ্যদায়িনী একাদশীর উপবাস করিলে গর্ভধারণ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে পারে এবং সর্ব্বপ্রকার অভিলষিত দ্রব্য লাভ হয়। এই ব্রত সর্ব্বব্রতের প্রদান করে। ২১।

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন, ব্রহ্মণে নানাবিধ ব্রত বলিতেছি; এই সকল ব্রত করিলে হরি সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বদ্রব্য প্রদান করেন। শাস্ত্রোক্ত নিয়ম পালনের নাম ব্রত। ইহাই মহাতপস্যা। ১। ২। ব্রতস্থ ব্যক্তির সংযমাদি বিশেষ বিশেষ নিয়ম পালন করিতে হইবে। ব্রতী ব্যক্তি প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া ইন্দ্রিয় সংযমন পূর্ব্বক ভূমিতে শয়ন করিয়া থাকিবে। ৩। ব্রতাচরণ কালে স্ত্রী, শূদ্র ও পতিত ব্যক্তির সহিত অভিভাষণ করিবে না। এবং আপন শক্তি অনুসারে পঞ্চ পবিত্রদ্বারা হোম করিবে। ৪। ব্রতের পুণ্য ফলাভিলাষী ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত কৃচ্ছ্র নিয়ম পালন করিবে। ব্রতকালে কেশবপন করিতে হয়, যদি কেহ কেশ রক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহার দ্বিগুণ ব্রতাচরণ করা বিধেয়। ৫। উপবাসব্রতপরায়ণ ব্যক্তি পরদিনে কাংস্যপাত্রে ভোজন করিবে না এবং মাংস, মসুর, চণক, কোরদূষণ (ধান্য বিশেষ) শাক মধু ও পরান্ন পরিবর্জ্জন করিবে। ৬। আর পুষ্প, অলঙ্কার নূতনবস্ত্র, গন্ধ, অনুলেপন, দন্তধাবন ও অঞ্জন এই সকল পরিত্যাগ করিবে। ৭। উপবাস করিয়া পরদিবস প্রাতঃকালে পঞ্চগব্য দ্বারা মুখপ্রক্ষালন করিবে। পরদিবস পুনঃপুন জলপান, তাম্বূলভক্ষণ, দিবানিদ্রা ও মৈথুন করিলে উপবাসের ফল নষ্ট হয়। ৮। ক্ষমা, সত্য, দয়া, দান, শৌচ, ইন্দ্রিয়সংযম, দেবপূজা, হোম, সন্তোষ, ও অস্তেয় সর্ব্বপ্রকার ব্রতে এই দশবিধ সামান্য নিয়ম পালন করিতে হইবে। নক্ষত্র দর্শনান্তে যে ভোজন তাহাই নক্তভোজন, নিশিভোজনকে নক্তভোজন বলা

গোমূত্রঞ্চ পলং দদ্যাদর্দ্ধাঙ্গুষ্ঠন্তু গোময়ং। ক্ষীরং সপ্তপলং দদ্যাদ্দধ্নশ্চৈব পলত্রয়ং॥ ১১॥ ঘৃতমেকপলং দদ্যাৎ পলমেকং কুশোদকং। গায়ত্র্যা চৈব গন্ধেতি আপ্যায়স্ব দধিগ্রহঃ। তেজোঽসীতি চ দেবস্য ব্রহ্মকৃচ্ছ্রব্রতং চরেৎ॥ ১২॥ অগ্ন্যাধানং প্রতিষ্ঠান্তু যজ্ঞদানব্রতানি চ। বেদব্রতবৃষোৎসর্গচূড়াকরণমেখলাঃ। মাঙ্গল্যমভিষেকঞ্চ মলমাসে বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৩॥ দর্শাদর্শস্তু চান্দ্রঃস্যাত্রিংশাহোভিস্তু সাবনঃ। রবিসংক্রমণাৎ শৌরোনাক্ষত্রঃ সপ্তবিংশতিঃ॥ ১৪॥ সৌরোমাসো বিবাহায় যজ্ঞাদৌ সাবনস্থিতিঃ॥ ১৫॥ যুগ্মাগ্নিকৃতভূতানি ষণ্মুন্যোর্ব্বসুরন্ধ্রয়োঃ। রুদ্রেণ দ্বাদশীযুক্তা চতুর্দ্দশ্যাথ পূর্ণিমা॥১৬॥ প্রতিপদাপ্যমাবাস্যা তিথ্যোর্যুগ্মং মহাফলং। এতদ্ব্যস্তং মহাঘোরং হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতং॥ ১৭॥ প্রারব্ধতপসাং স্ত্রীণাং রজোহস্যাদ্ব্রতং নহি। অন্যৈর্দ্দানাদিকং কুর্য্যাৎ কায়িকং স্বয়মেব চ॥ ১৮॥ ক্রোধাৎ প্রমাদাল্লোভাদ্বা ব্রতভঙ্গোভবেদ্যদি। দিনত্রয়ং ন ভুঞ্জীত শিরসো মুণ্ডনং ভবেৎ॥ ১৯॥ অসামর্থ্যে শরীরস্য পুত্রাদীন্ কারয়েদ্ব্রতং। ব্রতস্থং মূর্চ্ছিতং বিপ্রং জলাদীননুপায়য়েৎ॥ ২০॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ব্রতপরিভাষা অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—০—

ঊনত্রিংশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ॥ ১॥ বক্ষ্যে প্রতিপদাদীনি ব্রতানি ব্যাস শৃণ্বথ। বৈশ্বানরপদং যাতি শিখিব্রতমিদং

যায় না। ৯। ১০। একপল (৮ তোলা) গোমূত্র, অর্দ্ধাঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ গোময়, সপ্তপল দুগ্ধ, তিনপল দধি, একপল ঘৃত, এবং একপল কুশোদক এইরূপে পঞ্চগব্যের পরিমাণ জানিবে। প্রত্যেকে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক পঞ্চগব্য শোধন করিয়া ব্যবহার করিবে। গায়ত্রী দ্বারা গোমূত্র, গন্ধদ্বারা ইত্যাদি মন্ত্রে গোময়, আপ্যায়স্ব ইত্যাদি মন্ত্রে দুগ্ধ, দধিক্রাব্ ইত্যাদি মন্ত্রে দধি, তেজোঽসি ইত্যাদি মন্ত্রে ঘৃত এবং দেবস্যত্বা ইত্যাদি মন্ত্রে কুশোদক শোধন করিয়া ব্রহ্মকৃচ্ছ্র ব্রতাচরণ করিবে। ১১ ১২। অগ্ন্যাধান, প্রতিষ্ঠা, যজ্ঞ, দান, ব্রত, বেদঅধ্যয়ন, বৃষোৎসর্গ, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও মাঙ্গল্য অভিষেক এই সকল কার্য্য মলমাসে করিবে না। ১৩। এক অমাবস্যা হইতে তৎপরবর্ত্তী অপর অমাবস্যাপর্য্যন্ত যে ত্রিশদিন হয়, তাহাকেই সাবনমাস বলা যায়। রবির এক রাশিতে গমন হইতে অপররাশিতে গমন পর্য্যন্ত কালকে সৌরমাস বলিয়া থাকে এবং অশ্বিনীনক্ষত্রের ভুক্ত কাল হইতে রেবতীর ভুক্তকাল কাল পর্য্যন্ত সপ্তবিংশতিদিনে নাক্ষত্রিক মাস হয়। ১৪। বিবাহাদি কার্য্যে সৌরমাস, যজ্ঞাদিতে সাবনমাস এবং আহ্নিক পিতৃকার্য্যে চান্দ্রমাস উল্লেখ করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। ১৫। দ্বিতীয়ার সহিত তৃতীয়ার, চতুর্থীর সহিত পঞ্চমীর, ষষ্ঠীর সহিত সপ্তমীর, অষ্টমীর সহিত নবমীর, দশমীর সহিত একাদশীর, দ্বাদশীর সহিত ত্রয়োদশীর, চতুর্দ্দশীর সহিত পূর্ণিমার এবং প্রতিপদের সহিত অমাবস্যার যুগ্মাদর জানিবে। এই যুগ্মাদর অনুসারে তিথি বিহিত কার্য্যের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। উভয়দিনে তিথিপ্রাপ্ত হইলে যে দিনে যুগ্মাদরঘটকতিথির সহিত মিলন হয়, সেই দিনেই সেই তিথিবিহিত কার্য্য হইয়া থাকে। এই যুগ্মাদর গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিলে সেই কার্য্য মহাফল উৎপাদন করে। যদি উক্ত যুগ্মাদর অনাদর করিয়া কার্য্য করে, তাহা হইলে সেই কার্য্যের ফল হয় না এবং পূর্ব্বকৃত পুণ্য বিনষ্ট হইয়া যায়। ১৬। ১৭। স্ত্রী সংকল্প করিয়া ব্রত আরম্ভ করিলে যদি সেই সঙ্কল্পিত ব্রত সম্পূর্ণ না হইতে সেই স্ত্রীর রজোযোগ হয়, তাহাতে সেই আরব্ধ কর্ম্ম বিনষ্ট হয় না। দানপূজাদি কার্য্য অন্যদ্বারা করিয়া স্নান উপবাসাদি কায়কর্ত্তব্য কার্য্য আপনি করিবে। ১৮। ক্রোধ, অনবধানতা অথবা লোভবশতঃ যদি আরব্ধব্রত ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে ব্রতী দিনত্রয় উপবাস করিয়া শিরোমুণ্ডন করিবে। ব্রতীর শরীর অসমর্থ হইয়া কার্য্যসাধনে অশক্ত হইলে পুত্রাদিকে প্রতিনিধি কল্পনা করিয়া সেই কার্য্য করিবে। ব্রতীব্যক্তি উপবাসাদিতে কাতর হইয়া মূর্চ্ছিত হইলে জলপান করিতে পারে, তাহাতে ব্রতভঙ্গ হয় না। ২০।

ঊনত্রিংশাধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন, হে ব্যাস! প্রতিপদাদি তিথিতে যেরূপ ব্রত করিতে হয়, তাহা বলির, প্রতিপদ তিথিতে একাহার

স্মৃতং। প্রতিপদ্যেকভক্তাশী সমাপ্তে কপিলাপ্রদঃ ॥ ২ ॥ চৈত্রাদৌ কারয়েচ্চৈব ব্রহ্মপূজাং যথাবিধি। গন্ধপুষ্পার্চ্চনৈর্দ্দানৈর্ম্মাল্যাদিভির্ম্মনোরমৈঃ। সহোমৈঃ পূজয়েদ্দেবং সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩ ॥ কার্ত্তিকে তু সিতেঽষ্টম্যাং পুষ্পহারেণ বৎসরং। পুষ্পাদিদাতা রূপেচ্ছু রূপভাগী ভবেন্নরঃ ॥ ৪ ॥ কৃষ্ণপক্ষে তৃতীয়ায়াং শ্রাবণে শ্রীধরং শ্রিয়া। ব্রতী সবস্ত্রাং শয্যাঞ্চ ফলং দদ্যাদ্দ্বিজাতয়ে ॥ ৫ ॥ শয্যাং দত্ত্বা প্রার্থয়েচ্চ শ্রীধরায় নমঃ শ্রিয়ে। উমাং শিবং হুতাশঞ্চ তৃতীয়ায়াঞ্চ পূজয়েৎ ॥ ৬ ॥ হবিষ্যমন্নং নৈবেদ্যং দেয়ং মদনকস্তথা। চৈত্রাদৌ ফলমাপ্নোতি উময়া মে প্রভাষিতং ॥ ৭ ॥ ফাল্গুনাদিতৃতীয়ায়াং লবণং যস্তু বর্জ্জয়েৎ। সমাপ্তে শয়নং দদ্যাদ্‌গৃহঞ্চোপস্করান্বিতং ॥৮॥ সংপূজ্য বিপ্রমিথুনং ভবানি প্রীয়তামিতি। গৌরীলোকে বসেন্নিত্যং সৌভাগ্যকরমুত্তমং ॥ ৯ ॥ গৌরী-কালী উমা ভদ্রা দুর্গা কান্তিঃ সরস্বতী। মঙ্গলা বৈষ্ণবী লক্ষ্মীঃ শিবা নারায়ণী ক্রমাৎ। মার্গতৃতীয়ামারভ্য অবিয়োগাদি চাপ্নুয়াৎ ॥ ১০ ॥ চতুর্থ্যাং সিতমাঘাদৌ নিরাহারো ব্রতান্বিতঃ। দত্ত্বা তিলাংস্তু বিপ্রায় স্বয়ং ভুঙ্‌ক্তে তিলোদকং। বর্ষদ্বয়ে সমাপ্তিশ্চ নির্ব্বিঘ্নাদি সমাপ্নুয়াৎ ॥ ১১ ॥ গঃ স্বাহা মূলমন্ত্রোঽয়ং প্রণবেন সমন্বিতঃ। গ্লৌং গ্লাং হৃদয়ে গাং গীং গূং হ্রূং হ্রীং হ্রীং শিরঃশিখা। গূং বর্ম্ম গোঞ্চ গৌং নেত্রং গোঞ্চ আবাহনাদিষু ॥ ১২ ॥ আগচ্ছোল্কায় গন্ধোল্কঃ পুষ্পোল্কধূপকোল্ককঃ। দীপোল্কায় মহোল্কায় বলিশ্চাথ বিসর্জ্জনং ॥ ১৩ ॥ সিদ্ধোল্কায় চ গায়ত্রী ন্যাসোঽঙ্গুষ্ঠাদিরীরিতঃ। ওঁ মহাকর্ণায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি

করিয়া থাকিবে, পরে কপিলাপ্রদান করিয়া ব্রত সমাপ্ত করিতে হইবে। এই ব্রত করিলে বৈশ্বানর পদ লাভ হয়, ইহার নাম শিখিব্রত। ১—২। চৈত্রমাস হইতে এই ব্রত আরম্ভ করিবে এবং গন্ধপুষ্প ও মনোহর মাল্য দ্বারা বিধিপূর্ব্বক ব্রহ্মার পূজা করিবে। অনন্তর হোম করিয়া ব্রত সাঙ্গ করিতে হইবে।৩। কার্ত্তিকমাসের শুক্লাষষ্ঠীতে পুষ্পমালা ও পুষ্পদান করিবে। এইরূপে একবৎসর পর্য্যন্ত প্রতিষষ্ঠীতে পুষ্পদান করিলে, সেই ব্যক্তি রূপবান্ হইয়া থাকে। ৪। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়াতে লক্ষ্মীর সহিত শ্রীধরের পূজা করিয়া ব্রতী ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে বস্ত্র, শয্যা ও ফলদান করিবে।৫। শয্যাপ্রদান করিয়া শ্রীধরায় নমঃ এবং শ্রিয়ে নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিবে। পরে উমা, শিব ও হুতাশনের পূজা করিতে হইবে।৬। ব্রতী হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিয়া নৈবেদ্য ও মদনক নিবেদন করিবে। চৈত্রমাসে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিলে, ব্রতী আপন অভিলষিত ফল পাইতে পারে।৭। ফাল্গুনমাসের তৃতীয়াতে আরম্ভ করিয়া একবৎসর পর্য্যন্ত লবণ পরিত্যাগ করিবে। এইরূপে বৎসর পূর্ণ হইলে ব্রাহ্মণকে লবণ এবং সোপকরণ গৃহপ্রদান করিলে ব্রত সংপূর্ণ হয়। ৮। পরে দ্বিজদম্পতিকে অর্চ্চনা করিয়া, ভবানি! আপনি প্রীতা হউন, এই বলিয়া প্রার্থনা করিবে। এইরূপে ব্রতাচরণ করিলে, সেই ব্রতী গৌরীলোকে বাস করে এবং সর্ব্ববিষয়ে সৌভাগ্যবৃদ্ধি হয়। ৯। অগ্রহায়ণ মাসের তৃতীয়াতে আরম্ভ করিয়া একবৎসর পর্য্যন্ত প্রতিমাসের তৃতীয়াতে যথাক্রমে গৌরী, কালী, উমা, ভদ্রা, দুর্গা, কান্তি, সরস্বতী, মঙ্গলা, বৈষ্ণবী, লক্ষ্মী শিবা ও নারায়ণী, এই সকলের পূজা করিবে। এইরূপ ব্রত করিলে কখনও তাহার বিয়োগ দুঃখ হয় না। ১০। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষীয় চতুর্থীতে ব্রতপরায়ণ ব্যক্তি নিরাহারী থাকিয়া ব্রাহ্মণকে তিলপ্রদান করিবে এবং তিলোদক ভক্ষণ করিবে। এইরূপে প্রতি মাসের চতুর্থীতে ব্রত করিতে হইবে। দুই বৎসর এইপ্রকার ব্রত করিয়া ব্রতসমাপন করিবে। এই ব্রত করিলে কোন বিঘ্ন হয় না। ১১। ওঁ গঃ স্বাহা এই মন্ত্রে পূজা করিবে। এই পূজার অঙ্গন্যাস এই— গ্লৌং গ্লাং হৃদয়ায় নমঃ, গাং গীং গূং শিরসে স্বাহা, হ্রূং হ্রীং হ্রীং শিখায়ৈ বষট্, গুং গোং কবচায় হুঁ, গৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, গঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্, এইরূপে অঙ্গন্যাস করিয়া গোং এই মন্ত্রে আবাহন করিতে হইবে। পরে আগচ্ছোল্কায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, গন্ধোল্কায় তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, পুষ্পোল্কায় মধ্যমাভ্যাং বষট্, ধূপোল্কায় অনামিকাভ্যাং হুঁ, দীপোল্কায় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ এবং মহোল্কায় অস্ত্রায় ফট্, এইরূপে ন্যাস করিয়া সিদ্ধোল্কায় এই মন্ত্রে বলিপ্রদান ও বিসর্জ্জন করিবে। পরে মহাকর্ণায় বিদ্মহে ইত্যাদি

তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ॥ ১৪॥ পূজয়েত্তিলহোমৈশ্চ এতে পূজ্যা গণাস্তথা। গণায় গণপতয়ে স্বাহা কুষ্মাণ্ডকায় চ। অমোঘোল্কায়ৈকদন্তায় ত্রিপুরান্তকরূপিণে॥ ১৫॥ ওঁ শ্যামদন্তবিকরালাস্যাহবেশায় বৈ নমঃ। পদ্মদংষ্ট্রায় স্বাহান্তমুদ্রা বৈ নর্ত্তনং গণে। হস্ততালশ্চ হসনং সৌভাগ্যাদিফলং ভবেৎ॥ ১৬॥ মার্গশীর্ষে তথা শুক্লচতুর্থ্যাং পূজয়েদ্গণং। অব্দং প্রাপ্নোতি বিদ্যাং শ্রীকীর্ত্ত্যায়ুঃপুত্রসন্ততিং॥ ১৭॥ সোমবারে চতুর্থ্যাঞ্চ সমুপোষ্যার্চ্চয়েদ্গণং। জপন্ জুহ্বৎ স্মরন্নিত্যং স্বর্গং নির্ব্বিঘ্নতাং ব্রজেৎ॥১৮॥ যজেচ্ছুক্লচতুর্থ্যাং যঃ খণ্ডলড্ডুকমোদকৈঃ। বিঘ্নার্চ্চনেন সর্ব্বান্ বৈ কামান্ সৌভাগ্যমাপ্নুয়াৎ। পুত্রাদিকং মদনকৈর্ম্মদনাখ্যা চতুর্থ্যপি॥ ১৯॥ ওঁ গণপয়ে চতুর্থ্যন্তং যজেদ্গণং। মাসে তু যস্মিন্ কস্মিংশ্চিজ্জুহুয়াদ্বা জপেৎ স্মরেৎ। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনং॥ ২০॥ বিনায়কং মূর্ত্তিকান্তং যজেদেভিশ্চ নামভিঃ। সোঽপি সদ্গতিমাপ্নোতি স্বর্গমোক্ষসুখানি চ॥ ২১॥ গণপূজ্য একদন্তী বক্রতুণ্ডশ্চ ত্র্যম্বকঃ। নীলগ্রীবো লম্বোদরো বিকটো বিঘ্নরাজকঃ। ধূম্রবর্ণো বালচন্দ্রো দশমস্ত বিনায়কঃ॥ ২২॥ গণপতির্হস্তিমুখো দ্বাদশ বৈ যজেদ্গণং। পৃথক্ সমস্তং মেধাবী সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ॥ ২৩॥ শ্রাবণে চাশ্বিনে ভাদ্রে পঞ্চম্যাং কার্ত্তিকে শুভে। বাসুকিস্তক্ষকশ্চৈব কালীয়ো মণিভদ্রকঃ॥ ২৪॥ ঐরাবতো ধৃতরাষ্ট্রঃ কর্কোটক-ধনঞ্জয়ৌ। ঘৃতাদ্যৈঃ স্নাপিতা হ্যেতে আয়ুরারোগ্য স্বর্গদাঃ। ২৫॥ অনন্তং বাসুকিং শঙ্খং পদ্মং কম্বলমেব চ। তথা কর্কোটকং নাগং ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ শঙ্খকং॥ ২৬॥ কালীয়ং তক্ষকঞ্চাপি পিঙ্গলং মাসি মাসি চ। যজেৎ ভাদ্রসিতে নাগানষ্টৌ মুক্তা দিবং ব্রজেৎ॥ ২৭॥ দ্বারস্যোভয়তো লেখ্যা শ্রাবণে তু সিতে যজেৎ। পঞ্চম্যাং পূজয়েন্নাগানন্তাদ্যান্ মহোরগান্॥২৮॥ ক্ষীরং সর্পিশ্চ নৈবেদ্যং

গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। ১২-১৪। উক্তপ্রকারে পূজা করিয়া তিল হোম করিবে। অনন্তর গণপতিগণের পূজা করিতে হইবে। গণ, গণপতি, কুষ্মাণ্ডক, অমোঘোল্ক, একদন্ত ও ত্রিপুরান্তরূপী ইহারাই গণপতিগণ। ১৫। পরে শ্যামদন্ত, বিকরালাস্য, আহবেশ ও পদ্মদংষ্ট্র, স্বাহান্ত মন্ত্রে এই সকলের পূজা করিবে। অনন্তর মুদ্রাপ্রদর্শন, নর্ত্তন, হস্ততাল ও হাস্য করিবে। এইরূপ পূজা করিলে সৌভাগ্যাদি ফললাভ হইয়া থাকে। ১৬। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লচতুর্থীতে গণদেবের পূজা করিবে। এইরূপে একবৎসর অর্চ্চনা করিলে বিদ্যা, শ্রী, কীর্ত্তি, আয়ুঃ ও পুত্রাদিসন্ততি লাভ হয়। ১৭। সোমবারে চতুর্থী তিথিতে উপবাস করিয়া গণেশের অর্চ্চনা করিবে। এইরূপ অর্চ্চনা করিয়া জপ, হোম ও দেবতার নাম স্মরণ করিলে ইহলোকে সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন নিবারিত হইয়া অন্তকালে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। ১৮। শুক্লপক্ষের চতুর্থীতে শর্করা, লড্ডুক ও মোদকদ্বারা বিঘ্নেশ্বরের পূজা করিলে সর্ব্বপ্রকার কামনাসিদ্ধি হইয়া সৌভাগ্যলাভ হইয়া থাকে। মদনকদ্বারা পূজা করিলে পুত্রাদি লাভ হয়। ইহাকে মদনচতুর্থী বলে। ১৯। যে কোন মাসে ওঁ গণপতয়ে নমঃ, এই মন্ত্রে পূজা করিয়া হোম নামস্মরণ ও মন্ত্র জপ করিলে, সর্ব্ববিঘ্ন নিবারণ হইয়া সর্ব্বকামনাসিদ্ধি হইয়া থাকে। ২০। সর্ব্বদেবের আদিদেব বিনায়কদেবের অর্চ্চনা করিলে, সেই ব্যক্তির সদ্গতি লাভ হয় এবং স্বর্গ, মোক্ষ ও সুখলাভ হইবে। ২১। পরে একদন্তী, বক্রতুণ্ড, ত্র্যম্বক, নীলগ্রীব, লম্বোদর, বিকট, বিঘ্নরাজ, ধূম্রবর্ণ, বালচন্দ্র, বিনায়ক, গণপতি ও হস্তিমুখ, এই দ্বাদশ গণপতিগণের পূজা করিবে। পৃথক্ পৃথক্ কিম্বা একত্র উক্ত দেবগণের পূজা করিলে তাহার সর্ব্বকামনা পরিপূর্ণ হয়। ২২—২৩। শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন অথবা কার্ত্তিক মাসের শুক্লপঞ্চমীতে বাসুকি, তক্ষক, কালীয়, মণিভদ্র, ঐরাবত, ধৃতরাষ্ট্র, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, এই সকল নাগকে ঘৃতাদিদ্বারা স্নান করাইয়া অর্চ্চনা করিলে আয়ুঃ, আরোগ্য ও স্বর্গলাভ হয়। ২৪—২৫। অনন্ত, বাসুকি, শঙ্খ, পদ্ম, কম্বল, কর্কোটক, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খক, কালীয়, তক্ষক ও পিঙ্গল, প্রতিমাসে এই সকল নাগের পূজা করিবে। বিশেষতঃ ভাদ্রমাসে এই অষ্টনাগের পূজা করিলে সাধক দেহত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গলোকে গমন করে। ২৬—২৭। শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে দ্বারের উভয়পার্শ্বে নাগগণের প্রতিমূর্ত্তি লিখিয়া অনন্তাদি মহানাগের পূজা করিবে। ক্ষীর, সর্পি, নৈবেদ্য

দেয়ং সর্ব্ববিষাপহং। নাগা অভয়হস্তাশ্চ দষ্টোদ্ধরণ-পঞ্চমী ॥ ২৯ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে দষ্টোদ্ধরণপঞ্চমী নাম ঊনত্রিংশাধিকশততমোঽধ্যায় ॥

ত্রিংশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ এবং ভাদ্রপদে মাসি কার্ত্তিকেয়ং প্রপূজয়েৎ। স্নানদানাদিকং সর্ব্বমস্যামক্ষয্যমুচ্যতে। সপ্তম্যাং প্রাশয়েচ্চাপি ভোজ্যং বিপ্রান্ রবিং যজেৎ। ওঁ খখোল্কায়মৃতত্বং প্রিয়সঙ্গমোভব নদ স্বাহা। অষ্টম্যাং পারণং কুর্য্যাৎ মরীচং প্রাশ্য স্বর্গভাক ॥ ৩ ॥ মরীচ-সপ্তমী। সপ্তম্যাং নিয়তঃ স্নাত্বা পূজয়িত্বা দিবাকরং। দদ্যাৎ ফলানি বিপ্রেভ্যো মার্ত্তণ্ডঃ প্রীয়তামিতি ॥ ৪ ॥ খর্জ্জুরং নারিকেলং বা প্রাশয়েন্মাতুলুঙ্গকং। সর্ব্বে ভবন্তু সফলা মম কামাঃ সমন্ততঃ ॥৫॥ ফলসপ্তমী। সংপূজ্য দেবং সপ্তম্যাং পায়সেনাথ ভোজয়েৎ। বিপ্রাংশ্চ দক্ষিণাং দত্ত্বা স্বয়ঞ্চাথ পয়ঃ পিবেৎ ॥ ৬ ॥ ভক্ষ্যং চোষ্যং তথা লেহ্যং ওদনেতি প্রকীর্ত্তিতং। ধনপুত্রাদি-কামস্তু ত্যজেদেতদনোদনঃ ॥ ৭ ॥ অনোদনসপ্তমী। বায়ুাশী বিজয়েচ্ছুশ্চ কুর্য্যাদ্বিজয়সপ্তমীং। অত্যাদর্কঞ্চ কামেচ্ছুরুপবাসেত কামদং ॥ ৮ ॥ গোধূমমাষযব-ষষ্টিককাংশ্যপাত্রং পাষাণপিষ্টমধুমৈথুনমদ্যমাংসং। অভ্যঞ্জনাঞ্জনতিলাংশ্চ বিবর্জ্জয়েদ্ যঃ তস্যোষিতং ভবতি সপ্তসু সপ্তমীষু ॥ ৯ ॥ ইতি সপ্তম্যাদিব্রতানি।

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে সপ্তম্যাদিব্রতং নাম ত্রিংশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

একত্রিংশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ ॥১॥ ব্রহ্মন্ ভাদ্রপদে মাসি শুক্লাষ্টম্যা-মুপোষিতঃ। দূর্ব্বাং গৌরীং গণেশঞ্চ ফলপুষ্পৈঃ শিবং যজেৎ ॥ ২ ॥ ফলব্রীহ্যাদিকরণৈঃ শম্ভবে নমঃ শিবায় চ। ত্বং দূর্ব্বে অমৃতজন্মাসি হ্যষ্টমী সর্ব্বকামভাক্।

প্রদান করিলে সর্ব্বপ্রকার বিষভয় শান্তি হয় এবং নাগসকল অভয়প্রদান করেন। ইহার নাম দষ্টোদ্ধরণপঞ্চমী। ২৮—২৯।

ত্রিংশাধিকশততম অধ্যায়

ব্রহ্মা বলিলেন, ভাদ্রমাসে কার্ত্তিকেয়ের পূজা করিবে এবং স্নানদানাদি যে কিছু কার্য্য করা যায়, সকলই অক্ষয় ফলপ্রদান করে। ১—২। সপ্তমীতিথিতে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া ওঁ খখোল্কায় ইত্যাদিমন্ত্রে রবির পূজা করিবে। পরে অষ্টমীদিনে মরীচভোজন করিয়া পারণ করিবে। এই ব্রত করিলে স্বর্গ-লাভ হয়। ৩। সপ্তমীতিথিতে সংযত হইয়া স্নানাচরণপূর্ব্বক দিবাকরের পূজা করিবে এবং "সূর্য্য আমার প্রতি প্রসন্ন হউন" এই উদ্দেশ করিয়া ব্রাহ্মণকে ফলপ্রদান করিবে। ৪। খর্জ্জুর, নারিকেল ও নেবু, এই সকল ফল ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। অনন্তর আমার কামনাসকল সফল হউক, এইরূপ প্রার্থনা করিবে। এই ব্রতের নাম ফলসপ্তমী। ৫। সপ্তমীতিথিতে সূর্য্য-দেবের অর্চ্চনা করিয়া পরে পায়সদ্বারা ব্রাহ্মণভোজন করাইবে এবং ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাপ্রদান করিয়া স্বয়ং জলপান করিবে। ধনপুত্রাদিকামী ব্যক্তি ভক্ষ্য, চোষ্য, লেহ্য ইত্যাদি ভোজনদ্রব্য ওদনসম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া ওদন অর্থাৎ তণ্ডুল ভিন্ন দ্রব্য ভোজন করিবে। ইহার নাম অনোদনসপ্তমী। ৬—৭। বিজয়-কামী ব্যক্তি বায়ুাশী হইয়া বিজয়সপ্তমী ব্রত করিবে। কামী ব্যক্তি অর্কপত্র ভোজন করিয়া উপবাসী থাকিবে। এই ব্রত করিলে সর্ব্বকামনা পূর্ণ হয়। ৮। এই ব্রতে গোধূম, মাস, যব, ষষ্টিধান্য, কাংশ্যপাত্র, পাষাণপাত্র, পিষ্টক, মধু, মৈথুন, মদ্য, মাংস, তৈলমর্দ্দন, অঞ্জন, এই সকল বর্জ্জন করিবে। এইরূপ ব্রত করিলে তাহার সর্ব্বাভিলাষ সিদ্ধ হয়। ৯।

একত্রিংশাধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমীতে উপবাসী থাকিয়া ফল ও পুষ্পদ্বারা দূর্ব্বা, গৌরী, গণেশ ও শিবের পূজা করিবে। পরে ফল ও ব্রীহি প্রভৃতি উপকরণদ্বারা ওঁ শম্ভবে নমঃ, ওঁ শিবায় নমঃ, এই মন্ত্রে পূজা করিবে। অনন্তর ত্বং দূর্ব্বেঽমৃতজন্মাসি ইতিমন্ত্রে দূর্ব্বার আরাধনা করিতে হইবে। এইরূপে দূর্ব্বাষ্টমী ব্রত করিলে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বকাম-

অনগ্নিপক্কমশ্নীয়াৎ মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ৩ ॥ দূর্ব্বাষ্টমী। কৃষ্ণাষ্টম্যাঞ্চ রোহিণ্যামর্দ্ধরাত্রেঽর্চ্চনং হরেঃ। কার্য্যাবিদ্ধাপি সপ্তম্যা হন্তি পাপং ত্রিজন্মকং ॥ ৪ ॥ উপোষিতোঽর্চ্চয়েন্মন্ত্রৈস্তিথিভান্তে চ পারণং। যোগায় যোগপতয়ে যোগেশ্বরায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥ ৫ ॥ স্নানমন্ত্রঃ। যজ্ঞায় যজ্ঞেশ্বরায় যজ্ঞপতয়ে যজ্ঞসম্ভবায় গোবিন্দায় নমোনমঃ। • অর্চ্চনস্য। বিশ্বায় বিশ্বেশ্বরয়ে বিশ্বপতয়ে গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥ ৬ ॥ শয়নস্য। সর্ব্বায় সর্ব্বেশ্বরায় পর্ব্বতায় সর্ব্বসম্ভবায় গোবিন্দায় নমোনমঃ। স্থণ্ডিলে পূজয়েদ্দেবং সচন্দ্রাং রোহিণীন্তথা ॥ ৭ ॥ শঙ্খে তোয়ং সমাদায় সপুষ্পফলচন্দনং। জানুভ্যামবনীং গত্বা চন্দ্রায়ার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ৮ ॥ ক্ষীরোদার্ণবসংভূত অত্রিনেত্রসমুদ্ভব। গৃহাণার্ঘ্যং শশাঙ্কেমং রোহিণ্যা সহিতো মম ॥৯॥ শ্রিয়ৈ চ বসুদেবায় নন্দায় চ বলায় চ। যশোদায়ৈ ততো দদ্যাদর্ঘ্যং ফলসমন্বিতং। অনঘং বামনং শৌরিং বৈকুণ্ঠং পুরুষোত্তমং ॥ বাসুদেবং হৃষীকেশং মাধবং মধুসূদনং ॥ ১০ ॥ বরাহং পুণ্ডরীকাক্ষং নৃসিংহং দৈত্যসূদনং। দামোদরং পদ্মনাভং কেশবং গরুড়ধ্বজং ॥ ১১ ॥ গোবিন্দমচ্যুতং দেবমনন্তমপরাজিতং। অধোক্ষজং জগদ্বীজং স্বর্গস্থিত্যন্তকারণং ॥ ১২ ॥ অনাদিনিধনং বিষ্ণুং ত্রিলোকেশং ত্রিবিক্রমং। নারায়ণং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রগদাধরং ॥ ১৩ ॥ পীতাম্বরধরং দিব্যং বনমালাবিভূষিতং। শ্রীবৎসাঙ্কং জগদ্ধাম শ্রীপতিং শ্রীধরং হরিং ॥ ১৪ ॥ যং দেবং দেবকী দেবী বসুদেবাদজীজনৎ। ভৌমস্য ব্রহ্মণো গুপ্ত্যৈ তস্মৈ ব্রহ্মাত্মনে নমঃ। নামান্যেতানি সংকীর্ত্ত্য গত্যর্থং প্রার্থয়েৎ পুনঃ ॥ ১৫ ॥ ত্রাহি মাং দেবদেবেশ হরে সংসারসাগরাৎ। ত্রাহি মাং সর্ব্ব-

ভাগী হয়। এই ব্রতে অগ্নিপক্ক কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না, ইহাতে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। ১—৩। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের রোহিণীনক্ষত্রযুক্তা অষ্টমীকে রোহিণ্যষ্টমী বলে। এই অষ্টমীর অর্দ্ধরাত্রে হরির অর্চ্চনা করিবে। যে দিনে সপ্তমীর সহিত অষ্টমীর সংযোগ থাকে, সেই দিনেই অষ্টমীর ব্রত করিবে। এই ব্রত করিলে ত্রিজন্মকৃত পাপ নষ্ট হয়। ৪। অষ্টমীতে উপবাস করিয়া অর্চ্চনা করিবে এবং তিথি ও নক্ষত্রের অবসানে পারণ করিতে হইবে। ওঁ যোগপতয়ে ইত্যাদিমন্ত্রে হরির স্নান করাইবে। ৫। যজ্ঞায় যজ্ঞেশ্বরায় ইত্যাদিমন্ত্রে পূজা করিতে হইবে এবং বিশ্বায় বিশ্বেশ্বরায় ইত্যাদিমন্ত্রে দেবতাকে শয়ন করাইবে। ৬। সর্ব্বায় সর্ব্বেশ্বরায় ইত্যাদিমন্ত্রে স্থণ্ডিলে চন্দ্রের সহিত রোহিণীর পূজা করিবে। পরে শঙ্খেতে জল, পুষ্প, ফল ও চন্দন লইয়া জানুদ্বারা অবনীতলে উপবেশন করিয়া চন্দ্রকে অর্ঘ্যপ্রদান করিবে। ৭—৮। হে শশাঙ্ক! ক্ষীরোদ তোমার উৎপত্তি স্থান; তুমি অত্রিমুনির নেত্র হইতে আবির্ভূত হইয়াছ; আমি এই অর্ঘ্যপ্রদান করিতেছি; তুমি রোহিণীর সহিত এই অর্ঘ্যগ্রহণ কর। এই মন্ত্রে অর্ঘ্যপ্রদান করিতে হইবে। ৯। অনন্তর শ্রী, বসুদেব, নন্দ, বলদেব ও যশোদা, ইহাদিগকে ফলসমন্বিত অর্ঘ্যপ্রদান করিতে হইবে। পরে তুমি অনঘ, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার পাপসম্পর্ক রহিত, তুমি বামনরূপী, তুমি শৌরী, তুমি বৈকুণ্ঠনাথ, তুমি পুরুষোত্তম, তুমি বসুদেবতনয়, তুমি হৃষীকেষ অর্থাৎ বিষয় ও শব্দের ঈশ্বর, তুমি মাধব, তুমি মধুসূদন, তুমি বরাহরূপী, তুমি পুণ্ডরীকাক্ষ, তুমি নৃসিংহ, তুমি দৈত্যনিসূদন।১০। তুমি দামোদর, তুমি পদ্মনাভ, তুমি কেশব, তুমি গরুড়বাহন, তুমি গোবিন্দ, তুমি অচ্যুত, তুমি অপরাজিত, তুমি জগতের কারণ, তুমি সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়ের নিদান, তুমি উৎপত্তিবিনাশবিহীন, তুমি ত্রিলোকের অধিপতি, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল, এই তিনলোকেই তোমার পাদন্যাস রহিয়াছে। তুমি নারায়ণ, তুমি চতুর্ভুজ, তুমি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, তুমি পীতাম্বরধারী, তুমি বনমালাবিভূষিত। তোমার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন বিদ্যমান আছে। তুমি জগতের আধার, তুমি শ্রীপতি ও শ্রীধর এবং বসুদেব হইতে দেবকী যে যে দেবগণ উৎপাদন করিয়াছেন, সেই সকল তোমারই স্বরূপ। তুমি পৃথিবী ও ব্রাহ্মণগণের রক্ষার্থ অবতীর্ণ হইয়াছ, তুমি ব্রহ্মস্বরূপ তোমাকে নমস্কার করি। এই সকল নাম সংকীর্ত্তন করিয়া সদ্গতির নিমিত্ত প্রার্থনা করিবে। ১১—১৫। হে দেব দেবেশ্বর! আমাকে সংসারসাগর হইতে ত্রাণ কর। হে হরে! তুমি সর্ব্বপ্রকার পাপবিনাশ করিয়া থাক, তুমি আমাকে দুঃখ-

পাপঘ্ন দুঃখশোকার্ণবাৎ প্রভো ॥ ১৬ ॥ দেবকীনন্দন শ্রীশ হরে সংসারসাগরাৎ। দুর্ব্বৃত্তাংস্ত্রায়সে বিষ্ণো যে স্মরন্তি সকৃৎ সকৃৎ। সোঽহং দেবাতিদুর্ব্বৃত্তস্ত্রাহি মাং শোকসাগরাৎ ॥১৭॥ পুষ্করাক্ষ নিমগ্নোঽহং মহত্যজ্ঞানসাগরে। ত্রাহি মাং দেবদেবেশ ত্বামৃতেঽন্যো ন রক্ষিতা ॥ ১৮ ॥ স্বজন্মবাসুদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ। শান্তিরস্তু শিবঞ্চাস্তু ধনবিখ্যাতিরাজ্যভাক্ ॥ ১৯ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে রোহিণ্যষ্টমী নাম একত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ নক্তাশীত্বষ্টমীং যস্মাদ্বর্ষান্তে চৈব ধেনুদঃ। পৌরন্দরপদং যাতি সদ্‌গতিচ্যুতমচ্যুত ॥ ২ ॥ শুক্লাষ্টম্যাং পৌষমাসে মহারুদ্রেতি সাধু বৈ। মৎপ্রীতয়ে ব্রতকৃতং শতসাহস্রিকং ফলং ॥ ৩ ॥ অষ্টমী বুধবারেণ পক্ষয়োরুভয়োর্যদা। ভবিষ্যতি তদা তস্যাং ব্রতমেতৎ কথা পুরা। তস্যান্নিয়মকর্ত্তারো ন স্যুঃ খণ্ডিতসম্পদঃ ॥ ৪ ॥ তণ্ডুলস্যাষ্টমুষ্টীনাং বর্জ্জয়িত্বাঙ্গুলিদ্বয়ং। ভক্তং সম্ভক্তিশ্রদ্ধাভ্যাং কামনা মুক্তিমানবঃ ॥ ৫ ॥ আম্রপত্রপুটে কৃত্বা যো ভুঙ্‌ক্তে কুশবেষ্টিতে। কলম্বিকাম্লিকোপেতং কাম্যন্তস্য ফলং ভবেৎ। বুধং পঞ্চোপচারেণ পূজয়িত্বা জলাশয়ে। শক্তিতো দক্ষিণাং দদ্যাৎ কর্করীং তণ্ডুলান্বিতাং ॥ ৭ ॥ বুং বুধায়েতি বীজঃ স্যাৎ স্বাহান্তঃ কমলাদিকঃ। বাণচাপধরং শ্যামং দলে চাঙ্গানি মধ্যতঃ ॥ ৮ ॥ বুধাষ্টমীকথা পুণ্যা শ্রোতব্যা কৃতিভির্ধ্রুবং। পুরে পাটলিপুত্রাখ্যে বীরো নাম দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৯ ॥ রম্ভা ভার্য্যা তস্য চাসীৎ কৌশিকঃ পুত্র উত্তমঃ। দুহিতা বিজয়া নাম্নী ধনপালবৃষোঽভবৎ ॥ ১০ ॥ গৃহীত্বা

শোকরূপ সাগর হইতে পরিত্রাণ কর। ১৬। হে দেবকীনন্দন! যে সকল দুর্ব্বৃত্ত মনুষ্য তোমাকে একবারমাত্র স্মরণ করে, তুমি তাহাদিগকে সংসারসাগর হইতে পরিত্রাণ করিতেছ। হে দেব! আমিও অতিদুর্ব্বৃত্ত, আমাকে শোকসাগর হইতে পরিত্রাণ কর। হে পদ্মলোচন! আমি মহান অজ্ঞানসাগরে নিমগ্ন আছি, হে দেবেশ্বর! আমাকে পরিত্রাণ কর, তুমি ভিন্ন পরিত্রাণকর্ত্তা আর কেহই নাই। ১৮। তুমি বসুদেব হইতে আপন জন্ম স্বীকার করিয়া বাসুদেব নামে অবতীর্ণ হইয়াছ, তুমি গো এবং ব্রাহ্মণের হিতসাধন কর, তুমি অনন্ত জগতের কল্যাণ করিতেছ, তুমি কৃষ্ণ এবং তুমি গোবিন্দ, তোমাকে নমস্কার করি। আমার শান্তি হউক, আমার মঙ্গল হউক, আমি ধন, কীর্ত্তি ও রাজ্যভোগী হই। ১৯।

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

ব্রহ্মা বলিলেন, অষ্টমী তিথিতে নক্তাশী হইয়া ব্রত করিবে। যে ব্যক্তি একবৎসরপর্য্যন্ত প্রতি অষ্টমীতে এইরূপ ব্রত করিয়া বর্ষান্তে ধেনুপ্রদান করে, সেই ব্যক্তি ইন্দ্রত্বপদ পাইয়া থাকে। ইহার নাম সদ্গতিব্রত। ১—২। পৌষ মাসের শুক্লপক্ষীয় অষ্টমীতে উক্তরূপে ব্রত করিবে, এই ব্রতের নাম মহারুদ্রব্রত। আমার প্রীত্যর্থ এই ব্রত করিলে শতসহস্রগুণ ফল হইয়া থাকে। ৩। শুক্লপক্ষ কিম্বা কৃষ্ণপক্ষে যদি বুধবারে অষ্টমী তিথি লাভ হয়, তাহা হইলে সেই দিনে ব্রত করিবে। যাহারা উক্ত অষ্টমীতে নিয়মপূর্ব্বক ব্রত করে, কখনও তাহাদিগের সম্পৎ বিনষ্ট হয় না। ৪। দুইটি অঙ্গুলি পরিত্যাগ করিয়া মুষ্টিবন্ধন করিলে সেই মুষ্টিতে যত পরিমাণ তণ্ডুলগ্রহণ করা যাইতে পাবে, সেই পরিমাণ অষ্টমুষ্টি তণ্ডুল লইয়া মুক্তিকামী ব্যক্তি ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া সেই তণ্ডুলের অন্ন ভক্ষণ করিবে। ৫। যে ব্যক্তি কুশবেষ্টিত আম্রপত্রপুটে কলম্বিকা অম্লযুক্ত উক্তপ্রকারে অন্ন ভক্ষণ করে, তাহার কামফল লাভ হয়। ৬। তৎপরে জলাশয়ে পঞ্চোপচারে বুধের পূজা করিয়া কর্করী (ঝারী) ও তণ্ডুলের সহিত যথাশক্তি দক্ষিণাপ্রদান করিবে। ৭। শ্রীঁ বুং বুধায় স্বাহা, এই মন্ত্রে বাণচাপধারী শ্যামলবর্ণ বুধের পূজা করিবে। ৮। অনন্তর ব্রতী ব্যক্তি বুধাষ্টমীর পবিত্র কথা শ্রবণ করিবে। পূর্ব্বকালে পাটলিপুত্র নগরে বীরনামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিত। ৯। সেই ব্রাহ্মণের ভার্য্যার নাম রম্ভা, তাঁহার কৌশিক নামে পুত্র, বিজয়ানাম্নী কন্যা এবং ধনপাল নামে

কৌশিকস্তঞ্চ গ্রীষ্মে গঙ্গাং গতোঽরমৎ। গোপালকৈর্ব্বৃষশ্চৌরৈঃ ক্রীড়ন্নপহৃতো বলাৎ॥ ১১॥ গঙ্গাতঃ স চ উত্থায় বনং বভ্রাম দুঃখিতঃ। জলার্থং বিজয়া চাগাৎ ভ্রাত্রা সার্দ্ধঞ্চ সাপ্যগাৎ॥ ১২॥ পিপাসিতো মৃণালার্থী আগতোঽথ সরোবরং। দিব্যস্ত্রীণাঞ্চ পূজাদীন্ দৃষ্ট্বা চাপ্যথ বিস্মিতঃ॥ ১৩॥ স তা গত্বা যযাচান্নং সানুজোঽহং বুভুক্ষিতঃ। স্ত্রিয়োঽব্রুবন্ ব্রতং কর্ত্তুং দাস্যামশ্চ কুরু ব্রতং॥ ১৪॥ পত্যর্থং ধনপালার্থং পূজয়ামাসতুর্বুধং। পুটদ্বয়ং গৃহত্বান্নং বুভুজাতে প্রদত্তকং॥ ১৫॥ স্ত্রিয়ো গতৌ চ ধনদৌ ধনপালমপশ্যতাং। চৌরৈর্দ্দত্তং গৃহীত্বাথ প্রদোষে প্রাপ্তবান্ গৃহং॥ ১৬॥ বীরশ্চ দুঃখিতং নত্বা রাত্রৌ সুপ্তা যথাসুখং। কন্যাঞ্চ যুবতীং দৃষ্ট্বা কস্মৈ দেয়া সুতা ময়া॥ ১৭॥ যমায়েত্যব্রবীদ্দুঃখাৎ সাচারাৎ ব্রতসৎফলাৎ। স্বর্গং গতৌ চ পিতরৌ ব্রতং রাজ্যায় কৌশিকঃ॥ ১৮॥ চক্রেঽযোধ্যামহারাজ্যং দত্বা চ ভগিনীং যমে। যমোঽপি বিজয়ামাহ গৃহস্থা ভব মে পুরে॥ ১৯॥ অপশ্যন্মাতরং স্বাং সা পাশযাতনয়া স্থিতাং। অথোদ্বিগ্না চ বিজয়া জ্ঞাত্বা বিমুক্তিদং ব্রতং॥ ২০॥ চক্রে চ সা ততো মুক্তা মাতা তস্যাশ্চরেদ্ব্রতং। ব্রতপুণ্যপ্রভাবেণ স্বর্গং গত্বাবসৎ সুখং॥ ২১॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে বুধাষ্টমী নাম দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥

একটি বৃষ ছিল।১০। একদিবস গ্রীষ্মাতিশয়প্রযুক্ত ব্রাহ্মণতনয় কৌশিক সেই বৃষটি লইয়া গঙ্গাতীরে গমনপূর্ব্বক জলমধ্যে ক্রীড়া করিতেছিল, এমন সময় গোপালকসকল আগমন করিয়া বলপূর্ব্বক সেই ধনপালকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল।১১। অনন্তর কৌশিক জল হইতে উঠিয়া ধনপালকে দেখিতে না পাইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে ধনপালের উদ্দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিল। দৈবাৎ কৌশিকের ভগিনী বিজয়া, সেই সময়ে গঙ্গাতে জল আনিতে গিয়াছিল। সে তাহার ভ্রাতাকে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া তাহার সঙ্গে বনভ্রমণে প্রবৃত্ত হইল।১২। কিয়ৎকাল ভ্রমণ করিতে করিতে তাহারা জলপিপাসায় কাতর হইয়া মৃণালানয়নার্থ সরোবরে গমন করিল এবং সেই সরোবরের তীরে গিয়া দেখিতে পাইল, অনেকগুলি স্ত্রী সমবেত হইয়া পূজাদি করিতেছে। তাহা দেখিয়া ভ্রাতা ও ভগিনী উভয়ে বিস্মিত হইল।১৩। অনন্তর সেই ব্রতপরায়ণ স্ত্রীগণের নিকট গমন করিয়া অন্নপ্রার্থনা করিল এবং বলিল, আমরা উভয়ে ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি, তোমরা আমাদিগকে অন্নপ্রদান কর। তখন স্ত্রীগণ বলিল, আমরা তোমাদিগকে ব্রতোপযুক্ত সমুদায় উপকরণদ্রব্য প্রদান করিতেছি, তোমরা এই স্থানে ব্রতাচরণ কর।১৪। তখন কৌশিক ধনপালের প্রাপ্তিকামনায় ও বিজয়া পতিকামনায় বুধের অর্চ্চনা করিয়া উভয়ে আম্রপত্রপুটে অন্ন ভক্ষণ করিল।১৫। এইরূপে ব্রত করিয়া স্ত্রীগণ স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিল এবং কৌশিক ও বিজয়া উভয়েই সেই স্থান হইতে চলিয়া গেল। কিয়দ্দূর গমন করিলে কৌশিক ধনপালকে দেখিতে পাইল। তখন চৌরগণ প্রণিপাতপূর্ব্বক কৌশিকের নিকট ধনপালকে প্রদান করিল। কৌশিক ও বিজয়া উভয়ে ধনপালকে লইয়া সায়ংসময়ে আপন আবাসে উপস্থিত হইল।১৬। দ্বিজোত্তম বীর পুত্রকন্যার অদর্শনে দুঃখিত হইয়াছিলেন, কৌশিক জনককে নমস্কার করিয়া সুখভোগে রাত্রিযাপন করিলেন। তখন বীর তনয়াকে যুবতী দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমার এই কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হইয়াছে, এইক্ষণ ইহাকে কাহার হস্তে সমর্পণ করি?।১৭। অনন্তর বিজয়া দুঃখিত হইয়া বলিল, আমাকে যমের হস্তে সমর্পণ করুন। তখন বিজয়ার ব্রতফলে যম আগমন করিলেন। অনন্তর কৌশিকের পিতামাতা স্বর্গে গমন করিলে, কৌশিক রাজ্যের অধিপতি হইলেন।১৮। পরে অযোধ্যায় রাজ্যস্থাপন করিয়া বিজয়াকে যমের নিকট প্রদান করিলেন। তখন যমরাজ বিজয়াকে বলিলেন, তুমি আমার পুরে গৃহস্থা হইয়া থাক।১৯। অনন্তর বিজয়া যমপুরে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং মাতাকে পাশযাতনায় পরিক্লান্ত দেখিয়া মাতার বিমুক্তির নিমিত্ত বুধাষ্টমীব্রত করিয়াছিলেন।২০। এই ব্রতের ফলে বিজয়ার মাতা মুক্তি পাইয়া পুনর্ব্বার ব্রতাচরণ করিলেন, সেই ব্রতপুণ্যপ্রভাবে স্বর্গে গমন করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন।২১।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ অশোককলিকা হ্যষ্টৌ যে পিবন্তি পুনর্ব্বসৌ। চৈত্রে মাসি সিতাষ্টম্যাং ন তে শোকমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ২ ॥ ত্বামশোক হরাভীষ্ট মধুমাসসমুদ্ভব পিবামি শোকসন্তপ্তো মামশোকং সদা কুরু ॥ ৩ ইত্যশোকাষ্টমী ॥

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ শুক্লাষ্টম্যামশ্বযুজে উত্তরাষাঢ়য়া যুতা। সা মহানবমীত্যুক্তা স্নানদানাদি চাক্ষয়ং ॥ ২ ॥ নবমী কেবলা চাপি দুর্গাঞ্চৈব তু পূজয়েৎ। মহাব্রতং মহাপুণ্যং শঙ্করাদ্যৈরনুষ্ঠিতং ॥৩॥ অযাচিতাদি ষষ্ঠ্যাদৌ রাজশত্রুজয়ায় চ। জপহোমসমাযুক্তঃ কন্যাং বা ভোজয়েৎ সদা ॥৪॥ দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি স্বাহা মন্ত্রোঽয়ং পূজনাদিষু। দীর্ঘাকারাভির্ম্মাত্রাভির্ব্বিন্নবদেব্যো নমোঽন্তিকাঃ ॥ ৫ ॥ ষড়্ভিঃ পদৈর্নমঃ স্বাহা বষডাদি হৃদাদিকং। অঙ্গুষ্ঠাদিকনিষ্ঠান্তং বিন্যস্য পূজয়েৎ শিবাং ॥ ৬ ॥ অষ্টম্যাং নবগেহানি দারুজান্যেকমেব বা। তস্মিন্ দেবী প্রকর্ত্তব্যা হৈমা বা রাজতাপি বা ॥ ৭ ॥ শূলে খড়্গে পুস্তকে বা পটে বা মণ্ডলে যজেৎ। কপালং খেটকং ঘণ্টাং দর্পণং তর্জ্জনীং ধনুঃ ॥ ৮ ॥ ধ্বজং ডমরুকং পাশং বামহস্তেষু বিভ্রতী। শক্তিঞ্চ মুদ্গারং শূলং বজ্রং খড়্গং তথাঙ্কুশং ॥ ৯ ॥ শরং চক্রং শলাকাঞ্চ দুর্গামায়ুধসংযুতাং। শেষাঃ ষোড়শহস্তাঃ স্যুরঞ্জনং ডমরুং বিনা ॥ ১০ ॥ উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা। চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা ॥১১॥ নবমী চোগ্রচণ্ডা চ মধ্যস্থাগ্নিপ্রভাকৃতিঃ। রোচনা অরুণা কৃষ্ণা নীলা ধূম্রা চ শুক্লকা। পীতা চ পাণ্ডুরা প্রোক্তা আলীঢ়েন হরিস্থিতাঃ ॥ ১২ ॥ মাহিষোঽথ সখড়্গাগ্রে প্রকচগ্রহমুষ্টিকা। জপ্ত্বা দশাক্ষরীং বিদ্যাং ত্রিশূলঞ্চ ততো যজেৎ ॥ ১৩ ॥ লিঙ্গস্থাং পূজয়েদ্বাপি পাদুকেঽথ জলেপি বা। বিচিত্রাং রচয়েৎ পূজাম্

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন, যাহারা চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষীয় পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্ত অষ্টমী তিথিতে আটটি অশোককলিকা ভক্ষণ করে, তাহারা কখনও শোকভাগী হয় না। ১—২। হে অশোক! তুমি হরের অভিলষিত, চৈত্র মাসে তোমার উদ্ভব হয়, আমি শোকসন্তপ্ত হইয়া তোমাকে পান করিতেছি, তুমি আমাকে শোকবিহীন কর। এই মন্ত্রে অশোক কলিকা ভক্ষণ করিবে।৩।

ব্রহ্মা বলিলেন, আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রযুক্ত নবমীকে মহানবমী বলে। এই মহানবমীতে স্নানদানাদি করিলে অক্ষয়পুণ্য হইয়া থাকে। ৪। এই নবমীতে দুর্গার পূজা করিলে মহাপুণ্যপ্রদ মহাব্রত অনুষ্ঠিত হয়। শঙ্করাদি দেবগণ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ৫। রাজা শত্রুবিনাশনার্থ ষষ্ঠ্যাদিতে অযাচিত ব্রত করিয়া নবমীতে জপহোম সমাপনান্তে কুমারীভোজন করাইবেন। ৬। দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি স্বাহা, এই মন্ত্রে পূজাদিকার্য্য করিবে। দীর্ঘস্বরযুক্ত মন্ত্রে ন্যাস করিতে হইবে। নমঃ, স্বাহা, বষট্, হুঁ, বৌষট্ ও ফট্, এই ষট্পদদ্বারা হৃদয়াদিতে ন্যাস করিবে। পরে অঙ্গুষ্ঠাদি কনিষ্ঠান্ত ন্যাস করিয়া দুর্গার পূজা করিতে হইবে। ৭—৮। অষ্টমীতে দারুনির্ম্মিত নূতন গৃহ প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে স্বুবর্ণ কিম্বা রজতনির্ম্মিত দেবীর প্রতিমা স্থাপন করিবে। ৯। শূলে, খড়্গে, পুস্তকে, পটে অথবা মণ্ডলেতে দেবীর ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। কপাল, খেটক, ঘণ্টা, দর্পণ, তর্জ্জনী, ধনুঃ, ধ্বজ, ডমরু ও পাশ, দেবীর বামহস্তে এই সকল অস্ত্র আছে। শক্তি, মুদ্গর, শূল, বজ্র, খড়্গ, অঙ্কুশ, শর, চক্র, শলাকা, দেবীর দক্ষিণহস্তে এই সমুদায় অস্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে।—এই সকল অস্ত্রধারিণী দুর্গাদেবীর অর্চ্চনা করিতে হইবে। অবশিষ্ট দেবীগণ অঞ্জন ও ডমরুভিন্ন ষোড়শহস্তবিশিষ্টা। ১০—১১। উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা ও অতিচণ্ডিকা। এই সকল দেবীগণের পূজা করিবে। ১২। উক্ত অষ্টদেবীর পূজা করিয়া মধ্যস্থা অগ্নিপ্রভাকৃতি উগ্রচণ্ডার পূজা করিতে হইবে। উগ্রচণ্ডা রোচনাবর্ণা, প্রচণ্ডা অরুণবর্ণা চণ্ডোগ্রা কৃষ্ণবর্ণা, চণ্ডনায়িকা নীলবর্ণা, চণ্ডা ধূম্রবর্ণা, চণ্ডবতী শুক্লবর্ণা, চণ্ডরূপা পীতবর্ণা এবং অতিচণ্ডিকা পাণ্ডরবর্ণা। ইহারা সকলেই আলীঢ়পদে অবস্থিত আছেন। ১৩। এই সকল দেবীর অগ্রে সখড়্গ মহিষ বিদ্যমান রহিয়াছে। দেবীরা সকলেই মুষ্টিগ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল দেবতার পূজা করিয়া দশাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে।

অষ্টম্যামুপবাসয়েৎ ॥ ১৪ ॥ পঞ্চাব্দং মহিষং শস্তং রাত্রিশেষঞ্চ ঘাতয়েৎ। বিধিবৎ কালিকী নীতিঃ তদুত্থরুধিরাদিকং ॥ ১৫ ॥ নৈর্ঋত্যাং পুতনায়ৈব বায়ব্যাং পাপরাক্ষসীং। চণ্ডিকায়ৈ তথৈবান্যাম্ আগ্নেয়্যাঞ্চ বিদারিকা ॥ ১৬ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে মহানবমী নাম ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ মহাকৌশিমন্ত্রশ্চ কথ্যতেঽত্র মহাফলঃ। মহাকৌশিকমন্ত্রঃ ওঁ মহাকৌশিকায় নমঃ। ওঁ হুঁ হু প্রস্ফুর লল লল কুব্ব কুব্ব চুব্ব চুব্ব খল্ল খল্ল মুব্ব মুব্ব গুব্ব গুব্ব তুব্ব তুব্ব পুল্ল পুল্ল ধুব্ব ধুব্ব ধুম ধুম ধম ধম মারয় মারয় ধক ধক বজ্ঞাপয় বজ্ঞাপয় বিদারয় কম্প কম্প কম্পয় কম্পয় পূরয় পূরয় আবেশয় আবেশয় ওঁ হ্রীঁ ওঁ হ্রীঁ হং বং বং হুং তট তট মদ মদ হ্রীঁ ওঁ হুঁ নৈর্ঋতায় নমঃ। নির্ঋতয়ে দাতব্যং মহাকৌশিকমন্ত্রেণ মন্ত্রিতং বলিমর্পয়েৎ ॥২॥ তস্যাগ্রতো নৃপঃ স্নায়াৎ শত্রুং কৃত্বা চ পৈষ্টকং। খড়্গেন ঘাতয়িত্বা তু দদ্যাৎ স্কন্দবিশাখয়োঃ ॥৩॥ মাতৃণাঞ্চৈব দেবীনাং পূজা কার্য্যা তথা নিশি। ব্রহ্মাণী চৈব মাহেশী কৌমারী বৈষ্ণবী তথা। বারাহী চৈব মাহেন্দ্রী চামুণ্ডা চণ্ডিকা তথা ॥৪॥ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী। দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তু তে ॥ ৫ ॥ ক্ষীরাদ্যৈঃ স্নাপয়েদ্দেবীং কন্যকাঃ প্রমদাস্তথা। দ্বিজাদীনথ পাষণ্ডান্ অন্নদানেন পূজয়েৎ ॥ ৬ ॥ ধ্বজপত্রপতাকাদ্যৈরথযাত্রাসু বস্ত্রকৈঃ। মহানবম্যাং পূজেয়ং জয়রাজ্যাদিদায়িকা ॥ ৭ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে মহানবমী নাম চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ নবম্যামাশ্বিনে শুক্লে একভক্তেন পূজয়েৎ। দেবীং বিপ্রান্ লক্ষমেকং জপেদ্বীজং ব্রতী নরঃ। বীরনবমী ॥ ২ ॥ ব্রহ্মোবাচ ॥ ৩ ॥ চৈত্রে শুক্ল-

তৎপরে ত্রিশূলের পূজা করিতে হইবে। ১৪। লিঙ্গে, পাদুকাতে অথবা জলেতে দেবীর পূজা করিয়া অষ্টমীতে উপবাস করিয়া থাকিবে। আপন বিভবানুসারে পূজা করিতে হইবে। ১৫ এই পূজাতে পঞ্চবর্ষীয় মহিষ ও ছাগ রাত্রিতে বলিপ্রদান করিবে। পরে কালি কালি ইত্যাদি মন্ত্রে বিধিপূর্ব্বক সেই রুধির নিবেদন করিবে। ১৬। রুধিরের নৈর্ঋতভাগে পুতনা, বায়ুকোণে পাপরাক্ষসী, ঈশানকোণে চণ্ডিকা এবং অগ্নিকোণে বিদারিকাকে রুধির নিবেদন করিতে হইবে। ১৬।

চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন, অনন্তর মহাফলপ্রদ কৌশিকমন্ত্র বলিতেছি। ওঁ মহাকৌশিকায় নমঃ ইত্যাদি মহাকৌশিক মন্ত্রে বলি নিবেদন করিবে। ১—২। পরে রাজা স্নান করিবে এবং পিষ্টকময় শত্রুপ্রতিকৃতি করিয়া তাহাকে খড়্গদ্বারা ছেদন করিবে। অনন্তর স্কন্দ ও বিশাখদেবকে প্রদান করিবে। ৩। পরে নিশাভাগে মাতৃকাগণের পূজা করিতে হইবে। ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, মাহেন্দ্রী, চামুণ্ডা, চণ্ডিকা, জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, দুর্গা, শিবা, ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা ও স্বধা, এই সকল দেবতার পূজা করিবে। ৪—৫। দেবীকে দুগ্ধাদিদ্বারা স্নান করাইয়া কুমারী ও নারী সকলের পূজা করিবে এবং ব্রাহ্মণাদি ও পাষণ্ডদিগকে অন্নদানাদিদ্বারা পূজা করিবে। ৬। ধ্বজ, পতাকা, রথ, বস্ত্রাদিদ্বারা মহানবমীতে দেবীর পূজা করিবে। এই পূজা করিলে সাধক সর্ব্বত্র জয়ী হইয়া রাজ্যাদি লাভ করিতে পারে। ৭।

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন, আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের নবমীতে একাহারী হইয়া দেবী এবং ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা করিয়া ব্রতী ব্যক্তি একলক্ষ মূলমন্ত্র জপ করিবে। এই ব্রতের নাম বীরনবমী ব্রত। ১—২। ব্রহ্মা বলিলেন, চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষীয় নবমী

নবম্যাঞ্চ দেবীং দমনকৈর্যজেৎ। আয়ুরারোগ্যসৌভাগ্যং শত্রুভিশ্চাপরাজিতঃ। দমনাখ্যা নবমী ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মোবাচ ॥ ৫ ॥ দশম্যামেকভক্তাশী সমাস্তে দশধেনুদঃ। দিশশ্চ কাঞ্চনীর্দত্ত্বা ব্রহ্মাণ্ডাধিপতির্ভবেৎ। ইতি দিগ্‌দশমী ॥ ৬ ॥ ব্রহ্মোবাচ ॥ ৭ ॥ একাদশ্যামৃষিপূজা কার্য্যা সর্ব্বোপকারিকা। ধনবান্ পুত্রবান্ কান্তে ঋষিলোকে মহীয়তে ॥ ৮ ॥ মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ। প্রচেতাশ্চ বশিষ্ঠশ্চ ভৃগুর্নারদ এব চ। চৈত্রাদৌ কারয়েৎ পূজাং মাল্যৈশ্চ দমনোদ্ভবৈঃ ॥ ৯ ॥ অশোকাখ্যাষ্টমী প্রোক্তা বীরাখ্যা নবমী তথা। দমনাখ্যা দিগ্‌দশমী নবম্যেকাদশী তথা ॥ ১০ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে অষ্টম্যাদিব্রতং নাম পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ শ্রবণদ্বাদশীং বক্ষ্যে ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনীং। একাদশী দ্বাদশী চ শ্রবণেন চ সংযুতা। বিজয়া সা তিথিঃ প্রোক্তা হরিপূজাদি চাক্ষয়ং ॥ ২ ॥ একভক্তেন নক্তেন তথৈবাযাচিতেন চ। উপবাসেন ভৈক্ষ্যেণ নৈবাদ্বাদশিকো ভবেৎ ॥ ৩ ॥ কাংস্যং মাংসং তথা ক্ষৌদ্রং লোভং বিতথভাষণং। ব্যায়ামঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ দিবাস্বপ্নমথাঞ্জনং। শিলাপিষ্টং মসূরঞ্চ দ্বাদশ্যাং বর্জ্জয়েন্নরঃ ॥ ৪ ॥ মাসি ভাদ্রপদে শুক্লদ্বাদশী শ্রবণান্বিতা। মহতী দ্বাদশী জ্ঞেয়া উপবাসে মহাফলা। সঙ্গমে সরিতাং স্নানং বুধযুক্তা মহাফলা ॥ ৫ ॥ কুম্ভে সরত্নে সজলে যজেৎ স্বর্ণে তু বামনং। সিতবস্ত্রযুগচ্ছন্নং ছত্রোপানদ্‌যুগান্বিতং। ওঁ নমো বাসুদেবায় শিরঃ সংপূজয়েত্ততঃ। শ্রীধরায় মুখং তদ্বৎ কণ্ঠং কৃষ্ণায় বৈ নমঃ ॥ ৭ ॥ নমঃ শ্রীপতয়ে বক্ষো ভুজৌ সর্ব্বাস্ত্রধারিণে। ব্যাপকায় নমঃ কুক্ষৌ কেশবায়োদরং বুধঃ ॥ ৮ ॥ ত্রৈলোক্যপতয়ে মেঢ্রং জঙ্ঘে সর্ব্বপতে নমঃ।

তিথিতে দেবীকে দমনকদ্বারা পূজা করিবে। এই ব্রত করিলে আয়ুঃ আরোগ্য এবং সৌভাগ্য লাভ হয় এবং সেই ব্যক্তিকে শত্রুগণ পরাজয় করিতে পারে না। ইহার নাম দমনাখ্যা নবমী। ৩—৪। ব্রহ্মা বলিলেন, দশমীতে একাহারী হইয়া দুর্গাদেবীর পূজা করিবে। এইরূপ একবৎসর প্রতিমাসের দশমীতে ব্রত করিয়া বৎসরান্তে দশ ধেনু এবং কাঞ্চনময় দিক্‌পতিগণের প্রতিমূর্ত্তি প্রদান করিবে। এই ব্রত করিলে ব্রতী, ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হইতে পারে। ইহার নাম দিগ্‌দশমী ব্রত। ৫—৬। পুনর্ব্বার ব্রহ্মা বলিতেছেন, একাদশীতে সর্ব্বপ্রকার উপচারদ্বারা ঋষিগণের অর্চ্চনা করিবে। এই ব্রত করিলে ইহকালে ধনবান্ ও পুত্রবান্ হইয়া অন্তে ঋষিলোকে বাস করে। ৭-৮। চৈত্র মাস হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিমাসে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতাঃ, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ, দমনকপুষ্পমাল্যাদিদ্বারা এই সকল ঋষির পূজা করিবে। ৯। এইরূপে অশোকাষ্টমী, বীরনবমী, দমনাখ্যানবমী এবং দিগ্‌দশমী ব্রত করিবে। অন্যান্য নবমী ও দশমীব্রতও কথিত হইয়াছে। ১০।

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন, অনন্তর শ্রবণদ্বাদশী বলিব। এই শ্রবণদ্বাদশী ব্রত করিলে ভুক্তি মুক্তি লাভ হয়। একাদশী ও দ্বাদশী উভয়ই শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত হইলে তাহাকে বিজয়া বলে। এই তিথিতে হরির পূজাদি করিলে অক্ষয়পুণ্য হইয়া থাকে। ১—২। একাহার, নক্তভোজন, অযাচিতাশন, উপবাস অথবা ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন, ইহার কোন একপ্রকার আচরণ করিলেই ব্রত রক্ষা হয়। একাহারাদিদ্বারা ব্রত ভঙ্গ হয় না। ৩। কাংস্যপাত্র, মাংস, মধু, লোভ, অসত্যভাষণ, ব্যায়াম, স্ত্রীসম্ভোগ, দিবানিদ্রা, অঞ্জন, শিলাপিষ্টদ্রব্য ও মসূর, শ্রবণদ্বাদশী ব্রতে এই সকল পরিত্যাগ করিবে। ৪। ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষে শ্রবণানক্ষত্রযুক্তা যে দ্বাদশী তাহাকে মহাদ্বাদশী বলে। এই দ্বাদশীতে উপবাস করিলে মহাপুণ্য হইয়া থাকে। ৫। জলপূর্ণ স্বর্ণকুম্ভে রত্ননিক্ষেপ করিয়া তাহাতে শুভ্রবস্ত্র যুগলদ্বারা সমাচ্ছন্ন ও উপানহযুগল সমন্বিত বামনদেবের অর্চ্চনা করিতে হইবে। ৬। ওঁ নমো বাসুদেবায়, এই মন্ত্রে মস্তকে পূজা করিবে এবং শ্রীধরায় নমঃ এই মন্ত্রে মুখ, কৃষ্ণায় নমঃ এই মন্ত্রে কণ্ঠ, শ্রীপতয়ে নমঃ এই মন্ত্রে বক্ষঃ, সর্ব্বাস্ত্রধারিণে নমঃ এই মন্ত্রে ভুজদ্বয়, ব্যাপকায় নমঃ এই মন্ত্রে কক্ষ, কেশবায় নমঃ এই মন্ত্রে উদর, ত্রৈলোক্যপতয়ে নমঃ এই মন্ত্রে মেঢ্র, সর্ব্বপতয়ে নমঃ এই মন্ত্রে জঙ্ঘাদ্বয়, সর্ব্বাত্মনে নমঃ এই মন্ত্রে পাদদ্বয়, পূজা করিয়া ঘৃতপায়স নৈবেদ্য

সর্ব্বাত্মনে নমঃ পাদৌ নৈবেদ্যং ঘৃতপায়সং ॥ ৯ ॥ কুম্ভাংশ্চ মোদকান্দদ্যাজ্জাগরং কারয়েন্নিশি। স্নাত্বা পীতোঽর্চ্চয়িত্বা তু কৃতপুষ্পাঞ্জলির্ব্বদেৎ ॥ ১০ ॥ নমো নমস্তে গোবিন্দ বুধ শ্রবণসংজ্ঞক। অঘৌঘসংক্ষয়ং কৃত্বা সর্ব্বসৌখ্যপ্রদো ভব ॥১১॥ প্রীয়তাং দেবদেবেশো বিপ্রেভ্যঃ কলসান্ দদেৎ। নদ্যাস্তীরেঽথবা কুর্য্যাৎ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ১২ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে শ্রবণদ্বাদশী নাম ষট্‌ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

সপ্তত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ কামদেবত্রয়োদশ্যাং পূজা দমনকাদিভিঃ। রতিপ্রীতিসমাযুক্তো হ্যশোকো মানভূষিতঃ ॥ ২ ॥ ইতি মদনত্রয়োদশী। চতুর্দ্দশ্যাং তথাষ্টম্যাং পক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণয়োঃ। যোঽব্দমেকং ন ভুঞ্জীত ভুক্তিভাক্ শিবপূজনাৎ ॥৩॥ চতুর্দ্দশ্যষ্টমীব্রতং ॥ ত্রিরাত্রোপোষিতো দদ্যাৎ কার্ত্তিক্যাং ভবনং শুভং। সূর্য্যলোকমবাপ্নোতি ধামব্রতমিদং শুভং ॥ ৪ ॥ অমাবস্যাং পিতৃণাঞ্চ দত্তং জলাদি চাক্ষয়ং। নক্তাভ্যাশী বারনাম্না যজন্ বারিণি সর্ব্বভাক্। বারব্রতানি ॥ ৫ ॥ দ্বাদশর্ক্ষাণি বিপ্রর্ষে প্রতিমাসন্তু যানি বৈ। তন্নামা তেঽচ্যুতং তেষু সম্যক্ সংপূজয়েন্নরঃ। কেশবং মার্গশীর্ষে তু ইত্যাদৌ কৃত্তিকাদিকা ॥ ৬ ॥ ঘৃতহোমশ্চতুর্ম্মাসং কৃষরঞ্চ নিবেদয়েৎ। আষাঢ়াদৌ পায়সন্তু বিপ্রাংস্তেনৈব ভোজয়েৎ। পঞ্চগব্যজলে স্নানং নৈবেদ্যৈর্নক্তমাচরেৎ ॥ ৭ ॥ অর্ব্বাগ্বিসর্জ্জনাদ্দ্রব্যং নৈবেদ্যং সর্ব্বমুচ্যতে। বিসর্জ্জিতে

প্রদান করিবে। ৭—৯। অনন্তর কুম্ভ ও মোদক প্রদান করিয়া রাত্রিতে জাগরণ করিতে হইবে এবং স্নান ও পীতবস্ত্রাদি পরিধানপূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া বলিবে। হে গোবিন্দ! তোমাকে ভূয়োভূয় নমস্কার করি। তুমি আমার পাপরাশি সংক্ষয় করিয়া সর্ব্বসৌখ্য প্রদান কর। ১০—১১। আমার প্রতি দেবদেবেশ্বর প্রসন্ন হউন, এই কামনায় ব্রাহ্মণদিগকে কলসপ্রদান করিবে। এইরূপে নদীর তীরে অথবা অন্যকোন পবিত্র স্থানে ব্রত করিলে সর্ব্বকামনা পরিপূর্ণ হয়। ১২।

সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন, কামত্রয়োদশীতে দমনকপুষ্পাদিদ্বারা পূজা করিবে। ইহাতে সাধক, রতিপ্রীতিসমাযুক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকার সম্মান লাভ করে। ইহার নাম মদনত্রয়োদশী। ১—২। শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষের চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীতে উপবাসী থাকিয়া শিবের অর্চ্চনা করিবে। এইরূপে একবৎসর ব্রত করিলে সাধক 'সর্ব্বভোগ লাভ করিতে পারে; ইহার নাম চতুর্দ্দশ্যষ্টমীব্রত'। ৩। ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমাতে শোভনগৃহ প্রদান করিবে। এই ব্রতের পুণ্যফলে সাধকের সূর্য্যলোক প্রাপ্তি হয়, ইহার নাম ধামব্রত। ৪। অমাবস্যাতে পিতৃলোকের উদ্দেশে জলপ্রদান করিলে অক্ষয়ফল হইয়া থাকে। এই ব্রতে দিবাভোজন পরিত্যাগ করিয়া রাত্রিতে ভোজন করিবে। এইরূপ বার নাম উল্লেখ করিয়া জলেতে পিতৃযজন করিলে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বসম্পদ্‌ভাগী হইতে পারে; ইহার নাম বারব্রত। ৫। দ্বাদশ মাসে যে যে নক্ষত্র উক্ত আছে, সেই সকল নক্ষত্রের নাম উল্লেখপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিয়া প্রতি মাসেতে সেই সেই নক্ষত্রযুক্ত দিনে বিষ্ণুর পূজা করিবে, অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে মৃগশিরোনক্ষত্রযুক্ত দিনে কেশব নামে পূজা করিতে হইবে। পৌষ মাসে পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত দিনে নারায়ণ নামে, মাঘ মাসে মঘানক্ষত্রে মাধব নামে, ফাল্গুন মাসে পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্রে গোবিন্দ নামে, চৈত্র মাসে চিত্রানক্ষত্রে বিষ্ণু নামে, বৈশাখ মাসে বিশাখানক্ষত্রে মধুসূদন নামে, জ্যৈষ্ঠ মাসে জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে ত্রিবিক্রম নামে, আষাঢ় মাসে পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্রে বামন নামে, শ্রাবণ মাসে শ্রবণানক্ষত্রে শ্রীধর নামে, ভাদ্রমাসে পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্রে হৃষীকেশ নামে, আশ্বিন মাসে অশ্বিনীনক্ষত্রযুক্ত দিবসে পদ্মনাভ নামে এবং কার্ত্তিক মাসে কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্ত দিনে দামোদর নামে পূজা করিতে হইবে। ৬। চারিমাস পর্য্যন্ত ঘৃতহোম করিয়া কৃষর নিবেদন করিবে; আষাঢ়াদি মাসে পায়স নিবেদন করিয়া সেই পায়স দ্বারা ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হইবে এবং পঞ্চগব্য জলদ্বারা দেবতাকে স্নান করাইয়া রাত্রিতে নৈবেদ্যদ্বারা অর্চ্চনা করিবে। ৭। দেবতার বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে সর্ব্বদ্রব্যই নৈবেদ্য থাকে এবং দেবতার বিসর্জ্জন করিলে 'তৎক্ষণাৎ সমস্ত দ্রব্যই নির্ম্মাল্য হইয়া

জগন্নাথে নির্ম্মাল্যং ভবতি ক্ষণাৎ ॥ ৮ ॥ পঞ্চরাত্রবিদো মুখ্যা নৈবেদ্যং ভুঞ্জতে স্বয়ং। এবং সংবৎসরস্যান্তে বিশেষেণ প্রপূজয়েৎ ॥ ৯ ॥ নমোনমস্তেঽচ্যুত সংক্ষয়োঽস্তু পাপস্য বৃদ্ধিং সমুপৈতি পুণ্যং। ঐশ্বর্য্যবিত্তাদি সদাক্ষয়ং মে তথাস্তু মে সন্ততিরক্ষয়ৈব ॥ ১০। যথাচ্যুত ত্বং পরতঃ পরস্মাৎ স ব্রহ্মভূতঃ পরতঃ পরস্মাৎ। তথাচ্যুতং মে কুরু বাঞ্ছিতং সদা ময়া কৃতং পাপহতাপ্রমেয় ॥ ১১ ॥ অচ্যুতানন্দ গোবিন্দ প্রসীদ যদভীপ্সিতং। তদক্ষয়মমেয়াত্মন্‌ কুরুষ্ব পুরুষোত্তম। কুর্য্যাদ্বৈ সপ্তবর্ষাণি আয়ুঃশ্রীসদ্গতিং নরঃ ॥ ১২ ॥ উপোষ্যৈকাদশীমব্দমষ্টমীঞ্চ চতুর্দ্দশীং। সপ্তমীং পূজয়েদ্বিষ্ণুং দুর্গাং শম্ভুং রবিং ক্রমাৎ। তেষাং লোকং সমাপ্নোতি সর্ব্বকামাংশ্চ নির্ম্মলঃ ॥ ১৩ ॥ একভক্তেন নক্তেন তথৈবাযাচিতেন চ। উপবাসেন শাকাদ্যৈঃ পূজয়ন্‌ সর্ব্বদেবতাঃ। সর্ব্বঃ সর্ব্বাসু তিথিষু ভুক্তিমুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪ ॥ ধনদোঽগ্নিঃ প্রতিপদি নাসত্যো দস্র অর্চ্চিতঃ। শ্রীর্যমশ্চ দ্বিতীয়ায়াং পঞ্চম্যাং পার্ব্বতীং শ্রিয়া ॥ ১৫ ॥ নাগাঃ ষষ্ঠ্যাং কার্ত্তিকেয়ঃ সপ্তম্যাং ভাস্করোঽর্থদঃ। দুর্গাষ্টম্যাং মাতরশ্চ নবম্যামথ তক্ষকঃ ॥ ১৬ ॥ দশম্যামিন্দ্রো ধনদ একাদশ্যাং মুনীশ্বরাঃ। দ্বাদশ্যাঞ্চ হরিঃ কামস্ত্রয়োদশ্যাং মহেশ্বরঃ। চতুর্দ্দশ্যাং পঞ্চদশ্যাং ব্রহ্মা চ পিতরোঽপরে ॥ ১৭ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে সর্ব্বতিথিব্রতানি নাম সপ্তত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

যায়। ৮। যাঁহারা পঞ্চরাত্রবিধানজ্ঞ, তাঁহাদিগকে এই নৈবেদ্য ভক্ষণ করিতে দিবে। এইরূপে একবৎসর ব্রত করিয়া বৎসরান্তে বিশেষরূপে পূজা করিবে। ৯। ব্রত সম্পূর্ণ হইলে ব্রতী ব্যক্তি বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করিবে, হে অচ্যুত! আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। আমার পাপক্ষয় হইয়া পুণ্যের বৃদ্ধি হউক, সর্ব্বদা ঐশ্বর্য্যবিত্তাদি ও সন্ততি অক্ষয় হইয়া থাকুক। ১০। হে অচ্যুত! তুমি পরাৎপর পরব্রহ্ম, আমার বাঞ্ছিত অক্ষয় কর। হে অপ্রমেয়! আমি যে সকল পাপ করিয়াছি, তুমি সেই সকল পাপের বিনাশ কর। ১১। হে অচ্যুত! হে অনন্ত! হে গোবিন্দ! হে অমেয়াত্মন্‌! হে পুরুষোত্তম! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার অভিলষিত বিষয় অক্ষয় কর। আয়ুঃ, শ্রী ও সদ্গতিকামী ব্যক্তি সপ্তবর্ষ উক্তরূপে ব্রতাচরণ করিবে। ১২। উপবাসী থাকিয়া একাদশীতে বিষ্ণুর, অষ্টমীতে দুর্গার, চতুর্দ্দশীতে শম্ভুর এবং সপ্তমীতে সূর্য্যের পূজা করিবে। এইরূপ একবৎসর ব্রত করিবে, এই ব্রতের পুণ্যবলে পূজিত দেবলোকে গমন হয় এবং সর্ব্বপাপ বিমোচন হইয়া সর্ব্বকাম সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। ১৩। একাহারী, নক্তভোজী, অযাচিতাশী অথবা উপবাসী হইয়া শাকাদি যথাসম্ভব উপচারে সকল দেবতার পূজা করিবে, এইরূপে সকল তিথিতে সকল দেবতার পূজা করিলে ভুক্তিমুক্তি লাভ করিতে পারে। ১৪। প্রতিপৎ তিথিতে কুবের অগ্নি, অশ্বিনীকুমার এই সকল দেবতার অর্চ্চনা করিবে। এইরূপে দ্বিতীয়াতে শ্রী ও যম, পঞ্চমীতে পার্ব্বতী, ষষ্ঠীতে নাগগণ, সপ্তমীতে ভাস্কর ও দুর্গা, অষ্টমীতে মাতৃগণ, নবমীতে তক্ষক, দশমীতে ইন্দ্র ও কুবের, একাদশীতে মুনিগণ দ্বাদশীতে হরি, কামত্রয়োদশীতে মহেশ্বর, চতুর্দ্দশীতে ব্রহ্মা এবং পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে পিতৃগণের অর্চ্চনা করিবে।

অষ্টত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ রাজ্ঞাং বংশান্‌ প্রবক্ষ্যামি বংশানুচরিতানি চ। বিষ্ণুনাভ্যব্জতো ব্রহ্মা দক্ষোঽঙ্গুষ্ঠাচ্চ তস্য বৈ ॥ ২ ॥ ততোঽদিতির্ব্বিবস্বাংশ্চ ততো বিবস্বতঃ সুতঃ। মনুরিক্ষ্বাকুঃ শর্য্যাতিঃ নৃগো ধৃষ্টঃ পৃষধ্রকঃ। নরিষ্যন্তশ্চ নাভাগো দিষ্টঃ শশক এব চ ॥৩॥ মনোরাসী-

অষ্টত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

হরি বলিলেন, অনন্তর রাজাদিগের বংশ ও বংশানুচরিত বলিতেছি। বিষ্ণুর নাভি কমল হইতে ব্রহ্মার উদ্ভব হয় এবং ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষের উৎপত্তি হইয়াছিল। অনন্তর দক্ষ হইতে অদিতি এবং অদিতি হইতে সূর্য্যের জন্ম হয়। সূর্য্য হইতে মনু, মনু হইতে ইক্ষাকু, শর্য্যাতি, নৃগ, ধৃষ্ট, পৃষধ্র, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, দিষ্ট এবং শশক, উৎপন্ন হন। ১—৩। সূর্য্য-

দিলা কন্যা সুদ্যুম্নোঽস্য সুতো ভবৎ। ইলায়াস্তু বুধাজ্জাতো রজোরুদ্রপুরূরবাঃ। সুতাস্ত্রয়শ্চ সুদ্যুম্নাদুৎকলো বিনতো গয়ঃ ॥৪॥ অভূচ্ছূদ্রো গোবধাত্তু পৃষধ্রস্তু মনোঃ সুতঃ। করূষাৎ ক্ষত্রিয়া জাতা কারূষা ইতি বিশ্রুতাঃ ॥ ৫ ॥ দিষ্টপুত্রস্তু নাভাগো বৈশ্যতামগমৎ স চ। তস্মাৎ ভনন্দনঃ পুত্রো বৎসপ্রীতির্ভনন্দনাৎ ॥ ৬॥ ততঃ পাংশুঃ খনিত্রোঽভূৎ ভুপস্তস্মাৎ ততঃ ক্ষুপঃ। ক্ষুপাদ্বিংশোঽভবৎ পুত্রো বিংশাজ্জাতো বিবিংশকঃ ॥ ৭॥ বিবিংশাচ্চ খনীনেত্রো বিভুতিস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ। করন্ধমো বিভুতেস্তু ততো জাতোঽপ্যবিক্ষিতঃ ॥ ৮ ॥ মরুত্তোঽবিক্ষিতস্যাপি নরিষ্যন্তস্তুতঃ স্মৃতঃ। নরিষ্যন্তাত্তমো জাতস্ততো ভুদ্রাজবর্দ্ধনঃ ॥ ৯ ॥ রাজবর্দ্ধাৎ সুধৃতিশ্চ নরোঽভূৎ সুধৃতেঃ সুতঃ। নরাচ্চ কেবলঃ পুত্রঃ কেবলাদ্ধুন্ধুমানপি ॥ ১০ ॥ ধুন্ধুমতো বেগবাংশ্চ বুধো বেগবতঃ সুতঃ। তৃণবিন্দুর্বুধাজ্জাতঃ কন্যা চৈলবিলা তথা ॥ ১১ ॥ বিশালং জনয়ামাস তৃণবিন্দোস্বলম্বুষা। বিশালাদ্ধেমচন্দ্রোঽভুদ্ধেচন্দ্রাচ্চ চন্দ্রকঃ ॥১২॥ ধূম্রাশ্বশ্চৈব চন্দ্রাত্তু ধূম্রাশ্বাৎ সৃঞ্জয়স্তথা। সৃঞ্জয়াৎ সহদেবোঽভূৎ কৃশাশ্বস্তৎসুতোঽভবৎ ॥ ১৩ ॥ কৃশাশ্বাৎ সোমদত্তস্তু ততোঽভুজ্জনমেজয়ঃ। তৎপুত্রশ্চ সুমন্ত্রিশ্চ এতে বৈশালকা নৃপাঃ ॥ ১৪ ॥ শর্য্যাতেস্তু সুকন্যাভূৎ সা ভার্য্যা চ্যবনস্য তু। অনন্তো নাম শর্য্যাতেরনন্তাদ্দেবকোঽভবৎ। রৈবতো রেবতস্যাপি রেবতাদ্রেবতী সুতা ॥ ১৫ ॥ ধৃষ্টস্য ধার্ষ্টকং ক্ষত্রং বৈশ্যকং তদ্বভূব হ।

তনয় মনুর ইলা নামে একটী কন্যার হয়, কালক্রমে এই ইলাই সুদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। চন্দ্রতনয় বুধের সহিত ইলার সঙ্গম হইলে বুধের ঔরসে ইলার গর্ভে রজঃ রুদ্র ও পুরূরবাঃ, এই তিন পুত্র জন্মে এবং সুদ্যুম্ন হইতে উৎকল, বিনত ও গয়, এই তিন পুত্রের উৎপত্তি হয়।৩। মনুর পুত্র পৃষধ্র গোবধ করিয়াছিলেন, সেই পাপে তিনি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েন। অনন্তর করূষ হইতে যে সকল ক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি হয়, তাহারা কারূষ নামে বিখ্যাত হইয়াছে।৪-৫। পরে মনুতনয় দিষ্টের নাভাগ নামে এক পুত্র জন্মে, ঐ নাভাগ বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হয়েন। নাভাগের এক পুত্র হয়, তাহার নাম ভনন্দন এবং ভনন্দনের যে পুত্র জন্মে, তাহার নাম বৎসপ্রীতি।৬। ভনন্দনের পাংশু ও খনিত্র নামে দুই পুত্র জন্মে এবং খনিত্রের এক পুত্র জন্মে তাহার নাম ক্ষুপ। ক্ষুপের পুত্র, বিংশ এবং বিংশের পুত্রের নাম বিবিংশ।৭। বিবিংশ হইতে খনীনেত্র নামে এক পুত্রের জন্ম হয়, তাহার পুত্রের নাম বিভূতি। বিভূতির যে পুত্র জন্মে, তাহার নাম করন্ধম এবং করন্ধম হইতে অবিক্ষিত নামে পুত্রের জন্ম হইয়াছিল।৮। অবিক্ষিতের যে পুত্র হয়, তাহার নাম মরুত্ত এবং মরুত্ত হইতে নরিষ্যন্তের জন্ম হয়। পরে নরিষ্যন্ত হইতে তমো নামে পুত্র জন্মে এবং তম হইতে রাজবর্দ্ধন নামে পুত্রের উৎপত্তি হয়।৯। রাজবর্দ্ধনের পুত্রের নাম সুধৃতি এবং সুধৃতি হইতে নর নামে এক পুত্র জন্মে। নরের যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহার নাম কেবল এবং কেবলের পুত্রের নাম ধুন্ধুমান।১০। পরে ধুন্ধুমানের এক পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহার নাম বেগবান্ এবং বেগবানের বুধ নামে এক পুত্র জন্মে। পরে বুধ হইতে তৃণবিন্দু নামে পুত্র এবং ঐলবিলা নামে কন্যার উৎপত্তি হয়।১১। অনন্তর তৃণবিন্দুর ঔরসে অলম্বুষা বিশাল নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন এবং বিশাল হইতে হেমচন্দ্র নামে পুত্রের উৎপত্তি হয়, হেমচন্দ্র হইতে চন্দ্র নামে পুত্র জন্মে।১২। পরে চন্দ্র হইতে ধূম্রাশ্বের জন্ম হয় এবং ধূম্রাশ্বের যে পুত্র জন্মে, তাহার নাম সৃঞ্জয় এবং সৃঞ্জয় হইতে সহদেব নামে এক পুত্র জন্মে, সহদেবের পুত্রের নাম কৃশাশ্ব।১৩। কৃশাশ্বের পুত্রের নাম সোমদত্ত এবং সোমদত্তের পুত্রের নাম জনমেজয়। জনমেজয়ের যে পুত্র জন্মে তাহার নাম সুমন্ত্রি। এই সমুদায় রাজগণ বিশালানগরীর অধিপতি।১৪। শর্য্যাতির এক কন্যা জন্মে, তাহাকে চ্যবন বিবাহ করে। শর্য্যাতির যে পুত্র জন্মে, তাহার নাম অনন্ত এবং অনন্ত হইতে দেবকের উৎপত্তি হয়। পরে রেবতের এক পুত্র হয় তাহার রৈবতক এবং তাহার কন্যার নাম রেবতী।১৫। মনুতনয় ধৃষ্টের যে পুত্র জন্মে, তাহার নাম ধার্ষ্টক। এই ধার্ষ্টক ক্ষত্রিয় হইয়া বৈশ্যধর্ম্ম আশ্রয় করেন। পরে মনুপুত্র নাভাগের নেদিষ্ট নামে এক পুত্র জন্মে, সেই

নাভাগপুত্রো নেদিষ্টো হ্যম্বরীষোঽপি তৎসুতঃ॥ ১৬॥ অম্বরীষাৎ বিরূপোঽভূৎ পৃষদশ্বো বিরূপতঃ। রথীনরশ্চ তৎপুত্রো বাসুদেবপরায়ণঃ॥ ১৭॥ ইক্ষ্বাকোস্তু ত্রয়ঃ পুত্রাঃ বিকুক্ষিনিমিদণ্ডকাঃ। ইক্ষ্বাকুজো বিকুক্ষিস্তু শশাদঃ শশভক্ষণাৎ॥ ১৮॥ পুরঞ্জয়ঃ শশাদাচ্চ ককুৎস্থাখ্যোঽভবৎ সুতঃ। অনেনাস্তু ককুৎস্থাচ্চ পৃথুঃ পুত্রস্ত্বনেনসঃ॥ ১৯॥ বিশ্বরাতঃ পৃথোঃ পুত্র আর্দ্রোঽভূদ্বিশ্বরাতুতঃ। যুবনাশ্বোঽভবচ্চার্দ্রাৎ শ্রাবস্তো যুবনাশ্বতঃ॥ ২০॥ বৃহদশ্বস্তু শ্রাবস্তাত্তৎপুত্রঃ কুবলাশ্বকঃ। ধুন্ধুমারো হি বিখ্যাতো দৃঢ়াশ্বশ্চ ততোঽভবৎ॥ ২১॥ চন্দ্রাশ্বঃ কপিলাশ্বশ্চ হর্য্যশ্বশ্চ দৃঢ়াশ্বতঃ। হর্য্যশ্বাচ্চ নিকুম্ভোঽভূদ্ধিতাশ্বশ্চ নিকুম্ভতঃ॥২২॥ পূজাশ্বশ্চ হিতাশ্বাচ্চ তৎসুতো যুবনাশ্বকঃ। যুবনাশ্বাচ্চ মান্ধাতা বিন্দুমহ্যস্ততোঽভবৎ॥ ২৩॥ মুচুকুন্দোঽম্বরীষশ্চ পুরুকুৎসস্ত্রয়ঃ সুতাঃ। পঞ্চাশৎ কন্যকাশ্চৈব ভার্য্যাস্তাঃ সৌভরের্ম্মুনেঃ॥২৪॥ যুবনাশ্বোঽম্বরীষাচ্চ হরিতো যুবনাশ্বতঃ। পুরুকুৎসান্নর্ম্মদায়াং ত্রসদস্যুরভূৎ সুতঃ॥ ২৫॥ অনরণ্যস্ততো জাতো হর্য্যশ্বোঽপ্যনরণ্যতঃ। তৎপুত্রোঽভূদ্ বসুমনাস্ত্রিধন্বা তস্য চাত্মজঃ॥ ২৬॥ ত্রয্যারুণস্তস্য পুত্রস্তস্য সত্যরতঃ সুতঃ। যস্ত্রিশঙ্কুঃ সমাখ্যাতো হরিশ্চন্দ্রোঽভবত্ততঃ॥ ২৭॥ হরিশ্চন্দ্রাদ্রোহিতাশ্বো হরিতো রোহিতাশ্বতঃ। হরিতস্য সুতশ্চঞ্চুশ্চঞ্চোশ্চ বিজয়ঃ সুতঃ॥ ২৮॥ বিজয়াদ্রুরুকো জজ্ঞে রুরুকাত্তু বৃকঃ সুতঃ। বৃকাদ্বাহুর্নৃপোঽভূচ্চ বাহোস্তু সগরঃ স্মৃতঃ॥২৯॥ ষষ্টিপুত্রসহস্রাণি সুমত্যাং সগরোদ্ভবঃ। কেশিন্যামেক এবাসৌ অসমঞ্জসসংজ্ঞকঃ॥ ৩০॥ তস্যাংশুমান্ সুতো বিদ্বান্ দিলীপস্তৎসুতোঽ-

নেদিষ্টের যে পুত্র উৎপন্ন হয় তাহার নাম অম্বরীষ। ১৬। অম্বরীষের যে পুত্র জন্মে তাহার নাম বিরূপ এবং বিরূপের পুত্রের নাম পৃষদশ্ব। পৃষদশ্ব হইতে রথীনর নামে এক পুত্র জন্মে, এই রথীনর বাসুদেবের ভক্ত ছিলেন। ১৭। অনন্তর ইক্ষ্বাকুর যে তিনটি পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের প্রথমের নাম বিকুক্ষি, দ্বিতীয়ের নাম নিমি এবং তৃতীয়ের নাম দণ্ডক। ইক্ষ্বাকুতনয় বিকুক্ষি যজ্ঞীয় শশক ভক্ষণ করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত তিনি, শশাদ নামে বিখ্যাত হয়েন। ১৮। এই শশাদের এক পুত্র হয়, তাহার নাম পুরঞ্জয় এবং পুরঞ্জয়ের পুত্রের নাম ককুৎস্থ। ককুৎস্থ হইতে অনেনা নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয় এবং অনেনার যে পুত্র জন্মে তাহার নাম পৃথু। ১৯। পৃথু হইতে বিশ্বরাত নামে পুত্রের উৎপত্তি হয় এবং বিশ্বরাত হইতে আর্দ্র নামে এক পুত্র জন্মে। আর্দ্রের পুত্রের নাম যুবনাশ্ব এবং যুবনাশ্বের যে পুত্র হয়, তাহার নাম শ্রাবস্ত। ২০। শ্রাবস্তের এক পুত্র হয় তাহার নাম বৃহদশ্ব, বৃহদশ্ব হইতে কুবলাশ্বের জন্ম হয় এবং এই কুবলাশ্ব হইতে দৃঢ়াশ্ব নামে এক পুত্র জন্মে। এই দৃঢ়াশ্ব ধুন্ধুমার নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ২১। দৃঢ়াশ্বের তিন পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের মধ্যে প্রথম চন্দ্রাশ্ব, দ্বিতীয় কপিলাশ্ব এবং তৃতীয় হর্য্যশ্ব। দৃঢ়াশ্বতনয় হর্য্যশ্ব হইতে নিকুম্ভ নামে এক পুত্র জন্মে এবং নিকুম্ভ হইতে হিতাশ্ব নামে পুত্রের উৎপত্তি হয়। ২২। হিতাশ্বের পূজাশ্ব নামে এক পুত্র হয় এবং পূজাশ্বের যে পুত্র জন্মে তাহার নাম যুবনাশ্ব। যুবনাশ্বের পুত্রের নাম মান্ধাতা এবং মান্ধার পুত্রের নাম বিন্দুমহ্য। ২৩। বিন্দুমহ্যের পুত্র মুচুকুন্দ, অম্বরীষ এবং পুরুকুৎস। ঐ বিন্দুমহ্যের পঞ্চাশটি কন্যা জন্মে, তাহারা সকলেই সৌভরিমুনির ভার্য্যা। ২৪। অম্বরীষের পুত্র যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের পুত্র হরিত। পুরুকুৎসের ঔরসে নর্ম্মদার গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হয় তাহার নাম ত্রসদস্যু। ২৫। ত্রসদস্যুর তনয় অনরণ্য, অনরণ্যের পুত্র হর্য্যশ্ব। হর্য্যশ্বের পুত্র বসুমনাঃ এবং বসুমনার পুত্র ত্রিধন্বা। ২৬। ত্রিধন্বার তনয় ত্রয্যারুণ, ত্রয্যারুণের তনয় সত্যরত। এই সত্যরত ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হয়েন। ত্রিশঙ্কুর তনয়ের নাম হরিশ্চন্দ্র। ২৭। হরিশ্চন্দ্রের তনয়ের নাম রোহিতাশ্ব, রোহিতাশ্বের তনয় হরিত, হরিতের তনয় চঞ্চু, চঞ্চুর তনয় বিজয়। ২৮। বিজয়ের তনয় রুরুক এবং রুরুকের তনয় বৃক। বৃকের তনয় বাহু, ইনি রাজা হইয়াছিলেন। বাহুর তনয় সগর। ২৯। সুমতিনাম্নী পত্নীতে সগরের ষষ্টিসহস্র তনয় জন্মে এবং কেশিনীনাম্নী ভার্য্যাতে একমাত্র তনয় হয়, তাহার নাম অসমঞ্জস। ৩০। অসমঞ্জসের তনয় অংশুমান্ এবং অংশুমানের তনয় দিলীপ

ভবৎ। ভগীরথো দিলীপাচ্চ যো গঙ্গামানয়দ্ভুবং॥ ৩১॥ শ্রুতো ভগীরথসুতো নাভাগশ্চ শ্রুতাৎ কিল। নাভাগাদম্বরীযোঽভূৎ সিন্ধুদ্বীপোঽম্বরীষতঃ॥ ৩২॥ সিন্ধুদ্বীপস্যাযুতায়ুঃ ঋতুপর্ণস্তদাত্মজঃ। ঋতুপর্ণাৎ সর্ব্বকামঃ সুদাসোঽভূত্তদাত্মজঃ॥ ৩৩॥ সুদাসস্য চ সৌদাসো নাম্না মিত্রসহঃ স্মৃতঃ। কল্মাষপাদসংজ্ঞশ্চ দময়ন্ত্যাং তদাত্মজঃ॥ ৩৪॥ অশ্মকাখ্যোঽভবৎ পুত্রো হ্যশ্মকান্মূলকোঽভবৎ। ততো দশরথো রাজা তস্য চৈলবিলঃ সুতঃ॥ ৩৫॥ তস্য বিশ্বসহঃ পুত্রঃ খট্বাঙ্গশ্চ তদাত্মজঃ। খট্বাঙ্গাদ্দীর্ঘবাহুশ্চ দীর্ঘবাহোরজঃ সুতঃ॥ ৩৬॥ তস্য পুত্রো দশরথশ্চত্বারস্তৎসুতাঃ স্মৃতাঃ। রামলক্ষ্মণশত্রুঘ্নভরতাশ্চ মহাবলাঃ॥ ৩৭॥ রামাৎ কুশলবৌ জাতৌ ভরতাত্তার্ক্ষপুষ্করৌ। চিত্রাঙ্গদশ্চন্দ্রকেতু লক্ষ্মণাৎ সংবভূবতুঃ॥ ৩৮॥ সুবাহু-শূরসেনৌ চ শত্রুঘ্নাৎ সম্বভূবতুঃ। কুশস্য চাতিথিঃ পুত্রো নিষধো হ্যতিথেঃ সুতঃ॥ ৩৯॥ নিষধস্য নলঃ পুত্রো নলস্য চ নভাঃ স্মৃতঃ। নভসঃ পুণ্ডরীকস্তু ক্ষেমধন্বা তদাত্মজঃ॥ ৪০॥ দেবানীকস্তস্য পুত্রো দেবানীকাদহীনকঃ। অহীনকাদ্রুরুর্যজ্ঞে পারিপাত্রো রুরোঃ সুতঃ॥ ৪১॥ পারিপাত্রাদ্দলো যজ্ঞে দলপুত্রশ্ছলঃ স্মৃতঃ। ছলাদ্বুকথস্ততো বুকথাৎ বজ্রনাভস্ততো গণঃ॥৪২॥ উষিতাশ্বো গণাজ্জজ্ঞে ততো বিশ্বসহোঽভবৎ। হিরণ্যনাভস্তৎপুত্রস্তৎপুত্রঃ পুষ্পকঃ স্মৃতঃ॥৪৩॥ ধ্রুবসন্ধিরভূৎ পুষ্পাৎ ধ্রুবসন্ধেঃ সুদর্শনঃ। সুদর্শনাদগ্নিবর্ণঃ পদ্মবর্ণোঽগ্নিবর্ণতঃ॥ শীঘ্রস্তু পদ্মবর্ণাত্তু শীঘ্রাৎ পুত্রো মরুস্ত্বভূৎ। মরোঃ প্রসুশ্রুতঃ পুত্রস্তস্য চোদাবসুঃ সুতঃ॥৪৫॥ উদাবসোর্নন্দিবর্দ্ধনোঽভূৎ সুকেতুর্নন্দিবর্দ্ধনাৎ। সুকেতোর্দ্দেবরাতোঽভূৎ বৃহদুকথস্ততঃ সুতঃ॥ ৪৬॥ বৃহদুকথান্মহাবীর্য্যঃ সুধৃতিস্তস্য চাত্মজঃ। সুধৃতের্ধৃষ্টকেতুশ্চ হর্য্যশ্বো ধৃষ্টকেতুতঃ॥ ৪৭॥ হর্য্যশ্বাত্তু মরুর্জ্জাতো মরোঃ প্রতী-

দিলীপের তনয় ভগীরথ, এই ভগীরথ গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনয়ন করেন। ৩১। ভগীরথের তনয় শ্রুত, শ্রুতের তনয় নাভাগ। নাভাগের তনয় অম্বরীষ এবং অম্বরীষের তনয় সিন্ধুদ্বীপ। ৩২। সিন্ধুদ্বীপের তনয় অযুতায়ুঃ, অযুতায়ুর তনয় ঋতুপর্ণ। ঋতুপর্ণের তনয় সর্ব্বকাম, সর্ব্বকামের তনয় সুদাস। ৩৩। সুদাসের তনয় সৌদাস, ইনি মিত্রসহ নামে বিখ্যাত হয়েন। সুদাসের দময়ন্তী নাম্নী স্ত্রীতে কল্মাষপাদ নামে এক তনয় জন্মে। ৩৪। কল্মাষপাদের তনয় অশ্মক, অশ্মকের তনয় মূলক। মূলকের তনয় দশরথ, দশরথের তনয় ঐলবিল। ৩৫। ঐলবিলের তনয়ের নাম বিশ্বসহ এবং বিশ্বসহের তনয় খট্বাঙ্গ। খট্বাঙ্গের তনয় দীর্ঘবাহু, দীর্ঘবাহুর তনয় অজ। ৩৬। অজের তনয় দশরথ, দশরথের চারি তনয় জন্মে। প্রথম রাম, দ্বিতীয় ভরত, তৃতীয় লক্ষ্মণ এবং চতুর্থ শত্রুঘ্ন। ইঁহারা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত। ৩৭। রামের তনয় কুশ ও লব। ভরতের তনয় তার্ক্ষ ও ও পুষ্কল, লক্ষ্মণের তনয়দ্বয়ের নাম চিত্রাঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু এবং শত্রুঘ্নের সুবাহু ও শূরসেন নামে দুই তনয় হয়। কুশের অতিথি নামে তনয় জন্মে এবং অতিথির তনয়ের নাম নিষধ। ৩৮—৩৯। নিষধের তনয় নল, নলের তনয় নভস। নভসের তনয় পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীকের তনয় ক্ষেমধন্বা। ক্ষেমধন্বার তনয় দেবানীক, দেবানীকের তনয় অহীনক। অহীনকের রুরু নামে এক তনয় জন্মে এবং রুরুর যে তনয় হয়, তাহার নাম পারিপাত্র। ৪০—৪১। পারিপাত্রের তনয় দল এবং দলের তনয় ছল। ছলের তনয়ের নাম বুকথ এবং বুকথের তনয়ের নাম বজ্রনাভ, বজ্রনাভের তনয় গণ, গণের তনয় উষিতাশ্ব এবং উষিতাশ্বের তনয়ের নাম বিশ্বসহ। বিশ্বসহের যে তনয় জন্মে তাহার নাম হিরণ্যনাভ, হিরণ্যনাভের তনয়, পুষ্পক। ৪২—৪৩। পুষ্পকের তনয় ধ্রুবসন্ধি, ধ্রুবসন্ধির তনয়ের নাম সুদর্শন। সুদর্শন হইতে অগ্নিবর্ণের জন্ম হয়, অগ্নিবর্ণের তনয় পদ্মবর্ণ। পদ্মবর্ণের তনয় শীঘ্র, শীঘ্রের তনয়ের নাম মরু, মরুর তনয় প্রশ্রুত, প্রশ্রুতের তনয় উদাবসু। ৪৪। উদাবসুর তনয় নন্দিবর্দ্ধন, নন্দিবর্দ্ধনের তনয় সুকেতু, সুকেতুর দেবরাত নামে এক তনয় হয়, দেবরাতের তনয়ের নাম বৃহদুকথ। ৪৫। বৃহদুকথের তনয় মহাবীর্য্য, মহাবীর্য্যের তনয় সুধৃতি, সুধৃতির তনয় ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টকেতুর তনয় হর্য্যশ্ব। হর্য্যশ্বের তনয় মরু, মরুর তনয়ের নাম প্রতীন্ধক। প্রতীন্ধকের তনয় কৃতিরথ, কৃতিরথের তনয়ের নাম দেবমীঢ়। ৪৬—৪৭। দেবমীঢ়ের তনয় বিবুধ, বিবুধের

হ্রস্বকোঽভবৎ। প্রতীন্ধকাৎ কৃতিরথো দেবমীঢ়স্তদাত্মজঃ॥ ৪৮॥ বিবুধো দেবমীঢ়াত্তু বিবুধাত্তু মহাধৃতিঃ। মহাধৃতেঃ কৃতিরাতো মহারোমা তদাত্মজঃ॥ ৪৯॥ মহারোম্নঃ স্বর্ণরোমা হ্রস্বরোমা তদাত্মজঃ। সীরধ্বজো হ্রস্বরোম্নঃ তস্য সীতাভবৎ সুতা॥ ৫০॥ ভ্রাতা কুশধ্বজস্তস্য সীরধ্বজাত্তু ভানুমান্। শতদ্যুম্নো ভানুমতঃ শতদ্যুম্নাচ্ছুচিঃ স্মৃতঃ॥ ৫১॥ ঊর্জ্জনামা শুচেঃ পুত্রঃ সনদ্বাজস্তদাত্মজঃ। সনদ্বাজাৎ কুলির্জ্জাতোঽনঞ্জনস্তু কুলেঃ সুতঃ॥ ৫২॥ অনঞ্জনাচ্চ কুলজিৎ তস্যাপি চাধিনেমিকঃ। শ্রুতায়ুস্তস্য পুত্রোঽভূৎ সুপার্শ্বশ্চ তদাত্মজঃ॥ ৫৩॥ সুপার্শ্বাৎ সৃঞ্জয়ো জাতঃ ক্ষেমারিঃ সৃঞ্জয়াৎ স্মৃতঃ। ক্ষেমারিতস্ত্বনেনাশ্চ তস্য রামরথঃ স্মৃতঃ॥ ৫৪॥ সত্যরথো রামরথাত্তস্মাদুপগুরুঃ স্মৃতঃ। উপগুরোরুপগুপ্তঃ স্বাগতশ্চোপগুপ্ততঃ॥ ৫৫॥ স্বনরঃ স্বাগতাজ্জজ্ঞে সুবর্চ্চাস্তস্য চাত্মজঃ। সুবর্চ্চসঃ সুপার্শ্বস্তু সুশ্রুতশ্চ সুপার্শ্বতঃ॥ ৫৬॥ জয়স্তু সুশ্রুতাজ্জজ্ঞে জয়াত্তু বিজয়োঽভবৎ। বিজয়স্য ঋতঃ পুত্র ঋতস্য সুনয়ঃ সুতঃ॥ ৫৭॥ সুনয়াদ্বীতহব্যস্তু বীতহব্যাদ্ধৃতিঃ স্মৃতঃ। বহুলাশ্বো ধৃতেঃ পুত্রো বহুলাশ্বাৎ কৃতিঃ স্মৃতঃ॥ ৫৮॥ জনকস্য দ্বয়ং বংশ উক্তো যোগসমাশ্রয়ঃ॥৫৯॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে সূর্য্যবংশবর্ণনং নাম অষ্টত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঊনত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ॥ ১॥ সূর্য্যস্য কথিতো বংশঃ সোমশৃণুষ মে। নারায়ণসুতো ব্রহ্মা ব্রহ্মণোঽত্রেঃ সমুদ্ভবঃ। অত্রেঃ সোমস্তস্য ভার্য্যা তারা সুরগুরোঃ প্রিয়া॥ ২॥ সোমাত্তারা বুধং জজ্ঞে বুধপুত্রঃ পুরূরবাঃ। বুধপুত্রাদথোর্ব্বশ্যাং ষট্পুত্রাস্তু শ্রুতাত্মকঃ। বিশ্বাবসুঃ শতায়ুশ্চ আয়ুর্ধীমানমাবসুঃ॥ ৩॥ অমাবসোর্ভীমনামা ভীমপুত্রশ্চ কাঞ্চনঃ। কাঞ্চনস্য সুহোত্রোঽভুজ্জহ্নুশ্চাভূৎ সুহোত্রতঃ॥৪॥ জহ্নোঃ সুম-

তনয় মহাধৃতি। মহাধৃতির তনয় কৃতিরাত, কৃতিরাতের তনয় মহারোমা। ৪৮। মহারোমর তনয় স্বর্ণরোমা এবং স্বর্ণরোমার তনয়ের নাম হ্রস্বরোমা। হ্রস্বরোমার তনয় সীরধ্বজ। এই সীরধ্বজের এক কন্যা জন্মে, তাহার নাম সীতা। ৪৯। সীরধ্বজের ভ্রাতা কুশধ্বজ এবং সীরধ্বজের এক তনয় হয় তাহার নাম ভানুমান। ভানুমানের তনয় শতদ্যুম্ন, শতদ্যুম্নের তনয়ের নাম শুচি। ৫০। শুচির তনয়ের নাম ঊর্জ্জ, ঊর্জ্জের তনয় সনদ্বাজ। সনদ্বাজের তনয় কুলি, কুলির তনয়ের নাম অনঞ্জন। অনঞ্জনের তনয় কুলজিৎ, কুলজিতের তনয় অধিনেমি। অধিনেমির তনয় শ্রুতায়ু, শ্রুতায়ুর তনয় সুপার্শ্ব। ৫১—৫২। সুপার্শ্বের সৃঞ্জয় নামে এক তনয় হয়, ঐ সৃঞ্জয়ের তনয়ের নাম ক্ষেমারি। ক্ষেমারির তনয় অনেনাঃ, অনেনার তনয় রামরথ। ৫৩। রামরথের তনয় সত্যরথ, সত্যরথের তনয় উপগুরু। উপগুরুর তনয় উপগুপ্ত, উপগুপ্তের তনয়ের নাম স্বাগত। স্বাগতের স্বনর নামে এক তনয় জন্মে, তাহার তনয়ের নাম সুবর্চ্চা, সুবর্চ্চার তনয় সুপার্শ্ব, সুপার্শ্বের তনয় সুশ্রুত। ৫৪—৫৫। সুশ্রুতের তনয় জয়, জয়ের তনয় বিজয়, বিজয়ের তনয় ঋত, ঋতের তনয় সুনয়, সুনয়ের তনয় বীতহব্য, বীতহব্যের তনয় ধৃতি। ধৃতির তনয় বহুলাশ্ব, বহুলাশ্বের তনয় কৃতি। জনকের দুই বংশ হইয়াছে, উভয়বংশই যোগপরায়ণ ছিলেন। ৫৬—৫৭।

ঊনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

হরি বলিলেন, সূর্য্যবংশ উক্ত হইল, এইক্ষণ চন্দ্রবংশ শ্রবণ কর। নারায়ণতনয় ব্রহ্মা হইতে অত্রির উৎপত্তি হয়। এই অত্রি হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি হয়, সুরগুরু বৃহস্পতির প্রিয়পত্নী তারা চন্দ্রের ভার্য্যা হয়েন। ১—২। তারা চন্দ্র হইতে বুধ নামে তনয় উৎপাদন করেন, বুধের এক তনয় জন্মে, তাহার নাম পুরূরবা। বুধতনয় পুরূরবার ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে শ্রুতাত্মক, বিশ্বাবসু, শতায়ু, আয়ুঃ, ধীমান ও অমাবসু, এই ছয় তনয়ের জন্ম হয়। ৩। অমাবসুর তনয়, ভীম, ভীমের তনয় কাঞ্চন, কাঞ্চনের তনয় সুহোত্র, সুহোত্রের তনয় জহ্নু। জহ্নুর তনয়ের নাম সুমন্তু, সুমন্তুর তনয় অপজাপক। অপজাপকের তনয়

স্তরভবৎ সুমন্তোরপজাপকঃ। বলাকাশ্বস্তস্য পুত্রো বলাকাশ্বাৎ কুশঃ স্মৃতঃ ॥ ৫ ॥ কুশাশ্বঃ কুশনাভশ্চা মূর্ত্তরয়ো বসুঃ কুশাৎ। গাধিঃ কুশাশ্বাৎ সংজজ্ঞে বিশ্বামিত্রস্তদাত্মজঃ ॥ ৬ ॥ কন্যা সত্যবতী দত্তা ঋচীকায় দ্বিজায় সা। ঋচীকাজ্জমদগ্নিশ্চ রামস্তস্যাভবৎ সুতঃ ॥ ৭ ॥ বিশ্বামিত্রাদ্দেবরাত-মধুচ্ছন্দাদয়ঃ সুতাঃ। আয়ুষো নহুষস্তস্মাদনেনা রজিরস্তকৌ ॥ ৮ ॥ ক্ষত্রবৃদ্ধঃ ক্ষত্রবৃদ্ধাৎ সুহোত্রশ্চাভবন্নৃপঃ। কাশ্যকাশগৃৎসমদাঃ সুহোত্রাদভবংস্ত্রয়ঃ ॥৯॥ গৃৎসমদাচ্ছৌনকোঽভূৎ কাশ্যাদ্দীর্ঘতমাস্তথা। বৈদ্যো ধন্বন্তরিস্তস্মাৎ কেতুমাংশ্চ তদাত্মজঃ ॥ ১০ ॥ ভীমরথঃ কেতুমতো দিবোদাসস্তদাত্মজঃ। দিবোদাসাৎ প্রতর্দ্দনোঽভূৎ শত্রুজিৎ সোঽত্র বিশ্রুতঃ ॥ ১১ ॥ ঋতধ্বজস্তস্য পুত্রো হ্যলর্কশ্চ ঋতধ্বজাৎ। অলর্কাৎ সন্নতির্জ্জজ্ঞে সুনীতঃ সন্নতেঃ সুতঃ ॥ ১২ ॥ সত্যকেতুঃ সুনীতস্য সত্যকেতোর্ব্বিভুঃ সুতঃ। বিভোস্তু সুবিভুঃ পুত্রঃ সুবিভোঃ সুকুমারকঃ ॥ ১৩ ॥ সুকুমারাদ্ধৃষ্টকেতুর্ব্বীতিহোত্রস্তদাত্মজঃ। বীতিহোত্রস্য ভর্গোঽভূদ্ভর্গভূমিস্তদাত্মজঃ ॥ ১৪ ॥ বৈষ্ণবাঃ স্যুর্ম্মহাত্মান ইত্যেতে কাশয়ো নৃপাঃ। পঞ্চপুত্রশতান্যাসন্ রজেঃ শক্রেণ সংহৃতাঃ ॥১৫॥ প্রতিক্ষত্রঃ ক্ষত্রবৃদ্ধাৎ সঞ্জয়শ্চ তদাত্মজঃ। বিজয়ঃ সঞ্জয়স্যাপি বিজয়স্য কৃতঃ সুতঃ ॥ ১৬ ॥ কৃতাদ্বৃষধনশ্চাভূৎ সহদেবস্তদাত্মজঃ। সহদেবাদদীনোঽভূৎ জয়ৎসেনোঽপ্যদীনতঃ ॥ ১৭ ॥ জয়ৎসেনাৎ সংকৃতিশ্চ ক্ষত্রধর্ম্মা চ সংকৃতেঃ। যতির্যযাতিঃ সংযাতিরযাতির্ব্বৈ কৃতিঃ ক্রমাৎ। নহুষস্য সুতাঃ খ্যাতা যযাতের্নৃপতেস্তথা ॥ ১৮ ॥ যদুঞ্চ তুর্ব্বসুঞ্চৈব দেবযানী ব্যজায়ত। দ্রুহ্যুঞ্চানুঞ্চ পুরুঞ্চ শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপার্ব্বণী ॥ ১৯ ॥ সহস্রজিৎ ক্রোষ্টুমনা রঘুশ্চৈব যদোঃ সুতঃ। সহস্রজিতঃ শতজিত্তস্মাদ্বৈ হয়হৈহয়ৌ ॥ ২০ ॥ অনরণ্যো হয়াৎ পুত্রো ধর্ম্মো হৈহয়তোঽভবৎ।

বলাকাশ্ব, বলাকাশ্বের তনয়ের নাম কুশ। ৪—৫। কুশের চারি তনয় জন্মে, তাহাদিগের মধ্যে প্রথম কুশাশ্ব, দ্বিতীয় কুশলাভ, তৃতীয় অমূর্ত্তরয় এবং চতুর্থ বসু। কুশতনয় কুশাশ্বের তনয়ের নাম গাধি এবং গাধির তনয় বিশ্বামিত্র। ৬। গাধির সত্যবতী নামে এক কন্যা জন্মে, ঐ কন্যা ঋচীক মুনিকে প্রদান করেন। ঋচীকের তনয়ের নাম জমদগ্নি এবং জমদগ্নির তনয় পরশুরাম।৭। বিশ্বামিত্র হইতে দেবরাত, মধুচ্ছন্দ প্রভৃতি অনেক তনয় উৎপন্ন হয়। বুধতনয় আয়ুর নহুষ নামে এক তনয় জন্মে, তাহার চারি তনয় হয়, তাহাদিগের মধ্যে প্রথম অনেনা, দ্বিতীয় রজি, তৃতীয় রস্তক এবং চতুর্থ ক্ষত্রবৃদ্ধ। ক্ষত্রবৃদ্ধের তনয়ের নাম সুহোত্র। সুহোত্রের কাশ্য, কাশ ও গৃৎসমদ এই তিন তনয় জন্মে। ৮—৯। গৃৎসমদের তনয়ের নাম শৌনক এবং কাশ্যের তনয় দীর্ঘতমা। দীর্ঘতমার তনয় ধন্বন্তরি, ইনি বৈদ্যব্যবসায়ী ছিলেন, ধন্বন্তরি হইতে কেতুমান নামে এক তনয়ের জন্ম হয়। ১০। কেতুমানের তনয় ভীমরথ, ভীমরথের তনয় দিবোদাস, দিবোদাসের তনয় প্রতর্দ্দন, এই প্রতর্দ্দন শত্রুজিৎ নামে বিখ্যাত হয়েন। ১১। প্রতর্দ্দনের তনয় ঋতধ্বজ, ঋতধ্বজের তনয় অলর্ক। অলর্কের তনয় সন্নতি, সন্নতির তনয় সুনীত। সুনীতের তনয় সত্যকেতু, সত্যকেতুর তনয় বিভু, বিভুর তনয় সুবিভু এবং সুবিভুর তনয় সুকুমার। ১২—১৩। সুকুমারের তনয় ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টকেতুর তনয় বীতিহোত্র, বীতিহোত্রের তনয়ের নাম ভর্গ এবং ভর্গের তনয় ভর্গভূমি। ইহারা সকলেই বিষ্ণুপরায়ণ ও মহাত্মা। নহুষতনয় রজির পঞ্চশত তনয় জন্মে, তাহাদিগকে ইন্দ্র বিনাশ করেন। ১৪—১৫। নহুষতনয় ক্ষত্রবৃদ্ধের অন্য তনয়ের নাম প্রতিক্ষত্র এবং প্রতিক্ষত্রের তনয় সঞ্জয়। সঞ্জয়ের তনয় বিজয়, বিজয়ের কৃত নামে এক তনয় জন্মে।১৬। কৃতের তনয় বৃষধন, বৃষধনের তনয় সহদেব, সহদেবের তনয় অদীন এবং অদীনের তনয় জয়ৎসেন। জয়ৎসেনের তনয় সংকৃতি, সংকৃতির তনয় ক্ষত্রধর্ম্মা। ১৭। যতি, যযাতি, সংযাতি আযাতি ও কৃতি, নহুষের অপর এই পঞ্চ তনয় জন্মে, তাহাদিগের মধ্যে রাজা যযাতির ঔরসে দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুই তনয় হয় এবং যযাতির অন্য ভার্য্যা শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু এই তিন তনয় জন্মে। ১৮—১৯। যযাতিতনয় যদুর তিন তনয় জন্মে, তন্মধ্যে প্রথম সহস্রজিৎ দ্বিতীয় ক্রোষ্টুমনা এবং তৃতীয় রঘু। সহস্রজিতের তনয় শতজিৎ এবং শতজিতের তনয় হয় ও হৈহয়। ২০। হয়ের তনয়ের নাম অন-

ধর্ম্মস্য ধর্ম্মনেত্রোঽভূৎ কুন্তির্বৈ ধর্ম্মনেত্রতঃ ॥২১॥ কুন্তের্ব্বভূব সাহঞ্জির্ম্মহিষ্মাংশ্চ তদাত্মজঃ। ভদ্রশ্রেণ্যস্তস্য পুত্রো ভদ্রশ্রেণ্যস্য দুর্দ্দমঃ ॥ ২২ ॥ ধনকো দুর্দ্দমাচ্চৈব কৃতবীর্য্যশ্চ ধানকিঃ। কৃতাগ্নিঃ কৃতকর্ম্মা চ কৃতোগঃ সুমহাবলাঃ ॥ ২৩ ॥ কৃতবীর্য্যাদর্জ্জুনোঽভূদর্জ্জুনাচ্ছূরসেনকঃ। জয়ধ্বজো মধুঃ শূরো বৃষণঃ পঞ্চ সুব্রতাঃ ॥ ২৪ ॥ জয়ধ্বজাত্তালজঙ্ঘো ভরতস্তালজঙ্ঘতঃ। বৃষণস্য মধুঃ পুত্রো মধোর্ব্বৃষ্ণ্যাদিবংশকঃ ॥ ২৫ ॥ ক্রোষ্টোর্ব্বিজনিবান্ পুত্র আহিস্তস্য মহাত্মনঃ। আহেরুশঙ্কুঃ সংজজ্ঞে তস্য চিত্ররথঃ সুতঃ ॥ ২৬ ॥ শশবিন্দুশ্চিত্ররথাৎ পত্ন্যোর্লক্ষঞ্চ তস্য হ। দশলক্ষঞ্চ পুত্রাণাং পৃথুকীর্ত্ত্যাদয়ো বরাঃ ॥ ২৭ ॥ পৃথুকীর্ত্তিঃ পৃথুজয়ঃ পৃথুদানঃ পৃথুশ্রবাঃ। পৃথুশ্রবসোঽভূত্তম উশনাস্তমসোঽভবৎ ॥ ২৮ ॥ তৎপুত্রঃ শিতগুর্নাম শ্রীরুক্মকবচস্ততঃ। রুক্মশ্চ পৃথুরুক্মশ্চ জ্যামঘঃ পালিতো হরিঃ ॥ ২৯ ॥ শ্রীরুক্মকবচস্যৈতে বিদর্ভো জ্যামঘাৎ তথা। ভার্য্যায়াঞ্চৈব শৈব্যায়াং বিদর্ভাৎ ক্রথকৌশিকৌ ॥ ৩০ ॥ রোমপাদো রোমপাদাদ্বভ্রুর্ব্বভ্রোর্দ্ধৃতিস্তথা। কৌশিকস্য ঋচিঃ পুত্রঃ ততশ্চৈদ্যো নৃপঃ কিল ॥ ৩১ ॥ কুন্তিঃ কিলাস্য পুত্রোঽভূৎ কুন্তের্ব্বৃষ্ণিঃ সুতঃ স্মৃতঃ। বৃষ্ণেশ্চ নিবৃত্তিঃ পুত্রো দশার্হো নিবৃতেস্তথা ॥ ৩২ ॥ দশার্হস্য সুতো ব্যোমা জীমূতশ্চ তদাত্মজঃ। জীমূতাদ্বিকৃতির্যজ্ঞে ততো ভীমরথোঽভবৎ ॥ ৩৩ ॥ ততো মধুরথো যজ্ঞে শকুনিস্তস্য চাত্মজঃ। করম্ভিঃ শকুনেঃ পুত্রস্তস্য দেবমতঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৪ ॥ দেবক্ষত্রো দেবমতো দেবক্ষত্রান্মধুঃ স্মৃতঃ। কুরুবংশো মধোঃ পুত্রো হ্যনুশ্চ কুরুবংশতঃ ॥ ৩৫ ॥ পুরুহোত্রো হ্যনোঃ পুত্রো হ্যংশুশ্চ পুরুহোত্রতঃ। সত্ত্বশ্রুতঃ সুতশ্চাংশোস্ততো বৈ সাত্বতোনৃপঃ ॥ ৩৬ ॥ ভজিনো ভজমানশ্চ সাত্বতাদন্ধকঃ সুতঃ। মহাভোজো বৃষ্ণিদিব্যাবন্যো দেবাবৃধোঽভবৎ ॥ ৩৭ ॥ নিমির্বৃষ্ণী ভজমানাদযুতাজিত্তথৈবচ। শতজিচ্চ সহস্রাজিদ্বভ্রুর্দ্দেবো বৃহস্পতিঃ ॥ ৩৮ ॥ মহাভোজাত্তু ভোজোঽভূৎ বৃষ্ণেশ্চৈব সুমিত্রকঃ। স্বধাজিৎসংজ্ঞকস্তস্মা-

রণ্য এবং হৈহয়ের তনয় ধর্ম্ম। ধর্ম্মের তনয় ধর্ম্মনেত্র এবং ধর্ম্মনেত্রের তনয় কুন্তি। ২১। কুন্তির তনয় সাহঞ্জি, সাহঞ্জির তনয় মহিষ্মান্‌। মহিষ্মানের তনয় ভদ্রশ্রেণ্য এবং ভদ্রশ্রেণ্যের তনয় দুর্দ্দম। দুর্দ্দমের তনয় ধনক এবং ধনকের তনয় কৃতবীর্য্য, কৃতাগ্নি, কৃতকর্ম্মা ও কৃতোগ। ইহারা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত ছিলেন। ২২—২৩। কৃতবীর্য্যের তনয় অর্জ্জুন, অর্জ্জুনের তনয় শূরসেন, জয়ধ্বজ, মধু, শূর ও বৃষণ। কৃতবীর্য্যের এই পঞ্চ তনয়ই সুব্রত ছিলেন। ২৪। জয়ধ্বজের তনয় তালজঙ্ঘ, তালজঙ্ঘের তনয় ভরত। বৃষণের তনয় মধু এবং মধু হইতে বৃষ্ণিবংশের উৎপত্তি হয়। ২৫। যদুতনয় ক্রোষ্টুমনার তনয় আহি এবং মহাত্মা আহির তনয় উশঙ্কু, উশঙ্কুর তনয় চিত্ররথ। ২৬। চিত্ররথের তনয় শশবিন্দু। শশবিন্দুর দুই পত্নী ছিল, তাহাদিগের মধ্যে এক পত্নীতে এক লক্ষ তনয় জন্মে, অপর ভার্য্যার গর্ভে পৃথুকীর্ত্তি প্রভৃতি দশলক্ষ তনয় উৎপন্ন হয়। ২৭। পৃথুকীর্ত্তির পৃথুজয়, পৃথুদান ও পৃথুশ্রবা এই তিন তনয় হয়। পৃথুশ্রবার তনয় তম, তমের তনয় উশনা, উশনার তনয়, শীতগু, শীতগুর তনয় রুক্মকবচ, রুক্মকবচের তনয় রুক্ম, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পালিত ও হরি। ২৮—২৯। জ্যামঘের তনয় বিদর্ভ, বিদর্ভের পত্নীর নাম শৈব্যা। বিদর্ভের ঔরসে শৈব্যার গর্ভে ক্রথ, কৌশিক ও রোমপাদের জন্ম হয়। রোমপাদের তনয় বভ্রু, বভ্রুর তনয় ধৃতি। কৌশিকের যে পুত্র হইয়াছিল, তাহার নাম ঋচি, ঋচির পুত্র চৈদ্য। ৩০—৩১। চৈদ্যের পুত্র কুন্তি, কুন্তির পুত্র বৃষ্ণি, বৃষ্ণির পুত্র নিবৃতি, নিবৃতির পুত্র দশার্হ। দশার্হের তনয় ব্যোমা, ব্যোমার পুত্র জীমূত, জীমূতের পুত্র বিকৃতি, বিকৃতির পুত্র ভীমরথ। ৩২—৩৩। ভীমরথের পুত্র মধুরথ, মধুরথের পুত্র শকুনি, শকুনির পুত্র করম্ভি, করম্ভির পুত্র দেবমত। ৩৪। দেবমতের পুত্র দেবক্ষত্র, দেবক্ষত্রের পুত্র মধু, মধুর পুত্র কুরুবংশ। কুরুবংশের পুত্র অনু, অনুর পুত্র পুরুহোত্র, পুরুহোত্রের পুত্র অংশু, অংশুর পুত্র সত্ত্বশ্রুত, সত্ত্বশ্রুতের তনয় সাত্বত। ৩৫—৩৬। সাত্বতের তনয় ভজিন, ভজমান, অন্ধক, মহাভোজ, বৃষ্ণি, দিব্য, অরণ্য ও দেবাবৃত। ভজমানের তনয় নিমি, বৃষ্ণি, অযুতাজিৎ, শতজিৎ সহস্রাজিৎ, বভ্রু, দেব ও বৃহস্পতি। ৩৭—৩৮। মহাভোজের তনয়, ভোজ এবং বৃষ্ণির তনয় সুমিত্র। সুমিত্রের তনয়ের নাম

দনমিত্রশিনী তথা ॥৩৯॥ অনমিত্রস্য নিম্নোঽভূন্নিম্না-
চ্ছত্রাজিতোঽভবৎ। প্রসেনশ্চাপরঃ খ্যাতো হ্যনমিত্রা-
চ্ছিবিস্তথা ॥ ৪০ ॥ শিবেস্তু সত্যকঃ পুত্রঃ সত্যকাৎ
সাত্যকিস্তথা। সাত্যকেঃ সঞ্জয়ঃ পুত্রঃ কুলিশ্চৈব
তদাত্মজঃ। কুলের্যুগন্ধরঃ পুত্রস্তে শৈবেয়াঃ প্রকী-
র্ত্তিতাঃ ॥ ৪১ ॥ অনমিত্রান্বয়ে বৃষ্ণিঃ শ্বফল্কশ্চিত্রকঃ
সুতঃ। শ্বফল্কাচ্চৈব গান্দিন্যামক্রূরো বৈষ্ণবোঽভবৎ ॥
৪২ ॥ উপমদ্গুরথাক্রূরাদ্দেবদ্যোতস্ততঃ সুতঃ। দেব-
বানুপদেবশ্চ অক্রূরস্য সুতৌ স্মৃতৌ ॥ ৪৩ ॥ পৃথুর্বি-
পৃথুশ্চিত্রস্য অন্ধকস্য সুচিঃ স্মৃতঃ। কুকুরো ভজমানস্য
তথা কম্বলবর্হিষঃ ॥ ৪৪ ॥ ধৃষ্টস্তু কুকুরাজ্জজ্ঞে তস্মাৎ
কাপোতরোমকঃ। তদাত্মজো বিলোমা চ বিলোম্ন-
স্তুম্বুরুঃ সুতঃ ॥ ৪৫ ॥ তস্মাচ্চ দুন্দুভির্জজ্ঞে পুনর্ব্বসুর-
তঃ স্মৃতঃ। তস্যাহুকশ্চাহুকী চ কন্যা চৈবাহুকস্য
তু ॥ ৪৬ ॥ দেবকশ্চোগ্রসেনশ্চ দেবকাৎ দেবকী-
স্ত্বভূৎ। বৃকদেবোপদেবা চ সহদেবা সুরক্ষিতা ॥ ৪৭ ॥
শ্রীদেবী শান্তিদেবী চ বসুদেব উবাহ তাঃ। দেবশ্চা-
নুপদেবশ্চ সহদেবাসুতৌ স্মৃতৌ ॥ ৪৮ ॥ উগ্রসেনস্য
কংসোঽভূৎ সুনামা চবটাদয়ঃ। বিদূরথো ভজমানাৎ
শূরশ্চাভূদ্ বিদূরথাৎ ॥ ৪৯ ॥ বিদূরথসুতস্যাথ শূর-
স্যাপি সমী সুতঃ। প্রতিক্ষত্রশ্চ সমিনঃ স্বয়ম্ভোজ-
স্তদাত্মজঃ ॥ ৫০ ॥ হৃদিকশ্চ স্বয়ম্ভোজাৎ কৃতবর্ম্মা
তদাত্মজঃ। দেবঃ শতধনুশ্চৈব শূরাদ্বৈ দেবমীঢ়ুষঃ ॥
৫১ ॥ দশপুত্রা মারিষায়াং বসুদেবাদয়োঽভবন্।
পৃথা চ শ্রুতদেবী চ শ্রুতকীর্ত্তিঃ শ্রুতশ্রবাঃ ॥ ৫২ ॥
রাজাধিদেবী শূরাচ্চ পৃথাং কুন্তেঃ সুতামদাৎ। সা
দত্তা কুন্তিনা পাণ্ডোস্তস্যাধর্ম্মানিলেন্দ্রকৈঃ ॥৫৩॥ যুধি-
ষ্ঠিরো ভীমপার্থৌ নকুলঃ সহদেবকঃ। মাদ্র্যাং নাসত্য-
দস্রাভ্যাং কুন্ত্যাং কর্ণঃ পুরাঽভবৎ ॥ ৫৪। শ্রুত-

স্বধাজিৎ, স্বধাজিতের তনয় অনমিত্র ও শিনি। ৩৯। অন-
মিত্রের তনয় নিম্ন, নিম্নের তনয় শত্রজিৎ। অনমিত্রের অপর
দুই তনয়ের নাম প্রসেন ও শিবি। ৪০। শিবির তনয় সত্যক,
সত্যকের তনয় সাত্যকি। সাত্যকির তনয় সঞ্জয়, সঞ্জয়ের তনয়
কুলি, কুলির তনয় যুগন্ধর। ইহারা সকলেই শৈবেয় বলিয়া
বিখ্যাত ছিলেন। ৪১। অনমিত্রের বংশে বৃষ্ণি, শ্বফল্ক ও চিত্রক
নামে তিন তনয় জন্মে। শ্বফল্কের ঔরসে এবং গান্দিনীর গর্ভে
অক্রূরের জন্ম হয়। এই অক্রূর বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। ৪২।
অক্রূরের তনয় উপমদ্গু, উপমদ্গুর তনয় দেবদ্যোত। অক্রূ-
রের অপর দুই তনয় উৎপন্ন হয়, তাহাদের একের নাম দেববান্
অপরের নাম উপদেব। ৪৩। অনমিত্র-বংশোৎপন্ন চিত্রকের
তনয় পৃথু ও বিপৃথু এবং সাত্বতনন্দন অন্ধকের তনয় শুচি,
ভজমানের তনয় কুকুর এবং কম্বলবর্হিষ। ৪৪। কুকুরের
ধৃষ্ট নামে এক তনয় জন্মে এবং সেই ধৃষ্টের তনয় কাপোত-
রোমক। কাপোতরোমকের তনয় বিলোমা এবং বিলোমার
তনয় তুম্বুরু। ৪৫। তুম্বুরুর তনয় দুন্দুভি, দুন্দুভির তনয় পুন-
র্ব্বসু। পুনর্ব্বসুর এক তনয় ও এক কন্যা জন্মে, সেই তনয়ের
নাম আহুক এবং কন্যার নাম আহুকী। ৪৬। আহুকের তনয়
দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের কন্যার নাম দেবকী বৃকদেবা,
উপদেবা, সহদেবা, সুরক্ষিতা, শ্রীদেবী ও শান্তিদেবী। দেবকের
এই সকল কন্যাকেই বসুদেব বিবাহ করেন। দেবকনন্দিনী
সহদেবার দুই তনয় হয়, তাহাদিগের একের নাম দেব এবং
অপরের নাম উপদেব। ৪৭—৪৮। দেবকতনয় উগ্রসেনের কংস,
সুনামা ও চবটাদি কতিপয় তনয় জন্মে। অন্ধকতনয় ভজ-
মানের পুত্র বিদূরথ, বিদূরথের তনয় শূর। ৪৯। বিদূরথনন্দন
শূরের তনয় সমী, সমীর তনয় প্রতিক্ষত্র এবং প্রতিক্ষত্রের তনয়
স্বয়ম্ভোজ। ৫০। স্বয়ম্ভোজের তনয় হৃদিক, হৃদিকের তনয়
কৃতবর্ম্মা। বিদূরথনন্দন শূরের তনয়ের নাম দেব, শতধনু ও
দেবমীঢ়ুষ। ৫১। শূরের মারিষা নামে অন্য এক পত্নী ছিল,
তাহার গর্ভে বসুদেবাদি দশ পুত্র এবং পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুত-
কীর্ত্তি, শ্রুতশ্রবা ও রাজাধিদেবী এই পঞ্চ কন্যা জন্মে। শূর,
পৃথা নাম্নী কন্যাকে কুন্তিরাজকে দত্তককন্যারূপে প্রদান করেন।
কুন্তিরাজ সেই কন্যা পাইয়া পাণ্ডুর সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন।
ঐ পৃথার গর্ভে ধর্ম্মের ঔরসে যুধিষ্ঠির, বায়ুর ঔরসে ভীমসেন
এবং ইন্দ্রের ঔরসে অর্জ্জুনের জন্ম হয়। পাণ্ডুর মাদ্রী নামে আর
এক পত্নী ছিল, তাহার গর্ভে অশ্বিনীকুমার নাসত্যের ঔরসে
নকুল এবং দস্রের ঔরসে সহদেবের জন্ম হয়। ইতি পূর্ব্বে

দেব্যাং দন্তবক্রো জজ্ঞে বৈ যুদ্ধদুর্ম্মদঃ। শত্রুঘ্নাদয়ঃ পঞ্চ শ্রুতকীর্ত্ত্যাঞ্চ কৈকয়াৎ॥ ৫৫॥ রাজাধিদেব্যাং বিন্দশ্চ অনুবিন্দশ্চ জজ্ঞিরে। শ্রুতশ্রবা দমঘোষাৎ প্রজজ্ঞে শিশুপালকং॥ ৫৬॥ পৌরবী রোহিণী ভার্য্যা মদিরানকদুন্দুভেঃ। দেবকীপ্রমুখা ভদ্রা রোহিণ্যাং বলভদ্রকঃ॥ ৫৭॥ সারণাদ্যাঃ শঠশ্চৈব রেবত্যাং বলভদ্রতঃ। নিশঠশ্চোল্মুকো জাতো দেবক্যাং ষট্ চ জজ্ঞিরে॥ ৫৮॥ কীর্ত্তিমাংশ্চ সুষেণশ্চ উদার্য্যো ভদ্রসেনকঃ। ঋজুদাসো ভদ্রদেবঃ কংস এবাবধীচ্চ তান্॥ ৫৯॥ সংকর্ষণঃ সপ্তমোঽভূদষ্টমঃ কৃষ্ণএব চ। ষোড়শস্ত্রীসহস্রাণি ভার্য্যাণাঞ্চাভবন্ হরেঃ॥ ৬০॥ রুক্মিণী সত্যভামা চ লক্ষ্মণা চারুহাসিনী। শ্রেষ্ঠা জাম্ববতী চাষ্টৌ জজ্ঞিরে তাঃ সুতান্ বহূন্॥ ৬১॥ প্রদ্যুম্নশ্চারুদেষ্ণশ্চ প্রধানাঃ শাম্বএব চ। প্রদ্যুম্নাদনিরুদ্ধোঽভূৎ ককুদ্মিন্যাং মহাবলঃ॥ ৬২॥ অনিরুদ্ধাৎ সুভদ্রায়াং বজ্রো নাম নৃপোঽভবৎ। প্রতিবাহুর্ব্বজ্রসুতশ্চারুস্তস্য সুতোঽভবৎ॥ ৬৩॥ বহ্নিস্তু তুর্ব্বসোর্ব্বংশে বহ্নের্ভার্গোঽভবৎ সুতঃ। ভার্গাৎ ভানুরভূৎ পুত্রো-ভানোঃ পুত্রঃ করন্ধমঃ॥ ৬৪॥ করন্ধমস্য মরুতো দ্রুহ্যোর্ব্বংশং নিবোধ মে। দ্রুহ্যোস্তু তনয়ঃ সেতু-রারব্ধশ্চ তদাত্মজঃ। আরব্ধস্যৈব গান্ধারো ঘর্ম্মো গান্ধারতোঽভবৎ॥৬৫॥ ঘৃতস্তু ঘর্ম্মপুত্রোঽভূদ্দুর্গমশ্চ ঘৃতস্য তু। প্রচেতা দুর্গমস্যৈব অনোর্ব্বংশং শৃণুষ মে॥৬৬॥ অনোঃ স্বভানরঃ পুত্রস্তস্মাৎ কালঞ্জয়োঽভবৎ। কালঞ্জয়াৎ সৃঞ্জয়োঽভূৎ সৃঞ্জয়াত্তু পুরঞ্জয়ঃ॥ ৬৭॥ জনমেজয়স্তু তৎপুত্রো মহাশালস্তদাত্মজঃ। মহামনা মহাশালাদুশীনর ইহ স্মৃতঃ॥ ৬৮॥ উশীনরাচ্ছিবির্জজ্ঞে বৃষদর্ভঃ শিবেঃ সুতঃ। মহামনোজাত্তিতিক্ষোঃ পুত্রোঽভূচ্চ রুষদ্রথঃ॥৬৯॥ হেমোরুষদ্রথাজ্জজ্ঞে সুতপা হেমতোঽভবৎ। বলিঃ সুতপসো জজ্ঞে অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গকাঃ॥৭০॥ অন্ধ্রঃ পৌণ্ড্রশ্চ বালেয়া অনপালস্তথাঙ্গতঃ। অন-

---

কুন্তীর কন্যকাবস্থায় এক পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহার নাম কর্ণ।৫২—৫৪। শ্রুতদেবার গর্ভে দন্তবক্র নামে তনয় জন্মে, ইনি অতিশয় যুদ্ধদুর্ম্মদ ছিলেন। কেকয় রাজার ঔরসে শ্রুতকীর্ত্তির গর্ভে শত্রুঘ্নাদি পঞ্চ তনয় জন্মিয়াছিল।৫৫। রাজাধিদেবীর দুই তনয় হয়, তাঁহাদিগের নাম বিন্দ এবং অনুবিন্দ। শ্রুতশ্রবার গর্ভে দমঘোষের ঔরসে শিশুপালের জন্ম হয়।৫৬। বসুদেবের পৌরবী, রোহিণী, মদিরা, দেবকী প্রভৃতি কতিপয় ভার্য্যা ছিল, তাহাদিগের মধ্যে রোহিণীর গর্ভে বলরামের জন্ম হয়।৫৭। রেবতীর গর্ভে বলরামের ঔরসে সারণ, শঠ, নিশঠ ও উল্মুক প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে। দেবকীর প্রথমত ছয়টী তনয় জন্মে, তাহাদিগের নাম কীর্ত্তিমান্, সুষেণ উদার্য্য, ভদ্রসেন, ঋজুদাস ও ভদ্রদেব। এই ছয় পুত্রকেই কংসরাজ বিনাশ করেন।৫৮—৫৯। দেবকীর সপ্তম তনয় সঙ্কর্ষণ অর্থাৎ বলরাম এবং অষ্টম তনয় কৃষ্ণ। কৃষ্ণের ষোড়শসহস্র ভার্য্যা ছিল, তাহাদিগের মধ্যে রুক্মিণী, সত্যভামা, লক্ষ্মণা, চারুহাসিনী, জাম্ববতী, প্রভৃতি অষ্ট রমণী প্রধানা ছিলেন। ইহাদিগের অনেক তনয় জন্মে। তাহাদিগের মধ্যে প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ ও শাম্ব ইহারা প্রধান। প্রদ্যুম্নের ঔরসে রতির গর্ভে মহাবল অনিরুদ্ধের জন্ম হয়। ৬০—৬২। অনিরুদ্ধের সুভদ্রা নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে বজ্রনামা তনয় উৎপন্ন হয়। বজ্রের তনয় প্রতিবাহু এবং প্রতিবাহুর তনয় চারু।৬৩। তুর্ব্বসুর বংশে বহ্নিনামে এক তনয় জন্মে, বহ্নির তনয় ভার্গ, ভার্গের তনয় ভানু এবং ভানুর তনয় করন্ধম।৬৪। করন্ধমের তনয় মরুত। অনন্তর দ্রুহ্যুর বংশ শ্রবণ কর। দ্রুহ্যুর তনয় সেতু, সেতুর তনয় আরব্ধ, আরব্ধের তনয় গান্ধার, গান্ধারের তনয় ঘর্ম্ম।৬৫। ঘর্ম্মের তনয় ঘৃত, ঘৃতের তনয় দুর্গম, দুর্গমের তনয় প্রচেতা। অনন্তর অনুর বংশ শ্রবণ কর।৬৬। অনুর পুত্র স্বভানর, স্বভানরের তনয় কালানল। কালানলের তনয় সৃঞ্জয়, সৃঞ্জয়ের তনয় পুরঞ্জয়।৬৭। পুরঞ্জয়ের তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয় মহাশাল, মহাশালের তনয় মহামনা, ইনি উশীনর নামে বিখ্যাত ছিলেন।৬৮। উশীনরের তনয় শিবি, শিবির তনয় বৃষদর্ভ। মহামনার তিতিক্ষু নামে এক পুত্র ছিল, তাহার তনয় রুষদ্রথ।৬৯। রুষদ্রথের তনয় হেম, হেমের তনয় সুতপা, সুতপার তনয় বলি। এই বলির অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, অন্ধ্র ও পৌণ্ড্র এই কয়েক পুত্র জন্মে। উক্ত অঙ্গের তনয় অনপাল। অনপালের তনয় দিবিরথ, দিবিরথের

পালাদ্দিবিরথস্ততো ধর্ম্মরথোঽভবৎ ॥৭১॥ রোমপাদো ধর্ম্মরথাচ্চতুরঙ্গস্তদাত্মজঃ। পৃথুলাক্ষস্তস্য পুত্ত্রশ্চম্পোঽভূৎ পৃথুলাক্ষতঃ॥ ৭২॥ চম্পপুত্ত্রশ্চ হর্য্যঙ্গস্তস্য ভদ্ররথঃ সুতঃ। বৃহৎকর্ম্মা সুতস্তস্য বৃহদ্ভানুস্ততোঽভবৎ॥ ৭৩॥ বৃহন্মনা বৃহদ্ভানোস্তস্য পুত্ত্রো জয়দ্রথঃ। জয়দ্রথস্য বিজয়ো বিজয়স্য ধৃতিঃ সুতঃ॥ ৭৪॥ ধৃতের্ধ্ৃতব্রতঃ পুত্ত্রঃ সত্যধর্ম্মা ধৃতব্রতাৎ। তস্য পুত্ত্রস্ত্বধিরথঃ কর্ণস্তস্য সুতোঽভবৎ। বৃষসেনস্তু কর্ণস্য পুরুবংশান্ শৃণুষ্ব মে॥ ৭৫॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে চন্দ্রবংশবর্ণনং নাম
ঊনচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ॥ ১॥ জনমেজয়ঃ পুরোশ্চাভূৎ মনস্যুর্জ্জনমেজয়াৎ। তস্য পুত্ত্রশ্চাভয়দঃ সম্যুশ্চাভয়দাদভূৎ॥ ২॥ সম্যোর্ব্বহুগতিঃ পুত্ত্রঃ সংজাতিস্তস্য চাত্মজঃ। বৎসজাতিশ্চ সংজাতেঃ রৌদ্রাশ্বশ্চ তদাত্মজঃ॥ ৩॥ ঋতেয়ুঃ স্থণ্ডিলেয়ুশ্চ কক্ষেয়ুশ্চ কৃতেয়ুকঃ। জলেয়ুঃ সন্ততেয়ুশ্চ রৌদ্রাশ্বস্য সুতা বরাঃ॥ ৪॥ রতিনার ঋতেয়োশ্চ তস্য প্রতিরথঃ সুতঃ। তস্য মেধাতিথিঃ পুত্ত্রস্তৎপুত্ত্র শৈনিলঃ স্মৃতঃ॥ ৫॥ ঐনিলস্য তু দুষ্মন্তো ভরতস্তস্য চাত্মজঃ। শকুন্তলায়াং সংজজ্ঞে বিতথো ভরতাদভূৎ॥ ৬॥ বিতথস্য মন্যুঃ পুত্ত্রো মন্যোশ্চৈব নরঃ স্মৃতঃ। নরস্য সংকৃতিঃ পুত্ত্রো গর্গো হি সংকৃতেঃ সুতঃ॥ ৭॥ গর্গাদমন্যুঃ পুত্ত্রো বৈ শিনিঃ পুত্ত্রো ব্যজায়ত। মন্যুপুত্ত্রান্মহাবীর্য্যাদুরুক্ষয়ঃ সুতোঽভবৎ॥ ৮॥ উরুক্ষয়াৎ ত্রয্যারুণির্ব্বৃহৎক্ষত্রাচ্চ মন্যুজাৎ। সুহোত্রস্তস্য হস্তী চ অজমীঢ়দ্বিমীঢ়কৌ॥ ৯॥ হস্তিনঃ পুরুমীঢ়শ্চ কণ্বোঽভূদজমীঢ়তঃ। কণ্বান্মেধাতিথির্জ্জজ্ঞে যতঃ কাণ্বায়না দ্বিজাঃ॥ ১০॥ অজমীঢ়াদ্বৃহদিষুস্তৎপুত্ত্রশ্চ বৃহদ্ধনুঃ। বৃহৎকর্ম্মা তস্য পুত্ত্রস্তস্য পুত্ত্রো জয়দ্রথঃ॥ ১১॥ জয়দ্রথাদ্বিশ্বজিচ্চ সেনজিচ্চ তদাত্মজঃ। রুচিরাশ্বঃ সেনজিতঃ পৃথুসেনস্তদাত্মজঃ॥ ১২॥ পারস্তু পৃথু-

---

তনয় ধর্ম্মরথ। ৭০—৭১। ধর্ম্মরথের তনয় রোমপাদ, রোমপাদের তনয় চতুরঙ্গ, চতুরঙ্গের তনয় পৃথুলাক্ষ, পৃথুলাক্ষের তনয় চম্প। ৭২। চম্পের তনয় হর্য্যঙ্গ, হর্য্যঙ্গের তনয় ভদ্ররথ, ভদ্ররথের তনয় বৃহৎকর্ম্মা, বৃহৎকর্ম্মার তনয় বৃহদ্ভানু। বৃহদ্ভানুর তনয় বৃহন্মনা এবং বৃহন্মনার তনয় জয়দ্রথ। জয়দ্রথের তনয় বিজয়, বিজয়ের তনয় ধৃতি। ৭৩—৭৪। ধৃতির তনয় ধৃতব্রত, ধৃতব্রতের তনয় সত্যধর্ম্মা। সত্যধর্ম্মার তনয় অধিরথ, অধিরথের তনয় কর্ণ। কর্ণের তনয় বৃষসেন, অনন্তর পুরুবংশ বলিব শ্রবণ কর। ৭৫।

চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

হরি বলিলেন, পুরুর তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয় মনস্যু, মনস্যুর তনয় অভয়দ, অভয়দের তনয় সম্যু, সম্যুর তনয় বহুগতি। বহুগতির তনয় সংজাতি, সংজাতির তনয় বৎসজাতি এবং বৎসজাতির তনয় রৌদ্রাশ্ব। ১—৩। রৌদ্রাশ্বের কতিপয় তনয় জন্মে, তাহাদিগের নাম ঋতেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, কক্ষেয়ু, কৃতেয়ু, জলেয়ু, সন্ততেয়ু। ইহাদিগের মধ্যে ঋতেয়ুর তনয়ের নাম রতিনার এবং রতিনারের তনয়ের নাম প্রতিরথ। প্রতিরথের তনয় মেধাতিথি, মেধাতিথির তনয় ঐনিল। ৪—৫। ঐনিলের তনয় দুষ্মন্ত, দুষ্মন্তের ঔরসে ও শকুন্তলার গর্ভে ভরতনামে এক পুত্র জন্মে। ভরতের তনয়ের নাম বিতথ। ৬। বিতথের তনয় মন্যু, মন্যুর তনয় নর, নরের তনয় সংকৃতি, সংকৃতির তনয় গর্গ। গর্গের তনয় অমন্যু, অমন্যুর তনয় শিনি। মন্যুতনয় মহাবীর্য্য নরের উরুক্ষয়নামে এক তনয় হয়। ৭—৮। উরুক্ষয়ের তনয় ত্রয্যারুণি, ত্রয্যারুণির তনয় বৃহৎক্ষত্র, বৃহৎক্ষত্রের তনয় সুহোত্র এবং সুহোত্রের তনয়ের নাম হস্তী, অজমীঢ় ও দ্বিমীঢ়। ৯। হস্তীর তনয় পুরুমীঢ় এবং অজমীঢ়ের তনয় কণ্ব। কণ্ব হইতে মেধাতিথির জন্ম হয়। এই কণ্ব হইতেই কাণ্বায়নগোত্র ব্রাহ্মণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। ১০। অজমীঢ়ের অপর এক তনয় ছিল, তাহার নাম বৃহদিষু এবং বৃহদিষুর তনয়ের নাম বৃহদ্ধনু। বৃহদ্ধনুর তনয় বৃহৎকর্ম্মা এবং বৃহৎকর্ম্মার তনয় জয়দ্রথ। ১১। জয়দ্রথের তনয় বিশ্বজিৎ বিশ্বজিতের তনয় সেনজিৎ, সেনজিতের তনয় রুচিরাশ্ব, রুচিরাশ্বের তনয় পৃথুসেন। ১২।

সেনস্য পারাৎ দ্বীপোঽভবন্নৃপঃ। নৃপস্য সমরঃ পুত্রঃ সুকৃতিশ্চ পৃথোঃ সুতঃ ॥ ১৩ ॥ বিভ্রাজঃ সুকৃতেঃ পুত্রো বিভ্রাজাদশ্বহোঽভবৎ। কৃত্যাং তস্মাদ্ব্রহ্মদত্তো বিশ্বক্সেনস্তদাত্মজঃ ॥ ১৪ ॥ যমীনরো দ্বিমীঢ়স্য ধৃতিমাংশ্চ যমীনরাৎ। ধৃতিমতঃ সত্যধৃতির্দৃঢ়নেমিস্তদাত্মজঃ ॥ ১৫ ॥ দৃঢ়নেমেঃ সুপার্শ্বোঽভূৎ সুপার্শ্বাৎ সন্নতিস্তথা। কৃতস্তু সন্নতেঃ পুত্রঃ কৃতাদুগ্রায়ুধোঽভবৎ ॥১৬॥ উগ্রায়ুধাচ্চ ক্ষেম্যোঽভূৎ সুধীরস্তু তদাত্মজঃ। পুরঞ্জয়ঃ সুধীরাচ্চ তস্য পুত্রো বিদূরথঃ ॥ ১৭ ॥ অজমীঢ়ান্নলিন্যাঞ্চ নীলো নাম নৃপোঽভবৎ। নীলাচ্ছান্তিরভূৎ পুত্রঃ সুশান্তিস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ১৮ ॥ সুশান্তেশ্চ পুরুর্জাতো হ্যর্কস্তস্য সুতোঽভবৎ। অর্কস্য চৈব হর্য্যশ্বো হর্য্যশ্বান্মুকুলোঽভবৎ ॥১৯॥ যবীনরো বৃহদ্ভানুঃ কম্পিল্লঃ সৃঞ্জয়স্তথা। পাঞ্চালান্মুকুলাজ্জজ্ঞে শরদ্বান্ বৈষ্ণবো মহান্ ॥ ২০ ॥ দিবোদাসো দ্বিতীয়োঽস্য অহল্যায়াং শরদ্বতঃ। শতানন্দোঽভবৎ পুত্রস্তস্য সত্যধৃতিঃ সুতঃ ॥ ২১ ॥ কৃপঃ কৃপী সত্যধৃতেরুর্ব্বশ্যা বীর্য্যহানিতঃ। দ্রোণপত্নী কৃপী জজ্ঞে অশ্বত্থামানমুত্তমং ॥ ২২ । দিবোদাসান্মিত্রয়ুশ্চ মিত্রয়োশ্চ্যবনোঽভবৎ। সুদাসশ্চ্যবনাজ্জজ্ঞে সৌদাসস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ২৩ ॥ সহদেবস্তস্য পুত্রঃ সহদেবাত্তু সোমকঃ। জন্তুস্তু সোমকাজ্জজ্ঞে পৃষতশ্চাপরো মহান্ ॥ ২৪ ॥ পৃষতাৎ দ্রুপদো জজ্ঞে ধৃষ্টদ্যুম্নস্ততোঽভবৎ। ধৃষ্টদ্যুম্নাদ্ ধৃষ্টকেতুর্ঋক্ষোঽভূদজমীঢ়তঃ ॥ ২৫ ॥ ঋক্ষাৎ শম্বরণো জজ্ঞে কুরুঃ সম্বরণাদভূৎ। সুধনুশ্চ পরীক্ষিচ্চ জহ্নুশ্চৈব কুরোঃ সুতাঃ ॥ ২৬ ॥ সুধনুষঃ সুহোত্রোঽভূৎ চ্যবনোঽভূৎ সুহোত্রতঃ। চ্যবনাৎ কৃতকো জজ্ঞে অথোপরিচরো বসুঃ ॥ ২৭ ॥ বৃহদ্রথশ্চ প্রত্যগ্রঃ সত্যাদ্যাশ্চ বসোঃ সুতাঃ। বৃহদ্রথাৎ কুশাগ্রশ্চ কুশাগ্রাদৃষভোঽভবৎ ॥২৮॥ ঋষভাৎ পুষ্পবাংস্তস্মাৎ জজ্ঞে সত্যহিতো নৃপঃ। সত্যহিতাৎ সুধন্বাভূৎ জহ্নুশ্চৈব সুধন্বতঃ ॥ ২৯ ॥ বৃহদ্রথাজ্জরাসন্ধঃ সহ-

পৃথুসেনের তনয় পার, পারের তনয় দ্বীপ, দ্বীপের তনয় সমর। পৃথুসেনের অন্য এক পুত্র হয়, তাহার নাম সুকৃতি। ১৩। সুকৃতির তনয় বিভ্রাজ, বিভ্রাজের তনয় অশ্বহ। অশ্বহ হইতে কৃতির গর্ভে ব্রহ্মদত্তনামে এক তনয় জন্মে, ব্রহ্মদত্তের তনয় বিশ্বক্সেন।১৪। সুহোত্রতনয় দ্বিমীঢ়ের যমীনর নামে এক তনয় জন্মে। যমীনরের তনয় ধৃতিমান, ধৃতিমানের তনয় সত্যধৃতি, সত্যধৃতির তনয় দৃঢ়নেমি। ১৫। দৃঢ়নেমির তনয় সুপার্শ্ব, সুপার্শ্বের তনয় সন্নতি। সন্নতির তনয় কৃত, কৃতের তনয় উগ্রায়ুধ। উগ্রায়ুধের তনয় ক্ষেম্য, ক্ষেম্যের তনয় সুধীর, সুধীরের তনয় পুরঞ্জয় এবং পুরঞ্জয়ের তনয় বিদূরথ। ১৬—১৭। অজমীঢ়ের নলিনী নামে এক ভার্য্যা ছিল। তাহার গর্ভে নীলরাজার জন্ম হয়। এই নীলের তনয় শান্তি এবং শান্তির তনয় সুশান্তি। ১৮। সুশান্তির তনয় পুরু, পুরুর তনয় অর্ক, অর্কের তনয় হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্বের তনয় মুকুল।১৯। এই মুকুল পাঞ্চালদেশের অধীশ্বর ছিলেন, ইহাঁর যবীনর, বৃহদ্ভানু, কম্পিল্ল, সৃঞ্জয় এবং শরদ্বান্‌নামে পঞ্চ পুত্র জন্মে। এই শরদ্বান্ মহান্ বৈষ্ণব ছিলেন। ২০। অহল্যার গর্ভে শরদ্বানের ঔরসে দ্বিতীয় দিবোদাসের জন্ম হয়। দিবোদাসের শতানন্দনামে এক পুত্র হইয়াছিল। শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি। ২১। উর্ব্বশীদর্শনে বীর্য্যহানি হওয়াতে সত্যধৃতির কৃপনামে এক পুত্র এবং কৃপীনামে এক কন্যা হইয়াছিল। দ্রোণাচার্য্যের সহিত কৃপীর বিবাহ হয়। ঐ দ্রোণাচার্য্য হইতে কৃপীর গর্ভে অশ্বত্থামার জন্ম হইয়াছিল। ২২। দিবোদাসের পুত্র মিত্রয়ু, মিত্রয়ুর তনয় চ্যবন, চ্যবনের তনয় সুদাস, সুদাসের তনয়ের নাম সৌদাস।২৩। সৌদাসের তনয় সহদেব, সহদেবের তনয় সোমক, সোমকের তনয় জন্তু ও পৃষত। পৃষতের পুত্র দ্রুপদ, দ্রুপদ হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নের উৎপত্তি হইয়াছিল। ধৃষ্টদ্যুম্নের তনয় ধৃষ্টকেতু। পূর্ব্বোক্ত অজমীঢ় হইতে ঋক্ষনামে এক পুত্রের জন্ম হইয়াছিল। ২৪—২৫। ঋক্ষের তনয় শম্বরণ, শম্বরণের তনয় কুরু, সুধনু, পরীক্ষিৎ ও জহ্নু। ২৬। সুধনুর তনয় সুহোত্র, সুহোত্রের তনয় চ্যবন, চ্যবন হইতে কৃতকনামে রাজার জন্ম হইয়াছিল। কৃতকের তনয় উপরিচরবসু। ২৭। উপরিচর বসু হইতে বৃহদ্রথ, প্রত্যগ্র, সত্য প্রভৃতি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। বৃহদ্রথের তনয় কুশাগ্র, কুশাগ্রের তনয় ঋষভ।২৮। ঋষভের তনয় পুষ্পবান, পুষ্পবান্ হইতে সত্যহিতনামক রাজার জন্ম হয়। সত্যহিতের তনয় সুধন্বা, সুধন্বার তনয় জহ্নু। ২৯। উক্ত বৃহদ্রথ

দেবস্তদাত্মজঃ। সহদেবাচ্চ সোমাপিঃ সোমাপেঃ শ্রুতবান্ সুতঃ॥ ৩০॥ ভীমসেনোগ্রসেনৌ চ শ্রুতসেনোঽপরাজিতঃ। জনমেজয়শ্চান্যোঽভূৎ জহ্নোস্তু সুরথোঽভবৎ॥ ৩১॥ বিদূরথস্তু সুরথাৎ সার্ব্বভৌমো বিদূরথাৎ। জয়সেনঃ সার্ব্বভৌমাদাবাধীতস্তদাত্মজঃ॥ ৩২॥ অযুতায়ুস্তস্য পুত্ত্রস্তস্য চাক্রোধনঃ সুতঃ। অক্রোধনস্যাতিথিশ্চ ঋক্ষোঽভূদতিথেঃ সুতঃ॥৩৩॥ ঋক্ষাচ্চ ভীমসেনোঽভূৎ দিলীপো ভীমসেনতঃ। প্রতীপোঽভূদ্দিলীপাচ্চ দেবাপিস্তু প্রতীপতঃ॥ ৩৪॥ শান্তনুশ্চৈব বাহ্লীকস্ত্রয়স্তে ভ্রাতরো নৃপাঃ। বাহ্লীকাৎ সোমদত্তোঽভূৎ ভূরিভূ্রিশ্রবাস্ততঃ॥৩৫॥ শালশ্চ শান্তনোর্ভীষ্মো গঙ্গায়াং ধার্ম্মিকো মহান্। চিত্রাঙ্গদবিচিত্রৌ তু সত্যবত্যাস্তু শান্তনোঃ॥ ৩৬॥ বিচিত্রবীর্য্যস্য ভার্য্যে তু অম্বিকাম্বালিকে তয়োঃ। ধৃতরাষ্ট্রস্তু পাণ্ডুশ্চ তদ্দাস্যাং বিদুরস্তথা॥ ৩৭॥ ব্যাস উৎপাদয়ামাস গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রতঃ। শতং পুত্ত্রং দুর্য্যোধনাদ্যং পাণ্ডোঃ পঞ্চ প্রজজ্ঞিরে॥৩৮॥ প্রতিবিন্ধ্যঃ শ্রুতসোমঃ শ্রুতকীর্ত্তিশ্চ চার্জ্জুনাৎ। শতানীকঃ শ্রুতকর্ম্মা দ্রৌপদ্যাং পঞ্চ বৈ ক্রমাৎ॥ ৩৯॥ যৌধেয়ী চ হিড়িম্বা চ কৌশী চৈব সুভদ্রিকা। বিজয়া বৈ রেণুমতী পঞ্চভ্যস্তু সুতাঃ ক্রমাৎ॥ ৪০॥ দেবকো ঘটোৎকচশ্চ অভিমন্যুশ্চ সর্ব্বগঃ। সুহোত্রো নিরমিত্রশ্চ পরীক্ষিদভিমন্যুজঃ। জনমেজয়োঽস্য ততো ভবিষ্যাংশ্চ নৃপান্ শৃণু॥ ৪১॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে চন্দ্রবংশবর্ণনং নাম চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥

একচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ॥ ১॥ শতানীকো হ্যশ্বমেধদত্তশ্চাপ্যধিসীমকঃ। কৃষ্ণোঽনিরুদ্ধশ্চাপ্যুষ্ণস্ততশ্চিত্ররথো নৃপঃ॥ ২॥ শুচিদ্রথো বৃষ্ণিমাংশ্চ সুষেণশ্চ সুনীথকঃ।

হইতে জরাসন্ধনাম রাজার জন্ম হইয়াছিল। জরাসন্ধের তনয় সহদেব, সহদেবের তনয় সোমাপি ও সোমাপি হইতে শ্রুতবান্ ভীমসেন, উগ্রসেন, শ্রুতসেন, অন্য জনমেজয়ের জন্ম হইয়াছিল। উক্ত জহ্নু হইতে সুরথনামক রাজার উৎপত্তি হয়। ৩০—৩১। সুরথের তনয় বিদূরথ, বিদূরথের তনয় সার্ব্বভৌম, সার্ব্বভৌমের তনয় জয়সেন, জয়সেনের তনয় আবাধীত। ৩২। আবাধীতের তনয় অযুতায়ু, অযুতায়ুর নন্দন অক্রোধন, অক্রোধনের তনয় অতিথি, অতিথির তনয় ঋক্ষ। ৩৩। ঋক্ষের তনয় ভীমসেন, ভীমসেনের তনয় দিলীপ, দিলীপের তনয় প্রতীপ, প্রতীপের তনয় দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লিক। বাহ্লিক ভূপতি হইতে সোমদত্তের জন্ম হইয়াছিল। সোমদত্তের পুত্র ভূরি এবং ভূরির তনয় ভূরিশ্রবা ও শাল। শান্তনুর ঔরসে এবং গঙ্গার গর্ভে ভীষ্মের জন্ম হয়। এই ভীষ্ম মহাধার্ম্মিক ছিলেন। শান্তনুর অপর দুই তনয় জন্মে, তাহাদিগের নাম চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য। ৩৪—৩৬। বিচিত্রবীর্য্যের দুই পত্নী ছিল, তাহাদিগের একের নাম অম্বিকা এবং অন্যের নাম অম্বালিকা। ব্যাসদেব অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র, অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু এবং দাসীর গর্ভে বিদুরনামে তনয় উৎপাদন করেন। ধৃতরাষ্ট্র হইতে গান্ধারীর গর্ভে দুর্য্যোধনাদি শতপুত্র এবং পাণ্ডুর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পুত্র জন্মে। ৩৭—৩৮। দ্রৌপদীর গর্ভে যুধিষ্ঠির হইতে প্রতিবিন্ধ্য, ভীমসেন হইতে শ্রুতসোম, অর্জ্জুন হইতে শ্রুতকীর্ত্তি, নকুল হইতে শতানীক এবং সহদেব হইতে শ্রুতকর্ম্মানামে পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ৩৯। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতার যৌধেয়ী, হিড়িম্বা, কৌশী, সুভদ্রা, বিজয়া ও রেণুমতী এই কয়েকটী পত্নী ছিল। তাহাদিগের গর্ভে দেবক, ঘটোৎকচ, অভিমন্যু, সর্ব্বগ, সুহোত্র ও নিরমিত্র এই কয়েকটী তনয় জন্মে। পরে অভিমন্যু হইতে পরীক্ষিতের জন্ম হয়। পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়। অতঃপর যে সকল রাজার জন্ম হইয়াছিল, তাহাদিগের নাম শ্রবণ কর। ৪০—৪১।

একচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

হরি বলিলেন, শতানীকের তনয় অশ্বমেধদত্ত, অশ্বমেধদত্তের তনয় অধিসীমক, অধিসীমকের তনয় কৃষ্ণ, কৃষ্ণের তনয় অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধের তনয় উষ্ণ, উষ্ণের তনয় চিত্ররথ, চিত্ররথের তনয় শুচিদ্রথ, শুচিদ্রথের তনয় বৃষ্ণিমান্, বৃষ্ণিমানের তনয়

নৃচক্ষুশ্চ মুখাবাণঃ মেধাবী চ নৃপঞ্জয়ঃ॥ ৩॥ পারিপ্লবশ্চ সুনয়ো মেধাবী চ নৃপঞ্জয়ঃ। হরিস্তিগ্মো বৃহদ্রথঃ শতানীকঃ সুদানকঃ॥ ৪॥ উদানোঽহ্নিনরশ্চৈব দণ্ডপানির্নিমিত্তকঃ। ক্ষেমকশ্চ ততঃ শূদ্রঃ পিতা পূর্ব্বস্তুতঃ সুতঃ॥ ৫॥ বৃহদ্বলাস্তু কথ্যন্তে নৃপাশ্চেক্ষ্বাকুবংশজাঃ। বৃহদ্বলাদুরুক্ষয়ো বৎসব্যূহস্ততঃপরঃ॥ ৬॥ বৃহদশ্বো ভানুরথঃ প্রতীব্যশ্চ প্রতীতকঃ। মনুদেবঃ সুনক্ষত্রঃ কিন্নরশ্চান্তরীক্ষকঃ॥ ৭॥ সুপর্ণঃ কৃতজিচ্চৈব বৃহদ্ভ্রাজশ্চ ধার্ম্মিকঃ। কৃতঞ্জয়ো ধনঞ্জয়ঃ সঞ্জয়ঃ শাক্যএব চ॥৮॥ শুদ্ধোদনো বাহুলশ্চ সেনজিৎ ক্ষুদ্রকস্তথা। সমিত্রঃ কুড়বশ্চাতঃ সুমিত্রো মাগধান্ শৃণু॥ ৯॥ জরাসন্ধঃ সহদেবঃ সোমাপিশ্চ শ্রুতশ্রবাঃ। অযুতায়ুর্নিরমিত্রঃ স্বক্ষেত্রো বহুকর্ম্মকঃ॥১০॥ শ্রুতঞ্জয়ঃ সেনজিচ্চ ভূরিশ্চৈব শুচিস্তথা। ক্ষেম্যশ্চ সুব্রতো ধর্ম্মঃ শ্মশ্রুমো দৃঢ়সেনকঃ॥১১॥ সুমতিঃ সুবলো নীতো সত্যজিদ্বিশ্বজিত্তথা। ইষুঞ্জয়শ্চ ইত্যেতে নৃপা বার্হদ্রথাঃ স্মৃতাঃ॥১২॥ অধর্ম্মিষ্ঠাশ্চ শূদ্রাশ্চ ভবিষ্যন্তি নৃপাস্ততঃ। স্বর্গাদিকৃদ্ধি ভগবান্ সাক্ষান্নারায়ণোঽব্যয়ঃ॥ ১৩॥ নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকস্তথৈবাত্যন্তিকো লয়ঃ। যাতি ভূঃ প্রলয়ঞ্চাপ্সু আপস্তেজসি পাবকঃ॥ ১৪॥ বায়ৌ বায়ুশ্চ বিয়তি আকাশং যাত্যহংকৃতৌ। অহং বুদ্ধৌ মতির্জীবে জীবোঽব্যক্তে তদাত্মনি॥ ১৫॥ আত্মা পরেশ্বরো বিষ্ণুরেকো নারায়ণো নরঃ। অবিনাশ্যপরং সর্ব্বং জগৎ সর্গাদি নাশি হি॥ ১৬॥ নৃপাদয়ো গতা নাশমতঃ পাপং বিবর্জ্জয়েৎ। ধর্ম্মং কুর্য্যাৎ স্থিরং যেন পাপং হিত্বা হরিং ব্রজেৎ॥ ১৭॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে রাজবংশো নাম এক-
চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥

সুসেন, সুসেনের তনয় সুনীথ, সুনীথের তনয় নৃচক্ষু, নৃচক্ষুর তনয় মুখাবাণ, মুখাবাণের তনয় মেধাবী, মেধাবীর তনয় নৃপঞ্জয়। ১—৩। নৃপঞ্জয়ের তনয় পারিপ্লব, পারিপ্লবের তনয় সুনয়, সুনয়ের তনয় মেধাবী, মেধাবীর তনয় নৃপঞ্জয়। নৃপঞ্জয়ের তনয় হরি, হরির তনয় তিগ্ম, তিগ্মের তনয় বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের তনয় শতানীক, শতানীকের তনয় সুদানক।৪। সুদানকের তনয় উদান, উদানের তনয় অহ্নিনর, অহ্নিনরের তনয় দণ্ডপাণি, দণ্ডপাণির তনয় নিমিত্তক, নিমিত্তকের তনয় ক্ষেমক, ক্ষেমকের তনয় শূদ্র। ৫। এইক্ষণে ইক্ষ্বাকুবংশীয় বৃহদ্বলের ভবিষ্যবংশ কীর্ত্তন করিতেছি। বৃহদ্বল হইতে উরুক্ষয়, উরুক্ষয় হইতে বৎসব্যূহ। ৬। বৎসব্যূহ হইতে বৃহদশ্ব, বৃহদশ্ব হইতে ভানুরথ, ভানুরথ হইতে প্রতীব্য প্রতীব্য হইতে প্রতীতক, প্রতীতক হইতে মনুদেব, মনুদেব হইতে সুনক্ষত্র, সুনক্ষত্র হইতে কিন্নর কিন্নর হইতে অন্তরীক্ষক। ৭। অন্তরীক্ষক হইতে সুপর্ণ, সুপর্ণ হইতে কৃতজিৎ, কৃতজিৎ হইতে ধার্ম্মিক বৃহদ্ভ্রাজ, বৃহদ্ভ্রাজ হইতে কৃতঞ্জয়, কৃতঞ্জয় হইতে ধনঞ্জয়, ধনঞ্জয় হইতে সঞ্জয়, সঞ্জয় হইতে শাক্য। ৮। শাক্য হইতে শুদ্ধোদন, শুদ্ধোদন হইতে বাহুল, বাহুল হইতে সেনজিৎ, সেনজিৎ হইতে ক্ষুদ্রক, ক্ষুদ্রক হইতে সমিত্র, সমিত্র হইতে কুড়ব, কুড়ব হইতে সুমিত্র জন্ম পরিগ্রহ করিবেন। অতঃপর মগধবংশীয় রাজাদিগের ভবিষ্য বংশাবলী বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৯। মগধবংশীয় জরাসন্ধের আত্মজ সোমাপি, সোমাপির তনয় শ্রুতশ্রবা, শ্রুতশ্রবার নন্দন অযুতায়ু, অযুতায়ুর অপত্য নিরমিত্র, নিরমিত্রের তনয় স্বক্ষেত্র, স্বক্ষেত্রের পুত্র কর্ম্মক।১০। কর্ম্মকের সন্তান শ্রুতঞ্জয়, শ্রুতঞ্জয়ের সুত সেনজিৎ, সেনজিতের তনয় ভূরি, ভূরির তনয় শুচি, শুচির তনয় ক্ষেম্য, ক্ষেম্যের তনয় সুব্রত, সুব্রতের তনয় ধর্ম্ম, ধর্ম্মের তনয় শ্মশ্রুম, শ্মশ্রুমের তনয় দৃঢ়সেনক, দৃঢ়সেনকের তনয় সুমতি, সুমতির তনয় সুবল, সুবলের তনয় নীত, নীতের তনয় সত্যজিৎ, সত্যজিতের তনয় বিশ্বজিৎ, বিশ্বজিতের তনয় ইষুঞ্জয়, ইহারা সকলে বৃহদ্রথবংশীয় রাজা। ১১—১২। অতঃপর অধর্ম্মনিষ্ঠ শূদ্রগণ রাজসিংহাসনে আরোহণ করিবে। অব্যয় ভগবান্ সাক্ষাৎ নারায়ণই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা। ১৩। প্রলয় তিনপ্রকার—নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক ও আত্যন্তিক। পৃথিবী জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ অহঙ্কারতত্ত্বে, অহঙ্কারতত্ত্ব বুদ্ধিতত্ত্বে, বুদ্ধিতত্ত্ব জীবে, এবং জীব অব্যক্ত পরব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয়। ১৪—১৫। সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর নরনারায়ণরূপী বিষ্ণুই একমাত্র নিত্য। আর সমুদায় জগৎই বিনশ্বর। ১৬। এই ভূমণ্ডলে শত শত রাজা বিনষ্ট হইয়াছেন, অতএব পাপকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। পাপকর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে হরিকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে। ১৭।

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ বংশাদীন্ পালয়ামাস অবতীর্ণো হরিঃ প্রভুঃ। দৈত্যধর্ম্মস্য নাশার্থং বেদধর্ম্মাদিগুপ্তয়ে॥ ২॥ মৎস্যাদিকস্বরূপেণ অবতারং করোত্যজঃ। মৎস্যো ভূত্বা হয়গ্রীবং দৈত্যং হত্বাজিকণ্টকং ॥ ৩ ॥ বেদানানীয় মন্বাদীন্ পালয়ামাস কেশবঃ। মন্দরং ধারয়ামাস কূর্ম্মো ভূত্বা হিতায় চ ॥ ৪ ॥ ক্ষীরোদমথনে বৈদ্যো দেবোধন্বন্তরির্হ্যভূৎ। বিভ্রৎ কমণ্ডলুং পূর্ণমমৃতেন সমুত্থিতঃ ॥ ৫ ॥ আয়ুর্ব্বেদমথাষ্টাঙ্গং সুশ্রুতায় স উক্তবান্। অমৃতং পায়য়ামাস স্ত্রীরূপী চ সুরান্ হরিঃ ॥ ৬ ॥ অবতীর্ণো বরাহোঽথ হিরণ্যাক্ষং জঘান হ। পৃথিবীং ধারয়ামাস পালয়ামাস দেবতাঃ ॥ ৭ ॥ নরসিংহোঽবতীর্ণোঽথ হিরণ্যকশিপুং রিপুং। দৈত্যান্ নিহতবান্ বেদধর্ম্মাদীনভ্যপালয়ৎ ॥ ৮ ॥ ততো পরশুরামোঽভূজ্জমদগ্নের্জ্জগৎপ্রভুঃ। ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবীং চক্রে নিঃক্ষত্রিয়াং হরিঃ ॥ ৯ ॥ কার্ত্তবীর্য্যং জঘানাজৌ কশ্যপায় মহীং দদৌ। যাগং কৃত্বা মহাবাহুর্ম্মহেন্দ্রে পর্ব্বতে স্থিতঃ ॥ ১০ ॥ ততো রামো ভবিষ্ণুশ্চ চতুর্দ্ধা দুষ্টমর্দ্দনঃ। পুত্রো দশরথাজ্জজ্ঞে রামশ্চ ভরতোঽনুজঃ ॥ ১১ ॥ লক্ষ্মণশ্চাথ শত্রুঘ্নো রামভার্য্যা চ জানকী ॥১২॥ রামশ্চ পিতৃসত্যার্থং মাতৃভ্যো হিতমাচরন্। শৃঙ্গবেরং চিত্রকূটং দণ্ডকারণ্যমাগতঃ ॥ ১৩ ॥ নাসাং শূর্পণখায়াশ্চ ছিত্বাথ খরদূষণং। হত্বা সরাক্ষসং সীতাপহারি-রজনীচরং ॥ ১৪ ॥ রাবণং চানুজং তস্য লঙ্কাপুর্য্যাং বিভীষণং। রক্ষোরাজ্যেন সংস্থাপ্য সুগ্রীবহনুমন্মুখৈঃ ॥ ১৫ ॥ আরুহ্য পুষ্পকং সার্দ্ধং সীতয়া পতিভক্তয়া। সুমহাপতিব্রতয়া সোঽযোধ্যাং স্বপুরীং গতঃ ॥ ১৬ ॥ রাজ্যঞ্চকার দেবাদীন্ পালয়ামাস স প্রজাঃ। ধর্ম্মসংরক্ষণং চক্রে অশ্বমেধাদিকান্ ক্রতুন্ ॥ ১৭ ॥ সুমহাপতিব্রতয়া রেমে

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন।—প্রভু হরি দৈত্যবর্গের আধিপত্য বিনাশ ও বৈদিকধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া আর্য্যবংশ পালন করিয়া আসিতেছেন। ১—২। তিনি সময়ে সময়ে মৎস্যাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। হরি প্রথমতঃ মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া সংগ্রাম দুর্দ্ধর্ষ হয়গ্রীবকে বিনাশপূর্ব্বক বেদ উদ্ধার করিয়া মনুপ্রভৃতি রাজগণকে পালন করিয়াছিলেন। তিনি সমুদ্রমন্থন সময়ে জগতের হিতসাধনার্থ কূর্ম্মরূপে অবতীর্ণ হইয়া মন্দরপর্ব্বত ধারণ করেন ।৩—৪। হরি ক্ষীরোদমথনের সময় বৈদ্য ধন্বন্তরিরূপে অবতীর্ণ হইয়া অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু ধারণপূর্ব্বক উত্থিত হইয়াছিলেন। এই দেব ধন্বন্তরি সুশ্রুতনামক শিষ্যকে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ দিয়াছিলেন। ভগবান হরি স্ত্রীরূপে মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেবগণকে অমৃত পান করাইয়াছিলেন।৫-৬। অনন্তর তিনি বরাহরূপে অবতীর্ণ হইয়া হিরণ্যাক্ষনামক দৈত্যকে বিনাশপূর্ব্বক পৃথিবী ধারণ করিয়াছিলেন। এবং দেবগণকে পালন করেন। ৭। অনন্তর হরি নরসিংহরূপে অবতীর্ণ হইয়া হিরণ্যকশিপু ও অন্যান্য দৈত্যগণের বিনাশসাধনপূর্ব্বক, বৈদিক ধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন। ৮। অনন্তর তিনি যমদগ্নির ঔরসে পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। ৯। পরশুরাম সংগ্রামে কার্ত্তবীর্য্যকে বিনাশ করিয়া মহেন্দ্রপর্ব্বতে যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক কশ্যপকে সমগ্র মহীমণ্ডল প্রদান করেন। ১০। অনন্তর বিষ্ণু দুষ্টদমনের নিমিত্ত চারি অংশে বিভক্ত হইয়া দশরথের ঔরসে জন্মপরিগ্রহপূর্ব্বক রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। রামচন্দ্রের ভার্য্যা জানকী। ১১—১২ রামচন্দ্র পিতার সত্যপালনের নিমিত্ত এবং মাতা কৈকেয়ীর হিতানুষ্ঠান করিবার মানসে ক্রমশঃ শৃঙ্গবের পুর, চিত্রকূটপর্ব্বত ও দণ্ডকারণ্যে গমন করেন। ১৩। তিনি শূর্পণখার নাসাচ্ছেদনপূর্ব্বক রাক্ষসবীর খরদূষণ ও সীতাপহারী রাক্ষসরাজ রাবণকে বিনাশ করিয়া রাবণানুজ বিভীষণকে লঙ্কাপুরীতে রাক্ষসরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। পরে তিনি সুগ্রীব হনুমান্‌প্রভৃতি অনুচরবর্গের সহিত এবং মহাপতিব্রতা পতিভক্তা সীতার সহিত পুষ্পকবিমানে আরোহণ করিয়া নিজ রাজধানী অযোধ্যাপুরীতে, আগমন করেন। ১৪—১৬। অনন্তর তিনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া দেবগণকে ও ভূমণ্ডলস্থ মানবগণকে পালন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি ধর্ম্মরক্ষা করিয়া অশ্বমেধপ্রভৃতি

রামো যথাসুখং। রাবণস্য গৃহে সীতা স্থিত্বাপি নহি রাবণং ॥ ১৮ ॥ কর্ম্মণা মনসা বাচা সা গতা রাঘবং বিনা ।.পতিব্রতা তু সা সীতা অনসূয়া যথৈব তু ॥১৯॥ পতিব্রতায়াঃ সীতায়া মাহাত্ম্যং কথয়াম্যহং। কৌশিকো ব্রাহ্মণঃ কুষ্ঠী প্রতিষ্ঠানেঽভবৎ পুরা ॥ ২০ ॥ তং তথা ব্যাধিতং ভার্য্যা পতিং দেবমিবার্চ্চয়ৎ। নির্ভৎসিতাপি ভর্ত্তারং তমমন্যত দৈবতং ॥ ২১ ॥ ভর্ত্রোক্তা সানয়দ্বেশ্যাং শুল্কমাদায় চাধিকং। পথি শূলে তদা প্রোতমচৌরং চৌরশঙ্কয়া ॥ ২২ ॥ মাণ্ডব্যমতিদুঃখার্ত্তমন্ধকারেঽথ স দ্বিজঃ। পত্নীস্কন্ধসমারূঢ়শ্চালয়ামাস কৌশিকঃ ॥ ২৩॥ পাদাবমর্ষণাৎ ক্রুদ্ধো মাণ্ডব্যস্তমুবাচ হ। সূর্য্যোদয়ে মৃতিস্তস্য যেনাহং চালিতঃ পদা ॥ ২৪ ॥ তচ্ছ্রুত্বা প্রাহ তদ্ভার্য্যা সূর্য্যো নোদয়মেষ্যতি। ততঃ সূর্য্যোদয়াভাবাদভবৎ সততং নিশা ॥ ২৫ ॥ বহুন্যব্দপ্রমাণানি ততো দেবা ভয়ং যযুঃ। ব্রহ্মাণং শরণং জগ্মুস্তানূচে পদ্মসংভবঃ ॥ ২৬ ॥ প্রশাম্যতে তেজসৈব তপস্তেজস্তনেন বৈ। পতিব্রতায়া মাহাত্ম্যান্নোদ্গচ্ছতি দিবাকরঃ ॥ ২৭ ॥ তস্য চানুদয়াদ্ধানির্মর্ত্ত্যানাং ভবতাং তথা। তস্মাৎ পতিব্রতামত্রেরনসূয়াং তপস্বিনীং ॥ ২৮ ॥ প্রসাদয়ত বৈ পত্নীং ভানোরুদয়কাম্যয়া। তৈঃ সা প্রসাদিতা গত্বা হ্যনসূয়া পতিব্রতা॥২৯॥ কৃত্বাদিত্যোদয়ং সা চ তং ভর্ত্তারমজীবয়ং। পতিব্রতানসূয়ায়াঃ সীতাভূদধিকা কিল ॥ ৩০ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে সীতামাহাত্ম্যং নাম দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক মহাপতিব্রতা সীতার সহিত পরমসুখে বিহার করিয়াছিলেন। সীতা যদিও বহুদিন রাবণগৃহে ছিলেন বটে, তথাপি কর্ম্মদ্বারা, বাক্যদ্বারা এবং মনোদ্বারাও রামচন্দ্র ব্যতীত অন্য পুরুষকে গ্রহণ করেন নাই। অনসূয়া যেরূপ পতিব্রতা, সীতাও সেইরূপ পতিব্রতা ছিলেন। ১৭-১৯। এইক্ষণে পতিব্রতা সীতার মাহাত্ম্য বলিতেছি। পূর্ব্বকালে প্রতিষ্ঠাননগরে কৌশিকনামে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পতিব্রতা পত্নী তাঁহাকে দেবতার ন্যায় সেবাশুশ্রূষা করিতেন। ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া মনে কিঞ্চিন্মাত্রও ঘৃণা করিতেন না। কৌশিক তাঁহাকে সর্ব্বদাই তিরস্কার করিতেন, তথাপি তিনি ভর্ত্তাকে দেবতাবোধে শুশ্রূষা করিতে ত্রুটি করিতেন না। ২০-২১। একদিন তিনি ভর্ত্তার বাক্যানুসারে বহুধন সমভিব্যাহারে লইয়া স্বামীকে স্কন্ধে করিয়া বেশ্যালয়ে চলিলেন। পথিমধ্যে মাণ্ডব্যনামক কোন ব্রাহ্মণ চোর না হইয়াও চৌরাপবাদে কলঙ্কিত হইয়া শূলে আরোপিত ছিলেন। মাণ্ডব্য অন্ধকারে দুঃখার্ত্তহৃদয়ে শূলে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় পত্নীস্কন্ধ-সমারূঢ় কৌশিকের পদস্পর্শে তিনি পরিচালিত হইলেন। ২২—২৩। অনন্তর মাণ্ডব্য পাদপ্রহার নিবন্ধন ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, যে আমাকে পদদ্বারা চালিত করিয়াছ, সূর্য্যোদয় হইলেই তাহার মৃত্যু হইবে। এই অভিসম্পাত শ্রবণ করিয়া মাণ্ডব্যপত্নী কহিলেন, অতঃপর আর সূর্য্যোদয় হইবে না। পরে সূর্য্যোদয় না হওয়াতে নিরন্তর রাত্রিকালই চলিতে লাগিল। ২৪—২৫। বহু বৎসর দিবস না হওয়াতে দেবগণ ভীত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা দেবগণকে কহিলেন। ২৬। এইক্ষণে পতিব্রতার তেজঃপ্রভাবে তপস্তেজ প্রশান্ত হইয়াছে। পতিব্রতার মাহাত্ম্যে দিবাকর উদিত হইতেছেন না। ২৭। সূর্য্যোদয় না হওয়াতে মানবগণের ও তোমাদিগের বিশেষ হানি হইতেছে। অতএব তোমরা সূর্য্যোদয় কামনায় পতিব্রতা তপস্বিনী অত্রিপত্নী অনসূয়াকে প্রসন্ন কর। অনন্তর দেবগণ পতিপরায়ণা অনসূয়ার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। ২৮—২৯। অনসূয়াও সূর্য্যোদয় করিয়া কৌশিক ব্রাহ্মণকেও বাঁচাইয়া দিলেন। এইরূপে পতিব্রতার মাহাত্ম্য কহিলাম, কিন্তু সীতা অনসূয়া হইতেও সমধিক পতিব্রতা ছিলেন। ৩০

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ রামায়ণমতো বক্ষ্যে শ্রুতং পাপবিনাশনং। বিষ্ণুনাভ্যব্জতো ব্রহ্মা মরীচিস্তৎ-

---

ব্রহ্মা কহিলেন, এইক্ষণে রামায়ণ বলিতেছি, ইহা শ্রবণ করিলে সমুদায় পাপক্ষয় হয়। বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা

সুতোঽভবং ॥২॥ মরীচেঃ কশ্যপস্তস্মাদ্রবিস্তস্মাৎ মনুঃ স্মৃতঃ। মনোরিক্ষ্বাকুরস্যাভূৎ বংশে রাজা রঘুঃ স্মৃতঃ ॥ ৩॥ রঘোরজস্ততো জাতো রাজা দশরথো বলী। তস্য পুত্রাস্তু চত্বারো মহাবলপরাক্রমাঃ ॥ ৪ ॥ কৌশল্যায়ামভূদ্রামো ভরতঃ কৈকয়ীসুতঃ। সুতৌ লক্ষ্মণশত্রুঘ্নৌ সুমিত্রায়াং বভূবতুঃ ॥ ৫ ॥ রামো ভক্তঃ পিতুর্মাতুর্বিশ্বামিত্রাদবাপ্তবান্। অস্ত্রগ্রামং ততো যক্ষীং তাড়কাং প্রজঘান হ ॥ ৬ ॥ বিশ্বামিত্রস্য যজ্ঞে বৈ সুবাহুং ন্যবধীদ্বলী। জনকস্য ক্রতুং গত্বা উপযেমেঽথ জানকীং ॥ ৭ ॥ উর্ম্মিলাং লক্ষ্মণো বীরো ভরতো মাণ্ডবীং সুতাং। শত্রুঘ্নো বৈ কীর্ত্তিমতীং কুশধ্বজসুতে উভে ॥ ৮ ॥ পিত্রাদিভিরযোধ্যায়াং গত্বা রামাদয়ঃ স্থিতাঃ। যুধাজিতং মাতুলঞ্চ শত্রুঘ্নভরতৌ গতৌ ॥ ৯ ॥ গতয়োর্নৃপবর্য্যোঽসৌ রাজ্যং দাতুং সমুদ্যতঃ। রামায় তৎসুপুত্রায় কৈকেয্যা প্রার্থিতং তদা। চতুর্দ্দশসমা বাসো বনে রামস্য বাঞ্ছিতঃ ॥ ১০ ॥ রামঃ পিতৃহিতার্থঞ্চ লক্ষ্মণেন চ সীতয়া। রাজ্যঞ্চ তৃণবৎ ত্যক্ত্বা শৃঙ্গবেরপুরং গতঃ ॥ ১১ ॥ রথং ত্যক্ত্বা প্রয়াগঞ্চ চিত্রকূটগিরিং গতঃ। রামস্য তু বিয়োগেন রাজা স্বর্গং সমাশ্রিতঃ ॥ ১২ ॥ সংস্কৃত্য ভরতশ্চাগাদ্রামমাহ বলান্বিতঃ। অযোধ্যাস্তু সমাগত্য রাজ্যং কুরু মহামতে ॥ ১৩ ॥ সনৈচ্ছৎ পাদুকে দত্ত্বা রাজ্যায় ভরতায় তু। বিসর্জ্জিতোঽথ ভরতো রামরাজ্যমপালয়ৎ ॥ ১৪ ॥ নন্দিগ্রামে স্থিতো ভক্তো হ্যযোধ্যাং নাবিশদ্ব্রতী। রামোঽপি চিত্রকূটাচ্চ অত্রেরাশ্রমমাযযৌ ॥ ১৫ ॥ নত্বা সুতীক্ষ্ণং চাগস্ত্যং দণ্ডকারণ্যমাগতঃ। তত্র সূর্পণখা নাম রাক্ষসী চাত্তুমাগতা ॥ ১৬ ॥ নিকৃত্য

উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ব্রহ্মার তনয় মরীচি। ১—২। মরীচির তনয় কশ্যপ, কশ্যপের তনয় সূর্য্য, সূর্য্যের নন্দন বৈবস্বতমনু, মনুর তনয়, ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকুবংশে মহারাজ রঘু জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ৩। রঘুর পুত্র অজ, অজের পুত্র মহাবল মহারাজ দশরথ। দশরথের মহাবল মহাপরাক্রম চারি পুত্র হইয়াছিল। ৪। তন্মধ্যে কৌশল্যার গর্ভে রামচন্দ্র, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত, সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্মপরিগ্রহ করেন। ৫। পিতৃমাতৃভক্ত রামচন্দ্র বিশ্বামিত্র হইতে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষা করিয়া তাড়কানাম্নী যক্ষীকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ৬। বিশ্বামিত্রের যজ্ঞানুষ্ঠানকালে রামচন্দ্র সুবাহুনামক রাক্ষসকে সংহার করেন। অনন্তর তিনি জনকরাজের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া জানকীর পাণিগ্রহণ করেন। ৭। এই সময় মহাবীর লক্ষ্মণ উর্ম্মিলাকে ভরত কুশধ্বজসুতা মাণ্ডবীকে এবং শত্রুঘ্ন কুশধ্বজনন্দিনী কীর্ত্তিমতী (শ্রুতকীর্ত্তি)কে বিবাহ করেন। ৮। অনন্তর রামচন্দ্র প্রভৃতি চারি ভ্রাতা, দশরথ ও অমাত্যপ্রভৃতির সহিত অযোধ্যায় গমন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময় ভরত ও শত্রুঘ্ন যুধাজিৎনামক মাতুলের আবাসে গমন করিলেন। ৯। ভরত ও শত্রুঘ্ন মাতুলালয়ে গমন করিলে মহারাজ দশরথ সুপুত্র রামচন্দ্রকে রাজ্যদান করিতে উদ্যত হইলেন। এই সময়ে কৈকেয়ী অভীষ্ট বরপ্রার্থনা করিলেন যে, রামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে বাস করেন। ১০। রামচন্দ্র পিতার হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত তৃণবৎ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত শৃঙ্গবেরপুরে গমন করিলেন। পরে তিনি রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রয়াগে গমন করিয়া পশ্চাৎ চিত্রকূটপর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে মহারাজ দশরথ রামচন্দ্রের বিয়োগে শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন। ১১—১২। রাজকুমার ভরত দশরথের সৎকার করিয়া প্রভূত বলবাহনের সহিত রামচন্দ্রের নিকট গমন করিলেন এবং কহিলেন, মহামতে! অযোধ্যায় আগমন করিয়া আপনি রাজ্যশাসন করুন। ১৩। রামচন্দ্র ভরতের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন না এবং তিনি পাদুকাযুগল দিয়া ভরতকে বিদায় করিলে ভরত ন্যাসস্বরূপ রামরাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। ১৪। রামচন্দ্রের প্রতি ভরতের অসীম ভক্তি ছিল, তন্নিবন্ধন তিনি অযোধ্যায় প্রবেশ না করিয়া রামচন্দ্রের ন্যায় ব্রতধারণপূর্ব্বক নন্দিগ্রামে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এদিকে রামচন্দ্র চিত্রকূটপর্ব্বত পরিত্যাগপূর্ব্বক মহর্ষি অত্রির আশ্রমে গমন করিলেন। ১৫। অনন্তর তিনি মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ ও অগস্ত্যকে প্রণাম করিয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। এই স্থানে সূর্পণখানাম্নী রাক্ষসী সীতাকে ভক্ষণ

কর্ণৌ নাসে চ রামেণাথাপরাহিতা। তৎপ্রেরিতঃ খরশ্চাগাৎ দূষণস্ত্রিশিরাস্তথা ॥ ১৭ ॥ চতুর্দ্দশসহস্রেণ রক্ষসাঞ্চ বলেন চ। রামোপি প্রেষয়ামাস বাণৈর্যমপুরঞ্চ তান্ ॥ ১৮ ॥ রাক্ষস্যাঃ প্রেরিতোঽভ্যাগাদ্রাবণো হরণায় হি। মৃগরূপং স মারীচং কৃত্বাগ্রেঽথ ত্রিদণ্ডধৃক্ ॥ ১৯ ॥ সীতয়া প্রেরিতো রামো মারীচং নিজঘান হ। ম্রিয়মাণঃ স চ প্রাহ হা সীতে লক্ষ্মণেতি চ ॥ ২০ ॥ সীতোক্তো লক্ষ্মণোঽথাগাদ্রামশ্চানুদদর্শ তং। উবাচ রাক্ষসীমায়া নূনং সীতা হৃতেতি সা ॥ ২১ ॥ রাবণোঽন্তরমাসাদ্য অঙ্কেনাদায় জানকীং। জটায়ুষং বিনির্ভিদ্য যযৌ লঙ্কাং ততো বলী ॥ ২২ ॥ অশোকবৃক্ষচ্ছায়ায়াং রক্ষিতাং তামধারয়ৎ। আগত্য রামঃ শূন্যঞ্চ পর্ণশালাং দদর্শ হ ॥ ২৩ ॥ শোকং কৃত্বাথ জানক্যা মার্গণং কৃতবান্ প্রভুঃ। জটায়ুষঞ্চ সংস্কৃত্য তদুক্তো দক্ষিণাং দিশং ॥ ২৪ ॥ গত্বা সখ্যং ততশ্চক্রে সুগ্রীবেণেচ রাঘবঃ। সপ্ত তালান্ বিনির্ভিদ্য শরেণানতপর্ব্বণা ॥ ২৫ ॥ বালিনঞ্চ বিনির্ভিদ্য কিষ্কিন্ধ্যায়াং হরীশ্বরং। সুগ্রীবং কৃতবান্রাম ঋষ্যমূকে স্বয়ং স্থিতঃ ॥ ২৬ ॥ সুগ্রীবঃ প্রেষয়ামাস বানরান্ পর্ব্বতোপমান্। সীতায়া মার্গণং কর্ত্তুং পূর্ব্বাদ্যৈঃ সুমহাবলান্ ॥ ২৭ ॥ প্রতীচীমুত্তরাং প্রাচীং দিশং গত্বা সমাগতাঃ। দক্ষিণান্তু দিশং যে চ মার্গয়ন্তোঽথ জানকীং ॥ ২৮ ॥ বনানি পর্ব্বতান্ দ্বীপান্নদীনাং পুলিনানি চ। জানকীন্তে হ্যপশ্যন্তো মরণে কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ২৯ ॥ সম্পাতিবচনাজ্ জ্ঞাত্বা হনুমান্ কপিকুঞ্জরঃ। শতযোজনবিস্তীর্ণং পুপ্লুবে মকরালয়ং ॥ ৩০ ॥ অপশ্যজ্জানকীন্তত্র অশোকবনিকাস্থিতাং। ভর্ৎসিতাং রাক্ষসীভিশ্চ রাবণেনচ রক্ষসা ॥ ৩১ ॥ ভব ভার্য্যেতি

করিবার নিমিত্ত আগমন করিল।১৬। রামচন্দ্র তাহার নাসিকা ও কর্ণ ছেদনপূর্ব্বক নিরাকৃত করিয়া দিলেন। অনন্তর সূর্পণখার বাক্যানুসারে খর, দূষণ ও ত্রিশিরা, চতুর্দ্দশসহস্র রাক্ষসসৈন্যের সহিত রামচন্দ্রকে আক্রমণ করিল। রামচন্দ্র শরনিকরদ্বারা তাহাদিগকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। ১৭—১৮। পরে সূর্পণখাকর্ত্তৃক উত্তেজিত রাক্ষসরাজ রাবণ প্রথমতঃ মৃগরূপধারী মারীচকে সীতার সম্মুখে পাঠাইয়া স্বয়ং ত্রিদণ্ডধারী হইয়া সীতাহরণার্থ দণ্ডকারণ্যে গমন করিল। ১৯। এদিকে সীতার বাক্যানুসারে রামচন্দ্র মারীচের অনুবর্ত্তী হইয়া তাহাকে বিনাশ করিলেন। মারীচ প্রাণ পরিত্যাগকালে হা সীতে! হা লক্ষণ! বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। পরে সীতার বাক্যানুসারে লক্ষণ রামচন্দ্রের অনুসন্ধানে গমন করিলেন। রামচন্দ্র লক্ষণকে দেখিয়া কহিলেন, এ সমুদায় রাক্ষসী মায়া, এইক্ষণে রাক্ষসেরা সীতাকে হরণ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। ২০—২১। এদিকে মহাবল রাবণ অবকাশ পাইয়া সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া জটায়ুকে বিনাশপূর্ব্বক লঙ্কায় গমন করিল। ২২। রাক্ষসরাজ দশানন সীতাকে অশোকবৃক্ষতলে রাখিয়াছিল এবং রাক্ষসীদিগকে সীতার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিল। এদিকে রামচন্দ্র আসিয়া দেখিলেন, পর্ণশালা শূন্য, জানকী নাই। ২৩। তিনি বহুক্ষণ শোকসন্তাপ করিয়া বৈদেহীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে তিনি জটায়ুর সৎকার করিয়া জটায়ুর বাক্যানুসারে দক্ষিণ দিকে গমন করিতে লাগিলেন। ২৪। অনন্তর তিনি সুগ্রীবের সহিত সখ্য সংস্থাপনপূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ সায়কদ্বারা সপ্ত তাল ভেদ করিলেন। ২৫। তিনি বালিকে বিনাশপূর্ব্বক সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার বানররাজ্যের অধীশ্বর করিয়া স্বয়ং ঋষ্যমূকপর্ব্বতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২৬। এই সময়ে বানররাজ সুগ্রীব সীতার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত পর্ব্বতপ্রমাণ বানরদিগকে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিলেন। ২৭। যে সমুদায় বানর পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিমদিকে গমন করিয়াছিল, তাহারা সকলেই প্রতিনিবৃত্ত হইল। যে সমুদায় বানর দক্ষিণদিকে জানকীর অনুসন্ধান করিতেছিল, তাহারা বন, পর্ব্বত, দ্বীপ, নদী, পুলিন প্রভৃতি সমুদায় স্থান তন্ন তন্ন করিয়া দেখিল, কোন্ স্থানেও জানকীর সন্ধান পাইল না। তখন তাহারা একান্ত নিরুপায় হইয়া নিজ নিজ জীবন পরিত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইল। ২৮—২৯। পরে সম্পাতির বচনানুসারে জানকীর অনুসন্ধান হইলে বানরপ্রবীর হনুমান্ লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক শতযোজনবিস্তীর্ণ সমুদ্রপারে উপস্থিত হইলেন। ৩০। তিনি লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অশোকবনমধ্যে দেবী সীতা অবস্থান করিতেছেন। রাক্ষসরাজ রাবণ ও রাক্ষসীরা নিয়ত সীতাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিতেছে যে, "ভার্য্যা হও,"

বদতা চিন্তয়ন্তীঞ্চ রাঘবং। অঙ্গুরীয়ং কপির্দত্ত্বা সীতাং কৌশল্যমব্রবীৎ ॥ ৩২ ॥ রামস্য তস্য দূতোঽহং শোকং মা কুরু মৈথিলি। স্বাভিজ্ঞানঞ্চ মে দেহি যেন রামঃ স্মরিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥ তৎ শ্রুত্বা প্রদদৌ সীতা বেণীরত্নং হনুমতে। যথা রামো নয়েচ্ছীঘ্রং তথা বাচ্যং ত্বয়া গতে ॥ ৩৪ ॥ তথেত্যুক্ত্বা তু হনুমান্ বনং দিব্যং বভঞ্জ হ। হত্বাক্ষং রাক্ষসাংশ্চান্যান্ বন্ধনং স্বয়মাগতঃ ॥ ৩৫ ॥ সর্ব্বৈরিন্দ্রজিতো বাণৈঃ দৃষ্ট্বা রাবণমব্রবীৎ। রামদূতোঽস্মি হনুমান্ দেহি রামায় মৈথিলীং ॥ ৩৬ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা প্রকুপিতো দীপয়ামাস পুচ্ছকং। কপির্জ্বলিতলাঙ্গূলো লঙ্কাং দেহে মহাবলঃ ॥৩৭॥ দগ্ধা লঙ্কাং সমায়াতো রামপার্শ্বং স বানরঃ। জগ্ধ্বা ফলং মধুবনে দৃষ্ট্বা সীতেত্যাবেদয়ৎ ॥ ৩৮ ॥ বেণীরত্নঞ্চ রামায় রামো লঙ্কাপুরীং যযৌ। সসুগ্রীবঃ সহনুমান্ সাঙ্গদাদ্যঃ সলক্ষ্মণঃ ॥ ৩৯ ॥ বিভীষণোঽপি সম্প্রাপ্তঃ শরণং রাঘবং প্রতি। লঙ্কৈশ্বর্য্যেঽভ্যষিঞ্চদ্রামস্তং রাবণানুজং ॥ ৪০ ॥ রামো নলেন সেতুঞ্চ কৃত্বাব্ধৌ চোত্ততার তং। সুবেলাবস্থিতশ্চৈব পুরীং লঙ্কাং দদর্শ হ ॥ ৪১ ॥ অথ তে বানরা বীরা নীলাঙ্গদনলাদয়ঃ। ধূম্রধূম্রাক্ষবীরেন্দ্রা জাম্ববৎপ্রমুখাস্তদা ॥ ৪২ ॥ মৈন্দদ্বিবিদমুখাস্তে পুরীং লঙ্কাং বভঞ্জিরে। রাক্ষসাংশ্চ মহাকায়ান্ কালাঞ্জনচয়োপমান্ ॥ ৪৩ ॥ রামঃ সলক্ষ্মণো হত্বা সকপিঃ সর্ব্বরাক্ষসান্। বিদ্যুজ্জিহ্বঞ্চ ধূম্রাক্ষং দেবান্তকনরান্তকৌ ॥ ৪৪ ॥ মহোদরমহাপার্শ্বাবতিকায়ং মহাবলং। কুম্ভং নিকুম্ভং মত্তঞ্চ মকরাক্ষং হ্যকম্পনং ॥ ৪৫ ॥ প্রহস্তং বীরমুন্মত্তং কুম্ভকর্ণং মহাবলং ॥ ৪৬ ॥ রাবণিং লক্ষ্মণশ্ছিত্ত্বা হ্যস্ত্রাদ্যৈরাঘবো বলী। নিকৃত্য বাহুচক্রাণি রাবণস্য ব্যপাতয়ৎ ॥ ৪৭ ॥ সীতাং শুদ্ধাং

পরন্তু সীতা তাহাতে কর্ণপাতও না করিয়া একমাত্র রামচন্দ্রকেই ধ্যান করিতেছেন। অনন্তর হনুমান অবকাশ পাইয়া সীতাকে রামচন্দ্রের অঙ্গুরীয়ক প্রদান পূর্ব্বক কুশলবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিলেন। ৩১—৩২। পরে পুনর্ব্বার কহিলেন, মৈথিলি! আপনি শোকসন্তাপ করিবেন না, আমি রামচন্দ্রের দূত, এক্ষণে আপনি এমন কোন অভিজ্ঞান প্রদান করুন, যাহা দেখিয়া রামচন্দ্র চিনিতে পারেন। ৩৩। দেবী সীতা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হনুমানের হস্তে বেণীরত্ন প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, রামচন্দ্র যাহাতে আমাকে শীঘ্র উদ্ধার করিয়া লইয়া যান, তুমি গিয়া সেইরূপ বলিবে। ৩৪। তখন হনুমান তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিয়া দিব্য প্রমদাবন ভঞ্জন করিলেন। পরে তিনি কুমার অক্ষ ও অন্যান্য রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া ইন্দ্রজিতের ব্রহ্মাস্ত্রে স্বয়ং বদ্ধ হইলেন। তিনি রাবণের নিকট নীত হইয়া দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, আমি রামচন্দ্রের দূত, আমার নাম হনুমান্। এইক্ষণে তুমি রামচন্দ্রের নিকট সীতাকে সমর্পণ কর। ৩৫—৩৬। রাক্ষসরাজ দশানন এই বাক্য শ্রবণে কুপিত হইয়া তাঁহার লাঙ্গূলে অগ্নি প্রদান করিলেন। জ্বলিতলাঙ্গুল মহাবল হনুমান সমুদায় লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ৩৭। এইরূপে পবননন্দন লঙ্কাদাহপূর্ব্বক মধুবনে অমৃতফল ভক্ষণ করিয়া রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন ও কহিলেন, আমি সীতাকে দেখিয়া আসিয়াছি। ৩৮। পরে তিনি বেণীরত্ন প্রদান করিলে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ হনুমান ও সুগ্রীবপ্রভৃতির সহিত লঙ্কাপুরীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ৩৯। এই সময়ে রাবণানুজ বিভীষণ রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন। রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ৪০। অনন্তর রামচন্দ্র বানরবীর নলদ্বারা সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়া সমুদায় বানরসৈন্যের সহিত সমুদ্র উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি সেই দিন সুবেল পর্ব্বতে অবস্থানপূর্ব্বক লঙ্কাপুরী দর্শন করিলেন। ৪১। পরদিন বানরবীর নীল, অঙ্গদ, নল, ধূম্র, ধূম্রাক্ষ, জাম্ববান্, মৈন্দ, দ্বিবিদপ্রভৃতি যূথপতিগণ, লঙ্কাপুরী পরিমর্দ্দিত করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা কালাঞ্জনসদৃশ মহাকায় রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। ৪২—৪৩। মহাবীর রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ বানরবীরগণের সহিত সমবেত হইয়া বিদ্যুজ্জিহ্ব, ধূম্রাক্ষ, দেবান্তক, নরান্তক; মহোদর, মহাপার্শ্ব, মহাবল অতিকায়, কুম্ভ, নিকুম্ভ, মত্ত, মকরাক্ষ, অকম্পন, মহাবীর প্রহস্ত, উন্মত্ত, মহাবল কুম্ভকর্ণ ও অন্যান্য রাক্ষসগণকে বিনাশ করিলেন। ৪৪—৪৬। অনন্তর লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিতকে সংহার করিলেন। রঘুবংশাবতংস মহাবল রামচন্দ্র রাবণের বাহুসমূহ ছেদনপূর্ব্বক তাহাকে সংগ্রাম ভূমিতে বিনিপাতিত করিলেন। ৪৭। পরে অগ্নিদ্বারা সীতা

গৃহীত্বাথ বিমানে পুষ্পকে স্থিতঃ। সবানরঃ সমায়াতো হ্যযোধ্যাং প্রবরাং পুরীং ॥ ৪৮ ॥ তত্র রাজ্যং চকারাথ পুত্রবৎ পালয়ন্ প্রজাঃ। দশাশ্বমেধানাহৃত্য গয়াশিরসি পাতনং ॥ ৪৯ ॥ পিণ্ডানাং বিধিবৎ কৃত্বা দত্ত্বা দানানি রাঘবঃ। পুত্রৌ কুশলবৌ সৃষ্ট্বা তৌ চ রাজ্যেঽভ্যষেচয়ং ॥ ৫০ ॥ একাদশসহস্রাণি রামো-রাজ্যমকারয়ৎ। শত্রুঘ্নো লবণং হত্বা শৈলূষং ভরতঃ স্থিতঃ ॥ ৫১ ॥ অগস্ত্যাদীন্ মুনীন্নত্বা শ্রুত্বোৎপত্তিঞ্চ রক্ষসাং। স্বর্গং গতো জনৈঃ সার্দ্ধমযোধ্যাস্থৈঃ কৃতার্থকঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে রামায়ণবর্ণনং নাম ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ ॥১॥ হরিবংশং প্রবক্ষ্যামি কৃষ্ণমাহাত্ম্যমুত্তমং। বসুদেবাত্তু দেবক্যাং বাসুদেবো বলোঽভবৎ ॥ ২ ॥ ধর্ম্মাদিরক্ষণার্থায় অধর্ম্মাদিবিনষ্টয়ে। কৃষ্ণঃ পীত্বা স্তনৌ গাঢ়ং পুতনামনয়ৎ ক্ষয়ং ॥ ৩ ॥ শকটঃ পরিবৃত্তোথ ভগ্নৌ চ জমলার্জ্জুনৌ। দমিতশ্চ কালিয়ো নাগো ধেনুকো বিনিপাতিতঃ ॥ ৪ ॥ ধৃতো গোবর্দ্ধনঃ শৈল ইন্দ্রেণ পরিপুজিতঃ। ভারাবতরণং চক্রে প্রতিজ্ঞাং কৃতবান্ হরিঃ ॥ ৫ ॥ রক্ষণায়ার্জ্জুনাদেশ্চ অরিষ্টাদির্নিপাতিতঃ। কেশী বিনিহতো দৈত্যো-গোপাল্যাঃ পরিতোষিতাঃ ॥ ৬ ॥ চানুরো মুষ্টিকো-মল্লং কংসোমঞ্চান্নিপাতিতঃ। রুক্মিণীসত্যভামাদ্যাঃ অষ্টৌ পত্ন্যোহরেঃ পরাঃ ॥ ৭ ॥ ষোড়শস্ত্রীসহস্রাণি অন্যান্যাসন্ মহাত্মনঃ। তাসাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাদ্যাঃ শতশোথ সহস্রশঃ ॥ ৮ ॥ রুক্মিণ্যাঞ্চৈব প্রদ্যুম্নো হ্যবধীৎ শম্বরঞ্চ যঃ। তস্য পুত্রোঽনিরুদ্ধোঽভূদুষা-বাণসুতাপতিঃ ॥ ৯ । হরিশঙ্করয়োর্যত্র মহাযুদ্ধং বভূ-

---

পরীক্ষিত হইলে, রামচন্দ্র তাঁহাকে লইয়া বানরগণের সহিত পুষ্পকবিমানে আরোহণপূর্ব্বক অযোধ্যাপুরীতে প্রত্যাগমন করিলেন। ৪৮। তিনি রাজসিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক প্রজাগণকে সুতনির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন। তিনি দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া গয়াক্ষেত্রে গয়াসুরমস্তকে যথাবিধানে পিণ্ডপ্রদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে ভূরিপ্রমাণে ধন প্রদান করিলেন। তিনি কুশ ও লবনামক পুত্রদ্বয় উৎপাদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ৪৯—৫০। পরন্তু তিনি একাদশসহস্র বৎসর রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে শত্রুঘ্ন লবণনামক দৈত্য বিনাশ করেন। এই সময়ে ভরতনামক কোন নাট্যাচার্য্য নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন। ৫১। অনন্তর রামচন্দ্র অগস্ত্যপ্রভৃতি মুনিগণকে প্রমাণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকট রাক্ষসগণের উৎপত্তিবিবরণ শ্রবণ করিলেন। এইরূপে তিনি দেবকার্য্য সমাধানপূর্ব্বক অযোধ্যাবাসী জনগণের সহিত স্বর্গে আরূঢ় হইলেন। ৫২।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন, এইক্ষণে হরিবংশ কীর্ত্তন করিতেছি। ইহাতে কৃষ্ণমাহাত্ম্য উত্তমরূপে প্রকাশিত আছে। বসুদেবর ঔরসে দেবকীর গর্ভে বাসুদেব কৃষ্ণ ও বলদেবের জন্ম হইয়াছিল। ১-২। ভূমণ্ডলে অধর্ম্মনিরাসপূর্ব্বক ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্তই ইহারা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ গাঢ়রূপে স্তনপানপূর্ব্বক পূতনাকে যমসদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ৩। মহাবল কৃষ্ণ শকট পরিবর্ত্তিত ও যমলার্জ্জুন ভঙ্গ করিয়া কালীয়নামক নাগকে দমন করিয়াছিলেন। তাঁহার হস্তে ধেনুকনামক দৈত্য নিহত হইয়াছিল। ৪। এক সময়ে তিনি গোবর্দ্ধনপর্ব্বত ধারণপূর্ব্বক দেবরাজকর্ত্তৃক পরিপূজিত হইয়াছিলেন। তিনি অবতীর্ণ হইয়া ভূভারহরণ করেন, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া অর্জ্জুনপ্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার হস্তে অরিষ্টপ্রভৃতি দৈত্যগণ নিহত হইয়াছিল। তিনি কেশিনামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া গোপগোপীদিগকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। ৫-৬। তিনি চানুর, মুষ্টিক ও মল্লকে বিনাশ করিয়া কংসকেও মঞ্চহইতে বিনিপাতিত করিয়াছিলেন। তাঁহার রুক্মিণী, সত্যভামাপ্রভৃতি আটটি প্রধানা মহিষী ছিল। ৭। তদ্ব্যতীত সেই মহাত্মা কৃষ্ণের ষোড়শসহস্র ভার্য্যা ছিল। এই সমুদায় ভার্য্যাদিগের গর্ভে শতসহস্র পুত্রপৌত্রপ্রভৃতি জন্মপরিগ্রহ করে। ৮। তন্মধ্যে প্রদ্যুম্ন রুক্মিণীর গর্ভে জন্মপরিগ্রহ করিয়া শম্বরনামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়াছিলেন। প্রদ্যুম্নের পুত্রের নাম অনিরুদ্ধ, বাণতনয়া ঊষা তাঁহার ভার্য্যা হইয়াছিল। ৯। এই উষাহরণের সময় কৃষ্ণ

বহু। বাণবাহুসহস্রঞ্চ ছিন্নং বাহুদ্বয়ো হ্যভূৎ ॥ ১০ ॥ নরকো নিহতো যেন পারিজাতং জহার যঃ। বলশ্চ শিশুপালশ্চ হতশ্চ দ্বিবিদঃ কপিঃ ॥ ১১ ॥ অনিরুদ্ধাদভূদ্বজ্রঃ স চ রাজা গতে হরৌ। সান্দীপনিং গুরুঞ্চক্রে সপুত্রং যাদবাধিপং। মথুরায়াঞ্চোগ্রসেনং পালনঞ্চ দিবৌকসাং ॥ ১২ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে হরিবংশবর্ণনং নাম চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ ভারতং সংপ্রবক্ষ্যামি ভারাবতরণং ভুবঃ। চক্রে কৃষ্ণোযুধ্যমানঃ পাণ্ডবাদিনিমিত্ততঃ ॥ ২ ॥ বিষ্ণুনাভ্যব্জতো ব্রহ্মা ব্রহ্মপুত্রোঽত্রিরত্রিতঃ। সোমস্ততো বুধস্তস্মাদুর্ব্বশ্যাঞ্চ পুরূরবাঃ ॥ ৩ ॥ তস্মাদায়ুস্তত্র বংশেঽভূদ্ যযাতির্ভরতঃ কুরুঃ। শান্তনুস্তস্য বংশেঽভূদ্ গঙ্গায়াং শান্তনোঃ সুতঃ ॥ ৪ ॥ ভীষ্মঃ সর্ব্বগুণৈর্যুক্তো ব্রহ্মবৈবর্ত্তপারগঃ ॥ ৫ ॥ শান্তনোঃ সত্যবত্যাঞ্চ দ্বৌ পুত্রৌ সংবভূবতুঃ। চিত্রাঙ্গদস্তু গন্ধর্ব্বঃ পুত্রং চিত্রাঙ্গদোঽহবধীৎ ॥ ৬ ॥ অন্যো বিচিত্রবীর্য্যোঽভূৎ কাশীরাজসুতাপতিঃ। বিচিত্রবীর্য্যে স্বর্যাতে ব্যাসাত্তৎক্ষেত্রতোঽভবৎ ॥ ৭ ॥ ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাপুত্রঃ পাণ্ডুরম্বালিকাসুতঃ। ভুজিষ্যায়াস্তু বিদুরো গান্ধার্য্যাং ধৃতরাষ্ট্রতঃ ॥ ৮ ॥ দুর্য্যোধনঃ প্রধানাস্তু শতসংখ্যা মহাবলাঃ। পাণ্ডোঃ কুন্ত্যাঞ্চ মাদ্র্যাঞ্চ পঞ্চপুত্রাঃ প্রজজ্ঞিরে ॥ ৯ ॥ যুধিষ্ঠিরো ভীমসেনো হ্যর্জ্জুনো নকুলস্তথা। সহদেবশ্চ পঞ্চৈতে মহাবলপরাক্রমাঃ ॥ ১০ ॥ কুরুপাণ্ডবয়োর্ব্বৈরং দৈবযোগাদ্বভূব হ। দুর্য্যোধনেনাধীরেণ পাণ্ডবাঃ সমুপদ্রুতাঃ ॥ ১১ ॥ দগ্ধা জতুগৃহে বীরাস্তে মুক্তা স্বধিয়ামলাঃ। ততস্তদেকচক্রায়াং

ও শঙ্করের তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল। কৃষ্ণ বাণরাজার সহস্র বাহুর মধ্যে বাহুদ্বয়মাত্র রাখিয়া আর সমুদায় ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন। ১০। এই কৃষ্ণ এক সময় নরকাসুর বধ এক সময় পারিজাত হরণ করেন। ইনি বল, শিশুপাল ও দ্বিবিদনামক বানরকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ১১। অনিরুদ্ধের পুত্রের নাম বজ্র, কৃষ্ণ যখন স্বর্গারোহণ করেন, তখন এই বজ্রই মথুরায় রাজা হইয়াছিলেন। যদুবংশাবতংস কৃষ্ণ সান্দীপনিনামক গুরুকে তাঁহার মৃতপুত্র আনিয়া দিয়াছিলেন। তিনি মথুরাতে উগ্রসেনকে রাজা করিয়া দেবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ১২।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন, এইক্ষণে মহাভারত বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভগবান্ কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া ভূভারহরণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা ভারতনামে বিখ্যাত হইয়াছে। ১—২। বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছিল। ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, অত্রির পুত্র চন্দ্র, চন্দ্রের পুত্র বুধ। এই বংশে পুরূরবার ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে আয়ুর জন্ম হইয়াছিল, আয়ুর বংশে যযাতি, ভরত, কুরু ও শান্তনুর জন্ম হয়। ব্রহ্মবিজ্ঞানপারদর্শী সর্ব্বগুণসম্পন্ন ভীষ্ম শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভে জন্মপরিগ্রহ করেন। ৩—৫। এই শান্তনুর ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্যনামে দুইটী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। চিত্রাঙ্গদনামক এক গন্ধর্ব্ব চিত্রাঙ্গদনামক পুত্রকে সংগ্রামে বিনাশ করে। ৬। বিচিত্রবীর্য্যনামক দ্বিতীয় পুত্র কাশীরাজতনয়া অম্বিকা ও অম্বালিকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিচিত্রবীর্য্য স্বর্গারোহণ করিলে মহর্ষি বেদব্যাস হইতে তাঁহার ক্ষেত্রে পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ৭। অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের, অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডুর এবং ভুজিষ্যার গর্ভে বিদুরের জন্ম হইয়াছিল। ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভে দুর্য্যোধনপ্রভৃতি মহাবল পরাক্রম শতপুত্র জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। পাণ্ডুর ক্ষেত্রের কুন্তীর গর্ভে ও মাদ্রীর গর্ভে পঞ্চপুত্র উৎপন্ন হয়। ৮-৯। এই পঞ্চপুত্রের নাম যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব। ইঁহারা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত ছিলেন। ১০। দৈবযোগনিবন্ধন কুরুপাণ্ডবদিগের পরস্পর শত্রুতা জন্মিয়াছিল। অব্যবস্থিতচিত্ত দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। ১১। দুর্য্যোধন নির্দ্দোষ মহাবীর পাণ্ডবগণকে জতুগৃহে দগ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা নিজ

ব্রাহ্মণস্য নিবেশনে ॥ ১২ ॥ বিপ্রবেশা মহাত্মানো নিহত্য বকরাক্ষসং ॥ ১৩ ॥ ততঃ পাঞ্চালবিষয়ে দ্রৌপদ্যাস্তে স্বয়ম্বরং। বিজ্ঞায় বীর্য্যশুল্কান্তাং পাণ্ডবা উপযেমিরে ॥ ১৪ ॥ দ্রোণভীষ্মানুমত্যা তু ধৃতরাষ্ট্রঃ সমানয়ৎ। অর্দ্ধরাজ্যং ততঃ প্রাপ্তা ইন্দ্রপ্রস্থে পুরোত্তমে ॥ ১৫ ॥ রাজসূয়ন্ততশ্চক্রুঃ সভাং কৃত্বা যতব্রতাঃ। অর্জ্জুনো দ্বারবত্যাস্তু সুভদ্রাং প্রাপ্তবান্ প্রিয়াং। বাসুদেবস্য ভগিনীং মিত্রং দেবকীনন্দনং ॥১৬॥ নন্দিঘোষং রথং দিব্যমগ্নের্ধনুরনুত্তমং। গাণ্ডীবং নাম তদ্দিব্যং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতং। অক্ষয়ান্ সায়কাংশ্চৈব তথাভেদ্যঞ্চ দংশনং ॥ ১৭ ॥ স তেন ধনুষা বীরঃ পাণ্ডবো জাতবেদসং। কৃষ্ণদ্বিতীয়ো বীভৎসুরতর্পয়ত বীর্য্যবান্ ॥ ১৮ ॥ নৃপান্ দিগ্বিজয়ে জিত্বা রত্নান্যাদায় বৈ দদৌ। যুধিষ্ঠিরায় মহতে ভ্রাত্রে নীতিবিদে মুদা ॥ ১৯ ॥ যুধিষ্ঠিরোঽপি ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ। জিতো দুর্য্যোধনেনৈব মায়াদ্যূতেন পাপিনা ॥২০॥ কর্ণদুঃশাসনমতে স্থিতেন শকুনের্ম্মতে ।. অথ দ্বাদশ বর্ষাণি বনে তেপুর্ম্মহত্তপঃ ॥ ২১ ॥ সধৌম্যা দ্রৌপদীষষ্ঠা মুনিবৃন্দাভিসংবৃতাঃ। যযুর্বিরাটনগরং গুপ্তরূপেণ সংশ্রিতাঃ ॥ ২২ ॥ বর্ষমেকং মহাপ্রজ্ঞা গোগ্রহাদিমপালয়ন্। ততো জ্ঞাত্বা স্বকং রাষ্ট্রং প্রার্থয়ামাসুরাদৃতাঃ ॥ ২৩ ॥ পঞ্চগ্রামানর্দ্ধরাজ্যং বীরা দুর্য্যোধনং নৃপং। নাপ্তবন্তঃ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধঞ্চক্রুর্দ্ধলান্বিতাঃ ॥ ২৪ ॥ অক্ষৌহিণীভির্দ্দিব্যাভিঃ সপ্তভিঃ পরিবারিতাঃ। একাদশভিরুদ্যুক্তা যুক্তা দুর্য্যোধনাদয়ঃ ॥ ২৫ ॥ আসীদ্যুদ্ধং দুর্গমার্গং দেবাসুররণোপমং। ভীষ্মঃ সেনাপতিরভূদাদৌ দৌর্য্যোধনে বলে ॥ ২৬ ॥ পাণ্ডবানাং শিখণ্ডী চ তয়োর্যুদ্ধং বভূব হ।

বুদ্ধিবলে তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। তাঁহারা একচক্রা নগরীতে ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্ব্বক কোন ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহারা বকনামক রাক্ষসকে বিনাশ করেন। ১২—১৩। অনন্তর তাঁহারা শুনিলেন যে, পাঞ্চালনগরে বীর্য্যশুল্কা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর হইবে, তখন তাঁহারা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্যভেদপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন। ১৪। এদিকে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম ও দ্রোণের অনুমতিক্রমে তাঁহাদিগকে লইয়া গিয়া অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করিলেন। তাঁহারা ইন্দ্রপ্রস্থনামক নগরীতে অবস্থিতি করিয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।১৫। তাঁহারা সভা নির্ম্মাণ করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন দ্বারকায় গমনপূর্ব্বক বাসুদেব কৃষ্ণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া তাঁহার ভগিনী প্রিয়তমা সুভদ্রাকে প্রাপ্ত হইলেন। ১৬। তিনি হুতাশনের নিকট নন্দিঘোষনামক দিব্য রথ, গাণ্ডীবনামক ত্রিলোকবিখ্যাত দিব্য শরাসন, অক্ষয় সায়ক ও অভেদ্য কবচ প্রাপ্ত হইলেন। ১৭। মহাবীর পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন, কৃষ্ণের সহিত সমবেত হইয়া সেই দিব্য শরাসনদ্বারাই অগ্নির তৃপ্তিসম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি দিগ্বিজয়ে সমুদায় রাজগণকে পরাজয়পূর্ব্বক বহু রত্ন আহরণ করিয়া পরমপ্রীতহৃদয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নীতিশাস্ত্রবিশারদ যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিলেন। ১৮—১৯। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও ভ্রাতৃগণে পরিবারিত হইয়া পাপাত্মা দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক ছলদ্যূতে পরাজিত হইলেন।২০। কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনিই দুর্য্যোধনকে এই কুপরামর্শ দিয়াছিল। মহাত্মা পাণ্ডবগণ দ্বাদশবৎসরপর্য্যন্ত বনে কঠোর তপস্যা করেন। পরে সেই পঞ্চভ্রাতা পুরোহিত ধৌম্যকে ও দ্রৌপদীকে সমভিব্যাহারে লইয়া বিরাটনগরে গমনপূর্ব্বক গূঢ়ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।২১—২২। মহাপ্রাজ্ঞ পাণ্ডবগণ এইরূপে এক বৎসরকাল থাকিয়া গোগ্রহপ্রভৃতিপালন করিয়াছিলেন। পরে তাঁহারা অজ্ঞাতবাসের সময় অতীত হইয়াছে, জানিয়া বিনয়সহকারে দুর্য্যোধনের নিকট নিজরাজ্য প্রার্থনা করিলেন। ২৩। মহাবীর পাণ্ডবগণ মহারাজ দুর্য্যোধনের নিকট যখন অর্দ্ধরাজ্য অথবা পঞ্চগ্রামও প্রাপ্ত হইলেন না, তখন তাঁহারা সৈন্যসামন্ত সংগ্রহপূর্ব্বক কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।২৪। পাণ্ডবগণের পক্ষে সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছিল। একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য দুর্য্যোধনের স্বপক্ষ হইয়া যুদ্ধোদ্যোগ করে।২৫। অনন্তর দেবাসুর-সংগ্রামের ন্যায় মহা সংগ্রাম আরম্ভ হইল। অসংখ্য মৃতশরীর নিপতিত হওয়াতে পথসমুদায়ও দুর্গম হইয়া পড়িল। দুর্য্যোধন-সেনাসমূহমধ্যে ভীষ্মই অগ্রে সেনাপতি হইয়াছিলেন। ২৬। শিখণ্ডী পাণ্ডবদিগের সেনাপতি হইলেন। দশ-

শস্ত্রাশস্ত্রি মহাঘোরং দশরাত্রং শরাশরি ॥ ২৭ ॥ শিখণ্ড্যর্জ্জুনবাণৈশ্চ ভীষ্মঃ শরশতৈর্যুতঃ। উত্তরায়ণমীক্ষ্যাথ ধ্যাত্বা দেবং গদাধরং ॥ ২৮ ॥ উক্ত্বা ধর্ম্মান্ বহুবিধাংস্তর্পয়িত্বা পিতৄন্ বহূন্। আনন্দে তু পদে লীনো বিমলে মুক্তকিল্বিষে ॥ ২৯ ॥ ততো দ্রোণো যযৌ যোদ্ধুং ধৃষ্টদ্যুম্নেন বীর্য্যবান্। দিনানি পঞ্চ তদ্‌যুদ্ধমাসীৎ পরমদারুণং ॥৩০॥ যত্র তে পৃথিবীপালা হতাঃ পার্থতসাগরে। শোকসাগরমাসাদ্য দ্রোণোঽপি স্বর্গমাপ্তবান্ ॥ ৩১ ॥ ততঃ কর্ণো যযৌ যোদ্ধুমর্জ্জুনেন মহাত্মনা। দিনদ্বয়ং মহাযুদ্ধং কৃত্বা পার্থাস্ত্রসাগরে। নিমগ্নঃ সূর্য্যলোকন্তু ততঃ প্রাপ স বীর্য্যবান্ ॥ ৩২ ॥ ততঃ শল্যো যযৌ যোদ্ধুং ধর্ম্মরাজেন ধীমতা। দিনার্দ্ধেন হতঃ শল্যো বাণৈর্জ্বলনসন্নিভৈঃ ॥ ৩৩ ॥ দুর্য্যোধনোঽথ বেগেন গদামাদায় বীর্য্যবান্। অভ্যধাবত বৈ ভীমং কালান্তক যমোপমঃ ॥ ৩৪ ॥ অথ ভীমেন বীরেণ গদয়া বিনিপাতিতঃ। অশ্বত্থামা গতো দ্রোণিঃ সুপ্তসৈন্যং ততো নিশি ॥ ৩৫ ॥ জঘান বাহুবীর্য্যেণ পিতুর্ব্বধমনুস্মরন্। ধৃষ্টদ্যুম্নং জঘানাথ দ্রৌপদেয়াংশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৩৬ ॥ দ্রৌপদ্যাং রোদমানায়ামশ্বত্থাম্নঃ শিরোমণিং। ঐষিকাস্ত্রেণ তং জিত্বা জগ্রাহার্জ্জুন উত্তমং ॥ ৩৭ ॥ যুধিষ্ঠিরং সমাশ্বাস্য স্ত্রীজনং শোকসংকুলং। স্নাত্বা সন্তর্প্য দেবাংশ্চ পিতৄনথ পিতামহান্ ॥ ৩৮ ॥ আশ্বাসিতোঽথ ভীমেন রাজ্যঞ্চৈবাকরোন্মহৎ। বিষ্ণুমীজেঽশ্বমেধেন বিধিবদ্দক্ষিণাবতা ॥ ৩৯ ॥ রাজ্যে পরীক্ষিতং স্থাপ্য যাদবানাং বিনাশনং। শ্রুত্বা তু মৌষলে রাজা জপ্ত্বা নামসহস্রকং। বিষ্ণোঃ স্বর্গং জগামাথ ভীমাদ্যৈর্ভ্রাতৃভির্যুতঃ ॥ ৪০ ॥ বাসুদেবঃ পুনর্ব্বুদ্ধঃ স মোহায় সুরদ্বিষাং। দেবাদীনাং রক্ষণায় অধর্ম্মহরণায় চ ॥ ৪১ ॥ দুষ্টানাঞ্চ বধার্থায়

রাত্রিপর্য্যন্ত শস্ত্রাশস্ত্রি, শরাশরি, মহাঘোর যুদ্ধ হইল।২৭। অনন্তর শিখণ্ডী ও অর্জ্জুনের শরসমূহদ্বারা ভীষ্মের শরীর পরিব্যাপ্ত হওয়াতে তিনি সংগ্রামভূমিতে শরশয্যায় শয়ন করিলেন। অনন্তর তিনি বহুবিধ ধর্ম্মোপদেশ দিয়া যখন দেখিলেন যে, উত্তরায়ণ হইয়াছে, তখন পিতৃলোকের তর্পণপূর্ব্বক দেব গদাধরের ধ্যান করিয়া পাপস্পর্শ-পরিশূন্য আনন্দময় পরমপদে লীন হইলেন।২৮—২৯। অনন্তর মহাবীর্য্য আচার্য্য দ্রোণ, ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রাম করিতে গমন করিলেন। পাঁচদিনপর্য্যন্ত পরম দারুণ, লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইল। ৩০। এই সংগ্রামে অসংখ্য রাজগণ সংগ্রামভূমিতে শয়ন করিয়াছিল। আচার্য্য দ্রোণও দুঃসহ পুত্রশোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। ৩১। অনন্তর কর্ণ, মহাত্মা অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। তিনি বীর্য্যবলে দুইদিনপর্য্যন্ত মহাযুদ্ধ করিয়া অর্জ্জুনের অস্ত্রসাগরে নিমগ্ন হইয়া সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হইলেন। ৩২। অনন্তর শল্য, ধীমান্ ধর্ম্মরাজের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। তিনি দিনার্দ্ধমাত্র সংগ্রাম করিয়া ধর্ম্মরাজের জ্বলনসদৃশ শরনিকরদ্বারা নিহত হইলেন। ৩৩। অনন্তর কালান্তক যমসদৃশ মহাবীর দুর্য্যোধন গদাগ্রহণপূর্ব্বক মহাবীর ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। ৩৪। মহাবীর ভীমসেন গদাঘাতে তাহাকে সংগ্রামশায়ী করিলেন। অনন্তর দ্রোণতনয় মহাবীর অশ্বত্থামা সৌপ্তিকবধের উদ্দেশে নিশাকালে নিদ্রিত পাণ্ডবসৈন্য আক্রমণ করিলেন। ৩৫। তিনি পিতৃবধ স্মরণপূর্ব্বক নিজ ভুজবীর্য্যবলে ধৃষ্টদ্যুম্নকে ও দ্রৌপদীর তনয়গণকে বিনাশ করিলেন। ৩৬। অনন্তর দ্রৌপদী রোদনে প্রবৃত্ত হইলে মহাবীর অর্জ্জুন ঐষিক অস্ত্রদ্বারা অশ্বত্থামাকে পরাজয়পূর্ব্বক তাঁহার শিরোরত্ন হরণ করিলেন। তিনি যুধিষ্ঠির এবং শোকসমাকুল রাজমহিষীগণকে সমাশ্বাসিত করিয়া স্নানপূর্ব্বক পিতৃপিতামহ ও দেবগণের তর্পণ করিলেন। ৩৭—৩৮। অনন্তর ভীম আশ্বাসপ্রদান করিলে তিনি সাম্রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যথাবিধি দক্ষিণাপ্রদানসহকারে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা করিয়াছিলেন। ৩৯। পরে তিনি যখন শুনিলেন যে, মুষল হইতে যদুকুল ধ্বংস হইয়াছে, তখন তিনি পরীক্ষিৎকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরে তিনি ভীমপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া বিষ্ণুর সহস্রনাম জপপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন। ৪০। অনন্তর বাসুদেব, অসুরগণের সংহারের নিমিত্ত দেবগণের রক্ষার নিমিত্ত ও অধর্ম্মনিবারণকরণের নিমিত্ত বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ৪১।

অবতারং করোতি চ। যথা ধন্বন্তরির্দ্বিংশে জাতঃ ক্ষীরোদমন্থনে ॥ ৪২ ॥ দেবাদীনাং জীবনায় আয়ুর্ব্বেদ-মুবাচ হ। বিশ্বামিত্রসুতায়ৈব সুশ্রুতায় মহাত্মনে। ভারতাংশ্চাবতারাংশ্চ শ্রুত্বা স্বর্গং ব্রজেন্নরঃ ॥ ৪৩ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ভারতবর্ণনং নাম পঞ্চ-চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

তিনি দুষ্টদমনের নিমিত্ত সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তিনি বিংশমন্বন্তরে ক্ষীরোদমথনের সময় ধন্বন্তরিরূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবগণের ও ধার্ম্মিকবর্গের জীবনরক্ষার নিমিত্ত বিশ্বামিত্র তনয় মহাত্মা সুশ্রুতের নিকট আয়ুর্ব্বেদ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই ভারত ও বিষ্ণুর অবতার শ্রবণ করিলে মানবগণ স্বর্গে গমন করিতে পারে। ৪২—৪৩।

ষট্‌চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ধন্বন্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ সর্ব্বরোগনিদানঞ্চ বক্ষ্যে সুশ্রুত তত্ত্বতঃ। আত্রেয়াদৈর্ম্মুনিবরৈর্যথা পূর্ব্বমুদীরিতং ॥ ২ ॥ রোগঃ পাপ্মা জ্বরো ব্যাধির্ব্বিকারো দুষ্টামাময়ঃ। যক্ষ্মা তঙ্কগদাবাধাঃ শব্দাঃ পর্য্যায়বাচিনঃ ॥ ৩ ॥ নিদানং পূর্ব্বরূপাণি রূপান্যুপশয়স্তথা। সংপ্রাপ্তিশ্চেতি বিজ্ঞানং রোগাণাং পঞ্চধা স্মৃতং ॥ ৪ ॥ নিমিত্ত-হেত্বায়তন-প্রত্যয়োত্থান-কারণৈঃ। নিদানমাহুঃ পর্য্যায়ৈঃ প্রাগ্‌রূপং যেন লক্ষ্যতে ॥ ৫ ॥ উৎপিৎসুরাময়ো দোষবিশেষেণানধিষ্ঠিতঃ। লিঙ্গমব্যক্তমল্পত্বাদ্ব্যাধীনাং তদ্‌যথাযথং ॥ ৬ ॥ তদেব ব্যক্ততাং জাতং রূপমিত্যভিধীয়তে। সংস্থানং ব্যঞ্জনং লিঙ্গং লক্ষণঞ্চ চিহ্নমাকৃতিঃ ॥ ৭ ॥ হেতুব্যাধিবিপর্য্যস্ত-বিপর্য্যস্তার্থকারিণাং। ঔষধান্নবিহারাণামুপযোগং সুখাবহং ॥ ৮ ॥ বিদ্যাদুপশয়ং ব্যাধেঃ স হি সাত্ম্যমিতি স্মৃতঃ। বিপরীতোঽনুপশয়ো ব্যাধ্যসাত্ম্যেতিসংজ্ঞিতঃ ॥ ৯ ॥ যথা দুষ্টেন দোষেণ যথা চানুবিসর্পতা। নিবৃত্তিরাময়স্যাসৌ সম্প্রাপ্তির্যাতিরাগতিঃ ॥ ১০ ॥ সংখ্যা-বিকল্প-প্রাধান্যবলকালবিশেষতঃ। সা ভিদ্যতে যথাত্রৈব বক্ষ্যন্তেঽষ্টৌ জ্বরা ইতি ॥ ১১ ॥ দোষাণাং সমবেতানাং বিকল্পোংশাংশকল্পনা। স্বাতন্ত্র্যপারতন্ত্র্যাভ্যাং ব্যাধেঃ প্রাধান্যমাদিশেৎ ॥ ১২ ॥ হেত্বাদিকাৎ স্নাবয়বৈর্ব্বলাবল-

ধন্বন্তরি কহিলেন, সুশ্রুত! এইক্ষণে সর্ব্বরোগ নিদান যথাযথরূপে বলিতেছে। পূর্ব্বে আত্রেয়প্রভৃতি মুনিগণ এই বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ১—২। রোগ, পাপ্মা, জ্বর, ব্যাধি, বিকার, দুষ্ট, আময়, যক্ষ্মা, আতঙ্ক, গদ, আবাধা এই সমুদায় শব্দই রোগবাচক। ৩। নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয়, সম্প্রাপ্তি রোগবিজ্ঞান এই পাঁচপ্রকার। নিমিত্ত, হেতু, আয়তন, প্রত্যয়, উত্থান ও কারণ এই সমুদায় শব্দ নিদানবাচক। যাহাদ্বারা রোগের পূর্ব্বলক্ষণ জানাযায়, তাহার নাম নিদান। ৪-৫। যেস্থলে রোগ উৎপন্ন হইবে, এইরূপ নিশ্চয় হইয়াছে, কিন্তু বাতাদি কোন দোষ বিশেষরূপে প্রকাশ পায় নাই, কেবল অল্পমাত্র রোগের যথাযথ লিঙ্গ অব্যক্তরূপে লক্ষিত হইতেছে, তাহাকে পূর্ব্বরূপ বলে। ৬। এই পূর্ব্বরূপ যদি ব্যক্ত হইয়া উঠে, তবে তাহাকে রূপ বলা যায়। সংস্থান, ব্যঞ্জন, লিঙ্গ-লক্ষণ, চিহ্ন, আকৃতি, এই সমুদায় শব্দ রূপবাচক। ৭। হেতু-বিপরীত, ব্যাধিবিপরীত, হেতু ও ব্যাধি উভয়ের বিপরীত এবং হেতুর সমানধর্ম্মী হইয়া হেতুর বিপরীত কার্য্যকারী, ব্যাধির সমান ধর্ম্মী হইয়া ব্যাধির বিপরীত কার্য্যকারী, হেতু ও ব্যাধি উভয়ের সমানধর্ম্মী হইয়া হেতু ও ব্যাধি উভয়ের বিপরীত কার্য্যকারী ও ঔষধ, অন্ন ও আচরণদ্বারা রোগের সম্যক্‌রূপ শান্তির নাম উপশয়। ইহার অপর নাম সাত্ম্য, ঐ সকল ঔষধ ও অন্নাদির বিপরীত কার্য্যকে অনুপশয় বলে। ইহার অপর নাম ব্যাধি ও অসাত্ম্য। ৮—৯। প্রাকৃত বা বৈকৃত দোষ সহকারে বায়ু, পিত্ত ও কফ দূষিত হইয়া ঊর্দ্ধ, অধঃ কিম্বা তির্য্যক্ গতিদ্বারা রোগ উৎপাদনের নাম সংপ্রাপ্তি। ইহার অপর নাম জাতি ও আগতি। ১০। উক্ত সংপ্রাপ্তি সংখ্যা, বিকল্প, প্রাধান্য, বল, কালবিশেষে ভিন্ন হইয়া থাকে। যেমন বাতাদিদোষত্রয়ের ন্যূনাধিক্যবশতঃ আটপ্রকার জ্বর কথিত হইবে। ১১। রোগের প্রকার ভেদের নাম সংখ্যা, মিলিত দোষসমূহের মধ্যে যে অংশাংশ কল্পনা অর্থাৎ ন্যূনাধিক্য নিরূপণ, তাহার নাম বিকল্প। বাতাদি-

বিশেষণং। নক্তং দিনর্ত্তুভুক্তাংশৈর্ব্ব্যাধিকালো যথা মলং ॥ ১৩ ॥ ইতি প্রোক্তো নিদানার্থঃ সব্যাসেনোপদেক্ষ্যতে। সর্ব্বেষামেব রোগাণাং নিদানং কুপিতামলাঃ ॥ ১৪ ॥ তৎপ্রকোপস্য তু প্রোক্তং বিবিধাহিতসেবনং। অহিতস্ত্রিবিধো যোগস্ত্রয়াণাং প্রাগুদাহৃতঃ ॥১৫॥ তিক্তোষণকষায়াল্লরুক্ষাপ্রমিতভোজনৈঃ। ধাবনোদীরণনিশাজাগরাত্যুচ্চভাষণৈঃ ॥১৬॥ ক্রিয়াভিযোগভীশোক চিন্তা-ব্যায়াম-মৈথুনৈঃ। গ্রীষ্মাহোরাত্রভুক্ত্যন্তে প্রকুপ্যতি সমীরণঃ ॥ ১৭ ॥ পিত্তং কটুম্ল-তীক্ষ্ণোষ্ণ-কটু-ক্রোধবিদাহিভিঃ। শরন্মধ্যাহরাত্র্যর্দ্ধ-বিদাহসময়েষু চ ॥ ১৮ ॥ স্বাদ্বম্ল-লবণ-স্নিগ্ধ-গুর্ব্বভিষ্যন্দি-শীতলৈঃ। আস্যাস্বপ্নসুখাজীর্ণ-দিবা স্বপ্নাদিবৃংহণৈঃ ॥ ১৯ ॥ প্রচ্ছর্দ্দনাদ্যযোগেন ভুক্তমাত্র বসন্তয়োঃ। পূর্ব্বাহ্নে পূর্ব্বরাত্রে চ শ্লেষ্মা বক্ষ্যামি সঙ্করান্ ॥ ২০ ॥ মিশ্রীভাবাৎ সমস্তানাং সন্নিপাতস্তথা পুনঃ। সংকীর্ণাজীর্ণবিষম-বিরুদ্ধাধ্যশনাদিভিঃ ॥ ২১ ॥ ব্যাপন্ন-মদ্যপানীয়-শুষ্কশাকামমূলকৈঃ। পিণ্যাকমৃত্যবসরপূতিশুষ্ককৃশামিষৈঃ ॥ ২২ ॥ দোষত্রয়করৈস্তৈস্তৈস্তথান্নপরিবর্ত্ততঃ। ধাতোর্দুষ্টাৎ পুরো বাতাৎ বিগ্রহাবেশবিপ্লবাৎ ॥ ২৩ ॥ দুষ্টামান্নৈরতিশ্লেষ্মগ্রহৈর্জ্জন্মর্ক্ষ পীড়নাৎ। মিথ্যা যোগাচ্চ বিবিধাৎ পাপানাঞ্চ নিষেবণাৎ। স্ত্রীণাং প্রসববৈষম্যাত্তথা মিথ্যোপচারতঃ ॥ ২৪ ॥ প্রতিরোগমিতি ক্রুদ্ধা রোগবিধ্যনুগামিনঃ। রসায়নং প্রপদ্যাশু দোষা দেহে বিকুর্ব্বতে ॥ ২৫ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে সর্ব্বরোগনিদানং নাম ষট্‌চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ধন্বন্তরিরুবাচ ॥১॥ বক্ষ্যে জ্বরনিদানং হি সর্ব্বজ্বরবিবুদ্ধয়ে। জ্বরোরোগপতিঃ পাপ্মা মৃত্যুরাজোঽশনোঽ-

---

দোষত্রয়ের স্বাতন্ত্র্য ও পারতন্ত্র্যদ্বারা ব্যাধির প্রাধান্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ১২। নিদানাদি সমস্ত অবয়বদ্বারা রোগের বলাবল নিরূপিত হইয়া থাকে। রাত্রি, দিবা, ঋতু অথবা ভোজনের পূর্ব্বে বা পরে কোন সময়ে পীড়ার আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা পরিজ্ঞানের নাম কালনিরূপণ। ১৩। এইরূপে সংক্ষেপে নিদানার্থ কথিত হইল, ইহা বিস্তাররূপে পশ্চাৎ কীর্ত্তন করিব। কুপিত বাত, পিত্ত, কফই সর্ব্বরোগের নিদান। ১৪। বহুবিধ অহিত আচরণদ্বারা বায়ু, পিত্ত ও কফ ইহাদিগের প্রকোপ হইয়া থাকে। এই অহিতাচরণ তিনপ্রকার, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। ১৫। তিক্ত, ত্রিকটু, কষায়, অম্ল, রুক্ষ ও অপরিমিত ভোজনদ্বারা এবং ধাবন, উদীরণ, নিশাজাগরণ, অত্যুচ্চভাষণ, দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে কার্য্যপ্রবৃত্তি, ভীতি, শোক, চিন্তা, ব্যায়াম, মৈথুনপ্রভৃতিদ্বারা এবং গ্রীষ্মকালে দিবা কি রাত্রিতে ভোজনের অন্তে বায়ু প্রকুপিত হয়। ১৬—১৭। কটু, অম্ল, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, দুর্গন্ধদ্রব্য, গুরুপাকদ্রব্য ভক্ষণ ও ক্রোধদ্বারা এবং শরৎকালে অর্দ্ধরাত্রসময়ে, মধ্যাহ্নসময়ে বিদাহসময়ে পিত্ত প্রকুপিত হয়। ১৮। স্বাদু, অম্ল, লবণ, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, তরলদ্রব্য ও শীতলদ্রব্য সেবনদ্বারা এবং বহুক্ষণ একস্থানে উপবেশন, নিদ্রাসুখের অভাব, দিবানিদ্রা ও অজীর্ণ এই সমুদায়ের আতিশয্যদ্বারা এবং বসন্তকালে পূর্ব্বাহ্নে ও শেষরাত্রিতে ভোজনদ্বারা ও বমনপ্রভৃতিদ্বারা শ্লেষ্মার প্রকোপ হইয়া থাকে। এইক্ষণ দোষসঙ্কর বলিতেছি। সমস্ত দোষের মিশ্রীভাব, সন্নিপাত, সঙ্কীর্ণ, গুরুপাক, বিষম, বিরুদ্ধপ্রভৃতি দ্রব্য ভোজন, বিকৃতমদ্য, বিকৃত পানীয়, শুষ্কশাক, আমমূলক, পিণ্যাক, স্বয়ং মৃতপ্রায় দুর্গন্ধ শুষ্ক কৃশ মৎস্যাদি ভক্ষণদ্বারা হটাৎ অন্নপরিবর্ত্তনদ্বারা, ঋতুদোষদ্বারা, পূর্ব্ববায়ু সেবনদ্বারা হটাৎ শারীরিক কার্য্য বৈপরীত্যদ্বারা, দূষিত আমান্ন ভোজনদ্বারা, শ্লেষ্মাবেশদ্বারা, জন্মনক্ষত্রপীড়নদ্বারা, মিথ্যা ব্যবহারদ্বারা, পাপকার্য্যের অনুষ্ঠানদ্বারা, নারীদিগের প্রসববৈষম্যদ্বারা, মিথ্যোপচারদ্বারা দোষসঙ্কর ঘটিয়া থাকে। ১৯—২৪। প্রত্যেক রোগেই রোগানুগামী বাতাদিদোষসকল প্রকুপিত হইয়া রাসায়নিকসম্বন্ধপ্রাপ্তিপূর্ব্বক দেহেতে নানাপ্রকার বিকার উৎপাদন করে। ২৫।

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ধন্বন্তরি কহিলেন, এইক্ষণে সর্ব্ববিধ জ্বরবিজ্ঞানের নিমিত্ত জ্বরনিদান বলিতেছি। জ্বর, রোগপতি, পাপ্মা, মৃত্যুরাজ,

ন্তকঃ ॥ ২ ॥ ক্রুদ্ধ-দক্ষাধ্বরধ্বংসি-রুদ্রোর্দ্ধনয়নোদ্ভবঃ। তৎসন্তাপো মোহময়ঃ সন্তাপাত্মাপচারজঃ। বিবিধৈর্নামভিঃ ক্রূরো নানাযোনিষু বর্ত্ততে॥ ৩॥ পাকলোগজেম্বভিতাপো বাজিম্বলর্কঃ কুক্কুরেষু। ইন্দ্রমদোজলদেম্বপ্সু নীলিকাজ্যোতি রোষধীষু ভূম্যামূষরো নাম ॥ ৪ ॥ হৃল্লাসশ্ছর্দ্দনং কাশস্তম্ভঃ শৈত্যং ত্বগাদিষু। অঙ্গেষু চ সমুদ্ভূতাঃ পীড়কাশ্চ কফোদ্ভবে ॥ ৫॥ কালে যথাস্তং সর্ব্বেষাং প্রবৃত্তির্দ্ধিরেব বা। নিদানোক্তানুপশয়ো বিপরীতো যথাপি বা ॥ ৬ ॥ অরুচিশ্চা বিপাকশ্চস্তম্ভমালস্যমেব চ। হৃদ্দাহশ্চ বিপাকশ্চ তন্দ্রাচালস্যমেব চ। বস্তিবিমর্দ্দাবনয়া দোষাণামপ্রবর্ত্তনং ॥ ৭॥ লালাপ্রসেকো হৃল্লাসঃ ক্ষুন্নাশোরসদং মুখং। স্বচ্ছমুক্তগুরুত্বঞ্চ গাত্রাণাং বহুমূত্রতা। ন বিজীর্ণং ন চ গ্লানির্জ্বরস্যামস্য লক্ষণং ॥ ৮ ॥ ক্ষুৎক্ষামতা লঘুত্বঞ্চ গাত্রাণাং জ্বরমার্দ্দবং। দোষপ্রবৃত্তিরষ্টাহান্নিরামজ্বরলক্ষণং। যথা স্বলিঙ্গং সংসর্গে জ্বরসংসর্গজোপি বা ॥ ৯ ॥ শিরোর্ত্তি-মূর্চ্ছা-বমি-দেহদাহ-কণ্ঠাস্য-শোষাবপি পর্ব্বভেদাঃ। উন্নিদ্রতা-সম্ভ্রম-রোমহর্ষা জৃম্ভাতিবাক্কং পবনাৎ স পিত্তাৎ॥ ১০॥ তাপহান্যরুচি পর্ব্বশিরোক্ষীণশ্বাসকাশবিবর্ণাঃ। শীতজাড্যতিমিরভ্রমিতন্দ্রাশ্লেষ্মবাতজনিতজ্বরলিঙ্গং ॥ ১১ ॥ শীতস্তম্ভস্বেদদাহাব্যবস্থা তৃষ্ণা কাশঃ শ্লেষ্মপিত্তপ্রবৃত্তিঃ। মোহস্তন্দ্রা লিপ্ততিক্তাস্যতা চ জ্ঞেয়ং রূপং শ্লেষ্মপিত্তজ্বরস্য ॥ ১২ ॥ সর্ব্বজো লক্ষণৈঃ সর্ব্বৈর্দ্দাহোত্র চ মুহুর্মুহুঃ। তদ্বচ্ছীতং তিমিরনিদ্রা দিবা জাগরণং নিশি ॥ ১৩ ॥ সদা বা নৈব বা নিদ্রা মহাস্বেদো হি নৈব বা। গীতনর্ত্তনহাস্যাদিঃ প্রকৃতেহাপ্রবর্ত্তনং ॥১৪॥ সাশ্রুণী কলুষে রক্তে ভুগ্নে লুলিতপক্ষণী। অক্ষিণী পিণ্ডিকাপার্শ্বশিরঃপর্ব্বাস্থিরুগ্ভ্রমঃ ॥ ১৫ ॥ সস্বনৌ সরুজৌ কর্ণৌ মহাশীতো হি নৈব বা। পরিদগ্ধা খরা জিহ্বা গুরুস্রস্তাঙ্গসন্ধিতা ॥ ১৬ ॥ ষ্ঠীবনং রক্ত-

অশন, অন্তক, দক্ষাধ্বরধ্বংসিরুদ্রোর্দ্ধনয়নোদ্ভব, সন্তাপ, মোহময়, সন্তাপাত্মা, ও অপচারজ এইরূপ বহুবিধ নাম ধারণ পূর্ব্বক ক্রূর, জ্বর নানাবিধ শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে। ১—৩। এই জ্বর মাতঙ্গশরীরে পাকলনামে, তুরঙ্গ শরীরে অভিতাপনামে, কুক্কুরশরীরে অলর্কনামে, মেঘে ইন্দ্রমদনামে, সলিলে নীলিকানামে, ওষধি সমূহে জ্যোতিনামে, ভূমিতে ঊষরনামে, বিখ্যাত হয় ।৪। কফসম্ভূত জ্বরে হিক্কা, বমন, কাস, স্তব্ধতা, চর্ম্মাদির শীতলতা, ও অঙ্গে পীড়কা হইয়া থাকে। ৫। যেরূপ সর্ব্ব জীবের যথাসময়ে উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও বিনাশ হয়, নিদানোক্ত উপশয় বা উপশয়াভাবও যথাসময়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ।৬। অরুচি, অপরিপাক, স্তব্ধতা, আলস্য, হৃদ্দাহ, অবস্থাপরিবর্ত্তন, তন্দ্রা, অলসতা, বস্তিবিমর্দ্দ, বাতাদি দোষের অপ্রবৃত্তি, লালাপ্রসেক, হিক্কা, ক্ষুধানাশ, মুখের সরসতা, শরীরের উষ্ণতা ও গুরুতা, বহুমূত্রতা, অজীর্ণতা, শরীরের অশুষ্কতা, এই সমুদায় আম জ্বরের লক্ষণ। ৭—৮। ক্ষুৎক্ষামতা, গাত্রের লঘুতা, জ্বরের মৃদুতা, অষ্টাহ পরে দোষপ্রবৃত্তি এই সমুদয় নিরাম জ্বরের লক্ষণ। পৃথক্ পৃথক্ দোষের যে যে লক্ষণ উক্ত আছে, মিশ্র জ্বরেও সেই সেই লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৯। শিরঃপীড়া, মূর্চ্ছা, বমি, শরীরে দাহ, কণ্ঠ ও মুখের শোষ, সন্ধিস্থানে বেদনা, নিদ্রানাশ, ত্রাস, রোমহর্ষ, জৃম্ভণ ও প্রলাপ, বাতপৈত্তিক জ্বরে এই সকল লক্ষণ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ১০। তাপের অল্পতা, অরুচি, সন্ধিস্থানে বেদনা, শিরঃপীড়া, শ্বাসের ক্ষীণতা, কাস, এবং বিবর্ণতা বাতশ্লেষ্ম জ্বরে এই সকল লক্ষণ হয়।১১। অনিয়ত শীত, স্তব্ধতা, ঘর্ম্ম, দাহ, তৃষ্ণা, কাস, শ্লেষ্মা ও পিত্তবমন, মোহ, তন্দ্রা, মুখের লিপ্ততা ও তিক্ততা এই সকল পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ জানিবে। ১২। ত্রিদোষজ অর্থাৎ সন্নিপাত জ্বরে পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বপ্রকার লক্ষণ হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত ক্ষণে ক্ষণে শীত, ক্ষণে ক্ষণে দাহ, অন্ধকারদর্শন, দিবানিদ্রা, নিশি জাগরণ, অথবা সর্ব্বদা নিদ্রা কিম্বা একে বারে নিদ্রা না হওয়া, অতিশয় ঘর্ম্ম অথবা ঘর্ম্মাভাব, গীত, নর্ত্তন, হাস্য, স্বাভাবিক কার্য্যের অনিচ্ছা এবং চক্ষুদ্বয় অশ্রুযুক্ত, সমল, রক্তবর্ণ ও ভুগ্ন, চক্ষুর পক্ষদ্বয় লুলিত। ইহা ভিন্ন পিণ্ডিকা, পার্শ্ব, সন্ধিস্থান, শিরঃ, অস্থিতে বেদনা, ভ্রমি, কর্ণেতে শব্দ, এবং বেদনা, মহাশীত, অথবা শীতাভাব, অঙ্গারের ন্যায় জিহ্বার কৃষ্ণবর্ণতা, গোজিহ্বার ন্যায় খরস্পর্শ,

পিত্তস্য লোঠনং শিরসোঽতিতুট্। কোঠানাং শ্যাবরক্তানাং মণ্ডলানাঞ্চ দর্শনং ॥ ১৭ ॥ হৃদ্ব্যথা মলসংসর্গঃ প্রবৃত্তির্বাল্পশোঽতি বা। স্নিগ্ধাস্যতা বলভ্রংশঃ স্বরসাদঃ প্রলাপিতঃ ॥ ১৮ ॥ দোষপাকশ্চিরং তন্দ্রা প্রততং কণ্ঠকূজনং। সন্নিপাতমভিন্যাসং তং ব্রূয়াচ্চ হৃতৌজসং ॥ ১৯ ॥ 'বায়ুনা কণ্ঠরুদ্ধেন পিত্তমন্তঃস্থ পীড়িতং। ব্যবায়িত্বাচ্চ সৌখ্যাচ্চ বহির্ম্মার্গং প্রপদ্যতে। তেন হারিদ্রনেত্রত্বং সন্নিপাতোদ্ভবে জ্বরে ॥ ২০ ॥ দোষে বিবৃদ্ধে নষ্টেঽগ্নৌ সর্ব্বসংপূর্ণলক্ষণঃ। সান্নিপাতজ্বরোঽসাধ্যঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যস্ততোঽন্যথা ॥ ২১ ॥ অন্যত্র সন্নিপাতোত্থং যত্র পিত্তং পৃথক্ স্থিতং। ত্বচি কোষ্ঠে চ বা দাহং বিদধাতি পুরোনুবা ॥ ২২ ॥ তদ্বদ্বাতকফে শীতং দাহাদির্দুস্তরস্তয়োঃ। শীতাদৌ তত্র পিত্তেন কফে স্যন্দিতশোষিতে ॥ ২৩ ॥ পিত্তে শান্তেঽথ বৈ মদ তৃষ্ণা চ জায়তে। দাহাদৌ পুনরন্তেষু তন্দ্রালস্যে বমিঃ ক্রমাৎ ॥ ২৪ ॥ আগন্তু রভিঘাতাভিষঙ্গশাপাভিচারতঃ। চতুর্দ্ধা তু কৃতঃ স্বেদো দাহাদ্যৈরভিঘাতজঃ ॥ ২৫ ॥ শ্রমাচ্চ তস্মিন্ পবনঃ প্রায়ো রক্তং প্রদূষয়ন্। সব্যথাশোকবৈবর্ণ্যং সরুজং কুরুতে জ্বরং ॥ ২৬ ॥ গ্রহাবেশৌষধি-বিষক্রোধভী-শোককামজঃ। অভিষঙ্গগ্রহোপ্যস্মিন্নকস্মাদ্ধাসরোদনে ॥ ২৭ ॥ ওষধীগন্ধজে মূর্চ্ছা শিরোরুগ্বমথুঃক্ষয়ঃ। বিষান্মূর্চ্ছাতিসারশ্চ শ্যাবতা দাহকৃদ্ভ্রমঃ ॥ ২৮ ॥ ' ক্রোধাৎ কম্পং শিরোরুক্ চ প্রলাপো ভয়শোকজে। কামাদ্ভ্রমোঽরুচির্দাহো হ্রীর্নিদ্রাধীধৃতিক্ষয়ঃ ॥২৯॥ গ্রহাদৌ সন্নিপাতস্য রূপাদৌ মরুতস্তয়োঃ। কোপাৎ কোপেপি পিত্তস্য যৌ তু শাপাভিচারজৌ ॥ ৩০ ॥ সন্নিপাতজ্বরো ঘোরৌ তাবসহ্যতমৌ মতৌ। তত্রাভিচারিকৈর্ম্মন্ত্রৈর্হূয়মানশ্চ তপ্যতে ॥ ৩১ ॥ পূর্ব্বঞ্চেতস্ততো দেহস্ততো-

---

সন্ধিস্থানের গুরুত্ব ও শিথিলতা, রক্ত পিত্তের নিষ্ঠীবন, মস্তকলুণ্ঠন, অতিশয় তৃষ্ণা, শরীরে পিঙ্গলবর্ণ কিম্বা রক্তবর্ণ চক্রাকার চিহ্ন, মণ্ডলাকার দর্শন, হৃদয়ে ব্যথা, একদা অধিক মলপ্রবৃত্তি অথবা বারম্বার অল্প অল্প মলনিঃসারণ, মুখের স্নিগ্ধতা, বলভ্রংশ, স্বরভঙ্গ, প্রলাপ, দোষের পাক, চিরকাল তন্দ্রা কণ্ঠে অব্যক্ত শব্দ, এই সকল লক্ষণান্বিত জ্বরকে সান্নিপতিক অভিন্যাস বলে। এই জ্বরে শারীরিক বলবীর্য্য বিনষ্ট হয়। ১৩—১৯ সান্নিপাতিক জ্বরে বায়ু ও কণ্ঠ রোধ করিয়া রাখে এবং অভ্যন্তরে পিত্ত পীড়ন করিতে থাকে। ইহাতে ব্যবায়ী বা সুখসেবী হইলে সেই পিত্ত বহির্দ্দেশে প্রবৃত্তহয়, তাহাতে নেত্রদ্বয় হরিদ্রা বর্ণ হইয়া থাকে। ২০। বাতাদি দোষএর বৃদ্ধি পাইয়া ঔদরিক অগ্নি বিনষ্ট করিলে যদি যথোক্ত লক্ষণ সকল সংস্পূর্ণ হয়, তাহা হইলে সেই জ্বরকে অসাধ্য জানিবে। ইহার অন্যথা হইলে তাহাকে কৃচ্ছ সাধ্য বলা যায়। ২১। অন্য প্রকার সান্নিপাতিক জ্বরে পৃথক্ রূপে পিত্ত কুপিত হইলে পূর্ব্বে বা পরে চর্ম্মে ও কোষ্ঠে দাহ হইয়া থাকে। এইরূপে বায়ু ও কফ প্রকুপিত হইলে শীত ও দাহাদি হয়, এই শীত ও দাহ অতিদুঃসাধ্য। পিত্তকর্ত্তৃক শীতাদি হইলে কফ স্রাবিত ও শোষিত হয় ।২২—২৩। পিত্তজন্য জ্বরের নিবৃত্তি হইলে মূর্চ্ছা, মদ ও তৃষ্ণা জন্মে। এবং পিত্তজন্য দাহের আদিতে ও অন্তে ক্রমতঃ তন্দ্রা আলস্য ও বমি হইয়া থাকে। ২৪। অভিঘাত, অভিষঙ্গ, শাপ ও অভিচার এই চারি কারণে যে জ্বর জন্মে, তাহাকে আগন্তু জ্বর বলা যায়। ঘর্ম্ম ও দাহাদি দ্বারা উৎপন্ন জ্বরকে অভিঘাতজ জ্বর বলে। ২৫। অধিক পরিশ্রম করিলে বায়ু প্রকুপিত হইয়া রক্তদূষিত করিয়া জ্বর সমুৎপাদন করে, এই জ্বরে ব্যথা, শোক, শরীরের বিবর্ণতা ও শরীর ভঙ্গ হইয়া থাকে। ২৬। গ্রহাবেশ, ঔষধি, বিষপ্রয়োগ, ক্রোধ, ভয়, শোক ও কামজন্য জ্বরকে অভিষঙ্গ জ্বর বলা যায়। এই জ্বরেতে রোগী অকস্মাৎ হাস্য ও রোদন করিয়া থাকে। ২৭। ঔষধী গন্ধজন্য জ্বরে মূর্চ্ছা, শিরঃপীড়া, বমি ও ক্ষয় এই সকল লক্ষণ হয়। বিষজন্য জ্বরে মূর্চ্ছা, অতিসার, শরীর পিঙ্গলবর্ণ, দাহ ও ভ্রমি এই সকল চিহ্ন হইয়া থাকে। ২৮। ক্রোধভব জ্বরে কম্প, শিরঃপীড়া, ভয় এবং শোকজন্য জ্বরে প্রলাপ এবং কামপ্রভব জ্বরে অরুচি, দাহ, লজ্জা, নিদ্রা, বুদ্ধি ও ধৈর্য্যক্ষয় এই সকল চিহ্ন হইয়া থাকে। ২৯। গ্রহাবেশজন্য জ্বর ও সান্নিপাতিক জ্বর এই উভয় জ্বরে বায়ুর প্রকোপবশতঃ পিত্তও প্রকুপিত হইয়া থাকে। শাপাভিভব ও অভিচারজন্য সান্নিপাতিক জ্বর অতি ঘোরতর হয়। উক্ত দ্বিবিধ জ্বরই অসহ্য। অভিচারজন্য জ্বরে আভিচারিকমন্ত্রে হোম করিয়া সেই হোমাগ্নির তাপ লইবে।

সিস্ফোটদিগ্‌ভ্রমৈঃ। সদাহমূর্চ্ছাগ্রস্তস্য প্রত্যহং বর্দ্ধতে জ্বরঃ॥ ৩২॥ ইতি জ্বরোঽষ্টধা দৃষ্টঃ সমাসাদ্‌ দ্বিবিধস্তু সঃ। শারীরো মানসঃ সৌম্যস্তীক্ষ্ণোঽন্তর্ব্বহিরাশ্রয়ঃ॥ ৩৩। প্রাকৃতো বৈকৃতঃ সাধ্যোঽসাধ্যঃ সামো নিরামকঃ। পূর্ব্বং শরীরে শারীরে তাপো মনসি মানসে॥ ৩৪॥ পবনৈর্যোগবহিত্বাচ্ছীতং শ্লেষ্মযুতে ভবেৎ। দাহঃ পিত্তযুতে মিশ্রং মিশ্রেঽন্তঃ সংশ্রয়ে পুনঃ॥ ৩৫॥ জ্বরেঽধিকং বিকারাঃ স্যুরন্তক্ষোভোমলগ্রহঃ। বহিরেব বহির্ব্বেগে তাপোঽপি চ সসাধিতঃ॥ ৩৬॥ বর্ষাশরদ্বসন্তেষু বাতাদ্যৈঃ প্রাকৃতঃ ক্রমাৎ। বৈকৃতোঽন্যঃ স দুঃসাধ্যঃ প্রায়শ্চ প্রাকৃতোঽনিলাৎ॥ ৩৭॥ বর্ষাসু মারুতো দুষ্টঃ পিত্তশ্লেষ্মান্বিতং জ্বরং। কুর্য্যাচ্চ পিত্তং শরদি তস্য চানুবলঃ কফঃ॥ ৩৮॥ তৎ প্রকৃত্যা বিসর্গাচ্চ তত্র নানশমাদ্ভয়ং। কফো বসন্তে তমপি বাতপিত্তং ভবেদনু॥ ৩৯॥ বলবৎস্বল্পদোষেষু জ্বরঃ সাধ্যোঽনুপদ্রবঃ। সর্ব্বথা বিকৃতিজ্ঞানে প্রাগসাধ্য উদাহৃতঃ॥ ৪০॥ জ্বরোপদ্রবতীক্ষ্ণত্বমগ্লানির্ব্বহুমূত্রতা। ন প্রবৃত্তির্ন বিজীর্ণা ন ক্ষুৎ সামজ্বরাকৃতিঃ॥ ৪১॥ জ্বরবেগোঽধিকস্তৃষ্ণা প্রলাপঃ শ্বসনং ভ্রমঃ। মলপ্রবৃত্তিরুৎক্লেশঃ পচ্যমানস্য লক্ষণং॥ ৪২॥ জীর্ণতামবিপর্য্যাসাৎ সপ্তরাত্রঞ্চ লঙ্ঘনং। জ্বরঃ পঞ্চবিধঃ প্রোক্তো মলকালবলাবলাৎ॥ ৪৩॥ প্রায়শঃ সন্নিপাতেন ভূয়সামুপদিশ্যতে। সন্ততঃ সততোঽন্যেদ্যুস্তৃতীয়কচতুর্থকৌ॥ ৪৪॥ ধাতুমূত্রশকৃদ্বাহি-স্রোতসাং ব্যাপিনোমলাঃ। তাপয়ন্তস্তনুং সর্ব্বাং তুল্যদূষ্যাদিবর্দ্ধিতাঃ॥ ৪৫॥ বলিনো গুরবস্তস্যাবিশেষেণ রসাশ্রিতাঃ। সততং নিষ্প্রতিদ্বন্দ্বা জ্বরং কুর্য্যুঃ সুদুঃসহং॥ ৪৬॥ মলং জ্বরোষ্মধাতূন্ বা স শীঘ্রং ক্ষপয়েৎ ততঃ। সর্ব্বা-

৩০—৩১। উক্তদ্বিবিধ জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় ইতস্তত দেহ সঞ্চালন করে, তৎপরে বিস্ফোট ও দিগ্‌ভ্রম হইয়া থাকে এবং রোগী দাহ ও মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইয়া প্রত্যহ জ্বরের বৃদ্ধি হইতে থাকে। ৩২। এইরূপে সংক্ষেপত অষ্টপ্রকার জ্বর দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু এই অষ্টপ্রকার জ্বরের অবান্তরবিভাগ অনেক আছে। শারীর, মানস, সৌম্য, তীক্ষ্ণ, অন্তর্গত, বহির্গত প্রাকৃত, বৈকৃত, সাধ্য, অসাধ্য, সাম ও নিরাম ইত্যাদি বহুবিধ জ্বর হইয়া থাকে। শারীর জ্বরে প্রথমতঃ শরীরে এবং মানসজ্বরে অগ্রে মনেতে সন্তাপ জন্মে। ৩৩—৩৪। শ্লৈষ্মিক জ্বরে বায়ুর যোগ থাকিলে শীত এবং পিত্তের যোগ থাকিলে দাহ হইয়া থাকে। সান্নিপাতিক জ্বরে মিশ্রলক্ষণ প্রকাশপূর্ব্বক অন্তঃক্ষোভ ও মলপ্রবৃত্তি প্রভৃতি নানাপ্রকার বিকার হয়। আর বহির্ব্বেগেতে বাহ্যে তাপাদি হইয়া থাকে। ৩৫—৩৬। বর্ষাকালে বাতিক জ্বর, শরৎকালে পৈত্তিক জ্বর এবং বসন্তকালে শ্লৈষ্মিক জ্বর হইলে তাহাদিগকে প্রাকৃত জ্বর বলে। ইহার বিপরীতে বৈকৃত জ্বর বলা যায়। বৈকৃত জ্বর দুঃসাধ্য। প্রাকৃত জ্বর প্রায় বায়ুর প্রাবল্যবশতই হইয়া থাকে। ৩৭। বর্ষাকালে বায়ুদুষ্ট হইয়া পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর সমুৎপাদন করে, এবং শরৎকালে পিত্ত কুপিত হইয়া জ্বর উৎপাদন করে, কিন্তু কফ তাহার অনুগামী হয়। ৩৮। উক্ত জ্বর পিত্তশ্লেষ্মপ্রকৃতি হেতুক তাহাতে লঙ্ঘনে কোন ভয় নাই। অর্থাৎ উক্ত জ্বরে লঙ্ঘনই ব্যবস্থা। বসন্তকালে কফ কুপিত হইয়া জ্বর জন্মায় এবং বায়ু ও পিত্ত তাহার অনুবল থাকে। ৩৯। বলবান্ ব্যক্তির অল্প দোষোৎপন্ন এবং উপদ্রবরহিত জ্বর সুসাধ্য জানিবে। জ্বরে সর্ব্বপ্রকার বিকার হইলে মুনিগণ তাহাকে অসাধ্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। ৪০। বহুবিধ উপদ্রব, তীক্ষ্ণতা, অঙ্গগ্লানি, বহুমূত্রতা, আহারে অপ্রবৃত্তি, অজীর্ণ ও অক্ষুধা এই সকল আম জ্বরের লক্ষণ। ৪১। জ্বরের অতিশয় বেগ, পিপাসা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রমি, মলপ্রবৃত্তি ও উপস্থিত বমনের ন্যায় শারীরিক ভাব, এই সকল পচ্যমান জ্বরের লক্ষণ। ৪২। জীর্ণতা ও অপকতার বৈপরীত্য হইলে সপ্তরাত্র লঙ্ঘন দিবে। মল, কাল ও বলাবল বিশেষে সান্নিপাতিক জ্বর পঞ্চবিধ উক্ত আছে। যথা সন্তত, সতত, অন্যেদ্যু, তৃতীয়ক ও চতুর্থক। ৪৩—৪৪। জ্বরকালে বায়ুপিত্ত ও কফ এই মলত্রয় ধাতু, মূত্র, শকৃদ্বাহি স্রোতো ব্যাপী ও তুল্য দোষে দূষিত হইয়া সর্ব্বশরীর সন্তাপিত করিতে থাকে। ৪৫। অনন্তর রস বিকৃত, গুরু, বলবান্ ও অপ্রতিহত হইয়া দুঃসহ জ্বর সমুৎপাদন করে। এই জ্বর সর্ব্বদাই ভোগ করিতে থাকে। ৪৬। ত্রিদোষ জনিত জ্বরে সপ্তদশ দিনে বা দ্বাদশ দিনে রসাদি সমুদায় ধাতু সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ হইয়া রোগ মুক্ত হইবে, না হয়

কারং রসাদীনাং শুদ্ধ্যা শুদ্ধ্যাপি বা ক্রমাৎ ॥ ৪৭ ॥ বাতপিত্তকফৈঃ সপ্তদশদ্বাদশবাসরাৎ। প্রায়োনুযাতি মর্য্যাদাং মোক্ষায় চ বধায় চ ॥ ৪৮ ॥ ইত্যগ্নিবেশস্য-মতং হারীতস্য পুনঃ স্মৃতিঃ। দ্বিগুণা সপ্তমী যা চ নবম্যেকাদশী তথা। এষা ত্রিদোষমর্য্যাদা মোক্ষায় চ বধায় চ ॥ ৪৯ ॥ শুদ্ধ্যশুদ্ধ্যা জ্বরঃ কালং দীর্ঘমপ্যত্র বর্ত্ততে। কৃশাণাং ব্যাধিযুক্তানাং মিথ্যাহারাদি-সেবিনাং ॥ ৫০ ॥ অল্পোঽপি দোষোদুষ্ট্যাদের্লব্ধান্যত-মতোবলং। সপ্রত্যনীকো বিষমং যস্মাদ্বৃদ্ধিক্ষয়া-ন্বিতঃ ॥ ৫১ ॥ সবিক্ষেপো জ্বরং কুর্য্যাদ্বিষমক্ষয়বৃদ্ধি-ভাক্। দোষঃ প্রবর্ত্ততে তেষাং স্বে কালে জ্বরয়ন্ বলী ॥ ৫২ ॥ নিবর্ত্ততে পুনশ্চৈব প্রত্যনীকবলাবলঃ। ক্ষীণ-দোষে জ্বরঃ সূক্ষ্মোরসাদিষ্বেব লীয়তে ॥ ৫৩ ॥ লীন-ত্বাৎ কার্শ্যবৈবর্ণ্যজাড্যাদীনাং দধাতি সঃ। আসন্ন বিবৃতাস্যত্বাচ্ছ্রোতসাং রসবাহিনাং। আশু সর্ব্বস্য বপুষোব্যাপ্তিদোষা[illegible] জায়তে ॥ ৫৪ ॥ সন্ততঃ সতত-স্তেন বিপরীতো বিপর্য্যয়াৎ। বিষমো বিষমারম্ভঃ ক্ষপাকালেন সঙ্গবান্ ॥ ৫৫ ॥ দোষো রক্তাশ্রয়ঃ প্রায়ঃ করোতি সন্ততং জ্বরং। অহোরাত্রস্য সন্ধিং স্যাৎ সকৃ-দন্যেদ্যুরাশ্রিতঃ ॥ ৫৬ ॥ তস্মিন্মাংসবহা নাড়ী মেদো-নাড়ী তৃতীয়কে। গ্রাহী পিত্তানিলান্মূর্দ্ধ্নস্ত্রিকস্য কফপিত্ততঃ ॥ ৫৭ ॥ সপৃষ্ঠস্যানিলকফাৎ স চৈকাহা-ন্তরঃ স্মৃতঃ। চতুর্থকো মলৈর্ম্মেদো-মজ্জাস্থ্যন্যতরে-স্থিতঃ ॥ ৫৮ ॥ মজ্জাস্থএব হ্যপরঃ প্রভাবমনুদর্শয়েৎ। দ্বিধা কফোণিজঙ্ঘাভ্যাং সপূর্ব্বশিরসানিলাৎ ॥ ৫৯ ॥ অস্থিমজ্জোরুপগতে চতুর্থকবিপর্য্যয়ঃ। ত্রিধা ত্র্যহং জ্বরয়তি দিনমেকন্তু মুঞ্চতি ॥ ৬০ ॥ বলাবলেন দোষাণা-মভ্যচেষ্টাদিজন্মনাং। পক্কানামবিনির্যাসাৎ সপ্ত-রাত্রঞ্চ লঙ্ঘয়েৎ ॥ ৬১ ॥ জ্বরঃ স্যান্মনসস্তদ্বৎ কর্ম্মণশ্চ

সর্ব্বতো ভাবে অশুদ্ধ হইয়া রোগীকে বিনাশ করিবে। এই পীড়ার সীমা এই পর্য্যন্ত জানিবে।৪৭—৪৮। অগ্নিবেশ মুনির এই মত। হারীতের মতানুসারে সপ্তম দিনে, নবম দিনে, একাদশ দিনে, চতুর্দ্দশ দিনে, অষ্টাদশ দিনে অথবা দ্বাবিংশতি দিনে ত্রিদোষ জনিত জ্বর হয় রোগীকে পরিত্যাগ করে, না হয় রোগীকে বিনাশ করে।৪৯। ধাতুর শুদ্ধি ও অশুদ্ধি অনুসারে কোথাও দীর্ঘকাল জ্বরের ভোগ হয়। যাহারা কৃশ ব্যাধিযুক্ত ও অপথ্যাদিসেবী, তাহাদিগের অল্প দোষও অন্য দোষের নিকট বল প্রাপ্ত হইয়া বিষম বিরুদ্ধ হইয়া উঠে এবং তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ক্ষয়ের কারণ হয়।৫০-৫১। সেই দোষ বিষমক্ষয়বর্দ্ধনপূর্ব্বক অপ্রতিবিধেয় জ্বর আনয়ন করে। পরে এই দোষ বলবান্ হইয়া যথাসময়ে রোগীকে জীর্ণ করিয়া ফেলে। পরন্তু ঔষধাদির বলে যদি ঐ দোষ হীনবল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে রোগ নিবৃত্তি হইয়া যায় এবং দোষ ক্ষয় হইলে অল্পমাত্র জ্বর রসাদিতে লয় প্রাপ্ত হয়।৫২—৫৩।জ্বর রসাদিতে লয়প্রাপ্ত হইলে শরীরের কৃশতা বৈবর্ণ্য, জড়তা প্রভৃতিও লয় পাইতে থাকে। এই সময় রসবাহী স্রোতের বিপরীত গতির নিবৃত্তি হওয়াতে সর্ব্বশরীরব্যাপী দোষও তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইয়া যায়।৫৪। সন্তত জ্বর নিরন্তর ভোগ করে, যে জ্বরের নিরন্তর ভোগ হয় না, তাহাকে সন্ততজ্বর বলা যায় না। বিষমজ্বর রাত্রিকালে ঘোরতররূপে আক্রমণ করিয়া থাকে।৫৫। দোষ রক্তাশ্রিত হইলে প্রায়ই সন্ততজ্বর উৎপাদন করে। অন্যেদ্যুনামক জ্বর অহোরাত্রের সন্ধি সময়ে উপস্থিত হইয়া থাকে।৫৬। তৃতীয়ক জ্বর উপস্থিত হইলে মাংসবহা নাড়ী ও মেদোনাড়ী দোষাশ্রিতা হয়। এই জ্বরে বায়ুপিত্ত কুপিত হইলে মস্তকে, কফপিত্ত কুপিত হইলে পৃষ্ঠবংশের নিম্ন অংশে এবং বায়ু ও কফ কুপিত হইলে সমুদায় পৃষ্ঠদেশে দোষ লক্ষিত হইতে থাকে। একাহান্তরিত জ্বরেও এইরূপ ঘটনা হয়। মল, মেদঃ, মজ্জা ও অস্থি ইহার অন্যতম স্থান দোষাশ্রিত হইলে সেই জ্বরকে চতুর্থক জ্বর বলা যায়।৫৭—৫৮। পরন্তু অন্যবিধ মজ্জাস্থ জ্বর নিজপ্রভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। এই জ্বরে বায়ু প্রকুপিত হইলে দ্বিধা প্রকাশ পায়। ইহার প্রথম প্রকারে কফোণি ও জঙ্ঘা এবং দ্বিতীয় প্রকারে কফোণি ও শিরঃ আশ্রয় করে।৫৯। ঐ জ্বর অস্থি ও মজ্জা উভয়গত হইলে তাহাকে চতুর্থক জ্বর বলা যায়। এই জ্বর ক্রমশ দিনে তিনবার আক্রমণ করে একদিন বিশ্রাম হয়। ৬০। রোগীর অহিতাচরণ জনিত দোষের বলাবল নিবন্ধন এই জ্বরে দোষ সকল পরিপক্ক হইয়া নিঃসারিত হয় না। অতএব সপ্তরাত্র লঙ্ঘন দিবে।৬১। এই চতুর্থকজ্বরে মন ও কর্ম্ম এই উভয়ও

তদা তদা। গম্ভীরধাতুচারিত্বাৎ সন্নিপাতেন সম্ভবাৎ। তুল্যোচ্ছ্রায়াচ্চ দোষাণাং দুশ্চিকিৎসশ্চতুর্থকঃ॥ ৬২॥ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরেষেষু দূরাদ্দূরতরেষু চ। দোষো রক্তাদিমার্গেষু শনৈরল্পশ্চিরেণ যৎ॥ ৬৩॥ যাতি দেহঞ্চ নাশেষং সন্তাপাদীন্ করোত্যতঃ। ক্রমো যত্নেন বিচ্ছিন্নঃ সন্তাপো লক্ষ্যতে জ্বরঃ। বিষমো বিষমারম্ভঃ ক্ষপাকালানুসারবান্॥ ৬৪॥ যথোত্তরং মন্দগতির্মন্দশক্তির্যথাযথং। কালেনাপ্নোতি সদৃশান্ সরনাদীংস্তথা তথা॥ ৬৫॥ দোষোজ্বরয়তি ক্রুদ্ধশ্চিরাচ্চিরতরেণ চ। ভূমৌ স্থিতং জলৈঃ সিক্তং কালং নৈব প্রতীক্ষ্যতে। অঙ্কুরায় যথা বীজং দোষবীজং ভবেত্তথা॥ ৬৬॥ বেগং কৃত্বা বিষং যদ্বদাশয়ে নীয়তে বলং। কুপ্যত্যাপ্তবলং ভূয়ঃ কালদোষবিষস্তথা॥ ৬৭॥ এবং জ্বরাঃ প্রবর্ত্তন্তে বিষমাঃ সততাদয়ঃ। উৎক্লেশো গৌরবং দৈন্যং ভঙ্গোঽঙ্গানাং বিজৃম্ভণং। অরোচকো বমিঃ শ্বাসঃ সর্ব্বস্মিন্রসগে জ্বরে॥ ৬৮॥ রক্তনিষ্ঠীবনং তৃষ্ণা রুক্ষোষ্ণঃ পীড়কোদ্গমঃ। দাহরাগভ্রমমদপ্রলাপোরক্তসংশ্রিতে॥ ৬৯॥ তৃট্‌গ্লানিস্পৃষ্টবর্চ্চস্কমন্তর্দাহোভ্রমস্তমঃ। দৌর্গন্ধ্যং গাত্রবিক্ষেপো মাংসস্থে মেদসি স্থিতে। স্বেদোঽতিতৃষ্ণা বমনং দৌর্গন্ধ্যং বা সহিষ্ণুতা॥৭০॥ প্রলাপোগ্লানিররুচিরস্থিগে ত্বস্থিভেদনং॥ ৭১॥ দোষপ্রবৃত্তিরুদ্বোধঃ শ্বাসাঙ্গক্ষেপকূজনঃ। অন্তর্দাহো বহিঃ শৈত্যং শ্বাসো হিক্কা হি মজ্জগে॥ ৭২॥ তমসো দর্শনং মর্ম্মচ্ছেদনং স্তব্ধমেঢ্রতা। শুক্রপ্রবৃত্তির্মৃত্যুস্ত জায়তে শুক্রসংশ্রয়ে॥ ৭৩॥ উত্তরোত্তরদুঃসাধ্যাঃ পঞ্চান্তে তু বিপর্য্যয়ে। প্রলিম্পন্নিব গাত্রাণি শ্লেষ্মণা গৌরবেণ চ। মন্দজ্বরপ্রলাপস্তু সশীতঃ স্যাৎ প্রলেপকঃ॥ ৭৪॥ নিত্যং মন্দজ্বরোরূক্ষঃ শীতকৃচ্ছ্রেণ গচ্ছতি। স্তব্ধাঙ্গঃ শ্লেষ্মভূয়িষ্ঠো ভবেদঙ্গবলাশকঃ॥ ৭৫॥ হরিদ্রাভেদবর্ণা-

জ্বরাক্রান্ত হয়। গম্ভীরধাতুচারিতা নিবন্ধন, সন্নিপাত সম্ভবনিবন্ধন, দোষ সমুদায়ের সমান রূপ প্রবলতা নিবন্ধন এই চতুর্থক জ্বর দুশ্চিকিৎসিত হইয়া পড়ে। ৬২। ইহাতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তাদিসঞ্চারমার্গে এবং দূরস্থিত রক্তাদিসঞ্চারমার্গে ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প দোষ জন্মিতে থাকে। ৬৩। ইহাতে দেহ শুষ্ক হয় না এবং শরীরে সন্তাপ অনুভূত হইতে থাকে। ঈদৃশ অবস্থায় যদি যত্নপূর্ব্বক চিকিৎ না করা হয়, তাহা হইলে রাত্রি কালানুসারী সন্তাপ সহিত বিষম জ্বর বিষম আড়ম্বরপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া থাকে। ৬৪। ইহাতে রোগী যে পরিমাণে হীন বল হইতে থাকে এই জ্বরও সেই পরিমাণে ক্রমে ক্রমে রসপ্রভৃতি সমুদায় ধাতু আশ্রয় করে। পরে কিছুকাল বিলম্বে ঐ দোষ কুপিত হইয়া রোগীকে জীর্ণ করিয়া তুলে। বীজ যেরূপ ভূমিতে স্থাপনপূর্ব্বক জলসেক করিলে তাহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, দোষবীজও অবিকল সেইরূপ হয়। ৬৫-৬৬। বিষ যেরূপ বেগপূর্ব্বক পক্কাশয়ে নীত হইলে পশ্চাৎ তাহা বল প্রাপ্ত হইয়া যথাসময়ে কুপিত হয়, দোষরূপ বিষও অবিকল সেইরূপ। ৬৭। সতত প্রভৃতি সমুদায় জ্বরই উপেক্ষিত হইলে কালক্রমে বিষম জ্বর হইয়া উঠে। উৎক্লেশ, শরীরের গুরুতা, দৈন্য অঙ্গভঙ্গ, জৃম্ভণ, অরুচি, বমি, শ্বাস, রসগত সমুদায় জ্বরেই এই সকল লক্ষণ প্রকাশ হইয়া থাকে। ৬৮। জ্বর রক্ত সংশ্রিত হইলে রক্তনিষ্ঠীবন, তৃষ্ণা, রূক্ষ ও উষ্ণ পিড়কা, দাহ, শরীরের রক্তিমা, ভ্রম, মত্ততা ও প্রলাপ এই সমুদায় উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে। ৬৯। জ্বর মাংসগত ও মেদোগত হইলে তৃষ্ণা, গ্লানি, রেতোনির্গম, অন্তর্দাহ, ভ্রম, অন্ধকার দর্শন, দুর্গন্ধঅনুভব ও গাত্রবিক্ষেপ এই সমুদায় উপদ্রব উপস্থিত হয়। ৭০। জ্বর অস্থিগত হইলে ঘর্ম্ম, অতিতৃষ্ণা, বমন, দুর্গন্ধতা, অসহিষ্ণুতা, প্রলাপ, গ্লানি, অরুচি ও অস্থিভেদ এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে। ৭১। জ্বর মজ্জাগত হইলে দোষ প্রবৃত্তি, উদ্বোধ, শ্বাস, অঙ্গবিক্ষেপ, অব্যক্তধ্বনি, অন্তর্দাহ, বহিঃশৈত্য, শ্বাস ও হিক্কা এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে। ৭২। জ্বর শুক্রগত হইলে অন্ধকার দর্শন, মর্ম্মভেদ, স্তব্ধমেঢ্রতা, শুক্রপ্রবৃত্তি ও মৃত্যু এই সমুদায় দোষ উৎপাদন করিয়া থাকে। ৭৩। রসগত, রক্তগত, মাংসগত, মেদোগত ও অস্থিগত এই পঞ্চপ্রকার জ্বর উত্তরোত্তর দুঃসাধ্য। মজ্জাগত ও শুক্রগত জ্বর একান্ত অসাধ্য। প্রলেপক জ্বর উপস্থিত হইলে রোগীর অনুভব হয় যেন শ্লেষ্ম ও গুরুতা দ্বারা সমুদায় অঙ্গ প্রলিপ্ত হইয়াছে। ইহাতে জ্বরের কোপ অল্প ও শীত অধিক হয়। ৭৪। অঙ্গবলাশক জ্বর সর্ব্বদা মন্দমন্দ ভাবে থাকে। এই জ্বরে রূক্ষতা,

ভস্তত্ত্বল্লেপং প্রমেহতি। স বৈ হারিদ্রকোনাম জ্বরভেদো-
ঽন্তকঃ স্মৃতঃ ॥ ৭৬ ॥ কফবাতৌ সমৌ যত্র হীনপিত্তস্য
দেহিনঃ। 'তীক্ষ্ণোঽথবা দিবা মন্দো জায়তে রাত্রিজো-
জ্বরঃ॥ ৭৭ ॥ দিবাকরার্পিতবলে ব্যায়ামাচ্চ বিশো
ষিতে। শরীরে নিয়তং বাতাৎ জ্বরঃ স্যাৎ পৌর্ব্বরা-
ত্রিকঃ ॥৭৮॥ আমাশয়ে যদাত্মস্থে শ্লেষ্মপিত্তে হ্যধঃস্থিতে।
তদর্দ্ধং শীতলং দেহে অর্দ্ধং চোষ্ণং প্রজায়তে ॥ ৭৯ ॥
কায়ে পিত্তং যদা ন্যস্তং শ্লেষ্মা চান্তে ব্যবস্থিতঃ। উষ্ণত্বং
তেন দেহস্য শীতত্বং করপাদয়োঃ ॥ ৮০ ॥ রসরক্তাশ্রয়ঃ
সাধ্যো মাংসমেদো গতশ্চ যঃ। অস্থিমজ্জাগতঃ
কৃচ্ছ্রস্তৈস্তৈঃ স্বাঙ্গৈর্হতপ্রভঃ ॥ ৮১ ॥ বিসংজ্ঞোজ্বরবে
গার্ত্তঃসক্রোধইব বীক্ষ্যতে। সদোষমুষ্ণঞ্চ সদা শকৃন্
মুঞ্চতি বেগবৎ ॥ ৮২ ॥ দেহো লঘুর্ব্যপগতক্লমমোহ-
তাপঃ পাকো মুখে করণসৌষ্ঠবমব্যথত্বং। স্বেদঃ
ক্ষবঃ প্রকৃতিযোগিমনোন্নলিপ্সা কণ্ডূশ্চ মূর্দ্ধ্নি বিগত-
জ্বরলক্ষণানি ॥ ৮৩ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে জ্বরনিদানং সপ্তচত্বারিংশ-
দধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ধন্বন্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ অথাতো রক্তপিত্তস্য নিদানং
প্রবদাম্যহং। ভৃশোষ্ণতিক্তকট্বম্ল-লবণাদিবিদাহিভিঃ ॥
২॥ কোদ্রবোদ্দালকশ্চান্যৈস্তদুক্তৈরতিসেবিতৈঃ। কুপিতং
পৈত্তিকৈঃ পিত্তং দ্রবং রক্তঞ্চ মূর্চ্ছতি ॥ ৩ ॥ তৈর্ম্মিথ-
স্তুল্যরূপত্বমাগম্য ব্যাপ্নুবংস্তনুং। পিত্তরক্তস্য বিকৃতেঃ
সংসর্গদ্দষণাদপি ॥ ৪ ॥ গন্ধবর্ণানুবৃত্তেস্তু রক্তেন ব্যপ-
দিশ্যতে। প্রভবত্যসৃজস্থানাৎ প্লীহতো যকৃতশ্চ
তৎ ॥ ৫ ॥ শিরোগুরুত্বমরুচিঃ শীতেচ্ছাধূমকোম্লকঃ।
ছর্দ্দিতশ্ছর্দ্দিবৈভৎস্যং কাশঃ শ্বাসো ভ্রমঃ ক্লমঃ ॥ ৬ ॥

শীত, স্তব্ধাঙ্গতা ও শ্লেষ্মার আধিক্য হয়। ৭৫। যে জ্বরেতে
রোগীর শরীর হরিদ্রাবর্ণ হয় এবং প্রস্রাব ও হরিদ্রাক্ত হইয়া
থাকে, তাহার নাম হারিদ্র জ্বর। এই জ্বর অন্তক সদৃশ। ৭৬।
বাতিক জ্বরে রোগীর কফ ও বায়ু সমভাবে থাকে এবং পিত্ত
মন্দীভূত হয় এই জ্বরের বেগ দিবাতে মন্দ ও রাত্রিতে
প্রবল হয়। ৭৭। ব্যায়ামহেতু দিবাকর বল গ্রহণ করাতে রোগী
শুষ্ক হইলে বাতাধিক্য প্রযুক্ত রোগীর শরীরে নিয়ত জ্বর থাকে।
ইহাকে পৌর্ব্বরাত্রিক জ্বর বলে।৭৮। উক্ত জ্বরে আমাশয় স্বস্থা-
নস্থ ও পিত্ত অধঃস্থিত হইলে রোগীর অর্দ্ধশরীর শীতল ও অর্দ্ধাঙ্গ
উষ্ণ হইয়া থাকে। ৭৯। জ্বরকালে রোগীর শরীরের ঊর্দ্ধভাগে
পিত্ত পরিব্যাপ্ত হয় এবং শ্লেষ্মা অধোভাগে অবস্থিতি করে, এই
নিমিত্ত তাহার দেহ উষ্ণ এবং হস্তপদ শীতল হয়। ৮০। রস-
রক্তাশ্রিত ও মাংসমেদোগত জ্বর সাধ্য এবং অস্থিমজ্জাগত জ্বর
কৃচ্ছ্রসাধ্য। জ্বর যে যে অঙ্গের অস্থি ও মজ্জাকে আশ্রয় করে,
সেই সেই অঙ্গ হীনপ্রভ হইয়া থাকে। ৮১। অস্থিমজ্জাগত জ্বরে
রোগীকে সংজ্ঞাবিহীন, জ্বরবেগার্ত্ত ও সক্রোধ লক্ষিত হয়।
এবং রোগী সর্ব্বদা দোষান্বিত উষ্ণ মল বেগে পরিত্যাগ করে।
৮২। জ্বর বিগত হইলে শরীরের লঘুতা, ক্লেশের শান্তি, মোহ ও
তাপের অপগম, মুখের পাক, ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা, ব্যথাপগম,
ঘর্ম্ম, ক্ষুৎ, মনের স্বাস্থ্য, অন্নলিপ্সা, মস্তকের কণ্ডূ, এই সকল
লক্ষণ হইয়া থাকে। ৮৩।

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ধন্বন্তরি কহিলেন, অনন্তর রক্তপিত্তনিদান বলিতেছি।
অতিশয় উষ্ণ, তিক্ত, কটু, অম্ল, লবণ, গুরুপাকদ্রব্য, কোদ্রব
উদ্দালক প্রভৃতি দ্রব্য ভূরিপরিমাণে সেবন করিলে ঐ সমুদায়
পৈত্তিক দ্রব্য কুপিত হয় এবং পিত্ত রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া
রক্তদূষিত করে। ১—৩। পরে ঐ রস ও পিত্ত তুল্যরূপ হইয়া
সর্ব্বশরীরব্যাপী হয়। অনন্তর এই পিত্তমিশ্রিত রক্তের
বিকৃতি নিবন্ধন, সংসর্গ নিবন্ধন, দোষনিবন্ধন এবং
গন্ধ ও বর্ণের অনুরূপতানিবন্ধন ঐ পিত্তই রক্ত শব্দে অভিহিত
হইয়া থাকে। এইরূপে রক্তাকারে পরিণতপিত্ত রক্তাশয় হইতে,
প্লীহা হইতে এবং যকৃৎ স্থান হইতে আবির্ভূত হইয়া থাকে। ৪,
৫। এই রক্তপিত্ত রোগ জন্মিবার পূর্ব্বে মস্তকের গুরুতা, অরুচি,
শীতল দ্রব্য সেবনে ইচ্ছা, ধূমদর্শন, মুখে অম্লরসাস্বাদ, বমন-
প্রবৃত্তি, বমন, বৈভৎস্য (গা ঘিন ঘিনকরা) কাশ, শ্বাস, ভ্রান্তি,
ক্লান্তি, শরীর রক্তবর্ণ, মুখে মৎস্যগন্ধ ও রক্তবর্ণতা, স্বরাভাব,

লোহিতো লোহিতো মৎস্যগন্ধাস্যত্বঞ্চ বিস্বরঃ। রক্তহারিদ্রহরিতবর্ণতা নয়নাদিষু॥ ৭॥ নীললোহিতপীতানাং বর্ণানামবিচেতনং। স্বপ্নে উন্মাদ-ধর্ম্মিত্বং ভবত্যস্মিন্ ভবিষ্যতি॥ ৮॥ ঊর্দ্ধং নাসাক্ষিকর্ণাস্যৈর্ম্মেঢ্রযোনিগুদৈরধঃ। কুপিতং রোমকূপৈশ্চ সমস্তৈস্তৎ প্রবর্ত্ততে॥ ৯॥ ঊর্দ্ধং সাধ্যং কফাদ্‌যস্মাৎ তদ্বিরেচনসাধিতং। বদ্ধৌষধস্য পিত্তস্য বিরেকো হি বরৌষধং॥ ১০॥ অনুবন্ধী কফো যত্র তত্র তস্যাপি শুদ্ধিকৃৎ। কষায়াঃ স্বাদবো যস্য বিশুদ্ধৌ শ্লেষ্মলা হিতাঃ॥ ১১॥ কটুতিক্তকষায়া বা যে নিসর্গাৎ কফাবহাঃ। অধো যাপ্যঞ্চ নায়ুস্যাং স্তৎপ্রচ্ছর্দ্দনসাধকং॥ ১২॥ অল্পৌষধঞ্চ পিত্তস্য বমনং নবমৌষধং। অনুবন্ধিবলো যস্য শান্তপিত্তনরস্য চ॥ ১৩॥ কষায়শ্চ হিতস্তস্য মধুরা এব কেবলং। কফমারুতসংস্পৃষ্টমসাধ্যমুপনামনং॥ ১৪॥ অসহ্যং প্রতিলোমত্বাদসাধ্যাদৌষধস্য চ। নহি সংশোধনং কিঞ্চিদস্য চ প্রতিলোমিনঃ॥ ১৫॥ শোধনং প্রতিলোমঞ্চ রক্তপিত্তেভিসর্জ্জিতং। এবমেবোপশমনং সশোধনমিহেষ্যতে॥ ১৬॥ সংসৃষ্টেষু হি দোষেষু সর্ব্বথা ছর্দ্দনং হিতং। তত্র দোষোত্থগমনং শিবাস্ত্র ইব লক্ষ্যতে। উপদ্রবাশ্চ বিকৃতি ফলতস্তেষু সাধিতং॥ ১৭॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে রক্তপিত্তনিদানং নাম অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥

ঊনপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ধন্বন্তরিরুবাচ॥ ১॥ আশুকারী যতঃ কাশঃ স এবাতঃ প্রচক্ষ্যতে। পঞ্চকাশাঃ স্মৃতা বাতপিত্তশ্লেষ্মক্ষতক্ষয়ৈঃ॥২॥ ক্ষয়ায়োপেক্ষিতাঃ সর্ব্বে বলিনশ্চোত্তরোত্তরং। তেষাং ভবিষ্যতাং রূপং কণ্ঠে কণ্ডুররোচকঃ॥ ৩॥ শুষ্ককর্ণাস্যকণ্ঠত্বং তত্রাধোবিহিতোনিল

নয়নাদিতে রক্তবর্ণ, হরিদ্রাবর্ণ অথবা হরিদ্বর্ণ, নীল, লোহিত ও পীতবর্ণের অভেদজ্ঞান এবং স্বপ্নে উন্মাদধর্ম্মিকতা এই সমুদায় লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। ৬—৮। ঊর্দ্ধে নাসিকা, নয়ন, কর্ণ ও মুখদ্বারা, অধোভাগে গুহ্য, যোনি ও মেঢ্রদ্বারা অথবা রোমকূপদ্বারা এই কুপিত রক্তপিত্ত আবির্ভূত হইয়া থাকে। ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্ত সাধ্য, কারণ কফ তাহার সহকারী, বিরেচন দ্বারা ঐ কফ বিনষ্ট হইয়া যায়। পিত্তের বন্ধকারক ঔষধ হইতে তাহার বিরেচন ঔষধই শ্রেষ্ঠ। ৯—১০। বিশেষতঃ ইহাদ্বারা অনুবন্ধী কফেরও শোধন হয়। ইহাদিগের শোধনবিষয়ে কষায়, স্বাদু ও শ্লেষ্মল বস্তু হিতকারক। ১১। কটু, তিক্ত, কষায় অথবা যে সমুদায় বস্তু কফাবহ, সেই সমুদায়ও এতৎশোধনবিষয়ে হিতকর। অধোগত রক্তপিত্তকে যাপ্য বলে, কিন্তু রোগীকে অল্পায়ু করে; ইহাতে বমন হিতকর। ১২। যে ব্যক্তির পিত্ত নিতান্ত দূষিত হয় নাই এবং যাহার শরীরে বলাধান আছে, তাদৃশ রোগীর পক্ষে পিত্তবিরেচন, ও অল্পপরিমাণে নূতন ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ১৩। ঈদৃশ রোগীর পক্ষে কেবল মধুর ও কষায় দ্রব্য হিতকর। যে রোগীর কফ ও বায়ু উভয় কুপিত হইয়া পিত্তের সহিত যোগ দিয়াছে, তাহাকে আরোগ্য করা দুঃসাধ্য। এই রোগ যদি প্রতিলোমগত হয়, তাহাহইলে সেই রোগ অসহ্য ও ঔষধের অসাধ্য। প্রতিলোমগত রক্তপিত্তের কোন ক্রমেই প্রতিকার করা যাইতে পারে না। ১৪—১৫। রক্তপিত্তের প্রতিলোমপ্রক্রিয়াই তাহার শোধন। এইরূপ শোধন হইলেই উপশম হইতে পারে। ১৬। যে স্থলে দোষ সমুদায় পরস্পর সংসৃষ্ট, তাদৃশ স্থলে বমনই হিতকারক। এই রক্তপিত্তে দোষসমুদায় শিবাস্ত্রের ন্যায় মৃত্যুনিদান। ফলতঃ ইহাতে বহুবিধ উপদ্রব বিকারস্বরূপ। ১৭।

ঊনপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

ধন্বন্তরি কহিলেন, কাশরোগ ক্ষিপ্রকারী, এইজন্য এই স্থলে তাহাই নিরূপিত হইতেছে। কাশরোগ পাঁচপ্রকার;—বাতজন্য, পিত্তজন্য, শ্লেষ্মজন্য ক্ষতজন্য ও ক্ষয়জন্য। ১—২। এই পঞ্চপ্রকার কাশ যদি উপেক্ষিত হয়, তাহাহইলে উত্তরোত্তর বলবান্ হইয়া ক্ষয় কাশে পরিণত হয়। এই রোগ জন্মিবার পূর্ব্বে কণ্ঠে কণ্ডু ও অরুচি হয়। ৩। বাতজন্য কাশে শুষ্ককর্ণতা,

ঊর্দ্ধং প্রবৃত্তঃ প্রাপ্যোরস্তস্মিন্ কণ্ঠে চ সংস্থজন্ ॥ ৪ ॥ শিরাস্রোতাংসি সংপূর্য্য ততোঙ্গান্যুৎক্ষিপন্তি চ। ক্ষিপন্নিবাক্ষিণী ক্লিষ্টস্বরঃ পার্শ্বে চ পীড়য়ন্ ॥ ৫ ॥ প্রবর্ত্তেত সবক্ত্রেণ ভিন্নকাংস্যোপমধ্বনিঃ। হৃৎপার্শ্বোরুশিরঃশূলমোহক্ষোভস্বরক্ষয়ান্ ॥ ৬ ॥ করোতি শুষ্ককাশঞ্চ মহাবেগরুজাস্বনং। সোঙ্গহর্ষী-কফং শুষ্কং কৃচ্ছ্রান্ মুক্ত্বাল্পতাং ব্রজেৎ ॥ ৭ ॥ পিত্তাৎ পীতাক্ষিকতা তিক্তাস্যত্বং জ্বরো ভ্রমঃ। পিত্তাসৃগ্বমনং তৃষ্ণা বৈস্বর্য্যং ধূমকো মদঃ ॥ ৮ ॥ প্রততং কাশবেগে চ জ্যোতিষামিব দর্শনং। কফাদুরোল্পরুগ্মূর্দ্ধহৃদয়ং স্তিমিতং গুরু ॥ ৯ ॥ কণ্ঠে প্রলেপমদনং পীনসচ্ছর্দ্দ্যরোচকাঃ। রোমহর্ষো ঘনস্নিগ্ধশ্লেষ্মণাঞ্চ প্রবর্ত্তনং ॥ ১০ ॥ যুদ্ধাদ্যৈঃ সাহসৈস্তৈস্তৈঃ সেবিতৈরযথাবলং।

মুখশোষ, কণ্ঠশুষ্কতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। অধঃস্থিত বায়ু ঊর্দ্ধগামী হইয়া বক্ষঃস্থলে গমনপূর্ব্বক কণ্ঠে অভিঘাত করিয়া থাকে। ৪। ঐ বায়ু শিরাস্রোত পরিপূরিত করিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উৎক্ষিপ্ত করিতে থাকে। বোধহয়, চক্ষুর্দ্বয় যেন উৎক্ষিপ্ত হইতেছে। ইহাতে পার্শ্বপীড়া ও স্বর ক্ষীণতর হয়। ৫। এই রোগে মুখে ও কণ্ঠে ভগ্নকাংস্যের ন্যায় ধ্বনি প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে। এই বাতজন্য রোগে হৃৎপার্শ্বশূল, উরুশূল, শিরঃশূল, মোহ, ক্ষোভ, স্বরক্ষয় এবং মহাবেগে ব্যথা ও শব্দের সহিত শুষ্ক কাশ হইয়া থাকে এবং লোমাঞ্চ সহকারে অতিকষ্টে শুষ্ক কফ নিঃসারিত করিলে কষ্টের কিঞ্চিৎ লাঘব হয়। ৬—৭। পিত্তজনিত কাশরোগ হইলে চক্ষু পীতবর্ণ, মুখে তিক্তাস্বাদ, জ্বর, ভ্রম, পিত্তবমন, রক্তবমন, তৃষ্ণা, স্বরভঙ্গ, ধূমদর্শন, মত্ততা, এই সমুদায় লক্ষণ আবির্ভূত হয়। ৮। এই রোগে রোগী যখন কাশিতে থাকে, তখন তাহার কাশির বেগে জ্যোতিঃপদার্থের ন্যায় দর্শন হয়। কফজনিত কাশরোগ উপস্থিত হইলে বক্ষঃস্থলে অল্পবেদনা, মস্তক ও হৃদয় গুরু ও স্তব্ধ হইয়া থাকে। বোধ হয় যেন কণ্ঠে কোন বস্তু লিপ্ত আছে। এই রোগে পীনস, বমন, অরুচি, লোমাঞ্চ, ঘন ও স্নিগ্ধ শ্লেষ্ম নির্গম, এই সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ পায়। ৯—১০। সংগ্রাম প্রভৃতি অতিসাহসিক কর্ম্মে অযথাযথ প্রবৃত্ত হইলে বক্ষঃস্থলের মধ্যে ক্ষত হয়। তাহাতে

উরস্যন্তঃক্ষতো বায়ুঃ পিত্তেনানুগতো বলী ॥ ১১ ॥ কুপিতঃ কুরুতে কাশং কফং তেন সশোণিতং। পীতং শ্যাবঞ্চ শুষ্কঞ্চ গ্রথিতং কুপিতং বহু ॥ ১২ ॥ ষ্ঠীবেৎ কণ্ঠেন রুজতা বিভিন্নেনৈব চোরসা। সূচীভিরিব তীক্ষ্ণাভিস্তুদ্যমানেন শূলিনা ॥ ১৩ ॥ দুঃখস্পর্শেন শূলেন ভেদপীড়া হি তাপিনা। পর্ব্বভেদজ্বরশ্বাসতৃষ্ণা-বৈস্বর্য্যকম্পবান্ ॥ ১৪ ॥ পারাবতইবোৎকূজন্ পার্শ্বশূলী ততোস্য চ। কফাদ্যৈর্ব্বমনং পক্তিবলবর্ণশ্চ হীয়তে ॥ ১৫ ॥ ক্ষীণস্য সাসৃঙ্মূত্রত্বং শ্বাসপৃষ্ঠকটিগ্রহঃ। বায়ুপ্রধানাঃ কুপিতা ধাতবো রাজযক্ষ্মণঃ ॥ ১৬ ॥ কুর্ব্বন্তি যক্ষ্মায়তনে কাশং ষ্ঠীবেৎ কফং ততঃ। পূতিপূয়োপমং বীতং মিশ্রং হরিতলোহিতং ॥ ১৭ ॥ লুপ্যতে তুদ্যত ইব হৃদয়ং পচতীব চ। অকস্মাদুষ্ণশীতেচ্ছা বহ্বাশিত্বং বলক্ষয়ঃ ॥ ১৮ ॥ স্নিগ্ধপ্রসন্নবক্ত্রত্বং শ্রীমদ্দর্শননেত্রতা। ততোস্য ক্ষয়রূপাণি সর্ব্বা-

বায়ু পিত্তের সহিত সমবেত, বলবান্ ও কুপিত হইয়া কাশ উৎপাদন করে। তাহাতে রক্তের সহিত শ্লেষ্ম নির্গত হয়। কাশসময়ে রোগী নিষ্ঠীবন করিলে ঐ কাশ পীতবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ, শুষ্ক, গ্রথিত ও কুপিত দৃষ্ট হয়। ১১—১২। কাশ নিঃসারণকালে কণ্ঠে পীড়া হয় এবং বোধ হয় যেন বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে এবং তীক্ষ্ণ সূচীদ্বারা মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিতেছে এবং দুঃখস্পর্শ শূলদ্বারা যেন হৃদয় ভিন্ন, পীড়িত ও তাপিত হইয়া উঠিতেছে। এই রোগে পর্ব্বভেদ, জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা, স্বরভঙ্গ ও কম্প এই সমুদায় উপদ্রব উপস্থিত হয়। ১৩—১৪। পরিশেষে রোগী পারাবতের ন্যায় ক্ষীণস্বরে কথা কহিতে থাকে। এই সময় তাহার পার্শ্বশূল উপস্থিত হয়, কফাদিনিবন্ধন বমনও হইতে থাকে, পরিপাকশক্তি, বল ও বর্ণ ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে। ১৫। রাজযক্ষ্মারোগে রোগী শীঘ্র ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং রক্তপ্রস্রাব, শ্বাস, কটি ও পৃষ্ঠবেদনা হয়, আর বায়ু প্রধান হইয়া ধাতুকে কুপিত করে। যক্ষ্মারোগী দুর্গন্ধ পূঁযের ন্যায় হরিৎ ও রক্তবর্ণমিশ্রিত কাশ নিষ্ঠীবন করে। ১৬—১৭। যক্ষ্মারোগী সর্ব্বদা ব্যথিতপ্রায় হইয়া শয়ন করিয়া থাকে। আর তাহার বোধ হয় যেন কেহ তাহার হৃদয় পাক করিতেছে এবং অক-

ণ্যাবির্ভবন্তি চ ॥১৯॥ ইত্যেষঃ ক্ষয়জঃ কাশঃ ক্ষীণানাং দেহনাশনঃ। যাপ্যো বা বলিনাং তদ্বৎ ক্ষতজোঽপি নবৌ তু তৌ ॥২০॥ সিদ্ধ্যেতামপি সামর্থ্যাৎ সাধ্যাদৌ চ পৃথক্ ক্রমঃ। মিশ্রা যাপ্যাশ্চ যে সর্ব্বে জরসঃ স্থবিরস্য চ ॥ ২১ ॥ কাশশ্বাসক্ষয়চ্ছর্দ্দিস্বরসাদাদয়োগদাঃ। ভবন্ত্যপেক্ষয়া যস্মাৎ তস্মাত্তাৎ ত্বরয়া জয়েৎ ॥২২॥

ইত্যাদি গারুড়ে মহাপুরাণে কাশনিদানং নাম ঊনপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ধন্বন্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ অথাতঃ শ্বাসরোগস্য নিদানং প্রবদাম্যহং। কাশবৃদ্ধ্যা ভবেৎ শ্বাসঃ পূর্ব্বৈর্ব্বা দোষকোপনৈঃ ॥ ২ ॥ আমাতিসারবমথুবিষপাণ্ডুজ্বরৈরপি। রজোধূমানিলৈর্ম্মর্ম্মঘাতাদপি হিমাম্বুনা ॥ ৩ ॥ ক্ষুদ্রকস্তমকচ্ছিন্নো মহানূর্দ্ধশ্চ পঞ্চমঃ। কফোপরুদ্ধগমনপবনো বিশ্বগাস্থিতঃ ॥ ৪ ॥ প্রাণোদকান্নবাহীনি দুষ্টস্রোতাংসি দূষয়ন্। উরঃস্থঃ কুরুতে শ্বাসমামাশয়সমুদ্ভবং ॥ ৫ ॥ প্রাগ্‌রূপং তস্য হৃৎপার্শ্বশূলং প্রাণবিলোমতা। আনাহঃ শঙ্খভেদশ্চ তত্রায়াসোতিভোজনৈঃ ॥ ৬ ॥ প্রেরিতঃ প্রেরয়ন্ ক্ষুদ্রং স্বয়ং সসমলং মরুৎ। প্রতিলোমং শিরাগচ্ছেদুদীর্য্য পবনঃ কফং ॥৭॥ পরিগৃহ্য শিরোগ্রীবমুরঃপার্শ্বে চ পীড়য়ন্। কাশং ঘুর্ঘুরকং মোহরুচিরপীনসং ভৃশং ॥ ৮ ॥ করোতি তীব্রবেগঞ্চ শ্বাসং প্রাণোপতাপিনং। প্রতাম্যেত্তস্য বেগেন ষ্ঠীবনান্তে ক্ষণং সুখী ॥ ৯ ॥ কৃচ্ছ্রাচ্ছয়ানঃ শ্বসিতি নিষণ্ণঃ স্বাস্থ্যমর্হতি। উচ্ছ্রিতাক্ষো ললাটেন

স্যাৎ উষ্ণবোধ, শীতেচ্ছা, বহুভোজনাভিলাষ, বলক্ষয়, মুখের স্নিগ্ধতা ও প্রসন্নতা, দন্তের চাকচক্য, নেত্রের শ্রী এই সকল উপদ্রব হইয়া থাকে। অনন্তর তাহার সর্ব্বপ্রকার ক্ষয়লক্ষণ আবির্ভূত হয়। ১৮—১৯। উক্তরূপ ক্ষয়জকাশ ক্ষীণ ব্যক্তির দেহনাশ করে। রোগী বলবান্ হইলে ঐ কাশ যাপ্য থাকে এইরূপে ক্ষতজ ও ক্ষয়জ উভয়বিধ কাশের প্রথমাবস্থায় চিকিৎসা করিলে যাপ্য হইয়া থাকে। আর বলবান্ ব্যক্তির কাশ সাধ্য। এইরূপ ক্ষয়জ ও ক্ষতজ উভয়প্রকার কাশই প্রথমাবস্থায় প্রতিকারচেষ্টা করিলে সাধ্য হয়; আর রোগীর সামর্থ্যাসত্ত্বে প্রথম অবস্থায় পৃথক্ পৃথক্ ক্রমানুসারে চিকিৎসা করিলে সকল রোগই সাধ্য হইয়া থাকে। যে সকল মিশ্ররোগ যাপ্য, সেই সকল রোগ এবং বৃদ্ধের পক্ষে সাধারণ রোগও উপেক্ষা করিলে শ্বাস, কাশ, ক্ষয়, ছর্দ্দি, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ উৎপাদন করে, অতএব সকল রোগেই শীঘ্র প্রতিকার করিবে। ২০—২২।

পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

ধন্বন্তরি কহিলেন, অনন্তর শ্বাসরোগনিদান বলিতেছি। কাশবৃদ্ধাবস্থায় শ্বাসরোগ জন্মিয়া থাকে অথবা বায়ু পিত্ত কফ দূষিত হইয়াও শ্বাস উৎপাদন করে। ১—২। আমাতিসার, বমি, বিষপ্রয়োগ, পাণ্ডু, জ্বর, ধূলি ও ধূমগ্রহণ, অধিক বায়ুসেবন, হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে আঘাত ও হিমসেবনদ্বারা শ্বাসরোগ উৎপন্ন হয়। ৩। শ্বাস পঞ্চবিধ; ক্ষুদ্র, তমক, ছিন্ন, মহা ও উর্দ্ধশ্বাস। সর্ব্বব্যাপী বায়ুর গমন কফকর্ত্তৃক রুদ্ধ হইলে ঐ বায়ু প্রাণবাহী, উদকবাহী, অন্নবাহী, স্রোতসকল দূষিত করিয়া বক্ষঃস্থলে অবস্থিত হয় এবং আমাশয়েতে শ্বাস উৎপাদন করে। ৪-৫। শ্বাসরোগ জন্মিবার পূর্ব্বে হৃদয় ও পার্শ্বে শূল অনুভূত হয় এবং প্রাণবায়ুর প্রতিলোমতা, শ্বাসের দৈর্ঘ্য এবং ললাটাস্থিতে বেদনা বোধ হয়; অধিক পরিশ্রম ও অতিশয় ভোজনদ্বারা বায়ু স্বয়ং-প্রেরিত হইয়া কফকে দূষিত ও প্রেরিতকরত প্রতিলোমভাবে শিরাগামী হয়, তাহাতেই ক্ষুদ্রশ্বাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৬—৭। বায়ু কফের উদ্গম করিয়া মস্তক, গ্রীবা ও বক্ষঃস্থল গ্রহণপূর্ব্বক পার্শ্বে পীড়া উৎপাদন করিতে থাকে। তাহাতে কণ্ঠশব্দ সহকারে কাশ, মোহ ও পীনস এই সকল উপদ্রব জন্মে। ৮। বায়ু প্রবল হইলে শ্বাসের বৃদ্ধি করিয়া অতিশয় কষ্টপ্রদান করে এবং কাশের বেগ অতিশয় হইয়া থাকে। এই রোগে কিঞ্চিৎ পরিমাণে কাশ নিঃসৃত হইলে রোগী অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্য অনুভব করে। ৯। শ্বাসরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি অতিকষ্টে শয়ন করে এবং উপবেশন করিয়া থাকিলেই কথঞ্চিৎ স্বাস্থ্য বোধ হয়। এই রোগে চক্ষুর্দ্বয় উচ্ছ্রিত ও ললাটে ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। ইহাতে

স্বিন্নতা ভৃশমার্ত্তিবান্ ॥ ১০ ॥ বিশুষ্কাস্যো মুহুঃ শ্বাসঃ কাঙ্ক্ষত্যুষ্ণং সবেপথুঃ। মেঘাম্বুশীতপ্রাগ্বাতৈঃ শ্লেষ্মলৈশ্চ বিবর্দ্ধতে ॥ ১১ ॥ স যাপ্যস্তমকঃ সাধ্যো নরস্য বলিনো ভবেৎ। জ্বরমূর্চ্ছাবতঃ শীতৈর্ন শাম্যেৎ প্রথমস্তু সঃ। ১২ ॥ কাশশ্বসিতবচ্ছীর্ণমর্ম্মচ্ছেদরুজার্দ্দিতঃ। সস্বেদমূর্চ্ছঃ সানাহো বস্তিদাহবিবোধবান্ ॥ ১৩ ॥ অধোদৃষ্টিঃ প্লুতাক্ষস্তু স্নিগ্ধরক্তৈকলোচনঃ। শুষ্কাস্যঃ প্রলপন্দীনো নষ্টচ্ছায়ো বিচেতনঃ ॥১৪॥ মহতা মহতা দীনো নাদেন শ্বসিতিং ক্বথন্। উর্দ্ধ্যমানঃ সংরব্ধো মত্তর্ষভইবানিশং ॥ ১৫ ॥ প্রণষ্টজ্ঞানবিজ্ঞানো বিভ্রান্তনয়নাননঃ। অক্ষং সমাক্ষিপন্ বদ্ধমূত্রবর্চ্চাবিশীর্ণবাক্ ॥ ১৬ ॥ শুষ্ককণ্ঠো মুহুশ্চৈব কর্ণশঙ্খশিরোতিরুক্। যো দীর্ঘমুচ্ছ্বসিত্যূর্দ্ধম্ন চ প্রত্যাহরত্যধঃ ॥ ১৭ ॥ শ্লেষ্মাবৃতমুখস্রোত্রঃ ক্রুদ্ধগন্ধবহার্দ্দিতঃ। ঊর্দ্ধদিগ্বীক্ষ্যতে ভ্রান্তমক্ষিণী পরিতঃ ক্ষিপন্ ॥ ১৮ ॥ মর্ম্মসু চ্ছিদ্যমানেষু পরিদেবী নিরুদ্ধবাক্। এতে সিদ্ধেয়ুরব্যক্তাঃ ব্যক্তাঃ প্রাণহরা ধ্রুবং ॥ ১৯ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে শ্বাসনিদানং নাম পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

রোগী অতিশয় কাতর হয়। ১০। শ্বাসরোগে বারম্বার শ্বাসবহন হওয়াতে রোগীর মুখ শুষ্ক হয় এবং ঐ রোগীর উষ্ণদ্রব্য সেবনে ইচ্ছা হইয়া থাকে। মেঘবারি, শীত, পূর্ব্ববায়ু ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য সেবন করিলে শ্বাসরোগ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ১১। বলবান্ ব্যক্তির তমকশ্বাস যাপ্য ও সাধ্য, কিন্তু রোগীর জ্বর, মূর্চ্ছা শীত প্রভৃতি উপসর্গ হইলে সহসা শ্বাসরোগ নিবৃত্তি হয় না। ১২। তমকশ্বাসে কাশ শ্বাসের গুরুত্ব প্রভৃতি উপদ্রব হয়, ইহাতে রোগী শীর্ণ ও মর্ম্মচ্ছেদের ন্যায় ব্যথা অনুভব করে। এই রোগে ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা, আনাহ এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলে রোগী বোধ করে, যেন তাহার বস্তিদেশ দাহ হইতেছে। ১৩। তমকশ্বাসে রোগীর অধোদৃষ্টি হয় এবং চক্ষুর্দ্বয় স্ফীত, স্নিগ্ধ ও রক্তবর্ণ হইয়া থাকে এবং রোগী শুষ্ককণ্ঠ হইয়া দীনের ন্যায় কাতরস্বরে কথা কহিতে পারে এবং সময় সময় বিচেতন হইয়া পড়ে। ১৪। মহাশ্বাসে রোগী মত্তবৃষভের ন্যায় উর্দ্ধদিকে শ্বাস পরিত্যাগ করে; সর্ব্বদা এইরূপ শ্বাস হওয়াতে রোগী অতিশয় কাতর হয়। ১৫। মহাশ্বাসে রোগীর জ্ঞান বিনষ্ট ও নয়ন বিভ্রান্ত হয়, ইন্দ্রিয় সকল বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়, মূত্র ও পুরীষ বদ্ধ থাকে এবং বাক্যও অতিবিশীর্ণ হয়। ১৬। মহাশ্বাসে রোগীর কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া মুহুর্মুহুঃ শ্বাস বহির্গত হয় এবং ললাটে ও মস্তকে বেদনা অনুভূত হইতে থাকে। এইরূপে যাহার কিছুকাল দীর্ঘ ও উর্দ্ধশ্বাস হয়, সে সেই শ্বাসকে অধোগত করিতে পারে না। ১৭। এই মহাশ্বাসে রোগীর মুখ ও কর্ণ শ্লেষ্মদ্বারা আবৃত থাকে এবং বায়ু কুপিত হইয়া রোগীকে অতিশয় পীড়িত করে, ইহাতে রোগী ভ্রান্তের ন্যায় ইতস্ততঃ চক্ষুঃ নিক্ষেপপূর্ব্বক উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিতে থাকে। ১৮। এই রোগে রোগী অনুভব করে যেন তাহার মর্ম্মস্থান ছিন্ন হইতেছে; ইহাতে কিয়ৎকাল করুণস্বরে বিলাপ করিয়া অবশেষে বাক্‌রোধ হইয়া যায়। শ্বাসরোগ যাবৎ সমস্তলক্ষণাক্রান্ত হইয়া ব্যক্তীভূত না হয়, তাবৎ চিকিৎসা করিলে ইহার প্রতিকার হইতে পারে; পরন্তু যখন উক্ত রোগের সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়, তখন উক্ত রোগ চিকিৎসার অসাধ্য হয় এবং তাহাতে রোগীর প্রাণ বিনষ্ট হইয়া যায়। ১৯।

একপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ধন্বন্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ হিক্কারোগনিদানঞ্চ বক্ষ্যে সুশ্রুত তৎ শৃণু। শ্বাসৈকহেতু প্রাগ্রূপং সংখ্যা প্রকৃতিসংশ্রয়া ॥ ২ ॥ হিক্কা ভক্ষ্যোদ্ভবা ক্ষুদ্রা যমলা মহতীতি চ। গম্ভীরা চ মরুত্তত্র ত্বরয়া যুক্তিসেবিতৈঃ ॥ ৩ ॥

একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

ধন্বন্তরি কহিলেন, হে সুশ্রুত! অনন্তর হিক্কারোগনিদান বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে যে কারণে শ্বাসরোগ জন্মিয়া থাকে, হিক্কারোগও সেই সেই কারণে উৎপন্ন হয়। ইহার পূর্ব্বরূপ, সংখ্যা প্রভৃতিও শ্বাসরোগের ন্যায় জানিবে। ১—২। হিক্কা, পঞ্চপ্রকার;—ভক্ষ্যোদ্ভবা, (অন্নজা) ক্ষুদ্রা, যমলা, মহতী ও গম্ভীরা। শীঘ্র ও অনিয়মে ভোজন, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, খর ও অস্বাস্থ্যকর অন্নপানাদি সেবনদ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া অন্নজা হিক্কা উৎপাদন করে। এই হিক্কাতে অধিক শব্দ হয় না, কিন্তু অতি

রুক্ষতীক্ষ্ণখরাশাস্তৈরন্নপানৈঃ প্রপীড়িতঃ। করোতি হিক্কাং মরুতো মন্দশব্দাং ক্ষুধানুগাং। সমং সন্ধ্যান্নপানেন যা প্রয়াতি চ সান্নজা॥ ৪॥ আয়াসাৎ পবনঃ ক্রুদ্ধঃ ক্ষুদ্রাং হিক্কাং প্রবর্ত্তয়েৎ। জত্রুমূলাৎ পরিসৃতা মন্দবেগবতী হি সা॥ ৫॥ বৃদ্ধিমায়াসতো যাতি ভুক্তমাত্রে চ মার্দ্দবং। চিরেণ যমলৈর্ব্বেগৈর্যা হিক্কা সংপ্রবর্ত্ততে॥ ৬॥ পরিণামা মুখে বৃদ্ধিং পরিণামে চ গচ্ছতি। কম্পয়ন্তী শিরোগ্রীবাং যমলাং তাং বিনির্দ্দিশেৎ॥ ৭॥ প্রলাপচ্ছর্দ্দ্যতীসারনেত্রবিপ্লুতজৃম্ভিতা। যমলা বেগিনী হিক্কা পরিণামবতী চ সা॥ ৮॥ ধ্বস্তভ্রূশঙ্খযুগ্মস্য শ্রুতিবিপ্লুতচক্ষুষঃ। স্তম্ভয়ন্তী তনুং বাচং স্মৃতিং সংজ্ঞাঞ্চ মুঞ্চতী॥৯॥ তুদন্তী মার্গমাণস্য কুর্ব্বতী মর্ম্মঘট্টনং। পৃষ্ঠতোনমনং সার্য্য মহাহিক্কা প্রবর্ত্ততে॥ ১০॥ মহাশূলা মহাশব্দা মহাবেগা মহাবলা। পক্বাশয়াচ্চ নাভের্ব্বা পূর্ব্ববৎ সা প্রবর্ত্ততে॥ ১১॥ তদ্রূপা সা মহৎ কুর্য্যাৎ জৃম্ভণাঙ্গপ্রসারণং। গাম্ভীরেণ নিদানেন গম্ভীরা তু সুসাধয়েৎ॥ ১২॥ আদ্যে দ্বে বর্জ্জয়েদন্ত্যে সর্ব্বলিঙ্গাঞ্চ বেগিনীং। সর্ব্বস্য সঞ্চিতামস্য স্থবিরস্য ব্যবায়িনঃ॥ ১৩॥ ব্যাধিভিঃ ক্ষীণদেহস্য ভুক্তচ্ছেদকৃশস্য চ। সর্ব্বেপি রোগা নাশায় নত্বেবং শীঘ্রকারিণঃ। হিক্কাশ্বাসৌ যথা তৌ হি মৃত্যুকালে কৃতালয়ৌ॥ ১৪॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে হিক্কানিদানং নাম একপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ধন্বন্তরিরুবাচ॥ ১॥ অথাতো যক্ষ্মরোগস্য নিদানং প্রবদাম্যহং। অনেকরোগানুগতো বহুরোগপুরোগমঃ॥ ২॥ রাজযক্ষ্মা ক্ষয়ঃ শোষো রোগরাড়িতি কথ্যতে। নক্ষত্রাণাং দ্বিজানাঞ্চ রাজ্ঞোঽভূদ্‌যদয়ং পুরা। যচ্চ রাজা চ যক্ষ্মা চ রাজযক্ষ্মা ততো মতঃ॥৩॥

মন্দমন্দ শব্দ হয়। অন্নপানাদির অনিয়মে যে হিক্কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে অন্নজা হিক্কা বলে। ৩—৪। অধিক পরিশ্রম করিলে বায়ু কুপিত হইয়া ক্ষুদ্রিকা হিক্কা উৎপাদন করে। এই হিক্কা গ্রীবার মূলদেশ হইতে প্রবৃত্ত হইয়া মন্দ মন্দবেগে বহির্গত হয়। ক্ষুদ্রিকা হিক্কা পরিশ্রম করিলেই বৃদ্ধি পায় এবং ভোজনান্তে মৃদু হইয়া থাকে। কালবিলম্বে একদা দুইটী হিক্কা প্রবর্ত্তিত হয়; এই হিক্কা প্রথমাবস্থায় যাপ্য থাকে, পরিণামে বৃদ্ধি পায় এবং শিরঃ ও গ্রীবা কম্পিত করে, এই হিক্কাকে যমলাহিক্কা নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৫—৭। যমলাহিক্কা পরিণামপ্রাপ্ত হইলে প্রলাপ, ছর্দ্দি, অতিসার, নেত্রবিকৃতি, জৃম্ভণ এই সকল উপদ্রব হয়। ৮। মহাহিক্কাতে ভ্রূযুগল ও ললাটাস্থি বিধ্বস্ত হয়, চক্ষুঃ ও কর্ণ বিকৃত হয়, শরীর ও বাক্য স্তম্ভিত হয়, স্মৃতি ও জ্ঞান বিলুপ্ত হয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারে পীড়া হয়, মর্ম্মস্থানে ব্যথা হয় এবং পৃষ্ঠদেশ নম্র হয়, এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলেই তাহাকে প্রকৃত মহাহিক্কা বলা যায়। ৯—১০। এই হিক্কা মহাশূল, মহাশব্দ, মহাবেগ ও মহাবলসহকারে পক্বাশয় অথবা নাভি হইতে প্রবর্ত্তিত হয়। এই হিক্কাতে জৃম্ভণ ও অঙ্গবিক্ষেপ হইয়া থাকে। এই হিক্কা অতিগম্ভীর কারণে সমুৎপন্ন হয়; অতএব গম্ভীররূপেই তাহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। ১১—১২। হিক্কার সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশিত হইলে সুচিকিৎসক তাহা পরিবর্জ্জন করিবেন; পরন্তু চিরসঞ্চিত হিক্কা সকলের পক্ষেই বর্জ্জনীয়। বিশেষতঃ বৃদ্ধ, অতিমৈথুনাসক্ত, অন্যান্য ব্যাধিদ্বারা ক্ষীণদেহ ও অন্নে অনভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়। সকল রোগই মনুষ্যগণকে বিনাশ করিতে পারে, কিন্তু হিক্কা যেরূপ শীঘ্র মানবদেহ ক্ষয় করে; অন্যান্য রোগ সেরূপ আশু রোগীকে বিনাশ করিতে পারে না। হিক্কা ও শ্বাস এই রোগদ্বয় মৃত্যুকালে রোগীকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ১৩—১৪।

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

ধন্বন্তরি কহিলেন, অনন্তর যক্ষ্মারোগনিদান বলিতেছি। এই রোগ অনেক রোগের পরে সমুৎপন্ন হয় এবং এই রোগ জন্মিয়া অন্যান্য বহুবিধ রোগ সমুৎপাদন করে। ১—২। রাজযক্ষ্মা, ক্ষয়, শোষ ও রোগরাজ, এই সকল শব্দ যক্ষ্মারোগের বাচক। এই রোগ পূর্ব্বকালে নক্ষত্র, দ্বিজ ও রাজাদিগের হইয়াছিল, অতএব ইহাকে রাজযক্ষ্মা বলে। ৩। এই রোগের

দেহৌষধক্ষয়কৃতেঃ ক্ষয়স্তং সম্ভবেচ্চ সঃ। রসাদিশোষণাচ্ছোষো রোগরাড়িতি রাজবান্॥ ৪॥ সাহসং বেগসংরোধঃ শুক্রৌজঃস্নেহসংক্ষয়ঃ। অন্নপানবিধিত্যাগশ্চত্বারস্তস্য হেতবঃ॥ ৫॥ তৈরুদীর্ণোঽনিলঃ পিত্তং ব্যর্থঞ্চোদীর্য্য সর্ব্বতঃ। শরীরসন্ধিমাবিশ্য তাঃ শিরাঃ প্রতিপীড়য়ন্॥ ৬॥ মুখানি স্রোতসাং রুদ্ধা তথৈবাতিবিসৃজ্য বা। মধ্যমূর্দ্ধমধস্তীর্য্যগ্যথাং সংজনয়েদ্ হৃদঃ॥ ৭॥ রূপং ভবিষ্যতস্তস্য প্রবিশ্যাপোভৃশং জ্বরঃ। প্রসেকো মুখমাধুর্য্যম্মার্দ্দবং বহ্নিদেহয়োঃ॥ ৮॥ লৌল্যমার্গান্নপানাদৌ শুচাবশুচিবীক্ষণঃ। মক্ষিকাতৃণকেশাদিপাতঃ প্রায়োঽন্নপানয়োঃ॥ ৯॥ হৃল্লাসছর্দ্দিররুচিরস্নাতেঽপি বলক্ষয়ঃ। পাণ্যোরুবক্ষঃপাদাস্য কুক্ষ্যাক্ষ্ণো রতিশুক্লতা॥ ১০॥ বাহ্বোঃ প্রতোদং জিহ্বায়াঃ কায়ে বৈভৎস্যদর্শনং। স্ত্রীমদ্যমাংসপ্রিয়তা ঘৃণিতা মূর্দ্ধগুণ্ঠনং॥ ১১॥ নখকেশাস্থিবৃদ্ধিশ্চ স্বপ্নে চাভিভবো ভবেৎ। পতনং কৃকলাসাহিকপিশ্বাপদপক্ষিভিঃ॥ ১২॥ কেশাস্থিতুষভস্মাদিতরৌ সমধিরোহণং। শূন্যানাং গ্রামদেশানাং দর্শনং শুষ্যতোম্ভসঃ। জ্যোতির্দ্দিবীশাঞ্চ তথা জ্বলতাঞ্চ মহীরুহাং॥ ১৩॥ পীনসশ্বাসকাশঞ্চ স্বরমূর্দ্ধরুজোরুচিঃ। ঊর্দ্ধনিশ্বাসসংশোষাবধশ্ছর্দ্দিশ্চ কোষ্ঠগে॥ ১৪॥ স্থিতে পার্শ্বে চ রুগ্বোধে সন্ধিস্থে ভবতি জ্বরঃ। রূপাণ্যেকাদশৈতানি জায়ন্তে রাজযক্ষ্মণঃ॥ ১৫॥ তেষামুপদ্রবান্ বিদ্যাৎ কণ্ঠধ্বংসকরোরুজঃ। জৃম্ভাঙ্গমর্দ্দনিষ্ঠীববহ্নিমান্দ্যাস্যপূতিতা॥ ১৬॥ তত্র বাতাচ্ছিরঃ পার্শ্বশূলনং সাঙ্গমর্দ্দনং। কণ্ঠরোধঃ স্বরভ্রংশো পিত্তাৎ পাদাংসপাণিষু॥১৭॥ দাহোঽতিসারোসৃক্‌ছর্দ্দি মুখগন্ধো জ্বরোমদঃ। কফাদরোচকচ্ছর্দ্দিকাশাবর্দ্ধাঙ্গগৌরবং॥ ১৮॥

উৎপত্তি হইলে দেহ ও ঔষধের ক্ষয় হয়, এইনিমিত্ত এই রোগকে ক্ষয়, এই রোগ রসাদিশোষণ করে, এইনিমিত্ত শোষ এবং উক্ত রোগ সর্ব্বরোগপ্রধান, এইনিমিত্ত ইহা রোগরাজ বলিয়া অভিহিত হয়।৪। সমধিক সাহসিক কার্য্য, মলমূত্রাদির বেগরোধ, শুক্র, বল ও স্নেহসংক্ষয় এবং নিয়মের লঙ্ঘন এই চতুর্ব্বিধকারণে রাজযক্ষ্মারোগ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।৫। পূর্ব্বোক্ত কারণে বায়ু কুপিত হইয়া পিত্ত ও কফকে সর্ব্বত্র পরিব্যাপিত করিয়া শরীরসন্ধিতে প্রবেশনপূর্ব্বক শিরাসকল পরিপীড়িত ও শরীরস্থ স্রোতসকলের মুখবন্ধ অথবা বিস্তৃত করিয়া হৃদয়ের ঊর্দ্ধ, অধঃ ও পার্শ্বে ব্যথা উৎপাদন করে।৬ ৭। রাজযক্ষ্মারোগ জন্মিবার পূর্ব্বে অতিশয় জ্বর, মুখস্রাব, মুখমাধুর্য্য, অগ্নি ও দেহের মৃদুতা, অন্নপানাদিতে স্পৃহা, শুচি বস্তুতে অশুচি জ্ঞান, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। আর রোগীর বোধ হয়, যেন অন্নপানাদিতে মক্ষিকাতৃণকেশাদি পতিত হইয়াছে।৮—৯। শ্বাস, ছর্দ্দি, অরুচি, স্নানের পূর্ব্বে বলক্ষয় এবং হস্ত, ঊরু, বক্ষঃস্থল, পাদ, মুখ, কুক্ষি ও চক্ষুঃ এই সকলের শুক্লবর্ণতা, রাজযক্ষ্মারোগে এই সকল উপদ্রব হয়। বাহুদ্বয় ও জিহ্বার বেদনা, শরীরে ঘৃণাবোধ, স্ত্রী, মদ্য ও মাংসে অভিলাষ, মস্তকঘূর্ণন, এই সকল রাজযক্ষ্মারোগের বিশেষ উপদ্রব।১০-১১। এই রোগে কেশ, অস্থি ও নখের বৃদ্ধি এবং শয়নকালে নানাপ্রকার বিকৃতিরূপ দর্শন হইয়া রোগী নিতান্ত অভিভূত হয় এবং বোধ হয়, কোন উচ্চস্থান হইতে পতিত হইতেছি এবং কৃকলাস, সর্প, বানর, শ্বাপদ জন্তু, পক্ষী, কেশ, অস্থি, ঔষধ ও ভস্মদর্শন হইয়া থাকে। আর বৃক্ষাগ্রে অধিরোহণ, গ্রাম ও দেশের শূন্যতা, জলের শুষ্কতা, আকাশস্থ পদার্থের জ্যোতিঃ ও দাবদাহ, যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত ব্যক্তির স্বপ্নকালে এই সকল দর্শন হয়।১২—১৩। পীনস, শ্বাস, কাশ, স্বরভঙ্গ, মস্তকব্যথা, অরুচি, ঊর্দ্ধনিশ্বাস, শরীরের শুষ্কতা, ছর্দ্দি, পার্শ্বস্থ সন্ধিতে বেদনা ও জ্বর, রাজযক্ষ্মারোগীর এই একাদশপ্রকার উপসর্গ হইয়া থাকে।১৪—১৫। রাজযক্ষ্মারোগের অন্যান্য উপদ্রব কথিত হইতেছে।—উক্ত রোগে কণ্ঠস্থানে এরূপ বেদনা হয়, যেন বোধ হয়, কণ্ঠদেশ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে এবং জৃম্ভণ, অঙ্গমর্দ্দন, নিষ্ঠীবন, অগ্নিমান্দ্য ও মুখে দুর্গন্ধ হইয়া থাকে।১৬। বাতজনিত রাজযক্ষ্মারোগে শিরঃপীড়া, পার্শ্বশূল, অঙ্গমর্দ্দন, কণ্ঠরোধ, স্বরভঙ্গ, এই সকল লক্ষণ আবির্ভূত হয়। পিত্তজন্য রাজযক্ষ্মাতে পাদ, স্কন্ধ ও হস্তে দাহ, অতিসার, রক্তবমন, মুখে দুর্গন্ধতা, জ্বর ও মত্ততা এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কফজন্য রাজযক্ষ্মারোগে অরুচি, ছর্দ্দি, কাশ, অর্দ্ধাঙ্গের গুরুতা, মুখস্রাব, পীনস, শ্বাস, স্বরভঙ্গ ও অগ্নিমান্দ্য, এই সকল লক্ষণ

প্রসেকঃ পীনসঃ শ্বাসঃ স্বরভেদোঽল্পবহ্নিতা। দোষৈর্মন্দানলত্বেন শোথলেপকফোল্বনৈঃ ॥ ১৯ ॥ স্রোতোমুখেষু রুদ্ধেষু ধাতুষু স্বল্পকেষু চ। বিদাহো মনসঃ স্থানে ভবন্ত্যন্যে হ্যুপদ্রবাঃ ॥ ২০ ॥ পচ্যতে কোষ্ঠএবান্নমন্নযুক্তৈ রসৈর্যুতং। প্রায়োঽস্য ক্ষয়ভাগানাং নৈবান্নং চান্নপুষ্টয়েৎ। রসো হ্যস্য ন রক্তায় মাংসায় কুরুতে তু তৎ। উপস্তব্ধঃ সমক্লুপ্তা কেবলং বর্ত্ততে ক্ষয়ী ॥ ২১ ॥ লিঙ্গেষ্বল্পেষ্বতিক্ষীণং ব্যাধৌ ষট্করণক্ষয়ং। বর্জ্জয়েৎ সাধয়েদেব সর্ব্বেষ্বপি ততোঽন্যথা ॥ ২২ ॥ দোষৈর্ব্যস্তৈঃ সমস্তৈশ্চ ক্ষয়াৎ সর্ব্বস্য মেদসাৎ। স্বরভেদো ভবেত্তস্য ক্ষামোরুক্ষশ্চলঃ স্বরঃ ॥ ২৩ ॥ শূকপর্ণাভকণ্ঠত্বং স্নিগ্ধোষ্ণোপশমোঽনিলাৎ। পিত্তাত্তালুগলে দাহঃ শোষ উক্তাবসূনয়ং ॥ ২৪ ॥ লিম্পন্নিব কফেঃ কণ্ঠং মুখং ঘুরঘুরায়তে। স্বয়ং বিরুদ্ধৈঃ সর্ব্বৈস্তু সর্ব্বলিঙ্গৈঃ ক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ২৫ ॥ ধূমায়তীব চাত্যর্থমুদেতি শ্লেষ্মলক্ষণং। কৃচ্ছ্রসাধ্যাঃ ক্ষয়াশ্চাত্র সর্ব্বৈরল্পশ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ২৬ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে যক্ষ্মানিদানং নাম দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

প্রকাশ পায়। রাজযক্ষ্মারোগে বায়ু, পিত্ত ও কফ দূষিত হইয়া অগ্নিমান্দ্যহেতু শোথ উৎপাদন করে এবং কফের প্রাবল্যবশতঃ মুখ প্রলিপ্তবৎ বোধ হয়। ১৭—১৯। এই রোগে রসরক্তবাহী স্রোতের মুখ রুদ্ধ হইয়া ধাতুর লাঘব হইলে হৃদ্দাহ প্রভৃতি নানাপ্রকার উপদ্রব জন্মে। ২০। এই রোগে পক্বাশয় হইতে একপ্রকার অম্লরস উৎপন্ন হইয়া তাহার সহিত অন্ন পাক হয়; তাহাতে প্রায় সর্ব্বদাই শরীরের তাপও হানি হইতে থাকে। আহারীয়দ্রব্য পরিপক হইয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করিতে পারে না। যক্ষ্মারোগীর অন্নজন্য রস রক্ত কিম্বা মাংস উৎপাদন করিতে পারে না, সুতরাং শরীরের বৃদ্ধি না হইয়া কেবল ক্ষয়ই হইতে থাকে। ২১। যক্ষ্মারোগের কতিপয় লক্ষণ প্রকাশিত হইলে যদি রোগী ক্ষীণ ও ইন্দ্রিয়সকল দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সেই রোগীকে পরিত্যাগ করিবে এবং যাবৎ সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত না হয়, রোগী বলবান্ ও ইন্দ্রিয়সকল সতেজ থাকে, তাবৎ উক্ত রোগের চিকিৎসা করিলে সাধ্যায়ত্ত হইতে পারে। ২২। উক্ত রোগের দোষসকল পৃথক্ পৃথক্ বা একত্র প্রকাশিত হইলে সকলেরই মেদক্ষয়প্রযুক্ত স্বরভেদ, স্বরের ক্ষীণতা কিম্বা রুক্ষতা হইয়া থাকে। ২৩। বাতজন্য রাজযক্ষ্মারোগে রোগীর কণ্ঠ শুকশিম্বীপত্রের ন্যায় কর্কশ হয় এবং শরীরের স্নিগ্ধতা ও উষ্ণতা বিলুপ্ত হইয়া যায়। পিত্তজন্য রাজযক্ষ্মারোগে তালু ও গলদেশে দাহ ও শোষ হইয়া থাকে। ২৪। কফজন্য রাজযক্ষ্মারোগে রোগীর কণ্ঠ ও মুখ লিপ্তবৎ বোধ হয় এবং সর্ব্বদা কণ্ঠে ঘুরঘুর শব্দ হইয়া থাকে। এই রোগে রোগী অপথ্যসেবী ও সর্ব্বপ্রকার লক্ষণ প্রকাশিত হইলে শীঘ্রই ক্ষয় হইয়া থাকে। উক্ত রোগে রোগীর সর্ব্বদা ধূমদর্শন হয়, আর শ্লেষ্মলক্ষণ প্রকাশিত হয়। এই ক্ষয়রোগ অতিকৃচ্ছ্রসাধ্য; ইহার সর্ব্বপ্রকার লক্ষণ অল্প অল্প প্রকাশিত হইলেও বৈদ্য তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন। ২৫—২৬।

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ধন্বন্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ অরোচকনিদানন্তে বক্ষ্যেঽহং সুশ্রুতাধুনা। অরোচকো ভবেদ্দোষৈর্জ্জিহ্বাহৃদয়সংশ্রয়ৈঃ ॥ ২ ॥ সন্নিপাতেন মনসঃ সন্তাপেন চ পঞ্চমঃ। কষায়তিক্তমধুরং বাতাদিষু মুখং ক্রমাৎ ॥ ৩ ॥ সর্ব্বোবীতরসং শোকক্রোধাদিষু যথা মনঃ। ছর্দ্দি-

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

ধন্বন্তরি কহিলেন, হে সুশ্রুত! এক্ষণ অরোচকনিদান বলিব। বাতপিত্তাদি দোষসকল জিহ্বা ও হৃদয়কে আশ্রয় করিলে অরোচকরোগ উৎপন্ন হয়। ১—২। উক্ত রোগ পঞ্চপ্রকার;—বাতজন্য, পিত্তজন্য, কফজন্য, সন্নিপাতজন্য ও মনঃসন্তাপজন্য। বাতজন্য অরোচকে রোগীর মুখ কষায়, পিত্তজন্য অরোচকে তিক্ত এবং কফজন্য অরোচকে মধুর হইয়া থাকে। ৩। উক্ত রোগে রোগী কোন দ্রব্যের আস্বাদ পায় না, যেমন শোক ও ক্রোধ উপস্থিত হইলে মন অসুস্থ হয়, সেইরূপ অরোচকরোগে সর্ব্বদ্রব্যই অগ্রাহ্য হইয়া থাকে। অরোচকরোগ পঞ্চবিধ;—ছর্দ্দিজন্য, বাতজন্য,

দোষৈঃ পৃথক্ সর্ব্বৈর্দ্দুষ্টৈরন্যৈশ্চ পঞ্চমী ॥ ৪ ॥ উদানোধিকৃতান্ দোষান্ সর্ব্বং সন্ধ্যর্দ্ধমস্ততি। আশুক্লেশোঽস্য লাবণ্যপ্রসেকারুচয়োপমাঃ ॥ ৫ ॥ নাভিপৃষ্ঠং রুজত্যাশু পার্শ্বে চাগারমুৎক্ষিপেৎ। ততো বিচ্ছিন্নমল্পাল্পকষায়ং ফেনিলং বমেৎ ॥৬॥ শব্দোদ্গারযুতঃ কৃচ্ছ্রমনুকৃচ্ছ্রেণ বেগবৎ। কাশাস্যশোষকৎ বাতাৎ স্বরপীড়াসমন্বিতং ॥ ৭ ॥ পিত্তাৎ ক্ষারোদকনিভং ধূম্রং হরিতপীতকং। সাসৃগম্লং কটুতিক্তঞ্চ তৃণ্মূর্চ্ছাদাহপাকবৎ ॥ ৮ ॥ কফাৎ স্নিগ্ধং ঘনং পীতং শ্লেষ্মতন্তুসমাক্ষিতুং। মধুরং লবণং ভূরি প্রসক্তং লোমহর্ষণং ॥ ৯ ॥ মুখস্বয়থুমাধুর্য্যতন্দ্রাহৃল্লাসকাসবান্। সর্ব্বলিঙ্গং মলৈঃ সর্ব্বৈর্বিক্ষোক্তাঞ্চ সভাং ত্যজেৎ ॥ ১০ ॥ সর্ব্বং তস্য চ বিদ্বিষ্টং দর্শনশ্রবণাদিভিঃ। বাতাদিনৈব প্রম্নষৌ কৃমিদুষ্টান্নজানিতি। শূলবেপথুহৃল্লাসৈর্বিশেষাৎ কৃমিজানুদেৎ ॥ ১১ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে অরোচকনিদানং নাম ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

পিত্তজন্য, কফজন্য ও সন্নিপাতজন্য। ৪। উদানবায়ু দূষিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার দোষ উৎক্ষিপ্ত করে। ইহাতে রোগীর আশু ক্লেশ উপস্থিত হইয়া মুখ লবণাক্ত, মুখস্রাব ও অরুচি উপস্থিত হয়। ৫। এই রোগে হঠাৎ নাভি ও পৃষ্ঠে বেদনা হইয়া থাকে এবং আহারীয় দ্রব্য পার্শ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়, তাহাতে রোগীর কষায় ও ফেনিল অল্প অল্প বমন হইতে থাকে। বাতজন্য অরোচকরোগে অতিকষ্টে শব্দযুক্ত উদ্গার হয়। অনন্তর অতিকষ্টে ও অধিকবেগে বমন হইতে থাকে। উক্ত রোগে কাশ, মুখশোষ, ও স্বরভঙ্গপ্রভৃতি উপদ্রব হইয়া থাকে। ৭। পিত্তজন্য অরোচকরোগে ক্ষারোদকের ন্যায় ধূম্র, হরিত, পীত, কটু, তিক্ত ও রক্তযুক্ত অম্ল বমন হয় এবং তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, দাহ প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়। ৮। কফজন্য অরোচকরোগে স্নিগ্ধ, ঘন, পীতবর্ণ, মধুর ও লবণ শ্লেষ্মা উদ্গীরণ হয়, এই রোগে অধিক মুখস্রাব ও শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া থাকে। ৯। অরোচকরোগে মুখশোথ, মুখমাধুর্য্য, তন্দ্রা, নিষ্ঠীবন, কাশ, এই সকল উপদ্রব হয়। অরোচকরোগ সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত হইলে কোন বিষয়ই রোগীর প্রিয় বলিয়া বোধ হয় না; এমন কি, মনোরঞ্জনসভাও তাহার পক্ষে পরিত্যাজ্য হয়। ১০। অরোচকরোগীর সর্ব্ববিষয়ই বিদ্বিষ্ট থাকে, আর দর্শনশ্রবণাদিদ্বারাও তাঁহার তুষ্টি বোধ হয় না। বাতাদিদ্বারা এই রোগ বৃদ্ধি হয়, কৃমি ও দুষ্টান্নসেবনজনিত অরোচকরোগে শূল, কম্প, হৃল্লাস প্রভৃতি উপদ্রব হইয়া থাকে। ১১।

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ধন্বন্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ হৃদ্রোগাদিনিদানন্তে বক্ষ্যেঽহং শুশ্রুতাধুনা। কৃমিহৃদ্রোগলিঙ্গৈশ্চ স্মৃতাঃ পঞ্চ তু হৃদ্গতাঃ ॥ ২ ॥ বাতেন শূন্যতাত্যর্থং ভুজ্যতে রোদিতীতি চ। ভিদ্যতে শুষ্যতে স্তব্ধং হৃদয়ং শূন্যতা ভ্রমঃ ॥ ৩ ॥ অকস্মাদ্দীনতা শোকো ভয়ং শব্দেঽসহিষ্ণুতা। বেপথুর্বেপনামোহশ্বাসরোধোঽল্পনিদ্রতা ॥৪॥ পিত্তাৎ তৃষ্ণা শ্রমো দাহো স্বেদোঽম্লকরুজঃ ক্রমঃ ছর্দ্দনং অম্লপিত্তস্য ধূমকল্পিততা জ্বরঃ ॥ ৫ ॥ শ্লেষ্মণা হৃদয়ং স্তব্ধমগ্নিমান্দ্যাস্যবৈকৃতং। কাসাস্থিসাদনিষ্ঠেব

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

ধন্বন্তরি কহিলেন, হে সুশ্রুত! এক্ষণ তোমার নিকট হৃদ্রোগনিদান বলিতেছি। হৃদ্গতরোগ পঞ্চবিধ; কৃমিজন্য, বাতজন্য, পিত্তজন্য, কফজন্য ও সন্নিপাতজন্য। ১—২। বাতজন্য হৃদ্রোগে হৃদয়ের শূন্যতা বোধ হয় এবং রোগী অধিক ভোজন করিতে পারে এবং কখন বা রোদন করিয়া থাকে। এই রোগে রোগীর হৃদয় বিদীর্ণ, শুষ্ক, স্তব্ধ, শূন্যবোধ হয় এবং ভ্রম, অকস্মাৎ দীনতা, শোক, ভয়, শব্দশ্রবণে অসহিষ্ণুতা, কম্প, মোহ, শ্বাসরোধ ও অল্পনিদ্রা এই সকল লক্ষণ আবির্ভূত হয়। ৩—৪। পিত্তজন্য হৃদ্রোগে, তৃষ্ণা, শ্রম, দাহ, ঘর্ম্ম, অম্লউদ্গার, হৃদয়ে ব্যথা, অম্লপিত্ত বমন ও জ্বর এই সকল উপসর্গ হইয়া থাকে। ৫। কফজন্য হৃদ্রোগে হৃদয়স্তব্ধতা, অগ্নিমান্দ্য, মুখবিকৃতি, কাশ, অস্থিবেদনা, কফস্রাব, নিদ্রা, আলস্য, অরুচি

নিদ্রালস্যারুচিজ্বরাঃ ॥ ৬ ॥ সর্ব্বলিঙ্গৈস্ত্রিভির্দোষৈঃ ক্রিমিভিঃ শ্যাবনেত্রতা। তমঃ প্রবেশো হৃল্লাসঃ শোথঃ কণ্ডুঃ কফস্রুতিঃ ॥ ৭ ॥ হৃদয়ং প্রতভঞ্চাত্র ক্রকচেনেব দীর্য্যতে। চিকিৎসেদাময়ং ঘোরং তচ্ছীঘ্রং শীঘ্রকারিণং ॥ ৮ ॥ বাতাৎ পিত্তাৎ কফাৎ তৃষ্ণা সন্নিপাতাদ্রবক্ষয়ঃ। ষষ্ঠী স্যাদুপসর্গাচ্চ বাতপিত্তে চ কারণং ॥ ৯ ॥ সর্ব্বাসু তৎপ্রকোপো হি সম্যগ্ধাতুপ্রশোষণাৎ। সর্ব্বদেহভ্রমোৎকম্পতাপহৃদ্দাহমোহকৃৎ ॥ ১০ ॥ জিহ্বামূলগলক্লোমতালুতোয়বহাঃ শিরাঃ। সংশোষ্য তৃষ্ণা জায়ন্তে তাসাং সামান্যলক্ষণং ॥ ১১ ॥ মুখশোষোজলাতৃপ্তিরনুদ্বেষঃ স্বরক্ষয়ঃ। কণ্ঠৌষ্ঠতালুকার্কশ্যাজ্জিহ্বানিষ্ক্রমণে ক্লমঃ। প্রলাপশ্চিত্তবিভ্রংশনূদ্গারাক্তস্তথাময়ঃ ॥ ১২ ॥ মারুতাৎ ক্ষামতা দৈন্যং শঙ্খভেদঃশিরোভ্রমঃ। গন্ধাজ্ঞানাস্যবৈরস্যশ্রুতিনিদ্রাবলক্ষয়াঃ ॥ ১৩ ॥ সীতাম্লকেন বৃদ্ধিশ্চ পিত্তাম্মূর্চ্ছাস্যতিক্ততা ॥ ১৪ ॥ রক্তেক্ষণত্বং সততং শোষোদাহোঽতিধূমকঃ। কফো রুণদ্ধি কুপিতস্তোয়বাহিষু মারুতং ॥ ১৫ ॥ স্রোতশ্চ সকফস্তেন পঙ্কবচ্ছোষ্যতে তপঃ। শূকৈরিবাচিতঃ কণ্ঠোনিদ্রামধুরবক্ত্রতা ॥ ১৬ ॥ আধ্মানং শিরসোজাড্যং স্তৈমিত্যচ্ছর্দ্দ্যরোচকাঃ। আলস্য মবিপাকশ্চ যঃ স স্যাৎ সর্ব্বলক্ষণঃ ॥ ১৭ ॥ আমোদ্ভবাচ্চ রক্তস্য সংরোধাদ্বাতপিত্ততা। উষ্ণাক্রান্তস্য সহসা শীতো ভবতি দুঃসহঃ ॥ ১৮ ॥ তৃষ্ণারুদ্ধোগতঃ কোষ্ঠং কুর্য্যাত্তু পিত্তজৈব সা। যা চ পানাতিপানোত্থা তীক্ষ্ণাগ্নে স্নেহপাকজা ॥ ১৯ ॥ স্নিগ্ধকট্বম্ললবণভোজনেন কফোদ্ভবা। তৃষ্ণারসক্ষয়োক্তেন লক্ষণেন ক্ষয়াত্মিকা ॥ ২০ ॥

ও জ্বর এই সকল উপদ্রব হয়। ৬। সান্নিপাতিক হৃদ্রোগে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ হৃদ্রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ক্রিমিজন্য হৃদ্রোগে রোগীর নেত্রদ্বয় পিঙ্গলবর্ণ, অন্ধকারদর্শন, কফস্রাব, শোথ, হৃল্লাস ও গাত্রকণ্ডু এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ৭। হৃদ্রোগে রোগীর বোধ হয়, যেন তাহার হৃদয় ক্রকচ (করাত) দ্বারা বিদীর্ণ হইতেছে। এই রোগ রোগীকে শীঘ্র বিনাশ করে, অতএব রোগের প্রথমাবস্থাতেই চিকিৎসা করা বিধেয়। ৮। বাত, পিত্ত, কফ, তৃষ্ণা, সন্নিপাত ও উপসর্গ এই ষড়্‌বিধ হেতুতেও হৃদ্রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু সর্ব্বপ্রকার হৃদ্রোগেই বায়ু ও পিত্তের কারণতা আছে। ৯। সর্ব্বপ্রকার হৃদ্রোগেই সম্যক্‌রূপে ধাতুর শোষ হয়, এই নিমিত্ত বায়ু ও পিত্ত কুপিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এই রোগে দেহভ্রমি, হৃৎকম্প, তাপ, হৃদ্দাহ ও মোহ এই সকল উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। ১০। হৃদ্রোগ জিহ্বামূল, গলদেশ, ফুসফুস, তালু ও জলবাহিনী নাড়ী, শুষ্ক করিয়া অতিতৃষ্ণা উৎপাদন করে। এই সকল হৃদ্রোগ নামক রোগের সামান্য লক্ষণ। ১১। উক্ত রোগে এইরূপ মুখশোষ হয় যে, রোগী অধিক জলপান করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। বিশেষতঃ স্বরভঙ্গ হয় এবং কণ্ঠ, ওষ্ঠ, তালু ও জিহ্বার কর্কশতা বশতঃ জিহ্বা নিক্রামণে ক্লেশ বোধ হয়। ১২। প্রলাপ, চিত্তবিভ্রম, উদ্গার, শরীরের ক্ষীণতা, দৈন্য, ললাটাস্থিভেদ ও শিরোভ্রমি বাতিক হৃদ্রোগে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ১৩। পৈত্তিক হৃদ্রোগে রোগীর গন্ধ গ্রহণশক্তি থাকে না এবং মুখের বৈকৃতি, শ্রবণশক্তির অপগম, নিদ্রানাশ ও বলক্ষয় হয়। বিশেষতঃ অম্লবৃদ্ধি হইয়া সর্ব্বদা মুখ তিক্ত থাকে ও মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছা হয়। ১৪। কফজন্য হৃদ্রোগে রোগীর চক্ষু রক্তবর্ণ থাকে এবং সর্ব্বদা শোষ, দাহ, ও ধূমদর্শন হয় এবং কফ কুপিত হইয়া জলবাহী শিরাসমূহে বায়ুর গতিরোধ করে। ১৫। কফজন্য হৃদ্রোগে রোগীর অন্তরস্থ স্রোতঃ সমূহে কফ সংলগ্ন হইয়া শুষ্ক পঙ্কের ন্যায় আবদ্ধ থাকে এবং রোগীর কণ্ঠদেশে শূলবিদ্ধের ন্যায় বোধ হয়। এই রোগে অধিক নিদ্রা, মুখের মাধুর্য্য এই সকল উপসর্গ হয়। ১৬। মস্তকের জড়তা, ও আর্দ্রভাব, ছর্দ্দি, অরুচি, আলস্য ও মন্দাগ্নি উপস্থিত হইলেই হৃদ্রোগকে সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত বলা যায়। ১৭। এই রোগে আমোদ্ভব ও রক্তসংরোধ প্রযুক্ত বাতপিত্ত কুপিত হয় এবং রোগীর শরীর অধিক উষ্ণ হইয়া দুঃসহ শীত উপস্থিত হয়। ১৮। পিত্ত তৃষ্ণাকর্ত্তৃক রুদ্ধ হইয়া কোষ্ঠে গমনপূর্ব্বক যে হৃদ্রোগ উৎপাদন করে, তাহাই পিত্তজন্য হৃদ্রোগ। অধিক জলাদি পান করিলে শারীরিক স্নেহভাগের পরিপাক হইয়া হৃদ্‌ব্যথা উৎপন্ন হয়। ১৯। স্নিগ্ধ, কটু, অম্ল ও লবণদ্রব্য ভোজনে কফজন্য তৃষ্ণা উপস্থিত হয়। রসক্ষয়োক্ত লক্ষণে লক্ষিত যে তৃষ্ণা উপস্থিত হয়, তাহা ক্ষয়াত্মিকা। ২০।

শোষমোহজ্বরাদ্যন্যদীর্ঘরোগোপসর্গতঃ। যা তৃষ্ণা জায়তে তীব্রা সোপসর্গাত্মিকা স্মৃতা॥ ২১॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে তৃষ্ণানিদানং নাম চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ধন্বন্তরিরুবাচ॥ ১॥ বক্ষ্যে মদাত্যয়াদেশ্চ নিদানং মুনিভাষিতং। তীক্ষ্ণাম্লরুক্ষসূক্ষ্মাদ্যব্যবায়াশুকরং লঘু॥ ২॥ বিকাশিবিপদং মদ্যে মেদসোঽস্মাদ্বিপর্য্যয়ঃ। তীক্ষ্ণোদয়াশ্চ দিব্যুক্তাশ্চিত্তোপতাপিনো গুণাঃ॥ ৩॥ জীবিতান্তাঃ প্রজায়ন্তে বিশেষোৎকর্ষবর্ত্তিনঃ। তীক্ষ্ণাদিভিগু ণৈর্ম্মদ্যং মন্দ্যাদীনোজসোগুণাঃ॥৪॥ দশেন্দ্রিয়াণি সংক্ষোভ্য চেতো নয়তি বিক্রিয়াং। আদ্যেমদ্যে দ্বিতীয়েঽপি প্রমাদায়তনে স্থিতঃ॥ ৫॥ দুর্ব্বিকল্পহতো মূঢ়ঃ সুখমিত্যেব মুচ্যতে। মদ্যমত্তং মতির্যস্য প্রাপ্য রাজাসনং মদঃ॥ ৬॥ নিরঙ্কুশ-ইব ব্যালো ন কিঞ্চিন্নাচরেত্ততঃ। ইয়ং ভূমিরবাচ্যানাং দৌঃশীলস্যেদসাম্প্রদং॥ ৭॥ একোঽয়ং বহুমার্গায়াঃ দুর্গতের্দ্দোষকঃ পরঃ। নিশ্চেষ্টঃ সততং বাঞ্ছেৎ তৃতীয়েঽত্র মদে স্থিতঃ॥ ৮॥ মরণাদপি পাপাত্মা গতঃ পাপতরাং দশাং। ধর্ম্মাধর্ম্মং সুখং দুঃখং মানামানং হিতাহিতং॥ ৯॥ নবেদ শোকমোহার্ত্তঃ শোষমোহাদিসংযুতঃ। সংমোদভ্রমমূর্চ্ছায়াং সাপস্মারং পতত্যধঃ। নাতিমাত্যন্তি বলিনঃ কৃতাহারামহাশনাঃ॥১০॥ বাতাৎ পিত্তাৎ কফাৎ সর্ব্বৈর্ভবেদ্রোগোমদাত্যয়ঃ। সামান্যলক্ষণং তেষাং প্রমোহো হৃদয়ব্যথা॥ ১১॥ বিভেদপ্রততং তৃষ্ণা সৌম্যোগ্লানিজ্বরোরুচিঃ। পুরোবিবন্ধস্তিমিরং কাসঃ শ্বাসঃ প্রজাগরঃ॥১২॥ স্বেদোঽতিমাত্রং বিষ্টম্ভঃ শ্চয়থুশ্চিত্তবিভ্রমঃ। স্বপ্নেনেবাভিভবতি নচোক্তশ্চ স ভাষতে॥ ১৩॥ পিত্তাদ্দাহজ্বরস্বেদোমোহো-

শোষ মোহ জ্বরাদিরোগের উপসর্গরূপ যে তৃষ্ণা জন্মে, ঐ তৃষ্ণা অতিপ্রবলরূপে রোগীকে আক্রমণ করিলে তাহাকে উপসর্গাত্মিকা তৃষ্ণা বলে। ২১।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

ধন্বন্তরি কহিলেন। এক্ষণ মুনিভাষিত মদাত্যয়নিদান কহিতেছি। মদ্য তীক্ষ্ণ, অম্ল, রুক্ষ, ব্যায়ামকারী, লঘু ও বিপৎকর। মদ্যপানে সহসা মেদের বিপর্য্যয় হয়। তীক্ষ্ণ প্রভৃতি মদ্যের যে সকল গুণ উক্ত আছে, সকলই চিত্তের উপতাপ বৃদ্ধি করে। ১—৩। অধিক মদ্যপান করিলে জীবনান্ত হইয়া থাকে। মদ্য তীক্ষ্ণাদি গুণবিশিষ্ট, কিন্তু বলবীর্য্যের হানিকারক। ৪। মদ্য ইন্দ্রিয় সকল সংক্ষোভিত করিয়া চিত্তের বিক্রিয়া উৎপাদন করে। প্রথম ও দ্বিতীয় মদ্যপানে সর্ব্বদাই বিপৎপাতের সম্ভব আছে। ৫। যাহারা দুরদৃষ্টহত, তাহারাই মদ্যপানকে সুখের কারণ বলিয়া থাকে। মদ্যপানে যাহার অভিলাষ হয়, সে ব্যক্তি রাজাসন লাভ করিয়াও মত্ত হইয়া থাকে। ৬। মদ্যপায়ী ব্যক্তি নিরঙ্কুশ সর্পের ন্যায় সর্ব্বদা চঞ্চল থাকে, কোন কার্য্য করিতেই তাহার শক্তি হয় না। মদ্যপান করিলে তাহার অবাচ্য কিছুই থাকে না এবং সর্ব্বপ্রকার দুঃশীলতাই তাহাকে আশ্রয় করে। ৭। এক মদ্যপায়ী ব্যক্তি বহুবিধ দুর্গতিভোগ করিয়া থাকে এবং সর্ব্বদোষের আস্পদ হয়। তৃতীয় মদ্যপানে সর্ব্বদা নিশ্চেষ্ট থাকিতে ইচ্ছা হয়। ৮। পাপাত্মা ব্যক্তি মদ্যপান করিয়া মরণ হইতেও অধিক দুর্গতিভোগ করে এবং মদ্যপায়ীর ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুখদুঃখ, মান অপমান, হিত অহিত, কিছুই বোধ থাকে না। মদ্যপায়ী ব্যক্তি কখন শোকে অভিভূত হয়, কখন বা মোহার্ত্ত হইয়া পড়ে, কখন বা শোষ উপস্থিত হইয়া থাকে, কখন বা আমোদ করে, কখন বা ভ্রম ও মূর্চ্ছা উপস্থিত হইয়া সহসা অধঃপতিত হয়, যাহারা বলবান্ ও উত্তমরূপ ভোজন করিতে পারে, তাহারা মদ্যপান করিলেও অধিক মত্ত হয় না। ৯—১০। বাত, পিত্ত, কফ ও সন্নিপাত হইতেও মদাত্যয় রোগ উৎপন্ন হয়। মোহ, হৃদয়ব্যথা, অসংগ্রহ, তৃষ্ণা, অসমাবস্থা, গ্লানি, জ্বর, অরুচি, সম্মুখে গাঢ় অন্ধকারদর্শন, কাস, শ্বাস, অনিদ্রা, অতিঘর্ম্ম, বিষ্টম্ভ, শোথ, চিত্তবিভ্রম, এই সকল মদাত্যয়রোগের সামান্য লক্ষণ। মদ্যপায়ী সর্ব্বদা স্বপ্নাভিভূতের ন্যায় বর্ত্তমান থাকে, তাহাকে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিলেও

নিত্যঞ্চ হৃদ্ভ্রমঃ। শ্লেষ্মণশ্ছর্দ্দিহৃল্লাসনিদ্রাচোদরগৌরবং ॥১৪॥ সর্ব্বজে সর্ব্বলিঙ্গত্বং জ্ঞাত্বা মদ্যং পিবেত্তু যঃ। সর্ব্বঞ্চ রুচিরঞ্চাস্য মতিধ্বংসকবিক্রিয়ে ॥ ১৫ ॥ ভবেত্তাং পায়িনাং কাষ্ঠেদ্রব্যে তস্যাবিশেষতঃ। মারুতাৎ শ্লেষ্মনিষ্ঠেবকণ্ঠশোষোঽতিনিদ্রতা ॥১৬॥ শব্দাসহত্বস্তচ্চিত্তবিক্ষেপোঽঙ্গেঽহিবাতরুক্। হৃৎকণ্ঠরোগঃ সম্মোহঃ শ্বাসতৃষ্ণাবমিজ্বরাঃ ॥ ১৭ ॥ নিবর্ত্তেদ্‌যস্তু মদেভ্যো জিতাত্মা বুদ্ধিপূর্ব্বকৃৎ। বিকারৈঃ ক্লিশ্যতে যা তু ন স শারীরমানসৈঃ ॥ ১৮ ॥ রজোমোহহিতাহারপরস্য স্যুস্ত্রয়োগদাঃ। বসাসৃক্‌ক্লেদনাবাহিস্রোতোরোধসমুদ্ভবাঃ ॥ ১৯ ॥ মদমূর্চ্ছোপসংন্যাসাযথোত্তরবলোদ্ভবাঃ। মদোঽত্র দোষৈঃ সর্ব্বৈস্তু রক্তমদ্যবিষৈরপি ॥ ২০ ॥ রক্তাল্পত্বাদ্ধ্রুতাভাসশ্চলশ্ছলিতবেষ্টিতঃ। রুক্ষশ্যামারুণতনুর্ম্মদ্যে বাতোদ্ভবে ভবেৎ ॥২১॥ পিত্তেন ক্রোধনোরক্তপীতাভঃ কলহপ্রিয়ঃ। স্বপ্নোঽসম্বন্ধবাক্যাদিঃ কফাদ্‌ধ্যানপরো ন সঃ ॥ ২২ ॥ সর্ব্বাত্মা-সন্নিপাতেন রক্তস্তম্ভাঙ্গদূষণং। পিত্তলিঙ্গস্তু মদ্যে বিকৃতেহঃ স্বরাজ্ঞতা ॥ ২৩ ॥ বিশেৎ কম্পাতি নিদ্রা চ সর্ব্বেভ্যোঽভ্যধিকং শ্রমঃ। লক্ষয়েল্লক্ষণাৎ কর্ষাৎ বাতাদীন্ লক্ষণাদিষু ॥ ২৪ ॥ অরুণং নীলকৃষ্ণঞ্চ খমাপশ্যন্ বিশেত্তমঃ। শীঘ্রঞ্চ প্রতিবুদ্ধ্যেত হৃৎপীড়া বেপথুভ্রমঃ ॥ ২৫ ॥ কাসঃ শ্যাবারুণাচ্ছায়ামূর্চ্ছা চ মারুতাত্মকঃ। পিত্তেন রক্তং পীতং বা নভঃ পশ্যন্ বিশেত্তমঃ ॥ ২৬ ॥ বিবুদ্ধেত চ সস্বেদোদাহতৃট্‌কোপপীড়িতঃ। ভিন্নবৎ পীতনীলাভো বক্তা পিত্তারুণেক্ষণঃ ॥ ২৭ ॥ কফে সমেঘসংকাশং পশ্যত্যাকাশমা-

সে সর্ব্বদা অধিক কথা কহে। ১১—১৩। পিত্তজন্য মদাত্যয়ে দাহ, জ্বর, ঘর্ম্ম, মোহ, চিত্তবিভ্রম, এই সকল উপদ্রব হয়। শ্লেষ্মজন্য মদাত্যয়রোগে ছর্দ্দি, হৃল্লাস, নিদ্রা ও উদরের গুরুতাপ্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়। ১৪। সান্নিপাতিক মদাত্যয়রোগে পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বপ্রকার লক্ষণ আবির্ভূত হয়। এই সকল দোষ জানিয়াও যে ব্যক্তি মদ্যপান করে, তাহার সকলই রুচিকর হয় এবং মতিধ্বংস ও চিত্তবিকার হইয়া থাকে। মদ্যপায়ীর কাষ্ঠে ও দ্রব্যে বিশেষ জ্ঞান থাকে না। বাতিক মদাত্যয়রোগে শ্লেষ্মনিষ্ঠীবন, কণ্ঠশোষ, অতিনিদ্রা, শব্দাসহত্ব, চিত্তবিক্ষেপ, অঙ্গে বাতাশ্রয়, হৃদ্রোগ, কণ্ঠরোগ, সম্মোহ, শ্বাস, তৃষ্ণা, বমি, জ্বর, এই সকল উপদ্রব হইয়া থাকে। ১৫—১৭। যে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মদ্যের দোষ বিবেচনা করিয়া মদ্যপান হইতে নিবৃত্ত হয়, কখনও তাহাকে শারীর বা মানস বিকার কোনরূপ ক্লেশ দিতে পারে না। ১৮। রাগাভিভূত, মোহিত ও অহিতাহারতৎপর ব্যক্তির রস, রক্ত ও ক্লেদবাহী স্রোতসকল রুদ্ধ হইয়া বিবিধরোগ উৎপন্ন হয়। ১৯। মদ, মূর্চ্ছা ও উপসংন্যাস এই সকল রোগ উত্তরোত্তর বলোৎপন্ন। রক্ত, মদ্য ও বিষপ্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দোষে মদাত্যয়রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। ২০। বাতজন্য মদাত্যয়রোগে রক্তের অল্পতাপ্রযুক্ত রোগী শ্রীভ্রষ্ট, চঞ্চল ও ছলকার্য্যতৎপর হয় এবং তাহার শরীর রুক্ষ, পিঙ্গলবর্ণ অথবা অরুণবর্ণ হইয়া থাকে। ২১। পিত্তজন্য মদাত্যয়ে অতিশয় ক্রোধ বৃদ্ধি হয় এবং রোগীর শরীর রক্তপীতাভ ও সেই ব্যক্তি কলহপ্রিয় হইয়া থাকে। পৈত্তিক মদাত্যয়ে স্বপ্ন, অসম্বন্ধবাক্যপ্রভৃতি উপসর্গ হয় এবং সেই ব্যক্তি সর্ব্বদা ধ্যানতৎপর হইয়া থাকে। ২২। সান্নিপাতিক মদাত্যয়ে রোগী পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বপ্রকার লক্ষণাক্রান্ত হয় এবং তাহার রক্তস্তম্ভ ও অঙ্গস্তম্ভাদি দোষ ঘটিয়া থাকে। মদাত্যয়রোগে প্রায়ই পিত্তচিহ্ন প্রকাশিত হয়, সেই ব্যক্তি বিকৃতচেষ্ট হইয়া থাকে এবং পরিচিত ব্যক্তিরও স্বর শুনিয়া চিনিতে পারে না। ২৩। উক্ত রোগে বিশেষ কম্প, অতিনিদ্রা, অধিক পরিশ্রম হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণসকল বিশেষরূপ অনুধাবন করিয়া বাতিকাদি মদাত্যয় নিরূপণ করিবে। ২৪। মদাত্যয় রোগী আকাশকে অরুণবর্ণ, নীলবর্ণ কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ দর্শন করে এবং হঠাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পতিত হয়। ক্ষণকাল পরেই প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে। কিন্তু হৃৎপীড়া, কম্প ও ভ্রম নিবৃত্তি হয় না। ২৫। কাস, পিঙ্গলবর্ণ বা অরুণবর্ণ ছায়াদর্শন এবং মূর্চ্ছা বাতিক মদাত্যয়ে এই সমস্ত লক্ষণ হয়। পিত্তজন্য মদাত্যয়ে রোগী আকাশকে রক্তবর্ণ বা পীতবর্ণ দর্শন করিয়া অকস্মাৎ মোহিত হইয়া পড়ে এবং ঘর্ম্ম, দাহ ও তৃষ্ণাতে পরিপীড়িত হইয়া সচেতন হইয়া থাকে। তাহার শরীর ভিন্নবৎ বোধ হয়, পীত ও নীলচ্ছায়া দর্শন হইয়া থাকে, সেই ব্যক্তি অধিক কথা

বিশেৎ। তমশ্চিরাচ্চ বুদ্ধ্যেত হৃল্লাসঃ সুপ্রসেকবান্ ॥ ২৮ ॥ গুরুভিস্তিমিতৈরঙ্গৈরাজধর্ম্মাববন্ধবৎ। সর্ব্বাকৃতিস্ত্রিদোষৈরপস্মার-ইবাপরঃ ॥ ২৯ ॥ পাতরত্যাশু নিশ্চেষ্টং বিনা বীভৎসচেষ্টিতৈঃ। দোষেষু মদমূর্চ্ছায়াং কৃতবেগেষু দেহিনাং ॥ ৩০ ॥ স্বয়মেবোপশাম্যন্তি সন্ন্যাসেনৌষধৈর্ব্বিনা। বাগ্দেহমনসাং চেষ্টা মক্ষিপ্যাতিবলামনাঃ ॥ ৩১ ॥ স সন্ন্যাসন্নিপতিতাঃ প্রাণঘাতেন সংশ্রয়াঃ। ভবন্তি তেন পুরুষাঃ কাষ্ঠভুতামৃতাপমাঃ ॥ ৩২ ॥ ম্রিয়েত শীঘ্রং শীঘ্রং চেচ্চিকিৎসা ন প্রযুজ্যতে। অগাধে গ্রাহবহুলে সলিলৌঘ-ইবার্ণবে ॥ ৩৩ ॥ সন্ন্যাসে বিনিমজ্জন্তং নরমাশু নিবর্ত্তয়েৎ। মদমানো রোষতোষং লভেয়ুরিতি ॥ ৩৪ ॥ যুক্ত্যাযুক্তিঞ্চ বিমুক্তিহেতবে মদ্যময়ুক্তং নরকাদেঃ। সামর্থ্যং প্রকৃতিসহায়মথবয়বাংসি কুরুতে। প্রবিবিচ্য তনুং রূপং পিবতি ততঃ পিবত্যমৃতং ॥ ৩৫ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে মদাত্যয়াদিনিদানং নাম পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

কহে এবং তাহার চক্ষুঃ পীত ও রক্তবর্ণ হয়। ২৬—২৭। কফজন্য মদাত্যয়ে রোগী আকাশকে মেঘসমাচ্ছন্ন দর্শন করিয়া অজ্ঞানাভিভূত হইয়া পড়ে এবং অধিক বিলম্বে প্রবুদ্ধ হইয়া থাকে এবং হৃল্লাস ও মুখপ্রসেক প্রভৃতি উপদ্রব হয়। ২৮। শরীরের গুরুতা ও অজ্ঞানবশতঃ মদাত্যয়রোগী রাজধর্ম্মাক্রান্ত হয়। ত্রিদোষোৎপন্ন ও সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত মদাত্যয়রোগ অপস্মার রোগতুল্য হয়। ২৯। মদাত্যয়জনিত মূর্চ্ছাতে দোষের প্রাবল্যবশতঃ কোন নিন্দিত কার্য্য না করিলেও হঠাৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া পতিত হয়। ৩০। কোন ঔষধ প্রয়োগ না করিলেও মদাত্যয়জনিত মূর্চ্ছা স্বয়ং উপশান্ত হইয়া থাকে। মদাত্যয় রোগ রোগীর বাক্য, দেহ ও মনের চেষ্টা বিকৃত করিয়া তাহাকে বলশালী ও বিমনস্ক করিয়া ফেলে। ৩১। মদাত্যয়রোগাক্রান্ত ব্যক্তি প্রাণেতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া কাষ্ঠবৎ ভূতলে পতিত হয় এবং তাহাতে মৃত্যুও হইতে পারে। ৩২। এই রোগে যদি রোগীর শীঘ্র শীঘ্র মৃত্যুলক্ষণ উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে চিকিৎসা করিলে কোন উপকার দর্শে না। অতিগভীর গ্রাহাদিভয়সঙ্কুল জলরাশি পরিপূর্ণ মদাত্যয়রূপ সাগরে নিমগ্ন মনুষ্যকে শীঘ্র নিবারণ করিবে। মদাত্যয়রোগী কখন রোষ ও কখন সন্তোষ প্রাপ্ত হয়, ইহাই নির্দ্দিষ্ট আছে। ৩৩—৩৪। ইতিপূর্ব্বে মদ্যের যে সকল দোষ উক্ত হইল, অবিধিপূর্ব্বক মদ্যপানেই ঐ সকল দোষ ঘটিয়া থাকে এবং উহাতেই মনুষ্যের নরকাদিভোগ হয়। বিধিপূর্ব্বক মদ্যপান করিলে সেই মদ্যপান মুক্তির হেতু হয় এবং শরীরের সামর্থ্য, স্বাভাবিকশক্তি, বয়স ও শারীর রূপ বৃদ্ধি করে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া যে মদ্যপান করে, তাহার সেই মদ্যপান অমৃতপানতুল্য হয়। ৩৫।

ষট্পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ধন্বন্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ অথার্শসাং নিদানঞ্চ ব্যখ্যাস্যামি চ শুশ্রুত। অবিরৎ প্রাণিনাং মাংসে কীলকাঃ প্রভবন্তি যৎ ॥ ২ ॥ অশাংসি তস্মাদুচ্যন্তে গুদমার্গনিরোধনাৎ। দোষস্ত্বঙ্মাংসমেদাংসি সন্দূষ্য বিবিধাকৃতীন্ ॥ ৩ ॥ মাংসাঙ্কুরানপানাদৌ কুর্ব্বন্ত্যর্শাংসি তান্ জগুঃ। সহজন্মান্তরোত্থেন ভেদো দ্বেধা সমাসতঃ ॥ ৪ ॥ শুষ্কাগ্রাবা বিভেদাশ্চ গুদস্থানানুসংশ্রয়াঃ। অর্দ্ধপঞ্চাঙ্গুলিস্তস্মিংস্তিস্রোধ্যর্দ্ধাঙ্গুলিস্থিতাঃ ॥ ৫ ॥ রক্তপ্রবা-

---

ষট্পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

ধন্বন্তরি কহিলেন, হে সুশ্রুত! অর্শরোগনিদান ব্যাখ্যা করিব। অবিরত প্রাণিগণের মাংসে কীলক প্রাদুর্ভূত হইতেছে। গুহ্যদ্বারের মার্গনিরোধ করিয়া যে সকল কীলক উৎপন্ন হয়, তাহাই অর্শনামে অভিহিত হইয়া থাকে। বাতপিত্তাদি দোষসকল ত্বক্, মাংস, মেদপ্রভৃতি দূষিত করিয়া বিবিধাকৃতি মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করে। নিদানজ্ঞ পণ্ডিতগণ ঐ মাংসাঙ্কুরকে অর্শ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। সংক্ষেপতঃ অর্শ দুইপ্রকার;—সহজ ও জন্মান্তরোত্থ। ১—৪। গুহ্যস্থান আশ্রয় করিয়া শুষ্কাগ্র অথবা বিভিন্নাগ্র মাংস প্ররোহ উৎপন্ন হয়। গুহ্যস্থান সার্দ্ধপঞ্চাঙ্গুল, তন্মধ্যে সাড়েতিন অঙ্গুলি স্থানে অর্শরোগ জন্মিয়া থাকে। ৫। ঐ সকল মাংসাঙ্কুরের মধ্যে যে রক্তপ্রবা-

ছিণী তাসামন্ত্রমধ্যে বিসর্জ্জিনী। বাহ্যাসম্বরণে তস্যা গুদাদৌ বহিরঙ্গুলে ॥ ৬ ॥ সার্দ্ধাঙ্গুলপ্রমাণেন রোমাণ্যত্র ততঃপরং। তত্র হেতুঃ সহোত্থানাং বাল্যে জীবোপতপ্ততা ॥ ৭ ॥ অর্শসাং বীজসৃষ্টিস্তু মাতাপিত্রোপচারতঃ। দেবায় তাভ্যাং কোপো হি সান্নিপাতস্য চারতঃ ॥ ৮ ॥ অসাধ্যা এবমাখ্যাতাঃ সর্ব্বরোগাঃ কুলোদ্ভবাঃ। সহজানি বিশেষেণ রুক্ষদুর্দ্দর্শনানি তু। অন্তর্ম্মুখানি পাণ্ডূনি দারুণোপদ্রবাণি চ ॥ ৯ ॥ ষোঢ়ার্শাংসি পৃথগ্‌দোষসংসর্গনিশ্চয়ত্বতঃ। শুষ্কাণি বাতশ্লেষ্মাভ্যামার্দ্রাণি ত্বস্য পিত্ততঃ ॥ ১০ ॥ দোষপ্রকোপহেতুস্তু প্রাগুক্তস্তমসাদিনি। অগ্নৌ মলেঽতিনিচিতে পুনশ্চাতিব্যবায়তঃ ॥ ১১ ॥ পানসংক্ষোভবিষমকঠিনক্ষুদ্রকাশনাৎ। বস্তিনেত্রগলোষ্ঠোত্থতলভেদাদিঘট্টনাৎ ॥ ১২ ॥ ভৃশশীতাম্বুসংস্পর্শপ্রততাতিপ্রবাহণাৎ গতমূত্রশকৃদ্বেগধারণাত্তদুদীরণাৎ ॥ ১৩ ॥ জুগুপ্সাতীসারমেব গ্রহণী সোঽপ্যুপদ্রবঃ। কর্ষণাদ্বিষমাদেষ্ট চেষ্টাভ্যো যোষিতাং পুনঃ ॥ ১৪ ॥ আমগর্ভপ্রপতনাদ্‌গর্ভবৃদ্ধিপ্রপীড়নাৎ। ঈদৃশৈশ্চাপরৈর্ব্বায়ুরপানঃ কুপিতো মলঃ ॥ ১৫ ॥ পায়োর্ব্বালীষু সংবৃত্তির্ভাস্বভিঃ পর্ব্বমূর্ত্তিষু। জায়ন্তেঽর্শাংসি তৎপূর্ব্বং লক্ষণং বহ্নিমন্দতা ॥ ১৬ ॥ বিষ্টম্ভঃ সান্থিসদনং পিণ্ডিকোদ্বেষ্টনঃ ভ্রমঃ। সন্দাহো নেত্রয়োঃ শোথঃ শকৃদ্ভেদোঽথ বা গ্রহঃ ॥ ১৭ ॥ মারুতঃ পুরতো মূঢ়ঃ প্রায়ো নাভেরধশ্চরন্। সরক্তঃ পরিব্যক্তশ্চ কৃচ্ছ্রাত্তিগচ্ছতি শ্বসন্ ॥ ১৮ ॥ অত্র কূজনমাটোপঃ ক্ষারিতোদ্গারভূরিতা। প্রভূতমূত্রমল্পবিড়শ্রদ্ধাধূম্রকোল্লকঃ ॥ ১৯ ॥ শিরঃপৃষ্ঠোরসাং শূলমালস্যং ভিন্নবর্ত্ততা। ইন্দ্রিয়ার্থেষু লৌল্যঞ্চ ক্রোধো দুঃখোপচারতঃ ॥ ২০ ॥ আশঙ্কা গ্রহণী শোষপাণ্ডুগুল্মোদরাণি চ। এতান্যেব বিবর্দ্ধন্তে

ছিণী শিরা আছে, তাহাদ্বারা রক্তস্রাব হইয়া থাকে। ইহাই আভ্যন্তরিক অর্শঃ। বাহ্যঅর্শে গুহ্যাবরণের একাঙ্গুলের মধ্যে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। অন্যপ্রকার অর্শরোগে সার্দ্ধাঙ্গুলপ্রমাণ স্থানে অঙ্কুর হয়। ইহার বহির্ভাগে রোম জন্মিয়া থাকে। বাল্যাবস্থায় অতিশয় উপতাপভোগ করিলে যে অর্শরোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে সহোত্থ অর্শ বলে। বাস্তবিক মাতাপিতার দোষেই অর্শরোগের বীজ উৎপন্ন হয়। দেবতার প্রতি কোপ ও কদন্নভোজনে সান্নিপাতিক অর্শরোগ জন্মে।৬-৮। যে সকল রোগ কুলক্রমাগত, সেই সমুদায় রোগই অসাধ্য। যে সকল অর্শ সহোত্থ, সেই সমুদায় বিশেষরূপে রুক্ষ, দুর্দ্দর্শন, অন্তর্ম্মুখ ও পাণ্ডুবর্ণ। এইরূপ অর্শরোগে দারুণ উপদ্রব হয়।৯। অর্শরোগ ছয়প্রকার;—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক ও পিত্তশ্লৈষ্মিক। বাতপিত্তজন্য অর্শরোগের বলী, শুষ্ক এবং পিত্তার্শের বলী আর্দ্র। ১০। অর্শরোগের দোষপ্রকোপের কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, বিশেষতঃ অগ্নিমান্দ্য, মলসঞ্চয় ও অধিকব্যবায়েতেও অর্শরোগ জন্মিয়া থাকে। ১১। পানসংক্ষোভ; বিষম কঠিন ক্ষুদ্রকাশ; বস্তি, নেত্র, গল, ওষ্ঠাদিতে দৃঢ়রূপে অবমর্দ্দন এই সকল কারণেও সেই সেই স্থানে অর্শরোগ জন্মে। ১২। অধিকপরিমাণে হিমাম্বুসংস্পর্শ, নিয়ত ঘোটকাদিযানে গমন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, বেগে মলনিঃসারণ, এই সকলও অর্শরোগের কারণ। ১৩। সর্ব্বদা ঘৃণা, অতীসার, গ্রহণী এই সকল অর্শরোগের উপদ্রব। বিষমবস্তুর আকর্ষণেও অর্শরোগ উৎপন্ন হয়। আমগর্ভপাত এবং গর্ভবৃদ্ধির পীড়া এই সকল কারণে স্ত্রীলোকের অর্শরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। উক্তকারণে অপানবায়ু কুপিত হয় এবং মল পায়ুস্থানের বলীতে রুদ্ধ হইয়া থাকে, এইরূপে পর্ব্বস্থলে সন্তাপ উৎপাদনপূর্ব্বক অর্শরোগ প্রকাশ পায়। অগ্নিমান্দ্য, মন্দাগ্নি, বিষ্টম্ভ, অস্থিভেদ, পীড়কার উৎপত্তি, ভ্রম, নেত্রদাহ, শোথ, মলভেদ ও মলগ্রহ এই সকল অর্শরোগের পূর্ব্বলক্ষণ। ১৪-১৭। অর্শরোগে শরীরের পুরোভাগে বায়ু প্রমূঢ় থাকে এবং প্রায় সর্ব্বদাই নাড়ীর অধোভাগে সঞ্চরণ করত অতিকষ্টে রক্তের সহিত নির্গত হয়। ১৮। এই রোগে অব্যক্তশব্দ, আটোপ, (উদররোগবিশেষ) ক্ষারযুক্ত-উদ্গার, প্রভূত মূত্রস্রাব, অল্পবিষ্ঠানির্গম, ঘৃণা, অম্লোদ্গার, ধূমদর্শন, শিরঃপীড়া, পৃষ্ঠবেদনা, বক্ষঃশূল, আলস্য, ইন্দ্রিয়সুখের অভিলাষ, অল্পদুঃখে ক্রোধ, সর্ব্বদা আশঙ্কা, গ্রহণী, শোষ, পাণ্ডু, গুল্ম ও উদরাময় এই সকল উপদ্রব হইয়া

জাতেষহতনামসু ॥ ২১ ॥ নিবর্ত্তমানোমানো হি তৈরধোমার্গরোধতঃ। ক্ষোভয়েদনিলানস্থান্ সর্ব্বেন্দ্রিয়শরীগান্ ॥ ২২ ॥ তথা মূত্রশকৃৎপিত্তকফস্থানানি শোষয়ন্। গৃহ্লাত্যগ্নিং ততঃ সর্ব্বে ভবন্তি প্রায়শোর্শসঃ ॥২৩॥ কৃশো ভৃশং কৃশোৎসাহো দীনঃ ক্ষামোঽথ নিষ্প্রভঃ। অসারো বিগতচ্ছায়ো জন্তুদগ্ধইব দ্রুমঃ ॥ ২৪॥ কৃচ্ছ্রৈরুপদ্রবৈর্গ্রস্তো যক্ষ্মোক্তৈর্ম্মর্ম্মপীড়নৈঃ। তথা কাশপিপাসাস্যবৈরস্যশ্বাসপীনসৈঃ ॥ ২৫ ॥ ক্লমাঙ্গভঙ্গবমথুক্ষবথুশ্বয়থুজ্বরৈঃ। ক্লৈব্যবাধির্য্যস্তৈমিত্যশর্করাপরিপীড়িতঃ ॥ ২৬ ॥ ক্ষামো ভিন্নস্বরো ধ্যায়ন্ মুহুঃষ্ঠীবন্নরোচকী। সর্ব্বমর্ম্মাস্থিহৃন্নাভিপায়ুবঙ্ক্ষণশূলবান্। গুদেন স্রবতা পিত্তং পললোদকসন্নিভং ॥ ২৭ ॥ বিশুষ্কঞ্চৈব মুক্তাগ্রং পক্বমাচাস্তবান্তরং। পিত্তাৎ পীতং হরিদ্রাক্তং বিচ্ছিন্নঞ্চোপবিশ্যতে ॥ ২৮ ॥ গুদাঙ্কুরা

থাকে। ১৯—২১। অনিয়মে অর্শরোগের নিবৃত্তির চেষ্টা করিলে তাহা নিবর্ত্তিত না হইয়া অধোমার্গ নিরোধপূর্ব্বক সর্ব্বেন্দ্রিয় ও সর্ব্বশরীরগত বায়ু বিক্ষোভিত করে। ২২। বায়ু মূত্রাশয়, বিষ্ঠাশয় ও পিত্তস্থান শোষণ করিয়া অগ্নিগ্রহণ করে, তাহাতেই সর্ব্বপ্রকার অর্শরোগ জন্মিয়া থাকে। ২৩। অর্শরোগে রোগী জন্তুদগ্ধ দ্রুমের ন্যায় অতিশয় কৃশ, উৎসাহহীন, দীন, ক্ষীণ, নিষ্প্রভ, অসার ও ছায়াবিহীন হয়। ২৪। অর্শরোগে রোগী বিবিধ কৃচ্ছ্র উপদ্রব এবং যক্ষ্মারোগোক্ত মর্ম্মপীড়নে পীড়িত হয় এবং কাশ, পিপাসা, মুখবৈকৃত্য, শ্বাস ও পীনস ইত্যাদি রোগগ্রস্ত হয়। আর শ্রমবোধ, অঙ্গভঙ্গ, বমি, হাঁচি, শোথ, জ্বর, বিকলতা, বধিরতা, স্তৈমিত্য ও শর্করাপ্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। ২৫-২৬। এই রোগে ক্ষীণতা, স্বরভঙ্গ, চিন্তা, বারম্বার নিষ্ঠীবন, অরুচি এবং অস্থি, হৃদয়, নাড়ী, পায়ু ও বঙ্ক্ষণস্থানে শূল হইয়া থাকে। অর্শরোগে রোগীর গুহ্যদ্বারদিয়া মাংসক্ষালিতজলের ন্যায় পিত্ত স্রাবিত হয়। ২৭। কোন কোন অর্শ বিশুষ্ক অবস্থায় থাকে, কখন কখন পক্ক হইয়া তাহার অগ্রভাগ বিমুক্ত হয়। পিত্তজন্য অর্শ পীতবর্ণ এবং তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া হরিদ্রাক্ত রক্ত নিঃসারিত হইয়া থাকে। ২৮। 'বাতপ্রকোপজন্য যাহার

বহ্বনিলাঃ শুষ্কাশ্চিমচিমান্বিতাঃ। ম্লানাঃ শ্যাবারুণাঃ স্তব্ধা বিষদাঃ পরুষাঃ খরাঃ ॥ ২৯ ॥ মিথো বিসদৃশা বক্রাস্তীক্ষ্ণা বিস্ফুটিতাননাঃ। বিম্বখর্জ্জুরকর্কন্ধুকার্পাসফলসন্নিভাঃ ॥ ৩০ ॥ কেচিৎ কদম্বপুষ্পাভাঃ কেচিৎ সিদ্ধার্থকোপমাঃ। শিরঃপার্শ্বাংসজঙ্ঘোরুবঙ্ক্ষণাদ্যধিকব্যথাঃ ॥ ৩১ ॥ ক্ষবথূদ্গারবিষ্টম্ভহৃদ্গ্রহারোচকপ্রদাঃ। কাশশ্বাসাগ্নিবৈষম্যকর্ণনাদভ্রমাবহাঃ ॥ ৩২ ॥ তৈরার্ত্তো গ্রথিতং স্তোকং সশব্দং সপ্রবাহিকং। রুক্‌ফেনপিচ্ছানুগতং বিবদ্ধমুপবেশ্যতে ॥ ৩৩ ॥ কৃষ্ণত্বঙ্‌নখবিন্মূত্রনেত্রবক্ত্রশ্চ জায়তে। গুল্মপ্লীহোদরাষ্ঠিলাসম্ভবস্তত এব চ ॥ ৩৪ ॥ পিত্তোত্তরা নীলমুখা রক্তপীতাসিতপ্রভাঃ। তন্বগ্রস্রাবিণো বিস্রাস্তনবোঃ মৃদবঃ শ্লথাঃ ॥ ৩৫ ॥ শুকজিহ্বাযকৃৎখণ্ড-

অর্শরোগ জন্মে, তাহার মলদ্বারের বলীতে যে সকল মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তাহারা প্রায় স্রাবরহিত, অল্প অল্প বেদনাযুক্ত। এই সকল মাংসাঙ্কুর অধিকবৃদ্ধি পায় না, উহারা পিঙ্গল বা রক্তবর্ণ, কঠিন, অপিচ্ছিল, কর্কশ, খরস্পর্শ, পরস্পর অসমানমুখ ও সূক্ষ্মাগ্র। এই সকল মাংসাঙ্কুরের মুখ স্ফুটিত থাকে। বাতজন্য অর্শরোগের বলীসকল বিম্বফল, বদরীফল, খর্জ্জুরফল ও কার্পাসবীজসদৃশ। ২৯—৩০। কোন কোন অর্শরোগে মাংসাঙ্কুরসকল কদম্বপুষ্পের ন্যায় এবং কোন কোনটা বা সর্ষপাকার হয়। এই রোগে শিরঃ, পার্শ্ব, অংস, জঙ্ঘা, উরু, এই সকল স্থানে অধিকব্যথা হয় এবং নিষ্ঠীবন, উদ্গার, বিষ্টম্ভ, হৃদ্গ্রহ, অরুচি, কাশ, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য, কর্ণনাদ ও ভ্রম এই সকল উপদ্রব হইয়া থাকে। ৩১—৩২। অর্শরোগে পাড়িতব্যক্তি শব্দ, বেদনা ও কুন্থনের সহিত অল্পপরিমাণে পাষাণবৎ কঠিন, গ্রন্থিল, পিচ্ছিল, বিবদ্ধ মলত্যাগ করে। ৩৩। এবং রোগার চর্ম্ম, নখ, বিষ্ঠা, মূত্র, চক্ষুঃ ও মুখ কৃষ্ণবর্ণ হয়। বাতার্শযুক্তরোগীর গুল্ম, প্লীহা, উদরাময় ও অষ্ঠিলা, এই সকল উপদ্রব হয়। ৩৪। যাহার পিত্ত কুপিত হইয়া অর্শরোগ উৎপাদন করে, তাহার গুহ্যদেশের বলীস্থিত মাংসাঙ্কুরের মুখ নীলবর্ণ অথবা রক্তপাত ও কৃষ্ণের আভাযুক্ত হয়; ঐ মাংসাঙ্কুরের মুখ হইতে অঘন রক্তস্রাব হইয়া থাকে এবং ঐ মাংসাঙ্কুর আমগন্ধযুক্ত, অল্পকোমল ও

জলৌকাবক্ত্রসন্নিভাঃ। দাহপাকজ্বরস্বেদতৃষ্মূর্চ্ছা-রুচিমোহদাঃ॥ ৩৬॥ সোম্মাণো দ্রবনীলোষ্ণপীতরক্তা-মুবর্চ্চসঃ। যবমধ্যা হরিৎপীতহারিদ্রত্বঙ্নখাদয়ঃ॥৩৭॥ শ্লেষ্মোল্বণা মহামূলা ঘনা মন্দরুজঃ সিতাঃ। উৎসন্নোপচিতস্নিগ্ধস্তব্ধবৃত্তগুরুস্থিরাঃ॥৩৮॥ পিচ্ছিলাঃ স্তিমিতাঃ শ্লক্ষ্ণাঃ কণ্ড্বাঢ্যাঃ স্পর্শনপ্রিয়াঃ। করীরপনসাস্থ্যাভাস্তথা গোস্তনসন্নিভাঃ॥ ৩৯ ॥ বঙ্ক্ষণানাহিনঃ পায়ুবস্তিনাভিবিকর্ষিণঃ। সশ্বাস-কাশহৃল্লাসপ্রসেকারুচিপীনসাঃ॥ ৪০ ॥ মেহকৃচ্ছ্রশিরোজাড্যশিশিরজ্বারকারিণঃ। ক্লৈব্যাগ্নিমার্দবচ্ছর্দ্দিরামপ্রায়বিকারদাঃ॥৪১॥ বসাভসকফপ্রাজ্যপুরীষাঃ সপ্রবাহিকাঃ। ন স্রবন্তি ন ভিদ্যন্তে পাণ্ডুস্নিগ্ধত্বগাদয়ঃ॥ ৪২ ॥ সংসৃষ্টলিঙ্গাৎ সংসর্গনিচয়াৎ সর্ব্বলক্ষণাঃ। রক্তোল্বণা গুদে কীলাঃ পিত্তাকৃতিসমন্বিতাঃ॥ ৪৩॥ বটপ্ররোহসদৃশাঃ গুঞ্জাবিদ্রুমসন্নিভাঃ। তেঽত্যর্থং দুষ্টমুক্ত গাঢ়বিট্কপ্রপীড়িতাঃ॥ ৪৪॥ স্রবন্তি সহসা রক্তং তস্য চাতিপ্রবৃত্তিতঃ। ভেকাভঃ পীড্যতে দুঃখৈঃ শোণিতক্ষয়সম্ভবৈঃ॥ ৪৫॥ হীনবর্ণবলোৎসাহো হতৌজাঃ কলুষেন্দ্রিয়ঃ। মুদ্গাকোদ্রবজূর্ণীরকরীরচণকাদিভিঃ॥ ৪৬॥ রুক্ষৈঃ সংগ্রাহিভির্বায়ুর্ব্বিট্স্থানে কুপিতো বলী। অধোবহানি স্রোতাংসি সংরুদ্ধ্যাধঃ প্রশোষয়ন্॥ ৪৭॥ পুরীষং বাতবিন্মূত্রসঙ্গং কুর্ব্বীত দারুণং। তেন তীব্রা রুজা কোষ্ঠপৃষ্ঠহৃৎপার্শ্বগা ভবেৎ॥ ৪৮॥ আধ্মানমুদরো বিষ্ঠা হৃল্লাসপরিবর্ত্তনং। বস্তৌ চ সুতরাং শূলো গণ্ডশ্বয়থুসম্ভবঃ॥ ৪৯॥ পবন-

---

লম্বমান হইয়া থাকে। ৩৫। কোন কোন মাংসাঙ্কুর শুকপক্ষীর জিহ্বার ন্যায় সূক্ষ্ম, কোন কোনগুলি যকৃৎপিণ্ডবৎ, কতকগুলি জলৌকার মুখের তুল্য আভাযুক্ত হয়। এতদ্ভিন্ন দাহ, শুষ্কতা, ঘর্ম্ম, অরুচি এবং মোহ, এই সকল উপদ্রব জন্মে। ৩৬। সেই রোগী কখন কখন নীলবর্ণ, কখন বা পীতবর্ণ, কখন বা রক্তবর্ণ পিত্তের সহিত অপক্ব অথচ উষ্ণমলত্যাগ করে। উক্ত মাংসাঙ্কুর যবের ন্যায় মধ্যে স্থূল হয় এবং রোগীর চর্ম্ম, নখ, বিষ্ঠা, মূত্র, হরিত, পীত ও হরিদ্রাবর্ণ হইয়া থাকে। ৩৭। যাহার শ্লেষ্মাধিক্যপ্রযুক্ত অর্শরোগ জন্মে, তাহার গুহ্যদেশস্থিত মাংসাঙ্কুরের মূলদেশ অতিবিস্তীর্ণ, ঘন, অল্প অল্পবেদনাযুক্ত, শুক্লবর্ণ, দীর্ঘ, স্থূল, সস্নেহ, অনম্র, বর্ত্তুলাকার, গুরুদ্রব্যের ন্যায় বহুভারবোধক, অচল, অকর্কশ, আর্দ্রবস্ত্রাবৃততুল্য, মণিতুল্য মসৃণ, বহুকণ্ডুযুক্ত ও কোমলস্পর্শ হয়। ঐ মাংসাঙ্কুরসকল কোনটী বংশাঙ্কুরের ন্যায়, কোনটী কণ্টকীফলবীজতুল্য, কোনটী বা গরুর স্তনসদৃশ হইয়া থাকে। ৩৮—৩৯। অর্শরোগে পীড়িত ব্যক্তির উরুর উপরিস্থিত সন্ধিদ্বয়ে বন্ধনবৎ পীড়া এবং কোন কোন রোগীর মলদ্বার, বস্তি ও নাভি, এই সকলস্থানে আকর্ষণবৎ পীড়া জন্মে। সেই রোগী শ্বাস, কাশ, উপস্থিতবমন, মাংসাঙ্কুরের মুখদ্বারা জলস্রাব, অরুচি, নাসাস্রাব, মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, শিরোজাড্য, শীত, জ্বর, স্ত্রীসঙ্গে উৎসাহ, অগ্নির মৃদুতা, বমি, আমরোগ, এই সমস্ত উপদ্রবে অভিভূত হইয়া থাকে।৪০—৪১। উক্ত রোগীর বসার ন্যায় আভাযুক্ত কফের সহিত কুন্থনান্বিত বহুমলপ্রবৃত্তি হয় এবং মাংসাঙ্কুরের মুখ হইতে ক্লেদ বা রক্তাদিস্রাব হয় না। দৃঢ়মলাদির পীড়নেও তাহার মুখ বিদীর্ণ হয় না এবং তাহার চর্ম্মাদি পাণ্ডুবর্ণ ও স্নিগ্ধ হয়। ৪২। যাহার ত্রিদোষজন্য অর্শরোগ উৎপন্ন হয়, তাহার পূর্ব্বোক্ত ত্রিদোষজন্যলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। যাহার রক্তাধিক্যপ্রযুক্ত অর্শরোগ জন্মে, তাহার মলদ্বারে মাংসাঙ্কুরসকল পিত্তজন্য অর্শরোগের লক্ষণযুক্ত হয়, বিশেষতঃ বটপ্ররোহ, গুঞ্জাফল ও প্রবালসদৃশ হয়। সেই সকল মাংসাঙ্কুর অতিশয়কঠিন মলদ্বারা পরিপীড়িত হয় এবং মাংসাঙ্কুরহইতে সহসা উষ্ণ ও দুষ্ট রক্তস্রাব হইয়া থাকে ও অধিক রক্তস্রাবপ্রযুক্ত রোগীর শরীর ভেকের ন্যায় পীতবর্ণ হয় এবং রোগী রক্তক্ষয়জন্য দুঃখে পীড়িত হইয়া থাকে। ৪৩—৪৫। অর্শরোগে পীড়িতব্যক্তি বিবর্ণশরীর, কৃশ, উৎসাহহীন, দুর্ব্বল ও বিকলেন্দ্রিয় হয়। মুদ্গ, কোদ্রব, জন্বার, বংশাঙ্কুর, চণকপ্রভৃতি রুক্ষদ্রব্যসেবন করিলে বায়ু কুপিত ও প্রবল হইয়া বিট্স্থানে আগমনপূর্ব্বক অধোগত স্রোতঃসকল সংরুদ্ধ করিয়া মূত্র ও পুরীষ শোষণকরতঃ অতিশয়কঠিন করিয়া রাখে। তাহাতে কোষ্ঠ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও হৃদয়ে সুদারুণ পীড়া জন্মায়। ৪৬-৪৮। অর্শরোগ উপস্থিত হইলে আধ্মান, উদররোগ, মলরোধ, মুখস্রাব, বস্তিপ্রদেশে শূল এবং গণ্ডস্থলে শোথ　　। থাকে।৪৯।

ন্তোর্দ্ধগামিত্বাৎ ততশ্ছর্দ্দ্যরুচিজ্বরাঃ। হৃদ্রোগগ্রহণী-দোষমূত্রসঙ্গপ্রবাহিকাঃ ॥ ৫০ ॥ বাধির্য্যাতিশিরঃ-শ্বাসশিরোরুক্‌কাশপীনসাঃ। মলবিকারতৃষ্ণাসু পিত্ত-গুল্মোদরাদয়ঃ ॥ ৫১ ॥ এতে চ বাতজা রোগা জায়ন্তে দারুণাঃ স্মৃতাঃ। দুর্নামামৃত্যুদাবর্ত্তপরমোপ-মুপদ্রবঃ ॥ ৫২ ॥ বাতাভিভূতকোষ্ঠানাং তৈর্ব্বিনাপি বিজায়তে। সহজানি তু দোষাণি যানি চাভ্যন্তরে বলৌ। স্থিতানি তান্যসাধ্যানি যাপ্যন্তেঽগ্নিবলা-দিভিঃ ॥ ৫৩ ॥ দ্বন্দ্বজানি দ্বিতীয়ায়াং বলৌ যান্যা-শ্রিতানি চ। কৃচ্ছ্রসাধ্যানি তান্যাহুঃ পরিসম্বৎস-রাণি চ ॥ ৫৪ ॥ বাহ্যায়ান্তু বলৌ জাতান্যেকদোষো-ল্বণানি চ। অর্শাংসি সুখসাধ্যানি ন চিরোৎপত্তি-কানি চ ॥ ৫৫ ॥ মেঢ্রাদিষ্বপি বক্ষ্যন্তে যথা স্বং নাভি-জানি তু। গণ্ডূপদস্য রূপাণি পিচ্ছিলানি মৃদূনি চ ॥ ৫৬ ॥ ব্যানো গৃহীত্বা শ্লেষ্মাণং করোত্যর্শস্ত্বচো বহিঃ। কীলোপমং স্থিরখরং চর্ম্মকীলন্তু তং বিদুঃ ॥ ৫৭ ॥ বাতেন তোদপারুষ্যং পিত্তাদসিতবক্ত্রতা। শ্লেষ্মণা স্নিগ্ধতা তস্য গ্রথিতত্বং সবর্ণতা ॥ ৫৮ ॥ অর্শসাং প্রশমে যত্নমাশু কুর্ব্বীত বুদ্ধিমান্। তান্যাশু হি গদং কার্য্যং কুর্য্যুরর্দ্ধগুদোদরং ॥ ৫৯ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে অর্শনিদানং নাম
ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

এই রোগে বায়ু ঊর্দ্ধগামী হইলে ছর্দ্দি, অরুচি, জ্বর, হৃদ্রোগ, গ্রহণীদোষ, মূত্রসঙ্গ, প্রবাহিকা, বধিরতা, অতিশয় শিরঃপীড়া, শ্বাস ও শিরোরোগ, কাশ, পীনস, মলবিকার, তৃষ্ণা, গুল্ম, উদরাময় এবং অন্যান্য বহুবিধ সুদারুণ বাতজন্যরোগ জন্মিয়া থাকে। দুর্নামা, মৃত্যু ও উদাবর্ত্ত এই সকলই অর্শরোগের পরম উপদ্রব। ৫০—৫২। যাহাদিগের কোষ্ঠদেশ বায়ুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, তাহাদিগের পূর্ব্বোক্ত কারণব্যতিরেকেও অর্শরোগ জন্মিতে পারে। যে সকল অর্শরোগ সহজ ও অভ্যন্তরবলীতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সকল অর্শ কিছুদিনপরেই চিকিৎসার অসাধ্য হইয়া থাকে; কিন্তু রোগীর অগ্নি ও বলের আধিক্য থাকিলে ঐ রোগ কথঞ্চিৎ যাপ্য হইয়া থাকে। ৫৩। দ্বন্দ্বজন্য অর্শরোগ দ্বিতীয়বলীকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইলে যদি বৎসরের মধ্যে চিকিৎসা না করা হয়, তাহাহইলে ঐ রোগ কৃচ্ছ্রসাধ্য বলিয়া জানিবে। ৫৪। বাহ্যবলীতে অর্শরোগ জন্মিলে তাহা যদি একদোষজন্য ও অচিরোৎপন্ন হয়, তাহাহইলে সেই অর্শরোগ চিকিৎসাদ্বারা নিবারিত হইতে পারে। মেঢ্রাদিজ ও নাভিজ অর্শরোগের অঙ্কুর কিঞ্চিলুকের (কেচোঁর) মুখসদৃশ পিচ্ছিল ও কোমল এবং বাতাদিজন্য অর্শরোগের সমানলক্ষণযুক্ত হয়। ৫৫-৫৬। সর্ব্বশরীরস্থ ব্যানবায়ু শ্লেষ্মাগ্রহণ করিয়া চর্ম্মের বহির্দ্দেশে কীলকতুল্য অচল ও কর্কশ যে মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করে, তাহাকে চর্ম্মকীলক বলিয়া থাকে। ৫৭। বাতজন্য চর্ম্মকীলকরোগ হইলে সূচীবেধতুল্য বেদনাযুক্ত ও কর্কশ মাংসকীলক উৎপন্ন হয়। পিত্তাধিক্যজন্য চর্ম্মকীলরোগ হইলে মাংসাঙ্কুরের মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। কফজন্য চর্ম্মকীলরোগে মাংসাঙ্কুরগুলি স্নিগ্ধ, গ্রথিত এবং গাত্রতুল্য বর্ণবিশিষ্ট হয়। ৫৮। অর্শরোগ উপস্থিত হইলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আশু তাহার প্রতীকারে যত্ন করিবে, নচেৎ নানাপ্রকার গুহ্যরোগ ও উদররোগ জন্মিয়া থাকে। ৫৯।

ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ধন্বন্তরি-উবাচ ॥ ১ ॥ অতীসারগ্রহণ্যোশ্চ নিদানং বচ্মি সুশ্রুত। দোষৈর্ব্ব্যস্তৈঃ সমস্তৈশ্চ ভয়াচ্ছোকাচ্চ ষড়্‌বিধঃ ॥ ২ ॥ অতীসারঃ স সুতরাং জায়তেঽত্যম্বু-পানতঃ। বিশুষ্কান্নরসাস্নেহতিলপিষ্টবিরূঢ়কৈঃ ॥ ৩ ॥ মদ্যরুক্ষাতিমাত্রাদিদিবসাদি-পরিভ্রমাৎ। ক্রিমি-

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

ধন্বন্তরি কহিলেন, সুশ্রুত! এক্ষণে অতীসার ও গ্রহণীনিদান বলিব। অতীসার ষড়্‌বিধ; বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, ভয়োৎপন্ন ও শোকজাত। ১—২। অধিক জলপান, শুষ্কান্নভক্ষণ, স্নেহ, বসা, তিলপিষ্ট, মদ্য রুক্ষদ্রব্যপ্রভৃতি অধিকপরিমাণে সেবন করিলে অতীসাররোগ জন্মিয়া থাকে।

ত্তো বেগরোধাচ্চ তদ্বিধৈঃ কুপিতানিলঃ ॥ ৪ ॥ বিস্রংসয়ত্যধোরক্তং হত্বা তেনৈব চানলং। ব্যাপর্য্যাম্‌শকৃৎকোষ্ঠপুরীষদ্রবতাদয়ঃ ॥ ৫ ॥ প্রকল্পতেঽতিসারস্য লক্ষণস্তস্য ভাবিনঃ। তোদো হৃদ্‌গুদকোষ্ঠেষু গাত্রসাদো মলগ্রহঃ ॥ ৬ ॥ আধ্মানমবিপাকশ্চ তত্র বাতেন বিস্তরং। মল্লাল্পং শব্দশূন্যাঢ্যং বিরুদ্ধমুপবেশ্যতে ॥ ৭ ॥ রুক্ষং সফেণমস্বচ্ছং গ্রথিতন্বা মুহুর্মুহুঃ। তথা দগ্ধা গুদাভাসং পিচ্ছিলং পরিকর্ত্তয়ন্। সশুষ্কভ্রষ্টপায়ুশ্চ হৃষ্টরোমা বিনিশ্বসন্ ॥ ৮ ॥ পিত্তেন পীতমসিতং হারিদ্রং শাদ্বলপ্রভং। সরক্তমতিদুর্গন্ধং তৃণ্মূর্চ্ছাস্বেদদাহবান্ ॥ ৯ ॥ সশূলপায়ুসন্তাপপাকবান্ শ্লেষ্মণা ঘনং। পিচ্ছিলং তন্ত্রানুসারমল্পাল্পং সপ্রবাহকং ॥ ১০ ॥ সরোমহর্ষঃ সোৎক্লেশো গুরুর্বস্তিগুদোদরঃ। কৃতেপ্যকৃতসঙ্কশ্চ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বলক্ষণঃ ॥ ১১ ॥ ভয়েন ক্ষুভিতে চিত্তে শয়িতো দ্রাবয়েৎ শকৃৎ। বায়ুস্ততো নিবার্য্যেত ক্ষিপ্রমুষ্ণং প্রনষ্টবৎ ॥ ১২ ॥ বাতপিত্তে সমং লিঙ্গমভূত্তদ্বচ্চ শোকতঃ। অতীসারঃ সমাসেন দ্বেধা সামো নিরামকঃ ॥ ১৩ ॥ শকৃদ্দুর্গন্ধমাটোপবিষ্টম্ভার্ত্তিপ্রসেকিনঃ। বিপরীতো নিরামস্তু কফাৎ কোঽপি ন মজ্জতি ॥ ১৪ ॥ অতীসারেষু যোনাতিযত্নবান্ গ্রহণীগদঃ। তস্য স্যাদগ্নিনির্ব্বাণকরৈরিত্যন্নুসেবিতৈঃ ॥ ১৫ ॥ সামং শকৃন্নিরামন্বা জীর্ণং যেনাতিসার্য্যতে। সোঽতিসারোঽতিসরণাদাশুকারী স্বভাবতঃ ॥ সামশ্চীর্ণমজীর্ণেন জীর্ণে পক্বস্তু নৈব চ ॥ ১৬ ॥ চিরকৃদ্‌গ্রহণীদোষঃ সঞ্চয়শ্চোপবেশয়েৎ। স চতুর্দ্ধা পৃথগ্দোষৈঃ সন্নিপাতাচ্চ জায়তে ॥ ১৭ ॥ প্রাগ্রূপাঙ্গস্য সদনং চিরাৎ পবনমল্পকঃ। প্রসেকো বক্তৃবৈরস্য-

দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, ক্রিমিদোষ, মলমূত্রাদির বেগরোধপ্রভৃতি কারণে বায়ু কুপিত হইয়া কোষ্ঠগত অগ্নিনির্ব্বাপণপূর্ব্বক শরীরের রক্ত অধোদিকে আনয়ন করে। এবং বায়ু অন্ন ও শকৃৎকোষ্ঠ আশ্রয় করিলে পুরীষের দ্রবতাদি হইয়া অতীসাররোগ উপস্থিত হয়। হৃদয়, গুহ্য ও কোষ্ঠেতে ভগ্নবৎ পীড়া, গাত্রের অবসন্নতা ও মলগ্রহ এই সকল অতীসাররোগের পূর্ব্বলক্ষণ। ৩—৬। বাতজন্য অতীসাররোগে আধ্মান, অবিপাক, নিঃশব্দে অল্প অল্প বমিনিঃসরণ, সফেণ অস্বচ্ছ মলনিঃসরণ অথবা বারম্বার গ্রথিতমলভেদ হইয়া থাকে। এই রোগে মলদ্বারে দাহের ন্যায় জ্বালা ও কর্ত্তনবৎ পীড়া অনুভব হয় এবং মলও পিচ্ছিল হইয়া থাকে। বাতিক অতীসারে রোগীর জ্বর হয় না। এই রোগে মলদ্বার শুষ্ক ও ভ্রষ্ট হয় এবং রোগীর রোমাঞ্চ ও শ্বাস হইয়া থাকে। ৭—৮। পিত্তজন্য অতীসাররোগে পীতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, হরিদ্রাভ, হরিদ্বর্ণ, রক্তযুক্ত, দুর্গন্ধ মলনিঃসরণ হয়। উক্ত রোগে রোগীর তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম ও দাহ এই সকল উপদ্রব হইয়া থাকে। ৯। শ্লেষ্মজন্য অতীসাররোগে মলদ্বারে শূল ও সন্তাপ হয় এবং ঘন, পিচ্ছিল, সপ্রবাহ, অল্প অল্প মলনিঃসরণ হয়। ১০। ত্রিদোষজন্য অতীসাররোগে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ লক্ষণপ্রকাশ পায়, বিশেষতঃ রোমহর্ষ, উৎক্লেশ, বস্তি, মলদ্বার ও উদরের গুরুতা হইয়া থাকে। এই রোগে রোগীর সংজ্ঞা থাকে না, কৃতকার্য্যও অকৃত বলিয়া বোধ হয়। ১১। ভয়েতে চিত্ত ক্ষুভিত হইলে বায়ু কুপিত হইয়া মল দ্রবীভূত করে এবং তৎক্ষণাৎ উষ্ণমল নিঃসারিত করিতে থাকে। বাতপৈত্তিক অতীসারে বাতিক ও পৈত্তিক অতীসারোক্ত উভয়বিধ লক্ষণ প্রকাশ পায়। শোকজন্য অতীসারেও ভয়জন্য অতীসারের ন্যায় লক্ষণ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ অতীসার দ্বিবিধ;—সাম ও নিরাম। সামাতীসারে মলে অতিশয় দুর্গন্ধ হয় এবং আটোপ, বিষ্টম্ভ, প্রসেকপ্রভৃতি উপদ্রব হয়। ইহার বিপরীত হইলে তাহাকে নিরাম অতীসার বলিয়া থাকে। অতীসাররোগে কফের প্রাবল্য থাকিলে কোন্ ব্যক্তি না তাহাতে নিমগ্ন হয়। ১২—১৪। অতীসাররোগে প্রতীকারবিষয়ে যত্নশীল না হইলে গ্রহণীরোগ উপস্থিত হয়। অগ্নিনির্ব্বাণকারক দ্রব্য অধিকসেবন করিলে আম ও নিরামজ্বর উপস্থিত হয়। উদরস্থ অজীর্ণ নিঃসারিত না হইলে সাম অতীসার হয়। অধিক মলনিঃসরণ হয় বলিয়াই ইহাকে অতীসাররোগ বলে। এই রোগ স্বভাবতঃই রোগীকে শীঘ্র বিনাশ করে। অজীর্ণাবস্থায় আমাতীসার উপস্থিত হয়, পক্বাবস্থায় উক্ত অতীসার জন্মে না। ১৫-১৬। অতীসার চিরকাল স্থায়ী হইলেই গ্রহণীরোগ জন্মে। গ্রহণীরোগ চতুর্ব্বিধ;—বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও সন্নিপাতজ। ১৭।

বরুচিস্তৃটসমো শ্রমঃ ॥ ১৮ ॥ আনদ্ধোদরতা ছর্দ্দিঃ কর্ণকেঽপ্যসুকূজকং। সামান্তলক্ষণং কার্শ্যং ধূমকশ্বকো জ্বরঃ ॥১৯॥ মূর্চ্ছা শিরোরুবিষ্টম্ভঃ শ্বয়থুঃ করপাদয়োঃ। তন্দ্রানিলাস্তালুশোষস্তিমিরং কর্ণয়োঃ স্বনঃ। পার্শ্বোরুবঙ্ক্ষণগ্রীবারুজা তীক্ষ্ণবিসূচিকা ॥ ২০ ॥ রুগ্নেষু বৃদ্ধিঃ সর্ব্বেষু ক্ষুত্তৃষ্ণাপরিহর্ত্তিকা। জীর্ণে জীর্য্যতি চাত্মানং ভুক্তে স্বাস্থ্যং সমশ্নুতে ॥২১॥ বাতাদ্ধৃদ্রোগগুল্মার্শঃ প্লীহপাণ্ডুত্বসংজ্ঞিতা। চিরাদ্দুঃখং দ্রবং শুষ্কং তুন্দারং শব্দফেণবৎ। পুনঃপুনঃ সৃজেদ্বর্চ্চং পায়ুরুক্‌শ্বাসকাসবান্ ॥২২॥ পিত্তেন পীতনীলাভং পীতাভং সৃজতি দ্রবং। অত্যম্লোদ্গারহৃৎকণ্ঠদাহারুচিতৃড়র্দ্দিতঃ ॥ ২৩ ॥ শ্লেষ্মণা পচ্যতে দুঃখে মলশ্ছর্দ্দিররোচকাঃ। আস্যোপদাহনিষ্ঠীবকাসহৃল্লাসপীনসাঃ ॥২৪॥

এই রোগ হইবার পূর্ব্বে অঙ্গের অবসাদ এবং চিরকাল অল্প অল্প বায়ু নিঃসারিত হয়। মুখস্রাব, মুখের বিরসতা, অরুচি, তৃষ্ণা, ভ্রম, উদরবেদনা, ছর্দ্দি, কর্ণে অব্যক্ত শব্দশ্রবণ, এই সকল গ্রহণীরোগের সাধারণ লক্ষণ। কৃশতা, ধূমোদ্গার, শ্বাস, জ্বর, মূর্চ্ছা, মস্তক ও বক্ষঃস্থলের বিষ্টম্ভ, হস্তপাদে শোথ, তন্দ্রা, তালুশোষ, অন্ধকারদর্শন, কর্ণশব্দ, পার্শ্ব, উরু, বঙ্ক্ষণ ও গ্রীবাতে বেদনা, বিসূচিকা, এই সকল উপদ্রব হয়। ১৮—২০। রুগ্নব্যক্তির পক্ষেই পূর্ব্বোক্ত উপদ্রবের বৃদ্ধি হয়। এই রোগে রোগী ক্ষুধা ও তৃষ্ণাতে অতিকাতর হইয়া থাকে। গ্রহণীরোগে জীর্ণাবস্থায় উদর স্ফীত হয় এবং ভোজনান্তে কথঞ্চিৎ স্বাস্থ্যানুভব হইয়া থাকে।২১। বাতজন্য গ্রহণীরোগে হৃদ্রোগ, গুল্ম, অর্শ, প্লীহা, পাণ্ডু, সংজ্ঞানাশ, এই সকল উপদ্রব হইয়া থাকে। এই রোগে কখন বা মলের দ্রবতা, কখন বা শুষ্কতা হয় এবং কখন বা সশব্দ ফেণযুক্ত পুনঃপুনঃ মলনির্গম হইতে থাকে। ইহাতে রোগী মলদ্বারের বেদনা, শ্বাস ও কাসরোগে পরিপীড়িত হইয়া পড়ে। ২২। পিত্তজন্য গ্রহণীরোগে পীতনীলাভ অথবা পীতাভ তরল মলনির্গম হয়। এই রোগে অম্লোদ্গার, হৃদয় ও কণ্ঠে দাহ, অরুচি ও তৃষ্ণাতে রোগী অত্যন্ত পীড়িত হয়। ২৩। শ্লেষ্মজন্য গ্রহণীরোগে দুঃখে মলনিঃসারণ, ছর্দ্দি, অরুচি, মুখদাহ, মুখস্রাব, কাস, উপস্থিত বমন, পীনস এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। ২৪। এই

হৃদয়ং মন্যতে স্ত্যানমুদরং স্তিমিতং গুরুং। উদ্গারো দুষ্টমধুরঃ সদনং সপ্রহর্ষণং ॥ ২৫ ॥ সপ্তিসশ্লেষ্মসংশ্লিষ্টগুরুবর্চ্চপ্রবর্ত্তনং। অকৃশস্যাপি দৌর্ব্বল্যং সর্ব্বজে সর্ব্বদর্শনং ॥ ২৬ ॥ বিভাগেঽস্য যে চোক্তা বিষমাগ্ন্যাস্ত্রয়ো মতাঃ। তেঽপ্যস্য গ্রহণীদোষাঃ সমস্তেষ্বপি কারণং ॥ ২৭ ॥ বাতব্যাধ্যশ্মরীকুষ্ঠমোহোদরভগন্দরং। অর্শাংসি গ্রহণীত্যষ্টৌ মহারোগাঃ সুদুস্তরাঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে অতিসারনিদানং নাম সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ধন্বন্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ অথাতো মূত্রঘাতস্য নিদানং শৃণু সুশ্রুত। বস্তির্বস্তিশিরা মেঢ্রকটীবৃষণপায়ু চ ॥ ২ ॥ একসংবরণাঃ প্রোক্তা গুদাস্থিবিবরাশ্রয়াঃ।

রোগে রোগী হৃদয় স্নিগ্ধ এবং উদর স্তম্ভিত ও গুরু অনুভব করে এবং মধুর উদ্গার, শরীরের অবসন্নতা ও রোমাঞ্চ এই সকল লক্ষণপ্রকাশ পায়। ২৫। উক্তরোগে শ্লেষ্মযুক্ত ও গুরু মলনির্গম হয়, রোগী কৃশ না হইলেও অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া থাকে। ত্রিদোষজন্য গ্রহণীরোগে ত্রিবিধ লক্ষণপ্রকাশ পায়। ২৬। পূর্ব্বে পৃথক্ পৃথক্ গ্রহণীতে যে সকল লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, সান্নিপাতিকগ্রহণীতে সেই সমুদায় লক্ষণই উপস্থিত হয়। পৃথক্ পৃথক্ গ্রহণীরোগে যে সকল লক্ষণ উক্ত আছে, সমস্ত গ্রহণীরোগেও সেই সকল দোষই কারণ। ২৭। বাতব্যাধি, অশ্মরী, কুষ্ঠ, মোহ, উদরী, ভগন্দর, গ্রহণী ও অর্শ এই সকল মহারোগ বলিয়া বিখ্যাত এবং উক্তরোগ হইতে পরিত্রাণ অতিকষ্টসাধ্য। ২৮।

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

ধন্বন্তরি কহিলেন, হে সুশ্রুত! অনন্তর মূত্রাঘাতনিদান বলিতেছি, শ্রবণ কর। বস্তি, বস্তিশিরা, মেঢ্র, কটি, বৃষণ ও পায়ু ইহারা সকলেই একসংবরণে সংবৃত হইয়া গুহ্যদেশের

অধোমুখোপি বস্তির্হি মূত্রবাহিশিরামুখৈঃ ॥ ৩ ॥ পার্শ্বেভ্যঃ পূর্য্যতে সূক্ষ্মৈঃ স্যন্দমানৈরনারতং। তৈস্তৈরেব প্রবিশ্যেনং দোষাঃ কুর্ব্বন্তি বিংশতিং ॥ ৪ ॥ মূত্রাঘাতঃ প্রমেহশ্চ কৃচ্ছ্রান্মর্ম্ম সমাশ্রয়েৎ। বস্তিবঙ্ক্ষণমেঢ্রাস্থিযুক্তমল্পং মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৫ ॥ মূত্রাণি বাতে কৃচ্ছ্রায় পিত্তে পীতং সদাহরুক্। রক্তস্রা কফজে বস্তিমেঢ্রগৌরবশোথবান্ ॥ ৬ ॥ সপিচ্ছিলং পিঙ্গলঞ্চ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বাত্মকং মলৈঃ। যদা বায়ুর্ম্মুখং বস্তের্ব্যাবর্ত্ত্য পরিশোষয়ন্ ॥ ৭ ॥ মূত্রং সপিত্তং সকফং সশুক্রং বা তদা ক্রমাৎ। সংজায়তেঽশ্মরী ঘোরা পিত্তাঙ্গমিব রোচনা ॥ ৮ ॥ শ্লেষ্মাশ্রয়া চ সর্ব্বা স্যাদথাস্যাঃ পূর্ব্বলক্ষণং। বস্ত্যাধ্মানং তদাসন্নদেশে হি পরিতোঽতিরুক্ ॥ ৯ ॥ বস্তৌ চ মূত্রসঙ্গিত্বং মূত্রকৃচ্ছ্রং জ্বরোরুচিঃ। সামান্যলিঙ্গং রুগ্নাভিসীবনীবস্তিমূর্দ্ধসু ॥ ১০ ॥ বিস্তীর্ণায়াসমূত্রং স্যাত্তয়া মার্গবিরোধনে। বধ্যং বাধামুখং মেহেদচ্ছং গোমেদকোপমং ॥ ১১ ॥ তৎসংক্ষোভাত্তবেৎ সাসৃগ্ মাংসমধ্বনি রুগ্ভবেৎ। তত্র বাতাত্তিমূত্রার্ত্তো দন্তান্ খাদতি বেপতে ॥ ১২ ॥ গৃহ্লাতি মেহনং নাভিং পীড়য়ত্যতিলক্ষণং। সানিলং মুঞ্চতি শকৃন্মুহুর্ম্মেহতি বিন্দুশঃ ॥ ১৩ ॥ শ্যামরুক্ষাশ্মরী চাস্য স্যাচ্চিতাকণ্টকৈরিব। পিত্তেন দহ্যতে বস্তিঃ পচ্যমান-ইবোষ্ণবান্ ॥ ১৪ ॥ ভল্লাতকাস্থিসংস্থানা রক্তা পীতা সিতাশ্মরী। বস্তির্নিস্তুদ্যত-ইব শ্লেষ্মণা শীতলা গুরুঃ ॥ ১৫ ॥ অশ্মরী মহতী শ্লক্ষা মধুবর্ণাথবা সিতা। এতা ভবন্তি বালানাং তেষামেব চ ভূয়সাং ॥ ১৬ ॥ আশয়োপচয়াল্পত্বাদ্গ্রহণাহরণে সুখী। শুক্রাশ্মরী তু

অস্থিবিবর আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। বস্তিদেশ অধোমুখ হইয়াও মূত্রবাহী শিরামুখদ্বারা পার্শ্ব হইতে আগত সূক্ষ্ম স্যন্দমান শিরাদ্বারা নিয়ত পরিপূর্ণ হইতেছে। বায়ুপিত্তাদি দোষসকল সেই সেই শিরামুখে প্রবিষ্ট হইয়া বিংশতিপ্রকার রোগ উৎপাদন করে। ১—৪। মূত্রাঘাত ও প্রমেহ এই উভয় রোগ মর্ম্মস্থান আশ্রয় করে, অতএব ইহা অতিকষ্টসাধ্য। ইহাতে বস্তি, বঙ্ক্ষণ, মেঢ্র ও অস্থি আশ্রয় করিয়া বারম্বার অল্প অল্প মূত্রনিঃসরণ হয়। বাতজন্য মূত্রাঘাতরোগে অতিকষ্টে মূত্রনিঃসরণ হইয়া থাকে। পিত্তজন্য মূত্রাঘাতে পীতবর্ণ মূত্রস্রাব হয় এবং মূত্রদ্বারে দাহ ও বেদনা অনুভূত হইতে থাকে। কফজন্য মূত্রাঘাতে রক্তস্রাব, বস্তি ও মেঢ্রের গুরুতা এবং শোথ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ৫—৬। ত্রিদোষজন্য মূত্রাঘাতে পিচ্ছিল ও পিঙ্গলবর্ণ মূত্রস্রাব হয়। যখন বায়ু কুপিত হইয়া মূত্রাঘাতরোগ উৎপাদন করে, তখন রোগীর মুখশুষ্ক হয়। ৭। মূত্রাঘাতরোগে বাতাদির প্রাবল্যবশতঃ যথাক্রমে সপিত্ত, সকফ ও সশুক্র মূত্রস্রাব হইয়া থাকে। পিত্তের অঙ্গ গোরোচনার ন্যায় মূত্রাঘাতরোগের অঙ্গীভূত ঘোরতর অশ্মরীরোগ উৎপন্ন হয়। ৮। সর্ব্বপ্রকার অশ্মরীরোগ শ্লেষ্মা আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। বস্তিদেশে আধ্মান এবং তাহার আসন্নদেশের চতুর্দ্দিকে অধিকবেদনা, এই সকল অশ্মরীরোগের পূর্ব্বলক্ষণ। ৯। বস্তিদেশে মূত্রসংসর্গ, মূত্রকৃচ্ছ্র, জ্বর ও অরুচি এই সকল অশ্মরীরোগের সামান্য চিহ্ন এবং অশ্মরীরোগে নাভি, সীবনী, বস্তি ও মূর্দ্ধা এই সকলস্থানে বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। ১০। অশ্মরীরোগ জন্মিলে মূত্রমার্গ নিরোধ হয়, মূত্রপরিত্যাগে অতিশয় ক্লেশ হয় এবং গোমেদসদৃশ নির্ম্মল মূত্রস্রাব হইয়া থাকে। ১১। অশ্মরীরোগে মূত্রসংক্ষোভ হইলে রক্তস্রাব ও মূত্রমার্গে অধিক বেদনা হয়। বাতজন্য মূত্ররোগে পীড়িত ব্যক্তি দন্তে দন্তে নিষ্পীড়ন করে এবং সর্ব্বদা তাহার শরীর কাঁপিতে থাকে। ১২। উক্তরোগে মূত্ররোধ হইলে, সেই মূত্র নাভি আশ্রয় করিয়া অতিশয় পীড়াপ্রদান করে। মূত্ররোগে পীড়িত ব্যক্তির বায়ুর সহিত উষ্ণ মলনির্গম হয় এবং বারম্বার বিন্দু বিন্দু প্রস্রাব হইতে থাকে। ১৩। বাতজন্য অশ্মরী শ্যামবর্ণ, রুক্ষ ও কণ্টকাবৃত, পিত্তজন্য অশ্মরীরোগে আক্রান্ত ব্যক্তির আতপে পচ্যমান ব্যক্তির ন্যায় বস্তিদেশে দাহ হইতে থাকে। ১৪। উক্ত অশ্মরী ভল্লাতকের অস্থির ন্যায় আকারবিশিষ্ট, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ অথবা শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজন্য অশ্মরীরোগে বস্তিদেশে অধিকবেদনা অনুভূত হয়, উক্ত অশ্মরী শীতল ও গুরু। ১৫। অশ্মরী গুরু, ক্ষুদ্র, মধুবর্ণ অথবা শুক্লবর্ণ হয়। এইরূপ অশ্মরী প্রায় বালকদিগেরই হইয়া থাকে। ১৬। অশ্মরীর আশয়ে সম্যক্রূপ উপচয় না হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া আহরণ করিলে শান্তি হয়। শুক্রের বেগ-

মহতী জায়তে শুক্রধারণাৎ ॥ ১৭ ॥ স্থানচ্যুতমমুক্তম্বা অণ্ডয়োরন্তরেঽনিলঃ। শোষয়ত্যুপসংগৃহ্য শুক্রং তচ্ছু ক্রমশ্মরী ॥ ১৮ ॥ বস্তিরুক্ কৃচ্ছ্রমূত্রত্বং শুক্রা শ্বয়থুকারিণী। তস্যামুৎপন্নমাত্রায়াং শুক্রমেত্য বিলীয়তে ॥ ১৯ ॥ পীড়িতে স্বরকাসেঽস্মিন্নশ্মর্যৈব চ শর্করা। অসৌ বা বায়ুনা ভিন্না সা তস্মিন্ননুলোমগে। নিরেতি সহ মূত্রেণ প্রতিলোমে বিপচ্যতে ॥ ২০ ॥ মূত্রসংস্রাবিণং কুর্য্যাৎ ক্রুদ্ধো বস্তের্ম্মুখং মরুৎ। মূত্রসঙ্গং রুজং কুর্য্যাৎ কদাচিচ্চ স্বধামতঃ ॥ ২১ ॥ প্রচ্ছাদ্য বস্তিমুদ্ধৃত্য গর্ভান্তং স্থূলবিপ্লুতাং। করোতি তত্র রুগ্দাহং স্পন্দনোদ্বেষ্টনানি চ ॥ ২২ ॥ বিন্দুশশ্চ প্রবর্ত্তেত মূত্রং বস্তৌ তু পীড়িতে। ধারাবরোধশ্চাপ্যেষ বাতবস্তিরিতি স্মৃতঃ ॥ ২৩ ॥ দুস্তরো দুস্তরতরো দ্বিতীয়ঃ প্রবলোঽনিলঃ। শকৃন্মার্গস্য বস্তেশ্চ বায়ুশ্চান্তরমাশ্রিতঃ ॥ ২৪ ॥ অষ্ঠীলাভং ঘনং গ্রন্থিং করোত্যচলমুন্নতং। বাতাষ্ঠীলেতি সাধ্মানং বিণ্মূত্রাণি চ সর্গকৃৎ ॥ ২৫ ॥ বিগুণঃ কুণ্ডলীভূতো বস্তৌ তীব্রব্যথানিলঃ। অবধ্যমূত্রং ভ্রমতি সংস্তম্ভোদ্বেষ্টগৌরবং ॥ ২৬ ॥ মূত্রমল্পাল্পমথবা বিসৃজতি সকৃৎ সকৃৎ। বাতকুণ্ডলিকেত্যেব শুক্রে তু বিহতেঽচিরে ॥ ২৭ ॥ ন নিরেতি নিরুদ্ধং বা মূত্রাতীতং তদল্পরুক্। বিধারণাৎ প্রতিহতে বাতাবর্ত্তিতং যদা ॥ ২৮ ॥ নাভেরধস্তাদুদরং মূত্রমাপূরয়েত্তদা। কুর্য্যাদ্ধি রুগনাধ্মানমশক্তিমলসংগ্রহং ॥ ২৯ ॥ তন্মূত্রং জাঠরং ছিদ্রং বৈগুণ্যেনানিলেন বা। আক্ষিপ্তমল্পমূত্রস্য বস্তৌ নাভৌ চ বা মলে ॥ ৩০ ॥ স্থিত্বা স্রবেচ্ছনৈঃ পশ্চাৎ সরুজম্বাথবা রুজং। মূত্রোৎসর্গমবিচ্ছিন্নং তচ্ছেষং গুরুশোষবৎ ॥ ৩১ ॥ অন্তর্ব্বস্তিমুখে বৃত্তঃ স্থিরোল্পং সহসা ভবেৎ। অশ্মরীতুল্য-

ধারণ করিলে মহতী শুক্রাশ্মরী জন্মে। ১৭। শুক্র স্থানচ্যুত হইলে যদি নির্গত না হয়, তাহাহইলে বায়ু ঐ শুক্র অণ্ডদ্বয়ের অভ্যন্তরে লইয়া শুষ্ককরিয়া রাখে, তাহাতেই শুক্রাশ্মরীর উৎপত্তি হয়। ১৮। শুক্রাশ্মরী বস্তিদেশে বেদনা, মূত্রপরিত্যাগে ক্লেশ ও শোথ উৎপাদন করে। শুক্রাশ্মরী উৎপন্ন হইলে তৎক্ষণাৎ শুক্র শুষ্ক হইয়া বিলয়প্রাপ্ত হয়। ১৯। অশ্মরীরোগে রোগী জ্বরকাসাদিতে পীড়িত হইলে এই অশ্মরী শর্করারোগে পরিণত হয়। এই শর্করা বায়ুকর্ত্তৃক বিভিন্ন হইলে অনুলোমে মূত্রের সহিত নির্গত হয়। বায়ুর প্রতিলোমগতি হইলে তাহা বিপক্ক হইয়া থাকে। ২০। বায়ু কুপিত হইয়া বস্তির মুখ মূত্রস্রাবী করে এবং মূত্রাধারে মূত্র সঞ্চিত হইয়া বেদনা জন্মায়। ২১। পরে ঐ বায়ু বস্তি আচ্ছাদন করিয়া তদুপরি গর্ভাশয়ে গমন করে, উহাতে উদর স্ফীত হইয়া থাকে এবং বেদনা, দাহ, স্পন্দন, উদ্বেষ্টনপ্রভৃতি উপদ্রব হয়। ২২। বায়ু বস্তিদেশ পীড়িত করিলে বিন্দুবিন্দু মূত্রস্রাব হয়। এইরূপ রোগে কখন ধারাবাহিক প্রস্রাব হয় না, ইহার নাম বাতবস্তি। ২৩। উক্তরোগ অতিদুস্তর, বিশেষতঃ ইহাতে বায়ুর প্রাবল্য থাকিলে অতিদুস্তর হইয়া উঠে। বায়ু মলমার্গ ও বস্তির অভ্যন্তর আশ্রয় করিয়া অষ্ঠিলাভ, ঘন, গ্রন্থিযুক্ত, উন্নত অশ্মরী উৎপাদন করে, ইহার নাম বাতাষ্ঠীলা। এই রোগে মলমূত্রনিঃসরণ হইয়া থাকে। ২৪-২৫। এই রোগে বায়ু কুপিত হইয়া কুণ্ডলীভূত হয়, তাহাতে বস্তিদেশে তীব্রব্যথা জন্মিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থাতে মূত্রনির্গমনের বাধা হয় না; কিন্তু রোগীর ভ্রম, সংস্তম্ভ, উদ্বেষ্টন ও শরীরের গুরুতা হইয়া থাকে। ২৬। এই রোগে যদি বারম্বার অল্প অল্প মূত্রনির্গম হয়, তাহাহইলে তাহাকে বাতকুণ্ডলিকা বলে। চিরকাল শুক্রের বেগধারণ করিলেই এই রোগ জন্মিয়া থাকে। ২৭। উক্ত রোগে মূত্র নির্গত না হইয়া নিরুদ্ধ হইলে মূত্রদ্বারে অল্প অল্প বেদনা উপস্থিত হয়। মূত্রবেগধারণ করিলে যখন বায়ুকর্ত্তৃক আবর্ত্তিত হইয়া প্রতিহত হয়, তখন সেই মূত্র নাভির অধোভাগে উদর পরিপূরিত করিয়া তীব্রবেদনা, আধ্মান, মলপ্রবৃত্তি এই সকল উপদ্রব জন্মায়। ২৮-২৯। উক্তরূপ রোগে বায়ু কুপিত হইয়া সেই মূত্র জঠরে নিক্ষিপ্ত করে, ইহাতেই রোগীর মূত্রের অল্পতা হয়। ঐ বায়ু বস্তিদেশে, নাভিতে অথবা মলকোষ্ঠে অবস্থান করে, তাহাতেই বারম্বার প্রস্রাব হইয়া থাকে এবং প্রস্রাবের পরে কখন কখন বেদনা অনুভূত হয়। এই রোগে কখন কখন অবিচ্ছিন্ন মূত্রস্রাব হয় এবং অবশিষ্ট মূত্র অণ্ডকোষ আশ্রয় করিয়া থাকে। তাহাতে অণ্ডকোষের গুরুতা হয়। ৩০-৩১। ঐ রোগ কখন কখন বস্তির অভ্যন্তরে খন

রুগ্‌গ্রন্থির্মূত্রগ্রন্থিঃ স উচ্যতে ॥ ৩২ ॥ মূত্রিতস্য স্ত্রিয়ং যাতো বায়ুনা শুক্রমুদ্ধৃতং। স্থানাচ্চ্যুতং মূত্রয়তঃ প্রাক্‌পশ্চাদ্বা প্রবর্ত্ততে ॥ ৩৩ ॥ ভস্মোদকপ্রতীকাশং মূত্রশুক্রং তদুচ্যতে। রুক্ষদুর্ব্বলয়োর্ব্বাতেনোদাবর্ত্তং শকৃদ্‌যদা ॥ ৩৪ ॥ মূত্রস্রোতোঽনুপদ্যেত সংসৃষ্টং শকৃদা তদা। মূত্রবিন্দুস্তুল্যগন্ধী স্যাদ্বিঘাতং তদাদিশেৎ ॥ ৩৫ ॥ পিত্তব্যায়ামতীক্ষ্ণাম্লভোজনাধ্মানকাদিভিঃ। প্রবৃদ্ধবায়ুনা মূত্রে বস্তিস্থে চৈব দাহকৃৎ ॥৩৬॥ মূত্রং বর্ত্তয়তে পূর্ব্বং সরক্তং রক্তমেব বা। উষ্ণং পুনঃপুনঃ কৃচ্ছ্রাদুষ্ণবাতং বদন্তি তং ॥ ৩৭ ॥ রুক্ষস্য ক্লান্তদেহস্য বস্তিস্থৌ পিত্তমারুতৌ। মূত্রক্ষয়ং সরুগ্‌দাহং জনয়েতাং তদাহ্বয়ং ॥ ৩৮ ॥ পিত্তং কফো দ্বাবপি বা হন্যেতে চানিলেন চেৎ। কৃচ্ছ্রান্মূত্রং তদা পীতং রক্তং শ্বেতং ঘনং সৃজেৎ ॥৩৯॥ সদাহং রোচনাশঙ্খচূর্ণবর্ণং ভবেচ্চ তৎ। শুষ্কং সমস্তবর্ণং বা মূত্রসাদং বদন্তি তং। ইতি বিস্তারতঃ প্রোক্তা রোগা মূত্রপ্রবৃত্তিজাঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে মূত্রাঘাতমূত্রকৃচ্ছ্রনিদানং নাম অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

ঊনষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ধন্বন্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ প্রমেহাণাং নিদানন্তে বক্ষ্যেঽহং শৃণু সুশ্রুত। প্রমেহো বিংশতিস্তত্র শ্লেষ্মণো দশ পিত্ততঃ। ষট্‌ চত্বারোঽনিলাত্তেষাং মেদোমূত্রকফাবহাঃ ॥ ২ ॥ হারিদ্রমেহী কটুকং হরিদ্রাসন্নিভং শকৃৎ। বিস্রং মাঞ্জিষ্ঠমেহেন মঞ্জিষ্ঠাসলিলোপমং ॥ ৩ ॥ বিস্রমুষ্ণং সলবণং রক্তাভং রক্তমেহতঃ। বসামেহী বসামিশ্রং বসাভং মূত্রয়েন্মুহুঃ ॥ ৪ ॥ মজ্জাভং মজ্জমিশ্রং বা মজ্জমেহী মুহুর্মুহুঃ। হস্তী মত্ত ইবাজস্রং মূত্রং বেগবিব-

অল্প মূত্র সঞ্চিত হইয়া অশ্মরীতুল্য গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, ইহাকে মূত্রগ্রন্থি বলে। ৩২। মূত্ররোগে স্ত্রীসঙ্গ করিলে বায়ুকর্ত্তৃক শুক্র উদ্ধৃত ও স্থানচ্যুত হইয়া প্রস্রাবের অগ্রেই হউক্‌ বা পরেই হউক্‌ ক্ষরিত হয়; ঐ শুক্র ভস্মধৌত জলবৎ নির্গত হইয়া থাকে। এই রোগকে মূত্রশুক্র বলে। উক্ত রোগে রোগী রুক্ষ ও দুর্ব্বল হইলে যখন বায়ুদ্বারা মল পক্বাশয় হইতে মূত্রস্রোতে নীত হইলে মলভেদ হইতে থাকে, তখন উদাবর্ত্তরোগ জন্মে এবং তুল্যগন্ধী বিন্দু বিন্দু মূত্র নিঃসারিত হইয়া থাকে; ইহাকে মূত্রবিঘাত বলে। ৩৩-৩৫। পিত্ত, ব্যায়াম, তীক্ষ্ণ ও অম্ল দ্রব্যভোজন, আধ্মানপ্রভৃতিদ্বারা বায়ু প্রবৃদ্ধ হইয়া বস্তিতে মূত্র স্থাপিত করে, তাহাতে বস্তিদেশে অধিক দাহ উপস্থিত হয়। ৩৬। প্রথমতঃ মূত্রস্রাব হইয়া পরে রক্ত অথবা সরক্ত অল্প অল্প উষ্ণ মূত্র অতিকষ্টে পুনঃপুনঃ স্রাবিত হইয়া থাকে; ইহাকে উষ্ণবাতরোগ বলে। ৩৭। রুক্ষ ও ক্ষীণদেহ ব্যক্তির পিত্ত ও বায়ু বস্তিতে অবস্থিত হইয়া ব্যথা ও দাহের সহিত মূত্রক্ষয় করে, ইহার নাম মূত্রক্ষয় রোগ। ৩৮। যদি পিত্ত ও কফ বায়ুকর্ত্তৃক পরাভূত হয়, তাহাহইলে অতিকষ্টে পীত, রক্ত অথবা শ্বেতবর্ণ ও ঘন মূত্রস্রাব হয়। ইহাতে মূত্রদ্বারে জ্বালা অনুভূত হইয়া থাকে। ঐ মূত্র রোচনা অথবা শঙ্খচূর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয়। সময় সময় বায়ুকর্ত্তৃক মূত্র শুষ্ক হইয়া যায়, কখন বা নানাবর্ণের মূত্রস্রাব হয়; ইহাকে মূত্রসাদরোগ বলে। এইরূপে মূত্রপ্রবৃত্তিজন্য নানাবিধ রোগ সবিস্তর বর্ণিত হইল। ৩৯—৪০।

ঊনষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

ধন্বন্তরি কহিলেন, সুশ্রুত! প্রমেহরোগের নিদান বলিব, শ্রবণ কর। প্রমেহরোগ সাধারণতঃ বিংশতিপ্রকার; তন্মধ্যে দশপ্রকার শ্লেষ্মজন্য, ছয়প্রকার পিত্তজন্য এবং চারিপ্রকার বায়ুজন্য। শুক্র, মেদ ও মূত্র কফাবহ হইয়া প্রমেহরোগ উৎপাদন করে। ১-২। হারিদ্রমেহী ব্যক্তির কটুরসযুক্ত ও হরিদ্রাসন্নিভ শুক্র ও মলনিঃসারণ হয়। মাঞ্জিষ্ঠমেহরোগীর মূত্র মঞ্জিষ্ঠাসলিলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ৩। রক্তমেহে উষ্ণ, সলবণ ও রক্তাভ মেহ ক্ষরিত হয়। বসামেহী রোগীর বসামিশ্র অথবা বসার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট মূত্র নির্গত হয়। ৪। মজ্জামেহী ব্যক্তির বারম্বার মজ্জার ন্যায় বর্ণযুক্ত অথবা মজ্জামিশ্র প্রস্রাব হইয়া থাকে। যেমন মত্তহস্তীর সর্ব্বদা মূত্রবেগ থাকে না, অথচ অধিক প্রস্রাব হয়, সেই-

র্জ্জিতং ॥ ৫ ॥ সলসীকং বিবদ্ধঞ্চ হস্তিমেহী প্রমেহতি। মধুমেহী মধুসমং জায়তে স কিল দ্বিধা ॥ ৬ ॥ ক্রুদ্ধে ধাতুক্ষয়াদ্বায়ৌ দোষাবৃতপথে যদা। আবৃতো দোষলিঙ্গানি সোঽনিমিত্তং প্রদর্শয়েৎ ॥ ৭ ॥ ক্ষণাৎ ক্ষীণঃ ক্ষণাৎ পূর্ণো ভজতে কৃচ্ছ্রসাধ্যতাং। কালেনোপেক্ষিতঃ সর্ব্বো ছায়াতি মধুমেহতাং ॥ ৮ ॥ মধুরং যচ্চ মেহেষু প্রায়ো মধ্বিব মেহতি। সর্ব্বে তে মধুমেহাখ্যা মাধুর্য্যাচ্চ তনোর্যতঃ ॥৯॥ অবিপাকোঽরুচিশ্ছর্দ্দির্নিদ্রা কাসঃ সপীনসঃ। উপদ্রবাঃ প্রজায়ন্তে মেহানাং কফজন্মনাং ॥ ১০ ॥ বস্তিমেহনয়োস্তোদো মুষ্কাবদরণং জ্বরঃ। দাহস্তৃষ্ণাম্লিকা মূর্চ্ছা বিড়্ভেদঃ পিত্তজন্মনাং ॥ ১১ ॥ বাতজানামুদাবর্ত্তঃ কম্পহৃদ্গ্রহলোলতাঃ। শূলমুন্নিদ্রতা শোষঃ শ্বাসঃ কাসশ্চ জায়তে ॥ ১২ ॥ শরাবিকা কচ্ছপিকা জালিনী বিনতালজী। মসূরিকা সর্ষপিকা পুত্রিণী সবিদারিকা। বিদ্রধিশ্চেতি পীড়কাঃ প্রমেহোপেক্ষয়া দশ ॥ ১৩ ॥ অন্নঞ্চ কফসংশ্লেষাৎ প্রায়স্তত্র প্রবর্ত্তনং। স্বাদ্বম্ললবণস্নিগ্ধগুরুপিচ্ছিলশীতলং ॥ ১৪ ॥ নবং ধান্যং সুরাসূপমাংসেক্ষুগুড়গোরসং। একস্থানাসনবতি. শয়নং বিনিবর্ত্তনং ॥ ১৫ ॥ বস্তিমাশ্রিত্য কুরুতে প্রমেহান্ দূষিতঃ কফঃ। দূষয়িত্বা বপুঃ ক্লেদং স্বেদমেদোবসামিষং ॥ ১৬ ॥ পিত্তং রক্তমতিক্ষীণে কফাদৌ মূত্রসংশ্রয়ং। ধাতুং বস্তিমুপানীয় তৎক্ষয়ে চৈব মারুতঃ ॥ ১৭ ॥ সাধ্যাসাধ্যপ্রতীত্যাখ্যাঃ মেহাস্তেনৈব তদ্ভবাঃ। সমে সমক্রুতা দোষে পরমম্নাম্নতাপি চ ॥ ১৮ ॥ সামান্যলক্ষণন্তেষাং প্রভূতাবিলমূত্রতা। দোষদূষ্যা বিশেষেপি তৎসংযোগবিশে-

---

রূপ মজ্জামেহী রোগীরও মূত্রবেগ হয় না; কিন্তু অধিকপ্রস্রাব হইয়া থাকে। হস্তীমেহী ব্যক্তি অধিকপরিমাণে লালাযুক্ত প্রস্রাব করে। মধুমেহী ব্যক্তি মধুর ন্যায় প্রস্রাব করিয়া থাকে। ৫-৬। প্রমেহরোগে অধিক ধাতুক্ষয় হয়, এইনিমিত্ত বায়ু কুপিত হইয়া মধুমেহ উৎপাদন করে। বিশেষতঃ পিত্ত ও কফদ্বারা বায়ুস্রোতঃ অবরুদ্ধ হইলে উক্তরোগ জন্মিয়া থাকে। যে যে দোষের প্রাবল্যবশতঃ রোগ উৎপন্ন হয়, সেই সেই দোষের লক্ষণপ্রকাশ পায়। বিনা কারণেও প্রমেহরোগের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ৭। প্রমেহরোগ কখন বা ক্ষীণ, কখন বা সংপূর্ণ হয় এবং ইহা অতিকৃচ্ছ্রসাধ্য। মেহরোগ উপেক্ষা করিলে কালান্তরে সর্ব্বপ্রকার মেহই মধুমেহরূপে পরিণত হয়। ৮। মধুমেহরোগে প্রায়ই মধুর ন্যায় মিষ্ট প্রস্রাব হয়। যে যে মেহরোগে শরীরে মাধুর্য্য জন্মে, সেই সেই মেহই মধুমেহ বলিয়া বিখ্যাত হয়। ৯। অবিপাক, অরুচি, ছর্দ্দি, নিদ্রা, কাস, পীনস, কফজন্য মেহরোগে এই সকল উপদ্রব জন্মে। ১০। পিত্তজন্য মেহরোগে বস্তি ও মূত্রাশয়ে বেদনা, অণ্ডকোষের বিদীর্ণতা, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, অম্লোদ্গার, মূর্চ্ছা ও মলভেদ এই সকল উপদ্রব হয়। ১১। বাতজন্য প্রমেহরোগে উদাবর্ত্ত, কম্প, হৃদয়ে বেদনা, কটু, তিক্ত ও কষায়প্রভৃতি রসযুক্ত দ্রব্যভক্ষণে ইচ্ছা, শূল, অনিদ্রা, শোষ, শ্বাস এবং কাস এই সকল উপদ্রব জন্মিয়া থাকে। ১২। প্রমেহরোগে উপেক্ষা করিলে শরাবিকা, কচ্ছপিকা, জালিনী, বিনতা, অলজী, মসূরিকা, সর্ষপিকা, পুত্রিণী, বিদারিকা ও বিদ্রধি এই দশপ্রকার পীড়কা (ব্রণবিশেষ) জন্মে। ১৩। আহারীয় অন্ন কফসংশ্লিষ্ট হইলেই প্রায় প্রমেহরোগ প্রবর্ত্তিত হয়। প্রমেহরোগী মধুর, অম্ল ও লবণসংযুক্ত, স্নিগ্ধ, গুরু, পিচ্ছিল ও শীতল প্রস্রাব করে। ১৪। নূতন অন্ন, সুরা, সূপ, মাংস, ইক্ষু, গুড় ও দুগ্ধ এই সকল প্রমেহরোগের কারণ। প্রমেহরোগীর সহিত একাসনে অবস্থান ও শয়ন করিলেও প্রমেহরোগ উৎপন্ন হয়। ১৫। দূষিত কফ বস্তিদেশ আশ্রয়ও দূষিত করিয়া প্রমেহরোগ উৎপাদন করে এবং শরীর দূষিত করিয়া মেদ, বসা ও মাংস ক্লেদবৎ করিয়া থাকে। ১৬। কফাদি ক্ষীণ হইলে বায়ু মূত্রাশয়স্থিত রক্ত, পিত্ত ও ধাতু বস্তিদেশে আনয়ন করিয়া মেহরোগ উৎপাদন করে। ১৭। মেহরোগের উৎপাদক দোষসকল বিবেচনা করিয়া তাহার সাধ্যাসাধ্যত্বনিরূপণ করিবে। বায়ুপিত্তাদিদোষের সাম্যাবস্থা থাকিলে রোগ সাধ্য হয়; ইহাদিগের বিষমাবস্থায় রোগও বিষম হইয়া থাকে। ১৮। সর্ব্বপ্রকার মেহরোগে কর্দ্দমমিশ্রিত জলের ন্যায় মলিন ও অধিকপরিমাণে প্রস্রাব হইয়া থাকে, ইহা মেহরোগের সাধারণ লক্ষণ। যেমন শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ ও লোহিতপ্রভৃতি বর্ণের সংযোগে পিঙ্গলপাটলাদি বিবিধবর্ণ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ বায়ু, পিত্ত ও কফ দূষিত

ষতঃ। মূত্রবর্ণাদিভেদেন ভেদো মেহেষু কল্প্যতে ॥১৯॥ অচ্ছং বহুসিতং শীতং নির্গন্ধমুদকোপমম্‌। মেহত্যুদকমেহেন কিঞ্চিদাবিলপিচ্ছিলং ॥ ২০ ॥ ইক্ষোরসমিবাত্যর্থং মধুরং চেক্ষুমেহতঃ। সান্দ্রীভবেৎ পর্য্যুষিতং সান্দ্রমেহেন মেহতি ॥ ২১ ॥ সুরামেহী সুরাতুল্যমুপর্য্যচ্ছমধোঘনং। সংহৃষ্টরোমা পিষ্টেন পিষ্টবদ্বহুলং সিতং ॥ ২২ ॥ শুক্রাভং শুক্রমিশ্রং বা শুক্রমেহী প্রমেহতি। মূর্ত্তাণূন্‌ সিকতামেহী সিকতারূপিণো মলান্‌ ॥ ২৩ ॥ শীতমেহী সুবহুশো মধুরং ভৃশশীতলং। শনৈঃ শনৈঃ শনৈর্ম্মেহী মন্দং মন্দং প্রমেহতি। লালাতন্তুযুতং মূত্রং লালামেহেন পিচ্ছিলং ॥ ২৪ ॥ গন্ধবর্ণরসস্পর্শৈঃ ক্ষারেণ ক্ষারতোয়বৎ। নীলমেহেন নীলাভং কালমেহী মসীনিভং ॥ ২৫ ॥ সন্ধিমর্ম্মসু জায়ন্তে মাংসলেষু চ ধামসু। অন্তোন্নতা মধ্যনিম্না অক্লেদমরুজান্বিতা। শরাবমানসংস্থানা পীড়কা স্যাৎ শরাবিকা ॥ ২৬ ॥ সদাহা কূর্ম্মসংস্থানা জ্ঞেয়া কচ্ছপিকা বুধৈঃ। মহতী পীড়কা নীলা বিনতা নাম সা স্মৃতা ॥ ২৭ ॥ দহতি ত্বচমুত্থানে জ্বালিনী কষ্টদায়িনী। রক্তা সিতা স্ফোটচিতা দারুণা ত্বলজী ভবেৎ ॥২৮॥ মসূরাকৃতিসংস্থানা বিজ্ঞেয়া তু মসূরিকা। সর্ষপামানসংস্থানা জিহ্বাপাকমহারুজা ॥ ২৯ ॥ পুত্রিণী মহতী চাল্পা সুসূক্ষ্মা পীড়কা স্মৃতা। বিদারীকন্দবদ্‌বৃত্তা কঠিনা চ বিদা-

হইয়া মেদমাংসপ্রভৃতির সংযোগে মূত্রের বর্ণপ্রভৃতিও নানাপ্রকার হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত একদোষজনিত প্রমেহরোগ নানাপ্রকারে কল্পিত হয়।১৯। কফজন্য মেহরোগ দশপ্রকার ;— উদকমেহ, ইক্ষুমেহ, সান্দ্রমেহ, সুরামেহ, পিষ্টমেহ, শুক্রমেহ, সিকতামেহ, শীতমেহ, শনৈর্ম্মেহ ও লালামেহ। এইক্ষণে ক্রমতঃ এই দশপ্রকার মেহের লক্ষণ কথিত হইতেছে। উদকমেহে নির্ম্মল, শ্বেতবর্ণ, শীতল, গন্ধহীন, আবিল, পিচ্ছিল ও জলের ন্যায় বহুপরিমাণে প্রস্রাব হয়। ২০। ইক্ষুমেহে ইক্ষুরসের ন্যায় অতিশয় মধুর প্রস্রাব হইয়া থাকে। সান্দ্রমেহে পর্য্যুষিত অন্নের মাতের ন্যায় গাঢ় প্রস্রাব হয়। ২১। সুরামেহে সুরার ন্যায় প্রস্রাব হয়, ঐ প্রস্রাব কোন পাত্রে রাখিলে তাহার উপরের অংশ তরল ও নীচের অংশ গাঢ় লক্ষিত হয়। পিষ্টমেহে তণ্ডুলচূর্ণমিশ্রিত জলের ন্যায় প্রস্রাব হয় এবং রোগীর শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে। ২২। শুক্রমেহে রোগী শুক্রের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট অথবা শুক্রমিশ্রিত প্রস্রাব করে। সিকতামেহে বালুকার ন্যায় সূক্ষ্ম ও কঠিন কণাযুক্ত অপরিষ্কার প্রস্রাব হয়। ২৩। শীতমেহরোগীর বহুপরিমাণে প্রস্রাব হয় ; ঐ মূত্র গুরু, মধুর ও অত্যন্তশীতল হইয়া থাকে। শনৈর্ম্মেহগ্রস্ত ব্যক্তি পুনঃপুনঃ অল্পপরিমাণে প্রস্রাব করে। লালামেহে মুখস্থিত লালার ন্যায় তন্তুযুক্ত এবং পিচ্ছিল প্রস্রাব হয় ।২৪। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, পিত্তজন্য মেহ ষট্‌প্রকার তাহা এই—হারিদ্রমেহ, মাঞ্জিষ্ঠমেহ, রক্তমেহ, নীলমেহ, কৃষ্ণমেহ ও ক্ষারমেহ। তন্মধ্যে হারিদ্রমেহ, মাঞ্জিষ্ঠমেহ ও রক্তমেহ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, এইক্ষণ নীলমেহ, কৃষ্ণমেহ ও ক্ষারমেহ কথিত হইতেছে। ক্ষারমেহে ক্ষারধৌত জলের ন্যায় গন্ধ, বর্ণ ও রসযুক্ত প্রস্রাব হয় এবং ক্ষারজলস্পর্শ করিলে যেমন পিচ্ছিল বোধ হয়, ক্ষারমেহার প্রস্রাব স্পর্শ করিলেও সেইরূপ পিচ্ছিল অনুভূত হইয়া থাকে। নীলমেহী ব্যক্তি নীলবর্ণ এবং কৃষ্ণমেহী ব্যক্তি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্রাব করিয়া থাকে।২৫। প্রমেহরোগ উপেক্ষা করিলে পরিণামে সন্ধি, মর্ম্ম ও মাংসল স্থানে শরাবিকাপ্রভৃতি দশবিধ পীড়কা উৎপন্ন হয়। এইক্ষণ সেই সকল শরাবিকাপ্রভৃতির লক্ষণ কথিত হইতেছে। যে পীড়কার অন্তভাগ উন্নত, মধ্যভাগ নিম্ন ও শরাবের ন্যায় বেষ্টনবিশিষ্ট, এবং ক্লেদ ও ব্যথাশূন্য, তাহার নাম শরাবিকা। ২৬। যে পীড়কা কচ্ছপের পৃষ্ঠের ন্যায় উন্নত ও জ্বালাযুক্ত, তাহাকে কচ্ছপিকা বলে ; যে পীড়কা নীলবর্ণ, অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার, তাহার নাম বিনতা। ২৭। যে পীড়কা উৎপত্তিকালে চর্ম্মেতে দাহবৎ জ্বালা অনুভূত হয়, তাহার নাম জ্বালিনী ; এই পীড়কা অতিশয় কষ্টপ্রদান করে। যে পীড়কা রক্তবর্ণ অথবা শ্বেতবর্ণ এবং স্ফোটকের ন্যায় বড় হয়, তাহাকে অলজী পীড়কা বলে। ২৮। যে পীড়কার আকার ও বর্ণ মসূরের ন্যায়, তাহার নাম মসূরিকা এবং যাহার আকার ও বর্ণ সর্ষপের ন্যায়, তাহাকে সর্ষপিকা বলে ; এই পীড়কা জিহ্বাতে উৎপন্ন হয়, এই পীড়কা জন্মিলে জিহ্বার পাক ও অতিশয় বেদনা উৎপাদন করে। ২৯। যে পীড়কা অধিকস্থান ব্যাপিয়া উৎপন্ন হয়, অথচ অধিক উন্নত

রিকা ॥ ৩০ ॥ বিদ্রধের্লক্ষণৈর্যুক্তা জ্ঞেয়া বিদ্রধিকা তু সা। পুত্রিণী চ বিদারী চ দুঃসহা বহুমেদসঃ ॥ ৩১ ॥ সদ্যঃ পিত্তোল্বণাস্ত্বন্যাঃ সম্ভবন্ত্যল্পমেদসঃ। তাস্তাশ্চাপি পীড়কাঃ স্যাদ্দোষোদ্রেকো যথাযথং ॥ ৩২ ॥ প্রমেহেণ বিনাপ্যেতা জায়ন্তে দুষ্টমেদসঃ। তাবচ্চ নোপলক্ষ্যন্তে যাবদ্বর্ণঞ্চ বর্জ্জিতং ॥ ৩৩ ॥ হারিদ্রয়রক্তবর্ণম্বা মেহপ্রাগ্রূপবর্জ্জিতং। যো মূত্রয়েত তন্মেহং রক্তপিত্তস্ত তদ্বিদুঃ ॥ ৩৪ ॥ স্বেদোঙ্গগন্ধং শিথিলত্বমঙ্গে শয্যাশনস্বপ্নসুখাভিসঙ্গঃ। হৃন্নেত্রজিহ্বাশ্রবণোপদাহা ঘনাগ্রতা কেশনখাভিবৃদ্ধিঃ ॥ ৩৫ ॥ শীতপ্রিয়ত্বং গলতালুশোষো মাধুর্য্যমাস্যে করপাদদাহঃ। ভবিষ্যতো মেহগণস্য রূপং মূত্রেঽপি ধাবন্তি পিপীলিকাশ্চ ॥ ৩৬ ॥ তৃষ্ণা প্রমেহে মধুরং প্রপিচ্ছন্ মধুময়ং স্যাদ্বিবিধো বিকারঃ। সংপূরণাদ্বা কফসংভবঃ স্যাৎ ক্ষীণেষু দোষেষ্বনিলাত্মকো বা ॥ ৩৭ ॥ সংপূর্ণরূপাঃ কফপিত্তমেহাঃ ক্রমেণ যে বৈ রতিসম্ভবাশ্চ। সংক্রামতে পিত্তকৃতাস্ত যাপ্যাঃ সাধ্যোস্তি মেহো যদি নাস্তি বিষ্টং ॥ ৩৮ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে প্রমেহনিদানং নাম উনষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ধন্বন্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ নিদানং বিদ্রধের্বক্ষ্যে গুল্মস্য শৃণু সুশ্রুত। ভক্তৈঃ পর্য্যুষিতাত্যুষ্ণশুষ্করুক্ষবিদাহিভিঃ ॥ ২ ॥ জিহ্মশয্যাবিচেষ্টাভিস্তৈস্তৈশ্চাসৃক্ প্রদূষণৈঃ। দুষ্টত্বঙ্‌মাংসমেদোস্থিমদাম্নষ্টোদরাশ্রয়ঃ ॥ ৩ ॥ যঃ শোথো বহিরন্তশ্চ মহাশূলো মহারুজঃ। বৃত্তঃ স্যাদায়তো যো বা স্মৃতো রোগঃ স বিদ্রধিঃ ॥ ৪ ॥ দোষৈঃ পৃথক্‌সমুদিতৈঃ শোণিতেন ক্ষতেন চ। বাহ্যে তে তত্র তত্রাঙ্গে

হয় না, তাহার নাম পুত্রিণী। যে পাড়কা ভূমিকুষ্মাণ্ডের মূলের ন্যায় বৃত্তাকার ও কঠিন, তাহাকে বিদারিকা বলে। ৩০। বিদ্রধি পীড়কার লক্ষণ বিদ্রধিনিদানে কথিত আছে। পুত্রিণী ও বিদারী পীড়কা দুঃসহ ও বহু মেদোযুক্ত হয়। ৩১। প্রমেহরোগে পিত্তের আধিক্য থাকিলে অল্প মেদযুক্ত অন্যান্য বহুবিধ পাড়কা উৎপন্ন হয়। এইরূপ যখন যে দোষের প্রাবল্য থাকে তখন সেই সেই দোষের লক্ষণযুক্ত পীড়কা জন্মে। ৩২। যে ব্যক্তির মেদ দুষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রমেহরোগব্যতিরেকেও উক্তপ্রকার পীড়কা জন্মিয়া থাকে। যাবৎ পীড়কার বর্ণপ্রকাশ পায় না, তাবৎ সেই পীড়কার লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। ৩৩। যে ব্যক্তির মূত্র হরিদ্রাভ কিম্বা রক্তবর্ণ, অথচ পূর্ব্বোক্ত প্রমেহলক্ষণবর্জ্জিত, তাহাকে রক্তপিত্ত বলা যায়। ৩৪। ঘর্ম্ম, গাত্রগন্ধ, অঙ্গের শিথিলতা, শয্যা, ভোজন ও নিদ্রাসুখে আসক্তি, হৃদয়, নেত্র, জিহ্বা ও কর্ণে দাহ, কেশ ও নখের বৃদ্ধি, শীতপ্রিয়তা, গলশোষ ও তালুশোষ, আস্যে মধুরতা এবং হস্তপাদে দাহ, এই সকল মেহরোগের পূর্ব্বলক্ষণ। মেহরোগ উৎপত্তির পূর্ব্বে প্রস্রাব করিলে তাহাতে পিপীলিকাসকল ধাবিত হয়। ৩৫-৩৬। প্রমেহরোগে তৃষ্ণা, প্রস্রাবের মধুরতা ও পিচ্ছিলতা, এইরূপ নানাপ্রকার বিকার হইয়া থাকে। কফ সর্ব্বশরীর ব্যাপ্ত করিলে অন্যান্য দোষসকল ক্ষয় হইয়া বাতিক প্রমেহরোগ জন্মে। ৩৭। কফজন্য ও পিত্তজন্য মেহ সম্পূর্ণলক্ষণাক্রান্ত হয় এবং যে সকল মেহরোগ রতিজন্য, সেই সকল মেহ সংক্রামিত হইয়া থাকে, আর পিত্তকৃত মেহ যাপ্য এবং যে মেহ সম্পূর্ণরূপ উৎপন্ন হয় নাই, সেই মেহ সাধ্য। ৩৮।

ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

ধন্বন্তরি কহিলেন, হে সুশ্রুত! এইক্ষণ বিদ্রধি ও গুল্মনিদান বলিব। পর্য্যুষিত, অতিউষ্ণ, শুষ্ক, রুক্ষ ও বিদাহী অন্ন ভক্ষণ করিলে বিদ্রধি ও গুল্মরোগ উৎপন্ন হয়। ১-২। কুৎসিত শয্যায় শয়ন, বিগর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠানদ্বারা রক্ত দূষিত হইয়া ত্বক্, মাংস, মেদ, অস্থি দূষিতকরত উদর আশ্রয় করে। ৩। দুষ্টরক্ত উদর আশ্রয় করিলে শরীরের বাহ্যে কিম্বা অভ্যন্তরে মহাশূলান্বিত ও মহাপাড়াসংযুক্ত বৃত্তাকার যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে আয়ুর্ব্বেদবিৎ পণ্ডিতগণ বিদ্রধি বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। ৪। বায়ুপিত্তাদি পৃথক্ পৃথক্‌রূপে ও সমবেতরূপে দূষিত হইলে বিদ্রধিরোগ জন্মে এবং যে অঙ্গ হইতে অধিক রক্ত স্রাবিত হয়, সেই সেই অঙ্গে গ্রথিতাকার বিদ্রধিরোগ

দারুণে গ্রথিতো শ্রুতঃ ॥ ৫ ॥ অন্তরো দারুণশ্চৈব গম্ভীরো গুল্মবদ্‌ঘনঃ। বল্মীকবৎ সমুৎশ্রাবী অগ্নিমান্দ্যঞ্চ জায়তে ॥ ৬ ॥ নাভিবস্তিযকৃৎপ্লীহক্লোমহৃৎকুক্ষিবঙ্ক্ষণে। হৃদয়ে বেপমানে তু তত্র তত্রাতিতীব্ররুক্ ॥ ৭ ॥ শ্যামারুণশিরোত্থানপাকো বিষমসংস্থিতিঃ। সংজ্ঞাচ্ছেদভ্রমানাহস্যন্দসর্পণশব্দবান্ ॥ ৮ ॥ রক্ততাম্রাসিতঃ পিত্তাত্তৃমোহজ্বরদাহবান্। ক্ষিপ্তোত্থানপ্রপাকশ্চ পাণ্ডুঃ কণ্ডুযুতঃ কফাৎ ॥ ৯ ॥ সংক্লেশশীতকম্পস্তম্ভজৃম্ভারোচকগৌরবাঃ। চিরোত্থানোৎবিপাকশ্চ সংকীর্ণঃ সন্নিপাতজঃ ॥ ১০ ॥ সামর্থ্যাচ্চাত্র বিড়্‌ভেদো বাহ্যাভ্যন্তরলক্ষণং। কৃষ্ণঃ স্ফোটাবৃতঃ শ্যামস্তীব্রদাহরুজাজ্বরঃ ॥ ১১ ॥ পিত্তলিঙ্গোঽসৃজা বাহ্যং স্ত্রীণামেব তথান্তরং। শস্ত্রাদ্যৈরভিঘাতোত্থরক্তশ্চ রোগকারণং ॥ ১২ ॥ ক্ষতোত্থো বায়ুনা ক্ষিপ্তঃ স রক্তঃ পিত্তমীরয়ন্। পিত্তাসৃগ্‌লক্ষণং কুর্য্যাদ্বিদ্রধিং ভূর্য্যুপদ্রবং ॥ ১৩ ॥ তেনোপদ্রবভেদশ্চ স্মৃতোঽধিষ্ঠানভেদতঃ। নাভৌ হি ধ্মাতং চেদ্বস্তৌ মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ জায়তে ॥ ১৪ ॥ শ্বাসপ্রশ্বাসরোধশ্চ প্লীহায়ান্তু তৃট্ পরং। গলরোধশ্চ ক্লোম্নি স্যাৎ সর্ব্বাঙ্গপ্ররুজো হৃদি ॥ ১৫ ॥ প্রমোহস্তমকঃ কাসো হৃদয়োদ্ঘট্টনং তথা। কুক্ষিপার্শ্বান্তরে চৈব কুক্ষৌ দোষোপজন্ম চ ॥ ১৬ ॥ তথা চেদুরুসন্ধৌ চ বঙ্ক্ষণে কটিপৃষ্ঠয়োঃ। পার্শ্বয়োশ্চ ব্যথা পায়ৌ পবনস্য নিরোধনং ॥ ১৭ ॥ আমপক্কবিদগ্ধত্বং তেষাং শোথবদাদিশেৎ। নাভেরূর্দ্ধমুখাৎ পক্কাৎ প্রদ্রবন্ত্যপরে গুদাৎ ॥ ১৮ ॥ গুদাস্যনাভিজে বিষ্ঠাদোষং ক্লেদাচ্চ বিদ্রধৌ। কুরুতে স্বাধিষ্ঠানস্য বিবর্ত্তং

উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৫। অন্তর্গত বিদ্রধি অতি সুদারুণ, গম্ভীর ও গুল্মের ন্যায় ঘন; উহা বল্মীকের ন্যায় সচ্ছিদ্র হয় এবং ঐ সকল ছিদ্রদ্বারা সর্ব্বদা রক্তাদি স্রাবিত হইতে থাকে। ইহাতে রোগীর ঔদরিক অগ্নি মন্দীভূত হইয়া থাকে। ৬। নাভি, বস্তি, যকৃৎ, প্লীহা, ক্লোম, হৃদয়, কুক্ষি এই সকল স্থানে বিদ্রধিরোগ জন্মে। বিদ্রধিরোগ উৎপন্ন হইলে সর্ব্বদা রোগীর হৃদয় কাঁপিতে থাকে, তাহাতে বিদ্রধিস্থানে তীব্র বেদনা অনুভূত হয়। ৭। বিদ্রধির শোথ শ্যামবর্ণ অথবা অরুণবর্ণ হয়, ইহার শিরোভাগ উন্নত থাকে, কালান্তরে উহার পাক জন্মিয়া বিষমাকার হয়। বিদ্রধিরোগে সংজ্ঞানাশ, ভ্রম, আনাহ, রক্তস্রাব ও অব্যক্ত শব্দ হইয়া থাকে। ৮। পিত্তজন্য বিদ্রধি রক্ত, তাম্র অথবা অসিতবর্ণ হয় এবং তৃষ্ণা, মোহ, জ্বর, দাহ, এই সকল উপদ্রব হয়। কফজন্য বিদ্রধি বিক্ষিপ্ত, উন্নত এবং পাক ও কণ্ডুযুক্ত হয়। এই রোগ হইলে পাণ্ডুরোগও জন্মিয়া থাকে। ৯। সন্নিপাতজন্য বিদ্রধিতে সংক্লেশ, শীত, স্তম্ভ, জৃম্ভণ, অরুচি, শরীরের গুরুতা এই সকল লক্ষণপ্রকাশ পায়। সান্নিপাতিক বিদ্রধি চিরকালে উৎপন্ন হয় এবং কখন উহার পাক জন্মে না। ১০। বাহ্য ও আভ্যন্তরিক বিদ্রধিতে অতিশয় মলভেদ হয়। সান্নিপাতিক বিদ্রধি কৃষ্ণবর্ণ, স্ফোটাবৃত ও শ্যামবর্ণ হয়। ইহাতে রোগীর অতিশয় দাহ, বিদ্রধিস্থানে বেদনা ও জ্বর হইয়া থাকে। ১১। বাহ্য বিদ্রধি প্রায়ই পিত্তজন্য ও রক্তজন্য; এই বিদ্রধি স্ত্রীদিগেরই হইয়া থাকে। শস্ত্রাদির অভিঘাতে অধিক রক্ত স্রাবিত হইলেও বিদ্রধিরোগ জন্মে। ১২। কোন স্থান ক্ষত হইলে যে সকল রক্ত বায়ুকর্তৃক পরিচালিত হয়, তাহা নিঃশেষিতরূপে স্রাবিত না হইলে ঐ রক্ত পিত্তের সহিত যুক্ত হইয়া বিদ্রধিরোগ উৎপাদন করে। ইহাকে রক্তপিত্তজন্য বিদ্রধি বলে। এই রোগে অনেকপ্রকার উপদ্রব হয়। ১৩। পূর্ব্বোক্ত উপদ্রবসকল স্থানভেদে নানারূপ হইয়া থাকে। নাভিতে বিদ্রধি জন্মিলে দাহবৎ জ্বালা হইয়া থাকে এবং বস্তিতে বিদ্রধি হইলে মূত্রত্যাগে অধিক ক্লেশ হয়। ১৪। প্লীহাস্থানে বিদ্রধি হইলে শ্বাসপ্রশ্বাসরোধ ও অতিশয় পিপাসা হয়, ক্লোমস্থানে বিদ্রধি জন্মিলে গলরোধ ও হৃদয়ে বিদ্রধি জন্মিলে সর্ব্বাঙ্গে বেদনা অনুভূত হইতে থাকে। ১৫। কুক্ষি ও পার্শ্বের অভ্যন্তরে বিদ্রধি জন্মিলে মোহ, তমকশ্বাস, কাস ও হৃদয়ের শূন্যতা এবং হৃদয়গত বিদ্রধিতে অশেষ দোষ জন্মিয়া থাকে। ১৬। উরুসন্ধি, বঙ্ক্ষণ, কটি, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, পায়ু এই সকল স্থানে বিদ্রধি জন্মিলে বায়ুর অবরোধ হইয়া অতিশয় বেদনা অনুভূত হইতে থাকে। ১৭। অন্যান্য শোথের ন্যায় বিদ্রধির শোথেও পরিপাকাদি হইয়া থাকে। বিদ্রধির মুখ নাভির ঊর্দ্ধগত হইলে তাহা পক্কমধ্যে বিদীর্ণ হইয়া গুহ্যদেশ দিয়া স্রাবিত হয়। ১৮। গুহ্য, আস্য ও নাভিজন্য বিদ্রধি ক্লিন্ন

সন্নিপাতজঃ॥ ১৯॥ পক্কো হি নাভিবস্তিস্থো ভিন্নো-ন্তর্ব্বহিরেব বা। পাকশ্চান্তঃপ্রবৃদ্ধস্য ক্ষীণস্যোপদ্রবার্দ্দিতাঃ॥ ২০॥ বিদ্রধিশ্চ ভবেৎ তত্র পাপানাং পাপযোষিতাং। মৃতে তু গর্ভগে চৈব সম্ভবেৎ শ্বয়থুর্ঘনঃ॥ ২১॥ স্তনে সমুত্থে দুঃখন্বা বাহ্যবিদ্রধিলক্ষণং। নারীণাং সূক্ষ্মরক্তত্বাৎ কন্যায়ান্ত ন জায়তে॥ ২২॥ ক্রুদ্ধো রুদ্ধগতির্ব্বায়ুঃ শেফমূলকরো হি সঃ। মুষ্কবঙ্ক্ষণতঃ প্রাপ্য ফলকোষাভিবাহিনীঃ॥২৩॥ আপীড্য ধমনীর্বৃদ্ধিং করোতি ফলকোষয়োঃ। দোষো মেদেষু তদাস্তে সবৃদ্ধিঃ সপ্তধা গদঃ॥ ২৪॥ মূত্রন্তয়োরপ্যনিলাদ্বাহ্যে বাভ্যন্তরে তথা। বাতপূর্ণঃ খরস্পর্শো রুক্ষো বাতাচ্চ দাহকৃৎ॥ ২৫॥ পক্কোডুম্বরসঙ্কাশঃ পিত্তাদ্দাহোষ্মপাকবান্। কফাত্তীব্রো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ কণ্ডুমান্ কঠিনাল্পরুক॥ ২৬॥ কৃষ্ণঃ স্ফোটাবৃতঃ পিণ্ডো বৃদ্ধিলিঙ্গশ্চ রক্ততঃ। কফবন্মেদসাং বৃদ্ধির্ম্মৃদুতালকলোপমঃ॥২৭॥ মূত্রধারণশীলস্য মূত্রজস্তত্র গচ্ছতঃ। অলোভঃ পূর্ণধৃতিমান্ ক্ষোভং যাতি সরম্মৃদুঃ॥ ২৮॥ মূত্রকৃচ্ছ্র-মধস্তাচ্চ বলয়ঃ ফলকোষয়োঃ। বাতকোপিভিরাহারৈঃ শীততোয়াবগাহনৈঃ॥ ২৯॥ বিন্মূত্রধারণাচ্চৈব বিষমাঙ্গবিচেষ্টনৈঃ। ক্ষোভিতৈঃ ক্ষোভিতৌজশ্চ ক্ষীণান্তঃশরীরো যদা॥৩০॥ পবনো বিগুণীভূয় শোণিতং তদধোনয়েৎ। কুর্য্যাত্তৎক্ষণসন্ধিস্থো গ্রন্থ্যাভং শ্বয়থুস্তদা॥ ৩১॥ উপেক্ষ্যমাণস্য চ গুল্মবৃদ্ধিমাধ্মানরুক্ বৈ বিবিধাশ্চ রোগাঃ। সুপীড়িতোহন্তঃস্বনবান্ প্রয়াতি প্রধ্বাপয়ন্নেতি পুনশ্চ মূৰ্দ্ধ্নঃ॥৩২॥ রক্তবৃদ্ধিরসাধ্যোয়ং বাতবৃদ্ধিঃ সমাকৃতিঃ। রুক্ষকৃষ্ণারুণশিরা ঊর্ণাবৃত-গবাক্ষবৎ॥ ৩৩॥ বাতোষ্টধা পৃথগ্দোষৈঃ সংস্পৃষ্টৈ-

---

হইলে তাহা সমধিক দোষাবহ জ্ঞান করিবে। সন্নিপাতজন্য বিদ্রধি স্ব স্ব স্থানের নানারূপ বিবর্ত্ত করিয়া থাকে। নাভি ও বস্তিস্থ বিদ্রধি অন্তর্গত অথবা বাহ্যগতই হউক, তাহা অবশ্যই পরিপক্ক হইয়া বিদীর্ণ হয়। অন্তর্গত বিদ্রধি প্রবৃদ্ধ হইলে তাহার পরিপাক হয় এবং ঐ বিদ্রধি ক্ষীণ হইলেই নানাপ্রকার উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। ১৯-২০। কুচরিত্রা স্ত্রীদিগের গর্ভগত সন্তান নষ্ট হইলে গর্ভেতে শোথ উৎপন্ন হয়। ঐ শোথ ঘন হইলেই বিদ্রধিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। ২১। স্ত্রীলোকের স্তনেতে যে বিদ্রধি জন্মে, তাহাই তাহাদিগের বাহ্য বিদ্রধি। এই বিদ্রধি অতিশয় দুঃখপ্রদ। নারীদিগের রক্ত অতিসূক্ষ্ম, অতএব কন্যকাবস্থায় বিদ্রধিরোগ জন্মে না। ২২। বায়ুর গতিরোধ হইলে ক্রুদ্ধ হইয়া লিঙ্গমূলে শোথ উৎপাদন করে এবং মুষ্ক ও বঙ্ক্ষণগত শিরাসকল পীড়িত করিয়া কোষগত ধমনীর বৃদ্ধি করিতে থাকে; ইহাতে মেদেতে দোষ জন্মে। ইহার নাম বৃদ্ধিরোগ। এই রোগ সপ্তপ্রকার হইয়া থাকে। ২৩-২৪। বাহ্য ও আভ্যন্তরিক বিদ্রধিতে বায়ুর প্রাবল্য থাকিলে অধিক স্রাব হইয়া থাকে। বাতিক বিদ্রধি খরস্পর্শ, রুক্ষ ও দাহকারী। ২৫। পিত্তজন্য বিদ্রধি পক্ক উডুম্বরের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, দাহ ও পাকযুক্ত। যে বিদ্রধি কফজন্য, তাহা তীব্র, গুরু, স্নিগ্ধ, কণ্ডুযুক্ত; ইহাতে অল্প অল্প ব্যথা থাকে। ২৬। রক্তজন্য বিদ্রধি কৃষ্ণবর্ণ, স্ফোটাবৃত, পিণ্ডবৎ ও বৃদ্ধিলক্ষণযুক্ত। কফের ন্যায় মেদোবৃদ্ধি হইয়া মৃদু ও তালফলোপম বিদ্রধিরোগ জন্মে। ২৭। যাহারা মূত্রবেগ ধারণ করে, তাহাদিগের মূত্রজন্য বিদ্রধি জন্মে। মূত্রজন্য বিদ্রধিরোগে রোগী লোভহীন ও ধৈর্য্যশালী হয় এবং কখন কখন বা ক্ষুভিত হইয়া থাকে। ঐ বিদ্রধি হইতে রক্তাদি নিঃসৃত হইলে উহা অতিমৃদু হয়। ২৮। এই রোগে বায়ুপ্রকোপকারক আহার ও শীতল জলে অবগাহন করিলে কোষের অধোভাগে বলয়াকার শোথ উৎপন্ন হয়। তাহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র হইয়া থাকে। ২৯। মলমূত্রাদির বেগধারণ ও বিষমরূপে অঙ্গচালনাদ্বারা রোগীর শক্তিহ্রাস হইলে যখন আন্তরিক অবয়বসকল অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হয়, তখন বায়ু প্রকুপিত হইয়া অধোদিকে রক্ত আনয়ন করে, তখন সন্ধিস্থানে গ্রন্থিবৎ শোথ উৎপন্ন হয়। ৩০-৩১। বিদ্রধিরোগে উপেক্ষা করিলে গুল্ম, বৃদ্ধি, আধ্মানপ্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে এবং রোগী অত্যন্ত পীড়িত হয়, অভ্যন্তরে শব্দ হইতে থাকে ও বায়ু ঊর্দ্ধপ্রদেশে গমন করিয়া থাকে। ৩২। রক্তজন্য বৃদ্ধিরোগ অসাধ্য; বাতিক বৃদ্ধিরোগ সাম্যাবস্থায় থাকে। উক্ত রোগে শিরাসকল রুক্ষ ও কৃষ্ণবর্ণ হয়। গবাক্ষদ্বার যেমন ঊর্ণাজালে সমাবৃত হয়, বিদ্রধিরোগে শিরাসকল সেইরূপ হইয়া থাকে। ৩৩। উক্ত রোগসকল অষ্টপ্রকার; বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক,

র্বিচয়ং গতঃ। আর্ত্তবস্ত চ দোষেণ নারীণাং জায়তে ঽষ্টমঃ ॥৩৪॥ জ্বরমূর্চ্ছাতীসারৈশ্চ বমনাদ্যৈশ্চ কর্ম্মভিঃ। কর্শিতো বলবান্ যাতি শীতার্ত্তশ্চ বুভুক্ষিতঃ ॥ ৩৫ ॥ যঃ পিবত্যন্নপানানি লঙ্ঘনপ্লাবনাদিকং। সেবতে হীনসংজ্ঞাভিরর্দ্দিতঃ সমুদীরয়ন্ ॥ ৩৬ ॥ স্নেহস্বেদাবনভ্যস্য শোষণস্থা নিষেবয়েৎ। শুদ্ধো বা শুদ্ধিহানির্ব্বা ভজেত স্যন্দনানি বা ॥ ৩৭ ॥ বাতোষণাস্তস্য মলাঃ পৃথক্ চৈব হি তেঽথবা। সর্ব্বো রক্তযুতো বাতাৎ দেহস্রোতোনুসারিণঃ ॥৩৮॥ ঊর্দ্ধাধোমার্গমাবৃত্য বায়ুঃ শূলং করোতি বৈ। স্পর্শোপলভ্যং গুল্মোত্থমুষ্কং গ্রন্থিস্বরূপিণং ॥ ৩৯ ॥ কর্ষণাৎ কফবিড়্‌ম্বাতৈর্ম্মার্গস্যাবরণেন বা। বায়ুঃ কৃতাশ্রয়ঃ কোষ্ঠে রৌক্ষ্যাৎ কাঠিন্যমাগতঃ ॥৪০॥ স্বতন্ত্রঃ স্বাশ্রয়ে দুষ্টঃ পরতন্ত্রঃ পরাশ্রয়ে। ততঃ পিণ্ডিতবৎ শ্লেষ্মা মলসংসৃষ্ট এব চ। গুল্ম ইত্যুচ্যতে বস্তিনাভিহৃৎপার্শ্বসংশ্রয়ঃ ॥ ৪১ ॥ বাতজস্তে শিরঃশূলজ্বরপ্লীহান্ত্রকূজনং। বেধঃ সূচ্যেব বিট্‌ভ্রংশঃ কৃচ্ছ্রে মূত্রং প্রবর্ত্ততে ॥ ৪২ ॥ গাত্রে মুখে পদে শোথঃ অগ্নিমান্দ্যং তথৈব চ। রুক্ষকৃষ্ণত্বগাদিত্বং চলত্বাদনিলস্য চ ॥ ৪৩ ॥ অনিরূপিতসংস্থানো বিচক্ষুঃ চক্ষুরাততং। পিপীলিকাব্যাপ্ত ইব গুল্মঃ স্ফুরতি নুদ্যতে ॥ ৪৪ ॥ পিত্তাদ্দাহাম্লকৌ মূর্চ্ছা বিড়্‌ভেদঃ স্বেদতৃট্‌ভবাঃ। হারিদ্র্যং সর্ব্বগাত্রেষু গুল্মাৎ শোথস্য দর্শনং ॥ ৪৫ ॥ হীয়তে দীপ্যতে শ্লেষ্মা স্বস্থানং দহতীব চ। কফাৎ স্তৈমিত্যমরুচিঃ সদনং শিরসি জ্বরঃ ॥ ৪৬ ॥ পীনমানস্য হৃল্লাসঃ শুক্লকৃষ্ণত্বগাদিতা। গুল্মো গভীরঃ কঠিনো গুরুঃ স্বপ্নস্থিরাল্পকঃ ॥৪৭॥ স্বদোষস্থানধামানস্তত এবাত্র মারকাঃ। প্রায়স্তু যত্তদ্বন্দ্বোত্থা গুল্মাঃ সংসৃষ্টমৈথুনাঃ॥

পিত্তশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক। স্ত্রীদিগের ঋতুদোষজন্য যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাই অষ্টম। ৩৪। উক্তরোগে রোগী বলবান্ হইলেও জ্বর, মূর্চ্ছা, অতীসার ও বমনাদিদ্বারা ক্লিষ্ট হইয়া শীতার্ত্ত ও বুভুক্ষিত হয়। ৩৫। উক্তরোগে যে ব্যক্তি অন্নভোজন অথবা পানীয় দ্রব্যপান করে, কিম্বা লঙ্ঘন ও স্নানাদি আচরণ করে, সে সংজ্ঞাবিহীন হইয়া অতিশয় কাতর হইয়া পড়ে। ৩৬। উক্তরোগে স্নেহকার্য্য ও স্বেদ আচরণ না করিয়া শোষণকার্য্য করিবে এবং শুদ্ধশরীরেই হউক, কিম্বা অশুদ্ধশরীরেই হউক, স্যন্দনকার্য্য করিবে। ৩৭। বাতিক বিদ্রধিতে বাতযুক্ত মলনিঃসরণ হয়, কখন কখন বা পৃথক্‌রূপে বায়ু ও মলনিঃসরণ হইয়া থাকে। বায়ু কুপিত হইয়া শারিরীক স্রোতের অনুসরণ করে, তাহাতে রক্তযুক্ত মলনিঃসরণ হয়। ৩৮। উক্তরোগে বায়ু কুপিত হইলে ঊর্দ্ধ ও অধোগত মার্গ অবরুদ্ধ হয়, তাহাতে অতিশয় শূল হইয়া থাকে। গুল্মরোগ স্পর্শোপলভ্য, উষ্ণ ও গ্রন্থিস্বরূপ। ৩৯। কফ শারিরীক মার্গ আবরণ করিলে বায়ু কুপিত হইয়া কোষ্ঠ আশ্রয় করে; তাহাতে কফসংযুক্ত মল কঠিন হইয়া গুল্মরোগ উৎপাদন করে। ৪০। বায়ু দুষিত হইয়া স্বীয় আশ্রয়ে থাকিলে স্বতন্ত্র ও পরাশ্রয়ে পরতন্ত্র হয়। তাহাতে মলসংসৃষ্ট শ্লেষ্মা পিণ্ডবৎ হইয়া বস্তি, নাভি, হৃদয় অথবা পার্শ্ব আশ্রয় করে। ইহাকে গুল্মরোগ বলে। ৪১। বাতজন্য গুল্মে শিরঃশূল, জ্বর, প্লীহা, অন্ত্রকূজন, সূচীবেধবৎ পীড়া, মলভেদ, এই সকল উপদ্রব হয় এবং অতিকৃচ্ছ্রে মূত্রপ্রভৃতি হইয়া থাকে। ৪২। উক্তরোগে বায়ু চালিত হইয়া গাত্রে, মুখে, পদে শোথ, অগ্নিমান্দ্য এই সকল উপদ্রব জন্মায়; বিশেষতঃ শরীরের চর্ম্ম রুক্ষ ও কৃষ্ণবর্ণ হয়। ৪৩। গুল্মরোগের কোন নিরূপিত স্থান নাই। এই রোগে চক্ষু বিস্তৃত হয়, কিন্তু তাহার দৃষ্টিহানি হইয়া থাকে। গুল্ম পিপীলিকাব্যাপ্তের ন্যায় হইলে তাহা বিদারিত ও চলিত হয়। ৪৪। পিত্তজন্য গুল্মরোগে দাহ, অম্লোদ্গার, মূর্চ্ছা, মলভেদ, ঘর্ম্ম, তৃষ্ণা এই সকল উপদ্রব হয় এবং সর্ব্বগাত্র হরিদ্রাবর্ণ হইয়া থাকে। এই রোগে কখন কখন শোথও দেখা যায়। ৪৫। কফজন্য গুল্মরোগে কখন কখন কফ মন্দীভূত থাকে, কখন বা প্রদীপ্ত হইয়া যেন স্বস্থান দগ্ধ করিতে থাকে। কফজন্য গুল্মরোগে স্তৈমিত্য, অরুচি, মস্তকের অবসন্নতা এবং জ্বর এই সকল উপদ্রব হয়। ৪৬। উক্তরোগে রোগীর শরীরে স্থূলতা, হৃল্লাস ও চর্ম্ম শুক্ল অথবা কৃষ্ণবর্ণ হয়। গুল্ম অতিকঠিন, গভীর ও গুরু হয় এবং নিদ্রার কালের স্থিরতা থাকে না; কখন কখন অতি অল্পনিদ্রা হইয়া থাকে। ৪৭। উক্তরোগে রক্তপিত্তাদি দোষসকল স্ব স্ব স্থান আশ্রয় করিয়া থাকে এবং ঐ সকলই রোগীর পক্ষে মারক হইয়া উঠে। প্রায়ই

৪৮॥ সর্ব্বজস্তীব্ররুগ্দাহঃ শীঘ্রপাকী ঘনোন্নতঃ। সোঽসাধ্যো রক্তগুল্মস্তু স্ত্রিয়াএব প্রজায়তে॥ ৪৯॥ ঋতৌ যা চৈব শূলার্ত্তা যদি বা যোনিরোগিণী। সেবতে বানিলান্নি স্ত্রী ক্রুদ্ধস্তস্যাঃ সমীরণঃ॥ ৫০॥ নিরুদ্ধ্যাপ্যার্ত্তবং যোন্যাং প্রতিমাসং ব্যবস্থিতং। কুক্ষিং করোতি তদ্গর্ভে লিঙ্গমাবিষ্করোতি চ॥ ৫১॥ হৃল্লাসদৌহৃদস্তন্যদর্শনং কামচারিতা। ক্রমেণ বায়োঃ সংসর্গাৎ পিত্তং যোনিষু সঞ্চয়ং॥ ৫২॥ রক্তস্য কুরুতে তস্যা বাতপিত্তোক্তগুল্মজান্। গর্ভাশয়ে চ সুতরাং শূলাশ্চৈবাসৃগাশ্রয়ে॥ ৫৩॥ যোনিস্রাবশ্চ দৌর্গন্ধ্যং তোয়ঃস্যন্দনবেদনে। কদাপি গর্ভবদ্গুল্মঃ সর্ব্বে তে রতিসম্ভবাঃ॥ ৫৪॥ পাকশ্চিরেণ ভজতে নৈধতে বিদ্রধিঃ পুনঃ। পাচ্যতে শীঘ্রমত্যর্থং দুষ্টরক্তাশ্রয়স্তু সঃ॥ ৫৫॥ অতঃ শীঘ্রং বিদাহিত্বাদ্বিদ্রধিঃ সোঽভিধীয়তে। গুল্মান্তরাশ্রয়ে বস্তিদাহশ্চ প্লীহবেদনা॥ ৫৬॥ অগ্নিবর্ণবলভ্রংশো বেগানাং বাপ্রবর্ত্তনং। অতো বিপর্য্যয়ে বাহ্যং কোষ্ঠাঙ্গেষু চ নাতিরুক্॥ ৫৭॥ বৈবর্ণ্যমথবা কাসো বহিরুন্নততাধিকং। সাটোপমত্যুগ্ররুজমাধ্মানমুদরে ভৃশং॥ ৫৮॥ ঊর্দ্ধাধোবাতরোধেন তমানাহং প্রচক্ষতে। ঘনশ্চাষ্ঠীলোপমো গ্রন্থিলোষ্ঠিলা তু সমুন্নতঃ॥ ৫৯॥ সমস্তলিঙ্গসংযুক্তঃ প্রত্যষ্ঠীলা তদাকৃতিঃ। পক্বাশয়োত্থযোপ্যেবং বায়ুস্তীব্ররুজাশ্রয়াৎ॥ ৬০॥ উদারবাহুল্যপুরীষবন্ধস্বপ্যাক্ষক্ষয়ান্ত্রবিকূজনানি। আটোপমাধ্মানমপক্তিশক্তিঃ সর্ব্বস্য গুল্মস্য ভবেচ্চ চিহ্নং॥ ৬১॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে বিদ্রধিগুল্মনিদানং নাম ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥

দোষদ্বয়ের প্রকোপে গুল্মরোগ জন্মে এবং অনিয়ত মৈথুনও উক্তরোগের কারণ হয়। ৪৮। ত্রিদোষজন্য গুল্মে তীব্রবেদনা ও অতিশয় দাহ হইয়া থাকে। ইহা অতিশয় উন্নত ও ঘন হইয়া শীঘ্র পাকিয়া উঠে। রক্তজন্য গুল্ম অসাধ্য। ইহা স্ত্রীদিগেরই হইয়া থাকে। ৪৯। যে নারীর ঋতুকালে অধিক বেদনা অথবা কোনপ্রকার যোনিরোগ থাকে, সেই নারী অধিক বায়ুসেবন করিলে বায়ু কুপিত হইয়া ঋতুদ্বার অবরোধ করে এবং প্রতিমাসীয় নিরূপিত ঋতু অবরুদ্ধ করিয়া উদরমধ্যে শোণিত সঞ্চিত করিয়া রাখে, তাহাতে সম্পূর্ণ গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পায়। ৫০-৫১। এই রোগে হৃল্লাস, বিবিধ দ্রব্যভোজনাদির ইচ্ছা, স্তনেতে ক্ষীরদর্শন, কামচারিতাপ্রভৃতি লক্ষণপ্রকাশ পায়। বায়ুর সংসর্গবশতঃ পিত্ত যোনিতে শোণিত সঞ্চয় করে; ইহাতে বাতপিত্তোক্ত গুল্মজন্য লক্ষণপ্রকাশ পায়। শোণিত গর্ভাশয়ে আশ্রয় করিলে গর্ভাশয়ে অধিক শূল হইয়া থাকে। ৫২-৫৩। উক্তরোগে যোনিস্রাব, দুর্গন্ধ, তোয়োনিঃসরণ, বেদনা, এই সকল উপদ্রব হয়। গুল্মরোগে কখন কখন সম্পূর্ণ গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার গুল্মরোগই রতিসম্ভূত। ৫৪। গুল্মরোগে আহারীয় বস্তু চিরকালে পরিপাক হয়, গুল্মরোগ উৎপন্ন হইলে বিদ্রধির আর বৃদ্ধি হয় না। ইহাতে দুষ্টরক্তাশ্রয় বিদ্রধি শীঘ্র পরিপাক পায়। ৫৫। গুল্মরোগে কোন কোন লক্ষণপ্রকাশ হইলেও যদি তাহাতে অধিক দাহ উপস্থিত হয়, তাহাহইলে তাহাকে বিদ্রধি বলিয়া জানিবে। গুল্মরোগ অন্তরাশ্রয় করিলে বস্তিদেশে দাহ এবং প্লীহার ন্যায় বেদনা অনুভূত হয়। ৫৬। উক্তরোগে অগ্নি, বল ও বর্ণের হানি হয় এবং মলমূত্রাদির বেগ থাকে না; কিন্তু ইহার বিপর্য্যয় হইলে বাহ্যলক্ষণ প্রকাশ পায় এবং কোষ্ঠে ও অঙ্গে অল্প অল্প বেদনা থাকে। ৫৭। উক্তরোগে শরীরের বিবর্ণ ও কাস হয় এবং উদরের বহির্ভাগ সমধিক উন্নত হইয়া থাকে। এই রোগে সাটোপ, উদরে উগ্রবেদনা, আধ্মানপ্রভৃতি উপসর্গপ্রকাশ পায়। ৫৮। উক্তরোগে যদি ঊর্দ্ধ ও অধোগত বাতরোধ হয়, তাহাহইলে তাহাকে আনাহরোগ বলে। গুল্মরোগ অষ্ঠির ন্যায় ঘন, গ্রন্থিবৎ এবং উন্নত হইলে তাহাকে অষ্ঠীলা বলে। ৫৯। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণসকল প্রকাশ পাইলে পক্বাশয়স্থ বায়ু যদি অধিক বেদনা উৎপাদন করে, তাহাহইলে প্রত্যষ্ঠীলা বলিয়া পরিগণিত হয়। ৬০। উদারবাহুল্য, পুরীষবন্ধ, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অন্ত্রকূজন, আটোপ, আধ্মান ও পরিপাকশক্তির অল্পতা, সর্ব্বপ্রকার গুল্মরোগে এই সকল চিহ্নপ্রকাশ পায়। ৬১।

একষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ধন্বন্তরিরুবাচ॥ ১॥ উদরাণাং নিদানঞ্চ বক্ষ্যে সুশ্রুত তচ্ছৃণু। রোগাঃ সর্ব্বেঽপি মন্দাগ্নৌ সুতরামুদরাণি তু॥ ২॥ অজীর্ণাময়শ্চাপ্যন্যে জায়ন্তে মলসঞ্চয়াৎ। ঊর্দ্ধাধো বায়বো রুদ্ধা ব্যাকুলীব প্রবাহিণী॥ ৩॥ প্রাণা অপানান্ সংদূষ্য কুর্য্যুস্তাম্মাংসসন্ধিগান্। আধ্মাপ্যাংকুক্ষিমুদরমষ্টধা তস্য ভিদ্যতে॥ ৪॥ পৃথগ্‌দোষৈঃ সমস্তৈশ্চ প্লীহবজ্ঞক্ষতোদকৈঃ। তেনার্ত্তাঃ শুষ্কতাল্বোষ্ঠাঃ সর্ব্বপাদকরোদরাঃ॥ ৫॥ নষ্টচেষ্টবলাহারাঃ কৃতপ্রধ্মাতকুক্ষয়ঃ। পুরুষাঃ স্যুঃ প্রেতরূপা ভাবিনস্তস্য লক্ষণং॥ ৬॥ ক্ষুন্নাশোরুচিবৎ সর্ব্বং সবিদাহঞ্চ পচ্যতে। জীর্ণান্নং যো ন জানাতি স পথ্যং সেবতে নরঃ॥ ৭॥ ক্ষীয়তে বলমঙ্গস্য শ্বসিত্যল্পোঽপি চেষ্টিতঃ। বিষয়াবৃত্তিবুদ্ধিশ্চ শোকশোষাদয়োঽপি চ॥ ৮॥ রুগ্বস্তিসন্ধৌ সততং লঘ্বল্পভোজনৈরপি। জরাজীর্ণো বলভ্রংশো ভবেজ্জঠররোগিণঃ॥ ৯॥ স্বতন্দ্রতন্দ্রালসতা মলসর্গোঽল্পবহ্নিতা। দাহঃ শ্বয়থুরাধ্মানমন্তে সলিলসম্ভবে॥ ১০॥ সর্ব্বত্র তোয়ে মরণং শোচনস্তত্র নিষ্ফলং। গবাক্ষবৎ শিরাজালৈরুদরং গুড়্‌গুড়ায়তে॥ ১১॥ নাভিমন্ত্রঞ্চ বিষ্টভ্য বেগং কৃত্বা প্রণশ্যতি। মারুতে হৃৎকটীনাভিপায়ুবঙ্ক্ষণবেদনাঃ॥ ১২॥ সশব্দো নিঃসরেদ্বায়ুর্ব্বিহতে মূত্রমল্পকং। নাতিমাত্রং ভবেৎ লৌল্যং নরস্য বিরসং মুখং॥ ১৩॥ তত্র বাতোদরে শোথঃ পাণিপান্মুখকুক্ষিষু। কুক্ষিপার্শ্বোদরকটীপৃষ্ঠরুক্‌পর্ব্বভেদনং॥১৪॥ শুষ্ককাসাঙ্গমর্দ্দাধোগুরুতা মলসংগ্রহঃ। শ্যামারুণত্বগাদিত্বং মুখে চ রসবৃদ্ধিতা॥১৫॥ সতোদভেদমুদরং

একষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

ধন্বন্তরি কহিলেন, সুশ্রুত! অনন্তর উদররোগনিদান বলিব, শ্রবণ কর। মন্দাগ্নি হইলেই সর্ব্বপ্রকার রোগ উৎপন্ন হয়, অতএব উদররোগই সর্ব্বরোগের কারণ। ১-২। উদরে মলসঞ্চয় হইলে অজীর্ণাদি অন্যান্য রোগ জন্মে এবং ঊর্দ্ধ ও অধোগত বায়ু অবরুদ্ধ হইয়া প্রবাহিণী নাড়ীসকল অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। ৩। প্রাণবায়ু অপানবায়ুকে দূষিত করিয়া তাহাদিগকে মাংসসন্ধিগত করে, তাহাতে কুক্ষিদেশ অবষ্টব্ধ হইয়া উদররোগ জন্মে। উক্ত উদররোগ অষ্টপ্রকার।৪। বাতজন্য, পিত্তজন্য, কফজন্য, সন্নিপাতজন্য, বজ্ঞণজন্য, প্লীহজন্য, ক্ষতজন্য ও উদকজন্য। এই অষ্টপ্রকার উদররোগ নির্দ্দিষ্ট আছে। উদররোগে পীড়িত ব্যক্তির তালু ও ওষ্ঠ শুষ্ক হয়। ৫। উদররোগী ব্যক্তির কোনরূপ কার্য্যক্ষমতা থাকে না, আহার করিতে পারে না, তথাপি সর্ব্বদা উদর স্ফীত থাকে। উক্তরোগগ্রস্ত পুরুষের আকার প্রেতের ন্যায় বিকৃত হয়। উক্তরোগের পূর্ব্বলক্ষণ এই। ক্ষুধানাশ, অরুচি, পাককালে দাহ, উদররোগের পূর্ব্বে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। যে ব্যক্তি অন্নের জীর্ণতা অনুভব করিতে পারে না, সেই ব্যক্তি পথ্যসেবায় তৎপর থাকিবে। ৬-৭। উদররোগে অঙ্গের বলক্ষয় হয়, সুতরাং রোগী অল্প কোন কার্য্য করিলেও তাহার আয়াস উপস্থিত হইয়া থাকে এবং কোনবিষয়ে বুদ্ধিপ্রবেশ করে না; পরন্তু শোক ও শোষ হইয়া থাকে। ৮। উদররোগী ব্যক্তি অল্পভোজন করিলেও তাহার বস্তিসন্ধিতে পীড়া অনুভূত হয়। সর্ব্বপ্রকার উদররোগেই রোগী জরাজীর্ণ হইয়া থাকে এবং তাহার বলহানি হয়। ৯। তন্দ্রা, অলসতা, মলবেধ, মন্দাগ্নি, দাহ, শোথ ও আধ্মান জলোদররোগে এই সকল লক্ষণ হয়। ১০। সর্ব্বপ্রকার জলোদররোগে রোগীর মরণ হয়, তাহাতে শোক করা নিষ্প্রয়োজন। উদররোগে রোগীর উদর শিরাজালে পরিব্যাপ্ত হয় এবং সর্ব্বদা গুর্‌গুর্ শব্দ হইতে থাকে। ১১। উক্তরোগে নাভি ও অন্ত্র বিষ্টব্ধ হয় এবং মলনির্গমনাদির বেগ হইয়াই নষ্ট হইয়া যায়। বায়ুজন্য উদররোগে হৃদয়, কটি, নাভি, পায়ু, বঙ্ক্ষণ এই সকল স্থানে বেদনা হয়। উক্তরোগে সশব্দে বায়ুনিঃসরণ হইতে থাকে এবং অতি অল্পপরিমাণে প্রস্রাব হয়। আর কোন বিষয়েই অধিক স্পৃহা থাকে না এবং সর্ব্বদা মুখ বিরস থাকে। ১২-১৩। বাতোদরে হস্ত, পদ, মুখ ও উদরে শোথ হয় এবং উদর, পার্শ্ব, কটি, পৃষ্ঠ ও সর্ব্বস্থানে ভেদবৎ পীড়া অনুভূত হইয়া থাকে। ১৪। শুষ্ক, কাস, অঙ্গবেদনা, অধোভাগের গুরুতা, মলসংগ্রহ, গাত্রের শ্যামবর্ণ অথবা অরুণবর্ণতা এবং

নীলকৃষ্ণশিরাততং। আধ্মাতমুদরে শব্দমদ্ভুতং বা করোতি সঃ ॥ ১৬ ॥ বায়ুশ্চাত্র সরুকশব্দং বিধত্তে সর্ব্বথাগতিঃ। পিত্তোদরে জ্বরো মূর্চ্ছা দাহিত্বং কটুকাস্যতা ॥ ১৭। ভ্রমোঽতীসারঃ পীতত্বং ত্বগাদাবুদরং হরিৎ। পীততাম্রশিরাদিত্বং সস্বেদং সোষ্ম দহ্যতে ॥ ১৮ ॥ ধূমায়তি মৃদুস্পর্শং ক্ষিপ্রপাকং প্রদূয়তে। শ্লেষ্মোদরেষু সদনং স্বেদশ্বয়থুগৌরবং ॥ ১৯ ॥ নিদ্রা ক্লেশোঽরুচিঃ শ্বাসঃ কাসঃ শুক্লত্বগাদিতা। উদরং তিমিরং স্নিগ্ধং শুক্লকৃষ্ণশিরাবৃতং ॥ ২০ ॥ নীরাতিবৃদ্ধৌ কঠিনং শীতস্পর্শং গুরুং স্থিরং। ত্রিদোষকোপনে তৈস্তৈস্ত্রিদোষজনিতৈর্ম্মলৈঃ ॥ ২১ ॥ সর্ব্বদূষণদুষ্টাশ্চ সরক্তাঃ সঞ্চিতা মলাঃ। কোষ্ঠং প্রাপ্য বিকুর্ব্বাণাঃ শোষমূর্চ্ছাভ্রমান্বিতং। কুর্য্যুস্ত্রিলিঙ্গমুদরং শীঘ্রপাকং সুদারুণং। বর্দ্ধতে তচ্চ সুতরাং শীতবাতপ্রদর্শনে ॥ ২২-২৩ ॥ অত্যাশনাচ্চ সংক্ষোভাদ্যানপানাদিচেষ্টিতৈঃ। অবিহিতপানাদ্যৈর্ব্বমনব্যাধিকর্ষণৈঃ। বামপার্শ্বস্থিতপ্লীহা চ্যুতস্থানা বিবর্দ্ধতে। শোণিতাৎ বা বসাদিভ্যো বিবদ্ধঞ্চ বিবর্দ্ধয়েৎ ॥ ২৪-২৫ ॥ সোঽষ্ঠীলা চাতিকঠিনঃ প্রোন্নতঃ কূর্ম্মপৃষ্ঠবৎ। ক্রমেণ বর্দ্ধমানশ্চ কুক্ষৌ ব্যাততিমাহরেৎ ॥ ২৬ ॥ শ্বাসকাশপিপাসাস্যবৈরস্যাধ্মানকজ্বরৈঃ। পাণ্ডুত্বঙ্মূর্চ্ছা ছর্দ্দিশ্চ দাহমোহৈশ্চ সংযুতঃ ॥ ২৭ ॥ অরুণাভং বিচিত্রাভং নীলহারিদ্ররাজিমৎ। উদাবর্ত্তেন চানাহমোহহৃদ্দহনজ্বরৈঃ ॥২৮॥ গৌরবারুচিকাঠিন্যৈর্ব্বিঘাতভ্রমসংক্রমাৎ। প্লীহবদ্দক্ষিণাৎ পার্শ্বাৎ কুর্য্যাদ্যকৃদপি চ্যুতং ॥ ২৯ ॥ পক্বে ভূতে যকৃতি চ সদা বদ্ধে মলে গুদে। দুর্নামভিরুদাবর্ত্তৈরন্যৈর্ব্বা পীড়িতো ভবেৎ ॥ ৩০ ॥ বর্চ্চঃপিত্ত-

সময়ে সময়ে মুখে নানারূপ রস অনুভূত হয়। ১৫। উক্তরোগে উদরের বেদনা, উদরভেদ এবং উদর নীল ও কৃষ্ণবর্ণ শিরাসমূহে পরিব্যাপ্ত হয়। উদরাধ্মান, উদরে নানারূপ শব্দ এই সকল উপদ্রব হয়। ১৬। উক্তরোগে বায়ু সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া শরীরাভ্যন্তরে নানারূপ শব্দ উৎপাদন করে। পিত্তজন্য উদররোগে জ্বর, মূর্চ্ছা, দাহ, মুখের কটুতা, ভ্রম, অতীসার, চর্ম্মাদির পীতবর্ণত্ব, উদরের হরিদ্বর্ণতা এই সকল লক্ষণপ্রকাশ পায়। এই রোগে সর্ব্বশরীরে পীতবর্ণ অথবা তাম্রবর্ণ শিরাসকল ব্যক্তীভূত হয় এবং সর্ব্বশরীরে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইয়া থাকে। শরীর অতিশয় উষ্ণ হয় ও বোধ হয় যেন সর্ব্বদা শরীর দগ্ধ হইতেছে। ১৭-১৮। উক্তরোগে সর্ব্বদা ধূমদর্শন হয় আর উদর মৃদুস্পর্শ হইয়া থাকে। ইহাতে অতিশীঘ্র পাক হয় বটে, কিন্তু পাককালে উদরে দাহ জন্মে। শ্লেষ্মজন্য উদররোগে শরীরের অবসন্নতা, ঘর্ম্ম, শোথ, শরীরের গুরুতা, নিদ্রাকালে ক্লেশ, অরুচি, শ্বাস, কাস এবং গাত্রের শুক্লবর্ণতা এই সকল লক্ষণপ্রকাশ পায়। উক্তরোগে উদর স্নিগ্ধ, শুক্ল বা কৃষ্ণবর্ণ শিরাজালে সমাবৃত হয়। ১৯-২০। জলোদরে অধিক জলবৃদ্ধি হইলে উদর কঠিন, শীতস্পর্শ, গুরু ও স্থির হয়। ত্রিদোষজন্য উদররোগে দোষত্রয়ের লক্ষণপ্রকাশ পায়। ২১। সর্ব্বপ্রকার দোষে দূষিত সরক্ত সঞ্চিত মল কোষ্ঠে গমন করিয়া বিকৃত হয়, তাহাতে মূর্চ্ছা ও ভ্রমসমন্বিত উদররোগ জন্মে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার দোষের লক্ষণপ্রকাশ পায়। ইহা অতি সুদারুণ রোগ। অল্পদিনের মধ্যেই ইহা পাকিয়া উঠে। শীত ও বাতের প্রবৃত্তিসময়ে এই রোগের বৃদ্ধি হয়। ২২-২৩। অধিক ভোজন, সংক্ষোভ, অধিক যানারোহণ, অধিক পান ও বমনজন্য ক্লেশদ্বারা বামপার্শ্বস্থ প্লীহা স্থানচ্যুত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শোণিত অথবা বসাদি হইতে প্লীহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ২৪-২৫। উহা অতি কঠিন ও কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় উন্নত হইলে তাহাকে অষ্ঠীলা বলে। ইহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া সমুদায় উদর পরিব্যাপ্ত করে। ২৬। উক্তরোগে শ্বাস, কাস, পিপাসা, আধ্মান, জ্বর, চর্ম্মের পাণ্ডুবর্ণতা, মূর্চ্ছা, ছর্দ্দি, দাহ, মোহ, এই সকল উপদ্রব হয়। ২৭। উদররোগীর উদর অরুণবর্ণ, বিচিত্রবর্ণ, নীলবর্ণ অথবা হরিদ্রাবর্ণ হয়। ইহাতে উদাবর্ত্ত, আনাহ, মোহ, হৃদয়সন্তাপ ও জ্বর এই সকল রোগ জন্মিয়া থাকে। ২৮। শরীরের গুরুতা, অরুচি, কাঠিন্য, বেগবিঘাত ও ভ্রমসংক্রমপ্রযুক্ত প্লীহার ন্যায় দক্ষিণপার্শ্ব হইতে যকৃৎ স্থানচ্যুত হয়। ২৯। যকৃৎ পক্ব হইলে গুহ্যদেশে মল কঠিনরূপে আবদ্ধ থাকে, তাহাতে রোগী দুর্নামা, উদাবর্ত্তপ্রভৃতি অন্যান্য রোগে পীড়িত হয়। যকৃৎরোগে বায়ু কুপিত হইয়া মল, কফ ও পিত্তকে আবদ্ধ করিয়া রাখে,

কফাম্বদ্ধান্ করোতি কুপিতোঽনিলঃ। অপানো জঠরে তেন সংরুদ্ধো জ্বররুগ্‌ভবঃ॥৩১॥ কাসঃ শ্বাসোরুসদনং শিরোঽঙ্গনাভিপার্শ্বরুক্। মলাসর্গোঽরুচিশ্ছর্দ্দিরুদরং মূলমারুতং॥৩২॥ স্থিরনীলারুণশিরাজালৈরুদরমাবৃতং। নাভেরুপরি চ প্রায়ো গোপুচ্ছাকৃতি জায়তে॥৩৩॥ অস্থ্যাদিশল্যৈরন্যৈশ্চ বিদ্ধে চৈবোদরে তথা। পচ্যতে যকৃতাদিশ্চ তচ্ছিদ্রৈশ্চ সরন্বহিঃ॥৩৪॥ আম এব গুদাদেতি ততোঽল্পাল্পঃ সকৃদ্রসঃ। স তু বিকৃতগন্ধোঽপি পিচ্ছিলঃ পীতলোহিতঃ॥৩৫॥ শেষশ্চাপূর্য্য জঠরং ঘোরমারভতে ততঃ। বর্দ্ধতে তদধো নাভেরাশু চৈতি জলাত্মতাং॥৩৬॥ উদ্রিক্তে দোষরূপে চ ব্যাপ্তে চ শ্বাসতৃট্ভ্রমৈঃ। ছিদ্রোদরমিদং প্রাহুঃ পরিস্রাবীতি চাপরে॥৩৭॥ প্রবৃত্তঃ স্নেহপানাদিঃ সহসানন্দপায়িনঃ। অত্যম্বুপানান্মন্দাগ্নেঃ ক্ষীণস্যাতিকৃশস্য চ॥৩৮॥ রুদ্ধাম্বুমার্গাননিলঃ কফশ্চ জলমূর্চ্ছিতঃ। বর্দ্ধতে তু তদেবাম্বুতন্মাত্রাদ্বিন্দুরাশিতঃ॥৩৯॥ তৎকোপাদুদরং তৃষ্ণাগুদস্রুতিরুজান্বিতং। কাসশ্বাসারুচিযুতং নানাবর্ণশিরাততং॥৪০॥ তোয়পূর্ণাৎ মৃদুস্পর্শাৎ সদৃশং ক্ষোভবেপথুঃ। বকোদরং স্থিরং স্নিগ্ধং নাড়ীমাবৃত্য জায়তে॥৪১॥ উপেক্ষায়াঞ্চ সর্ব্বেষাং স্বস্থানাৎ পরিচালিতাঃ। পাকা দ্রবা দ্রবীকুর্য্যুঃ সন্ধিস্রোতোমুখান্যপি॥৪২॥ স্বেদে তু সংরুদ্ধে চৈব মূর্চ্ছিতাশ্চান্তরস্থিতাঃ। তদেবোদরমাপূর্য্য কুর্য্যাত্তদোদরাময়ং॥৪৩॥ গুরূদরং স্থিতং বৃত্তমাহতঞ্চ ন শব্দকৃৎ। হীনবলং তথা ঘোরং নাড্যাং স্পৃষ্টঞ্চ সর্পতি॥৪৪॥ শিরান্তর্দ্ধানমুদরে সর্ব্বলক্ষণমুচ্যতে। বাতপিত্তকফপ্লীহসন্নিপাতোদকোদরং॥৪৫॥ পক্ষাচ্চ জাত-

সেই হেতু জঠরে অপানবায়ু রুদ্ধ হইয়া জররোগ উৎপাদন করে। ৩০-৩১। কাস, শ্বাস, ঊরু, শির, অঙ্গ, নাভি ও পার্শ্ববেদনা, মলের অপ্রবৃত্তি, অরুচি, ছর্দ্দি, এই সকল উপদ্রব হয়। যতপ্রকার উদররোগ আছে, বায়ুই তাহাদিগের মূলকারণ। ৩২। উদররোগে স্থির, নীল বা অরুণবর্ণ শিরাসমূহে উদর পরিব্যাপ্ত হয় এবং প্রায়ই নাভির উপরিভাগে গোপুচ্ছাকৃতি চিহ্ন দৃষ্ট হয়। অস্থিপ্রভৃতি শল্য অথবা অন্য কোন কারণে উদর বিদ্ধ হইলে যকৃৎপ্রভৃতি উদরগত রোগ পক্ক হয়। সেই ছিদ্র দিয়া অল্প অল্প রস স্রাবিত হইতে থাকে। এই সকল রস অতিদুর্গন্ধ, পিচ্ছিল, পীত বা লোহিতবর্ণ হয়। ৩৩—৩৫। ঐ সকল রস সম্পূর্ণরূপে নিঃসৃত না হইলে উদর পূর্ণ করিয়া ঘোরতর রোগের আরম্ভ হয়। এইরূপে নাভির অধোভাগে জলসঞ্চয় হইয়া জলোদরী জন্মে। ৩৬। রোগী পূর্ব্বোক্ত লক্ষণান্বিত এবং শ্বাস, পিপাসা ও ভ্রমপীড়িত হইলে তাহাকে ছিদ্রোদর বলে। কেহ কেহ ইহাকে পরিস্রাবী বলিয়া থাকে। ৩৭। যাহারা সর্ব্বদা স্নেহপানাদিতে প্রবৃত্ত, তাহারা অধিক জলপান করিলে মন্দাগ্নি জন্মে, তাহাতে রোগী দুর্ব্বল ও কৃশ হইলে উক্তরোগ জন্মিয়া থাকে। ৩৮। কফ ও বায়ু অন্নমার্গ রোধ করিলে অর্থাৎ অন্ন পরিপাক না হইলে উদরে অধিক জল সঞ্চিত হয় এবং ক্রমশঃ উহা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ৩৯। উক্তরোগের অধিক প্রকোপ হইলে রোগী তৃষ্ণা, গুদস্রাবপ্রভৃতি উপদ্রবে আক্রান্ত হয় এবং কাস, শ্বাস, অরুচি উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাতে উদর নানাবর্ণ শিরাদ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়। ৪০। জলোদরে উদর জলপূর্ণও মৃদুস্পর্শ হয়; ইহাতে রোগীর সর্ব্বদা ক্ষোভ ও কম্প হইতে থাকে। কখন কখন উদররোগীর উদর বকোদরের ন্যায় স্নিগ্ধ ও স্থির দেখা যায়। উদরস্থ নাড়ীসকল আশ্রয় করিয়া এই রোগ জন্মে। ৪১। সর্ব্বপ্রকার উদররোগে উপেক্ষা করিলে সেই সকল রোগ স্বস্থান হইতে চালিত হইয়া পক্ক এবং দ্রবীভূত হয় এবং সন্ধি, স্রোত ও মুখ বিকৃত করে। ৪২। শরীরের ঘর্ম্মরোধ হইলে ক্রমতঃ অন্তর্গত স্রোতসকলও অবরুদ্ধ হয়। তাহাতে উদর পরিপূর্ণ হইয়া উদররোগ জন্মে। ৪৩। কোন কোন উদররোগে উদরে অতিশয় জল সঞ্চিত হইলে তাহা বর্ত্তুলাকার হয়, কিন্তু তাহাতে কোনরূপ শব্দ হয় না। ইহাতে রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই রোগ নাড়ীপর্য্যন্ত আক্রমণ করিলে অতিঘোরতর হয়। ৪৪। উদররোগে যখন উদরগত শিরাসকল অন্তর্হিত হয়, তখন সেই রোগকে সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত বলা যায়। বাতোদর, পিত্তোদর, কফোদর, শ্লেষ্মোদর, প্লীহোদর, সন্নিপাতোদর ও জলোদর, ইহারা উত্তরোত্তর কৃচ্ছ্রসাধ্য। উদররোগ একপক্ষ উত্তীর্ণ হইলে অসাধ্য হয়।

সলিলং বিষ্টম্ভোপদ্রবান্বিতং। জন্মনৈবোদরং সর্ব্বং প্রায়ঃ কৃচ্ছ্রতমং মতং ॥ ৪৬ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে উদরনিদানং নাম একষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

দ্বিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ধন্বন্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ পাণ্ডুশোথনিদানঞ্চ শৃণু সুশ্রুত বচ্মি তে। পিত্তপ্রধানাঃ কুপিতো যথোক্তৈঃ কোপনৈর্ম্মলাঃ ॥ ২ ॥ তত্র নীতেন বলিনা ক্ষিপ্তাক্ষিপ্তং হৃদি স্থিতাং। ধমনীর্দ্দশমীঃ প্রাপ্য ব্যাপ্নুবন্ সকলাস্তনুং ॥ ৩ ॥ শ্লেষ্মত্বগসৃক্‌মাংসানি প্রদূষ্যন্ত্যেবমাশ্রিতং। ত্বঙ্মাসয়োস্তু কুরুতে ত্বচি বর্ণাঃ পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৪ ॥ স্বল্পং হরিদ্রাহারিদ্রং পাণ্ডুত্বং তেষু চাধিকং। যাতোঽয়ং প্রাহুরিত্যুক্তঃ স রোগস্তেন গৌরবং ॥ ৫ ॥ ধাতুনাং স্পর্শশৈথিল্যমামজশ্চ গুণক্ষয়ঃ। ততোঽল্পরক্তমেদোস্থিনিঃসারঃ স্যাৎ শ্লথেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৬ ॥ শীর্ণমাণৈরিবাদেহস্তু দ্রবতা হৃদয়েন চ। শূলাক্ষিকূটবদনস্তৈমিত্যং তত্র লালয়া ॥ ৭ ॥ হীনতৃট্‌শিশিরদ্বেষী শীর্ষলোমো হতানলঃ। সমশক্তিজ্বরী শ্বাসী কর্ণশূলীভ্রমী ভ্রমী ॥ ৮ ॥ স পঞ্চধা পৃথগ্দোষৈঃ সমস্তৈর্ম্মৃত্তিকাদনাৎ। প্রাগ্‌রূপমস্য হৃদয়স্পন্দনং রুক্ষতা ত্বচি ॥ ৯ ॥ অরুচিঃ পীতমূত্রত্বং স্বেদাভাবোঽল্পমূত্রতা। মর্দঃ সমানিলাত্তত্র গাঢ়রুক্‌ক্লেদগাত্রতা ॥ ১০ ॥ কৃষ্ণরুক্ষারুণশিরানখবিণ্মূত্রনেত্রতা। শোথো নাসাস্যবৈরস্যং বিট্‌শোষঃ পার্শ্বমূর্চ্ছনা ॥ ১১ ॥ পিত্তে হরিতপিত্তাভঃ শিরাদিষু জ্বরস্তমঃ। তৃট্‌শোষমূর্চ্ছাদৌর্গন্ধ্যং শীতেচ্ছা কটুবক্ত্রতা ॥ ১২ ॥ বিড়্‌ভেদাম্লকো দাহঃ কফাচ্চ হৃদয়ার্দ্রতা। তন্দ্রা লবণবক্ত্রত্বং রোমহর্ষঃ স্বরক্ষয়ঃ ॥ ১৩ ॥

জলোদর সর্ব্বপ্রকার বিষ্টম্ভোপদ্রবসমন্বিত হইলে তাহা কৃচ্ছ্রসাধ্য জানিবে। জন্মের অব্যবহিত পরে যে সকল উদররোগ জন্মে, তৎসমুদায়ই অতিকৃচ্ছ্রসাধ্য। ৪৫-৪৬।

দ্বিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

ধন্বন্তরি কহিলেন, সুশ্রুত! তোমার নিকট পাণ্ডু ও শোথরোগের নিদান বলিতেছি, শ্রবণ কর। পিত্তের অধিকপ্রকোপ হইলে বায়ু এবং শ্লেষ্মাও কুপিত হইয়া থাকে। তখন বায়ু বলবান্ হইয়া হৃদয়ে পিত্তস্থাপন করে। অনন্তর ঐ পিত্ত ধমনীসকল পরিব্যাপ্ত করিয়া সকলশরীর পরিব্যাপ্ত করে। ১-৩। পিত্ত এইরূপে সর্ব্বশরীর আশ্রয় করিয়া শ্লেষ্মা, চর্ম্ম, রক্ত, মাংসপ্রভৃতি দূষিত করিয়া থাকে; ইহাতে চর্ম্মের বর্ণ নানারূপ হয়। ৪। হরিদ্রা যেরূপ পীতবর্ণ, পাণ্ডুরোগে শরীর ততোধিক পীতবর্ণ হয়। এইজন্য উক্তরোগকে পাণ্ডুরোগ বলিয়া থাকে। এই রোগে ধাতুর গুরুত্ব ও শিথিলস্পর্শ হয়। আমজন্য পাণ্ডুরোগে শরীরের সর্ব্বপ্রকার গুণক্ষয় হয়। ইহাতে শরীরের রক্ত ক্রমশঃ অল্প হইতে থাকে, মেদ ও অস্থি নিঃসার হয়, আর ইন্দ্রিয়সকলও শ্লথ হইয়া থাকে। ৫-৬। উক্তরোগে অঙ্গসকল শীর্ণ হয়, হৃদয়ে অতিশয় ঘর্ম্মোদয় দেখা যায় এবং শূল, চক্ষুর জ্বালা ও বদন লালাক্ত হয়। ৭। উক্তরোগে রোগী তৃষ্ণাশূন্য, শিশিরদ্বেষী, মস্তকে রোমাঞ্চযুক্ত ও মন্দাগ্নিবিশিষ্ট হয় এবং জ্বর, শ্বাস, কর্ণশূল ও ভ্রমি এই সকল উপদ্রব হইয়া থাকে। ৮। পাণ্ডুরোগ পঞ্চপ্রকার; বাতজন্য, পিত্তজন্য, কফজন্য, সন্নিপাতজন্য এবং মৃত্তিকাভক্ষণজন্য। হৃদয়ে ঘর্ম্মোদগম, চর্ম্মের রুক্ষতা, অরুচি, মূত্রের পীতবর্ণতা ও অল্পতা, ঘর্ম্মাভাব, এই সকল পাণ্ডুরোগের পূর্ব্বরূপ। বায়ুজন্য পাণ্ডুরোগে মত্ততা, তীব্রবেদনা, শরীরের ক্লিন্নতা, এই সকল লক্ষণপ্রকাশ পায়। ৯-১০। উক্তরোগে শিরা, নখ, বিষ্ঠা, মূত্র ও নেত্র কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ অথবা অরুণবর্ণ হয়। ইহাতে শোথ, নাসিকা ও মুখের বিরসতা, মলের শুষ্কতা ও পার্শ্ববেদনা এই সকল উপদ্রব হইয়া থাকে। ১১। পিত্তজন্য পাণ্ডুরোগে শিরাদি হরিদ্বর্ণ অথবা পীতবর্ণ হয় এবং জ্বর, অন্ধকারদর্শন, পিপাসা, শোষ, মূর্চ্ছা, দুর্গন্ধ, শৈত্যসেবার ইচ্ছা ও মুখের কটুতা এই সকল লক্ষণপ্রকাশ পায়। ১২। কফজন্য পাণ্ডুরোগে মলভেদ, অম্লোদ্গার, দাহ, হৃদয়ের আর্দ্রভাব, তন্দ্রা, মুখে লবণরসাস্বাদ, রোমহর্ষ, স্বরভঙ্গ, কাস, ছর্দ্দি, এই

কাসশ্ছর্দ্দিশ্চ নিচয়ান্নিষ্টৈলিঙ্গোঽতিদুঃসহঃ। উৎকর্ষানিলপিত্তেন কটুর্ব্বা মধুরঃ কফঃ॥ ১৪॥ দূষয়িত্বা ধসাদীংশ্চ রৌক্ষ্যাৎ রক্তবিমেক্ষাণৎ। স্রোতসাং সংক্ষয়ং কুর্য্যাদ্‌দমুরুদ্ধ্বা চ পূর্ব্ববৎ॥ ১৫॥ পাণ্ডুরোগে ক্ষয়ং যাতং নাভিপাদাস্যমেহনং। পুরীষং ক্রিমিবন্মুঞ্চেদ্ভিন্নং সাস্রং কফান্বিতং॥ ১৬॥ যঃ পিত্তরোগী সেবেত পিত্তলন্তস্য কামলং। কোষ্ঠশাখাদ্‌যথা পিত্তং দগ্ধ্বাস্থ্যমাংসমাহরেৎ॥ ১৭॥ হারিদ্রং মূত্রনেত্রত্বঙ্মুখবক্ত্রশকৃত্তদা। দাহী বিপাকতৃষ্ণাবান্ ভেকাভো দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ॥ ১৮॥ ভবেৎ পিত্তানুগঃ শোথঃ পাণ্ডুরোগারতস্য চ। উপেক্ষয়া চ শোথাঢ্যাঃ সকৃচ্ছ্রাঃ কুম্ভকামলাঃ॥ ১৯॥ হরিতশ্চামপিত্তত্বং পাণ্ডুরোগো যদা ভবেৎ। বাতপিত্তভ্রমস্তৃষ্ণা স্ত্রীষু হর্ষো মৃদুজ্বরঃ॥ ২০॥ তন্দ্রা বা চানলভ্রংশস্তং বদন্তি হলীমকং। অলসঞ্চাতি মহতি তেষাং পূর্ব্বমুপদ্রবঃ॥২১॥

শোথঃ প্রধানঃ কথিতঃ স এবাতো নিগদ্যতে। পিত্তরক্তকফান্ বায়ুর্দুষ্টো দুষ্টান্ বহিঃশিরাঃ॥ ২২॥ নীত্বা রুদ্ধগতিস্তৈর্হি কুর্য্যাত্ত্বঙ্মাংসসংশ্রয়ং। উৎসেধং সংহতং শোথং তমাহুর্নিচয়াদতঃ॥ ২৩॥ সর্ব্বং হেতুবিশেষৈস্তু রূপভেদান্নবাত্মকং। দোষৈঃ পৃথক্‌দ্বয়ৈঃ সর্ব্বৈরভিঘাতাৎ বিষাদপি॥ ২৪॥ তদেব নিজমাগন্তু সর্ব্বাঙ্গে কামজন্তু তৎ। পৃথূন্নতাগ্রগ্রথিতা বিশেষৈশ্চ ত্রিধা বিদুঃ॥ ২৫॥ সামান্যহেতুঃ শোথানাং দোষজাতা বিশেষতঃ। ব্যাধিকর্ম্মোপবাসাদিক্ষীণস্য ভবতি দ্রুতং॥ ২৬॥ অতিমাত্রং যথান্যস্য গুরুরত্যন্তশীতলং। লবণক্ষারতীক্ষ্ণাম্লশাকাম্বুস্বপ্নজাগরং॥ ২৭॥ রোধো বেগস্য বল্লূরমজীর্ণশ্রমমৈথুনং। পচ্যতে মার্গগমনং যানেন ক্ষোভিণাপি বা॥ ২৮॥ শ্বাসকাসাতীসারার্শোজঠর-

সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। পাণ্ডুরোগ উক্তলক্ষণাক্রান্ত হইলে অতিদুঃসহ হয়। উক্তরোগে বায়ু বা পিত্তের উৎকর্ষ থাকিলে কফ কটু অথবা মধুর বোধ হয়। ১৩-১৪। উক্ত কফ বসাদি দূষিত করিয়া রক্তমোক্ষণ করে এবং শারীরিক স্রোতঃসকল রুদ্ধ করিয়া শরীরক্ষয় করিতে থাকে। ১৫। পাণ্ডুরোগে নাভি, পাদ, মুখ ও কোষক্ষয় পায় এবং ক্রিমিযুক্ত, রক্তমিশ্র ও কফসমন্বিত মলনিঃসরণ হয়। ১৬। যে পাণ্ডুরোগী পিত্তলসেবা করে, তাহার সেই রোগকে কামলা বলে। এই রোগে পিত্ত কোষ্ঠ হইতে নিক্রান্ত হইয়া রক্তমাংস দগ্ধ করে। ১৭। কামলারোগে রোগীর মূত্র, নেত্র, ত্বক্, মুখ ও বিষ্ঠা হরিদ্রাবর্ণ হয় এবং দাহ, বিপাক ও তৃষ্ণাতে পীড়িত হইয়া রোগী ভেকের ন্যায় ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ১৮। পাণ্ডুরোগান্বিত ব্যক্তির পিত্তজন্য শোথ হয়, এই রোগে উপেক্ষা করিলে অধিক শোথ উপস্থিত হয়, ইহা অতিক্লেশপ্রদ। এই রোগকে কুম্ভকামলা বলে। ১৯। পিত্তের অপরিপাক না হইয়া রোগী হরিতবর্ণ হইয়া পাণ্ডুরোগজন্মে, বাতপিত্তজন্য ভ্রমি, তৃষ্ণা, স্ত্রীতে অনুরাগ, মন্দ মন্দ জ্বর, তন্দ্রা, অগ্নিমান্দ্য ও অতিআলস্য, এই সকল রোগের পূর্ব্বরূপ; এই রোগের নাম হলীমক। ২০-২১। শোথ অতিপ্রধান রোগ বলিয়া কথিত, অতএব শোথনিদান বলা যাইতেছে। বায়ু দূষিত হইয়া রক্ত, পিত্ত ও কফকে দূষিতকরত শিরার বহির্ভাগে আনয়ন করিয়া তাহাদিগের গতিরোধপূর্ব্বক ত্বক্ ও মাংস আশ্রয় করিলে ঐ ত্বক্ ও মাংস উচ্চ ও দৃঢ় হয়; ইহাকে শোথ বলিয়া থাকে। ২২-২৩। সর্ব্বপ্রকার শোথই বিশেষ বিশেষ কারণে রূপভেদবশতঃ নবপ্রকার হয়। সেই নবপ্রকার এই;—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, অভিঘাতজন্য ও বিষজন্য। ২৪। কামজন্য শোথ সর্ব্বব্যাপী হয়, উহাকে আগন্তুকশোথ বলে। বিস্তৃত, উন্নতাগ্র ও গ্রথিত, শোথরোগের এই ত্রিবিধ অবান্তরভেদ আছে। ২৫। বাতপিত্তাদির বিশেষ বিশেষ দোষই শোথের সামান্য হেতু। যাহাদিগের শরীর ব্যাধি, কর্ম্ম ও উপবাসাদিদ্বারা ক্ষীণ হইয়াছে, তাহাদিগেরই শোথরোগ জন্মে। ২৬। গুরু, অত্যন্ত শীতল, লবণ, ক্ষারদ্রব্য, তীক্ষ্ণবস্তু, অম্ল, শাক ও জল এই সকল দ্রব্য অধিকপরিমাণে সেবন করিলে এবং অধিকনিদ্রা অথবা অত্যন্তজাগরণে শোথরোগ জন্মে। ২৭। মলমূত্রাদির বেগধারণ, শুষ্কমাংস ও গুরুপাক বস্তুভোজন, অধিক পরিশ্রম ও মৈথুনদ্বারা শিরাস্রোতের গতিরোধ হইয়া শোথরোগ জন্মে এবং সর্ব্বদা যানগমনও শোথরোগের কারণ। ২৮। শ্বাস, কাস, অতীসার, অর্শ, উদরি, প্রদর, জ্বর, বিউচ্ছ, অলসতা, ছর্দ্দি, হিক্কা, পাণ্ড ও

প্রদরম্বরঃ। বিষ্টম্ভালসকচ্ছর্দ্দিহিক্কাবিসর্পপাণ্ডু চ ॥২৯॥ ঊর্দ্ধশোথমধ্যো বস্তৌ মধ্যে কুর্ব্বন্তি মধ্যগাঃ। সর্ব্বাঙ্গগাঃ সর্ব্বগতঃ প্রত্যঙ্গেতি তদাশ্রয়ঃ॥ ৩০॥ তৎপূর্ব্বরূপং দবথুঃ শিরায়ামঙ্গগৌরবং। বাতাচ্ছোথশ্চলো রুক্ষঃ খররোমারুণোঽসিতঃ॥ ৩১॥ শঙ্খবস্ত্যন্ত্রভূশার্ত্তিভেদী ভেদাপ্রসুপ্তিমান্। বাতোত্থানঃ সমঃ শীঘ্রমুন্নমেৎ পীড়িতস্তনুঃ॥ ৩২॥ স্নিগ্ধস্ত মর্দ্দনৈঃ শাম্যেদ্রাত্রাবল্পো দিবা মহান্। ত্বক্সর্ষপলিপ্তে চ তস্মিংশ্চিমিচিমায়তে॥ ৩৩॥ পীতরক্তাসিতাভাসঃ পিত্তজাতশ্চ শোষকৃৎ। শীঘ্রং নাসৌ বা প্রশমেৎ মধ্যে প্রাগ্দহ্যতে তনুঃ॥ ৩৪॥ সতৃট্দাহজ্বরস্বেদো ভ্রমক্লেশমদভ্রমাঃ। সাভিলাষী শকৃদ্ভেদী গন্ধঃ স্পর্শসহো মৃদুঃ॥ ৩৫॥ কণ্ডূমান্ পাণ্ডুরোমা ত্বক্কঠিনঃ শীতলো গুরুঃ। স্নিগ্ধঃ শ্লক্ষ্ণঃ স্থিরঃ শূলো নিদ্রাচ্ছর্দ্দ্যগ্নিমান্দ্যকৃৎ॥ ৩৬॥ আঘাতেন চ শস্ত্রাদিচ্ছেদভেদক্ষতাদিভিঃ। হিমানিলোদধ্যনিলৈর্ভল্লাতকপিকচ্ছুজৈঃ॥ ৩৭॥ রসৈঃ শূকৈশ্চ সংস্পর্শাৎ শ্বয়থুঃ স্যাদ্বিসর্পবান্। ভৃশোষ্মা লোহিতো ভাবঃ প্রায়শঃ পিত্তলক্ষণঃ॥ ৩৮॥ বিষজঃ সবিষপ্রাণিপরিসর্পণমূত্রণাৎ। দংষ্ট্রাদন্তনখাঘাতদবিষপ্রাণিনামপি॥ ৩৯॥ বিণ্মূত্রশুক্রোপহতমলবদ্বস্ত্রশঙ্করাৎ। বিষবৃক্ষানিলস্পর্শাৎ গরযোগাবচূর্ণনাৎ॥ ৪০॥ মৃদুশ্চলোঽবলম্বী চ শীঘ্রো দাহরুজাকরঃ। নবোঽনুপদ্রবঃ শোথঃ সাধ্যোঽসাধ্যঃ পুরেরিতঃ॥ ৪১॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে পাণ্ডুশোথনিদানং নাম দ্বিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥

—

ত্রিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ধন্বন্তরিরুবাচ॥ ১॥ বিসর্পাদিনিদানন্তে বক্ষ্যে

বিসর্প, এই সকল শোথরোগের উপদ্রব।২৯। ঊর্দ্ধ, অধঃ, মধ্য ও বস্তি যখন যেস্থানে দোষ আশ্রয় করে, সেই স্থানেই শোথ উৎপন্ন হয়। ঐ সকল দোষ সর্ব্বাঙ্গগত হইলে সকল শরীরেই শোথ জন্মে।৩০। শোথ জন্মিবার পূর্ব্বে শরীরের উষ্ণতা, শিরাসমূহে প্রসারণবৎ পীড়া এবং শরীরের গুরুতা হইয়া থাকে। বাতজন্য শোথ চঞ্চল, রুক্ষ, অরুণবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং শোথমূলের রোমগুলি প্রখর হইয়া থাকে।৩১। উক্ত শোথে ললাটাস্থি, বস্তি, অন্ত্র এই সকল স্থানে পীড়া অনুভূত হয় এবং রোগীর উত্তমরূপ নিদ্রা হয় না। বায়ুজন্য শোথ শীঘ্র উন্নত হয় এবং অঙ্গুলিদ্বারা পীড়ন করিলে নিম্ন হইয়া থাকে।৩২। উক্ত শোথ স্নিগ্ধ এবং মর্দ্দন করিলে শান্ত হয়। ইহা রাত্রিতে মন্দীভূত থাকে এবং দিবাতে বৃদ্ধি পায়। এই শোথে সর্ষপাদিদ্বারা লেপন করিলে চিম্‌চিমি বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে।৩৩। পিত্তজন্য শোথ পীতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ অথবা রক্তবর্ণ হয় এবং এই শোথ শোষকারী জানিবে। এই শোথ শীঘ্র প্রশান্ত হয় না; এই শোথ জন্মিবার পূর্ব্বে শরীরে দগ্ধবৎ জালা হয়।৩৪। তৃষ্ণা, দাহ, জর, ঘর্ম্ম, ভ্রম, ক্লেশ, মত্ততা এই সকল উপদ্রব হয়। এই রোগে রোগী অতিশয় অভিলাষী হয় এবং মলভেদ হইতে থাকে। ইহা দুর্গন্ধ, স্পর্শসহ, মৃদু, কণ্ডুযুক্ত পাণ্ডুরোমা, কঠিনচর্ম্ম, শীতল, গুরু, স্নিগ্ধ, কোমল, স্থির ও শূলবান্ হয়। উক্ত শোথে নিদ্রা, ছর্দ্দি ও মন্দাগ্নি এই সকল উপদ্রব হইয়া থাকে। ৩৫-৩৬। আঘাত, অস্ত্রশস্ত্রাদিকৃত ছেদভেদজন্য ক্ষতাদি, শীতল বায়ু, সমুদ্রবায়ু, ভেলার রস সেবন করিলে এবং শুকশিম্বীর রোমস্পর্শ হইলে শোথ উৎপন্ন হয় এবং গমনশীল ব্যক্তিরও শোথরোগ জন্মে। এই শোথে প্রায় সর্ব্বপ্রকার পিত্তলক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।৩৭-৩৮। বিষধর প্রাণী কোন অঙ্গের উপর দিয়া গমন করিলে অথবা কোন অঙ্গে প্রস্রাব করিলে কিম্বা দন্ত ও নখদ্বারা আঘাত করিলে সেই স্থানে যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাই বিষজ শোথ।৩৯। এতদ্ভিন্ন বিষধরপ্রাণীর বিষ্ঠা, মূত্র, শুক্র ও মলযুক্তবস্ত্রসংস্পর্শে, বিষবৃক্ষের বায়ুসেবনে ও বিষযুক্তবস্ত্র শরীরে লেপন করিলে বিষজশোথ জন্মে।৪০ বিষজশোথ কোমল, চলনশীল ও শরীরের নিম্নদেশগামী হয়, নব এবং উপদ্রবরহিত শোথ সাধ্য, ইহার বিপরীত হইলে উহাকে অসাধ্য বলিয়া জানিবে।৪১।

ত্রিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

ধন্বন্তরি কহিলেন,-সুশ্রুত! এইক্ষণ তোমার নিকট বিস-

সুশ্রুত তৎশৃণু। স্যাদ্বিসর্পো বিধাতাস্তু দোষৈস্তু দুষ্টৈশ্চ শোথবৎ ॥ ২ ॥ অধিষ্ঠানঞ্চ তৎ প্রাহুর্ব্বাহ্যন্তত্র ভয়াৎ শ্রমাৎ। যথোত্তরঞ্চ দুঃসাধ্যস্তত্র দোষো যথাযথং ॥৩॥ প্রকোপনৈঃ প্রকুপিতা বিশেষেণ বিদাহিভিঃ। দেহে শীঘ্রং বিশন্তীহ তেঽন্তরে হি স্থিতা বহিঃ ॥ ৪ ॥ তৃষ্ণাভিযোগাদ্বেগানাং বিষমাচ্চ প্রবর্ত্তনাৎ। আশু চাগ্নিবলভ্রংশাদতো বাহ্যং বিসর্পয়েৎ ॥৫॥ তত্র বাতাৎ স বীসর্পো বাতজ্বরসমব্যথঃ। শোথস্ফুরণনিস্তোদ-ভেদায়াসার্ত্তিহর্ষবান্ ॥ ৬ ॥ পিত্তাদ্দ্রুতগতিঃ পিত্ত-জ্বরলিঙ্গোঽতিলোহিতঃ। কফাৎ কণ্ডুযুতঃ স্নিগ্ধঃ কফ-জ্বরসমানরুক্ ॥৭॥ সন্নিপাতসমুত্থশ্চ সর্ব্বলিঙ্গসমন্বিতঃ। সদোষলিঙ্গৈশ্চীয়ন্তে সর্ব্বৈঃ স্ফোটৈরুপেক্ষিতঃ ॥ ৮ ॥ বাতপিত্তাজ্জ্বরচ্ছর্দ্দিমূর্চ্ছাতীসারতৃড্ভ্রমৈঃ। গ্রন্থি-ভেদাগ্নিসদনতমকারোচকৈর্যুতঃ ॥ ৯ ॥ করোতি সর্ব্ব-মঙ্গঞ্চ দীপ্তাঙ্গারাবকীর্ণবৎ। যং যং দেশং বিসর্পশ্চ বিসর্পতি ভবেৎ স সঃ ॥১০॥ শান্তাঙ্গারাসিতো নীলো রক্তো বাশু চ চীয়তে। অগ্নিদগ্ধ-ইব স্ফোটৈঃ শীঘ্র-গত্বাৎ দ্রুতং স চ ॥ ১১ ॥ মর্ম্মানুসারী বীসর্পঃ স্যাৎ বাতোঽতিবলস্ততঃ। ব্যথতেঽঙ্গং হরেৎ সংজ্ঞাং নিদ্রাঞ্চ শ্বাসমীরয়েৎ ॥ ১২ ॥ হিক্কাঞ্চ স গতোঽবস্থামীদৃশীং লভতে ন না। ক্বচিচ্ছর্ম্মারতিগ্রস্তো ভূমিশয্যাসনা-দিষু ॥ ১৩ ॥ চেষ্টমানস্ততঃ ক্লিষ্টো মনোদেহপ্রমোহ-বান্। দুষ্প্রবোধোঽশ্নুতে নিদ্রাং সোঽগ্নিবিসর্প উচ্যতে ॥ ১৪ ॥ কফেন রুদ্ধঃ পবনো ভিত্বা তং বহুধা কফং। রক্তং বা বৃদ্ধরক্তস্য ত্বক্শিরাস্নায়ুমাংসগং ॥১৫॥

র্পাদিনিদান বলিতেছি, শ্রবণ কর। মলমূত্রাদির বেগধারণ করিলে বাতাদিদোষ সকল দুষ্ট হইয়া শোথের ন্যায় বিসর্প উৎ-পাদন করে। ১-২। মলমূত্রাদির বেগধারণই বিসর্পরোগের বাহ্য অধিষ্ঠান। আর ভয় এবং পরিশ্রমেও বিসর্পরোগ জন্মিয়া থাকে। দোষের বলাবল অনুসারে বিসর্পরোগ উত্তরোত্তর দুঃসাধ্য হয়। ৩। প্রকোপনদ্বারা বাতাদিদোষ সকল প্রকুপিত হয়, বিশেষতঃ বিদাহীদ্রব্যসেবনে উহারা প্রকুপিত হইয়া অন্তরে ও বাহ্যে অবস্থিতি করে। ৪। তৃষ্ণা ও বেগরোধ করিলে বাতাদি বিষমরূপে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে আশু অগ্নি ও বলভ্রংশ হইয়া বাহ্যে বিসর্পণ করে। ৫। বাতজন্য বিসর্পরোগে বাতিক-জ্বরের ন্যায় পীড়া অনুভূত হয় এবং ফোস্কাস্থানে স্পন্দিত হইতে থাকে, অপর শরীরে নানাপ্রকার বেদনা ও রোমহর্ষ হয় এবং বিনা পরিশ্রমেও আয়াস বোধ হইয়া থাকে। ৬। পিত্তজনিত বিসর্প (ব্রণবিশেষ বা ফোস্কা) লোহিতবর্ণ এবং ব্রণ একস্থান হইতে স্থানান্তরে সরিয়া যায় আর রোগীর পিত্তজন্য জ্বর হইয়া থাকে। কফজন্য বিসর্পের ব্রণ স্নিগ্ধ ও কণ্ডুযুক্ত হয় এবং উহাতে কফজ্বরের ন্যায় বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। ৭। সান্নিপাতিক বিসর্পরোগে বাতাদিত্রিদোষজন্য লক্ষণপ্রকাশ পায় এবং বিস-র্পের ব্রণসকলও ত্রিদোষলক্ষণাক্রান্ত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ৮। বাতপিত্তজন্য বিসর্পে অর্থাৎ আগ্নের বিসর্প-রোগে রোগীর জ্বর, বমি, মূর্চ্ছা, অতিসার, পিপাসা, ভ্রম, সন্ধি-স্থানে বিদীর্ণবৎ বেদনা, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি এবং অন্ধকারদর্শন হয়। ৯। এই রোগে রোগীর সর্ব্বশরীর প্রজ্বলিত অঙ্গারা-চ্ছাদিতের ন্যায় বোধ হয় এবং যে যে স্থানে বিসর্পের ব্রণ জন্মে, সেই সেই স্থান নির্ব্বাপিত অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে অথবা নীলবর্ণ কিম্বা রক্তবর্ণ হয়। স্ফোটকযুক্তস্থান অগ্নিদগ্ধ-স্থানের ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠে। তৎপর মজ্জাদিমর্ম্মস্থানে প্রবেশ করে। তত্রত্য বায়ু প্রবল হইয়া সেই স্থানে বেদনা উৎপাদন করে, তাহাতে রোগী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে এবং অনিদ্রা, মূর্চ্ছা, শ্বাস, হিক্কা উপস্থিত হইয়া রোগীকে অতিশয় যাতনাপ্রদান করে। তাহাতে রোগী যাতনায় অস্থির হইয়া কখন ভূতলে শয়ন, কখন বা উপবেশন করিয়াও স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে না। ১০-১৩। উক্তরোগে রোগী যাতনায় অধীর হইয়া নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে থাকে, কিছুতেই নিষ্কৃতি পায় না; সুতরাং যাতনায় অস্থির হইয়া মূর্চ্ছিত হয় এবং চিরনিদ্রার আশ্রয় লইয়া সর্ব্বসন্তাপবিনাশ করে। এইরূপ বিসর্পকে অগ্নি-বিসর্প বলিয়া থাকে। ১৪। কফকর্ত্তৃক বায়ু অবরুদ্ধ হইলে কফ ঐ বায়ুকর্ত্তৃক অনেক অংশে বিভক্ত হইয়া বায়ুর সহিত মিলিত হয়; তাহাতে রক্তাধিক্য ব্যক্তির চর্ম্ম, শিরা, স্নায়ু ও মাংসস্থিত রক্ত দূষিত করিয়া, যে দীর্ঘ, গোলাকার, বেদনাযুক্ত, স্থূল ও খরস্পর্শ গ্রন্থিমালা উৎপাদন করে, তাহাকে গ্রন্থি-

দূষয়িত্বা তু দীর্ঘানুবৃত্তস্থূলখরাত্মিকাং। গ্রন্থীনাং কুরুতে মালাং সরক্তাং তীব্ররুগ্‌জ্বরাং ॥ ১৬ ॥ শ্বাসকাসাতীসারাস্যশোষহিক্কাবমিভ্রমৈঃ। মোহবৈবর্ণ্যমূর্চ্ছাঙ্গভঙ্গাগ্নিসদনৈর্যুতাং। ইত্যয়ং গ্রন্থিবীসর্পঃ কফমারুতকোপজঃ ॥ ১৭ ॥ কফপিত্তাজ্জ্বরঃ স্তম্ভো নিদ্রা তন্দ্রা শিরোরুজা। অঙ্গাবসাদবিক্ষেপৌ প্রলাপারোচকভ্রমাঃ ॥ ১৮ ॥ মূর্চ্ছাগ্নিহানির্ভেদোঽস্থ্নাং পিপাসেন্দ্রিয়গৌরবং। আমোপবেশনং লেপঃ স্রোতসাং স চ সর্পতি ॥ ১৯ ॥ প্রায়েণামাশয়ং গৃহ্ণন্নেকদেশং ন চাতিরুক্। পীড়কৈরবকীর্ণোঽতিপীতলোহিতপাণ্ডুরৈঃ ॥ ২০ ॥ স্নিগ্ধোঽসিতো মেচকাভো মলিনঃ শোথবান্ গুরুঃ। গম্ভীরপাকঃ প্রাজ্যোষ্মস্পৃষ্টঃ ক্লিন্নোঽবদীর্য্যতে ॥ ২১ ॥ পঙ্কবচ্ছীর্ণমাংসশ্চ স্পষ্টস্নায়ুশিরাগণঃ। শবগন্ধী চ বীসর্পঃ কর্দ্দমাখ্যমুশন্তি তং ॥ ২২ ॥ বাহ্যহেতোঃ ক্ষতাৎ ক্রুদ্ধঃ স রক্তপিত্তমীরয়ন্। বিসর্পং মারুতঃ কুর্য্যাৎ কুলত্থসদৃশৈশ্চিতং ॥ ২৩ ॥ স্ফোটৈঃ শোথজ্বররুজাদাহাঢ্যং শ্যাবশোণিতং। পৃথক্‌দোষৈস্ত্রয়ঃ সাধ্যা দ্বন্দ্বজাশ্চানুপদ্রবাঃ ॥ ২৪ ॥ অসাধ্যাঃ ক্ষতসর্ব্বোত্থাঃ সর্ব্বে চাক্রান্তমর্ম্মণঃ। শীর্ণস্নায়ুশিরামাংসাঃ ক্লিন্নাশ্চ শবগন্ধয়ঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে বিসর্পনিদানং নাম ত্রিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

চতুঃষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ধন্বন্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ মিথ্যাহারবিহারেণ বিশেষেণ বিরোধিনা। সাধুনিন্দাবধাদ্যুদ্ধহরণাদ্যৈশ্চ সেবিতৈঃ ॥ ২ ॥ পাপ্মভিঃ কর্ম্মভিঃ সদ্যঃ প্রাক্তনৈঃ প্রেরিতা মলাঃ। শিরাঃ প্রপদ্য তৈর্যুক্তাস্ত্বগ্‌বসারক্তমামিষং ॥ ৩ ॥ দূষয়ন্তি শ্লথীকৃত্য নিশ্চরন্তস্ততো

বিসর্প বলে। ইহাতে রোগীর জ্বর, শ্বাস, কাস, অতিসার, মুখশোষ, হিক্কা, বমি, ভ্রম, মোহ, মূর্চ্ছা, শরীরের বিবর্ণতা, শরীরবেদনা ও অগ্নিমান্দ্য এই সকল লক্ষণপ্রকাশ পাইয়া থাকে। এই রোগ কফ ও বায়ুর প্রকোপে উৎপন্ন হয়। ১৫-১৭। কফপিত্তজনিত কর্দ্দমাখ্য বিসর্পরোগে রোগীর জ্বর, শরীরের স্তব্ধতা, নিদ্রা, তন্দ্রা, শিরঃপীড়া, দৌর্ব্বল্য, অঙ্গবিক্ষেপ, প্রলাপ, অরুচি, ভ্রম, মূর্চ্ছা, অগ্নিমান্দ্য, অস্থিতে বিদীর্ণবৎ বেদনা, পিপাসা, ইন্দ্রিয়ের গুরুতা, অপক্ক মলনিঃসরণ এবং স্রোতঃসকল কফলিপ্ত হইয়া থাকে। ১৮-১৯। আমাশয় কফ ও পিত্তের স্থান, অতএব আমাশয়েই বিসর্পরোগ উৎপন্ন হইয়া শরীরের একদেশব্যাপী হয়। ইহাতে অধিক বেদনা হয় না এবং পীত, লোহিত ও পাণ্ডুবর্ণ পীড়কাদ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। ২০। এই বিসর্প স্নিগ্ধ, কৃষ্ণবর্ণ অথবা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ, বিমিশ্রবর্ণ, মলযুক্ত, শুষ্ক, উষ্ণ, শোথ ও ক্লেদযুক্ত হয় এবং অভ্যন্তরে পাকিয়া থাকে। বিসর্পব্রণ বিদীর্ণ হইলে অতিদুর্গন্ধ হয়। ২১। বিসর্প পাকিলে উহা হইতে মাংস খসিয়া পড়ে, তাহাতে শিরা ও স্নায়ু লক্ষিত হয়। এই বিসর্প অত্যন্ত ক্লেদযুক্ত হয় বলিয়া ইহাকে কর্দ্দমবিসর্প বলে। ২২। শস্ত্রঘাতাদিদ্বারা শরীরের কোন স্থান ক্ষত হইলে ঐ ক্ষতদোষে বায়ু দূষিত হয় এবং ঐ বায়ু, রক্ত ও পিত্ত সঞ্চালিত করিয়া কুলত্থকলায়ের ন্যায় স্ফোটকযুক্ত যে বিসর্প অর্থাৎ ফোস্কা উৎপাদন করে, তাহাকে ক্ষতজন্য বিসর্প বলা যায়। ২৩। এই বিসর্পে অতিশয় জ্বালা ও বেদনা জন্মে এবং রোগীর জ্বর ও রক্ত শ্যাববর্ণ বা কৃষ্ণপীতমিশ্রিত বর্ণ হইয়া থাকে। যে সকল বিসর্প একদোষজন্য, তাহা সাধ্য বলিয়া জানিবে। দ্বিদোষজন্য বিসর্পে কোন উপদ্রব না থাকিলে তাহা চিকিৎসার আয়ত্ত হয়। ২৪। যে সকল বিসর্প ত্রিদোষজন্য এবং মর্ম্মস্থান আক্রমণ করিয়াছে, আর স্নায়ু, শিরা, মাংসপ্রভৃতি শীর্ণ হইয়া ক্লিন্ন ও শবের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় অসাধ্য। ২৫।

চতুঃষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

ধন্বন্তরি কহিলেন, মিথ্যা আহার বিহার, বিরোধীদ্রব্যসেবন, সাধুদিগের নিন্দাবাদ, যুদ্ধহরণাদি এবং পাপকর্ম্মসমাচরণদ্বারা বায়ুপিত্তাদি কুপিত হইয়া শিরাসকল আশ্রয় করে, অনন্তর তাহাদিগের সহিত যুক্ত হইয়া চর্ম্ম, বসা, রক্ত ও মাংস দূষিত ও শুষ্ককরত মাংসের বহির্দেশে বিচরণ করিতে থাকে।

বহিঃ। ত্বচঃ কুর্ব্বন্তি বৈবর্ণ্যং দুষ্টাঃ কুষ্ঠমুশন্তি তং ॥ ৪॥ কালেনোপেক্ষিতং যৎ স্যাৎ সর্ব্বং কুষ্ঠানি তদ্বপুঃ। প্রপদ্য ধাতূন্ বাহ্যান্তঃ সর্ব্বান্ সংক্লেদ্য চাবহেৎ ॥ ৫ ॥ সস্বেদক্লেদসঙ্কোচান্ ক্রিমীন্ সূক্ষ্মাংশ্চ দারুণান্। লোমত্বক্স্নায়ুধমনীরাক্রামতি যথাক্রমাৎ ॥ ৬ ॥ ভস্মাচ্ছাদিতবৎ কুর্য্যাৎ বাহ্যং কুষ্ঠমুদাহৃতং। কুষ্ঠানি সপ্তধা দোষৈঃ পৃথগ্দ্বন্দ্বৈঃ সমাগতৈঃ ॥ ৭ ॥ সর্ব্বেষ্বপি ত্রিদোষেষু ব্যপদেশোঽধিকস্ততঃ। বাতেন কুষ্ঠং কাপালং পিত্তেনৌডুম্বরং কফাৎ ॥ ৮ ॥ মণ্ডলাখ্যং বিচর্চ্চী চ ঋষ্যাখ্যং বাতপিত্তজং। চর্ম্মৈককুষ্ঠং কিটিমং সিধ্মালসবিপাদিকাঃ ॥ ৯ ॥ বাতশ্লেষ্মোদ্ভবা শ্লেষ্মপিত্তাদ্দদ্রুশতারুষী। পুণ্ডরীকং সবিস্ফোটং পামা চর্ম্মদলং তথা ॥ ১০ ॥ সর্ব্বেভ্যঃ কাকণং পূর্ব্বত্রিকং দদ্রু সকাকণং। পুণ্ডরীকর্য্যজিহ্বে চ মহাকুষ্ঠানি সপ্ত তু ॥১১॥ অতিশ্লক্ষ্ণখরস্পর্শস্বেদাস্বেদবিবর্ণতাঃ। দাহঃ কণ্ডূস্ত্বচি স্বাপস্তোদঃ কোচোন্নতিস্তমঃ ॥ ১২ ॥ ব্রণানামধিকং শূলং শীঘ্রোৎপত্তিশ্চিরস্থিতিঃ। রূঢ়াণামপি রুক্ষত্বং নিমিত্তেঽল্পেঽতিকোপনং ॥ ১৩ ॥ রোমহর্ষোঽসৃক্কঃ কার্ষ্ণ্যং কুষ্ঠলক্ষণমগ্রজং। কৃষ্ণারুণকপালাভং যদ্রুক্ষং পরুষং তনু ॥১৪॥ বিস্তৃতাকুঞ্চিপর্য্যন্তং দূষিতৈর্লোমভিশ্চিতং। কাপালং তোদবহুলং তৎকুষ্ঠং বিষমং স্মৃতং ॥ ১৫ ॥ উডুম্বরফলাভাসং কুষ্ঠমৌডুম্বরং বদেৎ। বর্ত্তুলং বহুলক্লেদযুক্তং দাহরুজাধিকং ॥ ১৬ ॥ অসংচ্ছন্নমদরণং কৃমিবৎ সাত্তুডুম্বরং। স্থিরং স্ত্যানং গুরু স্নিগ্ধং শ্বেতরক্তং মলান্বিতং ॥ ১৭ ॥ অন্যোন্যসক্তমুচ্ছূণবহুকণ্ডূস্রুতিকৃমিং। শ্লক্ষ্ণপীতাভসংযুক্তং মণ্ডলং পরিকীর্ত্তিতং ॥ ১৮ ॥ সকণ্ডূপীড়কা শ্যাবা সক্লেদা চ বিচ-

---

এবং চর্ম্মের বিবর্ণও করে। ইহাকেই আয়ুর্ব্বেদবিৎ পণ্ডিতগণ কুষ্ঠরোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ১-৪। কুষ্ঠরোগের উৎপত্তির পরে উপেক্ষা করিয়া চিকিৎসা না করিলে কিয়ৎকাল পরে উহা সর্ব্বশরীর আক্রমণ করিয়া বাহ্য ও আন্তরিক ধাতুসকল ক্লিন্ন করে। ৫। উক্তরোগে কোন কোন স্থানে ঘর্ম্মোদ্গম, কোন কোন স্থান ক্লিন্ন এবং কোন কোন স্থান সঙ্কুচিত হয়। পরে ঐ ক্লিন্ন স্থানে সূক্ষ্ম ও সুদারুণ কৃমিসকল উৎপন্ন হইয়া লোম, ত্বক্, স্নায়ু ও শিরা যথাক্রমে এই সকল স্থান আক্রমণ করে। ৬। যে কুষ্ঠরোগে শরীর ভস্মাচ্ছাদিতের ন্যায় হয়, তাহাকে বাহ্যকুষ্ঠ বলে। কুষ্ঠ সাত প্রকার ; বাতজন্য, পিত্তজন্য, কফজন্য, বাতপিত্তজন্য, বাতশ্লেষ্মজন্য, পিত্তশ্লেষ্মজন্য ও সন্নিপাতজন্য। ৭। সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠেই বাতপিত্তাদি দোষত্রয়ের সম্বন্ধ আছে। বাতজন্য কুষ্ঠের নাম কাপাল, পিত্তজন্য কুষ্ঠের নাম ঔডুম্বর, কফজন্য কুষ্ঠের নাম মণ্ডল। এতদ্ভিন্ন বিচর্চ্চিকা, ঋষ্যজিহ্ব, এই উভয়বিধ কুষ্ঠ বাতপিত্তজন্য। চর্ম্মকুষ্ঠ, কিটিম, সিধ্ম, অলস, বিপাদিকা, এই সকল কুষ্ঠ বাতশ্লেষ্মজন্য। দদ্রু, শতারু, পুণ্ডরীক, বিস্ফোট, পামা ও চর্ম্মদল এই সকল কুষ্ঠ পিত্তশ্লেষ্মজন্য। ৮-১০। সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠের মধ্যে দদ্রু ও কাকণ এই উভয়বিধ কুষ্ঠই প্রথম। পুণ্ডরীকপ্রভৃতি সপ্তকুষ্ঠকে মহাকুষ্ঠ বলে। ১১। কুষ্ঠস্থান কোমল, খরস্পর্শ, স্বেদযুক্ত অথবা অস্বেদ ও বিবর্ণ হয়। এই রোগ উৎপত্তির পূর্ব্বে কণ্ডূ, জ্বালা, চর্ম্মের স্পর্শশক্তি লোপ হয় এবং সেই স্থান সঙ্কোচিত হইয়া যায় ও রোগীর অন্ধকারদর্শন হইয়া থাকে। ১২। কুষ্ঠরোগে অতি অল্পকালেই অধিক ব্রণ উৎপন্ন হয় এবং সেই সকল ব্রণ চিরস্থায়ী হইয়া থাকে, তাহাতে সর্ব্বদা শূল অনুভূত হয়। উৎপন্ন ব্রণসকল রুক্ষ দেখা যায়। ইহাতে অল্পকারণেও দোষের অধিক প্রকোপ হয়। ১৩। রোমহর্ষ, রক্তের ক্ষীণতা এই সকল কুষ্ঠরোগের পূর্ব্বলক্ষণ আর কুষ্ঠরোগের পূর্ব্বে কপালদেশ কৃষ্ণবর্ণ বা অরুণবর্ণ, রুক্ষ, কর্কশ ও ক্ষীণ হইয়া থাকে। ১৪। কোন কোন স্থানে লোমব্যাপ্ত বিস্তৃত চিহ্নদর্শন হয় এবং ঐ স্থানে অধিকবেদনা অনুভূত হইতে থাকে ; ইহাকে কাপালকুষ্ঠ বলে। এই কুষ্ঠ অতিবিষম। ১৫। শরীরে ঔডুম্বরফলের ন্যায় যে ব্রণ উৎপন্ন হয়, তাহাকে ঔডুম্বরকুষ্ঠ বলে। কোন কোন কুষ্ঠে শরীরে বহুক্লেদযুক্ত বর্ত্তুলাকার ব্রণ উৎপন্ন হয়, ইহাতে অধিকবেদনা ও দাহ থাকে। ১৬। ঔডুম্বরকুষ্ঠের ব্রণ বিদীর্ণ হয় না, অথচ তাহার মধ্যে কৃমি উৎপন্ন হয়। কুষ্ঠরোগের ব্রণ স্থির, ঘন, গুরু, স্নিগ্ধ, শ্বেত বা রক্তবর্ণ ও অধিক মলযুক্ত থাকে। ১৭। পরস্পর আসক্ত, উচ্চ, কণ্ডূ, স্রাব ও কৃমিযুক্ত, কোমল, পীত আভাযুক্ত যে কুষ্ঠ, তাহাকে মণ্ডলকুষ্ঠ বলা যায়। ১৮। কণ্ডূ ও পীড়কা-

র্চ্চিকা। পরুষন্তত্র রক্তান্তমন্তঃ শ্যামং সমুন্নতং ॥ ১৯ ॥ ঋষ্যজিহ্বাকৃতি প্রোক্তং ঋষ্যজিহ্বং বহুক্রিমি। হস্তি-চর্ম্মখরস্পর্শং চর্ম্মাখ্যং কুষ্ঠমুচ্যতে ॥ ২০ ॥ অস্বেদঞ্চ মৎস্যশল্কসন্নিভং কিটিমং পুনঃ। রুক্ষাগ্নিবর্ণং দুস্পর্শং কণ্ডুমৎ পরুষাসিতং ॥ ২১ ॥ অন্তরুক্ষং বহিঃস্নিগ্ধমন্তর্ঘৃষ্টং রজঃ কিরেৎ। শ্লক্ষ্ণস্পর্শং তনু সিধ্মং স্বচ্ছমস্বেদপুষ্পবৎ ॥ ২২ ॥ প্রায়েণ চোর্দ্ধ-কার্শ্যঞ্চ কুণ্ডৈঃ কণ্ডুপরৈশ্চিতং। রক্তৈরলংশুকা পাণি-পাদে কুর্য্যাদ্বিপাদিকা ॥ ২৩ ॥ তীব্রার্ত্তিগাঢ়কণ্ডুঞ্চ সরাগপীড়কাচিতং। দীর্ঘপ্রতানদূর্ব্বাবদতসীকুসুম-চ্ছবি ॥২৪॥ উচ্ছূনমণ্ডলো দদ্রুঃ কণ্ডুমানিতি কথ্যতে। স্থূলমূলং সদাহার্ত্তি রক্তস্রাবং বহুব্রণং ॥ ২৫ ॥ সদাহক্লেদরুজং প্রায়শঃ সর্ব্বজন্ম চ। রক্তাক্তমণ্ডলং পাণ্ডু

কণ্ডুদাহরুজান্বিতং ॥ ২৬ ॥ সোৎসেধমাচিতং রক্তৈঃ পর্ণপত্রমিবাম্বুভিঃ। পুণ্ডরীকং ভবেত্তদ্ধি চিতং স্ফোটৈঃ সিতারুণৈঃ ॥ ২৭ ॥ বিস্ফোটপিটকা পামা কণ্ডুক্লেদ-রুজান্বিতা। সূক্ষ্মা শ্যামারুণা রুক্ষা প্রায়ঃ স্ফিকপাণি-কূর্পরে ॥ ২৮ ॥ সস্ফোটসংস্পর্শসহং কণ্ডুরক্তাতিদাহ-বৎ। রক্তদলং চর্ম্মদলং কাকণং তীব্রদাহরুক্ ॥ ২৯ ॥ পূর্ব্বরক্তঞ্চ কৃষ্ণঞ্চ কাকণং ত্রিফলোপমং। কৃষ্ণলিঙ্গৈ-র্যুতৈঃ সর্ব্বৈঃ স্বস্বকারণতো ভবেৎ ॥ ৩০ ॥ দোষ-ভেদায় বিহিতৈরাদিশেল্লিঙ্গকর্ম্মভিঃ। কুষ্ঠং স্বদোষা-নুগতং সর্ব্বদোষগতং ত্যজেৎ ॥ ৩১ ॥ কুষ্ঠোক্তং যচ্চ যচ্চাস্থিমজ্জশুক্রসমাশ্রয়ং। কৃচ্ছ্রং মেদোগতঞ্চৈব যাপ্যং সাধ্যাস্থিমাংসগং ॥৩২॥ অকৃচ্ছ্রং কফবাতোত্থং ত্বগ্গতন্ত্বমলঞ্চ যৎ। তত্র ত্বচি স্থিতে কুষ্ঠে কায়ে বৈবর্ণ্যরুক্ষতা ॥ ৩৩ ॥ স্বেদতাপশ্বয়থবঃ শোণিতে

যুক্ত, শ্যাববর্ণ, ক্লেদসমন্বিত কুষ্ঠকে বিচর্চ্চিকা বলে। বিচর্চ্চিকা-কুষ্ঠ কর্কশ, অভ্যন্তর রক্তবর্ণ, উপরিভাগ শ্যামবর্ণ এবং কিঞ্চিৎ সমুন্নত হয়। ১৯। শরীরে ঋষ্যজিহ্বাকৃতি যে চিহ্ন উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ঋষ্যজিহ্বকুষ্ঠ। ইহাতে অধিক ক্রিমি থাকে। শরীরের চর্ম্ম হস্তিচর্ম্মের ন্যায় খরস্পর্শ হইলে তাহাকে চর্ম্মকুষ্ঠ বলা যায়।২০। স্বেদবিহীন, মৎস্যশল্কের ন্যায় যে চিহ্ন উৎপন্ন হয়, তাহাকে কিটিমকুষ্ঠ বলে। এই কুষ্ঠ রুক্ষ, অগ্নিবর্ণ বা অসিতবর্ণ, দুস্পর্শ ও কণ্ডুযুক্ত হইয়া থাকে।২১। সিধ্ম নামক কুষ্ঠ অভ্যন্তরে রুক্ষ ও বহির্ভাগে স্নিগ্ধ, এই কুষ্ঠস্থান মর্দ্দিত হইলে রক্তস্রাব হয়। এই কুষ্ঠস্থান কখন কখন কোমলস্পর্শ, অতিক্ষীণ, স্বচ্ছ হইয়া থাকে। ২২। যে কুষ্ঠব্রণের উর্দ্ধদেশ কৃশ এবং কুণ্ডাকার, কণ্ডু-যুক্ত ও রক্তবর্ণ চিহ্নে পরিবৃত, তাহার নাম বিপাদিকা। এই কুষ্ঠ প্রায়ই হস্তে ও পদে হইয়া থাকে। ২৩। কোন কোন কুষ্ঠ তীব্রবেদনাযুক্ত, গাঢ়তর কণ্ডুসমন্বিত, রক্তবর্ণ পীড়কাব্যাপ্ত, দীর্ঘ, বিস্তৃত, অতসীপুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ও দূর্ব্বাঙ্কুরাকার হয়।২৪। দদ্রুও কুষ্ঠমধ্যে পরিগণিত; ইহাতে মণ্ডলাকারে ঈষ-দুন্নত কণ্ডুযুক্ত ব্রণ হয়। ত্রিদোষজন্য কুষ্ঠ স্থূলমূল, দাহ ও বেদ-নান্বিত, রক্তস্রাবসমন্বিত এবং বহুব্রণবিশিষ্ট। এই রোগে কুষ্ঠস্থানে দাহ, ক্লেদ ও বেদনা থাকে। কখন কখন শরীরে রক্তাক্ত, মণ্ডলাকার, পাণ্ডুবর্ণ চিহ্ন উৎপন্ন হয়। ইহাতে কণ্ডু,

দাহ ও বেদনা থাকে। ২৫-২৬। কিঞ্চিৎ উন্নত, রক্তাক্ত, পর্ণ-পত্রাকৃতি কুষ্ঠকে পুণ্ডরীক বলে। ইহা শ্বেতবর্ণ অথবা রক্তবর্ণ স্ফোটকদ্বারা পরিব্যাপ্ত থাকে। ২৭। কণ্ডু, ক্লেদ ও বেদনাযুক্ত, শ্যামবর্ণ বা অরুণবর্ণ, রুক্ষ বিস্ফোটক ও পাড়কাযুক্ত যে কুষ্ঠ উৎপন্ন হয়, তাহাকে পামাকুষ্ঠ বলে। এই রোগ নিতম্ব, কূর্পর (কনুই) এই সকল স্থানেই হইয়া থাকে। ২৮। রক্তদল, চর্ম্মদল, কাকণ-প্রভৃতি কুষ্ঠে তীব্রদাহ ও সমধিক বেদনা থাকে। ইহা স্ফোট-যুক্ত, স্পর্শসহ, কণ্ডুযুক্ত ও রক্তসমন্বিত হয়। ২৯। কাকণকুষ্ঠ প্রথমতঃ রক্তবর্ণ থাকে, পরে কৃষ্ণবর্ণ হয়; ইহার আকার ত্রিফ-লার ন্যায়। কুষ্ঠরোগে স্ব স্ব কারণবশতঃ সর্ব্বপ্রকার চিহ্নই কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। ৩০। কুষ্ঠরোগের চিহ্ন এবং কার্য্যদ্বারা তাহার দোষবিবেচনা করিবে। স্বদোষানুগত কুষ্ঠ সর্ব্বদোষ-সমন্বিত হইলে তাহা পরিত্যাগ করিবে। অর্থাৎ একদোষোৎ-পন্ন কুষ্ঠে যদি ত্রিদোষলক্ষণ লক্ষিত হয়, তাহা চিকিৎসার আয়ত্ত নহে। ৩১। যে যে প্রকার কুষ্ঠ উক্ত হইল, তাহা অস্থি, মজ্জা ও শুক্র আশ্রয় করিলে কৃচ্ছ্রসাধ্য জানিবে; মেদোগত কুষ্ঠ যাপ্য হইয়া থাকে; অস্থি ও মাংসগত কুষ্ঠ সাধ্য। ৩২। যে কুষ্ঠ কফবাতজন্য, চর্ম্মগত ও মলবিহীন, তাহা সুসাধ্য। চর্ম্মগত কুষ্ঠে কেবল শরীরের বৈবর্ণ্য ও রুক্ষতামাত্র হয়। ৩৩। রক্ত-

পিশিতে পুনঃ। পাণিপাদাশ্রিতাঃ স্ফোটাঃ ক্লেশাৎ সন্ধিষু চাধিকং ॥ ৩৪ ॥ দোষস্যাভীক্ষ্ণযোগেন দলনং স্যাচ্চ মেদসি। নাতিসংজ্ঞাস্তি মজ্জাস্থিনেত্রবেগস্বরক্ষয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ ক্ষতে চ ক্রিমিভিঃ শুক্রে স্বদারাপত্যবাধনং। যথা পূর্ব্বাণি সর্ব্বাণি স্বলিঙ্গানি মৃগাদিষু ॥ ৩৬ ॥ কুষ্ঠৈকসম্ভবং শ্বিত্রং কিলাসং দারুণং ভবেৎ। নির্দ্দিষ্টমপরিস্রাবি ত্রিধাতূদ্ভবসংশ্রয়ং ॥ ৩৭ ॥ বাতাদ্রুক্ষারুণং পিত্তাত্তাম্রং কমলপত্রবৎ। সদাহং রোমবিধ্বংসি কফাৎ শ্বেতং ঘনং গুরু ॥ ৩৮ ॥ সকণ্ডূরং ক্রমাদ্রক্তমাংসমেদঃসু চাদিশেৎ। বর্ণেনৈবেদৃগুভয়ং কৃচ্ছ্রং তচ্চোত্তরোত্তরং ॥ ৩৯ ॥ অশুক্লরোমবহুলমসংশ্লিষ্টমিথো নবং। অনগ্নিদগ্ধজং সাধ্যং শ্বিত্রং বর্জ্জ্যমতোঽন্যথা ॥ ৪০ ॥ গুহ্যপাণিতলৌষ্ঠেষু জাতমপ্যচিরন্তনং। বর্জ্জনীয়ং বিশেষেণ কিলাসং সিদ্ধিমিচ্ছতা ॥ ৪১ ॥ স্পর্শৈকাহারসঙ্গাদিসেবনাৎ প্রায়শো গদাঃ। একশয্যাসনাচ্চৈব বস্ত্রমাল্যানুলেপনাৎ ॥ ৪২ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে কুষ্ঠরোগনিদানং নাম চতুঃষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

গত ও মাংসগত কুষ্ঠে হস্ত ও পাদে স্বেদ, তাপ, শোথ হয় এবং সন্ধিস্থানে অধিক স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে রোগীর নিতান্ত ক্লেশ হয়। ৩৪। কুষ্ঠরোগে দোষের আতিশয্য থাকিলে মেদসকল যেন বিদলিত হয়। ইহাতে অধিক সংজ্ঞা থাকে না এবং মজ্জা, অস্থি, নেত্রবেগ ও স্বরক্ষয় হয়। ৩৫। কুষ্ঠরোগে ক্রিমিকর্তৃক শুক্রক্ষয় হয়; তাহাতে অপত্যোৎপাদনশক্তি থাকে না। পূর্ব্বোক্তপ্রকারে কুষ্ঠরোগের চিহ্নদ্বারা স্ব স্ব দোষ নিরূপিত করিবে। এই রোগ মৃগাদিপ্রাণীরও হইয়া থাকে। ৩৬। শ্বিত্ররোগও কুষ্ঠরোগের অন্তর্গত। কিলাসনামক কুষ্ঠ অতিদারুণ; উক্ত দ্বিবিধ কুষ্ঠে রক্তাদি স্রাবিত হয় না, উহা ত্রিদোষসম্ভূত। ৩৭। বাতজন্য শ্বিত্র রুক্ষ ও অরুণবর্ণ; পিত্তজন্য শ্বিত্ররোগ তাম্রবর্ণ ও পদ্মপত্রাকৃতি; কফজন্য শ্বিত্ররোগ শ্বেতবর্ণ, ঘন ও গুরু। ইহাতে সর্ব্বদা দাহ থাকে এবং শ্বিত্রস্থানে রোম থাকে না। ৩৮। শ্বিত্ররোগ প্রথমতঃ চর্ম্মে উৎপন্ন হয়, ক্রমতঃ রক্ত, মাংস ও মেদ আশ্রয় করে। শ্বিত্র ও কিলাস ঐ উভয়ই তুল্যরূপ জানিবে। ইহারা উত্তরোত্তর সাধ্য, কৃচ্ছ্রসাধ্য ও অসাধ্য হয়। কেবল রক্তগত হইলে উহা সাধ্য, মাংসগত হইলে কৃচ্ছ্রসাধ্য এবং মেদোগত হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে। ৩৯। শ্বিত্ররোগে যাবৎ রোমগুলি শুক্লবর্ণ না হয়, পৃথক্ পৃথক্ শ্বিত্র অসংশ্লিষ্টভাবে থাকে, এইরূপ অভিনব শ্বিত্ররোগ সাধ্য। ইহার বিপরীত হইলে তাহা অসাধ্য জানিবে এবং অগ্নিদাহজন্য শ্বিত্র সর্ব্বথাই অসাধ্য। ৪০। গুহ্য, করতল ও ওষ্ঠ এই সকল স্থানে শ্বিত্ররোগ জন্মিলে তাহা অসাধ্য জানিবে। উক্ত স্থানে শ্বিত্ররোগ জন্মিলে তাহা অচিরজাত হইলেও চিকিৎসার আয়ত্ত নহে। যশোলিপ্সু সুচিকিৎসক উক্তপ্রকার শ্বিত্র ও কিলাসরোগাকে বর্জ্জন করিবেন। ৪১। প্রায় সকল রোগই সংক্রামক; সর্ব্বদা রোগীকে স্পর্শ, তাহার সহিত একত্র আহারাদি সংসর্গ করিলে সেই সকল রোগ সংক্রামিত হয়। রোগীর সহিত একশয্যায় শয়ন, একাসনে উপবেশন, একবস্ত্র পরিধান এবং রোগীর মাল্যানুলেপনধারণ করিলে সুস্থ ব্যক্তিকেও সেই সকল রোগে অভিভূত হইতে হয়। ৪২।

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ধন্বন্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ ক্রিময়শ্চ দ্বিধা প্রোক্তা বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ। বহির্ম্মলকফাসৃগ্‌বিট্‌জন্মভেদাচ্চতুর্ব্বিধাঃ ॥ ২ ॥ নামতো বিংশতিবিধা বাহ্যাস্তত্র মলো-

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

ধন্বন্তরি কহিলেন। সামান্যতঃ ক্রিমিরোগ দুইপ্রকার; বাহ্য ও আভ্যন্তরিক। বাহ্য মল, কফ, রক্ত ও বিষ্ঠা এই চারিপ্রকার বস্তু হইতে কৃমি উৎপন্ন হয়; অতএব উভয়বিধ কৃমিই চতুর্ব্বিধ। ১-২। ক্রিমিসকলের বিংশতিপ্রকার নাম আছে। স্বেদাদি বাহ্যমল হইতে যে সমস্ত কৃমি উৎপন্ন হয়, তাহারা বাহ্যক্রিমি। বাহ্যক্রিমিসকল তিলের ন্যায় বর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট;

ভবাঃ। তিলপ্রমাণসংস্থানবর্ণাঃ কেশাম্বরাশ্রয়াঃ ॥৩॥ বহুপাদাশ্চ সূক্ষ্মাশ্চ যূকা লিখ্যাশ্চ নামতঃ। দ্বিধা তে কোঠপীড়কাঃ কণ্ডূগণ্ডান্ প্রকুর্ব্বতে ॥ ৪ ॥ কুষ্ঠৈক-হেতবোঽন্তর্জ্জাঃ শ্লেষ্মজা বাহ্যসম্ভবাঃ। মধুরান্নগুড়-ক্ষীরদধিমৎস্যনবৌদনৈঃ ॥ ৫ ॥ কফাদামাশয়ে জাতা বৃদ্ধাঃ সর্পন্তি সর্ব্বতঃ। পৃথুব্রধ্ননিভাঃ কেচিৎ কেচিদ্-গণ্ডূপদোপমাঃ ॥ ৬ ॥ রূঢ়ধান্যাঙ্কুরাকারাস্তনুদীর্ঘা-স্তথাণবঃ। শ্বেতাস্তাম্রাবভাসাশ্চ নামতঃ সপ্তধা তু তে ॥ ৭ ॥ অন্ত্রাদা উদরাবেষ্টা হৃদয়াদা মহাগুদাঃ। চ্যুরবো দর্ভকুসুমাঃ সুগন্ধাস্তে চ কুর্ব্বতে ॥৮॥ হৃল্লাস-মাস্যশ্রবণমবিপাকমরোচকং। মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দিজ্বরানাহ-কার্শ্যক্ষবথুপীনসান্ ॥৯॥ রক্তবাহিশিরাস্থানরক্তজা জন্তবোঽণবঃ। অপাদা বৃত্ততাম্রাশ্চ সৌক্ষ্ম্যাৎ কেচিদ-দর্শনাঃ ॥১০॥ কেশাদা রোমবিধ্বংসা রোমদ্বীপা উড-ম্বরাঃ। ষট্ তে কুষ্ঠৈককর্ম্মাণঃ সহসৌরসমাতরঃ ॥১১॥ পক্কাশয়ে পুরীষোত্থা জায়ন্তেঽধোবিসর্পিণঃ। বৃদ্ধাস্তে স্যুর্ভবেয়ুশ্চ তে যদামাশয়োন্মুখাঃ ॥ ১২ ॥ তদা-স্যোদ্গারনিঃশ্বাসবিড়্গন্ধানুবিধায়িনঃ। পৃথুবৃত্ত-তনুস্থূলাঃ শ্যাবপীতসিতাসিতাঃ ॥ ১৩ ॥ তে পঞ্চনাম্না ক্রিময়ঃ ককেরুকমকেরুকাঃ। সৌসুরাদাঃ সশূলাখ্যা লেলিহা জনয়ন্তি হি ॥ ১৪ ॥ বিড়্ভেদশূলবিষ্টম্ভ-কার্শ্যপারুষ্যপাণ্ডুতাঃ। রোমহর্ষাগ্নিসদনং গুদকণ্ডূ-র্বিমার্গগাঃ ॥ ১৫ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ক্রিমিনিদানং নাম পঞ্চষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

এই সকল ক্রমি কেশ ও বস্ত্র আশ্রয় করিয়া থাকে। ৩। বাহ্য-ক্রিমি বহুপাদবিশিষ্ট এবং সূক্ষ্ম; ইহাদিগকে যূকা ও লিখ্যা বলে। ইহারা কোঠ, পীড়কা, কণ্ডূ ও গণ্ডরোগপ্রভৃতি উৎ-পাদন করে। ৪। শ্লেষ্মজন্য ক্রিমি প্রায়ই বাহ্যসম্ভূত এবং অন্ত-র্জ্জাত ক্রিমিই কুষ্ঠরোগের একমাত্র কারণ। মধুর অন্ন, গুড়, ক্ষীর, দধি, মৎস্য, নবান্নভোজন করিলে ক্রিমি উৎপন্ন হয়। ৫। কফজন্য ক্রিমি আমাশয়ে উৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিতে থাকে। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি বিস্তৃত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় গোলাকার; কতকগুলি কিঞ্চিলুকের (কেঁচোর) ন্যায় আকারবিশিষ্ট; কোন কোন ক্রমি উৎপন্ন ধান্যা-ঙ্কুরের ন্যায় সূক্ষ্ম, দীর্ঘাঙ্কুর ও নির্ম্মল। ইহাদিগের মধ্যে কতক-গুলি শ্বেত আভাযুক্ত; কতকগুলি বা তাম্রাভাযুক্ত; ইহারা নামভেদে সপ্তপ্রকার হয়। ৬-৭। অন্ত্রাদ, উদরাবেষ্ট, হৃদয়াদ, মহাগুদ, চ্যুরু, দর্ভকুসুম ও সুগন্ধ, এই সপ্তপ্রকার ক্রমির নাম উক্ত আছে; ইহারা মনুষ্যের হৃল্লাস, (উপস্থিত বমনতুল্য বোধ) মুখ হইতে লালাস্রাব, অপাক, অরুচি, মূর্চ্ছা, ছর্দ্দি, জ্বর, আনাহ, দেহের কৃশতা, হাঁচি এবং নাসাস্রাবপ্রভৃতি উপদ্রব জন্মায়। ৮-৯। রক্তবাহী শিরাস্থিত রক্ত হইতে যে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ক্রমি জন্মে, তাহারা পাদবিহীন, গোলাকার, তাম্রবর্ণ হয়; ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি এত সূক্ষ্ম যে তাহা দৃষ্টির গোচর হয় না। ১০। উক্ত ক্রমিসকলের ছয়প্রকার নাম আছে, যথা—কেশদ, রোমবিধ্বংস, রোমদ্বীপ, উডুম্বর, সৌরস ও মাতৃ। ১১। এই সকল ক্রমি কুষ্ঠরোগ উৎপাদন করে। যে সকল ক্রমি উৎপন্ন হইয়া পক্কাশয়ের অধোদেশে বিচরণ করে, তাহারা বৃদ্ধ হইয়া যে সময়ে আমাশয়স্থলে গমন করিতে উদ্যত হয়, সেই কালে রোগীর উদ্গার ও নিশ্বাসে বিষ্ঠার ন্যায় দুর্গন্ধ অনুভূত হয়। ঐ সকল ক্রমির মধ্যে কতকগুলি বিস্তৃত; কতকগুলি বৃত্তাকার, কতকগুলি সূক্ষ্ম, কতকগুলি স্থূল, কতকগুলি শ্যাব-বর্ণ, কতকগুলি পীতবর্ণ, কতকগুলি শুভ্রবর্ণ ও কতকগুলি কৃষ্ণ-বর্ণ হয়। ১২-১৩। এই সকল ক্রমির পঞ্চপ্রকার নাম আছে, যথা—ককেরুক, মকেরুক, সৌসুরাদ, সশূলাখ্য ও লেলিহ। ইহারা বিপথগামী হইলে মলভেদ, শূল, উদরের বিষ্টব্ধতা, শরীরের কৃশতা, কর্কশতা ও পাণ্ডুবর্ণতা, রোমহর্ষ, অগ্নিমান্দ্য ও মলদ্বারে কণ্ডূ উৎপাদন করে। ১৪-১৫।

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ধন্বন্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ বাতব্যাধিনিদানন্তু বক্ষ্যে সুশ্রুত তচ্ছৃণু। সর্ব্বথানর্থকথনে বিষ্ণুরেব চ কারণং ॥২॥

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

ধন্বন্তরি কহিলেন, সুশ্রুত! বাতব্যাধিনিদান বলিতেছি,

অদৃষ্টদুষ্টপবনশরীরমবিশেষতঃ। স বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বাত্মা বিশ্বরূপঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৩ ॥ স্রষ্টা ধাতা বিভুর্ব্বিষ্ণুঃ সংহর্ত্তা মৃত্যুরন্তকঃ। তদদুষ্টঞ্চ যত্নেন যতিতব্যমতঃ সদা ॥ ৪ ॥ তস্যোক্তে দোষবিজ্ঞানে কর্ম্ম প্রাকৃতবৈকৃতং। সমাসব্যাসতো দোষভেদানামবধায় চ ॥ ৫ ॥ প্রত্যেকং পঞ্চধা বীরো ব্যাপারশ্চেহ বৈকৃতঃ। তস্যোচ্যতে বিভাগেন সনিদানং সলক্ষণং ॥ ৬ ॥ ধাতুক্ষয়করৈর্ব্বায়ুঃ ক্রুদ্ধো মাতিনিষেব্যতে। চতুস্রোতোঽবকাশেষু ভূয়স্তান্যেব পূরয়েৎ ॥ ৭ ॥ তেভ্যশ্চ দোষপূর্ণেভ্যঃ প্রচ্ছাদ্য বিবরং ততঃ। তত্র বায়ুঃ শকৃৎক্রুদ্ধঃ শূলানাহান্ত্রকূজনং ॥ ৮ ॥ মলরোধঃ স্বরভ্রংশং দৃষ্টিপৃষ্ঠকটিগ্রহং। করোত্যেব পুনঃ কায়ে কৃচ্ছ্রানন্যানুপদ্রবান্ ॥ ৯ ॥ আমাশয়োত্থং বমথুশ্বাসকাসবিসূচিকাঃ। কণ্ঠুপরোধমর্ম্মাদিব্যাধীনূর্দ্ধঞ্চ নাভিতঃ ॥ ১০ ॥ স্রোতাদিদিন্দ্রিয়াবাধং ত্বচি স্ফোটনরুক্ষতা।

শ্রবণ কর। শারীরিক বিঘ্নই সমস্ত অনর্থের কারণ। অদৃষ্টবশতঃ শরীরে বায়ুর দোষ জন্মিলে শরীর অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। যেমন বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বাত্মা, বিশ্বরূপী, প্রজাপতি, স্রষ্টা, ধাতা, বিভু, বিষ্ণু, সংহর্ত্তা, মৃত্যু ও অন্তক ইঁহারা সকলেই শরীররক্ষার্থ যত্ন করিয়াছেন। সেইরূপে অবশ্য সর্ব্বদা শরীর রক্ষার নিমিত্ত যত্নপর থাকিবে। ১-৪। রোগের দোষপরিজ্ঞানার্থ প্রাকৃত ও বৈকৃতকর্ম্ম আবশ্যক। সামান্যরূপে ও বিশেষপ্রকারে দোষাদোষ জানিয়া রোগনির্ণয় করিতে হয়। ৫। পঞ্চ কর্ম্মদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ যে রোগ নির্ণয় করা যায়, তাহাই প্রাকৃতকর্ম্ম। এই প্রাকৃতকর্ম্ম পরিজ্ঞানের নিমিত্ত বাতব্যাধির কারণ ও লক্ষণ কথিত হইতেছে।৬। ধাতুক্ষয়করদ্রব্যের দোষে বায়ু দূষিত হইলে তাহা কদাচিৎ সেবনীয় নহে। ঐ বায়ু শিরাস্রোতঃ সকল রোধ করিয়া পুনর্ব্বার তাহা পরিপূরিত করিয়া রাখে। ৭। শিরাস্রোতসকল দোষপূর্ণ হইলে বায়ু কুপিত হইয়া চর্ম্মবিবর সকল আচ্ছাদন করে। তাহাতে শূল, আনাহ, অন্ত্রকূজন, মলরোধ, স্বরভ্রংশ, চক্ষুর দৃষ্টিরোধ, পৃষ্ঠ ও কটিগ্রহ এই সকল উপদ্রব জন্মায় এবং পুনর্ব্বার শরীর দূষিত করিয়া ক্লেশজনক নানাবিধ উপদ্রব উপস্থিত করে। ৮-৯। আমাশয়েতে বাত-

চক্ষে তীব্ররুজাশ্বাসগরাময়বিবর্ণতাঃ ॥ ১১ ॥ অন্ত্রস্তম্ভঞ্চ বিষ্টম্ভমরুচিং কৃশতাং ভ্রমং। মাংসমেদোগতগ্রন্থিং চর্ম্মাদাবুপকর্কশং ॥ ১২ ॥ গুর্ব্বঙ্গং তুদ্যতেঽত্যর্থং দণ্ডমুষ্টিহতং যথা। অস্থিস্থঃসক্থিমজ্জস্থিশূলং তীব্রঞ্চ লক্ষয়েৎ ॥ ১৩ ॥ মজ্জস্থোঽস্থিরসোঃ স্বৈর্য্যমস্বপ্নং যতদা রুজাং। শুক্রস্য শীঘ্রমুৎসঙ্গসর্গান্ বিকৃতিমেব বা ॥ ১৪ ॥ তত্তদ্গার্ভস্থশুক্রস্থঃ শিরশ্চাস্থানবিট্কতা। তত্র স্থানস্থিতঃ কুর্য্যাৎ ক্রুদ্ধঃ শ্বয়থুকৃচ্ছ্রতা ॥ ১৫ ॥ জলপূর্ণদৃতিস্পর্শং শোথং সন্ধিগতোঽনিলঃ। সর্ব্বাঙ্গসংশ্রয়স্তোদভেদস্ফুরণভঞ্জনং ॥ ১৬ ॥ স্তম্ভনাক্ষেপণং স্বপ্নঃ সন্ধিভঞ্জনকম্পনং। যদা তু

ব্যাধিরোগ উৎপন্ন হইলে বমন, শ্বাস, কাস, বিসূচিকা, কণ্ঠুপরোধ এবং নাভির ঊর্দ্ধভাগে নানাপ্রকার ব্যাধি জন্মে। ১০। শারীরিকস্রোতরোধ, ইন্দ্রিয়পীড়া, চর্ম্মস্ফোটন, চর্ম্মরুক্ষতা, তীব্র বেদনা, শ্বাস, গরাময় ও বিবর্ণতাপ্রভৃতি বাতব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায়। ১১। অন্ত্রবিষ্টম্ভ, অরুচি, কৃশতা, ভ্রম, মাংস ও মেদোগত গ্রন্থি এবং চর্ম্মাদির কর্কশতা এই সকল উপদ্রব হইয়া থাকে। উক্তরোগে শরীর অতি গুরুতর বোধ হয়, যেমন শরীরে দণ্ডাঘাত বা মুষ্টিপ্রহার করিলে অধিকবেদনা হয়, এই রোগেও সেইরূপ বেদনা অনুভূত হইতে থাকে। অস্থি, মজ্জা, জানুপ্রভৃতিতে অত্যন্ত শূল লক্ষিত হয়। ১২-১৩। বাতব্যাধিরোগে মজ্জা ও অস্থিতে এইরূপ বেদনা হয় যে, কোনরূপেই রোগীর প্রাণ সুস্থ থাকে না এবং নিদ্রার আকর্ষণ হয় না। আর শীঘ্র শুক্রোৎসর্গপ্রভৃতি বিকৃতি জন্মে। ১৪। গর্ভস্থ ও শুক্রস্থ বাতব্যাধি শিরঃপীড়া ও মলের কঠিনতা উৎপাদন করে, বাতব্যাধিরোগ প্রথমতঃ যে স্থান আক্রমণ করে, সেই স্থানে শোথ উৎপাদন করিয়া থাকে এবং সেই শোথ রোগীকে অতিশয় ক্লেশপ্রদান করে। ১৫। উক্তরোগে রোগীর শরীর জলপূর্ণ দৃতিস্পর্শের ন্যায় স্পর্শবিশিষ্ট হয় এবং বায়ু শরীরের সন্ধিতে প্রবেশ করিয়া শোথ উৎপাদন করে। পুনর্ব্বার যখন বায়ু সর্ব্বাঙ্গ আশ্রয় করে, তখন শরীরে বেদনা, ভেদবৎ পীড়া, স্ফুরণ, সন্ধিভঞ্জন, স্তম্ভন, আক্ষেপণ, স্বপ্ন ও কম্পন এই সকল উপদ্রব হয়। যখন বায়ু সর্ব্বধমনী আক্রমণ করে, তখন কুপিত হইয়া মুহুর্মুহুঃ সর্ব্বশরীরে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়।

ধমনীঃ সর্ব্বাঃ ক্রুদ্ধোহভ্যেতি মুহুর্ম্মুহুঃ। তদাঙ্গমাক্ষিপত্যেষ ব্যাধিরাক্ষেপণঃ স্মৃতঃ॥ ১৭॥ অধঃ প্রতিহতো বায়ুর্ব্রজেদূর্দ্ধং তদা পুনঃ। তদাবষ্টভ্য হৃদয়ং শিরঃশঙ্খৌ চ পীড়য়েৎ॥ ১৮॥ স ক্ষিপেৎ পরিতো গাত্রং হনুস্থা চাস্ত নাময়েৎ। কৃচ্ছ্রাদুচ্ছ্বসিতিস্তস্য নিমীলয়নদ্বয়ং॥ ১৯॥ কপোত ইব কুজেচ্চ নিঃসঙ্গঃ সোপতন্ত্রকঃ। স এব বামনাসায়াং যুক্তস্ত মরুতা হৃদি॥২০॥ প্রাপ্নোতি চ মুহুঃ স্বাস্থ্যং মুহুরস্বাস্থ্যবান্ ভবেৎ। অভিঘাতসমুত্থশ্চ দুশ্চিকিৎস্যতমো মতঃ॥ ২১॥ স্বেদস্তম্ভং তদা তস্য বায়ুশ্ছিন্নতনুর্যদা। ব্যাপ্নোতি সকলং দেহং যত্র চায়াম্যতে পুনঃ॥ ২২॥ অন্তর্ধাতুগতশ্চৈব বেগস্তম্ভঞ্চ নেত্রয়োঃ। করোতি জৃম্ভাং সদনং দশনানাং হতোত্তমং॥ ২৩॥ পার্শ্বয়োর্ব্বেদনাং বাহ্বোং হনুপৃষ্ঠশিরোগ্রহং। দেহস্ত বহিরায়ামং পৃষ্ঠতো হৃদয়ে শিরঃ॥ ২৪॥ উরশ্চোৎক্ষিপ্যতে তত্র স্কন্ধো বা নাম্যতে তদা। দন্তেষাস্যে চ বৈবর্ণ্যং অস্বেদস্তত্র গাত্রতঃ॥ ২৫॥ বাহ্বায়াম হনুস্তম্ভং ব্রুবতে বাতরোগিণং। বিণ্মূত্রমসৃজং প্রাপ্য সসমীরসমীরণাঃ॥২৬॥ আযচ্ছন্তি তনোর্দ্দোষাঃ সর্ব্বমাপাদমস্তকং। তিষ্ঠতঃ পাণ্ডুমাত্রস্য ব্রণায়ামঃ সবর্দ্ধিতঃ॥ ২৭॥ গাত্রে বেগে ভবেৎ স্বাস্থ্যং সর্ব্বেষাক্ষেপণেন তৎ। জিহ্বাবিলেখনাদুষ্ণভক্ষণাদতিমানতঃ॥ ২৮॥ কুপিতো হনুমূলস্থঃ স্তম্ভয়িত্বানিলো হনুং। করোতি বিবৃতাস্যত্বমথবা সংবৃতাস্যতাং॥ ২৯॥ হনুস্তম্ভঃ স তেন স্যাং কৃচ্ছ্রাচর্ব্বণভাষণং। বাগ্বাহিনীশিরাস্তম্ভো জিহ্বাং স্তম্ভয়তেঽনিলঃ॥ ৩০॥ জিহ্বাস্তম্ভঃ স তেনান্নপানবাক্যেষনীশতা। শিরসা ভারহরণাদতিহাস্যপ্রভাষণাৎ॥৩১॥ বিষমাদুপধানাচ্চ কঠিনানাঞ্চ চর্ব্বণাৎ। বায়ুর্ব্বিবর্দ্ধতে তৈশ্চ বাতলৈরূর্দ্ধমাস্থিতঃ॥ ৩২॥ বক্রীকরোতি

তাহাতে অঙ্গবিক্ষেপ হইতে থাকে, ইহাকে আক্ষেপণব্যাধি বলে। ১৬-১৭। যখন বায়ু অধোদিকে প্রতিহত হইয়া পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধে গমন করে, তখন হৃদয় আক্রমণ করিয়া শিরঃ ও ললাটাস্থি পরিপীড়ন করে। ঐ বায়ু সর্ব্বশরীর বিক্ষিপ্ত করে; ইহাতে হনুস্তম্ভ ও মুখের নম্রতা হয়; এই রোগ উপস্থিত হইলে রোগী অতিকষ্টে শ্বাসপ্রশ্বাস পরিত্যাগ করে এবং চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত হইয়া থাকে। ১৮-১৯। উক্তরোগে রোগী কপোতের ন্যায় অব্যক্ত শব্দ করে এবং জ্ঞানের অভাব হয়, ইহাকে অপতন্ত্রকরোগ বলে। এই অপতন্ত্রক বামনাসা ও হৃদয়ে উপস্থিত হয়।২০। এই অপতন্ত্রকরোগ উপস্থিত হইলে রোগী কখন কখন সুস্থতা কখন বা অতিশয় অসুস্থতা বোধ করে। অভিঘাতজন্য বাতব্যাধিরোগ দুশ্চিকিৎস্য এবং অসাধ্য। ২১। এই রোগে যখন বায়ু সর্ব্বশরীর আচ্ছাদন করে, তখন রোগীর শরীরে ঘর্ম্ম হয় না এবং যখন দেখিবে, রোগীর সর্ব্বশরীর অবসন্নপ্রায় হইতেছে, তখন বায়ু সর্ব্বশরীর আক্রমণ করিয়াছে জানিতে হইবে। ২২। যখন বায়ু অন্তর্ধাতুগত হয়, তখন বেগস্তম্ভ, নেত্ররোধ, জৃম্ভণ, দন্তের রক্তিমতা, উৎসাহহীনতাপ্রভৃতি উপসর্গ জন্মে। ২৩। উক্তরোগে পার্শ্ববেদনা, হনুগ্রহ, পৃষ্ঠরোধ, শিরঃপীড়া, শরীরের বাহ্যভাগের অবনতি, পৃষ্ঠ ও হৃদয়ের গুরুতাপ্রভৃতি নানাপ্রকার উপদ্রব জন্মে। এই রোগে সর্ব্বদা মস্তক ঘুরিতে থাকে, স্কন্ধ অবনত হয়, দন্ত ও মুখ বিবর্ণ হইয়া যায় এবং শরীরের কোন স্থানেও ঘর্ম্মোদ্গম হয় না। ২৪-২৫। শরীরের বহির্ভাগের অবনতি এবং হনুস্তম্ভ হইলেই সেই রোগাকে বাতরোগী বলিয়া নিশ্চয় করিবে। উক্তরোগে বায়ু মল, মূত্র ও রক্ত আশ্রয় করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করে। ২৬। বাতব্যাধিরোগ উপস্থিত হইলে দোষসকল আপাদমস্তক সর্ব্বশরীর আচ্ছাদন করে এবং শরীরের পাণ্ডুতা, ব্রণ, আয়াস বর্দ্ধিত হয়। ২৭। সর্ব্বপ্রকার আক্ষেপকরোগে শরীরপরিচালনা করিলে কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্যবোধ হয়। অধিকপরিমাণে জিহ্বাবিলেখন ও উষ্ণভোজন করিলে বায়ু কুপিত হইয়া হনুস্তম্ভ করিয়া থাকে। ইহাতে মুখ বিবৃত বা সংবৃত হয়। ২৮-২৯। অতিকৃচ্ছ্রে চর্ব্বণ ও অত্যুচ্চভাষণদ্বারা বায়ু বাগ্বাহিনী শিরা স্তম্ভিত করিয়া জিহ্বাস্তম্ভন করে, তাহাতেই হনুস্তম্ভ হইয়া থাকে। ৩০। জিহ্বাস্তম্ভন হইলে অন্নভোজন, জলপান ও বাক্যকথনে শক্তি থাকে না, মস্তকে সমধিক ভারবহন করিলে, অত্যুচ্চহাস্য করিলে, উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিলে, বিষম উপাধানে শয়ন করিলে, কঠিন দ্রব্যচর্ব্বণ করিলে বায়ু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দেহের ঊর্দ্ধ-

বক্ত্রঞ্চ উচ্চৈর্হসিতমীক্ষিতং। ততোঽস্য কুরুতে মূর্ধ্নি বাকশক্তিং স্তব্ধনেত্রতাং॥ ৩৩॥ দন্তচালং স্বরভ্রংশঃ শ্রুতিহানীক্ষিতগ্রহঃ। গন্ধাজ্ঞানং স্মৃতিধ্বংসন্ত্রাসঃ শ্বাসশ্চ জায়তে॥ ৩৪॥ নিষ্ঠীবঃ পার্শ্বতোদশ্চ এক স্যাক্ষোনিমীলনং। জত্রোরূর্দ্ধং রুজস্তীব্রাঃ শরীরার্দ্ধ-ধরোঽপি বা॥ ৩৫॥ তমাহুরর্দ্দিতং কেচিদেকাঙ্গমথ চাপরে। রক্তমাশ্রিত্য চ শিরাঃ কুর্য্যান্মূর্দ্ধধরাঃ শিরাঃ॥ ৩৬॥ রুক্ষঃ সবেদনঃ কৃষ্ণঃ সোঽসাধ্যঃ স্যাৎ শিরোগ্রহঃ। তনুং গৃহীত্বা বায়ুশ্চ শিরাস্নায়ু-স্তথৈব চ॥ ৩৭॥ পক্ষমন্যতরং হন্তি পক্ষাঘাতঃ স উচ্যতে। কৃৎস্নস্য কায়স্যার্দ্ধং স্যাদকর্ম্মণ্যমচেতনং॥ ৩৮॥ একাঙ্গরোগতাং কেচিদন্যে কক্ষরুজো বিদুঃ। সর্ব্বাঙ্গরোধস্তম্ভশ্চ সর্ব্বকায়াশ্রিতেঽনিলে॥ ৩৯॥ শুদ্ধ-বাতকৃতঃ পক্ষঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যতমো মতঃ। কৃচ্ছ্রমন্যেন সংসৃষ্টো বিবৃদ্ধঃ ক্ষয়হেতুকঃ॥ ৪০॥ আমবদ্ধায়নং কুর্য্যাৎ সংস্তভ্যাঙ্গং কফান্বিতঃ। অসাধ্য এব সর্ব্বো হি ভবেদ্দণ্ডাপতানকঃ॥৪১॥ অংসমূলোত্থিতো বায়ুঃ শিরাঃ সংকুচ্য তত্রগঃ। বহিঃ প্রস্যন্দিতহরং জনয়ত্যব বাহুকং॥ ৪২॥ তলং প্রত্যঙ্গুলীনাং যাঃ কণ্ডরা বাহু-পৃষ্ঠতঃ। বাহ্বোঃ কর্ম্মক্ষয়করী বিশ্বচী বেতি সোচ্যতে॥ ৪৩॥ বায়ুঃ কট্যাশ্রিতঃ সকৃথ্নঃ কণ্ডরামাক্ষিপেদ্যদা। তদা খঞ্জো ভবেজ্জন্তুঃ পঙ্গুঃ সকৃথ্নোর্দ্বয়োর্ব্বধাৎ॥৪৪॥ কম্পতে গমনারম্ভে খঞ্জন্নিব চ গচ্ছতি। কলায়খঞ্জং তং বিদ্যান্মুক্তসন্ধিপ্রবন্ধনং॥ ৪৫॥ শীতোষ্ণদ্রবসংশুষ্ক-গুরুস্নিগ্ধৈশ্চ সেবিতৈঃ। জীর্ণাজীর্ণে তথায়াসক্ষোভ-স্নিগ্ধপ্রজাগরৈঃ॥ ৪৬॥ সশ্লেষ্মমেদঃ সময়ে পরমত্যর্থ-

ভাগ আশ্রয় করে। ৩১-৩২। অতি উচ্চহাস্য করিলে এবং নেত্র সজোরে অতিশয় বিস্ফারিত করিয়া দর্শন করিলে মুখ বক্র হইয়া যায়। ইহাতে বাকশক্তির হানি ও নেত্রের স্তব্ধতা হইয়া থাকে। ৩৩। বাতব্যাধিরোগ জন্মিলে, দন্তচালন, স্বরভ্রংশ শ্রবণশক্তির অল্পতা, দর্শনশক্তির হ্রাস, গন্ধগ্রহণে অসমর্থতা, স্মরণশক্তির লাঘব, ত্রাস ও শ্বাস এই সকল উপদ্রব জন্মে। ৩৪। উক্তরোগে নিষ্ঠীবন, পার্শ্ববেদনা, চক্ষুর নিমীলন, জত্রুর উর্দ্ধ-ভাগে তীব্রবেদনা এবং অর্দ্ধশরীরের অবসন্নতা এই সকল উপ-সর্গ উপস্থিত হয়। ৩৫। কেহ কেহ পূর্ব্বোক্তরোগকে অর্দ্দিত অপর কেহ বা একাঙ্গব্যাধি বলিয়া থাকেন। বায়ু রক্ত আশ্রয় করিয়া শিরা অবরোধ করে, ইহাতে মূর্দ্ধগত শিরাসকল অক-র্ম্মণ্য হইয়া পড়ে এবং মস্তকের অবসন্নতাবোধ হয়। ৩৬। বায়ু-কর্ত্তৃক শিরা পরিগৃহীত হইলে যদি শিরা রুক্ষ, বেদনাযুক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহাহইলে সেই রোগ অস্পষ্ট বলিয়া নিশ্চয় করিবে। বায়ু তনুগ্রহণ করিয়া পরে শিরা ও স্নায়ু অবরোধ করে; অনন্তর শরীরের একপক্ষ আক্রমণ করে। ইহাকে পক্ষাঘাতরোগ বলে। ইহাতে সমস্ত শরীরের অর্দ্ধ অকর্ম্মণ্য ও অচেতন হয়। ৩৭-৩৮। এই রোগকে কেহ একাঙ্গরোগ, কেহ বা কক্ষরোগ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যদি বায়ু সর্ব্বশরীর স্তম্ভিত করে, তাহাহইলে এই রোগ সর্ব্বাঙ্গরোধনামে অভিহিত হয়। ৩৯। শুদ্ধ বায়ুজন্য পক্ষাঘাতরোগ সাধ্য বলিয়া জানিবে ঐ রোগ যদি দ্বিদোষজন্য হয়, তাহাহইলে উহা কৃচ্ছ্রসাধ্য এবং ঐ রোগ সম্যক্প্রকার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে তাহা অসাধ্য বলিয়া পরিগণিত হয় এবং ঐ রোগই রোগীকে ক্ষয় করিয়া থাকে। ৪০। যদি বায়ু কফের সহিত যুক্ত হয় এবং আমকর্ত্তৃক তাহার গতিরোধ হয়, তাহাহইলে সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইয়া পড়ে। এই রোগ নিশ্চয় অসাধ্য। ইহাকে দণ্ডাপতানক বলে। ৪১। শিরাগত বায়ুসকল শিরা সঙ্কুচিত করিয়া ঘর্ম্মরোধপূর্ব্বক যে বাতব্যাধিরোগ উৎপাদন করে, তাহার নাম অববাহুক। ৪২। যে কণ্ডরা বাহুপৃষ্ঠ হইতে হস্তের উপর দিয়া আসিয়া অঙ্গুলি-প্রান্তে শেষ হইয়াছে, যে রোগে সেই কণ্ডরা দূষিত হইলে হস্তের কার্য্য অর্থাৎ আকুঞ্চনপ্রসারণাদি লোপ হয়, সেই রোগের নাম বিশ্বচী। ৪৩। যে রোগে কটিস্থিত বায়ু কোন এক জঙ্ঘার কণ্ডরা আকর্ষণ করিয়া জঙ্ঘার শক্তিলোপ করে, সেই রোগের নাম খঞ্জ। আর যে রোগে উভয় জঙ্ঘার শক্তি-লোপ হয়, তাহাকে পঙ্গুরোগ বলে। ৪৪। যে বাতব্যাধিরোগে রোগী গমন করিবার সময় কাঁপিতে কাঁপিতে বিকলভাবে গমন করে এবং উহার পদের সন্ধিবন্ধন শিথিল হইয়া যায়, তাহার নাম কলায়খঞ্জ। ৪৫। শীতল, উষ্ণ, দ্রব, শুষ্ক, গুরু ও স্নিগ্ধ দ্রব্য অধিকপরিমাণে সেবন করিলে, জীর্ণ কিম্বা অজীর্ণাবস্থায়

সঞ্চিতং। অভিভূয়েতরং দোষং শরীরং প্রতিপদ্যতে॥ ৪৭॥ সক্থ্যস্থীনি প্রপূর্য্যান্তঃ শ্লেষ্মণা স্তম্ভিতেন তৎ। তদাস্থি স্মাতি তেনোরোস্তথা শীতানিলেন তু॥ ৪৮॥ শ্যামাঙ্গমঙ্গস্তৈমিত্যতন্দ্রামূর্চ্ছারুচিজ্বরৈঃ। তমূরুস্তম্ভমিত্যাহ বাহুবাতমথাপরে॥ ৪৯॥ বাতশোণিতসংশোথো জানুমধ্যে মহারুজঃ। জ্ঞেয়ঃ ক্রোষ্টুকশীর্ষস্তু স্থূলক্রোষ্টুকশীর্ষবৎ॥ ৫০॥ রুক্পাদবিষমন্যস্তে শ্রমাদ্বা জায়তে যদা। বাতেন গুল্‌ফমাশ্রিত্য তমাহুর্ব্বাতকণ্টকং॥৫১॥ পার্ষ্ণিপ্রত্যঙ্গুলীনাভৌ কণ্ঠে বা মারুতার্দ্দিতে। সাতিক্ষেপং নিগৃহ্লাতি গৃধ্রসীং তাং প্রচক্ষতে॥ ৫২॥ হৃষ্যেতে চরণৌ যস্য ভবেতাঞ্চাপি সুপ্তকৌ। পাদহর্ষঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কফমারুতকোপজঃ॥ ৫৩॥ পাদয়োঃ কুরুতে দাহং পিত্তাসৃক্‌সহিতোঽনিলঃ। বিশেষতশ্চংক্রমতঃ পাদদাহং তমাদিশেৎ॥ ৫৪॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে বাতব্যাধিনিদানং নাম ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥

সপ্তষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ধন্বন্তরিরুবাচ॥ ১॥ বাতরক্তনিদানন্তে বক্ষ্যে সুশ্রুত তচ্ছৃণু। বিরুদ্ধাধ্যশনক্রোধদিবাস্বপ্নপ্রজাগরৈঃ॥ ২॥ প্রায়শঃ সুকুমারাণাং মিথ্যাহারবিহারিণাং। স্থূলানাং সুখিনাঞ্চাপি কুপ্যতে বাতশোণিতং॥ ৩॥ অভিঘাতাদশুদ্ধেশ্চ নৃণামসৃজি দূষিতে। বাতলৈঃ শীতলৈর্ব্বায়ু বৃদ্ধঃ ক্রুদ্ধো বিমার্গগঃ॥ ৪॥ তাদৃশৈর্ব্বাসৃজা রুদ্ধঃ প্রাক্ তদেব প্রদোষয়েৎ। আঢ্যবাতং

অধিক পরিশ্রম করিলে, কোনরূপ ক্ষোভপ্রাপ্তহইলে অথবা অধিক জাগরণ করিলে মেদ শ্লেষ্মাযুক্ত হইয়া সঞ্চিত হইতে থাকে এবং শ্লেষ্মা অন্য দোষসকলকে অভিভূত করিয়া সমস্ত শরীর ব্যাপিত করে। ৪৬-৪৭। শ্লেষ্মা জঙ্ঘার অস্থিসকল প্রপূরিত করিয়া স্তম্ভিত করে। ইহাতে সেই অস্থি অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং উরুদেশ অতিশয় শীতল হয়। ইহাতে শরীর শ্যামবর্ণ, অঙ্গের স্তৈমিত্য, তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, অরুচি ও জ্বর হইয়া থাকে। এই রোগকে কেহ কেহ উরুস্তম্ভ, অপর কেহ বাহুবাত বলিয়া থাকেন। ৪৮-৪৯। বায়ু ও শোণিতদ্বারা উরু ও জঙ্ঘার সন্ধির মধ্যে যে অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত শোথ উৎপন্ন হয়, সেই শোথকে ক্রোষ্টুকশীর্ষ বলিয়া থাকে। অবিধিপূর্ব্বক পাদস্থাপন করিলে অথবা পথপর্য্যটনাদিতে অধিক পরিশ্রম হইলে বায়ু কুপিত হইয়া গুল্‌ফস্থানে বেদনা জন্মায়। এই বেদনাবিশিষ্ট রোগের নাম বাতকণ্টক। ৫০-৫১। যে রোগে ক্রমতঃ পার্ষ্ণি, অঙ্গুলি, নাভি ও কণ্ঠ এই সকল স্থান বায়ুকর্ত্তৃক পীড়িত হইলে অধিক বেদনা জন্মে, তাহাকে গৃধ্রসীরোগ বলে। ৫২। যে রোগে বায়ু ও কফ দূষিত হইয়া পাদদ্বয়কে অসার করে, অর্থাৎ পাদস্পর্শ করিলে রোগী জানিতে পারে না এবং রথাঘাত করিলেও বেদনা বোধ হয় না, পরন্তু রোমাঞ্চ হইবার সময় শরীরের যেরূপ অবস্থা হয়, পাদে সেইরূপ চিহ্ন হইয়া থাকে, ইহাকে পাদহর্ষরোগ বলে। ৫৩। যে রোগে বায়ু ও পিত্ত রক্তের সহিত মিলিত হইয়া পাদে জ্বালা উৎপাদন করে এবং চলিয়া বেড়াইলেই ঐ জ্বালা কিছু কম হইয়া থাকে, ইহাকে পাদদাহরোগ বলে। ৫৪।

সপ্তষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

ধন্বন্তরি কহিলেন, সুশ্রুত! অনন্তর বাতরক্তনিদান বলিতেছি, শ্রবণ কর। বিরুদ্ধ অশন, অতিশয় কোপপ্রকাশ, দিবানিদ্রা, অধিক জাগরণদ্বারা বায়ু ও রক্ত কুপিত হইয়া বাতরক্তরোগ উৎপাদন করে। ১-২। যাহাদের শরীর অতিকোমল, যাহারা অতিস্থূল এবং অতিশয় সুখী, তাহাদিগেরই এই রোগ জন্মিয়া থাকে। মিথ্যা আহারবিহারাদি করিলে বাতরক্ত কুপিত হয়। ৩। শরীরে কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইলে সেই স্থানের রক্ত দূষিত হয় এবং ছর্দ্দিকারক ও অতিশয় শীতল দ্রব্য সেবন করিলে বায়ু কুপিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বিমার্গগামী হয়। ৪। অথবা বায়ু পূর্ব্বোক্ত দূষিত রক্তকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া

ক্ষুদস্বাতং বলাসস্বাতশোণিতং ॥ ৫ ॥ তদা দুর্নামভি-ভবন্তং পূর্ব্বস্তাদৌ প্রধাবতি। বিশেষাৎ বমনাদ্যৈশ্চ প্রলম্বস্তস্য লক্ষণং ॥ ৬ ॥ ভবিষ্যতঃ কুষ্ঠসমং তথা সাম্বুদসংজ্ঞকং। জানুজঙ্ঘোরুকট্যংসহস্তপাদাঙ্গসন্ধিষু ॥ ৭ ॥ কণ্ডূস্ফুরণনিস্তোদভেদগৌরবসুপ্ততাঃ। ভূত্বা ভূত্বা প্রশাম্যন্তি কদা বাবির্ভবন্তি চ ॥৮॥ পাদয়োর্মূলমাস্থায় কদাচিদ্ধস্তয়োরপি। আখোরিব বিষং ক্রুদ্ধঃ কৃৎস্নং দেহং বিধাবতি ॥ ৯ ॥ ত্বঙ্মাংসাশ্রয়মুত্তানং তৎপূর্ব্বং জায়তে ততঃ। কালান্তরেণ গম্ভীরং সর্ব্বধাতুনভিদ্রবেৎ ॥ ১০ ॥ কট্যাদিসংযতস্থানে ত্বক্তাম্রশ্যাবলোহিতাঃ। শ্বয়থুঃ গ্রথিতঃ পাকঃ স বায়ুশ্চাস্থিমজ্জসু ॥ ১১ ॥ ছিন্দন্নিব চরত্যন্তশ্চক্রী কুর্ব্বংশ্চ বেগবান্। করোতি খঞ্জং পঙ্গুং বা শরীরং সর্ব্বতশ্চরন্ ॥ ১২ ॥ বাতাধিকেঽধিকস্তত্র শূলস্ফুরণভঞ্জনং। শোথস্য রৌক্ষ্যং কৃষ্ণত্বং শ্যাবতাবৃদ্ধিহানয়ঃ ॥ ১৩ ॥ ধমন্যঙ্গুলিসন্ধীনাং সঙ্কোচোঽঙ্গগ্রহোঽতিরুক্। শীতদ্বেষানুপশয়ৌ স্তম্ভবেপথুসুপ্তয়ঃ ॥ ১৪ ॥ রক্তে শোথোঽতিরুক্তোদস্তাম্রাশ্চিমিচিমায়তে। স্নিগ্ধরুক্ষৈঃ সমং নৈতি কুণ্ডক্লেদসমন্বিতঃ ॥ ১৫ ॥ পিত্তে বিদাহঃ সম্মোহঃ স্বেদো মূর্চ্ছা মদস্তৃষা। স্পর্শাসহত্বং রুগ্রাবঃ শোষঃ পাকো ভূশোষ্মতা ॥ ১৬ ॥ কফে স্তৈমিত্যগুরুতাসুপ্তিস্নিগ্ধত্বশীততাঃ। কণ্ডূর্মন্দা চ রুগ্দ্বন্দ্ব সর্ব্বলিঙ্গঞ্চ শঙ্করাৎ ॥ ১৭ ॥ একদোষজঞ্চ সংসাধ্যং

সেই দোষে দোষগ্রস্ত হয়। বাতরক্তরোগ আদ্যবাতাদিনামে অভিহিত হয়। ৫। এই রোগের প্রথমাবস্থায় দুর্নামাপ্রভৃতি কতিপয় রোগ জন্মে। বিশেষতঃ বমনাদিদ্বারাও শরীর প্রলম্বিত হয়, উহা প্রলম্বনামক বাতরক্তরোগের লক্ষণ। ৬। কুষ্ঠরোগ জন্মিবার পূর্ব্বে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, বাতরক্তরোগেও সেই সকল লক্ষণ দেখা যায়। উক্তরোগে জানু, জঙ্ঘা, উরু, কটি, স্কন্ধ, হস্ত, পাদ ও অঙ্গসন্ধিতে কণ্ডূ, স্ফুরণ, বেদনা, গুরুতা ও অসারতা হইয়া থাকে। এই রোগ জন্মিয়া কখন কখন প্রশান্ত হয় এবং পুনর্ব্বার আবির্ভূত হইয়া থাকে। ৭-৮। বাতরক্তরোগ কখন কখন পাদদ্বয়ের মূল, কখন বা হস্তদ্বয়ের মূল আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। আখুবিষ যেরূপ সর্ব্বশরীরব্যাপী হয়, সেইরূপ বাতরক্তরোগও সর্ব্বশরীরে সঞ্চরণ করে। ৯। বাতরক্তরোগ প্রথমতঃ চর্ম্ম, অনন্তর মাংস আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, কালান্তরে ঐ রোগ অতি গম্ভীর হইয়া সর্ব্বপ্রকার ধাতুকে আক্রমণ করিয়া থাকে। ১০। উক্তরোগে কটিপ্রভৃতি সংযতস্থানের চর্ম্ম তাম্র, শ্যাব অথবা লোহিতবর্ণ হয় এবং ঐ সকল স্থানে গ্রথিত শোথ উৎপন্ন হইয়া পাকপ্রাপ্ত হয়। অনন্তর সেই বায়ু অস্থি ও মজ্জাতে প্রবেশ করে। ১১। এই রোগে বোধহয় যেন, বেগবান্ বায়ু অস্থিপ্রভৃতি ছেদ করিয়া অভ্যন্তরে চক্রাকারে বিচরণ করে। অনন্তর ঐ বায়ু সর্ব্বশরীরব্যাপী হইলে রোগীকে খঞ্জ বা পঙ্গু করিয়া থাকে। ১২। বাতাধিক্যপ্রযুক্ত বাতরোগ জন্মিলে অত্যন্ত শরীরকম্পন, ভঞ্জনবৎ বেদনা, পাদস্থিত শোথের রুক্ষতা, কৃষ্ণবর্ণতা অথবা শ্যাববর্ণতা হইয়া থাকে। এই রোগ কখন কখন অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং কখন কখন বা লঘু হইয়া থাকে। ১৩। বায়ুজন্য বাতরক্তরোগে অঙ্গুলিসন্ধির ধমনী সঙ্কোচিত করিয়া অতিশয় বেদনা জন্মায়। শীতদ্বেষ, অনুপশয়, স্তম্ভ, বেপথু ও শরীরের অসারতা হইয়া থাকে। এই রোগে রোগীর শীতলদ্রব্যসেবনে অভিলাষ জন্মে, কিন্তু শীতলদ্রব্যসেবনে ঐ রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ১৪। রক্তাধিক বাতরক্তরোগে শোথ, কখন অত্যন্ত বেদনা, কখন সূচীবেধবৎ বেদনা, কণ্ডূ, জড়তা, শরীরের তাম্রবর্ণতা হয় এবং ঝিঁঝিবাত শরীর আক্রমণ করে এবং স্নিগ্ধ ও রুক্ষ ক্রিয়াতে রোগের শান্তি হয় না এবং শরীর কণ্ডূ ও ক্লেদযুক্ত হয়। ১৫। পিত্তজন্য বাতরক্তরোগে দাহ, মোহ, স্বেদ, মূর্চ্ছা, মদ, তৃষ্ণা, শোষ, পাক, এই সকল উপদ্রব হয় এবং ব্রণস্থানে অধিক তাপ হইয়া থাকে; লোমস্পর্শ করিলে অসহ্য বোধ হয়। ১৬। কফজন্য বাতরক্তরোগে স্তৈমিত্য, গুরুতা, স্নিগ্ধতা, শৈত্য, অল্প অল্প কণ্ডূ এই সকল উপদ্রব হয়। দ্বন্দ্বজন্য বাতরক্তে দ্বিবিধ লক্ষণ এবং ত্রিদোষজন্য বাতরক্তে সর্ব্বপ্রকার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ১৭। একদোষজন্য বাতরক্ত সাধ্য; ঐ রোগ দ্বিদোষজন্য হইলে চিকিৎসাদ্বারা যাপ্য হইয়া থাকে। ত্রিদোষজ বাতরক্ত অতি সুদারুণ, তাহার চিকিৎসাতে কোন ফল হয় না; অতএব সুদক্ষ চিকিৎসক উক্তরোগীকে পরিত্যাগ করিবে। ১৮। বাতরক্তরোগে বায়ু শরীরস্থ রক্ত

যাপ্যঞ্চৈব দ্বিদোষজং। ত্রিদোষজন্ত্যজেদাশু রক্ত-পিত্তং সুদারুণং ॥ ১৮ ॥ রক্তমঙ্গে নিহন্ত্যাশু শাখা-সন্ধিষু মারুতঃ। নিবেশ্যান্যোন্যমাবার্য্য বেদনাভি-র্হরত্যসূন্ ॥ ১৯ ॥ বায়ৌ পঞ্চাত্মকে প্রাণে রৌক্ষ্যা-চ্চাপল্যলঙ্ঘনৈঃ। অত্যাহারাভিঘাতাচ্চ বেগোদীরণ-চারণৈঃ ॥ ২০ ॥ কুপিতশ্চক্ষুরাদীনামুপঘাতং প্রক-ল্পয়েৎ। পীনসো দাহতৃট্‌কাসশ্বাসাদিশ্চৈব জায়তে ॥ ২১॥ কণ্ঠরোধো মলভ্রংশশ্ছর্দ্দ্যরোচকপীনসান্। কুর্য্যাচ্চ গলগণ্ডাদীংস্তান্ জক্রমূর্দ্ধসংশ্রয়ঃ ॥ ২২ ॥ ব্যানোঽতি-গমনস্নানক্রীড়াবিষয়চেষ্টিতৈঃ। বিরুদ্ধরুক্ষভীহর্ষ-বিষাদাদ্যৈশ্চ দূষিতঃ ॥ ২৩ ॥ পুংস্ত্বোৎসাহবলভ্রংশ-শোকচিত্তপ্লবজ্বরান্। সর্ব্বাকারাদিনিস্তোদরোমহর্ষং সুষুপ্ততাং ॥ ২৪ ॥ কুষ্ঠং বিসর্পমন্যচ্চ কুর্য্যাৎ সর্ব্বাঙ্গ-সাদনং। সমানো বিষমাজীর্ণশীতসংকীর্ণভোজনৈঃ ॥ ২৫ ॥ করোত্যকালশয়নজাগরাদ্যৈশ্চ দূষিতঃ। শূল-গুল্মগ্রহণ্যাদীন্ যকৃৎকামাশ্রয়ান্ গদান্ ॥ ২৬ ॥ অপানো রুক্ষগুর্ব্বন্নবেগাঘাতাতিবাহনৈঃ। যানযানসমুত্থান-চংক্রমৈশ্চাতিসেবিতৈঃ ॥ ২৭ ॥ কুপিতঃ কুরুতে বেগান্ কৃচ্ছ্রান্ পক্বাশয়াশ্রয়ান্। মূত্রশুক্রপ্রদো-ষার্শোগুদভ্রংশাদিকান্ বহূন্ ॥ ২৮ ॥ সর্ব্বাঙ্গব্যাপ্তং সাম তন্দ্রাস্তৈমিত্যগৌরবৈঃ। স্নিগ্ধত্বাবোধকালস্য শৈত্যশোথাগ্নিহানয়ঃ ॥ ২৯ ॥ কণ্ডুরুক্ষাতিনাশেন তদ্বিধোপশমেন চ। মুক্তিং বিদ্যান্নিরামং তং তন্দ্রাদীনাং বিপর্য্যয়াৎ ॥ ৩০ ॥ বায়োরাবরণং বাতো বহুভেদং প্রচক্ষতে। পিত্তলিঙ্গাবৃতে দাহস্তৃষ্ণা শূলং ভ্রমস্তমঃ। কটুকোষ্ণাম্ললবণৈর্বিদাহশীতকামতা ॥ ৩১ ॥ শৈত্য-গৌরবশূলাগ্নিকট্বাজ্যপয়সোঽধিকং। লঙ্ঘনায়াস-রুক্ষোষ্ণকামতা চ কফাবৃতে ॥ ৩২ ॥ কফাবৃতেঽঙ্গ-মর্দ্দঃ স্যাদ্ হ্লাসো গুরুতা রুচিঃ। রক্তাবৃতে সদাহার্ত্তি-

---

বিনাশ করিয়া অঙ্গসন্ধিতে প্রবেশ করে এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মাকে আবরণ করিয়া সমধিক বেদনা সমুৎপাদনপূর্ব্বক প্রাণবিনাশ করিয়া থাকে। ১৯। পঞ্চবিধ বায়ু রুক্ষতা, চাপল্য, লঙ্ঘন, অত্যাহার, অভিঘাত ও বেগরোধাদিদ্বারা কুপিত হইয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের উপঘাতকল্পনা করে। তাহাতে পীনস, দাহ, তৃষ্ণা, কাস, শ্বাস এই সকল উপদ্রব জন্মে। ২০-২১। উক্তরোগে বায়ু জক্র ও মূর্দ্ধস্থান আশ্রয় করিয়া কণ্ঠরোধ, মলভ্রংশ, ছর্দ্দি, অরুচি, পীনস এবং গলগণ্ডাদি নানাপ্রকার উপদ্রব জন্মায়। ২২। অতি-দূরগমন, অধিক স্নান, অতিশয় ক্রীড়া ও সমধিক বিষয়চেষ্টা, বিরুদ্ধ ও রুক্ষ ব্যবহার, ভয়, হর্ষ ও বিষাদাদিদ্বারা ব্যানবায়ু দূষিত হইয়া পুংস্ত্ব, উৎসাহ ও বল বিনাশ করে এবং শোক, চিত্তবিভ্রম, জ্বর, অঙ্গবেদনা, রোমহর্ষ, সুষুপ্ততা অর্থাৎ স্পর্শ-জ্ঞানাভাব, কুষ্ঠ, বিসর্প ও অঙ্গাবসাদপ্রভৃতি উপদ্রব উৎপাদন করে। বিষম, অজীর্ণ, শীত ও সঙ্কীর্ণ দ্রব্য ভোজনাদি, অকাল-শয়ন ও জাগরণাদিদ্বারা সমানবায়ু দূষিত হইলে শূল, গুল্ম, গ্রহণী, অর্শ, যকৃৎপ্রভৃতি রোগ উৎপাদন করে। ২৩-২৬। রুক্ষ ও গুরু অন্নভোজন, বেগবিঘাত, অতিবাহন, যানগমনপ্রভৃতিদ্বারা অপানবায়ু কুপিত হইয়া পক্বাশয়কে আশ্রয় করে; তাহাতে মলমূত্রাদির বেগে সমধিক ক্লেশবোধ হয় এবং মূত্রদোষ, শুক্রদোষ, অর্শ, গুদভ্রংশাদি বহুবিধ রোগ জন্মে। ২৭-২৮। উক্তরোগের আমাবস্থায় তন্দ্রা ও স্তৈমিত্যদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত হয়, সর্ব্বশরীর গৌরবান্বিত বোধ হইয়া থাকে এবং সর্ব্ব-শরীরের স্নিগ্ধতাবশতঃ বুদ্ধি বিচলতাপন্ন হয়, শৈত্য, শোথ ও মন্দাগ্নি হইয়া থাকে। ২৯। যখন শরীরের কণ্ডু ও রুক্ষতা-প্রভৃতি বিনাশ হইয়া তদ্বিধ অন্যান্য উপসর্গেরও শান্তি হয় এবং তন্দ্রাদির বিপর্য্যয় হইয়া থাকে, তখন সেই রোগীকে নির্ব্ব্যাধি বলা যায়।৩০। বায়ুর আবরণভেদে উক্তরোগ বহুবিধ কথিত আছে। পৈত্তিক চিহ্নসকল দেহ আবৃত করিলে দাহ, তৃষ্ণা, শূল, ভ্রম, অন্ধ-কারদর্শন, এই সকল উপদ্রব হয়; কখন কটু, কখন উষ্ণ, কখন অম্ল, কখন লবণ, কখন শীতলদ্রব্যে অভিলাষ হইয়া থাকে। ৩১। কফচিহ্নে দেহ আবরণ করিলে শৈত্য, গৌরব, শূল, মন্দাগ্নি প্রভৃতি উপদ্রব হয়, অধিক জলপান করিতে ইচ্ছা হয়, লঙ্ঘনে অতিশয় পরিশ্রমবোধ হয় এবং রুক্ষ ও উষ্ণদ্রব্যে অভিলাষ হইয়া থাকে। ৩২। কফাবৃত বাতরক্তে অঙ্গমর্দ্দ, হৃল্লাস, গুরুতা, অরুচি, এই সকল লক্ষণপ্রকাশ পায়। রক্তাবৃত বাতরক্তে ত্বক্, মাংসপ্রভৃতিতে সমধিক বেদনা অনুভূত হয়। ৩৩। উক্ত-রোগে রক্তবর্ণ শোথ এবং শরীরে মণ্ডলাকার চিহ্ন দেখা যায়। উক্ত শোথ মাংস আশ্রয় করিলে অতিকঠিন হয় এবং হৃল্লাস

ত্বঙ্মাংসাশ্রয়জা ভৃশং ॥ ৩৩ ॥ ভবেৎ সরাগঃ শ্বয়থুর্জায়ন্তে মণ্ডলানি চ। শোথো মাংসেন কঠিনো হৃল্লাসপিটকাস্তথা ॥ ৩৪ ॥ চললগ্নো মৃদুঃ শীতঃ শোথো গাত্রেষু রোচকঃ। আঢ্যবাত ইব জ্ঞেয়ঃ স কৃচ্ছ্রো মেদসাবৃতঃ ॥ ৩৫ ॥ স্পর্শ আচ্ছাদিতেঽত্যুষ্ণঃ শীতলশ্চ ত্বনাবৃতে। মজ্জাবৃতে তু বিষমং জৃম্ভণং পরিবেষ্টনং। শূলঞ্চ পীড্যমানে চ পাণিভ্যাং লভতে সুখং ॥ ৩৬ ॥ শুক্রাবৃতে তু শোথে বৈ চাতিবেগো ন বিদ্যতে। ভুক্তে কুক্ষৌ রুজা জীর্ণে নিবৃত্তির্ভবতি ধ্রুবং ॥ ৩৭ ॥ মূত্রপ্রবৃত্তিরাধ্মানং বস্তের্ম্মূত্রাবৃতে ভবেৎ। ছিদ্রাবৃতে বিবদ্ধোঽথ স্বস্থানং পরিকৃন্তত্তি ॥ ৩৮ ॥ পতত্যাশু জ্বরাক্রান্তো ভুক্তে চ লভতে নরঃ। সকৃৎ পীড়িতমন্নেন দুষ্টং শুক্রং চিরাৎ সৃজেৎ ॥ ৩৯ ॥ সর্ব্বধাত্বাবৃতে বায়ৌ শ্রোণিবঙ্ক্ষণপৃষ্ঠরুক্। বিলোমে মারুতে চৈব হৃদয়ং পরিপীড্যতে ॥ ৪০ ॥ ভ্রমো মূর্চ্ছা রুজা দাহঃ পিত্তেন প্রাণ আবৃতে। রুজা তন্দ্রা স্বরভ্রংশো দাহো ব্যানে তু সর্ব্বশঃ ॥ ৪১ ॥ ক্রমোঽঙ্গচেষ্টাভঙ্গশ্চ সন্তাপঃ সহবেদনঃ। সমান উষ্মোপহতিঃ স স্বেদোপরতিঃ সুতৃট্ ॥ ৪২ ॥ দাহাশ্চ ,স্যাদপানে তু মলে হারিদ্রবর্ণতা। রজোবৃদ্ধিস্তাপনঞ্চ তথা চানাহমেহনং ॥ ৪৩ ॥ শ্লেষ্মণা প্রাবৃতে প্রাণে নাদঃ স্রোতোঽবরোধনং। ষ্ঠীবনঞ্চৈব সস্বেদশ্বাসনিশ্বাসসংগ্রহঃ ॥ ৪৪ ॥ উদানে গুরুগাত্রত্বমরুচির্বাক্স্বরগ্রহঃ। বলবর্ণপ্রণাশশ্চ ব্যানে পর্ব্বাস্থিসংগ্রহঃ ॥ ৪৫ ॥ গুরুতাঙ্গেষু সর্ব্বেষু স্থূলত্বঞ্চাগতং ভৃশং। সমানেতিক্রিয়াজ্ঞত্বমস্বেদো মন্দবহ্নিতা ॥ ৪৬ ॥ অপানে সকফং মূত্রং শকৃতঃ স্যাৎ প্রবর্ত্তনং। ইতি দ্বাবিংশতিবিধং বাতরক্তাময়ং বিদুঃ ॥৪৭॥ প্রাণাদয়স্তথান্যোন্যং সমাক্রান্তা

ও পীড়কাপ্রভৃতি উপদ্রব হইয়া থাকে। ৩৪। উক্তরোগে গাত্রে যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহা সচল অথবা একস্থানস্থিত, মৃদু ও শীতলস্পর্শ হইয়া থাকে; ইহাকে আঢ্যবাত বলে। উক্ত শোথ মেদোবৃত ও অতিকষ্টপ্রদ। ৩৫। উক্ত শোথ স্পর্শ বা আচ্ছাদন করিলে অতি উষ্ণ হইয়া থাকে এবং অনাবৃত অবস্থায় শীতলবোধ হয়; মজ্জাবৃত শোথে পূর্ব্বোক্তপ্রকারের বিপরীত হয়। ইহাতে জৃম্ভণ এবং অধিক শূল অনুভূত হইয়া থাকে। হস্তদ্বারা পীড়ন করিলে অপেক্ষাকৃত সুখবোধ হয়। ৩৬। শুক্রাবৃত শোথে অধিক বেগ থাকে না, ভোজন করিলে উদরে বেদনা অনুভূত হয় এবং জীর্ণ হইলে সেই বেদনার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ৩৭। বাতরক্তে মূত্রাশয় আশ্রয় করিলে মূত্রপ্রবৃত্তি, আধ্মান, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। বাতরক্তরোগে শারীরিক ছিদ্রসকল আবৃত হইলে বিবদ্ধ ও স্বস্থানে কর্ত্তনবৎ পীড়া অনুভূত হয়। ৩৮। বাতরক্তপীড়িত ব্যক্তি হঠাৎ জ্বরাক্রান্ত হইয়া পতিত হয় এবং ভোজনান্তে পীড়া অনুভূত হইয়া থাকে এবং চিরকালে দুষ্ট শুক্র নিঃসারিত হয়। ৩৯। বায়ু সর্ব্বধাতু আবৃত করিলে কটি, বঙ্ক্ষণ ও পৃষ্ঠে বেদনা উপস্থিত হয় এবং বায়ু বিলোমভাবে হৃদয়কে পরিপীড়িত করে। ৪০। পিত্ত প্রাণবায়ু আবৃত করিলে ভ্রমি, মূর্চ্ছা, বেদনা, দাহ, এই সকল উপদ্রব হয়। ঐ পিত্ত ব্যানবায়ু আবরণ করিলে বেদনা, তন্দ্রা, স্বরভ্রংশ ও সর্ব্বশরীরে দাহ হইয়া থাকে। ৪১। সমানবায়ু আক্রান্ত হইলে ক্রমতঃ অঙ্গচেষ্টা, অঙ্গভঙ্গ, সন্তাপ, বেদনা, শারীরিক তাপবিনাশ, ঘর্ম্মরোধ, তৃষ্ণা ও দাহ, ঐ সকল উপদ্রব হয়। অপানবায়ু আক্রান্ত হইলে মলের হরিদ্রাবর্ণতা, রজোবৃদ্ধি, তাপ, আনাহ ও মেহ এই সকল উপসর্গ হইয়া থাকে। ৪২-৪৩। বাতরক্তরোগে শ্লেষ্মা প্রাণবায়ু আবৃত করিলে নাদস্রোত অবরুদ্ধ হয়; ষ্ঠীবন, ঘর্ম্ম, শ্বাসপ্রশ্বাসরোধপ্রভৃতি উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। ৪৪। শ্লেষ্মা উদানবায়ু আক্রমণ করিলে গাত্রের গুরুতা, অরুচি, বাক্যরোধ, বলবর্ণপ্রণাশ, এই সকল উপসর্গ হয়। ব্যানবায়ু আক্রান্ত হইলে পর্ব্ব ও অস্থিবেদনা, সর্ব্বাঙ্গের গুরুতা এবং শরীর অধিক স্থূল হয়। সমানবায়ু আক্রান্ত হইলে কোনরূপ শারিরীক ক্রিয়ার জ্ঞান থাকে না, স্বেদ নির্গত হয় না এবং অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হয়। ৪৫-৪৬। অপানবায়ু আক্রান্ত হইলে কফসংযুক্ত মলমূত্র নিঃসৃত হইতে থাকে; এইরূপে বাতরক্তরোগ দ্বাবিংশতিপ্রকার কথিত হইল। ৪৭। প্রাণাদিবায়ু পরস্পর আক্রান্ত হইলে এই রোগ বিংশতিপ্রকার হইয়া থাকে এবং ঐরূপে আবরণও বিংশতিপ্রকার হয়। ৪৮। প্রাণবায়ু অপানবায়ুকে আবরণ করিলে হৃল্লাস, শ্বাসরোধ, প্রতিশ্যায়, শিরো-

যথাক্রমং। সর্ব্বেপি বিংশতিবিধং বিদ্যাদাবরণঞ্চ যৎ॥ ৪৮ ॥ শ্বাসোচ্ছ্বাসসংরোধঃ প্রতিশ্যায়ঃ শিরোগ্রহঃ। হৃদ্রোগো মুখশোষশ্চ প্রাণেনাপান আবৃতে॥ ৪৯॥ উদানেনাবৃতে প্রাণে ভবেদ্ধি বলসংক্ষয়ঃ। বিচারণেন বিভজেৎ সর্ব্বমাবরণং ভিষক্ ॥৫০॥ স্থানাস্থপেক্ষ্য বাতানাং বৃদ্ধির্হানিশ্চ কর্ম্মণাং। প্রাণাদীনাঞ্চ পঞ্চানাং পিত্তমাবরণং মিথঃ॥ ৫১ ॥ পিত্তাদীনামাবসতির্মিশ্রাণাং মিশ্রিতৈশ্চ তৈঃ। মিশ্রৈঃ পিত্তাদিভিস্তদ্বন্মিশ্রাণ্যপি হ্যনেকধা॥ ৫২ ॥ তান্ লক্ষয়েদবহিতো যথা স্বলক্ষণোদয়াৎ। শনৈঃ শনৈশ্চোপশয়ং দৃঢ়ানপি মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৫৩॥ বিশেষাজ্জীবিতং প্রাণ উদানো বলমুচ্যতে। স্যাত্তয়োঃ পীড়নাদ্ধানিরায়ুষশ্চ বলস্য চ॥ ৫৪॥ আবৃতা বায়বো জ্ঞাতা জ্ঞাতা বা স্বস্থানচ্যুতাঃ। প্রযত্নেনাপি দুঃসাধ্যা ভবেয়ুর্ব্বানুপদ্রবাঃ॥ ৫৫॥ বিদ্রধিপ্লীহহৃদ্রোগগুল্মাগ্নিসদনাদয়ঃ। ভবন্ত্যুপদ্রবাস্তেষামাবৃতানামুপেক্ষয়া ॥৫৬॥ নিদানং সুশ্রুত ময়া আত্রেয়োক্তং সমীরিতং। সর্ব্বরোগবিবেকায় নরাণামায়ুঃপ্রবৃদ্ধয়ে॥ ৫৭ ॥ এবং বিজ্ঞায় রোগাদীংশ্চিকিৎসামথবা চরেৎ। ত্রিফলা সর্ব্বরোগঘ্নী মধ্বাজ্যগুড়সংযুতা ॥৫৮॥ সব্যোষা ত্রিফলা বাপি সর্ব্বরোগপ্রমর্দ্দিনী। শতাবরীগুড়ূচ্যগ্নিবিড়ঙ্গেন যুতাথবা॥ ৫৯॥ শতাবরী গুড়ূচ্যগ্নি শুণ্ঠী মুষলিকা বলা। পুনর্নবা চ বৃহতী নির্গুণ্ডী নিম্বপত্রকং॥ ৬০॥ ভৃঙ্গরাজশ্চামলকং বাসকস্তদ্রসেন বা। ভাবিতা ত্রিফলা সপ্তবারমেকমথাপি বা॥ ৬১॥ পূর্ব্বোক্তশ্চ যথালাভং যুক্তাশ্চূর্ণঞ্চ মোদকঃ। বটিকা ঘৃততৈলম্বা কষায়ো শোষরোগনুৎ। পলং পলার্দ্ধকং বাপি কর্ষং কর্ষার্দ্ধমেব বা॥ ৬২॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে সপ্তষষ্ট্যধিকশততমেঽধ্যায়ে নিদানং সমাপ্তং॥

গ্রহ, হৃদ্রোগ ও মুখশোষ এই সকল উপদ্রব ঘটে। ৪৯। উদানবায়ু প্রাণবায়ুকে আবৃত করিলে বলসংক্ষয় হইয়া থাকে। এইরূপ বিচারদ্বারা সর্ব্বপ্রকার আবরণ নিশ্চয় করিয়া রোগবিভাগ করিতে হয়। ৫০। বাতাদির স্থানাস্থান বিবেচনা করিয়া কর্ম্মের হানিবৃদ্ধি অনুমান করিবে। পিত্তই প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর আবরণস্বরূপ; পিত্তাদি মিশ্রিত হইলে তাহাদিগের আবাসস্থানও মিশ্রিত হয়। পিত্তাদি মিশ্রিত হইলে যেমন নানাপ্রকার রূপ ধারণ করে, সেইরূপ মিশ্রিত পিত্তাদিজন্য রোগও অনেকপ্রকার হয়। ৫১-৫২। বিচক্ষণ চিকিৎসক অবহিত হইয়া স্ব স্ব লক্ষণদ্বারা রোগনিশ্চয় করিবে। রোগসকল অতিদৃঢ় হইলেও তাহা অল্পে অল্পে উপশম করিতে হয়।৫৩। প্রাণবায়ু জীবন এবং উদানবায়ু বল; এই বায়ুদ্বয়ের পীড়ন করিলে আয়ু ও বলের হানি হইয়া থাকে; অতএব যাহাতে উক্ত বায়ুদ্বয়ের হানি না হয়, সাবধানতাপূর্ব্বক তদ্রূপ চিকিৎসা করিতে হইবে।৫৪। যখন দেখিবে, বায়ুসকল আবৃত হইয়াছে, কিম্বা ঐ সকল বায়ু স্থানচ্যুত হইয়াছে, তখন সেই রোগ উপদ্রববিহীন হইলেও তাহা দুঃসাধ্য হইয়া থাকে। সমধিক যত্ন করিলেও তাহা সাধ্যায়ত্ত হয় না।৫৫। বাতরক্তরোগে উপেক্ষা করিয়ে যদি সর্ব্বাঙ্গ আবৃত হয়, তবে বিদ্রধি, প্লীহা, হৃদ্রোগ, গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য, বেদনা, এই সকল উপদ্রব হইয়া থাকে।৫৬। সুশ্রুত! আত্রেয়োক্ত নিদান তোমার নিকট বলিলাম, ইহাদ্বারা সর্ব্বরোগপরিজ্ঞান হইয়া থাকে; তাহাহইলেই মনুষ্যাদির আয়ুর্ব্বৃদ্ধি পায়।৫৭। পূর্ব্বোক্তপ্রকারে রোগাদি জানিয়া চিকিৎসা করিবে। ত্রিফলা, (হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া,) মধু, ঘৃত অথবা গুড়সহযোগে সেবন করিলে সর্ব্বরোগ বিনাশ পায়। ৫৮। শতমূলী, গুড়ূচী, চিতা অথবা বিড়ঙ্গ ইহাদিগের সহিত ত্রিফলা ও ত্রিকটু সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার রোগ নষ্ট হয়। ৫৯। শতমূলী, গুড়ূচী, চিতা, শুণ্ঠী, তালমূলী, বেড়েলা, পুনর্নবা, বৃহতী, নিসিন্দা, নিম্বপত্র, ভৃঙ্গরাজ, আমলকী ও বাসক, ইহাদিগের রসে ত্রিফলা সপ্তবার অথবা একবার ভাবনা দিয়া পূর্ব্বোক্ত শতমূলীপ্রভৃতি চূর্ণ করিয়া মোদক, বটিকা, ঘৃত অথবা তৈল প্রস্তুত করিবে কিম্বা উক্তদ্রব্য সকলের কাথ পান করিবে। ইহাতে সর্ব্বরোগ বিনাশ পায়। একপল, (৮ তোলা) পলার্দ্ধ, কর্ষ (দুইতোলা) অথবা অর্দ্ধকর্ষপরিমাণে উক্ত কষায় সেবন করিতে হইবে। ৬০-৬২।

অষ্টষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ধন্বন্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ সর্ব্বরোগহরং সিদ্ধং যোগসারং বদাম্যহং। শৃণু সুশ্রুত সংপেক্ষাৎ প্রাণিনাং জীবহেতবে ॥ ২ ॥ কষায়কটুতিক্তাম্লরুক্ষাহারাদিভোজনাৎ। চিন্তাব্যবায়ব্যায়ামভয়শোকপ্রজাগরাৎ ॥ ৩ ॥ উচ্চৈর্ভাষাতিভারাচ্চ কর্ম্মযোগাতিকর্ষণাৎ। বায়ুঃ কুপ্যতি পর্জ্জন্যে জীর্ণান্নে দিনসংক্ষয়ে ॥ ৪ ॥ উষ্ণাম্ললবণক্ষারকটুকাজীর্ণভোজনাৎ। তীক্ষ্ণাতপাগ্নিসন্তাপমদ্যক্রোধনিষেবণাৎ ॥ ৫ ॥ বিদাহকালে ভুক্তস্য মধ্যাহ্নে জলদাত্যয়ে। গ্রীষ্মকালেঽর্দ্ধরাত্রেঽপি পিত্তং কুপ্যতি দেহিনঃ ॥ ৬ ॥ স্বাদ্বম্ললবণাস্নিগ্ধগুরুশীতাতিভোজনাৎ। নবান্নপিচ্ছিলানুপমাংসাদিসেবনাদপি ॥ ৭ ॥ অব্যায়ামদিবাস্বপ্নশয্যাসনসুখাদিভিঃ। কফপ্রদোষো ভুক্তে চ বসন্তে চ প্রকুপ্যতি ॥ ৮ ॥ দেহপারুষ্যসংকোচতোদবিষ্টম্ভকাদয়ঃ। তথা চ সুপ্ততা রোমহর্ষস্তম্ভশোষণং ॥ ৯ ॥ শ্যাবত্বমঙ্গবিশ্লেষবলমায়াসবর্জ্জনং। বায়োর্লিঙ্গানি তৈর্যুক্তং রোগং বাতাত্মকং বদেৎ ॥ ১০ ॥ দাহোষ্মপাদসংক্লেদকোপরাগপরিশ্রমাঃ। কটুম্লশববৈগন্ধ্যস্বেদমূর্চ্ছাতিতৃট্ভ্রমাঃ। হারিদ্রং হরিতত্বঞ্চ পিত্তলিঙ্গাস্বিতৈর্জ্বরঃ ॥ ১১ ॥ স্নিগ্ধত্বং দেহে মাধুর্য্যচিরকারিত্ববন্ধনং। স্তৈমিত্যতৃপ্তিসঞ্জাতশোথশীতলগৌরবং ॥ ১২ ॥ কণ্ডুনিদ্রাভিযোগশ্চ লক্ষণং কফসম্ভবং। হেতুলক্ষণসংসর্গাদ্বিদ্যাদ্ব্যাধিং দ্বিদোষজং ॥ ১৩ ॥ সর্ব্বহেতুসমুৎপন্নং ত্রিলিঙ্গং সান্নিপাতিকং। দোষধাতুমলাধারো দেহিনাং দেহ-উচ্যতে ॥ ১৪ ॥ তেষাং সমত্বমারোগ্যং ক্ষয়বৃদ্ধের্বিপর্য্যয়ঃ। রসাসৃঙ্মাংসমেদোঽস্থিমজ্জাশুক্রাণি ধাতবঃ ॥ ১৫ ॥ বাতপিত্তকফা দোষা বিণ্মূত্রাদ্যা মলাঃ স্মৃতাঃ। বায়ুঃ

অষ্টষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

ধন্বন্তরি কহিলেন, সুশ্রুত! সর্ব্বপ্রাণীর জীবনের নিমিত্ত বিবিধ রোগাপহারক ঔষধযোগ তোমার নিকট সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর, । ১-২। কষায়, কটু, তিক্ত, অম্ল ও রুক্ষদ্রব্য ভোজন, চিন্তা, ব্যবায়, ব্যায়াম, ভয়, শোক, জাগরণ, অত্যুচ্চভাষণ, অতিশয় ভারবহন, কর্ম্মেতে অতিশয় অভিনিবেশ এই সকল হেতুতে, বর্ষাকালে, ভুক্তদ্রব্যের জীর্ণসময়ে, দিবসের অবসানকালে বায়ু কুপিত হয়। ৩-৪। উষ্ণ, অম্ল, লবণ, ক্ষার, কটু ও গুরুপাক দ্রব্যভোজন করিলে, তীক্ষ্ণ আতপ ও অগ্নিসন্তাপ গ্রহণ করিলে, মদ্যসেবন ও ক্রোধের বেগ সম্বরণ করিলে, ভুক্তদ্রব্যের বিদাহকালে, বর্ষার অবসানে, গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্নসময়ে অথবা অর্দ্ধরাত্রিসময়ে পিত্ত প্রকুপিত হয়। ৫-৬। স্বাদু, অম্ল, লবণ, অস্নিগ্ধ, গুরু ও শীতলদ্রব্য অধিকভোজন করিলে, নবান্ন, পিচ্ছিলদ্রব্য, সজল-স্থলজাত পশুর মাংসসেবন করিলে, একেবারে ব্যায়াম পরিত্যাগ করিলে, দিবাশয়ন ও শয্যাসনাদি সুখভোগে, বসন্তকালে ভোজনান্তে কফ প্রকুপিত হয়। ৭-৮। শরীরের কর্কশতা, সঙ্কোচ, বেদনা, বিষ্টম্ভ, স্পর্শাজ্ঞান, রোমহর্ষ, স্তম্ভন, শোষণ, শরীরের পিঙ্গলবর্ণতা, অঙ্গবিশ্লেষ, বলবৃদ্ধি ও আয়াস এই সকল বায়ুপ্রকোপের চিহ্ন। যে যে রোগে উক্ত লক্ষণসকল প্রকাশ পায়, তাহাকে বায়ুরোগ বলিয়া নিশ্চয় করিবে। ৯-১০। শরীরে দাহ ও তাপ, পদে ঘর্ম্ম, অতিশয় কোপ, শারীরিক রাগ, পরিশ্রমবোধ, মুখে কটু ও অম্লরসাস্বাদ, শবের ন্যায় দুর্গন্ধবোধ, স্বেদ, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, ভ্রম, হরিদ্রাবর্ণ বা হরিদ্বর্ণদর্শন, এই সকল পিত্তপ্রকোপের চিহ্ন। যে রোগে উক্তলক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাকে পিত্তরোগ জানিবে। ১১। শরীরের স্নিগ্ধতা, মুখের মাধুর্য্য, কার্য্যে চিরকারিত্ব, শরীরে বন্ধনবৎপীড়া, শরীরের আর্দ্রভাব, তৃপ্তিসঞ্জাত, শোথ, শরীরের শীতলতা ও গুরুতা, অঙ্গকণ্ডূ, নিদ্রার আতিশয্য এই সকল কফপ্রকোপের লক্ষণ। ব্যাধির লক্ষণ, হেতু ও সংসর্গাদ্দ্বারা কফপিত্তাদির প্রাবল্যনিরূপণ করিবে। রোগীর লক্ষণ বিবেচনা করিলেই সেই রোগটি একদোষজ কি দ্বিদোষজ ইত্যাদি বুঝিতে পারিবে। ১২-১৩। যে রোগে বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিনের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাকে ত্রিলিঙ্গ অথবা সান্নিপাতিক রোগ বলে। দেহিদিগের দেহ দোষ, ধাতু ও মলের আধার। ১৪। যখন বায়ুপিত্তাদি দোষের সমতা থাকে, তখনই রোগীকে আরোগ্যবান্ বলা যায়। আরোগ্যাবস্থায় ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় না। আয়ুর্ব্বেদবিশারদ পণ্ডিতগণ রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সকল পদার্থকে ধাতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১৫। বায়ু, পিত্ত ও

শীতো লঘুঃ সূক্ষ্মঃ স্বরনাশী স্থিরো বলী ॥ ১৬ ॥ পিত্ত-মম্লকটূষ্ণাপণ্ড ত্তিশ্চ রোগকারণং। মধুরো লবণঃ স্নিগ্ধো গুরুঃ শ্লেষ্মাতিপিচ্ছিলঃ ॥১৭॥ গুদশ্রোণ্যাশ্রয়ো বায়ুঃ পিত্তং পক্বাশয়স্থিতং। কফস্ত্বামাশয়স্থানং কণ্ঠো বা মূর্দ্ধসন্ধয়ঃ ॥ ১৮ ॥ কটুতিক্তকষায়াশ্চ কোপয়ন্তি সমীরণং। কটুম্ললবণাঃ পিত্তং স্বাদূষ্ণলবণাঃ কফং ॥ ১৯ ॥ এত এব বিপর্য্যস্তাঃ শমায়ৈষাং প্রযোজিতাঃ। ভবন্তি রোগিণাং শান্ত্যৈ স্বস্থানং সুখহেতবঃ ॥ ২০ ॥ চক্ষুষ্যো মধুরো জ্ঞেয়ো. রসধাতুবিবর্দ্ধনঃ। অম্লোত্তরো মনোহৃদ্যং তথা দীপনপাচনং ॥২১॥ দীপনো জ্বরতৃষ্ণাঘ্নস্তিক্তঃ শোধনশোষণঃ। পিত্তলো লেখনস্তম্ভী কষায়ো গ্রাহিশোষণঃ ॥ ২২ ॥ রসবীর্য্যবিপাকানামাশ্রয়ং দ্রব্যমুত্তমং। রসপাকান্তরস্থায়ী দ্রব্যঃ সর্ব্বদ্রব্যাশ্রয়ঃ ॥ ২৩ ॥ শীতোষ্ণলবণং বীর্য্যমথবা শক্তিরিষ্যতে। রসানাং দ্বিবিধঃ পাকো মধুরঃ কটুরেব চ ॥ ২৪ ॥ ভিষগ্‌ভেষজরোগার্ত্ত-পরিচারকসম্পদঃ। চিকিৎসাঙ্গানি চত্বারি বিপরীতান্যসিদ্ধয়ে ॥ ২৫ ॥ দেশকালবয়োবহ্নিসাম্য-প্রকৃতিভেষজং। দেহসত্ত্ববলব্যাধীন্ বুদ্ধা কর্ম্ম সমারভেৎ ॥ ২৬ ॥ সংসৃষ্টলক্ষণোপেতো দেশঃ সাধারণঃ স্মৃতঃ। বাল আষোড়শাম্মধ্যঃ সপ্ততের্বৃদ্ধ-উচ্যতে ॥ ২৭ ॥ কফপিত্তানিলাঃ প্রায়ো যথাক্রমমুদীরিতাঃ। ক্ষারাগ্নিশস্ত্ররহিতা ক্ষীণে প্রবয়সি ক্রিয়াঃ ॥ ২৮ ॥ কৃশস্য বৃংহণং কার্য্যং স্থূলদেহস্য কর্ষণং। রক্ষণং মধ্যকায়স্য দেহভেদাস্ত্রয়ো মতাঃ ॥ ২৯ ॥ স্থৈর্য্যব্যায়াম-সন্তোষৈর্বোদ্ধব্যং যত্নতো বলং। অবিকারী মহোৎসাহো মহাসাহসিকো নরঃ ॥ ৩০ ॥ পানাহারাদয়ো যস্য বিরুদ্ধাঃ প্রকৃতেরপি। স্বসুখায়োপকল্প্যন্তে

কফ এই তিনের ধাম দোষ আর বিষ্ঠা মূত্রপ্রভৃতিকে মল বলা যায়। বায়ু শীতল, লঘু, সূক্ষ্ম, স্বরভঙ্গকারক, স্থির ও বলবান্। ১৬। পিত্ত, অম্ল ও কটুরসযুক্ত এবং উষ্ণ; ইহার পরিপাক না হইলে রোগের কারণ হয়। শ্লেষ্মা মধুর ও লবণরসযুক্ত এবং স্নিগ্ধ, গুরু ও অতিপিচ্ছিল। ১৭। গুহ্যদেশ ও কটি আশ্রয় করিয়া বায়ু অবস্থিতি করে; পিত্ত পক্বাশয়ে অবস্থিত হয় এবং আমাশয়, কণ্ঠ, মস্তক ও সন্ধি এই সকল কফের অবস্থিতির স্থান। ১৮। কটু, তিক্ত ও কষায় এই সকল দ্রব্য বায়ুকে প্রকুপিত করে, কটু, অম্ল ও লবণদ্রব্য পিত্তকে এবং স্বাদু, উষ্ণ ও লবণদ্রব্য কফকে প্রকুপিত করিয়া থাকে। ১৯। উক্ত দ্রব্যসকল বিপরীতরূপে প্রযুক্ত হইলে বায়ুপিত্তাদির শান্তি হয়। বায়ুপিত্তপ্রভৃতি শান্ত হইয়া স্বস্থানস্থ হইলে রোগীদিগেরও শান্তিসুখলাভ হয়। ২০। মধুরদ্রব্য, চক্ষুষ্য এবং রস ও ধাতুবর্দ্ধনকারী। মধুরদ্রব্য অম্লমিশ্রিত হইলে মনের সন্তোষজনক হয়, উহা অগ্নির উদ্দীপক ও পাচক হইয়া থাকে। ২১। তিক্তরসযুক্ত দ্রব্য অগ্নির উদ্দীপক, জ্বর ও তৃষ্ণাঘ্ন, শোধন ও শোষণকারক। কষায়দ্রব্য পিত্তবর্দ্ধনকারী, লেখন, স্তম্ভকারক, গ্রাহী ও শোষণ। ২২। যে দ্রব্য রস ও বীর্য্যের বিপাকাশ্রয়, তাহা উত্তম বলিয়া জানিবে। আর রসপাকান্তরস্থায়ী দ্রব্য সর্ব্বদ্রব্যের আশ্রয়স্বরূপ। ২৩। শৈত্য, উষ্ণতা ও লবণতা এই সকল দ্রব্যের বীর্য্য অথবা শক্তি। রসের পাক দ্বিবিধ হইয়া থাকে; মধুর ও কটু। ২৪। চিকিৎসক, ঔষধ, রোগীর পরিচারক ও সম্পত্তি এই চারি চিকিৎসার অঙ্গ। উক্ত অঙ্গচতুষ্টয় উত্তম হইলে শীঘ্রই রোগী আরোগ্যলাভ করিতে পারে এবং উহাদিগের দোষ থাকিলে বিপরীত ফল হয়। ২৫। দেশ, কাল, রোগীর বয়স, অগ্নি, প্রকৃতি, ঔষধ, দেহসত্ব, বল ও ব্যাধি এই সকল পরিজ্ঞাত হইয়া চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। ২৬। দেশবিশেষে রোগের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে, অতএব চিকিৎসাব্যাপারে দেশই সাধারণ কারণ। মনুষ্যের ষোড়শবর্ষপর্য্যন্ত বাল্যকাল, ষোড়শবর্ষের পর সপ্ততিবর্ষপর্য্যন্ত মধ্য এবং সপ্ততিবর্ষের পর আজীবন বৃদ্ধকাল বলিয়া জানিতে হইবে। ২৭। কফ, পিত্ত ও বায়ু ইহারা ক্রমতঃ উদীরিত হয়। রোগীর বলক্ষীণ হইলে ও বৃদ্ধাবস্থাতে ক্ষারক্রিয়া, অগ্নিচিকিৎসা ও অস্ত্রপ্রক্রিয়া করিবে না। ২৮। কৃশ ব্যক্তির পক্ষে বৃংহণ, স্থূলদেহ ব্যক্তির পক্ষে কর্ষণক্রিয়া করিবে। যাহার শরীর মধ্যবিধ, তাহার শরীররক্ষা করিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে। এইরূপে শরীরের ত্রৈবিধ্য বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। ২৯। স্থৈর্য্য, ব্যায়াম ও সন্তোষ ইহাদিগের দ্বারা রোগীর বল বিবেচনা করিবে। যে ব্যক্তি অবিকারী, মহা উৎসাহশীল ও সাহসিক, সেই মনুষ্যই বলবান্। ৩০।

তৎসাম্যমিতি কথ্যতে ॥ ৩১ ॥ গর্ভিণ্যা শ্লৈষ্মিকৈ-র্ভক্ষ্যৈঃ শ্লৈষ্মিকো জায়তে নরঃ। বাতলৈঃ পিত্তলৈ-স্তদ্বৎ সমধাতুর্হিতাশনাৎ ॥ ৩২ ॥ কৃশো রুক্ষোঽল্প-কেশশ্চ চলচিত্তো নরঃ স্থিতঃ। বহুবাক্যরতঃ স্বপ্নে বাতপ্রকৃতিকো নরঃ ॥ ৩৩ ॥ অকালপলিতো গৌরঃ প্রস্বেদী কোপনো বুধঃ। স্বপ্নেঽপি দীপ্তিমৎপ্রেক্ষী পিত্তপ্রকৃতিরুচ্যতে ॥ ৩৪ ॥ স্থিরচিত্তঃ স্বরঃ সূক্ষ্মঃ প্রসন্নঃ স্নিগ্ধমূর্দ্ধজঃ। স্বপ্নে জলশিলালোকী শ্লেষ্ম-প্রকৃতিকো নরঃ ॥ ৩৫ ॥ সম্মিশ্রলক্ষণৈর্জ্ঞেয়ো দ্বিত্রি-দোষান্বয়ো নরঃ। দোষস্তেতরসদ্ভাবেপ্যঽধিকঃ প্রকৃতিঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৬ ॥ মন্দস্তীক্ষ্ণোঽথ বিষমঃ সমশ্চেতি চতু-র্ব্বিধাঃ। কফপিত্তানিলাধিক্যাত্তৎসাম্যাজ্জাঠরো-ঽনলঃ ॥ ৩৭ ॥ সমস্য পালনং কার্য্যং বিষমে বাত-নিগ্রহঃ। তীক্ষ্ণে পিত্তপ্রতীকারো মন্দে শ্লেষ্মবিশো-ধনং ॥ ৩৮ ॥ প্রভবঃ সর্ব্বরোগাণামজীর্ণঞ্চাগ্নিনাশনং। আমাম্লরসবিষ্টব্ধলক্ষণন্তচ্চতুর্ব্বিধং ॥ ৩৯ ॥ আমা-দ্বিসূচিকা চৈব মনোহৃদালস্যাদয়ঃ। বচালবণতোয়েন ছর্দ্দনং তত্র কারয়েৎ ॥ ৪০ ॥ শুক্তাভাবো ভ্রমো মূর্চ্ছা তর্ষোঽম্লাৎ সংপ্রবর্ত্ততে। অপক্বং তত্র শীতাম্বুপান-বাতনিষেবণং ॥ ৪১ ॥ গাত্রভঙ্গশিরোজাড্যভক্ত-দ্বেষাদয়ো রসাৎ। তস্মিন্ স্বাপো দিবা কার্য্যো লঙ্ঘ-নঞ্চ বিবর্জ্জনং ॥ ৪২ ॥ শূলগুল্মৌ চ বিণ্মূত্রস্তম্ভা বিষ্টম্ভ-সূচকাঃ। বিধেয়ং স্বেদনন্তত্র পানীয়ং লবণোদকং ॥ ৪৩ ॥ আমমম্লঞ্চ বিষ্টব্ধং কফপিত্তানিলৈঃ ক্রমাৎ। আলিপ্য জঠরং প্রাজ্ঞো হিঙ্গুত্র্যূষণসৈন্ধবৈঃ ॥ ৪৪ ॥ দিবাস্বপ্নং প্রকুর্ব্বীত সর্ব্বাজীর্ণবিনাশনং। অহিতান্নে-রোগরাশিরহিতার্থস্ততস্ত্যজেৎ ॥ ৪৫ ॥ উষ্ণাম্বু বাম-

---

পানীয় ও আহারীয় দ্রব্য প্রকৃতির বিরুদ্ধ হইলেও যাহার সুখসাধন হইয়া থাকে, তাহাকে সমপ্রকৃতি বলা যায়। ৩১। গর্ভিণী শ্লৈষ্মিক দ্রব্য আহার করিলে তাহার সন্তানও শ্লেষ্মপ্রকৃতি হয়। এইরূপ বায়ুজনক দ্রব্য আহারে বায়ুপ্রকৃতি এবং পিত্তজনক দ্রব্যসেবনে পিত্তপ্রকৃতি হইয়া থাকে। আর গর্ভিণী হিতাশিনী হইলে তাহার সন্তান সমপ্রকৃতি হয়।৩২। যাহার কেশ রুক্ষ ও অল্প, যে ব্যক্তি চলচিত্ত, কৃশ এবং নিদ্রাবস্থায় বহুভাষণ করে, সেই ব্যক্তিকে বায়ুপ্রকৃতি বলিয়া নিশ্চয় করিবে। ৩৩। যাহার অকালে কেশের পক্বতা ও শরীর শিথিল হয়, যাহার শরীর গৌরবর্ণ, সর্ব্বদা শরীরে ঘর্ম্ম হইতে থাকে, যে ব্যক্তি কোপনস্বভাব এবং স্বপ্নকালে সমুজ্জ্বলপ্রভা দেখিতে পায়, তাহাকে পিত্তপ্রকৃতি বলা যায়। ৩৪। যাহার চিত্ত স্থির, স্বর সূক্ষ্ম, কেশ স্নিগ্ধ এবং স্বপ্নকালে জল ও শিলা অবলোকন করে, সেই ব্যক্তি শ্লেষ্মপ্রকৃতি মনুষ্য। ৩৫। যে ব্যক্তি মিশ্রলক্ষণান্বিত, তাহাকে মিশ্রপ্রকৃতি বলা যায়। এইরূপে দ্বিপ্রকৃতিক ও ত্রিপ্রকৃতিক মনুষ্য হইয়া থাকে। বায়ুপিত্তাদি সকলের লক্ষণ প্রকাশিত থাকিলে যাহার আধিক্য দৃষ্ট হইবে, তাহাকে সেই প্রকৃতি বলিয়া নিশ্চয় করিবে।৩৬। কফ, পিত্ত ও বায়ু ইহাদিগের মন্দ, তীক্ষ্ণ, বিষম ও সম এই চারিপ্রকার অবস্থা হয়। কফপিত্তাদির আধিক্য ও সাম্যহেতু জঠরাগ্নিরও প্রকারভেদ হইয়া থাকে।৩৭। সর্ব্বদা বাতাদির সমতা রক্ষা করিবে। উহাদিগের বৈষম্য হইলে বায়ুনিগ্রহ করা কর্ত্তব্য। তীক্ষ্ণাবস্থাতে পিত্তপ্রতিকার এবং মন্দাবস্থায় শ্লেষ্মবিশোধন করিতে হইবে। ৩৮। অজীর্ণ ও মন্দাগ্নি ইহারাই সর্ব্বরোগের কারণ। মন্দাগ্নি চারিপ্রকার; আম, অম্ল, রস ও বিষ্টব্ধ।৩৯। আমাবস্থায় বিসূচিকা এবং মন ও শরীরের অলসতা প্রভৃতি হইয়া থাকে। এই অবস্থায় বচ ও লবণের সহিত জলপান করিয়া বমন করিবে। ৪০। অম্লাধিক্য হইলে শুক্রাভাব, ভ্রম, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণাপ্রভৃতি হইয়া থাকে। এই অবস্থায় অপক্ক শীতল জলপান অথবা বায়ুসেবন করিবে। ৪১। রসাধিক্য হইলে গাত্রভঙ্গ, মস্তকের জড়তা, ভোজনে অনিচ্ছা, এই সকল উপদ্রব হয়। এই অবস্থাতে দিবাযোগে নিদ্রা যাইবে; কিন্তু লঙ্ঘন করিবে না।৪২। বিষ্টব্ধাবস্থায় শূল, গুল্ম, মলমূত্রের স্তব্ধতা প্রভৃতি রোগ জন্মে। ইহাতে উষ্ণজলের সেক করা বিধেয় এবং লবণোদক পান করিবে।৪৩। কফদোষে আম, পিত্তদোষে অম্ল এবং বায়ুদোষে বিষ্টব্ধ জন্মে। এই সকলের প্রতীকারের নিমিত্ত হিঙ্গু, ত্রিকটু ও সৈন্ধবদ্বারা উদরলেপন করিয়া দিবাতে নিদ্রা যাইবে; ইহাতে সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ বিনাশ পায়। অহিতভোজনদ্বারা নানাবিধ রোগ জন্মে; অতএব অহিতকার্য্য পরিত্যাগ করিবে।৪৪-৪৫। মধুর সহিত উষ্ণ জলপান করিলে

পানঞ্চ মাক্ষিকৈঃ পাচনং ভবেৎ। করীরদাধমৎস্যেশ্চ প্রায়ঃ ক্ষীরং বিরুধ্যতে ॥৪৬॥ বিল্বঃ শোণা চ গাম্ভারী পাটলা গণিকারিকাঃ। দীপনং কফবাতঘ্নং পঞ্চমূলমিদং মহৎ ॥ ৪৭ ॥ শালপানী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতীদ্বয় গোক্ষুরঃ। বাতপিত্তহরং বৃষ্যং কনীয়ঃ পঞ্চমূলকং ॥ ৪৮ ॥ উভয়ং দশমূলং স্যাৎ সন্নিপাতজ্বরাপহং। কাসে শ্বাসে চ তন্দ্রায়াং পার্শ্বশূলে চ শস্যতে ॥ ৪৯ ॥ এতৈস্তৈলানি সর্পীংষি প্রলেপাঞ্জলকাং জয়েৎ। কাথ্যাচ্চতুর্গুণং বারি পাদস্থং স্যাচ্চতুর্গুণং ॥ ৫০ ॥ স্নেহঞ্চ তৎসমং ক্ষীরং কল্কশ্চ স্নেহপাদকঃ। সর্ব্বর্ত্তিতৌষধৈঃ পাকো বস্তৌ পানে ভবেৎ সমঃ। খরোহভ্যঙ্গে মৃদুর্নস্তে পাকোহপি সংপ্রকল্পয়েৎ ॥ ৫১ ॥ স্থূলদেহেন্দ্রিয়াশ্চিন্ত্যা প্রকৃতির্যা সুধিষ্ঠিতা। আরোগ্যমিতি তং বিজ্ঞানায়ুষ্মন্তমুপাচরেৎ ॥ ৫২ ॥ যো গৃহ্নাত্যিন্দ্রিয়ৈরর্থান্ বিপরীতান্ স মৃত্যুভাক্। ভিষঙ্মিত্রগুরুদ্বেষী প্রিয়ারাতিশ্চ যো ভবেৎ ॥ ৫৩ ॥ গুল্ফজানুললাটঞ্চ হনুর্গণ্ডস্তথৈব চ। ভ্রষ্টং স্থানচ্যুতং যস্য স জহাত্যচিরাদসূন্ ॥ ৫৪ ॥ বামাক্ষিমজ্জনং জিহ্বা শ্যামা নাসা বিকারিণী। কৃষ্ণৌ স্থানচ্যুতৌ চোষ্ঠৌ কৃষ্ণাস্যং যস্য তং ত্যজেৎ ॥ ৫৫ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে বৈদ্যকশাস্ত্রে সূত্রস্থানং নাম অষ্টষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

উদরে পরিপাক হয়; বংশাঙ্কুর, দধি, মৎস্য ও ক্ষীর এই সকল দ্রব্য শীঘ্র পরিপাক পায় না। ৪৬। বিল্ব, শোণা, গাম্ভারী, পারুলী, গণিকারী, এই পঞ্চবৃক্ষের মূলকে মহৎ পঞ্চমূল বলে। এই পঞ্চমূল অগ্নির উদ্দীপন এবং কফ ও বাতবিনাশ করিয়া থাকে। ৪৭। শালপাণি, পাঠানী, বৃহতী, কণ্টকারি ও গোক্ষুর এই পঞ্চমূলকে লঘু পঞ্চমূল বলে। ইহা শরীরের পোষণসাধন করে এবং বাতপিত্ত হরণ করিয়া থাকে। ৪৮। পূর্ব্বোক্ত মহৎ পঞ্চমূল ও লঘু পঞ্চমূল এই উভয়কে দশমূল বলে। এই দশমূল সান্নিপাতিকজ্বর বিনাশ করিয়া থাকে। কাস, শ্বাস, তন্দ্রা, পার্শ্বশূল, প্রভৃতি রোগে পূর্ব্বোক্ত দশমূল প্রশস্ত। ৪৯। পূর্ব্বোক্ত দশমূলের ক্বাথের সহিত তৈল কিম্বা ঘৃত পাক করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে অলকানামক রোগ পরাজিত হয়। কাথ প্রস্তুত করিতে হইলে কাথ্যদ্রব্যে চতুর্গুণ জল দিয়া জাল দিতে হইবে; যখন সেই জল চতুর্থাংশমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তখন সেই ক্বাথের চতুর্থাংশ স্নেহদ্রব্য পাক করিতে হইবে। তৈলাদি পাকের সময় দুগ্ধের পরিমাণ তৈলাদির সমান জানিবে। কল্কদ্রব্য তৈলাদির চতুর্থাংশপরিমাণে দিতে হইবে। যে ঔষধ বস্তিকার্য্য ও পানার্থ প্রস্তুত করিবে, সেই ঔষধকে সমপাকে পাক করিতে হইবে। অভ্যঙ্গার্থ ঔষধে খরপাক এবং নস্যার্থ ঔষধে মৃদুপাক ব্যবস্থেয়। ৫০-৫১। শরীরের পুষ্টি, ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতাপ্রভৃতি প্রাকৃতিক অবস্থাকেই আরোগ্য বলা যায়। এইরূপ আরোগ্যবান্ ব্যক্তি আয়ুষ্মান্ হয়। ৫২। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়দ্বারা বিপরীতার্থ গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তিকে আসন্নমৃত্যু বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি চিকিৎসক, মিত্র ও গুরুকে দ্বেষ করে এবং শত্রুকে প্রিয়জ্ঞান করে, গুল্ফ, জানু, ললাট, হনু, গণ্ড, যাহার এই সকল স্থান ভ্রষ্ট ও স্থানচ্যুত হয়, সেই ব্যক্তি অচিরে প্রাণপরিত্যাগ করে। ৫৩-৫৪। যাহার বামলোচন নিমগ্ন হইয়া জিহ্বা শ্যামবর্ণ এবং নাসা বিকারপ্রাপ্ত হয়, আর ওষ্ঠদ্বয় কৃষ্ণ, স্থানচ্যুত ও মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়, সেই ব্যক্তিকে বৈদ্য অবশ্য পরিত্যাগ করিবে। ৫৫।

ঊনসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ধন্বন্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ হিতাহিতবিবেকায় অনুপানবিধিং বদে। রক্তশালি ত্রিদোষঘ্নং তৃষ্ণামেদোনিবারকং ॥২॥ মহাশালি পরং বৃষ্যং কলমঃ শ্লেষ্মপিত্তহাঃ। শীতো গুরুস্ত্রিদোষঘ্নঃ প্রায়শো গৌরষষ্টিকঃ ॥ ৩ ॥

ঊনসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

ধন্বন্তরি কহিলেন, এক্ষণ হিতাহিতবিবেকের নিমিত্ত অনুপানবিধি বলিতেছি। দ্রব্যের গুণাগুণ জানিয়া অনুপানের ব্যবস্থা করিবে; অতএব দ্রব্যের গুণাগুণবিবেক আবশ্যক। রক্তশালি ত্রিদোষ বিনাশ করে এবং তৃষ্ণা ও মেদোনিবারণ করে। ১-২। মহাশালি পরমবলকারক, ধান্যের কলম শ্লেষ্মপিত্তবিনাশক; গৌরবর্ণ ষষ্টিধান্য শীতবীর্য্য, গুরু এবং ত্রিদো-

শ্যামাকঃ শোষণো রুক্ষো বাতলঃ শ্লেষ্মপিত্তহাঃ। তদ্বৎ প্রিয়ঙ্গুনীবারকোরদোষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৪॥ বহুবারঃ সরুক্ষ্মীতঃ শ্লেষ্মপিত্তহরো যবঃ। বৃষ্যঃ শীতো গুরুঃ স্বাদুর্গোধুমো বাতনাশনঃ॥ ৫॥ কফপিত্তাস্রজিম্মুদ্গঃ কষায়ো মধুরো লঘুঃ। মাষো বহুবলো বৃষ্যঃ পিত্তশ্লেষ্মহরো গুরুঃ॥ ৬॥ অবৃষ্যঃ শ্লেষ্মপিত্তঘ্নো রাজমাষোঽনিলার্ত্তিকৃৎ। কুলথঃ শ্বাসহিক্কাঘ্নৎ কফগুল্মানিলাপহঃ॥ ৭॥ রক্তপিত্তজ্বরোন্মাথী শীতো গ্রাহী মকুষ্টকঃ। পুংস্ত্বাসৃক্কফপিত্তঘ্নশ্চণকো বাতলঃ স্মৃতঃ॥ ৮॥ মসূরো মধুরঃ শীতঃ সংগ্রাহী কফপিত্তহাঃ। তদ্বৎ সর্ব্বগুণাঢ্যশ্চ কলায়শ্চাতিবাতলঃ॥৯॥ আঢ়কী কফপিত্তঘ্নী শুক্রলা চ তথা স্মৃতা। অতসী পিত্তলা জ্ঞেয়া সিদ্ধার্থঃ কফবাতজিৎ॥ ১০॥ সক্ষারমধুরস্নিগ্ধো বলোষ্ণপিত্তকৃত্তিলঃ। বলঘ্না রুক্ষলাঃ শীতা বিবিধাঃ শস্যজাতয়ঃ॥ ১১॥ চিত্রকেঙ্গুদিনালীকাঃ পিপ্পলীমধুশিগ্রবঃ। চব্যাচরণনিগুণ্ডীতর্কারীকাশমর্দ্দকাঃ॥ ১২॥ সবিল্বাঃ কফপিত্তঘ্নাঃ ক্রিমিঘ্না লঘুদীপিকাঃ। বর্ষাভুমার্করৌ বাতকফঘ্নৌ দোষনাশনৌ॥ ১৩॥ তিক্তরসঃ স্বাদেয়শ্চঃ কাকমাচী ত্রিদোষহৃৎ। চাঙ্গেরী কফবাতঘ্নী সর্ষপঃ সর্ব্বদোষদঃ॥ ১৪॥ ১৪॥ তদ্বদেব চ কৌসুম্ভং রাজিকা বাতপিত্তলা। নাড়ীচঃ কফপিত্তঘ্নঃ চুচুর্মধুরশীতলঃ॥ ১৫॥ দোষঘ্নং পদ্মপত্রঞ্চ ত্রিপুটং বাতকৃৎ পরং। সক্ষারঃ সর্ব্বদোষঘ্নো বাস্তুকো রোচনঃ পরঃ॥ ১৬॥ তণ্ডুলীয়ো বিষহরঃ পালঙ্ক্যাশ্চ তথাপরে। মূলকং দোষকৃচ্চামং স্বিন্নং বাতকফাপহং॥ ১৭॥ সর্ব্বদোষহরং হৃদ্যং কণ্ঠ্যং তৎপক্কমিষ্যতে। কর্কোটকং সবার্ত্তাকং পটোলং কারবেল্লকং॥ ১৮॥ কুষ্ঠমেহজ্বরশ্বাসকাসপিত্তকফাপহং। সর্ব্বদোষহরং হৃদ্যং কুষ্মাণ্ডং বস্তিশোধনং॥ ১৯॥ কলিঙ্গালাবুনী পিত্তনাশিনী বাতকারিণী।

ঘ্ন। ৩। শ্যামাক শোষণকারী, রুক্ষ, বায়ুবৃদ্ধিকারী এবং শ্লেষ্মপিত্তঘ্ন। প্রিয়ঙ্গু, নীবার, কোরদোষ, (শস্যবিশেষ) ইহারাও পূর্ব্বোক্ত-গুণসম্পন্ন। ৪। বহুবার (বৃক্ষবিশেষ) শীতবীর্য্য; যব শ্লেষ্মপিত্তহারী; গোধূম বলকারক, শীতবীর্য্য, গুরু, স্বাদু ও বাতনাশক। ৫। মুদ্গ কফ, পিত্ত ও রক্তনিবারক, কষায়, মধুর ও লঘু, মাষ (মাষকলাই) বহুবলকারক, পুষ্টিসাধক, পিত্তশ্লেষ্মনিবারক ও গুরু। ৬। রাজমাষ, পুষ্টিনাশক, পিত্তশ্লেষ্মনিবারক ও বায়ুরোগাপহারক; কুলথ শ্বাস, হিক্কা, কফ, গুল্ম ও বায়ুরোগ বিনাশ করে। ৭। বনমুগ রক্তপিত্ত ও জ্বরবিনাশী, শীতবীর্য্য এবং গ্রাহী; চণক পুরুষত্ববিনাশক এবং রক্তপিত্ত ও কফঘ্ন; বিশেষতঃ ইহার বাতবৃদ্ধিকারিকা শক্তি আছে। ৮। মসুর মধুররসযুক্ত, শীতবীর্য্য, সংগ্রাহী ও কফপিত্তাপহারী; কলাই পূর্ব্বোক্ত-গুণসম্পন্ন, বিশেষতঃ বাতবৃদ্ধিকারক। ৯। অরহর কফপিত্ত বিনাশ করে এবং শুক্রবৃদ্ধি করিয়া থাকে। তিসি পিত্তবৃদ্ধিকারী এবং সর্ষপ কফ ও বায়ু নিবারণ করে। ১০। তিল ক্ষার ও মধুররসযুক্ত, স্নিগ্ধ, বলকারক, উষ্ণবীর্য্য এবং পিত্তবৃদ্ধিকারক। অন্যান্য শস্যসকল বলঘ্ন, রুক্ষ, শীতবীর্য্য জানিবে। ১১। চিত্রক, ইঙ্গুদিফল, পদ্মনাল, পিপ্পলী, মধু, শজিনা, চৈ-মূল, নিসিন্দা, জয়ন্তী, কালকাসন্দা ও বিল্ব এই সকল দ্রব্য কফ, পিত্ত ও ক্রিমি বিনাশ করে; ইহারা অতিলঘু ও দীপক। পুনর্নবা ও মার্কর (ওষধিবিশেষ) ইহারা বায়ু ও শ্লেষ্মদোষ বিনাশ করে। ১২-১৩। এরণ্ড তিক্তরসযুক্ত এবং কাকমাচী ত্রিদোষ বিনাশ করে। আমরুল কফ ও বায়ু বিনাশ করে; সর্ষপ সর্ব্বদোষপ্রদ। ১৪। কুসুম্ভ সর্ব্বদোষপ্রদ এবং রাজিকা বাত ও পিত্তবৃদ্ধিকর। নালিতা কফ ও পিত্তবিনাশ করে; শুষনীশাক মধুররসযুক্ত ও শীতবীর্য্য। ১৫। পদ্মের কোমলপত্র সর্ব্বদোষঘ্ন, খেসারী বাতবৃদ্ধিকারক; বাস্তুক (বেতোশাক) লবণসংযুক্ত হইলে সর্ব্বদোষঘ্ন ও রুচিকারক হয়। নটেশাক বিষদোষ হরণ করে এবং পালঙ্কপ্রভৃতি শাকেরও ঐ গুণ আছে। আমমূলক সর্ব্বদোষকারী, উহা স্বিন্ন হইলে বাত ও কফ বিনাশ করে। ১৬-১৭। মূলক উত্তমরূপ পরিপক্ক হইলে সর্ব্বদোষ হরণ করে এবং তাহা অতিসুস্বাদু হয়। কাকরোল, বেগুণ, পটল, করলা এই সকল দ্রব্য কুষ্ঠ, মেহজ্বর, শ্বাস, কাস, পিত্ত ও কফ বিনাশ করিয়া থাকে। কুষ্মাণ্ড সর্ব্বদোষ হরণ করে এবং উহা অতিসুস্বাদু। কুষ্মাণ্ডদ্বারা বস্তিশোধন হইয়া থাকে। ১৮-১৯। ইন্দ্রযব ও অলাবু ইহারা পিত্তনাশ ও বাতবৃদ্ধি করে; শসা ও ফুটি

ত্রপুষৈর্ব্বারুকে বাতশ্লেষ্মলে পিত্তবারণে ॥২০॥ বৃক্ষাম্লং কফবাতঘ্নং জম্বীরং কফবাতনুৎ। বাতঘ্নং দাড়িমং গ্রাহি নাগরঙ্গফলং গুরু ॥ ২১ ॥ কেশরং মাতুলুঙ্গঞ্চ দীপনং রুক্ষবাতনুৎ। বাতপিত্তহরং মাষং ত্বক্‌স্নিগ্ধোষ্ণানিলাপহং ॥ ২২ ॥ সর্ব্বমামলকং বৃষ্যং মধুরং হৃদ্যমম্লকৃৎ। ভুক্তপ্ররোচকা পুণ্যা হরীতক্যমৃতোপমা ॥ ২৩ ॥ স্রংসনী কফবাতঘ্নী পরং তদ্বত্রিদোষজিৎ। বাতশ্লেষ্মহরং ত্বম্লং স্রংসনং তিন্তিড়ীফলং ॥ ২৪ ॥ দোষলং লকুচং স্বাদু বকুলং কফবাতজিৎ। গুল্মবাতকফশ্বাসকাসঘ্নং বীজপূরকং ॥ ২৫ ॥ কপিত্থং গ্রাহি দোষঘ্নং পক্কং গুরু বিষাপহং। কফপিত্তকরং বালমাপূর্ণং পিত্তবর্দ্ধনং ॥ ২৬ ॥ পক্কাম্রং বাতকৃন্মাংসং শুক্রবর্ণবলপ্রদং। বাতঘ্নং কফপিত্তঘ্নং গ্রাহি বিষ্টম্ভি জাম্ববং ॥২৭॥ তিন্দুকং কফবাতঘ্নং বদরং বাতপিত্তহৃৎ। বিষ্টম্ভি বাতলং বিল্বং পিয়ালং পবনাপহং ॥২৮॥ রাজাদনফলং মোচং পানসং নারিকেলজং। শুক্রমাংসকরাণ্যাহুঃ স্বাদুস্নিগ্ধগুরূণি চ ॥ ২৯ ॥ দ্রাক্ষামধুকখর্জ্জূরং কুঙ্কুমং বাতরক্তজিৎ। মাগধী মধুরা পক্কা শ্বাসপিত্তহরা পরা ॥ ৩০ ॥ আর্দ্রকং রোচকং বৃষ্যং দীপনং কফবাতহৃৎ। শুণ্ঠীমরিচপিপ্পল্যঃ কফবাতজিতো মতাঃ ॥ ৩১ ॥ অবৃষ্যং মরিচং বিদ্যাদিতি বৈদিকসম্মিতং। গুল্মশূলবিবন্ধঘ্নং হিঙ্গু বাতকফাপহং ॥ ৩২ ॥ যমানীধন্যকাজাজ্যঃ বাতশ্লেষ্মনুদঃ পরং। চক্ষুষ্যং সৈন্ধবং বৃষ্যং ত্রিদোষশমনং স্মৃতং ॥ ৩৩ ॥ সৌবর্চ্চলং বিবন্ধঘ্নং উষ্ণং হৃচ্ছূলনাশনং। উষ্ণং শূলহরং তীক্ষ্ণং বিড়ঙ্গং বাতনাশনং ॥ ৩৪ ॥ রোমকং বাতলং স্বাদু রোচনং ক্লেদনং গুরু। হৃৎপাণ্ডুগলরোগঘ্নং যবক্ষারোঽগ্নিদীপনঃ ॥ ৩৫ ॥ দহনো দীপনস্তীক্ষ্ণঃ সর্জ্জিক্ষারো বিদারণঃ। দোষঘ্নং নাভসং বারি

এই উভয় দ্রব্য বায়ু ও শ্লেষ্মার বৃদ্ধি করে, কিন্তু ইহার পিত্তবিনাশকতা শক্তি আছে। ২০। বৃক্ষাম্ল ও জম্বীর এই উভয়ই কফ ও বাত বিনাশ করে। দাড়িম্ব বাতঘ্ন এবং গ্রাহী; নাগরঙ্গফল অতি গুরুপাকী। ২১। কেসর, মাতুলুঙ্গ, (গোঁড়ালেবু) এই উভয় দ্রব্য কফবাতঘ্ন এবং অগ্নিদীপক; মাষ বাতপিত্তাপহারী, উহা সেবনে চর্ম্মের স্নিগ্ধতা সাধিত হয় এবং বায়ুরোগ বিনাশ পায়। ২২। আমলকী বলকারক, মধুর, রুচিকারক ও অম্লরসযুক্ত; হরীতকী রুচিকারক, পুণ্যপ্রদ, অমৃততুল্য, বিরেচক ও কফবাতবিনাশক। তিন্তিড়ীর কফবাতবিনাশিনী শক্তি আছে, উহা বিরেচক ও ত্রিদোষজিৎ, উহা বাতশ্লেষ্ম হরণ করে, উহা অম্লরসযুক্ত।২৩-২৪। লকুচফল সর্ব্বদোষের আকর, কিন্তু উহা সুস্বাদু। বকুলফল কফ ও বাতপিত্ত বিনাশ করে; বীজপূর অর্থাৎ লেবু গুল্ম, বাত, কফ, শ্বাস, কাস এই সকল বিনাশ করে। ২৫। কপিত্থ (কদবেল) গ্রাহী ও সর্ব্বদোষঘ্ন, উহা পরিপক্ক হইলে অতি গুরুপাকী হয়, কিন্তু বিষদোষ নষ্ট করিয়া থাকে। কপিত্থফল বাল্যাবস্থায় কফপিত্ত বৃদ্ধি করে, পূর্ণাবস্থায় পিত্তবৃদ্ধি করিয়া থাকে।২৬। পক্ক আম্রফল বাতকারী; মাংস, শুক্র, বল, বর্ণ, ইহাদিগের বৃদ্ধি করিয়া থাকে। জামফল বাতবৃদ্ধিকারক, কফপিত্তঘ্ন, গ্রাহী ও বিষ্টম্ভী। ২৭। গাবফল কফবাতঘ্ন; বদরীফল বাতপিত্তঘ্ন; বিল্বফল বাতবৃদ্ধিকারী ও বিষ্টম্ভী; পিয়ালফল বাতাপহারী। ২৮। রাজাদনফল, কদলীফল, পনসফল ও নারিকেলফল এই সকল শুক্র ও মাংস বৃদ্ধি করে; ইহারা স্নিগ্ধ ও গুরুপাকী; কিন্তু অতি সুস্বাদু। ২৯। দ্রাক্ষা, মধুকফল, খর্জ্জূর ও কুঙ্কুম এই সকল দ্রব্য বাতরক্ত জয় করে; সুপক্ক পিপ্পলী মধুর এবং শ্বাস ও পিত্ত নিবারণ করে। ৩০। আদা রুচিকর, বলকারক, অগ্নিদীপক এবং কফবাতহারী। শুণ্ঠী, মরিচ ও পিপ্পলী, ইহারা কফ ও বাত জয় করিয়া থাকে। ৩১। বৈদিকমতে মরিচ অবৃষ্য বলিয়া উক্ত আছে। ইহা গুল্ম, শূল ও বিবন্ধ বিনাশ করে, হিঙ্গু কফ ও বাতবিনাশকারী। ৩২। যমানী, ধনিয়া, জীরা, এই সকল দ্রব্য বাতশ্লেষ্ম বিনাশ করিয়া থাকে। সৈন্ধব চক্ষুর তেজোবৃদ্ধিকারক, বলবৃদ্ধিকারী ও ত্রিদোষবিনাশক। ৩৩। সৌবর্চ্চল উষ্ণগুণশালী এবং বিবন্ধ ও হৃচ্ছূল বিনাশ করে; বিড়ঙ্গ উষ্ণ, শূলাপহারী, তীক্ষ্ণ ও বাতবিনাশক।৩৪। রোমকলবণ বাতবৃদ্ধিকারী, স্বাদু, রুচিকারক ও গুরু। ইহা হৃদ্রোগ, পাণ্ডু ও গলরোগ বিনাশ করে। যবক্ষার অগ্নিসন্দীপন করিয়া থাকে। ৩৫। সর্জ্জিক্ষার অর্থাৎ সাজিমাটী পাচন, অগ্নিদীপন, তীক্ষ্ণ ও বিদারণ। নাভস বারি অর্থাৎ বৃষ্টির

মধু স্বচ্ছং বিষাপহং ॥ ৩৬ ॥ নাদেয়ং বাতলং রুক্ষং সারসং মধুরং লঘু। বাতশ্লেষ্মহরং বাপ্যং তাড়াগং বাতলং স্মৃতং ॥ ৩৭ ॥ রৌচ্যমগ্নিকরং রুক্ষং কফঘ্নং লঘু-নৈর্ঝরং। দীপনং পিত্তলং কৌপমৌদ্ভিদং পিত্ত-নাশনং ॥ ৩৮ ॥ দিবার্ককিরণৈর্জুষ্টং রাত্রৌ চৈবেন্দু-রশ্মিভিঃ। সর্ব্বদোষবিনির্ম্মুক্তং তত্তুল্যং গগনাম্বুনা ॥ ৩৯ ॥ উষ্ণং বারি জ্বরশ্বাসমেদোঽনিলকফাপহং। শৃতশীতং ত্রিদোষঘ্নমুষিতং তচ্চ দোষলং ॥ ৪০ ॥ গো-ক্ষীরং বাতপিত্তঘ্নং স্নিগ্ধং গুরু রসায়নং। গব্যাদ্গুরু-তরং স্নিগ্ধং মাহিষং বহ্নিনাশনং ॥ ৪১ ॥ ছাগং রক্তাতিসারঘ্নং কাসশ্বাসকফাপহং। চক্ষুষ্যং জীবনং স্ত্রীণাং রক্তপিত্তে চ লাবণং ॥ ৪২ ॥ পরং বাতহরং বৃষ্যং পিত্তশ্লেষ্মকরং দধি। দোষঘ্নং মস্তুজাতস্তু মস্ত স্রোতোবিশোধনং ॥ ৪৩ ॥ গ্রহণ্যর্শোঽর্দ্দিতার্ত্তিঘ্নং নবনীতং নবোদ্ধৃতং। বিকারাশ্চ কিলাটাদ্যা গুরবঃ কুষ্ঠহেতবঃ ॥ ৪৪ ॥ পরং গ্রহণীশোথার্শপাণ্ড্বতীসার-গুল্মনুৎ। ত্রিদোষশমনং তক্রং কথিতং পূর্ব্বসূরিভিঃ ॥ ৪৫ ॥ বৃষ্যঞ্চ মধুরং সর্পির্ব্বাতপিত্তকফাপহং। গব্যং মেধ্যঞ্চ চক্ষুষ্যং সংস্কারাচ্চ ত্রিদোষজিৎ ॥ ৪৬ ॥ অপ-স্মারগদোন্মাদমূর্চ্ছাঘ্নং সংস্কৃতং ঘৃতং। অজাদীনাঞ্চ সর্পীংষি বিদ্যাৎ গোক্ষীরসদ্গুণৈঃ।- কফবাতহরং মূত্র-সর্ব্বক্রিমিবিষাপহং ॥ ৪৭ ॥ পাণ্ডূদরকুষ্ঠার্শঃশোথ-গুল্মপ্রমেহনুৎ। বাতশ্লেষ্মহরং বল্যং তৈলং কেশ্যং তিলোদ্ভবং ॥ ৪৮ ॥ সার্ষপং ক্রিমিপাণ্ডুঘ্নং কফমেদো-নিলাপহং। ক্ষৌমং তৈলমচক্ষুষ্যং পিত্তহৃদ্বাতনাশনং ॥ ৪৯ ॥ অক্ষজং কফপিত্তঘ্নং কেশ্যং ত্বক্স্রোতস্তর্পণং। ত্রিদোষঘ্নং মধু প্রোক্তং বাতলঞ্চ প্রকীর্ত্তিতং ॥ ৫০ ॥ হিক্কাশ্বাসক্রিমিচ্ছর্দ্দিমেহতৃষ্ণাবিষাপহং। ইক্ষবো রক্ত-পিত্তঘ্না বল্যা বৃষ্যা কফপ্রদাঃ ॥৫১॥ ফাণিতং পিত্তলং তীব্রং সুরামৎস্যগুিকা লঘুঃ। খণ্ডং বৃষ্যং তথা স্নিগ্ধং স্বাদ্বসৃক্পিত্তবাতজিৎ ॥ ৫২ ॥ বাতপিত্তহরো রুক্ষো

জল ত্রিদোষঘ্ন, লঘু, সুস্বাদু ও বিষাপহ। ৩৬। নদীজল, বাত-বৃদ্ধিকারক ও রুক্ষ। সরোবরের জল মধুর ও লঘু। বাপীজল বাতশ্লেষ্মহর এবং তড়াগের জল বাতবৃদ্ধিকারক। ৩৭। ঝরণার জল রুচিকারক, অগ্নিদীপক, রুক্ষ, কফঘ্ন ও লঘু। কূপ-জল অগ্নিদীপক, পিত্তবৃদ্ধিকারক এবং উদ্ভিদ্‌জল পিত্তনাশক।৩৮। যে জল দিবাভাগে সূর্য্যকিরণে পক্ক হইয়া রাত্রিতে চন্দ্ররশ্মিতে শীতল হয়, তাহাতে কোন প্রকার দোষ থাকে না; উহা গগন-বারির তুল্য। ৩৯। উষ্ণজল জ্বর, শ্বাস, মেদোরোগ, বায়ুদোষ এবং কফ বিনাশ করে, জল পাক করিয়া শীতল করিলে উহা ত্রিদোষঘ্ন, ঐ জল পর্য্যুষিত হইলে দুষ্ট হইয়া থাকে। ৪০। গব্য-দুগ্ধ বাতপিত্তঘ্ন, স্নিগ্ধ, গুরুপাকী ও পোষক। মাহিষদুগ্ধ গব্য-দুগ্ধ হইতে গুরুতর, স্নিগ্ধ এবং অগ্নিমান্দ্যকারী। ৪১। ছাগদুগ্ধ রক্তাতিসারঘ্ন এবং কাস, শ্বাস ও কফাপহারী। স্ত্রীদুগ্ধ চক্ষুর তেজের বৃদ্ধিকারক, জীবনপ্রদ, রক্তপিত্তঘ্ন ও লবণরসযুক্ত। ৪২। দধি বলকারক, বাতহারক, পুষ্টিপ্রদ এবং পিত্তশ্লেষ্মকারক। মস্তু অর্থাৎ দধির মাৎ ত্রিদোষঘ্ন ও শিরাস্রোতের শোধনকারক। ৪৩। নবোদ্ধৃত নবনীত গ্রহণী, অর্শ ও অর্দ্দিতাদিরোগঘ্ন। কিলাট অর্থাৎ ক্ষীরবিকৃতি গুরু ও কুষ্ঠজনক। ৪৪। তক্র অর্থাৎ ঘোল, গ্রহণী, অর্শঃ, শোথ, পাণ্ডু, অতিসার ও গুল্ম বিনাশ করে এবং ত্রিদোষ নিবারণ করিয়া থাকে। ৪৫। ঘৃত মধুর এবং বাতপিত্ত ও কফনাশক। গব্যঘৃত মেধাবৃদ্ধিকারক ও চক্ষুর তেজোবৃদ্ধি করে। উহার সংস্কার হইলে ত্রিদোষ বিনাশ করিয়া থাকে। ৪৬। ঘৃত সংস্কৃত হইলে অপস্মার, উন্মাদ, মূর্চ্ছাপ্রভৃতি রোগবিনাশ করিয়া থাকে। ছাগমেষাদির ঘৃতেও পূর্ব্বোক্ত গুণসকল আছে, বিশেষতঃ উহা কফবাতহারী ও মূত্রদোষ, ক্রিমিদোষ এবং বিষদোষবিনাশ করে।৪৭। তিলতৈল পাণ্ডুতা, উদররোগ, কুষ্ঠ, অর্শ, শোথ, গুল্ম, প্রমেহ ও বাতশ্লেষ্মবিকার বিনাশ করে এবং উহা বলপ্রদ ও কেশের উজ্জ্বলতাসাধক। ৪৮। সার্ষপতৈল ক্রিমি ও পাণ্ডুরোগঘ্ন, কফ, মেদ ও বায়ুবিনাশী। মসিনাতৈল চক্ষুর তেজোহানিকারক এবং পিত্ত, বাতরোগ, ও হৃদ্রোগনাশক। ।৪৯। বহেড়াফলের তৈল, কফপিত্তঘ্ন, কেশচর্ম্মস্নিগ্ধকারক, স্রোতোবিশোধন, মধুর ও ত্রিদোষঘ্ন; কিন্তু বাতবৃদ্ধিকারক এবং হিক্কা, শ্বাস, ক্রিমি, ছর্দ্দি, মেদ, তৃষ্ণা ও বিষদোষবিনাশক। ইক্ষু রক্তপিত্তঘ্ন, বলকারক, পুষ্টি-সাধক এবং কফবৃদ্ধিকারক। ৫০-৫১। শক্কু পিত্তকারক ও তীব্র। সুরা ও মিছরি অতিলঘুপাকী। খণ্ড (বাতাসা) বল-

বাতঘ্নঃ কফকৃদ্‌গুড়ঃ। স পিত্তঘ্নঃ পরঃ পথ্যঃ পুরাণোঽসৃক্‌প্রসাদনঃ॥ ৫৩॥ রক্তপিত্তহরা বৃষ্যা সস্নেহা গুড়শর্করা। সর্ব্বপিত্তকরং মদ্যমম্লত্বাৎ কফবাতজিৎ॥ ৫৪॥ রক্তপিত্তকরাস্তীক্ষ্ণাস্তথা সৌবীরজাতয়ঃ। পাচনো দীপনঃ পথ্যো মণ্ডঃ স্যাদ্ভৃষ্টতণ্ডুলঃ॥ ৫৫॥ বাতানুলোমনী লঘ্বী পেয়া বস্তিবিশোধনী। সতক্রদাড়িমব্যোষা সগুড়মধুপিপ্পলী॥ ৫৬॥ হন্তীয়ং সুকৃতা পেয়া কাসশ্বাসপ্রবাহিকাঃ। পায়সঃ কফহৃদ্বল্যঃ কৃশরা বাতনাশিনী॥ ৫৭॥ সুধৌতঃ প্রস্রুতঃ স্বিন্নঃ সুখোষ্ণো লঘুরোচনঃ। কন্দমূলফলস্নেহৈঃ সাধিতো বৃংহণো গুরুঃ॥ ৫৮॥ ঈষত্তুষ্ণসেবনাচ্চ লঘুঃ সূপঃ সুসাধিতঃ। স্বিন্নং নিষ্পীড়িতং শাকং হিতং স্নেহাদিসংস্কৃতং॥ ৫৯॥ দাড়িমামলকৈর্যূষো বহ্নিকৃদ্বাতপিত্তহাঃ। শ্বাসকাসপ্রতিশ্যায়কফঘ্নো মূলকৈঃ কৃতঃ॥ ৬০॥ যবকোলকুলত্থানাং যূষঃ কণ্ঠ্যোঽনিলাপহঃ। মুদ্গামলকজো গ্রাহী শ্লেষ্মপিত্তবিনাশনঃ॥ ৬১॥ সগুড়ং দধি বাতঘ্নং শক্তবো রুক্ষবাতলাঃ। ঘৃতপূর্ণোঽগ্নিকারী স্যাৎ বৃষ্যা গুর্ব্বী চ শষ্কুলী॥ ৬২॥ বৃংহণাঃ সামিষা ভক্ষ্যাঃ পিষ্টকা গুরবঃ স্মৃতাঃ। তৈলকৃতাশ্চ দৃষ্টিঘ্নাস্তোয়স্বিন্নাশ্চ দুর্জ্জরাঃ॥ ৬৩॥ অত্যুষ্ণা মণ্ডকাঃ পথ্যাঃ শীতলা গুরবো মতাঃ। অনুপানঞ্চ পানীয়ং শ্রমতৃষ্ণাদিনাশনং॥ ৬৪॥ অনুপানাদিরক্ষাকৃৎ স্যাদ্বিষারোগবর্জ্জিতঃ। অনুষ্ণঃ শিখিকণ্ঠাভো বিষশ্চৈব বিবর্ণকৃৎ॥ ৬৫॥ গন্ধস্পর্শরসাস্তীব্রা ভোক্তুশ্চ স্যান্মনোব্যথা। আঘ্রাণে চাক্ষিরোগঃ স্যাদসাধ্যশ্চ ভিষগ্বরৈঃ। বেপথুর্জৃম্ভণাদ্যং স্যাদ্বিষস্যৈতত্তু লক্ষণং॥ ৬৬॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে অনুপানাদিবিধিকথনং নাম ঊনসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥

কারক, স্নিগ্ধ, স্বাদু এবং রক্তপিত্ত ও বাতনাশক। ৫২। গুড় পিত্তহারী, রুক্ষ, বাতঘ্ন ও কফকারী। পুরাতনগুড় পিত্তঘ্ন, পথ্য এবং রক্তবিশোধনকারক। ৫৩। স্নেহযুক্ত গুড়শর্করা রক্তপিত্তহর ও বলকারী। মদ্য সর্ব্বপিত্তকর এবং উহাতে অম্লগুণ থাকাতে কফবাত জয় করে। ৫৪। কাঁজি রক্তপিত্তকর ও তীক্ষ্ণ। ভৃষ্টতণ্ডুল ও মণ্ড পাচন, অগ্নিদীপন ও পথ্য। ৫৫। পেয়া বায়ুর অনুলোম গতিসাধন করে, উহা অতি লঘুপাকী। তক্র, দাড়িম, ত্রিকটু, গুড়, মধু ও পিপ্পলীযুক্ত পেয়া বস্তিশোধন করে। ৫৬। পেয়া সুসাধিত হইলে কাস, শ্বাস ও প্রবাহিকা বিনাশ করে। পায়স কফবাতহারী ও বলকৃৎ। কৃশর (তিলমিশ্রিত তণ্ডুল) বাতবিনাশ করে। ৫৭। সূপ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া সিদ্ধ করিবে, পরে উহা বস্ত্রগালিত করিয়া লইবে। এইরূপ সূপ ঈষদুষ্ণ থাকিতে ভক্ষণ করিলে উহা অতি লঘুপাকী ও রুচিকর হয়। ঐ সূপ কন্দমূলাদির সহিত সাধিত হইলে গুরুপাকী ও বৃংহণকারক হয়। ঐ সূপ উত্তমরূপে পাক করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে সেবন করিলে অল্পসময়ে পরিপাক হয়। শাক সিদ্ধ করিয়া নিপীড়নকরতঃ ঘৃততৈলাদির সহিত পাক করিবে; এইরূপ শাক হিতকর। ৫৮-৫৯। দাড়িম ও আমলকীর সহিত যূষ পাক করিলে যূষ অগ্নিবৃদ্ধি ও বাতপিত্ত নষ্ট করে এবং মূলকের সহিত যূষ প্রস্তুত করিলে সেই যূষ শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায় ও কফরোগ বিনাশ করিয়া থাকে। ৬০। যব, বদরী, কুলত্থ ইহাদিগের যূষ মুখপ্রিয় ও বাতবিনাশী। মুগ ও আমলকীর যূষ গ্রাহী ও শ্লেষ্মপিত্তবিনাশন। ৬১। গুড়মিশ্রিত দধি বাতবিনাশ করে; শক্তু রুক্ষ এবং বাতবৃদ্ধিকারী; শষ্কুলী (মৎস্যবিশেষ) ঘৃতপক্ব হইলে অগ্নি এবং বলবৃদ্ধি করে, কিন্তু উহা গুরুপাকী পদার্থ। আমিষমাত্রই শারীরিক পোষণসাধন করে, সর্ব্বপ্রকার পিষ্টক গুরুপাকী। তৈলপক্ব পিষ্টক দৃষ্টিহানি করে, জলসিদ্ধ পিষ্টক অতি দুর্জ্জর, অর্থাৎ সহসা পরিপাক পায় না। ৬২-৬৩। অত্যুষ্ণ মণ্ডই পথ্য, উহা শীতল হইলে গুরুপাকী হয়। উত্তমরূপে দ্রব্যসকলের গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া অনুপানের ব্যবস্থা করিবে। অনুপানের সহিত ঔষধ সেবন করিলে শ্রম ও তৃষ্ণা বিনাশ পায়। ৬৪। অনুপান মনুষ্যকে বিষাদি হইতে রক্ষা করিয়া রোগবিহীন করে। বিষ অনুষ্ণ, শিখিকণ্ঠাভ এবং বিবর্ণকারী; ইহার গন্ধ, স্পর্শ, রস সকলই তীব্র; এই বিষ ভক্ষণ করিলে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা হইয়া থাকে। বিষ আঘ্রাণ করিলে চিকিৎসার অসাধ্য চক্ষুরোগ জন্মে এবং গাত্রকম্প ও জৃম্ভণ হইয়া থাকে, এই সমস্তই বিষের লক্ষণ। ৬৫-৬৬।

সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ধন্বন্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ জ্বরোষ্টধা পৃথক্দ্বন্দ্বসজ্ঞাতাগন্তজঃ স্মৃতঃ। মুস্তপর্পটকোশীরচন্দনোদীচ্যনাগরৈঃ। শৃতশীতং জলং দদ্যাৎ পিপাসাজ্বরশান্তয়ে ॥ ২ ॥ নাগরং দেবকাষ্ঠঞ্চ ধন্যাকং বৃহতীদ্বয়ং। দদ্যাৎ পাচনকং পূর্ব্বং জ্বরিতায় জ্বরাপহং ॥৩॥ আরগ্বধাভয়ামুস্তা-তিক্তা-গ্রন্থিকনির্ম্মিতঃ। কষায়ঃ পাচনো সামে সশূলে চ জ্বরে হিতঃ ॥৪॥ মধুকসারসিন্ধূত্থবচোষণকণাঃ সমাঃ। শ্লক্ষ্ণং পিষ্টাম্ভসা নস্তং কুর্য্যাৎ সংজ্ঞাপ্রবোধনং ॥ ৫ ॥ ত্রিবৃদ্বিশালাত্রিফলাকটুকারগ্বধৈঃ কৃতঃ। সক্ষারো ভেদনঃ ক্বাথঃ পেয়ঃ সর্ব্বজ্বরাপহঃ ॥ ৬ ॥ মহৌষধামৃতামুস্তচন্দনোশীরধন্যাকৈঃ। ক্বাথস্তৃতীয়কং হন্তি শর্করামধুযোজিতঃ ॥ ৭ ॥ অপামার্গজটা কট্যাং লোহিতৈঃ সপ্ততন্তুভিঃ। বদ্ধা বারে রবের্নূনং জ্বরং হন্তি তৃতীয়কং ॥৮॥ গঙ্গায়া উত্তরে কূলে অপুত্রস্তাপসো মৃতঃ। তস্মৈ তিলোদকং দদ্যাম্মুঞ্চত্যৈকাহিকো জ্বরঃ ॥ ৯ ॥ গুড়ূচ্যাঃ ক্বাথকল্কাভ্যাং ত্রিফলায়া বৃশস্য চ। মৃদ্বীকায়া বলায়াশ্চ সিদ্ধাঃ স্নেহা জ্বরচ্ছিদঃ ॥১০॥ ধাত্রীশিবাকণাবহ্নিকাথঃ সর্ব্বজ্বরান্তকঃ। জ্বরাতিসারহরণমৌষধং প্রবদাম্যথ ॥ ১১ ॥ পৃশ্নিপর্ণীবলাবিল্বনাগরোৎপলধন্যকৈঃ। পাঠেন্দ্রযবভূনিম্বমুস্তপর্পটকৈঃ শৃতাঃ। জয়ন্ত্যামমতীসারং সজ্বরং সমহৌষধাঃ ॥ ১২ ॥ নাগরাতিবিষামুস্তভূনিম্বামৃতবৎসকৈঃ। সর্ব্বজ্বরহরঃ ক্বাথঃ সর্ব্বাতীসারনাশনঃ ॥ ১৩ ॥ মুস্তপর্পটকদিব্যশৃঙ্গবেরশৃতং পয়ঃ। শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতী কণ্টকারিকা ॥১৪॥ বলাশ্বদংষ্ট্রাবিশ্বাদিপাঠানাগরধন্যকং। এতদাহারসংযোগে হিতং সর্ব্বাতিসারিণাং ॥ ১৫ ॥ বিশ্বচূতাস্থিকাথশ্চ খণ্ডং মধ্বতিসারনুৎ। অতিসারে

সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

ধন্বন্তরি কহিলেন, জ্বর অষ্টপ্রকার ;—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, ও আগন্তজ। মুথা, ক্ষেৎপাপড়া, বেনার মূল, রক্তচন্দন, বালা ও শুণ্ঠী এই সকল দ্রব্যের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে জ্বরার্ত্ত ব্যক্তির পিপাসাশান্তির নিমিত্ত পান করিতে দিবে। ১-২। শুণ্ঠী, দেবদারু, ধনিয়া, বৃহতী, কণ্টকারি, এই সকল দ্রব্যের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে সেই পাচন পান করিলে জ্বর ও পিপাসা শান্তি হয়। ৩। সোঁদালু, হরীতকী, মুথা, ইন্দ্রযব, পিপ্পলীমূল এই সকল দ্রব্যের কষায় পান করিলে তরুণজ্বরী ব্যক্তির গাত্রবেদনা ও জ্বর বিনাশ পায় এবং রসের পরিপাক হইয়া থাকে। ৪। যষ্টিমধু, সৈন্ধব, বচ, মরিচ, পিপ্পলী এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে পেষণ করিবে, পরে উষ্ণ জলের সহিত গুলিয়া নস্তগ্রহণ করিলে জ্বররোগে অচৈতন্য ব্যক্তির প্রবোধ হয়। ৫। তেউড়ী, গোরক্ষকর্কটী, ত্রিফলা, কটুকী, সোঁদালু এই সকল দ্রব্যের কাথ করিয়া যবক্ষারের সহিত পান করিলে উদরের সারক হইয়া সর্ব্বপ্রকার জ্বরের শান্তি হইয়া থাকে। ৬। শুণ্ঠী, গুড়ূচী, মুথা, রক্তচন্দন, বেণার মূল, ধনিয়া, এই সকল দ্রব্যের কাথ করিয়া মধু ও শর্করার সহিত পান করিলে তৃতীয়কজ্বর বিনাশ পায়। ৭। রবিবারে অপামার্গের মূল উত্তোলন করিয়া সপ্ত রক্তসূত্রদ্বারা কটিতে বন্ধন করিলে ত্র্যাহিকজ্বর বিনাশ পায়। ৮। গঙ্গার উত্তরকূলে অপুত্র তাপস মরিয়াছে, তাহাকে তিলোদক প্রদান করিবে, ইহাতে ঐকাহিক জ্বর বিনষ্ট হয়। ৯। গুড়ূচী, ত্রিফলা, বাসক, দ্রাক্ষা, বেড়েলা ইহাদিগের প্রত্যেকের কাথ ও কল্কদ্বারা ঘৃত কিম্বা তৈল পাক করিয়া সেবন করিলে জ্বরশান্তি হয়। ১০। আমলকী, হরীতকী, পিপ্পলী, চিতা এই সকল দ্রব্যের কাথ পান করিলে সর্ব্বজ্বর বিনাশ পায়। অতঃপর জ্বরাতিসারবিনাশক ঔষধ বলিতেছি। ১১। পৃশ্নিপর্ণী, বেড়েলা, বিল্ব, শুণ্ঠী, উৎপল, ধনিয়া, আকনাদি, ইন্দ্রযব, চিরতা, মুথা, ক্ষেৎপাপড়া এই সকল দ্রব্যের কাথ করিয়া শুণ্ঠীচূর্ণের সহিত পান করিলে জ্বর ও আমাতিসার পরাজিত হয়। ১২। শুণ্ঠী, আতিষ, মুথা, চিরতা, গুড়ূচী, ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্যের কাথ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর ও অতিসার বিনাশ পায়। ১৩। মুথা, ক্ষেৎপাপড়া, হরীতকী, আদা, শালপাণি, পৃশ্নিপর্ণী, বৃহতী, কণ্টকারি, বেড়েলা, গোক্ষুর, বিশ্বাদিগণ, আকনাদি, শুণ্ঠী, ধনিয়া এই সকল দ্রব্যসেবন করিলে অতিসাররোগীর বিশেষ উপকার দর্শে। ১৪-১৫। শুণ্ঠী ও আমের আঠি ইহাদিগের কাথ মধু ও শর্করার সহিত পান

হিতস্তদ্বৎ কুটজত্বক্ কণাযুতা ॥ ১৬ ॥ বৎসকাতিবিষাবিশ্বকণাকন্দকষায়কঃ। প্রযুক্তশ্চামশূলাঢ্যে হৃতীসারে সশোণিতে ॥ ১৭ ॥ চিকিৎসাথ গ্রহণ্যাস্তু গ্রহণী চাগ্নিনাশিনী। চিত্রকাকাথকল্কাভ্যাং গ্রহণীঘ্নং শৃতং হবিঃ। গুল্মশোথোদরপ্লীহশূলার্শোঘ্নং প্রদীপনং ॥ ১৮ ॥ সৌবর্চ্চলং সৈন্ধবঞ্চ বিড়ঞ্চৌদ্ভিদমেব চ। সামুদ্রেণ সমং পঞ্চলবণান্যত্র যোজয়েৎ ॥ ১৯ ॥ ভেষজং শস্ত্রক্ষারাগ্ন্যস্ত্রিধা বৈ চার্শসাং হরং। বিদ্ধি তচ্চার্শসোঘ্নন্তু তক্রং নবোদ্ধৃতঞ্চ যৎ ॥ ২০ ॥ গুড়ূচীং পিপ্পলীযুক্তামভয়াং ঘৃতভর্জ্জিতাং। ত্রিবৃদর্শোবিনাশার্থং ভক্ষয়েদম্ললোণিকাং ॥ ২১ ॥ তিলেক্ষুরসসংযোগশ্চার্শঃকুষ্ঠবিনাশনঃ। পঞ্চকোলং সমরিচং সত্র্যূষণমথাগ্নিকৃৎ ॥২২॥ হরীতক্যী ভক্ষ্যমাণা নাগরেণ গুড়েন বা। সৈন্ধবোপহিতা বাপি সাতত্যেনাগ্নিদীপনী ॥ ২৩ ॥ ফলত্রিকামৃতাবাসাতিক্তাভূনিম্বনিম্বজঃ। কাথঃ ক্ষৌদ্রযুতো হন্যাৎ পাণ্ডুরোগং সকামলং ॥ ২৪ ॥ ত্রিবৃৎত্রিফলাশ্যামাপিপ্পলীশর্করামধু। মোদকঃ সন্নিপাতান্তো রক্তপিত্তজ্বরাপহঃ ॥ ২৫ ॥ বাসায়াং বিদ্যমানায়ামাশায়াং জীবিতস্য চ। রক্তপিত্তী ক্ষয়ী কাসী কিমর্থমবসীদতি ॥ ২৬ ॥ অটরুষকমৃদ্বীকাপথ্যাকাথঃ সশর্করঃ। ক্ষৌদ্রাঢ্যঃ কাসনশ্বাসরক্তপিত্তনিবর্হণঃ ॥২৭॥ বাসারসঃ খণ্ডমধুযুতঃ পীতোথ রক্তজিৎ। সল্লকীবদরীজম্বুপিয়ালাম্রার্জ্জুনং ধবঃ। পীতক্ষীরঞ্চ মধ্বাঢ্যং পৃথক্ শোণিতবারণং ॥ ২৮ ॥ সমূলফলপত্রায়া নির্গুণ্ড্যাঃ স্বরসৈর্ঘৃতং। সিদ্ধং পীত্বা ক্ষয়ক্ষীণো নির্ব্যাধির্ভাতি দেববৎ ॥২৯॥ হরীতকীকণাশুণ্ঠীমরিচং গুড়সংযুতং। কাসঘ্নো মোদকঃ প্রোক্তস্তৃষ্ণারোচকনাশনঃ ॥ ৩০ ॥ কণ্টকারিগুড়ূচীভ্যাং পৃথক্ ত্রিংশৎপলে রসে। প্রস্থং সিদ্ধং ঘৃতং স্যাচ্চ কাসনুৎ বহ্নি-

---

করিলে অতিসার নিবারণ হয়। এইরূপ কুরচির ছাল পিপ্পলীর সহিত সেবন করিলে অতিসার উপশম হয়। ১৬। ইন্দ্রযব, আতিষ, শুণ্ঠী, পিপ্পলীমূল এই সকল দ্রব্যের কাথ করিয়া পান করিলে আমশূলযুক্ত ও সরক্ত অতিসার বিনষ্ট হয়। ১৭। অনন্তর গ্রহণীচিকিৎসা কথিত হইতেছে। গ্রহণী উদরাগ্নি বিনষ্ট করে। চিতার কাথ ও কল্কদ্বারা ঘৃতপাক করিয়া সেবন করিলে গ্রহণী, গুল্ম, শোথ, উদরী, প্লীহা, শূল ও অর্শ এই সকল রোগ বিনাশ পায় এবং অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ১৮। সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, বিট্‌লবণ, উদ্ভিদলবণ ও করকচলবণ এই পঞ্চ লবণ পূর্ব্বোক্ত ঘৃতে যোগ করিতে হইবে। ১৯। অস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নি এই ত্রিবিধ প্রক্রিয়া অর্শরোগ হরণ করে এবং নবোদ্ধৃত তক্র অর্শ রোগবিনাশ করিয়া থাকে। ২০। গুড়ূচী, পিপ্পলী ও হরীতকী ঘৃতভর্জ্জিত করিয়া ভক্ষণ করিলে এবং তেউড়ী ও আমরুল ভক্ষণ করিলে অর্শরোগ বিনাশ পায়। ২১। তিল ও ইক্ষুরস একত্র করিয়া ভক্ষণ করিলে অর্শ ও কুষ্ঠরোগ বিনাশ পায়। পঞ্চকোল অর্থাৎ পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চৈ, চিতা ও শুণ্ঠী এই সকল দ্রব্য মরিচ ও ত্রিকটুর সহিত সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ২২। শুণ্ঠী, গুড় অথবা সৈন্ধবের সহিত হরীতকীভক্ষণ করিলে উদরাগ্নির উদ্দীপন হয়। ২৩। ত্রিফলা, গুড়ূচী, বাসক, ইন্দ্রযব, চিরতা ও নিম্ব এই সকল দ্রব্যের কাথ করিয়া মধুর সহিত পান করিলে কামলা ও পাণ্ডুরোগ বিনাশ পায়। ২৪। তেউড়ী, ত্রিফলা, প্রিয়ঙ্গু, পিপ্পলী, শর্করা ও মধু এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া মোদক করিবে, এই মোদক সন্নিপাতের অন্তকস্বরূপ ও রক্তপিত্ত এবং জ্বরাপহারী। ২৫। বাসক বিদ্যমানেই জীবনের আশা; রক্তপিত্তরোগী ক্ষয়রোগবান্ ও কাসগ্রস্ত ব্যক্তিরা কেন জীবনভয়ে অবসন্ন হয়? বাসকদ্বারাই ইহাদিগের রোগ বিনাশ পাইতে পারে। ২৬। বহেড়া, দ্রাক্ষা, হরীতকী ইহাদিগের কাথ করিয়া শর্করা ও মধুর সহিত পান করিলে কাস, শ্বাস ও রক্তপিত্তরোগ বিনাশ পায়। ২৭। বাসকের রস শর্করা ও মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে রক্তপিত্তরোগ পরাজিত হয়। বাব্‌লা, বদরী, জাম, পিয়াল, অর্জ্জুন ও বট এই সকল বৃক্ষের ক্ষীর মধুসহযোগে পান করিলে রক্তদোষ নিবারণ হয়। ২৮। নিসিন্দার মূল, ফল ও পত্রের স্বরসে ঘৃতপাক করিয়া পান করিলে ক্ষয়রোগে ক্ষীণ ব্যক্তি দেবগণের ন্যায় ব্যাধিবিহীন হইয়া থাকে। ২৯। হরীতকী, পিপ্পলী, শুণ্ঠী, মরিচ ও গুড় এই সমুদায় দ্রব্য একত্র করিয়া মোদক করিবে, এই মোদক সেবন করিলে কাস, তৃষ্ণা ও অরুচি বিনষ্ট হয়। ৩০। প্রথমতঃ ত্রিংশপল কণ্টকারির রসের সহিত ঘৃত একপ্রস্থ পাক করিয়া

দীপনং ॥৩১॥ কৃষ্ণা ধাত্রী শিতা শুণ্ঠী হিক্কাঘ্নী মধুসংযুতা। হিক্কাশ্বাসী পিবেদ্ভার্গীং সবিশ্বামুষ্ণবারিণা ॥ ৩২ ॥ তৈলাক্তং স্বরভেদী বা খাদিরং ধারয়েন্মুখে। পথ্যাং পিপ্পলীসংযুক্তাং সংযুক্তাং নাগরেণ বা ॥ ৩৩ ॥ বিড়ঙ্গ-ত্রিফলাবিশ্বচূর্ণং ছর্দ্দিঘ্নং মধুনা সহ। আম্রজম্বুকষায়ম্বা পিবেন্মাক্ষিকসংযুতং ॥ ৩৪ ॥ ছর্দ্দিং সর্ব্বাং প্রণুদতি তৃষ্ণাঞ্চৈবাপকর্ষতি। ত্রিফলা ভ্রমমূর্চ্ছাঘ্নং পীতা সা মধুনাপি বা ॥৩৫॥ পঞ্চগব্যং হিতং পানাদপস্মারগ্রহা-দিনুৎ। কুষ্মাণ্ডকরসো বাজ্যং সযষ্টিকং তদর্থকৃৎ ॥৩৬॥ ব্রাহ্মীরসবচাকুষ্ঠশঙ্খপুষ্পীভিরেব চ। পুরাণং সেব্য-মুন্মাদগ্রহাপস্মারনুৎ ঘৃতং ॥ ৩৭ ॥ অশ্বগন্ধাকষায়ে চ কল্কে ক্ষীরে চতুর্গুণে। ঘৃতপকস্তু বাতঘ্নং বৃষ্যং মাংসায় পুত্রকৃৎ ॥ ৩৮ ॥ নীলীমুণ্ডীরিকাচূর্ণং মধুসর্পিঃ-সমন্বিতং। ছিন্নাকাথং পিবন্ হন্তি বাতরক্তং সুদু-স্তরং ॥ ৩৯ ॥ সগুড়াঃ পঞ্চপথ্যাশ্চ কুষ্ঠবাতার্শসাদনাঃ। গুড়ূচীস্বরসকল্কং চূর্ণম্বা কাথমেব বা ॥ ৪০ ॥ বাতরক্তা-ন্তকং কালাগুড়ূচীকাথকল্কতঃ। ঘৃতং শৃতং সদুগ্ধং স্যাৎ কুষ্ঠব্রণাদিনাশনং ॥৪১॥ ত্রিফলাগুগ্গুলুর্ব্বাতরক্ত-মূর্চ্ছাপহারকঃ। উরুস্তম্ভবিনাশায় গোমূত্রেণ চ গুগ্-গুলুঃ ॥ ৪২ ॥ শুণ্ঠীগোক্ষুরককাথঃ সামবাতার্ত্তিশূলনুৎ। দশমূলামৃতৈরণ্ডরাস্নানাগরদারুভিঃ ॥৪৩॥ কাথো হন্তি মহাশোথং মরীচগুড়সংযুতঃ। কাসঘ্নো মোদকঃ প্রোক্তস্তৃষ্ণারোচকনাশনঃ ॥৪৪॥ কণ্টকারিগুড়ূচীভ্যাং পৃথক্ ত্রিংশৎপলে রসে। প্রস্থসিদ্ধং ঘৃতঞ্চৈব কাসনুদ্ধৃদি দীপনঃ ॥৪৫॥ কৃষ্ণাধাত্রীসিতাশুণ্ঠীমরিচং সৈন্ধবান্বিতঃ। কাথ এরণ্ডতৈলেন সামং হন্ত্যনিলং গুরুং। বলাপুনর্নবে-

---

পরে ঐ ঘৃত পুনর্ব্বার ত্রিশপলপরিমিত গুড়ূচীর রসে পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে কাসরোগ বিনাশ পায় ও অগ্নির উদ্দীপন হয়। ৩১। দ্রাক্ষা, আমলকী, শর্করা, শুণ্ঠী এই সকল দ্রব্য মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিলে হিক্কারোগ বিনাশ পায়। হিক্কারোগী ও শ্বাসরোগী ব্রহ্মযষ্টি (বামনহাটী) ও শুণ্ঠী এই দুই দ্রব্য উষ্ণজলের সহিত পান করিবে। ৩২। স্বরভেদরোগী তৈলাক্ত খদির মুখে রাখিবে অথবা হরীতকী ও পিপ্পলী এবং হরীতকী ও শুণ্ঠী ভক্ষণ করিবে। ৩৩। বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও শুণ্ঠী এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে ছর্দ্দিরোগ পরাজিত হয়। ছর্দ্দিরোগী আম্র ও জামের কাথ করিয়া মধু-সহযোগে পান করিবে। ৩৪। পূর্ব্বোক্ত কাথ সর্ব্বপ্রকার ছর্দ্দি ও তৃষ্ণাবিনাশ করে। ত্রিফলার কাথ মধুসহযোগে পান করিলে ভ্রম ও মূর্চ্ছারোগ বিনাশ পায়। ৩৫। পঞ্চগব্য পান করিলে অপস্মারাদিরোগ বিনাশ পায়। কুষ্মাণ্ডরস, ঘৃত ও যষ্টিমধু এই সকল ভক্ষণ করিলেও মূর্চ্ছারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৩৬। ব্রাহ্মীরস, বচ, কুড় ও শঙ্খপুষ্পী ইহাদিগের সহিত পুরাতনঘৃত সেবন করিলে উন্মাদ, গ্রহ ও অপস্মাররোগ বিনাশ পাইয়া থাকে। ৩৭। অশ্বগন্ধার কাথ ও কল্ক করিয়া তাহাতে চতুর্গুণ দুগ্ধের সহিত ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে বাতরোগ বিনাশ পায়, শরীরে বলাধান হয়, মাংসবৃদ্ধি পায় এবং পুত্রোৎপাদন-শক্তি জন্মে। ৩৮। নীলবৃক্ষ ও মুড়মুড়েলতা এই দুই দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মধু ও ঘৃতসহযোগে সেবন করিলে অথবা গুড়ূচীর কাথ পান করিলে সুদুস্তর বাতরক্তরোগ বিনাশ পায়। ৩৯। গুড়ের সহিত পাঁচটী হরীতকী ভক্ষণ করিলে কুষ্ঠ, বাত ও অর্শ-রোগ বিনষ্ট হয়। গুড়ূচীর স্বরস, কল্ক, চূর্ণ, অথবা কাথ সেবন করিলে বাতরক্তরোগ বিনষ্ট হয়। কৃষ্ণতেউড়ী ও গুড়ূচী ইহা-দিগের কাথ ও কল্কের সহিত ঘৃতপাক করিয়া সেবন করিলে কুষ্ঠরোগ বিনাশ পায়। এই ঘৃতের পাককালে দুগ্ধ দিতে হইবে। ত্রিফলা ও গুগ্গুল সেবন করিলে বাতরক্ত, মূর্চ্ছা প্রভৃতি রোগ ক্ষয় পায়। গোমূত্রের সহিত গুগ্গুলসেবন করিলে উরুস্তম্ভ বিনাশ পায়। ৪০-৪২। শুণ্ঠী ও গোক্ষুরের কাথ পান করিলে আমবাত ও শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া যায়। দশমূল, গুড়ূচী, এরণ্ড, রাস্না, শুণ্ঠী, দারুহরিদ্রা এই সকল দ্রব্যের কাথ করিয়া মরিচ ও গুড়সহযোগে পান করিলে মহাশোথ বিনাশ করে। পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যদ্বারা মোদক প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে কাস, তৃষ্ণা ও অরুচি বিনাশ পায়। ৪৩-৪৪। কণ্টকারির রস ত্রিশপল, গুড়ূচীর রস ত্রিশপল, ঘৃত একপ্রস্থ পৃথক্ পৃথক্ পাক করিয়া সেবন করিলে কাসরোগ বিনাশ পায় এবং মন প্রফুল্ল হয়। ৪৫। দ্রাক্ষা, আমলকী, শুণ্ঠী, শর্করা, মরিচ ও সৈন্ধব এই সকলের কাথ এরণ্ড-তৈলের সহিত পান করিলে আমদোষ এবং প্রবল বায়ুরোগ

রুগুরুহতীদ্বয়গোক্ষুরৈঃ ॥ ৪৬ ॥ সহিঙ্গুলবণং পীতং বাতশূলবিমর্দ্দনং ॥ ৪৭ ॥ ত্রিফলানিম্বযষ্টিককটুকারগ্বধৈঃ শৃতং। পায়য়েন্মধুনা মিশ্রং দাহশূলোপশান্তয়ে ॥ ৪৮ ॥ ত্রিফলাপঃ সযষ্টিকং পরিণামার্ত্তিনাশনং। গোমূত্রশুদ্ধমণ্ডূরং ত্রিফলাচূর্ণসংযুতং। বিলিহন্মধুসর্পিভ্যাং শূলং হন্তি ত্রিদোষজং ॥ ৪৯ ॥ ত্রিবৃৎকৃষ্ণাহরিতক্যো দ্বিচতুঃপঞ্চভাগিকাঃ। গুড়িকা গুড়তুল্যাস্তা বিড়্‌বিবন্ধগদাপহাঃ ॥ ৫০ ॥ হরীতকীযবক্ষারপিপ্পলীত্রিবৃতস্তথা। ঘৃতৈশ্চূর্ণমিদং পেয়মুদাবর্ত্তবিনাশনং ॥ ৫১ ॥ ত্রিবৃদ্ধরীতকীশ্যামাঃ স্নুহীক্ষীরেণ ভাবিতাঃ। বটিকা মূত্রপীতাস্তাঃ শ্রেষ্ঠাশ্চানাহভেদিকাঃ ॥ ৫২ ॥ ত্র্যূষণত্রিফলাধন্যবিড়ঙ্গচব্যচিত্রকৈঃ। কল্কীকৃতৈর্ঘৃতং সিদ্ধং সংস্কারং বাতগুল্মনুৎ ॥ ৫৩ ॥ মূলং নাগরমানীতং সক্ষীরং হৃদয়ার্ত্তিনুৎ। সৌবর্চ্চলং তদর্দ্ধঞ্চ শিবানাঞ্চ ঘৃতং পিবেৎ ॥৫৪॥ কণাপাষাণভেদৈর্ব্বা শিলাজতুকচূর্ণকং। তণ্ডুলাম্ভিগুড়েনাপি মূত্রকৃচ্ছ্রীতি জীবতি ॥৫৫॥ অমৃতানাগরীধাত্রীবাজিগন্ধাত্রিকণ্টকান্। প্রপিবেদ্বাতরোগার্ত্তঃ সশূলী মূত্রকৃচ্ছ্রবান্ ॥ ৫৬ ॥ সিতাতুল্যো যবক্ষারঃ সর্ব্বকৃচ্ছ্রনিবারণঃ। নিদিগ্ধিকারসো বাপি সক্ষৌদ্রঃ কৃচ্ছ্রনাশনঃ ॥ ৫৭ ॥ লবণং ত্রিফলাকল্কৈর্মূত্রাঘাতহরং স্মৃতং। মূত্রে বিরুদ্ধে কর্পূরচূর্ণং লিঙ্গে প্রবেশয়েৎ ॥ ৫৮ ॥ ক্বাথশ্চ শিগ্রুমূলোত্থকবোষ্ণোষ্মাবিপাতনঃ। সর্ব্বমেহহরো ধাত্র্যা রসঃ ক্ষৌদ্রনিশাযুতঃ ॥৫৯॥ ত্রিফলাদারুদার্ব্ব্যব্জক্বাথঃ ক্ষৌদ্রেণ মেহহাঃ। অস্বপ্নঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ ব্যায়ামং চিন্তনানি চ ॥ ৬০ ॥ স্থৌল্যমিচ্ছন্ পরিত্যক্তং ক্রমেণাতিপ্রবর্দ্ধয়েৎ। যবশ্যামাকভোজী স্যাৎ স্থূলো মধুরবারিপঃ ॥ ৬১ ॥

বিনাশ পায়। ৪৬। বেড়েলা, পুনর্নবা, এরণ্ড, বৃহতী, কণ্টকারি, গোক্ষুর এই সকলের কাথ হিঙ্গু ও লবণের সহিত পান করিলে বাতশূল বিনষ্ট হয়। ৪৭। ত্রিফলা, নিম্ব, যষ্টিমধু, কটুকী ও সোঁদালু এই সকল দ্রব্যের কাথ মধুসহযোগে পান করিলে দাহশূল শান্ত হয়। ৪৮। ত্রিফলার কাথ যষ্টিমধুর সহিত পান করিলে পরিণামশূল বিনাশ পায়। গোমূত্রশুদ্ধ মণ্ডূর এবং ত্রিফলার চূর্ণ একত্র করিয়া মধু ও ঘৃতসহযোগে লেহন করিলে ত্রিদোষজ শূল বিনষ্ট করে। ৪৯। তেউড়ী দুইভাগ, দ্রাক্ষা চারিভাগ এবং হরীতকী পাঁচভাগ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া সর্ব্বদ্রব্যসমান গুড়ের সহিত গুড়িকা প্রস্তুত করিবে; এই গুড়িকা সেবন করিলে বিড়্‌বিবন্ধ অর্থাৎ মলের কঠিনতাদোষ নিবারণ হয়। ৫০। হরীতকী, যবক্ষার, পিপ্পলী ও তেউড়ী এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া ঘৃতের সহিত পান করিলে উদাবর্ত্তরোগ বিনষ্ট হইয়া যায়। ৫১। তেউড়ী, হরীতকী ও প্রিয়ঙ্গু এই সকল দ্রব্য সিজের ক্ষীরে ভাবনা দিয়া বটিকা করিবে; এই বটিকা গোমূত্রের সহিত পান করিলে আনাহরোগ বিনাশ পায়। ৫২। ত্রিকটু, ত্রিফলা, ধনিয়া, বিড়ঙ্গ, চৈ, চিতা এই সকল দ্রব্যের কল্ক করিয়া তাহার সহিত ঘৃত পাক করিবে; এই ঘৃত সেবন করিলে বাতগুল্ম বিনষ্ট হয়। ৫৩। শুণ্ঠীচূর্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে হৃদয়পীড়া বিনাশ পায়। সৌবর্চ্চল, তদর্দ্ধ হরীতকী ও ঘৃত পান করিলেও হৃৎপীড়ার শান্তি হইয়া থাকে। ৫৪। পিপ্পলী, পাষাণভেদী ও শিলাজতু এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া তণ্ডুলোদক ও গুড়ের সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ বিনষ্ট হয়। ৫৫। গুড়ূচী, শুণ্ঠী, আমলকী, অশ্বগন্ধা, গোক্ষুর এই সকল দ্রব্যের কাথ করিয়া পান করিলে বাতরোগ, শূল ও মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ বিনাশ পায়। ৫৬। শর্করা ও যবক্ষার এই দুই দ্রব্য তুল্যপরিমাণে লইয়া ভক্ষণ করিলে সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণ হয়। কণ্টকারির রস মধুসহযোগে পান করিলেও কৃচ্ছ্রদোষের শান্তি হয়। ৫৭। ত্রিফলা উত্তমরূপ পেষণ করিয়া লবণের সহিত ভক্ষণ করিলে মূত্রাঘাতরোগের শান্তি হয়। মূত্রবদ্ধ হইলে লিঙ্গমধ্যে কর্পূরচূর্ণ প্রবেশিত করিলে দোষের নিবৃত্তি হয়। ৫৮। ঈষদুষ্ণ সজিনামূলের কাথ পান করিলে শারীরিক উষ্মা নিবৃত্ত হয়। আমলকীর রস মধু ও হরিদ্রার সহিত পান করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহরোগের শান্তি হয়। ৫৯। ত্রিফলা, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, পদ্মমূল এই সকল দ্রব্যের কাথ করিয়া মধুসহযোগে পান করিলে মেহরোগের শান্তি হইয়া থাকে। যাহারা শরীরের স্থূলতা ইচ্ছা করে, তাহারা অনিদ্রা, ব্যবায়, ব্যায়াম ও চিন্তা পরিত্যাগ করিবে। যব ও শ্যামাক ভোজন করিলে স্থূল হইতে পারে এবং মধুর সহিত জলপান করিলেও শরীর স্থূল হইয়া। ৬০-৬১।

উষ্ণমন্নং সমশ্নন্ বা পিবন্ কৃশতনুর্ভবেৎ। বচব্যোজীরকং ব্যোষা হিঙ্গুসৌবর্চ্চলামলাঃ। মধুনা শক্তবঃ পীতা মেদোঘ্নাঃ সর্ব্বদীপনাঃ ॥ ৬২ ॥ চতুর্গুণে জলে মূত্রে দ্বিগুণে চিত্রকোৎপলে। কল্কৈঃ সিদ্ধং ঘৃতপ্রস্থং সক্ষীরং জঠরী পিবেৎ ॥৬৩॥ ক্রমবৃদ্ধ্যা দশাহানি দশ পৈপ্পলিকং দিনং। বর্দ্ধয়েৎ পয়সা সার্দ্ধং তথৈবাপানয়েৎ পুনঃ ॥ ৬৪॥ ক্ষীরষষ্টিকভোজী স্যাদেবং কৃষ্ণাসহস্রকং। বৃংহণং মুদ্গমাষযূষ্যং প্লীহোদরবিনাশনং ॥ ৬৫ ॥ পুনর্নবাক্বাথ কল্কৈঃ সিদ্ধং শোথহরং ঘৃতং। গবাং মূত্রেণ সংসেব্যং পিপ্পলীম্বা পয়োন্বিতাং। গুড়েন বাভয়াং তুল্যাং বিশ্বং বা শোথরোগিণা ॥ ৬৬ ॥ তৈলমেরণ্ডজং পীত্বা বলাসিদ্ধং পয়োন্বিতং। আধ্মানশূলাপচিতামন্ত্রবৃদ্ধিং

সমস্ত উষ্ণ অন্ন ভোজন করিলে মনুষ্য কৃশতনু হইতে পারে। বৈচ, জীরা, ত্রিকটু, হিঙ্গু, সৌবর্চ্চল, এই সকল দ্রব্য মেদোরোগ বিনাশ করে; মধুর সহিত শক্তু ভক্ষণ করিলেও মেদোরোগ বিনাশ পায় এবং অগ্নিদীপন হয়। ৬২। ঘৃত একপ্রস্থ, জল চতুর্গুণ, গোমূত্র দ্বিগুণ ও দুগ্ধ একত্র পাক করিতে হইবে; পাককালে চিতা ও উৎপল এই দুই দ্রব্যের কল্ক দিবে। উদর-রোগী এই ঘৃতসেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। ৬৩। প্রথম দিবস একটি পিপ্পলী দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ করিবে, পরে ক্রমতঃ একএক দিনে এক একটি করিয়া বৃদ্ধি করিয়া দশমদিবসে দশটী ভক্ষণ করিতে হইবে। পরে এক একটি করিয়া হ্রাস করিয়া শেষদিবসে একটিমাত্র পিপ্পলী ভক্ষণ করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবনকালে দুগ্ধের সহিত যষ্টিমধু ভোজন করা বিধেয় এবং ইহার মধ্যে একসহস্র দ্রাক্ষা ভক্ষণ করিতে হইবে। এই সময়ে মুগের যূষ সেবন করা উচিত। ইহাতে শরীরে বলাধান হয়, আয়ুর্বৃদ্ধি পায় এবং প্লীহা ও উদররোগ ক্ষয় পাইয়া থাকে। ৬৪-৬৫। পুনর্নবার ক্বাথ ও কল্কের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে শোথ বিনাশ পায়। গো-মূত্রের সহিত পিপ্পলী অথবা দুগ্ধযুক্ত পিপ্পলী সেবন করিয়া তুল্য-পরিমাণে গুড় ও হরীতকী অথবা গুড় ও শুণ্ঠী ভক্ষণ করিবে; ইহাতে শোথরোগ বিনষ্ট হয়। ৬৬। এরণ্ডতৈল পান করিয়া বেড়েলার সহিত পক দুগ্ধ পান করিতে হইবে; ইহাতে উদরাধ্মান, শূল, অপচ, অন্ত্রবৃদ্ধি এই সকল রোগ পরাজিত

জয়েন্নরঃ ॥ ৬৭ ॥ দ্রাক্ষৈরণ্ডকতৈলেন কল্কঃ পথ্যাসমুদ্ভবঃ। কৃষ্ণাসৈন্ধবসংযুক্তো বৃদ্ধিরোগহরঃ পরঃ ॥৬৮॥ নিগুণ্ডীমূলনস্তেন গণ্ডমালা বিনশ্যতি। স্নুহীগণ্ডীরিকা-স্বেদো নাশয়েদর্ব্বুদানি চ ॥ ৬৯ ॥ হস্তিকর্ণপলাশস্তু গলগণ্ডস্ত লেপতঃ। ধুস্তূরৈরণ্ডনির্গুণ্ডীবর্ষাভূশিগ্রু-সর্ষপৈঃ ॥ ৭০ ॥ প্রলেপঃ শ্লীপদং হন্তি চিরোত্থমতি-দারুণং। শোভাঞ্জনকসিন্ধুত্থহিঙ্গু বিদ্রধিনাশনং ॥৭১॥ শরপুঙ্খা মধুযুতা স্যাৎ সর্ব্বব্রণরোপণী। নিম্বপত্রস্য বা লেপঃ স ভবেৎ ব্রণশোষণঃ ॥৭২॥ ত্রিফলা খদিরো দার্ব্বী ন্যগ্রোধো ব্রণশোধনঃ। সদ্যঃক্ষতং ব্রণং বৈদ্যঃ সশূলং পরিষেচয়েৎ ॥ ৭৩ ॥ যষ্টিমধুকযুক্তেন কিঞ্চিদুষ্ণেন সর্পিষা। বুদ্ধ্যাগন্তুব্রণান্ বৈদ্যো নাশয়েৎ সংপ্রলেপনাৎ ॥ ৭৪ ॥ সিতাং ক্রিয়াং প্রযুঞ্জীত পিত্তরক্তোষ্মনাশিনীং। ক্বাথো বংশত্বগেরণ্ডশ্বদংষ্ট্রানাঞ্চ সমধুঃ ॥ ৭৫ ॥ সহিঙ্গু-

হয়। ৬৭। ভাজা এরণ্ডতৈল হরীতকীর কল্ক, দ্রাক্ষা ও সৈন্ধ-বের সহিত পাক করিয়া সেবন করিলে বৃদ্ধিরোগ বিনাশ পায়। ৬৮। নিসিন্দার মূলদ্বারা নস্যগ্রহণ করিলে গণ্ডমালা বিনাশ পায়। স্নুহী ও গণ্ডীরিকার স্বেদপ্রদান করিলে অর্ব্বুদরোগ বিনষ্ট হয়। ৬৯। হস্তীকর্ণপলাশের প্রলেপ দিলে গলগণ্ডবিনাশ পায়। ধুস্তুর-বীজ, এরণ্ড, নিসিন্দা, পুনর্নবা, সজিনা, সর্ষপ এই সকল দ্রব্য-দ্বারা প্রলেপ দিলে চিরজাত দারুণ শ্লীপদরোগ বিনষ্ট হয়। সজিনা, সৈন্ধব ও হিঙ্গু এই সকল দ্রব্য বিদ্রধি বিনাশ করে। ৭০-৭১। শরপুঙ্খা মধুযুক্ত করিয়া লেপন করিলে ব্রণরোপণ হয়। নিম্বপত্র পেষণ করিয়া ব্রণে লেপ দিলে ব্রণশোষ হইয়া যায়। ৭২। ত্রিফলা, খয়ের, দারুহরিদ্রা ও বট এই সকল দ্রব্য ব্রণশোধন করে। সদ্যোজাত ব্রণে ঐ সকল ঔষধ দিলে তৎক্ষণাৎ বেদনা নিবৃত্ত হইয়া ক্ষত শুষ্ক হয়। ৭৩। যষ্টিমধু ও ঘৃত কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া মধুসহযোগে ব্রণে লেপন করিলে আগন্তু-ব্রণ বিনষ্ট হয়। ৭৪। সিতক্রিয়া করিলে পিত্তরক্তজনিত শারীরিক উষ্মা বিনাশ পায়। বংশত্বক্, এরণ্ড, গোক্ষুর ইহাদিগের ক্বাথ মধু, সৈন্ধব ও হিঙ্গুসংযুক্ত করিয়া পান করিলে কোষ্ঠস্থ দুষ্ট রক্ত স্রাবিত হয়। যব, বদরী ও কুলত্থ ইহাদিগের রসের সহিত অন্ন অথবা সৈন্ধবসংযুক্ত যবাগুভক্ষণ করিবে; ইহাতে

সৈন্ধবঃ পীতঃ কোষ্ঠস্থং জারয়েদসৃক্। যবকোলকুল-
থানাং আরোগ্যার্থং রসেন বা ॥৭৬॥ ভুঞ্জীতান্নং যবা-
গুং বা পিবেৎ সৈন্ধবসংযুতং। করঞ্জারিষ্টনির্গুণ্ডী-
রসো হন্যাদ্ব্রণক্রিমীন্॥ ৭৭॥ ত্রিফলাচূর্ণসংযুক্তো গুগ্-
গুলুর্বটকীকৃতঃ। নির্বন্ধণো বিবন্ধঘ্নো ব্রণশোষণ-
শোধনঃ॥ ৭৮॥ দূর্ব্বাম্বরসসিক্তাক্তৈলং কম্পিল্লকেন
বা॥ দার্ব্বীত্বচশ্চ কল্কেন প্রধানং ব্রণরোপণং॥ ৭৯॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে জ্বরাদিচিকিৎসাকথনং
নাম সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥

একসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ধন্বন্তরিরুবাচ॥১॥ নাড়ীব্রণাদিরোগাণাং চিকিৎ-
সাং শৃণু সুশ্রুত। নাড়ীং শস্ত্রেণ সংপাট্য নাড়ীনাং
ব্রণবৎ ক্রিয়া॥ ২॥ গুগ্গুলুত্রিফলাব্যোষৈঃ সমাংশৈ-
রাজ্যযোজিতৈঃ। নাড়ীদুষ্টব্রণং শূলং ভগন্দরমথো
জয়েৎ॥ ৩॥ নির্গুণ্ডীরসতৈলং নাড়ীদুষ্টব্রণাপহং।
হিতং পামাময়ীনাস্তু পানাভ্যঞ্জননস্তকৈঃ॥৪॥ গুগ্গুলু-
ত্রিফলাদ্রাক্ষাপক্ষৈকাংশযোজিতা। গুড়িকা শোথ-
গুল্মার্শোভগন্দরবতাং হিতা॥ ৫॥ শিরাবেধে শিশ্ন-
মধ্যে বিশুদ্ধিরুপদংশকে। পাকো রক্ষ্যঃ প্রযত্নেন
শিশ্নক্ষয়করো হি সঃ॥ ৬॥ পটোলনিম্বগুড়ূচীমরীচ-
ক্বাথমাপিবেৎ। সগুগ্গুলুং সখদিরমুপদংশো বিন-
শ্যতি॥৭॥ দহেৎ কটাহে ত্রিফলাং সা মসী মধুসংযুতা।
উপদংশে প্রলেপোঽয়ং সদ্যো রোপয়তে ব্রণং॥ ৮॥
ত্রিফলানিম্বভূনিম্বকরঞ্জখদিরাদিভিঃ। কল্কৈঃ ক্বাথৈ-
র্ঘৃতং পক্বমুপদংশহরং পরং॥ ৯॥ আদৌ ভগ্নং বিদি-
ত্বা তু সেচয়েচ্ছীতলাম্বুনা। পঙ্কেন লেপনং কার্য্যং
বন্ধনঞ্চ কুশান্বিতং॥১০॥ মাষং মাংসং তথা সর্পিঃ ক্ষীরং
যূষঃ সতীনজঃ। বৃংহণং চান্নপানং স্যাদ্দেয়ং ভগ্নায়
জানতা॥ ১১॥ রসোনমধুলাক্ষাম্বুসিতাকল্কসমশ্নতাং।
ছিন্নভিন্নচ্যুতাস্থীনাং সন্ধানমচিরাদ্ভবেৎ॥ ১২॥ অশ্বথ-
ত্রিফলাব্যোষাঃ সর্ব্বৈরেভিঃ সমীকৃতৈঃ। তুল্যো গুগ্-

পূর্ব্বোক্তরোগ নিবৃত্ত হয়। করঞ্জা, নিম্ব ও নিসিন্দা ইহাদিগের রস ব্রণগত ক্রিমি বিনাশ করে।৭৫ ৭৭। ত্রিফলার চূর্ণ গুগ্গুলুর সহিত মিশ্রিত করিয়া বটিকা করিবে। এই বটিকা বিবন্ধ নষ্ট করে এবং ব্রণশোধন করিয়া থাকে; ইহাতে কোন যন্ত্রণা হয় না।৭৮। দূর্ব্বার রস, করমচাবৃক্ষ ও দারুহরিদ্রা ইহাদিগের সহিত তৈল পাক করিয়া ব্রণে লেপন করিলে ব্রণরোপণ হয়।৭৯।

একসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

ধন্বন্তরি কহিলেন, সুশ্রুত! এইক্ষণ নাড়ীব্রণাদিচিকিৎসা বলিতেছি, শ্রবণ কর। নাড়ী অর্থাৎ নালীঘা অস্ত্রদ্বারা কাটিয়া ব্রণবৎ চিকিৎসা করিবে।১২। গুগ্গুলু, ত্রিফলা, ত্রিকটু এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে ঘৃতসংযোগে সেবন করিলে নাড়ী, দুষ্টব্রণ, শূল ও ভগন্দররোগ বিনাশ পায়।৩। নিসিন্দার রসের সহিত তৈল পাক করিয়া লেপন করিলে নাড়ী ও দুষ্টব্রণ শান্তি হয়; ইহার পান, অভ্যঞ্জন ও নস্যগ্রহণ করিলে পামাদিরোগের প্রতিকার হইয়া থাকে।৪। ত্রিফলা, তিনভাগ, গুগ্গুলু পাঁচ ভাগ এবং দ্রাক্ষা একভাগ এই সকল একত্র করিয়া গুড়িকা করিবে; এই গুড়িকা শোথ, অর্শ ও ভগন্দররোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর।৫। শিশ্নের মধ্যে শিরাবেধ করিলে উপদংশ-রোগের শান্তি হয়। এই রোগে ব্রণসকল যাহাতে না পাকে, এইরূপ করা উচিত; উক্তরোগ শিশ্নের ক্ষয়সাধন করে।৬। পটোল, নিম্ব, গুড়ূচী ও মরিচ ইহাদিগের কাথ করিয়া গুগ্গুলু ও খদিরের সহিত পান করিলে উপদংশরোগ বিনষ্ট হয়।৭। একটি কটাহমধ্যে ত্রিফলা দগ্ধ করিয়া সেই মসী মধুর সহিত প্রলেপ দিলে উপদংশের ব্রণরোপণ হয়।৮। ত্রিফলা, চিরতা, নিম্ব, করঞ্জা ও খদির এই সকল দ্রব্যের কাথ ও কল্কদ্বারা ঘৃত পাক করিয়া উপদংশে লেপন করিলে ঐ রোগ বিনাশ পায়।৯। কোন স্থান ভগ্ন হইলে প্রথমতঃ শীতল জলদ্বারা সেক করিয়া কুশদ্বারা বন্ধন করিবে। উহা পক্ব হইলে লেপন করিতে হইবে। ১০। মাষকলাই, মাংস, ঘৃত, দুগ্ধ এবং কলায়ের যূষ ভগ্নরোগীকে এই সকল পথ্যপ্রদান করিবে। ইহাতে ভগ্নরোগীর ভগ্নস্থান সংশোধিত হয়।১১। রসুন, মধু, খৈ ও শর্করা এই সকল একত্র পেষণ করিয়া ভক্ষণ করিলে যাহার অস্থি ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, তাহারও অস্থিসন্ধান হইয়া থাকে।১২। অশ্বথ, ত্রিফলা, ত্রিকটু এই

গুলো যোজ্যস্ত ভগ্নসন্ধিপ্রসাধকঃ ॥ ১৩ ॥ সর্ব্বকুষ্ঠেষু বমনং রেচনং রক্তমোক্ষণং। বচাবাসাপটোলানাং নিম্বস্য ফলিত্বচঃ ॥ ১৪ ॥ কষায়ো মধুনা পীতো বাতরক্ত্ হেলং পরঃ। বিরেচনং প্রবোক্ষ্যং ত্রিবৃদ্দন্তী-ফলত্রিকৈঃ ॥ ১৫ ॥ মনঃশিলামরীচৈস্তু তৈলং কুষ্ঠ-বিনাশনং। সর্ব্বকুষ্ঠে বিলেপোয়ং শিবাপঞ্চগুড়ো-দনং ॥ ১৬ ॥ করঞ্জতগরৌ কুষ্ঠং গোমূত্রেণ প্রলেপতঃ। করবীরস্যোদ্বর্ত্তনঞ্চ তৈলাক্তস্য চ কুষ্ঠহৃৎ ॥ ১৭ ॥ হরিদ্রা মলয়ং রাস্না গুড়ূচী তগরস্তথা। আরগ্বধঃ করঞ্জা চ লেপঃ কুষ্ঠহরঃ পরঃ ॥ ১৮ ॥ মনঃশিলাবিড়ঙ্গানি বাগুজী সর্ষপস্তথা। করঞ্জৌ মূত্রপিষ্টোয়ং লেপঃ কুষ্ঠ-হরোর্কবৎ ॥১৯॥ বিড়ঙ্গৈরগজাকুষ্ঠনিশাসিদ্ধ থসর্ষপৈঃ। মূত্রাম্বুপিষ্টো লেপোয়ং দদ্রুকুষ্ঠবিনাশনঃ ॥ ২০ ॥ প্রপু-

ন্নাড়কবীজানি, ধাত্রীসর্জ্জরসস্নুহী। সৌবীরপিষ্টং দদ্রুণামেতদুদ্বর্ত্তনং পরং ॥ ২১ ॥ আরগ্বধস্য পত্রাণি আরনালেন পেষয়েৎ। দদ্রুকিটিমকুষ্ঠানি হন্তি সিধ্মানমেব চ ॥ ২২ ॥ উষ্ণা পীতা বাগুজী চ কুষ্ঠজিৎ ক্ষীরভোজিনঃ। তিলাজ্যত্রিফলাক্ষৌদ্রব্যোষভল্লাত-শর্করাঃ। বৃষ্যাঃ সপ্ত সমা মেধ্যাঃ কুষ্ঠহাঃ কামচারিণঃ ॥ ২৩॥ বিড়ঙ্গত্রিফলাকৃষ্ণাচূর্ণং লীঢ়ং সমাক্ষিকং। হন্তি কুষ্ঠক্রিমীমেহনাড়ীব্রণভগন্দরান্ ॥ ২৪ ॥ যঃ খাদে-দভয়ারিষ্টং তথা চামলকানিশাঃ। স জয়েৎ সর্ব্বকুষ্ঠানি মাসাদূর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ২৫। দহ্যমানঃ চূতঃ কুম্ভে তৎসহ খদিরাঙ্কুরঃ। সাক্ষধাত্রীরসক্ষৌদ্রো হন্ত্যাৎ কুষ্ঠং রসায়নং ॥ ২৬ ॥ ধাত্রীখদিরয়োঃ ক্বাথং পীত্বা বাগুজীসংযুতং। শঙ্খেন্দুধবলং শ্বিত্রং হন্তি তূর্ণং ন সং-শয়ঃ ॥ ২৮ ॥ পীত্বা ভল্লাতকং তৈলং মাসাৎ ব্যাধিং

সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া তাহাদিগের সহিত তুল্যপরিমাণ গুগ্গুলু মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ ভগ্নাস্থিযোজক। ১৩। সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগে বিরেচন, বমন ও রক্তমোক্ষণ বিধেয়। বচ, বাসক, পটোল, নিম্ব ও বহেড়া এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ করিয়া মধুর সহিত পান করিলে বাতরোগ বিনাশ পায় এবং বলাধান হইয়া থাকে। বাতরোগে তেউড়ী, দন্তী ও ত্রিফলা এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ পান করিয়া বিরে-চন করিবে। ১৪-১৫। মনঃশিলা ও মরিচ ইহাদিগের সহিত তৈলপাক করিয়া সেবন করিলে কুষ্ঠরোগ বিনাশ পায়। সর্ব্ব-প্রকার কুষ্ঠরোগে পাঁচটি হরীতকী, গুড় ও তণ্ডুল এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। ১৬। করঞ্জা, তগরকাষ্ঠ ও কুড় এই সকল দ্রব্য গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ-রোগের প্রতীকার হয়। কুষ্ঠরোগী শরীরে তৈলমর্দ্দন করিয়া করবীরমূল পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা উদ্বর্ত্তন করিবে। ইহাতে কুষ্ঠরোগ বিনাশ পায়। ১৭। হরিদ্রা, রক্তচন্দন, রাস্না, গুড়ূচী, তগর, সোঁদালু ও করঞ্জা এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে কুষ্ঠরোগ হরণ করে। ১৮। মনঃশিলা, বিড়ঙ্গ, সোম-রাজী, সর্ষপ, করঞ্জা ও ডহরকরঞ্জা এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠরোগ বিনাশ পায়। ১৯। বিড়ঙ্গ, বনজোয়ান, কুড়, হরিদ্রা ও সর্ষপ এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ

করিয়া লেপন করিলে দদ্রুকুষ্ঠ বিনষ্ট হয়। ২০। চাকুন্দিয়াবীজ, আমলকী, ধূপ, সিজ, এই সকল দ্রব্য কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া লেপন করিলে দদ্রুরোগ বিনাশ পায়। ২১। সোঁদালুপত্র কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু, কিটিম, কুষ্ঠ ও সিধ্ম এই সমুদায় রোগ নষ্ট হয়। ২২। উষ্ণ সোমরাজী ভক্ষণ করিয়া দুগ্ধপান করিলে কুষ্ঠরোগ পরাজিত হয়। তিল, আজ্য, ত্রিফলা, মধু, ত্রিকটু, ভেলা, শর্করা এই সপ্তদ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া ভক্ষণ করিলে শরীরে বলাধান হয় এবং কুষ্ঠরোগ নিবা-রিত হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবনে কোনরূপ নিয়ম করিতে হয় না। ২৩। বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও দ্রাক্ষা এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মধুসহযোগে লেহন করিলে কুষ্ঠ, ক্রিমি, মেহ, নাড়ীব্রণ ও ভগন্দর এই সকল রোগ বিনাশ পায়। ২৪। যে ব্যক্তি হরী-তকী, নিম্ব, আমলকী ও হরিদ্রা এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া সেবন করে, একমাসের মধ্যে নিশ্চয় তাহার কুষ্ঠরোগ পরাজিত হয়। ২৫। একটী কুম্ভের মধ্যে আমের আঁঠি দগ্ধ করিয়া তাহার সহিত খদিরাঙ্কুর, বহেড়া, আমলকীর রস ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কুষ্ঠরোগ বিনাশ পায়। এই ঔষধ রসায়নের কার্য্য করে। ২৬। আমলকী ও খদিরকাষ্ঠ ইহাদিগের ক্বাথ করিয়া সোমরাজির সহিত পান করিলে শঙ্খ ও চন্দ্রের ন্যায়

জয়েন্নরঃ। সেবিতং খাদিরং বারি পানাদ্যৈঃ কুষ্ঠজিদ্‌ভবেৎ ॥ ২৮ ॥ বাসা গুড়ূচী ত্রিফলা পটোলঞ্চ করঞ্জকং। নিম্বাশনং কৃষ্ণবেত্রং কাথকল্কেন বজ্রভূতং। বজ্রকং তদ্ধরেৎ কুষ্ঠং শতবর্ষাণি জীবতি ॥ ২৯ ॥ স্বরসেন চ দূর্ব্বায়াঃ পচেত্তৈলং চতুর্গুণং। কচ্ছুবিচর্চ্চিকা পামা অভ্যঙ্গাদেব নশ্যতি ॥ ৩০ ॥ দ্রুমত্বগর্ককুষ্ঠানি লবণানি চ মূত্রকং। গণ্ডীরিকাং চিত্রকৈস্তৈস্তৈলং কুষ্ঠব্রণাদিনুৎ ॥ ৩১ ॥ ধাত্রীনিম্বফলং তদ্বৎ গোমূত্রেণ চ চিত্রকং। বাসামৃতাপর্পটিকানিম্বভূনিম্বমার্কবৈঃ। ত্রিফলাকুলত্থৈঃ কাথঃ সক্ষৌদ্রশ্চাম্লপিত্তহাঃ ॥ ৩২ ॥ ফলত্রিকং পটোলঞ্চ তিক্তা কাথঃ শিতাযুতঃ। পীতো যষ্টিমধুযুতো জ্বরচ্ছর্দ্দ্যম্লপিত্তজিৎ ॥ ৩৩ ॥ বাসাঘৃতং তিক্তঘৃতং পিপ্পলীঘৃতমেব চ। অম্লপিত্তে প্রযোক্তব্যং গুড়কুষ্মাণ্ডকন্তদা ॥ ৩৪ ॥ পিপ্পলী মধুসংযুক্তা অম্লপিত্তবিনাশিনী। শ্লেষ্মাগ্নিমান্দ্যনুৎ পথ্যাপিপ্পলীগুড়মোদকঃ ॥ ৩৫ ॥ পিষ্টাজাজীং সধন্যাকাং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। কফপিত্তারুচিহরং মন্দানলবমিং হরেৎ ॥ ৩৬ ॥ পিপ্পল্যামৃতভূনিম্ববাসকারিষ্টপর্পটৈঃ। খদিরারিষ্টকৈঃ কাথো বিস্ফোটার্ত্তিজ্বরাপহঃ ॥ ৩৭ ॥ ত্রিফলারসসংযুক্তং সর্পিস্ত্রিবৃতয়া সহ। প্রযোক্তব্যং বিরেকার্থং বিসর্পজ্বরশান্তয়ে ॥ ৩৮ ॥ খদিরত্রিফলারিষ্টপটোলামৃতবাসকৈঃ। কাথোষ্টকাখ্যো জয়তি রোমান্তিকমসূরিকাঃ ॥ ৩৯ ॥ কুষ্ঠবীসর্পবিস্ফোটকণ্ড্বাদীনাং বিঘাতকঃ। লশুনানান্তু চূর্ণস্তু ঘর্ষো মশকনাশনঃ ॥ ৪০ ॥ চর্ম্মকীলং জীর্ণমানং মশকাংস্তিলকালকান্। উৎকৃত্য শস্ত্রেণ দহেৎ ক্ষারাগ্নিভ্যামশেষতঃ ॥ ৪১ ॥ পটোলনীলীলেপঃ স্যাৎ জালগর্দ্দভরোগনুৎ। গুঞ্জাফলৈঃ শৃতং তৈলং ভৃঙ্গরাজ-

---

ধবলবর্ণ শ্বিত্ররোগ শীঘ্র বিনাশ পায়। ২৭। ভেলার তৈল পান করিলে মাসমধ্যে কুষ্ঠব্যাধিকে জয় করিতে পারে। খদিরকাষ্ঠের কাথ পান করিলে কুষ্ঠরোগ পরাজিত হয়। ২৮। বাসক, গুড়ূচী, ত্রিফলা, পটোল, করঞ্জ, নিম্ব, অশনকাষ্ঠ ও কৃষ্ণবেত্র এই সকলের কাথ ও কল্কের সহিত ঘৃতপাক করিবে; ইহার নাম বজ্রকঘৃত। এই ঘৃত পান করিলে কুষ্ঠরোগ নিবারণ করিয়া শতবর্ষ জীবিত থাকিতে পারে। ২৯। দূর্ব্বার স্বরসের সহিত চতুর্গুণ তৈল পাক করিয়া সেবন করিলে কচ্ছু, বিচর্চ্চিকা, পামাপ্রভৃতি রোগ বিনাশ পায়। ৩০। পারিজাতবৃক্ষের বল্কল, আকন্দমূল, কুড়, পঞ্চলবণ, গোমূত্র, গণ্ডীরিকা ও চিতা এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া সেবন করিলে কুষ্ঠব্রণাদি বিনষ্ট হয়। ৩১। আমলকী, নিম্বফল, গোমূত্র, চিতা, বাসক, গুড়ূচী, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, চিরতা, নিম্ব, ভৃঙ্গরাজ, ত্রিফলা ও কুলথ এই সকল দ্রব্যের কাথ করিয়া মধুর সহিত পান করিলে অম্লপিত্তরোগ বিনষ্ট হয়। ৩২। ত্রিফলা, পটোল, কটুকী ইহাদিগের কাথ, শর্করা ও যষ্টিমধুর সহিত পান করিলে জ্বর, ছর্দ্দি, অম্লপিত্তপ্রভৃতি রোগ পরাজিত হয়। ৩৩। বাসাঘৃত, তিক্তকঘৃত, পিপ্পলীঘৃত ও গুড়কুষ্মাণ্ড এই সকল ঔষধ অম্লপিত্তরোগে প্রয়োগ করিবে। ৩৪। গুড়সংযুক্ত পিপ্পলী ভক্ষণ করিলে অম্লপিত্ত বিনাশ পায়। হরীতকী, পিপ্পলী ও গুড় একত্র করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে; এই মোদক ভক্ষণ করিলে শ্লেষ্মা ও অগ্নিমান্দ্য বিদূরিত হয়। ৩৫। কৃষ্ণজিরা ও ধনিয়া একত্র পেষণ করিয়া তাহার সহিত একপ্রস্থ ঘৃত পাক করিবে; এই ঘৃত সেবন করিলে কফ, পিত্ত, অরুচি, মন্দাগ্নি, ও বমিপ্রভৃতি রোগ বিনাশ পায়। ৩৬। পিপ্পলী, গুড়ূচী, চিরতা, বাসক, নিম্ব, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, খদিরকাষ্ঠ, রসুন, এই সকলের কাথ পান করিলে বিস্ফোট ও জ্বররোগ বিনষ্ট হয়। ৩৭। বিসর্প ও জ্বরশান্তির নিমিত্ত ত্রিফলার কাথ ও তেউড়ী ইহাদিগের সহিত ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। ইহাতে বিরেচন হইয়া উক্তরোগদ্বয়ের শান্তি হয়। ৩৮। খদিরকাষ্ঠ, ত্রিফলা, নিম্ব, পটোল, গুড়ূচী, বাসক এই সকল দ্রব্যের কাথ পান করিলে রোমান্তিক মসূরিকারোগ বিনাশ পায়। ৩৯। রশুন চূর্ণ করিয়া ঘর্ষণ করিলে কুষ্ঠ, বিসর্প, বিস্ফোট ও কণ্ডূপ্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় এবং তাহার সমক্ষে মশক পলায়ন করে। ৪০। চর্ম্মকীল, মশক, তিলকালকপ্রভৃতি রোগে হস্তদ্বারা উৎকর্ত্তন করিয়া শস্ত্র ও অগ্নিদ্বারা দহন করিবে। ৪১। পটোল ও নীল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে জালগর্দ্দভরোগ বিনাশ পায়। গুঞ্জাফল ও ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত তৈলপাক করিয়া

রসেন তু। কণ্ডুদারণকৃৎ কুষ্ঠকাপালকুষ্ঠনাশনং ॥৪২॥ আম্রাস্থিমজ্জাত্রিফলানীলৈশ্চ ভৃঙ্গরাজকৈঃ। সুপক্কং লৌহচূর্ণং সকাঞ্জিকং কৃষ্ণকেশকৃৎ ॥৪৩॥ ক্ষীরীশার্ক পর্ণরসদ্বিপ্রস্থে মধুকাপলে। তৈলস্য কুড়বং পক্কং বার্দ্ধক্যপলিতাপহং ॥ ৪৪ ॥ মুখরোগে তু ত্রিফলা-গণ্ডূষপরিধারণং। গৃহধূমযবক্ষারপাঠাব্যোষরসাঞ্জনং ॥৪৫॥ সলোধ্রং ত্রিফলাচূর্ণং তথা চিত্রকচূর্ণিতং। সক্ষৌদ্রং ধারয়েদ্বক্ত্রে গ্রীবাদন্তস্য রোগনুৎ ॥ ৪৬ ॥ পটোলনিম্বজম্বীরআম্রমালতীপল্লবাঃ। পঞ্চপল্লবকঃ শ্রেষ্ঠঃ কষায়ো মুখধারণে ॥ ৪৭ ॥ লশুনার্দ্রকশিগ্রূণাং পারুল্যা মূলকস্য চ। কদল্যাশ্চ রসঃ শ্রেষ্ঠঃ কদুষ্ণঃ কর্ণপূরণে ॥ ৪৮ ॥ তীব্রশূলোত্তরে কর্ণে সশব্দে ক্লেদবাহিনি। স্নুহীপত্ররসং কোষ্ণং সৈন্ধবেনাবচূর্ণিতং ॥ ৪৯ ॥ জাতীপত্ররসে তৈলং বিপক্কং পূতিকর্ণজিৎ। শুণ্ঠ্যাতৈলং সার্ষপঞ্চ কোষ্ণং স্যাৎ কর্ণশূলনুৎ ॥ ৫০ ॥ পঞ্চমূলীশৃতং ক্ষীরং স্যাচ্চিত্রকহরীতকী। সসর্পিগুড়ঃ ষড়ঙ্গো যূষঃ পীনসশান্তয়ে ॥ ৫১ ॥ অক্ষিকুক্ষিভবা রোগাঃ প্রতিশ্যায়ব্রণজ্বরাঃ। পঞ্চৈতে পঞ্চরাত্রেণ প্রশমং যান্তি লঙ্ঘনাৎ ॥ ৫২ ॥ ধাত্রীরসাঞ্জনং দৃশঃ কোপং হরতি পূরণাৎ। সক্ষৌদ্রসৈন্ধবং বাপি শিগ্রুদার্ব্বীরসাঞ্জনং ॥ ৫৩ ॥ হরিদ্রাদারুসিন্ধূত্থরসাঞ্জনৈঃ সগৈরিকৈঃ। পিষ্টৈর্দত্তো বহির্লেপো নেত্রব্যাধিনিবারকঃ ॥৫৪॥ ঘৃতভ্রষ্টাভয়ালেপাৎ ত্রিফলা ক্ষীরসংযুতা। শুণ্ঠীনিম্বদলৈঃ পিষ্টৈঃ সুখোষ্ণৈঃ স্বল্পসৈন্ধবৈঃ। ধার্য্যশ্চক্ষুষি বিক্ষেপাচ্ছোথকণ্ডুরুজাপহঃ ॥৫৫॥ অভয়াখ্যামৃতঞ্চৈক দ্বিচতুর্ভাগিকং যুতং। মধ্বাজ্যলীঢ়ং ক্বাথো বা সর্ব্বনেত্ররুগর্দ্দনঃ ॥ ৫৬ ॥ চন্দনত্রিফলাপূগপলাশতরুমূলকৈঃ। জলপিষ্টৈরিয়ং বর্ত্তিরশেষতিমিরাপহাঃ ॥ ৫৭ ॥ দধ্না নির্ঘৃষ্টমরিচং রাত্র্যন্ধ্যাপহমঞ্জনং। ত্রিফলা-

---

অঙ্গে মর্দ্দন করিলে কণ্ডু, কুষ্ঠ ও কাপালকুষ্ঠপ্রভৃতি রোগবিনাশ পায়। ৪২। আমের আঠির, মজ্জা, ত্রিফলা, নীল, ভৃঙ্গরাজ ও কাঁজি ইহাদিগের সহিত লৌহচূর্ণ পাক করিয়া সেবন করিলে শুভ্রকেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়। ৪৩। ক্ষীরীশবৃক্ষ ও আকন্দের রস দুই-প্রস্থ, যষ্টিমধু একপল, ইহাদিগের সহিত দ্বাত্রিংশৎতোলকপরিমিত তৈল পাক করিয়া সেবন করিলে মাংসলোল্যপ্রভৃতি বৃদ্ধতালক্ষণ দূরীভূত হয়। ৪৪। ত্রিফলার ক্বাথ করিয়া গণ্ডূষ করিলে মুখরোগ বিনাশ পায়। গৃহধূম, যবক্ষার, আকনাদি, ত্রিকটু, রসাঞ্জন, ত্রিফলা, লোধ, চিতা, এই সকল চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মুখে ধারণ করিলে দন্তরোগ ও বাতরোগ বিনষ্ট হয়। ৪৫-৪৬। পটোল, নিম্ব, জম্বীর, আম্র ও মালতী এই সকল বৃক্ষের নবপল্লবের ক্বাথ করিয়া মুখে ধারণ করিলে মুখরোগ নিবারিত হয়। ৪৭। রশুন, আদা, শজিনা, পারুলীর মূল এবং কদলী ইহাদিগের রস কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণরোগ বিদূরিত হয়। ৪৮। কর্ণে অতিশূয় বেদনা, শব্দ ও পূয বিনির্গত হইলে সৈন্ধবচূর্ণের সহিত সিজপত্রের রস কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া কর্ণে দিবে। ৪৯। জাতীপত্রের রসে তৈল পাক করিয়া কর্ণে দিলে কর্ণের দুর্গন্ধ নিবারিত হয়। সর্ষপতৈল শুণ্ঠীর সহিত পাক করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে কর্ণপূরণ করিলে কর্ণশূল বিনষ্ট হইয়া যায়। ৫০। পঞ্চমূলের সহিত পক্ক ঘৃত, চিত্রক, হরীতকী, সর্পিগুড় ও ষড়ঙ্গযূষ এই সকল ঔষধ পীনসশান্তির প্রকৃষ্ট উপায়। ৫১। চক্ষুরোগ, উদররোগ, প্রতিশ্যায়, ব্রণ ও জ্বর পঞ্চরাত্রি উপবাস করিলে উক্ত পঞ্চবিধ রোগ শান্তি হয়। ৫২। আমলকীর রস চক্ষুতে দিলে নেত্ররোগ বিনাশ পায় এবং মধু ও সৈন্ধবের সহিত সজিনা ও দারুহরিদ্রার রসধারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলেও চক্ষুরোগের শান্তি হইয়া থাকে। ৫৩। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সৈন্ধব, রসাঞ্জন ও গৈরিক এই পঞ্চদ্রব্য পেষণ করিয়া বর্ত্তি করিবে। এই বর্ত্তি ঘষিয়া চক্ষুর বাহিরে লেপ দিলে নেত্রব্যাধি নিবারণ হয়। ৫৪। হরীতকী ঘৃতে ভাজিয়া তদ্দ্বারা লেপ দিলে, দুগ্ধের সহিত ত্রিফলা পেষণ করিয়া চক্ষুতে নিক্ষেপ করিলে, সৈন্ধব ও নিম্বপত্রের সহিত শুণ্ঠী পেষণ ও কিঞ্চিদুষ্ণ করিয়া চক্ষুতে ধারণ করিলে, শোথ, কণ্ডু ও বেদনা বিনাশ পায়। ৫৫। হরীতকী দুই ভাগ এবং গুড়ূচী চারিভাগ একত্র মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিলে অথবা ক্বাথ করিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগ নিবারিত হয়। ৫৬। চন্দন, ত্রিফলা, গুপারি ও পলাশবৃক্ষের

কাথকল্কাভ্যাং সপয়স্কং শৃতং ঘৃতং। তিমিরাক্তচিরা-জন্যাং পীতমেতন্নিশামুখে ॥ ৫৮ ॥ পিপ্পলীত্রিফলাক্ষার-লোহচূর্ণং সসৈন্ধবং। ভৃঙ্গরাজরসৈর্ঘৃষ্টং গুড়িকাঞ্জন-মিষ্যতে। অর্শং সতিমিরং কোঠং হন্ত্যন্যান্নেত্ররোগ-কান্ ॥ ৫৯ ॥ ত্রিকটু ত্রিফলা চৈব সৈন্ধবঞ্চ মনঃশিলাঃ। কেতকং শঙ্খনাভিশ্চ জাতীপুষ্পাণি নিম্বকং ॥ ৬০ ॥ রসাঞ্জনং ভৃঙ্গরাজং ঘৃতং মধু পয়স্তথা। এতৎ পিষ্ট্বা চ বটিকা সর্ব্বনেত্ররুগর্দ্দিনী ॥ ৬১ ॥ দগ্ধমেরণ্ডকং মূলং লেপাৎ কাঞ্জিকপেষিতং। শিরোর্ত্তিং নাশয়ত্যাশু পুষ্পম্বা মুচুকুন্দকং ॥ ৬২ ॥ শতমূল্যেরণ্ডমূলচক্রা-ব্যাঘ্রীপলৈঃ শৃতং। তৈলং নস্যং মরুৎশ্লেষ্মতিমিরোর্দ্ধ-গদাপহং ॥ ৬৩ ॥ লবণং সগুড়ং বিশ্বং পিপ্পলী বা সসৈন্ধবা। ভুজস্তম্ভাদিরোগেষু সর্ব্বেষূর্দ্ধগদেষু চ ॥৬৪॥

সূর্য্যাবর্ত্তে বিধাতব্যং নস্তকর্ম্মাদিভেষজং। দশমূলী-কষায়ন্ত সর্পিঃসৈন্ধবসংযুতং। নস্তমঙ্গবিভেদঘ্নং সূর্য্যাবর্ত্তশিরোর্ত্তিনুৎ ॥ ৬৫ ॥ দধ্না সৌবর্চ্চলাজাজী-মধুকং নীলমুৎপলং। পিবেৎ ক্ষৌদ্রযুতং নারী বাতা-সৃগ্দরপীড়িতা ॥ ৬৬ ॥ বাসকস্বরসং পৈত্তে গুড়ূচ্যা রসমেব বা। জলেনামলকীবীজং শর্করা মধুসংযুতং ॥ ৬৭ ॥ আমলক্যা রসং মধু মূলং কার্পাসমেব বা। পাণ্ডুপ্রদরশান্ত্যর্থং পিবেত্তণ্ডুলবারিণা ॥ ৬৮ ॥ তণ্ডু-লীয়কমূলন্ত সক্ষৌদ্রং সরসাঞ্জনং। তণ্ডুলোদকসংপীতং সর্ব্বাংশ্চাসৃক্দরান্ জয়েৎ। কুশমূলং তণ্ডুলাম্ভিঃ পীতঞ্চাসৃক্দরং জয়েৎ ॥ ৬৯ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে কুষ্ঠাদিচিকিৎসাকথনং নাম একসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

দ্বিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ধন্বন্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ স্ত্রীরোগাদিচিকিৎসাঞ্চ

মূল এই সকল দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে; এই বর্ত্তি তিমিররোগ বিনাশ করে। ৫৭। দধির সহিত মরিচ ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন করিলে রাত্র্যন্ধদোষ শান্তি হয়। ত্রিফলার কাথ ও কল্ক এবং দুগ্ধ ইহাদিগের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত সায়ংকালে পান করিলে রাত্র্যন্ধদোষ বিনাশ পায়।৫৮। পিপ্পলী ও ত্রিফলার ক্ষার করিয়া লৌহচূর্ণ, সৈন্ধব ও ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত ঘর্ষণ করিবে, পরে উহাদ্বারা অঞ্জন করিলে অর্শঃ এবং তিমির ও কোঠপ্রভৃতি নেত্ররোগ বিনাশ পায়। ৫৯। ত্রিকটু, ত্রিফলা, সৈন্ধব, মনঃশিলা, কেতকী, শঙ্খনাভি, জাতীপুষ্প, নিম্বপত্র, রসাঞ্জন, ভৃঙ্গরাজ, ঘৃত, মধু ও দুগ্ধ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া পেষণ করত বটিকা প্রস্তুত করিবে; এই বটিকা সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগ বিনাশ করে। ৬০-৬১। এরণ্ড-মূল দগ্ধ করিয়া কাঁজির সহিত পেষণ করিবে, পরে এই ঔষধ-দ্বারা মস্তকে লেপ দিলে অথবা মুচুকুন্দপুষ্পদ্বারা শিরোলেপন করিলে শিরঃপীড়া নিবৃত্ত হইয়া যায়। ৬২। শতমূলী, এরণ্ডমূল, নাগরমুথা ও কণ্টকারী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে একপলপরিমাণে লইয়া তৈল পাক করিবে, এই তৈলের নস্তগ্রহণ করিলে বায়ু ও শ্লেষ্মজনিত ঊর্দ্ধগতরোগ এবং তিমিররোগ বিনাশ পায়। ৬৩। লবণ, গুড় ও শুণ্ঠী অথবা পিপ্পলী ও সৈন্ধব ভুজস্তম্ভাদি সর্ব্বপ্রকার ঊর্দ্ধগতরোগে সেবন করিবে। ৬৪।

সূর্য্যাবর্ত্তরোগে নস্তকর্ম্মাদি ঔষধ বিধেয়। দশমূলের কাথের সহিত ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত সৈন্ধবসহযোগে নস্তগ্রহণ করিলে অঙ্গবিভেদ, সূর্য্যাবর্ত্ত ও শিরঃশূল বিনাশ পায়। ৬৫। সৌবর্চ্চল, কৃষ্ণজীরা, যষ্টিমধু ও নীলোৎপল এই সকল দ্রব্য দধির সহিত পেষণ করিয়া মধুসহযোগে পান করিলে নারী-দিগের বাতজন্য অসৃগ্দররোগ বিনাশ পায়। ৬৬। পৈত্তিক-রোগে বাসকের স্বরস অথবা গুড়ূচীর রস ব্যবস্থেয়। আম-লকীর বীজ জলে পেষণ করিয়া মধু ও শর্করার সহিত সেবন করিলে অথবা আমলকীর রস, কার্পাসবীজ ও মধু তণ্ডুলবারির সহিত পান করিলে পাণ্ডু এবং প্রদররোগ শান্তি হয়। ৬৭-৬৮। নটেশাকের মূল, রসাঞ্জন ও মধু তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে সর্ব্বপ্রকার অসৃগ্দররোগ বিনাশ পায়। কুশমূল তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলেও অসৃগ্দররোগ পরাজিত হয়। ৬৯।

দ্বিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

ধন্বন্তরি কহিলেন। সুশ্রুত! এইক্ষণ স্ত্রীরোগাদিচিকি-

ঘক্ষো সুগ্রস্ত স্তম্ভ্য। যোনিব্যাপৎসু ভূয়িষ্ঠং শস্যতে
কর্ম্ম বাতজিৎ ॥ ২ ॥ বচোপকুঞ্চিকাজাজীকৃষ্ণাবাসক-
সৈন্ধবং। অজাজী চ যবক্ষারং চিত্রকং শর্করান্বিতং ॥
৩ ॥ পিষ্টালোড্য জলাদ্যৈশ্চ খাদয়েদ্ঘৃততর্জ্জিতং।
যোনিপার্শ্বার্ত্তিহৃদ্রোগগুল্মার্শো বিনিবর্ত্তয়েৎ ॥ ৪ ॥
বদরীপত্রসংলেপাৎ যোনিভির্ন্না প্রশাম্যতি। লোধ্র-
তুম্বীফলালেপাৎ যোনের্দ্দার্ঢ্যং করোতি চ ॥ ৫ ॥ পঞ্চ-
পল্লবযষ্ট্যর্কমালতীকুসুমৈর্ঘৃতং। রবিপক্কমসৃদ্দার-
যোনিগন্ধবিনাশনং ॥ ৬ ॥ সকাঞ্জিকং জবাপুষ্পং প্রস্থং
জ্যোতিষ্মতীদলং। দূর্ব্বাপিষ্টঞ্চ সংপ্রাশ্য চিত্রকং
শর্করান্বিতং ॥ ৭ ॥ ধাত্র্যঞ্জনাভয়াচূর্ণং তোয়পীতং
রজো হরেৎ। সদুগ্ধা লক্ষ্মণা পীতা নস্যাদ্বা পুত্রদে-
ত্যভো ॥ ৮ ॥ দুগ্ধস্যার্দ্ধাঢ়কং চাজ্যমশ্বগন্ধা চ পুত্রদা।
বন্ধ্যা পুত্রং লভেৎ পীত্বা ঘৃতেন ব্যোষকেশরং ॥ ৯ ॥

কুশকাশোরুবুকানাং মূলৈর্গোক্ষুরকস্য চ। শৃতং দুগ্ধং
সিতাযুক্তং গর্ভিণ্যা শূলনুৎ পরং ॥ ১০ ॥ পাঠালাঙ্গল্য-
পামার্গৈস্তথা চ কুটজৈঃ পৃথক্। নাভিবস্তিভগালেপাৎ
সুখং নারী প্রসূয়তে ॥ ১১ ॥ সূতায়া হৃচ্ছিরোবস্তি-
শূলমর্কন্দসংজ্ঞিতং। যবক্ষারং পিবেত্তত্র মস্ত কোষ্ণো-
দকেন বা ॥ ১২ ॥ দশমূলীকৃতঃ কাথঃ সাজ্যঃ সূতি-
রুজাপহঃ। শালিতণ্ডুলচূর্ণস্ত সদুগ্ধং দুগ্ধকৃদ্ভবেৎ ॥১৩॥
বিদারীকুসুমরসং মূলং কার্পাসজন্তথা। ধাত্রীস্তন্য-
বিশুদ্ধ্যর্থং মুদ্গাযুষো রসায়নঃ ॥ ১৪ ॥ কুষ্ঠা বচাভয়া
ব্রাহ্মী মধূকা ক্ষৌদ্রসর্পিসী। বর্ণায়ুঃকান্তিজননং
লেহ্যং বালস্য দাপয়েৎ ॥ ১৫ ॥ স্তন্যাভাবে পয়ঃ ছাগং
গব্যং বা তদ্গুণং পিবেৎ। স্বেদেন নাভিশোথাস্তো
মৃদা স্যাদগ্নিতপ্তয়া ॥ ১৬ ॥ লৌহো মুস্তকাতিবিষা
বমিকাসজ্বরে পিবেৎ। মুস্তশুণ্ঠীবিষারুণকুটজশ্চাতি-

ৎসা বলিব, শ্রবণ কর। যোনিব্যাপৎরোগে যাহাতে বাতের
পরাজয় হয়, এইরূপ চিকিৎসাই প্রশস্ত। ১-২। বচ, কৃষ্ণজীরা,
জাতীপত্র, তুলসী, বাসক, সৈন্ধব, জীরা, যবক্ষার, চিতা ও
শর্করা, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া জলে আলোড়নপূর্ব্বক
ঘৃতে সন্তার দিয়া পান করিবে। ইহাতে যোনিশূল, পার্শ্বশূল,
হৃদ্রোগ, গুল্ম ও অর্শ নিবৃত্ত হয়। ৩-৪। বদরীপত্র পেষণ
করিয়া যোনিতে লেপ দিলে যোনিবেদনা শান্তি হয়। লোধ ও
লাউফল একত্র পেষণ করিয়া লেপ দিলে যোনির দৃঢ়তা সাধিত
হইয়া থাকে। ৫। বট, অশ্বথ, কাঁঠাল, বকুল ও আম্র এই পঞ্চ
বৃক্ষের পল্লব, যষ্টিমধু, আকন্দ ও মালতীপুষ্প এই সকল দ্রব্যের
সহিত ঘৃত রৌদ্রপক্ক করিয়া সেবন করিলে অসৃগ্দর ও যোনি-
গন্ধ বিনাশ পায়। ৬। কাঁজি, জবাপুষ্প, জ্যোতিষ্মতীলতার
পত্র, দূর্ব্বা ও চিতা এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া শর্করার
সহিত পান করিলে যোনিরোগ শান্তি হয়। ৭। আমলকী,
রসাঞ্জন ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া জলের সহিত
পান করিলে রজোদোষ শান্তি হয়। লক্ষ্মণামূল দুগ্ধের সহিত
পান করিলে অথবা নস্তগ্রহণ করিলে নারীর পুত্রলাভ হয়। ৮।
দুগ্ধ অর্দ্ধ আঢ়ক, ঘৃত ও অশ্বগন্ধা একত্র পাক করিয়া সেবন
করিলে পুত্রলাভ হয়। ঘৃতের সহিত ত্রিকটু ও নাগকেশর
ভক্ষণ করিলে বন্ধ্যা নারীও পুত্র প্রসব করিয়া থাকে। ৯।
কুশ, কাশ, এরণ্ড ও গোক্ষুর ইহাদিগের মূলের সহিত দুগ্ধ
পাক করিয়া শর্করাসহযোগে সেবন করিলে গর্ভিণীর শূলবিনাশ
পায়। ১০। আকনাদি, লাঙ্গলিয়া, অপামার্গ ও কূটজ ইহা-
দিগের মূল প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ পেষণ করিয়া গর্ভিণীর নাভি,
বস্তি ও যোনিতে লেপ দিলে সেই গর্ভিণীর সুখপ্রসব হয়। ১১।
নারীর প্রসবের পর যদি তাহার হৃদয়, শির অথবা বস্তিতে
বেদনা থাকে, তাহাহইলে দধির মাত অথবা উষ্ণজলের সহিত
আকন্দমূল ও যবক্ষার পান করিবে। ১২। দশমূলের কাথের
সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে প্রসূতির গাত্রের বেদনা
বিনাশ পায়। শালিতণ্ডুলের চূর্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে
প্রসূতির স্তনে দুগ্ধসঞ্চার হয়। ১৩। ভূমিকুষ্মাণ্ডের পুষ্পের
রস ও কার্পাসের মূল সেবন করিলে প্রসূতির স্তনশোধন হয়
এবং মুগের যূষ প্রসূতির পক্ষে রসায়নের কার্য্য করে। ১৪।
কুড়, বচ, হরীতকী, ব্রহ্মীশাক, যষ্টিমধু, মধু ও ঘৃত এই সকল দ্রব্য
বালককে লেহন করাইলে তাহার বর্ণ, আয়ু ও কান্তি বৃদ্ধি পায়
। ১৫। স্তন্যদুগ্ধ অভাবে ছাগদুগ্ধ অথবা গব্যদুগ্ধ পান করিবে।
বালকের নাভিতে শোথ হইলে মৃত্তিকা অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া
স্বেদ দিবে। ১৬। লৌহ, মুথা, আতিষ, এই সকল বমি, কাস ও

সারনুৎ ॥ ১৭ ॥ ব্যোষং মধু মাতুলুঙ্গং হিক্কাচ্ছর্দ্দিনিবারণং। কুষ্ঠেন্দ্রযবসিদ্ধার্থো নিশা দূর্ব্বা চ কুষ্ঠজিৎ ॥ ১৮ ॥ মহামুণ্ডিতিকোদীচ্যক্বাথৈঃ স্নানং গ্রহাপহং। সপ্তচ্ছদাময়নিশাচন্দনৈশ্চানুলেপনং ॥১৯॥ শঙ্খাব্জবীজরুদ্রাক্ষবচালোহাদিধারণং। ওঁ কং টং গং গং বৈনতেয়ায় নমঃ। ওঁ হ্রৌং হাং হঃ মন্ত্রেণ শান্তির্বালানাং মার্জ্জনাদ্বলিদানতঃ। ওঁ হ্রীঁ বালগ্রহাদ্বলিং গৃহীত বালং মুঞ্চত স্বাহা ॥ ২০ ॥ তণ্ডুলাম্ভিঃ শিরীষস্য মূলং পীতং বিষাপহং। তণ্ডুলাম্ভিশ্চ বর্ষাভোঃ শুক্লায়াঃ সর্পদংশনুৎ ॥ ২১ ॥ দধ্যাজ্যং তণ্ডুলীয়ঞ্চ গৃহধূমো নিশা তথা। পিষ্টং পানং তথা ক্ষৌদ্রং সিন্ধূত্থস্য বিষান্তকং ॥২২॥ অঙ্কোঠমূলনিক্বাথঃ সাজ্যঃ পীতো বিষান্তকঃ। যৎ জরাব্যাধিবিধ্বংসি ভেষজং তদ্রসায়নং ॥২৩॥ সিন্ধূত্থশর্করাশুণ্ঠীকণামধুগুড়ৈঃ ক্রমাৎ। বর্ষাদিম্বভয়া সেব্যা রসায়নগুণৈষিণা ॥২৪॥ ম্বরস্যান্তেঽভয়া চৈকা প্রভুংক্তে দ্বে বিভীতকে। ভুক্ত্বা মধ্বাজ্যধাত্রীণাং চতুষ্কং শতবর্ষকৃৎ ॥ ২৫ ॥ পীতাশ্বগন্ধা পয়সা ঘৃতেনাশেষরোগনুৎ। মণ্ডূকপর্ণ্যা স্বরসো বিদার্য্যাশ্চামৃতোপমঃ ॥২৬॥ তিলধাত্রীভৃঙ্গরাজো জগ্ধ্বা বর্ষশতী ভবেৎ। ত্রিকটু ত্রিফলা বহ্নিগুড়ূচী চ শতাবরী ॥ ২৭ ॥ বিড়ঙ্গলোহচূর্ণন্তু মধুনা সহ রোগনুৎ। ত্রিফলা চ কণা শুণ্ঠী গুড়ূচী চ শতাবরী ॥ ২৮ ॥ বিড়ঙ্গভৃঙ্গরাজাদি ভাবিতং সর্ব্বরোগনুৎ। চূর্ণং বিদার্য্যা মধ্বাজ্যং লিঢ্বা দশস্ত্রিয়ো ব্রজেৎ ॥ ২৯ ॥ ঘৃতং শতাবরীকল্কৈঃ ক্ষীরৈর্দ্দশগুণৈঃ পচেৎ। শর্করাপিপ্পলীক্ষৌদ্রযুক্তং বা জারকং বিদুঃ ॥৩০॥ প্রতিমর্ষোবপীড়শ্চ নস্যং প্রবপনন্তথা। শিরোবিরেচনঞ্চেতি পঞ্চকর্ম্ম চ কথ্যতে ॥ ৩১ ॥ মাসৈর্দ্বিসংখ্যৈর্ম্মাঘাদ্যৈঃ ক্রমাৎ ষড়্ঋতবঃ স্মৃতাঃ। অগ্নিসেবামধুক্ষীর-

জ্বররোগে পাক করিবে। মুথা, শুণ্ঠী, বিষ, কুঙ্কুম ও কুটজ এই সকল অতিসার বিনাশ করে। ১৭। ত্রিকটু, মধু, লেবু এই সকল হিক্কা ও ছর্দ্দি নিবারণ করে। কুড়, ইন্দ্রযব, সর্ষপ, হরিদ্রা ও দূর্ব্বা এই সকল ঔষধ কুষ্ঠরোগ পরাজয় করে। ১৮। মহামুণ্ডিতিকা ও বালা ইহাদিগের কাথ করিয়া স্নান করিলে গ্রহদোষ শান্তি হইয়া থাকে। গ্রহদোষে ছাতিম, কুড়, হরিদ্রা ও চন্দন এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া অঙ্গে অনুলেপন করিতে হইবে। ১৯। শঙ্খ, পদ্মবীজ রুদ্রাক্ষ, বচ ও লৌহ ধারণ করিলে গ্রহদোষ নিবারণ হয়। "ওঁ কং টং গং গং বৈনতেয়ায় নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে গ্রহশান্তিকার্য্য করিতে হইবে। ২০। তণ্ডুলোদকের সহিত শিরীষবৃক্ষের মূল পান করিলে বিষদোষ নিবারণ হয়। শ্বেতপুনর্নবার মূল তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে সর্পবিষ বিনাশ পায়। ২১। দধি, ঘৃত, নটেশাক, গৃহধূম, হরিদ্রা, মধু ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া পান করিলে বিষদোষ শান্তি হয়। ২২। আকোড়বৃক্ষের মূলের কাথ করিয়া ঘৃতের সহিত পান করিলে বিষদোষ নিবারিত হইয়া যায়। যে ঔষধ জরাব্যাধি বিনাশ করে, সেই ঔষধিকে রসায়ন ঔষধ বলা যায়। ২৩। রসায়নাভিলাষী ব্যক্তিরা বর্ষাকালে সৈন্ধবের সহিত, শরৎকালে শর্করার সহিত, হেমন্তকালে শুণ্ঠীর সহিত, শীতঋতুতে পিপ্পলীর সহিত, বসন্তকালে মধুর সহিত এবং গ্রীষ্মকালে গুড়ের সহিত হরীতকীভক্ষণ করিবে। ২৪। জ্বরের অবসানে একটি হরীতকী ও দুইটি ভল্লাতকী ভক্ষণ করিবে। প্রতিদিন মধু ও ঘৃতের সহিত চারিটি আমলকী ভক্ষণ করিলে সেই ব্যক্তি শতবর্ষ জীবিত থাকিতে পারে। ২৫। দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত অশ্বগন্ধা সেবন করিলে অশেষরোগ বিনাশ পায়। থুলকুড়ি এবং ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস সেবন করিলে অমৃতপানের ন্যায় ফল হয়। ২৬। তিল, আমলকী ও ভৃঙ্গরাজ এই সকল ভক্ষণ করিয়া শতবর্ষ জীবিত থাকিতে পারে। ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতা, গুড়ূচী, শতমূলী, বিড়ঙ্গ ও লৌহচূর্ণ এই সকল মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে রোগরাশি বিনষ্ট হয়। ত্রিফলা, পিপ্পলী, শুণ্ঠী, গুড়ূচী, শতমূলী, বিড়ঙ্গ ও ভৃঙ্গরাজাদি এই সকল দ্রব্য সর্ব্বরোগ জয় করে। ভূমিকুষ্মাণ্ডের চূর্ণ, মধু ও ঘৃতের সহযোগে লেহন করিলে এক পুরুষ দশ স্ত্রীতে সম্ভোগ করিতে পারে। ২৭-২৯। শতমূলীর কল্ক ও দশগুণ দুগ্ধের সহিত ঘৃত পাক করিয়া শর্করা, পিপ্পলী ও মধুসহযোগে সেবন করিলে শরীরের পুষ্টিসাধন ও বীর্য্যবৃদ্ধি হয়। ৩০। প্রতিমর্ষ, অবপীড়ন, নস্য, প্রবপন এবং শিরোবিরেচন ইহাদিগকে পঞ্চকর্ম্ম বলে। ৩১। বৎসরের মধ্যে মাঘ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া দুই দুই

বিকৃতীঃ পরিসেবয়েৎ ॥ ৩২ ॥ স্ত্রীযুক্তঃ শিশিরে তথ-বসন্তে ন দিবাস্বপেৎ। ত্যজেদ্বর্ষাসু স্বপ্নাদীন্ শরদীন্দোর্শ্চ রশ্ময়ঃ ॥ ৩৩ ॥ পথ্যানি শালয়ো মুদ্গাঃ বর্ষাম্ভঃ কথিতং পয়ঃ। নিম্বাতসীকুসুম্ভানাং শিগ্রু-সর্ষপয়োস্তথা ॥ ৩৪ ॥ জ্যোতীষ্মতীমূলকানাং তৈলানি চ হরন্তি হি। কৃমিকুষ্ঠপ্রমেহাংশ্চ বাতশ্লেষ্মশিরো-রুজঃ ॥ ৩৫ ॥ দাড়িমামলকীকোলকরমর্দ্দপিয়ালকং। জম্বীরং নাগরঙ্গঞ্চ আম্রাতককপিথকং ॥ ৩৬ ॥ পিত্ত-লাম্লানিলঘ্নানি কফোৎক্লেশকরাণি চ। জলং জীমূ-তকেক্ষ্বাকুকুটজাকৃতবধনং ॥ ৩৭ ॥ ধামার্গবশ্চ সং-যোজ্যাঃ সর্ব্বথা বমনেষমীঃ। পূর্ব্বাহ্নে বমনায়ৈতে মদনেন্দ্রযবৌ বচা ॥ ৩৮ ॥ মৃদুকোষ্ঠশ্চ পিত্তেন খরো বাতকফাশ্রয়াৎ। মধ্যমঃ সমদোষে স্যাৎ ত্রিবৃৎ পিত্তে বিরেচনং ॥ ৩৯ ॥ শর্করামধুসংযুক্তং সৈন্ধবং নাগরং ত্রিবৃৎ। হরীতকীবিড়ঙ্গানি গোমূত্রেণ বিরেচনং ॥ ৪০ ॥ এরণ্ডতৈলং ত্রিফলাক্বাথশ্চ দ্বিগুণস্তথা। বাতো-ল্বণেষু দোষেষু ভোজয়িত্বাথ বাময়েৎ ॥ ৪১ ॥ বংশাদি-নেত্রং কুর্ব্বীত ষড়ষ্টদ্বাদশাঙ্গুলং। কর্কন্ধুফলবচ্ছিদ্রং বস্তিরুত্তানশায়িনে ॥ ৪২ ॥ নিরূহদানেপি বিধিরয়-মেবমুদীরিতঃ। অর্দ্ধত্রিষট্পলে মাত্রা লঘুমধ্যোত্তমঃ ক্রমাৎ ॥ ৪৩ ॥ পথ্যাক্ষধাত্র্য একদ্বিচতুর্ভাগা রুগর্দ্দনাঃ। শতাবর্য্যমৃতাভৃঙ্গসিন্ধুবারাদিভাবিতাঃ ॥ ৪৪ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে স্ত্রীরোগচিকিৎসাদিকথনং নাম দ্বিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ধন্বন্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ দ্রব্যানি মধুরাদীনি বক্ষ্যে রোগহরাণ্যহং। শালিষষ্টিকগোধুমক্ষীরং ঘৃতং রসো মধু ॥ ২ ॥ মজ্জাশৃঙ্গাটকযবকশের্ব্বির্ব্বারুগোক্ষুরং।

মাসে এক এক ঋতু হয়, এইরূপে বৎসরে ছয় ঋতু হইয়া থাকে। ঐ সকল ঋতুতে অগ্নিসেবা, মধু ও ক্ষীরাদি সেবা করিবে। ৩২। শিশির ঋতুতে স্ত্রীযুক্ত হইয়া থাকিবে, বসন্তকালে দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করিবে। বর্ষাকালে নিদ্রা এবং শরৎকালে চন্দ্ররশ্মি সেবা করিবে না। ৩৩। শালি-তণ্ডুল, মুগ, বর্ষাবারি ও কাথজল এই সকল পথ্য এবং নিম্ব, অতসী, কুসুম্ভ, সজিনা ও সর্ষপ এই সকল দ্রব্য হিতকারী। ৩৪। জ্যোতিষ্মতীলতা ও মূলকতৈল ক্রিমি, কুষ্ঠ, প্রমেহ, বাতশ্লেষ্ম ও শিরঃপীড়া হরণ করে। ৩৫। দাড়িম্ব, আমলকী, বদরী, করমর্দ্দ, পিয়াল, জম্বীর, নাগরঙ্গ, আমড়া, কদ্‌বেল এই সকল দ্রব্য পিত্ত-কারী, বায়ুঘ্ন ও কফবৃদ্ধিকারক। ঘোষকলতা, তিতলাউ, কুটজ এবং অপামার্গ এই সকল দ্রব্যের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া বমন-কার্য্যে প্রয়োগ করিবে। পূর্ব্বাহ্নে বমনের নিমিত্ত মদনফল, ইন্দ্রযব ও বচ এই সকল ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে। ৩৬-৩৮। পিত্তাধিক্যে মৃদু, বাতকফাশ্রয়ে খর এবং সমদোষে সমবিরেচন বিধেয়। পিত্তাধিক্যে তেউড়ীদ্বারা বিরেচন দিতে হইবে। ৩৯। শুঁঠী, তেউড়ী, হরীতকী, বিড়ঙ্গ এই সকল গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া শর্করা, মধু ও সৈন্ধবসহযোগে বিরেচনার্থ প্রয়োগ করিবে। ৪০। বায়ু উল্বণ হইলে এরণ্ডতৈল ও তাহার দ্বিগুণ ত্রিফলার কাথ পান করিয়া বমন করা বিধেয়। ৪১। ছয় অঙ্গুল, অষ্টাঙ্গুল অথবা দ্বাদশাঙ্গুল বংশযষ্টি করিয়া তাহাতে বদরীফলপ্রমাণ সম-বর্ত্তুল ছিদ্র করিবে। রোগীকে উত্তানভাবে শয়ন করাইয়া এই বংশযষ্টিদ্বারা বস্তিশোধন করিবে। ৪২। নিরূহদানেও উক্ত রোগবিধি কথিত আছে। যে সকল ঔষধদ্বারা বস্তিশোধন ও নিরূহণ করিতে হইবে, তাহার পরিমাণ অর্দ্ধপল, তিনপল অথবা ষট্‌পল জানিবে। ঐ সকল পরিমাণই ক্রমতঃ লঘু, মধ্যম ও উত্তম পরিমাণ। ৪৩। হরীতকী একভাগ, বহেড়া দুইভাগ, আমলকী চারিভাগ, এই সকল দ্রব্য শতমূলী, গুড়ূচী, ভৃঙ্গরাজ, সিন্ধুবার, এই সকলের স্বরসে ভাবনা দিয়া বস্তি-শোধনাদিকার্য্যে প্রয়োগ করিবে। ৪৪।

ত্রিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

ধন্বন্তরি কহিলেন, সর্ব্বরোগহারক মধুরাদিগণ বলিতেছি। শালিধান্য, ষষ্টিধান্য, গোধূম, ক্ষীর, ঘৃত, রস, মধু, মজ্জা, পানি-ফল, যব, কেশুর, ফুটি, গোক্ষুর, গাম্ভারী, পুষ্করবীজ, দ্রাক্ষা, খর্জ্জুর, বেড়েলা, নারিকেল, ইক্ষু, আলকুশিলতা, ভূমিকুষ্মাণ্ড,

গান্তারী পৌষ্করং বীজং দ্রাক্ষা খর্জ্জুরকং বলা ॥ ৩ ॥ নারিকেলেক্ষ্বাত্মগুপ্তা বিদারী চ পিয়ালকং। মধূকং তালকুষ্মাণ্ডং মুখ্যোঽয়ং মধুরো গণঃ ॥৪॥ মূর্চ্ছাদাহপ্রশমনঃ ষড়িন্দ্রিয়প্রসাদনঃ। ক্রিমিকৃৎ কফকৃৎ চৈব একোত্যর্থং নিষেবিতঃ ॥৫॥ শ্বাসকাসাস্যমাধুর্য্যস্বরঘাতার্ব্বুদানি চ। গলগণ্ডশ্লীপদানি গুড়লেপাদি কারয়েৎ ॥৬॥ দাড়িমামলকাম্রঞ্চ কপিত্থকরমর্দ্দকৌ। মাতুলুঙ্গাম্রাতকঞ্চ বদরং তিন্তিড়ীফলং ॥ ৭ ॥ দধি তক্রং কাঞ্জিকঞ্চ লকুচং চাম্লবেতসং। অম্লোলোণঃ শুণ্ঠীযুক্তো জারণঃ পাচনো রসঃ ॥ ৮ ॥ ক্লেদনো বাতকৃদ্বহ্ন্যো বিদাহী চানুলোমনঃ। অম্লোত্যর্থং সেব্যমানঃ কুর্য্যাদ্বৈ দন্তহর্ষকং ॥ ৯ ॥ শরীরস্য চ শৈথিল্যং স্বরকণ্ঠাস্যহৃদ্দহেৎ। ছিন্নভিন্নব্রণাদীনি পাচয়ত্যগ্নিভাবিতঃ ॥ ১০ ॥ লবণানি যবক্ষারসর্জ্জিকাদিশ্চ লাবণঃ। শোধনঃ পাচনঃ ক্লেদী বিশ্লেষসর্পণাদিকৃৎ ॥ ১১ ॥ মার্গরোধী মার্দ্দবকৃৎ স একঃ পরিষেবিতঃ। গাত্রকণ্ডূকোঠশোথবৈবর্ণ্যং জনয়েদ্রসঃ। রক্তবাতং পিত্তরক্তং পুংস্ত্বেন্দ্রিয়রুজাদিকং ॥ ১২ ॥ ব্যোষশিগ্রুমূলকঞ্চ দেবদারু চ কুষ্ঠকং। লশুনং বল্গুজীফলং মুস্তাগুগ্গুলু লাঙ্গলী ॥ ১৩ ॥ কটুকো দীপনঃ শোধী কুষ্ঠকণ্ডুকফান্তকৃৎ। স্থৌল্যালস্যক্রিমিহরঃ শুক্রমেদোবিরোধনঃ। একোত্যর্থং সেব্যমানঃ ভ্রমদাহাদিকৃদ্ভবেৎ ॥ ১৪ ॥ কৃতমালঃ করীরাণি হরিদ্রেন্দ্রযবাস্তথা। স্বাদুকণ্টকবেত্রাণি বৃহতীদ্বয়শঙ্খিনী ॥ ১৫ ॥ গুড়ূচী চ দ্রবন্তী চ ত্রিবৃন্মণ্ডূকপর্ণ্যপি। কারবেল্লকবার্ত্তাকুকরবীরকবাসকাঃ ॥ ১৬ ॥ রোহিণী শঙ্খপুষ্পী চ কর্কোটো বৈ জয়ন্তিকা। জাতীবরুণকং নিম্বো জ্যোতিষ্মতী পুনর্নবা ॥ ১৭ ॥ তিক্তো রসশ্ছেদনঃ স্যাদ্রোচনো দীপনস্তথা। শোধনো জ্বরতৃষ্ণাঘ্নো মূর্চ্ছাঘ্নঃ কণ্ডূকাদিজিৎ ॥ ১৮ ॥ বিণ্মূত্রক্লেদসংশোষো অত্যর্থং স চ সেবিতঃ। হনুস্তম্ভাক্ষেপকার্ত্তিশিরঃশূলব্রণাদিকৃৎ ॥ ১৯ ॥ ত্রিফলাশল্লকীজম্বু-

পিয়ালফল, যষ্টিমধু, তাল, কুষ্মাণ্ড, এই সকলকে মধুরগণ বলিয়া ভৈষজ্যবিদ্যাপারদর্শী পণ্ডিতগণ নিশ্চয় করিয়াছেন।১-৪। উক্ত মধুরগণ মূর্চ্ছা ও দাহরোগশান্তিকারক এবং ষড়িন্দ্রিয়প্রসাদক। ইহার কোন একটী বস্তু অধিকপরিমাণে সেবন করিলে ক্রিমি ও কফবৃদ্ধি পায়।৫। উক্ত মধুরাদিগণের গুড়িকা সেবন অথবা লেপন করিলে শ্বাস, কাস, মুখমাধুর্য্য, স্বরঘাত, অর্ব্বুদ, গলগণ্ড, শ্লীপদপ্রভৃতি রোগ বিনাশ পায়।৬। দাড়িম, আমলকী, আম্র, কদবেল, করমর্দ্দক, মাতুলুঙ্গ, আমড়া, বদরী, তেতুঁল, দধি, তক্র, কাঁজি, ডহুক, আমরুল, অম্লবেতস, (চুকাশাক), শুণ্ঠী, এই সকল ঔষধ জারণ, পাচন, ক্লেদন, বাতবৃদ্ধিকারী, অগ্নিবৃদ্ধিকারী ও বিদাহী; কিন্তু ইহারা বায়ুপ্রভৃতির অনুলোমসাধন করে। অত্যর্থ অম্লদ্রব্য সেবন করিলে দন্তহর্ষ হইয়া থাকে।৭-৯। উক্ত ঔষধিসকল শরীরের শৈথিল্যসাধন করে; স্বর, কণ্ঠ, আস্য, হৃদয়, এই সকল স্থানের জ্বালা উৎপাদন করে এবং চিতার রসে ভাবনা দিয়া সেবন করিলেই ছিন্নভিন্ন ব্রণাদির পরিপাকসাধন করে।১০। পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাজিমাটি, এই সকল লাবণগণ। ইহারা শরীরের শোধন, উদরের পাচন, ক্লেদন এবং অস্থিবিশ্লেষাদির সংযোজন করে।১১। ইহার কোন একটী দ্রব্য অধিক পরিমাণে সেবন করিলে মার্গরোধ, শরীরের মৃদুতা, গাত্রকণ্ডূ, কোষ্ঠশোথ ও শরীরের বৈবর্ণ জন্মে এবং বাতরক্ত, পুংস্ত্বোপঘাত ও ইন্দ্রিয়বিকার উৎপাদন করে।১২। ত্রিকটু, শজিনা, মূলক, দেবদারু, কুড়, রশুন, সোমরাজি, মুথা, গুগ্গুলু, লাঙ্গলীয়া, কটুকী, এই সকল দ্রব্য অগ্নিদীপক, শরীরশোধক, কুষ্ঠ, কণ্ডূ ও কফের অন্তকারী; স্থৌল্য, আলস্য, ক্রিমিহারী এবং শুক্র ও মেদোবিরোধী। পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যসমুদায়ের মধ্যে কোন একটী দ্রব্য অধিকপরিমাণে সেবন করিলে ভ্রম ও দাহাদি উৎপাদন করে।১৩-১৪। সোঁদালু, বংশাঙ্কুর, হরিদ্রা, ইন্দ্রযব, বঁইচ, কৃষ্ণবেত্র, বৃহতী, কণ্টকারী, চোরপুষ্পী, গুড়ূচী, দ্রবন্তী, তেউড়ী, থুলকুড়ি, করলা, বার্ত্তাকু, করবীর, বাসক, মঞ্জিষ্ঠা, শঙ্খপুষ্পী, কাঁকুড়, জয়ন্তী, জাতি, বরুণ, নিম্ব, জ্যোতিষ্মতী, পুনর্নবা, এই সকল দ্রব্য তিক্তরস। ইহারা রুচিকারক এবং অগ্নিসন্দীপক, শরীরশোধনকারী, জ্বরতৃষ্ণা ও মূর্চ্ছাকণ্ডূবিনাশী।১৫-১৮। এই সকল দ্রব্য অধিকপরিমাণে সেবন করিলে বিণ্মূত্রক্লেদসংশোষণ, হনুস্তম্ভ, আক্ষেপক, শিরঃশূল ও ব্রণাদিরোগ উৎপাদন করে।১৯। ত্রিফলা, বাবুলা, জাম, আমড়া, বট,

আম্রাতকবটাদিকং। তিন্দুকং বকুলং শালং পালঙ্ক-মুদ্গাচিল্লকং ॥ ২০ ॥ কষায়ো গ্রাহকো রোপী স্তম্ভন-ক্লেদশোষণঃ। একোত্যর্থং সেব্যমানো হৃদয়ে চাথ পীড়কৃৎ। মুখশোষজ্বরাধ্মানহনুস্তম্ভাদিকারকঃ ॥২১॥ হরিদ্রাকুষ্ঠলবণং মেষশৃঙ্গিবলাদ্বয়ং। কচ্ছুরা শল্লকী চৈব পুনর্নবা শতাবরী ॥ ২২ ॥ অগ্নিমন্থো ব্রহ্মদণ্ডী শ্বদংষ্ট্রৈরগুকে তথা। যবকোলকুলথাদিকর্ষাশী দশ-মূলকং। পৃথক্ সমস্তো বাতাস্তো কফপিত্তহরস্তথা ॥ ২৩ ॥ শতাবরী বিদারী চ বালকোশীরচন্দনং। দূর্ব্বা বটঃ পিপ্পলী চ বদরী শল্লকী তথা ॥ ২৪ ॥ কদলী চোৎপলং পদ্মমুডুম্বরপটোলকং। অথ শ্লেষ্মহরো বর্গো হরিদ্রাগুড়কুষ্ঠকং ॥ ২৫ ॥ শতপুষ্পী চ জাতী চ ব্যোষারগ্বধলাঙ্গলী। সর্পিস্তৈলবসামজ্জস্নেহেষু প্রবরং স্মৃতং ॥ ২৬ ॥ তথা ধীস্মৃতিমেধাগ্নিকাঙ্ক্ষিণাং শস্যতে ঘৃতং। কেবলং পৈত্তিকে সর্পির্ব্বাতিকে লবণান্বিতং ॥ ২৭ ॥ দেয়ং বহুকফে বাপি ব্যোষক্ষারসমাযুতং। গ্রন্থীনাড়ীকৃমিশ্লেষ্মমেদোমারুতরোগিষু ॥ ২৮ ॥ তৈলং লাঘবদার্ঢ্যায় ক্রূরকোষ্ঠেষু দেহিষু। বাতাতপাধ্ব-ভারস্ত্রীব্যায়ামক্ষীণধাতুষু ॥ ২৯ ॥ রৌক্ষক্লেশক্ষয়া-ত্যগ্নিবাতাবৃতপথেষু চ। অথ দগ্ধা শিরাজালং যোনি-কর্ম্ম শিরোরুজি ॥ ৩০ ॥ উত্তমস্তু পলং মাত্রা ত্রিভি-শ্চাক্ষৈশ্চ মধ্যমে। জঘন্যস্তু পলার্দ্ধেন স্নেহকাথৌ-ষধেষু চ ॥ ৩১ ॥ জলমুষ্ণং ঘৃতে দেয়ং পৃথক্ তৈলে তু শস্যতে। স্নেহে পিত্তে তু তৃষ্ণায়াং পিবেদুষ্ণোদকং নরঃ ॥ ৩২ ॥ বাতানুলোমং দীপ্তাগ্নের্বর্চ্চঃ স্নিগ্ধস্তু তৎ মতং। রুক্ষস্তু স্নেহনং কার্য্যমতিস্নিগ্ধস্তু রুক্ষণং ॥৩৩॥ শ্যামাককোরদোষান্নতক্রপিণ্যাকশক্তুভিঃ। বাতশ্লেষ্মণি বাতে বা কফে বা স্বেদ-ইষ্যতে। ন স্বেদয়েদতিস্থূল-রুক্ষদুর্ব্বলমূর্চ্ছিতান্ ॥ ৩৪ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে যোগসারাদিকথনং নাম ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

গাব, বকুল, শাল, পালঙ্ক, চিল্লক ও মুগ এই সকল দ্রব্য কষায়, গ্রাহক, রোপক, স্তম্ভক, ক্লেদকারক ও শোষক। ইহাদিগের কোন একটি দ্রব্য অধিকপরিমাণে সেবন করিলে হৃদয়পীড়া, মুখশোষ, জ্বর, আধ্মান, হনুস্তম্ভ এই সকল রোগ জন্মিয়া থাকে। ২০-২১। হরিদ্রা, কুড়, লবণ, মেষশৃঙ্গী, বেড়েলা, শ্বেত-বেড়েলা, শূকশিম্বী, বাব্‌লা, পুনর্নবা, শতমূলী, গণি-য়ারি, ব্রহ্মদণ্ডী, গোক্ষুর, এরণ্ড, যব, বদরী, কদবেল, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এককর্ষ এবং দশমূল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে কিম্বা একত্র সেবন করিলে বায়ু, পিত্ত ও কফ হরণ করে। ২২-২৩। শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বালা, বেণার মূল, চন্দন, দূর্ব্বা, বট, পিপ্পলী, বদরী, বাব্‌লা, কদলী, উৎপল, পদ্ম ও ডুম্বর, পটোল, হরিদ্রা, গুড় ও কুড় এই সকল দ্রব্য শ্লেষ্মা হরণ করে। ২৪-২৫। গুলফা, জাতীপুষ্প, ত্রিকটু, সোঁদালু, লাঙ্গলিয়া এই সকল দ্রব্য ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জাপ্রভৃতি স্নেহপাকে প্রশস্ত। ২৬। যাহারা বুদ্ধি, স্মৃতি, মেধা ও অগ্নিবৃদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত ঘৃত হিতকারী। পৈত্তিকরোগে কেবল ঘৃত এবং বায়ুরোগে লবণান্বিত ঘৃত প্রশস্ত। ২৭। কফের প্রাবল্যে ত্রিকটু ও যবক্ষারসংযুক্ত ঘৃত প্রয়োগ করিবে। গ্রন্থি-রোগ, নাড়ীব্রণ, ক্রিমিরোগ, শ্লেষ্মরোগ, মেদোরোগ ও বাত-রোগেও উক্ত ঘৃত সেবন করা বিধেয়। ২৮। উদরাময়রোগী এবং বাত ও আতপসেবা, ভারবহন, স্ত্রীসম্ভোগ ও ব্যায়ামা-দিতে ক্ষীণধাতু ব্যক্তির শরীর লঘু হইলে তাহার দৃঢ়তাসম্পা-দনার্থ তৈলসেবা করিবে। ২৯। রুক্ষতা, ক্লেশ, ক্ষয়, অত্যগ্নি-প্রভৃতি কারণে বায়ু কুপিত হইয়া পথ আবৃত করিলে শিরা দগ্ধ করিয়া দিবে এবং শিরোরোগে যোনিকর্ম্ম করিতে হইবে। ৩০। স্নেহ, কাথ ও ঔষধাদিতে ত্রিবিধমাত্রা উক্ত আছে, যথা উত্তম, মধ্যম ও অধম। উত্তম মাত্রার পরিমাণ একপল, (৮ তোলা) মধ্যমমাত্রা তিন অক্ষ, (৬ তোলা) অধমমাত্রা পলার্দ্ধ (৪ তোলা)। ৩১। ঘৃত, তৈল ও স্নেহপাকেতে জল-প্রদান করিতে হইলে উষ্ণ জলপ্রদান করিতে হইবে এবং পিত্ত-জন্য তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে উষ্ণ জলপান করা বিধেয়। ৩২। দীপ্তাগ্নিব্যক্তির পক্ষে বাতানুলোম, স্নিগ্ধব্যক্তির বর্চ্চঃশোধন, রুক্ষব্যক্তির পক্ষে স্নেহন এবং স্নিগ্ধব্যক্তির রুক্ষণ কর্ত্তব্য। ৩৩। বাতশ্লেষ্মরোগে, বাতরোগে অথবা কফরোগে শ্যামাক, কোর-দোষ, (শস্যবিশেষ) তক্র, পিণ্যাক (খৈল) অথবা শক্তু দ্বারা

চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ধন্বন্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ ঘৃততৈলাদি বক্ষ্যামি শৃণু সুশ্রুত রোগনুৎ। শঙ্খপুষ্পী বচা সোমা ব্রাহ্মী ব্রহ্মসুবর্চ্চলা ॥ ২ ॥ অভয়া চ গুড়ূচী চ অটরূষকবাগুজী। এতৈরক্ষসমৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥ ৩ ॥ কণ্টকার্য্যা রসপ্রস্থক্ষীরপ্রস্থসমন্বিতং। এতদ্ব্রাহ্মীঘৃতন্নাম শ্রুতিমেধাকরং পরং ॥৪॥ ত্রিফলাচিত্রকবলানির্গুণ্ডী-নিম্ববাসকাঃ। পুনর্নবা গুড়ূচী চ বৃহতী চ শতাবরী। এতৈর্ঘৃতং যথালাভং সর্ব্বরোগবিমর্দ্দনং ॥ ৫ ॥ বলা-শতকষায়ে তু তৈলস্যার্দ্ধাঢ়কং পচেৎ। কল্কৈঃ মধুক-মঞ্জিষ্ঠাচন্দনোৎপলপদ্মকৈঃ ॥ ৬ ॥ সূক্ষ্মৈলাপিপ্পলী-কুষ্ঠত্বগেলাগুরুকেশরৈঃ। গন্ধাশ্বজীবনীয়ৈশ্চ ক্ষীরাঢ়ক-সমাশ্রিতং ॥ ৭ ॥ এবং মৃদ্বগ্নিনা পক্বং স্থাপয়েদ্রজতে শুভে। সর্ব্ববাতবিকারাংস্তু সর্ব্বধাত্বন্তরাশ্রয়ান্। তৈলমেতৎ প্রশময়েৎ বলাসং রাজবল্লভং ॥ ৮ ॥ শতা-বরীরসপ্রস্থং ক্ষীরপ্রস্থং তথৈব চ। শতপুষ্পং দেব-দারু মাংসী শৈলেয়কম্বলা ॥ ৯ ॥ চন্দনং তগরং কুষ্ঠং মনঃশিলা জ্যোতিষ্মতী। এতৈঃ কর্ষসমৈস্তৈন ঘৃত-প্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥ ১০ ॥ কুব্জবামনপঙ্গূনাং বধিরব্যঙ্গ-কুষ্ঠিনাং। বায়ুনা ভগ্নগাত্রাণাং যে চ সীদন্তি মৈথুনে ॥ ১১ ॥ জরাজর্জ্জরগাত্রাণাং চাধ্মানমুখশো-ষিণাং। ত্বগ্‌গতাশ্চাপি যে রোগা শিরাস্নায়ুগতাশ্চ যে ॥১২॥ সর্ব্বাংস্তান্নাশয়ত্যাশু তৈলং রোগকুলান্তকং। নারায়ণমিদং তৈলং বিষ্ণুনোক্তং রুগর্দ্দনং। পৃথক্-তৈলং ঘৃতং কুর্য্যাৎ সমস্তৈরৌষধৈঃ পৃথক্ ॥১৩॥ শতা-বর্য্যা গুড়ূচ্যা বা চিত্রকৈঃ ব্যোষনিম্বকৈঃ। নির্গুণ্ড্যা বা প্রসারণ্যা কণ্টকার্য্যা রসাদিভিঃ ॥ ১৪ ॥ বর্ষাভূ-বালয়া বাপি বাসকেন ফলত্রিকৈঃ। ব্রাহ্মিকৈরণ্ডকে-

---

স্বেদপ্রদান বিধেয়; কিন্তু অতিস্থূল, রুক্ষ, দুর্ব্বল ও মূর্চ্ছিত ব্যক্তিকে কখনও স্বেদপ্রদান করিবে না। ৩৪।

চতুঃসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

ধন্বন্তরি কহিলেন, সুশ্রুত! অনন্তর রোগনাশক ঘৃততৈলাদি বলিতেছি। শঙ্খপুষ্পী, বচ, সোমলতা, ব্রাহ্মী, সৌবর্চ্চল, হরীতকী, গুড়ূচী, বাসক, সোমরাজী, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে দুই তোলা পরিমাণে লইয়া ঘৃত একপ্রস্থ (৪ সের) পাক করিবে। পাককালে কণ্টকারীর রস চারিসের এবং দুগ্ধ চারি সের দিতে হইবে। ইহার নাম ব্রাহ্মীঘৃত, এই ঘৃত সেবন করিলে স্মৃতি ও মেধা বৃদ্ধি হয়। ১-৪। ত্রিফলা, চিতা, বেড়েলা, নিসিন্দা, নিম্ব, বাসক, পুনর্নবা, গুড়ূচী, বৃহতী ও শতমূলী, এই সকল দ্রব্যের সহিত ঘৃতপাক করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বরোগ বিনাশ পায়।৫। বেড়েলার কাথ একশত সের, ঘৃত ষোল সের একত্র পাক করিবে। পাককালে যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, চন্দন, উৎপল, পদ্ম, ছোট এলাচ, পিপ্পলী, কুড়, দারুচিনি, এলাচ, অগুরু, নাগকেশর, অশ্বগন্ধা, জীবনীয়গণ, এই সকল কল্কদ্রব্য এবং দুগ্ধ বত্রিশ সের দিতে হইবে।৬-৭৷ এইরূপে মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া রৌপ্যময় পাত্রে রাখিবে। এই ঘৃত সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ এবং সর্ব্বপ্রকার ধাতুগতরোগ বিনাশ করিয়া থাকে। ইহার নাম রাজবল্লভতৈল; এই তৈলসেবনে বলাসরোগ শান্তি হয়। ৮। শতমূলীর রস চারি সের, দুগ্ধ চারি সের, গুলফা, দেবদারু, জটামাংসী, শৈলেয়ক, বেড়েলা, চন্দন, তগর, কুড়, মনঃশিলা, জ্যোতিষ্মতিলতা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে দুইতোলা পরিমাণ লইয়া ঘৃত চারিসের পাক করিবে।৯-১০। এই ঘৃত সেবন করিলে কুব্জ, বামন, পঙ্গু, বধির, ব্যঙ্গ ও কুষ্ঠরোগ শান্তি হয়। যাহাদিগের গাত্র বায়ুকর্ত্তৃক ভগ্ন হইয়াছে, যাহারা মৈথুনে অশক্ত, যাহাদিগের গাত্র জরাদ্বারা জর্জ্জরিত, তাহাদিগের পক্ষে এই ঘৃত বিশেষ উপকারী। এই ঘৃত আধ্মান, মুখশোষ, চর্ম্মগত, শিরাগত ও স্নায়ুগতরোগ আশু বিনাশ করে। এই ঘৃত রোগকুলের অন্তকস্বরূপ। ইহার নাম নারায়ণতৈল। এই তৈল স্বয়ং বিষ্ণু বলিয়াছেন। উক্ত ঔষধের সহিত ঘৃত ও তৈল পৃথক্ পৃথক্ পাক করিয়া সেবন করিবে। ৯-১৩। শতমূলী, গুড়ূচী, চিতা, ত্রিকটু, নিম্ব, নিসিন্দা, গেন্ধাইল ও কণ্টকারী ইহাদিগের রসে পুনর্নবা, বালা, বাসক, ত্রিফলা, ব্রাহ্মী, এরণ্ড, ভৃঙ্গরাজ, যষ্টিমধু, তালমূলী, দশমূল, খদির ও বটাঙ্কুর এই সকল দ্রব্য ভাবনা দিয়া বটিকা, মোদক অথবা চূর্ণ করিয়া ঘৃত, মধু, জল, খণ্ড, গুড়, লবণ ও কটুকী ইহাদিগের সহিত সেবন-

নাপি ভৃঙ্গরাজেন বর্ত্তিনা ॥ ১৫ ॥ মুষল্যা দশমূলেন খদিরেণ বটাদিভিঃ। বটিকা মোদকো বাপি চূর্ণং স্যাৎ সর্ব্বরোগনুৎ ॥ ১৬ ॥ ঘৃতেন মধুনা বাপি অদ্ভিঃ খণ্ডগুড়াদিভিঃ। লবণৈঃ কটুকৈর্যুক্তং যথালাভঞ্চ রোগনুৎ ॥ ১৭ ॥ চিত্রকার্কত্রিবৃম্বাপি যমানীহয়মারকং। সুধা চ বালা গণিকা সপ্তপর্ণ সুবর্চ্চিকাং ॥১৮॥ জ্যোতিষ্মতীঞ্চ সংভৃত্য তৈলং ধীরো বিপাচয়েৎ। এতন্নিষ্যন্দনং তৈলং ভৃশং দত্যাদ্ভগন্দরে ॥ ১৯ ॥ শোধনং রোপণঞ্চৈব সর্ব্ববর্ণকরং পরং। চিত্রকাদ্যং মহাতৈলং সর্ব্বরোগপ্রভঞ্জনং ॥ ২০ ॥ অজমোদং সসিন্দূরং হরিতালনিশাদ্বয়ং। ক্ষারদ্বয়ং ফেনযুতমার্দ্রকং সরলোদ্ভবং ॥ ২১ ॥ ইন্দ্রবারুণ্যপামার্গকদলৈঃ স্যন্দনৈঃ সমং। এভিঃ সর্ষপজং তৈলমজামূত্রৈশ্চ যোজিতং ॥ ২২ ॥ মৃদ্বগ্নিনা পচেদেতৎ গব্যক্ষীরেণ সংযুতং। অজমোদাদিকং তৈলং গণ্ডমালাং ব্যপোহতি ॥ ২৩ ॥ বিদগ্ধন্তু পচেৎ পক্কং পক্কঞ্চৈব বিশোধয়েৎ। রোপণং মৃদুভাবঞ্চ তৈলেনানেন কারয়েৎ ॥ ২৪ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ঘৃততৈলাদিকথনং নাম চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

করিলে সর্ব্বপ্রকার রোগবিনাশ পায়। ১৪-১৭। চিতা, আকন্দ, তেউড়ী, যমানী, করবী, বিষ, বালা, যুথী, ছাতিম, সাজিমাটী ও জ্যোতিষ্মতীলতা এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈলপাক করিবে। ইহার নাম নিষ্যন্দনতৈল। এই তৈল পুনঃ পুনঃ ভগন্দরে দিলে সেই রোগের ক্ষতশোধন হইয়া রোপণ হয় আর এই তৈল সেবন করিলে শরীরের কান্তিবৃদ্ধি পায়। এই চিত্রকাদ্য তৈল সর্ব্বরোগনিবারণ করিয়া থাকে। ১৮-২০। কৃষ্ণজীরা, সিন্দূর, হরিতাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যবক্ষার, সর্জ্জিকাক্ষার, সমুদ্রফেন, আদা, সরলকাষ্ঠ, রাখালশশা, অপামার্গ, কদলী, এই সকল তুল্যপরিমাণে লইয়া সর্ষপতৈল পাক করিবে। পাককালে ছাগমূত্র ও দুগ্ধ দিতে হইবে। মৃদু অগ্নিতে এই তৈল পাক করা বিধেয়, ইহার নাম অজমোদাদিতৈল, এই তৈল গণ্ডমালাদি রোগবিনাশ করে, বিচক্ষণ চিকিৎসক এই তৈল পাক

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

রুদ্র-উবাচ ॥ ১ ॥ এবং ধন্বন্তরির্বিষ্ণুঃ সুশ্রুতাদীনুবাচ হ। হরিঃ পুনর্হরায়াহ নানাযোগান্ রুগর্দ্দনান্ ॥ ২ ॥ হরিরুবাচ। সর্ব্বজ্বরেষু প্রথমং কার্য্যং শঙ্কর লঙ্ঘনং। ক্বথিতোদকপানঞ্চ তথা নির্ব্বাতসেবনং ॥৩॥ অগ্নিস্বেদাজ্জ্বরাস্ত্বেবং নাশমায়ান্তি হীশ্বর। বাতজ্বরহরঃ ক্বাথো গুড়ূচ্যা মুস্তকস্য চ ॥ ৪ ॥ দুরালভৈঃ কৃতঃ ক্বাথঃ পিত্তজ্বরহরঃ শৃণু। শুণ্ঠীপর্পটমুস্তৈশ্চ বালকোশীরচন্দনৈঃ ॥৫॥ সাজ্যঃ ক্বাথঃ শ্লেষ্মজস্য সশুণ্ঠিঃ সদুরালভঃ। সবালকঃ সর্ব্বজ্বরং সশুণ্ঠিঃ সহপর্পটঃ ॥ ৬ ॥ ক্বাথশ্চ তিক্তকৈরণ্ডগুড়ূচীশুণ্ঠিমুস্তকৈঃ। পিত্তজ্বরহরঃ স্যাচ্চ শৃণ্বন্যং যোগমুত্তমং ॥ ৭ ॥ বালকোশীরপাঠাভিঃ কণ্টকারিকমুস্তকৈঃ। জ্বরনুচ্চ কৃতঃ ক্বাথস্তথা বৈ সুর-

---

করিয়া সেবন করাইলে ব্রণশোধন ও ব্রণরোপণ হইয়া থাকে। ২১-২৪।

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

রুদ্র বলিতেছেন। বিষ্ণু ধন্বন্তরিরূপ ধারণ করিয়া সুশ্রুতাদির নিকট রোগ ও ঔষধ বলিয়া পুনর্ব্বার রোগবিনাশন বিবিধ যোগ হরের নিকটে বলিতেছেন। ১-২। হরি কহিলেন, শঙ্কর! সর্ব্বপ্রকার জ্বরের প্রথমাবস্থায় লঙ্ঘন কর্ত্তব্য। পরে ক্বাথবারিপান করিয়া নির্ব্বাতস্থানে অবস্থিতি করিবে। ৩। পূর্ব্বোক্ত লঙ্ঘন ও ক্বাথপান করিয়া জ্বররোগী স্বীয় শরীরে অগ্নিস্বেদ দিবে, তাহাহইলে সর্ব্বপ্রকার জ্বরবিনাশ পায়। গুড়ূচী ও মুথার ক্বাথ বাতিকজ্বর হরণ করে। ৪। দুরালভার ক্বাথ পান করিলে পিত্তজ্বর নিবৃত্তি পায়, শুণ্ঠী, ক্ষেতপাপড়া, মুথা, বালা, বেণার মূল ও চন্দন এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ করিয়া ঘৃতসংযোগে শুণ্ঠীচূর্ণ ও দুরালভার চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শ্লেষ্মজ্বর বিনষ্ট হয়। বালা, শুণ্ঠী ও ক্ষেতপাপড়া ইহাদিগের ক্বাথ সর্ব্বপ্রকার জ্বর হরণ করে। ৫-৬। চিরতা, এরণ্ড, গুড়ূচী, শুণ্ঠী ও মুথা ইহাদিগের ক্বাথ করিয়া পান করিলে পিত্তজ্বর বিনাশ পায়। অতঃপর অন্যান্য অত্যুত্তম যোগ শ্রবণ কর। ৭। বালা, বেণার মূল, আকনাদি, কণ্টকারী, মুথা, এই সকলের ক্বাথ পান

দারুণা ॥ ৮ ॥ ধন্যাকনিম্বমুস্তানাং সমধুঃ স তু শঙ্কর। পটোলপত্রযুক্তস্তু গুড়ূচীত্রিফলাযুতঃ। পীতোঽখিলজ্বরহরঃ ক্ষুধাকৃদ্বাতনুৎ ত্রিদৎ ॥ ৯ ॥ হরীতকীপিপ্পলীনামামলকীচিত্রকোন্তবং। চূর্ণং জ্বরঞ্চ ক্বথিতং ধন্যাকোশীরপর্পটৈঃ ॥ ১০ ॥ আমলক্যা গুড়ূচ্যা চ মধুযুক্তং সচন্দনং। সমস্তজ্বরনুচ্চ স্যাৎ সন্নিপাতহরং শৃণু ॥ ১১ ॥ হরিদ্রানিম্বত্রিফলামুস্তকৈর্দেবদারুণা। কষায়ং কটুরোহিণ্যা সপটোলং সপত্রকং। ত্রিদোষজ্বরনুচ্চ স্যাৎ পীতস্তু ক্বাথিতং জলং ॥ ১২ ॥ কণ্টকার্য্যা নাগরস্য গুড়ূচ্যা পুষ্করেণ চ। জগ্ধ্বা নাগবলাচূর্ণং শ্বাসকাসাদিনুদ্ভবেৎ ॥ ১৩ ॥ কফবাতজ্বরে দেয়ং জলমুষ্ণং পিপাসিনে। বিল্বপর্পটকোশীরমুস্তচন্দনসাধিতং ॥ ১৪ ॥ দদ্যাৎ সুশীতলং বারি তৃট্ছর্দ্দিজ্বরদাহনুৎ। বিল্বাদিপঞ্চমূলস্য ক্বাথঃ স্যাদ্বাতিকে জ্বরে ॥ ১৫ ॥ পাচনং পিপ্পলীমূলং গুড়ূচীবিশ্বভেষজং। বাতজ্বরে ত্র্যহং ক্বাথো দত্তঃ শান্তিকরঃ পরঃ। পিত্তজ্বরনুৎ সমধুঃ ক্বাথঃ পর্পটনিম্বয়োঃ ॥ ১৬ ॥ বিধানে ক্রিয়মাণেঽপি যস্য সংজ্ঞা ন জায়তে। পাদয়োস্তু ললাটে বা দহেল্লৌহশলাকয়া ॥ ১৭ ॥ তিক্তা পাঠা পটোলশ্চ বিশালা ত্রিফলা ত্রিবৃৎ। সক্ষীরো ভেদনঃ ক্বাথঃ সর্ব্বজ্বরবিশোধনঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে নানাযোগাদিকথনং নাম পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

ষট্‌সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ভগবানুবাচ ॥ ১ ॥ সপ্তরাত্র্যাঃ প্রজায়ন্তে খল্বীটস্য কচাঃ শুভাঃ। দগ্ধহস্তিদন্তলেপাৎ সাজাক্ষীররসাঞ্জনাৎ ॥ ২ ॥ ভৃঙ্গরাজরসেনৈব চতুর্ভাগেন সাধিতং। কেশবৃদ্ধিকরং তৈলং গুঞ্জাচূর্ণান্বিতেন চ ॥ ৩ ॥ এলামাংসীকুষ্ঠমুরাযুক্তমভ্যুক্ষাতং শিরঃ। গুঞ্জাফলং সমা-

---

করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিদূরিত হইয়া যায় এবং দেবদারুর ক্বাথেও জ্বরবিনাশ পাইয়া থাকে। ৮। ধনিয়া, নিম্ব, মুথা, পটোলপত্র গুড়ূচী ও ত্রিফলা এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ করিয়া মধুসহযোগে পান করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বরবিনাশ পায় এবং ক্ষুধাবৃদ্ধি পায় ও বাতরোগ বিনষ্ট হয়। ৯। হরীতকী, পিপ্পলী, আমলকী ও চিতা ইহাদিগের চূর্ণ করিয়া ধনিয়া, বেণার মূল ও ক্ষেতপাপড়ার ক্বাথের সহিত পান করিলে জ্বর বিনাশ পাইয়া থাকে। ১০। আমলকী, গুড়ূচী ও রক্তচন্দন ইহাদিগের ক্বাথ মধুসহযোগে পান করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বরবিনাশ পায়। অতঃপর সান্নিপাতিকজ্বরহর যোগ শ্রবণ কর। ১১। হরিদ্রা নিম্ব, ত্রিফলা, মুথা, দেবদারু, কটুকী, পটোল, পটোলপত্র এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ করিয়া পান করিলে ত্রিদোষজ্বর বিনাশ পাইয়া থাকে। ১২। কণ্টকারী, শুঠী, গুড়ূচী, কুড়, গোরক্ষচাকুলিয়া এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে শ্বাস, কাসপ্রভৃতি রোগবিনাশ পায়। ১৩। বাতশ্লেষ্মজ্বরে রোগীর পিপাসা হইলে শুঠী, ক্ষেতপাপড়া, বেণার মূল, মুথা ও রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্যের সহিত জলসিদ্ধ করিয়া উষ্ণ থাকিতে পান করিতে দিবে। ১৪। সুশীতল জলপান করিলে তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, জ্বর ও দাহ বিনাশ পায়। বাতিকজ্বরে বিল্বাদি পঞ্চমূল অর্থাৎ বিল্ব, শোণা, গাম্ভারী, পারলী ও গণিয়ারী এই সকলের ক্বাথ পান করা বিধেয়। ১৫। পিপ্পলীমূল, গুড়ূচী ও শুঠী এই সকলের ক্বাথপান করিলে উদরের পরিপাক হইয়া বাতিকজ্বর বিনাশ পাইয়া থাকে। ক্ষেতপাপড়া ও নিম্ব ইহাদিগের ক্বাথ মধুসহযোগে পান করিলে পিত্তজ্বর বিনষ্ট হয়। ১৬। জ্বরাদিরোগে রোগী অচৈতন্য হইলে যদি ঔষধাদিপ্রয়োগে সংজ্ঞালাভ না হয়, তাহাহইলে তপ্ত লৌহশলাকাদ্বারা পাদ ও ললাটস্থান দগ্ধ করিয়া দিবে। ১৭। কটুকী, আক্নাদি, পটোল, গোরক্ষকর্কটী, ত্রিফলা, তেউড়ী, ইহাদিগের ক্বাথ দুগ্ধের সহিত পান করিলে উদরভেদ হইয়া সর্ব্বপ্রকার জ্বরের শান্তি হয়। ১৮।

ষট্‌সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন, হস্তিদন্ত দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম এবং রসাঞ্জন ছাগীদুগ্ধের সহিত মস্তকে লেপন করিলে খল্লীটরোগীর কেশ পরিস্কৃত হইয়া থাকে। ১-২। তৈল একভাগ ও ভৃঙ্গরাজের রস চারিভাগ একত্র পাক করিবে, পাককালে গুঞ্জাচূর্ণ দিতে হইবে। এই তৈল সেবন করিলে কেশবৃদ্ধি হয়। ৩। এলাচ, জটামাংসী, কুড়, মুরামাংসী ও গুঞ্জাফল এই সকল দ্রব্য পেষণ

দেয়ং লেপনং চন্দ্রলুপ্তনুৎ ॥ ৪ ॥ আম্রাস্থিচূর্ণলেপাদ্বৈ কেশাঃ সূক্ষ্মা ভবন্তি চ। করঞ্জামলকৈলাঃ লাক্ষা লোপোহরুণাপহঃ ॥ ৫ ॥ আম্রাস্থিমজ্জামলকলেপাৎ কেশা ভবন্তি বৈ। বদ্ধমূলা ঘনা দীর্ঘাঃ স্নিগ্ধাঃ স্যুর্নোৎপতন্তি চ ॥ ৬ ॥ বিড়ঙ্গগন্ধপাষাণসাধিতং তৈলমুত্তমং। স চতুর্গুণগোমূত্রং মনসঃ শিলমেব বা। শিরোভ্যঙ্গাচ্ছিরোজম্বযুকালিখ্যক্ষয়ন্নয়েৎ ॥ ৭ ॥ নবদগ্ধং শঙ্খচূর্ণং ঘৃষ্টসীসকলেপিতং। কচাঃ শ্লক্ষ্ণা মহাকৃষ্ণা ভবন্তি বৃষভধ্বজ ॥ ৮ ॥ ভৃঙ্গরাজং লোহচূর্ণং ত্রিফলা বীজপূরকং। নীলী চ করবীরঞ্চ গুড়মেতৈঃ সমৈঃ শৃতং। পলিতানীহ কৃষ্ণানি কুর্য্যাল্লেপান্মহৌষধং ॥ ৯ ॥ আম্রাস্থিমজ্জা ত্রিফলা নীলী চ ভৃঙ্গরাজকং। জীর্ণং পক্কলোহচূর্ণং কাঞ্জিকং কৃষ্ণকেশকৃৎ ॥ ১০ ॥ চক্রমর্দ্দকবীজানি কুষ্ঠমেরণ্ডমূলকং। সাত্যুষ্ণকাঞ্জিকং পিষ্ট্বা লেপান্মস্তকরোগনুৎ ॥ ১১ ॥ সৈন্ধবঞ্চ বচা হিঙ্গু কুষ্ঠং নাগেশ্বরস্তথা। শতপুষ্পা দেবদারু এভিস্তৈলন্ত সাধিতং ॥ ১২ ॥ গোপুরীষরসেনৈর চতুর্ভাগেন সংযুতং। তৎকর্ণভরণাদুগ্রকর্ণশূলং ক্ষয়ং নয়েৎ ॥ ১৩ ॥ মেষমূত্রসৈন্ধবাভ্যাং কর্ণয়োর্ভরণাচ্ছিব। কর্ণয়োঃ পুতিনাশঃ স্যাৎ কৃমিস্রাবাদিকস্য চ ॥ ১৪ ॥ মালতীপুষ্পদলয়োরসেন ভরণাত্তথা। গোজলেনৈব পূরেণ পুয়স্রাবো বিনশ্যতি ॥ ১৫ ॥ কুষ্ঠমাষমরীচানি তগরং মধু পিপ্পলী। অপামার্গোশ্বগন্ধা চ বৃহতী সিতসর্ষপাঃ ॥ ১৬ ॥ যবাস্তিলাঃ সৈন্ধবঞ্চৈতেষামুদ্বর্ত্তনং শুভং। লিঙ্গবাহুস্তনাশং কর্ণয়োর্ব্বৃদ্ধিকৃদ্ভবেৎ ॥ ১৭ ॥ কটুতৈলং ভল্লাতকং বৃহতীফলদাড়িমং। বল্কলৈঃ সাধিতং লিপ্তং লিঙ্গং তেন বিবর্দ্ধতে ॥ ১৮ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ষট্সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

করিয়া মস্তকে লেপন করিলে চন্দ্রলুপ্তরোগ বিনাশ পায়। ৪। আম্রাস্থিচূর্ণ মস্তকে লেপন করিলে কেশ সূক্ষ্ম হয়। করঞ্জা, আমলকী, এলাচ, লাক্ষা এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া কেশে লেপন করিলে কেশের তাম্রবর্ণতাদোষ বিনাশ পায়। ৫। আমের আঠির মজ্জা ও আমলকী মস্তকে লেপ দিলে কেশ উৎপন্ন হয়। সেই সকল কেশ দীর্ঘ, ঘন, বদ্ধমূল এবং স্নিগ্ধ হইয়া থাকে। ৬। বিড়ঙ্গ, গন্ধপাষাণ ইহাদিগের সহিত তৈল পাক করিবে। পাককালে তৈলের চতুর্গুণ গোমূত্র এবং মনঃশিলা দিতে হইবে। এই তৈল মস্তকে মর্দ্দন করিলে মস্তকস্থিত যুকা লিখ্যাপ্রভৃতি বিনাশ পাইয়া থাকে। ৭। দগ্ধ শঙ্খচূর্ণ এবং সীস ঘর্ষণ করিয়া শিরে লেপ দিলে কেশসকল স্নিগ্ধ ও মহাকৃষ্ণবর্ণ হয়। ৮। ভৃঙ্গরাজ, লৌহচূর্ণ, ত্রিফলা, লেবু, নীল, করবী ও গুড় এই সকল একত্র পাক করিবে। এই মহৌষধ লেপন করিলে কেশের শুক্লতাবিনাশ পাইয়া কেশসকল উজ্জ্বল ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। ৯। আমের আঠির মজ্জা, ত্রিফলা, নীল, ভৃঙ্গরাজ, লৌহচূর্ণ ও কাঁজি এই সকল দ্রব্য কেশের কৃষ্ণতাসাধন করে। ১০। চাকুন্দাবীজ, কুড়, এরণ্ডমূল, এই সকল দ্রব্য অত্যুষ্ণ কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া মস্তকে লেপন করিলে সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগবিনাশ পায়। ১১। সৈন্ধব, বচ, হিঙ্গ, কুড়, নাগকেশর, শুল্ফা, দেবদারু, এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈলপাক করিবে। পাককালে তৈলের চতুর্গুণ গোময়ের রস দিতে হইবে। এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে উগ্র কর্ণশূল বিনাশ পাইয়া থাকে। ১২-১৩। মেষের মূত্র ও সৈন্ধব একত্র করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণের ক্রিমি ও পূয়স্রাবাদিরোগ বিনাশ পায়। ১৪। মালতীপুষ্পের পত্ররস গোমূত্রের সহিত কর্ণে পূরণ করিলে পূয়স্রাবাদি কর্ণরোগ বিনষ্ট হয়। মালতীকুসুম ও মালতীপত্রের রস কর্ণে পূরণ করিলেও উক্তরূপ ফল হইয়া থাকে। ১৫। কুড়, মাষ, মরীচ, তগর, মধু, পিপ্পলী, অপামার্গ, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, শ্বেতসর্ষপ, যব, তিল, সৈন্ধব এই সকল দ্রব্যের উদ্বর্ত্তন করিলে লিঙ্গস্তন ও বাহুস্তন বিনাশ পায় এবং কর্ণের শক্তিবৃদ্ধি হয়। ১৬-১৭। কটুতৈল, ভেলা, বৃহতীফল ও দাড়িম্ব এই সমুদায় দ্রব্য পেষণ করিয়া লেপন করিলে লিঙ্গবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ১৮।

ষট্সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

সপ্তসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ শোভাঞ্জনপত্ররসং মধুযুক্তং হি

হরি কহিলেন। সজিনাপাতার রস মধুর সহিত চক্ষুতে দিলে

চক্ষুষোঃ। ভরণাদ্রোগহরণং ভবেন্নাত্যত্র সংশয়ঃ॥ ২॥ অশীতিতিলপুষ্পাণি জাত্যাশ্চ কুসুমানি চ। উষনিম্বামলাশুণ্ঠীপিপ্পলীতণ্ডুলীয়কং॥ ৩॥ ছায়াশুষ্কাং বটীং কুর্য্যাৎ পিষ্ট্বা তণ্ডুলবারিণা। মধুনা সহ সা চাক্ষোরঞ্জনাত্তিমিরাদিনুৎ॥ ৪॥ বিভীতকাস্থিমজ্জস্ত শঙ্খনাভির্ম্মনঃশিলা। নিম্বপত্রমরীচানি অজামূত্রেণ পেষয়েৎ। পুষ্পং রাত্র্যন্ধতাং হন্তি তিমিরং পটলন্তথা॥ ৫॥ চতুর্ভাগানি শঙ্খস্ত তদর্দ্ধেন মনঃশিলা। সৈন্ধবঞ্চ তদর্দ্ধেন এতৎ পিষ্ট্বোদকেন তু॥ ৬॥ ছায়াশুষ্কান্তু বটিকাং কৃত্বা নয়নমঞ্জয়েৎ। তিমিরং পটলং হন্তি পিচ্চটস্ত মহৌষধং॥ ৭॥ ত্রিকটু ত্রিফলা চৈব করঞ্জস্ত ফলানি চ। সৈন্ধবং রজনী দ্বে চ ভৃঙ্গরাজরসেন হি। পিষ্ট্বা তদঞ্জনাদেব তিমিরাদিবিনাশনং॥ ৮॥ অটরুষকমূলন্তু কাঞ্জিকাপিষ্টমেব তু। তেনাক্ষোর্ভূরিলেপাচ্চ চক্ষুঃশূলং বিনশ্যতি॥ ৯॥ শতদ্রুবদরীমূলং পীতমক্ষিব্যথাং হরেৎ। সৈন্ধবং কটুতৈলঞ্চ অপামার্গস্ত মূলকং॥ ১০॥ ক্ষীরকাঞ্জিকসংঘৃষ্টং তাম্রপাত্রে তু তেন চ। অঞ্জনাৎ পিচ্চটস্তৈব নাশো ভবতি শঙ্কর। ওঁ দক্র সর ক্রীঁ হ্রীঁ ঠঃ ঠঃ দক্র সর হ্রীং হ্রীং, ওঁ উং উং সর ক্রীং ক্রীং ঠঃ ঠঃ আত্মাবশমায়াস্থি মন্ত্রেণানেন চাঞ্জনাৎ॥ ১১॥ বিল্বকনীলীকামূলং পিষ্টমভ্যঞ্জনেন চ। অনেনাক্ষিক্ষমাত্রেণ নশ্যন্তি তিমিরানি হি॥ ১২॥ পিপ্‌পলীতগরঞ্চৈব হরিদ্রামলকং বচা। খদিরপিষ্টবর্ত্তিশ্চ অঞ্জনান্নেত্ররোগনুৎ॥ ১৩॥ নীরপূর্ণমুখো ধৌতি ক্ষিপ্তজলেন যোক্ষিণী। প্রভাতে নেত্ররোগৈশ্চ নিত্যং সর্ব্বৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১৪॥ শুক্লৈরণ্ডস্ত মূলেন পত্রেণাপি প্রসাধিতং। ছাগদুগ্ধসেকযুক্তাচ্চক্ষুষোর্ব্বাতরোগনুৎ॥ ১৫॥ চন্দনং সৈন্ধবং বৃদ্ধপলাশশ্চ হরীতকী। পটলং কুসুমং নীলী চক্রিকাং হরতেঽঞ্জনাৎ। গুঞ্জামূলং ছাগমূত্রে ঘৃষ্টং তিমিরবন্ধনুৎ॥১৬॥ রৌপ্যতাম্রসুবর্ণানাং হস্তঘৃষ্টশলাকয়া। ঘৃষ্টমুদ্বর্ত্তনং রুদ্র কামলাব্যাধিনাশনং॥১৭॥ ঘোষাফলমথা-

---

নিশ্চয় চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়। ১-২। আশীটি তিলপুষ্প এবং আশীটি জাতীপুষ্প, গুগ্‌গুলু, নিম্ব, আমলকী, শুণ্ঠী, পিপ্পলী, নইটেশাক এই সকল দ্রব্য তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া বটিকা করিবে। এই বটিকা ছায়াতে শুষ্ক করিয়া মধুর সহিত চক্ষুতে অঞ্জন করিলে তিমিরাদিরোগ বিনাশ পায়। ৩-৪। ভেলার আঠির শাস, নাভিশঙ্খ, মনঃশিলা, নিম্বপত্র ও মরিচ এই সকলদ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে পুষ্প, রাত্র্যন্ধতা, পটল ও তিমির এই সমুদায় রোগ বিনষ্ট হয়। ৫। শঙ্খভস্ম চারিভাগ, মনঃশিলা দুইভাগ এবং সৈন্ধব একভাগ এই সকল দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া বটিকা করিবে। এই বটিকা ছায়াতে শুষ্ক করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন করিলে চক্ষুরোগ বিনাশ পায়। এই বটিকা তিমির, পটল ও পিচুটির মহৌষধ। ৬-৭। ত্রিকটু, ত্রিফলা, করঞ্জাফল, সৈন্ধব, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা এই সকল দ্রব্য ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত পেষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে তিমিরাদি চক্ষুরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে। ৮। বাসকের মূল কাঁজিতে পেষণ করিয়া চক্ষুতে প্রলেপ দিলে চক্ষুঃশূল বিনষ্ট হয়। ৯। শতমূলী ও বদরীমূল পান করিলে চক্ষুশূল বিনাশ পায়। সৈন্ধব, কটুতৈল, অপামার্গের মূল, এই সকল দ্রব্য তাম্রপাত্রে দুগ্ধ ও কাঁজির সহিত পেষণ করিবে। ইহাদ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন করিলে চক্ষুর পিচুটি বিনষ্ট হয়। "ওঁ দক্র সর" ইত্যাদি মন্ত্রে চক্ষুতে অঞ্জনাদি করিতে হইবে। ১০-১১। বিল্ব ও নীলবৃক্ষের মূল পেষণ করিয়া অঞ্জন করিলে চক্ষুর তিমিরাদিরোগ বিনাশ পায়। ১২। পিপ্পলী, তগর, হরিদ্রা, আমলকী, বচ ও খদির এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া বর্ত্তি করিবে। এই বর্ত্তিদ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন করিলে নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়। ১৩। প্রভাতকালে মুখে জলপূর্ণ করিয়া যে ব্যক্তি জলের ঝাপটায় চক্ষু ধৌত করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগ হইতে মুক্ত হইতে পারে। ১৪। শুক্ল এরণ্ডের মূল ও পত্রের সহিত ছাগদুগ্ধ পাক করিয়া চক্ষুতে দিলে বাতজন্য চক্ষুরোগ বিনাশ পায়। ১৫। চন্দন, সৈন্ধব, বৃদ্ধপলাশ বৃক্ষের মূল, হরীতকী এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া অঞ্জন করিলে পটল, কুলি, নীলী, চক্রিকাপ্রভৃতি চক্ষুরোগ হরণ করে। গুঞ্জামূল ছাগমূত্রে মর্দ্দন করিয়া অঞ্জন করিলেও তিমিরাদি চক্ষুরোগ বিনাশ পায়। ১৬। রৌপ্য, তাম্র অথবা সুবর্ণের শলাকা হস্তে মর্দ্দন করিয়া চক্ষুতে উদ্বর্ত্তন করিলে কামলারোগ বিনাশ

ঘ্রাতং পীতং কামলনাশনং। দূর্ব্বাদাড়িমপুষ্পন্তু অলক্তক-হরীতকী। নাশার্শোবাতরক্তনুৎ নস্যাদ্বৈ স্বরসেন হি ॥ ১৮ ॥ সুপিষ্টং জিঙ্গিণীমূলং তদ্রসেন বৃষধ্বজ। নস্যাদানাদ্বিনশ্যেত নাশার্শো নীললোহিতঃ ॥ ১৯ ॥ গব্যং ঘৃতং সজ্জরসং রুদ্র ধন্যাকসৈন্ধবং। ধুস্তূরকং গৈরিকঞ্চ এতৈঃ সাধিতসিক্থকং। সতৈলং ব্রণনুৎ স্যাচ্চ স্ফুটিতোচ্চটিতাধরে ॥২০॥ জাতীপত্রঞ্চ চর্ব্বিত্বা বিধৃতং মুখরোগনুৎ। ভক্ষণাৎ কেশরবীজস্য দন্তাঃ স্যুশ্চলিতাঃ স্থিরাঃ ॥ ২১ ॥ মুস্তকং কুষ্ঠমেলা চ যষ্টিকং মধুবালকং। ধন্যাকমেতদদনান্মুখদুর্গন্ধনুদ্ধর ॥ ২২ ॥ কষায়ং কটুকং বাপি তিক্তশাকস্য ভক্ষণাৎ। তৈলযুক্তস্য নিত্যং স্যান্মুখদুর্গন্ধতাক্ষয়ঃ। দন্তব্রণানি সর্ব্বাণি ক্ষয়ং গচ্ছন্ত্যনেন তু ॥ ২৩ ॥ কাঞ্জিকস্য সতৈলস্য গণ্ডূষকবলাস্থিতিঃ। তাম্বূলচূর্ণদগ্ধস্য মুখস্য ব্যাধিনুচ্ছিব ॥২৪॥ পরিত্যক্তিঃ শ্লেষ্মণশ্চ শুণ্ঠীচর্ব্বণতো যথা। মাতুলুঙ্গদলান্যেলাযষ্টীমধু চ পিপ্পলী ॥ ২৫ ॥ জাতীপত্রমথৈষাঞ্চ চূর্ণং লীঢ়ং তথা কৃতং। শেফালিকাজটায়াশ্চ চর্ব্বণং গলশুণ্ঠিনুৎ ॥ ২৬ ॥ নাশাশিরারক্তকর্ষাচ্ছ্লেষ্মকৃত জিহ্বিকা। রসঃ শিরীষবীজানাং হরিদ্রায়াশ্চতুর্গুণঃ ॥ ২৭ ॥ তেন পক্কেন ভূতেশ নস্যং মস্তকরোগনুৎ। গলরোগা বিনশ্যন্তি নস্যমাত্রেণ তৎক্ষণাৎ ॥ ২৮ ॥ দন্তকীটবিনাশঃ স্যাৎ গুঞ্জামূলস্য চর্ব্বণাৎ। কাকজঙ্ঘাস্নুহীনীলীকষায়ো মধুযোজিতঃ। দন্তাক্রান্তং দন্তজাংশ্চ কৃমীন্নাশয়তে শিব ॥ ২৯ ॥ ঘৃতং কর্কটপাদেন দুগ্ধমিশ্রেণ সাধিতং। তেন চাভ্যর্দ্দিতা দন্তাঃ কুর্য্যুঃ কটকটা ন হি ॥ ৩০ ॥ লিপ্তা কর্কটপাদেন কেবলেনাথবা শিব। ত্রিসপ্তাহং বারিপিষ্টা জ্যোতিষ্মত্যাঃ ফলানি হি ॥ ৩১ ॥ শুক্লাভয়ামজ্জলেপাদ্দন্তস্যাঙ্ককলঙ্কনুৎ। লোধ্রকুঙ্কুমমঞ্জিষ্ঠালোহকালেয়কানি চ ॥ ৩২ ॥ যবতণ্ডুলমেতৈশ্চ যষ্টিমধুসমন্বিতৈঃ। বারিপিষ্টৈর্ব্বক্ত্রলেপঃ স্ত্রীণাং শোভনবক্ত্রকৃৎ ॥ ৩৩ ॥

পায়। ১৭। ঘোষাফল আঘ্রাণ করিলে অথবা ভক্ষণ করিলে কামলারোগ নষ্ট হয়। দূর্ব্বা, দাড়িম্বপুষ্প, আলতা, হরীতকী ইহাদিগের স্বরসের নস্যগ্রহণ করিলে নাসার্শ ও নাসিকা হইতে রক্তপাত নিবারণ হইয়া থাকে।১৮। জিঙ্গিণীমূল উত্তমরূপ পেষণ করিয়া সেই রসদ্বারা নস্যগ্রহণ করিলে নীললোহিত নাসার্শপ্রভৃতি বিনাশ পায়।১৯। গব্যঘৃত, ধূপ, ধনিয়া, সৈন্ধব, ধুস্তূরবীজ, গৈরিক ও মম ইহাদিগের সহিত তৈল পাক করিয়া ব্রণেতে দিলে ব্রণশোধন হয়। ২০। জাতীপত্র চর্ব্বণ করিয়া মুখে ধারণ করিলে মুখরোগ বিনাশ পায়। কেশরবীজ ভক্ষণ করিলে চলদন্ত স্থির হয়। ২১। মুথা, কুড়, এলাচ, যষ্টিমধু, মধু, বালা ও ধনিয়া এই সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিলে মুখের দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়। ২২। তিক্তশাক ও কটুকী ইহাদিগের ক্বাথ তৈলযুক্ত করিয়া পান করিলে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়। প্রতিদিন এই ঔষধ সেবন করিলে দন্তব্রণ ক্ষয় পায়। ২৩। যাহার মুখ তাম্বূলস্থ চূর্ণে দগ্ধ হইয়াছে, সেই ব্যক্তি কাঁজি ও তৈলের গণ্ডুষ অথবা কবল করিলে সেই মুখগত ব্যাধির শান্তি হয়। ২৪। যেমন শুণ্ঠী চর্ব্বণ করিলে শ্লেষ্মা পরিত্যক্ত হয়, গোঁড়ালেবুর পাতা, যষ্টিমধু, পিপ্পলী ও জাতীপত্র ইহাদিগের চূর্ণ লেহন করিলেও সেইরূপ শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া থাকে। শেফালিকার মূল চর্ব্বণ করিলে গলশুণ্ঠীরোগ বিনাশ পায়। ২৫-২৬। হে শঙ্কর! নাসা ও শিরা হইতে রক্তকর্ষণ করিলে জিহ্বিকারোগ নাশ পায়। শিরীষবীজের রস একভাগ, হরিদ্রার রস চারিভাগ একত্র করিয়া পাক করিবে। ইহাদ্বারা নস্যগ্রহণ করিলে শিরোরোগ বিনাশ পায়। উক্ত ঔষধের নস্যগ্রহণ করিলে তৎক্ষণাৎ গলরোগ বিনষ্ট হয়। ২৭-২৮। গুঞ্জামূল চর্ব্বণ করিলে দন্তকীট বিনাশ পায়। কাকজঙ্ঘা, সিজ ও নীল ইহাদিগের কষায় মধুসহযোগে পান করিলে দন্তাক্রান্ত ও দন্তজাত ক্রিমি বিনাশ পায়। ২৯। ঘৃতের চতুর্থাংশ কর্কটবৃক্ষ এবং দুগ্ধ একত্র পাক করিয়া দন্তে মর্দন করিলে দন্তকটকটী বিনাশ পায়। ৩০। জ্যোতিষ্মতীফল ও কর্কপাদ একত্র জলে পেষণ করিয়া দন্তে লেপন করিলে সপ্তাহমধ্যে দন্তরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে। ৩১। শুক্লহরীতকীর মজ্জা লেপন করিলে দন্তের অঙ্ক ও কলঙ্ক বিনষ্ট হয়। লোধ, কুঙ্কুম, মঞ্জিষ্ঠা, কৃষ্ণচন্দন, লৌহ, যব, তণ্ডুল, যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া মুখে লেপন করিলে স্ত্রীলোকের মুখশোভা বৃদ্ধি পায়।৩২-৩৩। ছাগদুগ্ধ দ্বিগুণ, তৈল একপ্রস্থ এবং

দ্বিভাগং ছাগদুগ্ধেন তৈলপ্রস্থন্তু সাধিতং। রক্তচন্দন-মঞ্জিষ্ঠালাক্ষাণাং কর্ষকেন বা। যষ্টিমধুকুঙ্কুমাভ্যাং সপ্তাহান্মুখকান্তিকৃৎ ॥ ৩৪ ॥ শুণ্ঠীপিপ্পলীচূর্ণন্তু গুড়ূচী কণ্টকারিকা। এভিশ্চ ক্বথিতং বারি পীতং চাগ্নিং করোতি বৈ ॥ ৩৫ ॥ বাতশূলক্ষয়ঞ্চৈব করোতি প্রমথেশ্বর। করঞ্জকর্কটোশীরং বৃহতী কটু রোহিণী ॥ ৩৬ ॥ গোক্ষুরং ক্বথিতং ত্বেভির্ব্বারি পীতং শ্রমাপহং। দাহং পিত্তজ্বরং শোষং মূর্চ্ছাঞ্চৈব ক্ষয়ন্নয়েৎ ॥ ৩৭ ॥ মধ্বাজ্য-পিপ্পলীচূর্ণং ক্বথিতং ক্ষীরসংযুতং। পীতং হৃদ্রোগ-কাসঘ্ন বিষমজ্বরনুদ্ভবেৎ ॥৩৮॥ ক্বাথৌষধীনাং সর্ব্বাসাং কর্ষার্দ্ধং গ্রাহ্যমেব চ। বয়োনুরূপতো জ্ঞেয়ো বিশেষো বৃষভধ্বজ ॥ ৩৯ ॥ দুগ্ধং পীতন্তু সংযুক্তং গোপুরীষ-রসেন চ। বিষমজ্বরনুৎ স্যাচ্চ কাকজঙ্ঘারসস্তথা ॥ ৪০ ॥ সশুণ্ঠীক্বথিতং ক্ষীরং বিষমজ্বরনুদ্ভবেৎ। যষ্টী-মধুকমুস্তঞ্চ সৈন্ধবং বৃহতীফলং ॥ ৪১ ॥ এতৈর্নস্য-প্রদানাচ্চ নিদ্রা স্যাৎ পুরুষস্য চ। মরীচমধুযুক্তানাং নস্যান্নিদ্রা ভবেচ্ছিব ॥৪২॥ মূলন্তু কাকজঙ্ঘায়া নিদ্রা-কৃৎ স্যাচ্ছিরস্থিতং। সিদ্ধং তৈলং কাঞ্জিকেন তথা সজ্জরসেন চ ॥ ৪৩ ॥ শীতোদকসমাযুক্তং লেপাৎ সন্তাপনাশনং। শোণিতজ্বরদাহেভ্যো জাতসন্তাপ-নুত্তথা ॥ ৪৪ ॥ শৈলিশৈবালাগ্নিমন্থঃ শুণ্ঠীপাষাণভেদ-কং। শোভাঞ্জনং গোক্ষুরঞ্চ বরুণচ্ছদমেব চ ॥ ৪৫ ॥ শোভাঞ্জনস্য মূলঞ্চ এতৈঃ ক্বথিতবারি চ। দত্ত্বা হিঙ্গু-যবক্ষারং পিত্তবাতবিনাশনং ॥৪৬॥ পিপ্পলীপিপ্পলী-মূলং তথা ভল্লাতকং শিব। বার্য্যেতৈঃ ক্বথিতং পীতং শূলাপস্মারনুৎ ভবেৎ ॥ ৪৭ ॥ অশ্বগন্ধামূলকাভ্যাং সিদ্ধা বল্মীকমৃত্তিকা। এতয়া মর্দ্দনাদ্রুদ্র উরুস্তম্ভঃ প্রশা-ম্যতি ॥ ৪৮ ॥ বৃহতীকস্য বৈ মূলং সংপিষ্টমুদকেন চ। পীতং সঙ্ঘাতবাতস্য বিপাটনকৃদেব চ ॥ ৪৯ ॥ পীতং তক্রেণ মূলঞ্চ আর্দ্রস্য তগরস্য চ। হরেৎ ঝিঞ্জিনী-বাতং বৈ বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা ॥ ৫০ ॥ অস্থিসংহার-মেকেন ভক্তেন সহ খাদিতং। পীতং মাংসরসেনাপি

রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, লাক্ষা ইহাদিগের প্রত্যেকে এককর্ষ (দুই-তোলা) এবং যষ্টিমধু ও কুঙ্কুম এই সকল একত্র পাক করিয়া মুখে লেপন করিলে সপ্তাহমধ্যে মুখকান্তি বৃদ্ধিপায়।৩৪। শুণ্ঠী, পিপ্পলী-চূর্ণ, গুড়ূচী ও কণ্টকারী এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ পান করিলে উদরাগ্নির বৃদ্ধি হয়।৩৫। হে প্রমথনাথ! উক্ত ক্বাথ বাতশূল ক্ষয় করিয়া থাকে। করঞ্জা, কর্কট, বেণার মূল, বৃহতী, কটুকী, গোক্ষুর এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ পান করিলে পরিশ্রমজন্য ক্লেশের নিবারণ হয়। উক্ত ক্বাথ দাহজ্বর, পিত্তজ্বর, শোষ, মূর্চ্ছাপ্রভৃতি ক্ষয় করিয়া থাকে। ৩৬-৩৭। মধু, ঘৃত, পিপ্পলী-চূর্ণ ও দুগ্ধ সই সকল দ্রব্য একত্র পাক করিয়া সেই ক্বাথ পান করিলে হৃদ্রোগ, কাস ও বিষমজ্বর বিনাশ পায়। ৩৮। সর্ব্ব-প্রকার ক্বাথ ও ঔষধের পরিমাণ অর্দ্ধকর্ষ জানিবে। রোগীর বয়স অনুমান করিয়া ঔষধের মাত্রানির্ণয় করিবে। ৩৯। দুগ্ধ অথবা কাকজঙ্ঘার রস গোময়রসের সহিত পান করিলে বিষম-জ্বর পলায়ন করে। ৪০। শুণ্ঠী ও দুগ্ধ একত্র পাক করিয়া সেই ক্বাথ পান করিলে বিষমজ্বর বিনাশ পায়। যষ্টিমধু, মুথা, সৈন্ধব, বৃহতীফল, এই সকল দ্রব্যের নস্যগ্রহণ করিলে পুরুষের নিদ্রা হইয়া থাকে। মরিচ ও মধু একত্র করিয়া নস্যগ্রহণ করিলেও অধিক নিদ্রাবেশ হয়। ৪১-৪২। কাকজঙ্ঘার মূল মস্তকে স্থাপন করিলে সমধিক নিদ্রাকর্ষণ হয়। কাঁজি ও ধূপের সহিত তৈল পাক করিয়া শীতল জল মিশ্রিত করিয়া অঙ্গে লেপ দিলে শারীরিক সন্তাপ বিনাশ পায়। রক্তজ্বরাদি রোগে যে দাহ হয়, সেই দাহও এই ঔষধসেবনে নিবারিত হইয়া থাকে। ৪৩-৪৪। শিলাজতু, অগ্নিমন্থ, শুণ্ঠী, পাষাণভেদী, সজিনা, গোক্ষুর, বরুণছাল, সজিনামূল এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ করিয়া তাহাতে হিঙ্গু ও যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাত ও পিত্ত বিনাশ পায়। ৪৫-৪৬। পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল ও ভেলা এই সকলের ক্বাথ পান করিলে শূল ও অপস্মাররোগ বিনষ্ট হয়। ৪৭। অশ্বগন্ধা ও মূলক ইহাদিগের সহিত বল্মীক-মৃত্তিকা সিদ্ধ করিয়া প্রলেপ দিলে উরুস্তম্ভ নিবারিত হয়। ৪৮। বৃহতীমূল জলে পেষণ করিয়া পান করিলে সংঘাতবাত বিনাশ পায়। ৪৯। আদা ও তগরের মূল তক্রের সহিত পান করিলে ঝিঞ্জিনীবাত বিনষ্ট হয়। যেমন বজ্র বৃক্ষনিপাত করে, সেই-রূপ এই ঔষধ বাতরোগ বিনাশ করিয়া থাকে। ৫০। পূর্ব্বোক্ত একটি ঔষধ অন্নের সহিত ভক্ষণ করিলে অস্থি-

বাতঘ্নুচ্চাস্থিভঙ্গনুৎ॥ ৫১॥ ঘৃতলিপ্তং শঙ্কুকঞ্চ ছাগ-ক্ষীরেণ সংযুতং। তল্লেপাৎ পাদয়োর্নশ্যাৎ সন্তাপো নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫২॥ মধ্বাজ্যসৈন্ধবৈঃ সিকৃথগুড়-গৈরিকগুগ্গুলৈঃ। সসর্জ্জরসস্ফুটিতঃ ক্লোমশুদ্ধিশ্চ লেপনাৎ॥ ৫৩॥ কটুতৈলেন লিপ্তো বৈ বিধূমাগ্নৌ প্রতাপিতঃ। মৃত্তিকাখাদিতঃ পাদঃ শমঃ স্যাদ্বৃষভ-ধ্বজ॥ ৫৪॥ সর্জ্জরসাঃ সিকৃথকঞ্চ জীরকঞ্চ হরী-তকী। তৎসাধিতঘৃতাভ্যঙ্গো হ্যগ্নিদগ্ধব্যথাপনুৎ॥ ৫৫॥ তিলতৈলং চাগ্নিদগ্ধযবভস্মসমন্বিতং। অগ্নি-দগ্ধব্রণং নশ্যেদ্বহুশঃ কৃতলেপতঃ॥ ৫৬॥ নবনীতং মাহিষঞ্চ দগ্ধপিষ্টতিলানি চ। সভল্লাকং ব্রণং নশ্যে-দ্দদ্রূলং নস্তলেপতঃ॥ ৫৭॥ কর্পূরগব্যসর্পির্ভ্যাং প্রহারঃ পূরিতো হর। শস্ত্রোদ্ভবো বন্ধনশ্চ শুক্লবস্ত্রেণ শঙ্কর। পাকশ্চ বেদনা চৈব ন স্পৃশেদ্বৃষভধ্বজ॥ ৫৮॥ আম্রমূলরসেনৈব শস্ত্রঘাতঃ প্রপূরিতঃ। চোকতে শস্ত্রঘাতঃ স্যাৎ নির্ব্রণো ঘৃতপূরিতঃ॥ ৫৯॥ শরপুঙ্খা-লজ্জালুকাপাঠা চৈষান্তু মূলকং। জলপিষ্টং তস্য লেপাৎ শস্ত্রঘাতঃ প্রশাম্যতি॥ ৬০॥ মূলঞ্চ কাক-জঙ্ঘায়াস্ত্রিরাত্রেণৈব শোষিতঃ। পাকপূতিবেদনাঞ্চ হন্তি বৈ শোহিতে ব্রণে॥ ৬১॥ সজলং তিলতৈলঞ্চ অপামার্গস্য মূলকং। তৎসেকদানাদ্গচ্ছেচ্চ প্রহারো-ত্থবেদনা॥ ৬২॥ অভয়াসৈন্ধবং শুণ্ঠীরেতৎ পিষ্টো-দকেন তু। ভক্ষয়িত্বা হ্যজীর্ণস্য নাশো ভবতি শঙ্কর॥ ৬৩॥ কটিবদ্ধং নিম্বমূলমক্ষিশূলহরং ভবেৎ। শনমূলং সতাম্বূলং দগ্ধমিন্দ্রিয়কল্মষহৃৎ॥ ৬৪। অন্নস্বিন্নহরিদ্রা চ শ্বেতসর্ষপমূলকং। বীজানি মাতুলুঙ্গস্য এষামুদ্বর্ত্তনং সমং। সপ্তরাত্রপ্রয়োগেন শুভদেহকরং ভবেৎ॥ ৬৫॥ শ্বেতাপরাজিতাপত্রং নিম্বপত্ররসেন তু। নস্যদানাৎ ডাকিনীনাং পিতৃণাং ব্রহ্মরক্ষসাং। মোক্ষঃ স্যান্মধু-সারেণ নস্যাচ্চ বৃষভধ্বজ॥ ৬৬॥ মূলং শ্বেতজয়ন্ত্যাশ্চ পুষ্যার্কে তু সমাহৃতং। শ্বেতাপরাজিতার্কস্য চিত্র-

---

সংস্কার হয় এবং মাংসরসের সহিত পান করিলে বাতরোগ বিনাশ ও অস্থিভঙ্গ প্রতীকার হয়। ৫১। ঘৃতলিপ্ত শঙ্কু ছাগদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া পাদে লেপন করিলে পাদদাহ বিনাশ পায়। ৫২। মধু, ঘৃত, সৈন্ধব, মম, গুড়, গেরিমাটি, গুগ্গুলু, ধূপ, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া লেপন করিলে ক্লোমশুদ্ধি হইয়া থাকে। ৫৩। অধিকক্ষণ কর্দ্দমে গমন করিলে যে পদাঙ্গুলিসন্ধিতে কি পাদতলে ক্ষত হয়, কটুতৈল লেপন করিয়া নির্ধূম অগ্নিতে পাদপ্রতপ্ত করিলে সেই ক্ষতশান্তি হয়। ৫৪। ধূপ, মম, জীরা, হরীতকী এই সকল দ্রব্যের সহিত ঘৃতসিদ্ধ করিয়া অভ্যঙ্গ করিলে অগ্নিদগ্ধব্যথা নিবারণ হয়। ৫৫। অগ্নিদগ্ধ যবভস্ম ও তিলতৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া বার-ম্বার লেপন করিলে অগ্নিদগ্ধ ক্ষত বিনষ্ট হয়। ৫৬। দগ্ধপিষ্টতিল ও ভেলা পেষণ করিয়া তাহার সহিত মাহিষ নবনীত মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধির নস্ত ও লেপ দিলে ব্রণ ও দদ্রূল বিনাশ করে। ৫৭। কোন স্থানে অধিক প্রহার অথবা শস্ত্রজন্য আঘাত লাগিলে সেই স্থান গব্যঘৃত ও কর্পূরদ্বারা পূরিত করিয়া শুক্লবস্ত্রদ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিবে। ইহাতে সেই প্রহারস্থান পাকিতে পারে না অথবা বেদনা হয় না। ৫৮। শস্ত্রাঘাতস্থান ঘৃত ও আম্রমূলের রসদ্বারা পূরিত করিলে উহা আচ্ছাদিত হয় এবং ক্ষত হইতে পারে না। ৫৯। শরপুঙ্খা, লজ্জালুলতা ও আকাদি ইহাদিগের মূল জলে পেষণ করিয়া লেপন করিলে শস্ত্রাঘাতজন্য ক্ষত শান্তি হয়। ৬০। ব্রণস্থানে ত্রিরাত্র কাকজঙ্ঘার মূল পূরিত করিয়া রাখিলে পাক, দুর্গন্ধ ও বেদনা নিবারিত হইয়া শীঘ্র ব্রণশোষণ হয়। ৬১। জল, তিলতৈল ও অপামার্গের মূল এই সকল দ্রব্য-দ্বারা সেক দিলে প্রহারজন্য বেদনা শান্তি হইয়া থাকে। ৬২। হরীতকী, সৈন্ধব ও শুণ্ঠী এই সকল দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া ভক্ষণ করিলে অজীর্ণদোষ শান্তি হইয়া থাকে। ৬৩। নিম্বমূল কটিতে বন্ধন করিলে চক্ষুঃশূল বিনাশ পায়। শনমূল ও তাম্বূল দগ্ধ করিয়া সেবন করিলে ইন্দ্রিয়বিকার বিনাশ পায়। ৬৪। অন্নের সহিত হরিদ্রা সিদ্ধ করিয়া তাহার সহিত শ্বেতসর্ষপমূল ও ও লেবুবীজ পেষণ করিবে, এই ঔষধিদ্বারা অঙ্গ সাতদিবস উদ্-বর্ত্তন করিলে দেহের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি পায়। ৬৫। শ্বেত অপরাজিতার পত্র নিম্বপত্ররসের সহিত পেষণ করিয়া মধুসহযোগে তাহার নস্ত গ্রহণ করিলে ডাকিনী, পিতৃগণ, ব্রহ্মরাক্ষস ইহাদিগের উপদ্রব শান্তি হয়। ৬৬। শ্বেতজয়ন্তী, শ্বেত অপরাজিতা, আকন্দ এবং

কস্য চ মূলকং। কৃত্বা তু বটিকাং নারী তিলকেন বশীভবেৎ॥ ৬৭॥ পিপ্পলীলোহচূর্ণন্তু শুণ্ঠিশ্চামলকানি চ। সমানি রুদ্র জানীয়াৎ সৈন্ধবং মধুশর্করা॥ ৬৮॥ উডুম্বরপ্রমাণেন সপ্তাহভক্ষণাৎ সমং। পুমাংশ্চ বলবান্ স স্যাৎ জীবেদ্বর্ষশতদ্বয়ং। ওঁ ঠ ঠ ঠ ইতি সর্ব্ববশ্যপ্রয়োগেষু প্রযুক্তঃ সর্ব্বকামকৃৎ॥ ৬৯॥ সংগৃহ্য বৃক্ষাৎ কাকস্য নিলয়ং প্রদহেচ্চ তৎ। চিতাগ্নৌ ভস্ম তচ্ছত্রোর্দত্তং শিরসি শঙ্কর॥ ৭০॥ তমুচ্চাটয়তে রুদ্র শৃণু তৎ যোগমুত্তমং। নিক্ষিপ্তঞ্চ পুরীষঞ্চৈ বনমূষিকচর্ম্মণি॥ ৭১॥ কটিতন্তুনিবদ্ধঞ্চৈ কুর্য্যান্মলনিরোধনং। কৃষ্ণকাকস্য রক্তেন যস্য নাম প্রলিখ্যতে॥ ৭২॥ চ্যুতদলে মধ্যমধ্যে ততো নিক্ষিপ্যতে হর। স খাদ্যতে কাকবৃন্দৈর্নারী পুরুষ এব চ॥৭৩॥ শর্করামধ্বজাক্ষীরং তিলগোক্ষুরকং সমং। স শক্রং নাশয়েদ্রুদ্র উচ্চাটিতমিদং হর॥ ৭৪॥ উলূককৃষ্ণকাকস্য বিষস্যাথ সমিদ্ধুতং। রুধিরেণ সমাযুক্তং যয়োর্নাম্না তু হূয়তে। তয়োর্ম্মধ্যে মহাবৈরং ভবেন্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ৭৫॥ ভাবিতং ঋক্ষদুগ্ধেন রোহিতস্য মৎস্য চ। মাংসং তৎসাধিতং তৈলং তদভ্যঙ্গাচ্চ রোগনুৎ। চন্দনোদকনস্যাত্তু রোমোত্থানং ভবেৎ পুনঃ॥ ৭৬॥ হস্তে লাঙ্গলিকাকন্দং গৃহীত্বং তেন লেপিতং। শরীরং যেন স পুমান্ বৃদ্ধের্দর্পঃ ব্যপোহতি॥ ৭৭॥ ময়ূররুধিরেণৈব জীবং সংহরতে শিব। স্থলতাস্তু ভুজঙ্গানাং বিলস্থানামপীশ্বর॥ ৭৮॥ দেহশ্চিতাগ্নৌ দগ্ধশ্চ সর্পস্যাজগরস্য হি। তদ্‌ভস্ম সংমুখে ক্ষিপ্তং শত্রূণাং ভঙ্গকৃদ্‌ভবেৎ॥ ৭৯॥ মন্ত্রেণানেন তৎ ক্ষিপ্তং মহাভঙ্গকরং রিপোঃ। ওঁ ঠ ঠ ঠ চাহীহি চাহীহি স্বাহা। ওঁ উদরং পাহিহি পাহিহি স্বাহা॥ ৮০॥ সুদর্শনায়া মূলন্তু পুষ্যার্কে তু সমাহৃতং। নিক্ষিপ্তং গৃহমধ্যে তু ভুজঙ্গা বর্জ্জয়ন্তি তৎ॥ ৮১॥ অর্কমূলেন রবিণা অর্কাগ্নিজ্বলিতা

চিতা ইহাদিগের মূল পুষ্যানক্ষত্রে উত্তোলন করিবে। পরে এই সকল মূল একত্র পেষণ করিয়া বটিকা করিতে হইবে। এই বটিকা ঘর্ষণ করিয়া তিলক করিলে পুরুষ নারীকে বশীভূত করিতে পারে। ৬৭। পিপ্পলী, লৌহচূর্ণ, শুণ্ঠী, আমলকী, সৈন্ধব ও মধু এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া উডুম্বরপ্রমাণ বটিকা করিবে। এই বটিকা ভক্ষণ করিলে পুরুষ সমধিকবলশালী হইয়া দ্বিশতবর্ষ জীবিত থাকে। ওঁ ঠ ঠ ইত্যাদি মন্ত্র সর্ব্বপ্রকার বশীকরণকার্য্যে প্রয়োগ করিবে, ইহাতে সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয়। ৬৮-৬৯। বৃক্ষহইতে কাকের বাসা আনিয়া তাহা চিতাগ্নিতে দগ্ধ করিবে, পরে সেই ভস্ম শত্রুর মস্তকে স্থাপন করিবে। এইরূপ করিলে শত্রুর উচ্চাটন হইয়া থাকে। হে রুদ্র! এই যোগোত্তম শ্রবণ কর। শত্রুর বিষ্ঠা বনমূষিকের চর্ম্মে নিক্ষেপ করিয়া সূত্রদ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক কটিতে ধারণ করিলে সেই শত্রুর মলরোধ হয়। আম্রপত্রে কৃষ্ণকাকের রক্তদ্বারা নারী কিম্বা পুরুষের নাম লিখিয়া নিক্ষেপ করিলে তাহাকে কাকগণ ভক্ষণ করিয়া থাকে। ৭০-৭৩। শর্করা, মধু, ছাগদুগ্ধ, তিল ও গোক্ষুর এই সকল দ্রব্য তুল্যপরিমাণে লইয়া প্রয়োগ করিলে শত্রুগণ উচ্চাটিত হইয়া বিনাশ পায়। ৭৪। একাসত বিষসমিধ কৃষ্ণকাকের রক্তমিশ্রিত করিয়া হোম করিবে। যাহাদিগের নাম উল্লেখ করিয়া আহুতি দেওয়া যায়, সেই দুই ব্যক্তির মধ্যে মহাবিদ্বেষ জন্মে। ৭৫। [illegible] মাংসের সহিত তৈলপাক করিবে। এই তৈল অঙ্গে মর্দন করিলে সর্ব্বরোগবিনাশ পায়। কোন স্থানের রোম পতিত হইলে চন্দনোদকের নস্যগ্রহণ করিবে। ইহাতে পতিতরোম পুনর্ব্বার উদ্‌গত হয়। ৭৬। লাঙ্গলিয়ামূল হস্তে ধারণ করিয়া সেই মূলদ্বারা অঙ্গলেপন করিলে সেই ব্যক্তি বৃদ্ধিরোগের উদ্যম বিনাশ করিতে পারে। ৭৭। ময়ূররুধিরদ্বারা জীবসংহার হইয়া থাকে। বিলস্থিত প্রকুপিত সর্প অথবা অজগরসর্পের দেহ চিতাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম সম্মুখে নিক্ষেপ করিলে শত্রুভঙ্গ হয়। ৭৮-৭৯। পূর্ব্বে যে সকল প্রক্রিয়া কথিত হইল, ওঁ ঠ ঠ ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রদ্বয়ে সেই সকল কার্য্য করিতে হয়। ৮০। সুদর্শনামূল পুষ্যানক্ষত্রে সমাহরণ করিয়া গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করিলে ভুজঙ্গগণ সেই গৃহপরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। ৮১। রবিবার আকন্দমূল উত্তোলন করিয়া তাহার সহিত সার্ষপতৈল পাক করিবে, আকন্দতুলানির্ম্মিত বর্ত্তি সেই তৈলে সিক্ত করিয়া রুদ্রাগ্নিকুণ্ডের অগ্নিতে প্রজ্বালিত করিবে। এই

শিব। যুক্তা সিদ্ধার্থতৈলেন বাস্তম্মাগাহম্মাশনা ॥৮২॥ মার্জ্জারপললং বিষ্ঠা হরিতালঞ্চ ভাবিতং। ছাগমূত্রেণ তল্লিপ্তো মূষিকো মূষিকান্ হরেৎ ॥ ৮৩॥ মূক্তো হি মন্দিরে রুদ্র নাত্র কার্য্যা বিচারণা। ত্রিফলার্জ্জুনপুষ্পাণি ভল্লাতকশিরীষকং ॥ ৮৪ ॥ লাক্ষা সর্জ্জরসশ্চৈব বিড়ঙ্গশ্চৈব গুগ্গুলুঃ। এতৈর্ধূপো মক্ষিকানাং মশকানাং বিনাশনঃ ॥ ৮৫ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে সপ্তসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

অষ্টসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ ব্রহ্মদণ্ডীবচাকুষ্ঠং প্রিয়ঙ্গুনাগকেশরং। দদ্যাত্তাম্বূলসংযুক্তং স্ত্রীণাং মন্ত্রেণ তদ্বশং। ওঁ নারায়ণী স্বাহা ॥ ২ ॥ তাম্বূলং যস্য দীয়তে স বশী স্যাৎ সমন্ত্রতঃ। ওঁ হরি হরি স্বাহা ॥ ৩॥ গোদন্তং হরিতালঞ্চ সংযুক্তং কাকজিহ্বয়া। চূর্ণং কৃত্বা যস্য শিরে দীয়তে স বশ্য ভবেৎ। শ্বেতসর্ষপানম্মাল্যং যদ্গৃহে তদ্বিনাশকৃৎ ॥ ৪ ॥ বৈভীতকং শাকোটকঞ্চ মূলং পত্রঞ্চ সংযুতং। স্থাপ্যতে যদ্গৃহদ্বারে তত্র বৈ কলহো ভবেৎ ॥ ৫ ॥ খঞ্জরীটস্য মাংসন্তু মধুনা সহ পেষয়েৎ। ঋতুকালে যোনিলেপাৎ পুরুষো দাসতামিয়াৎ ॥ ৬ ॥ অগুরুং গুগ্গুলুঞ্চৈব নীলোৎপলসমন্বিতং। গুড়েন ধূপয়িত্বা তু রাজদ্বারে প্রিয়ো ভবেৎ। ৭ ॥ শ্বেতাপরাজিতামূলং পিষ্টং রোচনয়া যুতং। যং পশ্যেত্তিলকেনৈব বশী কুর্য্যান্নৃপালয়ে ॥ ৮ ॥ কাকজঙ্ঘা বচা কুষ্ঠং নিম্বপত্রং সকুঙ্কুমং। আত্মরক্তসমাযুক্তং বশী ভবতি মানবঃ ॥ ৯ ॥ আরণ্যস্য বিড়ালস্য গৃহীত্বা রুধিরং শুভং। করঞ্জতৈলে তদ্ভাব্যং রুদ্রাগ্নৌ কজ্জলং ততঃ। পাতয়েৎ পদ্মপত্রেণ অদৃশ্যঃ স্যাত্তদঞ্জনাৎ ॥ ১০ ॥ ওঁ নমঃ খড়্গাবজ্রপাণয়ে মহাযক্ষসেনাপতয়ে স্বাহা। ওঁ রুদ্রং হ্রাং হ্রীং বরশক্ত্যা ত্বরিতাবিদ্যা। ওঁ মাতরো স্তম্ভয় স্বাহা। মহাসুগন্ধিকামূলং

প্রদীপ পথিগত সর্পভয়বিনাশ করে। ৮২। মার্জ্জারের মাংস ও বিষ্ঠা হরিতালে ভাবনা দিয়া তাহা ছাগমূত্রদ্বারা পেষণ করত একটি ইন্দুরের গাত্রে লেপন করিয়া গৃহমধ্যে ছাড়িয়া দিবে, তাহাহইলে সেই ইন্দুর অন্যান্য ইন্দুরদিগকে নিশ্চয় বিনাশ করিয়া থাকে। ত্রিফলা, অর্জ্জুনপুষ্প, ভেলা, শিরীষবৃক্ষ, লাক্ষা, ধূপ, বিড়ঙ্গ, গুগ্গুলু এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ধূপ দিলে মক্ষিকা ও মশক বিনাশ পাইয়া থাকে। ৮৩-৮৫।

অষ্টসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

হরি কহিতেছেন। ব্রহ্মদণ্ডী, বচ, কুড়, প্রিয়ঙ্গু, নাগকেশর এই সকল দ্রব্য তাম্বূলের সহিত স্ত্রীকে অর্পণ করিলে সেই স্ত্রী বশীভূতা হয়। "ওঁ নারায়ণী স্বাহা" এই মন্ত্রে উক্ত কার্য্য করিতে হইবে। ১-২। "ওঁ হরি হরি স্বাহা" এই মন্ত্রে যাহাকে তাম্বূল প্রদান করা যায়, সে বশীভূত হয়। ৩ গোদন্ত, হরিতাল, কাকজিহ্বা, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া যাহার মস্তকে নিক্ষেপ করা যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইয়া থাকে। শ্বেতসর্ষপ ও বিল্বপত্র একত্র করিয়া যাহার গৃহে নিক্ষেপ করা যায়, তাহার বিনাশ হইয়া থাকে। ৪। বিভীতবৃক্ষ ও সেওড়াবৃক্ষের মূল ও পত্র যে গৃহদ্বারে স্থাপন করা যায়, সেই গৃহে সর্ব্বদা কলহ হইয়া থাকে। ৫। খঞ্জনপক্ষীর মাংস মধুর সহিত পেষণ করিয়া ঋতুকালে যোনিলেপন করিলে পুরুষ দাসবৎ হইয়া থাকে। ৬। অগুরু, গুগ্গুল, নীলোৎপল ও গুড় এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ধূপগ্রহণ করিলে সেই ব্যক্তি রাজদ্বারে প্রিয় হইতে পারে। ৭। শ্বেত অপরাজিতার মূল গোরোচনার সহিত পেষণ করিয়া কপালে তিলক দিয়া রাজবাটীতে যাহাকে দর্শন করিবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে। ৮। কাকজঙ্ঘা, বচ, কুড়, নিম্বপত্র, কুঙ্কুম ও আত্মরক্ত এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া তিলক করিলে বশীকরণ হইয়া থাকে। ৯। আরণ্য বিড়ালের রুধির গ্রহণ করিয়া তাহা করঞ্জতৈলে ভাবনা দিবে। পরে ঐ তৈল পদ্মপত্রে লেপন করিয়া অগ্নিশিখায় কজ্জলপাত করিবে। এই কজ্জলদ্বারা অঞ্জন করিলে সেই ব্যক্তি সর্ব্বজনসমক্ষে অদৃশ্য হইতে পারে। ১০। "ওঁ নমঃ খড়্গাবজ্রপাণয়ে" ইত্যাদি মন্ত্রে মহাসুগন্ধিকামূল অভিমন্ত্রিত

শুক্রং স্তম্ভেৎ কটৌ স্থিতং ॥ ১১ ॥ ওঁ নমঃ সর্ব্বসত্ত্বেভ্যো নমঃ সিদ্ধিং কুরু কুরু স্বাহা। সপ্তাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা করবীরস্য পুষ্পকং। স্ত্রীণামগ্রে ভ্রাময়েচ্চ ক্ষণাদ্বৈ সা বশা ভবেৎ ॥ ১২ ॥ ব্রহ্মদণ্ডীবচাপত্রং মধুনা সহ পেষয়েৎ। অঙ্গলেপাচ্চ বনিতা নান্যং ভর্ত্তারমিচ্ছতি ॥ ১৩ ॥ ব্রহ্মদণ্ডীশিখা বক্ত্রে ক্ষিপ্তা শুক্রস্য স্তম্ভনং। মূলং জয়ন্ত্যা বক্ত্রস্থং ব্যবহারে জয়প্রদং ॥ ১৪ ॥ ভৃঙ্গরাজস্য মূলন্তু পিষ্টং শুক্রেণ সংযুতং। অঞ্জিণী চাঞ্জয়িত্বা তু বশী কুর্য্যান্নরং কিল ॥ ১৫ ॥ অপরাজিতাশিখান্তু নীলোৎপলসমন্বিতাং। তাম্বূলেন প্রদানাচ্চ বশীকরণমুত্তমং ॥ ১৬ ॥ অঙ্গুষ্ঠে চ পদে গুল্ফে জানৌ চ জঘনে তথা। নাভৌ বক্ষসি কুক্ষৌ চ কক্ষে কণ্ঠে কপোলকে ॥ ১৭ ॥ ওষ্ঠে নেত্রে ললাটে চ মূর্দ্ধ্নি চন্দ্রকলাঃ স্থিতাঃ। স্ত্রীণাং পক্ষে সিতে কৃষ্ণে ঊর্দ্ধাধঃ সংস্থিতা নৃণাং ॥ ১৮ ॥ বামাঙ্গে দক্ষিণাঙ্গে চ ক্রমাৎক্রন্দ্র দ্রবাদিকৃৎ। চতুঃষষ্টিকলাঃ প্রোক্তাঃ কামশাস্ত্রে বশীকরাঃ। আলিঙ্গনাদ্যা নারীণাং কুমারীণাং বশীকরাঃ ॥ ১৯ ॥ রোচনাগন্ধপুষ্পাণি নিম্বপুষ্পং প্রিয়ঙ্গবঃ। কুঙ্কুমং চন্দনঞ্চৈব তিলকেন জগদ্বশেৎ। ওঁ হ্রীঁ গৌরিদেবি সৌভাগ্যং পুত্রবশ্যাদি দেহি মে। ওঁ হ্রীঁ লক্ষ্মিদেবি সৌভাগ্যং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যমোহনং ॥ ২০ ॥ সুগন্ধঞ্চ হরিদ্রা চ কুঙ্কুমানি চ লেপতঃ। বশয়েৎক্রন্দ্র ধূপশ্চ পুষ্পধূপং সুগন্ধিকং ॥ ২১ ॥ ছুরালভা বচা কুষ্ঠং কুঙ্কুমঞ্চ শতাবরী। তিলতৈলেন সংযুক্তং যোনিলেপাদ্বশো নরঃ ॥ ২২ ॥ নিম্বকাষ্ঠস্য ধূমেন ধূপয়িত্বা ভগং স্ত্রিয়ঃ। সুভগা স্যাৎ সাতি রুদ্র পতির্দ্দাসো ভবিষ্যতি ॥ ২৩ ॥ মাহিষং নবনীতঞ্চ কুষ্ঠঞ্চ মধুযষ্টিকা। সৌভাগ্যং ভগলেপাৎ স্যাৎ পতির্দ্দাসো ভবেত্তথা ॥ ২৪ ॥ মধুযষ্টিঞ্চ গোক্ষীরং তথা চ কণ্টকারিকা। এতানি সমভাগানি পিবেদুষ্ণেন বারিণা। চতুর্ভাগাবশেষেণ গর্ভসম্ভবমুত্তমং ॥ ২৫ ॥ মাতুলুঙ্গস্য বীজানি ক্ষীরেণ সহ ভাবয়েৎ। তৎ পীত্বা

করিয়া কটিতে ধারণ করিলে শুক্রস্তম্ভন হইয়া থাকে। ১১। “ওঁ নমঃ সর্ব্বসত্ত্বেভ্যঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে করবীপুষ্প সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া স্ত্রীর সমক্ষে পরিভ্রামিত করিলে তৎক্ষণাৎ সেই স্ত্রী বশীভূতা হয়। ১২। ব্রহ্মদণ্ডী, বচ ও নিম্বপত্র এই সকল দ্রব্য মধুর সহিত পেষণ করিয়া যে ব্যক্তি অঙ্গে লেপন করে, তাহার স্ত্রী অন্য ভর্ত্তা অভিলাষ করে না। ১৩। ব্রহ্মদণ্ডীবৃক্ষের মূল মুখে ধারণ করিলে শুক্রস্তম্ভন হয় এবং জয়ন্তীমূল মুখে ধারণ করিলে ব্যবহারে জয়লাভ হইয়া থাকে। ১৪। ভৃঙ্গরাজের মূল স্বীয় শুক্রের সহিত পেষণ করিয়া চক্ষুর্দ্বয় অঞ্জিত করিলে সকল মনুষ্য বশীভূত করিতে পারে। ১৫।.. অপরাজিতার মূল ও নীলোৎপল এই উভয় দ্রব্য তাম্বূলের সহিত প্রদান করিলে উত্তম বশীকরণ হইয়া থাকে। ১৬। অঙ্গুষ্ঠ, পদ, গুল্ফ, জানু, জঙ্ঘা, বক্ষঃ, কুক্ষি, কক্ষ, কণ্ঠ, কপোল, ওষ্ঠ, নেত্র, ললাট ও মস্তক এই সকল স্থানে চন্দ্রকলা অবস্থিতি করে। শুক্লপক্ষে স্ত্রীর ঊর্দ্ধভাগে এবং কৃষ্ণপক্ষে অধোভাগে, শুক্লপক্ষে পুরুষের অধোভাগে এবং কৃষ্ণপক্ষে ঊর্দ্ধভাগে কলা থাকে। ১৭-১৮। স্ত্রীর বামাঙ্গে এবং পুরুষের দক্ষিণাঙ্গে কাম বাস করে, সুতরাং সেই সেই অঙ্গে আলিঙ্গনাদি করিলে দ্রবীভূত হয়। কামশাস্ত্রে বশীকারক চতুঃষষ্টি কলা আছে। কুমারীগণের পক্ষে আলিঙ্গনাদি বশীকারক। ১৯। রোচনা, গন্ধপুষ্প, নিম্বপুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, কুঙ্কুম, ও চন্দন এই সকল দ্রব্যের তিলক করিলে জগৎ বশীভূত হয়। “ওঁ হ্রীং গৌরি” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ে এই কার্য্য করিবে। ২০। সুগন্ধ, হরিদ্রা, কুঙ্কুম ও পুষ্পধূপ এই সকল দ্রব্য অঙ্গে লেপন করিলে ত্রিজগৎ বশীভূত হইয়া থাকে। ২১। দুরালভা, বচ, কুড়, কুঙ্কুম, শতমূলী, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া তিলতৈলের সহিত মিশ্রিত করিবে। এই তৈল স্বীয় অঙ্গে লেপন করিলে নারী পুরুষকে বশীভূত করিতে পারে। ২২। নিম্বকাষ্ঠের ধূমদ্বারা স্বীয় অঙ্গ ধূপিত করিলে নারী সুভগা হইতে পারে এবং তাহার পতি দাসবৎ হইয়া থাকে। ২৩। মাহিষ নবনীত, কুড়, যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্যদ্বারা অঙ্গলেপন করিলে তাহার পতি দাসবৎ হইয়া থাকে। ২৪। যষ্টিমধু ও কণ্টকারী এই দুই দ্রব্য গব্যদুগ্ধে পাক করিবে। দুগ্ধের চারিভাগ অবশিষ্ট থাকিতে উষ্ণজলের সহিত পান করিবে। ইহাতে স্ত্রীর গর্ভধারণ হয়। ২৫। গোঁড়ালেবুর বীজ দুগ্ধে ভাবনা দিয়া পান করিবে, ইহাতে নারী

লভতে গর্ভং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৬ ॥ মাতুলুঙ্গস্য বীজানি মূলান্যেরণ্ডকস্য চ। ঘৃতেন সহ সংযোজ্য পায়য়েৎ পুত্রকাঙ্ক্ষিণী ॥ ২৭ ॥ অশ্বগন্ধাঘৃতং দুগ্ধং ক্বাথিতং পুত্রকারকং। পলাশস্য তু বীজানি ক্ষৌদ্রেণ সহ পেষয়েৎ। রজস্বলা তু পীত্বা স্যাৎ পুষ্পগর্ভবিবর্জ্জিতা ॥ ২৮ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে অষ্টসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

ঊনাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ হরিতালং যবক্ষারং পত্রাঙ্গং রক্তচন্দনং। জাতিহিঙ্গুলকং লাক্ষা পক্ত্বা দন্তান্ প্রলেপয়েৎ ॥ ২ ॥ হরীতকীকষায়েন মৃষ্ট্বা দন্তান্ প্রলেপয়েৎ। দন্তাঃ স্যুর্লোহিতাঃ পুংসঃ শ্বেতা রুদ্র ন সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥ মূলকং স্বিন্ন মন্দাগ্নৌ রসং তস্য প্রপূরয়েৎ। কর্ণয়োঃ পূরণাত্তেন কর্ণস্রাবো বিনশ্যতি ॥ ৪ ॥ অর্কপত্রং গৃহীত্বা তু মন্দাগ্নৌ তাপয়েচ্ছনৈঃ। নিষ্পীড্য পূরয়েৎ কর্ণৌ কর্ণশূলং বিনশ্যতি ॥ ৫ ॥ প্রিয়ঙ্গুমধুকাযষ্টিধাতক্যুৎপলপংক্তিভিঃ। মঞ্জিষ্ঠা-লোধ্রলাক্ষাভিঃ কপিথস্বরসেন চ। পচেত্তৈলং তথা স্ত্রীণাং নশ্যাৎ ক্লেদঃ প্রপূরণাৎ ॥ ৬ ॥ শুক্তমূলকশুণ্ঠীনাং ক্ষারো হিঙ্গু মহৌষধং। শতপুষ্পা বচা কুষ্ঠং দারুশিগ্রু রসায়নং ॥ ৭ ॥ সৌবর্চ্চলং যবক্ষারং তথা সর্জ্জকসৈন্ধবং। তথা গ্রন্থি বিড়ং মুস্তং মধুযুক্তং চতুর্গুণং ॥ ৮ ॥ মাতুলুঙ্গরসস্তদ্বৎ কদল্যাশ্চ রসো হিতৈঃ। পক্বতৈলং হরেদাশু স্রাবাদীংশ্চ ন সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥ কর্ণয়োঃ কৃমিনাশঃ স্যাৎ কটুতৈলস্য পূরণাৎ। হরিদ্রানিম্বপত্রাণি পিপ্পল্যো মরীচানি চ ॥ ১০ ॥ বিড়ঙ্গভদ্রং মুস্তঞ্চ সপ্তমং বিশ্বভেষজং। গোমূত্রেণ চ পিষ্ট্বৈব কৃত্বা চ বটিকাং হর। অজীর্ণমদ্ভবেচ্চৈকং দ্বয়ং বিসূচিকাপহং ॥ ১১ ॥ পটোলং মধুনা হন্তি গোমূত্রেণ তথার্ব্বুদং। এষা চ শর্করীবর্ত্তিঃ সর্ব্বনেত্রাময়াপহা ॥ ১২

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ঊনাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

নিঃসংশয় গর্ভগ্রহণ করে। ২৬। গোঁড়ালেবুর বীজ ও এরণ্ডের মূল ঘৃতের সহিত যুক্ত করিয়া পান করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে নারী পুত্রপ্রসব করে। ২৭। অশ্বগন্ধা ও ঘৃত দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া সেই ক্বাথ পান করিলে পুত্র জন্মে। পলাসের বীজ মধুর সহিত পেষণ করিয়া রজস্বলা নারী পান করিলে সেই নারী পুষ্পগর্ভবিবর্জ্জিতা হয়। ২৮।

ঊনাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

হরি কহিতেছেন। হরিতাল, যবক্ষার, তেজপত্র, রক্তচন্দন, জাতীফল, হিঙ্গুল, লাক্ষা এই সকল দ্রব্য একত্র পাক করিয়া দন্তলেপন করিবে। ১-২। হরীতকীর কষায়দ্বারা দন্তমার্জ্জন করিয়া পূর্ব্বোক্ত ঔষধ লেপন করিলে রক্তবর্ণ দন্ত শ্বেতবর্ণ হয়। ৩। মন্দ মন্দ অগ্নিতে মূলক সিদ্ধ করিয়া তাহার রস গ্রহণ করিবে, এই রসদ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণস্রাব নিবারিত হয়। ৪। আকন্দের পাতা মন্দাগ্নিতে প্রতপ্ত করিয়া নিষ্পীড়নপূর্ব্বক রস গ্রহণ করিবে, এই রসদ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণশূল বিনাশ পায়। ৫। প্রিয়ঙ্গু, যষ্টিমধু, ধাতকী, উৎপল, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, লাক্ষা ও কদ্‌বেলের স্বরস, এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈলপাক করিয়া সেই তৈল পূরণ করিলে স্ত্রীদিগের স্রাবদোষ নিবারিত হইয়া যায়। ৬। শুক্তমূলক ও শুণ্ঠীর ক্ষার, হিঙ্গু, শুণ্ঠী, শুলফা, বচ, কুড়, দারুহরিদ্রা, শজিনা, সৌবর্চ্চল, যবক্ষার, ধূপ, সৈন্ধব, পিপ্পলী, বিড়ঙ্গ, মুথা এই সকল দ্রব্যের সহিত চতুর্গুণ মধু, লেবুর রস ও কদলীর রস একত্র করিয়া তৈলপাক করিবে। এই তৈল সেবন করিলে স্ত্রীদিগের স্রাবাদিদোষ বিনাশ পায়। ৭-৯। কর্ণে কটুতৈল পূরণ করিলে কর্ণের ক্রিমি বিনষ্ট হয়। হরিদ্রা, নিম্বপত্র, পিপ্পলী, মরিচ, বিড়ঙ্গ, মুথা ও শুণ্ঠী এই সকল দ্রব্য একত্র গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া বটিকা করিবে। এইবটীর একটি সেবন করিলে অজীর্ণরোগ বিনাশ পায় এবং দুইটি ভক্ষণ করিলে বিসূচিকা নষ্ট হয়। ১০-১১। উক্ত বটী মধুর সহিত ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে দিলে পটল (ছানি) এবং গোমূত্রের

অশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ বচা মাংসী চ বিল্বঞ্চ তগরং পদ্মকেশরং। নাগপুষ্পং প্রিয়ঙ্গুঞ্চ সমভাগানি চূর্ণয়েৎ। অনেন ধূপিতো মর্ত্ত্যঃ কামবদ্বিচরেন্মহীং ॥২॥ কর্পূরং দেবদারুঞ্চ মধুনা সহ যোজয়েৎ। লিঙ্গলেপাচ্চ তেনৈব বশীকুর্য্যাৎ স্ত্রিয়ং কিল ॥ ৩ ॥ মৈথুনং পুরুষো গচ্ছেৎ গৃহ্নীয়াৎ স্বকমিন্দ্রিয়ং। বামহস্তেন বামঞ্চ হস্তং যস্যা স্ত্রিয়া লিহৎ। আলিপ্তা স্ত্রী বশং যাতি নান্যং পুরুষমিচ্ছতি ॥ ৪ ॥ ওঁ রক্তচামুণ্ডে অমুকং মে বশমানয় আনয়। ওঁ হ্রীং হ্রৌঁ হ্রঃ ফট্। ইমং জপ্তাযুতং মন্ত্রং তিলকেন চ শঙ্কর। গোরোচনাসংযুক্তেন স্বরক্তেন বশী ভবেৎ ॥৫॥ সৈন্ধবং কৃষ্ণলবণং সৌবীরং মৎস্যপিত্তকং। মধুসর্পিঃসিতাযুক্তং স্ত্রীণাং তদ্ভগলেপনং ॥ ৬ ॥ যঃ পুমান্ মৈথুনং গচ্ছেন্নান্যাং নারীং গমিষ্যতি। শঙ্খপুষ্পী বচা মাংসী সোমরাজী চ ফল্গুকং ॥ ৭ ॥ মাহিষং নবনীতঞ্চ গুলীকরণমুত্তমং। নলানি চ পক্বানি ক্ষীরেণাজ্যেন পেষয়েৎ ॥ ৭ ॥ গুটিকাং শোধিতাং কৃত্বা নারীযোন্যাং প্রবেশয়েৎ। দশবারং প্রসূতাপি পুনঃ কন্যা ভবিষ্যতি ॥ ৯ ॥ সর্ষপাশ্চ বচা চৈব মদনস্য ফলানি চ। মর্জ্জারবিষ্ঠাধুস্তূরং স্ত্রীকেশেন সমন্বিতঃ ॥ ১০ ॥ চাতুর্থকহরো ধূপো ডাকিনীজ্বরনাশকঃ। অর্জ্জুনস্য চ পুষ্পাণি ভল্লাতকবিড়ঙ্গকে ॥ ১১ ॥ বালা চৈব সর্জ্জরসং সৌবীরসর্ষপাস্তথা। সর্পযূকামক্ষিকানাং ধূমো মশকনাশনঃ ॥ ১২ ॥ ভূতলায়াশ্চ চূর্ণেন স্তম্ভঃ স্যাৎ যোনিপূরণাৎ। তেন লেপনতো যোনৌ ভগস্তস্তু জায়তে ॥ ১৩ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে অশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

একাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ তাম্বূলঞ্চ ঘৃতং ক্ষৌদ্রং লবণং তাম্রভাজনে। তথা পয়ঃসমাযুক্তং চক্ষুঃশূলহরং পরং ॥২॥ হরীতকী বচা কুষ্ঠং ব্যোষং হিঙ্গু মনঃশিলা। কাসে শ্বাসে চ হিক্কায়াং লিহ্যাৎ ক্ষৌদ্রং ঘৃতপ্লুতং ॥ ৩ ॥ পিপ্পলীত্রিফলাচূর্ণং মধুনা লেহয়েন্নরঃ। নশ্যন্তে পীনসঃ কাসঃ শ্বাসশ্চ বলবত্তরঃ ॥ ৪ ॥ সমূলচিত্রকং

সহিত সেবন করিলে অর্ব্বুদরোগ বিনাশ পায়। ইহার নাম শঙ্করীবর্ত্তি, এই বর্ত্তি সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগ বিনষ্ট করে। ১২।

অশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

হরি বলিতেছেন, বচ, জটামাংসী, বিল্ব, তগর, পদ্মকেশর, নাগপুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণের ধূপ গ্রহণ করিলে মনুষ্য যথেচ্ছ পৃথিবীতে বিচরণ করিতে পারে। ১-২। কর্পূর ও দেবদারু এই দুই দ্রব্য মধুর সহিত পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে সেই পুরুষ সকল স্ত্রীকে বশীভূত করিতে পারে। ৩। পুরুষ স্ত্রীসহযোগকালে ইন্দ্রিয় গ্রহণ করিয়া বামহস্তে স্ত্রীর বামহস্ত গ্রহণপূর্ব্বক লেহন করিবে। এইরূপ করিলে সেই স্ত্রী অন্য পুরুষ ইচ্ছা করে না। ৪। "ওঁ রক্তচামুণ্ডে" ইত্যাদি মন্ত্র দশসহস্র জপ করিয়া গোরোচনা ও স্বীয় রক্তদ্বারা তিলক করিলে বশীকরণ সিদ্ধ হয়। ৫। সৈন্ধব, কৃষ্ণলবণ, সৌবীরাঞ্জন, মৎস্যপিত্ত, মধু, ঘৃত ও শর্করা, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া স্ত্রীর অঙ্গে লেপনপূর্ব্বক স্ত্রীভোগ করিলে সেই পুরুষ অন্য নারী কামনা করে না। ৬-৯। সর্ষপ, বচ, মদনফল, মার্জ্জার বিষ্ঠা, ধুস্তূরবীজ ও স্ত্রীকেশ, এই সকল দ্রব্যের ধূপ গ্রহণ করিলে চাতুর্থকজ্বর ও ডাকিনীজ্বর বিনাশ পায়। অর্জ্জুনপুষ্প, ভেলা, বিড়ঙ্গ, বালা, ধূপ, সৌবীরাঞ্জন ও সর্ষপ এই সকলের ধূপ দিলে সর্প, যূকা, মক্ষিকা ও মশকাদি বিদূরিত হইয়া যায়। ১০-১৩।

একাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

হরি বলিতেছেন, তাম্বূল, ঘৃত, মধু ও লবণ এই সকল তাম্রপাত্রে দুগ্ধসহযোগে মর্দ্দন করিয়া চক্ষুতে দিলে চক্ষুঃশূলবিনাশ পায়। ১-২। হরীতকী, বচ, কুড়, ত্রিকটু, হিঙ্গু, মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য ঘৃত ও মধুসহযোগে লেহন করিলে কাস, শ্বাস ও হিক্কারোগ বিনষ্ট হয়। ৩। পিপ্পলী ও ত্রিফলা চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে বলবান্ শ্বাস, কাস ও পীনস বিনাশ পায়। ৪।

ভস্ম পিপ্পলীচূর্ণকং লিহেৎ। শ্বাসং কাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ মধুমিশ্রং বৃষধ্বজ ॥৫॥ নীলোৎপলং শর্করা চ মধুকং পদ্মকং সমং। তণ্ডুলোদকসংমিশ্রং প্রশমেদ্রক্তবিক্রিয়া ॥ ৬॥ শুণ্ঠী চ শর্করা চৈব তথা ক্ষৌদ্রেণ সংযুতা। কোকিলস্বরএব স্যাদ্গুড়িকাভুক্তিমাত্রতঃ॥ ৭ ॥ হরিতালং শঙ্খচূর্ণং কদলীদলভস্মনা। এতদ্দ্রব্যেন চোদ্বর্ত্ত্য লোমশাতনমুত্তমং॥ ৮ ॥ লবণং হরিতালঞ্চ তুম্বিস্থাশ্চ কলানি চ। লাক্ষারসসমাযুক্তং লোমশাতনমুত্তমং॥ ৯॥ সুধা চ হরিতালঞ্চ শঙ্খভস্ম মনঃশিলা। সৈন্ধবেন সহৈকত্র ছাগমূত্রেণ পেষয়েৎ। তৎক্ষণাদ্বর্ত্তনাদেব লোমশাতনমুত্তমং॥ ১০॥ শঙ্খমামলকং পত্রং ধাতক্যাঃ কুসুমানি চ। পিষ্ট্বা তৎ পয়সা সার্দ্ধং সপ্তাহং ধারয়েন্মুখে। স্নিগ্ধাঃ শ্বেতাশ্চ দন্তাশ্চ ভবন্তি বিমলপ্রভাঃ॥ ১১ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে একাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥

দ্ব্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ॥ ১॥ শরদ্গ্রীষ্মবসন্তেষু প্রায়শো দধি গর্হিতং। হেমন্তে শিশিরে চৈব বর্ষাসু দধি শস্যতে॥ ২॥ ভুক্তে তু শর্করা পীত্বা নবনীতেন বুদ্ধিকৃৎ। গুড়স্য তু পুরাণস্য পলমেকন্তু ভক্ষয়েৎ। স্ত্রীসহস্রঞ্চ গচ্ছেচ্চ পুমান্ বলযুতো হর॥ ৩॥ কুষ্ঠং সচূর্ণিতং কৃত্বা ঘৃতমাক্ষিকসংযুতং। ভক্ষয়েৎ স্বপ্নবেলায়াং বলীপলিতনাশনং॥ ৪॥ অতসীমাষগোধূমচূর্ণং কৃত্বা তু পিপ্পলীং। ঘৃতেন লেপয়েদ্গাত্রমেভিঃ সার্দ্ধং বিচক্ষণঃ। কন্দর্পসদৃশো মর্ত্ত্যো নিত্যং ভবতি শঙ্কর॥ ৫॥ যবাস্তিলাশ্বগন্ধা চ মুষলী সরলা গুড়ং। এভিশ্চ রচিতাং জগ্ধ্বা তরুণো বলবান্ ভবেৎ॥ ৬॥ হিঙ্গুং সৌবর্চ্চলং শুণ্ঠীং পীত্বা তু কৃথিতোদকৈঃ। পরিণামাখ্যশূলঞ্চ অজীর্ণঞ্চৈব নশ্যতি॥ ৭॥ ধাতকীসোমরাজীঞ্চ ক্ষীরেণ সহ পেষয়েৎ। দুর্ব্বলশ্চ ভবেৎ স্থূলো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৮॥ শর্করামধুসংযুক্তং

সমূল চিতাভস্ম এবং পিপ্পলীচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে শ্বাস, কাস ও হিক্কারোগ বিনষ্ট হয়। ৫। নীলোৎপল, শর্করা, মধু ও পদ্ম এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে রক্তবিকার প্রশান্ত হয়। ৬। শুণ্ঠী ও শর্করা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া গুড়িকা করিবে। এই গুড়িকা ভক্ষণ করিলে কোকিলের ন্যায় কণ্ঠস্বর হয়। ৭। হরিতাল, শঙ্খচূর্ণ এবং কদলীদলভস্ম এই সকল একত্র করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে লোমসকল পতিত হইয়া যায়। ৮। হরিতাল, লবণ, তুম্বীফল এই সকল দ্রব্য লাক্ষারসের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলে লোমশাতন হয়। ৯। বিষ, হরিতাল, শঙ্খভস্ম, মনঃশিলা ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য একত্র ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করিবে। এই ঔষধিদ্বারা গাত্রলেপন করিলে শরীরের লোমপাতন হয়। ১০। শঙ্খ, আমলকীপত্র, ধাইফুল এই সকল পত্রদ্রব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া সপ্তাহ মুখে ধারণ করিলে দন্তসকল স্নিগ্ধ, শ্বেতবর্ণ ও বিমল হয়। ১১।

দ্ব্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

হরি কহিলেন, শরৎ, গ্রীষ্ম ও বসন্ত এই ঋতুত্রয়ে দধিভক্ষণ গর্হিত এবং হেমন্ত, শিশির ও বর্ষা এই তিন ঋতুতে দধি প্রশস্ত। ১-২। নবনীতের সহিত শর্করা পান করিলে বুদ্ধিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। পুরাতন গুড় একপল ভক্ষণ করিলে সেই ব্যক্তি এইরূপ বলবান্ হয় যে, সহস্র স্ত্রীভোগেও কাতর হয় না। ৩। কুড় চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত নিদ্রাকালে ভক্ষণ করিলে সেই ব্যক্তির বলীপলিতাদি বৃদ্ধলক্ষণ বিনাশ পায়। ৪। তিসী, মাষ, গোধূম ও পিপ্পলী, এই সকল চূর্ণ করিয়া ঘৃতসহযোগে প্রতিদিন অঙ্গে লেপন করিলে সেই ব্যক্তি কন্দর্পতুল্য কান্তিমান্ হয়। ৫। যব, তিল, অশ্বগন্ধা, তালমূলী, সরলকাষ্ঠ ও গুড় এই সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিলে তরুণপুরুষ অধিক বলবান্ হয়। ৬। হিঙ্গু, সৌবর্চ্চল, শুণ্ঠী এই সকল দ্রব্য ক্বাথবারিপান করিলে পরিণামশূল ও অজীর্ণরোগ বিনাশ পায়। ৭। ধাইফুল ও সোমরাজী দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া ভক্ষণ করিলে দুর্ব্বল ব্যক্তিও সমধিক বলবান্ হইতে পারে। ৮। শর্করা ও মধুর

নবনীতং বলী লিহেৎ। ক্ষীরাশী চ ক্ষয়ী পুষ্টিং মেধাঞ্চৈবাতুলাং লভেৎ ॥ ৯ ॥ কুলীরচূর্ণং সক্ষীরং পীতঞ্চ ক্ষয়রোগনুৎ। ভল্লাতকং বিড়ঙ্গঞ্চ যবক্ষারঞ্চ সৈন্ধবং ॥ ১০ ॥ মনঃশিলাশঙ্খচূর্ণং তৈলপক্বং তথৈব চ। লোমানি শাতয়ত্যেব নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১১ ॥ মালূরস্য রসং গৃহ্য জলৌকাং তত্র পেষয়েৎ। হস্তৌ সংলেপয়েত্তেন অগ্নিস্তম্ভনমুত্তমং ॥ ১২ ॥ শাল্মলীরসমাদায় খরমূত্রে নিধায় তৎ। অগ্ন্যাদৌ বিক্ষিপেত্তেন অগ্নিস্তম্ভনমুত্তমং ॥ ১৩ ॥ বায়সী-উদরং গৃহ্য মণ্ডূকবসয়া সহ। গুটিকাং কারয়েত্তেন ততোগ্নৌ সংক্ষিপেৎ সুধীঃ। এবমেতৎ প্রয়োগেন অগ্নিস্তম্ভনমুত্তমং ॥ ১৪ ॥ মুণ্ডীতকবচামুস্তং মরীচং তগরন্তথা। চর্ব্বিত্বা চ ইমং সত্যো জিহ্বয়া জ্বলনং লিহেৎ ॥ ১৫ ॥ গোরোচনাং ভৃঙ্গরাজং চূর্ণীকৃত্য ঘৃতং সমং। দিব্যাম্ভসঃ স্তম্ভনং স্যাৎ মন্ত্রেণানেন বৈ তথা। ওঁ অগ্নিস্তম্ভনং কুরু কুরু ॥ ১৬ ॥ ওঁ নমো ভগবতে জলং স্তম্ভয় স্তম্ভয় সং সং সং কেক কেক চর চর। জলস্তম্ভনমন্ত্রোয়ং জলং স্তম্ভয়তে শিব ॥ ১৭ ॥ গৃধ্রাস্থিঞ্চ গবাস্থিঞ্চ তথা নির্মাল্যমেব চ। অরের্যো নিখনেদ্দ্বারে পঞ্চত্বমুপযাতি সঃ ॥ ১৮ ॥ পঞ্চরক্তানি পুষ্পাণি পৃথক্‌জাত্যাঃ সমালভেৎ ॥ কুঙ্কুমেন সমাযুক্তমাম্ররক্তসমন্বিতং ॥ ১৯ ॥ পুষ্পেণ তু সমং পিষ্ট্বা রোচনায়াঃ পলৈকতঃ। স্ত্রিয়া পুংসা কৃতো রুদ্র তিলকোয়ং বশীকরঃ ॥ ২০ ॥ ব্রহ্মদণ্ডী তু পুষ্যেণ ভক্ষ্যে পানে বশীকরঃ। যষ্টিমধুপলৈকেন পর্দ্ধমুক্তোদকং পিবেৎ ॥ ২১ ॥ বিষ্টম্ভিকাঞ্চ হৃৎশূলং হরত্যেব মহেশ্বর। ওঁ হ্রূং জঃ। মন্ত্রোয়ং হরতে রুদ্র সর্ব্ববৃশ্চিকজং বিষং ॥ ২২ ॥ পিপ্পলী নবনীতঞ্চ শৃঙ্গবেরঞ্চ সৈন্ধবং। মরীচং দধি কুষ্ঠঞ্চ নস্যে পানে বিষং হরেৎ ॥ ২৩ ॥ ত্রিফলার্দ্রককুষ্ঠঞ্চ চন্দনং ঘৃতসংযুতং। এতৎপলাচ্চ লেপাচ্চ বিষনাশো ভবেচ্ছিব ॥ ২৪ ॥ পারাবতস্য চাক্ষীণি হরিতালং মনঃশিলা। এতৎযোগাৎ

সহিত নবনীত লেহন করিয়া ক্ষীরপান করিলে ক্ষয়রোগী অতুল পুষ্টি ও মেধালাভ করিতে পারে।৯। কুলীরচূর্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে ক্ষয়রোগ বিনাশ পায়। ভেলা, বিড়ঙ্গ, যবক্ষার, সৈন্ধব, মনঃশিলা, শঙ্খচূর্ণ এই সকল দ্রব্য তৈলপক্ব করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে শরীরের লোমসকল পতিত হইয়া যায়। ১০ ১১। বিল্বমূলের রসের সহিত জলৌকা (জোঁক) পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা হস্তলেপন করিবে। ইহাতে অগ্নিস্তম্ভন হইয়া থাকে, অর্থাৎ সেই হস্তদ্বারা অনায়াসে অগ্নিগ্রহণ করা যায়। ১২। শাল্মলীর রস ও গর্দ্দভের মূত্র একত্র করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে অগ্নিস্তম্ভন হইয়া থাকে। ১৩। স্ত্রীকাকের উদর ও মণ্ডূকের বসা একত্র করিয়া গুটিকা করিবে, এই গুটিকা অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিলে অগ্নিস্তম্ভন হইয়া থাকে। ১৪। মুণ্ডীতক, (মুড়মুড়িয়া) বচ, মুথা, মরীচ, তগর এই সকল দ্রব্য চর্ব্বণ করিলে অনায়াসে জিহ্বা অগ্নিলেহন করিতে পারে। ১৫। গোরোচনা, ভৃঙ্গরাজ এই দুই দ্রব্য চূর্ণ করিয়া সমপরিমাণ ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধে জলস্তম্ভন হয়, "ওঁ অগ্নিস্তম্ভনং কুরু কুরু" এই মন্ত্রে অগ্নিস্তম্ভনাদিকার্য্য করিতে হয়।১৬। "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রে জলস্তম্ভন করিবে। ইহার নাম জলস্তম্ভন মন্ত্র। এই মন্ত্রে জলস্তম্ভন করিলে অবশ্য জল স্তম্ভিত হইয়া থাকে।১৭। গৃধ্রের অস্থি, গরুর অস্থি এবং নির্ম্মাল্য এই সকল দ্রব্য যে শত্রুর দ্বারে নিখনন করা যায়, সেই শত্রু নিশ্চয় পঞ্চত্ব পাইয়া থাকে। ১৮। পৃথক্ জাতীয় পাঁচটি রক্তপুষ্প, কুঙ্কুম, আম্ররক্ত, পুষ্প ও গোরোচনা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক একপল পরিমাণে লইয়া পেষণ করিবে। পরে ইহাদ্বারা কি স্ত্রী, কি পুরুষ কপালে তিলক করিলে সকলেই তাহার বশীভূত হইয়া থাকে। ১৯-২০। পুষ্যানক্ষত্রে ব্রহ্মদণ্ডীমূল উত্তোলন করিয়া খাদ্য অথবা পানীয় জলের সহিত সেবন করাইলে বশীকরণ হইয়া থাকে। যষ্টিমধু একপল উষ্ণজলের সহিত পান করিবে, ইহাতে বিষ্টম্ভ ও হৃৎশূল নিবারিত হয়। "ওঁ হ্রূং জঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে সর্ব্বপ্রকার বৃশ্চিকজ বিষ বিনষ্ট হয়।২১-২২। পিপ্পলী, নবনীত, আদা, সৈন্ধব, মরীচ, দধি ও কুড় এই সকল দ্রব্যের নস্যগ্রহণ কিম্বা পান করিলে বিষদোষ হরণ করে। ২৩। ত্রিফলা, আদা, কুড়, চন্দন ও ঘৃত এই সকল দ্রব্য একপল (৮ তোলা) পরিমাণে লইয়া লেপন করিলে বিষদোষ হরণ করে। ২৪। পারাবতের চক্ষুঃ, হরিতাল ও মনঃ-

বিষং হন্তি বৈনতেয় ইবোরগান্ ॥ ২৫ ॥ সৈন্ধবং ত্র্যূষণং চূর্ণং দধিমধ্বাজ্যসংযুতং। বৃশ্চিকস্য বিষং হন্তি লেপোঽয়ং বৃষভধ্বজ ॥ ২৬ ॥ ব্রহ্মদণ্ডীতিলান্ ক্বাথ্য চূর্ণং ত্রিকটুকং পিবেৎ। নাশয়েদ্রুদ্র গুল্মানি নিরুদ্ধং রক্তমেব চ ॥ ২৭ ॥ পীত্বা ক্ষীরং ক্ষৌদ্রযুতং নাশয়েদসৃজঃ স্রুতিং। অটরূষকমূলেন ভগং নাভিঞ্চ লেপয়েৎ। সুখং প্রসূয়তে নারী নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৮ ॥ শর্করাং মধুসংযুক্তাং পীত্বা তণ্ডুলবারিণা। রক্তাতিসারশমনং ভবতীতি বৃষধ্বজ ॥ ২৯ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে দ্ব্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

ত্র্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ মরীচং শৃঙ্গবেরঞ্চ কুটজত্বচমেব চ। পানাচ্চ গ্রহণী নশ্যেচ্ছশাঙ্কাকৃতিশেখর ॥ ২ ॥ পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরীচং তগরং বচা। দেবদারুরসং পাঠাং ক্ষীরেণ সহ পেষয়েৎ ॥ ৩ ॥ অনেনৈব প্রয়োগেন অতীসারো বিনশ্যতি। মরীচতিলপুষ্পাভ্যামঞ্জনং কামলাপহং ॥ ৪ ॥ হরীতকী সমগুড়া মধুনা সহ যোজিতা। বিরেচনকরী রুদ্র ভবতীতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥ ত্রিফলাচিত্রকং চিত্রং তথা কটুকরোহিণী। উরুস্তম্ভহরো হ্যেষ উত্তমস্তু বিরেচনং ॥ ৬ ॥ হরীতকী শৃঙ্গবেরং দেবদারু চ চন্দনং। ক্বাথয়েচ্ছাগদুগ্ধেন অপামার্গস্য মূলকং। জয়ন্ত্যা বা চোরুস্তম্ভং সপ্তরাত্রে তু নাশয়েৎ ॥৭॥ অনন্তশৃঙ্গবেরঞ্চ সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ। গুগ্গুলং গুড়তুল্যঞ্চ গুলিকমুপযুজ্য চ। বায়ুস্নায়ুগতঞ্চৈব [illegible]মান্দ্যঞ্চ নাশয়েৎ ॥ ৮ ॥ শঙ্খপুষ্পীন্তু পুষ্যেণ সমুদ্ধৃত্য সপত্রিকাং। সমূলাং ছাগদুগ্ধেন অপস্মারহরং পিবেৎ ॥ ৯ ॥ অশ্বগন্ধাভয়া চৈব উদকেন সমং পিবেৎ। রক্তপিত্তং বিনশ্যেত নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১০ ॥ হরীতকীশুণ্ঠচূর্ণং কৃত্বা আস্যঞ্চ পূরয়েৎ। শীতং পীত্বাথ পানীয়ং সর্ব্বচ্ছর্দ্দিনিবারণং ॥ ১১ ॥ গুড়ূচীপদ্মকারিষ্টধন্যাকং রক্তচন্দনং। পিত্তশ্লেষ্মজ্বরচ্ছর্দ্দি-

---

শিলা এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া সেবন করিলে যেমন গরুড় সর্পগণ বিনাশ করে, সেইরূপ বিষদোষ হরণ করিয়া থাকে।২৫। সৈন্ধব, ত্রিকটু, এই সকল চূর্ণ করিয়া দধি, মধু ও ঘৃতের সহিত লেপন করিলে বৃশ্চিকবিষ বিনাশ পায়। ২৬। ব্রহ্মদণ্ডী ও তিল ইহাদিগের ক্বাথ করিয়া তাহার সহিত ত্রিকটুচূর্ণ পান করিবে। ইহাতে গুল্ম ও রক্তনিরোধ শান্তি হয়। ২৭। মধু ও দুগ্ধ একত্র করিয়া পান করিলে রক্তস্রাব নিবারণ হয়। বাসকের মূল পেষণ করিয়া নাভি ও যোনিতে লেপ দিলে নারীর সুখপ্রসব হইয়া থাকে। ২৮। তণ্ডুলোদকের সহিত শর্করা ও মধুপান করিলে রক্তাতিসার শান্তি হয়। ২৯।

ত্র্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

হরি কহিলেন, হে চন্দ্রশেখর ! মরিচ, আদা, কুটজের ছাল এই সকল দ্রব্য সেবন করিলে গ্রহণীরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে। ১-২। পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, মরীচ, তগর, বচ, দেবদারু, রস, আকনাদি এই সকল দ্রব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অতীসাররোগ বিনাশ পায়। মরীচ ও তিলপুষ্পদ্বারা অঞ্জন করিলে কামলারোগ বিনষ্ট হয়। ৩-৪। হরীতকী ও গুড় সমভাগে লইয়া মধুসহযোগে ভক্ষণ করিলে বিরেচন হইয়া থাকে।৫। ত্রিফলা, চিতা, কটুকী এই সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিলে বিরেচন হইয়া উরুস্তম্ভরোগ বিনাশ পায়। ৬। হরীতকী, আদা, দেবদারু, রক্তচন্দন, অপামার্গের মূল ও জয়ন্তীমূল এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধের সহিত পাক করিয়া সেই ক্বাথপান করিবে। এইরূপে সপ্তাহ এই ক্বাথ পান করিলে উরুস্তম্ভ বিনাশ পায়। ৭। অনন্তমূল ও আদা উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া তাহার তুল্যপরিমাণে গুগ্গুল ও গুড় মিশ্রিতকরতঃ গুলিকা করিবে। এই গুলিকা সেবন করিলে বায়ুরোগ, স্নায়ুগতরোগ ও অগ্নিমান্দ্য বিনাশ পায়। ৮। পুষ্যানক্ষত্রে শঙ্খপুষ্পীবৃক্ষ উত্তোলন করিয়া তাহার মূল ও পত্রের সহিত ছাগদুগ্ধ পান করিলে অপস্মার রোগ বিনাশ পায়। ৯। অশ্বগন্ধা ও হরীতকী এই দুই দ্রব্য জলের সহিত পান করিলে নিশ্চয় রক্তপিত্তরোগ বিনষ্ট হয়। ১০। হরীতকী ও শুণ্ঠ চূর্ণ করিয়া মুখে পূরণ করিবে, পরে শীতলজলপান করিলে সর্ব্বপ্রকার ছর্দ্দিরোগ নিবারণ হয়। ১১।

দাহতৃষ্ণাশমপ্রিকৃৎ। ওঁ হুঁ নম ইতি ॥ ১২ ॥ শ্রোত্রে বদ্ধা শঙ্খপুষ্পী জ্বরং মন্ত্রেণ বৈ হরেৎ। ওঁ জম্ভিনী স্তম্ভিনী মোহয় সর্ব্বব্যাধীন্ মে বজ্রেণ ঠঃ ঠঃ সর্ব্বব্যাধীন্ বজ্রেণ ফট্ ইতি ॥ ১৩ ॥ পুষ্পমষ্টশতং জপ্তা হস্তে দত্ত্বা নখং স্পৃশেৎ। চাতুর্থকো জ্বরো রুদ্র অস্তে চৈব জ্বরাস্তথা ॥ ১৪ ॥ জম্বুফলং হরিদ্রা চ সর্পস্যৈব চ কঞ্চুকং। সর্ব্বজ্বরাণাং ধূপোঽয়ং হরশ্চাতুর্থকস্য চ ॥ ১৫ ॥ করবীরং ভৃঙ্গপত্রং লবণং কুষ্ঠকর্কটং। চতুর্গুণেন মূত্রেণ পচেত্তৈলং হরেচ্চ তৎ। পামাং বিচর্চ্চিকাং কুষ্ঠমত্যজাদ্ধি ব্রণানি বৈ ॥ ১৬ ॥ [illegible]মধুপানাচ্চ তথা মধুরভোজনাৎ। প্লীহা বিনশ্যতে রুদ্র তথা শূরণসেবনাৎ ॥ ১৭ ॥ পিপ্পলীঞ্চ হরিদ্রাঞ্চ গোমূত্রেণ সমন্বিতাং। প্রক্ষিপেচ্চ গুদদ্বারে অর্শাংসি বিনিবারয়েৎ ॥ ১৮ ॥ অজাদুগ্ধমার্দ্রকঞ্চ পীতং প্লীহাদিনাশনং। সৈন্ধবঞ্চ বিড়ঙ্গানি সোমরাজী তু সর্ষপাঃ ॥ ১৯ ॥ রজনী দ্বে বিল্বঞ্চৈব গোমূত্রেণৈব পেষয়েৎ। কুষ্ঠনাশঞ্চ তল্লেপাৎ নিম্বপত্রাদিনা তথা ॥ ২০ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ত্র্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

চতুরশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ রজনীকদলীক্ষারলেপঃ সিধ্মবিনাশনঃ। কুষ্ঠস্য ভাগমেকন্তু পথ্যা ভাগদ্বয়ন্তথা। উষ্ণোদকেন সংপীত্বা কটিশূলবিনাশনঃ ॥ ২ ॥ অভয়ানবনীতঞ্চ শর্করাপিপ্পলীযুতং। পানাদর্শোহরং স্যাচ্চ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩ ॥ অটরূষকপত্রেণ ঘৃতং মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ। চূর্ণং কৃত্বা তু লেপোয়ং অর্শরোগহরঃ পরঃ ॥ ৪ ॥ গুগ্গুলুস্ত্রিফলাযুক্তং পীত্বা নশ্যেদ্ভগন্দরং। অজাজীশৃঙ্গবেরঞ্চ দধ্না মণ্ডং বিপাচয়েৎ ॥ ৫ ॥ লবণেন তু সংযুক্তং মূত্রকৃচ্ছ্রবিনাশনং। যবক্ষারং শর্করা চ মূত্রকৃচ্ছ্রবিনাশনং ॥ ৬ ॥ চিতাগ্নিঃ খঞ্জরীটস্য

গুড়ূচী, পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, ধনিয়া, রক্তচন্দন, এই সকল দ্রব্য পিত্ত শ্লেষ্মজ্বর, ছর্দ্দি, দাহ ও তৃষ্ণানিবারক এবং অগ্নিবৃদ্ধিকারী। "ওঁ হুঁ নমঃ" এই মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকল করিতে হইবে। ১২। "ওঁ জম্ভিনী স্তম্ভিনী" ইত্যাদি মন্ত্রে শঙ্খপুষ্পী কর্ণে বন্ধন করিলে জ্বর বিনষ্ট হইয়া যায়। ১৩। পূর্ব্বোক্তমন্ত্রে অষ্টোত্তরশতপুষ্প অভিমন্ত্রিত করিয়া রোগীর হস্তে প্রদানপূর্ব্বক তাহার নখস্পর্শ করিবে। ইহাতে চাতুর্থকপ্রভৃতি জ্বর পলায়ন করে। ১৪। জাম, হরিদ্রা, সাপের খোলস এই সকল দ্রব্যের ধূপ দিলে চাতুর্থকজ্বর বিনাশ পায়। ১৫। করবী, ভৃঙ্গরাজপত্র, লবণ, কুড়, কর্কট, এই সকল দ্রব্য এবং তৈলের চতুর্গুণ গোমূত্র সমুদায় একত্র করিয়া তৈলপাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে পামা, বিচর্চ্চিকা ও কুষ্ঠব্রণ এই সকল রোগ বিনাশ পায়। ১৬। পিপ্পলী ও মধুপান করিলে, মধুরদ্রব্য ভোজন করিলে, অথবা ওল ভোজন করিলে শীঘ্র প্লীহারোগ বিনাশ পায়। ১৭। পিপ্পলী, হরিদ্রা গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া মলদ্বারে নিক্ষেপ করিলে অর্শরোগ নিবারিত হইয়া থাকে। ১৮। ছাগদুগ্ধ ও আদাপান করিলে প্লীহাদিরোগের শান্তি হয়। সৈন্ধব, বিড়ঙ্গ, সোমরাজী, সর্ষপ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিল্ব ও নিম্বপত্র এই সকল দ্রব্য গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া কুষ্ঠস্থানে লেপন করিলে কুষ্ঠরোগ বিনাশ পায়। ১৯-২০।

চতুরশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

হরি কহিলেন, হরিদ্রা ও কদলীর ক্ষার লেপন করিলে সিধ্মরোগ বিনাশ পায়। কুড় একভাগ, হরীতকী দুইভাগ একত্র করিয়া উষ্ণোদকের সহিত পান করিলে কটিশূল বিনষ্ট হয়। ১-২। হরীতকী, নবনীত, শর্করা, পিপ্পলী এই সকল একত্র করিয়া ভক্ষণ করিলে নিশ্চয় অর্শরোগ বিনাশ পায়। ৩। বাসকের পাতা ঘৃতের সহিত মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। পরে ঐ পাতা চূর্ণ করিয়া লেপন করিলে অর্শরোগ বিনষ্ট হয়। ৪। গুগ্গুলু ও ত্রিফলা ভক্ষণ করিলে ভগন্দররোগ বিনাশ পায়। জীরা, আদা ও দধি এই সকল একত্র করিয়া মণ্ডপাক করিবে। এই মণ্ড লবণের সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের শান্তি হয়। যবক্ষার ও শর্করা এই দুই দ্রব্য সেবন করিলেও মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণ হয়। ৫-৬। চিতা, খঞ্জনপক্ষীর বিষ্ঠা, অশ্বফেন, সরিষা, বাস-

বিষ্ঠা ফেনো হয়স্ত চ। শোভাঞ্জনং বাসনেত্রং নর এতৈস্তু ধূপিতঃ। অদৃশ্যস্ত্রিদশৈঃ সর্ব্বৈঃ কিং পুনর্ম্মানবৈঃ শির॥ ৭॥ তিলতৈলং যবান্দগ্ধ্বা মসীং কৃত্বা তু লেপয়েৎ। তেনৈব সহ তৈলেন অগ্নিদগ্ধঃ সুখী ভবেৎ॥ ৮॥ লজ্জালুঃ শরপুঙ্খা চ লেপঃ সাজ্যোঽগ্নিনাশনঃ। ওঁ নমো ভগবতে ঠ ঠ ছিন্ধি ছিন্ধি জ্বলনং প্রজ্বলিতং নাশয় নাশয় হুং ফট্॥ ৯॥ করে বদ্ধং তু নির্গুণ্ড্যা মূলং জ্বরহরং দ্রুতং। মূলঞ্চ শ্বেতগুঞ্জায়াঃ কৃত্বা তৎ সপ্তখণ্ডকং॥ ১০॥ হস্তে বদ্ধা নাশয়েচ্চ অর্শাংস্যেব ন সংশয়ঃ। বিষ্ণুক্রান্তাজমূত্রেণ চৌরব্যাঘ্রাদিরক্ষণং॥ ১১॥ ব্রহ্মদণ্ড্যাস্তু মূলানি সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ। ত্রিফলায়াস্তু চূর্ণন্তু সাজ্যং কুষ্ঠবিনাশনং॥ ১২॥ আজ্যং পুনর্নবাবিল্বৈঃ পিপ্পলীভিশ্চ সাধিতং। হরেদ্ধিক্কাং শ্বাসকাসং পীতং স্ত্রীণাঞ্চ গর্ভকৃৎ॥ ১৩॥ ভক্ষয়েচ্চৈবমাদীনি পয়সাজ্যেন পাচিতং। ঘৃতশর্করয়া যুক্তং শুক্রঃ স্যাদক্ষয়স্ততঃ॥ ১৪॥ বিড়ঙ্গং মধুকং পাঠাং মাংসী সর্জ্জরসস্তথা। হরিদ্রাং ত্রিফলাঞ্চৈবমপামার্গং মনঃশিলাং॥ ১৫॥ উড়ুম্বরং ধাতকীঞ্চ তিলতৈলেন পেষয়েৎ। যোনিং লিঙ্গঞ্চ ম্রক্ষেত স্ত্রীপুংসোঃ স্যাৎ প্রিয়ং মিথঃ॥ ১৬॥ নমস্তে ঈশ বরদায় আকর্ষিণি বিকর্ষিণি মুঞ্চে স্বাহা ইতি। যোনিলিঙ্গস্য তৈলেন শঙ্কর ম্রক্ষণাত্ততঃ॥ ১৭॥ পুনর্নবামৃতা দূর্ব্বা কনকঞ্চেন্দ্রবারুণী। বীজৈনৈষাং জাতিকায়া রসেন রসমর্দ্দনং॥ ১৮॥ মূষায়া মধ্যগং কৃত্বা রসং মারণারিতং। মধ্বাজ্যসহিতং দুগ্ধং বলীপলিতনাশনং॥ ১৯॥ মধ্বাজ্যং গুড়তাম্রঞ্চ কারবেল্লরসস্তথা। দহনাচ্চ ভবেদ্রৌপ্যং সুবর্ণকরণং শৃণু॥ ২০॥ পীতং ধুস্তূরপুষ্পঞ্চ সীসকঞ্চ ফলং মতং। লাঙ্গলিকায়াঃ শাখা চ স্বর্ণঞ্চ দহনাদ্ভবেৎ॥ ২১॥ তৈলং ধুস্তূরবৃক্ষস্য তেন দীপং প্রদীপয়েৎ। সমাধাবুপবিষ্টস্তু গগনস্থো ন পশ্যতি॥ ২২॥ বৃষস্য মৃণ্ময়স্যৈব যুক্তো ভেকো নিগৃ-

---

পক্ষীর নেত্র এই সকল দ্রব্যের ধূপগ্রহণ করিলে সেই ব্যক্তি দেবগণের অদৃশ্য হইতে পারে, মনুষ্যের ত কথাই নাই।৭। তিলতৈল ও যব দগ্ধ করিয়া সেই ভস্মগ্রহণপূর্ব্বক তিলতৈলের সহিত মসী প্রস্তুত করিবে। এই মসী লেপন করিলে অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তি সুস্থ হইতে পারে।৮। লজ্জালুলতা ও শরপুঙ্খা এই দুই দ্রব্য পেষণ করিয়া তাহার সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ লেপন করিলে অগ্নিদাহের জ্বালা প্রশান্ত হয়। "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকল করিতে হইবে।৯। নিসিন্দার মূল হস্তে বন্ধন করিলে জ্বরশান্তি হইয়া থাকে। শ্বেতগুঞ্জার মূল সপ্তখণ্ড করিয়া হস্তে বন্ধন করিলে নিশ্চয় অর্শরোগ বিনাশ পায়। অপরাজিতার মূল ও ছাগমূত্র এই উভয় দ্রব্য চৌরব্যাঘ্রাদির ভয় নিবারণ করে।১০-১১। ব্রহ্মদণ্ডীর মূল সর্ব্বকার্য্যসাধন করিয়া থাকে। ত্রিফলার চূর্ণ ঘৃতের সহিত সেবন করিলে কুষ্ঠরোগ বিনাশ পায়।১২। পুনর্নবা, বিল্ব ও পিপ্পলী এই সকল দ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে হিক্কা, শ্বাস ও কাসরোগ বিনষ্ট হয়। উক্ত ঘৃত পান করিলে নারীর গর্ভগ্রহণ হইয়া থাকে।১৩। পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যসকল দুগ্ধ কিম্বা ঘৃতের সহিত পাক করিয়া ঘৃত ও শর্করাসহ যোগে পান করিলে কখনও তাহার শুক্রক্ষয় হয় না।১৪। বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, আকনাদি, জটামাংসী, ধুপ, হরিদ্রা, ত্রিফলা, অপামার্গ, মনঃশিলা, উড়ুম্বর ও ধাইফুল এই সকল দ্রব্য তিলতৈলের সহিত পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পরস্পর প্রণয় হয়।১৫ ১৬। "নমস্তে ঈশ বরদায়" ইত্যাদি মন্ত্রে স্ত্রী ও পুরুষ তৈলদ্বারা স্ব স্ব অঙ্গলেপন করিলে উভয়ের পরমপ্রীতি হয়।১৭। পুনর্নবা, গুড়ূচী, দূর্ব্বা, ধুস্তূর, রাখালশশা এই সকলের বীজ এবং জাতীপত্রের রস এই সমুদায় দ্রব্যের সহিত পারদ মর্দ্দন করিবে। পরে ঐ পারদ মূষামধ্যগত করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। এইরূপ করিলে সেই পারদ মারিত হয়। মধু ও ঘৃতের সহিত দুগ্ধ পান করিলে বলীপলিত অর্থাৎ চর্ম্মশিথিলতাদি বিনাশ পায়।১৮-১৯। মধু, ঘৃত, গুড়, তাম্র ও করলার রস এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া দগ্ধ করিলে রৌপ্য হইয়া থাকে। অতঃপর সুবর্ণকরণ শ্রবণ কর।২০। পীতধুস্তূরের পুষ্প ও ফল, সীস, লাঙ্গলিয়াবৃক্ষের শাখা এই সকল একত্র করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিলে সুবর্ণ উৎপন্ন হয়।২১। ধুস্তূরফলের তৈলে প্রদীপ জ্বালিয়া, সমাধিস্থিত হইলে

হৃতে। শর্করাবয়বৈর্যুক্তো ধূপং আঘ্রা চ গর্জ্জতি। বিস্ময়ং কুরুতে চৈব বৃষবন্নাত্র সংশয়ঃ ॥২৩॥ রাত্রৌ চ সার্ষপং তৈলং কীটং খদ্যোতনামকং। তেভ্যাং দীপঃ প্রজ্বলিতো বাগ্নিজ্বালকলাপবৎ ॥২৪॥ চূর্ণং ছুছুন্দরীদেহং দগ্ধ্বা রুদ্র প্রলেপয়েৎ। তপস্তে তৎক্ষণাদ্দগ্ধ্বা যদি সম্যক্ প্রলেপয়েৎ। চন্দনেন ভবেন্মোক্ষঃ পানাল্লেপাৎ সুখী ভবেৎ ॥ ২৫ ॥ কুঞ্জরস্য মদাক্তস্য স্বয়ং নেত্রে শিবাঞ্জয়েৎ। সংগ্রামং জয়তে সোপি মহাশূরশ্চ জায়তে ॥ ১৬ ॥ দন্তং ডুণ্ডুভসর্পস্য মুখে সংগৃহ্য বৈ ক্ষিপেৎ। তিষ্ঠতে জলমধ্যে তু নির্ব্বিকল্পং স্থলে যথা ॥[illegible]৭॥ কুম্ভীরনেত্রদংষ্ট্রাণি অস্থীনি রুধিরন্তথা। বসাতৈলসমাযুক্তমেকত্র তন্নিযোজয়েৎ। আত্মানং ম্রক্ষয়েত্তেন জলে তিষ্ঠেদ্দিনত্রয়ং ॥ ২৮ ॥ কুম্ভীরকস্য নেত্রাণি হৃদয়ং কচ্ছপস্য চ। মূষিকস্য বসাস্থীনি শিশুমারবসা তথা। এতান্যেকত্র সংলেপাৎ জলে তিষ্ঠেদ্যথা গৃহে ॥ ২৯ ॥ লৌহচূর্ণং তক্রপীতং পাণ্ডুরোগহরং ভবেৎ। তণ্ডুলীয়কগোক্ষুরমূলং পীতং পয়োন্বিতং ॥ ৩০ ॥ কামলাদিহরং পীতং মুখরোগহরন্তথা। জাতীমূলং তক্রপীতং কোলমূলং ত্বজীর্ণনুৎ ॥ ৩১ ॥ সতক্রকুশমূলম্বা বাকুচীমূলমেব বা। কাঞ্জিকেন চ বাকুচ্যা মূলন্বৈ দন্তরোগনুৎ ॥ ৩২ ॥ তথেন্দ্রবারুণীমূলং বারিপীতং বিষাদিহৃৎ। সুরভিকামূলপানাদ্বাতনাশো ভবেচ্ছিব ॥ ৩৩ ॥ শিরোরোগহরং লেপাৎ গুঞ্জাচূর্ণং সকাঞ্জিকং। বলা চাতিবলা যষ্টী শর্করা মধুসংযুতা ॥ ৩৪ ॥ বন্ধ্যাগর্ভকরং পীতং নাত্র কার্য্যা বিচারণা। শ্বেতাপরাজিতামূলং পিপ্পলীশুণ্ঠীকাযুতং ॥ ৩৫ ॥ পরিপিষ্টং শিরোলেপাৎ শিরঃশূলবিনাশনং। নির্গুণ্ডিকাশিখাং পীত্বা গণ্ডমালাবিনাশনং ॥৩৬॥ কেতকীপত্রজং ক্ষারং গুড়েন সহ ভক্ষয়েৎ। তক্রেণ শরপুঙ্খাং বা পীত্বা প্লীহাং বিনাশয়েৎ ॥৩৭॥ মাতুলুঙ্গস্য নির্যাসং গুড়াজ্যেন সমন্বিতং।

তাহাকে কোন গগনচর প্রাণীও দেখিতে পায় না। ২২। একটি ভেককে মৃণ্ময় বৃষের অবয়বে যুক্ত করিয়া তাহাকে ধূপপ্রদান করিবে। ইহাতে সেই ভেক ধূপ আঘ্রাণ করিয়া বৃষের ন্যায় গর্জ্জন করিতে থাকে। ইহা অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। ২৩। সার্ষপতৈল ও জোনাকিপোকা একত্র করিয়া রাত্রিতে প্রদীপ প্রজ্বালিত করিলে সেই প্রদীপ বৃহৎ অগ্নিরাশির ন্যায় দৃষ্ট হয়। ২৪। একটি ছুঁচো দগ্ধ করিয়া চূর্ণ করিবে, পরে ঐ চূর্ণদ্বারা শরীরের কোন স্থান লেপন করিলে সেই স্থান তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইয়া জলিতে থাকে। এই স্থানে চন্দন লেপন করিলে সেই জ্বালার নিবৃত্তি হয় এবং চন্দনজলপান করিলে সেই ব্যক্তি সুস্থ হইয়া থাকে। ২৫। মদমত্ত হস্তীর নেত্রদ্বয় অঞ্জিত করিলে সংগ্রামে জয়লাভ হয় এবং সেই ব্যক্তি মহাবলবান্ হইতে পারে। ২৬। ঢোঁড়াসাপের দন্ত মুখমধ্যে রাখিলে সেই ব্যক্তি স্থলের ন্যায় জলোপরি স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইতে পারে। ২৭। কুম্ভীরের নেত্র, দন্ত, অস্থি, রুধির, বসা ও তৈল এই সকল একত্র করিয়া স্বীয় দেহে লেপন করিলে সেই ব্যক্তি তিনদিন জলে অবস্থিতি করিতে পারে। ২৮। কুম্ভীরের নেত্র, কচ্ছপের হৃদয়, মূষিকের বসা ও অস্থি এবং শিশুমারের বসা এই সকল একত্র করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে সেই ব্যক্তি গৃহের ন্যায় জলে অবস্থিতি করিতে পারে। ২৯। লৌহচূর্ণ তক্রের সহিত পান করিলে পাণ্ডুরোগ বিনাশ পায়। নটেশাক ও গোক্ষুরের মূল দুগ্ধের সহিত পান করিলে কামলা ও মুখরোগ বিনাশ পায়। জাতীমূল ও বদরীমূল তক্রের সহিত পান করিলে অজীর্ণরোগ দূর হয়। ৩০-৩১। কুশমূল ও সোমরাজীবৃক্ষের মূল ঘোলের সহিত পান করিলে অথবা সোমরাজীবৃক্ষের মূল কাঁজির সহিত পান করিলে দন্তরোগ বিনষ্ট হয়। ৩২। রাখালশশার মূল জলের সহিত পান করিলে বিষদোষ অপহৃত হয়। চম্পকবৃক্ষের মূল পান করিলে বাতরোগ বিনাশ পায়। ৩৩। গুঞ্জাচূর্ণ কাঁজির সহিত মিশ্রিত করিয়া মস্তকে লেপন করিলে শিরোরোগ বিনাশ পায়। বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলিয়া, যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্য শর্করা ও মধুসহযোগে সেবন করিলে বন্ধ্যা নারীও গর্ভগ্রহণ করিতে পারে। শ্বেত অপরাজিতার মূল, পিপ্পলী, শুণ্ঠী, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া শিরোলেপ করিলে শিরঃশূল বিনাশ পায়। নিসিন্দাবৃক্ষের মূল পান করিলে গণ্ডমালারোগ প্রশান্ত হয়। ৩৪-৩৬। কেতকীপত্রের ক্ষার গুড়ের সহিত অথবা শরপুঙ্খা তক্রসহ ভক্ষণ করিলে প্লীহারোগ বিনাশ করিতে

বাতপিত্তজশূলানি হন্তি বৈ পানযোগতঃ। শুণ্ঠী সৌবর্চ্চলং হিঙ্গু পীত্বা হৃদয়রোগনুৎ॥ ৩৮॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে বৈদ্যশাস্ত্রে চতুরশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥

পঞ্চাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ॥ ১॥ ওঁ গণপতয়ে ইতি। অয়ং গণপতের্ম্মন্ত্রো ধনবিদ্যাপ্রদায়কঃ॥ ২॥ ইমমষ্টসহস্রঞ্চ জপ্ত্বা বদ্ধা শিখান্ততঃ। ব্যবহারে জয়ঃ স্যাচ্চ শতং জাপান্নৃণাং প্রিয়ঃ॥ ৩॥ তিলানান্তু ঘৃতাক্তানাং কৃষ্ণানাং রুদ্র হোময়েৎ। অষ্টোত্তরসহস্রন্তু রাজা বশ্যস্ত্রিভির্দ্দিনৈঃ॥ ৪॥ অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যামুপোষ্যাভ্যর্চ্চ্য বিঘ্নরাট্। তিলাক্ষতানাং জুহুয়াদষ্টোত্তরসহস্রকং। অপরাজিতঃ স্যাদ্যুদ্ধে সার্ব্বতশ্চ সিষেবিরে॥ ৫॥ জপ্ত্বা চাষ্টসহস্রন্তু ততশ্চাষ্টশতেন হি। শিখাং বদ্ধা রাজকুলে ব্যবহারে জয়ো ভবেৎ॥ ৬॥ হ্রীঁঃকারং সবিসর্গঞ্চ প্রাতঃকালে নরস্তু যঃ। স্ত্রীণাং ললাটে বিন্যস্য বশতাং নয়তি ধ্রুবং॥ ৭॥ সুসমাহিতচিত্তেন ন্যস্য তু প্রমদালয়ে। সোৎকামাং কামিনীং কুর্য্যাৎ নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৮॥ জুহুয়াদযুতং যস্তু শুচিঃ প্রয়তমানসঃ। দৃষ্টিমাত্রে সদা তস্য বশ্যমায়ান্তি যোষিতঃ॥ ৯॥ মনঃশিলাপত্রকঞ্চ সগোরোচনকুঙ্কুমং। এভিঃ কৃততিলকস্য বশ্যমায়ান্তি যোষিতঃ॥ ১০॥ সহদেবা ভৃঙ্গরাজঃ শ্বেতাপরাজিতা বচা। তেনৈব তিলকং কৃত্বা ত্রৈলোক্যবশতাং নয়েৎ॥ ১১॥ গোরোচনা মীন[illegible]মাভ্যাঞ্চ কৃতবর্ত্তিকাং। যঃ পুমান্ তিলকং কুর্য্যাৎ বামহস্তকনিষ্ঠয়া। স করোতি বশং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং নাত্র সংশয়ঃ॥ ১২॥ গোরোচনা মহাদেব ধাতুশোণিতভাবিতা। ততো বৈ কৃততিলকা সা নরং যং নিরীক্ষ্যতে॥ ১৩॥ তৎক্ষণাত্তং বশং কুর্য্যান্নাত্র

পারে। ৩৭। লেবুবৃক্ষের রস গুড় ও ঘৃতের সহিত পান করিলে বাতপিত্তজন্য শূলরোগ বিনাশ পায়। শুণ্ঠী, সৌবর্চ্চল ও হিঙ্গু, এই সকল দ্রব্য পান করিলে হৃদয়রোগ বিনষ্ট হয়। ৩৮।

পঞ্চাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

হরি বলিলেন, "ওঁ গণপতয়ে" এই গণপতিমন্ত্র ধন ও বিদ্যা প্রদান করে। ১-২। উক্ত গণপতিমন্ত্র অষ্টোত্তরসহস্র জপ করিয়া শিখাবন্ধন করিলে ব্যবহারে জয়লাভ হয় এবং শতবার জপ করিলে সর্ব্বজনের প্রিয় হইতে পারে। ৩। কৃষ্ণতিল ঘৃতাক্ত করিয়া উক্তমন্ত্রে হোম করিবে; এইরূপে তিনদিন অষ্টোত্তরসহস্র হোম করিলে রাজা বশীভূত হয়। ৪। অষ্টমী ও চতুর্দ্দশীতে উপবাস করিয়া বিঘ্নরাজের পূজা করিবে, অনন্তর তিল ও তণ্ডুল মিশ্রিত করিয়া অষ্টোত্তরসহস্র হোম করিতে হইবে। এই কার্য্যদ্বারা সর্ব্বত্র বিজয়ী হইতে পারে এবং তাহাকে সকলে সেবা করিয়া থাকে। ৫। পূর্ব্বোক্ত গণপতিমন্ত্র অষ্টোত্তরসহস্র জপ করিয়া অষ্টোত্তরশত জপদ্বারা শিখাবন্ধন করিবে। এইরূপ কার্য্য করিলে রাজকুলে ও ব্যবহারে জয়লাভ হইয়া থাকে। ৬। প্রাতঃকালে স্ত্রীর ললাটে "হ্রীঁঃ" এই মন্ত্র লিখিলে সেই স্ত্রীকে বশীভূত করিতে পারে। ৭। সংযতচিত্ত হইয়া উক্তমন্ত্র অভিলষিত কামিনীর গৃহে বিন্যাস করিলে সেই নারী কামাতুরা হইয়া পুরুষের বশীভূতা হইয়া থাকে। ৮। যে ব্যক্তি শুদ্ধচিত্ত ও শুচি হইয়া উক্ত মন্ত্র দশসহস্র জপ করে, সেই ব্যক্তি দৃষ্টিমাত্র স্ত্রীগণকে বশীভূত করিতে পারে। ৯। মনঃশিলা, তেজপত্র, গোরোচনা, কুঙ্কুম এই সকল একত্র পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে সেই পুরুষ সকল নারীকে বশীভূত করিতে পারে। ১০। সহদেবা, ভৃঙ্গরাজ, শ্বেতাপরাজিতা ও বচ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ললাটে তিলক করিলে ত্রিভুবন তাহার বশীভূত হয়। ১১। গোরোচনা ও মৎস্যপিত্তদ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে; এই বর্ত্তি ঘর্ষণ করিয়া বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বারা তিলক করিলে সেই ব্যক্তি ত্রিজগৎ বশীভূত করিতে পারে, তাহার সন্দেহ নাই। ১২। হে মহাদেব! গোরোচনা, শুক্র ও শোণিত একত্র করিয়া কপালে তিলক করিবে; নারী এইরূপ তিলক করিয়া যাহার প্রতি অবলোকন করিবে, তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। নাগেশ্বর, শৈলেয়, দারুচিনি, তেজপত্র, হরীতকী, রক্তচন্দন, কুড়, ছোট-এলাচ ও বৃক্ষশালি এই সকল একত্র করিয়া ধূপ দিবে। যেমন

কার্য্যা বিচারণা। নাগেশ্বরঞ্চ শৈলেয়ং ত্বকপত্রঞ্চ হরীতকী ॥১৪॥ চন্দনং কুষ্ঠমুস্তৈলারক্তশালিসমন্বিতা। এতৈর্ধূপো বশকরঃ স্মরবাণৈর্হরেশ্বরঃ ॥ ১৫ ॥ রতিকালে মহাদেব পার্ব্বতীপ্রিয় শঙ্কর। নিজশুক্রং গৃহীত্বা তু বামহস্তেন যঃ পুমান্ ॥ ১৬ ॥ কামিনীচরণং বামং লিপ্যেত্ত স্যাৎ স্ত্রিয়ঃ প্রিয়ঃ। সৈন্ধবঞ্চ মহাদেব পারাবতমলং মধু ॥ ১৭ ॥ এভির্লিপ্তে তু লিঙ্গে বৈ কামিনীবশকৃদ্ভবেৎ। পুষ্পাণি পঞ্চরক্তানি গৃহীত্বা যানি কানি চ ॥ ১৮ ॥ তত্তুল্যঞ্চ প্রিয়ঙ্গুঞ্চ পেষয়েদেকযোগতঃ। অনেন লিপ্তলিঙ্গস্য কামিনীবশতামিয়াৎ ॥ ১৯ ॥ [illegible]গন্ধা চ মঞ্জিষ্ঠা মালতীকুসুমানি চ। শ্বেতসর্ষপমেতৈশ্চ লিপ্তলিঙ্গঃ স্ত্রিয়ঃ প্রিয়ঃ ॥ ২০ ॥ মূলন্তু কাকজঙ্ঘায়া দুগ্ধপীতন্তু শোষনুৎ। অশ্বগন্ধানাগবলাগুড়মাষনিষেবিণঃ। রূপং ভবেদ্‌যথা তদ্বন্নবযৌবনচারিণাং ॥২১॥ লৌহচূর্ণসমাযুক্তং ত্রিফলাচূর্ণমেব বা। মধুনা সেবিতং রুদ্র পরিণামাখ্যশূলনুৎ ॥ ২২ ॥ ক্বথিতোদকপানন্তু শম্বুকক্ষারকস্তথা। মৃগশৃঙ্গং হ্যগ্নিদগ্ধং গব্যাজ্যেন সমন্বিতং। পীতং হৃৎপৃষ্ঠশূলানাং ভবেন্নাশকরং শিব ॥ ২৩॥ হিঙ্গুসৌবর্চ্চলং শুণ্ঠী বৃষধ্বজ মহৌষধং। এভিস্তু ক্বথিতং বারি পীতং বৈ সর্ব্বশূলনুৎ ॥ ২৪ ॥ অপামার্গস্য বৈ মূলং সামুদ্রলবণান্বিতং। আস্বাদিতমজীর্ণস্য শূলস্য স্যাদ্বিমর্দ্দনং ॥ ২৫ ॥ বটরোহাঙ্কুরো রুদ্র তণ্ডুলোদকঘর্ষিতঃ। পীতঃ সতক্রোতীসারং ক্ষয়ন্নয়তি শঙ্কর ॥২৬॥ অঙ্কোটমূলকর্ষার্দ্ধং পিষ্টং তণ্ডুলবারিণা। সর্ব্বাতীসারগ্রহণীং পীতং হরতি ভূতপ ॥ ২৭ ॥ মরীচশুণ্ঠিকুটজত্বক্‌চূর্ণশ্চ গুড়ান্বিতঃ। ক্রমাত্তদ্বিগুণং পীতং গ্রহণীব্যাধিনাশনং ॥ ২৮ ॥ শ্বেতাপরাজিতামূলং হরিদ্রাসিক্থতণ্ডুলং। অপামার্গত্রিকটুকমেষাঞ্চ বটিকাং শিব। বিসূচিকামহাব্যাধিং হরত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ২৯ ॥ ত্রিফলাগুরু ভূতেশ শিলাজতু হরীতকী। একৈকমেষাং চূর্ণন্তু মধুনা চ বিমিশ্রিতং। পীতং সর্ব্বঞ্চ মেহন্তু ক্ষয়ং নয়তি শঙ্কর ॥ ৩০ ॥ অর্কক্ষীরপ্রস্থমেকং তিলতৈলস্তথৈব চ। মনঃশিলামরীচানাং সিন্দুরস্য পলং পলং ॥ ৩১ ॥ চূর্ণং কৃত্বা তাম্রপাত্রে হ্যাতপেঃ শোষয়েত্ততঃ। পীতং স্নুহীগতং দুগ্ধং সৈন্ধবং শূলনুদ্ভবেৎ ॥ ৩২ ॥ ত্রিকটুত্রিফলালক্তং তিলতৈলং তথৈব চ। মনঃশিলা নিম্বপত্রং জাতীপুষ্পমজাৎ পয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

মহেশ্বর কামবাণে বশীভূত হইয়াছিলেন, সেইরূপ লোকসকল এই ধূপে বশীভূত হইয়া থাকে। ১৩-১৫। কাকজঙ্ঘামূল দুগ্ধের সহিত পান করিলে শোষরোগ বিনাশ পায়। অশ্বগন্ধা, গোরক্ষ চাকুলিয়া, গুড় ও মাষকলাই, এই সকল দ্রব্য সেবন করিলে নবীন যুবকের ন্যায় রূপ ও যৌবন হইয়া থাকে। ১৬-২১। লৌহচূর্ণ ও ত্রিফলাচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে পরিণামশূল বিনাশ পায়। ২২। শম্বুকক্ষারের ক্বাথবারি পান করিলে অথবা মৃগশৃঙ্গ অগ্নিদগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম গব্যঘৃতের সহিত পান করিলে হৃৎশূল ও পৃষ্ঠশূল বিনাশ পায়। ২৩। হিঙ্গুল, সৌবর্চ্চল, শুণ্ঠী ইহারা মহৌষধস্বরূপ, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথবারি পান করিলে সর্ব্বপ্রকার শূলরোগ বিনষ্ট হয়। ২৪। অপামার্গের মূল ও সামুদ্রলবণ (করকচ) একত্র করিয়া ভক্ষণ করিলে অজীর্ণজন্য শূল বিনাশ পায়। ২৫। বটের অঙ্কুর তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া ঘোলের সহিত পান করিলে অতিসাররোগ ক্ষয় করিয়া থাকে। ২৬। আকোড়বৃক্ষের মূল একতোলা তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার ও গ্রহণীরোগ হরণ করে। ২৭। মরীচ একভাগ, শুণ্ঠী দুইভাগ, কুরচির ছাল চারিভাগ, এই সকল চূর্ণ করিয়া গুড়ের সহিত পান করিলে গ্রহণীরোগ শান্তি হয়। ২৮। শ্বেতাপরাজিতার মূল, হরিদ্রা, মম, তণ্ডুল, অপামার্গ, ত্রিকটু এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া বটিকা করিবে। এই বটিকা সেবন করিলে বিসূচিকারোগ হরণ করে, সন্দেহ নাই। ২৯। ত্রিফলা, অগুরু, শিলাজতু, হরীতকী ইহাদিগের চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রমেহরোগ ক্ষয় পায়। ৩০। আকন্দের ক্ষীর চারিসের, তিলতৈল চারিসের, মরিচ, মনঃশিলা ও সিন্দূর ইহাদিগের প্রত্যেকে এক একপল (৮ তোলা) এই সমুদায় একত্র করিয়া তাম্রপাত্রে রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। এই ঔষধ সিজের ক্ষীর ও সৈন্ধবের সহিত পান করিলে শূলরোগ বিনাশ পায়। ৩১-৩২। ত্রিকটু, ত্রিফলা, আলক্তা, তিলতৈল, মনঃশিলা, নিম্ব-

তন্মূত্রং শঙ্খনাভিশ্চ চন্দনং ঘর্ষয়েত্ততঃ। এভিশ্চ বর্ত্তিকাং কৃত্বা হ্যক্ষিণী চাঞ্জয়েত্ততঃ ॥ ৩৪ ॥ নশ্যন্তে পটলং কাচং পুষ্পঞ্চ তিমিরাদিকং। বিভীতকস্য বৈ চূর্ণং সমধু শ্বাসনাশনং ॥ ৩৫ ॥ পিপ্পলীত্রিফলাচূর্ণং মধুসৈন্ধবসংযুতং। সর্ব্বজ্বরশ্বাসশোষপীনসহৃদ্ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥ দেবদারোশ্চ বৈ চূর্ণং অজামূত্রেণ ভাবয়েৎ। একবিংশতি বৈ বারমক্ষিণী তেন চাঞ্জয়েৎ।॰ রাত্র্যন্ধতা পটলতা নশ্যেন্নির্লোমতা তথা ॥৩৭॥ পিপ্পলী কেতকং রুদ্র হরিদ্রামলকং বচা। সর্ব্বাক্ষিরোগা নশ্যেয়ুঃ সক্ষীরাদঞ্জনাত্ততঃ ॥ ৩৮ ॥ কাকজঙ্ঘাশিগ্রুমূলে মুখেন বিধৃতে শিব। চর্ব্বিতা দন্তকীটানাং বিনাশো হি ভবেদ্ধর ॥ ৩৯ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে পঞ্চাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

ষড়শীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ পীতং সারং গুড়ূচ্যাশ্চ মধুনা চ প্রমেহনুৎ। পীতং গোহালিকামূলং তিলদধ্যাজ্যসংযুতং ॥ ২ ॥ নিরুদ্ধমূত্রং কথিতং নিবর্ত্তয়তি শঙ্কর।' তথা হিক্কাং হরেৎ পীতং সৌবর্চ্চলযুতঞ্চ বৈ ॥ ৩ ॥ গোরক্ষকর্কটীমূলং পিষ্টং বাস্তোদকেন চ। পীতং দিনত্রয়েণৈব নাশয়েদ্রুদ্র শর্করাং ॥ ৪ ॥ পীতং বৈ মালতীমূলং গ্রীষ্মকালে সমাহিতং। সাধিতং ছাগদুগ্ধেন পীতং শর্করয়ান্বিতং। হরেন্মূত্রনিরোধঞ্চ হরেদ্বৈ পাণ্ডুশর্করাং ॥ ৫ ॥ ব্রহ্মযষ্ট্যাশ্চ বৈ মূলং পিষ্টং তণ্ডুলবারিণা। গণ্ডমালাং হরেল্লেপাৎ কুরণ্ডগলগণ্ডকৌ ॥ ৬ ॥ রসাঞ্জনং হরীতক্যাশ্চূর্ণং তেনৈব গুণ্ঠনাৎ। নশ্যেদ্বৈ পুরুষব্যাধীন্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৭ ॥ করবীরমূললেপাৎ লেপাৎ পূগফলস্য চ। পুংব্যাধির্নশ্যতে রুদ্র যোগমন্যং বদাম্যহং ॥ ৮ ॥ দন্তীমূলং হরিদ্রা চ চিত্রকং তস্য লেপনাৎ। ভগন্দরবিনাশঃ স্যাদন্যং যোগং বদাম্যহং ॥ ৯ ॥ জলৌকাভক্ষিতরক্তঞ্চ ভগন্দরমুপায়তে। ত্রিফলাজলযুক্তঞ্চ মার্জ্জারাস্থি বিলে-

---

পত্র, জাতীপুষ্প, ছাগদুগ্ধ, ছাগমূত্র, শঙ্খনাভি ও রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া বর্ত্তি করিবে। এই বর্ত্তি ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে পটল, কাচ, পুষ্প ও তিমিরাদি চক্ষুরোগ বিনাশ পায়। ভেলার চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে শ্বাসরোগ বিনষ্ট হয়। ৩৩-৩৫। পিপ্পলী ও ত্রিফলাচূর্ণ মধু ও সৈন্ধবের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর, শ্বাস, শোষ, পীনসপ্রভৃতি রোগ বিনাশ পায়। ৩৬। দেবদারু চূর্ণ করিয়া ছাগমূত্রে একবিংশতিবার ভাবনা দিবে। পরে এই ঔষধদ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন করিলে রাত্র্যন্ধতা, পটল ও রোমপাতনপ্রভৃতি চক্ষুরোগ বিনাশ পায়। ৩৭। পিপ্পলী, কেতকীপুষ্প, হরিদ্রা, আমলকী ও বচ এই সকল দ্রব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ বিনাশ পায়। ৩৮। কাকজঙ্ঘা ও শজিনার মূল মুখে ধারণ করিলে অথবা চর্ব্বণ করিলে দন্তকীট বিনাশ পাইয়া থাকে। ৩৯।

ষড়শীত্যধিকশততম অধ্যায়।

হরি কহিলেন, গুড়ূচীর সার মধুর সহিত পান করিলে প্রমেহরোগ বিনষ্ট হয়। গোহালিকামূলের ক্বাথ করিয়া তিল, দধি ও ঘৃতসহযোগে পান করিলে মূত্ররোধ শান্তি হয় এবং ঐ ক্বাথ সৌবর্চ্চলের সহিত পান করিলে হিক্কারোগ বিনাশ পায়। ১-৩। গোরক্ষকর্কটীর মূল পেষণ করিয়া বাসিজলের সহিত পান করিলে তিন দিবসে শর্করারোগ বিনাশ পায়। ৪। গ্রীষ্মকালে মালতীমূল ছাগদুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া শর্করার সহিত পান করিলে মূত্ররোধ, শর্করা ও পাণ্ডুরোগ নিবারিত হয়। ৫। ব্রহ্মযষ্টীর মূল তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া লেপন করিলে গণ্ডমালা, গলগণ্ড ও কুরণ্ডরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে। ৬। রসাঞ্জন ও হরীতকী চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা অবগুণ্ঠন করিলে পুরুষাঙ্গগত সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিশান্তি হয়; ইহার অন্যথা হয় না। ৭। করবীর মূল ও সুপারীর ফল পেষণ করিয়া লেপন করিলে পুরুষাঙ্গের সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি নিবারিত হয়। অতঃপর অন্যান্য যোগ বলিতেছি। ৮। দন্তিমূল, হরিদ্রা, চিতা, এই সকল একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ভগন্দররোগ বিনাশ পায়। ৯। জোঁকের ভক্ষিত রক্ত নির্গত করিয়া লেপ দিলে ভগন্দররোগ উপশান্ত হয়। ত্রিফলা ও বিড়ালের অস্থি একত্র জলের সহিত

পিত্তং ॥ ১০ ॥ ততো ন প্রস্রবেদ্রক্তং নাত্র কার্য্যা বিচারণা। হরিদ্রানেকবারঞ্চ স্নুহীক্ষীরেণ ভাবিতা ॥ ১১ ॥ বটিকার্শোবিনাশায় তল্লেপাদ্বৃষভধ্বজ। ঘোষাফলং সৈন্ধবঞ্চ পিষ্ট্বা চার্শোহরং পরং ॥ ১২ ॥ গব্যাজ্যং সাধিতং পীতং পলাশক্ষারবারিণা। ত্রিগুণেন ত্রিকটুকং অর্শাংসি ক্ষয়য়েদ্ধ্রুব ॥ ১৩ ॥ বিল্বস্য চ ফলং দগ্ধং রক্তার্শঃপ্রবিনাশনং। জগ্ধ্বা কৃষ্ণতিলাংশ্চৈব নবনীতযুতান্যপি ॥ ১৪ ॥ যবক্ষারং শুণ্ঠীচূর্ণং যুক্তং তুল্যগুড়ান্বিতং। অগ্নিবৃদ্ধিং করোত্যেব প্রত্যুষে বৃষভধ্বজ ॥ ১৫ ॥ শুণ্ঠ্যা চ কথিতং বারি পীতং চাগ্নিং করোতি বৈ। হরীতকীং সৈন্ধবঞ্চ চিত্রকং রুদ্র পিপ্পলী ॥ ১৬ ॥ চূর্ণমুষ্ণোদকেনৈষাং পীতং চাতিক্ষুধাকরং। সাজ্যং শূকরমাংসং বৈ পীতঞ্চাতিক্ষুধাকরং ॥ ১৭ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ষড়শীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

—

সপ্তাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ হস্তিকর্ণপলাশস্য পত্রাণি চূর্ণয়েজ্জ্বর। সর্ব্বরোগবিনির্ম্মুক্তং চূর্ণং পলশতং শিব ॥ ২ ॥ সক্ষীরং ভক্ষিতং কুর্য্যাৎ সপ্তাহেন বৃষধ্বজ। নরং শ্রুতিধরং রুদ্র মৃগেন্দ্রগতিবিক্রমং ॥ ৩ ॥ পদ্মরাগপ্রতীকাশং যুক্তং দশশতায়ুষা। ষোড়শাব্দাকৃতিং রুদ্র সততং দুগ্ধভোজনাৎ ॥ ৪ ॥ মধুসর্পিঃসমাযুক্তং জগ্ধমায়ুষ্করং ভবেৎ। তজ্জগ্ধং মধুনা সার্দ্ধং দশবর্ষসহস্রিকং ॥ ৫ ॥ কুর্য্যান্নরং শ্রুতিধরং প্রমদাজনবল্লভং। দধ্না নিত্যং ভক্ষিতন্তু বজ্রদেহকরং ভবেৎ ॥ ৬ ॥ কেশরাজিসমাযুক্তং নরং বর্ষসহস্রিণং। তচ্চ কাঞ্জিকসংযুক্তং নরং কুর্য্যাচ্চ ভক্ষিতং ॥ ৭ ॥ শতবর্ষং দিব্যদেহং বলীপলিতবর্জ্জিতং। জগ্ধং ত্রিফলয়া যুক্তং চক্ষুষ্মন্তং করোতি বৈ ॥ ৮ ॥ অন্ধঃ পশ্যেত্তু চূর্ণস্য সাজ্যস্যৈব

পেষণ করিয়া লেপন করিলে রক্তস্রাব নিবারিত হয়। ইহার অন্যথা হয় না। হরিদ্রা অনেকবার সিজের দুগ্ধে ভাবনা দিয়া বটিকা করিবে। এই বটী ঘর্ষণ করিয়া লেপন করিলে অর্শরোগ বিনাশ পায়। ঘোষাফল ও সৈন্ধব একত্র পেষণ করিয়া লেপন করিলে অর্শরোগ বিনষ্ট হয়। ১০-১২। পলাশবৃক্ষের ক্ষার করিয়া তাহার কাথ করিবে; এই কাথের সহিত গব্যঘৃত পাক করিতে হইবে। এই ঘৃত ত্রিগুণ ত্রিকটুচূর্ণের সহিত পান করিলে অর্শরোগ ক্ষয় পায়। ১৩। বিল্বফল দগ্ধ করিয়া সেবন করিলে রক্তার্শ শান্তি হয়। কৃষ্ণতিল নবনীতের সহিত ভক্ষণ করিলেও অর্শরোগ বিনাশ পায়। ১৪। যবক্ষার, শুণ্ঠীচূর্ণ ও গুড় এই সকল দ্রব্য তুল্যপরিমাণে লইয়া প্রত্যূষকালে ভক্ষণ করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়। ১৫। শুণ্ঠীর কাথ করিয়া সেই কাথবারি পান করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়। হরীতকী, সৈন্ধব, চিতা, পিপ্পলী এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া উষ্ণজলের সহিত পান করিলে অতিশয় ক্ষুধাবৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং শূকরের মাংস ঘৃতপক্ক করিয়া ভক্ষণ করিলে ক্ষুধাবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ১৬-১৭।

সপ্তাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

হরি কহিলেন, হস্তীকর্ণপলাশের পত্র চূর্ণ করিয়া দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ করিলে সপ্তাহমধ্যে সর্ব্বরোগ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইতে পারে। উক্ত ঔষধের পূর্ণমাত্রা একশতপল। উক্ত ঔষধ সেবনে মনুষ্য শ্রুতিধর হইতে পারে, মৃগেন্দ্রের ন্যায় তাহার গতি ও বিক্রম হয়, পদ্মরাগের ন্যায় শরীরকান্তি হয়, সহস্রবর্ষ জীবিত থাকে, উক্ত ঔষধ সেবন করিয়া দুগ্ধপান করিলে বৃদ্ধ মনুষ্যও ষোড়শবর্ষীয় যুবার ন্যায় আকৃতিধারণ করে; মধু ও ঘৃতের সহিত ভক্ষণ করিলে আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হয়, উক্ত হস্তিকর্ণপলাশের পত্রচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে দশসহস্রবর্ষ জীবিত থাকে এবং সেই পুরুষ শ্রুতিধর ও প্রমদাজনের অতিপ্রিয়পাত্র হয়। দধির সহিত সেবন করিলে দেহ বজ্রতুল্য হয়, কেশবৃদ্ধি হয় এবং সহস্রবর্ষ জীবিত থাকে; কাঁজির সহিত পান করিলে দিব্যদেহে বলীপলিতাদি-বৃদ্ধত্বচিহ্ন-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া শতবর্ষ বাঁচিতে পারে; ত্রিফলাচূর্ণের সহিত ভক্ষণ করিলে চক্ষুর জ্যোতির্ব্বৃদ্ধি পায়; ঘৃতের সহিত সেবন করিলে অন্ধব্যক্তি দর্শন করিতে পারে; মহিষের দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিয়া লেপন করিলে শুক্লকেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহাদ্বারা খলীটরোগীর

তু ভক্ষণাৎ। মহিষীক্ষীরসংযুক্তো তল্লেপঃ কৃষ্ণকেশকৃৎ॥ ৯॥ খরীটস্ত চ বৈ কেশা ভবন্তি বৃষভধ্বজ। তৈলযুক্তেন চূর্ণেন বলীপলিতনাশনং॥ ১০॥ তদুদ্বর্ত্তনমাত্রেণ সর্ব্বরোগৈঃ প্রমুচ্যতে। সচ্ছাগক্ষীরচূর্ণেন দৃষ্টিঃ স্যান্মাসতোঽঞ্জনাৎ॥ ১১॥ পলাশস্য চ বীজানি শ্রাবণে বিতুষাণি চ। গৃহীত্বা নবনীতেন তেষাং চূর্ণঞ্চ ভক্ষয়েৎ॥ ১২॥ কর্ষার্দ্ধমেকং সেবেত নত্বা নিত্যং হরিং প্রভুং। ষষ্টিপুরাণধান্যস্য পথ্যমন্নুবর্জ্জং হর। জীবেদ্বর্ষসহস্রাণি বলীপলিতবর্জ্জিতঃ॥১৩॥ ভৃঙ্গরাজস্য বৈ মূলং পুষ্যর্ক্ষে তু সমাহৃতং। গৃহীত্বা বৈ তচ্চূর্ণন্তু সসৌবীরঞ্চ ভক্ষয়েৎ॥ ১৪॥ মাসমাত্রপ্রয়োগেণ বলীপলিতবর্জ্জিতঃ। শতানি পঞ্চ জীবেচ্চ নরো নাগবলো ভবেৎ। ভবেৎ শ্রুতিধরো রুদ্র পুষ্যর্ক্ষে চৈব ভক্ষণাৎ॥ ১৫॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে সপ্তাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥

অষ্টাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ॥ ১॥ নির্ব্রণঃ স্যাৎ পুরহীনো প্রহারো ঘৃতপুরিতঃ। অপামার্গস্য বৈ মূলং হস্তাভ্যাঞ্চ বিমর্দ্দিতং। তদ্রসেন প্রহারস্য রক্তস্রাবো ন পুরণাৎ॥ ২॥ রুদ্র লাঙ্গলিকামূলং হিজ্জলস্য তথৈব চ। তেন ব্রণমুখং লিপ্তং শল্যো নিঃসরতি ব্রণাৎ। চিরকালপ্রবিষ্টোপি তেন মার্গেণ শঙ্কর॥ ৩॥ বালমূলং মেষশৃঙ্গীমূলন্তু বারিঘর্ষিতং। তেন লিপ্তং চিরং জাতং নাড়ীব্রণং প্রশাম্যতি॥ ৪॥ মাহিষদধিযুক্তেন জগ্ধং কোদ্রবভক্তকং। কঙ্কুমূলস্য বৈ চূর্ণং দত্তং নাড়ীব্রণাপহং॥ ৫॥ ব্রহ্মযষ্টিফলং পিষ্টং বারিণা তেন লেপিতং। তেন ঘৃষ্টং রক্তদোষঃ প্রণশ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৬॥ যবভস্ম বিড়ঙ্গঞ্চ গন্ধপাষাণমেব চ। শুণ্ঠিরেষাঞ্চৈব চূর্ণং ভাবিতং রুধিরেণ বৈ॥ ৭॥ কৃকলাসস্য তল্লিপ্তং বিদ্রধিং নাশয়েচ্ছিব। শোভাঞ্জনস্য মূলন্তু অতসীমসিনা সহ॥ ৮॥ গৌরসর্ষপযুক্তানি সর্ব্বাণ্যেতানি

কেশ উৎপন্ন হয়, ঐ চূর্ণ তৈলের সহিত সেবন করিলে বলীপলিতাদি বিনাশ পায়, ঐ চূর্ণ গাত্রে উদ্বর্ত্তন করিলে সর্ব্বরোগ হইতে মুক্ত পায়। ছাগদুগ্ধের সহিত অঞ্জন করিলে মাসমধ্যে দৃষ্টি শক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। ১-১১। শ্রাবণমাসে পলাশের বীজগ্রহণ করিয়া তাহাকে তুষরহিত করিবে। পরে ঐ বীজ চূর্ণ করিয়া নবনীতের সহিত ভক্ষণ করিবে। ভক্ষণের পরিমাণ এক তোলা। হরিকে নমস্কার করিয়া প্রতিদিন এই ঔষধ সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া পুরাতন ষষ্টিধান্যের অন্ন পথ্য করিতে হইবে; এই ঔষধ সেবনে জলপান করিবে না। ইহাতে সেই ব্যক্তি বলীপলিতাদিবিহীন হইয়া সহস্রবর্ষ জীবিত থাকিতে পারে। ১২-১৩। ভৃঙ্গরাজের মূল পুষ্যানক্ষত্রে উদ্ধৃত করিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ কাঁজির সহিত পান করিলে মাসমধ্যে বলীপলিতবর্জ্জিত হইয়া পঞ্চশতবর্ষ জীবিত থাকিতে পারে। এই ঔষধ সেবনে পুরুষ হস্তীর ন্যায় বলশালী হয়। উক্ত ঔষধ পুষ্যানক্ষত্রে সেবন করিলে মনুষ্য শ্রুতিধর হইতে পারে। ১৪-১৫।

অষ্টাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

হরি কহিলেন, ব্রণমধ্যে ঘৃতপূর্ণ করিয়া রাখিলে শীঘ্র সেই ক্ষত বিনাশ পায়। অপামার্গের মূল উভয় হস্তে মর্দ্দন করিয়া সেই রস ক্ষতস্থানে পূরণ করিলে রক্তস্রাব নিবারিত হয়। ১-২। লাঙ্গলিয়াবৃক্ষের মূল ও হিজলবৃক্ষের মূল একত্র পেষণ করিয়া ব্রণমুখ লেপন করিলে ব্রণমধ্যগত শল্যকণ্টকাদি নির্গত হয়। ইহাতে চিরকালপ্রবিষ্ট শল্যও সেই মার্গে নিঃসারিত হইয়া থাকে। ৩। বালামূল ও মেষশৃঙ্গীর মূল জলে ঘর্ষণ করিয়া ব্রণে লেপ দিলে চিরকালীন নালীঘা ভাল হয়। ৪। কোদ্রবান্ন মহিষদধির সহিত ভক্ষণ করিয়া কাকনিদানার মূল চূর্ণকরত ব্রণে প্রদান করিলে নাড়ীব্রণ শান্তি হয়। ৫। ব্রহ্মযষ্টির ফল জলের সহিত পেষণ করিয়া ব্রণস্থানে লেপন করিলে নিঃসংশয় রক্তদোষ প্রশান্ত হয়। ৬। যবভস্ম, বিড়ঙ্গ, গন্ধপাষাণ ও শুণ্ঠী এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া কৃকলাসের রুধিরে ভাবনা দিবে। এই ঔষধি লেপন করিলে বিদ্রধিরোগ শান্তি হয়। ৭। শজিনার মূল, তিসি, মসিনা, শ্বেতসর্ষপ এই সকল দ্রব্য একত্র অম্লতক্রের সহিত

শঙ্কর। পিষ্ট্বাশ্মনস্তক্রেণ গ্রন্থিকং নাশয়েদ্ধি বৈ ॥৯॥ শ্বেতাপরাজিতামূলং পিষ্টং তণ্ডুলবারিণা। তেন নস্যপ্রদানাৎ স্যাদ্‌ভূতবৃন্দস্য বিদ্রবঃ॥ ১০॥ অগস্ত্যপুষ্পনস্যো বৈ সমরীচস্ত শূলহৃৎ। ভুজঙ্গবর্ম্ম বৈ হিঙ্গু নিম্বপত্রাণি বৈ যবাঃ। গৌরসর্ষপ এভিঃ স্যাল্লেপো ভূতহরঃ শিব॥ ১১॥ গোরোচনা মরীচানি পিপ্পলী সৈন্ধবং মধু। অঞ্জনং কৃতমেভিঃ স্যাদ্‌গ্রহভূতহরং শিব॥ ১২॥ গুগ্‌গুলুলূকপুচ্ছাভ্যাং ধূপাদ্‌গ্রহহরো ভবেৎ। চতুর্থকজ্বরৈর্ম্মুক্তো কৃষ্ণবস্ত্রাবগুণ্ঠিতঃ॥১৩॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে অষ্টাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥

ঊননবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ॥১॥ শ্বেতাপরাজিতাপুষ্পরসেনাক্ষোশ্চ পূরণে। পটলং নাশমায়াতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥২॥ মূলং গোক্ষুরকস্যৈব চর্ব্বিত্বা নীললোহিত। দন্তকীটব্যথা দগ্ধা সুরাসুরবিমর্দ্দন॥ ৩॥ নারী পুষ্পাদিলেপিত্বা গোক্ষীরেণোপবাসতঃ। শ্বেতার্কস্য তু বৈ মূলং তস্মাত্তদ্‌গুল্মশূলনুৎ॥ ৪॥ শ্বেতার্কপুষ্পং বিধিনা গৃহীতং পূর্ব্বমন্ত্রিতং। ঋতুস্নাতা চ ললনা কটৌ বদ্ধং প্রসূয়তে॥ ৫॥ হস্তবদ্ধঃ পলাশস্য অপামার্গস্য বা হর। মূলং সর্ব্বজ্বরহরং ভূতপ্রেতাদিনুদ্ভবেৎ॥ ৬॥ পীতং বৃশ্চিকমূলঞ্চ পর্য্যুষিতজলেন বৈ। সার্দ্ধং বিনাশয়েদ্দাহজ্বরঞ্চ পরমেশ্বর॥ ৭॥ শিখায়াঞ্চৈব তদ্বদ্ধং ভবেদৈকাহিকাদিনুৎ। বাস্যোদকেন পীতং তৎ সর্ব্ববিষহরং ভবেৎ॥ ৮॥ যস্য লজ্জালুকমূলং দীয়তে চ স্বরেতসা। সার্দ্ধং স বৈরং সংযাতি পুমান্ স্ত্রী বা ন সংশয়ঃ॥ ৯॥ পিষ্ট্বা গব্যঘৃতেনৈব পাঠামূলং পিবেত্তু যঃ। সর্ব্বং বিষং বিনশ্যেত নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ১০॥ বাস্যোদকযুতং মূলং শিরীষস্য যথা তথা। রক্তচিত্রকমূলস্য রসস্য ভরণাচ্চ হর। কর্ণয়োঃ কামলাব্যাধিনাশঃ স্যান্নাত্র সংশয়ঃ॥ ১১॥ শ্বেতকোকিলাক্ষ-

---

পেষণ করিয়া লেপন করিলে গ্রন্থিকরোগ বিনাশ পায়। ৭-৯। শ্বেতাপরাজিতার মূল তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া নস্যগ্রহণ করিলে ভূতোপদ্রব শান্তি হইয়া থাকে। ১০। বকপুষ্পের রস ও মরিচ একত্র পেষণ করিয়া নস্যগ্রহণ করিলে শূলরোগ অপহৃত হয়। সাপের খোলস, হিঙ্গু, নিম্বপত্র, যব, শ্বেতসর্ষপ, এই সকল একত্র পেষণ করিয়া লেপন করিলে ভূতাবেশ দূর হয়। ১১। গোরোচনা, মরিচ, পিপ্পলী, সৈন্ধব, মধু, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া অঞ্জন করিলে গ্রহভূতাদিদোষ শান্তি হয়। ১২। গুগ্‌গুলু ও পেচকের পুচ্ছ একত্র করিয়া ধূপপ্রদান করিলে গ্রহদোষ শান্তি হয় এবং কৃষ্ণবস্ত্রদ্বারা অবগুণ্ঠন করিয়া ধূপ দিলে চাতুর্থকজ্বর বিনাশ পায়। ১৩।

ঊননবত্যধিকশততম অধ্যায়।

হরি কহিলেন, শ্বেতাপরাজিতাপুষ্পের রস চক্ষুতে পূরণ করিলে পটলাদি চক্ষুরোগ বিনাশ পায়। ১-২। গোক্ষুরমূল চর্ব্বণ করিলে দন্তকীট ও দন্তব্যথা বিনাশ পায়। ৩। নারী স্বীয় পুষ্পদ্বারা শ্বেতাকন্দের মূল লেপন করিয়া দুগ্ধের সহিত পেষণ করিবে। পরে উপবাস করিয়া এই ঔষধ সেবন করিলে গুল্মরোগ শান্তি হয়। ৪। পূর্ব্বদিবস শ্বেত আকন্দের পুষ্প অভিমন্ত্রিত করিয়া রাখিবে, পরে বিধিপূর্ব্বক সেই পুষ্পগ্রহণ করিবে। পরে ঋতুস্নাতা নারী ঐ পুষ্প কটিতে ধারণ করিলে পুত্রপ্রসব করিতে পারে। ৫। পলাশ ও অপামার্গের মূল হস্তে বন্ধন করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর ও ভূতপ্রেতাদিদোষ শান্তি হয়। ৬। বৃশ্চিকমূল পর্য্যুষিতজলের সহিত পান করিলে দাহজ্বর বিনাশ পায়। ৭। বৃশ্চিকমূল শিখাতে ধারণ করিলে ঐকাহিকজ্বর বিনাশ পায়। ঐ মূল বাসিজলের সহিত পান করিলে সর্ব্বপ্রকার বিষদোষ হরণ করে। ৮। স্ত্রী কিম্বা পুরুষ যাহার হস্তে স্বীয় শুক্রের সহিত লজ্জালুলতার মূলপ্রদান করা যায়, তাহাদিগের মধ্যে মহান্ বৈরভাব হইয়া থাকে। ৯। আকনাদির মূল পেষণ করিয়া গব্যঘৃতের সহিত যে পান করিবে, সে সর্ব্বপ্রকার বিষবিনাশ করিতে পারে, ইহার অন্যথা হয় না। ১০। শিরীষবৃক্ষের মূল বাসিজলের সহিত পান করিলেও বিষদোষ বিনাশ পায়। রক্তচিতার মূলের রস কর্ণে পূরণ করিলে কামলারোগ নষ্ট হয় সন্দেহ নাই। ১১। শ্বেত কুলিয়াখাড়ার

মূলং ছাগীক্ষীরেণ সংযুতং। ত্রিসপ্তাহেন বৈ পীতং ক্ষয়রোগঃ ক্ষয়ং নয়েৎ ॥ ১২ ॥ নারিকেলস্য বৈ পুষ্পং ছাগক্ষীরেণ সংযুতং। পিবেচ্চ ত্রিবিধস্তস্য বাতরক্তো বিনশ্যতি ॥ ১৩ ॥ কুর্য্যাৎ সুদর্শনামূলং মাল্যেম সুসমাহৃতং। কণ্ঠবদ্ধং ত্র্যাহিকাদিগ্রহভূতবিনাশনং ॥ ১৪ ॥ পুষ্যে ধবলগুঞ্জায়া গৃহীতং মূলমুত্তমং। মুখে তু নিহিতং কুত্র হরেন্নানাবিষং বহু ॥ ১৫ ॥ হস্তে বদ্ধং কাণ্ডযুক্তং কণ্ঠে বদ্ধং গ্রহাদিহৃৎ। কৃষ্ণায়াস্তু চতুর্দ্দশ্যাং কটিবদ্ধং সমাহৃতং। সিংহাদিশ্বাপদাৎ ভীতিং হরেচ্চ নীললোহিত ॥ ১৬ ॥ বিষ্ণুক্রান্তামূলমীশ কর্ণবদ্ধন্তু ধারয়েৎ। পট্টসূত্রেণ ভূতেশ মকরাদিভয়ং ন বৈ ॥ ১৭ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে উননবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ অপরাজিতায়া মূলঞ্চ গোমূত্রেণ সমন্বিতং। পীতঞ্চাপি হরত্যেব গণ্ডমালাং ন সংশয়ঃ ॥ ২ ॥ অথেন্দ্রবারুণীমূলং বিধিনা পীতমীশ্বর। ঝিঞ্জিণ্যা রসকং রুদ্র শূকশিম্ব্যা সমন্বিতং। শীতোদকঞ্চ তন্নস্যো বাহুগ্রীবব্যথাং হরেৎ ॥ ৩ ॥ মাহিষং নবনীতঞ্চ অশ্বগন্ধা চ পিপ্পলী। বচাকুষ্ঠদ্বয়ং লেপো লিঙ্গস্রোতস্তনার্ত্তিহৃৎ ॥ ৪ ॥ কুষ্ঠনাগবলাচূর্ণং নবনীতসমন্বিতং। তল্লেপো যুবতীনাঞ্চ কুর্য্যান্মনোহরং স্তনং ॥ ৫ ॥ ইন্দ্রবারুণীকামূলং যস্য নাম্না সুদূরতঃ। নিক্ষিপ্যতে সমুৎপাট্য তস্য প্লীহা বিনশ্যতি ॥ ৬ ॥ পুনর্নবায়াঃ শুক্লায়া মূলং তণ্ডুলবারিণা। পীতং বিদ্রধিমুৎ স্যাচ্চ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৭ ॥ কদলীপত্রক্ষারন্তু পানীয়েন প্রসাধিতং। তস্যাদনাদ্বিনশ্যন্তি উদরব্যাধয়োঽখিলাঃ ॥ ৮ ॥ কদল্যা মূলমাদায় গুড়াজ্যেন সমন্বিতং। অগ্নিনা সাধিতং জগ্ধমুদরস্থক্রিমীন্ হরেৎ ॥ ৯ ॥ নিত্যং নিম্বদলানাঞ্চ চূর্ণমামলকস্য চ। প্রত্যূষে ভক্ষয়েচ্চৈব তস্য কুষ্ঠং বিনশ্যতি ॥ ১০ ॥ হরীতকী বিড়ঙ্গঞ্চ হরিদ্রা সিতসর্ষপাঃ। সোমরাজস্য মূলানি করঞ্জস্য চ সৈন্ধবং।

মূল ছাগীদুগ্ধের সহিত পান করিলে তিন সপ্তাহমধ্যে ক্ষয়রোগ বিনাশ পায়। ১২। নারিকেলপুষ্প ছাগীদুগ্ধের সহিত পান করিলে ত্রিবিধ বাতরক্তরোগ বিনষ্ট হয়। ১৩। সুদর্শনামূল মালার মধ্যে করিয়া কণ্ঠে ধারণ করিলে ত্র্যাহিকজ্বর ও গ্রহভূতাদিদোষ বিনাশ পায়। ১৪। শ্বেতগুঞ্জার মূল পুষ্যানক্ষত্রে তুলিয়া ধারণ করিলে সর্ব্ববিধবিষ বিনষ্ট হয়। ১৫। শ্বেতগুঞ্জার মূল হস্তে অথবা কণ্ঠে ধারণ করিলে গ্রহদোষাদি নিবারণ হয়। ঐ মূল কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে আহরণ করিয়া কটিতে ধারণ করিলে সিংহাদি হিংস্রজন্তুর ভয় নিবারণ হইয়া থাকে। ১৬। অপরাজিতার মূল পট্টসূত্রদ্বারা কর্ণে ধারণ করিলে মকরাদি জলজন্তুর ভয় থাকে না। ১৭।

নবত্যধিকশততম অধ্যায়।

হরি কহিলেন, অপরাজিতার মূল গোমূত্রের সহিত পান করিলে নিঃসংশয় গণ্ডমালারোগ হরণ করে। ১-২। রাখালশশার মূল, ঝিঙ্গার রস, শূকশিম্বী, এই সকল একত্র শীতলজলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে বা নস্যগ্রহণ করিলে বাহু ও গ্রীবার ব্যথা হরণ করে। ৩। মাহিষ নবনীত, অশ্বগন্ধা, পিপ্পলী, বচ, কুড় এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া লেপন করিলে লিঙ্গ, শিরা ও স্তনগত রোগ বিনাশ পায়। ৪। গোরক্ষচাকুলিয়া ও কুড়, এই দুই দ্রব্য চূর্ণ করিয়া নবনীতের সহিত লেপন করিলে যুবতীদিগের স্তন অতিমনোহর হয়। ৫। রাখালশশার মূল উৎপাটন করিয়া যাহার নামে দূরে নিক্ষেপ করা যায়, তাহার প্লীহারোগ বিনাশ পায়। ৬। শ্বেতপুনর্নবার মূল তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে বিদ্রধিরোগ বিনষ্ট হয়, ইহার অন্যথা হয় না। ৭। কদলীপত্রের ক্ষার জলে সাধিত করিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার উদররোগ বিনাশ পায়। ৮। কদলীর মূল, গুড় ও ঘৃত এই সকল দ্রব্য অগ্নিপক্ব করিয়া ভক্ষণ করিলে উদরস্থ ক্রিমি হরণ করে। ৯। নিম্বপত্র ও আমলকীচূর্ণ প্রতিদিন প্রত্যূষে ভক্ষণ করিলে, তাহার সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়। ১০। হরীতকী, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, শ্বেতসর্ষপ, সোমরাজীমূল, করঞ্জমূল ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য গোমূত্রের সহিত

গোমূত্রপিষ্টাণ্যেতানি কুষ্ঠরোগহরাণি বৈ ॥ ১১ ॥ একশ্চ ত্রিফলাভাগস্তথা ভাগদ্বয়ং শিব। সোমরাজস্ত বীজানাং জগ্ধং পথ্যাস্না দদ্রুনুৎ ॥ ১২ ॥ অম্লতক্রং সগোমূত্রং ক্বথিতং লবণান্বিতং। কাংস্যমৃষ্টং খরং লেপাৎ কুষ্ঠরোগবিনাশনং ॥ ১৩ ॥ হরিদ্রা হরিতালঞ্চ দূর্ব্বাগোমূত্রসৈন্ধবং। অয়ং লেপো হন্তি দদ্রু পামামেব গরস্তথা ॥ ১৪ ॥ সোমরাজস্ত বীজানি নবনীতযুতানি চ। মধুনাস্বাদিতানি স্যুঃ শুক্লকুষ্ঠহরাণি বৈ। তক্রান্নপানতো রুদ্র নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৫ ॥ শ্বেতাপরাজিতামূলং বর্ত্তিতং চাস্ত বারিণা। তল্লেপো রুদ্র মাসেন শুক্লকুষ্ঠবিনাশনঃ ॥ ১৬ ॥ মাহিষং নবনীতঞ্চ সিন্দূরঞ্চ মরীচকং। পামা বিলেপনান্নশ্যেদ্দুর্নামা বৃষভধ্বজ ॥ ১৭ ॥ বিশুষ্কগান্তারীমূলং পক্বং ক্ষীরেণ সংযুতং। ভক্ষিতং শুক্লপিত্তস্য বিনাশকরমীশ্বর ॥ ১৮ ॥ মূলকস্য তু বীজানি অপামার্গরসেন বৈ। পিষ্টাণি তেন লেপেন শিহ্লিকা রুদ্র নশ্যতি ॥ ১৯ ॥ কদলীক্ষারসংযুক্তহরিদ্রা শিহ্লিকাপহা। রম্ভাপামার্গয়োঃ ক্ষার এরণ্ডেন বিমিশ্রিতঃ। তদভ্যঙ্গান্মহাদেব সদ্যঃ সিধ্ম বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥ কুষ্মাণ্ডলতাক্ষারশ্চ সগোমূত্রশ্চ তত্ত্বতঃ। জলপিষ্টা হরিদ্রা চ সিদ্ধা মন্দানলেন হি ॥ ২১ ॥ মাহিষেণ পুরীষেণ বেষ্টিতা বৃষভধ্বজ। অস্যা উদ্বর্ত্তনং কুর্য্যাদঙ্গসৌষ্ঠবমীশ্বর ॥ ২২ ॥ তিলসর্ষপসংযুক্তং হরিদ্রাদ্বয়কুষ্ঠকং। তেনোদ্বর্ত্তিতদেহঃ স্যাদ্দুর্গন্ধঃ সুরভিঃ পুমান্ ॥ ২৩ ॥ মনোহরশ্চানুদিনং দূর্ব্বাণাং কাকজঙ্ঘয়া। অর্জ্জুনস্ত তু পুষ্পাণি জম্বুপত্রযুতানি চ। সলোধ্রাণি চ তল্লেপো দেহদুর্গন্ধতাং হরেৎ ॥ ২৪ ॥ যুক্তং লোধ্রভবৈর্নীরৈশ্চূর্ণন্তু কনকস্য চ। তেনোদ্বর্ত্তিতদেহস্য ন স্যাদ্গ্রীষ্মপ্রবাধকং ॥ ২৫ ॥ দুগ্ধেনোষসি সেকশ্চ ঘর্ম্মদোষশ্চ নশ্যতি। কাকজঙ্ঘোদ্বর্ত্তনন্ত অঙ্গরাগকরং ভবেৎ ॥ ২৬ ॥ যষ্টীমধু শর্করা চ

পেষণ করিয়া সেবন করিলে কুষ্ঠরোগ অপহৃত হয়। ১১। ত্রিফলা একভাগ এবং সোমরাজীবীজ দুইভাগ হরীতকীর সহিত ভক্ষণ করিলে দদ্রুরোগ বিনষ্ট হয়। ১২। অম্লতক্র ও গোমূত্র একত্র ক্বাথ করিয়া লবণের সহিত কাংস্যপাত্রে ঘর্ষণ করিবে, পরে ইহাদ্বারা কুষ্ঠস্থানে লেপন করিলে কুষ্ঠরোগ বিনাশ পায়। ১৩। হরিদ্রা, হরিতাল, দূর্ব্বা, গোমূত্র ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া লেপন করিলে দদ্রু, পামা ও বিষরোগ বিনষ্ট হয়। ১৪। সোমরাজীবীজ, নবনীত ও মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে শুক্লকুষ্ঠ অর্থাৎ শ্বিত্ররোগ বিনাশ পায়। এই ঔষধ সেবনকালে তক্রের সহিত অন্নপথ্য করিবে, ইহার অন্যথা করিবে না। ১৫। অপরাজিতার মূল তাহার রসের সহিত পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি ঘর্ষণ করিয়া লেপ দিলে মাসমধ্যে শ্বেতকুষ্ঠ বিনাশ পায়। ১৬। মাহিষ নবনীত, সিন্দূর, মরিচ এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া লেপন করিলে পামা ও দুর্নামারোগ বিনষ্ট হয়। ১৭। শুষ্কগাম্ভারীমূল দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া সেই ক্বাথ পান করিবে। ইহাতে শ্বেতপিত্ত বিনাশ পায়। ১৮। মূলার বীজ অপামার্গের রসে পেষণ করিয়া লেপন করিলে শিহ্লিকারোগ নষ্ট হয়। ১৯। কদলীর ক্ষার ও হরিদ্রা এই দুই দ্রব্য একত্র সেবন করিলে শিহ্লিকারোগ বিনাশ পায়। রম্ভা ও অপামার্গের ক্ষার এরণ্ডতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া গাত্রে অভ্যঙ্গ করিলে তৎক্ষণাৎ সিধ্মরোগ বিনষ্ট হইয়া যায়। ২০। গোমূত্রপিষ্ট কুষ্মাণ্ডলতার ক্ষার এবং জলপিষ্ট হরিদ্রা এই দুই দ্রব্য মন্দাগ্নিতে পাক করিয়া মহিষবিষ্ঠাদ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিবে। পরে এই ঔষধিদ্বারা গাত্রে উদ্বর্ত্তন করিলে অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি পায়। ২১-২২। তিল, সর্ষপ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও কুড় এই সমুদায় দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া গাত্রোদ্বর্ত্তন করিলে যাহার গাত্রে অতিশয় দুর্গন্ধ আছে, সেও অতিসদ্গন্ধযুক্ত হয়। ২৩। দূর্ব্বা, কাকজঙ্ঘা, অর্জ্জুনপুষ্প, জামের পাতা ও লোধ্র এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া অঙ্গলেপন করিলে তাহার গাত্রদুর্গন্ধ বিনাশ পায় এবং দিন দিন তাহার শরীর মনোহর কান্তিধারণ করে। ২৪। ধুতুরার চূর্ণ লোধের ক্বাথে পেষণ করিয়া গাত্রোদ্বর্ত্তন করিলে তাহার শরীরে গ্রীষ্ম বাধা দিতে পারে না। ২৫। প্রত্যূষে দুগ্ধদ্বারা গাত্রে সেক করিলে ঘর্ম্মদোষ শান্তি হয়, কাকজঙ্ঘাদ্বারা গাত্রোদ্বর্ত্তন করিলে শরীরের কান্তিবৃদ্ধি পায়। ২৬। যষ্টিমধু, শর্করা, বাসকের রস ও মধু এই সকল একত্র পান

ঘাসকস্য রসো মধু। এতৎ পীতং রক্তপিত্তকামলা-পাণ্ডুরোগনুৎ ॥ ২৭ ॥ রক্তপিত্তং হরেৎ পীতো বাসকস্য রসো মধু। প্রাতঃকালে তোয়পানাৎ পীনসং দারুণং হরেৎ ॥২৮॥ বিভীতকস্য বৈ চূর্ণং পিপ্পল্যাঃ সৈন্ধবস্য চ। পীতং সকাঞ্জিকং হন্তি স্বরভেদং মহেশ্বর ॥ ২৯ ॥ চূর্ণমামলকং সেব্যং পীতং গব্যপয়োন্বিতং। মনঃশিলা বলামূলং কোলপর্ণঞ্চ গুগ্গুলুঃ ॥ ৩০ ॥ জাতিপত্রং কোলপত্রং তথা চৈব মনঃশিলা। এভিশ্চৈব কৃতা বর্ত্তির্বদর্য্যগ্নৌ মহেশ্বর। ধূমপানং কাসহরং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩১ ॥ ত্রিফলাপিপ্পলী-চূর্ণং ভক্ষিতং মধুনা যুতং। ভোজনাদৌ হি সমধু পিপাসাত্বরিতং হরেৎ ॥ ৩২ ॥ বিল্বমূলঞ্চ সমধু গুড়ূচী-ক্কথিতং জলং। পীতং হরেচ্ছ ত্রিবিধং ছর্দ্দিং নৈবাত্র সংশয়ঃ। পীতা দূর্ব্বা ছর্দ্দিনুৎ স্যাৎ পিষ্টা তণ্ডুল-বারিণা ॥ ৩৩ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে নবত্যধিকশত-তমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

একনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ পুনর্নবায়া মূলঞ্চ শ্বেতং পুষ্যে সমাহৃতং। বারিপীতং তস্য পার্শ্বে ভবনেষু ন পন্নগাঃ ॥ ২ ॥ তার্ক্ষ্যমূর্ত্তিং বহেদ্‌যো বৈ ভল্লূকদন্ত-নির্ম্মিতাং। স পন্নগৈর্ন দংশ্যেত যাবজ্জীবং বৃষধ্বজ ॥ ৩॥ পিবেদ্‌শাল্মলিমূলং যঃ পুষ্যর্ক্ষে রুদ্র বারিণা। তস্মিন্নপাস্তদশনা নাগাঃ স্যুর্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪ ॥ পুষ্যে লজ্জালুকামূলে হস্তবন্ধে তু পন্নগান্। গৃহ্নীয়াল্লেপতো বাপি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৫ ॥ পুষ্যে শ্বেতার্ক-মূলন্তু পীতং শীতেন বারিণা। নশ্যেত দংশকবিষং করবীরাদিজং বিষং ॥ ৬ ॥ মহাকালস্য বৈ মূলং পিষ্টং তৎ কাঞ্জিকেন বৈ। বোড্রাণাং ডুণ্ডুভাণাঞ্চ তল্লেপো হরতে বিষং ॥ ৭ ॥ তণ্ডুলীয়কমূলঞ্চ পিষ্টং তণ্ডুল-বারিণা। ঘৃতেন সহ পীতন্তু হরেৎ সর্ব্ববিষাণি চ ॥৮॥

করিলে রক্ত, কামলা ও পাণ্ডুরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে। ২৭। বাসকের রস ও মধু পান করিলে রক্তপিত্তরোগ বিদূরিত হয়। প্রাতঃকালে জলপান করিলে সুদারুণ পীনসরোগ নিবারিত হয়। ২৮। বহেড়া, পিপ্পলী ও সৈন্ধব এই সকল চূর্ণ করত কাঁজির সহিত পান করিলে স্বরভঙ্গ নিবারিত হয় ।২৯। আমলকীর চূর্ণ, মনঃশিলা, বেড়েলামূল, বদরীপত্র, গুগ্গুলু, এই সকল গব্যঘৃতের সহিত পান করিলেও স্বরভঙ্গরোগ বিনাশ পায়। ৩০। জাতীপত্র, বদরীপত্র এবং মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি বদরীকাষ্ঠের অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া সেই ধূমপান করিলে কাস-রোগ হরণ করে; ইহার অন্যথা হয় না। ৩১। ত্রিফলা ও পিপ্পলী চূর্ণ করিয়া ভোজনের আদিতে মধুর সহিত পান করিলে পিপাসা ও জ্বরশান্তি হয়। ৩২। বিল্বমূল ও গুড়ূচীর কাথ করিয়া মধুর সহিত পান করিলে ত্রিবিধ ছর্দ্দিরোগ বিনাশ পায়। দূর্ব্বা তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে ছর্দ্দিরোগ নিবারিত হয়। ৩৩।

একনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

হরি কহিলেন, পুনর্নবার মূল পুষ্যানক্ষত্রে সমাহরণ করিয়া জলের সহিত পান করিলে তাহার নিকটে কিম্বা গৃহে সর্প থাকিতে পারে না। ১-২। ভল্লূকের দন্তদ্বারা গরুড়ের প্রতি-মূর্ত্তি করিয়া ধারণ করিলে যাবজ্জীবন তাহাকে সর্পে দংশন করিতে পারে না। ৩। শাল্মলিবৃক্ষের মূল পুষ্যানক্ষত্রে আহরণ করিয়া জলের সহিত পান করিলে তাহার সমক্ষে সর্পের দন্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, ইহার অন্যথা হয় না। ৪। পুষ্যানক্ষত্রে লজ্জালুলতার মূল আহরণ করিয়া হস্তে বন্ধন অথবা লেপন করিলে সেই ব্যক্তি সর্প ধরিতে পারে সন্দেহ নাই। ৫। পুষ্যা-নক্ষত্রে শ্বেত আকন্দের মূল শীতল জলের সহিত পান করিলে দংশকবিষ ও করবীরাদিবিষ বিনষ্ট হয়। ৬। মহাকাললতার মূল কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে বোড়া ও ঢোঁড়া সাপের বিষ বিনাশ পায়। ৭। নটেশাকের মূল তণ্ডুলো-দকের সহিত পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত পান করিলে সর্ব্ব-প্রকার বিষ বিনষ্ট হইয়া যায়। ৮। নীলীবৃক্ষ ও লজ্জালুলতার

নীলীলজ্জালুকামূলং পিষ্টং তণ্ডুলবারিণা। পীত্বা তদ্দংশকবিষং নশ্যেদেকৈর্ন চোভয়োঃ॥ ৯॥ কুষ্মাণ্ডকস্য স্বরসং সগুড়ং সহশর্করঃ। পীতঃ সদুগ্ধো নাশঃ স্যাদ্দংশকস্য বিষস্য বৈ॥ ১০॥ তথা কোদ্রবমূলস্য মোহস্য হর এব চ। যষ্টীমধুসমাযুক্তা তথা পীতা চ শর্করা॥ ১১॥ সদুগ্ধা চ ত্রিরাত্রেণ মূষবিষহরা ভবেৎ। চুলকত্রয়পানাচ্চ বারিণঃ শীতলস্য বৈ॥ ১২॥ তাম্বূলদগ্ধমুখস্য লালাস্রাবো বিনশ্যতি। ঘৃতং সশর্করং পীত্বা মদ্যপানমদো ন বৈ॥ ১৩॥ কৃষ্ণাঙ্কোঠস্য মূলেন পীতং সুক্বথিতং জলং। ততো নশ্যেৎ গরবিষং ত্রিরাত্রেণ মহেশ্বর॥ ১৪॥ উষ্ণং গব্যঘৃতঞ্চৈব সৈন্ধবেন সমন্বিতং। নাশয়েত্তন্মহাদেব বেদনং বৃশ্চিকোদ্ভবং॥ ১৫॥ কুসুম্ভং কুঙ্কুমঞ্চৈব হরিতালং মনঃশিলা। করঞ্জং পিষিতং চৈব অর্কমূলঞ্চ শঙ্কর॥ ১৬॥ বিষং নৃণাং বিনশ্যেত এতেষাং ভক্ষণাচ্ছিব। দীপতৈলপ্রদানাচ্চ দংশেরাকীটজৈঃ শিব। খর্জ্জূরকবিষং নশ্যেৎ তদা বৈ নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৭॥ দংশস্থানং বৃশ্চিকস্য শুণ্ঠীতগরপাদিকা। নশ্যেন্মধুমক্ষিকায়া এতেষাং লেপতো বিষং॥ ১৮॥ শতপুষ্পা সৈন্ধবঞ্চ সাজ্যং বা তেন লেপয়েৎ। শিরীষস্য তু বীজং বৈ সিক্তং ক্ষীরেণ ঘর্ষিতং॥ ১৯॥ তল্লেপেন মহাদেব নশ্যেৎ কুক্কুরজং বিষং। জ্বলিতাগ্নির্ব্বারিসেকৌ তথা দর্দ্দুরজং বিষং॥ ২০॥ ধুস্তূরকরসং মিশ্রং ক্ষীরাজ্যগুড়পানতঃ। মূলং বিষং বিনশ্যেত শশাঙ্ককৃতশেখর॥ ২১॥ বটনিম্বশমীনাঞ্চ বল্কলৈঃ ক্বথিতং জলং। তৎসেকান্মুখদন্তানাং নশ্যেদ্বৈ বিষবেদনাং॥ ২২॥ লেপনাৎ দেবদারোশ্চ গৈরিকস্য চ লেপনাৎ। নাগেশ্বরো হরিদ্রে দ্বে তথা চৈব মঞ্জিষ্ঠকা। এভির্লেপাদ্বিনশ্যেত লূতাবিষমুমাপতে॥ ২৩॥ করঞ্জস্য তু বীজানি বরুণচ্ছদমেব চ। তিলাশ্চ সর্ষপা হন্যুর্ব্বিষং বৈ নাত্র সংশয়ঃ॥ ২৪॥ ঘৃতকুমারীপত্রস্থৈ দত্তং সলবণং হর। তুরঙ্গমশরীরাণাং কণ্ডূর্নশ্যেদ্দশাহতঃ॥ ২৫॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে একনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥

মূল তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার দংশকবিষ বিনাশ পায়। ইহাদিগের কোন একটি পান করিলেও উক্তরূপ ফল হইয়া থাকে। ৯। কুষ্মাণ্ডের রস গুড়, শর্করা ও দুগ্ধের সহিত পান করিলে সর্ব্বপ্রকার দংশকজন্তুর বিষবিনাশ পায়। ১০। কোদ্রবের (শস্যবিশেষ) মূল মোহরোগ হরণ করে এবং যষ্টিমধু, শর্করা ও দুগ্ধ এই সকল পান করিলে ত্রিরাত্রমধ্যে মূষিকবিষ বিনাশ করে। তিনগণ্ডূষ শীতলজল পান করিলে তাম্বূলভক্ষণে মুখ দগ্ধ হইলে যে লালাস্রাব হয়, তাহা নিবারিত হইয়া থাকে। শর্করার সহিত ঘৃতপান করিলে মদ্যপানে মত্ততা হয় না। ১১-১৩। কৃষ্ণ আকোড়বৃক্ষের মূলের ক্বাথ করিয়া সেই ক্বাথবারি পান করিলে ত্রিরাত্রমধ্যে গরবিষ বিনাশ পায়। ১৪। গব্যঘৃত উষ্ণ করিয়া সৈন্ধবের সহিত পান করিলে বৃশ্চিকবিষজন্য বেদনা বিনষ্ট হয়। ১৫। কুসুম্ভ, কুঙ্কুম, হরিতাল, মনঃশিলা, করঞ্জা ও আকন্দের মূল এই সকল পেষণ করিয়া পান করিলে বিষদোষ শান্তি হয়। দংশস্থানে প্রদীপের তৈলে লেপন করিলে কীটাদির দংশনজন্য বেদনা বিনাশ পায়। ইহাতে খর্জ্জূরকবিষও বিনাশ পাইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। ১৬-১৭। বৃশ্চিক কিম্বা মধুমক্ষিকা দংশন করিলে শুণ্ঠী ও তগরপাদিকা পেষণ করিয়া দংশস্থানে লেপ দিবে। ইহাতে দংশনের জ্বালা নিবারিত হয়। ১৮। শুলফা, সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া ঘৃতসহযোগে লেপন করিবে, অথবা শিরীষবীজ দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া ঘর্ষণ করিবে। পরে এই ঔষধিদ্বারা দংশনস্থান লেপন করিলে কুকুরদংশনজন্য বিষ বিনাশ পায়। অগ্নিজ্বালা অথবা শীতলজলের সেক করিলে ভেকের বিষ বিনষ্ট হয়। ১৯-২০। হে চন্দ্রশেখর! ধুতুরার রসের সহিত দুগ্ধ, ঘৃত ও গুড় মিশ্রিত করিয়া পান করিলে মূলবিষ বিনাশ পায়। ২১। বট, নিম্ব ও শমীবৃক্ষ ইহাদিগের বল্কলের ক্বাথ করিয়া সেই ক্বাথবারিদ্বারা সেক করিলে মুখ ও দন্তের বিষবেদনা বিনাশ পায়। ২২। দেবদারু, গেরিমাটী, নাগেশ্বর, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া লেপ দিলে লূতা (মাকড়সা) বিষ বিনাশ পাইয়া থাকে। ২৩। করঞ্জাবীজ, বরুণবৃক্ষের পত্র, তিল ও সর্ষপ এই সকল দ্রব্য নিশ্চয়

দ্বিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ। চিত্রকস্যাষ্টভাগানি শূরণস্য চ ষোড়শ। শুণ্ঠ্যাশ্চত্বারি ভাগানি মরীচানাং দ্বয়ং তথা ॥ ২ ॥ ত্রিতয়ং পিপ্পলীমূলং বিড়ঙ্গানাং চতুষ্টয়ং। অষ্টৌ মুষলিকাভাগাস্ত্রিফলায়াশ্চতুষ্টয়ং ॥ ৩ ॥ দ্বিগুণেন গুড়েনৈষাং মোদকানি হি কারয়েৎ। তদ্ভক্ষণমজীর্ণং হি পাণ্ডুরোগঞ্চ কামলং। অতীসারাণি মন্দাগ্নিং প্লীহাঞ্চৈব নিবারয়েৎ ॥৪॥ বিল্বাগ্নিমন্থঃ শ্যোনাকপাটলাপারিভদ্রকং। প্রসারণ্যশ্বগন্ধা চ বৃহতী কণ্টকারিকা ॥ ৫ ॥ বলা চাতিবলা রাস্না শ্বদংষ্ট্রা চ পুনর্নবা। এরণ্ডঃ শারিবা পর্ণী গুড়ূচী কপিকচ্ছুকা ॥৬॥ এষাং দশপলান্ ভাগান্ ক্বাথয়েচ্ছলিলেঽমলে। তেন পাদাবশেষেণ তৈলপাত্রে বিপাচয়েৎ ॥ ৭ ॥ আজস্বা যদি বা গব্যং ক্ষীরং দত্ত্বা চতুর্গুণং। শতাবরীং সৈন্ধবঞ্চ তৈলতুল্যং প্রদাপয়েৎ ॥৮॥ দ্রব্যাণি যানি পেষ্যাণি তানি বক্ষ্যামি তৎ শৃণু। শতপুষ্পা দেবদারু বলা পর্ণী বচাগুরু ॥ ৯ ॥ কুষ্ঠং মাংসী সৈন্ধবঞ্চ পলমেকং পুনর্নবা। পানে নস্যে তথাভ্যঙ্গে তৈলমেতৎ প্রদাপয়েৎ ॥ ১০ ॥ হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ গণ্ডমালাঞ্চ নাশয়েৎ। অপস্মারং বাতরক্তং বপুষ্মাংশ্চ পুমান্ ভবেৎ ॥ ১১ ॥ গর্ভমশ্বতরী বিন্দ্যাৎ কিং পুনর্মানুষী হর। অশ্বানাং বাতভগ্নানাং কুঞ্জরাণাং নৃণাং তথা। তৈলমেতৎ প্রযোক্তব্যং সর্ব্ববাতবিকারিণাং ॥ ১২ ॥ হিঙ্গু তুম্বুরু শুণ্ঠী চ সাধ্যং তৈলন্তু সার্ষপং। এতদ্ধি পূরণং শ্রেষ্ঠং কর্ণশূলাপহং পরং ॥ ১৩ ॥ শুষ্কমূলকশুণ্ঠীনাং ক্ষারো হিঙ্গুলনাগরং। তক্রং চতুর্গুণং দদ্যাৎ তৈলমেতদ্বিপাচয়েৎ ॥ ১৪ ॥ বাধির্য্যং কর্ণশূলঞ্চ পূয়স্রাবঞ্চ কর্ণয়োঃ। ক্রিময়শ্চ বিনশ্যন্তি তৈলস্যাস্য প্রপূরণাৎ ॥১৫॥ শুষ্কমূলকশুণ্ঠীনাং ক্ষারো হিঙ্গুলনাগরং। শতপুষ্পা বচা কুষ্ঠং দারুশিগ্রুরসা-

---

বিষবিনাশ করে। ২৪। ঘৃতকুমারীর পত্র লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলে দশদিনমধ্যে অশ্বের গাত্রকণ্ডু নিবারণ হয়। ২৫।

দ্বিনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

হরি কহিলেন, চিতা আটভাগ, ওল ষোলভাগ, শুণ্ঠী চারিভাগ, মরিচ দুইভাগ, পিপ্পলীমূল তিনভাগ, বিড়ঙ্গ চারিভাগ, এই সমুদায় দ্রব্যের দ্বিগুণপরিমাণে গুড় মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদকভক্ষণ করিলে অজীর্ণ, পাণ্ডুরোগ, কামলা, অতিসার, অগ্নিমান্দ্য ও প্লীহা এই সকল রোগ নিবারিত হয়। ১৪। বিল্বমূল, গণিয়ারি, শোণা, পারুলী, নিম্বছাল, গেন্দাইল, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, কণ্টকারী, বেড়েলা, গোরক্ষকর্কটী, রাস্না, গোক্ষুর, পুনর্নবা, এরণ্ড, অনন্তমূল, শালপাণী, গুড়ূচী, শূকশিম্বী, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে দশপলপরিমাণে লইয়া নির্ম্মল জলে কাথ করিবে। এই কাথ পাদমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে তাহা তৈলপাত্রে পাক করিবে। পাককালে গব্য কিম্বা ছাগদুগ্ধ তৈলের চতুর্গুণ পরিমাণে দিতে হইবে এবং তৈলের তুল্যপরিমাণে শতমূলী ও সৈন্ধব প্রদান করিবে। অতঃপর যেসকল দ্রব্য পেষণ করিয়া দিতে হইবে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। শুলফা, দেবদারু, বেড়েলা, শালপাণী, বচ, অগুরু, কুড়, জটামাংসী, সৈন্ধব ও পুনর্নবা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে একপল (৮ তোলা) পরিমাণে তৈলমধ্যে নিক্ষেপ করিতে হইবে। এই তৈল যথাবিধি পাক করিয়া পানে, নস্যে ও অভ্যঙ্গে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে হৃচ্ছূল, পার্শ্বশূল, গণ্ডমালা, অপস্মার, বাতরক্তপ্রভৃতি রোগ বিনাশ পায় এবং সেই ব্যক্তির শরীরের পুষ্টি হয়। এই তৈল সেবন করিলে অশ্বতরীও গর্ভগ্রহণ করে, মানুষীর গর্ভগ্রহণে সন্দেহমাত্র নাই। অশ্ব ও হস্তীও যদি বাতরোগে আক্রান্ত হয় তাহাহইলেও এই তৈল সেবনে প্রতীকার হইয়া থাকে। বিশেষতঃ সর্ব্বপ্রকার বাতরোগেই এই তৈল প্রয়োগ করিবে। ৫-১২। হিঙ্গু, তুম্বুরু, শুণ্ঠী এই সকল দ্রব্যের সহিত সার্ষপ তৈল পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল বিনাশ পায়। ১৩। শুষ্কমূলক ও শুণ্ঠীর ক্ষার, হিঙ্গু, শুণ্ঠী এই সকল দ্রব্যের সহিত তিলতৈল পাক করিবে। পাককালে তৈলের চতুর্গুণ ঘোল দিতে হইবে। যথাবিধি পাক সমাপ্তি করিয়া এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে বধিরতা, কর্ণশূল, পূয়স্রাব ও কর্ণক্রিমি এই সকল বিনাশ পাইয়া থাকে। ১৪-১৫। শুষ্কমূলক ও শুণ্ঠীর ক্ষার, হিঙ্গুল, শুণ্ঠী, শুলফা, বচ, কুড়, দেবদারু, সজিনা, রসাঞ্জন,

ঞ্জনং ॥ ১৬ ॥ সৌবর্চ্চলং যবক্ষারং সামুদ্রং সৈন্ধবং তথা। গ্রন্থিকং বিড়মুস্তকং মধু শুক্তং চতুর্গুণং ॥ ১৭ ॥ মাতুলুঙ্গরসশ্চৈব কদলীরস এব চ। তৈলমেভির্বিপক্বং কর্ণশূলাপহং পরং ॥ ১৮ ॥ বাধির্য্যং কর্ণনাদশ্চ পূয়স্রাবঞ্চ দারুণং। পূরণাদস্য তৈলস্য ক্রিময়ঃ কর্ণয়োর্হর ॥ ১৯ ॥ সদ্যো বিনাশমায়ান্তি শশাঙ্ককৃতশেখর। ক্ষারতৈলমিদং শ্রেষ্ঠং মুখদন্তমলাপহং ॥ ২০ ॥ চন্দনং কুঙ্কুমং মাংসী কর্পূরো জাতিপত্রিকা। জাতীককোলপুগানাং লবঙ্গস্য ফলানি চ ॥ ২১ ॥ অগুরুণি চ কস্তূরী কুষ্ঠং তগরপাদিকা। গোরোচনা প্রিয়ঙ্গুশ্চ বলা চৈব তথা নখী ॥ ২২ ॥ সরলং সপ্তপর্ণঞ্চ লাক্ষা চামলকী তথা। তথা তু পদ্মকঞ্চৈব এভিস্তৈলং প্রসাধয়েৎ ॥ ২৩ ॥ প্রস্বেদামলদুর্গন্ধকণ্ডুকুষ্ঠহরং পরং। স্ত্রীশতং গচ্ছতে রুদ্র বন্ধ্যাপি লভতে সুতং ॥ ২৪ ॥ যমানী চিত্রকং ধন্যং ত্র্যুষণং জীরকং তথা। সৌবর্চ্চলং বিড়ঙ্গঞ্চ পিপ্পলীমূলরাজিকং ॥ ২৫ ॥ এভিঃ পচেৎ ঘৃতপ্রস্থং জলপ্রস্থাষ্টসংযুতং। তথার্শোগুল্মশ্বয়থুং হন্তি বহ্নিং করোতি বৈ ॥ ২৬ ॥ মরিচং ত্রিবৃতং কুষ্ঠং হরিতালং মনঃশিলা। দেবদারু হরিদ্রে দ্বে কুষ্ঠং মাংসী চ চন্দনং ॥২৭॥ বিশালা করবীরঞ্চ অর্কক্ষীরং শকৃদ্রসং। এষাঞ্চ কার্ষিকো ভাগো বিষস্যার্দ্ধপলং ভবেৎ ॥ ২৮ ॥ প্রস্থং কটুকতৈলস্য গোমূত্রেষ্টগুণে পচেৎ। মৃৎপাত্রে লৌহপাত্রে বা শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ ॥ ২৯ ॥ পামা বিচর্চ্চিকা চৈব দদ্রু বিস্ফোটকানি চ। অভ্যঙ্গেন প্রণশ্যন্তি কোমলত্বঞ্চ জায়তে ॥ ৩০ ॥ প্রসূতান্যপি শ্বিত্রাণি তৈলেনানেন ম্রক্ষয়েৎ। চিরোত্থিতমপি শ্বিত্রং বিনষ্টং তৎক্ষণাৎ ভবেৎ॥ ৩১ ॥ পটোলপত্রং কটুকা মঞ্জিষ্ঠা শারিবা নিশা। জাতীশমীনিম্বপত্রং মধুকং কথিতং ঘৃতং॥ ৩২ ॥ এভির্লেপাৎ স্যাদ্রুজো ব্রণা বিস্রাবিণঃ শিব। শঙ্খপুষ্পী বচা সোম ব্রাহ্মীবৃক্ষসৌবর্চ্চলাঃ ॥৩৩॥ অভয়া

সাজিমাটী, যবক্ষার, করকচ, সৈন্ধব, পিপ্পলী, বিটলবণ, মুথা, মধু এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিবে। পাককালে চতুর্গুণপরিমাণ কাঁজি, লেবুর রস ও কদলীরস দিতে হইবে। এই তৈল বিধিপূর্ব্বক পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে বধিরতা, কর্ণনাদ, পূয়স্রাব ও কর্ণক্রিমি তৎক্ষণাৎ বিনাশ পায়, ইহার নাম ক্ষারতৈল, এই তৈল সেবন করিলে মুখ ও দন্তের মলবিনাশ পায়। ১৬-২০। রক্তচন্দন, কুঙ্কুম, জটামাংসী, কর্পূর, জাতীপত্র, জাতীফল, কক্কোল, গুবাকি, লবঙ্গ, অগুরু, কস্তূরী, কুড়, তগরপাদিকা, গোরোচনা, প্রিয়ঙ্গু, বেড়েলা, নখী, সরলকাষ্ঠ, ছাতিম, লাক্ষা, আমলকী ও পদ্মকাষ্ঠ, এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিবে। এই তৈল সেবন করিলে ঘর্ম্মজন্য গাত্রগন্ধ, কণ্ডু ও কুষ্ঠরোগ বিনাশ পায়। এই তৈল পুরুষে সেবন করিলে শতস্ত্রীগমন করিতে পারে এবং স্ত্রীলোকে সেবন করিলে বন্ধ্যানারীও গর্ভবতী হয়। ২১-২৪। যমানী, চিতা, ধনিয়া, ত্রিকটু, জীরা, সাজিমাটী, বিড়ঙ্গ, পিপ্পলীমূল ও সর্ষপ এই সকল দ্রব্যের সহিত একপ্রস্থ ঘৃত পাক করিবে। পাককালে অষ্টপ্রস্থ জল দিতে হইবে। যথাবিধি পাক করিয়া এই তৈল সেবন করিলে অর্শ, গুল্ম ও শোথ এই সকল রোগ বিনাশ করে এবং জঠরগত অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ২৫-২৬। মরিচ, তেউড়ী, কুড়, হরিতাল, মনঃশিলা, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়, জটামাংসী, রক্তচন্দন, গোরক্ষকর্কটী, করবী, আকন্দের ক্ষীর ও গোময়রস এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে দুইতোলা, বিষ চারি তোলা এই সকল দ্রব্যের সহিত কটুতৈল একপ্রস্থ পাক করিবে, পাককালে তৈলের আটগুণ গোমূত্র দিতে হইবে। মৃৎপাত্রে অথবা লৌহপাত্রে মৃদু অগ্নিতে এই তৈল পাক করা বিধেয়। এই তৈল সেবন করিলে পামা, বিচর্চ্চিকা, দদ্রু ও বিস্ফোটকাদি রোগ বিনষ্ট হয়। এই তৈল গাত্রে মর্দ্দন করিলে গাত্র কোমল হইয়া থাকে, সর্ব্বাঙ্গব্যাপ্ত চিরকালীন শ্বিত্ররোগ বিনাশ পায়। ২৭-৩১। পটোলপত্র, কটুকী, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, হরিদ্রা, জাতীপত্র, নিম্বপত্র, শমীপত্র ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্যের কাথ করিয়া সেই কাথদ্বারা ঘৃতসহযোগে ব্রণে লেপ দিলে তাহার বেদনা ও পূয়স্রাব নিবারিত হয়। শঙ্খপুষ্পী, বচ, কর্পূর, ব্রাহ্মীবৃক্ষ, সাজিমাটি, হরীতকী, গুড়ূচী, বাসক ও সোমরাজী, ইহাদিগের প্রত্যেকে দুইতোলা পরিমাণে লইয়া ইহাদিগের সহিত একপ্রস্থ ঘৃত পাক করিবে। পাককালে কণ্টকারীর

চ গুড়ূচী চ অটরূষকবাগুজী। এতৈরক্ষসমৈর্ভাগৈ-র্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥৩৪॥ কণ্টকার্য্যা রসপ্রস্থং ক্ষীর-প্রস্থসমন্বিতং। এতদ্‌ব্রাহ্মীঘৃতং নাম স্মৃতিমেধাকরং পরং ॥ ৩৫ ॥ অগ্নিমন্থো বচা বাসা পিপ্পলীমধুসৈন্ধবং। সপ্তরাত্রপ্রয়োগেণ কিন্নরৈরিব গীয়তে ॥ ৩৬ ॥ অপা-মার্গঃ সগুড়ূচী কুষ্ঠং শতাবরী বচা। শঙ্খপুষ্পাভয়া সাজ্যং বিড়ঙ্গং ভক্ষিতং সমং। ত্রিভির্দিনৈর্নরং কুর্য্যাৎ গ্রন্থাষ্টশতধারিণং ॥৩৭॥ অম্ভির্ব্বা পয়সাজ্যেন মাসমে-কন্তু সেবিতা। বচা কুর্য্যান্নরং প্রাজ্ঞং শ্রুতিধারণ-সংযুতং ॥ ৩৮ ॥ চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে পীতং পলমেকং পয়ো-ম্বিতং। বচায়াস্তৎক্ষণং কুর্য্যান্মহাপ্রজ্ঞাযুতং নরং ॥ ৩৯ ॥ ভূনিম্বনিম্বত্রিফলাপর্প্পটৈশ্চ শৃতং জলং। পটোলীমুস্তকাভ্যাঞ্চ বাসকেন চ নাশয়েৎ ॥ ৪০ ॥ বিস্ফোটকানি রক্তঞ্চ নাত্র কার্য্যা বিচারণা। কেতকস্ত ফলং শঙ্খং সৈন্ধবং ত্র্যূষণং বচা।॥৪১॥ ফেনো রসাঞ্জনং ক্ষৌদ্রং বিড়ঙ্গানি মনঃশিলা। এষাং বর্ত্তির্হন্তি কাচং তিমিরং পটলন্তথা ॥ ৪২ ॥ প্রস্থদ্বয়ং মাষকস্ত ক্বাথশ্চ দ্রোণমম্ভসাং। চতুর্ভাগাবশেষেণ তৈলপ্রস্থং বিপা-চয়েৎ ॥ ৪৩ ॥ কাঞ্জিকস্যাঢ়কং দত্ত্বা পিষ্টাণ্যেতানি দাপয়েৎ। পুনর্নবা গোক্ষুরকং সৈন্ধবং ত্র্যূষণং বচা ॥ ৪৪ ॥ লবণং সুরদারু চ মঞ্জিষ্ঠা কণ্টকারিকা। নস্যাৎ পানাদ্ধরত্যেব কর্ণশূলং সুদারুণং ॥৪৫॥ বাধির্য্যং সর্ব্ব-রোগাংশ্চ অভ্যঙ্গাচ্চ মহেশ্বর। পলদ্বয়ং সৈন্ধবঞ্চ শুণ্ঠীচিত্রকপঞ্চকং ॥ ৪৬ ॥ সৌবীরপঞ্চপ্রস্থঞ্চ তৈল-প্রস্থং পচেত্ততঃ। অসৃগ্দরস্বরপ্লীহাসর্ব্ববাতবিকার-নুৎ ॥ ৪৭ ॥ উডুম্বরং বটং প্লক্ষং জম্বুদ্বয়মথার্জ্জুনং। পিপ্পলঞ্চ কদম্বঞ্চ পলাশং লোধ্রতিন্দুকং ॥ ৪৮ ॥ মধুক-মাম্রসর্জ্জঞ্চ বদরং পদ্মকেশরং। শিরীষবীজকেতক এতৎক্বাথেন সাধিতং। তৈলং হন্তি ব্রণান্ লেপাচ্চির-কালভবানপি ॥ ৪৯ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে দ্বিনবত্যধিকশত-তমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

রস একপ্রস্থ এবং দুগ্ধ একপ্রস্থ দিতে হইবে। ইহার নাম ব্রাহ্মীঘৃত; এই ঘৃত সেবন করিলে স্মৃতি ও মেধাশক্তির বৃদ্ধি হয়। ৩২-৩৫। গণিয়ারি, বচ, বাসক, পিপ্পলী, মধু ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য একত্র সেবন করিবে। এই ঔষধ সাত দিন ভক্ষণ করিলে কিন্নরের ন্যায় কণ্ঠস্বর হয়। ৩৬। অপামার্গ, গুড়ূচী, কুড়, শতমূলী, বচ, শঙ্খপুষ্পী, হরীতকী ও বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্য ঘৃতের সহিত তিন দিন ভক্ষণ করিলে তাহার এরূপ মেধাশক্তি হয় যে, সে অষ্টোত্তরশতগ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিতে পারে। ৩৭। জল, দুগ্ধ অথবা ঘৃতের সহিত একমাস বচ ভক্ষণ করিলে সেই ব্যক্তি শ্রুতিধর হইয়া থাকে। অর্থাৎ যাহা শ্রবণ করে, তাহা তাহার বিস্মৃত হয় না। ৩৮। চন্দ্র কিম্বা সূর্য্যগ্রহণ-কালে যে ব্যক্তি জলের সহিত একপল বচ ভক্ষণ করে, সেই ব্যক্তি মহাপ্রাজ্ঞ অর্থাৎ শাস্ত্রে অধিকারী হয়। ৩৯। চিরতা, নিম্ব, ত্রিফলা, ক্ষেতপাপড়া, পটোল, মুথা ও বাসক এই সকল দ্রব্যের কাথ করিয়া সেই কাথবারি পান করিলে বিস্ফোট ও রক্তস্রাব নিবারিত হয়, ইহার অন্যথা হয় না। কেতকীফল, শঙ্খ, সৈন্ধব, ত্রিকটু, বচ, সমুদ্রফেনা, রসাঞ্জন, মধু, বিড়ঙ্গ, মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে, এই বর্ত্তিদ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে কাচ, তিমির ও পটলপ্রভৃতি চক্ষুরোগ বিনাশ পায়। ৪০-৪২। দুইপ্রস্থ মাষকলাই এক দ্রোণ জলে দিয়া কাথ করিবে; জলের চতুর্ভাগমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে তাহাতে একপ্রস্থ তৈল পাক করিবে। পাক-কালে কাঁজি এক আঢ়ক অর্থাৎ আটসের দিতে হইবে। অতঃ-পর যে সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া দিতে হইবে তাহা শ্রবণ কর। পুনর্নবা, গোক্ষুর, সৈন্ধব, ত্রিকটু, বচ, লবণ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, কণ্টকারী এই সকল দ্রব্যের সহিত যথাবিধি তৈলপাক করিয়া নস্যগ্রহণ অথবা পান করিলে সুদারুণ কর্ণশূল হরণ করে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে বধিরতা এবং অন্যান্য রোগরাশি বিনাশ পাইয়া থাকে। সৈন্ধব দুই পল, শুণ্ঠী ও চিতা পঞ্চপল, কাঁজি পাঁচ প্রস্থ এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল একপ্রস্থ পাক করিবে। এই তৈল অসৃগ্দর, স্বরভঙ্গ, প্লীহা ও সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ বিনাশ করে। ৪৩-৪৭। যজ্ঞডুমুর, বট, পাকুড়, দ্বিবিধ জাম, অর্জ্জুনবৃক্ষ, অশ্বত্থ, কদম্ব, পলাশ, লোধ, গাব, মধুক, আম্র, সর্জ্জ, বদরী, পদ্ম ও নাগকেশরবৃক্ষ এবং শিরীষবীজ ও নির্গুণ্ডী-

ত্রিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ। পলাণ্ডু জীরকে কুষ্ঠমশ্বগন্ধাজমোদকং। বচা ত্রিকটুকঞ্চৈব লবণং চূর্ণমুত্তমম্‌ ॥ ২ ॥ ব্রাহ্মীরসৈর্ভাবিতঞ্চ সর্পির্ম্মধুসমন্বিতং। সপ্তাহং ভক্ষিতং কুর্য্যাৎ নির্ম্মলাঞ্চ মতিং পরাং ॥৩॥ সিদ্ধার্থকং বচা হিঙ্গু করঞ্জং দেবদারু চ। মঞ্জিষ্ঠা ত্রিফলা বিশ্ব শিরীষো রজনীদ্বয়ং ॥ ৪॥ প্রিয়ঙ্গু নিম্ব ত্রিকটু গোমূত্রেণৈব ঘর্ষিতং। নস্তমালেপনঞ্চৈব তথা চোদ্বর্ত্তনং হি তৎ ॥৫॥ অপস্মারবিষোন্মাদশোষালক্ষ্মীজ্বরাপহং। ভূতেভ্যশ্চ ভয়ং হন্তি রাজদ্বারে তু পূজনং ॥৬॥ নিম্বং কুষ্ঠং হরিদ্রে দ্বে শিগ্রু সর্ষপঞ্চ তথা। দেবদারু পটোলঞ্চ ধন্বং তক্রেন ঘর্ষিতং ॥ ৭ ॥ দেহং তৈলাক্তগাত্রং বৈ অনেনোদ্বর্ত্তনন্তথা। পামাঃ কুষ্ঠানি নশ্যেয়ুঃ কণ্ডুং হন্তি চ নিশ্চিতং ॥ ৮ ॥ সামুদ্রং সৈন্ধব ক্ষাররাজিকালবণং বিড়ং। কটুলোহরজশ্চৈবং ত্রিবৃৎ সুবর্ণকং সমং। দধিগোমূত্রপয়সা মন্দপাবকপাচিতং ॥ ৯ ॥ এতচ্চাগ্নিবলং চূর্ণং পিবেদুষ্ণেণ বারিণা। জীর্ণেজীর্ণে তু ভুঞ্জীত মাসাদি ঘৃতভোজনং ॥ ১০ ॥ নাভিশূলং মূত্রশূলং গুল্মপ্লীহভবঞ্চ যৎ। সর্ব্বং শূলহরং চূর্ণং জঠরানলদীপনং। পরিণামসমুত্থস্ত শূলস্য চ হিতং পরং ॥ ১১ ॥ অভয়ামলকং দ্রাক্ষা পিপ্পলী কণ্টকারিকা। শৃঙ্গী পুনর্নবা শুণ্ঠী জগ্ধা কাসং নিহন্তি বৈ ॥ ১২ ॥ অভয়ামলকং দ্রাক্ষা পাঠা চৈব বিভীতকং। শর্করা চ সমং চৈব জগ্ধং জ্বরহরং ভবেৎ ॥ ১৩ ॥ ত্রিফলা বদরং দ্রাক্ষা পিপ্পলী চ বিরেককৃৎ। হরীতকী সোষ্ণনীরলবণঞ্চ বিরেককৃৎ ॥ ১৪ ॥ কূর্ম্মমৎস্যাশ্বমহিষগোশৃগালাশ্চ বানরাঃ। বিড়ালবর্হিকাকাশ্চ বরাহোলূককুক্কুটাঃ ॥ ১৫ ॥ হংস এষাঞ্চ বিণ্মূত্রং মাংসং বা রোমশোণিতং। ধূপং দদ্যাজ্জ্বরার্ত্তেভ্য উন্মত্তেভ্যশ্চ শান্তয়ে ॥১৬॥ এতান্যৌষধজাতানি হন্তি রোগো ভবেশ্বর।' নিহন্তি তানি রোগাণি বৃক্ষ-

---

ফল এই সকলের ক্বাথের সহিত তৈল পাক করিয়া ব্রণে লেপন করিলে চিরকালজাত ব্রণ বিনষ্ট হয়। ৪৮-৪৯।

ত্রিনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

হরি কহিলেন, পলাণ্ডু, জীরা, কুড়, অশ্বগন্ধা, যমানী, বচ, ত্রিকটু ও লবণ এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ব্রাহ্মীরসে ভাবনা দিবে, পরে এই চূর্ণ মধু ও ঘৃতের সহিত সপ্তাহ ভক্ষণ করিলে তাহার সদ্বুদ্ধি হইয়া থাকে। ১-৩। সর্ষপ, বচ, হিঙ্গু, করঞ্জ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, শুণ্ঠী, শিরীষ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, নিম্ব ও ত্রিকটু এই সকল দ্রব্য গোমূত্রের সহিত ঘর্ষণ করিবে, পরে ইহার নস্তগ্রহণ করিলে অথবা গাত্রলেপ ও উদ্বর্ত্তন করিলে অপস্মার, বিষোন্মাদ, শোষ, অলক্ষ্মী ও জ্বর বিনাশ পায়। তাহার কোন ভূতের ভয় থাকে না এবং রাজদ্বারে পূজনীয় হয়। ৪-৬। নিম্বপত্র, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শজিনা, সর্ষপ, দেবদারু, পটোল, ধনিয়া এই সকল দ্রব্য তক্রের সহিত ঘর্ষণ করিবে। পরে শরীরে তৈলমর্দ্দন করিয়া এই ঔষধিদ্বারা উদ্বর্ত্তন করিবে। ইহাতে পামা, কুষ্ঠ, কণ্ডু প্রভৃতি রোগ বিনাশ পায়। ৭। করকচ, সৈন্ধব, যবক্ষার, সর্ষপ, লবণ, বিটলবণ, কটুকী, লৌহচূর্ণ, তেউড়ী, সুবর্ণ এই সকল দ্রব্য দধি, গোমূত্র ও দুগ্ধের সহিত মন্দ অগ্নিতে পাক করিবে। এই ঔষধ উষ্ণজলের সহিত পান করিলে অগ্নি ও বলবৃদ্ধি পায়, এই ঔষধ একমাস ভক্ষণ করিয়া আপনার পরিপাকশক্তি-অনুসারে ঘৃতভোজন করিবে। ইহাতে নাভিশূল, মূত্রশূল, গুল্ম ও প্লীহাজনিত শূল, পরিণামশূল প্রভৃতি বিনাশ পায় এবং জঠরাগ্নির সন্দীপন হইয়া থাকে। ৯-১১। হরীতকী, আমলকী, দ্রাক্ষা, পিপ্পলী, কণ্টকারী, শৃঙ্গী, পুনর্নবা ও শুণ্ঠী এই সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিলে কাসরোগ বিনাশ পায়। ১২। হরীতকী, আমলকী, দ্রাক্ষা, আকনাদি, বহেড়া ও শর্করা এই সকল সমপরিমাণে লইয়া ভক্ষণ করিলে জ্বররোগ বিনষ্ট হয়। ১৩। ত্রিফলা, বদরী, দ্রাক্ষা, পিপ্পলী, হরীতকী ও লবণ এই সকল দ্রব্য উষ্ণজলের সহিত ভক্ষণ করিলে বিরেচন হয়। ১৪। কূর্ম্ম, মৎস্য, অশ্ব, মহিষ, গো, শৃগাল, বানর, বিড়াল, ময়ূর, কাক, শূকর, পেঁচক, কুক্কুট, হংস এই সকলের বিষ্ঠা, মূত্র, শোণিত, মাংস ও রোম সংগ্রহ করিয়া জ্বরার্ত্ত ও উন্মাদরোগীর রোগশান্তির নিমিত্ত ধূপপ্রদান করিবে। এই সকল ঔষধ নানাবিধ রোগ বিনাশ করিয়া থাকে। যেমন ইন্দ্রবজ্র বৃক্ষ বিনিপাতিত করে, সেইরূপ উক্ত ঔষধসকল রোগরাশি বিনাশ করিয়া থাকে।

মিত্রাশনির্ধথা ॥ ১৭ ॥ ঔষধে ভগবান্ বিষ্ণুঃ স স্মৃতো রোগমুক্তবেৎ। ধ্যাতোর্চ্চিতঃ স্তুতো বাপি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৮ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ত্রিনবত্যধিকশত-তমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

চতুর্নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ। সর্ব্বব্যাধিহরং বক্ষ্যে বৈষ্ণবং কবচং শুভং। যেন রক্ষা কৃতা শম্ভোর্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২ ॥ প্রণম্য দেবমীশানমজং নিত্যমনাময়ং। দেবং সর্ব্বেশ্বরং বিষ্ণুং সর্ব্বব্যাপিনমব্যয়ং ॥ ৩ ॥ বধ্নাম্যহং প্রতীকারং নমস্কৃত্য জনার্দ্দনং। অমোঘাপ্রতিমং সর্ব্বং সর্ব্বদুঃখনিবারণং ॥ ৪ ॥ বিষ্ণুর্ম্মামগ্রতঃ পাতু কৃষ্ণো রক্ষতু পৃষ্ঠতঃ। হরির্ম্মে রক্ষতু শিরো হৃদয়ঞ্চ জনার্দ্দনঃ ॥ ৫ ॥ মনো মম হৃষীকেশো জিহ্বাং রক্ষতু কেশবঃ। পাতু নেত্রে বাসুদেবঃ শ্রোত্রে সঙ্কর্ষণো বিভুঃ ॥ ৬ ॥ প্রদ্যুম্নঃ পাতু মে ঘ্রাণমনিরুদ্ধস্তু চর্ম্ম চ। বনমালী গলস্যান্তং শ্রীবৎসো রক্ষতামধঃ ॥ ৭ ॥ পার্শ্বং রক্ষতু মে চক্রং বামং দৈত্যনিবারণং। দক্ষিণন্তু গদা-দেবী সর্ব্বাসুরনিবারিণী ॥ ৮ ॥ উদরং মুষলং পাতু পৃষ্ঠং মে পাতু লাঙ্গলং। ঊর্দ্ধং রক্ষতু মে শার্ঙ্গং জঙ্ঘে রক্ষতু নন্দকঃ ॥ ৯ ॥ পার্ষ্ণী রক্ষতু শঙ্খশ্চ পদ্মং মে চরণাবুভৌ। সর্ব্বকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থং পাতু মাং গরুড়ঃ সদা ॥ ১০ ॥ বরাহো রক্ষতু জলে বিষমেষু চ বামনঃ। অটব্যাং নারসিংহশ্চ সর্ব্বতঃ পাতু কেশবঃ ॥ ১১ ॥ হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ হিরণ্যং মে প্রযচ্ছতু। সাংখ্যাচার্য্যস্তু কপিলো ধাতুসাম্যং করোতু মে ॥ ১২ ॥ শ্বেতদ্বীপনিবাসী চ শ্বেতদ্বীপং নয়ত্বজঃ। সর্ব্বান্ শত্রূন্ সূদয়তু মধুকৈটভ-সূদনঃ ॥ ১৩ ॥ বিষ্ণুঃ সদা চাকর্ষতু কিল্বিষং মম বিগ্রহাৎ। হংসো মৎস্যস্তথা কূর্ম্মঃ পাতু মাং সর্ব্বতো দিশং ॥ ১৪ ॥ ত্রিবিক্রমস্তু মে দেবঃ সর্ব্বান্ পাপান্ নিগৃহ্নতু। তথা নারায়ণো দেবো বুদ্ধিং পালয়তাং মম ॥ ১৫ ॥ শেষো মে নির্ম্মলং জ্ঞানং করোত্বজ্ঞান-নাশনং। বড়বামুখো নাশয়তু কল্মষং যৎকৃতং ময়া ॥ ১৬ ॥ পদ্ভ্যাং দদাতু পরমো সুখং মূর্দ্ধ্নি মম প্রভুঃ।

ঔষধ সেবনকালে ভগবান্ বিষ্ণুকে স্মরণ করিলে সেই ঔষধ রোগহারী হয়। অতএব বিষ্ণুর ধ্যান ও অর্চ্চনা করিয়া ঔষধ সেবন করিবে, ইহার অন্যথা করিবে না। ১৫-১৮।

চতুর্ণবত্যধিকশততম অধ্যায়।

হরি কহিলেন, অতঃপর সর্ব্বব্যাধিবিনাশক শুভপ্রদ শ্রীবিষ্ণুর কবচ বলিব। এই রক্ষাকবচদ্বারা শম্ভুরও রক্ষাকার্য্য সাধিত হইয়াছে। ১-২। আমি অনাময়, অজ, সনাতন ঈশান দেবকে এবং সর্ব্বদেবেশ্বর জনার্দ্দনকে নমস্কার করিয়া এই সর্ব্ব-রোগপ্রতীকারকবচ বন্ধন করিতেছি। ৩-৪। বিষ্ণু আমার অগ্রভাগ রক্ষা করুন, কৃষ্ণ পৃষ্ঠদেশ, হরি শির এবং জনার্দ্দন হৃদয় রক্ষা করুন। ৫। হৃষীকেশ আমার মন, কেশব জিহ্বা, বাসুদেব নেত্রদ্বয় এবং সঙ্কর্ষণ কর্ণদ্বয় রক্ষা করুন। ৬। প্রদ্যুম্ন আমার নাসিকা, অনিরুদ্ধ চর্ম্ম, বনমালী গণ্ড এবং শ্রীবৎস অধোভাগ রক্ষা করুন। ৭। দৈত্যনিসূদন চক্র আমার বামপার্শ্ব এবং সর্ব্বাসুরনিবারিণী গদা আমার দক্ষিণপার্শ্ব রক্ষা করুন। ৮। মুষল আমার উদর, লাঙ্গল পৃষ্ঠ, শার্ঙ্গ ঊর্দ্ধ এবং নন্দক জঙ্ঘাদ্বয় রক্ষা করুন। ৯। শঙ্খ আমার পার্ষ্ণি, পদ্ম চরণদ্বয় রক্ষা করুন এবং গরুড় আমার সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি করুন। ১০। বরাহ আমাকে জলমধ্যে রক্ষা করুন, বামন বিষম সঙ্কটে, নরসিংহ বনমধ্যে এবং কেশব সর্ব্বত্র রক্ষা করুন। ১১। ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ আমাকে হিরণ্যপ্রদান করুন এবং সাংখ্যাচার্য্য কপিলদেব আমার ধাতুসাম্য বিধান করুন। ১২। শ্বেতদ্বীপবাসী অজ আমাকে শ্বেতদ্বীপে নয়ন করুন এবং মধুকৈটভ-নাশন বিষ্ণু আমার সর্ব্বশত্রু বিনাশ করুন। ১৩। বিষ্ণু সর্ব্বদা আমার শরীর হইতে পাপাকর্ষণ করুন এবং হংস, মৎস্য ও কূর্ম্ম আমার সর্ব্বদিক্ রক্ষা করুন। ১৪। ত্রিবিক্রমদেব আমার সর্ব্বপাপ বিনাশ করুন এবং নারায়ণদেব আমার বুদ্ধি পালন করুন। ১৫। অনন্ত আমার অজ্ঞানবিনাশ করিয়া নির্ম্মল জ্ঞান প্রদান করুন, বড়বামুখ আমি যে সকল পাপ করিয়াছি, তৎ-সমুদায় বিনাশ করুন। ১৬। পরমদেব আমার মস্তকে পদদ্বয়

দত্তাত্রেয়ঃ কলয়তু সপুত্রপশুবান্ধবং ॥ ১৭ ॥ সর্ব্বানরীন্ নাশয়তু রামঃ পরশুনা মম। রক্ষোঘ্নস্তু দাশরথী পাতু নিত্যং মহাভুজঃ ॥ ১৮ ॥ শত্রূন্ হলেন মে হন্যাৎ রামো যাদবনন্দনঃ। প্রলম্বকেশীচাণূরপূতনাকংসনাশনঃ। কৃষ্ণস্য যো বালভাবঃ স মে কামান্ প্রযচ্ছতু ॥ ১৯ ॥ অন্ধকারতমোঘোরং পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং। পশ্যামি ভয়সন্ত্রস্তঃ পাশহস্তমিবান্তকং ॥ ২০ ॥ ততোহং পুণ্ডরীকাক্ষমচ্যুতং শরণং গতঃ। ধন্যোহং নির্ভয়ো নিত্যং যস্য মে ভগবান্ হরিঃ ॥ ২১ ॥ ধ্যাত্বা নারায়ণং দেবং সর্ব্বোপদ্রবনাশনং। বৈষ্ণবং কবচং বদ্ধা বিচরামি মহীতলে ॥ ২২ ॥ অপ্রধৃষ্যোহস্মি ভূতানাং সর্ব্বদেবময়ো হ্যহং। স্মরণাদ্দেবদেবস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ ॥ ২৩ ॥ সিদ্ধির্ভবতু মে নিত্যং যথা মন্ত্রমুদাহৃতং। যো মাং পশ্যতি চক্ষুর্ভ্যাং যঞ্চ পশ্যামি চক্ষুষা। সর্ব্বেষাং পাপদুষ্টানাং বিষ্ণুর্ব্বধ্নাতি চক্ষুষী ॥২৪॥ বাসুদেবস্য যচ্চক্রং তস্য চক্রস্য যে ত্বরাঃ। তে হি ছিন্দন্তু পাপান্ মে মম হিংসন্তু হিংসকান্ ॥ ২৫ ॥ রাক্ষসেষু পিশাচেষু কান্তারেষটবীষু চ। বিবাদে রাজমার্গেষু দ্যূতেষু কলহেষু চ ॥২৬॥ নদীসন্তারণে ঘোরে সংপ্রাপ্তে প্রাণসংশয়ে। অগ্নিচৌরনিপাতেষু সর্ব্বগ্রহনিবারণে ॥ ২৭ ॥ বিদ্যুৎসর্পবিষোদ্বেগে রোগেহন্যে বিঘ্নসঙ্কটে। জপ্যমেতজ্জপেন্নিত্যং শরীরে ভয়মাগতে ॥ ২৮ ॥ অয়ং ভগবতো মন্ত্রো মন্ত্রাণাং পরমো মহান্। বিখ্যাতং কবচং গুহ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনং। স্বমায়াকৃতনির্ম্মাণকল্পান্তগহনো মহৎ ॥২৯॥ ওঁ অনাদ্যন্ত জগদ্বীজ পদ্মনাভ নমোঽস্তু তে। ওঁ কালায় স্বাহা। ওঁ কালপুরুষায় স্বাহা। ওঁ কৃষ্ণায় স্বাহা। ওঁ কৃষ্ণরূপায় স্বাহা। ওঁ চণ্ডায় স্বাহা। ওঁ চণ্ডরূপায় স্বাহা। ওঁ প্রচণ্ডায় স্বাহা। ওঁ প্রচণ্ডরূপায় স্বাহা। ওঁ সর্ব্বায় স্বাহা। ওঁ সর্ব্বরূপায় স্বাহা। ওঁ নমো ভুবনেশায় ত্রিলোকধাত্রে ইহ বিটি সিবিটি সিবিটি স্বাহা। ওঁ নমঃ অয়োখেতয়ে যে যে সংজ্ঞায়াপাত্র দৈত্য-দানব-যক্ষ-রাক্ষস-ভূত-পিশাচ-কুষ্মাণ্ডান্তাপস্মারক--ছন্দন--দুর্দ্ধরাণামেকাহিক-দ্বিতীয়-তৃতীয়চাতুর্থক-মৌহর্ত্তিকদিনজ্বররাত্রিজ্বর-সন্ধ্যাজ্বর-সর্ব্বজ্বরাদীনাং লূতাকীটকণ্টকপূতনাভুজঙ্গস্থাবরজঙ্গমবিষাদীনাং ইদং শরীরং মম পথ্যং তুষুরু স্ফুট স্ফুট প্রকোট লফট বিকটদংষ্ট্র পূর্ব্বতো রক্ষতু ওঁ হৈ হৈ হৈ হৈ দিনকরসহস্রকালসমাহতো জয় পশ্চিমতো রক্ষ ওঁ নিবি নিবি প্রদীপ্তজ্বলনজ্বালাকার মহাকপিল উত্তরতো রক্ষ। ওঁ বিলি বিলি মিলি মিলি গরুড়ি গরুড়ি গৌরীগান্ধারীবিষমোহবিষমবিষমাং মোহয়তু স্বাহা দক্ষিণতো রক্ষ মাং পশ্য সর্ব্বভূতভয়োপদ্রবেভ্যো রক্ষ রক্ষ জয় জয় বিজয় তেন হীয়তে রিপুত্রাসাহং কৃতবাদ্যতো ভয়রুদয়বোভয়ো অভয়ং দিশতু চ্যুতঃ

দিয়া সুখপ্রদান করুন এবং দত্তাত্রেয় আমার পুত্র, পশু ও বান্ধবপ্রদান করুন। ১৭। শ্রীপরশুরাম পরশুদ্বারা আমার সর্ব্বশত্রুবিনাশ করুন, দাশরথী রাক্ষসহন্তা মহাবাহু শ্রীরাম আমাকে সর্ব্বদা পালন করুন। ১৮। যাদবনন্দন বলরাম হলদ্বারা আমার শত্রুহনন করুন এবং প্রলম্ব, কেশী, চাণূর, পূতনা ও কংসনাশনাদি শ্রীকৃষ্ণের বাল্যভাব আমার সর্ব্বকামনা পরিপূরণ করুন।১৯। আমি অন্ধকারের ন্যায় তমোরূপী পাশহস্ত কৃতান্ত সদৃশ ঘোরতর কৃষ্ণপিঙ্গল পুরুষ দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়াছি, অতএব পুণ্ডরীকাক্ষ অচ্যুতের শরণাগত হইলাম, ভগবান্ হরি আমার আশ্রয় হইলেন, অতএব আমি ধন্য ও নির্ভয় হইলাম। ২০-২১। নারায়ণদেবকে ধ্যান করিয়া সর্ব্বোপদ্রবনাশন এই বৈষ্ণবকবচ বন্ধনপূর্ব্বক ধরাতলে বিচরণ করিতেছি। এইক্ষণ আমি সর্ব্বভূতের অজেয় এবং সর্ব্বদেবময় হইলাম। অমিততেজা দেব দেব বিষ্ণুর প্রসাদে আমার সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইল। যেরূপ মন্ত্র উক্ত আছে, তাহা এই “যে আমাকে চক্ষুদ্বারা দর্শন করে এবং আমি যাহাকে চক্ষুর্দ্বারা দর্শন করি, বিষ্ণু সেই পাপদুষ্টাত্মাদিগের চক্ষুবন্ধন করুন”। ২২-২৪। বাসুদেবের চক্রের অর্গল সকল যাহারা আমাকে হিংসা করে, তাহাদিগকে বিনাশ করুক। ২৫। রাক্ষসাক্রমণে, পিশাচানুষ্ঠানে, দুর্গমপথে, বনমধ্যে, রাজমার্গে, দ্যূতকার্য্যে, বিবাদে, নদীসন্তরণে প্রাণসংশয় ঘোর উপদ্রব উপস্থিতে, অগ্নিভয়ে, চৌরভয়ে, সর্ব্বগ্রহনিবারণে,

তদুদরমখিলং বিশন্ত যুগপরিবর্ত্তসহস্রসংখ্যেয়োত্তমলমিব প্রবিশন্তি রশ্ময়ঃ বাসুদেবসঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নাশ্চানিরুদ্ধকঃ সর্ব্বজ্বরান্ মম ঘ্নন্তু বিষ্ণুর্নারায়ণো হরিঃ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে বৈষ্ণবকবচকথনং নাম চতুর্নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

পঞ্চনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ সর্ব্বকামপ্রদাং বিদ্যাং সপ্তরাত্রেণ তাং শৃণু। নমস্তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় ধীমহি ॥ ২ ॥ প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ। নমো বিজ্ঞানদাত্রে চ পরমানন্দমূর্ত্তয়ে ॥ ৩ ॥ আত্মারামায় শান্তায় নিবৃত্তদ্বৈতদৃষ্টয়ে। ত্বদ্রূপাণি চ সর্ব্বাণি তস্মাৎ তুভ্যং নমোনমঃ ॥ ৪ ॥ হৃষীকেশায় মহতে নমস্তেঽনন্তমূর্ত্তয়ে। যস্মিন্নিদং যতশ্চৈতৎ তিষ্ঠত্যগ্রেপি জায়তে ॥ ৫ ॥ মৃণ্ময়ীং বহসি ক্ষৌণীং তস্মৈ তে ব্রহ্মণে নমঃ। যন্ন স্পৃশন্তি ন বিদুঃ মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াসবঃ। অন্তর্ব্বহিশ্চরসি ত্বং ব্যোমতুল্যং নমাম্যহং ॥ ৬ ॥ ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় মহাভূতপতয়ে। সকল-সত্ত্বভাবীব্রীড়-নিকর-কমলরেণূৎপল-নিভধর্ম্মাখ্যবিদ্যয়া চরণারবিন্দযুগল পরমেষ্ঠিন্ নমস্তে অবাপবিদ্যাধরতাং চিত্রকেতোশ্চ বিদ্যয়া ॥ ৭ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে পঞ্চনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

ষণ্ণবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ অবাপ জপ্ত্বা চেন্দ্রত্বং বিষ্ণুধর্ম্মাখ্যবিদ্যয়া। সর্ব্বান্ শত্রূন্ বিনির্জ্জিত্য তাঞ্চ বক্ষ্যে মহেশ্বর ॥ ২ ॥ পাদয়োর্জানুনোরূর্ব্বো উদরে হৃদ্যথোরসি। মুখে শিরস্যানুপূর্ব্বং ওঙ্কারাদীনি বিন্যসেৎ ॥ ৩ ॥ নমো নারায়ণায়েতি বিপর্য্যাসমথাপি চ। করন্যাসং ততঃ কুর্য্যাদ্ দ্বাদশাক্ষরবিদ্যয়া ॥ ৪ ॥ প্রণবাদি যকারান্তমঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠপর্ব্বসু। ন্যসেদ্ধৃদয় ওঙ্কারং মনুং মূর্দ্ধ্নি সমস্তকং ॥ ৫ ॥ ওঙ্কারন্ত ভ্রুবো-

---

বিদ্যুৎপাতে, সর্পবিষোদ্বেগে, রোগে, বিঘ্নসঙ্কটে, শারীরিকভয়-উপস্থিতে "ওঁ অনাদ্যন্ত" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। এই ভগবন্মন্ত্র সর্ব্বমন্ত্রপ্রধান; এই কবচবিন্যাস অতি গোপনীয় এবং সর্ব্বপাপপ্রণাশন। ২৬-২৯।

পঞ্চনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

হরি কহিলেন, সর্ব্বকামপ্রদ বিদ্যা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সপ্তরাত্র এই বিদ্যার উপাসনা করিলে সর্ব্বপ্রকার কামনা সিদ্ধ হয়। হে ভগবন্! তোমাকে নমস্কার করি; হে বাসুদেব! তোমাকে চিন্তা করি। ১-২। প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও সঙ্কর্ষণকে নমস্কার করি, তুমি বিজ্ঞানপ্রদান কর; তুমিই পরমানন্দমূর্ত্তি। ৩। তুমি আত্মারাম, শান্তমূর্ত্তি, তোমাতেই দ্বৈতজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়াছে, তুমি ভিন্ন এই জগতে আর কিছুই নাই, তোমাকে নমস্কার করি। ৪। হে হৃষীকেশ! তুমি অনন্তমূর্ত্তি, তোমাতে এই চরাচর জগৎ বিদ্যমান আছে, তুমি সর্ব্বভূতের আশ্রয় ও উৎপত্তি স্থান, তোমাকে নমস্কার করি। ৫। তুমি এই মৃণ্ময়ী পৃথিবী বহন করিতেছ, তুমি ব্রহ্মস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার করি। তোমাকে পাণিপাদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও প্রাণ ইহারা জানিতে পারে না, তুমি সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহে বিচরণ করিতেছ, তুমি আকাশের ন্যায় অনন্ত, তোমাকে নমস্কার করি। এইরূপে স্তব করিয়া "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদিমন্ত্রে উপাসনা করিবে, তাহাহইলেই সর্ব্বকামনা পরিপূর্ণ হয়। ৬-৭।

ষণ্ণবত্যধিকশততম অধ্যায়।

হরি কহিলেন, মহেশ্বর! যে বিষ্ণুধর্ম্মাখ্য বিদ্যাজপ করিয়া ইন্দ্র সর্ব্বশত্রু পরাজয়পূর্ব্বক ইন্দ্রত্বলাভ করিয়াছেন, সেই বিষ্ণুধর্ম্মাখ্য বিদ্যা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১-২। পাদদ্বয়ে, জানুদ্বয়ে, উরুদ্বয়ে, উদরে, হৃদয়ে, মুখে, বক্ষঃস্থলে ও মস্তকে ওঙ্কারাদি মন্ত্রবর্ণসকল যথাক্রমে ন্যাস করিতে হইবে। ৩। অনন্তর "নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্র বিপর্য্যাসক্রমে ন্যাস করিতে হইবে; তৎপর দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে। ৪। অঙ্গুলী ও অঙ্গুষ্ঠের পর্ব্বসন্ধিতে প্রণবাদি যকারান্ত মন্ত্রবর্ণসকল ন্যাস করিয়া হৃদয়ে

র্মধ্যে শিখানেত্রাদিমূর্দ্ধতঃ। ওঁ বিষ্ণবে ইতি ইমং মন্ত্রন্যাসমুদীরয়েৎ ॥৬॥ আত্মানং পরমং ধ্যায়েৎ শেষং বহুক্তিভির্যুতং। মম রক্ষাং হরিঃ কুর্য্যান্মৎস্যমূর্ত্তির্জলেঽবতু ॥ ৭ ॥ ত্রিবিক্রমস্তথাকাশে স্থলে রক্ষতু বামনঃ। অটব্যাং নরসিংহস্তু রামো রক্ষতু পর্ব্বতে ॥ ৮ ॥ ভূমৌ রক্ষতু বারাহো ব্যোম্নি নারায়ণোঽবতু। কর্ম্মবন্ধাচ্চ কপিলো দত্তযোগাংশ্চ রক্ষতু ॥ ৯ ॥ হয়গ্রীবো দেবতানাং কুমারে মকরধ্বজঃ। নারদোঽন্যার্চ্চনাদ্দেবঃ কূর্ম্মো বৈ নৈঋতে সদা ॥ ১০ ॥ ধন্বন্তরিশ্চাপথ্যাচ্চ নাগঃ ক্রোধবশাৎ কিল। যজ্ঞো রোগাৎ সমস্তাচ্চ ব্যাসোঽজ্ঞানাচ্চ রক্ষতু ॥ ১১ ॥ বুদ্ধঃ পাষণ্ডসংঘাতাৎ কল্কিরবতু কল্মষাৎ। পায়ান্মধ্যন্দিনে বিষ্ণুঃ প্রাতর্নারায়ণোঽবতু ॥ ১২ ॥ মধুহা চাপরাহ্নে চ সায়ং রক্ষতু মাধবঃ। হৃষীকেশঃ প্রদোষেঽব্যাৎ প্রত্যুষেঽব্যাজ্জনার্দ্দনঃ ॥ ১৩ ॥ শ্রীধরোঽব্যাদর্দ্ধরাত্রে পদ্মনাভো নিশীথকে। চক্রকৌমোদকীবাণা ঘ্নন্তু শত্রূংশ্চ রাক্ষসান্ ॥১৪॥ শঙ্খঃ পদ্ম চ শত্রুভ্যঃ শার্ঙ্গং বৈ গরুড়স্তথা। বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃপ্রাণান্ পাহি চ পার্শ্বভূষণং ॥ ১৫ ॥ শেষঃ সর্ব্বশ্চ রূপশ্চ সদা সর্ব্বত্র পাতু মাং। বিদিক্ষু দিক্ষু চ সদা নারসিংহশ্চ রক্ষতু ॥ ১৬ ॥ এতদ্ধারয়মাণস্তু যং যং পশ্যতি চক্ষুষা। স বশী স্যাদ্বিপাপ্মা চ রোগমুক্তো দিবং ব্রজেৎ ॥ ১৭॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ষণ্নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

সপ্তনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ধন্বন্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ গারুড়ং সংপ্রবক্ষ্যামি গরুড়েন উদীরিতং। কশ্যপায় সুমিত্রেণ বিষহৃদ্যেন গারুড়ী। ২ ॥ পৃথিব্যাপস্তথা তেজো বায়ুরাকাশমেব

ওঙ্কার, মস্তকে সমস্ত মন্ত্রন্যাস করিবে। পরে ক্রমধ্যে ওঙ্কার, শিখা এবং নেত্রাদিতে ওঁ বিষ্ণবে এই মন্ত্রন্যাস করিবে। ৫-৬। অনন্তর পরমাত্মার ধ্যান করিয়া এইরূপে স্তব করিবে।—হরি আমার সর্ব্ববিষয়ে রক্ষা করুন, তাঁহার মৎস্যমূর্ত্তি আমাকে জলে রক্ষা করুন্। ৭। তাঁহার ত্রিবিক্রমরূপ আকাশে, বামনরূপ স্থলে, নরসিংহরূপ অরণ্যে এবং রামরূপ পর্ব্বতে আমাকে রক্ষা করুন্। ৮। বরাহদেব আমাকে ভূমিতে রক্ষা করুন, নারায়ণ আমাকে আকাশে পালন করুন, কপিল আমাকে কর্ম্মবন্ধ হইতে বিনির্ম্মুক্ত করিয়া আমার যোগরক্ষা করুন্। ৯। হয়গ্রীবরূপী বিষ্ণু দেবতাদিগের নিকট হইতে আমাকে রক্ষা করুন, মকরধ্বজ আমাকে কুমারাদি দেবদৃষ্টি হইতে পালন করুন, নারদ আমাকে অন্য অর্চনা হইতে রক্ষা করুন, কূর্ম্ম আমাকে নৈঋতদিকে সর্ব্বদা পরিপালন করুন্। ১০। ধন্বন্তরি আমাকে অপথ্য হইতে, নাগ ক্রোধ হইতে ও যজ্ঞ আমাকে সর্ব্বরোগ হইতে রক্ষা করুন্ এবং ব্যাস আমাকে অজ্ঞান হইতে রক্ষা করুন্। ১১। বুদ্ধদেব আমাকে পাষণ্ডের হস্ত হইতে রক্ষা করুন, কল্কি আমাকে কলিদোষ হইতে রক্ষা করুন, বিষ্ণু আমাকে মধ্যাহ্নসময়ে রক্ষা করুন. নারায়ণ আমাকে প্রাতঃকালে রক্ষা করুন, মধুহন্তা আমাকে অপরাহ্নে রক্ষা করুন, মাধব আমাকে সায়ংকালে রক্ষা করুন, হৃষীকেশ আমাকে প্রদোষসময়ে রক্ষা করুন, জনার্দ্দন আমাকে প্রত্যূষকালে রক্ষা করুন্। ১২-১৩। শ্রীধর আমাকে অর্দ্ধরাত্রিসময়ে রক্ষা করুন, পদ্মনাভ আমাকে নিশীথসময়ে রক্ষা করুন্; চক্র, গদা, বাণ আমার রাক্ষসাদি সর্ব্বশত্রু বিনাশ করুন্; শঙ্খ, পদ্ম, শার্ঙ্গ ও গরুড় আমাকে সর্ব্বশত্রু হইতে রক্ষা করুন, বাসুদেবের পার্শ্বস্থ ভূষণসকল আমার বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ রক্ষা করুন্। ১৪-১৫। ভগবান্ বাসুদেবের নারসিংহ ও অপরাপর রূপসকল আমাকে দিক্ ও বিদিকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন্। এইরূপে বাসুদেবের স্তবদ্বারা আত্মরক্ষা করিয়া চক্ষুদ্বারা যে যে ব্যক্তিকে দর্শন করে, সেই সেই ব্যক্তি বশীভূত হয় এবং যে ব্যক্তি এই স্তবপাঠ করে, তাহার পাপসকল বিনষ্ট হয় ও রোগ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে। ১৬-১৭।

সপ্তনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

ধন্বন্তরি কহিলেন, এক্ষণে গরুড়োক্ত গারুড়ীবিদ্যা বলিতেছি। এই গারুড়ীবিদ্যা সুমিত্র কশ্যপের নিকট বলিয়াছিলেন। এই বিদ্যা সর্ব্বপ্রকার বিষহরণ করিয়া থাকে। ১-২।

চ। ক্ষিত্যাদিষেব বর্ত্তন্তে এতে বৈ মণ্ডলাধিপাঃ ॥৩॥ পঞ্চতত্ত্বে স্থিতা দেবাঃ প্রাপ্যন্তে বিষ্ণুসেবকৈঃ। দীর্ঘস্বরবিভিন্নাশ্চ নপুংসকবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৪ ॥ ষড়ঙ্গঃ সশিরঃ প্রোক্তো হৃচ্ছিরশ্চ শিখাক্রমাৎ। কবচং নেত্রমন্ত্রং স্যাদ্ন্যাসঃ স্বস্থলসংস্থিতিঃ ॥ ৫ ॥ সর্ব্বসিদ্ধিপদস্যান্তে কালবহ্নিরধোঽনিলঃ। ষষ্ঠস্বরসমাযুক্তমর্দ্ধেন্দুসংযুতং পরং ॥ ৬ ॥ পরাপরবিভিন্নাশ্চ শিবস্যোর্দ্ধাধ ঈরিতঃ। রেফেণাঙ্গেষু সর্ব্বত্র ন্যাসং কুর্য্যাদ্যথাবিধি ॥ ৭ ॥ হৃদি পাণিতলে দেহে কর্ণে নেত্রে করোতি চ। জপাত্তু সর্ব্বসিদ্ধিঃ স্যাচ্চতুর্ব্বক্তু সমাযুতং ॥ ৮ ॥ চতুরস্রাং সুবিস্তারাং পীতবর্ণাস্তু চিন্তয়েৎ। পৃথিবীং চেন্দ্রদৈবত্যাং মধ্যে বরুণমণ্ডলং ॥ ৯ ॥ মধ্যে পদ্মং তথা যুক্তমর্দ্ধচন্দ্রং সুশীতলং। ইন্দ্রনীলদ্যুতিং সৌম্যমথবাগ্নেয়মণ্ডলং ॥১০॥ ত্রিকোণং স্বস্তিকৈর্যুক্তং জ্বালামালানলং স্মরেৎ। ভিন্নাঞ্জননিভাকারং স্বরত্তং বিন্দুভূষিতং ॥ ১১ ॥ ক্ষীরোর্ম্মিসদৃশাকারং উর্দ্ধস্ফটিকবর্চ্চসং। প্লাবয়ন্তং জগৎ সর্ব্বং ব্যোমামৃতমমুং স্মরেৎ ॥১২॥ বাসুকিঃ শঙ্খপালশ্চ স্থিতৌ পার্থিবমণ্ডলে। কর্কোটঃ পদ্মনাভশ্চ বারুণে তৌ ব্যবস্থিতৌ ॥ ১৩ ॥ আগ্নেয়েন তু কুলিকস্তক্ষকশ্চৈব মহাজকৌ। বায়ুমণ্ডলসংস্থৌ চ পঞ্চভূতানি বিন্যসেৎ ॥১৪॥ অঙ্গুষ্ঠাদিকনিষ্ঠান্তমঙ্গুলোমবিলোমতঃ। পর্ব্বসন্ধিষু চ ন্যস্তা জয়া চ বিজয়া তথা ॥ ১৫ ॥ আস্যাদিস্বপুরস্থানে ন্যাসাঃ শিবষড়ঙ্গকং। কনিষ্ঠাদৌ হৃদাদ্যেব শিখায়াং করয়োর্ন্যসেৎ ॥ ১৬ ॥ ব্যাপকন্তু ততঃ পূর্ব্বং ক্রমাদঙ্গুলিপর্ব্বসু। ভূতানাঞ্চ পুনর্ন্যাসঃ শিবাঙ্গানি তথৈব চ ॥১৭॥ প্রণবাদিনমশ্চান্তে নাম্নৈব চ সমন্বিতাঃ। সর্ব্বমন্ত্রেষু কথিতো বিধিঃ স্থাপনপূজনে ॥ ১৮ ॥ আদ্যাক্ষরং তন্নাম্নশ্চ মন্ত্রোঽয়ং পরিকীর্ত্তিতঃ। অষ্টানাং নাগজাতীনাং মন্ত্রঃ সান্নিধ্যকারকঃ ॥ ১৯ ॥ ওঁ স্বাহা ক্রমশশ্চৈব পঞ্চ-

---

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, ইহারাই মণ্ডলের অধিপতি এবং ক্ষিত্যাদিরূপে বর্ত্তমান আছে। ৩। ঐ ক্ষিত্যাদিকে পঞ্চতত্ত্ব বলা যায়। ঐ পঞ্চতত্ত্বে দেবগণ অবস্থিত আছেন, যাহারা বিষ্ণুর সেবক, তাহারাই ঐ পঞ্চতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারে। বক্ষ্যমাণমন্ত্রে খণ্ডবর্জ্জিত দীর্ঘস্বর যোজনা করিয়া হৃদয়, শির, শিখা, কবচ ও অস্ত্র ক্রমতঃ এই ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। এই ষড়ঙ্গন্যাসদ্বারা স্বস্থানে অবস্থিতি হয়। ৪-৫। ওঁ সর্ব্বসিদ্ধি ক্ষ্রং হ্রং য্রুং এই মন্ত্র পরস্পর বিভিন্ন ক্রমে শিবের ঊর্দ্ধ ও অধোদেশে বিন্যাস করিতে হইবে। অনন্তর রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিক্রমে যথাবিধি সর্ব্বশরীরে ন্যাস করিবে। ৬-৭। অনন্তর হৃদয়ে, পাণিতলে, দেহে, কর্ণে, নেত্রে, উক্ত মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ জপ করিলে সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ৮। পরে চতুরস্রা সুবিস্তীর্ণা পীতবর্ণা ও ইন্দ্রদৈবত্যা পৃথিবীকে চিন্তা করিয়া তাহার মধ্যে বরুণমণ্ডল ধ্যান করিবে। ৯। তৎপরে সেই বরুণমণ্ডলমধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রযুক্ত সুশীতল পদ্ম অথবা ইন্দ্রনীলমণিপ্রভ সৌম্য আগ্নেয়মণ্ডল চিন্তা করিবে। ১০। অনন্তর ত্রিকোণাকার, স্বস্তিকযুক্ত, জাজ্বল্যমান অনলের ন্যায়, গলিত অঞ্জনপ্রভ, স্বরত্ত এবং বিন্দুভূষিত, ক্ষীরোর্ম্মিসদৃশাকার, বিশুদ্ধ স্ফটিকবৎ প্রদীপ্ত, ত্রিভুবনপ্লাবনশীল, ব্যোমামৃতস্বরূপ মন্ত্র স্মরণ করিতে হইবে। ১১-১২। বাসুকি ও শঙ্খপালি এই দুই নাগ পার্থিবমণ্ডলে অবস্থিত আছে, কর্কোটক ও পদ্মনাভ এই দুই নাগ বরুণমণ্ডলে অবস্থান করেন, কুলিক, তক্ষক এবং এই সমুদায় নাগ আগ্নেয়মণ্ডলস্থ এবং পদ্মনাল বায়ুমণ্ডলে অবস্থিতি করেন। এইরূপে নাগের তত্ত্ব জানিয়া পঞ্চভূতন্যাস করিতে হইবে। ১৩-১৪। অঙ্গুষ্ঠাদি কনিষ্ঠান্ত অনুলোমবিলোমক্রমে পূর্ব্বোক্ত সন্ধিসমূহে জয়া ও বিজয়ার ন্যাস করিবে। ১৫। শরীরের মুখাদি অবয়বে শিবের ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। কনিষ্ঠাদি-অঙ্গুলি ও হৃদয়াদি অঙ্গ এবং শিখা ও কর এই সকল স্থানে ন্যাস করা কর্ত্তব্য। ১৬। তৎপরে ক্রমতঃ অঙ্গুলিপর্ব্বেতে ব্যাপকন্যাস করিবে। পুনর্ব্বার ভূতন্যাস ও শিবের অঙ্গন্যাস করিতে হইবে। ১৭। সর্ব্বপ্রকার দেবতার পূজা ও প্রতিষ্ঠা কার্য্যে সেই সেই দেবতার নামের আদিতে প্রণব (ওঁ) ও অন্তে নমঃ শব্দ যোগ করিয়া কার্য্য করিবে, এইরূপ বিধি উক্ত আছে। ১৮। অথবা দেবতার নামের আদিতে সেই নামের আদি বর্ণ যোগ করিলেও মন্ত্র হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে অষ্টনাগগণের মন্ত্র কথিত হইয়াছে, ঐ সকল মন্ত্রে পূজাদি করিলে নাগগণের সান্নিধ্য হইয়া থাকে। ১৯। পঞ্চভূতের পূর্ব্বে ক্রমশঃ ওঁ স্বাহা

ভুজপুরোগতং। এষ সাক্ষাদ্ভবেত্তার্ক্ষ্যঃ সর্ব্বকর্ম্মপ্রসাধকঃ ॥ ২০ ॥ করন্যাসং স্বরৈঃ কৃত্বা শরীরে তু পুনর্ন্ন্যসেৎ। জ্বলন্তং চিন্তয়েৎ প্রাণং আত্মসংশুদ্ধিকারকং ॥ ২১ ॥ বীজন্ত চিন্তয়েৎ পশ্চাৎ বর্ব্বামৃতাত্মকং। এবঞ্চাপ্যায়নং কৃত্বা মূর্দ্ধ্নি সঞ্চিন্ত্য চাত্মনঃ ॥ ২২ ॥ পৃথিবীং পাদয়োর্দ্দদ্যাৎ তপ্তকাঞ্চনসপ্রভাং। অশেষভুবনাকীর্ণাং লোকপালসমন্বিতাং ॥ ২৩ ॥ এতাং ভগবতীং পৃথ্বীং স্বদেহে বিন্যসেদ্বুধঃ। শ্যামবর্ণময়ং ধ্যায়েৎ পৃথিবীদ্বিগুণং ভবেৎ ॥ ২৪ ॥ জ্বালামালাকুলং দীপ্তমাব্রহ্ম ভুবনান্তিকং। নাভিগ্রীবান্তরে ন্যস্য ত্রিকোণং মণ্ডলং রবেঃ ॥ ২৫ ॥ ভিন্নাঞ্জননিভাকারং নিখিলং ব্যাপ্য সংস্থিতং। আত্মমূর্ত্তিস্থিতং ধ্যায়েদ্বায়ব্যং তীক্ষ্ণমণ্ডলং ॥ ২৬ ॥ শিখোপরি স্থিতং দিব্যং শুদ্ধস্ফটিকবর্চ্চসং। অপ্রমাণমহাব্যোম ব্যাপকং চামৃতোপমং ॥ ২৭ ॥ ভূতন্যাসং পুরা কৃত্বা নাগানাঞ্চ যথাক্রমং। লকারান্তা বিন্দুযুতা মন্ত্রা ভূতক্রমেণ তু ॥ ২৮ ॥ শিববীজং ততো দদ্যাত্ততো ধ্যায়েচ্চ মণ্ডলং। যদ্যস্য ক্রমমাখ্যাতং মণ্ডলস্য বিচক্ষণঃ। তস্য তদ্বীজয়ো-র্বর্ণং কর্ম্মকালে বিধানবিৎ ॥ ২৯ ॥ পাদপক্ষৈস্তথা চঞ্চু-কৃষ্ণনাগৈর্ব্বিভূষিতং। তার্ক্ষ্যং ধ্যায়েৎ ততো নিত্যং বিষে স্থাবরজঙ্গমে ॥ ৩০ ॥ গ্রহভূতপিশাচে চ ডাকিনীযক্ষরাক্ষসে। নাগৈর্ব্বিবেষ্টিতং কৃত্বা স্বদেহে বিন্যসেদ্বিধং ॥ ৩১ ॥ দ্বিধান্যাসঃ সমাখ্যাতো নাগানাঞ্চৈব ভূতয়োঃ। এবং ধ্যাত্বা কর্ম্ম কুর্য্যাদাত্মতত্ত্বাদিকং ক্রমাৎ ॥৩২॥ ত্রিতত্ত্বং প্রথমং দত্ত্বা শিবতত্ত্বং ততোপরি। যথা দেহে তথা দেবে অঙ্গুলীনাঞ্চ পর্ব্বসু ॥ ৩৩ ॥ দেহন্যাসং পুরা কৃত্বা অনুলোমবিলোমতঃ। কন্দং নালং তথা পদ্মং ধর্ম্মং জ্ঞানাদিমেব চ ॥ ৩৪ ॥ দ্বিতীয়স্বরসম্ভিন্নং বর্গান্তেন তু পূজয়েৎ। ক্ষৌমিতি কর্ণিকামধ্যে মূর্দ্ধ্নি রেফেণ সংযুতং ॥ ৩৫ ॥ অ ক চ ট ত প য শা বর্গাঃ পূর্ব্বাদিকে ন্যসেৎ। পত্রান্তকেশরান্তে তু দ্বৌ দ্বৌ পূর্ব্বাদিকৌ তথা ॥ ৩৬ ॥

যোগ করিলে যে মন্ত্র হয়, তাহা সাক্ষাৎ গরুড়স্বরূপ, এই মন্ত্র সর্ব্বকার্য্য সাধন করিয়া থাকে। ২০। উক্ত মন্ত্রের জপাদিকার্য্যে স্বরবর্ণদ্বারা করন্যাস করিয়া পুনর্ব্বার শরীরেতেও ঐরূপ ন্যাস করিতে হইবে। অনন্তর প্রাণকে জ্বলন্ত চিন্তা করিবে, ইহাতেই আত্মশুদ্ধি হইয়া থাকে। ২১। পরে অমৃতাত্মক বীজচিন্তা করিবে। এইরূপে আপ্যায়ন করিয়া স্বীয় মস্তকে আত্মচিন্তা করিতে হইবে। ২২। অনন্তর তপ্তকাঞ্চনপ্রভা লোকপালসমন্বিত অশেষভুবনাকীর্ণা পৃথিবীকে পাদদ্বয়ে প্রদান করিবে। ২৩। সুধী ব্যক্তি এইরূপে আত্মদেহে ভগবতী পৃথিবীকে ন্যাস করিবেন। অনন্তর শ্যামবর্ণ, পৃথিবী হইতে দ্বিগুণ প্রদীপ্ত, তেজস্বী, আব্রহ্ম ভুবনান্তিক, ত্রিকোণ রবিমণ্ডল নাভি ও গ্রীবার অন্তরে ন্যাস করিবে। ২৪-২৫। পরে বিদলিত অঞ্জনপ্রভ, সমস্ত-ভুবনব্যাপী, আত্মমূর্ত্তিস্থিত তীক্ষ্ণ বায়ুমণ্ডল চিন্তা করিতে হইবে ২৬। পরে শিখোপরিস্থিত বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় সমুজ্জ্বল অমৃতোপম সর্ব্বব্যাপক প্রমাণরহিত মহাব্যোমমণ্ডল চিন্তা করিবে। ২৭। এইরূপে প্রথমত ভূতন্যাস করিয়া যথাক্রমে নাগগণের ন্যাস করিতে হইবে। লকারান্ত বিন্দুযুক্ত বীজ সকলই যথাক্রমে ভূতগণের মন্ত্র। উক্ত ভূতমন্ত্রের পরে শিববীজ যোগ করিয়া অনন্তর মণ্ডলের ধ্যান করিবে। ক্রমত যে যে মণ্ডলের যে যে বীজ বিখ্যাত হইল, বিধানজ্ঞ বিচক্ষণ সাধক কর্ম্মকালে সেই সেই বীজের বর্ণ ধ্যান করিবে। ২৮-২৯। অনন্তর এইরূপে তার্ক্ষ্য অর্থাৎ গরুড়ের ধ্যান করিবে। গরুড়ের পাদ, পক্ষ ও চঞ্চু এই সকল স্থান কৃষ্ণনাগদ্বারা বিভূষিত। স্থাবর ও জঙ্গম বিষে, গ্রহ, ভূত ও পিশাচাদির অধিষ্ঠানে, ডাকিনী, যক্ষ ও রাক্ষসভয়ে আত্মদেহে উক্তরূপে নাগবেষ্টিত গরুড়কে চিন্তা করিবে। ৩০-৩১। নাগ ও ভূতগণ ইহাদিগের দ্বিবিধ ন্যাস উক্ত আছে। উক্তরূপে ধ্যান করিয়া আত্মশুদ্ধ্যাদি কর্ম্ম করিবে। ৩২। প্রথমে ত্রিতত্ত্ব, তৎপরে শিবতত্ত্ব ন্যাস করিতে হইবে। যেরূপ আত্মদেহে ও অঙ্গুলিপর্ব্বেতে ন্যাস করিবে, সেইরূপ দেবদেহে ও অঙ্গুলিপর্ব্বেতেও ন্যাস করিতে হইবে। ৩৩। প্রথমতঃ অনুলোম-বিলোমক্রমে দেহন্যাস করিয়া কন্দ, নাল, পদ্ম, ধর্ম্ম ও জ্ঞানাদির ন্যাস করা বিধেয়। ৩৪। দ্বিতীয় স্বরযুক্ত বর্গান্ত বর্ণদ্বারা পূজা করিতে হইবে এবং ক্ষৌং মন্ত্রে কর্ণিকামধ্যে ও মস্তকে ন্যাস করিবে। ৩৫। পূর্ব্বাদিক্রমে অবর্গ, কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ, যবর্গ ও শবর্গ, এই অষ্টবর্গ ন্যাস করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বাদিক্রমে পত্রান্তে ও কেশরান্তে দুই দুই

কেশরে তু স্বরা ন্যস্য ঈশাদ্যান্ ষোড়শার্চ্চয়েৎ। বামাদ্যাঃ শক্তয়ঃ প্রোক্তাস্ত্রিতত্ত্বঞ্চ ততো ন্যসেৎ॥ ৩৭॥ আবাহয়েত্ততো মূর্দ্ধ্নি শিবমঙ্গং ততোপরি। কর্ণিকায়াং ন্যসেদ্দেবং সাঙ্গং তত্র পুরঃসরং॥ ৩৮॥ পৃথিবী পশ্চিমে পত্রে আপশ্চোত্তরসংস্থিতাঃ। তেজস্তু দক্ষিণে পত্রে বায়ুং পূর্ব্বেণ পূজয়েৎ॥ ৩৯॥ স্ববীজং মূর্ত্তিরূপঞ্চ প্রাগুক্তং পরিকল্পয়েৎ। যং বায়ুমূলং নৈঋত্যে রেফ-ষ্বনলসংস্থিতঃ॥ ৪০॥ বং চ ঈশে সদা পূজ্য ওঁ হৃদি-হৃঞ্চ পূজয়েৎ। তন্মাত্রান্ ভূতমাত্রাংস্তান্ বহিরেব প্রপূজয়েৎ॥ ৪১॥ শিবাঙ্গানি ততঃ পশ্চাৎ ধ্যাত্বা সংপূজয়েত্ততঃ। আগ্নেয্যাং হৃদয়ং পূজ্য শির-ঈশানগোচরে॥৪২॥ নৈঋত্যে তু শিখাং দদ্যাৎ বায়ব্যাং কবচং ন্যসেৎ। অস্ত্রঞ্চ বাহ্যতো দদ্যাৎ নেত্রমুত্তরসংস্থিতং॥ ৪৩॥ পত্রাগ্রে কর্ণিকাগ্রে তু বীজানি পরিপূজয়েৎ। অনন্তাদিকুলীরান্তা অষ্টৌ নাগাঃ ক্রমাৎ স্থিতাঃ॥ ৪৪॥ পূর্ব্বাদিকক্রমেণৈব ঈশপর্য্যন্তমেব চ। পূজয়েচ্চ সদা মন্ত্রী বিধানেন পৃথক্ পৃথক্॥ ৪৫॥ হৃদিপদ্মে বিধানেন শিলাদৌ মণ্ডলে। এতৎ কার্য্যং সমুদ্দিষ্টং নিত্যনৈমিত্তিকেঽপি চ॥ ৪৬॥ আত্মানং চিন্তয়েন্নিত্যং কামরূপং মনোহরং। প্লাবয়ন্তং জগৎ সর্ব্বং সৃষ্টিসংহারকারকং॥ ৪৭॥ জ্বালামালাতি-কন্দীপ্তং আব্রহ্মভুবনান্তিকং। দশবাহুং চতুর্ব্বক্ত্রং পিঙ্গাক্ষং শূলপাণিনং॥ ৪৮॥ দংষ্ট্রা-করালমত্যুগ্রং ত্রিনেত্রং শশিশেখরং। ভৈরবন্তু স্মরেৎ সিদ্ধ্যৈ গরুড়ং সর্ব্ব-কর্ম্মসু॥ ৪৯॥ নাগানাং নাশনার্থায় গরুড়ং ভীমভীষণং। পাদৌ পত্রাণি সংস্থাপ্য দিশঃ পক্ষাংস্তু সংশ্রিতাঃ॥৫০॥ সপ্তস্বর্গা উরসি চ ব্রহ্মাণ্ডং কণ্ঠমাশ্রিতং। রুদ্রাদি ঈশ-পর্য্যন্তং শিরস্তস্য বিচিন্তয়েৎ॥ ৫১॥ সদাশিবশিখান্তস্থং শক্তিত্রিতয়মেব চ। পরাৎপরং শিবং সাক্ষাত্তাক্ষ্যং ভুবন-নায়কং॥ ৫২॥ ত্রিনেত্রমুগ্ররূপঞ্চ বিষনাগক্ষয়ঙ্করং। গ্রসনং ভীমবক্ত্রঞ্চ গরুড়ং মন্ত্রবিগ্রহং॥ ৫৩॥ কালাগ্নি-

---

বর্ণের ন্যাস করিবে। ৩৬। ঈশানকোণ হইতে কেশরেতে ষোড়শ স্বরের ন্যাস করিয়া তাহাদিগের অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর বামাদিক্রমে শক্তিন্যাস করিয়া পরে ত্রিতত্ত্ব ন্যাস করিতে হইবে। ৩৭। অনন্তর মস্তকে আবাহন করিয়া তৎপরে শিবের অঙ্গন্যাস করিবে। পরে কর্ণিকাতে সাঙ্গন্যাস পুরঃসর দেবের ন্যাস করিতে হইবে। ৩৮। পশ্চিমপত্রে পৃথিবী, উত্তরপত্রে জল, দক্ষিণপত্রে তেজঃ এবং পূর্ব্বপত্রে বায়ুর পূজা করিবে। ৩৯। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত স্ববীজ ও মূর্ত্তিরূপ পরিকল্পনা করিবে। যং এই বায়ুবীজ নৈঋতে, রং এই বহ্নিবীজ বায়ুকোণে এবং বং এই বীজ ঈশানে পূজা করিয়া হৃদয়ে ওঁ এই বীজের অর্চ্চনা করিতে হইবে। পরে বাহ্যে ভূতসকল ও ভূততন্মাত্রের পূজা করিবে। ৪০-৪১। তৎপরে শিবের ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া তাঁহার ধ্যানপূর্ব্বক পূজা করিতে হইবে। পরে অগ্নিকোণে হৃদয়, ঈশানকোণে শির, নৈঋতে শিখা এবং বায়ুকোণে কবচন্যাস করিবে। অনন্তর বাহ্যে অস্ত্র ও উত্তরে নেত্রবিন্যাস করিতে হইবে। ৪২-৪৩। পত্রাগ্রে ও কর্ণিকাগ্রে বীজের পূজা করিবে। পূর্ব্বহইতে ঈশানকোণপর্য্যন্ত ক্রমশ অনন্তাদি কুলীরান্ত অষ্টনাগ অবস্থিত আছে, বিজ্ঞানসাধক পৃথক্ পৃথক্ ঐ নাগসকলের পূজা করিবে। ৪৪-৪৫। নিত্য-নৈমিত্তিকাদি সমস্ত কার্য্যেই উক্ত বিধানক্রমে হৃৎপদ্মে, শিলাদিতে ও মণ্ডলে পূর্ব্বোদ্দিষ্ট কার্য্যসমুদায় করিতে হইবে। ৪৬। সর্ব্বদাই কামরূপী মনোহর আত্মাকে চিন্তা করিবে। এই আত্মাই সমস্ত জগৎ আপ্লাবিত করেন এবং ইনিই সৃষ্টি ও সংহারের কারণ, স্বীয় জ্বালাসমূহে উদ্দীপ্ত, আব্রহ্ম ভুবনান্তব্যাপী, দশবাহুযুক্ত ও চতুর্ব্বদন। ইহার নয়নযুগল পিঙ্গলবর্ণ, হস্তে শূল, দন্তসকল অতি ভয়ঙ্কর। ইনি স্বয়ং উগ্রমূর্ত্তি, ত্রিনয়ন ও শশিশেখর। এইরূপ ভৈরবের ধ্যান করিয়া সর্ব্বকার্য্যসিদ্ধ্যর্থ গরুড়ের ধ্যান করিতে হইবে। ৪৭-৪৯। গরুড় নাগগণের ভয়োৎপাদনার্থ ভীমরূপ ধারণ করিয়াছেন। ইহাঁর পাদদ্বয়ে পত্রসকল সংস্থিত এবং দিক্সকল পক্ষ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। বক্ষঃস্থলে সপ্তস্বর্গ এবং ব্রহ্মাণ্ড ইহাঁর কণ্ঠাশ্রিত। রুদ্রাদি ঈশপর্য্যন্তকে ইহাঁর মস্তকাশ্রিতরূপে চিন্তা করিবে। ৫০-৫১। সদাশিব ও শক্তিত্রয় গরুড়ের শিখাস্থ হইয়া বিদ্যমান আছেন। এই গরুড়দেব পরাৎপর সাক্ষাৎ ভুবনের অধ্যক্ষ। ৫২। গরুড়দেব ত্রিনয়ন, উগ্রমূর্ত্তি ও নাগগণের পক্ষে ভয়ঙ্কর। ইহার গ্রাস ও বদন উভয়ই ভীষণাকার, ইহাঁর বিগ্রহ মন্ত্রময়, ইনি কালাগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত। সর্ব্বকার্য্যেই

মিব দীপ্তঞ্চ চিন্তয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মসু। এবং ন্যাসবিধিং কৃত্বা যং যং মনসি চিন্তয়েৎ॥ ৫৪॥ তত্তস্যৈব ভবেৎ সাধ্যং নরো বৈ গরুড়ায়তে। প্রেতা ভূতাস্তথা যক্ষা নাগা গন্ধর্ব্ব-রাক্ষসাঃ। দর্শনাত্তস্য নশ্যন্তি জ্বরাশ্চাতুর্থিকাদয়ঃ॥ ৫৫॥ ধন্বন্তরিরুবাচ। এবং স গরুড়ং প্রোচে গরুড়ঃ কশ্যপায় চ। মহেশ্বরো যথা গৌরীং প্রাহ বিদ্যাং তথা শৃণু॥৫৬॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে সপ্তনবত্যধিকশত-তমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥

অষ্টনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ভৈরব-উবাচ॥ ১॥ নিত্যক্লিন্নামথো বক্ষ্যে ত্রিপুরাং ভুক্তিমুক্তিদাং। ওঁ হ্রীঁ আগচ্ছ দেবি। ঐঁ হ্রীঁ হ্রীঁ রেখাকরণং। ওঁ হ্রীঁ ক্লেদিনী ভং নমঃ। মদনক্ষোভিণী তথা। ঐঁ যং ক্রীঁ বা গণরেখয়া। হ্রীঁ মদনান্তরে চ। ঐঁ হ্রীঁ হ্রীঁ চ নিরঞ্জনা বাগতি মদনান্তরেখে খনেত্রাবলীতি চ। বেগবতি মহাপ্রেতাসনায় চ পূজয়েৎ। ও হ্রীঁ ক্লৈং নৈঁ ক্লৈঁ নিত্যে মদদ্রবে ক্রীঁ নমঃ। ঐং হ্রীঁ ত্রিপুরায়ৈ নমঃ। ওঁ হ্রীঁ ক্রীঁ পশ্চিমবক্তং ওঁ ঐঁ হ্রীঁ হ্রীঁ চ তথোত্তরং ঐঁ হ্রীঁ দক্ষিণং ঊর্দ্ধবক্তন্ত পশ্চিমং। ওঁ হ্রীঁ পাশায় ক্রৌং অঙ্কুশায়, ঐঁ কপালায় নমঃ। আদ্যং ভয়ং ঐঁ হ্রীঁ হ্রীঁ চ তথা শিরঃ তথা শিখায়ৈ কবচে। ঐঁ হ্রীঁ ক্রীঁ অস্ত্রায় ফট্॥ ২॥ পূর্ব্বে কামরূপায় অসিতাঙ্গায় ভৈরবায় নমো ব্রহ্মাণ্যৈ। দক্ষিণে চৈব কন্দায় বৈ নমঃ রুরুভৈর-বায় মাহেশ্বর্য্যাবা বাহয়েৎ॥৩॥ তথা পশ্চিমে চণ্ডায় বৈ নমঃ কৌমার্য্যৈ। চোত্তরে চোল্কায় ক্রোধায় নমঃ বৈষ্ণব্যৈ॥৪॥ অগ্নিকোণে অঘোরায় উন্মত্তভৈরবায়েতি বারাহ্যৈ। রক্ষঃ-কোণে সারায় কপালিনে ভৈরবায় মাহেন্দ্র্যৈ॥ ৫॥ বায়ু-কোণে জালন্ধরায় ভীষণায় ভৈরবায় চামুণ্ডায়ৈ। ঈশ-কোণকে বটুকায় সংহারকণ্ডিকাঞ্চ প্রপূজয়েৎ॥ ৬॥ রতিপ্রীতিকামদেবান্ পঞ্চবাণান্ যজেদথ। ধ্যানার্চ্চনা-জ্জপ্যহোমাদ্দেবী সিদ্ধা চ সর্ব্বদা॥ ৭॥ নিত্যা চ ত্রিপুরা ব্যাধিং হন্যাজ্জ্বালামুখী ক্রমাৎ। জ্বালামুখীক্রমং বক্ষ্যে সা পূজ্যা মধ্যতঃ শুভা॥ ৮॥ নিত্যারুণা মদনাতুরা মদা মোহা প্রকৃত্যপি। কলনা শ্রীভারতী চ আকর্ষণী মহে-ন্দ্রাণী॥ ৯॥ ব্রহ্মাণী চৈব মাহেশী কৌমারী বৈষ্ণবী তথা। বারাহী চৈব মাহেন্দ্রী চামুণ্ডা চাপরাজিতা॥ ১০॥

উক্তরূপ গরুড়কে চিন্তা করিবে। উক্তপ্রকারে ন্যাস ও পূজাদি করিয়া যে যে ব্যক্তিকে চিন্তা করা যায়, সেই সেই ব্যক্তি বশীভূত হয় এবং সাধক ব্যক্তি গরুড়ের ন্যায় হইতে পারে। যে ব্যক্তি উক্তপ্রকারে সাধন করেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে তৎ-ক্ষণাৎ ভূত, প্রেত, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষস সকলেই পলা-য়ন করে এবং চাতুর্থিকাদি জ্বর বিনাশ পায়। ধন্বন্তরি কহি-লেন, এইরূপে গরুড়ের নিকট উক্তবিদ্যা কথিত হইলে গরুড় কাশ্যপকে উপদেশ করেন। অনন্তর মহেশ্বর গৌরীকে কহেন, এইক্ষণ আমিও উক্ত গারুড়ীবিদ্যা বলিতেছি, শ্রবণ কর।৫৩-৫৬।

অষ্টনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

ভৈরব কহিলেন, অনন্তর ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী নিত্যক্লিন্না ত্রিপুরাদেবীর পূজাদি বলিতেছি, শ্রবণ কর। ওঁ হ্রীং আগচ্ছ দেবি ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্র ও ন্যাসাদি জানিয়া নিত্যক্লিন্না ত্রিপুরাদেবীর আরাধনা করিবে। অনন্তর আবরণপূজা করিতে হইবে। ১-২। পূর্ব্বদিকে কামরূপায় অসিতাঙ্গভৈরবায় ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ, এবং দক্ষিণে কন্দায় রুরুভৈরবায় মাহেশ্বর্য্যৈ নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিবে। ৩। পশ্চিমে চণ্ডভৈরবায় কৌমার্য্যৈ নমঃ এবং উত্তরে উল্কায় ক্রোধভৈরবায় বৈষ্ণব্যৈ নমঃ, অগ্নিকোণে অঘোরায় উন্মত্তভৈরবায় বারাহ্যৈ নমঃ। নৈর্ঋতকোণে সারায় কপালিভৈরবায় মাহেন্দ্র্যৈ নমঃ। বায়ু-কোণে জালন্ধরায় ভীষণভৈরবায় চামুণ্ডায়ৈ নমঃ। ঈশানকোণে বটুকায় সংহারভৈরবায় চণ্ডিকায়ৈ নমঃ, এইরূপে পূজা করিতে হইবে। ৪-৬। অনন্তর রতি, প্রীতি, কাম ও পঞ্চবাণের পূজা করিবে। এইরূপে ধ্যান, অর্চ্চনা, জপ ও হোম করিলে সর্ব্বদা দেবী প্রসন্না থাকেন। ৭। নিত্যা, ত্রিপুরা ও জ্বালামুখী ইহাঁরা ক্রমতঃ ব্যাধি বিনাশ করেন, অতএব জ্বালামুখীপ্রকরণ বলি-তেছি। নিত্যা, অরুণা, মদনাতুরা, মদা, মোহা, প্রকৃতি, কলনা, ভারতী, আকর্ষিণী, মাহেন্দ্রাণী, ব্রহ্মাণী, মাহেশী,

বিজয়া চাজিতা চৈব মোহিনী ত্বরিতা তথা। স্তম্ভিনী জৃম্ভিণী পূজ্যা কালিকা পদ্মবাহ্যতঃ। জ্বালামুখীক্রমং পূজ্য বিষাদিহরণং ভবেৎ ॥ ১১॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে অষ্টনবত্যধিকশত-তমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, মাহেন্দ্রী, চামুণ্ডা, অপরাজিতা, বিজয়া, অজিতা, মোহিনী, ত্বরিতা, স্তম্ভিনী, জৃম্ভিণী কালিকা এই সকল দেবতাকে পদ্মবাহ্যে পূজা করিবে। এইরূপে জ্বালামুখীর অর্চ্চনা করিলে বিষাদি হরণ হয়। ৮-১১।

নবনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ভৈরব-উবাচ ॥ ১ ॥ অপি চূড়ামণিং বক্ষ্যে শুভাশুভবিশুদ্ধয়ে। সূর্য্যং দেবীং গণং সোমং স্মৃত্বা তু বিলিখেন্নরঃ ॥ ২ ॥ ত্রিরেখাতো মূর্ত্তিকাভা অথবা প্রশ্নবাক্যতঃ। দিশস্থানপ্রসূতো বা ধ্বজাদীন্ *. গণয়েৎ

ভৈরব কহিলেন, চূড়ামণিমতে ধ্বজাদিগণনা বলিব। এই গণনাদ্বারা মানবের ভাবী শুভাশুভ জানা যায়। সূর্য্য, দেবী ভগবতী, গণেশ ও সোম এই সকল দেবতাকে স্মরণ করিয়া ধ্বজাদি লিখিবে। ১-২। ধ্বজাদি অঙ্কিত করিয়া প্রশ্নবাক্যের

---

* ধ্বজাদি গণনা চক্রম্।

প্রশ্নকর্ত্তা একটী স্পষ্ট প্রশ্ন করিয়া যে ফলের নাম উচ্চারণ করিবেন, সেই ফলের আদ্য অক্ষরে নিম্নলিখিত চক্রে যে ঘরে ধ্বজাদি অষ্ট সংজ্ঞার যে সংজ্ঞা লিখিত আছে, সেই ঘরে যে ফল লেখা আছে; তাহাই প্রশ্নের উত্তর।

১ ধ্বজ, ২ ধূম্র, ৩ সিংহ, ৪ শ্বান, ৫ বৃষ, ৬ খর, ৭ গজ, ৮ ধ্বাঙ্ক্ষ।

বর্গ	অবর্গ	কবর্গ	চবর্গ	টবর্গ	তবর্গ	পবর্গ	যবর্গ	শবর্গ
বর্ণ	অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ	ক খ গ ঘ	চ ছ জ ঝ	ট ঠ ড ঢ	ত থ দ ধ	প ফ ব ভ ম	য র ল ব	শ ষ স হ
ধ্বজাদি	ধ্বজ	ধূম্র	সিংহ	শ্বান	বৃষ	খর	গজ	ধ্বাঙ্ক্ষ
গ্রহ	রবি	মঙ্গল	শুক্র	বুধ	বৃহস্পতি	শনি	চন্দ্র	চন্দ্র
রাশি	সিংহ	মেষ বৃশ্চিক	বৃষ তুলা	মিথুন কন্যা	ধনু মীন	মকর কুম্ভ	কর্কট	কর্কট
অস্তি নাস্তি	নাস্তি	অস্তি	নাস্তি	অস্তি	নাস্তি	অস্তি	নাস্তি	অস্তি
লাভালাভ	লাভ	অলাভ	লাভ	অলাভ	লাভ	অলাভ	লাভ	অলাভ
কুশলাকুশল	কুশল	অকুশল	কুশল	অকুশল	কুশল	অকুশল	কুশল	অকুশল

ক্রমাৎ ॥ ৩ ॥ ধ্বজো ধূমোঽথ সিংহশ্চ শ্বা বৃষঃ খর- দন্তিনঃ। ধ্বাংক্ষশ্চ অষ্টমো জ্ঞেয়া নাম্না মন্ত্রৈশ্চ তান্ত্র্য-

দ্যাদি অক্ষরানুসারে ধ্বজাদিগণনা করিতে হইবে। অর্থাৎ অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ এই সকল বর্ণ ধ্বজ। ক খ গ ঘ ঙ ইহারা ধূম্র, চ ছ জ ঝ ঞ এই পঞ্চ বর্ণ সিংহ। ট ঠ ড ঢ ণ এই সকল বর্ণ শ্বান, ত থ দ ধ ন এই বর্ণ সমুদায় বৃষ। প ফ ব ভ ম এই পাঁচ অক্ষর খর। য র ল ব এই বর্ণচতুষ্টয় গজ। শ ষ স হ এই চারি বর্ণ ধ্বাঙ্ক্ষ। অকারাদি প্রশ্নাদ্যক্ষরদ্বারা ক্রমত ধ্বজাদি গ্রহণ করিবে। অথবা প্রশ্নকর্ত্তা যে দিকে অবস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিবে, সেই সেই দিক অনুসারেও ধ্বজাদি গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ব্বদিকে ধ্বজ, অগ্নিকোণে ধূম, দক্ষিণে সিংহ, নৈঋতকোণে শ্বান, পশ্চিমদিকে বৃষ, বায়ুকোণে খর, উত্তরদিকে গজ এবং ঈশানকোণে ধ্বাঙ্ক্ষ। এইরূপে ধ্বজাদিগণনা করিয়া প্রশ্নে ফলনিরূপণ করিবে। ৩। ধ্বজ, ধূম্র, সিংহ, শ্বান, বৃষ, খর, গজ ও ধ্বাঙ্ক্ষ ইহারাই ধ্বজাদি। দিকগণনায় প্রশ্নকারক ধ্বজস্থানে থাকিয়া প্রশ্ন করিলে যদি প্রশ্নাদ্যাক্ষর গণনায়ও ধ্বজ হয়, তাহা হইলে প্রশ্নকারকের

	১ ধ্বজ,	২ ধূম্র,	৩ সিংহ,	৪ শ্বান,	৫ বৃষ,	৬ খর,	৭ গজ,	৮ ধ্বাঙ্ক্ষ।
নষ্টলাভালাভ	লাভ	হানি	লাভ	হানি	লাভ	হানি	লাভ	হানি
দিক্ জ্ঞানং	পূর্ব্ব দিক	অগ্নি কোণ	দক্ষিণ দিক	নৈঋত কোণ	পশ্চিম দিক	বায়ুকোণ	উত্তর দিক	ঈশান কোণ
অথ জাতি জ্ঞান।	ব্রাহ্মণ	ক্ষত্রিয়	বৈশ্য	শূদ্র	অধ্যাপক	সেবক	দাসী	রজক নাপিত
নষ্টদ্রব্য স্থান নির্ণয়	গর্ত্তে	অগ্নি গৃহে	অরণ্যে	স্থানান্তরে	ভাণ্ডে	কাষ্ঠ শিলাতলে	নষ্ট গৃহে	বিভূষণগৃহে
প্রবাস প্রশ্ন	স্থির অর্থাৎ এক স্থানে আছে	পথে আছে	চঞ্চল	চঞ্চল	পথে আছে	কাষ্ঠযানে	স্থির	কাষ্ঠযানে
গমন প্রশ্ন	সমীপস্থ	সমীপস্থ	দূরস্থ	কতকদূর আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে	পথে আসিতেছে	পথে আসিতেছে	দূরস্থ	আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে
কাল	এক পক্ষ	সাত দিন	একুশ দিন	এক মাস	দেড় মাস	দুই মাস	তিন মাস	ছয় মাস
মুষ্টিবস্তু বর্ণ জ্ঞান	কুসুমবর্ণ	শ্বেত	লোহিতবর্ণ	পাণ্ডু নীল	পীতবর্ণ	ধূম্রবর্ণ	রক্তবর্ণ	মিশ্রবর্ণ
দানাদি	গোধূম	তিল	পীতবস্ত্র	ধান্য	তণ্ডুল	ছোলা	ঘৃত	স্বর্ণ
দেবপূজা	ভৈরব	জগদম্বা	সূর্য্য	হনুমান	রুদ্র	বাগীশ্বরী	গণেশ	পিতৃপূজা
মুষ্টি	পত্র	পুষ্প	ফল	কাষ্ঠ	ধান্য	তৃণ	জীব	তৃণ

সেৎ ॥ ৪ ॥ ধ্বজস্থানে ধ্বজং দৃষ্ট্বা রাজ্যচিন্তাধনা- দিকং।১৩। ধ্বজস্থানে স্থিতো ধূম্রো ধাতুচিন্তা চ লাভকং।৩৩। ৫ ॥ ধ্বজস্থানে স্থিতে সিংহে ধনলাভাদিকং

রাজ্যচিন্তা ও ধনাদি চিন্তা জানা যায়। এইরূপে দিকগণনায় ধ্বজস্থানে প্রশ্নকর্ত্তার অবস্থিতি হইলে প্রশ্নাক্ষরে ধূম্র দৃষ্ট হইলে প্রশ্নকর্তার ধাতুচিন্তা লাভাদি চিন্তা বলিবে। ৪-৫।

	১ ধ্বজ,	২ ধূম্র,	৩ সিংহ,	৪ শ্বান,	৫ বৃষ,	৬ খর,	৭ গজ,	৮ ধ্বাঙ্খ,
ধাতুজ্ঞান	সোনা	রূপা	তামা	লোহা	কাঁসা	শীসা	দস্তা	পিত্তল
ভূষণাদি জ্ঞান	মস্তকভূষণ	মুখভূষণ	কণ্ঠভূষণ	হৃদয়ভূষণ	হস্তাদি ভূষণ	অঙ্গুলীভূষণ	কটিভূষণ	পাদভূষণ
পুত্র কন্যা	পুত্র	কন্যা	পুত্র	কন্যা	পুত্র	কন্যা	পুত্র	কন্যা
আয়ু	৬ বৎসর	১ বৎসর	৬ বৎসর	২০ বৎসর	৬০ বৎসর	৪০ বৎসর	৫০ বৎসর	১৬ বৎসর
ধাতুমূলজীব	ধাতু	ধাতু	মূল	জীব	জীব	জীব	মূল	জীব
শত্রুগমনাগমন	শীঘ্র আসিবে	আসিবে না	শীঘ্র আসিবে	আসিবে না	শীঘ্র আসিবে	আসিবে না	শীঘ্র আসিবে	আসিবে না
সত্য মিথ্যা	সত্য	মিথ্যা	সত্য	মিথ্যা	সত্য	মিথ্যা	সত্য	মিথ্যা
বৃষ্টি	হইবে না	সত্বরে হইবে	হইবে না	সত্বরে হইবে	সত্বরে হইবে	হইবে না	সত্বর হইবে	হইবে না
দিনবোধ	সাতাইশ দিন	সাত দিন	৪০ দিন	২০ দিন	৪০ দিন	৬ দিন	৪০ দিন	৬ দিন
ব্যবহার	শুভ	অশুভ	শুভ	অশুভ	শুভ	অশুভ	শুভ	কলহ
নৌকা	কুশল	যাত্রা নিষেধ	কুশল	যাত্রা নিষেধ	কুশল	যাত্রা নিষেধ	কুশল	যাত্রা নিষেধ
বাণিজ্য প্রাপ্তি	বিফল	সফল	সফল	লাভ	সফল	লাভ	বিফল	লাভ
অধিকার	নিশ্চয় প্রাপ্তি	পাবে না	শীঘ্র পাবে	কুল নষ্ট	শীঘ্র পাবে	কুল নাশ	প্রাপ্ত	পাবে না

ভবেৎ। ৩৪। ধ্বজস্থানে স্থিতে শ্বানে দাসীচিন্তাসুখা- দিকৎ। ৪৫। ৬॥ ধ্বজস্থানে বৃষং দৃষ্ট্বা স্থানচিন্তা চ

উক্তপ্রকারে ধ্বজস্থানে সিংহ হইলে ধনলাভ এবং ধ্বজস্থানে শ্বান হইলে দাসী ও সুখাদি চিন্তা জানা যায়। ৬। ধ্বজস্থানে

১ ধ্বজ, ২ ধূম্র, ৩ সিংহ, ৪ শ্বান, ৫ বৃষ, ৬ খর, ৭ গজ, ৮ ধ্বাঙ্ক্ষ।

গ্রাম প্রাপ্তি	অপ্রাপ্তি	অপ্রাপ্তি	প্রাপ্তি	প্রাপ্তি	অপ্রাপ্তি	প্রাপ্তি	অপ্রাপ্তি	প্রাপ্তি
কর্ম্মসিদ্ধি	স্থির কার্য্য	সিদ্ধি হইবে না	শীঘ্র সিদ্ধি হইবে	কালে সিদ্ধি হইবে	শীঘ্র সিদ্ধি হইবে	দির্ঘ কালে সিদ্ধি	স্থির কর্ম্ম	সিদ্ধি হইবে না
বন্দিমোচন	কষ্ট পাবে	শীঘ্র মোচন	কষ্ট পাবে	শীঘ্র মোচন	পাবে	শীঘ্র মোচন	কষ্ট পাবে	শীঘ্র মোচন
কালনির্ণয়	সাত দিন	এক বৎসর	১৫ দিন	সাত মাস	এক মাস	৭ মাস	৩ মাস	এক বৎসর

এই ধ্বজাদি গণনা সহজে করিবার নিমিত্ত একটী চক্র প্রস্তুত করিয়া উপরে অঙ্কিত করিলাম। এই চক্রের প্রথম ঘরে যে যে বিষয়ের প্রশ্ন হইবে, তাহাই লিখিত আছে। দ্বিতীয় ঘরে ধ্বজ-সংজ্ঞা, বর্গ, গ্রহ, রাশি ও ফলাফল। তৃতীয় ঘরে ধূম্র-সংজ্ঞা, চতুর্থ ঘরে সিংহ, পঞ্চম ঘরে শ্বান, ষষ্ঠ ঘরে বৃষ, সপ্তম ঘরে খর, অষ্টম ঘরে গজ, নবম ঘরে ধ্বাঙ্ক্ষ। এই সকল সংজ্ঞা ও নিম্নে তত্তদ্‌ঘরে ইহাদের বর্ণ, গ্রহ, রাশি ফলাফল লিখিত হইয়াছে। গণনার প্রণালী এই যে, প্রশ্নকর্ত্তা মানসিক বিষয় দৈবজ্ঞের নিকট স্পষ্টরূপে জিজ্ঞাসা করিবেন। দৈবজ্ঞ তাহা শ্রবণ করিয়া প্রশ্নকর্ত্তাকে একটী ফলের নাম করিতে বলিবেন। ঐ কথিত ফলের নামের আদ্য অক্ষরে ধ্বজাদি সংজ্ঞা নির্ণয় করিয়া চক্রদৃষ্টে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের ফল বলিবেন।

যথা—কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল যে, আমার কি রাশি? দৈবজ্ঞ এই প্রশ্ন শুনিয়া প্রশ্নকর্ত্তাকে একটী ফলের নাম করিতে বলিলেন, তাহাতে প্রশ্নকর্ত্তা "আম্র" এই নাম উচ্চারণ করিলেন। চক্রের দ্বিতীয় ঘরে অবর্গ লিখিত আছে এবং ফলের আদ্য বর্ণ অ, অতএব ধ্বজ সংজ্ঞা বোধ হইল। ঐ ধ্বজ সংজ্ঞায় নিম্নে রাশির ঘরে সিংহ লিখিত আছে; সুতরাং ঐ ব্যক্তির সিংহ রাশি দৈবজ্ঞ বলিয়া দিলেন।

"লাভ হইবে কি না?" এইরূপ প্রশ্নে দৈবজ্ঞ ফলের নাম করিতে বলিল। প্রশ্নকর্ত্তা "কমলা" এই নাম উচ্চারণ করিলেন। এই ফলের নামের আদ্য অক্ষর ককারে ধূম্রসংজ্ঞা হইল। এই চক্রদৃষ্টে জানা গেল যে, ধূম্রসংজ্ঞার ঘরে লাভ লিখিত আছে; অতএব লাভ হইবে বলিয়া দিবে। এইরূপ অন্যান্য প্রশ্নেও চক্রদৃষ্টে অতি সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যে ফল বলিয়া দিতে পারিবেন।

ধ্বজো ধূমশ্চ সিংহশ্চ শ্বা বৃষো গর্দ্দভো গজঃ। ততঃ কাক পদো জ্ঞেয়ো ধ্বজাদিবসুনির্ণয়ঃ। অ ই উ এ ও ধ্বজঃ প্রোক্তো ধূম্রঃ ক খ গ ঘঃ স্মৃতঃ। সিংহশ্চ ছ জ ঝ প্রোক্তঃ শ্বা স্যাৎ ট ঠ ড ঢাস্মিকঃ। ত থ দ ধো বৃষো জ্ঞেয়ঃ খরঃ প ফ ব ভঃ স্মৃতঃ। গজো য র ল বো জ্ঞেয়ো ধ্বাঙ্ক্ষঃ শ ষ স হ ক্ষ কঃ। প্রতিপদা-দ্যাদীনস্তে তিথিভুক্তিপ্রমাণতঃ। অহোরাত্রে পুনঃ সর্ব্বে যাম-ভুক্ত্যা ভ্রমন্তি তে। বর্গানামধিপা যথা—অবর্গাদিবর্গায়ুবিন্যাজ-শুক্রবুধেজ্যার্কজানাং বিদোরস্তাবর্গৌ। সমের্ণে সমং ভং বিযুগ্মে বিযুগ্মং ন চৈবং রবীন্দ্বোস্তয়োরেকশোভং। অ ক চ ট ত প য শা অষ্টৌ বর্গাঃ। রবিকুজশুক্রবুধগুরুশনিচন্দ্রাঃ ক্রমেণাধিপতয়ঃ। অ গরুত্মান্ ক মার্জ্জারশ্চ সিংহষ্টঃ শনিসুতঃ। ত সর্পশ্চ তথা পো সূর্য্যো গজঃ শোম্বিকা-সুতঃ। বসুভূমিরসা বেদা অগ্নীন্দুরাম্বরাহবঃ। পূর্ব্বাদিক্রমতো দেয়া বর্গোপরিদিগষ্টকে। নাম্নি বর্ণাৎ স্বরাৎ সংখ্যা

লাভকং। ৫৩। ধ্বজস্থানে খরং দৃষ্ট্বা দুঃখক্লেশাদিকং ভবেৎ। ৫৭। ৭॥ ধ্বজস্থানে গজং দৃষ্ট্বা স্থানচিন্তা-জয়াদিকং। ৭৫। ধ্বজস্থানে তথা ধ্বাংক্ষে ক্লেশচিন্তা ধনক্ষয়ঃ। ৮১। ৮॥ ধূম্রস্থানে ধ্বজং দৃষ্ট্বা পূর্ব্বং দুঃখং ততো ধনং। ১১। ধূম্রে ধূম্রং তথা দৃষ্ট্বা কলিদুঃখাদিকং ভবেৎ। ১০। ৯॥ ধূম্রস্থানে স্থিতে সিংহে মনশ্চিন্তা-ধনাদিকং। ৮১। ধূম্রস্থানে স্থিতে শ্বানে জয়লাভাদিকং ভবেৎ। ১৪৫। ১০॥ ধূম্রস্থানে বৃষং দৃষ্ট্বা নারীগোঅশ্ব-ধনাদিকং। ১৭৮। ধূম্রস্থানে খরং দৃষ্ট্বা ব্যাধিশ্চাপি ধনক্ষয়ঃ। ১৮২। ১১॥ ধূম্রস্থানে গজে দৃষ্টে রাজ্যলাভ জয়াদিকং। ১৬৩। ধূম্রস্থানে স্থিতে ধ্বাংক্ষে ধনরাজ্য-বিনাশনং। ২৭২। ১২॥ সিংহস্থানে ধ্বজং দৃষ্ট্বা রাজ্য-লাভাদি নির্দ্দিশেৎ। ৯৮। সিংহস্থানে স্থিতে ধূম্রে কন্যা-প্রাপ্তিধনাদিকং। ১০৪। ১৩॥ সিংহস্থানে স্থিতে সিংহে জয়ো মিত্রসমাগমঃ। ৩৮৬। সিংহস্থানে স্থিতে শ্বানে স্ত্রীচিন্তাগ্রামলাভকং। ৩৪৫। ১৪॥ সিংহস্থানে বৃষং দৃষ্ট্বা গৃহক্ষেত্রার্থলাভকং। ৩৭৬। সিংহস্থানে খরং দৃষ্ট্বা গ্রামস্বামিত্বমেব চ। ৩৫৮। ১৫॥ সিংহস্থানে গজং দৃষ্ট্বা

বৃষ দৃষ্ট হইলে স্থানচিন্তা ও লাভ এবং ধ্বজস্থানে খর দৃষ্ট হইলে দুঃখক্লেশাদি হইয়া থাকে। ৭। ধ্বজস্থানে গজ দৃষ্ট হইলে স্থানচিন্তা ও জয়াদি বুঝায় এবং ধ্বজস্থানে ধ্বাংক্ষ দৃষ্ট হইলে ক্লেশ, চিন্তা ও ধনক্ষয় জানা যায়। ৮। ধূম্রস্থানে ধ্বজ দৃষ্ট হইলে পূর্ব্বে দুঃখ, পশ্চাৎ ধনাগম জানা যায়। ধূম্রস্থানে ধূম্র দৃষ্ট হইলে কলিদুঃখাদি হইয়া থাকে। ৯। ধূম্রস্থানে সিংহ দৃষ্ট হইলে মানসিক চিন্তা ও ধনক্ষয় হয় এবং ধূম্রস্থানে শ্বান দৃষ্ট হইলে জয় ও লাভাদি জানা যায়। ১০। ধূম্রস্থানে বৃষ দৃষ্ট হইলে নারী, গো, অশ্ব ধনাদি লাভ বুঝিতে হইবে এবং ধূম্র-স্থানে খর দৃষ্ট হইলে ব্যাধি ও ধনক্ষয় জানা যায়। ১১। ধূম্র-স্থানে গজ দৃষ্ট হইলে রাজ্যলাভ ও জয়াদি হইয়া থাকে এবং ধূম্রস্থানে ধ্বাংক্ষ দৃষ্ট হইলে ধন ও রাজ্যবিনাশ হয়। ১২। সিংহস্থানে ধ্বজ দর্শিলে রাজ্যলাভাদি নির্ণয় করিবে এবং সিংহস্থানে ধূম্র অবস্থিত হইলে কন্যাপ্রাপ্তি ও ধনাগম হইয়া থাকে। ১৩। সিংহস্থানে সিংহের অবস্থান দেখিলে জয় ও মিত্র-সমাগম বুঝায় এবং সিংহস্থানে শ্বান অবস্থিত হইলে স্ত্রীচিন্তা ও গ্রামলাভ জানা যায়। ১৪। সিংহস্থানে বৃষ দৃষ্ট হইলে গৃহ, ক্ষেত্র ও অর্থলাভ হইবে এবং সিংহস্থানে খর দৃষ্ট হইলে গ্রাম-স্বামিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৫। সিংহস্থানে গজদর্শন করিলে

যত্র যে চ সমুদ্ভবাঃ। প্রোক্তং স্থাপয়েৎ তাং বৈ পিণ্ডীকৃত্যা-ষ্টভির্হরেৎ। একচৈবশেষে মার্জ্জারঃ সিংহঃ শ্বা সর্পমূষিকাঃ। মৃগো মেষঃ ধ্বজাদীনাং সংজ্ঞাশ্চৈবমনুক্রমাৎ। একত্রিপঞ্চসপ্তানাং শুভং ফলমুদাহৃতং। দ্বিচতুঃষড়ষ্টনাগানামশুভং ফলমীরিতং। অথ বলিনির্ব্বলিনির্ণয়ঃ। যথা —ধ্বাংক্ষশ্চ রাসভো ক্ষীণা গজঃ সিংহো ধ্বজো বলঃ। বৃষধূম্রোত্তক্রমাঃ শ্বা জ্ঞাতব্যাঃ স্বরবেদিভিঃ। বিপ্রপ্রশ্নে পুষ্পনাম নদীনামাথ রাজকে। বৈশ্যপ্রশ্নে দেবনাম শূদ্রপ্রশ্নে ফলং স্মরেৎ। অন্যচ্চ—পূর্ব্বাহ্নে বাচয়েৎ পুষ্পং মধ্যাহ্নে ফলনামকং। অপরাহ্নে দেবনাম রাত্রৌ নদনদীং স্মরেৎ। অথ বারনক্ষত্রনির্ণয়ঃ।—ধ্বজে সূর্য্যাস্তথাশ্লেষা ধূম্রে ভৌমশ্চ কৃত্তিকা। সিংহে কবিস্তথা চৈব শনিঃ সৌম্যো ধনিষ্ঠকা। বৃষে গুরুরোহিণী চ খরে বিষ্ণুঃ শনৈশ্চরঃ। গজে চন্দ্রশ্চ ভরণী ধ্বাংক্ষে সোমশ্চ ফল্গুনী। অথ গ্রামাদিষু স্বনামফলং—অব-র্গেঽষ্টৌ ফুঃ কে চ ষট্ চে বেদাষ্টবর্গকে। একং তে সপ্ত পে বর্গে যে দ্বয়ং শে চ বহ্নয়ঃ। ইত্থমষ্টসু বর্গেষু যা সংখ্যা কল্পিতা ক্রমাৎ। নাম্নি বর্ণাৎ স্বরাচ্চৈব প্রত্যেকং তাং প্রকল্পয়েৎ। একীকৃত্যাষ্টভির্ভক্তে শেষসংখ্যা ধ্বজাদয়ঃ। ধ্বজো ধূম্রশ্চ সিংহশ্চ শ্বা বৃষো রাসভো গজঃ। ধ্বাংক্ষশ্চ ক্রমতো জ্ঞেয়ং ফলং তত্র বলক্রমাৎ। ধ্বাংক্ষশ্চ ধূম্ররসভা গজঃ সিংহো ধ্বজঃ খরঃ। যথোত্তরবলা এতে জ্ঞাতব্যাঃ স্বরপারগৈঃ। প্রভৌ যোধে পুরে দেশে মিত্রনারীগ্রহেষু চ। বলাৎ প্রাপ্যো ভবেল্লাভো ন লাভো বলবর্জ্জিতাৎ। অ গু ন স্থান ক মার্জ্জারশ্চ সিংহস্থঃ শনিস্ততঃ। ত ভুজঙ্গঃ প মূষিকো য গজো হি শ মেষকঃ। নামাদিবর্ণতো জ্ঞেয়া অষ্টৌ বর্গাঃ ক্রমাদমী। যদ্বর্গভক্ষ্যো যঃ প্রোক্তস্তস্মাত্তস্য ভবেৎ ক্ষয়ঃ। গ্রামবর্গস্য যে ভক্ষ্যাস্ত্যাজ্যাস্তন্নাম-বাসিনঃ। এবং যুদ্ধরণে যোধা ন কর্ত্তব্যা গতাধিপাঃ॥

ধ্বজাদি প্রশ্ন গণনা।

ওঁ নমঃ শিবায়। অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ
১৮
ধ্বজ সূর্য্যঃ। ১। ক খ গ ঘ ধূম্র ভৌমঃ। ২। চ ছ জ ঝ ঞ

আরোগ্যায়ুঃ সুখাদিকং। ৩৭৬। সিংহস্থানে স্থিতে ধ্বাংক্ষে কন্যাধান্যগুণাদিকং। ৩৮৮। ১৬॥ শ্বানস্থানে ধ্বজং দৃষ্ট্বা স্থানচিন্তাসুখাদিকং। ৩১৩। ১৭॥ শ্বানস্থানে স্থিতে ধূম্রে কলহং কার্য্যনাশনং। ৩১৩। শ্বানস্থানে স্থিতে সিংহে কার্য্যসিদ্ধির্ভবিষ্যতি। ৩৩৪। শ্বানস্থানে স্থিতে শ্বানে ধননাশো ভবিষ্যতি। ৩৩৪। ১৮॥ শ্বানস্থানে বৃষং দৃষ্ট্বা রোগী রোগাদ্বিমুচ্যতে। ৩৩৫। শ্বানস্থানে খরং দৃষ্টা কলহশ্চ ভয়ন্তবেৎ। ৩৫৩। ১৯॥ শ্বানস্থানে গজং দৃষ্টা পুত্রভার্য্যাসমাগমঃ। ৩৪৪। শ্বানস্থানে স্থিতে ধ্বাংক্ষে পীড়া স্যাৎ কুলনাশনং। ৩৮৭। ২০॥ বৃষস্থানে ধ্বজং দৃষ্ট্বা রাজপূজাসুখাদিকং। ১৪৫। বৃষস্থানে স্থিতে ধূম্রে রাজপূজাসুখাদিকং। ৪৫১। ২১॥ বৃষস্থানে স্থিতে সিংহে সৌভাগ্যঞ্চ ধনাদিকং। ৫৩৪। বৃষস্থানে স্থিতে শ্বানে বলশ্রীকাম-ঈরিতঃ। ৪৪৫। ২২॥ বৃষস্থানে বৃষং দৃষ্ট্বা কীর্ত্তিতুষ্টিসুখাদিকং। ৪৪৬। বৃষস্থানে খরং দৃষ্ট্বা মহালাভাদিকং ভবেৎ। ৪৬৭। ২৩॥ বৃষস্থানে গজং দৃষ্ট্বা স্ত্রীগজাদিসমাগমঃ। ৪৭৮। বৃষস্থানে স্থিতে ধ্বাংক্ষে স্থানমানসমাগমঃ। ৪৮৫। ২৪॥ খরস্থানে ধ্বজং দৃষ্ট্বা রোগশোকাদিকং ভবেৎ। ৫৬৫। খরস্থানে স্থিতে ধূম্রে তস্করাদিভয়ং ভবেৎ। ৫৩৩। ২৫॥ খরস্থানে স্থিতে সিংহে পূজাশ্রীবিজয়াদিকং। ৬৭৫। খরস্থানে স্থিতে শ্বানে সন্তাপধননাশনং। ৪৪৩। ২৬॥ খরস্থানে বৃষং দৃষ্ট্বা

আয়ু, আরোগ্য ও সুখাদি বৃদ্ধি পায় এবং সিংহস্থানে ধ্বাঙ্ক্ষ দর্শন হইলে কন্যা, ধান্য ও গুণাদি হইয়া থাকে। ১৬। শ্বানস্থানে ধ্বজ দৃষ্ট হইলে স্থানচিন্তা ও সুখাদি জানা যায় এবং শ্বানস্থানে ধূম্র দর্শন হইলে কলহ ও কার্য্যনাশ বুঝিতে হইবে। ১৭। শ্বানস্থানে সিংহ স্থিত হইলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে এবং শ্বানস্থানে শ্বান স্থিত হইলে ধননাশ হইবে জানা যায়। ১৮। শ্বানস্থানে বৃষ দৃষ্ট হইলে রোগী ব্যক্তি রোগ হইতে মুক্তি পাইবে এবং শ্বানস্থানে খর দৃষ্টহইলে কলহ ও ভয় হইয়া থাকে। ১৯। শ্বানস্থানে গজ দৃষ্টহইলে পুত্র ও ভার্য্যার সহিত সমাগম হয় এবং শ্বানস্থানে ধ্বাঙ্ক্ষ দৃষ্ট হইলে পীড়া ও কুলনাশ জানা যায়। ২০। বৃষস্থানে ধ্বজ দৃষ্ট হইলে রাজসম্মান ও সুখাদি হয় এবং বৃষস্থানে ধূম্র দৃষ্ট হইলে রাজপূজা ও সুখাদিলাভ হইবে। ২১। বৃষস্থানে সিংহ দৃষ্ট হইলে সৌভাগ্য ও ধনাদিলাভ জানা যায় এবং বৃষস্থান শ্বান দৃষ্ট হইলে বল, শ্রী ও কামলাভ বুঝিতে হইবে। ২২। বৃষস্থানে বৃষ দৃষ্ট হইলে কীর্ত্তি, সন্তোষ ও সুখাদি হয় এবং বৃষস্থানে খর দৃষ্ট হইলে মহালাভ জানা যায়। ২৩। বৃষস্থানে গজ দৃষ্ট হইলে স্ত্রী ও গজাদিসমাগম হয় এবং বৃষস্থানে ধ্বাঙ্ক্ষ দৃষ্ট হইলে স্থানলাভ ও সম্মান হয় বুঝিতে হইবে। ২৪। খরস্থানে ধ্বজ দৃষ্ট হইলে রোগশোকাদি হইয়া থাকে এবং খরস্থানে ধূম্র দৃষ্ট হইলে তস্করাদির ভয় জানা যায়। ২৫। খরস্থানে সিংহ দৃষ্ট হইলে সম্মান, বিজয় ও স্ত্রীলাভ হয় এবং খরস্থানে শ্বান দৃষ্ট হইলে সন্তাপ ও ধননাশ বুঝিতে হইবে। ২৬।

সিংহ (১ ২) শুক্রঃ। ৩। ট ঠ ড ঢ শ্বান (৩ ৫) বুধঃ। ৪। ত থ দ ধ ন বৃষ (৯ ১২) গুরুঃ। ৫। প ফ ব ভ ম খর (১০ ১১) শনিঃ। ৬। য র ল ব গজ চন্দ্র (৪)। ৭। শ ষ স হ ধ্বাঙ্ক্ষ তম। ৮।

অ ক চ ট ত প য শ ফলোদ্দেশপ্রশ্নঃ ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানজ্ঞানজ্যোতিষং কৃতং উচ্চারিতফলনাম স্বকৃত্বা অকারাদিবর্গং কৃত্বা ধ্বজাদৌ যা ভবন্তি অয়ঃ কল্পনীয়ঃ অতস্তস্য ফলং বদেৎ।

ধ্বজো (১।৯২) ধূম্রস্তথা (১) সিংহঃ (৩।১১) শ্বানো (৪।১২) বৃষ (৫) খরো (৬) গজঃ (৭) ধ্বাঙ্খ (৮) চ অষ্টমং জ্ঞেয়ং শুভাশুভফলং বদেৎ।

তত্রাদৌ অস্তিনাস্তিপ্রশ্নঃ।

ধ্বজে কুঞ্জরসিংহে চ বৃষে নাস্তীতি নিশ্চিতং। ধূম্রে শ্বানে খরে ধ্বাঙ্খেঽস্তি প্রশ্নস্য লক্ষণং॥ ১॥

অথ লাভালাভপ্রশ্নঃ।

ধ্বজে গজে বৃষে সিংহে শীঘ্রলাভো ভবেদ্ধ্রুবং। ধূম্রে শ্বানে খরে ধ্বাঙ্খে নাস্তি লাভো বিনির্দ্দিশেৎ॥ ২॥

কুশলাকুশলপ্রশ্নঃ।

সিংহে বৃষে ধ্বজে গজে প্রবাসিকুশলপ্রদং। ধ্বাংক্ষে শ্বানে খরে ধূম্রে নাস্তীতি কুশলং বদেৎ॥ ৩॥

অথ নষ্টলাভালাভপ্রশ্নঃ।

ধ্বজে গজে বৃষে সিংহে গতলাভঃ সুনিশ্চিতং। ধ্বাংক্ষে ধূম্রে খরে শ্বানে নষ্টহানিং বিচক্ষুধাঃ॥ ৪॥

সুখং প্রিয়সমাগমঃ। ৫৫। খরস্থানে খরং দৃষ্ট্বা দুঃখ-পীড়াদি নির্দ্দিশেৎ। ৫৫। ২৭॥ খরস্থানে গজং দৃষ্ট্বা সুখপুত্রাদিকং ভবেৎ। ৫৭৬। খরস্থানে স্থিতে ধ্বাংক্ষে কলহং ব্যাধিরেব চ। ৫৮। ২৮॥ গজস্থানে ধ্বজং দৃষ্ট্বা স্ত্রীজয়শ্রীসুখাদিকং। ৬২৩। গজস্থানে স্থিতে ধূম্রে ধনধান্যসমাগমঃ। ৫৪৩। ২৯॥ গজস্থানে স্থিতে সিংহে জয়সিদ্ধিসমাগমঃ। ৬৩৪। গজস্থানে স্থিতে শ্বানে আরোগ্যসুখসম্পদঃ। ৬৪১। ৩০॥ গজস্থানে বৃষং দৃষ্ট্বা রাজমানধনাদিকং। ৫৫৩। গজস্থানে খরং দৃষ্ট্বা পূর্ব্বং

খরস্থানে বৃষ দৃষ্ট হইলে সুখ ও প্রিয়সমাগম জানা যায় এবং খরস্থানে খর দৃষ্ট হইলে দুঃখপীড়াদি নির্ণয় করিবে। ২৭। খরস্থানে গজ দৃষ্ট হইলে সুখ ও পুত্রাদিলাভ হয় এবং খরস্থানে ধ্বাঙ্ক্ষ অবস্থিত হইলে কলহ ও ব্যাধি নির্ণয় করিতে হইবে। ২৮। গজস্থানে ধ্বজ দৃষ্ট হইলে স্ত্রী, জয়, শ্রী ও সুখাদিলাভ জানা যায় এবং গজস্থানে ধূম্র দৃষ্ট হইলে ধনধান্যসমাগম হইয়া থাকে। ২৯। গজস্থানে সিংহ দৃষ্ট হইলে জয় ও কার্য্যসিদ্ধি হয় এবং গজস্থান শ্বান অবস্থিত হইলে আরোগ্য ও সুখসম্পদ হইয়া থাকে। ৩০। গজস্থানে বৃষ দৃষ্ট হইলে রাজসম্মান ও ধনাদিলাভ হয় এবং গজস্থানে খর দৃষ্ট হইলে পূর্ব্বে দুঃখ ও পরে সুখ

অথ দিক্‌জ্ঞানং।

ধ্বজে পূর্ব্বগতঞ্চৈব ধূম্রেঽগ্নিদিশিগং তথা। সিংহে চ দক্ষিণঞ্চৈব নৈঋত্যাং শ্বানমেব চ। পশ্চিমং বৃষভে জ্ঞেয়ং বায়ব্যে খরভে তথা। উত্তরে কুঞ্জরে জ্ঞেয়ং ঐশান্যাং ধ্বাংক্ষকে তথা॥ ৫॥

অথ জাতিজ্ঞানং।

ধ্বজে চ ব্রাহ্মণশ্চৈব ধূম্রে ক্ষত্রিয়মেব চ। সিংহে বৈশ্যশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ শ্বানে শূদ্রস্তথৈব চ। বৃষেঽধ্যাপকো বিজ্ঞেয়ঃ খরে চৌরস্তু সেবকঃ। গজে দাসীত্ববিজ্ঞেয়া ধ্বাঙ্ক্ষে রজকনাপিতৌ॥ ৬॥

অথ নষ্টস্থাননির্ণয়প্রশ্নঃ।

'বিবরে চ ধ্বজে নষ্টে ধূম্রে অগ্নিগৃহে তথা। তথা সিংহে অরণ্যে চ শ্বানে স্থানান্তরেঽপি চ। বৃষে ভাণ্ডগতঞ্চৈব খরে কাষ্ঠশিলাতলে। গজে নষ্টগৃহে চৈব ধ্বাঙ্ক্ষে ভূষণবেশ্মনি।

দুঃখং ততঃ সুখং। ৬৬৭। ৩১॥ গজস্থানে গজং দৃষ্ট্বা ক্ষেত্রধান্যসুখাদিকং। ৬৭৫। গজস্থানে স্থিতে ধ্বাংক্ষে ধনধান্যসমাগমঃ। ৬৮২॥ ৩২॥ ধ্বাংক্ষস্থানে ধ্বজং দৃষ্ট্বা কার্য্যনাশো ভবিষ্যতি। ৭১৩। ধ্বাংক্ষস্থানে স্থিতে ধূম্রে কলিদুঃখং গমিষ্যতি। ৩১। ৩৩॥ ধ্বাংক্ষস্থানে স্থিতে সিংহে বিগ্রহো দুঃখমেব চ। ৭৩১। ধ্বাংক্ষস্থানে স্থিতে শ্বানে গৃহভঙ্গভয়াদিকং। ৭৪৩। ৩৪॥ ধ্বাংক্ষস্থানে বৃষং দৃষ্ট্বা স্থানভ্রংশভয়াদিকং। ৭৫১। ধ্বাংক্ষস্থানে খরং দৃষ্ট্বা ধননাশপরাজয়ঃ। ৭৬৭। ৩৫॥ ধ্বাংক্ষস্থানে গজং দৃষ্ট্বা ধনকীর্ত্ত্যাদিকং ভবেৎ। ৭৮৬। ধ্বাংক্ষস্থানে স্থিতে ধ্বাংক্ষে বিদেশগমনাদিকং। ৮৮৮। ৩৬॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে নবনবত্যধিকশত-তমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥

জানা যায়। ৩১। গজস্থানে গজ দৃষ্ট হইলে ক্ষেত্র, ধান্য ও সুখাদিলাভ জানিতে হইবে এবং গজস্থানে ধ্বাঙ্ক্ষ দৃষ্ট হইলে ধনধান্যসমাগম জানা যায়। ৩২। ধ্বাঙ্ক্ষস্থানে ধ্বজ দৃষ্ট হইলে কার্য্যনাশ হইবে জানা যায় এবং ধ্বাঙ্ক্ষস্থানে ধূম্র দৃষ্ট হইলে কলিদুঃখ প্রাপ্ত হয়। ৩৩। ধ্বাঙ্ক্ষস্থানে সিংহ অবস্থিত হইলে বিগ্রহ ও দুঃখ হইয়া থাকে এবং ধ্বাঙ্ক্ষস্থানে শ্বান দৃষ্ট হইলে গৃহভঙ্গ ও কলহাদি জানা যায়। ৩৪। ধ্বাঙ্ক্ষস্থানে বৃষ দৃষ্ট হইলে স্থানভ্রংশ ও দুঃখভোগ হইয়া থাকে এবং ধ্বাঙ্ক্ষস্থানে খর দৃষ্ট হইলে ধননাশ ও পরাজয় জানা যায়। ৩৫। ধ্বাঙ্ক্ষস্থানে গজ দৃষ্ট হইলে ধন ও কীর্ত্তিলাভ হইবে এবং ধ্বাঙ্ক্ষস্থানে ধ্বাঙ্ক্ষ অবস্থিত হইলে বিদেশগমনাদি হইয়া থাকে। ৩৬।

অথ দানাদিপ্রশ্নঃ।

গোধূমঞ্চ ধ্বজে দদ্যাৎ ধূম্রে চৈব তিলপ্রদং। পীতবস্ত্রঞ্চ সিংহে চ শুনিচৈবচ ধান্যকং। বৃষে চ তণ্ডুলং প্রোক্তং খরে চ চণকন্তথা। গজে গুড়ঘৃতং দেয়ং ধ্বাঙ্ক্ষে স্বর্ণং বিনির্দ্দিশেৎ॥ ৭॥

অথ দেবপূজাপ্রশ্নঃ।

ধ্বজে ভৈরবপূজা স্যাৎ ধূম্রে চ জগদম্বিকাং। সিংহে চ সূর্য্য-

দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ভৈরব-উবাচ ॥ ১ ॥ বক্ষ্যে বায়ুজয়ং দেবি জয়াজয়-বিদেশকং। বায়ুগ্নিজলশক্রাখ্যং মঙ্গলানাঞ্চতুষ্টয়ং ॥ ২ ॥ বামদক্ষিণসংস্থশ্চ বায়ুশ্চ বহুলো ভবেৎ। ঊর্দ্ধবাহী ভবেদগ্নিরধস্তু বরুণো ভবেৎ ॥৩॥ মাহেন্দ্রো মধ্যসংস্থস্তু শুক্লপক্ষে তু বামগঃ। কৃষ্ণপক্ষে দক্ষিণগ-উদয়স্তু ত্র্যহং ত্র্যহং ॥ ৪ ॥ বহেৎ প্রতিপাদাদ্যে চ বিপরীতে ভবেন্মৃতিঃ।

উদয়ং সূর্য্যমার্গেণ চন্দ্রেণাস্তময়ো যদি ॥ ৫ ॥ বর্দ্ধন্তে গুণসংঘাতা অন্যথা বিঘ্নমোচিতং। সংক্রান্ত্যঃ ষোড়শঃ প্রোক্তা দিনরাত্রৌ বরাননে ॥ ৬ ॥ যদা চ সংক্রমেদ্বায়ুরর্দ্ধার্দ্ধপ্রহরে স্থিতঃ। স্বাস্থ্যহানিস্তদা জ্ঞেয়া বায়ুর্ভ্রমতি দেহিষু ॥ ৭ ॥ দক্ষিণে চ পুটে বায়ুর্হিতো ভোজন-মৈথুনং। খড়্গহস্তে জয়ে যুদ্ধে রিপূন্ কামসমন্বিতঃ ॥ ৮ ॥

দ্বিশততম অধ্যায়।

ভৈরব কহিলেন, অনন্তর বায়ুজয় বলিব, এই বায়ুজয়দ্বারা জয়, পরাজয় ও বিদেশগমনাদি নির্ণয় করিবে। বায়ু, অগ্নি, জল ও ইন্দ্র এই মঙ্গলচতুষ্টয় উক্ত আছে। ১-২। প্রাণীর শরীর হইতে বাম ও দক্ষিণ নাসাদ্বারা বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। ঊর্দ্ধবাহী বায়ুর নাম অগ্নি অর্থাৎ মানবের নাসিকার ঊর্দ্ধদিক দিয়া বায়ু প্রবাহিত হইলে অগ্নিতত্ত্বের উদয় জানা যায়। আর নাসিকার অধোগত বায়ুতে জলতত্ত্ব এবং মধ্যগত বায়ুতে মাহেন্দ্রতত্ত্ব নির্ণয় করিবে। শুক্লপক্ষে বায়ু বামনাসায় এবং কৃষ্ণপক্ষে দক্ষিণনাসায় উদিত হয়। তিনদিন এইরূপে বায়ু উদিত হইয়া পরিবর্ত্তন হয়। ৩-৪। শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে এইরূপ বায়ুর উদয় আরম্ভ হইয়া থাকে অর্থাৎ শুক্লপ্রতিপদ হইতে তিনদিন বামনাসায় তৎপর তিনদিন দক্ষিণনাসায়, এই ক্রমানুসারে পূর্ণিমাপর্য্যন্ত উদয় হইয়া পরে কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে তিনদিন দক্ষিণনাসায়, তৎপর তিনদিন বামনাসায় উদিত হয়। ইহার বিপরীতে মৃত্যু হইয়া থাকে। যদি বায়ু সূর্য্যমার্গে উদিত হইয়া চন্দ্রমার্গে অস্ত যায়, তাহাহইলে সেই মনুষ্য নানাপ্রকারে বৃদ্ধি পায়, এই নিয়মের অন্যথা হইলে বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। দিবারাত্রির মধ্যে ষোড়শবার বায়ুর সংক্রমণ হয়, অর্থাৎ এক একপ্রহর অন্তে বায়ু নাসিকা পরিবর্ত্তন করে। ৫-৬। যখন অর্দ্ধপ্রহরের পরে বায়ুর পরিবর্ত্তন হয়, তখন তাহার স্বাস্থ্যহানি হইয়া থাকে। এইরূপে দেহীর শরীরে বায়ু ভ্রমণ করে। ৭। যখন দক্ষিণনাসাপুটে বায়ু বহিতে থাকে, তখন ভোজন ও মৈথুনকার্য্য করিবে এবং এই সময়ে খড়্গ হস্তে করিয়া রিপুবিজয়ার্থ বহির্গত হইলে যুদ্ধে জয়লাভ হয়। ৮। বামনাসায় বায়ুপ্রবাহকালে গমনাদি সর্ব্বকার্য্য শুভ-

ভক্তিশ্চ শুনিবায়ুস্থতে তথা। বৃষে রুদ্রং বিজানীয়াৎ খরে বাগীশ্বরীস্তথা। গণেশঞ্চ গজে চৈব ধ্বাঙ্খে চ পিতৃপূজনং ॥ ৮ ॥

অথ প্রবাসিচরস্থিরপ্রশ্নঃ।

ধ্বজে গজে স্থিরঞ্চৈব খানে সিংহে চ চঞ্চলং। বৃষে ধূম্রে প্রয়াণস্থং খরে ধ্বাঙ্খে চ কাষ্ঠগং ॥ ৯ ॥

অথ গমনপ্রশ্নঃ।

ধ্বজে ধূম্রে সমীপস্থং দূরস্থং গজসিংহয়োঃ। বৃষে খরে চ মার্গস্থং ধ্বাঙ্খে খানে পুনর্গমঃ ॥ ১০ ॥

অথ কালপ্রশ্নঃ।

ধ্বজে পক্ষমিদং প্রোক্তং ধূম্রে সপ্তদিনং তথা। একবিংশতি-সিংহে চ খানে মাসং তথৈব চ। বৃষে চ সার্দ্ধমাসং স্যাৎ খরে মাসদ্বয়ং তথা। গজে মাসত্রয়ং প্রোক্তং ধ্বাঙ্খে চ অয়নং স্মৃতং ॥ ১১

অথ মুষ্টিবস্তুজ্ঞানপ্রশ্নঃ।

কুসুমঞ্চ ধ্বজে জ্ঞেয়ং ধূম্রে শ্বেতং তথৈব চ। লোহিতং গজ-সিংহে চ খানে চ পাণ্ডুনীলকং। পীতবর্ণং বৃষে জ্ঞেয়ং খরে চ ধূম্রবর্ণকং। গজে চ শ্যামবর্ণঞ্চ ধ্বাঙ্খে চ মিশ্রবর্ণকং ॥ ১২ ॥

অথ মুষ্টিবস্তুজ্ঞানপ্রশ্নঃ।

ধ্বজে পত্রঞ্চ বিজ্ঞেয়ং ধূম্রে পুষ্পং বিশেষতঃ। সিংহে ফলঞ্চ বিজ্ঞেয়ং খানে কাষ্ঠাদিসম্ভবে। বৃষে ধান্যং তথা প্রোক্তং খরে তৃণং নিগদ্যতে। গজে জীবনবিজ্ঞেয়ং ধ্বাঙ্খে তৃণং তথা স্মৃতং ॥১৩

অথ ধাতুজ্ঞানং।

ধ্বজে সুবর্ণকং জ্ঞেয়ং ধূম্রে রৌপ্যং তথৈব চ। সিংহে তাম্রঞ্চ বিজ্ঞেয়ং খানে লৌহং বিদুর্বুধাঃ। বৃষে কাংস্যং খরে নাগং কপিলঞ্চ গজে ভবেৎ। ধ্বাঙ্খে চ পিত্তলং জ্ঞেয়ং কথিতং পূর্ব্বপণ্ডিতৈঃ ॥ ১৪ ॥

অথ ভূষণাদিজ্ঞানং।

ধ্বজে চ ভূষণং মূর্দ্ধ্নি মুখভূষণং ধূম্রকে। কণ্ঠভূষণঞ্চ সিংহে

বামেন গমনং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বকার্য্যেষু ভূষিতা। বায়ুর্ব্বহতি তত্রস্থঃ প্রশ্নো ভূতস্য শোভনঃ॥ ৯॥ মহেন্দ্রে বারুণে বাতে কোপি দোষো ন জায়তে। অনাবৃষ্টির্দ্দক্ষবাহে ঃ স্যাৎ বামবাহকে॥ ১০॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥

প্রদ হয়। আর বামনাসার বায়ু বহনকালে কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করিলে সেই প্রশ্নের শুভফল জানা যায়। ৯। যে সময়ে মহেন্দ্র অথবা বারুণতত্ত্বের উদয় হয়, তখন কোনরূপ দোষ ঘটিতে পারে না। দক্ষিণনাসায় বায়ুর প্রবাহকালে অনাবৃষ্টি এবং বামনাসায় বায়ু বহনকালে অতিবৃষ্টি হইয়া থাকে। ১০।

চ শ্বানে চ হৃদয়ং তথা। বৃষে হস্তাদি বিজ্ঞেয়ং অঙ্গুলীভূষণং খরে। গজে চ কটিসূত্রঞ্চ ধ্বাংক্ষে পাদাদিকং তথা॥ ১৫॥

অথ পুত্রকন্যাদিজ্ঞানপ্রশ্নঃ।

ধ্বজে গজে বৃষে সিংহে গুর্ব্বিণী পুত্রমাদিশেৎ। ধূম্রে শ্বানে খরে ধ্বাঙ্ক্ষে কন্যাজন্ম বিনির্দ্দিশেৎ॥ ১৬॥

অথ আয়ুর্ব্বলপ্রশ্নঃ।

ধ্বজে সিংহে ষড়প্রোক্তং গজে সোনস্তু তন্তথা। বৃষে চ ষষ্টি-বর্ষাণি খরে ব্যোমাব্ধিসংজ্ঞকং। শ্বানে চ বিংশতিঃ প্রোক্তা ধ্বাঙ্ক্ষে শোড়ষভিস্তথা। ধূম্রে বর্ষমিমং প্রোক্তং ইত্যায়ুঃ-প্রশ্নং বিনির্দ্দিশেৎ॥ ১৭॥

অথ ধাতুমূলজীবপ্রশ্নঃ।

ধ্বজে ধূম্রে চ ধাতূনাং গজে সিংহে চ মূলকং। শ্বানে খরে বৃষে ধ্বাঙ্ক্ষে জীবচিন্তা ভবেৎ ধ্রুবং॥ ১৮॥

অথ সন্ধিপ্রশ্নঃ।

বিপরীতৌ চ সন্ধিঃ স্যাৎ অথ প্রোক্তং মনীষিভিঃ। গদং কোটং তথা দুর্গং গৃহাদি চ বিচিন্তয়েৎ॥ ১৯॥

অথ গমনাগমনপ্রশ্নঃ।

গজে বৃষে ধ্বজে সিংহে শত্রূণাং শীঘ্রমাগমঃ। শ্বানে খরে তথা ধূম্রে ধ্বাঙ্ক্ষে চ নাস্তি চাদিশেৎ॥ ২০॥

অথ সত্যমিথ্যাপ্রশ্নঃ।

ধ্বজে সিংহে বৃষে গজে সত্যবাক্যং বিনির্দ্দিশেৎ। ধূম্রে শ্বানে খরে ধ্বাঙ্ক্ষে মিথ্যা বদতি নিশ্চিতম্॥ ২১॥

অথ বৃষ্টিপ্রশ্নঃ।

ধূম্র গজে বৃষে শ্বানে বৃষ্টির্ভবতি সত্বরম্। সিংহে ধ্বজে খরে ধ্বাঙ্ক্ষে নাস্তি বৃষ্টির্ব্বিনির্দ্দিশেৎ॥ ২২॥

অথ দিনাবধিপ্রশ্নঃ।

ধূম্রে সপ্তদিনং প্রোক্তং বৃষে দীনং তথৈব চ। শ্বানে বিংশতি-র্ধ্বাঙ্ক্ষে স্যাৎ ধ্বজে চ সপ্তবিংশতিঃ। সিংহে বৃষে চ ব্যোমাব্ধি খরে ধ্বাঙ্ক্ষে ঋতুং বদেৎ। এবং প্রশ্নং বিনির্দ্দেশ্যং কথিতং গণকোত্তমৈঃ॥ ২৩॥

অথ ব্যবহারপ্রশ্নঃ।

ধ্বজে গজে বৃষে সিংহে ব্যবহারং শুভপ্রদং। ধ্বাংক্ষে ধূম্রে খরে শ্বানে কলহং অশুভপ্রদং॥ ২৪॥

অথ নৌকাপ্রশ্নঃ।

ধ্বজে গজে চ সিংহে চ বৃষে চ কুশলপ্রদং। ধ্বাঙ্ক্ষে ধূম্রে খরে শ্বানে নৌকাযাত্রা ন সিদ্ধ্যতি॥ ২৫॥

অথ বাণিজ্যপ্রাপ্তিপ্রশ্নঃ।

ধ্বজে গজে ঋণপ্রাপ্তির্বৃষে সিংহে চ সিদ্ধতা। শ্বানে খরে তথা প্রাপ্তিঃ শত্রুং গৃহ্নাতি সত্বরম্। ধ্বাঙ্ক্ষে ধূম্রে চ নাস্তি চ কলহং ভ্রাতৃভিঃ সহঃ॥ ২৬॥

অথাধিকারপ্রাপ্তিপ্রশ্নঃ।

ধ্বজে গজে স্থিরপ্রাপ্তির্বৃষে সিংহে শীঘ্রতা। কলহস্ত খরে শ্বানে নাস্তীতি ধ্বাঙ্ক্ষধূম্রকে॥ ২৭॥

অথ গ্রামপ্রাপ্তিপ্রশ্নঃ।

ধ্বজে গজে বৃষে চৈব ধূম্রে নাস্তীতি নিশ্চিতং। সিংহে শ্বানে খরে ধ্বাংক্ষে গ্রামপ্রাপ্তির্ব্বিনির্দ্দিশেৎ॥ ২৮॥

অথ কার্য্যসিদ্ধিপ্রশ্নঃ।

ধ্বজে গজে স্থিরং কার্য্যং ত্বরিতং বৃষসিংহয়োঃ। দীর্ঘ-কালং খরে শ্বানে ধ্বাঙ্ক্ষে ধূম্রে ন সিদ্ধ্যতি॥ ২৯॥

অথ বন্দিমোচনপ্রশ্নঃ।

ধূম্রে শ্বানে খরে ধ্বাঙ্ক্ষে বন্দী শীঘ্রং প্রমুচ্যতে। বৃষে গজে ধ্বজে সিংহে বন্দী চ কষ্টমাদিশেৎ॥ ৩০॥

অথ কালনির্ণয়ঃ।

ধ্বজে সপ্তদিনং প্রোক্তং সিংহে পক্ষং তথৈব চ। বৃষে মাসঞ্চ বিজ্ঞেয়ং গজে মাসত্রয়ং তথা। শ্বানে খরে সপ্তমাসং ধূম্রে ধ্বাঙ্ক্ষে চ বর্ষকং॥ ৩১॥

একাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ধন্বন্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ হয়ায়ুর্ব্বেদমাখ্যাস্যে হয়সর্ব্বার্থলক্ষণং। কাকতুণ্ডী কৃষ্ণজিহ্বঃ কৃষ্ণাস্যশ্চোষ্ণতালুকঃ ॥ ২ ॥ করালী হীনদন্তশ্চ শৃঙ্গী বিরলদন্তকঃ। একাণ্ডশ্চৈব জাতাণ্ডঃ কঞ্চুকী দ্বিখুরী স্তনী ॥ ৩ ॥ মার্জ্জারপাদো ব্যাঘ্রাভঃ কুষ্ঠবিদ্রধিসন্নিভঃ। যমজো বামনশ্চৈব মার্জ্জারঃ কপিলোচনঃ ॥ ৪ ॥ এতদ্দোষী হয়স্ত্যাজ্য উত্তমোঽশ্বস্তুরুষ্কজঃ। মধ্যমঃ পঞ্চহস্তশ্চ কনীংশ্চ ত্রিহস্তকঃ ॥ ৫ ॥ অসংহৃতা যে চ বাহা হ্রস্বকর্ণাস্তথৈব চ। শবলাভাঃ প্রভাবেষু ন দীনাশ্চিরজীবিনঃ ॥৬॥ রেবন্তপূজনাদ্ধোমাৎ রক্ষাশ্চ দ্বিজভোজনাৎ। সরলং নিম্বপত্রাণি গুগ্‌গুলুঃ সর্ষপাঘৃতং ॥ ৭ ॥ তিলশ্চৈব বচা হিঙ্গু বধ্নীয়াৎ বাজিনো গলে। আগন্তুজং দোষজঞ্চ ব্রণং দ্বিবিধমীরিতং ॥ ৮ ॥ চিরপাকং বাতজন্তু শ্লেষ্মজং ক্ষিপ্রপাকিকং। কণ্ঠদাহাত্মকং পিত্তাৎ শোণিতান্মন্দবেদনং ॥ ৯ ॥ আগন্তুজন্তু শস্ত্রাদ্যৈর্দুষ্টব্রণবিশোধনং। এরণ্ডমূলং হরিদ্রে দ্বে চিত্রকং বিশ্বভেষজং ॥১০॥ রসোনং সৈন্ধবং বাপি তক্রকাঞ্জিকপেষিতং। তিলশক্তু কপিণ্ডকা দধিযুক্তা সসৈন্ধবা। নিম্বপত্রযুতং পিণ্ডং ব্রণশোধনরোপণং ॥ ১১ ॥ পটোলং নিম্বপত্রঞ্চ বচা চিত্রকমেব চ। পিপ্‌পলী শৃঙ্গবেরঞ্চ চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ ॥ ১২ ॥ এতৎ পানং ক্রিমিশ্লেষ্মামদানিলবিনাশনং। নিম্বপত্রং পটোলঞ্চ ত্রিফলা খদিরন্তথা ॥ ১৩ ॥ ক্বাথয়িত্বা ততো বাহং স্তৃতরক্তং বিচক্ষণঃ। ত্র্যহমেব প্রদাতব্যং হয়কুষ্ঠোপশান্তয়ে ॥ ১৪ ॥ সব্রণেষু চ কুষ্ঠেষু তৈলসার্ষপজং হিতং। লশুনাদিকষায়শ্চ পানভুক্ত্যোপশান্তয়ে ॥ ১৫ ॥ মাতুলুঙ্গরসোপেতং মাংসীনাং রসকেন বা। সদ্যো দদ্যাত্তত্র

একাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ধন্বন্তরি কহিলেন, অশ্বায়ুর্ব্বেদ বলিব। এই শাস্ত্রে সর্ব্বপ্রকার অশ্বের লক্ষণ ও আয়ুবিজ্ঞান হইয়া থাকে। কাকতুণ্ডী, কৃষ্ণজিহ্ব, কৃষ্ণাস্য, উষ্ণতালুক, করালী, হীনদন্ত, শৃঙ্গী, বিরলদন্ত, একাণ্ড, জাতাণ্ড, ক্লীব, দ্বিখুব, স্তনবান, মার্জ্জারপাদ, ব্যাঘ্রাভ, কুষ্ঠবিদ্রধিসন্নিভ, যমজ, বামন, মার্জারাকৃতি, কপিলোচন এই সকল অশ্ব দোষী; অতএব ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। আর তুরষ্কদেশজ অশ্বই উত্তম; পঞ্চহস্তপরিমিত অশ্ব মধ্যম এবং ত্রিহস্তপরিমিত অশ্ব অধম। ১-৫। যে সকল অশ্ব অসংহৃত, হ্রস্বকর্ণ ও কর্ব্বুরবর্ণ, তাহারা অতিশয় প্রভাবশালী ও চিরজীবী। ৬। অশ্বের মঙ্গলকামনায় পূজা ও হোম করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইলে অশ্বের সর্ব্বাঙ্গীন রক্ষা হইয়া থাকে। সরলকাষ্ঠ, নিম্বপত্র, গুগ্‌গুলু, সর্ষপ, ঘৃত, তিল, বচ ও হিঙ্গু এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া অশ্বের গলায় বন্ধন করিবে। তাহাতে অশ্বের মঙ্গল হইয়া থাকে। অশ্বশরীরে যে সকল ব্রণ হইয়া থাকে, তাহা আগন্তুক ও দোষজন্যভেদে দ্বিবিধ। ৭-৮। বাতজন্য ব্রণ চিরকালে পরিপাক পায়, শ্লেষ্মজন্য ব্রণ শীঘ্র পাকিয়া থাকে এবং পিত্তজন্য ব্রণে কণ্ঠে দাহ হয়, আর শোণিতদোষে যে ব্রণ জন্মে, তাহাতে মন্দ মন্দ বেদনা অনুভূত হয়। ৯। আগন্তুজ দুষ্টব্রণ শস্ত্রাদিদ্বারা উৎপাটন করিয়া তাহাতে এরণ্ডমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চিতা, শুণ্ঠী, রসুন ও সৈন্ধব এই সমুদায় দ্রব্য তক্র ও কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া লেপ দিতে হইবে। তিল, শক্তু, দধি, সৈন্ধব, নিম্বপত্র এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া পিণ্ডাকার করিবে। এই পিণ্ড দ্বারা অশ্বের ব্রণরোপণ হয়। ১০-১১। পটোল, নিম্বপত্র, বচ, চিতা, পিপ্পলী, আদা এই সমুদায় দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ অশ্বকে পান করাইলে ক্রিমি, শ্লেষ্মা, মদ ও অনিলরোগ বিনাশ পায়। নিম্বপত্র, পটোল, ত্রিফলা, খদিরকাষ্ঠ এই সমুদায় দ্রব্যের ক্বাথ করিয়া অশ্বকে পান করাইতে হইবে। ইহাতে অশ্বের রক্তস্রাব নিবারণ হয় এবং এই ক্বাথ তিনদিবস সেবন করাইলে অশ্বের কুষ্ঠরোগ শান্তি হয়। ১২-১৪। অশ্বের কুষ্ঠব্রণে সর্ষপতৈল প্রয়োগ করিলে অনেক উপকার দর্শে এবং লশুনাদিক্বাথ পান করাইলে পানভোজনজন্য দোষের শান্তি হইয়া থাকে। ১৫। গোঁড়ানেবুর রস ও জটামাংসীর রস একত্র করিয়া অশ্বকে নস্য প্রদান করিবে। ইহাতে তৎক্ষণাৎ অশ্বের রোগ বিনাশ পায়। অথবা অন্যান্য রস সহযোগে নস্যপ্রয়োগ করিলেও অশ্ব-

নস্যং অশ্বৈর্বা তৈঃ সুসংযুতৈঃ ॥ ১৬ ॥ পলদ্বয়ং প্রথমেঽহ্নি একৈকপলবৃদ্ধিতঃ। যাবদ্দিনানি পূর্ণানি পলান্যষ্টাদশোত্তমে ॥ ১৭ ॥ অধমেঽষ্টপলানি স্যুর্মধ্যমে স্যুশ্চতুর্দ্দশ। শরদ্গ্রীষ্ময়োর্নৈব দেয়ো নৈব তু দাপয়েৎ ॥ ১৮ ॥ তৈলেন বাতিকে রোগে শর্করাজ্যপয়োন্বিতৈঃ। কটুতৈলৈঃ কফে ব্যোষৈঃ পিত্তে ত্রিফলবারিভিঃ ॥ ১৯ ॥ শালিষষ্টিকদুগ্ধাশী হয়োঽহি ন জুগুপ্সিতঃ। পক্কজম্বুনিভো হেমবর্ণোঽশ্বো ন জুগুপ্সিতঃ ॥ ২০ ॥ অর্দ্ধপ্রহরণে ধূর্গ্যে গুগ্গুলুং প্রাশয়েদ্ধয়ং। ভোজয়েৎ পায়সং দুগ্ধং সত্বরং সুস্থিরো হয়ঃ ॥ ২১ ॥ বিকারে ভোজনে দুগ্ধং শাল্যন্নং বাতলে দদেৎ। কর্ষমাংসরসৈঃ পিত্তে মধুমুদ্গারসাজ্যকৈঃ ॥ ২২ ॥ কফে মুদ্গান্ কুলত্থান্ বা কটুতিক্তান্ কফে হয়ে। বাধির্য্যে ব্যাধিতে গ্রাসে ত্রিদোষাদৌ তু গুগ্গুলুঃ ॥ ২৩ ॥ ঘাসৈর্দূর্বা সর্ব্বরোগে প্রথমেঽহ্নি পলং দদেৎ। বিবর্দ্ধয়েত্ততো কর্ষমেকাহ্নি পলপঞ্চকং ॥ ২৪ ॥ পানে চ ভোজনে চৈব অশীতিপলকং বরং। মধ্যে ষষ্টিশ্চাধমেষু চত্বাঁরিংশচ্চ ভোগিষু ॥ ২৫ ॥ ব্রণে কুষ্ঠেষু খঞ্জেষু ত্রিফলাক্কাথসংযুতং। মন্দাগ্নৌ শোথরোগে চ গবাং মূত্রেণ যোজিতং ॥ ২৬ ॥ বাতপিত্তে ব্রণে ব্যাধৌ গোক্ষীরং ঘৃতসংযুতং। দেয়ং কৃশানাং পুষ্ট্যর্থং মাংসৈর্যুক্তঞ্চ ভোজনং ॥ ২৭ ॥ সপিষ্টায়াঃ প্রদাতব্যং গুড়ূচ্যাঃ পলপঞ্চকং। প্রভাতে ঘৃতসংযুক্তং শরদ্গ্রীষ্মে চ বাজিনাং ॥ ২৮ ॥ রোগঘ্নং পুষ্টিদঞ্চাপি বলতেজোবিবর্দ্ধনং। তদেবাশ্বায় দাতব্যং ক্ষীরযুক্তমথাপি বা ॥ ২৯ ॥ গুড়ূচীকল্পযোগেন শতাবর্য্যশ্বগন্ধয়োঃ। চত্বারি ত্রীণি মধ্যস্য জঘন্যস্য পলানি হি ॥ ৩০ ॥ অকস্মাদ্‌যত্র বাহানামেকরূপং যদা ভবেৎ। ম্রিয়তে চ যদা ক্ষিপ্রমুপসর্গং তমাদিশেৎ ॥ ৩১ ॥ হোমাদ্যৈ রক্ষয়া বিপ্রভোজ-

---

রোগ নষ্ট হয়। ১৬। অশ্বরোগনিবারণার্থ ঔষধপ্রয়োগকালে প্রথমদিনে একপল পরিমাণে ঔষধ দিতে হইবে। পরে প্রতিদিন এক একপল বৃদ্ধি করিয়া অষ্টাদশপলপর্য্যন্ত ঔষধের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে হইবে। ১৭। উক্ত অষ্টাদশপলই প্রথমমাত্রা, অষ্টপল অধমমাত্রা এবং চতুর্দ্দশপল মধ্যমমাত্রা। শরৎ ও গ্রীষ্মকালে অশ্বের রোগশান্ত্যর্থ কোন ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। ১৮। অশ্বের বাতিকরোগে শর্করা, ঘৃত ও দুগ্ধসমন্বিত তৈলদ্বারা, শ্লৈষ্মিকরোগে তৈলযুক্ত ত্রিকটুদ্বারা এবং পৈত্তিকরোগে ত্রিফলাজলদ্বারা নস্য প্রয়োগ করিবে। ১৯। অশ্বকে শালিধান্য, ষষ্টিধান্য ও দুগ্ধপান করাইলে সেই অশ্ব কোনরূপেও নিন্দিত হয় না। যে অশ্বের বর্ণ পক্ক জম্বুফলের ন্যায়, সেই অশ্বের কোন দোষ লক্ষিত হয় না। ২০। ভারবাহী অশ্বকে গুগ্গুলু ভোজন করাইবে এবং পায়স ও দুগ্ধপান করাইলে শীঘ্রই অশ্ব সুস্থির হয়। ২১। অশ্বশরীরে কোনরূপ বাতিকবিকার উপস্থিত হইলে দুগ্ধ ও শালিধান্যের অন্নভোজন করিতে দিবে। পৈত্তিকবিকারে দুই তোলা মাংসরসের সহিত মুগের যূষ ও ঘৃত পান করাইতে হইবে। ২২। কফজন্যবিকারে মুগ, কুলথ অথবা কটু ও তিক্তদ্রব্য ভোজন করাইতে হইবে। বধিরতাব্যাধিগ্রস্ত এবং ত্রিদোষবিকারান্বিত অশ্বকে গুগ্গুলু ভোজন করাইবে। ২৩। সর্ব্বপ্রকার রোগে প্রথমদিনে একপলপরিমিত দূর্ব্বাঘাস ভোজন করিতে দিবে। তৎপরে প্রতিদিন দুইতোলাপরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া পঞ্চপলপর্য্যন্ত আহার করাইবে। ২৪। অশ্বের পানে ও ভোজনে অশীতিপল শ্রেষ্ঠমাত্রা, ষষ্টিপল মধ্যমমাত্রা এবং চত্বারিংশৎপল অধমমাত্রা জানিবে। ২৫। ব্রণ, কুষ্ঠ ও খঞ্জরোগে অশ্বকে ত্রিফলাক্কাথ পান করাইবে এবং মন্দাগ্নি ও শোথরোগে গোমূত্রের সহিত ত্রিফলার ক্কাথ পান করিতে দিবে। ২৬। বাতপিত্তজন্য ব্রণরোগে অশ্বকে ঘৃতসংযুক্ত গব্যদুগ্ধ পান করাইবে। কৃশ অশ্বের শরীরপুষ্টির নিমিত্ত ভোজ্যদ্রব্যের সহিত মাংসরস পান করিতে দিবে। ২৭। কৃশ অশ্বের শরীরের পুষ্টিসাধন আবশ্যক হইলে শরৎ ও গ্রীষ্মকালে প্রভাতসময়ে পঞ্চপলপরিমিত গুড়ূচী পেষণ করিয়া ভোজন করিতে দিবে। ২৮। অশ্বের পুষ্টিসাধন করিতে হইলে যে সকল দ্রব্য রোগঘ্ন, পুষ্টিকারক, ফলপ্রদ ও তেজোবর্দ্ধক, সেই সকল ঔষধের সহিত দুগ্ধমিশ্রিত করিয়া ভোজন করাইবে। ২৯। অশ্বের রোগশান্তির নিমিত্ত গুড়ূচীকল্প, শতাবরীকল্প ও অশ্বগন্ধাকল্প সেবন করাইতে হইবে। এই ঔষধ সেবনে চারিপল উত্তমমাত্রা, তিনপল মধ্যমমাত্রা এবং একপল অধমমাত্রা জানিবে। ৩০। যখন অশ্বসকলের একরূপ রোগ উপস্থিত হইয়া তাহাতে তাহাদিগের মৃত্যু

নৈর্ব্বলিকর্ম্মণা। শান্ত্যোপসর্গশান্তিঃ স্যাদ্ধরীতক্যাদিকল্পতঃ ॥ ৩২ ॥ হরীতকী গবাং মূত্রৈস্তৈলেন লবণান্বিতা। আদৌ পঞ্চ ততঃ পঞ্চ বৃদ্ধ্যা পূর্ণশতাবধিঃ। উত্তমশ্চ শতং মাত্রাত্বশীতিঃ ষষ্টিরেব বা ॥ ৩৩ ॥ গজায়ুর্ব্বেদমাখ্যাস্যে উক্তাঃ কল্পা গজে হিতাঃ। গজে চতুর্গুণা মাত্রা তাভির্গজরুগর্দ্দনঃ॥ ৩৪ ॥ গজোপসর্গব্যাধীনাং শমনং শান্তিকর্ম্ম চ। পূজয়িত্বা সুরান্ বিপ্রান্ রত্নৈর্গাং কপিলাং দদেৎ ॥ ৩৫ ॥ দন্তিদন্তদ্বয়ে মালাং নিবধ্নীয়াদুপোষিতঃ। মন্ত্রেণ মন্ত্রিতা বৈদ্যৈর্ব্বচা সিদ্ধার্থকাস্তথা ॥ ২৬ ॥ সূর্য্যাদিশিবদুর্গাশ্রীবিষ্ণ্বর্চ্চা রক্ষয়েদ্গজং। বলিং দদ্যাচ্চ ভূতেভ্যঃ স্নাপয়েচ্চ চতুর্ঘটৈঃ ॥ ৩৭ ॥ ভোজনং মন্ত্রিতং দদ্যাদ্ভস্মনোদ্ধূনয়েদ্গজং। ভূতরক্ষা শুভা মেধ্যা বারণং রক্ষয়েৎ সদা ॥ ৩৮ ॥ ত্রিফলাপঞ্চকোলে চ দশমূলং বিড়ঙ্গকং। শতাবরী গুড়ূচী চ নিম্ববাসককিংশুকাঃ ॥ ৩৯ ॥ গজরোগবিনাশায় হিতো কল্কঃ কষায়কঃ। আয়ুর্ব্বেদদ্বয়োক্তানামুক্তং সংক্ষেপসারতঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে একাধিকদ্বিশততমো-ঽধ্যায়ঃ ॥

হয়, সেই রোগকে উপসর্গ কহে। ৩১। অশ্বের উপসর্গশান্তির নিমিত্ত হোমাদিদ্বারা রক্ষাবিধান করিবে এবং ব্রাহ্মণভোজন ও বলিকর্ম্মাদি শান্তিদ্বারা উপসর্গশান্তি করিতে হইবে। অনন্তর হরীতক্যাদিকল্প সেবন করাইবে। ৩২। অশ্বরোগশান্তির নিমিত্ত গোমূত্র, তৈল ও লবণান্বিত হরীতকী ভোজন করাইবে। এই ঔষধ সেবনকালে প্রথমদিনে পাঁচটি হরীতকী সেবন করিতে দিবে, পরে প্রতিদিন পাঁচ পাঁচটি বৃদ্ধি করিয়া একশতটি পর্য্যন্ত সেবন করাইবে। এই হরীতকী সেবনে একশত উত্তমমাত্রা, অশীতি মধ্যমমাত্রা এবং ষষ্টি অধমমাত্রা জানিবে। ৩৩। অনন্তর গজায়ুর্ব্বেদ বলিব। পূর্ব্বে যে সকল কল্প উক্ত হইয়াছে, ঐ সকল গজের পক্ষেও হিতকর জানিবে। এইমাত্র বিশেষ যে, অশ্বের চতুর্গুণমাত্রায় গজেতে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। এইরূপে ঔষধ সেবন করাইলেই গজের রোগনিবারণ হয়। ৩৪। গজের ঔপসর্গিক ব্যাধির শান্তি করিতে হইলে দেবার্চ্চনাদি শান্তিকর্ম্ম করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইবে এবং রত্ন, গো ও কপিলা প্রদান করিতে হইবে। অনন্তর গজের দন্তদ্বয়ে মালাবন্ধন করিয়া উপবাসী ব্রাহ্মণ মন্ত্রপূত বচ ও সর্ষপদ্বারা রক্ষাবিধান করিবে। ৩৫-৩৬। সূর্য্যাদিনবগ্রহ, শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, বিষ্ণু এই সকল দেবতার অর্চ্চনা করিলে তাঁহারা হস্তীকে রক্ষা করেন। অনন্তর ভূতদিগকে বলিপ্রদান করিয়া ঘটচতুষ্টয়দ্বারা গজস্নান করাইবে। ৩৭। তৎপরে মন্ত্রপূত ভোজ্যদ্রব্য প্রদান করিয়া ভস্মদ্বারা গজের গাত্রমার্জ্জন করিবে। এইরূপে ভূতরক্ষা করিলে দেবগণ হস্তীকে রক্ষা করিয়া থাকেন। ৩৮। ত্রিফলা, পঞ্চকোল, দশমূল, বিড়ঙ্গ, শতমূলী, গুড়ূচী, নিম্বপত্র, বাসক, পলাশ এই সকল দ্রব্যের কষায়পান করাইলে গজরোগ বিনাশ পায়। এইপ্রকারে অশ্ব ও গজ এই উভয়ের আয়ুর্ব্বেদ কথিত হইল। ৩৯ ৪০।

দ্ব্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ ॥ ১ ॥ এবং ধন্বন্তরিঃ প্রাহ সুশ্রুতায় চ বৈদ্যকং। অথ নামানি বক্ষ্যামি ওষধীনাং সমাসতঃ ॥২॥ স্থিরা বিদারিগন্ধা চ শালপর্ণ্যংশুমত্যপি। লাঙ্গলী কলসী চৈব ক্রোষ্টুপুচ্ছা গুহা মতা ॥ ৩ ॥ পুনর্নবাথ বর্ষাভূঃ কঠিল্যা কারুণা তথা। এরণ্ডশ্চোরুবূকঃ স্যাদামণ্ডো বর্দ্ধমানকঃ ॥ ৪ ॥ ঋষা নাগবলা জ্ঞেয়া শ্বদংষ্ট্রা

দ্ব্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ধন্বন্তরি সুশ্রুতকে বৈদ্যকশাস্ত্র বলিলেন, এইক্ষণ সংক্ষেপত ওষধিসকলের নাম বলিব। ১-২। স্থিরা, বিদারীগন্ধা, শালপর্ণী ও অংশুমতী এই চারিটী শব্দ শালপানীবাচক। লাঙ্গলী, কলসী, ক্রোষ্টুপুচ্ছা ও গুহা এই সকল শব্দে পিঠানী অর্থাৎ চাকুলে বুঝায়। ৩। পুনর্নবা, বর্ষাভু, কঠিল্যা ও কারুণা এই শব্দচতুষ্টয় পুনর্নবাবাচক। এরণ্ড, উরুবূক, আমণ্ড ও বর্দ্ধমানক এই চারিটী শব্দে এরণ্ড বুঝিতে হইবে। ৪। ঋষা ও নাগবলা এই দুইটী শব্দ গোরক্ষ

গোক্ষুরো মতঃ। শতাবরী বরা ভীরু পীবরীন্দীবরী বরী॥ ৫॥ ব্রাহ্মী তু বৃহতী কৃষ্ণা হংসপাদী মধুস্রবা। ধামনী কণ্টকারী স্যাৎ ক্ষুদ্রা সিংহী নিদিগ্ধিকা॥ ৬॥ বৃশ্চিকাল্যমৃতা কালী বিষঘ্না সর্পদংষ্ট্রিকা। মর্কটী চাত্মগুপ্তা স্যাদার্ষেয়ী কপিকচ্ছুকা॥ ৭॥ মুদ্গপর্ণী ক্ষুদ্রসহা মাষপর্ণী মহাসহা। ন্যগ্রোধস্তু বটো জ্ঞেয়ো অশ্বত্থঃ কপিলো মতঃ॥ ৮॥ প্লক্ষো গর্দ্দভাণ্ডঃ স্যাৎ পর্কটী চ কপীতনঃ। পার্থস্তু ককুভো ধন্বী বিজ্ঞেয়োঽর্জ্জুননামভিঃ॥ ৯॥ নন্দীবৃক্ষঃ প্ররোহী স্যাৎ পুষ্টিকারীতি চোচ্যতে। বঞ্জুলো বেতসো জ্ঞেয়ো ভল্লাতশ্চাপ্যরুষ্করঃ॥ ১০॥ লোধ্রঃ সারবকো ধৃষ্টস্তিরীটশ্চাপি কীর্ত্তিতঃ। বৃহৎকলা মহাজম্বুর্জ্ঞেয়া বালফলা পরা॥ ১১॥ তৃতীয়া জলজম্বুঃ স্যান্নাদেয়ী সা চ কীর্ত্তিতা। কণা কৃষ্ণোপকুল্যা চ শৌণ্ডী মাগধিকেতি চ॥ ১২॥ কথিতা পিপ্পলীমূলং গ্রন্থিকং স্মৃতং। উষণং মরিচং জ্ঞেয়ং শুণ্ঠী বিশ্বং মহৌষধং॥ ১৩॥ ব্যোষং কটুত্রয়ং বিদ্যাৎ ত্র্যূষণং তচ্চ কীর্ত্ত্যতে। লাঙ্গলী হলিনী চ স্যাৎ শ্রেয়সী গজপিপ্পলী॥ ১৪॥ ত্রায়ন্তী ত্রায়মাণা স্যাদুৎসারা সুবহা স্মৃতা। চিত্রকঃ স্যাৎ শিখী বহ্নিরগ্নিসংজ্ঞাভিরুচ্যতে॥ ১৫॥ ষড়্গ্রন্থোগ্রা বচা জ্ঞেয়া শ্বেতা হৈমবতীতি চ। কুটজো বৃক্ষকঃ শক্রো বৎসকো গিরিমল্লিকা॥ ১৬॥ কলিঙ্গেন্দ্রযবারিষ্টং তস্য বীজানি লক্ষয়েৎ। মুস্তকো মেঘনামা স্যাৎ কৌন্তী জ্ঞেয়া হরেণুকা॥ ১৭॥ এলা চ বহুলা প্রোক্তা সূক্ষ্মৈলা চ তথা ত্রুটিঃ। পদ্মা ভার্গী তথা কাঞ্জী জ্ঞেয়া ব্রাহ্মণযষ্টিকা॥ ১৮॥ মূর্ব্বা মধুরসা জ্ঞেয়া তেজনী তিক্তবল্লিকা। মহানিম্বো বৃহন্নিম্বো দীপ্যকঃ স্যাদ্যমানিকা॥ ১৯॥ বিড়ঙ্গং ক্রিমিশত্রুঃ স্যাদ্রামঠং হিঙ্গুকচ্যতে। অজাজী জীরকং

শতমূলীবাচক। ৫। ব্রাহ্মী, বৃহতী, কৃষ্ণা, হংসপাদী ও মধুস্রবা এই কয়েকটি বৃহতীর নাম। ধামনী, কণ্টকারী, ক্ষুদ্রা, সিংহী ও নিদিগ্ধিকা এই সকল শব্দে কণ্টকারী বুঝিতে হইবে। ৬। বৃশ্চিকালী, অমৃতা, কালী, বিষঘ্নী ও সর্পদংষ্ট্রিকা এই পাঁচটী শব্দ বিছাতিবাচক। মর্কটী, আত্মগুপ্তা, আর্ষেয়ী ও কপিকচ্ছুকা এই শব্দগুলি শূকশিম্বীর নাম। ৭। মুদ্গপর্ণী ও ক্ষুদ্রসহা এই দুই শব্দে মুগানী এবং মাষপর্ণী ও মহাসহা এই দুই শব্দে মাষাণী বুঝিতে হইবে। ন্যগ্রোধ ও বট এই দুই শব্দে বটবৃক্ষ এবং অশ্বত্থ ও কপিল এই দুই শব্দে অশ্বত্থ বৃক্ষ বুঝায়। ৮। প্লক্ষ, গর্দ্দভাণ্ড, পর্কটী ও কপীতন এই সকল শব্দ পাকুড় গাছের নাম। পার্থ, ককুভ, ধন্বী ও অর্জ্জুনবাচক শব্দ ইহারা অর্জ্জুন বৃক্ষের নাম। ৯। নন্দীবৃক্ষ, প্ররোহী ও পুষ্টিকারী এই সকল শব্দ মেষশৃঙ্গীবাচক। বঞ্জুল ও বেতস এই দুই শব্দে বেতগাছ বুঝিতে হইবে। ভল্লাতক ও অরুষ্কর এই দুই শব্দে ভেলা বুঝায়। ১০। লোধ্র, সারবক, ধৃষ্ট ও তিরীট এই চারি শব্দ লোধবাচক। বৃহৎফলা, মহাজম্বু, বালফলা এই সকল শব্দ জম্বুবাচক। ১১। নাদেয়ী ও জলজম্বু এই দুই শব্দেও জম্বুফল বুঝায়। কণা, কৃষ্ণা, উপকুল্যা শৌণ্ডী ও মাগধী, বৈদ্যবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ এই সকল শব্দ পিপ্পলীবাচক বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। গ্রন্থিকশব্দে পিপ্পলীমূল বুঝিতে হইবে। উষণশব্দের অর্থ মরিচ এবং বিশ্ব ও মহৌষধ এই দুই শব্দ শুণ্ঠীবাচক। ১২-১৩। ব্যোষ, কটুত্রয় ও ত্র্যূষণ এই তিনটি শব্দ ত্রিকটু অর্থাৎ মিলিত মরিচ, পিপ্পলী ও শুণ্ঠী বুঝিতে হইবে। লাঙ্গলী, হলিনী, শ্রেয়সী গজপিপ্পলী, ত্রায়ন্তী, ত্রায়মানা, উৎসারা ও সুবহা এই সকল শব্দ গজপিপ্পলীবাচক। চিত্রক, শিখী, বহ্নি, ও অগ্নিবাচকশব্দ এই সকল চিতার সংজ্ঞা। ১৪-১৫। ষড়্গ্রন্থা উগ্রা, বচা, শ্বেতা ও হৈমবতী এই সকল শব্দ বচের নাম। কুটজ, বৃক্ষক, শক্র, বৎসক ও গিরিমল্লিকা এই সকল শব্দে কুটজবৃক্ষ বুঝায় এবং কলিঙ্গ, ইন্দ্রযব ও অরিষ্ট এই তিনটি শব্দে কুটজবীজ বুঝিতে হইবে। মুস্তক ও মেঘবাচক শব্দ মুথার বাচক হয়। কৌন্তী ও হরেণুকা এই দুই শব্দে রেণুকানামক ওষধি বুঝিতে হইবে। ১৬-১৭। এলা ও বহুলা এই দুইটি শব্দ বড়এলাচীবাচক এবং সূক্ষ্মৈলা ও ত্রুটি এই দুই শব্দে ছোটএলাচী বুঝিতে হইবে। পদ্মা, ভার্গী, কাঞ্জী ও ব্রাহ্মণযষ্টিক এই সকল শব্দে বামনহাটী বুঝায়। ১৮। মূর্ব্বা, মধুরসা, তেজনী ও তিক্তবল্লী এই কয়েকটি শব্দ মুরগাগাছের নাম। মহানিম্ব ও বৃহন্নিম্ব এই দুই শব্দে মহানিম বুঝায় এবং দীপ্যক ও যমানী এই দুইটি শব্দ যমানীবাচক। ১৯। বিড়ঙ্গ ও ক্রিমিশত্রু

জ্ঞেয়ং কারবী চোপকুঞ্চিকা ॥ ২০ ॥ বিজ্ঞেয়া কটুকা তিক্তা তথা কটুকরোহিণী। তগরং স্যান্নতং বক্রং চোচং ত্বচবরাঙ্গকং ॥ ২১ ॥ উদীচ্যং বালকং প্রোক্তং হ্রীবেরং চাম্বুনামভিঃ। পত্রকং দলসংজ্ঞাভিশ্চোরকং তস্করাহ্বয়ং ॥ ২২ ॥ হেমাভং নাগসংজ্ঞাভির্নাগকেশর-উচ্যতে। অসৃক্‌-কুঙ্কুমমাখ্যাতং তথা কাশ্মীরবাহ্লিকং ॥ ২৩ ॥ অয়ো লোহং সমুদ্দিষ্টং যৌগিকৈর্লোহনামভিঃ। পুরং কুটন্নটং বিদ্যান্মহিষাক্ষঃ পলঙ্কষা ॥ ২৪ ॥ কাশ্মরীং কট্‌ফলা জ্ঞেয়া শ্রীপর্ণী চেতি কীর্ত্তিতা। শল্লকী গজভক্ষ্যা চ পত্রী চ সুরভী শ্রবাঃ ॥ ২৫ ॥ ধাত্রীমামলকীং বিদ্যাদক্ষশ্চৈব বিভীতকঃ। পথ্যাভয়া চ বিজ্ঞেয়া পূতনা চ হরীতকী ॥ ২৬ ॥ ত্রিফলা ফলমেবোক্তা তচ্চ জ্ঞেয়ং ফলত্রিকং। উদকীর্য্যো দীর্ঘবৃন্তঃ করঞ্জশ্চেতি কীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥ যষ্টী যষ্ট্যাহ্বয়ং প্রোক্তং মধুকং মধুযষ্টিকা। ধাতকী তাম্র-পর্ণী স্যাৎ সমঙ্গা কুঞ্জরা মতা ॥ ২৮ ॥ সিতং মলয়জং শীতং গোশীর্ষং সিতচন্দনং। বিদ্যাদ্রক্তং চন্দনঞ্চ দ্বিতীয়ং রক্তচন্দনং ॥ ২৯ ॥ কাকোলী চ স্মৃতা বীরা বয়স্থা চার্ক-পুষ্পিকা। শৃঙ্গী কর্কটশৃঙ্গী চ মহাঘোষা চ কীর্ত্তিতা ॥ ৩০ ॥ তুগাক্ষীরী শুভা বাংশী বিজ্ঞেয়া বংশলোচনা। মৃদ্বিকা চ স্মৃতা দ্রাক্ষা তথা গোস্তনিকা মতা ॥ ৩১ ॥ স্যাদুশীরং মৃণালঞ্চ সেব্যং নামজ্জকং তথা। সারঞ্চ গোপবল্লী চ গোপী ভদ্রা চ কথ্যতে ॥ ৩২ ॥ দন্তী কটঙ্কটেরী চ জ্ঞেয়া দারুনিশেতি চ। হরিদ্রা রজনী প্রোক্তা পীতিকা রাত্রিনামিকা ॥ ৩৩ ॥ বৃক্ষাদনী ছিন্নরুহা নীলবল্লী রসা-মৃতা। বসুকোটশ্চ বিজ্ঞেয়ো বাশিরঃ কাম্পিল্লো মতঃ ॥ ৩৪ ॥ পাষাণভেদকোঽরিষ্টো হ্যশ্মভিৎ কটুভেদকঃ। শুল্ককো ঘণ্টাকো জ্ঞেয়ো বচোঽথ সূচকো মতঃ ॥ ৩৫ ॥

এই শব্দে বিড়ঙ্গ এবং হিঙ্গু ও রামঠ এই দুই শব্দে হিঙ্গু বুঝায়। অজাজী, জীরক, কারবী ও উপকুঞ্চিকা এই চারিটি শব্দ জীরার নাম। ২০। কটুকা, তিক্তা ও কটুরোহিণী এই তিন শব্দে কট্‌কী বুঝায়। তগর, নত ও বক্র এই তিন শব্দে তগরপাদিকা এবং ত্বচ, চোচ ও বরাঙ্গ এই তিন শব্দে দারুচিনি বুঝিতে হইবে। ২১। উদীচ্য, বালক, হ্রীবের এবং জলবাচক শব্দ এই সমুদায় বালার নাম। পত্র ও পত্রবাচক শব্দে তেজপত্র বুঝায় এবং চোর ও তস্কর এই দুইটি শব্দ কৃষ্ণশঠীবাচক। ২২। হেমাভ ও নাগবাচক শব্দে নাগকেশর বুঝিতে হইবে। অসৃক্, কুঙ্কুম, কাশ্মীর ও বাহ্লিক এই সকল শব্দ কুঙ্কুমবাচক। ২৩। অয়ঃ, লোহ এবং যৌগিক লোহবাচক শব্দ এই সমুদায় শব্দেই লোহ বুঝিতে হইবে। পুর, কুটন্নট, মহিষাক্ষ ও পলঙ্কষা এই সকল নামে গুগ্‌গুল বুঝায়। ২৪। কাশ্মরী, কট্‌ফলা ও শ্রীপর্ণী এই তিনটি গাম্ভারীর নাম বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। শল্লকী, গজভক্ষ্যা, পত্রী, সুরভী ও শ্রবাঃ এই সকল নামে শালবৃক্ষ বুঝায়। ২৫। ধাত্রী ও আমলকী এই শব্দ আমলকীবাচক এবং অক্ষ ও বিভীতক, পথ্যা, অভয়া, পূতনা ও হরীতকী এই সকল নামে হরীতকী বুঝায়। ২৬। হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ইহাদিগকে ত্রিফলা বলে, এই তিন ফলকে ফল-ত্রিকও বলিয়া থাকে। উদকীর্য্য, দীর্ঘবৃন্ত ও করঞ্জ এই সকল করঞ্জ বৃক্ষের নাম। ২৭। যষ্টী, যষ্ট্যাহ্বয়, মধুক ও মধুযষ্টিকা এই সকল নামে যষ্টিমধু বুঝিতে হইবে। ধাতকী, তাম্রপর্ণী, সমঙ্গা ও কুঞ্জরা এই সকল ধাইফুলের নাম। ২৮। সিত, মলয়জ, শীত, গোশীর্ষ ও সিতচন্দন এই সকল নামে শ্বেতচন্দন বুঝিতে হইবে। রক্ত, চন্দন, রক্তচন্দন এই সমুদায় শব্দ রক্তচন্দনের পর্য্যায়। ২৯। কাকোলী, বীরা, বয়স্থা ও অর্কপুষ্পিকা এই সমুদায় কাকোলীর নাম জানিবে। শৃঙ্গী, কর্কটশৃঙ্গী মহাঘোষা এই তিনটি শব্দে কাঁকড়াশৃঙ্গী বুঝায়। ৩০। তুগাক্ষীরী, শুভা, বাংশী ও বংশলোচনা এই সমুদায় নামে বংশলোচন জানিবে। মৃদ্বিকা, দ্রাক্ষা ও গোস্তনী এই সমুদায় কিস্‌মিসের নাম। ৩১। উশীর, মৃণাল, সেব্য ও নামজ্জক এই চারিটী শব্দে বেণার মূল জানা যায়। সার, গোপবল্লী, গোপী ও ভদ্রা এই সকল নামে শ্যামলতা জানিতে হইবে। ৩২। দন্তী ও কটঙ্কটেরী এই দুই শব্দ দন্তীবাচক এবং দারুনিশা শব্দে দারুহরিদ্রা বুঝায়। হরিদ্রা, রজনী, পীতিকা ও রাত্রিবাচক শব্দ এই সমুদায় হরিদ্রার নাম। ৩৩। বৃক্ষাদনী, ছিন্নরুহা, নীলবল্লী, রসা ও অমৃতা এই সকল শব্দে গুড়ূচী অর্থাৎ গুলঞ্চ বুঝিতে হইবে। বসুকোট, বাশির ও কাম্পিল্ল এই তিন শব্দে গুণ্ডারোচনী লতা বুঝিতে হইবে। ৩৪। পাষাণভেদক, অরিষ্ট, অশ্মভিৎ ও কটুভেদক এই সকল শব্দ পাথরচূণাবাচক। শুল্কক, ঘণ্টাক, বচ ও সূচক এই চারি

সুরসো বীজকশ্চৈব পীতশালোঽভিধীয়তে। বজ্রদ্রুম্মো মহাবৃক্ষঃ স্নুহীস্ত্রুক্ চ সুধা গুড়া ॥ ৩৬ ॥ তুলসীং সুরসাং বিদ্যাদুপস্থেতি চ কথ্যতে। কুঠেরকোঽপ্যর্জ্জুনকঃ পর্ণী সৌগন্ধিপর্ণিকঃ ॥ ৩৭ ॥ নীলশ্চ সিন্ধুবারশ্চ নিগুণ্ডীতি সুগন্ধিকা। জ্ঞেয়া সুগন্ধিপর্ণীতি বাসন্তী কুলজেতি চ ॥ ৩৮ ॥ কালীয়কং পীতকাষ্ঠং কতকাখ্যঃ পুনঃ স্মৃতঃ। গায়ত্রী খদিরো জ্ঞেয়স্তদ্ভেদঃ কন্দরো মতঃ ॥ ৩৯ ॥ ইন্দীবরং কুবলয়ং পদ্মং নীলোৎপলং স্মৃতং। সৌগন্ধিকং শতদলং অব্জং কমলমুচ্যতে ॥ ৪০ ॥ অজবর্ণো ভবেদূর্জ্জো বাজিকর্ণোঽশ্বকর্ণকঃ। শ্লেষ্মাতকস্তথা শেলুর্বহুবারশ্চ কথ্যতে ॥ ৪১ ॥ সুনন্দকঃ ককুদ্ভদ্রং ছত্রাকী ছত্রসংজ্ঞকঃ। কবরী কুস্তকো ধৃষ্টঃ ক্ষুদ্বিধো ধনকৃত্তথা ॥৪২॥ কৃষ্ণার্জ্জকঃ করালশ্চ কামমানঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। প্রাচী বলা নদীক্রান্তা কাকজঙ্ঘাথ বায়সী ॥ ৪৩ ॥ জ্ঞেয়া মূষিকপর্ণী তু দ্রবন্তী চাখুপর্ণিকা। বিষমুষ্টিদ্রাবণশ্চ কেশমুষ্টিকদাহৃতা ॥ ৪৪ ॥ কিলিহীং কটুকীং বিদ্যাদম্লকশ্চাম্লবেতসঃ। অশ্বত্থা বহুপুত্রা চ বিজ্ঞেয়া চামলক্যপি ॥ ৪৫ ॥ অরুষকং পত্রশূকং ক্ষীরী রাজাদনং মতং। মহাপাত্রঞ্চ দাড়িম্বস্তমেব করকং বদেৎ ॥ ৪৬ ॥ মসূরী বিদলী শম্পা কালিন্দীতি বিকচ্যতে। কণ্টকাখ্যা মহাশ্যামা বৃক্ষপাদীতি বক্ষ্যতে ॥ ৪৭ ॥ বিদ্যা কুম্ভী নিকুম্ভা চ ত্রিভঙ্গী ত্রিপুটী ত্রিবৃৎ। সপ্তলা যবতিক্তা চ চর্ম্মা চর্ম্মকসেতি চ ॥ ৪৮ ॥ শঙ্খিনী সুকুমারী চ তিক্তাক্ষী চাক্ষিপিলুকং। গবাক্ষী চামৃতা শ্বেতা গিরিকর্ণী গবাদনী ॥ ৪৯ ॥ কাম্পিল্লকোঽথ রক্তাঙ্গো গুণ্ডারোচনিকেতি চ। হেমক্ষীরী স্মৃতা পীতা গৌরী চ কালদুগ্ধিকা ॥ ৫০ ॥ গাঙ্গেরুকী নাগ-

শব্দ ঘণ্টাপাটলিবৃক্ষের নাম। ৩৫। সুরস, বীজক ও পীতশাল এই শব্দত্রয় পীতবর্ণ শালবাচক। বজ্রবৃক্ষ, মহাবৃক্ষ, স্নুহি, স্রুব, সুধা ও গুড়া এই সকল শব্দে সিজবৃক্ষ বুঝায়। ৩৬। তুলসী, সুরসা ও উপস্থা এই তিন শব্দ তুলসীর নাম এবং কুঠেরক, অর্জ্জুনক, পর্ণী ও সৌগন্ধিপর্ণিক এই সকল নামে বাবুই তুলসী বুঝায়। ৩৭। নীল, সিন্ধুবার, নিগুণ্ডী ও সুগন্ধিকা এই সকল নামে নিসিন্দাবৃক্ষ কথিত হয়। সুগন্ধিপর্ণী, বাসন্তী ও কুলজা এই তিন শব্দে মাধবীলতা জানা যায় ৩৮। কালীয়ক, পীতকাষ্ঠ ও কতকাখ্য এই শব্দত্রয় কালিয়কাষ্ঠের নাম। গায়ত্রী ও খদির এই নামে খয়ের বৃক্ষ কথিত আছে। কন্দর শব্দে বিশেষ বিশেষ খদির বৃক্ষ বুঝায়। ৩৯। ইন্দীবর, কুবলয়, পদ্ম ও নীলোৎপল এই সকল শব্দ নীলোৎপলবাচক। সৌগন্ধিক, শতদল, অব্জ ও কমল এই সকল নামে পদ্ম কথিত হয়। ৪০। অজবর্ণ, ঊর্জ্জ, বাজিকর্ণ ও অশ্বকর্ণ এই চারি নামে শালবৃক্ষ কীর্ত্তিত হয়। শ্লেষ্মাতক, শেলু ও বহুবার এই শব্দত্রয় চালিতাবৃক্ষের নাম। ৪১। সুনন্দক, ককুদ্ভদ্র, ছত্রাকী ও ছত্রবাচকশব্দ এই সমুদায় রাস্নার নাম। কবরী, কুস্তুক, ধৃষ্ট, ক্ষুদ্বিধ ও ধনকৃৎ এই সকল শব্দে কাকোলী বুঝায়। ৪২। কৃষ্ণার্জ্জক, করাল, কামমান এই তিন শব্দ অনন্তমূলের নাম। প্রাচী, বলা ও নদীক্রান্তা এই তিন শব্দে বেড়েলা বুঝায়। কাকজঙ্ঘা ও বায়সী এই দুই শব্দে কেউয়াঠেঙ্গা বৃক্ষ বুঝিতে হইবে। ৪৩। মূষিকপর্ণী, দ্রবন্তী ও আখুপর্ণিকা এই তিন নামে ইন্দুরকানীপানা বিখ্যাত আছে। বিষমুষ্টি, দ্রাবণ ও কেশমুষ্টি এই সকল নামে মহানিম্ব বৃক্ষ কথিত হয়। ৪৪। কিলিহী, কটুকী, অম্লক ও অম্লবেতস এই সকল শব্দে অম্লরসযুক্ত লতা বুঝায়। অশ্বত্থা ও বহুপুত্রা এই দুই নামে আমলকী জানা যায়। ৪৫। অরুষক, পত্রশূক, ক্ষীরী ও রাজাদন এই সকল নামে পিয়ালবৃক্ষ বুঝায়। মহাপাত্র, দাড়িম্ব ও করক এই সকল শব্দ দাড়িম্ববাচক। ৪৬। মসূরী, বিদলী, শম্পা ও কালিন্দী এই সকল নামে মসূর কথিত হয়। কণ্টকাখ্যা, মহাশ্যামা ও বৃক্ষপাদী এই সমুদায় নামে কণ্টক বৃক্ষ বুঝায়। ৪৭। বিদ্যা, কুম্ভী, নিকুম্ভা, ত্রিভঙ্গী, ত্রিপুটী ও ত্রিবৃৎ এই নাম সকল তেউড়িবাচক। সপ্তলা, যবতিক্তা, চর্ম্মা ও চর্ম্মকসা এই সকল নামে চর্ম্মকসা কথিত হয়। ৪৮। শঙ্খিনী, সুকুমারী, তিক্তাক্ষী, অক্ষিপিলুক, এই সকল শব্দে চোরপুষ্পী লতা বুঝায়। গবাক্ষী, অমৃতা, শ্বেতা, গিরিকর্ণী গবাদনী এই সকল শব্দে অপরাজিতা লতা বুঝিতে হইবে। ৪৯। কাম্পিল্ল, রক্তাঙ্গ ও গুণ্ডারোচনী এই তিন নামে গুণ্ডারোচনী নামক বৃক্ষ বুঝায়। হেমক্ষীরী, পীতা, গৌরী ও কালদুগ্ধিকা এই সকল শব্দে প্রিয়ঙ্গু জানিতে হইবে। ৫০। গাঙ্গেরুকী, নাগবলা, বিশালা ও ইন্দ্রবারুণী এই নাম সকল

ধলা বিশালা চেন্দ্রবারুণী। তার্ক্ষ্যং শৈলং নীলবর্ণমঞ্জনঞ্চ রসাঞ্জনং ॥ ৫১॥ নির্যাসোঽস্যঞ্চ শাল্মল্যাঃ স মোচরস-সংজ্ঞকং। প্রত্যক্‌পুষ্পী খরী জ্ঞেয়া অপামার্গো ময়ূরকঃ॥ ৫২ ॥ সিংহাস্যবৃষবাসাকমটরূষকমাদিশেৎ। জীবকো জীবশাকশ্চ কর্ব্বুরশ্চ শটীং বিদুঃ॥ ৫৩॥ কটফলঃ সোমবৃক্ষঃ স্যাদগ্নিগন্ধা সুগন্ধিকা। শতাঙ্গং শতপুষ্পা চ মিসির্মধুরিকা মতা॥ ৫৪॥ জ্ঞেয়ং পুষ্করমূলঞ্চ পুষ্করং পুষ্করাহ্বয়ং। যাসোঽথ ধন্বয়াসশ্চ দুস্পর্শোঽথ দুরালভা॥ ৫৫॥ বাকুচী সোমরাজী চ সোমবল্লীতি কীর্ত্তিতা। মর্করঃ কেশরাজশ্চ ভৃঙ্গরাজো নিগদ্যতে॥৫৬॥ প্রোক্তস্ত্বেড়গজস্তজ্জ্ঞৈশ্চক্রমর্দ্দশ্চ সংজ্ঞকঃ। সুরঙ্গী তগরঃ স্নায়ুঃ কলনাশা তু বায়সী॥ ৫৭॥ মহাকালঃ স্মৃতো বেলস্তণ্ডুলীয়ো ঘনস্তনঃ। ইক্ষ্বাকুস্তিক্ততুম্বী স্যাত্তিক্তালাবুর্নিগদ্যতে॥ ৫৮॥ ধামার্গবোঽথ বিজ্ঞেয়ঃ কোষাতক্যথ জামিনী। বিদুঃ কোষাতকীভেদং কৃতভেদনসংজ্ঞকা॥ ৫৯॥ তথা জীমূতকাখ্যা চ খুড্ডাকো দেবতাড়কঃ। গৃধ্রাদনা গৃধ্রনখী হিঙ্গুকাকাদনী মতা॥৬০॥ অশ্বারিশ্চৈব বোদ্ধব্যঃ করবীরোঽশ্বমারকঃ। সিন্ধুসৈন্ধবসিন্ধুত্থমণিমন্থমুদাহৃতং॥ ৬১॥ ক্ষারো যবাগ্রজশ্চৈব যবক্ষারোঽভিধীয়তে। সার্জ্জিকা সর্জ্জিকাক্ষারো দ্বিতীয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৬২॥ কাশীশং পুষ্পকাশীশং বিজ্ঞেয়ং নেত্রভেষজং। ধাতুকাশীশকাশী চ সংজ্ঞেয়ং তচ্চ কীর্ত্তিতং॥ ৬৩॥ সৌরাষ্ট্রী মৃত্তিকাক্ষারং কাক্ষী চ পঙ্কপর্পটী। বিদ্যাৎ সুমাক্ষিকা ধাতু তাপ্যং তাপ্যুত্থসম্ভবং॥ ৬৪॥ শিলা মনঃশিলা জ্ঞেয়া নৈপালী কুলটীতি চ। আলং মনস্তালকঞ্চ হরিতালং বিনির্দ্দিশেৎ॥ ৬৫॥ গন্ধকো গন্ধপাষাণো রসঃ পারদ-উচ্যতে। তাম্রমৌডুম্বরং শূল্বং বিদ্যাম্লেচ্ছমুখন্তথা॥ ৬৬॥ অদ্রিসারস্ত্বয়স্তীক্ষ্ণং

—

রাখালশশাবাচক। তার্ক্ষ্য, শৈল, নীলাঞ্জন ও রসাঞ্জন এই সকল শব্দে রসাঞ্জন কীর্ত্তিত হয়। ৫১। শাল্মলীর নির্যাসকে মোচরস কহে। প্রত্যকপুষ্পী, খরী, অপামার্গ ও ময়ূরক এই সকল শব্দ অপামার্গবাচক। ৫২। সিংহাস্য, বৃষ, বাসক ও অটরূষক এই সকল নামে বাসক বুঝিতে হইবে। জীবক, জীবশাক, কর্ব্বুর ও শটী এই সমুদায় নামে শটী জানা যায়। ৫৩। কট্‌ফল, সোমবৃক্ষ, অগ্নিগন্ধা ও সুগন্ধিকা এই সকল শব্দ কট্‌ফলের নাম। শতাঙ্গ ও শতপুষ্পা এই দুই নামে শুলফা বুঝায় এবং মিসি ও মধুরিকা এই দুই নামে মৌরী জানিতে হইবে। ৫৪। পুষ্করমূল, পুষ্কর ও পুষ্করাহ্বয় এই তিন নামে কুড় জানা যায়। যাস, ধন্বয়াস, দুস্পর্শ ও দুরালভা এই চার নাম দুরালভাবাচক। ৫৫। বাকুচী, সোমরাজী ও সোমবল্লী এই সকল শব্দ সোমরাজীবাচক। মর্কর, কেশরাজ ও ভৃঙ্গরাজ এই তিন শব্দে ভৃঙ্গরাজ বুঝায়। ৫৬। এড়গজ ও চক্রমর্দ্দক এই দুই নামে চাকুন্দাবৃক্ষ জানিতে হইবে। সুরঙ্গী, তগর, স্নায়ু, কলনাশা ও বায়সী এই সকল শব্দে কাকতুণ্ডী বৃক্ষ বুঝায়। ৫৭। মহাকাল, বেল, তণ্ডুলীয় ও ঘনস্তন এই সকল শব্দে চাঁপানুটে শাক প্রভৃতি শাক বুঝায়। ইক্ষ্বাকু, তিক্ততুম্বী, তিক্তা ও অলাবু এই সকল শব্দে তিতলাউ বুঝিতে হইবে। ৫৮। ধামার্গব, কোষাতকী ও জামিনী এই সকল শব্দ কোষাতকীবাচক। বিদ্যুৎ ও কৃতভেদন এই দুই শব্দে বিশেষ কোষাতকী জানা যায়। ৫৯। জীমূতাখ্য, খুড্ডাড়ক ও দেবতাড়ক এই সমুদায় তাড়াবৃক্ষের নাম। গৃধ্রদনা, গৃধ্রনখী, হিঙ্গু ও কাকাদনী এই সমুদায় শব্দে শ্বেতগুঞ্জা জানিতে হইবে। ৬০। অশ্বারি, করবীর ও অশ্বমারক এই সমুদায় নামে করবীবৃক্ষ বুঝায়। সিন্ধু, সৈন্ধব, সিন্ধুত্থ ও মণিমন্থ এই সমুদায় শব্দ সৈন্ধবলবণের নাম। ৬১। ক্ষার, যবাগ্রজ, যবক্ষার এই শব্দ সমুদায় যবক্ষারবাচক। সর্জ্জিকা ও সর্জ্জিকাক্ষার এই দুই নামে সাজিমাটী জানা যায়। ৬২। কাশীশ, পুষ্পকাশীশ ও নেত্রভেষজ এই তিন নামে পুষ্পকাশীশ নামক উপধাতু বুঝায় এবং ধাতুকাশীশ এই নামে হীরাকস জানা যায়। ৬৩। সৌরাষ্ট্রী, মৃত্তিকাক্ষার, কাক্ষী, পঙ্কপর্পটী এই সমুদায় শব্দ সৌরাষ্ট্রীমৃত্তিকাবাচক। সুমাক্ষিকা, তাপ্য, তাপ্যুত্থসম্ভব এই সকল নামে স্বর্ণমাক্ষিক বুঝিতে হইবে। ৬৪। শিলা, মনঃশিলা, নৈপালী ও কুলটী এই সকল শব্দে মনঃশিলা কথিত হয়। আল, মনঃ, তাল, হরিতাল এই সকল নাম হরিতালবাচক। ৬৫। গন্ধক, গন্ধপাষাণ, এই দুই নামে গন্ধক এবং রস ও পারদ এই দুই নামে পারা জানা যায়। তাম্র, ঔড়ুম্বর, শূল্ব, ও ম্লেচ্ছমুখ এই সকল শব্দে তাম্র কথিত হয়। ৬৬। অদ্রিসার, অয়ঃ, তীক্ষ্ণ ও লৌহ এই শব্দ সমুদায় লৌহ-

লোহকঞ্চাপি কথ্যতে। মাক্ষিকং মধু চ ক্ষৌদ্রং তচ্চ পুষ্পরসং স্মৃতং ॥৬৭॥ জ্যেষ্ঠন্তু সোদকং তৎস্যাৎ কাঞ্জিকন্তু সৌবীরকং। সিতা সিতোপলা চৈব মৎস্যণ্ডী শর্করা স্মৃতা ॥ ৬৮ ॥ ত্বগেলাপত্রকৈস্তুল্যৈস্ত্রিসুগন্ধি ত্রিজাতকং। নাগকেশরসংযুক্তং তচ্চতুর্জ্জাতমিষ্যতে ॥ ৬৯ ॥ পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চব্যচিত্রকনাগরৈঃ। কথিতং পঞ্চকোলঞ্চ কোলকং কোলসংজ্ঞয়া ॥ ৭০ ॥ প্রিয়ঙ্গুঃ কঙ্গুকা জ্ঞেয়া কোরদূষশ্চ কোদ্রবঃ। ত্রিপুটঃ পুটসংজ্ঞশ্চ কলাপো লঙ্ককো মতঃ ॥ ৭১ ॥ সতীনো বর্ত্তুলশ্চৈব বেণুশ্চাপি প্রকীর্ত্তিতঃ। পিচুকং পিত্তলং চাক্ষং বিড়ালপাদকং তথা ॥ ৭২ ॥ বিন্ত্যাৎ কর্ষং তথা চাপি সুবর্ণং কবলগ্রহং। পলার্দ্ধং শুক্তিমিচ্ছন্তি তথাষ্টমাষকন্ত্বিতি ॥৭৩॥ পলং বিল্বঞ্চ মুষ্টিঃ স্যাদ্দ্বে পলে প্রসৃতিং বদেৎ। অঞ্জলিং কুড়বঞ্চৈব বিদ্যাৎ পলচতুষ্টয়ং ॥ ৭৪ ॥ অষ্টমানং পলান্যষ্টৌ তচ্চ মানমিতি স্মৃতং। চতুর্ভিঃ কুড়বৈঃ প্রস্থং প্রস্থাশ্চত্বার আঢ়কঃ ॥ ৭৫ ॥ কাংশপাত্রশ্চ সংপ্রোক্তো দ্রোণঞ্চ চতুরাঢ়কে। তুলা পলশতং প্রোক্তং ভাগো বিংশৎপলঃ স্মৃতঃ ॥ ৭৬ ॥ মানমেবংবিধং প্রোক্তং প্রস্থদ্রব্যেষু পণ্ডিতৈঃ। দ্রবদ্রব্যেষু চোদ্দিষ্টং দ্বিগুণং পরিকীর্ত্তিতং ॥ ৭৭ ॥ ভদ্রদারু দেবকাষ্ঠং দারু স্যাদ্দেবদারুকং। কুষ্ঠমাময়মাখ্যাতং মাংসীঞ্চ নলদংশনং ॥ ৭৮ ॥ শুক্তিনখঃ শঙ্খো ব্যাঘ্রো ব্যাঘ্রনখঃ স্মৃতঃ। পুরং পলঙ্কষং বিন্দ্যান্মহিষাক্ষঞ্চ গুগ্গুলুঃ ॥ ৭৯ ॥ রসং গন্ধরসো বোলে সর্জ্জঃ সর্জ্জরসো মতঃ। প্রিয়ঙ্গুঃ কলিনী শ্যামা গৌরীকান্তেতি চোচ্যতে ॥ ৮০ ॥ করঞ্জো নক্তমালঃ স্যাৎ পূতিকশ্চিরবিল্বকঃ। শিগ্রুঃ শোভাঞ্জনো নাম জ্ঞানমানশ্চ কীর্ত্তিতঃ ॥ ৮১ ॥ জয়া জয়ন্তী শরণী নির্গুণ্ডী সিন্ধুবারকঃ। মোরটা পিলুপর্ণী চ তুণ্ডী স্যাত্তুণ্ডিকে-

---

বাচক। মাক্ষিক, মধু, ক্ষৌদ্র ও পুষ্পরস এই সমুদায় শব্দে মধু জানিতে হইবে। ৬৭। জ্যেষ্ঠ, সোদক, কাঞ্জিক ও সৌবীর এই সকল নামে কাঁজি বুঝিতে হইবে। সিতা, সিতোপলা, মৎস্যণ্ডী ও শর্করা এই সমুদায় নামে চিনি জানিবে। ৬৮। দারুচিনি, এলাচী ও তেজপত্র এই তিন দ্রব্য সমপরিমাণে একত্র করিলে তাহাকে ত্রিসুগন্ধ ও ত্রিজাত বলে। উক্ত ত্রিজাতের সহিত নাগকেশর যুক্ত করিলে তাহাকে চতুর্জ্জাত বলা যায়। ৬৯। পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চৈ, চিতা ও শুণ্ঠী এই সমুদায় দ্রব্য পঞ্চকোল ও কোল এই দুই নামে কথিত হয়। ৭০। প্রিয়ঙ্গুশব্দে কঙ্গুকা এবং কোরদূষ ও কোদ্রব এই দুই নামে কোদ অর্থাৎ শস্যবিশেষ জানা যায়। ত্রিপুট, পুটসংজ্ঞ, কলাপ, লঙ্কক এই সকল শব্দে এরণ্ডবৃক্ষ জানিতে হইবে। ৭১। সতীন, বর্ত্তুল, বেণু এই তিন নামে কলায় জানা যায়। পিচু, পিত্তল, অক্ষ, বিড়ালপাদক এই সকল শব্দ দুই তোলাবাচক। ৭২। কর্ষ, সুবর্ণ ও কবলগ্রহ এই সকল শব্দেও দুই তোলা বুঝায়। পলার্দ্ধ, শুক্তি ও অষ্টমাষক এই সকল শব্দে আটমাষা জানা যায়। ৭৩। পল, বিল্ব ও মুষ্টি এই তিন শব্দ একপলবাচক এবং প্রসৃতি শব্দে দুই পল বুঝিতে হইবে। অঞ্জলি ও কুড়ব এই দুই শব্দ পলচতুষ্টয়বাচক। ৭৪। অষ্টপলকে অষ্টমান ও মান বলা যায়। চারি কুড়বে এক প্রস্থ এবং চারি প্রস্থে এক আঢ়ক হয়। ৭৫। চারি আঢ়কে এক দ্রোণ হয়, ইহাকে কাংশপাত্রও বলে। একশত পলে এক তুলা এবং বিংশতিপলকে ভাগ বলিয়া থাকে। ৭৬। প্রস্থ দ্রব্যেতে পণ্ডিতগণ এইরূপ পরিমাণ নির্ণয় করিয়াছেন। দ্রবদ্রব্যের পরিমাণ তাহার দ্বিগুণ জানিবে। ৭৭। ভদ্রদারু, দেবকাষ্ঠ, দারু ও দেবদারু এই সকল শব্দে দেবদারু বৃক্ষ বুঝায়। কুষ্ঠ ও আময় এই দুই শব্দে কুড় কথিত হয়। মাংসী ও নলদংশন এই দুই শব্দ জটামাংসীবাচক। ৭৮। শঙ্খ ও শুক্তিনখ এই দুই শব্দ শঙ্খের নাম। ব্যাঘ্র ও ব্যাঘ্রনখ এই দুই শব্দে নখী বুঝায়। পুর, পলঙ্কষ, মহিষাক্ষ ও গুগ্গুলু এই সকল শব্দ গুগ্গুলুবাচক। ৭৯। ক্লীবলিঙ্গ রসশব্দ পারদবাচক। পুংলিঙ্গ রসশব্দে বোলোরস বুঝায়। সর্জ্জ ও সর্জ্জরস এই দুই শব্দে ধুনা বুঝিতে হইবে। প্রিয়ঙ্গু, কলিনী, শ্যামা ও গৌরীকান্তা এই সকল শব্দ প্রিয়ঙ্গুনামক বৃক্ষের নাম। ৮০। করঞ্জ, নক্তমাল, পূতিক ও চিরবিল্ব এই সকল শব্দে করঞ্জবৃক্ষ বুঝায়। শিগ্রু, জ্ঞানমান ও শোভাঞ্জন এই তিন শব্দে সজিনাবৃক্ষ বুঝায়। ৮১। জয়া, জয়ন্তী, শরণী এই শব্দত্রয় জয়ন্তীবৃক্ষবাচক। নির্গুণ্ডী ও সিন্ধুবারক এই দুই শব্দে নিসিন্দা বৃক্ষ বুঝায়। মোরটা ও পীলুপর্ণী এই দুই শব্দ ইক্ষুমূলের নাম। তুণ্ডী ও তুণ্ডীকেরী

রিকা ॥ ৮২ ॥ মদনো গালবো বোধো ঘোটা ঘোটী চ কথ্যতে। চতুরঙ্গুলসম্পাকো ব্যাধিঘাতাভিসংজ্ঞকঃ ॥৮৩॥ বিদ্যাদারগ্বধং রাজবৃক্ষং রৈবতসংজ্ঞকং। দন্তিকা চাতিতিক্তা স্যাৎ কণ্টকী চ বিকঙ্কতঃ ॥ ৮৪ ॥ নিম্বোঽরিষ্টঃ সমাখ্যাতঃ পটোলং কোলকং বিদুঃ। বয়স্থা চৈব বিশ্বা চ ছিন্না ছিন্নরুহা মতা ॥ ৮৫ ॥ বৎসাদনামৃতা চেতি গুড়ূচীনামসংগ্রহঃ। কিরাততিক্তকশ্চৈব ভূনিম্বঃ কাণ্ডতিক্তকঃ ॥ ৮৬ ॥ সূত-উবাচ। নামান্যেতানি চ রুদ্রে বন্যানাং ভেষজাং তথা। অতো ব্যাকরণং বক্ষ্যে কুমারোক্তঞ্চ শৌনক ॥ ৮৭ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে দ্ব্যধিকদ্বিশততমো-
ঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

ত্র্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

কুমার-উবাচ ॥ ১ ॥ অথ ব্যাকরণং বক্ষ্যে কাত্যায়ন সমাসতঃ। সিদ্ধশব্দবিবেকায় বালব্যুৎপত্তিহেতবে ॥ ২ ॥ সুপ্তিঙন্তং পদং খ্যাতং সুপঃ সপ্তবিভক্তয়ঃ। স্বৌজসঃ প্রথমা প্রোক্তা সা প্রাতিপদিকাত্মকে ॥ ৩ ॥ সম্বোধনে চ লিঙ্গাদাবুক্তে কর্ম্মণি কর্ত্তরি। অর্থবৎ প্রাতিপদিকং ধাতুপ্রত্যয়বর্জ্জিতং ॥ ৪ ॥ অমৌশসো দ্বিতীয়া স্যাত্তৎকর্ম্ম ক্রিয়তে চ যৎ। দ্বিতীয়া কর্ম্মণি প্রোক্তান্তরান্তরেণ সংযুতে ॥ ৫ ॥ টাভ্যাংভিসস্তৃতীয়া স্যাৎ করণে কর্ত্তরীরিতা। যেন ক্রিয়তে তৎ করণং কর্ত্তা যশ্চ করোতি সঃ ॥ ৬ ॥ ঙেভ্যাংভ্যসশ্চতুর্থী স্যাৎ সম্প্রদানে চ কারকে। যস্মৈ দিৎসা ধারয়তে রোচতে সম্প্রদানকং ॥ ৭ ॥ পঞ্চমী স্যাৎ ঙসিভ্যাংভ্যো হ্যপাদানে চ কারকে। যতোঽপৈতি সমাদত্তে অপাদত্তে ভয়ং যতঃ ॥ ৮ ॥ ঙসোসামশ্চ ষষ্ঠী স্যাৎ স্বামিসম্বন্ধমুখ্যকে।

এই দুই শব্দে কার্পাসবৃক্ষ বুঝায়। ৮২। মদন, গালব, বোধ, ঘোটা ও ঘোটী, এই সকল শব্দে মদনবৃক্ষ জানা যায়। চতুরঙ্গুল, সম্পাক, ব্যাধিঘাত, আরগ্বধ, রাজবৃক্ষ ও রৈবত এই সকল শব্দ শোণালু বৃক্ষের নাম। দন্তিকা, অতিতিক্তা, কণ্টকী ও বিকঙ্কত এই সকল নামে বঁইচ গাছ বুঝায়। ৮৩—৮৪। নিম্ব, অরিষ্ট এই দুই শব্দ নিম্ববৃক্ষের নাম। পটোল ও কোলক এই দুই নামে পটোল কথিত হয়। বয়স্থা, বিশ্বা, ছিন্না, ছিন্নরুহা, বৎসাদনী ও অমৃতা এই সকল নামে গুড়ূচী কথিত হয়। কিরাত, তিক্তক, ভূনিম্ব ও কাণ্ডতিক্ত এই সকল শব্দ ভূমিকুষ্মাণ্ডবাচক। ৮৫—৮৬। সূত কহিলেন। এইরূপে ঔষধসকলের নাম কীর্ত্তন করিলাম। অনন্তর কুমারোক্ত ব্যাকরণ কীর্ত্তন করিব। ৮৭।

ত্র্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

কুমার কহিলেন, হে কাত্যায়ন! অনন্তর সংক্ষেপে ব্যাকরণ বলিব। এই ব্যাকরণদ্বারা প্রসিদ্ধ পদসকলের বিচার পূর্ব্বক বালকগণের ব্যুৎপত্তি হইতে পারিবে। ১—২। সুবন্ত ও তিঙন্ত শব্দ সকলকে পদ বলা যায়। সুপাদি বিভক্তির সংখ্যা সপ্ত; যথা—সি, ঔ ও জস্ ইহাদিগকে প্রথমা বিভক্তি বলা যায়। এই প্রথমা বিভক্তি প্রাতিপদিকে সম্বোধনে লিঙ্গার্থে ও উক্ত কর্ম্মেতে প্রযুক্ত হয়। ধাতু ও প্রত্যয়বর্জ্জিত অর্থবৎ শব্দকে প্রাতিপদিক কহে। ৩—৪। অম্, ঔ, শস্ ইহাদিগকে দ্বিতীয়া বিভক্তি বলা যায়। এই দ্বিতীয়া বিভক্তি কর্ম্মকারকে এবং অন্তরা ও অন্তরেণ এই দুই শব্দ যোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যাহা কিছু করা যায়, তাহাকেই কর্ম্মকারক বলে। ৫। টা, ভ্যাং, ভিস্ ইহাদিগকে তৃতীয়া বিভক্তি বলা যায়। করণ ও কর্ত্তৃকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যদ্দ্বারা কার্য্যসম্পাদন হয়, তাহাকে করণকারক এবং যিনি ক্রিয়া করিয়া থাকেন, তাহাকে কর্ত্তৃকারক বলে। ৬। ঙে, ভ্যাং, ভ্যস্ ইহারা চতুর্থী বিভক্তি। সম্প্রদানকারকে এই চতুর্থী বিভক্তির প্রয়োগ জানিবে। যাহাকে দান করিতে ইচ্ছা হয়, যাহাকে ধারণ করান যায় এবং যাহার রুচি উৎপাদন করা হয়, তাহারই নাম সম্প্রদান। ৭। ঙসি, ভ্যাং, ভ্যস্ ইহারা পঞ্চমী বিভক্তি। অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়া থাকে। যাহা হইতে ভয় উপস্থিত হয়, যাহার নিকট গ্রহণ করা যায় এবং যাহা হইতে অন্তর্হিত হয়, তাহাকেই অপাদান কারক বলে। ৮। ঙস্, ওস্, আম্, ইহারা ষষ্ঠী বিভক্তি। নির্দ্ধার

ভ্যোঃসুপশ্চ সপ্তমী স্যাৎ সা চাধিকরণে ভবেৎ ॥ ৯ ॥ আধারশ্চাধিকরণো রক্ষার্থানাং প্রয়োগতঃ। ঈপ্সিতং চানিপ্সিতং যত্তদপাদানকং স্মৃতং ॥ ১০ ॥ পঞ্চমী পর্য্যপাঙ্যোগে ইতরর্ত্তেঽন্যদিঙ্মুখে। এনযোগে দ্বিতীয়া স্যাৎ কর্ম্মপ্রবচনীয়কৈঃ ॥ ১১ ॥ বীপ্সেত্থম্ভাবচিহ্নেঽভিৰ্ভাগে চৈব পরিপ্রতী। অনুরেষু সহার্থে চ হীনেঽনুপশ্চ কথ্যতে ॥ ১২ ॥ দ্বিতীয়া চ চতুর্থী স্যাচ্চেষ্টায়াং গতিকর্ম্মণি। অপ্রাণে হি বিভক্তী দ্বে মন্যকর্ম্মণ্যনাদরে ॥১৩॥ নমঃ স্বস্তি স্বধা স্বাহালং বষট্ যোগ-ঈরিতা। চতুর্থী চৈব তাদার্থ্যে তুমর্থাদ্ভাববাচিনঃ ॥১৪॥ তৃতীয়া সহযোগে স্যাৎ কুৎসিতেঽঙ্গে বিশেষণে। কালে ভাবে সপ্তমী স্যাদেতৈর্যোগেপি ষষ্ঠ্যপি ॥ ১৫ ॥ স্বামীশ্বরাধিপতিভিঃ সাক্ষাদ্দায়াদসূতকৈঃ। নির্দ্ধারণে দ্বে বিভক্তী ষষ্ঠী হেতুপ্রয়োগকে ॥ ১৬ ॥ স্মৃত্যর্থকর্ম্মণি তথা করোতেঃ প্রতিযত্নকে। হিংসার্থানাং প্রয়োগে চ প্রতিকর্ম্মণি কর্ত্তরি ॥ ১৭ ॥ ন কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ ষষ্ঠী নিষ্ঠয়োঃ প্রাতিপাদিকে। দ্বিবিধং প্রাতিপদিকং নাম ধাতুস্তথৈব চ ॥১৮॥ ভূবাদিভ্যস্তিঙো লস্থা লকারা দশ বৈ স্মৃতাঃ। তিপ্ তস্ঝি প্রথমো মধ্যঃ সিপ্ থস্ থোত্তমপুরুষঃ ॥ ১৯ ॥ মিপ্‌বস্‌মঃ পরস্মৈ তু পদানাঞ্চাত্মনেপদং। তে আতে অন্তে প্রথমো স আথে ধ্বে চ মধ্যমঃ ॥২০॥ এ বহে মহে উত্তমঃ পুরুষো হি নিরূপ্যতে। নাম্নি প্রযুজ্যমানেপি প্রথমঃ পুরুষো ভবেৎ ॥ ২১ ॥ মধ্যমো যুষ্মদি প্রোক্ত উত্তমঃ পুরুষোঽস্মদি। ভূবাদ্যা ধাতবঃ প্রোক্তাঃ সনাদ্যন্তাস্তথা ততঃ ॥ ২২ ॥ লডীরিতে বর্ত্তমানে স্মেনাতীতে চ ধাতুতঃ। ভূতেঽনদ্য-

---

ও সম্বন্ধাদি অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ হয়। ঙি, ওস্, সুপ্ ইহারা সপ্তমী বিভক্তি। অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগে জানিবে। ৯। ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ বলা যায়। রক্ষার্থ ধাতুর প্রয়োগ যাহা ইপ্সিত কি অনিপ্সিত, তাহাকে ও আপাদান কারক বলা যায়। ১০। পরি, অপ, আং, ইতর, ঋতে, অন্য, দিক্ ও মুখ এই সকল শব্দের যোগেও পঞ্চমী বিভক্তির বিধান আছে। এন শব্দের যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। কর্ম্মপ্রবচনীয় যোগেও দ্বিতীয়া বিভক্তির বিধান জানিবে। ১১। বীপ্সা, ইত্থম্ভাব ও চিহ্ন এই সকল অর্থে অভি, ভাগার্থে পরি ও প্রতি, পূর্ব্বোক্ত সমুদায় অর্থ ও সহার্থে অনু এবং হীন অর্থে অনু ও উপশব্দ কথিত হয়। ১২। চেষ্টা ও গমনার্থ ধাতুর কর্ম্মেতে দ্বিতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তি হয়। অনাদর অর্থে মন ধাতুর অপ্রাণীকর্ম্মে দ্বিতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তির বিধান জানিবে। ১৩। নমঃ, স্বস্তি, স্বাহা, স্বধা, অলং ও বষট এই সকল শব্দের যোগে নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তি হয় এবং তুমর্থ ভাববাচী শব্দের উত্তরেও চতুর্থী বিভক্তি হইয়া থাকে। ১৪। সহ শব্দের যোগে কুৎসিত অঙ্গে ও বিশেষণে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে। কালার্থে ও ভাবার্থে সপ্তমী বিভক্তির বিধান জানিবে; কিন্তু ঐ সকল শব্দের যোগেতে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। ১৫। স্বামী, ঈশ্বর, অধিপতি, সাক্ষাৎ, দায়াদ প্রভৃতি শব্দের যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়া থাকে এবং নির্দ্ধার বুঝাইলে ষষ্ঠী ও সপ্তমী উভয় বিভক্তিই হয়; পরন্তু হেতুশব্দ প্রয়োগে কেবল ষষ্ঠী হইয়া থাকে। ১৬। স্মরণার্থ ধাতুর কর্ম্মকারকে কৃ ধাতুর প্রতিযত্ন অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। হিংসার্থ ধাতুর প্রয়োগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। কৃদন্ত ধাতুর কর্ত্তা ও কর্ম্মেতেও ষষ্ঠী বিভক্তির বিধান জানিবে। ১৭। নিষ্ঠাদিপ্রত্যয়ান্ত ধাতুর যোগে কর্ত্তা কিম্বা কর্ম্মেতে ষষ্ঠী হয় না। প্রাতিপদিক দ্বিবিধ; নাম ও ধাতু। ১৮। ভূপ্রভৃতি ধাতুর উত্তর তিঙ্ বিভক্তি হয়। ঐ তিঙ্ বিভক্তিকে লকার বলে। লকার দশবিধ, প্রত্যেক লকারে পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ আছে। পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ উভয়েই তিন তিন পুরুষ কথিত হয়। তিপ্, তস্, অন্তি ইহাদিগকে প্রথম পুরুষ, সিপ্, থস্, থ ইহাদিগকে মধ্যম পুরুষ; মিপ্, বস্, মস্ ইহাদিগকে উত্তমপুরুষ বলা যায়। এই তিন পুরুষই পরস্মৈপদের অন্তর্গত এবং তে, আতে, অন্তে ইহারা প্রথমপুরুষ, সে, আথে, ধ্বে ইহারা মধ্যমপুরুষ, এ, বহে, মহে ইহারা উত্তমপুরুষ। এই শেষোক্ত পুরুষত্রয়কে আত্মনেপদ বলা যায়। নাম অর্থাৎ যুষ্মদস্মদতিরিক্ত শব্দ প্রযুজ্যমান হইলে প্রথমপুরুষ হয়। ১৯-২১। যুষ্মদ্ প্রযুজ্যমানে মধ্যমপুরুষ এবং অস্মদ্ প্রযুজ্যমানে উত্তমপুরুষ হয়। ভূ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দকে ধাতু বলা যায় এবং সনাদিপ্রত্যয়ান্ত শব্দও ধাতুসংজ্ঞক জানিবে। ২২। বর্ত্তমানকালে ধাতুর উত্তর লট্

শুনে লঙ্ বা লুঙাশিষি চ ধাতুতঃ ॥ ২৩ ॥ বিধ্যাদাবেবানুমতৌ লোঙ্বাচ্যো মন্ত্রণে ভবেৎ। নিমন্ত্রণাধীষ্টসংপ্রশ্নে প্রার্থনেষু তথাশিষি ॥ ২৪ ॥ লিড়তীতে পরোক্ষে স্যাদ্ভূতে লুঙ্ ভবিষ্যতি। ধাতোর্লৃঙ্ক্রিয়াতিপত্তৌ লিড়র্থে লোট্প্রকীর্ত্তিতঃ ॥২৫॥ কৃতস্ত্রিষপি বর্ত্তন্তে ভাবে কর্ম্মণি কর্ত্তরি। তৃণতব্য ঘণনীয়ঃ স্যাৎ শতৃঙাস্থাশ্চ ধাতুতঃ ॥২৬॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে ত্র্যধিকদ্বিশততমো-
ঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

চতুরধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

* সূত উবাচ। সিদ্ধোদাহরণং বক্ষ্যে সংহিতাদিপুরঃসরং। বিপ্রাগ্রং সাগতা বীশং সুত্তমং স্যাৎ পিতৃর্ষভঃ ॥ ২ ॥ কঃকারো বিপ্রস্তাপ্লেবং লাঙ্গলীষা মনীষয়া। গঙ্গোদকং তবল্কার ঋণার্ণং প্রার্ণমিত্যপি ॥ ৩ ॥ শীতার্ত্তশ্চ তবল্কারঃ সৈন্দ্রী সোকার-ইত্যপি। বধ্বাসনঞ্চ পিত্রর্থোলম্নবন্ধো নয়ে জয়েৎ ॥ ৪ ॥ নায়কো লবণং গাবস্ত্রতে ন ত ঈশ্বরাঃ। দেবীগৃহং অথো অত্র অ অবেহি পটু-ইমৌ ॥৫॥ অমী অশ্বাঃ ষড়শ্বেতি তন্ম বাক্ ষড়্চলানি চ। তচ্চরেত্তচ্ছুণাতীতি তজ্জলং তচ্ছ্মশানকং ॥ ৬ ॥ সুগন্নত্র পচন্নত্র ভবাংশ্ছাদয়তীতি চ। ভবাল্লুনং করৈশ্চৈব ভবাংস্তরতি সংস্মৃতং ॥৭॥ ভবাল্লিখতি তাঞ্চক্রে ভবাঞ্ছেতেপ্যমীদৃশং। ভবাণ্ডীনং ত্বন্তরসি ত্বঙ্করোষি সদার্চ্চনং ॥৮॥ কশ্চরেৎ কণ্ঠকারেণ কঃ কুর্য্যাৎ কঃ ফলে স্থিতঃ। কশ্শেতে চৈব কষ্ষণ্ডঃ কোঽর্থঃ কো যাতি গৌরবং ॥ ৯ ॥ ক ইহাত্র ক এবাহুর্দ্দেবা আহুশ্চ তো ব্রজ। স্বপুর্ব্বিষুব্রজতি চ গীষ্পতিশ্চৈব ধূর্পতিঃ ॥১০॥ অস্মানেষ ব্রজেৎ স স্যাদ্রুকসাম স চ গচ্ছতি। কুটীচ্ছায়া তথাচ্ছায়া সন্ধয়োঽন্যে তথেদৃশাঃ ॥ ১১ ॥ সমাসাঃ ষট্ সমাখ্যাতাঃ সদ্বিজঃ কর্ম্মধারয়ঃ। দ্বিগুস্ত্রিবেদীগ্রামশ্চ অয়ন্তৎ পুরুষঃ স্মৃতঃ ॥ ১২ ॥ তৎকৃতশ্চ তদর্থশ্চ বৃকভীতিশ্চয়ৎ ধনং। জ্ঞানদক্ষেণ তত্ত্বজ্ঞো বহুব্রীহিরথাব্যয়ী ॥ ১৩ ॥ ভাবেবোঽধিস্ত্রি যথোক্তিদ্বন্দ্বো দেবর্ষিমানবাঃ। তদ্ধিতাঃ পাণ্ডবঃ শৈবো ব্রাহ্মঞ্চ ব্রহ্মতাদয়ঃ ॥ ১৪ ॥ দেবাগ্নিসখিপত্যংশুক্রোষ্টুস্বায়ম্ভুবঃ পিতা। না প্রশস্তা চ বাগগ্নৌ বটজন্তা চ পুংস্যপি ॥১৫॥ হলন্তশ্চাবস্কৃকম্মাভু তথা ক্রব্যাস্মৃগাবিধঃ। আত্মা রাজা যুবাপন্থা পুষন্ ব্রহ্মহনোঽহনী ॥ ১৬ ॥ বিদ্বেধা উশনানড্বান্মধুলিট্ কাষ্ঠতট্ তথা। বনবার্য্যস্থিবস্তূনি জগৎ সমাইনী তথা ॥ ১৭ ॥ কর্ম্মসর্পির্বপুস্তেজ যজ্বা সন্তানসংশয়ঃ। জয়ো জয়া নদী লক্ষ্মীপ ॥ ১৮ ॥ স্ত্রপুনর্ভুস্তথা ধেনুঃ স্বসা মাতা চমৌ স্ত্রিয়ঃ। বাক্স্রক্দিগ্ক্রুধঃ প্রায়ো যুবতিঃ ককুভস্তথা ॥ ১৯ ॥ দ্যৌ বাগুপায়যশ্চৈব সুমনা উষ্ণিহৌ স্ত্রিয়াং। গুণদ্রব্যক্রিয়া যোগা স্ত্রীলিঙ্গাশ্চ প্রদাম্নি তে ॥ ২০ ॥ শুক্রঃ কীলালকশ্চৈব শুচিশ্চ গ্রামণীঃ সুধীঃ। বাহুঃ কমলভূঃ কর্ত্তা স্বমাতা বপুষঃ স্বইনাঃ ॥ ২১ ॥ সন্ত্যা নাম্যস্তথা পুংসো যক্ষকরূত দীর্ঘপাৎ। সর্ব্ববিশ্বো-

(অনুবাদ) বিভক্তি হয় এবং স্মশব্দের যোগে অতীতকালেও লট্ বিভক্তি হইয়া থাকে। অনদ্যতন অতীতে লটের বিধান আছে এবং আশীর্ব্বাদ অর্থে ধাতুর উত্তর লুট্ বিভক্তি হইয়া থাকে। ২৩। বিধি অর্থে বিধিলিঙ্ এবং অনুমতি অর্থে লোট বিভক্তি হয়। ২৪। পরোক্ষ অতীতে লিট্ বিভক্তি হইয়া থাকে এবং অদ্যতন অতীতে লুঙ্ বিভক্তির বিধান জানিবে। ক্রিয়াতিপত্তি অর্থাৎ কোন কারণবশতঃ ক্রিয়া নিষ্পত্তি না হইলে ধাতুর উত্তর লৃঙ্ বিভক্তি হয়। কোন কোন স্থলে লিট্ বিভক্তির বিষয়ে লট্ বিভক্তি হয়। ২৫। কৃৎপ্রত্যয় তিন কালেতেই হইয়া থাকে এবং ভাবে, কর্ম্মেতে ও কর্ত্তাতে তৃণ্ তব্য ঘঙ্ অনীয় শতৃঙ্ প্রভৃতি কৃৎপ্রত্যয় হইয়া থাকে। ২৬।

---

* পূর্ব্বঅধ্যায়ে ব্যাকরণের নিয়মাদি কথিত হইয়াছে, এই অধ্যায়ে ব্যাকরণসিদ্ধ কতিপয় প্রসিদ্ধ উদাহরণ প্রদর্শিত হইল। মূলের লিখিত শ্লোকে দৃষ্টিপাত করিলেই ঐ উদাহরণ সকল বুঝিতে পারিবেন, সুতরাং উহার অনুবাদের নিষ্প্রয়োজনতাবোধে অনুবাদ প্রদত্ত হইল না।

ভয়ে চোর্ভৌ তথান্যান্যতরাণি চ ॥ ২২ ॥ ততরো ততমো নেমন্ত্রসমোঽথ সিমস্তথা। পূর্ব্বাপরাধরশ্চৈব দক্ষিণশ্চোত্তরাধরৌ ॥ ২৩ ॥ অপরাশ্চ স্বরোপেত যাবতা কিমসো দরং। বৃম্বস্মং প্রথমশ্চ বস নসোঽস্পে তথাৰ্দ্ধকে ॥ ২৪ ॥ নেনকৃতিপয়ৌ দ্বে চ ত্রয়ঃ স্বর্দ্ধাদয়স্তথা। শৃণোত্যাদ্যা জুহোতিশ্চ জহাতিশ্চ দধাত্যপি ॥ ২৫ ॥ দীপ্যাতিঃ স্তৃবতিশ্চৈব পুত্রীয়তি ধনায়তি। ক্রট্যাতিত্রিয়তে চৈব চিচীষতি নিনীষতি ॥ ২৬ ॥ সর্ব্বে তিষ্ঠ স্ত সর্ব্বস্মৈ সর্ব্বস্মাং সর্ব্বতোগতঃ। সর্ব্বেষাঞ্চৈব সর্ব্বস্মিন্নেবং বিশ্বাদয়স্তথা ॥ ২৭ ॥ পূর্ব্বে পূর্ব্বা চ পূর্ব্বস্মাৎ পূর্ব্বস্মিন্ পূর্ব্ব-ঈরিতঃ। সূত-উবাচ। সুপ্‌তিঙন্তং সিদ্ধরূপং নামমাত্রেণ দর্শিতং। কাত্যায়নঃ কুমারাত্তু শ্রুত্বা বিস্তরমব্রবীঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে চতুরধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

পঞ্চাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ হরেঃ শ্রুত্বা ব্রবীদ্‌ব্রহ্মা যথা ব্যাসায় শৌনক। ব্রাহ্মণাদিসমাচারং সর্ব্বদং তে তথা বদে ॥ ২ ॥ শ্রুতিস্মৃতী তু বিজ্ঞায় শ্রৌতং কর্ম্ম সমাচরেৎ। শ্রৌতং কর্ম্ম ন চেদুক্তং তদা স্মার্ত্তং সমাচরেৎ ॥ ৩ ॥ তত্রাপ্যশক্তঃ করণে সদাচারং চরেদ্‌বুধঃ। শ্রুতিস্মৃতীহ বিপ্রাণাং লোচনে কর্ম্মদর্শনে ॥ ৪ ॥ শ্রুত্যুক্তঃ পরমো ধর্ম্মঃ স্মৃতিশাস্ত্রগতো পরঃ। শিষ্টাচারেণ শিষ্টানাং ত্রয়ো ধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ ॥ ৫ ॥ সত্যং দানং দয়ালোভো বিদ্যেজ্যা পূজনং দমঃ। অষ্টৌ তানি পবিত্রাণি শিষ্টাচারস্য লক্ষণং ॥ ৬ ॥ তেজোময়ানি পূর্ব্বেষাং শরীরাণীন্দ্রিয়াণি চ। ন চ লিপ্যন্তি পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ৭ ॥ নিবাসমুখ্যা বর্ণানাং ধর্ম্মাচারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। সত্যং যজ্ঞস্তপো দানমেতদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণং ॥ ৮ ॥ অদত্তস্য নুপাদানং দানমধ্যয়নং তপঃ। বিদ্যা বিত্তং তপঃ শৌর্য্যং কুলে জন্ম ত্বরোগিতা ॥ ৯ ॥ সংসারোচ্ছিত্তিহেতুশ্চ ধর্ম্মাদেব প্রবর্ত্ততে। ধর্ম্মাৎ সুখঞ্চ জ্ঞানঞ্চ জ্ঞানান্মোক্ষোঽধিগম্যতে ॥ ১০ ॥ ইজ্যাধ্যয়নদানানি যথাশাস্ত্রং সনাতনঃ। ব্রহ্মক্ষত্রিয়বৈশ্যশ্চ সামান্যো ধর্ম্ম উচ্যতে ॥ ১১ ॥ যাজনাধ্যয়নে শুদ্ধে বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ। বৃত্তিত্রয়মিদং প্রাহুর্ম্মুনয়ো শ্রেষ্ঠবর্ণিনঃ ॥ ১২ ॥ শস্ত্রেণাজীবনং রাজ্ঞো ভূতানাঞ্চাভিরক্ষণং। পাশুপাল্যং কৃষিঃ পণ্যং বৈশ্যস্য জীবনং

পঞ্চাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, হে শৌনক! ব্রহ্মা হরির বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যাসের নিকট যেরূপ ব্রাহ্মণাদি বর্ণের আচার কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি সেই সমুদায় তোমার নিকট বলিতেছি। ১ ২। শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্র সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইয়া শ্রুতিবিহিত ক্রিয়া করিতে হইবে। যে যে সময়ে শ্রুত্যুক্ত কার্য্য উক্ত নাই, সেই সেই সময়ে স্মার্ত্ত কর্ম্ম আচরণ করিবে। ৩। যদি স্মার্ত্ত কর্ম্মেতে অশক্ত হয়, তখন সদাচার করিবে। শ্রুতি ও স্মৃতি এই দুইটিই ব্রাহ্মণদিগের লোচন। ব্রাহ্মণগণ উক্তরূপ লোচন দ্বারা কর্ম্মদর্শন করিয়া থাকেন। ৪। শ্রুত্যুক্ত ধর্ম্মই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয়, স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম বটে এবং শিষ্টাচারও উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। এই ত্রিবিধ ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম জানিবে। ৫। সত্য, দান, দয়া, অলোভ, বিদ্যা, যজ্ঞ, পূজন ও দম এই আটটি পবিত্র শিষ্টাচার। এই সকল শিষ্টাচার যথাবিধি সমাচরণ করিবে। ৬। পূর্ব্বতন যোগীদিগের শরীর ও ইন্দ্রিয় তেজোময়। যেমন পদ্মপত্রে জল সংলগ্ন হয় না, সেইরূপ তাহাদিগের শরীরে পাপ লিপ্ত হইতে পারে না। ৭। নিবাসাদি কতিপয় ধর্ম্মাচার কীর্ত্তিত আছে। সত্য, যজ্ঞ, তপস্যা ও দান এই সকলই ধর্ম্মের লক্ষণ। ৮। অদত্ত দ্রব্যের অনুপাদান, দান, অধ্যয়ন, তপস্যা, বিদ্যা, বিত্ত, তপঃপ্রভাব, কুলে জন্ম, অরোগ, সংসারবন্ধনের উচ্ছেদ হেতু ধর্ম্ম হইতেই প্রবৃত্ত হয়। ধর্ম্ম হইতে সুখ ও জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় এবং জ্ঞান হইতে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। ৯-১০। যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত এই সকলই সনাতন ধর্ম্ম। উক্ত যজ্ঞাদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের সাধারণ ধর্ম্ম। ১১। যাজন, অধ্যয়ন, সৎপ্রতিগ্রহ মুনিগণ এই বৃত্তিত্রয়কে, শ্রেষ্ঠবর্ণ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ১২। শস্ত্রদ্বারা প্রাণিবর্গের রক্ষাই ক্ষত্রিয়দিগের ব্যবসায়। পশুপালন, কৃষিকার্য্য ও পণ্যবৃত্তি অর্থাৎ বাণিজ্য

স্মৃতং ॥ ১৩ ॥ শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা দ্বিজানামনুপূর্ব্বশঃ। গুরৌ বাসোঽগ্নিশুশ্রূষা স্বাধ্যায়ো ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ১৪ ॥ ত্রিস্নাতা স্নাপিতা ভৈক্ষ্যং গুরৌ প্রাণান্তকী স্থিতঃ। সমেখলে জটী দণ্ডী মুণ্ডো বা গুরুসংশ্রয়ঃ ॥ ১৫ ॥ অগ্নিহোত্রোপচরণং জীবনঞ্চ স্বকর্ম্মভিঃ। ধর্ম্মদারেষু কল্পেত পর্ব্ববর্জ্জং রতিক্রিয়াঃ ॥ ১৬ ॥ দেবপিত্রতিথিভ্যশ্চ পূজাদিম্বনুকম্পনং। শ্রৌতস্মার্ত্তার্থসংস্থানং ধর্ম্মোঽয়ং গৃহমেধিনঃ ॥ ১৭ ॥ জটিত্বমগ্নিহোতৃত্বং ভূশয্যাজিনধারণং। বনে বাসঃ পয়োমূলনীবারফলবৃত্তিতা ॥ ১৮ ॥ প্রতিগ্রহে নিবৃত্তিশ্চ ত্রিঃস্নানং ব্রতধারিতা। দেবতাতিথিপূজা চ ধর্ম্মোঽয়ং বনবাসিনঃ ॥ ১৯ ॥ সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগো ভৈক্ষ্যান্নং বৃক্ষমূলতা। নিষ্পরিগ্রহতা দ্রোহঃ সমতা সর্ব্বজন্তুষু ॥ ২০ ॥ প্রিয়াপ্রিয়পরিষঙ্গে সুখদুঃখাধিকারিতা। স বাহ্যাভ্যন্তরং শৌচং বাগ্‌যমো ধ্যানচারিতা ॥ ২১ ॥ সর্ব্বেন্দ্রিয়সমাহারো ধারণধ্যাননিত্যতা। ভাবসংশুদ্ধিরেত্যেষ পরিব্রাড়্‌ধর্ম্ম-উচ্যতে ॥ ২২ ॥ অহিংসা সুনৃতা বাণী সত্যংশৌচে ক্ষমা দয়া। বর্ণিনাং লিঙ্গিনাঞ্চৈব সামান্যো ধর্ম্ম-উচ্যতে ॥ ২৩ ॥ যথোক্তকারিণঃ সর্ব্বে প্রয়াস্তু পরমাং গতিং। আবোধাৎ স্বপনং যাবৎ গৃহস্থধর্ম্ম বচ্মি তে ॥২৪॥ ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত ধর্ম্মার্থৌ চানুচিন্তয়েৎ। শর্ব্বর্য্যন্তে সমুত্থায় কৃতশৌচঃ সমাহিতঃ ॥ ২৫ ॥ স্নাত্বা সন্ধ্যামুপাসীত সর্ব্বকালমতন্দ্রিতঃ। প্রাতঃসন্ধ্যামুপাসীত দন্তধাবনপূর্ব্বিকাং ॥ ২৬ ॥ উভে মূত্রপুরীষে চ দিবা কুর্য্যাদুদঙ্মুখঃ। রাত্রৌ চ দক্ষিণে কুর্য্যাদুভে সন্ধ্যে যথা দিবা ॥ ২৭ ॥ ছায়ায়ামন্ধকারে বা রাত্রৌ বাহনি বা দ্বিজঃ। যথাতু সুমুখঃ কুর্য্যাৎ প্রাণাবাধভয়েষু চ ॥ ২৮ ॥ গোময়াঙ্গারবল্মীকফালাকৃষ্টে জলে শুভৌ। মার্গে পজীব্যচ্ছায়াসু ন মূত্রঞ্চ পুরীষকং ॥ ২৯ ॥ অন্তর্জ্জলাদ্দেবগৃহাৎ বল্মীকাৎ মূষিকস্থলাৎ। পরেবাং শৌচাশিষ্টাঞ্চ শ্মশানাচ্চ মৃদং ত্যজেৎ ॥ ৩০ ॥ একাং লিঙ্গে মৃদং দদ্যাদ্বামহস্তে মৃদং দ্বয়ং। উভয়োর্দ্বে চ দাতব্যে মূত্রশৌচং প্রচ-

---

এই সকল বৈশ্যদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য। উক্তরূপ স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্য দ্বারা ব্রাহ্মণাদিরা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। ১৩। দ্বিজশুশ্রূষা শূদ্রের ধর্ম্ম। আর ব্রাহ্মণগণ ক্রমশঃ গুরুকুলে বাস, অগ্নিশুশ্রূষা ও স্বাধ্যায় এই সকল কার্য্য করিবে এবং ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনও ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম বলিয়া জানা যায়। ১৪। ত্রিসন্ধ্যা স্নান, ভিক্ষাচরণ, আজীবন গুরুকুলে বাস, মেখলা, জটা ও ত্রিদণ্ড ধারণ, মুণ্ডন, গুরুসেবা, অগ্নিহোত্রাচরণ, স্বীয় বৃত্তিদ্বারা জীবন, পর্ব্বাতিরিক্তকালে ধর্ম্মপত্নীতে রতি, দেবতা, পিতৃ ও অতিথির অর্চ্চনা, শ্রুতিস্মৃতিবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান এই সকল গৃহস্থদিগের ধর্ম্ম। ১৫-১৭। জটা, অগ্নিহোত্রাচরণ, ভূশয্যা, অজিনধারণ, বনে বাস, দুগ্ধ, মূল, মূলনীবারাদি ভোজন, প্রতিগ্রহাচরণে নিবৃত্তি, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, ব্রতধারণ, দেবতা ও অতিথি পূজা, এই সমুদায় বনবাসিদিগের ধর্ম্ম। ১৮-১৯। সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ, ভিক্ষান্নভোজন, বৃক্ষমূলে নিবাস, নিষ্পরিগ্রহতা, অদ্রোহ, সর্ব্বজন্তুতে সমজ্ঞান, প্রিয় ও অপ্রিয় সমাগমে সুখদুঃখের তুল্যতা, বাহ্যাভ্যন্তরে শৌচ, বাক্যসংযম, ধ্যানাচরণ, সর্ব্বেন্দ্রিয়সমাহার, ধারণা ও ধ্যানের নিত্যতা, ভাবশুদ্ধি এই সকল পরিব্রাজকদিগের ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। ২০-২২। অহিংসা, সুনৃতবাক্য, সত্য, শৌচ, ক্ষমা, দয়া, এই সকল বর্ণী ও লিঙ্গীদিগের সামান্য ধর্ম্ম বলা যায়। ২৩। যে যে বর্ণের যে যেরূপ ধর্ম্ম কথিত হইল, তাহারা উক্তরূপে ধর্ম্মসকল আচরণ করিলে পরম গতি লাভ করিতে পারেন। এইক্ষণ জাগরণ হইতে নিদ্রাকালপর্য্যন্ত গৃহস্থদিগের ধর্ম্ম বলিতেছি। ২৪। গৃহস্থ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম ও অর্থ চিন্তা করিবে। রাত্রিশেষে গাত্রোত্থান করিয়া শৌচাদি কার্য্য করিবে। ২৫। অনন্তর স্নান করিয়া সন্ধ্যোপাসনা করিতে হইবে। দন্তধাবনপূর্ব্বক প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে। ২৬। ব্রাহ্মণ দিবাতে উত্তরাভিমুখ এবং রাত্রিকালে দক্ষিণমুখ হইয়া মূত্রপুরীষত্যাগ করিবে। উভয় সন্ধ্যাসময়েও দিবার ন্যায় জানিতে হইবে। ২৭। দিবাতে কিম্বা রাত্রিকালে ছায়াতে ও অন্ধকারে, প্রাণসঙ্কটে ও ভয় উপস্থিত হইলে যথেচ্ছমুখে মূত্র পুরীষত্যাগ করিতে পারে। ২৮। গোময়ে, অঙ্গারে, বল্মীকে, হলাকৃষ্ট ভূমিতে, জলে, শুচিস্থানে, পথে, উপজীবীগণের ছায়াতে মূত্রপুরীষত্যাগ করিবে না। ২৯। মৃত্তিকাশৌচকালে জলের মধ্য, দেবগৃহ, বল্মীক, মূষিকস্থান ও শ্মশান হইতে মৃত্তিকাগ্রহণ করিবে না এবং অপরের শৌচাবশিষ্ট মৃত্তিকাও পরিত্যাগ করিতে হইবে। ৩০। মূত্রত্যাগ করিয়া একবার লিঙ্গে, দুইবার বামহস্তে এবং উভয়হস্তে দুইবার

কতে ॥ ৩১ ॥ একাং লিঙ্গে গুদে তিস্রস্তথা বামকরে দশ। পঞ্চ পাদে দশৈকস্মিন্ করয়োঃ সপ্তমৃত্তিকাঃ ॥৩২॥ অর্দ্ধপ্রসৃতিমাত্রা তু প্রথমা মৃত্তিকা স্মৃতা। দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া চ তদর্দ্ধা পরিকীর্ত্তিতা ॥৩৩॥ উপবিষ্টস্তু বিণ্মূত্রং কর্ত্তুং যস্তু ন বিন্দতি। স কুর্য্যাদর্দ্ধশৌচন্তু অস্য শৌচস্য সর্ব্বদা ॥ ৩৪ ॥ দিবা শৌচস্য রাত্র্যর্দ্ধং যদ্বা পাদো বিধীয়তে। স্বস্থস্য তু যথোদ্দিষ্টমার্ত্তঃ কুর্য্যাদ্যথাবলং ॥ ৩৫ ॥ বসাশুক্রমসৃঙ্মজ্জালালাবিণ্মূত্রকর্ণগূং। শ্লেষ্ম শ্রু দূষিকা স্বেদো দ্বাদশৈতে নৃণাং মলাঃ ॥ ৩৬ ॥ যাবতা শুদ্ধিমনোত তাবচ্ছৌচং সমাচরেৎ। প্রমাণং শৌচসংখ্যায়া নাদিষ্টৈরবশিষ্যতে ॥ ৩৭ ॥ শৌচন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা। মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিরথান্তরং ॥ ৩৮ ॥ ত্রিরাচামেদপঃ পূর্ব্বং দ্বিঃ প্রমৃজ্যাত্ততো মুখং। সংমৃজ্যাঙ্গুষ্ঠমূলেন ত্রিভিরাস্যমুপস্পৃশেৎ ॥ ৩৯ ॥ অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিন্যা ঘ্রাণং পশ্চাদনন্তরং। অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ চক্ষুঃশ্রোত্রে পুনঃ পুনঃ ॥ ৪০ ॥ কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠয়োর্নাভিং হৃদয়ন্তু তলেন বৈ। সর্ব্বাভিস্তু শিরঃ পশ্চাদ্বাহূ চাগ্রেণ সংস্পৃশেৎ ॥ ৪১ ॥ ঋচো যজূংষি সামানি ত্রিঃ পঠন্ প্রীণয়েৎ ক্রমাৎ। অথর্ব্বাঙ্গিরসৌ পূর্ব্বং দ্বিঃপ্রমার্ষ্ট্যথ যণ্মুখং ॥ ৪২ ॥ ইতিহাসপুরাণানি বেদাঙ্গানি যথাক্রমং। খং মুখে নাসিকে বায়ুং নেত্রে সূর্য্যং শ্রুতির্দ্দিশঃ ॥ ৪৩ ॥ প্রাণগ্রন্থিমথো নাভিং ব্রহ্মাণং হৃদয়ে স্পৃশেৎ। রুদ্রং মূর্দ্ধ্না সমালভ্য প্রীণাত্যথর্শিখামৃষীন্ ॥ ৪৪ ॥ বাহূ যমেন্দ্রবরুণে কুবেরবসুধানলান্। অভ্যুক্ষ্য চরণৌ বিষ্ণুমিন্দ্রং বিষ্ণুং করদ্বয়ং ॥৪৫॥ অগ্নির্ব্বায়ুশ্চ সূর্য্যেন্দ্রৌ গিরয়োহঙ্গুলিপর্ব্বসু। গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তাসু যা রেখাঃ করমধ্যগাঃ ॥ ৪৬ ॥ উষঃকালে তু

মৃত্তিকা লেপন করিবে, অনন্তর জলদ্বারা ধৌত করিয়া আচমন করিতে হইবে। মুনিগণ এইরূপে মূত্রশৌচ করিয়া থাকেন। ৩১। পুরীষশৌচকালে, একবার লিঙ্গে, তিনবার গুহ্যে, দশবার বামকরে, পাঁচ পাঁচবার এক এক পাদে এবং উভয় করে সপ্তবার মৃত্তিকা লেপন করিবে। ৩২। প্রথমবারে অর্দ্ধপ্রসৃতিমাত্র মৃত্তিকা লইয়া শৌচকার্য্য করিবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারে তাহার অর্দ্ধপরিমাণে মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে। ৩৩। কোন ব্যক্তি উপবেশন করিয়া আছে, সেই সময় অজ্ঞাতসারে মূত্র পুরীষত্যাগ হইয়াছে, এমন অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত শৌচের অর্দ্ধশৌচ করিলেই হইতে পারে। ৩৪। যেরূপ শৌচক্রিয়া উক্ত হইল, ইহা দিবাতে জানিবে, রাত্রিকালে ইহার অর্দ্ধ অথবা পাদশৌচ করিবে। সুস্থ ব্যক্তির পক্ষেই উক্ত শৌচকার্য্যের ব্যবস্থা, রোগী ব্যক্তি যথাশক্তি শৌচক্রিয়া করিলেই শুদ্ধ হইবে। ৩৫। বসা, শুক্র, রক্ত, মজ্জা, লালা, বিষ্ঠা, মূত্র, কর্ণমল, শ্লেষ্মা, অশ্রু, দূষিকা ও ঘর্ম্ম এই দ্বাদশপ্রকার মনুষ্যের মল কথিত আছে। ৩৬। যাবৎ অশুচিবোধ হয়, তাবৎই শৌচাচরণ আবশ্যক। শৌচসংখ্যার প্রমাণ সকলই উপদিষ্ট হইল, আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। ৩৭। শৌচকার্য্য দ্বিবিধ, বাহ্য ও আন্তরিক। মৃত্তিকা ও জলদ্বারা বাহ্যশৌচ এবং ভাবশুদ্ধিদ্বারা আন্তরিক শৌচ হইয়া থাকে। ৩৮। এইরূপে শৌচক্রিয়া করিয়া আচমন করিতে হইবে। প্রথমত তিনবার জলপান করিয়া দুই বার মুখমার্জ্জন করিবে। অনন্তর অঙ্গুষ্ঠমূলদ্বারা মুখমার্জ্জন করিয়া তিনবার মুখস্পর্শ করিবে। ৩৯। পরে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীদ্বারা নাসিকা স্পর্শ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাদ্বারা চক্ষু ও কর্ণ প্রত্যেকে দুই দুইবার স্পর্শ করিতে হইবে। ৪০। তৎপরে কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে নাভি স্পর্শ করিয়া হস্ততলদ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে। পরে সর্ব্বাঙ্গুলিদ্বারা মস্তক স্পর্শ করিয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা বাহুদ্বয় স্পর্শ করিতে হইবে। ৪১। অনন্তর ঋক্, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয় ক্রমত পাঠ করিবে। অনন্তর অথর্ব্বাঙ্গিরস পাঠ করিয়া মুখমার্জ্জন করিবে। ৪২। পরে যথাক্রমে ইতিহাস, পুরাণ, বেদ, বেদাঙ্গ, পাঠ করিয়া মুখে আকাশ, নাসিকাতে বায়ু, নেত্রে সূর্য্য, কর্ণে দিক্, হৃদয়ে প্রাণগ্রন্থি ও ব্রহ্মাকে ভাবনা করিয়া স্পর্শ করিবে। অনন্তর মস্তকদ্বারা রুদ্র এবং শিখাদ্বারা ঋষিদিগকে প্রীণন করিবে। ৪৩-৪৪। পরে বাহুতে যম, ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, পৃথিবী, অনল, ভাবনা করিয়া চরণদ্বারা অভ্যুক্ষণ পূর্ব্বক বিষ্ণু ও ইন্দ্রকে চিন্তা করিবে। ৪৫। অনন্তর অঙ্গুলিসন্ধিতে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, ইন্দ্র, পর্ব্বত এবং করমধ্যগত যে রেখা সকল বিদ্যমান আছে, তাহাদিগকে গঙ্গাদি সকল চিন্তা করিবে। ৪৬। যথার্থ আচার-

সংপ্রাপ্তে শৌচং কৃত্বা যথার্থবৎ। ততঃ স্নানং প্রকুর্ব্বীত দন্তধাবনপূর্ব্বকং ॥ ৪৭ ॥ মুখে পর্য্যুষিতে নিত্যং ভবত্য-প্রয়তো নরঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনং ॥ ৪৮ ॥ কদম্ববন্ধখদিরকরবীরবটার্জ্জুনাঃ। যূথী চ বৃহতী জাতী করঞ্জার্কাতিমুক্তকাঃ ॥ ৪৯ ॥ জম্বুমধূকাপামার্গ-শিরীষোডুম্বরাশনাঃ। ক্ষীরিকণ্টকিবৃক্ষাদ্যাঃ প্রশস্তা দন্ত-ধাবনে ॥ ৫০ ॥ কটুতিক্তকষায়াশ্চ ধনারোগ্যসুখপ্রদাঃ। প্রক্ষাল্য ভুক্ত্বা চ শুচৌ দেশে ত্যক্ত্বা তদাচমেৎ ॥ ৫১ ॥ অমাবস্যাং তথা ষষ্ঠ্যাং নবম্যাং প্রতিপদ্যপি। বর্জ্জয়ে-দ্দন্তকাষ্ঠন্তথৈবার্কস্য বাসরে ॥ ৫২ ॥ অভাবে দন্ত-কাষ্ঠস্য নিষিদ্ধায়াস্তথা তিথৌ। অপাং দ্বাদশগণ্ডূষৈঃ কুর্ব্বীত মুখশোধনং ॥ ৫৩ ॥ প্রাতঃ স্নাত্বা প্রশংসন্তি দৃষ্টাদৃষ্টকরং হিতং। সর্ব্বমর্হতি শুদ্ধাত্মা প্রাতঃস্নায়ী জপাদিকং ॥ ৫৪ ॥ অত্যন্তমলিনঃ কায়ো নরশ্ছিদ্রসম-ন্বিতঃ। স্রবত্যেব দিবারাত্রৌ প্রাতঃস্নানং বিশোধনং ॥ ৫৫ ॥ মনঃপ্রসাদজননং রূপসৌভাগ্যবর্দ্ধনং। শোক-দুঃখপ্রশমনং গঙ্গাস্নানবদাচরেৎ ॥ ৫৬ ॥ অদ্য হস্তে তু নক্ষত্রে দশম্যাং জৈষ্ঠকে সিতে। দশপাপহরায়াঞ্চ অদত্ত্বা দানকল্মষং ॥ ৫৭ ॥ বিরুদ্ধাচরণং হিংসা পরদারোপ-সেবনং। পারুষ্যানৃতপৈশূন্যমসম্বদ্ধাভিভাষণং ॥ ৫৮ ॥ পরদ্রব্যাভিধানঞ্চ মনসানিষ্টচিন্তনং। এতদ্দশাঘঘাতার্থং গঙ্গাস্নানং করোম্যহং ॥ ৫৯ ॥ প্রাতঃ সংক্ষেপতঃ স্নানং বাণপ্রস্থগৃহস্থয়োঃ ॥ ৬০ ॥ যতেস্ত্রিষবণং স্নানং সকৃত্তু ব্রহ্মচারিণঃ। আচম্য তীর্থমাবাহ্য স্নায়াৎ স্মৃত্বাব্যয়ং হরিং ॥ ৬১ ॥ তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধ বিজ্ঞেয়া সন্দেহা নাম রাক্ষসাঃ। উদয়ন্তং দুরাত্মানঃ সূর্য্যমিচ্ছন্তি খাদিতুং ॥৬২॥ সহন্তি সূর্য্যং সন্ধ্যায়াং নোপাস্তং কুরুতে তু যঃ। দহ্যন্তি মন্ত্রপূতেন তোয়েনানলরূপিণা ॥ ৬৩ ॥ অহোরাত্রস্য যঃ সন্ধিঃ সা সন্ধ্যা ভবতীতি হ। দ্বিনাড়িকা ভবেৎ সন্ধ্যা

বিদ্ ব্রাহ্মণ প্রত্যূষকাল উপস্থিত হইলে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে শৌচকার্য্য করিয়া দন্তধাবনপূর্ব্বক স্নানাচরণ করিবে। ৪৭। প্রাতঃকালে মুখধৌত না করিলে মনুষ্য সংযত হইতে পারে না। অনন্তর সর্ব্বপ্রযত্নে দন্তধাবন করিবে। ৪৮। কদম্ব, নিম্ব, খদির, করবী, বট, অর্জ্জুন, যূথী, বৃহতী, জাতী, করঞ্জা, আকন্দ, অতিমুক্ত, জম্বু, মধুক, অপামার্গ, শিরীষ, উডুম্বর, অশন ও ক্ষীরীবৃক্ষ সকলও দন্তধাবন কার্য্যে প্রশস্ত। ৪৯-৫০। কটু, তিক্ত অথবা কষায়দ্রব্যদ্বারা দন্তধাবন করিলে ধন, আরোগ্য ও সুখপ্রদ হয়। দন্তধাবন করিয়া মুখপ্রক্ষা-লনপূর্ব্বক পবিত্রস্থানে দন্তকাষ্ঠ পরিত্যাগপূর্ব্বক আচমন করিবে। ৫১। অমাবস্যা, নবমী ও প্রতিপদ এই সকল তিথিতে এবং রবিবারে দন্তধাবন করিবে না। ৫২। দন্তকাষ্ঠের অভাবে এবং নিষিদ্ধ দিনে দ্বাদশগণ্ডূষ জলদ্বারা মুখশোধন করিবে। ৫৩। প্রাতঃকালে স্নান করিয়া দৃষ্টাদৃষ্ট হিতকর বিষয় প্রশংসা করিবে। প্রাতঃস্নায়ী ব্যক্তি শুদ্ধাত্মা হইয়া জপাদি করিলে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলভাজন হয়। ৫৪। শরীর অত্যন্ত মলিন এবং মনুষ্য নানাবিধ দোষে দূষিত; দিবা ও রাত্রিতে অহিতাচরণ হইয়া থাকে, প্রাতঃস্নানদ্বারা সেই সকলের শোধন হইয়া থাকে। ৫৫। প্রাতঃস্নান করিলে মন প্রসন্ন হয়, রূপসৌভাগ্য বৃদ্ধি পায় এবং শোকদুঃখের শান্তি হইয়া থাকে; অতএব গঙ্গা-স্নানের ন্যায় প্রাতঃস্নান করিতে হইবে। ৫৬। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষে দশমীতিথিতে, হস্তানক্ষত্রে গঙ্গাস্নান করিলে দশবিধ পাপ হরণ করে। এই দিবসে দান না করিলে পাপভাগী হইতে হয়। ৫৭। বিরুদ্ধ আচরণ, হিংসা, পরদারসেবা, পারুষ্য, অনৃত, পৈশূন্য, অসম্বদ্ধভাষণ, পরদ্রব্যে অভিলাষ, মনে মনে অনিষ্টচিন্তা এই দশবিধ পাপবিনাশার্থ গঙ্গাস্নান করিতে হইবে। ৫৮-৫৯। বাণপ্রস্থ ও গৃহস্থ ব্যক্তিরা সংক্ষেপে প্রাতঃ-স্নান করিবে। ইহাদিগের প্রাতঃকালীন ও মধ্যাহ্নস্নান আবশ্যক। ৬০। অতিথির ত্রিসন্ধ্যা স্নান এবং ব্রহ্মচারীর একবার স্নান করিলেই হইতে পারে। আচমন করিয়া তীর্থাবাহন পূর্ব্বক স্নান করিবে এবং অব্যয় হরিকে স্মরণ করিতে হইবে। ৬১। যেমন সার্দ্ধত্রিকোটি সন্দেহ নামক দুরাত্মা রাক্ষস উদয়শীল সূর্য্যকে ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ যে উক্তরূপ আচারোপাসনা করে না, সেও সূর্য্যঘাতক হয়। যিনি প্রাতঃস্নানাদি কার্য্যে পরাঙ্মুখ, তাহাকে জলসকল অনলরূপী হইয়া দগ্ধ করে। ৬২-৬৩। দিবা ও রাত্রির যে সন্ধিস্থান, তাহাই সন্ধ্যা, এই সন্ধ্যা দুই দণ্ডব্যাপিনী, অর্থাৎ

যাবত্তবতি দর্শনং ॥ ৬৪ ॥ সন্ধ্যাকর্ম্মাবসানে তু স্বয়ং হোমো বিধীয়তে। স্বয়ং হোমফলং যত্তু তদন্যেন ন জায়তে ॥ ৬৫ ॥ ঋত্বিক্ পুত্ত্রো গুরুর্ভ্রাতা ভাগিনেয়োঽথ বিট্‌পতিঃ। এভিরেব হুতং যত্তু তদ্ধুতং স্বয়মেব হি ॥ ৬৬ ॥ ব্রহ্মা বৈ গার্হপত্যাগ্নির্দক্ষিণাগ্নিস্ত্রিলোচনঃ। বিষ্ণুরাহবনীয়োঽগ্নিঃ কুমারঃ সভ্য-উচ্যতে ॥ ৬৭ ॥ কৃত্বা হোমং যথাকালং সৌরান্মন্ত্রাঞ্জপেত্ততঃ। সমাহিতাত্মা সাবিত্রীং প্রণবঞ্চ যথোদিতং ॥ ৬৮ ॥ প্রণবে নিত্যযুক্তস্য ব্যাহৃতীষু চ সপ্তসু। ত্রিপদায়াঞ্চ সাবিত্র্যাং ন ভয়ং বিদ্যতে কচিৎ ॥ ৬৯ ॥ গায়ত্রীং যো জপেন্নিত্যং কল্যমুত্থায় মানবঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥৭০॥ শ্বেতবর্ণা সমুদ্দিষ্টা কৌশেয়বসনা তথা। অক্ষসূত্রধরা দেবী পদ্মাসনগতা শুভা ॥ ৭১ ॥ আবাহ্য যজুষানেন তেজোঽসীতি বিধানতঃ। এতদ্যজুঃ পুরা দেবৈর্দৃষ্টি-দর্শনকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ৭২ ॥ আদিত্যমণ্ডলান্তঃস্থাং ব্রহ্মলোকস্থিতামপি। তত্রাবাহ্য জপিত্বাতো নমস্কারাদ্বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৭৩ ॥ পূর্ব্বাহ্ণ এব কুর্ব্বীত দেবতানাঞ্চ পূজনং। ন বিষ্ণোঃ পরমো দেবস্তস্মাত্তং পূজয়েৎ সদা ॥ ৭৪ ॥ ব্রহ্ম-বিষ্ণুশিবান্ দেবান্ন পৃথগ্‌ভাবয়েৎ সুধীঃ। লোকেঽস্মিন্মঙ্গলান্যষ্টৌ ব্রাহ্মণো গৌর্হুতাশনঃ ॥ ৭৫ ॥ হিরণ্যং সর্পিরাদিত্য আপো রাজা তথাষ্টমঃ। এতানি সততং পশ্যেদর্চ্চয়েচ্চ প্রদক্ষিণং ॥ ৭৬ ॥ বেদস্যাধ্যয়নং পূর্ব্বং সর্ব্বদাভ্যসনং চরেৎ। তদ্দানঞ্চৈব শিষ্যেভ্যো বেদাভ্যাসো হি পঞ্চধা ॥ ৭৭ ॥ বেদার্থং যজ্ঞশাস্ত্রাণি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চৈব হি। মূল্যেন লেখয়িত্বা যো দদ্যাদ্‌যাতি স বৈদিকং ॥ ৭৮ ॥ ইতিহাসপুরাণানি লিখিত্বা যঃ প্রযচ্ছতি। ব্রহ্মদানসমং পুণ্যং প্রাপ্নোতি দ্বিগুণীকৃতং ॥ ৭৯ ॥ তৃতীয়ে চ তথা ভাগে পোষ্যবর্গার্থসাধনং। মাতা পিতা গুরুর্ভ্রাতা প্রজা দীনাঃ সমাশ্রিতাঃ ॥ ৮০ ॥

যাবৎ দর্শন হয়, তাবৎকালই সন্ধ্যা জানিবে। ৬৩। সন্ধ্যাকর্ম্মের অবসানে স্বয়ং হোমকার্য্য করিবে। স্বয়ং হোম করিলে যেরূপ ফল হয়, অন্যকর্ত্তৃক হোমে তত ফল হইতে পারে না। ৬৫। পুরোহিত, পুত্র, গুরু, ভ্রাতা, ভাগিনেয় ও জামাতা ইহারা হোম করিলেও স্বয়ং কৃত হোমের ন্যায় হইয়া থাকে। ৬৬। গার্হপত্য অগ্নি ব্রহ্মা, দক্ষিণাগ্নি মহেশ্বর, আহবনীয় অগ্নি বিষ্ণু এবং কুমারকে সভ্য বলা যায়। ৬৭। যথাকালে হোম করিয়া সূর্য্যমন্ত্র জপ করিতে হইবে এবং সমাহিত হইয়া সাবিত্রী ও প্রণব জপ করিবে। ৬৮। সপ্ত ব্যাহৃতি এবং ত্রিপদা গায়ত্রীতে প্রণবযোগ করিয়া জপ করিলে কদাচ তাহার ভয় থাকে না। ৬৯। যে মানব প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া গায়ত্রী জপ করে, পদ্মপত্রের জলের ন্যায় তাহার গাত্রে পাপ স্পর্শ হইতে পারে না। ৭০। সাবিত্রীদেবী শ্বেতবর্ণা, কৌষেয়বসনাবৃতা। ইনি অক্ষমালাধারিণী এবং পদ্মাসনে উপবিষ্টা। এইরূপে সাবিত্রীর ধ্যান করিবে। ৭১। অনন্তর উক্ত যজুর্বেদবিহিত প্রকারে আবাহন করিয়া বিধানক্রমে তেজোসীতিরূপে চিন্তা করিতে হইবে। দৃষ্টিদর্শনাকাঙ্ক্ষী দেবগণ পূর্ব্বকালে এইরূপ যজুর্ম্মন্ত্র নিরূপণ করিয়াছেন। ৭২। পরে আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী ব্রহ্মলোকস্থিতা দেবীকে আবাহন করিয়া জপ ও নমস্কার পূর্ব্বক বিসর্জ্জন করিবে। ৭৩। দিবার পূর্ব্বাহ্ণেই দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিবে। যে হেতু বিষ্ণু হইতে পরমদেব আর কেহ নাই, এই নিমিত্ত সর্ব্বদা বিষ্ণুর পূজা করিবে। ৭৪। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ইহাঁদিগকে বিভিন্ন ভাবনা করিবে না। এই লোকে ব্রাহ্মণ, গো, অগ্নি, হিরণ্য, ঘৃত, আদিত্য, জল ও রাজা ইহাদিগকে অষ্টমঙ্গল কহে। সর্ব্বদা এই অষ্টমঙ্গল দর্শন করিয়া প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিতে হইবে। ৭৫—৭৬। অনন্তর প্রথমে বেদাধ্যয়ন করিয়া সর্ব্বদা সেই বেদ অভ্যাস করিবে। পরে শিষ্যদিগকে বেদশিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। এই বেদাভ্যাস পঞ্চ প্রকার জানিবে। ৭৭। বেদার্থ, যজ্ঞশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র এই সকল পুস্তক যিনি মূল্যদ্বারা লিখিত করিয়া প্রদান করেন, তিনি বৈদিক কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকেন। ৭৮। যিনি ইতিহাস পুরাণাদি গ্রন্থ স্বয়ং লিখিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তিনি ব্রহ্মদানের দ্বিগুণীকৃত পুণ্য লাভ করিতে পারেন। ৭৯। দিবসের তৃতীয় ভাগে পোষ্যবর্গের পোষণসাধন কর্ম্ম করিবে। মাতা, পিতা, গুরু, ভ্রাতা, প্রজা, দীন ব্যক্তি, আশ্রিত ব্যক্তি, অভ্যাগত, অতিথি, ও অগ্নি ইহারা পোষ্যবর্গ বলিয়া অভিহিত হয়। পোষ্যবর্গের

অভ্যাগতোঽতিথিশ্চাগ্নিঃ পোষ্যবর্গা উদাহৃতাঃ। ভরণং পোষ্যবর্গস্য প্রশস্তং স্বর্গসাধনং ॥ ৮১ ॥ ভরণং পোষ্যবর্গস্য তস্মাদ্‌যত্নেন কারয়েৎ। স জীবতি বরশ্চৈকো বহুভির্যোপজীব্যতি ॥ ৮২ ॥ জীবন্তো মৃতকাস্ত্বন্যে পুরুষাঃ স্বোদরম্ভরাঃ। স্বকীয়োদরপূর্ণঞ্চ কুক্কুরস্যাপি বিদ্যতে ॥ ৮৩ ॥ অর্থেভ্যোঽপি বিবৃদ্ধেভ্যঃ সম্ভৃতেভ্যস্ততস্ততঃ। ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ প্রবর্ত্তন্তে পর্ব্বান্তেভ্য ইবাপগাঃ ॥ ৮৪ ॥ সর্ব্বরত্নাকরা ভূমির্ধান্যানি পশবঃ স্ত্রিয়ঃ। অর্থস্য কার্য্যযোগত্বাদর্থমিত্যভিধীয়তে ॥ ৮৫ ॥ অদ্রোহেণৈব ভূতানামল্পদ্রোহেণ বা পুনঃ। যা বৃত্তিস্তাং সমাস্থায় বিপ্রো জীবেদনাপদি ॥ ৮৬ ॥ ধনন্তু ত্রিবিধং জ্ঞেয়ং শুক্লং শবলমেব চ। কৃষ্ণঞ্চ তস্য বিজ্ঞেয়ো বিভাগঃ সপ্তধা পৃথক্ ॥ ৮৭ ॥ ক্রমায়ত্তং প্রীতিদত্তং প্রাপ্তঞ্চ সহ ভার্য্যয়া। অবিশেষেণ সর্ব্বেষাং বর্ণানাং ত্রিবিধং ধনং ॥ ৮৮ ॥ বৈশেষিকং ধনং দৃষ্টং ব্রাহ্মণস্য ত্রিলক্ষণং। যাজনাধ্যাপনে নিত্যং বিশুদ্ধশ্চ প্রতিগ্রহঃ ॥ ৮৯ ॥ ত্রিবিধং ক্ষত্রিয়স্যাপি প্রাহুর্বৈশেষিকং ধনং। শুল্কার্থং লব্ধকরজং দণ্ডাপ্তং জয়জং তথা ॥ ৯০ ॥ বৈশেষিকং ধনং দৃষ্টং বৈশ্যস্যাপি ত্রিলক্ষণং। কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং শূদ্রস্যৈভ্যস্ত্বনুগ্রহাৎ ॥ ৯১ ॥ কুষীদকৃষিবাণিজ্যং প্রকুর্ব্বীত স্বয়ং কৃতং। আপৎকালে স্বয়ং কুর্ব্বন্ নৈনসা যুজ্যতে দ্বিজঃ ॥ ৯২ ॥ বহবো বর্ত্তনোপায়া ঋষিভিঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। সর্ব্বেষামপি চৈবৈষাং কুষীদমধিকং বিদুঃ ॥ ৯৩ ॥ অনাবৃষ্ট্যা রাজভয়ান্মূষিকাদ্যৈরুপদ্রবৈঃ। কৃষ্যাদিকে ভবেদ্বাধা সা কুষীদে ন বিদ্যতে ॥ ৯৪ ॥ দেশং গতানাং যা বৃদ্ধির্নানাপণ্যোপজীবিনাং। কুষীদং কুর্ব্বতঃ সম্যক্ সংস্থিতস্যৈব জায়তে ॥ ৯৫ ॥ লব্ধলাভঃ পিতৄন্ দেবান্ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব পূজয়েৎ। তে তৃপ্তাস্তস্য তদ্দোষং শময়ন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৯৬ ॥ কৃষীবলোঽন্নপানাদিযানশয্যাসনানি চ। রাজভ্যো বিংশতির্দত্ত্বা পশুস্বর্ণাদিকং শতং ॥ ৯৭ ॥ বিদ্যা শিল্পং ভৃতিঃ সেবা গোরক্ষা

ভরণ করাই স্বর্গসাধনের প্রশস্ত উপায়; অতএব যত্নপূর্ব্বক অবশ্য পোষ্যবর্গের ভরণপোষণ করিবে। যিনি অনেকের ভরণপোষণ করেন; তাঁহারই জীবন সার্থক। ৮০—৮২। যাহারা কেবল আত্মোদরমাত্র ভরণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে, তাহারা জীবদবস্থাতেও মৃতকল্প; যেহেতু কুক্কুরও আপন উদর পূর্ণ করিতে পারে। ৮৩। যেমন অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে নদীসকল বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ অর্থ বৃদ্ধি পাইলেই সেই অর্থ হইতে ক্রিয়া সমুদায় হইয়া থাকে। ৮৪। ভূমি সর্ব্বরত্নের আকর। ধান্য, পশু ও স্ত্রী ইহারা অর্থের কার্য্যকারী, অতএব ধান্যপ্রভৃতিকে অর্থ বলা যায়। ৮৫। ব্রাহ্মণ অনাপৎসময়ে যে বৃত্তিতে কোনরূপ দ্রোহপ্রসঙ্গ নাই অথবা অল্পমাত্র দ্রোহ আছে, সেই বৃত্তি আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকিবে। ৮৬। ধন ত্রিবিধ জানিবে, শুক্ল, শবল ও কৃষ্ণ। এই ত্রিবিধ ধনের প্রত্যেকের সপ্তপ্রকার অবান্তরবিভাগ আছে। ৮৭। পিতৃপিতামহক্রমে প্রাপ্ত, পারিতোষিক ও বিবাহকালে যৌতুকাদি, এই ত্রিবিধ ধন সর্ব্ববর্ণেরই হইয়া থাকে। ৮৮। ব্রাহ্মণের বৈশেষিক ধনও ত্রিবিধ দৃষ্ট হয়। যাজনলব্ধ, অধ্যাপনপ্রাপ্ত ও সৎপ্রতিগ্রহলব্ধ। ৮৯। ক্ষত্রিয়ের বৈশেষিক ধনও ত্রিবিধ জানিবে। করলব্ধ, দণ্ডলব্ধ ও জয়লব্ধ। ৯০। এইরূপ বৈশ্যের বৈশেষিক ধনও তিন প্রকার জানিবে; কৃষিপ্রাপ্ত, গোপালনলব্ধ ও বাণিজ্যপ্রাপ্ত। শূদ্রের কেবল একবিধ ধনই বৈশেষিক। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহাদিগের অনুগ্রহে শূদ্রেরা যে ধনলাভ করে, তাহাই শূদ্রের ধন। ৯১। যদি ব্রাহ্মণ আপৎকালে কুষীদ, কৃষি অথবা বাণিজ্য করে, তাহাতে সেই ব্রাহ্মণের পাপ স্পর্শ হইবে না। ৯২। মুনিগণ মনুষ্যের জীবনোপায়ের নিমিত্ত অনেক বৃত্তি নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে কুষীদবৃত্তিই শ্রেষ্ঠ। ৯৩। অনাবৃষ্টি, রাজভয় ও মূষিকাদির উপদ্রব এই সকল কৃষিকার্য্যাদিতে বাধা আছে, কিন্তু কুষীদবৃত্তিতে এই সকল উপদ্রব নাই। ৯৪। পণ্যোপজীবীদিগকে নানাদেশে গমন করিয়া ধনোপার্জ্জন করিতে হয়, কিন্তু কুষীদবৃত্তিজীবীরা গৃহে অবস্থিতি করিয়াই ধনার্জ্জন করিতে পারে। ৯৫। ব্রাহ্মণাদিরা স্ব স্ব বৃত্তিদ্বারা ধনলাভ করিয়া পিতৃগণ, দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিবে। তাহাহইলেই পিতৃগণ প্রভৃতিরা সন্তুষ্ট হইয়া বৃত্তিপ্রভৃতির দোষশান্তি করেন। ৯৬। কৃষক ব্যক্তি অন্নপানাদি, যান, শয্যা, আসন, পশু ও স্বর্ণাদি এই সকল রাজাকে প্রদান করিবে। ৯৭। বিদ্যা, শিল্প,

বিপণিঃ কৃষিঃ। মুক্তির্ভৈক্ষ্যং কুসীদঞ্চ দশ জীবনহেতবঃ॥ ৯৮॥ প্রতিগ্রহার্জ্জিতা বিপ্রে ক্ষত্রিয়ে শস্ত্রনির্জ্জিতাঃ। বৈশ্যে ন্যায়ার্জ্জিতাঃ স্বার্থাঃ শূদ্রে শুশ্রূষয়ার্জ্জিতাঃ॥ ৯৯॥ নদী বহূদকা শাকপর্ণানি চ সমিৎকুশাঃ। আগ্নেয়ো ব্রহ্মঘোষশ্চ বিপ্রাণাং ধনমুত্তমঃ॥ ১০০॥ অযাচিতোপপন্নে তু নাস্তি দোষঃ প্রতিগ্রহেণ অমৃতং তং বিদুর্দেবাস্তস্মাত্তন্নৈব বর্জ্জয়েৎ॥ ১০১॥ গুরুদ্রব্যাংশ্চোজ্জিহীর্ষুর্মার্চ্চয়ন্ দেবতাতিথীন্। সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্লীয়াদ্যত্তু তৃপ্যেৎ স্বয়ং ততঃ॥ ১০২॥ সাধুতঃ প্রতিগৃহ্লীয়াদথবাসাধুতো দ্বিজঃ। গুণবানল্পদোষশ্চ নিগুণো হি নিমজ্জতি॥ ১০৩॥ এবন্তুকরবৃত্ত্যা বা কৃত্বাভরণমাত্মনঃ। কুর্য্যাদ্বিশুদ্ধিং পরতঃ প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজোত্তমঃ॥ ১০৪॥ চতুর্থে চ তথা ভাগে স্নানার্থং মৃদমাহরেৎ। তিলপুষ্পকুশাদীনি স্নানঞ্চাকৃত্রিমে জলে॥ ১০৫॥ নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ক্রিয়াঙ্গং মলকর্ষণং। মার্জ্জনাচমাবগাহাশ্চাষ্টস্নানং প্রকীর্ত্তিতং॥ ১০৬॥ অস্নাতস্তু পুমান্নার্হো জপাগ্নিহবনাদিষু। প্রাতঃস্নানং তদর্থন্তু নিত্যস্নানং প্রকীর্ত্তিতং॥ ১০৭॥ চাণ্ডালশববিষ্ঠাদ্যান্ স্পৃষ্ট্বা স্নানং রজস্বলাং। স্নানার্হস্তু যদা স্নাতি স্নানং নৈমিত্তিকং হি তৎ॥ ১০৮॥ পুষ্যস্নানাদিকং স্নানং দৈবজ্ঞবিধিচোদিতং। তদ্ধি কাম্যং সমুদ্দিষ্টং নাকামস্তৎ প্রযোজয়েৎ॥ ১০৯॥ জপ্তুকামঃ পবিত্রাণি অর্চ্চয়ন্ দেবতাতিথীন্। স্নানং সমাচরেদ্যত্তু ক্রিয়াঙ্গং তচ্চ কীর্ত্তিতং॥ ১১০॥ মলাপকর্ষণার্থায় প্রবৃত্তিস্তত্র নান্যথা। সরঃসু দেবখাতেষু তীর্থেষু চ নদীষু চ॥ ১১১॥ স্নানমেব ক্রিয়া যস্মাৎ ক্রিয়াস্নানমতঃপরং। অদ্ভির্মাত্রাণি শুদ্ধ্যন্তি তীর্থস্নানাৎ ফলং লভেৎ॥ ১১২॥ মার্জ্জনামজ্জনৈর্মন্ত্রৈঃ পাপমাশু প্রণশ্যতি। নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চাপি ক্রিয়াঙ্গং মলকর্ষণং।

ভৃতি, সেবা, গোরক্ষা, বাণিজ্য, কৃষিকার্য্য, বৃত্তি, ভিক্ষা ও কুসীদ (সুদগ্রহণ) এই দশবিধ জীবনোপায় জানিবে। ৯৮। বিপ্রগণ প্রতিগ্রহদ্বারা লব্ধ, ক্ষত্রিয়গণ শস্ত্রদ্বারা নির্জ্জিত এবং বৈশ্যগণ ন্যায়ার্জিত ধন গ্রহণ করিবে। শূদ্রগণ বর্ণত্রয়ের সেবা করিয়া ধনোপার্জ্জন করিয়া থাকে। ৯৯। বহুজলপূর্ণ নদী, শাক, পত্র, সমিধ, কুশ, অগ্নি ও ব্রহ্মঘোষ এই সকলই ব্রাহ্মণদিগের উত্তম ধন। ১০০। অযাচিত ধনগ্রহণে দোষ নাই, যাচনা না করিয়া অসৎপ্রতিগ্রহ করিলেও পাপ হইবে না। দেবগণ অযাচিত ধনকে অমৃততুল্য বলিয়া থাকেন, অতএব তাহা কখনও বর্জ্জন করিবে না। ১০১। দেবতা ও অতিথির অর্চ্চনার নিমিত্তও গুরুর দ্রব্য অপহরণ করিবে না, বরং দেবতা ও অতিথির অর্চ্চনার নিমিত্ত সর্ব্বত্র প্রতিগ্রহ করিতে পারে। অর্থাৎ যাহাতে আপনার তৃপ্তি হয়, সেইরূপ প্রতিগ্রহ করিবে। ১০২। ব্রাহ্মণ সদ্ব্যক্তির নিকট প্রতিগ্রহ করিবে; পরন্তু অসৎপ্রতিগ্রহ করিলেও ব্রাহ্মণের দোষ হইবে না; গুণবান্ ব্যক্তির অল্পদোষ থাকিলে তাহা নিমগ্ন হইয়া যায়। ১০৩। উক্তপ্রকার বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। পরে শুদ্ধিকামনায় প্রায়শ্চিত্তাদিদ্বারা দোষক্ষালন করিবে। ১০৪। দিবসের চতুর্থ ভাগে স্নানার্থ মৃত্তিকা আহরণ করিবে, অনন্তর তিল, পুষ্প, কুশাদি আহরণ করিয়া অকৃত্রিম জলে স্নান করিতে হইবে। ১০৫। নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, ক্রিয়াঙ্গ, মলাপকর্ষণ, মার্জ্জন, আচমন ও অবগাহন এই অষ্টপ্রকার স্নান কথিত আছে। ১০৬। অস্নাত ব্যক্তি জপপূজাদি কার্য্যে অনধিকারী, অতএব অবশ্য প্রাতঃস্নান করিবে। ইহাকেই নিত্যস্নান বলিয়া থাকে। ১০৭। চণ্ডাল, শব, বিষ্ঠাদি অশুচিদ্রব্য ও রজস্বলা স্ত্রী এই সকল স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়। এই স্নানই নৈমিত্তিক স্নান বলিয়া অভিহিত হয়। ১০৮। দৈবজ্ঞেরা যে নক্ষত্রযোগে ফলাধিকাপ্রযুক্ত স্নানের বিধি দিয়া থাকেন, সেই সকল যোগস্নানকে কাম্যস্নান বলে, নিষ্কামী ব্যক্তি এই কাম্যস্নান করিবে না। ১০৯। জপহোমাদি করিবার মানসে কিম্বা দেবতা অতিথিপূজনার্থ যে শুদ্ধিস্নান করে, তাহাকেই ক্রিয়াঙ্গস্নান বলা যায়। ১১০। শারীরিক মলাপনয়নার্থ নদী, সরোবর, দেবখাত ও তীর্থাদিতে স্নান করিতে হয়, এই স্নানকে মলাপকর্ষণস্নান কহে। ১১১। যে স্থলে কেবল স্নান করা মাত্রই উদ্দেশ্য, তাহাই ক্রিয়াস্নান। কেবল জলাবগাহনে শুদ্ধি বোধ হইলে তীর্থস্নানের ফললাভ হইয়া থাকে। ১১২। স্নানকালে মার্জ্জন, মজ্জন ও মন্ত্রপাঠ করিলে তৎক্ষণাৎ পাপ বিনাশ হইয়া যায়। নিত্য, নৈমিত্তিক, ক্রিয়াঙ্গ ও মলাপকর্ষণ, এই

তীর্থাভাবে তু কর্ত্তব্যমুষ্ণোদকপরোদকৈঃ ॥ ১১৩ ॥ ভূমিষ্ঠাদুদ্ধৃতং পুণ্যং ততঃ প্রস্রবণাদিকং। ততোপি সারসং পুণ্যং তস্মান্নাদেয়মুচ্যতে ॥ ১১৪ ॥ তীর্থতোয়ং ততঃ পুণ্যং গাঙ্গং পুণ্যন্তু সর্ব্বতঃ। গাঙ্গং পয়ঃ পুনাত্যাশু পাপমামরণান্তিকং ॥ ১১৫ ॥ গয়ায়াঞ্চ কুরুক্ষেত্রে যত্তোয়ং সমুপস্থিতং। তস্মাত্তু গাঙ্গমপরং জানীয়াত্তোয়মুত্তমং ॥ ১১৬ ॥ পুত্রজন্মনি যোগেষু তথা সংক্রমণে রবেঃ। রাহোশ্চ দর্শনে স্নানং প্রশস্তং নিশি নান্যথা। ১১৭ ॥ উষস্যুষসি যৎ স্নানং সন্ধ্যায়ামুদিতে রবৌ। প্রাজাপত্যেন তত্তুল্যং মহাপাতকনাশনং ॥ ১১৮ ॥ যৎফলং দ্বাদশাব্দানি প্রাজাপত্যে কৃতে ভবেৎ। প্রাতঃস্নায়ী তদাপ্নোতি বর্ষেণ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ॥ ১১৯ ॥ য ইচ্ছেদ্বিপুলান্ ভোগাংশ্চন্দ্রসূর্য্যগ্রহোপমান্। প্রাতঃস্নায়ী ভবেন্নিত্যং মাসৌ দ্বৌ মাঘফাল্গুনৌ ॥ ১২০ ॥ যস্তু মাঘং সমাসাদ্য প্রাতঃস্নায়ী হবিষ্যভুক্। অতিপাপং মহাঘোরং মাসাদেব ব্যপোহতি ॥ ১২১ ॥ মাতরং পিতরঞ্চাপি ভ্রাতরং সুহৃদং গুরুং। সমুদ্দিশ্য নিমজ্জেত দ্বাদশাংশং লভেত্তু সঃ ॥ ১২২ ॥ তুষ্যত্যামলকৈর্বিষ্ণুরেকাদশ্যাং বিশেষতঃ। শ্রীকামঃ সর্ব্বদা স্নানং কুর্ব্বীতামলকৈর্নরঃ ॥ সন্তাপঃ কীর্ত্তিরল্পায়ুর্দ্ধনং নিধনমেব চ। আরোগ্যং সর্ব্বকামাপ্তিরভ্যঙ্গাত্তু স্করাদিষু ॥ ১২৪ ॥ উপোষিতস্য ব্রতিনঃ কৃত্তকেশস্য নাপিতৈঃ। তাবৎ শ্রীস্তিষ্ঠতি প্রীতা যাবত্তৈলং ন সংস্পৃশেৎ ॥ ১২৫ ॥ এবং স্নাত্বা পিতৄন্ দেবান্ মনুষ্যাংস্তর্পয়েন্নরঃ। নাভিমাত্রে জলে স্থিত্বা চিন্তয়েদূর্দ্ধমানসঃ ॥ ১২৬ ॥ আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্নন্ত্বপোঞ্জলিং। ত্রীংস্ত্রীনঞ্জলীন্দদ্যাদাকাশে দক্ষিণে তথা ॥ ১২৭ ॥ বসিত্বা বসনং শুষ্কং স্থলস্থাস্তীর্ণবর্হিষি। বিধিজ্ঞাস্তর্পণং কুর্য্যুর্ন পাত্রে ত কদাচন ॥ ১২৮ ॥ যদপাং ক্রূরমাংসাত্তু যদমেধ্যন্তু কিঞ্চন। অশান্তং মলিনং যচ্চ

সকল স্নানকালে তীর্থাদির অভাবে উষ্ণোদকদ্বারা অথবা অপর কোনরূপ পুষ্করিণী প্রভৃতির জলদ্বারা স্নান করিতে হইবে। ১১৩। ভূমিগত জল হইতে উদ্ধৃত জল পবিত্র, উদ্ধৃতজল হইতে প্রস্রবণজল, প্রস্রবণজল হইতে সরোবরগত জল, সরোবরজল হইতে নদীজল, নদীজল হইতে তীর্থজল এবং সর্ব্বপ্রকার তীর্থজলের মধ্যে গঙ্গাজলই পবিত্র। গঙ্গাজল মরণান্তিক পাপ বিনাশ করে। ১১৪—১১৫। গয়া এবং কুরুক্ষেত্রে যে জল বিদ্যমান আছে, তাহাহইতেও গঙ্গাজল উত্তম বলিয়া জানিবে। ১১৬। পুত্রজন্মকালে, যোগসময়ে রবিসংক্রমণকালে, রাহুদর্শনে অর্থাৎ চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণে স্নান প্রশস্ত জানিবে। এই সকল স্নান রাত্রিকালেও করিবে। ১১৭। প্রতিদিন উষাকালে, সন্ধ্যাসময়ে ও সূর্য্যোদয়কালে স্নান করিলে প্রাজাপত্যব্রতের তুল্য ফল হয় এবং মহাপাতক বিনাশ পায়। ১১৮। দ্বাদশবৎসর প্রাজাপত্যব্রতাচরণ করিলে যে ফল হয়, একবৎসর প্রতিদিন শ্রদ্ধান্বিত হইয়া প্রাতঃস্নান করিলে সেই ফল হইয়া থাকে। ১১৯। যিনি চন্দ্রসূর্য্যাদিগ্রহের তুল্য বিপুলভোগ ইচ্ছা করেন, তিনি মাঘ ও ফাল্গুন এই দুই মাস প্রতিদিন প্রাতঃস্নান করিবেন। ১২০। যিনি মাঘমাসে হবিষ্যাশী হইয়া প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করেন, তিনি মাসমধ্যে মহাঘোর অতিপাপ বিনাশ করিতে পারেন। ১২১। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, সুহৃদ অথবা গুরু প্রভৃতিকে উদ্দেশ করিয়া প্রাতঃস্নান করিলে মাতা প্রভৃতি দ্বাদশাংশ ফলভাগী হইয়া থাকেন। ১২২। একাদশীদিনে বিষ্ণুকে আমলকী প্রদান করিলে বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, অতএব শ্রীকামী ব্যক্তি আমলকীদ্বারা প্রাতঃস্নান করিবে। ১২৩। রবিবারে অভ্যঙ্গ করিলে সন্তাপ, সোমবারে কীর্ত্তি, মঙ্গলবারে অল্পায়ু, বুধবারে ধন, বৃহস্পতিবারে নিধন, শুক্রবারে আরোগ্য এবং শনিবারে সর্ব্বকামপ্রাপ্তি হয়। ১২৪। উপবাসব্রতান্তে ক্ষৌর কর্ম্মাবসানে যাবৎ তৈল স্পর্শ না করে, তাবৎ তাহার শরীরে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান থাকে। ১২৫। উক্তপ্রকার স্নান করিয়া দেবতা, পিতৃ ও মনুষ্যদিগের তর্পণ করিবে, অনন্তর নাভিমাত্র জলে অবস্থিত হইয়া ঊর্দ্ধমনে ইষ্টচিন্তা করিবে। ১২৬। হে পিতৃগণ! তোমরা আগমন করিয়া আমার এই জলাঞ্জলিগ্রহণ কর। এই বলিয়া ঊর্দ্ধমুখে দক্ষিণভাগে তিন তিন অঞ্জলি জল দিতে হইবে। ১২৭। অনন্তর শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিয়া স্থলে উত্তীর্ণ হইবে, পরে কুশাদি আসনে উপবেশনে করিয়া তর্পণ করিবে। ১২৮। জলেতে যে ক্রূরমাংসাদি দোষ আছে, যাহা কিছু অপবিত্র দ্রব্য আছে এবং মালিন্যাদিদোষে যে জল

তৎসর্ব্বমপগচ্ছতু ॥ ১২৯ ॥ গৃহীত্বানেন মন্ত্রেণ তোয়ং সব্যেন পাণিনা। প্রক্ষিপেদ্দিশি নৈঋত্যাং রক্ষোপহতয়ে তু তৎ ॥ ১৩০ ॥ নিষিদ্ধভক্ষণাদ্যস্ত পাপাদ্যচ্চ প্রতিগ্রহং। দুষ্কৃতং যচ্চ মে কিঞ্চিদ্বাঙ্মনঃকায়কর্ম্মভিঃ ॥ ১৩১ ॥ পুনাতু মে তদিন্দ্রস্ত বরুণঃ সবৃহস্পতিঃ। সবিতা চ ভগশ্চৈব মুনয়ঃ সনকাদয়ঃ ॥ ১৩২ ॥ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎস্তৃপ্যন্ত্বিতি ব্রুবন্। ক্ষিপেৎপয়োঽঞ্জলীংস্ত্রীংস্তু কুর্ব্বন্ সংক্ষেপতর্পণং ॥ ১৩৩ ॥ সুরাণামর্চ্চনং কুর্য্যাদ্ ব্রহ্মাদীনামমৎসরী। ব্রাহ্মবৈষ্ণবরৌদ্রৈশ্চ সাবিত্রৈর্মৈত্রবারুণৈঃ ॥ ১৩৪ ॥ তল্লিঙ্গৈরর্চ্চয়েন্মন্ত্রৈঃ সর্ব্বদেবান্নমস্য চ। নমস্কারেণ পুষ্পাণি বিন্যসেত্তু পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৩৫ ॥ সর্ব্বদেবময়ং বিষ্ণুং ভাস্করঞ্চাথ চার্চ্চয়েৎ। দদ্যাৎ পুরুষসূক্তেন যঃ পুষ্পাণ্যপ এব বা ॥১৩৬॥ অর্চ্চিতং স্যাজ্জগদিদং তেন সর্ব্বং চরাচরং। অন্যৈশ্চ তান্ত্রিকৈর্ম্মন্ত্রৈঃ পূজয়েচ্চ জনার্দ্দনং ॥ ১৩৭ ॥ আদাবর্ঘ্যং প্রদাতব্যং ততঃ পশ্চাদ্বিলেপনং। ততঃ পুষ্পাঞ্জলিং ধূপং উপহারফলানি চ ॥ ১৩৮ ॥ স্নানমন্ত্রজলে চৈব মার্জ্জনাচমনন্তথা। জলাভিমন্ত্রণং যচ্চ তীর্থস্য পরিকল্পনং। অঘমর্ষণসূক্তেন ত্রিবারন্ত্বেব নিত্যশঃ ॥ ১৩৯ ॥ স্নানে চরিতমিত্যেতৎ সমুদ্দিষ্টং মহাত্মভিঃ। ব্রহ্মক্ষত্রবিশাঞ্চৈব মন্ত্রবৎ স্নানমিষ্যতে। তুষ্ণীমেব তু শূদ্রস্য সনমস্কারকং স্মৃতং ॥ ১৪০ ॥ অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং। হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনং ॥ ১৪১ ॥ গবাং গোষ্ঠে দশগুণং অগ্ন্যাগারে শতাধিকং। সিদ্ধক্ষেত্রেষু তীর্থেষু দেবতায়তনেষু চ। সহস্রশতকোটীনামনন্তং বিষ্ণুসন্নিধৌ ॥ ১৪২ ॥ পঞ্চমে চ তথা ভাগে সম্বিভাগো যথার্থতঃ। পিতৃদেবমনুষ্যাণাং কোটীনাঞ্চোপদিশ্যতে ॥ ১৪৩ ॥ ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদায়াগ্রং যঃ সুহৃদ্ভিঃ সহাশ্নুতে। স প্রেত্য লভতে স্বর্গমন্নদানং সমাচরন্ ॥ ১৪৪ ॥ পূর্ব্বং মধুরমশ্নীয়াৎ লবণাম্লৌ চ মধ্যতঃ। কটুতিক্তকষায়াংশ্চ পশ্চাচ্চৈব তথান্ততঃ ॥১৪৫॥

দূষিত হইয়াছে, সেই সকল বিদূরিত হউক, এই মন্ত্র পঠপূর্ব্বক দক্ষিণহস্তদ্বারা নৈঋতদিকে কিঞ্চিৎ জল নিক্ষেপ করিবে। ইহাতে রাক্ষসাদি অপহৃত হয়। ১২৯-১৩০। নিষিদ্ধদ্রব্য ভক্ষণজন্য, অসৎপ্রতিগ্রহভব এবং বাঙ্মনঃকায়কর্ম্মজনিত যে কিছু দুষ্কৃত আমার শরীরে বিদ্যমান আছে, সেই সমুদায় পাপ হইতে ইন্দ্র, বরুণ, বৃহস্পতি, সবিতা, ভগ এবং সনকাদি মুনিগণ আমাকে পবিত্র করুন এবং আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জগৎ পরিতৃপ্ত হউক, এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে তিন অঞ্জলি জল নিক্ষেপ করিবে। ইহাই সংক্ষেপতর্পণ জানিবে।১৩১-১৩৩। অনন্তর ব্রাহ্মণ ভক্তিযুক্ত হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণের অর্চ্চনা করিবে। ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব, রৌদ্র, সাবিত্র, মৈত্র ও বারুণমন্ত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, সবিতা, মিত্র ও বরুণদেবের অর্চ্চনা করিয়া উক্ত দেবসকলকে নমস্কার করিবে। নমস্কারকালে পৃথক্ পৃথক্ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে হইবে। ১৩৪-১৩৫। সর্ব্বদেবময় বিষ্ণু এবং ভাস্করের অর্চ্চনা করিয়া যে ব্যক্তি পুরুষসূক্তমন্ত্রে পুষ্প ও জলপ্রদান করেন, তিনি সচরাচর জগতের অর্চ্চনাজনিত ফললাভ করিয়া থাকেন। অনন্তর অন্যান্য তান্ত্রিকমন্ত্রে জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিতে হইবে। আদিতে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া বিলেপন, পুষ্পাঞ্জলি, ধূপ ও ফলাদি উপহার প্রদান করিবে। ১৩৬-১৩৮। অন্তর্জলে স্নান, মার্জ্জনা, আচমন, জলাভিমন্ত্রণ, তীর্থাবাহন ও অঘমর্ষণ এই সকল কার্য্য প্রতিদিন তিনবার করিতে হইবে। ১৩৯। মহাত্মা মুনিগণ উক্তপ্রকারে স্নানবিধি নিরূপণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের উক্তরূপ মন্ত্রস্নান কথিত আছে। শূদ্রগণ স্নানকালে কোন মন্ত্র পাঠ করিবে না। কেবল স্নানান্তে নমস্কার করিবে, ইহাই শূদ্রের পক্ষে বিধি। ১৪০। অধ্যাপন, ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, তর্পণ, হোম, দৈববলি, ভৌতবলি, মানুষযজ্ঞ, অতিথিপূজা, এই সকল কার্য্য গোষ্ঠস্থানে আচরণ করিলে দশগুণ, অগ্নিগৃহে শতগুণ, সিদ্ধক্ষেত্রে, তীর্থে ও দেবমন্দিরে সহস্রগুণ এবং বিষ্ণুসন্নিধানে উক্ত কার্য্য সকল অনুষ্ঠিত হইলে অনন্তফল হইয়া থাকে। ১৪১-১৪২। দিবসের পঞ্চমভাগে যথাযোগ্য সম্বিভাগ করিয়া পিতৃগণ, দেবগণ ও মনুষ্যগণকে ভোজ্যপ্রদান করত অগ্রে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া যিনি সুহৃদ্বর্গের সহিত ভোজন করেন, তিনি পরলোকে গমন করিয়া স্বর্গপুরে বসতি করিতে থাকেন। ১৪৩-১৪৪। ভোজনের পূর্ব্বে মধুরদ্রব্য ভক্ষণ করিবে, মধ্যভাগে লবণাম্ল

শাকঞ্চ রাত্রিভু অষ্টমতৃণ্যমুঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ। নচৈকরসসেবায়াং প্রসজ্যেত কদাচন॥ ১৪৬॥ অমৃতং ব্রাহ্মণস্যান্নং ক্ষত্রিয়ান্নং পয়ঃ স্মৃতং। বৈশ্যস্য চান্নমেবান্নং শূদ্রান্নং রুধিরং স্মৃতং॥ ১৪৭॥ অমাবাসী বসেদ্যত্র একহায়নমেব বা। তত্র শ্রীশ্চৈব লক্ষ্মীশ্চ বসতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৪৮॥ উদরে গার্হপত্যাগ্নিঃ পৃষ্ঠদেশে তু দক্ষিণঃ। আস্যে আহবনীয়োঽগ্নিঃ সত্যে সর্ব্বঞ্চ মূর্দ্ধনি॥ ১৪৯॥ যঃ পঞ্চাগ্নীনিমান্ বেদ আহিতাগ্নিঃ স উচ্যতে। শরীরমাপঃ সোমঞ্চ বিবিধঞ্চান্নমুচ্যতে॥ ১৫০॥ প্রাণো হ্যগ্নিস্তথাদিত্যাস্ত্রিভোক্তা একএব তু। অন্নং বলায় মে ভূমেরপামগ্ন্যনিলস্য চ॥ ১৫১॥ ভবত্যেতৎ পরিণতৌ সমাপ্তব্যাহতং সুখং। হস্তেন পরিমার্জ্জ্যাথ কুর্য্যাত্তাম্বূলভক্ষণং॥ ১৫২॥ শ্রবণঞ্চেতিহাসস্য তৎ কুর্য্যাৎ সুসমাহিতঃ। ইতিহাসপুরাণাদ্যৈঃ ষষ্ঠসপ্তমকে নয়েৎ॥ ১৫৩॥ ততঃ সন্ধ্যামুপাসীত স্নাত্বা বৈ পশ্চিমাং নরঃ। এতদ্বা দিবসে প্রোক্তমনুষ্ঠানং ময়া দ্বিজ॥ ১৫৪॥ আচারং যঃ পঠেদ্দ্বিজ শৃণুয়াৎ স দিবং ব্রজেৎ। আচারাদিধর্ম্মকর্ত্তা কেশবং বিদ্ধি হে দ্বিজ॥ ১৫৫॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে পঞ্চাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ষড়ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ॥ ১॥ অথ স্নানবিধিং বক্ষ্যে স্নানমূলাঃ ক্রিয়া যতঃ। মৃদ্গোময়তিলান্ দর্ভান্ পুষ্পাণি সুরভীণি চ॥ ২॥ আহরেৎ স্নানকালে চ স্নানার্থী প্রযতঃ শুচিঃ। গন্ধোদকান্তং বিবিক্তং স্থাপয়িত্বাথ ক্ষিতৌ॥ ৩॥ ত্রিধা কৃত্বা মৃদন্তাস্তু গোময়ঞ্চ বিচক্ষণঃ। অদ্ভির্মৃদ্ভিশ্চ চরণৌ প্রক্ষাল্যাথ করৌ তথা॥ ৪॥ উপবীতী বদ্ধশিখঃ সম্যগাচম্য বাগ্যতঃ। উরুং রাজেত্যৃচা তোয়মুপস্থায় প্রদক্ষিণং॥ ৫॥ আবর্ত্তয়েত্তদুদকং যেতেশতমৃতিত্যৃচা। ওঁ উরুং

কটু, তিক্ত ও কষায়দ্রব্য ভক্ষণ করা বিধেয়। অবসানকালে জলপান করিতে হইবে। ১৪৫। পর্য্যুষিত শাক ও অতিশীতল বস্তু ভক্ষণ করিবে না। সর্ব্বদা একরসান্বিত বস্তু ভক্ষণও নিষিদ্ধ বলিয়া জানিবে। ১৪৬। ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃততুল্য, ক্ষত্রিয়ান্ন দুগ্ধস্বরূপ, বৈশ্যের অন্ন অন্নবৎ এবং শূদ্রান্ন রুধিরতুল্য জ্ঞান করিবে। ১৪৭। যে ব্যক্তি একবৎসর পর্য্যন্ত অমাবস্যাদিবসে কিছুই আহার করেন না, তাঁহাতে শ্রী ও লক্ষ্মী নিশ্চল হইয়া বাস করেন। ১৪৮। উদরে গার্হপত্যাগ্নি, পৃষ্ঠে দক্ষিণাগ্নি, মুখে আহবনীয়াগ্নি মস্তকে সত্য ও সর্ব্বাগ্নি অবস্থিত আছে। যিনি উক্তপ্রকারে পঞ্চাগ্নি জানেন, তাঁহাকে আহিতাগ্নি বলা যায়। শরীর, জল ও সোম ইহাদিগকে বিবিধ অন্ন বলিয়া থাকে। ১৪৯—১৫০। প্রাণ, অগ্নি ও আদিত্য এই তিনের ভোক্তাই এক। ভূমি, জল, অগ্নি ও অনিল এই সকলেরই বল অন্ন ১৫১। অন্ন ভোজন করিয়া পরিপাক করিতে পারিলেই অব্যাহত সুখ হইয়া থাকে। ভোজনান্তে হস্তদ্বারা মুখমার্জ্জন করিয়া তাম্বূল ভক্ষণ করিবে। ১৫২। দিবসের ষষ্ঠ ও সপ্তম ভাগে সুসমাহিতচিত্তে ইতিহাস ও পুরাণাদি শ্রবণ করিয়া কালযাপন করিবে। ১৫৩। অনন্তর অষ্টম ভাগে স্নান করিয়া পশ্চিমা সন্ধ্যার উপাসনা করিতে হইবে। এইরূপ দিবসের অনুষ্ঠান উক্ত হইল। ১৫৪। যে ব্যক্তি এই দিবসের কর্ত্তব্য আচার পাঠ করে, অথবা শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তির স্বর্গপুরে গমন হইয়া থাকে। হে দ্বিজ! কেশবই এই সকল আচারাদি ধর্ম্মের কর্ত্তা। ১৫৫।

ষড়ধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন, অনন্তর স্নানবিধি বলিতেছি। যেহেতু সমস্ত ক্রিয়াই স্নানমূলক, অর্থাৎ স্নান ব্যতিরেকে কোন ক্রিয়াই সফল হইতে পারে না। স্নানার্থী ব্যক্তি সংযত ও শুচি হইয়া মৃত্তিকা, গোময়, তিল, দর্ভ, সুরভিপুষ্প এই সকল দ্রব্য স্নানকালে আহরণ করিবে। প্রথমত কোন নির্জ্জনস্থানে গন্ধোদকান্ত দ্রব্য সকল স্থাপন করিয়া রাখিবে। ১—৩। পূর্ব্ব আহৃত মৃত্তিকা ও গোময় ত্রিধা বিভক্ত করিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তি মৃত্তিকা ও জলদ্বারা পাদদ্বয় ও করদ্বয় প্রক্ষালন করিবে। ৪। অনন্তর বামস্কন্ধে উত্তরীয় রাখিয়া শিখাবন্ধনপূর্ব্বক সম্যক্ আচার সহকারে বাক্যসংযমন করত উরুং রাজা ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণ-

রাজা বরুণশ্চকার সূর্য্যায় পন্থামন্বেতবা উ অপদে পাদা প্রতিধাতবে চ বক্তারস্তাহৃদয়াবিধশ্চিৎ । নমো বরুণায়াভিষ্ঠিতো বরুণস্য পাশঃ বরুণায় নমঃ ॥ ৬ ॥ ওঁ যেতেশতং বরুণায় সহস্রং যজ্ঞীয়াঃ পাশা বিততা মহান্তস্তেভির্নো অদ্য সবিতোত বিষ্ণুর্বিশ্বে মুঞ্চন্তু মরুতঃ স্বর্কাঃ স্বাহা । সুমিত্রিয়ান ইত্যপোঞ্জলিমাকৃত্যোচ্চরেণ তোয়ং পশ্চাদ্বিরাজ্য চৈব বিনিক্ষিপেৎ । ওঁ সুমিত্রিয়ান আপ ওষধয়ঃ সন্তু দুর্ম্মিত্রিয়াস্তস্মৈ সন্তু যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যঞ্চ বয়ংদ্বিষ্মঃ । পাদৌ জঙ্ঘে কটিশ্চৈব পূর্ব্বমৃত্তিস্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ ॥ ৭ ॥ প্রক্ষাল্য হস্তাবাচম্য নমস্কৃত্য জলস্তুতঃ । ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুলে ॥ ৮ ॥ মহাব্যাহৃতিভিঃ পশ্চাদাচামেৎ প্রয়তোঽপি সন্ । মার্জ্জয়েদ্বৈ মৃদাঙ্গানি ইদং বিষ্ণুরিতিত্যৃচা ॥ ৯ ॥ ভাস্করাভিমুখো মজ্জেদাপো অস্মানিতিত্যৃচা । ওঁ আপো অস্মান্মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু ঘৃতেন নো ঘৃতপঃ পুনন্তু । বিশ্বং হি রিপ্রং প্রবহন্তি দেবী রুদিভ্যাঃ শুচিরা পূত এমি ॥ ১০ ॥ ততোঽবমৃষ্য পাত্রাণি নিমজ্জ্যোন্মজ্জ্য বৈ শনৈঃ । গোময়েন বিলিপ্যাথ মানস্তোক-ইতিত্যৃচা । ওঁ মানস্তোকে তনয়ে মান আয়ুষিমানো গোষুমানো অশ্বেষুরীরিষঃ । মানোবীরান্মানো রুদ্রভামি-নোবধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিত্বা হবামহে ॥ ১১ ॥ ততোঽভিষিঞ্চেন্মন্ত্রৈস্তু বারুণৈস্তু যথাক্রমং । ইমম্মেবরুণে ত্বাঞ্চাং ত্বন্নঃ সত্বন্ন ইত্যপি । আপো ত্বমসীতি চ মুঞ্চন্তুবরুণেতি চ । ওঁ ইমম্মেবরুণশ্রুধীহবমদ্যা চ মৃড়য় । ওঁ তত্বাযামি ব্রহ্মণা বন্দমানস্তদাশাস্তে যজমানো হবির্ভিঃ । অহেড়মানো বরুণে হবোধ্যুরুশংস মানআয়ুঃ প্রমোষীঃ । ওঁ ত্বন্নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেড়ো অবযাসিসীষ্ঠাঃ যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ । সোশুচানো বিশ্বাদ্বেষাংসি প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ স্বাহা । ওঁ সত্বন্নো অগ্নেবমো ভবতী নেদিষ্ঠো অস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ । অবযক্ষ্ম নো বরুণং ররাণো বীহিমৃড়ীকং সুহবোনএধি । ওঁ আপো নৌষধি হিংসার্দ্ধম্নো রাজংস্ততো বরুণো নোমুঞ্চ যদাহুরঘ্ন্যা ইতি । ওঁ বরুণেতি শপামহে ততো বরুণনোং মুঞ্চ ওঁ উদুত্তমং বরুণপাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায় অথাবয়মাদিত্যব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম । মুঞ্চন্তু মাম্ পথ্যাদ্বরুণস্য ত্বং । অহো যমস্য পড্বীসানঃ সর্ব্বস্মাদ্দেব কিল্বিষাৎ । অবভৃথনিচং পুনর্ন্নিচেরুসি নিচুং প্রস্নঃ । অবদেবৈর্দ্দেবকৃতা মনোযাসিসমবমর্ত্যো কৃতং পুরুরাব্‌ণো দেবরিষস্পাহী ॥ ১২ ॥ অভিষিচ্য তথাত্মানং নিমজ্জ্যাচম্য বৈ পুনঃ । দর্ভেণ পাবয়েম্মন্ত্রৈস্ত্ররলিঙ্গৈঃ পাবনৈরিমৈঃ । আপোহিষ্ঠেতি তিসৃভিরিদমাপো হবিষ্মতীঃ । দেবীরাপ ইতি দ্বাভ্যাং আপো দেবা ইতিত্যৃচা । দ্রুপদাদিব ইতি চ সম্নো দেবীরপাং রসঃ । আপো দেবীঃ প্রাবমান্যঃ পুনঃ স্বাদ্যা ত্যৃচো নব । চিৎপতির্ম্মেতি চ শনৈঃ প্লাব্যাত্মানং সমাহিতঃ । হিরণ্যবর্ণা-ইতি চ পাবমন্যস্তথা পরাঃ । তরৎ

ভাগে জলস্থাপন করিবে । ৫ । পরে যেতে শতং ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সেই জল আবর্ত্তন করিবে । পরে উরুং রাজা ইত্যাদি মন্ত্রে বরুণের নমস্কার করিবে । ৬ । অনন্তর যেতে শতং ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় পাঠপূর্ব্বক পাদদ্বয়ে, জঙ্ঘায় ও কটিতে মৃত্তিকাদ্বারা তিন তিনবার মার্জ্জন করিতে হইবে । ৭ । পরে হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া আচমনপূর্ব্বক জলের নমস্কার করিবে । অনন্তর ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে । ৮ । অনন্তর সংযতচিত্ত হইয়া ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা এই মহাব্যাহৃতি মন্ত্রে আচমনপূর্ব্বক ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ইত্যাদি মন্ত্রে মৃত্তিকাদ্বারা অঙ্গমার্জ্জন করিবে । ৯ । পরে সূর্য্যাভিমুখ হইয়া আপো অস্মান্ ইত্যাদি মন্ত্রে জলে নিমগ্ন হইবে । ১০ । অনন্তর পাত্রাবমর্ষণ করিয়া পুনঃপুনঃ নিমজ্জন স্নান করিতে হইবে । পরে মানস্তোকে ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া গোময়দ্বারা অঙ্গলেপন করিবে । ১১ । ইমম্মে ইত্যাদি বরুণমন্ত্রে যথাক্রমে স্বীয় মস্তকে অভিষেক করিতে হইবে । বারুণ মন্ত্রসকল মূলে লিখিত আছে । ১২ । পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে আত্মাকে অভিষেক করিয়া নিমজ্জন করিবে, পরে পুনর্ব্বার আচমন করিয়া দর্ভদ্বারা আপোহিষ্ঠা, ময়ো ভুবঃ ইত্যাদি মন্ত্রে মস্তকে জলসেক করিতে হইবে । আপোহিষ্ঠা ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় ইদমাপোহবিষ্মতী ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়, আপোদেবা ইত্যাদি, দ্রুপদাদিব ইত্যাদি, শন্নোদেবী ইত্যাদি মন্ত্রে জলসেক করিয়া

সামাশুদ্ধবত্যঃ পবিত্রাণি চ শক্তিতঃ। বারুণ্যা বহবঃ পুণ্যাঃ শক্তিতঃ সংপ্রযোজয়েৎ ॥ ১৩ ॥ ওঁকারেণ ব্যাহৃতিভির্গায়ত্র্যা চ সমন্বিতঃ। আদাবন্তে চ কুর্ব্বীত অভিষেকং যথাক্রমং ॥ ১৪ ॥ জলমধ্যস্থিতস্যৈব মার্জ্জনন্তু বিধীয়তে। অন্তর্জ্জলে জপেন্মন্ত্রং ত্রিঃ কৃত্বা অঘমর্ষণং ॥ ১৫ ॥ দ্রুপদাদ্যাত্রিরাবর্ত্তেদয়ং গৌরিতি চ ত্র্যচং। অন্যাংশ্চৈব তু মন্ত্রান্ বা স্মৃতিদৃষ্টান্ সমাহিতঃ ॥ ১৬ ॥ সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং বা জপেদ্বুধঃ ॥ ১৬ ॥ আবর্ত্তয়েদ্বা প্রণবং স্মরেদ্বা বিষ্ণুমব্যয়ং ॥ ১৭ ॥ বিষ্ণোরায়তনং আপঃ স এবাপ্পতিরুচ্যতে। তস্যৈবং তমবস্থেতস্তস্মাত্তং হৃপ্যচ-সংস্মরেৎ ॥ ১৮ ॥ তদ্বিষ্ণোরিতিমন্ত্রেণ নিমজ্জ্যাপ্সু পুনঃ পুনঃ। গায়ত্রী বৈষ্ণবী হ্যেষা বিষ্ণোঃ সংস্মরণায় বৈ ॥ ১৯ ॥ ওঁ ইদমাপ প্রবহতা স্বং মলং কাললোহিতং। যথা ত্বহোত্রামৃতং যচ্চ শোকে অভীষণং। আপোমাতস্মাদেনসঃ পাবমানশ্চ মুঞ্চতু হবিষ্মতী বিনা আপোহবিস্মাং আবিরাসতি। হাবিষ্মাহন্দেব অস্মুরো হবিষ্মান্ অস্ত স্মুর্য্যঃ। দেবীরাপো অপাপত্ন্যা যশ্চ উর্ম্মির্হবিষ্যঃ ইন্দ্রিয়বান্মাদিত্যান্তরঃ তং দেবেভ্যো দেবতা দাভুশুক্রলেভ্যঃ তেষাং ভাগকর্ম্মিবসিসমুদ্রস্য দক্ষিণ্যাগ্রয়াসিমেনাপোগ্রর্ভিরশ্বতমোবাঃ। আপো দেবী মধুমতীরগৃহ্ণন্ত হ্যমতী রাজস্বতিলাঃ। যাভির্ম্মিত্রাবরুণস্য সিঞ্চয়াভিরিন্দ্রমনয়ত্যন্নবাভীবত্রুপদাং সম্নো দেবী অপামস্কৃক্দ্বয়সংস্মূর্য্যে সন্তং সমাহিতং অপাং রসস্য যো রস্য যো গৃহ্লাম্যুত্তমং। আপো দেবীরুপর্য্যু মধুমতী বয়স্যা য প্রজাভ্যঃ তাসামাস্থানাত্বর্জ্জিহত্তামোষধয়ঃ সাপিপ্পলাঃ। পুনন্তু মা পিতরঃ সৌম্যাসঃ পুনন্তুনাপি পিতা সহসাঃ পরিত্রেণ গতায়ুষা। পুনন্তু মা পিতামহাঃ পুনন্তু প্রপিতামহাঃ পবিত্রেণ গতায়ুষা বিশ্বমায়ুর্ব্যা বৈষ্ণবৈঃ। অগ্নআয়ুষি পরসস্বাশ্চরোর্জ্জমষঞ্চ ত্বচে বাবস্বত্বচ্ছুনাং। পুনন্তু মা দেবজনাঃ পুনন্তু মাং মাসাধিযঃ পুনন্তু বিশ্বা ভূতানি জাতবেদ পুনীহি মাং। পবিত্রেণ পুনীহি মা শুক্রেণ দেবদী অগ্নে কৃত্বা ক্রতুধন্বঃ। যত্তে পবিত্র মর্চ্চিষ্যগ্নে বিততমন্তরাব্রহ্ম তেন পুনাতুমা। পরমানঃ সোদ্যনঃ পবিত্রেণ বিচাষণীর পোতা মা পুনাতু মা। উভাভ্যাং দেবসবিতঃ পবিত্রেণ বসেন চ মাং খনীবিশ্বতঃ। বৈশ্বদেবী পুনতা দেব্যা গৃভ্নাস্যামিসাবিক্ষ্যন্তাম্নোবীত পূজ্যাঃ। তময়াদন্তস্বধমাদেষু বয়ং স্যামপতয়োরয়ীণাং। চিৎপতির্ম্মাপুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ সূর্য্যস্যরশ্মিভিঃ। তস্য তে পবিত্র পূতস্য সংকামঃ। প্রণিতচ্ছকেয়ং দেবো বাকুপতির্ম্মাসবিতা ত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ। তস্য তে পবিত্রপতে পবিত্রপূতস্য যৎ কামঃ। পুনস্তচ্ছকেয়ং ঘুপতিং অয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীসদশশতং মাতরং পুনঃ পিতরঞ্চ প্রয়স্মঃ। দেবো মা সবিতা পুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ। তস্য তে পবিত্রপতে পবিত্রপূতস্য যৎকামঃ পুনাতচ্ছকেয়ং ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি শূরয়ঃ। দিবীবচক্ষুরাততঃ ॥ ২০ ॥ স্নাত্বৈবং বাসসী ধৌতে অচ্ছিন্নে পরিধায় চ। প্রক্ষাল্য চ মৃদা-

---

হিরণ্যবর্ণা ইত্যাদি মন্ত্রে ও পাবমানী সূক্তমন্ত্রে জলসেক করিতে হইবে। পরে শুদ্ধবতী সূক্ত ও অন্যান্য বারুণমন্ত্রে যথাশক্তি জলসেক করিবে। ১৩। উক্ত মন্ত্রস্নান সকলের আদিতে ও অন্তে ওঙ্কার ও ব্যাহৃতিসমন্বিত গায়ত্রী পাঠ করিয়া পূর্ব্ববৎ দর্ভদ্বারা জলসেক করিতে হইবে। ১৪। জলমধ্যে অবস্থিত হইয়াই মার্জ্জন করা বিধেয় এবং জলমধ্যেই মন্ত্রস্নান করিয়া তিনবার অঘমর্ষণ করিতে হইবে। ১৫। পরে দ্রুপদাদা মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া অয়ং গৌঃ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে সমাহিত হইয়া অন্যান্য স্মৃতিদৃষ্ট মন্ত্র সকল পাঠ করিবে। ১৬। অনন্তর সব্যাহৃতি ও সপ্রণবা গায়ত্রী জপ করিয়া প্রণবাবৃত্তি করত অব্যয় বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে। ১৭। জলই বিষ্ণুর আয়তন এবং সেই বিষ্ণুই জলের অধিপতি। অতএব জলই বিষ্ণুস্বরূপ, এই নিমিত্ত জলরূপে বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ইত্যাদি মন্ত্রে পুনঃ পুনঃ মজ্জনস্নান করিবে। বৈষ্ণবী গায়ত্রীই বিষ্ণুস্মরণের নিমিত্তস্বরূপ। ১৯। ইদমাপঃ প্রবহত ইত্যাদি মন্ত্রে স্বীয় মলক্ষালন করিতে হইবে। ইদমাপঃ প্রবহত ইত্যাদি মন্ত্রসকল পাঠ করিয়া মলক্ষালনান্তে ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। ২০। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্নানক্রিয়া সমাধান করিয়া ধৌত অচ্ছিন্ন বস্ত্রদ্বয় পরিধানপূর্ব্বক

ত্রিশ্চ হস্তৌ প্রক্ষাল্য বৈ তদা ॥ ২১ ॥ আচান্তে পুনরাচামেৎ মন্ত্রেণ স্নানভোজনে। দ্রুপদঞ্চ ত্রিরাবর্ত্ত্য তথা চৈবাঘমর্ষণং ॥ ২২ ॥ আচম্যাপ্লাব্য চাত্মানং ত্রিরাচম্য শনৈরহুন্। ততোপতিষ্ঠেদাদিত্যমূর্দ্ধ্বে পুষ্পাঞ্জলিঃ ॥ ২৩ ॥ প্রক্ষিপ্যোদকমুদ্ধৃত্য উদৈত্যং চিত্রমিত্যপি। তচ্চক্ষুর্দ্দেব ইতি চ হংসঃ শুচি সদিত্যপি ॥ ২৪ ॥ এতাঞ্জপেদূর্দ্ধ্ববাহুঃ সূর্য্যমীক্ষ্য সমাহিতঃ। গায়ত্রীঞ্চ তথা শক্ত্যা উপস্থায় দিবাকরং ॥ ২৫ ॥ বিভ্রাড়িত্যনুবাকেন সূক্তেন পুরুষস্য চ। শিবসঙ্কল্পেন তথা মণ্ডলব্রাহ্মণেন চ ॥ ২৬ ॥ দিবা কিয়ত্তথা চান্যৈঃ সৌরৈর্ম্মন্ত্রৈশ্চ শক্তিতঃ। জপযজ্ঞস্তু কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বদেবপ্রীতকৈঃ ॥ ২৭ ॥ অধ্যাত্মবিদ্যা বিধিবজ্জপেদ্বা জপসিদ্ধয়ে। সব্যং কৃত্বা ত্রিরাচম্য শ্রিয়ং মেধা ধৃতিং ক্ষিতিং ॥ ২৮ ॥ বাচং বাগীশ্বরং পুষ্টিং তুষ্টিঞ্চ পরিতর্পয়েৎ। উমামরুন্ধতীঞ্চৈব শচীং মাতরমেব চ ॥ ২৯ ॥ জয়াঞ্চ বিজয়াঞ্চৈব সাবিত্রীং শান্তিমেব চ। স্বাহাং স্বধাং ধৃতিঞ্চৈব তথৈবাদিতিমুত্তমং ॥ ৩০ ॥ ঋষিপত্নীশ্চ কন্যাশ্চ তর্পয়েৎ কাম্যদেবতাঃ। সর্ব্বমঙ্গলকামস্তু তর্পয়েৎ সর্ব্বমঙ্গলাং ॥ ৩১ ॥ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যত্বিদং ব্রুবন্। ক্ষিপেদপোঞ্জলীংস্ত্রীংশ্চ কুর্ব্বন্ কাঙ্ক্ষেত তর্পণং ॥ ৩২ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ষড়ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

সপ্তাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ তর্পণং সম্প্রবক্ষ্যামি দেবাদিপিতৃতুষ্টিদং। ওঁ মোদাস্তৃপ্যন্তাং ওঁ প্রমোদাস্তৃপ্যন্তাং ওঁ সুমুখাস্তৃপ্যন্তাং ওঁ দুর্ম্মুখাস্তৃপ্যন্তাং ওঁ বিঘ্নাস্তৃপ্যন্তাং ওঁ বিঘ্নকর্ত্তারস্তৃপ্যন্তাং ওঁ ছন্দাংসি তৃপ্যন্তাং ওঁ বেদাস্তৃপ্যন্তাং ওঁ ওষধয়স্তৃপ্যন্তাং ওঁ সনাতনস্তৃপ্যতাং ওঁ ইতরাচার্য্যাস্তৃপ্যন্তাং ওঁ সম্বৎসরস্সাবয়বাস্তৃপ্যন্তাং ওঁ দেবাস্তৃপ্যন্তাং ওঁ অপ্সরসস্তৃপ্যন্তাং ওঁ দেবান্ধকাস্তৃপ্যন্তাং ওঁ সাগরাস্তৃপ্যন্তাং ওঁ নাগাস্তৃপ্যন্তাং ওঁ পর্ব্বতাস্তৃপ্যন্তাং ওঁ সরিৎমনুষ্যা যক্ষাস্তৃপ্যন্তাং ওঁ রক্ষাংসি তৃপ্যন্তাং ওঁ পিশাচাস্তৃপ্যন্তাং ওঁ সুপর্ণাস্তৃপ্যন্তাং ওঁ ভূতানি তৃপ্যন্তাং ওঁ ভূতগ্রামা চতুর্ব্বিধাস্তৃপ্যন্তাং ওঁ দক্ষস্তৃপ্যতাং ওঁ প্রচেতাস্তৃপ্যতাং ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতাং ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতাং ওঁ অঙ্গিরাস্তৃপ্যতাং

মৃত্তিকা ও জলদ্বারা হস্তপাদ প্রক্ষালন করিবে। ২১। স্নান ও ভোজনকালে একবার আচমন করিয়া পুনর্ব্বার আচমন করিতে হয়। পরে তিনবার দ্রুপদাদিব ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া অঘমর্ষণ করিবে। ২২। আচমনপূর্ব্বক শরীরকে জলদ্বারা আপ্লুত করিয়া তিনবার আচমন করিবে। অনন্তর কৃতপুষ্পাঞ্জলি ও ঊর্দ্ধহস্ত হইয়া আদিত্যোপস্থান করিবে। ২৩। পরে ঊর্দ্ধে জল প্রক্ষেপ করিয়া সমাহিতচিত্তে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সূর্য্য নিরীক্ষণ করত উদৈত্যং ইত্যাদি, চিত্রং দেবানামিত্যাদি, তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং ইত্যাদি এবং হংসঃ শুচি ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপে সূর্য্যোপস্থান করিয়া গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। ২৪—২৫। অনন্তর বিভ্রাড়াদি অনুবাক, পুরুষসূক্ত, শিবসঙ্কল্প মন্ত্র, মণ্ডলব্রাহ্মণাদি সর্ব্বদেবপ্রীতকর অন্যান্য সৌরমন্ত্র পাঠ করিয়া যথাশক্তি জপযজ্ঞ করিতে হইবে। ২৬—২৭। পরে জপসিদ্ধিকামনায় বিধিবৎ অধ্যাত্মবিদ্যা জপ করিবে এবং বারত্রয় আচমন করিয়া শ্রী, মেধা, ধৃতি, ক্ষিতি, বাক, বাগীশ্বর, পুষ্টি, তুষ্টি, উমা, অরুন্ধতী, শচী, মাতৃগণ, জয়া, বিজয়া, সাবিত্রী, শান্তি, স্বাহা, স্বধা, ধৃতি, অদিতি, ঋষিপত্নী, ঋষিকন্যা ও অন্যান্য কাম্যদেবতা এই সকলের তর্পণ করিবে। পরে সর্ব্বমঙ্গলকামনায় সর্ব্বমঙ্গলার তর্পণ করিতে হইবে। ২৮—৩১। অনন্তর আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু এই মন্ত্রে তিন অঞ্জলি জলক্ষেপণ করিয়া অভিলষিত তর্পণক্রিয়া সমাপন করিবে। ৩২।

সপ্তাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন, অনন্তর তর্পণবিধি বর্ণন করিব, এই বিধি অনুসারে তর্পণ করিলে দেবগণ ও পিতৃগণের তুষ্টি হইয়া থাকে। প্রথমতঃ ওঁ মোদাস্তৃপ্যন্তাং ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে এক এক অঞ্জলি জলপ্রদান করিবে। ১—২। অনন্তর যজ্ঞোপবীত

ওঁ পুলস্ত্যস্তৃপ্যতাং ওঁ পুলহস্তৃপ্যতাং ওঁ ক্রতুস্তৃপ্যতাং ওঁ নারদস্তৃপ্যতাং ওঁ ভৃগুস্তৃপ্যতাং ওঁ বিশ্বামিত্রস্তৃপ্যতাং ওঁ কশ্যপস্তৃপ্যতাং ওঁ যমদগ্নিস্তৃপ্যতাং ওঁ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতাং ওঁ স্বায়ম্ভুবস্তৃপ্যতাং ওঁ স্বারোচিষস্তৃপ্যতাং ওঁ তামসস্তৃপ্যতাং ওঁ রৈবতস্তৃপ্যতাং ওঁ চক্ষুস্তৃপ্যতাং ওঁ মহাতেজস্তৃপ্যতাং ওঁ বৈবস্বতস্তৃপ্যতাং ওঁ ধ্রুবস্তৃপ্যতাং ওঁ ধবস্তৃপ্যতাং ওঁ অনিলস্তৃপ্যতাং ওঁ প্রভাষস্তৃপ্যতাং ॥২॥ ওঁ নীবীতিঃ সনকস্তৃপ্যতাং ওঁ সনন্দস্তৃপ্যতাং ওঁ সনাতনস্তৃপ্যতাং ওঁ কপিলস্তৃপ্যতাং ওঁ আসুরিস্তৃপ্যতাং ওঁ বোঢ়ুস্তৃপ্যতাং ওঁ মনুষ্যাণাং কব্যবালস্তৃপ্যতাং ওঁ সোমস্তৃপ্যতাং ওঁ যমস্তৃপ্যতাং ওঁ অর্য্যমাস্তৃপ্যতাং ॥ ৩ ॥ ওঁ প্রাচীনাবীতী অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাং ওঁ সোমপ্যাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাং ওঁ বর্হিষদঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাং যমায় নমঃ ধর্ম্মরাজায় নমঃ মৃত্যবে নমঃ অন্তকায় নমঃ বৈবস্বতায় নমঃ কালায় নমঃ সর্ব্বভূতক্ষয়ায় নমঃ ঔডুম্বরায় নমঃ দধ্নায় নমঃ নীলায় নমঃ পরমেষ্ঠিনে নমঃ বৃকোদরায় নমঃ চিত্রায় নমঃ চিত্রগুপ্তায় নমঃ ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং জগতৃপ্যতু পিতৃভ্যঃ স্বধা নমঃ পিতামহেভ্য স্বধা নমঃ। আয়ান্ত নঃ পিতর সৌম্যাসো অগ্নিষ্বাত্তাঃ পথিভির্দ্দেবজানৈরস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোঽধিব্রুবন্ত তে অবন্ত্বস্মান্ ॥ ৫ ॥ ঊর্দ্ধং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিশ্রুতং স্বধাস্থ তর্পয়ত মে পিতৄন্। পিতৃভ্যঃ স্বধা নমঃ পিতামহেভ্যঃ স্বধা নমঃ প্রপিতামহেভ্যঃ স্বধা নমঃ মাতামহেভ্যঃ স্বধা নমঃ প্রমাতামহেভ্যঃ স্বধা নমঃ বৃদ্ধপ্রমাতামহেভ্যঃ স্বধা নমঃ॥ পিতামহস্য অক্ষয্যঃ পিতরো অমীমদন্তঃ পিতরো অমী তৃপ্যন্তঃ পিতরঃ স্বধধ্বং পিবেহ পিতরোপি বানত্রয়াংশ্চ বিশ্রয়াংশ্চ ভবনপবিত্রত্বা রথপাতি ত্বে জাতবেদাঃ স্বধাভির্যজ্ঞং সুকৃতং যুবস্ব। ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্ন সন্ত্বোষধীর্ম্মধুনক্তমুতো সসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা মধুমান্নো বনস্পতির্ম্মধুমাং অস্তু সূর্য্যো মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ॥ ৭ ॥ প্রপিতামহস্যাঞ্জলিদানং। নমো বঃ পিতরো রসায় নমো বঃ পিতরঃ শুষ্মায় নমো বঃ পিতরো জীবনায় নমো বঃ পিতরঃ স্বধায়ৈ নমো বঃ পিতরো ঘোরায় নমো বঃ পিতরো মন্যবে। নমো বঃ পিতরো গৃহান্ন পিতরো দত্তঃ। নমো বঃ পিতরো দধ্মে তদ্বঃ পিতরো বাসঃ। মাতামহানাং ত্রিরঞ্জলিঃ। ততো মাত্রাদীনাং ॥ ৮ ॥ যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রিণো মৃতাঃ। তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকং ॥ ৯ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে সপ্তাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

অষ্টাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ। বৈশ্বদেবং প্রবক্ষ্যামি হোমলক্ষণমুত্তমং। প্রজ্বাল্য চাগ্নিং পর্য্যুক্ষ্য ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহি-

মালাবৎ করিয়া সনকস্তৃপ্যতাং ইত্যাদি মন্ত্রে তর্পণ করিতে হইবে। ৩। পরে দক্ষিণস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া ওঁ অগ্নিষ্বাত্তা পিতরস্তৃপ্যন্তাং ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে তর্পণ করিবে। অনন্তর ওঁ যমায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে এক এক অজলধারা তর্পণ করিতে হইবে। ৪। অনন্তর আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগতৃপ্যতু ইত্যাদি মন্ত্রে এক এক অঞ্জলি জলপ্রদান করিয়া ওঁ আয়ান্ত নঃ পিতরঃ সৌম্যাসো ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। ৫। পরে প্রত্যেকে ওঁ ঊর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বধা নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে জলাঞ্জলিদ্বারা পিতৃতর্পণ করিবে। ৬। অনন্তর ওঁ অক্ষয্যঃ পিতরো ইত্যাদি এবং মধুবাতা ঋতায়তে ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া পিতামহতর্পণ করিতে হইবে। ৭। প্রপিতামহতর্পণকালে নমো বঃ পিতরো রসায় ইত্যাদি মন্ত্রপাঠান্তে এক অঞ্জলি জলপ্রদান করিবে। এইরূপে মাতামহাদিরও তর্পণ করিতে হইবে। অনন্তর মাতা পিতামহী প্রভৃতির তর্পণ করিবে। ৮। অনন্তর যে চাস্মাকং কুলে জাতা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া বস্ত্রনিষ্পীড়ন জলদ্বারা তর্পণ করিবে। ৯।

অষ্টাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন, অনন্তর হোমলক্ষণ বৈশ্বদেববলিবিধি

গোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু বিপ্রবহি ॥ ১-২ ॥ ইহৈ-বায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্। ওঁ পাবক বৈশ্বানর ইদমাশনং অবমীগর্ভসংস্কৃতঃ। ওজোরূপ মহাব্রহ্মন্ মুহূর্ত্তাস্ত্রিষু বৈশ্বানরং প্রতিবোধয়ামি। ওঁ বৈশ্বানরো ন উতয়ং আপ্রয়াতু পরাবতঃ অগ্নির্ন স্বদ্যুতীরূপপৃষ্ঠো দিবি পৃষ্ঠোঽগ্নি পৃথিব্যাং পৃষ্ঠা বিবেবা ওষধী চাবিবেশ বৈশ্বানরঃ সহ সা পৃষ্ঠোঽগ্নিঃ নমো দিব্য স বৰ্ত্তাং নক্তং ॥ ৩ ॥ ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা ওঁ সোমায় স্বাহা ওঁ বৃহস্পতয়ে স্বাহা ওঁ অগ্নিসোমাভ্যাং স্বাহা ওঁ ইন্দ্রাগ্নিভ্যাং স্বাহা। ওঁ দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং স্বাহা। ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা। ওঁ অদ্ভ্যঃ স্বাহা ওঁ ওষধিবনস্পতিভ্যঃ স্বাহা ওঁ গ্রহায় স্বাহা ওঁ দেবদেবতাভ্যঃ স্বাহা ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা ওঁ ইন্দ্রপুরুষেভ্যঃ স্বাহা ওঁ যমায় স্বাহা ওঁ যমপুরুষায় স্বাহা ওঁ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যো দিবাচারিভ্যঃ স্বাহা ওঁ বসুধাপিতৃভ্যঃ স্বাহা। ওঁ যে ভূতা প্রচরন্তি দিনা চ নিমিহন্তো ভুবনস্য মধ্যে তেভ্যো বলিপুষ্টিকামো দদামি। ময়ি পুষ্টিং পুষ্টিপতির্দ্দদাতু। ওঁ আচাণ্ডালপতির্দ্দদাতু আচাণ্ডালপতিতবায়সেভ্যঃ ॥ ৪ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে অষ্টাধিকদ্বিশততমো-ঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

নবাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ অথ সন্ধ্যাবিধিং বক্ষ্যে দ্বিজাতীনাং সমাসতঃ। অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥ ২ ॥ গায়ত্রীচ্ছন্দো বিশ্বামিত্রঋষিস্ত্রিপাৎ সমুদ্রাঃ কুক্ষিশ্চন্দ্রা-দিত্যৌ লোচনৌ। অগ্নির্মুখং বিষ্ণুর্হৃদয়ং ব্রহ্মরুদ্রশিরো-রুদ্রশিখা উপনয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ পাদে ভুবঃ জানুনি স্বঃ হৃদয়ে মহঃ শিরসি জনঃ শিখায়াং তপঃ কণ্ঠে সত্যং ললাটে ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ওঁ ভূঃ শিরসে স্বাহা। ওঁ ভুবঃ শিখায়ৈ বৌষট্ স্বঃ কবচায় ওঁ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ অস্ত্রায় ফট্ ॥ ৩ ॥ ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং তত্তস্ত্রিপদা। আপজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবস্বরোঁ। ওঁ সূর্য্যশ্চেত্যাদি। আপঃ পুনন্ত্বিত্যাদি। অগ্নিশ্চেত্যাদি ॥ ৪ ॥ ওঁ আয়াতু বরদে দেবি পূর্ব্বাহ্নে শ্বেতরূপিণী। মাহেশ্বরী চ গায়ত্রী শুক্লবস্ত্রাদিমণ্ডিতা। বৃষস্কন্ধসমারূঢ়া ত্রিশূলবরধারিণী ॥ ৫ ॥ আয়াতু বরদা দেবী মধ্যাহ্নে কৃষ্ণরূপিণী। অতসীকুসুমপ্রখ্যা বৈষ্ণবী গরুড়াসনা। পীতবস্ত্রা শঙ্খচক্রগদাপদ্মসমন্বিতা ॥ ৬ ॥ শ্বেত-

কীর্ত্তন করিতেছি, প্রথমতঃ অগ্নিপ্রজ্বালন করিয়া অগ্নিপর্য্যুক্ষণ পূর্ব্বক ক্রব্যাদমগ্নিং ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নির কিয়দংশ পরিত্যাগ করিবে। ১—২। অনন্তর ওঁ ইহৈবায়মিতরো ইত্যাদি, ওঁ পাবক বৈশ্বানর ইত্যাদি এবং বৈশ্বানরো ন উতয়ং ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় পাঠ করিবে। ৩। অনন্তর ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে প্রত্যেকে এক এক আহুতিপ্রদান করিয়া ওঁ যে ভূতাঃ প্রচরন্তি ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। ৪।

নবাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন, অনন্তর দ্বিজাতিগণের সন্ধ্যাবিধি কীর্ত্তন করিতেছি। অপবিত্র অথবা পবিত্র, যে অবস্থাপন্ন হউক না কেন, যিনি একবার পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করেন, তিনি বাহ্যে ও অভ্যন্তরে শুচি হইতে পারেন। ১—২। প্রথমে গায়ত্রীচ্ছন্দো বিশ্বামিত্র ঋষিঃ ইত্যাদিরূপে ঋষ্যাদি স্মরণ করিয়া পাদে ওঁ ভূঃ জানুতে ওঁ ভুবঃ, হৃদয়ে ওঁ স্বঃ, শিরে ওঁ মহঃ, শিখাতে ও জনঃ, কণ্ঠে ওঁ তপঃ, হৃদয়ে ওঁ সত্যং, এইরূপ ন্যাস করিয়া ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিরূপে ন্যাস করিতে হইবে। ৩। অনন্তর ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া প্রাতঃকালে ওঁ সূর্য্যশ্চ মামন্যুশ্চ ইত্যাদি মন্ত্রে মধ্যাহ্নে ওঁ আপঃ পুনন্তু ইত্যাদি মন্ত্রে এবং সায়াহ্নে অগ্নিশ্চ মামন্যুশ্চ ইত্যাদি মন্ত্রে আচমন করিতে হইবে। ৪। পরে, বরদা, শ্বেতরূপিণী, শুক্লবস্ত্র-মণ্ডিতা, বৃষস্কন্ধসমারূঢ়া, ত্রিশূলবরধারিণী, মাহেশ্বরীশক্তিরূপা গায়ত্রী দেবী পূর্ব্বাহ্নে আগমন করুন। এই বলিয়া প্রাতঃ-সন্ধ্যাগতে আবাহন করিবে। ৫। পরে বরপ্রদায়িনী, কৃষ্ণরূপা, অতসীকুসুমবর্ণা, গরুড়াসনসমারূঢ়া, পীতবস্ত্রপরিধানা, শঙ্খ-চক্রগদাপদ্মধারিণী বৈষ্ণবীশক্তিরূপা সাবিত্রী দেবী আগমন করুন। এই বলিয়া মধ্যাহ্নে আবাহন করিবে। ৬। অনন্তর

বর্ণা সমুদ্দিষ্টা রবিমণ্ডলসংস্থিতা। শ্বেতপদ্মসমাসীনা শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা। আয়াতু বরদা দেবী অপরাহ্ণে সরস্বতী ॥ ৭ ॥ অংপোহিষ্ঠাময়ো ভুবঃ স্নান উর্জ্জে দধাতনঃ। মহেরণায় চক্ষুষে ওঁ যোবঃ শিবতমো রসঃ তস্য ভাজয়তে হনঃ উশতিরিবমাতরঃ ওঁ তস্মা অরঙ্গমামবো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপোজন অথাচনঃ। ওঁ সুমিত্রিয়ান আপ ওষধয়ঃ সন্তু ওঁ দুর্ম্মিত্রিয়াস্তস্মৈ সন্তু যোস্মান্দ্বেষ্টিয়ঞ্চ বয়ং দ্বিষ্মঃ ওঁ দ্রুপদাদিবমুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব পূতং পবিত্রেণে বাজ্যমাপঃ সুন্ধন্তুমৈনসঃ। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোর্ণবঃ সমুদ্রাদর্ণবা দধিসংবৎসরো অজায়ত অহোরাত্রাণি বিদধাদ্বিশ্বস্য মীসতোবশী সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়েৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ ॥ ৮ ॥ গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদৈত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং। ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্ম্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নে বা আপো দ্যাবা পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষং সূর্য্যাত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ। ওঁ তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরেৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং পশ্যেম শরদঃ শতাৎ। ওঁ বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখং বিশ্বতঃ সংবাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈর্দ্দ্যাবা ভূমিজনয়ন্দেবত্রেকঃ। দেবানা ভুবিদোনাঙ্গবিদানাস্তমিতমনসম্পত ইব দেবযজ্ঞং স্বাহা বা ত্রেধাজপেৎ ॥ ৯ ॥ উত্তরে শিখরে জাতা ভূম্যাং পর্ব্বতবাসিনীং। ব্রাহ্মণে রাভ্যনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথাসুখং ॥ ১০ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে নবাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

বরদায়িনী, শ্বেতবর্ণা, রবিমণ্ডলসংস্থিতা শ্বেতপদ্মসমাসীনা, শ্বেতপুষ্পশোভিতা স্বরস্বতীরূপা দেবী আগমন করুন, এই বলিয়া সায়াহ্নে আবাহন করিবে। ৭। পরে ওঁ আপোহিষ্ঠা ময়ো ভুব ইত্যাদি, ওঁ যোবঃ শিব তমোরস ইত্যাদি ওঁ তস্মা অরঙ্গমামবা ইত্যাদি ওঁ সুমিত্রিয়ান আপ ইত্যাদি, ওঁ দুর্ম্মিত্রিয়া ইত্যাদি ওঁ দ্রুপদাদিব ইত্যাদি এবং ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ ইত্যাদিমন্ত্রে আপোমার্জ্জন করিবে। ৮। তৎপরে গায়ত্র্যা বিশ্বমিত্র ঋষি ইত্যাদিরূপে ঋষ্যাদি স্মরণ করিয়া উদৈত্যং জাতবেদসং ইত্যাদি, ওঁ চিত্রং দেবানামিত্যাদি ওঁ তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং ইত্যাদি ওঁ বিশ্বতশ্চক্ষুরুত ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সূর্য্যোপস্থান করিবে। ৯। অনন্তর গায়ত্রী জপ করিয়া ওঁ উত্তরে শিখরে জাতা ইত্যাদি মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিয়া নমস্কার করিতে হইবে। ১০।

দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ ব্যাস শ্রাদ্ধমহং বক্ষ্যে ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নৃণাং। পূর্ব্বং নিমন্ত্রয়েদ্বিপ্রান্ বিশেষাদ্ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ২ ॥ প্রদক্ষিণোপবীতেন দেবান্ বামোপবীতিনা। পিতৄন্নিমন্ত্রয়েৎ পাদৌ ততো সংযোগমন্ত্রতঃ ॥ ৩ ॥ ওঁ আগতং ভবদ্ভিরিতি প্রশ্নঃ ওঁ সুস্বাগতমিতি তৈরুক্তে ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্য এতৎ পাদোদকমর্ঘ্যং স্বাহা। ইতি দেবব্রাহ্মণপাদয়োর্দ্দেবতীর্থেনাভগ্নকুশসহিতজলদানং ॥৪॥ ততো দক্ষিণাভিমুখেন বামোপবীতেন অমুকগোত্রেভ্য অস্মৎপিতৃপিতামহেভ্যো যথানামশর্ম্মেভ্য

দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে ব্যাস এইক্ষণ শ্রাদ্ধবিধি বলিতেছি, এই বিধি অনুসারে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিলে, মনুষ্যের ভুক্তি মুক্তি প্রদান করে। শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিবে। ব্রহ্মচারিকে নিমন্ত্রণ করিলে বিশেষ ফল হইয়া থাকে। ১—২। বামস্কন্ধে উত্তরীয় রাখিয়া দেবপক্ষের এবং দক্ষিণ স্কন্ধে উত্তরীয় ধারণ করিয়া পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। নিমন্ত্রণকালে ব্রাহ্মণের পদে জল প্রদান করিবে। ৩। অনন্তর শ্রাদ্ধকর্ত্তা ওঁ স্বাগতং ভবদ্ভিঃ এইরূপ প্রশ্ন করিলে, ওঁ সু স্বাগতং এই বাক্য বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রত্যুত্তর করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্য এতৎ পাদোদকং ইদমর্ঘ্যং স্বাহা এই মন্ত্র বলিয়া দেবব্রাহ্মণের পাদদ্বয়ে দেবতীর্থে অভগ্ন কুশসহিত জল দান করিবে। ৪। তৎপরে বিপরীতোপবীতী হইয়া পিতৃ-পিতা-

এতৎ পাদোদকমর্ঘ্যং স্বধেতি পিত্রাদিব্রাহ্মণপাদয়োঃ পিতৃতীর্থেন ভগ্নকুশকুসুমসহিতজলদানং ॥৫॥ এবং মাতামহাদিভ্য এতৎ আচমনীয়ং স্বাহা স্বধেতি ব্রাহ্মণহস্তে এষ বোঽর্ঘ্য ইতি ব্রাহ্মণহস্তে পুষ্পদানং ॥ ৬ ॥ ওঁ সিদ্ধমিদমাসনং ইহ সিদ্ধমিত্যভিজ্ঞাতঃ ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং সপ্তব্যাহৃতিভিঃ পূর্ব্বমুখদেবব্রাহ্মণোপবেশনং। উত্তরদিঙ্মুখাঃ পিতৃব্রাহ্মণোপবেশনং। ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব নমো নমঃ। ইতি ত্রির্জপেৎ ॥ ৭ ॥ ওঁ অদ্যাস্মিন্ দেশে অমুকমাসে অমুকগতে সবিতরি অমুকতিথৌ অমুকগোত্রাণামস্মৎপিতৃপিতামহপ্রপিতামহানাং যথানামশর্ম্মণাং বিশ্বদেবপূর্ব্বকং করিষ্যে। ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা। ওঁ বিশ্বেদেবানাবাহয়িষ্যে আবাহয়েত্যুক্তে ওঁ বিশ্বেদেবাঃ স আগত শৃণুতাম ইমং হবং ইদং বর্হির্নিষীদত। ওঁ বিশ্বেদেবাঃ শৃণুতে মহবং যেমে অন্তরীক্ষে য উপাস্থ বিষ্টয় অগ্নিজিহ্বা উতবাযত্রা। আসদ্যাস্মিন্ বর্হিষি মাদয়ধ্বং। ওঁ ওষধয়ঃ সমবদন্তঃ সোমেন সহ রাজ্ঞা যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্তং রাজানং পারয়ামসি। ওঁ আগচ্ছন্তু মহাভাগা বিশ্বেদেবা মহাবলাঃ। যে যত্র বিহিতাঃ সর্ব্বশ্রাদ্ধে সাবধানা ভবন্তু তে। ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদ। ইতি ত্রিভির্যববিকিরণং ॥ ৮ ॥ ওঁ পাত্রমহং করিষ্যে ওঁ কুরুষ্বেতি অনুজ্ঞাতঃ সাগ্রকুশপত্রদ্বয়ং প্রাদেশপ্রমাণং কৃত্বা ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ অন্যেন কুশান্তরেণ ছিত্ত্বা ওঁ বিষ্ণুর্ম্মনসা পূতে স্থ ইত্যভ্যুক্ষ্য কুশান্তরেণ ত্রিবৃতং কৃত্বা পাত্রে পবিত্রনিবেশনং ॥ ৯ ॥ ওঁ শন্নো দেবী রভীষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে সংযোরভি স্রবন্তু নঃ। পাত্রে জলদানং। ওঁ যবোসি যবরাস্মদ্দ্বেষো যবয়ারাতী ইতি যবদানং। গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করিষিণীং। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং ত্বামিহোপাহ্বয়ে শ্রিয়ং। গন্ধদানং। ওঁ যাদিব্যা আপঃ পয়সা সংবভূবুর্য্যা অন্তরীক্ষা উতপার্থিবীর্য্যা যজ্ঞিয়াস্তান্ আপঃ শিবাঃ সংশ্যোনা সুহবা ভবন্তু। ওঁ এষোঽর্ঘ্যো নমঃ ইতি ব্রাহ্মণহস্তে জলন্দত্ত্বা অনেনৈব পাত্রেণ পবিত্রগ্রহণং কৃত্বা সংস্রবং পবিত্রঞ্চ ব্রাহ্মণপার্শ্বে দদ্যাৎ। ততঃ প্রথমপাত্রে সংস্রবজলং সংস্থাপ্য

মহাদির নাম গোত্র উল্লেখপূর্ব্বক এতৎ পাদোদকং ইদমর্ঘ্যং স্বধা এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পিত্রাদি ব্রাহ্মণের পাদদ্বয়ে পিতৃতীর্থে ভগ্নকুশকুসুমসহিত জলদান করিতে হইবে। ৫। এইরূপে মাতামহাদি ব্রাহ্মণপদে পাদোদক ও অর্ঘ্য প্রদান করিবে। অনন্তর এতদাচমনীয়ং স্বাহা এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণহস্তে জল এবং এষ বোঽর্ঘ্যঃ এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণহস্তে পুষ্প প্রদান করিতে হইবে। ৬। তৎপরে শ্রাদ্ধকর্ত্তা সিদ্ধমিদমাসনং এই বাক্য প্রশ্ন করিলে ইহ সিদ্ধং বাক্যে ব্রাহ্মণ প্রত্যুত্তর করিবে। অনন্তর ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ইত্যাদি সপ্তব্যাহৃতি পাঠ করিয়া পূর্ব্বমুখে দেবব্রাহ্মণ এবং উত্তরমুখে পিতৃব্রাহ্মণোপবেশন করাইবে। পরে দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার জপ করিবে। ৭। অনন্তর মাস, পক্ষ, তিথি, দেশ এবং ষষ্ঠ্যন্ত পিত্রাদির নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া বিশ্বদেবপূর্ব্বকং করিষ্যে, এই বাক্যে জলপ্রদানপূর্ব্বক ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিবে, পরে ওঁ বিশ্বেদেবান্ আবাহয়িষ্যে এই বাক্যে প্রশ্ন করিলে ওঁ আবাহয়, এই বাক্যদ্বারা ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক অনুমত হইয়া ওঁ বিশ্বেদেবা ইত্যাদি, ওঁ ওষধয়ঃ সমবদন্ত ইত্যাদি এবং ওঁ আগচ্ছন্তু মহাভাগা ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ওঁ অপহতাসুরা-রক্ষাংসি বেদীষদ এই মন্ত্রে যববিকিরণ করিতে হইবে। ৮। তৎপরে পাত্রমহং করিষ্যে এই বাক্যে অনুজ্ঞা গ্রহণ করিলে ওঁ কুরুষ্ব এই বাক্যে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া সাগ্র কুশপত্রদ্বয় গ্রহণ করিবে, অনন্তর সেই কুশপত্রদ্বয় প্রাদেশপরিমিত করিয়া অধিক ভাগ ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ এই মন্ত্রে অপর কুশপত্র দ্বারা ছেদন করিবে। তৎপরে ওঁ বিষ্ণুর্ম্মনসা পূতেস্থ এই মন্ত্রে সেই কুশপত্রদ্বয় অভ্যুক্ষণ পূর্ব্বক অপর কুশপত্রদ্বারা ত্রিবেষ্টন করিয়া পাত্রে স্থাপন করিতে হইবে। ৯। অনন্তর ওঁ শন্নো দেবী রভীষ্টয়ে ইত্যাদি মন্ত্রে সেই পাত্রে জলপ্রদান করিবে। পরে ওঁ যবোসি ইত্যাদি মন্ত্রে যবপ্রদান করিয়া ওঁ গন্ধদ্বারা দুরাধর্ষাং ইত্যাদি মন্ত্রে গন্ধ প্রদান করিবে। অনন্তর ওঁ যাদিব্যা আপঃ পয়সা ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক এষোঽর্ঘ্যো নমঃ এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণহস্তে জলদান করিবে। পরে অর্ঘ্যপাত্রস্থ সংস্রবজল ও পবিত্র গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণদক্ষিণপার্শ্বে

কুশোপরি ঊর্দ্ধমুখং স্থাপনং কুর্য্যাৎ তদুপরি কুশদানং ॥ ১০॥ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ এতানি গন্ধপুষ্পধূপদীপবাসোযুগযজ্ঞোপবীতানি নমঃ। গন্ধাদিদানমচ্ছিদ্রমস্তু। অস্ত্বিতি ব্রাহ্মণপ্রতিবচনং ॥ ১১ ॥ ততঃ পিতৃপিতামহপ্রপিতামহানাং মাতামহপ্রমাতামহবৃদ্ধপ্রমাতামহানাং শ্রাদ্ধমহং করিষ্যে ইতি অনুজ্ঞাবচনং কুরুষ্বেতি ব্রাহ্মণৈরুক্তে ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ ইতি ত্রির্জ্জপেৎ ॥ ১২ ॥ ওঁ অমুকগোত্রেভ্যোঽস্মৎপিতৃপিতামহেভ্যো যথানামশর্ম্মভ্যঃ সপত্নীকেভ্যঃ ইদমাসনং স্বধা। ইতি ব্রাহ্মণবামে আসনদানং। ওঁ পিতৄনাবাহয়িষ্যে ওঁ আবাহয়েত্যুক্তে ওঁ উশন্তস্ত্বা নিধীমহ্যুশন্তঃ সমিধীমহি উশন্ উশত আবহ পিতৄন হবিষে অত্তবে। ওঁ আয়ান্তু নঃ পিতরঃ সোম্যাসো অগ্নিষ্বাত্তাঃ পথিভির্দ্দেবযানৈঃ। অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোঽধিব্রুবন্তু তে অবন্ত্বস্মান্ ইত্যাবাহনং। ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদীষদ। ইতি তিলবিকরণং। ওঁ তিলোসি সোমদৈবত্যো গোসবো দেবনির্ম্মিতঃ। প্রত্নবদ্ভিঃ পৃক্তঃ স্বধয়া পিতৄন্ লোকান্ প্রীণাহি নঃ স্বাহা। তিলদানং ॥ ১৩ ॥ গন্ধপুষ্পে হস্তাভ্যাং দত্ত্বা পিতৃপাত্রমুত্থাপ্য যাদিব্যেতি পঠিত্বা অমুকগোত্রাস্মৎপিত অমুকদেবশর্ম্মন্ সপত্নীক এষ তেঽর্ঘ্যঃ স্বধা। সপবিত্রং পাত্রং গৃহীত্বা বামপার্শ্বে দক্ষিণে কুশোপরি। ওঁ পিতৃভ্যঃ স্থানমসীত্যধোমুখপাত্রস্থাপনং ॥ ১৪ ॥ ওঁ শুন্ধন্তাং লোকাঃ পিতৃসদনাঃ পিতৃসদনমসি। অধোমুখপাত্রস্পর্শনং। ততো ঘৃতাক্তমন্নং গৃহীত্বা দক্ষিণোপবীতী পিতৃব্রাহ্মণং। ওঁ অগ্নৌ করণমহং করিষ্যে ওঁ কুরুষ্বেতি তেনোক্তং ওঁ অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা আহুতিদ্বয়ং দেবব্রাহ্মণহস্তে দত্ত্বা অবশিষ্টান্নং পিণ্ডার্থং স্থাপয়িত্বা অপরমর্দ্ধং পিত্রাদিপাত্রে মাতামহাদিপাত্রে চ নিক্ষিপেৎ ॥ ১৫ ॥ পাত্রমুদ্রাদি নিধায় কুশং দত্ত্বা অধোমুখাভ্যাং পাণিভ্যাং পাত্রং গৃহীত্বা। ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং দ্যৌঃ পিধানং ব্রাহ্মণস্য মুখে অমৃতে অমৃতং জুহোমি স্বাহা পাত্রাভিমন্ত্রণং। ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢমস্য পাংশুলে।

দিতে হইবে। তৎপর প্রথমপাত্রে সর্ব্বসংস্রব জলস্থাপন করিয়া কুশোপরি ঊর্দ্ধমুখে রাখিবে এবং সেই পাত্রের উপরি কুশদান করিতে হইবে। ১০। অনন্তর ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্য এতানি গন্ধ-পুষ্প ধূপ-দীপ-বস্ত্র যুগ যজ্ঞোপবীতানি নমঃ এই বাক্যে গন্ধাদি দান করিয়া প্রত্যেকে দ্রব্য দর্শনপূর্ব্বক ওঁ গন্ধাদিদানমচ্ছিদ্রমস্তু এই বাক্যে অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণ ওঁ অস্তু এই বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিবেন। ১১। পরে শ্রাদ্ধকর্ত্তা পিত্রাদির এবং মাতামহাদির শ্রাদ্ধ করিব এই অনুজ্ঞাবাক্য প্রয়োগ করিলে কুরুষ্ব এই বাক্যে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে। ১২। পরে পিত্রাদি ও মাতামহাদির নাম গোত্র উল্লেখপূর্ব্বক ইদমাসনং স্বধা এই বাক্যে ব্রাহ্মণবামপার্শ্বে আসন দান করিয়া ওঁ পিতৄন্ আবাহয়িষ্যে এই বাক্যে ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিবে এবং ওঁ আবাহয় এই বাক্যে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ওঁ উশন্তস্ত্বা ইত্যাদি ওঁ আয়ান্তু ন ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদীষদ এই মন্ত্রে তিল বিকিরণপূর্ব্বক ওঁ তিলোসি সোমদৈবত্যো ইত্যাদি মন্ত্রে তিলদান করিবে। ১৩। অনন্তর উভয় হস্তদ্বারা গন্ধপুষ্প প্রদান করিয়া পিতৃপাত্র উত্থাপন পূর্ব্বক ওঁ যাদিব্যা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে পিত্রাদির নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া এষোঽর্ঘ্যঃ স্বধা এই বাক্যে সপবিত্র পাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক বামপার্শ্বে কুশোপরি ওঁ পিতৃভ্যঃ স্থানমসি এই মন্ত্রে অধোমুখপাত্রে স্থাপন করিতে হইবে। ১৪। অনন্তর ওঁ শুন্ধন্তাং লোকাঃ ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া অধোমুখপাত্র স্পর্শ করিবে। তৎপরে ঘৃতমিশ্রিত অন্ন গ্রহণ করিয়া দক্ষিণস্কন্ধে উত্তরীয় ধারণপূর্ব্বক ওঁ অগ্নৌ করণমহং করিষ্যে এই বাক্যে পিতৃব্রাহ্মণের নিকট অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিবে, অনন্তর ওঁ কুরুষ্ব এই বাক্যে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ওঁ অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা এই মন্ত্রে দেবব্রাহ্মণহস্তে আহুতিদ্বয় প্রদান করিবে। অবশিষ্ট অন্ন পিণ্ডার্থ স্থাপন করিয়া অন্নের অর্দ্ধভাগ পিত্রাদিপাত্রে ও মাতামহাদিপাত্রে নিক্ষেপ করিবে। ১৫। অনন্তর পাত্রমুদ্রাদি স্থাপনপূর্ব্বক তদুপরি কুশদান করিয়া অধোমুখ হস্তদ্বয়দ্বারা পাত্র গ্রহণ করত ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিবে। এইরূপে পাত্রাভিমন্ত্রণ করিয়া তদুপরি অন্নপরিবেশনপূর্ব্বক

বিষ্ণো হব্যং রক্ষস্ব ইত্যন্নমধ্যে অধোমুখদ্বিজাঙ্গুষ্ঠনিবেশনং ॥ ১৬ ॥ অপহতেতি ত্রির্যববিকরণং। ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং যদমেধ্যবন্তবেদ্ধতাশ্চ সর্ব্বেঽসুরদানবা ময়া রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচসঙ্ঘা হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্ব্বে ইতি সিদ্ধার্থবিকরণং ॥ ১৭ ॥ ততো মধুবিলোচনসংজ্ঞকেভ্যো দেবেভ্য এতদন্নং সঘৃতং সপানীয়ং সব্যঞ্জনং স্বাহেতি বারিকুশাদ্যৈরনুসঙ্কল্পনং। ওঁ অন্নমিদমচ্ছিদ্রমস্তু ওঁ সঙ্কল্পসিদ্ধিরস্তু ॥ ১৮ ॥ ততো বিপরীতোপবীতেন সব্যঞ্জনং সঘৃতমন্নং পিত্রাদিব্রাহ্মণপাত্রে নিধায় তদুপরি ভূমিসংলগ্নকুশং দত্ত্বা। ওঁ পৃথিবীতে পাত্রং ইতি মন্ত্রেণ উত্তানাভ্যাং পাত্রং গৃহীত্বা ওঁ ইদং বিষ্ণোরিত্যন্নোপরি উত্তানং দ্বিজাঙ্গুষ্ঠং নিবেশয়েৎ। ওঁ অপহতেতি তিলবিকরণং। ভূমিপাতিতবামজানুঃ অমুকগোত্রেভ্যো অস্মৎপিতৃপিতামহেভ্যঃ সপত্নীকেভ্যঃ এতদন্নং সঘৃতং পানীয়ং সব্যঞ্জনং প্রতিষিদ্ধবর্জ্জিতং স্বধা অন্নং সঙ্কল্প্য ওঁ ঊর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং স্বধাস্থ তর্পয়ত মে পিতরং। দক্ষিণামুখবারিধারাত্যাগঃ ॥ ১৯ ॥ ওঁ শ্রাদ্ধমিদমচ্ছিদ্রমস্তু ওঁ সঙ্কল্পসিদ্ধিরস্তু। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ইতি বিসর্জ্জয়িত্বা ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীর্মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা মধুমান্নো বনস্পতিঃ মধুমাংস্তু সূর্য্যো মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। মধু মধু মধু ইতি জপঃ ॥ ২০ ॥ যথাসুখং বাগ্যতাজুষধ্বং ইতি ব্রূয়াৎ। ভক্তবৎ সপ্তব্যাধাদিকং পিতৃস্তোত্রং জপেৎ। ওঁ সপ্তব্যাধা দশার্ণেষু মৃগাঃ কালাঞ্জরে গিরৌ। চক্রবাকাঃ সরদ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে। তেপি জাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। প্রস্থিতা দূরমধ্বানং যূয়ং তেভ্যোবসীদত ॥ ২১ ॥ ততস্তৃপ্যস্ব দক্ষিণাভিমুখো বামোপবীতী তৎ উৎসৃষ্টাগ্রতঃ। ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম। ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাঙ্গতিং। ইতি ভূমৌ কুশোপরি সঘৃতমন্নং জলপ্লুতং বিকিরেৎ ॥ ২২ ॥ ততো ব্রাহ্মণক্রমেণ জলগণ্ডূষং দত্ত্বা পূর্ব্ববৎ সব্যাহৃতিকাং গায়ত্রীং মধুবাতেত্যৃচং জপ্ত্বা ওঁ রুচিতং ভবন্তিরিতি দেবব্রাহ্মণপ্রশ্নঃ সুরুচিতমিতি তেনোক্তে ওঁ শেষমন্নমিতি প্রশ্নঃ ইষ্টৈঃ সহ ভোজনং পিত্রাদিব্রাহ্মণং

ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে বিষ্ণো হব্যং রক্ষস্ব এই মন্ত্রে অন্নমধ্যে অধোমুখ অঙ্গুষ্ঠ নিবেশ করিতে হইবে।১৬। পরে অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদীষদ এই মন্ত্রে তিন বার যববিকিরণ এবং নিহন্মি সর্ব্বং ইত্যাদি মন্ত্রে সর্ষপ বিকিরণ করিবে।১৭। অনন্তর মধুবিলোচনসংজ্ঞকেভ্য ইত্যাদি মূলের লিখিত বাক্যে অন্ননিবেদন করিয়া অন্নোপরি সজলকুশপত্র প্রদান করিবে। পরে ওঁ অন্নমিদমচ্ছিদ্রমস্তু সঙ্কল্পসিদ্ধিরস্তু এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিতে হইবে।১৮। তৎপরে বিপরীতোত্তরীয় হইয়া পিত্রাদিপাত্রে সব্যঞ্জন ঘৃতাক্ত অন্ন পরিবেশনপূর্ব্বক অন্নোপরি ভূমিসংলগ্ন কুশপত্র স্থাপন করিয়া উত্তান হস্তদ্বয়দ্বারা পাত্রগ্রহণান্তে ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ইত্যাদি এবং বিষ্ণো হব্যং রক্ষস্ব এই মন্ত্রে অন্নে অঙ্গুষ্ঠ নিবেশন করিবে। পরে ওঁ অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদীষদ এই মন্ত্রে অন্নোপরি তিলবিকিরণ করিয়া ভূমিতে বামজানু পাতনপূর্ব্বক অমুকগোত্রেভ্যঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত বাক্যে অন্ননিবেদন করিতে হইবে। অনন্তর পূর্ব্ববৎ অন্নপরিকল্পন করিয়া ঊর্জ্জং বহন্তী ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণমুখে বারিধারা প্রদান করিবে।১৯। পরে শ্রাদ্ধমিদমচ্ছিদ্রমস্তু, সঙ্কল্পসিদ্ধিরস্তু এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ব্যাহৃতি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক মধুবাতা ইত্যাদি মন্ত্রপাঠান্তে মধু মধু মধু তিনবার জপ করিতে হইবে।২০। পরে যথাসুখং বাগ্যতা জুষধ্বং এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সপ্তব্যাধা ইত্যাদি পিতৃস্তোত্র জপ করিবে। ২১। অনন্তর ওঁ তৃপ্যস্ব এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে বামোপবীতক্রমে ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া ভূমিতে কুশোপরি সঘৃতজলপ্লাবিত অন্ন বিকিরণ করিতে হইবে।২২। তৎপরে ব্রাহ্মণে জলগণ্ডূষ প্রদানপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ সপ্রণব ব্যাহৃতিকা গায়ত্রী, মধুবাতা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার মধুশব্দ জপ করিবে। অনন্তর ওঁ রুচিতং ভবদ্ভিঃ এই বলিয়া দেবব্রাহ্মণের প্রশ্ন করিবে। পরে সুরুচিতং বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রতিবাক্য বলিলে ওঁ শেষমন্নং এই বলিয়া প্রশ্ন করিলে ইষ্টির সহিত ভোজন কর, এই বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রত্যুত্তর করিবে। পরে বামোপবীতী হইয়া ওঁ তৃপ্তা স্থ এই বলিয়া প্রশ্ন করিবে।

বামোপবীতেন ওঁ তৃপ্তাস্থ ইতি প্রশ্নঃ ও তৃপ্তাস্ম ইতি তেনোক্তে ভূম্যভ্যুক্ষণং মণ্ডলচতুষ্কোণং তিলবিকিরণং ॥২৩॥ ওঁ অমুকগোত্র অস্মৎপিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ সপত্নীক এতত্তে পিণ্ডাসনং স্বধা। ইত্থং রেখামধ্যে পিতামহায় সব্যাহৃতিকাং গায়ত্রীং মধুবাতেতি ত্রির্জ্জপন্ অন্নং সাজ্যং পিণ্ডং কৃত্বা কুশোপরি অমুকগোত্র অস্মৎপিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ সপত্নীক এব তে পিণ্ডঃ স্বধা। ইত্থং রেখামধ্যে পিতামহায় ততঃ সব্যাহৃতিকাং গায়ত্রীং মধুবাতেতি ত্রির্জ্জপন্ পিণ্ডবিকিরণং পিণ্ডান্তিকে। ওঁ লেপভুজঃ প্রিয়ন্তামিতি স্তরণকুশেষু হস্তমার্জ্জনং প্রক্ষালিতপিণ্ডোদকেন ওঁ অমুকগোত্র অস্মৎপিতঃ অমুকশর্ম্মন্ সপত্নীক এতত্তে জলমবনেনিক্ষ যেচত্রত্বা মনুজ্ঞাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধেতি পিতৃপিণ্ডসেচনং। পিণ্ডপাত্রং অধোমুখং কৃত্বা বদ্ধাঞ্জলিঃ ওঁ পিতর্ম্মাদয়ধ্বং যথাভাগমাবৃষা অধ্বমিতি জপেৎ আপস্পৃষ্ট্বা বামেন পরাবৃত্য উদংমুখঃ প্রাণাংস্ত্রিঃ সংযম্য ষড়্ভ্য ঋতুভ্যো নমঃ ইতি জপঃ ॥ ২৪ ॥ বামেনৈব পরাবৃত্য পুষ্পদানং। অক্ষতাঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু মে পুণ্যং শান্তিপুষ্টিদক্ষিণামুখঃ অমীমদন্তঃ পিতরো যথাভাগমাবৃষা ঈষত ইতি জপঃ বাসঃ শিথিলীকৃত্বাঞ্জলিং কৃত্বা ওঁ নমো বঃ পিতরো নমো বঃ ইতি জপঃ। গৃহান্নঃ পিতরো দত্ত ইতি গৃহবীক্ষণং ততঃ সদো বঃ পিতরো দেষ্ম ইতি বীক্ষ্য এতদ্বঃ পিতরো বাস-ইত্যুচ্চার্য্য অমুকগোত্র এতত্তে বাসঃ স্বধা ততঃ সূত্রদানং। বামেন পাণিনা উদকপাত্রং গৃহীত্বা ঊর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ ইত্যাদি পিণ্ডোপরি ধারাত্যাগঃ ॥ ২৫ ॥ পূর্ব্বস্থাপিতপাত্রশেষোদকৈঃ প্রত্যেকং পিণ্ডসেচনং পিণ্ডমাবাহ্য গন্ধাদিদানং পিণ্ডোপরি কুশপত্রঞ্চ দত্ত্বা ওঁ অক্ষন্নমীমদন্তহ্যব প্রিয়া অধূষত অস্তোষতস্বভানবোবিপ্রা নবিষ্ঠয়ামতীয়ো যান্নন্দ্রতে হরীতি ত্রির্জ্জপঃ ॥ ২৬ ॥ ইত্থং মাতামহাদি ব্রাহ্মণানামাচমনং ওঁ সুসুপ্রোক্ষিতমস্ত্বিতি ভূম্যভ্যুক্ষণং কৃত্বা ওঁ অপাং মধ্যে স্থিতা দেবাঃ সর্ব্বমপ্সু প্রতিষ্ঠিতং। ব্রাহ্মণস্য করেণ্যস্তাঃ শিবা আপো ভবন্তু নঃ। শিবা আপঃ সন্ত্বিতি-ব্রাহ্মণহস্তে জলদানং। লক্ষ্মীর্ব্বসতি পুষ্করে লক্ষ্মীর্ব্বসতি সদা গোষ্ঠে সৌমনস্যং সদাস্তু তে। সোমস্যেতি

তৎপরে তৃপ্তাঃ স্ম এই বলিয়া অনুজ্ঞাত হইয়া উচ্ছিষ্টাগ্র ভূমে অভ্যুক্ষণপূর্ব্বক চতুষ্কোণমণ্ডল করিয়া তিলবিকিরণ করিবে। ২৩। অনন্তর ওঁ অমুকগোত্র ইত্যাদি মূলের লিখিত বাক্যে পিণ্ডস্থানোৎসর্গ করিবে। পরে রেখা অভ্যুক্ষণ করিয়া সপ্রণব ব্যাহৃতিকা গায়ত্রী ও মধুবাতা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক তিনবার মধুশব্দ উচ্চারণ করিতে হইবে। অনন্তর ঘৃতাক্ত অন্নদ্বারা পিণ্ড-নির্ম্মাণ করিয়া অমুকগোত্র অস্মৎপিতঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত বাক্যে কুশোপরি পিণ্ডপ্রদান করিবে। এইরূপে রেখামধ্যে পূর্ব্ববৎ পিতামহপিণ্ডদান করিয়া ওঁ লেপভুজঃ প্রিয়ন্তাং এই বাক্যে আস্তরণকুশেতে হস্তমার্জ্জন করিতে হইবে। পিণ্ডপাত্র-প্রক্ষালিত জলদ্বারা অমুকগোত্র পিতঃ ইত্যাদি বাক্যে পিণ্ড-সেচন করিয়া পিণ্ডপাত্র অধোমুখ করিবে। অনন্তর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ওঁ পিতর্ম্মাদয়ধ্বং ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। পরে জল-স্পর্শপূর্ব্বক বামাবর্ত্তে উত্তরমুখী হইয়া প্রাণসংযম করত ওঁ ষড়্ভ্য ঋতুভ্যো নমঃ এই মন্ত্র জপ করিবে। ২৪। পরে বামাবর্ত্তে দক্ষিণাভিমুখ হইয়া অমীমদন্তঃ পিতরো যথাভাগমাবৃষা ঈষত এই মন্ত্র জপ করিয়া বস্ত্র শিথিল করত অঞ্জলি সংযমন-পূর্ব্বক নমো বঃ পিতরো নমো বঃ এই মন্ত্র জপ করিবে। পরে গৃহান্নঃ পিতরো দত্ত এই মন্ত্রে গৃহনিরীক্ষণ করিবে। পরে সদো বঃ পিতরো দেষ্ম এই মন্ত্রে নিরীক্ষণ করতঃ এতদ্বঃ পিতরো বাসঃ এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অমুকগোত্র পিতঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত বাক্যে সূত্রদান করিবে। তৎপরে বামহস্তদ্বারা উদক-পাত্র গ্রহণ করিয়া ঊর্জ্জং বহন্তী ইত্যাদি মন্ত্রে পিণ্ডোপরি জলধারা ত্যাগ করিবে। ২৫। পরে পূর্ব্বস্থাপিত পাত্র-শেষোদকদ্বারা প্রত্যেকে পিণ্ডসেচন করিবে। পরে পিণ্ডা-বাহনপূর্ব্বক পিণ্ডোপরি গন্ধাদিদান ও পিণ্ডোপরি কুশদান করিবে। পরে অক্ষন্নমী ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার জপ করিবে। ২৬। এইরূপে মাতামহাদি ব্রাহ্মণাচমন করিবে। পরে সুসু-প্রোক্ষিতমস্তু এই বাক্যে ভূমি অভ্যুক্ষণ করিতে হইবে। পরে অপাং মধ্যে স্থিতা দেবাঃ সর্ব্বমপ্সু ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া

ধৃতিশ্চ যদ্যৎ শ্রেয়স্করং লোকে তত্তদস্তু সদা মম। ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু ইতি যবতণ্ডুলদানং ॥২৭॥ অমুকগোত্রাণামস্মৎপিতৃপিতামহপ্রপিতামহানাং সপত্নীকানামিদমন্নপানাদিকমক্ষয্যমস্ত্বিতি পিত্রাদিব্রাহ্মণহস্তে তিলজলদানং। অস্ত্বিতি ব্রাহ্মণো বদেৎ। এতস্মাতামহাদীনামক্ষয্যমাশিষঃ। ওঁ অঘোরাঃ পিতরঃ সন্তু গোত্রন্নো বর্দ্ধতাং দাতারো নোভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ। শ্রদ্ধা চনোমাব্যগমৎ বহুদেয়ঞ্চনোস্ত্বিতি অন্নঞ্চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি। যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মা চ যাচিষ্ম কঞ্চন। এতা এবাশিষঃ সন্তু ॥২৮॥ সৌমনস্যমস্তু অস্ত্বিত্যুক্তে প্রদত্তপিণ্ডস্থানে অর্ঘ্যার্থপবিত্রমোচনং। কুশপবিত্রং গৃহীত্বা তেন কুশেন পিত্রাদিব্রাহ্মণং স্পৃষ্ট্বা স্বধাং বাচয়িষ্যে ওঁ বাচ্যতাং ওঁ পিতৃপিতামহেভ্যো যথানামশর্ম্মভ্যঃ সপত্নীকেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং। অস্তু স্বধা ইত্যুক্তে ঊর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতমিতি পিণ্ডোপরি বারিধারাং দদ্যাৎ ॥ ২৮ ॥ ততঃ ওঁ বিশ্বেদেবা অস্মিন্ যজ্ঞে প্রীয়ন্তাং দেব ব্রাহ্মণহস্তে যবোদকদানং। ওঁ প্রীয়ন্তামিতি তেনোক্তে ওঁ দেবতাভ্য ইতি ত্রির্জপেৎ ॥ ২৯ ॥ অধোমুখঃ পিণ্ডপাত্রাণি চালয়িত্বা আচম্য দক্ষিণোপবীতী পূর্ব্বাভিমুখঃ ওঁ অমুকগোত্রায় অমুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় সপত্নীকায় শ্রাদ্ধপ্রতিষ্ঠার্থদক্ষিণামেতদ্রজতং তুভ্যমহং সম্প্রদদে। ইতি দক্ষিণাং দদ্যাৎ। ততো দেবব্রাহ্মণায় দক্ষিণাদানং ॥ ৩০ ॥ ততঃ পিতৃব্রাহ্মণে পিণ্ডাঃ সম্পন্না ইতি প্রশ্নঃ। সুসম্পন্না ইতি পিণ্ডে ক্ষীরধারাং দত্ত্বা পিণ্ডচালনং অতিথিব্রাহ্মণে পিণ্ডপাত্রমুত্তানং কৃত্বা। ওঁ বাজে বাজে বত বাজিনো. নো ধনেষু বিপ্রা অমৃতা ঋতজ্ঞা অস্মমধ্বঃ পিবত মাদয়ধ্বং তৃপ্তায়াত পথিভির্দ্দেবযানৈরিতি পিণ্ডাদিবিসর্জ্জনং আমাবাজস্য প্রসবো জগম্যাদেমে দ্যাবা পৃথিবী বিশ্বরূপে আমাগন্তং পিতরা মাতরা যুবমামা সোমঃ অমৃতত্বায় গম্যাৎ ইতি দেববিসর্জ্জনং। ওঁ অভিরম্যতামিতি পিতৃব্রাহ্মণবিসর্জ্জনং। ব্রাহ্মণৈরনুজ্ঞাতস্য নিবর্ত্তনং। গবাদিষু পিণ্ডপ্রতিপাদনমিতি শেষঃ ॥ ৩১ ॥ অয়ং শ্রাদ্ধবিধিঃ প্রোক্তঃ পঠিতঃ পাপনাশনঃ। অনেন বিধিনা শ্রাদ্ধং কৃতং বৈ যত্র কুত্রচিৎ ॥ ৩২ ॥ অক্ষয়া স্যাৎ পিতৃ-

রিষ্টঞ্চাস্তু এই মন্ত্রে যবতণ্ডুল দান করিবে। ২৭। পরে অমুকগোত্রাণামিত্যাদি বাক্যে পিত্রাদিব্রাহ্মণহস্তে অক্ষয্য জলদান করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ "অস্তু" এই বলিয়া প্রতিবচন বলিবে। এইরূপে মাতামহাদির অক্ষয্য দান করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবে। অনন্তর ওঁ অঘোরাঃ পিতরঃ সন্তু ইত্যাদি এবং দাতারো নো বিবর্দ্ধন্তাং ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে সৌমনস্যমস্তু এই বাক্য উচ্চারণ করিবে এবং অস্তু এই মন্ত্রে অনুজ্ঞাত হইয়া পবিত্রমোচন করিবে। অর্ঘ্যার্থ প্রদত্ত পবিত্র গ্রহণ করিয়া আস্তীর্ণ কুশপত্রদ্বারা ব্রাহ্মণস্পর্শপূর্ব্বক ওঁ স্বধাং বাচয়িষ্যে এই বাক্যে অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিবে। পরে ওঁ বাচ্যতাং এই বাক্যে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ওঁ পিতৃপিতামহেভ ইত্যাদি মূলের লিখিত বাক্যে পবিত্রমোচন করিয়া পিণ্ডস্থানে নিক্ষেপ করিবে। পরে ওঁ অস্তু স্বধা এই বাক্যে অনুজ্ঞাত হইয়া ঊর্জ্জং বহন্তী রমৃতং ইত্যাদি মন্ত্রে পিণ্ডোপরি বারিধারা দিতে হইবে। ২৮। অনন্তর ওঁ বিশ্বেদেবা অস্মিন্ যজ্ঞে প্রিয়ন্তাং এই বাক্যে দেবব্রাহ্মণহস্তে যবোদক প্রদান করিবে এবং প্রিয়ন্তাং এই বাক্যে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া দেবতাভ্য ইত্যাদি মন্ত্র তিন বার জপ করিতে হইবে। ২৯। পরে অধোমুখে পিণ্ডপাত্র চালন করিয়া আচমন পূর্ব্বক দক্ষিণোপবীতী হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে অমুকগোত্রায় অমুকদেবশর্ম্মণে ইত্যাদি মূলের লিখিত বাক্যে দক্ষিণা করিতে হইবে। পরে দেবব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিতে হইবে। ৩০। অনন্তর পিতৃব্রাহ্মণের নিকট ওঁ পিণ্ডাঃ সম্পন্নাঃ এই বলিয়া প্রশ্ন করিবে। পরে ওঁ সুসম্পন্নাঃ এই বলিয়া ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া পিণ্ডোপরি ক্ষীরধারা প্রদান করিতে হইবে। পরে পিণ্ডচালন করিয়া অতিথিব্রাহ্মণে পিণ্ডপাত্র উত্তান করিয়া রাখিবে। অনন্তর বাজে বাজে ইত্যাদি মন্ত্রে পিণ্ড বিসর্জ্জন করিবে। অনন্তর অভিরম্যতাং ক্ষমস্ব এই মন্ত্রে পিতৃব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন করিয়া ব্রাহ্মণের নিকট অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক গবাদিকে পিণ্ড প্রদান করিবে। ৩১। উক্তরূপ শ্রাদ্ধবিধি পাঠ করিলে সর্ব্বপ্রকার পাপনাশ হয়। আর যে কোন স্থানেই হউক না কেন, উক্ত বিধি অনুসারে শ্রাদ্ধ করিলে নিশ্চয় পিতৃগণের

ণাঞ্চ স্বর্গপ্রাপ্তির্ধ্রুবা তথা। ইত্যুক্তং পার্ব্বণশ্রাদ্ধং পিতৃণাং ব্রহ্মলোকদং ॥ ৩৩ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে পার্ব্বণশ্রাদ্ধকথনং নাম দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

একাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ নিত্যশ্রাদ্ধং প্রবক্ষ্যামি পূর্ব্ববৎ তদ্বিশেষবৎ। ওঁ অমুকগোত্রাণামস্মৎপিতৃপিতামহানাং অমুকশর্ম্মণাং সপত্নীকানাং শ্রাদ্ধং সিদ্ধান্নেন যুষ্মংস্বহং করিষ্যে। আসনাদিকমত্র স্যাৎ বিশ্বেদেবা বিবর্জ্জিতং ॥ ২ ॥ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং প্রবক্ষ্যামি পূর্ব্ববত্তদ্বিশেষকং। জাতপুত্রমুখদর্শনাদৌ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং পূর্ব্বাভিমুখেষু দক্ষিণোপবীতিষু সযববদরকুশৈর্দ্দেবতীর্থেন নমস্কারান্তেন দক্ষিণোপচারেণ কর্ত্তব্যং ॥ ৩ ॥ দক্ষিণজানু গৃহীত্বা ওঁ অদ্যাস্মদীয়ামুকবৃদ্ধৌ অমুকগোত্রাণামস্মৎপিতামহীমাতৃণামমুকদেবীনামমুকগোত্রাণাং শ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে বসুসত্যসংজ্ঞকানাং বিশ্বেষাং দেবানাং শ্রাদ্ধং সিদ্ধান্নেন যুষ্মাসু ময়া কর্ত্তব্যমিতি দেবব্রাহ্মণামন্ত্রণং। ওঁ করিষ্যসীতি তেনোক্ত ইত্থমেবাপরদেবব্রাহ্মণামন্ত্রণং ॥ ৪ ॥ তত অমুকবৃদ্ধৌ অমুকগোত্রায়া মৎ প্রপিতামহ্যা অমুকদেব্যা নান্দীমুখ্যাঃ শ্রাদ্ধং সিদ্ধান্নেন যুষ্মাসু ময়া কর্ত্তব্যমিতি। প্রপিতামহীব্রাহ্মণামন্ত্রণং করিষ্যসীতি। তেনোক্তং ইত্থমেব প্রমাতামহ্যাদিব্রাহ্মণামন্ত্রণং ॥ ৫ ॥ দেবপিতৃসর্ব্বদেবব্রাহ্মণং শ্রাদ্ধকরণানুজ্ঞাপনং আসনে ওঁ বিশ্বেদেবা স আগত শৃণুতাম ইমং হব ইদং বর্হির্নিষীদত। ওঁ বিশ্বেদেবাঃ শৃণুতেমং হবং যেমে অন্তরীক্ষে য উপাদ্যবিষ্টয়ে অগ্নিজিহ্বা উতবা যজত্রা আসদ্যাস্মিন্বর্হিষিমাদয়ধ্বং। ওঁ আগচ্ছন্তু ইতি বিশ্বেদেবাবাহনং গন্ধাদিদানং। অচ্ছিদ্রাবধারণবাচনং ॥ ৬ ॥ ততঃ প্রপিতামহীপ্রভৃতীনামনুজ্ঞাপনং আসনদানং গন্ধাদিদানঞ্চ অচ্ছিদ্রাবধারণবাচনং। ইত্থং পিতামহ্যাঃ মাতুঃ ততঃ প্রপিতামহাদীনাং অনুজ্ঞাপনং আসনং আবাহনং গন্ধাদিদানং বৃদ্ধপ্রমাতামহাদীনাং অনুজ্ঞাপনাদিকরণং। ওঁ বসুসত্যসংজ্ঞকেভ্যো দেবেভ্যো এতদন্নং সব্যঞ্জনং সবদরং সদধি প্রতিষিদ্ধবর্জ্জিতং নম ইতি অন্নসঙ্কল্পনং। ওঁ অমুকগোত্রে মৎপিতামহি অমুকী দেবি নান্দীমুখি এতদন্নং

অক্ষয় স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। এইরূপে পার্ব্বণশ্রাদ্ধবিধি কথিত হইল, এই শ্রাদ্ধ পিতৃলোককে ব্রহ্মলোক প্রদান করে। ৩২—৩৩।

একাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন। অনন্তর নিত্য শ্রাদ্ধ বলিতেছি। পূর্ব্বে যেরূপ শ্রাদ্ধবিধি উক্ত হইয়াছে, সেই বিধি অনুসারে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে, তন্মধ্যে বিশেষ এই,—অমুকগোত্রাণাং ইত্যাদি মূলের লিখিত বাক্য অনুসারে নিত্যশ্রাদ্ধে বাক্য প্রয়োগ করিবে। নিত্যশ্রাদ্ধে আসনদানাদি সমস্ত কার্য্যই করিবে, কেবল এই শ্রাদ্ধে বিশ্বদেবাদি বর্জ্জিত আছে। ১—২। অনন্তর বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বলিতেছি, এই শ্রাদ্ধেও পূর্ব্ববৎ সমস্ত কার্য্য করিবে, তদ্ভিন্ন যাহা কিছু বিশেষ আছে, তাহাও কথিত হইতেছে। পুত্রের জাতকর্ম্মাদি সংস্কারে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হয়। এই শ্রাদ্ধ পূর্ব্বাভিমুখে ও দক্ষিণোপবীতীতে সযববদর-কুশদ্বারা দেবতীর্থে দক্ষিণোপচারে করিতে হইবে। ৩। দক্ষিণ জানু গ্রহণ করিয়া ওঁ অদ্য অস্মদীয় অমুকবৃদ্ধৌ ইত্যাদি বাক্যে দেবব্রাহ্মণের আমন্ত্রণ করিবে। পরে ওঁ করিষ্যসি এই বাক্যে ব্রাহ্মণ কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া দেবব্রাহ্মণের আমন্ত্রণ করিতে হইবে। ৪। অনন্তর অমুকবৃদ্ধৌ অমুকগোত্রায়া ইত্যাদি মূলের লিখিত বাক্যে পৃথক্ পৃথক পিতৃপিতামহাদি-মাতামহাদি-পিতামহ্যাদি মাতামহ্যাদি ব্রাহ্মণামন্ত্রণ করিতে হইবে। ৫। উক্তরূপে দেবপিতৃব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ ও অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া বিশ্বেদেবা স আগন্ত ইত্যাদি মন্ত্রে বিশ্বেদেবগণের আবাহন করিবে। অনন্তর গন্ধাদি দান করিয়া তাহার অচ্ছিদ্র করিতে হইবে। ৬। অনন্তর প্রপিতামহী প্রভৃতির অনুজ্ঞাপন, আসন দান, গন্ধাদি দান, ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। এইরূপে পিতামহী, মাতা ও প্রপিতামহাদির অনুজ্ঞা গ্রহণ, আসন দান, আবাহন ও গন্ধাদি দান এবং বৃদ্ধপ্রমাতামহাদির অনুজ্ঞাগ্রহণাদি করিতে হইবে।

সবদরং সদধি মমঃ এবং মাতামহ-প্রমাতামহেভ্যঃ ॥ ৭ ॥ একোদ্দিষ্টং পুরাবত্তে তদ্বিশেষং বদে শৃণু। প্রথমং নিমন্ত্রণং পাদপ্রক্ষালনং আসনং অদ্য অমুকগোত্রস্য মৎ পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রতিসাম্বৎসরিকমেকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধং সিদ্ধান্নেন যুষ্মাস্বহং করিষ্যে। শ্রাদ্ধকরণানুজ্ঞাপনং আসনং গন্ধাদিদানং অন্নানুকল্পনং। জপ্যাং নিবীতি উত্তরাভিমুখীভুয়াতিথিশ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ ॥ ৮ ॥ ততস্তৃপ্তিং জ্ঞাত্বা দক্ষিণাভিমুখো বামোপরীতী উচ্ছিষ্টসমীপে অগ্নিদগ্ধা ইতি অন্নবিকরণং। অমুকগোত্র মৎপিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে জলমবনেনিক্ষ্ব যে চাত্র ত্বামনুজাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা ইতি রেখোপরি বারিধারাদানং। শেষং পূর্ব্ববৎ ॥ ৯ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে একাদশাধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

দ্বাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ। ॥ ১ ॥ সপিণ্ডীকরণং বক্ষ্যে পূর্ণেঽব্দে তৎক্ষয়েহনি। কৃতং সম্যক্ যথাকালে প্রেতাদেঃ পিতৃলোকদং ॥ ২ ॥ সপিণ্ডীকরণং কুর্য্যাদপরাহ্নে তু পূর্ব্ববৎ। পিতামহাদিব্রাহ্মণনিমন্ত্রণং। ওঁ পুররবো মাদ্রবঃ সংজ্ঞকেভ্যো দেবেভ্য এতদাসনং নমঃ বামপার্শ্বে চাসনদানং আবাহনং। ততঃ পিতামহপ্রপিতামহানাং সপত্নীকানাং শ্রাদ্ধমহং করিষ্যে ইত্যনুজ্ঞাগ্রহণং পাত্রত্রয়করণং পাত্রোপরি কুশং দত্ত্বা পাত্রান্তরেণ পিধায় অচ্ছিদ্রাবধারণান্তং পরিসমাপ্য তথৈব পিতুরপি সপত্নীকস্য প্রেতপদান্তনাম্না শ্রাদ্ধকরণানুজ্ঞাপনং দেবপাত্রাচ্ছিদ্রাবধারণং ॥ ৩ ॥ তৎ পরিসমাপ্য পিতামহপ্রপিতামহবৃদ্ধপ্রপিতামহক্রমেণ পাত্রাণাং মনাক্ চালনং উদ্ঘাটনং কৃত্বা। ওঁ যে সমানাঃ সমনসঃ পিতরো যমরাজ্যে তেষাং লোকঃ স্বধা নমো যজ্ঞো দেবেষু কল্পতাং। ওঁ যে সমানাঃ সমনসো জীবা জীবেষু মামকাঃ। তেষাং শ্রীর্ম্ময়ি কল্পতামস্মিন্ লোকে শতং সমাঃ। এতন্মন্ত্রদ্বয়েন পিতৃপাত্রোদকং পিতামহপ্রপিতামহপাত্রে বৃদ্ধপ্রপিতামহপাত্রং পরিত্যজ্য পিতামহপ্রপিতামহয়োরুদকং পবিত্রঞ্চ পিতৃপাত্রে ক্ষিপেৎ ॥ ৪ ॥

পরে বসুসত্য সংজ্ঞকেভ্যঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত বাক্যে অন্নানুকল্পন করিবে। ৭। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধকালে পূর্ব্ববৎ সকল কার্য্য করিতে হইবে, তাহাতে বিশেষ এই—প্রথমে নিমন্ত্রণ, পাদপ্রক্ষালন ও আসনদান করিয়া অদ্য অমুকগোত্রস্য ইত্যাদি মূলের লিখিত বাক্যে অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া আসন দান ও গন্ধাদি দান পূর্ব্বক অন্নদান করিতে হইবে। পরে রুচিস্তবাদি জপ করিয়া কণ্ঠাবলম্বিত যজ্ঞসূত্র ধারণপূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে অতিথিশ্রাদ্ধ করিবে। ৮। অনন্তর পিতৃলোকের তৃপ্তি নিশ্চয় করিয়া দক্ষিণাভিমুখে বামোপবীতিক্রমে উচ্ছিষ্টসমীপে অগ্নিদগ্ধাশ্চ ইত্যাদি মন্ত্রে অন্নবিকিরণ করিবে। পরে অমুকগোত্র মৎপিতঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত বাক্যে রেখোপরি বারিধারা দান করিতে হইবে। অন্য কার্য্য সমুদায় পূর্ব্ববৎ জানিবে। ৯।

দ্বাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন, অনন্তর সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ বলিতেছি। মরণের পর বৎসর পূর্ণ হইলে মৃততিথিতে এই শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। এই শ্রাদ্ধ যথাকালে সম্যক্ সমাচরিত হইলে প্রেতের পিতৃলোকপ্রাপ্তি হয়। সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ অপরাহ্নে করিবে। পূর্ব্ববৎ সমস্ত অনুষ্ঠান করিবে। তন্মধ্যে যাহা কিছু বিশেষ আছে, তাহা কথিত হইতেছে। ওঁ পুররবো মাদ্রবঃসংজ্ঞেভ্যঃ ইত্যাদি বাক্যে বামপার্শ্বে আসন দান করিয়া আবাহন করিতে হইবে। অনন্তর পিতামহ প্রপিতামহানাং ইত্যাদি বাক্যে শ্রাদ্ধানুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তিনটি পাত্র সংস্থাপন করিবে এবং সেই পাত্রের উপরি কুশ প্রদান করিয়া পাত্রান্তর দ্বারা আবাহন করিবে। পরে অচ্ছিদ্রাবধারণান্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া সপত্নীক পিতার প্রেতপদান্ত নামে শ্রাদ্ধানুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক দেবপাত্রাচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। ১—৩। উক্ত কার্য্যসকল সমাপন করিয়া পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধপ্রপিতামহক্রমে পাত্রচালন ও উদ্ঘাটন করিয়া ওঁ যে সমানাঃ সমনসঃ ইত্যাদি মন্ত্রে পিতৃপাত্রের জল পিতামহপ্রপিতামহ পাত্রে দিতে হইবে, বৃদ্ধপ্রপিতামহপাত্র পরিত্যাগ করিয়া পিতামহ প্রপিতামহ-পাত্রস্থ

ততঃ পিতৃব্রাহ্মণহস্তে পাত্রস্থপবিত্রদানং। পাত্রস্থপুষ্পেণ শিরসঃকরপাদার্চ্চনং ব্রাহ্মণহস্তেঽন্যজলদানং হস্তাভ্যাং পাত্রমুত্থাপ্য যাদিব্যেতি পঠিত্বা অমুকগোত্র মৎপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ সপত্নীক এষ তে অর্ঘ্যঃ স্বধা পিতৃপাত্রে-নৈব পিতামহব্রাহ্মণহস্তে স্তোকমর্ঘ্যোদকং কৃত্বা স্তোক-মুদকং পিণ্ডসেচনার্থং পাত্রান্তরেণ পিধায় পিতৃ-ব্রাহ্মণবামপার্শ্বে দক্ষিণাগ্রকুশোপরি পিতৃভ্যঃ স্থানমসীতি অধোমুখপাত্রস্থাপনং ॥ ৫ ॥ পিতামহ-প্রপিতামহ-বৃদ্ধপ্রপিতামহান্ গন্ধাদিদানমগ্নৌকরণং অবশিষ্টান্নং প্রপিতামহাদিপাত্রে ক্ষিপেৎ। পিতামহাদিপাত্রাভিমন্ত্রণ-পর্য্যন্তক্রমেণ সমাপ্যাপি ব্রাহ্মণপাত্রাভিমর্ষণং অঙ্গুষ্ঠ-নিবেশনং তিলবিকিরণং কৃত্বা অমুকগোত্র এতত্তে অন্নং ঘৃতং পানীয়ং সব্যঞ্জনং প্রতিষিদ্ধবর্জ্জিতং যে চাত্রত্বা মনুজাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা ইতি॥ ৬ ॥ ততো দেব-প্রভৃতিভ্য আপোঽষাণং দদ্যাৎ। অতিথিপ্রাপ্তৌ অতি-থিশ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ। অস্মিন্নবসরে বিকরণং। পিতামহাদৌ প্রশ্নং কৃত্বা পিতৃব্রাহ্মণং ওঁ স্বদিতং ভবদ্ভিরিতি প্রশ্নঃ ওঁ অমুকগোত্র মৎপিত অমুকশর্ম্মন্ সপত্নীক এষ তে পিণ্ডো যে চাত্রত্বা মনুজাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ স্বধেতি পিণ্ড-পাত্রমচ্ছিদ্রমস্তু ততঃ সঙ্কল্পসিদ্ধিবাচনং সমাপ্য পিণ্ডং দ্বিধা কৃত্বা যে সমানাঃ সুমনস ইতি মন্ত্রদ্বয়ং পঠিত্বা পিতা-মহবৃদ্ধপ্রপিতামহপাত্রেষু ক্ষিপেৎ। পিণ্ডেষু গন্ধাদিকং দত্ত্বা পিণ্ডচালনং অতিথিব্রাহ্মণে স্বদিতাদিপ্রশ্নঃ। ব্রাহ্মণা-নামাচমনং ভুক্তিক্রমেণ তাম্বূলদানং। সুস্থপ্রোক্ষিতমস্তু শিবা আপঃ সন্তু বৃদ্ধপ্রপিতামহক্রমেণ ব্রাহ্মণহস্তে জল-দানং গোত্রস্যাক্ষয্যমস্তু পিতৃব্রাহ্মণহস্তে উপতিষ্ঠতামিতি সতিলজলদানং ॥ ৭ ॥ অঘোরাঃ পিতরঃ সন্তু অস্ত্বিত্যুক্তে স্বধাম্বাচয়িষ্যে ইতি পিতামহাদিব্রাহ্মণানুজ্ঞাপনং। ওঁ বাচ্যতাং ইত্যুক্তে ওঁ পিতামহাদিভ্যঃ স্বধোচ্যতাং অস্তু স্বধেত্যুক্তে পিতৃব্রাহ্মণপিতৃভ্যঃ স্বধোচ্যতামিতি অস্তু স্বধেত্যুক্তে ওঁ ঊর্জ্জং বহন্তীরিতি দক্ষিণাভিমুখবারিধারা-ত্যাগঃ। ওঁ বিশ্বেদেবা অস্মিন্ যজ্ঞে প্রীয়ন্তামিতি দেব-ব্রাহ্মণহস্তে যবোদকদানং। ও দেবতাভ্য ইতি ত্রির্জ্জপঃ।

জল ও পবিত্র পিতৃপাত্রে নিক্ষেপ করিতে হইবে। ৪। তৎপরে পিতৃব্রাহ্মণহস্তে পাত্রস্থ পবিত্রপ্রদান করিয়া পাত্রস্থ পুষ্পদ্বারা শিরঃ, কর ও পাদার্চ্চন করিতে হইবে। পরে ব্রাহ্মণহস্তে অন্যজল দান করিয়া উভয় হস্তদ্বারা পাত্রে উত্থাপনপূর্ব্বক ওঁ যাদিব্যা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া অমুকগোত্র মৎপিতামহ ইত্যাদি বাক্যে পিতৃপাত্র হইতে কিঞ্চিৎ অর্ঘ্যোদক পিতামহব্রাহ্মণহস্তে প্রদান করিয়া অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ জল পিণ্ডসেচনার্থ পাত্রান্তরদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া পিতৃব্রাহ্মণবামপক্ষে দক্ষিণাগ্রকুশোপরি পিতৃভ্যঃ স্থানমসি এই মন্ত্রে বিপরীতভাবে রাখিতে হইবে। ৫। পরে পিতামহাদিকে গন্ধাদিদান করিতে হইবে এবং অগ্নৌ-করণ করিয়া অবশিষ্টান্ন প্রপিতামহাদিপাত্রে নিক্ষেপ করিতে হইবে। তৎপরে ক্রমতঃ পিতামহাদির পাত্রাভিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণপাত্রাভিমর্ষণ, অঙ্গুষ্ঠনিবেশন ও তিল-বিকিরণপূর্ব্বক অমুকগোত্র ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ করিয়া অন্ন নিবেদন করিবে। ৬। অনন্তর দৈবাদিক্রমে ব্রাহ্মণহস্তে আপো-ষাণার্থ জল দিতে হইবে। পরে অতিথি প্রাপ্ত হইলে অতিথি-শ্রাদ্ধ করিবে। এই সময়ে বিকিরণার্থ অন্ন প্রদান করিবে। পরে পিতামহাদি ব্রাহ্মণে প্রশ্ন করিয়া স্বদিতং ভবদ্ভিঃ এই বাক্যে পিতৃব্রাহ্মণে প্রশ্ন করিতে হইবে এবং অমুকগোত্র ইত্যাদি বাক্যে পিণ্ডদান ও পিণ্ডাচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া সঙ্কল্প-সিদ্ধিবাচনপূর্ব্বক সমস্ত কার্য্যসমাপনান্তে পিণ্ড দ্বিধা করিয়া যে সমানাঃ সুমনসঃ ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠপূর্ব্বক পিতামহাদি-পিণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে। পরে পিণ্ডোপরি গন্ধাদি প্রদান করিয়া পিণ্ডচালন, অতিথি ব্রাহ্মণে স্বদিতাদিপ্রশ্ন, ব্রাহ্মণাচমন, ভুক্তিক্রমে তাম্বূল দান করিবে। অনন্তর সুস্থ-প্রোক্ষিতমস্তু, শিবা আপঃ সন্তু এই বাক্যদ্বয় উচ্চারণপূর্ব্বক বৃদ্ধপ্রপিতামহাদিক্রমে ব্রাহ্মণহস্তে জলদান করিবে। পরে পিতৃব্রাহ্মণহস্তে অক্ষয্যদান করিলে উপতিষ্ঠতাং এই বাক্যে সতিল জলপ্রদান করিতে হইবে। ৭। তৎপরে অঘোরাঃ পিতরঃ সন্তু এই বাক্য উচ্চারণ করিলে সন্তু এই বাক্যে ব্রাহ্মণ প্রতিবচন প্রদান করিবে এবং স্বধাং বাচয়িষ্যে এই বাক্যে অনুজ্ঞাগ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ বাচ্যতাং এই বাক্যে প্রত্যুত্তর করিবেন। তৎপরে মাতামহাদিভ্যঃ স্বধোচ্যতাং এই বাক্যে

৮॥ পিণ্ডপাত্রাণি চালয়িত্বা আচম্য পিতামহাদিভ্যো দক্ষিণাং দত্ত্বা ততঃ পিতৃব্রাহ্মণায় আশিষো মে প্রদীয়ন্তামিত্যাশীঃ-প্রার্থনং প্রতিগৃহ্যতামিত্যুক্তে দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তামিতি পাত্রমুত্তানং কৃত্বা বাজে বাজে বিসর্জ্জনং অভিরম্যতামিতি পিতৃব্রাহ্মণং ॥৯॥ সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধং ব্যাস প্রোক্তং ময়া তব। শ্রাদ্ধং বিষ্ণুঃ শ্রাদ্ধকর্ত্তা ফলং শ্রাদ্ধাদিকং হরিঃ ॥ ১০ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানং নাম দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ। ধর্ম্মসারমহং বক্ষ্যে সংক্ষেপাৎ শৃণু শঙ্কর। ভুক্তিমুক্তিপ্রদং সূক্ষ্মং সর্ব্বপাপবিনাশনং ॥ ২ ॥ শ্রুতং ধর্ম্মং বলং ধৈর্য্যং সুখমুৎসাহমেব চ। শোকো হরতি বৈ নৃণাং তস্মাচ্ছোকং পরিত্যজেৎ ॥ ৩ ॥ কর্ম্মদারাঃ কর্ম্মলোকাঃ কর্ম্মসম্বন্ধিবান্ধবাঃ। কর্ম্মাণি প্রেরয়ন্তীহ পুরুষং সুখদুঃখয়োঃ ॥ ৪ ॥ দানমেব পরো ধর্ম্মো দানাৎ সর্ব্বমবাপ্যতে। দানং স্বর্গঞ্চ রাজ্যঞ্চ দদ্যাদ্দানং ততো নরঃ ॥ ৫ ॥ একতো দানমেবাহুঃ সমগ্রবরদক্ষিণঃ। একতো ভয়ভীতস্য প্রাণিনঃ প্রাণরক্ষণং ॥ ৬ ॥ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ যজ্ঞৈঃ স্নানেন বা পুনঃ। ধর্ম্মস্য নাশকা যে চ তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৭ ॥ যে চ হোমজপস্নানদেবতার্চ্চনতৎপরাঃ। সত্যক্ষমাদয়াযুক্তাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৮ ॥ ন দাতা সুখদুঃখানাং ন চ হর্ত্তাস্তি কশ্চন। স্বকৃতান্যেব ভুঞ্জন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ ॥ ৯ ॥ ধর্ম্মার্থং জীবিতং যেষাং দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে। সন্তুষ্টঃ কো ন শক্নোতি ফলমূলৈশ্চ বর্ত্তিতুং ॥ ১০ ॥ সর্ব্ব এব হি সৌখ্যেন

পবিত্র মোচন করিলে অস্তু স্বধা এই বাক্যে ব্রাহ্মণ প্রতিবচন প্রদান করিবে। অনন্তর উর্জ্জং বহন্তী ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণাভিমুখে বারিধারা ত্যাগ করিবে। পরে বিশ্বেদেবা অত্র শ্রাদ্ধে প্রীয়ন্তাং এই বাক্যে দেবব্রাহ্মণহস্তে যবোদকদান করিয়া দেবতাভ্য ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার জপ করিতে হইবে। ৮। অনন্তর পিণ্ডপাত্র সকল চালন করিয়া আচমনপূর্ব্বক পিতামহাদিক্রমে দক্ষিণা দিতে হইবে। পরে পিতৃব্রাহ্মণে আশিষো মে প্রদীয়ন্তাং এই বাক্যে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলে ব্রাহ্মণ প্রতিগৃহ্যতাং এই বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে। তৎপরে দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া পাত্র উত্তানপূর্ব্বক বাজে বাজে ইত্যাদি মন্ত্রে দেবব্রাহ্মণ ও অভিরম্যতাং এই মন্ত্রে পিতৃব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে। ৯। হে ব্যাস! এইরূপে সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধ আমি তোমার নিকট বলিলাম। শ্রাদ্ধ, শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও শ্রাদ্ধফল এই সমুদায়ই বিষ্ণুস্বরূপ জ্ঞান করিবে। ১০।

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে শঙ্কর! অনন্তর ভুক্তিমুক্তিপ্রদ অতিসূক্ষ্ম সর্ব্বপাপবিনাশন ধর্ম্মসার সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১-২। শাস্ত্র, ধর্ম্ম, বল, ধৈর্য্য, সুখ, উৎসাহ, এই সকল মনুষ্যের ধর্ম্মকে শোক হরণ করিয়া থাকে। ৩। অতএব শোক পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কর্ম্মই পুরুষের দারা, কর্ম্মই পুরুষের সর্ব্বলোকপ্রাপ্তির কারণ এবং কর্ম্মজন্যই পুরুষের বন্ধুবান্ধব হইয়া থাকে; অতএব জানা যায় যে, কর্ম্মই পুরুষকে সুখদুঃখে প্রেরণ করিয়া থাকে। ৪। একমাত্র দানই পরমধর্ম্ম, দান হইতেই পুরুষের সর্ব্বপ্রকার অভিলষিত লাভ হয়। ঐ দানই পুরুষকে স্বর্গ ও রাজ্যপ্রদান করে; অতএব মনুষ্যগণ অবশ্য দান করিবে। ৫। পণ্ডিতগণ একপক্ষে সমগ্র দক্ষিণার সহিত দান ও অপর পক্ষে ভয়ভীত প্রাণীর প্রাণরক্ষা এই উভয়কে তুল্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৬। তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, যজ্ঞ, স্নান এই সকল কার্য্য করিয়াও যাহারা প্রকৃত ধর্ম্মের নাশ করেন, তাঁহারা চিরকাল নিরয়গামী হইয়া থাকেন। যাঁহারা হোম, জপ, স্নান, দেবতার্চ্চন প্রভৃতি কার্য্যে তৎপর থাকিয়া সত্য, ক্ষমা, দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত হয়েন, তাঁহারা স্বর্গগামী হইতে পারেন। ৮। কেহ কাহাকে সুখ বা দুঃখ দান করিতে পারে না। সকলেই স্বস্বকৃত কর্ম্মানুসারে সুখদুঃখভোগ করিয়া থাকেন। ৯। যাঁহারা ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত জীবন দান করেন, তাঁহারা দুর্গতিসকল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন। যাঁহাদিগের চিত্ত সর্ব্বদা সন্তুষ্ট আছে, তাঁহারা ফলমূল শাকাদিদ্বারা জীবনধারণ করিয়াও সুখ অনুভব করেন। ১০।

সঙ্কটান্যবগাহতে। এষ এব হি লোভস্য কার্য্যোঽন্বয়মতিদুষ্করঃ॥ ১১॥ লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি লোভাৎ দ্রোহঃ প্রবর্ত্ততে। লোভান্মোহশ্চ মায়া চ মানো মৎসর এব চ॥ ১২॥ রাগদ্বেষানৃতক্রোধো লোভমোহমদোজ্ঝিতঃ। যঃ স শান্তঃ পরং লোকং যাতি পাপবিবর্জ্জিতঃ॥ ১৩॥ দেবতা মুনয়ো নাগা গন্ধর্ব্বা গুহ্যকা হর। ধার্ম্মিকং পূজয়ন্তীহ ন ধনাঢ্যং ন কামিনং॥ ১৪॥ অনন্তবলবীর্য্যেণ প্রজ্ঞয়া পৌরুষেণ বা। অলভ্যং লভতে মর্ত্ত্যস্তত্র কা পরিবেদনা॥ ১৫॥ সর্ব্বসত্ত্বদয়াত্যর্থা সর্ব্বেন্দ্রিয়বিনিগ্রহঃ। সর্ব্বত্রানিত্যবুদ্ধিত্বং শ্রেয়ঃ পরমিদং স্মৃতং॥ ১৬॥ পশ্যন্নিবাগ্রতো মৃত্যুং যো ধর্ম্মং নাচরেন্নরঃ। অজাগলস্তনস্যেব তস্য জন্ম নিরর্থকং॥ ১৭॥ ভ্রূণহা ব্রহ্মহা গোঘ্নঃ পিতৃহা গুরুতল্পগঃ। ভূমিং সর্ব্বগুণোপেতাং দত্ত্বা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১৮॥ ন গোদানাৎ পরং দানং কিঞ্চিদস্তীহ মে মতিঃ। যা গৌর্ন্যায়ার্জ্জিতা দত্তা কৃৎস্নং তারয়তে কুলং॥ ১৯॥ নান্নদানাৎ পরং দানং কিঞ্চিদস্তি বৃষধ্বজ। অন্নেন ধার্য্যতে সর্ব্বং চরাচরমিদং জগৎ॥ . কন্যাদানং বৃষোৎসর্গস্তীর্থসেবা শ্রুতস্তথা। হস্ত্যশ্বরথদানানি মণিরত্নবসুন্ধরাঃ॥ ২১॥ অন্নদানস্য সর্ব্বাণি কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং। অন্নাৎ প্রাণা বলং তেজশ্চান্নাদ্বীর্য্যং ধৃতিঃ স্মৃতিঃ॥ ২২॥ কূপবাপিতড়াগাদি আরামানি চ কারয়েৎ। ত্রিসপ্তকুলমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥২৩॥ সাধূনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থাদপি বিশিষ্যতে। কালেন ফলতে তীর্থং সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ॥ ২৪॥ সত্যং দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষশ্চ ক্ষমার্জ্জবং। জ্ঞানং শমং দয়া দানমেব ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ২৫॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ধর্ম্মসারকথনং নাম ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥

সকল ব্যক্তিই সুখের লালসায় দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, এইটী লোভের কার্য্য। মনুষ্য লোভপরতন্ত্র হইলেই দুষ্কর কার্য্য করিয়া থাকে। ১১। মনুষ্যের অন্তঃকরণে লোভ উপস্থিত হইলেই ক্রোধ প্রবল হইয়া উঠে। লোভ বশতঃ মনুষ্য হিংসাদি গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। মোহ, মায়া, অভিমান, মাৎসর্য্য, রাগ, দ্বেষ, মিথ্যা আচরণ, এই সমস্তই লোভ হইতে উৎপন্ন হয়, অতএব লোভ ও মোহ পরিত্যাগ করিবে। যে শান্ত ব্যক্তি লোভ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার পাপবিহীন হইয়া পরম লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১২—১৩। মহেশ্বর, দেবতা, মুনিগণ, নাগ, গন্ধর্ব্ব ও গুহ্যকগণ, ইহাঁরা সকলেই ধার্ম্মিকের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, কখন ধনাঢ্য অথবা কামীর অর্চ্চনা কেহ করে না। ১৪। অনন্ত বলবীর্য্য প্রজ্ঞা ও পৌরুষ দ্বারা যদি কোন মনুষ্য অলভ্য দ্রব্য লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে অপরের পরিতাপ করা কর্ত্তব্য নহে। ১৫। সকল প্রাণীর প্রতি দয়া, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এবং সর্ব্ব বস্তুতে অনিত্য বুদ্ধি এই সকলই মনুষ্যের পরম শ্রেয়স্কর। ১৬। যিনি সম্মুখে মৃত্যু বিদ্যমান আছে, এইরূপ জ্ঞান করিয়া ধর্ম্মাচরণ না করেন, অজাগলস্থিত স্তনের ন্যায় তাঁহার জন্ম বিফল জানিবে। ১৭। ভ্রূণহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, পিতৃহত্যা, গুরুপত্নীগমন এই সকল মহাপাপ বলিয়া পরিগণিত হয়। উক্ত পাপী ব্যক্তি সর্ব্বগুণোপেত ভূমি প্রদান করিলে ঐ সকল পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। ১৮। হে শঙ্কর! আমি নিশ্চয় জানি যে, ইহলোকে গোদান হইতে অন্য কোন কার্য্যই প্রধান নহে। যিনি ন্যায়ার্জ্জিত গোদান করেন, তিনি সকল পাপ হইতে আপন কুলকে পরিত্রাণ করিতে পারেন। ১৯। বৃষধ্বজ! অন্নদান হইতে প্রধান দান আর কিছুই নাই, যে হেতু এই সচরাচর জগৎ অন্নদ্বারাই প্রতিষ্ঠিত আছে। ২০। কন্যাদান, বৃষোৎসর্গ, তীর্থসেবা, বেদাধ্যয়ন, হস্তী অশ্ব রথাদি দান, মণি রত্ন ও পৃথিবীদান, এই সকল কর্ম্মও অন্নদানের ষোড়শাংশ ফল প্রদান করিতে পারে না। যেহেতু অন্ন হইতেই প্রাণিগণের প্রাণ, বল, তেজ, বীর্য্য, ধৃতি, স্মৃতি, এই সকল প্রতিষ্ঠিত হয়। ২১—২২। যিনি কূপ, পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা ও উপবন নির্ম্মাণ করিয়া লোকের সন্তুষ্টির নিমিত্ত প্রদান করেন, তিনি আপন ত্রিসপ্ত কুল উদ্ধার করিয়া বিষ্ণুলোকে বাস করিতে পারেন। ২৩। সাধুসমাগম অতি মহৎ পুণ্য, ইহা সর্ব্বপ্রকার তীর্থ হইতেও বিশেষ ফল প্রদান করে। তীর্থসেবা করিলে কালান্তরে তাহার ফললাভ হয়, কিন্তু সাধুসমাগম তৎক্ষণাৎ ফল প্রদান করে। ২৪। সত্য, দান, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, শম, দয়া ও দান এই সকল সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। ২৫।

চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ। প্রায়শ্চিত্তাদি বক্ষ্যেহং নরকাদ্যোঘমর্দ্দনং। মক্ষিকা বিপ্রুষো নারী ভুবি তোয়ং হুতাশনঃ। মার্জ্জারো নকুলশ্চৈব শুচীন্যেতানি নিত্যশঃ॥ ২॥ যঃ শূদ্রোচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টঃ প্রমাদাৎ ভুঙ্‌ক্তে দ্বিজঃ। অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি॥ ৩॥ বিপ্রো বিপ্রেণ সংস্পৃষ্ট উচ্ছিষ্টেন কদাচন। স্নানং জপ্যঞ্চ কর্ত্তব্যং দিনস্যান্তে চ ভোজনং॥ ৪॥ অন্নং সমক্ষিকাকেশং শুদ্ধেদ্বান্তেন তৎক্ষণাৎ। যশ্চ পাণিতলে ভুঙ্‌ক্তে অঙ্গুল্যা বাহুনা চ যঃ॥ ৫॥ অহোরাত্রেণ শুদ্ধ্যেত পিবেৎ পতিতবার্য্যত। পীতশেষন্তু যত্তোয়ং বামহস্তেন মদ্যবৎ॥ ৬॥ চর্ম্মমধ্যগতং তোয়মশুচি স্যান্ন তৎ পিবেৎ। অন্ত্যজাতিরবিজ্ঞাতো নিবসেদ্‌যস্য বেশ্মনি॥ ৭॥ চান্দ্রায়ণং পরাকম্বা দ্বিজাতীনাং বিশোধনং। প্রাজাপত্যন্তু শূদ্রস্য পশ্চাৎ জ্ঞাতে তথাপরে॥ ৮॥ যস্তত্র ভুঙ্‌ক্তে পক্কান্নং কৃচ্ছার্দ্ধং তস্য দাপয়েৎ। তেষামপি চ গো ভুঙ্‌ক্তে কৃচ্ছ্রপাদো বিধীয়তে॥ ৯॥ রজকানাঞ্চ শৈলূষী-বেণু-চর্ম্মোপজীবিনাং। এতদন্নঞ্চ যো ভুঙ্‌ক্তে দ্বিজাশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥ ১০॥ চাণ্ডালকূপভাণ্ডেষু অজ্ঞানাৎ পিবতে জলং। কুর্য্যাৎ সান্তপনং বিপ্রস্তদর্দ্ধঞ্চ বিশঃ স্মৃতং॥ ১১॥ পাদং শূদ্রস্য দাতব্যমজ্ঞানাদন্ত্যবেশ্মনি। প্রায়শ্চিত্তং ত্রিকৃচ্ছ্রং স্যাৎ পরাকমন্ত্যজাগতৌ॥ ১২॥ অন্ত্যজোচ্ছিষ্টভুক্‌ শুদ্ধ্যেদ্দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণেন চ। চাণ্ডালান্নং যদা ভুঙ্‌ক্তে প্রমাদাদৈন্দনঞ্চরেৎ॥ ১৩॥ ক্ষত্রজাতিঃ সান্তপনং যজ্জীরাত্রং পরে তথা। একবৃক্ষে তু চণ্ডালঃ প্রমাদাদ্‌ব্রাহ্মণো যদি। ফলং ভক্ষয়তে তত্র অহোরাত্রেণ শুদ্ধ্যতি॥ ১৪॥ ভুক্তোচ্ছিষ্টোপি বান্তাচ্চাণ্ডালং

চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন, অনন্তর প্রায়শ্চিত্তাদি কহিতেছি। এই প্রায়শ্চিত্তসকল নরকভোগের হেতুভূত পাপ বিনাশ করে। মক্ষিকা, জলবিন্দু, স্ত্রী, জল, অগ্নি, মার্জ্জার ও নকুল ইহারা সর্ব্বদাই শুচি। ১—২। যে কোন ব্যক্তি প্রমাদবশতঃ শূদ্রের উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিয়া ভোজন করেন, তিনি অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পানদ্বারা শুদ্ধ হইতে পারেন। ৩। যদি কোন ব্যক্তি উচ্ছিষ্টবিপ্র কর্ত্তৃক সংস্পৃষ্ট হয়েন, তাহাহইলে স্নান ও জপ করিয়া দিনান্তে ভোজন করিলে শুদ্ধ হইতে পারেন। ৪। মক্ষিকা ও কেশযুক্ত অন্ন ভোজন করিলে তৎক্ষণাৎ বমন করিয়া শুদ্ধ হইবে। যিনি হস্ততলে ও অঙ্গুলীতে অথবা বাহুতে কোন দ্রব্য রাখিয়া ভোজন করেন, তিনি অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া জলপানদ্বারা শুদ্ধ হইবেন। কোন ব্যক্তির পীতাবশিষ্ট জল পান করিলে মদ্যপানতুল্য পাপ হইয়া থাকে এবং বাম হস্তে জলপান করিলেও উক্তরূপ ব্যবস্থা জানিবে। ৫—৬। চর্ম্মমধ্যগত জল সর্ব্বদা অশুচি, অতএব তাহা পান করিবে না; কোন অন্ত্যজাতি অজ্ঞানপূর্ব্বক যে ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশ করে, সেই ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণ অথবা পরাকব্রত আচরণ করিলে তাহার পাপশুদ্ধি হইয়া থাকে। শূদ্রের গৃহে অন্ত্যজাতি প্রবেশ করিলে সেই শূদ্র প্রাজাপত্য ব্রতদ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকে। ৭—৮। অন্ত্যজাতি গৃহে প্রবেশ করিলে যিনি সেই গৃহে পক্কান্ন ভোজন করেন, তাঁহার কৃচ্ছার্দ্ধ ব্রতাচরণ করা বিধেয়। অন্ত্যজাতিপ্রবিষ্ট গৃহে অন্নভোজী ব্যক্তির অন্ন যিনি ভোজন করেন, তাঁহাকে কৃচ্ছ্রপাদ আচরণ করিতে হয়। ৯। যে ব্রাহ্মণ রজক, নট, বেণু ও চর্ম্মোপজীবীর অন্ন ভোজন করেন, সেই ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণব্রত করিলে শুদ্ধ হইতে পারেন। ১০। চণ্ডালের কূপ ও ভাণ্ডে অজ্ঞানবশতঃ যদি কোন ব্রাহ্মণ জলপান করেন, তাহা হইলে সেই বিপ্র সান্তপন ব্রত আচরণ করিবে, বৈশ্য উক্তরূপ জলপান করিলে ব্রাহ্মণের অর্দ্ধপ্রায়শ্চিত্ত করিবে। ১১। যদি কোন শূদ্র অজ্ঞানবশতঃ অন্ত্যজাতির গৃহে ভোজনাদি করে, তাহা হইলে সেই শূদ্র ব্রাহ্মণের চতুর্থাংশ প্রায়শ্চিত্তাচরণ করিবে। ব্রাহ্মণ অন্ত্যজাতির স্ত্রীগমন করিলে কৃচ্ছ্রত্রয় প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইবে। ১২। ব্রাহ্মণ অন্ত্যজাতির উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণদ্বারা শুদ্ধ হইতে পারে। ব্রাহ্মণ প্রমাদবশতঃ চণ্ডালান্ন ভোজন করিলে ঐন্দ্রনব্রত আচরণ করিবে। ১৩। ক্ষত্রজাতির চণ্ডালান্ন ভক্ষণে সান্তপন ব্রত আচরণ করা বিধেয়। যদি ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল এক বৃক্ষে থাকিয়া ফল ভক্ষণ করে, তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণ অহোরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইতে

স্পৃশতে যদি। গায়ত্র্যষ্টসহস্রন্তু দ্রুপদাম্বা শতং জপেৎ ॥ ১৫ ॥ চাণ্ডালশ্বপচান্নে বা বিন্মূত্রে তু কৃতেন বা। প্রায়শ্চিত্তং ত্রিরাত্রং স্যাৎ পরাকশ্চান্ত্যজাগতৌ ॥ ১৬ ॥ অকামতস্ত্রিয়ো গত্বা পরাকস্তত্র সাধকং। অন্ত্যজাতিপ্রসূতস্য প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥ মদ্যাদিদুষ্টভাণ্ডেষু যদাপঃ পিবতে দ্বিজঃ। কৃচ্ছ্রপাদেন শুদ্ধ্যেত পুনঃ সংস্কারকর্ম্মণা ॥ ১৮ ॥ যে প্রত্যবসিতা বিপ্রা বজ্রাগ্নিপবনাদিষু। অন্নপানাদি সংগৃহ্য চিকীর্ষন্তি গৃহান্তরং ॥ ১৯ ॥ চারয়েত্রীণি কৃচ্ছ্রাণি ত্রীণি চান্দ্রায়ণানি বৈ। জাতকর্ম্মাদিসংস্কারং বশিষ্ঠো মুনিরব্রবীৎ ॥২০॥ প্রাজাপত্যাদিভিস্ত্বষ্টা স্ত্রী শুদ্ধ্যেত দ্বিভোজনাৎ। উচ্ছিষ্টোচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টশূনা শূদ্রেণ বা দ্বিজঃ ॥ ২১ ॥ উপোষ্য রজনীমেকাং পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি। বর্ণবাহ্যেন সংস্পৃষ্টঃ পঞ্চরাত্রেণ বৈ তদা ॥ ২২ ॥ অদুষ্টাঃ সন্ততাধারাঃ বাতোদ্ধূতাশ্চ রেণবঃ। স্ত্রিয়ো বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ ন দুষ্যন্তি কদাচন ॥২৩॥ নিত্যমাস্যং শুচি স্ত্রীণাং শকুন্তৈঃ পাতিতং ফলং। প্রস্রবে চ শুচির্বৎসশ্বামৃগঃ গ্রহণে শুচি ॥ ২৪ ॥ উদকে চোদকস্থন্তু স্থলেষু স্থলজঃ শুচিঃ। পাদৌ স্থাপ্যৌ চ তত্রৈব আচান্তঃ শুচিতামিয়াৎ ॥ ২৫ ॥ ভস্মনা শুদ্ধ্যতে কাংস্যং সুরয়া যন্ন লিপ্যতে। মূত্রেণ সুরয়া মিশ্রং তাপনৈঃ খলু শুদ্ধ্যতি ॥ ২৬ ॥ গবাঘ্রাতানি কাংস্যানি শূদ্রোচ্ছিষ্টানি যানি চ। কাকশ্বানহতান্যেব শুদ্ধ্যতে দশভস্মনা ॥ ২৭ ॥ শূদ্রভাজনভোক্তা যঃ পঞ্চগব্যং ত্রুপোষিতঃ। উচ্ছিষ্টং স্পৃশতে বিপ্রঃ শ্বশূদ্রশ্চাপরাধিকঃ ॥২৮॥

পারে ১৪। যদি ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়া উচ্ছিষ্টমুখে চণ্ডালকে স্পর্শ করেন, তাহাহইলে সেই ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ গমন করিয়া শুদ্ধ হইতে পারেন অথবা অষ্টোত্তরসহস্র গায়ত্রী কিম্বা শতসংখ্যক দ্রুপদাদি মন্ত্র জপ করিলেও সেই ব্রাহ্মণের শুদ্ধি হইয়া থাকে। ১৫। চণ্ডাল ও ব্যাধের অন্ন, বিষ্ঠা অথবা মূত্র স্পর্শ করিলে ত্রিরাত্র উপবাসরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় আর অন্ত্যজ স্ত্রীগমন করিলে পরাকব্রতই সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ জানিবে। ১৬। অকামতঃ পরস্ত্রীগমন করিলে পরাকব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিলে শুদ্ধ হইতে পারে। অন্ত্যজাতিপ্রসূত ব্যক্তির কোনরূপ প্রায়শ্চিত্তবিধান উক্ত নাই। ১৭। ব্রাহ্মণ যদি মদ্যাদিদূষিত ভাণ্ডে জলপান করেন, তাহা হইলে কৃচ্ছ্রপাদ ব্রত আচরণ করিয়া পুনর্ব্বার সংস্কার করিলে শুদ্ধ হইয়া থাকেন। ১৮। যদি ব্রাহ্মণে ভোজন করিতে করিতে বজ্রপাত, অগ্ন্যুৎপাৎ অথবা প্রবল বাতাদি উপস্থিত হইলে সেই অন্ন পানাদি লইয়া গৃহান্তরে গমন পূর্ব্বক ভোজন করেন, তাহাহইলে সেই ব্রাহ্মণ তিনটী কৃচ্ছ্রব্রত ও তিনটী চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিয়া পুনর্ব্বার জাতকর্ম্মাদি সংস্কার করিবেন। বশিষ্ঠ মুনি এইরূপ ব্যবস্থা নিরূপণ করিয়াছেন। ১৯—২০। যদি উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণকে অন্য উচ্ছিষ্ট ব্যক্তি কুক্কুর অথবা শূদ্র স্পর্শ করে, তাহাহইলে সেই ব্রাহ্মণ এক রাত্রি উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান দ্বারা শুদ্ধ হইবেন। ব্রাহ্মণস্ত্রী একাদিত্যে দ্বিভোজন করিলে প্রাজাপত্যাদি দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকে। বর্ণবাহ্য অর্থাৎ কোন বর্ণসঙ্কর জাতি উচ্ছিষ্টমুখ ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিলে সেই ব্রাহ্মণ পঞ্চরাত্রি উপবাস করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে পারেন। ২২—২২। অবিচ্ছিন্ন ধারাজল ও বাতোদ্ধৃত ধূলিসকল অদুষ্ট বলিয়া জানিবে, আর স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধ ইহারা কদাচ দূষিত হয় না। ২৩। স্ত্রীর মুখ সর্ব্বদা শুচি আর পক্ষীগণ যে সকল ফলপাতিত করে, সেই সকল ফলও শুদ্ধ। আর বৎসগণ মুখদ্বারা দুগ্ধস্রাবিত করে বলিয়া সেই দুগ্ধ অশুচি হয় না এবং মৃগ যাহা কিছু গ্রহণ করে, তাহাও শুচি বলিয়া পরিগণিত হয়। ২৪। জলজাত কোন অপবিত্র বস্তু থাকিলে সেই জল অশুদ্ধ হয় না এবং স্থলেতে অপবিত্র বস্তু থাকিলেও অন্য স্থলস্থ বস্তু অশুদ্ধ হইতে পারে না। সেই সকল বস্তুতে পাদস্থাপন করিলে আচমন করিয়া শুদ্ধ হইতে পারে। ২৫। যে কাংস্যপাত্র সুরালিপ্ত হয় নাই অথচ অন্য কোনপ্রকারে অশুদ্ধ হইয়াছে, তাহা ভস্মদ্বারা মার্জ্জন করিলেই শুদ্ধ হইতে পারে। মূত্র এবং সুরালিপ্ত কাংস্যপাত্র অগ্নিপ্রতাপদ্বারা শুদ্ধ করিতে হয়। ২৬। গোকর্ত্তৃক আঘ্রাত, শূদ্রোচ্ছিষ্টসংলগ্ন এবং কাক ও কুক্কুরোচ্ছিষ্ট কাংস্যপাত্র দশবার ভস্মদ্বারা মার্জন করিলে শুদ্ধ হইতে পারে। ২৭। শূদ্রের ভাজনে ভোজন করিলে ব্রাহ্মণ একরাত্রি উপবাস করিয়া পঞ্চগব্যপানে শুদ্ধ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্টমুখে অপরের উচ্ছিষ্ট কুক্কুর অথবা শূদ্র স্পর্শ করিলেও পূর্ব্বোক্ত

উপোষিতঃ পঞ্চগব্যাচ্ছুদ্ধ্যেৎ স্পৃষ্ট্বা রজস্বলাং। অনুদকেষু দেশেষু চৌরব্যাঘ্রাকুলে পথি॥ ২৯॥ কৃত্বা মূত্রপুরীষঞ্চ দ্রব্যহস্তো ন দুষ্যতি। ভূমৌ নিক্ষিপ্য তদ্দ্রব্যং শৌচং কৃত্বা সমাহিতঃ॥ ৩০॥ আরনালং দধি ক্ষীরং তক্রঞ্চ কৃশরঞ্চ যৎ। শূদ্রাদপি চ তদ্‌গ্রাহ্যং মাষং মধু তথান্ত্যজাৎ॥ ৩১॥ গৌড়ীং পৈষ্টিঞ্চ মাধ্বীকং বিপ্রাদির্যঃ সুরাং পিবেৎ। সুরাং পিবন্ দ্বিজঃ শুদ্ধ্যেদগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ॥৩২॥ বিপ্রৈঃ পঞ্চশতং জপ্যং গায়ত্র্যাঃ ক্ষত্রিয়স্য চ। শতং বিপ্রশ্চ ভুক্ত্বান্নং পানপাত্রেণ সূতকে॥ ৩৩॥ শুচির্বিপ্রো দশাহেন ক্ষত্রিয়ো দ্বাদশাহতঃ। বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুদ্ধ্যতি॥ ৩৪॥ রাজ্ঞাং যুদ্ধেষু যজ্ঞাদৌ দেশান্তরগতেষু চ। বালে প্রেতে চ ষণ্মাসে সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে॥ ৩৫॥ অবিবাহ্যা চ তথা কন্যা দ্বিজো যো মৌঞ্জিবর্জ্জিতঃ। জাতদন্তস্য বালস্য কুমারী চ ত্রিবর্ষিকা॥ ৩৬॥ তেষাং শুদ্ধিস্ত্রিরাত্রেণ গর্ভস্রাবে চ রাত্রিভিঃ। সূত্যায়াং মাসতুল্যাশ্চ চতুর্থেঽহ্নি রজস্বলা॥ ৩৭॥ দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রসংপাতে সূতকে মৃতকেঽপি বা। নিয়মাশ্চ ন দুষ্যন্তি দানধর্ম্মপরাস্তথা॥ ৩৮॥ দীক্ষাকালে বিবাহাদৌ দেবদ্বিজনিমন্ত্রিতে। পূর্ব্বসঙ্কল্পিতে বাপি নাশৌচং মৃতসূতকে॥ ৩৯॥ প্রসূতপত্নীসংস্পর্শাদশুচিঃ স্যাত্তথা দ্বিজঃ। অগ্নয়ো যত্র হূয়ন্তে বেদো বা যত্র পঠ্যতে॥ ৪০॥ সততং বৈশ্বদেবাদি ন তেষাং সূতকং ভবেৎ। অশুদ্ধে চ গৃহে ভুক্তে ত্রিরাত্রাচ্ছুদ্ধ্যতি দ্বিজঃ॥ ৪১॥ ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা চৈব রজস্বলা। অন্যোন্যস্পর্শনাত্তত্র ব্রাহ্মণী তু ত্রিরাত্রতঃ॥ ৪২॥ দ্বিরাত্রতঃ ক্ষত্রিয়া চ শুদ্ধির্বৈশ্যা হ্যুপোষিতা। শূদ্রা স্নানেন শুদ্ধ্যেত দ্রোণার্থং ন বিসর্জ্জয়েৎ॥ ৪৩॥ কাকশ্বানোপনীতন্তু অন্নং বাহ্যন্তু তৎ ত্যজেৎ। স্বর্ণাদ্ভিঃ সমভ্যুক্ষ্য হুতশে চ প্রতাপয়েৎ॥ ৪৪॥ কূপে চ পতিতো দৃষ্ট্বা

প্রায়শ্চিত্তদ্বারা শুদ্ধ হইবে। ২৮। রজস্বলা স্ত্রী স্পর্শ করিলে পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে পারে। জলহীন প্রদেশে চৌরব্যাঘ্রাদিসমাকুল পথে কোন দ্রব্য হস্তে করিয়া মূত্রপুরীষ পরিত্যাগ করিলেও সেই দ্রব্য দূষিত হয় না। অনন্তর ভূমিতে সেই দ্রব্য নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ং শৌচাদি কার্য্য করিয়া সেই দ্রব্য গ্রহণ করিবে। ২৯—৩০। কাঁজি, দধি, ক্ষীর, ঘোল ও কৃশর এই সকল দ্রব্য শূদ্রের নিকটে গ্রহণ করিতে দোষ নাই এবং মাষ ও মধু এই দুই দ্রব্য অন্ত্যজাতির নিকট গ্রহণ করা যায়। ৩১। ব্রাহ্মণ, গৌড়ী, পৈষ্টী অথবা মাধ্বীক সুরাপান করিলে অগ্নিবর্ণ সুরাপান করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। ৩২। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সুরাপান করিলে উক্তরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পঞ্চশতবার গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ পানপাত্রে অন্ন ভোজন করিলেও শত গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। জননাশৌচ উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ দশাহে, ক্ষত্রিয় দ্বাদশাহে, বৈশ্য পঞ্চদশাহে এবং শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হইয়া থাকে। ৩৩—৩৪। ক্ষত্রিয় যুদ্ধে ও যজ্ঞাদিতে এবং দেশান্তরগমনে প্রাণত্যাগ করিলে সদ্যঃ শৌচ বিধান আছে। আর ষণ্মাসের বালক মরিলেও জ্ঞাতিগণ সদ্যঃশুদ্ধ হইয়া থাকে। ৩৫। অবিবাহিতা কন্যা, অনুপনীত ব্রাহ্মণ, অজাতদন্ত বালক ও ত্রিবর্ষা বালিকা ইহাদিগের ত্রিরাত্রি অশৌচ হইয়া থাকে। গর্ভস্রাব হইলেও ত্রিরাত্রি অশৌচব্যবস্থা উক্ত আছে। কন্যাজননে সর্ব্ববর্ণের মাতার মাসাশৌচ হয়। রজস্বলা নারী চতুর্থ দিবসে শুদ্ধিলাভ করে। ৩৬—৩৭। দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, জননাশৌচ ও মরণাশৌচে দানধর্ম্মাদি পূর্ব্বাচরিত নিয়মভঙ্গ হইলেও কোন দোষ হইতে পারে না। ৩৮। দীক্ষাকালে, বিবাহাদিতে, শ্রাদ্ধের দেবব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইলে এবং পূর্ব্বসঙ্কল্পিত কার্য্যে মৃতসূতকাশৌচ প্রতিবন্ধক হয় না। ৩৯। ব্রাহ্মণ প্রসূতা পত্নীকে স্পর্শ করিলে অশুচি হইয়া থাকে। নিত্যহোমে, বেদপাঠে ও বৈশ্বদেববলিকার্য্যে সূতকাশৌচের দোষ গ্রহণ করিবে না। ব্রাহ্মণ অশুদ্ধ গৃহে ভোজন করিলে ত্রিরাত্রের পর শুদ্ধ হইতে পারে। ৪০—৪১। ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রাণী, ইহারা রজস্বলা হইয়া পরস্পরকে স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণী ত্রিরাত্রে, ক্ষত্রিয়া দ্বিরাত্রে শুদ্ধি লাভ করে। বৈশ্যা উপবাস করিয়া শুদ্ধ হয় এবং শূদ্রাণী স্নানমাত্রে শুদ্ধ হইয়া থাকে। ৪২—৪৩। কাক ও কুকুর অন্ন ভক্ষণ করিলে সেই অন্ন বহির্দেশে পরিত্যাগ করিবে এবং কাকুকুরস্পৃষ্ট অন্ন সুবর্ণজলদ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া অগ্নিতে তাপিত করিয়া লইবে। ৪৪। কুকুর, শৃগাল ও বানরকে

শ্বশৃগালৌ চ মর্কটং। তৎকূপস্যোদকং পীত্বা শুদ্ধেদ্বিপ্র-স্ত্রিভির্দ্দিনৈঃ। ক্ষত্রিয়োঽহর্দ্বয়েনৈব বৈশ্যো বৈকাহতো পরং॥ ৪৬॥ অস্থি চর্ম্ম মলং বাপি মূষিকং যদি কূপতঃ। উদ্ধৃত্য চোদকং পঞ্চগব্যাচ্ছুদ্ধ্যেত শোধিতং॥ ৪৭॥ তড়াগে পুষ্করিণ্যাদৌ ভস্মাদি পাতয়েত্তথা। ষট্‌কুম্ভানাপ উদ্ধৃত্য পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি॥ ৪৮॥ স্ত্রীরজো পতিতং মধ্যে ত্রিংশৎকুম্ভান্ সমুদ্ধরেৎ। অগম্যাগমনং কৃত্বা মদ্য-গোমাংসভক্ষণং॥ ৪৯॥ শুদ্ধ্যেচ্চান্দ্রায়ণাদ্বিপ্রঃ প্রাজা-পত্যেন ভূমিপঃ। বৈশ্যঃ সান্তপনাচ্ছূদ্রঃ পঞ্চাহোভি-র্ব্বিশুদ্ধ্যতি॥ ৫০॥ প্রায়শ্চিত্তে কৃতে দদ্যাদ্‌গবাং ব্রাহ্মণভোজনং। ক্রীড়ায়াং শয়নীয়াদৌ নীলীবস্ত্রং ন দূষ্যতি। নীলিবস্ত্রং ন স্পৃশেচ্চ নীলী চ নিরয়ং ব্রজেৎ॥ ৫১॥ ব্রহ্মঘ্নশ্চ সুরাপশ্চ স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ। ঋক্ষং দৃষ্ট্বা বিশুদ্ধ্যন্তে তৎসংযোগী চ পঞ্চমঃ॥ ৫২॥ ততো ধেনু-শতং দদ্যাদ্‌ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনং। ব্রহ্মহা দ্বাদশাব্দানি কুটীং কৃত্বা বনে বসেৎ॥ ৫৩॥ ন্যসেদাত্মানমগ্নৌ বা সুসমিদ্ধে সুরাপী তু। স্তেয়ী সর্ব্বং বেদাবিদে ব্রাহ্মণায়ো-পপাদয়েৎ। বৃষভৈকং সহস্রং গাং দদ্যাচ্চ গুরুতল্পগঃ॥ ৫৪॥ কৃতপাপং চরেদ্রোধে দ্বৌ পাদৌ বন্ধনে পশোঃ। সর্ব্বকৃচ্ছ্রং নিপাতে স্যাৎ কান্তারে গৃহদাহতঃ॥ ৫৫॥ ঘণ্টাভরণদোষেণ কৃতপাদং মৃতে গবি। অস্থিভঙ্গং গবাং কৃত্বা শৃঙ্গভঙ্গমথাপি বা॥ ৫৬॥ ত্বগ্‌ভেদং পুচ্ছন্যাসাগ্রা মাসার্দ্ধং যাবকং পিবেৎ। সর্ব্বং হস্ত্যশ্বশস্ত্রাদ্যৈর্নিশ্চয়ং কৃচ্ছ্রমেব তু॥ ৫৭॥ অজ্ঞানাৎ প্রাশ্য বিণ্মূত্রং সুরাসং-স্পৃষ্টমেব চ। পুনঃ সংস্কারমায়ান্তি ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজা-

---

কূপে পতিত দর্শন করিয়া সেই কূপের জলপান করিলে ব্রাহ্মণ ত্রিরাত্রে শুদ্ধ হইয়া থাকে এবং ক্ষত্রিয় দুই রাত্রে ও বৈশ্য এক রাত্রে শুদ্ধ হইতে পারে। ৪৬। যদি কূপমধ্যে অস্থি, চর্ম্ম, বিষ্ঠা ও মূষিক দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে সেই কূপের জল উদ্ধৃত করিয়া পঞ্চগব্য নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ করিলেই সেই কূপের জল শুদ্ধ হইয়া থাকে। ৪৭। দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী প্রভৃতিতে বালুকা নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর তাহাহইতে ষট্ কুম্ভ জল উদ্ধৃত করিয়া তাহাকে পঞ্চগব্য নিক্ষেপ করিতে হইবে। তাহাহইলেই সেই দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী প্রভৃতির জল শুদ্ধ হয়। ৪৮। যদি ঐ দীর্ঘিকা প্রভৃতির জলে রজস্বলা স্ত্রীর শোণিতপাত হয়, তাহাহইলে সেই দীর্ঘিকা প্রভৃতি হইতে ত্রিংশৎকুম্ভ জল উদ্ধৃত করিয়া ফেলিলে ঐ দীর্ঘিকা প্রভৃতি শুদ্ধ হইয়া থাকে। অগম্যাগমন, মদ্যপান ও গোমাংস ভক্ষণ করিলে ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণ, ক্ষত্রিয় প্রাজাপত্য ব্রত, বৈশ্য সান্তপনব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারে এবং শূদ্র পঞ্চাহ উপবাস করিলে উক্ত পাপ হইতে শুদ্ধ হইয়া থাকে। ৪৯—৫০। ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণই পাপের যথোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গোগ্রাসপ্রদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। ক্রীড়াকালে ও শয়নীয় উপধানাদিতে নীলবস্ত্র দূষিত নহে, অন্যত্র নীলবস্ত্র স্পর্শ করিবে না। যদি কেহ নীলবস্ত্র ব্যবহার করেন, তাহাহইলে তাহাকে নরকে গমন করিতে হয়। ৫১। ব্রহ্মহত্যাকারী, সুরাপী, স্বর্ণচোর ও গুরুপত্নীগামী ইহারা মহাপাপী বলিয়া বিখ্যাত এবং যে ব্যক্তি উক্ত মহাপাপীদিগের সংসর্গ করেন, তিনিও পাপী হইয়া থাকেন। উক্তরূপ পাপীরা প্রায়শ্চিত্তান্তে নক্ষত্র দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইতে পারে। ৫২। ব্রাহ্মণবধরূপ মহাপাপে লিপ্ত হইলে শত ধেনু দান করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। অনন্তর সেই ব্রহ্মহত্যাকারী ব্যক্তি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দ্বাদশ বর্ষ বনে বাস করিবে। ৫৩। সুরাপী প্রদীপ্ত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। চৌরব্যক্তি বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিলে শুদ্ধ হইতে পারে। গুরুপত্নীগমন করিলে উক্ত পাপের বিশুদ্ধির নিমিত্ত একশত ধেনু ও একটী বৃষ ব্রাহ্মণকে দান করিতে হইবে। ৫৪। রুদ্ধাবস্থায় কোন পশুর মরণ হইলে পশুস্বামী সেই পশুঘাতের যথোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। বন্ধনাবস্থায় পশুর মৃত্যু হইলে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত জানিবে। দুর্গম স্থানে অথবা অগ্নিদাহে পশুর মরণে পশুস্বামী সর্ব্বকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ৫৫। ভরণপোষণদোষে গবাদি পশু মরিলে একপাদ প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। গোর অস্থিভঙ্গ, শৃঙ্গভঙ্গ, চর্ম্মবেধ, পুচ্ছকর্ত্তন অথবা নাসাচ্ছেদ করিলে অর্দ্ধমাস যাবকপানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। আর যদি শস্ত্রাদির আঘাতে পশুর ছেদ করে, তাহাহইলেও পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ৫৬—৫৭। যদি অজ্ঞানবশতঃ বিষ্ঠা, মূত্র অথবা সুরাসংস্পৃষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করে, তাহাহইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দ্বিজাতি বর্ণত্রয়ই পুনর্ব্বার

ভয়ঃ ॥ ৫৮ ॥ বপনং মেখলা দণ্ডো ভৈক্ষ্যচর্য্যব্রতানি চ। নিবর্ত্তন্তে দ্বিজাতীনাং পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥ ৫৯ ॥ আমমাংসং ঘৃতং ক্ষৌদ্রং স্নেহশ্চ কালসম্ভবাঃ। অন্ত্যভাণ্ডস্থিতাঃ সর্ব্বে নিষ্ক্রান্তাঃ শুচয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬০ ॥ একভক্তং ক্রমান্নক্তং একৈকাহমযাচিতং। উপবাসঃ পাদকৃচ্ছ্রং কৃচ্ছ্রার্দ্ধ-দ্বিগুণং হি যৎ ॥ ৬১ ॥ প্রাজাপত্যস্তু তৎ স্যাৎ সর্ব্বপাতকনাশনং। কৃচ্ছ্রং সপ্তোপবাসৈশ্চ মহাসান্তপনং স্মৃতং ॥ ৬২ ॥ ত্র্যহমুষ্ণং পিবেদাপঃ ত্র্যহমুষ্ণং পয়ঃ পিবেৎ। ত্র্যহমুষ্ণং পিবেৎ সর্পিস্তপ্তকৃচ্ছ্রমঘাপহং ॥ ৬৩ ॥ দ্বাদশাহোপবাসেন পরাকঃ সর্ব্বপাপহা। একৈকং বর্দ্ধয়েৎ পিণ্ডং শুক্লে কৃষ্ণে চ হ্রাসয়েৎ ॥ ৬৪ ॥ পয়ঃ কাঞ্চনবর্ণায়াঃ শ্বেতবর্ণে চ গোময়ং। গোমূত্রং তাম্রবর্ণায়া নীলবর্ণাভবং ঘৃতং ॥৬৫॥ দধি স্যাৎ কৃষ্ণবর্ণায়া দর্ভোদকসমাযুতং। গোমূত্রমাষকান্যষ্টৌ গোময়স্য চতুষ্টয়ং ॥ ৬৬ ॥ ক্ষীরস্য দ্বাদশ প্রোক্তা দধ্নস্তু দশ-উচ্যতে। ঘৃতস্য মাষকাঃ পঞ্চ পঞ্চগব্যং মলাপহং ॥ ৬৭ ॥

ইত্যাদি মহাপুরাণে গারুড়ে প্রায়শ্চিত্তকথনং নাম চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ মুনিভিশ্চরিতা ধর্ম্মা ভক্ত্যা ব্যাস ময়োদিতাঃ। যৈর্বিষ্ণুস্তুষ্যতে চৈব সুখাদিপরিচারিকাঃ ॥২॥ তর্পণেন চ হোমেন সন্ধ্যায়া বন্দনেন চ। প্রাপ্যতে ভগবান্ বিষ্ণুর্ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদঃ ॥ ৩ ॥ ধর্ম্মো হি ভগবান্ বিষ্ণুঃ পূজা বিষ্ণুস্তু তর্পণং। হোমঃ সন্ধ্যা তথা ধ্যানং ধারণা সকলং হরিঃ ॥ ৪ ॥ সূত-উবাচ। প্রলয়ং জগতো বক্ষ্যে তৎসর্ব্বং শৃণু শৌনক। চতুর্যুগসহস্রন্তু কল্পেকাহুদিনং স্মৃতং ॥ ৫ ॥ কৃতত্রেতাদ্বাপরাদিযুগাবস্থাং

ভীয় সংস্কার করিবে। ৫৮। শিরোমুণ্ডন, মেখলাধারণ, দণ্ডগ্রহণ, ভিক্ষাচরণ, প্রভৃতি ব্রতাচরণ এই সকল কার্য্য নিবৃত্ত হইলেই দ্বিজাতিদিগের সংস্কার হইয়া থাকে। ৫৯। অপক্ক মাংস, ঘৃত, মধু ও স্নেহ দ্রব্য অন্ত্যজাতির ভাণ্ডে যাবৎ অবস্থিত থাকে, তাবৎ উহারা অশুদ্ধ, কিন্তু ঐ ভাণ্ড হইতে নিষ্ক্রান্ত করিলেই উহারা শুদ্ধ হইয়া থাকে। ৬০। এক দিবস একাহার, পর দিবস নক্তভোজন, পর দিবস অযাচিতাহার, তৎপর দিবস উপবাস এইরূপ চারি দিবস আহারসংযম করিলেই পাদকৃচ্ছ্র হইয়া থাকে। উক্ত পাদকৃচ্ছ্রের দ্বিগুণ হইলেই কৃচ্ছ্রার্দ্ধ বলা যায়। উক্ত কৃচ্ছ্রার্দ্ধের দ্বিগুণ হইলেই এক প্রাজাপত্য হয়। এই প্রাজাপত্য ব্রত সর্ব্বপাপ বিনাশ করে। সপ্ত দিবস উপবাস করিলে এক মহাসান্তপন ব্রত হয়। ৬১-৬২। তিন দিবস উষ্ণ জলপান, তৎপর তিন দিবস উষ্ণ দুগ্ধপান, তৎপর তিন দিবস উষ্ণ ঘৃতপান করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত হইয়া থাকে। ঐ ব্রত সর্ব্বপ্রকার পাপনাশ করে। ৬৩। দ্বাদশদিন উপবাস করিলে এক পরাকব্রত হয়। ঐ পরাকব্রত সর্ব্বপাপনাশক। শুক্লপক্ষের প্রতিপদ দিবস একগ্রাসমাত্র ভক্ষণ করিবে। অৎপর পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রতিদিন এক এক গ্রাস বৃদ্ধি করিতে হইবে। অনন্তর কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত এক এক গ্রাস হ্রাস করিয়া ভক্ষণ করিবে। ইহার নাম চান্দ্রায়ণব্রত। ৬৪। কাঞ্চনবর্ণা গাভীর দুগ্ধ, শ্বেতবর্ণা গাভীর গোময়, তাম্রবর্ণা গাভীর মূত্র, নীলবর্ণা গাভীর ঘৃত এবং কৃষ্ণবর্ণা গাভীর দধি ও কুশোদক এই সকলকে পঞ্চগব্য বলা যায়। উক্ত পঞ্চগব্য গ্রহণ করিতে হইলে গোমূত্র আট মাষা, গোময় চারি মাষা, দুগ্ধ দ্বাদশ মাষা, দধি দশ মাষা, ঘৃত পাঁচ মাষা পরিমাণে লইতে হইবে। এই পঞ্চগব্য সর্ব্বপ্রকার আন্তরিক মল বিনাশ করে। ৬৫—৬৭।

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন, ব্যাস! মুনিগণ ভক্তিপূর্ব্বক যে সকল ধর্ম্ম আচরণ করেন, তাহা আমি বলিয়াছি। এই সকল ধর্ম্ম আচরণ করিলেই বিষ্ণু সন্তুষ্ট হয়েন এবং তাহাতেই লোকের সুখ হইয়া থাকে। ১—২। তর্পণ, হোম এবং সন্ধ্যাবন্দন দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিবে। তাহাহইলে হরি সন্তুষ্ট হইয়া ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ প্রদান করেন। ৩। ভগবান্ বিষ্ণুই ধর্ম্ম, বিষ্ণুই পূজা, বিষ্ণুই তর্পণ, বিষ্ণুই হোম, বিষ্ণুই সন্ধ্যা, বিষ্ণুই ধ্যান এবং বিষ্ণুই ধারণা অর্থাৎ সকলই বিষ্ণুময় জ্ঞান করিবে। ৪। সূত কহিলেন। হে শৌনক! জগতের প্রলয় বলিতেছি শ্রবণ কর। চারি সহস্র যুগে এক কল্প হয়, ইহাই

নিবোধ মে। কৃতে ধর্ম্মশ্চতুষ্পাচ্চ সত্যং দানং তপো দয়া ॥ ৬ ॥ ধর্ম্মপাতা হরিশ্চেতি সন্তুষ্টা জ্ঞানিনো নরাঃ। চতুর্ব্বর্ষসহস্রাণি নরা জীবন্তি বৈ তদা ॥ ৭ ॥ কৃতান্তে ক্ষত্রিয়ৈর্ব্বিপ্রা বিট্‌শূদ্রাশ্চ জিতা দ্বিজৈঃ। শূরশ্চাতিবলো বিষ্ণু রক্ষাংসি চ জঘান হ ॥৮॥ ত্রেতাযুগে ত্রিপাদ্ধর্ম্মঃ সত্যদানদয়াত্মকঃ। নরা যজ্ঞপরাস্তস্মিংস্তথা ক্ষত্রোদ্ভবং জগৎ ॥ ৯ ॥ রক্তো হরির্নরৈঃ পূজ্যো নরা দশশতায়ুষঃ। তত্র বিষ্ণুর্ভীমরথঃ ক্ষত্রিয়া রাক্ষসানহন্ ॥ ১০ ॥ দ্বিপাদবিগ্রহো ধর্ম্মঃ পীতত্বাচ্চ্যুতে গতে। চতুঃশতায়ুষো লোকা দ্বিজক্ষত্রোদ্ভবাঃ প্রজাঃ ॥ ১১ ॥ তত্র দৃষ্ট্বাল্পবুদ্ধীংশ্চ বিষ্ণুর্ব্যাসস্বরূপধৃক্। তদেকন্তু চতুর্ব্বেদং চতুর্দ্ধা ব্যভজৎ পুনঃ ॥ ১২ ॥ শিষ্যানধ্যাপয়ামাস সামন্তন্তান্নিবোধ মে। ঋগ্বেদমথ পৈলন্তু সামবেদঞ্চ জৈমিনিং ॥ ১৩ ॥ অথর্ব্বাণং সুমন্তুন্তু যজুর্ব্বেদং মহামুনিং। বৈশম্পায়নসঞ্জন্তু পুরাণং সূতমেব চ। অষ্টাদশপুরাণানি সৈর্ব্বিদ্যো হরিরেব হি ॥ ১৪ ॥ সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ। বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণং ॥ ১৫ ॥ ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতন্তথা। ভবিষ্যন্নারদীয়ঞ্চ স্কান্দং লিঙ্গং বরাহকং ॥ ১৬ ॥ মার্কণ্ডেয়ং তথাগ্নেয়ং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমেব চ। কৌর্ম্মং মাৎস্যং গারুড়ঞ্চ বায়বীয়মনন্তরং। অষ্টাদশসমুদ্দিষ্টং ব্রহ্মাণ্ডমিতি সংজ্ঞিতং ॥ ১৭ ॥ অন্যান্যুপপুরাণানি মুনিভিঃ কথিতানি তু। আদ্যং সনৎকুমারোক্তং নারসিংহমথাপরং ॥ ১৮ ॥ তৃতীয়ং স্কন্দমুদ্দিষ্টং কুমারেণ তু ভাষিতং। চতুর্থং শিবধর্ম্মাখ্যং স্যান্নন্দীশ্বরভাষিতং ॥ ১৯ ॥ দুর্ব্বাসসোক্তমাশ্চর্য্যং নারদোক্তমতঃপরং। কপিলং বামনঞ্চৈব তথৈবোশন-

---

ব্রহ্মার একদিন। ৫। এইক্ষণ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরাদি যুগের অবস্থা বলিতেছি শ্রবণ কর। সত্যযুগে চারিপাদ ধর্ম্ম জানিবে। সত্য, দান, তপস্যা ও দয়া ইহারাই প্রকৃত ধর্ম্ম। ৬। হরিই ধর্ম্মপালন করেন, যে সকল মনুষ্য এইরূপে তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা চারিসহস্র বর্ষ জীবিত থাকিতে পারেন। ৭। সত্যযুগের অবসানে ক্ষত্রিয়সকল বিপ্রগণকে পরাজিত করিবে এবং বৈশ্য ও শূদ্রগণ ব্রাহ্মণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া থাকিবে। অমিতবলশালী বিষ্ণু রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিবেন। ৮। ত্রেতাযুগে সত্য, দান ও দয়া এই ত্রিতয়াত্মক ত্রিপাদ ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকিবে, মনুষ্যসকল যজ্ঞপরায়ণ হইবে এবং পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়প্রজার সংখ্যাবৃদ্ধি পাইবে। ৯। এই যুগে সকল মনুষ্যই বিষ্ণুতে অনুরক্ত থাকিবে ও মনুষ্যের আয়ুর সংখ্যা সহস্রবর্ষ জানিবে এবং ক্ষত্রিয়েরা রাক্ষসকে বিনাশ করিতে থাকিবে। ১০। দ্বাপরযুগে ধর্ম্মের দুইপাদমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, এই সময় অচ্যুত পীতবর্ণ হয়েন। এই যুগে লোকের আয়ুসংখ্যা চারিশতবৎসর। পৃথিবী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়প্রজাতে পরিপূর্ণ থাকিবে। ১১। এই যুগে বিষ্ণু মনুষ্যসকলকে অল্পবুদ্ধি দেখিয়া ব্যাসরূপ ধারণপূর্ব্বক এক বেদকে চারি অংশে বিভক্ত করেন। ১২। অনন্তর ব্যাসরূপী বিষ্ণু শিষ্যদিগকে ঐ বেদ অধ্যাপনা করেন। এইক্ষণ তাহার বিশেষ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ব্যাসদেব পৈলনামক ঋষিকে ঋগ্বেদ জৈমিনিকে সামবেদ, সুমন্তুকে অথর্ব্ববেদ এবং মহামুনি বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ অধ্যাপন করাইয়া সূতকে অষ্টাদশ মহাপুরাণ অধ্যাপন করাইয়াছিলেন। উক্ত বেদে ও অষ্টাদশ মহাপুরাণে একমাত্র হরিই প্রতিপাদ্য হইয়াছেন। ১৩-১৪। যাহাতে আদি সৃষ্টি, প্রজাসৃষ্টি, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত বর্ণিত আছে, তাহাকেই পুরাণ বলা যায় অর্থাৎ উক্ত লক্ষণান্বিত শাস্ত্রই পুরাণ বলিয়া বিখ্যাত। ১৫। সমস্ত মহাপুরাণের সংখ্যা অষ্টাদশ, ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ, ভাগবত, ভবিষ্যপুরাণ, নারদীয় পুরাণ, স্কন্দপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, বরাহপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, গরুড়পুরাণ, বায়ুপুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। এই অষ্টাদশপুরাণই মহাপুরাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ১৬—১৭। উক্ত অষ্টাদশ মহাপুরাণ ব্যতীত অন্যান্য উপপুরাণ মুনিগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। উপপুরাণের মধ্যে প্রথম সনৎকুমারোক্ত সনৎকুমারসংহিতা, দ্বিতীয় নারসিংহপুরাণ, তৃতীয় কুমারপ্রোক্ত স্কন্দপুরাণ, শিবধর্ম্মাখ্য নন্দীশ্বরভাষিত নন্দীশ্বরপুরাণই চতুর্থ উপপুরাণ। এতদ্ভিন্ন দুর্ব্বাসোক্ত ও নারদোক্ত উপপুরাণ আছে এবং কপিলপুরাণ, বামনপুরাণ ও উশনসোক্ত ঔশনসপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, বামনপুরাণ, কালিকাপুরাণ, মহেশ্বরপুরাণ, শাম্বপুরাণ, এই সকলও উপপুরাণমধ্যে পরিগণিত হয়। এই সকল গ্রন্থে অনেকানেক বিষয় বর্ণিত ও মীমাংসিত হই-

সৌরিতং ॥ ২০ ॥ ব্রহ্মাণ্ডং বারুণঞ্চাথ কালিকাহ্বয়মেব চ। মাহেশ্বরং তথা শাম্বমেবং সর্ব্বার্থসঞ্চয়ং। পরাশরোক্তম-পরং মারীচং ভার্গবাহ্বয়ং ॥ ২১ ॥ পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বেদস্ত্বঙ্গানি যন্মুনে। ন্যায়ঃ শৌনক মীমাংসা আয়ুর্ব্বেদার্থ-শাস্ত্রকং। গন্ধর্ব্বশ্চ ধনুর্ব্বেদো বিদ্যা হ্যষ্টাদশ স্মৃতা ॥২২॥ দ্বাপরান্তেন চ হরিশ্চ ভূভারমপাহরং। একপাদস্থিতে ধর্ম্মে কৃষ্ণত্বঞ্চ চ্যুতে গতে ॥ ২৩ ॥ জনাস্তদা দুরাচারা ভবিষ্যন্তি চ নির্দ্দয়াঃ। সত্ত্বং রজস্তম ইতি দৃশ্যন্তে পুরুষে গুণাঃ। কালসঞ্চোদিতাস্তেপি পরিবর্ত্তন্ত আত্মান ॥২৪॥ প্রভূতঞ্চ যদা সত্ত্বং মনো বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ। তদা কৃতযুগং বিদ্যাং জ্ঞানে তপসি যদ্রতঃ ॥ ২৫ ॥ যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু শক্তির্যশসি দেহিনাং। তদা ত্রেতা রজোভূতিরিতি জানীহি শৌনক ॥২৬॥ যদা লোভস্ত্বসন্তোষো মানো দম্ভশ্চ মৎসরঃ। কর্ম্মণাঞ্চাপি কাম্যানাং দ্বাপরস্তদ্রজস্তমঃ ॥২৭॥ যদাদানৃতং তন্দ্রা নিদ্রা হিংসাদিসাধনং। শোকমোহৌ ভয়ং দৈন্যং স কলিস্তমসি স্মৃতঃ ॥ ২৮ ॥ যস্মিন্ জনাঃ কামিনঃ স্যুঃ শশ্বৎ কটুকভাষিণঃ। দস্যুংক্রুষ্টা জনপদা বেদাঃ পাষণ্ডদূষিতাঃ ॥২৯॥ রাজানশ্চ প্রজাভিক্ষ্যঃ শিশ্নো-দরপরাজিতাঃ। অব্রতা বটবোঽশৌচা ভিক্ষবশ্চ কুটুম্বিনঃ ॥ ৩০ ॥ তপস্বিনো গ্রামবাসাঃ ন্যাসিনো হ্যর্থলোলুপাঃ। হ্রস্বকায়া মহাহারাশ্চৌর্য্যাস্তু সাধবঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩১ ॥ ত্যক্ষ্যন্তি ভৃত্যাশ্চ পতিং তাপসস্ত্যক্ষ্যতি ব্রতং। শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহিষ্যন্তি তপো বৈশ্যোপজীবিতঃ ॥ ৩২ ॥ উদ্বিগ্নাঃ সন্তি চ জনাঃ পিশাচসদৃশাঃ প্রজাঃ। অন্যায়ভোজ-নেনাগ্নিদেবতাতিথিপূজনং ॥ ৩৩ ॥ করিষ্যন্তি কলৌ প্রাপ্তে ন চ পিত্রাদিকক্রিয়াং। স্ত্রীপরাশ্চ জনাঃ সর্ব্বে শূদ্রপ্রায়শ্চ শৌনক ॥ ৩৪ ॥ বহুপ্রজাঽল্পভাগ্যাশ্চ ভবি-ষ্যন্তি কলৌ স্ত্রিয়ঃ। শিরঃকণ্ডূয়নপরা আজ্ঞাং ভেৎস্যন্তি

য়াছে। তদ্ভিন্ন পরাশরোক্ত, মরীচিকথিত ও ভৃগুপ্রণীত বহু বহু ধর্ম্মশাস্ত্র কথিত হয়। ১৮—২১। পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, চারিবেদ, ষড়ঙ্গ, ন্যায়, মীমাংসা, আয়ুর্ব্বেদ, অর্থশাস্ত্র, গন্ধর্ব্বশাস্ত্র ও ধনুর্ব্বেদ ইহারা অষ্টাদশবিদ্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ২২। দ্বাপরযুগের অবসানে হরি পৃথিবীর ভারহরণ করেন, অনন্তর ধর্ম্মের একপাদমাত্র অবশিষ্ট থাকে। অচ্যুত স্বয়ং কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েন। ২৩। অতঃপর লোকসকল দুরাচার ও নির্দ্দয় হইবে। সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয় পুরুষে বিদ্যমান আছে; কালসহকারে সেই সকল গুণের পরিবর্ত্তন হইবে। ২৪। যেকালে লোকসকল প্রভূত শক্তিবিশিষ্ট হইবে এবং বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি প্রবল থাকে, তাহারই নাম সত্যযুগ। এই যুগে সমস্ত লোকে তপস্যায় রত হয়। ২৫। যেকালে প্রাণিমাত্রের কাম্যকর্ম্ম ও যশেতে শক্তি হয়, সেই কালে ত্রেতাযুগের আবির্ভাব জানিবে। এই যুগে রজো-গুণের প্রাবল্য হইয়া থাকে। ২৬। যে সময়ে লোভ, অসন্তোষ, মান, দম্ভ, মাৎসর্য্য এবং কাম্যকর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে, সেই কালে দ্বাপরযুগের উৎপত্তি নির্ণয় করিবে। এই কালে রজোগুণ ও তমোগুণ প্রবল হয়। ২৭। যে কালে সর্ব্বদা মিথ্যা আচ-রণ, তন্দ্রা, নিদ্রা, হিংসাদির কারণীভূত শোক ও মোহ, ভয়, দৈন্য এই সকল প্রবল হইয়া উঠে, তাহাকে কলিকাল বলা যায়। ২৮। এই কালে লোকসকল কামী ও পুনঃ পুনঃ কটু-ভাষী হইবে। জনপদসকল দস্যুকর্ত্তৃক ও বেদসকল পাষণ্ড কর্ত্তৃক দূষিত হইবে। ২৯। কলিকালে রাজগণ প্রজার নিকট ভিক্ষা করিবে এবং লোকসকল শিশ্ন ও উদর কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া থাকিবে। ব্রাহ্মণগণ ব্রতবিহীন ও সর্ব্বদা অশুচি থাকিবে, ভিক্ষুগণ সর্ব্বদা বহু কুটুম্ববর্গে পরিবৃত হইবে। তপস্বী-সকল গ্রামে বাস করিতে থাকিবে এবং সন্ন্যাসীরা অর্থলোভী হইবে। মনুষ্যসকল হ্রস্বকায় হইয়াও অধিক আহার করিতে পারিবে। সাধুগণ সতত চৌর্য্যকার্য্যে নিরত হইবে। ৩০—৩১। কলিযুগে ভৃত্যগণ পতিকে এবং তপস্বীরা ব্রতকার্য্য পরিত্যাগ করিবে। শূদ্রগণ প্রতিগ্রহ করিবে, বৈশ্যগণ তপস্যায় নিরত হইবে। ৩২। এইকালে লোকসকল সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকিবে, প্রজাসকল পিশাচবৎ ব্যবহারে তৎপর হইবে। সকলেই অন্যায়োপার্জ্জিত দ্রব্যদ্বারা অগ্নি, দেবতা ও অতিথির অর্চ্চনা করিবে। কলিকাল উপস্থিত হইলে কেহই পিতৃলোকের তর্পণাদি ক্রিয়া করিবে না, সকল জনই স্ত্রীর বশীভূত ও শূদ্রপ্রায় হইবে। ৩৩—৩৪। কলিযুগে লোকের অনেক সন্তান জন্মিবে, কিন্তু সকলেই অল্পভাগ্য হইবে।

ভূৎসিতাঃ ॥ ৩৫ ॥ বিষ্ণুং ন পূজয়িষ্যন্তি পাষণ্ডোপ্হতা জনাঃ। কলের্দোষনিধের্বিপ্রা অস্তি হ্যেকো মহাগুণঃ ॥ ৩৬ ॥ কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মহাবন্ধং পরিভ্যজেৎ। কৃতে যজ্ঞ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং জপতঃ ফলং ॥ ৩৭ ॥ দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ। তস্মাদ্ধ্যেয়ো হরির্নিত্যং ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ শৌনক ॥ ৩৮॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে যুগধর্ম্মকথনং নাম পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

ষড়্দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ ॥ ১ ॥ চতুর্যুগসহস্রান্তে ব্রাহ্মো নৈমিত্তিকো লয়ঃ। অনাবৃষ্টিশ্চ কল্পান্তে জায়তে শতবার্ষিকী ॥ ২ ॥ উত্তিষ্ঠন্তি তদা রৌদ্রা দিবি সপ্ত দিবাকরাঃ। তে তু পীত্বা জলং সর্ব্বং শোষয়ন্তি জগত্ত্রয়ং ॥৩॥ ভূর্ভুবঃ স্বর্ম্মহর্লোকং চরাচরং জনং তথা। রুদ্রো ভূত্বাসৌ বিষ্ণুশ্চ পাতালানি দহত্যধঃ ॥ ৪ ॥ বিষ্ণোর্দ্দেহে ত্রিলোকঞ্চ মুখান্মেঘানসৃজত্তালং। বর্ষন্তে চ বর্ষশতং নানামোহমহাঘনাঃ ॥ ৫ ॥ বিষ্ণুরেকার্ণবে ভূতে বর্ষে ব্রহ্মস্বরূপধৃক্। শেতেঽনন্তাসনে বিষ্ণুর্নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে ॥ ৬ ॥ সুপ্ত্বা বর্ষসহস্রং স জগদ্ভূয়োঽসৃজদ্ধরিঃ। অথ প্রাকৃতিকং বক্ষ্যে প্রলয়ং শৃণু শৌনক ॥ ৭ ॥ পূর্ণসম্বৎসরশতে সংহৃত্য সকলং জগৎ। ব্রহ্মাণং যস্য দেহে হি মুক্তো যোগবলৈর্হরিঃ ॥ ৮ ॥ অনাবৃষ্ট্যর্কসম্পন্না আসন্ মেঘা তথা দ্বিজ। শতং বর্ষাণি বর্ষন্তির্মেঘৈরণ্ডং প্রপূর্য্যতে ॥ ৯ ॥ অন্তর্গতেন তোয়েন ভিন্নমণ্ডং জগৎপতেঃ। পূর্ণে ব্রহ্মায়ুষি গতে ভিদ্যন্তেঽন্তসি লীয়তে ॥১০॥ এবং সা জগদাধারা তোয়ে চোর্ব্বী প্রলীয়তে। আপস্তেজসি লীয়ন্তে তেজো বায়ৌ প্রলীয়তে ॥ ১১ ॥ বায়ুঃ খে খঞ্চ ভূতাদৌ বিশতে চ তদা মহান্। মহান্ প্রপদ্যতে ব্যক্তা প্রকৃতিঃ

স্ত্রীসকলও ভাগ্যহীন হইয়া মস্তকে করাঘাত করিবে এবং ভর্ত্তা তিরস্কার করিলেই তাহারা ভর্ত্তার আজ্ঞালঙ্ঘন করিবে। ৩৫। কলিকালে কেহই বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে না; সকলেই পাষণ্ড হইয়া বিনাশ পাইবে। বিপ্রগণ স্বীয় কর্ম্মদোষে দূষিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু সকলেরই একটী মাত্র মহাগুণ বিদ্যমান রহিবে। কলিকালে লোকসকল কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিলেই অভীষ্টলাভ করিতে পারে। সত্যযুগে যজ্ঞাদিদ্বারা, ত্রেতাযুগে জপদ্বারা এবং দ্বাপরে হরির পরিচর্য্যাদ্বারা ফললাভ হয়, কিন্তু কলিকালে কেবল হরিনাম কীর্ত্তন করিলেই উক্তরূপ ফলসকল লাভ করিতে পারে, অতএব হে শৌনক! সর্ব্বদা হরির ধ্যান ও হরির অর্চ্চনা করিবে। ৩৭—৩৮।

ষড়্দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন। চারিসহস্রযুগের পর ব্রহ্মার নৈমিত্তিক প্রলয় উপস্থিত হইয়া থাকে। কল্পাবসানে শতবর্ষপর্য্যন্ত অনাবৃষ্টি হয়। তখন প্রখরকিরণ সপ্তসূর্য্য উদিত হইয়া থাকেন। ইহাঁরা সমস্ত জগতের জলপান করিয়া ত্রিজগৎ পরিশুষ্ক করেন। ১—৩। এক বিষ্ণুই রুদ্ররূপ ধারণ করিয়া ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, জনলোক, তপোলোক, মহর্লোক ও পাতাল দগ্ধ করিয়া থাকেন।৪। বিষ্ণু এইরূপে ত্রিলোক দগ্ধ করিতে করিতে তাঁহার মুখ হইতে মেঘের সৃষ্টি হয়; তাহাতে নানাপ্রকার মোহরূপ মহামেঘ সমুৎপন্ন হইয়া শতবর্ষ বর্ষণ করিতে থাকে। ৫। পূর্ব্বোক্ত মেঘ নিরন্তর বর্ষণ করিয়া জগৎ জলপ্লাবিত করিল, অনন্তর স্থাবর জঙ্গম নষ্ট হইয়া একার্ণব হইলে ব্রহ্মরূপী বিষ্ণু অনন্তশয্যাতে শয়ন করিলেন। এইরূপে ভগবান্ সহস্রবর্ষ শয়ান থাকিয়া পুনর্ব্বার জগৎ সৃষ্টি করেন। এই নৈমিত্তিক প্রলয়। অনন্তর প্রাকৃতিক প্রলয় বলিতেছি, হে শৌনক! শ্রবণ কর। ৬—৭। ব্রহ্মার শত বৎসর পূর্ণ হইলে হরি জগৎ সংহার করিয়া স্বীয়দেহে ব্রহ্ম সংন্যাস পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন।৮। অনন্তর অনাবৃষ্টি হওয়াতে নভোমণ্ডলে বর্ষদ বহুমেঘের সঞ্চার হইল এবং শতবর্ষ নিরন্তর বারিবর্ষণ হইয়া ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হইল। পরে অন্তর্গত জলদ্বারা জগৎপতির সেই অণ্ড ভিন্ন হইল। ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পরিপূর্ণ হইলে সেই ভিন্ন অণ্ড জলেতে, সেই জল তেজেতে, তেজ বায়ুতে লয় পাইল। ১১। পরে সেই বায়ু আকাশে এবং আকাশ ভূতে প্রবেশ করিয়া মহত্তত্ত্ব উৎপাদন করিল। এই মহত্তত্ত্ব হইতেই ব্যক্ত প্রকৃতির উৎপত্তি হইল. পরে এই প্রকৃতি

পুরুষে নরে ॥ ১২ ॥ শতবর্ষং হরিঃ শেতে সৃজত্যেথ দিনাগমে। অব্যক্তাদিক্রমেণৈব ব্যক্তীভূতং চরাচরং ॥১৩॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে নৈমিত্তিকপ্রলয়কথনং নাম ষড়্দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ ॥ ১ ॥ আধ্যাত্মিকাদিতাপাংস্ত্রীন্ জ্ঞাত্বা সংসারচক্রবিৎ। উৎপন্নজ্ঞানবৈরাগ্যঃ প্রাপ্নোত্যাত্যন্তিকং লয়ং ॥ ২ ॥ সংসারচক্রং বক্ষ্যেঽহমাদাবুৎক্রান্তিকালতঃ। যদ্বিনা পুরুষার্থো ন লীনঃ স্যাৎ পরমাত্মনি ॥৩॥ ঊর্দ্ধ্ববাসী নরস্ত্যক্ত্বা দেহমন্যৎ প্রপদ্যতে। নীয়তে দ্বাদশাহেন যমস্য যমপুরুষৈঃ ॥ ৪ ॥ তত্র যদ্বান্ধবাস্তোয়ং প্রযচ্ছন্তি তিলৈঃ সহ। যচ্চ পিণ্ডং প্রযচ্ছন্তি যমলোকে তদশ্নুতে ॥ ৫ ॥ গতশ্চ নরকং পাপাৎ স্বর্গং যাতি স্বপুণ্যতঃ। পাপকৃদ্যাতি নরকং পুণ্যকৃদ্যাতি বৈ দিবং ॥ ৬ ॥ স্বর্গাচ্চ নরকাৎ ত্যক্তঃ স্ত্রীণাং গর্ভে ভবত্যপি। নাভিভূতঞ্চ তস্যৈব যাতি বীজদ্বয়ং হি তৎ ॥ ৭ ॥ কললং বুদ্বুদময়ং ততঃ শোণিতমেব চ। পেশ্যা পলসমোগুঃ স্যাদঙ্কুরস্তত উচ্যতে ॥ ৮ ॥ উপাঙ্গান্যঙ্গুলীনেত্রনাসান্যঙ্গবলানি চ। আবহং যাতি চাঙ্গেভ্যস্তং পরস্তু নখাদিকং ॥ ৯ ॥ ত্বচো রোমাণি জায়ন্তে কেশাশ্চৈব ততঃ পরং। নরশ্চাধোমুখঃ স্থিত্বা দশমে চ স জায়তে ॥ ১০ ॥ ততস্তু বৈষ্ণবী মায়ারুণোত্যত্যন্তমোহিনী। বালত্বঞ্চ কুমারত্বং যৌবনং বৃদ্ধতামপি ॥ ১১ ॥ ততশ্চ মরণং ততদ্ধর্ম্মপ্রাপ্নোতি মানবঃ। এবং সংসারচক্রেঽস্মিন্ ভ্রাম্যতে ঘটিযন্ত্রবৎ ॥১২॥ নরকাৎ প্রতিমুক্তস্তু পাপযোনিষু জায়তে।

পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিল। ১২। হরি শতবর্ষ শয়ন করিয়া দিনাগম হইলে পুনর্ব্বার সৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। প্রথমত অব্যক্ত অর্থাৎ সূক্ষ্ম ভূতসকল সৃষ্টি করিয়া ক্রমত ব্যক্ত স্থূল ভূত সৃষ্টি করিতে থাকিলেন। এইরূপে পুনর্ব্বার চরাচর ব্যক্ত হইল। ১৩।

সপ্তদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, মনুষ্য সংসারচক্রে ভ্রমণ করিয়া আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তাপত্রয় অনুভব করে, অনন্তর তাহাদিগের জ্ঞান উপস্থিত হইয়া সংসারে বৈরাগ্য জন্মে। তাহা হইলে মনুষ্যগণ পরমপদে লীন হইয়া থাকে। ১—২। এইক্ষণ সেই সংসারচক্র অর্থাৎ কিরূপে প্রাণীসকল, উৎপত্তি বিনাশের অনুরোধে জন্ম মরণ স্বীকার করিয়া পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতেছে, যাহা বলিতেছি। এই সংসারচক্রের গতি না জানিলে পুরুষের পুরুষার্থসিদ্ধি এবং পরমাত্মাতে লয় হইতে পারে না। ৩। মনুষ্যগণ দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরলোকে গমন করে, অনন্তর দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রাণিগণের মরণ হইলে দ্বাদশাহের পর যমপুরুষেরা তাহাকে লইয়া যমের নিকট অর্পণ করে। ৪। এই সময় সেই মনুষ্যের বান্ধবগণ যে তিলোদক ও পিণ্ড প্রদান করে, তাহাই সেই মনুষ্য যমলোকে থাকিয়া ভোজন করে। ৫। নরগণ যমলোকে গমন করিয়া পাপবশত নরকে এবং পুণ্যহেতু স্বর্গে গমন করে। পাপকারী ব্যক্তি নরকে এবং পুণ্যশীল মনুষ্য স্বর্গে যাইয়া থাকে। ৬। পরে যখন পাপপুণ্যেভোগ শেষ হইলে ভ্রষ্ট হয়, তখন স্ত্রীর গর্ভমধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। অনন্তর নাভিভূত দুইটি বীজ উৎপন্ন হয়। ৭। পরে সেই বীজদ্বয় বুদ্বুদাকার হইয়া শোণিতরূপে পরিণত হইয়া থাকে। অনন্তর পেশী ও মাংস উৎপন্ন হইয়া পিণ্ডাকার হয়, তখন সেই পিণ্ড হইতে অঙ্কুর জন্মিতে থাকে। ৮। ক্রমশ অঙ্গসকল জন্মে এবং অঙ্গুলি, নেত্র, নাসা প্রভৃতি জন্মিলে তাহাতে বলসঞ্চার হয়। পরে নখাদি উৎপন্ন হয়। ৯। অনন্তর চর্ম্ম, লোম জন্মে, তৎপরে কেশ উৎপন্ন হয়। এইরূপে মনুষ্যাকার হইয়া গর্ভমধ্যে অধোমুখে অবস্থিতি করে। পরে দশমাসে ঐ নর মাতৃগর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ১০। মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিবামাত্র মোহিনী বৈষ্ণবীমায়া আসিয়া আবৃত করে। অনন্তর ক্রমশঃ বালত্ব, কৌমার্য্য, যৌবন ও বৃদ্ধত্ব প্রাপ্তি হয়। ১১। পুনর্ব্বার সেই বৃদ্ধ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। এইরূপে মানব ঘটীযন্ত্রের ন্যায় এই সংসারচক্রে ভ্রমণ করে। ১২। পাপী ব্যক্তি নরকভোগানন্তর পাপযোনিতে জন্ম-

পতিতাৎ প্রতিগৃহ্যাথ অধোযোনিং ব্রজেদ্বুধ ॥ ১৩ ॥ নরকাৎ প্রতিমুক্তস্তু ক্রিমির্ভবতি পাচকঃ। উপাধ্যায়ব্যলীকন্তু কৃত্বা শ্বা ভবতি দ্বিজ ॥ ১৪ ॥ তজ্জায়াং মনসা বাঞ্ছংস্তদ্দ্রব্যং বাপ্যসংশয়ঃ। গর্দ্দভো জায়তে জন্তুর্মিত্রস্যেবাপমানকৃৎ ॥ ১৫ ॥ পিতরৌ পীড়য়িত্বা তু কচ্ছপত্বঞ্চ জায়তে। ভর্ত্তুঃ পিণ্ডমুপাশ্বন্তো বঞ্চয়িত্বা তমেব যঃ ॥ ১৬ ॥ সোপি মোহসমাপন্নো জায়তে বানরো মৃতঃ। ন্যাসোপহর্ত্তা নরকাদ্বিমুক্তো জায়তে ক্রিমিঃ ॥ ১৭ ॥ অসূয়কশ্চ নরকান্মুক্তো ভবতি রাক্ষসঃ। বিশ্বাসহর্ত্তা চ নরো মীনযোনৌ প্রজায়তে ॥ ১৮ ॥ যবধান্যানি সংহৃত্য জায়তে মূষকো মৃতঃ। পরদারাভিমর্ষাত্তু বৃকো ঘোরোভিজায়তে ॥ ১৯ ॥ ভ্রাতৃভার্য্যাপ্রসঙ্গেন কোকিলো জায়তে নরঃ। গুর্ব্বাদিভার্য্যাগমনাৎ শূকরো জায়তে নরঃ ॥ ২০ ॥ যজ্ঞদানবিবাহানাং বিঘ্নকর্ত্তা ভবেৎ ক্রিমিঃ। দেবতাপিতৃবিপ্রাণামদত্ত্বা যো সমশ্নুতে ॥ ২১ ॥ প্রমুক্তো নরকাদ্বাপি বায়সঃ সম্প্রজায়তে। জ্যেষ্ঠভ্রাত্র্যপমানাচ্চ ক্রৌঞ্চযোনৌ প্রজায়তে ॥ ২২ ॥ শূদ্রস্তু ব্রাহ্মণীং গত্বা ক্রিমিযোনৌ প্রজায়তে। তস্যামপত্যমুৎপাদ্য কাষ্ঠান্তঃকীটকো ভবেৎ ॥ ২৩ ॥ কৃতঘ্নঃ কৃমিকঃ কীটঃ পতঙ্গো বৃশ্চিকস্তথা। অশস্ত্রং পুরুষং হর্ত্তা নরঃ সঞ্জায়তে খরঃ ॥ ২৪ ॥ কৃমিঃ স্ত্রীবধকর্ত্তা চ বালহন্তা চ জায়তে। ভোজনঞ্চোরয়িত্বা তু মক্ষিকা জায়তে নরঃ ॥ ২৫ ॥ হৃত্বান্নঞ্চৈব মার্জ্জারস্তিলহৃচ্চৈব মূষিকঃ। ঘৃতং হৃত্বা চ নকুলঃ কাকো মদ্গুরমামিষং ॥ ২৬ ॥ মধু হৃত্বা নরো দংশঃ পূপং হৃত্বা পিপীলিকঃ। অপো হৃত্বা তু পাপাত্মা বায়সঃ সম্প্রজায়তে ॥ ২৭ ॥ হৃতে কাষ্ঠে চ হারীতঃ কপোতো বা

গ্রহণ করে। যে ব্যক্তি পতিতের নিকট প্রতিগ্রহ স্বীকার করে, সেই ব্যক্তি নিকৃষ্টজাতি হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ১৩। পাচক ব্যক্তি নরকভোগের পর কৃমি হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি উপাধ্যায়ের সহিত শঠতা আচরণ করেন, সেই ব্যক্তির কুক্কুরযোনি প্রাপ্তি হয়। মনে মনে গুরুপত্নী অথবা গুরুদ্রব্য অভিলাষ করিলে তাহাকে গর্দ্দভ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। মিত্রের অপমানকারী ব্যক্তি নিকৃষ্ট যোনিগত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ১৪—১৫। যিনি পিতা ও মাতাকে তাড়ন করেন, তাঁহার কচ্ছপযোনি প্রাপ্তি হয়। ভর্তাকে বঞ্চনা করিয়া তাহার অন্ন গ্রহণ করিলে সেই মহাপাপী মরণানন্তর বানরযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক মোহিত হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তির নিকট ধনাদি গচ্ছিত রাখিলে যদি সেই ব্যক্তি সেই ধন অপহরণ করেন, তাহাহইলে উক্ত পাপী নরক হইতে বিমুক্ত হইয়া কৃমিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ১৬—১৭। যিনি সর্ব্বদা লোকের সহিত অসূয়া করেন, সেই ব্যক্তির নরকভোগান্তে রাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হয়। বিশ্বাসঘাতী পুরুষ মীনযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ১৮। যব ধান্যপ্রভৃতি হরণ করিলে মূষিক হইয়া জন্মগ্রহণ করে। পরদারাপহারী ব্যক্তি নরকভোগের পর ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র হইয়া উৎপন্ন হয়। ১৯। ভ্রাতৃভার্য্যা অপহরণ করিলে সেই পাপী কোকিলযোনিতে উৎপন্ন হয়। গুরুভার্য্যাপহারী ব্যক্তি শূকর হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ২০। যে ব্যক্তি যজ্ঞ, দান, উদ্বাহ প্রভৃতির বিঘ্ন [illegible] করে, সেই ব্যক্তি কৃমিরূপে জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি [illegible], দেবতা ও ব্রাহ্মণকে দান না করিয়া অন্নভোজন করে, সেই ব্যক্তি নরকভোগান্তে কাকযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। জ্যেষ্ঠভ্রাতার অপমান করিলে তাহার বকযোনি প্রাপ্তি হয়। ২১—২২। শূদ্রব্যক্তি ব্রাহ্মণীগমন করিলে কৃমিযোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং যদি শূদ্র ব্রাহ্মণীতে সন্তান উৎপাদন করে, তাহাহইলে সেই শূদ্র কাষ্ঠকীট হইয়া থাকে। ২৩। কৃতঘ্ন ব্যক্তি কৃমি, কীট, পতঙ্গ, অথবা বৃশ্চিক হইয়া থাকে। নিরস্ত্র পুরুষকে বিনাশ করিলে সেই পাপী নরকভোগের পর গর্দ্দভযোনিতে উৎপন্ন হয়। ২৪। স্ত্রীবধকারী ও বালহন্তা পুরুষ নরকভোগ করিয়া কৃমিযোনি প্রাপ্ত হয়। ভোজনদ্রব্য চুরি করিলে সেই চোর নরকভোগান্তে মক্ষিকা হইয়া জন্মে। ২৫। অন্নগ্রহণ করিলে সেই পাপীর মার্জ্জারযোনি প্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি অন্নহরণ করে, তাহাকে মার্জ্জারযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যে তিলহরণ করে, সেই ব্যক্তি নরকভোগ করিয়া মূষিকযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ঘৃতহরণ করিলে নকুলযোনি প্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি মদ্গুর মৎস্য অপহরণ করে, তাহার কাকযোনি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি মধু অপহরণ করেন, তাহার দংশকযোনি প্রাপ্তি হয়। পিষ্টক অপহরণ করিলে সেই পাপীকে পিপীলিকাযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। জল অপহরণ করিলে সেই

প্রজায়তে। হৃত্বা তু কাঞ্চনং ভাণ্ডং কৃমিযোনৌ প্রজায়তে ॥ ২৮ ॥ কার্পাসিকে হৃতে ক্রৌঞ্চো বহ্নিহর্ত্তা বকস্তথা। ময়ূরো বর্ণকং হৃত্বা শাকপত্রঞ্চ জায়তে ॥ ২৯ ॥ জীবঞ্জীবকতাং যাতি রক্তবস্ত্রাপহৃন্নরঃ। ছুছুন্দরিঃ শুভান্ গন্ধান্ শশং হৃত্বা শশো ভবেৎ ॥ ৩০ ॥ ষণ্ডঃ কলাপহরণে কাষ্ঠহৃত্তৃণকীটকঃ। পুষ্পং হৃত্বা দরিদ্রস্তু পঙ্গুর্যাবকহৃন্নরঃ ॥ ৩১ ॥ শাকহর্ত্তা চ হারীতস্তোয়হর্ত্তা চ চাতকঃ। গৃহহৃন্নরকান্ গত্বা রৌরবাদীন্ সুদারুণান্ ॥ ৩২ ॥ তৃণগুল্মলতাবল্লীত্বক্হৃ চ তরুতাং ব্রজেৎ। এব এব ক্রমো দৃষ্টো গোসুবর্ণাদিহারিণাং ॥ ৩৩ ॥ বিদ্যাপহারী মূকশ্চ গত্বা চ নরকান্ বহূন্। অসমিদ্ধে হুতে চাগ্নৌ মন্দাগ্নিঃ সমজায়ত ॥ ৩৪ ॥ পরনিন্দা কৃতঘ্নত্বং পরমর্য্যাদঘাতনং। নৈষ্ঠুর্য্যং নৈর্ঘৃণত্বঞ্চ পরদারোপসেবিনাং ॥ ৩৫ ॥ পরস্বহরণাশৌচং দেবতানাঞ্চ কুৎসনং। নিকৃত্য বঞ্চনং নৃণাং কার্পণ্যঞ্চ নৃণাং নরঃ। উপলক্ষণাদি জানীয়াৎ মুক্তানাং নরকাদনু ॥ ৩৬ ॥ দয়াভূতেষু সম্বাদঃ পরলোকং প্রতিক্রিয়া। সত্যং হিতার্থতাচোক্তির্বেদ প্রামাণ্যদর্শনং ॥ ৩৭ ॥ গুরুদেবর্ষিসিদ্ধর্ষিসেবনং সাধুসংগমঃ। সংক্রিয়াদ্যসনং মৈত্রী স্বর্গসালক্ষণং বিদুঃ। অষ্টাঙ্গযোগবিজ্ঞানাৎ প্রাপ্নোত্যাত্যন্তিকং ফলং ॥৩৮॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে পাপপরিণাম কথনং নাম সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

পাপাত্মা বা... হইয়া জন্মগ্রহণ করে। কাষ্ঠাপহারী ব্যক্তি হারীতপক্ষী ... পোতরূপে উৎপন্ন হয়। ২৬—২৮। কার্পাসবস্ত্র অপহরণ ... ক্রৌঞ্চ এবং বহ্নিহর্ত্তা ব্যক্তি বকরূপে উৎপন্ন হয়। বর্ণকদ্রব্য অথবা শাকপত্রাদি অপহরণ করিলে পাপীর নরকভোগের পর ময়ূরযোনি প্রাপ্তি হয়। ২৯। যে ব্যক্তি রক্তবস্ত্র অপহরণ করে, তাহার চকোরযোনি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কোন সদ্গন্ধ বস্তু অপহরণ করিলে তাহাকে ছুঁচো হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয় এবং যে ব্যক্তি শশক অপহরণ করে, সেই ব্যক্তি শশকযোনিতে উৎপন্ন হয়। ৩০। কলাপ অর্থাৎ ময়ূরপুচ্ছ অপহরণ করিলে নরকভোগান্তে পাপীর ষণ্ডত্ব প্রাপ্তি হয়। আর যে ব্যক্তি কাষ্ঠ অপহরণ করে, সেই ব্যক্তি তৃণকীটরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। পুষ্পাপহারী ব্যক্তি দরিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে, আর যে ব্যক্তি যাবক অপহরণ করে, তাহার পঙ্গুত্ব প্রাপ্তি হয়। ৩১। শাক অপহরণ করিলে হারীতযোনিতে এবং জল অপহরণ করিলে চাতকযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। গৃহাপহারী ব্যক্তি ঘোরতর রৌরবাদি নরকভোগ করে। ৩২। তৃণ, গুল্ম, লতা ও বল্লী অপহরণ করিলে সেই পাপীর নরকভোগান্তে বৃক্ষযোনি প্রাপ্তি হয়। গো-সুবর্ণাদি অপহারক পাপীর এইরূপ পাপের পরিণাম ফল উক্ত হইল। ৩৩। বিদ্যাপহারী ব্যক্তি বহুকাল নরকভোগের পর মূক হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যিনি শিখাবিহীন অগ্নিতে আহুতিপ্রদান করেন, তাঁহার উদরাগ্নি চিরকাল মন্দীভূত থাকে। ৩৪। যে ব্যক্তি পরের নিন্দা করে, উপকার স্বীকার করে না, পরের মর্য্যাদা নষ্ট করে এবং যিনি নিষ্ঠুর, নির্দ্দয় ও পরদারোপসেবী, আর যিনি পরস্ব অপহরণ করেন ও দেবতার নিন্দা করেন, সর্ব্বদা লোককে বঞ্চনা করিয়া থাকেন, আর যিনি কার্পণ্যদোষে দূষিত হয়েন, তাঁহাদিগের নরকভোগের পর উক্তরূপ উক্ত পাপসূচক চিহ্ন প্রকাশ পায়। ৩৫—৩৬। মনুষ্য পূর্ব্বোক্ত পাপে পতিত হইলে সর্ব্বভূতের প্রতি দয়াপ্রকাশ এবং পরলোকের প্রতীকার চেষ্টা করিবে। সর্ব্বদা সত্য ও অপরের হিতার্থবাক্য কহিবে, বেদের প্রামাণ্যপ্রদর্শন করিবে, গুরু, দেবর্ষি ও সিদ্ধর্ষিগণের সেবা করিবে, সর্ব্বদা সাধুসমাগমে তৎপর থাকিবে, সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, সাধারণের সহিত মৈত্রীসংস্থাপনে তৎপর থাকিবে, এই সকলই সাধুদিগের লক্ষণ বলিয়া জানিবে। উক্তরূপ সাধু ব্যক্তিরা অষ্টাঙ্গযোগসাধন করিলে সদ্গতি লাভ করিতে পারেন। ৩৭—৩৮।

সপ্তদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ বক্ষ্যে সাঙ্গং মহাযোগং ভুক্তিমুক্তিকরং পরং। সর্ব্বপাপপ্রশমনং ভক্ত্যানুপঠিতং শৃণু ॥ ২ ॥

অষ্টাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, এক্ষণে সাঙ্গ মহাযোগ বলিতেছি। এই যোগ অভ্যাস করিলে সাধকের ভুক্তিমুক্তি লাভ হয়। আর ইহা ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করিলে সর্ব্বপ্রকার পাপ নিবৃত্ত হইয়া

মমেতিমূলং দুঃখস্য ন মমেতি নিবর্ত্ততে। দত্তাত্রেয়ো হ্যলর্কায় ইমমাহ মহামতিঃ ॥ ৩ ॥ অহমিত্যঙ্কুরোৎপন্নো মমেতি স্কন্ধবান্‌, মহান্। গৃহক্ষেত্রাশ্চ শাখাশ্চ যত্র দারাভিপল্লবঃ ॥ ৪ ॥ ধনধান্যে মহাপত্রে পাপমূলোঽতি দুর্গমঃ। বিধিবৎ সুখশান্ত্যর্থং জাতো জ্ঞানমহাতরুঃ ॥৫॥ ছিন্নোবিদ্যাকুঠারেণ তে গতালয়মীশ্বরে। প্রাপ্য ব্রহ্মরসং পীতং নীরজস্কমকণ্টকং ॥ ৬ ॥ প্রাপ্নুবন্তি পরাঃ প্রাজ্ঞাঃ সুখনির্বৃতিমেব চ। মূর্ত্তেন্দ্রিয়লয়ং নূনং নত্বং রাজা নচাপ্যহং ॥ ৭ ॥ ন তন্মাত্রাদিকং বাচা নৈবান্তঃকরণং তথা। কং বা পশ্যসি রাজেন্দ্রপ্রধানমিদমাবয়োঃ ॥ ৮ ॥ মৃতঃ পরেহি ক্ষেত্রজ্ঞঃ সংজাতোঽহয়ং গুণাত্মকঃ। একত্বেপি পৃথগ্‌ভাবস্তথা ক্ষেত্রাত্মনো নৃপ ॥ ৯ ॥ জ্ঞানপূর্ব্ববিয়োগোঽসৌ জ্ঞানে নষ্টে চ যোগিনঃ। সা মুক্তির্ব্রহ্মণা চৈক্যমনৈক্যং পুত্র তে গুণৈঃ ॥ ১০ ॥ তদ্‌গৃহং যত্র বসতি তদ্ভোজ্যং যেন জীবতি। যন্মুক্তয়ে তদেবোক্তং জ্ঞানাজ্ঞানেন চান্যথা ॥ ১১ ॥ ভবভোগেন পুণ্যানামপুণ্যানাঞ্চ পার্থিব। কর্ত্তব্যানাঞ্চ নিত্যানাং ক্ষয়ন্ত্বকরণাত্তথা ॥ ১২ ॥ অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহৌ। যমাঃ পঞ্চাথ নিয়মাঃ শৌচং দ্বিবিধমীরিতং ॥ ১৩ ॥ সন্তোষস্তপসাশান্তির্বাসুদেবার্চ্চনং দমঃ। আসনং পদ্মকাদ্যুক্তং প্রাণায়ামোমরুজ্জয়ঃ ॥ ১৪ ॥ প্রত্যেকং ত্রিবিধঃ সোঽপি পূরককুম্ভকরেচকৈঃ। লঘুর্দ্বাদশমাত্রস্তু দ্বিগুণঃ স তু মধ্যমঃ ॥ ১৫ ॥ ত্রিগুণাভিস্তু মাত্রাভিরুত্তমঃ স উদাহৃতঃ। জপধ্যানযুতে গর্ভো বিপরীতত্ত্বভক্ষকঃ ॥ ১৬ ॥ প্রথমে জনয়েৎ স্বপ্নং মধ্যমেন চ বেপথুং। বিপাকং হি তৃতীয়েন জাত্যা দোষাস্ত্বনুক্রমাৎ ॥ ১৭ ॥ আসনস্থস্তু যুঞ্জীত

থাকে। ১-২। আমি, আমার ইত্যাদি জ্ঞানই দুঃখের কারণ, সংসারবদ্ধ জীবের কদাচ উক্ত জ্ঞান নিবৃত্ত হয় না। মহামতি দত্তাত্রেয় অলর্ককে এই যোগ বলিয়াছেন। ৩। প্রথমতঃ অহস্কাররূপ অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া এই বস্তু আমার ইত্যাকার জ্ঞানস্বরূপ মহান্ স্কন্ধ উৎপন্ন হয়। উক্ত জ্ঞানদ্বয়ই অজ্ঞান বৃক্ষের অঙ্কুর ও স্কন্ধ। গৃহক্ষেত্রাদি ঐ বৃক্ষের শাখা, দারাপুত্র প্রভৃতি পল্লব, ধন ও ধান্য উহারা পত্র এবং পাপ ঐ বৃক্ষের মূল। উক্ত অজ্ঞানতরু অতি দুর্গম। যাহারা এই অজ্ঞানতরুর আশ্রিত, তাহারা প্রকৃত সুখভোগে বঞ্চিত হয়। ৪। যাঁহারা বিদ্যারূপ কুঠারদ্বারা উক্ত বৃক্ষকে ছেদন করিতে পারেন, তাঁহারা পরমব্রহ্মে লীন হইয়া নির্ম্মল ব্রহ্মরস পান করিতে থাকেন। ৫-৬। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা উক্তরূপ ব্রহ্মরস পান করিয়াই পরম সুখভোগকরত নির্বৃতিলাভ করেন। অন্যকোন বিষয়েই তাহাদিগের স্পৃহা থাকে না। রাজন্! তখন এই মূর্ত্তিমান্ ইন্দ্রিয়সকল বিলীন হয়, কিন্তু তুমি কিম্বা আমি কেহই উক্ত ব্রহ্মরস পানের অধিকারী নহি। কেহই তন্মাত্র ও অন্তঃকরণকে বাক্যে ব্যক্ত করিতে পারেন্ না। রাজন্! তুমি আমাদিগের মধ্যে কাহাকে প্রধান বলিয়া জানিতেছ ?। ৭-৮। জীব মরণানন্তর গুণশালী হইয়া পরদিবস জন্মগ্রহণ করেন। রাজন্! জীব ও আত্মা উভয়ের ঐক্য থাকিলেও অজ্ঞানবশতঃ পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়। ৯। যাবৎ অজ্ঞান থাকে, তাবৎ আত্মা ও জীব উভয়ের পার্থক্য অনুভূত হয়, পরে উক্ত অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে পার্থক্যবোধও দূর হইয়া যায়। বৎস! উক্তরূপ পাথক্যজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া ব্রহ্মের সহিত ঐক্যভাব উপস্থিত হইলে মুক্ত হইয়া থাকে। ১০। যাহাতে বাস করা যায়, তাহাই গৃহ, যাহাদ্বারা জীবন রক্ষা হয়, তাহাই ভোজ্য এবং যাহাদ্বারা মুক্তি হয়, তাহাই জ্ঞান। কদাচ জ্ঞানভিন্ন মুক্তি হইতে পারে না। ১১। ভবভোগদ্বারাই পুণ্যাপুণ্যের এবং অনুষ্ঠানদ্বারা কর্ত্তব্য নিত্যকর্ম্মের ক্ষয় হইয়া থাকে। ১২। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পঞ্চপ্রকার সংযমকে নিয়ম বলা যায়। শৌচ দ্বিবিধ বলিয়া কীর্ত্তিত আছে, তপস্যাদ্বারা যে সন্তোষ হয়, তাহাই শান্তি এবং বাসুদেবার্চ্চনাই দম। পদ্মকাদি অনেকপ্রকার আসন উক্ত আছে এবং বায়ুজয়কে প্রাণায়াম বলা যায়। ১৩-১৪। প্রত্যেক প্রাণায়ামই পূরক, কুম্ভক ও রেচকভেদে ত্রিবিধ। দ্বাদশমাত্র প্রাণায়ামকে লঘু প্রাণায়াম বলে, উহার দ্বিগুণমাত্র প্রাণায়াম মধ্যম এবং উক্ত মধ্যম প্রাণায়ামের ত্রিগুণমাত্র প্রাণায়ামই উত্তম প্রাণায়াম বলিয়া বিখ্যাত। উক্ত প্রাণায়ামের মধ্যে যাহা জপ ধ্যানযুক্ত, তাহাই গর্ভপ্রাণায়াম এবং ইহার বিপরীত হইলে তাহাকে অগর্ভপ্রাণায়াম বলে। ১৫-১৬। প্রাণায়ামের প্রথম অবস্থায় স্বপ্ন দর্শন হইয়া থাকে, মধ্যমাবস্থায় গাত্রকম্পন হয় এবং তৃতীয়াবস্থাতে বিপাক জন্মে। প্রাণায়ামের প্রথম হইতে এই

কৃত্বা চ প্রণবং হৃদি। পার্ষ্ণিভ্যাং লিঙ্গবৃষণৌ স্পর্শন্নে-কাগ্রমানসঃ ॥১৮॥ রজসা তমসোর্বৃত্তিং সত্ত্বেন রজসাস্তথা। নিরুধ্য নিশ্চলোর্বৃত্তিং স্থিতো যুঞ্জীত যোগবিৎ ॥ ১৯ ॥ ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ প্রাণাদীন্মন এব চ। নিগৃহ্য সমবায়েন প্রত্যাহারমুপক্রমাৎ ॥ ২০ ॥ প্রাণায়ামা দশাষ্টৌ চ ধারণা সা বিধীয়তে। দ্বে ধারণে স্মৃতো যোগো যোগিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ২১ ॥ প্রাণ্ডনাড্যাং হৃদয়ে চাত্র তৃতীয়া চ তথোরসি। কণ্ঠে মুখে নাসিকাগ্রে নেত্রে ভ্রূমধ্যমূর্দ্ধসু ॥ ২২ ॥ কিঞ্চিত্তস্মাৎ পরস্মিংশ্চ ধারণা দশধা স্মৃতাঃ। দশৈতাধারণাঃ প্রাপ্য প্রাপ্নোত্যক্ষররূপতাং ॥ ২৩ ॥ যথাগ্নিরগ্নৌ সংক্ষিপ্তস্তথাত্মা পরমাত্মনি। ব্রহ্মরূপং মহাপুণ্য মোমিত্যেকাক্ষরং জপেৎ ॥ ২৪ ॥ অকারশ্চ তথো কারো মকারশ্চাক্ষরত্রয়ং। ইত্যেতদক্ষরং ব্রহ্ম পরমোঙ্কার-সজ্ঞিতং ॥ ২৫ ॥ অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ স্থূলদেহবিবর্জ্জিতং। অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্জ্জরামরণবর্জ্জিতং ॥ ২৬॥ অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ পৃথিব্যামলবর্জ্জিতং। অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্বায্বাকাশবিবর্জ্জিতং ॥ ২৭ ॥ অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ সূক্ষ্মদেহবিবর্জ্জিতং। অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃস্থানাস্থানবিবর্জ্জিতং॥২৮॥ অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্গন্ধমাত্রবিবর্জ্জিতং। অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ শ্রোত্রত্বক্‌পবিবর্জ্জিতং ॥ ২৯ ॥ অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্জ্জিহ্বাঘ্রাণবিবর্জ্জিতং। অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ প্রাণাপানবিবর্জ্জিতং ॥ ৩০ ॥ অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্ব্যানোদানবিবর্জ্জিতং। অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিরজ্ঞানপরিবর্জ্জিতং ॥ ৩১ ॥ অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিস্ত্রীশ্বরং পরমং পদং। দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিপ্রাণাহঙ্কারবর্জ্জিতং ॥ ৩২ ॥ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধযুক্তমহমানন্দমদ্বয়ং। অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্জ্ঞানরূপোবিমুক্তয়ে ॥ ৩৩ ॥ সূত-উবাচ ॥ ইত্যষ্টাঙ্গো ময়া যোগ উক্তঃ শৌনকমুক্তিদঃ। নিত্যনৈমিত্তিকং প্রাপ্য লয়ং

ত্রিবিধ দোষ সমুৎপন্ন হয়। ১৭। সাধক আসনস্থ হইয়া হৃদয়ে প্রণবের যোগ করিবে। পার্ষ্ণিদ্বয়দ্বারা লিঙ্গ ও বৃষণ স্পর্শকরত একাগ্রমনে উপবেশন করিবে। ১৮। যোগবিৎ সাধক রজোগুণদ্বারা তমোগুণের এবং সত্ত্বগুণদ্বারা রজোগুণের বৃত্তিনিরোধ করিয়া নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিবে। ১৯। বিষয়সকল হইতে ইন্দ্রিয়গণকে এবং মন হইতে প্রাণদিগকে নিগৃহীত করিয়া সমবায়রূপে প্রত্যাহার করিবে। ২০। অষ্টাদশবার প্রাণায়াম করিলেই ধারণা হইয়া থাকে এবং তত্ত্বদর্শী যোগিগণ ধারণাদ্বয়কে যোগ বলিয়া নির্ণয় করেন। ২১। নাড়ীতে, হৃদয়ে, বক্ষঃস্থলে, উদরে, মুখে, নাসিকাগ্রে, নেত্রে, মূর্দ্ধস্থানে এবং সহস্রারে ধারণা করিবে। উক্ত দশস্থানে দশবিধ ধারণা করিলে সাধক পরমাক্ষর অর্থাৎ পরব্রহ্মত্ব পাইতে পারেন। ২২-২৩। যেমন অগ্নিতে অগ্নি নিক্ষেপ করিলে এক হইয়া যায়, সেইরূপ আত্মা ও জীবের যোগ করিতে পারিলেই ঐক্যজ্ঞান জন্মে। অতএব সাধক মহাপুণ্যপ্রদ, ব্রহ্মরূপী ওঁ এই একাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে। ২৪। অকার, উকার ও মকার এই অক্ষরত্রয় মিলিত হইলে ওঙ্কার হয়, এই ওঙ্কার পরব্রহ্মস্বরূপ। ২৫। আমি স্থূলদেহবিবর্জ্জিত পরংব্রহ্ম এবং আমি জ্যোতির্ম্ময় পরংব্রহ্ম আমার জরা মরণ নাই। ২৬। আমি জ্যোতির্ম্ময় পরংব্রহ্ম, আমাতে কোনরূপ পৃথিব্যাদি মলসম্পর্ক নাই। আমি জ্যোতির্ম্ময় পরংব্রহ্ম এবং বায়ু আকাশাদি পঞ্চভূত বিহীন। ২৭। আমি জ্যোতির্ম্ময় পরংব্রহ্ম, আমার সূক্ষ্মদেহও নাই, আমি জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম, আমার স্থানাস্থান বিচার নাই, আমি সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছি। ২৮। আমি জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম, আমাতে কোনরূপ গন্ধ সম্বন্ধ নাই। আমি জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম এবং আমি চক্ষুঃ ত্বক্ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়বিহীন। ২৯। আমি জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম এবং আমি জিহ্বা ঘ্রাণাদিবর্জ্জিত। আমি জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম এবং আমি প্রাণাপানাদি বায়ু বিহীন। ৩০। আমি জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম, আমার ব্যান কিম্বা উদানবায়ুর সম্পর্ক নাই। আমি জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম এবং আমি সর্ব্বপ্রকার অজ্ঞানরহিত। ৩১। আমি জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম, প্রকৃতিই আমার পরমপদ। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও প্রাণ ইহাদিগের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। ৩২। আমি নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ আনন্দময় অদ্বিতীয় জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানস্বরূপ, পরংব্রহ্ম। যিনি এইরূপে ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনি মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। ৩৩। সূত কহিলেন, শৌনক! তোমাকে অষ্টাঙ্গযোগ কহিলাম, উক্ত যোগ সাধককে মুক্তিপ্রদান করে। যাহারা

প্রাকৃতবন্ধনাঃ ॥৩৪॥ উৎপদ্যন্তে হি সংসারে নৈকং প্রাপ্য পরাত্মনাং। বিমুচ্যতে বিমুক্তশ্চ জ্ঞানাদজ্ঞানমোহিতঃ ॥ ৩৫ ॥ ততো ন ম্রিয়তে দুঃখী ন রোগী ন চ বন্ধবান্। ন পাপৈর্যুজ্যতে যোগী নরকে ন বিপচ্যতে ॥৩৬॥ গর্ভবাসে নোদুঃখী সম্যাঙ্নারায়ণোঽব্যয়ঃ। ভক্ত্যাত্বনন্যয়া লভ্যো ভগবান্ ভক্তিমুক্তিদঃ ॥৩৭॥ ধ্যানেন পূজয়া জপ্যৈঃ সম্যক্ স্তোত্রৈর্ব্রতব্রতৈঃ। যজ্ঞৈর্দানৈশ্চিত্তশুদ্ধিস্তয়া জ্ঞানঞ্চ লভ্যতে ॥ ৩৮ ॥ প্রণবাদিকমন্ত্রৈশ্চ জপ্যৈর্মুক্তিং গতা দ্বিজাঃ। ইন্দ্রোঽপি পরমং স্থানং গন্ধর্ব্বাপ্সরসোবরাঃ ॥৩৯॥ প্রাপ্তা দেবাশ্চ দেবত্বং মুনিত্বং মুনয়োগতাঃ। গন্ধর্ব্বত্বঞ্চ গন্ধর্ব্বা রাজত্বঞ্চ নৃপাদয়ঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে অষ্টাঙ্গযোগকথনং নাম অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

মায়াপাশে বদ্ধ আছে, তাহারা নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য করিয়া উক্ত যোগসাধনপূর্ব্বক পরব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয়েন। ৩৪। যাহাদিগের ঐক্যজ্ঞান হয় নাই, তাহারাই সংসারে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহারা অজ্ঞানমোহিত, তাহারা জ্ঞানযোগহেতু সংসার হইতে মুক্তি পাইতে পারে। ৩৫। যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত অষ্টাঙ্গযোগ অভ্যাস করেন, কখনও তাঁহাদিগের মৃত্যু হয় না, দুঃখভোগ হয় না, রোগ হয় না এবং কোনরূপ সংসারবন্ধনে বন্ধন হয় না। অষ্টাঙ্গযোগী ব্যক্তি কখনও পাপে যুক্ত হয় না এবং নরকে বিপাচিত হয় না। ৩৬। অষ্টাঙ্গযোগ সাধন করিলে, সেই ব্যক্তি কদাচ গর্ভবাসজনিত দুঃখভোগ করে না এবং সেই ব্যক্তি স্বয়ং অব্যয় নারায়ণতুল্য হয়েন। উক্তরূপ যোগ অভ্যাস করিয়া একান্ত ভক্তিসহকারে ধ্যান করিলে ভুক্তিমুক্তিপ্রদ নারায়ণকে লাভ করিতে পারে। ৩৭। ধ্যান, পূজা, জপ, স্তোত্র, ব্রত, যজ্ঞ, দানদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে এবং চিত্তশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানলাভ হয়। ৩৮। প্রণবাদিমন্ত্র জপ করিলে দ্বিজগণ মুক্তিলাভ করে। ইন্দ্রও এই অষ্টাঙ্গযোগদ্বারা স্বর্গস্থান লাভ করিয়াছেন এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ প্রাধান্যপদ পাইয়াছেন। ৩৯। দেবগণ এই যোগবলেই দেবত্ব পাইয়াছেন, মুনিগণের মুনিত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে এবং গন্ধর্ব্বগণ গন্ধর্ব্বত্ব ও রাজগণ রাজত্ব পাইয়াছেন। ৪০।

ঊনবিংশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ বিষ্ণুভক্তিং প্রবক্ষ্যামি যয়া সর্ব্বমবাপ্যতে। যথা ভক্ত্যা হরিস্তুষ্যেৎ তথা নান্যেন কেনচিৎ ॥ ২ ॥ মহতঃ শ্রেয়সোমূলং প্রসবঃ পুণ্যসন্ততেঃ। জীবিতস্য ফলং স্বাদু নিয়তিস্মরণং হরেঃ ॥ ৩ ॥ তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিসাধনভূয়সী। তে ভক্তা লোকনাথস্য নাম কর্ম্মাদিকীর্ত্তনে ॥৪॥ মুঞ্চন্ত্য শ্রূণি সংহর্ষাৎ যে প্রহৃষ্টতনুরুহাঃ। জগদ্ধাতুর্মহেশস্য জ্ঞানদং চরণদ্বয়ং ॥ ৫ ॥ ইহ নিত্যক্রিয়াঃ কুর্য্যুঃ স্নিগ্ধা যে বৈষ্ণবাস্তু তে। ব্রহ্মাক্ষরং ন শৃণ্বন্ বৈ তথা ভাগবতেরিতং ॥৬॥ প্রণামপূর্ব্বকং ভক্ত্যা যো বদেদ্বৈষ্ণবোহি সঃ। তৎভক্তজনবাৎসল্যং পূজয়ংশ্চানুমোদনং ॥৭॥ তৎকথা শ্রবণে প্রীতিঃ শ্রবণং সফলং ভবেৎ। যেন সর্ব্বাত্মনো বিষ্ণৌ ভক্ত্যা ভাবোনিবেশিতঃ ॥ ৮॥ বিশ্বেশ্বরকৃতাং বিপ্রাম্মহাভাগবতোহি সঃ। স্বয়মভ্য-

ঊনবিংশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, এইক্ষণ বিষ্ণুভক্তি কীর্ত্তন করিব, এই বিষ্ণুভক্তিদ্বারা সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়। ভক্তিদ্বারা বিষ্ণু যেমন পরিতুষ্ট হয়েন, অন্য কোনরূপেই বিষ্ণুর সেইরূপ সন্তোষ হইতে পারে না। ১—২। এই বিষ্ণুভক্তি মহামঙ্গলের মূল এবং বিষ্ণুভক্তি হইতেই মহাপুণ্য প্রসব হয়। নিয়ত হরির স্মরণ করিলেই জীবনের সুফল সাধিত হয়। ৩। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সুধী সাধক বিষ্ণুর সেবা করিবে। বিষ্ণুসেবা করিলেই বিষ্ণুতে সুদৃঢ় ভক্তি জন্মে। যাহারা ত্রিলোকনাথ বিষ্ণুর নাম কর্ম্মাদি কীর্ত্তন করিলে হর্ষপ্রকাশ করিয়া অশ্রুপরিত্যাগ করে এবং শরীর রোমাঞ্চিত হয়, তাহারাই প্রকৃত বিষ্ণুভক্ত। জগতের বিধানকর্ত্তা মহেশ্বর বিষ্ণুর চরণদ্বয় দিব্যজ্ঞানপ্রদ। ৪—৫। যাহারা বিষ্ণুর সেবাদিও নিত্যক্রিয়াদি করেন, তাঁহারাই বৈষ্ণব। উক্তরূপ বৈষ্ণবদিগের ব্রহ্মাক্ষরের শ্রবণ অথবা ভাগবত পাঠ করিতে হয় না। ৬। যিনি প্রণামপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে হরিসংকীর্ত্তন করেন, তিনি বৈষ্ণবোত্তম বলিয়া পরিগণিত হয়েন। ভক্তজনের প্রতি বিষ্ণুর বাৎসল্যভাব আছে, ইহা জানিয়া বিষ্ণুর অর্চ্চনাকরত তাঁহার অনুমোদন করিবে। ৭। বিষ্ণুর কথা শ্রবণে যাহার প্রীতি হয়, তাহার শ্রবণ সফল হইয়া থাকে।

'চ্চনঞ্চৈব যো বিষ্ণুঞ্চোপজীবতি ॥ ৯ ॥ ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছোপি বর্ত্ততে। সবিপ্রেন্দ্রো মুনিঃ শ্রীমান্ স যাতি পরমাং গতিং ॥ ১০ ॥ তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ। পুনাতি ভগবদ্ভক্তশ্চণ্ডালোপি যদৃচ্ছয়া ॥ ১১ ॥ দয়াং কুরু প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যো বদেৎ। অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদ্যাদেতদ্ব্রতং হরেঃ ॥ ১২ ॥ মন্ত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ। সর্ব্ববেদান্তবিৎ কোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে ॥ ১৩ ॥ ঐকান্তিনঃ স্ববপুষা গচ্ছন্তি পরমং পদং। একান্তেন সমোবিষ্ণুস্তস্মাদেষাং পরায়ণঃ ॥ ১৪ ॥ যস্মাদেকান্তিনঃ প্রোক্তাস্তদ্ভাগবতচেতসঃ। প্রিয়াণামপি সর্ব্বেষাং দেবদেবস্য সুপ্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥ আপৎস্বপি সদা যস্য ভক্তিরব্যভিচারিণী। য। প্রীতিরধিকা বিষ্ণৌ বিষয়েষ্বনপায়িনী ॥ ১৬ ॥ বিষ্ণুং সংস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্নোপসর্পতি। দৃঢ়ভক্তোপি বেদাদিসর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগঃ ॥ ১৭ ॥ যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমং। নাধীতবেদশাস্ত্রোপি ন কৃতোধ্বরসম্ভবঃ। যো ভক্তিং বহতে বিষ্ণৌ তেন সর্ব্বং কৃতং ভবেৎ ॥ ১৮ ॥ যজ্বনঃ ক্রতুমুখ্যানাং বেদানাং পারগা অপি। নতাং যান্তি গতিং ভক্তা যাং যান্তি মুনিসত্তমাঃ ॥ ১৯ ॥ যঃ কশ্চিদ্বৈষ্ণবো লোকে মিথ্যাচারোপ্যনাশ্রমী। পুনাতি সকলান্ লোকান্ সহস্রাংশুরিবোদিতঃ ॥ ২০ ॥ যে নৃশংসা দুরাত্মানঃ পাপাচাররতাস্তথা। তেপি যান্তি পরং স্থানং নারায়ণপরায়ণাঃ ॥২১॥ দৃঢ়া জনার্দ্দনে ভক্তির্যদৈবাব্যভিচারিণী। তদা কিয়ৎ স্বর্গসুখং সৈব নির্ব্বাণহেতুকী ॥২২॥ ভ্রাম্যতাং তত্র সংসারে নরাণাং কর্ম্মদুর্গমে।

যিনি সর্ব্বাত্মরূপে ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুতে ভাবসন্নিবেশ করেন, তিনি বিশ্বেশ্বরকৃত ব্রাহ্মণ হইতেও মহাভাগবত বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকেন। আর যিনি স্বয়ং বিষ্ণুর অর্চ্চনা করেন, তিনি বিষ্ণুর অনুজীবী হইয়া থাকেন। ৮—৯। যদি ম্লেচ্ছও উক্ত প্রকার অষ্টবিধ ভক্তির অধিকারী হইতে পারে, তাহাহইলে সেই ম্লেচ্ছও বিপ্রশ্রেষ্ঠ মুনি হইয়া পরমগতি লাভ করিতে পারে। ১০। যে ব্যক্তি প্রকৃত বিষ্ণুভক্তির পাত্র, সে ম্লেচ্ছ হইলেও তাহাকে হরিমন্ত্র দিতে পারে এবং সেই ব্যক্তির নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে। আর সেই হরিভক্তই হরির ন্যায় পূজনীয়। যদি চণ্ডালও ভগবদ্ভক্ত হয়, তাহাহইলে সেও যথেচ্ছাক্রমে জগৎ পবিত্র করিয়া থাকে। ১১। যে ব্যক্তি বলে, "আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম" তাহার প্রতি দয়াপ্রকাশ করিবে, আর তিনি সর্ব্ব প্রাণীকে অভয় প্রদান করিবেন, ইহাই হরির ব্রত। ১২। সহস্রমন্ত্রযাজী হইতে সর্ব্ববেদান্তপারগ শ্রেষ্ঠ, কিন্তু কোটিবেদান্তপারগ হইতে এক বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ। ১৩। যাঁহারা বিষ্ণুতে একান্ত অনুরক্ত, তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন। হরি একান্ত অনুরক্তের প্রতি প্রসন্ন হয়েন, অতএব সকলে হরি পরায়ণ হইবে। ১৪। যাহার চিত্ত হরিতে একান্ত অনুরক্ত, অতএব তাহারাই ভগবৎপরায়ণ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। আর যাঁহারা ভগবানের প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা হরির সর্ব্বপ্রকার প্রিয় ব্যক্তি হইতেও অধিকতর প্রিয়পাত্র হইতে পারেন। ১৫। আপদ্ কালেও যাহার হরিভক্তির কিঞ্চিন্মাত্র অন্যথা ভাব না হয় এবং হরিভক্তি ভক্তজনের সমধিক প্রীতি উৎপাদন করে, কখনও সেই প্রীতি বিষয় ভোগে পরিভ্রষ্ট হয় না। ১৬। আমি সর্ব্বদা হরিকে স্মরণ করিতেছি, আমার হৃদয় হইতে যেন হরিভক্তি অপসৃত হয় না, যিনি এইরূপ দৃঢ়ভক্তির আধার, তিনি বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্র পারগ হইতে পারেন। ১৭। যিনি সর্ব্বেশ্বর হরিকে ভজনা করেন না, সেই ব্যক্তিকে পুরুষাধম বলিয়া জানিবে। বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নে এবং কোনরূপ যজ্ঞাদি আচরণেও যাঁহার অনুরাগ নাই, সেই ব্যক্তি যদি হরির ভজনা করেন, তাহাহইলে তিনি বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন ও সর্ব্বপ্রকার যাগজনিত ফললাভ করিতে পারেন। ১৮। হরিভক্ত মুনিগণ যেরূপ সদ্গতি লাভ করেন, সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠাতা ও সর্ব্ববেদান্তপারগ ঋষিরা সেইরূপ সদ্গতির অধিকারী হইতে পারেন না। ১৯। যাহারা মিথ্যাচারপরায়ণ ও অনাশ্রমী, তাহারাও যদি হরিভক্ত হয়, তাহাহইলে তাহারা সকল লোক পবিত্র করিতে পারে। যেমন দিবাকর উদিত হইয়া সকল লোক প্রকাশ করে, সেইরূপ হরিভক্ত ব্যক্তি ত্রিলোক পবিত্র করিয়া থাকে। ২০। যাহারা অতি নৃশংস, দুরাত্মা ও সর্ব্বদা পাপকার্য্যে রত, তাহারাও যদি নারায়ণপরায়ণ হয়, তাহাহইলে পরমপদ লাভ করিতে পারে। ২১। যখন জনার্দ্দনেতে অচলা ভক্তি জন্মে, তখন স্বর্গসুখ অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয় এবং সেই হরিভক্তিদ্বারাই নির্ব্বাণপদ পাইতে পারে। ২২। যাহারা

হস্তাবলম্বনে হ্যেকো ভুঙ্‌ক্তে তুষ্টো জনার্দ্দনঃ ॥ ২৩ ॥ ন শৃণোতি গুণান্ দিব্যান্ দেবদেবস্য চক্রিণঃ। স নরো বধিরো জ্ঞেয়ো সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥ ২৪ ॥ নাম্নি সংকীর্ত্তিতে বিষ্ণোর্যস্য পুংসো ন জায়তে। শরীরং পুলকোস্তাষি তদ্ভবেৎ কুণপোপমং ॥ ২৫ ॥ যস্মিন্ ভক্তির্দ্বিজশ্রেষ্ঠ মুক্তিরপ্যচিরাদ্ভবেৎ। নিবিষ্টমনসাং পুংসাং সর্ব্বথা বৃজিনক্ষয়ং ॥ ২৬ ॥ স্বপুরুষমভিবীক্ষ্য পাশহস্তং বদতি যমঃ কিলতস্য কর্ণমূলে। পরিহর মধুসূদনপ্রপন্নান্ প্রভুরহমন্যনৃণাং ন কদাপি বৈষ্ণবানাং ॥ ২৭ ॥ অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব সমন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ২৮ ॥ ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং স গচ্ছতি। বিপ্রেন্দ্রন্‌প্রতিজানী হি বিষ্ণুভক্তো ন নশ্যতি ॥ ২৯ ॥ ধর্ম্মার্থকামঃ কিন্তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা। সমস্তজগতাং মূলে যস্য ভক্তি স্থিরা হরৌ ॥ ৩০ ॥ দেবী হ্যেষা গুণময়ী হরের্ম্মায়া দুরত্যয়া। তমেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ৩১ ॥ কিং যজ্ঞারাধনে পুংসাং সিদ্ধ্যতে হরিমেধসঃ। ভক্ত্যৈবারাধ্যতে বিষ্ণুর্নান্যত্তত্রাপি কারণং ॥ ৩২ ॥ ন দানৈর্ব্বিবিধৈর্দত্তৈঃ পুষ্পৈর্নৈবানুলেপনৈঃ। তোষমেতি মহাত্মাসৌ যথা ভক্ত্যা জনার্দ্দনঃ ॥ ৩৩ ॥ সংসারবিষবৃক্ষস্য দ্বে ফলে হ্যমৃতোপমে। কদাচিৎ কেশবে ভক্তিস্তদ্ভক্তৈর্ব্বা সমাগমঃ ॥ ৩৪ ॥ পত্রেষু পুষ্পেষু ফলেষু তোয়েষ্বকষ্টলভ্যেষু সদৈব সৎসু। ভক্ত্যৈকলভ্যে পুরুষে পুরাণে মুক্ত্যৈকলাভে ক্রিয়তে প্রযত্নঃ ॥ ৩৫ ॥ আস্ফোটয়ন্তি পিতরঃ প্রনৃত্যন্তি পিতামহাঃ। বৈষ্ণবো মৎকুলে জাতঃ

ক্রিয়ামার্গী, তাহারা এই কর্ম্মদুর্গম সংসারে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে থাকে। কিন্তু হরিভক্ত ব্যক্তি হস্তপ্রসারণ করিলেই জনার্দ্দন তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ভক্তের হস্তগত দ্রব্যগ্রহণ করেন। ২৩। যে মনুষ্য দেবদেব চক্রধারী নারায়ণের গুণানুবাদ শ্রবণ করে না, সেই নরকে বধির ও সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত জানিবে। ২৪। হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিলে যে পুরুষের শরীর পুলকিত হয় না, সেই ব্যক্তির শরীর শববৎ জ্ঞান করিবে। ২৫। যে পুরুষে হরিভক্তি বিদ্যমান আছে, অচিরকালে তাহার মুক্তিলাভ হয়। আর যাঁহারা হরিতে মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকল পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ২৬। যদি যমদূত হরিভক্তদিগকে যমপুরে লইয়া যাইতে উদ্যত হয়, তখন যমরাজ পাশহস্ত স্বীয় দূতদিগের কর্ণমূলে মূলে বলিয়া থাকেন, "তোমরা শীঘ্র এই মধুসূদনের ভক্তদিগকে পরিত্যাগ কর।" যেহেতু আমি অন্যান্য পুরুষের অধীশ্বর বটি, কিন্তু হরিভক্ত মনুষ্যের প্রতি আমার কোন অধিকার নাই। ২৭। স্বয়ং হরি বলিয়াছেন, যদি দুরাচার ব্যক্তিও অন্য কেহকে ভজনা না করিয়া কেবল আমারই আরাধনা করে, তাহাহইলে সেই ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া জানিবে এবং সেই ব্যক্তিই সম্যকপ্রকারে সর্ব্বকর্ম্ম সমাচরণ করিয়াছে, ইহা ভাবিতে হইবে। ২৮। যিনি হরিভক্ত, তিনি নিত্য শান্তিসুখ লাভ করেন এবং শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হইতে পারেন। দ্বিজেন্দ্র! হরিভক্ত ব্যক্তি কদাচ বিনাশ পায় না। ২৯। সমস্ত জগতের মূলীভূত হরিতে যাহার স্থিরতর ভক্তি আছে, ধর্ম্ম, অর্থ ও কামে তাহার কোন প্রয়োজন নাই, যেহেতু হরিভক্তের করতলে সর্ব্বদা মুক্তিবিরাজিত রহিয়াছে। ৩০। ত্রিগুণময়ী হরিমায়া দুরতিক্রম্য, কেহই হরিমায়ার হস্ত হইতে মুক্তি পাইতে পারেন না, কিন্তু যিনি সেই হরির শরণাগত হইয়াছেন, কেবল তিনিই উক্ত মায়া অতিক্রম করিতে পারেন। ৩১। যাহারা হরিভক্ত, দারা ও ধনদ্বারা তাহাদিগের কি কার্য্যসিদ্ধ হইতে পারে? অর্থাৎ হরিভক্ত ব্যক্তিরা স্ত্রীপুত্রকে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া থাকে। আর কেবল ভক্তিদ্বারাই হরির আরাধনা হইতে পারে, তাহাতে অন্য কোন উপকরণের প্রয়োজন নাই। ৩২। জনার্দ্দনকে ভক্তি করিলে তাহার যেরূপ সন্তোষ হইয়া থাকে, অন্যকোন বস্তু প্রদান অথবা পুষ্প ও চন্দনাদি অনুলেপন দ্রব্যদ্বারা নারায়ণের সেইরূপ তুষ্টিসাধন হইতে পারে না। ৩৩। এই সংসাররূপ বিষবৃক্ষের দুইটিমাত্র অমৃততুল্য ফল আছে। তাহাদিগের মধ্যে প্রথম কেশবভক্তি এবং দ্বিতীয় হরিভক্তজনের সহিত সমাগম। ৩৪। পত্র, পুষ্প, ফল, জল এই সমুদায়ই অনায়াসলভ্য। কেবল পত্রাদিপ্রদান করিলে মুক্তিলাভের আশা নাই, কিন্তু পুরাণপুরুষ হরিতে ভক্তিসংস্থাপন করিতে পারিলেই মুক্তিলাভ হইতে পারে, অতএব হরিভক্তি লাভে অবশ্য যত্ন করিবে। ৩৫। বংশমধ্যে কেহ হরিভক্ত হইলে তাহাকে দেখিয়া পিতৃলোক বাহুতাড়নপূর্ব্বক নৃত্য করিতে থাকেন এবং তাঁহারা মনে করেন, আমাদিগের বংশে হরিভক্ত জন্মিয়াছে, এই

স নঃ সন্তারয়িষ্যতি ॥ ৩৬ ॥ অজ্ঞানিনঃ সুরবরে সমধিক্ষিপন্তো যং পাপিনোঽপি শিশুপালসুযোধনাদ্যাঃ। মুক্তিং গতা স্মরণমাত্রবিধূতপাপাঃ কঃ সংশয়ঃ পরমভক্তিমতাং জনানাং ॥ ৩৭ ॥ শরণং তং প্রপন্না যে ধ্যানযোগবিবর্জ্জিতাঃ। তেঽপি মৃত্যুমতিক্রম্য যান্তি তদ্বৈষ্ণবং পদং ॥ ৩৮ ॥ ভবোদ্ভবক্লেশশতৈর্হতস্তথা পরিভ্রমন্নিন্দ্রিয়রন্ধ্রকৈঃ পথৈঃ। নিয়ম্যতাং মাধব মে মনোহয়স্তদঙ্ঘ্রিশঙ্কৌ দৃঢ়ভক্তিবন্ধনে ॥ ৩৯ ॥ বিষ্ণুরেব পরং ব্রহ্ম ত্রিভেদমিহ পঠ্যতে। বেদসিদ্ধান্তমানেষু তন্ন জানন্তি মোহিতাঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ভগবদ্ভক্তিকথনং নাম ঊনবিংশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

বিংশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ মুক্তিহেতুমনাদ্যন্তমজমব্যয়মক্ষয়ং। যো নমেৎ সর্ব্বলোকস্য নমস্যো জায়তে নরঃ ॥ ২ ॥ বিষ্ণুমানন্দমদ্বৈতং বিজ্ঞানং সর্ব্বগং প্রভুং। প্রণমামি সদা ভক্ত্যা চেতসা হৃদয়ালয়ং ॥ ৩ ॥ যোঽন্তস্তিষ্ঠন্নশেষস্য পশ্যতীশঃ শুভাশুভং। তং সর্ব্বসাক্ষিণং বিষ্ণুং নমস্যে পরমেশ্বরং ॥ ৪ ॥ শক্তৌ নাপি নমস্কারঃ প্রযুক্তশ্চক্রপাণয়ে। সংসারতৃণবর্গাণামুদ্বেজনকরো হি সঃ ॥ ৫ ॥ কৃষ্ণে স্ফুরজ্জলধরোদরচারুকৃষ্ণে লোধিকারপুরুষে পরমপ্রমেয়ে। একো হি ভাবগুণমাত্রদৃঢ়প্রণামঃ সদ্যঃ শ্বপাকমপি সাধয়িতুং প্রশক্তঃ ॥ ৬ ॥ প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ নমস্কারেণ যোঽর্চ্চয়েৎ। স যাং গতিমবাপ্নোতি ন তাং ক্রতুশতৈরপি ॥ ৭ ॥ দুর্গসংসারকান্তারকূপারামেপি ধাবতাং। একঃ কৃষ্ণে নমস্কারোমুক্ত্যা তাংস্তারয়িষ্যতি ॥ ৮ ॥ আসীনো বা শয়ানো বা তিষ্ঠন্ বা যত্র তত্র বা।

ব্যক্তি নিশ্চয় আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে। ৩৬। যাহারা অজ্ঞানী, তাঁহারাই সেই সুরেশ্বরের প্রতি দ্বেষ করিয়া থাকে, তথাপি ভগবান্ তাহাদিগকে মুক্ত করেন। পাপাত্মা শিশুপাল ও দুর্য্যোধন প্রভৃতিও বিষ্ণুর কৃপায় মুক্তিলাভ করিয়াছে, সুতরাং যাঁহারা জ্ঞানী ও পরম ভক্তিভাজন তাঁহারা যে সেই মুক্তিদাতাকে স্মরণ করিবামাত্র মুক্তিলাভ করিবে, তাহাতে সংশয় নাই। ৩৭। যাহারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়াছে; তাহারা ধ্যান ও যোগবিহীন হইলেও মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া বৈষ্ণবপদ পাইতে পারে। ৩৮। আমার মন সংসারোদ্ভবজনিত শত শত ক্লেশভোগে অপহৃত হইয়াও ইন্দ্রিয় রন্ধ্ররূপ পথে পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ করিতেছে, মাধব! আমার সেই মনোরূপ অশ্বকে দৃঢ়ভক্তিরূপ বন্ধনদ্বারা আপনার চরণশঙ্কুতে বদ্ধ করিয়া রাখুন। যেন সেই মন আপনার চরণকমল পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে না পারে। ৩৯। একমাত্র বিষ্ণুই পরংব্রহ্ম বেদসিদ্ধান্ত প্রমাণে সেই বিষ্ণুর ত্রিধাভেদ পঠিত হয়, যাহারা প্রকৃতভেদজ্ঞানী, তাহারা কিছুই জানে না এবং তাহাদিগকে মোহিত বলিয়া জানিতে হইবে। ৪০।

বিংশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন যিনি মুক্তির কারণ, যাঁহার আদি, অন্ত ও জন্ম নাই, সেই অব্যয় ও অক্ষয় হরিকে যে ব্যক্তি নমস্কার করেন, সেই ব্যক্তি সর্ব্বলোকের নমস্য হইতে পারেন। ১—২। আনন্দস্বরূপ, অদ্বিতীয়, বিজ্ঞানময়, সর্ব্বগ জগৎকর্ত্তা নারায়ণকে ভক্তিপূর্ব্বক মনে মনে নমস্কার করি, তিনি হৃদয়ের আলয়স্বরূপ। ৩। যে ঈশ্বর অশেষ জীবের হৃদয়ে অবস্থানপূর্ব্বক শুভাশুভ দর্শন করেন, সেই সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বর হরিকে নমস্কার করি। ৪। যে ব্যক্তি শক্তিসত্ত্বেও চক্রপাণিকে নমস্কার করে না, সেই ব্যক্তি সংসারমধ্যে তৃণাদিরও উদ্বেগকারণ হয়। অর্থাৎ সেই ব্যক্তি পাপাত্মা হইয়া জগতের অনিষ্টসাধন করিতে থাকে। ৫। নূতন জলধরোদরের ন্যায় সুস্নিগ্ধ নীল কলেবর সর্ব্বলোকের অধীশ্বর অপ্রমেয় পরমপুরুষ কৃষ্ণেতে, যে ব্যক্তি একবারমাত্র দৃঢ়ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়াছে, সেই ব্যক্তি শ্বপচাদি পাপিষ্ঠবর্গকে পরিত্রাণ করিতে পারে। ৬। যিনি ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণামকরত নারায়ণের অর্চ্চনা করেন, সেই ব্যক্তি যেরূপ উৎকৃষ্ট গতিলাভ করে, শত শত যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেও সেইরূপ সদ্গতিলাভ হইতে পারে না। ৭। যাঁহারা সংসাররূপ দুর্গ অরণ্যে এবং কূপ উদ্যানাদিতে ধাবমান হয়েন, তাঁহারাও যদি একমাত্র কৃষ্ণের প্রণাম করেন, তাহা হইলে এই সংসার হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন। ৮। উপবেশন করিয়া কিম্বা শয়ন করিয়া থাকুক, অথবা যে কোন

নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রৈকশরণো ভবেৎ ॥ ৯ ॥ নারায়ণেতি শব্দোঽস্তি বাগস্তি বশবর্ত্তিনী। তথাপি নরকে মূঢ়াঃ পতন্তীতি কিমদ্ভুতং ॥ ১০ ॥ চতুর্ম্মুখো বা যদি কোটিবক্ত্রো ভবেন্নরঃ কোপি বিশুদ্ধচেতাঃ। স বৈগুণানামযুতৈকদেশং বদেন্ন বা দেববরস্য বিষ্ণোঃ ॥ ১১ ॥ ব্যাসাদ্যা মুনয়ঃ সর্ব্বে স্তুবন্তো মধুসূদনং। মতিক্ষয়ান্নিবর্ত্তন্তে ন গোবিন্দগুণক্ষয়াৎ ॥ ১২ ॥ অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে সর্ব্বপাতকৈঃ। পুমান্ বিমুচ্যতে সদ্যঃ সিংহত্রস্তৈর্ম্মৃগো যথা। বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥ ১৩ ॥ স্বপ্নেপি নাম স্পৃশতোপি পুংসঃ ক্ষয়ং করোত্যক্ষয়পাপরাশিং। প্রত্যক্ষতঃ কিং পুনরত্র পুংসা প্রকীর্ত্তিতে নাম্নি জনার্দ্দনস্য ॥ ১৪ ॥ নমঃ কৃষ্ণাচ্যুতানন্তবাসুদেবেত্যুদীরিতং। যৈর্ভাবভাবিতৈর্ব্বিপ্র ন তে যমপুরং যযুঃ ॥ ১৫ ॥ ক্ষয়ো ভবেদ্যথা বহ্নেস্তমসো ভাস্করোদয়ে। তথৈব কলুষৌঘস্য নামসংকীর্ত্তনাৎ হরেঃ ॥ ১৬ ॥ ক্বনাকপৃষ্ঠগমনং পুনরাবৃত্তি ন ক্ষয়ং। গচ্ছতাং দূরমধ্বানং কৃষ্ণমুচ্ছিতচেতসাং ॥ ১৭ ॥ পাথেয়ং পুণ্ডরীকাক্ষ নামসংকীর্ত্তনং হরেঃ। সংসারসর্পসংদষ্ট-বিষচেষ্টৈকভেষজং। কৃষ্ণেতি বৈষ্ণবং শাস্তং জপ্ত্বা মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ১৮ ॥ ধ্যায়ন্ কৃতে জপেন্মন্ত্রৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্। যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংস্মৃত্য কেশবং ॥ ১৯ ॥ জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং। সংসারসাগরং তীর্ত্ত্বা স গচ্ছেদ্বৈষ্ণবং পদং ॥ ২০ ॥ বিজ্ঞাতদুষ্কৃতি-

---

অবস্থায় বিদ্যমান হউক, সকল সময়েই ওঁ নমো নারায়ণায় এই মন্ত্রের শরণাপন্ন হইবে। ৯। নারায়ণ এই শব্দ এবং আপন বশীভূত বাক্য উভয়ই বিদ্যমান আছে, তথাপি মূঢ়লোকেরা নরকে পতিত হয়, ইহা অতি অদ্ভুত ব্যাপার। যদি একবারমাত্র "নারায়ণ" এই শব্দ উচ্চারণ করে, তাহাহইলে আর সেই ব্যক্তির নরক দর্শন হইতে পারে না। ১০। কোন বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি চতুরানন অথবা কোটিবদন হইলেও সেই অনন্তগুণের আধারভূত দেববর নারায়ণের গুণানুবাদ করিতে সমর্থ হয় না। ১১। ব্যাসাদি মুনিসকল মধুসূদনের স্তব করিয়াছেন, কিন্তু সকলেই জনার্দ্দনের স্তব করিতে করিতে বুদ্ধি ক্ষয় হইলেই নিবৃত্ত হয়েন, কেহই তাঁহার গুণ বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারেন না। ১২। যদি কোন অবশ ব্যক্তিও নারায়ণের নাম কীর্ত্তন করেন, তাহাহইলে সেই পুরুষ তৎক্ষণাৎ সর্ব্বপ্রকার পাতক হইতে মুক্ত হইতে পারেন। যেমন সিংহের হস্ত হইতে মৃগ পরিত্রাণ পায়, সেইরূপ হরিনাম কীর্ত্তনে পাপী মুক্তি পাইয়া থাকে। আর সেই পাপী মোক্ষধামে গমনের নিমিত্ত বদ্ধ পরিকর হয়। ১৩। যদি কোন পুরুষ স্বপ্নাবস্থাতেও নারায়ণের নাম স্মরণ করে, তাহাহইলে সেই পুরুষের পাপরাশি ক্ষয় পায়, কিন্তু যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষরূপে জনার্দ্দনের নাম কীর্ত্তন করে, তাহার যে কার্য্যসিদ্ধি না হয় এমন কার্য্যই নাই। অর্থাৎ হরিনাম স্মরণ করিলে সর্ব্বকার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে। ১৪। যাহারা ভক্তিপুরঃসর "হে কৃষ্ণ! হে অচ্যুত! হে অনন্ত! হে বাসুদেব! তোমাকে নমস্কার করি" এইরূপে ভগবানের নাম কীর্ত্তন করে, তাহারা কখনও যমপুর দর্শন করে না। ১৫। যেমন অগ্নিপ্রজ্বলিত হইলে অথবা সূর্য্যের উদয় হইলে অন্ধকার বিনাশ পায়, সেইরূপ হরিনাম সংকীর্ত্তন করিলে পাপরাশি বিনষ্ট হয়। ১৬। স্বর্গপুরে গমন করিলেও কোন ফল নাই, যেহেতু স্বর্গগামীরও পতন হইয়া থাকে, কিন্তু যাহারা নারায়ণে চিত্তসমর্পণ করিয়াছে, তাঁহাদিগের পুনরাবৃত্তি হয় না। তাহারা সংসার অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে অবস্থিতি করিতে থাকে। ১৭। হরির যে পুণ্ডরীকাক্ষ একটি নাম আছে, তাহাই সংসারপার গমনের পাথেয়, অর্থাৎ যিনি সংসারপারে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার কোনরূপ পথক্লেশ হয় না। সংসাররূপ সর্প যাহাকে দংশন করিয়াছে, তাহাদিগের বিষপ্রতিকারে একমাত্র হরিনামই মহৌষধ। কৃষ্ণ এই নাম সর্ব্বশান্তিপ্রদ, উক্ত নাম জপ করিলে মনুষ্য মুক্ত হইতে পারে। ১৮। সত্যযুগে নারায়ণকে ধ্যান করিবে, ত্রেতাযুগে ঐ নারায়ণ নাম জপ করিবে, দ্বাপরযুগে হরির অর্চ্চনা এবং কলিযুগে কেবল কেশবের নাম স্মরণ করিবে। তাহাহইলেই নরগণ মুক্তিলাভ করিতে পারে। ১৯। যিনি "হরি" এই দুইটি বর্ণ জিহ্বাদ্বারা উচ্চারণ করেন, সেই ব্যক্তি সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিষ্ণুপুরে গমন করিয়া থাকেন। ২০। যদি কোন ব্যক্তি সহস্র সহস্র দুষ্কৃতি সমন্বিত হইয়াও নারায়ণের

সহস্রসমারতোপি শ্রেয়ঃ পরন্তু পরিশুদ্ধিমভীপ্সমানঃ। স্বপ্নান্তরে ন হি পুনশ্চ ভবং স পশ্যেন্নারায়ণস্তুতিকথা-পরমো মনুষ্যঃ॥ ২১॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে নারায়ণভক্তিকথনং-নাম বিংশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥

একবিংশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ॥ ১॥ অশেষলোকনাথস্য সারমারাধনং হরেঃ। দদ্যাৎ পুরুষসূক্তেন যঃ পুষ্পাণ্যপ এব সঃ॥ ২॥ অর্চ্চিতঃ স্যাজ্জগাদদং তেন সর্ব্বং চরাচরং। যো ন পূজয়তে বিষ্ণুং তং বিদ্যাদ্ব্রহ্মঘাতকং॥ ৩॥ যতঃ প্রবৃত্তিভূ্তানাং যেন সর্ব্বমিদং ততং। তং যো ন ধ্যায়তে বিষ্ণুং স বিষ্ঠায়াং ক্রিমির্ভবেৎ॥ ৪॥ নরকে পচ্যমানস্তু যমেন পরিভাষিতঃ। কিন্ত্বয়া নার্চ্চিতো দেবঃ কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ॥ ৫॥ উদকেনাপ্যভাবেন দ্রব্যানামর্চ্চিতঃ প্রভুঃ। যো দদাতি স্বকং লোকং স ত্বয়া কিং ন চার্চ্চিতঃ॥ ৬॥ ন তৎ করোতি সা মাতা ন পিতা নাপি বান্ধবঃ। যৎ করোতি হৃষীকেশঃ সন্তুষ্টঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ॥ ৭॥ বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্। বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষকারকঃ॥ ৮॥ ন দানৈর্ব্বিবিধৈর্দ্দত্তৈর্ন পুষ্পৈর্নানুলেপনৈঃ। তোষমেতি মহাত্মাসৌ যথা ভক্ত্যা জনার্দ্দনঃ॥ ৯॥ সম্পদৈশ্বর্য্যমাহাত্ম্যৈঃ সন্তত্যা ন ন কর্ম্মণা। বিমুক্তৈশ্চৈকতা লভ্যা মূলমারাধনং হরেঃ॥ ১০॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে পূজাস্তুতিকথনং একবিংশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥

দ্বাবিংশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ॥ ১॥ আলোক্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ। ইদমেকং সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা॥ ২॥ কিন্তস্য দানৈঃ কিং তীর্থৈঃ কিং তপোভিঃ

স্তুতিপরায়ণ হয়েন, তাহাহইলে সেই ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থাতে কোনরূপ ভয় দর্শন করেন না।

একবিংশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, অশেষ লোকের অধীশ্বর হরির আরাধনাই এই জগতের সার কার্য্য। যিনি পুরুষসূক্তমন্ত্রে নারায়ণকে পুষ্প অথবা জল প্রদান করেন, তিনি স্বয়ং নারায়ণ হইয়া থাকেন। ১—২। যিনি নারায়ণের অর্চ্চনা করেন, তিনি সচরাচর জগতের অর্চ্চনাজনিত ফল পাইয়া থাকেন, যিনি বিষ্ণুর অর্চ্চনা করেন না, তাঁহাকে ব্রহ্মঘাতক বলিয়া জানিবে। ৩। যে নারায়ণ হইতে অনন্ত জীবের জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত আছেন, যে পাপাত্মা সেই হরির ধ্যান করে না, সেই পাপিষ্ঠ বিষ্ঠাতে ক্রিমি হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ৪। যখন পাপিষ্ঠ লোকসকল নরকে পচ্যমান হয়, তখন যম তাহাদিগকে কহেন, তুমি কি সর্ব্বক্লেশনাশন কেশবের অর্চ্চনা কর নাই ? ৫। অর্চ্চনোপযোগী দ্রব্যের অভাব হইলে কেবল জলদ্বারা অর্চ্চনা করিলেও যিনি পূজককে স্বীয় লোক প্রদান করেন, তুমি কি সেই সর্ব্বক্লেশনাশন কেশবদেবকে অর্চ্চনা কর নাই ? । ৬। হৃষীকেশ সন্তুষ্ট হইলে শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া ভক্তের যেরূপ উপকার করিয়া থাকেন, মাতা, পিতা অথবা বান্ধব ইহারা কেহই উক্তরূপ কার্য্য করিতে পারেনা। ৭। মনুষ্য বর্ণাশ্রমাচারতৎপর হইয়া পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে আরাধনা করিলে যেরূপ নারায়ণের সন্তোষ হয়, অন্য কোন উপায়ে হরির সেইরূপ সন্তোষ জন্মিতে পারে না। ৮। কেবল ভক্তি-দ্বারা মহাত্মা জনার্দ্দনের যেরূপ সন্তোষ সাধিত হইতে পারে, অন্যান্য দ্রব্য প্রদান, পুষ্প ও সুগন্ধি অনুলেপনদ্বারা বিষ্ণুর সেইরূপ সন্তোষ হইতে পারে না। ৯। সম্পদ্, ঐশ্বর্য্য, মাহাত্ম্য, সন্ততি ও কর্ম্মদ্বারা বিষ্ণুর একতা লাভ হয় না। কেবল বিমুক্ত ব্যক্তিরাই হরির একতা লাভ করিতে পারে। ইহাদ্বারা জানা যায় যে, হরির আরাধনাই ইহার মূল। ১০।

দ্বাবিংশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, আমি সর্ব্বশাস্ত্র অবলোকনপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া দেখিয়াছি এবং তাহাতে আমার এই যথার্থ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে যে, কেবল নারায়ণকেই সর্ব্বদা ধ্যান

কিমধ্বরৈঃ। যো নিত্যং ধ্যায়তে দেবং নারায়ণমনন্যধীঃ ॥ ৩॥ ষষ্টিস্তীর্থসহস্রাণি ষষ্টিস্তীর্থশতানি চ। নারায়ণপ্রণামস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং ॥ ৪ ॥ প্রায়শ্চিত্তান্যশেষাণি তপঃকর্ম্মাণি যানি বৈ। যানি যেষামশেষাণাং কৃষ্ণানুস্মরণং পরং ॥ ৫ ॥ কৃতপাপেনুরক্তিশ্চ যস্য পুংসঃ প্রজায়তে। প্রায়শ্চিত্তন্তু তস্যৈকং হরেঃ সংস্মরণং পরং ॥৬॥ মুহূর্ত্তমপি যো ধ্যায়েন্নারায়ণমতন্দ্রিতঃ। সোপি স্বর্গতিমাপ্নোতি কিং পুনস্তৎপরায়ণঃ ॥ ৭ ॥ জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তেষু যোগস্থস্য চ যোগিনঃ। যা কাচিন্মনসো বৃত্তিঃ সা ভবত্যচ্যুতাশ্রয়া ॥ ৮ ॥ উত্তিষ্ঠন্নিপতন্ বিষ্ণুং প্রলপন্ বিবিশংস্তথা। ভুঞ্জন্ জাগ্রচ্চ গোবিন্দং মাধবং যদেবং স্মরেৎ ॥ ৯ ॥ স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ কুর্য্যাচ্চিত্তং জনার্দ্দনে। এবা শাস্ত্রানুসারোক্তিঃ কিমন্যৈর্ব্বহুভাষিতৈঃ ॥ ১০ ॥ ধ্যানমেব পরো ধর্ম্মো ধ্যানমেব পরন্তপঃ। ধ্যানমেব পরং শৌচং তস্মাদ্ধ্যানপরো ভবেৎ ॥ ১১ ॥ নাস্তি বিষ্ণোঃ পরং ধ্যেয়ং তপো নানশনাৎ পরং। তস্মাৎ প্রধানমত্রোক্তং বাসুদেবস্য চিন্তনং ॥১২॥ যদ্দুর্লভং পরং প্রাপ্যং মনসো যদগোচরং। তদপ্যপ্রার্থিতং ধ্যাতো দদাতি মধুসূদনঃ ॥ ১৩ ॥ প্রমাদাৎ কুর্ব্বতাং পুংসাং প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ। স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সংপূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ ॥ ১৪ ॥ ধ্যানেন সদৃশং নাস্তি শোধনং পাপকর্ম্মণাং। আগামিদেহহেতুনাং দাহকো যোগপাবকঃ ॥ ১৫ ॥ বিনিষ্পন্নসমাধিস্তু মুক্তিমত্রৈব জন্মনি। প্রাপ্নোতি যোগী যোগাগ্নিদগ্ধকর্ম্মা চ গোচিরাৎ ॥ ১৬ ॥ যথাগ্নিরুদ্ধতশিখঃ কক্ষং দহতি বানিলঃ। তথা চিত্তস্থিতো বিষ্ণো যোগিনাং সর্ব্ব-

করিবে। ১—২। যে ব্যক্তি নিত্য অনন্যচিত্তে নারায়ণকে ধ্যান করে, দান, তীর্থপর্য্যটন তপস্যা ও যজ্ঞদ্বারা তাহার কোন ফল নাই। হরিধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিরা দানাদিজনিত অন্যকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকে।৩। পৃথিবীতে ষষ্টি সহস্র ও শত তীর্থ বিদ্যমান আছে। উক্ত তীর্থসকল হরিপ্রণামের ষোড়শাংশ ফলপ্রদান করিতে পারে না। অর্থাৎ একবারমাত্র ভক্তিপূর্ব্বক নারায়ণকে প্রণাম করিলে যেরূপ পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে, অনন্ত তীর্থভ্রমণে তাহার ষোড়শাংশ পুণ্যলাভ হয় না। ৪। প্রায়শ্চিত্ত ও অশেষ প্রকার তপস্যা বিদ্যমান আছে; কিন্তু সর্ব্বপ্রকার তপস্যার মধ্যে কৃষ্ণনামস্মরণই পরম তপস্যা বলিয়া পরিগণিত হয়। ৫। যাহারা নিরন্তর পাপকার্য্যে নিরত আছে এবং যাহাদিগের পাপাচরণে সমধিক অনুরাগ থাকে, একমাত্র হরিনামস্মরণই তাহাদিগের প্রধান প্রায়শ্চিত্ত। ৬। যিনি মুহূর্ত্তকালমাত্র অবহিতচিত্তে নারায়ণের ধ্যান করেন, তাঁহারা স্বর্গলোকে গমন করিতে পারেন, পরন্তু যাঁহারা নারায়ণপরায়ণ, তাঁহাদিগের সৌভাগ্য বর্ণনাতীত। ৭। যাহারা সর্ব্বদা যোগে নিরত আছে, তাহাদিগের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালে যে কোন মনোবৃত্তি উপস্থিত হয়, তৎসমুদায়ই নারায়ণকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ৮। উত্থিতকালে, নিপতনসময়ে, প্রলপনকালে, প্রবেশকালে, ভোজনকালে ও জাগ্রদবস্থায় যদুকুলোৎপন্ন শ্রীপতি গোবিন্দকে স্মরণ করিবে। ৯। মানবগণ স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াও জনার্দ্দনে চিত্তসমর্পণ করিবে, ইহাই শাস্ত্রানুযায়ী বাক্য। কেবল গোবিন্দনাম কীর্ত্তনেই সদ্গতি লাভ হইয়া থাকে, অন্যান্য বহুভাষণদ্বারাও কোনরূপ ইষ্টলাভ হয় না। নারায়ণের ধ্যানই পরমধর্ম্ম ও পরম তপস্যা এবং এই ধ্যানই মনুষ্যের শৌচসম্পাদন করে, অতএব সর্ব্বদা নারায়ণের ধ্যানপরায়ণ হইবে। ১০—১১। বিষ্ণু হইতে পরম ধ্যেয় আর কিছুই নাই এবং অনশন হইতেও পরম তপস্যা আর নাই; অতএব বাসুদেবের চিন্তাই প্রধান বলিয়া জানিবে। ১২। যাহা অতি দুর্লভ, অপ্রাপ্য এবং মনের অগোচর, মধুসূদনের ধ্যান করিলে তিনি ভক্তকে সেই সেই অপ্রার্থিত প্রদান করিয়া থাকেন।১৩। যজ্ঞাদি কর্ম্ম সাধন করিতে করিতে যদি প্রমাদবশতঃ সেই যজ্ঞ বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে বিষ্ণুর নাম স্মরণ করিলেই সেই পরিভ্রষ্ট যজ্ঞও সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। ইহাই শ্রুতিতে কথিত আছে। ১৪। নারায়ণের ধ্যান করিলে যেরূপ পাপকর্ম্মের দোষ শান্তি হইয়া থাকে, এরূপ পাপশোধন কর্ম্ম আর নাই। যোগরূপ অগ্নি আগামী দেহ দাহ করিয়া থাকে, অর্থাৎ যিনি নারায়ণের উদ্দেশে যোগসাধন করেন, তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না। ১৫। যিনি নারায়ণের ধ্যান করিতে করিতে সমাধিসম্পন্ন হইয়াছেন, তিনি ইহজন্মেই যোগাগ্নিদ্বারা কর্ম্ম দগ্ধ করিয়া অচিরে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। ১৬। যেমন উদ্যতশিখ অগ্নি তৃণ-কাষ্ঠাদি দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ

কিল্বিষং ॥ ১৭ ॥ তথাগ্নিযোগাৎ কনকমমলং সংপ্রজায়তে। সংপ্লৃষ্টং বাসুদেবেন মনুষ্যাণাং সদা মলঃ ॥ ১৮ ॥ গঙ্গাস্নানসহস্রেষু পুষ্করস্নানকোটিষু। যৎপাপং বিলয়ং যাতি স্মৃতে নশ্যতি তদ্ধরৌ ॥ ১৯ ॥ প্রাণায়ামসহস্রৈস্তু যৎ পাপং নশ্যতি ধ্রুবং। ক্ষণমাত্রেণ তৎ পাপং হরের্ধ্যানাৎ প্রণশ্যতি ॥ ২০ ॥ কলিপ্রভাবো দুষ্টোক্তিঃ পাষণ্ডানাং তথোক্তয়ঃ। ন ক্রামেয়ুর্মানসন্তস্য যস্য চেতসি কেশবঃ ॥২১॥ সা তিথিস্তদহোরাত্রং স যোগঃ স চ চন্দ্রমাঃ। লগ্নং তদেব বিখ্যাতং যত্র প্রসংস্মর্য্যতে হরিঃ ॥ ২২ ॥ সা হানিস্তন্মহাচ্ছিদ্রং সা চার্থজড়মূকতা। যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণো বাপি বাসুদেবং ন চিন্তয়েৎ ॥২৩॥ কলৌ কৃতযুগন্তস্য কলিস্তস্য কৃতে যুগে। হৃদয়ে যস্য গোবিন্দো যস্য চেতসি নাচ্যুতঃ ॥ ২৪ ॥ যস্যাগ্রতস্তথা পৃষ্ঠে গচ্ছতস্তিষ্ঠতোপি বা। গোবিন্দে নিয়তং চেতঃ কৃতকৃত্যঃ সদৈব সঃ ॥ ২৫ ॥

বাসুদেবে মনো যস্য জপহোমার্চ্চনাদিষু। তস্যান্তরায়ো মৈত্রেয় দেবেন্দ্রত্বাদিকং ফলং ॥ ২৬ ॥ অসংত্যজ্য চ গার্হস্থ্যং স তপ্যেৎ চ মহত্তপঃ। ছিনত্তি পৌরুষীং মায়াং কেশবার্পিতমানসঃ ॥ ২৭ ॥ ক্ষমাং কুর্ব্বন্তি ক্রুদ্ধেষু দয়াং মূর্খেষু মানবাঃ। মুদঞ্চ ধর্ম্মশীলেষু গোবিন্দে হৃদয়স্থিতে ॥ ২৮ ॥ ধ্যায়েন্নারায়ণং দেবং স্নানদানাদিকর্ম্মসু। প্রায়শ্চিত্তেষু সর্ব্বেষু দুষ্কৃতেষু বিশেষতঃ ॥ ২৯ ॥ লাভস্তেষাং জয়স্তেষাং কুতস্তেষাং পরাভবঃ। যেষামিন্দীবরশ্যামো হৃদয়স্থো জনার্দ্দনঃ ॥ ৩০ ॥ কীটপক্ষিগণানাঞ্চ হরৌ সংন্যস্তচেতসাং। ঊর্দ্ধামেব গতিশ্চাস্তি কিং পুনর্জ্ঞানিনাং নৃণাং ॥ ৩১ ॥ বাসুদেবতরুচ্ছায়া নাতিশীতাতিতাপদা। নরকদ্বারশমনী সা কিমর্থং ন সেব্যতে ॥ ৩২ ॥

যোগীগণের চিত্তস্থিত বিষ্ণু সর্ব্বপ্রকার পাপ দগ্ধ করেন। ১৭। যেমন সুবর্ণ অগ্নিসংযোগে নির্ম্মল হইয়া থাকে, সেইরূপ বাসুদেব মনুষ্যের পাপসকল দগ্ধ করিয়া থাকেন। ১৮। সহস্রবার গঙ্গাস্নান এবং কোটিবার পুষ্করতীর্থে স্নান করিলে যে যে পাপ বিনষ্ট হয়, একবারমাত্র নারায়ণকে স্মরণ করিলে মনুষ্যের সেই সকল পাপ লয় পাইয়া থাকে। ১৯। সহস্র প্রাণায়ামদ্বারা মনুষ্যের যে পাপ বিনাশ পায়, ক্ষণমাত্র হরির ধ্যান করিলে সেই পাপ বিনষ্ট হইতে পারে। ২০। যাহার চিত্তে কেশব বিদ্যমান আছেন, কলিপ্রভাব ও পাষণ্ডদিগের দুষ্টোক্তি তাহার চিত্ত আক্রমণ করিতে পারে না। ২১। যে সময়ে হরিকে স্মরণ করা যায়, সেই তিথি, সেই অহোরাত্র, সেই যোগ, সেই চন্দ্র ও সেই লগ্ন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত হয়। ২২। যে ক্ষণে বা মুহূর্ত্তে হরির চিন্তা হয় না, তাহা নিষ্ফল এবং সেই সময়কে মহাহানিকর জানিবে ও সেই সময়ে জড়তা ও মূকতা মনুষ্যকে আশ্রয় করে। ২৩। যাহার হৃদয়ে গোবিন্দ বিদ্যমান আছেন, তাহার পক্ষে কলিযুগও সত্যযুগের ন্যায় এবং যিনি নিজচিত্তে অচ্যুতকে স্মরণ করে না, তাহার পক্ষে সত্যযুগও কলিযুগতুল্য। ২৪। যিনি অগ্রে ও পশ্চাদ্ভাগে হরিকে চিন্তা করেন এবং গমনকালে ও অবস্থিতিকালে যাহার চিত্তে গোবিন্দ নিয়ত বাস করিতে থাকেন, সেই ব্যক্তি কৃতকৃত্য হইয়াছেন। ২৫। জপ, হোম ও অর্চ্চনা প্রভৃতিতে যাহার চিত্ত বাসুদেবে ন্যস্ত আছে, ইন্দ্রত্বাদি ফল তাহার অন্তরায়স্বরূপ অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদা বিষ্ণুকে চিন্তা করেন, তিনি ইন্দ্রত্বাদিপদ পাইলেও তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া সেই ইন্দ্রত্বাদিকে বিষ্ণুচিন্তনের বিঘ্ন বলিয়া মনে করেন। ২৬। যিনি কেশবে চিত্তসমর্পণ করিয়াছেন, তিনি গার্হস্থ্যকর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়াও মহত্তপস্যা সমাচরণপূর্ব্বক পৌরুষীমায়া ছেদ করিতে পারেন। ২৭। যাহাদিগের হৃদয়ে গোবিন্দ অবস্থিতি করেন, তাহারা ক্রুদ্ধ ব্যক্তির প্রতি ক্ষমা, মূর্খের প্রতি দয়া ও ধর্ম্মশীলের প্রতি আমোদ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ২৮। স্নান, দান, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি সৎকর্ম্মে এবং চৌর্য্যাদি দুষ্ক্রিয়াতেও সর্ব্বদা নারায়ণদেবকে চিন্তা করিবে। ২৯। যাহার হৃদয়ে নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামকলেবর জনার্দ্দন অবস্থিতি করেন, সর্ব্বদা তাহারই লাভ ও জয় হইয়া থাকে, কখনও তাহার পরাভব হয় না। ৩০। কীটপক্ষিগণ প্রভৃতি যদি হরিতে চিত্তসমর্পণ করে, তাহাহইলে তাহাদিগের সদ্গতি লাভ হয়; পরন্তু যে সকল মনুষ্য জ্ঞানী, অর্থাৎ জ্ঞানপুরঃসর বিষ্ণুতে চিত্তসমর্পণ করে, তাহাদিগের যে কিরূপ সদ্গতি লাভ হয়, তাহা বর্ণনাতীত। ৩১। বাসুদেবরূপ তরুর ছায়া অতি শীতল বা অতি উষ্ণ নহে, ঐ ছায়া আশ্রয় করিলে নরকদ্বারে গমন করিতে হয় না, অতএব সর্ব্বদা উক্ত

ন চ দুর্ব্বাসসঃ শাপো রাজ্যঞ্চাপি শচীপতেঃ। হন্তুং সমর্থং হি সখে হৃৎকৃতে মধুসূদনে ॥ ৩৩ ॥ বদতস্তিষ্ঠতোऽন্যদ্বা স্বেচ্ছয়া কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ। নাপয়াতি যদা চিন্তা সিদ্ধাং মন্যেত ধারণাং ॥৩৪॥ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ ॥ ৩৫ ॥ ন হি ধ্যানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে। শ্বপচান্নানি ভুঞ্জানো পাপী নৈবাত্র লিপ্যতে ॥ ৩৬ ॥ সদা চিত্তং সমাসক্তং জন্তোর্বিষয়গোচরে। যদি নারায়ণেপ্যেবং কো ন মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ৩৭ ॥ সূত-উবাচ। বিষ্ণুভক্তির্যস্য চিত্তে কং বা জীবো নমেৎ সদা। স তারয়তি চাত্মানং তথৈব দুরিতার্ণবাৎ ॥ ৩৮ ॥ তজ্জ্ঞানং যত্র গোবিন্দঃ সা কথা যত্র কেশবঃ। তৎকর্ম্ম যত্তদর্থায় কিমন্যৈর্ব্বহুভাষিতৈঃ ॥ ৩৯ ॥ সা জিহ্বা যা হরিং স্তৌতি তচ্চিত্তং যত্তদর্পিতং। তাবেব কেবলৌ শ্লাঘ্যৌ যৌ তৎপূজাকরৌ করৌ ॥ ৪০ ॥ প্রণামমীশস্য শিরঃ ফলং বিদুস্তদর্চ্চনং পাণিফলং দিবৌকসঃ। মনঃ ফলং তদ্গুণকর্ম্মচিন্তনং বচস্তু গোবিন্দগুণস্তবঃ ফলং ॥ ৪১ ॥ মেরুমন্দারমাত্রোপি রাশিঃ পাপস্য কর্ম্মণঃ। কেশবস্মরণাদেব তৎসর্ব্বং প্রবিনশ্যতি ॥ ৪২ ॥ যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে কর্ম্ম পুরুষঃ সাধ্যসাধু বা। সর্ব্বং নারায়ণে ন্যস্য কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৪৩ ॥ তৃণাদিচতুরাস্যান্তং ভূতগ্রামং চতুর্ব্বিধং। চরাচরং জগৎ সর্ব্বং প্রসুপ্তং মায়য়া তব ॥ ৪৪॥ যস্মিন্ন্যস্তমতির্ন যাতি নরকং স্বর্গোপি যচ্চিন্তনে বিঘ্নো যত্র ন বেশিতাত্মমনসো ব্রাহ্মোপি লোকোল্পকঃ। মুক্তিং চেতসি সংস্থিতো জড়ধিয়াং পুংসাং দদাত্যব্যয়ঃ কিঞ্চিত্তৎ যদঘং প্রয়াতি বিলয়ং তত্রাচ্যুতে কীর্ত্তিতে ॥ ৪৫ ॥ অগ্নিকার্য্যং জপঃ স্নানং বিষ্ণোর্ধ্যানঞ্চ পূজনং। গন্তং দুঃখোদধেঃ কুর্য্যুর্যে চ তত্র তরন্তি তে ॥৪৬॥ রাষ্ট্রস্য

ছায়া সেবন করা কর্ত্তব্য। ৩২। মধুসূদন হৃদয়ে অবস্থিত হইলে মহামুনি দুর্ব্বাসার শাপও শচীপতি ইন্দ্রের রাজ্য বিনাশ করিতে পারে না। ৩৩। কথনকালে, অবস্থিতিসময়ে অথবা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অন্যান্য কর্ম্মসমাচরণকালে যাঁহার হৃদয় হইতে বিষ্ণুচিন্তা অপসৃত হয় না, তাহার প্রকৃত ধারণা হইয়াছে, মনে করিতে হইবে। ৩৪। সর্ব্বদা পদ্মাসনে সন্নিবিষ্ট, সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী, কেয়ূর ও কনককুণ্ডলধারী, কিরীট ও হারভূষণে বিভূষিত, স্বর্ণময়শরীর, শঙ্খচক্রধারী নারায়ণকে ধ্যান করিবে। ৩৫। বিষ্ণুধ্যানের সদৃশ পবিত্রতাজনক কার্য্য আর নাই, হরিধ্যানপরায়ণ ব্যক্তি চণ্ডালান্ন ভক্ষণ করিলেও সে পাপে লিপ্ত হয় না। ৩৬। জন্তুগণের চিত্ত সর্ব্বদা বিষয়ভোগে অনুরক্ত আছে, যদি নারায়ণে সেইরূপ চিত্ত অনুরক্ত হয়, তাহা হইলে কে না ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। ৩৭। যাহার চিত্তে বিষ্ণুভক্তি বিদ্যমান আছে অথবা যে ব্যক্তি সর্ব্বদা বিষ্ণুকে নমস্কার করে, সেই ব্যক্তি দুষ্কৃতি হইতে আত্মাকে পরিত্রাণ করিতে পারে। ৩৮। যে জ্ঞান বিষ্ণুকে বিষয় করে, সেই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, যে কথাতে হরিকথার প্রসঙ্গ আছে, তাহাই 'সৎকর্ম্ম' মধ্যে পরিগণিত। কেবল বিষ্ণুকথাতেই মনুষ্যের কার্য্য সাধন হইতে পারে, অন্য বহু বাক্যেও কোন ফল নাই। ৩৯। যে জিহ্বাতে হরির স্তব করা যায়, সেই জিহ্বাই প্রকৃত জিহ্বা, যে চিত্তে হরির অধিষ্ঠান আছে, সেই চিত্তই প্রশংসনীয় আর যে করদ্বয় বিষ্ণুপূজাতে কার্য্যকারী হয় সেই হস্তদ্বয়ই প্রশস্ত। ৪০। ঈশ্বরের প্রণামই মস্তকধারণের ফল, দেবতার অর্চ্চনাই করদ্বয়ের কার্য্য, ঈশ্বরের গুণকর্ম্মচিন্তনই মনের এবং গোবিন্দের স্তবই বাক্যের ফল জানিবে। ৪১। মেরু ও মন্দরাচলপরিমিত পাপরাশিও কেশবের স্মরণমাত্র বিনাশ পায়। ৪২। মনুষ্য সাধু কি অসাধু যে কিছু কর্ম্ম করুক না কেন, সেই সমুদায় নারায়ণে বিন্যস্ত করিলে সেই ব্যক্তি কখনও সেই কর্ম্মে লিপ্ত হয় না। ৪৩। তৃণাদি ব্রহ্মপর্য্যন্ত চতুর্ব্বিধ প্রাণিসমূহ এবং চরাচর জগৎ এই সমুদায়ই বিষ্ণুর মায়াতে প্রসুপ্ত আছে। ৪৪। যে নারায়ণে মন সমর্পণ করিলে কদাচ মনুষ্যের নরকে গমন হয় না, যে হরিকে চিন্তা করিলে স্বর্গলাভ হয়, যাহাতে মনোনিবেশ করিলে কোনরূপ বিঘ্ন হইতে পারে না এবং ব্রহ্মলোকও অল্প বলিয়া বোধ হয়, সেই নারায়ণ চিত্তে বর্ত্তমান হইলে জড়ধী পুরুষকেও মুক্তি প্রদান করেন, আর সেই হরিনাম কীর্ত্তন করিলে যে সমস্ত পাপকর্ম্ম বিলয় পাইবে, তাহাতে বিচিত্র নাই। ৪৫। যাহারা দুঃখনিবৃত্তির নিমিত্ত হোম, জপ, স্নান ও বিষ্ণুর ধ্যান এবং অর্চ্চনা করে, তাহারা সেই দুঃখ

শরণং রাজা পিতরো বালকস্য চ। ধর্ম্মশ্চ সর্ব্বমর্ত্ত্যানাং সর্ব্বস্য শরণং হরিঃ ॥ ৪৭ ॥ যে নমস্তি জগদ্‌যোনিং বাসুদেবং সনাতনং। ন তেভ্যো বিদ্যতে তীর্থমধিকং মুনিসত্তম ॥ ৪৮ ॥ অনর্ঘ্যরত্নপূজাঞ্চ কুর্য্যাৎ স্বাধ্যায়মেব চ। তমেবোদ্দিশ্য গোবিন্দং ধ্যানং নিত্যমতন্দ্রিতঃ ॥ ৪৯ ॥ শূদ্রস্বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচন্তথা। দ্বিজৈর্যাতি সমং মন্যে ন যাতি নরকং নরঃ ॥ ৫০ ॥ আদরেণ সদা স্তৌতি ধনবন্তং ধনেচ্ছয়া। তথা বিশ্বস্য কর্ত্তারং কো ন মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ৫১ ॥ যথা জাতবনো বহ্নির্দ্দহত্যার্দ্র মপীন্ধনং। তথাবিধঃ স্থিতো বিষ্ণুর্যোগিনাং সর্ব্বকিল্বিষং ॥ ৫২ ॥ আদীপ্তং পর্ব্বতং যদ্বন্নাশ্রয়ন্তি মৃগাদয়ঃ। তদ্বৎ পাপানি সর্ব্বাণি যোগাভ্যাসরতো নরঃ ॥ ৫৩ ॥ যস্য যাবাংশ্চ বিশ্বাসস্তস্য সিদ্ধিস্তু তাবতী। এতাবানেব কৃষ্ণস্য প্রভাবঃ পরিমীয়তে ॥ ৫৪ ॥ বিদ্বেষাদপি গোবিন্দং দমঘোষাত্মজঃ স্মরন্। শিশুপালো গতস্তত্ত্বং কিং পুনস্তৎপরায়ণঃ ॥৫৫॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে বিষ্ণুমাহাত্ম্যকথনং নাম দ্বাবিংশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

হইতে পরিত্রাণ পায়। ৪৬। রাজ্যের আশ্রয় রাজা, বালকের রক্ষক পিতা এবং সর্ব্বলোকের আশ্রয় ধর্ম্ম, কিন্তু একমাত্র বিষ্ণু সকলের আশ্রয়। ৪৭। যাহারা জগতের কারণীভূত সনাতন বাসুদেবকে নমস্কার করে, তাহাদিগের পক্ষে তীর্থ অধিকফলপ্রদান করিতে পারে না। ৪৮। বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তি অপ্রমত্ত হইয়া গোবিন্দের উদ্দেশে প্রতিদিন অমূল্য রত্নদ্বারা পূজা, স্বাধ্যায় ও ধ্যান করিবে। ৪৯। শূদ্র, নিষাদ ও চণ্ডাল ইহারাও যদি ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্তিভাজন হয়, তাহাহইলে তাহারা ব্রাহ্মণের সমতাপাভ করিতে পারে, কদাচ নরকে গমন করে না। ৫০। যেমন ধনলোলুপ ব্যক্তি ধনকামনায় যত্নপূর্ব্বক ধনশালী ব্যক্তির সেবা করে, সেইরূপ বিশ্বকর্ত্তা নারায়ণের আরাধনা করিলে কে না ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। ৫১। যেমন বহ্নি বনে প্রবেশ করিলে আর্দ্র তৃণাদিও দগ্ধ করে, সেইরূপ বিষ্ণু যোগীদিগের হৃদয়স্থিত হইয়া তাহাদিগের সর্ব্বপাতক দগ্ধ করেন। ৫২। যেমন মৃগাদি প্রজ্বলিত পর্ব্বত আশ্রয় করে না, সেইরূপ পাপসকল যোগাভ্যাসনিরত মনুষ্যকে আশ্রয় করিতে পারে না। ৫৩। মনুষ্যগণের মধ্যে বিষ্ণুতে যাহার যেরূপ বিশ্বাস আছে, তাহার সেইরূপ সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে; এইরূপে নারায়ণের প্রভাব জানা যায়। ৫৪। দমঘোষতনয় শিশুপাল বিদ্বেষ করিয়া গোবিন্দকে লাভ করিয়াছিল, কিন্তু যাহারা তৎপরায়ণ, তাহারা যে ভগবান নারায়ণের তত্ত্ব জানিতে পারিবে, তাহার সংশয় নাই। ৫৫।

ত্রয়োবিংশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ নারসিংহস্তুতিং বক্ষ্যে শিবোক্তং শৌনকাধুনা। পূর্ব্বং মাতৃগণাঃ সর্ব্বে শঙ্করং বাক্যমব্রুবন্ ॥ ২ ॥ ভগবন্ ভক্ষয়িষ্যামঃ সদেবাসুরমানুষং। ত্বৎপ্রসাদাৎ জগৎ সর্ব্বং তদনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥৩॥ শঙ্কর-উবাচ। ভবতীভিঃ প্রজাঃ সর্ব্বা রক্ষণীয়া ন সংশয়ঃ। তস্মাদ্‌ঘোরতরপ্রায়ম্মনঃ শীঘ্রং নিবর্ত্ত্যতাং ॥ ৪ ॥ ইত্যেবং শঙ্করেণোক্তমনাদৃত্য তু তদ্বচঃ। ভক্ষয়ামাসুরব্যগ্রাস্ত্রৈলোক্যং সচরাচরং ॥ ৫ ॥ ত্রৈলোক্যে ভক্ষ্যমাণে তু তদা মাতৃগণেন বৈ। নৃসিংহরূপিণং দেবং প্রদধ্যৌ ভগবান্ শিবঃ ॥৬॥ অনাদিনিধনং দেবং সর্ব্বভূতভবোদ্ভবং। বিদ্যুজ্জিহ্বং মহাদংষ্ট্রং স্ফুরৎকেশরমালিনং ॥ ৭ ॥ রত্নাঙ্গদং সুমুকুটং হেমকেশরভূষিতং। শ্রোণিসূত্রেণ মহতা কাঞ্চনেন

ত্রয়োবিংশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, শৌনক! এইক্ষণ শিবোক্ত নারসিংহস্তুতি বলিতেছি। পূর্ব্বে মাতৃগণ শঙ্করকে কহিয়াছিলেন, ভগবন্! আমরা আপনার প্রসাদে দেবাসুর মানুষ প্রভৃতির সহিত সকল জগৎ ভক্ষণ করিব, আপনি আমাদিগকে আজ্ঞাপ্রদান করুন। ১—৩। শঙ্কর কহিলেন, মাতৃগণ! আপনারাই প্রজা সকলকে রক্ষা করিতেছেন, অতএব এই ঘোরতর অভিপ্রায় হইতে মনকে নিবৃত্ত করুন। ৪। অনন্তর মাতৃগণ শঙ্করের বাক্য অনাদর করিয়া সচরাচর ত্রিভুবন ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলেন। ৫। মাতৃগণ ত্রিজগৎ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে ভগবান্ শিব নৃসিংহরূপী বিষ্ণুদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। ৬। নৃসিংহদেব আদি ও অন্তবিহীন, তাঁহাহইতেই সর্ব্বভূতের উদ্ভব হইতেছে, তাঁহার জিহ্বা বিদ্যুতের ন্যায় সমুজ্জ্বল, দন্তসকল অতি ভয়ঙ্কর এবং কেশরমালা প্রকাশ পাইতেছে। ৭। নৃসিংহদেব রত্ননির্ম্মিত অঙ্গদ, শোভন মুকুট ও হেমময় কেশরসমূহে বিভু-

বিরাজিতং ॥ ৮ ॥ নীলোৎপলদলশ্যামং রত্ননূপুরভূষিতং। তেজসাক্রান্তসকলব্রহ্মাণ্ডোদরমণ্ডপং ॥ ৯ ॥ আবর্ত্তসদৃশাকারৈঃ সংযুক্তং দেহরোমভিঃ। সর্ব্বপুষ্পবিচিত্রাঞ্চ ধারয়ংশ্চ মহাস্রজং ॥ ১০ ॥ স ধ্যাতমাত্রো ভগবান্ প্রদদৌ তস্য দর্শনং। যাদৃশেনৈব রূপেণ ধ্যাতো রুদ্রেস্তু ভক্তিতঃ ॥১১॥ তাদৃশেনৈব রূপেণ দুর্নিরীক্ষেণ দৈবতৈঃ। প্রণিপত্য তু দেবেশং তদা তুষ্টাব শঙ্করঃ ॥ ১২ ॥ শঙ্কর উবাচ ॥ ১৩ ॥ নমস্তেস্তু জগন্নাথ নরসিংহবপুর্দ্ধর। দৈত্যেশ্বরেন্দ্র সম্পূর্ণ-নখশুক্তিবিরাজিত ॥ ১৪ ॥ নখর্কমলসংলগ্নহেমপিঙ্গলবিগ্রহ। নমোস্তু পদ্মনাভায় শোভনায় জগদ্গুরো। কল্পান্তেম্ভোদনির্ঘোষসূর্য্যকোটিসমপ্রভ ॥ ১৫ ॥ সহস্রযমসংত্রাস-সহস্রেন্দ্রপরাক্রমঃ। সহস্রধনদস্ফীত সহস্রচরণাত্মক ॥ ১৬ ॥ সহস্রচন্দ্রপ্রতিম সহস্রাংশু হরিক্রম। সহস্ররুদ্রতেজস্ক সহস্রব্রহ্মসংস্তুত ॥ ১৭ ॥ সহস্ররুদ্রসংজপ্ত সহস্রাক্ষনিরীক্ষণ। সহস্রজন্মমথন সহস্রবন্ধমোচন ॥ ১৮ ॥ সহস্রবায়ুবেগাগ্র সহস্রাক্ষ রূপাকর। স্তুত্বৈবং দেবদেবেশং নৃসিংহবপুষং হরিং। বিজ্ঞাপয়ামাস পুনর্ব্বিনয়াবনতঃ শিবঃ ॥ ১৯ ॥ অন্ধকস্য বিনাশায় যা সৃষ্টা মাতরো ময়া। অনাদৃত্য তু মদ্বাক্যং ভক্ষয়ন্ত্যদ্ভুতাঃ প্রজাঃ ॥২০॥ সৃষ্টা তাশ্চ ন শক্তোহং সংহর্ত্তুমপরাজিতঃ। পূর্ব্বং কৃত্বা কথং তাসাং বিনাশমভিরোচয়ে ॥ ২১ ॥ এবমুক্তঃ স রুদ্রেণ নরসিংহবপুর্হরিঃ। সহস্রদেবীর্জ্জিহ্বাগ্রাৎ তয়া বাগীশ্বরো হরিঃ ॥ ২২ ॥ তদা সুরগণান্ সর্ব্বান্ রৌদ্রাম্মাতৃগণান্ বিভুঃ। সংহৃত্য জগতঃ শর্ম্ম কৃত্বা চান্তরধীয়ত ॥ ২৩ ॥ নারসিংহমিদং স্তোত্রং যঃ পঠেন্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ। মনোরথপ্রদস্তস্য রুদ্রস্যেব ন সংশয়ঃ ॥২৪॥ ধ্যায়েন্নৃসিংহং তরুণার্কনেত্রং সিতাম্বুজাতং জ্বলিতাগ্নিবক্ত্রং। অনাদিমধ্যান্তমজং পুরাণং পরাপরেশং জগতাং নিধানং ॥ ২৫ ॥

ষিত এবং কাঞ্চনময় কটিসূত্রে বিরাজিত আছেন। ৮। তিনি নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, রত্নময় নূপুরে বিভূষিত, স্বকীয় তেজঃদ্বারা জগৎ আক্রমণ করিয়াছেন এবং ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার উদরমণ্ডপে রহিয়াছে। ৯। আবর্ত্তসদৃশ রোমরাজীদ্বারা তাঁহার দেহ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। নৃসিংহদেব সর্ব্বপুষ্পরচিত বিচিত্র মাল্য ধারণ করিয়াছেন। ১০। এইরূপে মহাদেব নৃসিংহদেবের ধ্যান করিলে তৎক্ষণাৎ নরসিংহ শিবকে দর্শন দিয়াছিলেন। মহাদেব ভক্তিপূর্ব্বক যেরূপের ধ্যান করিয়াছিলেন, তাদৃশরূপ দেবগণেরও দুর্নিরীক্ষ্য। অনন্তর শঙ্কর দেবেশ্বরকে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ১১—১২। শঙ্কর কহিলেন, হে নৃসিংহরূপধারিন্! জগন্নাথ! আপনাকে নমস্কার করি। আপনি দৈত্যেশ্বর হিরণ্যকশিপুকে নখদ্বারা বিদীর্ণ করিয়া, শোভা পাইতেছেন। ১৩—১৪। দেব! আপনার নখকমলে হেমপিঙ্গলবিগ্রহ দৈত্য বিরাজিত আছে। জগদ্গুরো! আপনি পদ্মনাভ ও অতি সুশোভন, আপনাকে নমস্কার করি। ১৫। দেব আপনি সহস্র যমের ত্রাস উৎপাদন করেন, সহস্র-ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী; সহস্রধনদের ন্যায় বর্দ্ধিষ্ণু এবং সহস্রচরণাত্মক। ১৬। আপনি সহস্র চন্দ্রতুল্য যশস্বী এবং সহস্রাংশু আদিত্যের ন্যায় পরাক্রমশালী, সহস্ররুদ্রের ন্যায় তেজস্কর এবং সহস্র ব্রহ্মসংস্তুত। ১৭। দেব! সহস্র রুদ্র আপনার মন্ত্র জপ করেন, সহস্রাক্ষ সর্ব্বদা আপনাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। ১৮। দেব! আপনি সহস্র বায়ুর ন্যায় বেগশালী এবং আপনি সহস্রাক্ষকে কৃপা করিয়া থাকেন। এইরূপে দেবদেবেশ্বর নৃসিংহরূপী হরিকে স্তব করিয়া শিব বিনয়াবনত হইয়া মাতৃগণের চেষ্টিত বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ১৯। আমি অন্ধকাসুরের বিনাশার্থ যে মাতৃগণ সৃষ্টি করিয়াছিলাম, তাহারা আমার বাক্য অনাদর করিয়া প্রজাসকল ভক্ষণ করিতেছে। ২০। আমি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, সুতরাং স্বয়ং তাহাদিগের বিনাশে পরাজিত হইতেছি, পূর্ব্বে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া এইক্ষণ তাহাদিগের বিনাশ ইচ্ছা করি না। ২১। রুদ্র এইরূপ কহিলে নরসিংহরূপী হরি স্বীয় জিহ্বাগ্র হইতে সহস্র দেবী উৎপাদন করিয়া সেই দেবীগণদ্বারা অসুরগণ ও রৌদ্রমাতৃগণকে সংহার করিয়া বিভু জগতের স্বাস্থ্য বিধানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। ২২—২৩। যে ব্যক্তি নিয়ত এই নরসিংহস্তোত্র পাঠ করেন, নরহরি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া রুদ্রকে যেমন বরপ্রদান করিলেন, স্তবপাঠককেও সেইরূপ বর দিয়া থাকেন। ২৪। অরুণার্কনেত্র সিতপদ্মাসনস্থ প্রজ্বলিতহুতাশনবক্ত্র আদিমধ্য অন্তবিহীন, অজ পুরাণ পুরুষ পরাপরেশ্বর জগদাধার নরহরিকে

জপেদিদং সমস্তদুঃখজালং জহাতি নীহারমিবাংশুমালী। সমাতৃবর্গস্য করোতি মূর্ত্তিং যদা যদা তিষ্ঠতি তৎসমীপে ॥ ২৬ ॥ দেবেশ্বরস্যাপি নৃসিংহমূর্ত্তেঃ পূজাং বিধাতুং ত্রিপুরান্তকারী। প্রসাদ্য তং দেববরং স লব্ধা অব্যাজ্জগন্মাতৃগণেভ্য এব ॥ ২৭ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে নৃসিংহস্তবকথনং নাম ত্রয়োবিংশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

চতুর্ব্বিংশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ কুলামৃতং প্রবক্ষ্যামি স্তোত্রং যত্তু হরোঽব্রবীৎ। পৃষ্টঃ শ্রীনারদেনৈব নারদায় তথা শৃণু ॥ ২ ॥ নারদ-উবাচ। যঃ সংসারে সদা দ্বন্দ্বৈঃ কামক্রোধৈঃ শুভাশুভৈঃ। শব্দাদিবিষয়ৈর্ব্বদ্ধঃ পীড্যমানঃ স দুর্ম্মতিঃ ॥ ৩ ॥ ক্ষণং বিমুচ্যতে জন্তুর্মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো হি ত্রিপুরান্তক ॥ ৪ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা নারদস্য ত্রিলোচনঃ। উবাচ তমৃষিং শম্ভুঃ প্রসন্নবদনো হরঃ ॥ ৫ ॥ মহেশ্বর-উবাচ। জ্ঞানামৃতং পরং গুহ্যং রহস্যমৃষিসত্তম। বক্ষ্যামি শৃণু দুঃখঘ্নং ভববন্ধভয়াপহং ॥ ৬ ॥ তৃণাদিচতুরাস্যান্তং ভূতগ্রামং চতুর্ব্বিধং। চরাচরং জগৎ সর্ব্বং প্রসুপ্তং যস্য মায়য়া ॥ ৭ ॥ তস্য বিষ্ণোঃ প্রসাদেন যদি কশ্চিৎ প্রবুধ্যতি। স নিস্তরতি সংসারে দেবানামপি দুস্তরং ॥ ৮ ॥ ভোগৈশ্বর্য্যমদোন্মত্তস্তত্ত্বজ্ঞানপরাঙ্মুখঃ। পুত্রদারকুটুম্বেষু মত্তাঃ সীদন্তি জন্তবঃ ॥ ৯ ॥ সর্ব্ব একার্ণবে মগ্না জীর্ণা বনগজা ইব। যস্ত্বাননং নিবধ্নাতি দুর্ম্মতিঃ কোষকারবৎ। তস্য মুক্তিং ন পশ্যামি জন্মকোটিশতৈরপি ॥ ১০ ॥ তস্মান্নারদ সর্ব্বেষাং দেবানাং দেবমব্যয়ং। নারাধয়েৎ সদা সম্যক্ ধ্যায়েদ্বিষ্ণুং সমন্বিতঃ ॥ ১১ ॥ যস্তু বিশ্বমনাদ্যন্তমজমাত্মনি সংস্থিতং। সর্ব্বজ্ঞমচলং বিষ্ণুং সদা ধ্যায়ন্ বিমুচ্যতে ॥ ১২ ॥ দেবং গর্ভচিতং বিষ্ণুং সদা ধ্যায়ন্ বিমু-

---

ধ্যান করিবে। ২৫। এই নৃসিংহদেবের মন্ত্র জপ করিলে তিনি ভক্তজনের বিস্তৃত দুঃখজাল বিনাশ করেন। যেমন অংশুমালী সূর্য্য নীহারজাল শুষ্ক করেন, সেইরূপ নরহরি পাপরাশি নাশ করিয়া থাকেন, আর যে যে সময়ে সাধক নরসিংহের সমীপে বিদ্যমান থাকে, সেই সেই সময়ে তাহার মাতৃভয় থাকে না। ২৬। এইরূপে মহেশ্বর দেবেশ্বর নৃসিংহমূর্ত্তির পূজা ও স্তব করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করত বরলাভপূর্ব্বক মাতৃগণ হইতে জগৎ রক্ষা করিয়াছিলেন। ২৭।

চতুর্ব্বিংশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, এইক্ষণকুলামৃত স্তোত্র কহিতেছি, এই স্তব নারদ মহাদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে মহেশ্বর নারদকে বলিয়াছিলেন, শৌনক! সেই স্তোত্র শ্রবণ কর। ১—২। নারদ কহিয়াছিলেন, যে দুর্ম্মতি ব্যক্তি এই সংসারে কাম ও ক্রোধ, শুভ ও অশুভ এবং শব্দ ও বিষয় প্রভৃতি দ্বন্দ্বদ্বারা আবদ্ধ হইয়া পরিপীড়িত হইতেছে। ভগবন্! সেই ব্যক্তি কি কার্য্য করিলে ক্ষণকালে মৃত্যুময় সংসারসাগর হইতে মুক্ত হইতে পারে, আমি সেই কার্য্য আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি। ৩—৪। ত্রিলোচন নারদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্নবদনে নারদঋষিকে কহিয়াছেন। ৫। মহেশ্বর কহিলেন, ঋষিপ্রবর! জ্ঞানরূপ অমৃত পরমগুহ্য। এই জ্ঞানামৃত সর্ব্বদুঃখ বিনাশ করে এবং জনগণকে সংসারবন্ধন হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকে। আমি তোমার নিকট সেই জ্ঞানামৃত বলিব। ৬। নারদ! যে বিষ্ণুর মায়াতে তৃণাদি ব্রহ্মপর্য্যন্ত সচরাচর চতুর্ব্বিধ জগৎ প্রসুপ্ত আছে, সেই নারায়ণের প্রসাদে যদি কেহ জ্ঞানী হইতে পারে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দেবদুস্তর এই সংসারসাগর হইতে নিস্তার পাইয়া থাকে। ৭—৮। জন্তুগণ ঐশ্বর্য্যভোগে প্রমত্ত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানবিহীন হয়, পরে পুত্রদারা ও কুটুম্বেতে অনুরক্ত হইয়া নানাপ্রকার ক্লেশ ভোগ করে। ৯। যে দুর্ম্মতি ব্যক্তি কোষমধ্যগত কীটের ন্যায় আপন আনন বদ্ধ করে, অর্থাৎ জ্ঞানলাভে পরাঙ্মুখ হয়, সে সংসারসাগরে মগ্ন হইয়া থাকে, তাহার মুক্তিলাভ দেখা যায় না। ১০। তপোধন! যাহারা পুত্র-কলত্র-কুটুম্বাদির মায়াপাশে বদ্ধ হইয়া সংসারে নিমগ্ন থাকে, তাহারা কদাচ দেবদেব নারায়ণকে আরাধনা করিতে অথবা ভক্তিসমন্বিত হইয়া সম্যক প্রকারে সেই নারায়ণের ধ্যান করিতে সমর্থ হয় না। ১১। যে ব্যক্তি স্বীয় হৃদয়ে বিশ্বময় আদি অন্তরহিত সর্ব্বজ্ঞ সনাতন হরিকে ধ্যান করে, সে সংসার

চ্যতে। অশরীরং বিধাতারং সর্ব্বজ্ঞানমনোরতিং ॥ ১৩ ॥ অচলং সর্ব্বগং বিষ্ণুং সদা ধ্যায়ন্ বিমুচ্যতে। নির্ব্বিকল্পং নিরাভাসং নিষ্প্রপঞ্চং নিরাময়ং ॥ ১৪ ॥ বাসুদেবং গুরুং বিষ্ণুং সদা ধ্যায়ন্ বিমুচ্যতে। সর্ব্বাত্মকস্য যাবন্তমাত্মচৈতন্যরূপকং ॥ ১৫ ॥ শুভমেকাক্ষরং বিষ্ণুং সদা ধ্যায়ন্ বিমুচ্যতে। বাক্যাতীতং ত্রিকালজ্ঞং বিশ্বেশং লোকসাক্ষিণং ॥ ১৬ ॥ সর্ব্বস্মাদুত্তমং বিষ্ণুং সদা ধ্যায়ন্ বিমুচ্যতে। ব্রহ্মাদিদেবগন্ধর্ব্বৈর্ম্মুনিভিঃ সিদ্ধচারণৈঃ ॥ ১৭ ॥ যোগিভিঃ সেবিতং বিষ্ণুং সদা ধ্যায়ন্ বিমুচ্যতে। সংসারবন্ধনান্মুক্তিমিচ্ছমানমশেষতঃ ॥ ১৮ ॥ স্তুত্বৈবং বরদং বিষ্ণুং সদা ধ্যায়ন্ বিমুচ্যতে। সংসারবন্ধনাৎ সোপি মুক্তিমিচ্ছন্ সমাহিতঃ ॥ ১৯ ॥ অনন্তমব্যয়ং দেবং বিষ্ণুং বিশ্বে প্রতিষ্ঠিতং। বিশ্বেশ্বরমজং বিষ্ণুং সদা ধ্যায়ন্ বিমুচ্যতে ॥ ২০ ॥ সূত-উবাচ। নারদেন পুরা পৃষ্ট এবং স বৃষভধ্বজঃ। যত্তেন তস্মৈ ব্যাখ্যাতং তন্ময়া কথিতং তব ॥ ২১ ॥ তমেব সততং ধ্যায়ন্ নির্ব্বীজং ব্রহ্মনিষ্কলং। অবাপ্স্যসি ধ্রুবং তাত শাশ্বতং পদমব্যয়ং ॥ ২২ ॥ অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ। ক্ষণমেকাগ্রচিত্তস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং ॥ ২৩ ॥ শ্রুত্বা সুরর্ষির্বিষ্ণোঃ প্রাধান্যমিদমীশ্বরাৎ। স বিষ্ণুং সম্যগারাধ্য সিদ্ধেঃ পদমবাপ্তবান্ ॥ ২৪ ॥ যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদ্বাপি নিত্যমেব স্তবোত্তমং। কোটিজন্মকৃতং পাপমপি তস্য প্রণশ্যতি ॥ ২৫ ॥ বিষ্ণোঃ স্তবমিদং দিব্যং মহাদেবেন কীর্ত্তিতং। প্রযত্নাদ্যঃ পঠেন্নিত্যমমৃতত্বং স গচ্ছতি ॥ ২৬ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে কুলামৃতকথনং নাম চতুর্ব্বিংশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

পঞ্চবিংশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ স্তোত্রং সর্ব্বং প্রবক্ষ্যামি মার্কণ্ডেয়েন ভাষিতং। দামোদরং প্রপন্নোঽস্মি কিন্নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ২ ॥ শঙ্খচক্রধরং দেবং ব্যক্তরূপিণমব্যয়ং।

হইতে মুক্ত হইতে পারে। ১২। দেবদেব নারায়ণ জীবের গর্ভ চয়করেন, সেই অশরীর জগদ্বিধাতা, সর্ব্বজ্ঞানময় ও মনোমাত্রের গম্য হরিকে সর্ব্বদা ধ্যান করিলে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ১৩। অচল, সর্ব্বগ, নির্ব্বিকার, নিরাভাস নিষ্প্রপঞ্চ, নিরাময়, জগদ্গুরু, বাসুদেবকে সর্ব্বদা ধ্যান করিবে, তাহা হইলেই মানবগণ মুক্ত হইতে পারে। ১৪। বাসুদেব ত্রিলোকনাথ জগতের আত্মচৈতন্যরূপী হরিকে সর্ব্বদা ধ্যান করিলে সংসার হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। ১৫। যিনি সর্ব্বপ্রকার শুভময় একাক্ষর বাক্যাতীতমাত্মা, ত্রিকালজ্ঞ লোকসাক্ষী একাক্ষর নারায়ণকে সর্ব্বদা ধ্যান করে, সে সংসার হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। ১৬। যে ব্যক্তি সকলের শ্রেষ্ঠ এবং ব্রহ্মাদিদেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, মুনিগণ, সিদ্ধগণ, চারণগণ, কর্ত্তৃক পরিসেবিত হরিকে সর্ব্বদা ধ্যান করে, সে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ১৭। যোগিগণ যাঁহাকে সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহাকে ধ্যান করিলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিকামী ব্যক্তি সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ১৮। বরপ্রদ হরিকে এইরূপে স্তব করিয়া সমাহিতচিত্তে ধ্যান করিলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিকামী ব্যক্তি মুক্ত হইতেপারে। ১৯। সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত, অনন্তরূপী, অব্যয় বিশ্বেশ্বর ভগবানকে ধ্যান করিলে মুক্তিকামী ব্যক্তি সংসার হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ২০। সূত কহিলেন, পূর্ব্বকালে নারদ জিজ্ঞাসা করিলে বৃষভধ্বজ নারদকে যেরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন, আমি তোমার নিকট তাহা কহিলাম। ২১। সেই নির্দ্বন্দ্ব নিষ্কল ব্রহ্মরূপী সনাতন হরিকে সতত ধ্যান করিয়া অব্যয়ব্রহ্মপদ লাভ কর। ২২। সহস্র অশ্বমেধ এবং শত বাজপেয়যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে ফল হইয়া থাকে, তাহা ভগবানকে একাগ্রচিত্ত ব্যক্তির ফলের ষোড়শাংশতুল্য নহে। ২৩। দেবর্ষি নারদ মহাদেবের মুখে এই হরির স্তব শ্রবণ করিয়া নারায়ণের আরাধনা করেন এবং সিদ্ধপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২৪। যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই স্তব পাঠ অথবা শ্রবণ করে, তাহার কোটিজন্মকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনাশ পাইয়া থাকে। ২৫। এই মহাদেবকীর্ত্তিত দিব্য হরিস্তব যিনি যত্নপূর্ব্বক পাঠ করেন, তিনি মুক্তিপদ পাইয়া থাকেন। ২৬।

পঞ্চবিংশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, এইক্ষণ মার্কণ্ডেয়ভাষিত স্তোত্র বলিব, শ্রবণ কর। আমি দামোদরকে প্রণাম করি, তাহা হইলে মৃত্যু আমাদিগের কি করিতেপারিবে? ১—২। আমি শঙ্খচক্রধারী, ব্যক্ত-

অধোক্ষজং প্রপন্নোস্মি কিন্নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ৩ ॥ বরাহং বামনং বিষ্ণুং নারসিংহং জনার্দ্দনং। মাধবঞ্চ প্রপন্নোস্মি কিন্নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ৪ ॥ পুরুষং পুষ্কর-ক্ষেত্রবীজং পুণ্যং জগৎপতিং। লোকনাথং প্রপন্নোস্মি কিন্নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ৫ ॥ সহস্রশিরসং দেবং ব্যক্তা-ব্যক্তং সনাতনং। মহাযোগং প্রপন্নোস্মি কিন্নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ৬ ॥ ভূতাত্মানং মহাত্মানং যজ্ঞযোনিমযো-নিজং। বিশ্বরূপং প্রপন্নোস্মি কিন্নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ৭ ॥ ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য স্তোত্রং তস্য মহাত্মনঃ। অপযাতস্ততো মৃত্যুর্বিষ্ণুদূতৈঃ প্রপীড়িতঃ ॥ ৮ ॥ ইতি তেন জিতো মৃত্যুর্মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা। প্রসন্নে পুণ্ডরীকাক্ষে নৃসিংহে নাস্তি দুর্ল্লভং ॥ ৯ ॥ মৃত্যুষ্টকমিদং পুণ্যং মৃত্যুপ্রশমনং শুভং। মার্কণ্ডেয়হিতার্থায় স্বয়ং বিষ্ণুরুবাচহ ॥ ১০ ॥ ইদং যঃ পঠতে ভক্ত্যা ত্রিকালং নিয়তং শুচিঃ। না কালে তস্য মৃত্যুঃ স্যাৎ নরস্যাচ্যুতচেতসঃ ॥ ১১ ॥ হৃৎ-পদ্মমধ্যে পুরুষং পুরাণং নারায়ণং শাশ্বতমপ্রমেয়ং। বিচিন্ত্য সূর্য্যাদতিরাজমানং মৃত্যুং সযোগী জিতবাং-স্তথৈব ॥ ১২ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে মৃত্যুষ্টকস্তোত্রকথনং নাম পঞ্চবিংশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

ষড়্‌বিংশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ ॥ ১ ॥ বক্ষ্যেহমচ্যুতস্তোত্রং শৃণু শৌনক-সর্ব্বদং। ব্রহ্মাপৃষ্টো নারদায় যথোবাচ তথাপরং ॥ ২ ॥ নারদ-উবাচ ॥ ৩ ॥ যথাক্ষয়োঽব্যয়ো বিষ্ণুস্তোতব্যোবর-দোময়া। প্রত্যহং চার্চ্চনাকালে তথা ত্বং বক্তুমর্হসি ॥ ৪ ॥ তে ধন্যাস্তে সুজন্মান স্তে হি সর্ব্বসুখপ্রদাঃ। সফলং জীবিতং তেষাং যঃ স্তুবন্তি সদাচ্যুতং ॥ ৫ ॥ ব্রহ্মোবাচ ॥ ৬ ॥ মুনে স্তোত্রং প্রবক্ষ্যামি বাসুদেবস্য মুক্তিদং। শৃণু যেন স্তুতঃ সম্যক্ পূজাকালে প্রসীদতি ॥ ৭ ॥ ওঁ নমো

সনাতন হরিকে প্রণাম করি, তাহা হইলে মৃত্যু আমাদিগের কি করিতে পারিবে ? । ৩ । আমি বরাহ, বামন ও নরসিংহ-রূপী জনার্দন মাধবকে প্রণাম করি, তাহা হইলে মৃত্যু আমা-দিগের কি করিতে পারিবে ? । ৪ । আমি পুণ্যপ্রদ পুষ্কর-ক্ষেত্রের বীজভূত জগৎপতি লোকনাথ পুরাণপুরুষকে নমস্কার করি, তাহা হইলে মৃত্যু আমাদিগের কি করিতে পারিবে ? । ৫ । যিনি ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপী, সনাতন আদিদেব, আমি সেই সহস্রশীর্ষা মহাযোগেশ্বর হরিকে প্রণাম করি, তাহা হইলে মৃত্যু আমাদিগের কি করিতে পারে ? । ৬ । যিনি সর্ব্বভূতময় যজ্ঞযোনি ও অযোনিজ, আমি সেই মহাত্মা বিশ্বরূপ বিষ্ণুকে প্রণাম করি, তাহাহইলে মৃত্যু আমাদিগের কি করিতেপারিবে? ৭ । মহাত্মা বিষ্ণুর এই স্তব শ্রবণ করিলে মৃত্যু বিষ্ণুদূতকর্ত্তৃক পরিপীড়িত হইয়া পলায়ন করে । ৮ । ধীমান্ মার্কণ্ডেয় এই স্তব পাঠ করিয়া মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন। এই স্তব পাঠ করিলে পুণ্ডরীকাক্ষ প্রসন্ন হয়েন, তাহাহইলে এই জগতে কিছুই দুর্ল্লভ থাকে না। ৯। মৃত্যুষ্ট স্তব মৃত্যু প্রশমন ও শুভপ্রদ। মার্কণ্ডেয়মুনির হিতার্থ স্বয়ং নারায়ণ এই স্তব বলিয়াছেন। ১০। যিনি নিয়তচিত্তে প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা এই স্তব পাঠ করেন, সেই অচ্যুতার্পিতচিত্ত ব্যক্তির অকালে মৃত্যু হয় না। ১১। যিনি হৃৎপদ্মমধ্যে পুরাণপুরুষ সনাতন অপ্রমেয় নারায়ণকে চিন্তা করেন, সেই যোগিবর সূর্য্য হইতে সমধিক তেজস্বী হইয়া মৃত্যুকে জয় করিতে পারেন। ১২।

ষড়্‌বিংশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, শৌনক! এইক্ষণ সর্ব্বদ অচ্যুতস্তোত্র বলিব শ্রবণ কর, নারদ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রহ্মা নারদকে যেরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই পরম স্তব কীর্ত্তিত হইতেছে। ১—২। নারদ কহিলেন, ব্রহ্মন্! প্রতিদিন নারায়ণের অর্চ্চনা করিলে যেরূপ বরপ্রদ অক্ষয় নারায়ণের স্তব করিতে হয়, সেই স্তব আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ৩—৪। যাঁহারা অচ্যুতের স্তব করেন, তাঁহারা ধন্য, তাঁহাদিগের জন্ম সার্থক, তাঁহারা সুজন্মা এবং তাহারা সর্ব্বসুখপ্রদ। ৫। ব্রহ্মা কহিলেন,! বাসুদেবের স্তব বলিতেছি, এই স্তব সাধককে মুক্তি প্রদান করে। যিনি পূজাকালে এই স্তব পাঠ করেন, নারায়ণ তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন, সেই স্তোত্র তোমাকে বলিতেছি। ৬—৭। ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার করি, যিনি

ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ সর্ব্বপাপহারিণে। নমো যজ্ঞ-বরাহায় গোবিন্দায় নমোনমঃ। নমস্তে পরমানন্দ নমস্তে পরমাক্ষর ॥ ৮ ॥ নমস্তে জ্ঞানসদ্ভাব নমস্তে জ্ঞানদায়ক। নমস্তে পরমাদ্বৈত নমস্তে পুরুষোত্তম ॥ ৯ ॥ নমস্তে বিশ্বকৃদ্দেব নমস্তে বিশ্বভাবন। নমস্তেস্তু বিশ্বনাথ নমস্তে বিশ্বকারণ ॥ ১০ ॥ নমস্তে মধুদৈত্যঘ্ন নমস্তে রাবণান্তক। নমস্তে কংসকেশিঘ্ন নমস্তে কৈটভার্দ্দন ॥ ১১ ॥ নমস্তে শতপত্রাক্ষ নমস্তে গরুড়ধ্বজ। নমস্তে কালনেমিঘ্ন নমস্তে গরুড়াসন ॥ ১২ ॥ নমস্তে দেবকীপুত্র নমস্তে বৃষ্ণিনন্দন। নমস্তে রুক্মিণীকান্ত নমস্তে দিতিনন্দন। নমস্তে গোকুলাবাস নমস্তে গোকুলপ্রিয় ॥ ১৩ ॥ জয় গোপবপুঃ কৃষ্ণ জয় গোপীজনপ্রিয়। জয় গোবর্দ্ধনাধার জয় গোকুলবর্দ্ধন ॥ ১৪ ॥ জয় রাবণবীরঘ্ন জয় চানুরনাশন। জয় বৃষ্ণিকুলোদ্দ্যোত জয় কালীয়মর্দ্দন ॥ ১৫ ॥ জয় সত্য-জগৎসাক্ষিন্ জয় সর্ব্বার্থসাধক। জয় বেদান্তবিদ্বেদ্য জয় সর্ব্বদ মাধব ॥ ১৬ ॥ জয় সর্ব্বাশ্রয়াব্যক্ত জয় সর্ব্বদ-মাধব। জয় সূক্ষ্মচিদানন্দ জয় চিত্তনিরঞ্জন ॥ ১৭ ॥ জয়স্তেস্তু নিরালম্ব জয় শান্ত সনাতন। জয় নাথ জগৎ-পুষ্ট জয় বিষ্ণো নমোস্তুতে ॥ ১৮ ॥ ত্বং গুরুস্ত্বং হরে শিষ্যস্ত্বং দীক্ষামন্ত্রমণ্ডলং। ত্বং ন্যাসমুদ্রাসময়স্ত্বঞ্চ পুষ্পাদি-সাধনং ॥ ১৯ ॥ ত্বমাধারস্ত্বনন্তস্ত্বং কূর্ম্মস্ত্বং ধরাম্বুজ। ধর্ম্মজ্ঞানাদয়স্ত্বং হি বেদিমণ্ডলশক্তয়ঃ ॥ ২০ ॥ ত্বং প্রভো ছলভৃদ্রামস্ত্বং পুনঃ সম্বরান্তকঃ। ত্বং ব্রহ্মর্ষিশ্চ দেবস্ত্বং বিষ্ণুঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ২১ ॥ ত্বং নৃসিংহঃ পরানন্দো বরাহস্ত্বং ধরাধরঃ। ত্বং সুবর্ণস্তথা চক্রস্ত্বং গদা শঙ্খএব চ ॥ ২২ ॥ ত্বং শ্রীস্ত্বঞ্চ প্রভো পুষ্টিস্ত্বং মালা দেব

সর্ব্ব পাপ হরণ করেন, তাঁহাকে নমস্কার করি, যিনি যজ্ঞবরাহরূপী, সেই গোবিন্দকে নমস্কার করি। যিনি পরমানন্দরূপী পরমাক্ষর, তাঁহাকে নমস্কার করি। ৮। হে জ্ঞানময়! তোমাকে নমস্কার করি। হে পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার করি। ৯। হে বিশ্বকারিন্! তোমাকে নমস্কার করি। হে বিশ্বভাবন! তোমাকে নমস্কার করি। হে বিশ্বনাথ! তোমাকে নমস্কার করি। হে বিশ্বকারণ তোমাকে নমস্কার করি। ১০। হে মধুসূদন! তোমাকে নমস্কার করি। হে কংসনাশন! তোমাকে নমস্কার করি। হে কেশিসূদন! তোমাকে নমস্কার করি। হে কৈটভারে! তোমাকে নমস্কার করি। ১১। হে পদ্মলোচন! তোমাকে নমস্কার করি। হে গরুড়ধ্বজ! তোমাকে নমস্কার করি। হে কালনেমিনাশন! তোমাকে নমস্কার করি। হে গরুড়াসন! তোমাকে নমস্কার করি। ১২। হে দেবকীতনয়! তোমাকে নমস্কার করি, হে বৃষ্ণিনন্দন! তোমাকে নমস্কার করি। হে রুক্মিণীকান্ত! তোমাকে নমস্কার করি। হে দিতিনন্দন তোমাকে নমস্কার করি। হে গোকুলবাসিন্! তোমাকে নমস্কার করি। হে গোকুলপ্রিয়! তোমাকে নমস্কার করি। ১৩। হে গোপদেহধারিন্! হে কৃষ্ণ! তুমি জয়যুক্ত হও, হে গোপীজনপ্রিয়! তুমি জয়যুক্ত হও। হে গোবর্দ্ধনধারিন! তুমি জয়যুক্ত হও, হে গোকুলবর্দ্ধন! তুমি জয়যুক্ত হও। ১৪। হে রাবণারে! তুমি জয়যুক্ত হও, হে চানুরনাশন! তুমি জয়যুক্ত হয়। হে বৃষ্টিবংশাবতংস তুমি জয়যুক্ত হও, হে কালীয়মর্দ্দন! তুমি জয়যুক্ত হও। ১৫। হে জগৎসাক্ষিন্! তুমি জয়যুক্ত হও, হে সর্ব্বার্থসাধক! তুমি জয়যুক্ত হও। হে বেদান্তবেদ্য! তুমি জয়যুক্ত হও, হে সর্ব্বদ হে মাধব! তুমি জয়যুক্ত হও। ১৬। হে মাধব! তুমি সর্ব্বাশ্রমেই অব্যক্তরূপে বিদ্যমান আছ, তুমি জয়যুক্ত হও। হে চিদানন্দ! হে সূক্ষ্মরূপিন্! তুমি জয়যুক্ত হও। হে নিরঞ্জন! তুমি জয়যুক্ত হও। ১৭। হে নিরালম্ব! তোমার জয় হউক, হে সনাতন! তুমি জয়যুক্ত হও, হে নাথ! তুমি জয়যুক্ত হও, হে জগৎপালক তুমি জয়যুক্ত হও, তোমাকে নমস্কার করি। ১৮। হে হরে! তুমিই জগতের গুরু, তুমিই শিষ্য, তুমিই দীক্ষা, তুমিই মন্ত্র, তুমিই মণ্ডল, তুমিই ন্যাস, তুমিই মুদ্রা, তুমিই সময় এবং তুমিই পুষ্পাদি পূজাদ্রব্য। ১৯। হরে! তুমি আধারশক্তি, তুমি অনন্ত, তুমি কূর্ম্ম, তুমি ধরা, তুমি পদ্ম এবং ধর্ম্মজ্ঞানাদি সকলই তুমি। সমস্ত বেদিমণ্ডল শক্তিও তুমি। ২০। প্রভো! তুমি হলধর, তুমি শ্রীরাম, তুমি শম্বরান্তক, তুমি ব্রহ্মর্ষি, তুমি দেব, তুমি বিষ্ণু এবং তুমি সত্যপরাক্রম। ২১। দেব! তুমি নৃসিংহ, তুমি পরানন্দ, তুমি বরাহ, তুমি ধরাধর, তুমি সুবর্ণ, তুমি চক্র, তুমি গদা, তুমি শঙ্খ। ২২। প্রভো! তুমি

শাশ্বতী। শ্রীবৎসঃ কৌস্তুভস্ত্বং হি শার্ঙ্গী ত্বঞ্চ তথেষুধীঃ ॥ ২৩ ॥ ত্বং খড়্গচর্ম্মণা সার্দ্ধং ত্বং দিক্‌পালস্তথা প্রভো। ত্বং রক্ষোধিপতিঃ সাধ্যস্ত্বং বায়ুস্ত্বং নিশাকরঃ ॥ ২৪ ॥ আদিত্যাবসবোরুদ্রাস্ত্বমশ্বিন্যো মরুদ্গণাঃ। ত্বং দৈত্যাদানবানাগাস্ত্বং যক্ষা রাক্ষসাঃ খগাঃ ॥ ২৫ ॥ গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ সিদ্ধাঃ পিতরস্ত্বং মহামরাঃ। ভূতানি বিষয়স্ত্বং হি ত্বমব্যক্তেন্দ্রিয়াণি চ ॥ ২৬ ॥ মনোবুদ্ধিরহঙ্কারঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্ত্বং হৃদীশ্বরঃ। ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্‌কারস্ত্বমোঙ্কারঃ সমিৎ কুশঃ ॥ ২৭ ॥ ত্বং বেদী ত্বং হরে দীক্ষা ত্বং যূপস্ত্বং হুতাশনঃ। ত্বং হোতা যজমানস্ত্বং ত্বং ধান্যঃ পশুযাজকঃ ॥ ২৮ ॥ ত্বমধ্বর্য্যুস্ত্বমুদ্গাতা ত্বং যজ্ঞঃ পুরুষোত্তমঃ। দিক্‌পাতালমহী ব্যোম দ্যৌস্ত্বং নক্ষত্রকারকঃ ॥ ২৯ ॥ দেবতির্য্যঙ্‌মনুষ্যেষু জগদেতচ্চরাচরং। যৎ কিঞ্চিদ্দৃশ্যতে দেবব্রহ্মাণ্ডমখিলং জগৎ ॥ ৩০ ॥ তব রূপমিদং সর্ব্বং দৃষ্ট্যর্থং সংপ্রকাশিতং। নাথ যত্তে পরং ব্রহ্ম দেবৈরপি দুরাসদং ॥ ৩১ ॥ কস্তজ্জানাতি বিমলং যোগিগম্যমতীন্দ্রিয়ং। অব্যয়ং পুরুষং নিত্যমব্যক্তমজমব্যয়ং ॥ ৩২ ॥ প্রলয়োৎপত্তিরহিতং সর্ব্বব্যাপিনমীশ্বরং। সর্ব্বজ্ঞং নির্গুণং শুদ্ধমানন্দমজরং পরং ॥ ৩৩ ॥ বোধরূপং ধ্রুবং শান্তং পূর্ণমদ্বৈতমক্ষয়ং। অবতারেষু যা মূর্ত্তির্বিহরেদেব দৃশ্যতে ॥ ৩৪ ॥ পরং ভাবমজানন্তস্ত্বং ভজন্তি দিবৌকসঃ। কথং ত্বামীদৃশং সূক্ষ্মং শক্নোমি পুরুষোত্তম ॥ ৩৫ ॥ পুষ্পধূপাদিভির্যত্তব সর্ব্ববিভূতয়ঃ। সঙ্কর্ষণাদি হে দেব তব যৎ পূজিতো ময়া ॥ ৩৬ ॥ ক্ষন্তুমর্হসি তৎ সর্ব্বং যৎ কৃতং ন কৃতং ময়া। ন শক্নোমি বিভো সম্যক্ তব পূজাং যথোদিতাং ॥ ৩৭ ॥ যৎ কৃতং জপহোমাদি অসাধ্যং পুরুষোত্তম। বিনিষ্পাদয়িতুং ভক্ত্যা অতস্ত্বাং ক্ষময়াম্যহং ॥ ৩৮ ॥ দিবারাত্রৌ চ সন্ধ্যায়াং সর্ব্বাবস্থাসু চেষ্টতঃ। অচলা তু হরে ভক্তিস্তবাঙ্ঘ্রিযুগলে মম ॥ ৩৯ ॥ শরীরেণ তথা প্রীতির্ন চ ধর্ম্মাদিকেষু চ। যথা ত্বয়ি জগন্নাথ প্রীতি-

শ্রী, তুমি পুষ্টি, তুমি বনমালা, তুমি শ্রীবৎস, তুমি কৌস্তুভ, তুমি শার্ঙ্গ এবং তুমি ইষুধি। ২৩। প্রভো, তুমি খড়্গচর্ম্মধারী, তুমি দিক্‌পাল, তুমি কুবের, তুমি সাধ্য, তুমি বায়ু এবং তুমি নিশাকর। ২৪। তুমি আদিত্য, তুমি বসু, তুমি অশ্বিনীকুমার এবং তুমি মরুদ্গণ। তুমি দৈত্য, তুমি দানব, তুমি নাগ, তুমি যক্ষ, রাক্ষস এবং তুমি খগ। ২৫। তুমি গন্ধর্ব্ব, তুমি অপ্সর, তুমি সিদ্ধ, তুমি পিতৃগণ, তুমি অমর। তুমি ভূত, তুমি বিষয় এবং তুমি অব্যক্ত ইন্দ্রিয়। ২৬। তুমি মন, তুমি বুদ্ধি, তুমি অহঙ্কার, তুমি আত্মা এবং তুমি হৃদয়ের ঈশ্বর! তুমি যজ্ঞ, তুমি বষট্‌কার, তুমি ওঙ্কার, তুমি সমিৎ এবং তুমি কুশ। ২৭। হরে! তুমি বেদী, তুমি দীক্ষা, তুমি যূপ, তুমি হুতাশন, তুমি হোতা, তুমি যজমান, তুমি ধান্য এবং তুমি পশুযাজক। ২৮। তুমি অধ্বর্য্যু, তুমি উদ্গাতা, তুমি যজ্ঞ, তুমি পুরুষোত্তম, তুমি দিক্, তুমি পাতাল, তুমি পৃথিবী, তুমি আকাশ এবং তুমি নক্ষত্রকারক। ২৯। দেবতা, তির্য্যক, মনুষ্যেতে চরাচর যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, সেই সমুদায় অখিল ব্রহ্মাণ্ডই তুমি। ৩০। নাথ! এই চরাচর জগৎই তোমার রূপ, লোকের দৃষ্টির নিমিত্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তোমার ব্রহ্মরূপ দেবগণেরও অগম্য। ৩১। যোগিগম্য, অতীন্দ্রিয় বিমলস্বভাব অব্যয় সনাতন অব্যক্ত অজ পুরাণ পুরুষকে কে জানিতে পারে? ৩২। তুমি প্রলয়োৎপত্তিরহিত সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ গুণাতীত শুদ্ধ পরমানন্দময় ও জরাবিহীন। ৩৩। তুমি জ্ঞানময় সনাতন পূর্ণ অদ্বৈত শান্তিপূর্ণ অদ্বিতীয়। দেব! তোমার যে যে মূর্ত্তি অবতারেতে দৃষ্ট হয়, সেই সমুদায়ই দেবতারা ভজনা করিয়া থাকেন। হে পুরুষোত্তম! আমি তোমার সেই সূক্ষ্মরূপ কিরূপে ধ্যান করিতে পারি? ৩৪—৩৫। হে দেব! সঙ্কর্ষণাদি তোমার বিভূতি সকলকে আমি পুষ্প ধূপাদি লৌকিক উপহারে পূজা করিয়াছি এবং আমি তোমার যে সকল কার্য্য করি নাই তাহা আমাকে ক্ষমা কর। বিভো! আমি যথাবিধি তোমার পূজা করিতে সর্ব্বথা অশক্ত। ৩৬—৩৭। হে পুরুষোত্তম! আমি জপহোমাদি নিষ্পাদনার্থ ভক্তিপূর্ব্বক তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। ৩৮। হে হরে! এইক্ষণ আমি এই প্রার্থনা করিতেছি যে, দিবা, রাত্রি ও সন্ধ্যা সকল সময়েই যেন তোমার চরণে আমার অচলা ভক্তি থাকে। ৩৯। হে জগন্নাথ! তোমাতে আমি যেরূপ প্রীতি প্রার্থনা করিতেছি, শরীরে

রাত্যন্তবী মম ॥ ৪০ ॥ কিন্তেন ন কৃতং কর্ম্ম স্বর্গমোক্ষাদিসাধনং। যস্য বিষ্ণৌ দৃঢ়া ভক্তিঃ সর্ব্বকামফলপ্রদে ॥৪১॥ পূজাং কর্ত্তুং তথাস্তোত্রং কঃ শক্নোতি তবাচ্যুত। স্তুতস্তু পূজিতং মেদ্য তৎক্ষমস্ব নমোঽস্তুতে ॥ ৪২ ॥ ইতি চক্রধরস্তোত্রং ময়া সমুদাহৃতং। স্তৌহি বিষ্ণুং মুনে ভক্ত্যা যদীচ্ছাস পরং পদং ॥ ৪৩ ॥ স্তোত্রেণানেন যঃ স্তৌতি পূজাকালে জগদ্গুরুং। অচিরাল্লভতে মোক্ষং ছিত্বা সংসারবন্ধনং ॥ ৪৪॥ কল্যোপি যো জপেদ্ভক্ত্যা ত্রিসন্ধ্যং নিয়তঃ শুচিঃ। ইদং স্তোত্রং মুনে সোঽপি সর্ব্বকামমবাপ্নুয়াং ॥ ৪৫ ॥ পুত্রার্থী লভতে পুত্রান্ বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাং। রোগাদ্বিমুচ্যতে রোগী নির্দ্ধনো লভতে ধনং ॥৪৬॥ বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং যশঃ কীর্ত্তিঞ্চ বিন্দতি। জাতিস্মরত্বং মেধাবী যদ্যদিচ্ছসি চেতসা ॥ ৪৭ ॥ অধন্যঃ সর্ব্ববিৎ প্রাজ্ঞস্ত্বসাধুঃ সর্ব্বকর্ম্মকৃৎ। সত্যবাক্যঃ শুচির্দাতা যঃ স্তৌতি পুরুষোত্তমং ॥ ৪৮ ॥ সাধুশীলা হি তে সর্ব্বে সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ। যেষাং প্রবর্ত্তনং নাস্তি হরিমুদ্দিশ্য সৎক্রিয়াঃ ॥৪৯॥ নাশৌচং বিদ্যতে তস্য মনোবাক্ চ দুরাত্মনঃ। যস্য সর্ব্বার্থদে বিষ্ণৌ ভক্তির্নাব্যভিচারিণী ॥ ৫০ ॥ আরাধ্য বিধিবদ্দেবং হরিং সর্ব্বসুখপ্রদং। প্রাপ্নোতি পুরুষঃ সম্যক্ যদ্যৎ প্রার্থয়তে ফলং ॥ ৫১ ॥ সকলমুনিভিরাদ্যশ্চিন্ত্যতে যো হি সিদ্ধো নিখিলহৃদি নিবিষ্টং বেত্তি যঃ সর্ব্বসাক্ষী। তমজমমৃতমীশং বাসুদেবং নতোঽস্মি ত্বভয়মরণহীনং নিত্যমানন্দরূপং ॥ ৫২ ॥ নিখিলভুবননাথং শাশ্বতং সুপ্রসন্নং অতিবিমলবিশুদ্ধং নির্গুণং ভাবপুষ্পৈঃ। সুখমুদিতসমস্তং পূজয়াম্যাত্মভাবং, বিশতু হৃদয়পদ্মে সর্ব্বসাক্ষী চিদাত্মা ॥৫৩॥ এবং ময়োক্তং পরমপ্রভাবমাদ্যন্তহীনস্য পরস্য বিষ্ণোঃ। তস্মাদ্বিচিন্ত্যঃ পর-

অথবা ধর্ম্মাদিতে আমি সেইরূপ প্রীতি অনুভব করি না। ৪০। সর্ব্বকামফলপ্রদ বিষ্ণুতে যাহার দৃঢ় ভক্তি আছে, স্বর্গ মোক্ষাদি সাধন কোন কর্ম্মই তাহার অবশিষ্ট নাই। অর্থাৎ একমাত্র বিষ্ণুভক্তি থাকিলেই স্বর্গ মোক্ষাদি লাভ হইতে পারে। ৪১। হে অচ্যুত তোমার পূজা কিম্বা স্তব করিতে কাহারও শক্তি নাই। তথাপি আমি যে তোমার পূজা ও স্তব করিতে উদ্যত হইয়াছি, আমার এই অপরাধ ক্ষমা কর। ৪২। শৌনক! আমি তোমার নিকট এই চক্রধর স্তোত্র বলিলাম, মুনে! যদি তুমি পরমপদ ইচ্ছা কর, তাহাহইলে ভক্তিপূর্ব্বক নারায়ণের স্তব কর। ৪৩। যে ব্যক্তি পূজাকালে এই স্তোত্রদ্বারা জগদ্গুরুকে স্তব করে, সে অচিরে সংসার বন্ধন ছেদ করিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারে। ৪৪। মুনে যে ব্যক্তি শুচি হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক ত্রিসন্ধ্যা এই স্তোত্র পাঠ করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার কামনা সফল করিতে পারে। ৪৫। এই স্তব পাঠ করিলে পুত্রার্থী ব্যক্তি পুত্র লাভ করে, বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, রোগী ব্যক্তি রোগহইতে মুক্তি পায় এবং নিধন ধন লাভ করে। ৪৬। বিদ্যার্থী ব্যক্তি বিদ্যা এবং অন্যান্য ব্যক্তি অভিলাষানুসারে আয়ু, যশ ও কীর্ত্তি লাভ করিতে পারে। আর মেধাবী ব্যক্তি চিত্তে যাহা অভিলাষ করিয়া এই স্তব পাঠ করে, সে সেই সকল ফললাভ করিয়া জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হয়। ৪৭। যে পুরুষোত্তমকে স্তব করে, সে অধন্য হইলেও সর্ব্ববিদ ও প্রাজ্ঞ হইয়া থাকে, অসাধু হইলেও সর্ব্বকর্ম্মকারী, সত্য বাক্য, শুচি ও দাতা হইতে পারে। ৪৮। নারায়ণকে উদ্দেশ করিয়া সৎক্রিয়া করিতে যাহার প্রবৃত্তি নাই, সে সাধুশীল হইলেও সর্ব্ব ধর্ম্ম বহিষ্কৃত হয়। ৪৯। সর্ব্বার্থপ্রদ বিষ্ণুতে যাহার অচলা ভক্তি আছে, সে ব্যক্তি দুরাত্মা হইলেও তাহার মন ও বাক্য অশুচি হয় না। ৫০। যদি কোন ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক সর্ব্বসুখপ্রদ হরির আরাধনা করেন, তাহাহইলে সেই পুরুষ যাহা যাহা প্রার্থনা করেন, সেই সেই ফল পাইয়া থাকেন। ৫১। সকল মুনিগণ সেই আদি পুরুষ বিষ্ণুকে চিন্তা করিয়া থাকেন। যদি কোন মনুষ্য সকলের হৃদয়স্থিত হরিকে জানিতে পারে, তাহাহইলে সেও সর্ব্বজ্ঞ হইবে সংশয় নাই। আমি সেই অজ অমৃত অভয় মরণবিহীন বাসুদেবকে নমস্কার করি। ৫২। সমস্ত জগতের অধীশ্বর সুপ্রসন্ন সনাতন অতি বিমল বিশুদ্ধ নির্গুণ আত্মস্বরূপ সমস্ত সুখের বিধাতা নারায়ণকে ভক্তিরূপ পুষ্পদ্বারা পূজা করি, সেই সর্ব্বসাক্ষী চিদাত্মা হৃষীকেশ আমার হৃদয়ে প্রবেশ করুন। ৫৩। আমি এইরূপে আদ্যন্তবিহীন পরমাত্মরূপী বিষ্ণুর মহাপ্রভাবসম্পন্ন স্তব তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। মুক্তিকামী মনুষ্য পরমে-

মেশ্বরোঽসৌ বিমুক্তিমার্গেণ নরেণ সম্যক্ ॥ ৫৪ ॥ বোধস্বরূপং পুরুষং পুরাণং আদিত্যবর্ণং বিমলং বিশুদ্ধং। সংচিন্ত্য বিষ্ণুং পরমাদ্বতীয়ং কস্তত্র যোগী ন লয়ং প্রয়াতি ॥ ৫৫ ॥ ইমং স্তবং যঃ সততং মনুষ্যঃ পঠেচ্চ ভদ্রং প্রয়তঃ প্রশান্তঃ। স ধৌতপাপ্মা বিততপ্রভাবঃ প্রয়াতি লোকং বিততং মুরারেঃ ॥ ৫৬ ॥ যঃ প্রার্থয়ত্যর্থমশেষসৌখ্যং ধর্ম্মঞ্চ কামঞ্চ তথৈব মোক্ষং। স সর্ব্বমুৎসৃজ্য পরং পুরাণং প্রয়াতি বিষ্ণুং শরণং বরেণ্যং ॥ ৫৭ ॥ বিভুং প্রভুং বিশ্বধরং বিশুদ্ধং অশেষসংসারবিনাশহেতুং। যো বাসুদেবং বিমলং প্রপন্নঃ স মোক্ষমাপ্নোতি বিমুক্তসঙ্গঃ ॥ ৫৮ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে স্তোত্রকথনং নাম ষড়্বিংশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

সপ্তবিংশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়

সূত উবাচ ॥ ১ ॥ বেদান্তসাঙ্খ্যসিদ্ধান্তব্রহ্মজ্ঞানং বদাম্যহং। অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্ব্বিষ্ণুরিত্যেব চিন্তয়ন্ ॥ ২ ॥ সূর্য্যেন্দুব্যোম্নি-বহ্নৌ চ জ্যোতিরেকং ত্রিধা স্থিতং। যথা সর্পিঃ শরীরস্থং গবাম্ন কুরুতে বলং। নির্গতং কর্ম্মসংযুক্তং দত্তং তাসাং মাহাবলং ॥ ৩ ॥ তথা বিষ্ণুঃ শরীরস্থো ন করোতি হিতং নৃণাং। বিনারাধনয়া দেবঃ সর্ব্বগঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৪ ॥ আরুরুক্ষুস্তীনান্তু কর্ম্মজ্ঞানমুদাহৃতং। আরূঢ়যোগবৃক্ষাণাং জ্ঞানং ত্যাগং পরং মতং ॥ ৫ ॥ জ্ঞাতুমিচ্ছতি শব্দাদীন্ রাগদ্বেষোঽথ জায়তে। লোভমোহঃ ক্রোধ এতৈর্যুক্তঃ পাপং নরশ্চরেৎ ॥ ৬ ॥ হস্তাবুপস্থমুদরং বাক্চতুর্থী চতুষ্টয়ং। এতৎ সুসংযতং যস্য স বিপ্রঃ কথ্যতে বুধঃ ॥ ৭ ॥ পরবিত্তং ন গৃহ্লাতি ন হিংসাং কুরুতে তথা। নাক্ষক্রীড়ারতো যস্তু হস্তৌ তস্য সুসংযতৌ ॥ ৮ ॥ পরস্ত্রীবর্জ্জনরতস্যোপস্থং সুসংযতং। অলোলুপমিদং ভুঙ্‌ক্তে জঠরং তস্য সংযতং ॥ ৯ ॥ সত্যং হিতং মিতং ব্রূতে যস্মাদ্বাক্ তস্য সংযতা। যস্য সংযতা-

শ্বর হরিকে সম্যক্ প্রকারে চিন্তা করিবে। ৫৪। জ্ঞানময় পুরাণ পুরুষ আদিত্যবর্ণ বিমল বিশুদ্ধ অদ্বিতীয় পরমাত্মস্বরূপ বিষ্ণুকে সম্যক্ প্রকারে চিন্তা করিলে কোন্ যোগী না হরিতে লয় পাইতে পারে? ৫৫। যে মনুষ্য প্রশান্ত হইয়া যত্নপুরঃসর সতত এই স্তোত্র-পাঠ করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত ও মহাপ্রভাবশালী হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারে। ৫৬। যে ব্যক্তি অর্থ, সুখ, ধর্ম্ম, কাম ও মোক্ষ প্রার্থনা করে, সে ব্যক্তি সকল পরিত্যাগ করিয়া পুরাণপুরুষ বরেণ্য বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়া থাকেন। ৫৭। যিনি প্রভু, বিশ্বধর, অশেষ সংসারবিনাশের হেতু, বিশুদ্ধ, বিমল বাসুদেবের শরণাপন্ন হয়েন, তিনি সর্ব্বসঙ্গবিহীন হইয়া মোক্ষপদ পাইতে পারেন। ৫৮।

সপ্তবিংশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, এইক্ষণ, বেদান্ত, সাংখ্য ও সিদ্ধান্ত শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান বলিতেছি। "আমিই জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্মরূপী বিষ্ণু" এইরূপ চিন্তা করিবে। ১—২। এক জ্যোতিই ত্রিধা বিভক্ত হইয়া সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নিতে অবস্থিত আছে। যেমন গরুর শরীরে ঘৃত বিদ্যমান থাকিলেও তাহার বলাধান করে না, সেই ঘৃত নিষ্ক্রান্ত করিয়া যথাবিধি প্রয়োগ করিলে সেই ঘৃত মহাবলপ্রদ হয়, সেইরূপ বিষ্ণু সর্ব্বজীবের শরীরে বিদ্যমান আছেন বটে, কিন্তু তাঁহার আরাধনা ব্যতিরেকে কেহই সেই সর্ব্বগ পরমেশ্বরকে জানিতে পারে না। ৩—৪। যাহারা জ্ঞানলাভের ইচ্ছুক হইয়াছে, তাহাদিগের কর্ম্মজ্ঞান আবশ্যক, পরে যোগতরুতে আরোহণ করিলে যখন জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তখন কর্ম্মত্যাগ হইবে। ৫। যাহারা শব্দাদি জানিতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগের রাগদ্বেষাদি জন্মে এবং মনুষ্য লোভ, মোহ ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া পাপাচরণ করিতে থাকে। ৬। যাহার হস্ত, উপস্থ, উদর ও বাক্য সংযত আছে, তাহাকেই বুধ বলা যায়। ৭। যে পরবিত্ত গ্রহণ করে না, অক্ষক্রীড়াতে অনুরক্ত হয় না কিম্বা কোনরূপ হিংসাব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় না, তাহার হস্তদ্বয়কে সুসংযত বলা যায়। ৮। যে ব্যক্তি পরস্ত্রীতে রতিকামনা করে না, তাহারই উপস্থ সুসংযত হয়। আর যে অলোলুপ হইয়া ভোজন করে, তাহার উদরকে সংযত বলা যায়। ৯। যিনি হিত, পরিমিত ও সত্য বাক্য বলেন, তাঁহার বাক্যই সংযত বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। যাহার হস্ত প্রভৃতি সংযত হইয়াছে, তাহার তপস্যা বা যজ্ঞাদি-

নেত্রাণি তস্য কিং তপসি ধ্রুবৈঃ ॥ ১০ ॥ ভ্রূবোর্ম্মধ্যে স্থিতাং বুদ্ধিং বিষয়েষু যুনক্তি যঃ। জীবো জাগ্রদবস্থায়ামেবমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ১১ ॥ হৃদি স্থিতঃ স তমসা মোহিতো ন স্মরত্যপি। যদা তস্য কৃতো বোধ সুষুপ্তিরিতি কথ্যতে ॥ ১২ ॥ জাগ্রতো তস্য ন জ্ঞানং ন মোহো ন ভ্রমস্তথা। উৎপদ্যতে ন জানাতি শব্দার্থবিষয়ান্ বশী ॥ ১৩ ॥ ইন্দ্রিয়াণি সমাহৃত্য বিষয়েভ্যো মনস্তথা। বুদ্ধ্যা হ্যহঙ্কৃতিং চাপি প্রকৃত্যা বুদ্ধিমেব চ ॥ ১৪ ॥ সংযম্য প্রকৃতিঞ্চাপি চিচ্ছক্ত্যা কেবলে স্থিতঃ। পশ্যত্যাত্মান আত্মানমাত্মনমুপকারকং ॥ ১৫ ॥ চিদ্রূপমমৃতং শুদ্ধং নিষ্ক্রিয়ং ব্যাপকং শিবং। তুরীয়ামবস্থায়ামাস্থিতোহসৌ ন সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥ পুর্য্যষ্টকস্য পদ্মস্য পত্রাণ্যষ্টৌ চ তানি হি। সাম্যাবস্থা গুণকৃতা প্রকৃতিস্তত্র কর্ণিকা ॥ ১৭ ॥ কর্ণিকায়াং স্থিতো দেবো দেহে চিদ্রূপ এব হি। পুর্য্যষ্টকং পরিত্যজ্য প্রকৃতিঞ্চ গুণাত্মিকাং। যদা যাতি তদা জীবো যাতি মুক্তিং ন সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥ প্রাণায়ামো জপশ্চৈব প্রত্যাহারোহথ ধারণা। ধ্যানং সমাধিরিত্যেতে ষড়্‌যোগস্য প্রসাধকাঃ ॥ ১৯ ॥ পাপক্ষয়ে দেবতানাং প্রীতিরিন্দ্রিয়সংযমঃ। জপধ্যানযুতো গর্ভো বিপরীতস্ত্বগর্ভকঃ ॥ ২০ ॥ ষট্‌ত্রিংশন্মাত্রকঃ শ্রেষ্ঠশ্চতুর্ব্বিংশতিমাত্রকঃ। মধ্যো দ্বাদশমাত্রস্তু ওঙ্কারং সততং জপেৎ ॥ ২১ ॥ বাচকে প্রণবে জ্ঞাতে বাচ্যং ব্রহ্ম প্রসীদতি। ওঁ নমো বিষ্ণবে ষষ্ঠাক্ষরশ্চ জপ্তব্যো গায়ত্রী দ্বাদশাক্ষরা ॥ ২২ ॥ সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণান্তু প্রবৃত্তির্বিষয়েষু চ। নিরাকরণমনাং তস্যাং প্রত্যাহারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৩ ॥ ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ সমাহৃত্য স্থিতো হি সঃ। মনসা সহ বুদ্ধ্যা চ প্রত্যাহারেষু সংস্থিতঃ ॥ ২৪ ॥ প্রাণায়ামৈর্দ্বাদশভির্যাবৎকালকৃতো ভবেৎ। যস্তাবৎকালপর্য্যন্তং মনো ব্রহ্মণি ধারয়েৎ ॥ ২৫ ॥ তস্যৈব ব্রহ্মণা প্রোক্তং ধ্যান দ্বাদশধারণাঃ। তুষ্ট্যন্ত নিরতো যুক্তঃ সমাধিঃ সোহভিধীয়তে ॥ ২৬ ॥ ধ্যায়ন্ন চলতে যস্য মনোহভিধ্যায়তে

দ্বারা কোন প্রয়োজন নাই। ১০। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, জীব জাগ্রদবস্থাতে ভ্রূমধ্যগত মনকে বিষয়ে নিযুক্ত করে। ১১। হৃদিস্থিত আত্মা মোহাবৃত হইলে সঙ্কুচিত হয় না, যে কোন সময়ে এতদ্রূপ অবস্থা হয়, তখনই সুষুপ্তি হইয়া থাকে। ১২। যখন সেই আত্মার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদিতে ভ্রম থাকে না এবং জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, সেই বশী ব্যক্তি শব্দার্থবিষয় জানিতে পারে না। ১৩। জ্ঞানী ব্যক্তি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় ও মনকে সমাহরণ করিয়া বুদ্ধিদ্বারা অহঙ্কার এবং প্রকৃতিদ্বারা বুদ্ধিকে সংযম করে ১৪। পরে চিৎশক্তিদ্বারা প্রকৃতির সংযম করিয়া কেবল আত্মাতে অবস্থিত হইবে। তখন আপন আত্মাকে দেখিতে থাকিবে। ১৫। চিদ্রূপ অমৃত, শুদ্ধ, নিষ্ক্রিয়, সর্ব্বব্যাপক, শিবপ্রদ আত্মাকে জানিয়া তুরীয় অবস্থাতে অবস্থিত হইবে। ১৬। আন্তরিক অষ্টপুরীতে যে অষ্টপদ্ম, সেই এক এক পদ্মে অষ্টটি পত্র আছে। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি; এই প্রকৃতিই উক্ত পদ্মের কর্ণিকা। ১৭। দেহমধ্যে কর্ণিকাতে চিদ্রূপী দেব অবস্থিত আছেন। জীব যখন ঐ অষ্টপুরী পরিত্যাগ করিয়া গুণাত্মিকা প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয়, তখনই সেই জীব মুক্ত হইতে পারে, ইহার সংশয় নাই। ১৮। প্রাণায়াম, জপ, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি, ইহারাই যোগের সাধক। ১৯। পাপক্ষয় হইলেই দেবতার প্রীতি হয়, তাহাহইলেই ইন্দ্রিয়সংযম করিতে হয়। প্রাণায়াম দ্বিবিধ, সগর্ভ ও অগর্ভ। জপধ্যানযুক্ত যে প্রাণায়াম, তাহাই সগর্ভ এবং তাহার বিপরীত হইলে অগর্ভ প্রাণায়াম বলে। ২০। যে প্রাণায়াম ষট্‌ত্রিংশন্মাত্রিক, তাহাই শ্রেষ্ঠ, আর যাহা চতুর্ব্বিংশতিমাত্রিক, তাহা মধ্যম এবং যে প্রাণায়াম দ্বাদশমাত্রিক, তাহা অধম। সতত ওঙ্কার জপ করিয়া প্রাণায়াম করিতে হইবে। ২১। ওঙ্কার পরব্রহ্মের বাচক। যদি সেই ব্রহ্মবাচক ওঙ্কারের পরিজ্ঞান হয়, তাহাহইলেই বাচ্য ব্রহ্ম প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ওঁ নমো বিষ্ণবে এই ষড়ক্ষর ও দ্বাদশাক্ষর গায়ত্রী জপ করিবে। ২২। বিষয়েতে সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি হইয়া থাকে, মনেতে যে সেই বৃত্তির নিবৃত্তি, তাহাই প্রত্যাহার। ২৩। বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সকলকে সমাহরণ করিয়া অবস্থিতি হয় এবং বুদ্ধির সহিত নিবৃত্ত হইয়া থাকে। প্রত্যাহার হইলে এইরূপ হয়। ২৪। দ্বাদশবার প্রাণায়াম করিতে যত সময় অতিবাহিত হয়, যে ব্যক্তি সেইকালপর্য্যন্ত ব্রহ্মেতে মনোনিবেশ করে, তাহার ধ্যান ও দ্বাদশধারণা হইয়া থাকে। নিয়ত ব্রহ্মেতে যুক্ত

ভৃশং। প্রাপ্য বধিরুতং কালং যাবৎ সাধারণা স্মৃতা ॥২৭॥ ধ্যেয়ে সক্তং মনো যস্য ধ্যেয়মেবানুপশ্যতি। নান্যং পদার্থং জানাতি ধ্যানমেতৎ প্রকীর্ত্তিতং ॥ ২৮॥ ধ্যেয়ে মনো নিশ্চলতাং যাতি ধ্যেয়ং বিচিন্তয়ন্। যত্তদ্ধ্যানং পরং প্রোক্তং মুনিভির্ধ্যানচিন্তকৈঃ ॥ ২৯॥ ধ্যেয়মেব হি সর্ব্বত্র ধ্যেয়ো তন্ময়তাং গতঃ। পশ্যতি দ্বৈতরহিতং সমাধিঃ সোহভিধীয়তে ॥ ৩০॥ মনঃ সঙ্কল্পরহিতাবিন্দ্রিয়ার্থান্ন চিন্তয়ন্। যস্য ব্রহ্মণি সংলীনং সমাধিস্থস্ততোচ্যতে ॥ ৩১॥ ধ্যায়তঃ পরমাত্মানমাত্মস্থং যস্য যোগিনঃ। মনস্তন্ময়তাং যাতি সমাধিস্থঃ স কীর্ত্তিতঃ ॥ ৩২॥ চিত্তস্য স্থিরতা ভ্রান্তির্দৌর্ম্মনস্যং প্রমাদতা। যোগিনাং কথিতা দোষা যোগবিঘ্নপ্রবর্ত্তকাঃ ॥ ৩৩॥ স্থিত্যর্থং মনসঃ পূর্ব্বং স্থূলরূপং বিচিন্তয়েৎ। তদভ্যস্তং নিশ্চলীভূতং সূক্ষ্মস্থং স্থিরতাং ব্রজেৎ ॥ ৩৪॥ ন বিনা পরমাত্মানং কিঞ্চিজ্জগতি বিদ্যতে। বিশ্বরূপং তমেবেহ ইতি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ ৩৫ ॥ ওঙ্কারং পরমং ব্রহ্ম ধ্যায়েদব্জস্থিতং বিভুং। ক্ষেত্রাক্ষেত্রজ্ঞরহিতং জপেমন্ত্রদ্বয়ান্বিতং ॥ ৩৬ ॥ হৃদি সঞ্চিন্তয়েৎ পূর্ব্বং প্রধানং তস্য চোপরি। তমো রজস্তথা সত্বং মণ্ডলং তৃতীয়ং ক্রমাৎ ॥ ৩৭॥ কৃষ্ণরক্তাসিতং তস্মিন্ পুরুষং জীবসংজ্ঞিতং। তস্যোপরি গুণৈশ্বর্য্যমষ্টাঙ্গং সরোরুহং ॥ ৩৮ ॥ জ্ঞানন্তু কর্ণিকা তত্র বিজ্ঞানং কেশরং স্মৃতং। বৈরাগ্যং নালং তৎকন্দো বৈষ্ণবো ধর্ম্ম উত্তমঃ ॥ ৩৯ ॥ কর্ণিকায়াং স্থিতং তত্র জীববান্নিশ্চলং ততঃ। ধ্যায়েদ্বুধি সংযুক্তমোঙ্কারং মুক্তিপ্রদকং ॥ ৪০ ॥ ধ্যায়ন্ যদি ত্যজেৎ প্রাণান্ যাতি ব্রহ্মস্য সান্নিধ্যং। হরিং সংস্থাপ্য দেহান্তে ধ্যায়ন্ যোগী চ মুক্তিভাক্ ॥ ৪১ ॥ আত্মানমাত্মনা কেচিৎ পশ্যন্তি ধ্যানচক্ষুষঃ। সাংখ্যবুদ্ধ্যা তথৈবান্যে যোগেনানেন

হইলে যে সম্বুদ্ধি অন্তর্ভূত হয়, তাহাকে সমাধি বলা যায়। ২৫—২৬। ধ্যান করিতে করিতে যাহার মন চলিত হয় না, অথচ সর্ব্বদা ধ্যান করিতে থাকে এবং প্রাপ্তি পর্য্যন্ত সেই ধ্যানের নিবৃত্তি হয় না, তাহারই নাম ধারণা। ২৭। ধ্যেয় পদার্থে যাহার মন আসক্ত থাকে এবং সর্ব্বদা ধ্যেয় পদার্থই দেখিতে পায়, অন্য কোন পদার্থের জ্ঞান হয় না, তাহাই ধ্যান বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ২৮। ধ্যেয় পদার্থ চিন্তা করিতে করিতে মন সেই ধ্যেয়েতে নিশ্চল থাকে। ইহাকেই ধ্যানচিন্তক মুনিগণ পরম ধ্যান বলিয়া থাকেন। ২৯। ধ্যান করিতে করিতে যখন সর্ব্বত্র ধ্যেয় পদার্থ দৃষ্ট হইবে এবং এই জগৎ তন্ময় বলিয়া প্রতীতি হইবে, কোনরূপ দ্বৈতজ্ঞান থাকিবে না, এইরূপ অবস্থাকেই সমাধি বলা যায়। ৩০। যাহার ইন্দ্রিয় বিষয়চিন্তা হইতে বিরত হইলে মন সংকল্পরহিত হইয়া ব্রহ্মেতে সংলীন হয়, তাহাকে সমাধিস্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ৩১। পরমাত্মাকে ধ্যান করিতে করিতে যে যোগীর মন তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়, সেই যোগী সমাধিস্থ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ৩২। চিত্তের অস্থিরতা, ভ্রান্তি, দৌর্ম্মনস্য ও প্রমাদ এই সকলই যোগীগণের যোগবিঘ্নকারক দোষ। ৩৩। মনের স্থিতির নিমিত্ত প্রথমতঃ স্থূলরূপী চিন্তা করিবে, অনন্তর মন নিশ্চল হইলে তেজঃস্বরূপে অনুরক্ত হইয়া স্থির হইবে। ৩৪। এই জগতে পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছুই সৎ নহে। সেই পরমাত্মাই বিশ্বরূপ। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পরমাত্মাতিরিক্ত সকল পদার্থকে অসৎ জানিয়া পরিত্যাগ করিবে। ৩৫। হৃদয়পদ্মস্থিত ওঙ্কাররূপী বিভু পরব্রহ্মকে ধ্যান করিবে। সেই ওঙ্কার ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞরহিত, অতএব সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপী ওঁকার জপ করিবে। ৩৬। প্রথমতঃ স্বহৃদয়ে সেই প্রধানপুরুষ ওঙ্কাররূপী আত্মাকে চিন্তা করিবে। অনন্তর তাহার উপর ক্রমশঃ কৃষ্ণবর্ণ তমোমণ্ডল, রক্তবর্ণ রজোমণ্ডল এবং শুভ্রবর্ণ সত্বমণ্ডল চিন্তা করিয়া তাহাতে জীবসংজ্ঞক পুরুষের ধ্যান করিতে হইবে। তাহার উপরে গুণ ও ঐশ্বর্য্যযুক্ত অষ্টপত্রসমন্বিত পদ্ম চিন্তা করিবে। ৩৭—৩৮। জ্ঞান ঐ পদ্মের কর্ণিকা, বিজ্ঞান উহারই কেশর, বৈরাগ্য নাল এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম উহার মূল। ৩৯। ঐ পদ্মের কর্ণিকাতে জীবের ন্যায় নিশ্চল মুক্তিসাধক ওঙ্কারের ধ্যান করিবে। ৪০। যদি ওঙ্কাররূপী ব্রহ্মের ধ্যান করিতে করিতে কেহ প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তিনি ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিতে পারেন। আর যোগী ব্যক্তি দেহগত পদ্মমধ্যে হরিকে সংস্থাপন করিয়া ধ্যান করিলে মুক্তিভাগী হইতে পারে। ৪১। কোন কোন ব্যক্তি ধ্যানচক্ষু-

যোগিনঃ ॥ ৪২ ॥ ব্রহ্মপ্রকাশকং জ্ঞানং ভববন্ধবিভেদনং। তত্রৈকচিত্ততা যোগো মুক্তিদো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ জিতেন্দ্রিয়াত্মকরণো জ্ঞানদৃপ্তো হি যো ভবেৎ। স মুক্তঃ কথ্যতে যোগী পরমাত্মন্যবস্থিতঃ ॥ ৪৪ ॥ আসনস্থানবিষয়া ন যোগস্য প্রসাধকাঃ। বিলম্বজনকাঃ সর্ব্বে বিস্তরাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৪৫ ॥ শিশুপালঃ সিদ্ধিমাপ স্মরণাভ্যাসগৌরবাৎ। যোগাভ্যাসং প্রকুর্ব্বস্তু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা ॥ ৪৬ ॥ সর্ব্বভূতেষু কারুণ্যং বিদ্বেষং বিষমেষু চ। লুপ্তশিশ্নোদরাদিশ্চ কুর্ব্বন্ যোগী বিমুচ্যতে ॥ ৪৭ ॥ ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থাংস্তু ন জানাতি নরো যদা। কাষ্ঠবদ্‌ব্রহ্মসংলীনো যোগী মুক্তস্তদা ভবেৎ ॥ ৪৮ ॥ সর্ব্ববর্ণাংস্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাঃ কৃত্বা পাপানি ভস্মসাৎ। ধ্যানাগ্নিনা চ মেধাবী লভন্তে পরমাং গতিং ॥ ৪৯ ॥ মন্থনাদ্দৃশ্যতে হ্যগ্নিস্তদ্বদ্ধ্যানেন বৈ হরিঃ। ব্রহ্মাত্মনোর্যদৈকত্বং স যোগশ্চোত্তমোত্তমঃ ॥ ৫০ ॥ বাহ্যরূপেণ মুক্তিস্তু চান্তরৈস্তৈঃ স্যাদ্‌যমাদিভিঃ। সাংখ্যজ্ঞানেন যোগেন বেদান্তশ্রবণেন চ ॥ ৫১ ॥ প্রত্যক্‌তাত্মনো যা হি সা মুক্তিরভিধীয়তে। অনাত্মন্যাত্মরূপত্বমসতঃ সংস্বরূপতা ॥ ৫২ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ব্রহ্মবিজ্ঞানকথনং নাম সপ্তবিংশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

অষ্টাবিংশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ ॥ ১ ॥ আত্মজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি শৃণু নারদ তত্ত্বতঃ। অদ্বৈতং সাঙ্খ্যমিত্যাহুর্যোগস্তত্রৈকচিত্ততা ॥ ২ ॥ অদ্বৈতযোগসম্পন্নাস্তে মুচ্যন্তেতি বন্ধনাৎ। অতীতারব্ধমাগামি কর্ম্ম নশ্যতি বোধতঃ ॥ ৩ ॥ সদ্বিচারকুঠারেণ ছিন্নসংসারপাদপঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যতীর্থেন লভতে বৈষ্ণবং পদং ॥ ৪ ॥ জাগ্রৎস্বপ্নপ্রসুপ্তক মায়া ত্রিপুর-

দ্বারা আপনিই আপনাকে দেখিতে পায়। সাঙ্খ্যযোগীদিগের বুদ্ধিদ্বারা আত্মদর্শন হয়, অন্যান্য যোগীরা যোগদ্বারা আত্মাকে দর্শন করিতে পারেন। ৪২। জ্ঞানই ব্রহ্মের প্রকাশক, ঐ জ্ঞানই ভববন্ধ ছেদন করে; অতএব জ্ঞানসাধনে একচিত্ততাই প্রধান যোগ। এই যোগই যোগীগণকে মুক্তিপ্রদান করে সংশয় নাই। ৪৩। যিনি ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে জয় করিয়া জ্ঞানদ্বারা প্রদীপ্ত হইয়াছেন, সেই পরমাত্মাতে অবস্থিত যোগীকে মুক্ত বলা যায়। ৪৪। আসন, স্থান ও বিষয় ইহারাই যোগের সাধক হয় না, বরং উহারা যোগসিদ্ধির বিলম্বজনক। এইরূপ অনেক যোগবিঘ্ন কীর্ত্তিত আছে। ৪৫। শিশুপাল স্মরণ ও অভ্যাসের গৌরববশতঃ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন; অতএব যোগাভ্যাস করিলে আপনিই আপনাকে দেখিতে পায়। ৪৬। যাহার সর্ব্বভূতে করুণা ও বিষমে বিদ্বেষ হয় এবং শিশ্নোদরাদির চরিতার্থতা সাধনে যে অগ্রসর নহে, সেই যোগী মুক্ত হইতে পারে। ৪৭। যখন মনুষ্য ইন্দ্রিয়দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বিষয় জানিতে পারে না এবং যেমন অগ্নিতে কাষ্ঠ সংলীন হয়; সেইরূপ ব্রহ্মসংলীন যোগী মুক্ত হইয়া থাকে। ৪৮। সর্ব্বপ্রকার বর্ণাশ্রমাচার, স্ত্রীসম্পর্ক ও পাপ সকলকে জ্ঞানাগ্নিদ্বারা ভস্মসাৎ করিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিলে সাধকের পরমা গতি লাভ হয়। ৪৯। যেমন কাষ্ঠাদিমন্থন করিলে অগ্নিদর্শন হয়, সেইরূপ ধ্যানদ্বারা পরমাত্মরূপী হরিকে উপাসনা করিতে পারে এবং যে সময়ে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বজ্ঞান হয়, সেই সময়েই উত্তম যোগ হইয়া থাকে। ৫০। বাহ্য কোন উপায়ে মুক্তিলাভ হইতে পারে না, কিন্তু আন্তরিক যমনিয়মদ্বারাই মুক্তিলাভ হয়। সাংখ্যজ্ঞান, যোগাভ্যাস ও বেদান্তশ্রবণাদিদ্বারা আত্মার যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহাকে মুক্তি বলা যায়। মুক্তি হইলে অনাত্মাতে আত্মজ্ঞান এবং অসৎপদার্থে সৎস্বরূপে জ্ঞান হয়। ৫১—৫২।

অষ্টাবিংশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন, নারদ! অনন্তর আত্মজ্ঞান বলিতেছি, শ্রবণ কর। অদ্বৈতজ্ঞানকে সাঙ্খ্যযোগ বলা যায়; বাস্তবিক পরমাত্মাতে যে একচিত্ততা, তাহাকেই যোগ বলা যায়। ১—২। যাহারা অদ্বৈত জ্ঞানসম্পন্ন, তাহারা ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে আর পরমাত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্ম্মসকল নষ্ট হইয়া যায়। ৩। জ্ঞানী ব্যক্তি সদ্বিচাররূপ কুঠারদ্বারা সংসারপাদপকে ছেদ করিয়া জ্ঞান, বৈরাগ্য ও তীর্থদ্বারা বৈষ্ণবপদ লাভ করিতে পারে। ৪। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থাপন্ন মায়াই সংসারের মূল। যাবৎ এই মায়া বিদ্যমান থাকে, তাবৎ সংসার সৎ বলিয়া বোধ

মুচ্যতে। অত্রৈবান্তর্গতং সর্ব্বং শাশ্বতেনাদ্বয়ে পদে ॥৫॥ নামরূপক্রিয়াহীনং সর্ব্বং তৎ পরমং পদং। জগৎ কৃত্বেশ্বরোনন্তং স্বয়মত্র প্রবিষ্টবান্ ॥ ৬ ॥ বেদাহমেতং পুরুষং চিদ্রূপং তমসঃ পরং। সোহমস্মীতি মোক্ষায় নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে ॥ ৭ ॥ শ্রবণং মননং ধ্যানং জ্ঞানানাঞ্চৈব সাধনং। যজ্ঞদানতপস্তীর্থবেদৈর্মুক্তির্ন লভ্যতে ॥ ৮ ॥ ত্যাগেন কেনচিদ্ধ্যানং পূজাকর্ম্মাদিভির্যথা। দ্বিবিধং বেদবচনং কুরু কর্ম্ম ত্বজে বিভো ॥ ৯ ॥ যজ্ঞাদয়ো বিমুক্তানাং নিষ্কামানাং বিমুক্তয়ে। অন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থং ঊচুরেবাত্র কেচন ॥ ১০ ॥ একেন জন্মনা জ্ঞানাৎ মুক্তির্ন দ্বৈতভাবিনাং। যোগভ্রষ্টাঃ কুযোগাশ্চ বিপ্রা যোগীকুলোদ্ভবাঃ ॥ ১১ ॥ কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্জ্ঞানান্মুক্তো ভবান্তবেৎ। আত্মজ্ঞানমাশ্রয়েদ্বৈ অজ্ঞানং বদতোন্যথা ॥ ১২ ॥ যদা সর্ব্বে বিমুচ্যন্তে কামা যস্য হৃদি স্থিতাঃ। তদামৃতত্বমাপ্নোতি জীবন্নেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৩ ॥ ব্যাপকত্বাৎ কথং যাতি কো যাতি ক স যাতি চ। অনন্তত্বান্ন দেশোস্তি অমূর্ত্তিত্বাদ্গতিঃ কুতঃ ॥ ১৪ ॥ অদ্বয়ত্বান্ন কোপ্যস্তি বোধত্বাজ্জড়তাঙ্গতঃ। একোদ্দিষ্টং যদন্যস্য মতিরাগতিসংস্থিতঃ ॥ ১৫ ॥ অথবাকাশকল্পস্য গতিরাকাশসংস্থিতিঃ। জাগ্রৎস্বপ্নপ্রসুপ্তঞ্চ মায়য়া পরিকল্পিতং ॥ ১৬ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে কথনং নাম অষ্টাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

ঊনত্রিংশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ ॥ ১ ॥ গীতাসারং প্রবক্ষ্যামি অর্জ্জুনায়োদিতং পুরা। অষ্টাঙ্গযোগযুক্তাত্মা সর্ব্ববেদান্তপারগঃ ॥ ২॥ আত্মলাভঃ পরো নান্য আত্মদেহাদিবর্জ্জিতঃ। রূপাদিহীনদেহান্তঃকরণত্বাদিলোচনং ॥ ৩ ॥ বিজ্ঞানরহিতঃ প্রাণঃ সুষুপ্তোহং প্রতীয়তে। নাহমাত্মা চ দুঃখাদি-

---

হয়, পরন্তু অদ্বয় পরমপদ প্রাপ্তি হইলে সংশয় থাকে না। ৫। পরব্রহ্ম নাম, রূপ ও ক্রিয়াবিহীন। ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং তাহাতেই প্রবিষ্ট আছেন। ৬। "আমি মায়াতীত, চিদ্রূপ পুরুষকে জানি এবং আমি সেই আত্মস্বরূপ" এইরূপ জ্ঞানই মুক্তির পন্থা। মোক্ষলাভে অন্য কোন উপায় নাই। ৭। শ্রবণ, মনন, ধ্যান এই সকলই জ্ঞানের সাধন। জ্ঞানদ্বারাই জীবের মুক্তি হইয়া থাকে। যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন ও তীর্থসেবাদ্বারা মুক্তিলাভ হয় না। ৮। সংসারমায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধ্যান এবং পূজাদি কর্ম্ম করিবে, এই দ্বিবিধ বেদবাক্য আছে, অতএব পরব্রহ্মের উদ্দেশে কর্ম্ম করিতে হইবে। ৯। যজ্ঞাদি কার্য্য নিষ্কামীদিগের মুক্তি সম্পাদন করে, অর্থাৎ যজ্ঞাদি দ্বারা অন্তকরণঃ বিশুদ্ধ হইলেই মুক্তিলাভ হইতে পারে। ১০। দ্বৈতজ্ঞানীদিগের একজন্মে মুক্তি হইতে পারে না, তাহারা যোগভ্রষ্ট হইয়া যোগীকুলে, ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করে। ১১। জীবসকল কর্ম্মদ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে এবং জ্ঞান হইলেই সংসার হইতে মুক্ত হয়; অতএব আত্মজ্ঞান আশ্রয় করিবে। যাহারা আত্মজ্ঞানের অনধিকারী, তাহারা অজ্ঞানী বলিয়া অভিহিত হয়। ১২। যখন হৃদয়স্থিত কামনাসকল বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন সেই ব্যক্তি জীবদবস্থাতেও অমৃতত্বলাভ করে অর্থাৎ সেই ব্যক্তিকেই জীবন্মুক্ত বলা যায়। ১৩। পরব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক, সুতরাং কোন স্থলেও তাঁহার গমনাগমন সম্ভবে না। তিনি অনন্ত, অতএব কোনরূপেও তাঁহার গতি হইতে পারে না। ১৪। পরব্রহ্ম অদ্বয়, সুতরাং তাঁহার দ্বিতীয় কিছুই নাই। বোধহেতু জীব জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু এক পদার্থ উদ্দেশ করিয়া অন্যের গতি কি সংস্থিতি হয় না। ১৫। অথবা আকাশকল্পেরই গতি এবং আকাশেরই সংস্থিতি হয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় মায়া কর্ত্তৃক পরিকল্পিত। ১৬।

ঊনত্রিংশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন। আমি গীতাসার বলিব। ইহা পূর্ব্বে অর্জুনের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছি। আত্মা অষ্টাঙ্গযোগযুক্ত এবং সর্ব্ববেদান্তপারগ। ১—২। আত্মলাভই পরম লাভ, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট লাভ আর কিছুই নাই। এই আত্মা দেহাদিবর্জ্জিত রূপাদিবিহীন এবং দেহান্তরস্থ লোচনাদি ইন্দ্রিয় তাহার করণ। ৩। প্রাণ বিজ্ঞানরহিত হইলেই আমি সুষুপ্ত ছিলাম, এইরূপ প্রতীতি হয়। আমি আত্মা, সংসারাদি সংসর্গবশতঃ আমার

সংসারাদিসমন্বয়াৎ ॥ ৪ ॥ বিধূম-ইব দীপ্তার্চ্চিরাদীপ্ত-ইব দীপ্তিমান্। বৈদ্যুতোগ্নিরিবাকাশে হৃৎসঙ্গে আত্মনাত্মনি ॥ ৫ ॥ শ্রোত্রাদীনি ন পশ্যন্তি স্বং স্বমাত্মানমাত্মনা। সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদর্শী চ ক্ষেত্রজ্ঞস্তানি পশ্যতি ॥ ৬ ॥ যদা প্রকাশতে হ্যাত্মা পটে দীপো জ্বলন্নিব। জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ ॥ ৭ ॥ যথাদর্শতলপ্রখ্যে পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি। ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাংশ্চ মহাভূতানি পঞ্চকং ॥ ৮ ॥ মনোবুদ্ধিরহঙ্কারমব্যক্তং পুরুষস্তথা। প্রসংখ্যায় পরাব্যাপ্তৌ বিমুক্তো বন্ধনৈর্ভবেৎ ॥ ৯ ॥ ইন্দ্রিয়গ্রামমখিলং মনসাভিনিবেশ্য চ। মনশ্চৈবাপ্যহঙ্কারে প্রতিষ্ঠাপ্য চ পাণ্ডব ॥ ১০ ॥ অহঙ্কারং তথা বুদ্ধৌ বুদ্ধিঞ্চ প্রকৃতাবপি। প্রকৃতিং পুরুষে স্থাপ্য পুরুষং ব্রহ্মণি ন্যসেৎ। অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ প্রসংখ্যায় বিমুচ্যতে ॥ ১১ ॥ নবদ্বারমিদং গেহং তিসৃণাং পঞ্চসাক্ষিকং। ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতং বিদ্বান্ যো বেদ স বরঃ কবিঃ ॥ ১২ ॥ অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ। জ্ঞানযজ্ঞস্য সর্ব্বাণি কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং ॥ ১৩ ॥ শ্রীভগবানুবাচ ॥ ১৪ ॥ যমশ্চ নিয়মঃ পার্থ আসনং প্রাণসংযমঃ। প্রত্যাহারস্তথা ধ্যানং ধারণার্জ্জুন সপ্তমী। সমাধিরিতি চাষ্টাঙ্গো যোগ উক্তো বিমুক্তয়ে ॥ ১৫ ॥ কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বদা। হিংসাবিরামকো ধর্ম্মো হ্যহিংসা পরমং সুখং ॥ ১৬ ॥ বিধিনা যা ভবেদ্ধিংসা সা ত্বহিংসা প্রকীর্ত্তিতা। সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়ান্ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং। প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ যচ্চ দ্রব্যাপহরণং চৌর্য্যাদ্বাথ বলেন বা। স্তেয়ং তস্যানাচরণং অস্তেয়ং ধর্ম্মসাধনং ॥ ১৮ ॥ কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা। সর্ব্বত্র মৈথুনত্যাগং ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষ্যতে ॥ ১৯ ॥ দ্রব্যানামপ্যদানমাপৎস্বপি তথেচ্ছয়া। অপরিগ্রহমিত্যাহুস্তং প্রযত্নেন বর্জ্জয়েৎ ॥ ২০ ॥ দ্বিধা শৌচং মৃজ্জলাভ্যাং বাহ্যং ভাবাদথান্তরং। যদৃচ্ছা-

কোনরূপ দুঃখ হয় না।৪। যেমন বিধূম অগ্নি দীপ্তি পায়, সেইরূপ স্বয়ং প্রদীপ্ত হয়েন। আর যেমন আকাশে বিদ্যুতাগ্নির প্রকাশ হয়, সেইরূপ হৃদয়ে আত্মা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ৫। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণের কোনরূপ জ্ঞান নাই, তাহারা আপনাকেও জানিতে পারে না। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী আত্মাই সেই সকল ইন্দ্রিয় দর্শন করেন। ৬। উজ্জ্বল প্রদীপের ন্যায় যখন আত্মা চিত্তপটে প্রকাশ পায়, তখনই পুরুষের পাপকর্ম্ম ক্ষয় হইয়া জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। ৭। যেমন আদর্শতলে দৃষ্টি করিলে আপনাকে দেখিতে পায়, সেইরূপ আত্মাতে দৃষ্টি করিতে পারিলেই পঞ্চ মহাভূতের দর্শন হইয়া থাকে। ৮। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও অব্যক্ত পুরুষ এই সকলের প্রসংখ্যানদ্বারা সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। ৯। মনে ইন্দ্রিয় সকলের অভিনিবেশ করিয়া মনকে অহঙ্কারে স্থাপিত করিবে এবং অহঙ্কারকে বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে প্রকৃতিতে, প্রকৃতিকে পুরুষে এবং পুরুষকে পরব্রহ্মে বিলীন করিতে হইবে। এইরূপ করিতে পারিলেই অহং ব্রহ্ম এইরূপ জ্ঞানজ্যোতিঃপ্রকাশ পায়, তখনই সেই পুরুষ মুক্ত হইয়া থাকে। ১০—১১। নবদ্বারবিশিষ্ট গুণত্রয়ের আশ্রয় পঞ্চভূতাত্মক আত্মাধিষ্ঠিত দেহকে যে জ্ঞানী ব্যক্তি জানিতে পারেন, তাহাকে মহাকবি বলা যায়। ১২। শত অশ্বমেধ এবং সহস্র বাজপেয় এই জ্ঞান যজ্ঞের ষোড়শাংশ ফল প্রদান করিতে পারে না। ১৩। ভগবান্ কহিয়াছিলেন, অর্জ্জুন! যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গযোগ মুক্তির নিমিত্ত উক্ত আছে। ১৪—১৫। কায়, মন ও বাক্যদ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে হিংসার নিবৃত্তি করিবে; কারণ অহিংসাই পরমধর্ম্ম ও পরমসুখ। ১৬। বিধিপূর্ব্বক অর্থাৎ যাগাদিতে যে পশুবলিদানাদিরূপ হিংসা করা যায়, তাহা হিংসা নহে। সর্ব্বদা সত্য ও প্রিয়বাক্য বলিবে, কদাচ সত্য-অপ্রিয়বাক্য কহিবে না আর প্রিয় মিথ্যাবাক্যও বলিবে না, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। ১৭। চৌর্য্য অথবা বলপূর্ব্বক যে পরদ্রব্যের অপহরণ, তাহাকেই স্তেয় বলে, কখন স্তেয় কার্য্য করিবে না; যেহেতু অস্তেয়ই ধর্ম্মসাধন। ১৮। সর্ব্বদা ও সর্ব্বাবস্থাতে কায়মনোবাক্যে মৈথুন পরিত্যাগ করিবে, ইহাকেই ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া থাকে। ১৯। আপদসময় উপস্থিত হইলেও যে ইচ্ছাপূর্ব্বক দ্রব্য গ্রহণ করা যায় না, তাহাই অপরিগ্রহ বলা যায়। সাধু ব্যক্তিরা যত্নপূর্ব্বক পরিগ্রহ বর্জ্জন করিবে। ২০। শৌচ দ্বিবিধ; বাহ্য ও আন্তর। মৃত্তিকা

লাভতস্তুষ্টিঃ সন্তোষঃ সুখলক্ষণং ॥ ২১ ॥ মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ঐকাগ্র্যং পরমন্তপঃ। শরীরশোষণঞ্চাপি কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিভিঃ ॥ ২২ ॥ বেদান্তশতরুদ্রীয়প্রণবাদিজপং বুধাঃ। সত্বশুদ্ধিকরং পুংসাং স্বাধ্যায়ং পরিচক্ষতে ॥ ২৩ ॥ স্তুতিস্মরণপূজাদিবাঙ্মনঃকায়কর্ম্মভিঃ। অনিশ্চলা হরৌ ভক্তিরেতদীশ্বরচিন্তনং ॥ ২৪ ॥ আসনং স্বস্তিকং প্রোক্তং পদ্মমর্দ্ধাসনন্তথা। প্রাণঃ স্বদেহজো বায়ুরায়ামস্তন্নিরোধনং ॥ ২৫ ॥ ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষু ত্বসৎস্বিব। নিয়মং প্রোচ্যতে সদ্ভিঃ প্রত্যাহারস্তু পাণ্ডব ॥২৬॥ মূর্ত্তামূর্ত্তব্রহ্মরূপচিন্তনং ধ্যানমুচ্যতে। যোগারম্ভে মূর্ত্তহরিং অমূর্ত্তমপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৭ ॥ অগ্নিমণ্ডলমধ্যস্থো বায়ুদেবশ্চতুর্ভুজঃ। শঙ্খচক্রগদাপদ্মযুক্তঃ কৌস্তভসংযুতঃ ॥ ২৮ ॥ বনমালী কৌস্তভেন যস্তোহহং ব্রহ্মসংজ্ঞকঃ। ধারণেত্যুচ্যতে চেয়ং ধার্য্যতে যন্মনোলয়ে ॥ ২৯॥ অহং ব্রহ্মেত্যবস্থানং সমাধিরভিধীয়তে। অহং ব্রহ্মাস্মি বাক্যাচ্চ জ্ঞানান্মোক্ষো ভবেন্নৃণাং ॥ ৩০ ॥ শ্রদ্ধয়ানন্দচৈতন্যং লক্ষয়িত্বা স্থিতস্য চ। ব্রহ্মাহমস্ম্যহং ব্রহ্ম অহং ব্রহ্মপদার্থয়োঃ ॥ ৩১ ॥ হরিরুবাচ। পুরাণং গারুড়ং প্রোক্তং বিধিনাপি ময়া তব। যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদ্বাপি সোপি মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ঊনত্রিংশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

ও জলদ্বারা বাহ্য এবং ভাবদ্বারা আন্তরশৌচ হইয়া থাকে। যদৃচ্ছালাভেতে যে তুষ্টি, তাহার নাম সন্তোষ। এই সন্তোষ সর্ব্বপ্রকার সুখের কারণ। ২১। মন ও ইন্দ্রিয়গণের যে একাগ্রতা, তাহাই পরম তপস্যা এবং কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিদ্বারা যে দেহশোষণ, তাহাকেও তপস্যা কহিয়া থাকে। ২২। পুরুষের সত্বশুদ্ধির নিমিত্ত যে বেদান্তপাঠ ও ওঙ্কারাদি মন্ত্রজপ, তাহাকেই পণ্ডিতগণ স্বাধ্যায় বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ২৩। স্তব, নামস্মরণ, পূজাদি এবং কায়মনোবাক্যে যে হরিতে অচলাভক্তি, তাহাকেই ঈশ্বরচিন্তা বলা যায়। ২৪। স্বস্তিকাসন, পদ্মাসন ও অর্দ্ধাসন ইহারাই আসনশব্দপ্রতিপাদ্য। আর স্বীয় দেহগত বায়ুর নাম প্রাণ এবং সেই বায়ুনিরোধকে প্রাণায়াম বলিয়া থাকে। ২৫। ইন্দ্রিয়গণ অসৎবিষয়ে বিচরণ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে বিষয় হইতে নিবারণ করিবে। পাণ্ডব! এইরূপ ইন্দ্রিয়নিরোধকে সাধুগণ প্রত্যাহার বলিয়া থাকেন। ২৬। মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত ব্রহ্মরূপচিন্তনকে ধ্যান বলিয়া থাকে, যোগারম্ভকালে মূর্ত্তিমান্ হরিকে চিন্তা করিবে, অনন্তর সেই ব্রহ্মরূপ ধ্যান করিতে হইবে। ২৭। তেজোমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ কৌস্তভচিহ্নবিরাজিত বনমালী বায়ুরূপ ব্রহ্মসংজ্ঞক দেব বিদ্যমান আছেন, মনকে লয় করিয়া উক্তদেবকে ধারণ করিতে পারিলেই ধারণা হয় এবং উক্ত ধারণাকে ধারণা বলা যায়। ২৮—২৯। "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ অবস্থানকে সমাধি কহে। "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ বাক্য ও জ্ঞান হইতেই মনুষ্যের মোক্ষ হইয়া থাকে। ৩০। শ্রদ্ধা পুরঃসর সচ্চিদানন্দকে লক্ষ্য করিয়া অবস্থিত হইলে "আমিই ব্রহ্ম" এবং "ব্রহ্মই আমি" এইরূপ অহং ও ব্রহ্ম পদার্থের পরিজ্ঞান হয়। ৩১। হরি কহিলেন, আমি যথাবিধি গারুড়পুরাণ তোমার নিকট কহিলাম, যিনি এই পুরাণ পাঠ অথবা শ্রবণ করেন, তিনি মোক্ষপদ পাইয়া থাকেন। ৩২।

ইতি জেলা ঢাকার অন্তঃপাতী মাণিকগঞ্জ উপবিভাগের অধীন বুতুনীগ্রামনিবাসী ৺ আনন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়-কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত গরুড়পুরাণ পূর্ব্বখণ্ড সমাপ্ত।

গারুড়পুরাণম্।

উত্তরখণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীগণেশায় নমঃ। নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং। দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥১॥ ধর্ম্মদৃঢ়বদ্ধমূলো বেদস্কন্ধঃ পুরাণশাখাঢ্যঃ। ক্রতুকুসুমো মোক্ষফলঃ স জয়তি কল্পদ্রুমো বিষ্ণুঃ॥ ২ ॥ শ্রীতার্ক্ষ্য-উবাচ। ভবৎপ্রসাদাদ্বৈকুণ্ঠ ত্রৈলোক্যং সচরাচরং। ময়া বিলোকিতং সর্ব্বমুত্তমাধমমধ্যমং॥ ৩ ॥ ভূর্লোকাৎ সত্যপর্য্যন্তং পুরং যাম্যং বিনা প্রভো। ভূর্লোকঃ সর্ব্বলোকানাং প্রচুরঃ সর্ব্বজন্তুভিঃ॥ ৪ ॥ মানুষ্যং তত্র ভূতানাং ভুক্তিমুক্ত্যালয়ং শুভং। অতঃ সুকৃতিনাং লোকো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি॥ ৫ ॥ গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি ধন্যাস্তু যে ভারতভূমিভাগে। স্বর্গাপবর্গস্য ফলার্জ্জনায় ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ॥ ৬ ॥ মানুষত্বং লভেৎ কস্মাৎ মৃত্যুং প্রাপ্নোতি তৎ কথং। ম্রিয়তে কঃ সুরশ্রেষ্ঠ দেহমাশ্রিত্য কুত্রচিৎ॥ ৭ ॥ মৃতে ক যান্তীন্দ্রিয়াণি হ্যস্পৃশ্যঃ স কথং ভবেৎ। স্বকর্ম্মাণি কৃতানীহ কথং ভোক্তুং প্রসর্পতি॥ ৮ ॥ প্রসাদং কুরু মে মোহং ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ। বিনতাগর্ভসম্ভূতঃ কাশ্যপস্তব বাহনঃ॥ ৯ ॥ ইতি প্রোক্তবতো ভুক্তা কথয়স্ব যথাতথং। যমলোকে কথং যান্তি বিষ্ণুলোকে চ মানবাঃ। প্রেতমুক্তিপ্রদং মার্গং কথয়স্ব প্রসাদতঃ॥১০॥ শ্রীকৃষ্ণ-উবাচ। বৈনতেয় মহাভাগ শৃণু সর্ব্বং যথাতথং। প্রোক্তা কথয়তো যস্মাৎ সুহৃদস্তি ভবান্ মম॥ ১১ ॥ পরস্য যোষিতং হৃত্বা ব্রহ্মস্বমপহৃত্য বৈ। অরণ্যে নির্জ্জনে দেশে ভবন্তি

নারায়ণ, নরোত্তম নর, দেবী সরস্বতী ও ব্যাসদেবকে নমস্কার করিয়া জয়োচ্চারণ করিবে। ১। সুদৃঢ় ধর্ম্মমূলদ্বারা সম্বদ্ধ, পুরাণশাখাসম্পন্ন, বেদস্কন্ধ, ক্রতুকুসুমসুশোভিত ও মোক্ষফলসমন্বিত বিষ্ণুরূপ কল্পতরু জয়যুক্ত হউন। ২। গরুড় কহিলেন, হে বৈকুণ্ঠনাথ! আমি আপনার প্রসাদে উত্তম, মধ্যম ও অধম সচরাচর ত্রিভুবন অবলোকন করিয়াছি। ৩। ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক এই সপ্তলোকই পরিভ্রমণ করিয়াছি, কেবল যমলোক দর্শন করি নাই। ভূর্লোক সর্ব্ববিধ লোকের শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বপ্রকার জন্তুগণে পরিপূর্ণ। ৪। মনুষ্যলোক ভূতগণের ভোগ-মোক্ষপ্রদ শুভকর নিকেতন। এই মনুষ্যলোক হইতে সুকৃতিগণের পক্ষে শ্রেষ্ঠতর অন্যলোক ছিল না এবং হইবে না। ৫। দেবগণও এইরূপ গাথাগান করেন যে, যাহারা ভারত-ভূভাগে জন্মলাভ করিয়াছে, তাহারা ধন্য, যেহেতু নরগণ ভারতে জন্মলাভ করিয়া স্বর্গ ও অপবর্গরূপ ফললাভে সমর্থ হয়। ৬। হে দেবোত্তম! জীবগণ কিহেতু মনুষ্যত্বলাভ করে, কেনইবা মৃত্যুর অধীন হয় এবং কাহারই বা মৃত্যু হয় আর কেইবা কোন্ দেহধারণ করিয়া মৃত্যু ভজনা করে। ৭। জীবগণ মরিলে তাহাদের ইন্দ্রিয়সকল কোথায় যায়? কেনই বা মৃতদেহ অস্পৃশ্য হয় এবং জীবগণ নিজকৃত কর্ম্মভোগ করিবার নিমিত্ত কি হেতু কিপ্রকারে অবনীতলে আগমন করে। ৮। আমি বিনতার গর্ভসম্ভূত কশ্যপের তনয় এবং আপনার বাহন; অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার অজ্ঞান বিনাশ করুন। ৯। মানবগণ কি হেতু যমলোকে এবং কি হেতুই বা বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে? ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া প্রেতগণের মুক্তিপ্রদ মার্গ আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ১০। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে মহাভাগ বিনতানন্দন! যেহেতু তুমি আমার পরম সুহৃদ্; আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া যথাযথরূপে সমস্তই কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ১১। যাহারা পরনারী ও ব্রহ্মস্ব হরণ করে, সেই নরগণ

ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ॥ ১২ ॥ হীনজাতৌ প্রজায়ন্তে রত্নানামপহারকাঃ। যং যং কামমভিধ্যায়েৎ স তল্লিঙ্গোভিজায়তে ॥ ১৩ ॥ নৈনচ্ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥১৪॥ বাকুচক্ষুর্নাসিকে কর্ণৌ গুদৌ মূত্রপুরীষয়োঃ। অণ্ডজাদিকজন্তূনাং ছিদ্রাণ্যেতানি সর্ব্বশঃ ॥ ১৫ ॥ নাভেস্তু মূর্দ্ধপর্য্যন্তমূর্দ্ধ্বচ্ছিদ্রাণি চাষ্ট বৈ। সন্তঃ সুকৃতিনো মর্ত্ত্যা ঊর্দ্ধ্বচ্ছিদ্রেণ যান্তি তে ॥ ১৬ ॥ অধশ্ছিদ্রেণ যে যান্তি তে যান্তি বিগতিং নরাঃ। মৃতাহাদ্বার্ষিকং যাবদ্যথোক্তবিধিনা খগ ॥ ১৭ ॥ কার্য্যাণি সর্ব্বকর্ম্মাণি নির্দ্ধনৈরপি মানুষৈঃ ॥ ১৮ ॥ দেহে যত্র বসেজ্জন্তুস্তত্র ভুঙ্‌ক্তে শুভাশুভং। মনোবাক্কায়জং নিত্যং তত্র তত্র খগেশ্বর ॥ ১৯ ॥ মৃতঃ সুখমবাপ্নোতি মায়াপাশৈর্ন বধ্যতে। পাশবদ্ধনরস্ত্বেহ বিকর্ম্মণি মনো ভ্রমেৎ ॥ ২০ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকর্ম্মে সারোদ্ধারে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ-উবাচ। এবন্তে কথিতং তার্ক্ষ্য জীবিতস্য বিচেষ্টিতং। মনুষ্যাণাং হিতার্থায় প্রেতত্ত্ববিনিবৃত্তয়ে ॥ ১ ॥ চতুরশীতিলক্ষাণি চতুর্ভেদৈশ্চ জন্তবঃ। অণ্ডজাঃ স্বেদজাশ্চৈব হ্যুদ্ভিজ্জাশ্চ জরায়ুজাঃ ॥ ২ ॥ একবিংশতিলক্ষাণি হ্যণ্ডজাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। স্বেদজাশ্চ তথৈবোক্তা উদ্ভিজ্জাশ্চ ক্রমেণ তু ॥ ৩ ॥ জরায়ুজাস্তথা সংখ্যা মানুষাদ্যাঃ প্রচক্ষতে। সর্ব্বেষামেব জন্তূনাং মানুষত্বং হি দুর্লভং ॥ ৪ ॥ পঞ্চেন্দ্রিয়নিধানস্তু বহুপুণ্যৈরবাপ্যতে। ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তৎপরজাতয়ঃ ॥ ৫ ॥ রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ। কৈবর্ত্তভেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতাশ্চান্ত্যজাতয়ঃ ॥ ৬ ॥ ম্লেচ্ছতুম্ববিভেদেন জাতিভেদাস্ত্রয়োদশ। জন্তূনামিহ সর্ব্বেষাং ভেদাশ্চৈব সহস্রশঃ ॥ ৭ ॥ আহারো মৈথুনং নিদ্রা ভয়ং ক্রোধস্তথৈব চ। সর্ব্বেষামেব জন্তূনাং বিবেকো দুর্লভঃ পরঃ ॥ ৮ ॥

নির্জ্জন অরণ্যপ্রদেশে ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ১২। রত্নাপহারক নরগণ হীনজাতিতে জন্মগ্রহণ করে এবং যে যে কামধ্যান করে, সে তল্লিঙ্গ হইয়া উৎপন্ন হয়। ১৩। অস্ত্রসকল ইহাকে ছেদন করে না, অগ্নি ইহাকে দাহন করে না, জল ইহাকে বিক্লিন্ন করে না, মারুত ইহাকে শোষণ করে না। ১৪। অণ্ডজাদি জীবসমূহের শরীরে বাক্, চক্ষুর্দ্বয়, নাসিকাদ্বয়, শ্রবণ যুগল ও মূত্রপুরীষের দ্বারদ্বয়, এইসকল ছিদ্র বিদ্যমান আছে। ১৫। নাভির ঊর্দ্ধে মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত অষ্ট ছিদ্র আছে। সুকৃতি সজ্জন মানবগণের জীবাত্মা ঐ ঊর্দ্ধছিদ্রদ্বারা প্রয়াণ করিয়া থাকে। ১৬। যাহারা অধশ্ছিদ্রে গমন করে, তাহারা সদ্গতিলাভে সমর্থ হয় না। হে খগ! মৃতাহ হইতে একবর্ষ পর্য্যন্ত যথোক্ত বিধি অনুসারে নির্ধন মানবগণও প্রেতের সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিবে। ১৭—১৮। হে খগেশ্বর! জন্তুগণ যে দেহে বাস করে, তাহাতেই বাঙ্মনঃকায়জ শুভাশুভ কর্ম্মফল সমুদায় সেই সেই স্থানে নিয়তই ভোগ করিয়া থাকে। ১৯। মায়াপাশে বদ্ধ না হইলেই মৃতজীব সুখলাভে সমর্থ হয়। পাশবদ্ধ নরগণের মন এই সংসারে নিন্দিত কর্ম্মে ভ্রমণ করিতে থাকে। ২০।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে তার্ক্ষ্য! আমি তোমার নিকট মানবগণের হিতের নিমিত্ত এবং প্রেতত্ব নিবৃত্তির নিমিত্ত জীবগণের কার্য্য কীর্ত্তন করিলাম। ১। জন্তুগণ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ এই চারি প্রকারে বিভক্ত হইয়া চতুরশীতিলক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া থাকে। ২। অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, জরায়ুজ ইহারা প্রত্যেক যোনিতে একবিংশতিলক্ষবার জন্মগ্রহণ করে। মানুষাদি জন্তুগণই জরায়ুজ। সকল প্রকার জন্তুর মধ্যে মনুষ্যজন্মই দুর্লভ। ৩—৪। জীবগণ বহুতর পুণ্যে পঞ্চেন্দ্রিয়নিধান মনুষ্যত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়। মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিপ্রকার জাতি আছে, তদ্ভিন্ন অন্ত্যজাতি মনুষ্যও অনেক দেখা যায়। ৫। রজক, চর্ম্মকার, নট, সূত্রধর, কৈবর্ত্ত, ব্যাধ ও ভিল এই সপ্তপ্রকার মনুষ্য অন্ত্যমধ্যে পরিগণিত হয়। ৬। ম্লেচ্ছতুম্বপ্রভেদে ত্রয়োদশ প্রকার জাতি আছে, ইহলোকে জন্তুগণের সহস্র সহস্র প্রভেদ দৃষ্ট হয়। ৭। আহার, মৈথুন, নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ, এই সকল সর্ব্ববিধ জীবগণের সমান, কিন্তু বিবেক সকলের পক্ষেই অত্যন্ত দুর্লভ। ৮।

একপাদাদিরূপৈশ্চ দশভেদা হি মানবাঃ। কৃষ্ণসারমৃগো যত্র ধর্ম্মদেশঃ স উচ্যতে ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মাদ্যা দেবতাঃ সর্ব্বে মুনয়ঃ পিতরঃ খগ। ধর্ম্মঃ সত্যঞ্চ বিদ্যা চ তত্র তিষ্ঠন্তি সর্ব্বদা ॥ ১০ ॥ ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাম্মতি-জীবিনঃ। বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ। কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ১২ ॥ মানুষ্যং যঃ সমাসাদ্য স্বর্গমোক্ষপ্রসাধকং। দ্বয়োর্ন সাধয়েদেকং তেনাত্মা বঞ্চিতো ধ্রুবং ॥ ১৩ ॥ ইচ্ছতি শতী সহস্রং সহস্রী লক্ষমীহতে। কর্ত্তুং লক্ষাধিপতীরাজ্যং রাজ্যেপি সকল-চক্রবর্ত্তিত্বং ॥ ১৪ ॥ চক্রধরোপি সুরত্বং সুরত্বলাভে সকল-সুরপতিং। ভবিতুং সুরপতিরূর্দ্ধগতিত্বং তথাপি ন নিবর্ত্ততে তৃষ্ণা ॥ ১৫ ॥ তৃষ্ণয়া চাভিভূতস্তু নরকং প্রতি-পদ্যতে। তৃষ্ণামুক্তাস্তু যে কেচিৎ স্বর্গবাসং লভন্তি তে ॥ ১৬ ॥ আত্মাধীনঃ পুমান্ লোকে সুখী ভবতি নিশ্চিতং। শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ তদ্গুণাঃ। তথা চ বিষয়াধীনো দুঃখী ভবতি নিশ্চিতং ॥ ১৭ ॥ কুরঙ্গমাতঙ্গ-পতঙ্গভৃঙ্গমীনাহতঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ। একঃ প্রমাদী স কথং ন হন্যতে যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ ॥ ১৮ ॥ পিতৃমাতৃময়ো বাল্যে যৌবনে দয়িতাময়ঃ। পুত্রপৌত্র-ময়ঃ পশ্চান্মূঢ়ো নাত্মময়ঃ ক্বচিৎ ॥ ১৯ ॥ লোহদারুময়ৈঃ পাশৈঃ পুমান্ বদ্ধো বিমুচ্যতে। পুত্রদারময়ৈঃ পাশৈ-র্বদ্ধো নৈব প্রমুচ্যতে ॥ ২০ ॥ মৃত্যোর্ন মুচ্যতে মূঢ়ো বালো বৃদ্ধো যুবাপি বা। সুখদুঃখাধিকো বাপি পুন-রায়াতি যাতি চ ॥ ২১ ॥ একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে। একো হি ভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এব চ দুষ্কৃতং ॥ ২২ ॥ সর্ব্বেষাং পশ্যতামেব মৃতঃ সর্ব্বং জহাতি চ। মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্টসমন্বিতং ॥ ২৩ ॥ বান্ধবা বিমুখা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি। গৃহেষ্বর্থা নিব-

---

একপাদাদি ভেদে মানবগণ দশবিধ। যে স্থানে কৃষ্ণসারমৃগ স্বভাবতই জন্মগ্রহণ করে, তাহাই ধর্ম্মাচরণের প্রশস্ত স্থান। ৯। হে খগ! ব্রহ্মাদি দেবগণ, মুনিগণ, পিতৃগণ, ধর্ম্ম, সত্য ও বিদ্যা এই সকলই সর্ব্বদা তথায় অবস্থান করে। ১০। ভূতগণের মধ্যে প্রাণিগণ শ্রেষ্ঠ, প্রাণিগণের মধ্যে বুদ্ধিজীবিগণ শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান্-গণের মধ্যে নরগণ শ্রেষ্ঠ এবং নরগণের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ শ্রেষ্ঠ। ১১। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিদ্বদ্গণ, বিদ্বদ্গণের মধ্যে কৃতবুদ্ধি ব্যক্তিগণ, কৃতবুদ্ধিগণের মধ্যে ক্রিয়াশীলগণ, ক্রিয়াশীলগণের মধ্যে ব্রহ্মবাদিগণ শ্রেষ্ঠ জানিও। ১২। স্বর্গমোক্ষপ্রদ নরত্বলাভ করিয়া যে ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে একটীর সাধন না করে, সে নিশ্চয়ই আত্মাকে বঞ্চিত করে সন্দেহ নাই। ১৩। শতসুবর্ণ-শালী ব্যক্তি সহস্র সুবর্ণ, সহস্রী লক্ষসুবর্ণ, লক্ষাধিপতি রাজ্য লাভের বাসনা করেন, রাজ্যলাভেও সকলচক্রবর্ত্তিত্ব অর্থাৎ সাম্রাজ্য, চক্রবর্ত্তিত্বলাভেও দেবত্ব, দেবত্বলাভেও সকল-সুর-পতিত্বলাভের বাসনা হয়। সুরপতিও আবার উর্দ্ধগতিত্ব লাভের অভিলাষ করেন, তথাপি তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় না। ১৪—১৫। তৃষ্ণাভিভূত মানব নরক প্রাপ্ত হয়। যাহারা তৃষ্ণা হইতে মুক্ত হইয়াছে, তাহারা স্বর্গবাস লাভ করে। ১৬। আত্মা-ধীন পুরুষ নিশ্চয়ই ইহলোকে সুখলাভ করে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই সকল সেই পঞ্চভূতের গুণ। সেই স্পর্শাদি বিষয়া-ধীন মানব নিশ্চয়ই দুঃখভোগ করে। ১৭। কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পতঙ্গ, ভৃঙ্গ ও মীন এই পঞ্চই পঞ্চদ্বারা হত হয়। এক প্রমাদী ব্যক্তি যদি পঞ্চভূতময় শরীরদ্বারা রূপরসাদি পঞ্চের সেবা করে, তবে সে কেন না হত হইবে? ১৮। জন্তুগণ বাল্যকালে পিতৃ-মাতৃময় অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে পিতামাতার অধীন থাকে, এইরূপে যৌবনে প্রিয়াতে এবং বার্দ্ধক্যে পুত্র-পৌত্রে অনুরক্ত থাকে, তবে মূঢ়গণ কখন আত্মময় হইবে। ১৯। লৌহদারুময় পাশবদ্ধ পুরুষ বিমুক্ত হইতে পারে, কিন্তু পুত্রদারাময়পাশবদ্ধ পুরুষ কদাপি মুক্ত হইতে পারে না। ২০। কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ কেহই মৃত্যুপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না, তাহারা পুনঃপুনঃ আগমন ও গমন করিয়া থাকে। ২১। একটি জন্তু জন্মগ্রহণ করে, অন্য একটি মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়, একটি সুকৃতি ও অপরটি দুষ্কৃতিভোগ করিয়া থাকে। ২২। সকলে দর্শন করিতেছেন যে, মৃত ব্যক্তি সকলকেই পরিত্যাগ করিতেছে। বন্ধুবান্ধবগণ কাষ্ঠলোষ্ট্রসমন্বিত মৃত শরীরকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পরাঙ্মুখ হইয়া গমন করে; কেবল ধর্ম্মই তাহার অনুগমন করেন। মানবের জীবাত্মা যখন দেহপরিহার করিল,

র্ত্তন্তে শ্মশানে মিত্রবান্ধবাঃ ॥২৪॥ শরীরং বহ্নিরাদত্তে সুকৃতং দুষ্কৃতং ব্রজেৎ। শরীরং বহ্নিনা দগ্ধং কৃতং কর্ম্ম সহ স্থিতং ॥ ২৫ ॥ শুভম্বা যদি বা পাপং ভুঙ্‌ক্তে সর্ব্বত্র মানবঃ। অনস্তমিত আদিত্যে ন দত্তঞ্চার্থিনাং ॥ ২৬ ॥ ন জানামীতি তাদ্দত্তং প্রাতঃ কস্য ভবিষ্যতি। রোরবীতি ধনন্তস্য কো মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি ॥ ২৭ ॥ ন দত্তং দ্বিজমুখ্যানাং নাগ্নৌ তীর্থে সুহৃজ্জনে। পূর্ব্বজন্মকৃতাৎ পুণ্যাৎ যল্লব্ধং বহু চাল্পকং ॥ ২৮ ॥ তদীদৃশং পরিজ্ঞায় ধর্ম্মার্থে দীয়তে ধনং। ধনেন ধার্য্যতে ধর্ম্মঃ শ্রদ্ধাযুক্তেন চেতসা ॥ ২৯ ॥ শ্রদ্ধাবিহীনো ধর্ম্মস্তু নেহামুত্র চ বৃদ্ধিভ কৃ। ধর্ম্মাৎ সঞ্জায়তে হ্যর্থো ধর্ম্মাৎ কামোভিজায়তে ॥ ৩০ ॥ ধর্ম্ম এবাপবর্গায় তস্মাদ্ধর্ম্মং সমাচরেৎ। শ্রদ্ধয়া ধার্য্যতে ধর্ম্মো বহুভির্নার্থরাশিভিঃ ॥ ৩১ ॥ অকিঞ্চনা হি মুনয়ঃ শ্রদ্ধাবন্তো দিবঙ্গতাঃ। অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ। অসদিত্যুচ্যতে পক্ষিন্ প্রেত্য নেহ ন তৎফলং ॥ ৩২ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে সারোদ্ধারে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীগরুড় উবাচ। কর্ম্মণা কেন দেবেশ প্রেতত্বং নৈব জায়তে। পৃথিব্যাং সর্ব্বজন্তূনাং তন্মে ব্রূহি সুরেশ্বর ॥ ১ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। শৃণু বক্ষ্যামি সঙ্ক্ষেপাৎ ক্রিয়াস্ক্রৈবৌর্দ্ধদেহিকীং। স্বহস্তেনৈব সা কার্য্যা মোক্ষকামৈস্তু মানবৈঃ ॥ ২ ॥ স্ত্রীণামপি বিশেষেণ পঞ্চবর্ষাধিকে শিশৌ। বৃষোৎসর্গাদিকং কর্ম্ম প্রেতত্ববিনিবৃত্তয়ে ॥৩॥ বৃষোৎসর্গাদৃতে নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি মহীতলে। জীবন্ বাপি মৃতো বাপি বৃষোৎসর্গং করোতি যঃ। প্রেতত্বং ন ভবেত্তস্য বিনা দানৈর্ব্বিনা মখৈঃ ॥ ৪ ॥ গরুড় উবাচ। কস্মিন্ কালে বৃষোৎসর্গং জীবন্ বাপি মৃতোপি বা।

তখন তাহার ধন গৃহমধ্যেই অবস্থিত রহিল, মিত্র-বান্ধবগণ শ্মশানে অবস্থিত রহিলেন। ২৩—২৪। জীবাত্মা দেহপরিত্যাগ করিলে বহ্নি শরীরগ্রহণ করে এবং সুকৃত ও দুষ্কৃত ইহারা তাহার সঙ্গেই অবস্থিত থাকে। ২৫। মানবগণ সর্ব্বত্রই পাপ বা পুণ্যের ফলভোগ করে। সূর্য্য যখন অস্তমিত হন নাই, তখন যে যাচককে ধনদান করে নাই, তাহার সেই ধন পুনঃপুনঃ কহিতে থাকে যে, প্রাতঃকালে কে আমার স্বামী হইবে, তাহা আমি জানি না। ২৬—২৭। আমি পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্যবলে অল্প বা বহু যে কিছু ধনলাভ করিয়াছি, তাহা দ্বিজগণকে দান করি নাই, হোমাদি কার্য্যে ও তীর্থপর্য্যটনে ব্যয় করি নাই অথবা সুহৃজ্জনকে দান করি নাই, এইরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া সুধীগণ সেই উপার্জ্জিত ধন ধর্ম্মার্থে বিসর্জ্জন করিবেন। শ্রদ্ধাযুক্ত মানসে ধনদান করিলে ধর্ম্ম অবিচলিত থাকে। ২৮—২৯। শ্রদ্ধাবিহীন ধর্ম্ম ইহলোকে বৃদ্ধি পাইতে সমর্থ হয় না; যেহেতু ধর্ম্ম হইতে অর্থ ও অর্থ হইতে কামলাভ হয়। ৩০। ধর্ম্মই অপবর্গের কারণ হয়, অতএব নিয়তই ধর্ম্মাচরণ করিবে। বহুতর অর্থরাশিদ্বারাও ধর্ম্ম হইতে পারে না, কেবল একমাত্র শ্রদ্ধাদ্বারাই ধর্ম্ম অবিচলিত থাকে। ৩১। দেখ, অকিঞ্চন মুনিগণ শ্রদ্ধাবান্ বলিয়া স্বর্গগামী হইয়া থাকেন। অশ্রদ্ধায় যে আহুতি প্রদান করা যায়, যে দান করা যায় ও তপস্যা করা যায়, তৎ সমস্তই অসৎ জানিবে। হে পক্ষিন্! ইহলোকে ও পরলোকে তাহার ফললাভ হয় না ৩২।

তৃতীয় অধ্যায়।

গরুড় কহিলেন, হে সুরেশ্বর! অবনীতলে কোন্ কর্ম্মদ্বারা সর্ব্ববিধ জন্তুগণের প্রেতত্ব হয় না, তাহা কীর্ত্তন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন। ১। ভগবান্ কহিলেন, আমি তোমার নিকট ঔর্দ্ধদৈহিকী ক্রিয়া সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিব শ্রবণ কর। ঐ প্রেতত্ব-পরিহারকামী মনুষ্য ক্রিয়া স্বহস্তে নির্ব্বাহ করিবে। ২। স্ত্রীগণেরও পঞ্চবর্ষাধিক বয়স্ক বালকের প্রেতত্বমুক্তির নিমিত্ত বিশেষরূপে বৃষোৎসর্গাদি ক্রিয়া করিবে। ৩। বৃষোৎসর্গ ব্যতিরেকে অবনীতলে অন্য কোন উৎকৃষ্ট ক্রিয়া নাই, যাহাদ্বারা প্রেতত্ব পরিহার হইতে পারে। বাঁচিয়া থাকিয়া যে বৃষোৎসর্গ করে অথবা মৃত্যু হইলে যাহার উদ্দেশে বৃষোৎসর্গ হয়, দান-যজ্ঞাদি না করিলেও তাহাদের প্রেতত্ব পরিহার হয়। ৪। গরুড় কহিলেন, হে সুরবরশ্রেষ্ঠ মধুসূদন! জীবিত মানব স্বীয় প্রেতত্বনিবৃত্তির

কুর্য্যাৎ সুরবরশ্রেষ্ঠ ব্রূহি মে মধুসূদন। কিং ফলন্তু ভবেজ্জন্তোঃ কৃতৈঃ শ্রাদ্ধৈস্তু ষোড়শৈঃ ॥ ৫ ॥ শ্রীকৃষ্ণ-উবাচ। অকৃত্বা তু বৃষোৎসর্গং কুরুতে পিণ্ডপাতনং। নোপতিষ্ঠতি তচ্ছ্রেয়ো দত্তং প্রেতস্য নিষ্ফলং ॥ ৬ ॥ একাদশাহে প্রেতস্য যস্য নোৎসৃজ্যতে বৃষঃ। প্রেতত্বং সুস্থিরং তস্য দত্তৈঃ শ্রাদ্ধশতৈরপি ॥ ৭ ॥ গরুড় উবাচ। পুত্রা যস্য ন বিদ্যন্তে ন মাতা ন চ বান্ধবাঃ। ন পত্নী ন চ ভর্ত্তা চ কথং স্যাদৌর্দ্ধদেহিকং ॥ ৮ ॥ কেন মুক্তিং প্রপদ্যন্তে নরা নার্য্যো গতাপদঃ। এতন্মে সংশয়ং দেব ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ ॥ ৯ ॥ শ্রীকৃষ্ণ-উবাচ। অপুত্রস্য গতির্নাস্তি স্বর্গো নৈব চ নৈব চ। যেন কেনাপ্যুপায়েন পুত্রস্য জননঙ্করেৎ ॥ ১০ ॥ সপুত্রো বা হ্যপুত্রো বা নরো নারী পতিস্তথা। জীবন্নেব স্বয়ং কুর্য্যান্মৃতো হ্যক্ষয়মাপ্নুয়াৎ ॥ ১১ ॥ যানি কানি চ দানানি স্বয়ং দত্তানি মানবৈঃ। তানি তানি চ সর্ব্বাণি হ্যুপতিষ্ঠন্তি চাগ্রতঃ ॥ ১২ ॥ ব্যঞ্জনানি বিচিত্রাণি ভক্ষ্যভোজ্যানি যানি চ। স্বয়ং হস্তেন দত্তানি দেহান্তে চাক্ষয়ং ফলং ॥ ১৩ ॥ গোভূহিরণ্যবাসাংসি ভোজনানি পদানি চ। যত্র যত্র বসেজ্জন্তুস্তত্র তত্রোপতিষ্ঠতি ॥ ১৪ ॥ যাবৎ স্বাস্থ্যং শরীরস্য তাবদ্ধর্ম্মং সমাচরেৎ। অস্বস্থঃ প্রেরিতশ্চান্যৈর্ন কিঞ্চিৎকর্ত্তুমুৎসহেৎ ॥ ১৫ ॥ যাবত্তস্য মৃতস্যেহ ন ভূতং চৌর্দ্ধদেহিকং। বায়ুভূতঃ ক্ষুধাবিষ্টো ভ্রমতে চ দিবানিশং ॥ ১৬ ॥ কৃমিকীটপতঙ্গো বা জায়তে ম্রিয়তেঽপি সঃ। অসদ্গর্ভে বসেৎ সোপি জাতঃ সদ্যো বিনশ্যতি ॥১৭॥ যাবৎ স্বস্থমিদং শরীরমরুজং যাবজ্জরা দূরতো যাবচ্চেন্দ্রিয়শক্তিরপ্রতিহতা যাবৎ ক্ষয়ো নায়ুষঃ। আত্মশ্রেয়সি তাবদেব বিদুষা কার্য্যঃ প্রযত্নো মহান্ সংদীপ্তে ভবনে হি কূপখননপ্রত্যুদ্যমঃ কীদৃশঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীগরুড়পুরাণে প্রেতকল্পে ঔর্দ্ধদেহিকো নাম তৃতীয়োধ্যায়ঃ ॥

নিমিত্ত কোন্‌কালে এবং মৃতমানবের প্রেতত্ব পরিহারার্থে কোন্ সময়ে বৃষোৎসর্গ করিবে এবং ষোড়শশ্রাদ্ধ করিলে জন্তুগণ কি ফললাভ করে, তাহা আমাকে বলুন। ৫। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, বৃষোৎসর্গ না করিয়া প্রেতের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলে তাহাতে কোন ফল হয় না এবং প্রদত্ত পিণ্ডও প্রেতের পক্ষে নিষ্ফল হয়। ৬। মরণের পর একাদশাহে যাহার বৃষোৎসর্গ হয় না, শত শত শ্রাদ্ধ করিলেও তাহার প্রেতত্ব সুস্থির থাকে। ৭। গরুড় কহিলেন, যাহার পুত্র নাই, মাতা নাই, বান্ধব নাই, পত্নী নাই, ভর্ত্তা নাই, তাহার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য কিপ্রকারে সম্পন্ন হইতে পারে। ৮। আপদ্‌গ্রস্ত নর ও নারী কিপ্রকারে প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হইবে? হে দেব! আপনি আমার এই সংশয় নিঃশেষরূপে ছেদন করুন। ৯। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, অপুত্রের গতি নাই, তাহার স্বর্গ হয় না; অতএব যে কোন উপায়ে পুত্রোৎপাদন করিবে। ১০। অপুত্র, সপুত্র নর, নারী অথবা পতি আপনার জীবনকালে স্বয়ং বৃষোৎসর্গক্রিয়া করিবে, এইরূপ করিলে মৃত হইয়া নিশ্চয়ই ফলপ্রাপ্ত হইবে। ১১। মানবগণ স্বয়ং অথবা প্রেতের উদ্দেশে যে কোন দানদ্রব্য প্রদান করিয়াছে, তৎ সমস্তই মৃতের অগ্রে উপনীত হয়। ১২। বিবিধ ব্যঞ্জন, ভক্ষ্য, ভোজ্য যাহা কিছু স্বহস্তে দান করিয়াছে, মরণান্তে তাহার অক্ষয়ফল ভোগ করিতে পারে। ১৩। গো, ভূমি, হিরণ্য, বস্ত্র, ভোজন ও আসন এই সকল দান করিলে জন্তুগণ যে যে স্থানে বাস করে, সেই সেই স্থানে স্বয়ং উপস্থিত হয়। ১৪। যেপর্য্যন্ত শরীরের স্বাস্থ্য বর্ত্তমান থাকে, তাবৎপর্য্যন্ত ধর্ম্মাচরণ করিবে, শরীর অসুস্থ হইলে অপরের অধীন হইতে হয়; তখন অন্যকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কোন কার্য্য করিতে উৎসাহ হয় না। ১৫। যাবৎ মৃতজীবের ইহলোকে ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য হয় না, তাবৎ সেও ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া দিবানিশি বায়ুরূপে ভ্রমণ করিতে থাকে। ১৬। মৃতের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া না হইলে সেই জীব কখন কৃমি, কখন কীট, কখন পতঙ্গ হইয়া উৎপন্ন হয় এবং অল্পকালেই মৃত্যু লাভ করে এবং কখন অসৎগর্ভে বাস করিয়া জন্মমাত্রই বিনাশ পায়। ১৭। যাবৎ এই শরীর সুস্থ ও নীরোগ থাকে, যাবৎ জরা দূরে অবস্থান করে, যাবৎ ইন্দ্রিয়গণের শক্তি অপ্রতিহত থাকে, যাবৎ আয়ুর ক্ষয় না হয়, বিদ্বান্‌গণ তাবৎকালই আত্মকল্যাণের নিমিত্ত মহা প্রযত্ন করিবেন। প্রদীপ্ত ভবনমধ্যে কি কখনও কেহ কূপখননের উদ্যম করে? ১৮।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

গরুড়-উবাচ। স্বহস্তেঃ কিং ফলং দেব পরহস্তৈশ্চ তদ্বদ। স্বস্থাবস্থৈরসংজ্ঞৈর্ব্বা বিধিহীনমথাপি বা॥ ১॥ শ্রীকৃষ্ণ-উবাচ। একা গৌ স্বস্থচিত্তস্য হ্যস্বস্থস্য চ গোশতং। সহস্রং ম্রিয়মাণস্য দত্তং চিত্তবিবর্জ্জিতং॥২॥ মৃতস্যৈব পুনর্লক্ষং বিধিহীনঞ্চ নিস্ফলং। তীর্থপাত্রসমাযোগাদেকা বৈ লক্ষপুণ্যদা॥৩॥ পাত্রে দত্তং খগশ্রেষ্ঠ হ্যহন্যহনি বর্দ্ধতে। দাতুর্দ্দানমপাপায় জ্ঞানিনাং ন প্রতিগ্রহঃ। বিষশীতাপহৌ মন্ত্রং বহ্নিঃ কিং দোষভাজিনৌ॥ ৪॥ দাতব্যং প্রত্যহং পাত্রে নিমিত্তেষু বিশেষতঃ। নাপাত্রে বিদুষা কিঞ্চিদাত্মনঃ শ্রেয়ইচ্ছতা॥৫॥ অপাত্রে সা চ গৌর্দ্দত্তা দাতারং নরকং নয়েৎ। কুলৈকবিংশতিযুতং গৃহীতারঞ্চ পাতয়েৎ। দেহান্তরং যদাবাপ্য স্বহস্তসুকৃতঞ্চ যৎ॥ ৬॥ ধনং ভূমিগতং যদ্বৎ স্বহস্তেন নিবেশিতং। তদ্বৎ ফলমবাপ্নোতি হ্যহং বচ্মি খগেশ্বর॥৭॥ অপুত্রোঽপি বিশেষেণ ক্রিয়াঞ্চৈবৌর্দ্ধদেহিকীং। প্রকুর্য্যান্মোক্ষকামশ্চ নির্দ্ধনশ্চ বিশেষতঃ॥ ৮॥ স্বল্পেনাপি হি বিত্তেন স্বয়ং হস্তেন যৎ কৃতং। অক্ষয়ং যাতি তৎ সর্ব্বং যথাজ্যঞ্চ হুতাশনে॥ ৯॥ একা একস্য দাতব্যা শয্যা কন্যা পয়স্বিনী। সা বিক্রীতা বিভক্তা বা দহত্যাসপ্তমং কুলং॥ ১০॥ তস্মাৎ সর্ব্বং প্রকুর্ব্বীত চঞ্চলে জীবিতে সতি। গৃহীতদানপাথেয়ঃ সুখং যাতি মহাধ্বনি॥ ১১॥ অন্যথা ক্লিশ্যতে জন্তুঃ পাথেয়রহিতঃ পথি। এবং জ্ঞাত্বা খগশ্রেষ্ঠ বৃষযজ্ঞং সমাচরেৎ॥ ১২॥ অকৃত্বা ম্রিয়তে যস্তু সপুত্রোঽপি ন মুক্তিভাক্। অপুত্রোঽপি হি যঃ কুর্য্যাৎ সুখং যাতি মহাপথে॥১৩॥ অগ্নিহোত্রাদিভির্যজ্ঞৈর্দ্দানৈশ্চ বিবিধৈরপি। ন তাঙ্গতিমবাপ্নোতি বৃষোৎসর্গেণ যা ভবেৎ॥ ১৪॥ সর্ব্বেষামেব যজ্ঞানাং বৃষযজ্ঞস্তথোত্তমঃ।

চতুর্থ অধ্যায়।

গরুড় কহিলেন, হে দেব! স্বহস্তে শ্রাদ্ধদানের কি ফল, পরহস্তেরই বা ফল কিরূপ, স্বস্থাবস্থ বা অবস্থাবস্থ অজ্ঞানীর দানে কি কি ফলভেদ হয় এবং বিধিহীন দানেই বা কিরূপ ফল হয়, এই সমস্ত কীর্ত্তন করুন। ১। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, স্বস্থের এক গোদান, অস্বস্থের শত ও ম্রিয়মাণ অজ্ঞানীর সহস্র গোদানের এবং মৃতের লক্ষ গোদানের সমান। বিধিহীন দান নিষ্ফল। তীর্থে ও সৎপাত্রে এক গোদান করিলে লক্ষগুণ পুণ্য লাভ হয়। ২—৩। হে খগশ্রেষ্ঠ! সৎপাত্রে প্রদানের ফল দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পাপশুদ্ধির নিমিত্ত দাতা ব্যক্তি দান করিয়া থাকেন, জ্ঞানীগণ ঐ প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করিলে প্রতিগ্রহজনিত পাপভাগী হয় না। মন্ত্র বিষ বিনাশ করে, বহ্নি শীত বিনাশ করে, তাহাতে মন্ত্র ও বিষ ইহারা কখন দোষভাগী হয় না। ৪। দাতা ব্যক্তি প্রত্যহ সৎপাত্রে বিশেষত অক্ষয়াদি পুণ্যপ্রদ দিবসে দান করিবে। আত্মহিতাকাঙ্ক্ষী বুধগণ কখনও অপাত্রে কিছু দান করিবেন না। ৫। অপাত্রে গোদান করিলে ঐ গো, দাতা এবং গৃহীতাকে একবিংশতি কুলের সহিত নরকে পাতিত করিয়া রাখে এবং দাতা দেহান্তরপ্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং যে কিছু সুকৃতিসঞ্চয় করে, তাহাও বিনষ্ট করিয়া থাকে। ৬। স্বহস্তে ধনভূমি নিহিত করিলে যে ফল, অপাত্রে ধনদ ব্যক্তিও সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হয়। হে খগেশ্বর! আমি তোমাকে এই যথার্থ তত্ত্ব কহিলাম। ৭। অপুত্রক বিশেষতঃ প্রেতত্বমোক্ষকামী নির্দ্ধন ব্যক্তি স্বয়ং জীবদবস্থায় ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া করিবে, তাহা হইলে মরণান্তে তাহার প্রেতত্ব পরিহার হয়। ৮। যেমন অগ্নিতে কিঞ্চিন্মাত্র আজ্যাহুতি প্রদান করিলে তাহা সমধিক ফলপ্রদ হয়, সেইরূপ অল্পবিত্তদ্বারাও স্বহস্তে সৎকার্য্য করিলে তাহা অক্ষয়ফল প্রদান করে। ৯। শয্যা, কন্যা ও পয়স্বিনী, ইহাদিগের এক একটি এক এক জনকে দান করা কর্ত্তব্য, ইহাদের মধ্যে একটি বিক্রীতা বা বিভক্তা হইলে সপ্তমকুলপর্য্যন্ত দাহন করিয়া থাকে। ১০। সকলেরই জীবন চঞ্চল, অতএব দানাদি সৎকার্য্য করিবে। ঐ দানাদিজনিত পাথেয় গ্রহণ করিয়া মহাপথে গমন করিতে পারে অর্থাৎ পুণ্য সম্বল থাকিলে পরলোকগমনে কোন ক্লেশ হইতে পারে না। ১১। জন্তুগণ পাথেয়বর্জ্জিত হইয়া গমন করিলে ক্লেশ পায়। হে খগেশ্বর! এইরূপ জানিয়া নরগণ বৃষযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। ১২। বৃষোৎসর্গ ক্রিয়া না করিয়া যাহার মৃত্যু হয়, সে সপুত্র হইলেও প্রেতত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না। আর অপুত্র হইয়াও যে ক্রিয়া করে, সে মহাপথে সুখে গমন করে। ১৩। বৃষোৎসর্গদ্বারা যেরূপ সদ্গতি লাভ হয়, অগ্নিহোত্রাদি বিবিধ যজ্ঞ ও দানদ্বারা সেইরূপ গতি লাভ

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বৃষযজ্ঞং সমাচরেৎ ॥১৫॥ গরুড়-উবাচ। কথয়স্ব প্রসাদেন বৃষ যজ্ঞক্রিয়াস্তথা। কস্মিন্ কালে তিথৌ কস্যাং বিধিনা কেন তদ্ভবেৎ। কৃত্বা কিং ফলমাপ্নোতি হেতন্মে বদ সাম্প্রতং ॥ ১৬ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। কার্ত্তিকাদিষু মাসেষু হ্যুত্তরায়ণগে রবৌ। শুক্লপক্ষে তথা কৃষ্ণে দ্বাদশ্যাদি শুভে তিথৌ। শুভে লগ্নে মুহূর্ত্তে বা শুচৌ দেশে সমাহিতঃ ॥ ১৭ ॥ ব্রাহ্মণস্তু সমাহূয় বিধিজ্ঞং শুভলক্ষণং। জপহোমৈস্তথা দানৈঃ প্রকুর্য্যাদ্দেহশোধনং ॥১৮॥ পুণ্যেহ্নি শুভনক্ষত্রে গ্রহান্ দেবান্ সমর্চ্চয়েৎ। হোমং কুর্য্যাদ্‌যথাশক্তিমন্ত্রৈশ্চ বিবিধৈঃ শুভৈঃ ॥ ১৯ ॥ গ্রহাণাং স্থাপনং কুর্য্যাৎ পূজনঞ্চ খগেশ্বর। মাতৃণাং পূজনং কুর্য্যাদ্বসোর্দ্ধারাঞ্চ কারয়েৎ ॥ ২০ ॥ বহ্নিং সংস্থাপ্য তত্রৈব পূর্ণহোমঞ্চ কারয়েৎ। শালগ্রামঞ্চ সংস্থাপ্য বৈষ্ণবং শ্রাদ্ধমাচরেৎ ॥ ২১ ॥ বৃষং সম্পূজ্য তত্রৈব বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ। চতস্রো বৎসতর্য্যস্তাঃ পূর্ব্বং সমধিবাসয়েৎ ॥ ২২ ॥ প্রদক্ষিণাং প্রকুর্ব্বীত হোমান্তে তু বিসর্জ্জয়েৎ। ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য হ্যুত্তরাভিমুখং স্থিতঃ ॥ ২৩ ॥ ধর্ম্মস্ত্বং বৃষরূপেণ ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা। বৃষোৎসর্গপ্রভাবেন মামুদ্ধর ভবার্ণবাৎ ॥ ২৪ ॥ অনেনৈব বৃষোৎসর্গং রুদ্রকুম্ভোদকেন তু। দর্ভমূলে ঘটং স্থাপ্য উদকং শিরসি ন্যসেৎ ॥ ২৫ ॥ অভিষিচ্য শুভৈর্ম্মন্ত্রৈঃ পাবনৈর্ব্বিধিপূর্ব্বকং। তেন ক্রীড়েতি মন্ত্রেণ বৃষোৎসর্গে কৃতে সতি ॥ ২৬ ॥ আত্মশ্রাদ্ধং ততঃ কুর্য্যাৎ দত্ত্বা চান্নং দ্বিজোত্তমে। উদকে চৈব গন্তব্যং জলং তত্র প্রদাপয়েৎ ॥ ২৭ ॥ যদিষ্টং জীবিতস্যাসীৎ তদ্দদ্যাচ্চ স্বশক্তিতঃ। সুতৃপ্তো দুস্তরং মার্গং মৃতো যাতি সুখেন হি ॥ ২৮ ॥ যাবন্ন দীয়তে জন্তোঃ শ্রাদ্ধঞ্চৈকাদশাহ্নিকং। স্বদত্তং পরদত্তং বা নেহামুত্রোপতিষ্ঠতি ॥২৯॥ ত্রয়োদশ তথা সপ্ত পঞ্চ ত্রীণি যথাক্রমং। পদদানানি কুর্ব্বীত শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতঃ ॥ ৩০ ॥ তিলপাত্রাণি কুর্ব্বীত ত্রীণি পঞ্চ চ সপ্ত বা। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাৎ গামেকাঞ্চ

হয় না।১৪। সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞমধ্যে বৃষযজ্ঞ উত্তম, অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে বৃষযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে।১৫। গরুড় কহিলেন, হে প্রভো! কোন্ মাসে কোন্ তিথিতে কিরূপ বিধি অনুসারে বৃষোৎসর্গ ক্রিয়া করিতে হয়, তাহা আপনি প্রসন্ন হইয়া কীর্ত্তন করুন। আর বৃষযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে কি কি ফল লাভ হয়, তাহাও আমাকে উপদেশ করুন।১৬। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, কার্ত্তিকাদি মাসে, রবি উত্তরায়ণে গমন করিলে, শুক্ল অথবা কৃষ্ণপক্ষে দ্বাদশী প্রভৃতি শুভ তিথিতে, শুভ লগ্নে ও শুভ মুহূর্ত্তে পবিত্রদেশে সমাহিত হইয়া শুভলক্ষণ বিধিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া জপ, হোম ও দানাদিদ্বারা দেহ শোধন করিবে।১৭—১৮। পুণ্যদিবসে, শুভ নক্ষত্রে গ্রহগণ ও দেবগণের অর্চ্চনা এবং বিবিধ শুভকর মন্ত্রদ্বারা যথাশক্তি হোম করিবে।১৯। হে খগেশ্বর! তদনন্তর গ্রহস্থাপন, গ্রহপূজন ও ষোড়শমাতৃকা পূজা করিয়া বসুধারা প্রদান করিতে হয়।২০। তৎপরে বহ্নিস্থাপনপুরঃসর হোমকার্য্য সম্পাদন করিয়া পূর্ণাহুতি দিতে হইবে, পরে শালগ্রামশিলা সংস্থাপনপূর্ব্বক বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ করিবে। ২১। অনন্তর সেই স্থানে বস্ত্র, অলঙ্কার ও ভূষণাদিদ্বারা বৃষের পূজা করিয়া প্রথমে চারিটি বৎসতরীকে অধিবাস করাইবে।২২। অনন্তর প্রদক্ষিণ করিয়া হোমান্তে বিসর্জ্জন কর্ত্তব্য। বিসর্জ্জনকালে উত্তরাভিমুখ হইয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে।২৩। হে ধর্ম্ম! পুরাকালে ব্রহ্মা তোমাকে বৃষরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, বৃষোৎসর্গপ্রভাবে আমাকে ভবার্ণব হইতে উদ্ধার কর।২৪। এই মন্ত্রে রুদ্রকুম্ভবারিদ্বারা বৃষোৎসর্গ করিয়া দর্ভমূলে ঘটস্থাপনপূর্ব্বক বৃষবৎসতরীর শিরে উদক বিক্ষেপণ করিবে।২৫। শুভকর পাবনমন্ত্রদ্বারা বিধিপূর্ব্বক অভিষেচন করিয়া "তেন ক্রীড়" ইত্যাদি মন্ত্রে বৃষোৎসর্গ করিবে, তৎপরে দ্বিজোত্তমগণে বহুবিধ দান করিয়া আত্মশ্রাদ্ধ করিবে। অনন্তর জলাশয়ে গমনপূর্ব্বক তর্পণায় জলপ্রদান করাইবে।২৬—২৭। যাহা কিছু আপনার ইষ্ট বস্তু, স্বশক্তি অনুসারে তৎ সমুদায় দান করিবে। এইরূপ করিলে মৃত ব্যক্তি দুস্তরমার্গ সুখে গমন করিতে পারে।২৮। যে পর্য্যন্ত জন্তুগণের একাদশাহিক শ্রাদ্ধ প্রদত্ত না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত স্বদত্ত বা পরদত্ত ইহলোকে পরলোকে উপস্থিত হয় না।২৯। ত্রয়োদশবিধ, পঞ্চবিধ অথবা ত্রিবিধ মৃতের পারত্রিক সুখের নিমিত্ত শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিত হইয়া যথাক্রমে দান করিবে।৩০। তিন বা পঞ্চ অথবা সপ্ত তিলপাত্র প্রদান করিবে। পশ্চাৎ

প্রদাপয়েৎ ॥ ৩১ ॥ বামে চক্রং প্রকর্ত্তব্যং ত্রিশূলং দক্ষিণে তথা। মাল্যং দত্ত্বা তথৈবাস্য বৃষমেকং বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৩২ ॥ একোদ্দিষ্টবিধানেন স্বাহাকারেণ বুদ্ধিমান্। কুর্য্যাদেকাদশাহন্তু দ্বাদশাহং প্রযত্নতঃ ॥ ৩৩ ॥ সপিণ্ডীকরণাদর্ব্বাক্ দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধানি ষোড়শ। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা তু পদদানানি দাপয়েৎ ॥ ৩৪ ॥ কার্পাসোপরি সংস্থাপ্য তাম্রপাত্রে তথাচ্যুতং। বস্ত্রেণাচ্ছাদ্য তত্রস্থমর্ঘ্যং দদ্যাচ্ছুভৈঃ ফলৈঃ ॥ ৩৫ ॥ নাবমিক্ষুময়ীং কুর্য্যাৎ পট্টসূত্রেণ বেষ্টিতং। কাংস্যপাত্রে ঘৃতং স্থাপ্যং বৈতরণ্যানিমিত্তকং ॥ ৩৬ ॥ নাবমারোহয়েদ্দাস্তং পূজয়েদ্গরুড়ধ্বজং। আত্মবিত্তানুসারেণ তস্যা দানমনন্তকং ॥৩৭॥ ভবসাগরমগ্নানাং শোকতাপোর্ম্মিদুঃখিনাং। ধর্ম্মপ্লবিহীনানাং তারকো হি জনার্দ্দনঃ ॥ ৩৮ ॥ তিলং লোহং হিরণ্যঞ্চ কার্পাসং লবণং তথা। সপ্তধান্যং ক্ষিতির্গাব একৈকং পাবনং স্মৃতং ॥ ৩৯ ॥ তিলপাত্রাণি কুর্ব্বীত শয্যাদানঞ্চ কারয়েৎ। দীনানাথবিশিষ্টেভ্যো দদ্যাচ্ছক্ত্যা চ দক্ষিণাং ॥ ৪০ ॥ এবং যঃ কুরুতে তার্ক্ষ্য পুত্রবানপ্যপুত্রবান্। স সিদ্ধিং সমবাপ্নোতি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥৪১॥ নিত্যং নৈমিত্তিকং কুর্য্যাদ্যাবজ্জীবতি মানবঃ। যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে ধর্ম্মমক্ষয়ং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪২ ॥ তীর্থযাত্রাব্রতানাঞ্চ শ্রাদ্ধে সাম্বৎসরাদিকে। দেবতানাং গুরূণাঞ্চ মাতাপিত্রোস্তথৈব চ ॥ ৪৩ ॥ পুণ্যং দেয়ং প্রযত্নেন প্রত্যহং বর্দ্ধতে খগ। অস্মিন্ যজ্ঞে হি যঃ কশ্চিদ্ভূরিদানং প্রযচ্ছতি ॥ ৪৪ ॥ তত্তস্য চাক্ষয়ং সর্ব্বং বেদিকায়াং যথা কিল। যথা পূজ্যতমা লোকে যতয়ো ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ৪৫ ॥ তথৈব প্রতিপূজ্যন্তে লোকে সর্ব্বে চ নিত্যশঃ। বরদোঽহং সদা তস্য চতুর্ব্বক্ত্রস্তথা হরঃ ॥ ৪৬ ॥ তে যান্তি পরমাংল্লোকানিতি সত্যং বচো মম। পৌর্ণমাস্যাঞ্চ রেবত্যাং নীলমেকং প্রমুঞ্চয়েৎ ॥ ৪৭ ॥ সংক্রান্তীনাং সহস্রাণি সূর্য্যপর্ব্বশতানি চ। কৃত্বা যৎফলমাপ্নোতি তদ্বৈ নীলবিস-

ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া একটি গাভীদান করিবে। ৩১। বৃষের পশ্চাদ্ভাগে বামে চক্র ও দক্ষিণে ত্রিশূল অঙ্কিত করিয়া গলে মাল্য প্রদানপূর্ব্বক একটি বৃষ উৎসর্গ করিবে। ৩২। বুদ্ধিমান মানব একোদ্দিষ্টবিধানে স্বাহাকার মন্ত্রদ্বারা যত্নপূর্ব্বক একাদশাহে ও দ্বাদশাহে শ্রাদ্ধ করিবে। ৩৩। আদ্য একোদ্দিষ্ট চতুর্দ্দশ মাসিক ও সপিণ্ডীকরণ এই ষোড়শশ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণভোজন সমাপনপূর্ব্বক দান করা কর্ত্তব্য। ৩৪। তাম্রপাত্রে কার্পাসোপরি অচ্যুতদেবকে সংস্থাপিত করিয়া, বস্ত্রাচ্ছাদনপ্রদানপূর্ব্বক, বিষ্ণুকে শুভজনক পবিত্র ফলদ্বারা তাম্রপাত্রস্থ অর্ঘ্যপ্রদান করিবে। ৩৫। অনন্তর ইক্ষুময়ী নৌকা প্রস্তুত করিয়া পট্টসূত্রআচ্ছাদনপূর্ব্বক তদুপরি বৈতরণীর নিমিত্ত কাংস্যপাত্রে ঘৃতস্থাপন করিবে। ৩৬। তৎপরে গমনোপযোগী হইয়া নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক গরুড়ধ্বজের পূজা করিবে এবং আত্মবিত্তানুসারে সেই নৌকা দান করিবে। এই দান অনন্তফলপ্রদ হয়। ৩৭। শোকতাপরূপ তরঙ্গগণে সমাকুল, ধর্ম্মরূপ প্লববিহীন ভবসাগরনিমগ্ন জনগণের তারণকর্ত্তা একমাত্র জনার্দ্দন আছেন; অতএব তাঁহার উদ্দেশে দানাদি করিবে। ৩৮। তিল, লৌহ, হিরণ্য, কার্পাস, লবণ, সপ্তধান্য, ক্ষিতি ও গো ইহাদের প্রত্যেকেই পবিত্র বস্তু। ৩৯। শ্রাদ্ধে তিলপাত্রও শয্যাদান করিবে। দীন, অনাথ ও সাধুদিগকে যথাশক্তি দক্ষিণাদান কর্ত্তব্য। ৪০। হে তার্ক্ষ্য! পুত্রবান্ বা অপুত্রক ব্যক্তি এইরূপে ক্রিয়া করিলে সে ব্রহ্মচারিগণের ন্যায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ৪১। মানবগণ যাবজ্জীবন নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবে; যেহেতু যাহা কিছু ধর্ম্ম করা যায়, তাহা অক্ষয় হইয়া সুফলপ্রদান করে সন্দেহ নাই। ৪২। সাম্বৎসরিকাদি শ্রাদ্ধে এবং তীর্থযাত্রা ও চান্দ্রায়ণাদিব্রতে দেবতাগণের এবং মাতা পিতার যত্নপূর্ব্বক পিণ্ডপ্রদান করিবে। ৪৩। হে খগ! প্রত্যহ যত্নপূর্ব্বক পুণ্যপ্রদান করিবে, তাহাহইলে সেই পুণ্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; অতএব যজ্ঞে ভূরি দান করিতে হইবে। ৪৪। যজ্ঞবেদীতে যাহা কিছু দান করা যায়, তাহা অক্ষয় ফলপ্রদ হয় এবং ইহলোকে যতি ব্রহ্মচারিগণ যেরূপ পূজ্যতম হন, তাহারাও সেই প্রকার পূজনীয় হইতে পারে। আর আমি, চতুরানন ও ত্রিলোচন সকলেই তাহাকে বরপ্রদান করিয়া থাকি। ৪৫—৪৬। পৌর্ণমাসীতিথি ও রেবতীনক্ষত্রে যে একটি নীল বৃষ উৎসর্গ করে, তাহার পরম লোকপ্রাপ্তি হয়। হে গরুড়! ইহা আমার সত্যবাক্য জানিবে। ৪৭। সহস্র রবিসংক্রান্তি এবং শতসূর্য্যগ্রহণকালে দানাদি সৎক্রিয়া করিলে যেরূপ পুণ্যলাভ হয়, একটি নীলবৃষ উৎসর্গ করিলেই

র্জ্জনে ॥ ৪৮ ॥ বৎসতরী প্রদাতব্যা ব্রাহ্মণেভ্যঃ পদানি চ। তিলপাত্রাণি দেয়ানি শিবভক্তদ্বিজেষু চ ॥ ৪৯ ॥ উমা মহেশ্বরঞ্চৈব পরিধাপ্য প্রযত্নতঃ। অতসীপুষ্পসংকাশং পীতবাসসমচ্যুতং ॥ ৫০ ॥ যে নমস্যন্তি গোবিন্দং ন তেষাং বিদ্যতে ভয়ং। প্রেতত্বান্মোক্ষমিচ্ছন্তি যে করিষ্যন্তি সৎক্রিয়াং ॥ ৫১ ॥ এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং ময়া স্বর্ধ্বদৈহিকং। যচ্ছ্রুত্বা মুচ্যতে পাপৈর্ব্বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৫২ ॥ শ্রুত্বা মাহাত্ম্যমতুলং গরুড়ো হর্ষমাগতঃ। ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ দেবেশং কৃত্বা চানন্দকন্দরং ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীগরুড়পুরাণে প্রেতকল্পে ঔর্দ্ধদৈহিকো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

গরুড় উবাচ। ভগবন্ ব্রূহি মে সর্ব্বং যমলোকস্য নির্ণয়ং। প্রমাণং বিস্তরং তস্য মাহাত্ম্যঞ্চ সুবিস্তরাৎ ॥ ১ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। শৃণু তার্ক্ষ্য প্রবক্ষ্যামি যমলোকস্য

সেইরূপ ফল হইতে পারে। ৪৮। পরলোকে মৃতের উদ্ধার কামনায় ব্রাহ্মণদিগকে বৎসতরী প্রদান করিবে এবং শিবভক্ত দ্বিজগণকে তিলপাত্র প্রদান করা কর্ত্তব্য। ৪৯। উমা-মহেশ্বরপ্রতিমূর্ত্তি করিয়া তাহাকে বস্ত্র পরিধান করাইয়া অতসীকুসুমসঙ্কাশ অচ্যুতমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। যাহারা এইরূপ ক্রিয়া করিয়া সেই উমামাহেশ্বর ও অচ্যুতদেবকে নমস্কার করে, তাহারা প্রেতত্ব হইতে মুক্তি পাইতে পারে। ৫০—৫১। হে খগ! এই পর্য্যন্ত তোমার নিকট স্বীয় ঔর্দ্ধদৈহিকক্রিয়া কহিলাম। যিনি ইহা শ্রবণ করেন, তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন।৫২। গরুড় বিষ্ণুর নিকট এইরূপ ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়ার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় হর্ষলাভ করিয়াছিলেন। পুনর্ব্বার নম্র মস্তকে দেবেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৫৩।

পঞ্চম অধ্যায়।

গরুড় কহিলেন, ভগবন্! যমলোকনির্ণয়, সুবিস্তীর্ণ প্রমাণ ও তাহার মাহাত্ম্য এই সমুদায় আমার নিকট সবিস্তর কীর্ত্তন করুন। ১। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে তার্ক্ষ্য! যমলোকনির্ণয়,

নির্ণয়ং। প্রমাণকানি সর্ব্বাণি ভুবনানি চ ষোড়শ ॥ ২ ॥ ষড়শীতিসহস্রাণি যোজনানাং প্রমাণতঃ। যমলোকস্য চাপ্যা বৈ অন্তরো মানুষস্য চ ॥ ৩ ॥ সুকৃতং দুষ্কৃতংযানি ভুক্ত্বা লোকে যথার্জ্জিতং। কর্ম্মযোগাত্তদা কশ্চিদ্ব্যাধিকং পদ্যতে খগ ॥ ৪ ॥ নিমিত্তমাত্রঃ সর্ব্বেষাং কৃতকর্ম্মানুসারতঃ। যো যস্য বিহিতো মৃত্যুঃ সতং ধ্রুবমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫ ॥ কর্ম্মযোগাত্তদা দেহী মুঞ্চত্যত্র নিজং বপুঃ। তদা ভূমিগতং কুর্য্যাদ্গোময়েনোপলিপ্য চ ॥ ৬ ॥ তিলান্ দর্ভান্ বিকীর্য্যাথ মুখে স্বর্ণং বিনিক্ষিপেৎ। তুলসীসন্নিধৌ কৃত্বা শালগ্রামশিলাস্তথা ॥ ৭ ॥ এবং সামাদিসূক্তৈশ্চ মরণং মুক্তিদায়কং। শলাকাস্বর্ণবিক্ষেপঃ প্রেতপ্রাণগৃহেষু চ ॥ ৮ ॥ একা বক্ত্রে তু দাতব্যা প্রাণযুগ্মে তথা পুনঃ। অক্ষোশ্চ কর্ণয়োশ্চৈব দ্বে দ্বে দেয়ে যথাক্রমং ॥ ৯ ॥ অথ লিঙ্গে তথা চৈকা চৈকা ব্রহ্মাণ্ডকে ক্ষিপেৎ। করযুগ্মে চ কণ্ঠে চ তুলসীঞ্চ প্রদাপয়েৎ ॥ ১০ ॥ বস্ত্র-

---

প্রমাণ সকল ও ষোড়শভুবন এই সমুদায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২। মনুষ্যলোক ও যমলোক এই উভয়ের মধ্যগত পথের পরিমাণ ষড়শীতি সহস্র যোজন। ৩। হে খগ! মনুষ্যলোকে সুকৃত দুষ্কৃত যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, সেই সকল ভোগ করিলে কর্ম্মযোগবশত ব্যাধি উৎপন্ন হয়। ৪। স্বকৃত কর্ম্মানুসারে মনুষ্যের মৃত্যু নিমিত্ত হয়। যাহার যেরূপে মৃত্যু বিহিত হয়, সেই ব্যক্তি সেইরূপে মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫। যখন মনুষ্য কর্ম্মযোগবশতঃ দেহপরিত্যাগ করে, তখন মুমূর্ষুকে ভূতলে স্থাপন করিবে। যেস্থলে তাহাকে স্থাপন করিবে, তাহা গোময়দ্বারা লেপন করিয়া তাহাতে তিলবিকিরণপূর্ব্বক দর্ভ আস্তরণ করিয়া সেই মুমূর্ষুর মুখে স্বর্ণ নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে তাহাকে তুলসীবৃক্ষ ও শালগ্রাম শিলাসন্নিধানে রাখিতে হইবে। ৬—৭। মরণসময়ে মুমূর্ষুর নিকটে সামাদিসূক্ত পাঠ করিবে। এইরূপে যাহার মৃত্যু হয়, তাঁহার মুক্তি হইয়া থাকে। অনন্তর প্রেতের দেহে শলাকাকৃতি স্বর্ণ নিক্ষেপ করিতে হইবে। ৮। মুখে এক, নাসিকাদ্বয়ে দুই, চক্ষুর্দ্বয়ে দুই ও কর্ণদ্বয়ে দুই খণ্ড স্বর্ণ নিক্ষেপ করিয়া লিঙ্গে এক, ব্রহ্মরন্ধ্রে এক, করযুগলে দুইটী তুলসী প্রদান করিবে। ৯—১০।

যুগ্মঞ্চ দাতব্যং কুঙ্কুমৈশ্চাক্ষতৈর্যজেৎ। পুষ্পমালাযুতং কুর্য্যাদন্যদ্বারেণ সন্নয়েৎ ॥ ১১ ॥ পুত্রস্তু বান্ধবৈঃ সার্দ্ধং বিপ্রস্তু পুরবাসিভিঃ। পিতুঃ প্রেতগতং পুত্রঃ স্কন্ধমারোপ্য বান্ধবৈঃ ॥ ১২ ॥ গত্বা শ্মশানদেশেতু প্রাঙ্মুখঞ্চোত্তরা মুখং। অদগ্ধপূর্ব্বা যা ভূমিশ্চিতাস্তত্রৈব কারয়েৎ ॥ ১৩ ॥ শ্রীখণ্ডতুলসীকাষ্ঠসমিৎপালাশসম্ভবাং। এবং সামাদিসূক্তৈশ্চ মরণং মুক্তিদায়কং ॥ ১৪ ॥ বিকলেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতে চৈতন্যে জড়তাঙ্গতে। প্রচলাস্তু ততঃ প্রাণাঃ যামৈর্নিকটবর্ত্তিভিঃ ॥ ১৫ ॥ বীভৎসং দারুণং রূপং প্রাণৈঃ কণ্ঠসমাশ্রিতৈঃ। ফেণমুদ্গিরতে সোপি মুখং লালাকুলং ভবেৎ ॥ ১৬ ॥ দুরাত্মানশ্চ তাড্যন্তে কিঙ্করৈঃ পাশবেষ্টিতাঃ। সুখেন কৃতিনস্তত্র নীয়ন্তে নাকনায়কৈঃ ॥ ১৭ ॥ দুঃখেন পাপিনো যান্তি যমমার্গে সুদুর্গমং। যমশ্চতুর্ভুজো ভূত্বা শঙ্খচক্রগদাদিভৃৎ ॥ ১৮ ॥ পুণ্যকর্ম্মরতান্ সম্যক্ স্নেহান্মিত্রবদাচরেৎ। আহূয় পাপিনঃ সর্ব্বান্ যমোদণ্ডেন তর্জ্জয়েৎ ॥ ১৯ ॥ প্রলয়াম্বুদনির্ঘোষো অঞ্জনাদ্রিসমপ্রভঃ। মহিষস্থো দুরারাধ্যো বিদ্যুত্তেজঃসমদ্যুতিঃ ॥ ২০ ॥ যোজনত্রয়বিস্তারদেহো কদ্রোঽতিভীষণঃ। লোহদণ্ডধরো ভীমঃ পাশপাণির্দুরাকৃতিঃ ॥ ২১ ॥ রক্তনেত্রোঽতিভয়দো দর্শনং যাতি পাপিনাং। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো হাহা কুর্ব্বন্ কলেবরাৎ ॥ ২২ ॥ যদৈব নীয়তে দূতৈর্যাম্যৈর্বীক্ষন্ স্বকং গৃহং। নির্ব্বিচেষ্টং শরীরন্তু প্রাণৈর্মুক্তৈর্জুগুপ্সিতং ॥ ২৩ ॥ অস্পৃশ্যং জায়তে তূর্ণং দুর্গন্ধং সর্ব্বনিন্দিতং। ত্রিধাবস্থাস্য দেহস্য ক্রিমিবিট্ভস্মরূপতঃ ॥ ২৪ ॥ কো গর্ব্বঃ ক্রিয়তে তার্ক্ষ্য ক্ষণবিধ্বংসিভির্নরৈঃ। দানন্বিত্তাৎ যো ন কুর্য্যাৎ কীর্ত্তিধর্ম্মৌ তথায়ুষঃ ॥ ২৫ ॥ পরোপকরণং কায়াদসারাৎসারমুদ্ধরেৎ। তস্যৈবং নীয়মানস্য দূতাঃ সন্তর্জ্জয়ন্তি হি ॥ ২৬ ॥ দর্শয়ন্তি ভয়ং তীব্রং নরকাণাং পুনঃ পুনঃ। শীঘ্রং

পরে সেই প্রেতকে বস্ত্রযুগল পরিধাপন করিয়া কুঙ্কুমদ্বারা তাহার দেহ অনুলিপ্ত করিবে এবং পুষ্পমাল্যদ্বারা বিভূষিত করিয়া সকলে বহন করিয়া অন্যদ্বার দিয়া লইয়া যাইবে। ১১। পরে পুত্র বান্ধব, ব্রাহ্মণ ও পুরবাসীদিগের সহিত পিতার সেই মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইবে। ১২। অনন্তর শ্মশান স্থানে গমন করিয়া পূর্ব্বমুখ অথবা উত্তরমুখে প্রেতকে স্থাপন করিতে হইবে। যে স্থানে কখনও মৃতদাহ হয় নাই, সেই স্থানে চিতা করিবে। ১৩। পরে চন্দন, তুলসী ও পলাশকাষ্ঠের অগ্নিতে সামাদিসূক্ত পাঠপূর্ব্বক দাহ করিবে। এইরূপ মরণ নিশ্চয় প্রেতের মুক্তিদায়ক হয়। ১৪। যখন যম নিকটবর্ত্তী হয়, তখন ইন্দ্রিয়গণ বিকল হইয়া চৈতন্য জড়ীভূত হইলে প্রাণসকল চলিত হয়। ১৫। প্রাণ কণ্ঠাগত হইলে সেই ব্যক্তি ফেণ উদ্‌গরণ করিতে থাকে এবং তাহার মুখ লালাকুল, বীভৎস ও বিকৃতরূপ হয়। ১৬। যাহারা অতিদুষ্কর্ম্মান্বিত, তাহারা যমদূতকর্ত্তৃক তাড়িত ও পাশবেষ্টিত হইয়া অতিক্লেশে যমপুরে নীত হয় এবং সুকৃতিগণ সুখে যমালয়ে গমন করিয়া থাকে। ১৭। পাপীরা অতিদুঃখে যমমার্গে গমন করে। যম স্বয়ং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তিদিগকে স্নেহসম্ভাষণে মিত্রের ন্যায় আহ্বান করেন। পাপিগণ সর্ব্বদা যমদণ্ডে তাড়িত হইয়া থাকে। ১৮—১৯। যমরাজ প্রলয়কালীন মেঘের ন্যায় ধ্বনি করেন, ইনি অঞ্জনাদ্রির ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, মহিষারূঢ় এবং দুরারাধ্য। ইহার দেহ হইতে বিদ্যুতের ন্যায় তেজঃ বহির্গত হয়। ২০। যমরাজের দেহ যোজনত্রয়বিস্তীর্ণ, বিকৃতরূপ ও অতিভয়ঙ্কর। ইনি ভীমরূপী, লৌহদণ্ডধারী এবং পাশহস্ত। ইহার আকৃতি অতি দুর্দ্দর্শনীয়। ২১। শমনদেব রক্তনেত্র ও ভয়প্রদ। পাপিগণ যমরাজকে এইরূপে দর্শন করিয়া থাকে। যমপুরে সর্ব্বদা অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ হাহাকার করিতেছে। ২২। যখন যমদূতসকল মনুষ্যদিগকে লইয়া যায়, তখন তাহারা স্বীয় গৃহদর্শন করিয়া দুঃখিত হয় এবং তাহাদের শরীর নিশ্চেষ্ট, প্রাণবিহীন ও নিন্দিত হইয়া থাকে। ২৩। অনন্তর দেহ প্রাণবিহীন হইলে তৎক্ষণাৎ দুর্গন্ধপূর্ণ ও সকলের নিকট নিন্দিত হইয়া থাকে এবং ক্রমশ উহাদিগের কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্ম এই ত্রিবিধ রূপ উপস্থিত হয়। ২৪। ক্ষণবিধ্বংসী নর কেন নিরর্থক গর্ব্ব করিয়া থাকে? যাহারা বিত্ত হইতে দান করে নাই, আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত কীর্ত্তি ও ধর্ম্ম করে নাই, শরীর হইতে পরোপকার করে নাই এবং অসার হইতে সারোদ্ধার করে নাই। যমদূত তাহাদিগকে যমপুরে নয়নকালে

প্রচল দুষ্টাত্মন্ ত্বং যাস্যসি যমালয়ং ॥২৭॥ কুম্ভীপাকাদি-নরকান্ ত্বাং নয়িষ্যামি মাচিরং। এবম্বাচস্তদা শৃণ্বন্ বন্ধূনাং রুদিতং তথা ॥২৮॥ উচ্চৈর্হাহেতি বিলপন্ নীয়তে যমকিঙ্করৈঃ। মৃতস্যোৎক্রান্তিসময়াৎ ষট্পিণ্ডান্ ক্রমতো দদেৎ ॥ ২৯ ॥ মৃতস্থানে তথা দ্বারে চত্বরে তার্ক্ষ্য-কারয়েৎ। বিশ্রামে কাষ্ঠচয়নে তথা সঞ্চয়নে চ ষট্ ॥ ৩০ ॥ শৃণু তৎ কারণন্তার্ক্ষ্য ষট্পিণ্ডপরিকল্পনে। মৃতস্থানে শবো নাম তেন নাম্না প্রদীয়তে ॥ ৩১ ॥ তেন ভূমির্ভবে-তুষ্টা তদধিষ্ঠাতৃদেবতা। দ্বারদেশে ভবেৎ পান্থস্তেন নাম্না প্রদীয়তে ॥ ৩২ ॥ তেন দত্তেন তুষ্যন্তি গৃহবাস্ত্বধি-দেবতাঃ। চত্বরে খেচরো নাম তমুদ্দিশ্য প্রদীয়তে ॥ ৩৩ ॥ তেন তত্রোপঘাতায় ভূতকোটিঃ পলায়তে। বিশ্রামে ভূতসংজ্ঞোয়ং তেন নাম্না প্রদীয়তে ॥ ৩৪ ॥ পিশাচা রাক্ষসা যক্ষা যেচান্যে দিশিবাসিনঃ। তস্য হোতব্যদেহস্য নৈবাযোগ্যত্বকারকাঃ ॥ ৩৫ ॥ চিতামোক্ষপ্রভৃতি চ প্রেতত্বমুপজায়তে। চিতায়াং সাধকং নাম বদন্ত্যেকে খগেশ্বর ॥ ৩৬ ॥ কেপি তং প্রেতমেবাহুর্যথা কল্পবিদা-স্তথা। তদা হি তত্র তত্রাপি প্রেতনাম্না প্রদীয়তে ॥৩৭॥ ইত্যেবং পঞ্চপিণ্ডৈর্হি শবস্যাহুতিযোগ্যতা। অন্যথা চোপঘাতায় পূর্বোক্তাস্তে ভবন্তি হি ॥ ৩৮ ॥ উৎক্রান্তে প্রথমং পিণ্ডং তথা চার্দ্ধপথেন চ। চিতায়াস্তু তৃতীয়ং স্যাৎ ত্রয়ঃ পিণ্ডাশ্চ কল্পিতাঃ ॥ ৩৯ ॥ বিধাতা প্রথমে পিণ্ডে দ্বিতীয়ে গরুড়ধ্বজঃ। তৃতীয়ে যমদূতাশ্চ প্রয়োগঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥৪০॥ দত্তে তৃতীয়ে পিণ্ডেঽস্মিন্ দেহদোষৈঃ প্রমুচ্যতে। আধারভূতজীবস্য জ্বলনং জ্বালয়েচ্চিতাং ॥ ৪১ ॥ সংমৃজ্য চোপলিপ্যাথ উল্লিখ্যোদ্ধৃত্য বেদিকাং

তর্জ্জন করিয়া থাকে। ২৫—২৬। আর যমদূত তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ নরকের ভয়প্রদর্শন করে এবং এই কথা কহিয়া থাকে যে, অরে পাপিষ্ঠ! শীঘ্র গমন কর, তুই শীঘ্রই যমালয়ে গমন করিবি। ২৭। তোমাকে অচিরকালে কুম্ভীপাক নরকে পাতিত করিব। যমদূতের এইরূপ বাক্য ও বন্ধুগণের রোদন শ্রবণ করিতে করিতে এবং উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিয়া বিলাপ করিতে করিতে যমদূতকর্ত্তৃক যমপুরে নীয়মান হয়। অতএব মৃত ব্যক্তির যমপুরে গমন কালে ক্রমশ ষট্পিণ্ড প্রদান করিবে। ২৮—২৯। মরণ স্থানে, মৃত ব্যক্তির দ্বারদেশে, চত্বরে, বিশ্রাম স্থানে, কাষ্ঠ চয়ন প্রদেশে ও মৃতের স্থাপন ভূমিতে এই ছয় স্থানে ছয় পিণ্ড দিতে হইবে। ৩০। হে তার্ক্ষ্য যে কারণে উক্ত ছয় স্থানে পিণ্ড প্রদান করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। মৃতস্থানে শবের অধিষ্ঠান থাকে, অতএব; সেই স্থানে মৃতের নামে এক পিণ্ড প্রদান করিবে। ৩১। মৃতস্থানে পিণ্ডঅর্পণ করিলে সেই ভূমি ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা সন্তুষ্টা হইয়া থাকেন দ্বারদেশে পান্থ উপস্থিত হয় এই নিমিত্ত সেই স্থানে তাহার নামে পিণ্ড দিতে হয়। ৩২। চত্বরে পিণ্ড প্রদান করিলে গৃহাধিষ্ঠাত্রী বাস্তু দেবতা সন্তুষ্ট হয়েন, এই নিমিত্ত সেই স্থানে পিণ্ডদান করিতে হইবে। ৩৩। বিশ্রাম স্থানে পিণ্ড প্রদান করিলে। সেই উপঘাতে কোটি কোটি ভূত পলায়ন করে। অতএব সেই স্থানে পিণ্ড প্রদান করিবে। ৩৪। পিশাচ, রাক্ষস, যক্ষ ও যে সকল অন্য দিগ্বাসী ভূতগণ আছে, ইহারা তাহার হোতব্য দেহের অযোগ্যতা প্রতিপাদক হয় না। ৩৫। হে খগেশ্বর! মৃতের চিতাকার্য্য সমাপন হইলেই প্রেতত্ব জন্মে, কেহ কেহ বলেন চিতাকার্য্যের বিদ্যমানাবস্থাতেই প্রেতত্ব প্রাপ্তি হয়। ৩৬। কোন কোন প্রেতকল্পবিদ্ পণ্ডিত কহেন, যে সময়ে মৃত ব্যক্তিকে প্রেত নামে উল্লেখ করিয়া পিণ্ডাদি প্রদান করা যায়, তখনই তাহার প্রেতত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৩৭। এইরূপে পঞ্চপিণ্ডদ্বারা শবের আহুতি যোগ্যতা জন্মে। অন্যথা উপঘাতের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্তরূপ প্রেতত্ব হইয়া থাকে। ৩৮। যখন প্রেতের উৎক্রমণ হয়, তখন প্রথম পিণ্ড প্রদান করিতে হইবে, সেই ব্যক্তি অর্দ্ধপথে গমন করিলে দ্বিতীয় পিণ্ড দিতে হইবে এবং চিতারোহণ কালে তৃতীয় পিণ্ড প্রদান করিবে। এইরূপে ক্রমতঃ পিণ্ডত্রয় কল্পিত হইয়া থাকে। ৩৯। প্রথম পিণ্ডে বিধাতা, দ্বিতীয়ে গরুড়ধ্বজ এবং তৃতীয় পিণ্ডে যমদূতগণ প্রযুক্ত হয়েন। এইরূপে পিণ্ডত্রয়প্রয়োগ কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৪০। তৃতীয় পিণ্ড প্রদান করিলে প্রেত দেহদোষ হইতে মুক্তি পায়। চিতা জীবের আধার ভূত, অতএব অগ্নিদ্বারা ঐ চিতা প্রজ্বলিত করিবে। ৪১। চিতাবেদী প্রস্তুত করিয়া তাহা মার্জ্জন ও লেপন করিতে হইবে। অনন্তর তাহা অভ্যুক্ষণ করিয়া তাহাতে প্রেতকে স্থাপনপূর্ব্বক, তাহাতে বিধি অনুসারে অগ্নি

অভ্যুক্ষীয় সমাধায় বহ্নিস্তত্র বিধানতঃ ॥ ৪২ ॥ পুষ্পাক্ষতৈঃ সুসম্পূজ্য দেবং ক্রব্যাদসংজ্ঞকং। ত্বং ভূতকৃজ্জগদ্যোনে ত্বং লোকপরিপালক ॥ ৪৩ ॥ সংহারকারকস্তস্মাদেনং স্বর্গং মৃতং নয়। এবং ক্রব্যাদমভ্যর্চ্য শরীরাহুতিমাচরেৎ ॥ ৪৪ ॥ অর্দ্ধদেহে তথা দগ্ধে দদ্যাদাজ্যাহুতিস্ততঃ। লোমভ্যস্ত্বনুবাক্যেন কুর্য্যাদ্ধোমং যথাবিধি ॥ ৪৫ ॥ চিতামারোপ্য তং প্রেতং হুনোদাজ্যাহুতিস্ততঃ। যমায় চান্তকায়েতি মৃত্যবে ব্রহ্মণে তথা ॥ ৪৬ ॥ জাতবেদোমুখে দেয়াহ্বেকা প্রেতমুখে তথা। ঊর্দ্ধন্তু জ্বালয়েদ্বহ্নিং পূর্ব্বভাগে চিতাং পুনঃ ॥ ৪৭ ॥ অস্মাত্ত্বমধিজাতোসি ত্বদয়ং জায়তাং পুনঃ। অসৌ স্বর্গায় লোকায় স্বাহা জ্বলতি পাবকঃ ॥ ৪৮ ॥ এবমাজ্যাহুতিং দত্ত্বা তিলমিশ্রাং সমন্ত্রকাং। ততো দাহঃ প্রকর্ত্তব্যঃ পুত্রেণ কিলনিশ্চিতং ॥ ৪৯ ॥ রোদিতব্যং ততো গাঢ়ং এবং তস্য সুখং ভবেৎ। দাহস্যানন্তরে তত্র কৃত্বা সঞ্চয়নক্রিয়াং ॥ ৫০ ॥ প্রেতপিণ্ডং প্রদদ্যাচ্চ দাহার্ত্তিশমনং খগ। তেন দূতাঃ প্রতীক্ষন্তে তং প্রেতং বান্ধবার্থিনং ॥ ৫১ ॥ দদ্যাদনন্তরং কার্য্যং পুত্রৈঃ স্নানং সচেলকং। তিলোদকং ততো দদ্যান্নামগোত্রেণ চাশ্মনি ॥ ৫২ ॥ ততো জনপদৈঃ সর্ব্বৈর্দ্দাতব্যা করতাড়নী। বিষ্ণু বিষ্ণুরিতি ব্রূয়াৎ গুণৈঃ প্রেতমুদীরয়েৎ ॥ ৫৩ ॥ জনাঃ সর্ব্বে সমাস্তস্য গৃহমাগত্য সর্ব্বশঃ। দ্বারস্য দক্ষিণে ভাগে গোময়ং গৌরসর্ষপান্ ॥ ৫৪ ॥ নিধায় বরুণন্দেবমন্তর্দ্ধ্যায় স্ববেশ্মানি। ভক্ষয়েন্নিম্বপত্রাণি ঘৃতং প্রাশ্য গৃহং ব্রজেৎ ॥ ৫৫ ॥ কেচিদ্দুগ্ধেন সিঞ্চন্তি চিতাস্থানং খগেশ্বর। অশ্রুপাতং ন কুর্ব্বীত দত্ত্বা চাথ জলাঞ্জলিং ॥ ৫৬ ॥ শ্লেষ্মাশ্রু বান্ধবৈর্মুক্তং প্রেতো ভুঙ্‌ক্তে যতোঽবশঃ। অতো ন রোদিতব্যং হি ক্রিয়া কার্য্যা স্বশক্তিতঃ ॥ ৫৭ ॥ দুগ্ধঞ্চ মৃণ্ময়ে পাত্রে তোয়ং

প্রদান করিবে। ৪২। অনন্তর পুষ্প ও অক্ষতদ্বারা ক্রব্যাদসংজ্ঞক দেবের অর্চনা করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিবে। হে অগ্নে! তুমি ভূতকারী, জগতের কারণ ও লোকপালক এবং তুমিই লোকের সংহার করিয়া থাক। অতএব তুমি এই প্রেতকে স্বর্গে নয়ন কর। এইরূপে ক্রব্যাদাখ্য অগ্নির পূজা করিয়া সেই মৃতের দেহ দগ্ধ করিবে। ৪৩—৪৪। সেই দেহ অর্দ্ধ দগ্ধ হইলে তাহাতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিবে। প্রথমত লোম হইতে আরম্ভ করিয়া যথাবিধি শরীরহোম করিবে। ৪৫। প্রেতকে চিতাতে আরোপিত করিয়া যমায়, অনন্তায়, মৃত্যবে ও ব্রহ্মণে স্বাহা এই বলিয়া আজ্যাহুতি দিতে হইবে। ৪৬। অনন্তর অগ্নিমুখে ও প্রেতমুখে এক এক আহুতি প্রদান করিবে। চিতার পূর্ব্বভাগে ঊর্দ্ধদেশে অগ্নিদ্বারা প্রজ্বলিত করিতে হইবে। ৪৭। হে পাবক! তুমিই আত্মরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাক এবং তোমা হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হয়, প্রেতের স্বর্গলোক প্রাপ্তির নিমিত্ত তোমাকে আহুতি দিতেছি। তুমি প্রজ্বলিত হও। ৪৮। এইরূপে সমন্ত্রক তিল মিশ্রিত আজ্যাহুতি দিতে হইবে। অনন্তর পুত্র দাহকার্য্য সম্পাদন করিবে। ৪৯। পরে পুত্র গাঢ়রূপে রোদন করিবে। এইরূপ করিলেই প্রেতের সুখ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এইরূপে দাহক্রিয়া অস্থি সঞ্চয়নাদি কার্য্য করিতে হইবে। ৫০। হে খগ! প্রেতের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিলে তাহার দাহজনিত ক্লেশ শান্তি হয়। এই নিমিত্ত যমদূত সকল অপেক্ষা করিয়া থাকে। অতএব বন্ধুগণ বান্ধবার্থী প্রেতকে পিণ্ড প্রদান করিবে। পরে পুত্র বস্ত্র সহিত স্নান করিবে এবং প্রেতের নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া পাষাণোপরি তিলোদক প্রদান করিবে। ৫১—৫২। অনন্তর গ্রামবাসী সকল করতালী দিয়া বিষ্ণু বিষ্ণু বলিয়া হরিনাম স্মরণপূর্ব্বক প্রেতের গুণানুকীর্ত্তন করিবে। ৫৩। পরে জন সকল গৃহে আগমন করিয়া দ্বারদেশের দক্ষিণ ভাগে গোময়, শ্বেত সর্ষপ স্থাপনপূর্ব্বক গৃহে উপবেশন করিয়া মনে মনে বরুণ দেবকে ধ্যান করিবে। অনন্তর নিম্বপত্র ভক্ষণ করিয়া ঘৃত প্রাশনপূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করিবে। ৫৪—৫৫। হে খগেশ্বর! তৎপরে কতিপয় বন্ধু দুগ্ধদ্বারা চিতাসেচন করিবে। প্রেতের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিবে, কিন্তু কেহই অশ্রুপাত করিবে না। ৫৬। বন্ধুগণ রোদন করিয়া শ্লেষ্মা ও অশ্রুপাত করিলে সেই শ্লেষ্মা ও অশ্রু প্রেত ভক্ষণ করে, অতএব প্রেতের নিমিত্ত রোদন করিবে না, স্বীয় শক্তি অনুসারে যথাবিধি তাহার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য করিতে হইবে। ৫৭। পরে সূর্য্যাস্তগমন সময়ে মৃৎপাত্রে

দদ্যাদ্দিনত্রয়ং। সূর্য্যোস্তমাগতে তার্ক্ষ্য বলভ্যাঞ্চত্বরে তথা ॥ ৫৮ ॥ বদ্ধঃ সংমূঢ়হৃদয়ো দেহমিচ্ছন্ ক্বতানুগঃ। শ্মশান-ঞ্চত্বরং গেহং বীক্ষন্ যাম্যৈঃ স নীয়তে ॥ ৫৯ ॥ গর্ত্তপিণ্ডান্ দশাহানি প্রদদ্যাচ্চ দিনে দিনে। জলাঞ্জল্যঃ প্রদাতব্যাঃ প্রেতমুদ্দিশ্য প্রত্যহং ॥ ৬০ ॥ তাবদ্বৃদ্ধিশ্চ কর্ত্তব্যা যাবৎ পিণ্ডং দশাহিকং। পুত্রেণ হি ক্রিয়া কার্য্যা ভার্য্যয়া তদভাবতঃ ॥ ৬১ ॥ তদভাবে চ শিষ্যেণ শিষ্যাভাবে সহোদরঃ। শ্মশানে চান্যতীর্থে বা জলং পিণ্ডঞ্চ দাপ-য়েৎ ॥ ৬২ ॥ ওদনানি চ সক্তূংশ্চ শাকমূলফলাদি বা। প্রথমেঽহনি যদ্দদ্যাত্তদ্দদ্যাদুত্তরেঽহনি ॥ ৬৩ ॥ দিনানি দশপিণ্ডানি কুর্ব্বন্ত্যত্র সুতাদয়ঃ। প্রত্যহস্তে বিভজ্যন্তে চতুর্ভাগৈঃ খগোত্তম ॥ ৬৪ ॥ ভাগদ্বয়ন্তু দেহার্থে প্রীতিদং ভূতপঞ্চকং। তৃতীয়ং যমদূতানাঞ্চতুর্থেনোপজীবতি ॥ ৬৫ ॥ অহোরাত্রৈস্তু নবভিঃ প্রেতো নিষ্পত্তিমাপ্নুয়াৎ। জন্তোর্নিষ্পন্নদেহস্য দশমে তু ভবেৎ ক্ষুধা ॥ ৬৬ ॥ ন দ্বিজো নৈব মন্ত্রশ্চ ন স্বধা বাহনাশিষঃ। নামগোত্রে সমুচ্চার্য্য যদ্দত্তঞ্চ দশাহিকং ॥ ৬৭ ॥ দগ্ধে দেহে পুন-র্দ্দেহং প্রাপ্নোত্যেব খগেশ্বর। প্রথমেঽহনি যঃ পিণ্ডস্তেন মূর্দ্ধা প্রজায়তে ॥ ৬৮ ॥ গ্রীবাস্কন্ধৌ দ্বিতীয়ে তু তৃতীয়ে হৃদয়স্তবেৎ। চতুর্থেঽহ্নি ভবেৎ পাষ্ণির্নাভির্বৈ পঞ্চমে তথা ॥ ৬৯ ॥ ষষ্ঠে চ সপ্তমে চৈব কটিগুহ্যং প্রজায়তে। ঊরূ চাষ্টমকে চৈব জান্বঙ্ঘ্রী নবমে তথা ॥ ৭০ ॥ নবভি-র্দ্দেহমাসাদ্য দশমেঽহ্নি ভবেৎ ক্ষুধা। দেহভূতঃ ক্ষুধা-বিষ্টো গৃহদ্বারে স তিষ্ঠতি ॥ ৭১ ॥ দশমেঽহনি যঃ পিণ্ড-স্তন্দদ্যাদামিষেণ তু। যতো দেহঃ সমুৎপন্নঃ প্রেতস্তীব্র-ক্ষুধান্বিতঃ ॥ ৭২ ॥ অতস্ত্বামিষবাহুল্যং ক্ষুধা তস্য ন নশ্যতি। একাদশাহং দ্বাদশাহং প্রেতো ভুঙ্ক্তে দিনদ্বয়ং ॥ ৭৩ ॥ যোষিতঃ পুরুষস্যাপি প্রেতশব্দং সমুচ্চরেৎ। দীপমন্ত্রং

দুগ্ধ ও জল প্রদান করিবে। হে তার্ক্ষ্য! এইরূপে তিন দিবস চত্বরস্থানে প্রেতের নিমিত্ত প্রদান করিতে হইবে। ৫৮। সংসারাবদ্ধ মূঢ়হৃদয় ব্যক্তিরা পুনর্ব্বার দেহ ইচ্ছা করত শ্মশান, চত্বর ও গৃহ দর্শন করিতে করিতে যমদূতকর্ত্তৃক নীত হয়। ৫৯। মরণের পর দশাহপর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রেতের উদ্দেশে পিণ্ড ও জলাঞ্জলি প্রদান করিবে। ৬০। দশাহপর্য্যন্ত পিণ্ডপ্রদান করিয়া এক এক অঞ্জলি বৃদ্ধি করিতে হইবে, অর্থাৎ প্রথমদিবসে এক অঞ্জলি, দ্বিতীয়দিবসে দুই অঞ্জলি এবং তৃতীয়দিবসে তিন অঞ্জলি জলপ্রদান করিবে। পুত্র এইরূপ কার্য্য করিবে। পুত্রাভাবে ভার্য্যাই উক্তকার্য্যের অধিকারিণী। ৬১। ভার্য্যাভাবে শিষ্য এবং শিষ্যাভাবে সহোদরই প্রেতের কার্য্য করিবে। শ্মশানে অথবা অন্য তীর্থে জল ও পিণ্ডপ্রদান করিবে। ৬২। অন্ন, শক্তু, শাক, মূল অথবা ফল প্রদান করিবে। প্রথম দিবসে যেরূপ দিবে, দ্বিতীয়াদি দিবসেও সেইরূপ দিতে হইবে। ৬৩। পুত্রা-দিরা দশদিন প্রত্যহ পিণ্ডদান করিবে। হে খগেশ্বর! সেই পিণ্ড পুত্রাদিরা চতুর্ভাগে বিভক্ত করিবে। তাহার ভাগদ্বয় দেহপ্রীতি ও ভূতগণের নিমিত্ত, তৃতীয় ভাগ যমদূতের নিমিত্ত এবং চতুর্থ-ভাগ আপন উপজীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত হইবে। ৬৪—৬৫। নয়দিবস ও নয়রাত্রিতে প্রেতের দেহনিষ্পত্তি হয়। এইরূপে দেহ নিষ্পন্ন হইলে দশম দিবসে জন্তুর ক্ষুধা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। ৬৬। দশাহে প্রেতকে যাহা কিছু প্রদান করা যায়, তাহাতে ব্রাহ্মণস্থাপন, অন্য মন্ত্র, স্বধাশব্দপ্রয়োগ, আবাহন ও আশীর্ব্বাদ করিবে না, কেবল নাম ও গোত্র উচ্চারণ করিয়া পিণ্ডপ্রদান করিতে হইবে। ৬৭। মনুষ্যের মরণের পর দেহ দগ্ধ হইলেই তাহার দেহান্তর প্রাপ্তি হইবে। হে খগেশ্বর! প্রথম দিবসে যে পিণ্ডপ্রদান করা যায়, তাহাতে মূর্দ্ধা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৬৮। দ্বিতীয় দিবসের পিণ্ড হইতে গ্রীবা ও স্কন্ধ এবং তৃতীয় পিণ্ডে হৃদয়দেশ জন্মে। চতুর্থদিবসীয় পিণ্ড হইতে হস্ত এবং পঞ্চম দিবসে যে পিণ্ড দেওয়া যায়, তাহাতে নাভি উৎপন্ন হয়। ৬৯। ষষ্ঠদিনে যে পিণ্ড প্রদত্ত হয়, তাহাতে কটি এবং সপ্তমদিবসীয় পিণ্ড হইতে গুহ্য হইয়া থাকে। অষ্টমদিবসে যে পিণ্ড দেওয়া যায়, তাহাতে ঊরুদ্বয় এবং নবম দিবসের পিণ্ডে জানু ও চরণদ্বয় উৎপন্ন হয়। ৭০। মৃতব্যক্তি উক্তরূপে নবপিণ্ডদ্বারা দেহপ্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং দশম দিবসে তাহার ক্ষুধা হয়। অনন্তর সেই জীব দেহধারী ও ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া দ্বারদেশে বর্ত্তমান থাকে। ৭১। দশম দিবসে যে পিণ্ডপ্রদান করিবে, তাহা আমিষসংযোগে দিতে হইবে। যেহেতু দেহ সমুৎপন্ন হয়, অতএব তাহার তীব্র ক্ষুধা হইয়া থাকে। ৭২। আমিষ ভিন্ন পিণ্ডপ্রদান করিলে প্রেতের ক্ষুধাবিনাশ পায় না। একাদশাহ ও দ্বাদশাহ এই দুই দিবসেই প্রেত ভক্ষণ করিয়া থাকে। ৭৩। স্ত্রী ও পুরুষ

জলং বস্ত্রং অন্যদ্বা দীয়তে তু যৎ ॥ ৭৪ ॥ প্রেতশব্দেন যদ্দত্তং মৃতস্যানন্দদায়কং। ত্রয়োদশেহ্নি বৈ প্রেতো নীয়তে চ মহাপথে ॥ ৭৫ ॥ পিণ্ডজং দেহমাশ্রিত্য দিবারাত্রৌ ক্ষুধান্বিতঃ। মার্গে গচ্ছতি স প্রেতো হ্যসিপত্রবনান্বিতে ॥ ৭৬ ॥ ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতো নিত্যং যমদূতৈঃ প্রপীড়িতঃ। অহন্যহনি স প্রেতো যোজনানাং শতদ্বয়ং ॥ ৭৭ ॥ চত্বারিংশত্তথা সপ্ত অহোরাত্রেণ গচ্ছতি। গৃহীতো যমপাশৈস্তু জনো হাহেতি রোদিতি ॥ ৭৮ ॥ স্বগৃহং সম্পরিত্যজ্য যাম্যং পুরমনুব্রজেৎ। ক্রমেণ গচ্ছতি প্রেতঃ পুরং বৈবস্বতং শুভং ॥ ৭৯ ॥ যাম্যং সৌরি পুরং সুরেন্দ্রভবনং গন্ধর্ব্বশৈলাগমং ক্রূরং ক্রৌঞ্চপুরং বিচিত্রভবনং বহ্বাপদং দুঃখদং। নানাক্রন্দপুরং সুতপ্তভবনং রৌদ্রং পয়োবর্ষণং শীতাঢ্যং বহুভীতি ঘর্ম্মভবনং যাম্যং পুরঞ্চাগ্রতঃ ॥ ৮০ ॥ ত্রয়োদশেহহ্নি স প্রেতো নীয়তে যমকিঙ্করৈঃ। তস্মিন্মার্গে ব্রজত্যেকো গৃহীত-ইব মর্কটঃ ॥ ৮১ ॥ তথৈব স ব্রজন্মার্গে পুত্র পুত্র ইতি ব্রুবন্। হাহেতি ক্রন্দতে নিত্যং কীদৃশন্তু ময়া কৃতং ॥ ৮২ ॥ মানুষত্বং লভে কস্মাদিতি ব্রূতে প্রসর্পতি। মহতা পুণ্যযোগেন মানুষং জন্ম লভ্যতে ॥ ৮৩ ॥ তদপ্রাপ্য ন প্রদত্তং যাচকেভ্যঃ স্বকন্ধনং। পরাধীনমভুৎ সর্ব্বমিতি ব্রূতে স গদ্গদঃ। কিঙ্করৈঃ পীড্যতেহত্যর্থং স্মরতে পূর্ব্বদৈহিকং ॥ ৮৪ ॥ সুখস্য দুঃখস্য ন কোপি দাতা পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা। পুরাকৃতং কর্ম্ম সদৈব ভুজ্যতে শরীর হে নিস্তরয় ত্বয়া কৃতং ॥ ৮৫ ॥ ময়া ন দত্তং ন হুতং হুতাশনে তপো ন তপ্তং হিমশৈলগহ্বরে। ন সেবিতং গাঙ্গমহো মহাজলং শরীর হে নিস্তরয় ত্বয়া কৃতং ॥ ৮৬ ॥ জলাশ্রয়ো নৈব কৃতো হি নির্জ্জলে মনুষ্যহেতোঃ পশুপক্ষিহেতবে। গোতৃপ্তিহেতোর্ন কৃতং হি গোচরং শরীর হে নিস্তরয় ত্বয়া

উভয়েরই প্রেতশব্দ উচ্চারণ করিয়া পিণ্ড দিতে হইবে এবং দীপ, অন্ন, জল, বস্ত্র ও অন্য যাহা কিছু দেওয়া যায়, তৎসমুদায়েই প্রেতশব্দ উল্লেখে দিতে হইবে। প্রেতশব্দ উচ্চারণ করিয়া যাহা দেওয়া যায়, তাহা প্রেতের আনন্দদায়ক হয়। ত্রয়োদশাহে প্রেতকে মহাপথে লইয়া যায়।৭৪-৭৫। প্রেত পিণ্ডজন্য দেহ পাইয়া এবং ক্ষুধান্বিত হইয়া দিবারাত্রিতে অসিপত্রবনান্বিত বনে গমন করিয়া থাকে। ৭৬। প্রেত ক্ষুৎপিপাসান্বিত ও যমদূতকর্ত্তৃক পরিপীড়িত হইয়া প্রতিদিন দুইশতযোজন গমন করে। ৭৭। পাপী নরসকল যমপাশে পরিগৃহীত হইয়া হাহা শব্দে রোদন করিতে করিতে সপ্তচত্বারিংশৎ অহোরাত্র গমন করে। ৭৮। এইরূপে প্রেত স্বগৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাম্যপুরে গমন করে, অনন্তর ক্রমত বৈবস্বতভবনে উপস্থিত হয়। প্রেত বক্ষ্যমাণ পুরসকল অতিক্রম করিয়া যমপুরে প্রবিষ্ট হয়। ৭৯। প্রথমত যাম্যপুর, তৎপরে সৌরিপুর, সুরেন্দ্রভবন, গন্ধর্ব্বশৈলাগম, ক্রূরতর ক্রৌঞ্চপুর বিদ্যমান আছে। ইহাদিগের মধ্যে কোন পুর নানাপ্রকার বিচিত্র ভবনবিশিষ্ট, কোন পুর বহু আপদযুক্ত ও দুঃখপ্রদ। কোন কোন পুরে পাপিগণের আক্রন্দন হইতেছে, কোন কোন পুরে গৃহসকল অতিশয় প্রতপ্ত। কোন পুরে অতি ভয়ঙ্কর বারিবর্ষণ হইতেছে। কোন কোন পুরে ভবনসকল শীতাঢ্য, বহু ভীতিযুক্ত ও সাতিশয় গ্রীষ্মপূর্ণ। ৮০। ত্রয়োদশ দিবসে সেই প্রেতকে যমকিঙ্করেরা লইয়া যায়। সেই প্রেত যমদূতকর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইয়া মর্কটের ন্যায় গমন করে। ৮১। প্রেত যমমার্গে গমনকালে "পুত্র পুত্র" বলিয়া হাহা শব্দ করিয়া রোদন করে, আর বলিতে থাকে যে, "আমি এমন কি কর্ম্ম করিয়াছি, তাহাতে এইরূপ দুর্ভোগ হইতে পারে"। ৮২। প্রেত ঐ সময়ে এই বলিয়া গমন করিয়া থাকে যে, আমি কি হেতুতে মানুষত্ব লাভ করিতে পারি। মহৎ পুণ্যফলেই মানুষজন্মলাভ হয়। ৮৩। যাচকদিগকে যে স্বীয় ধনপ্রদান করে না, তাহা পাইতে পারে না, যেহেতু সকলই পরাধীন। গদ্গদবাক্যে এই কথা বলিতে বলিতে প্রেত গমন করে এবং যমকিঙ্করকর্ত্তৃক পরিপীড়িত হইয়া পূর্ব্বদেহকৃত কর্ম্ম স্মরণ করে। ৮৪। সুখ কিম্বা দুঃখ কেহ দিতে পারে না, অপরে দুঃখপ্রদান করে, ইহা কুবুদ্ধিমাত্র। পূর্ব্বে যে ব্যক্তি যেরূপ কার্য্য করিয়াছে, সেই ব্যক্তি তদনুরূপ ফলভোগ করে; অতএব হে শরীর! তুমি যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছ, তদনুরূপ ফলভোগ কর। ৮৫। আমি কখনও দান করি নাই, হুতাশনে আহুতিপ্রদান করি নাই, হিমালয়ের গহ্বরে বসিয়া কোনরূপ তপস্যা করি নাই, কদাচ গঙ্গাজল সেবা করি নাই। হে শরীর! তুমি যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছ, তদনুরূপ ফলভোগ কর। ৮৬। আমি কখনও নির্জ্জলদেশে

কৃতং ॥ ৮৭ ॥ ন নিত্যদানং ন গবাহ্নিকং কৃতং ন বেদদানং নচ শাস্ত্রপুস্তকং। পুরা ন ইষ্টো ন চ সেবিতোঽধ্বা শরীর হে নিস্তরয় ত্বয়া কৃতং ॥ ৮৮ ॥ মাসোপবাসৈর্ন চ শোধিতং বপুশ্চান্দ্রায়ণৈর্বা নিয়মৈশ্চ সুব্রতৈঃ। নারীশরীরং বহুদুঃখভাজনং লব্ধং ময়া পূর্ব্বকৃতৈর্বিকর্ম্মভিঃ ॥ ৮৯ ॥ উক্তানি বাক্যানি ময়া নরাণাম্ভতঃ শৃণুষ্বাবহিতো হি পক্ষিন্। স্ত্রীণাঞ্চ দেহন্তুবলম্ব্য দেহী ব্রবীতি কর্ম্মাণি কৃতানি পূর্ব্বং ॥ ৯০ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে ঊর্দ্ধদেহিক-কর্ম্মাদিসংস্কারো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ-উবাচ। এবং প্রচলতে প্রেতস্তত্র মার্গে খগেশ্বর। ক্রন্দিতশ্চৈব দুঃখার্ত্তঃ শ্রান্তশ্চাকুললোচনঃ ॥ ১ ॥ সপ্তদশদিনান্যেকো বায়ুমার্গেণ গচ্ছতি। অষ্টাদশে ত্বহোরাত্রে পূর্ব্বং যাম্যপুরং ব্রজেৎ ॥ ২ ॥ তস্মিন্ পুরবরে রম্যে প্রেতানাঞ্চ গণো মহান্। পুষ্পভদ্রা নদী তত্র ন্যগ্রোধঃ প্রিয়দর্শনঃ ॥ ৩ ॥ পুরে তত্র স বিশ্রামং প্রাপ্যতে যমকিঙ্করৈঃ। জায়াপুত্ত্রাদিকং সৌখ্যং স্মরতে তত্র দুঃখিতঃ ॥ ৪ ॥ ক্রন্দতে করুণৈর্ব্বাক্যৈস্তৃষার্ত্তঃ শ্রমপীড়িতঃ। স্বধনং স্বসুখানীহ গৃহপুত্ত্রধনানি চ ॥ ৫ ॥ ভৃত্যমিত্রাণি ধান্যঞ্চ সর্ব্বং শোচতি বৈ তদা। ক্ষুধার্ত্তস্য পুরে তস্মিন্ কিঙ্করৈস্তস্য চোচ্যতে ॥ ৬ ॥ কিঙ্করা উচুঃ। ক্ব ধনং ক্ব সুতা জায়া ক্ব সুহৃৎ ক্ব ত্বমীদৃশঃ। স্বকর্ম্মণার্জ্জিতং ভুংক্ষ্ব মূঢ়চেতশ্চিরম্পথি ॥ ৭ ॥ জানাসি সম্বলবশম্বলমধ্বগানাং নো সম্বলায় পতিতং পরলোকপান্থ। গন্তব্যমস্তি তব নিশ্চিতমেবমস্মিন্ মার্গে হি চাত্র ভবতঃ ক্রয়বিক্রয়ৌ ন ॥ ৮ ॥ যমগীতাভবং বাক্যং নৈব মর্ত্ত্যৈ শ্রুতং

মনুষ্য-পশু-পক্ষীর নিমিত্ত জলদান করি নাই এবং গোর পরিতৃপ্তি হেতু গোচারণ করি নাই, অতএব হে শরীর! তুমি যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছ, তদনুরূপ ফল ভোগ কর। ৮৭। আমি নিত্য দান করি নাই, গোকে আহ্নিক আহার প্রদান করি নাই, বেদদান কিম্বা পুস্তক প্রদান করি নাই, পূর্ব্বকালে কোন যজ্ঞসমাচরণ করি নাই অথবা কোন সৎপন্থা আশ্রয় করি নাই, অতএব হে শরীর! তুমি যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছ, তদনুরূপ ফলভোগ কর। ৮৮। আমি মাসোপবাস অথবা চান্দ্রায়ণাদি ব্রতাচরণদ্বারা শরীর শোধন করি নাই, কেবল বহুদুঃখভাজন নারীশরীর উপভোগ করিয়াছি; অতএব হে শরীর! তুমি যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছ, তদনুরূপ ফলভোগ কর। ৮৯। হে পক্ষিবর! আমি মনুষ্যগণের হিতার্থে যে সকল বাক্য বলিয়াছি, তাহা তুমি আমার নিকট অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। মনুষ্যগণ স্ত্রীদিগের শরীর লাভ করিয়া তাহাতে নিযুক্ত থাকে কোন সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। ৯০।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে খগরাজ! প্রেতগণ এইরূপে সেই পথে বহুদুঃখার্ত্ত, পরিশ্রান্ত ও আকুললোচন হইয়া কান্দিতে কান্দিতে গমন করিয়া থাকে। ১। সপ্তদশদিন একাকী বায়ুমার্গে গমন করিয়া অষ্টাদশদিনে যমের পূর্ব্বপুরে উপস্থিত হয়। ২। সেই পুরে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পায়, প্রেতগণের মহাকোলাহল হইতেছে এবং সেই স্থানে পুষ্পভদ্রা নামে নদী প্রবাহিত হইতেছে ও একটী প্রিয়দর্শন বটবৃক্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে। ৩। প্রেত সেই পুরে উপস্থিত হইলে যমকিঙ্করেরা তাহাকে বিশ্রাম করিতে দেয় এবং প্রেতগণ এই সময়ে দুঃখিত হইয়া স্ত্রীপুত্ত্রসুখাদি স্মরণ করিতে থাকে। ৪। প্রেতগণ এই পুরে থাকিয়া করুণবাক্যে ক্রন্দন করে এবং তৃষার্ত্ত ও শ্রমপীড়িত হইয়া আপন ধন, স্বীয় সুখ, গৃহ, পুত্ত্র, ধনাদি, ভৃত্য, মিত্র, ধান্য প্রভৃতির নিমিত্ত শোক করিতে থাকে এবং ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তথায় অবস্থিতি করে, ঐ সময়ে যমকিঙ্করেরা তাহাদিগকে এইরূপ বলিয়া থাকে। ৫—৬। যমকিঙ্করগণ কহে, অরে মূঢ়! তোমার ধন কোথায়? তোমার পুত্ত্র কোথায়? তোমার জায়া কোথায়? তোমার বন্ধু কোথায় এবং তুমিই বা কোথায়? এক্ষণ ধনপুত্ত্রাদিদ্বারা তোমার কোন উপকার সাধিত হইবে না। আপনার কর্ম্মার্জ্জিত ফলভোগ কর। ৭। হে পরলোকপথিক! তুমি জান, যাহারা পথে গমন করিয়া থাকে, তাহাদিগের সম্বল আবশ্যক; তোমাদিগের কিঞ্চিন্মাত্র

ত্বয়া। এবমুক্তস্ততঃ সর্বৈর্হন্যমানঃ সমুদ্গরৈঃ ॥ ৯ ॥ অত্র দত্তং সুতৈঃ পৌত্রৈঃ স্নেহাদ্বা কৃপয়াথবা। মাসিকং পিণ্ডমশ্নাতি ততঃ সৌরিপুরং ব্রজেৎ ॥ ১০ ॥ তত্র নাম্না তু রাজা বৈ জঙ্গমঃ কালরূপধৃক্। তং দৃষ্ট্বা ভয়ভীতস্তু বিশ্রামে কুরুতে মতিং ॥ ১১ ॥ উদকঞ্চান্নসংযুক্তং ভুঙ্‌ক্তে তস্মিন্ পুরে গতঃ। ত্রিভিঃ পক্ষৈস্তথা পিণ্ডৈস্তৎপুরং স ব্যতিক্রমেৎ ॥ ১২ ॥ সুরেন্দ্রনগরে রম্যে প্রেতো যাতি দিবানিশং। ততো বনানি রৌদ্রাণি দৃষ্ট্বা ক্রন্দতি তত্র সঃ ॥ ১৩ ॥ ভীষণৈঃ ক্লিশ্যমানশ্চ ক্রন্দত্যেব পুনঃ পুনঃ। মাসদ্বয়াবসানে তু তৎ পুরং স ব্যতিক্রমেৎ ॥ ১৪ ॥ তৃতীয়ে মাসি সম্প্রাপ্তে গন্ধর্ব্বনগরে শুভে। তৃতীয়মাসিকং পিণ্ডং তত্র ভুঙ্‌ক্তে স গচ্ছতি ॥ ১৫ ॥ শৈলাগমে চতুর্থে চ মাসি যাতি খগেশ্বর। পতন্তি তত্র পাষাণাঃ প্রেতস্যোপরিপৃষ্ঠতঃ ॥ ১৬ ॥ চতুর্থমাসিকং শ্রাদ্ধং ভুক্ত্বা তত্র সুখী ভবেৎ। স গচ্ছতি ততঃ প্রেতঃ ক্রূরং মাসে তু পঞ্চমে ॥ ১৭ ॥ পঞ্চমমাসিকং পিণ্ডং ভুঙ্‌ক্তে তত্র পুরে স্থিতঃ। ঊনষাণ্মাসিকং ক্রৌঞ্চৈঃ পঞ্চভিঃ সার্দ্ধমাসিকৈঃ ॥ ১৮ ॥ তত্র দত্তেন পিণ্ডেন শ্রাদ্ধেনাপ্যায়িতস্ততঃ। মুহূর্ত্তার্দ্ধন্তু বিশ্রাম্য কম্পমানঃ সুদুঃখিতঃ ॥ ১৯ ॥ তৎপুরন্তু পরিত্যজ্য তর্জ্জিতো যমকিঙ্করৈঃ। প্রয়াতি চিত্রনগরং বিচিত্রো নাম পার্থিবঃ ॥ ২০ ॥ যমস্যৈবানুজঃ সৌরির্যত্র রাজ্যং প্রশাস্তি হি। তত্র ষণ্মাসপিণ্ডেন তৃপ্তঃ সন্ কৃষ্যতে নর ॥ ২১ ॥ মার্গে পুনঃ পুনস্তস্য বুভুক্ষা জায়তে ভৃশং। মদীয়পুত্রঃ পৌত্রো বা বান্ধবঃ কোপি তিষ্ঠতি ॥ ২২ ॥ দদাতি কশ্চিন্মাং সৌখ্যং পতিতঃ শোকসাগরে। এবং বিলপতো মার্গে বার্য্যমাণস্য কিঙ্করৈঃ ॥ ২৩ ॥ আয়ান্তি সম্মুখাস্তত্র

সম্বল নাই এবং এই দুর্গম বর্ত্মে গমন করিতে হইবে, বিশেষতঃ এই দুর্গম মার্গে ক্রয়বিক্রয়স্থানও নাই। যাহাতে পাথেয় সম্বল সংগ্রহ করা যায়, এমন উপায়ান্তর নাই। অর্থাৎ পুণ্যলক্ষ্যই পরলোকগমনের একমাত্র সম্বল, তোমরা সেই পুণ্যরূপ সম্বল সংগ্রহ কর নাই, সুতরাং এক্ষণ অসহ্য যাতনাভোগ করিতে হইবে। ৮। মনুষ্যলোকে কখন তোমরা যমবাক্য শ্রবণ কর নাই। এই বলিয়া যমকিঙ্করগণ পাপিষ্ঠ প্রেতকে মুদ্গরদ্বারা প্রহার করে। ৯। প্রেতগণ যমপুরী গমন করিলে তাহাদের পুত্র, পৌত্র ও বান্ধবেরা স্নেহবশতঃ মাসে মাসে যে পিণ্ডপ্রদান করে, তাহা ভক্ষণ করিয়া প্রেত যমলোকে বাস করিয়া থাকে। ১০। এই স্থানে কালরূপধারী জঙ্গম যমরাজ আগমন করেন, তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রেতগণ ভীত হয় এবং কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রামার্থ অভিলাষ করে। ১১। প্রেতগণ যমের পূর্ব্বপুরে গমন করিয়া পুত্রপ্রদত্ত অন্নসংযুক্ত উদকপান করে। তিনপক্ষপর্য্যন্ত এইরূপে পুত্রাদিপ্রদত্ত পিণ্ডদ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া সেই পুর অতিক্রম করিয়া থাকে। ১২। অনন্তর প্রেত দিবারাত্রিতে সুরেন্দ্রনগরে গমন করে। সেই স্থানে ভয়ঙ্কর বনসকল দর্শন করিয়া রোদন করিতে থাকে। ১৩। অনন্তর ভীষণাকার দূতাদিকর্ত্তৃক ক্লিশ্যমান হইয়া পুনঃ পুনঃ ক্রন্দন করে। এইরূপে মাসদ্বয় অতীত হইলে সেই পুর অতিক্রম করে। ১৪। পরে তৃতীয়মাস উপস্থিত হইলে সুশোভন গন্ধর্ব্বনগরে উপস্থিত হয় এবং পুত্রাদিরা তৃতীয়মাসে যে পিণ্ডপ্রদান করে, তাহাই ভোজন করিয়া থাকে। ১৫। হে খগেশ্বর! চতুর্থমাস সমাগত হইলে শৈলাগমনামক পুরে উপস্থিত হয়। সেই স্থানে প্রেতের উপরি ও পৃষ্ঠদেশে পাষাণসকল পতিত হইতে থাকে। ১৬। চতুর্থমাসে পুত্রাদিরা যে শ্রাদ্ধ করে, তাহা ভোজন করিয়া প্রেত কথঞ্চিৎ সুখলাভ করে। অনন্তর পঞ্চমমাস উপস্থিত হইলে ঐ প্রেত ক্রূরপুরে গমন করে। ১৭। প্রেত উক্ত ক্রূরপুরে অবস্থিত হইয়া পঞ্চমমাসিক পিণ্ড ভোজন করে। আর ঊনষাণ্মাসিক সার্দ্ধপঞ্চমাসিক প্রদত্ত পিণ্ডও এই লোকেই প্রেতের ভোগ্য হয়। ১৮। এই লোকে উক্তরূপে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদ্বারা প্রেত আপ্যায়িত হইয়া থাকে এবং অর্দ্ধমুহূর্ত্ত বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার দুঃখিত ও কম্পমান হয়। ১৯। অনন্তর উক্ত পুর পরিত্যাগপূর্ব্বক যমকিঙ্করকর্ত্তৃক তর্জ্জিত হইয়া চিত্রনগরে গমন করে। বিচিত্র নামে কোন রাজা এই নগরের অধিপতি। ২০। উক্ত বিচিত্ররাজ যমের অনুজ, ইনিই এই স্থানে রাজ্যশাসন করিয়া থাকেন। মনুষ্য ষাণ্মাসিকপ্রদত্ত পিণ্ডদ্বারা এই নগরে তৃপ্তি লাভ করে। ২১। এই মার্গে প্রেতের পুনঃ পুনঃ সাতিশয় ক্ষুধা উপস্থিত হইয়া থাকে। এবং এই প্রেত বলিয়া থাকে যে, আমার পুত্র, পৌত্র কিম্বা এমন কোন বান্ধব আছে যে, আমাকে সুখপ্রদান করিতে পারে? এক্ষণ আমি শোকসাগরে পতিত আছি। প্রেত এইরূপ

কৈবর্ত্তাস্ত সহস্রশঃ। বয়ন্ত্বাত্তারয়িষ্যামো মহাবৈতরণীং নদীং ॥ ২৪ ॥ শতযোজনবিস্তীর্ণাং পূয়শোণিতপূরিতাং। নানাপক্ষিসমাকীর্ণাং নানাঝষশতৈর্ব্বৃতাং। ॥ ২৫ ॥ যেন তত্র প্রদত্তা গৌর্বিষ্ণুলোকঞ্চ সা নয়েৎ। ন দত্তা চেৎ খগশ্রেষ্ঠ বৈতরণ্যাং স মজ্জতি ॥ ২৬ ॥ স্বস্থাবস্থে শরীরে তু বৈতরিণ্যাব্রতঞ্চরেৎ। দেয়া চ বিদুষে ধেনুস্তাং নদীং তর্ত্তুমিচ্ছতা ॥ ২৭ ॥ অদত্ত্বা মজ্জমানস্তু নিন্দতি স্বং সংমূঢ়ধীঃ। পাথেয়ার্থং ময়া কিঞ্চিন্ন প্রদত্তং দ্বিজাতয়ে। ন তপ্তং ন হুতং জপ্তং ন স্নানং ন কৃতং শুভং ॥ ২৮ ॥ কিঙ্করা উচুঃ। যাদৃশং কর্ম্ম চরিতং মূঢ় ভুঙ্ক্ষ্ব তাদৃশং। হা দৈব ইতি সংমূঢ়ো ভীষণৈস্তাড্যতে হৃদি ॥ ২৯ ॥ যাণ্মাসিকঞ্চ যচ্ছ্রাদ্ধন্তত্র ভুক্ত্বা প্রসর্পতি। তার্ক্ষ্য তত্র বিশেষেণ ভোজয়েচ্চ দ্বিজান্ শুভান্ ॥ ৩০ ॥ চত্বারিংশতথা সপ্তযোজনানাং শতদ্বয়ং। প্রয়াতি প্রত্যহং তার্ক্ষ্য হ্যহোরাত্রেণ কর্ষিতঃ ॥ ৩১ ॥ সপ্তমে মাসি সম্প্রাপ্তে পুরং বহ্বাপদং ব্রজেৎ। তত্র ভুক্ত্বা প্রদত্তং যৎ সপ্তমাসিকসম্ভবং ॥ ৩২ ॥ তৎ পুরং স ব্যতিক্রম্য দুঃখদং পুরমাশ্রয়েৎ। মহদ্দুঃখমনুপ্রাপ্য স্বমার্গে যাতি বৈ পুনঃ ॥৩৩॥ মাস্যষ্টমে প্রদত্তং যৎ তত্র ভুক্ত্বা স গচ্ছতি। নবমমাসিকং ভুঙ্‌ক্তে নানাক্রন্দপুরে স্থিতঃ ॥ ৩৪ ॥ নানাক্রন্দগণান্ দৃষ্ট্বা ক্রন্দমানান্ সুদারুণান্। স্বয়ঞ্চ শূন্যহৃদয়ঃ সমাক্রন্দতি দুঃখিতঃ ॥ ৩৫ ॥ বিহায় তৎ পুরং প্রেতো যাতি তপ্তপুরং প্রতি। সুতপ্তনগরং প্রাপ্তৌ দশমে মাসি সোঽশ্নুতে ॥ ৩৬ ॥ ভোজ্যনৈঃ পিণ্ডদানৈস্তু দত্তৈস্তত্র সুখী ভবেৎ। মাসি চৈকাদশে পূর্ণে রৌদ্রং স্থানং স গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥ দশৈকমাসিকং ভুক্ত্বা পয়োবর্ষণমিচ্ছতি। মেঘাস্তত্র প্রবর্ষন্তি প্রেতানাং দুঃখদায়কাঃ ॥

বিলাপ করিতে থাকে, যমকিঙ্করগণ তাহাকে নিবারণ করে। ২২—২৩। অনন্তর প্রেতের সম্মুখে সহস্র সহস্র কৈবর্ত্ত উপস্থিত হয়। তাহারা বলে, আমরা তোমাকে এই মহাবৈতরণীনদী পার করিব। ২৪। বৈতরণীনদী শতযোজনবিস্তীর্ণ, ইহা পূয ও শোণিতদ্বারা পরিপূর্ণ, বিবিধ পক্ষীগণ এই নদীকে সমাকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে এবং ইহাতে শত শত জলজন্তু বাস করে। ২৫। যে ব্যক্তি পূর্ব্বকালে গোপ্রদান করিয়াছেন, তাঁহাকে সেই গো বিষ্ণুলোকে লইয়া যায়। আর যিনি গোদান করেন নাই, তিনি এই বৈতরণীনদীতে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। ২৬। যাহারা বৈতরণীনদীর পরিত্রাণ ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সুস্থাবস্থাতে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে ধেনু প্রদান করিয়া বৈতরণীব্রত আচরণ করিবেন। ২৭। ধেনু প্রদান না করিলে যখন বৈতরণীতে নিমগ্ন হয়, তখন সেই মূঢ়ধী ব্যক্তিরা আপনাকে নিন্দা করিয়া থাকে, আমি পরলোকগমনের পাথেয় সঞ্চয়ার্থ ব্রাহ্মণদিগকে কিছুই প্রদান করি নাই, তপস্যা করি নাই, হোম করি নাই, জপ করি নাই, স্নান করি নাই অথবা অন্য কোন সৎকার্য্য করি নাই। ২৮। যমকিঙ্করগণ কহিল, রে মূঢ়! তুমি যেরূপ কর্ম্ম আচরণ করিয়াছ, তাদৃশ ফলভোগ কর। তখন প্রেত "হা দৈব" বলিয়া মূর্চ্ছিত হয় এবং ভীষণাকার যমদূত সকল তাহার হৃদয়ে তাড়ন করিতে থাকে। ২৯। এই সময়ে ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধপ্রদত্ত পিণ্ডাদি ভোজন করিয়া গমন করে। হে গরুড় এই নিমিত্ত প্রেতের উদ্দেশে বহু ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। ৩০। হে তার্ক্ষ্য প্রেতগণ প্রতিদিন যমদূতকর্ত্তৃক পরিক্লিষ্ট হইয়া দুইশত সপ্তচত্বারিংশত যোজন গমন করে। ৩১। অনন্তর সপ্তম মাস উপস্থিত হইলে সেই পুর পরিত্যাগ করিয়া পুরান্তরে গমন করিয়া থাকে। সেই সময় সপ্তমমাসিকে প্রদত্ত পিণ্ডাদি ভক্ষণ করে। ৩২। পরে এই পুর পরিত্যাগ করিয়া অতিদুঃখপ্রদ পুর আশ্রয় করে। এই পুরে মহাদুঃখ অনুভব করিয়া পুনর্ব্বার স্বীয়মার্গে গমন করে। ৩৩। এই সময়ে অষ্টমমাসিকপ্রদত্ত পিণ্ড ভক্ষণ করিয়া গমন করিয়া থাকে। অনন্তর নানাক্রান্ত পুরে উপস্থিত হইয়া নবমমাসিক প্রদত্ত পিণ্ডাদি ভক্ষণ করে। ৩৪। তখন নানাক্রন্দপুরবাসিদিগকে অতিদুর্দশাপন্ন ও রোদনতৎপর দেখিয়া স্বয়ংও বহুদুঃখে দুঃখিত ও হতাশ হইয়া রোদন করিতে থাকে। ৩৫। অনন্তর প্রেত সেই পুর পরিত্যাগ করিয়া তপ্তপুরে গমন করে। দশমমাসেও সুতপ্তনগর পাইয়া দশমমাসিকপ্রদত্ত পিণ্ডাদি ভক্ষণ করে। ৩৬। এই স্থানে প্রেত পিণ্ডদানাদি ভোজনদ্বারা সুখী হয়। অনন্তর একাদশমাস পূর্ণ হইলে রুদ্রস্থানে গমন করে। ৩৭। একাদশমাসিকপ্রদত্ত দ্রব্য ভোজন করিয়া বারিবর্ষণ ইচ্ছা করে। তখন প্রেতের সমীপে

৩৮॥ ন্যূনাব্দিকন্ত যচ্ছ্রাদ্ধন্তত্র ভুঙ্‌ক্তে সুদুঃখিতঃ। সম্পূর্ণে চ ততো বর্ষে প্রেতঃ শীতপুরং ব্রজেৎ॥ ৩৯॥ শীতাঢ্যনগরন্তত্র মহাশীতঃ প্রবর্ত্ততে। শীতার্ত্তঃ ক্ষুধিতঃ সোঽপি বীক্ষতে হি দিশোদশ॥ ৪০॥ অস্তি মে বান্ধবঃ কোঽপি যো মে দুঃখং ব্যপোহতি। কিঙ্করাস্তং বদন্ত্যেবং ক্ব তে পুণ্যং হি তাদৃশং॥ ৪১॥ শ্রুত্বা তেষান্ত তদ্বাক্যং হা দৈবমিতি ভাষতে। দৈবঞ্চ প্রাকৃতং কর্ম্ম যন্ময়া মানুষে কৃতং॥ ৪২॥ এবং সঞ্চিন্ত্য বহুশো ধৈর্য্যমালভতে পুনঃ। চত্বারিংশদ্‌যোজনানি চতুর্যুক্তানি বৈ তথা॥ ৪৩॥ ধর্ম্মরাজপুরং দিব্যং গন্ধর্ব্বাপ্সরসঙ্কুলং। চতুরাশীতিলক্ষৈশ্চ মূর্ত্তামূর্ত্তৈরধিষ্ঠিতং॥ ৪৪॥ দ্বাদশৈব প্রতীহারা ধর্ম্মরাজপুরে স্থিতাঃ। শুভাশুভন্তু যৎ কর্ম্ম তে বিচার্য্য পুনঃ পুনঃ॥ ৪৫॥ শ্রবণা ব্রহ্মণাঃ পুত্রা মনুষ্যাণাঞ্চ চেষ্টিতং। কথয়ন্তি তদা কালে পূজিতাঽপূজিতা স্বয়ং॥ ৪৬॥ নরৈস্তুষ্টৈশ্চ রুষ্টৈশ্চ যৎ প্রোক্তঞ্চ কৃতঞ্চ যৎ। সর্ব্বমাবেদয়ন্তি স্ম চিত্রগুপ্তে যমে তথা॥ ৪৭॥ দূরাচ্ছ্রবণবিজ্ঞানং দূরাদ্দর্শনগোচরং। এবঞ্চেষ্টাস্তু তে সর্ব্বে স্বর্ভূঃপাতালচারিণঃ॥ ৪৮॥ তেষাং যত্নাস্তথৈবোগ্রাঃ শ্রবণাঃ পৃথগাহ্বয়াঃ। এবমেষাং শক্তিরস্তি মর্ত্ত্যেমর্ত্ত্যোপকারিকা॥ ৪৯॥ ব্রতৈর্দ্দানৈশ্চ যস্তেষাং পূজয়েদিহ মানবঃ। জায়ন্তে তস্য তে সৌম্যাঃ সুখমৃত্যুপ্রদায়কাঃ॥ ৫০॥

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে যমমার্গগমনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥

অতি দুঃখপ্রদ মেঘসকল বর্ষণ করিতে থাকে। ৩৮। আব্দিক শ্রাদ্ধের পূর্ব্বশ্রাদ্ধপ্রদত্ত পিণ্ডাদি ভোজন করিয়া প্রেত অতিশয় দুঃখিত থাকে। অনন্তর বর্ষ পূর্ণ হইলে প্রেত শীতপুরে গমন করে। ৩৯। এই পুর অতিশয় শীতপ্রধান এবং এই স্থানে সর্ব্বদা শীত প্রবৃত্ত আছে। প্রেত এই স্থানে গমন করিয়া শীতার্ত্ত ও ক্ষুধিত হয় এবং ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে থাকে। ৪০। প্রেত উক্তরূপে ক্লিষ্ট হইয়া বলিতে থাকে, আমার এমন বান্ধব কে আছে? যে, এই দুঃখ হইতে মুক্ত করে। তখন যমদূতসকল প্রেতকে সম্বোধন করিয়া বলে, তোমার এমন কি পুণ্য আছে? যে, তুমি এই দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পার। ৪১। তখন সেই প্রেত যমদূতগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া আপন অদৃষ্ট স্মরণপূর্ব্বক বলিতে থাকে যে, মনুষ্যলোকে দৈবই প্রাকৃত কর্ম্ম। আমিও সেই দৈবের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়াছি। ৪২। এইরূপে বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া প্রেত পুনর্ব্বার ধৈর্য্যাবলম্বন করে। চতুশ্চত্বারিংশৎ যোজনব্যাপ্ত ধর্ম্মরাজপুর দিব্যস্থান। ইহা গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণে সমাকুল এবং চতুরশীতিলক্ষ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত প্রাণিগণে অধিষ্ঠিত। ৪৩—৪৪। এই ধর্ম্মরাজপুরে দ্বাদশ প্রতীহার অবস্থিত আছে। ইহারাই মনুষ্যের শুভাশুভ কর্ম্ম বিচার করিয়া থাকে। ৪৫। এই সময়ে ব্রহ্মতনয় শ্রবণগণ মনুষ্যের সদসৎকর্ম্ম বলে। এই কর্ম্মানুসারেই ফলভোগ হইয়া থাকে। ৪৬। মনুষ্যগণ তুষ্ট অথবা রুষ্ট হইয়া যাহা কিছু বলে সেই সমুদায় চিত্রগুপ্ত ও যমের নিকট আবেদন করে। ৪৭। যাহারা স্বর্গচারী, ভূচারী ও পাতালচারী তাহারা দূর হইতে শুনিতে পায় ও দর্শন করিতে পারে এবং এইরূপই তাহাদিগের চেষ্টা হয়। ৪৮। ঐ শ্রবণগণ অতি উগ্রপ্রযত্ন এবং তাহাদিগের নামও পৃথক্ পৃথক্। তাহারা মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্যগণের উপকার সাধন করে, ইহাই তাহাদিগের শক্তি। ৪৯। যাহারা ব্রতদর্শনাদিদ্বারা যেরূপে দেবতার অর্চ্চনা করে, এই যমলোকে তাহাদিগের সেইরূপ সুখ, দুঃখ ও মৃত্যু হইয়া থাকে। ৫০।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

গরুড়-উবাচ। একো মে সংশয়ো দেব হৃদয়েতীব বর্ত্ততে। শ্রবণাঃ কস্য পুত্রাশ্চ কথং যমপুরে স্থিতাঃ॥ ১॥ মানুষৈশ্চ কৃতং কর্ম্ম কস্মাজ্জানন্তি তে প্রভো। কথং শৃণ্বন্তি তে সর্ব্বে কস্মাজ্‌জ্ঞানং সমাগতং॥ ২॥ কুত্র

সপ্তম অধ্যায়।

গরুড় কহিলেন, হে দেব! আমার হৃদয়ে একটী সংশয় বিদ্যমান আছে। আপনি যে শ্রবণগণের নাম কীর্ত্তন করিলেন, তাহারা কাহার পুত্র? এবং কি নিমিত্ত যমপুরে অবস্থিতি করিতেছে? ১। প্রভো! মনুষ্যগণ যে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকে, কি হেতুতে শ্রবণগণ তাহা জানিতে পারে? আর মনুষ্যগণ যাহা বলিয়া থাকে শ্রবণগণ তাহা কি কারণে শুনিতে পায়? তাহাদিগের এইরূপ জ্ঞানসমাগমের কারণ কি? ২।

ভুঞ্জন্তি দেবেশ কথয়স্ব প্রসাদতঃ। পক্ষিরাজবচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণ-উবাচ। শৃণুষ্ব বচনং সত্যং সর্ব্বেষাং সৌখ্যদায়কং। তদাহং কথয়িষ্যামি শ্রবণানাং বিচেষ্টিতং ॥ ৪ ॥ একীভূতং যদা সর্ব্বং জগৎ-স্থাবরজঙ্গমং। ক্ষীরোদসাগরে পূর্ব্বং ময়ি সুপ্তে জগৎ-পতৌ ॥ ৫ ॥ নাভিস্থোঽজস্তপস্তেপে বর্ষাণি সুবহূন্যপি। একীভূতং জগৎসৃষ্টং ভূতগ্রামশ্চতুর্ব্বিধং ॥ ৬ ॥ ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পূর্ব্বং বিষ্ণুনা পালিতং তদা। রুদ্রাঃ সংহার-মূর্ত্তিশ্চ নির্ম্মিতো ব্রহ্মণা ততঃ ॥ ৭ ॥ বায়ুঃ সর্ব্বগতঃ সৃষ্টঃ সূর্য্যস্তেজো বিবৃদ্ধিমান্। ধর্ম্মরাজস্ততঃ সৃষ্টশ্চিত্র-গুপ্তেন সংযুতঃ ॥ ৮ ॥ সৃষ্টৈ্বমাদিকং সর্ব্বং তপস্তেপে তু পদ্মজঃ। গতানি বহুবর্ষাণি ব্রহ্মণো নাভিপঙ্কজে ॥ ৯ ॥ যো যো হি নির্ম্মিতঃ পূর্ব্বং তত্তৎ কর্ম্ম সমাচরেৎ। কস্মিংশ্চিৎ সময়ে তত্র ব্রহ্মলোকসমন্বিতঃ ॥ ১০ ॥ রুদ্রো বিষ্ণুস্তথা ধর্ম্মঃ শাসয়ন্তি বসুন্ধরাং। নজানীমোবয়ং কিঞ্চিল্লোককৃত্যমিহোচ্যতাং ॥ ১১ ॥ ইতি চিন্তাপরাঃ সর্ব্বে দেবা বিমমৃশুস্তদা। সঞ্চিন্ত্য ব্রহ্মণো মন্ত্রং বিবুধৈঃ প্রেরিতস্তদা ॥ ১২ ॥ গৃহীত্বা কুশপত্রাণি সোঽসৃজদ্দ্বাদশা-ত্মজান্। তেজোরাশীন্ বিশালাক্ষান্ ব্রহ্মণো বচনানু তে ॥ ১৩ ॥ যো যং বদতি লোকেঽস্মিন্ শুভম্বা যদি বা শুভং। প্রাপয়ন্তি ততঃ শীঘ্রং ব্রহ্মণঃ কর্ণগোচরে ॥ ১৪ ॥ দূরাচ্ছ্রবণবিজ্ঞানং দূরাদ্দর্শনগোচরং। সর্ব্বে শৃণ্বন্তি যৎ পাক্ষিংস্তেনৈব শ্রবণা মতাঃ ॥ ১৫ ॥ স্থিত্বা চৈব তথা কাশে জন্তুনাঞ্চেষ্টিতঞ্চ যৎ। তজ্জ্ঞাত্বা ধর্ম্মরাজাগ্রে মৃত্যুকালে বদন্তি চ। ধর্ম্মঞ্চার্থঞ্চ কামঞ্চ মোক্ষঞ্চ কথ-য়ন্তি তে ॥ ১৬ ॥ একো হি ধর্ম্মমার্গশ্চ দ্বিতীয়শ্চার্থ-মার্গকঃ। অপরঃ কামমার্গশ্চ মোক্ষমার্গশ্চতুর্থকঃ ॥ ১৭ ॥ উত্তমাধমমার্গেণ বৈনতেয় প্রয়ান্তি হি। অর্থদাতা বিমা-

---

দেবেশ্বর! ঐ শ্রবণগণ কোন্ স্থানে ভোজন করে? তাহা অনু-গ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ করুন্। ভগবান্ বিষ্ণু পক্ষিরাজ গরুড়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতেছেন। ৩। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে গরুড়! সকলের সুখদায়ক সত্য বচন শ্রবণ কর। আমি তোমার নিকট শ্রবণগণের চরিত্র বর্ণন করিতেছি। ৪। যখন চরাচর এই জগৎ একার্ণবময় হইয়াছিল, তখন আমি ক্ষীরোদ-সাগরে নিদ্রিত ছিলাম, ঐ সময়ে চতুরানন আমার নাভিতে অবস্থিত হইয়া বহুবর্ষ তপস্যা করেন। একার্ণবীভূত জগৎকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া ভূতসকল সৃষ্টি করাই তাঁহার ঐ তপ স্যার উদ্দেশ্য ছিল। ৫--৬। প্রথমতঃ ব্রহ্মা সৃষ্টি করিলে বিষ্ণু তাহা পালন করেন। অনন্তর রুদ্র ভূতসকলকে সংহার করিলে ব্রহ্মা পুনর্ব্বার সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ৭। ব্রহ্মা প্রথমতঃ সর্ব্বব্যাপী বায়ু সৃষ্টি করিয়া অনন্তর তেজোময় সূর্য্যের সৃষ্টি করেন। তৎ-পরে চিত্রগুপ্তের সহিত ধর্ম্মরাজকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ৮। পদ্মযোনি এইরূপে আদিজগৎ সৃষ্টি করিয়া পুনর্ব্বার তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকমলে অবস্থিত হইয়া তপস্যা করিতে করিতে বহুবর্ষ অতীত হইল। ৯। ব্রহ্মা যাহাকে যাহাকে যে যে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা সেই সেই কর্ম্ম সমাচরণ করিতে লাগিল। অনন্তর কোন সময়ে ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু এবং ধর্ম্মরাজ ইঁহারা বসুধা শাসন করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা সকলেই বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে, আমরা কেহই লোকচরিত্র জানি না। ১০—১১। দেবগণ এইরূপ চিন্তা করিয়া বিবেচনা করিতেছিলেন এবং তাঁহারা ব্রহ্মার মন্ত্রণা চিন্তা করিয়া ব্রহ্মাকে নরতত্ত্ব জানিতে প্রেরণ করিলেন। ১২। তখন ব্রহ্মা কুশপত্রদ্বারা দ্বাদশ পুত্র সৃজন করিলেন, ইহারা সকলেই তেজীয়ান্ বিশালাক্ষ ও চতুরা-ননের অনুগত। ১৩। মনুষ্যলোকে যে কোন ব্যক্তি শুভ ও অশুভ যাহা কিছু বলিয়া থাকে, ইহারাই তাহা শীঘ্র ব্রহ্মার কর্ণগোচর করিয়া দেয়। ১৪। এই ব্রহ্মতনয়গণ দূর হইতে শ্রবণ করিতে পারে এবং দূরস্থিত পদার্থ দর্শন করিয়া থাকে। হে পক্ষিবর! ইহারা সকলেই সকল শ্রবণ করিতে পারে, এইনিমিত্ত ইহারা শ্রবণগণ বলিয়া অভিহিত হয়। ১৫। শ্রবণগণ আকাশে থাকিয়া জন্তুগণের চরিত্র দর্শন করে। অন-ন্তর সেই সকল জানিয়া জন্তুগণের মৃত্যুকালে ধর্ম্মরাজের নিকট নিবেদন করে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই সমুদায়ই ধর্ম্ম-রাজের গোচর করিয়া দেয়। ১৬। উক্ত ধর্ম্মাদির মধ্যে প্রথম ধর্ম্মমার্গ, দ্বিতীয় অর্থমার্গ, তৃতীয় কামমার্গ এবং চতুর্থ মোক্ষ-মার্গ জানিবে। ১৭। হে বৈনতেয়! সকল জন্তুই উত্তমাধমমার্গে

নৈস্তু অশ্বৈঃ কামপ্রদায়কঃ। ১৮॥ হংসযুক্তবিমানৈশ্চ মোক্ষাকাঙ্ক্ষী প্রসর্পতি। ইতরঃ পাদচারেণ হ্যসিপত্রবনানি চ॥ ১৯॥ পাষাণৈঃ কণ্টকৈঃ ক্লিষ্টঃ পাশবদ্ধোঽথ যাতি বৈ। যঃ কশ্চিন্মানুষে লোকে শ্রবণান্ পূজয়েদিহ॥২০॥ বর্দ্ধনী জলসম্পূর্ণা পক্কান্নপরিপূরিতা। শ্রবণান্ পূজয়েত্তত্র ময়া সহ খগেশ্বর॥ ২১॥ তস্যাহং তৎ করিষ্যামি যৎ সুরৈরপি দুর্লভং। সম্ভোজ্য ব্রাহ্মণান্ ভক্ত্যা একাদশশুভান্ শুচীন্॥ ২২॥ দ্বাদশং সকলঞ্চ মম প্রীত্যৈব পূজয়েৎ। দেবৈঃ সর্বৈশ্চ সম্পূজ্যাঃ স্বর্গং যান্তি সুখেপ্সয়া॥ ২৩॥ তৈঃ পূজিতৈরহস্তুষ্টশ্চিত্রগুপ্তেন ধর্ম্মরাট্। তৈস্তুষ্টৈর্ম্মৎ পুরংযান্তি লোকা ধর্ম্মপরায়ণাঃ॥ ২৪॥ শ্রবণানাঞ্চ মাহাত্ম্যমুৎপত্তিশ্চেষ্টিতং শুভং। শৃণোতি পক্ষিশার্দ্দূল স চ পাপৈর্ন লিপ্যতে। ইহ লোকে সুখং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ ২৫॥

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে শ্রবণোৎপত্তির্নাম সপ্তমোঽধ্যায়॥

গমন করিয়া থাকে। যাহারা অর্থদাতা, তাহারা বিমানে এবং যাহারা কামপ্রদায়ক, তাহারা অশ্বে গমন করে।১৮। মোক্ষাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি হংসযুক্ত বিমানে এবং ইতরব্যক্তিরা পাদচারে অসিপত্রবনে গমন করিয়া থাকে। ১৯। যাহারা পাদচারে গমন করে, তাহারা পাষাণ ও কণ্টকদ্বারা ক্লিষ্ট ও পাশবদ্ধ হইয়া যাইয়া থাকে। এই মানুষলোকে যে কেহ শ্রবণগণকে পূজা করে এবং পকান্নপরিপূরিত জলসংপূর্ণ বর্দ্ধনী স্থাপন করিয়া তাহাতে আমার সহিত শ্রবণগণের অর্চনা করে, আমি তাহাদিগের দুর্লভ কার্য্যসাধন করিয়া থাকি। ভক্তিপূর্ব্বক শুভলক্ষণান্বিত শুদ্ধচিত্ত একাদশ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া এই পূজা সাঙ্গ করিতে হইবে। ২০—২২। যাহারা আমার প্রীতির নিমিত্ত ঐ দ্বাদশ শ্রবণগণকে পূজা করে, ইহারা দেবগণকর্ত্তৃক পূজনীয় হইয়া সুখলিপ্সায় স্বর্গে গমন করে। ২৩। যেমন চিত্রগুপ্ত পূজিত হইলেই ধর্ম্মরাজ তুষ্ট হয়েন, সেইরূপ সেই শ্রবণগণ পূজিত হইলে আমিও সন্তুষ্ট হইয়া থাকি এবং তাহারা তুষ্ট হইলেই ধর্ম্মপরায়ণ লোক সকল আমারপুরে আগমন করিয়া থাকে। ২৪। পক্ষিরাজ! যে ব্যক্তি এই শ্রবণগণের মাহাত্ম্য, উৎপত্তি ও কার্য্য শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি কদাচ পাপে পরিলিপ্ত হয় না এবং ইহলোকে সুখভোগ করিয়া অন্তকালে স্বর্গলোকে গমন করে। ২৫।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ-উবাচ। শ্রবণানাং বচঃ শ্রুত্বা ক্ষণং ধ্যাত্বা পুনর্যমঃ। যৎ কৃতঞ্চ মনুষ্যৈশ্চ পুণ্যং পাপমহর্নিশং॥ ১॥ তৎ সর্ব্বঞ্চ পরিজ্ঞায় চিত্রগুপ্তো নিবেদয়েৎ। চিত্রগুপ্তস্ততঃ সর্ব্বং কর্ম্মতস্মৈ বদত্যথ॥ ২॥ বাচৈব যৎ কৃতং কর্ম্ম কৃতঞ্চৈব তু কায়িকং। মানসঞ্চ তথা কর্ম্ম কৃতং ভুঙ্‌ক্তে শুভাশুভং॥ ৩॥ এবন্তে কথিতং তার্ক্ষ্য প্রেতমার্গস্য নির্ণয়ং। বিশ্রান্তকানি সর্ব্বাণি স্থানানি কথিতানি তে॥ ৪॥ তমুদ্দিশ্য দদাত্যন্নং সুখং যাতি মহাধ্বনি। দিবারাত্রং তমুদ্দিশ্য স্থানে দীপপ্রদো ভবেৎ॥ ৫॥ অন্ধকারে মহাঘোরে স্বপূর্ত্তে লক্ষবর্জ্জিতে। দীপেঽধ্বনি চ তে যান্তি দীপো দত্তশ্চ যৈর্নরৈঃ॥ ৬॥ কার্ত্তিকে চ চতুর্দ্দশ্যাং দীপদানং সুখায় বৈ। অথ বক্ষ্যামি সঙ্ক্ষেপাৎ যমমার্গস্য নিষ্কৃতিং॥ ৭॥ বৃষোৎসর্গস্য পুণ্যেন পিতৃ-

অষ্টম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, যম শ্রবণগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল ধ্যান পুরঃসর মনুষ্যগণ দিবানিশি পুণ্যাপুণ্য যে যে কর্ম্ম করিয়াছিল, সেই সমুদায় জানিবার নিমিত্ত চিত্রগুপ্তকে আদেশ করিলেন। তখন চিত্রগুপ্ত মনুষ্যচেষ্টিত জানিতে পারিয়া সমুদায় যমরাজকে জানাইল। ১—২। মনুষ্যগণ বাক্যদ্বারা, কায়দ্বারা ও মানসদ্বারা যে যে কর্ম্মকরে, পরলোকে গমন করিয়া সেই সকল কর্ম্মফলভোগ করিয়া থাকে।৩। হে তার্ক্ষ্য! এই আমি তোমার নিকট প্রেতমার্গের নির্ণয় এবং বিশ্রাম স্থানসকল অর্থাৎ জীবগণ প্রেতলোকে গমন করিয়া যে যে স্থানে বিশ্রাম করে, তাহা কীর্ত্তন করিলাম।৪। প্রেতকে উদ্দেশ করিয়া অন্নপ্রদান করিলে প্রেতের মহাপথে সুখে গমন হয়। অতএব সেই প্রেতের উদ্দেশে দিবারাত্র যথাস্থানে দীপ প্রদান করিবে। ৫। যাহারা দীপদান করে, তাহারা প্রস্তরপূর্ণ মহাঘোর অন্ধকারময় লক্ষ্যবর্জ্জিতমার্গেও সুখে গমন করিয়া থাকে। ৬। কার্ত্তিকী চতুর্দ্দশীতে দীপদান করিলে সুখভোগ হয়। অনন্তর আমি তোমাকে সংক্ষেপে যমমার্গের নিষ্কৃতি কহিব। ৭। বৃষোৎসর্গের পুণ্যফলে সেই প্রেত পিতৃ-

লোকং সগচ্ছতি। একাদশাহপিণ্ডেন শুদ্ধদেহো ভবেত্ততঃ॥ ৮॥ উদকুম্ভপ্রদানেন কিঙ্করাস্তৃপ্তিমাপ্নুয়ুঃ। শয্যাদানৈর্ব্বিমানস্থো যাতি মার্গে খগেশ্বর॥ ৯॥ তদ্দিনে দীয়তে সর্ব্বং দ্বাদশাহে বিশেষতঃ। ত্রয়োদশবরিষ্ঠানি বস্তুবন্তি পদানি বৈ॥ ১০॥ যো দদাতি মৃতস্যেহ জীবন্নেবাত্মহেতবে। তথাশ্রিতো মহামার্গে বৈনতেয় স গচ্ছতি॥ ১১॥ এক এবাস্তি সর্ব্বত্র ব্যবহারঃ খগেশ্বর। উত্তমাধমমধ্যানাং তত্তদা বর্দ্ধনম্ভবেৎ॥ ১২॥ যাবদ্ভাগ্যং ভবেদ্যস্য তাবন্মার্গঃ প্রকীর্ত্ত্যতে। স্বয়ং স্বস্থেন যদ্দত্তং তত্রাধিক্যং করোতি তৎ॥ ১৩॥ মৃতে যদ্বান্ধবৈর্দ্দত্তং তদাশ্রিত্য সুখী ভবেৎ। ইত্যুক্তো বাসুদেবেন গরুড়স্তমথা ব্রবীৎ॥ ১৪॥ গরুড় উবাচ। কস্মাৎ পদানি দেয়ানি কিং বিধানি ত্রয়োদশ। দীয়ন্তে দেবদেবেশ তদ্বদস্ব যথা তথং॥ ১৫॥ শ্রীকৃষ্ণ-উবাচ। ছত্রোপানহবস্ত্রাণি মুদ্রিকা চ কমণ্ডলুঃ। আসনং ভাজনঞ্চৈব পদং সপ্তবিধং স্মৃতং॥ ১৬॥ আতপস্তত্র যো রৌদ্রো দহ্যন্তে যেন মানবাঃ। ছত্রদানেন সুচ্ছায়া জায়তে প্রেততুষ্টিদা॥ ১৭॥ অসিপত্রবনে ঘোরে শর্করাকণ্টকৈর্যুতে। অশ্বারূঢ়াস্তু তে যান্তি দদতি যে হ্যুপানহৌ॥ ১৮॥ আসনং ভাজনঞ্চৈব যো দদাতি দ্বিজাতয়ে। সুখেন ভুঞ্জমানস্তু পথি গচ্ছেচ্ছনৈরপি॥ ১৯॥ বহুধর্ম্মসমাকীর্ণে মার্গে বৈ তোয়বর্জ্জিতে। কমণ্ডলুপ্রদানেন সুখী ভবতি নিশ্চিতং॥ ২০॥ মৃতোদ্দেশেন যো দদ্যাদুদপাত্রন্তু তাম্রজং। প্রপাদানসহস্রস্য তৎফলং সোঽশ্নুতে ফলং॥ ২১॥ যমদূতা মহারৌদ্রাঃ করালাঃ কৃষ্ণপিঙ্গলাঃ। ন পীড়য়ন্তি দাক্ষিণ্যাদ্বস্ত্রাভরণদানতঃ॥ ২২॥ সায়ুধা বহুরূপাস্তু নামার্গে দৃষ্টিগোচরে। প্রয়ান্তি যমদূতাশ্চ মুদ্রিকায়াঃ প্রদানতঃ॥ ২৩॥ ভাজনাসনদানেন হ্যামান্নৈর্ভোজনেন চ। আজ্যগজ্ঞোপবীতাভ্যাং পদং সম্পূর্ণতাং ব্রজেৎ॥ ২৪॥ এবং মার্গে গম্যমানস্তু বার্ত্তঃ শ্রমপীড়িতঃ

লোকে গমন করে। একাদশাহে প্রেতের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিলে সেই প্রেত শুদ্ধদেহ হয়। ৮। উদককুম্ভ প্রদান দ্বারা কিঙ্করগণ তৃপ্তি প্রাপ্ত হয়। হে খগবর! প্রেতের উদ্দেশে শয্যাদান করিলে সেই প্রেত বিমানস্থ হইয়া গমন করে। ৯। একাদশাহে বিশেষতঃ দ্বাদশাহে প্রেতের উদ্দেশে সর্ব্বদ্রব্য প্রদান করিতে হয়। প্রেতের উদ্দেশে বস্তুবিশিষ্ট ত্রয়োদশপাত্র প্রদান করা শ্রেষ্ঠকল্প। ১০। ইহলোকে বাঁচিয়া থাকিয়া প্রেতের উদ্দেশে এবং আত্মার নিমিত্ত যাহা দান করে, হে বিনতানন্দন! সেই মানব, সেই দ্রব্য আশ্রয় করিয়া মহামার্গে গমন করিয়া থাকে। ১১। হে খগেশ্বর এই এক ব্যবহার সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে যে, যে ব্যক্তি উত্তম, মধ্যম ও অধম দ্রব্য প্রদান করে, তাহারা সেই সেই দ্রব্য প্রাপ্ত হয়। ১২। যাহার যেরূপ ভাগ্য, তাহার সেইরূপ মার্গ হয়। আপনি স্বস্থ থাকিয়া যাহা দান করে, প্রেতলোকে তাহার অধিক ফলপ্রাপ্ত হয়। ১৩। বান্ধবগণ মৃত ব্যক্তিকে যাহা প্রদান করে, প্রেত তাহা আশ্রয় করিয়া সুখী হয়। বাসুদেব গরুড়কে এইরূপ বলিলে গরুড় পুনর্ব্বার তাহাকে কহিতে লাগিলেন। ১৪। গরুড় কহিলেন, কিহেতু প্রেতের উদ্দেশে পদার্থ সকল দান করিতে হয় এবং কিরূপ ত্রয়োদশ পদার্থ দান করিবে? হে দেবদেবেশ্বর! এই সমস্ত যথাযথরূপে কীর্ত্তন করুন। ১৫। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, ছত্র, উপানহ (জুতো) বস্ত্র, মুদ্রিকা (অঙ্গুরীয়ক) কমণ্ডলু, আসন, পাত্র, এই সপ্তবিধ পদ (বস্তু) প্রসিদ্ধ আছে। ১৬। প্রেতলোকে যে প্রখরতর রৌদ্র আছে, তদ্দ্বারা মানবগণ দগ্ধ হয়, ছত্র দান করিলে তথায় তুষ্টিদায়িনী ছায়া লাভ করে। ১৭। যাহারা পাদুকাযুগল প্রদান করে, তাহারা কর্কর ও কণ্টকসমাকীর্ণ ঘোরতর অসিপত্রবনে অশ্বারোহণে গমন করিয়া থাকে। ১৮। যে নর দ্বিজাতিগণকে আসন ও ভোজনদ্রব্য প্রদান করে, সে মহাপথে তাহা ভোগ করিতে করিতে সুখে গমন করে। ১৯। কমণ্ডলু প্রদানদ্বারা বহুধর্ম্মসমন্বিত বারিবিবর্জ্জিত মার্গে নিশ্চয়ই সুখী হয়। ২০। যে মানব মৃতোদ্দেশে তাম্রনির্ম্মিত উদকপাত্র প্রদান করে, সে সহস্র পানীয়শালা প্রদানের ফলভোগ করে। ২১। যমদূতগণ মহারৌদ্র, করাল, ভয়ঙ্কর দর্শন ও কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ; দাক্ষিণ্যবশে বস্ত্রাভরণ দান করিলে তাহারা প্রেতকে পীড়াদান করে না। ২২। যমদূতগণ বহুরূপী ও আয়ুধধারী। মুদ্রিকা দান করিলে আয়ুধধারী ঘোররূপ যমদূতগণ প্রেতের দৃষ্টিগোচর মার্গে গমন করিতে পারে না। ২৩। পাত্র, আসন, আমান্নভোজন, আজ্য ও য

ঘটান্নদানযোগেন বন্ধুদত্তেন নিত্যশঃ। মহিষীরথগোদানাৎ সুখী ভবতি নিশ্চিতং ॥ ২৫ ॥ গরুড়-উবাচ। মৃতোদ্দেশেন যৎ কিঞ্চিদ্দীয়তে স্বগৃহে বিভো। সগচ্ছতি মহামার্গে তদ্দত্তং কেন গৃহ্যতে। ২৬॥ শ্রীকৃষ্ণ-উবাচ। গৃহ্লাতি বরুণো দানং মম হস্তে প্রযচ্ছতি। অহঞ্চ ভাস্করে দেবে ভাস্করাৎ সোঽশ্নুতে ফলং ॥ ২৭ ॥ বিকর্ম্মণঃ প্রভাবেন বংশচ্ছেদঃ ক্ষিতাবিহ। সর্ব্বে তে নরকং যান্তি যাবৎ পাপস্য সঙ্ক্ষয়ঃ ॥ ২৮ ॥ কস্মিংশ্চিৎ সুখরূপেণ মহিষাসনসংস্থিতঃ। নরকানবীক্ষ্য ধর্ম্মাত্মা নানাক্রন্দসমাকুলান্ ॥ ২৯ ॥ চতুরশীতিলক্ষাণাং নরকানাং সঈশ্বরঃ। তেষাং মধ্যে শ্রেষ্ঠতমান্ ঘোরেরাস্ত্বেকবিংশতিঃ ॥ ৩০ ॥ তামিশ্রং লোহশঙ্কুঞ্চ মহারৌরবশাল্মলী। রৌরবং কুণ্ডলম্পূতিমৃর্ত্তিকং কালসূত্রকং ॥ ৩১ ॥ সঙ্ঘাতো লোহতোদঞ্চ সবিষং সপ্রতাপনং। মহানরককোকোলং সঞ্জীবঞ্চ মহাপথং ॥ ৩২ ॥ অবীচিমন্ধতামিশ্রং কুম্ভীপাকং তথৈব চ। অসীপত্রবনঞ্চৈব পতনঞ্চৈকবিংশকং ॥ ৩৩ ॥ যেষাস্তু নরকে ঘোরে গতান্যব্দশতানি বৈ। সন্ততির্নৈব বিদ্যেত দূতত্বং তে প্রয়ান্তি হি ॥ ৩৪ ॥ যমেন প্রেষিতাস্তে বৈ মানুষস্য মৃতস্য চ। দিনে দিনে প্রগৃহ্নন্তি দীপমন্নং ঘটাদিকং ॥ ৩৫ ॥ প্রেতস্যৈব প্রযচ্ছন্তি হ্যন্নকামস্য সত্তৃষঃ। মাসান্তে ভোজনং পিণ্ডমেকমিচ্ছন্তি তত্র বৈ ॥ ৩৬ ॥ তৃপ্তিং প্রয়ান্তি তে সর্ব্বে প্রত্যহঞ্চৈব বৎসরং। এবমাদিকৃতৈঃ পুণ্যৈঃ ক্রমতো বৎসরং ব্রজেৎ ॥ ৩৭ ॥ ততঃ সম্বৎসরস্যান্তে প্রত্যাসন্নো যমালয়ে। বহুভীতিপুরে রম্যে হস্তমাত্রং সমুৎসৃজেৎ ॥ ৩৮ ॥ দশভির্দ্দিবসৈর্জ্জাতং তদ্দেহং দশপিণ্ডজং। জামদগ্নের্যথা রামং দৃষ্ট্বা তেজঃ প্রসর্পতি ॥ ৩৯ ॥ কর্ম্মজং দেহমাশ্রিত্য পূর্ব্বদেহং সমুৎসৃজেৎ। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ শমীপত্রং সমারুহেৎ ॥ ৪০ ॥ ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন

যজ্ঞোপবীত প্রদান করিলে প্রেত সম্পূর্ণ পদলাভ করে। ২৪। মার্গে গমন করিতে করিতে প্রেত তৃষার্ত্ত ও শ্রমপীড়িত হয়। ঐ সময় বন্ধুগণের প্রদত্ত ঘট ও অন্নদানের ফলে কথঞ্চিৎ শ্রান্তি দূর হয়। মহিষীযুক্ত, রথ ও গোদান করিলে প্রেত পরলোকে নিশ্চয় সুখী হইয়া থাকে। ২৫। গরুড় কহিলেন, হে বিভো! মৃতের উদ্দেশে যাহা কিছু দান করিয়া থাকে, ঐ সকল দানা দ নিজ গৃহে সম্পন্ন হয় এবং প্রেত মহামার্গে গমন করে, সুতরাং কিরূপে ঐ প্রেত নিজ গৃহে প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করিতে পারে। ২৬। কৃষ্ণ কহিলেন, বন্ধুগণ প্রেতের উদ্দেশে যাহা কিছু দান করে, বরুণ ঐ দান গ্রহণ করিয়া আমার হস্তে প্রদান করেন, আমি ভাস্করকে অর্পণ করি, প্রেত ভাস্কর হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করে। ২৭। এই ক্ষিতিতলে নিন্দিতকর্ম্মের প্রভাবে বংশচ্ছেদ হয়। যে পর্য্যন্ত পাপের সংক্ষয় না হয়, তাবৎ তাহারা নরকভোগ করে। ২৮। কোন সময়ে যমরাজ মহিষাসনে সুখোপবিষ্ট হইয়া নানাক্রন্দগণে পরিব্যাপ্ত নরক সমুদায় দর্শন করিলেন। ধর্ম্মরাজ চতুরশীতি লক্ষ নরকের ঈশ্বর। তাহার মধ্যে একুশ প্রকার ঘোরের নামক নরক শ্রেষ্ঠতম। ২৯—৩০। তামিস্র, লোহশঙ্কু, মহারৌরব, শাল্মলী, রৌরব, কুণ্ডল, পূতিমৃত্তিক, কালসূত্রক, সঙ্ঘাত, লোহতোদ, সবিষ, সপ্রতাপন, মহানরক, কোকোল, সঞ্জীব, মহাপথ, অবীচি, অন্ধতামিস্র, কুম্ভীপাক, অসিপত্রবন, পতন ইহারাই একবিংশতিপ্রকার নরক। ৩১—৩৩। যাহারা ঘোরতর নরকে শতবর্ষ গত করিয়াছে, তাহাদের যদি সন্ততি না থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগের দূতত্ব প্রাপ্তি হয়। ৩৪। তাহারা যমকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া প্রতিদিন মৃতের উদ্দেশে দীপ, অন্ন ও ঘটাদিগ্রহণ করে। ৩৫। মাসান্তে এক এক পিণ্ড ভোজন ইচ্ছা করে, এই নিমিত্ত অন্নকাম ও তৃষ্ণাতুর প্রেতের উদ্দেশে পিণ্ডপ্রদান করিতে হয়। ৩৬। প্রেতগণ প্রতিদিন পুত্রাদিপ্রদত্ত বস্তু প্রাপ্ত হইয়া সংবৎসর পরিতৃপ্ত থাকে। এইরূপ পুণ্যদ্বারা ক্রমে সম্বৎসর গত হয়। ৩৭। সম্বৎসরান্তে যমালয় আসন্ন হইলে বহুভীতিপূর্ণ রম্য যমালয়ে হস্তমাত্র দেহের সৃষ্টি হয়। ৩৮। মনুষ্যের মরণের পর প্রেতের উদ্দেশে দশদিবসে যে দশপিণ্ড অর্পণ করিয়া থাকে, তাহা হইতেই এই দেহ সমুৎপন্ন হয়। যেমন রামকে দর্শন করিয়া যমদগ্নির তেজঃ বহির্গত হইয়াছিল, সেইরূপ জীব কর্ম্মজ দেহ আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করে এবং সেই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ শমীপত্রে আরোহণ করে। ৩৯—৪০। যেমন জলৌকা তৃণান্তর গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বাশ্রিত তৃণ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ জীব একপদে পূর্ব্বদেহে

গচ্ছতি। যথা তৃণজলৌকেয়ং দেহী কর্ম্মানুগো বশঃ॥ ৪১॥ বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি গৃহ্লাতি নবানি দেহী॥ ৪২॥

ইতি শ্রীগরুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে পিণ্ডদেহ-নামাঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। বায়ুভূতঃ ক্ষুধাবিষ্টঃ কর্ম্মজং দেহমাশ্রয়েৎ। তং দেহং স সমাসাদ্য যমেন সোঽপি গচ্ছতি॥ ১॥ চিত্রগুপ্তপুরন্তত্র যোজনানাস্তু বিংশতিঃ। কায়স্থাস্তত্র পশ্যন্তি পাপপুণ্যে চ সর্ব্বশঃ॥ ২॥ মহাদানেষু দত্তেষু গতস্তত্র সুখী ভবেৎ। যোজনানাঞ্চতুর্ব্বিংশৎ পুরং বৈবস্বতং শুভং॥ ৩॥ লোহং লবণকার্পাসং তিলপাত্রঞ্চৈয়ঃ কৃতং। তেন দত্তেন তৃপ্যন্তি যমস্য পুরবাসিনঃ॥ ৪॥ তত্র গত্বা তু তে সর্ব্বে প্রতিহারং বদন্তি হি। ধর্ম্মধ্বজপ্রতীহারস্তত্র তিষ্ঠতি সর্ব্বদা॥ ৫॥ সপ্তধান্যস্য দানেন প্রীতো ধর্ম্মধ্বজো ভবেৎ। তত্র গত্বা প্রতীহারো ব্রূতে তস্য শুভাশুভং॥ ৬॥ ধর্ম্মরাজস্য যদ্রূপং সপশ্যন্তি সুকৃতিনো জনাঃ। পশ্যন্তি চ দুরাত্মানো যমরূপং দুরাসদং॥ ৭॥ তং দৃষ্ট্বা ভয়ভীতস্তু হাহেতি বদতে জনঃ। কৃতং দানন্তু যৈর্ম্মর্ত্যৈর্ন ভয়ং বিদ্যতে কচিৎ॥ ৮॥ প্রাপ্তং সুকৃতিনং দৃষ্ট্বা স্বস্থানাচ্চলতি সূর্য্যজঃ। এষ মে মণ্ডলং ভিত্ত্বা ব্রহ্মলোকং হি গচ্ছতি॥ ৯॥ দানেন সুলভো ধর্ম্মো যমমার্গে সুখাবহঃ। এষ মার্গো বিশালোঽত্র ন কেনাপ্যনুগম্যতে॥ ১০॥ দানপুণ্যং বিনা সম্যঙ্ নগচ্ছেদ্ধর্ম্মমন্দিরং। অস্মিন্মার্গে তু রৌদ্রে চ ভীষণা যমকিঙ্করাঃ॥ ১১॥ পাশদণ্ডধরা ঘোরাঃ সহস্রাণি চ ষোড়শ। একৈকস্য পুরস্যাগ্রে সহস্রৈকস্তু তিষ্ঠতি॥ ১২॥ পাপিনং প্রাপ্য পাচয়ন্তে উদকে যাতনা করাঃ। গৃহ্নন্তি মাসমাসান্তে পাদশেষন্তু যস্তবেৎ॥ ১৩॥ ঔর্দ্ধ্বদৈহিকদানানি যৈর্ন দত্তানি কাশ্যপ। মহাকষ্টেন তে যান্তি তস্মাদ্দেয়ানি

অবস্থিত থাকিয়া পদাগ্রদ্বারা অপর দেহ আশ্রয় করে। ৪১। যেমন নরগণ জীর্ণ বসনসকল পরিত্যাগ করিয়া অপর নব বসন গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহিগণ জীর্ণ শরীর পরিহার করিয়া অন্য নূতন শরীর গ্রহণ করে। ৪২।

নবম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, প্রেত বায়ুরূপী ও ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া কর্ম্মজনিত দেহ আশ্রয় করে এবং সেই দেহ পাইয়া যমের সহিত গমন করিতে থাকে। ১। তথায় বিংশতিযোজন বিস্তীর্ণ চিত্রগুপ্তের পুর অবস্থিত আছে। তথায় কায়স্থগণ, সর্ব্বপ্রকার পাপপুণ্য দর্শন করে। ২। মহাদান প্রদান করিলে সেখানে গমন করিয়া সুখী হয়। শুভঙ্কর বৈবস্বতপুর চতুর্ব্বিংশতিযোজন বিস্তীর্ণ। ৩। লৌহ, লবণ, কার্পাস এবং তিলপাত্রসমূহ প্রদান করিলে যমপুরবাসী সকলেই তৃপ্ত হয়। ৪। তাহারা সকলে তথায় গমন করিয়া দ্বারপালকে প্রেতের শুভাশুভ কহিয়া থাকে। ধর্ম্মধ্বজ দ্বারপাল সর্ব্বদাই সেই স্থানে অবস্থিতি করে। ৫। সপ্তধান্য প্রদান করিলেই ধর্ম্মধ্বজ প্রীত হয়। তথায় গমন করিয়া দ্বারপাল তাহার শুভাশুভ কীর্ত্তন করে। ৬। সুকৃতি ও সজ্জনগণ, ধর্ম্মরাজের শোভনরূপ এবং দুরাত্মগণ যমের ভয়ঙ্কররূপ দর্শন করিয়া থাকে। ৭। তাঁহাকে দেখিয়া দুষ্কৃতিগণ, ভীত হইয়া হাহাকারে রোদন করিতে থাকে। কিন্তু যাহারা দানাদিসৎক্রিয়া করিয়াছে, তাহাদের কোথাও ভয় নাই। ৮। সূর্য্যতনয় যম সুকৃতিগণকে উপস্থিত দেখিয়া স্বস্থান হইতে উত্থিত হইয়া বলেন, এ ব্যক্তি আমার মণ্ডল ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিতেছে। ৯। দানদ্বারা ধর্ম্ম সুলভ হয় এবং যমমার্গ সুখজনক হয়। এই মার্গ বিশাল, ইহাতে কেহই অনুগমন করে না। ১০। সম্যক্ দান ও পুণ্যব্যতিরেকে কেহই ধর্ম্মমন্দিরে গমন করিতে পারে না। এই মার্গে প্রচণ্ড ও ভয়ঙ্কর যমকিঙ্করগণ বিদ্যমান রহিয়াছে। ১১। ষোড়শসহস্র যমকিঙ্কর আছে, তাহারা সকলেই পাশ ও দণ্ডধারী, এক এক পুরের অগ্রে এক এক সহস্র কিঙ্কর অবস্থান করে। ১২। যাতনাদায়ী কিঙ্করগণ, পাপিগণকে প্রাপ্ত হইয়া সুতপ্ত উদকে পাক করিতে থাকে। যাহা পাদশেষ থাকে, তাহা তাহারা মাস মাস পরে গ্রহণ করে। ১৩। হে কশ্যপাত্মজ!

শক্তিতঃ ॥ ১৪॥ অদত্ত্বা পশুবদ্‌যাতি গৃহীতো বধবন্ধনৈঃ। এবং কৃতে চ সম্পশ্যেৎ স নরঃ কৃতকর্ম্মণঃ ॥ ১৫ ॥ দৈবিকীং পৈতৃকীং যোনিং মানুষীমথ নারকীং। ধর্ম্মরাজস্য বচনান্মুক্তির্ভবতি বা ততঃ ॥ ১৬॥ মানুষ্যঞ্চ ততঃ প্রাপ্য সুপুত্রে পুত্রতাং ব্রজেৎ। যথা যথাকৃতং কর্ম্ম তাং তাং যোনিং ব্রজেন্নরঃ ॥ ১৭ ॥ তত্রৈব হি ভুঞ্জানো বিচরেৎ সর্ব্বলোকতঃ। অশাশ্বতং পরিজ্ঞায় সর্ব্বং লোকান্তরং সুখং ॥ ১৮ ॥ যদা ভবতি মানুষ্যং তদা ধর্ম্মং সমাচরেৎ। কৃময়ো ভস্ম বিষ্ঠা বা দেহানাং প্রকৃতিঃ সদা ॥ ১৯ ॥ অন্ধকূপে মহারৌদ্রে দীপহস্তঃ পতত্যপি। যদা পুণ্যপ্রভাবেন মানুষ্যং জন্ম লভ্যতে ॥ ২০ ॥ যস্তৎ প্রাপ্য চরেদ্ধর্ম্মং স গচ্ছেৎ পরমাঙ্গতিং। অপি জানন্ বৃথা ধর্ম্মং দুঃখমায়াতি যাতি চ ॥ ২১ ॥ জাতীশতেন লভ্যতে কিল মানুষ্যং তত্রাপি দুর্লভতরং খগ ভো দ্বিজত্বং। যস্তন্ন পালয়তি লালয়তীন্দ্রিয়াণি তস্যামৃতং ক্ষরতি হস্তগতং প্রমাদাৎ ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে যমলোকগমনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

গরুড় উবাচ। যে কেচিৎ প্রেতরূপেণ কুত্র বাসং লভন্তি তে। প্রেতলোকাদ্বিনির্ম্মুক্তাঃ কথম্ভুঞ্জন্তি কিল্বিষং ॥ ১ ॥ চতুরশীতিলক্ষৈশ্চ নরকৈঃ পর্য্যুপাসিতাঃ। যমেন রক্ষিতাশ্চৈব দূতৈশ্চৈব সহস্রধা ॥ ২ ॥ বিচরন্তি কথং লোকে নরকাচ্চ বিনিঃসৃতাঃ। রক্ষিতা রক্ষপালৈশ্চ বিচরন্তি দিবানিশং। পক্ষীন্দ্রেণ ত্বিদং পৃষ্টো লক্ষ্মীনাথোঽব্রবীদিদং ॥ ৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। পক্ষিরাজ শৃণুষ্বত্বং যথা প্রেতাশ্চরন্তি বৈ। পরস্বহরণার্থী যে পত্ন্যান্বেষণ-

---

যাহারা পরলোকের উদ্দেশে ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া করে না, তাহারা অতিকষ্টে গমন করে, অতএব নিজশক্তি অনুসারে দানাদিক্রিয়া করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ১৪। দানাদি না করিলে বধবন্ধনে পরিগৃহীত হইয়া পশুর ন্যায় গমন করে। এইরূপ করিলে সেই নর নিজকৃত কর্ম্মফল দেখিতে পায়। ১৫। তাহারা ধর্ম্মরাজের বচনে দৈবী বা পৈতৃকী বা মানুষী বা নারকী যোনিলাভ করে, অথবা তাহাহইতে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। ১৬। তদনন্তর মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া সৎ কি অসৎকুলে জন্মপরিগ্রহপূর্ব্বক যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্ম করে, পুনর্ব্বার সেই ব্যক্তি সেইরূপ যোনিপ্রাপ্ত হয়। ১৭। আর জীবগণ যে যে যোনিপ্রাপ্ত হয়, সেই সেই যোনিবিহিত ভোগ্যদ্রব্য ভোগ করিয়া সর্ব্বলোকে বিচরণ করে। পরে সেই সকল লৌকিকসুখ অনিত্য ইহা অবগত হইয়া যখন মানুষত্ব লাভ করে, তখন ধর্ম্মাচরণ করিতে থাকে। কৃমি, ভস্ম ও বিষ্ঠা এই সকলই দেহের নিয়ত প্রকৃতি। অর্থাৎ দেহ ক্রমতঃ ক্রিমি, ভস্ম ও বিষ্ঠা এই সকল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ১৮ ১৯। অন্ধকূপে বা মহারৌদ্রনরকে পতিত হইলেও তখন পুণ্যপ্রভাবে দীপ হস্ত হইয়া উত্থিত হয় এবং মনুষ্যত্ব লাভ করে। ২০। যে নর, মনুষ্যত্বলাভ করিয়া ধর্ম্মাচরণ করে, সে পরম গতি প্রাপ্ত হয়। ধর্ম্ম বৃথা এইরূপ জ্ঞান হইলে দুঃখভোগ হয় এবং এই সংসারে বারম্বার যাতায়াত করিতে থাকে। ২১। শতযোনি পরিভ্রমণের পর মানুষ্যত্ব লাভ হয় হে খগ! মনুষ্যত্বের মধ্যে দ্বিজত্ব অতি দুর্লভ, যে ব্যক্তি সেই দ্বিজাতিত্ব লাভ করিয়া ধর্ম্মপালন করে না, পরন্তু ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হইয়া কালযাপন করে, তাহার হস্ত হইতে প্রমাদবশে অমৃতক্ষরিত হইয়া পড়ে সন্দেহ নাই। অর্থাৎ সে মোক্ষমার্গে গমন করিয়াও তথা হইতে ভ্রষ্ট হয়। ২২।

দশম অধ্যায়।

গরুড় কহিলেন, যে কেহ প্রেতরূপ প্রাপ্ত হয়, তাহারা কোন্ স্থানে বাস করে। আর প্রেতলোক হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া কি প্রকারে পাপভোগ করে? ১। প্রেতগণ চতুরশীতিলক্ষ নরকভোগ করে। যম এবং তাহার সহস্র সহস্র কিঙ্কর প্রেতগণকে রক্ষা করে। তবে কিরূপে তাহারা নরক হইতে বহির্গত হইয়া লোকমধ্যে বিচরণ করে? যেহেতু রক্ষকগণ দিবারাত্র ভ্রমণ করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। লক্ষ্মীপতি পক্ষীন্দ্র গরুড়কর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিতেছেন। ২—৩। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে পক্ষীশ্বর! প্রেতগণ যেরূপে বিচরণ করে, তাহা শ্রবণ কর। যাহারা পরস্ব অপহরণে, পত্নী অন্বেষণ-

তৎপরাঃ ॥ ৪ ॥ তথৈব সর্ব্বপাপিষ্ঠা আত্মজান্বেষণে রতাঃ। বিচরন্ত্যশরীরান্তে ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতা ভৃশং ॥ ৫ ॥ বন্দিগ্রহবিনির্ম্মুক্তা যথা নশ্যন্তি জন্তবঃ। তথা নশ্যন্তি তে প্রেতা বধং কৃত্বা সহোদরে ॥ ৬ ॥ পিতৃদ্বারাণি রুন্ধন্তি তন্মার্গচ্ছেদকাস্তথা। পিতৃভাগাংশ্চ গৃহ্ণন্তি পথিকান্ তস্করা ইব ॥ ৭ ॥ স্ববেশ্ম পুনরাগত্য মূত্রোৎসর্গং বিশন্তি তে। তত্র স্থিতা নিরীক্ষন্তে রোগশোকাদিনা জনং ॥ ৮ ॥ জ্বররূপেণ পীড্যন্তে হ্যেকান্তরামিষেণ তু। চিন্তয়ন্তি সদা তেষামুচ্ছিষ্টাদিস্থলস্থিতাঃ ॥ ৯ ॥ আত্মজানাং ছলং লোকে ভূতজাতৈশ্চ রক্ষিতাঃ। পিবন্তি তত্র পানীয়ং ভোজনোচ্ছিষ্টযোজিতং। সদা পাপরতাঃ পাপা এবং পীড়াং প্রকুর্ব্বতে ॥ ১০ ॥ গরুড়-উবাচ। কথং কুর্ব্বন্তি তে প্রেতাঃ কেন রূপেণ কস্য কিং। জ্ঞায়ন্তে কেন বিধিনা জল্পন্তি ন বদন্তি বা ॥ ১১ ॥ এবং ছিন্ধি মনোমোহং মম চেদিচ্ছসি প্রিয়ং। কলিকালে হৃষীকেশ প্রেতত্বং জায়তে বহু ॥ ১২ ॥ শ্রীকৃষ্ণ-উবাচ। স্বকুলং পীড়য়েৎ প্রেতঃ পরং ছিদ্রেণ পীড়য়েৎ। জীবংশ্চ কুরুতে স্নেহং মৃতোদুষ্টত্বমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩ ॥ রুদ্রজাপী ধর্ম্মরতো দেবতা তিথিপূজকঃ। সত্যবান্ প্রিয়বাদী চ ন স প্রেতৈশ্চ পীড্যতে ॥ ১৪ ॥ গায়ত্রীজাপ্যনিরতো বৈশ্বদেবরতো গৃহী। শ্রাদ্ধকৃত্তীর্থসেবী চ ন স প্রেতৈশ্চ পীড্যতে ॥১৫॥ সর্ব্বক্রিয়াপরিভ্রষ্টো নাস্তিকো দেবনিন্দকঃ। অসত্যবাদনিরতো নরঃ প্রেতৈঃ প্রপীড্যতে ॥ ১৬ ॥ কলৌ প্রেতত্বমাপ্নোতি তার্ক্ষ্যাশুদ্ধক্রিয়াপরঃ। কৃতাদৌ দ্বাপরং যাবন্ন প্রেতো নৈব পীডনং ॥১৭॥ বহূনামেকজাতীনা মেকঃ সৌখ্যং সমশ্নুতে। একোদুষ্কৃতকর্ম্মা চ হ্যেকঃ সন্ততিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮ ॥ একঃ সংপীড্যতে প্রেতৈরেকঃ পুত্রসমন্বিতঃ। একস্য পুত্রনাশঃ স্যাৎ পুত্রো ন লভতে সদা ॥ ১৯ ॥ বিরোধোবন্ধুভিঃ সার্দ্ধং প্রেতদোষোহস্তি তত্র বৈ।

গণের অন্বেষণে তৎপর, সেই সকল অশরীর পাপিষ্ঠ প্রেতগণ অতিশয় ক্ষুৎপিপাসায় অত্যন্ত পরিপীড়িত হইয়া বিচরণ করিয়া থাকে। ৪—৫। বন্দিগ্রহ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া জন্তুগণ যেরূপ বিনষ্ট হয়, সহোদরের বধ করিয়া প্রেতও সেইরূপে বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৬। প্রেতগণ পিতৃদ্বার সকলের রোধক ও উচ্ছেদক হয়। তস্কর যেমন পথিকের সর্ব্বস্ব হরণ করে, প্রেতগণও সেইরূপ পিতৃভাগ গ্রহণ করিয়া থাকে। ৭। প্রেতসকল পুনর্ব্বার নিজগৃহে আগমন করিয়া মূত্রোৎসর্গাদির স্থানে অবস্থিত হয়। সেখানে থাকিয়া রোগশোকাদিদ্বারা পরিপীড়িত জনগণকে নিরীক্ষণ করে। ৮। অনন্তর একান্তরিত জ্বর তাহাদিগকে পীড়া প্রদান করে এবং তাহাদের উচ্ছিষ্টাদিস্থলে অবস্থিত হইয়া নিয়তই চিন্তা করিতে থাকে। ৯। তথায় ভূতগণকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া পুত্রগণের ছলান্বেষণপূর্ব্বক উচ্ছিষ্টভোজনযুক্ত পানীয় পান করে। এইরূপে সেই পাপযুত প্রেতগণ লোকসকলেরও আত্মীয়গণের পীড়া করিয়া থাকে। ১০। গরুড় কহিলেন, প্রেতগণ কোনরূপ পরিগ্রহ করিয়া কি প্রকারে, কাহার কি কার্য্য করিয়া থাকে? কিরূপেই বা সকল জ্ঞাত হইয়া এবং তাহারা কিরূপ জল্পনা করে ও বাক্য উচ্চারণ করে না। ১১। হে মধুসূদন! যদি আমার প্রিয়কামনা আপনার মনে থাকে, তবে আমার এই মনোমোহ ছেদন করুন। হে হৃষীকেশ! কলিকালে অনেকেরই প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়। ১২। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, প্রেতগণ নিজকুলের পীড়া উৎপাদন করে, ছিদ্র পাইলে অপরেরও পীড়ন করিয়া থাকে। যে জন্তুগণ বাঁচিয়া থাকিয়া স্নেহ করে, তাহারাই মরণান্তে অতিশয় দুষ্ট হয়। ১৩। যাহারা রুদ্রমন্ত্র জপ করে, ধর্ম্মরত, দেবতা ও অতিথির পূজক, সত্যবাক্য ও প্রিয়বাদী, এই সকল ব্যক্তিকে প্রেতগণ পীড়া দিতে পারে না। ১৪। যাহারা গায়ত্রী জপে নিরত, যে গৃহী বৈশ্বদেবের বলিপ্রদান করে, যাহারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধকারী ও তীর্থসেবী এই সকল মানবকে প্রেতগণ পীড়া দিতে সমর্থ হয় না। ১৫। সর্ব্বক্রিয়া হইতে ভ্রষ্ট, নাস্তিক, দেবনিন্দক ও মিথ্যাবাদী নরগণকে প্রেতগণ অধিকতর পীড়া দান করিয়া থাকে। ১৬। কলিকালেই অশুদ্ধ ক্রিয়াচারী মানবগণ প্রেতত্ব লাভ করে। কিন্তু সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে প্রেতত্ব অথবা পীড়ন কিছুই ছিল না। ১৭। এক জাতীয় বহুতর জনগণের মধ্যেও একজন সুখভোগ করে, একজন পাপকার্য্যে রত থাকে। অপর ব্যক্তি সন্ততিবর্জ্জিত হয়, কেহবা প্রেতগণকর্ত্তৃক পরিপীড়িত হয়, একজন পুত্রসমন্বিত হইয়া থাকে, এক জনের পুত্রনাশ হয় এবং একজন নিত্যকাল পুত্রলাভে বঞ্চিত থাকে। ১৮—১৯। একজনেরই বন্ধুগণের সহিত বিরোধ হয়, কাহারও

সন্ততির্নৈব দৃশ্যেত সমুৎপন্নো বিনশ্যতি। পশুদ্রব্যবিনাশশ্চ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ২০ ॥ প্রকৃতিশ্চ বিবর্ত্তেত বিদ্বেষঃ সহ বন্ধুভিঃ। অকস্মাদ্ব্যসনপ্রাপ্তিঃ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ২১ ॥ নাস্তিক্যং ব্রতলোপশ্চ মহালোভস্তথৈব চ। দম্ভশ্চ কলহোনিত্যং সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ২২ ॥ মাতাপিত্রোশ্চ হন্তা চ দেবব্রাহ্মণদূষকঃ। হত্যাদোষমবাপ্নোতি সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ২৩ ॥ নিত্যকর্ম্মবিমুক্তশ্চ জপহোমবিবর্জ্জিতঃ। পরদ্রব্যাপহার্ত্তা চ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥২৪॥ তীর্থং গত্বা পরাসক্তঃ স্বকৃত্যঞ্চ পরিত্যজেৎ। ধর্ম্মকার্য্যে ন সম্পত্তিঃ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥২৫॥ সুভিক্ষে কৃষিনাশঃ স্যাৎ ব্যবহারো বিনশ্যতি। লোকে কলহকারী চ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ২৬ ॥ মার্গেতু গচ্ছতশ্চৈব পীড়য়েদ্বাথ মণ্ডলী। তত্র সংপীড়্যতে প্রেতৈরিতি সত্যং বচো মম ॥২৭॥ হীনজাতিষু সম্বন্ধো হীনকর্ম্ম করোতি চ। অধর্ম্মে রমতে নিত্যং সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ২৮ ॥ ব্যসনৈর্দ্রব্যনাশঃ স্যাদুপক্রান্তঞ্চ নশ্যতি। চৌরাগ্নিরাজভির্হানিঃ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ২৯ ॥ মহারোগোপপত্তিশ্চ স্বতনুপীড়নঞ্চ যৎ। জায়া সংপীড্যতে যত্র সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ৩০ ॥ শ্রুতি স্মৃতিপুরাণেষু ধর্ম্মকার্য্যেষু চৈব হি। অভাবো জায়তে যেষাং সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥৩১॥ দেবতীর্থদ্বিজাতীনাং ভাবশুদ্ধ্যা ন মন্যতে। প্রত্যক্ষং বা পরোক্ষং বা দূষয়েৎ প্রেতভাবতঃ ॥ ৩২ ॥ স্ত্রীণাং গর্ভবিনাশঃ স্যান্ন পুষ্পং দৃশ্যতে তথা। বালানাং মরণং যত্র সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ৩৩ ॥ পুষ্পং প্রদৃশ্যতে যত্র ফলং নৈব প্রদৃশ্যতে। বিরোধো ভার্য্যায়াসার্দ্ধং সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ৩৪ ॥ ভাবশুদ্ধ্যা ন কুরুতে শ্রাদ্ধং সাম্বৎসরাদিকং। স্বয়মেব ন কুর্বীত সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥৩৫॥ কলহো ঘাতকাশ্চৈব পুত্রাঃ শত্রুমিবাত্মজাঃ। ন প্রীতির্ন চ সৌখ্যঞ্চ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥৩৬॥ গৃহে দন্তকলিশ্চৈব ভোজনে কোপসংযুতঃ। পরদ্রোহমতিশ্চৈব সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ৩৭ ॥ পিত্রোর্ব্বাক্যং ন কুরুতে স্বপত্নীং

সন্ততি দৃষ্ট হয় না, কাহারও সন্তান উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হয়। কাহার পশুবিনাশ ও দ্রব্যবিনাশ জনিত দুঃখভোগ ঘটে, এই সকলই প্রেতদোষ হইতে উৎপন্ন। ২০। প্রকৃতির বিপর্য্যয় ও বন্ধুর সহিত বিদ্বেষ, অকস্মাৎ বিপৎপাত এই সকল প্রেতসম্ভব পীড়া জানিবে। ২১। নাস্তিকতা, ব্রতলোপ, দম্ভ ও নিত্যকলহ এই সকল প্রেতসম্ভব পীড়া জানিবে।২২। মাতৃপিতৃহিংসা, দেবনিন্দা, ব্রাহ্মণের দোষ কীর্ত্তন, হত্যাদোষ এই সমস্তই প্রেতদোষে উৎপন্ন হয়।২৩। নিত্যকর্ম্মপরিত্যাগ ও জপহোমবর্জ্জন পরদ্রব্যাপহরণ এই সকল প্রেতসম্ভব পীড়া জানিবে।২৪। তীর্থে গমন করিয়া পরের প্রতি আসক্তি, নিজক্রিয়া পরিত্যাগ, ধর্ম্মকার্য্যে অপ্রবৃত্তি, এই সকল প্রেতদোষে ঘটিয়া থাকে। ২৫। সুভিক্ষে কৃষিনাশ, সদ্ব্যবহারবিনাশ, লোকের সহিত কলহ, এই সকল প্রেতদোষে উৎপন্ন হয়। ২৬। পথে গমনকালে বায়ুমণ্ডলে অভিঘাত প্রভৃতি পাপকার্য্য প্রেতদোষে সংঘটিত হয়। আমার এই বাক্য সত্য জানিবে। ২৭। হীনজাতির সহিত বন্ধুতাবন্ধন এবং হীন কর্ম্মে অনুরাগ, অধর্ম্মে রতি ইহাও প্রেতসম্ভব পীড়া জানিবে। ২৮। ব্যসনে দ্রব্যনাশ, কার্য্য আরম্ভ করিলে তাহার ধ্বংস, চৌর, রাজা ও অগ্নিকর্ত্তৃক হানি, এই সকল প্রেতসম্ভব পীড়া জানিবে। ২৯। মহারোগের উৎপত্তি, নিজদেহের পীড়ন ও জায়াপীড়ন এই সকল প্রেতসম্ভব পীড়া জানিবে। ৩০। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও ধর্ম্মকর্ম্মে মানসিক অরতি, সর্ব্বদা অভাব এই সকল প্রেতদোষ সমুৎপন্ন হয়। ৩১। দেবতা, তীর্থ ও দ্বিজাতিগণেরপ্রতি শুদ্ধভাবে অদর্শন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেবব্রাহ্মণের নিন্দা ও দোষকীর্ত্তন স্ত্রীগণের গর্ভবিনাশ এবং তাহাদিগের পুষ্পের অদর্শন বালকগণের মরণ এই সকল প্রেতসম্ভব পীড়া জানিবে। ৩২—৩৩। স্ত্রীগণের ঋতুদর্শন হইলেও ফলদৃষ্ট হয় না এবং ভার্য্যার সহিত বিরোধ ঘটিয়া থাকে, ইহাও প্রেতসম্ভূত পীড়া জানিবে। ৩৪। শুদ্ধভাবে পিতৃগণের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ করে না এবং আপনারও কোন কার্য্য সম্পাদন করে না এই সকল প্রেতসম্ভব পীড়া জানিবে। ৩৫। কলহ, কার্য্যব্যাঘাত, পুত্র ও আত্মজগণের সহিত শত্রুবৎ ব্যবহার, প্রীতি ও সুখের অভাব এই সকল প্রেতসম্ভব পীড়া জানিবে। ৩৬। সর্ব্বদা গৃহে কলহ ও ভোজনের কালে ক্রোধের উদয় এবং পরদ্রোহ উপস্থিত হইয়া থাকে, এই সকলই প্রেতসম্ভব পীড়া জানিবে। ৩৭। পিতামাতার

ন চ সেবতে। পরদারাপকর্ষী চ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা॥ ৩৮॥ বিকর্ম্মণা ভবেৎ প্রেতো বিধিহীনক্রিয়স্তথা। তৎকালে দুষ্টসংসর্গাৎ বৃষোৎসর্গাদৃতে তথা॥ ৩৯॥ দুষ্ট-মৃত্যুবশাদ্বাপি হ্যদগ্ধবপুষস্তথা প্রেতত্বং জায়তে তার্ক্ষ্য পীড্যন্তে যেন জন্তবঃ॥ ৪০॥ দাহক্রিয়াদিলোপশ্চ খট্বাদি-মৃতিদোষতঃ। প্রেতত্বং সুস্থিরং তস্য বাক্‌চেষ্টাদিবিব-র্জ্জিতং॥ ৪১॥ এবং জ্ঞাত্বা খগশ্রেষ্ঠ প্রেতমুক্তিং সমা-চরেৎ। যো বৈ ন মন্যতে প্রেতান্ মৃতঃ প্রেতত্বমাপ্নুয়াৎ॥ ৪২॥ প্রেতদোষঃ কুলে যস্য সুখং তত্র ন বিদ্যতে। মতিঃ প্রীতীরতির্বুদ্ধির্লক্ষ্মীঃ পঞ্চবিনাশনং॥ ৪৩॥ তৃতীয়ে পঞ্চমে পুংসি বংশচ্ছেদোঽভিজায়তে। দরিদ্রো নির্দ্ধনশ্চৈব পাপকর্ম্মা ভবে ভবে॥ ৪৪॥ যে কেচিৎ প্রেতরূপাবিকৃত-মুখদৃশো রৌদ্রদংষ্ট্রাঃ করালা মন্যন্তে নৈব গোত্রং সুতদুহি-তৃপিতৄন্ ভ্রাতৃজায়াশ্চ বন্ধূন্। কৃত্বা কাম্যঞ্চ রূপং সুখ-গতিরহিতাভাষমাণা যথেষ্টং হ্যাকষ্টং ভোক্তুকামাবিধিবশ-পতিতাঃ সংস্মরন্তি স্বপাকং॥ ৪৫॥

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে প্রেতপীড়া-বর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥

বাক্য শ্রবণ করে না ও আপনার পত্নীর সহিত সঙ্গম ঘটে না, সর্ব্বদা পরদারকর্তৃক আকৃষ্ট হয়, ইহাও পাপসম্ভবা পীড়া জানিবে। ৩৮। নিন্দিত কর্ম্মদ্বারা এবং বিধিহীন ক্রিয়াদ্বারা আকৃষ্ট থাকে। জীবদবস্থায় দুষ্টসংসর্গ ও মরণান্তে বৃষোৎ-সর্গাভাব, দুষ্টমৃত্যু এবং মৃতদেহের অদাহন এই সকল কারণেই মনুষ্য প্রেত হইয়া জন্তুগণের পীড়া উৎপাদন করে। ৩৯—৪০। দাহক্রিয়াদির লোপ এবং খট্বাদির উপর মরণ এই সকল কারণে নিশ্চয়ই প্রেতত্ব প্রাপ্তি হয়, সন্দেহ নাই। ঐ প্রেতগণের বাক্য ও চেষ্টাদিও থাকে না। ৪১। হে খগশ্রেষ্ঠ! এই সকল জানিয়া প্রেতের মুক্তির নিমিত্ত অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। যে প্রেতগণকে মনে করে না, সেই ব্যক্তি মরণান্তে প্রেত হয়। ৪২। যাহার কুলে প্রেতদোষ উৎপন্ন হয়, সেই কুলে সুখ থাকে না এবং মতি, প্রীতি, রতি, বুদ্ধি ও লক্ষ্মী এই পঞ্চ বিনষ্ট হয়।৪৩। আর তৃতীয় ও পঞ্চমপুরুষে বংচ্ছেদ হয় এবং সেই কুলে সকলেই দরিদ্র, নির্দ্ধন ও সংসারে পাপকর্ম্মা হইয়া থাকে।৪৪। বিকৃতবদন ও বিকৃতনয়ন, ভয়ঙ্করদংষ্ট্রাসমন্বিত, করালতর যে প্রেত আপনার গোত্র, সুত, দুহিতা, পিতা, ভ্রাতা, জায়া ও বন্ধুগণকে মনে করে না, সে কাম্যরূপ ধারণ পূর্ব্বক সুখ ও সদ্‌-গতি বিরহিত ও বিধিবশে নিপতিত এবং ভোজনেচ্ছুক হইয়া যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে করিতে আপনার কর্ম্মবিপাক স্মরণ করিতে থাকে। ৪৫।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

গরুড়-উবাচ মুক্তিং যান্তি কথং প্রেতাস্তদহং প্রষ্টু-মুৎসুকঃ। যন্মুক্তৌ চ মনুষ্যাণাং ন পীড়া জায়তে তু সা॥ ১॥ এতৈশ্চ লক্ষণৈর্দ্দেব পীড়া প্রেতসমুদ্ভবা। তেষাং কদা ভবেন্মুক্তিঃ প্রেতত্বং ন কথং ভবেৎ॥ ২॥ প্রেতত্বে হি প্রমাণঞ্চ কতিবর্ষাণি সংখ্যয়া। চিরং প্রেতত্ব-মাপ্নোতি কথং মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ॥ ৩॥ শ্রীভগবানুবাচ। মুক্তিং প্রয়ান্তি তে প্রেতাস্তদহং কথয়ামি তে। যদ্যৎ কুর্ব্বন্তি তে প্রেতাঃ পিশাচত্বে ব্যবস্থিতাঃ॥ ৪॥ তেষাং স্বরূপং বক্ষ্যামি চিহ্নং স্বপ্নং যথাতথং। ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতাস্তে বৈ প্রবিশেয়ুঃ স্ববেশ্মনি॥ ৫॥ প্রবিষ্টা বায়ুদেহেন শয়ানান্

একাদশ অধ্যায়।

গরুড় কহিলেন, প্রেতগণ! কিরূপে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়, আমি তাহা জানিতে উৎসুক হইয়াছি, মুক্তি হইলে মনুষ্যগণের আর কোন পীড়া জন্মে না। ১। হে দেব! লক্ষণদ্বারা জানা যায় যে, প্রেতগণের অতিশয় পীড়া হয়, অতএব তাহাদের কখন মুক্তি হয় এবং কি প্রকারেই বা আর প্রেতত্ব না হয়?। ২। প্রেতত্বের প্রমাণ কি? এবং প্রেতত্বভোগের বৎসরসংখ্যাই বা কত? যদি চিরকাল প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাহইলে কিপ্রকা-রেই বা মুক্তিলাভ করে?। ৩। শ্রীভগবান্ কহিলেন, প্রেতগণ, কিরূপে মুক্তিলাভ করে, তাহা আমি তোমাকে কহিতেছি। প্রেতগণ পিশাচরূপে অবস্থিত হইয়া যাহা যাহা করিয়া থাকে, তাহাদের স্বরূপ চিহ্ন ও স্বপ্ন যথাযথরূপে কীর্ত্তন করিতেছি। প্রেতগণ ক্ষুধাতৃষ্ণায় পীড়িত হইয়া তাহারা নিজগৃহে প্রবেশ করে। ৪—৫। হে খগেশ্বর! প্রেতগণ বায়ুরূপে নিজগৃহে

স্বস্ববংশজান্। তত্র লিঙ্গানি যচ্ছন্তি নির্দ্দিশন্তি খগেশ্বর ॥ ৬ ॥ স্বপুত্র-স্বকলত্রাণি স্ববন্ধূন্ তে প্রয়ান্তি বৈ। গজোঽশ্বয়োর্বৃষো ভূত্বা দৃশ্যন্তে বিকৃতাননাঃ ॥ ৭ ॥ শয়নং বিপরীতং বা আত্মানঞ্চ বিপর্য্যয়ং। উত্থিতঃ পশ্যতি তু যঃ স প্রেতৈঃ পীড্যতে ভৃশং ॥ ৮ ॥ নিগড়ৈর্ব্বধ্যতে যস্তু বধ্যতে বহুধা যদি। অন্নঞ্চ যাচ্যতে স্বপ্নে কুরুতে পাপমাত্মনা ॥ ৯ ॥ ভুঞ্জমানস্তু যঃ স্বপ্নে গৃহীত্বান্নং পলায়তে। আত্মনস্তু পরস্যাপি তৃষার্ত্তস্তু জলং পিবেৎ ॥ ১০ ॥ বৃষভারোহণং স্বপ্নে বৃষভৈঃ সহ গচ্ছতি। উৎপত্য গগনং যাতি তীর্থে যাতি ক্ষুধাতুরঃ ॥ ১১ ॥ স্বকলত্রং স্ববন্ধূংশ্চ স্বসুতং স্বপতিং বিভুং। বিদ্যমানং মৃতং পশ্যেৎ প্রেতদোষেণ নিশ্চিতং ॥১২॥ যস্তুপোযাচ্যতে স্বপ্নে ক্ষুতৃষাভ্যাং পরিপ্লুতঃ। তীর্থে যাতি দদেৎ পিণ্ডান্ প্রেতদোষৈর্ন সংশয়ঃ ॥ ১৩ ॥ নির্গচ্ছতো গৃহাদ্রাত্রৌ স্বপ্নে পুত্রাংস্তথা পশূন্। পিতৃভ্রাতৃকলত্রাণি প্রেতদোষৈঃ স পশ্যতি ॥ ১৪ ॥ চিহ্নান্যেতানি পক্ষীন্দ্র গণকায় নিবেদয়েৎ। কৃত্বা স্নানং গৃহে তীর্থে শ্রীবৃক্ষে তর্পণঞ্চরেৎ ॥ ১৫ ॥ কৃষ্ণধান্যানি সম্পূজ্য প্রদদ্যাদ্বেদপারগে। সর্ব্ববিঘ্নানি সন্ত্যজ্য মুক্ত্যুপায়ং করোতি যঃ ॥ ১৬ ॥ তস্য কর্ম্মফলং সাধুপ্রেততৃপ্তিশ্চ শাশ্বতী। শৃণু সত্যমিদং তার্ক্ষ্য যো দদাতি সতৃপ্যতি ॥ ১৭ ॥ আত্মৈব শ্রেয়সাযুজ্যেৎ প্রেতস্তৃপ্তিং ব্রজোচ্চরং। তে তৃপ্তাঃ শুভমিচ্ছন্তি স্বাত্মবন্ধুষু সর্ব্বদা ॥ ১৮ ॥ অন্যে পাপা দুরাত্মানঃ ক্লেশয়ন্তি স্ববংশজান্। নিবারয়ন্তি তৃপ্তাস্তে জায়মানানুপদ্রবান্ ॥ ১৯ ॥ পশ্চাত্তে মুক্তিমায়ান্তি কালে প্রাপ্তে তু পুত্রতঃ। সদা বন্ধুষু যচ্ছন্তি ঋদ্ধিং বৃদ্ধিং খগাধিপ ॥ ২০ ॥ দর্শনাচ্ছ্রাবণাদ্যস্তু-চেষ্টনাৎ পীড়নাদপীতিং। ন প্রাপয়তি মূঢ়াত্মা প্রেতশাপৈঃ স লিপ্যতে ॥২১॥ অপুত্রকোঽপশুশ্চৈব দরিদ্রো ব্যাধিত-

---

প্রবেশপূর্ব্বক তথায় শয়ান নিজবংশীয়গণকে নির্দ্দেশ করিয়া চিহ্নিত করে। ৬।। হে খগেশ্বর! সেই প্রেত, অশ্ব, গজ বা বৃষমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক বিকৃতানন হইয়া আপনার পুত্র, কলত্র ও বন্ধুগণের নিকট গমন করে। ৭। বিপরীত শয়ন অথবা আত্ম বিপর্য্যয় দর্শন করিলে অথবা নিদ্রাবস্থায় হটাৎ উত্থিত হইয়া অবলোকন করিলে, সেই ব্যক্তি প্রেতকর্ত্তৃক পরিপীড়িত হয়। ৮।। প্রেত স্বগৃহে প্রবেশ করিয়া যাহাকে আশ্রয় করে, সেই ব্যক্তি নিগড়বদ্ধ হয়। কখন বা অন্যান্য প্রকারেও বদ্ধ হইয়া থাকে। প্রেতাধিষ্ঠিত ব্যক্তি স্বপ্নে অন্ন যাচ্ঞা করে এবং স্বীয় অপকার করিতে প্রবৃত্ত হয়। ৯। ঐ ব্যক্তি স্বপ্নকালে অন্নভোজন করিতে করিতে স্বীয় কিম্বা পরান্নগ্রহণ করিয়া পলায়ন করে এবং তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলপান করিতে থাকে। ১০। কাহার উপরে প্রেত আশ্রয় করিলে সেই ব্যক্তি বৃষের সহিত গমন করে, কখন বা ঊর্দ্ধে লম্ফপ্রদান করিয়া থাকে, কখন বা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তীর্থে গমন করে। ১১। প্রেতাশ্রিত ব্যক্তি স্বীয় পুত্রপৌত্র বন্ধুদিগকে মৃতদর্শন করে, এই সমস্তই প্রেতাশ্রয়দোষে ঘটিয়া থাকে। ১২। যে প্রেতের আশ্রয়ে স্বপ্নকালে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় পরিপীড়িত হইয়া জলপ্রার্থনা করে, তাহার উদ্দেশে তীর্থে পিণ্ডপ্রদান করিবে, তাহাহইলেই সেই প্রেতদোষ শান্তি হয়। ১৩। যাহার প্রতি প্রেতাধিষ্ঠান হয়, সেই ব্যক্তি রজনীযোগে স্বপ্নাবস্থায় দেখিতে পায় যে, তাহার পুত্রকলত্র ভ্রাতা ও পশুসকল গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছে। ১৪। খগরাজ! প্রেতাধিষ্ঠান হইলে এই সকল চিহ্ন ঘটিয়া থাকে। অতএব সমস্ত ঘটনা গণকদিগকে নিবেদন করিয়া স্নানাচরণপূর্ব্বক শ্রীবৃক্ষে তর্পণ করিবে। ১৫। পূর্ব্বোক্ত চিহ্নদর্শনে প্রেতাধিষ্ঠান অনুমিত হইলে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে অর্চ্চনা করিয়া কৃষ্ণধান্যপ্রদান করিবে তাহাহইলে নিজের সর্ব্ববিঘ্ন শান্তি এবং প্রেতের মুক্তির উপায় হয়। ১৬। হে তার্ক্ষ্য! প্রেতের তৃপ্তির নিমিত্ত যে যে কর্ম্ম করিতে হইবে, তাহা শ্রবণ কর। যিনি প্রেতের মুক্তির নিমিত্ত দানাদি করেন, তিনি স্বয়ংও তৃপ্ত হইয়া থাকেন। ১৭। বন্ধুগণ প্রেতের মুক্তির নিমিত্ত কার্য্য করিলে তাহাতে চিরকালের জন্য প্রেতের তৃপ্তি হয় এবং আপনারও শুভসাধন হইয়া থাকে, এইনিমিত্তই সর্ব্বদা লোকে বন্ধুগণের শুভ ইচ্ছা করে। ১৮। যাহারা বর্ত্তমান উপদ্রবসকল দর্শন করিয়াও নিবারণ করে না, সেই সকল পাপাশয় দুরাত্মারা স্ববংশজ বন্ধুদিগকে ক্লেশপ্রদান করিয়া থাকে। ১৯। প্রেতগণ কালসহকারে পুত্র হইতে মুক্তিলাভ করে। এইনিমিত্ত সর্ব্বদা বন্ধুগণের সুখসমৃদ্ধি ইচ্ছা করিয়া থাকে। ২০। যে ব্যক্তি প্রেতের দর্শন, কথন, বেষ্টন ও পীড়ন অনুভব করিয়াও তাহার মুক্তির

স্তথা। বৃত্তিহীনশ্চ দীনশ্চ ভবেজ্জন্মনি জন্মনি ॥ ২২ ॥ সর্ব্বং কুর্ব্বন্তি তে প্রেতাঃ পুনর্গাম্যং সমাশ্রিতাঃ। তত্র স্থানাং ভবেন্মুক্তিঃ স্বকালে কর্ম্মসংক্ষয়ে ॥ ২৩ ॥ গরুড়-উবাচ। নামগোত্রং ন দৃশ্যেত প্রতীতির্নৈব জায়তে। কেচিদ্বদন্তি দৈবজ্ঞাঃ পীড়াং প্রেতসমুদ্ভবাং ॥ ২৪ ॥ ন স্বপ্নং চেষ্টিতং নৈব দর্শনং ন কদাচন। কিং কর্ত্তব্যং সুরশ্রেষ্ঠ তত্র মে ব্রূহি নিশ্চিতং ॥২৫॥ শ্রীকৃষ্ণ-উবাচ। সত্যমেবামৃতং নৈব বদন্তি ক্ষিতিদেবতাঃ। তদা সচিন্ত্য হৃদয়ে সত্যমেতদ্দ্বিজেরিতং ॥ ২৬ ॥ ভাবভক্তিং পুরস্কৃত্য পিতৃভক্তিপরায়ণঃ। কৃত্বা বিষ্ণুবলিং তত্র পুরশ্চরণপূর্ব্বকং ॥ ২৭ ॥ জপৈর্হোমৈস্তথা দানৈঃ প্রকুর্য্যাদ্দেহশোধনং। কৃতেন তেন বিঘ্নানি বিনশ্যন্তি খগেশ্বর ॥ ২৮ ॥ ভূতপ্রেতপিশাচৈর্ব্বা স তদান্যৈর্ন পীড্যতে। পিতৃনুদ্দিশ্য যঃ কুর্য্যান্নারায়ণবলিং শুভং ॥ ২৯॥ বিমুক্তঃ সর্ব্বপীড়াভ্য ইতি সত্যং বচো মম। পিতৃপীড়া ভবেদ্‌যত্র কৃতৈরন্যৈর্ন মুচ্যতে ॥ ৩০ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পিতৃভক্তিপরো ভবেৎ। নবমে দশমে বর্ষে পিত্রুদ্দেশেন যঃ পুমান্ ॥ ৩১ ॥ গায়ত্র্যা হ্যযুতং জপ্ত্বা দশাংশেনৈব হোময়েৎ। কৃত্বা বিষ্ণুবলিং পূর্ব্বং বৃষোৎসর্গাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৩২ ॥ সর্ব্বোপদ্রবহীনস্তু সর্ব্বসৌখ্যমবাপ্নুয়াৎ। উত্তমং লোকমাপ্নোতি জ্ঞাতিপ্রাধান্যমেব চ ॥ ৩৩ ॥ পিতৃমাতৃসমো লোকে নাস্ত্যন্যদ্দৈবতং পরং। প্রভুঃ শরীরপ্রভবঃ প্রত্যক্ষদৈবতং পিতা ॥ ৩৪ ॥ হিতানামুপদেষ্টা চ প্রত্যক্ষো গুরুদেবতা। অন্যা যা দেবতা লোকে শরীরপ্রভবা মতাঃ ॥ ৩৫ ॥ শরীরমেব জন্তুনাং নরকস্বর্গমোক্ষদং। শরীরং সম্পদো দারাঃ সুতা লোকাঃ সনাতনাঃ ॥ ৩৬ ॥ যস্য প্রসাদাৎ প্রাপ্যন্তে কোঽন্যঃ পূজ্যতমস্ততঃ। এবং সঞ্চিন্ত্য হৃদয়ে পিতৃণাং যঃ প্রযচ্ছতি।

উপায় না করে, সেই মূঢ়াত্মা প্রেতপাপে লিপ্ত হয়।২১। প্রেতের মুক্তির উপায় না করিলে সেই ব্যক্তি জন্মে জন্মে অপুত্রক, দরিদ্র, ব্যাধিপীড়িত, বৃত্তিহীন ও দৈন্যাবস্থ হইয়া থাকে এবং তাহার পশুযোনি প্রাপ্তি হয়। ২২। প্রেতগণ পুত্রাদির প্রতি অধিষ্ঠিত হইয়াও যদি মুক্তিলাভ করিতে না পারে, তাহাহইলে পুনর্ব্বার যমলোক আশ্রয় করিয়া থাকে, যেহেতু তত্রস্থ ব্যক্তিদিগের কালসহকারে কর্ম্মক্ষয় হইলেই মুক্তি হইতে পারে।২৩। পুনর্ব্বার গরুড় জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন কোন দৈবজ্ঞেরা যে প্রেতের পীড়া দর্শন করিয়া তাহার মুক্তির নিমিত্ত পিণ্ডপ্রদানব্যবস্থা করেন, তাঁহাতে যাহার প্রতীতি হয় না এবং নাম গোত্র পরিজ্ঞাত নাই, স্বপ্নাদিদর্শন ও অন্য কোনরূপ চেষ্টাও হয় না, তাহার উদ্ধারার্থ কিরূপ কার্য্য করিতে হইবে। সুরশ্রেষ্ঠ! তাহা আমাকে নিঃসংশয়রূপে উপদেশ করুন। ২৪—২৫। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা সত্যবাক্য বলিয়া থাকে, কদাচ মিথ্যা কথা কহে না, অতএব ব্রাহ্মণগণের বাক্য সত্য, ইহাই হৃদয়ে চিন্তা করিতে হইবে। ২৬। মানবগণ ঈশ্বরভক্তিপুরঃসর পিতৃভক্তিপরায়ণ হইয়া বিষ্ণুপূজা, পুরশ্চরণপূর্ব্বক জপ, হোম ও দানদ্বারা আত্মদেহ শোধন করিবে। খগেশ্বর! এইরূপ করিলে তাহার সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন বিনাশ পায়। ২৭—২৮। যে ব্যক্তি পিতৃগণের উদ্দেশে নারায়ণের অর্চ্চনা করে, সে কদাচ ভূত, প্রেত, পিশাচ কিম্বা অন্য কোন জন্তু কর্তৃক পরিপীড়িত হয় না। ২৯। অন্যান্য পীড়া হইতে বিমুক্ত হইয়াও যখন পিতৃপীড়া উপস্থিত হয়, তখন সেই ব্যক্তি অন্যকোন পীড়া হইতেই মুক্ত হইতে পারে না। খগরাজ! আমার এই বাক্য সত্যজ্ঞান করিবে। ৩০। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে পিতৃভক্তিপরায়ণ হইবে। যে পুরুষ নবম কিম্বা দশম বর্ষে অযুত গায়ত্রী জপ করিয়া তাহার দশাংশ অর্থাৎ সহস্র হোম করে এবং পিতৃদেবতার পরিত্রাণার্থ বৃষোৎসর্গাদি সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক বিষ্ণুর অর্চ্চনা করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার উপদ্রববিহীন হইয়া সুখলাভ করিতে পারে এবং তাহার উত্তমলোক প্রাপ্তি এবং জ্ঞাতিপ্রাধান্য লাভ হয়। ৩১—৩৩। কোন লোকেই পিতামাতার তুল্য পরমদেবতা কেহ নাই। পিতা শরীরের উৎপাদক, সুতরাং তিনিই প্রভু ও প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ। ৩৪। পিতা সর্ব্বদা হিতোপদেশ প্রদান করেন, অতএব তিনি প্রত্যক্ষদেবতারূপী গুরু। অন্য অন্য দেবতারা ইহলোকে শরীরপ্রভবমাত্র। ৩৫। শরীরই জন্তুগণের নরকভোগ, স্বর্গলাভ ও মোক্ষপ্রদানের কর্ত্তা এবং শরীরই সম্পদ, শরীরই দারা, শরীরই সনাতন লোক ও পুত্রস্বরূপ তিনি যাহার প্রসাদে জন্মলাভ হয়, সেই

তৎ সর্ব্বমাত্মনা ভুঙ্‌ক্তে দানং বেদবিদো বিদুঃ ॥ ৩৭ ॥ পুন্নাম্নো নরকাদ্‌যস্মাৎ পিতরস্ত্রায়তে তু যঃ। তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেকস্বহং ব্রুবে ॥ ৩৮ ॥ অপমৃত্যুমৃতৌ স্যাতাং পিতা মাতা চ কস্যচিৎ। ধর্ম্মং তীর্থং বিবাহাদি শ্রাদ্ধং সাম্বৎসরন্ত্যজেৎ ॥ ৩৯ ॥ স্বপ্নাধ্যায়মিমং যস্তু প্রেতলিঙ্গেন দর্শিতং। যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি প্রেতচিহ্নং পশ্যতি ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

গরুড় উবাচ। সম্ভবন্তি কথং প্রেতাঃ কেন মৃত্যুবশঙ্গতাঃ। কীদৃক্‌ তেষাং ভবেদ্রূপং ভোজনং কিং ভবেদ্বিভো ॥ ১ ॥ সুপ্রীতাস্তে কথং প্রেতাঃ ক তিষ্ঠন্তি সুরেশ্বর। প্রসন্নঃ কৃপয়া দেব প্রশ্নমেনং বদস্ব মে ॥ ২ ॥ শ্রীকৃষ্ণ-উবাচ। যে কেচিৎ পাপকর্ম্মাণঃ পূর্ব্বকর্ম্মবশানুগাঃ। জায়ন্তে তে মৃতাঃ প্রেতাঃ শৃণুষ্ব ত্বং বদাম্যহং ॥ ৩ ॥ বাপীকূপতড়াগানি হ্যারামঞ্চ সুরালয়ং। প্রপাং সত্ত্বঃ সুরকাংশ্চ তথা ভোজনশালিকাঃ ॥ ৪ ॥ পিতৃপৈতামহং ধর্ম্মং বিক্রীণাতি স পাপকৃৎ। মৃতঃ প্রেতত্বমাপ্নোতি যাবদাভূতসংপ্লবং ॥ ৫ ॥ গোচরং গ্রামসীমাঞ্চ তড়াগারামগহ্বরং। কর্ষয়ন্তি চ যে লোভাৎ প্রেতাস্তে সম্ভবন্তি হি ॥ ৬ ॥ চাণ্ডালাদুদকাৎ সর্পাৎ ব্রাহ্মণাদ্বৈদ্যুতাত্তথা। দংষ্ট্রিভ্যশ্চ পশুভ্যশ্চ মরণং পাপকর্ম্মণাং ॥ ৭ ॥ উদ্বন্ধনমৃতা যে চ বিষশস্ত্রহতাশ্চ যে। আত্মোপঘাতিনো যে চ বিসূচ্যগ্নিহতাশ্চ যে ॥ ৮ ॥ মহারোগৈর্মৃতা যে চ পাপরোগৈশ্চ দস্যুভিঃ। অসংস্কৃতপ্রমৃতাশ্চ বিহিতাচারবর্জ্জিতাঃ ॥ ৯ ॥ বৃষোৎসর্গাদিসংস্কারৈর্লুপ্তৈঃ পিণ্ডৈশ্চ মাসিকৈঃ। যস্যানয়তি শূদ্রোঽগ্নিং তৃণং কাষ্ঠং হবীংষি চ ॥ ১০ ॥ পতনং পর্ব্বতাদিভ্যো ভিত্তিপাতেন

পিতা হইতে পূজ্যতম আর কে আছে? স্বীয় হৃদয়ে এইরূপ চিন্তা করিয়া যিনি পিতৃগণের উদ্দেশে দানাদিক্রিয়া করেন, সেই সকল দানীয় দ্রব্য স্বয়ং ভোজন করিতে পারেন। বেদবিৎ পণ্ডিতেরা ইহাকেই দান বলিয়া থাকেন। ৩৭। তনয়গণ পুন্নামনরক হইতে পিতাকে পরিত্রাণ করেন বলিয়াই স্বয়ম্ভু "পুত্র" এই নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৩৮। যদি কাহার পিতার কিম্বা মাতার অপমৃত্যু ঘটনা হয়, তাহাহইলে তীর্থপর্য্যটনাদি ধর্ম্মকার্য্য, বিবাহাদিমাঙ্গলিক কার্য্য ও সাংবৎসর শ্রাদ্ধপরিত্যাগ করিবে। ৩৯। এই প্রেতলিঙ্গপ্রদর্শিত স্বপ্নাধ্যায় যিনি পাঠ অথবা শ্রবণ করেন, কখন তাহার প্রেতচিহ্ন দর্শন হয় না। ৪০।

দ্বাদশ অধ্যায়।

পুনর্ব্বার গরুড় শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বিভো! কিরূপে প্রেতের উৎপত্তি হয়? কি কারণে প্রাণিগণ মৃত্যুর বশীভূত হইয়া থাকে? প্রেতগণের রূপ কীদৃশ? এবং তাহারা কি ভোজন করিয়া থাকে? ।১। সুরেশ্বর! প্রেতেরা কি হেতুতে প্রীত হইয়া কোথায় অবস্থিতি করে? দেব! আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কথিত প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করুন। ২। শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, গরুড়! শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি। যাহারা সর্ব্বদা পাপকর্ম্মে রত থাকে, তাহারা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া প্রেতরূপে উৎপন্ন হয়।৩। যাহারা পুষ্করিণী, কূপ, দীর্ঘিকা, উপবন, দেবালয়, পানীয়শালা, সুবৃক্ষ, ভোজনশালা, পিতৃপিতামহের ধর্ম্ম বিক্রয় করে, সেই পাপিষ্ঠেরা মরণান্তে মহাপ্রলয়পর্য্যন্ত প্রেত হইয়া থাকে। ৪—৫। যাহারা লোভপরতন্ত্র হইয়া গোচারণস্থান, গ্রামসীমা, তড়াগ, উপবন, গহ্বর এই সকল কর্ষণ করে, তাহারা প্রেতত্ব পাইয়া থাকে। ৬। চণ্ডালের আঘাতে, জলপতনে, সর্পাঘাতে, ব্রাহ্মণ হইতে, বিদ্যুৎপাতে, দংশকজন্তু হইতে ও পশুগণের আঘাতে যে সকল পাপকর্ম্মা ব্যক্তিদিগের মৃত্যু হয়, যাহারা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে, যাহারা বিষ ও শস্ত্রাদিদ্বারা আহত, যাহারা আত্মোপঘাতী, যাহারা বিসূচিকারোগে মৃত, যাহারা অগ্নিদাহে আহত, যাহারা মহারোগে ও পাপরোগে মৃত, যাহারা দস্যুগণ কর্ত্তৃক মৃত, যাহারা অসংস্কারাবস্থায় প্রাণত্যাগ করে, যাহারা বিহিতাচারবর্জ্জিত, যাহাদিগের বৃষোৎসর্গাদিসংস্কার ও মাসিকপিণ্ডাদি লুপ্ত হইয়াছে, শূদ্রগণ যাহার অগ্নি, তৃণ, কাষ্ঠ ও ঘৃতাদি আহরণ করে, পর্ব্বতাদি হইতে পতন হইয়া যাহার মৃত্যু হয়, যাহারা ভিত্তি-

যে মৃতাঃ। রজস্বলাদিদোষৈস্তু ন ভূমৌ ম্রিয়তে যদি॥ ১১॥ অন্তরীক্ষে মৃতা যে চ বিষ্ণুস্মরণবর্জ্জিতাঃ। সূতকাদিষু সম্পর্কা দুষ্টশল্যামৃতাস্তথা॥ ১২॥ এবমাদিভিরন্যৈশ্চ কুমৃত্যুবশগাস্তু যে। তে সর্ব্বে প্রেতযোনিস্থা বিচরন্তি মহীস্থলীং॥ ১৩॥ অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনং। যুধিষ্ঠিরস্য সম্বাদং ভীষ্মেণ সহ সুব্রত॥ তদহং কথয়িষ্যামি যচ্ছ্রুত্বা সৌখ্যমাপ্নুয়াৎ॥ ১৪॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কেন কর্ম্মবিপাকেন প্রেতত্বমুপজায়তে। কেনোপায়েন মুচ্যন্তে তন্মে ব্রূহি পিতামহ॥ ১৫॥ ভীষ্ম উবাচ। অহন্তে কথয়িষ্যামি সর্ব্বমেতদশেষতঃ। যচ্ছ্রুত্বা ন পুনর্ম্মোহমেবং যাস্যসি সুব্রত॥ ১৬॥ যেন যো জায়তে প্রেতো যেন চৈব বিমুচ্যতে। প্রাপ্নোতি নরকং ঘোরং দুস্তরৈর্দ্দৈবতৈরপি॥ ১৭॥ সততং শ্রবণাদ্বিষ্ণোঃ পুণ্যতীর্থানুকীর্ত্তনাৎ। প্রেতভাবা বিমুচ্যন্তে আপৎসু প্রেতযোনিষু॥ ১৮॥ শ্রূয়তে হি পুরা বৎস ব্রাহ্মণঃ সংশিতব্রতঃ। নাম্না সন্তগুকঃ খ্যাতস্তপোর্থে বনমাশ্রিতঃ॥১৯॥ স্বাধ্যায়যুক্তো হোমে চ যোগযুক্তো দয়ান্বিতঃ। স যজেৎ সকলান্ যজ্ঞান্ যুক্ত্যা কালং ক্ষিপেন্নিজং॥ ২০॥ ব্রহ্মচর্য্যে সদা যুক্তো যুক্তস্তপসি মার্দ্দবে। পরলোকভয়ে যুক্তঃ সত্যে শৌচে তু নিত্যশঃ॥ ২১॥ যুক্তো হি গুরুবাক্যে চ যুক্তস্ত্বতিথিপূজনে। আত্মযোগেষু যো যুক্তঃ সর্ব্বদ্বন্দ্ববিবর্জ্জিতঃ॥ ২২॥ যোগাভ্যাসে সদা যুক্তঃ সংসারবিজিগীষয়া। এবম্বৃত্তসমাচারো মোক্ষকাঙ্ক্ষী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ২৩॥ বহূন্যব্দানি বিজনে বনে তস্য গতানি বৈ। তস্য বুদ্ধিস্ততো জাতা তীর্থানুগমনং প্রতি॥ ২৪॥ পুণ্যৈস্তীর্থজলৈরেব শোষয়িষ্যে কলেবরং। স তীর্থে ত্বরিতং স্নাত্বা তপস্বী ভাস্করোদয়ে॥ ২৫॥ কৃতজাপ্যনমস্কারো ধ্যানকৃক্রে জগদ্গুরোঃ। একস্মিন্ দিবসে

পাতে মৃত, যাহারা রজস্বলাদি-স্পৃষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করে, যাহার ভূমিতে মরণ হয় না, যাহার আকাশে মৃত্যু ঘটে, যাহারা বিষ্ণুর নাম স্মরণে পরাঙ্মুখ, যাহারা সূতকাদি সম্পর্কবিশিষ্ট, যাহাদিগের দুষ্টশল্যাদিতে মরণ ঘটিয়াছে এবং যাহারা অন্যান্য কুমৃত্যুর বশগ, তাহারা চিরকাল প্রেতযোনিতে অবস্থিত হইয়া ভ্রমণ করে। ৭—১৩। হে সুব্রত! আর এই বিষয়ে একটি উদাহরণ আছে, সেই পুরাতন ইতিহাস এই—আমি সেই ভীষ্ম যুধিষ্ঠির-সংবাদ বলিতেছি। ইহা শ্রবণ করিলে লোকে সুখলাভ করে। ১৪। একদা যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, পিতামহ! কি উপায়ে লোকসকল প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয় এবং কি কারণেই বা সেই প্রেতযোনি হইতে মুক্তি পায়। ১৫। ভীষ্ম কহিলেন, আমি তোমার জিজ্ঞাসিত সমুদায় বিষয় বলিতেছি। এই বিবরণ শ্রবণ করিলে মনুষ্য আর মোহে পতিত হয় না।১৬। যে ব্যক্তি যেরূপে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয় এবং যে প্রকারে তাহা হইতে মুক্তি পায়, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি। দেবগণ কর্ম্মবশে ঘোরতর দুস্তর নরক প্রাপ্ত হয়। ১৭। সর্ব্বদা বিষ্ণুর নাম স্মরণ এবং পুণ্যপ্রদ তীর্থের অনুকীর্ত্তন করিলে উপস্থিত প্রেতযোনিতেও প্রেতভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে। ১৮।

হে বৎস! আমি শুনিয়াছি, পূর্ব্বকালে অতিসুব্রত সন্তগুক নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেই বিখ্যাত ব্রাহ্মণ, একদিবস তপশ্চরণমানসে তীর্থে গমন করেন। ১৯। সেই ব্রাহ্মণ স্বাধ্যায়যুক্ত, হোমতৎপর, যোগান্বিত ও দয়াশীল ছিলেন, তিনি সকল যজ্ঞ সমাচরণ করিয়া যোগাবলম্বনপূর্ব্বক কালযাপন করিতেছিলেন। ২০। সেই দ্বিজবর ব্রহ্মচর্য্যে ও তপস্যাতে নিরন্তর নিযুক্ত থাকিয়া পরলোকভয়ে সর্ব্বদা ভীত ও সত্যব্রতে তৎপর ছিলেন এবং সর্ব্বদা গুরুবাক্য পালন ও অতিথিপূজাতে তাঁহার দৃঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানার্থ নানাবিধ যোগানুষ্ঠান করিতেন, তাঁহার সুখদুঃখ, রাগদ্বেষাদি কোনরূপ দ্বন্দ্ব ছিল না। ২১—২২। সংসারজয়মানসে, যোগাভ্যাস করিতে তাঁহার অতিশয় মনোযোগ ছিল, এইরূপ নানাবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া জিতেন্দ্রিয় ও মোক্ষাকাঙ্ক্ষী হইয়াছিলেন। ২৩। বনে বাস করিতে করিতে তাঁহার বহুবৎসর অতীত হইলে তখন তীর্থপর্য্যটনে তাঁহার অভিলাষ জন্মে। ২৪। তিনি মনে করিলেন, আমি পুণ্যপ্রদ তীর্থসলিলে অবগাহন করিয়া আমার এই কলেবর পাত করিব। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ তীর্থে গমনপূর্ব্বক অরুণোদয়কালে তীর্থজলে স্নান করিয়া তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। ২৫। তিনি সর্ব্বদা জগদ্গুরু পরমেশ্বরের নাম স্মরণ, তাঁহার স্বরূপচিন্তা ও নমস্কার করিতেন।

বিপ্রো মার্গভ্রষ্টো মহাতপাঃ ॥ ২৬ ॥ দদর্শ ত্বরিতো গচ্ছন্ পঞ্চ প্রেতান্ সুদারুণান্। অরণ্যে নির্জ্জনে দেশে কণ্টকে বৃক্ষবর্জ্জিতে ॥ ২৭ ॥ পঞ্চৈতান্ বিকৃতাকারান্ দৃষ্ট্বা বৈ ঘোরদর্শনান্। দৃষ্ট্বা সন্ত্রস্তহৃদয়স্তিষ্ঠন্মীলিতলোচনঃ ॥ ২৮॥ অবলম্ব্য ততো ধৈর্য্যং ত্রাসমুৎসৃজ্য দূরতঃ। পপ্রচ্ছ মধুরাভাষী কে যূয়ং বিকৃতা ভৃশং ॥ ২৯ ॥ কিঞ্চাশুভং কৃতং কর্ম্ম যেন প্রাপ্তাঃ স্ম বৈকৃতং। কথম্বা এককর্ম্মাণঃ প্রস্থিতাঃ কুত্র নিশ্চিতং ॥ ৩০ ॥ প্রেতা উচুঃ। স্বৈঃ স্বৈঃ কর্ম্মভিরুৎপন্নং প্রেতত্বং নো দ্বিজোত্তম। পরদ্রোহরতাঃ সর্ব্বে পাপমৃত্যুবশঙ্গতাঃ ॥ ৩১ ॥ ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতা নিত্যং প্রেতত্বং সমুপাগতাঃ। হতবাক্যা বয়ং সর্ব্বে নষ্টসংজ্ঞা বিচেতসঃ ॥ ৩২ ॥ ন জানীমো দিশস্তাত বিদিশশ্চাতিদুঃখিতাঃ। গচ্ছামঃ কুত্র বৈ মূঢ়াঃ পিশাচাঃ কর্ম্মজা বয়ং ॥ ৩৩ ॥ ন মাতা ন পিতাস্মাকং প্রেতত্বং কর্ম্মভিঃ স্বকৈঃ। প্রাপ্তাঃ স্ম সহসা তত্ত্বৈ দুঃখোদ্বেগসমাকুলং ॥৩৪॥ দর্শনেন চ তে ব্রহ্মন্ হ্লাদিতাপ্যায়িতা বয়ং। মুহূর্ত্তন্তিষ্ঠ বক্ষ্যামো বৃত্তান্তং সর্ব্বমাদিতঃ ॥ ৩৫ ॥ মম পর্য্যুষিতং নাম এষ সূচীমুখঃ স্মৃতঃ। শীঘ্রগো রোহকশ্চৈব পঞ্চমো লেখকস্তথা। এবং নাম্না চ সর্ব্বে বৈ সম্প্রাপ্তাঃ প্রেততাম্বয়ং ॥ ৩৬ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। প্রেতানাং কর্ম্মজাতানাং কথম্বৈ নামসম্ভবঃ। কিঞ্চিৎ কারণমুদ্দিষ্টং যেন ব্রূয়াং স্বনামকান্ ॥ ৩৭ ॥ প্রেতরাজ উবাচ। ময়া স্বাদু সদা ভুক্তং দত্তং পর্য্যুষিতং দ্বিজে। তেন পর্য্যুষিতং নাম জাতং মে ব্রাহ্মণোত্তম ॥ ৩৮ ॥ সূচিতা বহবোঽনেন বিপ্রা অন্নাদিকাঙ্ক্ষয়া। এতৎকারণমুদ্দিশ্য হ্যেষ সূচীমুখঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৯ ॥ শীঘ্রং গচ্ছতি বিপ্রেণ যাচিতঃ ক্ষুধিতেন বৈ। এতৎকারণমুদ্দিশ্য শীঘ্র-

একদিবস সেই মহাতপা ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া আশ্রমে আসিতেছিলেন, দৈবাৎ ত্বরিতগমনে মার্গভ্রষ্ট হইয়া ইতস্তত বিচরণ করিতেছেন, এমন সময় পথিমধ্যে সুদারুণ পঞ্চপ্রেতকে দেখিতে পাইলেন। নির্জ্জন অরণ্যময় বৃক্ষবর্জ্জিত কণ্টকদেশে তাহারা নানাপ্রকার ক্লেশভোগ করিতেছে। ২৬—২৭। ব্রাহ্মণ বিকৃতাকার ভয়ঙ্করদর্শন ঐ পঞ্চপ্রেতকে দর্শন করিয়া উদ্বিগ্নহৃদয়ে নয়নযুগল মুদ্রিত করত ধ্যান করিতেছিলেন। ২৮। কিয়ৎকাল পরে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া ত্রাসপরিত্যাগপূর্ব্বক দূর হইতে তাহাদিগকে মধুরবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে? এবং কি নিমিত্ত এইরূপ বিকৃতভাব প্রাপ্ত হইয়াছ?। ২৯। আরও বলিলেন, তোমরা এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ, যাহাতে তোমরা এইরূপ বিকৃতভাবাপন্ন হইয়াছ? কেনই বা তোমরা একরূপ কর্ম্ম করিতেছ? এবং কোথায় প্রস্থান করিতেছ?। ৩০। প্রেতগণ কহিল; হে দ্বিজবর! স্বস্বকর্ম্মানুসারে আমাদিগের প্রেতত্ব উৎপন্ন হইয়াছে? এই সকলই পরদ্রোহরত ও দুষ্টমৃত্যুর বশীভূত। এইনিমিত্তই ক্ষুৎপিপাসায় পরিপীড়িত হইয়া প্রেতভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা সকলেই হতবাক্য, নষ্টসংজ্ঞ ও বিচেতন। ৩১—৩২। হে তাত! আমরা দিক্‌বিদিক্ কিছুই জানি না, সুতরাং অতিদুঃখে কালযাপন করিতেছি। আমরা মূঢ়, কর্ম্মদোষে পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। কোথায় গমন করিতেছি কিছুই জানিতেছি না। ৩৩। আমাদিগের পিতা মাতা কিছুই নাই, স্বীয় কর্ম্মদোষে পিশাচযোনি প্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ দুঃখ ও উদ্বেগভোগ করিতেছি। ৩৪। ব্রহ্মন্! আমরা আপনার দর্শনলাভ করিয়া আহ্লাদিত ও আশ্বাসিত হইয়াছি, আপনি কিয়ৎকাল অপেক্ষা করুন, আমাদিগের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিতেছি। ৩৫। আমার নাম পর্য্যুষিত, ইহার নাম সূচীমুখ, তৃতীয়ের নাম শীঘ্রগ, চতুর্থের নাম রোহক এবং পঞ্চম লেখক। আমরা সকলেই স্ব স্ব নামে প্রেতভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। ৩৬। ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রেতগণ সকলেই স্বকর্ম্মজাত, অতএব কিরূপে তাহাদিগের নামসম্ভব হইতে পারে। অতএব তোমরা কি কারণ উদ্দেশ করিয়া স্বীয় নাম প্রকাশ করিতেছ। ৩৭। প্রেতরাজ কহিল, আমি সুস্বাদু দ্রব্য স্বয়ং ভোজন করিয়া বিপ্রগণকে পর্য্যুষিতদ্রব্য প্রদান করি-, হে দ্বিজোত্তম! এই কর্ম্মবিপাকবশত আমার পর্য্যুষিত নাম হইয়াছে। ৩৮। ইনি অনেক ব্রাহ্মণকে সূচিত করিয়াছেন, অর্থাৎ অন্নকামনায় সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে অনেক তিরস্কার করিয়াছেন। এইহেতু এই পিশাচের সূচীমুখ, নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ৩৯। দ্বিজবর! কোন ব্রাহ্মণ ক্ষুধিত হইয়া ইহাঁকে প্রার্থনা করিলে, ইনি শীঘ্র তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন,

গোহয়ং দ্বিজোত্তম ॥ ৪০ ॥ একাকী মিষ্টমশ্নাতি দৈবং পৈত্র্যঞ্চ নিত্যশঃ। ব্রাহ্মণানামভাবেন রোহকস্তেন চোচ্যতে ॥ ৪১ ॥ পুরাহং মৌনমাস্থায় যাচিতো বিলিখে-ন্মহীং। তেন কর্ম্মবিপাকেন লেখকো নামনামতঃ ॥ ৪২ ॥ প্রেতত্বং কর্ম্মভাবেন প্রাপ্তনামানি চ দ্বিজ। মেঘাননো লেখকোহয়ং রোহকঃ পর্ব্বতাননঃ ॥ ৪৩ ॥ শীঘ্রগঃ পশু-বক্ত্রশ্চ সূচকঃ সূচিবক্ত্রবান্। পর্য্যুষিতং বলগ্রীবং পশ্য রূপবিপর্য্যয়ং ॥ ৪৪ ॥ ধৃত্বা মায়াময়ং রূপং বিক্রুতা নরকার্ণবাৎ। সর্ব্বে চ বিকৃতাকারা লম্বোষ্ঠা বিকৃতা-ননাঃ ॥ ৪৫ ॥ বৃহচ্ছরীরদশনা বক্রাস্যাঃ স্বেন কর্ম্মণা। এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং প্রেতত্বে কারণং ময়া ॥ ৪৬ ॥ জ্ঞানিনো হি বয়ং সর্ব্বে সঞ্জাতা দর্শনাত্তব। যদি তে শ্রবণে শ্রদ্ধা পৃচ্ছাস্মান্ যদ্যদিচ্ছসি ॥ ৪৭ ॥ ব্রাহ্মণ-উবাচ। যে জীবা ভুবি জীবন্তি সর্ব্বেপ্যাহারমূলকাঃ। যুষ্মাকমপি চাহারং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥৪৮॥ প্রেতা-উচুঃ। যদি তে শ্রবণে শ্রদ্ধা আহারং শ্রোতুমিচ্ছসি। অস্মাকন্তু মহাভাগ শৃণুষ্ব সুসমাহিতঃ ॥ ৪৯ ॥ ব্রাহ্মণ-উবাচ। কথয় প্রেতরাজ ত্বমাহারঞ্চ পৃথক্ পৃথক্। ইত্যুক্তা ব্রাহ্মণেনেদমূচুঃ প্রেতাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৫০ ॥ প্রেতা-উচুঃ। শৃণুষ্বাহারমস্মাকং সর্ব্বসত্ত্ববিগর্হিতং। যচ্ছ্রুত্বা গর্হসে ব্রহ্মন্ ভূয়ো ভূয়োঽপি কুৎসিতং ॥ ৫১ ॥ শ্লেষ্ম-মূত্রপুরীষৈশ্চ রেচকৈঃ সমলৈঃ সহ। উচ্ছিষ্টৈশ্চৈব পক্কান্নৈঃ প্রেতানাং ভোজনং ভবেৎ ॥ ৫২ ॥ গৃহাণি ত্যক্তশৌচানি প্রকীর্ণোপস্করাণি চ। মলিনান্যপি ভূতানি প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র বৈ ॥ ৫৩ ॥ নাস্তি শৌচং গৃহে যস্য ন সত্যং ন চ সংযমঃ। পতিতৈর্দ্দস্যুভির্ভুঙ্‌ক্তে প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র বৈ ॥ ৫৪ ॥ বলিমন্ত্রবিহীনানি হোমহীনানি যানি চ। স্বাধ্যায়ব্রতহীনানি প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র বৈ ॥ ৫৫ ॥ ন লজ্জা ন চ মর্য্যাদা যত্র বৈ কুৎসিতো গৃহী। সুরাশ্চৈব

এই কারণে ইহার শীঘ্রগ নাম হইয়াছে ।৪০। এই ব্যক্তি সর্ব্বদা দৈব ও পৈত্র মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিত। ব্রাহ্মণগণের অভাবে ইহারই কেবল দৈবপৈত্রমিষ্টান্ন অধিকার, এইহেতু রোহক নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ৪১। পূর্ব্বকালে বিপ্রগণ ইহার নিকট যাচ্‌ঞা করিলে ইনি মৌনী হইয়া পৃথিবীতে লেখন করিতেন, এই কর্ম্মবিপাকে ইহার নাম লেখক হইয়াছে। ৪২। হে দ্বিজ! জীবগণ কর্ম্মবশে প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া মেঘানন, লেখক, রোহক, পর্ব্বতানন, শীঘ্রগ, পশুবক্ত্র, সূচক, সূচিবক্ত্র, পর্য্যুষিত ও বলগ্রীব এই সকল নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এইক্ষণ ইহাদিগের রূপ-বিপর্য্যয় দর্শন কর। ৪৩—৪৪। প্রেতগণ মায়াময় রূপধারণ করিয়া নরকার্ণব হইতে পলায়ন করে। ইহারা সকলেই বিকৃতাকার ও বিকৃতানন, ইহাদিগের ওষ্ঠগুলি লম্বমান রহি-য়াছে। ৪৫। প্রেতগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে বৃহৎশরীর, বৃহদ্দন্ত ও বক্রাস্য হয়। হে দ্বিজ! প্রেতত্ব প্রাপ্তির এই সকল কারণ আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম ।৪৬। আমরা সকলেই আপনার দর্শনে জ্ঞানলাভ করিয়াছি, যাহা যাহা আপনার শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা আমাদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করুন। ৪৭। ব্রাহ্মণ কহিলেন, যে সকল জীব পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, সকলেই আহারমূলক, কেহই আহার ব্যতীত জীবিত থাকিতে পারে না। এইক্ষণ তোমাদিগের আহার শুনিতে ইচ্ছা করি, যথার্থরূপে তাহা বল। ৪৮। প্রেতগণ কহিল, হে মহাত্মন্! যদি আপনার আমাদিগের আহার শ্রবণে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে বলিতেছি, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন্। ৪৯। ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রেতরাজ! তোমাদিগের পৃথক্ পৃথক্ আহার কীর্ত্তন কর। ব্রাহ্মণ এইরূপ কহিলে প্রেতগণ স্ব স্ব আহার কীর্ত্তন করিতেছে। ৫০। প্রেতগণ কহিল, আমারা যাহা আহার করিয়া থাকি, তাহা সর্ব্বপ্রাণীর বিগর্হিত। ব্রহ্মন্! আপনি এই কুৎসিত আহার শ্রবণ করিলে অনেক নিন্দা করিবেন। ৫১। শ্লেষ্মা, মূত্র, পুরীষ, রেচক, মল ও উচ্ছিষ্ট পক্কান্নদ্বারা প্রেতগণের ভোজন হইয়া থাকে। ৫২। যে সকল গৃহ শৌচবর্জ্জিত ও সর্ব্বপ্রকার উপকরণরহিত অথচ মলিন, সেই সকল স্থানেই প্রেতগণের ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ৫৩। যাহার গৃহে শৌচ, সত্য ও সংযম নাই এবং যে গৃহে পতিত দস্যুগণ ভোজন করে, তাহার গৃহেই প্রেতগণের ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ৫৪। যে গৃহে বলি, হোম, স্বাধ্যায় ও ব্রতাদি কিছুই হয় না, সেই গৃহেই প্রেতগণ ভোজন করিয়া থাকে। ৫৫। যে গৃহী ব্যক্তি অতি কুৎসিত এবং যাহার লজ্জা, মর্য্যাদা কিছুই নাই এবং যাহার গৃহে দেবার্চ্চনাদি সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হয় না,

ন পূজ্যন্তে প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র বৈ ॥ ৫৬ ॥ যত্র লোভো হ্যতিক্রোধো নিদ্রা শোকো ভয়ং মদঃ। আলস্যং কলহো মায়া প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র বৈ ॥ ৫৭ ॥ ভর্তৃহীনা চ যা নারী পরবীর্য্যং নিষেবতে। বীর্য্যমূত্রসমাযুক্তং প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র বৈ ॥ ৫৮ ॥ লজ্জা মে জায়তে তাত বদতো ভোজনং স্বকং। যৎ স্ত্রীরজো যোনিগতং তল্লিহামো দ্বিজোত্তম ॥ ৫৯ ॥ নির্ব্বিণ্ণাঃ প্রেতভাবেন পৃচ্ছামি ত্বাং দৃঢ়ব্রতং। যথা চ ন ভবেৎ প্রেতস্তন্মে বদ তপোধন। নিত্যং মৃত্যুর্ব্বরং জন্তোঃ প্রেতত্বং মা ভবেৎ ক্বচিৎ ॥ ৬০ ॥ ব্রাহ্মণ-উবাচ। উপবাসরতো নিত্যং কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণে রতঃ। কিমন্যৈঃ সুকৃতৈঃ প্রেত ন প্রেতো জায়তে নরঃ ॥ ৬১ ॥ ইষ্ট্বা চৈবাশ্বমেধাদীন্ দানন্দত্ত্বা তু যো নরঃ। মঠারামপ্রপাদীনাং গোষ্ঠ্যাদেশ্চৈব কারকঃ ॥ ৬২ ॥ কুমারীং ব্রাহ্মণানাঞ্চ বিবাহয়তি শক্তিতঃ। বিদ্যাদোঽভয়দশ্চৈব ন প্রেতো জায়তে নরঃ ॥ ৬৩ ॥ পতিতান্নেন ভুক্তেন জঠরস্থেন যো মৃতঃ। পাপমৃত্যুবশাদ্যো বৈ স প্রেতো জায়তে নরঃ ॥ ৬৪ ॥ অযাজ্যযাজকশ্চৈব যাজ্যানাঞ্চ বিবর্জ্জকঃ। কুকর্ভিশ্চ রতো নিত্যং স প্রেতো জায়তে নরঃ ॥ ৬৫ ॥ ব্রহ্মস্বন্দেবদ্রব্যঞ্চ গুরুদ্রব্যং হরেত্তু যঃ। কন্যান্দদাতি শুল্কেন স প্রেতো জায়তে নরঃ ॥ ৬৬ ॥ মাতরং ভগিনীং ভার্য্যাং স্নুষান্দুহিতরস্তথা। অদৃষ্টদোষাংস্ত্যজতি স প্রেতো জায়তে নরঃ ॥ ৬৭ ॥ ন্যাসাপহর্ত্তা মিত্রধ্রুক্ পরদাররতঃ সদা। বিশ্বাসঘাতী কূটশ্চ স প্রেতো জায়তে নরঃ ॥ ৬৮ ॥ ভ্রাতৃধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গোঘ্নঃ সুরাপো গুরুতল্পগঃ। কুলমার্গং পরিত্যজ্য হ্যনৃতেষু সদা রতঃ। হর্ত্তা হেম্নশ্চ ভূমেশ্চ স প্রেতো জায়তে নরঃ ॥ ৬৯ ॥ শ্রীভীষ্ম-উবাচ। এবম্বদতি বিপ্রে চ আকাশে দুন্দুভিস্বনঃ। পপাত পুষ্পবৃষ্টিশ্চ দেবৈর্মুক্তা দ্বিজোপরি ॥ ৭০ ॥ পঞ্চ দেববিমানানি প্রেতানা-

---

সেই গৃহে প্রেতগণ ভোজন করিয়া থাকে। ৫৬। যে গৃহে লোভ, ক্রোধ, নিদ্রা, শোক, ভয়, মত্ততা, আলস্য, কলহ ও মায়া সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে, সেই গৃহে প্রেতগণ ভোজন করিয়া থাকে। ৫৭। যে নারী ভর্তৃহীনা হইয়া পরপুরুষের সেবা করে, সেই গৃহে প্রেতগণ বীর্য্যমূত্রসমাযুক্ত অন্ন ভোজন করে। ৫৮। হে দ্বিজোত্তম! স্বকীয় ভোজন বর্ণন করিতে আমার লজ্জা হইতেছে। স্ত্রীগণের যোনিগত যে রজ, তাহাই আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি। ৫৯। তপোধন! আমরা প্রেতরূপে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া আপনাকে দৃঢ়ব্রত জিজ্ঞাসা করিতেছি। যে ব্রত আচরণ করিলে আর প্রেতত্ব ভোগ করিতে হয় না, তাহার উপদেশ প্রদান করুন। বরং প্রতিদিন মৃত্যুযন্ত্রণাও শ্রেয়স্কর, তথাপি কখন প্রেতত্বভোগ না হয়, ইহাই প্রার্থনা। ৬০। ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রতিদিন উপবাসরত হইয়া কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিলে প্রেতত্ব নিবৃত্ত হয়। প্রেতত্ববিমোচনে অন্যান্য পুণ্যকর কার্য্য নিষ্প্রয়োজন। সেই সকল কার্য্যে কখন প্রেতত্ব নিবৃত্তি হয় না। ৬১। যে ব্যক্তি অশ্বমেধাদি মহাযজ্ঞ, বিবিধ দান, মঠ প্রতিষ্ঠা, আরাম, জলাশয় ও গোষ্ঠাদি নির্ম্মাণ করে, যিনি সশক্তি অনুসারে কুমারী ও ব্রাহ্মণগণের বিবাহকার্য্য সম্পাদন করেন, যিনি শিষ্যগণকে বিদ্যা প্রদান করেন, ভীত ব্যক্তিকে অভয় প্রদান করেন, সে ব্যক্তির কখন প্রেতত্ব প্রাপ্তি হয় না। ৬২—৬৩। পতিতের অন্ন ভোজন করিয়া সেই অন্ন উদরে থাকিতে থাকিতেই যাহার মৃত্যু হয় এবং যে ব্যক্তির পাপরোগাদিতে মরণ হইয়া থাকে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় প্রেতত্বলাভ করে। ৬৪। যে ব্যক্তি অযাজ্যযাজক এবং যাজ্যব্যক্তিদিগকে বর্জ্জন করে, যিনি কুরুগণের সহিত সর্ব্বদা বিচরণ করেন, তাঁহাদিগেরও নিশ্চয় প্রেতত্বপ্রাপ্তি হয়। ৬৫। যিনি ব্রহ্মস্ব, দেবদ্রব্য ও গুরুদ্রব্য হরণ করেন এবং যে ব্যক্তি শুল্কগ্রহণ করিয়া কন্যাপ্রদান করে, নিশ্চয় তাহার প্রেতত্বপ্রাপ্তি হয়। ৬৬। মাতা, ভগিনী, ভার্য্যা, পুত্রবধূ ও কন্যা ইহাদিগকে যে বিনাপরাধে পরিত্যাগ করে, তাহার প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়। ৬৭। যে ব্যক্তি ন্যস্তবস্তু অপহরণ করে, মিত্রের দ্রোহ করে, পরদারে রত থাকে এবং যে ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতী, তাহার নিশ্চয় প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়। ৬৮। যে ব্যক্তি ভ্রাতৃদ্রোহকারী, ব্রহ্মঘ্ন, গোব্রহা, মদ্যপায়ী, গুরুপত্নীগামী এবং যে ব্যক্তি কুলধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অসত্য আচরণে সর্ব্বদা রত থাকে এবং যে ব্যক্তি স্বর্ণ ও ভূমিহরণ করে, তাহার নিশ্চয় প্রেতত্বপ্রাপ্তি হয়। ৬৯। ভীষ্ম কহিলেন, সেই ব্রাহ্মণ এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় আকাশে দুন্দুভিবাদ্য হইল এবং দেব-

মাগতানি চ। স্বর্গং গতা বিমানৈস্তে পুণ্যং সম্ভাষ্য তং মুনিং ॥ ৭১ ॥ তস্য বিপ্রস্য সম্ভাষাৎ পুণ্যসঙ্কীর্ত্তনেন চ। প্রেতাঃ পাপবিনির্ম্মুক্তাঃ পরম্পদমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ৭২ ॥ ইদমাখ্যানকং শ্রুত্বা কম্পিতোঽশ্বত্থপর্ণবৎ। মানুষাণাং হিতার্থায় পুনঃ পৃচ্ছতি পক্ষিরাট্ ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

গরুড় উবাচ। নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিদিতি বেদানুশাসনং। কস্মান্মৃত্যুমবাপ্নোতি রাজা বা শ্রোত্রিয়োপি বা। যদুক্তং ব্রহ্মণা পূর্ব্বমনৃতন্তং প্রদৃশ্যতে ॥ ১ ॥ বেদৈকক্তস্তু যদ্বাক্যং শতঞ্জীবতি মানবঃ। তং কলৌ ন চ দৃশ্যেত কস্মাদেবং সমাদিশ ॥ ২ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। সাধু সাধু মহাপ্রাজ্ঞ যত্ত্বং ভক্তোঽসি মে দৃঢ়ঃ। শ্রূয়তাং মম বাক্যন্তু নানামার্গবিনাশনং ॥ ৩ ॥ বিধাতৃবিহিতো মৃত্যুঃ শীঘ্রমাদায় গচ্ছতি। তং প্রবক্ষ্যামি পক্ষীন্দ্র কাশ্যপেয় মহাদ্যুতে ॥ ৪ ॥ মনুষ্যঃ শতজীবী চ পুরা বেদেন ভাষিতং। বিকর্ম্মণঃ প্রভাবেন শীঘ্রঞ্চাপি বিনশ্যতি ॥ ৫ ॥ বেদানভ্যসতে নৈব কুলাচারং ন সেবতে। আলস্যাৎ কর্ম্মণান্ত্যাগং কুরুতে পাপমাচরন্ ॥ ৬ ॥ যত্র তত্র গৃহেঽশ্নাতি পরক্ষেত্ররতো যদি। এতৈরন্যৈশ্চ বহুশো জায়তে হ্যায়ুষঃ ক্ষয়ঃ ॥ ৭ ॥ অশ্রদ্দধানমশুচিমজপং ত্যক্তমঙ্গলং। তন্নয়তি সুরাসক্তং ব্রাহ্মণং যমশাসনং ॥ ৮ ॥ অরক্ষিতারং রাজানং নিত্যং ধর্ম্মবিবর্জ্জিতং। ক্রূরং ব্যসনিনং মূর্খং বেদবাদবহিষ্কৃতং ॥ ৯ ॥ প্রজাপীড়কং সন্তপ্তং রাজানং যমশাসনং। প্রাপয়ন্ত্যপমৃত্যুস্তৈ যুদ্ধে চৈব পরাঙ্মুখং ॥ ১০ ॥ স্বকর্ম্মাণি পরিত্যজ্য নিষিদ্ধং বৈশ্য আচরেৎ। পরকর্ম্মরতো নিত্যং যমলোকং স গচ্ছতি ॥ ১১ ॥ শূদ্রঃ করোতি যৎকিঞ্চিৎ দ্বিজসেবা-

---

গণ সেই ব্রাহ্মণের উপরি পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৭০। পক্ষ দেববিমানও প্রেতগণের জন্য আগমন করিল এবং পুণ্যকর্ম্ম মুনির নিকট কীর্ত্তন করিয়া তাহারা বিমানদ্বারা স্বর্গপুরে গমন করিল। ৭১। সেই ব্রাহ্মণের বচন এবং পুণ্যসংকীর্ত্তনদ্বারা প্রেতগণ পাপনির্ম্মুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৭২। এই আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া গরুড় অশ্বত্থপত্রবৎ কাঁপিতে লাগিলেন এবং মানুষের হিতসাধনার্থ পক্ষিরাজ গরুড় পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন। ৭৩।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

গরুড় কহিলেন, ভগবন্! বেদের এই অনুশাসন আছে যে, কেহই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয় না, তবে রাজা বা ব্রাহ্মণ ইহারা কেন অকালে প্রাণত্যাগ করে? এবং পূর্ব্বে ব্রহ্মা যেরূপ বিধি নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা অন্যথা দেখিতেছি। ১। বেদে কথিত আছে যে, মানব শতবর্ষ জীবিত থাকে। এই বেদানুশাসন কলিকালে দেখিতেছি না। কি কারণে এইরূপ অঘটন ঘটিতেছে, তাহা আমাকে উপদেশ করুন। ২। শ্রীভগবান কহিলেন, সাধু সাধু, হে গরুড়! তুমি মহাপ্রাজ্ঞ ও আমার প্রতি তোমার দৃঢ় ভক্তি আছে। এইক্ষণ আমার বাক্য শ্রবণ কর, ইহাতে নানামার্গ বিনাশ পাইয়া থাকে। ৩। বিধাতা মৃত্যুকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এই মৃত্যু জীবকে গ্রহণ করিয়া শীঘ্র গমন করে। হে কশ্যপনন্দন! যেরূপে জীবের মৃত্যুঘটনা হয়, তাহা তোমাকে বলিতেছি। ৪। বেদে মানুষের শতবর্ষ জীবন নিরূপণ করিয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু সেই মনুষ্যগণ স্বীয় গর্হিত কর্ম্মবশত শীঘ্র বিনাশ পাইয়া থাকে। ৫। পাপিষ্ঠ ব্যক্তিরা বেদাভ্যাস কিম্বা কৌলিকাচার পালন করে না, তাহারা পাপাচরণ করিতে করিতে তাহাতেই রত থাকে এবং আলস্যবশত সৎকর্ম্মসকল পরিত্যাগ করে। ৬। পাপীরা সাধারণের গৃহে ভোজন করে এবং পরক্ষেত্রে রত থাকে। এই সকল কারণে ও অন্যান্য হেতুতে তাহাদিগের আয়ুঃক্ষয় হয়। ৭। যে সকল ব্রাহ্মণ বেদাদিতে শ্রদ্ধাবিহীন, অশুচি, জপকর্ম্মপরিত্যাগী, মাঙ্গলিক-কার্য্য-বহির্ভূত ও সুরাসক্ত, তাহারাই যমশাসনের বশীভূত হয়। ৮। যে রাজা প্রজাপালনে বিমুখ, সর্ব্বদা ধর্ম্মবিবর্জ্জিত, ক্রূর, ব্যসনাসক্ত, মূর্খ, বেদবাক্যে অনাসক্ত, প্রজাপীড়নতৎপর, অতিক্রোধী ও যুদ্ধপরাঙ্মুখ, তাহারা যমশাসনে অপমৃত্যু পাইয়া থাকে। ৯—১০। যে বৈশ্য স্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিষিদ্ধ কর্ম্ম আচরণ করে এবং সর্ব্বদা পরকর্ম্মে

বিবর্জ্জিতং। করোতি কর্ম্ম যচ্চান্যদ্গমেনালোক্যতে সদা ॥ ১২ ॥ স্নানন্দানঞ্জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ো দেবতার্চ্চনং। যস্মিন্ দিনে ন সেব্যন্তে বৃথা স দিবসো নৃণাং ॥ ১৩ ॥ অনিত্যমধ্রুবন্দেহমনাধারং রসোদ্ভবং। অন্নপিণ্ডময়ে দেহে গুণানেতান্বদাম্যহং ॥ ১৪ ॥ যৎ প্রাতঃ সংস্কৃতং সায়ং নূনমন্নং বিনশ্যতি। তদীয়রসসংপুষ্টে কায়ে কা নাম নিত্যতা ॥ ১৫ ॥ গতং জ্ঞাত্বা তু পক্ষীন্দ্র স্বকর্ম্মবন্ধনং বপুঃ। পাপনির্দ্দহনং পুংভিঃ কার্য্যং ভবতি নাশনং ॥ ১৬ ॥ অনেকজন্মসম্ভূতং পাতকস্ত্রিবিধং কৃতং। যদা হি মানুষাবাপ্তিস্তদা সর্ব্বং পতত্যপি ॥ ১৭ ॥ মনুষ্যোদরবাসী চ যদা ভবতি পাপভাক্। অণ্ডজাদিষু ভূতেষু যত্র তত্র প্রসর্পতি ॥ ১৮ ॥ মানুষে জন্মনি কৃতে তত্র তত্র সমাপ্নুয়াৎ। অবেক্ষ্য গর্ভবাসাংশ্চ কর্ম্মজা গতয়স্তথা ॥ ১৯ ॥ আধয়ো ব্যাধয়ঃ ক্লেশা জরারূপবিপর্য্যয়ঃ। গর্ভবাসে তু যজ্জ্ঞানং জাতং মাসাত্তু সপ্তমাৎ ॥ ২০ ॥ তেন পশ্যতি সর্ব্বন্তু প্রাকৃতং যচ্ছুভাশুভং। গর্ভবাসাদ্বিনির্ম্মুক্তো হ্যজ্ঞানতিমিরাবৃতঃ ॥ ২১ ॥ ন পশ্যতি খগশ্রেষ্ঠ বালভাবং সমাশ্রিতঃ। যৌবনে বনিতান্ধশ্চ যঃ পশ্যতি স মুক্তিভাক্ ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে প্রেতোপাখ্যানে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ-উবাচ। আধানান্মৃত্যুমাপ্নোতি বালো বা স্থবিরো যুবা। সধনো নির্দ্ধনশ্চৈব সুকুমারঃ কুরূপবান্ ॥ ১ ॥ অবিদ্বাংশ্চৈব বিদ্বাংশ্চ ব্রাহ্মণস্ত্বিতরো জনঃ। তপোরতো যোগশীলো মহাজ্ঞানী চ যো নরঃ ॥ ২ ॥ মহাদানরতঃ শ্রীমান্ ধর্ম্মাত্মাতুলবিক্রমঃ। বিনা মনুষ্যদেহন্তু সুখঞ্চ ন তু বিন্দতি ॥ ৩ ॥ প্রাক্তনৈঃ কর্ম্মপাকৈস্তু সুখং

রত, সেই বৈশ্য যমলোকে গমন করে। ১১। যে শূদ্র ব্রাহ্মণসেবা করে না, অথচ অন্যান্য কর্ম্ম করে সেই শূদ্রকে যম দর্শন করিয়া থাকে। ১২। যে দিনে স্নান, দান, তপস্যা, হোম, স্বাধ্যায় ও দেবার্চ্চনা হয় না, সেই দিবস বৃথা জানিবে। ১৩। এই দেহ অনিত্য, চঞ্চল, অনাধার, রসোদ্ভব। উক্তরূপ অন্নপিণ্ডময় দেহে যে সকল গুণ আছে, তাহা বলিতেছি। ১৪। অন্নসকল প্রাতঃকালে প্রস্তুত করিলে তাহা সায়ংকালে বিনাশ পায়, সেই অন্নসংপুষ্ট দেহের নিত্যতা কিরূপে সম্ভবিতে পারে? ১৫। এই দেহ মনুষ্যের কর্ম্মবন্ধনস্বরূপ, ইহাকে গতপ্রায় জানিয়া যাহাতে পাপবিনাশ হয়, এইরূপ শাসন করা পুরুষের কর্ত্তব্য। ১৬। জন্মজন্মেতেই ত্রিবিধ পাপ সঞ্চিত হয়, যখন জীবের মানুষজন্মপ্রাপ্তি হয়, তখনই সেই পাপসকল উপস্থিত হইয়া থাকে। কেবল মনুষ্যজন্মেই পাপভোগ হয়, অন্য জন্মে পাপভোগ হয় না। ১৭। মনুষ্য গর্ভাবস্থাতেও যে পাপ করে, অণ্ডজাদি দেহ সমুৎপন্ন হইলে সেই সেই পাপ আসিয়া উপস্থিত হয়। ১৮। মানুষজন্মলাভ হইলে বাসনানুসারে কর্ম্মজন্য গতি হইয়া থাকে। গর্ভবাসকালে যেরূপ কর্ম্ম করে, জন্ম হইলে তদনুরূপ ফল হয়। ১৯। আধি, ব্যাধি, ক্লেশ, জরা, রূপবিপর্য্যয় এই সমুদায়ই গর্ভবাসানুসারে হইয়া থাকে। গর্ভবাসেতে যে জ্ঞান হয়, তাহা সপ্তম মাসের পর হইয়া থাকে। ২০। গর্ভবাসকালে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাতেই প্রাকৃত শুভাশুভ দর্শন করিতে পারে। পরে গর্ভবাস হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইলে অজ্ঞানতিমিরে আবৃত হইতে হয়। ২১। খগরাজ! যাবৎ বাল্যাবস্থা বর্ত্তমান থাকে, তাবৎ সে অজ্ঞানবশতঃ কিছুই বুঝিতে পারে না এবং যৌবনকালেও বনিতাপ্রভৃতিতে আসক্ত হয়, তখনও জ্ঞান জন্মে না। যে ব্যক্তি এই সকল জানিতে পারে, সেই ব্যক্তি যথার্থ মুক্তিভাগী। ২২।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, জন্ম হইলে সকলেরই মৃত্যু হইয়া থাকে। কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কি ধনী, কি নির্ধন, কি সুকুমার, কি কুরূপ, কি মূর্খ, কি বিদ্বান্, কি ব্রাহ্মণ, কি ইতরজন, কি তপস্বী, কি যোগশীল, কি মহাজ্ঞানী কেহই মৃত্যুর হস্ত হইতে নিস্তার পায় না। ১—২। মহাদানরত, শ্রীমান্, ধর্ম্মতৎপর অতুলবিক্রমশালী ব্যক্তিও মনুষ্যদেহ ব্যতিরেকে কোনরূপ সুখলাভ করিতে পারে না। ৩। মনুষ্য প্রাক্তন কর্ম্মবিপাকবশত

প্রাপ্নোতি মানবঃ। আধানাৎ পঞ্চবর্ষাণি স্বল্পপাপৈর্ব্বিপদ্যতে ॥ ৪ ॥ পঞ্চবর্ষাদিকো ভূত্বা মহাপাপৈর্ব্বিপদ্যতে। যোনিং পূরয়তে যস্মান্মৃতোপ্যায়াতি যাতি চ ॥ ৫ ॥ ব্রতদানপ্রভাবেন চিরঞ্জীবতি মানবঃ। কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা গরুড়ো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬ ॥ গরুড়-উবাচ। মৃতে বাল্যে কথং কুর্য্যাৎ পিণ্ডদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। গর্ব্ভেষু চ প্রপন্নানামাচূড়াকরণাচ্ছিশোঃ ॥ ৭ ॥ কৃতে চূড়ে ব্রতাদর্ব্বাক্ মৃতস্য কো বিধিঃ স্মৃতঃ। গরুড়স্য বচঃ শ্রুত্বা বিষ্ণুর্ব্বচনমব্রবীৎ ॥ ৮ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। যদি গর্ব্ভো বিপদ্যেত স্রবেদ্বাপি যোষিতঃ। যাবন্মাসগতো গর্ব্ভস্তদ্দিনানি চ সূতকং ॥ ৯ ॥ তস্য কিঞ্চিন্ন কর্ত্তব্যমাত্মনঃ শ্রেয়-ইচ্ছতা। ততো জাতে বিপন্নে তু আচূড়াদ্ভুবি নিক্ষিপেৎ ॥ ১০ ॥ দুগ্ধন্দেয়ং যথাশক্তি বালানাং তুষ্টিহেতবে। আচূড়াৎ পঞ্চবর্ষে তু দেহদাহো যথাবিধি ॥ ১১ ॥ দুগ্ধন্তস্য প্রদাতব্যং বালানাং ভোজনং শুভং। পঞ্চবর্ষস্য কর্ম্মাণি স্বজাতিবিহিতানি চ ॥ ১২ ॥ কুর্য্যাত্তস্মিন্মৃতে সর্ব্বমুদকুম্ভাদিপায়সং। দাতব্যঞ্চ খগশ্রেষ্ঠ ঋণসম্বন্ধকস্তু সঃ ॥ ১৩ ॥ জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। স্বল্পায়ুর্নির্দ্ধনো ভূত্বা রতিভুক্তিবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৪ ॥ পুনর্জ্জন্ম বিশেজ্জন্তুস্তস্মাদ্দেয়ং মৃতে শিশৌ। কর্ত্তব্যং পক্ষিশার্দ্দূল পুনর্দ্দেহক্ষয়ায় বৈ ॥ ১৫ ॥ এবমেরোচতেঽদত্ত্বা জায়তে নির্দ্ধনে কুলে। পুরাণে গীয়তে গাথা সর্ব্বথা প্রতিভাতি মে ॥ ১৬ ॥ মিষ্টান্নং ভোজনং দেয়ন্দানশক্তিঃ সুদুর্লভা। ভোজ্যে ভোজনশক্তিস্তু রতিশক্তির্ব্বরস্ত্রিয়াঃ ॥ ১৭ ॥ বিভবে দানশক্তিশ্চ নাল্পস্য তপসঃ ফলং। দানাদ্ভোগমবাপ্নোতি সৌখ্যন্তীর্থস্য সেবনাৎ। সুভাষণাৎ পরে লোকে বিদ্বাংশ্চ ধর্ম্মবিত্তমঃ ॥ ১৮ ॥ অদত্তদানাচ্চ ভবেদ্দরিদ্রো দরিদ্রভাবাৎ প্রকরোতি

সুখলাভ করে। জন্ম হইতে পঞ্চবর্ষপর্য্যন্ত মানব স্বল্প পাপে লিপ্ত হয়। ৪। পঞ্চবর্ষের পর হইতেই মনুষ্য মহাপাপে বিপন্ন হয়। যেহেতু মনু যোনিপূরণ করে, অতএব তাহারা পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করে। ৫। ব্রত-দানাদি সদনুষ্ঠানপ্রভাবে মানবগণ চিরকাল জীবিত থাকিতে পারে। কৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গরুড় জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ৬। গরুড় কহিলেন, বাল্যাবস্থায় মৃত্যু হইলে কিরূপে তাহার পিণ্ডদানাদি ক্রিয়া করিতে হয়, গর্ব্ভে যাহার মৃত্যু হয়, তাহার পিণ্ডদানাদিই বা কিংপ্রকারে করিবে? আর চূড়াকালের মধ্যে কোন বালকের মরণ হইলে তাহার কার্য্যাদি বা কি নিয়মে করিবে? এবং কৃতচূড় শিশুর মৃত্যু হইলে তাহার পিণ্ডদানাদি ব্যবস্থা কিরূপ? গরুড়ের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ কহিতে লাগিলেন। ৭—৮। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, যদি গর্ব্ভেতে কোন বালকের মৃত্যু হয়, অথবা কোন স্ত্রীর গর্ব্ভস্রাব হয়, তাহাহইলে যতমাস গর্ব্ভসময়ে গর্ব্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু ও গর্ব্ভস্রাব হয়, ততদিন জ্ঞাতিগণের অশৌচ থাকে। ৯। গর্ব্ভে মৃত্যু অথবা গর্ব্ভস্রাব হইলে তাহার উদ্দেশে পিণ্ডদানাদি কিছুই করিতে হয় না। আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি জননের পর চূড়াকালের মধ্যে কোন শিশুর মৃত্যু হইলে তাহাকে মৃত্তিকাগর্ব্ভে নিক্ষেপ করিবে। ১০। উক্তরূপে মৃত বালকের তুষ্টির নিমিত্ত যথাশক্তি দুগ্ধ প্রদান করিবে। চূড়াকালের পর পঞ্চবর্ষমধ্যে মৃত বালকের যথাবিধি দাহ করিবে এবং সেই বালকের ভোজনের নিমিত্ত দুগ্ধপ্রদান কর্ত্তব্য। পঞ্চবর্ষে মৃত বালকের উদ্দেশে স্বজাতিবিহিত ক্রিয়া করিতে হয়। ১১—১২। উক্তরূপ মৃত বালকের উদ্দেশে জলকুম্ভাদি ও পায়স প্রদান বিধেয়। খগেশ্বর! যেহেতু পঞ্চবর্ষাতীত বালকের ঋণসম্বন্ধ আছে, অতএব তাহার উদ্দেশে জলদানাদি করিবে। ১৩। জন্ম হইলেই তাহার মৃত্যু হয় এবং মৃত ব্যক্তিরও পুনর্ব্বার জন্ম হইয়া থাকে, ইহাই নিশ্চয় বিধি। মনুষ্য স্বল্পায়ু, নির্ধন ও রতিমুক্তিবিবর্জ্জিত হইয়া পুনঃপুনঃ জন্মলাভ করে, অতএব শিশুগণ মরিলে তাহার দেহক্ষয়ার্থ পিণ্ডদানাদি কর্ত্তব্য। ১৪—১৫। পক্ষিরাজ! উক্তরূপ ব্যবস্থাই আমার অভিমত। যে উক্তরূপ দানাদি না করে, সে নির্ধন কুলে জন্মিয়া থাকে। এইরূপ প্রসিদ্ধি পুরাণে কীর্ত্তিত আছে এবং আমার মনেও এইরূপ উদয় হইতেছে। ১৬। মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে মিষ্টান্ন ভোজন প্রদান করিবে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, দানশক্তি অতি দুর্লভ। ভোজ্যবস্তু সদ্ভাবে ভোজনশক্তি, রতিশক্তি, উত্তমাস্ত্রীলাভ, বিভবসত্ত্বে দানশক্তি, এই সকল অল্প তপস্যার ফল নহে। যে ব্যক্তি দান করে, তাহারই ভোগশক্তি হইয়া থাকে এবং যে তীর্থসেবা করে, তাহারই সুখভোগ

পাপং। পাপপ্রভবান্নরকং প্রয়াতি পুনর্দ্দরিদ্রো পুনরেব পাপী ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি পুরুষস্য বিনির্ণয়ং। জীবন্বাপি মৃতো বাপি পঞ্চবর্ষাধিকো হি যঃ ॥ ১ ॥ পূর্ণে তু পঞ্চমে বর্ষে পুমাংশ্চৈব প্রতিষ্ঠিতঃ। সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি জানাতি রূপারূপবিনির্ণয়ং ॥ ২ ॥ পূর্ব্বকর্ম্মবিপাকেন প্রাণিনাং বধবন্ধনং। বিপ্রাদ্যানন্ত্যজান্ সর্ব্বান্ পাপস্মারয়তি ধ্রুবং ॥ ৩ ॥ গর্ভে নষ্টে ক্রিয়া নাস্তি দুগ্ধন্দেয়ং শিশৌ মৃতে। ঘটাংশ্চ পায়সং ক্ষীরং দদ্যাদ্বালবিপত্তিতঃ ॥ ৪ ॥ একাদশাহে দ্বাদশাহে বৃষোৎসর্গবিধিম্বিনা। মহাদানবিহীনস্তু কুমারে কৃত্যমাচরেৎ ॥ ৫ ॥ কুমারাণাঞ্চ বালানাং ভোজনং বস্ত্রবেষ্টনং। বালে বা তরুণে বৃদ্ধে ঘটো ভবতি দেহিনাং ॥ ৬ ॥ ভূমৌ নিক্ষেপণং বালমাবর্ষদ্বয়মেব চ। ততঃপরং খগশ্রেষ্ঠ দেহদাহো বিধীয়তে ॥ ৭ ॥ শিশুরাদন্তজননাদ্বালঃ স্যাদ্‌যাবদ্বাশিখং। কথ্যতে সর্ব্বশাস্ত্রেষু কুমারো মৌঞ্জিবন্ধনাৎ ॥ ৮ ॥ মৃতো হি পঞ্চমে বর্ষে অব্রতঃ সব্রতোপি বা। পূর্ব্বোক্তমেব কর্ত্তব্যমীহতে দশপিণ্ডজং ॥ ৯ ॥ স্বল্পকর্ম্মপ্রসঙ্গাচ্চ স্বল্পে বিষয়বন্ধনাৎ। স্বল্পে বপুষি বাসাচ্চ ক্রিয়াং স্বল্পামপীহতি ॥ ১০ ॥ যাবচ্চ পঞ্চবর্ষে তু বালকস্য ভবেন্মৃতিঃ। যদ্‌যদ্‌বস্তোপজীব্যং স্যাত্তত্তদ্দেয়মিহেচ্ছতি ॥ ১১ ॥ ব্রহ্মবীর্য্যোদ্ভবাঃ পুত্রা দেবর্ষীণাঞ্চ বল্লভাঃ। যমেন যমদূতৈশ্চ মন্যন্তে নিশ্চিতং খগ ॥ ১২ ॥ বালো বৃদ্ধো যুবা বাপি বয়ো ভবতি দেহিনাং। সুখং দুঃখং সমাপ্নোতি দেহী সর্ব্বগতস্ত্বিহ ॥ ১৩ ॥ পরিত্যজ্য তদাত্মানং জীর্ণত্বচমিবোরগঃ। অঙ্গুষ্ঠমাত্রপুরুষো বায়ুভূতঃ ক্ষুধার্দ্দিতঃ ॥ ১৪ ॥ তস্মাদ্দেয়ানি দানানি মৃতে

হয়। আর যে ব্যক্তি লোকের সহিত সুস্বরে আলাপ করে, সে পরকালে বিদ্বান্ ও ধাম্মিক হইতে পারে। ১৭—১৮। দান না করিলে সেই ব্যক্তি দরিদ্র হয়, দরিদ্র হইলেই পাপাচরণ করিয়া থাকে, সেই পাপপ্রভাবে নরকে গমন করে এবং পুনর্ব্বার দরিদ্র ও পাপী হইয়া থাকে। ১৯।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, অতঃপর পুরুষনির্ণয় বলিব। জীবিত কিম্বা মৃত যে পুরুষ পঞ্চবর্ষাধিক, তাহারই নির্ণয় করিতেছি। ১। পঞ্চবর্ষ পূর্ণ হইলেই পুরুষরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখনই সকল ইন্দ্রিয় ও রূপারূপাদি নির্ণয় জানিতে পারে। ২। পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মবিপাকেই প্রাণিদিগের বধবন্ধন হয় এবং পাপই বিপ্রাদি অন্ত্যজাতিপর্য্যন্ত সকলকে বিনাশ করে। ৩। গর্ভ নষ্ট হইলে কোনরূপ ক্রিয়া নাই এবং শিশুর মরণ হইলে জলপূর্ণ ঘট, পায়স ও দুগ্ধ প্রদান করিবে। বালকের মরণমাত্রেই এইরূপ বিধি জানিবে। ৪। কৌমারাবস্থায় মৃত্যু হইলে একাদশাহে অথবা দ্বাদশাহে বৃষোৎসর্গ ও মহাদান ব্যতিরেকে অন্যান্য কার্য্য করিবে। ৫। কুমার ও বালকের ভোজন ও বস্ত্রবেষ্টন করিয়া দিতে হইবে। বালক বৃদ্ধ কিম্বা তরুণদেহীর ঘটই ভোজন হয়। ৬। দুই বর্ষপর্য্যন্ত বালকের মৃত্যু হইলে তাহাকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিবে। হে খগবর! দুই বর্ষের পরেই মনুষ্যের দেহদাহ করিবে। ৭। সর্ব্বশাস্ত্রেই লিখিত আছে যে, দন্তজননপর্য্যন্তই শিশু, শিখোৎপত্তি পর্য্যন্ত বালক এবং উপনয়নপর্য্যন্ত কুমার। ৮। পঞ্চম বর্ষেতে অনুপনীত কিম্বা উপনীতের মৃত্যু হইলে পূর্ব্বোক্ত বিধানে কার্য্য করিবে। এইরূপ ব্যক্তি দশপিণ্ড জন্য ভোজন ইচ্ছা করে। ৯। যে অল্পকর্ম্মপ্রসঙ্গী, অল্পবিষয়সংশক্ত ও অল্পশরীরবাসী, সে ক্রিয়াও অল্প ইচ্ছা করিয়া থাকে, এই নিমিত্তই বালকদিগের অল্পক্রিয়া উক্ত হইল। ১০। পঞ্চবর্ষের মধ্যে বালকের মরণ হইলে যাহা যাহা যে যে বালকের উপজীবী, তাহারা সেই সেই দ্রব্য প্রদান ইচ্ছা করে। ১১। ব্রহ্মবীর্য্যপ্রভব পুত্রই দেবর্ষিগণের প্রিয়, ইহা যম ও যমদূতগণ সকলেই মনে করিয়া থাকেন, অতএব যাহারা ব্রহ্মবীর্য্যপ্রভব, তাহাদিগকে যম ও যমদূতগণ ক্লেশপ্রদান করিতে পারে না। ১২। বাল্য, বার্দ্ধক্য ও যৌবন দেহিমাত্রেরই এই তিন অবস্থা হইয়া থাকে। দেহীরা সকল অবস্থাতেই সুখ দুঃখভোগ করিয়া থাকে। ১৩। যেমন সর্পগণ জীর্ণচর্ম্ম পরিত্যাগ করে, সেইরূপ

তস্মিন্ সুনিশ্চিতং। জন্মতঃ পঞ্চবর্ষাণি ভুঙ্‌ক্তে দত্তমসংস্কৃতং ॥ ১৫ ॥ পঞ্চবর্ষাধিকে বালে বিপত্তির্যদি জায়তে। বৃষোৎসর্গাদিকং কর্ম্ম সপিণ্ডীকরণম্বিনা ॥ ১৬ ॥ অহন্যেকাদশে পুত্রঃ কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধানি ষোড়শ। উদকুম্ভপ্রদানঞ্চ অন্যদানানি যানি চ ॥ ১৭ ॥ ভোজনানি দ্বিজে দদ্যান্মহাদানানি শক্তিতঃ। দীপদানানি যৎ কিঞ্চিৎ পঞ্চবর্ষাধিকে সদা ॥ ১৮ ॥ কর্ত্তব্যন্তু খগশ্রেষ্ঠ ক্রিয়াদি প্রেতত‍ৃপ্তয়ে। যদা ন ক্রিয়তে সর্ব্বং পিশাচত্বং স গচ্ছতি ॥ ১৯ ॥ এবং কৃতে তু স প্রেতস্ততো যাতি পরাঙ্গতিং। পুনশ্চিরায়ুর্ভূত্বা চ কুলে তস্য বসেদ্ধ্রুবং ॥ ২০ ॥ সর্ব্বসৌখ্যপ্রদঃ পুত্রঃ পিত্রোঃ প্রীতিবিবর্দ্ধনঃ। আত্মা বৈ জায়তে পুত্র ইতি বেদেষু নিশ্চিতং ॥ ২১ ॥ আকাশমেকং হি যথা চন্দ্রাদিত্যৌ তথৈব চ। ঘটাদিষু পৃথক্ সর্ব্বং দৃষ্ট্বা রূপে চ তৎসমং ॥ ২২ ॥ আত্মা তথৈব সর্ব্বেষু পুত্রেষু বিচরেৎ সদা। যা যস্য প্রকৃতিঃ পূর্ব্বং শুক্রশোণিতসঙ্গমে ॥ ২৩ ॥ তস্য তদ্ভাবযোগেন পুত্রাস্তৎকর্ম্মকারিণঃ। পিতৃরূপং সমাদায় কস্যচিজ্জায়তে সুতঃ ॥ ২৪ ॥ পিতৃতঃ কামরূপশ্চ গুণজ্ঞো দানতৎপরঃ। ঈদৃশঃ কোপি লোকেঽস্মিন্ ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ২৫ ॥ অন্ধাদন্ধো ন ভবতি মূকান্মূকো ন জায়তে। বধিরাদ্বধিরো নৈব মূর্খান্মূর্খো ন জায়তে ॥ ২৬ ॥ গরুড় উবাচ। ঔরসক্ষেত্রজাদ্যাশ্চ পুত্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ। সংগৃহীতসুতো যশ্চ দাসীপুত্রশ্চ তেন কিং ॥ ২৭ ॥ কাং কাং গতিমবাপ্নোতি জাতৈর্মৃত্যুবশঙ্গতৈঃ। ভবন্তি দুহিতরো যস্য দৌহিত্রো ন ভবেৎ সুতঃ। শ্রাদ্ধন্তস্য তু কঃ কুর্য্যাদ্বিধিনা কেন তদ্ভবেৎ ॥ ২৮ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। মুখং দৃষ্ট্বা তু পুত্রস্য মুচ্যতে পৈতৃকাদৃণাৎ। অন্যে ক্ষেত্রাদয়ঃ পুত্রা মুক্তিমাত্রপ্রদায়কাঃ ॥ ২৯ ॥ কুর্ব্বীত পার্ব্বণং শ্রাদ্ধমৌরসো বিধিবৎ সুতঃ। কুর্ব্বন্ত্যন্যে তথা শ্রাদ্ধ-

---

জীব দেহপরিত্যাগ করিয়া বায়ুরূপী অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া থাকে; অতএব মরণের পর তাহার ক্ষুধানিবৃত্তির নিমিত্ত বিবিধ দান করিতে হইবে। জন্মাবধি পঞ্চবর্ষপর্য্যন্ত প্রদত্ত অসংস্কৃত বস্তু ভোজন করে। ১৪—১৫। পঞ্চবর্ষাধিক বালকের মরণ হইলে সপিণ্ডীকরণ ব্যতিরেকে বৃষোৎসর্গাদি সমস্ত কার্য্য করিবে। ১৬। ঐরূপ অবস্থায় একাদশাহে ষোড়শ শ্রাদ্ধ করিবে এবং জলকুম্ভ প্রদান ও অন্যান্য দান সকলও করিতে হইবে। ১৭। শ্রাদ্ধদিবসে ব্রাহ্মণভোজন ও যথাশক্তি মহাদানাদি করিবে। আর পঞ্চবর্ষাধিক বালকের মরণে দীপ প্রদান করাও বিধেয়। ১৮। খগরাজ! প্রেতের তৃপ্তির নিমিত্ত অবশ্য ক্রিয়া করিবে। যদি প্রেতের উদ্দেশে কোন ক্রিয়া না করা যায়, তৎক্ষণাৎ সেই প্রেত পিশাচত্ব প্রাপ্ত হয়। ১৯। পূর্ব্বোক্তরূপ ক্রিয়া করিলেই প্রেত পরমাগতি লাভ করে। পুনর্ব্বার সেই কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া নিশ্চয় চিরকাল জীবিত থাকে। ২০। পুত্র পিতামাতার সর্ব্বপ্রকার সুখপ্রদান করেন ও প্রীতিবর্দ্ধন করেন। বেদেতে প্রসিদ্ধ আছে যে, আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। ২১। যেমন এক আকাশ, এক চন্দ্র ও এক সূর্য্য ইহারা ঘটাদি উপাধিভেদে সর্ব্বত্র পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ একই আত্মা সকল পুত্রেতে বিচরণ করে, কেবল তাহাদিগের জন্মের পূর্ব্বে শুক্র-শোণিত-সঙ্গমের বৈষম্যহেতু পৃথক্ পৃথক্ প্রকৃতি হয়। ২২—২৩। আত্মা নিজের ভাবযোগবশতঃ সৎক্রিয়ানিরত পুত্র হইতে পিতৃরূপ গ্রহণ করিয়া পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। ২৪। পিতা হইতেই পুত্রের রূপাদি হয় অর্থাৎ পিতা যেরূপ রূপবান্, গুণজ্ঞ ও দানতৎপর থাকে, পুত্রও সেই প্রকার রূপবান্, গুণজ্ঞ ও দানশীল হয়। এই লোকে কোন ব্যক্তিও এইরূপ হয় নাই কিম্বা হইবে না। ২৫। যেহেতু অন্ধের পুত্র অন্ধ, মূকের পুত্র মূক, বধিরের পুত্র বধির ও মূর্খের পুত্র মূর্খ হয় না। ২৬। গরুড় কহিলেন, ঔরস ক্ষেত্রজপ্রভৃতি দশবিধ পুত্র প্রসিদ্ধ আছে; কিন্তু যে পুত্র সংগৃহীত, সেই তনয় দাসীপুত্রতুল্য। তাহাদ্বারা কি কার্য্য হইতে পারে? ২৭। আর যাহার পুত্র জন্মিয়াই মৃত্যুর বশতাপন্ন হয় এবং বহুতর কন্যা জন্মিলেও যাহার দৌহিত্র না জন্মে, তাহার শ্রাদ্ধ কে করিবে এবং কোন্ বিধি অনুসারে হইবে? ২৮। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, পিতা পুত্রের মুখদর্শন করিলেই পৈতৃক ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারে, ক্ষেত্রজাদি অন্যপ্রকার পুত্রসকল পিতার মুক্তিমাত্র প্রদান করিতে পারে। ২৯। ঔরসপুত্র বিধিপূর্ব্বক পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিবে। অন্যপ্রকার পুত্রেরাও এইরূপ পার্ব্বণ ও একোদ্দিষ্ট-

মেকোদ্দিষ্টং সুতা নব ॥ ৩০ ॥ পৌত্রস্য দর্শনাজ্জন্তুর্মুচ্যতে স ঋণত্রয়াৎ। লোকান্তে চ দিবঃ প্রাপ্তিঃ পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রকৈঃ ॥ ৩১ ॥ ব্রহ্মপুত্র উন্নয়তি সংগৃহীতস্ত্বধো নয়েৎ। শ্রাদ্ধং সাম্বৎসরং কুর্ব্বন্ জায়তে নরকায় বৈ ॥ ৩২ ॥ সর্ব্বদানানি দেয়ানি হ্যন্নদানানি বৈ খগ। সংগৃহীতসুতেনৈব হ্যেকোদ্দিষ্টং ন পার্ব্বণং ॥ ৩৩ ॥ প্রত্যব্দং পিতৃমাতৃভ্যাং শ্রাদ্ধং কৃত্বা ন লিপ্যতে। একোদ্দিষ্টং পরিত্যজ্য পার্ব্বণং কুরুতে যদি ॥ ৩৪ ॥ তদাত্মানং পিতৄংশ্চৈব স নয়েদ্যমশাসনং। সংগৃহীতাশ্চ যে কেচিদ্দাসীপুত্রাদয়স্তথা ॥ ৩৫ ॥ তীর্থে গত্বা তু যঃ শ্রাদ্ধমামান্নঞ্চ দদেদ্দ্বিজে। সংগৃহীতসুতো ভূত্বা পাকঞ্চৈব প্রযচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥ বৃথা শ্রাদ্ধং বিজানীয়াচ্ছূদ্রান্নেন যথা দ্বিজঃ। তেন দত্তং ন গৃহ্লন্তি পিতামহমুখাশ্চ যে ॥ ৩৭ ॥ এবং জ্ঞাত্বা খগশ্রেষ্ঠ হীনজাতিসুতান্ ত্যজেৎ। যস্তু প্রব্রাজিতাজ্জাতো ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রতশ্চ যঃ ॥ ৩৮ ॥ দ্বাবিমৌ বিদ্ধি চাণ্ডালৌ স্বগোত্রাদ্যস্তু জায়তে। স্বজাতিবিহিতান্ পুত্রান্ সমুৎপাদ্য খগেশ্বর ॥ ৩৯ ॥ তৈঃ সুবৃত্তৈঃ সুখং প্রাপ্তো দুর্বৃত্তৈর্নরকং ব্রজেৎ। হীনজাতিসমুৎপন্নৈঃ সুবৃত্তৈঃ সুখমেধতে ॥ ৪০ ॥ কলিকলুষবিমুক্তঃ পূজিতঃ সিদ্ধসঙ্ঘৈ অমরচমরমালাবীজ্যমানোঽপ্সরোভিঃ। পিতৃশতমপি বন্ধূন্ পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রানপি নরকনিমগ্নানুদ্ধরেদেক এব ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে পুত্রনির্ণয়ো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

গরুড় উবাচ। সত্যং ব্রূহি সুরশ্রেষ্ঠ কৃপাং কৃত্বা মমোপরি। মৃতানাঞ্চৈব জন্তূনাং কদা কুর্য্যাৎ সপিণ্ডনং ॥ ১ ॥ সপিণ্ডত্বে কৃতো যান্তি হ্যসপিণ্ডে কৃতো গতিঃ। কেন চৈব সপিণ্ডত্বং স্ত্রীপুংসাং বক্তুমর্হসি ॥২॥

শ্রাদ্ধ করিতে পারে। ৩০। পিতা পৌত্রের মুখদর্শনমাত্র ঋণত্রয় হইতে মুক্তি পায় এবং যখন তাহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়, তখন পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রের সহিত স্বর্গলোকে গমন করে। ৩১। ঔরস পুত্র পিতৃগণের ঊর্দ্ধলোকপ্রাপ্তির কারণ হয় এবং সংগৃহীত পুত্র পিতৃগণকে অধোগতি প্রদান করে। তাহারা সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ করিলেও পিতৃলোকের অধোগতির হেতু হইয়া থাকে। ৩২। খগরাজ! সংগৃহীতপুত্র অন্নদানাদি সর্ব্বপ্রকার দান করিতে পারে, কিন্তু পার্ব্বণ কিম্বা একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ করিতে তাহার অধিকার নাই। ৩৩। প্রতিবর্ষে পিতামাতার শ্রাদ্ধ করিলে সে ব্যক্তি কখন পাপে লিপ্ত হয় না। যদি একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ না করিয়া পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করে, তাহাহইলে সেই ব্যক্তি আপনাকে ও পিতৃগণকে যমশাসনের বশীভূত করিয়া রাখে। সংগৃহীত পুত্র ও দাসীপুত্রেরাই এইরূপ করিয়া থাকে। ৩৪—৩৫। যে সংগৃহীত পুত্র হইয়া তীর্থে গমনপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করে ও দ্বিজগণকে আমান্ন প্রদান করে, সে পাকশ্রাদ্ধও করিতে পারে। ৩৬। দ্বিজগণ শূদ্রান্নদ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে তাহার সেই শ্রাদ্ধ বৃথা হয়, সেই সকল শ্রাদ্ধে প্রদত্ত বস্তু পিতামহ প্রভৃতিরা গ্রহণ করেন না। ৩৭। খগরাজ! এইরূপ জানিয়া হীনজাতিসুতদিগকে পরিত্যাগ করিবে এবং শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণীতে যে সন্তান উৎপন্ন হয় এবং সগোত্রা কন্যার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করে, এই উভয়কেই চাণ্ডাল বলিয়া জানিবে। হে খগেশ্বর! স্বজাতিবিহিত পুত্র সমুৎপাদন করিলে যদি সেই পুত্র সুশীল হয়, তাহাহইলে পিতৃলোকের সুখ হইতে পারে এবং তাহারা দুর্ব্বৃত্ত হইলে পিতৃলোক নরকে গমন করে। হীনজাতিসমুৎপন্ন পুত্রগণ সুশীল হইলে পিতৃলোকের সুখবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ৩৮—৪০। যে ব্যক্তি কলিকলুষ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, সে ব্যক্তি সিদ্ধগণকর্ত্তৃক পূজিত ও অপ্সরোগণকর্ত্তৃক অমরচামরশ্রেণীদ্বারা বীজ্যমান হইয়া শত শত পিতৃলোক, বন্ধু, পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রদিগকেও নরক হইতে উদ্ধার করিতে পারে। ৪১।

ষোড়শ অধ্যায়।

গরুড় কহিলেন, সুরবর! আমার প্রতি কৃপা করিয়া মৃতজন্তুগণের সপিণ্ডন কোন্ কালে করিতে হয় তাহা উপদেশ করুন। ১। মৃতের সপিণ্ডন হইলে তাহাদিগের কিরূপ গতি হয় আর সপিণ্ডীকরণ না হইলেই বা প্রেতের কি গতি হইয়া থাকে আর কি প্রকারে স্ত্রীপুরুষের সপিণ্ডীকরণ হইবে, তাহা

সাধ্বিঃ পত্নী সপিণ্ডত্বং প্রাপ্নুতঃ কথমুত্তমং। জীবদ্ভর্তরি নারীণাং সপিণ্ডীকরণং, কুতঃ॥ ৩॥ ভর্তৃলোকে কথং যান্তি স্বর্গলোকে সুরেশ্বর। অগ্ন্যারোহে কথং শ্রাদ্ধং বৃষোৎসর্গস্তু তদ্দিনে॥ ৪॥ ঘটদানং কথং কার্য্যং সপিণ্ডীকরণে কৃতে। কথয়স্ব প্রসাদেন হিতায় জগতাং প্রভো॥ ৫॥ শ্রীভগবানুবাচ। সত্যং হি কথয়িষ্যামি সপিণ্ডীকরণং যথা। বর্ষং যাবৎ খগশ্রেষ্ঠ মার্গে গচ্ছতি মানবঃ॥ ৬॥ ততঃ পিতৃগণৈঃ সার্দ্ধং পিতৃলোকে স গচ্ছতি। তস্মাৎ পুত্রেণ কর্তব্যং সপিণ্ডীকরণং পিতুঃ॥ ৭॥ সম্বৎসরে তু সম্পূর্ণে কুর্য্যাৎ পিণ্ডপ্রবেশনং। পিণ্ডপ্রবেশবিধিনা তস্য নিত্যং মৃতাহ্নিকং॥ ৮॥ নিশ্চিতং পক্ষিশার্দ্দূল বর্ষান্তে পিণ্ডমেলনং। সহ পিণ্ডে কৃতে প্রেতস্ততো যাতি পরাঙ্গতিং॥ ৯॥ তন্নাম সংপরিত্যজ্য ততঃ পিতৃগণো ভবেৎ। ত্রিপক্ষে বাথ ষণ্মাসে মেলয়েচ্চ পিতামহৈঃ॥ ১০॥ জ্ঞাত্বা বৃদ্ধিবিবাহাদি স্বগোত্রবিহিতানি চ। বিবাহং নৈব কুর্ব্বীত মৃতে চ গৃহমেধিনি। ভিক্ষুর্ভিক্ষাং ন গৃহ্লাতি যাবৎ কুর্য্যাৎ সপিণ্ডনং॥ ১১॥ স্বগোত্রেণাশুচিস্তাবদ্যাবৎ পিণ্ডং ন মেলয়েৎ। মেলনাৎ প্রেতশব্দশ্চ নিবর্ত্তেত খগেশ্বর॥ ১২॥ আনন্ত্যাৎ কুলধর্ম্মাণাং পুংসাং চৈবায়ুষঃ ক্ষয়াৎ। অস্থিরত্বাচ্ছরীরস্য দ্বাদশাহঃ প্রশস্যতে॥ ১৩॥ নিরগ্নিকঃ সাগ্নিকো বা দ্বাদশাহে সপিণ্ডয়েৎ। দ্বাদশাহে ত্রিপক্ষে বা ষণ্মাসে বৎসরেপি বা॥ ১৪॥ সপিণ্ডীকরণং প্রোক্তং ঋষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। সপুত্রস্য ন কর্তব্যমেকোদ্দিষ্টং কদাচন॥ ১৫॥ সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং যত্র যত্র প্রদীয়তে। তত্র তত্র ত্রয়ং কার্য্যং বর্জ্জয়িত্বা ক্ষয়েহহনি॥ ১৬॥ পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ। একোদ্দিষ্টং ত্রয়াণাং স্যাদন্যথা পিতৃঘাতকঃ॥ ১৭॥

আমাকে বলিতে হইবে। ২। পতি ও পত্নী ইহারা কিরূপে সমানপিণ্ডভাগী হয় আর ভর্তার জীবদবস্থায় নারীদিগের সপিণ্ডীকরণ কিপ্রকার করিবে, তাহাও জানিতে ইচ্ছা করি। ৩। সুরেশ্বর! নারীরা কিপ্রকারে পতিলোকে গমন করে? অগ্নিতে আরোহণ করিলে তাহার শ্রাদ্ধ কিপ্রকার করিবে? সেই দিনে বৃষোৎসর্গই বা কিরূপে হইতে পারে? আর সপিণ্ডীকরণ হইলে তাহার ঘটদানই বা কিপ্রকারে করিতে হইবে? প্রভো! জগতের হিতার্থ অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সকল আমার নিকট কীর্তন করুন। ৪—৫। ভগবান্ কহিলেন। হে খগবর! যেরূপে সপিণ্ডীকরণ করিতে হয়, তাহা আমি তোমার নিকট সত্য বলিতেছি। মানবগণ মরণের পর এক বৎসর আকাশমার্গে গমন করে। তৎপরে পিতৃগণের সহিত পিতৃলোকে গমন করিয়া থাকে। অতএব পুত্র পিতার সপিণ্ডীকরণ করিবে। ৬—৭। মরণের পর সংবৎসর পূর্ণ হইলে পিণ্ড প্রযোজন অর্থাৎ পিতৃলোকের সহিত সমান পিণ্ডভাগ নির্দ্দেশ করিবে। যাহার যে বিধানে পিণ্ড প্রবেশন করিবে, তাহার মৃতাহিক শ্রাদ্ধও সেই বিধানে করিতে হইবে। ৮। পক্ষিরাজ! বর্ষান্তে প্রেতের পিণ্ড মিলন হয় এবং সপিণ্ডীকরণ হইলেই প্রেত পরমগতি লাভ করে। ৯। যাবৎ যে প্রেতের সপিণ্ডীকরণ না হয়, তাবৎ তাহার নাম পরিত্যাগ করিয়া পিতৃলোকের গণনা হইয়া থাকে; অতএব ত্রিপক্ষে, ষণ্মাসে অথবা বৎসরান্তে সপিণ্ডীকরণ করিয়া পিতাকে পিতামহাদির সহিত মিলিত করিবে। ১০। গৃহস্থ পিতার মরণের পর সপিণ্ডীকরণ না হইলে বৃদ্ধিবিবাহাদি স্বগোত্রবিহিত ক্রিয়াকলাপ উপস্থিত জানিয়া বিবাহাদি করিবে না এবং যাবৎ সপিণ্ডীকরণ না হয়, তাবৎ সেই গৃহস্থের গৃহে ভিক্ষুকগণ ভিক্ষাগ্রহণও করিবে না। ১১। খগেশ্বর! যাবৎ পিতৃলোকের সহিত পিণ্ডমিলন না হয়, তাবৎ তাহার স্বগোত্রের নিকট অশুচি থাকে এবং সপিণ্ডীকরণ হইলেই তাহার প্রেতশব্দ নিবৃত্ত হয়, সপিণ্ডীকরণের পূর্ব্বে প্রেতশব্দ উল্লেখে শ্রাদ্ধাদি করিবে, সপিণ্ডীকরণ হইলে আর প্রেতশব্দ উল্লেখ করিবে না। ১২। সকলেরই অনন্ত কুলধর্ম্ম আছে এবং সর্ব্বদা পুরুষের আয়ুঃক্ষয় হয়, বিশেষত শরীর অস্থির, অতএব মরণের পর দ্বাদশ দিবসই সপিণ্ডীকরণের প্রশস্তকাল। ১৩। নিরগ্নিক কিম্বা সাগ্নিক সকলেই দ্বাদশাহে সপিণ্ডীকরণ করিবে। দ্বাদশাহে অশক্ত হইলে ত্রিপক্ষে, ষণ্মাসে অথবা সংবৎসরে সপিণ্ডীকরণের ব্যবস্থা জানিবে। ১৪। তত্ত্বদর্শী মুনিগণ সপিণ্ডীকরণ বলিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, কদাচ সপুত্রক ব্যক্তির একোদ্দিষ্ট করিবে না। ১৫। সপিণ্ডীকরণের পর মৃতাহ ব্যতিরেকে যে যে দিনে শ্রাদ্ধ করিবে, সেই সেই দিনেই ত্রৈপুরুষিক শ্রাদ্ধ করা বিধেয়। ১৬। পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিনের একোদ্দিষ্ট

ত্রিভিঃ কুর্য্যাদশক্তস্তু পার্ব্বণং মুনিনোদিতং। তদ্দিনে তদ্দিনে কুর্য্যাৎ পিতামহমুখান্ যতঃ ॥ ১৮ ॥ অজ্ঞানাদ্দিনমাসানাং তস্মাৎ পার্ব্বণমিষ্যতে। অনুৎপন্নশরীরস্য ন দানং পিতৃভিঃ সহ ॥ ১৯ ॥ দত্তৈঃ ষোড়শভিঃ শ্রাদ্ধৈঃ পিতৃভিঃ সহ মোদতে। পিতুঃ পুত্রেণ কর্ত্তব্যং সপিণ্ডীকরণং সদা ॥ ২০ ॥ পুত্রাভাবে তু পত্নী স্যাৎ পত্ন্যভাবে সহোদরঃ। ভ্রাতা বা ভ্রাতৃপুত্রো বা সপিণ্ডঃ শিষ্য এব বা। সপিণ্ডং ন ক্রিয়াং কৃত্বা কুর্য্যাদভ্যুদয়ং ততঃ ॥ ২১ ॥ জ্যেষ্ঠস্যৈব কনিষ্ঠেন ভ্রাতৃপুত্রেণ ভার্য্যয়া। সপিণ্ডীকরণং কার্য্যং পুত্রহীনে খগেশ্বর ॥ ২২ ॥ ভ্রাতৃণামেকজাতানাং একশ্চেৎ পুত্রবান্ ভবেৎ। সর্ব্বে বৈ তেন পুত্রেণ পুত্রিণো মনুরব্রবীৎ ॥ ২৩ ॥ সর্ব্বেষাং পুত্রহীনানাং পত্নী কুর্য্যাৎ সপিণ্ডনং। ঋত্বিজঃ কারয়েদ্বাপি পুরোহিতমথাপি বা ॥ ২৪ ॥ কৃতচূড়ৈঃ সুতৈশ্চাপি পিতৃশ্রাদ্ধঞ্চ কারয়েৎ। উদাহরেৎ স্বধাকারং ন তু বেদাক্ষরাণি বৈ। ভর্ত্তাদিভিস্ত্রিভিঃ কার্য্যং সপিণ্ডীকরণং স্ত্রিয়াঃ ॥ ২৫ ॥ পিতৃবৎ ভ্রাতৃপুত্রেণ সোদরেণ কনীয়সা। অর্ব্বাক্ সম্বৎসরাদূর্দ্ধং পূর্ণে সম্বৎসরেঽপি বা ॥ ২৬ ॥ যে সপিণ্ডীকৃতাঃ প্রেতাস্তেষাং স্যান্ন পৃথক্ ক্রিয়া। সপিণ্ডনে কৃতে বৎস পৃথক্ত্বস্তু বিগর্হিতং ॥ ২৭ ॥ যস্তু কুর্য্যাৎ পৃথক্ পিণ্ডং পিতৃহা সোঽভিজায়তে। পৃথক্ত্বে তু কৃতে পশ্চাৎ পুনঃ কুর্য্যাৎ সপিণ্ডতাং ॥ ২৮ ॥ সপিণ্ডীকরণং কৃত্বা হ্যেকোদ্দিষ্টং করোতি যঃ। আত্মানঞ্চ তথা প্রেতং স নয়েদ্যমশাসনং ॥ ২৯ ॥ বর্ষং যাবৎ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ প্রেতত্বাবানয়ত্তয়ে। তাঃ সর্ব্বাশ্চৈকতঃ কুর্য্যান্নামগোত্রেণ ধীমতা ॥ ৩০ ॥ ঘটাদ্যং ভোজনং নিত্যং দীপদানানি যানি চ। সপিণ্ডীকরণে বৃত্তে একস্যৈব তু দাপয়েৎ ॥ ৩১ ॥ অন্নং পানীয়সহিতং সংখ্যাং কৃত্বাব্দিকস্য চ। দাতব্যং ব্রাহ্মণে পক্ষিন্ ঘটাদের্নিষ্ক্রয়ং তথা ॥ ৩২ ॥

শ্রাদ্ধ করিবে, অন্যথা সেই ব্যক্তি পিতৃঘাতী হয়। ১৭। মুনিগণ ত্রৈপুরুষিক পার্ব্বণশ্রাদ্ধ নিরূপিত করিয়াছেন, অশক্ত ব্যক্তি পার্ব্বণদিবসে পিতামহ প্রভৃতির শ্রাদ্ধ করিবে। ১৮। মৃতদিন ও মৃতমাস অজ্ঞাত থাকিলে পার্ব্বণশ্রাদ্ধই বিধেয়। কারণ শ্রাদ্ধদ্বারা শরীর উৎপন্ন না হইলে, সে কদাচ পিতৃগণের সহিত দানগ্রহণ করিতে পারে না। ১৯। ষোড়শ শ্রাদ্ধ কৃত হইলেই সে পিতৃগণের সহিত আমোদ করিতে পারে। অতএব পুত্র অবশ্য পিতার সপিণ্ডীকরণ করিবে। ২০। পুত্রের অভাবে পত্নী শ্রাদ্ধ করিবে, পত্নীর অভাবে সহোদর ভ্রাতা, সহোদরের অভাবে ভ্রাতৃপুত্র, তাহার অভাবে সপিণ্ড এবং সপিণ্ডের অভাবে শিষ্য শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের অধিকারী। সপিণ্ডীকরণ করিয়াই আভ্যুদয়িককার্য্য করিবে, অর্থাৎ পিতার মরণের পর যাবৎ তাঁহার সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধ না হয়, তাবৎ বিবাহাদি আভ্যুদয়িক কার্য্য নিষিদ্ধ। ২১। কনিষ্ঠ সহোদর, ভ্রাতৃপুত্র ও ভার্য্যা ইহারাই অপুত্রক ব্যক্তির সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধ করিবে। ২২। একগর্ভজাত ভ্রাতৃগণের মধ্যে যদি এক ভ্রাতা পুত্রবান্ হয়, তাহা হইলে সেই পুত্রদ্বারা সকল ভ্রাতাই পুত্রবান্ হইতে পারে, ইহাই মনু বলিয়াছেন। ২৩। পত্নীই পুত্রহীন ব্যক্তিদিগের সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধ করিবে। স্ত্রী স্বয়ং সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধ করিতে অশক্তা হইলে, সেই স্ত্রী ঋত্বিক অথবা পুরোহিতদ্বারা সেই সপিণ্ডীকরণ করাইবে। ২৪। কৃতচূড় পুত্রও পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু স্বধাশব্দ অথবা বেদাক্ষর উচ্চারণ করিবে না। স্ত্রীর সপিণ্ডনকালে ভর্ত্তৃপ্রভৃতি তিন পুরুষের পিণ্ডমিশ্রণ করিবে। ২৫। যেমন পুত্র পিতৃসপিণ্ডন করিবে, সেইরূপ কনিষ্ঠ সহোদর জ্যেষ্ঠের সপিণ্ডীকরণ করিতে পারে। সংবৎসরমধ্যে অথবা পূর্ণ সংবৎসরে সপিণ্ডীকরণ করিবে। ২৬। যে প্রেতের সপিণ্ডীকরণ হইয়াছে, তাহার আর পৃথক্ ক্রিয়া করিতে হয় না। হে বৎস! সপিণ্ডনশ্রাদ্ধ হইলে তাহার পৃথক্ শ্রাদ্ধ অতিগর্হিত জানিবে। ২৭। সপিণ্ডীকরণ হইলেও যে তাহার পৃথক্ শ্রাদ্ধ করে, সে পিতৃবধের পাপভাগী হয়। সপিণ্ডীকরণ করিয়া পৃথক্ শ্রাদ্ধ করিলে পুনর্ব্বার সপিণ্ডীকরণ করিতে হয়। ২৮। সপিণ্ডীকরণ করিয়া যে একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ করে, সে আপনাকে এবং প্রেতকে যমশাসনের অধীন করিয়া রাখে। ২৯। একবৎসর পর্য্যন্ত প্রেতত্বনিবৃত্তির নিমিত্ত ক্রিয়া সকল করিবে অনন্তর নাম গোত্রদ্বারা সেই সকল কার্য্য একদা করিবে। ৩০। ঘটাদিদান, ভোজন আর দীপদান প্রভৃতি যে সকল কার্য্য উক্ত হইয়াছে, সেই সকল কার্য্য সপিণ্ডীকরণ সম্পন্ন হইলে একের উদ্দেশেই দিতে হইবে। ৩১। বর্ষসংখ্যাতে পানীয় সহিত অন্ন

পিণ্ডান্তে তস্য সংকল্পো বর্ষান্তৃপ্তিঃ স্বশক্তিতঃ। দিব্যদেহো বিমানস্থো সুতৃপ্তো ধর্ম্মশাসনে ॥ ৩৩ ॥ জীবমানে চ পিতরি ন হি পুত্রে সপিণ্ডতা। স্ত্রীণাং সপিণ্ডনং নাস্তি ভর্ত্তৃমাতরি জীবতি ॥৩৪॥ মৃতা মাতা পিতা তিষ্ঠেৎ জীবেদপি পিতামহী। সপিণ্ডনং ততঃ কুর্য্যাৎ প্রপিতামহ্যা সহৈব চ ॥ ৩৫ ॥ সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং শ্রূয়তাং বচনং মম। ন পিণ্ডো মেলিতো যেষাং মৃতানান্তু নৃণাং ভুবি ॥ ৩৬ ॥ উপতিষ্ঠেন্ন বৈ তেষাং পুত্রৈর্দত্তমনেকধা। হন্তকারস্তদুদ্দেশে শ্রাদ্ধং নৈব জলাঞ্জলিঃ ॥ ৩৭ ॥ হুতাশং যা সমারূঢ়া চতুর্থেহহ্নি পতিব্রতা। তস্যা ভর্ত্তৃদিনে কার্য্যো বৃষোৎসর্গাদিমৃতকং ॥৩৮॥ পুত্রিকা পতিগোত্রা স্যাদধস্তাৎ পুত্রজন্মতঃ। পুত্রানুৎপাদ্য পশ্চাত্তু সাপি গোত্রে ব্রজেৎ পিতুঃ ॥ ৩৯ ॥ পতিপত্ন্যোঃ সদৈকত্বং হুতাশং যাধিরোহতি। পুত্রেণৈব পৃথক্ শ্রাদ্ধং কর্ত্তব্যং তস্য বাসরে ॥৪০॥ অপুত্রৌ চেন্মৃতৌ স্যাতাং একচিত্যাং সমেহহনি। পৃথক্ শ্রাদ্ধং ন কুর্ব্বীত সপিণ্ডং পতিনা সহ ॥৪১॥ পৃথক্ পিণ্ডে তু সংযোজ্য দম্পতী পতিনা সহ। স লিপ্যতি মহাদোষৈরিতি সত্যং বচো মম ॥ ৪২ ॥ একচিত্যাং সমারূঢ়ৌ ম্রিয়েতে দম্পতী যদি। একপাকং প্রকুর্ব্বীত পিণ্ডান্ দদ্যাৎ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪৩ ॥ বৃষোৎসর্গং নবশ্রাদ্ধং পৃথক্ শ্রাদ্ধানি ষোড়শ। ঘটাদিপদদানানি মহাদানানি যানি চ। বর্ষং যাবৎ পৃথক্ কুর্য্যাৎ প্রেতস্তৃপ্তির্ভবেচ্চিরং ॥ ৪৪ ॥ একগোত্রমৃতানাঞ্চ স্ত্রিয়া বা পুরুষস্য বা। স্থণ্ডিলৈকৈকতঃ কুর্য্যাদ্ধোমং কুর্য্যাৎ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪৫ ॥ একাদশেহহ্নি যচ্ছ্রাদ্ধং পৃথক্ পিণ্ডাংশ্চ ভোজনং। পাকৈক্যেন পতিস্ত্রীণাং অন্যেষাঞ্চ বিগর্হিতং ॥ ৪৬ ॥ একেনৈব তু পাকেন শ্রাদ্ধানি কুরুতে বহু। বিকিরন্ত্বেকতঃ কুর্য্যাৎ পিণ্ডান্দদ্যাদ্বহূন্যপি। তীর্থে বাহপরপক্ষে বা চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে

প্রদান করিতে হইবে। হে খগ! এইরূপে ব্রাহ্মণকে ঘটাদি অথবা তাহার নিষ্ক্রয় দিবে। ৩২। স্বশক্তি অনুসারে পিণ্ডদান করিলে বর্ষপর্য্যন্ত তাহাই প্রেতের জীবনবৃত্তি হয় এবং সেই প্রেত দিব্যদেহধারী ও বিমানস্থ হইয়া ধর্ম্মশাসনে পরিতৃপ্ত থাকে। ৩৩। পিতা বর্ত্তমানে পুত্রের সপিণ্ডীকরণ নাই, আর স্বামীর মাতার জীবিতাবস্থায় স্ত্রীর সপিণ্ডন হইতে পারে না। ৩৪। যখন মাতার মরণ হইয়াছে, পিতা এবং পিতামহী জীবিতা আছেন, তখন প্রপিতামহীর সহিত মাতার সপিণ্ডীকরণ করিবে। ৩৫। হে গরুড়! আমার এই সত্য বাক্য শ্রবণ কর। লোকে যাহার সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধ হয় নাই, তাহার উদ্দেশে পুত্রগণ শতসহস্র বস্তুপ্রদান করিলেও সে তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। অতএব তাহার উদ্দেশে শ্রাদ্ধ বা জলাঞ্জলিপ্রদান করিবে না। ৩৬—৩৭। যে পতিব্রতা রমণী পতির মরণের পর চতুর্থদিবসে অগ্নিপ্রবেশ করে, ভর্ত্তার শ্রাদ্ধদিবসেই তাহার বৃষোৎসর্গাদি শ্রাদ্ধ করিবে এবং সেই দিবসেই অশৌচ নিবৃত্তি হইবে। ৩৮। পুত্রজন্মের পর কন্যা পতির নামগোত্রভাগিনী হয়। পুত্রোৎপাদন না করিলে সে পুনর্ব্বার পিতৃগোত্রে গমন করে। ৩৯। যে ভার্য্যা পতির সহিত অগ্নিপ্রবেশ করে, সেই পতির শ্রাদ্ধদিবসেই পুত্র মাতার পৃথক্ শ্রাদ্ধ করিবে। ৪০। যদি অপুত্রক স্ত্রীপুরুষ একদিবসে মরে এবং একচিতাতে তাহাদিগের দাহন হয়, তাহাহইলে তাহার পৃথক্ শ্রাদ্ধ করিবে না এবং পতির সহিতই সেই স্ত্রীর সপিণ্ডন হইবে। ৪১। দম্পতিকে পৃথক্ পিণ্ডে সংযোজিত করিলে, সেই ব্যক্তি মহাদোষে লিপ্ত হয়, ইহা আমার সত্যবাক্য জানিবে। ৪২। যদি স্ত্রী ও পুরুষ একচিতাতে সমারূঢ় হইয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে একপাকেতেই তাহাদিগের শ্রাদ্ধ হইবে, কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ পিণ্ডপ্রদান করিবে। ৪৩। বৃষোৎসর্গ, নবশ্রাদ্ধ ও ষোড়শ শ্রাদ্ধ এই সকলই পৃথক্ করিবে। আর ঘটাদি বিবিধদান ও যে সকল মহাদান উক্ত আছে, বর্ষমধ্যে সেই সমুদায়ই পৃথক্রূপে করিতে হইবে, তাহাহইলেই প্রেতের চিরকালীন তৃপ্তি হয়। ৪৪। যদি একগোত্রসম্ভূত স্ত্রী কিম্বা পুরুষের একদা মৃত্যু হয়, তাহাহইলে একস্থণ্ডিলে উভয়ের পৃথক্ পৃথক্ হোম করিবে। আর একাদশাহে পৃথক্ শ্রাদ্ধ, পৃথক্ পিণ্ড এবং পৃথক্ ভোজন করাইবে। স্ত্রী ও পুরুষ ইহাদিগেরই একপাকে শ্রাদ্ধ করিতে পারে, অন্যান্যের একপাকশ্রাদ্ধ অতিবিগর্হিত জানিবে। ৪৫—৪৬। একপাকে বহু শ্রাদ্ধ করিলেও একবারই বিকিরদান করিবে এবং বহু পিণ্ডদান করিতে হইবে। তীর্থে, প্রেতপক্ষে, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণেও একপাকে

তথা ॥ ৪৭ ॥ নারী ভর্ত্তারমাসাদ্য কুণপন্দহতে যদি। অগ্নির্দহতি গাত্রাণি হ্যাত্মানং নৈব পীড়য়েৎ ॥ ৪৮ ॥ দহ্যতে ধ্মায়মানানাং ধাতূনাং হি যথা মলং। তথা নারো দহেদ্দেহো হুতাশে হ্যমৃতোপমে ॥ ৪৯ ॥ দিব্যাদৌ দিব্যদেহস্তু শুদ্ধো ভবতি তে যথা। তপ্ততৈলেন লোহেন বহ্নিনা নাবদহ্যতে ॥ ৫০ ॥ তথা সা পতিসংযুক্তা দহ্যতে ন কদাচন। অন্তরাত্মা মৃতস্তস্মিন্মৃতেপ্যেকত্বমাগতঃ ॥৫১॥ ভর্তৃসঙ্গং পরিত্যজ্য যান্যত্র ম্রিয়তে যদি। পতিলোকং ন সা যাতি যাবদাভূতসংপ্লবং ॥ ৫২ ॥ নারী সুতান্ পরিত্যজ্য মাতরং পিতরন্তথা। মৃতং পতিমনুব্রজ্য সা চিরং সুখমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৩ ॥ দিব্যবর্ষপ্রমাণেন তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটয়ঃ। তাবৎকালং বসেৎ স্বর্গে নক্ষত্রৈঃ সহ সর্ব্বদা ॥ ৫৪ ॥ তদন্তে চ মৃতে লোকে কুলে ভবতি ভোগিনাং। মহাপ্রীতিমবাপ্নোতি ভর্ত্রা সহ পতিব্রতা ॥ ৫৫ ॥ এবং ন কুরুতে নারী ধর্ম্মোঢ়া পতিসঙ্গমং। সপ্তজন্মনি দুঃখার্ত্তা দুঃশীলাপ্রিয়বাদিনী ॥ ৫৬ ॥ সা নারী গৃহগোধা বা গোধা বা দ্বিমুখী ভবেৎ। স্বভর্ত্তারং পরিত্যজ্য পরপুংসানুবর্ত্তিনী ॥ ৫৭ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন স্বপতিং সেবয়েৎ সদা। কর্ম্মণা মনসা বাচা মৃতে জীবতি তদ্গতা ॥ ৫৮ ॥ জীবমানে মৃতে বাপি কিল্বিষং কুরুতে তথা। তেন নাপ্নোতি ভর্ত্তারং পুনর্জ্জন্মনি দুর্ভগা ॥৫৯॥ যদ্দেবেভ্যো যৎ পিতৃভ্যো তিথিভ্যঃ কুর্য্যাৎ ভর্ত্তাভ্যর্চনং সৎক্রিয়াঞ্চ। তস্যাপ্যর্দ্ধং কেবলানন্যচিত্তা নারী ভুঙ্ক্তে ভর্তৃশুশ্রূষয়ৈব ॥ ৬০ ॥ এবং কৃতে তু সা নারী ভর্তৃলোকে বসেচ্চিরং। যাবদাদিত্যচন্দ্রৌ চ তাবদ্দেবোপমা দিবি ॥ ৬১ ॥ পুনশ্চিরায়ুষৌ ভূত্বা জায়েতে বিপুলে কুলে। পতিব্রতা তু সা নারী ভর্তৃদুঃখং ন বিন্দতি ॥ ৬২ ॥ সর্ব্বমেতদ্ধি কথিতং ময়া তব খগেশ্বর। বিশেষং কথয়িষ্যামি মৃতস্যৈব সুখপ্রদং ॥ ৬৩ ॥ দ্বাদশাহে কৃতং সর্ব্বং বর্ষং যাবৎ সপিণ্ডনং। পুনঃ কুর্য্যাত্তথা নিত্যং ঘটান্নং প্রতি-

বহুশ্রাদ্ধ করিবে। ৪৭। নারী ভর্ত্তাকে পাইয়া যদি তাহার মৃত শরীর দাহ করে, তাহাহইলে অগ্নি কেবল সেই মৃত গাত্রমাত্র দগ্ধ করে, তাহার আত্মাকে পীড়ন করিতে পারে না। ৪৮। যেমন অগ্নিতে ধাতুসকল দগ্ধ করিলে অগ্নি ধাতুর মলমাত্র দাহ করে, সেইরূপ অগ্নিতে মৃত ব্যক্তির শরীরমাত্র দগ্ধ হইয়া থাকে। ৪৯। আত্মা দিব্যরূপী ও শুদ্ধ, কখন সে তপ্ততৈল, তপ্তলৌহ কিম্বা বহ্নিদ্বারা দগ্ধ হয় না। পতির সহগমন করিলে যেমন পতির আত্মা দগ্ধ হয় না, সেইরূপ পতিসংযুক্তা নারীর আত্মা কদাচ দগ্ধ হয় না। মরণের পর অন্তরাত্মা বিদ্যমান থাকে এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের আত্মা একীভূত হয়।৫০—৫১। যে নারী পতিসঙ্গপরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রাণত্যাগ করে, সে নারী মহাপ্রলয়পর্য্যন্ত পতিলোকে গমন করিতে পারে না। ৫২। যদি নারী পুত্র, মাতা, পিতা পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর অনুগমন করে, তাহাহইলে সেই নারী চিরকাল সুখভোগ করিতে পারে।৫৩। পতির অনুগামিনী নারী দিব্যপ্রমাণে সার্দ্ধত্রিকোটি-বৎসর নক্ষত্রগণের সহিত স্বর্গলোকে বাস করিয়া থাকে এবং সেই বাসাবসানে মরণের পর মহাভোগসম্পন্ন কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পতির সহিত মহাপ্রীতি অনুভব করিতে থাকে।৫৪—৫৫। যে ধর্ম্মশীলা নারী উক্তপ্রকারে পতিসঙ্গম করে না, সে সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত দুঃখভোগ করে এবং দুঃশীলা ও অপ্রিয়বাদিনী হয়। ৫৬। যে নারী স্বভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষ-গামিনী হয়, সে টিকটিকি, গোধা অথবা জলোকা হইয়া জন্ম-গ্রহণ করে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে কায়মনোবাক্যে পতিসেবা করিবে। যেহেতু ভর্তৃপরায়ণা নারী মরণান্তেও পতিব্রতা হইয়া জীবিতা থাকে। ৫৭—৫৮। যে নারী পতির বিদ্যমানে কিম্বা মরণের পর ব্যভিচারিণী হয়, সে পরজন্মে দুর্ভগা হইয়া থাকে এবং পতিলাভ করিতে পারে না। ৫৯। দেবার্চ্চনা, পিতৃপূজা, অতিথিসৎকার প্রভৃতি সৎক্রিয়াদ্বারা যে ফললাভ হয়, অনন্যচিত্তে ভর্তৃশুশ্রূষা করিলে তাহার দ্বিগুণ ফলভোগ করিতে পারে। ৬০। একমাত্র পতিসেবা করিলেই নারীগণ ভর্তৃলোকে চিরকাল বাস করিতে পারে এবং যাবৎ চন্দ্রসূর্য্য বিদ্যমান থাকে, তাবৎ স্বর্গলোকে বসতি করে। ৬১। যে নারী পতিব্রতা, সে ও তাহার স্বামী বিপুলকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া চিরকাল জীবিত থাকে এবং সেই নারী কদাচ ভর্তৃদুঃখ অনুভব করে না। ৬২। হে খগেশ্বর! আমি এই সমস্তই তোমার নিকট কহিলাম। অনন্তর মৃতব্যক্তির সুখপ্রদ বিশেষ কার্য্য বলিব। ৬৩। মরণের পর দ্বাদশাহোক্ত সমস্ত কার্য্য

মাসিকং ॥ ৬৪ ॥ কৃতস্য করণং নাস্তি প্রেতকার্য্যাদৃতে পুনঃ। চেৎ করোতি পুনঃ সম্যক্ পূর্ব্বকৃত্যং বিনশ্যতি ॥ ৬৫ ॥ মৃতস্যৈবং পুনঃ কুর্য্যাৎ প্রেতোপ্যক্ষয়মাপ্নুয়াৎ। অর্ব্বাক্ বৃদ্ধেশ্চ করণাৎ পক্ষিরাজ সপিণ্ডতাং ॥ ৬৬ ॥ পূর্ব্বোক্তকং সর্ব্ববিধিং সযুক্তং সপিণ্ডনং যো হি করোতি পুত্রঃ। তথাপি মাসং প্রতিপিণ্ডমেকমন্নং সকুম্ভং সজলঞ্চ দদ্যাৎ ॥ ৬৭ ॥

ইতি গরুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

গরুড় উবাচ। কথং প্রেতা বসন্ত্যত্র কীদৃক্‌রূপা ভবন্তি চ। মহাপ্রেতাঃ পিশাচাশ্চ কৈঃ কৈঃ কর্ম্মফলৈঃ প্রভো ॥ ১ ॥ সর্ব্বেষামনুকম্পার্থং ব্রূহি মে মধুসূদন। প্রেতত্বান্মুচ্যতে যেন দানেন সুকৃতেন হি। সর্ব্বং কথয় মে দেব মম চেদিচ্ছসি প্রিয়ং ॥২॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। সাধু পৃষ্টং ত্বয়া তার্ক্ষ্য মানুষাণাং হিতায় বৈ। শৃণুষ্বাবহিতো ভূত্বা বদ্‌বচ্মি প্রেতলক্ষণং ॥ ৩ ॥ গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং হ্যেতন্নাখ্যেয়ং যস্য কস্যচিৎ। ভক্তস্ত্বং হি মহাবাহো তেন তে কথয়াম্যহং ॥ ৪ ॥ পুরা ত্রেতাযুগে তার্ক্ষ্য রাজাসীদ্বভ্রুবাহনঃ। মহোদয়পুরে রম্যে ধর্ম্মনিষ্ঠো মহাবলঃ ॥ ৫ ॥ যজ্বা দানপতিঃ শ্রীমান্ ব্রহ্মণ্যঃ সাধুসম্মতঃ। শীলোদারগুণোপেতো দয়াদাক্ষিণ্যসংযুতঃ ॥ ৬ ॥ প্রজাঃ পালয়তে নিত্যং পুত্রানিব মহাবলঃ। স কদাচিন্মহাবাহুর্মৃগয়াং গন্তুমুদ্যতঃ ॥ ৭ ॥ বনং বিবেশ গহনং নানাবৃক্ষসমন্বিতং। শার্দ্দূলশতসংজুষ্টং নানাপক্ষিনিনাদিতং ॥ ৮ ॥ বনমধ্যে তদা রাজা মৃগং দূরাদদৃশ্যত। তেন বিদ্ধো মৃগস্তীব্রো বাণেন সুদৃঢ়েন চ ॥৯॥ বাণমাদায় তং তস্য স বনেঽদর্শনং

করিয়া বর্ষান্তে সপিণ্ডন করিবে এবং প্রতিমাসেই ঘট-অন্নাদি দান করিতে হয়। ৬৪। প্রেতকার্য্য ব্যতিরেকে একবার কৃত কার্য্য পুনর্ব্বার করিবে না। যদি পুনর্ব্বার কৃতকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাহইলে পূর্ব্বকৃত কার্য্যসকল বিনষ্ট হইয়া যায়। ৬৫। প্রেতের উদ্দেশে পুনঃপুনঃ পিণ্ডদানাদি কার্য্য করিবে, তাহাহইলে সেই প্রেত অক্ষয়ভোগ লাভ করে। বৎসরের মধ্যে বৃদ্ধি উপলক্ষে সপিণ্ডন করিলেও প্রেতের অক্ষয় ফললাভ হয়। ৬৬। পুত্র পূর্ব্বোক্ত বিধি-অনুসারে সমস্ত কার্য্যসম্পাদন করিয়া সপিণ্ডনক্রিয়া সাধন করিবে। বর্ষমধ্যে সপিণ্ডন করিলেও প্রতিমাসে এক একটী পিণ্ডপ্রদান, অন্ন ও সজল কুম্ভদান করিতে হইবে। ৬৭।

সপ্তদশ অধ্যায়।

গরুড় কহিলেন, প্রভো! প্রেত, মহাপ্রেত ও পিশাচ ইহারা কোন্ কোন্ কর্ম্মফলে প্রেতলোকে বাস করে এবং তাহাদের স্বরূপ কীদৃশ? ১। মধুসূদন! সকলের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া যে দানাদি ও পুণ্যকর্ম্মদ্বারা প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহা উপদেশ করুন্। দেব! যদি আমার প্রিয়সাধনে আপনার ইচ্ছা থাকে, তাহাহইলে আমার প্রশ্নসকলের সদুত্তর প্রদান করুন্। ২। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে গরুড়! তুমি মানুষবর্গের হিতসাধনার্থ অতিপ্রশস্ত প্রশ্ন করিয়াছ। আমি যে প্রেতলক্ষণ বলিতেছি, তাহা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। ৩। হে মহাভাগ! তুমি আমার নিকট যে প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা অতি গুহ্য, কদাচ সাধারণের নিকট ইহা প্রকাশ করিবে না। তুমি আমার ভক্ত, এই নিমিত্তই আমি তোমাকে বলিতেছি। ৪। হে গরুড়! পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে বভ্রুবাহন নামে কোন রাজা ছিলেন। সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ মহাবল রাজা মহোদয়পুরে বাস করিতেন। তিনি যাগশীল, দানতৎপর, শ্রীমান্, ব্রহ্মনিষ্ঠ, সাধুসম্মত, সুশীল, উদারগুণবান্ ও দয়াদাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণের আধার ছিলেন। ৫—৬। সেই মহাবলপরাক্রান্ত রাজা পুত্রের ন্যায় প্রজাপালন করিতে লাগিলেন, তিনি একদিন মৃগয়াগমনে সমুদ্যত হইয়াছিলেন। ৭। অনন্তর সেই রাজা মৃগয়াযাত্রা করিয়া নানা-বৃক্ষসমাকীর্ণ, শার্দ্দূলাদি হিংস্রজন্তুগণে পরিপূর্ণ, বিবিধ পক্ষিগণের কলরবে নিনাদিত গহনবনে প্রবেশ করিলেন। ৮। রাজা বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দূর হইতে একটি মৃগ দেখিতে পাইলেন এবং সুতীক্ষ্ণ দৃঢ়বাণদ্বারা সেই তীব্রগামী হরিণকে বিদ্ধ করিলেন। ৯। তখন সেই বাণবিদ্ধ হরিণ রাজার বাণগ্রহণ করিয়া অরণ্যমধ্যে অদৃষ্ট

বর্গে। শোণিতস্রাবমার্গেণ স রাজানুজগাম হ ॥ ১০ ॥ ততো মৃগপ্রসঙ্গেন বনমন্যদ্বিবেশ সঃ। ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠো নৃপতিঃ শ্রমসন্তাপমূর্চ্ছিতঃ ॥ ১১ ॥ জলস্থানং সমাসাদ্য সাশ্ব এব ব্যগাহত। পীত্বা তদুদকং শীতং পদ্মগন্ধাধিবাসিতং ॥১২॥ ততোবতীর্য্য সলিলাং বিমলাদ্বভ্রুবাহনঃ। ন্যগ্রোধবৃক্ষমাসাদ্য শীতচ্ছায়ং মনোহরং ॥ ১৩ ॥ মহাবিটপিনং ঘূর্ণপক্ষিসংঘাতনাদিতং। বনস্পতীনাং সর্ব্বেষাং কেতুভূতমবস্থিতং ॥ ১৪ ॥ তং মহাতরুমাসাদ্য নিষসাদ মহীপতিঃ। অথ প্রেতং দদর্শাসৌ ক্ষুত্তৃষা ব্যাকুলেন্দ্রিয়ং ॥ ১৫ ॥ উৎকচং মলিনং রুক্ষং নির্ম্মাংসং ভীমদর্শনং। স্নায়ুবদ্ধাস্থিচরণন্ধাবমানমিতস্ততঃ ॥ ১৬ ॥ অন্যৈশ্চ বহুভিঃ প্রেতৈঃ সমন্তাৎ পরিবারিতং। তং দৃষ্ট্বা চাগতং ঘোরং বিস্মিতো বভ্রুবাহনঃ ॥ ১৭ ॥ প্রেতোপি দৃষ্ট্বা তাং ঘোরাংটবীমাগতং নৃপং। তদা হৃষ্টমনা ভূত্বা তস্যান্তিকমুপাগমৎ ॥ ১৮ ॥ অব্রবীৎ স তদা তার্ক্ষ্য প্রেতরাজো নৃপং বচঃ। প্রেতভাবো ময়া ত্যক্তঃ প্রাপ্তোঽস্মি পরমাঙ্গতিম্। ত্বৎসংযোগান্মহাবাহো নাস্তি ধন্যতরো মম ॥ ১৯॥ রাজোবাচ। কৃষ্ণরূপ করালাক্ষ ত্বং প্রেত-ইব দৃশ্যসে। কথয়স্ব মম প্রীত্যা যথার্থমতিতত্ত্বতঃ ॥২০॥ প্রেত-উবাচ ॥ কথয়ামি নৃপশ্রেষ্ঠ সর্ব্বমেবাদিতস্তব। প্রেতত্বে কারণং শ্রুত্বা দয়াং কর্ত্তুং ময়ার্হসি ॥ ২১ ॥ বৈদিশং নাম নগরং সর্ব্বসম্পৎসমান্বিতং। নানাজনপদাকীর্ণং নানারত্নসমাকুলং ॥ ২২ ॥ নানাপুণ্যসমাযুক্তং নানাবৃক্ষসমাকুলং। তত্রাহং ন্যবসম্ ভূপ দেবার্চ্চনরতস্তথা ॥২৩॥ বৈশ্যজাত্যাং সুদেবোঽহং নাম্না বিদিতমস্তু তে। হব্যেন তর্পিতা দেবাঃ কব্যেন পিতরো ময়া ॥ ২৪ ॥ বিবিধৈর্দ্দানযোগৈশ্চ বিপ্রাঃ সন্তর্পিতাস্তথা। আহারাশ্চ বিহারাশ্চ ময়া বৈ সুনিবেশিতাঃ ॥২৫॥ দীনানাথবিশিষ্টেভ্যো ময়া দত্তমনেকধা। তৎসর্ব্বং বিফল

হইল, রাজা সেই হরিণের শোণিতাক্ত মার্গ অনুসারে তাহার অনুগমন করিলেন। ১০। এইরূপে মৃগানুসরণ করিতে করিতে রাজা বনান্তরে প্রবিষ্ট হইলেন, ক্ষুধা ও পিপাসায় তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক হইল, নৃপতি শ্রমসন্তাপে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন, অনন্তর জলাশয় অনুসন্ধান করিয়া ঘোটকারোহণে দ্রুতবেগে তথায় গমনপূর্ব্বক পদ্মসৌগন্ধপূর্ণ শীতল জলপান করিলেন। ১১-১২। পরে রাজা বভ্রুবাহন বিমল সলিলাশয় হইতে অবতীর্ণ হইয়া বটবৃক্ষের শীতলচ্ছায়া আশ্রয়পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। ১৩। সেই মনোহর বৃক্ষে পক্ষিগণ সর্ব্বদা কলরব করিতেছে, দেখিলে বোধ হয়, ঐ বৃক্ষটী যাবতীয় বনস্পতির পতাকাস্বরূপে অবস্থিত আছে। ১৪। মহীপতি বভ্রুবাহন সেই বৃক্ষচ্ছায়া আশ্রয় করিয়া উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় তিনি ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় ব্যাকুলেন্দ্রিয় এক প্রেতকে দেখিতে পাইলেন। ১৫। সেই প্রেত মুক্তকেশ, মলিনবেশ, রুক্ষাকৃতি, মাংসবিহীনদেহ ও ভীমদর্শন। তাহার চরণদ্বয় স্নায়ুদ্বারা অস্থিতে বদ্ধ রহিয়াছে এবং সেই প্রেত ইতস্তত ধাবমান হইতেছে। ১৬। অন্যান্য বহুপ্রেত তাহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। বভ্রুবাহন এইরূপ প্রেতকে সম্মুখাগত দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।১৭। সেই প্রেত রাজা বভ্রুবাহনকে সেই ঘোরতর অটবীমধ্যগত দেখিয়া প্রহৃষ্টচিত্তে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল। ১৮। তখন সেই প্রেতরাজ বভ্রুবাহন নৃপতিকে কহিল, অদ্য আমি প্রেতভাব পরিত্যাগ করিয়া পরমাগতি প্রাপ্ত হইলাম। মহাত্মন্! অদ্য আমি আপনার দর্শন পাইয়া ধন্য হইলাম। ১৯। রাজা কহিলেন, তুমি কৃষ্ণরূপ ও করালনয়ন, তোমাকে প্রেতের ন্যায় দেখিতেছি, তুমি আমার নিকট যথার্থ পরিচয় প্রদান কর।২০। প্রেত কহিল, হে নৃপরাজ! আমি আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আপনার নিকট বলিতেছি, আপনি আমার প্রেতত্ব প্রাপ্তির কারণ শ্রবণ করিয়া আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করুন্।২১। আমি মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন নানাজনপদাকীর্ণ, বিবিধ রত্নসম্পূর্ণ, অনন্তপুণ্যসম্পন্ন নানাপ্রকার বৃক্ষসমূহে-সমাকুল বৈদিশনামক নগরে বাস করিতাম। রাজন্! আমি সর্ব্বদা দেবতার্চ্চনে নিরত ছিলাম। ২২—২৩। নৃপবর! আমি বৈশ্যজাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, আমার নাম সুদেব এবং সকলেই আমাকে জানিত। আমি হব্যকব্যদ্বারা দেবতা ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করিতাম এবং বিবিধ দানদ্বারা বিপ্রবর্গের আরাধনা করিয়াছি। আমার আহার-বিহারাদি সকলই সুসম্পন্ন হইত। ২৪—২৫। আমি দীন ও অনাথদিগকে বিবিধ দ্রব্যপ্রদান করিয়াছি। রাজন্! দৈবদুর্ব্বিপাকবশত আমার সেই সকল পুণ্যক্রিয়া

তাত মম দৈবাদুপাগতং ॥ ২৬ ॥ ন মেঽস্তি সন্ততিস্তাত ন সুহৃন্ন চ বান্ধবঃ। ন চ মিত্রং হি মে তাদৃক্ যঃ করোত্যূর্দ্ধদৈহিকং ॥ ২৭ ॥ প্রেতত্বং সুস্থিরং তেন মম জাতং নৃপোত্তম। একাদশং ত্রিপক্ষঞ্চ যাণ্মাসিকমথাব্দিকং ॥ ২৮ ॥ প্রতিমাস্যানি চান্যানি এবং শ্রাদ্ধানি ষোড়শ। যস্যৈতানি ন দীয়ন্তে প্রেতশ্রাদ্ধানি ষোড়শ ॥ ২৯ ॥ প্রেতত্বং সুস্থিরং তস্য দত্তৈঃ শ্রাদ্ধশতৈরপি। এবং জ্ঞাত্বা মহারাজ প্রেতত্বাদুদ্ধরস্ব মাং ॥ ৩০ ॥ বর্ণানাঞ্চাপি সর্ব্বেষাং রাজা বন্ধুরিহোচ্যতে। তস্মাৎ তারয় রাজেন্দ্র মণিরত্নং দদামি তে ॥ ৩১ ॥ যথা মম শুভাবাপ্তির্ভবেন্নৃপবরোত্তম। তথা কার্য্যং মহাবীর্য্য কৃপা যদি মমোপরি। আত্মনশ্চ কুরু ক্ষিপ্রং সর্ব্বমেবৌর্দ্ধদৈহিকং ॥ ৩২ ॥ রাজোবাচ। কথং প্রেতা ভবন্তীহ কৃতৈরপ্যূর্দ্ধদৈহিকৈঃ। পিশাচাশ্চ ভবন্তীহ কর্ম্মভিঃ কৈশ্চ তদ্বদ ॥ ৩৩ ॥ প্রেতরাজ উবাচ। ব্রহ্মস্বং দেবদ্রব্যঞ্চ স্ত্রীণাং বালধনং তথা। যে হরন্তি নৃপশ্রেষ্ঠ প্রেতযোনিং লভন্তি তে ॥ ৩৪ ॥ তাপসীঞ্চ স্বগোত্রাঞ্চ অগম্যাঞ্চ ভজন্তি যে। ভবন্তি তে মহাপ্রেতা অব্জানি হরন্তি যে ॥ ৩৫ ॥ প্রবালবজ্রহর্ত্তারো যে চ বস্ত্রাপহারকাঃ। তথা হিরণ্যহর্ত্তারঃ সংযুগেঽসম্মুখাহতাঃ ॥৩৬॥ কৃতঘ্না নাস্তিকা রৌদ্রাঃ তথা সাহসিকাঃ শঠাঃ। পঞ্চযজ্ঞবিনির্ম্মুক্তা মহাদানরতাশ্চ যে। এবমাদ্যৈর্মহারাজ জায়ন্তে প্রেতযোনয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ রাজোবাচ। কথং মুক্তা ভবন্তীহ প্রেতত্বাৎ কৃপয়া বদ। কথং চাপি ময়া কার্য্যমূর্দ্ধদৈহিকমাত্মনঃ। বিধিনা কেন তৎ কার্য্যং সর্ব্বমেতদ্বদস্ব মে ॥৩৮॥ প্রেত উবাচ। শৃণু রাজেন্দ্র সংক্ষেপাৎ বিধিং নারায়ণাত্মকং। সুবর্ণদ্বয়মাহৃত্য মূর্ত্তিং তত্র প্রকল্পয়েৎ ॥ ৩৯ ॥ নারায়ণস্য দেবস্য সর্ব্বাভরণভূষিতাং। পীতবস্ত্রযুগচ্ছন্নাঞ্চন্দনাগুরুচর্চ্চিতাং ॥ ৪০ ॥ স্নাপিতাং বিবিধৈস্তোয়ৈরধিবাস্য প্রযত্নতঃ। পূর্ব্বে চ শ্রীধরন্দেবং দক্ষিণে

বিফল হইয়াছে। ২৬। মহাত্মন্! আমার এমন কোন সন্ততি, সুহৃদ, বান্ধব কিম্বা মিত্র নাই যে, কেহ আমার ঊর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া করে। ২৭। রাজন্! আমি ঊর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়াবিহীন হইয়া প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার একাদশকৃত্য, যাণ্মাসিক বা আব্দিক শ্রাদ্ধাদি কোনপ্রকার পারত্রিক কার্য্য হয় নাই। ২৮। নৃপবর! আমার প্রতিমাসবিহিত মাসিক শ্রাদ্ধ হয় নাই, এইরূপে আমি ষোড়শশ্রাদ্ধেই পতিত আছি। যাহার ষোড়শশ্রাদ্ধ হয় নাই, তাহার উদ্দেশে শত শত শ্রাদ্ধ করিলেও সে প্রেতীভূত হইয়া থাকে। মহারাজ! আমার দুরবস্থা আপনাকে জানাইলাম, আপনি আমাকে প্রেতত্ব হইতে উদ্ধার করুন। ২৯—৩০। রাজন্! শাস্ত্রে নির্ণীত আছে, যে রাজাই সর্ব্ববর্ণের বন্ধু, অতএব আপনি আমাকে পরিত্রাণ করিয়া বন্ধুকার্য্য সাধন করুন, আমি আপনাকে মহামূল্য মণি ও রত্ন প্রদান করিতেছি। ৩১। নৃপবর! যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা হইয়া থাকে, তাহাহইলে যেরূপে আমার শুভপ্রাপ্তি হইতে পারে তাহার অনুষ্ঠান করুন এবং নিজের ঊর্দ্ধদৈহিক কার্য্যে তৎপর হউন। ৩২। রাজা কহিলেন, ঊর্দ্ধদৈহিক কার্য্য করিলেও কি কারণে প্রেতত্ব প্রাপ্তি হয় আর কি হেতুতে মনুষ্যগণ প্রেত হইয়া থাকে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। ৩৩। প্রেতরাজ কহিল, যে ব্রহ্মস্ব, দেবদ্রব্য, স্ত্রীধন ও বালকধন হরণ করে, নৃপবর! সেই ব্যক্তি নিশ্চয় মরণান্তে প্রেতভাবাপন্ন হইয়া থাকে। ৩৪। যাহারা তাপসী, স্বগোত্রা ও অগম্যা নারীতে অভিগমন করে, তাহারা মহাপ্রেত হয় এবং যাহারা অব্জ হরণ করে, তাহারাও প্রেতীভূত হয়। ৩৫। যাহারা প্রবাল, হীরক ও বস্ত্র অপহরণ করে এবং যাহারা হিরণ্যাপহর্তা ও যুদ্ধেতে অসম্মুখে আহত হয়, যাহারা কৃতঘ্ন, নাস্তিক, ক্রূরকর্ম্মা, সাহসিক, শঠ এবং যাহারা মহাদানসম্পন্ন হইয়া পঞ্চযজ্ঞবিহীন হয়, রাজন্! এই সকল লোকেই প্রেতভাবাপন্ন হয়। ৩৬—৩৭। রাজা কহিলেন, কিরূপে প্রেতত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, আমার প্রতি কৃপা করিয়া সেই প্রেতত্ববিমুক্তির উপায় বল, আর আমি কিপ্রকারে আপনার ঊর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া করিব, তাহাও উপদেশ কর। ৩৮। প্রেত কহিল। নৃপবর! প্রেতত্ববিমুক্তির বিধি সংক্ষেপে শ্রবণ কর। এই বিধি সাক্ষাৎ নারায়ণস্বরূপ। দুইটি সুবর্ণ আনিয়া তাহাদ্বারা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। ৩৯। ঐ মূর্ত্তিকে নারায়ণের প্রতিরূপ করিবে। উহা সর্ব্বপ্রকার আভরণে বিভূষিত, পীতবস্ত্রযুগলে সমাচ্ছাদিত ও চন্দনাগুরুচর্চ্চিত করিতে হইবে। ৪০। অনন্তর ঐ নারায়ণপ্রতিমূর্ত্তিকে বিবিধ জলধারা অভিষেক করিয়া যত্নপূর্ব্বক অধি-

মধুসূদনং ॥ ৪১ ॥ পশ্চিমে বামনন্দেবমুত্তরে চ গদাধরং। মধ্যে পিতামহং পূজ্য তথা দেবং মহেশ্বরং ॥ ৪২ ॥ ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য অগ্নৌ সন্তর্প্য দেবতাঃ। ঘৃতেন দধ্না ক্ষীরেণ বিশ্বেদেবাস্তথা নৃপ ॥ ৪৩ ॥ ততঃ স্নাতো বিনীতাত্মা জপমানঃ সমাহিতঃ। নারায়ণাগ্রে বিধিবৎ স্বাং ক্রিয়ামূর্দ্ধদৈহিকীং ॥ ৪৪ ॥ আরব্ধেত বিনীতাত্মা ক্রোধলোভবিবর্জ্জিতঃ। কৃত্বা শ্রাদ্ধানি সর্ব্বাণি বৃষস্যোৎসর্জ্জনন্তথা ॥ ৪৫ ॥ ত্রয়োদশানাং বিপ্রাণান্দদ্যাচ্ছত্রাণ্যুপানহৌ। অঙ্গুলীয়করত্নানি ভাজনাসনভোজনৈঃ ॥ ৪৬ ॥ সান্নাশ্চ সোদকা দেয়া ঘটাঃ প্রেতহিতায় বৈ। শয্যাদানমথো দত্ত্বা ঘটং প্রেতস্য নির্ব্বপেৎ ॥ ৪৭ ॥ নারায়ণেতি স্বং নাম সংপুটস্থং সমুচ্চরেৎ। এবং কৃত্বাথ বিধিবৎ সদা শুভফলং লভেৎ ৪৮ ॥ এবং সঞ্জল্পতস্তস্য প্রেতস্য বিনতাত্মজ। সেনাজগামানুপদং হস্ত্যশ্বরথসংকুলা ॥৪৯॥ ততো বলে সমায়াতে প্রেতোঽদর্শনতাং যযৌ। তস্মাদ্বনাদ্বিনিঃসৃত্য রাজাপি স্বপুরং যযৌ ॥ ৫০ ॥ স্বপুরং স সমাসাদ্য সর্ব্বন্তৎ প্রেতভাষিতং। চকার বিধিবচ্চৈব দেহাদিকং বিধিং ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥

বাস করিবে এবং পূর্ব্বে শ্রীধর, দক্ষিণে মধুসূদন, পশ্চিমে বামন, উত্তরে গদাধর, মধ্যে ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের পূজা করিবে। ৪১--৪২। অনন্তর সেই দেবমূর্ত্তিকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নিতে দেবতাদিগের তর্পণপূর্ব্বক ঘৃত, দধি, ক্ষীরদ্বারা বিশ্বদেবগণের তর্পণ করিবে। ৪৩। তৎপরে স্নানাচরণপূর্ব্বক শুদ্ধাত্মা সমাহিতচিত্ত ও জপতৎপর হইয়া নারায়ণের অগ্রে বিধিবৎ ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া করিবে। ৪৪। বিনীত ও ক্রোধলোভবিবর্জ্জিত হইয়া ক্রিয়া আরম্ভ করিবে। সর্ব্বপ্রকার শ্রাদ্ধ করিয়া বৃষোৎসর্গ করিতে হইবে। ৪৫। অনন্তর ত্রয়োদশ বিপ্রকে ছত্র ও উপানহ প্রদান করিবে এবং অঙ্গুরীয়ক, রত্নভাজন, আসন ও ভোজনদ্রব্য প্রদান করিতে হইবে। ৪৬। প্রেতের হিতের নিমিত্ত অন্ন ও জলপূর্ণ কুম্ভ প্রদান করিবে এবং শয্যা ঘট প্রভৃতিও প্রেতের মুক্তির নিমিত্ত দান করিবে। ৪৭। অনন্তর আপনার নাম "নারায়ণ" এই নামদ্বারা সংপুটিত করিয়া উচ্চারণ করিবে। বিধিপূর্ব্বক এইরূপ কার্য্য করিলে সে শুভফল পাইতে পারে। ৪৮। হে বিনতানন্দন! রাজা বভ্রুবাহন প্রেতরাজার সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় হস্তীঘোটকসংকুল সেনা তাঁহার অনুসরণ করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইল। ৪৯। অনন্তর যখন সৈন্যগণ সেই স্থানে আসিয়া সমবেত হইল, তখন সেই প্রেত তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল এবং রাজাও সেই বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ৫০। রাজা স্বীয় রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া সেই প্রেতবাক্যানুসারে বিধিপূর্ব্বক ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া করিলেন। ৫১

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

গরুড় উবাচ। সর্ব্বেষামনুকম্পার্থং ব্রূহি মে মধুসূদন। প্রেতত্বান্মুচ্যতে যেন দানেন সুকৃতেন বা ॥ ১ শ্রীকৃষ্ণ-উবাচ। শৃণু দানং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বাশুভবিনাশনং ॥ ২ ॥ সন্তপ্তহাটকময়ং ঘটকং বিধায় ব্রহ্মেশকেশবযুতং সহ লোকপালৈঃ। ক্ষীরাজ্যপূর্ণবিবরং প্রণিপত্য ভক্ত্যা বিপ্রায় দেহি তব দানশতৈঃ কিমন্যৈঃ ॥৩॥ গরুড় উবাচ। কিমেতৎ কথিতং দেব বিস্তরেণ বদস্ব মে। ভূম্যাং প্রক্ষিপ্যতে কস্মাৎ পঞ্চরত্নং কুতোমুখে ॥৪॥ অধস্তা-

অষ্টাদশ অধ্যায়।

গরুড় কহিলেন, জগতের অনুকম্পার্থ যে দান কিম্বা যে পুণ্যক্রিয়ানুষ্ঠান করিলে প্রেতত্ব হইতে মুক্তি পাইতে পারে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করুন্। ১। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে গরুড়! যাহাতে সর্ব্বপ্রকার অশুভ বিনাশ হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২। প্রতপ্ত সুবর্ণদ্বারা ঘটনির্ম্মাণ করিয়া সেই ঘট, দুগ্ধ ও ঘৃতদ্বারা পরিপূর্ণ করিবে, অনন্তর ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরের সহিত সেই ঘট ব্রাহ্মণকে দান করিতে হইবে। ব্রাহ্মণকে প্রণিপাত করিয়া বিধিপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে উক্তরূপ ঘটদান করিলেই ফলসিদ্ধি হইতে পারে, অন্য শতশত দান করিলে কি হইবে?। ৩। গরুড় কহিলেন, দেব! আপনি যাহা কহিলেন, তাহা আমার নিকট সবিস্তর বর্ণন করুন্।

দাস্তৃতদর্ভাঃ পাদৌ যাম্যাং ব্যবস্থিতৌ। কিমর্থং মণ্ডলং ভূম্যাং গোময়েনোপলিপ্যতে ॥ ৫ ॥ কিমর্থং স্মর্য্যতে বিষ্ণুর্ব্বিষ্ণুসূক্তঞ্চ পঠ্যতে। কিমর্থং পুত্রপৌত্রাশ্চ তিষ্ঠন্তি তস্য চাগ্রতঃ ॥ ৬ ॥ কিমর্থং দীপদানং স্যাৎ কিমর্থং বিষ্ণুপূজনং। কিমর্থমাতুরে দানং দদাতি দ্বিজপুঙ্গবে ॥ ৭ ॥ বন্ধুমিত্রাণ্যমিত্রাণি ক্ষমাপয়তি তৎ কথং। তিলা লোহং সুবর্ণঞ্চ কার্পাসং লবণন্তথা ॥ ৮ ॥ সপ্তধান্যং ক্ষিতির্গাবো দীয়ন্তে কেন হেতুনা। কথঞ্চ ম্রিয়তে জন্তু- র্মৃতে তস্য কুতো গতিঃ ॥ ৯ ॥ অতিবাহং শরীরঞ্চ কথং বিশ্রমতে তদা। সর্ব্বমেতন্ময়া পৃষ্টো ব্রূহি লোকহিতায় বৈ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ-উবাচ। সাধু পৃষ্টং ত্বয়া ভদ্র মানুষাণাং হিতায় বৈ। শৃণুষ্বাবহিতো ভূত্বা সর্ব্বমেবৌর্দ্ধদেহিকং ॥ ১ ॥ সম্যগ্বিভেদরহিতং শ্রুতিস্মৃতিসমুদ্ধৃতং। যন্ন দৃষ্টং সুরৈঃ সেন্দ্রৈর্যোগিভির্যোগচিন্তকৈঃ ॥ ২ ॥ গুহ্যাৎ গুহ্যতরং বৎস নাখ্যাতং কস্যচিৎ ক্বচিৎ। ভক্তস্ত্বং হি মহাভাগ তেন তে কথয়াম্যহং ॥ ৩ ॥ অপুত্রস্য গতির্নাস্তি স্বর্গে নৈব চ নৈব চ। যেন কেনাপ্যুপায়েন কার্য্যং জন্ম সুতস্য চ ॥ ৪ ॥ তারয়েন্নরকাৎ পুত্রো যদি মোক্ষো ন বিদ্যতে। দাহঃ পুত্রেণ কর্ত্তব্যো হ্যগ্নিদাতা চ পৌত্রকঃ ॥ ৫ ॥ তিলৈর্দর্ভৈশ্চ ভূম্যাং বৈকুণ্ঠে তত্র মতির্ভবেৎ। পঞ্চরত্নানি বক্ত্রে তু তেন জীবঃ প্ররোহতি ॥ ৬ ॥ লেপ্যা গোময়ৈর্ভূমিস্তিলান্ দর্ভাংশ্চ নিক্ষিপেৎ। তস্যামেবাতুরো মুক্তঃ সর্ব্বং দহতি দুষ্কৃতং ॥ ৭ ॥ দর্ভতুলী নয়েৎ

কি নিমিত্ত মরণকালে ভূমিতে নিঃক্ষেপ করিতে হয়? কি কারণে মুখে পঞ্চরত্ন দিতে হয়? আর কেনই বা অধোদেশে দর্ভ আস্তরণ করে? কি নিমিত্ত দক্ষিণদিকে পাদদ্বয় ব্যবস্থাপিত করিবে? কি নিমিত্ত ভূমিতে মণ্ডল করিতে হয়? আর কি নিমিত্ত গোময়দ্বারা উপলেপন করিবে? কি নিমিত্ত বিষ্ণুকে স্মরণ করিতে হয়, কেনই বা বিষ্ণুসূক্ত পাঠ করে? কেনই বা মরণকালে পুত্রপৌত্রগণ তাহার নিকট বর্ত্তমান থাকে? কি নিমিত্ত দীপদান করিবে, কি নিমিত্ত বিষ্ণুপূজা করিবে, কি নিমিত্ত আতুরদিগকে দান করিবে? কি নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে?। ৪—৭। মরণান্তে পুত্রাদিরা শোকে বিহ্বল হইলে বন্ধুমিত্র প্রভৃতিরা কি নিমিত্ত সান্ত্বনা করে? তিল, লৌহ, সুবর্ণ, কার্পাস, লবণ, সপ্তধান্য, ভূমি, গো এই সকলই বা কি নিমিত্ত দান করিতে হয়। কেনই বা জন্তুগণ মরে? এবং মরণের পরেই বা তাহার কি গতি হয়? কি নিমিত্ত আতিবাহিক শরীর হয়? কেন সেই আতিবাহিক শরীরে জীবের অবস্থিতি হইয়া থাকে? আমি এই সকল আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, লোকের হিতসাধনার্থ সদুত্তর প্রদান করুন।৮—১০।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, ভদ্র! তুমি সর্ব্বলোকহিতার্থ অতি সৎপ্রশ্ন করিয়াছ। এখন অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর, আমি সর্ব্বপ্রকার ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া বলিতেছি। ১। বৎস! শ্রুতিস্মৃতিতে যাহা উদ্ধৃত আছে, তাহাতে কোনপ্রকার বিভেদ নাই। তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয় ইন্দ্রাদিদেবগণ ও যোগচিন্তক যোগিগণও জানিতে পারেন না। ২। বৎস! ইহা অতিগুহ্য বিষয়, কদাচ কাহার নিকট কথিত হয় নাই, মহাভাগ! তুমি আমার অতিভক্ত, এইনিমিত্ত তোমার নিকট কহিতেছি। ৩। বৎস! অপুত্র ব্যক্তির স্বর্গেও কোনরূপ সদ্গতি হয় না। অতএব যে কোনরূপেই হউক অবশ্য পুত্রোৎপাদন করিবে। ৪। যদিও পুত্র হইতে মোক্ষ না হউক, তথাপি পুত্র পিতাকে নরক হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকে; অতএব পুত্র পিতার দাহকার্য্য করিবে, পুত্রাভাব পৌত্রও অগ্নিকার্য্য করিতে পারে। ৫। মরণকালে ভূমিতে তিল ও দর্ভ আস্তরণ করিলে প্রেতের বৈকুণ্ঠগমনে মতি হয়। আর মরণসময়ে পঞ্চরত্ন মুখে প্রদান করিলে সে উৎকৃষ্ট গতিলাভ করে; অতএব ভূমিলেপন করিয়া তাহাতে তিল ও দর্ভাস্তরণ করিবে। ইহাতে আতুর ব্যক্তিকে মুক্তিপ্রদান ও সর্ব্ব-

স্বর্গং আতুরস্ত ন সংশয়ঃ। তিলাংস্তত্র ক্ষিপেত্তাথ দর্ভে তুলিকমধ্যতঃ ॥ ৮ ॥ সর্ব্বত্র বসুধা পূতা যত্র লেপো ন বিদ্যতে। যত্র লেপঃ স্থিতস্তত্র পুনর্লেপেন শুধ্যতি ॥ ৯ ॥ যাতুধানাঃ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাঃ ক্রূরকর্ম্মগাঃ। অলিপ্তে হ্যাতুরমুক্তং বিশন্ত্যেতে বিযোনয়ঃ ॥ ১০ ॥ নিত্যহোমস্তথা শ্রাদ্ধং পাদশৌচং দ্বিজে তথা। মণ্ডলেন বিনা ভূম্যাং কৃতমপ্যকৃতম্ভবেৎ ॥ ১১ ॥ আতুরো মুচ্যতে নৈব মণ্ডলেন বিনা ভুবি। ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ শ্রীহুতাশন এব চ ॥১২॥ মণ্ডলে চোপতিষ্ঠন্তি তস্মাৎ কুর্ব্বীত মণ্ডলং। অন্যথা ম্রিয়তে যস্তু বৃদ্ধো বালো যুবাপি বা ॥ ১৩ ॥ যোন্যন্তরং ন গচ্ছেন্ন স ক্রীড়তে বায়ুনা সহ। তস্যৈবম্বায়ুভূতস্য নো শ্রাদ্ধং নোদকক্রিয়া ॥ ১৪ ॥ মম স্বেদসমুৎপন্নাস্তিলাস্তার্ক্ষ্য পবিত্রকাঃ। অসুরা দানবা দৈত্যা বিদ্রবন্তি তিলৈঃ স্থিতৈঃ ॥ ১৫ ॥ একএব তিলো দত্তো হেমদ্রোণতিলৈঃ সমঃ। তর্পণে চ তথা হোমে দত্তো ভবতি চাক্ষয়ঃ ॥ ১৬ দর্ভা রোমসমুৎপন্নাস্তিলাঃ স্বেদেষু নান্যথা। প্রয়োগবিধিনা ব্রহ্মা বিশ্বস্বাপ্যুপজীবনাৎ ॥ ১৭ ॥ সব্যযজ্ঞোপবীতেন ব্রহ্মাদ্যাস্তৃপ্তিমাপ্নুয়ুঃ। অপসব্যেন তৃপ্যন্তি পিতরো দেবদেবতাঃ ॥ ১৮ ॥ দর্ভমূলে স্থিতো ব্রহ্মা দর্ভমধ্যে তু কেশবঃ। দর্ভাগ্রে শঙ্করং বিদ্যাৎ ত্রয়ো দেবাঃ কুশে স্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥ বিপ্রা মন্ত্রাঃ কুশা বহ্নিস্তুলসী চ খগেশ্বর। নৈতে নির্ম্মাল্যতাং যান্তি ভোগ্যমানাঃ পুনঃপুনঃ ॥ ২০ ॥ কুশাঃ পিণ্ডেষু নির্ম্মাল্যাঃ ব্রাহ্মণাঃ প্রেতভোজনে। মন্ত্রাঃ শূদ্রেষু পতিতাশ্চিতায়াঞ্চ হুতাশনঃ ॥ ২১ ॥ তুলসী ব্রাহ্মণা গাবো বিষ্ণুরেকাদশী খগ। পঞ্চপ্রবাহণান্যেব ভবাব্ধৌ মজ্জতাং সতাং ॥ ২২ ॥ বিষ্ণুরেকাদশী গঙ্গা তুলসী বিপ্রধেনবঃ। অসারে দুর্গসংসারে ষট্পদী মুক্তিদায়িনী ॥ ২৩ ॥ তিলাঃ পবিত্রমতুলন্দর্ভাশ্চাপি তুলস্যপি। নিবারয়ন্তি চৈতানি দুর্গতিং

পাপ দাহ করে।৬-৭। দর্ভমূল আস্তরণ করিলে সেই দর্ভতুলী আতুরকে স্বর্গে নয়ন করে, অতএব দর্ভমূলে তিল নিক্ষেপ করিবে।৮। পৃথিবী সর্ব্বত্রই পবিত্রা, কেবল যে স্থলে লেপ হয় না, সেই স্থান অপবিত্র থাকে। যে স্থানে লেপ আছে, সেই স্থানে পুনর্ব্বার লেপ করিলেই শুদ্ধ হয়। ৯। পিশাচ, রাক্ষস, ইহারা সকলেই ক্রূরকর্ম্মা। অলিপ্তস্থানে মুমূর্ষু আতুরকে স্থাপন করিলে তাহাতে পিশাচাদি প্রবেশ করে। ১০। পৃথিবীতে মণ্ডল না করিয়া নিত্যহোম, শ্রাদ্ধ, পাদশৌচাদি করিলে তাহা অকৃতবৎ হয়। ১১। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, শ্রীহুতাশন ইহারা মণ্ডলান্বিত ভূমিতে অবস্থিতি করেন, অতএব আতুরকে মণ্ডলান্বিত স্থানে স্থাপন করিবে। ১২। মণ্ডলে ব্রহ্মাদিদেবগণ বিদ্যমান থাকেন, অতএব কোন কার্য্য করিতে হইলে ভূমিতে মণ্ডল করিবে। অন্যথা বৃদ্ধ, বালক, যুবা মরিলে তাহার যোন্যন্তর প্রাপ্তি হয় না, সে বায়ুর সহিত ক্রীড়া করিতে থাকে, সুতরাং তাহার শ্রাদ্ধ বা উদকক্রিয়ার আবশ্যকতা নাই।১৩-১৪। হে গরুড়! তিল সকল আমার ঘর্ম্মবিন্দুসম্ভূত, অতএব সর্ব্বদা তিল পবিত্র; অতএব তিলেতে মুমূর্ষু অবস্থিত হইলে অসুর, দানব ও দৈত্য ইহারা পলায়ন করে। ১৫। একটি তিলদান করিলে একদ্রোণ হেমদানের তুল্য ফল হয়, অতএব তর্পণে ও হোমে তিলদান করিলে অক্ষয়ফল হইয়া থাকে।১৬। দর্ভ রোমসম্ভূত এবং তিল ঘর্ম্মোৎপন্ন, এই উভয়ের প্রয়োগবিধিদ্বারা ব্রহ্মা জগৎকে উপজীবী করিয়া রাখিয়াছেন। ১৭। সব্যযজ্ঞোপবীতে কার্য্য করিলে ব্রহ্মাদিদেবগণ তৃপ্তিলাভ করেন এবং অপসব্য যজ্ঞোপবীতে কার্য্য করিলে পিতৃদেবতাদিগের পরিতৃপ্তি হইয়া থাকে। ১৮। দর্ভমূলে ব্রহ্মা অবস্থিতি করেন, দর্ভমধ্যে কেশবের বাস এবং দর্ভাগ্রে শঙ্কর বসতি করিয়া থাকেন। সুতরাং জানা যাইতেছে যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইঁহারা কুশাতে বিদ্যমান আছেন। ১৯। খগেশ্বর! বিপ্র, মন্ত্র, কুশ, বহ্নি, তুলসী ইহারা কদাচ নির্ম্মাল্য হয় না, পুনঃ পুনঃ ভোগেও বিপ্রপ্রভৃতির দোষ হইতে পারে না। ২০। পিণ্ডের সহিত যে কুশপ্রদান করা যায়, তাহাই নির্ম্মাল্য হয় এবং ব্রাহ্মণগণ প্রেতপিণ্ড ভোজন করিলে পতিত হয়। মন্ত্র শূদ্রোচ্চারিত হইলে দূষিত হইয়া থাকে এবং অগ্নি শবদাহেতে অশুদ্ধ হয়।২১। হে খগ! ব্রাহ্মণ, তুলসী, গো, বিষ্ণু ও একাদশী এই পাঁচটি ভবসাগরে মজ্জনশীল ব্যক্তিদিগের আশ্রয়। যাহারা ব্রাহ্মণাদি পঞ্চকে আশ্রয় করে, কদাচ তাহারা সংসারসাগরে নিমগ্ন হয় না। ২২। বিষ্ণু, একাদশী, গঙ্গা, গো, তুলসী, ব্রাহ্মণ ও ধেনু এই ছয় পদার্থ অসার দুর্গসংসারে জীবগণকে মুক্তিপ্রদান করে। ২৩। তিল, কুশ ও তুলসী ইহারা সর্ব্বদাই পবিত্র।

প্রাপ্তমাতুরং ॥২৪॥ হস্তাভ্যাঞ্চ ধৃতৈর্দর্ভৈস্তোয়েন প্রোক্ষয়েদ্ভুবং। মৃত্যুকালে ক্ষিপেদ্দর্ভান্ কারয়েদাতুরস্য চ ॥২৫॥ দর্ভেষু ক্ষিপ্যতে যোঽসৌ দর্ভৈস্তু পরিবেষ্টিতঃ। বিষ্ণুলোকং স বৈ যাতি মন্ত্রহীনোঽপি মানবঃ ॥২৬॥ দর্ভতূলীগতঃ প্রাণী সংস্থিতো ভূমিপৃষ্ঠতঃ। প্রায়শ্চিত্তবিশুদ্ধোঽসৌ সংসারে সারসাগরে ॥ ২৭ ॥ গোময়েনোপলিপ্তে চ দর্ভস্যাস্তরণে স্থিতে। তত্র দত্তেন দানেন সর্ব্বং পাপং ব্যপোহতি ॥ ২৮ ॥ লবণং সদৃশং দিব্যং সর্ব্বকামপ্রদং নৃণাং। যস্মাদন্নরসাঃ সর্ব্বে নোৎকটা লবণং বিনা ॥ ২৯ ॥ পিতৃণাঞ্চ প্রিয়ং ভাব্যং তস্মাৎ সর্ব্বপ্রদং ভবেৎ। বিষ্ণুদেহসমুৎপন্নো যতোঽয়ং লবণো রসঃ ॥ ৩০ ॥ এতৎ সলবণং দানং তেন শংসন্তি যোগিনঃ। ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ স্ত্রীণাং শূদ্রজনস্য চ ॥ ৩১ ॥ আতুরস্য যদা প্রাণা যান্তি বসুধাতলে। লবণন্তু তদা দেয়ং দ্বারস্যোদ্ঘাটনং দিবঃ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে
একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

যখন আতুরের দুর্গতি আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তিল প্রভৃতি সেই দুর্গতিকে নিবারণ করে। ২৪। উভয় হস্তদ্বারা দর্ভগ্রহণ করিয়া জলদ্বারা ভূমিপ্রোক্ষণ করিবে এবং মৃত্যুকালে আতুরের শরীরে সেই দর্ভ নিক্ষেপ করিতে হইবে। ২৫। মানব মরণকালে মন্ত্রহীন হইলেও যদি দর্ভোপরি উপবিষ্ট ও দর্ভদ্বারা পরিবেষ্টিত হয়, তাহাহইলে সে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। ২৬। যদি কোন প্রাণী মরণকালে ভূমিপৃষ্ঠে দর্ভ আস্তরণ করিয়া তদুপরি অবস্থিত হয়, তাহাহইলে সে প্রায়শ্চিত্তবিশুদ্ধ হইয়া এই সংসারসাগর হইতে পরিত্রাণ পায়। ২৭। মরণসময়ে ভূভাগ গোময়দ্বারা লেপন করিয়া তদুপরি দর্ভাস্তরণপূর্ব্বক তাহাতে অবস্থিত হইয়া দান করিলে সকল পাপ বিনাশ করিতে পারে। ২৮। যেহেতু লবণ ব্যতিরেকে সকল রসই উৎকট হয়, অতএব লবণই এই লোকে মনুষ্যের সর্ব্বকামপ্রদ। ২৯। যেহেতু লবণ পিতৃদেবগণেরও প্রিয়, অতএব তাহা সর্ব্বকামপ্রদ হয়, আর এই লবণ বিষ্ণুদেহোৎপন্ন বিধায় ইহা সর্ব্বরসোত্তম। ৩০। লবণের পূর্ব্বোক্ত গুণবাহুল্যবশত লবণসংযুক্ত দানই যোগিগণ প্রশংসা করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও স্ত্রী যখন ইহাদিগের প্রাণ বসুধাতলে নীয়মান হয়, তখন লবণদান কর্ত্তব্য, তাহাহইলে স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। ৩১—৩২।

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ-উবাচ। শৃণু তার্ক্ষ্য প্রবক্ষ্যামি দানানাং দানমুত্তমং। যেন দত্তেন প্রীণন্তি ভূর্ভুবঃস্বরিতি ক্রমাৎ ॥ ১ ॥ ব্রহ্মাদ্যা ঋষয়ঃ সর্ব্বে শঙ্করাদ্যামরাস্তথা। ইন্দ্রাদ্যা দেবতাঃ সর্ব্বে দানাদ্বৈ প্রীতিমাপ্নুয়ুঃ ॥ ২ ॥ দেয়মেতন্মহাদানং প্রেতোদ্ধরণহেতবে। রুদ্রলোকে চিরং বাসস্ততো রাজা ভবেদিহ ॥ ৩ ॥ রূপবান্ সুভগো বাগ্মী শ্রীমানতুলবিক্রমঃ। বিহায় যমলোকং সঃ স্বর্গং তার্ক্ষ্য প্রগচ্ছতি ॥ ৪ ॥ তিলাংশ্চ গাং ক্ষিতিং হেম যো দদাতি দ্বিজোত্তমে। তস্য জন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ৫ ॥ তিলাগাবো মহাদানং মহাপাতকনাশনং। তদ্দ্বয়ং দীয়তে বিপ্রে নান্যবর্ণে কদাচন ॥ ৬ ॥ কল্পিতং দীয়তে বিপ্রে তিলা গাবশ্চ মেদিনী। অন্যেষু নৈব বর্ণেষু পোষ্য-

---

বিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে গরুড়! আমি সর্ব্বদানের মধ্যে যাহা উত্তম দান, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। এই দান করিলে ভূঃ ভুবঃ ও স্বর্লোক প্রীতিলাভ করে। ১। ব্রহ্মাদি ঋষিগণ, শঙ্করপ্রভৃতি ও ইন্দ্রাদিদেবগণ সকলেই এই দানবলে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। ২। প্রেতের উদ্ধারের নিমিত্ত এই মহাদান করিলে প্রেতের মুক্তি হইয়া থাকে এবং দাতা চিরকাল রুদ্রলোকে বাস করিয়া রাজকুলে জন্মগ্রহণ করে। ৩। যে ব্যক্তি মহাদান করে, সে রূপবান্, সৌভাগ্যশালী, বাগ্মী, শ্রীমান্ ও অতুলবীর্য্যশালী হয় এবং সেই ব্যক্তি যমলোকপরিত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে। ৪। যে ব্যক্তি তিল, গো, ভূমি ও সুবর্ণ এই সকল ব্রাহ্মণকে দান করে, তাহার জন্মার্জ্জিত পাপরাশি তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। ৫। তিলদান ও গোদান এই সকলই মহাদান। উক্ত মহাদান সকল মহাপাপ নাশ করে। উক্ত উভয় দান ব্রাহ্মণকে দিতে হইবে, কদাচ উক্ত দানদ্বয় অন্য বর্ণে দিবে না। ৬। তিল, গো ও ভূমি এই সকল কল্পনা করিয়া ব্রাহ্মণকেই দিতে হইবে। পোষ্যবর্গ বা অন্য

বর্গে কদাচন ॥ ৭ ॥ পোষ্যবর্গে তথা স্ত্রীষু দানং দেয়মকল্পিতং। আতুরে চোপরাগে তু দানং দেয়মশেষতঃ ॥৮॥ আতুরে দীয়তে দানং যাবদ্দেহোপতিষ্ঠতি। জীবতা চ পুনর্দ্দত্তমুপাতিষ্ঠত্যসংবৃতং ॥ ৯ ॥ সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং যদ্দত্তং বিকলেন্দ্রিয়ে। যচ্চানুমোদতে পুত্র তচ্চ দানমনন্তকং ॥১০॥ অতো দদ্যাৎ সুপুত্রেণ যাবজ্জীবত্যসৌ চিরং। অতিবাহস্তথা প্রেতো ভোগাংশ্চ লভতে যতঃ ॥ ১১ ॥ অস্বস্থাতুরকালে তু দেহপাতে ক্ষিতিস্থিতে। দেহে তথাতিবাহস্য পরতঃ প্রীণনং ভবেৎ ॥ ১২ ॥ তিলং লোহং হিরণ্যঞ্চ কার্পাসং লবণন্তথা। সপ্তধান্যং ক্ষিতির্গাব একৈকং পাবনং স্মৃতং ॥ ১৩ ॥ তারয়ন্তি নরং গাবস্ত্রিবিধাচ্চৈব পাতকাৎ। হেমদানাৎ সুখং স্বর্গে ভূমিদানান্নৃপো ভবেৎ। হেমভূমিপ্রদানাচ্চ ন পীড়া নরকে ভবেৎ ॥১৪॥ সর্ব্বেপি যমদূতাশ্চ যমো রূপাতিভীষণাঃ। সর্ব্বে তে বরদা যান্তি সপ্তধান্যেন প্রীণিতাঃ ॥ ১৫ ॥ বিষ্ণোঃ স্মরণমাত্রেণ প্রাপ্যতে পরমাঙ্গতিং। ভূমিস্থং পিতরং দৃষ্ট্বা অর্দ্ধোন্মীলিতলোচনং ॥ ১৬ ॥ তস্মিন্ কালে সুতো যস্তু সর্ব্বদানানি দাপয়েৎ। স্বস্থানাচ্চলিতে শ্বাসে দানং যচ্চাতুরে দদেৎ ॥ ১৭ ॥ অশ্বমেধো মহাযজ্ঞো কলাং নার্হতি ষোড়শীং। ধর্ম্মাত্মা স চ পুত্রোপি দেবতাভিঃ প্রপূজ্যতে ॥ ১৮ ॥ দাপয়েদ্যস্তু দানানি হ্যাতুরং পিতরং প্রতি। লোহদানঞ্চ দাতব্যং ভূমিযুক্তেন পাণিনা ॥ ১৯ ॥ যমং ভীমং স নাপ্নোতি ন গচ্ছেত্তস্য বেশ্মনি। কুঠারং মুষলং দণ্ডঃ খড়্গশ্চ ছুরিকা তথা ॥ ২০ ॥ এতানি যমহস্তেষু নিগ্রহে পাপকর্ম্মণাং। তস্মাল্লোহস্য দানন্তু আতুরে জ্ঞানিনো দদেৎ ॥ ২১ ॥ যমায়ুধানাং সন্তুষ্ট্যৈ দানমেতদুদীরিতং। গর্ভস্থাঃ শিশবো যে তু যুবানঃ স্থবিরাস্তথা ॥২২॥ এভির্দ্দানবিশেষৈস্তু নির্দ্দহেয়ুঃ স্বপাতকং। কুরিণাঃ সার্ব্বসূত্রাপাঃ শুণ্ডা মর্কাস্তনুর্ব্বরাঃ। শবলা শ্যামদূতাশ্চ লোহ-

---

কোন বর্ণকে ঐ সকল মহাদান করিবে না। ৭। পোষ্যবর্গ ও স্ত্রী ইহাদিগকে অকল্পিত দান করিতে পারে। আতুরেও গ্রহণকালে অশেষ দান করিবে। ৮। যাবৎ আতুরের দেহ সজীব থাকে, তাবৎ তাহাকে দান করিবে। জীবদবস্থায় দান করিলে পুনর্ব্বার তাহা অবাধে উপস্থিত হয়। ৯। পুত্র! আমার এই বাক্য সত্য সত্য জানিবে। বিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে যাহা দান করা যায় এবং যাহা দান করিলে গ্রহীতা অনুমোদন করে, সেই দান অনন্ত ফলপ্রদান করে। ১০। দানদ্বারা প্রেতের সুখবৃদ্ধি হয় বিধায়, যাবৎ পিতা জীবিত থাকে তাবৎ সুপুত্র দান করিবে। যেহেতু প্রেত অতিবাহিক দেহ আশ্রয় করিয়া ভোগ করে। ১১। আতুর যদি অস্বস্থাবস্থায় প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে আতিবাহিক দেহের পরদেহে প্রীতিভোগ হয়। ১২। তিল, লৌহ, হিরণ্য, কার্পাস, লবণ, সপ্তধান্য, ভূমি, গো এই সকলের কোন একটি বস্তু দান করিলেই প্রেত পবিত্র হইতে পারে। ১৩। গোদান মনুষ্যদিগকে ত্রিবিধ পাতক হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে। স্বর্ণদান করিলে স্বর্গলোকে সুখভোগ হয় এবং ভূমিদান করিলে সেই ব্যক্তি রাজা হইতে পারে। স্বর্ণ ও ভূমি দান করিলে নরকে কোনরূপ ক্লেশ হয় না। ১৪। যম ও যমদূত ইহারা সকলেই ভীষণাকার। সপ্তধান্য প্রদান করিলে যম ও যমদূত সকলে তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বরপ্রদান করে। ১৫। ভূমিস্থ পিতৃলোককে ঊর্দ্ধলোচন দেখিয়া বিষ্ণুকে স্মরণ করিলে তৎক্ষণাৎ সেই পিতৃলোকের পরমাগতি লাভ হয়। আর যখন পিতৃলোককে ভূমিগত দেখিবে, তখন পুত্র সর্ব্ববিধ বস্তু প্রদান করিবে। আর স্থান হইতে শ্বাসচলিত হইলেই আতুরকে দাহ করিবে। ১৬-১৭। পূর্ব্বোক্তপ্রকারে দান করিলে যেরূপ পুণ্যসঞ্চয় হয়, অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ তাহার ষোড়শাংশ ফলপ্রদান করিতে পারে না। আর যে পুত্র উক্তরূপ দান করে, সে ধর্ম্মাত্মা এবং দেবগণ তাহাকে পূজা করিয়া থাকেন। ১৮। যে পুত্র আতুর পিতার উদ্দেশে দান করিতে ইচ্ছা করে, সে লৌহদান করিবে। এই দানের সময় ভূমিতে হস্তসংযোগ করিয়া দান করিতে হইবে। ১৯। মরণকালে দান করিলে সেই ব্যক্তি মরণের পর ভীষণাকার যমকে দেখিতে পায় না এবং যমপুরে গমন করে না। কুঠার, মুষল, দণ্ড, খড়্গ, ছুরিকা এই সকল যমের অস্ত্র, এই সকল অস্ত্র পাপকর্ম্মাদিগের নিগ্রহ করে; অতএব আতুরের পরলোকার্থ লৌহদান করিবে। ২০-২১। যমের অস্ত্র সকলের তুষ্টির নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত দান সকল কথিত হইল। গর্ভস্থ শিশু, যুবা ও বৃদ্ধ সকলই উক্ত দানদ্বারা স্বীয় পাপরাশি দগ্ধ করিয়া থাকে। আর কুরিণ, সার্ব্বসূত্রাপ, শুণ্ড,

দানেন প্রীণিতাঃ ॥২৩॥ পুত্রাঃ পৌত্রাস্তথা বন্ধুঃ সগোত্রঃ সুহৃদঃ স্ত্রিয়ঃ। দদন্তি নাতুরে দানং ব্রহ্মঘ্নাঃ সুসমাহিতং ॥ ২৪ ॥ পঞ্চত্বে ভূমিযুক্তস্য শৃণু তস্য চ যা গতিঃ। অতিবাহঃ পুনঃ প্রেতো বর্ষস্য সুকৃতং লভেৎ ।২৫ ॥ পাদাদূর্দ্ধং কটী যাবৎ তাবদ্ব্রহ্মাধিতিষ্ঠতি। গ্রীবা যাবদ্ধরির্নাভেঃ শরীরে মনুজস্য তু ॥ ২৬ ॥ মস্তকে তিষ্ঠতে রুদ্রো ব্যক্তাব্যক্তো মহেশ্বরঃ। একমূর্ত্তেস্ত্রয়ো ভেদা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ॥ ২৭ ॥ অহং প্রাণিশরীরস্থো ভূতগ্রামচতুষ্টয়ে। ধর্ম্মাধর্ম্মে মতিং দদ্মাং সুখদুঃখে কৃতাকৃতে ॥ ২৮ ॥ জন্তোর্বুদ্ধিং সমাস্থায় পূর্ব্বকর্ম্মাধিবাসিতাং। অহমেব তথা জীবাদ্ প্রেরয়ামি চ কর্ম্মসু ॥ ২৯ ॥ স্বর্গং মোক্ষঞ্চ নরকং যান্তি চ প্রাণিনস্তথা। স্বর্গস্থনরকস্থানাং শ্রাদ্ধৈরাপ্যায়নম্ভবেৎ। তস্মাচ্ছ্রাদ্ধানি কুর্ব্বীত বিবিধানি বিচক্ষণঃ ॥ ৩০ ॥ মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নরসিংহোথ বামনঃ। রামো রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বুদ্ধঃ কল্কিস্তথৈব চ ॥ ৩১ ॥ এতানি দশনামানি স্মর্ত্তব্যানি সদা বুধৈঃ। স্বর্গশ্চৈব স বৈ যাতি চ্যুতঃ স্বর্গাচ্চ মানবঃ ॥ ৩২ ॥ লব্ধা সুখঞ্চ বিত্তঞ্চ দয়াদাক্ষিণ্যসংযুতঃ। পুত্রপৌত্রসমাযুক্তো জীবেৎ স শরদাং শতং ॥ ৩৩ ॥ আতুরে চ দদেৎ ন্যাসং বিষ্ণুপূজাঞ্চ কারয়েৎ। অষ্টাক্ষরং মহামন্ত্রং জপেদ্বা দ্বাদশাক্ষরং ॥ ৩৪ ॥ পূজয়েচ্ছুক্লপুষ্পৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্ঘৃতপাচিতৈঃ। তথা গন্ধৈশ্চ ধূপৈশ্চ শ্রুতিসূক্তৈরনেকশঃ ॥ ৩৫ ॥ বিষ্ণুর্মাতা পিতা বিষ্ণুর্বিষ্ণুঃ স্বজনবান্ধবাঃ। যত্র বিষ্ণুং ন পশ্যামি তত্র মে কিং প্রয়োজনং ॥ ৩৬ ॥ জলে বিষ্ণুঃ স্থলে বিষ্ণুর্বিষ্ণুঃ পর্ব্বতমস্তকে। জ্বালামালাকুলে বিষ্ণুঃ সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ ॥ ৩৭ ॥ বয়মাপো বয়ং পৃথ্বী বয়ন্দর্ভা বয়ন্তিলাঃ। বয়ঙ্গাবো বয়ং রাজা বয়ম্বায়ুর্ব্বয়ম্প্রজাঃ ॥ ৩৮ ॥ বয়ং হেম বয়ন্ধান্যম্বয়ম্মধু বয়ং ঘৃতং। বয়ম্বিপ্রা বয়ং দেবা বয়-

মর্কট, অপুনর্ব্বর, শবল, শ্যামদূতপ্রভৃতি যমকিঙ্করগণ লৌহদানে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। ২২—২৩। পুত্র, পৌত্র, বন্ধু, সগোত্র, সুহৃদ ও স্ত্রী ইহারা আতুরের পরলোকার্থ দান করিবে; কিন্তু যাহারা ব্রহ্মঘ্ন, তাহারা কোনরূপ দান করিতে পারিবে না।২৪। ভূমিগত ব্যক্তির মরণ হইলে তাহার যে গতি হয়, তাহা শ্রবণ কর। প্রেত আতিবাহিক দেহে বর্ষকাল অতীত হইলে সে পুনর্ব্বার সুকৃতিলাভ করিবে। ২৫। পাদের ঊর্দ্ধে কটিপর্য্যন্ত ব্রহ্মা অধিষ্ঠান করেন, নাভি হইতে গ্রীবাপর্য্যন্ত মানুষশরীরে হরির অবস্থান থাকে এবং মস্তকে রুদ্র বাস করেন। মহেশ্বর ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে জীবের মস্তকে বাস করিয়া থাকেন। এই রূপে একমূর্ত্তিরই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রিবিধ বিভেদ জানিবে। ২৬—২৭। হে গরুড়! আমিই জন্তুগণের শরীরস্থ প্রাণীর এবং ভূতচতুষ্টয়ের অধিপতি। আমিই প্রাণিগণকে ধর্ম্মাধর্ম্মে মতিপ্রদান করি এবং আমিই সুখদুঃখের বিধাতা।২৮। আমিই জন্তুগণের বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে ফলপ্রদান করি, আমিই জীবগণকে স্বীয় কর্ম্মে প্রেরণ করি।২৯। প্রাণীসকল, স্বর্গ, মোক্ষ অথবা নরকভোগ করে, তাহাদিগের মধ্যে যাহারা স্বর্গস্থ ও নরকস্থ, তাহাদিগের শ্রাদ্ধদ্বারা তৃপ্তি হয়; অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি পিতৃগণের উদ্দেশে বিবিধ শ্রাদ্ধ করিবে। ৩০। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, শ্রীরাম, পরশুরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা এই দশ নাম স্মরণ করিবে। যে উক্ত দশ নাম স্মরণ করে, সেই মানব স্বর্গে বাস করে এবং স্বর্গচ্যুত হইয়া পুনর্ব্বার মানুষযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩১—৩২। ঐ মানব বহুবিত্ত লাভ করিয়া পরম সুখভোগপূর্ব্বক দয়াদাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণসম্পন্ন হয় এবং পুত্রপৌত্রসমন্বিত হইয়া শতবৎসর জীবিত থাকে। ৩৩। আতুরের মরণ নিশ্চয় হইলে বিষ্ণুপূজা করিয়া অষ্টাক্ষর বা দ্বাদশাক্ষর বিষ্ণুর মহামন্ত্র জপ করিবে। ৩৪। শুক্লপুষ্প, ঘৃতাপ্লুত নৈবেদ্য, গন্ধ ও ধূপদ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিয়া পুনঃপুনঃ শ্রুতিসূক্ত পাঠপূর্ব্বক স্তব করিবে। ৩৫। বিষ্ণু মাতা, বিষ্ণু পিতা এবং বন্ধুবান্ধব সকলই বিষ্ণু; অতএব যে স্থানে বিষ্ণুকে দেখিতে পাই না, সেই স্থানের কোন প্রয়োজন নাই। ৩৬। জলে, স্থলে এবং পর্ব্বতমস্তকে সর্ব্বত্রই বিষ্ণু বিদ্যমান আছেন এবং জ্বালামালাকুল স্থানেও বিষ্ণু আছেন। এইরূপে সর্ব্বত্রই বিষ্ণু রহিয়াছেন, অতএব সমস্ত জগৎই বিষ্ণুময় জানিবে। ৩৭। হে গরুড়! আমরা জল, আমরা পৃথিবী, আমরা দর্ভ, আমরা তিল, আমরা গো, আমরা রাজা, আমরা বায়ু এবং আমরা প্রজা। ৩৮। আমরা স্বর্ণ, আমরা ধান্য, আমরা মধু, আমরা ঘৃত, আমরা ব্রাহ্মণ,

স্বৈব স্বভূর্ভুবঃ ॥ ৩৯ ॥ অহন্দাতা অহং গ্রাহী অহং যাজী অহং ক্রতুঃ। অহং কর্ত্তা হ্যহং হর্ত্তা অহন্ধর্ম্মো অহম্ভুকঃ ॥ ৪০ ॥ ধর্ম্মাধর্ম্মে মতিং দদ্মাং কর্ম্মভিস্তু শুভাশুভৈঃ। যৎ কর্ম্ম কুরুতে ক্বাপি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং খগ ॥৪১॥ ধর্ম্মে চিন্তামহং কর্ত্তা হ্যধর্ম্মে যমএব চ। যতিনাং কুরুতে সোঽপি ধর্ম্মে মুক্তিন্দদাম্যহং ॥ ৪২ ॥ মনুজানাং হিতার্থায় তার্ক্ষ্য অস্তে বৈতরণী নদী। তস্যা নিহত্য পাপৌঘং বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৪৩ ॥ বালত্বে যচ্চ কৌমারে বয়ঃপরিণতৌ তথা। পূর্ব্বাবস্থাকৃতং যচ্চ যচ্চ জন্মান্তরেঽপি ॥ ৪৪ ॥ যন্নিশায়ান্তথা প্রাতর্যন্মধ্যাহ্নাপরাহ্ণয়োঃ। সন্ধ্যয়োর্যৎ কৃতম্পাপং কর্ম্মণা মনসা গিরা ॥ ৪৫ ॥ দত্ত্বা বরং সকৃদাপ কপিলাং সর্ব্বকামিকাং। উদ্ধরেদন্তকালে সা হ্যাত্মানং পাপসঙ্করাৎ ॥ ৪৬ ॥ গাবো মমাগ্রতঃ সন্তু গাবো মে সন্তু পৃষ্ঠতঃ। গাবো মে হৃদয়ে নিত্যং গবাং মধ্যে বসাম্যহং ॥ ৪৭ ॥ যা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বভূতানাং যা চ দেবে ব্যবস্থিতা। ধেনুরূপেণ সা দেবী মম পাপং ব্যপোহতু ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ। যে নরাঃ পাপসংযুক্তাস্তে গচ্ছন্তি যমালয়ং। অন্তকালে চ গোর্দ্দত্তা হ্যনন্তফলদা ভবেৎ ॥ ১ ॥ পাদক্রমপ্রমাণাব্দং স্বর্গে বসতি ভূমিদঃ। অশ্বারূঢাশ্চ তে যান্তি দদতে যে হ্যুপানহৌ ॥ ২ ॥ অত্যাতপশ্রমযুতা দহ্যন্তে যত্র মানবাঃ। ছত্রদানেন বৈ প্রেতা বিচরন্তি যথাসুখং ॥ ৩ ॥ তমুদ্দিশ্য দদাদন্নমন্নেন চাপ্যায়িতো ভবেৎ। অন্ধকারে মহাঘোরে অমূর্ত্তে লক্ষ্যবর্জ্জিতে। উদ্দ্যোতেনৈব তে যান্তি দীপদানেন মানবাঃ ॥ ৪ ॥ আশ্বিনে কার্ত্তিকে মাসি মাঘে মাসি মৃতাশ্চ যে। চতুর্দ্দশ্যাঞ্চ দীয়েত দীপদানং সুখায় বৈ ॥ ৫ ॥ প্রত্যহঞ্চ প্রদাতব্যং

আমরা দেবতা, আমরা স্বর্লোক, আমরা ভূর্লোক এবং আমরা ভুবলোক। ৩৯। আমি দাতা, আমি গৃহীতা, আমি যাজী, আমি যজ্ঞ, আমি কর্ত্তা, আমি হর্ত্তা, আমি ধর্ম এবং আমি ভুক্ত। ৪০। হে খগ! আমি ধর্ম্মাধর্ম্মে মতিপ্রদান করি, আমি জন্তুগণকে শুভাশুভ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি যে স্থানে পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্ম করে, আমিই তাহার বিধানকর্ত্তা। ৪১। ধর্ম্মেতে যে জীবের চিন্তা হয়, আমিই তাহার কর্ত্তা, অধর্ম্ম কর্ম্ম করিলে যম সেই অধার্ম্মিককে যাতনাপ্রদান করেন, আমি ধার্ম্মিককে মুক্তিপ্রদান করি। ৪২। হে তার্ক্ষ্য! মনুষ্যের হিতসাধনের নিমিত্ত বৈতরণী নদী আছে, জীবগণ ঐ নদীতে পাপক্ষালন করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। ৪৩। বাল্যে, যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে যাহা কিছু পাপকর্ম্ম করে, পূর্ব্বাবস্থাতে কিম্বা জন্মান্তরে যে পাপ করিয়া থাকে, নিশাকালে, প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নসময়ে, অপরাহ্নে এবং সন্ধ্যাদ্বয়ে কায়মনোবাক্যে যে যে পাপ করে, সর্ব্বকামপ্রদা কপিলা প্রদান করিলে সেই সকল পাপ হইতে আত্মাকে উদ্ধৃত করিতে পারে। ৪৪—৪৬। গো সকল আমার অগ্রে ও পৃষ্ঠে বিদ্যমান আছে এবং গো আমার হৃদয়ে রহিয়াছে, আমি গোমধ্যে বাস করিয়া থাকি। ৪৭। যিনি সর্ব্বভূতের লক্ষ্মীস্বরূপা, যিনি সর্ব্বদেবে অবস্থিতি করেন, সেই দেবী ধেনুরূপে আমার পাপবিনাশ করুন। ৪৮।

একবিংশ অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, যে সকল মনুষ্য পাপাচরণে নিযুক্ত আছে, তাহারা যমালয়ে গমন করে, সেই সকল লোক যদি অন্তকালে গোদান করে, তাহাহইলে অনন্তফল হইয়া থাকে। ১। যে ব্যক্তি যতপাদ ভূমিদান করে, সে ততবর্ষ স্বর্গে বাস করিতে পারে। আর যে ব্যক্তি উপানহদ্বয় প্রদান করে, সে অশ্বারোহণে গমন করিয়া থাকে। ২। পাপাত্মারা যমলোকে গমন করিয়া রৌদ্রে পরিশ্রান্ত ও দগ্ধ হয়, ছত্রদান করিলে সেই ব্যক্তি পরম সুখে গমন করে। ৩। মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে অন্নদান করিলে সেই অন্নদ্বারা প্রেত আপ্যায়িত হয়। আর প্রেতের উদ্দেশে দীপদান করিলে মহাঘোরতর অন্ধকারপূর্ণ প্রাণিবর্জ্জিত লক্ষ্যশূন্য স্থানে আলোকে গমন করিতে পারে। ৪। আশ্বিন, কার্ত্তিক অথবা মাঘ মাসে যাহাদিগের মৃত্যু হয়, তাহার পরলোকহিতার্থে চতুর্দ্দশীতে দীপদান করিবে। ৫। প্রতিদিন

মার্গেষু বিষমে নরৈঃ। যাবৎ সম্বৎসরম্বাপি প্রেতস্য সুখলিপ্সয়া ॥ ৬ ॥ কূলে মার্গে চ শুদ্ধাত্মা প্রকাশত্বঞ্চ গচ্ছতি। জ্যোতিষামপি পূজ্যোঽসৌ দীপদানরতো নরঃ ॥ ৭ ॥ প্রাঙ্‌মুখোদঙ্‌মুখো দীপো দেবাগারে দ্বিজালয়ে। যো দদাতি মৃতস্যেহ জীবন্নপ্যাত্মহেতবে। স গচ্ছতি মহামার্গে সর্ব্বক্লেশবিবর্জ্জিতঃ ॥৮॥ আসনম্ভাজনম্ভোজ্যান্দীয়তে চ দ্বিজাতয়ে। সুখেন ভুঞ্জমানস্তু সুখঙ্গচ্ছতি বৈ পথি ॥৯॥ কমণ্ডলুপ্রদানেন তৃষিতঃ পিবতে জলং। ভাজনং চান্নদানঞ্চ কুসুমং চাঙ্গুলীয়কং ॥ ১০ ॥ একাদশাহে দাতব্যং প্রেতো যাতি পরাঙ্গতিং। ত্রয়োদশপদানীত্থং প্রেতস্য শুভমিচ্ছতা ॥ ১১ ॥ দাতব্যানি যথাশক্তি প্রেতোঽসৌ প্রীণিতো ভবেৎ। ভাজনানি পদঞ্চৈব কুম্ভাংশ্চৈব ত্রয়োদশ ॥ ১২ ॥ মুদ্রিকা বস্ত্রযুগ্মঞ্চ তথা ছত্রমুপানহৌ। এতাবন্তঃ পদার্থা হি প্রেতোদ্দেশেন দাপয়েৎ ॥ ১৩ ॥ বৃষোৎসর্গে কৃতে তার্ক্ষ্য প্রেতো যাতি পরাঙ্গতিং। যোঽশ্বং রথং গজং বাপি ব্রাহ্মণে যদি দাপয়েৎ ॥ ১৪ ॥ স্বমহিম্নোঽনুসারেণ তত্তৎ সুখমবাপ্নুয়াৎ। নানালোকান্বিচরতি মহিষীং যো দদাতি চ ॥১৫॥ যমবাহস্য জননী মহিষী সুগতিপ্রদা। তাম্বূলং পুষ্পদানেন যাম্যানাং প্রীতিবর্দ্ধনং ॥ ১৬ ॥ তেন সংপ্রীণিতাঃ সর্ব্বে তস্মিন্ ক্লেশং ন কুর্ব্বতে। গোভূতিলহিরণ্যাদি-দানানি নিজশক্তিতঃ ॥ ১৭ ॥ মৃতোদ্দেশেন যো দদ্যাজ্জলপাত্রঞ্চ মৃন্ময়ং। উদপাত্রসহস্রস্য ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১৮ ॥ যমদূতা মহারৌদ্রাঃ করালাঃ কৃষ্ণপিঙ্গলাঃ। ন ভীষয়ন্তি তং তার্ক্ষ্য বস্ত্রদানে কৃতে সতি ॥ ১৯ ॥ মার্গে বৈ গচ্ছমানস্তু তৃষার্ত্তঃ শ্রমপীড়িতঃ। ঘটান্নদানযোগেন সুখী ভবতি নিশ্চিতং ॥ ২০ ॥ শয্যাতুলীপটযুতা দদ্যাদ্দেবদ্বিজাতয়ে। তয়া প্রেতত্বমুক্তোঽসৌ মোদতে সহ দৈবতৈঃ ॥ ২১ ॥ এতত্তে কথিতং তার্ক্ষ্য দানমন্ত্যেষ্টিকর্ম্মজং। অধুনা

প্রেতমার্গে দীপদান করিবে। এইরূপে প্রেতের সুখলাভমানসে সংবৎসর প্রদীপ প্রদান করিতে হইবে। ৬। উক্তপ্রকারে দীপদান করিলে প্রেত শুদ্ধাত্মা হইয়া প্রকাশিত প্রেতমার্গে গমন করিতে পারে। দীপদানরত মনুষ্য জ্যোতিষ্কগণের পূজিত হয়। ৭। প্রেতের উদ্দেশে অথবা জীবদবস্থায় আপনার হিতার্থ দেবালয়ে কি দ্বিজগণের পূর্ব্বমুখে অথবা উত্তরমুখে যে ব্যক্তি দীপদান করে, সে সর্ব্বক্লেশবিমুক্ত হইয়া মহামার্গে গমন করিতে পারে। ৮। আসন, ভাজন ও ভোজ্যদ্রব্য ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলে সেই ব্যক্তি ভোজন করিতে করিতে মহাপথে সুখে গমন করে। ৯। প্রেতের উদ্দেশে কমণ্ডলু প্রদান করিলে সেই প্রেত যমপুরে তৃষিত হইয়া জলপান করিতে পারে। ভাজনদান, অন্নদান, পুষ্পদান ও অঙ্গুরীয়দান করিবে। ১০। প্রেতের শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি একাদশাহে উক্ত ত্রয়োদশ প্রকার দ্রব্যপ্রদান করিবে। তাহাহইলে প্রেত পরমাগতি লাভ করে। ১১। প্রেতের উদ্দেশে যথাশক্তি দান করিবে, তাহাতে সেই প্রেত পরিতৃপ্ত থাকে। ভাজন, ত্রয়োদশ কুম্ভ, মুদ্রা, বস্ত্রযুগ্ম, ছত্র, উপানহযুগল, এই সকল দ্রব্য প্রেতের উদ্দেশে দান করিতে হইবে। ১২—১৩। হে গরুড়! প্রেতের উদ্দেশে বৃষোৎসর্গ করিলে সেই প্রেত পরমাগতি লাভ করে; অতএব অশ্ব, রথ অথবা হস্তী ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। ১৪। যাহার উদ্দেশে মহিষী দান করে, সে স্বীয় মাহাত্ম্যানুসারে বিবিধ সুখভোগ করিতে করিতে নানালোকে বিচরণ করিতে পারে। ১৫। মহিষী যমবাহনের জননী এবং উৎকৃষ্ট গতিপ্রদান করে। তাম্বূল ও পুষ্পপ্রদান করিলে যমদূতদিগের প্রীতিবৃদ্ধি হয়। ১৬। তাম্বূল ও পুষ্পদানদ্বারা যমদূতেরা সন্তুষ্ট হইলে তাহারা প্রেতকে ক্লেশপ্রদান করে না; অতএব নিজ শক্তি অনুসারে গো, ভূমি, তিল, হিরণ্যাদি বিবিধ দ্রব্য দান করিবে। ১৭। মৃতের উদ্দেশে যে ব্যক্তি মৃন্ময় জলপাত্র প্রদান করে, সে সহস্র উদকপাত্রের ফল পাইয়া থাকে। ১৮। যমদূতগণ মহাভয়ঙ্কর, বিকৃতরূপ, কৃষ্ণপিঙ্গললোচন। যাহার উদ্দেশে বস্ত্রদান করে, তাহাকে উক্ত যমদূত সকল ভয়প্রদান করিতে পারে না। ১৯। ঘটদান ও অন্নদান করিলে মহামার্গে গমনকালে তৃষার্ত্ত ও পরিশ্রমপীড়িত হইলেও সে সুখী হইয়া থাকে। ২০। প্রেতের উদ্দেশে আচ্ছাদন ও উপধানাদি সহিত শয্যা দেবতা কি ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলে সেই শয্যাদানফলে প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হইয়া দেবগণের সহিত ক্রীড়া করিতে পারে। ২১। হে তার্ক্ষ্য! এই পর্য্যন্ত অন্ত্যেষ্টিকর্ম্ম অর্থাৎ প্রেতের কার্য্যসকল কহিলাম, অতঃপর কিরূপে মৃত্যু জীবের

কথয়িষ্যেঽহং দেহে মৃত্যুপ্রবেশনং ॥ ২২ ॥ জাতস্য মর্ত্ত্যলোকেঽস্মিন্ প্রাণিনো মরণং ধ্রুবং। পূর্ব্বকালে মৃতানাঞ্চ প্রাণিনাঞ্চ খগেশ্বর ॥ ২৩ ॥ সূক্ষ্মীভূত্বা ত্বসৌ বায়ুর্নির্গচ্ছত্যস্য তুণ্ডাদ্বালাৎ। নবদ্বারৈরোমভিশ্চ জাতানং তালুরন্ধ্রকাৎ ॥ ২৪ ॥ পাপিষ্ঠানামপানেন জীবো নিষ্ক্রামতি ধ্রুবং। কুণপং পততে পশ্চান্নির্গতে মরুদীশ্বরে ॥ ২৫ ॥ কালাহতঃ পতত্যেব নিরাধারো যথা দ্রুমঃ। পৃথিব্যাং লীয়তে পৃথ্বী আপশ্চৈব তথাপ্সু নি ॥ ২৬ ॥ তেজস্তেজসি লীয়েত সমীরে চ সমীরণঃ। আকাশে চ তথাকাশং সর্ব্বব্যাপী তু শঙ্করে ॥ ২৭ ॥ তত্র কামাদয়ো পঞ্চ কায়ে পঞ্চেন্দ্রিয়াণি চ। এতে তার্ক্ষ্য সমাখ্যাতা দেহে তিষ্ঠন্তি তস্করাঃ ॥ ২৮ ॥ কামক্রোধৌ হ্যহঙ্কারো মনস্তত্রৈব নায়কঃ। সংহারকশ্চ কালোঽসৌ পুণ্যপাপেন সংযুতঃ ॥ ২৯ ॥ জগতশ্চ স্বরূপঞ্চ নির্ম্মিতং স্বেন কর্ম্মণা। গচ্ছেদ্দেহং পুনঃ সোঽপি সুকৃতৈর্দুষ্কৃতৈর্যুতং ॥ ৩০ ॥ পঞ্চেন্দ্রিয়সমাযুক্তং সকলৈর্ব্বিষয়ৈঃ সহ। প্রবিবেশ নবে গেহে গৃহে দগ্ধে যথা গৃহী ॥ ৩১ ॥ শরীরে যে সমাসীনাঃ সম্ভবে সর্ব্বধাতবঃ। মূত্রং পুরীষং তদ্যোগাদ্দহে চান্যে ধাতবস্তথা ॥ ৩২ ॥ পিত্তং শ্লেষ্মা তথা মজ্জা মাংসমেদস্তথৈব চ। অস্থি শুক্রঞ্চ স্নায়ুশ্চ দেহেন সহ দহ্যতে ॥ ৩৩ ॥ এতেষাং কথিতা তার্ক্ষ্য সংস্থিতিঃ সর্ব্বদেহিনাং। কথয়ামি পুনস্তেষাং শরীরঞ্চ যথা ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥ একস্তম্ভস্নায়ুবদ্ধং স্থূণাদ্বয়বিভূষিতং। ইন্দ্রিয়ৈশ্চ সমাযুক্তং নবদ্বারং শরীরকং ॥ ৩৫ ॥ বিষয়ৈশ্চ সমাক্রান্তং কামক্রোধসমাকুলং। রাগদ্বেষসমাকীর্ণং তৃষ্ণাদুর্গতিসংযুতং ॥ ৩৬ ॥ লোভজালপরিচ্ছিন্নং মোহবস্ত্রেণ বেষ্টিতং। সুবদ্ধং মায়য়া চৈব চেতনাধিষ্ঠিতং পুরং ॥ ৩৭ ॥ ষাট্‌কৌশিকসমুৎপন্নং পুরং পুরুষসংশ্রিতং। এতদ্গুণসমাযুক্তং শরীরং সর্ব্বদেহিনাং ॥ ৩৮ ॥ তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ সর্ব্বা ভুবনানি চতুর্দ্দশ। আত্মানং যে ন জানন্তি তে নরাঃ পশবঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৯ ॥ এবমেব সমাখ্যাতং শরীরন্তে চতুর্ব্বিধং। চতুরশীতিলক্ষাণি

দেহে প্রবেশ করে, তাহা বলিতেছি। ২২। হে খগেশ্বর! এই মর্ত্ত্যলোকে জাত জন্তুমাত্রেরই মরণ হইয়া থাকে। প্রাণিগণ মরিলে পর বায়ু সূক্ষ্মীভূত হইয়া তাহার গলদেশ হইতে নির্গত হয় এবং দেহের কর্ণনাসাপ্রভৃতি নবদ্বার, রোমকূপ ও তালুরন্ধ্রদ্বারাও বায়ু বহির্গত হইয়া থাকে। ২৩—২৪। বায়ুর সহিতই জীব দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। যাহারা পাপী, তাহাদিগের অপানবায়ুর সহিত জীব নির্গত হইয়া যায়। দেহ হইতে জীব বহির্গত হইলে কেবল শবমাত্র পতিত থাকে। ২৫। জীব বহির্গত হইলে কালাহত দেহ ছিন্নমূল তরুর ন্যায় পতিত হয়। তখন শারীরিক পঞ্চভূতও স্ব স্ব কারণে বিলীন হইয়া যায়, অর্থাৎ পৃথিবীতে পৃথিবী, জলে জল, তেজে তেজ, বায়ুতে বায়ু এবং আকাশে আকাশ বিলীন হইয়া থাকে এবং সেই সর্ব্বব্যাপী আত্মাও শঙ্করে বিলীন হইয়া থাকেন। ২৬—২৭। হে তার্ক্ষ্য! কামাদিপঞ্চ এবং ইন্দ্রিয়পঞ্চ ইহারা দেহমধ্যে তস্করের ন্যায় অবস্থিতি করে। ২৮। মনই কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কার ইহাদিগের নায়ক, কিন্তু কাল পাপপুণ্যানুসারে সকলকে সংহার করিয়া থাকে। ২৯। স্ব স্ব কর্ম্মদ্বারা জগতের স্বরূপ নির্ম্মিত হয়, কিন্তু সুকৃত-দুষ্কৃতানুসারে দেহমধ্যে প্রবেশ করে। ৩০। যেমন গৃহী পুরাতন গৃহ দগ্ধ হইলে নূতন গৃহে প্রবেশ করে, সেইরূপ জীব পঞ্চেন্দ্রিয়সমাযুক্ত ও সকল বিষয় সহ দেহে প্রবিষ্ট হয়। ৩১। মূত্র, পুরীষ, পিত্ত, শ্লেষ্মা, মজ্জা, মাংস, মেদ, অস্থি, শুক্র, স্নায়ু এবং অন্যান্য যে সকল ধাতু শরীরমধ্যে বিদ্যমান আছে, তৎসমস্তই দেহের সহিত দগ্ধ হইয়া যায়। ৩২—৩৩। হে তার্ক্ষ্য! এই তোমার নিকট দেহিগণের সংস্থিতি কহিলাম, এইক্ষণ পুনরায় তাহাদিগের শরীর কিরূপ, তাহা বলিতেছি। ৩৪। দেহিদিগের শরীর একস্তম্ভরূপ স্নায়ুদ্বারা বদ্ধ, স্থূণাদ্বয়দ্বারা বিভূষিত, ইন্দ্রিয়সমূহে সমাযুক্ত, নবদ্বারবিশিষ্ট, বিষয়স্পৃহাদ্বারা সমাসক্ত, কামক্রোধসমাকুল, রাগদ্বেষসমাকীর্ণ, লোভজালে পরিচ্ছিন্ন, মোহবস্ত্রে বেষ্টিত এবং মায়াদ্বারা সুবদ্ধ। এই শরীররূপ পুর চেতনাধিষ্ঠিত, ষাট্‌কৌশিকসমুৎপন্ন এবং পুরুষসংশ্রিত। যাবতীয় দেহিগণেরই শরীর এই সকল গুণে সমাযুক্ত জানিবে। ৩৫—৩৮। এই শরীরমধ্যে যাবতীয় দেবতা ও চতুর্দ্দশ ভুবন বিদ্যমান রহিয়াছে। যে সকল ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত নহে, তাহারা পশুতুল্য বলিয়া অভিহিত। ৩৯। হে গরুড়! এই তোমার নিকট চতুর্ব্বিধ শরীরের বর্ণন করিলাম। আমি

নির্ম্মিতানি ময়া পুরা ॥ ৪০ ॥ স্বেদজা উদ্ভিজ্জাশ্চৈব অণ্ডজাশ্চ জরায়ুজাঃ। এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যৎ পৃষ্টোহস্ময়ানঘ ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে
একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

গরুড় উবাচ। কথমুৎপদ্যতে জন্তুর্ভূতগ্রামচতুষ্টয়ে। ত্বচা রক্তং তথা মাংসং মেদো মজ্জাস্থি জীবিতং ॥১॥ পাণিপাদৌ তথা জিহ্বা গুহ্যং কেশা নখাস্তথা। সন্ধিমার্গাশ্চ বহুশো রেখানেকবিধা তথা ॥২॥ কামক্রোধৌ ভয়ং লজ্জা মনো হর্ষঃ সুখাসুখং। চিত্রিতং ছিদ্রিতং বাপি বসাজালেন বেষ্টিতং ॥ ৩ ॥ ইন্দ্রজালমহং মন্যে সংসারেঽসারসাগরে। কর্ত্তা কোত্র মহাবাহো সর্ব্বং বদ মম প্রভো ॥ ৪ ॥ ভগবানুবাচ। কথয়ামি পরং গুহ্যং কালোদ্ধারবিনির্ণয়ং। যেন বিজ্ঞাতমাত্রেণ সর্ব্বজ্ঞত্বং প্রজায়তে ॥ ৫ ॥ সাধু পৃষ্টং ত্বয়া লোকে যদয়ং জীবকারণং। বৈনতেয় শৃণুষ্ব ত্বমেকাগ্রকৃতমানসঃ ॥৬॥ ঋতুকালে তু নারীণাং ত্যজেদ্দিনচতুষ্টয়ং। তিষ্ঠত্যস্মিন্ ব্রহ্মহত্যা পুরাকৃতসমুদ্ভবা ॥ ৭ ॥ বেধাঃ শক্রাৎ সমুৎসার্য্য চতুর্থাংশেন দত্তবান্। তাবন্নালোক্যতে বক্ত্রং যাবৎ পাপঞ্চ তিষ্ঠতি ॥ ৮ ॥ প্রথমেহহনি চাণ্ডালী দ্বিতীয়ে ব্রহ্মঘাতিনী। তৃতীয়ে রজকী প্রোক্তা চতুর্থেঽহনি শুধ্যতি ॥ ৯ ॥ সপ্তাহাৎ পিতৃদেবানাং ভবেদ্যোগ্যা ব্রতার্চ্চনে। সপ্তাহমধ্যে যো গর্ভস্তং সম্ভূতির্মলিম্লুচা ॥১০॥ যুগ্মাসু পুত্রা জায়ন্তে স্ত্রিয়োঽযুগ্মাসু রাত্রিষু। পূর্ব্বসপ্তকমুৎসৃজ্য ততো যুগ্মেষু সংবিশেৎ ॥ ১১ ॥ ষোড়শর্ত্তুনিশাঃ স্ত্রীণাং সামান্যাৎ সমুদাহৃতাঃ। যা চতুর্দ্দশমী রাত্রির্গর্ভস্তিষ্ঠতি তত্র চেৎ ॥ ১২ ॥ গুণভাগ্যনিধি-

পূর্ব্বে চতুরশীতিলক্ষ শরীর সৃজন করিয়াছি। ৪০। জীবগণ স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ ও জরায়ুজভেদে চতুর্ব্বিধ জানিবে। হে অনঘ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমস্তই কীর্ত্তন করিলাম। ৪১।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

গরুড় কহিলেন, ভগবন্! কিরূপে ভূতচতুষ্টয়ে জন্তু উৎপন্ন হয়? চর্ম্ম, রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি ও জীবন এই সকলই বা কিরূপে উৎপন্ন হয়। ১। হস্ত, পদ, জিহ্বা, গুহ্য, কেশ, নখ, সন্ধিমার্গ এবং দেহগত নানাপ্রকার রেখা, কাম, ক্রোধ, ভয়, লজ্জা, মন, হর্ষ, সুখ, অসুখ এই সকলই বা কিরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর জন্তুগণের শরীর কিরূপে নানারূপ ও ছিদ্রিত হয়, আর কিরূপে সেই শরীর বসাসমূহে বেষ্টিত হইয়া থাকে। ২—৩। এই অসার সংসারসাগরে সকলই ইন্দ্রজালময় দেখিতেছি। হে মহাবাহো! এই সংসারে কর্ত্তা কে? এই সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ৪। ভগবান্ কহিলেন, আমি পরমগুহ্য কালোদ্ধারনির্ণয় তোমার নিকট বলিতেছি। এই কালোদ্ধারনির্ণয় জানিলে মনুষ্য সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে। ৫। হে বৈনতেয়! তুমি অতি সৎপ্রশ্ন করিয়াছ, যেহেতু এই প্রশ্ন জীবের নিস্তার কারণ; অতএব তুমি একাগ্রমানসে শ্রবণ কর। ৬। নারীর ঋতুকাল উপস্থিত হইলে তাহাকে তিন দিবস পরিত্যাগ করিবে। কারণ, ঐ তিনদিন নারীতে ব্রহ্মহত্যা বর্ত্তমান থাকে। ৭। বিধাতা শক্র হইতে সমুৎসারণ করিয়া চতুর্থাংশপরিমাণে প্রদান করেন। যাবৎ নারীতে পাপ বর্ত্তমান থাকে, তাবৎ তাহার মুখাবলোকন করিবে না। ৮। নারীর ঋতু হইলে প্রথম দিনে চণ্ডালী, দ্বিতীয় দিনে ব্রহ্মঘাতিনী, তৃতীয় দিনে রজকী অর্থাৎ প্রথমদিবসত্রয় ঋতুমতী নারীকে স্পর্শ করিলে চাণ্ডালী প্রভৃতিকে স্পর্শ করিলে যে পাপ হয়, সেই পাপ হইয়া থাকে এবং চতুর্থদিনে ঋতুমতী নারী শুদ্ধ হইয়া থাকে। ৯। ঋতুমতী নারী সপ্তাহ পরে দেবার্চ্চন ও ব্রতাদিতে যোগ্যা হয়। ঋতুর প্রথম দিবস হইতে সপ্তাহমধ্যে যে গর্ভ হয়, তাহা পাপসম্ভূত জানিবে। ১০। যুগ্মদিবসে গর্ভ হইলে সেই গর্ভে পুত্র এবং অযুগ্ম দিবসে গর্ভ হইলে সেই গর্ভে কন্যার জন্ম হয়। অতএব ঋতুর প্রথম সপ্তদিবস পরিত্যাগ করিয়া যুগ্মদিবসে স্ত্রীগমন করিবে। ১১। স্ত্রীদিগের ঋতু উপস্থিত হইলে ষোড়শরাত্রিই সামান্যত ঋতুকাল বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। তন্মধ্যে চতুর্দ্দশ রাত্রিতে যদি গর্ভস্থিতি হয়,

তত্র পুত্রো জায়েত ধার্ম্মিকঃ। সা নিশা তত্র সামান্যৈর্ন লভ্যেত কদাচন ॥ ১৩ ॥ প্রায়শঃ সম্ভবস্ত্যত্র গর্ভাস্ত্বষ্টাহ-মধ্যতঃ। পঞ্চমেহহনি নারীণাং গৌল্মমাধুর্য্যভোজনং ॥১৪॥ কটুকারঞ্চ তীক্ষ্ণঞ্চ সাজ্যং যুবতিভোজনং। স্ত্রী ক্ষেত্রমৌ-ষধী পাত্রং, বীজম্বাপ্যমৃতাশনং ॥ ১৫ ॥ তত্র বপ্তা নরঃ সম্যক্ জন্তুস্তত্র নিষিচ্যতে। তস্যাশ্চৈবাতপো বর্জ্জ্যঃ শীতলঞ্চৈবলঞ্চরেৎ ॥ ১৬ ॥ তাম্বূলগন্ধশ্রীখণ্ডৈঃ সমং সঙ্গঃ শুভেহহনি। নিষেকসময়ে যাদৃঙ্ নরচিত্তে বিকল্পনা॥ ১৭ ॥ তাদৃক্স্বভাবসম্ভূতির্জ্জন্তুর্ব্বসতি কুক্ষিগঃ। শুক্র-শোণিতসংযোগে পিণ্ডোৎপত্তিঃ প্রজায়তে ॥" ১৮ ॥ বর্দ্ধতে জঠরে জন্তুস্তারাপতিরিবাম্বরে। চৈতন্যং বীজ-রূপে হি শুক্রে নিত্যং ব্যবস্থিতং ॥ ১৯ ॥ কামং চিত্তঞ্চ শুক্রঞ্চ যদা হ্যেকত্বমাপ্নুয়ুঃ। তদা দ্রবমবাপ্নোতি যোষাগর্ভাশয়ে নরঃ ॥ ২০ ॥ রক্তাধিক্যে ভবেন্নারী শুক্রাধিক্যে ভবেন্নরঃ। শুক্রশোণিতয়োঃ সাম্যে গর্ভঃ ষণ্ডত্বমাপ্নুয়াৎ ॥ ২১ ॥ অহোরাত্রেণ কলিলম্বুদ্বুদম্পঞ্চভি-র্দ্দিনৈঃ। দশমেহহ্নি ভবেন্মাংসামিশ্রধাতুসমন্বিতং ॥ ২২ ॥ ঘনমাংসঞ্চ বিংশাহে গর্ভস্থো বর্দ্ধতে ক্রমাৎ। পঞ্চ-বিংশতিপূর্ণাহে বলং পুষ্টিশ্চ জায়তে ॥ ২৩ ॥ তথা মাসে তু সম্পূর্ণে পঞ্চতত্ত্বানি ধারয়েৎ। মাসদ্বয়ে তু সম্পূর্ণে ত্বচা মেদশ্চ জায়তে ॥ ২৪ ॥ মজ্জাস্থীনি ত্রিভি-র্ম্মাসৈঃ কেশা গুল্ফশ্চতুর্থকে। কর্ণৌ চ নাসিকাকুক্ষী জায়তে, মাসি পঞ্চকে ॥ ২৫ ॥ কণ্ঠরন্ধ্রং তথা পৃষ্ঠং গুহ্যাখ্যং মাসি সপ্তমে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্পূর্ণো গর্ভো মাসৈ-রথাষ্টভিঃ ॥ ২৬ ॥ নবমে মাসি সম্প্রাপ্তে গর্ভস্থস্য রতিঃ স্বয়ং। ইচ্ছা সঞ্জায়তে তস্য গর্ভবাসবিনিঃসৃতৌ ॥ ২৭ ॥ নারী বাথ নরো বাথ নপুংস্কম্বাভিজায়তে। নবমে দশমে বাপি জায়তে যশ্চ ভৌতিকঃ ॥ ২৮ ॥ প্রসূতবায়ুনাকৃষ্টঃ পীড়য়া বিহ্বলীকৃতঃ। ক্ষিতির্ব্বারি হবির্ভোক্তা পবনা-কাশমেব চ ॥ ২৯ ॥ এভিভূতৈঃ পীড়িতস্তু নিবদ্ধঃ স্নায়ু-

তাহাহইলে সেই গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, সেই পুত্র ভাগ্য-বান্, গুণবান্ ও ধার্ম্মিক হইবে। ঐরূপ নিশা কদাচ সাধারণে লাভ করিতেপারে না। ১২—১৩। প্রায়শঃ অষ্টাহমধ্যেই গর্ভ-সঞ্চার হইয়া থাকে। পঞ্চমাহে মাধুরদ্রব্য ভোজন করিলে তাহা গুল্মজনক হয়। ১৪। ঋতুকালে স্ত্রী কটু ও তীক্ষ্ণদ্রব্য ঘৃতের সহিত ভক্ষণ করিবে। স্ত্রী ক্ষেত্রস্বরূপ, ওষধী পাত্র এবং অমৃতাশন বীজস্বরূপ। ১৫। জন্তুগণ উক্তরূপ ক্ষেত্রে নিষেক-রূপ বীজ বপন করিবে। ঐ নারীর পক্ষে আতপ বর্জনীয় এবং শীতসেবা [illegible]শীলনীয়। ১৬। তাম্বূল, গন্ধপ্রভৃতি সেবাকরত শুভদিনে সঙ্গম করিবে। নিষেকসময়ে পুরুষের চিত্তের যেরূপ অবস্থা থাকে, উদরস্থ সন্তান সেইরূপ অবস্থাপন্ন হয়। শুক্র ও শোণিত একত্র মিলিত হইয়া একটি পিণ্ড উৎপন্ন হয়। ১৭-১৮। যেমন আকাশে চন্দ্র বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ গর্ভগত সন্তানের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বীজভূত শুক্রেতে সর্ব্বদা চৈতন্য অবস্থিত আছে। ১৯। যখন কাম, চিত্ত ও শুক্র ইঁহারা একীভাব প্রাপ্ত হয়, তখনই স্ত্রীর গর্ভাশয়ে নর দ্রবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২০। স্ত্রীপুরুষের সঙ্গমকালে রক্তাধিক্য থাকিলে সেই গর্ভে স্ত্রী এবং শুক্রাধিক্য থাকিলে তাহাতে পুরুষ জন্মে। আর যদি শুক্র-শোণিতের সমতা থাকে, তাহাহইলে সেই গর্ভ ষণ্ডত্ব প্রাপ্ত হয়। ২১। সঙ্গমের পর এক অহোরাত্রে শুক্রশোণিত মিশ্রিত হয়, পঞ্চমদিবসে তাহা বুদ্বুদাকার ধারণ করে এবং দশম দিবসে উহা মাংসমিশ্র ও ধাতুসমন্বিত হয়। ২২। বিংশতিদিবসে ঘন-মাংস সমুৎপন্ন হয়, এইরূপে গর্ভ ক্রমতঃ বৃদ্ধি পায়। পঞ্চবিংশতি দিবস পূর্ণ হইলে বলপুষ্টি হইয়া থাকে। ২৩। একমাস পূর্ণ হইলে পঞ্চতত্ত্ব ধারণ করে, দুইমাস পূর্ণ হইলে চর্ম্ম ও মেদ জন্মে। ২৪। তিনমাস অতীত হইলে মজ্জা ও অস্থি উৎপন্ন হয় এবং চতুর্থ-মাসে কেশ ও গুল্ফ জন্মে। পঞ্চমমাসে কর্ণ, নাসিকা, উদর, এই সকল জন্মিয়া থাকে। ২৫। সপ্তমমাসে কণ্ঠরন্ধ্র, পৃষ্ঠ, গুহ্য এই সকল অবয়ব জন্মে। অষ্টমমাসে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উৎপন্ন হইয়া গর্ভ পূর্ণ হয়। ২৬। নবমমাসে গর্ভস্থ সন্তানের রতি জন্মে। তৎকালে গর্ভবাস হইতে বিনিঃসৃত হইতে তাহার ইচ্ছা হয়। ২৭। নবম কিম্বা দশমমাসে নারী, নর কিম্বা নপুংসক জন্মিয়া থাকে। ভৌতিককারণেই স্ত্রী পুং নপুংসকাদি হইয়া থাকে। ২৮। গর্ভস্থ সন্তান প্রসববায়ুতে আকৃষ্ট হইয়া পীড়াতে বিহ্বল হয়। ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু ও আকাশ ইহারাই পঞ্চভূত। ২৯। গর্ভস্থসন্তান উক্ত পঞ্চভূতকর্ত্তৃক পীড়িত এবং স্নায়ুবন্ধনে বদ্ধ হইয়া থাকে।

বন্ধনৈঃ। ত্বচাস্থিনাড্যো রোমাণি মাংসঞ্চৈবাত্র পঞ্চমং ॥ ৩০ ॥ এতে পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তাঃ ময়া ভূমেঃ খগেশ্বর। যথা পঞ্চগুণা আপস্তথা শৃণু চ কাশ্যপ ॥ ৩১ ॥ লালা মূত্রস্তথা শুক্রং মজ্জা রক্তঞ্চ পঞ্চমং। অপাম্পঞ্চ গুণাঃ প্রোক্তা জ্ঞাতব্যাস্তে প্রযত্নতঃ ॥৩২॥ ক্ষুধা নিদ্রা চ তৃষ্ণা চ আলস্যং কান্তিরেব চ। তেজঃপঞ্চগুণস্তার্ক্ষ্য প্রোক্তং সর্ব্বত্র যোগিভিঃ ॥ ৩৩ ॥ ধাবনং শ্বসনঞ্চৈব আকুঞ্চনপ্রসারণং। নিরোধঃ পঞ্চমঃ প্রোক্তো বায়োঃ পঞ্চগুণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৪ ॥ রাগদ্বেষৌ তথা লজ্জা ভয়ম্মোহস্তথৈব চ। ইত্যেতং কথিতস্তার্ক্ষ্য বায়ুজং গুণপঞ্চকং ॥৩৫॥ ঘোষশ্ছিদ্রাণি গাম্ভীর্য্যং শ্রবণং সর্ব্বসংশ্রয়ং। আকাশস্য গুণাঃ পঞ্চ জ্ঞাতব্যাস্তার্ক্ষ্য যত্নতঃ ॥ ৩৬ ॥ শ্রোত্রন্ত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা নাসা বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ। পাণিপাদৌ গুদম্বাক্ চোপস্থং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ ॥ ৩৭ ॥ ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না চ তৃতীয়কা। গান্ধারী গজজিহ্বা চ পূষা চৈব যশা তথা ॥ ৩৮ ॥ অলম্বুষা কুহুশ্চৈব শঙ্খিনী দশমী তথা। পিণ্ডমধ্যে স্থিতা হ্যেতাঃ প্রধানা দশনাড়যঃ ॥ ৩৯ ॥ প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চ উদানো ব্যান এব চ। নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৪০ ॥ ইত্যেতে বায়বঃ প্রোক্তা দশ দেহেষু সংস্থিতাঃ। কেবলম্ভুক্তমন্নঞ্চ পুষ্টিদং সর্ব্বদেহিনাং ॥ ৪১ ॥ নয়তি প্রাণদো বায়ুঃ শরীরে সর্ব্বসন্ধিষু। আহারো ভুক্তমাত্রস্তু বায়ুনা ক্রিয়তে দ্বিধা ॥ ৪২ ॥ সম্প্রবিশ্য গুদে যাতি পৃথগন্নং পৃথক্ জলং। ঊর্দ্ধমগ্নের্জ্জলং কৃত্বা তদন্নঞ্চ জলোপরি ॥ ৪৩ ॥ অগ্নেশ্চাধঃ স্থিতঃ প্রাণো হ্যগ্নিস্তস্য ধমেচ্ছনৈঃ। বায়ুনা ধম্যমানোগ্নিঃ পৃথক্কিট্টং পৃথগ্রসং ॥ ৪৪ ॥ মলৈর্দ্দ্বাদশভিঃ কিট্টং ভিন্নন্দেহাৎ পৃথগ্ভবেৎ। কর্ণাক্ষি নাসিকা জিহ্বা দন্তা নাভিগুদং বপুঃ ॥ ৪৫ ॥ নখা মলাশ্রয়াশ্চৈতে বিণ্মূত্রঞ্চেত্যনন্তরং। শুক্রশোণিতসংযোগাদ্দেহঃ ষাট্কৌশিকঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৬ ॥ রোমকোটিস্তথা তিস্রো হ্যর্দ্ধকোটিসমন্বিতা। দ্বাত্রিংশদ্দশনাস্তত্র সামান্যাদ্বিনতাত্মজ ॥ ৪৭ ॥ বিংশতিস্তু নখাঃ কেশাস্ত্রিলক্ষং মুখমূর্দ্ধজাঃ। মাংসম্পলসহস্রৈকং সামান্যাদ্দেহ-

চর্ম্ম, অস্থি, নাড়ী, রোম ও মাংস এই সকল ক্ষিতির কার্য্য। ৩০। হে খগেশ্বর! আমি উক্ত চর্ম্মপ্রভৃতিকে ভূমির গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। হে কাশ্যপ! যেমন ভূমির পাঁচটি গুণ আছে, সেইরূপ জলেরও পঞ্চ গুণ আছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ৩১। লালা, মূত্র, শুক্র, মজ্জা ও রক্ত এই সকলকে আমি জলের গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, যত্নপূর্ব্বক ইহা জানিতে হইবে। ৩২। ক্ষুধা, নিদ্রা, তৃষ্ণা, আলস্য ও কান্তি এই সকল তেজের গুণ, হে তার্ক্ষ্য! সর্ব্বত্র যোগিগণ উক্ত ক্ষুধা প্রভৃতিকে তেজের গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৩৩। ধাবন, শ্বসন, আকুঞ্চন, প্রসারণ, নিরোধ এই পঞ্চ বায়ুর গুণ বলিয়া কথিত আছে। ৩৪। রাগ, দ্বেষ, লজ্জা, ভয় ও মোহ, হে তার্ক্ষ্য! এই পঞ্চ বায়ুজন্য গুণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৩৫। শব্দ, ছিদ্র, গাম্ভীর্য্য, শ্রবণ, সর্ব্বসংশ্রয়, তার্ক্ষ্য! এই পঞ্চ আকাশের গুণ জানিবে। ৩৬। শ্রোত্র, চর্ম্ম, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, ইহারা বুদ্ধীন্দ্রিয়। হস্ত, পাদ, গুহ্য, বাক্য, উপস্থ ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়। ৩৭। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, পুষা, যশা, অলম্বুষা কুহূ ও শঙ্খিনী প্রধানত এই দশ নাড়ী দেহপিণ্ডমধ্যে অবস্থিত আছে। ৩৮-৩৯। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই দশবিধ বায়ু কথিত আছে, উক্ত বায়ুসকল দেহমধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে। কেবল একমাত্র ভুক্ত অন্নই জন্তুগণের দেহের পুষ্টিসাধন করে। ৪০—৪১। প্রাণদ বায়ু শরীরের সর্ব্বসন্ধিতে গমন করে এবং ভোজনের অব্যবহিতপরেই সেই ভুক্ত অন্ন বায়ুকর্ত্তৃক দ্বিধা বিভক্ত হয়। ৪২। ভুক্ত দ্রব্যসকল গুহ্যদেশে প্রবেশ করিয়া অন্ন ও জল পৃথক্ পৃথক্ হয়। ঐ বায়ু অগ্নির ঊর্দ্ধে জল এবং অন্ন জলের উপরি স্থাপন করে। ৪৩। প্রাণবায়ু অগ্নির অধোদিকে অবস্থিত হইয়া বারম্বার সেই অগ্নিকে প্রজ্বালিত করে। অগ্নি বায়ুকর্ত্তৃক প্রজ্বালিত হইয়া মল ও রসকে পৃথক করে। ৪৪। উহা দ্বাদশবিধ মল হইতে পৃথক্ থাকে। কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা, দন্ত, নাভি, গুহ্যদ্বার ও নখ ইহারাই মলের আশ্রয়। ঐ মলই বিষ্ঠা ও মূত্ররূপে পরিণত হইয়া থাকে। এইরূপে শুক্রশোণিতসংযোগে ষাট্কৌশিক দেহ উৎপন্ন হয়। ৪৫—৪৬। মানবের শরীরে সার্দ্ধত্রিকোটি লোম বিদ্যমান আছে। হে বিনতানন্দন! ঐ শরীরে সামান্যত দ্বাত্রিংশৎ দন্ত বর্ত্তমান আছে। ৪৭। শরীরে বিংশতি নখ এবং মুখে ও মস্তকে তিনলক্ষ কেশ হয়। আর সামান্যত দেহে সহস্র-

সংস্থিতং ॥ ৪৮ ॥ রক্তপলশতন্তার্ক্ষ্য বদ্ধমেতৎ পুরাতনৈঃ। পলানি দশ মেদশ্চ ত্বচা চৈব তু তৎসমা ॥ ৪৯ ॥ পলদ্বাদশকং মজ্জা মহারক্তং পলত্রয়ং। শুক্রং দ্বিকুড়বং জ্ঞেয়ং শোণিতং কুড়বং স্মৃতং ॥ ৫০ ॥ শ্লেষ্মণশ্চ ষড়র্দ্ধঞ্চ বিট্-মূত্রন্তৎপ্রমাণতঃ। এষ পিণ্ডঃ সমাখ্যাতো বৈভবং সম্প্রচক্ষ্মহে ॥ ৫১ ॥ ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি শরীরে তে ব্যবস্থিতাঃ। পাতাল-ভূধরালোকাস্তথা দ্বীপাঃ সসাগরাঃ। আদিত্যাদ্যা গ্রহাঃ সর্ব্বে পিণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৫২ ॥ পাদাধস্তু তলং জ্ঞেয়ং পাদোর্দ্ধং বিতলন্তথা। জানুভ্যাং সুতলম্বিদ্ধি জঙ্ঘাসু চ তলাতলং ॥ ৫৩ ॥ তথা রসাতলঞ্চোর্ব্বোগুহ্যদেশে মহাতলং। পাতালং কটিসংস্থন্তু পাদতো লক্ষয়েদ্বুধঃ ॥ ৫৪ ॥ ভূর্লোকং নাভিমধ্যে তু ভুবর্লোকন্তদূর্দ্ধতঃ। স্বর্লোকং হৃদয়ে বিন্দ্যাৎ কণ্ঠদেশে মহস্তথা ॥ ৫৫ ॥ জনলোকং বক্তদেশে তপোলোকং ললাটকে। সত্যলোকং মহারন্ধ্রে ভুবনানি চতুর্দ্দশ ॥৫৬॥ ত্রিকোণে সংস্থিতো মেরুরধঃকোণে চ মন্দরঃ। দক্ষিণে চৈব কৈলাসো বামকোণে হিমাচলঃ ॥ ৫৭ ॥ নিষধশ্চোর্দ্ধভাগে তু দক্ষিণে গন্ধমাদনঃ। রমণো বামরেখায়াং সপ্তৈতে কুলপর্ব্বতাঃ ॥ ৫৮ ॥ অস্থিস্থানে স্থিতো জম্বু শাকং মজ্জাসু সংস্থিতং। কুশদ্বীপঃ স্থিতো মাংসে ক্রৌঞ্চদ্বীপঃ শিরঃস্থিতঃ ॥ ৫৯ ॥ ত্বচায়াং শাল্মলীদ্বীপো গোমেদং রোমসঞ্চয়ে। নখস্থং পুষ্করদ্বীপং সাগরাস্তদনন্তরং ॥ ৬০॥ ক্ষীরোদশ্চ তথা মূত্রে ক্ষীরে ক্ষীরোদসাগরঃ। সুরোদধিঃ শ্লেষ্মসংস্থো মজ্জায়াং ঘৃতসাগরঃ ॥ ৬১ ॥ রসোদন্তৌরসে বিন্দ্যাৎ শোণিতে দধিসাগরঃ। স্বাদূদকঞ্চ বিট্স্থানে গর্ভোদং শুক্রসংস্থিতং ॥ ৬২ ॥ নাদচক্রে স্থিতঃ সূর্য্যো বিন্দুচক্রে তু চন্দ্রমাঃ। লোচনাভ্যাং কুজো জ্ঞেয়ো হৃদয়ে চ বুধঃ স্মৃতঃ ॥ ৬৩ ॥ বিষ্ণুস্থানে গুরুং বিন্দ্যাৎ শুক্রে শুক্রো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৬৪ ॥ নাভিস্থানে স্মৃতো মন্দো মুখে রাহুঃ স্মৃতঃ সদা। পাদস্থানে স্মৃতঃ কেতুঃ শরীরে গ্রহমণ্ডলং ॥ ৬৫ ॥ বিভক্তঞ্চ সমাখ্যাতং আপাদতলমস্তকং। উৎপন্না যে হি সংসারে ম্রিয়ন্তে তে ন

পল মাংস অবস্থিত আছে। ৪৮। হে তার্ক্ষ্য! দেহমধ্যে একশতপল রক্ত থাকে, প্রাচীন পণ্ডিতগণ এইরূপ দেহনির্ণয় করিয়াছেন। হে গরুড়! দেহে দশপল মেদ, দশপল চর্ম্ম, দ্বাদশপল মজ্জা, তিনপল মহারক্ত, শুক্র দশকুড়ব, শোণিত এককুড়ব, শ্লেষ্মা সার্দ্ধ ষট্কুড়ব এবং বিণ্মূত্র সার্দ্ধষট্কুড়ব। এইরূপে দেহপিণ্ড কথিত হইয়াছে। ৪৯—৫১। ব্রহ্মাণ্ডেতে যে যে গুণ আছে, দেহপিণ্ডেও সেই সেই গুণ আছে। পাতাল, ভূধর, আলোক, সসাগর দ্বীপ, আদিত্যাদি গ্রহ এই সকলই দেহপিণ্ডে অবস্থিতি করে। ৫২। পাদাধকে তল বলিয়া জানিবে। পাদের ঊর্দ্ধে বিতল, জানুদ্বয়ে সুতল, জঙ্ঘাতে তালতল, ঊরুতে রসাতল, গুহ্যদেশে মহাতল, কটিদেশে পাতাল জানিবে। এইরূপে পাদতল হইতে দেহনির্ণয় করিবে। ৫৩—৫৪। নাভিমধ্যে [illegible] ঊর্দ্ধে ভুবর্লোক, হৃদয়ে স্বর্লোক, কণ্ঠদেশে মহর্লোক জানিবে। ৫৫। মুখে জনলোক, ললাটে তপোলোক, মহারন্ধ্রে সত্যলোক এইরূপে শরীরমধ্যে চতুর্দ্দশভুবন বিদ্যমান রহিয়াছে। ৫৬। ত্রিকোণেতে মেরু এবং অধঃকোণে মন্দর সংস্থিত আছে, দক্ষিণকোণে কৈলাস এবং বামকোণে হিমাচল বিদ্যমান আছে। ৫৭। এই শরীরের ঊর্দ্ধভাগে নিষধাচল, দক্ষিণে গন্ধমাদন এবং বামরেখাতে রমণপর্ব্বত আছে, এই সপ্ত কুলপর্ব্বত দেহমধ্যে রহিয়াছে। ৫৮। নরদেহের অস্থিমধ্যে জম্বুদ্বীপ, মজ্জাতে শাকদ্বীপ, মাংসে কুশদ্বীপ, মস্তকে ক্রৌঞ্চদ্বীপ, চর্ম্মে শাল্মলীদ্বীপ, রোমচয়ে গোমেদদ্বীপ, নখেতে পুষ্করদ্বীপ, দেহমধ্যে এইরূপ সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসাগর আছে। ৫৯—৬০। মূত্রেতে ক্ষীরোদসাগর, দুগ্ধেতে ক্ষীরোদসাগর, শ্লেষ্মাতে সুরাসাগর, মজ্জাতে ঘৃতসাগর, রসেতে রসসাগর, শোণিতে দধিসাগর, বিট্স্থানে স্বাদূদকসাগর এবং শুক্রেতে গর্ভোদকসাগর বিদ্যমান আছে। ৬১—৬২। শরীরস্থ নাদচক্রে সূর্য্য এবং বিন্দুচক্রে চন্দ্র, লোচনে মঙ্গল, হৃদয়ে বুধ, বিষ্ণুস্থানে বৃহস্পতি এবং শুক্রস্থানে শুক্র ব্যবস্থিত আছেন। নাভিস্থানে শনি এবং মুখে সর্ব্বদা রাহু বর্ত্তমান আছে। আর পাদস্থানে কেতুর অবস্থিতি জানিবে। এইরূপে শরীরকে গ্রহমণ্ডলরূপে নির্ণয় করিতে হইবে। ৬৩—৬৫। উক্তরূপে পাদতল হইতে মস্তকপর্য্যন্ত শরীর বিভক্ত হইয়াছে সুতরাং যাহারা সংসারে উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের নিশ্চয়ই মরণ হইয়া থাকে। ৬৬। জন্তুগণের প্রথমত

সংশয়ঃ ॥৬৬॥ বুভুক্ষা চ তৃষা রৌদ্রাদাচ্ছোস্তু তা চ মূর্চ্ছনা ॥ যত্র পীড়াস্থিমা রৌদ্রাঃ সর্পবৃশ্চিকদংশজাঃ ॥ ৬৭ ॥ তপ্তবালুকমধ্যেন প্রজ্বলদ্বহ্নিমধ্যতঃ। কেশগ্রাহৈঃ সমাক্রান্তা নীয়ন্তে যমকিঙ্করৈঃ ॥ ৬৮ ॥ পাপিষ্ঠাস্ত্বধমাস্তার্ক্ষ্য দয়াধর্ম্মবিবর্জ্জিতাঃ। যমলোকে বসন্ত্যেব কুট্যাং জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৬৯ ॥ এবং সঞ্জায়তে তার্ক্ষ্য মর্ত্ত্যে জন্তুঃ স্বকর্ম্মভিঃ। আয়ুঃ কর্ম্ম চ বিত্তঞ্চ বিদ্যা নিধনমেব চ। পঞ্চৈতানি হি সৃজ্যন্তে গর্ভস্থস্যৈব দেহিনঃ ॥৭০॥ কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে। সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে ॥ ৭১ ॥ অধোমুখং চোর্দ্ধপাদং গর্ভাদ্বায়ুঃ প্রকর্ষতি। জন্মতো বৈষ্ণবী মায়া সম্মোহয়তি সত্বরং ॥ ৭২ ॥ স্বকর্ম্মকৃতসম্বন্ধো জন্তুর্জ্জন্ম প্রপদ্যতে। সুকৃতাদুত্তমো ভোগী ভাগ্যবান্ সুকুলে ভবেৎ ॥৭৩॥ যথা দুষ্কৃতকর্ম্মা হি কুলে হীনে প্রজায়তে। দরিদ্রো ব্যাধিতো মূর্খঃ পাপকৃদ্দুঃখভাজনঃ। উৎপত্তের্লক্ষণং জন্তোঃ কথিতং ঋষিপুত্রক ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

তার্ক্ষ্য-উবাচ। যমলোকং কিয়ন্মাত্রং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে। বিস্তারং তস্য মে ব্রূহি অথবা চৈব কিয়ান্ স্মৃতঃ ॥ ১ ॥ কৈঃ কৈঃ পাপৈঃ কৃতৈর্দ্দেব কেন বাশুভকর্ম্মণা। গচ্ছন্তি মানবাস্তত্র কথয়স্ব জনার্দ্দন ॥ ২ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। ষড়শীতিসহস্রাণি যোজনানাং প্রমাণতঃ। যমলোকস্য চাধ্বানং অন্তরা মানুষস্য চ ॥ ৩ ॥ ধ্মাততাম্রমিবাতপ্তো জ্বলন্ দুর্গো মহাপথঃ। তত্র গচ্ছন্তি পাপিষ্ঠা মানবা মূঢ়চেতসঃ ॥ ৪ ॥ কণ্টকাস্তীক্ষ্ণকাশ্চৈব বিবিধা ঘোরদারুণাঃ। তত্র বল্মীকিতির্ব্যাপ্তং হুতাশশ্চ তথোল্বণঃ ॥৫॥ বৃক্ষচ্ছায়া ন তত্রাস্তি যত্র বিশ্রমতে নরঃ।

ক্ষুধা ও পিপাসা জন্মিয়া থাকে। অনন্তর মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়। ৬৬। যাহাতে যাহাতে ভয়ঙ্কর পীড়া হইয়া থাকে, তাহারাই সর্প, বৃশ্চিক ও দংশক হয়। ৬৭। যমকিঙ্করগণ পাপিষ্ঠগণকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া তপ্তবালুকামধ্যে অথবা অগ্নিমধ্যে লইয়া যায়। ৬৮। হে তার্ক্ষ্য! পাপিষ্ঠগণ অধম ও দয়াদাক্ষিণ্যাদিশূন্য। ইহারাই যমলোকে গমন করিয়া জন্ম জন্ম কুটিরে বাস করে। ৬৯। হে গরুড়! এইরূপে মর্ত্ত্যলোকে স্বীয় কর্ম্ম অনুসারে জন্তুগণ পৃথক্ পৃথক্ জন্মগ্রহণ করে। আয়ু, কর্ম্ম, বিত্ত, বিদ্যা, নিধন এই পঞ্চ গর্ভাবস্থাতেই সৃষ্টি হইয়া থাকে। ৭০। কর্ম্মবশতই জন্তুগণ উৎপন্ন হয় এবং কর্ম্মহেতুই লয় পাইয়া থাকে। সুখ, দুঃখ, ভয়, মঙ্গল এই সমুদায়ই কর্ম্মোৎপন্ন জানিবে। ৭১। জন্তুগণ অধোমুখে ও উর্দ্ধপাদে গর্ভে অবস্থিতি করে এবং বায়ু ঐ অবস্থাতেই তাহাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। গর্ভস্থ জীবের জন্ম হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিষ্ণুমায়া মোহিত করে। ৭২। জন্তুগণ স্বীয় পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মসম্বন্ধবশতঃ উৎপন্ন হয়। পুণ্যশীল ব্যক্তি সৎকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া উত্তম, ভোগী ও ভাগ্যবান হইয়া থাকে। ৭৩। যাহারা দুষ্কৃতকর্ম্মা, তাহারা নীচকুলে জন্মগ্রহণ করে এবং দরিদ্র, ব্যাধিযুক্ত, মূর্খ, পাপকর্ম্মে নিরত ও দুঃখভাজন হয়। হে গরুড়! এই পর্য্যন্ত তোমার নিকট উৎপত্তির লক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম। ৭৪।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

গরুড় কহিলেন, ভগবন্! এই সচরাচর জগতে যমলোকের পরিমাণ কি? তাহার বিস্তারই বা কত? আর তাহার পন্থাই বা কিরূপ। এই সকল আমার নিকট বর্ণন করুন। ১। দেব! কি কি পাপ করিলে অথবা কোন অশুভ কর্ম্মদ্বারা মানবগণ যমলোকে গমন করে? জনার্দ্দন! এই সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ২। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে গরুড়! ষড়শীতিসহস্রযোজন যমলোকের পরিমাণ, মনুষ্যলোকের মধ্যেই ইহার পন্থা বিদ্যমান আছে। ৩। যমলোকের মহাপথ প্রজ্বলিত তাম্রের ন্যায় প্রতপ্ত এবং সর্ব্বদা জ্বলিতেছে; সুতরাং এই মহাপথ অতিদুর্গম। যে সকল মানব অতিপাপিষ্ঠ ও মূঢ়চিত্ত, তাহারা এই পথে গমন করে। ৪। পরলোকগমনের পথ তীক্ষ্ণকণ্টকাকীর্ণ, ভয়ঙ্করদর্শন ও অতিদারুণ, সেই পথসকল পৃথিবীব্যাপ্ত এবং সর্ব্বদা সেই পথে হুতাশন প্রজ্বলিত হই-

গৃহীতকালপাশৈস্তু কৃতৈঃ কর্মভিকল্বষৈঃ ॥ ৬ ॥ তস্মিন্ মার্গে ন চান্নাদ্যং যেন প্রাণান্ প্রপোষয়েৎ। জলং ন দৃশ্যতে তত্র তৃষা' যেন বিলীয়তে ॥ ৭ ॥ ক্ষুধয়া পীড়িতো যাতি তৃষয়া চ মহাপথি। শীতেন কম্পিতঃ ক্বাপি যমমার্গেঽতিদুর্গমে ॥ ৮ ॥ যদ্‌যস্য যাদৃশং পাপং স পন্থাস্তস্য তাদৃশঃ। সুদীনাঃ কৃপণা মূঢ়া দুঃখৈর্ব্যাপ্তাস্তরন্তি বৈ ॥ ৯ ॥ রুদন্তি করুণং কেচিৎ কেচিদ্রৌদ্রং বদন্তি বৈ। আত্মকর্মকৃতৈর্দোষৈস্তপ্যমানা মুহুর্মুহুঃ ॥ ১০ ॥ ঈদৃক্‌বিধঃ স বৈ পন্থা বিজ্ঞেয়ো দারুণঃ খগ। বিতৃষ্ণা যে নরা লোকে সুখং তস্মিন্ ব্রজন্তি তে ॥ ১১ ॥ যানি যানি চ দানানি দত্তানি ভুবি মানবৈঃ। তানি তান্যুপতিষ্ঠন্তি যমলোকে পুরঃসরং ॥ ১২ ॥ পাপিনাং নোপতিষ্ঠন্তি দত্তাঃ শ্রাদ্ধজলাঞ্জলী। ভ্রমন্তি বায়ুভূতাশ্চ যে ক্ষুদ্রাঃ পাপকর্ম্মিণঃ ॥ ১৩ ॥ ঈদৃশং বর্ত্ম বৈ রৌদ্রং কথিতং তব সুব্রত। পুনশ্চ কথয়িষ্যামি যমলোকস্য যা গতিঃ ॥ ১৪ ॥ যাম্যনৈঋতয়োর্ম্মধ্যে পুরং বৈবস্বতস্য চ। সর্ব্বং বজ্রময়ং দিব্যমভেদ্যং যৎ সুরাসুরৈঃ ॥ ১৫ ॥ চতুরস্রং চতুর্দ্বারং সপ্তপ্রাকারতোরণং। স্বয়ং তিষ্ঠতি তস্যান্তর্যমো দূতৈঃ সমন্বিতঃ ॥ ১৬ ॥ যোজনানাং সহস্রং হি প্রমাণেন তু দৃশ্যতে। সর্ব্বং রত্নময়ং দিব্যং বিদ্যুজ্জ্বালার্কবর্চসং ॥ ১৭ ॥ তদ্গৃহং ধর্ম্মরাজস্য বিস্তীর্ণং কাঞ্চনপ্রভং। পঞ্চবিংশপ্রমাণেন যোজনানি সমুচ্ছ্রিতং ॥ ১৮ ॥ রতং স্তম্ভসহস্রৈস্তু বৈদূর্য্যমণিমণ্ডিতং। মুক্তাজালং গবাক্ষন্তু পতাকাশতভূষিতং ॥ ১৯ ॥ ঘণ্টাশতনিনাদাঢ্যং তোরণানাং শতৈর্বৃতং। এবমাদিভিরন্যৈশ্চ ভূষণৈর্ভূষিতং সদা ॥ ২০ ॥ তত্রস্থো ভগবান্ ধর্ম্ম আসনে নিয়মে শুভে। দশযোজনবিস্তীর্ণে নীলজীমূতসন্নিভে ॥ ২১ ॥ ধর্ম্মজ্ঞো ধর্ম্মশীলশ্চ ধর্ম্মযুক্তহিতো

তেছে। ৫। সেই পথে নরগণ বিশ্রাম করিতে পারে, এমত বৃক্ষচ্ছায়া নাই। মনুষ্যগণকে স্বীয় কর্ম্মবশত যমদূতগণ কালপাশে গ্রহণ করিয়া এই পথে লইয়া যায়। ৬। এই মহামার্গে এমন অন্ন নাই যে, তাহা আহার করিয়া কেহ প্রাণপোষণ করিতে পারে, আর তাহাতে বিন্দুমাত্র জল নাই যে, তাহাদ্বারা পথিকের পিপাসাশান্তি হয়। ৭। ক্ষুধা ও পিপাসায় পরিপীড়িত হইয়াই জন্তুসকল এই মহাপথে গমন করে। আর অতি দুর্গমপথে গমনকালে কখন কখন মানবগণ শীতাধিক্যপ্রযুক্ত কম্পিত হইয়া থাকে। ৮। যে ব্যক্তির যেরূপ পাপ, তাহার পক্ষে যমলোকগমনের পথ সেইরূপ হয়। যাহারা মূঢ়াত্মা, তাহারা অতিদীন ও কৃপণবেশে অতিদুঃখে সেই পথ অতিক্রম করে। ৯। যাহারা সেই পথে গমন করে, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ করুণস্বরে রোদন করে, কেহ বা ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া থাকে। যমলোকগামী জন্তুগণ আত্মকৃত কর্ম্মদোষে বারম্বার পরিতপ্ত হইয়া থাকে। ১০। হে খগ! যমলোকপন্থা এইরূপ অতিদারুণ জানিবে। এই লোকে যাহারা সংসারতৃষ্ণাবিহীন, তাহারা এই পথে মহাসুখে গমন করে। ১১। মানবগণ এই লোকে যে যে বস্তু প্রদান করে, যমলোকগমন করিয়া অগ্রেই সেই দ্রব্য পাইয়া থাকে। ১২। পাপিগণ যমলোকগমন করিলে তাহার পূর্ব্বপ্রদত্ত দ্রব্য কিম্বা শ্রাদ্ধপ্রদত্ত জলাঞ্জলি লাভ করিতে পারে না। আর যাহারা ক্ষুদ্রাশয় ও পাপকর্ম্মা, তাহারা বায়ুভূত হইয়া ভ্রমণ করিয়া থাকে। ১৩। হে সুব্রত! আমি এইরূপ রৌদ্র যমবর্ত্ম বলিলাম, পুনর্ব্বার যমলোকের যে গতি তাহা বলিতেছি। ১৪। দক্ষিণ ও নৈঋত এই উভয়দিগের মধ্যে যমপুর বিদ্যমান আছে, এই যমপুর সমস্তই বজ্রময়, ইহা সুরাসুরগণের অভেদ্য। ১৫। যমপুর চতুরস্র ও চতুর্দ্বারবিশিষ্ট, ইহার সপ্তপ্রাকার ও সপ্ত তোরণ আছে। স্বয়ং যম দূতগণে পরিবৃত হইয়া এই পুরে অবস্থিতি করেন। ১৬। এই যমপুর সহস্রযোজন ব্যাপ্ত দৃষ্ট হয়, এই সমস্তপুরই দিব্য রত্নময় এবং সূর্য্যকিরণের ন্যায় সাতিশয় সমুজ্জ্বল। ১৭। যে গৃহে ধর্ম্মরাজ বাস করেন, তাহা অতি বিস্তীর্ণ ও কাঞ্চনপ্রভ। এই গৃহ পঞ্চবিংশতিযোজন উচ্চ। ১৮। যমরাজের গৃহ সহস্রস্তম্ভে সমাবৃত এবং বৈদূর্য্যমণিমণ্ডিত। উহার গবাক্ষসকল মুক্তাজালে বিভূষিত এবং গৃহটি পতাকাসমূহে বিভূষিত। ১৯। সর্ব্বদা যমভবনে শতশত ঘণ্টা বাজিতেছে, উহা শততোরণে পরিবৃত এবং গৃহ সর্ব্বদা অন্যান্য ভূষণে শোভা পাইতেছে। ২০। ঐ গৃহে ভগবান্ ধর্ম্মরাজ দশযোজনবিস্তীর্ণ নীল জলধরপ্রভ বিস্তীর্ণ শুভআসনে উপবিষ্ট আছেন। ২১। যমরাজ ধর্ম্মজ্ঞ, ধর্ম্মশীল ও সর্ব্বদা ধর্ম্মকর্ম্মে নিরত। ইনি

যমঃ। ভয়দঃ পাপযুক্তানাং ধর্ম্মিণাঞ্চ সুখপ্রদঃ ॥ ২২ ॥ মন্দমারুতসংযোগৈর্বিবিধৈরুৎসবৈস্তথা। ব্যাখ্যাভির্বহুভির্যুক্তঃ শঙ্খবাদিত্রনিস্বনৈঃ ॥ ২৩ ॥ পুরমধ্যে প্রবেশে তু চিত্রগুপ্তস্য বৈ গৃহং। পঞ্চবিংশতিসংখ্যানাং যোজনানাং প্রমাণতঃ ॥ ২৪ ॥ দশোচ্ছ্রিতং মহাদিব্যং লোহপ্রাকারবেষ্টিতং। প্রতোলীশতসঞ্চারং পতাকাশতশোভিতং ॥২৫॥ দীপিকাশতসংকীর্ণং গীতধ্বনিসমাকুলং। চিত্রিতং চিত্রকুশলৈশ্চিত্রগুপ্তস্য বৈ গৃহং ॥ ২৬ ॥ মণিমুক্তাময়ে দিব্যে আসনে পরমাদ্ভুতে। তত্রস্থো গণয়ত্যায়ুর্ম্মানুষেম্বিতরেষু চ ॥ ২৭ ॥ ন মুহ্যতি কথঞ্চিৎ সঃ সুকৃতে দুষ্কৃতেপি চ। জন্মনোপার্জ্জিতং যাবৎ সদসদ্বেতি তস্য তৎ ॥ ২৮ ॥ দশাষ্টদোষরহিতং কৃতং কর্ম্ম লিখত্যসৌ। চিত্রগুপ্তগৃহাৎ প্রাচ্যাং জ্বরস্যাস্তি মহাগৃহং ॥ ২৯ ॥ দক্ষিণে চাপি শূলস্য লূতাবিস্ফোটকস্য চ। পশ্চিমে কালপাশস্য অজীর্ণস্যারুচেস্তথা ॥ ৩০ ॥ মধ্যপীঠোত্তরে জ্ঞেয়া তথা চান্যা বিসূচিকা। ঐশান্যাং বৈ শিরোর্ত্তিঃ স্যাদাগ্নেয্যাং চৈব মূর্চ্ছনা ॥ ৩১ ॥ অতিসারস্তু নৈঋত্যাং বায়ব্যাং দাহসংজ্ঞকঃ। এভিঃ পরিবৃতো নিত্যং চিত্রগুপ্তঃ স তিষ্ঠতি।' যৎকর্ম্ম ক্রিয়তে যৈশ্চ তৎ সর্ব্বং তু লিখত্যসৌ ॥৩২॥ ধর্ম্মরাজগৃহদ্বারি দূতাস্তাক্ষ্যা তথা দিশি। তিষ্ঠন্তি পাপকর্ম্মাণঃ পীড়য়ন্তো নরাধমান্ ॥ ৩৩ ॥ যমদূতৈর্ম্মহাপাশৈস্তাড্যমানাশ্চ মুদ্গরৈঃ। বধ্যন্তে বা বধৈঃ পাশৈঃ 'পূর্ব্বকর্ম্মকৃতৈর্নরাঃ ॥ ৩৪ ॥ নানাপ্রহরণৈশ্চৈব নানাযন্ত্রৈস্তথাপরৈঃ। পীড্যন্তে পাপকর্ম্মাণঃ ক্রকচৈঃ কাষ্ঠবদ্দ্বিধা ॥৩৫॥ অন্যে চ জ্বলমানৈস্তু অঙ্গারৈঃ পরিতো ভূশং। পূর্ব্বকর্ম্মবিপাকেন আয়ন্তে লোহপিণ্ডবৎ ॥৩৬॥ ক্ষিপ্তাশ্চান্যে ধরাপৃষ্ঠে কুঠারেণ চ কর্ত্তিতাঃ। ক্রন্দমানাশ্চ দৃশ্যন্তে পূর্ব্বকর্ম্মবিপাকতঃ ॥ ৩৭ ॥ কেচিন্নিগড়পাশৈশ্চ

পাপিষ্ঠ মানবের পক্ষে ভয়প্রদ এবং পুণ্যশীল ব্যক্তির পক্ষে সুখপ্রদ। ২২। যমপুরে সর্ব্বদা মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছে, বিবিধ উৎসবক্রিয়া হইতেছে, সর্ব্বদা নানাপ্রকার বেদব্যাখ্যা হইতেছে এবং শঙ্খাদি বিবিধ বাদ্যধ্বনি হইতেছে। ২৩। এই পুরমধ্যে প্রবেশস্থানে চিত্রগুপ্তের গৃহ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই চিত্রগুপ্তপুর পঞ্চবিংশতিযোজন বিস্তীর্ণ। ২৪। এই গৃহ দশযোজন উচ্চ এবং লৌহপ্রাকারপরিবেষ্টিত। চিত্রগুপ্তপুরে শতসংখ্যক পথ আছে, ঐ সকল পথে উক্তপুরে সঞ্চরণ করিতে পারে এবং উহাকে সর্ব্বদা শতশত পতাকা শোভিত করিতেছে।২৫। ঐ গৃহে শতশত প্রদীপ জ্বলিতেছে এবং উহা গীতবাদ্যাদি ধ্বনিতে সর্ব্বদা সমাকুল রহিয়াছে। ঐ চিত্রগুপ্তের গৃহ চিত্রকৌশলে চিত্রিত হইয়া আছে। ২৬। ঐ গৃহে মণিমুক্তানির্ম্মিত পরমাশ্চর্য্য আসন বিস্তৃত রহিয়াছে, চিত্রগুপ্ত ঐ আসনে অবস্থিত হইয়া মনুষ্য এবং অন্যান্য জীবের আয়ু গণনা করেন। ২৭। চিত্রগুপ্ত সুকৃত বা দুষ্কৃত কর্ম্মে মোহিত হয়েন না। তিনি আজন্মোপার্জ্জিত সৎ, অসৎ সমুদায় কর্ম্ম নিরূপণ করেন এবং অষ্টাদশদোষরহিত কর্ম্মসকল লিখিয়া থাকেন। চিত্রগুপ্ত গৃহের পূর্ব্বদিগে জ্বরের মহাগৃহ বিদ্যমান আছে। ২৮—২৯। চিত্রগুপ্তগৃহের দক্ষিণদিকে শূল, লূতা ও বিস্ফোটকাদির গৃহ এবং পশ্চিমদিকে কালপাশ, অজীর্ণ ও অরুচি ইহাদিগের বাসগৃহ আছে। ৩০। মধ্যপীঠের উত্তরভাগে বিসূচিকার বাস এবং ঈশানকোণে শিরোরোগ, আগ্নেকোণে মূর্চ্ছা, নৈঋতকোণে অতিসার, বায়ুকোণে দাহ অবস্থিতি করে। এই সকল রোগে পরিবৃত হইয়া চিত্রগুপ্ত অবস্থান করিতেছেন। যে মানব যেরূপ কর্ম্ম করে, চিত্রগুপ্ত তাহা লিখিয়া রাখেন। ৩১—৩২। ধর্ম্মরাজের গৃহদ্বারে ও দিক্‌সমূহে তাঁহার দূতগণ বাস করে। ইহারা পাপকর্ম্মা নরাধম লোকদিগকে সর্ব্বদা পীড়ন করিয়া থাকে। ৩৩। যমদূতগণ পাপিষ্ঠ লোকদিগকে মহাপাশে বদ্ধ করিয়া মুদ্গরদ্বারা পীড়ন করেন এবং পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে পাশদ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখে। ৩৪। যেমন ক্রকচদ্বারা কাষ্ঠচ্ছেদন করে, সেইরূপ যমদূতগণ নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা পাপকর্ম্মা লোকদিগকে ছেদন করিয়া অন্যান্য যন্ত্রদ্বারা পীড়ন করিতে থাকে। ৩৫। অন্যান্য পাপীরা জ্বলদঙ্গারাগ্নিতে সর্ব্বতোভাবে জ্বলিতেছে, তাহারা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মবশে সাতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া লৌহজ্বলিত পিণ্ডবৎ হইতেছে। ৩৬। অন্যান্য পাপীরা কুঠারদ্বারা ছিন্ন হইয়া ধরাতলে পতিত হইতেছে এবং কতিপয় পাপীদিগকে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মবিপাকফলে রোদন করিতে দৃষ্ট হইতেছে। ৩৭। কতিপয় পাপী নিগড়পাশে বদ্ধ হইয়া পীড়িত হইতেছে,

তৈলপাকৈস্তথাপরে। হন্যন্তে যমদূতৈশ্চ পাপিষ্ঠাঃ সুভৃশং নরাঃ ॥ ৩৮ ॥ ঋণানি প্রার্থয়ন্ত্যন্যে দেহিদেহীতি কোটিশঃ। যমলোকে ময়া দৃষ্টাঃ স্বমাংসং ভক্ষয়ন্তি হি ॥ ৩৯ ॥ ইত্যেবং বহুবস্তার্ক্ষ্য নরকাঃ পাপিনাং স্মৃতাঃ। কিমেভি-র্বিস্তরপ্রোক্তৈঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু ভাষিতৈঃ। দানোপকারং বক্ষ্যামি যথা তত্র সুখং ভবেৎ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে,
ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। শৃণু তার্ক্ষ্য যথান্যায়ং ধর্ম্মাধর্ম্মস্য লক্ষণং। সুকৃতং দুষ্কৃতং নৃণামগ্রে ধাবতি ধাবতি ॥ ১ ॥ কৃতে তপঃ প্রশংসন্তি ত্রেতায়াং জ্ঞানসাধনং। দ্বাপরে যজ্ঞদানঞ্চ দানমেকং কলৌ যুগে ॥ ২ ॥ গৃহস্থানাং স্মৃতৌ প্রোক্তান্ ধর্ম্মান্যালপতাং তথা। ইষ্টাপূর্ত্তে স্বয়া শক্ত্যা কুর্ব্বতাং নাস্তি পাতকং ॥ ৩ ॥ বৃক্ষাস্তু রোপিতা যেন তড়াগাদি জলাশয়াঃ। কৃতা যেন হি মার্গেঽস্মিন্ সুখং যাতি স মানবঃ ॥ ৪ ॥ হিমে তুষারশীতাভ্যাং পীড্যতে ন যমালয়ে। তপ্যমানঃ সুখং যাতি ইন্ধনানি দদাতি যঃ ॥ ৫ ॥ তৃপ্তা বিভূষিতাশ্চৈব গন্ধপুষ্পসমন্বিতাঃ। ভূমিদানৈঃ সুখং যান্তি সর্ব্বকামৈশ্চ পূরিতাঃ ॥ ৬ ॥ সুবর্ণমণিমুক্তাদি-বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ। তেন সর্ব্বমিদং দত্তং যেন দত্তা বসুন্ধরা ॥ ৭ ॥ যানি যানি চ দানানি কৃতানি ভুবি মানবৈঃ। যমলোকপথে তানি তিষ্ঠন্ত্যগ্রে সমীপতঃ ॥ ৮ ॥ ব্যঞ্জনানি বিচিত্রাণি ভক্ষ্যভোজ্যানি যানি চ। বিধিনা দদতে পুত্রঃ পিত্রে তদুপতিষ্ঠতি ॥৯॥ আত্মা বৈ পুত্রনামা হি পুত্রস্ত্রাতা যমালয়ে। নরকাৎ পিতরং ত্রায়েত্তেন পুত্র ইতি স্মৃতঃ ॥ ১০ ॥ অতো দেয়ঞ্চ পুত্রেণ শ্রাদ্ধমাজীবিতাবধি। অতিবাহস্তদা প্রেতো ভোগাংশ্চ লভতে হি সঃ ॥১১॥ দহ্যমানস্য প্রেতস্য স্বজনৈর্যৈর্জ্জলাঞ্জলিঃ। দীয়তে প্রীতরূপোসৌ

কতিপয় নারকী তৈলপাকে পরিপক্ক হইতেছে। এইরূপে পাপিষ্ঠ নরগণ যমদূতকর্ত্তৃক সাতিশয় ক্লেশভোগ করে। ৩৮। যমলোকে অন্যান্য কোটি কোটি দেহী "দেহি দেহি" বলিয়া ঋণপ্রার্থনা করিতেছে, হে গরুড়! আমি দেখিয়াছি, যমলোকে অনেক পাপী আপন আপন মাংস ভক্ষণ করে। হে তার্ক্ষ্য! উক্তপ্রকারে অনেকানেক পাপী নরকভোগ করে। ইহার অধিক আর কি বর্ণিব, সর্ব্বশাস্ত্রেই এইরূপ পাপিদিগের বিবরণ সবিশেষ বিবৃত হইয়াছে। এইক্ষণ দানের উপকার বলিতেছি, ইহাতে যেরূপে সুখী হইতে পারে, তাহা শ্রবণ কর। ৩৯—৪০।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে তার্ক্ষ্য! ধর্ম্মাধর্ম্মের যথান্যায় লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। লোকের পুণ্যপাপ অগ্রে ধাবিত হয়। মনুষ্যের মরণ হইলে তাহার পাপপুণ্য অগ্রে গমনপূর্ব্বক পরলোকে গমন করিয়া থাকে এবং যখন সেই মনুষ্য পরলোকগমন করে, তখন সেই পাপপুণ্যের ভোগ হয়। ১। সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতাযুগে জ্ঞানসাধন, দ্বাপরে যজ্ঞদান এবং কলিযুগে এক দানমাত্রই ধর্ম্ম। ২। গৃহস্থগণ স্মৃতিকথিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। আর স্বীয় শক্তি অনুসারে ইষ্টাপূর্ত্তাদি যাগ করিবে, তাহাতেই তাহাদিগের পাপ বিনষ্ট হয়।৩। যে ব্যক্তি বৃক্ষরোপণ করে অথবা তড়াগাদি জলাশয় খনন করে, সেই ব্যক্তি সুখে যমালয়ে গমন করিতে পারে। ৪। যে ব্যক্তি ইহকালে কাষ্ঠদান করে, সেই ব্যক্তি যমালয়ে হিমতুষারাদিতে পীড়িত হয় না এবং তপ্যমান হইয়া সুখে গমন করে। ৫। যে যে ব্যক্তি ইহকালে ভূমিদান করে, তাহারা পরিতৃপ্ত, গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা বিভূষিত এবং সর্ব্বকামসমন্বিত হইয়া যমালয়ে গমন করে। ৬। যে ইহলোকে বসুন্ধরা দান করে, সে সুবর্ণ, মণি, রত্ন, বস্ত্র ও আভরণ প্রভৃতি সর্ব্বদ্রব্যদানের ফল পায়। ৭। যে মানব যে যে দ্রব্য দান করে, সেই সকল দ্রব্য যমলোকের পথে অগ্রে বর্ত্তমান থাকে। ৮। পুত্র পিতার উদ্দেশে বিবিধ ব্যঞ্জন ও ভোজ্যদ্রব্য দান করে, পিতা যমলোকে গমন করিলে তাহার সমীপে সেই সকল দ্রব্য উপস্থিত হয়। ৯। আত্মাই পুত্র নামে আবির্ভূত হয়, ঐ পুত্রই যমালয়ে পিতার পরিত্রাণকর্ত্তা। নরক হইতে পিতাকে পরিত্রাণ করে বলিয়াই "পুত্র" এই নাম হইয়াছে; অতএব পুত্র জীবিতাবধি পিতার শ্রাদ্ধ করিবে। পিতা আতিবাহিক শরীরে সেই পুত্রপ্রদত্ত দ্রব্যসকল ভোগ করে।১০-১১। প্রেত যমলোকে গমন করিয়া দহ্যমান হয় এবং পুত্রগণ

প্রেতো যাতি যমালয়ং ॥ ১২ ॥ অপক্কে মৃণ্ময়ে পাত্রে দুগ্ধং দদ্যাদ্দিনত্রয়ং। কাষ্ঠত্রয়ং গুণৈর্ব্বদ্ধা প্রেতপ্রীত্যৈ চতুষ্পথে ॥ ১৩ ॥ প্রথমেঽহ্নি দ্বিতীয়ে চ তৃতীয়ে চ তথা খগ। আকাশস্থঃ পিবেদ্দুগ্ধং প্রেতো বায়ুবপুর্দ্ধরঃ ॥ ১৪ ॥ চতুর্থে সঞ্চয়ঃ কার্য্যঃ সর্ব্বৈস্তু সহ গোত্রজৈঃ। অতঃ সঞ্চয়নাদূর্দ্ধং গঙ্গাস্পর্শো বিধীয়তে ॥ ১৫ ॥ দ্বিতীয়ে চ তৃতীয়ে চ চতুর্থে বাপি সাগ্নিকৈঃ। অস্থিসঞ্চয়নাদূর্দ্ধং প্রদদ্যাদঞ্জলিং ততঃ ॥ ১৬ ॥ ন পূর্ব্বাহ্ণে ন মধ্যাহ্নে নাপরাহ্ণে চ সন্ধিষু। প্রাতঃ প্রথমযামেষু দদ্যাদাদ্যজলাঞ্জলিং ॥১৭॥ পুত্রেণ দত্তৈস্তৈঃ সর্ব্বৈর্গোত্রজৈঃ সহ বান্ধবৈঃ। স্বজাত্যৈঃ পরজাত্যৈশ্চ দেয়াদাদ্যজলাঞ্জলিঃ ॥ ১৮ ॥ গন্তব্যং নৈব বিপ্রেণ দাতুং শূদ্রে জলাঞ্জলিং। নিরস্তাশ্চ যদা তীরাল্লোকাচারস্ততো ভবেৎ ॥ ১৯ ॥ পঞ্চত্বঞ্চ গতে শূদ্রে যঃ কাষ্ঠং নয়তে চিতাং। অনুব্রজেত্তথা বিপ্রস্ত্রিরাত্রমশুচির্ভবেৎ ॥ ২০ ॥ ত্রিরাত্রে তু ততঃ পূর্ণে নদীং গত্বা সমুদ্রগাং। প্রাণায়ামশতং কৃত্বা ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি ॥ ২১ ॥ শূদ্রো গচ্ছতি সর্ব্বেষু বৈশ্যস্ত্রিষু দ্বয়েঽপরঃ। গচ্ছতি স্বেষু বর্ণেষু বিপ্রো দাতুং জলাঞ্জলিং ॥ ২২ ॥ অধরোত্তরবস্ত্রাভ্যাং বস্ত্রগ্রন্থিঞ্চ দাপয়েৎ। একবস্ত্রো দদেদ্ভূত্বা দর্ভাস্তশ্চ তিলাঞ্জলিং ॥ ২৩ ॥ যদা দাতুঞ্চ গচ্ছন্তি দন্তধাবনপূর্ব্বকং। ত্যজন্তি গোত্রজাঃ সর্ব্বে দিনানি নব কাশ্যপ ॥ ২৪ ॥ জলাঞ্জলিং যদা দাতুং গচ্ছতি দ্বিজসত্তম। যস্মিন্ স্থানে মিলেদ্‌যস্তু অধ্বন্যপি গৃহেপি বা ॥২৫॥ বিশ্লেষস্তু ততঃ স্থানাৎ আদাহাদ্বিহিতো বুধৈঃ। স্ত্রীজনশ্চাগ্রতো গচ্ছেৎ পৃষ্ঠতো নরসঞ্চয়ঃ ॥ ২৬ ॥ ততআচমনং কার্য্যং পাষাণোপরিসংস্থিতৈঃ। যবাংশ্চ সর্ষপান্ দূর্ব্বাং পুর্ণপাত্রে বিলোকয়েৎ ॥২৭॥ প্রাশয়েন্নিম্বপত্রাণি স্নেহস্নানং সমাচরেৎ। গোত্রজেন চ কর্ত্তব্যং গৃহান্নং

পিতার উদ্দেশে যে জলাঞ্জলিপ্রদান করে, সেই জলদ্বারা প্রীত হইয়া যমালয়ে গমন করে। ১২। পিতার মরণের পর তিন দিবস অপক্ক মৃণ্ময়পাত্রে দুগ্ধদান করিবে। তিনটি কাষ্ঠ রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করিয়া সেই কাষ্ঠ চতুষ্পথে স্থাপনপূর্ব্বক তদুপরি দুগ্ধদান করা বিধেয়। ১৩। হে খগ! আকাশস্থ প্রেত বায়ুরূপ ধারণ করিয়া প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসে সেই দুগ্ধ পান করিবে। ১৪। মরণের পর চতুর্থদিবসে সকল জ্ঞাতিবর্গ অস্থিসঞ্চয় করিবে। এইরূপ অস্থিসঞ্চয়নের পর গঙ্গাজল স্পর্শ করিবে। ১৫। সাগ্নিকেরা দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ দিবসে অস্থিসঞ্চয়ন করিয়া তৎপরে জলাঞ্জলি প্রদান করিবে। ১৬। পূর্ব্বাহ্নে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে অথবা সন্ধিসময়ে প্রেতকে জলাঞ্জলি প্রদান করিবে না। প্রাতঃকালের প্রথমভাগে প্রেতের উদ্দেশে আদ্যজলাঞ্জলি প্রদান করিতে হইবে। ১৭। পুত্রগণ জলাঞ্জলিপ্রদান করিলে জ্ঞাতিগণ বন্ধু, বান্ধব, স্বজাতি ও পরজাতি সকলেই অদ্য জলাঞ্জলি দিবে। ১৮। বিপ্রগণ শূদ্রের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে গমন করিবে না, পুত্রাদিরা দাহক্রিয়ান্তে নদ্যাদির তীর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া লোকাচার করিবে। ১৯। শূদ্রের মরণ হইলে যদি ব্রাহ্মণ চিতাতে কাষ্ঠানয়ন করিয়া সেই সঙ্গে অনুগমন করে, তাহা হইলে সেই বিপ্র ত্রিরাত্র অশুচি থাকে। ২০। ত্রিরাত্র পূর্ণ হইলে সমুদ্রগামিনী নদীতে গমন করিয়া শতবার প্রাণায়ামপূর্ব্বক ঘৃতপ্রাশন করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২১। শূদ্র সর্ব্ববর্ণের শবানুষ্ঠান করিতে পারে, বৈশ্য, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এই বর্ণদ্বয়ের এবং ব্রাহ্মণ কেবল ব্রাহ্মণকে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে পারে। ২২। পুত্র, পিতাপ্রভৃতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিয়া পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্রে গ্রন্থি দিবে, কিন্তু জলাঞ্জলিপ্রদানকালে একবস্ত্রে সদর্ভ তিলযুক্ত জলাঞ্জলিপ্রদান করিবে। ২৩। হে কাশ্যপ! যাহারা প্রেতের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে গমন করিবে, তাহারা নয়দিবস পর্য্যন্ত দন্তধাবন পরিত্যাগ করিবে। ২৪। হে দ্বিজ! যখন প্রেতের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে গমন করিবে, তখন যে স্থানে, পথে কিম্বা গৃহে সকলে মিলিত হইবে, সেই স্থানে সেই পথে ও সেই গৃহ হইতে সকলে বিশ্লিষ্ট হইবে; কিন্তু দাহপর্য্যন্ত সকলে একত্র থাকিবে, যে সকল লোক দাহার্থ গমন করিবে, তাহাদিগের মধ্যে গমনকালে স্ত্রীসকল অগ্রে গমন করিবে এবং যাহারা পুরুষ তাহারা পশ্চাৎ থাকিবে। ২৫—২৬। তৎপর পাষাণোপরি অবস্থিত হইয়া আচমন করিবে এবং পূর্ণপাত্রে যব, সর্ষপ, দূর্ব্বা এই সকল অবলোকন করিতে হইবে। ২৭। অনন্তর নিম্বপত্র প্রাশন করিয়া ঘৃত স্পর্শপূর্ব্বক স্নান করিবে। কিন্তু গৃহেতে যে সকল অন্নাদি প্রস্তুত থাকে, তাহা ভোজন করিবে না। সগোত্র

নৈব ভোজয়েৎ ॥ ২৮ ॥ ভুঞ্জীত মৃণ্ময়ে পাত্রে উত্তানঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ। মৃতকস্য গুণা গ্রাহ্যা যমগাথাং সমুদ্গিরেৎ ॥ ২৯ ॥ শুভাশুভৌ চ ধ্যায়ন্তঃ পূর্ব্বকর্ম্মোপসঞ্চিতৌ। অলব্ধেন চ দেহেন ভুংক্তে সুকৃতদুষ্কৃতে ॥ ৩০ ॥ বায়ুরূপো ভ্রমত্যেব বায়ুঃ কুট্যাং স গচ্ছতি। দশাহে কর্ম্ম ক্রিয়তে জায়তে তেন সা কুটী ॥ ৩১ ॥ ক্ষুধাবিভ্রমমাপন্নো দশাহে যো ন তর্পিতঃ। পিণ্ডৈস্তস্য তদান্নঞ্চ আকাশে ভ্রমতে তু সঃ ॥ ৩২ ॥ দিনত্রয়ং বসেত্তোয়ে অগ্নৌ চাপি দিনত্রয়ং। আকাশে চ বসেত্ত্রীণি দিনমেকঞ্চ বাসবে ॥ ৩৩ ॥ গৃহদ্বারে শ্মশানে বা তীর্থে দেবালয়ে তথা। যত্রাদৌ দীয়তে পিণ্ডস্তত্র সর্ব্বান্ সমাপয়েৎ ॥ ৩৪ ॥ একাদশাহে যচ্ছ্রাদ্ধং তৎ সামান্যমুদাহৃতং। চতুর্ণামপি বর্ণানাং শুদ্ধয়ে স্নানমিষ্যতে ॥৩৫॥ কৃত্বা চৈকাদশাহন্তু পুনঃ স্নাত্বা শুচির্ভবেৎ। ন ভবেচ্চ যদা গোত্রী পরোপি বিধিমাচরেৎ ॥ ৩৬ ॥ স্ত্রী বাপি পুরুষঃ কশ্চিদিষ্টয়ে কুরুতে ক্রিয়াং। শ্রাদ্ধং কৃতং তু যৈর্ব্বস্ত্রৈস্তানি ত্যক্ত্বা গৃহং বিশেৎ ॥৩৭॥ অগোত্রশ্চ সগোত্রো বা নরো নার্য্যপ্যথাপি চ। প্রথমেঽহনি যঃ কুর্য্যাৎ স দশাহং সমাপয়েৎ ॥ ৩৮ ॥ অশৌচং যাবদেব স্যাত্তাবৎ পিণ্ডোদকক্রিয়া। চতুর্ণামপি বর্ণানামেষ এব বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৯ ॥ একাদশাহে প্রেতস্য দদ্যাৎ পিণ্ডং সমন্ত্রকং। সিদ্ধান্নং তস্য দাতব্যং শর্করাপূপকাদয়ঃ ॥ ৪০ ॥ দ্বাদশপ্রতিমাস্যানি শ্রাদ্ধান্যেকাদশে তথা। ত্রিপক্ষং সঞ্চয়ঞ্চৈব দ্বে রিক্তে খগ ষোড়শ ॥ ৪১ ॥ মাসং প্রতি প্রদাতব্যং মৃতাহে যা তিথিঃ স্মৃতা। স মাসঃ প্রথমো জ্ঞেয় অহরেকাদশস্তু যঃ ॥ ৪২ ॥ সা তিথির্ম্মাসিকে শ্রাদ্ধে মৃতো যস্মিন্দিনং নরঃ। রিক্তাসু চ ত্রিপক্ষে চ তাং তিথিং নাচরেদ্বুধঃ ॥ ৪৩ ॥ পূর্ণমাস্যাং মৃতো যোসৌ চতুর্থী তস্য ঊনকা। চতুর্থ্যাঞ্চ মৃতো যোসৌ নবমী তস্য চোনকা ॥ ৪৪ ॥ নবম্যাঞ্চ মৃতো যোসৌ তিথিরূনা চতু-

ব্যক্তিমাত্রেরই এইরূপ ব্যবস্থা জানিবে। ২৮। মরণের পর পুত্রাদিরা মৃণ্ময়পাত্রে ভোজন করিবে, পরন্তু উত্তানভাব বর্জ্জন করিতে হইবে এবং বান্ধবগণ মৃতের গুণকীর্ত্তন করিয়া যমগাথা গান করিবে। ২৯। তৎপরে পূর্ব্বকর্ম্মসঞ্চিত শুভাশুভ কর্ম্ম ধ্যান করিবে। মনুষ্য মরণের পর অন্য দেহ ধারণ না করিয়াই পুণ্যপাপভোগ করে। ৩০। মরণান্তে সেই জীব বায়ুরূপে ভ্রমণ করে এবং বায়ু কুটীতে গমন করে। অনন্তর দশাহে উহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবে, ইহাতেই সেই বায়ুকোটী পূর্ণ হয়। ৩১। দশাহে যাহার তর্পণ হয় না, সে ক্ষুধিত ও ভ্রান্ত হইয়া থাকে। পিণ্ডদানদ্বারা যে অন্নপ্রদান করা যায়, সেই অন্নও আকাশে ভ্রমণ করে। ৩২। প্রেত তিনদিবস জলে, দিনত্রয় অগ্নিতে, তিনদিবস আকাশে এবং একদিন আসবে বাস করে। ৩৩। গৃহদ্বার, শ্মশান, তীর্থ, দেবালয় প্রভৃতি যে স্থানে প্রথমে পিণ্ডপ্রদান করা যায়, সেই স্থানেই সকল কার্য্য সমাপন করিবে। ৩৪। একাদশাহে যে শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহা সামান্য বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়েরই শুদ্ধির নিমিত্ত স্নান ইচ্ছা করে। ৩৫। একাদশাহে শ্রাদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার স্নানদ্বারা শুদ্ধ হইবে। কাহার সগোত্রাদি শ্রাদ্ধের অধিকারী না থাকিলে অপর ব্যক্তিও শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিতে পারে। ৩৬। স্ত্রী কিম্বা পুরুষ যে কেহ শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া করে, তাহারা যে বস্ত্র পরিধান করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে, সেই বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিবে। ৩৭। অগোত্র, সগোত্র, স্ত্রী কিম্বা পুরুষ যে কেহ প্রথম পিণ্ডপ্রদান করিবে, সেই ব্যক্তিই দশাহপর্য্যন্ত পিণ্ডপ্রদান করিবে। ৩৮। যাবৎ অশৌচ থাকে, তাবৎ পিণ্ডোদকক্রিয়া করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়েরই এই ব্যবস্থা জানিবে। ৩৯। একাদশাহে প্রেতের উদ্দেশে সমন্ত্রক পিণ্ডপ্রদান করিতে হইবে। আর একাদশাহে সিদ্ধান্ন, শর্করা পিষ্টকাদিদান করিবে। ৪০। দ্বাদশমাসের দ্বাদশ মাসিক শ্রাদ্ধ, একাদশাহে শ্রাদ্ধ, প্রথম ষাণ্মাসিক, দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক ও সপিণ্ডীকরণ এই সমুদায়ে ষোড়শ শ্রাদ্ধ হয়। ৪১। মৃতদিবসে যে তিথি হয়, পুনর্ব্বার সেই তিথি উপস্থিত হইলেই প্রথম মাস হয়, প্রতি মাসে সেই তিথিতে শ্রাদ্ধ করিবে। ৪২। যে তিথিতে মনুষ্যের মরণ হয়, সেই তিথিই মাসিকে প্রশস্ত; কিন্তু রিক্তা ও ত্রিপক্ষে সেই তিথি গ্রহণ করিবে না। প্রতিমাসে যে শ্রাদ্ধবিধান আছে, তাহাতে রিক্তা বর্জ্জন জানিবে এবং রিক্তাও সাধারণ রিক্তা নহে। এইস্থলে যেরূপ রিক্তা গ্রহণ করিবে, তাহা পরে প্রকাশ পাইবে। ৪৩। পূর্ণিমাতে যাহার মরণ হয়, তাহার পক্ষে চতুর্থী, চতুর্থীতে যাহার মরণ হয়, তাহার পক্ষে নবমী এবং নবমীতে যাহার মৃত্যু হয়, তাহার পক্ষে চতুর্দশী রিক্তা জানিবে। এইরূপ

র্দ্দশী। এতা রিক্তাশ্চ বিজ্ঞেয়া অন্ত্যেষ্টৌ কুশলেন চ॥ ৪৫॥ একাদশাহোদ্ধরিষ্যং প্রেতোদ্দেশেন পাচিতং। চতুষ্পথে ত্যজেদন্নং পুনঃ স্নানং সমাচরেৎ॥ ৪৬॥ শয্যাদানং প্রশংসন্তি সর্ব্বে দেবা দ্বিজোত্তম। অনিত্যং জীবিতং যস্মাৎ পশ্চাৎ কোঽন্নু প্রদাস্যতি॥ ৪৭॥ তাবদ্বন্ধুঃ পিতা তাবদ্যাবজ্জীবতি মানবঃ। মৃতানামন্তরং জ্ঞাত্বা ক্ষণাৎ স্নেহো নিবর্ত্ততে॥৪৮॥ আত্মা বৈ হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মা চৈবাত্মনো রিপুঃ। জীবন্নপীতি সঞ্চিন্ত্য পূর্ব্বং ধর্ম্মমনুস্মরেৎ॥ ৪৯॥ মৃতানাঙ্কঃ সুতো যা চেচ্ছুভশয্যাং স তুলিকাং। এবং জীবতি সর্ব্বস্বং স্বহস্তেনৈব দাপয়েৎ॥ ৫০॥ তস্মাচ্ছয্যাং সমাসাদ্য সারদারুময়ীং শুভাং। দন্তপত্রচিতাং রম্যাং হেমপট্টৈরলঙ্কৃতাং॥ ৫১॥ রক্তুতুলিপ্রতিচ্ছন্নাং শুভশীর্ষোপধানকাং। প্রচ্ছাদনপটীযুক্তাং গন্ধধূপাধিবাসিতাং॥ ৫২॥ তস্যাং সংস্থাপ্য হৈমঞ্চ হরিং লক্ষ্ম্যা সমন্বিতং। ঘৃতপূর্ণঞ্চ কলশং তত্রৈব পরিকল্পয়েৎ॥ ৫৩॥ তাম্বুলং কুঙ্কুমাক্ষোদং কর্পূরাগুরুচন্দনং। দীপকোপানহৌ ছত্রং চামরাসনভাজনং॥ ৫৪॥ পার্শ্বেষু স্থাপয়েদ্ভক্ত্যা সপ্তধান্যানি চৈব হি। শয়নস্থস্য ভবতি যচ্চ স্যাদুপকারকং॥ ৫৫॥ ভৃঙ্গারকারকাদর্শপঞ্চবর্ণবিতানকং। শয্যামেবম্বিধাং কৃত্বা ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ॥ ৫৬॥ সপত্নীকায় সম্পূজ্য স্বর্লোকসুখদায়িনী। বস্ত্রৈঃ সুশোভনৈঃ পূজ্য চোলকং পরিধাপয়েৎ॥ ৫৭॥ ততোর্ঘ্যশ্চ প্রদাতব্যঃ পঞ্চরত্নজলাক্ষতৈঃ। যথা কৃষ্ণ ত্বদীয়া হি অশূন্যা ক্ষীরসাগরে॥ ৫৮॥ শয্যা ভূয়াম্মমাপীয়ং তথা জন্মনি জন্মনি। এবন্তুণ্পস্তথা কৃষ্ণং ক্ষমাপ্য চ বিসর্জ্জয়েৎ॥ ৫৯॥ একাদশাহে সম্প্রাপ্তে বিধিরেষঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। দদাতি যদি ধর্ম্মার্থে বান্ধবো বান্ধবে মৃতে॥ ৬০॥ তৈস্তৈরাপ্যায়িতঃ প্রেতঃ পরলোকে সুখী ভবেৎ। বিশেষমত্র পক্ষীন্দ্র কথ্যমানং ময়া শৃণু॥ ৬১॥ উপযুক্তঞ্চ তস্যাসীদ্যৎকিঞ্চিদ্ধি গৃহে পুরা। তস্য গাত্রে চ যল্লগ্নং বস্ত্রং ভাজনবাহনং॥ ৬২॥ অভীষ্টং

রিক্তাতেই শ্রাদ্ধ নিষেধ বুঝিতে হইবে। যাহারা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় পারদর্শী, তাহারা এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ৪৪—৪৫। একাদশাহে প্রেতের উদ্দেশে যে অন্নপাক করিবে, তাহা চতুষ্পথে প্রদান করিয়া স্নান করিতে হইবে। ৪৬। হে দ্বিজবর! সকল দেবতারাই শয্যাদান প্রশংসা করেন, অতএব জীবদবস্থায় শয্যাদান করিবে, কারণ সকলেরই জীবন অনিত্য, মরণ হইলে পর আর কে দান করিবে? ৪৭। যাবৎ মানব জীবিত থাকে, তাবৎ পিতা, বন্ধু, বান্ধব সকলের সহিত সম্বন্ধ থাকে, কিন্তু মরণের পর ক্ষণকালমধ্যেই স্নেহ নিবৃত্ত হয়। ৪৮। আপনিই আপনার বন্ধু এবং আপনিই আপনার রিপু, ইহা চিন্তা করিয়া জীবদবস্থাতেই পূর্ব্ববন্ধুর অনুস্মরণ করিবে। ৪৯। কোন পুত্র মৃত ব্যক্তির শয্যা যাচ্ঞা করে, অতএব জীবিত থাকিতেই স্বহস্তে সর্ব্বস্ব দান করিবে। ৫০। সারবান্-কাষ্ঠময়ী শুভ শয্যাসংগ্রহ করিয়া দন্তপত্রাদিরচিত, হেমপট্টদ্বারা অলঙ্কৃত, রক্তুতুলিকাযুক্ত শুভ উপধানসমন্বিত, আচ্ছাদন বস্ত্র সহিত গন্ধধূপাদিদ্বারা অধিবাসিত করিয়া তাহাতে স্বর্ণময়ী লক্ষ্মীসমন্বিত হরিমূর্ত্তি সংস্থাপনপূর্ব্বক সেই স্থানে ঘৃতপূর্ণ কলস পরিকল্পনা করিবে। ৫১—৫৩। অনন্তর কুঙ্কুম, কর্পূরযুক্ত চন্দনানুলিপ্ত তাম্বুল, দীপ, উপানহ, ছত্র, চামর, আসন ও ভাজন এই সকল সজ্জীকৃত করিয়া তাহার পার্শ্বে ভক্তিপূর্ব্বক সপ্তধান্য স্থাপন করিবে। আর অন্যান্য উপকরণ দ্রব্যসকলও শয্যাস্থ করিয়া দান করিবে। ৫৪—৫৫। অনন্তর ভৃঙ্গারক, দর্পণ ও বিতানকাদিদ্বারা শয্যাকে বিভূষিত করিয়া ব্রাহ্মণকে নিবেদন করিবে। ৫৬। সপত্নীক ব্রাহ্মণকে অর্চ্চনা করিয়া উক্ত শয্যাপ্রদান করিলে পরলোকে সুখলাভ হয়, সুশোভন বস্ত্রাদি পূজা করিয়া উলকপরিধাপন করাইবে। ৫৭। তৎপরে পঞ্চরত্ন জল ও অক্ষতসমন্বিত অর্ঘ্যপ্রদান করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিবে। হে কৃষ্ণ! যেমন ক্ষীরসাগরে তোমার অশূন্য শয্যা রহিয়াছে, জন্মজন্মে আমার সেইরূপ শয্যা হউক। এইরূপে কৃষ্ণকে অনুনয় করিয়া বিসর্জন করিবে। ৫৮—৫৯। একাদশাহে এইরূপ বিধি কীর্ত্তিত হইয়াছে। যদি বান্ধবের মরণের পর সেই বান্ধবের উদ্দেশে দান করে, সেই দানদ্বারা প্রেত আপ্যায়িত হয় এবং পরলোকে সুখী হইয়া থাকে। হে পক্ষিরাজ! ইহার বিশেষ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৬০—৬১। মৃত ব্যক্তির গৃহে তাহার যে কিছু উপযুক্ত বস্তু থাকে, তাহার গাত্রসংলগ্ন বস্ত্র,

যচ্চ তস্যাসীত্তং সর্ব্বং পরিকল্পয়েৎ। পুরন্দরপুরে চৈব সূর্য্যপুত্রালয়ে তথা ॥ ৬৩ ॥ উপতিষ্ঠেৎ সুখং জন্তোঃ শয্যাদানপ্রভাবতঃ। পীড়য়ন্তি ন তং যাম্যাঃ পুরুষা ভীষণাননাঃ ॥ ৬৪ ॥ ন ঘর্ম্মেণ ন শীতেন বাধ্যতে স নরঃ ক্বচিৎ। শয্যাদানপ্রভাবেন প্রেতো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ৬৫॥ অপি পাপসমাযুক্তঃ স্বর্গলোকং স গচ্ছতি। বিমানবরমারূঢ়ঃ সেব্যমানোঽপ্সরোগণৈঃ ॥ ৬৬ ॥ আভূতসংপ্লবং যাবৎ তিষ্ঠেৎ পাতকবর্জ্জিতঃ। নবকং ষোড়শশ্রাদ্ধং শয্যাং সম্বৎসরক্রিয়াং ॥ ৬৭ ॥ ভর্ত্তুর্যা কুরুতে নারী তস্যাঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ। উপকারায় সা ভর্ত্তুর্জীবন্তী চ মৃতা তথা ॥ ৬৮ ॥ উদ্ধরেজ্জীবমানা সা পতিং সত্যবতী সতী। স্ত্রিয়ো দদ্যাচ্চ শয়নে পুত্রো বাপি গুণান্বিতঃ ॥ ৬৯ ॥ প্রেতস্য প্রতিমাং হৈমীং কুঙ্কুমঞ্চৈবমঞ্জনং। বস্ত্রং ভূষণমুখ্যা শয্যামেবং কৃত্বা চ দাপয়েৎ ॥ ৭০ ॥ উপকারকরং স্ত্রীণাং যত্তুবোদিহ কিঞ্চন। ভূষণস্তত্র সংলগ্নং বস্ত্রভোগাদিকঞ্চ যৎ ॥ ৭১ ॥ তৎসর্ব্বং মেলয়িত্বা তু স্বে স্বে স্থানে নিধাপয়েৎ। পূজয়েল্লোকপালাংশ্চ গ্রহদেবান্বিনায়কং ॥ ৭২ ॥ ততঃ শুক্লাম্বরঃ স্নাত্বা গৃহীতকুসুমাঞ্জলিঃ। ইমমুচ্চারয়েন্মন্ত্রং বিপ্রস্য পুরতো বুধঃ ॥ ৭৩ ॥ প্রেতস্য প্রতিমা হ্যেষা সর্ব্বোপকরণৈর্যুতা। সর্ব্বরত্নসমাযুক্তা তব বিপ্র নিবেদিতা ॥ ৭৪ ॥ আত্মা শম্ভুঃ শিবা গৌরী শক্রঃ সুরগণৈঃ সহ। তস্মাচ্ছয্যা প্রদাতব্যা এষ আত্মা প্রসীদতু ॥ ৭৫ ॥ আচার্য্যায় প্রদাতব্যা ব্রাহ্মণায় কুটুম্বিনে। গৃহীত্বা ব্রাহ্মণঃ শয্যাং কোদাদিতি চ কীর্ত্তয়েৎ ॥ ৭৬ ॥ বহুভ্যো ন প্রদেয়ানি গৌর্গৃহং শয়নং স্ত্রিয়ঃ। বিভক্তদক্ষিণা হ্যেতে দাতারং পাতয়ন্তি তে ॥ ৭৭ ॥ এবং যো বিতরেত্তার্ক্ষ্য শৃণু তস্য চ যৎ ফলং। সাগ্রং বর্ষশতং দিব্যং স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৭৮ ॥ যৎ পুণ্যঞ্চ ব্যতীপাতে কার্ত্তিক্যাময়নে তথা। দ্বারকায়াঞ্চ যৎ পুণ্যঞ্চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে তথা ॥ ৭৯ ॥ প্রয়াগে নৈমিষে

ভাজন, আর তাহার অভীষ্ট বস্তুসকল দান করিবে। এইরূপ করিলে সেই ব্যক্তির ইন্দ্রলোকে ও সূর্য্যলোকে বাস হয়। আর শয্যাদান করিলে সেই দানফলপ্রভাবে ভীষণানন যমকিঙ্করগণ তাহাকে পীড়ন করিতে পারে না। ৬২—৬৪। প্রেতের উদ্দেশে শয্যাদান করিলে সেই শয্যাদানমাহাত্ম্যে সেই প্রেত যমপুরে গমন করিয়া রৌদ্র অথবা শীতে ক্লেশ পায় না এবং সেই প্রেত বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। ৬৫। ষোড়শশ্রাদ্ধ, শয্যাদান ও বাৎসরিক ক্রিয়া করিলে পাপী ব্যক্তিও অপ্সরোগণে সেব্যমান হইয়া বিমানারোহণে স্বর্গলোকে গমন করে এবং প্রলয়পর্য্যন্ত পাপবিবর্জ্জিত হইয়া থাকে। ৬৬—৬৭। যে নারী ভর্ত্তার উপকার করে, তাহার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হয় এবং সেই নারী মরিলেও জীবিতা থাকে। ৬৮। সত্যবতী নারী জীবদবস্থাতেই পতিকে উদ্ধার করিতে পারে, গুণবান্ পুত্র শয়নেতে স্ত্রী প্রদান করিবে। ৬৯। সুবর্ণময় প্রেতপ্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া কুঙ্কুম, চন্দন, অঞ্জন, বস্ত্র, ভূষণ ও শয্যা এই সকলের সহিত প্রদান করিবে। ৭০। স্ত্রীদিগের গৃহে তাহার উপকারক যে কিছু বস্তু থাকে এবং তাহার গাত্রসংলগ্ন বস্ত্র, ভূষণ ও ভোগ্যবস্তু এই সকল একত্র করিয়া স্বস্ব স্থানে স্থাপন করিবে। অনন্তর লোকপাল, গ্রহদেবতা ও গণপতিকে অর্চনা করিয়া ও শুক্লবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক স্নান করিবে এবং পুষ্পাঞ্জলিগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের সমীপে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। হে বিপ্র! সর্ব্বোপকরণযুক্তা ও সর্ব্বরত্নবিভূষিত এই প্রেতপ্রতিমা তোমাকে নিবেদন করিলাম। ৭১—৭৪। আত্মা, শম্ভু, শিবা, গৌরী এবং দেবগণের সহিত ইন্দ্র শয্যাপ্রদানে প্রসন্ন হয়েন, অতএব শয্যাপ্রদান করিবে, তাহা হইলে আত্মা সন্তুষ্ট হয়। ৭৫। আচার্য্য, ব্রাহ্মণ ও কুটুম্বগণকে শয্যাদিপ্রদান করিবে এবং ব্রাহ্মণ সেই শয্যাগ্রহণ করিয়া "কোদাৎ" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিবে। ৭৬। গৃহ, শয্যা ও স্ত্রী এই সকল বহু ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে না। এই সকল দ্রব্য বিভাগ করিয়া দান করিলে দাতা ব্যক্তি পতিত হইয়া থাকে। ৭৭। হে তার্ক্ষ্য! যে ব্যক্তি এইরূপে দান করে, তাহার পুণ্যফল বলিতেছি, শ্রবণ কর। উক্ত দানফলপ্রভাবে দাতা দিব্য পরিমাণে শতবর্ষ স্বর্গলোকে বাস করিতে পারে। ৭৮। ব্যতীপাতযোগে, কার্ত্তিকীপূর্ণিমাতে, অয়নসংক্রান্তিতে, দ্বারকাতে ও চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণকালে যে পুণ্য হয় এবং প্রয়াগে, নৈমিষারণ্যে, কুরুক্ষেত্রে, অর্ব্বুদে, গঙ্গাতে, যমুনাতে, গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নানাদি করিলে যেরূপ পুণ্যসঞ্চয় হয়, এক

যচ্চ কুরুক্ষেত্রে তথার্বুদে। গঙ্গায়াং যমুনায়াঞ্চ সিন্ধুসাগর-সঙ্গমে ॥ ৮০ ॥ শয্যাদানপ্রভাবেন তত্তৎফলমবাপ্নুয়াৎ। যত্রাসৌ জায়তে জন্তুর্ভুঙ্‌ক্তে তত্রৈব তৎ ফলং ॥ ৮১ ॥ কর্ম্মক্ষয়ে ক্ষিতৌ জাতো মানুষঃ শুভদর্শনঃ। মহাধনী চ ধর্ম্মজ্ঞঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ৮২ ॥ পুনঃ স যাতি বৈকুণ্ঠং মৃতোসৌ নরপুঙ্গবঃ। দিব্যং বিমানমারুহ্য অপ্সরোভিঃ সমাবৃতঃ। অহোসৌ হব্যকব্যেষু পিতৃভিঃ সহ মোদতে ॥৮৩

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে
চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

গরুড় উবাচ। অপরং মম সন্দেহং কথয়স্ব জনার্দ্দন। পুরুষস্য চ দৃষ্ট্বা বৈ মাতরং মৃতিমাগতাং ॥ ১ ॥ পিতামহী জীবতি চ তথৈব প্রপিতামহী। বৃদ্ধপ্রপিতামহী তদ্বন্মাতৃসক্তঃ পিতা তথা ॥ ২ ॥ পিতামহপ্রপিতামহৌ বৃদ্ধশ্চ প্রপিতামহঃ। কেন সা মেল্যতে মাতা এতৎ কথয় মে প্রভো ॥ ৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণ-উবাচ। পুনরুক্তং প্রবক্ষ্যামি সপিণ্ডীকরণং খগ। উমা লক্ষ্মীর্ম্মহাবাণী সৈবাভিঃ মেলয়েদ্ধ্রুবং ॥ ৪ ॥ ত্রয়ঃ পিণ্ডভুজো জ্ঞেয়াস্ত্যাজকাশ্চ ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ। ত্রয়ঃ পিণ্ডামুলেপাশ্চ দশমঃ পংক্তিসন্নিধিঃ ॥ ৫ ॥ ইত্যেতে পুরুষা খ্যাতাঃ পিতৃমাতৃকুলেষু চ। তারয়েদ্‌ যজমানস্তু দশপূর্ব্বান্ দশাপরান্ ॥ ৬ ॥ সপিণ্ডঃ স ভবেদ্দাদৌ সপিণ্ডীকরণে কৃতে। অন্ত্যস্তু ত্যাজকো জ্ঞেয়ো বৃদ্ধস্তু প্রপিতামহঃ ॥ ৭ ॥ অন্ত্যস্তু ত্যাজকো যস্তু লেপকঃ প্রথমো ভবেৎ। লেপকস্ত্বন্তিমো যস্তু স ভবেৎ পংক্তিসন্নিধঃ ॥ ৮ ॥ যজমানো ভবেদেকো দশপূর্ব্বে দশাপরে। ইত্যেতে পিতরো জ্ঞেয়া একবিংশতিশাশ্বতাঃ ॥ ৯ ॥ বিধিনা কুরুতে যস্তু সংসারে শ্রাদ্ধমুত্তমং। দদতে নাত্র সন্দেহঃ শৃণু তস্যাপি তৎফলং ॥ ১০ ॥ পিতা দদাতি পুত্রান্ বৈ গোধনঞ্চ পিতামহঃ। হেমদাতা ভবেৎ সোপি যস্তস্য প্রপিতামহঃ ॥ ১১ ॥ কৃতে শ্রাদ্ধে গুণা হ্যেতে

শয্যাদানপ্রভাবে মানব সেই সকল ফল পাইয়া থাকে। যে স্থানে উক্ত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে, সেই স্থানেই উক্ত ফলভোগ করিতে পারে। ৭৯—৮১। অনন্তর কর্ম্মক্ষয় হইলে অতিসুরূপ মহাধনী, ধর্ম্মজ্ঞ এবং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়া মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে। ৮২। পরে সেই নরপুঙ্গব মরণানন্তর অপ্সরোগণপরিবৃত ও দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করে এবং পিতৃগণের সহিত হব্যকব্য ভোজন করিতে পারে। ৮৩।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

গরুড় কহিল, হে জনার্দ্দন! আমার অপর সন্দেহ আছে, সেই সন্দেহের যথাবৎ সদুত্তর প্রদান করুন্। যদি কোন পুরুষের মাতার মরণ হইলে, তাহার পিতামহী, প্রপিতামহী ও বৃদ্ধপ্রপিতামহী এবং পিতা, পিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ জীবিত থাকে, তাহাহইলে কাহার সহিত সেই মাতার পিণ্ডসমন্বয় হইবে? প্রভো! আমার মনে এই সন্দেহ হইতেছে, আপনি কৃপা করিয়া আমার এই সন্দেহভঞ্জন করুন্। ১—৩। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে খগ! আমি তোমার নিকট সপিণ্ডীকরণ কহিতেছি, শ্রবণ কর। এই সপিণ্ডীকরণ পূর্ব্বেও কথিত হইয়াছে, মাতার মরণ হইলে যদি পিতামহী প্রভৃতি ও পিতাপ্রভৃতি জীবিত থাকে, তাহাহইলে উমা, লক্ষ্মী ও বাণী ইঁহাদিগের সহিত সেই মাতার পিণ্ডসমন্বয় করিতে হইবে। ৪। তিনপুরুষ পিণ্ডভাগী, অপর তিন পুরুষ ত্যাজক এবং অন্য তিন পুরুষ লেপভাগী, আর দশম পুরুষ পংক্তিসন্নিধানবর্ত্তী। ৫। পিতৃমাতৃকুলে এই সকল পুরুষ বিখ্যাত আছে, যজমান যজ্ঞাদিদ্বারা পূর্ব্বদশ এবং পরবর্ত্তী দশ পুরুষকে পরিত্রাণ করে। ৬। সপিণ্ডীকরণ হইলেই সেই ব্যক্তি সপিণ্ড হইয়া থাকে। যাহার সপিণ্ডীকরণ হয় নাই, তাহাকে ত্যাজক জানিবে। ইনিই বৃদ্ধপ্রপিতামহ বলিয়া জানিবে। ৭। যিনি অন্ত্যত্যাজক, তিনিই প্রথম লেপভাগী হয়েন, আর যিনি অন্তিমলেপভাগী, তিনি পংক্তিসন্নিধানভাগীমাত্র হইয়া থাকেন। ৮। যিনি যজমান, তাঁহার পূর্ব্বদশ পুরুষ ও অপর দশপুরুষ এবং সেই যজমান এই সমুদায়ে একবিংশতি পুরুষ হয়। ইহারাই পিতৃলোক বলিয়া বিখ্যাত আছে। ৯। যিনি এই সংসারে বিধিপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করেন, বিষ্ণু তাহাকে যে ফলপ্রদান করেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ১০। যে ব্যক্তি পিতাপ্রভৃতির শ্রাদ্ধ করেন, পিতা তাহাকে পুত্র এবং পিতামহ গোধন দিয়া থাকেন। আর যিনি সেই শ্রাদ্ধ-

পিতৃণাং তর্পণে স্মৃতাঃ। দত্ত্বাদ্বিপুলমন্নাদ্যং বৃদ্ধস্তু প্রপিতামহঃ ॥ ১২ ॥ যস্য পুংসশ্চ মর্ত্ত্যে বৈ বিচ্ছিন্না সন্ততিঃ খগ। স বসেন্নরকে নিত্যং পঙ্কে মগ্নঃ করী যথা ॥ ১৩ ॥ যোন্যন্তরে হি যো জাতো বৃক্ষঃ পক্ষী সরীসৃপঃ। ন সন্ততিবিনাশেঽপি মুচ্যতে নরকাদ্ধ্রুবং ॥১৪॥ আচার্য্যস্তস্য শিষ্যো বা দূরতোঽপি হি গোত্রজঃ। নারায়ণবলিং কুর্য্যাত্তস্যোদ্দেশেন ভক্তিতঃ ॥১৫॥ বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো মুক্তঃ স নরকাদ্ধ্রুবং। স্বর্গে চ স বসেন্নিত্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৬ ॥ আদৌ কৃত্বা ধনিষ্ঠাঞ্চ এতন্নক্ষত্রপঞ্চকং। রেবত্যন্তং সদা তস্য অশুভং সর্ব্বদা ভবেৎ ॥ ১৭ ॥ দাহস্তত্র ন কর্ত্তব্যো বিপ্রাদিসর্ব্বজাতিষু। দীয়তে ন জলং তত্র অশুভং সর্ব্বদা ভবেৎ ॥ ১৮ ॥ লোকযাত্রা ন কর্ত্তব্যা দুঃখার্ত্তৈঃ স্বজনৈর্যদি। পঞ্চকানন্তরং তস্য কর্ত্তব্যং সর্ব্বমন্যথা ॥১৯॥ পুত্রাণাং গোত্রিণাং তস্য সন্তাপো হ্যুপজায়তে। গৃহে হানির্ভবেত্তস্য ঋক্ষেষেষু মৃতস্য চ ॥ ২০ ॥ তথাপি ঋক্ষমধ্যে তু দাহশ্চ বিধিপূর্ব্বকঃ। মানুষাণাং হিতার্থায় সদ্য আহুতিকারণাৎ ॥২১॥ সদ্যআহুতিদং পুণ্যং তীর্থে তদ্দাহমুত্তমং। বিপ্রৈর্নিয়মিতঃ কার্য্যো মন্ত্রৈস্তু বিধিপূর্ব্বকং ॥২২॥ শবস্য তু সমীপে চ ক্ষিপ্যন্তে পুত্তলাস্ততঃ। দর্ভময়্যশ্চ চত্বার ঋক্ষমন্ত্রাভিপূজিতাঃ ॥২৩॥ ততো দাহশ্চ কর্ত্তব্যো তৈশ্চ পুত্তলকৈঃ সহ। সূতকান্তে ততঃ পুত্রঃ কুর্য্যাচ্ছান্তিকমুত্তমং ॥ ২৪ ॥ পঞ্চকেষু মৃতো যোঽসৌ ন গতিং লভতে নরঃ। তিলান্ গাঞ্চ হিরণ্যঞ্চ তস্যোদ্দেশে ঘৃতং দদেৎ ॥ ২৫ ॥ বিপ্রাণাং দীয়তে দানং সর্ব্বোপদ্রবনাশনং। সূতকান্তে সুতৈরেবং স প্রেতো লভতে গতিং ॥ ২৬ ॥ ভোজনোপানহৌ ছত্রং হেম মুদ্রা চ বাসসি। দক্ষিণা দীয়তে বিপ্রে ভবপাতকমোচনী ॥ ২৭ ॥ যূনো বৃদ্ধস্য বালস্য পঞ্চকেষু মৃতস্য চ। বিধানং যো ন কুর্ব্বীত

কর্ত্তার প্রপিতামহ, তিনি সেই শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে সুবর্ণ দিয়া থাকেন। ১১। পিতার শ্রাদ্ধ করিলে উক্ত ফলসকল হয় এবং তর্পণেও উক্ত ফলভোগ হইয়া থাকে ; অতএব যিনি বৃদ্ধপ্রপিতামহ, তাহাকে বিপুল অন্নপ্রদান করিবে। ১২। এই মর্ত্ত্যলোকে যাহার সন্ততি নাই, সেই ব্যক্তি যেমন পঙ্কমধ্যে করী মগ্ন থাকে, সেইরূপ নরকে বাস করে। ১৩। কর্ম্মবিপাকবশত যে ব্যক্তি অন্যান্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া বৃক্ষ-সরীসৃপাদি হয়, সেও সন্ততি ব্যতিরেকে নরক হইতে নিষ্কৃতি পায় না। ১৪। আচার্য্য, শিষ্য ও স্বগোত্রজ ইহারাই সন্ততিবিহীনের উদ্দেশে নারায়ণবলি প্রদান করিবে। তাহাহইলেই পাপী সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া নরক হইতে নিষ্কৃতি পায় এবং অনন্তকাল স্বর্গলোকে বাস করিতে পারে, ইহাতে কোন বিচার করিবে না। ১৫—১৬। ধনিষ্ঠাদি রেবতীপর্য্যন্ত পঞ্চ নক্ষত্র সর্ব্বদা অশুভপ্রদ। যাহারা উক্ত ধনিষ্ঠাদি পঞ্চ নক্ষত্রে মরে, তাহাদিগের দাহ অথবা জলপ্রদান করিবে না। ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণেরই এইরূপ বিধি জানিবে, সকলের পক্ষেই উক্ত পঞ্চ নক্ষত্র অশুভপ্রদ। ১৭-১৮। উক্ত পঞ্চ নক্ষত্রমধ্যে লোকযাত্রা করিবে না এবং কেহ দুঃখার্ত্ত হইলেও তাহার প্রতিকার নিষিদ্ধ, কিন্তু উক্ত পঞ্চ নক্ষত্রের পরে অন্য সমস্ত কার্য্য করিবে। ১৯। উক্ত পঞ্চ নক্ষত্রে মৃত ব্যক্তির পুত্র ও স্বগোত্রদিগের গৃহে সর্ব্বদা উপতাপ ও ক্ষতি হইয়া থাকে। ২০। যদিও উক্ত নক্ষত্রপঞ্চকের মধ্যে মৃত ব্যক্তির দাহ নিষিদ্ধ হউক, তথাপি মনুষ্যের হিতার্থ এবং সদ্য আহুতি কারণবশত বিধিপূর্ব্বক দাহ করিবে। ২১। উক্ত পঞ্চ নক্ষত্রে মৃত ব্যক্তিকে বিপ্রগণ মন্ত্রপাঠ ও বিধিপূর্ব্বক তীর্থে দাহন করিবে, তাহাহইলে সদ্য আহুতিজন্য পুণ্য হইয়া থাকে। ২২। ঐরূপ মৃত ব্যক্তির দাহকালে শবের সমীপে দর্ভময় চারিটি পুত্তলিকা মন্ত্রপূত করিয়া নিক্ষেপ করিবে। ২৩। অনন্তর সেই পুত্তলিকাসহ দাহ করিবে, তৎপর অশৌচান্তে পুত্র শান্তিকার্য্য করিবে। ২৪। যে মনুষ্য উক্ত ধনিষ্ঠাদি পঞ্চ নক্ষত্রে প্রাণত্যাগ করে, সেই মনুষ্য কোন সদ্গতি লাভ করে না ; অতএব তাহার উদ্দেশে তিল, গো, সুবর্ণ ও ঘৃতদান করিবে। ২৫। পূর্ব্বোক্ত দানদ্রব্যসকল ব্রাহ্মণকে দান করিলে সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব বিনাশ পায় এবং অশৌচান্তে সেই প্রেত সদ্গতি লাভ করে। ২৬। উক্তরূপ প্রেতের উদ্দেশে ভোজনদ্রব্য, উপানদ্দ্বয়, ছত্র, মুদ্রা ও বস্ত্রপ্রদান করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে। এইরূপ করিলে তাহার ভবপাতকবিমোচন হয়। ২৭। যদি উক্ত নক্ষত্রপঞ্চকের মধ্যে যুবা, বৃদ্ধ অথবা বালকের মরণ হয় এবং তাহার কথিত প্রক্রিয়া না করে, তাহা-

বিঘ্নস্তস্য প্রজায়তে ॥ ২৮ ॥ অষ্টাদশৈব বস্তূনি প্রেতশ্রাদ্ধে বিবর্জ্জয়েৎ। আশিষো দ্বিগুণা দর্ভাঃ স্বস্ত্যস্তু প্রণবস্তথা ॥ ২৯ ॥ অগ্নৌকরণমুচ্ছিষ্টং শ্রাদ্ধং বৈ বৈশ্বদৈবিকং। বিকিরশ্চ স্বধাকারঃ পিতৃশব্দো ন চোচ্যতে ॥ ৩০ ॥ অনুশব্দং ন কুর্ব্বীত নাবাহনমথোল্মুকং। আসীমান্তং ন কুর্ব্বীত প্রদক্ষিণবিসর্জ্জনং ॥ ৩১ ॥ ন কুর্য্যাত্তিলহোমঞ্চ দ্বিজঃ পূর্ণাহুতিং তথা। ন কার্য্যো বৈশ্বদেবশ্চ কর্ত্তা গচ্ছত্যধোগতিং। মলিনশ্রাদ্ধএতানি পূর্ব্বং ষোড়শ কাশ্যপ ॥ ৩২ ॥ স্থানে চার্দ্ধপথেহতীতে চিতায়াং শবহস্তকে। শ্মশানবাসিভূতেভ্যঃ পঞ্চমঃ প্রাতিবেশ্যকঃ ॥ ৩৩॥ ষষ্ঠঃ সঞ্চয়নে প্রোক্তো দশপিণ্ডী দশাহ্নি চ। শ্রাদ্ধং ষোড়শকঞ্চৈব প্রথমং পরিকীর্ত্তিতং ॥ ৩৪ ॥ অন্যং ষোড়শকং তত্র দ্বিতীয়ং তার্ক্ষ্য মে শৃণু। কর্ত্তব্যানীহ বিধিনা শ্রাদ্ধান্যেকাদশৈব তু ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদ্যঞ্চ তথান্যচ্ছ্রাদ্ধপঞ্চকং। এবং ষোড়শশ্রাদ্ধানি বিদুস্তত্ত্ববিদো জনাঃ ॥ ৩৬ ॥ দ্বাদশপ্রতিমাস্যানি শ্রাদ্ধান্যেকাদশে তথা। ত্রিপক্ষসম্ভবঞ্চৈব দ্বে রিক্তে খগ ষোড়শ ॥ ৩৭ ॥ আদ্যং শববিশুদ্ধ্যর্থং কুর্য্যান্যচ্চ তু ষোড়শ। পিতৃপংক্তিবিশুদ্ধ্যর্থং শতার্দ্ধেন চ যোজয়েৎ ॥ ৩৮ ॥ শতার্দ্ধশ্রাদ্ধহীনশ্চ মেলিতঃ পিতৃভাগ্ন হি। চত্বারিংশদ্ভিরষ্টাভিঃ শ্রাদ্ধৈঃ প্রেতত্বসাধনং ॥ ৩৯ ॥ সকৃদূনশতার্দ্ধেন ন ভবেৎ পিতৃসন্নিধিঃ। মেলনীয়ঃ শতার্দ্ধেন সদ্ভিঃ শ্রাদ্ধেন তত্ত্বতঃ ॥ ৪০ ॥ অথ শববিধিঃ। শবস্য শিবিকায়াং করচ্ছেদেন সহিতং করচরণয়োর্ব্বন্ধনং তত্র কর্ত্তব্যং ॥ ৪১ ॥ এবঞ্চেন্ন বিধানং বিধীয়তে তত্র পিশাচপরিভবং। সঞ্জায়তে রজন্যাং শবনির্গমনে খেচরাদিভয়ং। শূন্যং শবম্ন মুচ্যেত সংস্পর্শাদ্দুর্গতির্ভবেৎ ॥ ৪২ ॥ গ্রামমধ্যে স্থিতে প্রেতে হ্যন্নং ভুঙ্ক্তে যদিচ্ছয়া। তদন্নং মাংসবদ্‌জ্ঞেয়ং তোয়ঞ্চ রুধিরোপমং ॥ ৪৩ ॥ তাম্বূলদন্তকাষ্ঠঞ্চ ভোজনং ঋতুসেবনং। গ্রামমধ্যে স্থিতে প্রেতে বর্জ্জয়েৎ পিণ্ড-

---

হইলে সেই ব্যক্তির পদে পদে বিঘ্ন হইয়া থাকে। ২৮। প্রেতশ্রাদ্ধে অষ্টাদশ বস্তু পরিত্যাগ করিবে, আশীর্ব্বাদ, দ্বিগুণদর্ভা, অর্থাৎ অর্ঘ্যদানে পবিত্র, স্বস্তিবাক্য, প্রণবোচ্চারণ, অগ্নৌকরণ, শ্রাদ্ধশেষ ভোজন, বৈশ্বদেবার্চ্চন ও বিকিরদান করিবে না এবং স্বধাশব্দ ও পিতৃশব্দ উচ্চারণ করিবে না। ২৯—৩০। অনুশব্দ প্রয়োগ ও আবাহন প্রেতশ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ। আর আসীমান্ত প্রদক্ষিণ ও বিসর্জ্জন করিবে না। প্রেতশ্রাদ্ধে তিলহোম ও পূর্ণাহুতি দিবে না এবং বৈশ্বদেবের বলিপ্রদানও করিবে না। প্রেতশ্রাদ্ধে উক্ত নিষিদ্ধকার্য্য করিলে কর্ত্তার অধোগতি হয়। হে কাশ্যপ! পূর্ব্বোক্ত ষোড়শশ্রাদ্ধকে মলিনশ্রাদ্ধ বলে। ৩১—৩২। স্থানে, অর্দ্ধপথে, চিতাতে, শবহস্তে পিণ্ডপ্রদান করিয়া শ্মশানবাসী ভূতগণকে পঞ্চম পিণ্ডপ্রদান করিবে। ষষ্ঠপিণ্ডকে প্রাতিবেশ্যক বলা যায়। এইরূপে দশাহপর্য্যন্ত দশপিণ্ড প্রদান করিবে, এই সকল শ্রাদ্ধকেই প্রথম ষোড়শ শ্রাদ্ধ বলে। ৩৩—৩৪। হে তার্ক্ষ্য! অন্য অর্থাৎ দ্বিতীয় ষোড়শশ্রাদ্ধ বলিতেছি, শ্রবণ কর। বিধানক্রমে ক্রমে একাদশ শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। ৩৫। ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদ্য শ্রাদ্ধ এবং অন্য পঞ্চ শ্রাদ্ধ, এইরূপে শ্রাদ্ধতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ ষোড়শশ্রাদ্ধ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ৩৬। দ্বাদশমাসের দ্বাদশমাসিক শ্রাদ্ধ, একাদশাহ শ্রাদ্ধ, ত্রিপক্ষ শ্রাদ্ধ এবং দুইটি রিক্তশ্রাদ্ধ এই সমুদায়ে ষোড়শশ্রাদ্ধ হয়। ৩৭। আদিতে শবশোধনার্থ কার্য্য করিয়া পরে ষোড়শশ্রাদ্ধ করিতে হইবে। পরে পিতৃপংক্তিশোধনার্থ শতার্দ্ধশ্রাদ্ধ করিবে। ৩৮। শতার্দ্ধশ্রাদ্ধবিহীন ব্যক্তি পিতৃগণের সহিত মিলিত হইতে পারে না। আর চত্বারিংশৎ ও অষ্টশ্রাদ্ধদ্বারা প্রেতত্বসাধন হয়। ৩৯। একবারমাত্র শতার্দ্ধশ্রাদ্ধবিহীন হইলে সেই ব্যক্তি পিতৃগণের সন্নিধান পাইতে পারে না। আর শতার্দ্ধশ্রাদ্ধ সম্পূর্ণ হইলেই সেই ব্যক্তি পিতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া থাকে। ৪০। অনন্তর শববিধান কথিত হইতেছে, শবকে শিবিকাতে আরোহণ করাইয়া তাহার করচরণ বন্ধন করিবে। ৪১। এইরূপ বিধান না করিলে পিশাচগণ সেই শবকে পরিভব করে। আর রজনীতে শবগমনে খেচরপ্রাণীর ভয় হইয়া থাকে। শূন্য শব পরিমোচন করিবে না, তাহা হইলে সেই শবকে পিশাচাদিরা স্পর্শ করিলে তাহার দুর্গতি হয়। ৪২। গ্রামমধ্যে শব বিদ্যমান থাকিতে যদি কেহ স্বেচ্ছানুসারে ভোজন করে, তাহা হইলে সেই অন্ন মাংসতুল্য এবং সেই জল রুধিরসমান হইয়া থাকে। ৪৩। গ্রামমধ্যে শব বিদ্যমান থাকিতে তাম্বূলভক্ষণ, দন্তধাবন,

পাতনং ॥ ৪৪ ॥ স্নানং দানং জপো হোমস্তর্পণং সুর-পূজনং। গ্রামমধ্যে স্থিতে প্রেতে তদ্ব্যর্থং জাতিধর্ম্মতঃ ॥ ৪৫ ॥ জাতিসম্বন্ধিনামেবং ব্যবহারো খগেশ্বর। বিলুপ্য জাতিধর্ম্মঞ্চ প্রেতপাপেন লিপ্যতে ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

গরুড় উবাচ। কস্মাদনশনং পুণ্যমক্ষয়ং গতিদায়কং। স্বগৃহঞ্চ পরিত্যজ্য তীর্থে বৈ ম্রিয়তে তু যঃ ॥১॥ অপ্রাপ্য তীর্থং ম্রিয়েত গৃহে মৃত্যুবশঙ্গতঃ। ভূত্বা কুটীচরো যস্তু স কাঙ্গতিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২ ॥ সন্ন্যাসং কুরুতে যস্তু তীর্থে বাপি গৃহেপি বা। কথং তস্য প্রকর্ত্তব্যং অপ্রাপ্তে নিধনে তথা ॥ ৩ ॥ নিয়মে যৎকৃতে দেব চিত্তভঙ্গো হি জায়তে। কেন তস্য ভবেৎ সিদ্ধির্যৎকৃতৈরন্যথাকৃতৈঃ ॥ ৪ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। কৃত্বা নিরশনং যো বৈ মৃত্যুমাপ্নোতি কোপি চেৎ। মানুষীং তনুমুৎসৃজ্য মম তুল্যো বিরাজতে ॥ ৫ ॥ যাবন্ত্যহানি জীবেত ব্রতে নিরশনে কৃতে। ক্রতুভিস্তানি তুল্যানি সমগ্রবরদক্ষিণৈঃ ॥ ৬ ॥ তীর্থে গৃহে বা সন্ন্যাসং নীত্বা চেন্ম্রিয়তে যদি। প্রত্যহং লভতে সোপি পূর্ব্বোক্তাদ্দ্বিগুণং ফলং ॥ ৭ ॥ মহারোগোপপন্নো চ গৃহীতেঽনশনে মৃতঃ। পুনর্ন জায়তে রোগো দেববদ্দিবি মোদতে ॥ ৮ ॥ আতুরঃ সন্ স সন্ন্যাসং গৃহ্লাতি যদি মানবঃ। পুনর্জ্জাতশ্চ সংযুক্তো ভবেদ্রোগৈশ্চ পাতকৈঃ ॥ ৯ ॥ অহন্যহনি দাতব্যং ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনং। তিলপাত্রং যথাশক্তি দীপদানং সুরার্চ্চনং ॥ ১০ ॥ এবং দত্তস্য দহ্যন্তে পাপান্যুচ্চাবচানি চ। মৃতোঽমৃতত্বমাপ্নোতি যথা সর্ব্বে মহর্ষয়ঃ ॥ ১১ ॥ তস্মাদনশনং নৃণাং বৈকুণ্ঠপদদায়কং। স্বস্থাবস্থেন দেহেন সাধনং মোক্ষলক্ষণং ॥১২॥ পুত্রদ্রব্যাদি সন্ত্যজ্য তীর্থং ব্রজতি যো নরঃ। ব্রহ্মাদ্যা দেবতাস্তস্য তুষ্টিপুষ্টিপ্রদায়কাঃ ॥ ১৩ ॥ গত্বা তীর্থসমুখো ভূত্বা ব্রতে স্নান-

---

ভোজন, ঋতুসেবা ও পিণ্ডপ্রদান এই সকল পরিত্যাগ করিবে। ৪৪। গ্রামমধ্যে শব বিদ্যমান থাকিতে যদি কেহ স্নান, দান, জপ, হোম, তর্পণ ও দেবার্চ্চনা করে, তাহাহইলে সেই সকল কার্য্য ব্যর্থ হইয়া থাকে। ৪৫। হে খগেশ্বর! যেরূপ শববিধান কথিত হইল, এই সকল জাতিসম্বন্ধিদিগের জানিবে। যদি কেহ উক্ত জাতিধর্ম্মের বিলোপ করে, তাহাহইলে সে নিশ্চয় প্রেতপাপে লিপ্ত হইয়া থাকে। ৪৬।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

গরুড় কহিলেন, প্রভো! কি কারণে অনশন পুণ্য, অক্ষয়-ফলপ্রদ ও সদ্গতিদায়ক হয়। আর যে ব্যক্তি স্বগৃহ পরিত্যাগ করিয়া তীর্থে প্রাণত্যাগ করে, যে তীর্থ না পাইয়া স্বীয় গৃহে মৃত্যুর বশীভূত হয় এবং কুটীরচারী হইয়া যে মরে, তাহার কিরূপ গতি হইয়া থাকে। ১—২। যে ব্যক্তি তীর্থে কিম্বা স্বগৃহে সন্ন্যাস করে, তাহার কদাচ নিধন হয় না, এই ব্যক্তির সম্বন্ধে কিরূপ বিধান কর্ত্তব্য? ৩। যেরূপ নিয়ম করিলে চিত্তভঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহা বর্ণন করুন্। আর যে নিয়মের অন্যথা করে, কিরূপেই বা তাহার সিদ্ধি হইয়া থাকে। এই সকল আমার নিকট কীর্ত্তন করুন্। ৪। শ্রীভগবান কহিলেন, যে কোন ব্যক্তি অনশন করিয়া প্রাণত্যাগ করে, সে মানুষী তনু পরিত্যাগ করিয়া আমার তুল্য হইয়া বিরাজ করিতে পারে। ৫। নিরশনব্রত করিয়া যতদিন জীবিত থাকে, সেই সকল দিনগুলি এক একটি সদক্ষিণ ক্রতুদিবসতুল্য হয়। ৬। তীর্থে কিম্বা গৃহে সন্ন্যাস করিয়া যে ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করে, সে প্রতিদিন পূর্ব্বোক্ত ফলের দ্বিগুণ পুণ্যলাভ করে। ৭। মহারোগ উপস্থিত হইলেও যদি কেহ অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করে, তাহাহইলে সেই ব্যক্তির পুনর্ব্বার রোগ হয় না এবং দেবগণের ন্যায় স্বর্গে বিহার করিয়া থাকে। ৮। যদি কোন মনুষ্য আতুর হইয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করে, তাহাহইলে সেই ব্যক্তি পুনর্ব্বার সেই রোগগ্রস্ত ও পাতকযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ৯। প্রতিদিন ব্রাহ্মণভোজন করাইবে এবং তিলপাত্র দান, যথাশক্তি দীপদান ও দেবার্চ্চন এই সকল করিলে মহামহা পাপ-সকল ভস্মীভূত হয়। যেমন ঋষিগণ মরণান্তে অমরত্ব পাইয়া থাকেন, সেইরূপ উক্ত ব্যক্তি মরণের পর মুক্তিভাজন হইতে পারে। ১০—১১। এই অনশনব্রত মনুষ্যকে বৈকুণ্ঠপদ প্রদান করে, অতএব সুস্থশরীরে অনশনব্রত করিলে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। ১২। যে ব্যক্তি পুত্র ও ধনাদি পরিত্যাগ করিয়া তীর্থে

শনে কৃতে। যো ম্রিয়েদন্তরালেপিঋষীণাং মণ্ডলে বসেৎ ॥ ১৪ ॥ ব্রতং নিরশনং কৃত্বা স্বগৃহে ম্রিয়তে যদি। স্বকুলানি পরিত্যজ্য একাকী বিচরেদ্দিবি ॥ ১৫ ॥ অন্নং চৈব তথা তোয়ং পরিত্যজ্য নরো যদা। পীত্বা মৎপাদতোয়ং স ন পুনর্জ্জায়তে ক্ষিতৌ ॥ ১৬ ॥ ত্যক্তাশনস্তীর্থগতং রক্ষন্তি কুলদেবতাঃ। যমদূতা বিশেষেণ ন যাম্যাস্তস্য যাতনাঃ ॥ ১৭ ॥ তীর্থসেবী সদা যস্তু সর্ব্বকিল্বিষনাশনঃ। ম্রিয়তে তঞ্চ দহ্যেত স তীর্থফলভাগ্‌ভবেৎ ॥ ১৮ ॥ তীর্থসেবী সদা তীর্থাদন্যত্র ম্রিয়তে যদি। শুভে দেশে কুলে ধীমান্ স ভবেদ্বেদবিদ্দ্বিজঃ ॥ ১৯ ॥ কৃত্বা নিরশনন্তার্ক্ষ্য পুনর্জীবতি যঃ পুমান্। ব্রাহ্মণান্ স সমাহূয় সর্ব্বস্বঞ্চ পরিত্যজেৎ ॥ ২০ ॥ চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ কৃচ্ছ্রমনুজ্ঞাতশ্চ তৈর্দ্বিজৈঃ। অনৃতন্ন বদেৎ পশ্চাৎ সর্ব্বতো ধর্ম্মমাচরেৎ ॥ ২১ ॥ তীর্থে গত্বা তু যঃ কোপি পুনরায়াতি বৈ গৃহে। অনুজ্ঞাতঃ শুভৈর্ব্বিপ্রৈঃ প্রায়শ্চিত্তমথাচরেৎ ॥ ২২ ॥ দত্ত্বা সুবর্ণদানানি গোমহীগজবাজিনঃ। তীর্থং যদি লভেদ্যস্তু মৃত্যুকালে স ভাগ্যভাক্ ॥ ২৩ ॥ গৃহাৎ প্রচলিতস্তীর্থং মরণে সমুপস্থিতে। পদে পদে তু গোদানং হিংসা নো বর্ত্ততে যদি ॥ ২৪ ॥ স্বগৃহে যৎ কৃতং পাপিস্তীর্থস্নানৈর্ব্বিশুধ্যতি। তত্র দেয়ানি দানানি হ্যক্ষয়ানি সদা খগ ॥ ২৫ ॥ কুরুতে তত্র চেৎ পাপং বজ্রলেপসমং হি তৎ। ক্লিশ্যেৎ পাপৈর্ন সন্দেহো যাবচ্চন্দ্রার্কতারকং ॥ ২৬ ॥ আতুরে সতি দেয়ানি নির্দ্ধনৈরপি মানবৈঃ। গাবস্তিলা হিরণ্যঞ্চ সপ্তধান্যং বিশেষতঃ ॥ ২৭ ॥ দানবন্তং নরং দৃষ্ট্বা হৃষ্টাঃ সর্ব্বে দিবৌকসঃ। ঋষিভিঃ সহ ধর্ম্মেণ চিত্রগুপ্তেন বৈ তথা ॥ ২৮ ॥ স্বতন্ত্রং হি ধনং যাবত্তাবদ্বিপ্রে সমর্পয়েৎ। পরাধীনং মৃতে সর্ব্বং কৃপয়া কো হি দাস্যতি ॥ ২৯ ॥ পিত্রুদ্দেশেন যৈঃ পুত্রৈর্ধনং বিপ্রকরেঽর্পিতং।

গমন করে, ব্রহ্মাদিদেবগণ তাহাকে তুষ্টি পুষ্টিপ্রদান করেন।১৩। যে ব্যক্তি তীর্থবাসী হইয়া অনশনব্রত আচরণ করিয়া প্রাণত্যাগ করে, সেই ব্যক্তি সপ্তর্ষিমণ্ডলে বাস করিয়া থাকে। ১৪। যে ব্যক্তি অনশনব্রত আচরণ করিয়া স্বগৃহে দেহত্যাগ করে, সেই ব্যক্তি আপন কুলপরিত্যাগ করিয়া একাকী স্বর্গে বিচরণ করে। ১৫। যে ব্যক্তি অন্ন ও জল পরিত্যাগ করিয়া মৎপাদোদক পানপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করে, সেই ব্যক্তি আর কদাচ পৃথিবীতে জন্মপরিগ্রহ করে না।১৬। অনশনপরায়ণ তীর্থস্থ ব্যক্তিকে কুলদেবতারা রক্ষা করিয়া থাকেন, আর যমদূতগণ তাঁহাকে কোনরূপ যাতনা দিতে পারে না। ১৭। যে মনুষ্য সর্ব্বদা তীর্থসেবা করে, তাহার পাপসকল বিনাশ পায়। আর মরণের পর তাহাকে দাহ করিলে সে সর্ব্বতীর্থের ফলভাগী হয়। ১৮। সর্ব্বদা তীর্থসেবী ব্যক্তি যদি অন্য কোন স্থানে প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে সেই ব্যক্তি সুদেশে ও সৎকুলে বেদবিদ্‌ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ১৯। হে তার্ক্ষ্য! অনশনব্রত করিয়াও যদি কেহ জীবিত থাকে, তাহাহইলে সেই ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিবে এবং সেই সকল ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া চান্দ্রায়ণব্রত আচরণ করিবে, আর কখনও মিথ্যাবাক্য বলিবে না এবং সর্ব্বদা ধর্ম্মাচরণ করিবে।২০—২১। যে ব্যক্তি তীর্থবাস হইয়া পুনর্ব্বার গৃহে আগমন করে, সে সদ্ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিবে। ২২। অনন্তর সুবর্ণ, গো, মহিষ, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি দান করিবে। আর যদি সেই ব্যক্তি মরণকালে তীর্থলাভ করে, তাহাহইলে তাহাকে মহাভাগ্যবান্ বলিয়া জানিবে। ২৩। মরণ উপস্থিত হইলে যদি কেহ গৃহ হইতে প্রচলিত হইয়া তীর্থে গমন করে, তাহাহইলে তাহার পদে পদে গোদানের ফল হইয়া থাকে, কিন্তু হিংসা না হইলেই উক্তরূপ ফল হইতে পারে। ২৪। যদি কেহ স্বগৃহে পাপাচরণ করে, তাহাহইলে সেই ব্যক্তি তীর্থস্নানদ্বারা শুদ্ধ হইতে পারে। হে খগ! তীর্থস্থানে পাপসঞ্চয় করিলে সেই পাপ বজ্রলেপবৎ অক্ষয় হয় এবং সেই পাপদ্বারা যাবৎ সূর্য্য, চন্দ্র ও তারকাগণ বিদ্যমান থাকে, তাবৎকাল ক্লেশ পাইয়া থাকে। ২৬। কোন ব্যক্তির মারকরোগ উপস্থিত হইলে নির্ধন মানবও গো, তিল, হিরণ্য ও সপ্তধান্য প্রদান করিবে। ২৭। দানশীল ব্যক্তিকে দর্শন করিলে সকল দেবতা, ঋষি, চিত্রগুপ্ত ও ধর্ম্মরাজ ইহাঁরা সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। ২৮। যাবৎ মনুষ্য জীবিত থাকে, তাবৎ তাহার ধনও স্বাধীন থাকে, অতএব জীবদবস্থাতেই ব্রাহ্মণদিগকে ধনদান করা কর্ত্তব্য; পরন্তু যখন জীবন গমন করে, তখন সেই ধন পরাধীন

আত্মনঃ সাধনৈস্তেস্তু কৃতং পুত্রপ্রপৌত্রকৈঃ ॥ ৩০ ॥ পিতুঃ শতগুণং পুণ্যং সহস্রং মাতুরুচ্যতে। ভগিন্যৈ শতসাহস্রং সোদর্য্যে দত্তমক্ষয়ং॥ ৩১ ॥ যদি লোভান্ন গচ্ছন্তি কালে হ্যাতুরসংজ্ঞকে। মৃতাঃ শোচন্তি তে সর্ব্বে কদর্য্যাঃ পাপিনস্তথা ॥ ৩২ ॥ অতিক্লেশেন লব্ধস্য প্রকৃত্যা চঞ্চলস্য চ। গতিরেকৈব বিত্তস্য দানমন্যা বিপত্তয়ঃ ॥ ৩৩ ॥ মৃত্যুঃ শরীরগোপ্তারং বসুরক্ষমসুন্ধরা। দুশ্চরিত্রেব হসতি স্বপতিং পুত্রবৎসলং ॥ ৩৪ ॥ উদারো ধার্ম্মিকঃ সৌম্যঃ প্রাপ্যাপি বিপুলন্ধনং। তৃণবন্মন্যতে তার্ক্ষ্য আত্মানং চিত্তমিত্যপি ॥ ৩৫ ॥ ন চৈবোপদ্রবস্তস্য মোহজালন্ন চৈব হি। মৃত্যুকালে ন চ ভয়ং যমদূতসমুদ্ভবং ॥ ৩৬ ॥ সমাঃ সহস্রাণি চ সপ্ত বৈ জলে দশৈকমগ্নৌ তপনে চ ষোড়শ। মহাহবে ষষ্টিরশীতিগোগ্রহে অনাশকে ভারত চাক্ষয়া গতিঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে
ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

গরুড় উবাচ। উদকুম্ভপ্রদানম্মে কথয়স্ব যথাতথং। বিধিনা কেন দাতব্যাঃ কুম্ভাস্তে কতি সংখ্যয়া ॥ ১ ॥ কিংলক্ষণাঃ কেন পূর্ণাঃ কস্মৈ দেয়া জনার্দ্দন। কস্মিন্ কালে প্রদাতব্যাঃ প্রেততৃপ্তিপ্রদায়কাঃ ॥ ২ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। সত্যন্তার্ক্ষ্য প্রবক্ষ্যামি উদকুম্ভপ্রদানকং। প্রেতোদ্দেশেন দাতব্যমন্নপানীয়সংযুতং ॥ ৩ ॥ মানুষস্য শরীরে তু অস্থ্যামেব তু সঞ্চয়ঃ। সংখ্যাতঃ সর্ব্বদেহেষু ষষ্ট্যধিকশতত্রয়ং ॥ ৪ ॥ উদকুম্ভেন পুষ্টানি তান্যস্থীনি ভবন্তি হি। এতস্মাদীয়তে কুম্ভঃ প্রীতিঃ প্রেতস্য জায়তে ॥ ৫ ॥ দ্বাদশাহে চ

হয়, ঐ সময়ে আর্ত্তকে কৃপা করিয়া সেই ধন দান করিবে।২৯। যে সকল পুত্র পিতার পারত্রিক সুখকামনায় বিপ্রকরে ধনসমর্পণ করে, সেই সকল পুত্রপ্রপৌত্র আপনার হিতসাধন করিয়া থাকে। ৩০। পিতার উদ্দেশে দান করিলে শতগুণ, মাতার উদ্দেশে দান করিলে সহস্রগুণ, ভগিনীর উদ্দেশে দান করিলে শতসহস্রগুণ এবং ভ্রাতার উদ্দেশে দান করিলে অক্ষয় ফল হইয়া থাকে। ৩১। যদি আতুর ব্যক্তিরা আসন্ন মৃত্যু জানিয়া লোভবশতঃ দান না করে, তাহা হইলে সেই সকল কদর্য্য পাপিষ্ঠ ব্যক্তিরা মরণের পর অনুতাপ করিয়া থাকে। ৩২। ধন অতি ক্লেশে উপার্জ্জিত হয় এবং তাহা কাহারও নিকট চিরকাল থাকে না, এই ধনের দানই একমাত্র সদ্গতি, অন্য সকলই তাহার বিপত্তি। ৩৩। যখন কোন দুশ্চরিত্রা কামিনীর পতি পুত্রকে লইয়া আমোদ করিতে থাকে, তখন যেমন তাহার ব্যভিচারিণী "স্ত্রী তুমি কাহার সন্তান লইয়া আমোদ করিতেছ" এই বলিয়া মনে মনে হাসিয়া থাকে, এইরূপ যিনি আপন শরীরকে চিরকাল রক্ষা করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন, তাঁহাকে যমরাজ আর যিনি যত্নপূর্ব্বক ধন রক্ষা করেন, তাঁহাকে বসুন্ধরা উপহাস করেন। ৩৪। যাহারা উদারবুদ্ধি, ধার্ম্মিক ও সৌম্য, তাহারা বিপুল ধন পাইলে তাহা তৃণের ন্যায় তুচ্ছজ্ঞান করে। হে তার্ক্ষ্য! তুমিও আপন চিত্তকে সেইরূপ জানিবে। ৩৫। যে ব্যক্তি উদারবুদ্ধি ও ধার্ম্মিক, তাহার কোনরূপ উপদ্রব ঘটে না, মোহজাল তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না এবং মৃত্যুকালে যমদূতের ভয় থাকে না। ৩৬। জলমধ্যে মৃত্যু হইলে সপ্তসহস্রবৎসর স্বর্গতি লাভ হয়, অগ্নিতে মরিলে একাদশসহস্রবৎসর, তপনতাপে মরিলে ষোড়শসহস্রবৎসর, যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে ষষ্টিসহস্রবৎসর এবং গোগ্রহে মরিলে অশীতিসহস্রবৎসর স্বর্গলাভ হয়, আর অনশনে প্রাণত্যাগ করিলে অক্ষয়গতি হইয়া থাকে। ৩৭।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

গরুড় কহিলেন, প্রভো! আমার নিকট জলকুম্ভপ্রদান যথাযথরূপে কীর্ত্তন করুন। কিরূপ বিধানে জলকুম্ভপ্রদান করিতে হইবে এবং কত সংখ্যক কুম্ভদান করিবে? ১। কিরূপ লক্ষণান্বিত কুম্ভ দান করা বিধেয়, কোন্ দ্রব্যদ্বারা কুম্ভ পূর্ণ করিয়া দান করিবে? কিরূপ ব্যক্তি এই কুম্ভদানের সম্প্রদান এবং কোন্ কালেই বা কুম্ভপ্রদান করিবে? হে জনার্দ্দন! প্রেতের তৃপ্তিজনক কুম্ভদান আমাকে উপদেশ করুন। ২। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে তার্ক্ষ্য! যথার্থরূপে জলকুম্ভপ্রদান কহিতেছি, শ্রবণ কর। প্রেতের উদ্দেশে অন্ন ও জলসংযুক্ত কুম্ভদান করিতে হইবে। ৩। মানুষের সর্ব্বশরীরে তিনশত ষষ্টিসংখ্যক অস্থিসন্ধি আছে। জলকুম্ভপ্রদান করিলে ঐ সকল অস্থি পুষ্ট হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত প্রেতের উদ্দেশে কুম্ভদান করিতে হয়।

ষণ্মাসে ত্রিপক্ষে বাথ বৎসরে। উদকুম্ভাঃ প্রদাতব্যাঃ মার্গে তস্য সুখায় বৈ॥ ৬॥ সুলিপ্তে ভূমিভাগে তু পক্বান্ন-জলপূরিতাঃ। প্রেতস্য তত্র দাতব্যং ভোজনঞ্চ যদৃচ্ছয়া॥ ৭॥ সুপ্রীতস্তেন দানেন প্রেতো যাম্যৈঃ সহ ব্রজেৎ। দ্বাদশাহে বিশেষেণ ঘটান্ দ্বাদশসংখ্যকান্॥ ৮॥ একাপি বর্দ্ধনী তত্র পক্বান্নজলপূরিতা। বিষ্ণুমুদ্দিশ্য দাতব্যা সঙ্কল্প্য ব্রাহ্মণায় বৈ॥ ৯॥ একা বৈ ধর্ম্মরাজায় তেন দত্তেন মুক্তিভাক্। চিত্রগুপ্তায় চৈকাস্ত গতস্তত্র সুখী ভবেৎ॥ ১০॥ ষোড়শার্ঘ্যাঃ প্রদাতব্যা মাষান্নজলপূরিতাঃ। উৎক্রান্তিশ্রাদ্ধমারভ্য শ্রাদ্ধে ষোড়শকে কৃতে॥ ১১॥ ষোড়শব্রাহ্মণাংশ্চৈব একৈকং বিনিবেদয়েৎ। একাদশাহাৎ প্রভৃতি দেয়ো নিত্যং ঘটোদকঃ॥ ১২॥ পক্বান্ন-জলসম্পূর্ণং যাবৎ সম্বৎসরন্দিনং। একাঞ্চ বর্দ্ধনীন্তত্র বংশপাত্রোপরিস্থিতাং॥ ১৩॥ বস্ত্রৈরাচ্ছাদিতাঞ্চৈব সংযুক্তাঞ্চ সুগন্ধিভিঃ। ব্রাহ্মণায় বিশেষেণ জলপূর্ণাং প্রদাপয়েৎ॥ ১৪॥ অহন্যহনি সঙ্কল্প্য বিধিপূর্ব্বং ঘটং খগ। ব্রাহ্মণায় কুলীনায় বেদব্রতযুতায় চ॥ ১৫॥ সৎপাত্রায় প্রদাতব্যা ন মূর্খায় কদাচন। সমর্থো বেদ-বিদ্যাঢ্যস্তরণে তারণেপি চ॥ ১৬॥

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে
সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

তার্ক্ষ্য উবাচ। দানতীর্থাশ্রিতং মোক্ষং স্বর্গঞ্চ বদ মে প্রভো। কেন মোক্ষমবাপ্নোতি কেন স্বর্গে বসেচ্চিরং। কেনাসৌ চ্যবতে জন্তুঃ স্বর্লোকাৎ সপ্তলোকতঃ॥ ১॥ শ্রীভগবানুবাচ। মানুষ্যং ভারতে বর্ষে ত্রয়োদশসু জাতিষু। সম্প্রাপ্য ম্রিয়তে তীর্থে পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ২॥ অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা। পুরী দ্বারাবতী জ্ঞেয়াঃ সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥ ৩॥ সন্ন্যস্ত-

---

এই কুম্ভদানদ্বারা প্রেতের তৃপ্তি হইয়া থাকে ৪—৫। দ্বাদশাহে, ষষ্ঠমাসে, ত্রিপক্ষে ও বৎসরে পরলোকগমনে প্রেতের সুখের নিমিত্ত উদককুম্ভ প্রদান করা কর্ত্তব্য। ৬। ভূভাগলেপন করিয়া তদুপরি জলপূর্ণ পক্বান্নসংযুক্ত কুম্ভস্থাপন করিবে। সেই কুম্ভ-প্রদান করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে প্রেতের ভোজনপ্রদান করিবে। ৭। উক্তরূপে উদককুম্ভ দান করিলে প্রেত যমদূতের সহিত পরি-তৃপ্ত হইয়া গমন করে। বিশেষতঃ দ্বাদশাহে দ্বাদশসংখ্যক ঘটদান করা বিধেয়। ৮। ঐ দ্বাদশাহে পক্বান্নসংযুক্ত ও জলপূরিত একটি বর্দ্ধনীদান করিতে হইবে। বিষ্ণুকে উদ্দেশ করিয়া সঙ্কল্পপূর্ব্বক ঐ বর্দ্ধনীদান করা কর্ত্তব্য। ৯। ধর্ম্মরাজের উদ্দেশে একটি বর্দ্ধনীদান করিলে প্রেত মুক্তিলাভ করে এবং চিত্রগুপ্তের উদ্দেশে একটি দান করিলে প্রেত যমলোকে গমন করিয়া সুখী হইতে পারে। ১০। আর প্রেতের উদ্দেশে মাষ জল ও অন্নসংযুক্ত ষোড়শ অর্ঘ্যপ্রদান করা বিধেয়। উৎক্রান্তিশ্রাদ্ধ আরম্ভ করিয়া ষোড়শশ্রাদ্ধ করিলেই উক্ত দান করিবে। ১১। ষোড়শ ব্রাহ্মণকে এক একটি অর্ঘ্যপ্রদান করিতে হইবে। একাদশাহ হইতে আরম্ভ করিয়া বৎসরপর্য্যন্ত প্রতিদিন এক একটি ঘটদান করা কর্ত্তব্য। ১২। একবৎসরপর্য্যন্ত পক্বান্নসংযুক্ত, জলপূর্ণ, বংশপাত্রো-পরিস্থিত এক একটি বর্দ্ধনী দান করিবে। ঐ বর্দ্ধনী বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত, সুগন্ধযুক্ত ও জলপূর্ণ করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। হে খগ! এইরূপে প্রতিদিন বিধিপূর্ব্বক এক একটি বর্দ্ধনী দান করিতে হইবে। বেদব্রতপরায়ণ কুলীন ব্রাহ্মণকে ঐ বর্দ্ধনী দান করা কর্ত্তব্য। ১৩—১৫। সৎপাত্রকেই উক্ত দান করিবে, কদাচ মূর্খকে দান করিবে না। বেদবিদ্ ব্রাহ্মণই তরণ ও তারণে সমর্থ। ১৬।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

গরুড় কহিলেন, প্রভো! দান ও তীর্থসেবাদ্বারা যে মোক্ষ ও স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। কিরূপে মানুষের মোক্ষলাভ হয় এবং কিরূপেই বা চিরকাল স্বর্গবাস হয়, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। আর কি কারণে মানব স্বর্গাদি সপ্তলোকহইতে বিচ্যুত হয়, তাহা বর্ণন করুন। ১। শ্রীভগবান্ কহিলেন, ভারতবর্ষে ত্রয়োদশ জাতিতে মানুষ্যলাভ করিয়া যদি তীর্থেতে প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। ২। অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী আর দ্বারাবতী। এই সপ্তপুরীই মুক্তিপ্রদায়িনী। এই সপ্তপুরীতে মরিলে মানবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ৩।

মিতি যো ব্রূয়াৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি। মৃতো বিষ্ণুপুরং যাতি পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ৪॥ সকৃদুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং। বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনম্প্রতি॥ ৫॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ। জলং ভিত্ত্বা যথা পদ্মং নরকাদুদ্ধরাম্যহং॥ ৬॥ শালগ্রামশিলা যত্র পাপদোষক্ষয়াবহা। তৎসন্নিধানমরণামুক্তিস্তত্র ন সংশয়ঃ॥ ৭॥ শালগ্রামশিলা যত্র যত্র দ্বারাবতী শিলা। উভয়োঃ সঙ্গমো যত্র মুক্তিস্তত্র ন সংশয়ঃ॥ ৮॥ রোপণাৎ পালনাৎ সেকাৎ নমঃস্পর্শনকীর্ত্তনাৎ। তুলসী দহতে পাপং নৃণাং জন্মার্জ্জিতং খগ॥ ৯॥ জ্ঞানহ্রদে সত্যজলে রাগদ্বেষমলাপহে। যঃ স্নাতো মানসে তীর্থে ন স লিপ্যেত পাতকৈঃ॥ ১০॥ ন কাষ্ঠে বিদ্যতে দেবো ন শিলায়াং ন মৃৎসু চ। ভাবে হি বসতে দেবো তস্মাৎ ভাবো হি কারণং॥ ১১॥ প্রাতঃ প্রাতঃ প্রপশ্যন্তি নর্ম্মদাং মৎস্যঘাতিনঃ। ন তেষাং শুদ্ধিমায়াতি চিত্তবৃত্তির্গরীয়সী॥ ১২॥ যাদৃশী চিত্তবৃত্তিঃ স্যাত্তাদৃক্কর্ম্মফলং নৃণাং। পরলোকে গতিস্তাদৃক্ প্রতীতিঃ ফলদায়িকা॥ ১৩॥ গুর্ব্বর্থে ব্রাহ্মণার্থে চ স্ত্রীণাং বালবধেষু চ। প্রাণত্যাগপরো যস্তু স বৈ মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥ ১৪॥ অনশনে মৃতো যস্তু বিমুক্তঃ সর্ব্ববন্ধনৈঃ। দত্ত্বা দানানি বিপ্রেভ্যো স বৈ মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥ ১৫॥ এতে বৈ মোক্ষমার্গাশ্চ স্বর্গমার্গাস্তথৈব চ। গোগ্রহে দেশবিধ্বংসে দেবতীর্থবিপৎসু চ॥ ১৬॥ জীবিতং মরণঞ্চৈব উভয়োঃ শ্রেষ্ঠমুচ্যতে। জীবিতন্দানভোগাভ্যাং মরণং রণতীর্থয়োঃ॥ ১৭॥ উত্তমাধমমধ্যাশ্চ বধ্যমানাশ্চ প্রাণিনঃ।

প্রাণ কণ্ঠগত হইলে যাহারা "আমার সংন্যাস হউক" এইরূপ উচ্চারণ করে, তাহারা মরিয়া বিষ্ণুপুরে গমন করে, কদাচ তাহাদিগের পুনর্জ্জন্ম হয় না। ৪। যে ব্যক্তি "হরি" এই অক্ষরদ্বয় একবারমাত্র উচ্চারণ করে, সে মোক্ষলাভে বদ্ধপরিকর হয়। অর্থাৎ তাহাকে মোক্ষলাভে উদ্যোগী জানিবে। ৫। যে ব্যক্তি "কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ" এইরূপে প্রতিদিন আমাকে স্মরণ করে, যেরূপ জল ভেদ করিয়া পদ্ম উত্থিত হয়, আমি তাহাকে সেইরূপ নরক হইতে উদ্ধার করি ৬। যে স্থানে শালগ্রামশিলা বিদ্যমান থাকে, সেই স্থানে পাপদোষ পরিক্ষয় হয়। ঐ শালগ্রামশিলাসন্নিধানে মরণ হইলে তাহার মুক্তি হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৭। যেস্থানে শালগ্রামশিলা ও দ্বারাবতী শিলা বর্ত্তমান থাকে এবং যেস্থানে উভয় শিলার সঙ্গম আছে, সেই স্থানে মরণ হইলে নিশ্চয় মুক্তি হইয়া থাকে। ৮। তুলসীবৃক্ষের রোপণ, পালন, জলসেক, নমস্কার, স্পর্শন ও নাম কীর্ত্তন করিলে সেই তুলসী মানবের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ দগ্ধ করে। ৯। যিনি সত্য-জলপূর্ণ, রাগদ্বেষাদিমলবিহীন, জ্ঞান-হ্রদময় মানসতীর্থে স্নান করেন, কদাচ সেই ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হয় না। ১০। কাষ্ঠে, শিলাতে কিম্বা মৃৎপিণ্ডে দেবতার অধিষ্ঠান হয় না, কেবল ভাবেই দেবতার অধিষ্ঠান হয়, অতএব ভাব অর্থাৎ ভক্তিই মুক্তির কারণ জানিবে। কাষ্ঠাদিতে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিলেই তাহার মুক্তি হইতে পারে। ১১। মৎস্যজীবিরা প্রতি দিন প্রাতঃকালে নর্ম্মদাতীরে গমন করিয়া মৎস্যগ্রহণে অবগাহন করে, কিন্তু তাহাতে তাহাদিগের শুদ্ধি হয় না, কারণ সর্ব্ববিষয়েই চিত্তবৃত্তি গুরুতরা। মৎস্যজীবী ধীবরগণের নর্ম্মদাবগাহনে চিত্তবৃত্তি নাই, মৎস্যগ্রহণই তাহাদিগের উদ্দেশ্য, সুতরাং মৎস্যজীবীরা নর্ম্মদাতে প্রাতঃকালে অবগাহন করে বটে, পরন্তু তাহাতে তাহাদিগের শুদ্ধি হইতে পারে না। ১২। যাহার যেরূপ চিত্তবৃত্তি তাহার সেইরূপ কর্ম্মফল হয় এবং তাহাদিগের পরলোকে গতিও সেইরূপ হইয়া থাকে; যেহেতু প্রতীতিই ফলপ্রদান করে। ১৩। গুরু, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী ও বালক, ইহাঁদিগের মৃত্যু উপস্থিত হইলে যদি কেহ আপন প্রাণ দিয়াও তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে, তাহা হইলে সেই রক্ষ্য ব্যক্তি মোক্ষপদ লাভ করে। ১৪। যে মনুষ্য অনশনে প্রাণত্যাগ করে, সে সর্ব্বপ্রকার সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। আর ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ দ্রব্য দান করিলেও সেই ব্যক্তি মোক্ষপদ পায়। ১৫। ইতিপূর্ব্বে যে সকল উপায় কথিত হইল, ইহারাই মোক্ষমার্গ ও স্বর্গমার্গ। যাহারা উক্ত উপায় অবলম্বন করে, তাহারা মোক্ষপদ অথবা স্বর্গ লাভ করে। গোগৃহে, দেশবিনাশে এবং দেবতা ও তীর্থের বিপৎ উপস্থিত হইলে আপন জীবন পরিত্যাগ করাই উভয়লোকের শ্রেষ্ঠ কার্য্য বলা যায়। দান ও ভোগদ্বারা জীবনের শ্রেষ্ঠতা জানা যায়, আর রণে ও তীর্থে মরণই শ্রেষ্ঠ জানিবে। ১৬—১৭। বধ্যমান প্রাণিগণ ত্রিবিধ, উত্তম, মধ্যম ও অধম। যাঁহারা

আত্মানং সম্পরিত্যজ্য স্বর্গবাসং লভন্তি তে ॥ ১৮ ॥ হরিক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ভৃগুক্ষেত্রে তথৈব চ। প্রভাসে শ্রীফলে চৈব অর্ব্বুদে চ ত্রিপুষ্করে ॥ ১৯ ॥ ভূতেশ্বরে মৃতো যস্তু স্বর্গে বসতি মানবঃ। ব্রহ্মণো দিবসং যাবত্ততঃ পততি ভূতলে ॥ ২০ ॥ বর্ষবৃত্তিঞ্চ যো দদ্যাদ্‌ব্রাহ্মণে ব্রতসংযুতে। স সর্ব্বং কুলমুদ্ধৃত্য স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ২১ ॥ কন্যাং বিবাহয়েদ্‌যস্তু ব্রাহ্মণে বেদবিত্তমে। ইন্দ্রলোকে বসেৎ সোঽপি স্বকুলৈঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥ ২২ ॥ মহাদানানি দত্ত্বা চ নরস্তৎফলমাপ্নুয়াৎ। বাপীকূপতড়াগানামারামসুরসদ্মনাৎ ॥ ২৩ ॥ জীর্ণোদ্ধারং প্রকুর্ব্বাণঃ পূর্ব্বকর্ত্তুঃ ফলং হি তৎ। তদেব দ্বিগুণং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥ কর্ণকণ্ঠাঙ্গুলীবাহুং ভূষণৈশ্চিত্রবর্ণকৈঃ। গ্রহোপকরণৈর্যুক্তং গৃহং ধেনুসমন্বিতং ॥ ২৫ ॥ শীতবাতাতপহরমপি যত্র কুটীরকং। কৃত্বা বিপ্রায় বিদুষে প্রদদাতি কুটুম্বিনে ॥ ২৬ ॥ তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধকোটীশ্চ সমাঃ স্বর্গে মহীয়তে। যা স্ত্রী সবর্ণা সংশুদ্ধা মৃতম্পতিমনুব্রজেৎ। সা মৃতা স্বর্গমাপ্নোতি বর্ষাণাং পূর্ব্বসংখ্যয়া ॥ ২৭ ॥ পুত্রপৌত্রাদিকং হিত্বা স্বপতিং যাধিরোহতি। স্বর্গং লভতে তৌ চোভৌ কুলৈস্ত্রিভিঃ সমন্বিতৌ ॥ ২৮ ॥ কৃত্বা পাপান্যনেকানি ভর্ত্তৃদ্রোহে মতিঃ সদা। প্রক্ষালয়তি সর্ব্বাণি যা স্বং পতিমনুব্রজেৎ ॥ ২৯ ॥ মহাপাপসমাচারো ভর্ত্তা চেদ্দুষ্কৃতী ভবেৎ। তস্যাপ্যনুব্রতা নারী নাশয়েৎ সর্ব্বকিল্বিষং ॥ ৩০ ॥ গ্রামমাত্রস্তু যচ্চান্নং নিত্যদানং করোতি যঃ। ছত্রচামরসংযুক্তে স বিমানেধিগচ্ছতি ॥ ৩১ ॥ যৎ কৃতং হি মনুষ্যেণ পাপঞ্চ মরণান্তিকং। তৎ সর্ব্বং নাশমায়াতি বর্ষবৃত্তিপ্রদানতঃ ॥ ৩২ ॥ ভূতস্তাবি বর্ত্তমানং পাপং জন্মত্রয়ার্জ্জিতং। প্রক্ষালয়তি তৎসর্ব্বং বিপ্রকন্যাবিবাহনাৎ ॥ ৩৩ ॥ দশকূপসমা বাপী দশবাপীসমং সরঃ। দশানাং সরসাং সাম্যং প্রপা তার্ক্ষ্য বিনির্জ্জলে ॥ ৩৪ ॥ প্রপাপি নির্জ্জলে দেশে যদ্দানং নির্দ্ধনে দ্বিজে।

আপন ইচ্ছায় জীবন পরিত্যাগ করে, তাহারা স্বর্গবাস লাভ করিতে পারে।১৮। হরিক্ষেত্রে, কুরুক্ষেত্রে, ভৃগুক্ষেত্রে, প্রভাসে, শ্রীফলক্ষেত্রে, অর্ব্বুদে, ত্রিপুষ্করে এবং শিবক্ষেত্রে যে ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করে, সেই মানব ব্রহ্মার একদিবস স্বর্গলোকে বাস করে। অনন্তর সেই ব্যক্তি ভূতলে পতিত হইয়া থাকে।১৯-২০। যে ব্যক্তি ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণকে বর্ষবৃত্তি প্রদান করে, সেই ব্যক্তি সকল কুল উদ্ধার করিয়া স্বর্গলোকে বাস করে। ২১। যিনি বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে কন্যাপ্রদান করেন, তিনি স্বকুলে পরিবেষ্টিত হইয়া ইন্দ্রলোকে বাস করেন। ২২। মানবগণ মহাদান করিলে তৎক্ষণাৎ সেই সেই দানের ফল পায়। বাপী, কূপ, তড়াগ, আরাম ও দেবালয় দান করিলে মহাদানের ফল পাইয়া থাকে। ২৩। জীর্ণোদ্ধার করিলে পূর্ব্বকর্ত্তার ফলের দ্বিগুণ ফল হয়। যদি কেহ জীর্ণদেবালয়াদির সংস্কার করেন, তাহাহইলে প্রথম কর্ত্তার যে ফল হইয়াছিল, তাহার দ্বিগুণ ফল পায়। ২৪। কর্ণ, কণ্ঠ, অঙ্গুলি ও বাহুতে বিচিত্র ভূষণদ্বারা ভূষিত করিয়া গৃহোপকরণ সামগ্রীযুক্ত ধেনুপ্রদান করিলে এবং শীতবাতাতপহর কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া কুটুম্বী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে দান করিলে সার্দ্ধকোটীত্রয় বৎসর স্বর্গলোকে বাস করিতে পারে। আর যে সবর্ণা শুদ্ধচরিত্রা স্ত্রী পতির অনুগমন করে, সেই নারী সার্দ্ধত্রিকোটী বৎসর স্বর্গভোগ করিয়া থাকে। ২৫—২৭। যে স্ত্রী পুত্রপৌত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া পতির সহিত চিতাধিরোহণ করে, সেই স্ত্রী ও পতি এই উভয়ে স্বর্গগমন করিয়া থাকে।২৮। সর্ব্বপ্রকার পাপাচরণ করিয়া এবং স্বামীদ্রোহাচরণ করিলেও যদি সেই নারী স্বামীর সহিত চিতারোহণ করে, তাহাহইলে সমস্ত পাপ প্রক্ষালন করিয়া শুদ্ধ হইতে পারে। ২৯। যদি স্বামী মহাপাপাচরণে রত ও দুষ্কর্ম্মান্বিত হয়, তথাপি ভর্ত্তার অনুগামিনী নারী সেই সকল পাপ বিনাশ করিয়া থাকে। ৩০। যে প্রতিদিন এক এক গ্রামমধ্যে অন্নপ্রদান করে, সেই ব্যক্তি ছত্রচামরসংযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিতে পারে। ৩১। মনুষ্য মরণান্ত পাপাচরণ করিয়াও যদি বর্ষবৃত্তি প্রদান করে, তাহাহইলে সেই সকল পাপ বিনাশ করিতে পারে। ৩২। ব্রাহ্মণকন্যার বিবাহ করাইলে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জন্মত্রয়ার্জ্জিত পাপ বিনাশ পায়। ৩৩। দশটী কূপদানে যে পুণ্য হয়, একটি পুষ্করিণীদানে সেই পুণ্য হয়, দশটী পুষ্করিণীর তুল্য একটি সরোবর এবং দশটী সরোবর দান করিলে যে পুণ্যসঞ্চয় হয়, নির্জ্জলদেশে একটি প্রপাদান করিলে সেই পুণ্য হইয়া থাকে। ৩৪। নির্দ্ধন ব্রাহ্মণকে ধনদান করিলে যেরূপ পুণ্য হয়,

প্রাণিনাং যো দয়াঙ্কুক্তে স ভবেল্লোকনায়কঃ ॥ ৩৫ ॥ এবমাদিভিরন্যৈশ্চ সুকৃতৈঃ স্বর্গভাগ্‌ভবেৎ। সর্ব্বধর্ম্মফলং প্রাপ্য প্রতিষ্ঠাং পরমাং লভেৎ ॥ ৩৬ ॥ কল্কুকার্য্যং পরিত্যজ্য সততং ধর্ম্মবান্ ভবেৎ। দানং সত্যন্দয়াঞ্চেতি সারমেতজ্জগত্ত্রয়ে ॥ ৩৭ ॥ দানং সাধু দরিদ্রস্য শূন্যে লিঙ্গস্য পূজনং। অনাথপ্রেতসংস্কারঃ কোটিযজ্ঞফলং লভেৎ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

ঊনত্রিংশোঽধ্যায়

গরুড় উবাচ। সূতকানাশ্বিধিং ব্রূহি দয়াং কৃত্বা মমোপরি। বিবেকায় হি চিত্তস্য মানবানাং হিতায় চ। শ্রীভগবানুবাচ। মৃতে জন্মনি পক্ষীন্দ্র সপিণ্ডানাং হি সূতকং। চতুর্ণামপি বর্ণানাং সর্ব্বকর্ম্মবিবর্জ্জনং ॥ ১ ॥ উভয়ত্র দশাহানি কুলস্যাশু বিবর্জ্জয়েৎ। দানং প্রতিগ্রহং হোমং স্বাধ্যায়ঞ্চ নিবর্ত্তয়েৎ ॥ ২ ॥ দেশকালন্তথাত্মানং দ্রব্যং দ্রব্যপ্রয়োজনং। উপপত্তিমথাবস্থাং জ্ঞাত্বাশৌচং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৩ ॥ মৃতে পতৌ বনস্থে চ দেশান্তরমৃতেষু চ। স্নানং সচেলং কর্ত্তব্যং সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে ॥ ৪ ॥ স্রাবগর্ভাশ্চ যে জীবা যে চ গর্ভাদ্বিনিঃসৃতাঃ। ন তেষামগ্নিসংস্কারো নাশৌচং নোদকক্রিয়া ॥ ৫ ॥ কারবঃ শিল্পিনো বৈদ্যা দাসীদাসাস্তথৈব চ। রাজানো রাজভৃত্যাশ্চ সদ্যঃ শৌচানুকারিণঃ ॥ ৬ ॥ সব্রতী মন্ত্রপূতশ্চ আহিতাগ্নির্নৃপস্তথা। এতেষাং সূতকং নাস্তি যস্য চেচ্ছন্তি ব্রাহ্মণাঃ ॥ ৭ ॥ প্রসবেন গৃহস্থানাং ন কুর্য্যাৎ সঙ্করং দ্বিজঃ। দশাহাৎ শুধ্যতে মাতা অবগাহ্য পিতা শুচিঃ ॥ ৮ ॥ বিবাহোৎসবযজ্ঞেষু অন্তরা মৃতসূতকে। পূর্ব্বসঙ্কল্পিতং দ্রব্য ভোজ্যন্তন্মনুরব্রবীৎ ॥৯॥ সর্ব্বেষামেবমাশৌচং মাতাপিত্রোস্তু সূতকং। সূতকং মাতুরেব স্যাদুপস্পৃশ্য পিতা শুচিঃ ॥ ১০ ॥ অন্তর্দ্দশাহে

নির্জ্জলদেশে প্রপাদান করিলেও সেইরূপ পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রাণিগণের প্রতি দয়াপ্রকাশ করে, সেই ব্যক্তি সকল লোকের অধিনায়ক হইতে পারে। ৩৫। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পুণ্য কর্ম্ম করিলে সেই ব্যক্তি স্বর্গভাগী হয় এবং সকল প্রকার ধর্ম্মের ফললাভ করিয়া অন্তে পরমাপ্রতিষ্ঠা পায়। ৩৬। মানবগণ কপটাচরণ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মশীল হইবে। যদি দানকে সত্যধর্ম্ম বলিয়া জানেন, তিনি ত্রিজগতে আমোদ করিতে পারেন। ৩৭। দরিদ্রকে ধনদান করিলে, নির্জ্জনে লিঙ্গার্চ্চন করিলে ও অনাথ ব্যক্তির প্রেতসংস্কার করিলে কোটী যজ্ঞের ফললাভ হয়। ৩৮।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

গরুড় কহিলেন, ভগবন্! মনুষ্যের হিতার্থ এবং আমার চিত্তের বিবেকোৎপত্তির নিমিত্ত আমার প্রতি দয়া করিয়া অশৌচবিধি বলুন। ১। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে পক্ষিরাজ! মরণে ও জননে সপিণ্ডগণের অশৌচ হইয়া থাকে। চারিবর্ণেরই এইরূপ অশৌচ জানিবে; বিশেষতঃ এই অশৌচমধ্যে দান, প্রতিগ্রহ, হোম, স্বাধ্যায় প্রভৃতি সর্ব্বকর্ম্মবর্জ্জন করিবে ২। দেশ, কাল, স্বীয় আত্মা, দ্রব্য, দ্রব্যপ্রয়োজন, উপপত্তি ও অবস্থা এই সকল জানিয়াই অশৌচকল্পনা করিবে। ৩। বনস্থ ও দেশান্তরগত পতির মরণ হইলে সচেলস্নান করিবে। তাহাহইলেই তাহার সেই অশৌচের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ৪। অসংপূর্ণাবস্থায় গর্ভ নিঃসৃত হইলে তাহার অগ্নিসংস্কার, উদকক্রিয়া বা অশৌচগ্রহণ করিবে না। ৫। কারুকর, শিল্পী, বৈদ্য, দাসী, দাস, রাজা, ভৃত্য, ইহাদিগের জননমরণে সদ্যঃশৌচ জানিবে। ৬। ব্রতপরায়ণ, মন্ত্রপূত, সাগ্নিক ও রাজা এই সকলের অশৌচ নাই এবং ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করিলে যে কোন ব্যক্তি অশৌচগ্রহণ করিতে পারেন। ৭। জননাশৌচে অশৌচসঙ্কর গ্রহণ করিবে না। এইরূপ অশৌচে মাতা দশাহে এবং পিতা স্নানমাত্র শুদ্ধ হইতে পারে। ৮। মনু বলিয়াছেন যে বিবাহ, উৎসব ও যজ্ঞেতে জনন কিম্বা মরণাশৌচ হইলে তাহাতে পূর্ব্বসঙ্কল্পিত দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে না। ৯। পুত্রাদিজননে সর্ব্ববর্ণের পিতামাতার অশৌচ হয়, তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, মাতারই কেবল অশৌচ থাকে, পিতা জলস্পর্শেই শুদ্ধ হইতে পারেন। ১০। এক অশৌচের মধ্যেই যদি অন্য

চেৎ স্যাতাং পুনর্ম্মরণজন্মনী। তাবৎ স্যাদশুচির্ব্বিপ্রো যাবত্তস্য দশাহ্নিকং॥ ১১ ॥ ক্ষুধিতে নিয়মাদানং আর্ত্তে বিপ্রে নিবেদয়েৎ। তথৈব ঋষিভিঃ প্রোক্তং যথাকালং ন দুষ্যতি॥ ১২ ॥ দানং পরিষদে দত্তাৎ সুবর্ণস্বাং বৃষং দ্বিজঃ। ক্ষত্রিয়ো দ্বিগুণন্দত্যাদ্বৈশ্যস্ত ত্রিগুণন্তথা ॥ ১৩ ॥ চতুর্গুণন্তু শূদ্রেণ দাতব্যং ব্রাহ্মণে ধনং। এবঞ্চানুক্রমেণৈব চাতুর্ব্বর্ণ্যং বিশুধ্যতি ॥ ১৪ ॥ সপ্তাষ্টমমন্তরে শীর্ণো ব্রতসংস্কারবর্জ্জিতে। অহানি সুতকন্তস্য অব্দানাং সংখ্যয়া স্মৃতং ॥ ১৫ ॥ ব্রাহ্মণার্থে বিপন্না যে নারীণাং গোগ্রহেষু চ। আহবেষু বিপন্নানামেকরাত্রং হি সুতকং ॥ ১৬ ॥ অনাথপ্রেতসংস্কারং যে কুর্ব্বন্তি নরোত্তমাঃ। ন তেষা মশুভং কিঞ্চিদ্বিপ্রেণ সহকারিণা। জলাবগাহনাত্তেষাং সত্যঃ শুদ্ধিরুদাহৃতা ॥ ১৭ ॥ বিনিবৃত্তা যদা শূদ্রা উদকান্তমুপস্থিতাঃ। তদা বিপ্রেণ দ্রষ্টব্যা ইতি বেদবিদো বিদুঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

জননমরণাশৌচ উপস্থিত হয়, তাহাহইলে যাবৎ সেই অশৌচের দশাহ পূর্ণ না হয়, তাবৎ অশুচিতা থাকে। ১১। ঋষিগণ বলিয়া থাকেন, অশৌচমধ্যে ক্ষুধিত ব্যক্তিকে ভিক্ষাদান, নিয়মিত কার্য্যানুষ্ঠান, আর্ত্ত ব্রাহ্মণকে ধনদান প্রভৃতিতে কোন দোষ হইতে পারেনা। ১২। ব্রাহ্মণ সুবর্ণ, গো ও বৃষ এই সকল পরিষদকে দান করিবে এবং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের দ্বিগুণ আর বৈশ্য তাহার তিনগুণ দান করিবে। ১৩। শূদ্র চতুর্গুণ ধন ব্রাহ্মণকে দান করিবে। এইরূপ ক্রমানুসারে চতুর্ব্বর্ণই শুদ্ধ হইতে পারে। ১৪। সপ্ত ও অষ্টম বর্ষের মধ্যে অসংস্কৃত বালকের মরণ হইলে জ্ঞাতিবর্গের বৎসরসমসংখ্যক দিন অশৌচ হইয়া থাকে। ১৫। যাহারা ব্রাহ্মণের ও নারীর নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করিয়াছে, যাহারা গোগৃহ অথবা যুদ্ধে মরিয়াছে, তাহাদিগের মরণে জ্ঞাতিগণের এক রাত্রি অশৌচ থাকে। ১৬। যে সকল মনুষ্য অনাথ ব্যক্তিদিগের প্রেতসংস্কার করে, ব্রাহ্মণ সহকারী থাকিলে তাহাদিগের কোন অশুভ সংঘটন হইতে পারে না। যাঁহারা অনাথ ব্যক্তিদিগের প্রেতসংস্কার করেন, জলাবগাহন করিলেই তাহাদিগের শুদ্ধি হয়। ১৭। বেদবিদ্ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, যখন শূদ্রগণ উদকান্ত উপস্থিত হইয়া নিবৃত্ত হইবে, তখন বিপ্রগণ তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে। ১৮।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

তার্ক্ষ্য উবাচ। ভগবন্ ব্রাহ্মণাঃ কেচিদপমৃত্যুবশংগতাঃ। কথন্তেষাম্ভবেন্মার্গঃ কিং স্থানং কা গতির্ভবেৎ ॥ ১ ॥ কিঞ্চ যুক্তং ভবেত্তেষাং বিধানঞ্চাপি কীদৃশং। তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রূহি মে মধুসূদন। প্রেতীভূতে দ্বিজাতীনাং সংভূতে মৃত্যু বৈকৃতে ॥ ২ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। তেষাম্মার্গম্বিধিং স্থানং বিবিধং কথয়াম্যহং। শৃণু তার্ক্ষ্য পরং গোপ্যং কৃতং দুর্ম্মরণে তু যৎ ॥ ৩ ॥ লঙ্ঘনৈর্যে মৃতা বিপ্রা দংষ্ট্রিভির্ঘাতিতাশ্চ যে। কণ্ঠগ্রাহৈর্বিলগ্নানাং ক্ষীণানাং গুরুঘাতিনাং ॥ ৪ ॥ বৃকাগ্নিবিষবিপ্রেভ্যো বিশূচ্যা চাত্মঘাতকাঃ। পতনোদ্বন্ধনজলে মৃতানাং শৃণু সংস্থিতিঃ ॥ ৫ ॥ যান্তি তে নরকে

ত্রিংশ অধ্যায়।

গরুড় কহিলেন, ভগবন্। যদি কোন ব্রাহ্মণ অপমৃত্যুর বশীভূত হয়, তাহাহইলে সেই সকল অপমৃত্যুমৃত ব্রাহ্মণদিগের কোন্ মার্গ, কোন্ স্থান অথবা কি গতি হইবে? ১। আর তাহাদিগের কি বিধান যুক্ত? হে মধুসূদন! আমি সেই সমুদায় শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনি তৎসমুদায় যথাবৎ কীর্ত্তন করুন। আর মরণানন্তর প্রেতভাবাপন্ন ব্যক্তির কিরূপ গতি হইবে? তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। ২। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে তার্ক্ষ্য! অপমৃত্যুমৃত ও প্রেতভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের মার্গ, বিধান ও স্থান বলিতেছি, শ্রবণ কর, ইহা অতি গোপনীয়। ৩। যে সকল ব্রাহ্মণ লঙ্ঘনমৃত, যাহারা দংশক জন্তুকর্ত্তৃক অপঘাতিত, যাহারা গলপাশদ্বারা মৃত, যাহারা গুরুতর আঘাতে ক্ষীণ, যাহারা ব্যাঘ্র-অগ্নি-বিষাদিদ্বারা আহত, যাহারা বিসূচিকারোগে মৃত, যাহারা আত্মঘাতী, যাহারা পতনে, উদ্বন্ধনে ও জলে প্রাণত্যাগ করে, তাহাদিগের যেরূপ অবস্থিতি হয়, তাহা শ্রবণ কর। ৪—৫। যাহারা ম্লেচ্ছের হস্তে প্রাণত্যাগ

ঘোরে যে চ ম্লেচ্ছাদিভির্হতাঃ। শ্বশৃগালাদিভিঃ স্পৃষ্টা অদগ্ধাঃ কৃমিসঙ্কুলাঃ ॥ ৬ ॥ উল্লঙ্ঘিতমৃতা যে চ মহারোগৈশ্চ যে মৃতাঃ। লোকেঽসত্যাস্তথা ব্যঙ্গা যে চ পাপেন যোষিতঃ ॥ ৭ ॥ চাণ্ডালাদুদকাৎ সর্পাদ্ব্রাহ্মণাদ্বিদ্যুতাদপি। দংষ্ট্রিভ্যশ্চ পশুভ্যশ্চ বৃক্ষাদিপতনান্মৃতাঃ ॥ ৮ ॥ উদক্যা সূতকো শূদ্রা রজকাদিবিদূষিতাঃ। তেন পাপেন নরকান্মুক্তাঃ প্রেতত্বভাগিনঃ ॥ ৯ ॥ ন তেষাং কারয়েদ্দহং সূতকং নোদকক্রিয়া। ন বিধানং মৃতাদ্যঞ্চ ন কুর্য্যাদূর্দ্ধদৈহিকং ॥ ১০ ॥ তেষামুদ্ধার্ক্ষ্য প্রকুর্ব্বীত নারায়ণবলিক্রিয়াং। সর্ব্বলোকহিতার্থায় শৃণু পাপভয়াপহাং ॥ ১১ ॥ ষণ্মাসং ব্রাহ্মণে দদ্যাত্ত্রিমাসং ক্ষত্রিয়ে স্মৃতং। সার্দ্ধমাসে তু বৈশ্যস্য সদ্যঃ শূদ্রো বিধীয়তে ॥ ১২ ॥ গঙ্গায়াং যমুনায়াঞ্চ নৈমিষে পুষ্করেষু চ। তড়াগে জলপূর্ণে বা হ্রদে বা বিমলে জলে ॥ ১৩ ॥ বাপ্যাং কূপে গবাং গোষ্ঠে গৃহে বা প্রতিমালয়ে। কৃষ্ণাগ্রে কারয়েদ্বিপ্রৈর্বিধিঃ নারায়ণাত্মকং ॥ ১৪ ॥ পূর্ণে তু তর্পণং কার্য্যং মন্ত্রৈঃ পৌরাণবৈদিকৈঃ। সর্ব্বৌষধিকৃতৈশ্চৈব বিষ্ণুমুদ্দিশ্য তর্পয়েৎ ॥ ১৫ ॥ কার্য্যং পুরুষসূক্তেন মন্ত্রৈর্ব্বা বৈষ্ণবৈরপি। দক্ষিণাভিমুখো ভূত্বা প্রেতং বিষ্ণুমিতি স্মরেৎ ॥ ১৬ ॥ অনাদিনিধনো দেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ। অব্যয়ঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রেতমোক্ষপ্রদো ভবঃ ॥ ১৭ ॥ তর্পণস্যাবসানে তু বীতরাগো বিমৎসরঃ। জিতেন্দ্রিয়মনা ভূত্বা শুচিমান্ ধর্ম্মতৎপরঃ ॥ ১৮ ॥ দানধর্ম্মরতশ্চৈব প্রণম্য বাগ্যতঃ শুচিঃ। যজমানো ভবেত্তার্ক্ষ্য শুচির্ব্বন্ধুসমন্বিতঃ ॥ ১৯ ॥ ভক্ত্যা তত্র প্রকুর্ব্বীত শ্রাদ্ধান্যেকাদশৈব তু। সর্ব্বকর্ম্মবিধানেন এককার্য্যসমাহিতঃ ॥ ২০ ॥ তোয়ব্রীহিপদান্দদ্যাদ্গোধূমাংশ্চ প্রিয়ঙ্গবান্। হবিষ্যান্নং শুভাং মুদ্রাং ছত্রোষ্ণীষঞ্চ চোলকং ॥ ২১ ॥ দাপয়েৎ সর্ব্বশস্যানি ক্ষীরক্ষৌদ্রসমন্বিতং। বস্ত্রোপানহসংযুক্তং দদ্যাষ্টবিধং পদং ॥ ২২ ॥ দাপয়েৎ সর্ব্ববিপ্রেভ্যো ন কুর্য্যাৎ পংক্তিবঞ্চনং। ভূমৌ স্থিতেষু পিণ্ডেষু গন্ধপুষ্পাক্ষতান্বিতং ॥ ২৩ । দাতব্যং সর্ব্ববিপ্রেভ্যো বেদশাস্ত্রপ্রমাণতঃ। শঙ্খে

করে, তাহারা ঘোরতর নরকে গমন করে আর যাহারা কুক্কুর ও শৃগালাদিস্পৃষ্ট, অদগ্ধ ও কীটাদিসংকুল হইয়া মরে, তাহাদিগের উক্তরূপ গতি হইয়া থাকে। ৬। যাহারা উল্লঙ্ঘনে অথবা মহারোগে মৃত, যাহারা ইহলোকে অসত্যপরায়ণ, ব্যঙ্গ ও স্ত্রীর পাপে পতিত এবং যাহারা চণ্ডাল, জল, সর্প, ব্রাহ্মণ, বিদ্যুৎপাত, দংষ্ট্রী, পশু ও বৃক্ষাদিপতন হইতে মৃত, যাহারা রজস্বলা, অশুচি, শূদ্র ও রজকাদিস্পর্শে মৃত, তাহারা সেই সকল পাপে নরকভোগ করিয়া নরকান্তে প্রেতত্বভাগী হইয়া থাকে। ৭—৯। উক্ত পাপিদিগের শ্রাদ্ধ, অশৌচ গ্রহণ, উদকক্রিয়া প্রভৃতি ঊর্দ্ধদৈহিক কার্য্য করিবে না। ১০। হে তার্ক্ষ্য! উক্তরূপ পাপিগণের উদ্ধারার্থে কেবল নারায়ণবলিক্রিয়া করিতে হইবে। এইক্ষণ সর্ব্বলোকহিতার্থে পাপভয়াপহা উক্ত নারায়ণবলিক্রিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর। ১১। ব্রাহ্মণে ছয়মাস, ক্ষত্রিয়ে তিনমাস, বৈশ্যে সার্দ্ধমাস এবং শূদ্রে সদ্য নারায়ণবলিক্রিয়া করিবে। ১২। গঙ্গাতে যমুনাতে নৈমিষক্ষেত্রে, পুষ্করতীর্থে, তড়াগে, জলপূর্ণ হ্রদে, বিমলজলে, বাপীতে, কূপে, গোষ্ঠে, গৃহে, প্রতিমালয়ে, কৃষ্ণাগ্রে, বিধিপূর্ব্বক নারায়ণবলিক্রিয়া করিতে হইবে। ১৩—১৪। উক্তরূপ স্থানসমূহে নারায়ণবলিব্যাপার সমাপন করিয়া পৌরাণিক ও বৈদিকমন্ত্রে তর্পণ করিবে। সর্ব্বৌষধিমিশ্রিত জলে বিষ্ণুকে উদ্দেশ করিয়া তর্পণ করা বিধেয়। ১৫। অনন্তর পুরুষসূক্তমন্ত্রে অথবা অন্য বৈষ্ণবমন্ত্রে প্রেতের উদ্দেশে দক্ষিণাভিমুখে তর্পণ করিয়া বিষ্ণুনাম স্মরণ করিবে। ১৬। হে দেব! আপনার আদি ও অন্ত নাই, আপনি শঙ্খচক্রগদাধারী, অব্যয়, পুণ্ডরীকাক্ষ, এইক্ষণ এই প্রেতের মুক্তিপ্রদান করুন। এইরূপে বিষ্ণুনাম স্মরণ করিবে। ১৭। তর্পণক্রিয়ার অবসানে বীতরাগ, মাৎসর্য্যবিহীন, জিতেন্দ্রিয়, শুদ্ধচিত্ত, ধর্ম্মপরায়ণ ও দানধর্ম্মতৎপর হইয়া প্রাণসংযমপূর্ব্বক সংযতবাক্য, শুচি, যজনশীল ও বন্ধুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিবে। ১৮—১৯। তৎপর ভক্তিপূর্ব্বক একাদশশ্রাদ্ধ করিতে হইবে এবং সর্ব্বকার্য্যবিধানেই এককার্য্যে সমাহিত হইবে। ২০। অনন্তর জল, যবাদিব্রীহি, শষ্যাদিপদ, গোধূম, প্রিয়ঙ্গু ইত্যাদি নানাবিধ শস্য প্রদান করিবে এবং হবিষ্যান্ন, ধন, ছত্র, উষ্ণীশ, বস্ত্র ও সর্ব্বপ্রকার শস্যদান করিয়া ঘৃত ও মধুসমন্বিত বিবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য প্রদান করিতে হইবে। অনন্তর বস্ত্রযুগল ও উপানহযুক্ত অষ্টবিধপদ দান করিবে। ২১-২২। সকল ব্রাহ্মণকেই দান করিতে হইবে, কিন্তু পংক্তিবঞ্চন করিবে না; বস্তুসকল

পাত্রেথবা তাম্রে তর্পণঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥২৪॥ বাত্তাধারেণ সংযুক্তো জানুভ্যামবনীঙ্গতঃ। স চাদৌ দাপয়েদর্ঘ্যং একোদ্দিষ্টং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৫ ॥ আপো দেবী মধুমতী আদিপিণ্ডে প্রকল্পিতা। উপযামগৃহীতোসি দ্বিতীয়ে চ নিবেদয়েৎ ॥ ২৬ ॥ যেনাপাবকবামংক তৃতীয়ে পিণ্ড-কল্পনা। যে দেবা সঃ চতুর্থে তু সমুদ্রং গচ্ছ পঞ্চমে ॥২৭॥ অগ্নির্জ্জ্যোতিস্তথা ষষ্ঠে হিরণ্যগর্ভশ্চ সপ্তমে। যমায় ত্বাষ্টমে জ্ঞেয়ং যজ্ঞাগ্রেং নবমে তথা ॥ ২৮ ॥ দশমে গাঃ ফলিনীতি পিণ্ডে চৈকাদশে ততঃ। ভদ্রং কর্ণেভিরিতি চ কুর্য্যাৎ পিণ্ডবিসর্জ্জনং ॥ ২৯ ॥ কৃত্বৈকাদশদৈবত্যং শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ পরেঽহনি। বিপ্রানাবাহয়েৎ পশ্চাদর্ঘ্যং দদ্যাদ্বিশারদঃ ॥ ৩০ ॥ বিদ্যাশীলগুণোপেতান্ স্বকীয়াস্বকুলোত্তমান্। অব্যঙ্গাশ্চ প্রশস্তাশ্চ ন হ্যবর্জ্জান্ কদাচন ॥ ৩১ ॥ বিষ্ণুঃ স্বর্ণময়ঃ কার্য্যো রুদ্রস্তাম্রময়স্তথা। ব্রহ্মা রৌপ্যময়স্তত্র যমো লোহময়ো ভবেৎ ॥ ৩২ ॥ সীসকস্তু ভবেৎ প্রেতে অথবা দর্ভকস্তথা। যমায় ত্বেতি মন্ত্রেণ সহিতং সাম-বেদিনং ॥ ৩৩ ॥ অগ্ন আয়াহি মন্ত্রেণ গোবিন্দং পশ্চিমে ন্যসেৎ। অগ্নিমীলেতি মন্ত্রেণ পূর্ব্বেনৈব প্রজাপতিং ॥ ৩৪ ॥ ঈষে ত্বা ইতি মন্ত্রেণ দক্ষিণে স্থাপয়েদ্‌যমং। মধ্যে চ মণ্ডলং কৃত্বা স্থাপ্যো দর্ভময়ো নরঃ ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রো যমঃ প্রেতস্তু পঞ্চমঃ। পৃথক্ কুম্ভে ততঃ স্থাপ্যং পঞ্চ-রত্নসমন্বিতে ॥ ৩৬ ॥ বস্ত্রযজ্ঞোপবীতানি পৃথক্‌মুদ্রা-যুতানি চ। জপং কুর্য্যাৎ পৃথক্তত্র ব্রহ্মাদৌ দেবতাসু চ ॥ ৩৭ ॥ পঞ্চশ্রাদ্ধানি কুর্ব্বীত দেবতানাং যথাবিধি। জল-ধারাং ততঃ কুর্য্যাৎ পিণ্ডে পিণ্ডে পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩৮ ॥ শঙ্খে বা তাম্রপাত্রে বা অলাভে মৃন্ময়েপি বা। তিলো-দকং সমাদায় সর্ব্বৌষধিসমন্বিতং ॥ ৩৯ ॥ আসনোপানহৌ ছত্রং মুদ্রিকা চ কমণ্ডলুঃ। ভাজনং ভোজ্যধান্যঞ্চ বস্ত্রা-ণ্যষ্টবিধং পদং ॥৪০॥ তাম্রপাত্রং তিলৈঃ পূর্ণং সহিরণ্যং

ভূমিতে রাখিয়া গন্ধপুষ্পান্বিত করিয়া দান করা বিধেয়। ২৩। পরে বেদশাস্ত্রপ্রমাণানুসারে সকল ব্রাহ্মণকে দান করিতে হইবে। অনন্তর শঙ্খপাত্রে অথবা তাম্রপাত্রে পৃথক্ পৃথক্ তর্পণ করিবে। ২৪। পরে জানুদ্বারা ভূমিতে সঙ্গত হইয়া আদিতে অর্ঘ্যপ্রদান-পূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ করিতে হইবে।২৫। প্রথমপিণ্ডে আপোদেবী ইত্যাদি ও মধুমতী ইত্যাদি মন্ত্র এবং উপযাম ইত্যাদি মন্ত্রে দ্বিতীয় পিণ্ড নিবেদন করিতে হইবে।২৬। তৃতীয়-পিণ্ডে যেনাপাবকবামংক ইত্যাদি মন্ত্র কল্পনা করিয়া চতুর্থপিণ্ডে যে দেবা স ইত্যাদি এবং পঞ্চমপিণ্ডে সমুদ্রং গচ্ছ ইত্যাদি মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে।২৭। ষষ্ঠপিণ্ডে অগ্নির্জ্যোতি ইত্যাদি মন্ত্র, সপ্তমপিণ্ডে হিরণ্যগর্ভ ইত্যাদি মন্ত্র, অষ্টমপিণ্ডে যমায় ইত্যাদি মন্ত্র, নবমপিণ্ডে যজ্ঞাগ্রেং ইত্যাদি মন্ত্র, দশমপিণ্ডে গাঃ ফলিনী ইত্যাদি মন্ত্র, একাদশপিণ্ডে ভদ্রং কর্ণেভিঃ ইত্যাদি মন্ত্র প্রয়োগ করিবে। উক্ত মন্ত্রসকল উচ্চারণপূর্ব্বক পিণ্ডপ্রদান করিয়া পিণ্ডবিসর্জ্জন করিতে হইবে। ২৮—২৯। অনন্তর পরদিনে একাদশদৈবত্য শ্রাদ্ধ করিবে। এই শ্রাদ্ধে বিপ্রাহ্বান করিয়া পরে অর্ঘ্যপ্রদান করিবে। ৩০। শ্রাদ্ধকার্য্যে বিদ্যাশীল, গুণোপেত, স্বকুলপ্রতিষ্ঠিত, অব্যঙ্গ, প্রশস্ত উত্তমব্রাহ্মণদিগকে আবাহন করা বিধেয়; কিন্তু বর্জ্জনীয় ব্রাহ্মণ কদাচ আবাহন করিবে না। ৩১। শ্রাদ্ধকার্য্যে স্বর্ণময় বিষ্ণু, তাম্রময় রুদ্র, রজতময় ব্রহ্মা, লোহময় যম সীসকময় অথবা দর্ভময় প্রেতমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া যমায় ত্বা ইত্যাদি মন্ত্রে সকল মূর্ত্তি সমবেত করিবে। ৩২—৩৩। অনন্তর অগ্ন আয়াহি ইত্যাদি মন্ত্রে পশ্চিমদিকে গোবিন্দমূর্ত্তি বিন্যাস করিবে। অগ্নিমীলে ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মার মূর্ত্তিবিন্যাস করিতে হইবে। ৩৪। ইষে ত্বা ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণদিকে যমের মূর্ত্তিস্থাপন করিয়া মধ্যস্থলে মণ্ডল করিয়া তদুপরি দর্ভময় প্রেতমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। ৩৫। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, যম ও প্রেত এই পঞ্চমূর্ত্তি পঞ্চরত্নময় পৃথক্ পৃথক্ কুম্ভে স্থাপন করিতে হইবে। ৩৬। অনন্তর ঐ প্রতিমূর্ত্তিসকলকে পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্র-যজ্ঞোপবীতসংযুক্ত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ মুদ্রাপ্রদর্শনপূর্ব্বক পৃথক্‌রূপে রুদ্রাদিদেবতার মন্ত্র জপ করিবে। ৩৭। অনন্তর যথাবিধি পঞ্চদেবতার পঞ্চশ্রাদ্ধ করিয়া প্রতিপিণ্ডে পৃথক্ পৃথক্ জলধারা দিতে হইবে। ৩৮। শঙ্খপাত্রে অথবা তাম্রপাত্রে অলাভে মৃন্ময়পাত্রে সর্ব্বৌষধিসমন্বিত তিলোদকগ্রহণ করিয়া পিণ্ডোপরি জলধারা দিতে হইবে। ৩৯। অনন্তর আসন, উপানহদ্বয়, ছত্র, মুদ্রিকা, কমণ্ডলু, ভাজন, ভোজ্যদ্রব্য, ধান্য, বস্ত্র ও অষ্টবিধপদ এই সকল দান করিবে। ৪০। খগেশ্বর! তিলপূর্ণ

সদক্ষিণং। দত্ত্বাদ্ব্রাহ্মণমুখ্যায় বিধিযুক্তং খগেশ্বর ॥ ৪১ ॥ ঋগ্বেদপাঠকে দত্ত্বাজ্জাতশস্যবসুন্ধরাং। যজুর্ব্বেদময়ে বিপ্রে গাঞ্চ দত্ত্বাৎ পয়স্বিনীং ॥ ৪২ ॥ সামগায় শিবোদ্দেশে প্রদত্ত্বাদ্বস্ত্রধৌতকং। যমোদ্দেশে তিলান্ লোহং ততো দত্ত্বাচ্চ দক্ষিণাং ॥ ৪৩ ॥ পশ্চাৎ পুত্তলকঃ কার্য্যঃ সর্ব্বৌষধিসমন্বিতঃ। পলাশস্য চ বৃন্তানাং ভাগং কৃত্বা চ কাশ্যপ ॥ ৪৪ ॥ কৃষ্ণাজিনং সমাস্তীর্য্য কুশৈশ্চ পুরুষাকৃতিং। শতত্রয়ষষ্টিযুতৈর্বৃন্তৈঃ প্রোক্তোঽস্থিসঞ্চয়ঃ ॥ ৪৫ ॥ বিন্যস্য তানি বধ্নীয়াৎ কুশৈরঙ্গে পৃথক্ পৃথক্। চত্বারিংশচ্ছিরোভাগে গ্রীবায়াঞ্চ দশ ন্যসেৎ ॥৪৬॥ বিংশত্যুরস্থলে দেয়ং বিংশতির্জ্জঠরে তথা। বাহুদ্বয়ে শতং দত্ত্বাৎ কটিদেশে চ বিংশতিঃ ॥ ৪৭ ॥ উরুদ্বয়ে শতঞ্চাপি ত্রিংশদ্বা জঙ্ঘয়োদ্বয়োঃ। দত্ত্বাচ্চতুষ্টয়ং শিশ্নে ষড় দত্ত্বাদ্বৃষণদ্বয়ে। দশ পাদাঙ্গুলীভাগে এবমস্থীনি বিন্যসেৎ ॥ ৪৮ ॥ নারিকেলং শিরস্থানে তারং দত্ত্বাচ্চ তালুকে। পঞ্চরত্নং মুখে দদ্যাজ্জিহ্বায়াং কদলীফলং ॥ ৪৯ ॥ অন্ত্রেষু বালুকাং দদ্যাদ্বস্তীকং ঘ্রাণে চৈব হি। বসায়াং মৃত্তিকাং দদ্যাদ্গোমূত্রং মূত্রকে তথা ॥ ৫০ ॥ গন্ধকং ধাতবে দেয়ং হরিতালং মনঃশিলাং। যবপিষ্টং তথা মাংসে মধু শোণিতে চৈব হি ॥ ৫১ ॥ কেশেষু চ জটাজুটং ত্বচায়াঞ্চ মৃগত্বচং। পারদং রেতসঃ স্থানে পুরীষে পিত্তলং তথা ॥ ৫২ ॥ মনঃশিলাং তথা গাত্রে তিলকল্কঞ্চ সন্ধিষু। কর্ণয়োস্তাড়পত্রঞ্চ স্তনয়োশ্চৈব গুঞ্জকৌ ॥ ৫৩ ॥ নাসায়াং শতপত্রঞ্চ কমলং নাভিমণ্ডলে। বৃন্তাকং বৃষণে দদ্যাল্লিঙ্গে স্যাদ্গৃঞ্জনং শুভং ॥৫৪॥ ঘৃতং নাভ্যাং প্রদেয়ং স্যাৎ কৌপীনে চ ত্রপু স্মৃতং। মৌক্তিকং স্তনয়োর্মূর্দ্ধ্নি কুঙ্কুমেন বিলেপনং ॥৫৫॥ কর্পূরাগুরুধূপৈশ্চ শুভৈর্ম্মাল্যৈঃ সুগন্ধিভিঃ। পরিধানে পট্টসূত্রং হৃদয়ে রুক্মকং ন্যসেৎ ॥ ৫৬ ॥ ঋদ্ধিবৃদ্ধিভুজৌ দ্বৌ চ নেত্রয়োশ্চ কপর্দ্দিকাং। সিন্দূরং নেত্রকোণেষু তাম্বূলাদ্যুপহারকৈঃ ॥ ৫৭ ॥ সর্ব্বৌষধিযুতং প্রেতং পূজাং কৃত্বা যথোদিতাং। সাগ্নিকৈশ্চাপি বিধিনা

তাম্রপত্রে হিরণ্য ও দক্ষিণাসহিত বিধিপূর্ব্বক মুখ্য ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ৪১। ঋগ্বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণকে শস্যপূর্ণ ভূমি এবং যজুর্ব্বেদাধ্যায়ী বিপ্রকে পয়স্বিনী গাভী প্রদান করিতে হইবে। ৪২। শিবের উদ্দেশে সামবেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণকে সুধৌত বস্ত্র এবং যমের উদ্দেশে দক্ষিণাসহিত তিল ও লৌহ প্রদান করিবে। ৪৩। পরে সেই পুত্তলকে সর্ব্বৌষধিসমন্বিত করিয়া পলাশপত্রসকল ভাগকরতঃ পৃথক্ পৃথক্ স্থাপন করিতে হইবে। ৪৪। অনন্তর কৃষ্ণাজিন আস্তরণ করিয়া তদুপরি কুশময় পুরুষ স্থাপনপূর্ব্বক তিনশত ষষ্টিসংখ্যক কুশদ্বারা তাহার অস্থিসঞ্চয় করিতে হইবে। অনন্তর সেই সকল কুশ পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গে বিন্যাস করিয়া বন্ধন করিবে। তাহার ক্রম এই।—মস্তকে চত্বারিংশৎ, গ্রীবাতে দশ, বক্ষঃস্থলে বিংশতি, জঠরে বিংশতি, বাহুদ্বয়ে শত, কটিদেশে বিংশতি, উরুদ্বয়ে শত, জঙ্ঘাদ্বয়ে ত্রিংশৎ, শিশ্নে চারি, বৃষণদ্বয়ে ছট্, পদের অঙ্গুলীতে দশ কুশবিন্যাস করিবে। এইরূপে দর্ভবিন্যাস করিয়া অস্থিসঞ্চয় করিতে হইবে। ৪৫—৪৮। অনন্তর মস্তকস্থানে নারিকেল, তালুদেশে রজত, মুখে পঞ্চরত্ন, জিহ্বাতে কদলীফল, অন্ত্রস্থানে বালুকা, ঘ্রাণে কুঙ্কুম, বসাস্থানে মৃত্তিকা, মূত্রস্থানে গোমূত্র, ধাতুস্থানে গন্ধক, হরিতাল ও মনঃশিলা, মাংসস্থানে যবপিষ্ট এবং শোণিতস্থানে মধু দিতে হইবে। ৪৯—৫১। পরে কেশস্থানে জটাজুট, চর্ম্মস্থানে মৃগচর্ম্ম, রেতস্থানে পারদ, পুরীষস্থানে পিত্তল, সর্ব্বগাত্রে মনঃশিলা, অঙ্গসন্ধিতে তিলপিষ্ট, কর্ণদ্বয়ে তাড়পত্র, স্তনদ্বয়ে দুইটি গুঞ্জাফল, নাসিকাতে শতদলপদ্ম, নাভিমণ্ডলে কমল, বৃষণদ্বয়ে বৃন্তাকদ্বয় এবং লিঙ্গেতে গৃঞ্জন দিবে। ৫২—৫৪। অনন্তর নাভিতে ঘৃতলেপন করিয়া কৌপীনে সীসপ্রদান করিতে হইবে। স্তনদ্বয়ের মস্তকে দুইটি মুক্তা সংযোজিত করিয়া কুঙ্কুমদ্বারা লেপন করিবে। ৫৫। পরে, কর্পূর, অগুরু, ধূপ, মাল্য ও সুগন্ধি দ্রব্যদ্বারা বিভূষিত করিয়া পরিধানে পট্টসূত্র এবং হৃদয়ে স্বর্ণবিন্যাস করিবে এবং ভুজদ্বয়ে ঋদ্ধি বৃদ্ধিবিন্যাস করিয়া নেত্রদ্বয়ে কপর্দ্দকপ্রদান করিতে হইবে। পরে নেত্রকোণে সিন্দূরপ্রদান করিয়া তাম্বূলাদি বিবিধ উপহারে অলঙ্কৃত করিবে। ৫৬—৫৭। ঐ প্রেতমূর্ত্তিকে সর্ব্বৌষধিসমন্বিত করিয়া যথোক্তবিধানে পূজা করিবে। সাগ্নিকেরা সেই প্রেতের সঙ্গে যজ্ঞপাত্র সকল প্রদান করিবে। ৫৮। পরে শন্নোদেবী পুনন্তু মে ইত্যাদি মন্ত্রে এবং ইমম্মে বরুণ ইত্যাদি মন্ত্রে শালগ্রামশিলাপ্রক্ষালিত জলদ্বারা সেই প্রেতকে অভিষিক্ত

যজ্ঞপাত্রাণি বিন্যসেৎ ॥ ৫৮ ॥ শন্নোদেবী পুনন্তু মে ইমং মে বরুণেতি চ। প্রেতস্য পাবনং কৃত্বা শালগ্রামশিলোদকৈঃ ॥ ৫৯ ॥ বিষ্ণুমুদ্দিশ্য দাতব্যা সুশীলা গৌঃ পয়স্বিনী। মহাদানানি দেয়ানি তিলপাত্রং তথৈব চ ॥ ৬০ ॥ ততো বৈতরণী দেয়া সর্ব্বাভরণভূষিতা। কর্ত্তব্যং বৈষ্ণবং শ্রাদ্ধং প্রেতমুক্ত্যর্থমাত্মনা ॥ ৬১ ॥ প্রেতমোক্ষস্ততঃ কুর্য্যাদ্ধরিং বিষ্ণুং প্রকল্পয়েৎ। ত্বং বিষ্ণুরিতি সংস্মৃত্য প্রেতস্তং মৃতমেব চ ॥ ৬২ ॥ অগ্নিদাহস্ততঃ কুর্য্যাৎ সূতকস্তু দিনত্রয়ং। দশাহঙ্গতপিণ্ডাশ্চ কর্ত্তব্যা বিধিপূর্ব্বকৈঃ। সর্ব্বং বর্ষাবধিং কুর্য্যাদেবং প্রেতঃ স মুক্তিভাক্ ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ-উবাচ। যথা ধেনুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরং। এবং পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুগচ্ছতি ॥ ১ ॥ আদিত্যো বরুণো বিষ্ণুর্ব্রহ্মা সোমো হুতাশনঃ। শূলপাণিশ্চ ভগবানভিনন্দতি ভূমিদং ॥ ২ ॥ নাস্তি ভূমিসমং দানং নাস্তি ভূমিসমো নিধিঃ। নাস্তি সত্যসমো ধর্ম্মো নানৃতাৎ পাতকং পরং ॥ ৩ ॥ অগ্নেরপত্যং প্রথমং হিরণ্যং ভূর্বৈষ্ণবী সূর্য্যসুতাশ্চ গাবঃ। লোকত্রয়ন্তেন ভবেৎ প্রদত্তং যঃ কাঞ্চনঙ্গাঞ্চ মহীং প্রদদ্যাৎ ॥ ৪ ॥ ত্রীণ্যাহরতি দানানি গাবঃ পৃথ্বী সরস্বতী। নরকাদুদ্ধরন্ত্যেতে জপবাপনদোহনাৎ ॥ ৫ ॥ কৃত্বা বহূনি পাপানি রৌদ্রাণি বিপুলান্যপি। অপি গোদানমাত্রেণ ভূমিদানেন শুধ্যতি ॥ ৬ ॥ অকর্ত্তব্যন্ন কর্ত্তব্যং প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি। কর্ত্তব্যমেব কর্ত্তব্যমিতি বেদবিদো বিদুঃ ॥ ৭ ॥ অধর্ম্মপ্রবর্ত্তনে বৈ পাপং গোসহস্রবধতুল্যং। বৃত্তিচ্ছেদেপি তথা বৃত্তিকরণে লক্ষধেনুফলং ॥৮॥ বরমেকাপি সা দত্তা নতু দত্তহরাৎ শতং। একাং হৃত্বা শতন্দত্ত্বা ন তেন সমতা ভবেৎ ॥ ৯ ॥ স্বয়মেব তু যো দদ্যাৎ স্বয়মেব

করিয়া পবিত্র করিবে। ৫৯। অনন্তর বিষ্ণুকে উদ্দেশ করিয়া সুশীলা পয়স্বিনী গো, অন্য অন্য মহাদান ও তিলপাত্র প্রদান করিতে হইবে। ৬০। তৎপরে সর্ব্বাভরণভূষিতা বৈতরণী গো-দান করিয়া প্রেতের মুক্তির নিমিত্ত বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। ৬১। অনন্তর প্রেতকে মোচন করিয়া সেই প্রেতমূর্ত্তিকে বিষ্ণুরূপে কল্পনা করিবে এবং তুমিই বিষ্ণু এইরূপ স্মরণ করিয়া সেই মূর্ত্তিকে মৃতজ্ঞানে অগ্নিতে দাহ করিবে। এইরূপে দাহাদি করিয়া ত্রিরাত্র অশৌচপালন করিতে হইবে। এই ত্রিরাত্রমধ্যেই দশাহকর্ত্তব্য পিণ্ডপ্রদানাদি করিতে হইবে। এইরূপে বার্ষিকবিধি অর্থাৎ মাসিক সপিণ্ডীকরণাদি শ্রাদ্ধ করিলে সেই প্রেত মুক্ত হইয়া থাকে। ৬২—৬৩।

একত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, যেমন সহস্র ধেনুমধ্যে বৎসগণ স্ব স্ব মাতাকে চিনিয়া লয়, সেইরূপ পূর্ব্বজন্মকৃত শুভাশুভ কর্ম্মকর্ত্তার অনুগমন করে। ১। যিনি জীবদবস্থায় ভূমিপ্রদান করেন, মরণের পর আদিত্য, বরুণ, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, সোম, হুতাশন ও ভগবান্ শূলপাণি ইহাঁরা তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া থাকেন। ২। ভূমিদানের তুল্য দান আর নাই, ভূমির তুল্য নিধি নাই, সত্যতুল্য ধর্ম্ম নাই এবং মিথ্যা হইতে পাপ আর নাই। ৩। অগ্নির প্রথম অপত্য স্বর্ণ, বিষ্ণুর অপত্য পৃথিবী এবং সূর্য্যের অপত্য গো; অতএব যে ব্যক্তি স্বর্ণ, গো ও পৃথিবী দান করে, সেই ব্যক্তির লোকত্রয়প্রদানের ফললাভ হয়। ৪। গো, পৃথিবী ও সরস্বতী এই ত্রিবিধ দান আহরণ করিবে, ইহারাই জপ, বাপন ও দোহনহেতু দাতাকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে। ৫। যদি কোন ব্যক্তি বহুবিধ পাপাচরণ কিম্বা বিপুল ক্রূরকর্ম্ম করে, গোদান ও ভূমিদান করিলে তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তি শুদ্ধ হইতে পারে। ৬। প্রাণান্তেও অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবে না, বেদবিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন, সর্ব্বদা কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। ৭। অধর্ম্মজনক কার্য্যের প্রবর্ত্তনে সহস্র গোবধজনিত পাপতুল্য পাপ হয়। আর কোন ব্যক্তির বৃত্তিচ্ছেদ করিলেও উক্তরূপ পাপ জন্মে, কিন্তু কোন ব্যক্তিকে বৃত্তিনির্দ্ধারণ করিলে লক্ষ ধেনুদানতুল্য ফল হয়। ৮। বরং একটি ধেনু দান করিবে, কিন্তু শত গোদান করিবে না, একটি ধেনু

তথা হরেৎ। স পাপী নরকং যাতি যাবদাভূতসংপ্লবং ॥ ১০ ॥ ন চাশ্বমেধেন তথা পূতঃ স্যাদ্দক্ষিণাবতা। অবৃত্তিকর্শিতে দীনে ব্রাহ্মণে রক্ষিতে যথা ॥ ১১ ॥ ন তদ্ভবতি বেদেষু যজ্ঞেষু বহুদক্ষিণে। যৎ পুণ্যন্দুর্ব্বলে বিপ্রে ব্রাহ্মণে পরিরক্ষিতে ॥ ১২ ॥ ব্রহ্মস্বরসপুষ্টানি বাহনানি বলানি চ। যুদ্ধকালে বিশীর্য্যন্তি সিকতা সেতবো যথা ॥ ১৩ ॥ স্বদত্তাম্পরদত্তাম্বা যো হরেত বসুন্ধরাং। ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াঞ্জায়তে কৃমিঃ ॥ ১৪ ॥ ব্রহ্মস্বং প্রণয়াদ্ভুক্তং দহত্যা সপ্তমং কুলং। তদেব চৌর্য্যরূপেণ দহত্যা চন্দ্রতারকং ॥ ১৫ ॥ লোহচূর্ণাশ্মচূর্ণঞ্চ বিষঞ্চ জরয়েদ্বুধঃ। ব্রহ্মস্বং ত্রিষু লোকেষু কঃ পুমান্ জরয়িষ্যতি ॥ ১৬ ॥ দেবদ্রব্যবিনাশেন ব্রহ্মস্বহরণেন চ। কুলান্যকুলতাং যান্তি ব্রাহ্মণাতিক্রমেণ চ ॥ ১৭ ॥ ব্রাহ্মণাতিক্রমো নাস্তি বিপ্রে বিদ্যাবিবর্জ্জিতে। জ্বলন্তমগ্নিমুৎসৃজ্য ভস্মন্যপি ন হূয়তে ॥ ১৮ ॥ সংক্রান্তৌ যানি দানানি হব্যকব্যানি যানি চ। সপ্তকল্পক্ষয়ং যাবত্তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে ॥ ১৯ ॥ প্রতিগ্রহাধ্যাপনযাজনেষু প্রতিগ্রহং শ্রেষ্ঠতমং বদন্তি। প্রতিগ্রহাচ্ছুধ্যতি জাপ্যহোমৈর্যাজকং কর্ম্ম পুনন্তি বেদাঃ ॥ ২০ ॥ নিত্যজাপী সদা হোমী পরপাকবিবর্জ্জিতঃ। রত্নপূর্ণামপি মহীং প্রতিগৃহ্য ন লিপ্যতে ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে
একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ-উবাচ। জলাগ্নিবিধিনা ভ্রষ্টাঃ প্রব্রজ্যানাশকচ্যুতাঃ। ইন্দ্রিয়াণাং বিশুধ্যর্থং দত্ত্বা ধেনুন্তথা বৃষং ॥ ১ ॥ ঊনদ্বাদশবর্ষস্য চতুর্ব্বর্ষাধিকস্য চ। প্রায়শ্চিত্তঞ্চরেন্মাতা তথান্যোপি চ বান্ধবঃ ॥ ২ ॥ অতো বালতরস্যাস্তি নাপরাধো ন পাতকং। রাজদণ্ডো ন তস্যাস্তি প্রায়শ্চিত্তন্ন বিদ্যতে ॥ ৩ ॥ রক্তস্য দর্শনে জাতে

হরণ করিয়া শত গোদান করিলেও তাহার তুল্য হয় না। ৯। যে ব্যক্তি স্বয়ং দান করিয়া স্বয়ং হরণ করে, সেই পাপী মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত নরকভোগ করে। ১০। বৃত্তিহীন দীন ব্রাহ্মণ স্থাপন করিলে যেমন পুণ্য হয়, শত সদক্ষিণ অশ্বমেধযজ্ঞ করিলেও সেইরূপ পবিত্র হইতে পারে না। ১১। দুর্ব্বল ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিলে যেরূপ পুণ্য হয়, বেদাধ্যয়ন ও সদক্ষিণ বহুযজ্ঞ করিলে সেইরূপ পবিত্র হইতে পারে না। ১২। ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিয়া যে সকল বলবাহন পোষণ করা যায়, সেই সকল বলবাহন যুদ্ধকালে বালুকার সেতুর ন্যায় বিশীর্ণ হইয়া যায়। ১৩। যে ব্যক্তি সদত্ত অথবা পরদত্ত ভূমি অপহরণ করে, সেই ব্যক্তি ষষ্টিসহস্রবর্ষ বিষ্ঠাতে ক্রিমি হইয়া থাকে। ১৪। প্রণয়ক্রমেও যদি কেহ ব্রহ্মস্বভোগ করে, তাহাহইলে তাহার সপ্তমকুল দগ্ধ হয়। আর যদি কেহ চৌর্য্যরূপে ব্রহ্মস্ব উপভোগ করে, তাহাহইলেও সেই ব্যক্তির সপ্তমকুল দগ্ধ করে। ১৫। বরং লৌহচূর্ণ ও বিষ জীর্ণ করিতে পারে, কিন্তু কোন্ ব্যক্তি ব্রহ্মস্বভোগ করিয়া তাহা জীর্ণ করিতে পারে? ১৬। দেবদ্রব্যবিনাশ, ব্রহ্মস্ব অপহরণ ও ব্রাহ্মণের অপমান করিলে তাহার কুল নির্ম্মূল হইয়া যায়। ১৭। ব্রাহ্মণ বিদ্যাবিহীন হইলেও কেহ তাহাকে অতিক্রম করিবে না, কেহ কি কখন জলন্ত হুতাশন পরিত্যাগ করিয়া ভস্মেতে আহুতি দিয়া থাকে? ১৮। সংক্রান্তিতে হব্যকব্য দান করিলে সেই দাতা ব্যক্তি সপ্তকল্প ক্ষয়পর্য্যন্ত স্বর্গলোকে বাস করিতে পারে। ১৯। প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন ও যজন ইহাদিগের মধ্যে মুনিগণ প্রতিগ্রহকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। জপহোমাদিদ্বারা প্রতিগ্রহ হইতে শুদ্ধ হয়, কিন্তু বেদসকল যাজককর্ম্ম পবিত্র করিতে পারে না। ২০। যে পরপাকবিবর্জ্জিত ব্যক্তি নিত্যহোম ও নিত্য যজ্ঞ করে, সে যত্নপূর্ণা মহীপ্রতিগ্রহ করিয়াও পাপে লিপ্ত হয় না। ২১।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, যাহারা জলাগ্নিবিধিবর্জ্জিত ও প্রব্রজ্যাবিনাশহেতু পতিত হইয়াছে, তাহাদিগের ইন্দ্রিয়শুদ্ধির নিমিত্ত ধেনু ও বৃষ দান করিতে হইবে। ১। চতুর্ব্বর্ষবয়সের পর এবং দ্বাদশবর্ষবয়সের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি পাপাচরণ করে, তাহাহইলে তাহার মাতা অথবা অন্যকোন বান্ধব সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ২। যাহারা অতিবালক অর্থাৎ চতুর্ব্বর্ষের ন্যূনবয়স্ক, তাহাদিগের কোন অপরাধ অথবা পাতক নাই এবং তাহাদিগের রাজদণ্ড কিম্বা কোনরূপ প্রায়শ্চিত্তবিধি নাই। ৩। রক্তদর্শন হইলে যদি কোন

আতুরা স্ত্রী ভবেদ্যদি। চতুর্থে হবিষং স্পৃষ্ট্বা বস্ত্রত্যাক্ত্বা বিশুধ্যতি ॥ ৪ ॥ আতুরে স্নানমুংপন্নন্দশ কৃত্বা হ্যনাতুরঃ। স্নাত্বা স্নাত্বা স্পৃশেদেনন্ততঃ শুদ্ধঃ স আতুরঃ ॥৫॥ প্রত্যব্দং শ্রাদ্ধমথ তে কথয়ামি খগোত্তম। প্রত্যব্দং পার্ব্বণে-নৈব কুর্য্যাতাক্ষেত্রজৌরসৌ ॥ ৬ ॥ একোদ্দিষ্টং প্রকু-র্য্যাত্তাং প্রত্যব্দং প্রতিকেন তু। যদয়ং হি মৃতঃ সাগ্নিঃ পুত্রো বাপি তথাবিধঃ ॥ ৭ ॥ প্রত্যব্দং পার্ব্বণন্তত্র কুর্য্যাতাং ক্ষেত্রজৌরসৌ। অনগ্নয়ঃ সাগ্নিকা বা পিত-রোপি তথা মৃতাঃ ॥ ৮ ॥ একোদ্দিষ্টন্তথা কার্য্যাক্ষয়াহ ইতি কেচন। দর্শকালে ক্ষয়ো যস্য প্রেতপক্ষেথবা পুনঃ ॥ ৯ ॥ প্রত্যব্দং পার্ব্বণং কার্য্যন্তেষাং সর্ব্বৈঃ সুতৈরপি। একোদ্দিষ্টমপুত্রাণাং পুংসাং স্যাদ্যোষিতামপি ॥ ১০ ॥ কর্ত্তব্যে পার্ব্বণে শ্রাদ্ধে আশৌচঞ্জায়তে যদি। আশৌচ-গমনে প্রাপ্তে কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধন্ততঃপরং ॥ ১১ ॥ একোদ্দিষ্টে চ সম্প্রাপ্তে যদি বিঘ্নঃ প্রজায়তে। মাসেন্যস্মিংস্তিথৌ তস্যাং কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধন্তথৈব হি ॥ ১২ ॥ তূষ্ণীং শ্রাদ্ধঞ্চ শূদ্রাণান্তার্য্যায়াস্তৎ সুতেন বা। কন্যায়াশ্চ দ্বিজাতীনা-মনুরেতদ্বিচক্ষতে ॥ ১৩ ॥ এককালে গতাসুনাং বহূনা-মথবা দ্বয়োঃ। মন্ত্রেণ স্নপনং কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥ ১৪ ॥ পূর্ব্বকস্য মৃতস্যাদৌ দ্বিতীয়স্য ততঃ পুনঃ। তৃতীয়স্য ততঃ পশ্চাৎ সন্নিপাতেত্বয়ং ক্রমঃ ॥১৫॥

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে প্রত্যব্দপ্রকরণং নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ নিত্যানি শ্রাদ্ধানি। শ্রীভগবানুবাচ। নিত্য-শ্রাদ্ধে হি গন্ধাদ্যৈর্দ্বিজানভ্যর্চ্চ্য শক্তিতঃ। সর্ব্বান্‌ পিতৃ-গণান্‌ সম্যক্‌ সদৈবোদ্দিশ্য পূজয়েৎ ॥ ১ ॥ আবাহনং স্বধাকারং পিণ্ডাগ্নৌ করণাদিকং। ব্রহ্মচর্য্যাদিনিয়মান্‌ বিশ্বেদেবাংস্তথৈব চ ॥ ২ ॥ নিত্যশ্রাদ্ধে ত্যজেদেতান্‌ ভোজ্যমন্নঞ্চ কল্পয়েৎ। ন দদ্যাদ্দক্ষিণাঞ্চৈব নমস্কারৈ-র্বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৩ ॥ দেবানুদ্দিশ্য বিশ্বাদীন্‌ দদ্যাচ্চ দ্বিজ-

---

স্ত্রী আতুরা হয়, তাহাহইলে সেই স্ত্রী চতুর্থদিবসে ঘৃত-স্পর্শ ও বস্ত্রত্যাগ করিয়া শুদ্ধ হইতে পারে। ৪। আতুর ব্যক্তি দশবার স্নান করিয়া অনাতুর হইতে পারে এবং পুনঃ পুনঃ স্নান করিয়া অনাতুরকে স্পর্শ করিবে। এইরূপ করিলে সেই আতুর শুদ্ধ হইতে পারে। ৫। হে খগোত্তম! অনন্তর বার্ষিক-শ্রাদ্ধ কহিতেছি। ঔরস ও ক্ষেত্রজপুত্র প্রতিবর্ষে পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিবে। ৬। কোন সাগ্নিক অথবা তথাবিধ পুত্রের মরণ হইলে প্রতিবর্ষে তাহার একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ করিবে। ৭। ঔরস ও ক্ষেত্রজপুত্র প্রতিবর্ষে পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিবে। অনগ্নিক ও সাগ্নিক পিতার মরণেও ঐরূপ শ্রাদ্ধ করিবে। ৮। কোন ব্যক্তি মৃতাহে একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। অমাবস্যা অথবা প্রেতপক্ষে মৃত ব্যক্তির পুত্রগণ প্রতিবর্ষে পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিবে। পুত্রবিহীন স্ত্রী ও পুরুষের বার্ষিকে একোদ্দিষ্ট করা বিধেয়। ৯—১০। পার্ব্বণশ্রাদ্ধের কর্ত্তব্যতা নিরূপিত হইলে যদি অশৌচ উপস্থিত হয়, তাহাহইলে অশৌচান্তে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। ১১। একো-দ্দিষ্টশ্রাদ্ধ উপস্থিতে যদি কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহাহইলে অন্য মাসের সেই তিথিতে সেইরূপ শ্রাদ্ধ করিবে। ১২। মনু বলিয়া থাকেন, শূদ্র ও দ্বিজাতি স্ত্রীদিগের মৌনশ্রাদ্ধ বিধেয়। ইহারা মন্ত্রপাঠ না করিয়া শ্রাদ্ধ করিলেও শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হইবে। ১৩। এককালে দুই কিম্বা বহুব্যক্তির মরণ হইলে একত্র স্নান করাইবে; কিন্তু পৃথক্‌ পৃথক্‌ শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। ১৪। একদা বহুব্যক্তির শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তির প্রথমে মৃত্যু হইয়াছে, প্রথমে তাহার শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য, তৎপরে দ্বিতীয় ব্যক্তির এবং তৎপরে তৃতীয় ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করিবে। ১৫।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীভগবান্‌ কহিলেন, নিত্যশ্রাদ্ধে আপন শক্তি অনুসারে গন্ধাদিদ্বারা ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিবে এবং পিতৃগণ ও দেবো-দ্দেশে সম্যক্‌প্রকারে পূজা করিতে হইবে। ১। আবাহন, স্বধা-শব্দপ্রয়োগ, পিণ্ডদান, অগ্নৌকরণ, ব্রহ্মচর্য্যাদিনিয়ম পালন এবং বিশ্বেদেবার্চ্চন নিত্যশ্রাদ্ধে এই সকল পরিত্যাগ করিয়া ভোজ্য-দান ও অন্নদানে কল্পনা করিবে। এই শ্রাদ্ধে দক্ষিণাদান করিবে না, কেবল নমস্কার করিয়া বিসর্জ্জন করিবে। ২—৩। বিশ্বে-দেবগণকে উল্লেখ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে, তাহা-

ভোজনং। নিত্যশ্রাদ্ধন্তদেবেতি দেবশ্রাদ্ধন্তদুচ্যতে ॥ ৪ ॥ মাতুঃ শ্রাদ্ধন্তু পূর্ব্বং স্যাৎ কর্ম্মাহন্যেব পৈতৃকং। উত্তরেহনি বৃদ্ধস্য মাতামহগণস্য চ ॥ ৫। পৃথগ্দিনে ন শক্তশ্চেদেকস্মিন্নেব বাসরে। শ্রাদ্ধত্রয়ং প্রকুর্ব্বীত বৈশ্বদেবত্রতত্রিকং ॥ ৬ ॥ পিতৃভ্যঃ কল্পয়েৎ পূর্ব্বং মাতৃভ্যস্তদনন্তরং। মাতামহেভ্যশ্চ ততো দন্তাদিত্থং ক্রমেণ তু ॥ ৭ ॥ মাতৃশ্রাদ্ধে তু বিপ্রাণামলাভে তু কুলান্বিতাঃ। পতিপুত্রান্বিতাঃ সাধ্ব্যো যোষিতোহষ্টৌ চ ভোজয়েৎ ॥ ৮ ॥ ইষ্টাপূর্ত্তাদিকারম্ভে তদা শ্রাদ্ধং সমাচরেৎ। উৎপাতাদিনিমিত্তেষু নিত্যশ্রাদ্ধবদেব তু ॥ ৯ ॥ নিত্যদৈবন্তথা বৃদ্ধং কাম্যনৈমিত্তিকন্তথা। শ্রাদ্ধান্যুক্তপ্রকারেণ কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে
ত্রয়স্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥

চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়

গরুড় উবাচ। সুকৃতস্য প্রভাবেন স্বর্গো নানাবিধো নৃণাং। ভোগসৌখ্যাদিরূপশ্চ বলং পুষ্টিঃ পরাক্রমঃ ॥ ১ ॥

সত্যং পুণ্যবতামেব জায়তেহত্র পরত্র চ। সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমেববাক্যন্তু নান্যথা ॥ ২ ॥ ধর্ম্মো জয়তি নাধর্ম্মঃ সত্যঞ্জয়তি নানৃতং। ক্ষমা জয়তি ন ক্রোধো বিষ্ণুর্জ্জয়তি নাসুরঃ ॥ ৩ ॥ এতৎ সত্যং ময়া জ্ঞাতং সুকৃতাচ্ছোভনম্ভবেৎ। যথোৎকৃষ্টতমং পুণ্যন্তথা কৃষ্ণপরো ভবেৎ ॥ ৪ ॥ একঞ্চ শ্রোতুমিচ্ছামি জায়তে পাপযোনয়ঃ। যেন কর্ম্মবিপাকেন যথা নিরয়ভাগ্ ভবেৎ ॥ ৫ ॥ যাং যাং যোনিমবাপ্নোতি যথারূপঃ প্রজায়তে। তন্মে বদ সুরশ্রেষ্ঠ সমাসেনাপি কাঙ্ক্ষিতং ॥ ৬ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। শুভাশুভফলৈস্তার্ক্ষ্য ভুক্তভোগা নরাস্ত্বিহ। জায়ন্তে লক্ষণৈর্যৈস্তু তানি মে শৃণু কাশ্যপ ॥ ৭ ॥ গুরুরাত্মবতাং শাস্তা রাজা শাস্তা দুরাত্মনাং। ইহ প্রচ্ছন্ন-

---

হইলেই নিত্যশ্রাদ্ধ সিদ্ধ হয়, ইহাকে দেবশ্রাদ্ধও বলিয়া থাকে। ৪। কর্ম্মাহে প্রথমে মাতৃশ্রাদ্ধ করিয়া পৈতৃকশ্রাদ্ধ করিবে। তৎপর দিবসে মাতামহাদির শ্রাদ্ধ করা বিধেয়। ৫। যদি পৃথক্ দিবসে শ্রাদ্ধ করিতে কেহ অশক্ত হয়, তাহাহইলে একদিবসেই বিশ্বেদেবাদিশ্রাদ্ধত্রয় করিবে। ৬। একদিবসে শ্রাদ্ধত্রয় করিতে হইলে প্রথমে পিতৃশ্রাদ্ধ, তৎপরে মাতৃশ্রাদ্ধ এবং সর্ব্বশেষে মাতামহাদির শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। ক্রমেতে এই শ্রাদ্ধত্রয় করিতে হইবে। ৭। মাতৃশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণের অলাভে স্বকুলান্বিতা পতিপুত্রবতী সাধ্বী অষ্ট স্ত্রী ভোজন করাইবে। ৮। ইষ্টাপূর্ত্তাদি অর্থাৎ গৃহারম্ভাদি কার্য্যে শ্রাদ্ধ করা বিধেয়। তাহাতে উৎপাতাদি নিমিত্ত ব্যাঘাত হইলে নিত্যশ্রাদ্ধবৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান করিবে। ৯। উক্তপ্রকারে নিত্য, দৈব, বৃদ্ধ, নৈমিত্তিক ও কাম্যশ্রাদ্ধ করিবে; তাহাহইলে সেই ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। ১০।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

গরুড় কহিলেন, মনুষ্যগণের পুণ্যপ্রভাবে নানাবিধ স্বর্গ নিরূপণ আছে, ঐ সকল স্বর্গভোগ, সুখ, বল, পুষ্টি, পরাক্রম, সত্যস্বরূপ। হে দেব! পুণ্যশীল ব্যক্তিদিগের ইহকালেও ভোগসুখাদি স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। হে দেব! এই বাক্য সত্য সত্য, কদাচ ইহার অন্যথা হয় না। ১—২। ধর্ম্মই জয় করিয়া থাকে, অধর্ম্ম জয় করিতে পারে না, ক্ষমাই জয় করে, ক্রোধ কদাচ জয় করিতে সমর্থ হয় না, বিষ্ণুই জয় করিতে পারেন, অসুরগণ তাহা পারে না। এই সকল আমি জানিয়াছি, আর পুণ্য হইতে শুভ হয়, তাহাও আমি জানি এবং লোকের পুণ্য যেরূপ উৎকৃষ্ট, সেই ব্যক্তি সেইরূপ উৎকৃষ্ট গতিলাভ করে। এই সকলই আমার পরিজ্ঞাত আছে, কেবল একটি বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিতেছি, পাপিষ্ঠ ব্যক্তিরা যেরূপে কর্ম্মবিপাকবশত নিরয়ভাগী হয় আর ঐ পাপীরা যে যে যোনিপ্রাপ্ত হইয়া যেরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে, হে সুরবর! ইহাই অবগত হওয়া আমার অভিলষিত, আপনি সংক্ষেপে আমার অভিলষিত বিষয় বর্ণন করিয়া চরিতার্থ করুন। ৩—৬। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে তার্ক্ষ্য! মনুষ্যগণ শুভাশুভ কর্ম্মফলের উপভোগের নিমিত্ত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে তাহাদিগের শরীরে নানাপ্রকার চিহ্ন হয়। হে কশ্যপনন্দন! এইক্ষণ তোমাকে সেই সকল চিহ্ন বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৭। যাঁহারা আত্মবান্ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানলিপ্সু, গুরু তাঁহাদিগের শাসন করেন, রাজা দুরাত্মা ব্যক্তিদিগের শাসনকর্ত্তা, আর যাহারা গুপ্তভাবে পাপাচরণ করে, সূর্য্যতনয় যম তাহাদিগের পাপকর্ম্মের

পাপানাং শাস্তা বৈবস্বতো যমঃ ॥ ৮ ॥ প্রায়শ্চিত্তৈরজীর্ণেষু যমলোকে হ্যনেকধা। যাতনান্তে বিমুক্তাস্তে অনেকাং জীবসন্ততিং ॥ ৯ ॥ গত্বা মানুষযোনৌ তু পাপচিহ্না ভবন্তি তে। তান্যহন্তব চিহ্নানি কথয়িষ্যে খগোত্তম ॥ ১০ ॥ গদ্গদোঽনৃতবাদী স্যাৎ মূকশ্চৈব গবানৃতে। ব্রহ্মহা চ ক্ষয়ী কুষ্ঠী শ্যাবদন্তস্তু মদ্যপঃ ॥ ১১ ॥ কুনখী স্বর্ণহারী চ দুশ্চর্ম্মা গুরুতল্পগঃ। সংযোগী হীনবর্ণঃ স্যাৎ কাকোঽনিমন্ত্রভোজনাৎ ॥ ১২ ॥ দিগম্বরা দুরাচারা সর্ব্বদেবাবনিন্দকাঃ। যান্তি তে নরকে ঘোরে যে চ মিথ্যা বদন্তি তে ॥ ১৩ ॥ অন্নং পর্য্যুষিতং বিপ্রে প্রযচ্ছন্ কুব্জতাং ব্রজেৎ। মাৎসর্য্যাদপি জাত্যন্ধো জন্মান্ধঃ পুস্তকং হরন্ ॥ ১৪ ॥ ফলানি হি হরন্নিত্যং ম্রিয়তে নাত্র সংশয়ঃ। মৃতো বানরতাং যাতি তন্মুক্তো গলগণ্ডবান্ ॥ ১৫ ॥ অদত্তভক্ষমশ্নাতি অনপত্যো ভবেন্নরঃ। বণিক্ চৈব মহামূঢ়ঃ সর্ব্বদর্শননিন্দকঃ ॥ ১৬ ॥ ঘোরসাগরে পতিত ন জানাতি ধর্ম্মতত্ত্বং। হরন্ স্বর্ণং ভবেদ্গোধা গরদঃ পবনাশনঃ ॥ ১৭ ॥ প্রব্রজ্যাগমনাৎ পক্ষিন্ ভবেন্নরপিশাচকঃ। চাতকো জলহর্ত্তা চ ধান্যহর্ত্তা চ মূষকঃ ॥ ১৮ ॥ অপ্রাপ্তযৌবনাং সেবা ভবেৎ সর্প ইতি শ্রুতিঃ। গুরুদারাভিলাষী চ কৃকলাসো ভবেদ্ধ্রুবং ॥ ১৯ ॥ জলপ্রস্রবণং যস্তু ভিন্দ্যান্মৎস্যো ভবেন্নরঃ। অবিক্রেয়ান্ বিক্রয়ন্ বৈ বিকটাক্ষো ভবেন্নরঃ ॥ ২০ ॥ কুযোনিনিন্দকো হি স্যাদুলূকঃ স্ত্রীপ্রবঞ্চনাৎ। মৃতস্যৈকাদশাহে তু ভুঞ্জানঃ শ্বাভিজায়তে ॥ ২১ ॥ প্রতিশ্রুত্য দ্বিজেভ্যোঽর্থমদদন্ জম্বুকো ভবেৎ। সর্পং হত্বা ভবেদ্দ্ষ্টঃ শূকরো

শাস্তি দিয়া থাকেন। ৮। পাপী ব্যক্তিরা স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তাচরণ না করিয়া যমলোকে গমন করিলে বহুবিধ যাতনাভোগ করে, অনন্তর যমযন্ত্রণা হইতে বিমুক্ত হইয়া নানাজীবসন্ততি হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ৯। মানুষযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিলে পূর্ব্বকৃত পাপের চিহ্নসকল প্রকাশ পায়। হে খগবর! সেই সকল চিহ্ন তোমার নিকট বলিতেছি। ১০। যাহারা মিথ্যা বাক্য বলে, পরজন্মে তাহারা অব্যক্তবাক্যবান্ হইয়া জন্মগ্রহণ করে অথবা মূক হইয়া উৎপন্ন হয়। আর যাহারা ব্রহ্মহত্যা করে, জন্মান্তরে তাহাদিগের ক্ষয়রোগ ও কুষ্ঠরোগ হইয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি মদ্যপায়ী, সে শ্যাবদন্ত হয় অর্থাৎ তাহার প্রধান দন্তদ্বয়ের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দন্ত থাকে। ১১। স্বর্ণাপহারী ব্যক্তিরা জন্মান্তরে কুনখী হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং গুরুস্ত্রী গমন করিলে সেই ব্যক্তি দুশ্চর্ম্মা অর্থাৎ অনাবৃতশিশ্ন হইয়া থাকে। যাহারা সংযোগী, তাহারা হীনবর্ণের গৃহে জন্মে এবং অনিমন্ত্রিত হইয়া ভোজন করিলে সেই ব্যক্তি কাকযোনিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১২। যাহারা দেবনিন্দা করে, তাহারাও দুশ্চরিত্র হয় এবং যাহারা মিথ্যাবাক্য কহে, তাহারা ঘোরতর নরকে পতিত হইয়া থাকে। ১৩। যাহারা ব্রাহ্মণকে পর্য্যুষিত অন্ন প্রদান করে, তাহারা কুব্জতাপ্রাপ্ত হয়। অধিক মাৎসর্য্যশালী হইলে সেই ব্যক্তি জন্মান্ধ এবং পুস্তক হরণ করিলে সেই ব্যক্তি জন্মান্ধ হয়। ১৪। যে ব্যক্তি ফলহরণ করে, সেই ব্যক্তি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয় ইহাতে সন্দেহ নাই এবং মরণান্তে বানরত্ব প্রাপ্ত হয়, পরে তাহাহইতে মুক্ত হইয়া গলগণ্ডবান্ হইয়া থাকে। ১৫। যে অদত্ত অন্নভোজন করে, সে পরজন্মে অনপত্যতাদোষে ক্লেশ পায় এবং সর্ব্বদর্শননিন্দক মহামূঢ় বণিক্ হইয়া থাকে। আর সে ঘোরতর সাগরে পতিত হয়, কোন ধর্ম্মতত্ত্ব সে জানে না। যে ব্যক্তি সুবর্ণ হরণ করে, সে পরজন্মে গোধা হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং যে ব্যক্তি বিষপ্রদান করে, সে সর্পযোনিতে উৎপন্ন হয়। ১৬—১৭। হে পক্ষিবর! প্রব্রজ্যাগমনে নরপিশাচ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, যে ব্যক্তি জলাপহরণ করে, সে পরজন্মে চাতক এবং ধান্যাপহারী মানব মূষিক হইয়া উৎপন্ন হয়। ১৮। শ্রুতিতে লিখিত আছে, অপ্রাপ্তযৌবনা নারীকে বলপূর্ব্বক সম্ভোগ করিলে সেই পাপিষ্ঠ পরজন্মে সর্পযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। গুরুদারাতে অভিলাষ করিলে সেই ব্যক্তি নিশ্চয় কৃকলাসযোনিতে উৎপন্ন হয়। ১৯। যে ব্যক্তি জলপ্রস্রবণ ভগ্ন করে, সেই পাপী জন্মান্তরে মৎস্য হইয়া জন্মে, আর যে ব্যক্তি অবিক্রেয় দ্রব্য বিক্রয় করে, সেই পাপাত্মা বিকটনেত্র হয়। ২০। কুযোনি নিন্দা করিলে ও স্ত্রীলোককে বঞ্চনা করিলে সেই পাপী পরজন্মে উলূকযোনি প্রাপ্ত হয়। মৃত ব্যক্তির একাদশাহে তাহার গৃহে ভোজন করিলে সেই ব্যক্তি জন্মান্তরে কুকুর হইয়া উৎপন্ন হয়। ২১। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে প্রতিশ্রুত অর্থপ্রদান করে না, সে অন্য জন্মে শৃগালত্ব

বিড়্বরাহকঃ ॥ ২২ ॥ পরিবাদাদ্ দ্বিজাতীনাং লভতে কচ্ছপীত্বমুং। লভেদ্দেবলকস্তার্ক্ষ্য যোনিং চাণ্ডালসংজ্ঞকাং ॥ ২৩ ॥ দুর্ভগঃ ফলবিক্রেতা বৃষশ্চ বৃষলীপতিঃ। মার্জ্জারোগ্নিস্পদা স্পৃষ্ট্বা রোগবান্ পরমাংসভুক্ ॥ ২৪ ॥ সোদর্য্যাগমনাৎ ষণ্ডো দুর্গন্ধশ্চ সুগন্ধহৃৎ। যদ্বা তদ্বাপি পারক্যং স্বল্পং বা যদি বা বহু। হৃত্বা বৈ যোনিমাপ্নোতি তৈত্তিরীমাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৫ ॥ এবমাদীনি চিহ্নানি অন্যান্যপি খগেশ্বর। স্বকর্ম্মবিহিতান্যেব দৃশ্যন্তে মানবাদিষু ॥ ২৬ ॥ এবং দুষ্কৃতকর্ত্তা হি ভুক্ত্বা চ নরকান্ ক্রমাৎ। জায়তে কর্ম্মশেষেণ ত্যক্তাস্বেতাসু যোনিষু ॥ ২৭ ॥ ততো জন্মশতং মর্ত্ত্যঃ সর্ব্বজন্তুষু কাশ্যপ। জায়তে নাত্র সন্দেহঃ সমীভূতে শুভাশুভে ॥ ২৮ ॥ স্ত্রীপুংসয়োঃ প্রসঙ্গে চ বিশুদ্ধে শুক্রশোণিতে। পঞ্চভূতসমোপেতঃ সুপুষ্টঃ পরমঃ পুমান্ ॥ ২৯ ॥ ধারণা প্রেরণন্দুঃখং ইচ্ছা সংস্কারএব চ। প্রযত্নাকৃতিবর্ণাশ্চ রাগদ্বেষৌ ভবাভবৌ ॥ ৩০ ॥ তস্যেদমাত্মনঃ সর্ব্বমনাদেরাদিমিচ্ছতঃ। স্বকর্ম্মবন্ধস্য তদা গর্ভে বৃদ্ধিং হি বিন্দতি ॥ ৩১ ॥ পুরা ময়া যথা প্রোক্তস্তব জন্তোর্হি লক্ষণং। এবং প্রবর্ত্ততে চক্রং ভূতগ্রামে চতুর্ব্বিধে ॥ ৩২ ॥ সমুৎপত্তির্ব্বিনাশশ্চ জায়তে তার্ক্ষ্য দেহিনাং। ঊর্দ্ধা গতিস্তু ধর্ম্মেণ অধর্ম্মেণ হ্যধোগতিঃ ॥ ৩৩ ॥ জায়তে সর্ব্ববর্ণানাং স্বকর্ম্মাচরণাৎ খগ। দেবত্বে মানুষত্বে চ দানভোগাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৩৪ ॥ যদ্যৎ দৃশ্যং বৈনতেয় তৎ সর্ব্বং কর্ম্মজং ফলং। কুকর্ম্মবিহিতো ঘোরে কামক্রিয়ার্জ্জিতে শুভে। নরকে পতিতো ভূয়ো যস্মোত্তারো ন বিদ্যতে ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে
চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

প্রাপ্ত হয়। সর্পহনন করিলে সেই পাপী জন্মান্তরে অতিশয় দুশ্চরিত্র এবং শূকরঘাতী পুরুষ বরাহ হইয়া থাকে। ২২। ব্রাহ্মণপরিবাদ দিলে সেই পাপে মানব পরজন্মে কচ্ছপতনু লাভ করে, আর যাহারা দেবল অর্থাৎ বেতনগ্রাহী হইয়া দেবার্চ্চনা করে, তাহারা পরজন্মে চাণ্ডালযোনিতে উৎপন্ন হয়। ২৩। ফলবিক্রেতা ব্যক্তি দুর্ভাগ্য এবং শূদ্রপত্নী গমন করিলে বৃষ হইয়া জন্মে, যে ব্যক্তি পাদদ্বারা অগ্নিস্পর্শ করে, সে মার্জ্জারযোনি প্রাপ্ত হয় আর পরমাংসভোজন করিলে সেই পাপী চিরকাল রুগ্নাবস্থায় কালযাপন করে। ২৪। যে ব্যক্তি ভগিনী গমন করে, সেই পাপী জন্মান্ত ক্লীব হইয়া থাকে আর সুগন্ধিদ্রব্য অপহরণ করিলে সেই ব্যক্তির গাত্রে দুর্গন্ধ হয়। স্বল্প কিম্বা বহু যে কোন পরকীয় দ্রব্য হরণ করিলে পরজন্মে সেই পাপী তিত্তিরি পক্ষী হয়, ইহাতে সংশয় নাই। ২৫। হে খগেশ্বর! যে সকল পাপসূচক চিহ্ন কথিত হইল, তদ্ভিন্ন অপরাপর চিহ্নও স্বকৃত কর্ম্মানুসারে মানবের শরীরে দৃষ্ট হয়। ২৬। দুষ্কৃতকর্ম্মা ব্যক্তিরা ক্রমত নরকভোগ করিয়া কর্ম্মভোগ শেষ হইলে পূর্ব্বকথিত যোনিসমূহে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ২৭। হে কশ্যপনন্দন। পরে পূর্ব্বোক্ত পাপী মানব নানাযোনিতে শত শতবার জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। পাপ ও পুণ্যের সাম্যাবস্থাতেই এইরূপ হয়। ২৮। স্ত্রী ও পুরুষসহযোগে শুক্র ও শোণিত বিশুদ্ধ হইয়া পঞ্চভূতসমন্বিত হয়, তৎপরে উহা পুষ্ট হইয়া পরম পুরুষ উৎপন্ন হয়। ২৯। অনন্তর সেই পুরুষের ধারণা, প্রেরণ, দুঃখ, ইচ্ছা, সংস্কার, যত্ন, আকৃতি, বর্ণ, রাগ, দ্বেষ এই সকল হইয়া থাকে। ৩০। সেই অনাদি আত্মার ইচ্ছাবশতই এই সকল হয় এবং সেই আত্মা স্বীয় কর্ম্মবশতঃ গর্ভমধ্যে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ৩১। হে গরুড়! পূর্ব্বে আমি যে তোমার নিকট জন্তুর লক্ষণ বলিয়াছিলাম, সেইরূপেই জন্তুগণ চতুর্ব্বিধ ভূতসমূহে চক্রবৎ প্রবর্ত্তিত হয়। ৩২। হে তার্ক্ষ্য! দেহিমাত্রেরই উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে; তাহার মধ্যে বিশেষ এই যে, যাহারা ধার্ম্মিক, তাহাদিগের ঊর্দ্ধগতি এবং যাহারা পাপী, তাহাদিগের অধোগতি হয়। ৩৩। হে খগবর! এইরূপে সকল বর্ণেরই স্বকর্ম্মাচরণবশত গতিপ্রাপ্তি হইয়া থাকে এবং দেবমানুষাদি সকল জন্মেই দানভোগাদিক্রিয়া হয়। ৩৪। হে বিনতানন্দন! ইহলোকে যাহা যাহা দৃষ্ট হইতেছে, সেই সমুদায়ই কর্ম্মজন্য ফল জানিবে। যাহারা নিয়ত কুকর্ম্মরত; তাহারা ঘোরতর নরকে পতিত হইয়া থাকে; কিন্তু ইহাদিগের উদ্ধার হইতে পারে না। কারণ পুনঃপুনঃ কুকর্ম্মদ্বারা নরকভোগ করিয়া থাকে। ৩৫।

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

গরুড়-উবাচ। ভগবন্ দেবদেবেশ কৃপয়া পরয়া বদ। দানন্দানস্য মাহাত্ম্যং বৈতরণ্যাঃ প্রমাণকং ॥ ১ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। যা সা বৈতরণী নাম্নী যমদ্বারে মহাসরিৎ। যৎপ্রমাণা চ সা দেবী শৃণু তাং মে ভয়াবহাং ॥ ২ ॥ শতযোজনবিস্তীর্ণা পৃথুত্বে সা মহানদী। দুর্গন্ধা দুস্তরা পাপৈর্দৃষ্টমাত্রভয়াবহা ॥ ৩ ॥ পূয়শোণিততোয়াঢ্যা মাংসকর্দ্দমসংকুলা। পাপিনং হ্যাগতং দৃষ্ট্বা নানাভয়াঃ সমাগতাঃ ॥ ৪ ॥ দৃশ্যতে সত্বরস্তোয়ং পাত্রমধ্যে যথা ঘৃতং। কৃমিভিঃ সঙ্কুলং পূয়ং বজ্রতুণ্ডৈঃ সমাবৃতং ॥ ৫ ॥ শিশুমারৈশ্চ মৎস্যাদ্যৈর্ব্বজ্রকর্ত্তরিসংযুতৈঃ। অন্যৈশ্চ জলজীবৈশ্চ হিংসকৈর্ম্মাংসভেদিভিঃ ॥ ৬ ॥ তপন্তে দ্বাদশাদিত্যাঃ প্রলয়ান্তে যথা হি তে। পতন্তি তত্র বৈ মর্ত্ত্যা ক্রন্দমানাস্তু পাপিনঃ ॥ ৭ ॥ হা ভ্রাতঃ পুত্র মাতেতি প্রলপন্তি মুহুর্মুহুঃ। বিতরন্তি নিমজ্জন্তি তত্র গচ্ছন্তি জন্তবঃ ॥ ৮ ॥ চতুর্ব্বিধৈঃ প্রাণিগণৈর্দ্রষ্টব্যা সা মহানদী। তরন্তি তত্র দানেন চান্যথা তে পতন্তি বৈ ॥ ৯ ॥ মাতরং যেঽবমন্যন্তে আচার্য্যং গুরুমেব চ। অবমন্যন্তি যে মূঢ়াস্তেষাং বাসোঽত্র সন্ততঃ ॥ ১০ ॥ পতিব্রতাং ধর্ম্মশীলাং রূঢ়াং ধর্ম্মে বিনিশ্চিতাং। পরিত্যজন্তি যে মূঢ়াস্তেষাম্বাসোঽত্র সন্ততঃ ॥ ১১ ॥ বিশ্বাসপ্রতিপন্নানাং স্বামিমিত্রতপস্বিনাং। স্ত্রীবালবিকলাদীনাঞ্ছিদ্রমন্বেষয়ন্তি হি। পচ্যন্তে পূয়মধ্যে তু ক্রন্দমানাস্তু পাপিনঃ ॥ ১২ ॥ প্রাপ্তম্বুভুক্ষিতং বিপ্রং যো বিঘ্নায়োপসর্পতি। কৃমিভির্ভক্ষ্যতে সত্র যাবদাভূতসংপ্লবং ॥ ১৩ ॥ ব্রাহ্মণায় প্রতিশ্রুত্য যথার্থন্ন

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

গরুড় জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! হে দেবদেবেশ্বর! আপনি কৃপা করিয়া দান এবং দানমাহাত্ম্য ও বৈতরণীপ্রমাণ আমার নিকট কীর্ত্তন করুন্। ১। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে গরুড়! যমদ্বারে যে বৈতরণী নামে ভয়সংকুলা মহানদী আছে, তাহার যেরূপ পরিমাণ, তাহা আমি তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর। ২। এই বৈতরণী নাম্নী মহানদী শতযোজনবিস্তীর্ণা, পাপিগণ এই নদী দর্শনমাত্র ভয়ে অভিভূত হয়, তাহারা ইহাতে অতিশয় দুর্গন্ধ অনুভব করিয়া থাকে এবং কোনরূপে এই মহানদী পার হইতে পারে না। ৩। এই বৈতরণী নাম্নী মহাস্রোতস্বতী পূয়রক্তরূপ জলে পরিপূর্ণ, জীবগণের মাংস এই নদীতে কর্দ্দমরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। পাপী ব্যক্তি এই তটিনীর তীরবর্ত্তী হইলে তাহাকে দর্শন করিয়া নানাপ্রকার ভয় আসিয়া উপস্থিত হয়। ৪। সেই বৈতরণীতীরে হঠাৎ উপস্থিত হইলে তাহার জল পাত্রমধ্যগত ঘৃতের ন্যায় দৃষ্ট হয়, বাস্তবিক ঐ জল ক্রিমিপরিপূর্ণ ও পূয়বৎ এবং ঐ নদী শিশুমার ও মৎস্যাদি হিংস্রক জলজন্তুগণে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, ঐ মৎস্যাদিরা সর্ব্বদা বজ্রময় কর্ত্তরিকা হস্ত করিয়া আছে, তাহারা ঐ কর্ত্তরিকাদ্বারা পাপিষ্ঠ প্রাণীর মাংসভেদ করিয়া থাকে। ৫-৬। যেমন প্রলয়াবসনে দ্বাদশ আদিত্য উদিত হইয়া জগৎ বিনাশার্থ প্রখর কিরণজাল বিস্তার করেন, সেইরূপ এই নদীতেও দ্বাদশ আদিত্য সাতিশয় তাপপ্রদান করিয়া থাকেন। পাপিগণ এই মহানদীর তীরে আগমন করিলেই রোদন করিতে করিতে তাহাতে পতিত হয়। ৭। পাপিষ্ঠ জন্তুগণ এই নদীতে পতিত হইয়া "হা ভ্রাতঃ! হা মাতঃ! হা পুত্র!" এই বলিয়া বারম্বার বিলাপ করিতে করিতে সেই নদীপ্রবাহে নিমগ্ন হইয়া যায়। ৮। চতুর্ব্বিধ প্রাণিগণই এই মহানদী দর্শন করে, তাহাদিগের মধ্যে যাহারা দানশীল, তাহারাই ইহার পারে গমন করিতে পারে আর যাহারা দানবিমুখ, তাহারা উহাতে পতিত হয়। ৯। বিশেষতঃ যে সকল মূঢ়াত্মা ব্যক্তিরা মাতা, গুরু ও আচার্য্য ইহাঁদিগের অবমাননা করে, তাহারাই এই নদীতে সতত বাস করিয়া থাকে। ১০। যাহারা পতিপরায়ণা, ধর্ম্মশীলা, পরিণীতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, সেই সকল মূঢ়াত্মা ব্যক্তিরা সর্ব্বদা এই বৈতরণী নদীতে বাস করে। ১১। স্বামী, মিত্র, তপস্বী, স্ত্রী, বালক ও বিকলাঙ্গপ্রভৃতি ইহাঁরা যাহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করে, সেই ব্যক্তি কোন ছিদ্রান্বেষণপূর্ব্বক বিশ্বাসঘাতকতা আচরণ করিলে সেই কৃতঘ্ন পাপী রোদন করিতে করিতে এই নদীমধ্যগত পূয়মধ্যে পচিতে থাকে। ১২। ক্ষুধাতুর ব্রাহ্মণ ভোজনাকাঙ্ক্ষী হইয়া উপস্থিত হইলে যদি কোন ব্যক্তি তাহার প্রতি অত্যাচার করে, তাহাহইলে সেই পাপাত্মাকে এই নদীমধ্যগত ক্রিমিগণ ভক্ষণ করিয়া থাকে এবং সেই পাপী মহাপ্রলয়পর্য্যন্ত এই ভাবে নরকভোগ

দদাতি যঃ। যজ্ঞবিধ্বংসকশ্চৈব রাজস্ত্রীগামী চ পৈশুনী॥ ১৪॥ কথাভঙ্গকরশ্চৈব কূটসাক্ষী চ মদ্যপঃ। আহূয় নাস্তি যো ব্রূতে তস্য বাসোঽত্র সন্ততঃ॥ ১৫॥ অগ্নিদো গরদশ্চৈব স্বয়ন্দত্তাপহারকঃ। ক্ষেত্রসেতুবিভেদী চ পরদারপ্রধর্ষকঃ॥ ১৬॥ ব্রাহ্মণো রসবিক্রেতা তথা চ বৃষলীপতিঃ। গোধনস্য তৃষার্ত্তস্য বিচ্ছেদং কুরুতে তু যঃ॥ ১৭॥ কন্যাবিদূষকশ্চৈব দানন্দত্ত্বা তু তাপকঃ। শূদ্রস্তু কপিলাপানো ব্রাহ্মণো মাংসভোজকঃ। এতে বসন্তি সততস্মা বিচারং কৃথাঃ ক্বচিৎ॥ ১৮॥ কৃপণো নাস্তিকঃ ক্ষুদ্রঃ স তস্যান্নিবসেৎ খগ। সদামর্ষী সদা ক্রোধী নিজবাক্যপ্রমাণকৃৎ॥ ১৯॥ পরোক্তচ্ছেদকো নিত্যমৈত্তরণ্যাং বসেচ্চিরং। যস্ত্বহঙ্কারবান্ পাপঃ স্ববিকত্থনকারকঃ। কৃতঘ্নো বিশ্বাসঘাতী বৈতরণ্যাং বসেচ্চিরং॥ ২০॥ কদাচিদ্ভাগ্যযোগেন তরণেচ্ছা ভবেদ্যদি। সানুকূলা ভবেদ্যেন তদাকর্ণয় কাশ্যপ॥ ২১॥ অয়নে বিষুবে পুণ্যে ব্যতীপাতে দিনক্ষয়ে। চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে চ সংক্রান্তৌ দর্শবাসরে॥ ২২॥ অন্যেষু পুণ্যকালেষু দীয়তে দানমুত্তমং। যদা কদা ভবেদ্বাপি শ্রদ্ধা দানম্প্রতি ধ্রুবং। তদৈব দানকালঃ স্যাজ্জাতা সম্পত্তিরস্থিরা॥ ২৩॥ অস্থিরাণি শরীরাণি বিভবো নৈব শাশ্বতঃ। নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্ত্তব্যো ধর্ম্মসঞ্চয়ঃ॥ ২৪॥ কৃষ্ণাম্বা পাটলাম্বাপি দদ্যাদ্বৈতরণীং শুভাং। হেমশৃঙ্গীং রৌপ্যক্ষুরীং কাংস্যপাত্রোপদোহনীং॥ ২৫॥ কৃষ্ণবস্ত্রযুগচ্ছন্নাং সপ্তধান্যসমন্বিতাং। কার্পাসদ্রোণশিখরে আসীনস্তু ত্রভাজনে॥ ২৬॥ যমং হৈমং প্রকুর্ব্বীত লোহদণ্ডসমন্বিতং। ইক্ষুদণ্ডময়ং বদ্ধা তূড়ুপং দৃঢ়বন্ধনৈঃ॥ ২৭॥ উড়ুপোপরি তান্ধেনুং সূর্য্যদেহসমুদ্ভবাং। কৃত্বা বিকল্পয়েদ্বিদ্বান্

করে। ১৩। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে প্রতিশ্রুত দ্রব্য প্রদান করে না, সেই পাপী এবং যজ্ঞবিঘ্নকারী, রাজপত্নীগামী, পিশুনাচারতৎপর, কথাভঙ্গকারী, কূটসাক্ষ্যদাতা, মদ্যপায়ী ও যে ব্যক্তি আহ্বান করিয়া তাহাকে কোন কথা কহে না, সেই সকল ব্যক্তিরা এই নদীতে বাস করিয়া থাকে। ১৪ ১৫। যে ব্যক্তি অপরের গৃহে অগ্নিপ্রদান করে ও অন্য কোন ব্যক্তিকে বিষপান করিতে দেয়, স্বয়ং দান করিয়া তাহা গ্রহণ করে, যে ব্যক্তি ক্ষেত্র ও সেতুভেদ করে, যে ব্যক্তি পরদারের অবমর্ষণ করে, যে ব্রাহ্মণ রসবিক্রয় করে, যে ব্রাহ্মণ বৃষলীগমন করে, যে ব্যক্তি তৃষ্ণাতুর গোধনের বিভেদ করে, যে ব্যক্তি কন্যা বিক্রয় করে, যে ব্যক্তি দান করিয়া সেই ব্যক্তিকে তাপপ্রদান করে, যে শূদ্র ব্যক্তি কপিলার দুগ্ধপান করে, যে ব্রাহ্মণ মাংসভোজন করে, এই সকল পাপীরা সর্ব্বদা এই ভয়াবহ বৈতরণীনদীর মধ্যে বাস করিয়া থাকে। ইহাতে কোন বিচার করিবে না। ১৬—১৮। যাহারা কৃপণ, নাস্তিক, ক্ষুদ্রাশয়, হে খগবর! তাহারা সতত এই নদীতে বাস করে, আর যাহারা সদা দ্বেষপরায়ণ, ক্রোধী, আপনার মত রক্ষণে ব্যস্ত এবং পরোক্তচ্ছেদকারী, তাহারা চিরকাল বৈতরণীতে বাস করে। যে ব্যক্তি অহঙ্কারবান্ এবং আপন গৌরব প্রকাশ করে ও উপকার স্বীকার করে না, আর যে ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতক, তাহারা চিরকাল বৈতরণীতে বাস করে। ১৯—২০। হে কাশ্যপ! যদি কখনও কাহার ভাগ্যযোগবশত ঐ নদীতরণের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে যেরূপে সেই নদী সানুকূলা হয়, তাহা শ্রবণ কর। ২১। দক্ষিণায়নে ও উত্তরায়ণে, ব্যতীপাতযোগে, দিনক্ষয়ে, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণকালে সংক্রান্তিদিবসে, অমাবস্যা তিথিতে এবং অন্যান্য পুণ্যকালে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করিবে। আর যে সময়েই হউক, যখন দানের প্রতি একান্ত ইচ্ছা হয় তাহা দানের কাল জানিবে। ২২—২৩। জীবমাত্রেরই শরীর অস্থির এবং বিভবও নিত্য নহে। সর্ব্বদাই জীবের মৃত্যু বিহিত রহিয়াছে, অতএব ধর্ম্মসঞ্চয় করিবে। ২৪। কৃষ্ণবর্ণা অথবা পাটলবর্ণা, হেমময়-শৃঙ্গবিশিষ্ট, রৌপ্যখুরযুক্ত এবং কাংস্যপাত্রসমন্বিত, কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রযুগলাচ্ছাদিত, সপ্তধান্যসমন্বিত বৈতরণীধেনু দান করিবে এবং দ্রোণপরিমিত কার্পাসশিখরে তাম্রভাজনে সমাবিষ্ট হেমময় লোহদণ্ডধারী যমমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। অনন্তর দৃঢ়বন্ধনে ইক্ষুদণ্ডময় উড়ুপবন্ধন করিয়া সেই উড়ুপের উপর সূর্য্যদেহসমুদ্ভবা ধেনুস্থাপনপূর্ব্বক সেই ধেনুকে ছত্র ও উপানহযুক্ত করিবে। সেই ধেনু ও অঙ্গুরীয়ক এবং বস্ত্র ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। উক্তরূপ দান করিয়া কুশ ও জলগ্রহণপূর্ব্বক এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। "মহাঘোরতর যমদ্বারে তপ্তজলপূর্ণ বৈতরণী নদী বিদ্যমান আছে, সেই নদী পরিত্রাণ-

ছত্রোপানহসমন্বিতাং ॥ ২৮ ॥ অঙ্গুলীয়কবাসাংসি ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ। ইমমুচ্চারয়েন্মন্ত্রং সংগৃহ্য সজলান্ কুশান্ ॥২৯॥ যমদ্বারে মহাঘোরে শ্রুত্বা বৈতরণীং নদীং। তর্ত্তুকামো দদাম্যেনাস্তুভ্যং বৈতরণীঞ্চ গাং ॥ ৩০ ॥ বিষ্ণুরূপ দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভূদেব পঙ্ক্তিপাবন। সদক্ষিণা ময়া তুভ্যন্দত্তা বৈতরণী চ গৌঃ ॥ ৩১ ॥ গাবো মমাগ্রতঃ সন্তু গাবো মে সন্তু পৃষ্ঠতঃ। গাবো মে হৃদয়ে সন্তু গবাং মধ্যে বসাম্যহং ॥ ৩২ ॥ ধর্ম্মরাজঞ্চ সর্ব্বেশং বৈতরণ্যাখ্যকান্তু গাং। সর্ব্বম্প্রদক্ষিণীকৃত্য ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥ ৩৩ ॥ পুচ্ছং সংগৃহ্য ধেনোশ্চ অগ্রে কৃত্বা তু বৈ দ্বিজং। ধেনুকে ত্বং প্রতীক্ষস্ব যমদ্বারে মহাভয়ে ॥ ৩৪ ॥ উত্তারণার্থন্দেবেশি বৈতরণ্যৈ নমো নমঃ। অনুব্রজেদ্দ্বিজং যান্তং সর্ব্বন্তস্য গৃহং নয়েৎ ॥ ৩৫ ॥ এবং কৃতে বৈনতেয় সা সরিৎ সুখদা ভবেৎ। সর্ব্বান্ কামানাপ্নুবন্তি দদতে যে চ মানবাঃ ॥ ৩৬ ॥ সুকৃতস্য প্রভাবেন সুখঞ্চেহ পরত্র চ। স্বস্থে সহস্রগুণিতং আতুরে শতসম্মিতং ॥ ৩৭ ॥ মৃতস্যৈব তু যদ্দানং পরোক্ষে তৎ সমং স্মৃতং। স্বহস্তেন ততো দেয়ং মৃতে কঃ কস্য দাস্যতি ॥ ৩৮ ॥ দানধর্ম্মবিহীনানাং কৃপণং জীবিতঙ্ক্ষিতৌ। অস্থিরেণ শরীরেণ স্থিরং কর্ম্ম সমাচরেৎ। অবশ্যমেব যাস্যন্তি প্রাণাঃ প্রাঘূর্ণিকা ইব ॥ ৩৯ ॥ ইতীদমুক্তন্তব পক্ষিরাজ বিড়ম্বনং জন্তুগণস্য সর্ব্বং। প্রেতস্য মোক্ষায় তদূর্দ্ধ্বদৈহিকং হিতায় লোকস্য শুভার্থবোধনং ॥ ৪০ ॥ সূত উবাচ। এবং বিপ্রাঃ সমাদিষ্টং বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। গরুড়ঃ প্রেতচরিতং শ্রুত্বা সন্তুষ্টমানসঃ ॥ ৪১ ॥ ব্রততীর্থাদিকং পুণ্যং পুনঃ পপ্রচ্ছ কেশবং। ধ্যাত্বা মনসি সর্ব্বেশং সর্ব্বকারণকারণং ॥ ৪২ ॥ ঋষয়ঃ সর্ব্বমেতদ্বৈ জন্তূনাং প্রভবাপ্যয়ং। ময়া প্রোক্তং হি বৈ মুক্তৌ প্রেতস্য চ দৈহিকং। নিদানং বচ্মি লোকানাং হিতায় পরমৌষধং ॥ ৪৩ ॥ লাভস্তেষাঞ্জয়স্তেষাং কুতস্তেষাম্পরাজয়ঃ। যেষা-

কামনায় এই বৈতরণী ধেনু দান করিতেছি। হে দ্বিজবর! তুমি বিষ্ণুরূপী, ভূদেব, তুমি পংক্তিপাবন করিয়া থাক। আমি এই সদক্ষিণা বৈতরণী গো তোমাকে দান করিতেছি। গোসকল আমার অগ্রে ও পৃষ্ঠে বিদ্যমান থাকুক। গোসকল আমার হৃদয়ে বাস করুক এবং আমি গোগণের মধ্যে বাস করিতে থাকি। ২৫—৩২।" এইরূপ প্রার্থনা করিয়া সর্ব্বেশ্বর ধর্ম্মরাজ ও বৈতরণী গো প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। ৩৩। তৎপরে ধেনুর পুচ্ছধারণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ অগ্রে করিয়া বলিবে যে, হে ধেনুকে! তুমি মহাভয়সঙ্কুল যমদ্বারে আমার পরিত্রাণার্থ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। দেবি বৈতরণি! তোমাকে নমস্কার করি। এই বলিয়া ব্রাহ্মণের অনুগমনপূর্ব্বক ধেনুপ্রভৃতি সমুদায় দ্রব্য ব্রাহ্মণের গৃহে লইয়া যাইবে। ৩৪—৩৫। হে বিনতানন্দন! এইরূপ করিলে সেই বৈতরণীনদী সুখদায়িনী হয়। যে ব্যক্তি উক্তরূপে ধেনুদান করে, সে সর্ব্বপ্রকার কাম্যলাভ করিয়া থাকে। ৩৬। পুণ্যকর্ম্ম করিলে সেই ব্যক্তি ইহলোকে ও পরলোকে সুখভোগ করিতে পারে। সুস্থ ব্যক্তি দান করিলে শতগুণ ফল পায় এবং আতুরের সহস্রগুণ ফল হয়। ৩৭। মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে যে দান করা যায়, পরোক্ষেতে তাহার সমান ফল হইয়া থাকে। সকলেই জীবদবস্থায় স্বহস্তে দান করিবে, কারণ নিজের মরণ হইলে তাহার মঙ্গলের নিমিত্ত কে দান করিয়া থাকে। ৩৮। দানধর্ম্মবিহীন মনুষ্যের কৃপণ জীবন ক্ষিতিতেই ক্লেশভোগ করে; অতএব অস্থির শরীরদ্বারা স্থিরতর পুণ্যকর্ম্ম করিবে। যেহেতু আগন্তুকের ন্যায় প্রাণ অবশ্যই গমন করিবে। ৩৯। হে পক্ষিরাজ! এইরূপে তোমার নিকট জন্তুগণের সর্ব্বপ্রকার বিড়ম্বনা কহিলাম এবং প্রেতের মোক্ষের নিমিত্ত লোকহিতার্থ শুভার্থবোধন ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্যও তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ৪০। সূত কহিলেন, হে বিপ্রগণ! সর্ব্বাধীশ্বর বিষ্ণু এইরূপে গরুড়ের নিকট প্রেতক্রিয়াদি উপদেশ করিয়াছেন। গরুড় বিষ্ণুর নিকট প্রেততত্ত্ব শ্রবণ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার সর্ব্বকারণ সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া ব্রততীর্থাদি পুণ্যকর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন। ৪১—৪২। ঋষিগণ! প্রাণিবর্গের উৎপত্তি, বিনাশ ও গতি সমুদায় আমি বলিয়াছি এবং প্রেতের মুক্তির নিমিত্ত তাহার ঊর্দ্ধদৈহিকক্রিয়া বলিয়াছি। এইক্ষণ লোকের হিতার্থ নিদান ও পরম ঔষধ বলিতেছি। ৪৩। যাহার হৃদয়ে ইন্দীবরের ন্যায় শ্যামকলেবর শ্রীকৃষ্ণ বাস করেন, তাহার লাভ ও জয় হয়

মিন্দীবরশ্যামো হৃদয়স্থো জনার্দ্দনঃ ॥ ৪৪ ॥ বিষ্ণুর্মাতা পিতা বিষ্ণুর্বিষ্ণুঃ স্বজনবান্ধবঃ। যেষামেবং স্থিরা বুদ্ধির্ন তেষাম্দুর্গতির্ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥ মঙ্গলম্ভগবান্বিষ্ণুর্মঙ্গলং গরুড়ধ্বজঃ। মঙ্গলং পুণ্ডরীকাক্ষো মঙ্গলায়তনং হরিঃ ॥ ৪৬ ॥ হরির্ভাগীরথী বিপ্রা বিপ্রা ভাগীরথী হরিঃ। ভাগীরথীহরির্বিপ্রাঃ সারমেতজ্জগত্রয়ে ॥ ৪৭ ॥ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাঙ্গতোপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥ ৪৮ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। ইতি সূতমুখোদ্গীর্ণাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থমণ্ডনীং। বৈষ্ণবীং বাক্সুধাং পীত্বা ঋষয়স্তুষ্টিমাপুঃ ॥ ৪৯ ॥ প্রশশংসুস্তথান্যোন্যং সূতং সর্ব্বার্থদর্শনং। প্রণম্যাতুলশ্রদ্ধাপুঃ শৌনকাদ্যা মহর্ষয়ঃ ॥ ৫০ ॥ সর্ব্বেষাং মঙ্গলং ভূয়াৎ সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ। সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্দুঃখভাগ্‌ভবেৎ ॥ ৫১ ॥ ইতি গরুড়পুরাণে প্রেতকল্পে প্রজানাং হিতমভিহিতমাদৌ সূতপুত্রেণ পুণ্যং। ক্রতুকরণগতানাং নৈমিষে সন্মুনীনাং শ্রবণগতমকুর্ব্বন্ কিং বিজানাতি মর্ত্ত্যঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে
পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

এবং কদাচ তাহার পরাভব হয় না। ৪৪। "বিষ্ণু মাতা, বিষ্ণু পিতা, বিষ্ণু স্বজন ও বান্ধব," যাহাদিগের এইরূপ স্থিরবুদ্ধি আছে, তাহাদিগের কখনও দুর্গতি হয় না। ৪৫। ভগবান্ বিষ্ণুই মঙ্গল এবং গরুড়ধ্বজই মঙ্গল এবং পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান্ হরিই মঙ্গলায়তন। ৪৬। হরি, ভাগীরথী ও বিপ্র; বিপ্র, ভাগীরথী ও হরি এবং ভাগীরথী, হরি ও বিপ্র, ত্রিজগতে এই তিনই সারতর। ৪৭। অপবিত্র অথবা পবিত্র কিম্বা যে কোন অবস্থাপন্ন হউক না কেন, যে ব্যক্তি পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করে, সেই ব্যক্তি বাহ্যে ও অন্তরে শুচি হইতে পারে। ৪৮। শ্রীভগবান্ কহিলেন, এই সূতমুখোক্ত সর্ব্বশাস্ত্রার্থপূর্ণ বিষ্ণুর বাক্যময় সুধাপান করিয়া ঋষিগণ পরম সন্তোষ পাইয়াছিলেন। ৪৯। অনন্তর শৌনকাদি মহর্ষিবৃন্দ পরম সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বার্থদর্শী সূতকে পরস্পর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ৫০। সকলের মঙ্গল হউক, সকল ব্যক্তি নিরাপদে থাকুক, সকলে শুভদর্শন করুক। কেহই যেন দুঃখভাগী হয় না। ৫১। সূততনয় উক্তরূপে গরুড়পুরাণের প্রেতকল্পে প্রজাবর্গের হিতসাধক পুণ্যকর্ম্মসকল কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এই সময়ে মুনিগণ ক্রতুসাধনার্থ নৈমিষারণ্যে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা এই গরুড়পুরাণ শ্রবণ করিয়া তাহার মাহাত্ম্য অবগত হইতে পারিলেন, কিন্তু মানবগণ তাহা কোনরূপেও জানিতে পারে না। ৫২।

ইতি জেলা ঢাকার অন্তঃপাতী মাণিকগঞ্জ উপবিভাগের অধীন বুতুনীগ্রামনিবাসী ৺ আনন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়-কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত গরুড়পুরাণ উত্তরখণ্ড সমাপ্ত।